মহাভারত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীশ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত

এবং শোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

ঝায় সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৯।

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের সূচীপত্র।

সমাপ্ত।

মহাভারত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

নারায়ণং, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে
নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুমহাত্মা কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ এবং নানা দেশ-সমাগত পার্থিবগণ কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! কুরু, পাণ্ডব ও সোম বংশীয় বীরগণ তপঃক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, সমর-প্রিয়, বিজয়কাঙ্ক্ষী, মহাবল পাণ্ডবেরা সকলে সৈন্যগণ ও সোমকদিগের সহিত কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৌরবদিগের অভিমুখীন হইলেন। সেই দুরাধর্ষ সসৈনিক সোমক ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে বিজয়াশংসা করত দুর্য্যোধনের সৈনিক বর্গের সম্মুখ দিয়া গমন-পূর্ব্বক পশ্চিম ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্নিবেশ করিলেন। কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে যথোপযুক্ত সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করাইলেন। হে পার্থিবসত্তম! তৎকালে যেন সমস্ত ভূমণ্ডল পুরুষ-শূন্য, নিরশ্ব, বিরথ ও কুঞ্জর-বিবর্জ্জিত হইল। সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। জম্বুদ্বীপমণ্ডলে যে স্থান পর্য্যন্ত দিবাকর কর প্রসারণ করেন, সেই প্রদেশ হইতে সকলে যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া সৈন্য রূপে সমবেত হইল। সর্ব্ব জাতীয় সমস্ত মানবগণ একত্র হইয়া বহু যোজন বিস্তীর্ণ ভূমি পরিসরে অনেকানেক দেশ, নদী, পর্ব্বত ও বন সমুহ পরিব্যাপ্ত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বল বাহন-সমন্বিত সেই অসংখ্য যোধগণের উত্তম রূপে ভক্ষ্য ভোজ্যের ব্যবস্থা আদেশ করিয়া দিলেন এবং যুদ্ধ কালে বিশৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য স্ব পক্ষ সৈন্যদিগের এক নাম নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, যে এই রূপ নাম বলিবে, তাহাকে পাণ্ডব পক্ষ বলিয়া বোধ করা যাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেক দলের অভিজ্ঞান সূচক চিহ্ন-বিশেষ, সংজ্ঞা-বিশেষ ও ভাষা-বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ওদিকে মস্তকোপরি ধ্রিয়মাণ পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্রে সুশোভিত, নাগ সহস্র মধ্যবর্ত্তী, ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত, মহামানী দুর্য্যোধন পাণ্ডব পক্ষীয় ধ্বজাগ্রভাগ নিরীক্ষণ করত স্ব পক্ষীয় মহীপাল বর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডব-প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ-প্রিয় পাঞ্চাল যোধগণ দুর্য্যোধনকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল মানসে মহারবে শঙ্খ ও মধুর স্বন ভেরী সমস্ত শব্দিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব গণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব সেই সৈন্য দলকে তাদৃশ হর্ষ প্রাপ্ত দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। রথস্থিত পুরুষেন্দ্র বসুদেবসূনু ও ধনঞ্জয় যোধগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব দিব্য

শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইতস্তত যোধগণ তাঁহাদিগের সেই পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মুত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। যে প্রকার শব্দায়মান মহা সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া অপরাপর পশুকুল ভয় ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ সেই দিব্য বারিজ নিস্বন শ্রবণে সেই সকল সৈন্য দল অবসন্ন হইয়া পড়িল। তৎকালে ভূমি হইতে এতাদৃশ ধূলিপুঞ্জ উত্থিত হইতে লাগিল, যে তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া দিবাকর যেন অস্ত গমন করিলেন; কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না। অনন্তর পর্জন্য সেই স্থলে সমস্ত সৈন্য গণের উপরে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। মরুত্বান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে শর্করাকর্ষণ পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র যোধগণকে আহত করিতে থাকিল। এই সকল যেন অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। হে রাজেন্দ্র! তথাপি সেই ক্ষুভিত সাগর তুল্য উভয় সৈন্য দল যুদ্ধার্থে অতিশয় আগ্রহান্বিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত রহিল। যুগান্তকালীন মহার্ণব যুগলের ন্যায় সেই ভারত সেনা দ্বয়ের সমাগম অদ্ভুতরূপ হইল। কুরুপাণ্ডবেরা সৈন্য সমুহ সংগ্রহ করাতে বসুন্ধরা শূন্যপ্রায় রহিল; কেবল বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীবৃন্দ মাত্র সর্ব্বত্র স্ব স্ব দেশে অবশিষ্ট ছিল।

হে ভরত প্রবর! কুরু, পাণ্ডব ও সোমক গণ যুদ্ধের এই রূপ প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন যে সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেক; কেহই কোন প্রকারে ছল প্রয়োগ করিতে পারিবেক না; ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইলে আমাদিগের উভয় পক্ষেরই পরস্পর প্রীতি হইবে। যাহারা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদিগের সহিত বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবেক। যাহারা সৈন্য মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত করা হইবেক না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতিক পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিবেক। যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও পরাক্রম অনুসারে সম্ভাষণ করিয়া প্রহার করিতে হইবেক। বিশ্বস্ত অথবা বিহ্বল ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিবে না। অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত, শরণাপন্ন, যুদ্ধ পরাঙ্মুখ, ক্ষীণ-শস্ত্র অথবা বর্ম্মহীন লোকদিগকে কোন প্রকারে প্রহার করা হইবেক না, এবং সারথি, বাহন, শস্ত্র বাহক ও ভের্রী-শঙ্খাদি বাদ্যকরের প্রতি কোন প্রকারে আঘাত কর্ত্তব্য হইবেক না। কুরু, পাণ্ডব ও সোমক গণ এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পর সৈন্যদল নিরীক্ষণ করত অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এই রূপে সেই পুরুষ-প্রধান মহাত্মা গণ সৈনিকগণের সহিত সেনা সন্নিবেশ করিয়া পরম হৃষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থে সমুৎসুক রহিলেন।

সৈন্যসন্নিবেশ ও প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভূত ভব্য ভবিষ্যবিৎ, প্রত্যক্ষদর্শী, সর্ব্ববেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, ভরতবংশীয় গণের পিতামহ সত্যবতী-নন্দন ভগবান্ ব্যাস ঋষি নিদারুণ ভাবি সংগ্রামে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগে অবস্থিত সেই সকল সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া পুত্রের দুর্নীতি চিন্তায় শোকাকুল বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জনে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্রেরা ও অপরাপর ভূপাল বর্গ কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরকে নিহত করিবে; কালপরীত হইয়া সংহার দশায় উপনীত হইবে, তন্নিমিত্তে তুমি কালের পর্য্যায় বোধগম্য করিয়া শোকে চিত্তার্পণ করিও না। হে পুত্র! যদি সংগ্রাম স্থলে ইহাদিগকে তোমার দেখিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তোমাকে নয়ন প্রদান করি, তদ্দ্বারা যুদ্ধ দর্শন করিতে পারিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষি সত্তম! জ্ঞাতিবধ

সন্দর্শনে আমি অভিলাষ করি না, কিন্তু আপনকার তেজঃপ্রভাবে এই যুদ্ধের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে মানস করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সংগ্রাম দর্শনে অনিচ্ছা ও শ্রবণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বর প্রদানের ঈশ্বর ব্যাস সঞ্জয়কে বর দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, এই সঞ্জয় তোমার নিকটে এই যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবেন। সংগ্রামের সমস্ত ব্যাপারই ইহাঁর পরোক্ষ থাকিবে না। ইনি দিব্যচক্ষুঃসমন্বিত হইবেন; তাহাতেই সমস্ত জানিতে পারিবেন ও যুদ্ধবিষয়ক যাবতীয় বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিবেন। প্রকাশে বা অপ্রকাশে, দিবসে বা নিশা সময়ে যে কোন ব্যাপারের ঘটনা হইবে, ইনি মনে মনে চিন্তা করিবা মাত্র তৎসমস্ত অবগত হইবেন। শস্ত্র সমস্ত ইহাঁকে ছিন্ন করিতে পারিবে না এবং পরিশ্রমও ইহাঁকে ক্লান্ত করিতে সমর্থ হইবে না। হে সৌম্য! এই গবল্গণসুত সঞ্জয় এই সমর হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি শোকাভিভূত হইও না, আমি এই কুরুপাণ্ডব সকলের কীর্ত্তি বিখ্যাত করিয়া দিব। হে নরেন্দ্র! এই উপস্থিত ব্যাপার দৈবায়ত্ত জানিবে। দৈব কৃত বিষয়ে কখনই শোক করা উচিত নহে। বিশেষত ইহা নিবারণ করিবারও সাধ্য নাই, যেহেতু যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেরই জয় হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পিতামহ মহাভাগ ভগবান্ ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপ বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে মহান্ ক্ষয় হইবে। তাহার অনুমাপক বহুবিধ ভয়ঙ্কর নিমিত্ত সমস্ত লক্ষিত হইতেছে। শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক এই সকল পক্ষী বৃক্ষের উপরে আসিয়া পতিত হইতেছে এবং সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ ভরে সমীপবর্ত্তী যুদ্ধস্থল নিরীক্ষণ করিতেছে। মাংসভোজী শৃগাল কুক্কুরাদি গণ গজবাজিগণের মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া বিচরণ করিতেছে। বিকটাকার কঙ্কপক্ষি সকল নির্দ্দয়ভাবে শব্দ করিয়া ভয় প্রদর্শন করত দক্ষিণ দিক্ দিয়া মধ্যস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। হে ভারত! পূর্ব্বাপর উভয় সন্ধ্যাকালেই নিত্য নিত্য দৃষ্ট হইতেছে যে উদয়াস্ত কালে সূর্য্যদেব যেন কবন্ধগণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকেন। উভয় প্রান্তভাগে শ্বেত ও লোহিত বর্ণ এবং মধ্যভাগে কৃষ্ণবর্ণ এই ত্রিবর্ণ মেঘ পরিবেষাকারে সন্ধ্যা কালে প্রভাকরকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি, অমাবস্যার দিবস চন্দ্র-সূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র পাপগ্রহে সমাক্রান্ত হইয়াছে, আবার সেই অহোরাত্রেই ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা ভয়ের নিমিত্তই হইতেছে। চন্দ্রমা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে প্রভাহীন ও রক্তবর্ণ হইয়া অলক্ষ্য হইয়াছেন। অতএব বহু সংখ্যক শৌর্য্যশালি, পরিঘ বাহু, বীর রাজা ও রাজপুত্র গণ নিধন প্রাপ্ত হইয়া ধরা আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিবেন। রাত্রি কালে যুদ্ধকারী বরাহ ও বিড়ালের প্রচণ্ডতর ভয়ঙ্কর শব্দ অন্তরীক্ষ পথে শ্রুত হইতেছে। দেব-প্রতিমা সকল কখন কম্পিত হইতেছে, কখন হাস্য করিতেছে, কখন বদন দ্বারা রুধির বমন করিতেছে, কখন ঘর্ম্মযুক্ত হইতেছে, কখন বা ধরাতলে পতিত হইতেছে। হে নরপাল! দুন্দুভি সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতেছে। ক্ষত্রিয় গণের প্রধান প্রধান রথ অশ্বযোজিত না হইয়াও চলিত হইতেছে। কোকিল, শতপত্র, চাস, ভাস, শুক, সারস, ময়ূর, এই সকল পক্ষিগণ কঠোর ধ্বনি করিতেছে। স্থানে স্থানে অশ্বারোহ গণ বর্ম্ম পরিধান ও শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধা করিতেছে। অরুণোদয় কালে শত শত শলভ দল দৃষ্ট হইতেছে, এবং উভয় সন্ধ্যাকালে দিগ্দাহ প্রকাশিত হইতেছে। হে ভারত! মেঘ সকল ধূলি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে। হে রাজন্! সাধুজনপুরস্কৃতা, ত্রিলোক বিশ্রুতা, যে এই অরুন্ধতী,

তিনি স্বীয় স্বামী বশিষ্ঠকে পৃষ্ঠে করিয়া রহিয়াছেন। শনিগ্রহ রোহিণীর পীড়োৎপাদন করিতেছেন। চন্দ্রের মৃগচিহ্ন আর যথা স্থানে দৃষ্ট হয় না। নভোমণ্ডলে বিনা মেঘে ঘোরতর ঘনধ্বনি শ্রুত হইতেছে, এবং বাহন গণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগের অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! এই সমস্ত দেখিয়া প্রতীতি হইতেছে যে মহা ভয়াবহ ব্যাপার উপস্থিত হইবে।

ব্যাসোক্তিপ্রকরণেদ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

ব্যাস কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার নগরে গো গর্ভে গর্দ্দভ প্রসূত হইতেছে। সন্তানেরা মাতার সহিত কেলি করিতেছে। বন জাত বৃক্ষ সকল অকালোচিত পুষ্পফল প্রদর্শন করিতেছে। গর্ভিণী গণ ভীষণ-মূর্ত্তি ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপাদন করিতেছে। মাংস ভোজী পশুপক্ষি গণ মিলিত হইয়া একত্র ভোজন করিতেছে। কাহারো তিন শৃঙ্গ, কাহারো চারি নেত্র, কাহারো পঞ্চ পদ, কাহারো দুই শিশ্ন, কাহারো দুই মস্তক, কাহারো দুই লাঙ্গুল, কাহারো বা বিশাল দন্ত, এই রূপ অশিবমূর্ত্তি পশু সকল উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহারা জাত মাত্রই মুখ ব্যাদান করিয়া অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছে। কাহারো তিন পদ, কাহারো চারি দন্ত, কোন টা শিখা-বিশিষ্ট, কোন টা বা শৃঙ্গ-যুক্ত এই রূপ বিকৃতাকার ঘোটক সকল উৎপন্ন হইতেছে, এবং কোন কোন ব্রহ্মবাদিগণের সহধর্ম্মিণীদিগকে গরুড় পক্ষী ও ময়ূর প্রসব করিতে দেখা যাইতেছে। হে মহীপতে! ঘোটকী গোবৎস এবং কুক্কুরী অকল্যাণ রব কারী শৃগাল, কুক্কুট, করভ ও শুক পক্ষি প্রসব করিতেছে। কতকগুলি স্ত্রীলোক চারি পাঁচ টি কন্যা প্রসব করিয়াছে; ঐ কন্যারা জন্মিবা মাত্র নৃত্য, গীত ও হাস্য করিয়াছে। চাণ্ডালাদি ইতর জাতীয় ক্ষুদ্র লোকেরা নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতেছে; তাহাতেই তাহারা মহা ভয় বিজ্ঞাপন করিতেছে। শিশুগণ যেন কাল প্রেরিত হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা লিখিতেছে, দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পর প্রহার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে, এবং যুদ্ধেচ্ছু হইয়া পরস্পর নির্ম্মিত কৃত্রিম নগর সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে। কমল উৎপল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সকল বৃক্ষে উৎপন্ন হইতেছে। প্রচণ্ডতর বায়ু সর্ব্ব দিগে প্রবাহিত হইবায় ধূলিজাল উড্ডীন হইতেছে, উপশান্ত হইতেছে না। বসুন্ধরা মুহুর্ম্মুহু কম্পিতা হইতেছেন। রাহু গ্রহ সূর্য্যকে অনুক্ষণ আক্রমণ করিতেছেন; এবং কেতু গ্রহ চিত্রা নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন; ইহাতে কুরুবংশ ধ্বংসের বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে এবং মহাঘোর মহাগ্রহ ধূমকেতু পুষ্যাকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেও সেনা-দ্বয়ের বিষমতর অনিষ্ট উৎপাদন করিবেন। মঙ্গল মঘাতে এবং বৃহস্পতি শ্রবণায় বক্র-ভাবে সঞ্চরণ করিতেছেন। শনি পূর্ব্বফল্গুণীকে আক্রমণ করিয়া পীড়া দিতেছেন। শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদে আরোহণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন এবং পরিঘ নামক উপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া পরিক্রম পূর্ব্বক উত্তরভাদ্রপদকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। কেতু নামক দ্বিতীয় উপগ্রহ ধূমযুক্ত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্র-দৈবত তেজস্বী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। ধ্রুব নক্ষত্র ভয়ানক রূপে দেদীপ্যমান হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শশী ও ভাস্কর উভয়েই রোহিণীকে পীড়া দিতেছেন। পরুষগ্রহ রাহু চিত্রা ও স্বাতির অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাবক সদৃশ প্রভাশালী মঙ্গল বক্রানুবক্রভাবে সঞ্চরণ করিয়া বৃহস্পতির অধিষ্ঠিত শ্রবণা নক্ষত্রকে সম্পূর্ণ রূপে বেধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

মহারাজ! সময় বিশেষে বিশেষ বিশেষ শস্যশালিনী যে ধরিত্রী, তিনি অধুনা সর্ব্ব প্রকার শস্য সমূহে যুগপৎ সমাকীর্ণ হইতেছেন। যব সকলের পাঁচ পাঁচ এবং ধান্য সকলের শত শত শীষ দৃষ্ট

হইতেছে। জগৎ রক্ষার কারণভূত, সর্ব্ব লোক মধ্যে প্রধান ধেনুগণকে বৎসের পানাবসানে দোহন করিলে তাহারা শোণিত ক্ষরণ করিয়া থাকে। শরাসন সকল হইতে সহসা তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছে; খড়্গ সমস্ত অকস্মাৎ অতিমাত্র প্রভাযুক্ত হইতেছে; শস্ত্র সকল যেন উপস্থিত সমর কার্য্যকে স্পষ্ট রূপেই নিরীক্ষণ করিতেছে। হে ভারত! যখন ধ্বজ, কবচ, শস্ত্র ও জলের আভা অগ্নিবর্ণ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে যে, মহান্ ধ্বংস হইবে,—কুরু পাণ্ডবগণের পরস্পর হিংসা ব্যাপারে পৃথিবী ধ্বজা রূপ ভেলা সমূহে সমাকুলা শোণিতাবর্ত্তময়ী নদী রূপে পরিণতা হইবে। সর্ব্ব দিকে মৃগ পক্ষিগণ প্রদীপ্ত মুখে নিরন্তর কর্কশ ধ্বনি করিতেছে এবং অত্যাহিত প্রদর্শন করত মহাভয় বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেছে। এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক পদ বিশিষ্ট একটা শকুনি রাত্রি কালে সঞ্চরণ করত শস্ত্র সকলকে শোণিত বমন করাইবার নিমিত্তেই যেন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। হে রাজেন্দ্র! সংপ্রতি সমুদায় শস্ত্রই যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। উদার ভাবাপন্ন সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ সম্যক্ রূপে আচ্ছাদিত হইতেছে। তেজোময় বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর, এই দুই টি গ্রহ বিশাখার সমীপবর্ত্তী হইয়া সম্বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছেন। এক পক্ষে দুই দিন ত্র্যহস্পর্শ হইলে প্রতিপদ্ অবধি গণনা মতে যে ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হয়, সেই দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র বা সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যেন প্রজা ক্ষয়ই ইচ্ছা করিতেছেন। দিক্ সকল সর্ব্বতোভাবে ধূলি বর্ষণে সমাকীর্ণ হইয়া অশুভ সূচক হইয়াছে। উৎপাত-লক্ষণ ভীষণাকার মেঘ সমস্ত রাত্রি কালে শোণিত বর্ষণ করিতেছে। ক্রূরকর্ম্মা রাহু কৃত্তিকার পীড়োৎপাদন করত অবস্থিতি করিতেছে। বায়ু সমস্ত, উৎপাতবিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুন প্রবাত হইতেছে, ইহাতে মহান্ আক্রন্দ জনন বৈরযুদ্ধ উপস্থিত হইবে। রাজাদিগের অশ্বপতি, গজপতি ও নরপতি, এই ত্রিবিধ ছত্র-চক্র কথিত হইয়াছে; অশ্বিনী প্রভৃতি নয় টি নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে অশ্বপতির বিঘ্ন হয়; মঘাদি নব সংখ্যক নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে গজপতির অরিষ্ট হইয়া থাকে; এবং মূলাদি নয় টি নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে নরপতির অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। হে নরপতে! সংপ্রতি ঐ ত্রিবিধ ছত্র সম্বন্ধীয় প্রতি নব-সংখ্য নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রে শিরঃস্থানে পাপগ্রহ পতিত হইতেছে; ইহা অতীব ভয়োৎপাদনের কারণ হইয়াছে। কখন এক পক্ষের মধ্যে এক দিবস তিথি ক্ষয় হইলে প্রতিপদ্ অবধি গণনা মতে চতুর্দ্দশ দিবসে, তাহা না হইলে পঞ্চদশ দিবসে, এবং কখন বা এক দিবস তিথি বৃদ্ধি হইলে ষোড়শ দিবসে চন্দ্র বা সূর্য্য পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু এক মাসের মধ্যে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দুই দিবস করিয়া তিথি ক্ষয় হইয়া যে ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন, ইহা কখন দেখি নাই, অতএব যখন এই চন্দ্র সূর্য্য উভয় গ্রহ ঐ রূপ ত্রয়োদশ দিবসে রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যে প্রজা সমূহ ক্ষয় করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাক্ষস গণ তৎকালে বক্ত্র পূরণ করিয়া রক্ত পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইবে না। মহারাজ! মহানদীর প্রবাহ সমস্ত প্রতিকূলগামী হইতেছে। যাবতীয় সরিৎপুঞ্জের জল সকল শোণিত বর্ণ ধারণ করিতেছে। কূপ সমুদায় কেন নিচয়ে পরিকীর্ণ হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছে। শুষ্কাশনি সদৃশ দেদীপ্যমান সনির্ঘাত উল্কা সকল পতিত হইতেছে, এবং অদ্য নিশাবসানে উদয় কালে প্রভাকর, সর্ব্বদিক্ প্রজ্বলিত বহু উল্কার সহিত

সঞ্চরণ করিয়াছেন। মহর্ষিগণ পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যে এইরূপ উৎপাত উৎপত্তি হইলে পৃথিবী সহস্র সহস্র পৃথিবীপতির শোণিত পান করিবেন। অপিচ, হিমালয়, কৈলাস ও মন্দরগিরিনিকর হইতে প্রচণ্ডতর সহস্র সহস্র শব্দ ও শিখর সমস্ত নিপতিত হইতেছে। এতাদৃশ ভূমিকম্প হইতেছে যে তাহাতে সাগর চতুষ্টয় অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া যেন বসুন্ধরাকে ক্ষোভিত করত স্বীয় স্বীয় উপকূল অতিক্রম করিতেছে। কঙ্করবাহী প্রচণ্ড বায়ুসমস্ত বৃক্ষসকল বিলোড়িত করিয়া বহন করিতেছে, গ্রাম ও নগর মধ্যে বৃক্ষ ও চৈত্য সকল উগ্রতর সমীরণে ভগ্ন ও বজ্রাহত হইয়া পতিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা যে অগ্নিতে হোম করিতেছেন, সেই অগ্নি নীল, লোহিত বা পীতবর্ণ হইয়া দুর্গন্ধ বিস্তার, কঠোর শব্দ নিঃসারণ ও বাম ভাগে শিখাসঞ্চালন-পূর্ব্বক জ্বলিত হইতেছেন। স্পর্শ, গন্ধ, রস, এসকলই বিপরীত ভাব হইতেছে। ধ্বজা সকল মুহুর্মুহু কম্পমান হইয়া ধুম পরিত্যাগ করিতেছে। ভেরী পটহ বাদ্য সমস্ত অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে। চতুর্দ্দিগে বায়স গণ মহোন্নত মহীরুহ পুঞ্জের উপরি ভাগে বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করত অতিমাত্র ভৈরব রবে ‘ পক্কা পক্কা ’ শব্দ করিতেছে। অন্যান্য পক্ষি সকল পুনঃপুন ধ্বনি করিতে করিতে রাজন্যগণের ধ্বংস সূচনা করত ধ্বজাগ্রে আসিয়া পড়িতেছে। দুরন্ত দন্তী সকল কম্পিত কলেবর ও চিন্তা যুক্ত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে, এবং অশ্ব হস্তী দীনভাবাপন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে। হে ভারত! তুমি এই সমস্ত বিষমতর ঘটনাপুঞ্জ শ্রবণ করিলে ; এক্ষণে যাহাতে লোকের সমুচ্ছেদ না হয়, তাহাতে যে রূপ বিধান করা উচিত বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র পিতা ব্যাস দেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, সম্প্রতি যে, নরক্ষয় হইবে, ইহা অবশ্যই দৈব নিবন্ধ বলিতে হইবে। যাহা হউক, রাজন্যগণ যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, তবে বীর-লভ্য স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারিবেন। পুরুষ প্রধান গণ মহা সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর লোকে দীর্ঘ কাল মহৎ সুখ লাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজ সত্তম! কবীশ্বর ব্যাস দেবকে তাঁহার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এই রূপ কহিলে, ব্যাস পরম ধ্যানে চিত্ত নিবেশ করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কালই জগতের ধ্বংস বিধান করেন এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তিরও প্রয়োজক হয়েন। ইহ লোকে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে, ইহাতে সংশয় নাই, তথাপি কুরু পাণ্ডব ও অন্যান্য সুহৃদ্ বান্ধব দিগকে ধর্ম্ম্য পথ প্রদর্শন করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে; যেহেতু তুমিই তাহাদিগের প্রবৃত্তি নিরোধে সমর্থ। পণ্ডিতেরা জ্ঞাতিবধকে অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বলিয়াছেন ; অতএব হে রাজন্! তুমি আমার অপ্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুমোদন করিও না। হে নরপতে! সাক্ষাৎ কাল আসিয়া তোমার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেদে হিংসার প্রশংসা নাই; উহা কোন মতেই শুভ নহে। যে, স্বকীয় তনু স্বরূপ কুলধর্ম্ম হনন করে, সেই কুলধর্ম্মই তাহাকে সংহার করে। তুমি সাধ্যতা সত্ত্বেও কাল হেতুই আপদগ্রস্তের ন্যায় এই কুলের ও অপরাপর ক্ষত্রিয় বংশের সংহার নিমিত্তে উৎপথ গন্তা হইতেছ ; রাজ্য লোভ হেতুই তোমার এই অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে ; তোমার নিতান্তই ধর্ম্ম লোপ হইতেছে ; অতএব এখনও তুমি পুত্রদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন কর। হে দুর্দ্ধর্ষ! যে রাজ্য নিমিত্তে তোমাকে পাপাক্রান্ত হইতে হইবে, এতাদৃশ রাজ্যে তোমার প্রয়োজন কি ? তুমি যশ, কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহাতে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করুক, কৌরবগণ শান্তি প্রাপ্ত হউক।

অম্বিকা নন্দন বাগ্মী ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের বাক্য শেষ না হইতেই পুনরায় এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি অভিজ্ঞান-সম্পন্ন আপনার যথার্থ ভাবাভাব যে রূপ বিদিত হইতেছে, আমারও তাহা অবিদিত নাই, কিন্তু মনুষ্য, স্বার্থ বিষয়ে স্বভাবতই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আমাকেও আপনি এক জন সাধারণ মনুষ্য বলিয়া জানিবেন। হে অতুলপ্রভাব মহর্ষি! আপনি ধীর, উপদেষ্টা, এবং আমাদিগের গতি; আমি আপনকার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আমার মতি অধর্ম্ম করিতে চায় না, পরন্তু আমার সেই পুত্রেরা আমার বশম্বদ নহে। আপনি ভরত বংশের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও যশের নিদানভূত এবং কুরুপাণ্ডবদিগের মান্য পিতামহ।

ইহা শুনিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্যনন্দন মহারাজ! তোমার মনে যদি কোন সংশয় থাকে ইচ্ছানুসারে ব্যক্ত কর, আমি তাহা অপনোদন করি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! সংগ্রামে বিজয়িদিগের পক্ষে যে সমস্ত শুভ নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায় যথার্থ রূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে।

তখন দ্বৈপায়ন কহিতে লাগিলেন, আহুত পাবকের ধুম থাকে না, প্রভা নির্ম্মল হয়, দীপ্তি উর্দ্ধদিকে ও শিখা দক্ষিণ-ভাগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; এবং অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা চতুর্দ্দিকে পবিত্র গন্ধ বিস্তার করে; পণ্ডিতেরা ভাবি বিজয়ের লক্ষণ এই রূপ বলিয়াছেন। শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দ গম্ভীর অথচ বহু দূরে বিস্তৃত হয় এবং দিবাকর ও শশধর উভয়েই অতীব বিশুদ্ধ কিরণ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতেরা এই সকলকে ভাবি বিজয়ের লক্ষণ কহিয়াছেন, এবং কি অবস্থিত, কি প্রস্থিত, সকল বায়সেরই শুভ ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। যে বায়সেরা পশ্চাৎভাগে থাকে, তাহারা যোধগণকে ত্বরান্বিত করে, আর যাহারা অগ্রে অভিগমন করে, তাহারা নিষেধ করিতে থাকে। যে স্থলে শকুনি, রাজহংস, শুক, বক ও শতপত্র বিহঙ্গেরা মাধুর্য্য সূচক শুভ শব্দ করিতে থাকে এবং দক্ষিণ দিক্ দিয়া সঞ্চরণ করে, সে স্থলে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই তাহাকে যুদ্ধের জয় লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, বর্ম্ম ও ধ্বজাবলি দ্বারা অতিশয় দীপ্তিশালী ও দুর্নিরীক্ষ্য হয়, এবং বাহন গণ সুশ্রাব্য হ্রেষা রব করে, তাহারা শত্রু জয় করিয়া থাকে। হে ভারত! যাহাদিগের যোদ্ধারা উৎসাহ সহকারে হর্ষ ধ্বনি করে এবং যাহাদিগের সত্ত্ব ও মাল্য ম্লান হইয়া না যায়, তাহারা সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যোধগণ পর সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'মারিয়াছি মারিয়াছি' এই রূপ যে অভীষ্ট সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, পর সৈন্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়া 'তোরা মরিলি মরিলি' এইরূপ কৌশলক্রমে যে সকল বচন বিন্যাস করে, এবং আর 'যুদ্ধ করিস না মরিবি' এবম্বিধ অগ্রে প্রতিষেধক যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, এই সকল বাক্য ভাবি বিজয়ের সূচক হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এ সকল অবিকৃত হইলে শুভসূচক হইয়া থাকে। যে সকল যোধগণ জয়শীল হয়, তাহাদিগের হর্ষভাব সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতে থাকে। বায়ু, মেঘ ও পক্ষিগণ অনুকূলগামী হয় এবং মেঘ ও ইন্দ্রধনু জলপ্লাবন করে। হে রাজন্! জয়শীলদিগের এই সমস্ত শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, আর পরাজয়ী মুমূর্ষুগণের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়।

সৈন্য অল্পই হউক বা অধিকই হউক যোধগণের এক মাত্র হর্ষই জয়ের লক্ষণ বলিয়া নিশ্চয় উক্ত হইয়াছে। নিরুৎসাহ প্রযুক্ত এক জন পলায়ন করিয়া সুমহৎ সৈন্যকেও ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে। সৈনিক দিগকে ভগ্ন হইতে দেখিলে অতি শৌর্য্যশালী বীর পুরুষেরাও ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। সেই মহতী সেনা এক বার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

পড়িলে, তখন প্রবলতর নদীবেগ অথবা ত্রাস-যুক্ত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদিগকে পুনরায় নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। রণ-কোবিদ পুরুষেরাও বিশৃঙ্খল মহা-সৈন্য মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন না, প্রত্যুত, তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া তাঁহারা আপনারাই নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। আবার, তাহাদিগকে ভীত ও প্রভগ্ন দেখিয়া অবশিষ্ট সৈনিকদিগেরও অতিশয় ভয় হইতে থাকে; সুতরাং সমস্ত সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সহসা দিগ্ দিগন্তরে পলায়ন করে। তখন শৌর্য্যবন্ত সৈন্যাধ্যক্ষেরা চতুরঙ্গিণী সেনায় সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হন।

হে নরপতে! মেধাবী ব্যক্তি সততোত্থিত হইয়া সামাদি উপায় দ্বারা জয়লাভে যত্ন করিবেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সামাদি উপায় দ্বারা যে জয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; ভেদ দ্বারা যে জয়, তাহা মধ্যম; আর যুদ্ধ দ্বারা যে জয় লব্ধ হয়, তাহা অতীব জঘন্য। ফলত সমর ব্যাপার অশেষ দোষের আকর, যে হেতু মনুষ্য ক্ষয়ই তাহার প্রধান ফল কথিত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরকে অবগত, উৎসাহ-সম্পন্ন, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্ত চিত্ত, দৃঢ় অধ্যবসায়ী, এরূপ পঞ্চাশৎ বীরপুরুষেরা বিশাল সৈন্য দলকেও দলন করিতে পারে। অপিচ, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অর্থাৎ কোন রূপে পরাঙ্মুখ না হইলে পাঁচ, ছয় বা সাত ব্যক্তিও বিজয় লাভে সমর্থ হয়। বিনতানন্দন সুপর্ণ গরুড়, অসংখ্য স্বর্ণচূড় পক্ষীর একত্র সমবায় দৃষ্টি করিলেও তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্তে বহু জনের সাহায্য প্রার্থনা করেন না; অতএব মহতী সেনার বাহুল্য হইলেই যে অবশ্য জয় লাভ হয়, এমত নহে। বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই; তাহা দৈবের আয়ত্ত; বিজয়ী ব্যক্তিরাও সংগ্রামে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জয় পরাজয় সূচক নিমিত্ত কথনে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহাত্মা ব্যাসদেব ধীসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপ কহিয়া প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন। তিনি মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশংসিতাত্মা সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিলেন, হে সঞ্জয়! যখন এই সকল সমরপ্রিয় শৌর্য্যশালী মহীপাল ক্ষত্রিয় গণ ঐশ্বর্য্যের অভিলাষী হইয়া পৃথিবীর নিমিত্তে বহুতর শস্ত্রনিকর সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছেন, জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়াছেন, সংহার দ্বারা কৃতান্ত ভবন সম্বর্দ্ধিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত হইতেছেন না, তখন পৃথিবীর বহু প্রকার গুণ থাকাই প্রতীত হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকটে পৃথিবীর গুণ বিবরণ বর্ণন কর। এই কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু কোটি, বহু অর্ব্বুদ বীর পুরুষের সমাগম হইয়াছে, ইহাঁরা যে যে স্থান হইতে সমাগত হইয়াছেন, সেই সমস্ত দেশ ও নগর সমুহের প্রকৃত রূপ আকৃতি প্রকৃতি শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। তুমি সেই অমিত-তেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রভাবে দিব্য বুদ্ধি-প্রদীপ জ্ঞান নেত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব কিছুই তোমার অগোচর নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতেন্দ্র! আমি আপনকাকে প্রণাম করিয়া পৃথিবীর গুণ সমস্ত যথা মতি বর্ণন করি, আপনি শাস্ত্র নয়নে তৎ সমুদায় অবলোকন করুন। এই ভূমণ্ডলে স্থাবর ও জঙ্গম, এই দ্বিবিধ জীব; তন্মধ্যে জঙ্গম-যোনি তিন প্রকার, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ। যাবতীয় জঙ্গম জীবের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ। জরায়ুজগণের মধ্যে মনুষ্য ও নানারূপ ধারী যজ্ঞ সাধন পশু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সেই পশু চতুর্দ্দশ প্রকার। তন্মধ্যে সপ্ত আরণ্য ও সপ্ত গ্রাম্য। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক

ও বানর, এই সাত টি আরণ্য পশু; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই সাত টি গ্রাম্য পশু; ইহা সাধুগণ কহিয়াছেন। হে রাজন্! এই চতুর্দ্দশ বিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে কথিত হইয়াছে, যাহাতে যজ্ঞ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রাম্য পশু মধ্যে মনুষ্য এবং আরণ্য পশু মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। প্রাণি মাত্রই পরস্পর পরস্পরের উপজীব্য। এবং স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে। তাহাদিগের পঞ্চ প্রকার জাতি; যথা, বৃক্ষ (অশ্বত্থাদি.) গুল্ম (কুশ কাশাদি স্তম্ব,) লতা (বৃক্ষাদিতে আরূঢ় গুড়ুচ্যাদি.) বল্লী (বর্ষ মাত্র স্থায়ি কুষ্মাণ্ডাদি) ও ত্বক্ সার তৃণ (বংশপ্রভৃতি)। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিকৃতিভূত এই ঊন বিংশতি প্রকার জীব, আর ইহাদিগের প্রকৃতিভূত পঞ্চ মহাভূত, এই চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্য কার্য্য কারণ সমস্তকে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক ত্রিলোক-বিখ্যাত ব্রহ্ম রূপ গায়ত্রী বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি জগতে এই সর্ব্ব গুণান্বিতা পবিত্রা গায়ত্রীকে প্রকৃত রূপে জানিতে পারেন, তাঁহার আর বিনাশ হয় না। মহারাজ! ভূমি হইতে সকলের উৎপত্তি ও ভূমিতে সকলের লয় হইয়া থাকে, এবং ভূমিই সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা ও পরায়ণ হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভূমির অধিকারী, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই তাহার হস্তগত, এই নিমিত্তেই ভূপালগণ ভূমির অভিলাষী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে প্রমাণজ্ঞ সঞ্জয়! সম্প্রতি সমগ্র বসুন্ধরার এবং তত্রত্য যাবতীয় নদী, পর্ব্বত, কানন, জনপদ ও অন্যান্য যে কিছু বস্তু ভূমির আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তৎসমুদায়ের নাম ও পরিমাণ আমার নিকট অশেষ রূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জগতীস্থ সমস্ত বস্তুতে পঞ্চ মহাভূতের সংগ্রহ আছে, এই হেতু মনীষী গণ জগতীস্থ সমস্ত বস্তুকে পরস্পর তুল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকেতে ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ টি গুণ আছে, এবং পর পর মহাভূতে ক্রমশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের গুণও বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতি প্রধান; যেহেতু তত্ত্ববেদী ঋষি গণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ টি গুণই ক্ষিতিতে আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলে গন্ধ নাই, অন্য চারিটি গুণ রহিয়াছে। তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিন টি গুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, এই দুই টি গুণ এবং আকাশে শব্দ মাত্র গুণ রহিয়াছে। হে রাজন্! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়ভূত পঞ্চ মহাভূতে উক্ত পঞ্চ গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যৎকালে ঐ পঞ্চ মহাভূতের তুল্যতা হয়, তখন তৎসমস্ত মহাভূত পরস্পর অবলম্বন করিয়া থাকে না, অর্থাৎ তৎকালে যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের লয় হইয়া যায়। যখন তাহাদিগের পরস্পর বৈষম্য হয়, তখনই প্রাণীগণ দেহবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ জগৎ বর্ত্তমান থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। আনুপূর্ব্বী ক্রমে সকলের ধ্বংস হয় এবং আনুপূর্ব্বী ক্রমেই সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভূমিতে জলের, জলে অগ্নির, অগ্নিতে বায়ুর ও বায়ুতে আকাশের লয়, এবং আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল হইতে ভূমির উৎপত্তি হয়। মহারাজ! কোন ভূতেরই পরিমাণ হইবার বিষয় নাই, সকলই অপরিমেয়, সকলই ঐশ্বরিক। প্রত্যেক পদার্থেই পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যেরা তর্ক শক্তি পরিচালনা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চ-ভূতময় পদার্থপুঞ্জের প্রমাণ কথনে উদ্যুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল ভাব চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তাহা তর্ক দ্বারা নিরূপণ করি-

তে উপযুক্ত হইবে না। যাহা প্রকৃতির অতিরিক্ত, তাহাই অচিন্তনীয়।

হে কুরুবর্দ্ধন! সুদর্শন নামে জম্বু বৃক্ষ বিশেষ, তন্নামে বিশ্রুত সুদর্শন দ্বীপ আপনকার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন; উহা গোলাকার, চক্রের ন্যায় সংস্থিত এবং নদী, অপরাপর জলাশয়, মেঘ-সন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধাকার নগর ও রমণীয় জনপদ সমূহে সংছন্ন; পুষ্প ফলান্বিত বৃক্ষবৃন্দে সমুপেত; ধনধান্য সম্পন্ন ও চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যেপ্রকার পুরুষ দর্পণে আপন আনন দর্শন করেন, তদ্রূপ চন্দ্র মণ্ডলে উক্ত সুদর্শন দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সুদর্শন দ্বীপ সর্ব্বত্র সর্ব্বৌ-ষধি সমবায়ে পরিবারিত, এবং উহার দুই দুই অংশে পিপ্পল আছে এবং দুই দুই অংশ শশ-স্থান; তদ্ভিন্ন সমুদায় স্থান জলময় জানিবেন। এতদ্-ভিন্ন ইহার কিয়ৎ বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন, অপর বিষয় পরে কহিব।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ সঞ্জয়! তুমি সর্ব্ব বিষয়ের যথাবিধানক্রমে তত্ত্বজ্ঞ, পরন্তু সুদর্শন দ্বীপের কথা যাহা সংক্ষেপ রূপে কহিলে, তাহা বিস্তার ক্রমে বল, এবং উহার শশস্থানে যাবতীয় ভূমি স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কীর্ত্তন কর; পিপ্পলের বিষয় পরে কহিবে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসিলে, সঞ্জয় কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত পরি-ব্যাপ্ত হিমবান্, হেমকূট, নগোত্তম নিষধ, বৈদূর্য্য-ময় নীল, শশিসন্নিভ শ্বেত ও সর্ব্বধাতুপিনদ্ধ শৃঙ্গ-বান্, এই ছয় টি বর্ষ-পর্ব্বত রহিয়াছে; এই সকল গিরি সিদ্ধ চারণগণের পরিষেবিত। ইহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান সহস্র সহস্র যোজন পরিমিত। সেই সকল স্থান পুণ্য-দেশ ও বর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নানাজাতি প্রাণীগণ সর্ব্বতোভাবে সেই সকল স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই ভারত বর্ষ, ইহার উত্তরে হৈমবত বর্ষ এবং হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে মহা-ভাগ! নীল গিরির দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত মাল্যবান্ নামে শৈল আছে। সেই মাল্যবানের পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত। সেই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যে গোলাকার কনক-পর্ব্বত মেরু রহিয়াছে। ঐ মেরু পর্ব্বতের প্রভা তরুণাদিত্য ও ধূমরহিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত। হে মহীপতে! উহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন এবং নিম্নে চতুরশীতি যোজন ভূমিগর্ভে নি-বিষ্ট আছে, এবং ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব প্রদেশে লোক সমস্ত সমাবৃত রহিয়াছে। হে বিভো! তাহার চতু-র্দ্দিকে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ-প্রধান ভারত বর্ষ ও কৃতপুণ্য ব্যক্তিদিগের আবাস ভূমি উত্তর কুরু, এই চারি টি, দ্বীপ-সদৃশ স্থান আছে। সুমুখ নামে গরুড়-পুত্র বিহঙ্গম মেরু গিরিতে পক্ষি মাত্রকে সু-বর্ণময় দেখিয়া চিন্তা করিয়াছিল যে ‘এই মেরুগি-রিতে উত্তম মধ্যম অধম পক্ষিদিগের কোন ইতর বিশেষ নাই, অতএব আমি এস্থান পরিত্যাগ করি।’ মহারাজ! মহা জ্যোতিষ্মান্ আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণ ও পবন সেই পর্ব্বতকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন। দিব্য পুষ্প ও ফল সকল সেই পর্ব্বতে বিদ্যমান আছে, এবং সুবর্ণময় শুভ ভবন সকল তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হে রাজন্! ঐ পর্ব্বতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রা-ক্ষস গণ অপ্সরাগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুরেশ্বর ইন্দ্র সমবেত হইয়া অনেক-দক্ষিণক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক-রেন। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু এবং হাহা হুহু প্র-ভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তথায় যাইয়া অমরগণকে নানা-বিধ স্তুতি বাক্যে স্তব করিয়া থাকেন, এবং মহাত্মা

সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ, প্রতি পর্ব্বাহে তথায় গমন করেন। হে মহীপতে! ঐ পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে কবি-প্রধান দৈত্যগুরু দৈত্যগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সকল রত্ন পর্ব্বত ও সুবর্ণ প্রভৃতি যে কিছু রত্ন, তৎসমস্তই সেই সুমেরু সম্বন্ধীয়। ভগবান্ কুবের মেরু হইতেই সেই রত্নের চতুর্থাংশ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং তাহার ষোড়শাংশ মর্ত্ত্যগণকে প্রদান করেন। মেরুর উত্তর পার্শ্বে সর্ব্ব কালোৎপন্ন কুসুম সমূহে পরিব্যাপ্ত, শিলা-জাল-সম্ভূত রমণীয় দিব্য কর্ণিকার-বন আছে। ভূতভাবন ভগবান্ পশুপতি স্বয়ং দিব্য ভূতগণে পরিবৃত হইয়া উমা সহ তথায় বিহার করেন। তিনি আপাদ-লম্বমানা কর্ণিকারময়ী মালা ধারণ করিয়া থাকেন এবং উদিত সূর্য্যত্রয়-সদৃশ নেত্র-ত্রয় দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। উগ্র-তপা সত্যবাদী, ব্রতপরায়ণ সিদ্ধগণই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পান; দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। হে নরনাথ! পুণ্যাত্মা দিগের পরিষেবিতা শুভদায়িনী বিশ্বরূপা পুণ্যা ভাগীরথী গঙ্গা সেই মেরু গিরির শিখর হইতে ক্ষীর-সদৃশ শুভ্র ধারা রূপে বিনিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে ভীষণ নির্ঘাত নিস্বন সহকারে শুভ চন্দ্র-হ্রদে প্রবমানা হইতেছেন। গঙ্গাদ্বারাই সেই সাগর সদৃশ হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে প্লবমানা হন, তখন পর্ব্বত সমূহ কর্তৃক দুর্দ্ধারণীয়া সেই গঙ্গাকে পিনাকধারী মহেশ্বর শত সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

হে মহীপাল! জম্বুখণ্ডে মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল দ্বীপে মহান্ দেশ আছে। তত্রত্য মনুষ্য দিগের বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ; স্ত্রীগণ অপ্সরা তুল্য এবং তাহাদিগের আয়ু দশ সহস্র বৎসর। সেখানে মানব সকল তপ্ত কাঞ্চন তুল্য কান্তিমান্, নিত্য প্রফুল্ল-চিত্ত, অনাময় ও শোক রহিত হইয়া থাকে।

গুহ্যকাধিপতি কুবের অপ্সরা গণে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত গন্ধমাদন শৃঙ্গে আমোদ করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের পার্শ্ব দেশে অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তত্রত্য লোক দিগের পরমায়ুর সংখ্যা একাদশ সহস্র বৎসর। হে রাজন্! ঐ স্থানের মনুষ্যেরা হৃষ্টচিত্ত, তেজস্বী ও মহাবল-পরাক্রান্ত; স্ত্রীলোক মাত্রই উৎপলপত্র-বর্ণাভা ও প্রিয়দর্শনা।

নীল পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেত বর্ষ, শ্বেতের উত্তরে হৈরণ্যক বর্ষ, এবং তাহার উত্তরে নানা জনপদাবৃত ঐরাবত বর্ষ; সর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত উক্ত ঐরাবত বর্ষ ও সর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত ভারত বর্ষ, এই দুই বর্ষের আকৃতি ধনুকের আকার। হে মহারাজ! উক্ত শ্বেত ও হৈরণ্যক, অপর ইলাবৃত বর্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত হরিবর্ষ ও হৈমবত বর্ষ, এই পাঁচ টি বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী, পরন্তু ইলাবৃত বর্ষ সর্ব্ব বর্ষের মধ্য স্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভারত বর্ষ প্রভৃতি সপ্ত বর্ষে উত্তরোত্তর ক্রমে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, আরোগ্য ও পরমায়ু পরিমাণের আধিক্য আছে। হে ভারত! এই সকল বর্ষে প্রাণীগণ পরস্পর মিত্রভাবে সমন্বিত থাকে। মহারাজ! এই রূপে সমস্ত পৃথিবী পর্ব্বত শ্রেণীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে রাজন্! কৈলাস নামক অতি মহান্ যে হেমকূট গিরি, তাহাতে কুবের গুহ্যক-গণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বত নিকটে হিরণ্ময় শৃঙ্গ বিশিষ্ট দিব্য সুমহান্ মণিময় শৈল আছে। তাহার পার্শ্বে সুবর্ণ বালুকা বিশিষ্ট, রমণীয়, মহৎ, শুভ দিব্য বিন্দুসরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে রাজা ভগীরথ গঙ্গার সাক্ষাৎ পাইয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং মহা-যশা সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ স্থানে ভূতগণ সর্ব্ব-লোক-স্রষ্টা তিগ্ম-তেজা সনাতন ভূতপতিকে সমন্তাৎ পরিবেষ্টিত

হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ স্থানেই নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু এবং স্থাণু বিরাজ করিয়া থাকেন, এবং ত্রিপথগামিনী দিব্যা গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া প্রথমে ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিতা হইয়া বস্বোকসারা, নলিনী, পবিত্রা সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা এবং সিন্ধু, এই সপ্ত নামে সপ্তধা বিভক্তা হন। বিধাতা এই অচিন্তনীয়া দিব্যসঙ্কাশা সপ্তবিধা গঙ্গা বিষয়ক বিধান করিয়াছেন। যুগ-প্রলয়ের পর এই স্থানে ঋষি ও দেবগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে সরস্বতী কোন কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোন কোন স্থানে অদৃশ্যা হইয়া থাকেন। এই দিব্য সপ্ত গঙ্গা ত্রিলোক বিখ্যাতা হইয়াছেন। হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যক গণ ও নিষধ গিরিতে নাগ সর্পগণ বাস করিয়া থাকেন। গোকর্ণ পর্ব্বত তপস্বীদিগের স্থান এবং শ্বেত পর্ব্বত সমস্ত দেব ও অসুর গণের আবাস ভূমি হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব গণ নিষধ গিরিতে এবং ব্রহ্মর্ষিরা নীল শৈলে নিত্য অবস্থিতি করেন। হে মহারাজ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতেও দেবগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। মহারাজ! বিভাগ ক্রমে এই সপ্ত বর্ষ কথিত হইল। এই সমস্ত বর্ষ, স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতেরই আবাস ভূমি; তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী বহুবিধা সমৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য; কল্যাণাকাঙ্ক্ষীরা তাহাতে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মহারাজ! আপনি যে শশ স্থানের দিব্য আকৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই উক্ত হইল, এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভারত বর্ষ ও উত্তর পার্শ্বে ঐরাবত বর্ষ, এই দুই টি বর্ষ যে আছে, তাহাও কথিত হইল। অপর নাগদ্বীপ ও কাশ্যপ দ্বীপ ঐ শশ স্থানের কর্ণ স্বরূপ হইয়াছে। হে রাজন্! তাম্রপত্র সদৃশ-শিলা সংযুক্ত সুশোভিত যে মলয় পর্ব্বত, তাহা এই জম্বুদ্বীপের শশস্থানের দ্বিতীয় অবয়ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি মেরুর উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বৃত্তান্ত অশেষ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, নীল গিরির দক্ষিণে এবং মেরু গিরির উত্তর পার্শ্বে সিদ্ধগণ নিষেবিত পবিত্র উত্তর কুরু আছে। ঐ স্থানের বৃক্ষে মধুময় ফল ও নিত্য নিত্য পুষ্প ফল হইয়া থাকে। পুষ্প সকল সুগন্ধি ও ফল সকল রসাল। হে নরনাথ! ঐ স্থানের কোন কোন বৃক্ষে ইচ্ছামত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর, ক্ষীরী নামে কতক গুলি বৃক্ষ আছে, তাহারা সর্ব্বদা অমৃতোপম ক্ষীর ও ছয় প্রকার রস ক্ষরণ করিয়া থাকে, এবং বস্ত্র উৎপন্ন করে। ঐ বৃক্ষের ফল হইতে আভরণ সকলও উৎপন্ন হয়। ঐ স্থানের সমস্ত ভূমি মণিময়ী ও তথায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঞ্চনের বালুকা সকল পতিত থাকে। ঐ স্থান, সমস্ত ঋতুতেই সুখস্পর্শ এবং তথায় কখন কর্দ্দম হয় না। মানবগণ দেবলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া তথায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ আভিজাত্য সম্পন্ন ও সাতিশয় প্রিয়দর্শন হন। তথায় এক কালে যুগ্ম মনুষ্য—কন্যা পুত্র জন্মে। স্ত্রীগণ অপ্সরা সদৃশী হয়। তাহারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরীবৃক্ষের অমৃতোপম ক্ষীর পান করিয়া থাকে। যুগ্ম মনুষ্য—কন্যা পুত্র যথাকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমান রূপে বর্দ্ধিত হয়। তাহারা তুল্য রূপ, তুল্য গুণ ও তুল্য বেশ সম্পন্ন এবং চক্রবাক সদৃশ প্রণয়-বদ্ধ হয়। হে বিভো! তাহারা রোগবিহীন ও সদানন্দ। মহারাজ! তত্রত্য লোকসকল একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে ও পরস্পর পরস্পরকে সৌহার্দ্দ বশত পরিত্যাগ করে না। তীক্ষ্ণ তুণ্ড বিশিষ্ট মহাবল, ভারুণ্ড নামে পক্ষী গণ ঐ স্থানের মৃত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করিয়া পর্ব্বত গুহায় প্রক্ষেপ করে। মহারাজ! উত্তর কুরুর বিষয় এই সংক্ষেপে কহিলাম।

এক্ষণে মেরুর পূর্ব্বপার্শ্ব যথাবৎ কীর্ত্তন করি। হে প্রজানাথ! মেরুর পূর্ব্বপার্শ্বের ভদ্রাশ্ব স্থান

প্রধান; যে স্থানে ভদ্রশাল বন ও কালাম্র নামে মহাদ্রুম আছে। মহারাজ! সেই কালাম্র বৃক্ষ এক যোজন উচ্চ, নিত্য পুষ্প ফলে সমন্বিত, শুভ্র কর ও সিদ্ধ চারণগণের পরিষেবিত। ঐ স্থানের পুরুষ সকল মহাবলিষ্ঠ, তেজস্বান্ ও শ্বেত কলেবর। স্ত্রীগণ কুমুদবর্ণা, সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা; তাহাদিগের কান্তি চন্দ্র-সদৃশ, আনন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় এবং অঙ্গ চন্দ্র-সদৃশ শীতল, এবং তাহারা নৃত্যগীত বিষয়ে নিপুণা হইয়া থাকে। হে ভরত নন্দন! তত্রত্য লোক দিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর; তাহারা কালাম্রের রস পান করিয়া চির কাল স্থিরযৌবন হইয়া কালাতিপাত করে।

নীলের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে মহান্ জম্বুবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ আবহমান কাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা সিদ্ধচারণগণের সেবিত। ঐ পবিত্র বৃক্ষে সর্ব্ব কাম ফল লব্ধ হয়। এই জম্বুদ্বীপ সেই জম্বু বৃক্ষের নামেই চিরকাল বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। হে ভরত-নন্দন মনুজেশ্বর! ঐ বৃক্ষ একাদশ শত যোজন উচ্চ হইয়া অন্তরীক্ষ স্পর্শ করিয়াছে। উহার রসভেদী ফলের পরিণাহ-পরিমাণ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অরত্নি। সেই ফল ভূমিতে পতমান হইয়া মহা শব্দ করিয়া থাকে এবং রজত বর্ণ রস রাশি নিঃসারিত করে। সেই জম্বুফলের রস নদী হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করত উত্তর কুরুতে গমন করে। সেই ফল-রস পান করিলে শ্রান্তি দূর হয়, পিপাসা থাকে না, এবং জরাতে আক্রান্ত হইতে হয় না। ঐস্থানে উজ্জ্বল কান্তি, ইন্দ্রগোপ-সদৃশ জাম্বুনদ নামে দেব ভূষণ কনক উৎপন্ন হয়। তত্রত্য মানব জাতির অঙ্গ-কান্তি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় হইয়া থাকে।

হে ভরত নন্দন! মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখরে সম্বর্ত্তক নামে কালাগ্নি বহ্নি সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়; এই পর্ব্বতের পরিমাণ একাদশ সহস্র যোজন। এবং উহার পূর্ব্ব শৃঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সকল পূর্ব্ব দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তৎপ্রদেশে কাঞ্চন-সঙ্কাশ কান্তিমান্ মানবগণ জন্ম গ্রহণ করে; উহারা সকলেই ব্রহ্মলোক-চ্যুত ও ব্রহ্মবাদী এবং ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন, ও কঠোর তপস্যাচরণ করেন। সেই ষট্ ষষ্টি সহস্র সংখ্য পুরুষ দিবাকরকে বেষ্টন করিয়া অরুণের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তাঁহারা ষট্ ষষ্টি সহস্র বৎসর আদিত্য তাপে তাপিত হইয়া পরে শশিমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

মাল্যবান্ গিরি-প্রভৃতি বর্ণনে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সমস্ত বর্ষ, পর্ব্বত ও পর্ব্বত-বাসীদিগের নাম আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, শ্বেত গিরির দক্ষিণে নিষধ গিরির উত্তরে রমণক নামে বর্ষ আছে। সেখানে যে সকল মনুষ্য জন্মেন, তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ-আভিজাত্য-সম্পন্ন, প্রিয়দর্শন ও নিঃশত্রু হইয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া একাদশ সহস্র পঞ্চ শত বৎসর জীবিত থাকেন। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ শৈলের উত্তরে হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে, যেখানে হিরণ্বতী নদী রহিয়াছে। মহারাজ! ঐ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ পতগোত্তম পক্ষিরাজ গরুড় অবস্থিতি করেন। হে রাজন্! তত্রত্য লোক সকল যক্ষের অনুগত, প্রিয় দর্শন, মহা বলবান্, ধনশালী ও প্রফুল্ল চিত্ত। উহাঁরা সার্দ্ধ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকেন।

হে মনুজাধিপ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিন টি বিচিত্র শৃঙ্গ আছে। এক টি মণিময়, এক টি অদ্ভুত সুবর্ণময় এবং অপর একটি সর্ব্বরত্নময় ও ভবন সমূহে উপশোভিত। সেখানে স্বয়ংপ্রভা শাণ্ডিলী দেবী নিত্য বসতি করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান্ গিরির উত্তরে সমুদ্র পর্য্যন্ত ঐরাবত নামে বর্ষ। উহার সন্নিহিত তাদৃশ মহিমান্বিত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত থাকা-

তেই উহা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না, মানব গণ জরাগ্রস্ত হয় না; নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া যেন চতুর্দ্দিগে আবৃত হইয়া থাকেন। সেখানে পদ্ম-পলাশলোচন, পদ্মবর্ণ, পদ্ম-প্রভাবন্ত ও পদ্ম দল-তুল্য সুগন্ধ যুক্ত মনুষ্য সকল উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই দেবতুল্য, ইষ্টগন্ধান্বিত, অনাহারোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, নিস্পাপ ও দেব লোক চ্যুত। হে ভরত সত্তম! তাঁহারা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর আয়ুষ্মান্ হইয়া জীবিত থাকেন।

হে জনাধিপ! সেই রূপ ক্ষীরোদসাগরের উত্তরে কনকময় শকটে প্রভু বৈকুণ্ঠ হরি বাস করেন। সেই যান অষ্টচক্র সংযুক্ত, ভূত সমূহান্বিত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, অগ্নিবর্ণ, মহাতেজঃসম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট সুবর্ণে সুভূষিত। সেই বিভু হরি সর্ব্বভূতের প্রভু। তাঁহাতেই জগৎ উপসংহৃত হয় এবং তাঁহা হইতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনিই কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক। তিনিই পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু ও তেজঃস্বরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের যজ্ঞ-স্বরূপ, এবং হুতাশন তাঁহারই মুখ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় মহামনা নরপতি রাজাধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-দিগের বিষয়ে ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী কিয়ৎ কাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সূতনন্দন! কালই জগৎ সমস্ত সংহার করেন, পুনর্ব্বার সৃষ্টিও করেন; এই সংসারে চিরস্থায়ী বস্তু কিছুই নহে, ইহাতে সংশয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ নর নারায়ণই সর্ব্বভূতের সংহার কর্ত্তা। দেবতারা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ এবং মনুষ্যেরা তাঁহাকে প্রভু বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

রমণক-প্রভৃতি বর্ষ বর্ণনে অষ্টম
অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, এই যে ভারত বর্ষ, যাহার নিমিত্তে এই সমস্ত সৈন্য মুগ্ধ, মৎপুত্র দুর্য্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ ও পাণ্ডুনন্দনেরা লোলুপ হইয়াছে, এবং আমার মনও মগ্ন হইয়াছে, তাহার যথার্থ বিবরণ তুমি আমার নিকট বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন কর, যেহেতু আমি তোমাকে এতদ্বিষয়ে বিজ্ঞ জানি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পাণ্ডুনন্দনগণের ভারতবর্ষে লোভ নাই। দুর্য্যোধন, সুবলনন্দন শকুনি এবং অন্যান্য নানা জনপদেশ্বর ক্ষত্রিয়গণই এই ভারতবর্ষে লুব্ধ হইয়াছেন। ইহাঁরা তন্নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষমা করিতেছেন না। হে ভরতনন্দন! এই ভারতবর্ষের বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষ ইন্দ্র দেবের প্রিয়। এবং বৈবস্বত মনু, পৃথু, বৈণ্য, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মান্ধাতা, নহুষ, মুচুকুন্দ, শিবি, ঋষভ, ঐল, নৃগ, কুশিক, মহাত্মা গাধি, সোমক, রাজর্ষি দিলীপ, এই সকল রাজা ও অন্যান্য সমস্ত বলিষ্ঠ মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণেরও প্রিয় হইয়াছে। হে অরিন্দম! আপনি যে এই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যথাতথ ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্ বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সপ্ত কুল-পর্ব্বত আছে। এই সমস্ত পর্ব্বতের সমীপে অপরিজ্ঞাত সহস্র সহস্র বিপুল, সারবান্, বিচিত্র সানুমান্ পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্ব্যতীতও নীচলোকাশ্রিত অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত পরিজ্ঞাত আছে। আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও মিশ্রজাতি সকলে এই সকল নদী ব্যবহার করিয়া থাকে—বিপুলা গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, বিপাপা, স্থূলবালুকা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণ্না, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতি, বেদশিরা, ত্রিদিবা, ইক্ষুলা, ক্রমি, করীষিণী, চিত্রবহা, চিত্রসেনা, গোমতী, ধুতপাপা,

চন্দনা, কৌশিকী, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, হস্তিসোমা, দিশ্‌, শরাবতী, বেণ্বা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলুকা, বাপী, শতবলী, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রাজিনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, অসিক্নী, কুশচীরা, মরুহী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ঘৃতবতী, পুনাবতী, অনুষ্ণা, সেব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বস্ত্র, সুবর্ণা, গৌরী, কিম্পুনা, সহিরণ্বতী, বরা, বীরকরা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুবীরা, অম্বুবাহিনী, বৈনন্দী, পিঞ্জলা, তুঙ্গবেণ্না, বিদিশা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিশ্রাবা, মহাপগা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, শোণা, চন্দ্রমা, দুর্গামন্ত্রশিলা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুরসা, দাসী, সামান্যা, বরণা, অসী, নীলা, ধৃতিকরী, পর্ণাসা, মানবী, বৃষভা, বসা, ভাসা, এই সকল ও অন্যান্য অনেক মহানদী আছে—সদানিরাময়া, কৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোষা, মুক্তিমতী, অনঙ্গা, বৃষসাহ্বয়া, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকাহ্বয়া, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, মন্দাকিনী, সুপুণ্যা ও সর্ব্বা গঙ্গা, ইহারা সকলে জগতের মাতা স্বরূপ এবং মহা ফল দায়িনী। এই প্রকার অন্য অন্য সহস্র সহস্র শত শত নদী জনগণের নিকট অপ্রকাশিত আছে। পরন্তু যেমন স্মরণ হইল, তদনুসারে এই সকল নদী কীর্ত্তন করিলাম।

মহারাজ! ইহার পর জনপদ সমূহের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুরু পাঞ্চাল, শাল্ব, মদ্রজাঙ্গল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধ, মাল, মৎস্য, কুশট্ট, কৌশল্য, কুন্তি, কাশি, কোশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, দাশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কোশল, নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, দশার্ণ কুকুর, অবন্তি, কুন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মন্নক, পাণ্ড্য, বিদর্ভ, অনুপবাহিক, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারবাস্য, আপবাহ, বক্র, বক্রাতি, শক, বিদেহ, মগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোমা, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাহিষ, শশিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত, পঞ্চল, চর্ম্মচণ্ডক, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্ট, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্রনিষ্কুট, বহুঅন্ধ্র দেশ, অন্তর্গির্য্য, বহির্গির্য্য, অঙ্গমলদ, মালবাজ্জট, মহূত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, যামুন, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত্ত, নৈর্ঋত, দুর্গল, পূতিমৎস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, শূরসেন, ঈজিক, কন্যকাগণ, তিলভার, মসীর, মধুমত্ত, সুকন্দুক, কাশ্মীর, সিন্ধু, সৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উলূত, শৈবাল, বাহ্লিক, দর্ব্বীচর, নব, দর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবট্ট, সুদামা, সুমল্লিক, বধ্র, করীষক, কুলিন্দ, উপত্যক, বানায়ু, দশ, পার্শ্ব, রোমা, কুশবিন্দু, কচ্ছ, গোপালকচ্ছ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তক, ওড্র, ম্লেচ্ছ, সৈরিন্ধ্র ও পার্ব্বতীয়।

হে ভরত-নন্দন! ইহার পর দক্ষিণ দেশীয় জনপদ সকল শ্রবণ করুন। দ্রবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসিক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্প, মূষক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কোকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালব, নর, সমঙ্গ, কনক, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসব, সঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, ব্যূঢ়ক, কোরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবশ, বিন্ধ্য, পুলিক, পুলিন্দ, বল্কল, মালব, বল্লব, অপর বর্ত্তক, কুলিন্দ, কালদ, দণ্ডক, করট, মূষক, স্তনবাল, সনীয়, অঘট, সৃঞ্জয়, অলিদায়, শিবাট,

স্তনপ, সুনর, ঋষিক, বিদর্ভ, কাক, তঙ্গন ও পরতঙ্গন।

মহারাজ! অপর উত্তর দেশ সকলের কথা শ্রবণ করুন। যবন, কাম্বোজ, সক্লহ, কুলথ, হুন, পারসিক, রমণ, চীন ও দশমালিক, এই সকল দেশে দারুণ ম্লেচ্ছ জাতি বাস করে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির বসতি প্রদেশ, আভীর, দরদ, কাশ্মীর, পশু, খাশীক, অন্তচার, পহ্লব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনপোষিক, দ্রোষক, কলিঙ্গ, কিরাত জাতি দিগের বাস প্রদেশ, তোমর, হন্যমান ও করভঞ্জক। হে ভারত! পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের এই সকল ও অন্যান্য দেশের বিবরণ আমি উদ্দেশ মাত্রে কহিলাম।

কামদুঘা ধেনু স্বরূপ এই সমস্ত ভূমি, গুণ ও বল অনুসারে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দোহন করিতে পারে। ধর্ম্মার্থ কোবিদ শূর রাজগণ এতাদৃশ ভূমির নিমিত্তে উৎসুক হইয়াছেন। সেই তরস্বী ক্ষত্রিয় গণ ধন-সম্পত্তি লোলুপ হইয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন। ভূমিই দেব ও মানবগণের কামনানুরূপ পরম গতি হইয়াছে। যে প্রকার কুক্কুরগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে আমিষ লাভের নিমিত্তে ব্যাকুল হয়, ক্ষত্রিয়গণ বসুন্ধরা ভোগাভিলাষে সেই রূপ হইয়াছেন। কেহ কামনার শেষ করিয়া তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং কুরু পাণ্ডবেরা সাম, ভেদ, দান, বা দণ্ড দ্বারা ভূমি পরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। ভূমির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিলে, ভূমিই মাতা, পিতা, পুত্র, সকলের অবলম্বন আকাশ ও স্বর্গ স্বরূপ হয়।

ভারতবর্ষীয়নদী-প্রভৃতি কথনে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত সঞ্জয়! হৈমবত বর্ষ, হরিবর্ষ ও এই ভারত বর্ষ বাসীদিগের আয়ুঃপরিমাণ, বল; শুভ ও অশুভ এবং অনাগত, অতিক্রান্ত ও বর্ত্তমান বিষয় সকল আমার নিকট তুমি সবিস্তার কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতেন্দ্র! এই ভারত বর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি, এই চারি যুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রথম সত্য, তদনন্তর ত্রেতা, পরে দ্বাপর, সর্ব্ব শেষে কলিযুগ। হে রাজ সত্তম! মনুষ্যের আয়ুঃসংখ্যা সত্য যুগে চতুঃসহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে ত্রি সহস্র বৎসর এবং দ্বাপরে দ্বি সহস্র বৎসর; পরন্তু কলি যুগে পরমায়ুর সংখ্যা নিরূপিত নাই; ঐ যুগে মনুষ্য, গর্ভে থাকিয়াও মৃত হয় এবং জাত মাত্রও মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। কৃত যুগে মানব সকল মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, বীর্য্যবন্ত, প্রিয়দর্শন ও প্রজ্ঞাগুণ সমন্বিত হন। তাঁহারা শত শত সহস্র সহস্র সন্তান প্রজনন করেন, এবং মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাত্মা, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও তপোধন মুনি হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় সকল প্রিয়-দর্শন, প্রশস্ত শরীর-বিশিষ্ট, মহাবীর্য্য, ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধ-কুশল ও শূরসত্তম হইয়া থাকেন। ত্রেতা যুগে সমুদায় ক্ষত্রিয়ই স্ব স্ব চক্রে আধিপত্য করত স্বাধীন থাকেন। দ্বাপর যুগে সকল বর্ণই সর্ব্বদা মহোৎসাহ, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ও পরস্পর বধৈষী হন। এবং কলিযুগে লোক সকল অল্প তেজস্বী, ক্রোধপরায়ণ, লুব্ধ ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। এবং তাহাদিগের ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, মায়া, অসূয়া, রাগ ও লোভ, এ সকলের আবির্ভাব হয়। হে নরাধিপ! এক্ষণে এই দ্বাপর যুগের অল্প অবশিষ্ট আছে। এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা হৈমবত বর্ষে গুণের আধিক্য ও তাহার পর হরিবর্ষের তদপেক্ষাও গুণাধিক্য আছে।

ভারতবর্ষ প্রভৃতির বিবরণ কথনে জম্বুখণ্ডনির্ম্মাণ ও দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

ভূমিপর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে গবল্গণ-সুত সম্যগ্দর্শী সঞ্জয়! তুমি জম্বুখণ্ডের বিবরণ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে উহার বিস্তৃতি ও পরিমাণ যথার্থত আমার নিকট ব্যক্ত কর এবং সমুদ্রের পরিমাণ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলি দ্বীপ, ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয় স্বরূপত সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বহুসংখ্য দ্বীপ আছে, যদ্দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্ত দ্বীপ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিবরণ আমি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! জম্বু পর্ব্বত সম্পূর্ণ অষ্টাদশ সহস্র ষট্ শত যোজন বিস্তৃত; ইহার দ্বিগুণ বিস্তৃত লবণ সমুদ্র। ঐ লবণ সমুদ্র নানা জনপদে সমাকীর্ণ, মণি বিদ্রুম-সমূহে বিচিত্রিত, অনেক ধাতু চিত্রিত পর্ব্বত দ্বারা উপশোভিত, সিদ্ধ চারণগণে সংকীর্ণ এবং গোলাকার।

হে কুরুনন্দন পৃথ্বীনাথ! এই ক্ষণে শাক দ্বীপের বিষয় যথান্যায়ে অনুরূপ কীর্ত্তন করি, আপনি আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। শাক দ্বীপ বিস্তারে জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত। সেই শাক দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে পরিবেষ্টিত। তাহার বিস্তৃতি-পরিমাণ শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ শাক দ্বীপে যে সকল পুণ্য দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্রত্য লোক সকল অল্পায়ু হয় না, সকলেই ক্ষমাশীল ও তেজস্বী; সুতরাং সেখানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! শাক দ্বীপের এই সংক্ষেপ বিবরণ আপনার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম, অপর আর কি কহিব, আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! তুমি শাক দ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলে, বিস্তার ক্রমে যথার্থ রূপ বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ শাক দ্বীপে মণি বিভূষিত রত্নাকর সপ্ত পর্ব্বত ও সরিৎ সকল বিদ্যমান আছে; তাহাদিগের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন, আপনি ঐ সকল পর্ব্বতের সমস্ত বিষয়ই অতীব গুণবৎ জানিবেন। প্রথম মেরু গিরি; উহা দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের আলয়। তৎপরে মলয় নামে পর্ব্বত পূর্ব্ব দিকে আয়ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হয়। তাহার পরে জলধার নামে মহাগিরি। ইন্দ্র ঐ গিরি হইতে উৎকৃষ্ট জল নিত্য নিত্য গ্রহণ করেন, তৎপরে বর্ষা কালে বর্ষণ করেন। তাহার পরে রৈবতক নামে উচ্চ গিরি, যেখানে আকাশে রেবতী নক্ষত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পিতামহ ব্রহ্মারই এই সৃষ্টি চির কাল বিহিত আছে। হে রাজেন্দ্র! উহার উত্তরে শ্যাম নামে মহাগিরি। উহা নব মেঘ সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন, উচ্চ, সুন্দর শোভান্বিত ও উজ্জ্বল-বিগ্রহ। ঐ পর্ব্বতের শ্যাম বর্ণ হেতু তত্রত্য প্রজাগণ শ্যাম বর্ণ হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে এই ক্ষণে আমার এই অতীব সংশয় হইল যে তত্রত্য প্রজাগণ কি রূপে শ্যাম বর্ণ হয়?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! সকল দ্বীপেই গৌর, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মিশ্র বর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এই গিরি হইতে শ্যাম বর্ণ মাত্র হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই এই গিরি শ্যাম গিরি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পর মহোদয় দুর্গ শৈল; এবং কেশরী পর্ব্বত। বায়ু কেশরযুক্ত হইয়া ঐ কেশর গিরি হইতে প্রবাত হয়। উক্ত এই সমস্ত পর্ব্বতের বিস্তার-পরিমাণ ক্রমশ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ঐ সাত টি পর্ব্বতের সাত টি বর্ষ মনীষীগণ কহিয়াছেন। মেরু পর্ব্বতের মহাকাশ, জলদ মলয় পর্ব্বতের কুমুদোত্তর, মহাগিরি জলধার শৈলের সুকুমার, রৈবত পর্ব্বতের কৌমার, শ্যাম গিরির মণিকাঞ্চন, কেশর শৈলের মৌদাকী এবং দুর্গ শৈলের মহাপুরুষ বর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে কুরুনন্দন!

সেই শাক দ্বীপের মধ্যে শাক নামে মহাদ্রুম আছে; তাহার দীর্ঘতা ও বিস্তার জম্বুদ্বীপস্থ জম্বু-বৃক্ষের সমান। প্রজা গণ সেই বৃক্ষের উপাসনানুবর্ত্তী। সেই শাক দ্বীপের সমস্ত রাষ্ট্রই পবিত্র। সেখানে শঙ্কর দেব, সকলের পূজ্যমান হয়েন এবং সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সেখানে গমন করিয়া থাকেন। হে ভারত রাজ! সেখানে চতুর্ব্বিধ প্রজাই অতীব ধার্ম্মিক এবং সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণানুযায়ি কর্ম্মে নিরত থাকে। তথায় চৌর্য্যবৃত্তি দেখা যায় না; প্রজা গণ জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত ও দীর্ঘায়ু হইয়া প্রাবৃট্ কালীন নদীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং পুণ্যজলা নদী সকল বিদ্যমান আছে; গঙ্গা বহুধা হইয়া গমন করিয়াছেন, এবং মহানদী সুকুমারী, কুমারী, শীতা, শীবেণিকা, মণিজলা, বংক্ষু ও বর্দ্ধনিকা, এই সকল ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যতোয়া নদী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সকল নদী হইতে জল গ্রহণ-পূর্ব্বক বর্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল নদীর নাম ও পরিমাণ সংখ্যা করা অশক্য। তৎ-সমস্ত নদীই প্রধানা ও পুণ্যজনিকা।

মহারাজ! ঐ শাক দ্বীপে মগ, মশক, মানস ও মন্দগ, লোক-সম্মত এই পুণ্য দেশ চতুষ্টয় আছে। মগ দেশে স্ব কর্ম্ম নিরত বহুল ব্রাহ্মণ বসতি করিয়া থাকেন। মশক দেশে সর্ব্বকামপ্রদ ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় গণ অবস্থিতি করেন। মহারাজ! মানস জনপদে সর্ব্বাভিলাষ-সম্পন্ন, ধর্ম্মার্থনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মোপজীবী শূর বৈশ্যগণ নিবসতি করিয়া থাকেন, এবং মন্দগ রাষ্ট্রে ধর্ম্মশীল পৌরুষ-সম্পন্ন শূদ্রজাতি সর্ব্বদা নিবাস করে। হে রাজেন্দ্র! সেই শাকদ্বীপে রাজা নাই, দণ্ড নাই এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিও নাই; সমস্ত প্রজা স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারেই পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। সেই মহাপ্রভাব-সম্পন্ন শাক দ্বীপের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় এবং ইহাই শ্রোতব্য।

শাকদ্বীপ বর্ণনে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উত্তর প্রদেশীয় দ্বীপ সকলের কথা যে রূপ শ্রুত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র ও সুরাসমুদ্র, ঐ সকল দ্বীপে সন্নিবেশিত আছে; ঐ সকল দ্বীপে ধর্ম্মের আবির্ভব হেতু তৎপ্রদেশীয় সেই সকল সমুদ্রকে ধর্ম্মসাগর বলা যায়। হে নরাধিপ! সেই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ পর পর দ্বিগুণ, এবং পর্ব্বত সকল সেই সেই সমুদ্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মধ্যম দ্বীপে মনঃশিলাধাতুময় মহান্ গৌর গিরি ও পশ্চিম দ্বীপে নারায়ণসখ কৃষ্ণপর্ব্বত রহিয়াছে। সেখানে স্বয়ং কেশব প্রজাগণের সুখ বিধানার্থে প্রজাপতির উপাসনা করত দিব্য রত্ন সকল রক্ষা করিয়া থাকেন। কুশ দ্বীপে জনপদের মধ্যে কুশস্তম্বকে, শাল্মলক দ্বীপে শাল্মলি বৃক্ষকে এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপে রত্ন সমূহের আকর মহাক্রৌঞ্চ গিরিকে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা পূজা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! কুশ দ্বীপে সর্ব্ব ধাতুময়, অতি মহান্, গোমস্ত নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহাতে শ্রীমান্ প্রভু নারায়ণ কমললোচন হরি, মোক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি দিগের সহিত নিত্য সঙ্গত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। দ্বিতীয়, বিদ্রুম-নিচিত সুনামা নামে দুর্দ্ধর্ষ দ্যুতিমান্ হেম পর্ব্বত; তৃতীয়, কুমুদ গিরি; চতুর্থ পুষ্পবান্ নামে শৈল; পঞ্চম কুশেশয়; ষষ্ঠ হরি গিরি নামে পর্ব্বত আছে। এই ছয় টি পর্ব্বতই প্রধান; তাহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান পর পর ক্রমে দ্বিগুণ। প্রথম ঔদ্ভিদ বর্ষ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল বর্ষ, তৃতীয় সুরথ বর্ষ, চতুর্থ লম্বন বর্ষ, পঞ্চম ধৃতিমৎ বর্ষ, ষষ্ঠ প্রভাকর বর্ষ এবং সপ্তম কাপিল বর্ষ, এই সাত টি বর্ষ-লম্ভক পর্ব্বত আছে। হে পৃথিবীশ্বর! দেব, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রজা সকল এই সকল বর্ষে বিহার ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তত্রত্য জনগণ অল্পায়ু হয় না। হে নৃপ! সেখানে ম্লেচ্ছ জাতি ও দস্যুবৃত্তি লোক নাই। সকল লোকই প্রায় গৌর বর্ণ ও সুকুমার হয়

হে মনুজেশ্বর! অবশিষ্ট সমস্ত দ্বীপের বিষয় যে রূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহা আপনি অব্যগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহাগিরি আছে; তাহার পর বামনক, বামনের পর অন্ধকারক, অন্ধকারের পর পর্ব্বতোত্তম মৈনাক; মৈনাকের পর উৎকৃষ্ট গোবিন্দ গিরি; এবং গোবিন্দের পর নিবিন্দ নামে পর্ব্বত আছে। ইহাদিগের পরস্পর দূরতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর গিরির দ্বিগুণ। এক্ষণে তত্রত্য দেশ সকল কীর্ত্তন করি, তাহা শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ গিরির সন্নিহিত কুশল দেশ, বামন গিরির সন্নিহিত মনোনুগ রাষ্ট্র, মনোনুগের পর উষ্ণ দেশ, উষ্ণদেশের পর প্রাবরক দেশ, প্রাবর দেশের পর অন্ধকারক দেশ, অন্ধকারের পর মুনি দেশ, এবং মুনি দেশের পর সিদ্ধচারণ গণ-সংকীর্ণ দুন্দুভিস্বন জনপদ কথিত হইয়া থাকে। তত্রত্য লোক সকল প্রায় গৌরবর্ণ হয়; মহারাজ! এই সকল দেশে দেব গন্ধর্ব্ব গণ বিহার করিয়া থাকেন। পুষ্কর দ্বীপে পুষ্কর নামে মণিরত্নবান্ পর্ব্বত আছে; সেখানে স্বয়ং প্রজাপতি দেব নিত্য বাস করিয়া থাকেন। হে নরাধিপ! সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণ নিত্য নিত্য মনোনুকূল বাক্যে তাঁহার পূজা করত উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপোৎপন্ন নানাবিধ রত্ন সকল এই সমস্ত দ্বীপস্থ প্রজাদিগের ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত দ্বীপের প্রজাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও পরমায়ুর পরিমাণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ হইতে ক্রমশ পর পর দ্বীপস্থ লোকের দ্বিগুণ দ্বিগুণ হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্ত দ্বীপে যত দেশ আছে, সেই সকল দেশকে একই দেশ বলিতে হইবে, যেহেতু ঐ সমস্ত দেশে একই ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। নিয়ন্তা প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া সর্ব্বদা সেই সমস্ত দেশ রক্ষা করত অবস্থান করিতেছেন। তিনিই রাজা, তিনিই শিব, তিনিই পিতা এবং তিনিই পিতামহ; তিনিই সচেতন অচেতন সমস্ত প্রজাকে পালন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই চিরকাল প্রস্তুত অন্ন স্বয়ং উপস্থিত হয়, প্রজা সকল তাহা ভোজন করিয়া থাকে।

মহারাজ! তাহার পর সমা নামে চতুষ্কোণ লোকালয় আছে; সেই স্থান ত্রয়স্ত্রিংশৎ মণ্ডল বিশিষ্ট। সেখানে লোক-প্রসিদ্ধ বামন, ঐরাবত ও প্রভিন্নকরটা-মুখ সুপ্রতীক প্রভৃতি চারি দিগ্‌গজ আছে, তাহাদিগের পরিমাণ সংখ্যা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না, যেহেতু সেই গজ-চতুষ্টয়ের ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব চিরকাল অপরিমিত। সেখানে বায়ু বিশৃঙ্খলা রূপে নানা দিক্ হইতে বহন করে, সেই সকল দিগ্‌গজ কর্ষণকারী, পদ্ম সদৃশ, মহাপ্রভ স্ব স্ব শুণ্ডাগ্র দ্বারা সেই সকল প্রবাত বায়ুকে গ্রহণ করে, এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে শতধা করিয়া নিত্য নিত্য মোচন করে। বায়ু সকল নিত্য নিত্য সেই সকল দিগ্‌হস্তীর নিশ্বাসে মুচ্যমান হইয়া আগমন করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রজাগণ জীবিত রহিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপের বিষয় সাতিশয় বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিলে এবং তাহার সংস্থানও প্রদর্শন করিলে; এই ক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পরের বৃত্তান্ত বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্বীপ সকলের বৃত্তান্ত উক্ত হইল, এই ক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও প্রভাবান্ রাহু গ্রহের বৃত্তান্ত যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! শ্রুত হওয়া গিয়াছে, রাহু গ্রহ গোলাকার, তাহার ব্যাস-পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র যোজন, এবং বিপুলতা প্রযুক্ত পরিধি দ্বিচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন; ইহা পুরাণবেত্তা বুধ গণ কহিয়াছেন। মহাত্মা চন্দ্রের ব্যাস একাদশ সহস্র যোজন, এবং পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র একোন ষষ্টি শত যোজন। পরম উদার শীঘ্রগামী সূর্য্যের ব্যাস দশ সহস্র যোজন এবং পরিধি পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র অষ্ট শত যোজন শুনিতে পাওয়া যায়। হে ভারত! ইহ সংসারে সূর্য্যের এই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই রাহু

গ্রহ বৃহৎপ্রমুক্ত চন্দ্র সূর্য্যকে যথা কালে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে; ইহা সংক্ষেপ রূপে কহিলাম। মহারাজ! আপনি এই সকল বিবরণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা যথানুরূপ সমুদায় আপনার নিকট কহিলাম, এক্ষণে আপনি শান্তভাব অবলম্বন করুন। হে কুরুনন্দন! এই জগৎ বিনির্ম্মাণ বিষয়ে উদ্দেশানুসারে আমি কীর্ত্তন করিলাম, অতএব আপনি আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি আশ্বস্ত হউন।

হে ভরতেন্দ্র! এই মনোনুগত ভূমিপর্ব্ব কোন ক্ষত্রিয় শ্রবণ করিলে শ্রীমান্, অর্থসিদ্ধ এবং সাধুগণের সম্মানিত হন এবং তাঁহার আয়ু, বল, কীর্ত্তি ও তেজ বর্দ্ধিত হয়। যে কোন রাজা যতব্রত হইয়া পর্ব্বেতে ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতৃ পিতামহ গণ প্রীত হন। এই ভারত বর্ষ, যেখানে আমরা বর্ত্তমান রহিয়াছি, এখান হইতে যে পুণ্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তৎ সমস্ত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন।

উত্তর কুরু প্রভৃতি নিরূপণে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ভগবদ্গীতা প্রকরণ॥ ৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া আছেন, এই সময়ে ভূত ভব্য ভবিষ্য বেত্তা প্রত্যক্ষদর্শী গবল্‌গণপুত্র বিদ্বান্ সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিকটে সহসা দ্রুত গমনে আগমন-পূর্ব্বক ভারতগণের পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধে-নিপতন সংবাদ কহিলেন, হে মহারাজ ভরতপ্রবর! আপনাকে নমস্কার করি, আমি সঞ্জয়; ভারত পিতামহ ভীষ্ম হত হইয়াছেন। সকল যোদ্ধার প্রধান ও সর্ব্ব ধনুর্দ্ধারীর তেজঃস্বরূপ সেই কুরু পিতামহ অদ্য শর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনার পুত্র যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম যুদ্ধে শিখণ্ডী-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছেন। যে মহারথ কাশিপুরীতে সমবেত সমস্ত পৃথিবীপাল দিগকে এক রথেই জয় করিয়াছিলেন, এবং যিনি জামদগ্ন্য রামের সহিত অসম্ভ্রমচিত্তে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে জামদগ্ন্য রাম নিহত করিতে পারেন নাই, সেই ভীষ্ম অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্র সদৃশ, স্থৈর্য্যে হিমালয় তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর সমান ছিলেন, এবং যাঁহার শর দ্রংষ্ট্রা স্বরূপ, ধনুক বক্ত্র-স্বরূপ, এবং খড়্গ জিহ্বা স্বরূপ ছিল, সেই দুরাসদ নররূপ সিংহ আপনকার পিতা ভীষ্ম পাঞ্চালরাজ-পুত্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। যে প্রকার গো গণ সিংহকে দেখিয়া বেপমান হয়, সেইরূপ উদ্যত মহৎ পাণ্ডব-সৈন্য রণ স্থলে যাঁহাকে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া কম্পমান হইয়াছিল; তিনি দশ দিবস আপনকার সৈন্য রক্ষা পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য নিপাত করিয়া —অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া অস্তগত আদিত্যের ন্যায় অদ্য অস্তগত হইয়াছেন। যিনি ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষোভরহিত হইয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করত দশ দিবসে দশ সহস্র যোদ্ধাকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন, তিনি বাতরুগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া অদ্য ধরাশায়ী হইয়াছেন। মহারাজ! সেই ভরতকুলতিলক ভীষ্ম এই ঘটনার অযোগ্য হইয়াও আপনকারই দুর্ম্মন্ত্রণাতে তাঁহার এই রূপ দুর্ঘটনা হইল।

ভীষ্মমৃত্যু শ্রবণে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পিতা ইন্দ্র সদৃশ কুরু পিতামহ ভীষ্মকে শিখণ্ডী কি প্রকারে নিহত করিল? তিনি কি প্রকারে রথ হইতে নিপতিত হইলেন? যিনি পিতার নিমিত্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই দেব কল্প বলশালী ভীষ্ম ব্যতিরেকে আমাদিগের যোদ্ধা গণ কি রূপ

হইল? সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল মহাসত্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ নিহত হইলে, তৎকালে মৎপক্ষীয়গণের মন কি রূপ হইল? সঞ্জয়! সেই অবিচলিতচিত্ত কুরুবীর পুরুষপ্রবরকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন সাতিশয় ব্যথিত হইতেছে। সঞ্জয়! তাঁহার যুদ্ধ-গমন কালে কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অনুগামী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অগ্রগামী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা সমভিব্যাহারী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা নিবৃত্ত এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অনুবর্ত্তী হইয়াছিল? সৈন্য গণের প্রতি আক্রম-কারী ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, অচ্যুত সেই মহারথ-পুরুষের পৃষ্ঠ রক্ষা কোন্ কোন্ শূরগণ করিয়াছিল? সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী শত্রুঘাতী যে পুরুষ, সূর্য্য-কর্ত্তৃক তমো বিনাশের ন্যায়, সংগ্রামে পর সৈন্য বিনাশ করিয়া পরপক্ষের ভয়োৎপাদন করত পাণ্ডু পুত্রদিগের বিপক্ষে অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই সৈন্য গ্রাস-কারী পুরুষকে কোন্ ব্যক্তিরা নিবারণ করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! বাণ বর্ষণ কারী সেই কৃতী দুরাধর্ষ শান্তনু-নন্দনকে পাণ্ডবেরা সমীপস্থ হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাঁহার শর, দংষ্ট্রা স্বরূপ; শরাশন, কৃতব্যাদান মুখ স্বরূপ; খড়্গ, জিহ্বা স্বরূপ; এবং যিনি কখন পরাজিত হয়েন নাই; এতাদৃশ ভীষণ রূপ, যুদ্ধে নিপাতিত হইবার অযোগ্য, লজ্জাশীল, মহানুভাব, ভীষণ রূপ সেই অজিত পুরুষব্যাঘ্রকে কুন্তী পুত্র কি প্রকারে যুদ্ধে নিপাতিত করিলেন? যিনি প্রধান রথে অবস্থিত হইয়া শর সমূহ দ্বারা শত্রুদিগের মস্তক সমূহ চয়ন করিতেছিলেন, এবং পাণ্ডবদিগের বৃহৎ সৈন্য দল সংগ্রাম মধ্যে যে উগ্রধন্বা উগ্র শরবান্ উদ্যমশীল দুর্দ্ধর্ষ পুরুষকে দেখিয়া সর্ব্ব ক্ষণই কালাগ্নি তুল্য বোধ করত সচেষ্ট থাকিত; তিনি দশ দিবস পর সৈন্য পরি-কর্ষণ-পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া —অতি দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন। যিনি যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয্য শরজাল বর্ষণ করিয়া দশ দিনে অর্ব্বুদ সংখ্যক যোদ্ধা নিপাত করিয়াছেন; তিনি অদ্য রণে নিহত হইয়া বাতরুগ্ন মহীরুহের ন্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সেই ভরতকুল-চূড়ামণির পক্ষে এই অনুচিত ঘটনা কেবল আমারই দুর্ম্মন্ত্রণা-হেতু হইয়াছে।

সঞ্জয়! সেই শান্তনু-পুত্র ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে দেখিয়া সে স্থলে পাণ্ডবসেনা কি প্রকারে প্রহার করিতে সক্ষম হইল? পাণ্ডু-নন্দনেরাই বা কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিলেন? আচার্য্য দ্রোণ জীবিত থাকিতেই বা ভীষ্ম কি হেতু জয়ী হইলেন না? তথায় দ্রোণ-পুত্র ও কৃপ সন্নিহিত থাকিতেই বা প্রহারক-প্রধান ভীষ্ম কি হেতু নিধন প্রাপ্ত হইলেন? দেবগণেরও দুরাসদ সেই অতিরথ ভীষ্মকে পাঞ্চাল্য শিখণ্ডী কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত করিল? যিনি সংগ্রামে মহাবল জামদগ্ন্য রামের প্রতি সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিতেন, জামদগ্ন্য রামও যাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই মহারথ-কুলোৎপন্ন শক্র সম পরাক্রমশালী বীরপুরুষের সমরে পরাজয় বিবরণ আমার নিকট বর্ণন কর; যেহেতু তাহা শ্রবণ না করিয়া আমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছি না। সঞ্জয়! মৎপক্ষীয় কোন্ মহাধনুর্দ্ধরেরা সেই অটল বীরকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই? কোন্ বীরেরাই বা দুর্য্যোধনের আদেশমতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ছিল? সঞ্জয়! যখন সমস্ত পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মকে আক্রম করিয়াছিল, তখন সমস্ত কুরু গণ তো সেই অটল বীরকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই? যাঁহার মৌর্ব্বী ঘোষ গর্জ্জন স্বরূপ; বাণ সকল, জলবিন্দু সমূহ; এবং ধনুকের শব্দ, বজ্রধ্বনি; এতাদৃশ উন্নত মহামেঘ স্বরূপ যে বীর, বজ্রধারী ইন্দ্রের দানব দল বিনাশের ন্যায়, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় গণের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীদিগকে বাণ বর্ষণ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন, এবং যিনি সমরে

অজস্র গমনশীল অস্ত্র সমূহের ভয়ানক সাগর স্বরূপ হইয়াছিলেন; যে সাগরের বাণ সকল হিংস্র জল জন্তু ও কার্ম্মুক সকল তরঙ্গ হইয়াছিল; এবং যাহাতে আশ্রয় স্থান দ্বীপ ও তরণি ছিল না; যাহা গদা ও অসি স্বরূপ মকরের আলয়; যাহার আবর্ত্ত অশ্ব সকল; যাহা গজ গণে সমাকুল, পদাতি স্বরূপ মৎস্য সংঘে পরিপূর্ণ, দুরাসদ ও অক্ষোভ্য; এবং যাহার শব্দ শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি স্বরূপ হইয়াছিল; এবং যে সাগর বহুল হয়, গজ, পদাতি ও রথ সকলকে বেগে নিমগ্ন করিতেছিল এবং ক্রোধ স্বরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইতেছিল; সেই বীর শক্র-হন্তা শক্রতাপন ভীষ্ম রূপ অস্ত্র সাগরকে, বেলা-ভূমির সমুদ্র নিরোধের ন্যায়, কোন্ কোন্ যোদ্ধারা অবরোধ করিয়াছিল? সঞ্জয়! যখন অরি-হন্তা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিত নিমিত্তে সমর কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন কে কে তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল? সেই অমিত তেজস্বী ভীষ্মের দক্ষিণ চক্র কোন্ কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া প্রধান বীর দিগকে নিবারণ করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অগ্র-ভাগ রক্ষার নিমিত্তে বর্ত্তমান ছিল? কোন্ বীরেরা সেই যুধ্যমান বীরের উত্তর চক্র রক্ষা করিয়াছিল? কোন্ সকল যোদ্ধা তাঁহার বাম চক্রে থাকিয়া সৃঞ্জয়গণকে প্রহার করিয়াছিল? কাহারা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের দুরাক্রম্য অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দুর্গম গতি স্বীকার করিয়া তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিল? এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে কাহারাই বা সমবায় যুদ্ধে প্রধান বীরদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? যদি বীর গণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, এবং তিনিও তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তবে সেই সকল বীর গণ কি হেতু যুদ্ধে বল-পূর্ব্বক দুর্জ্জয় পাণ্ডবদিগের সৈন্য জয় করিতে পারিল না?

সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা, সর্ব্ব লোকেশ্বর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সদৃশ সেই ভীষ্মের প্রতি কি প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইল? যিনি আশ্রয়ভূত দ্বীপ স্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অবলম্বনে আশ্বাসিত হইয়া কুরু গণ শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই নর-সিংহ ভীষ্ম রূপ দ্বীপের নিমজ্জন বৃত্তান্ত তুমি ব্যক্ত করিতেছ! মহাবল মদীয় পুত্র যাঁহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদিগকে গণনাই করে নাই, তিনি কি প্রকারে শক্র-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? পুরা কালে সমস্ত দেব গণ, দানব গণ-হনন-কালীন যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাব্রত মৎপিতা ভীষ্মকে সাহায্য নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পুত্র-লক্ষণ-সম্পন্ন মহাবীর্য্য যে ভীষ্ম জন্ম গ্রহণ করিলে লোক-বিখ্যাত রাজা শান্তনুর শোক, দুঃখ, দৈন্য দূরীভূত হইয়াছিল; সেই বিখ্যাত পরমাশ্রয় প্রাজ্ঞ স্বধর্ম্ম-নিরত শুচি বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মকে কি প্রকারে আমার নিকট তুমি হত বলিয়া ব্যক্ত করিতেছ! সঞ্জয়! সর্ব্বাস্ত্র কুশল বিনয়ী শান্ত দান্ত সেই মহানুভব শান্তনুনন্দনকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমি অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যকেই নিহত মনে করি-তেছি। সঞ্জয়! আমার বিবেচনায় হইতেছে, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্ম বলবান্ রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যেহেতু পাণ্ডবেরা বৃদ্ধ গুরু হত্যা করিয়া রাজ্যভোগ অভিলাষ করিতেছে। পূর্ব্ব কালে সর্ব্বাস্ত্রবেত্তার অগ্রগণ্য জামদগ্ন্য রাম অম্বার নি-মিত্তে যে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-প্রধান ইন্দ্র সম কৃতী ভীষ্মকে নিহত বলিয়া যে আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে, ইহার পর দুঃখ আর কি আছে! যিনি বারংবার ক্ষত্রিয়বৃন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করি-য়াছিলেন, বীর শক্রহন্তা জামদগ্ন্য রাম যে মহাবুদ্ধি-মান্ ভীষ্মকে হনন করিতে পারেন নাই, তিনি অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে হত হইলেন, অতএব দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডী যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবীর্য্যবান্ ভৃগু-নন্দন

পরশুরাম হইতে তেজ, বল ও বীর্য্যে অধিক, তাহাতে আর সংশয় নাই; যে শিখণ্ডী, যুদ্ধ নিপুণ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরমাস্ত্রবেত্তা শূর বীর ভরতবংশপ্রবর ভীষ্মকে হনন করিল।

সঞ্জয়! কোন্ বীরগণ শস্ত্রযুদ্ধ-ক্ষেত্রে সেই শত্রুঘাতী বীরের সহবর্ত্তী হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবদিগের সহিত ভীষ্মের যে প্রকার যুদ্ধ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। মৎ পুত্র দুর্য্যোধনের সেনা এক্ষণে হতবীরা—পতি পুত্র বিহীনা যোষার ন্যায় হইয়াছে! মৎ পক্ষীয় তৎ সমস্ত সৈন্যই গোপাল রহিত গো যূথের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে! মহারণে যাঁহার সর্ব্ব লোক অপেক্ষায় পরম পৌরুষ প্রকাশ পাইত, সেই মহা পুরুষ যখন রণশায়ী হইলেন, তখন তোমাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল? সঞ্জয়! মৎ পিতা মহাবীর্য্য সেই ধার্ম্মিক বরকে অদ্য নিপাতিত করিয়া আমাদিগের জীবনে আর কি সামর্থ্য রহিল! সঞ্জয়! আমার বোধ হইতেছে, যে প্রকার, পার গমনোদ্যত ব্যক্তিরা অগাধ সলিলে নিমগ্ন নৌকা দেখিয়া কাতর হয়, সেই প্রকার, ভীষ্মকে নিহত দেখিয়া আমার পুত্রেরা দুঃখে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছে! সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণময়, যেহেতু সেই পুরুষসিংহকে নিহত শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না। যে পুরুষ সিংহেতে অপ্রমেয় অস্ত্র, মেধা ও নীতি বিদ্যমান ছিল, এবং যিনি শত্রুর দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, এতাদৃশ পুরুষ যুদ্ধে কি রূপে নিহত হইলেন? কোন ব্যক্তি কি অস্ত্র, কি শৌর্য্য, কি তপস্যা, কি মেধা, কি ধৈর্য্য, কি ত্যাগ, কিছুতেই মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারে না, মহাবীর্য্য কালই নিশ্চয় সমুদায় লোকের দুরতিক্রমা, সেই কাল হেতুই সঞ্জয়! তুমি ভীষ্মের বিনাশ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে। আমি পুত্র শোকের আশঙ্কায় কাতর হইয়া মহৎ দুঃখ চিন্তা করত ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন ভীষ্মকে ভূতল পতিত আদিত্যের ন্যায় দেখিলেন, তখন কি অবলম্বন করিলেন? সঞ্জয়! আমি স্ব পক্ষ কি পর পক্ষ রাজাদিগের প্রত্যেক সৈন্য বিষয়ে বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়া কিছুই শেষ বুঝিতে পারিতেছি না। ঋষি গণ এই ক্ষত্রধর্ম্মকে কি নিদারুণ করিয়াই প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়াছেন। আমরা যে সেই মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করাইয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছি, এবং পাণ্ডবেরাও যে তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন, ইহাতে আমাদিগের অপরাধ হইতে পারে না, যেহেতু আমরা উভয় পক্ষই ক্ষত্রধর্ম্মের আশ্রিত। কৃচ্ছ্র জনক আপদ্ উপস্থিত হইলে এই রূপ নিষ্ঠুর কার্য্য আর্য্যগণেরও কর্ত্তব্য, যেহেতু শত্রুর প্রতি আক্রমণ, পরম শক্তি প্রকাশ ও উক্ত প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ সেই ক্ষত্রধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সঞ্জয়! অপরাজিত লজ্জাশীল শান্তনু-নন্দন পিতা মহাশয় সৈন্য বিনাশ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে নিবারিত করিলেন? কি রূপে সৈন্য সকল নিযুক্ত ও কি প্রকারে মহাত্মাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল? এবং কি প্রকারে মৎ পিতা ভীষ্ম মহাশয় শত্রু গণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবল-পুত্র ধূর্ত্ত শকুনি ও দুঃশাসন, ইহাঁরা তিনি হত হইলে কি বলিয়াছিলেন? যে সভায় শর, শক্তি, গদা, খড়্গ তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল অক্ষ; নর, বারণ ও বাজিগণের শরীর সমূহ আস্তরণ এবং প্রাণ প্রদান রূপ ভয়ঙ্কর পণ হইয়াছিল, এতাদৃশ দ্যুত সভায় কোন্ কোন্ যুদ্ধ বিশারদ দ্যুতক্রীড়ক অল্পবুদ্ধি নরশ্রেষ্ঠেরা প্রবেশ করিয়া দ্যুত ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহাতে ভীষ্ম ব্যতীত কাহারা জয়ী এবং কাহারাই বা পরাজিত, কৃতলক্ষ ও নিপাতিত হইয়াছিল, এ সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। সঞ্জয়! এক্ষণে সেই যুদ্ধ-শোভী দেবব্রত ভীম-কর্ম্মা পিতা

ভীষ্মকে নিহত শুনিয়া আমার আর শক্তি নাই। পুত্রের বিনাশ জন্য মহা শোকানল আমার অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়াছিল, তুমি যেন ঘৃতদ্বারা সেই অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া দিলে। সর্ব্বলোক সম্মত বিখ্যাত ভীষ্মকে মহাভার গ্রহণ করিয়া নিহত হইতে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকগ্রস্ত হইয়াছে বোধ হইতেছে। সঞ্জয়! আমার দুর্য্যোধন কৃত সেই সমস্ত দুঃখের কথা শ্রবণ করিবার মানস হইয়াছে, অতএব সেখানে যে যে ঘটনা ও যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সেই সংগ্রামস্থলে মন্দ জনের বুদ্ধি দোষে যে কিছু অপনীত বা সুনীত হইয়াছিল, তাহা আমার সকাশে কীর্ত্তন কর। সেই রণক্ষেত্রে জয়েচ্ছু কৃতাস্ত্র ভীষ্ম তেজ-সহকারে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগের যেরূপ সৈন্যের, যে প্রকারে, যেরূপ ক্রমে যে সময়ে, যে প্রকার হইয়াছিল ও সেই যুদ্ধে যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় অশেষ রূপে বর্ণন কর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা, আপনি যেমন যোগ্য, তদুপযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু আপনি দুর্য্যোধনের প্রতি এই দোষ আরোপ করিবেন না, যেহেতু যে মনুষ্য আপনার দুশ্চরিত হইতে অমঙ্গল প্রাপ্ত হন, তিনি সেই আত্মকৃত অপরাধে অন্যের প্রতি আশঙ্কা করিতে যোগ্য হন না। মহারাজ! যে, মনুষ্যদিগের প্রতি সমুদায় নিন্দিত কর্ম্ম আচরণ করে, সেই নিন্দিতাচারী ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের বধ্য হয়। সরলস্বভাব পাণ্ডবেরা অমাত্যগণের সহিত, আপনকার প্রতীক্ষায় বহু কাল অপকার অনুভব করিয়াছেন, এবং বনবাসী হইয়া সহ্য করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা উপযুক্ত হয় না।

মহারাজ! অশ্ব, হস্তী ও অমিত তেজস্বী রাজাদিগের বিষয় যাহা আমি প্রত্যক্ষ নয়ন গোচর করিয়াছি, এবং যোগবলেও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি; তৎ সমস্ত শ্রবণ করুন, শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না; ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব হইতে দৈব নির্ব্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার প্রসাদে আমি অনুত্তম দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যে মহাত্মার বর দানে এই যুদ্ধ বিষয়ে আমার অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্তের বিজ্ঞান, অতীত ও অনাগত বিষয়ে অবগতি, শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারীদিগের উৎপত্তির কারণ-জ্ঞান, আকাশে শুভগতি ও অস্ত্র শস্ত্রের সহিত অসঙ্গ, এই সমস্ত লাভ হইয়াছে; আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরাশর-নন্দনকে নমস্কার করিয়া আমি এই লোম হর্ষণ জনক কুরু পাণ্ডবীয় পরমাদ্ভুত বিচিত্র যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! সেই সকল সৈন্য যথাবিধানে ব্যূহ রচনাক্রমে অবস্থিত ও সযত্ন হইলে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে রথ সকল শীঘ্র যোজনা কর, এবং শীঘ্র সমুদায় সৈন্য নিয়োগ কর। আমি বহু বৎসরাবধি যে যুদ্ধার্থ সসৈন্য কুরু পাণ্ডবদিগের সমাগম চিন্তা করিয়াছি, তাহা আমার নিকট এই উপস্থিত হইয়াছে। এই রণে ভীষ্মের রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেহেতু ইনি রক্ষিত হইলে, পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে পারিবেন। বিশুদ্ধাত্মা ভীষ্ম মহাশয় কহিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না, যেহেতু পূর্ব্ব হইতে শুনা যাইতেছে, শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি, অতএব যুদ্ধে শিখণ্ডী আমার পরিত্যাজ্য।" অতএব আমার বিবেচনা হইতেছে, ভীষ্মকে বিশেষ রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং মৎপক্ষীয় সকলে শিখণ্ডীর বধে যত্নবন্ত হউক। অপর, সর্ব্ব শস্ত্র বিশারদ বীরগণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া পিতামহকে

রক্ষা করুন। মহাবল সিংহও যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তবে বৃকও তাহাকে হনন করিতে পারে, অতএব দুঃশাসন! শৃগাল-কর্ত্তৃক সিংহ হননের ন্যায়, যেন শিখণ্ডী দিয়া ভীষ্মকে হনন করাইও না। যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন এবং অর্জ্জুনের বাম চক্রে যুধামন্যু ও দক্ষিণ চক্রে উত্তমৌজা রক্ষক হইয়াছেন, অতএব অর্জ্জুন এতাদৃশ রূপে রক্ষিত হইয়া যে শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন, বিশেষত পিতামহ মহাশয় যাহাকে আঘাত করিবেন না, এমত স্থলে শিখণ্ডী যে রূপে পিতামহ মহাশয়কে নিহত করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, মহীপালগণ 'যোজনা কর, যোজনা কর,' এইরূপ মহাশব্দ করিতে লাগিলেন। এবং সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, অশ্বগণের হেষা রব, রথ সকলের নেমি স্বন, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি এবং গর্জ্জনকারি যোধগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎ-ক্রুষ্ট রবে সর্ব্বত্র তুমুল হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! সূর্য্যোদয় সময়ে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় মহা-সৈন্য উত্থিত ও সকলেই অশেষ রূপে উদ্যুক্ত হইল। তৎপরে প্রকাশ হইলে আপনকার পুত্ত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের দুরাধর্ষ অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচ সকল এবং আপনকার ও পর পক্ষের শস্ত্রবন্ত মহান্ সৈন্য দল সমস্ত দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। সুবর্ণ বিভূষিত রথ ও নাগ সকল সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং ভুরি ভুরি রথের সহিত সৈন্য সমূহ যেন নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকিল। তন্মধ্যে আপনকার পিতা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অতীব শোভা পাইতে ছিলেন। দেখিলাম, যোধগণ ধনু, ইষু, খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর প্রভৃতি শুভ্র শুভ্র অস্ত্রের দ্বারা স্ব স্ব অনীক মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। হে নরনাথ! শত শত সহস্র সহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ সকল যেন শত্রু বন্ধনার্থে জাল রূপে অব-স্থিত রহিয়াছে। স্বকীয় ও পরপক্ষীয় সমুচ্ছ্রিত দীপ্তি-মান্ সহস্র সহস্র বিবিধাকার ধ্বজ সকল শোভা পাই-তেছে। রাজগণের সহস্র সহস্র, জ্বলন্ত পাবক সদৃশ, মণি চিত্রিত কাঞ্চনময় উজ্জ্বল ধ্বজ সকল, অমরা-বতীর শুভ্র ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, দীপ্তি পাইতেছে। বদ্ধ-সন্নাহ সেই সকল বীর গণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করত তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃষভ-লোচন প্রধান প্রধান মানবেন্দ্রগণ বর্ম্মী, তূণীর ধারী ও জ্যাঘাত-ত্রাণ-বদ্ধ হইয়া উদ্যত বিচিত্র আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক চমূ মুখে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। সুবল-পুত্ত্র শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তি-রাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কৈকেয়গণ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কলিঙ্গাধিপতি শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, কোশল-পতি বৃহদ্বল ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা, এই দশ-সংখ্য ভূরি-দক্ষিণ যাগশীল পরিঘ-বাহু পুরুষ-প্রবর শূর ভূপতি, প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণীপতি হই-য়াছেন। এই দশ জনকে ও এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্য নীতিকুশল মহারথ রাজা ও রাজপুত্ত্রগণকে দুর্য্যো-ধনের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিলাম। তাঁহারা সকলেই ধ্বজী ও মনোহর মাল্য ধারী হইয়া কৃষ্ণাজিন বন্ধন-পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে দুর্য্যোধনার্থে ব্রহ্ম লোক গমনে দীক্ষিত হইয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দশ অক্ষৌহিণী বাহিনী পরিগ্রহ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কৌরব দিগের ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় এক অক্ষৌহিণী মহা সৈন্য উক্ত দশ অক্ষৌহিণী সেনার অগ্রবর্ত্তী ও একাদশ সংখ্যার পূরণীভূত হইয়াছে, এবং শান্তনু-পুত্ত্র ভীষ্ম মহা-শয় উহার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। মহা-রাজ! সেই অক্ষয় পুরুষ ভীষ্মের শ্বেত বর্ণ উষ্ণীষ, অশ্ব ও বর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। যাহার হেমময় তালধ্বজ শোভা পাইতেছিল, সেই রজতময় রথে অবস্থিত ভীষ্মকে কৌরব ও পাণ্ডবেরা শুভ্র মেঘ মধ্যস্থিত সূর্য্যের

ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। পুরোবর্ত্তী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে চমূমুখে অবস্থিত দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। যে প্রকার জৃম্ভমাণ মহাসিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগ গণ উদ্বিগ্ন হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই পুনঃপুন উদ্বেগাবিষ্ট হইলেন। হে রাজন্! যেমন আপনকার এই একাদশ দল শ্রীসম্পন্ন বাহিনী, প্রধান প্রধান পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল, সেই রূপ পাণ্ডবদিগেরও সপ্ত দল সেনা প্রধান প্রধান পুরুষেরা রক্ষা করিতেছিলেন। এই উভয় পক্ষের দুই দল সৈন্য যেন উন্মত্ত মকর সমূহে আবর্ত্তিত ও মহাগ্রাহ বৃন্দে সমাকুল যুগান্ত-কালীন সাগর দ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবদিগের এতাদৃশ সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বে কখন দৃষ্টি করি নাই এবং শ্রবণও করি নাই।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যে প্রকার কহিয়াছিলেন, যে দিবস রাজ গণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আগমন করিলেন, সেই দিবস সেই রূপই হইল। যুদ্ধে মৃত ব্যক্তি দিগের দিব্য দেহ প্রাপণ জন্য চন্দ্রমণ্ডল পিতৃলোকের সন্নিহিত হইল। রাহু কেতুর দীপ্যমান সপ্ত উপগ্রহ রূপ মহাগ্রহ আকাশে পতিত হইলেন। ভানুমান্ আদিত্যকে যেন উদয় কালে জ্বলন্তী শিখা সংযুক্ত ও দ্বিধাভূত হইয়া উদিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল। মাংস শোণিত ভোজী শৃগাল ও কাক সকল মৃতদেহ লাভের লালসায় প্রদীপ্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে শব্দ করিতে থাকিল।

অরিন্দম কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম ও ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ইহাঁরা উভয়ে প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া সংযত হইয়া পার্থদিগের নিমিত্তে, পাণ্ডু-পুত্রদিগের জয় হউক, এই কথা বলিতেন এবং আপনকার নিমিত্তে যে প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে যুদ্ধও করিতেন। আপনকার পিতা সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ দেবব্রত, সমুদায় রাজাদিগকে আনাইয়া এই কথা কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমাদিগের নিমিত্তে এই মহৎ স্বর্গ দ্বার অনাবৃত রহিয়াছে, এই দ্বার দিয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্ম লোকে গমন কর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ তোমারদিগের নিমিত্তে এই সনাতন পথ বিধান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা অব্যগ্রচিত্ত হইয়া আপনাকে যুদ্ধে নিযোজিত কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নৃগ, এই সকল রাজা ঈদৃশ কর্ম্ম দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়া পরম ধাম লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের পীড়া দ্বারা গৃহেতে যে মরণ, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে অধর্ম্ম এবং যুদ্ধে যে নিধন প্রাপ্তি, তাহাই তাঁহাদিগের পক্ষে সনাতন ধর্ম্ম।

হে ভরত-প্রবর! মহীপালগণকে ভীষ্ম মহাশয় এই রূপ কহিলে, তাঁহারা উত্তম উত্তম রথে আরোহণ করত শোভমান হইয়া স্ব স্ব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। হে ভারত! বিকর্ত্তন-নন্দন কর্ণ স্বীয় অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত, ভীষ্ম নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি-ব্যতীত ভবৎ পক্ষীয় রাজগণ ও আপনকার পুত্রগণ, সিংহনাদ দ্বারা দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের সেই সকল সৈন্য শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, বারণ, বাজি, রথ ও পদাতি সমূহে শোভা পাইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথ নেমির শব্দে পৃথিবী আকুলিতা হইয়া উঠিল। মহারথ গণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও কার্ম্মুক দ্বারা যেন অনল-পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। কুরু পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চ তারক সংযুক্ত মহাতাল ধ্বজ দ্বারা শোভিত হইয়া কুরু-সৈন্যমুখে যেন বিমল সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সকল রাজ গণ আপনকার পক্ষ, তাঁহারা ভীষ্মের আদেশ ক্রমে যথাস্থানে রহিলেন। গোবাসন দেশাধিপতি শৈব্য, পতা-

কান্বিত রাজ যোগ্য গজরাজ দ্বারা সেই সকল রাজার সহিত গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা, যাঁহার রথ ধ্বজ সিংহ-লাঙ্গূলাকারে বিচিত্রিত, তিনি সকল সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী ও সযত্ন হইয়া গমন করিলেন। শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও মহারথ বিকর্ণ এই সাত জন উত্তম বর্ম্মপরিধায়ী মহাধনুর্দ্ধর, রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী এবং অশ্বত্থামা ইহাঁদিগের পুরোগামী হইলেন। ইহাঁর দিগের অতি উচ্চ স্বর্ণময় দীপ্যমান ধ্বজ সকল উৎকৃষ্ট রথ সকলকে সুশোভিত করত বিরাজমান হইতে লাগিল। আচার্য্য-প্রধান দ্রোণের ধ্বজে কমণ্ডলু ও ধনুকের আকৃতি-বিভূষিত স্বর্ণময় বেদির আকৃতি শোভা পাইতে লাগিল। অনেক শত সহস্র সৈন্য পরিচালনকারি দুর্য্যোধনের ধ্বজে মণিময় নাগ বিরাজিত হইতে থাকিল। পৌরব, কলিঙ্গাধিপতি, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, ক্ষেমধন্বা ও শল্য এই কয় জন রথী, দুর্য্যোধনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। কৃপাচার্য্য মহার্হ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বৃষভাকৃতি চিত্রিত ধ্বজে শোভিত হইয়া মাগধ সেনা পরিচালনা করত তদগ্রভাগে গমন করিলেন। শারদীয় নিবিড় মেঘ সদৃশ সেই প্রাচ্য দেশীয় অতি মহৎ সৈন্য দল অঙ্গপতি কর্ণ-পুত্র ও মনস্বী কৃপ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল। মহাযশা জয়দ্রথ বরাহ-চিহ্নিত রজতময় প্রধান ধ্বজে সুশোভিত হইয়া সৈন্য প্রমুখে অবস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী জয়দ্রথের লক্ষ রথ, অষ্ট সহস্র নাগ ও ছয় অযুত অশ্ব ছিল। অনন্ত রথ নাগ বাজি সঙ্কুল ধ্বজিনী-মুখ সেই মহৎ সৈন্য দল, সিন্ধুপতি রাজা জয়দ্রথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত কলিঙ্গ দেশের অধিপতি, কেতুমানের সহিত ষষ্টি সহস্র রথ ও অযুত নাগ লইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পর্ব্বত সদৃশ মহাগজ সকল যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকা সমূহ দ্বারা শোভিত হইয়া রোচমান হইতে লাগিল। কলিঙ্গরাজ অগ্নিতুল্য মুখ্যধ্বজ, শ্বেত ছত্র, কণ্ঠাভরণ ও চামর ব্যজন দ্বারা শোভমান হইলেন। কেতুমান্ও বিচিত্র পরম অঙ্কুশ যুক্ত মাতঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক মেঘস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সমরে সমাগম করিলেন। তেজঃপ্রদীপ্ত রাজা ভগদত্ত প্রধান মাতঙ্গে অবস্থিত হইয়া বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিলেন। ভগদত্ত সদৃশ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেতুমানের অনুব্রত হইয়া গজস্কন্ধে অবস্থিতি পূর্ব্বক সমর যাত্রা করিলেন। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য, নৃপতি শান্তনুপুত্র, আচার্য্য-পুত্র, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য ইহাঁরা যে রূপ রথের সহিত সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন, ঐ ব্যূহের অঙ্গ হস্তী গণ, মস্তক রাজ গণ ও পক্ষ অশ্ব গণ হইল; সর্ব্বতোমুখ ঈদৃশ দারুণ ব্যূহ টি যেন হাস্য করত উৎপতিত হইতে থাকিল।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মুহূর্ত্ত কাল পরে যুযুৎসু যোধগণের তুমুল হৃদয়-কম্পন শব্দ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিত ও রথ সকলের নেমি ধ্বনি দ্বারা যেন বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইল। তখন হয় গণের হ্রেষা রব ও যোধগণের গর্জ্জন রবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত হইল! আপনকার পুত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমূহ, পরস্পর সমাগমে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সেই রণ স্থলে স্বর্ণ-বিভূষিত রথ সকল ও নাগ দল, সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। হে নরাধিপ! আপনকার পক্ষের কাঞ্চনাঙ্গদ বিভূষিত বহু বিধাকার ধ্বজ সকল প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। স্ব পক্ষ ও পর পক্ষের পতাকা সকল মহেন্দ্র ভবনের শুভ্র মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় নয়ন গোচর হইতে থাকিল, এবং প্রদীপ্ত সূর্য্য সম প্রভ কাঞ্চন কবচ দ্বারা সন্নদ্ধ বীরগণকে প্রদীপ্ত ভাস্কর তুল্য প্রভাযুক্ত বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ! বৃষভ-লোচন, মহাধনুর্দ্ধর, বিচিত্রায়ুধ কার্ম্মুকধারী, তলবদ্ধ কুরু যোধবর গণ পতাকা ও

উদ্যত বিচিত্র অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুশোভিত হইয়া সৈন্যমুখে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! আপনকার পুত্র দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, ইহাঁরা এবং সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবাঃ ও শল ইহাঁরাও ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। বিংশতি সহস্র রথী ইহাঁদিগের অনুগামী হইল, এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রৈগর্ত্ত, কৈকয়, সৌবীর, কিতব ও প্রাচ্য, এই পশ্চিম ও উত্তর দিকের দ্বাদশ জনপদের শূর সমস্ত তনুত্যাগে কৃতোৎসাহ হইয়া মহৎ রথ বর্গ দ্বারা কুরু পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি, দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্য লইয়া সেই রথ-সৈন্যের অনুগামী হইলেন। বাহিনী মধ্যে ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথ মণ্ডলের চক্ররক্ষক ও দন্তি দলের পাদ রক্ষক হইল। নখর ও প্রাস অস্ত্র যোধী অনেক শত সহস্র পদাতি, অসি, চর্ম্ম ও ধনু হস্তে লইয়া অগ্রভাগে গমন করিল। মহারাজ! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য, গঙ্গার অন্তরে যমুনার সংগতি হইলে যে রূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সৈন্য বর্ণনে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ব্যূহিত দেখিয়া স্বকীয় অল্প সৈন্য দ্বারা কি প্রকারে প্রতি পক্ষে ব্যূহ রচনা করিলেন? যিনি মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহ জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহার বিপক্ষে পাণ্ডু-পুত্র কি প্রকারে প্রতি ব্যূহ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য ব্যূহ রচনা দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন! মহর্ষি বৃহস্পতির বচন হেতু অনেকেই জানেন, যে, অল্প সৈন্যকে সংহত করিয়া এবং বহু সৈন্যকে ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত করিয়া যুদ্ধ করাইবে; অতএব বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধে সূচীমুখ সৈন্যব্যূহ রচনা করাই বিধেয়। পর পক্ষ অপেক্ষা আমাদিগের সৈন্য অল্প, অতএব তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির বচনানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজসত্তম! বজ্রপাণি ইন্দ্র যে বজ্রাখ্য নামে অচল ব্যূহের বিধান করেন, আমি আপনকার নিমিত্তে সেই দুর্জ্জয় বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করি। যিনি উদ্ধূত বায়ু সদৃশ, সমরে শত্রু দুঃসহ এবং প্রহারকের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধোপায়-বিচক্ষণ সেই পুরুষ-সত্তম সেনাপতি হইয়া রিপু সৈন্যের তেজ মর্দ্দন করত আমাদিগের অগ্রে গমন করিবেন। যে প্রকার সিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগযূথ সংত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, সেই প্রকার দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমুদায় পার্থিবগণ তাঁহাকে দেখিয়া নিবৃত্ত হইবে। যে রূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই রূপ আমরা সকলে অকুতোভয়ে সেই প্রহারক প্রধান ভীমকে প্রাকার স্বরূপ করিয়া আশ্রয় করিব। লোকে এতাদৃশ পুরুষ কেহ বিদ্যমান নাই যে, অত্যুগ্র কর্ম্মা পুরুষ প্রবর বৃকোদরকে ক্রুদ্ধ দেখিতে সমর্থ হয়।

মহাবাহু ধনঞ্জয় ফাল্গুন ইহা বলিয়া সেই রূপ করিলেন, সমস্ত সৈন্যকে লইয়া আশু ব্যূহ রচনা করিয়া প্রয়ান করিলেন। কুরু সৈন্যকে চলিত দেখিয়া পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা, পরিপূর্ণা সংস্তব্ধা ও মন্দগতি ক্রমে চলিতা গঙ্গার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীমসেন, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, রাজা ধৃষ্টকেতু ও বিরাট সেই সকল সেনার অগ্রণী হইলেন। পরন্তু বিরাট নৃপতি এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। মহাতেজস্বী নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্ররক্ষায় প্রবৃত্ত থাকিলেন। বেগশীল সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন।

পাঞ্চাল রাজ-নন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, সৈন্যগণের মধ্যে শূর রথি-প্রধান প্রভদ্রকগণের সহিত, তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন। তৎ পশ্চাৎ শিখণ্ডী, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সযত্ন হইয়া ভীষ্ম বিনাশের নিমিত্তে প্রয়ান করিতে লাগিলেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষায় সযত্ন রহিলেন। পাঞ্চাল্য যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং কৈকেয় গণ, ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ঐ সময়ে বীভৎসু, রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাবল ভীমসেনকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, হে জনাধিপ! এই ভীমসেন বজ্রসার ময় দৃঢ় গদা ধারণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও শোষণ করিতে পারেন, এবং সেই এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকলও অমাত্যগণের সহিত, উহাঁকে অবলোকন করত অবস্থান করিতেছে। হে ভারত! রণক্ষেত্রে পার্থ ঐ রূপ বলিতেছেন, তখন তাঁহাকে সমস্ত সৈন্যেরা তদনুকূল বাক্য দ্বারা পূজা করিলেন।

পরন্তু কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনীকের মধ্য ভাগে চলিত পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ মত্ত কুঞ্জরগণে পরিবারিত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। মহা মনস্বী পরাক্রমশালী পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবারিত হইয়া বিরাটের পশ্চাৎ অনুগামী হইলেন। এই সকল রাজাদিগের রথে আদিত্য ও চন্দ্র তুল্য আভা বিশিষ্ট উত্তম কনক ভুষণে বিভূষিত নানাবিধ চিহ্নযুক্ত মহাধ্বজ সকল শোভা পাইতেছিল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সকল রাজাদিগের পশ্চাৎ'ভাগ উৎসারিত করিয়া পুত্রগণ ও ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের রথধ্বজে এক মাত্র মহাকপি আপনকারদিগের ও বিপক্ষদিগের বিপুল ধ্বজ সকলকে অভিভব করিয়া অবস্থিত রহিলেন। অনেক শত সহস্র পদাতি ভীমসেনের রক্ষার্থে অসি, শক্তি ও ঋষ্টি ধারী হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। শৌর্য্য-সম্পন্ন, গলিত-মদ, হেমময় জালে দীপ্যমান, পদ্মগন্ধী, বর্ষণকারী মেঘ সমান, বর্ষ পর্ব্বত সদৃশ, মহার্হ দশ সহস্র হস্তী রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হইল। মহানুভাব দুরাধর্ষ ভীমসেন পরিঘ তুল্য ভীষণ গদা প্রকর্ষণ করত মহাসৈন্যদিগকে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগের, অর্কতুল্য ও তপন্ত পাবক সদৃশ দুষ্প্রেক্ষণীয় সেই ভীমসেনকে সমীপে প্রতিবীক্ষণ করিতে সাধ্য হইল না। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সর্ব্বতোমুখ, শক্রভয় রহিত, শরাসন রূপ বিদ্যুৎ ধ্বজ বিশিষ্ট বজ্র নামে এই ঘোর ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা আপনকার বাহিনী ব্যূহের প্রতিপক্ষে এই বজ্র ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত রহিলেন; পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ ব্যূহ মর্ত্ত্য লোকে অজেয় হইল।

মহারাজ! প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনা ক্রমে অবস্থিত হইলে, বিনা মেঘে বিদ্যুৎ ও জল বিন্দুর সহিত বায়ু প্রবাত হইতে লাগিল ও নীচ স্থল হইতে কঙ্করাকর্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে বহন করিতে থাকিল। এবং ঘোর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছাদিত করত ধুলিপটলী উদ্ধূত হইতে থাকিল। হে ভরতবর! মহতী উল্কা প্রাঙ্মুখী হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং উদিত সূর্য্যকে আহত করিয়া মহা শব্দ করত বিকীর্ণ হইতে থাকিল। মহারাজ! সৈন্য সকল সজ্জীয়মান হইলে তখন সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া উদিত হইলেন। পৃথিবী স শব্দে কম্পমানা এবং নিনাদ সহকারে বিশীর্ণা হইতে লাগিল। মহারাজ! তখন সকল দিকেই বহু সংখ্য নির্ঘাত হইতে থাকিল। এমন রজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল না। কিঙ্কিণী জাল মণ্ডিত, কাঞ্চন মাল্যাম্বর শোভিত, আদিত্য সম দীপ্যমান, সপতাক, মহৎ ধ্বজ সকল সহসা পবন কর্ত্তৃক কম্পমান হওয়াতে, তাল বনের ন্যায় সর্ব্বত্র ঝণঝণীভূত ধ্বনি হইয়া উঠিল।

হে ভরত প্রধান! পুরুষ ব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা আপনকার পুত্রের সৈন্য ব্যূহের বিপক্ষে সৈন্য ব্যূহ রচনা

করিয়া এবং গদাপাণি ভীমসেনকে অগ্রে অবস্থিত দেখিয়া যুদ্ধোৎসাহী হইয়া যেন আমাদিগের যোধগণের মজ্জা গ্রাস করত অবস্থিত রহিলেন।

পাণ্ডব সৈন্য ব্যূহ রচনা কথনে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে ভীষ্ম-নেতব্য অস্মৎ পক্ষ ও ভীম-নেতব্য পাণ্ডব পক্ষ এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ প্রথমে হৃষ্ট হইয়া সমীপে যুযুৎসু হইল? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের প্রতি অরিষ্ট কর হইল? কাহাদিগের প্রতি শ্বাপদ গণ অশুভ শব্দ করিল? এবং কোন্ যুবাদিগেরই বা মুখবর্ণ প্রসন্ন ছিল, এই সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! উভয় সৈন্যই তুল্য ভাবে উপক্রান্ত, উভয় পক্ষই ব্যূহিত হইয়া হৃষ্টরূপ, উভয় সৈন্য দলই বনরাজির শোভা ধারণ করিয়া অদ্ভুত রূপ, উভয়েই হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ, উভয় পক্ষ সৈন্যই বৃহৎ ও ভীষণাকৃতি, উভয়েই পরস্পরের দুঃসহ, উভয় ব্যূহই স্বর্গ জয়ের নিমিত্তে নির্ম্মিত, এবং উভয়ই সৎপুরুষ কর্ত্তৃক উপজুষ্ট হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় কুরু সৈন্য পূর্ব্ব দিকে থাকিয়া পশ্চিমাভিমুখ এবং পাণ্ডব সৈন্য পশ্চিম দিকে থাকিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইল। কুরু সৈন্য দৈত্যেন্দ্র সেনার ন্যায় এবং পাণ্ডব সেনা দেবেন্দ্র সেনার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বায়ু পাণ্ডবদিগের পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাত হইতে লাগিল। শ্বাপদগণ কুরু সৈন্যের প্রতি শব্দ করিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের গজেন্দ্রগণের তীব্র মদ গন্ধ আপনকার পুত্রের নাগগণের অসহ্য হইয়া উঠিল।

দুর্য্যোধন জালযুক্ত, সুবর্ণ কক্ষা-বিভূষিত, পদ্মবর্ণ, গলিত-মদ গজে অবস্থিত হইয়া কুরু সৈন্যের মধ্য ভাগে রহিলেন। মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণ মালা বিভূষিত চন্দ্রপ্রভ শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গান্ধার রাজ শকুনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রদেশীয় গান্ধার দেশজ সৈন্যগণের সহিত অনুগামী হইলেন। শ্বেত ধনুক, শ্বেত খড়্গ ও শ্বেত উষ্ণীষধারী বৃদ্ধ ভীষ্ম শ্বেত অশ্ব, শ্বেত ধ্বজ ও মস্তকোপরি ধৃত শ্বেত ছত্র দ্বারা শ্বেত শৈলের ন্যায় শোভমান হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকল, বাহ্লীক প্রদেশের এক দেশাধিপতি শল, সিন্ধু দেশীয় যে সকল অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় গণ, সৌবীর এবং পঞ্চনদ দেশীয় শূরগণ ইহাঁরা সকলে তাঁহার সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট রহিলেন। রক্ত বর্ণ ঘোটক সংযুক্ত রুক্ম রথে অবস্থিত অদীনসত্ত্ব মহাত্মা গুরু দ্রোণ শরাসন-হস্তে প্রায় সমস্ত রাজার পশ্চাৎ ভাগে থাকিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবাঃ, পুরুমিত্র, জয়, শাল্ব ও মৎস্য দেশীয় এবং কেকয় রাজ সমস্ত ভ্রাতা ইহাঁরা সমুদায় সৈন্য মধ্যে গজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদ্যত রহিলেন। যাঁহার যানের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট, সেই মহাত্মা গোতম-বংশীয় শরদ্বৎ-পুত্র বিচিত্র-যোধী মহাধনুর্দ্ধর কৃপ শক, কিরাত, যবন ও পহ্লবদিগের সহিত, উত্তর ভাগে অভিগমন করিলেন। বিখ্যাত মহারথী আয়ুধধারী বৃষ্ণি ও ভোজগণ এবং সুরাষ্ট্র দেশীয় যোধগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত যে বৃহৎ সৈন্যদল, যাহা কৃতবর্ম্মা রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ বৃহতী সেনা আপনকার সৈন্যের দক্ষিণ ভাগে গমন করিল। হে রাজন্! অযুত-সংখ্য রথী যে সংশপ্তকগণ, তাহারা, অর্জ্জুনের মৃত্যুই হউক বা জয়ই হউক, যেন সেই নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছে; সেই হেতু তাহারা যেখানে অর্জ্জুন ছিলেন, কৃতাস্ত্র হইয়া সেই স্থানেই গমন করিল এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন শস্ত্রধারী ত্রিগর্ত্তেরাও তথায় প্রযাত হইল।

হে ভারত! আপনকার সৈন্য মধ্যে এক লক্ষ প্রধান গজারোহী যোদ্ধা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হস্ত্যারোহীর প্রত্যেক হস্ত্যারোহীর নিকট এক এক শত

রথী, প্রত্যেক রথীর নিকট এক এক শত অশ্বাবার, প্রত্যেক অশ্বারোহীর নিকট দশ জন করিয়া ধানুষ্ক, এবং এক এক ধানুষ্কের নিকট দশ জন করিয়া চর্ম্মী অবস্থিত হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি হইয়া এই রূপে আপনকার সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন। তিনি কোন দিবসে মানুষ ব্যূহ, কোন দিবসে দৈব ব্যূহ, কোন দিনে গান্ধর্ব্ব ব্যূহ ও কোন দিনে বা আসুর ব্যূহ রচনা করেন। মহারথ সমূহে বিপুলীভূত, সমুদ্রের ন্যায় নির্ঘোষবান্ কুরু সৈন্য ব্যূহ যুদ্ধে পশ্চিমমুখ হইয়া অবস্থিত রহিল। হে নরেন্দ্র! আপনকার সৈন্য অসীম-সংখ্য হইয়া ভীষণ রূপ হইল। যদিও পাণ্ডবদিগের সে রূপ নহে; তথাপি তাঁহাদিগের সেনাকে বৃহতী ও দুর্দ্ধর্ষণীয় বোধ হইতে লাগিল; কেননা কেশব ও অর্জ্জুন তাহার নেতা হইয়াছিলেন।

সৈন্য বর্ণনে বিংশতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সেনাকে বৃহতী ও উদ্যতা দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তিনি ভীষ্ম রচিত ব্যূহ অভেদ্য দেখিয়া যেন প্রকৃতই তাহা অভেদ্য বিবেচনা করত বিবর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! যাহাদিগের যোদ্ধা পিতামহ হইয়াছেন, এতাদৃশ ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের সহিত সংগ্রামে আমরা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? ভূরিতেজাঃ অমিত্রকর্ষণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক শাস্ত্র দৃষ্ট বিধি দ্বারা অক্ষোভ্য ও অভেদ্য ব্যূহ কৃত হইয়াছে। হে শত্রুকর্ষণ! ইহাতে আমরা সৈন্যগণ সহ সংশয় প্রাপ্ত হইতেছি, এই ব্যূহ হইতে আমাদিগের কি প্রকারে জয় হইবে?

হে রাজন্! অমিত্রহা অর্জ্জুন আপনকার অনীকিনী অবলোকনে বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! অল্পতর শূর সকল বুদ্ধি দ্বারা যে প্রকারে গুণযুক্ত বহু সংখ্য সমধিক শূরদিগকে জয় করে, তাহা শ্রবণ করুন, আপনি অসূয়া-রহিত, আপনাকে ইহার কারণ বলিতেছি অবধান করুন। নারদ ঋষি ইহা জানেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণও ইহা জানেন। পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা এই তাৎপর্য্যই অবলম্বন করিয়া দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন, "জয়েষি ব্যক্তিরা বল বীর্য্য দ্বারা তাদৃশ বিজয়ী হয় না, যেরূপ সত্য, আনৃশংস্য, ধর্ম্ম ও উদ্যম দ্বারা জয়ী হয়। অতএব তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভ অবগত, উদ্যমের আশ্রিত ও অনহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, যেহেতু যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়।" হে রাজন্! আপনিও এইরূপ জানুন, রণে আমাদিগেরই জয় হইবে। নারদ কহিয়াছেন যে, যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই জয়। জয় কৃষ্ণেতে গুণভূত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং তাহা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। তাঁহার যেরূপ এক গুণ বিজয়, সেই রূপ অপর এক গুণ নম্রতাও বিদ্যমান আছে। যে গোবিন্দ অনন্ততেজস্বী, সনাতনতম পুরুষ, শত্রু সমূহেও ব্যথা রহিত; সেই কৃষ্ণ যে পক্ষে, সেই পক্ষেরই জয়। এই অপ্রতিহত-শস্ত্র বৈকুণ্ঠ হরি পূর্ব্ব কালে আবির্ভূত হইয়া দেবাসুরদিগের প্রতি অতি গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, 'কাহারা জয়ী হইবে?' অনন্তর যাঁহারা তখন এইরূপ কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমরা কি রূপে জয়ী হইতে পারি?' তাঁহারাই জয়ী হইলেন। সেই কৃষ্ণের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ রূপ কহিয়া জয় লাভ করত ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে ভারত! বিশ্বভুক্ ত্রিদিবেশ্বর সেই হরি যখন আপনকার জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন এই জয় বিষয়ে আপনকার কোন কষ্ট দেখি না।

যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন কথোপকথনে একবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম-সৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনান্তে

স্বকীয় সেনার প্রতি আদেশ করিলেন, "হে বিশুদ্ধাশয়গণ! পাণ্ডবেরা বিপক্ষের প্রতিপক্ষে যথোদ্দিষ্ট অনীক ব্যূহ রচনা করিলেন, তোমরা পরম স্বর্গের অভিলাষী হইয়া সুযুদ্ধ কর।" সব্যসাচী, সসৈন্য শিখণ্ডীকে মধ্য ভাগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রভাগে ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিলেন। সাত্বত বংশের প্রধান ধনুষ্মান্ শ্রীমান্ যুযুধান মঘবানের ন্যায় দক্ষিণ দিকৃস্থ অনীকগণের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নাগ সমূহ মধ্যে মহেন্দ্র-যান-সদৃশ শিল্প-সজ্জিত স্বর্ণরত্ন-বিচিত্রিত কাঞ্চনময়-হয়ভূষণ-ভূষিত-যোক্ত্র-সংযুক্ত রথে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার গজদন্ত শলাক যুক্ত সুপাণ্ডর বর্ণ সমুচ্ছ্রিত ছত্র অতীব প্রতিভাত হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত স্তুতি বচনে উপচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিগে পুরোহিত ও শ্রুতবন্ত ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধ গণ জপ্য মন্ত্র ও ওষধী দ্বারা এবং স্বস্ত্যয়ন বাক্য কথন দ্বারা শত্রুবধ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুরূত্তম মহাত্মা যুধিষ্ঠির বস্ত্র, গো, ফল, পুষ্প ও নিষ্ক সমূহ ব্রাহ্মণসাৎ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্ব-যোজিত সুচক্র-যুক্ত শত কিঙ্কিণী-শোভিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাম্বুনদ সুবর্ণে বিচিত্রিত সহস্র সূর্য্যপ্রভ রথখানি অর্চ্চিমালী অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহার সারথি কেশব হইলেন। পৃথিবীতে যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর নাই ভবিষ্যতেও আর কদাচিৎ হইবেক না, এবং যাঁহার রথ ধ্বজে কপিবর বিরাজমান, এতাদৃশ অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও বাণ করে গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই রথে অবস্থিত হইলেন। যে সুভুজ ভীমসেন অস্ত্র রহিত হইয়াও কেবল ভুজদ্বয় দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও নাগদলকে যুদ্ধে ভস্মবৎ চুর্ণ করিতে পারেন, তিনি ভবদীয় পুত্র ও সেনা ঘর্ষণ করিবেন বলিয়া যেন অতীব রৌদ্র রূপ ধারণ করিলেন এবং নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে বীর রথীগণের রক্ষক হইলেন। ভবৎপক্ষীয় যোধগণ লোক মধ্যে মহেন্দ্র কল্প ও গজরাজের ন্যায় দর্পবান্ সেই ভীমসেনকে তথায় মত্ত সিংহ-বরের খেলন সদৃশ খেলনশীল, দুরাসদ ও সেনাগ্রগত দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া পঙ্কমগ্ন কুঞ্জর গণের ন্যায় প্রকৃষ্ট রূপে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জনার্দ্দন কৃষ্ণ অনীক মধ্যে অবস্থিত দুরাসদ রাজপুত্র গুড়াকেশকে কহিলেন, হে পুরুষপ্রবীর! যিনি ত্রিশত বাজিমেধ আহরণ করিয়াছিলেন, সেই কুরুবংশকেতু ঐ ভীষ্ম বিক্রম সহকারে সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া সৈন্যগণের রক্ষক হইয়াছেন; উনি অস্মৎ পক্ষীয় হইতে স্বকীয় সেনাদিগকে সিংহের ন্যায় রক্ষা করিতেছেন। যে প্রকার মেঘমালা রশ্মিবান্ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় ঐ সমস্ত সৈন্য ঐ মহানুভাব ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। অতএব তুমি ঐ সকল সেনা বিনাশ করিয়া ঐ ভরতবরের সহিত যুদ্ধ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর।

সঞ্জয় কহিলেন, কৃষ্ণ যুদ্ধোদ্যত ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য দেখিয়া অর্জ্জুনের হিত নিমিত্তে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহাবাহু! তুমি শত্রু পরাজয় নিমিত্ত শুচি ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, ধীমান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলে এই রূপ কহিলে, পার্থ রথ হইতে রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন, হে আর্য্যে! হে সিদ্ধসেনানি! হে মন্দর বাসিনি! হে কুমারি! হে কালি! হে কাপালি! হে কপিলে! হে কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমাকে নমস্কার। হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার। হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার। হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! হে তারিণি! হে বরবর্ণিনি! তোমাকে নমস্কার। হে কাত্যায়নি! হে মহাভাগে! হে করালি! হে বিজয়ে! হে জয়ে! হে শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণি! হে নানাভরণভূষিতে! হে অট্টশূল-প্রহরণে! হে খড়্গ খেটক ধারিণি! হে গোপেন্দ্র কন্যে! হে জ্যেষ্ঠে! হে নন্দগোপ-

কুলোদ্ভবে! হে সতত মহিষরুধির প্রিয়ে! হে কৌশিকি! হে পীতবাসিনি! হে অট্টহাসিনি! হে বৃকমুখি! হে রণপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার। হে উমে! হে শাকম্ভরি! হে শ্বেতে! হে কৃষ্ণে! হে কৈটভনাশিনি! হে হিরণ্যাক্ষি! হে বিরূপাক্ষি! হে সুধূম্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার। হে বেদশ্রুতি-মহাপুণ্যে! হে ব্রহ্মণ্যে! হে জাতবেদসি! জম্বুদ্বীপ ও দেবালয় তোমার নিত্য সন্নিহিত স্থান। তুমি বিদ্যা সমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং দেহীদিগের মহানিদ্রা। হে স্কন্দমাতঃ! হে ভগবতি! হে দুর্গে! হে দুর্গম-পথ-বাসিনি! তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্ত রূপে উক্ত হইতেছ। হে মহাদেবি! আমি বিশুদ্ধ চিত্তে তোমাকে স্তব করিতেছি, তোমার প্রসাদে রণচত্বরে আমার নিত্য জয় হউক। কান্তারে, ভয় স্থলে, দুর্গে, ভক্তদিগের আলয়ে এবং পাতালে তুমি নিত্য বাস করিয়া থাক, এবং যুদ্ধে দানবদিগকে পরাজিত কর। তুমি জৃম্ভণী, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, শ্রী, দীপ্তি, চন্দ্র-সূর্য্য-বর্দ্ধিনী এবং ভূতিশালীদিগের ভূতি হইতেছ এবং সিদ্ধ চারণ গণের তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানগম্যা হইয়া থাক।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর মানব-বৎসলা দুর্গা অর্জ্জুনের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা ও গোবিন্দের অগ্রে অবস্থিতা হইয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি অল্প কাল মধ্যেই শত্রুদিগকে জয় করিবে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি নারায়ণ-সহায়বান্ নর; তুমি রণে শত্রুদিগের অজেয়, তোমাকে বজ্রধারী ইন্দ্রও স্বয়ং জয় করিতে সমর্থ নহেন।

বরদাত্রী দেবী অর্জ্জুনকে এই রূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বর লাভ করিয়া মনে মনে আত্ম বিজয় বিবেচনা করিলেন, অনন্তর পরম সম্মত রথে আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে অবস্থিত হইয়া দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। যে মানব প্রত্যূষে উত্থিত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার কখন যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ হইতে ভয় থাকে না, রিপু থাকে না এবং দংষ্ট্রী ও সর্প প্রভৃতি যে সকল হিংস্র জীব, তাহাদিগ হইতে ও রাজ কুল হইতে ভয় থাকে না। তিনি অবশ্যই বিবাদে জয় লাভ করেন, বন্ধন হইতে মুক্ত হন, দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হন, সংগ্রামে নিত্য বিজয় লাভ করেন, তাঁহার চৌর্য্য ভয় থাকে না, অচলা লক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্রয় করেন এবং তিনি আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

হে ভারত! আমি ধীমান্ ব্যাসের প্রসাদে ইহা জানিয়াছি, কিন্তু তোমার দুরাশয় পুত্র সকল ক্রোধবশানুগ ও কাল পাশে গুণ্ঠিত হইয়া এই নর নারায়ণ ঋষিকে মোহ প্রযুক্ত জানিতে পারিতেছে না এবং এই রাজ্য যে কাল প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও জানিতেছে না। দ্বৈপায়ন, নারদ, কণ্ব, রাম, নভ, ইহাঁরা আপনকার পুত্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনকার পুত্র গ্রাহ্য করিলেন না। যেখানে ধর্ম্ম, দ্যুতি ও কান্তি, যেখানে লজ্জা, শ্রী ও মতি, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই কৃষ্ণ; এবং যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

দুর্গাস্তোত্র কথনে দ্বাবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই রণে কোন্ পক্ষের যোধ গণ অগ্রে প্রহৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা উৎসাহিত চিত্ত, কাহারাই বা দীন চিত্ত হইয়াছিল? সেই হৃৎকম্প সংগ্রামে অস্মৎ পক্ষীয় অথবা পাণ্ডব পক্ষীয়, কোন্ পক্ষীয় যোধ গণ অগ্রে প্রহার করিয়াছিল? কোন্ পক্ষের সেনা সকলের গন্ধ ও মাল্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল? এবং কোন্ পক্ষের অভিগর্জ্জনকারী যোদ্ধা গণ কর্ত্তৃক অনুকূল বাক্য ব্যক্ত হইয়াছিল? এ সমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুলেন্দ্র! সেই সংগ্রামে

তখন উভয় পক্ষ সেনারই যোদ্ধা গণ হর্ষান্বিত হইয়াছিল; উভয় পক্ষেরই মাল্য ও সুগন্ধের সমান প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মহারাজ! সমুন্নত বদ্ধবর্ম্মা ব্যূহিত সমস্ত সৈন্যের পরস্পর সংসর্গে সুমহান্ বিমর্দ্দ সংঘটিত হইল। শঙ্খ ভেরী বিমিশ্রিত বাদিত্র শব্দ ও রণদক্ষ শূরগণের পরস্পর গর্জ্জন ধ্বনি তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! পরস্পর বীক্ষণ কারী হৃষ্টচিত্ত ও নিনাদকারী উভয় পক্ষীয় সৈন্য, যোধগণ ও কুঞ্জর ব্যূহের মহান্ ব্যতিকর হইল।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কথোপকথনে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অস্মৎ পক্ষীয় যোধ গণ ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত ও যুযুৎসু হইয়া কি রূপ করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডব সৈন্যকে ব্যূহিত দেখিয়া আচার্য্য সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনকার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহিত করিয়াছেন। ঐ পক্ষের শূর সকল মহাধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন সদৃশ—যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রান্ত যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রা-নন্দন এবং দ্রৌপদী-পুত্রগণ, ইহাঁরা সকলেই মহারথ পরন্তু হে দ্বিজোত্তম! আমারদিগের পক্ষে যে সকল প্রধান যোদ্ধা, তাহা শ্রবণ করুন, যাঁহারা মদীয় সৈন্যের নায়ক হইয়াছেন, আপনকাকে জানাইবার নিমিত্তে তাহা কীর্ত্তন করি। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবাঃ, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বহু শূর আমার নিমিত্তে জীবনাশা পরিত্যাগী হইয়া যুদ্ধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; সকলেই নানা শস্ত্র প্রহরণ-সমর্থ ও যুদ্ধ-বিশারদ। আমাদিগের এই সৈন্য বহু-সঙ্খ্য ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতেও অসমর্থ এবং ঐ পাণ্ডবদিগের অল্প সৈন্যও ভীম রক্ষিত হওয়াতে সমর্থ বোধ হইতেছে, অতএব আপনারা সকলেই রণ ভূমির পূর্ব্বাপরাদি যথা যোগ্য স্ব স্ব দিগ্ বিভাগ স্থলে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

প্রতাপবান্ কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদন করত উচ্চৈঃ শব্দে শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। অনন্তর রণ স্থলের সর্ব্বত্র সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ উঠিল। পরে শ্বেতাশ্ব-যোজিত মহান্ রথে অবস্থিত মাধব ও অর্জ্জুন উভয়েই দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিলেন। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনি করিলেন। যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন। হে ধরণীপতে! মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে ও মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, ইহাঁরা প্রত্যেকে পৃথক্ রূপে শঙ্খ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই তুমুল শঙ্খ ধ্বনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল অনুনাদিত করিয়া ভবৎপক্ষীয় গণের হৃদয় বিদারণ করিল। হে মহীপাল! তদনন্তর অস্ত্র শস্ত্র, প্রয়োগাভিমুখ হইলে তখন কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উদ্যত করত হৃষীকেশকে এই কথা কহিলেন, হে অচ্যুত! যাঁহারা যুদ্ধেচ্ছু হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি যাহাতে অবলোকন করিতে পারি, তুমি এরূপ করিয়া উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্য স্থলে রথ রক্ষা কর। এই রণ সমুদ্যমে আমারে কাহার দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন, সেই সকল যুদ্ধোদ্যতদিগকে আমি নিরীক্ষণ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! গুড়াকেশ, হৃষীকেশ

কৃষ্ণকে এই রূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখে রথবর স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! এই সকল সমবেত কুরু পক্ষীয়দিগকে অবলোকন কর।

পার্থ সেই স্থানে দেখিলেন যে, পিতৃব্য গণ, পিতামহ গণ, আচার্য্য গণ, মাতুল গণ, ভ্রাতৃ গণ, পুত্র গণ, পৌত্র গণ, শ্বশুর গণ, সুহৃদ্ গণ ও সখা গণ, সকলেই উভয় সেনার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধু বান্ধবদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া পরম কৃপাপরায়ণ ও বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই সকল যুযুৎসু স্বজন গণকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্প, লোমহর্ষ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত, ত্বক্ উত্তপ্ত এবং মন যেন বিঘুর্ণিত হইতেছে; আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আমি অনিষ্ট সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিতেছি। আমি সংগ্রামে স্বজন হনন করিয়া শ্রেয় দেখিতেছি না। আমি বিজয়াকাঙ্ক্ষা করি না এবং আমার রাজ্য বা সুখেরও প্রার্থনা নাই। হে গোবিন্দ! আমাদিগের রাজ্য বা ভোগ অথবা জীবনে প্রয়োজন কি? যাঁহাদিগের নিমিত্তে আমাদিগের রাজ্য, ভোগ বা সুখ অভিলষিত, এই তাঁহারাই ধন প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও অন্যান্য স্ব সম্পর্কীয় সকলেই এই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে মধুসূদন! ইহাঁরা আমাদিগকে হনন করিলেও ইহাঁদিগকে এই পৃথিবী নিমিত্তে কি ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তেও হনন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে হনন করিয়া আমাদিগের কি প্রীতি জন্মিবে? ইহারা আততায়ী—অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্র হস্তে হননোদ্যত, ভূম্যপহারী ও দারাপহারী হইলেও ইহাদিগকে হনন করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে; অতএব হে মাধব! সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করা আমাদিগের উচিত নহে। আমরা স্ব জন বিনাশ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইতে পারিব? যদিও ইহারা রাজ্য লোভে অবিবেক-চিত্ত হইয়া মিত্রদ্রোহ জন্য পাতক ও কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিতে পাইতেছে না, তাহা হইলেও আমরা কি হেতু কুলক্ষয়-জনিত দোষ দর্শন করিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে বিবেচনা না করিব? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্মে কৃৎস্ন কুল আক্রান্ত হয়, এবং অধর্ম্মের সঞ্চার হইলে কুল-স্ত্রী সকল দূষিত হয়। হে কৃষ্ণ! স্ত্রী দোষান্বিতা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সঙ্করদোষ সেই কুল ঘাতীদিগের কুলের নরক নিমিত্তেই হয়, এবং বংশ লোপ হওয়াতে তাহাদিগের পিতৃলোকও পিণ্ডোদক ক্রিয়া-বর্জ্জিত হইয়া নরকে পতিত হয়। কুলক্ষয়কারী দিগের ঐ বর্ণসঙ্কর দোষে পরম্পরাগত জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি, যে মনুষ্য দিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, তাহাদিগের নরকে নিয়ত বাস হইয়া থাকে। হা কষ্ট! আমরা মহৎ পাপ করিতে ব্যবসিত হইতেছি! রাজ্য সুখ লাভের নিমিত্ত স্বজনগণকে হনন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি! অতএব যদি আমি শস্ত্রহীন ও প্রতীকার চেষ্টা রহিত হই, আর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা শস্ত্র হস্ত হইয়া রণস্থলে আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কল্যাণতর হয়।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া রণক্ষেত্রে শর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া শোক সন্তপ্তচিত্তে রথক্রোড়ে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন বিষাদ প্রকরণ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মধুসূদন তথাবিধ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুলিত-লোচন বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে কি হেতু তোমার আর্য্য-

গণের অসেবিত, অস্বর্গ-সাধন ও অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? হে পরন্তপ কৌন্তেয়! তুমি কাতর হইও না, কাতর হওয়া তোমার উপযুক্ত হয় না; তুচ্ছ হৃদয়-দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন! আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে অস্ত্র দ্বারা কি রূপে প্রতিযুদ্ধ করিব? মহানুভাব গুরুদিগকে হনন না করিয়া ইহ লোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়; যেহেতু এই গুরু লোকদিগকে হনন করিয়া ইহ লোকেই রুধির-লিপ্ত অর্থ কাম উপভোগ করিতে হইবে। যদি আমরা বিপক্ষদিগকে জয় করি, কিম্বা বিপক্ষেরা আমাদিগকে জয় করে, এ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই শ্রেয় বোধ করিতেছি না, যেহেতু যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলেই সম্মুখে রহিয়াছেন। ইহাঁদিগকে সংহার করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব এই ভাবনারূপ দৈন্যভাবে ও কুলক্ষয় জন্য দোষ ভাবনায় আমার স্বভাব অভিভূত ও চিত্ত ধর্ম্ম বিষয়ে কিং-কর্ত্তব্যতা-মূঢ় হইয়াছে। আমি তোমার বশবর্ত্তী ও শরণাপন্ন, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা শ্রেয় হয়, তাহা তুমি নিশ্চিত রূপে আদেশ কর। আমার পৃথিবী মধ্যে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং সুর লোকের আধিপত্য লাভ হইলেও এমত কর্ম্ম আমি দেখিতেছি না যে তাহা আমার ইন্দ্রিয়শোষক শোকের অপনোদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবিন্দকে 'আমি যুদ্ধ করিব না' ইহা বলিয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর হৃষীকেশ সহাস্য বদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদ-ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি, শোকের অবিষয় যে বন্ধু গণ, তাহাদিগের নিমিত্তে শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের বাক্য সকলও কহিতেছ; বিবেকী ব্যক্তিরা, জীবিত-বন্ধু ব্যক্তিরা বন্ধুবিহীন হইয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিবে, এই ভাবিয়া তাহাদিগের নিমিত্তে বা মৃত-বন্ধু ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে অনুশোচন করেন না। যেহেতু আমি যে কখনই ছিলাম না এমন নহে, তুমি যে কখন ছিলে না এমনও নহে, এই সকল রাজারাও যে কখন ছিলেন না তাহাও নহে, এবং ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না এমনও নহে। দেহাভিমানী জীবের যে প্রকার এই স্থূল দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হইয়া থাকে এবং কৌমারাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার বিনাশে পর পর অবস্থা হইলেও তাহার স্বত কোন অবস্থান্তর হয় না, সে সমভাবেই থাকে, সেই প্রকার এই দেহ বিনাশ হইলে লিঙ্গ দেহের অবলম্বনে তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হয় কিন্তু স্বত কোন অবস্থান্তর বা হানি হয় না। অতএব ধীর ব্যক্তি দেহের উৎপত্তি বা বিনাশে বিমুগ্ধ হন না। হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সংযোগ, তাহাই কখন শীত, কখন উষ্ণ, কখন সুখ ও কখন দুঃখ প্রদান করে। ঐ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ কখন উৎপন্ন, কখন বা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং তাহা অনিত্য; অতএব তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ না করাই তোমার উচিত হয়; তাহা হইলে বন্ধুবিয়োগ জনিত দুঃখ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। হে পুরুষবর! উক্ত শীতোষ্ণাদি, যে সুখ-দুঃখসমজ্ঞানী ধীর পুরুষকে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই পুরুষ মোক্ষ সাধনে সমর্থ হয়। এবং অনাত্মস্বভাব প্রযুক্ত অবিদ্যমান পদার্থ যে শীতোষ্ণাদি তাহা আত্মাতে বিদ্যমান থাকে না; সেইরূপ সৎস্বভাব যে আত্মা, তাহারও অভাব কখন সম্ভবে না। বস্তু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা সৎ ও অসৎ এই উভয় পদার্থের এইরূপ নির্ণয় জ্ঞাতা হইয়াছেন। অতএব দুঃসহ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিলে কদাচিৎ তোমার বিনাশ সম্ভাবনা নাই। যিনি, উৎপত্তি বিনাশশালী এই সমস্ত দেহাদিতে সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই আত্মাকে অবিনাশী জানিবে; যেহেতু

তাঁহার অবয়ব না থাকায় দেহাদির ন্যায় ক্ষয় হয় না, অতএব কেহ তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভারত! এই নশ্বর দেহ, সর্ব্বদা এক-রূপ অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন দেহ-স্থিত আত্মারই, ইহা বিবেকী ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, অতএব তুমি মোহ-জনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হনন-কর্ত্তা জানে, এবং যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই তাঁহাকে জানে না, কেননা তিনি হনন করেন না এবং হতও হয়েন না। তিনি কখন জন্মেন না, মরেন না এবং অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মিয়া বিদ্যমানও থাকেন না, যেহেতু তিনি স্বভাবতই জন্ম-রহিত হইয়া চির কাল বর্ত্তমান আ-ছেন। এবং তিনি নিত্য—সর্ব্বদা এক রূপ; তিনি শাশ্বত—ক্ষয়-বিহীন; তিনি পুরাণ—পূর্ব্ব হইতেই নূতন আছেন, তিনি পরিণাম দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না; এবং তিনি শরীর হন্যমান হই-লেও হত হন না। হে পার্থ! যে পুরুষ সেই আত্মাকে ক্ষয় ও জন্ম রহিত এবং অবিনাশী জানেন, তিনি কা-হাকে হনন করিবেন, কি প্রকারেই বা হনন করিবেন, এবং কাহাকে দিয়াই বা হনন করাইবেন? যে প্রকার মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার জীব জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মাকে শস্ত্র সকল ছেদন করিতে, অগ্নি দগ্ধ করিতে, জল দ্রবীভূত করিতে এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যেহেতু তিনি অবয়ব রহিত; সুতরাং অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও আশোষ্য। সেই আত্মা অবিনাশী, সর্ব্বগত, রূপান্তর অপ্রাপ্ত, পূর্ব্ব রূপের অপরিত্যাগী, অনাদি, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, মন ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া অভি-হিত হইয়াছেন, অতএব আত্মাকে এই প্রকার জা-নিয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না।

হে মহাবাহু! যদ্যপি সেই আত্মাকে চির কালই দেহ জন্মিলে জাত ও দেহ বিনষ্ট হইলে মৃত বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তোমার এই রূপ শোক করা উচিত নহে; কেননা জাত বস্তুর অবশ্যই মৃত্যু হয় এবং মরিলে অবশ্যই জন্ম হইয়া থাকে, অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোকের বিষয় কি? ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অদর্শন এবং নিধনের পরেও অদর্শন হয়, কেবল মধ্যে—উৎপত্তির পরে ও নিধনের পূর্ব্বে দৃশ্য হয়, অতএব এতাদৃশ ভূত সকলের নিমিত্তে আর শোক বিলাপ কি? শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় কীর্ত্তন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করেন; কেহ বা দর্শন, শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া জা-নিতে পারেন না; সুতরাং বিদ্বান্ হইয়াও আত্ম-জ্ঞানের অভাবে অনেকে শোক করিয়া থাকেন। হে ভারত! সকলের দেহেতে সকল অবস্থাতেই এই আত্মা অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্তে তোমার শোক করা উচিত হয় না। এবং স্বকীয় ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া সমুচিত হয় না; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম্য যুদ্ধ হইতে আর অন্য কিছুই শ্রেয় নাই। হে পার্থ! বিনা প্রার্থনায় উদ্ঘাটিত স্বর্গ দ্বার উপস্থিত হইয়াছে, যে ক্ষত্রিয়দিগের ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ হয়, তাহারা সুখী হইয়া থাকে। প্রত্যুত, যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বিহীন হইয়া পাপ ভোগ করিতে হইবে এবং লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শৌর্য্যাদি গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি দিগের অকীর্ত্তি, মরণ অপেক্ষাও অধিক। মহারথ সকল তোমাকে ভয়-প্রযুক্ত সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে, তাহা হইলে, তুমি তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বে গুণবান্ বলিয়া সম্মানিত থাকিয়া এক্ষণে লাঘব প্রাপ্ত হইবে। অপর, তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যকে নিন্দা করত

অনেক অবক্তব্য বাক্যও বলিবে, তাহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? হে কৌন্তেয়! যদি তুমি যুদ্ধে হত হও, তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিবে, যদি জয়ী হও, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও। সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয়াজয় সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও; তাহা হইলে তোমাকে পাপ, স্পর্শ করিতে-পারিবে না।

হে পার্থ! আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে রূপ বুদ্ধি কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে বলিলাম, ইহাতেও যদি তোমার তাহা প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ নিমিত্ত কর্ম্ম যোগ বিষয়ক এই বুদ্ধি শ্রবণ কর, যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্ম যোগ দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে লব্ধ—প্রত্যক্ষীভূত আত্মতত্ত্ব দ্বারা কর্ম্ম বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের প্রারম্ভ নিষ্ফল হয় না, ঈশ্বরোদ্দেশ নিবন্ধন বিঘ্ন বৈগুণ্যের অসম্ভব হেতু ইহাতে কোন প্রত্যবায়ও জন্মে না এবং ঈশ্বরারাধনার্থ এই ধর্ম্ম স্বল্প কৃত হইলেও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে। কুরুনন্দন! ঈশ্বরারাধন, রূপ কর্ম্ম-যোগে নিশ্চয়াত্মক সেই বুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হেতুই একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আর ঈশ্বরারাধন-বহির্ম্মুখ স্বার্থ-কাম ব্যক্তি দিগের বুদ্ধি, অসংখ্য কামনা হেতু অনন্ত ও বিবিধ ফলের প্রকার ভেদে বহু শাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। হে পার্থ! যাঁহারা অবিবেকী—কামনায় আকুলিত চিত্ত হয়েন, সুতরাং স্বর্গকেই পুরুষার্থ বোধ করেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অক্ষয় ফল ও সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় ইত্যাদি প্রকার বেদের ফলশ্রুতি বাক্যেতে প্রীত ও ইহা হইতে আর অন্য প্রাপ্য পদার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এই রূপ কথনশীল হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষের বোধক, জন্ম কর্ম্ম রূপ ফলপ্রদ, পুষ্পিত বিষ লতা সদৃশ আপাতত রমণীয়, বেদের অর্থবাদ রূপ স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বাক্যকেই পরমার্থ সাধন বলিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের চিত্ত আপাতত রমণীয় উক্ত বেদ বচন দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে; এতাদৃশ ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তি দিগের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতি অভিমুখ হয় না। হে অর্জ্জুন! বেদের বহুল অংশ সকাম ব্যক্তি দিগের কর্ম্ম ফল প্রতিপাদক, কিন্তু তুমি নিষ্কাম হও, সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণের আশ্রিত হও, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করিতে নিবৃত্ত ও প্রমাদ রহিত হও। যে প্রকার বাপী কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে ভ্রমণ করিয়া বিভাগক্রমে স্নান পানাদি যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা এক মাত্র মহাহ্রদেই হইয়া থাকে, সেই প্রকার সমস্ত বেদেতে তত্তৎ বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম ফল রূপ যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তৎ সমস্তই নিশ্চয়াত্মক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হইয়া থাকে। তুমি তত্ত্বজ্ঞানের প্রার্থী, অতএব তোমার কর্ম্মেতে কামনা হউক, কিন্তু সংসার বন্ধের হেতু যে কর্ম্ম ফল, তাহাতে যেন কামনা না থাকে; অর্থাৎ ফলের নিমিত্তে যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয় এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে, সিদ্ধি হউক কিম্বা না হউক উভয়েতেই সমদর্শী হইয়া কর্ম্ম করিবে, যেহেতু সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়। ধনঞ্জয়! সমভাবাপন্ন বুদ্ধি দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব তুমি বুদ্ধিতে, পরিত্রাতা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা কর; কেননা ফল-কাম ব্যক্তিরা দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সমভাবাপন্ন-বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তি স্বর্গাদি সাধন সুকৃত ও নরকাদি সাধন দুষ্কৃত এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, অতএব তুমি যোগে নিযুক্ত হও। ঈশ্বরে চিত্তার্পণ নিবন্ধন কর্ম্মেতে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধি রূপ যে কৌশল, তাহাই যোগ শব্দে কথিত হয়। সমত্ব-বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিরা—ঈশ্বরারাধন মাত্র

নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা ইষ্টানিষ্ট দেহ প্রাপ্তি রূপ কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানযুক্ত ও জন্ম বন্ধ-বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব রহিত পরম পদে গমন করেন। এই রূপে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলে যখন তাঁহার প্রসাদে তোমার বুদ্ধি মোহময় দুর্গ গহন হইতে বিশেষ রূপে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য বা শ্রুত অর্থের প্রতি বৈরাগ্য লাভ করিবে। তোমার নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট ও স্থির হইয়া পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিবে, তখন তুমি যোগ ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তিনি কি প্রকার কথন, উপবেশন বা গমন করেন?

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! যখন সাধক মনোগত কামনা সকল পরিত্যাগ করেন, পরমানন্দরূপ আত্মাতেই আত্মা-দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। দুঃখ উপস্থিত হইলে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন না হয়, সুখেতে স্পৃহা না থাকে, এবং রাগ, ভয় ও ক্রোধ যাঁহার নিকট হইতে বিদূরিত হয়, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলাযায়। যিনি পুত্র-মিত্রাদিতে স্নেহ শূন্য হন, শুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত না হন এবং অশুভ প্রাপ্ত হইয়াও দ্বেষী না হন, অর্থাৎ এসমস্ত বিষয়ে ঔদাস্য ভাব করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলাযায়। কূর্ম্ম যেমন কর চরণাদি অঙ্গ সমস্ত সর্ব্ব প্রকারে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে তাহাদিগের বিষয় শব্দাদি হইতে প্রত্যাহরণ-পূর্ব্বক সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। জড়, আতুর বা উপবাস-পরায়ণ ব্যক্তির সামর্থ্য না থাকায় তাহারা বিষয় গ্রহণ করে না, সুতরাং তাহাদিগেরও নিকট হইতে বিষয় সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলাযায় না, যেহেতু তাহাদিগের বিষয়ে বাসনা নিবৃত্ত হয় না; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কুন্তীপুত্র! বিবেকী পুরুষ, সযত্ন হইলেও তাঁহার মনকে প্রমথনকারী ইন্দ্রিয় সকল বল-পূর্ব্বক হরণ করে, এই নিমিত্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া পরমেশ্বর-পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া উপ-বিষ্ট হইবেন; কেন না ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশে থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তদ্বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি জন্মিলে অভিলাষ হয়; সেই অভিলাষ কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসিয়া আ-ক্রম করে; ক্রোধ হইতে মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেকে সামর্থ্য শূন্য হয়; মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম জন্মে; স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি নাশ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি বিনাশ হইলে আপনাকে বিনষ্ট হইতে হয়। যাঁহার মন বশীভূত হয়, সেই পুরুষ মনের বশম্বদ রাগদ্বেষ-রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি—চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। শান্তি লাভ হইলে ঐ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদুঃখ নাশ এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। যাহার ইন্দ্রিয় অবশীকৃত, তাহার বুদ্ধি আত্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না; সুতরাং তাহার আত্ম বিষয়ক চিন্তার সম্ভাবনা থাকে না; আত্মচিন্তা না হইলে তাহার শান্তিরও উদয় হয় না; শান্তি শূন্য ব্যক্তির কি হেতু সুখ হইবে? মন যদি বিষয়ে-বিচরণকারী ইন্দ্রিয় গণের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যে প্রকার প্রমাদবান্ কর্ণধারের নৌকাকে জলে ভ্রমণ করায়, সেই প্রকার ঐ যোগী ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহু! যাহার ইন্দ্রিয় সকল তত্তৎ বিষয় শব্দাদি হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হয়, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। সা-ধারণ প্রাণী সকলের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা, নিশা স্বরূপ হইয়া থাকে। ঐ আত্মনিষ্ঠা-নিশাতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ-কারী যোগী ব্যক্তি জাগরণ করেন। অপর সাধারণ

প্রাণী, যে বিষয় নিষ্ঠাতে জাগরণ করেন, তাহা আত্মদর্শী মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি জাগরিত থাকেন না। জলরাশি-পূর্ণ অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রে যেমন জল প্রবেশ করিয়া লীন হয়, সেইরূপ যে যোগী পুরুষে কামনা সকল প্রবেশ করিয়া লীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; অপর—বিষয়কাম ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। যে পুরুষ প্রাপ্ত-সকল বিষয়ে উপেক্ষাকারী, অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহা রহিত ও নিরহঙ্কার, সুতরাং ভোগসাধন বস্তুতে মমতা-শূন্য হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম বশত ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। হে পার্থ! ব্রহ্মনিষ্ঠা এই প্রকার হয়। পুরুষ ইহা লাভ করিলে মোহ প্রাপ্ত হন না। যদি মৃত্যু সময়েও ইহাতে অবস্থান হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্তি হয়; তবে যাবজ্জীবন ইহাতে স্থিতি করিলে তাহার আর বক্তব্য কি?

সাংখ্যযোগ কথন পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥২৫॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যদি জ্ঞানই কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার অভিপ্রেত, তবে হে কেশব! হিংসাত্মক কর্ম্মে আমাকে কি হেতু নিয়োগ করিতেছ? কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, কোথাও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া মিশ্রিত বাক্য-দ্বারা যেন আমার বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতেছ, তাহা না করিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বল, যে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি।

ভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ! জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধ্যানাদি-দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা আর জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় কর্ম্ম-যোগাধিকারি ব্যক্তিদিগের জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায় ভূত চিত্তশুদ্ধি সাধন কর্ম্মযোগ-দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা পূর্ব্বাধ্যায়ে আমি বলিয়াছি। আমি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুই বিষয়কে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে পৃথক্ রূপে মোক্ষ সাধন বলি নাই যে ঐ উভয় বিষয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্তে আমাকে তোমার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে জ্ঞান উপভোগ করিতে পারে না এবং বিনা কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধিতে কেবল সংন্যাস মাত্রদ্বারা মোক্ষ লাভে অধিকারী হয় না। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কেহই কোন অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু সকলেই স্বভাবজাত রাগ দ্বেষাদি গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অতএব এস্থলে কর্ম্মেতে যে আসক্তি না থাকা, তাহাকেই সংন্যাস বলিয়া জ্ঞাত হইবে। যে ব্যক্তি বাক্য পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় স্মরণ করত অবস্থিতি করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়। পরন্তু যে ব্যক্তি মন দ্বারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া ফলাভিলাষ রহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মরূপ উপায় অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে জ্ঞানবান্ বলাযায়। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি নিয়মিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ; প্রত্যুত কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীর নির্ব্বাহই হইবে না। কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থক ভিন্ন কর্ম্ম মাত্রই লোকের বন্ধন কারণ হয়, অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মাচরণ কর। প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞাধিকার সহকারে ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা এই যজ্ঞ কার্য্যদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হইবেক। তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত করিবে, এবং দেবতারাও বৃষ্ট্যাদিদ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। এই রূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিতে থাকিবে।

দেবগণ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্টি আদি-দ্বারা তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগদ্রব্য প্রদান করিবেন, অতএব যে ব্যক্তি সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করিবে, তাহাকে তস্কর বলিয়া জানিবে। যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, সেই সাধুরা পঞ্চসূনা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা কেবল আপনার নিমিত্তে অন্ন পাক করে, সেই দুরাচারেরা কেবল পাপই ভোগ করিতে থাকে।” অন্ন হইতে ভুত সমস্ত, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, যজমানাদির ব্যাপার হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে যজমানাদির ব্যাপার এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদ উৎপন্ন জানিবে। অতএব যখন কর্ম্মই জগৎ রক্ষার মুল, তখন জগৎকর্ত্তার বাক্য রূপ বেদ সর্ব্বার্থ গত হইলেও তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত বোধ করিতে হইবে। ঈশ্বর-বাক্য-বেদ হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে তদ্দ্বারা পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য দ্বারা অন্ন, অন্ন দ্বারা ভুত সকল পালিত হইয়া থাকে, এই রূপে প্রবর্ত্তিত যে জগৎচক্র, তাহার প্রতি ইহ লোকে যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার আয়ু পাপ স্বরূপ হয়। হে পার্থ! এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম করিয়া থাকে, সুতরাং সে বৃথা জীবন ধারণ করে। কিন্তু যে মনুষ্য আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত, আত্মানন্দ উপভোগেই চরিতার্থ, সুতরাং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই; যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম করা জন্য পুণ্য বা না করা জন্য প্রত্যবায় জন্মে না, এবং মোক্ষ নিমিত্তে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ভুতের মধ্যে কাহাকেও আশ্রয় করিতে হয় না। যখন এতাদৃশ জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অপরের পক্ষে অপেক্ষা করে, তখন তুমি সতত ফলাসক্তি রহিত হইয়া অবশ্য-বিধেয় কর্ম্মের আচরণ কর, কেননা পুরুষ ফলাসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে তজ্জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে। জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন। যদ্যপি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, তথাপি লোক রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ “আমি কর্ম্ম করিলে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে,” এরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, ইতর ব্যক্তিরা সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠ জন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বা কর্ম্ম নিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া চলেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কোন কর্ম্মই করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। হে পার্থ! যদি আমি নিরলস হইয়া কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মনুষ্যেরা সর্ব্ব প্রকারে আমারই পথে অনুবর্ত্তী হইতে পারে। যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে এই সমস্ত লোক কর্ম্ম না করিয়া ধর্ম্ম লোপ দ্বারা উৎসন্ন হইতে পারে, এবং আমা হইতে বর্ণসঙ্করও উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রজা সকলকে মলিনভাবাপন্ন করা হয় অতএব হে ভারত! অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও লোক রক্ষা চিকীর্ষু হইয়া আসক্তি ত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মেতে আসক্ত অজ্ঞদিগের প্রতি আত্মোপদেশ করিয়া কর্ম্ম বিষয়ক বুদ্ধির অন্যথা ভাব জন্মাইয়া দেওয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত নয়। প্রত্যুত, অবহিত হইয়া স্বয়ং কর্ম্মাচরণ করত তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই উচিত। ইন্দ্রিয়াদিতে আত্ম জ্ঞান নিবন্ধন যাহার বুদ্ধি বিমূঢ় হয়, সেই ব্যক্তি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারে ক্রিয়মাণ যে কর্ম্ম সকল, তাহা আমি করিতেছি বলিয়া মনে করে। হে মহাবাহু! ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ববিৎ পুরুষ, ইন্দ্রিয়

সকলই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আমি প্রবৃত্ত হই না, এই রূপ বিবেচনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণে সম্যক্ মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অল্পজ্ঞ মন্দমতি দিগের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না। অতএব যখন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও কর্ম্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় হইতেছে এবং তুমিও অদ্যাপি তত্ত্বজ্ঞ হও নাই, তখন তুমি অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করি' এই রূপ বুদ্ধি দ্বারা আমার প্রতি সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া—'এই কর্ম্ম আমার ফল সাধন' এরূপ মমতা জ্ঞান ও শোক রহিত হইয়া যুদ্ধ কর। যে মানবেরা আমার প্রতি অসূয়া রহিত ও শ্রদ্ধাবন্ত হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈ কর্ম্ম করিতে করিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানীর ন্যায় কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হন। আর যাহারা আমার এই মতকে নিন্দা করত ইহার অনুষ্ঠান না করে, সেই সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় অবিবেকী ব্যক্তি দিগকে বিনাশ প্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। গুণ দোষজ্ঞ ব্যক্তিও স্বকীয় প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য প্রকৃতির—স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন, যেহেতু প্রাণী মাত্রই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হয়, এমত স্থলে আমার বা অন্যের নিষেধ তাহাদিগের কি করিবে? প্রত্যুত, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় অনুকূল হইলে তাহাতে অনুরাগ ও প্রতিকূল হইলে তাহাতে দ্বেষ অবশ্যই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু উহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিরোধী হয়। আর সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়, কেননা স্বধর্ম্মে নিধনও স্বর্গ সাধন হয়, এবং পরধর্ম্ম নিষিদ্ধ, এজন্য নরক জনক হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃষ্ণি-নন্দন! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ তাহাকে বল-পূর্ব্বক পাপ কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করে, অতএব পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি পুরুষের পাপাচরণে যে হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, উহা কাম; উহা কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। ঐ কামকে মোক্ষ পথের বৈরী জানিবে; উহাকে দান দ্বারা পরিতৃপ্ত বা সাম দ্বারা ক্ষান্ত করা যায় না। উহা রজ গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা রজ গুণকে ক্ষয়িত করিতে পারিলে উহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যেপ্রকার, ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা আদর্শ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, সেই প্রকার কাম দ্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন! দুঃসন্তোষণীয়, অনল তুল্য সন্তাপপ্রদ এবং জ্ঞানীগণের নিত্য বৈরী স্বরূপ যে কাম, তাহা বিবেক জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে। বিষয় দর্শনাদি, সংকল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই হেতু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে ঐ কামের অধিষ্ঠানভূত বলা যায়। ঐ কাম দর্শনাদি ব্যাপার বিশিষ্ট ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিবেক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব হে ভরতকুলেন্দ্র! তোমাকে বিমোহিত করণের পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ কাম পরিত্যাগ কর। ইন্দ্রিয় সকল দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও তাহাদিগের প্রকাশক হয়, এজন্য ইন্দ্রিয় সকলকে দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। মন ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, এ নিমিত্তে মন ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মকত্ব শক্তি আছে, এই হেতু সংকল্পাত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়। এবং সেই বুদ্ধির সাক্ষীরূপে যিনি অবস্থান করেন, তিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই আত্মা শব্দে বাচ্য। হে মহাবাহু! এই রূপে সেই আত্মাকে বুদ্ধির অতীত জানিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া দুরাসদ কাম রূপ শত্রুকে বিনাশ কর।

কর্ম্মযোগ নামে ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬॥

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন! অব্যয় ফল সাধন এই যোগ আমি পূর্ব্বে আদিত্য বিবস্বান্‌কে কহিয়াছিলাম, বিবস্বান্ স্বীয় পুত্র মনুকে বলেন, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে কহেন; এই রূপে পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষি গণ অবগত হন; দীর্ঘ কাল বশত এক্ষণে ঐ যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগও উৎকৃষ্ট, এই হেতু অদ্য তোমাকে এই পুরাতন যোগ বলিলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, বিবস্বানের জন্ম পূর্ব্বে এবং তোমার জন্ম পরে হয়, অতএব তুমি যে পূর্ব্বে বিবস্বান্‌কে এই যোগ কহিয়াছিলে, ইহা কি প্রকারে আমি বোধ করিতে পারি?

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার জ্ঞান শক্তি বিলোপ না হওয়ায় সেই সমস্ত জানিতেছি; তুমি অজ্ঞানাবৃত, এজন্য জানিতে পারিতেছ না। আমি জন্ম রহিত, অনশ্বর স্বভাব এবং সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা হইয়াও স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন তখন আমি আপনার শরীর সৃষ্টি করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই রূপ অলৌকিক জন্ম কর্ম্ম পরানুগ্রহ নিমিত্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাকে দেহ ত্যাগ করিয়া আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, প্রত্যুত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। অনেকে রাগ, ভয় ও ক্রোধ বিহীন, আমার প্রতি একনিষ্ঠ এবং আমারই আশ্রিত হইয়া আত্মজ্ঞান ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান মলা হইতে পূত হইয়া মদীয় ভাব লাভ করিয়াছে। হে পার্থ! যাহারা যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকি, যেহেতু তাহারা যে কোন প্রকারে হউক, আমারই বর্ত্মে অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই মর্ত্ত্য লোকে প্রায় মনুষ্যেরা কর্ম্ম ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতা দিগকে যজন করে, সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না, কেননা কর্ম্মজ ফল শীঘ্রই ফলিত হইয়া থাকে, এবং দুর্লভ জ্ঞান ফল কৈবল্য শীঘ্র লাভ হয় না। ব্রাহ্মণদিগের সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহাদিগের কর্ম্ম শম দমাদি; ক্ষত্রিয় দিগের সত্ত্ব ও রজগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি; বৈশ্যদিগের রজ ও তম গুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষি বাণিজ্যাদি এবং শূদ্রদিগের তম গুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম ত্রিবর্ণ শুশ্রূষাদি; এই রূপে গুণ কর্ম্মের বিভাগ ক্রমে আমিই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। আমি এই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তুমি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, যেহেতু এই কর্ম্মে আমার আসক্তি রাহিত্য নিবন্ধন শ্রমের প্রসক্তি নাই। বিশ্বসৃষ্টি আদি কর্ম্ম সকল আমাতে লিপ্ত হইতে পারে না, যেহেতু কর্ম্ম ফলে আমার স্পৃহা নাই; যে ব্যক্তি আমাকে এই রূপ জানিতে পারে, সে কর্ম্মে আবদ্ধ হয় না। অহঙ্কার ব্যতিরেকে কৃত যে কর্ম্ম, তাহা বন্ধের কারণ হয় না, এই রূপ জানিয়া জনকাদি পূর্ব্বতন মহাত্মারা মুমুক্ষু হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্তে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও সেই পূর্ব্বতন পুরুষদিগের সেবিত বেদোক্ত কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্তে আচরণ কর।

কীদৃশ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কীদৃশ কর্ম্মই বা অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হইয়া থাকেন. অতএব যে রূপ কর্ম্ম করিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও সংন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই মর্ম্ম জানা কর্ত্তব্য, কেননা এই ত্রিবিধ কর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার বর্ত্তমান থাকিতেও আত্মার দেহাদি ব্যতিরেক ভাবের অনুভব দ্বারা স্বাভাবিক নিষ্কর্ম্ম ভাব দৃষ্টি করেন, এবং জ্ঞান

রহিত যে কাম্য কর্ম্ম, তাহা দুঃখজনক বোধ করিয়া তাহার পরিত্যাগকে কর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন, তিনি মানব গণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ এবং তাঁহার যদৃচ্ছা প্রাপ্ত আহারাদি সমুদায় কার্য্যসত্ত্বেও কর্তৃত্ব ভাব রহিত আত্ম জ্ঞান দ্বারা সমাধিভাবে অবস্থান করা হয়। যাঁহার কর্ম্ম সকল ফল কামনা রহিত হয়, তাঁহার সেই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞান জন্মে, তখন কর্ম্মে আর প্রবৃত্তি না থাকায় কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়; এমত ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়াছেন যিনি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নিজানন্দে পরিতৃপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের চেষ্টা ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা করণে আশ্রয়ণীয় রহিত হন, তিনি শাস্ত্র বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছু মাত্র কর্ম্ম করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম সকল অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়। যাঁহার কামনা নাই, চিত্ত ও দেহ বশীভূত এবং বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ হইয়াছে, কেবল শরীর মাত্র নির্ব্বাহ যোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি বিহিত কর্ম্ম না করা জন্য দোষে দোষী হন না। যিনি অপ্রার্থিত লাভে সন্তুষ্ট, শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, শত্রুতা ভাব রহিত এবং অপ্রার্থিত লাভের সিদ্ধি হউক বা অসিদ্ধিই হউক, তাহাতে হর্ষ বিষাদ রহিত, তিনি বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না। যিনি রাগ দ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত, যাঁহার কামনা নাই এবং জ্ঞান রূপ পরমেশ্বরে চিত্ত অবস্থান করে, এমত ব্যক্তি পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মাচরণ করিলে, তাঁহার সকাম কর্ম্মও বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম ও তদঙ্গেতে ব্রহ্মকেই অনুস্যূত দেখেন;—যদ্দ্বারা ঘৃতাদি অগ্নিতে অর্পণ করা যায়, সেই শ্রুবাদি পাত্র ব্রহ্ম; ঘৃতাদি যাহা অর্পণ করা যায়, তাহাও ব্রহ্ম; যে অগ্নিতে হবন করা যায়, সেই অগ্নিও ব্রহ্ম; তাহাতে যিনি হোম করেন, সেই কর্ত্তাও ব্রহ্ম; ব্রহ্মই হবন করিয়া থাকেন; অতএব এতাদৃশ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মেতে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা, তাঁহার প্রাপ্য ফল ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। কর্ম্ম-যোগীরা, যাহাতে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার যজন করিতে হয়, এতাদৃশ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা সহকারে করিয়া থাকেন। জ্ঞান যোগীরা কর্ম্মে ব্রহ্ম অনুস্যূত বোধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মাত্মক ব্রহ্ম-যজ্ঞ রূপ উপায় দ্বারা ব্রহ্ম রূপ অগ্নিতেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে তত্তৎ ইন্দ্রিয় সংযম রূপ অগ্নিতে হবন করেন। গৃহস্থেরা শব্দাদি বিষয় সকলকে তত্তৎ ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হোম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা, শ্রোত্রত্বক্-প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে শ্রবণ স্পর্শনাদি, বাক্পাণি-প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে বচন গ্রহণাদি ও প্রাণ অপান-প্রভৃতি বায়ু সকলের কর্ম্ম যে শ্বাস প্রশ্বাসাদি, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রজ্বলিত যে আত্ম সংযম—আত্মাতে ধ্যানের একাগ্রতা—যোগরূপ অগ্নি, তাহাতে হবন করেন, অর্থাৎ ধ্যেয় ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিয়া তাঁহাতে মনঃসংযম করিয়া সমস্ত কর্ম্ম উপরত করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রযত্নশীল তীব্রব্রতধারী মনুষ্যেরা দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন; কোন কোন যত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মনুষ্যেরা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যত্নবান্ তীব্রব্রত মনুষ্যেরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ-দ্বারা সমাধিরূপ যজ্ঞ করেন; কোন কোন প্রযত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মানবেরা বেদাধ্যয়ন রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং কোন কোন প্রযত্নশীল কঠোরব্রত মনুষ্যেরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হবন করিয়া পূরক নামক প্রাণায়াম করেন, অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হবন করিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করেন এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করিয়া কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ-

প্রভৃতি বায়ু বিশেষেতে প্রাণ-প্রভৃতি বায়ু বিশেষকেই হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রাণ অপান আদির মধ্যে যে বায়ুকে নিরুদ্ধ করেন, অন্য বায়ু তাহাতে লীনপ্রায় হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই যজ্ঞবেত্তা, তাঁহাদিগের উক্তপ্রকার সমস্ত যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে, তাঁহারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া যজ্ঞ শেষে অমৃতরূপ অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এতাদৃশ জ্ঞানীরা জ্ঞান-দ্বারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম! যিনি এই সমস্ত যজ্ঞের কোন এক যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার পক্ষে এই অল্প সুখবিশিষ্ট মনুষ্য লোকই থাকে না, অন্য বহুসুখজনক স্বর্গ লোকের বিষয় কি? এইরূপ বহু প্রকার যজ্ঞ যে, সাক্ষাৎ বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে বাচিক, মানসিক ও কায়িক কর্ম্ম জনিত বলিয়াই জানিবে, আত্মার সহিত তাহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই; এই রূপ জানিলে তুমি সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে। হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হয়, কেননা ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি, সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানী আচার্য্যদিগের সমীপে গমন-পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমার ভক্তি শ্রদ্ধাদিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে পাইবে; অনন্তর, পরমাত্মা স্বরূপ যে আমি, আমাতে আপনাকে অভেদ রূপে দেখিতে পাইবে। তুমি যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞান পোত দ্বারাই সেই পাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অর্জ্জুন! যে প্রকার জ্বলন্ত অগ্নি কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার আত্ম জ্ঞান রূপ অগ্নি, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে। ইহ সংসারে আত্মজ্ঞান সদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই। সেই আত্মজ্ঞান কর্ম্ম যোগ ও সমাধি যোগে সংসিদ্ধ পুরুষ কাল ক্রমে অনায়াসে আপনাতেই লাভ করিয়া থাকে। সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ তদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অচির কালে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। অনাত্মজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, ইহারা সকলেই বিনষ্ট হয়, বিশেষত সংশয়াত্মা ব্যক্তির না ইহ লোক, না পর লোক, না সুখ, কিছুই থাকে না। হে ধনঞ্জয়! যাঁহার কর্ম্ম সকল পরমেশ্বরের আরাধন রূপ যোগ দ্বারা পরমেশ্বরেতে সমর্পিত হয়, তাঁহাকে সেই কর্ম্ম সকল ফল দ্বারা আবদ্ধ করে না এবং যাঁহার আত্ম বোধ দ্বারা দেহাদি বিষয়ক অভিমান ছিন্ন হয়, সেই প্রমাদ রহিত পুরুষকে স্বাভাবিক কর্ম্ম সকল বদ্ধ করে না। অতএব হে ভারত! তুমি আপনার অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ শোকাদি জনক এই সংশয়কে দেহাত্ম বিবেক জ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্ম যোগ আশ্রয় কর, উত্থান কর।

জ্ঞান কর্ম্মসন্ন্যাস যোগনামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতেও কহিতেছ, আবার অনুষ্ঠান করিতেও কহিতেছ, পরন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটি যাহা শ্রেয় হয়, তাহাই নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল।

ভগবান্ কহিলেন, কর্ম্মের পরিত্যাগ ও অনুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষ সাধন, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মের পরিত্যাগ অপেক্ষা অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট হয়। হে মহাবাহু! যিনি দুঃখ, সুখ ও তৎ সাধনে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা না করেন, তিনি পরমেশ্বর-প্রীতি নিমিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলেও তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যেহেতু সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্ম জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইয়ের পৃথক্ ফল বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না, যেহেতু ঐ উভয়ের মধ্যে

একের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও উভয়ের যে একই মোক্ষ ফল, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে সাক্ষাৎ মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন, স্বার্থফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া যাঁহরা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও জ্ঞান দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয় ফল জনক বলিয়া যিনি একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী হন। হে মহাবাহু! কর্ম্ম যোগ ব্যতিরেকে যে সন্ন্যাস, তাহা দুঃখের নিমিত্তেই হয়, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম জনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু কর্ম্ম-যোগ-যুক্ত ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া অচির কালেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া শরীর ও ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন করিয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ বোধ করেন, স্বাভাবিক বা লোক সংগ্রহার্থে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না। ক্রমে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, কথন, মল মূত্রাদি পরিত্যাগ, কোন বস্তুর গ্রহণ, উন্মীলন ও নিমীলন, এই সকল কর্ম্ম করিয়াও, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার বোধে 'আমি কিছুই করি না' এই রূপ নিশ্চয় করেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞ না হন, এবং কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, এমত ব্যক্তি যদি ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভুর কর্ম্ম করণের ন্যায়, কর্ম্ম ফল পরমেশ্বরেতে সমর্পণ করত কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, কর্ম্মে লিপ্ত হন না। কর্ম্ম-যোগীরা চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কায় দ্বারা স্নানাদি, মন দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি এবং কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভ হয়, আর পরমেশ্বর-বহির্ম্মুখ হইয়া কামনা দ্বারা প্রবৃত্তি হেতু কর্ম্ম ফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সুতরাং সংসার বন্ধে বদ্ধ হইতে হয়। শুদ্ধচিত্ত দেহী না স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন, না অন্যকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তিনি বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার যুক্ত দেহে অবস্থিতি মাত্র করেন। প্রভু ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফল সংযোগ সৃষ্টি করেন না, জীবের অবিদ্যা প্রকৃতিই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পরিপূর্ণ আপ্তকাম ঈশ্বর কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না, 'ঈশ্বর সকলের পক্ষেই সমান' এই রূপ জ্ঞান, 'ঈশ্বরের নিগ্রহরূপ দণ্ডই তাঁহার অনুগ্রহ' এইরূপ অজ্ঞানে আবৃত হয়, তদ্দ্বারা জীব সকল ঈশ্বরের প্রতি বৈষম্য জ্ঞান করিয়া থাকে। যাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা সেই বৈষম্য বোধক অজ্ঞান বিনাশিত হয়, তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান, যে প্রকার আদিত্য, বস্তুজাতকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার পরিপূর্ণ ঈশ্বর স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যাঁহা দিগের ঈশ্বর বিষয়েই বুদ্ধি, প্রযত্ন ও নিষ্ঠা, এবং তাঁহাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান, তাঁহাদিগের তৎপ্রসাদে লব্ধ আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসার-কারণ দোষ সকল নির্ধূত হইয়া যায়, তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। সেই জ্ঞানীরা বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে আর চাণ্ডালে এবং গো, হস্তী ও কুক্কুরে সমদর্শী হইয়া থাকেন যাঁহাদিগের মন সমভাবে স্থিত হয়, তাঁহারা ইহ জীবনেই সংসারকে পরাজিত করেন, যেহেতু ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন নির্দ্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী জ্ঞানীরা ব্রহ্ম ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মেতেই অবস্থিত হন, তিনি কোন প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট বা কোন অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না, যেহেতু তাঁহার মোহ নিবৃত্ত হওয়াতে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে ; কারণ, তিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণে যে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ, তাহাই লাভ করেন; সমাধি দ্বারা তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে থাকেন। হে কুন্তীসুত! বিষয় ভোগজনিত যে সকল সুখ, তাহা দুঃখেরই কা-

রণ হয় এবং তাহার আদি ও অন্ত আছে, এজন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সকল সুখে রত হন না। যিনি যাবজ্জীবন কাল কাম ক্রোধোৎপন্ন বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, সেই সমাহিত ব্যক্তিই সুখী। অন্তরেই যাঁহার সুখ, অন্তরেই যাঁহার ক্রীড়া, এবং অন্তরেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মেতে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হন। যাঁহাদিগের চিত্ত সংযত, সংশয় ছিন্ন এবং পাপাদি দোষ ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সর্ব্বভূত হিতকারী সম্যগ্ দর্শী পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। কাম ক্রোধ হইতে বিমুক্ত সন্ন্যাস-বিশিষ্ট সংযত-চিত্ত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জীবিত ও মরণোত্তর উভয় কালেই মোক্ষ বর্ত্তমান। যিনি সন্ন্যাস-বিশিষ্ট ও মোক্ষ-পরায়ণ হইয়া ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযমন-পূর্ব্বক রূপরসাদি বাহ্য বিষয় সকলকে বহিঃস্থ করিয়া অর্থাৎ তাহারা অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য তদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষুকে ভ্রূ মধ্যস্থ অর্থাৎ অর্দ্ধ নিমীলন দ্বারা ভ্রূ মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে, যে প্রকারে ঐ বায়ু দ্বয় নাসিকার অভ্যন্তরেই বিচরণ করে, অর্থাৎ মন্দ মন্দ উচ্ছ্বাস নিশ্বাস দ্বারা সমভাবাপন্ন হয়, এরূপ করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্ব ভূতের নিরপেক্ষ উপকারী যে আমি, আমাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয়।

যোগ শাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সন্ন্যাস যোগ নামে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

ভগবান্ কহিলেন, পাণ্ডব! যিনি কর্ম্ম ফলে নিরপেক্ষ হইয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, অথচ তাঁহাকে অগ্নি সাধ্য ইষ্ট কর্ম্মের ও অনগ্নি সাধ্য আরামাদি ক্রিয়ার পরিত্যাগী বলা যায় না। শ্রুতি স্মৃতি বিদ্ ব্যক্তিরা কর্ম্ম ফল ত্যাগ রূপ যে সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসকেই কর্ম্মানুষ্ঠান রূপ যোগ বলিয়া জানিবে, যেহেতু কর্ম্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞান নিষ্ঠই হউন, যিনি ফল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই, এমত কোন ব্যক্তি যোগী হইতে পারেন না। জ্ঞান যোগে আরোহণ করণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই তদারোহণে কারণ বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ব্যক্তি জ্ঞান যোগে আরূঢ় হইলে সেই জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তিই জ্ঞান পরিপাকে কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন পুরুষ আসক্তির মূলীভূত সমুদায় বিষয় ভোগ ও কর্ম্ম বিষয়ক সঙ্কল্পের পরিত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় ও তৎ সাধন কর্ম্মে আসক্তি না করেন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু, অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধৃত করিবে, অবসন্ন করিবে না। যে আত্মা কর্ত্তৃক আত্মা বশীকৃত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বশতাপন্ন হইয়াছে, তথাবিধ আত্মার আত্মাই বন্ধু; আর যে আত্মার ইন্দ্রিয় সকল বশতাপন্ন হয় নাই, সে আত্মার আত্মাই শত্রুর ন্যায় অপকারী হয়। যিনি আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বশতাপন্ন করিয়াছেন, সেই প্রশান্ত চিত্ত রাগাদি রহিত ব্যক্তির হৃদয়ে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান সত্ত্বেও পরমাত্মা অবস্থিত হয়েন। শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান ও শাস্ত্রত জ্ঞাত পদার্থের স্ববুদ্ধি দ্বারা অনুভব এই উভয় রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং তাঁহার লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান হইয়া থাকে; ঈদৃশ যোগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায়। সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সদাচার ও দুরাচার, এই সকল ব্যক্তিতে যাঁহার সম বুদ্ধি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হন। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর একান্তে স্থিত, সঙ্গ শূন্য, সংযত চিত্ত, সংযত দেহ, নিরাকাংক্ষ ও পরিগ্রহ শূন্য হইয়া মনঃ সমাধান করিবেন। পবিত্র স্থানে অতি উচ্ছ্রিত

ও অতি নিম্ন না হয় এরূপ করিয়া কুশোপরি অজিন ও তদুপরি বস্ত্র আস্তরণ-পূর্ব্বক অচঞ্চল আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে উপবেশন করত মনের একাগ্রতা সহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করণ পূর্ব্বক মনের বিশুদ্ধি নিমিত্তে যোগানুষ্ঠান করিবেক। দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাকে অবক্র ও অচল ভাবে ধারণ করত ইতস্তত দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন ও মনকে তাহার বৃত্তি সকল হইতে উপসংহৃত করিয়া দৃঢ় প্রযত্ন সহকারে প্রশান্ত চিত্ত, বীত ভয়, ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত, আমার প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত ও অহং-পরায়ণ হওত সমাহিত হইয়া উপবেশন করিবেন। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্ত প্রকারে সংযত-চিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সাধন ভূত, মৎ স্বরূপে অবস্থিতি স্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুন! যিনি অধিক ভোজন করেন, কিম্বা যিনি কিছু মাত্র ভোজন না করেন এবং যিনি অতিশয় নিদ্রাশীল, কিম্বা যিনি অতিশয় জাগরণশীল হন, ইহাদিগের মধ্যে কাহারো যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। যিনি আহার, গতি, কার্য্য-চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত রূপে করেন, তাঁহার সংসার-ক্ষয়কর যোগ সিদ্ধ হয়। যখন সাধকের চিত্ত বাহ্য চিন্তা হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই স্থিত হয়, তখন সেই সর্ব্ব কাম নিস্পৃহ সাধক, যোগী বলিয়া কথিত হন। চিত্ত প্রচারদর্শী যোগজ্ঞ ব্যক্তিরা যোগী ব্যক্তির চিত্তের দৃষ্টান্ত এই রূপ কহিয়াছেন যে, যে প্রকার বায়ু শূন্য স্থানে দীপ অকম্পিত থাকে, সেই প্রকার আত্ম বিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত অকম্পিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় জ্ঞানীর চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা কোন বিষয়ে প্রচারিত না হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় জ্ঞানীব্যক্তি সমাধি-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বতোজ্যোতিঃ স্বরূপ পর চৈতন্য আত্মাকে উপলব্ধি করত স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যে অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত কেবল আত্মাকার বুদ্ধিরই গ্রাহ্য যে নিত্য সুখ, তাহা অনুভব করেন, তাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্ম স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না যেহেতু তিনি সেই নিরতিশয় সুখ আত্ম স্বরূপ লাভ করিয়া তাহা অপেক্ষা অপর লাভকে অধিক মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইলে শীতোষ্ণাদি মহৎ দুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না, এবং বৈষয়িক সুখ দুঃখের সংস্পর্শ দ্বারা যে অবস্থার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থা-বিশেষের নাম যোগ বলিয়া জানিবেক। সঙ্কল্প জনিত কামনা ও সমুদায় কাম্য-বস্তু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিষয় দোষ দর্শী মন দ্বারা সংযত করত এবং যদিই শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তথাপি ক্লেশ কর বলিয়া প্রযত্ন শৈথিল্য না করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় দ্বারা উক্ত যোগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ধারণাবতী বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থিত করিয়া শনৈঃশনৈ অভ্যাস ক্রমে উপরত হইবে, কিছু মাত্র চিন্তা করিবে না অর্থাৎ আপনিই প্রকাশমান পরমানন্দ-নির্বৃত হইয়া আত্মধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইবে না। মনকে ধারণা করিলেও মন স্বাভাবিক চাঞ্চল্য বশত অস্থির হইয়া যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতেই স্থিরীভূত করিবেক। এই রূপ করিলে তাঁহার রজ গুণ ক্ষয়, মন শান্ত ও সংসার জনক দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, এতাদৃশ যোগীর নিকট নিরতিশয় সুখ স্বয়ংই আসিয়া উপনীত হয়। এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিলে সেই বীত-পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সর্ব্বোত্তম সুখ ভোগ করেন। সেই যোগ-সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে এবং সর্ব্ব ভূতকে আত্মাতেই দর্শন করেন। সমুদায়ের আত্মা স্বরূপ যে আমি, আমাকে যিনি সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং সমুদায় বস্তুকে আমাতেই দেখেন, আমি তাঁহার

অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যে একত্বাবলম্বী যোগী আমাকে সর্ব্বভূত স্থিত বলিয়া ভজনা করেন, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন। অর্জ্জুন! যিনি সুখ দুঃখকে সর্ব্ব প্রাণীতে আত্ম তুল্য সমান দেখেন, সেই ব্যক্তিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! লয়-বিক্ষেপশূন্য মন দ্বারা আত্মাকারে অবস্থান রূপ যে এই যোগ তুমি কহিলে, মনের চাঞ্চল্য হেতু সেই যোগের দীর্ঘ কাল স্থিতির সম্ভাবনা আমি বোধ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বিচার দ্বারা অজেয় এবং বিষয় বাসনানুবন্ধ হেতু দুর্ভেদ্য; অতএব যে প্রকার আকাশে দোধুয়মান বায়ুকে কুম্ভাদিতে নিরোধ করা অতি দুষ্কর, সেই প্রকার মনকে নিগ্রহ করা অতি দুষ্কর বোধ করিতেছি।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহু কুন্তীপুত্র! তুমি যে চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিতেছ, তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সংযত হয় নাই, তিনি এই যোগ আয়ত্ত করিতে পারেন না, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশবর্ত্তী হইয়াছে, সেই প্রযত্নশীল পুরুষ উক্ত প্রকার উপায়ে এই যোগ লাভ করিতে পারেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যিনি প্রথমত শ্রদ্ধা বশত যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাস শৈথিল্য হেতু চিত্ত বিচলিত হওয়াতে যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন, তাঁহার কি রূপ গতি প্রাপ্তি হয়? হে মহাবাহু! ঈশ্বরের প্রতি কর্ম্ম ফল অর্পণ কিংবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হেতু স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত না হন এবং যোগ সিদ্ধি না হওয়াতেও ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় পথে বিমূঢ় হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে না পারেন, এতাদৃশ উভয় ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন কি না? হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় অশেষ রূপে অপনয়ন করিতে তুমিই যোগ্য; তোমা ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয়ের অপনয়কারী নাই।

ভগবান্ কহিলেন, হে তাত পার্থ! তাঁহার ইহ লোকে পাতিত্য, বা পর লোকে নরক প্রাপ্তি হয় না; যেহেতু কোন শুভকারী ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য স্বর্গ লোকে গমন-পূর্ব্বক তথায় বহু সংবৎসর বাস করিয়া পরে সদাচার ধনীদিগের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। যদি চিরাভ্যস্ত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন; এতাদৃশ কুলে জন্ম গ্রহণ, লোকমধ্যে দুর্লভতর। হে কুরুনন্দন! সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, সদাচার ধনীর গৃহে বা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেহ জনিত ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করেন, পরে মোক্ষ লাভে অধিকরূপে প্রযত্নবান্ হন। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কোন বিঘ্ন বশত ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্ব দেহ কৃত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে পরাবৃত করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। যিনি যোগে প্রবৃত্ত মাত্র হইয়াও যদি পাপ বশত যোগভ্রষ্ট হন, তথাপি তিনি ক্রমে মুক্ত হন; অতএব যে যোগী উত্তরোত্তর অধিক রূপে যত্নবান্ হইয়া অনুষ্ঠিত যোগ দ্বারা বিধুত পাপ হন, তিনি যে জন্ম জন্মান্তরের উপচিত যোগ দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? হে অর্জ্জুন! আমার মতে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানী ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী ব্যক্তি হইতেও যোগী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গত অন্তঃকরণ দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে তিনি সমুদায় যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে আত্ম সংযম যোগ নামে একোনত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি আসক্ত-চিত্ত ও আমারই শরণাপন্ন হইয়া মনঃ সমাধান করত, বিভূতি বল শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন যে আমি, আমাকে যে প্রকারে নিঃসংশয় রূপে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও স্বকীয় অনুভব অশেষরূপে বলিতেছি, ইহ সংসারে যাহা জানিলে অন্য আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্তে যত্ন করেন, সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ, পরমাত্মা যে আমি, আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন। আমার প্রকৃতি—মায়া—জড়রূপ শক্তি, ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভিন্ন হইয়াছে। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি যাহা উক্ত হইল, ইহা নিকৃষ্ট, যেহেতু ইহা সংসার বন্ধন স্বরূপ। হে মহাবাহু! ইহা ব্যতীত জীব স্বরূপ আমার অপর প্রকৃতিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে, সেই চেতন রূপ প্রকৃতি কর্তৃকই স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ সংসার চলিতেছে। এই দুই প্রকৃতিকে স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের কারণ বোধ কর। জড় প্রকৃতি, দেহ রূপে পরিণত হয় এবং চেতন প্রকৃতি, মদীয় অংশে সম্ভূত ও ভোক্তা রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে ধারণ করিয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! এই দুইটি প্রকৃতি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমিই সমস্ত জগতের পরম কারণ ও সংহারক; সুতরাং আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি সংহারের স্বতন্ত্র কারণ আর অন্য কিছুই নাই। যে প্রকার সূত্রে মণি নিচয় গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। হে কুন্তীপুত্র! আমি জল মধ্যে রস, আমি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, আমি সর্ব্ব বেদ মধ্যে প্রণব, আমি আকাশ মধ্যে শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ, আমি পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্ব্ব ভূতের জীবন এবং আমি তপস্বীর তপস্যা; হে পার্থ! তুমি আমাকে সমুদায় ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বোধ কর। হে ভরতকুল পাবন! আমি বুদ্ধিমান্ দিগের বুদ্ধি, আমি তেজস্বী সকলের তেজ, আমি বলবান্ দিগের কাম রাগ বর্জ্জিত বল অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য, এবং প্রাণী দিগের ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাও আমি। যে সকল শম দমাদি সাত্ত্বিক, হর্ষ দর্পাদি রাজসিক ও শোক মোহাদি তামসিক ভাব প্রাণীদিগের স্বকর্ম্ম বশত হইয়া থাকে, সে সমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে; অর্থাৎ সে সকল আমারই প্রকৃতির কার্য্য। পরন্তু জীবের ন্যায় আমি তাহাদিগের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন হইয়া আমাতে বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব কর্তৃক এই সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত হইয়া থাকে, এই হেতু আমাকে জানিতে পারে না। যেহেতু আমি ঐ ত্রিবিধ গুণের অস্পৃষ্ট ও উহাদিগের নিয়ন্তা, সুতরাং আমার কোন বিকার সম্ভাবনাই নাই। আমার ঐ অলৌকিকী গুণময়ী মায়া রূপ শক্তি দুস্তরণীয়া; পরন্তু যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা ঐ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যে নরাধমেরা বিবেক শূন্য ও পাপশীল, যাহাদিগের শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান জন্মিলেও মায়া দ্বারা তাহা নিরস্ত হইয়া যায়, সুতরাং দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতাদি আসুরিক ভাবের আশ্রিত হয়, তাহারা আমাকে ভজনা করে না। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্ম জ্ঞানেচ্ছু, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সাধন অর্থের অভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী এই চতুর্বিধ ব্যক্তি যদি পূর্ব্ব জন্মে কৃতপুণ্য হন, তবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। উক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ও মদেকভক্ত হইয়া থাকেন, এবং আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় হন, অতএব

তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ চতুর্বিধ ব্যক্তি মহৎ, কিন্তু তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আত্মার স্বরূপ, যেহেতু তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, যাহার পর নাই উত্তম গতি যে আমি, আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অনেক জন্মের পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া, সমস্ত চরাচর জগৎই এক মাত্র বাসুদেব, এই রূপ সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, এতাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্লভ। যাহারা পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রু জয়াদি কামনা দ্বারা হৃতবিবেক ও স্বকীয় প্রকৃতির বশম্বদ হইয়া আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে সেই সেই দেবতার আরাধনা-প্রকরণোক্ত উপবাসাদি নিয়ম স্বীকার করিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত, যে যে দেবতা রূপ মদীয় মুর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সেই ভক্ত দিগের সেই সেই মুর্ত্তি বিষয়ক শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামী আমি দৃঢ় করিয়া দিই। তিনি সেই দৃঢ় শ্রদ্ধা বশত সেই মুর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সেই আরাধিত দেব মুর্ত্তি হইতে মদ্বিহিত কাম্য বিষয় সকল লাভ করেন। সেই অল্প বুদ্ধি—পরিচ্ছিন্নদর্শী দিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিলেও তাহা অন্তবৎ হইয়া থাকে, দেবযাজকেরা অন্তবৎ দেব লোক প্রাপ্ত হন এবং মদ্‌ভক্তেরা, অনাদ্যনন্ত পরমানন্দ যে আমি, আমাকে লাভ করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা, অব্যক্ত—প্রপঞ্চাতীত যে আমি, আমাকে মনুষ্য মৎস্য কূর্ম্মাদি ভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে, যেহেতু তাহারা আমার যাহার পর নাই উত্তম স্বরূপ নিত্য ভাব জানে না। আমি লোক সকলের নিকট প্রকাশ হই না, যেহেতু আমি যোগ মায়া দ্বারা অর্থাৎ গুণ ত্রয়ের যোগ স্বরূপ মায়া দ্বারা সংছন্ন; অতএব এই সমস্ত লোক মদীয় স্বরূপ জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া, অজ ও অব্যয় রূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর জঙ্গম সমুদায় আমি জানি; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। হে পরন্তপ ভারত! দেহ উৎপন্ন হইলে তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এই উভয় দ্বারা উৎপন্ন যে দ্বন্দ্বমোহ অর্থাৎ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব জনিত মোহ—বিবেক ভ্রংশ, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী আমি দুঃখী এই রূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাকে ভজনা করে না। যে সকল পুণ্যকর্ম্মী জনের প্রতিবন্ধক পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সেই দ্বন্দ্ব মোহ-বিমুক্ত ব্যক্তিরাই দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। যাঁহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্তি নিমিত্তে আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে সমাহিত চিত্ত হইয়া যত্ন পরায়ণ হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সমস্ত অধ্যাত্ম ও নিখিল কর্ম্মও জ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানিতে পারেন, মৎ প্রতি আসক্ত-চিত্ত সেই মহাত্মারা মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন, অর্থাৎ তৎ কালেও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিজ্ঞান যোগ নামে ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব যাহা তুমি কহিলে, সে সকল কি প্রকার এবং অধিযজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মের প্রযোজক ও ফল দাতাই বা কে? কি প্রকারেই বা তিনি এই দেহে অবস্থিতি করেন? হে মধুসূদন! নিয়ত-চিত্ত পুরুষেরাই বা অন্তকালে কি প্রকারে তোমাকে জ্ঞানগোচর করেন?

ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনি ব্রহ্ম। সেই পর ব্রহ্মের যে জীব ভাব, যাহা দেহকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। জরায়ুজাদি প্রাণিজাতের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে দেবোদ্দেশ্যক দ্রব্য ত্যাগ রূপ যজ্ঞাদি, তাহার নাম কর্ম্ম। হে দেহধারি শ্রেষ্ঠ! নশ্বর যে দেহাদি পদার্থ

যাহা প্রাণী মাত্রকে অধিকার করিয়া হয়, তাহাকে অধিভূত বলা যায়। যিনি সর্ব্ব প্রাণীর ইন্দ্রিয়জাতের প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব দেবতার অধিপতি, হিরণ্যগর্ভ নামে পুরুষ অর্থাৎ দেহ স্বরূপ পুরেশয়নকারী, তিনি অধি দৈবত শব্দের বাচ্য। আর এই দেহে আমি যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তাহার ফল দাতা রূপে বর্ত্তমান থাকি, এই হেতু আমাকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া জানিবে। এই রূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর যে আমি, আমাকে যিনি অন্তকালে স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণ পথে গমন করেন, তিনি মদীয় স্বরূপ লাভ করেন, তাহাতে সংশয় নাই। হে কুন্তীসুত! যিনি অন্তকালে দেবতান্তর বা অপর যে যে ভাব স্মরণ করত কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে ভাবিত হওয়াতে সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হন। যেহেতু পূর্ব্ব বাসনাই অন্তকালে স্মরণের হেতু হয় এবং তৎ কালে বিবশ হইয়া পড়িলে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না, সেই হেতু তুমি আমাকে সর্ব্বদা অনুচিন্তন কর; কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি ব্যতিরেকে সর্ব্বদা স্মরণ সঙ্ঘটন হয় না, এজন্য চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদিরও অনুষ্ঠান কর; এই রূপে আমার প্রতি চিত্ত ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে পার্থ! যিনি অভ্যাস রূপ উপায়-যুক্ত ও বিষয়ান্তরে অগমনশীল চিত্ত দ্বারা সেই দ্যোতনাত্মক পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে অনুচিন্তন করেন, তিনি তাঁহাকেই লাভ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, চিরন্তন, জগতের নিয়ন্তা, আকাশ ও কাল প্রভৃতি সুক্ষ্ম পদার্থ হইতেও সুক্ষ্মতম, সকলের ধাতা, মলিন মন ও বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বরূপ প্রকাশক এবং অজ্ঞান রূপ মোহান্ধকারের অতীত; এবম্ভূত পরমেশ্বরকে যিনি অন্তকালে ভক্তিযুক্ত ও প্রমাদ-শূন্য হইয়া যোগ বলে অর্থাৎ সমাধি জনিত সংস্কার সমুৎপন্ন চিত্ত স্থৈর্য্য বলে ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ু সংস্থাপন করত বিক্ষেপ রহিত মন দ্বারা অনুস্মরণ করেন, তিনি দ্যোতনাত্মক সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে অক্ষর বলেন; বিগতরাগ যত্নবন্ত ব্যক্তিরা যাঁহাতে অভিনিবেশ করেন এবং অনেকে যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরু কুলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তৎ প্রাপ্তির উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত, হৃদয়েতে মনকে নিরুদ্ধ ও আপনার প্রাণ বায়ুকে ভ্রূ মধ্যে স্থাপিত করিয়া যোগ ধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান স্বরূপ ওঁ এই এক টি অক্ষর উচ্চারণ এবং তাহার বাচ্য যে আমি, আমাকে অনুস্মরণ করত যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি প্রকৃষ্ট গতি লাভ করেন। হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই সমাহিত-যোগী ব্যক্তির সুলভ হই। সেই মহাত্মারা আমাকে পাইয়া দুঃখালয় অনিত্য জন্ম আর প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্ম লোক বাসী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকেরই বিনাশ আছে, সকলকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

মনুষ্য লোক দিগের এক বৎসরে দেব-লোক দিগের এক অহোরাত্র হয়; তাদৃশ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনা ক্রমে যে এক বৎসর হয়; তাদৃশ দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়, তাদৃশ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ রূপ অপর সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হইয়া থাকে। এই রূপ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ মাসাদি গণনা ক্রমে যে বৎসর হয়, তাদৃশ এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। প্রসিদ্ধ অহোরাত্র-বিৎ ব্যক্তিরা তথাবিধ সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক দিন ও ঐ রূপ অপর সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক রাত্রি বলিয়া জানেন; তাদৃশ দিনের আগমনে চরাচর ভূত সকল কারণাত্মক অব্যক্ত

হইতে প্রাদুর্ভূত এবং তাদৃশ রাত্রির আগমনে চরাচর ভূত সকল সেই কারণাত্মক অব্যক্তেতেই লীন হইয়া থাকে। হে পার্থ! চরাচর ভূত সমূহ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মদিবসের আগমে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম রাত্রির আগমে কারণ রূপ অব্যক্তেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই পুনর্ব্বার উক্ত দিবসের আগমে প্রাক্তন কর্ম্মের বশম্বদ হইয়া জন্মিয়া থাকে। সমস্ত চরাচরের কারণ-ভূত যে অব্যক্ত, সেই অব্যক্তের কারণ এবং তাহা হইতে ভিন্ন যে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর অনাদি ভাব, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না। সেই অব্যক্তই অক্ষর অর্থাৎ উৎপত্তি নাশ শূন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরম গম্য স্থান পুরুষার্থ কহিয়াছেন, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধামই আমার স্বরূপ। হে পার্থ! যাহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে এবং যিনি এই সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরম পুরুষ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি।

হে ভরতকুলবর! উপাসকেরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে গমন করিয়া সংসারে আবৃত্ত না হন এবং কর্ম্মীরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া সংসারে আবৃত্ত হন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা অর্চ্চিরভিমানী, দিবসাভিমানী, শুক্লপক্ষাভিমানী ও ষণ্মাস রূপ উত্তরায়ণাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা ধূমাভিমানী রাত্র্যভিমানী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানী, ষণ্মাসরূপ দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া চান্দ্রমস জ্যোতি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করণান্তে পুনরায় সংসারে আবৃত্ত হন। জগতের অনাদি কালাবধিই জ্ঞানী কর্ম্মী ভেদে এই শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় বিধ গতি হইয়া আসিতেছে। এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে শুক্লা গতি দ্বারা সংসারে অনাবৃত্তি আর কৃষ্ণা গতি দ্বারা পুনরায় সংসারে আবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। হে পার্থ! এই উভয় বিধ পথ জানিতে পারিয়া কোন যোগীই মুগ্ধ হন না, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল কামনা না করিয়া পরমেশ্বর নিষ্ঠ হন; অতএব তুমি সর্ব্বদা যোগ যুক্ত হও। অর্জ্জুন! এই অধ্যায়োক্ত প্রশ্ননির্ণয়ার্থ জ্ঞাত হইলে, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, শরীর শোষণাদি তপস্যা ও দানে যে পুণ্য ফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎ সমুদায় ও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে অখিল-মূলীভূত বিষ্ণুপদ, তাহা লাভ হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা যোগ শাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে তারক ব্রহ্ম যোগ নামে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩১॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পুনঃপুন স্বীয় মাহাত্ম্য উপদেশ করিতেছি, কিন্তু আমি পরম কারুণিক বলিয়া সেজন্য আমার প্রতি তোমার দোষ দৃষ্টি নাই এই হেতু পুনর্ব্বার তোমাকে উপাসনা সহিত এই গুহ্যতম ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলিব, যাহা জানিয়া তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। উক্ত জ্ঞান বিদ্যার রাজা, অত্যন্ত পবিত্র, জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ গম্য, ধর্ম্ম্য, গোপনীয় যত বিদ্যা আছে তদপেক্ষা অতি রহস্য, সুখ সাধ্য এবং অক্ষয় ফলজনক। হে শত্রুতাপন! যে পুরুষেরা এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা আমাকে না পাইয়া মৃত্যু ব্যাপ্ত সংসার বর্ত্মেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অতীন্দ্রিয়-মূর্ত্তি আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি, সমস্ত জগৎও আমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু আকাশের ন্যায় আমি এই সকল জগতে লিপ্ত নহি। আমার আশ্চর্য্য অসাধারণ ঐশিক শক্তি দেখ, এই সকল চরাচর আমাতে স্থিতি করে অথচ আমি নির্লিপ্ত থাকায় ইহারা আমাতে বিদ্যমান থাকে না।

আরও আশ্চর্য্য দেখ, আমি এই সকল চরাচর ধারণ ও পালন করিয়া থাকি, অথচ আমার স্বরূপ এই সকলেতে থাকে না অর্থাৎ যে প্রকার জীব, দেহকে ধারণ ও পালন করত অহঙ্কার বশত তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ আমি ভূত সকলকে ধারণ ও পালন করিতে থাকিয়াও ঐ ভূত সকলেতে সংশ্লিষ্ট থাকি না, কেননা আমি নিরহঙ্কার। যে প্রকার মহান্ ও সর্ব্বগ বায়ু সর্ব্বদা আকাশস্থ হইয়াও আকাশে সংশ্লিষ্ট হয় না, সেই প্রকার সমস্ত চরাচর আমাতে অবস্থিত অথচ আমাতে অসংশ্লিষ্ট জানিবে। কুন্তীপুত্র! সমস্ত চরাচর কল্পক্ষয়ে প্রলয় কালে মদীয় প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক মায়াতে লীন হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কল্পের আদিতে সৃষ্টিকালে সেই সমুদায় চরাচর আমি বিশেষ রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া এই সকল চতুর্ব্বিধ অস্বতন্ত্র ভূত গ্রামকে তাহাদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম বশত পুনঃপুন বিশেষ রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ধনঞ্জয়! সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম সকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না, যেহেতু আমি সেই সকল কর্ম্মেতে আসক্তি রহিত হইয়া উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকি। অবিকার ভাবাপন্ন জ্ঞান স্বরূপ যে আমি, আমার অধিষ্ঠান দ্বারা আমার ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা রূপ প্রকৃতি সচরাচর জগৎ উৎপন্ন করে। হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান মাত্র হেতুতেই সমস্ত জগৎ পুনঃপুন উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বর রূপ পরম তত্ত্ব জানে না, সেই মূঢ় জনেরা, আমার শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ হইলেও ভক্তদিগের ইচ্ছাধীন মানবদেহ ধারী যে আমি, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা আমাব্যতীত দেবতান্তর শীঘ্র ফল প্রদ বলিয়া আশা করে, কিন্তু তাহাদিগের সে আশা ব্যর্থ হয়, যেহেতু তাহারা আমার প্রতি বিমুখ হওয়াতে তাহাদিগের কর্ম্ম সকল ফল জনক হয় না এবং তাহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কেননা তাহারা হিংসাদি প্রচুরা তামসী, কাম দর্পাদি বহুলা রাজসী ও বুদ্ধি ভ্রংশ করী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া পড়ে সুতরাং আমাকে অবজ্ঞা করে।

হে পার্থ! যাঁহাদিগের চিত্ত কামাদিতে অভিভূত না হয়, তাঁহারা শম দম দয়া শ্রদ্ধাদি-লক্ষণা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত ও অনন্যমনা হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্য জানিয়া ভজনা করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা দৃঢ় নিয়ম, অবহিত ও যত্নবন্ত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন ও প্রণাম করত উপাসনা করেন। অনেকে আমাকে, সকলই সেই এক মাত্র বিষ্ণু, এই রূপ সর্ব্বাত্ম দর্শন-জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা পূজা করত উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অভেদ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ, আমি দাস, এই রূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ বা, বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বাত্মক যে আমি, আমাকে ব্রহ্মা রুদ্র ইত্যাদি বহুধা ভাবনা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি শ্রুতি-বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতি বিহিত পঞ্চ যজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোক নিমিত্তক শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ, আমি যজমান পুরোধার বাক্যাদি, আমি হোমাদি সাধন আজ্য, আমি আহবনীয় অগ্নি, আমি হোমস্বরূপ, আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ও পিতামহ, আমি কর্ম্ম ফলের বিধাতা, আমি জ্ঞেয়, পাবন ও ওঙ্কার, আমি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, আমি প্রাণীগণের গতি, পোষণ কর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকারী, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও কারণ এবং অবিনাশী। আমি আদিত্যরূপে নিদাঘ কালে জগতে তাপ প্রদান করি, প্রাবৃট্ সময়ে বর্ষণ করি, এবং কদাচিৎ বর্ষণ আকর্ষণও করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! আমি অমর গণের অমৃত, আমি মর্ত্ত্য গণের মৃত্যু, আমি দৃশ্য স্থূল বস্তু এবং আমিই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু, এই রূপে বহুধা ভাবনা দ্বারা আমাকে অনেকে উপাসনা করিয়া থাকে। বেদত্রয় বিহিত কর্ম্ম

পরায়ণ যে সকল ব্যক্তিরা, আমারই রূপ যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহা না জানিয়াও বাস্তবিক ইন্দ্রাদি দেবতা রূপে আমাকে বেদ বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া যজ্ঞ শেষ সোম পান করত তদ্দ্বারা বিধূত পাপ হইয়া স্বর্গতি প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্য ফল সুরেন্দ্রলোক স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তথায় দেব ভোগ্য উত্তম ভোগ উপভোগ করিতে থাকে। তাহারা প্রার্থিত বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া তাহাদিগের কৃত পুণ্য কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইলে মর্ত্য লোকে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে এবং পুনর্ব্বার তথায় ভোগ কাম ও বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া যাতায়াত লাভ করিতে থাকে। আর যাহারা অনন্য কাম হইয়া আমাকে চিন্তা করত উপাসনা করে, সেই সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ দিগের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা আমিই নির্ব্বাহ করিয়া দিই। হে কুন্তীনন্দন! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা আমাব্যতীত অন্য ইন্দ্রাদি দেবতাকে ভক্তি পূর্ব্বক যজন করে, তাহাদিগেরও আমারই উপাসনা করা হয়, কিন্তু তাহারা মোক্ষ প্রাপক বিধি অনুসারে উপাসনা করে না; আমি যে, সমস্ত যজ্ঞের তত্তৎ দেবতা রূপে ভোক্তা এবং সমুদায় যজ্ঞের ফল দাতা, এরূপে আমাকে যাথার্থ রূপে তাহারা জানে না, এই নিমিত্তেই সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। দেব পূজকেরা দেবলোক, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তিরা পিতৃলোক, বিনায়ক ও মাতৃগণ প্রভৃতি ভুত যাজকেরা ভূত লোক এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল বা জল মাত্র আমাকে প্রদান করে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তি করণক সমর্পিত সেই পত্র পুষ্পাদি আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। হে কুন্তীপুত্র! তুমি ভোজন, হবন, দান বা তপস্যা যে কিছু কর এবং শাস্ত্রত বা স্বভাবত যে কোন কর্ম্ম কর, তৎসমস্তই যাহাতে আমাতে সমর্পিত হয়, এরূপ কর। এরূপ করিলে তুমি কর্ম্ম নিবন্ধন শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে; তাহা হইলে আমার প্রতি কর্ম্ম সমর্পণ রূপ সন্ন্যাস-যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার সমভাব, এই হেতু আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, তবে যে, যাহারা আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকি, ইহা কেবল মদ্বিষয়ক ভক্তিরই মাহাত্ম্য। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সাধু বলিয়া মন্তব্য, কেন না তাহার অধ্যবসায় উত্তম। সুদুরাচার হইলেও আমাকে ভজনা করাতে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়, অনন্তর সুতরাং তাহার চিত্তোপপ্লবের উপরম স্বরূপ পরমেশ্বর-নিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত যে বিনষ্ট হয় না, অপিচ কৃতার্থ হয়, ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার। হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজ কুলে জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা কেবল কৃষি বাণিজ্যাদিতেই নিরত, এবং যাহারা অধ্যয়নাদি রহিত স্ত্রী শূদ্রাদি, তাহারাও যখন আমার সেবা করিলে পরম গতি লাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিসম্পন্ন পুণ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিরা যে পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই সুখ রহিত অনিত্য মর্ত্য লোকে আসিয়া দুর্লভ পুরুষার্থ সাধন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমার প্রতি এক চিত্ত হও, আমার উপাসক হও, আমার পূজা কর, এবং আমাকে নমস্কার কর; এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে মনঃ সমর্পণ করিলে, পরমানন্দ রূপ যে আমি, আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজ গুহ্য যোগ নামে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহু! তুমি আমার বচন দ্বারা প্রীতি লাভ করিতেছ, তোমার হিতাভিলাষে আমি পুনর্ব্বার পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য যাহা বলি-

তেছি, শ্রবণ কর। আমার নানা বিভূতি দ্বারা আবির্ভাব দেব গণ ও মহর্ষিগণও অবগত নহেন, যেহেতু আমি তাঁহাদিগের উৎপত্তি ও বুদ্ধ্যাদি প্রবৃত্তির কারণ; সুতরাং আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে পারে না। যিনি আমাকে জন্ম শূন্য, অনাদি ও লোক-মহেশ্বর জানেন, তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে মোহ রহিত হইয়া সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হন। বুদ্ধি—সারাসার বিবেক নৈপুণ্য, জ্ঞান—আত্ম জ্ঞান, অসংমোহ—অব্যাকুলতা, ক্ষমা—সহিষ্ণুতা, সত্য—যথার্থ ভাষণ, দম—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, শম—অন্তঃকরণ সংযম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, অনুদ্ভব, ভয়, অভয়, অহিংসা—পর পীড়া-নিবৃত্তি, সমতা—রাগ দ্বেষাদি রাহিত্য, তুষ্টি—দৈবাধীন লাভে সন্তোষ, তপস্যা—ইন্দ্রিয় সংযম-পূর্ব্বক শরীর-পীড়ন, দান—ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদির পাত্রে অর্পণ, যশ—সৎকীর্ত্তি, অযশ—দুষ্কীর্ত্তি, এই সকল নানা বিধ ভাব প্রাণীদিগের আমা হইতেই হয়। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বতন সনক প্রভৃতি মহর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনু গণ আমারই প্রভাব ও সংকল্প মাত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি সন্তান ও শিষ্য প্রশিষ্যাদি রূপে এই সকল প্রজা, লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আমার ভৃগু প্রভৃতি এই বিভূতি ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য যাথার্থ ভাবে জানেন, তিনি নিসংশয়-সম্যক্ দর্শী হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমিই সমস্ত জগদুৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই বুদ্ধি, জ্ঞান ও অসংমোহ ইত্যাদি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই রূপ জানিয়া বিবেকী ব্যক্তিরা আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। তাঁহারা মদ্গত চিত্ত ও মদ্গতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্পর ন্যায়োপেত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিয়া ও অন্যকে বোধগম্য করাইয়া মদীয় তত্ত্ব সতত কীর্ত্তন করত সন্তুষ্ট থাকেন ও নির্বৃতি লাভ করেন। এই রূপ মদ্গত-চিত্ত ও প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনাসক্ত সেই ব্যক্তিদিগকে আমি, যে উপায়ে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, এমন বুদ্ধি যোগ প্রদান করি। অনন্তর তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ হেতুই আমি তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া ভাস্বর জ্ঞান দীপ দ্বারা অজ্ঞান-জনিত তম রূপ সংসার বিনাশ করিয়া থাকি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমিই পরম পবিত্র পরমাশ্রয় পরম ব্রহ্ম, যেহেতু ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত ঋষি গণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস, ইহাঁরা তোমাকে নিত্য পুরুষ, দ্যোতনাত্মক, আদি দেব, জন্ম রহিত ও ব্যাপক বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ। হে ভগবন্! যাহা আমাকে বলিতেছ, এ সমস্তই আমি সত্য জ্ঞান করিতেছি। হে পুরুষোত্তম! তোমার আবির্ভাব যে দেবতাদিগের অনুগ্রহার্থে এবং দানবদিগের নিগ্রহার্থে, তাহা না দেবগণই জানেন, না দানবেরাই জানে। হে ভূতভাবন! হে ভূতনিয়ন্তা! হে দেবদেব! হে বিশ্ব পালক! তুমি আপনিই আপনাকে আপনা দ্বারাই জান, অতএব তোমার যে অদ্ভুত আত্ম-বিভূতি সকল, যদ্দ্বারা এই সমুদায় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া তুমি অবস্থান কর, তাহা অশেষ রূপে বলিতে তুমিই যোগ্য। হে যোগিন্! আমি সর্ব্বদা কিপ্রকারে পরিচিন্তা করিয়া তোমাকে জানিতে পারিব, কোন্ কোন্ পদার্থেতে তোমাকে চিন্তা করিব? হে ভগবন্! হে জনার্দ্দন—দেবারি-পীড়ন! তোমার স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তিত্বাদি রূপ যোগ ও বিভূতি পুনর্ব্বার বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন কর, যেহেতু তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।

ভগবান্ কহিলেন, হে কুরুকুল প্রবর! আমার দিব্য বিভূতি বিস্তর, তাহার অন্ত নাই, তন্মধ্যে প্রাধান্য ক্রমে তোমার নিকট কীর্ত্তন করি। হে গুড়াকেশ—জিতনিদ্র! আমি সর্ব্ব ভূতের অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ দ্বারা নিয়ন্তা রূপে অবস্থিত পরমাত্মা। আমি সর্ব্ব ভূতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের হেতু।

আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামে আদিত্য; আমি জ্যোতিষ্মান্ দিগের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মি যুক্ত সূর্য্য; আমি সপ্ত মরুৎ গণের মধ্যে মরীচি নামে মরুৎ; আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী; আমি সমস্ত বেদের মধ্যে সাম বেদ; আমি রুদ্রাদিত্যাদি যাবৎ দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র; আমি একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মন; আমি ভূতগণের চেতনা; আমি একা-দশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর; আমি যক্ষ রাক্ষস দিগের মধ্যে কুবের; আমি অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি এবং যাবৎ পর্ব্বতের মধ্যে মেরু গিরি। হে পার্থ! তুমি আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি জানিবে। আমি সেনাপতি গণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; আমি তাবৎ জলাশয় মধ্যে সাগর; আমি মহর্ষি গণের মধ্যে ভৃগু; আমি বাক্য সকলের মধ্যে প্রণব; আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপ যজ্ঞ; আমি স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয়; আমি বৃক্ষ সমুদায়ের মধ্যে অশ্বত্থ; আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। হে পার্থ! অমৃত নিমিত্তক ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন যে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব ও ঐরাবত নামে হস্তী, তাহাও আমারই বিভূতি এবং আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি জানিবে। আমি আয়ুধ সকলের মধ্যে বজ্র; আমি ধেনু সকলের মধ্যে কাম ধেনু; আমি প্রজা উৎ-পত্তির কারণ কন্দর্প; আমি বিষ বিশিষ্ট সর্পগণের মধ্যে বাসুকি; আমি নির্ব্বিষ সর্প গণের মধ্যে অনন্ত; আমি যাদোগণের মধ্যে বরুণ; আমি পিতৃ গণের মধ্যে অর্য্যমা; আমি নিয়মকারী সকলের মধ্যে যম; আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ; আমি গণনাকারীগণের মধ্যে কাল; আমি পশুগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র; আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়; আমি বেগবানের মধ্যে পবন; আমি শস্ত্রধারী সকলের মধ্যে দাশরথি রাম; আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী। হে অর্জ্জুন! সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা; আমি বাদিগণের তত্ত্ব নিরূপণার্থ কথন রূপ বাদ, অর্থাৎ তাহাও আমার বিভূতি; আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার; আমি সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস; আমি প্রবাহ রূপ অক্ষয় কাল; আমি কর্ম্ম ফল বিধাতার মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা; আমি সংহারক সকলের মধ্যে সর্ব্বহর মৃত্যু; আমি উৎ-কর্ষ-প্রাপ্তি-যোগ্য দিগের তৎ প্রাপ্তির হেতু; আমি নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা, অর্থাৎ এ সকলও আমার বিভূতি; আমি সাম বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম—মোক্ষপ্রতি-পাদক সামবেদ বিশেষ; আমি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী; আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ; আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত; আমি ছলকারীদিগের দ্যূত; আমি তেজস্বীদিগের তেজ; আমি জয়শীল দিগের জয়; আমি উদ্যমশালীদিগের উদ্যম; আমি সা-ত্বিক দিগের সত্ত্ব; আমি বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব; আমি পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমিও আমার বিভূতি; আমি বেদার্থ মননশীল—মুনিদিগের মধ্যে ব্যাসদেব; আমি কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য; আমি দমনকর্ত্তাদিগের দণ্ড অর্থাৎ যদ্দ্বারা অসংযত ব্যক্তিরা সংযত হয়, সেই দণ্ডও আমার বিভূতি; আমি জিগীষু দিগের সামাদি উপায় রূপ নীতি; আমি গোপনীয় বিষয়ের গোপনের হেতু মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান। হে অর্জ্জুন! সমু-দায় ভূতের যে বীজ, তাহাও আমি। আমা ব্যতীত যে, কোন চরাচর বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এমত বস্তুই নাই। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, সুতরাং তৎসমুদায় বলিতে শক্য হয় না, অতএব ঐ বিভূতি-বিস্তার সংক্ষেপে কহিলাম। ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাব বলাদি দ্বারা অতি-শয়িত যে কোন বস্তু, তৎ সমস্তই মদীয় তেজের অংশ-সম্ভূত জানিবে। হে অর্জ্জুন! আমার এই

সকল বিভূতি তোমার পৃথক্ পৃথক্ জানিবার প্রয়োজনই বা কি? যেহেতু এই সমুদায় জগতেই আমি স্বকীয় একাংশ মাত্রে ব্যাপিয়া আছি, আমা ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতি যোগ নামে ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পদ্মপলাশ-লোচন! আমার শোক নিবৃত্তি নিমিত্তে তুমি যে পরমাত্মনিষ্ঠ গোপনীয় আত্মানাত্ম বিবেক বিষয়ক বাক্য বলিলে, তদ্দ্বারা 'আমি হন্তা ও আমা কর্ত্তৃক ইহাঁরা হত হইতেছেন' ইত্যাদি রূপ ভ্রমজ্ঞান আমার বিনষ্ট হইল। তোমা হইতেই যে ভূতগণের সৃষ্টি সংহার হয়, তাহা এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিলাম। হে পরমেশ্বর! তুমি যে রূপ কহিলে, তাহা যথার্থই বটে, তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই, তথাপি হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বীর্য্যাদি সম্পন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে প্রভো! হে যোগিগণের ঈশ্বর! তুমি যদি এমন বোধ কর যে, আমি ত্বদীয় রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে তোমার অব্যয় পরমাত্ম রূপ আমাকে দর্শন করাও।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমার শুক্ল কৃষ্ণাদি নানা বর্ণাকৃতি অপরিমিত অলৌকিক নানা প্রকার রূপ দর্শন কর। হে ভারত! আমার দেহ মধ্যে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমার দ্বয় ও মরুৎগণকে দর্শন কর; বহুবিধ অদ্ভুত রূপ, যাহা তুমি বা অন্য কেহ কখন পূর্ব্বে দর্শন করে নাই, তাহা নিরীক্ষণ কর। হে গুড়াকেশ! আমার এই দেহ মধ্যে একত্র স্থিত সচরাচর সমুদায় জগৎ ও তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, অধুনা দর্শন কর। পরন্তু তুমি এই চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তোমাকে অলৌকিক জ্ঞান চক্ষু দিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য রূপ ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এই রূপ কহিয়া তৎ পরে অনেক মুখ বিশিষ্ট, অনেক নয়ন যুক্ত, অনেক প্রকার অদ্ভুত-দর্শন, অনেক দিব্যাভারণ সমন্বিত, উদ্যত অনেক দিব্যায়ুধ ধারী, দিব্য মাল্য ও অম্বর পরিধায়ী, দিব্য গন্ধানুলেপন চর্চ্চিত, সর্ব্ব প্রকার আশ্চর্য্য ময়, সর্ব্বতোমুখ—সর্ব্বভূতাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, দ্যোতনাত্মক, পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করাইলেন। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা এক কালে উত্থিত হয়, সেই প্রভা সেই বিশ্ব রূপ মহাত্মার রূপের কথঞ্চিৎ সদৃশী হইতে পারে। পাণ্ডু-নন্দন অর্জ্জুন তখন সেই দেবদেবের শরীরে একত্র স্থিত দেব পিতৃ মনুষ্যাদি ভেদে অনেকধা বিভক্ত কৃৎস্ন জগৎ দর্শন করিলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াপন্ন, লোমাঞ্চিত কলেবর ও নত মস্তক হইয়া সেই দেবকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! তোমার দেহে আদিত্যাদি দেবতা, জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণ, দিব্য ঋষিগণ, দিব্য উরগগণ ও তাহাদিগের নিয়ন্তা পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! আমি তোমাকে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্র বিশিষ্ট দেখিতেছি, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতে পাইতেছি না, সর্ব্বত্র অনন্ত রূপ দেখিতেছি; তোমাকে কিরীটী, গদাধারী, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্, তেজোরাশি, প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্য সদৃশ দ্যুতিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য, অনিশ্চেয়-রূপ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি; তোমাকে অক্ষর পরব্রহ্ম, মুমুক্ষুদিগের জ্ঞাতব্য, এই জগতের পরম নিধান, নিত্য, নিত্য ধর্ম্মের পালক ও সনাতন পুরুষ মনে করিতেছি এবং তোমাকে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় রহিত, অনন্ত প্রভাব, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্য রূপ নেত্র দ্বয়ে সমন্বিত, দীপ্তাগ্নি সদৃশ মুখ বিশিষ্ট ও স্বকীয় তেজ দ্বারা এই জগতে সন্তাপকারী দেখিতেছি। তুমি একাকী দ্যুলোক ও মর্ত্যলোকের

অন্তর্বর্ত্তী অন্তরীক্ষ ও সর্ব্ব দিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া ত্রিভুবন ভীত হইয়াছে। এই সমস্ত দেবগণ, যাঁহারা ভূভার অবতরণের নিমিত্তে পৃথিবীতে মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া যোদ্ধা রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তোমাতে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তোমাকে স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ, জগতের স্বস্তি হউক, এই রূপ বলিয়া সম্পূর্ণ স্তুতি বাক্য দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনী-কুমার দ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, বিরোচনাদি অসুরগণ ও সিদ্ধগণ, ইহাঁরা সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে মহাবাহু! তোমার বহু মুখ, নেত্র, বাহু, উদর, ঊরু ও পদ বিশিষ্ট এবং বহু দংষ্ট্রা দ্বারা বিকৃত মহৎ রূপ দেখিয়া লোক সকলে যেমন অতিভীত হইয়াছে, আমিও সেই রূপ অতি ভীত হইয়াছি। হে বিষ্ণু! তোমাকে অন্তরীক্ষ-ব্যাপী, তেজঃ-পুঞ্জ, নানা-বর্ণ, ব্যাত্তানন ও প্রদীপ্ত-বিশাল-নেত্র দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অতি ভীত হইয়াছে, আমি ধৈর্য্য ও উপশম লাভ করিতে পারিতেছি না। হে দেবেশ্বর! তোমার প্রলয়াগ্নি-সদৃশ দংষ্ট্রা-করাল বহু মুখ দেখিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, আমি সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না; হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। দেখিতেছি, জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজগণের সহিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধা শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ত্বরমাণ হইয়া, তোমার অনেক দংষ্ট্রা দ্বারা যে বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখ সকল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিত-মস্তক হইয়া তোমার দন্ত-সন্ধি-স্থল মধ্যে বিলগ্ন হইতেছেন। যে প্রকার নদী সকলের বহুল জল বেগ সমুদ্রে অভিমুখ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, সেই রূপ এই নরবীর লোক সকল তোমার সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্যমান মুখ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। পতঙ্গগণ যে রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক সমৃদ্ধ-বেগ হইয়া মরণের নিমিত্ত জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, ইহাঁরাও সেই রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক কৃতোৎসাহ হইয়া মৃত্যু নিমিত্তেই তোমার মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। হে বিষ্ণু! তুমি প্রজ্বলিত বদন সকল দ্বারা চতুর্দ্দিকে সমগ্র লোককে গ্রাস করত অতিশয় রূপে ভক্ষণ করিতেছ। তোমার দীপ্তি, বিস্ফুরণ দ্বারা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত ও তীব্র হইয়া সন্তাপ প্রদান করিতেছে, অতএব উগ্ররূপ তুমি কে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। হে দেববর! তোমাকে আমার নমস্কার; তুমি আমার নিকট প্রসন্ন হও। কি নিমিত্তই বা তোমার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না; তুমি আদি পুরুষ হইবে, তোমাকে বিশেষ রূপে আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

ভগবান্ কহিলেন, আমি লোক ক্ষয়কর প্রবৃদ্ধ কাল, লোক সংহার নিমিত্তে অধুনা প্রবৃত্ত হইয়াছি; যে সকল যোদ্ধা পৃথক্ পৃথক্ অনীক মধ্যে অবস্থিত হইয়াছেন, তোমা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের কেহ জীবিত থাকিবেন না, অতএব হে সব্যসাচী! তুমি উঠ; যশ লাভ কর; শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্ব্বেই এই সকল লোককে নিহতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধারা যখন আমা কর্ত্তৃক নিহতপ্রায় হইয়াছেন, তখন তুমি ইহাদিগকে হনন করিতে সন্তাপিত হইও না, হনন কর; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, শত্রু জয়ী হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, কিরীটী, কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পমান, সাতিশয় ভীত, অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক গদ্গদ বাক্যে কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার

মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ যে প্রহৃষ্ট ও অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, রাক্ষস সকল যে ভীত হইয়া দিগ্ দিগন্তর পলায়ন করে এবং যোগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি সিদ্ধ ব্যক্তি সকল যে প্রণত হন, তাহা উপযুক্তই বটে। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধগণ কি হেতু তোমাকে নমস্কার না করিবেন, যেহেতু তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহা হইতেও গুরুতর। তুমি, সৎ—ব্যক্ত, তুমি অসৎ—অব্যক্ত এবং এ উভয়ের মুল কারণ যে ব্রহ্ম, তাহাও তুমি। হে অনন্ত রূপ! তুমি আদি দেব, পুরুষ—দেহশায়ী ও চিরন্তন; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, বিশ্ব জ্ঞাতা এবং যে কোন বেদ্য বস্তু, তৎ সমুদায়ও তুমি; পরম ধাম যে বিষ্ণুপদ, তাহাও তুমি এবং তোমা কর্ত্তৃকই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ও পিতামহ প্রজাপতি, এ সকলই তুমি; তুমি পিতামহ ব্রহ্মা এবং তাঁহারও জনক, অতএব. তুমি প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্র নমস্কার, তোমাকে পুনঃ পুন সহস্র নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে পূর্ব্ব দিগে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাৎ দিগে নমস্কার, তোমাকে সর্ব্ব দিকেই নমস্কার। তোমার অনন্ত সামর্থ্য ও অপরিমিত পরাক্রম; তুমি জগতের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, অতএব তুমি সমুদায় পদার্থ স্বরূপ। হে অচ্যুত! আমি তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয় হেতু তোমাকে সখা মনে করিয়া অভিভব করত "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!" এই রূপ বাক্য যে কহিয়াছি, এবং তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমাকে সখাগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন বা ভোজনে পরিহাস নিমিত্ত যে পরিভব করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে অনুপম প্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর, অতএব ত্রিভুবন মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, তবে আর তোমা অপেক্ষা মহান্ কেহ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তুমি জগতের নিয়ন্তা ও স্তবনীয়, অতএব হে দেব! আমি শরীরকে দণ্ডবৎ নিপাতিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, যে প্রকার পুত্রের অপরাধ পিতা, সখার অপরাধ সখা এবং প্রিয় জনের অপরাধ প্রিয় ব্যক্তি ক্ষমা করে, সেই রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও। হে দেবেশ! হে জগতের নিবাস ভূমি! তোমার এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি এবং ভয়েতে ও আমার মন বিচলিত হইয়াছে, অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্ব রূপ আমাকে দর্শন করাও। আমি তোমাকে পূর্ব্ববৎ কিরীট-যুক্ত গদা ও চক্র ধারী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে সহস্র বাহু! হে বিশ্বমূর্ত্তি! তুমি এই বিশ্ব রূপ উপসংহার করিয়া সেই চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হও।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্তে ভয় পাইতেছ? আমি প্রসন্ন হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্য সামর্থ্য হেতু এই আদিভূত বিশ্বাত্মক অনন্ত তেজোময় রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম, যাহা তোমা ব্যতীত অপর কেহ কখন দর্শন করে নাই। হে কুরু-প্রবীর! বেদ ও যজ্ঞ বিদ্যার অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও চান্দ্রয়ণাদি উগ্র তপস্যা দ্বারাও মর্ত্ত্য লোক মধ্যে তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও আমার এই রূপ দর্শন করিতে সামর্থ্য হয় না। আমার ঈদৃশ ঘোর রূপ দেখিয়া তোমার ভয় ও মোহ ভাব হইতেছে, অতএব যাহাতে তাহা না হয়, এই নিমিত্তে তোমাকে সেই রূপ দেখাইতেছি, তুমি বীত-ভয় ও প্রীতচিত্ত হইয়া তাহাই দর্শন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব, অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া ঐ রূপ বলিয়া প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক যে রূপে পূর্ব্বে ছিলেন, সেই স্বকীয় রূপ পুনর্ব্বার দেখাইলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এই ক্ষণে আমি

তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম, আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার সেই বিশ্বরূপ যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহা নিতান্তই দৃষ্টি করিতে অশক্য, দেবতারাও সর্ব্বদা সেই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। হে পরন্তপ! তুমি যেরূপ আমাকে দেখিয়াছ, এবম্বিধ রূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ করিয়াও কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু মদেক-নিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা আমার সেই বিশ্বরূপ পরমার্থত জ্ঞাত হইতে, শাস্ত্রত প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাদাত্ম্য ভাবে তাহাতে প্রবেশ করিতে শক্য হয়। হে পাণ্ডব! যিনি আমার নিমিত্তেই কর্ম্ম করেন ও আমারই আশ্রিত এবং যাঁহার আমাতেই পুরুষার্থ জ্ঞান, পুত্রাদিতে আসক্তি রাহিত্য ও সর্ব্ব ভূতে নির্ব্বৈর ভাব, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

বিশ্বরূপ দর্শন নামে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, এই রূপে তোমাতে কর্ম্ম সমর্পণাদি দ্বারা ত্বন্নিষ্ঠ হইয়া যে ভক্তেরা, বিশ্ব স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ যে তুমি, তোমাকে উপাসনা করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এই উভয় গণের মধ্যে কাহারা অতি শ্রেষ্ঠ যোগজ্ঞ?

ভগবান্ কহিলেন, যাহারা বিশ্ব স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান্ যে আমি, আমাতে মনঃ সমাবেশ করিয়া আমার নিমিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা মন্নিষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে উপাসনা করে, তাহাদিগকেই আমার মতে যুক্ততম জানিবে। আর যাহারা সর্ব্ব প্রাণি হিতে রত ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযম পূর্ব্বক ধ্রুব স্পন্দন-রহিত মায়া-প্রপঞ্চে অধিষ্ঠাতা অচিন্তনীয় সর্ব্বত্র-ব্যাপী অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরকে ধ্যান করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিশেষ এই যে সেই অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী দিগের অব্যক্তে নিষ্ঠা অতি কষ্টে সংঘটিত হয়। আর যাহারা মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অনন্য যোগ অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত ভক্তি-যোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করত উপাসনা করে, হে পার্থ! সেই আমার প্রতি আবেশিত-চিত্ত ব্যক্তি দিগকে মৃত্যু-যুক্ত সংসার সাগর হইতে আমি অচির কালেই উদ্ধার করিয়া থাকি, অতএব তুমি আমাতে মনঃ স্থির কর ও আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত কর; তাহা হইলে তুমি এই দেহান্তে আমাতে নিবাস করিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই।

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে আমার অনুস্মরণ রূপ অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাসেও অশক্ত হও, তবে আমার প্রীতি নিমিত্তে যে সকল কর্ম্ম, তদনুষ্ঠান-পরায়ণ হও; ঐ রূপ কর্ম্ম সকল আমার নিমিত্তে করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার শরণাপন্ন ও যত-চিত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকলের ফল ত্যাগ কর। সম্যক্ জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তি সহিত উপদেশ পূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান পূর্ব্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা অপেক্ষাও যথোক্ত রীতি পূর্ব্বক কর্ম্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ হয়; এই রূপ কর্ম্ম ফলে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে পর সংসার শান্তি হয়। উত্তম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ-শূন্য, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, এমন কি সকল প্রাণীরই অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, লাভ কি অলাভে সুপ্রসন্নচিত্ত, প্রমাদ-শূন্য, সংযত স্বভাব এবং মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এই রূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন না হয়, যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন

এবং যিনি স্বকীয় ইষ্ট লাভে উৎসাহ, অন্যের ইষ্ট লাভে অসহিষ্ণুতা, ত্রাস ও ভয়াদি নিমিত্তক চিত্ত ক্ষোভ, এ সকল হইতে বিমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্তর্বাহ্যে শৌচ-সম্পন্ন, নিরলস, পক্ষপাত রহিত, আধি শূন্য এবং দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উদ্যম-ত্যাগী, এই রূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট না হন, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে দ্বেষ, ইষ্ট বিষয় বিনাশে শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন, এই রূপ মদ্ভক্ত যিনি, তিনিই আমার প্রিয়। এবং শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ. সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, কিছুতেই আসক্ত না হন, স্তুতি নিন্দায় তুল্য-ভাব, সংযত বাক্, যে কোন রূপে যথা লাভে সন্তুষ্ট, নিয়ত বাস শূন্য ও ব্যবস্থিত চিত্ত, এই রূপ ভক্তিমান্ যে মনুষ্য, সেই আমার প্রিয়। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া এই যথোক্ত ধর্ম্ম রূপ অমৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তেরা আমার অতীব প্রিয় হন।

ভক্তি যোগ নামে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র! এই ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা এই শরীর সংসারের প্ররোহ ভূমি স্বরূপ। এই শরীরকে যিনি জানেন অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই রূপ যাঁহার জ্ঞান হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় তত্ত্ব-বেত্তা ব্যক্তিরা তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। হে ভারত! আমাকেই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক যে জ্ঞান, আমার মতে সেই জ্ঞানই জ্ঞান, কেননা তাহাই মোক্ষের হেতু। সেই ক্ষেত্র যেরূপ জড় চৈতন্যাদি-স্বভাবক, যেরূপ ইচ্ছাদি বিশিষ্ট, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকার যুক্ত, যেরূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাধীন উৎপন্ন এবং যেরূপ স্থাবর জঙ্গমাদি প্রভেদে বিভিন্ন; আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যেরূপ ও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যোগ দ্বারা যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন, তাহা তুমি সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ঋক্ প্রভৃতি বেদে বিবিধ ছন্দ, মন্ত্র ও সংশয় রহিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক পদ দ্বারা বিবিক্ত রূপে বহুধা নিরূপিত হইয়াছে। ভূমি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, তৎ কারণভূত অহঙ্কার, জ্ঞা-নাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্র এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সংহতি, মনো-বৃত্তি চেতনা ও ধৈর্য্য, এই কএক টি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম। স্বগুণ-শ্লাঘা রাহিত্য, দম্ভ শূন্যতা, পরপীড়া বর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, অকুটিলত্ব, সদ্গুরু-সেবন, বাহিরে মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা প্রক্ষা-লন ও অন্তরে রাগাদি মল ত্যাগ রূপ শৌচ, সৎপথ প্রবৃত্তিতে এক নিষ্ঠতা, শরীর সংযম, ইহ পর লোকে ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি জন্য দুঃখ রূপ দোষ দর্শন, পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগ, অনভিষ্বঙ্গ অর্থাৎ উহা-দিগের সুখে সুখানুভব ও দুঃখে দুঃখানুভব ইত্যাদি রূপ অধ্যাস রাহিত্য, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সম-ভাব, আমাতে সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি, চিত্ত-প্রসাদকর স্থানে অবস্থিতি, প্রাকৃত জন সমাজে বিরতি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্তক মোক্ষের আলোচন, এ সকল জ্ঞানসাধন এবং ইহার বিপরীত স্বগুণ-শ্লাঘা ও দাম্ভিকতা ইত্যাদি সকল, জ্ঞান-বিরোধী বলিয়া কথিত হই-য়াছে।

উক্ত জ্ঞানসাধন সকল দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার আদি নাই, সেই ব্রহ্ম আমার নির্ব্বি-শেষ রূপ। তাঁহাকে, প্রমাণের বিষয় যে সৎবস্তু, এবং নিষেধের বিষয় যে অসৎ বস্তু, এ উভয় হইতে

অতিরিক্ত বলা যায়। তাঁহার হস্ত সর্ব্বত্র, তাঁহার চরণ সর্ব্বত্র, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনি লোকে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণি-বৃত্তি হস্ত পদাদি উপাধি দ্বারা সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ রূপে অবস্থিত আছেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের বিষয় সকলের প্রকাশক এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সঙ্গ শূন্য অথচ সকলের আধার। তিনি সত্ত্বাদি গুণ রহিত ও তাহাদিগের উপলব্ধা। তিনি স্বকার্য্য চরাচর সকলের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করেন। তিনি স্থাবর ও জঙ্গম, যেহেতু তিনি সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডলাদির উপাদান কারণ সুবর্ণের ন্যায় স্থাবর ও জঙ্গমের উপাদান কারণ। তাঁহার রূপাদি না থাকাতে সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অবিদ্বানের দূরস্থ ও বিদ্বানের নিত্য সন্নিহিত। তিনি স্থাবর জঙ্গমে কারণ রূপে অভিন্ন থাকিয়াও কার্য্য ভেদে বিভিন্ন রূপে স্থিতি করেন। তাঁহাকে ভূত গণের স্থিতি কালে পোষণকারী, প্রলয় কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টি কালে নানা কার্য্য ভেদে উৎপত্তিশীল জানিবে। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থের জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। তিনি অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত। তিনি রূপ রসাদি বিষয়াকারে জ্ঞেয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বগুণ-শ্লাঘা-রাহিত্যাদি জ্ঞান-সাধন গুণ-সকল দ্বারা প্রাপ্য, এবং তিনিই প্রাণি মাত্রের হৃদয়ে অপ্রচ্যুত ও নিয়ন্তা রূপে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই তোমাকে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে কহিলাম। পূর্ব্বোক্ত মদ্ভক্ত ব্যক্তি ইহা জানিয়া মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনাদি জানিবে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদি ও সুখ দুঃখ মোহাদিকে প্রকৃতি-সম্ভূত জানিবে। কপিলাদি মুনিরা প্রকৃতিকে শরীর ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নির্ব্বাহক এবং পুরুষকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখ দুঃখ ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পুরুষ প্রকৃতি-কার্য্য দেহে তাদাত্ম্য ভাবে থাকেন, এই হেতু তিনি প্রকৃতি জনিত সুখ দুঃখাদি উপভোগ করেন। সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়ের সংসর্গই দেব তির্য্যক্ প্রভৃতি সৎ ও অসৎ জন্মের প্রতি কারণ। তিনি প্রকৃতি কার্য্য দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্ থাকেন, যে হেতু শ্রুতিতে তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি এই রূপে পুরুষকে ও সুখ দুঃখাদি রূপ পরিণামের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কেহ কেহ মনে আত্মাকার প্রত্যয় দ্বারা দেহ মধ্যেই সেই আত্মাকে দেখেন; তাঁহারা উত্তম অধিকারী। কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য আলোচন রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা মধ্যম অধিকারী। কেহ কেহ ঈশ্বরার্পণ নিমিত্তক অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা অধম অধিকারী। অপর কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত সাধন না জানিয়া অন্যান্য আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে চিন্তন করে, তাহারা অত্যধম অধিকারী। তাহারাও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে ভরতেন্দ্র! স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎ সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগাধীন অবিবেক কৃত আত্মাধ্যাসে হইয়া থাকে জানিবে, কিন্তু যিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতে পরমাত্মাকে সমান ভাবে অবস্থিত ও সেই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে তাঁহাকে অবিনষ্ট দেখেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী। তিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র অপ্রচ্যুত রূপে অবস্থিত দেখিয়া আত্মা দ্বারা সচ্চিদানন্দ রূপ আত্মাকে তিরস্কার করিয়া বিনাশ করেন না, সেই হেতুই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যিনি, দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকারে করেন,

এবং আত্মার দেহাভিমান দ্বারাই কর্তৃত্ব, কিন্তু স্বরূপত অকর্তৃত্ব দেখেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী। যখন স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের পৃথক্ ভাব এক আত্মাতেই প্রলয় কালে অবস্থিত এবং সৃষ্টি কালে তাঁহা হইতেই উহাদিগের উৎপত্তি দেখেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হন। হে কুন্তীনন্দন! যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার আদি আছে; যাহার গুণ আছে, সেই গুণের বিনাশ হইলে তাহারও ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু এই পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, একারণ ইনি অনাদি; এবং ইহাঁর কোন গুণও নাই যে তাহার কখন বিনাশ হইবেক, অতএব ইনি অব্যয় অর্থাৎ অবিকারী; সুতরাং ইনি শরীরে স্থিত হইয়াও কিছু মাত্র কর্ম্ম করেন না ও কোন কর্ম্ম ফলে লিপ্তও হন না। যে প্রকার আকাশ সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত প্রস্তর ও পঙ্ক প্রভৃতি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা উত্তম, মধ্যম বা অধম, সর্ব্ব প্রকার দেহে অবস্থিত হইয়াও দৈহিক গুণ দোষে লিপ্ত হন না। হে ভারত! যে রূপ এক রবি এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেই রূপ ক্ষেত্রী এক পরমাত্মা সমুদায় জগৎকে প্রকাশ করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না। যাঁহারা বিবেক জ্ঞান চক্ষু দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং যাহা ভূত-প্রকৃতি পূর্ব্বে কথিত হইল, তাহা হইতে মোক্ষোপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারা পরমার্থ তত্ত্ব ব্রহ্ম লাভ করেন।

প্রকৃতি পুরুষ যোগ নামে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! পুনর্ব্বার তোমাকে তপঃ কর্ম্মাদি জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ সকলের মধ্যে উত্তম উপদেশ বলিতেছি, যাহা জানিয়া সমুদায় মুনিরা এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপদেশ আশ্রয় করিলে লোকে মৎস্বরূপ লাভ করত সৃষ্টি কালেও জন্মে না এবং প্রলয় কালেও দুঃখানুভব করে না অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। হে ভারত! দেশ ও কালে অপরিচ্ছিন্ন, স্বকার্য্য বৃদ্ধির হেতু ও গর্ব্ভাধান স্থান যে আমার প্রকৃতি, তাহাতে পরমেশ্বর রূপ আমি জগৎ বিস্তারের হেতু চিদাভাস নিহিত করিয়া থাকি অর্থাৎ প্রলয় কালে আমাতে লীন যে সকল অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মানুশায়ী ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহাদিগকে সৃষ্টি কালে ভোগোপযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করি; এই রূপ গর্ব্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্ত্তির সেই প্রকৃতিই গর্ব্ভাধান স্থান, আমিই তাহাতে সেই সকল মূর্ত্তির পিতা রূপে বীজ প্রদান করিয়া থাকি। হে মহাবাহু! প্রকৃতি জন্য দেহে আসক্ত যে চিদংশ জীব, তিনি স্বরূপত অবিকারী হইলেও প্রকৃতি জনিত সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ, তাঁহাকে সুখ দুঃখ মোহাদিতে সংযুক্ত করে। হে নিষ্পাপ! উক্ত গুণ ত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশক ও শান্ত ভাবাপন্ন, এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ তাহার স্ব কার্য্য সুখ সঙ্গ ও জ্ঞান সঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ হইতে দেহাভিমানী জীব, 'আমি সুখী, আমি জ্ঞানী,' এই রূপ মনোধর্ম্মে সংযুক্ত হয়। হে কুন্তীনন্দন! রজ গুণকে অনুরাগ রূপ জানিবে; উহা হইতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহা দেহী জীবকে স্বর্গাদি ফল জনক কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে। হে ভারত! তম গুণকে আবরণ শক্তি বিশিষ্ট প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে; সুতরাং উহা জীব মাত্রেরই ভ্রান্তি জনক হইয়া থাকে; অতএব উহা অনবধান, আলস্য ও নিদ্রাতে জীবকে আবদ্ধ করে। হে ভারত! পুরুষকে সত্ত্বগুণ সুখে অভিমুখ, রজগুণ কর্ম্মে অভিমুখ এবং তম গুণ সদুপদেশ জন্য জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া আলস্যাদিতে সংযুক্ত করে।

হে ভরত-নন্দন! সত্ত্ব গুণ অদৃষ্ট বশত রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-সুখাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে; রজ গুণ অদৃষ্ট বশত সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-তৃষ্ণা-সঙ্গাদিতে পুরুষকে সংযুক্ত করে, এবং তম গুণও অদৃষ্ট বশত সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া জন্মে, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-প্রমাদ আলস্যাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে। যখন এই ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে শব্দাদি প্রকাশ রূপ জ্ঞান হয়, তখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি জানিবে, এবং সুখাদি লক্ষণ দ্বারাও সত্ত্ব গুণকে বর্দ্ধিত বোধ করিবে। হে ভরত-কুল-পাবন! রজ গুণ বর্দ্ধিত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মের উদ্যম, অনুপশম অর্থাৎ ইহা করিয়া উহা করিব ইত্যাদি সংকল্প বিকল্পের অনুপরম ও স্পৃহা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। হে কুরু-নন্দন! তম গুণ বর্দ্ধিত হইলে বিবেক ভ্রংশ, অনুদ্যম, কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুসন্ধানাভাব ও মিথ্যাভিনিবেশ, এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি সত্ত্ব গুণ বর্দ্ধিত হইলে জীব মরে, তবে হিরণ্যগর্ব্ভাদির উপাসক দিগের ভোগ্য যে প্রকাশময় লোক, তাহা প্রাপ্ত হয়। বর্দ্ধিত রজ গুণে জীব মৃত হইলে, কর্ম্মাসক্ত মর্ত্ত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বর্দ্ধিত তম গুণে জীব মরিলে, পশু প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। কপিলাদি ঋষিগণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান কহিয়াছেন। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল নির্ম্মল সুখ; রজ হইতে লোভ জন্মে, এই হেতু তাহার ফল কর্ম্ম জন্য দুঃখ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল অজ্ঞানের কার্য্য হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণশীল পুরুষেরা সত্ত্বোৎকর্ষ তারতম্যানুসারে মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি লোক অবধি উত্তরোত্তর সত্য লোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। রজ গুণাবলম্বী পুরুষেরা তৃষ্ণা-দিতে সমাকুল হইয়া মনুষ্য লোকে গমন করে এবং জঘন্য তম গুণাশ্রিত প্রমাদ-মোহাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তমো-বৃত্তির তারতম্যানুসারে তামিস্রাদি নিরয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন যিনি বিবেক পূর্ব্বক বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া না দেখেন এবং তদ্ব্যতিরিক্ত তৎ সাক্ষী রূপ আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। দেহাদি রূপে পরিণত উক্ত গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করিলে, সেই গুণ ত্রয় জনিত জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! কি রূপ লক্ষণ সকল দ্বারা এবং কি আচার ও কি উপায়েই বা উক্ত গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়?

ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! যিনি সত্ত্ব গুণের কার্য্য-প্রকাশ রূপ জ্ঞান, রজ গুণের কার্য্য-প্রবৃত্তি, তম গুণের কার্য্য-মোহ ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহাতে দুঃখ জ্ঞান করিয়া দ্বেষ না করেন; ঐ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য নিবৃত্ত হইলে তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না করেন; উদাসীনের ন্যায় স্থিত হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্য্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচলিত না হন; ‘গুণ সকলই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই’ এই রূপ বিবেক জ্ঞান পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, কিছুতেই টলেন না; স্ব-রূপে অবস্থান করেন; সুতরাং যাঁহার সুখ ও দুঃখে সমভাব; লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান; প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্য বোধ; আপনার স্তুতি ও নিন্দায় তুল্য দৃষ্টি; মান ও অপমানে সম-চিত্ততা; মিত্র-পক্ষ ও শত্রু-পক্ষে অভিন্ন ভাব এবং যিনি সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল জনক কর্ম্ম বিষয়ক উদ্যম পরিত্যাগী; এতাদৃশ আচার-সম্পন্ন ধীর ব্যক্তিকে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অতীত বলা যায়। যিনি একান্ত

ভক্তি যোগ দ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি ঐ সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব মোক্ষের যোগ্য হন; যেহেতু আমি অবিনাশী, অবিকারী, নিত্য, জ্ঞান-যোগ-প্রাপ্য ও আনন্দ-স্বরূপ অব্যভিচারী ব্রহ্মের স্থান।

গুণ-ত্রয়ের বিভাগ যোগ নামে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন, শ্বঃ এই শব্দের অর্থ প্রভাত কাল, এই শ্বঃ শব্দের সহিত স্থিতি অর্থ বোধক স্থা ধাতুর যোগে 'শ্বত্থ' এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া, প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবেক, এই অর্থ বুঝায়, অতএব যাহার প্রভাত পর্য্যন্তও থাকিবার নিশ্চয় নাই, তাহাকে অশ্বত্থ বলা যায়; সংসারকে প্রভাত পর্য্যন্তও স্থায়ী বলা যায় না, এই নিমিত্তে বেদে ইহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলেন। ইহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা; ইহার শাখা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি জীব; ইহার পত্র সকল জীবের আশ্রয়-ছায়া রূপ কর্ম্ম-ফল-প্রতিপাদক বেদ অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ইহা সেবনীয়; ইহা প্রবাহ রূপে চির কাল চলিয়া আসিতেছে, এই হেতু ইহাকে অব্যয়ও বলা যায়; যিনি সংসারকে এই রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানেন, তিনি বেদার্থ জানেন। পুণ্যবান্ জীব সকল দেবাদি যোনিতে বিস্তারিত হন, তাঁহারা এই সংসার বৃক্ষের ঊর্দ্ধগত শাখা এবং দুষ্কৃতবান্ জীব সকল পশ্বাদি যোনিতে বিস্তারিত হইয়া থাকে, তাহারা অধঃস্থ শাখা। ঐ শাখা সকল জল-সেচন রূপ সত্ত্বাদি গুণ-বৃত্তি দ্বারা বর্দ্ধিত ও শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি সংযুক্ত রূপ রসাদি বিষয় দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইহার প্রধান মূল, ভোগ বাসনা সকল ইহার অন্তরাল মূল রূপে অনুপ্রবিষ্ট। ঐ অন্তরাল মূল সকল হইতেই মর্ত্ত্য লোকে জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সংসার-স্থিত প্রাণীরা সংসার বৃক্ষের উক্ত প্রকার ঊর্দ্ধমূল উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহার অন্ত বা আদিও বোধগম্য করিতে পারে না এবং ইহা কি প্রকারে স্থিতি করে, তাহাও বুঝিতে পারে না। এই সংসার বৃক্ষের অবচ্ছেদ নাই এবং ইহা অনর্থকর, এই হেতু এই বদ্ধমূল বৃক্ষকে অসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মমতা ত্যাগ ও সম্যক্ বিচার রূপ দৃঢ় শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া "যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদ্য পুরুষের শরণাপন্ন হই" এই প্রকারে এই সংসার বৃক্ষের মূলীভূত সেই বিষ্ণুপদকে অন্বেষণ করিবে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। মনুষ্যেরা অহঙ্কার ও মোহ বিহীন, পুত্রাদি সঙ্গদোষ বিজয়ী, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ, নিবৃত্ত কাম ও সুখ দুঃখ জনক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিমুক্ত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। যে পদে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধাম অব্যয় পদ, আমি যে বিষ্ণু, আমার পদ; সে ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না।

আমারই অংশ অবিদ্যা বশত সর্ব্বদা সংসারী ও জীব রূপে প্রসিদ্ধ; সেই জীবের শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন ও অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি, সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে, সেই জীব পুনর্ব্বার জীব লোকে সংসার উপভোগ নিমিত্তে উহাদিগকে আকর্ষণ করেন। যখন কর্ম্ম বশত শরীরান্তর প্রাপ্ত হন, তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সেই দেহাদি-স্বামী জীব সেই শরীর হইতে, বায়ুর কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণের ন্যায়, উক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া শরীরান্তরে গমন করেন। তিনি অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করেন। বিমূঢ় ব্যক্তিরা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনকারী বা সেই দেহেই অবস্থিত বা বিষয় ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু ব্যক্তিরাই দেখিতে

পান। ধ্যানাদি দ্বারা যত্নবন্ত কোন কোন যোগীরা সেই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন; পরন্তু অশুদ্ধ-চিত্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা যত্নবন্ত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যে আদিত্য-গত তেজ, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছে, এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে; আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বল দ্বারা চরাচর ভূত সকল ধারণ করি; আমি রসময় সোম হইয়া ব্রীহি যবাদি ওষধি সকল পোষণ করি; আমি প্রাণীদিগের দেহ মধ্যে জঠ-রাগ্নি রূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত চর্ব্ব্য চো-ষ্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি; আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে প্রবিষ্ট থাকি, এই হেতু আমা হইতেই তাহাদিগের স্মরণ, ইন্দ্রিয়-সংযোগ জন্য জ্ঞান ও উহাদিগের অপায়ও হইয়া থাকে, এবং আমিই সমস্ত বেদ দ্বারা বেদ্য, বেদান্ত কর্ত্তৃ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও বেদার্থ বেত্তা।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত তাবৎ শরীরকে ক্ষর ও দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি অবস্থান করেন, বিনষ্ট হন না; তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া বিবেকীরা কহিয়া-ছেন। ঐ ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; যিনি নির্ব্বিকার ও নিয়ন্তা রূপে ত্রিলোকে আবিষ্ট হইয়া সমুদায় পালন করিতে-ছেন। যেহেতু আমি নিত্য মুক্ত স্বভাব হেতু জড় জগৎ হইতে অতিক্রান্ত এবং নিয়মকারিত্ব হেতু চেতন বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইতেছি। হে ভারত! যিনি এই রূপ উক্ত প্রকারে নিশ্চিত-মতি হইয়া, আমি যে পুরুষোত্তম, আমাকে জানেন, তিনি সর্ব্ব প্রকারে আমাকেই জানেন; সেই হেতুই তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন। হে ব্যসন-শূন্য ভরত-নন্দন! এই প্রকারে অতি রহস্য এই শাস্ত্র তোমাকে আমি কহিলাম, মনুষ্য ইহা জানিলে সম্যগ্ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়।

পুরুষোত্তম যোগ নামে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে ভারত! অভয়, চিত্ত প্রস-ন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে নিষ্ঠা, দান, দম, দর্শপৌর্ণ-মাসাদি যজ্ঞ, ব্রহ্ম যজ্ঞাদি, শরীর সংযমাদি, অকুটি-লতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদাস্য, চিত্তোপ-রতি, পরোক্ষে পরদোষের অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, অলোভ, মৃদুতা, অকার্য্য প্রবৃত্তিতে লোক লজ্জা, ব্যর্থ কর্ম্মের অননুষ্ঠান, প্রাগল্ভ্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচিতা, অবিদ্রোহ ও আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া অভিমান না করা, এ সকল, দৈবী—সাত্ত্বিকী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত পুরুষের হই-য়া থাকে; এবং দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প, ধন বিদ্যাদি নিমিত্তক চিত্তৌৎসুক্য, অভিমান—আপনাকে পূজ্য বলিয়া বোধ করা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক, এ সকল, আসুরী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে। হে পার্থ! দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের নিমিত্তে এবং আসুরী সম্পদ্ সংসারের নিমিত্তে হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ্-অভিমুখে জন্মিয়াছ, অতএব তুমি শোক করিও না।

হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দৈব বিষয় বিস্তার ক্রমে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় শ্রবণ কর। আসুর মনুষ্যেরা যে, পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয় ও অনর্থ জনক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহা জানে না। তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, সত্যও নাই। তাহারা কহে, জগতের বেদ পুরাণাদি প্রমাণ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ প্রতিষ্ঠা নাই ও ঈশ্বর—নিয়ন্তা নাই; এই জগৎ স্ত্রীপুরুষ সঙ্গাধীনই সমুৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির

অন্য কারণ আর কি আছে? স্ত্রীপুরুষের অভিলাষ বিশেষই ইহার প্রবাহ রূপে চলিয়া আসিবার হেতু হইয়াছে; তাহারা এই রূপ নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া মলিন চিত্ত, দৃষ্ট পদার্থ মাত্র দর্শী, জগতের বৈরী ও হিংস্রকর্ম্মশীল হইয়া জগতের ক্ষয় নিমিত্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দাম্ভিক, মানী, মদান্বিত ও অশুচি মদ্য মাংসাদিতে ব্রতী হইয়া মোহ প্রযুক্ত 'আমি এই মন্ত্র দ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর ধন সাধন করিব' ইত্যাদি রূপ দুরাগ্রহ স্বীকার করত ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কামোপভোগে তৎপর, কাম ক্রোধের বশীভূত, শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও 'কাম ভোগই পরম পুরুষার্থ' এই রূপ নিশ্চয় করত আমরণ অপরিমেয় চিন্তায় সমাক্রান্ত হইয়া কাম ভোগ নিমিত্ত অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। অদ্য এই ধন আমার লব্ধ হইল, অপর মনোরথ পরে লাভ হইবে, এক্ষণে এই ধন আমার আছে, পরে আমার এত ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি নিহত করিলাম, অপর শত্রুদিগকে পরে বিনাশ করিব, আমি প্রভু, আমি সর্ব্ব প্রকারে ভোগবান্, আমি পুত্র পৌত্র নপ্তৃ প্রভৃতিতে সম্পন্ন, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে! আমি যাগাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য সকলকে পরাভব করিব, আমি স্তাবক দিগকে দান করিব ও হর্ষ লাভ করিব, ইত্যাদি প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া অনেক বিধ মনোরথ বিষয়ে চিত্ত বিক্ষেপ দ্বারা মোহময় জালে সমাবৃত ও কাম ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া কশ্মল নরকে পতিত হয়। তাহারা আপনার দ্বারা আপনি পূজিত, অনম্র, ধন দ্বারা মান মদে সমন্বিত, অহঙ্কার বল দর্প কাম ও ক্রোধের আশ্রিত ও সৎপথবর্ত্তীদিগের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া, তাহাদিগের স্ব স্ব ও অপরাপর দেহে অবস্থিত যে আমি, আমাকে দ্বেষ করত দম্ভ-পূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধি-পূর্ব্বক যজন করে। সেই ক্রূর, অশুভকর্ম্মা, বিশ্ব বিদ্বেষী নরাধমদিগকে ক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি আসুরী যোনিতে আমি অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়েরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি জন্মেই আমাকে পাওয়া দূরে থাকুক, পাইবার উপায়ও না পাইয়া সেই সেই অধম জন্ম হইতেও অতি অধম কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন টি আত্মনাশক নরক দ্বার, এই হেতু এ তিনকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য, নরকের দ্বারভূত ঐ কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে আপনার শ্রেয় সাধন তপোযোগাদি আচরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু তাহার মোক্ষ লাভ হয়। যে, বেদ বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টাচারবর্ত্তী হয়, সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, উপশম লাভ করিতে পারে না, মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ হয় না। কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ, অতএব তুমি শাস্ত্র বিধি বিহিত কর্ম্ম অবগত হইয়া তদাচরণে যোগ্য হও।

দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ নামে
ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যাহারা দুঃখ জ্ঞান বা আলস্য হেতু কেবল আচার পরম্পরা প্রমাণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন করে, তাহাদিগের স্থিতি বা আশ্রয় কি রূপ, তাহাদিগের দেব পূজাদি প্রবৃত্তি সাত্ত্বিকী কি রাজসী কিম্বা তামসী?

ভগবান্ কহিলেন, হে ভরতকুল-ভূষণ! শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই হইয়া থাকে; আর লোকাচার মাত্র হেতু প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা পূর্ব্ব জন্মকৃত সংস্কার নিবন্ধন সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ

কর। কি বিবেকী কি অবিবেকী, সকল লোকেরই পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে শ্রদ্ধা জন্মে। এই সংসারী পুরুষ সকল, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা কর্ত্তৃক বিকৃতি-ভাবাপন্ন হয়। যে পুরুষ পূর্ব্ব জন্মে যাদৃশী শ্রদ্ধা যুক্ত থাকে, সে সেই রূপ শ্রদ্ধাতে সমন্বিত হয়। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের যজন করে; রাজসী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ রজঃ-প্রকৃতি যক্ষ রাক্ষস-দিগের আরাধনা করে; তামসী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ ভূত প্রেত গণের উপাসনা করে, এবং যে অবি-বেকীরা কাম, রাগ ও বল সমন্বিত হইয়া দম্ভ ও অহঙ্কার প্রযুক্ত বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ পৃথি-ব্যাদি ভূতগ্রাম আকর্ষণ করত অর্থাৎ শরীর কৃশ করত, দেহ মধ্যে অবস্থিত যে আমি, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে কর্ষণ করত অশাস্ত্র-বিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যার আচরণ করে, তাহাদিগকে অতি নিষ্ঠুরাশয় জানিবে।

হে অর্জ্জুন! লোকের ত্রিবিধ আহার প্রিয়, এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও ত্রিবিধ হয়; তাহার প্রভেদ শ্রবণ কর। যাহা আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্ত-প্রসন্নতা ও প্রীতি, এ সকলের বৃদ্ধি-কর, রস-সংযুক্ত, স্নেহ-যুক্ত, সারাংশ দ্বারা দীর্ঘ কাল স্থায়ী ও দৃষ্টি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হয়, এতাদৃশ আহার সাত্ত্বিক দিগের প্রিয়। যাহা অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ ও অতি বিদাহী সর্ষপাদি, এতাদৃশ আহার দুঃখ, শোক ও রোগ-প্রদ হয়, ইহা রাজস দিগের প্রিয়। যাহা প্রস্তুত হইবার পরে প্রহর কাল গত হইয়াছে, অর্থাৎ শীতল, যাহার সার নিষ্পীড়িত হয়, দুর্গন্ধ, দিনান্তরে পক্ক অর্থাৎ পর্য্যুষিত, অন্যভুক্তাবশিষ্ট ও অভক্ষ্য অর্থাৎ কলঞ্জাদি, এতাদৃশ আহার তামস দিগের প্রিয়।

ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য-জ্ঞানে মনের একাগ্রতা পূর্ব্বক বিধি সমাদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধান করিয়া দম্ভের নিমিত্তে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানি-বে। যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধি পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করা না হয় ও যাহাতে ব্রাহ্মণাদি নিমিত্তে অন্ন নিষ্পাদিত না হয়, এবং যাহা মন্ত্রহীন, দক্ষিণা-রহিত ও শ্রদ্ধা-শূন্য, সেই যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞ দিগের পূজা, শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এ সকল শারীরিক তপস্যা। পরিণামে সুখকর, প্রিয়, সত্য ও অভয়-জনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস, এ সকল বাচনিক তপস্যা, এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য, অক্রূরতা, মনন, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার ও ব্যবহারে ছল-রাহিত্য, এ সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ তপস্যা যদি মনুষ্যেরা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই তপস্যাকে সাত্ত্বিকী তপস্যা বলা যায়। লোকে সাধু বা তাপস বলিবে, দেখিলেই অভ্যুত্থান বা অভিবাদন করিবে অথবা অর্থ প্রদান করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে, এই নিমিত্তে দম্ভ পূর্ব্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং অবিবেক জন্য কষ্ট সাধ্য ব্যাপার দ্বারা আত্ম পীড়াকর বা অন্যের উৎসাদনার্থ যাহা কৃত হয়, তাদৃশ তপস্যা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

দান কর্ত্তব্য এই রূপ বোধে যাঁহা হইতে উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই, এবং যিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সচ্চরিত্র হন, এমত পাত্রে দেশ বিশেষে বা কাল বিশেষে যাহা দেওয়া হয়, সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া উদাহৃত হই-য়াছে। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদি শুভ ফল উদ্দেশে ক্লেশ পূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং অশুচি স্থানে বা অশুচি কালে বা মুর্খ তস্করাদিকে এবং অসৎকার বা অবজ্ঞা পূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দানকে পণ্ডিতেরা তামস দান কহিয়াছেন।

ব্রহ্মবেত্তারা বেদান্তে ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম নির্দেশ করিয়াছেন; সেই ত্রিবিধ নির্দেশ দ্বারাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, এই হেতু সর্ব্ব কালে 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদী দিগের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই সকল শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে। মোক্ষাভিলাষীরা 'তৎ' উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! অস্তিত্ব ভাবে ও সাধু ভাবে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ হয়; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা, তাহাও 'সৎ' বলিয়া উক্ত হয়, এবং যে কর্ম্মের ফল সেই পরমাত্মা, সেই কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত তৎ সম্পর্কীয় উদ্যান-নির্ম্মাণ ও ধনোপার্জ্জনাদি যে কোন কার্য্য, তৎসমস্তই 'সৎ' এই শব্দে কথিত হয়, অতএব উল্লিখিত কর্ম্ম সকলের সাফল্য নিমিত্ত 'সৎ' শব্দ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। হে পার্থ! হবন, দান বা তপস্যা ও তদ্ভিন্ন যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হয়, তৎ সমস্তই অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়, যেহেতু সেই কর্ম্ম বিগুণ হওয়াতে লোকান্তরে ফল প্রদান করে না এবং অযশস্কর হেতু ইহ লোকেও ফল দায়ক হয় না।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ নামে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহু কেশি-নিসূদন হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যাথার্থ্য ভাব পৃথক্ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্ কহিলেন, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, আর সমস্ত কর্ম্মের ফল মাত্র পরিত্যাগকে ত্যাগ বলেন। কোন কোন মনীষী গণ কর্ম্মে হিংসাদি দোষ আছে বলিয়া কর্ম্ম ত্যাজ্য বলিয়াছেন; কোন কোন মনীষী গণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়াছেন; হে ভরত সত্তম পুরুষেন্দ্র! ইহার সিদ্ধান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বজ্ঞ গণ তিন প্রকার ত্যাগ কহিয়াছেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধি জনক হয়। হে পার্থ! সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা আমার নিশ্চিত মত; ইহাই উৎকৃষ্ট মত। নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ সুসংগত হয় না, যেহেতু উহা সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের হেতু হয়; অতএব উহার যে পরিত্যাগ, তাহা মোহ প্রযুক্তই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম আয়াস সাধ্য, কেবল দুঃখেরই কারণ, ইহা মনে করিয়া কায় ক্লেশ ভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা যায়, যিনি এই রূপে কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞান নিষ্ঠা রূপ তৎ ফল প্রাপ্ত হন না। হে অর্জ্জুন! অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে, সঙ্গ ও ফল পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাদৃশ ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিমত। সত্ত্ব-সমাবিষ্ট অর্থাৎ সাত্ত্বিক ত্যাগী ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হন অর্থাৎ পর কর্ত্তৃক পরাভবাদি সহ্য ও স্বর্গাদি সুখ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি এই সাংসারিক সুখ দুঃখ স্বল্প কালের নিমিত্ত বিবেচনা করেন, তাঁহার দৈহিক সুখ দুঃখ গ্রহণাগ্রহণেচ্ছা ছিন্ন হইয়া যায়; এতাদৃশ পুরুষ দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না ও সুখকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না। দেহাভিমানী ব্যক্তি দিগের কর্ত্তৃক নিঃশেষত সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা হয় না, অতএব যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত কর্ম্ম ফল ত্যাগী হন, তাঁহাকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা যায়। ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট, কর্ম্মের এই তিন প্রকার ফল যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তৎ সমস্ত অত্যাগী দিগের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মী দিগেরই পর

লোকে হইয়া থাকে; সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্ম ফল ত্যাগী দিগের কখনই হয় না।

হে মহাবাহো! সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধির প্রতি কারণ এই পাঁচটি যাহা তত্ত্ব-নির্ণায়ক সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও। শরীর, কর্ত্তা অর্থাৎ উপাধি লক্ষণান্বিত আত্মা, পৃথক্ প্রকার ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর পৃথক্ প্রকার ব্যাপার ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি, এই পাঁচটি, মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য যে কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্মেরই হেতু হয়; অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভাবে অসংস্কৃত বুদ্ধি প্রযুক্ত উপাধি রহিত অসঙ্গ আত্মাকে কর্ম্মের হেতু কর্ত্তা বলিয়া বোধ করে, সে সম্যগ্‌দর্শী নহে। যাঁহার অহঙ্কার-ভাব নাই, অতএব যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মেতে লিপ্ত না হয়, সেই দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ব্যক্তি এই সমস্ত প্রাণীদিগকে লোক-দৃষ্টি ক্রমে হনন করিয়াও হনন করেন না, সুতরাং তৎ ফলেও আবদ্ধ হন না।

'ইহা ইষ্ট সাধন' এই রূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় ইষ্ট সাধন কর্ম্ম ও ঐ জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা আত্মা, এই তিন টি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে; এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, অভীপ্সিত কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহক কর্ত্তা, এই তিন টি, কার্য্যের আশ্রয়। সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্ব ভূতে অবিভক্ত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্বকে দর্শন করে, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে। যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্ব প্রাণিতে সুখী দুঃখী ইত্যাদি রূপে পৃথক্ প্রকার অনেক-ভাবাপন্ন জানে, সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান জানিবে। এবং কোন এক দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বোধ করিয়া 'ইনিই ঈশ্বর, অন্য আর ঈশ্বর কেহ নাই' এই রূপ অভিনিবেশ-যুক্ত হেতু-শূন্য অযথার্থ যে অল্প জ্ঞান, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আসক্তি, ফলকামনা, রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে নিয়মিত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কাম্য বিষয়ের অভিলাষে বা 'আমার তুল্য আর শ্রোত্রিয় কে আছে' ইত্যাদি প্রকার অহঙ্কার বশত বহুল আয়াস পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পশ্চাদ্ভাবি শুভ বা অশুভ, অর্থ ক্ষয়, পরপীড়া ও আত্ম সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহ বশত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মকে পণ্ডিতেরা তামসিক বলেন। আসক্তি ত্যাগী, গর্ব্বোক্তি রহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যম সমন্বিত ও কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদ শূন্য, এবম্ভূত কর্ত্তাকে পণ্ডিতেরা সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন। পুত্রাদিতে প্রীতি বিশিষ্ট, কর্ম্ম ফলের লাভাকাঙ্ক্ষী, পরবিত্তাভিলাষী, হিংসা-স্বভাব, বিহিত শৌচ বিবর্জ্জিত ও লাভালাভে হর্ষ শোকান্বিত, ঈদৃশ কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অসমাহিত, বিবেক-শূন্য, অনম্র, শঠ, পরাবমানকারী, অনুদ্যমশীল, শোকশীল ও দীর্ঘসূত্রী, এতাদৃশ কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন প্রকার প্রভেদ পৃথক্ ও অশেষ রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হয়, যে স্থানে ও যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, যে কার্য্য নিমিত্ত ভয় যে কার্য্য নিমিত্ত অভয় লাভ হয় এবং কি প্রকারে বন্ধ ও কি প্রকারে মোক্ষ হয়, এ সকল বিষয় যে বুদ্ধি জানিতে পারে, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য সকলকে অযথাবৎ জানে, সেই বুদ্ধি রাজসী। হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে এবং সকল জ্ঞেয় পদার্থকে বিপরীত বোধ করে, সেই বুদ্ধি তামসী। হে পার্থ! যে ধৃতি, বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া চিত্তৈকাগ্রতা হেতু মন, প্রাণ ও

ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া রাখে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করিয়া থাকে কখন পরিত্যাগ করে না, এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধৃতি রাজসী। যাহা দ্বারা বহুবিধ অবিবেক-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ না করে, সেই ধৃতি তামসী বলিয়া অভিমতা হইয়াছে।

হে ভরত-কুলরত্ন! তুমি সংপ্রতি আমার নিকট ত্রিবিধ সুখ শ্রবণ কর। পুরুষ অভ্যাস নিবন্ধন যে সুখে রত হইয়া থাকে, ও দুঃখের উপশম লাভ করে, যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় দুঃখাবহ ও পরিণামে অমৃত সদৃশ এবং যাহা, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে রজ ও তম পরিত্যাগ করত স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক যে অবস্থান, তাদৃশ অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সুখকে যোগীরা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাধীন উৎপন্ন, প্রথমে অমৃত তুল্য পরিণামে বিষবৎ যে সুখ, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা প্রথমে ও পরিশেষেও আত্ম-মোহকর, এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাধীন সমুত্থিত হয়, সেই সুখ তামস বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। কোন প্রাণিজাতই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি লোকে বা স্বর্গে দেব লোকে এই প্রকৃতি-সম্ভূত-সত্ত্বাদি গুণ ত্রয় হইতে বিমুক্ত নাই।

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারাধীন সমুৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণ ত্রয় দ্বারা কর্ম্ম সকল বিভাগ ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব কেবল সত্ত্বগুণাত্মক; ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; বৈশ্যদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ তমোমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; এবং শূদ্রদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ রজোমিশ্রিত তমোগুণাত্মক। শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব ও আস্তিক্য, এ সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। শৌর্য্য, প্রাগল্ভ্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও নিয়মন-শক্তি, এ সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব-সম্ভূত। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য কর্ম্ম বৈশ্যদিগের স্বভাবোৎপন্ন। এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাব-সংজাত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত হইলে জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করিতে পারে; স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইলে যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে প্রাণীদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে, যিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, মনুষ্য সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্ব জাত্যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন ও পরধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম্ম পর-ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, কেন না, পূর্ব্বোক্ত স্বভাবত নিয়মিত কর্ম্ম করিলে মনুর্ষ্য পাপগ্রস্ত হয় না। হে কুন্তীনন্দন! স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে দোষ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষে সমাবৃত; যে প্রকার অগ্নির ধূম-দোষ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বিনাশ ও শীতাদি নিবৃত্তি নিমিত্তে তাহার উত্তাপের সেবা করিতে হয়, সেই রূপ তোমার স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও উহার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে গুণাংশই গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সঙ্গশূন্যা এবং যিনি নিরহঙ্কার ও ফল-স্পৃহা-রহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে কুন্তীপুত্র! সেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা যাহাতে হয়, তাদৃশ ব্রহ্মকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও। তিনি সাত্ত্বিক-বুদ্ধিযুক্ত, যথোক্ত শুচি স্থানে অবস্থিত, পরিমিত-ভোজী, সংযত-বাক্য, সংযত-দেহ, সংযত-চিত্ত, ধ্যান-পূর্ব্বক ব্রহ্মস্পর্শ-পরায়ণ, সতত বৈরাগ্যাশ্রিত ও মমতা-শূন্য হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত, শব্দাদি বিষয়

সকল পরিত্যাগ ও রাগ দ্বেষে ঔদাস্য ভাব করত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার, সামর্থ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিমোচন পূর্ব্বক পরমা শান্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মেতে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে যোগ্য হন। ব্রহ্মে অবস্থিত পুরুষ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নষ্ট বস্তুর নিমিত্তে শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহার রাগ দ্বেষাদি না থাকায় তিনি সমজ্ঞানী হইয়া সর্ব্ব ভুতে মদ্‌বিষয়ক ধ্যান-রূপ পরম ভক্তি লাভ করেন; সেই পরম ভক্তি দ্বারা, আমিই যে উপাধি কৃত বিস্তর ভেদ বিশিষ্ট অথচ উপাধি-ভেদ-শূন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এবম্ভুত আমাকে যাথার্থ্য রূপে অভিজ্ঞাত হন। আমাকে যাথার্থ্য রূপে অভিজ্ঞাতা হইলে পর সেই জ্ঞানের উপরম হইলে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দ-রূপ হন। আমাকেই আশ্রয়ণীয় জ্ঞান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়া কলাপ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নির্ব্বাহ করত মৎ প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। তুমি মৎপরায়ণ হইয়া চিত্ত দ্বারা আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যোগাশ্রয় করত সর্ব্বদা এমন কি, কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমুদায় বস্তু ব্রহ্ম বোধে মদেকচিত্ত হও। আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সাংসারিক সমস্ত দুস্তর দুর্গ হইতে তরিবে। যদি অহঙ্কার-প্রযুক্ত আমার এবম্বিধ বাক্য না শুনিবে, তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। তুমি অহঙ্কার-প্রযুক্ত 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই রূপ অধ্যবসায় করিতেছ, কিন্তু এ অধ্যবসায় তোমার মিথ্যা, যেহেতু তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। হে কুন্তী-পুত্র! তুমি মোহ প্রযুক্তই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, পরন্তু তোমার পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কার জন্য শৌর্য্যাদিতে তুমি আবদ্ধ আছ, ইহাতে উহার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে এই যুদ্ধ ক্রিয়া অবশ্যই করিতে হইবে। হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সমুদায় ভুতের হৃদয় মধ্যে আছেন এবং মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্র-রূপ শরীরে আরোপণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম এই জ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম, তুমি ইহা অশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, সেই রূপ কর।

হে পার্থ! সকল গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি। তুমি আমার প্রতি মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় করিও না। তুমি আমার প্রিয়, এই হেতু তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

এই গীতার্থ-তত্ত্ব তুমি কদাচিৎও তপস্যা-হীন, ভক্তি-শূন্য বা শুশ্রূষা-হীন ব্যক্তিকে বলিবে না, এবং যে আমার প্রতি অসূয়া করে, তাহাকেও কদাচ বলিবে না। যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তি করিয়া এই পরম রহস্য আমার ভক্তকে বলিবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। যিনি মদীয় ভক্ত-সমীপে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা-ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভূমণ্ডলে মনুষ্যগণ মধ্যে আমার প্রিয়তম নাই, এবং কালান্তরেও তাঁহা হইতে অপর প্রিয়তর কেহ হইবে না। আমার মত এই, যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়ের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ পাঠ করিবে, সে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিবে, আমি তাহার সেই যজ্ঞের ভোক্তা হইব। যে মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য-

কর্ম্মী দিগের প্রাপ্য শুভ লোক-সকলে গমন করেন। হে পৃথা-নন্দন ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্র মনে ইহা শুনিলে তো? তোমার অজ্ঞান সংমোহ বিনষ্ট হইয়াছে তো?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রসাদে স্বরূপানুসন্ধান-রূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি অধর্ম্ম বিষয়ে গত-সন্দেহ হইয়া অবস্থান করিতেছি, অতএব তোমার আজ্ঞা পালন করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং এই পরম গুহ্য যোগ কহিলেন, আমি ব্যাসের প্রসাদে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। আমি কেশব ও অর্জ্জুনের এই পুণ্য অদ্ভুত সংবাদ মুহুর্মুহু স্মরণ করিয়া পুনঃ পুন হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুন আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বারংবার আমি হর্ষ লাভ করিতেছি। যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও অব্যভিচারিণী নীতি, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যা যোগ শাস্ত্রে একচত্বারিংশ অধ্যায় ও ভগবদ্গীতা সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

ভীষ্মবধ প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ধনঞ্জয়কে পুনর্ব্বার বাণ ও গাণ্ডীবধারী দেখিয়া মহারথ সকল মহানাদ করিয়া উঠিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং যে সকল বীর তাঁহাদিগের অনুগত, তাঁহারাও সকলে সাগর-জাত শঙ্খ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও গোশৃঙ্গ সকল সহসা বাজিয়া উঠিল, তাহাতে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। হে জনেশ্বর! অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন। মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া শতক্রতুকে অগ্রে করিয়া সেই মহা হত্যাকাণ্ড দেখিবার মানসে তথায় সমাগত হইলেন

পরে যুদ্ধে স্থৈর্য্যশীল ধর্ম্মরাজ বীর যুধিষ্ঠির, সেই সাগর সদৃশ উভয় পক্ষীয় সেনাকে যুদ্ধ নিমিত্ত সমুদ্যত ও পুনঃপুন প্রচলিত দেখিয়া কবচ পরিত্যাগ ও আয়ুধ-বর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রথ হইতে সত্বর অবরোহণ করিয়া পিতামহ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করত বাগ্যত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শত্রু-সৈন্যের প্রতি পূর্ব্বাভিমুখে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে দেখিয়া রথ হইতে শীঘ্র অবতরণ পূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পথে গমন করিতেছিলেন সেই পথে ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ গামী হইলেন। হে রাজন্! বাসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পার্থিব গণও উৎসুক হইয়া রাজার অনুগামী হইলেন। অর্জ্জুন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনি এ কি কার্য্য করিতেছেন! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রিপুবাহিনীর দিকে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পদব্রজেই গমন করিতেছেন! ভীমসেন কহিলেন, হে পার্থিব রাজেন্দ্র! আপনি কবচায়ুধ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধোদ্যত অরি সৈন্যের দিকে কোথায় গমন করিবেন? নকুল কহিলেন, হে ভরত-নন্দন! আপনি আমার দিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনি এক্ষণে এ প্রকার ভাবে গমন করাতে আমার হৃদয় ভয়ে সন্তাপিত হইতেছে, আপনি বলুন কোথায় গমন করিবেন? সহদেব কহিলেন, হে নৃপ! এই যোদ্ধব্য মহাভয়ানক রণ সমূহ বর্ত্তমান সময়ে আপনি শত্রুদিগের অভিমুখে কোথায় গমন করিতেছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বাগ্যত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক এই রূপ কথ্যমান হইয়াও কিছুই

উত্তর করিলেন না, গমন করিতেই লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মহামনা বাসুদেব যেন হাস্য করত অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, ইহাঁর অভিপ্রায় আমার বিদিত হইয়াছে। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি সমস্ত গুরু জনের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আমি পুরা-কল্পে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরু, বৃদ্ধ ও বান্ধবদিগের অনুমতি লইয়া মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করে, যুদ্ধে তাহার নিশ্চয়ই জয় হয়, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে। কৃষ্ণ এই প্রকার উক্তি করাতে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ হইল। অন্যান্য অনেকে নিঃশব্দ হইয়া থাকিল। ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় নিষ্ঠুর সৈনিক পুরুষেরা যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এই কুলপাংশন যুধিষ্ঠির স্পষ্টই ভীত হইয়া ভীষ্ম সমীপে আগমন করিতেছে। এই রাজা সহোদরগণের সহিত শরণার্থী ও যাচক হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় সত্ত্বে যুধিষ্ঠির কি হেতু ভীত হইয়া আগমন করিতেছে! এই অল্প-সত্ত্ব যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ যখন যুদ্ধ জন্য ভয়াকুল হইয়াছে, তখন পৃথিবী-খ্যাত এই যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই। তদনন্তর, সমুদায় সৈনিকেরা পৃথক্ পৃথক্ কৌরবদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং হৃষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে উত্তরীয় বসন কম্পিত করিল। হে নরনাথ! তৎ পরে সমস্ত যোধগণ কেশব ও সহোদরগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিতে লাগিল। হে নরপাল! অনন্তর সেই কুরু সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার করিয়া শীঘ্র নিঃশব্দ হইল, যেহেতু এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে কি বলিবেন, ভীষ্ম কি প্রত্যুত্তর করিবেন, সমর-শ্লাঘী ভীম কি বলিবেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই বা কি কহিবেন, এবং এই যুধিষ্ঠিরের বলিবার বিষয়ই বা কি আছে, যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে উভয় পক্ষ সৈন্যেরই এই রূপ অত্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শর শক্তি সমাকুল শত্রু সৈন্য অবগাহন পূর্ব্বক শীঘ্র ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন, এবং যুদ্ধ নিমিত্ত সমুপস্থিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের চরণ-দ্বয় কর-দ্বয় দ্বারা দৃঢ় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে দুর্ধর্ষ! আমি আপনকাকে নিবেদন করিতেছি, আপনকার সহিত আমরা যে যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি আমাকে অনুমতি করুন এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে পৃথ্বীপতি ভারত! যদি তুমি আমার নিকট এই রূপে না আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ দিতাম। হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ কর, যুদ্ধে জয় লাভ কর এবং অন্য যাহা তোমার অভিলাষ থাকে, তাহাও প্রাপ্ত হইবে; তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিবে, তাহা ব্যক্ত কর, এরূপ হইলে তোমার পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারা কৌরব্য দিগের নিকট বদ্ধ রহিয়াছি, অতএব তোমার নিকট আমার এই নিরর্থক বাক্য বলা হইতেছে যে "আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থের বশতাপন্ন হইয়া ভৃতিভুক্ হইয়াছি, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কি ইচ্ছা কর, প্রকাশ করিয়া বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনিও ইহা বিবেচনা করুন, আমার সতত প্রার্থনা এই যে, আপনি নিত্য নিত্য আমার হিতার্থী হইয়া কৌরবদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নৃপ কুরু-নন্দন! পর পক্ষের নিমিত্তে আমি ইচ্ছানুসারেই যুদ্ধ করিব, অতএব তোমার কি সাহায্য করিব, যুদ্ধ ব্যতীত যাহা তোমার বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি সংগ্রামে অপরাজেয়, আমি আপনার নিকট কি প্রকারে যুদ্ধে জয়ী

হইতে পারি, তদ্‌বিষয়ে আপনি শ্রেয় ও হিতকর যদি কিছু দেখিতে পান, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! আমি সংগ্রামে যুদ্ধ করিলে, কোন পুরুষ যে আমাকে পরাজয় করিতে পারে, এমত কাহাকেও আমি দেখিতেছি না; সাক্ষাৎ শতক্রতুও আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনকাকে প্রণাম করি, আমি ঐ নিমিত্তই আপনকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে শত্রু-কর্ত্তৃক আপনার পরাজয়ের উপায় বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে তাত! সমরে আমাকে যে কেহ জয় করিতে পারে, তাহা আমি দেখিতেছি না, এবং এক্ষণে আমার মৃত্যু কালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনর্ব্বার এক বার আমার নিকট আগমন করিও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শিরোধৃত করিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত, সর্ব্ব সৈন্যদিগের সাক্ষাতে তাহাদিগের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে গমন করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ রাজা দ্রোণের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক আত্ম শ্রেয়স্কর এই কথা বলিলেন, হে ভগবন্ দ্বিজ! আমি কি প্রকারে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে পারি এবং কি প্রকারেই বা সকল রিপুকে জয় করিতে পারি, তদ্‌বিষয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি অনুজ্ঞা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যদি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইয়া আমার নিকট না আসিতেন, তবে আমি আপনাকে সর্ব্ব প্রকারে পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ দিতাম, অতএব হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আমি আপনা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আপনকার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি অনুজ্ঞাকরিতেছি, আপনি যুদ্ধ করুন, জয় লাভ করুন। মহারাজ! আপনার যাহা বলিবার বাসনা থাকে বলুন, আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব; এই উপস্থিত অবস্থায় যুদ্ধ ব্যতীত আপনি কি ইচ্ছা করেন? পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থ বশত বদ্ধ হইয়াছি, অতএব আপনাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে "আপনি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ করেন" আমি কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব বটে, কিন্তু আপনকার জয় আমার প্রার্থনীয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনকার নিকট আমার ইহা প্রার্থনীয় যে, আপনি কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন, পরন্তু আমার প্রতি জয় আশীর্ব্বাদ ও মদীয় হিত-সাধন কার্য্য মন্ত্রণা করেন।

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! যখন হরি আপনার মন্ত্রী রহিয়াছেন, তখন আপনার অবশ্যই জয় হইবে; আমিও আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপুনি শত্রু বিজয়ী হইবেন। হে কৌন্তেয়! যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে কৃষ্ণ; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই জয়; অতএব গমন করুন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, এক্ষণে আমাকে কিছু যদি জিজ্ঞাসা করেন, করুন, আমি তাহা বলিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজ প্রধান! আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন; আপনি সংগ্রামে অপরাজিত, আপনাকে কি প্রকারে পরাজিত করি?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমি যাবৎ কাল রণে যুদ্ধ করিব, তাবৎ আপনকার বিজয়ের সম্ভাবনা নাই, অতএব আপনি সোদরগণের সহিত সত্বর হইয়া আমার নিধনে যত্ন করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহু আচার্য্য! তৎ প্রযুক্তই আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনাকে নমস্কার করিতেছি এবং অতি দুঃখ সহকারে জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে তাত! আমি রণে অবস্থিত হইয়া উৎসাহ সহকারে শর সমুহ বর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিলে, আমাকে যে বধ করিতে পারে, এতাদৃশ শত্রু আমি দেখি না; তদ্ব্যতীত আমি রণ স্থলে শস্ত্র-ত্যাগী যোগাসক্ত ও মরণ নিমিত্ত নিযত হইলে যে আমাকে তাদৃশ অবস্থাতে বধ করিবে, সেই বধ করিতে পারিবে, ইহা আমি সত্যই বলিলাম। যাহার বাক্যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাদৃশ পুরুষের মুখে অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়া রণ মধ্যে আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতেও পারি, ইহাও আমি সত্যই ব্যক্ত করিলাম।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমত হইয়া শারদ্বত কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। বাক্য-বিশারদ রাজা, দুর্দ্ধর্ষতর কৃপাচার্য্যকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া এই বাক্য বলিলেন, হে বিশুদ্ধাত্মন্ গুরো! আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে পারি এবং সমস্ত শত্রু জয় করিতে পারি, এমত অনুজ্ঞা করুন।

কৃপ কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার নিকট না আসিতেন, তবে আমি আপনার সর্ব্ব প্রকারে পরাভব নিমিত্ত আপনকাকে অভিশাপ দিতাম। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশীভূত হইয়াছি। মহারাজ! আমার ইহা নিশ্চয় আছে, আমি কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব, অতএব আপনকাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতে হইল যে, আপনি যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কি অভিলাষ করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! আমি সেই হেতুই অতি দুঃখিতান্তঃকরণে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, ঐ রূপ কহিয়া রাজা ব্যথিত ও গত-চেতন হইয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কৃপাচার্য্য তাঁহার বক্তব্য অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি অবধ্য, পরন্তু আপনি যুদ্ধ করুন, জয়ী হইবেন। হে নরাধিপ! আপনি আমার সকাশে আগমন করাতে আমি প্রীত হইয়াছি, আমি নিত্য নিত্য গাত্রোত্থান করিয়া আপনকার জয় প্রার্থনা করিব, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি।

মহারাজ! রাজা তখন গোতম-নন্দন কৃপের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট অনুমত হইয়া, যেখানে মদ্ররাজ শল্য ছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ শল্যের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া আত্ম-শ্রেয়স্কর এই বাক্য বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ মহীপাল! আমি আপনকার সকাশে অনুমতি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমি যাহাতে নির্দ্দোষ চিত্তে যুদ্ধ করিতে পারি এবং যুদ্ধে প্রবল রিপু সকলকে পরাজিত করিতে পারি, আপনি এমত অনুজ্ঞা করুন।

শল্য কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার নিকট অভিগমন না করিতে, তাহা হইলে, রণে তোমার পরাভব নিমিত্তে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তুমি আমাকে সম্মানিত করিলে, তাহাতে আমি প্রীত হইলাম, তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা সিদ্ধ হউক; আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, জয় লাভ কর। হে বীর! তোমার কি বিষয় প্রয়োজন, আমি তোমাকে কি প্রদান করিব, এই উপস্থিত অবস্থায় তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি ইচ্ছা কর, বল। হে বৎস ভাগিনেয়! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থ বশত কৌরবদিগের নিকট বদ্ধ হইয়াছি। অতএব তোমাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে, আমি তোমার যথাভিলষিত কামনা পূর্ণ করিব ও তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বেচ্ছানুসারে পর-পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন, পরন্তু আমি এই বর প্রার্থনা করি, আমার যাহাতে সাতিশয় হিত হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করেন।

শল্য কহিলেন, হে নৃপসত্তম! আমি কৌরবদিগের অর্থে ভৃত হইয়াছি, অতএব আমি অভিলাষানুসারেই তোমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিব, এমত স্থলে তোমার কি সহায়তা করিব, তাহা বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যুদ্ধের উদ্যোগ কালে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি সংগ্রাম স্থলে কর্ণের তেজো-বিনাশ করিবেন, সেই বরই আপনকার নিকট আমার প্রার্থনীয়।

শল্য কহিলেন, হে কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠির! তোমার এ অভিলাষ সম্পন্ন হইবে, তুমি গমন কর, ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ কর, তোমার জয়ের উপায় করিতে অঙ্গীকার করিলাম।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তদনন্তর মাতুল মদ্রাধিপতির অনুমত ও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া মহা সৈন্য মধ্য হইতে নির্গত হইলেন। গদাগ্রজ বাসুদেব রণস্থলে রাধা-নন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তে কর্ণকে এই কথা বলিলেন, কর্ণ! আমার শ্রুত হইয়াছে, তুমি ভীষ্মের দ্বেষ প্রযুক্ত যুদ্ধ করিবে না, অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে বরণ কর। যদি তুমি উভয় পক্ষই সমান বোধ কর, তাহা হইলে ভীষ্মের নিধনান্তে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনের সাহায্য নিমিত্তে তৎপক্ষীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! আমি দুর্য্যোধনের অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিব না, তুমি আমাকে দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও তাঁহার নিমিত্তে ত্যক্ত-প্রাণ বোধ কর। হে ভারত! কৃষ্ণ কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, পরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব গণের সহিত একত্রিত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে উচ্চস্বরে এই কথা বলিলেন, যিনি এই রণে আমাদিগের সাহায্য নিমিত্তে আমাদিগকে বরণ করিবেন, আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিব।

তদনন্তর যুযুৎসু তাঁহাদিগকে এই রূপ দেখিয়া প্রীত চিত্তে ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন, হে বিশুদ্ধাশয় মহারাজ! যদি আমাকে আপনি বরণ করেন, তাহা হইলে আমি স্পর্দ্ধাকারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সহিত সংগ্রামে আপনকার নিমিত্ত যুদ্ধ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যুযুৎসু! আইস আইস, আমরা সকলে তোমার মূর্খ ভ্রাতৃ গণের সহিত যুদ্ধ করিব। বাসুদেব ও আমরা সকলেই তোমাকে বলিতেছি, হে মহাবাহু! তোমাকে যুদ্ধ কার্য্যে বরণ করিতেছি, তুমি আমার নিমিত্তে যুদ্ধ কর; ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড ও বংশ-রক্ষা তোমাতেই দেখা যাইতেছে। হে মহোজ্জ্বল-রূপ-সম্পন্ন রাজ-পুত্র! তোমাকে আমরা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, তুমিও আমাদিগকে গ্রহণ কর, অতি ক্রুদ্ধ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন আর থাকিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, যুযুৎসু আপনকার পুত্র কৌরব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুন্দুভি বাদ্য-ধ্বনি করাইয়া পাণ্ডবদিগের সেনা মধ্যে গমন করিলেন। তৎ পরে মহাভুজ রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সুবর্ণোজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত কবচ পুনর্ব্বার পরিধান করিলেন। সেই সমস্ত পুরুষ-সিংহেরা সকলে স্ব স্ব রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্ব সজ্জিত ব্যূহ পূর্ব্ববৎ প্রতি-ব্যূহিত করিলেন, এবং শত শত দুন্দুভি ও পুষ্কল বাদ্য এবং নানা বিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদয় পার্থিবগণ তখন পুরুষ সিংহ পাণ্ডবদিগকে রথস্থ দেখিয়া পুনর্ব্বার হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। সেই সকল মানী ব্যক্তিদিগের সম্মান রক্ষাকারী পাণ্ডব দিগের গৌরব দেখিয়া রাজগণ তথায় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন এবং মহাত্মা

পাণ্ডবদিগের যথা সময়ে সুহৃদ্‌-ভাব ও কৃপা-স্বভাব, বিশেষত জ্ঞাতিগণের প্রতি পরম দয়ার কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। সেই কীর্ত্তিমান্ পুরুষদিগের প্রতি সর্ব্ব দিক্ হইতে 'সাধু সাধু,' এই কথা এবং স্তুতি সংযুক্ত পুণ্য বাক্য সকল প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাতে তত্রস্থ জনগণের মন ও হৃদয় আকৃষ্ট হইতে থাকিল। ম্লেচ্ছ বা আর্য্যগণ, যাঁহারা তথায় পাণ্ডবদিগের চরিত্র দর্শন বা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা গদ্‌গদ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই মনস্বীগণ হৃষ্ট হইয়া শত শত মহা ভেরী, পুষ্কল ও গোদুগ্ধ সদৃশাভ শঙ্খ সকল বাদ্য করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদি সমীপে গমন প্রকরণ
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪২॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মদীয় ও পর পক্ষীয় সৈন্যের ঐ প্রকারে ব্যূহ রচিত হইলে কোন্ পক্ষীয় যোধগণ প্রথমে প্রহার আরম্ভ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, আপনকার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সেনার সহিত সমরাভিমুখে গমন করিলেন। সেই প্রকার পাণ্ডবেরাও সকলে হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধাভিলাষে অগ্রসর হইলেন। হে রাজন্! তদনন্তর গোবিষাণ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজের বাদ্য ধ্বনি, ক্রকচের শব্দ, অশ্ব হস্তীর রব, যোধগণের সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দ উভয় সৈন্য মধ্যেই হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা সিংহনাদাদি শব্দ সহকারে আমাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন, আমরাও তাঁহাদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত ধাবিত হইলাম, এই উভয় দলের বিবিধ শব্দ মহা তুমুল হইয়া উঠিল। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষের মহৎ সৈন্য দল সেই মহা সমুচ্ছ্রিত সমাগমে ও শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে, বায়ু দ্বারা কম্পিত বনরাজির ন্যায়, কম্পিত হইতে লাগিল। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে সমাগত রাজগণ, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে সমাকুল সৈন্য সমস্তের তুমুল নির্ঘোষ, পবনোদ্ধত সাগর সমূহের ন্যায় হইয়া উঠিল।

তাদৃশ তুমুল লোমাঞ্চকর শব্দ উত্থিত হইলে মহাবাহু ভীমসেন গোবৃষের ন্যায় নিনাদ করিয়া উঠিলেন। ভীমসেনের সেই নিনাদ শঙ্খ দুন্দুভির নির্ঘোষ, হস্তীগণের বৃংহিত, হয়গণের হেষারব ও সহস্র সহস্র সৈন্যদিগের সিংহনাদকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। মেঘ সদৃশ গর্জ্জনকারী ভীমসেনের সেই শক্রাশনি তুল্য শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনকার সৈন্যেরা ত্রাসান্বিত হইল। যে প্রকার সিংহের রব শুনিয়া অপরাপর পশুগণ মল মূত্র পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ সমুদায় বাহন অশ্ব হস্তী প্রভৃতি সেই বীরের শব্দে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। সেই বীর ঘনতর ঘন বৃন্দের ন্যায় নিনাদ করিয়া আপনাকে ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভবদীয় পুত্র দিগের ভয়োৎপাদন করত তাঁহাদিগের প্রতি আপতিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, সহ, অতিরথ দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র ও জয় এই সকল সহোদরগণ এবং ভোজ-বংশীয় কৃতবর্ম্মা ও বীর্য্যবান্ সোমদত্ত-পুত্র, ইহাঁরা মেঘ কর্ত্তৃক কম্পিত বিদ্যুতের ন্যায় মহাধনুক বিধুনন করত মোক-বিমুক্ত সর্প সদৃশ নারাচ সমূহ গ্রহণ করিয়া, যে প্রকার মেঘ সকল দিবাকরকে আচ্ছাদন করে, সেই রূপ তাঁহাকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পরিবেষ্টিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীর পুত্রেরা ও মহারথ সুভদ্রানন্দন, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, পর্ব্বত শিখর সমূহের উপর মহাবেগ-বিশিষ্ট বজ্র নিক্ষেপের ন্যায়, শাণিত শর সমূহ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে অর্দ্দিত করত তাঁহাদিগের প্রতি আপতিত হইলেন। ভীষণ ধনুগুর্ণ ও করতলের ধ্বনি বিশিষ্ট সেই প্রথম সংগ্রামে

আপনকার পক্ষের বা পর পক্ষের মধ্যে কেহ পরাঙ্মুখ হইলেন না। হে ভরত-সিংহ মহারাজ! দ্রোণ-শিষ্য দিগকেই হস্ত-লাঘব সহকারে পুনঃপুন শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্য বেধ করিতে দেখিলাম। তৎকালে শব্দায়মান ধনুক সকলের নির্ঘোষ বিশ্রান্ত হইল না, গগণতল হইতে বিচলিত জ্যোতিঃ-পদার্থের ন্যায় প্রদীপ্ত শর সকল চলিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অন্যান্য মহীপালেরা সকলে তখন দর্শকের ন্যায় হইয়া সেই দর্শনীয় ভয়ানক জ্ঞাতি-সমাগম দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই মহারথেরা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধৈষী হইয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে সঙ্কুল সেই কুরু পাণ্ডব সৈন্য দ্বয় চিত্রিত পটের ন্যায় রণ স্থলে অতীব শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সেই সকল রাজগণ, আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে আপতিত হইলেন। সেই সকল রাজাদিগের সৈন্য সহ রণ স্থলে আপতন কালে হস্তী ও অশ্বের রব, বীর গণের সিংহনাদ এবং শঙ্খ ও ভেরীর বাদ্য ধ্বনি একত্র মিশ্রিত হওয়াতে বাত কম্পিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের শব্দ সদৃশ হইয়া উঠিল; এই ক্ষুব্ধ সমুদ্রের কুম্ভীর, বাণ সকল; সর্প, ধনুক সকল; কচ্ছপ, খড়্গ সকল, এবং পবন প্রবাহ, অগ্রভাগে যোধগণের তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক লম্ফনাদি।

ও দিকেও সেই সকল সহস্র সহস্র মহীপাল রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সিংহনাদ করত আপনকার সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন। সৈন্য সমাগম উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরই ঘোর রূপ হইল। সেই সকল সৈন্যের সমাগমে দিবাকর ধুলি পটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। কি স্ব পক্ষীয়, কি পর পক্ষীয়, কাহার দিগেরও যুদ্ধ করিতে, ভগ্ন হইতে বা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কোন বিশেষ দেখিলাম না। সেই মহাভয়ঙ্কর সুতুমুল যুদ্ধ স্থলে আপনকার পিতা ভীষ্ম তাদৃশ অতি বহুল সৈন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

যুদ্ধারম্ভে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! সেই ভয়ঙ্কর দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে রাজাদিগের দেহ-কর্ত্তনকর মহা ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর জয়েচ্ছু কুরু ও সৃঞ্জয়গণের সিংহনাদে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত হইল। তল ধ্বনি ও শঙ্খ রবের সহিত কিল কিলা শব্দ হইতে লাগিল, তাহাতে আবার মনুষ্যদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনে সিংহনাদ হইয়া উঠিল। হে ভরত-সিংহ! ধনুর্গুণ ও তলত্রাণের শব্দ, পদাতিদিগের পদ শব্দ, অশ্বগণের মহা হেষা রব, তোত্র ও অঙ্কুশের নিপাত, আয়ুধ সকলের ধ্বনি, পরস্পরের প্রতি ধাবিত হস্তিগণের ঘণ্টারব, তাহাতে আবার মেঘ-গম্ভীর রথনির্ঘোষ, ইহাতে তুমুল লোমাঞ্চকর শব্দ উত্থিত হইল। কৌরবেরা সকলেই জীবন পরিত্যাগে কৃত-নিশ্চয় ও ক্রূরমনা হইয়া ধ্বজ উচ্ছ্রিত করণ পূর্ব্বক পাণ্ডব দিগের প্রতি আপতিত হইলেন। শান্তনু-পুত্র স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ভয়ানক কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয়ও লোক বিখ্যাত গাণ্ডীব লইয়া রণ-মুখে ধাবন করিলেন; সেই উভয় কুরুশার্দ্দূলই পরস্পর বধৈষী হইলেন। বলশালী গঙ্গা-পুত্র রণে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিতে পারিলেন না এবং সেই রূপ অর্জ্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি অভিগত হইলেন; তাঁহাদিগের উভয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে কৃতবর্ম্মাও সাত্যকিকে পরস্পর অস্ত্র প্রহার করত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন। সেই সাত্বত-বংশীয় দুই পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ শর ভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; তাঁহারা উভয়ে বসন্ত কালের পুষ্পিত ও পুষ্প দ্বারা বিচিত্র

বর্ণ বিশিষ্ট কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় হইলেন। মহা-ধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে আক্র-মণ করিলেন। বৃহদ্বল সমরে অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিপাতিত হইলে পর অরিমর্দ্দন সুভদ্রা-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নয় বাণ দ্বারা বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন, পরে শাণিত উৎকৃষ্ট এক ভল্ল দ্বারা বৃহদ্বলের ধ্বজ ও অন্য এক শাণিত উৎকৃষ্ট ভল্ল দ্বারা তাঁহার পার্ষ্ণি-রক্ষককে ছেদন করিয়া ফেলি লেন। ঐ দুই অরিন্দম তীক্ষ্ণ শর সমুহ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন সমরে প্রদীপ্ত, মহারথ, মানী ও শত্রুতা-সৃজনকারী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। সেই নরসিংহ মহারথ কুরু প্রধান-দ্বয় রণাঙ্গনে পরস্পর শর বৃষ্টি দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগি-লেন। হে ভারত! সেই কৃতী মহাত্মা দুই পুরুষকে বিচিত্র যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সর্ব্ব প্রাণীর বিস্ময় জন্মিল। দুঃশাসন মহারথ নকুলকে আক্রমণ করিয়া মর্ম্মভেদী শাণিত দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মাদ্রীপুত্র নকুল হাস্য পূর্ব্বক শাণিত বাণ সকল দ্বারা তাঁহার শরের সহিত শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অনন্তর পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রক শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন সেই মহা রণে নকুলের রথের অশ্ব সকল ও ধ্বজ নিপা-তিত করিলেন। দুর্ম্মুখ মহা রণে যত্নবান্ মহাবল-বান্ সহদেবের প্রতি ধাবন পূর্ব্বক শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বীর সহদেব মহা যুদ্ধে অতি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ, সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরস্পর-কৃত-প্রতীকার-চেষ্টায় ঘোর শর সমুহ দ্বারা ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের প্রতি আক্রমণ করিলেন। মদ্ররাজ তাঁহার নয়ন গোচরেই তাঁহার ধনুক দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া বেগ-সহন-শীল দৃঢ় অপর ধনুক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমুহ দ্বারা মদ্রেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অভিমুখে আ-পতিত হইলেন। মহারথ দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণ দ্বারা পাঞ্চালরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের মারণ-সাধন দৃঢ় ধনুক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, এবং কাল-দণ্ডোপম মহাঘোর অপর এক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরে নি-মগ্ন হইল। দ্রুপদ-পুত্র অন্য শরাসন লইয়া চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা দুই জন পরস্পর জাতক্রোধ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেগশীল বিরাট-পুত্র শঙ্খ বেগ-বান্ সোমদত্ত-নন্দনকে আক্রমণ করিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন। সেই বীর বাণ দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিলেন। অনন্তর সোম-দত্ত-পুত্র, শঙ্খের জত্রু দেশ আহত করিলেন। হে নরনাথ! সেই দর্পশীল উভয় বীরের যুদ্ধ সত্বরই দেব দানবের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অমে-য়াত্মা মহারথ ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ-রূপ বাহ্লী-কের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎপরে বাহ্লীক, অমর্ষণ ধৃষ্টকেতুকে বহু শর দ্বারা মোহিত করি-লেন, অনন্তর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অতি ক্রোধ-পরবশ হইয়া মত্ত হস্তীর প্রতি মত্ত হস্তীর ন্যায় আক্রমণ করত ত্বরা পূর্ব্বক নব-সঙ্খ্য শর দ্বারা বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন তর্জ্জন গর্জ্জন করত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ ক্রূরাত্মা রাক্ষস অলম্বুষকে, ইন্দ্রের বলা-সুরের প্রতি আক্রমণের ন্যায়, আক্রমণ করিল। সে সংক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল অলম্বুষকে নবতি-সঙ্খ্য তীব্র

বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। অলম্বুষও মহাবল ভীমসেন-নন্দনকে বহু প্রকার সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। যে প্রকার দেবাসুরের যুদ্ধে মহাবল ইন্দ্র ও বলাসুর দীপ্তি পাইয়াছিলেন, সেই প্রকার তাহারা উভয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে রাজন্! বলশালী শিখণ্ডী দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি সমর নিমিত্ত অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যত শিখণ্ডীকে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা অতি বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিলেন। পরে শিখণ্ডীও সুতীক্ষ্ণ শাণিত সুপীত, (উত্তম রূপে পানান) শায়ক দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে প্রহার করিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর বহু বিধ শর সমূহ দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। বাহিনীপতি বিরাট সত্বর হইয়া শৌর্য্য-সম্পন্ন ভগদত্তের প্রতি ধাবিত হইলেন; পরে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। হে ভারত! মেঘ যেমন পর্ব্বতে বর্ষণ করে, তাহার ন্যায়, বিরাট সংক্রুদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ভগদত্তকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভগদত্তও মেঘ কর্ত্তৃক উদিত সূর্য্য আচ্ছাদনের ন্যায় রাজা বিরাটকে সত্বর সমাচ্ছাদিত করিলেন। শারদ্বত কৃপ কৈকেয়াধিপতি বৃহৎক্ষত্রের প্রতি গমন করিলেন, এবং শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। কৈকেয়রাজও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শর বৃষ্টি দ্বারা গোতম সন্তানকে পরিপূরিত করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অশ্ব ও ধনুক ছেদন করিয়া উভয়ে বিরথ হইয়া ক্রোধাকুলিত চিত্তে খড়্গ যুদ্ধ করিতে মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোর রূপ দুরাসদ সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাজা দ্রুপদ ক্রোধ জন্য ত্বরাপর হইয়া সিন্ধুপতি হৃষ্টরূপ জয়দ্রথকে আক্রমণ করিলেন। তৎ পরে সিন্ধুরাজ তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদকে তাড়িত করিলেন; দ্রুপদও তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায় তাঁহাদিগের উভয়ের সুদারুণ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে থাকিল; তাহা দেখিয়া দর্শকদিগের প্রীতি জন্মিতে লাগিল। আপনকার পুত্র বিকর্ণ বেগশীল অশ্ব দ্বারা মহাবল সুতসোমের প্রতি ধাবিত হইলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিকর্ণ সুতসোমকে বাণ বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না এবং সুতসোমও বিকর্ণকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইয়া উঠিল। পরাক্রমশীল মহারথ চেকিতান সমুৎসুক হইয়া পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে সুশর্ম্মার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সুশর্ম্মাও মহারথ চেকিতানকে মহৎ শর বর্ষণ করিয়া নিবারিত করিতে লাগিলেন। চেকিতান সেই মহাসংগ্রামে ক্রোধ-সত্বর হইয়া পর্ব্বতের উপর মেঘ মণ্ডলীর ন্যায় সুশর্ম্মার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরাক্রমী শকুনি পরাক্রান্ত প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি, মত্ত হস্তীর উপর সিংহের ন্যায়, অভিদ্রুত হইলেন। যে রূপ ইন্দ্র দনু-সন্তানকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠির-নন্দন প্রতিবিন্ধ্য সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শাণিত বহু শর দ্বারা সুবল-পুত্রকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। পরাক্রমশীল শকুনিও সংগ্রামে মহাপ্রাজ্ঞ পরাক্রান্ত প্রতিবিন্ধ্যকে সন্নত-পর্ব্ব বহু বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত সুদক্ষিণের প্রতি ধাবিত হইলেন। সুদক্ষিণ সহদেব-নন্দন মহারথ শ্রুতকর্ম্মাকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যে প্রকার মৈনাক পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। পরে শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া কাম্বোজ দেশীয় মহারথ সুদক্ষিণকে বহু শর দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করত যেন মোহিত করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন-পুত্র শত্রুতাপন ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও সযত্ন হইয়া যত্নবান্ অমর্ষণ শ্রুতায়ুর প্রতি প্রত্যুদ্যাত হইলেন। অর্জ্জুন-পুত্র মহারথ বলবান্ ইরাবান্ শ্রুতা-

য়ুর ঘোটক সকল সংহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার সেই কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিল। শ্রুতায়ুও অতি ক্রোধাপন্ন হইয়া ইরাবানের ঘোটক সকল প্রবল গদা দ্বারা নিহত করিলেন, পরে তাঁহাদিগের উভয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য সপুত্র মহারথ বীর কুন্তিভোজের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের আশ্চর্য্য ঘোর পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম। তাঁহারা মহতী সেনার সহিত স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজের প্রতি প্রহার করিলেন, পরন্তু কুন্তিভোজ লঘুহস্তে শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে থাকিলেন। কুন্তি-ভোজ-সুত শায়ক সমূহ দ্বারা বিন্দকে বেধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দিগের উভয়ের যুদ্ধ যেন অদ্ভুতের ন্যায় হইতে লাগিল। কৈকেয় রাজ পঞ্চ ভ্রাতা সসৈন্যে সৈন্য সহ পঞ্চ গান্ধার রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনকার পুত্র বীরবাহু, রথিশ্রেষ্ঠ বিরাট-পুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি শাণিত শর সমূহ ক্ষেপণ করিলেন। উত্তরও সেই বীরকে সুশাণিত বাণ-নিচয় দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলেন। চেদিরাজ, উলূকের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং শর বর্ষণ দ্বারা উলূককে প্রহার করিতে লাগিলেন। উলূকও তাঁহার প্রতি লোমবাহী শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই অপরাজিত ও ক্রোধাপন্ন হইয়া উভয়কেই পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! আপনকার ও তাঁহাদিগের পক্ষীয় রথী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের এই প্রকারে সহস্র সহস্র সঙ্কুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে লাগিল। দেখিতে মনোহর দর্শন এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র হইয়াছিল। পরে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। গজ গজের সহিত, রথী রথির সহিত, অশ্বাবার অশ্বাবারের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎ পরে পরস্পর মিলিত হইয়া শূর-গণের দুর্দ্ধর্ষ ব্যাকুল যুদ্ধ হইয়া উঠিল। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণ গণ তথায় সমাগত হইয়া পৃথিবী মধ্যে দেবাসুর সংগ্রাম-সম সেই ঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরুষ সমূহ, অশ্ব সমূহ, সহস্র সহস্র রথ ও গজ বিপরীত ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রথী, হস্ত্যারোহী, সাদী ও পদাতি সকল-কে স্থানে স্থানে পুনঃপুন যুদ্ধ করিতে দেখা গেল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র পদাতি-দিগের যেখানে সেখানে মর্য্যাদাতিক্রম পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট রূপে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে পুত্র পিতাকে, পিতা ঔরস পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারিলেন না। কোন কোন নরসিংহেরা রথ সমূহের সহিত রথ সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন! রথের যুগ কাষ্ঠ সকলের দ্বারা রথ-যুগ সকল, রথ-দণ্ড সকলের দ্বারা রথ-দণ্ড সকল এবং রথ-কূবর সকল দ্বারা রথ-কুবর সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন কোন যোধগণ পরস্পর জিঘাংসু হইয়া মিলিত বহু যোধগণের সহিত মিলিত হইল। কোন কোন রথী গণ বহু রথের সহিত মিলিত হইয়া আর চলিতে সমর্থ হইল না। গলিত-মদ বৃহৎ বৃহৎ গজ সকল বৃহদাকার গজ সকলের সহিত মিলিত ও পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তাঘাতে বহুধা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। হস্তী সকল তোমর ও পতাকা যুক্ত বেগশীল মহাবল বড় বড়

হস্তী সকলের অভিমুখে গিয়া তাহাদিগের দন্তাঘাতে অভিহত ও অতি ব্যথিত হইয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল। শিক্ষা দ্বারা অভিনীত অপ্রভিন্ন-মদ গজ সকল তোত্র ও অঙ্কুশে আহত হইয়াও নিবারিত না হইয়া গলিত-মদ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গজ সকলের সম্মুখে যাইতে লাগিল। কোন কোন মহাগজ সকলও গলিত-মদ মহাগজ সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিতে করিতে স্থানে স্থানে ধাবমান হইল। এবং সম্যক্-শিক্ষিত প্রভিন্ন-করটামুখ প্রকাণ্ড-কায় গজগণ ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নির্ব্বিদ্ধ হইতে লাগিল; তাহারা মর্ম্ম স্থানে নিহত হইয়া চিৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল, এবং কোন কোন মাতঙ্গ গণ ভয়ানক রব করিতে করিতে দিগ্ দিগন্তরে ধাবিত হইতে থাকিল।

মহারাজ! দেখিলাম, গজগণের পাদ রক্ষক বিশাল-বক্ষা পুরুষ সকল পরস্পর সংক্রুদ্ধ ও জিঘাংসু হইয়া ঋষ্টি, ধনুক, বিমল পরশ্বধ, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহময় পরিঘ ও শাণিত বিমল অসি ধারণ পূর্ব্বক প্রহার করত ইতস্তত ধাবন করিতে লাগিল। পরস্পরের উপর ধাবিত পরস্পর শূরগণের খড়্গ সকল মনুষ্য রক্তে সংসিক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। বীরগণের বাহু দ্বারা অবক্ষিপ্ত, কম্পিত ও পর মর্ম্মে পতনোন্মুখ অসি সকলের তুমুল শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে স্থানে স্থানে গদা ও মুষলের আঘাতে রুগ্ন, খরতর খড়্গে ছিন্ন, গজগণ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাহাদিগের দন্তাঘাতে অবভিন্ন মনুষ্য সমূহের পরস্পর ক্রন্দনের দারুণ বাক্য সকল যেন নারকী জীবের বাক্যের ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিল। অশ্বারোহীগণ হংসের ন্যায় চামর ভূষিত মহাবেগশীল অশ্বগণ দ্বারা পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইল। তাহাদিগের কর্ত্তৃক বিমুক্ত স্বর্ণ-ভূষিত আশুগ তীক্ষ্ণ বিমল সর্প সদৃশ মহাপ্রাস সকল পতিত হইতে লাগিল। কতক গুলি বীর অশ্বারোহী অতি বেগশীল অশ্ব দ্বারা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিয়া মহৎ রথ হইতে কতক গুলি রথির মস্তক লইতে লাগিল। কোন কোন রথী বহুল অশ্বারোহীদিগকে বাণ গোচরে সমাগত পাইয়া সন্নত পর্ব্ব ভল্লাস্ত্র সকলের দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। কনক ভূষণালঙ্কৃত নব মেঘ সদৃশ কোন কোন মত্ত গজগণ অশ্বদিগকে স্বীয় পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মর্দ্দন করত অপর সাদিগণ কর্ত্তৃক প্রাসাস্ত্রে প্রমথিত ও পরম ব্যথিত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন প্রকাণ্ডকায় হস্তী সেই সঙ্কুল ভীষণ রণ সময়ে আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে বল দ্বারা উন্মথিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিল। কোন কোন দন্তীগণ দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে উৎক্ষেপণ করিয়া ধ্বজ সংযুক্ত রথ সমূহ মর্দ্দন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন মহা প্রকাণ্ড পুরুষ-হস্তীগণ পুরুষত্ব ও গলিত মদ প্রযুক্ত শুণ্ড ও পদ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্ব সকল নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বারণগণের ললাট, পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে সর্পোপম বিমল তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিপতিত হইতে থাকিল।

মহারাজ! ইতস্তত বীরগণের বাহু নিক্ষিপ্ত মহোল্কা সদৃশ সুমার্জ্জিত ভয়ানক শক্তি সকল লৌহ কবচ ভেদ করিয়া মনুষ্য ও অশ্ব শরীরে নিপতিত হইতে থাকিল। যোধগণ ব্যাঘ্র চর্ম্মাবনদ্ধ নির্ম্মল খড়্গ সকল কোশ মুক্ত করিয়া শত্রুদিগকে হনন করিতে লাগিল। অনেকে আপনাকে ক্রোধ দ্বারা দন্তে ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক ভয় শূন্য হইয়া সম্মুখে অভিধাবিত ও বাম পক্ষাবলম্বনে অভিগত প্রদর্শন করত খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশ্বধের সহিত আপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন গজগণ শুণ্ড দ্বারা অশ্বগণের সহিত রথ সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক আক্ষেপণ করিয়া ক্রন্দনকারী সকলের শব্দানুসারে চতুর্দ্দিকে প্রধাত হইতে থাকিল।

মহারাজ! কোন কোন মনুষ্যেরা শক্তু-দ্বারা বিদারিত, কোন কোন মনুষ্যেরা পরশ্বধ দ্বারা সংছিন্ন, কোন কোন মনুষ্যেরা হস্তী কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কোন কোন মনুষ্যেরা তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ, কেহ কেহ বা রথচক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবদিগকে আহ্বান করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পুত্রদিগকে, অনেকে পিতাকে, অনেকে ভ্রাতাদিগকে অনেকে সখাদিগকে, অনেকে মাতুলদিগকে, অনেকে ভাগিনেয়দিগকে, অনেকে অপরাপরকেও আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। বহু মনুষ্যের অন্ত্র বিকীর্ণ, উরুদেশ ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্বদেশ বিদারিত হওয়া প্রযুক্ত তাহাদিগকে জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে দৃষ্ট হইল। কোন কোন অল্পসত্ত্ব মনুষ্যেরা তৃষ্ণার্ত্ত ও ভুমিতে পতিত হইয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। অনেকে রুধির সমূহে পরিক্লিন্ন ও ক্লিশ্যমান হইয়া অতিশয় আত্ম নিন্দা ও আপনকার পুত্রদিগকেও সাতিশয় নিন্দা করিতে লাগিল। পরস্পর কৃত-বৈর কোন কোন শৌর্য্য-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়েরা শস্ত্র পরিত্যাগ বা রোদন করিল না; প্রত্যুত সংহৃষ্ট হইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দন্ত দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক ভৃকুটী কুটিল বক্তুদ্বারা পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপর কঠোর চিত্ত মহাবল কোন কোন যোধগণ শর দ্বারা আর্ত্ত, ব্রণ পীড়িত ও ক্লিশ্যমান হইয়াও নীরব হইয়া রহিল। কোন কোন শূর প্রকাণ্ডকায় হস্তীগণ কর্ত্তৃক বিরথ, সংক্ষুণ্ণ ও নিপতিত হইয়া অন্যের রথ প্রার্থনা করিতে থাকিল। অনেকে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইল। অনেকে অনীক মধ্যে ভীষণ রব করিতে থাকিল। সেই মহাবীর-ক্ষয়-জনক ভীষণ সংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে, বান্ধব বান্ধবকে নিহত করিতে থাকিল। এই রূপে কুরু পাণ্ডবীয় সৈন্য ক্ষয় পাইতে লাগিল। হে ভরতেন্দ্র! সেই মর্য্যাদা শূন্য দারুণ মহা সংগ্রামে পাণ্ডবদিগের সৈনিকগণ ভীষ্ম সমীপে কম্পিত হইতে লাগিল। যে রূপ চন্দ্রমা মেরু গিরি দ্বারা শোভমান হয়, সেই রূপ মহাবাহু ভীষ্ম তখন মহারথে সমুচ্ছ্রিত রজত ময় পঞ্চতারান্বিত তাল ধ্বজ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।

পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত-কুলভূষণ! সেই অতি ভয়ানক দিবসে পূর্ব্বাহ্লের বহুল অংশ গত হইলে নর বীর ক্ষয়কারী সেই ভীষণ সংগ্রামে দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি, ইহাঁরা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মের সমীপে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথী ভীষ্ম এই পঞ্চ অতিরথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য মথিত করিতে থাকিলেন। ভীষ্মের তালধ্বজ চেদি, কাশি, করূষ ও পাঞ্চাল দেশীয় সৈন্য মধ্যে বহুধা বিচলিত হইতে দৃষ্ট হইল। সেই বীর নতপর্ব্ব মহাবেগশীল ভল্ল সমূহ দ্বারা যুগ ও ধ্বজের সহিত রথ সকল ও যোধগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন; তখন তিনি যেন রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে থাকিলেন। কতক গুলি নাগ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অভিমন্যু অতি ক্রোধান্বিত হইয়া পিঙ্গলবর্ণ উত্তম তুরগ যুক্ত সুবর্ণ-বিচিত্রিত কর্ণিকার ধ্বজ-শোভিত রথে ভীষ্মের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন, এবং ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষক সেই পঞ্চ রথি প্রধানের প্রতি শর বর্ষণ করিলেন। সেই বীর ভীষ্মের ধ্বজ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আহত করিয়া ভীষ্ম ও তাঁহার পঞ্চ রক্ষকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পঞ্চ বাণ প্রহার করিয়া প্রপিতামহের প্রতি অগ্রভাগ শাণিত নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত সম্যক্ প্রযুক্ত এক বাণ দ্বারা দুর্ম্মুখের স্বর্ণ বিভূষিত ধ্বজ আহত করিলেন। অনন্তর সর্ব্বাবরণ-ভেদী নতপর্ব্ব এক ভল্ল

দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তৎ পরে অগ্রভাগ শাণিত এক ভল্ল দ্বারা কৃপাচার্য্যের স্বর্ণ ভূষিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই মহারথ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ-মুখ শর সমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত লাঘব দেখিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত রথী ধনঞ্জয়-পুত্রের লক্ষ্যবেধ-নৈপুণ্য হেতু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধনঞ্জয়ের ন্যায় সত্ত্ববান্ বোধ করিলেন। তাঁহার শরাসন তৎকালে লাঘব পথে অবস্থিত ও গাণ্ডীব সদৃশ শব্দায়মান হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় প্রভা ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

বীর শত্রুহন্তা যতব্রত ভীষ্ম সত্বর অভিমন্যুর সম্মুখস্থ হইয়া বেগ পূর্ব্বক নব-সংখ্যা বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে তাড়িত করিলেন এবং তিন ভল্ল দ্বারা পরম তেজস্বী অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণ দ্বারা তাঁহার সারথিকে আহত করিলেন। সেই কৃপ কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও শল্য অভিমন্যুকে শর প্রহার করিয়াও অকম্পিত মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত করিতে পারিলেন না। শৌর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুন-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় মহারথগণে পরিবৃত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের মহাস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া বলবৎ নিনাদ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি শর সমূহ বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! যৎ কালে তিনি সমরে যত্ন সহকারে শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পীড়া দিতেছিলেন; তৎ কালে তাঁহার বাহু দ্বয়ের সুমহৎ বল দৃষ্ট হইতে লাগিল। এবম্বিধ পরাক্রমশীল সেই বীরের প্রতি ভীষ্মও অনবরত শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তিনিও ভীষ্ম শরাসন চ্যুত সেই সকল বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন। তৎ পরে অব্যর্থবাণ সেই বীর নয় বাণ দ্বারা ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তাহা দেখিয়া জন সকল চিৎকার শব্দে সাধুবাদ করিয়া উঠিল। রজত নির্ম্মিত মহাস্কন্ধ-বিশিষ্ট স্বর্ণ-বিভূষিত সেই তালধ্বজ সুভদ্রানন্দনের বাণে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভীষ্মের তালধ্বজ সুভদ্রা-পুত্রের বাণ দ্বারা পতিত হইতে দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম হৃষ্ট হইয়া সুভদ্রানন্দনের হর্ষোৎপাদন করত শব্দ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর অমেয়াত্মা মহাবল ভীষ্ম সেই মহা রৌদ্র রণ স্থলে বহুল দিব্য মহাস্ত্রের প্রাদুর্ভব করিলেন; পরে নতপর্ব্ব শত সহস্র শর অভিমন্যুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহারথী সপুত্র বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কেকয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্যকি এই দশ জন মহারথী রথের সহিত সত্বর হইয়া অভিমন্যুর রক্ষার্থে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদিগের বেগে আপতিত হইবার সময়ে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণ ও সাত্যকিকে নয় বাণ দ্বারা প্রহার করিলেন এবং আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যক্ত শাণিত পক্ষযুক্ত এক মাত্র ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা ভীমসেনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে নরসত্তম! ভীমসেনের স্বর্ণময় সিংহ ধ্বজ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া রথ হইতে পতিত হইল। তখন ভীমসেন সেই রণ স্থলে ভীষ্মকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কৃপাচার্য্যকে এক, কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

বিরাট-পুত্র উত্তর মদ্রাধিপতি রাজা শল্যের প্রতি কুণ্ডলীকৃত-শুণ্ড এক হস্তী আরোহণে ধাবিত হইলেন। যখন সেই হস্তিরাজ শল্যের রথে বেগে আপতিত হইতে লাগিল, তখন শল্য তাহার অনুপম বেগ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পরন্তু সেই নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শল্যের রথ যুগের উপর আরোহণ করিয়া পদ দ্বারা তাঁহার সাধুবাহী বৃহৎ চারি অশ্বকে নিহত করিল। রাজা শল্য হতাশ্ব রথে অবস্থিত হইয়া সর্প সদৃশ লৌহময় এক শক্তি উত্তরকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শক্তি উত্তরের তনুত্রাণ ভেদ

করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইল এবং তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্কুশ ও তোমর ভ্রস্ত হইয়া গেল। তিনি সাতিশয় মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গজস্কন্ধ হইতে পতিত হইলেন। তখন শল্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রম সহকারে রথ বর হইতে লম্ফ প্রদান করত সেই গজরাজের বৃহৎ শুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই হস্তীর পূর্ব্বে শর সমূহ দ্বারা মর্ম্ম ভেদ হইয়াছিল, পরে ছিন্ন শুণ্ড হইয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িল ও মরিল। রাজা মদ্রাধিপতি এতাদৃশ ভীষণ মহৎ কার্য্য করিয়া সত্বর হইয়া কৃতবর্ম্মার উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন।

তদনন্তর ভ্রাতা উত্তরকে হত ও শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থিত দেখিয়া বিরাটের অন্য পুত্র শঙ্খ ক্রোধে ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। সেই বলশালী ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া মদ্রাধিপতিকে যুদ্ধে হনন করিবার ইচ্ছায় অভিধাবিত হইলেন, চতুর্দ্দিকে মহৎ রথ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াও বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের সমীপে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সেই মত্ত হস্তি-সদৃশ বিক্রমশীল শঙ্খকে আপতিত হইতে দেখিয়া মৃত্যুর করাল দন্তের অন্তর্গত মদ্র রাজকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া আপনকার পক্ষীয় সপ্ত রথী, শঙ্খকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। তৎ পরে মহাবাহু ভীষ্ম মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিনাদ করিয়া তাল পরিমিত ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক শঙ্খের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ভীষ্মকে উদ্যত দেখিয়া পাণ্ডবী সেনা বাতবেগাহত নৌকার ন্যায় সংক্রান্ত হইল। এক্ষণে শঙ্খকে ভীষ্মের হস্ত হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অর্জ্জুন, ত্বরা পূর্ব্বক শঙ্খের অগ্রবর্ত্তী হইলেন, তখন যুদ্ধ আরব্ধ হইল। তখন যুদ্ধকারী যোধগণের মহান্ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল, এক তেজ অন্য তেজে মিলিত হইল বলিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। ও দিগে শল্য গদা হস্তে মহারথ হইতে নামিয়া শঙ্খের রথ-যোজিত চারি টি অশ্ব সংহার করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব হত হইলে শঙ্খ সত্বর খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় রথ হইতে বিদ্রুত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন।

পরে ভীষ্মের রথ হইতে দ্রুতগামী পতত্রি সকল অন্তরীক্ষ ও ভূমিতলে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া উৎপতিত হইতে লাগিল। প্রহারক প্রধান ভীষ্ম সেই সকল শর সমূহ দ্বারা পাঞ্চাল, মৎস্য, কেরল ও প্রভদ্রক গণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তিনি পাণ্ডব সব্যসাচীকে পরিত্যাগ করিয়া বহুল শর বিকিরণ করিতে করিতে পাঞ্চালাধিপতি সেনাবৃত প্রিয় বান্ধব দ্রুপদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দ্রুপদের সৈন্য সকলকে শিশিরান্তে অগ্নিদগ্ধ বনের ন্যায় শরদগ্ধ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীষ্ম তৎ কালে ধুম-শূন্য পাবক সদৃশ হইয়া অবস্থিত রহিলেন। যে প্রকার মধ্যাহ্ন সময়ে তপন্ত তেজস্বান্ সূর্য্যকে সহ্য করা যায় না, তদ্রূপ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, ভয়ার্ত্ত হইয়া শীতার্দ্দিত গো যূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও আপনার দিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না। সৈন্য সকল হত, বিমর্দ্দিত, নিরুৎসাহ ও বিদ্রুত হইলে তাহাদিগের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। শান্তনুনন্দন অনবরত আশীবিষ ভুজঙ্গ সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সমূহ মোচন করিতে লাগিলেন। তৎ কালে তাঁহার ধনুক মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি যতব্রত হইয়া শর দ্বারা সমস্ত দিক্ এক মাত্র পথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় রথিদিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতে থাকিলেন; তাহাতে সৈন্য সকল মথিত ও ভগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর দিবাকর অস্তগত হইল, কিছুই আর দৃষ্টি গোচর রহিল না। তৎ কালে পার্থগণ ভীষ্মকে সেই মহাসংগ্রামে উগ্রভাবে উদীর্য্যমাণ দেখিয়া সৈন্যগণের অবহার করিলেন।

প্রথম দিন যুদ্ধ প্রকরণ ও ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! প্রথম দিবসের যুদ্ধে সৈন্যাবহার করিলে পর রাজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের প্রভাব ও পরাক্রম এবং দুর্য্যোধনের হর্ষ দেখিয়া সাতিশয় শোকান্বিত হইয়া আপনার পরাজয় চিন্তা করত ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত আত্মীয় রাজগণের সহিত সত্বর বৃষ্ণিকুলতিলক কৃষ্ণের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! দেখ! ভীষ্ম যে রূপ ভীষণ-পরাক্রম ও মহাধনুর্ধর! উনি গ্রীষ্মকালে অনল-কর্ত্তৃক শুষ্ক তৃণ দহনের ন্যায় শরদ্বারা সৈন্য দগ্ধ করিতেছেন; ঘৃতযুক্ত অগ্নির ন্যায় মদীয় সৈন্য লেহন করিতেছেন। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে রণস্থলে কি প্রকারে নিরীক্ষণ করি? মহাবলশালী ঐ পুরুষব্যাঘ্রকে কার্ম্মুক-হস্ত দেখিয়া শরাহত আমাদিগের সৈন্য সকল পলায়িত হইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ-যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাহস্ত কুবের ইহাঁদিগকেও রণে জয় করা যায়, কিন্তু মহাবল মহাতেজা ভীষ্মকে কোন প্রকারেই পরাজিত করিতে পারা যাইবে না। এই রূপ অবস্থায় আমি ভীষ্ম স্বরূপ অগাধ জলে মগ্ন হইয়া আপ্লুত হইয়াছি, সুতরাং আপনার বুদ্ধি দৌর্বল্য প্রযুক্ত সংগ্রামে ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আমার বনেই জীবিত থাকা শ্রেয়, অতএব আমি বনে যাই। এই রাজগণকে ভীষ্মরূপ যমের হস্তে দেওয়া উচিত নহে; মহাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম আমার সেনা ক্ষয় অবশ্য করিবেন। যে প্রকার পতঙ্গগণ আত্ম বিনাশের নিমিত্তই ধাবিত হইয়া প্রজ্বলিত বহ্নিতে পড়িতে যায়, আমার সৈনিক জনেরা সেই রূপই ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। কৃষ্ণ! আমি রাজ্যের নিমিত্তে পরাক্রমী হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইলাম, আমার বীর ভ্রাতারাও ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত আমার নিমিত্তে রাজ্য ও সুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শরপীড়িত ও দুঃখে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এইক্ষণে জীবনই দুর্লভ, জীবিত থাকাই বহু করিয়া মানিতেছি। আমার এই অবশিষ্ট জীবনে দুষ্কর তপস্যাচরণ করিব, এই মিত্রদিগকে রণে বিনাশ করাইব না। মহাবল ভীষ্ম আমার বহু সহস্র প্রধান প্রহারক রথীদিগকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা অনবরত নিহত করিতেছেন। হে মাধব! এক্ষণে আমার কি করিলে ভাল হয়, তাহা তুমিই অবিলম্বে বল। সব্যসাচীকে তো রণে মধ্যস্থের ন্যায় দেখিতেছি; এই এক মহাবাহু ভীমই ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করত কেবল বাহু বলে শত্রু সহ যথা শক্তি যুদ্ধ করিতেছেন। এই মহামনা, স্বীয় উৎসাহানুসারে বীর-ঘাতিনী গদা দ্বারা রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতিদিগের প্রতি অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ইনি একাকী কোন ক্রমেই পর সৈন্য ক্ষয় করিতে সমর্থ হইবেন না এবং আর্জ্জব ভাবে যুদ্ধ করিলে শত বৎসরেও শত্রু সৈন্য ক্ষয় করিতে পারা যাইবে না। তোমার সখা ঐ অর্জ্জুনই এক আমাদিগের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধে কৃতী, উনি আমাদিগকে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক দহ্যমান দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছেন। ঐ দুই মহাত্মারই দিব্যাস্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া পুনঃপুন ক্ষত্রিয় সকলকে দগ্ধ করিবে। কৃষ্ণ! ভীষ্মই ক্রুদ্ধ ও সর্ব্ব পার্থিবের সহিত একত্রিত হইয়া স্বীয় পরাক্রমানুসারে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষয় করিবেন। হে মহাভাগ! হে যোগেশ্বর! যে প্রকার জলদপটলী দাবাগ্নি শমতা করে, সেই প্রকার সংগ্রামে ভীষ্মকে শমতা করে, এমত কোন মহারথী দেখ। হে গোবিন্দ! তাহা হইলে বান্ধব গণের সহিত পাণ্ডবেরা তোমার প্রসাদে হত-শত্রু হইয়া স্ব রাজ্য লাভ করত সুখী হইতে পারিবে। মহামনা যুধিষ্ঠির এই রূপ বলিয়া শোকাহত-চেতন ও অন্তর্মনা হইয়া দীর্ঘ কাল চিন্তা-মগ্ন হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দুঃখাবৃত-চিত্ত ও শোকার্ত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সমস্ত পাণ্ডব পক্ষীয়দিগকে আনন্দিত করত বলিলেন, হে ভরত-প্রবর! তুমি শোক করিও না, শোক করা তোমার উচিত নয়, তোমার এই সমুদায় ভ্রাতারা শূর ও লোক মধ্যে ধনুষ্মান্; আমি, মহারথী সাত্যকি, বিরাট,

দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার প্রিয়কারী। হে রাজসত্তম! স্ব স্ব সৈন্যগণ সহিত এই সমস্ত রাজারা তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষা করিতেছেন, বিশেষত ইহাঁরা তোমারই ভক্ত। হে মহাবাহো! এই পৃষতনন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্য-রত হইয়া সেনাপতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ভীষ্মের মৃত্যু স্বরূপ শিখণ্ডীও তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্যরত।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া সেই সভাতেই কৃষ্ণের সাক্ষাতে মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর, আমার বাক্য অতিক্রম না হয়। বাসুদেবের সম্মতিক্রমে তুমি আমার সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছ। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদাই দেবগণের সেনাপতি ছিলেন, হে পুরুষর্ষভ! সেই প্রকার তুমিও পাণ্ডবদিগের সেনাপতি হইয়াছ। অতএব হে পুরুষসিংহ! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া কৌরবদিগকে বিনাশ কর। ভীমসেন, কৃষ্ণ, নকুল, সহদেব, দ্রুপদের দায়াদগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যে সকল মহীপালেরা যুদ্ধার্থে বদ্ধসন্নাহ হইয়াছেন, ইহাঁরা সকলে এবং আমি তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব।

পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন তত্রস্থ সকলকে হর্ষিত করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! ভগবান্ শম্ভু পূর্ব্বেই আমাকে দ্রোণ বিনাশের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। আজি আমি বদ্ধসন্নাহ হইয়া রণে দর্পিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ, সকলের সহিতই প্রতিযুদ্ধ করিব। শত্রুতাপন পার্থিবেন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্যম সহকারে এই প্রকার ব্যক্ত করিলে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডব পক্ষীয়েরা হর্ষ, দর্প ও উৎসাহ সহকারে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে পার্থ যুধিষ্ঠির, সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! ক্রৌঞ্চারুণ নামে সর্ব্ব শত্রু-সূদন একটি ব্যূহ আছে, যাহা দেবাসুর যুদ্ধ কালে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন; বিপক্ষ সৈন্য বিনাশক সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ যথাবিধানে প্রতিব্যূহিত কর, কৌরব ও অন্যান্য রাজগণ যাহা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, তাহা দেখুন।

যে প্রকার দেবরাজ বিষ্ণুকে বলেন, সেইরূপ, ধর্ম্মরাজ নরদেব ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যুষ কালে ধনঞ্জয়কে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিলেন। ধনঞ্জয়ের রথধ্বজ, যাহা দেবরাজের শাসনানুসারে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কেতু সূর্য্যপথগামী হইয়া অদ্ভুত মনোরম হইল। ইন্দ্রায়ুধসবর্ণ পতাকা সকলে অলঙ্কৃত সেই কেতু, আকাশগত গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় রথ-চর্য্যাতে আকাশ মধ্যে যেন নৃত্যমান হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই রত্ন যুক্ত কেতু, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন দ্বারা ও গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সেই রত্ন ভূষিত কেতু দ্বারা পরস্পর, যেন সূর্য্য সন্নিহিত ব্রহ্মার ন্যায়, পরমশোভিত হইল। মহতী সেনাতে সমাবৃত পাঞ্চালরাজ সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহের মস্তক হইলেন। কুন্তিভোজ ও চেদিপতি এই দুই রাজা উহার চক্ষু হইলেন। দাশেরকগণের সহিত প্রয়াগ, দশার্ণ, অনূপ ও কিরাত দেশীয় রাজগণ উহার গ্রীবা হইলেন। পটচ্চর, হুণ্ড, কৌরবক ও নিষাদ প্রদেশীয় গণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির উহার পৃষ্ঠ হইলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ অভিমন্যু ও সাত্যকি, ইহাঁরা উহার উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্র, কুণ্ডীবৃষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লীক, তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য, এই সকল দেশীয় যোদ্ধাগণ দক্ষিণ পক্ষ, আর অগ্নিবৈশ্য, গজতুণ্ড, মলদ, দাশকারি, শবর, কুন্তল, বৎস ও নাকুল দেশীয় যোধগণের সহিত নকুল ও সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করিলেন। পক্ষভাগে অযুত, শিরোভাগে নিযুত, পৃষ্ঠভাগে এক অর্ব্বুদ বিংশতি সহস্র এবং গ্রীবাভাগে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ থাকিল। পক্ষ কোটি, প্রপক্ষ ও পক্ষান্তে চলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ

পরিবৃত হইয়া রহিল। কেকয়গণের সহিত বিরাট এবং তিন অযুত রথের সহিত কাশিরাজ ও শৈব্য উহার জঘন দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারত-সত্তম পাণ্ডবগণ এই রূপ মহাব্যূহ ব্যূহিত করিয়া বদ্ধসন্নাহ হইয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষায় যুদ্ধের নিমিত্তে অবস্থিত রহিলেন। তখন তাঁহাদিগের রথ ও হস্তীতে মহৎ শ্বেত ছত্র সকল বিমল অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমিততেজা পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সুরচিত সেই ক্রৌঞ্চ নামক মহাঘোর অভেদ্য মহা ব্যূহ দেখিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসনাদি সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য বহুল শূরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করত তৎ কালোচিত এই বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলেই মহারথ, শাস্ত্রার্থ-কোবিদ এবং নানা শস্ত্র প্রহারে সমর্থ; তোমরা প্রত্যেকেই পাণ্ডু-পুত্রদিগকে নিহত করিতে পার, তবে সকলে সংহত ও সৈন্য সহ একত্রিত হইয়া যে, নিহত করিবে, তাহার আর বক্তব্য কি! অপিচ আমাদিগের সৈন্য অপর্য্যাপ্ত এবং ভীষ্মের রক্ষিত; এবং উহাদিগের সৈন্য পর্য্যাপ্ত ও ভীমের রক্ষিত। শত্রুঞ্জয়, সুবীর দুঃশাসন, বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও মণিভদ্রকের সহিত সংস্থান, শূরসেন, বিকর্ণ, কুকুর, রেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবন দেশীয় বীরগণ সসৈন্য, পুরোগামী হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুক।

মহারাজ! তৎ পরে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনকার পুত্রেরা পার্থদিগের ব্যূহের প্রতি পক্ষে এক মহা ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। মহতী সেনায় চতুর্দ্দিকে পরিবারিত হইয়া ভীষ্ম, মহাসৈন্য দল প্রকর্ষণ করত দেবরাজের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। প্রতাপশালী মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরণগণের সহিত ভীষ্মের অনুগামী হইলেন। এবং সর্ব্ব সৈন্যের সহিত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোধগণ যুদ্ধ-শোভী ভীষ্মের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। শকুনি স্বকীয় সৈন্যের সহিত, ভরদ্বাজনন্দনকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত সোদরগণে সমবেত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষান্বিত হইয়া অশ্বাতক, বিকর্ণ, চামল, কোশল, দরদ, শক, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত পাণ্ডব বাহিনীর উপর অভিদ্রুত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি, সুশর্ম্মা, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, নানা দেশীয় রাজগণ, কেতুমান্‌, বসুদান এবং বিভু কাশীরাজ-পুত্র মহতী সেনার সহিত, সেনা-পৃষ্ঠে অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর ভবৎপক্ষীয় সকলেই হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে শঙ্খ ধ্বনি ও সিংহনাদ করিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষসূচক সেই সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বণি শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মও সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাদ্য করিলেন। তৎ পরে অপরাপর সকলেই শঙ্খ, ভেরী, নানাবিধ পেশী ও আনক সমূহ বাদ্য করিতে লাগিল, তাহাতে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল।

অনন্তর, শ্বেতাশ্ব সংযোজিত মহৎরথে অবস্থিত হৃষীকেশ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় হেমরত্ন বিভূষিত স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন, হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহা শঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামে ও সহদেব মণিপুষ্পক নামে শঙ্খ বাজাইয়া উঠিলেন। কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথ সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি, মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ইহাঁরা সকলে স্ব স্ব মহাশঙ্খ বাদ্য করিলেন,

এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বীর গণের সমুদীরিত অতি মহান্ নির্ঘোষ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অনুনাদিত করত তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয় ঐ সকল যোধগণ হৃষ্ট হইয়া উক্ত রূপে পরস্পর ত্রাসোৎপাদন করত পুনর্যুদ্ধ নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া রহিলেন।

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! উভয় পক্ষের সৈন্যব্যূহ ঐ রূপ সজ্জিত হইলে প্রধান প্রহারকেরা কি প্রকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ রূপ রচিত সৈন্য ব্যূহ মধ্যে যোধগণ বদ্ধসন্নাহ হইয়া রহিল, তাহাদিগের মনোহর ধ্বজ সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অপার সাগরোপম সেই সকল সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাবকীয় সমুদায় যোধগণকে কহিলেন, তোমরা সকলেই সংগ্রামোদ্যত ও বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া প্রস্তুত হইয়াছ, এক্ষণে সংগ্রামারম্ভ কর।

তখন তাঁহারা সকলেই নিষ্ঠুর চিত্ত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তাঁহাদিগের ধ্বজ সকল উচ্ছ্রিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর আপনকার স্ব পক্ষ ও পর পক্ষের রথী ও হস্ত্যারোহীতে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। স্বর্ণপুঙ্খ, সুতেজিত ও অগ্রভাগ অকুণ্ঠিত বাণ সকল রথীগণ কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়া নাগ ও অশ্বগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। তথাবিধ সংগ্রাম আরব্ধ হইলে পরিহিত-বর্ম্মা ভীমপরাক্রম কুরু পিতামহ মহাবাহু বিভু ভীষ্ম মহারথ অভিমন্যু, ভীমসেন, অর্জ্জুন, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি ও মৎস্যরাজ, এই সকল নর বীরের সমীপে গমন পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ভীষ্ম বীরের সমাগমে পূর্ব্বোক্ত মহা ব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল; পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্যেরই মহা ব্যতিক্রম সঙ্ঘটিত হইল; সাদী, রথী ও প্রবর বাজি সকল হত হইতে লাগিল। রথ-সেনা সকল বিপ্রযাত হইতে থাকিল।

তখন নর সিংহ অর্জ্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ! যেখানে পিতামহ আছেন, সেখানে রথ লইয়া চল। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, দুর্য্যোধন-হিতৈষী ঐ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের সেনা ক্ষয় করিবেন। দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ইহাঁরা দৃঢ়ধন্বা ভীষ্মের রক্ষিত হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার করিবেন, অতএব আমি সৈন্য রক্ষা নিমিত্ত ভীষ্মকে বধ করিব।

বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি সযত্ন হও, এই আমি তোমাকে পিতামহ রথ সমীপে লইয়া যাই।

মহারাজ! কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে এই বলিয়া সেই লোকবিশ্রুত রথ ভীষ্মের রথ সমীপে লইয়া গেলেন। ধনঞ্জয় চঞ্চল বহু পতাকান্বিত, বকশ্রেণী সবর্ণ বাজি সংযোজিত, মহা ভীষণ নিনাদকারী বানরাধিষ্ঠিত সমুচ্ছ্রিত কেতু বিরাজিত, আদিত্য কান্তি বিশিষ্ট মহৎ রথ দ্বারা মেঘ গম্ভীর শব্দে শূরসেন ও অন্যান্য কৌরব সেনা ধ্বংস করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। সিন্ধু, প্রাচ্য, সৌবীর ও কৈকেয়গণে সুরক্ষিত শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, রণস্থলে শূরগণকে ত্রাসিত ও নিপাতিত করিতে করিতে বেগ-সহকারে আগমনশীল প্রভিন্ন বারণের ন্যায় দ্রুতবেগে আগচ্ছন্ত সেই সুহৃদ্গণের হর্ষবর্দ্ধন ধনঞ্জয়ের সম্মুখে সহসা প্রত্যুদ্গত হইলেন। মহারাজ! কুরু পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রথী গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইতে পারে?

পরে ভীষ্ম সপ্ত সপ্ততি নারাচ, দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চাশৎ, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নব, সিন্ধুরাজও নব এবং শকুনি পঞ্চ শর ও বিকর্ণ দশ ভল্ল দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহা-

বাহু অর্জ্জুন, চতুর্দ্দিক্ হইতে শাণিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও ভিদ্যমান অচলের ন্যায় ব্যথিত হইলেন না। সেই অমেয়াত্মা কিরীটী ভীষ্মকে পঞ্চবিংশতি, কৃপকে নব, দ্রোণকে ষষ্টি, বিকর্ণকে তিন, শল্যকেও তিন এবং রাজা দুর্য্যোধনকে পঞ্চ বাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যু, ইহাঁরা ধনঞ্জয়ের নিকট পরিবৃত হইলেন। তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণের সহিত, গঙ্গা-পুত্র ভীষ্মের প্রিয় কার্য্যরত মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের নিকট সমাগত হইলেন। পরন্তু রথি-প্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া অশীতি সংখ্য শাণিত বাণ ধনঞ্জয়ের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন, তাহা দেখিয়া আপনকার পক্ষীয়গণ হর্ষ সহকারে চিৎকার করিয়া উঠিল। পরে রথিসিংহ প্রতাপবান্ ধনঞ্জয়, সেই হর্ষোৎফুল্ল যোধগণের নিনাদ শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রহৃষ্টের ন্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রবরদিগের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া ধনুকের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন, সংগ্রামে স্বসৈন্য দিগকে পার্থ দ্বারা পীড্যমান দেখিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনি এবং দ্রোণ রথী গণের প্রধান, আপনারা উভয়ে জীবিত থাকিতে ঐ বলী অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত, আমাদিগের সৈন্য সমস্ত নিপাতিত করত আমাদিগের মূল কৃন্তন করিতে লাগিলেন। কর্ণ আমার দিগের হিতৈষী, উনি আপনকার নিমিত্তই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রণে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ফাল্গুন হত হয়, আপনি এমত উপায় করুন।

মহারাজ! আপনার পিতা দেবব্রত এই রূপে দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া, 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ধিক্' বলিয়া পার্থের রথের নিকট গমন করিলেন। উভয় শ্বেতাশ্ববান্কে যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া ভূপাল গণ অত্যন্ত সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। দ্রোণপুত্র, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও সকলে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া মহাযুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত রহিলেন। তদনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইল। গঙ্গানন্দন নয় শর পার্থের প্রতি, পার্থও মর্ম্মভেদী দশ বাণ গঙ্গানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সমর-শ্লাঘী অর্জ্জুন সহস্র শর প্রয়োগ করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও তখন শর জাল দ্বারা অর্জ্জুনের সেই শরজালকে নিবারণ করিলেন। উহাঁরা উভয়েই যুদ্ধানন্দিত, উভয়েই পরম হর্ষ সহকারে পরস্পর কৃত প্রতীকারার্থী হইয়া নির্ব্বিশেষ রূপে রণ করিতে লাগিলেন। যে সকল শর জাল ভীষ্ম শরাসন হইতে প্রমুক্ত হইতে থাকিল, তাহা অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ও শীর্য্যমাণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই প্রকার যে সকল শরজাল অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে প্রমুক্ত হইতে লাগিল, তাহা ভাগ ভাগ হইয়া ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল। অর্জ্জুন পঞ্চবিংশতি শরে ভীষ্মকে প্রহার করিলেন, ভীষ্মও নব সংখ্য বাণে পার্থকে প্রহার করিলেন সেই অরিন্দম দুই বীর পরস্পর অবলীলা ক্রমে পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথের ঈশা ও চক্র বেধ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যোধবর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন সারথি বাসুদেবের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন। মধুসূদন ভীষ্ম শরাসন চ্যুত বাণ ত্রয়ে বিদ্ধ হইয়া সেই রণ স্থলে সপুষ্প কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন। অর্জ্জুন মাধবকে নির্ব্বিদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের সারথিকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎ কালে সেই দুই বীর সযত্ন হইয়াও পরস্পর রথ মধ্য হইতে পরস্পরকে লক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন না, কেন না উভয়েই সারথির নৈপুণ্য সামর্থ্য বশত লাঘব প্রযুক্ত রথের বিচিত্র মণ্ডলকারিত গতি প্রত্যাগতি

প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রহার করিবার অবকাশ বর্ম্ম অনুসন্ধানে পুনঃপুন অন্তর-পথস্থ হইতে লাগিলেন, এবং সিংহ রব সহকারে শঙ্খ শব্দ ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে থাকিলেন। তাঁহাদিগের শঙ্খ ধ্বনি ও রথনেমি শব্দে পৃথিবী সহসা দারিতা, কম্পিতা ও অনুনাদিতা হইল। তাঁহারা উভয়েই উভয়ের সদৃশ, শূর ও বলবান্, উভয়ের মধ্যে কেহই কিছু মাত্র অবকাশ দেখিতে পাইলেন না। কৌরব পক্ষীয়েরা তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে যে ভীষ্মের রক্ষার্থে সমীপে গমন করিলেন, তাহা কেবল ভীষ্মের চিহ্ন মাত্র দ্বারা; সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও পার্থের চিহ্ন মাত্র দ্বারাই তাঁহার রক্ষার্থে সমীপস্থ হইলেন। মহারাজ! সেই নরসিংহ দ্বয়ের সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া সকল প্রাণীই বিস্ময়াপন্ন হইল। যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কেহই সেই রণ স্থলে তাঁহাদিগের রন্ধ্র দর্শনে সমর্থ হইল না। উভয়েই কখন শরজালে অদৃশ্য, কখন বা অতি শীঘ্র প্রকাশিত হন।

উভয়ের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ দর্শক দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই দুই সংরব্ধ মহারথকে সমস্ত লোক দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়াও যুদ্ধে পরাজয় করিতে কোন প্রকারে সমর্থ নহে। লোক মধ্যে এই যুদ্ধ আশ্চর্য্যভূত অতি অদ্ভুত ব্যাপার, এতাদৃশ যুদ্ধ কখনই আর হইবার সম্ভাবনা নাই। ভীষ্ম অশ্ব সংযুক্ত রথের সহিত চাপহস্তে রণ স্থলে বাণ প্রবপন করিতে থাকিলে, ধীমান্ পার্থ উহাঁকে যুদ্ধে কোন ক্রমেই জয় করিতে পারিবেন না। সেই রূপ ভীষ্মও দেবগণেরও দুরাসদ ঐ ধনুর্দ্ধর পার্থের সহিত রণে জয়ী হইতে উৎসাহ করিতে পারেন না। ইহাঁরা যদি প্রলয় কাল পর্য্যন্তও যুদ্ধ করেন, তথাপি এই যুদ্ধ সমান রূপেই হইতে থাকিবে। উহাঁদিগের প্রতি এই রূপ স্তুতি বাক্য ইতস্তত প্রচারিত হইতে প্রবৃত্ত হইল।

মহারাজ! উহাঁদিগের উভয়ের পরাক্রম প্রকাশ সময়ে আপনার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় শূরগণই শাণিত-ধার খড়্গ, পরশ্বধ, বহুবিধ বাণ ও অন্যান্য শস্ত্র সমূহ দ্বারা পরস্পর কাটাকাটি করিতে লাগিল। সেই সুদারুণ ঘোর সংগ্রামে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরও মহান্ সমর ব্যাপার হইতে থাকিল।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহেশ্বাস দ্রোণ ও পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে সযত্ন হইয়া রণে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বল। সঞ্জয়! যখন ভীষ্ম পাণ্ডবগণ হইতে যুদ্ধে পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন পৌরুষ অপেক্ষা অদৃষ্টকেই প্রধান মানিতে হইবে, নতুবা ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত চরাচর সংহার করিতে পারেন, তিনি যুদ্ধে পাণ্ডব সাগর হইতে কেন উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের সহিত দেবগণেরও পাণ্ডবদিগকে রণে জয় করা অসাধ্য। সম্প্রতি এই মহাভয়ানক যুদ্ধের কথা স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আচার্য্য দ্রোণ বিবিধ বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ নীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, তৎ পরে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া চারিটী উত্তম শায়ক দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে পীড়িত করিলেন। তদনন্তর বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য বদনে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া নবতি সংখ্য শাণিত শর দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে অপরিমেয়াত্মা প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-নন্দন ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন, এবং ইন্দ্রের অশনি-সমস্পর্শ ও দ্বিতীয় যম দণ্ড স্বরূপ একটি ঘোর শর ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। দ্রোণের সেই বাণ সন্ধান দেখিয়া সমস্ত সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। মহারাজ! সেই স্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম যে, সেই বীর একাকী, গিরির ন্যায়, অচল হইয়া রহিলেন এবং

আপনার মৃত্যু স্বরূপ আগম্যমান সেই প্রদীপ্ত মহা ঘোর বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং দ্রোণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই রূপ অতি দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরে সেই পরাক্রমশীল মহাবীর, দ্রোণের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্ণ-বৈদূর্য্য-ভূষিত মহাবেগশীল এক শক্তি দ্রোণের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন যেন হাসিতে হাসিতে সেই কনক ভূষিত পতন্ত শক্তি তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শক্তি নিহত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাযশা দ্রোণ তাঁহার শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া শরাসনের মধ্য স্থান ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহা যশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন হইলে, তিনি গিরিসারময় ভার বিশিষ্ট এক গদা দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদা তাঁহার করমুক্ত হইয়া দ্রোণ বিনাশের নিমিত্তে চলিল; কিন্তু এই স্থলে দ্রোণের অদ্ভুত বিক্রম দেখিলাম, তিনি রথচালনা কার্য্যে লাঘব নৈপুণ্য হেতু সেই স্বুবর্ণ ভূষিত গদা বিফল করিলেন। গদা বিফল করিয়াই শিলাশাণিত সুশাণিত সুপীত স্বর্ণপুঙ্খ কতক গুলি ভল্ল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল ভল্ল তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল। পরে মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই যুদ্ধে পরাক্রম-পূর্ব্বক অন্য এক ধনুক গ্রহণ করিয়া পাঁচটি বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর উভয় নর বীরই রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া বসন্ত কালের পুষ্পিত বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎ পরে দ্রোণ ক্রোধ পরবশ হইয়া চমূমুখে পরাক্রম সহকারে দ্রুপদ-পুত্রের ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তাঁহার ধনুক ছিন্ন হইলে অমেয়াত্মা দ্রোণ, পর্ব্বতের উপর মেঘের জল বর্ষণের ন্যায়, সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ তাঁহার উপর বর্ষণ করিলেন। তৎপরে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন। তৎ পরেই চারিটি শাণিত বাণে তাঁহার রথের চারিটি অশ্ব সংহার করিলেন, এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তাহার পরেই আবার অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হস্তাবাপ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব হত হইলে তিনি মহৎ পৌরুষ প্রকাশ করত গদা হস্তে লইয়া রথ হইতে অবরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই দ্রোণ সত্বর হইয়া কতকগুলি শর দ্বারা তাঁহার গদা বিনাশিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর বলশালী সুভুজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শত চন্দ্র যুক্ত মনোরম সুবিপুল চর্ম্ম ও বিপুল দিব্য খড়্গ লইয়া, মত্ত হস্তীর প্রতি মাংসার্থী সিংহের ন্যায়, দ্রোণের বধাভিলাষে বেগে অভিদ্রুত হইলেন। তখন ভরদ্বাজ-নন্দনের বাহু দ্বয়ের বল, অস্ত্র প্রয়োগ লাঘব ও পৌরুষ আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম, তিনি একাকীই বাণ বর্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারিত করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদৃশ বলবান্ হইয়াও দ্রোণ সমীপে যাইতে পারিলেন না, দেখিলাম, সেই মহারথ সেই পথি মধ্যেই অবস্থিত হইয়া হস্ত লাঘব সহকারে চর্ম্ম দ্বারা সেই বাণ বর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল মহাবাহু ভীমসেন মহাত্মা দ্রুপদ-পুত্রের সাহায্য নিমিত্ত তথায় আপতিত হইলেন। তিনি শাণিত সপ্ত সংখ্য বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, তৎ পরেই সত্বর হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্য রথে আরোহণ করাইলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বৃহৎ এক সৈন্য দল যুক্ত কলিঙ্গরাজকে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষার্থে আদেশ করিলেন। কলিঙ্গরাজের ভয়ানক মহতী সেনা আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। রথি প্রধান দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া সমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমরে

ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন করিলেন। তৎ পরে মহাত্মা ভীমের সহিত কলিঙ্গ সৈন্যদিগের তুমুল, লোমহর্ষণ, ভয়ানক, জগৎ ক্ষয়কর ঘোর-রূপ রণ প্রবৃত্ত হইল।

দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বাহিনীপতি কলিঙ্গরাজ সেনা দল সহিত, দুর্য্যোধনের সমাদিষ্ট হইয়া, দণ্ড হস্ত অন্তকের ন্যায় গদা হস্তে সমরে বিচরণকারী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবল ভীমসেনের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাবল কলিঙ্গরাজ আপনকার পুত্রের নিকট তাদৃশ আদিষ্ট হইয়া মহতী সেনা লইয়া ভীমের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন। ভীমসেন চেদিগণের সহিত, রথাশ্ব-নাগকলিল গৃহীত-মহাস্ত্র-সমূহ কলিঙ্গ দেশীয় মহৎ সৈন্য দল ও নিষাদ-তনয় কেতুমান্‌কে আপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অভিগত হইলেন। রাজা কেতুমানের সহিত শ্রুতায়ুও ক্রুদ্ধ ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া ব্যূহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণে ভীম সমীপে আগমন করিলেন। কলিঙ্গাধিপতি অনেক সহস্র রথীর সহিত এবং নিষাদ গণ ও অযুত গজের সহিত কেতুমান্, ভীমসেনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। চেদি, মৎস্য, করূষ ও রাজগণের সহিত ভীমসেন সহসা নিষাদগণের উপর ধাবিত হইলেন। তদনন্তর যোধগণ পরস্পর হননেচ্ছায় ধাবিত হইলেন, তাঁহাদিগের ভয়ানক ঘোর রূপ যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাজ! যে প্রকার দৈত্য সেনা সহ ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিপক্ষ দলের সহিত ভীমসেনের সহসা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই মহৎ সৈন্যের সংগ্রাম সময়ে গর্জ্জিত সাগরের ন্যায় মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। মহারাজ! যোধগণ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া সমস্ত পৃথিবী যেন মাংস শোণিতের চিত্রা করিয়া তুলিল, জিঘাংসা বশতঃ সমর দুর্জ্জয় শূরগণের স্বপক্ষ পরপক্ষ জ্ঞান থাকিল না,—তাহারা স্বপক্ষ হইয়া স্বপক্ষদিগকেই প্রহার করিতে আক্রম করিল। বহু সংখ্য নিষাদ ও কলিঙ্গগণের সহিত অল্প সংখ্য চেদি যোধগণের অতি মহান্ বিমর্দ্দ হইতে লাগিল। মহাবল চেদিগণ যথা শক্তি পৌরুষ প্রকাশানন্তর ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইল। পরন্তু চেদিগণ নিবৃত্ত হইলে মহাবল ভীমসেন সমুদায় কলিঙ্গগণে সমাবৃত ও আক্রান্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন না, স্বকীয় বাহুবলকেই আশ্রয় করিয়া রণ মগ্ন থাকিলেন।

মহারাজ! মহাবাহু বৃকোদর স্বকীয় রথোপস্থ হইতে বিচলিত না হইয়া সুশাণিত বাণ সমূহ দ্বারা কলিঙ্গ বরূথিনী সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এবং মহাধনুর্দ্ধর মহারথী কলিঙ্গরাজ ও শক্রদেব নামে বিখ্যাত তাঁহার পুত্র, ইহাঁরা উভয়েই ভীমের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীম স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়ে মনোহর ধনুক বিকম্পিত করত শক্রদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শক্রদেবও সমরে বহু সায়ক নিক্ষেপ করত ভীমসেনের অশ্ব চতুষ্টয় বিনাশ করিলেন। তখন অরিন্দম ভীমসেনকে বিরথ দেখিয়া শক্রদেব শাণিত বাণ বিকিরণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যে প্রকার মেঘমণ্ডলী গ্রীষ্মান্তে জল বর্ষণ করে, সেই রূপ মহাবল শক্রদেব তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ঘোটকবিহীন রথে অবস্থিত হইয়াই সর্ব্বশৈক্যায়সী গদা শক্র দেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! সেই নিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা কলিঙ্গরাজ-পুত্র ধ্বজ ও সারথির সহিত নিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ! কলিঙ্গাধিপতি, আত্ম পুত্রকে হত দেখিয়া সহস্র সহস্র রথী দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু বৃকোদর ভীষণ কার্য্য করিবার অভিলাষে গদা

পরিত্যাগ করিয়া হেমময় অৰ্দ্ধচন্দ্র ও বহুল নক্ষত্রে নিচিত্ত অনুপম এক আর্ষভ চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তৎ পরে কলিঙ্গরাজ ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া ভীমের বধাভিলাষে ধনুর্গুণ মার্জ্জন পূর্ব্বক সর্প বিষ সদৃশ এক ভয়ানক শর গ্রহণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রেরিত শাণিত শর বেগে আগত হইতেছে দেখিয়া ভীমসেন সেই বিপুল খড়্গ দ্বারাই তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং আপনকার সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করত হর্ষ সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর কলিঙ্গরাজও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক শিলা শাণিত চতুর্দ্দশ তোমর ভীমের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু পাণ্ডব শূন্যপথস্থ সেই তোমর সকল গাত্র-সংলগ্ন না হইতে হইতেই অবলীলা ক্রমে শ্রেষ্ঠ খড়্গ দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রণ মধ্যে সেই চতুর্দ্দশ বাণ ছেদন করিয়া কলিঙ্গরাজ-পুত্র ভানুমান্‌কে লক্ষ্য করত ধাবিত হইলেন, ভানুমান্‌ও বাণ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করত নভস্তল নিনাদিত করিয়া বলবৎ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই মহারণে ভীম ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য না করিয়া মহোচ্চ স্বরে মহাশব্দ করিতে থাকিলেন, সেই শব্দে কলিঙ্গ সেনা ত্রাসান্বিতা হইল এবং সমরে ভীমকে মানুষ বলিয়া মনে করিল না। মহারাজ! তৎপরেই অসিধারী ভীমসেন বিপুল শব্দ করত বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান করিয়া ভানুমানের নাগরাজের দন্ত দ্বয় অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই গজরাজের মধ্যস্থলে আরোহণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই মহাখড়্গ দ্বারা ভানুমানের দেহের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরিন্দম বৃকোদর তাঁহার মধ্যভাগ ছেদন করিয়াই সেই গুরুভার সহ খড়্গ নিকটবর্ত্তী গজস্কন্ধে পাতিত করিলেন। গজযূথপতি ছিন্নস্কন্ধ ও আরুগ্ন হইয়া নিনাদ করিতে করিতে, সানুমান্ পর্ব্বতের সিন্ধু বেগ দ্বারা পতনের ন্যায়, পতিত হইল। হস্তী পতিত না হইতে হইতেই বদ্ধসন্নাহ অদীন-সত্ত্ব ভরত-নন্দন ভীম খড়্গ হস্তে গজ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন, এবং নির্ভীক হইয়া গজ সকল নিপাতিত করিতে করিতে রণ স্থলে বহুল পথ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহাকে, ভ্রমন্ত অগ্নি চক্রের ন্যায়, সর্ব্বত্র দেখা যাইতে লাগিল। কখন ঘোটক বৃন্দ, কখন বহুল হস্তী, কখন রথসৈন্য, কখন বা পদাতি সঙ্ঘ নিহত করত শোণিত সিক্ত হইয়া সর্ব্ব স্থলেই ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। রণ কালে উৎকট বলশালী ও মহাবেগবান্ হইয়া অশ্ব, পদাতি, রথী ও গজ যোধীদিগের দেহ ও মস্তক শিত ধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে করিতে যেন শ্যেন পক্ষীর ন্যায় রণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সহায় বিহীন ও পদচারী হইয়াও ক্রোধভরে কালান্তক যম সদৃশ হইয়া শত্রুগণের ভয় বর্দ্ধন করত সেই সকল শূরদিগকে মোহিত করিতে থাকিলেন। যখন তিনি মহা রণে অতি বেগ সহকারে খড়্গ হস্তে বিচরণ করেন, তখন মূঢ়েরাই নিনাদ করত তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধার্থে ধাবিত হইতে লাগিল। শত্রুমর্দ্দন মহাবীর বৃকোদর রথী গণের রথের ঈষা ও যুগ ছেদন করিয়া রথী দিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সংগ্রাম ক্ষেত্রে বহুল বর্ত্মে বিচরণ করিতে দেখা গেল,—তিনি ভ্রমণ, উদ্‌ভ্রমণ, আবেধ, আপ্লবন, প্রসরণ, প্লবন, সম্পাত ও উদীরণ, এই সকল গতি বিশেষ রণস্থলে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীমসেনের খড়্গে ছিন্ন হইয়া কোন কোন হস্তী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কোন কোন হস্তী মর্ম্ম স্থানে ভিন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল; কোন কোন হস্তীর দন্ত ও শুণ্ডাগ্র ভাগ ছিন্ন, কোন কোন নাগের কুম্ভ বিদীর্ণ হইলে, উহারা বোধ বিহীন হইয়া স্বপক্ষীয় অনীকগণকেই হনন করিতে লাগিল এবং মহারবে নিনাদ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত

হইল। মহারাজ! তোমর সকল, হস্তীপকের মস্তক সকল, বিচিত্র পরিস্তোম, কনকোজ্জ্বল কক্ষা, গজ কণ্ঠভূষণ, শক্তি, পতাকা, কুণপ, তূণীর, যন্ত্র, বিচিত্র ধনুক, শুভ্র অগ্নি দণ্ড, তোত্র, অঙ্কুশ, বিবিধাকার ঘণ্টা, হেমগর্ব্ভ খড়্গমুষ্টি ও সাদিগণকে রণ ক্ষেত্রে পতিত ও পতিত হইতে দেখিলাম। নিহত হস্তী-গণ এবং হস্তীগণের ছিন্ন গাত্রের পূর্ব্বভাগ ও ছিন্ন শুণ্ড দ্বারা যেন পতিত পর্ব্বত সমূহে সেই রণ ভূমি পরিব্যাপ্তা হইল।

মহারাজ! নরসিংহ ভীমসেন, এই রূপে মহাগজ সকল মর্দ্দন করিয়া অশ্ব ও প্রধান প্রধান অশ্বা-রোহী নিপাতিত করিতে লাগিলেন, এই যুদ্ধ উভয় পক্ষেরই ঘোরতর হইল। সেই মহারণে বিচিত্র বল্গা, কনকোজ্জ্বল কক্ষা, পরিস্তোম, প্রাস, মহামূল্য ঋষ্টি, কবচ, চর্ম্ম ও বিচিত্র আস্তরণ ছিন্ন ও পতিত দেখা যাইতে লাগিল। সেই বীর বিচিত্র প্রোথ যন্ত্র ও বিমল শস্ত্র সমূহে পৃথিবীতল সমাকীর্ণ করি-লেন, তাহাতে পৃথ্বীতল যেন কুমুদ নিচয়ে শবল বর্ণ হইল। মহাবল ভীমসেন লম্ফ প্রদান করিয়া খড়্গাঘাতে কোন কোন রথীদিগকে ধ্বজের সহিত পাতিত করিতে লাগিলেন। যশস্বী বৃকোদর রণ ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পুনঃপুন উৎপতন, ধাবন এবং বিচিত্র পথ সৃজন পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া জনগণকে বিস্ময়াপন্ন করিতে থাকিলেন। কোন কোন যোধ-গণকে পদাঘাতে নিহত, কোন কোন যোধগণকে আক্ষেপণ করিয়া প্রোথিত, অপর কতক গুলিকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন, অন্যান্য কতক লোকদিগকে গর্জ্জন শব্দে ভয়ার্ত্ত ও কতক যোধদিগকে ঊরুবেগে ভূ-তলে পাতিত করিতে লাগিলেন। অনেকে উহাঁকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং বহুল বলবান্ কলিঙ্গ সেনা চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল।

মহারাজ! ভীমসেন শ্রুতায়ুকে কলিঙ্গ সেনার অগ্রভাগে দেখিয়া তাঁহার উপর ধাবমান হইলেন। অমেয়াত্মা কলিঙ্গাধিপতি, ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্যভাগে নব সংখ্য শর বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন কালিঙ্গ বাণে অভি-হত হওয়াতে তোত্র পীড়িত হস্তী সদৃশ হইয়া ক্রোধে ইন্ধন প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে সারথি অশোক, হেম পরিষ্কৃত রথ আনিয়া রথী প্রধান ভীমসেনের নিকট উপস্থিত করিল শত্রুসূদন কুন্তীপুত্র ত্বরা সহকারে রথারোহণ করিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে বলিতে কালিঙ্গের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর বলবান্ শ্রুতায়ু সংক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত শাণিত বাণ সমূহ ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! মহা-বল ভীমসেন কলিঙ্গরাজের চাপবর বিনির্ম্মুক্ত শা-ণিত নব সংখ্য বাণে অত্যন্ত সমাহত হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় সাতিশয় কোপিত হইলেন। বলি-প্রধান ভীম, ক্রোধ বশত এক বলবৎ শরাসন আ-য়ত করিয়া লৌহময় সপ্ত সংখ্য শর দ্বারা কালিঙ্গকে হনন করিলেন, এবং তাঁহার সত্যদেব ও সত্য নামে দুই জন বলবান্ চক্র-রক্ষককে দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা বৃকোদর, শাণিত তিন নারাচ দ্বারা কেতুমান্‌কে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া কালিঙ্গ ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধ পরবশ হইয়া বহু সহস্র সৈন্য লইয়া অমর্ষণ ভীমের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন। শত শত কালিঙ্গগণ শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশ্বধ সমূহে ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করি-লেন। মহাবল ভীম সমুত্থিত শর বৃষ্টি নিবারণ করিয়া বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া সপ্ত শত বীরকে যম ভবনে পাঠাইলেন এবং পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ দুই সহস্র কালিঙ্গকে মৃত্যু লোকে প্রেরণ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। ভীম-পরাক্রম ভীম এই রূপে পুনঃপুন বহুল কলিঙ্গ সৈন্য নিপাত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ভীম কর্ত্তৃক হতারোহী ও শরার্ত্ত হইয়া, বাত নিহত মেঘের

ন্যায়, অনীক মধ্যে নিনাদ করিতে করিতে স্বকীয় সৈন্য সকল মর্দ্দন করিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। তদনন্তর বলশালী খড়্গধারী মহাবাহু ভীম হর্ষ সহকারে মহা নির্ঘোষ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। তাহাতে সমস্ত কালিঙ্গদিগের চিত্ত কম্পিত ও মোহ উপস্থিত হইল। সর্ব্ব স্থলেই গজেন্দ্র সদৃশ ভীমসেন দ্বারা সৈন্য গণ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বাহন গণ মল মূত্র পরিত্যাগ করিল। তিনি রণস্থলে বহুল পথে ইতস্তত ধাবন ও উৎপতন-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া বিপক্ষ দলের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। যে প্রকার বৃহৎ সরোবর গ্রাহ দ্বারা আলোড়িত হয়, তদ্রূপ কালিঙ্গ সৈন্য ভীমসেন ভয়ে ত্রাসান্বিত ও বাধা-শূন্য হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

সমস্ত কালিঙ্গ বীর যোধগণ, অদ্ভুতকর্ম্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া ইতস্তত বিদ্রবণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত হইলে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ‘ যুদ্ধ কর ’ বলিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে সংগ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ সেনাপতির বাক্য শুনিয়া প্রহার-পটু রথি সৈন্যের সহিত, ভীমের সমীপে আগমন করিলেন। ধর্ম্মরাজও মেঘবর্ণ মহানাগ সৈন্যের সহিত, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ব পক্ষ সমস্ত সেনাকে আদেশ করিয়া বীর পুরুষগণে সমাবৃত হইয়া ভীমসেনের পার্শ্ব ভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চাল রাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীম ও সাত্যকি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তদ্‌ভিন্ন অপর কেহ জগতে প্রিয়কারী নাই। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু অরিসূদন ভীমসেনকে কলিঙ্গ সেনা মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া হর্ষ সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শঙ্খ ধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সদৃশ ঘোটক যোজিত হেম পরিষ্কৃত রথের রক্ত কাঞ্চন ধ্বজ দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। অমেয়াত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নও ভীমসেনকে কালিঙ্গ গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ শিনি-পৌত্র পুরুষ-প্রবর সাত্যকি, দূর হইতে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে কালিঙ্গ যোধগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া বেগে তথায় গমন-পূর্ব্বক উভয়ের পার্শ্ব রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চিত্ত ক্রূরতা অবলম্বন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমও কালিঙ্গদিগের মাংস শোণিত দ্বারা কর্দ্দমময়ী ও রুধির দ্বারা স্রোতস্বতী নদী প্রাবর্ত্তিতা করিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে মহাবল ভীমসেনই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্তে দুস্তরণীয় কলিঙ্গ সেনা মধ্যে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ভীমসেনকে তথাবিধ দেখিয়া আপনকার পক্ষীয় যোধগণ উচ্চ শব্দে এই রূপ বলিতে লাগিলেন, ‘ সাক্ষাৎ কাল ভীম রূপে কালিঙ্গগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।’ তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম রণ মধ্যে ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যূহিত সৈন্যে সমাবৃত ও সত্বর হইয়া ভীমের নিকট আগত হইলেন। তখন সাত্যকি, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের হেমপরিষ্কৃত রথ সমীপে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলে গঙ্গা-পুত্রকে বেগ সহকারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রত্যেকে তিন তিন বাণে সহসা ভীষ্মকে প্রহার করিলেন। আপনকার পিতা দেবব্রতও সেই যত্নবান্ মহাধনুর্দ্ধরদিগের প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে সহস্র শর দ্বারা মহারথীদিগকে নিবারিত করিয়া ভীমের কাঞ্চনবর্ম্মিত অশ্বদিগকে শর দ্বারা নিহত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া গঙ্গা-নন্দনের রথের উপর বেগ সহকারে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আপনকার পিতা দেবব্রত সেই শক্তি আগত না হইতে হইতেই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং তাহা ভূতলে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইল। মনুষ্যসিংহ ভীমসেন,

তৎ পরে শৈক্য-লৌহময়ী মহতী গদা গ্রহণ করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। রথি-প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন যশস্বী ভীমসেনকে তৎক্ষণাৎ স্ব রথে উঠাইয়া লইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ ভী-মের প্রিয় কার্য্যাভিলাষে বাণ সমূহ দ্বারা কুরুবৃদ্ধের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তাঁহার সারথি নিহত হইলে রথের অশ্ব সকল বাত বেগে রণ ভূমি হইতে তাঁহাকে অপনীত করিল। মহারাজ! মহারথী ভীষ্ম রণ স্থল হইতে অপনীত হইলে ভীম-সেন, কক্ষ দহনকারী উল্বণ বহ্নির ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন—সেনা মধ্যে অবস্থিত হইয়া সমস্ত কালিঙ্গদিগকে হনন করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষীয় কোন যোধগণই ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করি-তে উৎসাহ করিতে পারিল না। তিনি পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আ-লিঙ্গন করণ পূর্ব্বক সাত্যকির সমীপবর্ত্তী হইলেন। যদুবংশসিংহ অব্যর্থ-বিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের হর্ষ বর্দ্ধন করত তাঁহার সাক্ষাতে ভীমসেনকে কহি-লেন, কলিঙ্গরাজ, তৎ পুত্র কেতুমান্ এবং শক্রদেব ও অন্যান্য কালিঙ্গগণকে তুমি সৌভাগ্য ক্রমেই যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছ। গজ, ঘোটক ও রথ সমূহে সঙ্কুল, বহুল মহাপুরুষ ও যোধগণ-নিষেবিত কালিঙ্গ সৈন্য ব্যূহ তুমি একাকীই বাহু বল বীর্য্য দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছ। অরিন্দম দীর্ঘ বাহু শিনি-পৌত্র এই রূপ বলিয়া রথস্থ ভীমসেনকে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদানে তাঁহার রথে গিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। সেই মহারথ পুনর্ব্বার স্ব রথে আসিয়া ভীমের বলাধান করিবার নিমিত্ত ক্রোধ সহকারে আপনকার পক্ষীয় যোধগণকে হনন করিতে লাগি-লেন।

কলিঙ্গরাজ বধ প্রকরণ ও এক পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্ন সময় গত হইলে রথ, অশ্ব, হস্তী ও সাদিগণের সাতি-শয় ক্ষয় হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-পুত্র, শল্য, কৃপ, এই তিন মহারথ মহাত্মাদিগের সহিত সংগ্রামে সংসক্ত হইলেন। পাঞ্চালরাজ-পুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্ব-ত্থামার লোক বিদিত অশ্ব কয়েকটি শাণিত দশ বাণে নিহত করিলেন। বাহন হত হইলে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া শল্যের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধৃষ্ট-দ্যুম্নের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন, ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে মিলিত দেখিয়া শাণিত বাণ সকল বিকিরণ করিতে করিতে তথায় আপতিত হইলেন। এবং শল্যের উপর পঞ্চ বিংশতি, কৃপের প্রতি নব সংখ্য এবং অশ্বত্থামার উদ্দেশে অষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তৎ পরে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া অভিমন্যুকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! আপনকার পৌত্র লক্ষ্মণ, অভিমন্যুকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধ সহকারে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, পরে তাঁহাদিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অভিমন্যুও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক লঘুহস্তে পঞ্চ শত শরে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ শর দ্বারা অভিমন্যুর ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া জন সকল চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। বীর শত্রুহন্তা অভি-মন্যু সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক বেগবান্ বিচিত্র চাপ গ্রহণ করিলেন। সেই পুরুষ-প্রধান দ্বয় যুক্ত ও পরস্পর কৃত প্রতীকারৈষী হইয়া শাণিত তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা পরস্পর হনন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন আপনকার পৌত্র অভি-মন্যু কর্ত্তৃক মহাবল স্বীয় পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন প্রবৃত্ত

হইলে সমস্ত রাজারাই অভিমন্যুকে রথ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কৃষ্ণ-তুল্য পরাক্রম-শীল যুদ্ধ-দুর্জ্জয় শৌর্য্য-সম্পন্ন অভিমন্যু সেই শূর-গণে পরিবৃত হইয়াও ম্লান হইলেন না। ধনঞ্জয়, স্বীয় আত্মজ সুভদ্রা-পুত্রকে তাদৃশ রথিগণ সংযুক্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পরিত্রাণ কামনায় সেই দিকে অভিদ্রুত হইলেন। তৎ পরে ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ রাজগণ রথী, গজারোহী ও সাদীগণের সহিত, সহসা সব্যসাচীর প্রতি ধাবমান হইলেন। নাগ, অশ্ব, রথ ও সাদিগণের তীব্র পদধূলি সহসা উদ্ধূত হইয়া সূর্য্য-পথগত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র গজারোহী ও শত শত মহীপালেরা কোন প্রকারেই তাঁহার বাণ পথ নিরাকৃত করিয়া সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। সকল প্রাণীই নিনাদ করিতে লাগিল; দিক্ সকল তিমিরময় হইল; কুরুগণের নিদারুণ অনীতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিরীটীর শর সমূহে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি ভূমি-তল, কি ভাস্কর, কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। অনেক হস্তীর ধ্বজ অবসাদিত, অনেক রথির অশ্ব হত এবং অনেক রথযূথপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন রথীদিগকে রথ বিহীন হইয়া বলয়-হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাব-মান হইতে দেখা গেল। অর্জ্জুনের ভয়ে গজারোহী গজ এবং হয়ারোহী হয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন বাণে রাজগণকে রথ হইতে, গজ হইতে ও অশ্ব হইতে পাতিত ও পাত্যমান দেখিতে লাগিলাম। অর্জ্জুন রৌদ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রণ স্থলে ইতস্তত যোধগণের গদা, খড়্গ প্রাস, তূণীর, শর, শরাসন, অঙ্কুশ ও পতাকার সহিত উদ্যত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, নিস্ত্রিংশ, তীক্ষ্ণ পরশ্বধ, তোমর, চর্ম্ম, কবচ, ধ্বজ, সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত অন্যান্য শস্ত্র, ছত্র, হেমদণ্ড, অঙ্কুশ, প্রতোদ, কশা ও যোত্রের রাশি রাশি বিদীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হইয়া রণ ভূমিতে ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। মহারাজ! আপনকার সৈন্য মধ্যে এতাদৃশ পুরুষ কেহ ছিল না, যে সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখ যুদ্ধে কোন প্রকারে অগ্রসর হয়। যে যে ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে লাগিল, সেই সেই ব্যক্তিই অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শরে পরলোক প্রাপ্ত হইতে থাকিল। আপনকার যোধগণ সর্ব্ব প্রকারে পলায়িত হইলে বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহা শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

আপনকার পিতা দেবব্রত সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া সমর মধ্যে দ্রোণাচার্য্যকে হাস্যমুখে কহি-লেন, কৃষ্ণের সহিত এই পাণ্ডুপুত্র বলবান্ বীর অর্জ্জুন সৈন্যদিগের প্রতি যে প্রকার করিতে সমর্থ, তদ্রূপই করিতেছেন। ইহাঁর যে প্রকার কালান্তক যম সদৃশ মূর্ত্তি দেখিতেছি, ইহাতে আজি কোন প্রকারেই সমরে ইহাঁকে জয় করিতে পারা যাইবে না। দেখ, এই মহতী অনীকিনী পরস্পর ঈক্ষণ-পূর্ব্বক বিদ্রুত হইতেছে, এক্ষণে ইহাদিগকে প্রত্যা-বর্ত্তিত করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত করাও অসাধ্য। এবং ভানুমান্‌ও সমুদায় লোকের সর্ব্ব প্রকারে দৃষ্টি অপ-হরণ করত অস্তাচল অবলম্বন করিতেছেন। হে পুরুষ-প্রবর! যোধগণ ভীত ও শ্রান্ত হইয়াছে, ইহা-রাও কোন প্রকারে আর সংগ্রাম করিতে পারিবে না, অতএব সৈন্যগণের অবহার করাই বিবেচনা করিতেছি।

মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম, আচার্য্যসত্তম দ্রোণকে এই রূপ কহিয়া আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণের অব-হার করিলেন। তদনন্তর সূর্য্য অস্তগত হইলে সায়ং সময়ে উভয় পক্ষেরই সৈন্যাবহার হইল।

দ্বিতীয় দিবসীয় যুদ্ধ ও দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে শত্রুতাপন শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। কুরুপিতামহ

বৃদ্ধ আপনকার পুত্রদিগের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই দিন গারুড় নামক মহাব্যূহ করিলেন। সেই গারুড় ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত স্বয়ং থাকিলেন। চক্ষুর্দ্বয়ে দ্রোণ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা রহিলেন। সমবেত ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধান দেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই যশস্বী উহার শিরঃস্থলে অবস্থিত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত ও জয়দ্রথ, ইহাঁরা মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদ দেশীয়গণে সমবেত হইয়া উহার গ্রীবা প্রদেশে সন্নিবেশিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া উহার পৃষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিলেন। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শক ও শূরসেন দেশীয় যোধগণ উহার পুচ্ছ দেশে অবস্থিত হইলেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীবৃষগণ বৃহদ্বলের সহিত উহার বাম পক্ষ আশ্রয় করিলেন।

মহারাজ! পরন্তপ সব্যসাচী বিপক্ষগণের সেই রূপ ব্যূহ সজ্জিত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমভিব্যাহারে ব্যূহ রচনা করিলেন। পাণ্ডবেরা ভবৎ পক্ষীয় গারুড় ব্যূহের প্রতিপক্ষে অর্দ্ধচন্দ্র নামে অতি দারুণ ব্যূহ রচনা করিলেন। উহার দক্ষিণ অগ্রভাগে নানা শস্ত্র সমূহ সম্পন্ন নানা দেশীয় নৃপগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন বিরাজমান হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ, তাঁহাদিগের পরেই নীলায়ুধ-সম্পন্ন নীল রাজা, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও পৌরবগণে সমাবৃত মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহৎ সৈন্যদলের সহিত উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও গজ-বাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই স্থলেই বিরাজিত রহিলেন। তাঁহার পরেই সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যু রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই ইরাবান্, তৎ পরে ঘটোৎকচ, তৎপরে মহারথ কৈকেয়গণ ত্বরা সহকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই বাম অগ্রভাগে, সকল জগতের রক্ষক জনার্দ্দন যাঁহার রক্ষক, সেই মানবেন্দ্র ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডবেরা এবং তৎপক্ষীয় রাজগণ আপনকার পুত্রদিগের বধ নিমিত্ত মহাব্যূহ প্রতিব্যূহিত করিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর উভয় পক্ষেরই রথী ও গজারোহীগণের সহিত পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাঁহারা পরস্পর হাতাহত করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে রথী ও গজারোহীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর হনন করিতে দেখা গেল। সেই তুমুল যুদ্ধে আপনকার ও তাঁহাদিগের পক্ষের যুদ্ধে-প্রবৃত্ত ধাবমান ও পৃথক্ পৃথক্ পরস্পর হননকারী রথী নরবীরদিগের তুমুল শব্দ, দুন্দুভি ধ্বনিতে বিমিশ্র হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

—•—

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষের ব্যূহিত অনীক মধ্যে অতিরথ ধনঞ্জয় বাণ সমূহ দ্বারা আপনার রথ যূথপ সকলকে নিপাতিত করত রথসৈন্য বধ করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র দল প্রলয় কালীন কাল সদৃশ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও অতি যত্ন সহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা নির্ম্মল যশঃ প্রার্থী হইয়া মৃত্যুই যুদ্ধের নিবর্ত্তক মনে করিয়া একাগ্র মানসে বহু প্রকারে পাণ্ডব-বরূথিনী ভগ্ন করিতে লাগিলেন; তাহাতে পাণ্ডব পক্ষীয়েরা ভগ্ন হইতে লাগিল। তখন কি পাণ্ডব, কি কৌরব পক্ষীয়, সমুদায় সৈন্যই ভগ্ন, পলায়িত ও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। ধূলিপটলী রণভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কোন প্রকারেই কেহ দিক্ বিদিক্ জ্ঞান করিতে পারিল না; রণ ক্ষেত্রে ইতস্তত সংজ্ঞা, নাম ও গোত্র

উল্লেখে অনুমান দ্বারাই তখন পরস্পর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবদিগের ব্যূহ সত্যসন্ধ দ্রোণ কর্তৃক রক্ষিত হওয়াতে পাণ্ডবেরা ভেদ করিতে পারিলেন না; সেই রূপ পাণ্ডবদিগের মহাব্যূহও সব্যসাচী ও ভীমসেন কর্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কৌরবেরা ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। উভয় সেনারই রথী ও গজারোহী মানবেরা ব্যূহের অগ্রভাগ হইতে আপতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীদিগকে বিমলাগ্রভাগ বিশিষ্ট ঋষ্টি ও প্রাসাস্ত্র দ্বারা নিপাতিত করিতে থাকিল। সেই অতিভয়ঙ্কর রণে রথী রথীদিগের সন্নিহিত হইয়া কনক-ভূষিত বাণ সমূহ দ্বারা সংহার করিতে লাগিল। আপনার ও পাণ্ডব পক্ষীয় ভূরি ভূরি গজারোহী ভূরি ভূরি সংযুক্ত গজারোহীদিগকে নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা পাতিত করিতে লাগিল। সমূহ সমূহ পদাতিগণ পরস্পর জাতক্রোধ ও উৎসাহ-সমন্বিত হইয়া ভিন্দিপাল ও পরশ্বধ সমূহে ভূরি ভূরি পত্তিগণকে বধ করিতে লাগিল। রথীগণ গজ-যোধীদিগকে সম্মুখে পাইয়া গজের সহিত তাহাদিগকে এবং গজ-যোধীগণও রথীদিগকে সম্মুখে পাইয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীগণ রথীদিগকে, রথীগণও হয়ারোহীদিগকে প্রাসাস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের সেনা মধ্যে পদাতিগণ রথীদিগকে, রথীগণও পদাতিদিগকে শাণিত শস্ত্র দ্বারা পাতিত করিতে লাগিল। গজারোহীগণ হয়ারোহীদিগকে, হয়ারোহীগণও গজারোহীদিগকে পাতিত করিতে থাকিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। স্থানে স্থানে প্রধান প্রধান গজারোহী গণ কর্তৃক পদাতিগণ, এবং পদাতিগণ কর্তৃকও গজারোহীগণ নিপাতিত হইতে দেখা গেল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতিসঙ্ঘ সাদিগণ কর্তৃক, এবং শত শত সহস্র সহস্র সাদিসঙ্ঘ পদাতিসঙ্ঘ কর্তৃক নিপাত্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! ধ্বজ, কার্ম্মুক, তোমর, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, চিত্রিত কবচ, কুণপ, অঙ্কুশ, বিমল অসি, স্বর্ণপুঙ্খ শর, পরিস্তোম, কুথা, মহামূল্য কম্বল ও মাল্যদাম, এই সকল পতিত বস্তুতে রণভূমি চিত্রিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। পাতিত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য শরীরে এবং মাংস শোণিত কর্দ্দমে রণস্থল অগম্য হইল। তখন মনুষ্য রক্তে ক্ষিতিতল সিক্ত হওয়াতে ধূলি সকল শমতা পাইল, সুতরাং সমস্ত দিক্ই নির্ম্মল হইল। হে ভরত-প্রবর! জগৎ বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ রণস্থলে চতুর্দ্দিকে অগণ্য কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! সেই সুদারুণ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথীদিগকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে দেখা গেল। তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ, সুবল-পুত্র শকুনি, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ সিংহতুল্য পরাক্রমশীল বীর পুরুষেরা সমরাসক্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এবং সকল রাজগণের সহিত ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়, সমরস্থ আপনার পুত্রগণ ও আপনার পক্ষের অন্যান্য যোধগণকে, দেবগণ কর্তৃক দানবদিগকে বিদ্রাবিত করণের ন্যায়, বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষত্রিয় প্রধানেরা সমরে পরস্পর হনন করত রক্তসিক্ত হইয়া দানবগণের ন্যায় ভীষণ রূপে বিরাজমান হইলেন। উভয় পক্ষেরই প্রধান বীরগণ বিপক্ষ বীরদিগকে জয় করিয়া নভস্তলে বৃহৎ গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। তৎপরে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সহস্র রথির সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত পাণ্ডবেরাও মহতী সেনায় সমবেত হইয়া অরিন্দম ভীষ্ম ও দ্রোণকে আক্রম করিলেন। কিরীটীও সংক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃস্থিত প্রধান প্রধান পার্থিবগণের প্রতি যুদ্ধে সঙ্গত হইলেন। অর্জ্জুন-পুত্র ও সাত্যকি, সুবলরাজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর পরস্পর জিগীষু

আপনকার ও পর পক্ষীয়গণের পুনর্ব্বার লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎ পরে সেই সকল পার্থিবগণ রণে ফাল্গুনকে দেখিয়া ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে রথ নিচয়ে বেষ্টন করিয়া বহুল সহস্র শরে সমাকীর্ণ করিলেন। বিমল তীক্ষ্ণ শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশ্বধ, মুদ্গার ও মুষল সকল ফাল্গুনের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থও সর্ব্বদিগের পুঞ্জ পুঞ্জ শলভ দলের ন্যায় সেই বাণ বর্ষণ কনক-ভুষণ শর সমূহ দ্বারা অবরোধ করিলেন। সেই স্থলে বীভৎসুর অলৌকিক হস্তলাঘব দেখিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ও অভিমন্যু মহতী সেনায় সমবেত হইয়া সৌবল ও তদীয় শৌর্য্য-সম্পন্ন সৈন্যগণকে রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সৌবল শূরগণ ক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা সাত্যকির উত্তম রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিল। শক্রতাপন সাত্যকি রণ কালে ছিন্ন রথ পরিত্যাগ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হইয়া সন্নতপর্ব্ব শাণিত শর সমূহ দ্বারা ত্বরা-সহকারে সৌবল সৈন্য হনন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ রণে সংযত হইয়া কঙ্কপত্র-পরিচ্ছদ তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা ধর্ম্মরাজের বাহিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতে দ্রোণ সৈন্যের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে দেবাসুরগণের সুদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল অতি মহা সংগ্রাম হইতে লাগিল।

রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সংগ্রামে মহৎ কার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে অভিগমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উভয়কেই নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! সেই স্থলে আমরা হিড়িম্বা-পুত্রের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম, যে, সে পিতা ভীমসেনকেও অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে বিক্রম করিতে লাগিল। ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে অমর্ষণ দুর্য্যোধনের হৃদয়ে এক শর বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই কঠিন শর প্রহারে বিমোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞা-শূন্য দেখিয়া সত্বর হইয়া রণস্থল হইতে তাঁহাকে অপনীত করিল, তাহাতে তাঁহার সৈন্য সকল ভগ্ন হইতে লাগিল।

তৎ পরে ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যকে ইতস্তত ভগ্ন হইয়া ধাবিত হইতে দেখিয়া তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদিগের সৈন্যকে শক্র-সৈন্য-বিনাশক তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনকার পুত্রের পলায়মান সৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই সকল সৈন্য মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর সহস্র সহস্র রথ ইতস্তত ধাবমান হইলে এক-রথস্থ শিনি-কুল-ভুষণ সাত্যকি ও সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যু সমরে চতুর্দ্দিক্ হইতে সৌবলী সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা দুই জন যেন নভস্তলে অমাবাস্যাগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার সৈন্যগণের উপর, মেঘমণ্ডলীর জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই কৌরব সৈন্য সকল পা-

র্থের শর বর্ষণে বধ্যমান হওয়াতে বিষাদ ও ভয়ে কম্পিত হইয়া সমর স্থল হইতে ধাবমান হইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দুর্য্যোধন-হিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দ্রবমাণ সেই সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিবর্ত্তিত করিলেন। মহারথী ক্ষত্রিয়েরা যে যেখানে আপনকার পুত্রকে দেখিল, সে সেই স্থানেই নিবৃত্ত হইল। তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়াই ইতর ব্যক্তি সকল পরস্পর স্পর্দ্ধা দ্বারা এবং অনেকে লজ্জা প্রযুক্তও নিবৃত্ত হইল। সেই সকল সৈন্যদিগের পুনরাবর্ত্তন সময়ে চন্দ্রোদয়ে পূর্য্যমাণ সাগর বেগের ন্যায় বেগ হইয়া উঠিল।

রাজা সুযোধন তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পিতামহ! আমি যাহা আপনাকে বলি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি, পুত্র ও সুহৃদ্ জন সহিত অস্ত্রজ্ঞ প্রধান দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে যে, সৈন্য সকল পলায়মান হয়, ইহা আপনাদিগের যে অনুরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা বিবেচনায় হয় না। সংগ্রামে কোন প্রকারেই পাণ্ডবদিগকে কি আপনার, কি আচার্য্য দ্রোণের, কি অশ্বত্থামার, কি কৃপাচার্য্যের প্রতিযোগী মনে করি না। যখন সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়াও আপনি ক্ষমা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি পাণ্ডবদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বে সমাগম কালে আমাকে আপনার বলা কর্ত্তব্য ছিল যে, “আমি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি বা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিব না,” তাহা হইলে আপনকার ও আচার্য্য মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া তখনই আমি কর্ণের সহিত কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া একটা নিশ্চয় করিতাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে যদি এই উপস্থিত সংযুগে আমি আপনকার ও আচার্য্য মহাশয়ের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন।

সুযোধনের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, মুহুর্মুহু হাস্য করত ক্রোধে চক্ষু বিঘূর্ণিত করণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি বহুবার আপনাকে এই হিতকর ও পথ্য বাক্য বলিয়াছিলাম যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে সবাসব দেবগণেরও অজেয়। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই সংগ্রামে এই বৃদ্ধের যত দূর সাধ্য, তাহা সামর্থ্যানুসারে করিতেছি, আপনি বান্ধবগণের সহিত দেখুন। আজি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে বান্ধব ও সৈন্য গণের সহিত বীর পাণ্ডব দিগকে নিবারণ করিব।

জনাধিপতি আপনকার পুত্র, ভীষ্মকর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া হর্ষ সহকারে শঙ্খধ্বনি ও ভেরী বাদ্য করিলেন। সেই মহৎ নিনাদ শুনিয়া পাণ্ডবেরাও শঙ্খ, ভেরী, ও মুরজ বাদ্য করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই সুদারুণ যুদ্ধে আমার পুত্রের বাক্যে বিশেষ রূপে ক্রোধিত হইয়া ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি কি রূপ করিলেন, এবং পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালেরাই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ যুদ্ধ করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্লের ভূয়িষ্ঠ কাল গতে, দিবাকর কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিগবলম্বী এবং মহাত্মা পাণ্ডবেরা জয় প্রাপ্ত ও হৃষ্ট হইলে, সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ আপনকার পিতা দেবব্রত, আপনকার সমস্ত পুত্রগণ ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেগবান্ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগের উপর ধাবমান হইলেন। হে ভারত! তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। এই সুদারুণ ঘটনা কেবল আপনকার অনীতি প্রযুক্তই হয়। সে যাহা হউক, তখন পর্ব্বত বিদারণধ্বনির ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার ও তলাঘাতের তুমুল

শব্দ হইতে লাগিল, এবং তিষ্ঠ, আছি, ইহাকে জ্ঞাত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, রহিয়াছি, প্রহার কর, এই রূপ শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চন-তনুত্রাণ, কিরীট ও ধ্বজ সকলের পতন ধ্বনি, শৈলে শিলাপতনের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও ভূষণ-শোভিত বাহু সকল ভূতলে পড়িয়া বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুষ প্রবর গৃহীতাস্ত্র, কেহ কেহ বা উদ্যতশরাসন হইয়াই ছিন্ন-মস্তক হইয়া তদবস্থ রহিল। রণ ক্ষেত্রে মনুষ্য, অশ্ব ও নাগ শরীর হইতে সমুৎপন্না, গৃধ্র ও গোমায়ুর হর্ষবর্দ্ধিনী রুধিরবাহিনী মহা স্রোতস্বতী ঘোরা নদী উৎপন্না হইল। মাতঙ্গের অঙ্গ সকল ঐ নদীর শিলা, মাংস শোণিত উহার কর্দ্দম, এবং উহা পরলোক রূপ সাগরাভিমুখে বহমানা হইতে লাগিল। মহারাজ! আপনকার পুত্রদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের যে রূপ যুদ্ধ দেখিলাম, এই প্রকার যুদ্ধ কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। সেই রণ স্থলে নিপাতিত যোধগণের শরীরে রথ গমনের পথ থাকিল না, পতিত গজ শরীর দ্বারা সেই রণক্ষেত্র যেন নীলবর্ণ গিরি শৃঙ্গে সমাবৃত হইয়া উঠিল। পরিকীর্ণ বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ সমূহ দ্বারা রণ স্থল, শরৎ কালের নভস্তল সদৃশ শোভমান হইল। কোন কোন মনুষ্যেরা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অদীন ভাবে দর্প সহকারে দন্তাঘাতে পীড়ন দ্বারা প্রকর্ষণ করিতে সমরে শত্রু পক্ষের উপর ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে সমর ভূমিতে পতিত হইয়া, পিত! ভ্রাত! সখা! বন্ধু! বয়স্য! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনেকে, আইস, নিকটে আইস, কি ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সমরে আছি, তুমি ভয় করিও না বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এতাদৃশ সংগ্রাম ক্ষেত্রে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম নিরন্তর মণ্ডলাকার ধনুক হস্তে আশীবিষ সর্প সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সকল প্রহার করিতেছিলেন। মহারাজ! সংযতব্রত ভীষ্ম মহাশয়, শর দ্বারা সমস্ত দিক্ এক-পথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় রথীদিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতেছিলেন। মহারাজ! তাঁহাকে সর্ব্ব স্থলেই হস্তলাঘব প্রদর্শন করত অলাত চক্র সদৃশ হইয়া যেন রথ বর্ম্মে নৃত্য করিতে দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার লাঘব নৈপুণ্য হেতু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমর স্থলে সেই এক বীরকে বহু শত সহস্র দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া তত্রস্থ সকলে মনে করিতে লাগিল। তাঁহাকে পূর্ব্ব দিকে দেখে আবার ক্ষণ মাত্রেই পশ্চিম দিকে দেখে; আবার ক্ষণ মাত্রেই উত্তর দিকে নিরীক্ষণ করে, এবং তৎক্ষণাৎ পশ্চিম দিকে অবলোকন করে। পাণ্ডবদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবল তাঁহার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বাণ সমূহই দেখিতে লাগিলেন। বীরগণ তাঁহাকে সমরে সৈন্য বিনাশ ও সুদারুণ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বহুবিধ বহুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় গণ, অমানুষ রূপে বিচরণকারী আপনকার পিতা সেই সংক্রুদ্ধ ভীষ্মরূপ অগ্নিতে শলভের ন্যায় প্রমোহিত হইয়া আত্ম বিনাশার্থ পতিত হইতে লাগিল। সেই লঘুহস্তে যুদ্ধশীল বীরের বহুত্ব হেতুও সমরে কোন একটী শর নর, নাগ বা অশ্ব শরীরে ব্যর্থ হইল না। একটী বিমুক্ত বাণেই বর্ম্ম-সংনদ্ধ হস্তীকে যেন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত ভেদের ন্যায় ভেদ করিয়া ফেলেন। সুতীক্ষ্ণ এক নারাচ দ্বারা একত্রিত বর্ম্মিত দুই তিন গজারোহী সংহার করেন। যুদ্ধে যে কেহ সেই নরব্যাঘ্রের সমীপস্থ হয়, সে মুহূর্ত্ত কাল মাত্র দৃষ্ট হইয়াই ভূতলে পতিত দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের মহাসৈন্য দল অতুল-বীর্য্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইল; মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের সাক্ষাতেই শর বর্ষণে পীড়িত হইয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষ মহারথগণ ভীষ্ম বাণে পীড়িত হইয়া পলায়ন পর হইতে লাগিল; সেনাপতি বীর-

গণ যত্নবান্ হইয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। মহারাজ! প্রধান সৈন্য সমস্তও মহেন্দ্র সম বীর্য্যবান্ ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া রণ স্থল হইতে ভগ্ন হইতে লাগিল। দুই জন একত্রে ধাবিত হইল না অর্থাৎ ধাবিত হইতে কেহ কাহার অপেক্ষা করিল না। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল হাহাভূত ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িল, এবং তাহাদিগের রথ, নাগ, অশ্ব, ধ্বজ ও কূবর পতিত হইতে লাগিল। এই রণে যেন দৈব প্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে সংহার এবং সখা প্রিয় সখাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক যোদ্ধাকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া ধাবিত হইতে দেখা গেল। পাণ্ডবী সেনাকে গো যূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ও তাহাদিগের রথ যূথপ সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দেখা গেল।

যদুবংশ-নন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণ ভগ্ন দেখিয়া রথবর নিবৃত্ত করণ পূর্ব্বক পার্থকে কহিতে লাগিলেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই সময় এই উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে ঐ ভীষ্মের প্রতি প্রহার কর, নচেৎ মোহ প্রাপ্ত হইবে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে রাজগণের সমাগম কালে বলিয়াছিলে যে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র সৈনিক মধ্যে যে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিব; এই ক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, স্বপক্ষ সৈন্য সকল ইতস্তত ভগ্ন হইতেছে। ঐ দেখ, যুধিষ্ঠির পক্ষ রাজগণ রণ হইতে পলায়ন করিতেছেন। উহাঁরা সমরে ভীষ্মকে কৃত-ব্যাদান-মুখ যম স্বরূপ বোধ করিয়া সিংহ দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভয়ার্ত্ত হইয়া প্রনষ্ট হইতেছেন।

অর্জ্জুন এই রূপে অভিহিত হইয়া বাসুদেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেই স্থানে তুমি এই রণ সাগর অবগাহন করিয়া অশ্ব চালনা কর; আমি দুর্ধর্ষ কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

মহারাজ! তদনন্তর যে স্থানে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথ ছিল, কৃষ্ণ সেই স্থানে রজতপ্রভ অশ্ব চালনা করিলেন। অনন্তর যৌধিষ্ঠির মহা সৈন্য সকল, মহাবাহু অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। তৎ পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মুহুর্মুহু সিংহনাদ করত সত্বর হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জয়ের রথ পরিব্যাপ্ত করিলেন। সেই রথ ক্ষণ কাল মধ্যে ভীষ্মের মহৎ শর বর্ষণে ধ্বজ ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশিত হইল। সত্ত্ববান্ কৃষ্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভীষ্ম বাণে ব্যথিত অশ্ব সকল চালনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পার্থ মেঘ ধ্বনি বিশিষ্ট দিব্য ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া পাতিত করিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে আপনকার পিতা নিমিষ মাত্রে অন্য ধনুক জ্যা যুক্ত করিলেন। তৎ পরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় জলদ নিস্বন ধনুক দুই হস্তে বিকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন। শান্তনুনন্দন অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রতি প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহু পাণ্ডু-নন্দন! সাধু, সাধু! এই রূপ মহৎ কর্ম্ম তোমার উপযুক্তই বটে। বৎস! তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি পার্থকে এই রূপে প্রশংসা করিয়া অন্য এক মহাধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক পার্থের রথের উপর শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন তখন বাসুদেব লাঘব ক্রমে মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ বিফল করত অশ্ব চালনায় পরম নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। পরন্তু ভীষ্ম পুনর্ব্বার শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের সর্ব্ব গাত্র বিদ্ধ করিলেন। সেই উভয় নরসিংহ ভীষ্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, শৃঙ্গাঘাতে অঙ্কিত গাত্র এবং নিনাদকারী গো বৃষের ন্যায়, শোভমান হইলেন। ভীষ্ম

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন শত শত সহস্র সহস্র শর দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিলেন, এবং রোষ-পরবশ হইয়া সশব্দে হাস্য করত বিস্ময় উৎপাদন করত কৃষ্ণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বীর শক্রহন্তা মহাবাহু অমেয়াত্মা ভগবান্ কেশব সমরে ভীষ্মের পরাক্রম ও অর্জ্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখিয়া, ভীষ্ম যে উভয় সেনার মধ্যে উত্তাপপ্রদ প্রভাকর সদৃশ হইয়া রণ স্থলে নিরন্তর শর বর্ষণ সৃষ্টি করিতেছেন, যৌধিষ্ঠির সৈন্যের পক্ষে প্রলয় কাল উপস্থিত করিতেছেন, সেই সকল সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, তাহা অসহমান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির পক্ষ সেনা আর থাকে না। ভীষ্ম এক দিবসেই সমরে দৈত্য দানবদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, ইহাতে সসৈন্য সপদানুগ পাণ্ডবদিগকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি আছে! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেনা পলায়ন পরায়ণ হইতেছে; ঐ সকল কৌরবেরাও সোমকদিগকে রণে ভগ্ন দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ভীষ্মের হর্ষোৎপাদন করত যুদ্ধাভিমুখে সত্বর অভিদ্রুত হইতেছে। অতএব আমি আজি মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে বদ্ধসন্নাহ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করি। আমি এই কার্য্য করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের ভার অপনয়ন করি; কেন না অর্জ্জুন সংগ্রামে তীক্ষ্ণ বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়াও পিতামহের গৌরবে বাধ্য হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ও দিকে ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন রথের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিতেছেন। ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শর সমূহের অত্যন্ত বাহুল্য হেতু সকল দিক্ই আচ্ছন্ন হইয়া গেল; কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্ সমস্ত, কি ভূমিতল, কি রশ্মিমালী দিবাকর, কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না। বায়ু সধূম হইয়া তুমুল রূপে বহমান ও দিক্ সমস্ত ক্ষুভিত হইতে লাগিল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্ব্ব দেশীয় গণ, সৌবীর গণ, সমস্ত বশাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ, ইহাঁরা ভীষ্মের নিদেশানুসারে ত্বরমাণ হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। শিনি-পৌত্র সাত্যকি অর্জ্জুনকে শত শত সহস্র সহস্র গজ যূথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথ জালে সম্যক্ প্রকারে সমাবৃত দেখিতে পাইলেন। তিনি, শস্ত্রধারি-প্রবর কৃষ্ণার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে রথ, অশ্ব, নাগ ও পদাতিগণে পরিসমাক্রান্ত দেখিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক সমীপস্থ হইলেন। যে প্রকার বিষ্ণু বৃত্রাসুর নিসূদনে ইন্দ্রের সাহায্য করেন, সেই প্রকার ধনুর্দ্ধর প্রধান শিনি বীর সাত্যকি, সহসা সেই সকল অনীক মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন

শিনিপ্রবীর, যুধিষ্ঠির পক্ষ অনীক মধ্যে নাগ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সমূহ বিশীর্ণ, এবং সর্ব্ব যোধগণকে ভীষ্ম ভয়ে বিত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় যাইতেছ? প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন রণ হইতে পলায়ন করা সাধুদিগের ধর্ম্ম নহে। হে বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না, আপনাদিগের বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

সমস্ত দশার্হগণের প্রভু যশস্বী মহাত্মা ইন্দ্র-কনিষ্ঠ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মৃদু যুদ্ধ করিতে, চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে পলায়মান, ভীষ্মকে সংগ্রামে সমুদীর্য্যমাণ এবং কুরু যোধগণকে চতুর্দ্দিকে আপতিত হইতে দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে শিনি প্রবীর সাত্বত! যাহারা যাইতেছে যাউক, আর যাহারা আছে তাহারাও যাউক, তাহাদিগেরও থাকিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, আজি আমি ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁদিগের সমভিব্যাহারী গণের সহিত নিপাতিত করিতেছি। আজি কুরু সৈন্যদিগের মধ্যে কেহই আমার ক্রোধে রণ-মুক্ত হইতে পারিবে না; অতএব

আমি ভীষণ চক্র গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের প্রাণ সংহার করিব। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁর দিগের গণের সহিত যুদ্ধে নিহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের প্রীতি সম্পাদন করিব। সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে ও যে সকল প্রধান নরেন্দ্রগণ তাহাদিগের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও আজি আমি সংহার করিয়া অজাতশত্রু রাজাকে হর্ষ সহকারে রাজ্যাধিপতি করিব।

বসুদেব-পুত্র মহাত্মা কৃষ্ণ এই রূপ বলিয়া অশ্ব রশ্মি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহস্র বজ্রতুল্য ক্ষুরধারান্বিত সূর্য্যপ্রভ চক্র হস্তে উদ্‌ভ্রামণ ও বেগ সহকারে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পদ দ্বারা ভূতল কম্পমান করত ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। যে প্রকার অতি দর্পিত মদান্ধ গজরাজকে হনন করিবার অভিলাষে সিংহ ধাবমান হয়, সেই প্রকার শত্রুপ্রমাথী ইন্দ্র-কনিষ্ঠ কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার সৈন্য মধ্যে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার আকাশে বিদ্যুৎপ্রভাপিনদ্ধ মেঘ প্রকাশ পায়, কৃষ্ণের পীতবণ বসন ব্যালম্বিত হইয়া পতিত হওয়াতে তিনি সেই রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যে প্রকার তরুণ সূর্য্যবর্ণ আদি পদ্ম, নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া দীপ্তি পাইয়াছিল, সেই রূপ কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র পদ্ম, তাঁহার মনোহর বিশাল ভুজ মৃনালে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই চক্রপদ্মটি কৃষ্ণের ক্রোধ রূপ সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল ও ক্ষুরান্ত সদৃশ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ উহার দল স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকিল, এবং কৃষ্ণের বিশাল দেহ যেন সেই ভুজমৃনালের সরোবর রূপে বিরাজিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ, চক্রধারী ও উচ্চৈঃস্বরে নিনাদকারী দেখিয়া সমস্ত প্রাণী, এই কুরু কুল ক্ষয় হইল মনে করিয়া সাতিশয় শব্দ করিতে লাগিল। যে প্রকার ধূমকেতু স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করত প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ লোকগুরু বসুদেব-পুত্র চক্র গ্রহণ-পূর্ব্বক জীবলোক-দহনকারী প্রলয় কালীন সম্বর্ত্ত অগ্নির ন্যায় ভীষ্মাভিমুখে গমন করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।

ধনুর্ব্বাণধারী রথস্থ শান্তনু-নন্দন মানবপ্রবর কৃষ্ণ দেবকে চক্রহস্তে আগত হইতে দেখিয়া অত্রস্ত চিত্তে বলিলেন, এস এস, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তোমাকে নমস্কার; হে শার্ঙ্গধর! হে গদাধর! হে অসিধর! হে লোকনাথ! হে প্রাণিগণের শরণ্য! তুমি রণে আমাকে রথ হইতে বল-পূর্ব্বক নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি আমাকে নিহত করিলে আমার ইহ পর লোকে শ্রেয় হইবে। হে অন্ধক বৃষ্ণিনাথ! আমি তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে মঙ্গল-সম্পন্ন হইব, আমার প্রভাব ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে।

ভীষ্ম ঐ রূপ বলিতেছেন, কৃষ্ণও বেগ সহকারে যাইতেছেন দেখিয়া আয়ত-বিশাল-বাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া রথ হইতে অবরোহণ ও তদনন্তর যদুপ্রবীর কৃষ্ণের পশ্চাৎ দ্রুত গমন-পূর্ব্বক তাঁহার লম্বমান বিশাল উৎকৃষ্ট বাহু দ্বয় ধারণ করিলেন। পরন্তু আদিদেব যোগী কৃষ্ণ সাতিশয় রোষান্বিত ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহ্যমাণ হইয়াও, যে প্রকার প্রবল বায়ু একটি বৃক্ষকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সেই রূপ বেগে জিষ্ণুকে আকর্ষণ করিয়াই ভীষ্ম সমীপে দ্রুত বেগে নয় পদ গমন করিলেন; দশম পাদে মহাত্মা পার্থ তাঁহার চরণ দ্বয় বল পূর্ব্বক ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈ বল দ্বারা কোন প্রকারে গ্রহণ করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ অবস্থিত হইলে বিচিত্র কাঞ্চনমালী অর্জ্জুন প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করত কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদিগের গতি, অতএব ক্রোধ প্রতিসংহার কর। হে ইন্দ্র কনিষ্ঠ! আমি পুত্র ও সহোদরগণের শপথ করিতেছি, প্রতিজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, তোমার নিয়োগানুসারে কুরুদিগের বিনাশ সাধন যে প্রকারে হয়, করিব।

তৎপরে জনার্দ্দন, কৌরবসত্তম অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও শপথ শুনিয়া চক্রহস্তে প্রীত চিত্তে প্রিয় ভাবে ক্ষণ কাল অবস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন; এবং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া তাহার শব্দে চতুর্দ্দিক্ ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। কুরু বীরগণ চঞ্চল নিষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ডল-ভূষিত, ধূলি দ্বারা বিকীর্ণ অঞ্চিত-পক্ষ্মযুক্ত নেত্র বিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ দন্ত শোভিত কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে শঙ্খধারী দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদিগের সৈন্য মধ্যেও মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, নেমি ও দুন্দুভির শব্দ উত্থিত হইল; সেই শব্দে কুরুবীরগণের সিংহনাদ মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। তদনন্তর অর্জ্জুনের মেঘ নির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ও নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইল এবং তাঁহার গাণ্ডিব-নির্ম্মুক্ত বিমল বাণ সকল সমস্ত দিকে গমন পূর্ব্বক বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধন উদ্যত বাণ হস্তে কক্ষদাহকারী ধূমকেতু সদৃশ হইয়া ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা ও সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের উপর ভূরিশ্রবা সুবর্ণ পুঙ্খ সপ্ত ভল্ল, দুর্য্যোধন উগ্রবেগ তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুষ্মান্ মহাত্মা কিরীটমালী বীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা-প্রক্ষিপ্ত সপ্ত ভল্ল সপ্ত শর দ্বারা ও দুর্য্যোধন ভুজ বিমুক্ত তোমর শাণিত ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা উন্মথিত করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত আপতিতা বিদ্যুৎ প্রভা শক্তি এবং শল্যবাহু বিমুক্ত গদা দুই বাণ দ্বারা কর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অপ্রমেয় বলবৎ বিচিত্র গাণ্ডিব ধনুক ভুজ দ্বয়ে বিকর্ষণ করিয়া অতি ভীষণ মাহেন্দ্র অস্ত্র বিধি পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই প্রবল অস্ত্রের আবির্ভবে সমুহ সমুহ অগ্নি বর্ণ বিমল শর জাল দ্বারা সমস্ত সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনবিমুক্ত বাণ সকল বিপক্ষের রথ, ধ্বজাগ্র, ধনুক ও বাহু সকল কর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গগণের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের শাণিত সুধার শর সমুহ দ্বারা দিক্ বিদিক্ বিস্তৃত এবং গাণ্ডীব শব্দে বিপক্ষগণের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই ঘোরতম অস্ত্র যুদ্ধে গাণ্ডিব রবে শঙ্খ ধ্বনি, দুন্দুভি শব্দ ও উগ্র রথনিনাদ অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেই গাণ্ডীব শব্দ শুনিতে পাইয়া বিরাটরাজ প্রভৃতি নরবীরগণ ও পাঞ্চালরাজ বীর দ্রুপদ অদীন সত্ত্ব ভাবে সেই স্থলে আগমন করিলেন। আপনকার পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে যে যে স্থানে গাণ্ডীবের শব্দ শুনিতে পাইল, সে সেই স্থানেই নতিভাবাপন্ন হইল, তাঁহার প্রতিকূল হইয়া কেহই অভিমুখীন হইতে পারিল না। সেই নৃপ-সংহারক সুঘোর যুদ্ধে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত বীরগণ ও উত্তম হেমকক্ষা যুক্ত মহাপতাকান্বিত গজগণ কিরীটি কর্ত্তৃক সহসা নারাচ দ্বারা হত, পীড়িত, বিভিন্নকায় ও গতসত্ত্ব হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেনামুখে নৃপগণের ধ্বজ সকল পার্থের উগ্রবেগ শাণিতাগ্রভাগ সুশাণিত ভল্ল সকলের দ্বারা দৃঢ় রূপে আহত হওয়াতে সেই সকল ধ্বজের যন্ত্র ও ইন্দ্রজাল সকল নিহত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মহারণে ধনঞ্জয়ের প্রবল ঐন্দ্রাস্ত্র প্রভাবে পদাতি, রথ, অশ্ব ও নাগ সমুহ শরাঘাতে সমাহত হওয়াতে ভেদিতকবচ ও ভেদিত-দেহ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করত শস্ত্র হস্তেই রণ স্থলে শীঘ্র শীঘ্র পতিত হইতে লাগিল। তদনন্তর সেই রণাঙ্গনে অতি ঘোরা নদী উৎপন্না হইয়া অতীব বেগে বিপুল প্রবাহে বহিতে লাগিল। কিরীটীর সুশাণিত শস্ত্র সমূহে ক্ষত বিক্ষত নরদেহের রুধির উহার জল; নরগণের মেদ উহার ফেনা; মৃত নাগ ও অশ্বের শরীর সকল উহার তীর; মনুষ্যগণের অস্ত্র, মজ্জা ও মাংস উহার পঙ্ক; নর শির কপাল সমাকুল কেশ সকল উহার শাদ্বল; দেহ সমুহ উহার সহস্র মালা; বিস্তীর্ণ নানাবিধ কবচ

সকল উহার তরঙ্গ; নর, অশ্ব ও নাগগণের নিকৃত্ত অস্থি সকল উহার শর্কর, এবং উহা প্রভূত রাক্ষসাদি ভূতগণের সেবিতা হইল। গোমায়ু, শালাবৃক, গৃধ্র ও তরক্ষু প্রভৃতি মাংসাশী জীব সকল উহার কূলে বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য সকল, অর্জ্জুন বাণ সঙ্ঘে প্রবর্ত্তিতা মেদ বসা রুধির প্রবাহশীলা অতি ভীষণা ঐ রূপ ক্রূরা নদীকে বৈতরণী সদৃশী অবলোকন করিতে লাগিল।

মহারাজ! চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডব, এই সমস্ত বীরগণ কুরুসেনার বীরগণকে ফাল্গুন কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া সহসা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই বীর পুরুষেরা কিরীটীকে শত্রু পক্ষের ভয়াবহ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের বীর সকলকে নিহত করিতে দেখিয়া জয় প্রতিভা-সমন্বিত হইয়া কুরু বীর যোধগণকে ত্রাসিত করিবার নিমিত্তেই আপনাদিগের জয়-সূচক শব্দ করিলেন। গাণ্ডীবধন্বা এবং জনার্দ্দনও অতি হর্ষ যুক্ত হইয়া, সিংহের মৃগযূথকে ত্রাসিত করণের ন্যায়, সেনাপতিদিগের সেনা সকলকে ত্রাসিত করত নিনাদ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লিক প্রভৃতি কৌরব পক্ষগণ দিবাকরকে কিরণজাল সংবৃত করিতে এবং অর্জ্জুনের বিস্তৃত যুগান্তকল্প ঘোর ঐন্দ্রাস্ত্র অসহ্য দেখিয়া সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। ধনঞ্জয়ও শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক সমাপ্তকর্ম্মা হইয়া কীর্ত্তি ও যশ লাভ করত প্রভাকরের রক্তিম প্রভান্বিত সন্ধিগত নিশা দেখিয়া নরেন্দ্র ও সোদর গণের সহিত নিশামুখে শিবিরে গমন করিলেন। তদনন্তর সেই রজনীমুখ সময়ে কুরুদিগের ঘোরতম তুমুল শব্দ উঠিল যে, অদ্য অর্জ্জুন রণে অযুত রথ নিহত করিয়া সপ্ত শত গজ সংহার করিয়াছেন। এবং প্রাচ্য, সৌবীর ক্ষুদ্র ও মালব দেশীয়গণ সমুদায়কে নিপাতিত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় আজি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অপর কাহারো সাধ্য নহে। হে ভারত রাজ! অম্বষ্ঠপতি শ্রুতায়ু, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সিন্ধুপতি, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল ও অন্যান্য শত শত যোধগণ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেও, উহাদিগকে মহারথী এক অর্জ্জুনই ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব বাহু বীর্য্য দ্বারা রণ মধ্যে পরাজিত করিয়াছেন, এই কথা বলাবলি করিতে করিতে আপনকার পক্ষ গণ স্ব স্ব শিবিরে গমন করিল। কুরু সৈন্যের সমুদায় যোধগণই ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রজ্বলিত প্রদীপের আলোকে অবলোকন পূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় দিবস যুদ্ধ ও ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মহাত্মা ভীষ্ম জাতক্রোধ ছিলেন; তিনি, রাত্রি প্রভাতা হইলে সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ ভারতী সেনা প্রমুখে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, বাহ্লিক, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, মহাবল জয়দ্রথ ও অন্যান্য নৃপগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার সহিত গমন করিলেন। যে প্রকার দেবরাজ দেবগণের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তিনি বীর্য্যবন্ত তেজস্বী মহৎ মহৎ প্রধান রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইলেন। সেই সমূহ সৈন্য মধ্যে মহাগজ সকলের স্কন্ধ-বিন্যস্ত রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডর বর্ণ মহাপতাকা সকল দোধুয়মান হইয়া দীপ্যমান হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্য মহারথ ভীষ্ম ও বারণ বাজি গণ দ্বারা প্রাবৃট্ কালীন মেঘ সংযুক্ত আকাশের ন্যায় ও বিদ্যুৎ সমন্বিত জলদপটলীর সমান প্রতিভাত হইতে থাকিল। তদনন্তর শান্তনুনন্দনের অভিরক্ষিতা কুরু সেনা সহসা অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধার্থ অভিমুখী হইয়া ভীষণ নদী বেগের ন্যায় গমন করিতে লাগিল।

কপিরাজকেতু নর-প্রধান মহাবীর মহাত্মা অর্জ্জুন ব্যাল অর্থাৎ গজ প্রভৃতি নানাবিধ গূঢ় সার বিশিষ্ট, গজ অশ্ব পদাতি রথ সমূহ স্বরূপ পক্ষ সংযুক্ত সেই

ব্যালব্যূহকে দুর হইতে মহামেঘ সদৃশ অবলোকন করিলেন। তিনি স্ব পক্ষ সেনায় পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে শ্বেত বাজি সংযোজিত কপিধ্বজ রথারোহণে সমস্ত শত্রু সেনার প্রতি অভিগমন করিলেন। আপনকার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরবেরা অর্জ্জুনের সোপকরণ ও উত্তম বন্ধুর ঈশা সম্পন্ন রথ এবং তাঁহার সারথি কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। পাণ্ডবদিগের যে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল, তাহার উভয় কর্ণ প্রদেশে চারি সহস্র করিয়া গজ ছিল। এতাদৃশ ব্যালব্যূহ লোক বিখ্যাত মহারথ কিরীটী উদ্যতায়ুধ হইয়া সৈন্য প্রকর্ষণ করত রক্ষা করিতেছিলেন। ভবৎ পক্ষীয় সকলে সেই ব্যূহশ্রেষ্ঠ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিবসে যে প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা যে প্রকার পূর্ব্বে কখন পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, এই ব্যূহও সেই প্রকার মনুষ্য দিগের কখন দৃষ্টপূর্ব্ব বা শ্রুতপূর্ব্ব হয় নাই।

তদনন্তর রণ স্থলে সমুদায় সৈন্য মধ্যেই সহস্র সহস্র ভেরী মহাবেগে সমাহত হওয়াতে মহাশব্দ উৎপন্ন এবং শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য রব ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। তৎপরে ক্ষণ কাল মধ্যে বীরগণের সশর শরাসনের বিস্ফারণে উৎপন্ন মহারব এবং শঙ্খ ধ্বনিতে ভেরী পণবাদির শব্দ অন্তর্হিত হইল। সেই শঙ্খ ধ্বনি বিশিষ্ট অন্তরীক্ষ, উদ্ধূত ধূলি জালে সমাবৃত হওয়াতে বীরগণ মহা চন্দ্রাতপ-বিস্তীর্ণ-প্রায় আকাশ মণ্ডল অবলোকন করিয়া সহসা আপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত রথী রথী দ্বারা, গজ গজ দ্বারা এবং পদাতি পদাতি দ্বারা সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। আবর্ত্তমান উত্তম উত্তম অশ্বারোহিবৃন্দ আবর্ত্তমান সদশ্বারোহিবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রাস ও খড়্গ দ্বারা সমাহত হওয়াতে অদ্ভুত-দর্শন ভীষণমূর্ত্তি হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সুবর্ণ-নক্ষত্রবৃন্দে বিভূষিত সূর্য্যপ্রভাব চর্ম্ম সকল পরশ্বধ, প্রাস ও খড়্গের আঘাতে বিদার্য্যমাণ হইয়া রণ ক্ষেত্রে নিপতিত হইতে থাকিল। অনেক রথি সারথির সহিত, গজ গণ কর্ত্তৃক দন্ত ও শুণ্ড দ্বারা পীড়িত এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল রথি-প্রধান দিগের বাণ সমূহে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। অনেক সাদী ও পদাতি, গজ সমূহের বেগোদ্ধতিতে বিষণ্ণ ও গজগণের গাত্রের পূর্ব্ব ও অপর ভাগ ও দন্তের আঘাতে তাড়িত হইয়া বহুধা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; মনুষ্যেরা তাহা শুনিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এই প্রকারে যখন সাদী ও পদাতি গণ অত্যন্ত ক্ষয় পাইতেছিল এবং নাগ, অশ্ব ও রথী সকল ভয়জনিত ত্বরান্বিত হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে মহারথী গণে পরিবার্য্যমাণ ভীষ্ম, কপিরাজ-কেতু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। বিশাল তাল পরিমিত উচ্ছ্রিত তালকেতু শান্তনু-পুত্র, অর্জ্জুনের রথ উত্তম ঘোটকের বেগে অদ্ভুত বীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার মহাস্ত্র বেগে অশনি সম প্রভা প্রকাশ পাইতেছে, দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই ইন্দ্র-পুত্র ইন্দ্রকল্প অর্জ্জুনের সম্মুখে কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন ও সোমদত্ত-তনয়, ইহাঁরা দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। তদনন্তর কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম পরিধায়ী শৌর্য্য-সম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু রথ সৈন্যমুখ হইতে অপগত হইয়া বেগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলের সমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। অসহ্যকর্ম্মা অভিমন্যু, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সেই সমুদায় মহাবলদিগের মহাস্ত্র সকল বিশেষ রূপে নিহত করিয়া মহামন্ত্রাহুত-শিখামালী বেদিগত ভগবান্ অগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তৎ পরে অদীনসত্ত্ব ভীষ্ম, সমরে শত্রুদিগের রুধিরোদ ফেনা নদী সৃষ্টি করিয়া ত্বরা সহকারে অভিমন্যুকে অতিক্রম করত মহারথ পার্থের সমীপে গমন করত তাঁহার উপর শর জাল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসহ্যকর্ম্মা কপিরাজ-কেতন মহাত্মা কিরীটমালী, হাস্য-

পূর্ব্বক অদ্ভুত দর্শন গাণ্ডীব-মহানির্ঘোষ সহকারে শর জাল দ্বারা সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্মের মহাস্ত্র জাল বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ বিমল ভল্ল শর পুঞ্জ বর্ষণ করিলেন। তাবকীন পক্ষীয় সকলে, যে প্রকার দিবাকর দ্বারা তম অভিভূত হয়, সেই রূপ অর্জ্জুনের সেই মহাস্ত্র জাল অন্তরীক্ষে ভীষ্মাস্ত্র দ্বারা আহত ও বিশীর্ণ অবলোকন করিলেন। কৌরব, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য লোক সকল, প্রধান সৎপুরুষ ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের ঐ প্রকার প্রবল কার্ম্মুক ভীম নিনাদ সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমনির পুত্র, অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। জন সকল সেই এক তেজস্বী বালককে পঞ্চ মনুজ ব্যাঘ্রের নিকট যেন এক সিংহ শিশু দেখিতে লাগিল। কি লক্ষ্যবেধে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে, কি অস্ত্রে, কি লাঘবে কিছুতেই কেহ অর্জ্জুন-পুত্রের সদৃশ হইল না। পার্থ, অরিন্দম আত্মজকে যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া যত্ন সহকারে সিংহনাদ করিলেন। তাবকীন পক্ষ গণ আপনকার পৌত্র অভিমন্যুকে সৈন্য পীড়ন করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই শত্রুপ্রভাব-বিনাশী অভিমন্যু অদীন ভাবে তেজ ও বল-সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন। তাঁহার শত্রু সহ যুদ্ধ কালীন মহৎ শরাসন আদিত্য সম প্রভাসম্পন্ন ও লাঘব পথস্থ হইয়া কাহারও নয়ন গোচর হইল না। তিনি অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া সাংযমনির পুত্রের রথ ধ্বজ অষ্ট বাণে নিপাতিত করিলেন। সোমদত্তপুত্র, সুবর্ণ দণ্ড সংযুক্ত সর্প সদৃশী এক মহাশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি এক শাণিত পত্রি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শল্য শত শত মহাঘোর শর সকল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি নিবারণ করিয়া শল্যের চারি টি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনির পুত্র ও শল, ইহাঁরা ভয়-জনিত ত্রস্ত হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না।

হে রাজেন্দ্র! তৎ পরে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শত্রুযুদ্ধে অজেয় অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কেকয় দেশীয় পঞ্চ বিংশতি সহস্র যোদ্ধা আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের নিদেশানুসারে হননেচ্ছু সপুত্র অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! অমিত্রজিৎ সেনাপতি পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেই মহারথ পিতা পুত্রকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া বহু সহস্র গজ ও রথবৃন্দ ও শত শত সহস্র সহস্র পদাতি ও সাদিগণে পরিবৃত হইয়া সেনাদিগকে আদেশ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত সেই মদ্র বাহিনী ও কেকয়গণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রথ, নাগ ও অশ্ব সঙ্কুল সেই সৈন্য, কীর্ত্তিমান্ দৃঢ়ধন্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রক্ষিত ও যুদ্ধার্থ চালিত হইয়া শোভমান হইল। কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন-সম্মুখে গমন করিতে দেখিয়া পাঞ্চাল কুল বর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার জত্রুদেশে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তিনি মদ্রকদিগকে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া ত্বরা সহকারে কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে ভল্ল দ্বারা নিহত করিলেন; তৎ পরেই মহাত্মা পৌরবের দায়াদ দমনকে বিশালাগ্রভাগ নারাচ দ্বারা হনন করিলেন। তদনন্তর সাংযমনির পুত্র দুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া উহাঁর সারথিকেও দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দ্বারা অতি বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন করত অতি তীক্ষ্ণ এক ভল্লে তাঁহার ধনুক ছেদন করিলেন, এবং অতি শীঘ্র তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ প্রহার করিলেন; তৎ পরেই তাঁহার অশ্ব সকল ও পার্ষ্ণি রক্ষক এবং সারথিকে বধ করিলেন। হে ভারত! সাংযমনির পুত্র হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া

যশস্বী দ্রুপদের আত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সত্বর মহাভয়ানক লোহময় খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথস্থ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে পদব্রজে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে মত্ত হস্তি সদৃশ বিক্রমশীল, দীপ্যমান আদিত্য সদৃশ, কাল প্রেরিত অন্তক সমান ও শূন্য হইতে আপতিত মহাসর্প তুল্য হইয়া খড়্গ উদ্ভ্রামণ করিতে করিতে মহা বেগে আসিতে দেখিতে লাগিলেন। শাণিত খড়্গ ও চর্ম্ম হস্তে ধাবমান প্রতিপক্ষ সেই সাংযমনি-পুত্র বাণ বেগের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক রথ সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র, সেনাপতি পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া গদাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! তিনি হত হইবা মাত্র তাঁহার সুপ্রভান্বিত চর্ম্ম ও খড়্গ হস্ত হইতে স্রস্ত হইল, এবং তাঁহার দেহও ভূতলে পড়িয়া গেল। ভীম-বিক্রম মহাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্র তাঁহাকে গদাঘাতে বধ করিয়া পরম যশ লাভ করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ রাজপুত্র হত হইলে আপনকার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার হইয়া উঠিল। তদনন্তর সাংযমনি, পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে বেগে অভিদ্রুত হইলেন, এবং কুরু ও পাণ্ডব পক্ষ সমস্ত রাজগণের সাক্ষাতে সেই রথিশ্রেষ্ঠ দুই বীর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। প্রথমত বীর শত্রুহন্তা সাংযমনি ক্রুদ্ধ হইয়া, তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে আঘাত করিলেন, এবং সভাশোভন শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া শূর ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন. পরে তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অষ্ট পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছি, কেন না পাণ্ডব সৈন্যেরাই ক্রমাগত মৎপুত্রের সৈন্য বধ করিতেছে। হে বৎস! তুমি নিত্যই মদীয় পক্ষের বিনাশ ও পাণ্ডব পক্ষ দিগকে অত্যুগ্র ও হৃষ্ট বলিতেছ। তুমি এক্ষণে মৎপক্ষীয় দিগকেই পৌরুষ-হীন, পতিত, পাত্যমান ও হত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ। তাহারা জয় চেষ্টায় যুধ্যমান হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে, এবং তাহারা হীন হইতেছে; অতএব হে বৎস! দুর্য্যোধন হইতে আমাকে অনবরতই দুঃসহ তীব্র বহু দুঃখের বিষয় শুনিতে হইল। সঞ্জয়! যে উপায়ে পাণ্ডবেরা হীন ও মৎপক্ষীয় গণ জয়ী হয়, তাহা দেখিতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই মহান্ অপনয় আপনা হইতেই হইতেছে; সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনি স্থির হইয়া গজ, বাজি, রথ ও মনুষ্য ক্ষয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মদ্রাধিপতি শল্যের বাণে ব্যথিত হইয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে তাহাকে নয় শরে পীড়িত করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম, তিনি ত্বরা সহকারে শল্যকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের এই যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র হইল। উভয়েই এতাদৃশ সংরব্ধ হইয়া সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন, যে কেহ তাঁহাদিগের নিমেষ মাত্র অবকাশ দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! শল্য শাণিত সুপীত এক ভল্লাস্ত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন করিলেন; তৎপরে বর্ষাকালে জলদগণের পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাতে পীড়িত হইলে অমেয়াত্মা অভিমন্যু শল্যের রথ সমীপে বেগে আগমন করিলেন। পরে তিনি আর্ত্তায়নি শল্যের রথ সমীপে উপনীত ও কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহা দেখিয়া আপনকার পক্ষ যোধ গণ অভিমন্যুর প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া মদ্ররাজের রথ সত্বর পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন, মহারথ বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র, এই দশজন মদ্রাধিপতির রথ রক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরা-

ধিপ! ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব, এই দশ জন নানা বিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষের উক্ত দশ জনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্তই উহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে সংগ্রামে সমবেত হইলেন। আপনকার ও পর পক্ষের রথিগণ, পরস্পর বধাভিলাষী সেই দশ মহারথীর দর্শক হইলেন। তাঁহারা সিংহনাদ করত অনেক বিধ শস্ত্র বিমোচন করিয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই জাতক্রোধ ও অমর্ষণ হইয়া পরস্পর জ্ঞাতি হনন কামনায় স্পর্দ্ধা ও সিংহনাদ সহকারে মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্বরা সহকারে চারি, দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন সপ্ত, দুর্ম্মুখ দশ, দুঃসহ সপ্ত, বিবিংশতি পঞ্চ ও দুঃশাসন তিন শাণিত বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করিলেন। হে রাজেন্দ্র! শত্রুতাপন পৃষতকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঞ্চ বিংশতি বাণ প্রহার করিলেন। অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। জননীর আনন্দবর্দ্ধন নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তৎপরে শল্য রথিপ্রধান ভাগিনেয় দ্বয়ের উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শল্যের শর সমূহে আচ্ছাদ্যমান হইয়াও তাহার প্রতীকার মানসে বিচলিত হইলেন না।

মহারাজ! মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বিবাদের শেষ করিবার মানসে গদা গ্রহণ করিলেন। গদাহস্ত মহাবাহু ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় দেখিয়া আপনকার অন্যান্য পুত্র ভয়ে পলায়ন করিলেন। পরন্তু দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া মগধ দেশীয় দশ সহস্র গজ সৈন্যকে আদেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মগধরাজকে অগ্রে করিয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন। গদাহস্ত বৃকোদর সেই গজ সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া সিংহবৎ উচ্চ নিনাদ করত রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তিনি কৃত-মুখ-ব্যাদান অন্তক্ সদৃশ হইয়া অদ্রিসারময়ী গুর্ব্বী মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। যে প্রকার বৃত্রহা ইন্দ্র দানবগণের রণে বিচরণ করেন, তদ্রূপ সেই বলী মহাবাহু গদা দ্বারা গজগণ হনন করত সমর স্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চিত্ত ও হৃৎকম্পকারী তাঁহার মহা তর্জ্জন গর্জ্জনে গজ সকল সংহত হইয়া অতিচেষ্টমান হইল। তদনন্তর দ্রৌপদী-পুত্রেরা, মহারথ সুভদ্রা-পুত্র, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া মেঘ মণ্ডলীর গিরি নিচয়ের উপর জলধারা বর্ষণের ন্যায় গজ দলের উপর শর বর্ষণ করত ধাবিত হইলেন। অনন্তর শাণিত সুপীত ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও অঞ্জলিকাস্ত্র দ্বারা গজযোধীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজযোধিগণের পতমান মস্তক, বিভূষিত বাহু ও অঙ্কুশ সহিত হস্ত সমূহে যেন প্রস্তর বর্ষণ হইতে থাকিল। গজযোধিগণ গজস্কন্ধেই ছিন্ন-মস্তক হইয়া যেন গিরিশিখরে ভগ্নশাখ তরু সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকেও বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ সকল নিপাতিত ও নিপাত্যমান করিতে দেখা গেল। মাগধ মহীপাল ঐরাবত সদৃশ এক মহা হস্তী অভিমন্যুর রথ সমীপে চালন করিলেন। বীর শত্রুহন্তা মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের মহাগজকে আসিতে দেখিয়া এক বাণে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। মগধরাজ হস্তি-হীন হইলে তিনি রজতপুঙ্খ এক ভল্ল দ্বারা মগধ রাজের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। এ দিকে ভীমসেন গজ সৈন্য অবগাহন করিয়া গজ সকল মর্দ্দন করত ইন্দ্রের গিরি বিচরণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক প্রহারেই দন্তিগণ হনন করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে সেই সকল নিহত মাতঙ্গকে যেন বজ্র হত পর্ব্বতের ন্যায় অবলোকন করিতে

লাগিলাম। কোন কোন মাতঙ্গের দন্ত, কোন কোন গজের কট, কোন হস্তীর সক্থি, ও কাহার্ দিগের পৃষ্ঠত্রিক ভগ্ন হইল। পর্ব্বতোপম অনেক হস্তী ভয়েই বিষণ্ণ হইল। কোন দন্তিগণ সমর-বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। কোন কোন হস্তী ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ, ও কোন কোন নাগ পুরীষোৎসর্গ করিতে লাগিল। কোন কোন গিরি তুল্য গজ ভীমসেনের বিচরণ পথেই গতাসু হইল। কোন কোন নাগ চিৎকার শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাগজ ভিন্নকুম্ভ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পতিত শৈলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। ভীমসেন মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে সিক্তাঙ্গ হইয়া দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় সমরভুমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি গজগণের রুধিরাক্ত গদা ধারণ করিয়া যেন পিনাকধারী রুদ্রের ন্যায় ঘোর রূপে ভয়াবহ হইলেন। গজগণ ক্রুদ্ধ ভীম কর্ত্তৃক নির্মথ্যমান ও ক্লিষ্ট হইয়া সহসা আপনকার সৈন্য মর্দ্দন করিতে করিতে ধাবমান হইল। যেমন অমরগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথীগণ যুধ্যমান সেই বীরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমাত্মা ভীমসেন গজ-শোণিতাক্ত গদাধারী হইয়া রণস্থলে ভ্রমণ করাতে কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সর্ব্ব দিকে গদা হস্তে ব্যায়াম করাতে তাঁহাকে নৃত্যন্ত শঙ্করের ন্যায়, এবং দারুণ ইন্দ্রের বজ্রাশনি সম রবকারী তাঁহার শত্রুঘাতিনী রৌদ্রী গুর্ব্বী গদাকে যমদণ্ড সদৃশ দেখিতে লাগিলাম। ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের পশু হনন কালে পিনাক যেমন দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কেশ মজ্জা মিশ্রিত রুধিরদিগ্ধ গদা দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে প্রকার পশুপালক যষ্টি দ্বারা পশু সংঘাতকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় ভীমসেন গদা দ্বারা গজানীক তাড়িত করিতে লাগিলেন। ভবৎপক্ষীয় কুঞ্জর সকল ভীমসেনের গদা ও চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রক্ষিপ্ত বাণ সমূহ দ্বারা বধ্যমান হইয়া স্ব পক্ষ অনীক দিগকেই মর্দ্দন করিতে করিতে প্রদ্রুত হইতে লাগিল। ভীমসেন, মহাবাত কর্ত্তৃক মেঘ মণ্ডলী নিরাকরণের ন্যায়, বারণ গণ নিরাকৃত করিয়া, শ্মশানস্থ শিবের ন্যায়, সমরে অবস্থিত রহিলেন।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সেই সমস্ত গজ সৈন্য হত হইলে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীমসেনকে বধ কর, বলিয়া সর্ব্ব সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন। সমর স্থলে ভৈরব রব কারী ভবৎ পক্ষ সমুদায় সৈন্য আপনকার পুত্রের শাসনানুসারে ভীমসেনের সমীপে ধাবিত হইল। ভীমসেন দেব গণেরও সুদুঃসহ, পর্ব্ব কালে সুদুষ্পার সমুদ্র সদৃশ, অনন্ত রথ পদাতি সঙ্কুল, রথ নাগ ঘোটক কলিল, শঙ্খ দুন্দুভি নিস্বন সংযুক্ত, সর্ব্বত্র ধূলি সমাকীর্ণ, অক্ষোভ্য দ্বিতীয় মহোদধির ন্যায় আপতন্ত সেই অপর্য্যন্ত সৈন্য সমূহ, বেলা ভূমির সাগর নিবারণের ন্যায়, নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা ভীমসেনের সমরে অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্ব হস্তীর সহিত সেই সমস্ত সমুদীর্ণ পার্থিবগণকে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে গদা দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন। বলিপ্রবর বৃকোদর গদা দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য নিবারিত করিয়া মেরু গিরির ন্যায় অচল রহিলেন। সেই পরম দারুণ তুমুল ভীষণ রণে ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীপুত্রগণ, অভিমন্যু ও অপরাজিত শিখণ্ডী মহাবল ভীমসেনকে ভয়প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না। বিভু ভীমসেন ঐ সকল বীরগণের রক্ষিত হইয়া শৈক্যায়সী মহতী গুর্ব্বী গদা লইয়া দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া আপনকার যোধগণকে বধ করিতে লাগিলেন; রথবৃন্দ ও বাজিবৃন্দ প্রোথিত করত যুগান্ত কালীন পাবকের ন্যায় সমরে পরিভ্রমণ করিতে

থাকিলেন; প্রলয় কালের অন্তক তুল্য হইয়া উরুবেগে রথজাল প্রকর্ষণ করিয়া যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন; যে প্রকার হস্তী নল বন ভগ্ন করে, তদ্রূপ সৈন্য মর্দ্দন করিতে থাকিলেন; এবং আপনকার সৈন্য মধ্যে রথ সকল হইতে রথী সকল, গজ পৃষ্ঠ হইতে গজারোহী সকল, অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে সাদি সকল এবং ভূতলে পদাতি সকলকে, বায়ুবেগে বৃক্ষ হননের ন্যায়, গদা দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদা তখন নাগ অশ্ব হনন করিয়া তাহাদিগের মজ্জা, বসা, মাংস ও শোণিতে প্রদিগ্ধা হইয়া মহাভয়ানক রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইতস্তত নিহত মনুষ্য, হস্তী ও সাদি সমূহে রণাঙ্গন, যমের আঘাতস্থল-সন্নিভ হইল। ভীমসেনের অরাতিঘাতিনী, ভীমা, যমদণ্ডোপমা ও ইন্দ্রের বজ্রসমপ্রভা সেই গদাকে লোক সকল, পশুঘাতী ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় দেখিতে লাগিল। যে প্রকার প্রলয় কালে কৃতান্তের মহাঘোর রূপ হইয়া উঠে, সেই মহাত্মা কুন্তীপুত্রের গদা ভ্রামণ কালে তদ্রূপ মূর্ত্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে মহতী সেনা পুনঃপুন বিদ্রাবিত করিতে করিতে আগত হইতে দেখিয়া সকলেই আগত যমের ন্যায় বোধ করত বিমনায়মান হইল। হে ভরত-কুলপ্রবর! তিনি গদা উদ্যত করিয়া সৈন্য মধ্যে যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই দিকের সৈন্য সকল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

মহারাজ! কুরু পিতামহ ভীষ্ম ভীমকর্ম্মা অপরাজিত বৃকোদরকে সৈন্য সমূহ কর্ত্তৃক অপরাজিত এবং তাঁহাকে মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করিতে ও ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে যেন গ্রাস করিতে দেখিয়া আদিত্য সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন মহৎ রথে মেঘ গম্ভীর শব্দে বর্ষণকারী পর্জ্জন্যের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেনও ভীষ্মকে ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া অমর্ষ ভাবে তাঁহার প্রতি অভিমুখীন হইয়া গমন করিলেন। তখন সত্যসন্ধ শিনি বীর সাত্যকি আপনকার পুত্রের সেনাকে কম্পমানা করত দৃঢ় শরাসনে শত্রু হত্যা করিতে করিতে পিতামহ ভীষ্মের সমীপে আপতিত হইতে লাগিলেন। সুপুঙ্খ সুশাণিত শর সমূহ বপন করিতে করিতে রজত প্রভা-সম্পন্ন বাজি-যোজিত রথে সাত্যকির গমন কালে ভবৎ পক্ষ সমুদায় যোধগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন রাক্ষস অলম্বুষ দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু তিনি অলম্বুষকে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া গমন করিলেন। ভবৎ পক্ষ যোধগণ, সেই বৃষ্ণিকুল বীর সাত্যকিকে কুরুপুঙ্গবদিগকে প্রাবর্ত্তিত করত অরাতিগণ মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতে দেখিয়া, যে প্রকার মেঘ মণ্ডল পর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিয়াও মধ্যাহ্ন কালীন আতপস্থ সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী সেই বরিষ্ঠ বীরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! সেই সকল যোধগণ মধ্যে সোমদত্ত-পুত্র ভুরিশ্রবা ব্যতীত কেহই অবিষণ্ন হন নাই। তিনি স্ব পক্ষ রথিদিগকে সাত্যকি কর্ত্তৃক অপনীয়মান দেখিয়া উগ্রবেগ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তৎ পরে ভুরিশ্রবা সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, মহাগজের প্রতি তোত্র প্রহারের ন্যায়, সাত্যকিকে নয় বাণে প্রহার করিলেন। অমেয়াত্মা সাত্যকিও সকল লোকের সাক্ষাতে সন্নতপর্ব্ব বহুল শর দ্বারা কৌরব ভুরিশ্রবাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া ভুরিশ্রবার রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। এবং মহাবল-সম্পন্ন পাণ্ডব পক্ষ সকলেও সাত্যকির রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক্

পরিবারিত হইলেন। ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া গদা উদ্যত করত আপনকার সমুদায় পুত্রদিগকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনেক সহস্র রথি-সমবেত আপনকার পুত্র নন্দক ক্রোধামর্ষ-সমন্বিত হইয়া শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বিশিখ সমূহ দ্বারা মহাবল ভীমসেনকে প্রহার করিলেন। তখন দুর্য্যোধনও সেই মহারণে ক্রুদ্ধ চিত্তে নয় বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তদনন্তর অতিমহাবল মহাবাহু ভীম স্বকীয় রথবরে সমারোহণ করিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, সারথি! ঐ সকল মহারথ মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র অতি ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধে আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আজি আমি উহাদিগকে তোমার সাক্ষাতে যমালয়ে প্রেরণ করিব, অতএব তুমি এই সংগ্রামে আমার অশ্বদিগকে সযত্ন হইয়া নিয়মিত কর। হে নরাধিপ! বৃকোদর, সারথিরে ইহা বলিয়া কনক ভূষিত তীক্ষ্ণ বহুল শর দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন; তৎ পরেই নন্দকের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে তিন বাণ প্রহার করিলেন। পরে দুর্য্যোধন মহাবল ভীমকে ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্য সুশাণিত তিন বাণে তাঁহার সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিলেন, এবং যেন হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ তিন শরে ভীমের কার্ম্মুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীম তখন সারথি বিশোককে ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুতীক্ষ্ণ বাণে পীড়িত দেখিয়া অসহমান ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার পুত্রের বধার্থ দিব্য ধনুক ও লোমবাহী ক্ষুরপ্র অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ত্বরা সহকারে ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ ও অন্য এক বেগবত্তর ধনুক গ্রহণ করিয়া কালান্তক সদৃশ এক বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ, সর্ব্বগাত্র-বিযোজিত, ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ভীমসেনকে কাতর দেখিয়া অভিমন্যু-প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষ মহাভাগ মহারথগণের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা অব্যগ্র চিত্তে দুর্য্যোধনের মস্তকোপরি উগ্রতেজ বাণ সকল তুমুল রূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেনও ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রথমত তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরেই শল্যকে রুক্মপুঙ্খ পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য বাণ বিদ্ধ হইয়া রণ হইতে অপসৃত হইলেন।

মহারাজ! তৎ পরে সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম, আপনকার এই চতুর্দ্দশ পুত্র সমবেত ও ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া ভীমসেনের সমীপে ধাবন পূর্ব্বক তাঁহার উপর বহুল বাণ বিসর্জ্জন করত তাঁহাকে দৃঢ় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু মহাবল ভীমসেন আপনকার পুত্রদিগকে তাদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া, পশু মধ্যে বৃকের ন্যায়, সৃক্ক লেহন করত গরুড় তুল্য বেগে তাঁহাদিগের মধ্যে আপতিত হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনাপতির শিরশ্ছেদ করিলেন; সহাস্য-মুখে তিন বাণে জলসন্ধকে সংহার করিয়া যমসাদনে উপনীত করিলেন; সুষেণকে বধ করিয়া মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন; উগ্রের শির স্ত্রাণের সহিত কুণ্ডল দ্বয় শোভিত চন্দ্রোপম মস্তক ভল্লাস্ত্রে ভূতলে পাতিত করিলেন; অশ্ব, কেতু ও সারথির সহিত বীরবাহুকে সপ্তিতি বাণে পর লোকে প্রেরণ করিলেন; বেগশীল ভীমরথ ও ভীম, উভয় ভ্রাতাকে যেন হাসিতে হাসিতে যম ভবনে উপস্থিত করিলেন; এবং সুলোচনকে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতেই মৃত্যু-মুখে নিঃসারিত করিলেন। তদ্‌ভিন্ন আপনকার যে সকল পুত্র তথায় অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তখন ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক আহত হইয়া দিগ্ দিগন্তর পলায়ন করিলেন।

তদনন্তর শান্তনুনন্দন সমস্ত মহারথদিগকে কহিলেন, হে মহারথগণ! উগ্রধন্বা ঐ ভীমসেন রণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহারথদিগের মধ্যে যিনি যেমন প্রধান, যেমন বীর, যেমন শূর হউন না কেন, তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে তোমরা প্রমথিত কর, বিলম্ব করিও না। ধার্ত্তরাষ্ট্র সমুদায় সৈন্য, ভীষ্ম কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধাবমান হইল। ভগদত্ত, গলিত-মদ কুঞ্জরারোহণে ভীমের সমীপে আপতিত হইলেন। তিনি তাঁহার সম্মুখে আপতিত হইয়াই তাঁহাকে বাণ সমূহ দ্বারা, মেঘ কর্ত্তৃক অদৃশ্য সূর্য্যের ন্যায়, অদৃশ্য করিলেন। স্ব স্ব বাহুবলের আশ্রিত অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ যুদ্ধে ভীমের শরাচ্ছাদিত হওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ দ্বারা ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীকে সমাবৃত করিলেন। সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ হস্তী, সেই সকল মহারথের নানাবিধ অতি তেজন শস্ত্র বর্ষণে অভিহত হইয়া রুধির-ক্লিন্ন কলেবর হওয়াতে, যে প্রকার মহামেঘ মণ্ডলী সূর্য্য কিরণে সংস্যূত হইয়া দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ দর্শনীয় হইল। সেই মদস্রাবী রুধিরাক্ত বারণ ভগদত্ত কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দ্বিগুণ বেগাবলম্বনে পদভরে পৃথিবীকে কম্পমানা করত, কাল প্রেরিত কৃতান্তের ন্যায়, সেই সকল যোদ্ধাগণের প্রতি ধাবমান হইল। সমুদায় মহারথ সেই মহাগজের মহাভয়ানক রূপ দেখিয়া অসহ্য বিবেচনা করিয়া বিমনা হইলেন। রাজা ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ ভীমসেন রাজা ভগদত্ত কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথের ধ্বজ যষ্টি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হইলেন। প্রতাপবান্ ভগদত্ত সেই সকল যোধগণকে ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বলবৎ নিনাদ করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর ভয়ানক রাক্ষস ঘটোৎকচ ভীমকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইল, এবং নিমেষার্দ্ধকাল পরেই ভীরুদিগের ভয়দারুণ মায়া সৃষ্টি করত স্বকৃত মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক লোকের দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হইল। তেজ, বীর্য্য, বল, মহাবেগ ও পরাক্রম বিশিষ্ট রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত, বহুল মদস্রাবকারী, মহাকায়, সুপ্রভান্বিত ও চতুর্দ্দন্ত সম্পন্ন অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন দিগ্ হস্তী তাহার অনুগামী হইল। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে তাঁহার গজের সহিত বিনাশ করিবার মানসে স্বীয় নাগ চালনা করিল। এবং অন্য তিন নাগও অতি মহাবলাক্রান্ত রাক্ষসদিগের চালিত ও অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভগদত্ত-হস্তীর চতুর্দ্দিগে ধাবন পূর্ব্বক তাহাকে দন্ত দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। সেই নাগ একে অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক শরাহত, তাহাতে আবার দিগ্ হস্তী দিগের দন্তাহত হইয়া অতিশয় পীড্যমান হইল; সে ইন্দ্রের অশনি সম অতি মহা নিনাদ করিতে লাগিল।

হে ভারত রাজ! ভীষ্ম, সেই ভগদত্ত-গজের সুঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণকে কহিলেন, মহাধনুর্দ্ধর রাজা ভগদত্ত সংগ্রামে মহাকায় হিড়িম্বা-সুতের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; তিনি দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাকায়, রাজা ভগদত্তও অতি কোপন স্বভাব, ইহাঁরা দুই জন নিশ্চয়ই সমরে পরস্পরের মৃত্যু স্বরূপ। ঐ পাণ্ডবদিগের হর্ষ-সূচক মহাধ্বনি এবং ভয়ার্ত্ত ভগদত্ত নাগের অতি মহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে; অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, চল আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিতে যাই; এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তিনি শীঘ্রই সমরে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। হে মহাবীর্য্য বিশুদ্ধাত্মা গণ! তোমরা ত্বরা কর, বিলম্ব করিও না; উহাদিগের নিদারুণ মহা রোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতেছে। হে

অক্ষয়সত্ত্ব গণ! রাজা ভগদত্ত সৎকুল-সন্তান, শূর এবং সেনাপতি; উহাঁকে পরিত্রাণ করা আমাদিগের নিতান্ত উচিত।

ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া দ্রোণ-প্রমুখ সমুদায় রাজ গণ ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ত্বরমাণ হইয়া অতিবেগে ভগদত্তের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই বিপক্ষদিগকে প্রযাত দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেই সকল সৈন্য অবলোকন করিয়া অতি মহা নিনাদ করত নভোমণ্ডল অনুনাদিত করিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাহার নিনাদ শুনিয়া এবং সেই দিগ্‌হস্তীদিগকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুনর্ব্বার বলিলেন, দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আমার রুচি হয় না। ঐ দুরাত্মা সংপ্রতি উত্তম সহায় সম্পন্ন ও বল বীর্য্য সমন্বিত হইয়াছে। ও স্বভাবতই লব্ধ-লক্ষ এবং প্রহারে সমর্থ; এক্ষণে উহাকে স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; বিশেষত আমাদিগের বাহন গণ এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছে; আমরাও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অদ্য সমস্ত দিবস ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। এক্ষণে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছে, উহাদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। অতএব অদ্য সেনাগণের অবহার করিতে ঘোষণা কর, পর দিন বিপক্ষ সহ সংগ্রাম করা যাইবে।

ঘটোৎকচ ভয়ে পরিপীড়িত কৌরবগণ পিতামহের ঐ বাক্য শুনিয়া রাত্রি উপস্থিত এই এক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ করত সৈন্যদিগকে অবহার করিতে ঘোষণা করিলেন। কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে লব্ধ-জয় পাণ্ডবেরা শঙ্খ-বেণু-স্বন সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। হে ভারতপ্রবর! সেই দিবস কুরুদিগের সহিত ঘটোৎকচপুরোবর্ত্তী পাণ্ডবদিগের এই রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। কৌরবেরা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং লজ্জান্বিত চিত্তে সত্বর হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহারথ পাণ্ডবেরা ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে অগ্রে অগ্রে লইয়া সুস্থান্তঃকরণে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হইয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের মর্ম্ম-ভেদক তূর্য্য ও শঙ্খ স্বন মিশ্রিত বিবিধ নিনাদ সহকারে সিংহনাদ করত মেদিনী কম্পমানা করিয়া নিশা কালে শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধ প্রযুক্ত দীন মনে বাস্প-শোক-সমাকুল হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিলেন। তদনন্তর শিবিরবিহিত যথাবিধি কার্য্য বিধানানন্তর ভ্রাতৃ শোকে কর্ষিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিবস যুদ্ধ ও একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু-কুমারদিগের দেবদুঃসাধ্য কর্ম্ম শুনিয়া আমার অতি মহাভয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে। হে সঞ্জয়! পুত্রদিগের সর্ব্ব প্রকারে পরাভব শুনিয়া ইহার পর কি রূপ হইবে এই মহতী চিন্তা আমার চিত্তকে ব্যাকুল করিতেছে। হে সঞ্জয়! যে সমস্ত ব্যাপার দৈবাধীন দেখিতেছি, ইহাতে নিশ্চয়ই বিদুরের বাক্য আমাকে অনুতাপিত করিবে; কেন না পাণ্ডব-সৈন্যের যোদ্ধাগণ, যোধসত্তম অস্ত্রজ্ঞ শূর ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিতেছে। হে বৎস! মহাত্মা মহাবল পাণ্ডবেরা কি হেতু অবধ্য হইল? যখন তাহারা আকাশগত তারাগণের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে কেহ বর দিয়া থাকিবেক অথবা তাহারা কোন মন্ত্র অবগত থাকিবেক। পাণ্ডবেরা যে পুনঃ পুন সৈন্য বিনাশ করিতেছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। পরম দারুণ দণ্ড, দৈব কর্ত্তৃক আমার প্রতিই পতিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা যে কারণে অবধ্য

এবং আমার পুত্রেরা যে কারণে বধ্য, তাহা তুমি যথা তত্ত্বানুসারে আমাকে বল। আমি, মনুষ্যের ভুজ দ্বয়ে মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার ন্যায়, কোন প্রকারে এই দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় দেখিতেছি না। আমি নিশ্চয়ই পুত্রদিগের সুদারুণ ব্যসন উপস্থিত মনে করিতেছি। ভীম আমার সমুদায় পুত্রকেই সংহার করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। হে সঞ্জয়! আমি এমত বীর কাহাকেও দেখিতেছি না, যে, সংগ্রামে আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারে; অতএব আমার পুত্রদিগের নিঃসংশয়ই বিনাশ হইবে। হে সঞ্জয়! আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাণ্ডবদিগের জয় ও আমার পুত্রদিগের বিনাশ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ কি, তাহা তুমি আমার নিকট যথাতত্ত্ব ক্রমে বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর, এবং দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ, এই সকল মহাবল মহাধনুর্দ্ধরগণ, স্ব পক্ষেরা রণ-বিমুখ হইলে কি করিলেন? এবং আমার পুত্রেরা বিমুখ হইলে, তৎ কালে সেই মহাত্মাদিগের কি নিশ্চয় হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর। পাণ্ডবেরা কোন মন্ত্রপ্রয়োগও করেন না, তথাবিধ মায়া কার্য্যও কিছু জানেন না, এবং কোন বিভীষিকাও সৃষ্টি করেন না। তাঁহারা শক্তিমন্ত, যথা ন্যায়ে যুদ্ধই করিয়া থাকেন। হে ভারত! পাণ্ডবেরা সর্ব্বদাই মহৎ যশ কামনায় ধর্ম্ম দ্বারাই জীবিকাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সেই মহাবল শীল পরম শ্রীযুক্ত পাণ্ডু-নন্দনেরা স্ব ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়; এই হেতু তাঁহারা রণে অবধ্য ও জয়ী হইয়াছেন। আর আপনকার পুত্রেরা দুরাত্মা, নিষ্ঠুর, হীনকর্ম্মা এবং সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে অভিরত, এই হেতু তাঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইতেছেন। তাঁহারা পাণ্ডবদিগের প্রতি নীচ লোকদিগের ন্যায় অনেক নৃশংস কর্ম্ম, আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা আপনকার পুত্রদিগের অনুষ্ঠিত সেই সমস্ত নৃশংস কর্ম্ম উপেক্ষা করিতেন, এবং গোপন করিয়া রাখিতেন। হে নরাধিপ! আপনকার পুত্রেরা তাঁহাদিগকে যে অবমানিত করিয়াছিলেন, সংপ্রতি সেই সতত কৃত পাপ কর্ম্মের মহাকাল ফল সদৃশ সুদারুণ ফল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি সুহৃদ্ ও পুত্রগণের সহিত ভোগ করুন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আপনাকে নিবারিত করিলেও আপনি বুঝিতে পারেন নাই। আমিও আপনাকে যথার্থ হিত বাক্য দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু মন্দ ব্যক্তি যেমন পথ্য ও ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ আপনি আমার সেই হিত বাক্য গ্রহণ করেন নাই, পুত্রদিগের মতাবলম্বী হইয়াই পাণ্ডবদিগকে পরাজিত মনে করিয়াছিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে পাণ্ডবদিগের জয়ের প্রতি প্রকৃত কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুনর্ব্বার আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বিষয় দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দুর্য্যোধনকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার নিকট বলিতেছি। হে জনাধিপ! নিশাকালে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অতিমহারথ সমুদায় ভ্রাতাকে রণে পরাস্ত দেখিয়া শোকাকুল চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ সমীপে গমন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, পিতামহ! আপনি, বীর্য্যবান্ দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, আপনারা সকলেই মহারথ ও সৎকুল সম্ভূত এবং যুদ্ধে তনুত্যাগে ও কৃতোৎসাহ বলিয়া বিখ্যাত; আমার মতে ত্রিলোক মধ্যে আপনাদিগের তুল্য যোদ্ধা কেহ নাই, সমস্ত পাণ্ডব পক্ষ যোদ্ধাও আপনাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না; ইহাতে আমার মনে এই সংশয় হইয়াছে যে,

পাণ্ডবেরা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া পদে পদে জয়-যুক্ত হইতেছে; যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা জয় লাভ করিতেছে, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌরব রাজ! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা শ্রবণ কর; আমি বহুবার তোমাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার বাক্য গ্রাহ্য কর নাই। এখনও বলিতেছি, তুমি পাণ্ডব-দিগের সহিত সন্ধি কর; আমার মতে সন্ধি করাই তোমার এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল জনক। তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ভ্রাতা-গণের সহিত সুখী হইয়া সকল সুহৃদ্ ও বান্ধব-গণকে আনন্দিত করত এই পৃথিবী উপভোগ কর। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে অবমানিত করিয়াছিলে; আমি তোমাকে মুক্তকণ্ঠে নিবারণ করিলেও যে তুমি তাহা শুন নাই, তাহারই ফল এক্ষণে লব্ধ হইতেছে। হে মহারাজ! সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা পাণ্ডবেরা যে অবধ্য, তাহার কারণ কীর্ত্তন করি-তেছি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডবদিগকে যে কেহ রণে পরাজিত করে, এতাদৃশ প্রাণী লোক মধ্যে কেহ নাই, পূর্ব্বেও হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। হে বৎস ধর্ম্মজ্ঞ! ভাবিতাত্মা মুনিগণ পুরাণগীত যে কথা আমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার সকাশে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সমস্ত ঋষি ও দেবগণ গন্ধমা-দন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে সমুপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সমাসীন প্রজাপতি অন্তরীক্ষে দীপ্তি সম্পন্ন উজ্জ্বল এক উত্তম বিমান দেখিতে পাইলেন। তিনি চিন্তা করিয়া তত্রস্থ পর-মেশ্বরকে জানিতে পারিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক সংযত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করি-লেন। ঋষি ও দেবগণ সকলেই সেই মহাদ্ভুত ব্যা-পার ও ব্রহ্মাকে উত্থিত দেখিয়া প্রাঞ্জলি ও দণ্ডায়-মান হইলেন। জগদ্‌বিধাতা পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর ব্রহ্মা সেই পর দেবকে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ, বিশ্বক্‌সেন, বিশ্বকর্ম্মা, নিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বর, বাসুদেব এবং যোগাত্মা, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মহাদেব! তুমি জয় যুক্ত হও—তোমার স্বাভাবিক নিত্য উৎ-কর্ষ আবিষ্কার কর। হে লোক হিতরত! তুমি জয় যুক্ত হও। হে বিভু যোগীশ্বর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে যোগ পরাবর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে পদ্ম-নাভ! হে বিশালাক্ষ! হে লোকেশ্বরের ঈশ্বর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানের নাথ! হে সৌম্য! হে আত্মজাত্মজ! তুমি জয় যুক্ত হও। হে অসঙ্খ্যেয় গুণাধার! হে সর্ব্ব পরায়ণ! তুমি জয় যুক্ত হও। হে নারায়ণ! হে অসীম মহিম! হে শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন! হে বিশ্বমূর্ত্তি! হে নিরাময়! তুমি জয় যুক্ত হও। হে বিশ্বেশ্বর! হে মহাবাহু! হে লোক-হিতৈষিন্! তুমি জয় যুক্ত হও। হে মহানাগ! হে বরাহ মূর্ত্তি! হে আদি কারণ! হে পিঙ্গল কেশ! হে বিভু! হে পীতবাস! হে দিগীশ্বর! হে বিশ্ববাস! হে অমিত! হে অব্যয়! তুমি জয় যুক্ত হও। হে ব্যক্ত! হে অব্যক্ত! হে অমিতাধার! হে নিয়তেন্দ্রিয়! হে সৎ-ক্রিয়! হে অসঙ্খ্যেয়! হে আত্ম-ভাবজ্ঞ! হে গম্ভীর! হে কামদ! তুমি জয় যুক্ত হও। হে অনন্ত! হে বিদিত! হে ব্রহ্মন্! হে নিত্য! হে ভূতপ্রভাবন! হে কৃতকার্য্য! হে কৃতপ্রজ্ঞ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে জয়পরাজয় বিহীন! হে গুহ্যাত্মন্! হে সর্ব্বযোগাত্মন্! হে স্ফুট-সম্ভূত সম্ভব! হে ভূতাত্মতত্ত্ব! হে লোকেশ! হে ভূত-বিভাবন! তুমি জয় যুক্ত হও। হে আত্মযোনে! হে মহাভাগ! হে কল্প সংক্ষেপ তৎপর! হে মনো-ভাবোদ্ভাবন! হে ব্রাহ্মণ প্রিয়! তুমি জয় যুক্ত হও। হে নৈসর্গিক সৃষ্টি নিরত! হে কামেশ! হে পরমে-শ্বর! হে অমৃতোৎপাদক! হে সদ্ভাব! হে মুক্তা-ত্মন্! হে বিজয়প্রদ! হে প্রজাপতি পতি! হে দেব!

হে পদ্মনাভ! হে মহাবল! হে আত্মভূত! হে মহাভূত! হে কর্ম্মাত্মন্! হে সর্ব্বপ্রদ! তুমি জয় যুক্ত হও। ধরাদেবী তোমার চরণ দ্বয়, দিক্ সমস্ত তোমার বাহু, অন্তরীক্ষ তোমার মস্তক, আমি তোমার মূর্ত্তি, দেবতা সকল তোমার কায়, চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু, সংকল্প ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মূল সত্য তোমার বল। অগ্নি তোমার তেজ, বায়ু তোমার শ্বাস, জল তোমার স্বেদ, অশ্বিনী-কুমার দ্বয় তোমার কর্ণ দ্বয়, সরস্বতী দেবী তোমার জিহ্বা, বেদ তোমার সংস্কার-নিষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ তোমাতে আশ্রিত হইয়া আছে। হে যোগেশ! হে যোগাশ! আমরা তোমার সংখ্যা, কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কি আবির্ভাব, কিছুই জানিতে পারি না। হে বিষ্ণো! হে দেব! তুমি মহেশ্বর ও পরমেশ, তোমার প্রতি ভক্তি-নিরত ও তোমার আশ্রিত হইয়া আমরা সর্ব্বদা নিয়ম-পূর্ব্বক তোমার পূজা করিয়া থাকি। হে পদ্মনাভ! হে বিশালাক্ষ! হে কৃষ্ণ! হে দুঃখ-প্রণাশন! ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মানুষ, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপগণকে তোমার প্রসাদে বিশ্ব মধ্যে আমি সৃষ্টি করিয়াছি। হে দেবেশ! তুমি সকল প্রাণীর গতি, তুমি সকল প্রাণীর নেতা, তুমিই জগতের আদি; দেবতারা চিরকাল তোমারই প্রসাদে সুখী হইয়া থাকেন। পৃথিবী তোমার প্রসাদে সদা নির্ভীকা হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত, হে বিশালাক্ষ! তুমি যদুবংশ-বর্দ্ধন হও। হে বিভু! তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপন, দৈত্য বধ ও বিশ্ব ধারণ নিমিত্ত আমার নিবেদিত এই কার্য্য সম্পন্ন কর। হে বাসুদেব! হে বিভু! তোমার প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য বিষয় যাথাতথ্যক্রমে উদ্গীত করিয়াছি যে তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারা আত্মাকে বলদেব রূপ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার আত্মাকে কৃষ্ণ রূপ সৃষ্টি করিয়াছ, তৎ পরে আত্মা হইতে প্রদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছ। যাঁহাকে লোকে অব্যয়' বিষ্ণু বলিয়া জানে, সেই অনিরুদ্ধকে প্রদ্যুম্ন হইতে উৎপাদন করিয়াছ এবং প্রদ্যুম্ন আমাকে লোকধারী ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং বাসুদেবাত্মক আমি তোমা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছি, অতএব তুমি আপনাকে ভাগ ক্রমে বিভাগ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও। তুমি মর্ত্ত্য লোকে সর্ব্ব লোকের সুখ নিমিত্ত অসুর বধ নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করত লব্ধ-যশা হইয়া তত্ত্বানুসারে যোগ লাভ কর। হে অমিত বিক্রম! ভুবন মধ্যে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ স্ব স্ব নামে বিভক্ত হইয়া তোমাকে পরমাত্মা রূপে গান করেন। হে সুবাহু! বিপ্রগণ ও যাবতীয় প্রাণী সমূহ তোমাতে অবস্থিত হইয়া তোমাকেই আশ্রয় করত তোমাকে বরপ্রদ, আদিমধ্যান্ত-রহিত, অপার যোগ বিশিষ্ট ও অখিল জগতের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস দুর্য্যোধন! তদনন্তর লোকেশ্বরের ঈশ্বর দেব দেব ভগবান্ স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার এই অভিলষিত বিষয় আমি যোগ দ্বারা অবগত হইয়াছি, তাহা নিষ্পন্ন হইবে, ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে পরম বিস্ময়াপন্ন ও কৌতূহলপর হইয়া পিতামহকে কহিলেন, হে বিভো! আপনি যাঁহাকে প্রণাম করিয়া সবিনয় বরিষ্ঠ বাক্যে স্তুতি করিলেন, তিনি কে, আমাদিগের শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক ঐ রূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেব-প্রবর গণ! যিনি তৎ পদ বাচ্য, যিনি উৎকৃষ্ট, যিনি এই ক্ষণে বর্ত্তমান আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, যিনি ভূতমাত্রের আত্মা ও প্রভু; যিনি পরম পদ ব্রহ্ম; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আমিও সেই জগৎপতির নিকট জগতের প্রতি অনুগ্রহ

নিমিত্ত এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যে হে প্রভু! তুমি বসুদেবের আত্মজ রূপে মানব জন্ম গ্রহণ কর, অসুরগণের বধ নিমিত্ত মহীতলে অবতীর্ণ হও। যে সকল দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা সংগ্রামে নিহত হইয়াছিল, সেই ঘোররূপ মহাবল গণ মর্ত্য লোকে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে ভগবন্! তাহাদিগের বধ নিমিত্ত তুমি বলবান্ রূপে নরের সহিত মানুষ জন্ম অবলম্বন করিয়া ভূতলে বিচরণ কর। ঋষিসত্তম পুরাণ পুরুষ নর ও নারায়ণকে সমস্ত অমরগণ যত্নপর হইলেও রণে জয় করিতে পারেন না। সেই অমিত দ্যুতি নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিলে মূঢ়েরা তাঁহাদিগকে জানিতে পারিবে না। আমি যাঁহার আত্মজ হইয়া সমস্ত জগতের পতি হইয়াছি, সেই সর্ব্ব লোক মহেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের সকলের অর্চ্চনীয়। হে সুরসত্তমগণ! সেই মহাবীর্য্য শঙ্খ চক্র গদাধারীকে মনুষ্য বলিয়া কদাচিৎ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম, পরম যশ, অব্যক্ত ও শাশ্বত; তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া সকলে জ্ঞান করে ও গান করিয়া থাকে। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকেই পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই অমিত-বিক্রম প্রভু বাসুদেবকে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণের, সমুদায় অসুরগণের বা অন্য কাহারো মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি সেই হৃষীকেশকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পুরুষাধম বলেন। যে, সেই মহাত্মা যোগীকে মানুষ শরীরে প্রবিষ্ট বলিয়া অবমানিত করে, লোকে তাহাকে পাপী বলিয়া থাকে। সেই চরাচরের আত্মা শ্রীবৎসাঙ্ক সুবর্চ্চা পদ্মনাভকে যে জানিতে না পারে, তাহাকে লোকে পাপী বলিয়া কীর্ত্তন করে। কেহ সেই কিরীট কৌস্তুভধারী, মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাত্মাকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর পাপে মগ্ন হয়। হে সুরপ্রবরগণ! সমস্ত লোক সেই ত্রিলোক মহেশ্বর বাসুদেবকে এই রূপ জানিয়া নমস্কার করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্ব কালে ঋষি ও দেবগণকে ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বকীয়ালয়ে গমন করিলেন। তদনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মুনিগণ ব্রহ্মার সকাশে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হে বৎস দুর্য্যোধন! বাসুদেবের এই রূপ পুরাতন কথা আমি পূজিতাত্মা ঋষিগণ সকাশে শ্রবণ করিয়াছি। হে শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ! জামদগ্ন্য রাম, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়, ব্যাস ও নারদের নিকটেও এই কথা শুনিয়াছি।

হে বৎস দুর্য্যোধন! সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার আত্মজ, সেই বিভু লোকেশ্বর অব্যয় মহাত্মা বাসুদেবের এই বিষয় শ্রবণ করিয়া জানিয়া শুনিয়া কোন্ মানবেরা তাঁহাকে যজনার্চ্চন না করিবে? পূর্ব্বে তোমাকে ভাবিতাত্মা মুনি গণ নিবারণ করিয়াছিলেন, অতএব তুমি ধনুর্দ্ধর বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে আর গমন করিও না। তুমি যে মোহ প্রযুক্ত প্রকৃতার্থ জানিতে পারিতেছ না, ইহাতে আমি তোমাকে নিষ্ঠুর রাক্ষস মনে করিতেছি এবং তোমার মন তমোবৃত বোধ করিতেছি; কেন না তুমি গোবিন্দ, পাণ্ডব ও ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করিতেছ। অন্য কোন্ মনুষ্য নর নারায়ণ ঋষির প্রতি দ্বেষ করিতে পারে? তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, নিত্য, শাস্তা, ধাতা, বিশ্বাধার ও ধ্রুব বলিয়া অবগত হইবে। উনি ত্রিলোক ধারণ করিয়া থাকেন, উনি চরাচরের গুরু, প্রভু, যোদ্ধা, জয়, জেতা, সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর। হে রাজন্! উনি সত্ত্বগুণময়; তম ও রজগুণ উহাঁতে নাই। যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম; যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়। উহাঁর আত্মময় যোগ মাহাত্ম্য যোগে পাণ্ডবদিগকে ধারণ করিয়া আছে, অতএব পাণ্ডবদিগেরই জয় হইবেক। যিনি পাণ্ডবদিগকে শ্রেয়সীবুদ্ধি সর্ব্বদা প্রদান করেন, তিনি রণে তাঁহাদিগকে বল প্রদান ও ভয় হইতে রক্ষা করিয়াও

থাকেন। হে ভারত! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার কারণ এই আমি কহিলাম। যিনি পাণ্ডবদিগের সহায় ও বসুদেবের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি সর্ব্ব ভূতময়, শাশ্বত দেব ও মঙ্গল সম্পন্ন। সুলক্ষণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা নিয়ত সমাহিত হইয়া তাঁহার সেবা ও অর্চনা করিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ বলদেব দ্বাপর যুগ শেষে কলি যুগের প্রথমে শাত্বতবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহার গান করেন, সেই বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেব যুগে যুগে দেব লোক, মর্ত্য লোক, মর্ত্যগণের আবাস স্থল এবং সমুদ্র কক্ষান্তরিত পুরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৩॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! সর্ব্ব লোক মধ্যে যে বাসুদেব মহাপ্রাণী বলিয়া কথিত হন, তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থিতি জানিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতপ্রবর! বাসুদেব মহৎ সত্ত্ব ও সমস্ত দেবতার দেবতা। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কাহাকেও দেখা যায় না। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সমুদায় ভূতের আত্মা মহাত্মা সেই অব্যয় পুরুষ জল, বায়ু, তেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গম, সৃষ্টি করেন। সর্ব্ব লোকেশ্বর সেই মহাত্মা প্রভু পুরুষোত্তম দেব জলে শয়ন করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করেন। সেই সর্ব্ব তেজোময় দেব যোগাবলম্বনে জলশায়ী হইয়া থাকেন। সেই মহামনা বাসুদেব মুখ হইতে অগ্নি ও প্রাণ হইতে বায়ু, বাণী ও বেদ সকল সৃষ্টি করেন। এই রূপে তিনি আদি কালে দেবগণ, ঋষিগণ, এবং প্রজাদিগের উৎপত্তি, মৃত্যু, মৃত্যুর উপায় ও মৃত্যুর প্রযোজক যম সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনিই ধর্ম্ম, ধর্ম্মাত্মা, বরপ্রদ ও সর্ব্ব কামদাতা; তিনিই কর্ত্তা ও কার্য্য; তিনিই স্বয়ং আদি দেব ও প্রভু। সেই জনার্দ্দনই পূর্ব্বে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই তিন কাল, উভয় সন্ধ্যা, দিক্, আকাশ ও নিয়ম সৃষ্টি করেন। সেই অব্যয় বরদ প্রভু গোবিন্দ ঋষি গণ, তপস্যা ও বিধাতা প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন এবং সকল প্রাণীগণের অপরাজেয় বলদেবকে উৎপন্ন করেন। যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া লোকে জানে, যিনি সমস্ত প্রাণী ও ধরাধর সহ এই ধরা ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শেষ নাগকে প্রাদুর্ভূত করেন। মহাতেজা বিপ্রগণ সেই বাসুদেবকে ধ্যান যোগে জানিতে পারেন। সেই পুরুষোত্তম কর্ণ-সম্ভূত, মহাতেজস্বী, উগ্র, উগ্রকর্ম্মা, উগ্র ধী-সম্পন্ন, বিরিঞ্চি-বধোদ্যত মধু নামক অসুরকে বিনাশ করেন। তিনি সেই মধু নামক অসুরের বধ সাধন করাতে দেব, দানব, মনুষ্য ও ঋষিগণ তাঁহাকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন। তিনিই বরাহ, সিংহ, ত্রিবিক্রম-গতি ও সকলের প্রভু। সেই হরিই সকলের মাতা ও পিতা। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, আর কেহ হয় নাই ও হইবেক না। তিনি মুখ হইতে বিপ্র, বাহু দ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ দ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্টি করেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তপোনিরত হইয়া পরিচর্য্যা করিলে সর্ব্ব দেহীর বিধাতা সেই যোগাত্মা কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই কেশব পরম তেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পতি। মুনি গণ তাঁহাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন। তাঁহাকেই আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। সেই কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার অক্ষয় লোক সকল লব্ধ হয়। যে মানব ভয়াপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি মঙ্গল সম্পন্ন ও সুখী হন। যে মানবেরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা মোহ প্রাপ্ত হন না; সেই জনার্দ্দন মহাভয়-মগ্ন মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণ করেন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির সেই মহাভাগ জগদীশ্বর যোগেশ্বর প্রভু কেশবকে এই রূপ জানিয়া

সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ পূর্ব্ব কালে পৃথিবীতে বাসুদেবকে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই বেদ স্বরূপ এই স্তব আমার নিকট তুমি শ্রবণ কর। নারদ ঋষি তোমাকে লোক-ভাবন ভাবজ্ঞ, সাধ্য ও দেবগণের প্রভু ও দেব দেবেশ্বর বলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় তোমাকে যজ্ঞের যজ্ঞ, তপস্যার তপস্যা, এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান বলিয়াছেন। ভগবান্ ভৃগু তোমাকে দেবের দেব, এবং তোমার রূপকে বিষ্ণুর পুরাতন পরম রূপ বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন তোমাকে ইন্দ্রের স্থাপয়িতা ও বসুগণের মধ্যে বাসুদেব এবং দেবগণের দেব দেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অঙ্গিরা কহিয়াছেন, প্রাচীন গণ প্রজাপতিগণের সৃষ্টি কালে তোমাকে সমস্ত জগতের স্রষ্টা দক্ষ-প্রজাপতি বলিয়াছেন। অসিত দেবল বলিয়াছেন, অব্যক্ত তোমার শরীরে ও ব্যক্ত তোমার মনে অবস্থিতি করে, তুমি দেবগণের উৎপত্তি স্থান। তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা যে সকল নরগণ, তাঁহারা তোমাকে এই রূপ জানেন যে তোমার মস্তকে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত, বাহু দ্বয়ে পৃথিবী ধৃত এবং তোমার জঠর ত্রিলোক হইয়াছে, তুমি সনাতন পুরুষ। সনৎকুমার প্রভৃতি যোগজ্ঞ ঋষিরা সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ হরিকে চির কাল অর্চ্চন করিয়া থাকেন এবং এই বলিয়া স্তব করেন যে হে মধুসূদন! আত্ম দর্শনে পরিতৃপ্ত যে সকল ঋষি, এবং সংগ্রামে অনিবৃত্ত উদার-স্বভাব যে সকল রাজর্ষি, তাঁহাদিগের এবং সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞ প্রবরদিগের তুমিই গতি এবং তুমিই নিত্য। হে বৎস! তোমাকে কেশবের কথা সংক্ষেপ ও বিস্তার ক্রমে এই কহিলাম, তুমি সুপ্রীত হইয়া কেশবের শরণাপন্ন হও।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র এই পুণ্যাখ্যান শুনিয়া কেশব ও মহারথ পাণ্ডবদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। মহারাজ! শান্তনুপুত্র ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বৎস! তুমি মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, এবং যে নরের বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যে নিমিত্তে নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্ত্য লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং যে কারণে সেই দুই বীর সংগ্রামে অপরাজিত ও পাণ্ডবেরা কাহারো কর্ত্তৃক বধ্য নহেন, তৎ সমুদায়ও তোমার শ্রুত হইল। হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সেই যশস্বী পাণ্ডবদিগের প্রতি গাঢ় প্রীতিমান্ আছেন, এই হেতু আমি বলিতেছি, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। তুমি বলবান্ ভ্রাতাগণের সহিত প্রজাশাসন করত পৃথিবী উপভোগ কর। নর নারায়ণ দেবকে অবজ্ঞা করিলে ভ্রাতাগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপতে! আপনকার পিতা এই রূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, পরে তাঁহার নিকট হইতে গমন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও মহাত্মাদিগকে প্রণাম করিয়া শিবিরে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দিবা শয্যায় শয়ন করত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাতা ও দিবাকর উদিত হইলে উভয় পক্ষ সেনা যুদ্ধ যাত্রা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে একত্রিত ও পরস্পরকে অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্তই পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পরস্পর স্ব স্ব ব্যূহ রচনা করিয়া বদ্ধ-সন্নাহ ও হৃষ্ট হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম মকর ব্যূহ নির্ম্মিত করিয়া চতুর্দ্দিগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও আপনাদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনকার পিতা দেবব্রত রথিপ্রবর ভীষ্ম রথি সমূহে সমাবৃত হইয়া মহৎ রথি সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিঃসৃত হইলেন অন্যান্য রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতি গণ সকলেই যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। যশস্বী পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া শত্রুগণের অজেয় আপনাদিগের মহৎ শ্যেন ব্যূহে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। সেই শ্যেন ব্যূহের মুখে মহাবল ভীমসেন, নেত্রে দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিরঃ প্রদেশে সত্যবিক্রম বীর সাত্যকি থাকিলেন। পার্থ, গাণ্ডীব প্রকম্পন করত উহার গ্রীবা স্থলে রহিলেন। মহাত্মা পাঞ্চালরাজ শ্রীমান্ দ্রুপদ, পুত্রগণ ও এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ উহার বাম পক্ষে অবস্থিত হইলেন। অক্ষৌহিণীপতি কৈকেয়রাজ উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত রহিলেন। দ্রৌপদী-পুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু উহার পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন, এবং চারু বিক্রম বীর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমজ দুই ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ স্থিতি করিলেন। ভীমসেন তখন বিপক্ষের মকর ব্যূহ মুখে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক শায়ক সমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। বীর্য্যবান্ ভীষ্ম, পাণ্ডু-পুত্রদিগের ব্যূহিত সেনাকে বিমোহিত করত মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ ভীষ্ম শরে মোহ প্রাপ্ত হইলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া রণ মুখে ভীষ্মকে সহস্র শরে প্রহার করিলেন, এবং ভীষ্ম প্রমুক্ত অস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে হর্ষিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বলি-প্রধান মহারথ রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে কতিপয় ভ্রাতা ও সৈন্যদিগের ভয়ানক বিনাশ দেখিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি ত্বরমাণ হইয়া ভরদ্বাজ-পুত্রকে কহিলেন, হে বিশুদ্ধচিত্ত আচার্য্য! আপনি সতত আমার হিত কামনা করিয়া থাকেন, আমরা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকেও রণে পরাজিত করিতে প্রার্থনা করিতে পারি, তাহাতে সংশয় নাই। ইহাতে যে হীন-বীর্য্য হীন-পরাক্রম পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব আপনার শুভ হউক, যে প্রকারে পাণ্ডবদিগের বধ হয়, তাহা আপনি করুন। দ্রোণ রণ স্থলে আপনকার পুত্র কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকির সাক্ষাতে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে অস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ পরে সাত্যকিও দ্রোণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে সাত্যকির জত্রু দেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন ক্রোধাকুলিত চিত্তে শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে দ্রোণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে শর সমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পরে অভিমন্যু ও দ্রৌপদী-পুত্রেরা সংক্রুদ্ধ হইয়া উদ্যতায়ুধ দ্রোণ প্রভৃতিকে শাণিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডীও দ্রোণ ও ভীষ্মকে সংক্রুদ্ধ ও আপতিত দেখিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে প্রত্যুদ্গত হইলেন, এবং জলদ সম নিস্বন বলবৎ ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরা সহকারে শর বর্ষণ করিয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভরতকুল পিতামহ ভীষ্ম সংগ্রামে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। তদনন্তর আচার্য্য দ্রোণ আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। শিখণ্ডী, যুগান্তকালীন উল্বণ অগ্নি সদৃশ শস্ত্রধারি প্রবর দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। তৎ পরে মহাযশঃপ্রার্থী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন মহৎ সৈন্যদলের সহিত সমীপে

গমন পূর্ব্বক ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে অগ্রে করিয়া বিজয়ার্থে দৃঢ়মতি হইয়া ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। মহা অদ্ভুত যশ ও বিজয় প্রার্থী সেই উভয় পক্ষ বীরদিগের, দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, আপনকার পুত্রদিগকে ভীমসেন হইতে পরিত্রাণ করিবার অভিলাষে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ কালে কুরু পাণ্ডবদিগের ও উভয় পক্ষীয় রাজগণের অতি দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে প্রধান প্রধান শূরগণের প্রাণ সংহার হইল। সেই মহাভয়াবহ আকুল সংগ্রামে তুমুল মহৎ শব্দ গগণ স্পর্শ করিতে লাগিল। মহানাগ সকলের বৃংহিত ধ্বনি ও বাজিগণের হেষারব এবং ভেরী ও শঙ্খ নিনাদে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। যুদ্ধেচ্ছু মহাবল বিক্রান্ত বীরগণ বিজয়ার্থী হইয়া গোষ্ঠস্থ বৃষভ দলের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। শাণিত বাণে যোধগণের মস্তক সকল সমর স্থলে পাত্যমান হওয়াতে যেন আকাশ হইতে শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। কুণ্ডল ও উষ্ণীশ শোভিত সুবর্ণোজ্জ্বল নর শির সকল রণক্ষেত্রে পতিত দেখিতে লাগিলাম। শর মথিত কুণ্ডল ভূষিত মস্তকে ও হস্তাভরণ ও অন্যান্যাভরণ যুক্ত শরীরে পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইল। কবচোপহিত দেহ, অলঙ্কৃত হস্ত, রক্তান্ত নয়ন সংযুক্ত চন্দ্র-সন্নিভ বদন ও গজ বাজি মনুষ্যের সমস্ত অবয়বে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমস্ত রণ স্থল সমাকীর্ণ হইল। বিপুল রজো রূপ মেঘ, শস্ত্র রূপ বিদ্যুৎ ও অস্ত্র শস্ত্রের নির্ঘোষে যেন মেঘ গর্জ্জন শব্দ বোধ হইতে লাগিল। হে ভারত! কুরু পাণ্ডবদিগের সেই তুমুল কটু যুদ্ধে শোণিতের জলাশয় উৎপন্ন হইল। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ, সেই মহাভয়াবহ লোমহর্ষণ ঘোরতর তুমুল যুদ্ধে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের কুঞ্জরগণ শর পীড়িত হইয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল, সেই শব্দে এবং অমিত তেজা সংরব্ধ বীরগণের ধনুর্গুণ বিস্ফারণ রব ও তল ধ্বনিতে কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। সর্ব্বত্র রুধির জলাশয়ে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল. এতাদৃশ রণ স্থলে নৃপগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। অমিত-তেজা পরিঘবাহু শূরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ দ্বারা সমরে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর ও অশ্ব গণ শর বিদ্ধ ও আরোহি-বিহীন হইয়া দিগ্ বিদিগ্ ধাবিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের যোদ্ধাদিগের মধ্যে অনেকে শরাঘাতে প্রপীড়িত ও উৎপতিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। এই ভীষ্ম ও ভীমের যুদ্ধে বাহু, মস্তক, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, হস্ত, উরু, পদ ও কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণের রাশি রাশি সর্ব্বত্র অবলোকিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অনিবৃত্ত অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ সকলের একত্র সংঘাত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা কাল প্রেরিত হইয়া পরস্পরকে গদা, অসি, প্রাস ও নতপর্ব্ব বাণ সমূহে হনন করিতে লাগিলেন। অনেক বাহু-যুদ্ধ কুশল বীর লোহময় পরিঘ সদৃশ বাহু দ্বারা বহুধা যুদ্ধাসক্ত হইল। উভয় পক্ষের অনেক বীর মুষ্টি, জানু, করতল ও কফোনি দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা স্থানে স্থানে ভূতলে পতিত, পাত্যমান ও বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক রথী রথ-বিহীন হইয়া উত্তম খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর বধৈষী হইয়া ধাবমান হইল। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, বহু কলিঙ্গ দেশীয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া বৃকোদরকে

অগ্রে করিয়া বেগশীল বাহনে ভীষ্মের উপর আপতিত হইলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয়, ভ্রাতা ও অন্যান্য রাজগণকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সংযুক্ত দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি ও ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ এবং রথ ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া আমরা সকলে ভয়াবিষ্ট হইলাম। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের আকাশে জ্বলন্ত পর্ব্বত সদৃশ দিব্য চিত্রিত বানর-লাঞ্ছিত সিংহ-লাঙ্গুলাকৃতি বহু-বর্ণ ও উত্থিত ধূমরাশির ন্যায় বৃক্ষে অসংলগ্ন রথ-ধ্বজ অবলোকন করিলাম। সেই মহাসংগ্রামে যোধ গণ তাঁহার স্বর্ণ-পৃষ্ঠ গাণ্ডীবকে আকাশে প্রদীপ্ত মেঘ-মধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। আপনকার সৈন্য হনন করিবার সময়ে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় অতিশয় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহার তল দ্বয়ের অতি ঘোরতর শব্দ শুনিতে লাগিলাম। যে প্রকার প্রচণ্ড বায়ু সহকারে শব্দায়মান সবিদ্যুৎ মেঘ সর্ব্বত্র জল প্লাবন করে, তদ্রূপ তিনি শর বর্ষণে চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভীষণাস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহার বিক্ষিপ্ত অস্ত্রে মোহিত হইয়া আমরা কোন্ দিক্ পূর্ব্ব, কোন্ দিক্ পশ্চিম, তাহা বোধ করিতে পারিলাম না। হে ভারত প্রবর! সেই সকল যোধগণের মধ্যে কোন যোধগণের বাহন শ্রান্ত, কোন যোধগণের বাহন হত হইলে তাহারা ভগ্নচিত্ত, পরস্পর সংহত ও দিগ্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া আপনকার সমুদায় পুত্রদিগের সহিত ভীষ্মের শরণাগত হইলেন। সেই রণে শান্তনুনন্দন ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন। তখন ত্রাসান্বিত হইয়া রথিগণ রথ হইতে, সাদিগণ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ও পদাতিগণ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অশনি নিস্বন সম গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমুদায় সৈন্য ভীত হইয়া কোন ব্যবহিত দেশের আশ্রয় লইল। হে নরপাল! তখন মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও সর্ব্ব কালিঙ্গ দেশীয় প্রধান যোধগণের সহিত কাম্বোজ দেশীয় মহৎ শীঘ্রগামী অশ্বগণ এবং বহু সহস্র গোপ ও গোপায়ন সৈন্যে পরিবৃত কলিঙ্গাধিপতি, নানাবিধ নরগণ সমূহ সমেত সমস্ত রাজগণের সহিত দুঃশাসন প্রমুখ নৃপতি জয়দ্রথ, এবং চতুর্দ্দশ সহস্র প্রধান প্রধান অশ্বারোহী আপনকার পুত্রের আদিষ্ট হইয়া সুবল-পুত্র শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন।

হে ভারত প্রবর! তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে একত্রিত ও ভিন্ন ভিন্ন রথ ও অন্য বাহনে অধিরূঢ় হইয়া আপনকার পক্ষ যোধগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই রণ স্থলে রথী, বারণ, অশ্ব ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধূলি সমূহ সমীরিত হইয়া ঘোরতর মহামেঘ সদৃশ হইয়া উঠিল। ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথ যোধীগণে সমাকুল মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে কিরীটীর সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন এবং অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুনাথ ভীমসেনের সহিত, পুত্র ও অমাত্য সহিত অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতি যশস্বী শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরপাল! মৎস্যগণ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি যুদ্ধাসক্ত হইলেন। দ্রুপদ, চেকিতান ও মহারথ সাত্যকি সপুত্র মহাত্মা দ্রোণের সহিত রণ-প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কৃপ ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে ধৃষ্টকেতুর উপর অভিদ্রুত হইলেন। এই রূপ স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে দল দল ভ্রমণশীল নাগ, রথ ও বেগশীল অশ্ব পরস্পর সংগ্রামাসক্ত হইল। হে মহারাজ! তখন বিনা মেঘে তীব্র বিদ্যুৎ ও নির্ঘাতের সহিত মহোল্কা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিক্ সকল ধূলি সমাবৃত হইল। মহা বাত্যা প্রাদুর্ভূত ও পাংশু বৃষ্টি পাত

হইতে লাগিল। সূর্য্য সৈন্যগণের ধূলিতে সমাবৃত হইয়া নভস্তলে অন্তর্হিত হইলেন। যোধগণের অস্ত্রজাল দ্বারা সমীরিত ধূলি পটলী, সমস্ত প্রাণীকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের অতীব মোহ উৎপাদন করিল। বীরগণের বাহু বিমুক্ত সর্ব্বাবরণ-ভেদী শরজালের অতীব শব্দ হইতে লাগিল। নক্ষত্র সদৃশ বিমল প্রভা যুক্ত শস্ত্র সকল বীরগণের ভুজবর হইতে উচ্ছ্রিত হইয়া আকাশ মণ্ডল প্রকাশিত করিতে লাগিল। সুবর্ণ-জালাবৃত বিচিত্র আর্ষভ চর্ম্ম সকল রণ স্থলের সকল দিকে পতিত হইতে লাগিল। যোধগণের শরীর ও মস্তক সকল সূর্য্য-বর্ণ খড়্গ দ্বারা পাত্যমান হইয়া সর্ব্বত্র সমস্ত দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারথীদিগের রথের চক্র, অক্ষ ও নীড় সকল ভগ্ন, মহাধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে সেই সকল মহারথী স্থানে স্থানে ভূতল-গত হইলেন। অনেক রথ-যোধী হত হওয়াতে তাহাদিগের অশ্ব সকল শস্ত্র-ক্ষত-দেহ হইয়া রথ আকর্ষণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে যোত্রবদ্ধ অনেক উত্তম অশ্ব শরাহত ও ভিন্ন-দেহ হইয়া রথযুগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই রণ স্থলে বলবান্ এক হস্তী কর্ত্তৃক সারথি, অশ্ব ও রথীর সহিত বহুল রথ নিহত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ সমুদ্যত সৈন্য সমূহ মধ্যে বহুল হস্তী অন্য হস্তীর মদস্রাব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘন ঘন বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল। তোরণ ও মহামাত্রের সহিত অনেক হস্তী নারাচাস্ত্রে অভিহত হইয়া মৃত ও পতিত হওয়াতে তদ্দারা রণ ক্ষেত্র সংছন্ন হইল। নিয়ন্তা কর্ত্তৃক চালিত উত্তম উত্তম অনেক হস্তী, যোদ্ধা ও ধ্বজের সহিত নিহত হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! হস্তীগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথীদিগের রথ কূবর সকল আক্ষেপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিতে লাগিল। অনেক হস্তী রথীদিগের রথ চূর্ণ করিয়া তাহাদিগের কেশ কলাপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্ষেপণ করত পেষণ করিতে লাগিল, এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল অন্যান্য রথে সংলগ্ন রথ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে নানাবিধ শব্দায়মান দিগ্ বিদিগ্ গমন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল হস্তীর রথাকর্ষণ পূর্ব্বক গমন কালে সরোবরাসক্ত নলিনী জাল বিকর্ষণ কারী গজের ন্যায় প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই রূপে সেই মহৎ রণস্থল সাদী, পদাতি, মহারথ ও রথ ধ্বজে সমাচ্ছন্ন হইল

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! শিখণ্ডী মৎস্য-দেশাধিপতি বিরাটের সহিত, অতি দুর্জ্জয় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের সমীপে আশু গমন করিলেন। ধনঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অমাত্য ও বান্ধব পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর সিন্ধুরাজ, পূর্ব্ব দেশীয় পশ্চিম দেশীয় ও দাক্ষিণাত্য ভূমিপ গণ এবং অন্যান্য বহুল মহাধনুর্দ্ধর মহাবলাক্রান্ত শূর ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীমসেন, আপনকার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর অমর্ষণ-স্বভাব দুর্য্যোধন ও দুঃসহের প্রতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সহদেব, মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জেয় মহারথ শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। আপনকার পুত্র কর্ত্তৃক ছল নিগৃহীত মহারথ যুধিষ্ঠির গজ সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন। যুদ্ধে বিপক্ষের ক্রন্দন-জনক মাদ্রী-পুত্র নকুল ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণের সহিত সংসক্ত হইলেন। রণ-মহাবল সাত্যকি, চেকিতান্ ও অভিমন্যু শাল্ব ও কেকয় যোধগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনকার পুত্রদিগের রথ বাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রত্যুদ্গত হইলেন। সেনাপতি অমেয়াত্মা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের সহিত সমর সঙ্গত হইলেন। এই রূপে উভয় পক্ষ মহাধনুর্দ্ধর শূরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দিবা-

কর মধ্যাহ্নগত হওয়াতে অন্তরীক্ষ সূর্য্যকিরণে আকুলিত হইল, ঐ সময় কুরু পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। ধ্বজ পতাকান্বিত হেমচিত্রাঙ্গ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ সকল রণাঙ্গণে বিচরণ করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিল এবং সিংহ সদৃশ গর্জ্জনশীল পরস্পর জিগীষু সমরাসক্ত শূরগণের তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইতে থাকিল। কুরু ও সৃঞ্জয় বীরগণের সুদারুণ অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম. চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা না আকাশ, না সূর্য্য, না দিক্, না বিদিক্, কিছুই আর অবলোকন করিতে পারিলাম না। বীরগণের নিক্ষিপ্ত বিমলাগ্র শক্তি, তোমর ও সুপীত নিস্ত্রিংশের নীলোৎপল সদৃশ প্রভা এবং বিচিত্র কবচ ও ভূষণের প্রভা সকল তেজ দ্বারা দিক্ বিদিক্ ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাষিত করিতে লাগিল। তখন নরেন্দ্রগণের চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভ শরীর দ্বারা রণাঙ্গনের নানা স্থান দীপ্তি পাইতে লাগিল। নরব্যাঘ্র রথিসিংহদিগের আকৃতি সকল নভস্তলে গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশিত হইল।

হে ভারত! রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে মহাবল ভীমসেনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম বিনির্ম্মুক্ত রুক্মপুঙ্খ শিলা শাণিত তৈল-ধৌত বাণ সকল ভীমকে আহত করিতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ মহাবেগশীল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই রুক্মদণ্ড যুক্ত দুরাসদ শক্তি তাঁহার উপর আপতিত হইতেছে, এমন সময়ে তিনি সন্নত পর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎপরেই শাণিত পাণিত অপর এক ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর সাত্যকি আপনকার পিতার সমীপে আশু গমন করিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট তীক্ষ্ণ শাণিত তীব্র তেজস্বী বহুল শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তিনি পরম দারুণ তীক্ষ্ণ এক শর সন্ধান করিয়া সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। সাত্যকির সারথি হত হইলে মনোমারুত সদৃশ বেগশীল অশ্ব সকল দ্রুতবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। তাহা দেখিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য মধ্যে হাহাকার ও তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। এবং "ধাবন কর, গ্রহণ কর, অশ্বদিগকে নিয়মিত কর, অভিদ্রুত হও," এই রূপ শব্দ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, ইন্দ্র কর্ত্তৃক আসুরী সেনা হননের ন্যায়, পাণ্ডবী সেনা হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও যুদ্ধে দৃঢ়মতি স্থাপন পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ আপনকার পুত্রের সেনা-জিঘাংসু হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রমুখ বীরগণও পাণ্ডবগণের উপর বেগ পূর্ব্বক ধাবিত হইলেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

উন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর মহারথ বিরাট ভীষ্মকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার তুরগ দিগকেও তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুপুত্র লঘুহস্ততা সহকারে রুক্ম পুঙ্খ দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন। ভীষণধন্বা মহাবল দ্রোণ-পুত্র দৃঢ় হস্ত হইয়া গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে ছয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীর শত্রুহন্তা শত্রুঘাতী ফাল্গুন সুতীক্ষ্ণ বাণ সকল দ্বারা অশ্বত্থামার ধনুক ছিন্ন ও তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। তিনি ফাল্গুন কৃত কার্ম্মুক-ছেদ সহ্য না করিয়া ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া বেগশীল অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত নবতি শরে ফাল্গুনকে বিদ্ধ করত বাসুদেবকে সপ্ততি সংখ্য প্রবল বাণ সমূহে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শত্রুঘাতী অতি বলবান্ গাণ্ডীবধন্বা ফাল্গুন কৃষ্ণের সহিত ক্রোধে তাম্রবর্ণ-লোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও মুহুর্মুহু

চিন্তা করিয়া বাম করে শরাসন নিপীড়ন করত জীবনান্তকর অতি ভয়ানক সন্নত পর্ব্ব শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক দ্রোণ-পুত্রকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন। সেই সকল শর অশ্বত্থামার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। পরন্তু তিনি গাণ্ডীব-ধন্বার শরে নির্ভিন্ন হইয়া ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত মহাব্রত ভীষ্মকে পরিত্রাণ করিবার অভিলাষে বিহ্বল না হইয়া সমরে অবস্থিতি করত পার্থের প্রতি সেই রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি যে, রণ স্থলে কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া ঐ রূপে যুদ্ধপ্রবৃত্ত ছিলেন, কুরুসত্তমগণ তাঁহার তাদৃশ মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। তিনি পিতা দ্রোণের সমীপে সুদুর্লভ অস্ত্রগ্রাম প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত লাভ করিয়াছিলেন, এই হেতু সর্ব্বদাই নির্ভীত চিত্তে সৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিতেন। পরাক্রমশীল শ্বেতবাহন মহারথ মহাবীর শত্রুতাপন বীভৎসু মনে করিলেন, ইনি আমার আচার্য্য-সুত, আচার্য্য দ্রোণের প্রিয় পুত্র, বিশেষত আমার পূজনীয় ব্রাহ্মণ, ইহা বিবেচনা করিয়া ভারদ্বাজ-সুতের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরমাণ হইয়া গমন করত আপনকার সৈন্য হননে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে শিলা শাণিত রুক্মপুঙ্খ গৃধ্রপত্র সংযুক্ত শর নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অব্যগ্র চিত্তে শত্রু প্রাণ সংহারক দৃঢ় এক চিত্র কার্ম্মুক ও বেগবান্ তীক্ষ্ণ অজিহ্মগ সুশাণিত দশ সংখ্য শর গ্রহণ করিয়া সত্বর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কুরুরাজের প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থ কাঞ্চন সূত্র-গ্রথিত রত্ন সেই শর-সকলে পরিবৃত হইয়া আকাশে গ্রহগণ-সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সর্প যে প্রকার মনুষ্যকৃত তল শব্দ সহ্য করে না. তদ্রূপ তেজস্বী আপনকার পুত্র, ভীমসেনের আঘাত সহ্য করিলেন না; তিনি সংক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। আপনার দেবতুল্য সেই মহাবল দুই পুত্র যুধ্যমান ও পরস্পর কর্ত্তৃক সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া রণ স্থলে শোভমান হইলেন।

বীর শত্রুহন্তা মহাবীর সুভদ্রা-পুত্র, নরব্যাঘ্র চিত্রসেন ও পুরুমিত্রকে সপ্ত শাণিত বাণে বিদ্ধ ও সত্যব্রতকে সপ্ততি শরে তাড়িত করিয়া রণে ইন্দ্র সম হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদিগের পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন। পরন্তু চিত্রসেন দশ, সত্যব্রত নয় ও পুরুমিত্র সপ্ত শরে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহার শর-বিদ্ধ শরীর হইতে রুধির ক্ষরিত হইতেছে, সেই অবস্থাতেই তিনি চিত্রসেনের শত্রু-নিবারণ বিচিত্র ধনুক ছেদন ও তনুত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিলেন। তদনন্তর আপনকার পক্ষীয় মহারথ বীর রাজপুত্রগণ সংরব্ধ ও সমবেত হইয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্র-বিশারদ অভিমন্যু তাঁহাদিগের সকলকে তীক্ষ্ণ শর সমূহে হনন করিতে লাগিলেন। আপনকার পুত্রগণ, তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার শিশির কালাত্যয়ে উদ্ধত জ্বলন্ত অগ্নি তৃণ কাষ্ঠ দহন করে, সেই প্রকার তিনি আপনকার যোধগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভবৎ পক্ষ সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া অতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। হে নরপাল! সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যুর তাদৃশ কার্য্য দেখিয়া আপনকার পৌত্র লক্ষ্মণ সত্বর তাঁহার সমীপে যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন। অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শর দ্বারা শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে এবং তিন শর দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণও অভিমন্যুকে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন. তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। মহারথ অভিমন্যু

সুশাণিত শর নিকর দ্বারা লক্ষণের অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিরে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বীর শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অভিমন্যুর রথের উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু সেই ঘোর রূপ ভুজঙ্গোপম শক্তি সহসা আপতিত হইতেছে দেখিয়া তীক্ষ্ম শর নিচয় দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর কৃপাচার্য্য লক্ষ্মণকে স্ব রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রণ স্থল হইতে অপসারিত করিলেন। সেই মহাভয়াবহ সকুল যুদ্ধে বীরগণ পরস্পর বধৈষী ও জিঘাংসা পরবশ হইয়া অভিদ্রুত হইতে লাগিলেন। প্রাণ প্রদানে সমুদ্যত আপনকার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধরগণ পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ মুক্তকেশ, কবচ বিহীন, রথ বিহীন ও ছিন্ন-কার্ম্মুক হইয়া কুরুগণের সহিত বাহু যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল মহাবাহু ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন মেদিনী নিপাতিত সাদী, রথী, অশ্ব, হত নিয়ন্তা গজ ও মনুষ্য দ্বারা সমাকীর্ণা হইল।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবাহু সাত্যকি, সেই সমর স্থলে ভারসাধন এক উত্তম ধনুক বিকর্ষণ পূর্ব্বক প্রকাশ্য রূপে অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করত পুঙ্খযুক্ত আশীবিষ সম শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রণে শত্রু হনন কালে তিনি এমন লঘুহস্ততা সহকারে ত্বরা পূর্ব্বক ধনুর্বিক্ষেপ ও পুঞ্জ পুঞ্জ শর গ্রহণ, সন্ধান, মোচন ও নিক্ষেপ করত বিপক্ষ হনন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মূর্ত্তি তৎকালে অতি বর্ষণশীল মেঘের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভারত! তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে তাদৃশ সমুদীর্ণ দেখিয়া অযুত রথ তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বীর্য্যবান্ সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর রথীদিগকে নিহত করিলেন। গৃহীত-শরাসন সেই বীর তাদৃশ নিদারুণ কর্ম্ম করিয়া ভুরিশ্রবার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন। কুরুকুলকীর্ত্তি-বর্দ্ধন দুর্য্যোধন সেনাদিগকে যুযুধানকর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া ধাবমান হইলেন, এবং ইন্দ্রায়ুধ-সবর্ণ মহৎ ধনুক বিস্ফারণ করিয়া পাণি লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক বজ্র সন্নিভ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র শর তাঁহার প্রতি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাত্যকির পদানুগগণ কাল সদৃশ সেই সকল শর সহ্য না করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইল। ভুরিশ্রবারে দেখিয়া যুযুধানের মহাবল, মহারথ, বিচিত্র বর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ বিশিষ্ট, বিখ্যাত দশ পুত্র সংরব্ধ হইয়া যূপকেতু ভুরিশ্রবার সমীপে গমন পূর্ব্বক সকলেই কহিলেন, অহে কৌরব দায়াদ মহাবল! আইস, তুমি আমাদিগের সকলের অথবা প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধ কর। তুমিই আমাদিগকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, কিম্বা আমরাই তোমাকে পরাজিত করিয়া পিতার প্রীতি সম্পাদন করি। বীর্য্যশ্লাঘী মহাবল নরশ্রেষ্ঠ যূপকেতু তখন সেই সকল শূর কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ সমবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, বীরগণ! তোমরা উত্তম বলিয়াছ, যদি তোমাদিগের এরূপ মতি হইয়া থাকে, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাদিগের সকলকে যুদ্ধে সংহার করিব। সেই ক্ষিপ্রযোধী মহাধনুর্দ্ধর অরিন্দম বীরদিগকে এই রূপ কহিলে, তাঁহারা মহৎ শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে এক ভুরিশ্রবার সহিত সমবেত উক্ত দশ জনের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা রথি প্রধান এক ভুরিশ্রবাকে, প্রাবৃট্ কালে মেঘ কর্ত্তৃক মেরু পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে

সমাকীর্ণ করিলেন। মহারথ যূপকেতু তাঁহাদিগের বিমুক্ত যমদণ্ড ও বজ্র সন্নিভ শর সকল সমীপস্থ না হইতে হইতেই অবলীলাক্রমে আশু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৌমদত্তির এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি একাকী নির্ভয় চিত্তে অনেকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। উক্ত দশ মহারথী শর করিয়া সেই মহাবাহুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে উপক্রম করিলেন। মহারথ সোমদত্তনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষ মধ্যে দশ বাণে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগের ধনুক ছিন্ন হইলে নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া নিপাতিত করিলেন। তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া ধরা পতিত হইলেন। বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকি মহাবলাক্রান্ত বীর পুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। উভয় মহারথ মহাবল পরস্পরের রথ রথ দ্বারা পীড়ন করিয়া রথবাজি বিনাশ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ ও লম্ফ প্রদান করত বিরথী ও যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়া শোভমান হইলেন। তখন ভীমসেন অসিধারী সাত্যকির সমীপে আসিয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। আপনকার পুত্রও সমুদায় ধম্বির সাক্ষাতে সত্বর ভূরিশ্রবাকে রথে উঠাইয়া লইলেন। সেই রণে পাণ্ডবেরা সংরব্ধ হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রভাকর লোহিত রূপ ধারণ করিলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথী বিনাশ করিলেন। তাহারা পার্থকে বিনাশ করিতে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যে রূপ শলভ দল বহ্নিকে প্রাপ্ত না হইয়াও নিকটস্থ হইবামাত্র বিনষ্ট হয়, সেই রূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধেপ্রাপ্ত না হইতে হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর ধনুর্ব্বেদ বিশারদ মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আদিত্য, সমুত্থিত ধূলি জাত মেঘে আচ্ছাদিত হইলেন, তাহাতে সমুদায় সৈন্যদিগের মোহ সমুৎপন্ন হইল। তখন আপনার পিতা দেবব্রতের বাহনও শ্রান্ত হইয়াছিল, এবং সন্ধ্যা সময়ও সমুপস্থিত হইল, সুতরাং তিনি সৈন্যদিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষ সেনাই পরস্পর সমাগমে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া স্ব স্ব বিশ্রামালয়ে গমন করিল। অনন্তর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক তথায় নিবিষ্ট ও যথাবিধি ক্লম-নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক সপ্ততিতম অধ্যায় ও পঞ্চম দিবস-
যুদ্ধ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তৎ পরে কুরু পাণ্ডবেরা নিশা সমুচিত কার্য্যে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উভয় পক্ষ যুদ্ধোদ্যত রথী ও সজ্জিত দন্তীগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল। পদাতি ও অশ্বগণের যুদ্ধ সজ্জা সময়ে তুমুল শঙ্খ দুন্দুভি শব্দ সর্ব্ব দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাবাহু! শত্রুতাপপ্রদ মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। রথি প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশানুসারে সমস্ত রথীদিগকে মকর ব্যূহ নির্ম্মাণে অনুমতি করিলেন। ধনঞ্জয় ও দ্রুপদ তাহার মস্তক, নকুল ও সহদেব তাহার দুই চক্ষু, মহাবল ভীমসেন তাহার তুণ্ড, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ তাহার গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট মহতী সেনা সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাহার পৃষ্ঠ, কৈকেয় দেশীয় ভূপতি পঞ্চ ভ্রাতা তাহার বাম পক্ষ, নরব্যাঘ্র ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান তাহার দক্ষিণ পক্ষ, মহারথ শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া তাহার পদ দ্বয় এবং সোমকগণ সংবৃত মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ শিখণ্ডী ও রাজা ইরাবান্ তাহার পুচ্ছ প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। হে ভারত! পাণ্ডবেরা

সূর্য্যোদয় সময়ে এই রূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত হইয়া সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ, ছত্র, বিমল শাণিত শস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পত্তিগণের সহিত কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

আপনকার পিতা দেবব্রত সেই মকর ব্যূহ দেখিয়া সৈন্যগণের মহৎ ক্রৌঞ্চ ব্যূহ প্রতিসজ্জিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভরদ্বাজ-নন্দন উহার তুণ্ড, অশ্বত্থামা ও কৃপ উহার চক্ষু, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য নরবর শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় নৃপতি ও বাহ্লিকের সহিত উহার শিরঃস্থল, বহু রাজগণে পরিবৃত আপনকার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধন ও শূরসেন উহার গ্রীবা, মদ্র, সৌবীর ও কেকয়গণের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাথ মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া উহার উরঃস্থল, প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা স্ব সেনায় পরিবৃত ও বর্ম্মিত হইয়া উহার বাম পক্ষ, তুখার, যবন, শক ও চূলিকগণ বদ্ধ সন্নাহ হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষ এবং শ্রুতায়ু, শতায়ু, সৌমদত্তি, ইহাঁরা পরস্পর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া উহার জঘন দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় কালে উভয় পক্ষ যোধগণ এই রূপে ব্যূহ সজ্জা করিয়া পরস্পরের সহিত সমবেত হইলেন, তাহার পর মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথীগণ নাগারোহীগণের, নাগারোহীগণ রথীগণের, অশ্বারোহী গণ অশ্বারোহী গণের, রথীগণও অশ্বারোহী গণের, অশ্বারোহীগণও রথি ও কুঞ্জর গণের এবং রথীগণ গজারোহী, রথী ও অশ্বারোহী গণের সহিত যুদ্ধে অভিদ্রুত হইলেন। এবং রথী গণ পদাতি গণের সহিত ও পদাতিগণ সাদী গণও পদাতি গণের সহিত সমবেত হইয়া অমর্ষ পূর্ব্বক পরস্পর ধাবমান হইল। যে প্রকার নক্ষত্র সমূহ দ্বারা শর্ব্বরী শোভা পায়, সেই রূপ পাণ্ডবী সেনা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের রক্ষিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। এবং আপনকার সেনাও, গ্রহগণ সংবৃত আকাশের ন্যায়, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য ও দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া শোভমানা হইল। পরাক্রমী ভীমসেন দ্রোণকে দেখিয়া বেগবান্ অশ্ব দ্বারা তাঁহার সেনাভিমুখে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের মর্ম্ম ভেদ করিবার উদ্দেশে নয় লৌহশর দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের শরে দৃঢ়াহত হইয়া তাঁহার সারথিরে অস্ত্রাঘাতে যম ভবনে প্রেরণ করিলেন। যে প্রকার অগ্নি তুল রাশি দহন করেন, সেই রূপ প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন স্বয়ং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবী সেনা দাহ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ কৈকেয়গণের সহিত, দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। আপনকার পক্ষ সৈন্যও ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া মদগর্ব্বিতা বরাঙ্গনার ন্যায় স্ব স্ব স্থানে বিমোহিত হইয়া পড়িল। সেই বীরক্ষয় জনক সংগ্রামে আপনকার ও পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের ঘোরতর বিপর্যায় সমুপস্থিত হইল, উভয় পক্ষের ব্যূহই ভগ্ন হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ সকলেই যে একায়ন গত হইয়া বিপক্ষ সহ রণ করিতে লাগিল, তাহা অদ্ভুত অবলোকন করিলাম। কৌরব ও পাণ্ডব বীরগণ সেই মহাযুদ্ধে পরস্পরের অস্ত্র সকল প্রতি সন্ধান করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের বহুবিধ সৈনিক লোক সকল উৎকৃষ্ট ও বহুগুণান্বিত; তাহাদিগের ব্যূহও যথা শাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া অমোঘ হইয়া থাকে। তাহারা আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট, অত্যন্ত অনুরক্ত, প্রণত এবং ব্যসন বিহীন; পূর্ব্বে তাহাদিগকে বল বিক্রম পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা না অতি বৃদ্ধ, না বালক, না কৃশ, না স্থূল; এবং শীঘ্রচারী, আয়ত কলেবর, দৃঢ়কায়, অরোগী, গৃহীত সন্নাহ সম্পন্ন এবং বহু শস্ত্র যোধী; অসি যুদ্ধে, বাহু যুদ্ধে ও গদা যুদ্ধে

অভিজ্ঞ; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লৌহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, ইষু, মুষল, লগুড়, শরাসন, কণপ লোষ্ট্রাদি এবং বিচিত্র মুষ্টি যুদ্ধে সমর্থ; ধনুর্ব্বেদে প্রত্যক্ষ প্রদর্শী; ব্যায়ামে কৃতশ্রম; সমুদায় শস্ত্র গ্রহণ বিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত; হস্ত্যাদিতে আরোহণ ও অবতরণে, বহিঃসরণে, মধ্যে অপসরণে, অগ্রে গমনে, পশ্চাৎ অপসরণে ও সম্যক্ প্রহরণে নিপুণ; এবং নাগ, অশ্ব ও রথ যানে উত্তম রূপে পরীক্ষিত; তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথোচিত বেতন প্রদানে রক্ষা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা সৌহার্দ্দ বশত, অথবা আভিজাত্য কি অন্য কোন সম্বন্ধ নিবন্ধন নিযুক্ত রাখা হয় নাই। তাহারা মানী, যশস্বী ও আর্য্য-ভাবাপন্ন; আমাদিগের দ্বারা তাহাদিগের স্বজনগণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বান্ধবগণ সন্তুষ্ট ও সৎকৃত হইয়া থাকে; তাহাদিগের বহু প্রকার উপকার করা হইয়াছে। হে বৎস! ভুবন বিখ্যাত লোকপাল সদৃশ মুখ্যকর্ম্মা বলশালী প্রধান প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা বলবান্ ও স্বেচ্ছাধীন আমাদিগের অনুরক্ত এবং ভূমণ্ডল মধ্যে লোকে যাঁহাদিগের সম্মান করিয়া থাকে, তাঁহারা অনেকে অনুগত জনগণের সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পক্ষ বিহীন অথচ পক্ষি সদৃশ দ্রুত গতি রথ ও নাগ সমূহ রূপ স্রোতস্বতী নদী সকলে পরিপূর্ণ, নানা যোধগণ রূপ জলে জলময়, বিপুল তরঙ্গ রূপ বাহনে ভয়ানক, গদা শক্তি শর ও প্রাসাদি অস্ত্র রূপ ক্ষেপণী সমূহে সমাকুল, ধ্বজ ও ভূষণের সংবাধ সমন্বিত, রত্নপট্টে সুনিচিত, বায়ুবেগ বিকম্পিত, ধাবমান বাজিগণে সুসম্পন্ন সেই সৈন্য সকল সমবেত হইয়া মহাসাগর সদৃশ হইয়াছে। অপার সাগরোপম গর্জ্জনশীল তাদৃশ মহৎ সৈন্য দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও বাহ্লিক, এই সকল সারবান্ লোক প্রবীর মহাত্মাগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াও যে সংগ্রামে নিহত হইতে লাগিল, তাহার কারণ কেবল প্রাক্তন ভাগ্যই বলিতে হইবেক। হে সঞ্জয়! মহাভাগ প্রাচীন মানব বা ঋষিগণও এরূপ যুদ্ধ ব্যাপার কদাপি দর্শন করেন নাই। এতাদৃশ বল সমূহ শাস্ত্র বিধান, অর্থ ও সম্পত্তিতে সংযুক্ত হইলেও যে বিপক্ষের বধ্য হইল, ইহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এই রূপ ঘোরতর সৈন্যও যে পাণ্ডবগণ হইতে অবতরণ করিতে পারিল না, ইহাতে আমার নিকট সকলই বিপরীত রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, দেবগণ পাণ্ডবদিগের হিতনিমিত্ত রণ স্থলে সমাগত হইয়া, যে প্রকারে আমার সৈন্য সকল বিনষ্ট হয়, এতাদৃশ রূপে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বিদুর হিতকর ও পথ্য বাক্য বারংবার কহিয়াছিলেন, আমার মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধন তাহা গ্রহণ করিল না। এই ক্ষণে যাহা সংঘটিত হইতেছে, ইহাতে আমি বোধ করি যে, সেই মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ বিদুর ইহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ নিমিত্তই তাঁহার এই রূপ বিবেচনা হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! এই ভবিতব্য ব্যাপার পূর্ব্বে বিধাতাই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে, অন্যথা হইবার নহে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আপনার দোষেই এতাদৃশ ব্যসনে বিপন্ন হইলেন। হে ভারতপ্রবর! ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়-জনিত যে দোষ, তাহা দুর্য্যোধন দেখিতে পান নাই, পরন্তু আপনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন। মহারাজ! আপনকার দোষেই পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয় এবং আপনকার দোষেই এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, সুতরাং আপনিই এক্ষণে আত্মকৃত পাপের ফল ভোগ করুন। আত্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ আপনারই করিতে হয়, অতএব আপনিই ইহ বা পর লোকে

এই আত্মকৃত দোষের ফল লাভ করিবেন। সে যাহা হউক সংপ্রতি আমি যথাবৎ যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, আপনি উপস্থিত ব্যসন জন্য শোকে অভিভূত হইয়াও স্থির চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। বীর ভীমসেন, সুশাণিত বাণ সমুহ দ্বারা মহাসৈন্য ভেদ করিয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় অনুজদিগকে আক্রম করিলেন। মহাবল ভীমসেন দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মদ, দুঃসহ, জয়, জয়সেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুধর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ, এই সকল মহারথ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ও তৎপক্ষীয় অন্যান্য বহুল মহারথীকে সংক্রুদ্ধ ও সমীপস্থ দেখিয়া ভীষ্ম-রক্ষিত মহৎ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভীমসেনকে চমু মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উক্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সকলে পরস্পর বলাবলি করিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আইস আমরা ঐ ভীমসেনের প্রাণ সংহার করি। সেই সমস্ত ভ্রাতাগণ এই রূপে কৃত নিশ্চয় হইয়া ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার সূর্য্য প্রজা সংহার কালে ক্রূর মহাগ্রহগণে পরিবেষ্টিত হন, সেই প্রকার ভীমসেন সেই সকল ভ্রাতাগণে পরিবেষ্টিত হইলেন। যে রূপ দেবাসুর যুদ্ধে দানবদিগের মধ্য স্থিত ইন্দ্রের চিত্তে ভয় সঞ্চার হয় নাই, তদ্রূপ বিপক্ষ ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট ভীমসেনের চিত্তে কিছু মাত্র ভয় সঞ্চার হইল না। শত শত সহস্র সহস্র সর্ব্ব শস্ত্রধারী রথী সমুদ্যত হইয়া শর সমুহ দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাবল ভীমসেন তাঁহাদিগের প্রধান যোদ্ধা হস্তী, অশ্ব ও রথারূঢ় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে কোন চিন্তা না করিয়াই হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিগ্রহ করণে সমুদ্যত সেই ভ্রাতাদিগের অভিপ্রেত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে বধ করিতে মানস করিলেন। তদনন্তর তিনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সৈন্য সাগরে প্রবেশ করত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীমসেন বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে সুবল-পুত্র ছিলেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন। তিনি আপনকার মহতী সেনা নিবারণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে ভীমসেনের শূন্য রথের সমীপস্থ হইলেন। তিনি সেই সমর স্থলে ভীমের সারথি বিশোককে দেখিয়া দুঃখিত, হতচেতন, দুর্ম্মনা ও বাষ্প সংরুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস সহকারে বাক্য প্রয়োগ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশোক! আমার প্রাণসম প্রিয়তম ভীমসেন কোথায়? বিশোক কৃতাঞ্জলি হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, মহাবল পাণ্ডব আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী ধার্ত্তরাষ্ট্র বল সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে এই প্রিয় বাক্য বলিয়াছেন, "সারথি! যাহারা আমার সংহারে উদ্যত হইয়াছে, আমি যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া না আসিব, তাবৎ কাল অর্থাৎ মুহূর্ত্ত মাত্র তুমি এই স্থানে অশ্বদিগকে নিয়মিত করিয়া আমার অপেক্ষা করিবে।" তদনন্তর সেই মহাবল ভীমসেনকে গদাহস্তে ধাবমান দেখিয়া সমুদায় সৈন্যদিগের হর্ষ জন্মিল। সেই মহাভয়াবহ তুমুল যুদ্ধে আপনকার সখা মহাবল বৃকোদর বিপক্ষদিগের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবলাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন রণ মধ্যে বিশোকের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, অদ্য রণে আমি পাণ্ডবদিগের স্নেহ উপেক্ষা পূর্ব্বক ভীমসেন বিহীন হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমি রণ স্থলে অবস্থিত থাকিতে ভীমসেন একাকী সৈন্য ব্যূহ মধ্যে এক মাত্র পথ করিয়া গমন করাতে যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন? যে ব্যক্তি সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া রণ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হয়, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা তাহার অকল্যাণ করিয়া থাকেন। ভীমসেন আমার সখা, সম্বন্ধী এবং ভক্ত; আমিও সেই শত্রুনিসূদনের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকি, অতএব যে স্থানে তিনি

গমন করিয়াছেন, আমিও তথায় যাই; আমার তথায় গমন কালে তুমি আমাকে, দেবরাজ কর্তৃক দানবগণ হননের ন্যায়, শত্রু হনন করিতে দেখিতে পাইবে।

বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোককে ইহা বলিয়া ভীমসেনের গদা প্রমথিত গজগণে পরিচিহ্নিত পথে সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, ভীমসেন তখন রিপু বাহিনী দগ্ধ ও বহু ভূপালকে পবন-ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত করিতেছেন। রথী, সাদী, দন্তী ও পদাতিগণ ভীমসেন কর্তৃক হন্যমান হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতেছিল। বিচিত্র-যোধী কৃতী ভীমসেন কর্তৃক আহত আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণের হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইতেছিল। তদনন্তর সেই অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ যোদ্ধাগণ নির্ভীক চিত্তে বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে শস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পৃষত-সন্তান বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে বীরাগ্রগণ্য, সুসংহত ঘোরতর সৈন্য কর্তৃক সমাক্রান্ত, অন্ত কালে দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় গদাহস্ত, শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ, ক্রোধ রূপ বিষ বমনকারী ও পদচারে গমনশীল ভীমসেনকে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। সেই মহাত্মা শত্রুমণ্ডলী মধ্যে ভীমসেনকে আশ্বস্ত করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক অতি শীঘ্র আত্ম রথে আরোপিত ও তাঁহার শল্যাপনোদন করিলেন। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনও সেই বিমর্দ্দ স্থলে সহসা ভ্রাতৃগণের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, ঐ দুরাত্মা দ্রুপদ-পুত্র ভীমসেনের সহিত সমাগত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ রিপু আমাদিগের সৈন্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান না করিতে করিতেই আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া উহাকে সংহার করিতে গমন করি। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে উদ্বোধিত, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অমৃষ্যমাণ ও উদ্যতায়ুধ হইয়া, যে প্রকার যুগ ক্ষয়ে ভয়ানক কেতু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ নিমিত্ত আপতিত হইলেন। সেই বীর সকলে চিত্র ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুর্গুণ ও রথ নেমির শব্দে পৃথিবী বিকম্পিত করত, অম্বুদ মণ্ডলের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায়, দ্রুপদ পুত্রের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহারথ যুবা পুরুষ দ্রুপদ-সুত আপনকার পুত্রদিগকে সম্মুখ রণে অবস্থিত ও সমুদীর্ণ দেখিয়া তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ শর সমূহে আহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, দৈত্যগণের প্রতি দেবরাজ মহেন্দ্রের ন্যায়, আপনকার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে অত্যুগ্র প্রমোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই বীর-গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাস্ত্রে চেতনাশক্তি বিহীন হইয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন সমস্ত কুরুসৈন্য আপনকার মোহগ্রস্ত পুত্রদিগকে কাল প্রাপ্তের ন্যায় দেখিয়া বাজি, নাগ ও রথের সহিত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে শস্ত্রধারি প্রধান দ্রোণ রণে দ্রুপদকে সুদারুণ তিন শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি দ্রোণ শরে অতি বিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত রণ হইতে অবসৃত হইলেন। প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য্য, দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া শঙ্খ বাদ্য করিলেন, তাহা শুনিয়া সোমকগণ ত্রাসান্বিত হইল। তদনন্তর রাজহিতৈষী অস্ত্রজ্ঞ প্রধান তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য আপনকার পুত্রদিগকে প্রমোহনাস্ত্রে বিমোহিত শুনিয়া ত্বরা সহকারে রণ হইতে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন বিচরণ করিতেছেন এবং আপনকার পুত্রেরা মোহাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া মোহনাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। পরে আপনকার মহারথ পুত্রেরা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধার্থ সংগত হইলেন।

তৎ পরে রাজা যুধিষ্ঠির স্ব সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব অভিমন্যু

প্রভৃতি দ্বাদশ মহারথী বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধ স্থলে যথা শক্তি পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাদিগের সংবাদ অবগত হউন। পুরুষাভিমানী বিক্রমশীল যোদ্ধা অভিমন্যু, কৈকেয়-রাজের পঞ্চ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু এই দ্বাদশ বীর যে আজ্ঞা বলিয়া রাজার অনুজ্ঞানুসারে মহৎ সৈন্য দল সমভিব্যাহারে সেই মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা সূচীমুখ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া কুরুদিগের রথ সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার মদমূর্চ্ছিতা প্রমদা আপনাকে নিবারণ করিতে সমর্থা হয় না, তদ্রূপ ভীমসেন ভয়ে ভীতা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বিমোহিতা কুরু-সেনা অভিমন্যু প্রমুখ সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর-দিগকে নিবারণ করিতে সমর্থা হইল না। সুবর্ণধ্বজ শোভিত মহাধনুর্দ্ধারী পাণ্ডব পক্ষ সেই বীরগণ ধৃষ্ট-দ্যুম্ন ও বৃকোদর সমীপে গমনেচ্ছু হইয়া ধাবমান হই-লেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন আপনকার সৈন্য বিনাশ করিতে করিতে অভিমন্যু প্রভৃতি সেই সকল মহা-ধনুর্দ্ধরদিগকে দেখিয়া প্রমোদান্বিত হইলেন। ধৃষ্ট-দ্যুম্ন আপনার গুরু দ্রোণকে সহসা আসিতে দেখিয়া আপনকার পুত্রদিগকে নিহত করিতে আর মানস করিলেন না, এবং বৃকোদরকে কৈকেয় রাজের রথে আরোপিত করিয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধনুর্ব্বেদ পারগ দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন। শত্রুসূদন প্রতাপবান্ ভারদ্বাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আপ-তিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধনুক ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং প্রভু দুর্য্যোধনের অন্ন স্মরণ করিয়া তাঁহার হিতার্থে অন্যান্য শত শত বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎ পরে বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া সপ্ততি সংখ্য শিলা শাণিত স্বর্ণ-পুঙ্খ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুকর্ষণ দ্রোণ পুনর্ব্বার তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া চারি শরে চারি অশ্ব নিপাতিত করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে মৃত্যু নিকটে প্রেরণ করিলেন। মহাবাহু মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অভিমন্যুর মহারথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডব সৈন্য রথ, নাগ ও অশ্বগণের সহিত, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই কম্পিত হইতে লা-গিল। সেই সমস্ত মহারথ, সৈন্যদিগকে অমিত তেজা দ্রোণ কর্ত্তৃক প্রভগ্ন দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা দ্রোণের সুশানিত শর সমূহে সমাহত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইল। আপনার সমুদায় বল তাহাদিগকে তথাবিধ ও দ্রোণাচার্য্যকে বিপক্ষ সেনা দগ্ধ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল, এবং সমস্ত যোদ্ধা তাঁহারে সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল।

চতুঃ সপ্ততি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর রাজা দুর্য্যো-ধন মোহ প্রমুক্ত হইয়া অক্ষয় বীর বৃকোদরকে পুনর্ব্বার শরবর্ষণ দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন, এবং আপনকার মহারথ পুত্রগণও পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমবেত ও সমুদ্যত হইয়া ভীম-সেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেনও পুনর্ব্বার সমরে স্বকীয় রথ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে সমারোহণ পূর্ব্বক আপনকার আত্মজের সমীপে গমন করিলেন এবং শত্রুর প্রাণ বিনাশক মহাবেগ-শীল দৃঢ় চিত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনকার পুত্র-কে শর বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনও মহাবল ভীমসেনের মর্ম্ম স্থানে দৃঢ় রূপে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাহাতে অতি বিদ্ধ ও ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া বেগে কার্ম্মুক আকর্ষণ পূর্ব্বক তিন বাণে দুর্য্যোধনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, তিনি তাহাতে আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় বিচলিত হইলেন না। সেই ক্রুদ্ধ দুই বীরকে পরস্পর সমাহত হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের শূর অনুজগণ পূর্ব্ব মন্ত্রণা স্মরণ

করত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমকর্ম্মা ভীমের নিগ্রহে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তাঁহার বধ সাধনে সযত্ন হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া, যেমন একটা হস্তী অনেক হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহাযশা তেজস্বী পুরুষ নারাচাস্ত্রে আপনকার পুত্র চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহু বিধ সুবর্ণ পুঙ্খ অতি বেগবান্ শর সমূহে আপনকার অন্যান্য পুত্রকে তাড়িত করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রেরিত, ভীমসেন পদানুগ অভিমন্যু প্রভৃতি সেই দ্বাদশ জন মহারথ আপনাদিগের বাহিনী সর্ব্ব প্রকারে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক আপনকার মহারথ পুত্রদিগের নিকট প্রত্যুদ্গাত হইলেন। তখন আপনকার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ রথস্থ, সূর্য্যাগ্নি সম তেজস্বী, মহাধনুর্দ্ধর, প্রদীপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, মহাসমরে দেদীপ্যমান, সুবর্ণ মুকুট দ্বারা সমুজ্জ্বল অভিমন্যু প্রভৃতি শূরদিগকে সমাগত অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। আপনকার সকল পুত্রেরা যে জীবিতাবস্থায় গমন করিলেন, ইহা কুন্তীনন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন গৃহীত শরাসন দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনকার মহারথ পুত্রগণ আপনকার সৈন্য মধ্যে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত অভিমন্যুকে দেখিয়া বেগশীল অশ্ব দ্বারা, যেখানে সেই অভিমন্যু প্রভৃতি রথীগণ ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তদনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে আপনকার ও শত্রুপক্ষের মহারণ হইতে লাগিল।

হে ভারত! অভিমন্যু সেই মহাসংগ্রামে বিকর্ণের অশ্ব সকল নিহত করিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। বিকর্ণ ও চিত্রসেন দুই ভ্রাতা এক রথে আরূঢ় হইলে অভিমন্যু বর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ অভিমন্যুকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে তিনি বিচলিত না হইয়া মেরুগিরির ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। দুঃশাসন কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা প্রত্যেকে ক্রোধাকুল চিত্তে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করত তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনকার দুর্দ্ধর্ষ পুত্র দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সুশাণিত শর নিকরে আহত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগের শরবেধে রুধিরাক্ত-দেহ হইয়া গৈরিক ধাতু বিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন বলবান্ ভীষ্ম তখন পশুপাল কর্ত্তৃক পশুযূথ তাড়নের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য তাড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে শত্রু হনন করিতেছিলেন, দক্ষিণদিক্ হইতে তাঁহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল। সমর স্থলে কুরু ও পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। রণাঙ্গনে শোণিতের সাগর সমুৎপন্ন হইল; উহার শর সকল আবর্ত্ত, গজ সকল দ্বীপ এবং অশ্ব সকল তরঙ্গ হইল; নরব্যাঘ্রেরা রথ রূপ নৌকা সমূহ দ্বারা সেই সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নর শ্রেষ্ঠ দিগকে ছিন্নহস্ত, বিগতকবচ, ও বিকলদেহ হইয়া পতিত হইতে দেখা গেল। শোণিত প্লুত নিহত মত্ত মাতঙ্গে ভূতল যেন পর্ব্বতাকীর্ণ হইল। তথায় এই আশ্চর্য্য দেখিলাম, কি আপনকার, কি তাঁহাদিগের, কোন পক্ষে এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করে নাই। এইরূপে আপনকার পক্ষীয় যোধগণ জয় ও মহৎ যশের আকাঙ্ক্ষী হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দিবাকর

ভীমকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই দৃঢ়বৈরী নরবীর দুর্য্যোধনকে আগত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, অহে গান্ধারী পুত্র! আমার বহু বৎসরের আকাঙ্ক্ষিত সময় আজি উপস্থিত হইল; যদি তুমি রণ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে আজি নিপাতিত করিব। আজি আমি তোমাকে সংহার করিয়া জননী কুন্তীর ক্লেশ, আমাদিগের বনবাস জনিত সমস্ত কষ্ট এবং দ্রৌপদীর মনস্তাপ অপনোদন করিব। তুমি পূর্ব্বে মাৎসর্য্য প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে যে অবমানিত করিয়াছিলে, সেই পাপের ফল এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। কর্ণ ও সৌবলের মন্ত্রণানুসারে পাণ্ডবদিগের প্রতি কিছু না ভাবিয়াই যে যথেষ্টাচার করিয়াছিলে, কৃষ্ণ সন্ধি-প্রার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট গমন করিলে তাঁহার যে অবমান করিয়াছিলে এবং তুমি হৃষ্ট হইয়া উলুকের দ্বারা আমাদিগের প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে, আজি আমি তোমাকে তোমার বন্ধু বান্ধব ও অনুগত জনের সহিত বিনাশ করিয়া তোমার সেই পূর্ব্বকৃত পাপের শাস্তি করিব। বৃকোদর ইহা বলিয়া ক্রোধ সহকারে ঘোর ধনুক বিকর্ষণ ও বারংবার উদ্‌ভ্রামণ করিয়া মহাবজ্রসম নিস্বন যুক্ত ভয়ানক, বজ্র কল্প, জ্বলিত অগ্নিশিখাকার ষড়বিংশতি অজিহ্মগ শর তাঁহার প্রতি আশু পরিত্যাগ করিলেন। পরে দুই শরে তাঁহার কার্ম্মুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার বেগিত চারি অশ্বকে যমালয়ে পাঠাইলেন। তৎপরেই দুই শর সমাকৃষ্ট করিয়া তদ্দারা তাঁহার উৎকৃষ্ট রথ হইতে ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তিন শরে তাঁহার উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রথধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচরেই উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার মেঘ হইতে বিদ্যুৎ নিপতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার রথ হইতে নানা রত্ন বিভূষিত শ্রীসম্পন্ন ধ্বজছিন্ন হইয়া পড়িল। সমস্ত পার্থিবেরা কুরুরাজের সূর্য্যসন্নিভ মণিময় শোভমানউজ্জ্বল সেই ছিন্ন নাগধ্বজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ ভীমসেন যেন হাসিতে হাসিতে, তোত্রদ্বারা মহাগজ হননের ন্যায়, দশ বাণে কুরুরাজকে আহত করিলেন। পরে রথি-প্রধান মহাবল সিন্ধুদেশাধিপতি প্রধান বীরগণের সহিত, দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য অমিত তেজা অমর্ষণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে রথে আরোপিত করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমের বিনাশ মানসে সহস্র সহস্র রথী যোদ্ধা দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। তৎপরে ধৃষ্টকেতু, বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, কৈকেয় রাজেরা, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনকার পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, সুচারু, চারুচিত্র, নন্দ ও উপনন্দ, এই আট জন যশস্বী সুকুমার আপনকার পুত্র, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর মহামনা অভিমন্যু বিচিত্র-কার্ম্মুক বিনির্মুক্ত, বজ্র ও মৃত্যু সঙ্কাশ সন্নত-পর্ব্ব সুশানিত পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা সকলে অসহিষ্ণু হইয়া, মেঘের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায়, রথি সত্তম অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র কুশল যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অভিমন্যু তাঁহাদিগের শরবর্ষণে পীড্যমান হইয়া, যে প্রকার দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজ মহা অসুর গণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। রথি প্রধান বীর্য্যবান্ অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতে বিকর্ণের প্রতি আশীবিষতুল্য ভয়ানক চতুর্দ্দশ ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রথ-ধ্বজ, সারথি ও অশ্বদিগকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরেই পুনর্ব্বার অকুণ্ঠিতাগ্র পীত সরল বাণ সকল তাঁহার প্রতি মোচন করিলেন। সেই সকল কঙ্ক ও

ময়ূর পক্ষ সংযুক্ত বাণ বিকর্ণের দেহ ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত সর্পের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে হেম পুঙ্খাগ্র সেই সকল বাণ বিকর্ণের রুধিরে লিপ্ত হইয়া মহীতলে রুধির বমন করিতে লাগিল। বিকর্ণের সহোদরগণ তাঁহাকে শস্ত্র-ক্ষত দেখিয়া অভিমন্যুপ্রমুখ রথী দিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহারা ত্বরা সহকারে সূর্য্যসম তেজস্বী অভিমন্যু প্রভৃতির সমীপস্থ হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ উভয় পক্ষই সংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। দুর্মুখ সপ্ত শরে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিলেন, এবং তাঁহার স্বর্ণজাল-প্রচ্ছন্ন বায়ু-বেগগামী অশ্ব সকল ছয় বাণে নিহত করিয়া সপ্ত শরে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবল শ্রুতকর্ম্মা সংক্রুদ্ধ হইয়া হতাশ্ব রথ হইতেই প্রজ্জ্বলিত মহোল্কাতুল্য এক শক্তি দুর্ম্মুখের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃ-প্রদীপ্ত শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বিপুল বর্ম্ম ভেদ করিয়া ভূমি বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইল। শ্রুতকর্ম্মাকে বিরথ দেখিয়া মহাবল সুতসোম সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাঁহাকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিলেন। বীর শ্রুতকীর্ত্তি আপনকার পুত্র যশস্বী জয়ৎসেনকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। হে ভারত! জয়ৎসেন মহাত্মা শ্রুতকীর্ত্তিকে ধনুর্ব্বিক্ষেপ করিতে দেখিয়া যেন হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তেজস্বী শতানীক স্বীয় সহোদর শ্রুতকীর্ত্তির ধনুক্ ছিন্ন দেখিয়া মুহুর্মুহু সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে জয়ৎসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং অতি শীঘ্র দৃঢ় কার্ম্মুক বিস্ফারণ করিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরেই সর্ব্বাবরণ ভেদী অন্য এক সুতীক্ষ্ণ বাণ তাঁহার হৃদয়ে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। তথাবিধ সংগ্রামে দুষ্কর্ণ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া ভ্রাতা জয়ৎসেনের সমীপেই নকুল-পুত্র শতানীকের শরের সহিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল শতানীক অন্য এক ভারসাধন কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া বহুল ভীষণ শর সন্ধান করিলেন, এবং দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার অগ্রে থাক্ থাক্ বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক পন্নগ সম প্রজ্জলিত সেই সকল বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে এক শরে তাঁহার ধনুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে ছেদন করিয়া তাঁহাকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহার মনোবেগগামী চিত্রবর্ণ পরিষ্কৃত অশ্ব সকল সুশাণিত দ্বাদশ শরে নিহত করিলেন; তদনন্তর ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অপর এক নরঘাতী পত্র-সংযুক্ত ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতেই তিনি বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ, আপনকার মহারথ এই পঞ্চ পুত্র শতানীকের বিনাশ মানসে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়রাজ পঞ্চ সহোদর যশস্বী শতানীককে শরনিকরে আচ্ছাদ্যমান দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনকার মহারথ পুত্রেরা তাঁহাদিগকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া, যে প্রকার গজ সকল মহাগজগণের উপর ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন করিলেন। প্রবল ধনুর্দ্ধারী বিচিত্র কবচ ও ধ্বজ বিশিষ্ট সেই দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যশস্বী পঞ্চ ভ্রাতা নানাবর্ণ বিচিত্রিত পতাকায় অলঙ্কৃত ও মনোবেগগামী হয়গণ যোজিত নগর সদৃশ রথ দ্বারা কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার অভিমুখে গমনার্থ, যে প্রকার সিংহ দল বন হইতে বনান্তর গমন করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাদিগের যমরাষ্ট্র বর্দ্ধন মহাভয়ানক অতি তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রথী ও গজারোহীগণ পরস্পর কৃতাপরাধ হইয়া পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিল। সূর্য্যাস্ত সময়ে মুহূর্ত্ত মাত্র সহস্র সহস্র রথী ও সাদীগণ অতি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে বিকীর্ণ হইল। তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা মহাত্মা পাঞ্চালদিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, এইরূপে পাণ্ডব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সৈন্য দিগের অবহার করণে আদেশ পূর্ব্বক স্ব শিবিরে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

ষট্ সপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! রক্তসিক্ত-কলেবর পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতাপকার উভয় পক্ষ শূর গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা শিবিরে বিশ্রাম করিয়া যথান্যায়ে পরস্পর পরস্পরকে সৎকার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে বদ্ধ কবচ হইয়া দৃষ্ট হইলেন। তৎপরে ক্ষরিত-রুধিরাক্ত-কলেবর আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হইয়া পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্যসন্ধ পিতামহ! পাণ্ডবপক্ষ মহারথ শূরগণ বেগ পূর্ব্বক সকলকে বিমোহিত করিয়া আমাদিগের বহুলধ্বজ বিশিষ্ট সম্যক্ ব্যূহিত ঘোরতর ভয়ানক সৈন্য বিদীর্ণ, নিহত ও নিপীড়িত করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে। ভীমসেন তাদৃশ বজ্রকল্প মকর ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ানক শর সমূহ দ্বারা আমাকে নিগৃহীত করিয়াছে। তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয় মূর্চ্ছিত হইয়াছি, অদ্যাপি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনকার প্রসাদে পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া জয় লাভ করিতে মানস করিতেছি। শস্ত্রধারি-বরিষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা গঙ্গাপুত্র দুর্য্যোধনের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে দুঃখিত বোধ করিয়া অবিচলিত চিত্তে হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজপুত্র! আমি পরম যত্ন সহকারে সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবদিগের সেনা আলোড়ন করিয়া তোমারে বিজয় ও সুখ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তোমার নিমিত্তে আমি আপনার ক্ষমতা অপ্রকাশিত রাখি না। কিন্তু যাহারা পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়াছে, তাহারাও বহুসংখ্য, মহারথ, ভয়ানক যোদ্ধা, যশস্বী, অস্ত্রকুশল ও শূরতম; তাহারা যেন সমরে ক্রোধ বিষ বমন করিতে থাকে এবং সমরে শ্রান্ত হয় না। বিশেষত তাহারা বল বীর্য্যে উন্নত এবং তুমি তাহাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণও করিয়াছ, সুতরাং তাহারা সহসা পরাজিত হইবার নহে। সে যাহা হউক, আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। হে মহানুভাব! আজি আমি তোমার নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেও উৎসাহ করিতেছি। আমি তোমার নিমিত্ত, তোমার শত্রুগণের কথা কি, দেব ও দানব গণের সহিত সমুদায় লোকও দগ্ধ করিতে পারি। আজি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার প্রিয়াচরণ করিব। দুর্য্যোধন পিতামহের এই কথা শুনিয়া শান্তচিত্ত ও পরম প্রীত হইলেন। তদনন্তর হৃষ্ট চিত্তে সমুদায় সৈন্য ও রাজাদিগকে কহিলেন, তোমরা যুদ্ধে গমন কর। সৈন্যগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত ও ত্বরাবান্ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি সংযুক্ত, নানাবিধ শস্ত্রবন্ত, মহৎ সৈন্য দল হর্ষযুক্ত ও সমর ভূমিতে অবস্থিত হইয়া বিরাজমান হইল। তাহাদিগের সৈন্য মধ্যে সমূহ সমূহ যোধগণ কর্ত্তৃক নিয়মিত দন্তীগণ অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং যুদ্ধ বিশারদ অস্ত্র শস্ত্রজ্ঞ রাজগণ সৈন্য মধ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিধিবৎ ব্যবস্থিত রথ পদাতি গজ বাজির গমনে তরুণ সূর্য্যবর্ণ রজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া সূর্য্য রশ্মি আচ্ছাদিত করিয়া প্রতিভাত হইল। যে প্রকার আকাশে মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ শোভমান হয়, তদ্রূপ রথ ও হস্তীতে অবস্থিত

নানাবর্ণ পতাকা সকল পবনেরিত ও চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ হইয়া প্রতিভা বিশিষ্ট হইল। যেপ্রকার সত্যযুগে দেবাসুর কর্ত্তৃক মথ্যমান সমুদ্রের শব্দ হইয়াছিল, সেই প্রকার রাজগণের ধনুর্ব্বিস্ফারণের অতি ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। আপনকার আত্মজদিগের রিপু-সৈন্য-বিনাশক সমুদীর্ণ-বর্ণ উগ্র-নাদ বিশিষ্ট বহু-বর্ণরূপ-সমন্বিত সৈন্য সকল তখন যুগান্ত কালীন মেঘ সমূহের তুল্য হইল

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারতপ্রবর! গঙ্গাপুত্র আপনকার আত্মজকে চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার হর্ষজনক এই বাক্য কহিলেন, দ্রোণ, শল্য, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সৌবল, অবন্তি-দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সমস্ত বাহ্লীকগণের সহিত বাহ্লীকরাজ, বলী ত্রিগর্ত্তরাজ, সুদুর্জ্জয় মগধরাজ, কোশলাধিপতি বৃহদ্‌বল, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শোভমান বহু সহস্র মহাধ্বজ রথী, দেশজ হয়ারোহী, প্রভিন্ন করটামুখ মদোদ্ধত গজেন্দ্র-যোদ্ধা সকল, নানাদেশীয় নানা শস্ত্র বিশারদ শূর পদাতিগণ এবং আমি, আমরা সকলে তোমার নিমিত্তে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছি, এবং অন্যান্য অনেকে তোমার নিমিত্তে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়াছে, আমারি মতে ইহারা রণে দেবগণকেও জয় করিতে সমর্থ। কিন্তু তোমাকে নিতান্ত হিতকর এই কথা আমার বক্তব্য যে মহেন্দ্র তুল্য বিক্রমশীল কৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবদিগকে দেবগণের সহিত ইন্দ্রও জয় করিতে সমর্থ নহেন। সে যাহা হউক, আমি সর্ব্ব প্রকারে তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব; হয় আমি পাণ্ডবদিগকে জয় করিব, না হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে। শান্তনু-পুত্র আপনকার পুত্রকে এই কথা বলিয়া বীর্য্য সম্পন্ন উত্তম বিশল্যকরণী ঔষধ তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি সেই ঔষধ সেবন করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্রক্ষত জন্য ব্যথা হইতে বিমুক্ত হইলেন।

হে ভারত প্রধান! প্রভাতে ব্যূহবিশারদ বীর্য্যবান্ বীর ভীষ্ম স্বয়ং প্রধান প্রধান যোধগণে পরিপূর্ণ, নানা শস্ত্র সমাকুল, প্রাস ও তোমরধারী বৃহৎ বৃহৎ সাদী, দন্তী, পদাতি ও সহস্র সহস্র রথী গণে চতুর্দ্দিকে পরিবারিত স্বকীয় সৈন্য দ্বারা মণ্ডল ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। প্রতি নাগের নিকট সাত সাত রথী, প্রত্যেক রথীর নিকট সাত সাত সাদী, প্রত্যেক সাদীর নিকট সাত সাত চর্ম্মী এবং প্রত্যেক চর্ম্মীর নিকট সাত সাত ধানুষ্ক অবস্থিত হইল। মহারাজ! এই রূপে মহারথ গণের সহিত ভীষ্ম, মহৎ যুদ্ধার্থ আপনকার সৈন্য ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র সাদী, দশ সহস্র গজারোহী, দশ সহস্র রথী এবং আপনকার চিত্রসেনাদি শূর পুত্র গণ বর্ম্মিত হইয়া পিতামহকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বীরগণ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল মহাবল বদ্ধ-সন্নাহ বীর রাজগণও ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্রীজুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত ও রথস্থ হইয়া স্বর্গস্থ দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর বিপুল রথ নির্ঘোষ, বাদিত্রধ্বনি ও আপনকার পুত্রদিগের সিংহনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। শত্রুঘাতীদিগের দুর্ভেদ্য ভীষ্ম-রচিত অতি মহান্ সেই মণ্ডল ব্যূহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! শত্রু-দুরাসদ সেই মণ্ডল ব্যূহ গমন কালে সর্ব্বতোভাবে শোভা বিস্তার করিল।

স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির বিপক্ষদিগের পরম নিদারুণ মণ্ডল ব্যূহ দেখিয়া বজ্র-ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে রথী ও সাদীগণ সেই বজ্রানীকের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেনা-সমবেত প্রহার-পটু উভয় পক্ষ শূরগণ পরস্পর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরের ব্যূহ ভেদ করিবার মানসে গমন করিতে লাগিল। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ বিরাটের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি, স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি, নকুল ও সহদেব

মদ্ররাজের প্রতি, অবন্তিদেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ যুধামন্যুর প্রতি, অন্যান্য রাজা ধনঞ্জয়ের প্রতি, ভীমসেন সংযত হইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি এবং অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ আপনকার এই তিন পুত্রের প্রতি যুদ্ধার্থ অভিদ্রুত হইলেন। হিড়িম্বানন্দন রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচ, যে প্রকার এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীর প্রতি অভিদ্রুত হয়, তদ্রূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সসৈন্য সাত্যকির অভিমুখে ধাবিত হইল। ভূরিশ্রবা সযত্ন হইয়া ধৃষ্টকেতুর সমীপে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সমীপে এবং চেকিতান কৃপাচার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধার্থ ধাবন করিলেন। অবশিষ্ট যোধগণ মহারথ ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর সহস্র সহস্র রাজা শক্তি, তোমর, নারাচ ও গদা হস্তে লইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! ঐ দেখ, ব্যূহ রচনাভিজ্ঞ মহাত্মা গাঙ্গেয় ধৃতরাষ্ট্রীয় সৈন্যের ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। শৌর্য্য সম্পন্ন রাজগণ বর্ম্মিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন; ত্রিগর্ত্তাধিপতি ভ্রাতাদিগের সহিত সমবেত হইয়া আমার সহিত সংগ্রামাভিলাষে অবস্থিত হইয়াছেন। হে জনার্দ্দন! এই রণভূমিতে আমার সহিত যুদ্ধকাম হইয়া যাঁহারা আগমন করিয়াছেন, আজি তোমার সাক্ষাতে আমি তাঁহাদিগকে সংহার করিব। কুন্তীনন্দন এই কথা বলিয়া ধনুকের জ্যা অবমার্জ্জন পূর্ব্বক সেই সকল রাজাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার বর্ষাকালে মেঘ সকল বারিধারা দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তাহার ন্যায় সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর রাজগণও তাঁহাকে শর বর্ষণে পরিপূর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুনকে শরাচ্ছাদিত দেখিয়া আপনকার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ গণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে তথাবিধ শরাচ্ছন্ন দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ঐন্দ্র অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি শত্রু নিক্ষিপ্ত তাদৃশ শর বর্ষণও শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং অশ্ব, হস্তী, সহস্র সহস্র রাজা এবং অন্যান্য যোদ্ধা দিগের প্রত্যেককে দুই তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ধনঞ্জয় শরে আহত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সকাশে গমন করিলেন। তখন অগাধ জল-নিমগ্ন মনুষ্যগণের পরিত্রাণ কর্ত্তার ন্যায় ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন। মহারাজ! যে প্রকার প্রবল পবনগতিতে মহাসাগর ক্ষুব্ধ হয়, তদ্রূপ আপনকার পক্ষ সেই সকল সৈন্য ভগ্ন হইয়া ভবৎপক্ষ ভীষ্ম সৈন্য মধ্যে আপতিত হওয়াতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল।

অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে সুশর্ম্মা যুদ্ধে নিবৃত্ত, বীরগণ মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন, আপনকার সাগর প্রতিম বল ক্ষুব্ধ এবং ভীষ্ম অর্জ্জুনের অভিমুখে প্রত্যুদ্যাত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম দেখিয়া ত্বরা সহকারে সেই রাজগণের সকাশে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে সমুদায় সৈন্য মধ্যে সকলকে হর্ষিত করত মহাবল সুশর্ম্মাকে কহিলেন, এই কুরু প্রধান শান্তনুপুত্র ভীষ্ম আপনার জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছেন। তোমরা সকলে সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ বীর গণের সহিত যুদ্ধার্থ গমনকারী পিতামহকে সম্যক্ প্রকারে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর। নরেন্দ্র গণের সৈন্য সকল যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইল। যুদ্ধে প্রয়াত শান্তনব ভীষ্ম, সহসা অর্জ্জুনকে মহাশ্বেতাশ্বযুক্ত ভীষণ বানরধ্বজ শোভিত মহা মেঘ গম্ভীর সদৃশ শব্দায়মান প্রদীপ্ত রথে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। কিরীটধারী অর্জ্জুনকে

তাদৃশ ভাবে সমাগত দেখিয়া সমুদায় সৈন্য, ভয়ে তুমুল শব্দ করিতে লাগিল, মধ্যাহ্ন কালের দ্বিতীয় সূর্য্য তুল্য অশ্ব রশ্মিধারী কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। এবং পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও শ্বেত কার্ম্মুকধারী শ্বেতাশ্ব যুক্ত রথারোহী ভীষ্মকে উদিত শ্বেত গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহাসত্ত্ব যোদ্ধা, আপনকার পুত্রগণ ও অন্যান্য মহারথগণে পরিবৃত ছিলেন।

এ দিকে ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ শর দ্বারা মৎস্যরাজ বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক এক শরে তাঁহার শরাসন ও রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহিনী-পতি বিরাট ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া বেগ-পূর্ব্বক অন্য এক দৃঢ় ভারসহ ধনুক ও পন্নগ সদৃশ প্রজ্বলিত আশীবিষাকার কতক গুলি শর গ্রহণ পূর্ব্বক তিন শরে দ্রোণকে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, এক শরে তাঁহার রথ ধ্বজ, পঞ্চ শরে তাঁহার সারথি ও এক শরে তাঁহার শরাসন বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দ্বিজবর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব অষ্ট শরে বিরাটের অশ্ব সকল ও এক শরে তাঁহার সারথিকে সংহার করিলেন। রথিপ্রধান বিরাটের সারথি হত হইলে তিনি সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রের রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা পিতা পুত্রে এক রথস্থ হইয়া বল পূর্ব্বক প্রচুর শর বর্ষণে ভারদ্বাজকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তৎ পরে দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষোপম এক শর বিরাট-পুত্র শঙ্খের প্রতি শীঘ্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণ শঙ্খের হৃদয় ভেদ করিয়া শোণিত পান পূর্ব্বক লোহিতাত্র হইয়া ধরণীগত হইল। শঙ্খ, পিতার নিকটেই ভারদ্বাজের শরে নিহত হইয়া আশু ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে নিপতিত হইলেন। বিরাট নৃপতি স্ব পুত্র শঙ্খকে নিহত দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত ব্যাদিত-মুখ যম তুল্য দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য সত্বর হইয়া পাণ্ডব পক্ষ শত শত সহস্র সহস্র সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন

মহারাজ! শিখণ্ডী রণে অশ্বত্থামার সমীপে গমন পূর্ব্বক আশুগ তিন নারাচে তাঁহার ভ্রূ দ্বয়ের মধ্য স্থল বিদ্ধ করিলেন। নরশার্দ্দূল অশ্বত্থামা ললাট-বিদ্ধ সেই তিন নারাচ দ্বারা কাঞ্চনময় উচ্ছ্রিত শিখর ত্রয় বিশিষ্ট মেরু গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎ পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ, অশ্ব চতুষ্টয় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন রথি প্রবর শিখণ্ডী, ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত বিমল খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! খড়্গধারী শিখণ্ডীর রণ স্থলে বিচরণ সময়ে কেহ তাঁহার রন্ধ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। দ্রোণ-পুত্র অতি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিপ্রধান শিখণ্ডীও সেই সুদারুণ শর বর্ষণ তীক্ষ্ণ খড়্গধারে ছেদন করিতে লাগিলেন। তৎ পরে দ্রোণ-পুত্র বহু বাণে তাঁহার অতি নির্ম্মল মনোরম শত চন্দ্র শোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী, অশ্বত্থামার শায়ক সমূহে খণ্ডিত সেই অসির যে ভাগ তাঁহার হস্ত-ধৃত ছিল, তাহা ঘূর্ণায়মান করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি জ্বলন্ত সর্প নিক্ষেপের ন্যায় আশু নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা বজ্র সদৃশ প্রভা যুক্ত সেই খণ্ডিত অসি সহসা আপতিত হইতেছে দেখিয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকেও লৌহময় বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী শাণিত শরে তাড্যমান হইয়া মধু-বংশ-বর্দ্ধন মহাত্মা সাত্যকির রথে সত্বর আরোহণ করিলেন।

হে ভারত! বলশীলাগ্রগণ্য সাত্যকি সংক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুর রাক্ষস অলম্বুষকে শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন।

রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া বাণ সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল, পরে রাক্ষসী মায়া সৃষ্টি করিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই যুদ্ধে শিনি-পৌত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি শাণিত বহু শরে সমাহত হইয়াও অস্থির হইলেন না, প্রত্যুত অর্জ্জুনের নিকট হইতে যে ঐন্দ্র অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরাসনে যোজনা করিলেন। ঐ ঐন্দ্রাস্ত্র রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া, বর্ষাকালীন মেঘ যেমন বারিধারা দ্বারা ধরাধর সমাকীর্ণ করে, তাহার ন্যায় শর বর্ষণে অলম্বুষকে সর্ব্ব প্রকারে সমাকীর্ণ করিলেন। সেই রাক্ষস যশস্বী মাধব কর্ত্তৃক এই রূপে পীড়িত হইয়া ভয় প্রযুক্ত রণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সত্যবিক্রম সাত্যকি সংগ্রামে ইন্দ্রেরও অজেয় সেই রাক্ষস প্রধানকে আপনকার পক্ষ যোধগণের সাক্ষাতে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, এবং আপনকার পক্ষ যোধগণকে সুশাণিত বহু বাণে নিহত করিতে লাগিলেন; তাহারা ভয়ার্দ্দিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে দ্রুপদ-পুত্র বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনকার পুত্র জনাধিপতি দুর্য্যোধনকে নতপর্ব্ব বাণ সমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণ সমূহে আচ্ছাদ্যমান হইয়াও ব্যথিত না হইয়া নবতি সংখ্য শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধনুক ছেদন পূর্ব্বক অতি শীঘ্র চারি অশ্ব নিহত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে সুশাণিত সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া পদব্রজে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ধাবমান হইলে, রাজহিতৈষী মহাবল শকুনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিলেন। বীর-শত্রুহন্তা পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাকে এই রূপে পরাজয় করিয়া, বজ্রপাণি ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অসুর হননের ন্যায়, আপনকার সৈন্য হননে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে মহামেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় শরাচ্ছাদিত করিলেন। শত্রুতাপন ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার উপর বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রকোবিদ অতিরথ কৃতবর্ম্মা ভীমের শর সমূহে হন্যমান হইয়াও কম্পিত না হইয়া ভীমের উপর শাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন তাঁহার চারি অশ্ব সংহার করিয়া সারথিকে বিনাশ পূর্ব্বক সুপরিষ্কৃত রথ ধ্বজ নিপাতিত করিলেন, এবং তাঁহাকে বহুবিধ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শর বেধে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া শজারুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেন, অনন্তর সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে আপনকার শ্যালক বৃষকের রথে আপনকার পুত্রের সাক্ষাতেই আরোহণ করিলেন। ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার সৈন্যের উপর ধাবমান হইয়া দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের বহুল বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ তোমার মুখে শুনিলাম; তুমি আমাদিগের পক্ষের কাহাকেও হৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিতেছ না; সর্ব্বদাই পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে হৃষ্ট ও অভগ্ন বলিয়া প্রশংসা ও আমাদিগের পক্ষীয় যোধগণকে হত-তেজা, বিমনা ও হীয়মান কীর্ত্তন করিতেছ, ইহার কারণ দৈবই বলিতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের সমুদায় যোধগণই পুরুষ প্রধান, তাঁহারা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যথা সাধ্য পরম পৌরুষ প্রদর্শন

করিয়া থাকেন, কিন্তু যে প্রকার সুরনদী-গঙ্গার সুস্বাদু জল সমুদ্রের সংসর্গে লবণাক্ত হয়, সেই প্রকার আপনকার পক্ষীয় মহাত্মাদিগের পৌরুষ বীর পাণ্ডবদিগের সকাশে নিষ্ফল হইয়া যায়। আপনকার পক্ষ যোধগণ যথা শক্তি চেষ্টমান হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। হে মহারাজ! আপনকার ও আপনকার পুত্রের দোষেই যমরাজ্য-বর্দ্ধন এই ঘোরতর অতি মহান্ লোক-ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; ইহা আপনকার আত্মকৃত দোষে সমুৎপন্ন হওয়াতে এ জন্য শোক করা আপনকার উচিত নহে। ক্ষত্রিয়গণ সমুদায় অর্থ ও জীবন রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া স্বর্গ পরায়ণ হইয়া যুদ্ধ দ্বারা পুণ্য লোক গমনের মানসে সৈন্যালোড়ন করত নিত্য নিত্য যুদ্ধ করিতেছেন।

হে মহারাজ! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নে দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ জন-ক্ষয় জনক যে যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা আপনি এক চিত্ত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন। রণ-দুঃসহ মহাধন্বী মহাদ্যুতি অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা ইরাবান্‌কে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন, তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ইরাবান্ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব সুশাণিত শর সকল দ্বারা দেব-রূপী উক্ত দুই ভ্রাতাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বিচিত্র যোদ্ধা দুই ভ্রাতাও তাঁহাকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শত্রু নাশ নিমিত্ত পরস্পর কৃত প্রতীকারাভিলাষে যুদ্ধে যে রূপ যত্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারো কাহা অপেক্ষা বিশেষ দৃষ্ট হইল না। ইরাবান্ চারি বাণে অনুবিন্দের চারি অশ্ব যম ভবনে প্রেরণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই শরে তাঁহার ধনুক ও রথকেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর অনুবিন্দ স্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভারসহ এক উত্তম দৃঢ় ধনুক লইলেন। তখন বলিপ্রবর অবন্তিরাজেরা দুই ভ্রাতা এক রথে অবস্থিত হইয়া মহাত্মা ইরাবানের প্রতি শীঘ্র শীঘ্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত কণক-ভূষিত মহাবেগশীল বাণ সকল সূর্য্য পথে গিয়া অম্বর মণ্ডল আচ্ছাদন করিতে লাগিল। ইরাবান্‌ও ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই মহারথ দুই ভ্রাতার উপর শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি গত প্রাণ হইয়া নিপতিত হইলে অশ্ব সকল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রথ লইয়া চতুর্দ্দিগে প্রদ্রুত হইল। নাগরাজ-দৌহিত্র মহারাজ ইরাবান্ অবন্তিরাজ দ্বয়কে এই রূপে পরাজিত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করত সত্বর হইয়া আপনকার সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনকার পক্ষীয় সৈন্য বধ্যমান হইয়া, মনুষ্য যেমন বিষ পান করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয়, সেই রূপ চতুর্দ্দিকে বিবিধ বেগ পূর্ব্বক উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সূর্য্যবর্ণ ও ধ্বজ শোভিত রথে সমারূঢ় হইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইল। যেপ্রকার পূর্ব্ব কালে বজ্রধারী ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে ঐরাবতে অবস্থিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজে আরোহণ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদর্শী সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ ঘটোৎকচের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধে কাহারো কাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র বিশেষ দেখিতে পাইলেন না। যেপ্রকার দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব পক্ষগণকে ত্রাসিত করিয়া বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষগণ সকল দিগে বিদ্রাবিত হইয়া স্বীয় অনীক মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাইল না, আমরা কেবল মাত্র ঘটোৎকচকে দেখিতে পাইলাম, অবশিষ্ট মহারথেরা বিমনা হইয়া পলায়ন করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্নিবৃত্ত হইলে সৈন্য মধ্যে মহান্

কোলাহল হইল। তদনন্তর ঘটোৎকচ, মেঘ কর্ত্তৃক মেরু পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে ভগদত্তকে সমাচ্ছন্ন করিল। রাজা ভগদত্ত রাক্ষস ঘটোৎকচের চাপ বিমুক্ত বাণ সকল ছেদন করিয়া সমস্ত মর্ম্ম স্থল বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার পর্ব্বত ভিদ্যমান হইয়াও বিচলিত হয় না, সেই রূপ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ নতপর্ব্ব বহু শরে তাড্যমান হইয়াও ব্যথিত হইল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলে, রাক্ষস ঘটোৎকচ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল। সেই মহাবাহু সুশাণিত শর সকল-দ্বারা সেই তোমর সকল ছেদন করিয়া কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিল। পরে ভগদত্ত হাসিতে হাসিতে শর দ্বারা তাহার চারি অশ্ব নিপাতিত করিলেন। সে, হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া ভগদত্তের হস্তীর উপর এক শক্তি বেগ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ সেই বেগবিশিষ্ট সুবর্ণ দণ্ড শোভিত শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সেই শক্তি বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হিড়িম্বা-তনয়, নিক্ষিপ্ত শক্তি বিফল দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত, পূর্ব্ব কালীন ইন্দ্রের যুদ্ধে দৈত্যসত্তম নমুচির ন্যায় পলায়ন করিল। ভগদত্তের হস্তী, যম ও বরুণ কর্ত্তৃকও অজেয় খ্যাত-পৌরুষ বিক্রমশীল শত্রু ঘটোৎকচকে পরাজয় করিয়া, যে প্রকার বনহস্তী পদ্মবন মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করে, তাহার ন্যায় পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

এ দিকে মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় নকুল সহদেবের সহিত যুদ্ধে সংগত হইয়া তাঁহাদিগকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব মাতুল মদ্ররাজকে সমর-সংগত দেখিয়া মেঘ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাকে শর সমূহে সমাবৃত করিলেন। মদ্ররাজ ভাগিনেয়দিগের শরে আচ্ছাদিত হইয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন এবং নকুল সহদেবেরও মাতৃসম্বন্ধ নিবন্ধন অতুল প্রীতি জন্মিল। পরে মহারথ শল্য হাস্য বদনে নকুলের চারি অশ্বকে চারি উত্তম বাণে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহারথ নকুল হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। উভয় ভ্রাতা এক রথে অবস্থিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দৃঢ় ধনুর্ব্বিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্ষণ কাল মধ্যে শর দ্বারা মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। নরব্যাঘ্র শল্য ভাগিনেয় দ্বয়ের নত পর্ব্ব বহু শরে সমাবৃত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া হাসিতে হাসিতে সেই শর বর্ষণ নিবারিত করিলেন। তদনন্তর সহদেব ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক বীর্য্যবান্ শর গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্ররাজের প্রতি অভিসন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শর গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া মদ্ররাজকে ভেদ করিয়া মহীতলে নিপতিত হইল। মহারথ মদ্ররাজ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ন ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক পীড়িত, সংজ্ঞাশূন্য ও নিপতিত দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। তখন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলে মদ্রেশ্বরের রথকে রণ পরাঙ্মুখ দেখিয়া ইনি আর নাই ভাবিয়া বিমনা হইল। মহারথ মাদ্রীনন্দন দ্বয় মাতুলকে রণে পরাজয় করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে শঙ্খ বাদন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! যে প্রকার ইন্দ্র ও উপেন্দ্র দুই দেবতা দৈত্য সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নকুল সহদেব দুই ভ্রাতা হৃষ্ট হইয়া আপনকার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০॥

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সেই মধ্যাহ্ন কালে সংগ্রামে শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অশ্ব চালিত করিলেন, অনন্তর নত পর্ব্ব তীক্ষ্ণ

নয় বাণ নিক্ষেপ করিয়া অরিন্দম শ্রুতায়ুকে হনন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মপুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া তাঁহার প্রতি সপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল বাণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কবচ ভেদ করিয়া দেহ মধ্য হইতে যেন প্রাণ নিঃসারিত করত শোণিত পান করিতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব, মহাত্মা মহীপাল শ্রুতায়ুর বাণে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ বাণে রাজা শ্রুতায়ুর হৃদয় প্রদেশ বিদ্ধ এবং এক ভল্ল দ্বারা সেই মহাত্মার ধ্বজ রথ হইতে শীঘ্র ভূতলে পাতিত করিলেন। রাজা শ্রুতায়ু স্বীয় রথ-ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া সপ্ত সঙ্খ্য তীক্ষ্ণ বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, যে প্রকার যুগান্ত কালে হুতাশন ভূত সকল দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ধর্ম্মপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্যথিত এবং জগৎ ব্যাকুল হইল। তখন সমস্ত প্রাণী মনে করিল যে অদ্য এই রাজা ধর্ম্ম-পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিবেন। ঋষি ও দেবগণ লোক-শান্তির নিমিত্তে মহৎ কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৃক্ক লেহন করত প্রলয় কালের সূর্য্য সন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আপনকার পক্ষ সৈন্য সমুদায় স্ব স্ব জীবনে নিরাশ হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ ধৈর্য্য দ্বারা সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শ্রুতায়ুর মহৎ ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে কার্ম্মুক-হীন করিয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে নারাচ বিদ্ধ করিলেন, এবং সত্বর হইয়া তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। তখন শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের পৌরুষ দেখিয়া হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। সেই মহা ধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য রণ পরাঙ্মুখ হইল। হে মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই মহৎ কার্য্য করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আপনকার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন।

বৃষ্ণিবংশীয় চেকিতান রথিপ্রধান কৃপাচার্য্যকে সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে শরাচ্ছাদিত করিলেন। কৃপাচার্য্য ক্ষিপ্র-হস্ত হইয়া সেই সকল বাণ নিবারণ করিয়া শর সমূহ দ্বারা রণতৎপর চেকিতানকে বিদ্ধ করিলেন, পরে এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক ছিন্ন ও অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন; তৎপরেই তাঁহার অশ্ব সংহার করিয়া পার্ষ্ণি রক্ষকের দুই সারথিকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন চেকিতান রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া গদা গ্রহণ করিলেন। পরে সেই বীর-ঘাতিনী গদা দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন। অশ্বত্থামা ভূমিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার উপর ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল শর সাত্বত চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। যে প্রকার দেবরাজ বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার বধ মানসে পুনর্ব্বার সেই গদা তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিলেন। গৌতম-নন্দন কৃপাচার্য্য প্রস্তরগর্ব্ভা সেই বিপুলা মহাগদা আপতন্তী দেখিয়া তাহা বহু সহস্র শরে নিবারণ করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর চেকিতান কোষ হইতে খড়্গ বহিষ্কৃত করিয়া অতি লাঘব অবলম্বন পূর্ব্বক কৃপের নিকট ধাবমান হইলেন। কৃপও সুসংযত হইয়া ধনুক পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ পূর্ব্বক চেকিতানের অভিমুখে বেগে অভিদ্রুত হইলেন। বলসম্পন্ন ও খড়্গ ধারী উভয়ে অতি তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রাণির নিষেবিত-ধরণীতলে অবস্থিত পুরুষ-প্রবর সেই দুই জনই খড়্গবেগে অভিহত, ব্যায়ামে বিমোহিত ও মূর্চ্ছা দ্বারা বিকলাঙ্গ হইলেন। তদনন্তর করকর্ষ নামে এক ব্যক্তি সমর

দুর্ম্মদ চেকিতানের সুহৃৎ, তাঁহাকে তথাবিধ দেখিয়া সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত বেগ সহকারে ধাবিত হইয়া আগমন পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে রথে আরোপিত করিলেন। সেই প্রকার আপনকার শ্যালক শৌর্য্য-সম্পন্ন শকুনিও রথি প্রধান কৃপাচার্য্যকে সত্বর রথে আরোপিত করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! মহাবলশালী ধৃষ্টকেতু রণে ক্রুদ্ধ হইয়া সোমদত্ত-পুত্রের বক্ষঃস্থলে নবতি শর বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার দিবাকর মধ্যাহ্ন কালে রশ্মি জালে শোভিত হন, সেই প্রকার সোমদত্ত-পুত্র বক্ষঃস্থল-বিদ্ধ সেই সমস্ত বাণে অতি শোভিত হইলেন। সোমদত্ত-নন্দন মহারথ ভূরিশ্রবাও উত্তম উত্তম বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধৃষ্টকেতুর সারথি ও অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রথ বিহীন করিলেন; পরে তাঁহাকে হতাশ্ব ও হত সারথি সুতরাং রথ বিহীন দেখিয়া মহৎ শর বর্ষণে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহামনা ধৃষ্টকেতু সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে আরোহণ করিলেন।

হে নরপাল! চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ, সুবর্ণ বর্ম্মধারী রথী আপনকার এই তিন পুত্র সুভদ্রা-পুত্রের প্রতি যুদ্ধাসক্ত হইলেন। যে প্রকার বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনের সহিত শরীরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপ অভিমন্যুর সহিত তাঁহাদিগের তিন জনের ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মহা সংগ্রামে আপনকার সেই পুত্র ত্রয়কে রথ হীন করিয়া, নরব্যাঘ্র অভিমন্যুর ভীমসেন কৃত প্রতিজ্ঞা বাক্য স্মরণ হইল, এ জন্য আর তিনি তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন না। তদনন্তর শ্বেতবাহন অর্জ্জুন গজারোহী, হয়ারোহী ও রথারোহী রাজগণে পরিবৃত দেবগণেরও দুর্জ্জেয় ভীষ্মকে আপনকার পুত্রদিগকে এক মাত্র বালক মহারথ অভিমন্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বর গমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে এই কথা কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থলে ঐ বহুল রথী রহিয়াছে, ঐ স্থানে অশ্বদিগকে চালনা কর; উহারা বহু সংখ্য, শূর, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ দুর্ম্মদ; উহারা যাহাতে আমাদিগের সেনা বিনাশ করিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া অশ্ব চালনা কর। অমিত-বিক্রম অর্জ্জুন বাসুদেবকে এইরূপ কহিলে, তিনি শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথ সেই দিকে চালিত করিলেন। অর্জ্জুন যে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার সেনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনকার সৈন্য মধ্যে মহান্ কোলাহল হইল। কুন্তীনন্দন ভীষ্ম-রক্ষক সেই সকল রাজগণের নিকট গমন করিয়া সুশর্ম্মাকে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে এক জন প্রধান এবং আমাদিগের পূর্ব্ব বৈরী; তোমাকে আমি বিশেষ রূপে জানি; তোমার সেই অনীতির সুদারুণ ফল আজি তুমি অনুভাব করিবে; আজি আমি তোমাকে তোমার মৃত পিতামহ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করাইব। রথীগণের নায়ক সুশর্ম্মা শত্রুঘাতী বীভৎসুর ঐরূপ পরুষ বাক্য শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। তিনি আপনকার পুত্রগণ ও বহুমহীপালে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমন পূর্ব্বক, মেঘ যেমন দিবাকরকে সমাচ্ছাদিত করে, সেইরূপ, তাঁহাকে অগ্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে, সর্ব্ব দিকেই পরিবেষ্টন করিয়া শর সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। পরে উভয় পক্ষের ঘোরতর রুধির-প্লাবন সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

একাশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! রাজগণ শর সমূহ দ্বারা বলবান্ ধনঞ্জয়কে পীড়ন করিলে তিনি পদাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাণে বাণে সেই সকল মহারথী দিগের ধনুক সকল সহসা ছেদন করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল বীর্য্যবান্ রাজাদিগের ধনুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে নিঃশেষ করিবার মানসে এককালে

বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রপুত্র সেই মহারথ দিগকে এইরূপে প্রহার করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো গাত্র ক্ষত বিক্ষত ও রুধির-ক্লিন্ন এবং বর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গেল। কাহারো কাহারো মস্তক ছিন্ন হইয়া পাতিত হইল। কেহ কেহ পার্থ বলে অভিভূত, মৃত ও বিচিত্র-রূপ হইয়া বিনষ্ট হইলেন। তাঁহারা এক কালেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। সেই রাজপুত্রদিগকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষক দ্বাত্রিংশৎ যোদ্ধা ও ত্রিগর্ত্তরাজ রথারোহণে পার্থের অভিমুখে আপতিত হইলেন। যে প্রকার জলধর বৃন্দ পর্ব্বতোপরি জলরাশি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা পার্থকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাশব্দান্বিত শরাসন বিস্ফারণ করিয়া পার্থের উপর বাণ সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের শরজালে সংপীড্যমান ও জাতক্রোধ হইয়া সেই পৃষ্ঠ রক্ষকদিগকে তৈলধৌত ষষ্টি শরে নিহত করিলেন। তিনি ষষ্টি সংখ্য রথীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রীত মনে রাজগণের সৈন্য বিনাশ করত ভীষ্ম বধের মিমিত্ত সত্বর হইলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ বন্ধুবর্গকে মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া পূর্ব্ব পরাজিত সেই সকল রথী নরাধিপতিকে অগ্রে করিয়া ত্বরা সহকারে অর্জ্জুন বধের নিমিত্ত গমন করিলেন। শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ অস্ত্রজ্ঞ প্রবর অর্জ্জুনকে ত্রিগর্ত্তরাজ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার রথ রক্ষা করিবার অভিলাষে শানিত অস্ত্র হস্তে প্রত্যুদ্গত হইলেন। ভীষ্ম সমীপে গমনেচ্ছু মহাধনুষ্মান্ অনন্তবীর্য্য সম্পন্ন মহাতেজা ভীষণ বলবান্ মনস্বী অর্জ্জুন, ত্রিগর্ত্তরাজের সহিত সেই নরবীর দিগকে তাঁহার প্রতি আপতিত দেখিয়া গাণ্ডীব বিমুক্ত সুশানিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গমন করিলেন; পরে রাজা দুর্য্যোধন ও সিন্ধুপতি জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজগণকে নিবারয়িষ্ণু দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিতও মুহূর্ত্ত মাত্র যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভীষ্মের নিকট প্রয়াণ করিলেন।

অনন্ত কীর্ত্তিমান্ উগ্রবল সম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির জাতক্রোধ ও ত্বরাবান্ হইয়া যুদ্ধে আপনার ভাগ প্রাপ্ত মদ্রাধিপতি শল্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে শান্তনু-পুত্র ভীষ্মের নিকট সংগ্রাম নিমিত্ত গমন করিলেন। বিচিত্র যোদ্ধা মহাত্মা গঙ্গাপুত্র সমাগত সেই সমস্ত মহারথাগ্রগণ্য পাণ্ডুপুত্র কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। উগ্রবলশালী মনস্বী সত্যসন্ধ রাজা জয়দ্রথ বিপুল ধনুক ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে সেই মহারথ দিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক সহসা তাঁহাদিগের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা দুর্য্যোধন জাতক্রোধ ও ক্রোধ বিষে পরিপূর্ণ হইয়া যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে অনল-সঙ্কাশ শর নিকরে হনন করিতে লাগিলেন। হে বিভো! যে প্রকার দৈত্যগণ মিলিত হইয়া দেবগণকে শরবিদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর ধনুক ছিন্ন ও তাঁহাকে পলায়মান দেখিয়া জাতক্রোধ হইয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে মহাবীর দ্রুপদনন্দন! তুমি তোমার পিতার সাক্ষাতে আমাকে এই কথা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে "আমি সত্য বলিতেছি, সূর্য্যবর্ণ বিমল শর সমূহ দ্বারা মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিব" এক্ষণে তাঁহাকে যুদ্ধে বিনাশ না করাতে তোমার ঐ প্রতিজ্ঞা সফল হইতেছে না, অতএব যাহাতে তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয়, এরূপ কর; স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সফলা করিয়া ধর্ম্ম, যশ ও কুল রক্ষা কর। দেখ, ভীষণ বেগশীল ভীষ্ম কালান্তক যমের ন্যায় ক্ষণমাত্রে আমার সমুদয় সৈন্যসংঘ তীক্ষ্ণতেজ শরজাল দ্বারা দগ্ধ করিতেছেন। তুমি রণে ভীষ্ম কর্ত্তৃক

ছিন্ন-চাপ ও পরাজিত হইয়া বন্ধুগণ ও সোদরদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাহারো অপেক্ষা না করিয়া কোথায় যাইতেছ? এইরূপ কার্য্য তোমার উপযুক্ত হইতেছে না। হে দ্রুপদনন্দন! তুমি ভীষ্মকে অপরিমিত বীর্য্যবান্ এবং সৈন্যদিগকে তৎকর্তৃক ভগ্ন ও দ্রবমাণ দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, কেননা তোমার মুখ বর্ণ ম্লান হইয়াছে! কিন্তু ঐ দেখ, ধনঞ্জয় ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। বিশেষত তুমি পৃথিবী বিখ্যাত বীর হইয়া কি জন্য আজি ভীষ্ম হইতে ভয় করিতেছ? হে নরপাল! মহাত্মা শিখণ্ডী ধর্ম্মরাজের ঐরূপ রুক্ষাক্ষর যুক্ত সার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা উপদেশ জ্ঞান করিয়া ভীষ্ম বধে ত্বরাবান্ হইলেন। রাজা শল্য শিখণ্ডীকে ভীষ্মের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া সুদুর্জ্জয় ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুষ্মান্ মহেন্দ্রতুল্য প্রভাব সম্পন্ন শিখণ্ডী, যুগান্তকালীন বহ্নিতুল্য সেই নিক্ষিপ্ত প্রবল অস্ত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন না, প্রত্যুত শর সমূহ দ্বারা সেই প্রদীপ্তাস্ত্র প্রতিবাধিত করত সেই স্থানেই স্থির হইয়া রহিলেন; পরে তাহার প্রতিঘাতক উগ্র বারুণাস্ত্র সন্ধান করিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। পৃথিবীস্থ নরগণ ও নভঃস্থ দেবগণ সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দ্বারা নিবার্য্যমাণ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাত্মা বীর ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অতি বিচিত্র রথ ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরকে ভয়াভিভূত দেখিয়া বৃকোদর ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে পদব্রজে ধাবমান হইলেন! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভীমসেনকে গদাহস্তে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে যমদণ্ড কল্প ভয়ানক সুশানিত নয় শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অতি বেগশীল বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট চিত্ত হইয়া কিছু চিন্তা না করিয়াই সিন্ধুরাজের পারাবত সদৃশ অশ্ব সকল নিহত করিলেন। তৎপরে অনুপম প্রভাব সম্পন্ন সুররাজ সদৃশ আপনকার তনয় চিত্রসেন ভীমসেনকে দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র ও ত্বরমাণ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত রথারোহণে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ভীমসেনও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রত্যুদ্গত হইয়া গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই মোহ জনক তুমুল বিমর্দ্দ সংগ্রামে ভীমের সমুদ্যত যমদণ্ডকল্প উগ্র গদা দেখিয়া সমস্ত কুরুগণ তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায় তথা হইতে অপক্রান্ত হইলেন। কিন্তু চিত্রসেন আপতন্তী সেই মহাগদা দেখিয়া বিমুগ্ধচেতা না হইয়া বিপুল খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, যে প্রকার পর্ব্বতাগ্র হইতে সিংহ লম্ফ প্রদান করত গমন করে, তাহার ন্যায়, রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে গমন করিলেন। ওদিকে সেই নিক্ষিপ্ত গদা চিত্রসেনের অশ্ব ও সারথির সহিত সুচিত্র রথ নিহত করিয়া আকাশচ্যুত প্রজ্জ্বলিত মহোল্কার ন্যায় ভূতল-গত হইল। আপনকার পক্ষ সৈন্যগণ ও অন্যান্য সকলেই মিলিত হইয়া সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে নিনাদ করিয়া উঠিল এবং আপনকার পুত্রের প্রশংসা করিল।

দ্বাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র বিকর্ণ মনস্বী চিত্রসেনকে বিরথী দেখিয়া রথে আরোপিত করিলেন। তাদৃশ সঙ্কুল অতিশয় তুমুল যুদ্ধ সময়ে শান্তনুপুত্র সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদ্রুত হইলে রথী, গজী ও সাদিগণের সহিত সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইতে লাগিল; মনে করিল যুধিষ্ঠির কৃতান্তের আস্য মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন। পরন্তু যমজ দুই ভ্রাতার সহিত যুধিষ্ঠিরও মহাধনুর্দ্ধর নরব্যাঘ্র শান্তনু পুত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। যে প্রকার মেঘ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তিনি ভীষ্মকে

সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করত আচ্ছন্ন করিলেন। গঙ্গাপুত্র যুধিষ্ঠির-নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র শর জাল ভাগ ভাগ করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র শরে ভাগক্রমে অন্তমিত করিলেন। সেই সকল শরজাল আকাশে শলভ বৃন্দের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিল। তিনি অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে ভাগ ভাগ শর জালে যুধিষ্ঠিরকে সমরে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কুরুকুল ভূষণ মহাত্মা ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম তাঁহার চাপ নির্ম্মুক্ত সেই নারাচ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তৎপরে তাঁহার কাঞ্চন ভূষিত অশ্ব সকল সংহার করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা নকুলের রথে আরোহণ করিলেন। তখন শত্রু পুরজয়ী ভীষ্ম অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যমজ নকুল ও সহদেবের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে ভীষ্মবাণে প্রপীড়িত দেখিয়া ভীষ্মের বধ নিমিত্ত পরম চিন্তান্বিত হইলেন; তদনন্তর অনুগত রাজা ও সুহৃদ্ গণকে কহিলেন, 'তোমরা যুদ্ধে ভীষ্মকে নিহত কর'। তৎপরে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের ঐ কথা শুনিয়া বহু সংখ্য রথ দ্বারা কুরু পিতামহকে পরিবেষ্টন করিলেন। আপনার পিতা দেবব্রত চতুর্দ্দিকে রথী সমূহে পরিবৃত হইয়া মহারথীদিগকে নিপাতিত করিতে করিতে শরাসন লইয়া যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা, মহারণ্যে মৃগযূথ মধ্যে প্রবিষ্ট সিংহের ন্যায় তাঁহাকে রণ মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ, তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শায়ক সমূহ দ্বারা শূরদিগকে ত্রাসিত করিতে দেখিয়া, যে প্রকার সিংহকে দেখিয়া মৃগগণ ত্রাসিত হয়, সেই প্রকার ত্রাসান্বিত হইলেন, এবং তৃণ দহনেচ্ছু বায়ুসহায় অগ্নির ন্যায় সেই ভরত সিংহের তেজঃপ্রভাব দর্শন করিলেন। যে রূপ নিপুণ মনুষ্য তালবৃক্ষ হইতে পক্ক তাল ফল পাতিত করে, সেইরূপ তিনি রথীদিগের মস্তক পাতিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল ছিন্ন মস্তক ধরণী তলে পতিত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় তুমুল শব্দ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। সেই অতি তুমুল ভয়ানক যুদ্ধে সমুদায় সৈন্যের অতি অব্যবস্থা হইয়া উঠিল। ব্যূহ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর এক এক জনকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিখণ্ডী ভীষ্মের সমীপে গমন পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া বেগ সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে রণে উপেক্ষা করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সৃঞ্জয়দিগের দিকে গমন করিলেন। সৃঞ্জয়গণও মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত বহুবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন সূর্য্য পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে রথী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধারম্ভ হইল। পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি শক্তি ও তোমর বর্ষণ এবং বহুবিধ শস্ত্র দ্বারা আপনকার পক্ষ সৈন্যদিগকে আহত করিতে লাগিলেন। হে পুরুষর্ষভ! আপনকার পক্ষ মহারথ গণ হন্যমান হইয়াও যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন না; প্রত্যুত যথা উৎসাহ ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনকার মহাবল সৈন্য সকলও মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আপনকার পক্ষ রাজগণের মধ্যে অবন্তি দেশীয় ভূপাল মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ উভয়েই ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্বর তাঁহার অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া শর বর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পাঞ্চাল নন্দন ঝটিতি রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া মহাত্মা সাত্যকির রথে শীঘ্র আরোহণ করিলেন। তদনন্তর

রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সমাবৃত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুতাপন অবন্তিরাজ দ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনকার পুত্রও সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে বিন্দ অনুবিন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন সংক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুর দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনকার পুত্রের হিতৈষী দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া, যে প্রকার অগ্নি তুলরাশি দহন করে, তাহার ন্যায়, সমুদায় পাঞ্চালদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে নরপাল! দুর্য্যোধন-পুরোবর্ত্তী আপনকার পুত্র সকল ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। ভাস্কর লোহিত বর্ণ হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষ সকলকে কহিলেন, ‘তোমরা সকলেই সত্বর হও’। ভাস্কর অস্তগিরি আরোহণ করিয়া অপ্রকাশিত হইলে সেই প্রদোষ সময়ে রাজা দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সেই সকল যোধগণ যুদ্ধে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগের শোণিত সমূহের তরঙ্গ যুক্তা ও গোমায়ুগণে সমাকীর্ণা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল। যুদ্ধস্থল ভূত সমূহে সমাকুল হইয়া ঘোররূপ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে শিবা সকল অশিবভাবে রব করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসাশী অন্যান্য জন্তু সকল উহার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে সুশর্ম্মাদি রাজ গণকে তাঁহাদিগের অনুগামী যোধগণের সহিত পরাজিত করিয়া স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কুরুকুল প্রদীপ যুধিষ্ঠির সেই নিশাকালে যমজ দুই ভ্রাতার সহিত, সেনাগণে সমাবৃত হইয়া স্ব শিবিরে যাত্রা করিলেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন-প্রমুখ রথীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে সত্বর মহারথগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া স্বকীয় শিবিরের প্রতি প্রয়াণ করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা, ইহাঁরা সকলে সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। সাত্যকি ও পার্ষত-সুত ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহাঁরাও উভয়ে যোধগণে পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রয়াণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপ আপনকার পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে নিশাকালে রণ-নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ শূরগণ স্ব স্ব শিবির সমীপে গমন করিয়া পরস্পরকে পূজা করত শিবির প্রবেশ করিলেন, এবং যথাবিধি স্ব স্ব সৈন্যদিগকে দর্শন পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষার বিধান করিয়া শরীর হইতে শল্যাপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিলেন। সেই সমস্ত যশস্বী মহারথগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃতস্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গীত বাদিত্র শব্দে মুহূর্ত্তকাল ক্রীড়া করিলেন। সেই মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সকলই স্বর্গ তুল্য হইল, তখন তাঁহাদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কথা বার্ত্তা হইল না। হে নৃপ! উভয় পক্ষীয় বহুল অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য সম্পন্ন সৈণ্যগণ পরিশ্রান্ত ছিল, উহারা নিদ্রিত হইয়া মনোহর দর্শনীয় হইল।

সপ্তম দিবস যুদ্ধ ও ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুরাজ! নরাধিপতি কুরু ও পাণ্ডবগণ সুখ-সুপ্ত হইয়া সেই নিশা অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ নিমিত্ত নির্গত হইলেন। উভয় সেনার নির্গমন সময়ে তাহাদিগের সাগর শব্দ সদৃশ মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও বিপ্র ভরদ্বাজনন্দন, এই সকল কৌরব মহারথ একত্রিত, যত্নপরায়ণ ও বর্ম্মিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ ব্যূহ বিধান করিলেন। হে নরাধিপ! আপনকার পিতা শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বাহন রূপ তরঙ্গ যুক্ত সাগর সদৃশ ঘোর ব্যূহ রচনা করিয়া সর্ব্ব সৈন্যময় সেই

ব্যূহের অগ্রে মালব, দাক্ষিণাত্য ও আবন্ত্য গণে সমন্বিত হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রবলপ্রতাপ ভগদত্ত যত্নপরায়ণ হইয়া মাগধ, কালিঙ্গ ও পিশাচ গণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্‌বল মেকল, ত্রৈপুর ও চিলুকগণে সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। বৃহদ্‌বলের পশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত বহু কাম্বোজ ও সহস্র সহস্র প্রবর গণের সহিত প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দ্রোণপুত্র বেগশীল শূর অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করত প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এবং তাঁহার পশ্চাৎ শারদ্বত কৃপ যুদ্ধে প্রযাত হইলেন। হে বিভো! সাগর সদৃশ সেই মহাব্যূহের গমন সময়ে শ্বেত ছত্র, পতাকা, মহার্হ বিচিত্র অঙ্গদ ও শরাসন সকল দীপ্তিমান্ হইল।

মহারথ যুধিষ্ঠির আপনকার পক্ষীয় তাদৃশ মহাব্যূহ দেখিয়া সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন! ঐ দেখ, বিপক্ষগণ সাগরোপম ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; তুমিও উহার প্রতিপক্ষে সত্বর ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। মহারাজ! তদনন্তর শূর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ ব্যূহ-বিনাশন সুদারুণ শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিলেন। মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি অনেক সহস্র রথী, সাদী ও পদাতি গণের সহিত ঐ ব্যূহের উভয় শৃঙ্গ স্থলে রহিলেন। নর প্রধান শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন উহার নাভি প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্র দ্বয় উহার মধ্য স্থলে অবস্থান করিলেন। ব্যূহ শাস্ত্র বিশারদ অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর মহারথ গণ ঐ শৃঙ্গাটক ব্যূহের যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া উহা পরিপূর্ণ করিলেন। তৎপশ্চাৎ মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয় গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। হে ভারত! শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবেরা এই রূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে যোদ্ধুকাম হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল ভেরীশব্দ বীরগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট শব্দের সহিত একত্রিত হইয়া অতি ভয়ানক রূপে সর্ব্বদিক্ পরিপূর্ণ করিল। শূরগণ পরস্পর সকাশে গমন পূর্ব্বক নিমেষ রহিত নেত্রে পরস্পরকে অবলোকন করিল। হে মানব প্রবর! যোধগণ প্রথমত পরস্পরকে নাম নির্দেশ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর তাহাদিগের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরব্ধ হইল; উভয় পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল; সুশানিত নারাচ সকল ব্যাদিতমুখ ভয়ানক সর্পের ন্যায় রণস্থলে সর্ব্বত্র পতিত হইতে লাগিল; তৈল-ধৌত বিমল শক্তি সকল, যেমন মেঘ হইতে দীপ্যমান বিদ্যুৎ সকল পতিত হয়, তদ্রূপ রণ স্থলে চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে থাকিল; সুবর্ণ-যুক্ত বিমল পট্টে বিভূষিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ উত্তম গদা ও বিমলাম্বর সদৃশ নিস্ত্রিংশ সকল রণ ভূমিতে পতিত হইতে দেখা গেল, এবং শত চন্দ্র ভূষিত আর্ষভ চর্ম্ম সকল সমর ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র শোভমান হইয়া পতিত হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! উভয় পক্ষীয় সেনা সমুদ্যত পরস্পর যুধ্যমান হইয়া দেব সেনা ও দৈত্য সেনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই তুমুল সংগ্রামে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রথীগণ পরস্পর কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া রথ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথীর রথ-যুগ সংশ্লেষ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র যুধ্যমান দন্তিগণের দন্ত সংঘর্ষে সধূম অগ্নি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। কোন কোন গজযোধী প্রাসাস্ত্রে অভিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। শূর পদাতিগণ নখর ও প্রাস অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া পরস্পর নিহত ও বিচিত্র মূর্ত্তি-ধারী দৃষ্ট হইতে

লাগিল। কুরু পাণ্ডবদিগের সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরের নিকট গমন পূর্ব্বক নানাবিধ ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে যমালয়ে উপনীত করিতে লাগিল। তদনন্তর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রথ ঘোষে পৃথিবীকে নিনাদিত এবং ধনুঃশব্দে সকলকে মোহিত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি অভি গমন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ রথীগণও সযত্ন হইয়া ভীষণ রব করিয়া তাঁহার অভিমুখে অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর আপনকার ও তাঁহাদিগের পক্ষ নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অষ্টম দিবস যুদ্ধারম্ভে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যখন ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা ভাস্করের ন্যায় তপন্ত ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের শাসনানুসারে সুশাণিত শর সমুহ দ্বারা শৈন্য মর্দ্দন কারী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। রণ শ্লাঘী ভীষ্ম মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালদিগকে শায়ক সমুহ দ্বারা এক কালেই নিপাতিত করিতে লাগিলেন। সোমক গণের সহিত পাঞ্চালগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বহুল রথীর মস্তক ছেদন এবং রথীদিগকে বিরথী করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীষ্মের অস্ত্র দ্বারা সাদী গণের মস্তক সকল অশ্ব হইতে পতিত এবং মাতঙ্গগণকে বৃক্ষ রহিত পর্ব্বতের ন্যায় মনুষ্য রহিত ও প্রমোহিত দেখিতে লাগিলাম। হে নরাধিপ! রথি শ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবদিগের পক্ষ এমন কোন পুরুষ ছিল না যে ভীষ্মকে নিবারণ করে; তিনিই ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম-ভীমসেনের সংগ্রাম দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্য মধ্যে ঘোরতর ভয়ানক কোলাহল হইতে লাগিল, এবং পাণ্ডবেরা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই মহা হত্যাজনক সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন সহোদর গণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন; রথিবর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলেন, তাহাতে ভীষ্মের রথ-ঘোটক চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রদ্রুত হইলে ভীমসেন ক্ষুরপ্রাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া সুনাভের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সুনাভ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহারাজ! আপনকার পুত্র মহারথ সুনাভ নিহত হইলে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিতক ও দুর্জ্জয় বিশালাক্ষ, বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ ধারী শত্রুমর্দ্দন এই সাত ভ্রাতা অসহিষ্ণু হইয়া যুদ্ধাভিলাষে বিচিত্র কবচ ধারী ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র নমুচিকে প্রহার করেন, সেই প্রকার মহোদর, বজ্র সদৃশ নয় বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। এবং আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পঞ্চ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সপ্ত এবং শত্রু-বিজয়ী মহারথ অপরাজিত বহু সংখ্য বাণে মহাবল ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে পণ্ডিতকও তিন বাণে ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন। অমিত্রকর্ষণ ভীমসেন রণ মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক প্রহার আর সহ্য করিলেন না—তিনি বাম করে ধনুক অবনত করিয়া আনত-পর্ব্ব শর দ্বারা আপনকার পুত্র অপরাজিতের সুন্দর নাশিকা শোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অপরাজিত, ভীমের হস্তে পরাজিত হইলে, তাঁহার ছিন্ন মস্তক মহীতলে পতিত হইল। তৎপরে বৃকোদর সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতেই এক ভল্ল দ্বারা মহারথ কুণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর অপরিমিত বলবান্ ভীম এক শর সন্ধান পূর্ব্বক পণ্ডিতকের উপর নিক্ষেপ করিলেন। যেপ্রকার কাল প্রেরিত ভুজঙ্গম

মনুষ্যকে নিহত করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই শর পণ্ডিতককে সংহার করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে অদীনাত্মা বৃকোদর পূর্ব্বতন ক্লেশ স্মরণ করত তিন বাণে বিশালাক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি মহাধনুর্দ্ধর মহোদরের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতেই মহোদর নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে এক বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ছেদন করিয়া অতি তীক্ষ্ণ এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তদনন্তর সংক্রুদ্ধ হইয়া আনত পর্ব্ব এক শরে বহ্বাশীকে যম সদনে প্রেরণ করিলেন। হে নরপাল! আপনকার অন্যান্য পুত্রেরা, ভীমসেন পূর্ব্বে সভা মধ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃব্যসনে কর্ষিত হইয়া আপনকার সমুদায় সৈন্য দিগকে কহিলেন, তোমরা ঐ ভীমকে যুদ্ধে বিনাশ কর।

হে নরপাল! আপনকার মহাধনুর্দ্ধর পুত্রগণ এই রূপে ভ্রাতাদিগকে নিহত দেখিয়া, সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর পূর্ব্বে অনাময় ও হিত বাক্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ হইল। হে জনাধিপ! পূর্ব্বে বিদুরের সেই হিতকর ও তথ্য বাক্য যাহা আপনি পুত্র স্নেহ, লোভ ও মোহে সমাবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। মহাবাহু ভীমসেন যে প্রকার কৌরব দিগকে সংহার করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ঐ বলবান্ মহাবাহু আপনকার পুত্রদিগের বধ নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মহাশোকাবিষ্ট ও অতি দুঃখিত হইয়া ভীষ্মের সকাশে গমন পূর্ব্বক সাশ্রু লোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, পিতামহ! আমার শূর ভ্রাতারা ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং অন্যান্য সমুদায় সৈনিক পুরুষেরা আমাদিগের জয় নিমিত্ত সযত্ন হইলেও ভীমসেন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে। আপনি সর্ব্বদা যেন মধ্যস্থ ভাবে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আমার এই দুর্দৈব দেখুন, যে আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কুপথে আরোহণ করিয়াছি।

মহারাজ! আপনকার পিতা দেবব্রত দুর্য্যোধনের ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া সাশ্রু নেত্রে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! দ্রোণ, বিদুর, যশস্বিনী গান্ধারী ও আমি, আমরা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য কর নাই। হে শত্রুসূদন! আমি তোমার নিমিত্তে পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, আমি কি দ্রোণাচার্য্য, আমরা কোন প্রকারেই যুদ্ধে মুক্ত হইতে পারিব না। আমি ইহা সত্য বলিতেছি যে, ভীম ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় দিগের মধ্যে যাহার যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাকেই সংহার করিবে। অতএব তুমি স্বর্গের প্রতি নিষ্ঠা পূর্ব্বক যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ কর। দেবগণ ইন্দ্রের সহিত একত্র হইলেও পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি করিয়া যুদ্ধ কর।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, এক মাত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক আমার বহু পুত্রকে নিহত দেখিয়া কি করিলেন? হে সূত! যখন আমার পুত্রেরা প্রতি দিনই যুদ্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমি সর্ব্ব প্রকারে বিবেচনা করিতেছি যে, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব কর্ত্তৃক উপহত হইয়াছে। যে স্থলে আমার পুত্রেরা সকলেই পরাজিত হইতেছে, কোন প্রকারেই জয়ী হইতেছে না, বিশেষত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্তপুত্র, বীর ভগদত্ত ও অশ্বত্থামা এই সকল সুমহাত্মা শূর ও অন্যান্য শূরগণের মধ্যে থাকিয়াও নিহত হইতেছে, সে স্থলে ভাগ্য ব্যতীত আর

কি বলা যায়? বৎস! আমি, ভীষ্ম ও বিদুর মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে নিবারণ করিলেও সে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করে নাই, এবং গান্ধারীও দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিত-কামনায় পূর্ব্বে নিরন্তর নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মোহ প্রযুক্ত তাহাও বুঝিতে পারে নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইয়াছে—ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ রূপে আমার পুত্রদিগকেই প্রতি দিবস যমালয়ে উপনীত করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! আপনি যে তখন বিদুরের কথিত হিতকর যথার্থ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইয়াছে, বিদুর তখন কহিয়াছিলেন "আপনকার পুত্রদিগকে দ্যূত হইতে নিবারণ করুন, পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না"। হে নরনাথ! কালপ্রাপ্ত মনুষ্য যেমন পথ্য ঔষধ গ্রহণ করে না, সেইরূপ আপনি হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের তাদৃশ হিতকর বাক্য যে শ্রবণ করেন নাই, সেই সাধু বাক্যের বিষয় এক্ষণে আপনকার নিকট উপনীত হইয়াছে। বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তির হিতকর বাক্য না শুনিয়াই কৌরবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন। মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে যখন সেই সুহৃদ্‌বাক্য গ্রহণ করেন নাই, তখনই ইহা উপস্থিত হইয়াছে; সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমার নিকট আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রবণ করুন। মধ্যাহ্ন কালে যে প্রকার লোক-ক্ষয়কর মহা ভয়ানক সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন।

তৎপরে সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের আদেশানুসারে সংরব্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যযুক্ত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বিরাট ও দ্রুপদ সমস্ত সোমকগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। কৈকেয় রাজেরা, ধৃষ্টকেতু ও কুন্তিভোজ সৈন্যগণের সহিত বর্ম্মিত হইয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ নিঃসরণ করিলেন। অর্জ্জুন, দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ চেকিতান দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সমস্ত রাজাদিগের সমীপে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, মহারথ হিড়িম্বাপুত্র ও ভীমসেন, ইহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া কৌরব গণের উপর আপতিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কৌরবদিগকে হনন করিতে লাগিলেন, এবং কৌরবেরাও ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পাণ্ডব পক্ষ দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও সৃঞ্জয় গণকে যমালয়ে প্রেষণ করিবেন বলিয়া অভিদ্রুত হইলেন। মহাত্মা সৃঞ্জয়গণ ধনুর্দ্ধারী দ্রোণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইলে, তাহাদিগের মহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। দ্রোণ-নিহত বহু ক্ষত্রিয়কে রোগার্ত্ত মনুষ্যের ন্যায় বিচেষ্টমান হইতে দেখাগেল। ক্ষুধাক্লিষ্ট মনুষ্যদিগের ন্যায় রণক্ষেত্রে অনেকের পক্ষি-ধ্বনি তুল্য কূজন, অনেকের রোদন এবং অনেকের মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ ও যেন দ্বিতীয় কৃতান্ত হইয়া কৌরব সৈন্যদিগকে দারুণ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। সমুদায় সৈন্য পরস্পর কর্ত্তৃক পরস্পর বধ্যমান হইলে, তাহাদিগের শোণিত তরঙ্গ বিশিষ্টা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল। হে মহারাজ! কুরু পাণ্ডবদিগের সেই সংগ্রাম অতি তুমুল হইয়া যমরাষ্ট্র বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল। তদনন্তর ভীমসেন রণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ রূপে বেগ সহকারে গজ সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। গজ সকল ভীমের নারাচে অভিহত হইয়া কোন কোন টা বিষণ্ণ ও কোন কোন টা পতিত হইতে লাগিল, কোন কোন টা শব্দ করিতে লাগিল, এবং কোন কোন টা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিল। বড় বড় নাগ সকল ছিন্ন-শুণ্ড ও ছিন্ন-গাত্র হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় নিনাদ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

নকুল ও সহদেব অশ্ব সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। কাঞ্চন শিরোভূষণ ভূষিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত-পরিচ্ছদ সমন্বিত শত শত সহস্র সহস্র অশ্বকে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখা গেল। পতিত অশ্বে মেদিনীতল সমাকীর্ণ হইল। হে নর শ্রেষ্ঠ! কোন কোন অশ্বের জিহ্বা বিচ্ছিন্ন হইল, কোন কোন অশ্ব ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব পক্ষীদিগের শব্দের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিল, এবং অনেক অশ্ব নিহত হইয়া নানা বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিল; ধরাতল এতাদৃশ অশ্ব সমূহে প্রতিভাত হইতে লাগিল। হে ভারত! রণক্ষেত্রের নানা স্থান অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত রাজগণে বিকীর্ণ হইয়া ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন বসন্ত কালে অরণ্য কুসুম নিচয়ে আচ্ছন্ন হয়, সেই রূপ পতিত ভগ্ন রথ, ছিন্ন ধ্বজ ও নিকৃত্ত মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, অতি মহাপ্রভা বিশিষ্ট ছত্র, হার, নিষ্ক, কেয়ূর, কুণ্ডল শোভিত শীর্ষ, উষ্ণীষ, পতাকা, রথ নিম্নস্থ শোভন কাষ্ঠ ও রশ্মি সহিত যোক্ত্র, এই সকল বস্তুতে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে ভারত! শান্তনব ভীষ্ম, রথি প্রধান দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা, ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয় দিগের ঐ রূপে ক্ষয় হইতে লাগিল, এবং পাণ্ডব পক্ষ সকল ক্রুদ্ধ হওয়াতে আপনকার পক্ষেরাও ঐ রূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সেই বীর-ক্ষয়-জনক ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, শ্রীমান্ সুবল-নন্দন শকুনি পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বীর শত্রুহন্তা সাত্বতবংশ হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মাও পাণ্ডবসৈন্যের উপর উপদ্রুত হইলেন। এবং ভবৎপক্ষ বহু যোদ্ধা কাম্বোজ দেশীয়, নদীজ, আরট্ট দেশীয়, স্থলজ, সিন্ধু দেশোদ্ভব, বানায়ু দেশোৎপন্ন, তিত্তিরি দেশীয় পবনবেগ ও পর্ব্বত বাসী শুভ্রবর্ণ বহু সংখ্য অশ্বে সমারূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবারিত করিল। সুবর্ণালঙ্কৃত-গাত্র বর্ম্মবিশিষ্ট সুশিক্ষিত বাতবেগ-গামী মুখ্য মুখ্য অশ্বের সহিত শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ অর্জ্জুন-নন্দন ইরাবান্ হৃষ্টরূপ হইয়া সেই সকল সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! ইরাবান্ ধীমান্ অর্জ্জুনের ঔরসে নাগরাজ ঐরাবতের সুষার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পক্ষিরাজ গরুড়, মহাত্মা ঐরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে ঐরাবত তাঁহার পুত্রবধুকে সন্তান-হীনা দীন-চিত্তা ও দুঃখিতা দেখিয়া অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুনও অভিলাষ বিশেষ বশবর্ত্তিনী সেই নাগরাজ দুহিতাকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন। এইরূপে ইরাবান্ পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঔরসে সমুৎপন্ন হয়েন। উনি নাগলোকে জননীর পরিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। উহাঁর দুরাত্মা পিতৃব্য পার্থের প্রতি দ্বেষ বশত উহাঁকে পরিত্যাগ করেন। ইরাবান্ সত্য-বিক্রম, রূপবান্, বলসম্পন্ন এবং গুণবান্ হইয়া উঠিলেন। যখন অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন, তখন ইরাবান্ তাহা শুনিয়া ইন্দ্রলোকে সত্বর গমন করিলেন। সত্যবিক্রম মহাবাহু ইরাবান্ পিতা অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক এইরূপ আত্ম পরিচয় নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! আপনকার মঙ্গল হউক, আমি ইরাবান্ নামে আপনকার পুত্র। এবং যে রূপে উহাঁর জননীরে অর্জ্জুনকে প্রদান করা হয়, সে সমস্তও ইরাবান্ ব্যক্ত করিলেন। অর্জ্জুনের তখন পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক স্মরণ হইল। পরে তিনি দেবরাজ ভবনে আত্ম সদৃশ গুণসম্পন্ন ইরাবান্ পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইলেন। হে নৃপ! তিনি দেবলোকে তখন মহাবাহু ইরাবান্‌কে প্রীতি পূর্ব্বক, স্বকার্য্য নিমিত্ত আদেশ করিলেন, "তুমি যুদ্ধ কালে আমাদিগের সাহায্য করিবে"। ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার

করিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে যুদ্ধ সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি কমনীয় বর্ণ ও কমনীয় বেগশীল অশ্ব সমূহে সমাবৃত হইয়া সমাগত হইলেন। কাঞ্চন ভূষিত নানাবর্ণ বিশিষ্ট মনোবেগগামী তাঁহার অশ্ব সকল সহসা, সাগর মধ্যে হংস গণের ন্যায়, সংগ্রাম ভূমিতে উৎপতিত হইল। ঐ সকল অশ্ব আপনকার মহাবেগশীল অশ্ব বৃন্দ মধ্যে গমন করিয়া পরস্পরের নাসিকা দ্বারা নাসিকা ও ক্রোড় দ্বারা ক্রোড় প্রদেশ সমাহত করত স্বকীয় বেগে অভিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। যেমন গরুড় পক্ষীগণের পতনে দারুণ শব্দ হয়, সেইরূপ অশ্ব সমুহের পরস্পর পতনে সুদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই সকল অশ্বের আরোহী ব্যক্তিরা পরস্পর আক্রমণ পূর্ব্বক ঘোরতর হনন করিতে আরম্ভ করিল। সেই অতিশয় তুমুল সঙ্কুল মহাঘোর সংগ্রামে চতুর্দ্দিকে উভয় পক্ষেরই অশ্ব সমুহ ভয়জনিত ত্বরায় সমাকুল হইল। শূরগণ পরস্পরের শরে ছিদ্যমান, শ্রমার্ত্ত ও ভূতলে বিলীন হইতে লাগিল। তাহাদিগের অশ্ব সকলও নিহত হইয়া পড়িল।

তদনন্তর সেই অশ্ব সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত ও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শকুনির অনুজ শৌর্য্য-সম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ ভীষণাকৃতি বদ্ধ-সন্নাহ গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান্, আর্জ্জব ও শুক নামে মহা বলবান্ এই ছয় ভ্রাতা শকুনির সহিত স্বকীয় মহাবল যোধ গণে পরিবার্য্যমাণ হইয়া বায়ুবেগ সমস্পর্শ বায়ুবেগসম বেগবান্ শীল-সম্পন্ন বয়ঃস্থ উত্তম উত্তম তুরগে আরোহণ পূর্ব্বক মহৎ সৈন্যমণ্ডলী হইতে নির্গমন করত রণ মুখে অভিদ্রুত হইলেন। হে মহাবাহু! যুদ্ধ দুর্ম্মদ গান্ধার দেশীয় উক্ত ছয় ভ্রাতা স্বর্গার্থ হৃষ্ট ও বিজয়ৈষী হইয়া মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে অতি দুর্জ্জেয় সেই সাদি সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন। বীর্য্যবান্ ইরাবান্ তখন তাঁহাদিগকে স্বসৈন্য মধ্যে যুদ্ধে প্রবিষ্ট দেখিয়া বিচিত্র আভরণ ও আয়ুধধারী স্বপক্ষ যোধগণকে বলিলেন, যোধগণ! ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ যোদ্ধারা অনুগামী ও বাহন গণের সহিত যে নীতি ক্রমে নিহত হয়, তাহা তোমরা বিধান কর। ইরাবানের সমুদায় যোদ্ধা যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাদিগের শত্রু দুর্জ্জেয় সেই সকল সৈন্য নিহত করিল। সুবল নন্দনেরা সকলে আপনাদিগের সৈন্যকে ইরাবানের সৈন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত দেখিয়া ক্রোধাকুল হইয়া ইরাবানের সমীপে ধাবন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং পরস্পর সকলেই সকলকে প্রহার করিতে আদেশ করত শাণিত প্রাসাস্ত্র দ্বারা তাড়ন করিতে করিতে রণস্থল মহাকুলিত করিয়া ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! ইরাবান্ তোত্র বিদ্ধ হস্তীর ন্যায় সেই মহাত্মাদিগের সুতীক্ষ্ণ প্রাসাস্ত্রে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া গলিত রুধিরধারায় সিক্ত-কলেবর হইলেন। একাকী ইরাবান্ তাঁহাদিগের বহু জনের অস্ত্র প্রহারে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দ্বয়ে সাতিশয় সমাহত হইয়াও নিরতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বন হেতু ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত শত্রু পুরঞ্জয় ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত শর নিকর দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিয়া মোহিত করিলেন এবং স্বশরীর-বিদ্ধ প্রাস সকল উৎকর্ষণ পূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলপুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে সুবল-পুত্রদিগকে বিনাশ করিবার মানসে কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কর্ষণ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্বরা সহকারে পদব্রজে প্রদ্রুত হইলেন। তদনন্তর সুবলসুত সমুদায়ের মোহ বিনষ্ট হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইরাবান্‌কে লক্ষ করিয়া ধাবমান হইলেন। বল-দর্পিত ইরাবান্‌ও খড়্গ লইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের সকলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সুবলপুত্রেরা সকলেই দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা লঘু বিচরণ করিয়াও লঘু বিচরণকারী ইরাবানের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে ইরাবান্‌কে

ভূতলস্থ দেখিয়া সম্যক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সমীপাগত হইলে শত্রুকর্ষণ ইরাবান্ তুই হস্তেই খড়্গ দ্বারা তাঁহাদিগের দেহ, আয়ুধ ও অলঙ্কার-শোভিত বাহু কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৃষভ ব্যতীত সকলেই নিকৃত্তাঙ্গ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। বৃষভ বহুধা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সেই মহাভীষণ বীর-কর্ত্তন সংগ্রাম হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইলেন।

মহারাজ! ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষ মহাধনুর্দ্ধর, মায়াবী এবং পূর্ব্বে ভীমসেন কর্ত্তৃক বক রাক্ষসের সংহার করণ হেতু তাঁহার প্রতি তাহার বৈরিতা ছিল; আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সুবল-পুত্রদিগকে মৃত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ঘোর-দর্শন অরিন্দম রাক্ষস অলম্বুষকে কহিলেন, হে বীর! ঐ দেখ, ফাল্গুনের পুত্র মায়াবী বলবান্ ইরাবান্ আমার সৈন্য বিনাশ করিয়া দারুণ অপ্রিয় কার্য্য করিল। হে বৎস! তুমি স্বেচ্ছাগামী, মায়াস্ত্রে দক্ষ এবং ভীমসেনের সহিত তোমার বৈরিতা আছে, অতএব তুমি ঐ ইরাবান্কে বিনাশ কর। ভীষণাকৃতি রাক্ষস অলম্বুষ যে আজ্ঞা বলিয়া সিংহনাদ করত অর্জ্জুন-পুত্র ইরাবানের নিকট গমন করিল। অলম্বুষ স্ব স্ব বাহনে সমারূঢ় সমর-নিপুণ নির্ম্মল প্রাস যোধী প্রহারপটু বীরগণ-সম্পন্ন স্বকীয় অনীকে সমাবৃত হইয়া হতাবশিষ্ট তুই সহস্র অশ্বারোহীতে পরিবৃত মহাবল ইরাবান্কে সংহার করিবার মানসে অভিদ্রুত হইল। পরাক্রমশীল অমিত্র-হন্তা ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও ত্বরমাণ হইয়া হন্তুকাম রাক্ষসকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতিমহাবল রাক্ষসও তাঁহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া সত্বর হইয়া মায়া বিস্তার করিতে উপক্রম করিল। পরে সৈন্য সকল নিহত হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ উভয়ে বৃত্র বাসবের ন্যায় সংগ্রামে অবস্থিত হইলেন। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবল ইরাবান্ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসকে সম্মুখে অভিদ্রুত দেখিয়া ক্রোধ-জনিত ত্বরাপর হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন; পরে রাক্ষস সমীপগত হইলে খড়্গ দ্বারা তাহার উজ্জ্বল ধনুক ও বাণ সকল পঞ্চধা করিয়া ছেদন করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ ধনুক ছিন্ন দেখিয়া বেগ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইল, এবং অতিক্রুদ্ধ ইরাবান্কে মায়া দ্বারা বিমোহিত করিল। সর্ব্ব মর্ম্মজ্ঞ দুর্জ্জয় ইরাবান্ও মায়া বিদ্যা অবগত ছিলেন, এবং স্বেচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। রাক্ষস অলম্বুষ অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, তিনিও আকাশে উৎপতিত হইয়া মায়া দ্বারা রাক্ষসকে মুগ্ধ করিয়া তাহার দেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-প্রধান অলম্বুষ পুনঃপুন ছেদিত হইয়াও যৌবন রূপ লাভ করিয়া সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! রাক্ষসদিগের মায়া ব্যাপার সহজ, এবং বয়ঃক্রম ও নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণও ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে, এই কারণেই তাহার দেহ বারংবার ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল। ইরাবান্ সেই মহাবল রাক্ষসকে তীক্ষ্ণ পরশ্বধ অস্ত্রে পুনঃপুন ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষস বীর, বলশালী ইরাবান্ কর্ত্তৃক বৃক্ষের ন্যায় ছিদ্যমান হইয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল, তাহার শব্দ অতি তুমুল হইয়া শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইল। বলশীল রাক্ষস পরশ্বধাস্ত্রে ক্ষত-কলেবর হইয়া বহু রুধির স্রাব করত ক্রোধ পূর্ব্বক বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং রণ মধ্যে সকলের সাক্ষাতে অর্জ্জুন-পুত্র বীর যশস্বী প্রতিপক্ষ ইরাবান্কে প্রবল দেখিয়া ভয়ানক রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবান্ও দুরাত্মা রাক্ষসের তাদৃশী মায়া দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মায়া সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ক্রোধাভিভূত হইলে তাঁহার মাতৃ-বংশীয় নাগ তাঁহার সমীপাগত হইয়া সমন্ত দিকে বহুল নাগে পরিবৃত ফণা-মণ্ডল-বিশিষ্ট অনন্ত সদৃশ রূপ ধা-

রণ করিলেন, এবং রাক্ষস অলম্বুষকে নানা প্রকার নাগে আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস-পুঙ্গব অলম্বুষ বহু নাগে আচ্ছাদ্যমান হইয়া ক্ষণ কাল চিন্তা পূর্ব্বক গরুড় রূপ অবলম্বন করত সেই সকল সর্পদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগকে অলম্বুষ মায়া দ্বারা ভক্ষণ করিলে তিনি মোহিত হইলেন। অলম্বুষ ইরাবান্‌কে মোহিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা নিহত করিয়া তাঁহার কুণ্ডল ও মুকুট-বিভূষিত পদ্মেন্দু সদৃশ মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে ভূপাল! অর্জ্জুনাত্মজ বীর ইরাবান্ রাক্ষস-কর্ত্তৃক সংহৃত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ সৈন্য সকল রাজগণের সহিত শোক রহিত হইল। সেই ভীষণ মহা সংগ্রামে উভয় সেনারই ঘোরতর মহান্ সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই মহাসঙ্কুল রণে গজ, অশ্ব ও পদাতিগণ একত্রিত হইয়া গজগণ কর্ত্তৃক, রথ, অশ্ব ও গজগণ পদাতি সমূহ কর্ত্তৃক, এবং পত্তি, অশ্ব ও রথ সমূহ রথিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল। অর্জ্জুন স্বকীয় ঔরস পুত্র ইরাবানের বিনাশ সংবাদ জ্ঞাত হন নাই; তিনি সমরে ভীষ্ম-রক্ষক শূর ক্ষত্রিয়-গণকে বিনাশ করিতে ছিলেন। হে নরপাল! সহস্র সহস্র সৃঞ্জয় ও আপনকার পক্ষীয় যোধগণ সমরানলে প্রাণাহুতি প্রদান করত পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। অনেকে মুক্ত কেশ, কবচ-বিহীন, বিরথ, ছিন্ন-কার্ম্মুক ও সমবেত হইয়া বাহু দ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রু-তাপন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্মভেদী বাণ সমূহ দ্বারা মহারথদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির-সৈন্যের বহুল মনুষ্য, দন্তী, সাদী, রথী ও অশ্ব বিনাশ করিলেন। হে ভারত! সমরে ইন্দ্রের পরাক্রমের ন্যায়, তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। এবং ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকিরও অতি ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরন্তু দ্রোণের বিক্রম দেখিয়া পাণ্ডবেরা ভয়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা দ্রোণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দ্রোণাচার্য্য একাকীই আমাদিগকে সৈন্যের সহিত নিহত করিতে পারেন, তাহাতে আবার উনি পৃথিবী-খ্যাত শূর যোধগণে সংযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে কি না করিতে পারেন?" তাদৃশ ভীষণ সংগ্রামে উভয় পক্ষ বীরগণই পরস্পর-কৃত প্রহার সহ্য করিল না; সকলেই সংরব্ধ হইয়া যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্য-সংগ্রাম সদৃশ সেই বীর-ক্ষয়-জনক সংগ্রামে কাহাকেও আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতে দেখিলাম না।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ পাণ্ডবেরা ইরাবান্‌কে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ ইরাবান্‌কে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া অতিভয়ানক নিনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার শব্দে পর্ব্বত ও কাননের সহিত সাগর-বসনা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ কম্পিত হইতে লাগিল। অতি মহান্ সেই শব্দ শুনিয়া আপনকার সৈন্যদিগের উরুস্তম্ভ, কম্পন ও স্বেদ নিঃসৃত হইল। হে রাজেন্দ্র! আপনকার পক্ষ সকলেই সিংহ-ভীত হস্তীর ন্যায় দীনচিত্ত হইয়া সর্ব্ব দিকে বিচেষ্টমান হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ নির্ঘাত সদৃশ অতি মহাশব্দ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বলিত এক শূল উদ্যত করণানন্তর নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারী রাক্ষস-পুঙ্গবগণে পরিবৃত ও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় সমাগত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীম-দর্শন সংক্রুদ্ধ ঘটোৎকচকে আপতিত এবং স্বকীয় সৈন্য সকলকে তাহার ভয়ে বিমুখীকৃত দেখিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া বিপুল ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। বঙ্গাধিপতি

স্বয়ং মদস্রাবী পর্ব্বতোপম দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্যের সহিত, দুর্য্যোধনের অনুগামী হইলেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনকার পুত্রকে গজ-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কোপান্বিত হইল। তৎ পরে রাক্ষসগণের সহিত দুর্য্যোধন-সৈন্যের তুমুল লোম-হর্ষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। শস্ত্র-হস্ত রাক্ষসগণ মেঘবৃন্দের ন্যায় সমুদ্যত গজসৈন্য দেখিয়া ক্রোধ-সহকারে সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় বিবিধ নিনাদ করিয়া শর, শক্তি, ঋষ্টি ও নারাচ দ্বারা গজ-যোধিগণকে প্রহার করিতে করিতে ধাবমান হইল, এবং ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর, পরশ্বধ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ ও বৃক্ষ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দেখিলাম, নিশাচরগণ হস্তীগণকে হনন করাতে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন হস্তীর কুম্ভ বিদীর্ণ, কোন কোন হস্তীর গাত্র হইতে রুধির নির্গত এবং কোন কোন হস্তীর গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। এই রূপে গজযোধীগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন রাক্ষসদিগের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। শত্রুতাপন দুর্য্যোধন ক্রোধের বশতাপন্ন ও জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর আপনকার পুত্র সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে হনন করিলেন। মহাবল দুর্য্যোধন বেগবান্, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী, এই চারি রাক্ষসকে চারি বাণে নিহত করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা ভরত-প্রবর দুর্য্যোধন রাক্ষস-সৈন্যের উপর পুনঃপুন দুঃসহ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভৈমসেনি আপনকার পুত্রের সেই মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে অশনি-স্বন সদৃশ নিস্বনবান্ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া অরিন্দম দুর্য্যোধনের প্রতি বেগ পূর্ব্বক অভিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন তাহাকে কালসৃষ্ট অন্তকের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়াও ব্যথিত হইলেন না। পরে ক্রূরভাবাপন্ন ভৈমসেনি ঘটোৎকচ ক্রোধে সংরক্ত-লোচন হইয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিল, রে দুর্ব্বুদ্ধি ক্ষত্রিয়! আজি আমি আমার পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিব, তুই অতি নৃশংস হইয়া আমার পিতা পিতৃব্য দিগকে যে ছল দ্যূতে পরাজিত করিয়া দীর্ঘ কাল প্রবাসিত করিয়াছিলি, রজস্বলা এক বস্ত্র-পরীধানা দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাকে যে সভায় আনিয়া বহুধা ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলি, এবং আমার পিতা পিতৃব্যগণের অরণ্যে বাস কালে দ্রৌপদী যখন আশ্রমে অবস্থান করেন, তখন যে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ তোর প্রিয় কার্য্য করিবার মানসে আমার পিতা পিতৃব্যদিগকে পরিভব করিয়া দ্রৌপদীকে দারুণ কষ্ট দিয়াছিল, যদি তুই রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করিস্, তাহা হইলে আজি আমি তোকে ঐ সকল অপমান ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব। হিড়িম্বা-সুত এই রূপ বলিয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্ক লেহন করত মহাধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক, যে প্রকার প্রাবৃট্ কালে ধারাধর বারিধারা দ্বারা ধরাধর অবকীর্ণ করে, সেই রূপ মহৎ শর বর্ষণে দুর্য্যোধনকে অবকীর্ণ করিল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-প্রবর! তদনন্তর রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন সমরে দানবগণেরও দুঃসহ সেই বাণ বর্ষণ মহাহস্তীর জল বর্ষণ ধারণের ন্যায় ধারণ করিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরম সংশয়াপন্ন হইলেন, পরে পঞ্চ বিংশতি সংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শাণিত নারাচ তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল নারাচ গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি ক্রুদ্ধ সর্প পতনের ন্যায় সহসা সেই রাক্ষসবরের উপর পতিত হইলে, রাক্ষস-প্রবর ঘটোৎকচ তাহাতে বিদ্ধ হইয়া গলিত-মদ কুঞ্জরের ন্যায় রক্তস্রাব করিতে করিতে রাজা

দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে মতি করিয়া, প্রস্তর-কেও বিদারণ করিতে পারে, এমত এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল। মহাবাহু ঘটোৎকচ আপনকার পুত্রের বধ বাসনায় প্রজ্বলিত-অশনি সদৃশ মহোল্কাভা-সম্পন্ন সুপ্রদীপ্ত সেই মহাশক্তি সমুদ্যত করিলে, বলশালী বঙ্গাধিপতি সেই শক্তিকে সমুদ্যত দেখিয়া পর্ব্বত-সন্নিভ এক কুঞ্জর তাহার প্রতি চালিত করিলেন। তিনি শীঘ্রগামী সেই হস্তি-প্রবর চালিত করিয়া তদারোহণে দুর্য্যোধনের রথের সম্মুখ মার্গে সত্বর উপনীত হইয়া হস্তী দ্বারা সেই রথ সমাবৃত করিলেন। হে মহারাজ! ক্রোধ-রক্তিম-লোচন ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের রথ-মার্গ ধীমান্ বঙ্গরাজ কর্ত্তৃক আবৃত দেখিয়া সেই উদ্যত মহাশক্তি বঙ্গরাজের সেই হস্তীর উপরেই নিক্ষেপ করিল। হস্তী সেই ঘটোৎকচ বাহু নিক্ষিপ্ত শক্তি দ্বারা অভিহত হইয়া রুধির বমন করত পতিত হইল ও প্রাণ ত্যাগ করিল। সেই গজ পতিত হইবার সময়ে বলশালী বঙ্গেশ্বর বেগ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই প্রধান হস্তীকে পতিত এবং সৈন্য সকলকে প্রভগ্ন দেখিয়া পরম দুঃখিত হইয়া স্বপক্ষ সৈন্য পলায়নে পরাজয় ভাব লাভ করিয়াও আপনার অভিমানিতা ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গিরির ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন। পরে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি-সম তেজঃ-সম্পন্ন শাণিত এক বাণ সন্ধান পূর্ব্বক সেই ভীষণ নিশাচরের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মহামায়াবী ঘটোৎকচ ইন্দ্রের অশনি সম প্রভা সম্পন্ন সেই বাণকে আপতিত হইতে দেখিয়া লাঘব বিচরণে তাহা বিফল করিয়া ফেলিল। এবং ক্রোধে রক্তিম-লোচন হইয়া সমুদায় সৈন্যকে ত্রাসিত করত যুগান্ত-কালীন জলদের ন্যায় পুনর্ব্বার ঘোরতর নিনাদ করিল।

শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম সেই ভীষণ রাক্ষসের সুদারুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ঐ হিড়িম্বা-নন্দন রাক্ষসের যেরূপ ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, যে সেই রাক্ষস রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কোন প্রাণীই তাহাকে সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সেখানে গমন করিয়া রাজাকে রক্ষা কর। যখন মহাভাগ দুর্য্যোধনের প্রতি মহাসত্ত্ব রাক্ষস অভিদ্রুত হইয়াছে, তখন হে পরন্তপগণ! রাজাকে রক্ষা করাই আমাদিগের সকলের পরম কার্য্য হইতেছে।

মহারথগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক বেগ-সহকারে কুরুরাজের নিকটে প্রস্থান করিলেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, আবন্ত্য, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি, এই সকল মহারথ এবং ইহাঁদিগের অনুগত বহু সহস্র রথী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের নিকট গমনেচ্ছু হইয়া সত্বর হইলেন। শূল, মুদ্গর ও নানাবিধ শস্ত্র ধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত মহাবাহু রাক্ষস সত্তম ঘটোৎকচ সেই মহারথদিগের রক্ষিত অধর্ষণীয় সৈন্যকে আততায়ী হইয়া সমাগত হইতে দেখিয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অচল রহিল। তৎপরে দুর্য্যোধনের সেই সকল সৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রণ স্থলে সর্ব্বত্র তুমুল ধনুষ্টঙ্কার শব্দ, দহ্যমান বংশ-বনের শব্দের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। দেহীগণের কবচোপরি অস্ত্র সকলের পতন ধ্বনি, গিরি বিদারণ ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিল। বীরগণের বাহু বিমুক্ত আকাশগত তোমর সকল গমনকারী সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু রাক্ষসেন্দ্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ভৈরব রব করত মহাধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে আচার্য্যের কার্ম্মুক ছেদন ও এক ভল্ল দ্বারা সোমদত্তের ধ্বজ উন্মথিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরে তিন বাণে

বাহ্লিকের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থল, এক বাণে কৃপকে ও তিন বাণে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিল। পরে এক বাণ আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া বিকর্ণের জত্রু দেশ তাড়িত করিল। বিকর্ণ তাহাতে রুধির-পরিপ্লুত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে ভরত-প্রবর! তদনন্তর প্রকাণ্ড কায় রাক্ষসবর সংক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চদশ নারাচ ভূরিশ্রবার প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই সকল নারাচ আশু ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে সে, বিবিংশতি ও অশ্বত্থামা এই দুই জনের দুই সারথিকে শর দ্বারা তাড়িত করিলে, তাহারা উভয়েই অশ্ব-রশ্মি পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে নিপতিত হইল। অনন্তর অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্বর্ণ-ভূষিত বরাহ-চিহ্নিত ধ্বজ উন্মথিত করিয়া দ্বিতীয় বাণে তাঁহার ধনুক ছেদন করিল, এবং ক্রোধে সংরক্ত-লোচন হইয়া চারি নারাচে মহাত্মা অবন্তিরাজের চারি অশ্ব নিহত করিয়া পূর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত এক সুশানিত সুপীত বাণে রাজপুত্র বৃহদ্বলের দেহ ভেদ করিল। বৃহদ্বল তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। পরে রথস্থ সেই রাক্ষসনাথ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশীবিষ সদৃশ সুশানিত কতক গুলি বাণ যুদ্ধ-বিশারদ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল বাণ শল্যকে বিদ্ধ করিল।

একোন নবতি তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুল-তিলক! রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনকার পক্ষ সেই সকল মহারথদিগকে রণবিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশ মানসে উপদ্রুত হইল। আপনকার পক্ষ সেই সকল যুদ্ধ-বিশারদ মহারথগণ হননেচ্ছু ঘটোৎকচকে বেগিত হইয়া রাজার প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সিংহগণের ন্যায় নিনাদ করত তাল প্রমাণ চাপ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে সেই এক রাক্ষসের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার শরৎ কালে ধারাধর-মণ্ডল বারিধারা দ্বারা ধরাধরকে অবকীর্ণ করে, সেই রূপ তাঁহারা তাহাকে চতুর্দ্দিকে শর-নিকর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাহাতে সে, তোত্রপীড়িত হস্তীর ন্যায় গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বিনতানন্দনের ন্যায় আকাশে উৎপতিত হইল। ভীষণ নিস্বনোৎপাদনে সামর্থ্যবান্ রাক্ষস-প্রধান ঘটোৎকচ আকাশ ও দিগ্ বিদিগ্ নিনাদিত করত শারদীয় ঘনবৃন্দের ন্যায় অতি মহা নিনাদ করিল।

ভরত-বংশাবতংশ রাজা যুধিষ্ঠির তাহার সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া অরিন্দম ভীমসেনকে বলিলেন, হে মহাবাহো! রাক্ষস ঘটোৎকচের যে রূপ ভৈরব রব শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধৃতরাষ্ট্রীয় মহা সৈন্যের সহিত উহার যুদ্ধ হইতেছে। বোধ হয় ঐ যুদ্ধ রাক্ষসের পক্ষে অতি ভারাবহ হইয়াছে। আবার ওদিকে পিতামহ সংক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, সেই সকল পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ফাল্গুন বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এই দুই কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়াও পরম সংশয়াপন্ন হিড়িম্বা-নন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমি গমন কর।

বৃকোদর জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ত্বরাবান্ হইয়া সিংহনাদে সমুদায় পার্থিব দিগকে ত্রাসিত করত পর্ব্বকালীন মহাসাগর-বেগের ন্যায় মহাবেগে প্রয়াণ করিলেন। সত্যধৃতি, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান, বিভু কাশিরাজ-পুত্র, মহারথ অভিমন্যু-প্রমুখ দ্রৌপদী-কুমারগণ, ক্ষত্রদেব, বিক্রমশীল ক্ষত্রধর্ম্মা ও স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারী অনূপ-দেশাধিপতি নীল, ইহাঁরা বৃকোদরের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা ষট্ সহস্র সদামত্ত কুঞ্জর-

যোধগণ ও মহৎ রথবংশে সমবেত হইয়া মহৎ সিংহনাদ, নেমি নির্ঘোষ ও অশ্বখুর শব্দে বসুন্ধরা কম্পিত করত গমন পূর্ব্বক রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে অবস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! আপনকার পক্ষ সৈন্য তাঁহাদিগের আপতন কালীন বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণ-মুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল।

কোন পক্ষেরই যোদ্ধা সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবার নহে, সুতরাং তৎপরে উভয় পক্ষেরই অতি তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে ভীরু ব্যক্তি সকলেও ভয়ানক হইয়া উঠিল। সাদীগণ গজারোহীগণের সহিত এবং পদাতিগণ রথীগণের সহিত পরস্পর সমরে আহ্বান করত যুদ্ধাবিষ্ট হইল। রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতির সন্নিপাতে তাহাদিগের পদ নিক্ষেপ ও নেমি দ্বারা ধূম্রারুণ বর্ণ তীব্র ধূলিপটলী উদ্ধৃত হইয়া রণভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। কাহারো স্ব পক্ষ বা পর পক্ষ জ্ঞান রহিল না। মহৎ হত্যাজনক লোমহর্ষণ তাদৃশ নির্ম্মর্য্যাদ সংগ্রামে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে জানিতে পারিল না। গর্জ্জনকারী মনুষ্য ও নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের অতি মহান্ শব্দ যেন প্রেত লোকের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। গজ-বাজি-মনুষ্য-শোণিত রূপ জলের তরঙ্গ-বিশিষ্টা এবং কেশকলাপ রূপ শৈবাল ও শাদ্বলে সমন্বিতা নদী সমুৎপন্না হইল। যে প্রকার প্রস্তর খণ্ড পতিত হইলে শব্দ হয়, সেই রূপ মনুষ্যদিগের দেহ হইতে মস্তক পতনের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মস্তক রহিত মনুষ্য, ছিন্নগাত্র বারণ ও ভিন্ন দেহ অশ্বে বসুন্ধরা সঙ্কীর্ণা হইল। মহারথগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি শস্ত্র মোচন করত প্রহার করিতে সমুদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। অশ্ব সকল অশ্বারোহীদিগের কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্বদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক পরস্পর কর্ত্তৃক সমাহত ও গত-জীবিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মনুষ্যেরা ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া মনুষ্যদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল দ্বারা পরস্পরের বক্ষঃপ্রদেশ সমাশ্লিষ্ট করিয়া নিহত করিতে লাগিল। হস্তী গণ বিপক্ষনিবারক মহামাত্র গণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দন্তাগ্রভাগ দ্বারা হস্তীগণকে নিহত করিতে থাকিল। পতাকা দ্বারা সমলঙ্কৃত সেই সকল সমাহত হস্তী রুধিরসিক্ত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় পরস্পর সংসক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী, বিষাণের অগ্রভাগে নির্ভিন্ন-কায় ও কোন কোন হস্তী তোমরাস্ত্রে ছিন্নকুম্ভ হইয়া গর্জ্জমান মেঘবৃন্দের ন্যায় নিনাদ করত ধাবমান হইল। কোন কোন হস্তীর শুণ্ড দ্বিধা ছিন্ন হইল, কোন কোন হস্তীর গাত্র ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারা সেই তুমুল রণ স্থলে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকলের পার্শ্ব প্রদেশ অপরাপর হস্তী কর্ত্তৃক বিদারিত হওয়াতে, যে প্রকার পর্ব্বত হইতে গৈরিকাদি ধাতু বিগলিত হয়, সেই প্রকার তাহাদিগের গাত্র হইতে শোণিত বিগলিত হইতে লাগিল। কত কত হস্তী নারাচ-নিহত ও তোমর-বিদ্ধ এবং তাহাদিগের আরোহী নিহত হওয়াতে, তাহাদিগকে শৃঙ্গহীন পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কত কত মদমত্ত হস্তী নিরঙ্কুশ হইয়া শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগকে পরিমর্দ্দন করিতে লাগিল। অনেক অশ্ব যে যে অশ্বারোহী কর্ত্তৃক প্রাস ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইল, সেই সেই অশ্বারোহীর অভিমুখেই দিক্ সকল ব্যাকুলিত করিয়া অভিমুখীন হইতে লাগিল। বীর-কুলোদ্ভব রথী সকল তনুত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়া স্বকীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা অবলম্বন পূর্ব্বক রথিগণের সহিত নির্ভীকের ন্যায় সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন। যোধগণ সেই অবমর্দ্দ সংগ্রামে স্বয়ম্বর স্থলের ন্যায় যশ বা স্বর্গের প্রার্থী হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে

লাগিল। এতাদৃশ লোমহর্ষণ সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় মহৎ সৈন্য প্রায় বিমুখীকৃত হইল।

নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন স্বকীয় সৈন্যদিগকে নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে অরিন্দম ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন, ইন্দ্রের অশনি সম নিস্বন বিশিষ্ট মহাশরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় শর বর্ষণে ভীমসেনকে সমাকীর্ণ করিলেন, এবং ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া লোম-বাহী সুতীক্ষ্ণ এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! মহারথ দুর্য্যোধন ভীমসেনের মর্ম্ম স্থল দৃঢ় বিদ্ধ করিয়া ত্বর-মাণ হইয়া গিরি বিদারণ ক্ষম এক সুশাণিত বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তেজস্বী বৃকোদর তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্ক পরিলেহন করত সুবর্ণ-বিভূষিত রথ ধ্বজ অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ঘটোৎকচ ভীমসেনকে বিমনা দেখিয়া ক্রোধা-নলে, দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায়, জ্বলিয়া উঠিল, এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অভিমন্যু প্রমুখ মহারথ গণ সম্ভ্রমা-ন্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণ অভিমন্যু প্রভৃতিকে সংক্রুদ্ধ ও সম্ভ্রমান্বিত হইয়া আসিতে দেখিয়া আপনকার পক্ষ মহারথ দিগকে বলিলেন, ঐ পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহা-রথগণ ক্রোধাবিষ্ট ও জয়-নিষ্ঠ হইয়া ভীমকে অগ্র-বর্ত্তী ও ভীম নিনাদ করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে ত্রাসিত করত নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি উপদ্রুত হইতেছেন, রাজাও ব্যস-নার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয়াপন্ন হইয়াছেন; অতএব হে মহারথ গণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তো-মরা ত্বরমাণ হইয়া গমন পূর্ব্বক রাজাকে রক্ষা কর। সোমদত্ত প্রভৃতি আপনকার পক্ষ রাজগণ আচার্য্যের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য সমীপে গমন করিলেন। কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, দ্রোণপুত্র, বিবিং-শতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল ও মহাধনুর্দ্ধর অবন্তিরাজেরা কুরুরাজকে পরিবারিত করিলেন। তাঁহারা বিংশতি পদ গমন করিয়াই প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে পরস্পর জিঘাংসু পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষই প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্যও কুরুপক্ষ সেই মহারথদিগকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মহৎ কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক ষড়্ বিংশতি বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার সত্বর হইয়া, শরৎ কালীন মেঘ কর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি বারি ধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। মহাবল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সত্বর হইয়া দশ বাণে আচার্য্যের বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ আচার্য্য তাহাতে সহসা গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া রথ ক্রোড়ে উপ-বিষ্ট হইলেন।

স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণনন্দন, গুরুকে কাতর দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগের দুইজনকে কালান্তক যমের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে গদা লইয়া রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই যমদণ্ড সদৃশ গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া অচল গিরির ন্যায় ভূতলে অবস্থিত হই-লেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যত-গদ দেখিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। বৃকোদরও সেই বলি-প্রবর দুইজনকে ত্বরাবান্ ও একত্রিত হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরমাণ হইয়া বেগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কৌরব মহারথ ভীমদর্শন ভীমসেনকে সংক্রুদ্ধ হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে ত্বরিত হইয়া তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন, এবং

সকলে একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিগ্ হইতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নানাবিধ অস্ত্র পাতিত করত পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ মহারথ গণ মহারথ ভীমসেনকে পীড্যমান ও সংশয় প্রাপ্ত দেখিয়া রক্ষা করিবার মানসে দুস্ত্যজ্য প্রাণ পরিত্যাগে কৃত নিশ্চয় হইয়া ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয় সখা শৌর্য্য সম্পন্ন অনুপাধিপতি নীল-মেঘবর্ণাভ রাজা নীল সংক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার উপর ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর নীল রাজা সর্ব্বদাই অশ্বত্থামার প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন, তিনি মহাশরাসন বিস্ফারণ করিয়া এক শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্ব কালে দেবগণেরও দুরাধর্ষ ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তি নামক যে এক দানব ছিল, যে ক্রোধপ্রযুক্ত স্বকীয় তেজে ত্রিভুবন ত্রাসিত করিয়াছিল, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ নীল রাজা অশ্বত্থামার প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সুমতিমান্ অশ্বত্থামা তাহাতে নির্ভিন্ন হইয়া রুধির পীড়িত ও ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ নিস্বনযুক্ত বিচিত্র ধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক নীল রাজাকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে নিশ্চয় করিলেন। তদনন্তর তিনি কর্ম্মার-মার্জ্জিত সপ্ত ভল্ল সন্ধান করিয়া চারি ভল্লে নীল রাজার চারি অশ্ব, এক ভল্লে তাঁহার সারথি, এক ভল্লে তাঁহার রথ ধ্বজ ও এক ভল্লে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন

মেঘচয়োপম নীল রাজাকে মোহিত দেখিয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ সংক্রুদ্ধ ও জ্ঞাতিগণে পরিবারিত হইয়া বেগ পূর্ব্বক সমর শোভন অশ্বত্থামার সমীপে অভিদ্রুত হইল, এবং যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অন্য রাক্ষসেরাও ধাবমান হইল। তেজস্বী দ্রোণ-পুত্র ভীম-দর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে তাহার সমীপে ধাবিত হইলেন, এবং যে রাক্ষসেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের পুরোগামী হইয়াছিল, সেই সকল ঘোর-মূর্ত্তি রাক্ষসদিগকে নিহত করিলেন। মহাকায় ভীম-নন্দন, সেই রাক্ষসদিগকে অশ্বত্থামার ধনুর্ম্মুক্ত বাণ সকল দ্বারা পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইল। রাক্ষসাধিপতি মায়াবী ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে মোহিত করিবার নিমিত্তে ঘোররূপ সুদারুণ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল। তদনন্তর আপনকার পক্ষ সকলেই ঘটোৎকচের মায়া দ্বারা বিমুখীকৃত ও ছেদিত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং দেখিল দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য, অশ্বত্থামা এবং অন্য অন্য কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর রথী রাজগণ সকলেই রণ ক্ষেত্রে দীনভাবে বিচেষ্টমান, শোণিতসিক্ত ও নিপাতিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া আপনকার পক্ষ সৈন্যেরা শিবির উদ্দেশে বিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দেবব্রত ও আমি আমরা দুইজন তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না, তোমরা রণ ক্ষেত্রে যাহা দেখিয়া ভীত হইয়াছ, উহা প্রকৃত নহে, উহা রাক্ষসী মায়ার কার্য্য। তাহারা বিমোহিত হইয়া আমাদিগের উভয়ের এই রূপ বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া ভীত চিত্তে পলায়ন করিতেই লাগিল, দাঁড়াইল না। ঘটোৎকচ ও পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে বিদ্রাবিত হইতে দেখিয়া জয়ী হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এবং শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিলেন। মহারাজ! আপনকার সমুদায় সৈন্য দুরাত্মা হিড়িম্বানন্দন হইতে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রভগ্ন হইয়া দিগ্দিগন্তর পলায়মান হইল।

এক নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই মহৎ সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক

অভিবাদন করিয়া বিনয় সহকারে আনুপূর্ব্বীক্রমে আপনার পরাজয় ও ঘটোৎকচের বিজয় বৃত্তান্ত বলিতে উপক্রম করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, হে প্রভু পিতামহ! যেমন বিপক্ষ পাণ্ডবেরা বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া বিগ্রহ আরব্ধ করিয়াছে, সেই রূপ আমিও আপনাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছি। হে পরন্তপ! আমি এই বিখ্যাত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত আপনার নিদেশবর্ত্তী রহিয়াছি, তথাপি ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া যে আমাকে পরাজিত করিল, ইহা, যেমন অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় আমার গাত্র দগ্ধ করিতেছে, অতএব হে মহাভাগ পরন্তপ পিতামহ! যাহাতে আমি আপনকার প্রসাদে আপনাকে আশ্রয় করিয়া ঐ রাক্ষসাধমকে বধ করিতে পারি, তাহা আপনি করুন।

ভরতপ্রধান শান্তনু-পুত্র, রাজার ঐ রূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! এই রণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! সংগ্রামে তোমার সমুদায় অবস্থাতেই আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেব, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারো সহিত তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, কেননা রাজারা রাজধর্ম্মের অনুগামী হইয়া রাজার সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকেন। বৎস! যদি সেই ভীষণ রাক্ষসাধিপতির নিমিত্তে তোমার অনুতাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, শল্য, সোমদত্ত-পুত্র, মহারথ বিকর্ণ, তোমার দুঃশাসন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভ্রাতাগণ এবং আমি, আমরা সকলে তোমার নিমিত্তে সেই মহাবল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা যুদ্ধে পুরন্দর সম ঐ রাজা ভগদত্ত দুর্ম্মতি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করুন।

বাক্য-বিশারদ ভীষ্ম পার্থিবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে ইহা বলিয়া তাঁহার সমক্ষে রাজা ভগদত্তকে বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বা-নন্দনের নিকট শীঘ্র গমন করুন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে ইন্দ্র তারকাসুরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আপনি সমুদায় ধনুর্দ্ধরের সাক্ষাতে সযত্ন হইয়া ক্রূর-কর্ম্মা সেই রাক্ষসকে রণে নিবারিত করুন। হে শত্রু-তাপন! দিব্য অস্ত্র ও বিক্রম আপনাতেই বিদ্যমান আছে এবং পূর্ব্বে বহু দেবতার সহিত আপনকার যুদ্ধ হইয়াছিল, অতএব আপনিই সেই রাক্ষস-পুঙ্গবের মহাযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা, আপনি স্বকীয় বলে সমুচ্ছ্রিত হইয়া তাহাকে সংহার করুন।

রাজা ভগদত্ত সেনাপতি ভীষ্মের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া পর পক্ষে অভিমুখ হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিলেন। পাণ্ডবদিগের মহারথ ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি, ইহাঁরা ভগদত্তকে গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। রাজা ভগদত্তও সুপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত তাঁহাদিগের উপর উপদ্রুত হইলেন। তদনন্তর ভগদত্তের সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ভয়ানক যম-রাষ্ট্র-বর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ভীষণ বেগ-বিশিষ্ট অতি তেজন বাণ সকল রথিগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রথ ও হস্তী সকলের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। গলিত-মদ মহা হস্তী সকল আরোহী কর্তৃক চালিত হইয়া নির্ভয়ে পরস্পরের নিকট গমন পূর্ব্বক যুদ্ধাসক্ত হইল। মদান্ধ হস্তী সকল রোষ সংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে মুষল রূপ দন্ত দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। চামর-ভূষিত অশ্ব সকল প্রাসহস্ত সাদিগণ কর্তৃক চালিত হইয়া দ্রুতবেগে পরস্পর সমর কার্য্য করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতি, পদাতি

সমুহ কর্ত্তৃক শক্তি ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। রথী সকল রথারোহণে কর্ণি, নালীক ও শর দ্বারা বীরগণকে নিহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তাদৃশ লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত গলিত মদ সুপ্রতীক গজে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার পর্ব্বতের নানা স্থান হইতে জলস্রাব হয়, সেই রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক হস্তীর দেহে গণ্ড দ্বয়, অক্ষি দ্বয়, কর্ণ দ্বয় ও মস্তক, এই সপ্ত স্থান হইতে মদস্রাব হইতেছিল। হে নিষ্পাপ মহীপাল! রাজা ভগদত্ত সুপ্রতীক শীর্ষে সমারোহী হইয়া ঐরাবতস্থ ইন্দ্রের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ পূর্ব্বক গমন করত, মেঘ যেমন গ্রীষ্মান্তে বারিধারায় পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমসেনকে শর নিকর ধারায় তাড়ন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের শতাধিক পাদরক্ষক দিগকে শর বৃষ্টি দ্বারা নিহত করিলেন। প্রতাপবান্ ভগদত্ত তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া সুপ্রতীক হস্তীকে ভীমের রথের প্রতি চালিত করিলেন। সেই নাগ ভগদত্তের প্রেষিত হইয়া ধনুর্গুণ বিমুক্ত বাণের ন্যায় বেগে অরিন্দম ভীমের উপর ধাবমান হইল। কৈকেয় রাজেরা, অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ, দশার্ণাধিপতি শূর ক্ষত্রদেব, চেদিপতি ও চিত্রকেতু, এই সকল পাণ্ডব পক্ষ মহাবল মহারথ সেই হস্তীকে আপতিত হইতে দেখিয়া ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সকলেই সংরব্ধ হইয়া দিব্য উত্তমাস্ত্র সকল প্রদর্শন করত সেই এক হস্তীকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই মহাহস্তী উল্লিখিত মহারথদিগের বহু বাণে বিদ্ধ ও রুধির পীড়িত হইয়া গৈরিকাদি ধাতুবিচিত্রিত হিমালয় গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং দশার্ণাধিপতিও পর্ব্বতোপম এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের গজ সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার বেলা ভূমি সমুদ্রের বেগ ধারণ পূর্ব্বক নিবারিত করে, তদ্রূপ গজপতি সুপ্রতীক দশার্ণরাজের হস্তীর বেগ ধারণ করিয়া নিবারিত করিল, তাহা দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য সকলে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল। হে নৃপসত্তম! তদনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নাগের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তোমর নাগের সুবর্ণ-ভূষিত উত্তম তনুত্রাণ বিদারণ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় দেহ মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। হে ভরতসত্তম! সেই নাগ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সত্বর মত্ততা-বিহীন হইল, এবং বায়ু যেমন বল দ্বারা বৃক্ষ মর্দ্দন করে, তাহার ন্যায় বেগ পূর্ব্বক ভৈরব রব করত স্ব পক্ষ সৈন্য মর্দ্দন করিতে করিতে প্রদ্রুত হইল।

এই রূপে সেই হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডব পক্ষ মহারথ গণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সিংহনাদ করত যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবিধ বাণ ও বিবিধ শস্ত্র বিকিরণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। হে ভূপাল! মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সেই সকল সংক্রুদ্ধ ও অমর্ষ-বিশিষ্ট মহারথ দিগের আপতন কালে তাহাদিগের ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিয়া অমর্ষ প্রযুক্ত নির্ভীক চিত্তে স্বকীয় নাগ চালিত করিলেন। গজ-প্রবর সুপ্রতীক ভগদত্তের অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষণ মাত্রে প্রলয় কালীন সম্বর্ত্তক বহ্নির ন্যায় হইল, এমন কি, অতিশয় সংক্রুদ্ধ ও ইতস্তত ধাবমান হইয়া আরোহীর সহিত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমূহকে এবং শত শত সহস্র সহস্র পদাতিদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! বিপুল পাণ্ডব সৈন্য সেই গজ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া অগ্নি-তপ্ত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনাদিগের সৈন্য ধীমান্ ভগদত্ত কর্ত্তৃক প্রভগ্ন দেখিয়া অতি ক্রোধাকুল হইয়া ভগদত্তের নিকট উপদ্রুত হইল। সেই মহাবল বিকটাকৃতি প্রদীপ্ত-বদন প্রদীপ্ত-লোচন পুরুষ অতি ভীষণ মূর্ত্তি

ধারণ পূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্ফুলিঙ্গ মালায় পরিবেষ্টিত গিরি বিদারণ ক্ষম এক বিমল শূল গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ সহসা সেই শক্তি সমাগত দেখিয়া সুদারুণ তীক্ষ্ণ মনোহর এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মোচন পূর্ব্বক সেই বেগ-বিশিষ্ট মহৎ শূল ছেদন করিলেন। যেমন ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত মহা অশনি আকাশে উৎপতিত হয়, সেই রূপ হেম-ভূষিত সেই শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া উৎপতিত হইল। হে ভূপাল! রাজা ভগদত্ত রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শূল দ্বিধা ছিন্ন ও নিপতিত দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া অগ্নি শিখা সদৃশ স্বর্ণদণ্ড যুক্ত এক মহা শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ আকাশস্থ অশনির ন্যায় সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিল, এবং নিনাদ করিয়া উঠিল। হে ভারত! সে ঐ শক্তি সত্বর গ্রহণ করিয়া জানুতে আরোপণ পূর্ব্বক রাজেন্দ্র ভগদত্তের সাক্ষাতেই ভগ্ন করিয়া ফেলিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। আকাশস্থ দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ বলীয়ান্ রাক্ষসের তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা তাহা দেখিয়া সাধু সাধু শব্দে পৃথিবী অনুনাদিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপবান্ ভগদত্ত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের হর্ষসূচক সেই মহাধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন। এবং তিনি ইন্দ্রের অশনি সম প্রভা সম্পন্ন মহৎ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষ মহারথদিগের প্রতি বিমল প্রভা-বিশিষ্ট বিমল তীক্ষ্ণ নারাচ সকল বেগ পূর্ব্বক বিমোচন করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি এক শরে ভীমকে, নয় শরে রাক্ষসকে, তিন শরে অভিমন্যুকে এবং পঞ্চ শরে কৈকেয়-রাজ পঞ্চ ভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আনতপর্ব্ব এক শর পূর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রদেবের দক্ষিণ বাহু ভেদ করিলেন। তাহাতে ক্ষত্রদেবের শরের সহিত উত্তম ধনুক সহসা পতিত হইল। তদনন্তর ভগদত্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পঞ্চ বাণে তাড়িত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীমসেনের অশ্ব সকল নিহত করিলেন, পরে তিন শরে তাঁহার সিংহ ধ্বজ এবং অপর তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমের সারথি বিশোক ভগদত্তের যুদ্ধে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইল। তদনন্তর রথিপ্রবর মহাবাহু ভীমসেন বেগ সহকারে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া বিরথী হইলেন। হে ভারত! তাঁহাকে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যত-গদ দেখিয়া আপনকার পক্ষ দিগের ঘোরতর ভয় সমুৎপন্ন হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৃষ্ণ সারথি পাণ্ডব চতুর্দ্দিকে শত্রু হত্যা করিতে করিতে যে স্থানে মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষব্যাঘ্র পিতা পুত্র ভীমসেন ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত ছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন, মহারথ ভ্রাতাদিগকে আহত দেখিয়া সত্বর হইয়া শর নিক্ষেপ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহারথ রাজা দুর্য্যোধন ত্বরমাণ হইয়া নর নাগ সমাকুল স্বকীয় সৈন্যদিগকে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন শ্বেতবাহন সহসা কুরুদিগের মহা সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া বেগে তাহাদিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে ভারত! ভগদত্তও স্বকীয় নাগ দ্বারা পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করত যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তখন পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও উদ্যতায়ুধ কেকয়গণের সহিত রাজা ভগদত্তের অতি মহান্ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভীমসেন তখন সমর স্থলে কেশব ও অর্জ্জুনকে ইরাবানের সংগ্রাম-মৃত্যু বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বী শ্রবণ করাইলেন।

দ্বিনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! ধনঞ্জয়, পুত্র ইরাবান্‌কে নিহত শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে সমাবিষ্ট

হইয়া পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! পূর্ব্বে মহামতি মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর নিশ্চয়ই এই কুরু পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ক্ষয় জানিতে পারিয়া জনপতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। কৌরবদিগের অবধ্য আমাদিগের পক্ষ বহু বীরকে কৌরবেরা নিহত করিতেছেন এবং আমাদিগের অবধ্য কৌরবদিগকেও আমরা নিহত করিতেছি। হে নরোত্তম! আমরা অর্থ নিমিত্তই এতাদৃশ কুৎসিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক অর্থ নিমিত্তই আমরা এতাদৃশ জ্ঞাতি ক্ষয় কার্য্য করিতেছি; অতএব অর্থে ধিক্! হে কৃষ্ণ! নির্ধন ব্যক্তির বরং মৃত্যুই শ্রেয়, তথাপি জ্ঞাতি বধ করিয়া ধন উপার্জ্জিত করা শ্রেয় নহে। হে মহাবাহু! আমরা সংগ্রামে জ্ঞাতি হত্যা করিয়াই বা কি লাভ করিব? সুবল-পুত্র শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণানুসারে দুর্য্যোধনের অপরাধেই ক্ষত্রিয় গণ নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন। হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি জানিতে পারিলাম যে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকটে অর্দ্ধ রাজ্য বা পাঁচখানি গ্রাম যাজ্ঞা করিয়া উত্তম করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহা প্রদান করিল না! পরন্তু এক্ষণে শূর ক্ষত্রিয় দিগকে ধরণীতলে শয়ান দেখিয়া আমি আপনাকে নিন্দিত বোধ করিতেছি; ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্! হে মধুসূদন! এই সকল ক্ষত্রিয়েরা আমাকে রণে অশক্ত বোধ করিবে, এই নিমিত্তই আমার জ্ঞাতি গণের সহিত এই মহৎ যুদ্ধে অভিরুচি হইতেছে; অতএব হে মাধব! এক্ষণে তুমি শীঘ্র অশ্বদিগকে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের প্রতি চালনা কর, আমি ভুজ দ্বয়ের সাহায্যে এই দুস্তর সমর সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব, আর নিরর্থ সময় যাপন করা উচিত নয়।

বীর শত্রুহন্তা কেশব পার্থ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পবন-বেগ পাণ্ডুরবর্ণ অশ্বদিগকে চালিত করিলেন। হে ভারত! অনন্তর যে প্রকার পর্ব্ব কালে পবনোদ্ধূত বেগ-বিশিষ্ট সাগরের মহা শব্দ হয়, সেই রূপ আপনকার পক্ষ সৈন্য মধ্যে মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই দিবস অপরাহ্নে পাণ্ডবদিগের সহিত ভীষ্মের পর্জ্জন্য শব্দ সদৃশ শব্দ যুক্ত সংগ্রাম হইতে লাগিল। আপনকার পুত্রগণ, যে প্রকার বসুগণ বাসবকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমসেনের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তৎপরে রথি প্রধান ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়ের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লিক সাত্যকির প্রতি ও রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর প্রতি উপদ্রুত হইলেন। হে মহারাজ! অবশিষ্ট মহারথগণ অবশিষ্ট মহারথদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহার পর ঘোররূপ ভয়াবহ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল।

হে জনেশ্বর! ভীমসেন সমরে আপনকার পুত্র দিগকে দেখিয়া, যে প্রকার হব্যবাহন হবির্দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, সেই রূপ ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। আপনকার পুত্রেরাও যে প্রকার বর্ষা কালে জলদগণ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেই রূপ ভীমসেনের উপর শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। বীর ভীমসেন আপনকার পুত্রদিগের শরে বহুধা আচ্ছাদ্যমান হইয়া দর্পিত শার্দ্দূলের ন্যায় সৃক্কণী লেহন করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা ব্যূঢ়োরস্ককে নিহত করিলেন; তাহাতেই ব্যূঢ়োরস্কের প্রাণ ত্যাগ হইল। পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে নিপাতিত করে, তাহার ন্যায় শাণিত পীত এক ভল্ল দ্বারা কুণ্ডলীকে নিপাত করিলেন। পরে তত্রস্থ আপনকার সমস্ত পুত্রকে রণে প্রাপ্ত হইয়া ত্বরাযুক্ত হইয়া কতক গুলি সুশাণিত পীত বাণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। দৃঢ়ধন্বী ভীমসেনের নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ অনাধৃষ্টি, কুণ্ডভেদী, বৈরাটি, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনক ধ্বজ, আপনকার এই সকল অতি মহারথ বীর পুত্রদিগকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। ইহাঁরা রথ হইতে পতন কালে বসন্ত কালীন পতিত পুষ্পশবল আম্র বৃক্ষের

ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। আপনকার অবশিষ্ট পুত্রেরা সেই মহাসংগ্রামে মহাবল ভীমসেনকে কাল স্বরূপ মনে করিয়া পলায়ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে আপনকার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া, পর্ব্বতের প্রতি মেঘের বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। কুন্তী-পুত্র ভীমের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তাঁহাকে দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তিনি আপনকার পুত্রদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। যে প্রকার গোবৃষ আকাশে পতিত জল বর্ষণ ধারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদর দ্রোণ-মুক্ত শর বর্ষণ ধারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বৃকোদর সেই রণে এই আশ্চর্য্য কার্য্য করিলেন যে, তিনি দ্রোণকেও নিবারিত করিলেন এবং আপনকার পুত্রদিগকেও সংহার করিলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ মধ্যে বিচরণ করত ক্রীড়া করে, অর্জ্জুন-পূর্ব্বজ মহাবল ভীম, সেই রূপ, আপনকার বীর পুত্রদিগের মধ্যে বিচরণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যে প্রকার এক বৃক মৃগ মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, সেই রূপ বৃকোদর আপনকার পুত্রদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন।

ভীষ্ম, ভগদত্ত ও মহারথ কৃপাচার্য্য, পাণ্ডু-নন্দন বেগ-শীল অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু অতিরথ অর্জ্জুন আপনকার সৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান বীর দিগের অস্ত্র সকল অস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন। এবং অভিমন্যু লোক বিখ্যাত রথিশ্রেষ্ঠ রাজা অম্বষ্ঠকে শর সমূহ দ্বারা বিরথি করিলেন। রাজা অম্বষ্ঠ যশস্বী মহাত্মা সুভদ্রা-পুত্রের হস্তে বধ্যমান ও বিরথী হইয়া লজ্জান্বিত চিত্তে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত তাঁহার উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া মহাত্মা কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। রণ-পথ বিশারদ বীর-শত্রুহন্তা অভিমন্যু সেই নিক্ষিপ্ত খড়্গকে আপতিত হইতে দেখিয়া লঘুবিচরণে তাহা বিফল করিলেন। অভিমন্যু কর্ত্তৃক খড়্গ ব্যংসিত দেখিয়া সৈন্যেরা তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল।

হে নরাধিপ! এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যোধগণ আপনকার সৈন্যদিগের সহিত এবং আপনকার সমস্ত সৈন্যও পাঁণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয় পক্ষের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষই পরস্পর দুষ্কর কার্য্য করত হনন করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় মানী শূরগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, অসি, শোভমান বাহু ও তল দ্বারা প্রহার পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং বিপক্ষের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদিগকে যম সাদনে প্রেরণ করিতে থাকিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে প্রহার করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাকুলিত করিয়া সমর কার্য্য নিষ্পাদন করিতে লাগিল। হত ব্যক্তি দিগের হেমপৃষ্ঠ মনোহর ধনুক ও মহার্হ অলঙ্কার রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া শোভমান হইল, এবং সুবর্ণ ও রজতময় পুঙ্খ-সংযুক্ত তৈল ধৌত সুশাণিত বাণ সকল নির্ম্মোক মুক্ত সর্পের ন্যায় রণ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গজদন্ত-নির্ম্মিত খড়্গ মুষ্টি, হেম-বিভূষিত খড়্গ, চর্ম্ম, প্রাস, পট্টিশ, ঋষ্টি ও শক্তি সকল, উত্তম কবচ, গুরুতর মুষল, পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, বিচিত্র হেম-পরিষ্কৃত বিবিধ শরাসন, নানাবিধাকৃতি কুথা, চামর, ব্যজন ও অন্যান্য নানাবিধ শস্ত্র রণ-ভূমিতে পতিত হইল। মহারথ মনুষ্য সকল ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াই নিপতিত হইলেন। তাঁহারা মৃত হইয়াও জীবন্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। হে নৃপতে! অনেক যোধগণের গাত্র গদা দ্বারা বিমথিত, অনেক যোধগণের মস্তক মুষল দ্বারা ভগ্ন হওয়াতে তাহারা এবং অনেকে হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষুণ্ন হইয়া ভূতলে শয়ান হইতে লাগিল। রণ ক্ষেত্রের সর্ব্ব স্থান গজ, বাজি ও মনুষ্য-

শরীরে সংছন্ন হইয়া যেন পর্ব্বতাবৃত হইল। পতিত শক্তি, ঋষ্টি, শর, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহকুন্ত, পরশ্বধ, পরিঘ, ভিন্দিপাল ও শতঘ্নী, এই সকল অস্ত্র শস্ত্রে ও শস্ত্র-নির্ভিন্ন প্রাণি শরীরে মেদিনী সমাকীর্ণা হইল। হে শত্রুঘ্ন মহারাজ! শোণিত সিক্ত দেহে পতিত হইয়া অনেকে নিঃশব্দ হইল, এবং অনেকে মৃদু শব্দ করিতে লাগিল; এতাদৃশ মৃত দেহে ভূমিতল সমাবৃত হইল। হে ভারত! বলশীল যোধগণের নিপাতিত তলত্র ও কেয়ূর ভূষিত চন্দন-চর্চ্চিত বাহু, হস্তি শুণ্ড সদৃশ উরু সমূহ, এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডল ভূষিত বৃষভ নয়ন শোভিত মস্তকে পৃথিবী সমাকীর্ণা হইল। পৃথিবীতে অনলের শিখা শান্তি হইলে যে রূপ শোভা হয়, কাঞ্চনময় কবচ সকল শোণিত-সিক্ত ও পরিকীর্ণ হওয়াতে ভূমিতল সেই রূপ শোভমান হইল। ইতস্তত নিপতিত অলঙ্কার, শরাসন, চতুর্দ্দিকে পরিকীর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ শর, সর্ব্বতোভাবে প্রভগ্ন কিঙ্কিণীজাল-বিভূষিত রথ, বাণ নিহত স্খলিত-জিহ্ব রক্তাক্ত-দেহ অশ্ব, রথ-নিম্নস্থ কাষ্ঠ, পতাকা, তূণীর, ধ্বজ, বীরগণের পরিকীর্ণ পাণ্ডরবর্ণ মহাশঙ্খ ও স্রস্তশুণ্ড শয়ান মাতঙ্গ দ্বারা পৃথিবী, নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। প্রাস-সংযুক্ত, গাঢ় বেদনাগ্রস্ত, শুণ্ড দ্বারা মুহুর্মুহু শীৎকার শব্দকারী ও স্যন্দমান পর্ব্বত সদৃশ বহুল হস্তী দ্বারা রণস্থল পরিকীর্ণ হইল। দন্তীগণের নানা বর্ণ কম্বল, পরিস্তোম, বৈদূর্য্য মণি দণ্ড সমন্বিত সুশোভিত অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরিচ্ছিন্ন বিচিত্র কুথা, অনলঙ্কৃত অঙ্কুশ, চিত্ররূপ কণ্ঠভূষণ, সুবর্ণ-কক্ষা, বহুধা ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, ধূলি দ্বারা কপিল বর্ণ স্বর্ণাচ্ছাদিত অশ্ব দিগের উরশ্ছদ, সাদীগণের অঙ্গদ সংযুক্ত ছিন্ন ভুজ, বিমল তীক্ষ্ন প্রাস, বিমল ঋষ্টি, চিত্রিত উষ্ণীষ, সুবর্ণ পরিষ্কৃত বিচিত্র বাণ সমূহ, রাঙ্কবময় মর্দ্দিত অশ্বাস্তর, পরিস্তোম, রাজগণের মহা মূল্য বিচিত্র চূড়ামণি, ছত্র, চামর, ব্যজন, বীরগণের মনোহর কুণ্ডল যুক্ত, পদ্ম ও চন্দ্র সদৃশ, শ্মশ্রু-বিশিষ্ট, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, কান্তিমান্ বদন ও সুবর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল সকল রণ স্থলে ইতস্তত পতিত হওয়াতে পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র-শবল আকাশ মণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষ সেনাই পরস্পর কর্ত্তৃক এই রূপে মর্দ্দিত হইল। হে ভারত! যোধগণ শ্রান্ত, ভগ্ন ও মর্দ্দিত হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল; রণ ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। মহাভয়-জনক সুদারুণ ঘোর নিশামুখে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। অবহারানন্তর সকলে মিলিত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক শিবির নিবেশ করিলেন।

ত্রিনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, আপনকার পুত্র দুঃশাসন, দুর্জ্জেয় সূতপুত্র কর্ণ, ইহাঁরা একত্র হইয়া, সগণ পাণ্ডব দিগকে কি রূপে জয় করা যায়, ইহার মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন মহাবল কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সকল মন্ত্রী দিগকে বলিলেন, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য ও সোমদত্ত-পুত্র, ইহাঁরা পাণ্ডব দিগকে যে কি কারণে যুদ্ধে নিবারিত করেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক অবধ্যমান হইয়া আমার সৈন্য ক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! যুদ্ধে আমার সৈন্যও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল এবং অস্ত্র শস্ত্রেরও ক্ষয় হইতে লাগিল। কর্ণ! দেবগণেরও অবধ্য শূর পাণ্ডব দিগের কর্ত্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম; তাহাদিগকে কি প্রকারে রণে প্রহার করিব, তদ্‌বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ ভরত-নন্দন! আপনি শোক করিবেন না, শান্তনুনন্দন এই মহা রণ হইতে শীঘ্র অবহৃত হউন, তাহা হইলেই আমি আপনকার প্রিয় কার্য্য করিব। আমি আপনকার সমীপে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভীষ্ম ন্যস্ত-শস্ত্র

হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাতেই আমি সমুদায় সোমকগণের সহিত পাণ্ডব দিগকে সংহার করিব। ভীষ্ম সর্ব্বদা পাণ্ডব দিগের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন, তিনি মহারথ পাণ্ডব দিগকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেন না। এবং তিনি রণ বিষয়ে অভিমানী, সর্ব্বদা রণ করিতে ভাল বাসেন, অতএব যুদ্ধ-সঙ্গত পাণ্ডব দিগকে কি জন্য পরাজিত করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন? হে ভরত-কুলপাল! আপনি শীঘ্র ভীষ্ম শিবিরে গমন পূর্ব্বক বৃদ্ধ গুরু ভীষ্মকে সম্মত করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমিই একাকী পাণ্ডব দিগকে তাহাদিগের সুহৃদ্ বান্ধব গণের সহিত নিহত করিয়াছি।

মহারাজ! কর্ণ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে ঐ রূপ বলিলে, তিনি ভ্রাতা দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! তুমি আমার আনুযাত্রিক গণ যে রূপে সর্ব্ব প্রকারে সজ্জীভূত হয়, শীঘ্র তাহার বিধান কর। রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ইহা বলিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমি ভীষ্মকে উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়া শীঘ্র তোমার নিকট আসিতেছি, ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অবসৃত হইলে তুমি যুদ্ধ করিবে। হে নরপাল! তদনন্তর আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সকল ভ্রাতাগণে সমভিব্যাহারিত হইয়া, দেবগণ সহ দেবরাজের ন্যায়, সত্বর প্রয়াণ করিলেন। তখন ভ্রাতা দুঃশাসন শার্দ্দূলসম বিক্রমশীল নৃপ-শার্দ্দূল দুর্য্যোধনকে ত্বরা পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করাইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত হইয়া পথি মধ্যে গমন করত শোভা পাইতে লাগিলেন। মঞ্জিষ্ঠা পুষ্প-সঙ্কাশ সুবর্ণ-সবর্ণ উত্তম সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত নির্ম্মলাম্বর পরীধান সিংহ খেলন গতির ন্যায় গমন শীল রাজা গমন কালে অম্বরস্থ নির্ম্মল কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। নরব্যাঘ্র রাজা দুর্য্যোধনকে ভীষ্মের শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে দেখিয়া সর্ব্ব লোক মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ধন্বিগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণ, যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেই রূপ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনেকে অশ্বে, অনেকে গজে এবং অনেকে রথারোহণে রাজাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিলেন। যেমন স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুগামী হন, সেই রূপ রাজার সুহৃদ্গণ গৃহীত-শস্ত্র হইয়া সৌহার্দ্দভাব প্রকাশ করত রাজার রক্ষার্থে অনুগামী হইলেন। কৌরবদিগের মহাবল রাজা দুর্য্যোধন কুরুগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া যশস্বী গঙ্গা-নন্দনের সদনে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুগামী সোদরগণে নিয়ত পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা দেশবাসী মনুষ্যেরা অঞ্জলি উদ্যত করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বিনয় করিতে লাগিল, তিনি অনুকূল ভাবে সর্ব্ব শত্রু-বিনাশন হস্তিশুণ্ডোপম অস্ত্র শিক্ষা সম্পন্ন স্বকীয় দক্ষিণ ভুজ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের উদ্যত অঞ্জলি গ্রহণ করিতে করিতে মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সূত ও মাগধগণ মহাযশা রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রাজ-পুরুষেরা সুগন্ধি তৈল-সেচিত কাঞ্চন-প্রদীপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন সেই সকল কাঞ্চন প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন হইয়া শোভমান হইলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষ ধারী বেত্র ও ঝর্ঝর হস্ত রাজ পুরুষেরা সমস্ত দিকে জন সকলকে শনৈঃ শনৈ উৎসারিত করিতে লাগিল। এই রূপে রাজা গমন করিয়া ভীষ্মের শোভন শিবির সমীপে গমনানন্তর অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর উত্তম আস্তরণ সংবৃত কাঞ্চনময় সর্ব্বতোভদ্র

পরমাসনে আসীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুলিত-কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভীষ্মকে কহিলেন, হে শত্রু-সূদন! আমরা সংগ্রামে আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুরপতির সহিত সুরাসুরগণকেও পরাজয় করিতে উৎসাহ করি, তাহাতে যে সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত বীর পাণ্ডব দিগকে জয় করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব হে প্রভু গঙ্গানন্দন! আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, হে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনি পাণ্ডব দিগকে নিহত করুন। হে ভরত-বংশভূষণ! আপনি বলিয়াছিলেন "আমি সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল, কৈকয় ও করূষ দিগকে সংহার করিব" আপনার সেই বাক্য সত্য হউক; আপনি সমাগত পার্থ ও সোমক দিগকে নিহত করিয়া সত্য-বাদী হউন। হে প্রভো! যদি পাণ্ডব দিগের প্রতি আপনার দয়া বা আমার মন্দভাগ্য বশত আমার প্রতি আপনার দ্বেষ প্রযুক্ত আপনি পাণ্ডব দিগকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ-শোভী কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন, তিনিই পাণ্ডব দিগকে তাহাদিগের সুহৃদ্ বান্ধব গণের সহিত পরাজিত করিবেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সত্য-পরাক্রম ভীষ্মকে এই রূপ বলিয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন।

চতুর্নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! লোক-স্বভাবজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য মহামনা ভীষ্ম আপনকার পুত্রের বাক্য রূপ শল্যে অতিবিদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া অণু মাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না। তিনি দুর্য্যোধনের বচন শলাকায় ক্ষুণ্ণ ও তৎপ্রযুক্ত দুঃখ ও রোষে সমন্বিত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, পরে কোপানলে চক্ষুর্দ্বয় উত্তোলন করিয়া যেন দেবা-সুর গন্ধর্ব্ব লোক দগ্ধ করত আপনকার পুত্রকে এই রূপ সাম বাক্য বলিলেন, দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যের চেষ্টা করিতেছি, এবং অনু-ষ্ঠানও করিতেছি, তোমার প্রিয় কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব তুমি কি জন্য আমাকে বাক্য শল্যে বিদ্ধ করিতেছ? অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রেরা যে রণে অজেয়, তদ্-বিষয় আর অধিক কি বলিব! শৌর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুন যখন খাণ্ডবে ইন্দ্রকে রণে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদ-র্শন। হে মহাবাহো! যখন গন্ধর্ব্বেরা তোমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে প্রভু! তখন তোমার শূর ভ্রাতাগণ ও সূতপুত্র কর্ণ যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। বিরাট নগরে গো গৃহে আমরা সকলে মিলিত হইলেও আমাদিগকে যে এক মাত্র অর্জ্জুন আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। অর্জ্জুন তখন সংরব্ধ দ্রোণ ও আমাকে যুদ্ধে যে পরাজিত করিয়া বসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে মহাধনুর্দ্ধর অশ্ব-ত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন যে পরাজিত করিয়া-ছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পুরুষাভিমানী কর্ণকে যে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন, এবং দেবরাজ ইন্দ্রও যাহা-দিগকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই সকল নিবাত-কবচ দিগকে অর্জ্জুন যে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে নরপাল! যে অর্জ্জুনের রক্ষক শঙ্খ চক্র গদাধারী বিশ্ব-রক্ষক বাসুদেব, নার-দাদি মহর্ষি গণ যাঁহাকে মহাশক্তিমান্ সৃষ্টি সংহার-কারী সকলের ঈশ্বর দেব-দেব পরমাত্মা ও সনাতন বলিয়া বহু প্রকারে উক্ত করিয়া থাকেন, সেই বেগবান্ অর্জ্জুনকে রণে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে? দুর্য্যোধন! তুমি মোহ প্রযুক্ত কার্য্যাকার্য্য

বুঝিতে পার না। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন সমুদায় বৃক্ষকে কাঞ্চন ময় দর্শন করে, তুমিও সেই প্রকার বিপরীত দর্শন করিতেছ। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণের সহিত মহৎ বৈর ভাব উৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি। আমি শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত সমাগত সোমক ও পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব। হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া যমসাদনে গমন করিব, না হয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব। পূর্ব্বে শিখণ্ডী রাজ-ভবনে স্ত্রী হইয়া উৎপন্ন হয়, পরে বরপ্রভাবে পুরুষ হইয়াছে। বাস্তবিক সে স্ত্রীজাতি শিখণ্ডিনী। হে ভারত! প্রাণ ত্যাগ করিতে হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব না, কেননা বিধাতা তাহাকে পূর্ব্বে স্ত্রী রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরন্তু হে গান্ধারী-নন্দন! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, আমি কল্য মহা-সংগ্রাম করিব। যাবৎ কাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ কাল পৃথিবীতে আমার এই বিষয়ে খ্যাতি থাকিবে।

হে জনেশ্বর! ভীষ্ম আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই রূপ বলিলে, তিনি গুরু ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া স্বকীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। শত্রুক্ষয়কারী রাজা দুর্য্যোধন স্ব নিবেশনে আগমন পূর্ব্বক সমভিব্যাহারী আনুযাত্রিক লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে প্রবেশ করত সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে প্রাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমস্ত রাজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সেনা যোজনা কর, আজি ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক দিগকে রণে নিহত করিবেন। হে ভূপতে! শান্তনুপুত্র রাত্রিতে দুর্য্যোধনের সেই বিলাপ বাক্য শুনিয়া তাহাই আপনার প্রতি বহু আদেশ স্বরূপ মনে করিয়া স্বীয় অবমান বোধ করত পরাধীনতার প্রতি নিন্দা পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া যে দীর্ঘ কাল চিন্তা করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহার সেই চিন্তিত বিষয় ভাবগতিক্রমে বুঝিতে পারিয়া দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষার্থে রথী সকল ও অবশিষ্ট সমুদায় দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সেনা নিয়োগ করিবে। সসৈন্য পাণ্ডব দিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইব বলিয়া যে বহু বর্ষ হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছি, তাহার সময় এই সমুপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদিগের প্রকৃত কার্য্য মনে করিতেছি, কেন না তিনিই আমার দিগের সহায়, তিনি রক্ষিত হইলে যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ দিগকে বিনাশ করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা বলিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে প্রহার করিব না, সে প্রথমে স্ত্রীজাতি ছিল, এই নিমিত্তে সে রণে আমার ত্যাজ্য। হে মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয়-চিকীর্ষা হেতু বিপুল রাজ্য ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা লোকের অবিদিত নাই। আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, স্ত্রীজাতি বা পূর্ব্বে যে স্ত্রী ছিল তাহাকে কদাপি হনন করিব না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা শুনিয়াছ যে শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডিনী নামে কথিত হইয়াছিল। সে প্রথমত কন্যা থাকিয়া পরে পুরুষ হইয়াছে, সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে তাহার প্রতি আমি কোন প্রকারে বাণ পরিত্যাগ করিব না। শিখণ্ডী ব্যতীত যে সকল ক্ষত্রিয় পাণ্ডব দিগের জয়ৈষী, তাহাদিগকে বাণ গোচরে প্রাপ্ত হইলেই নিহত করিব।" হে ভারত! শাস্ত্রজ্ঞ গঙ্গা-নন্দন আমাকে এই রূপ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিতেছি। মহাবনে সিংহ যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তাহা হইলে বৃকও তাহাকে সংহার করিতে পারে, অতএব সিংহ স্বরূপ ভীষ্মকে বৃক স্বরূপ শিখণ্ডী দ্বারা সংহার করান উচিত নহে। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি, ইহাঁরা যত্নবন্ত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে রক্ষা করিলেই আমাদিগের নিশ্চয় জয় হইবে।

শকুনি প্রভৃতি উক্ত কএক জন দুর্য্যোধনের ঐ রূপ বাক্য শুনিয়া রথ সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। আপনকার পুত্রেরাও হর্ষান্বিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কম্পিত ও পাণ্ডবদিগকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া গমন করিলেন। বদ্ধ-সন্নাহ মহারথগণ সুসংরব্ধ রথী ও দন্তী গণের সহিত ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সমরে অবস্থিত হইলেন। যে প্রকার দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ তাঁহারা সকলে মহারথ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, অর্জ্জুনের বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্জ্জুন উক্ত দুই জনের রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন, আমরা আমাদিগের ভীষ্মকে রক্ষা না করিলে শিখণ্ডী অর্জ্জুনের রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবে, অতএব যে রূপে তাহা না করিতে পারে, তাহা তুমি করিবে। আপনকার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের ঐ কথা শুনিয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সেনা সহিত সমরে গমন করিলেন।

রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথি সমূহে পরিবৃত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে সেনানায়ক পাঞ্চালরাজ! নরব্যাঘ্র শিখণ্ডীকে ভীষ্মের অগ্রে অবস্থিত কর, আজি আমি তাঁহার রক্ষক হইব।

পঞ্চ নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম সৈন্য সহ নির্গত হইলেন, এবং যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র নামে মহৎ ব্যূহ রচিত করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, মহারথ শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ইহাঁরা সকলে ভীষ্ম ও আপনকার পুত্রের সহিত সমস্ত সৈন্যের অগ্রে সেই ব্যূহ-মুখে অবস্থিত হইলেন। দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য, ও ভগদত্ত, ইহাঁরা বর্ম্মিত হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন। অশ্বত্থামা, সোমদত্ত ও মহারথ অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা, মহতী সেনায় সমন্বিত হইয়া উহার বাম পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সমস্ত যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডব দিগের প্রতিপক্ষে উহার মধ্য স্থলে অবস্থান করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু, ইহাঁরা দুই জন বর্ম্মিত হইয়া সকল সৈন্যের সহিত ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! আপনকার পক্ষীয় সকলে বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া এই রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া তপস্ত অগ্নির ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডু-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সমস্ত সৈন্যের সুদুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রে অবস্থিত হইলেন। তৎ পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও মহারথ সাত্যকি, পর-সৈন্য বিনাশক এই মহাত্মারা মহা সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। তৎ পরে শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান ও বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, ইহাঁরা মহতী সেনায় সংবৃত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কৈকেয়-রাজ পঞ্চ ভ্রাতা, ইহাঁরা বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ বর্ম্মধারী হইয়া এই রূপ সুদুর্জ্জয় মহা ব্যূহ আপনকার ব্যূহের প্রতিপক্ষে রচনা করিয়া যুদ্ধোদ্যত হইলেন। হে নৃপ! আপনকার পক্ষ রাজগণ যত্নবান্ হইয়া ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহতী সেনার সহিত পাণ্ডব দিগের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে সংগ্রামে বিজয়ৈষী হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরা সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দের সহিত ক্রকচ, গোবিষাণিকা, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্যধ্বনি ও ভীষণ রব এবং কুঞ্জরগণকে নিনাদিত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সহসা

অতি সংক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দ, উৎকৃষ্ট সিংহনাদ ও পৃথক্ প্রকার অশ্ব দিগের বৃংহিত শব্দে তাহা প্রতিনাদিত করিয়া সমাগত হইলাম, তাহাতে তুমুল অতি মহৎ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর যোদ্ধাগণ পরস্পর ধাবমান হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহৎ শব্দে বসুন্ধরা কম্পিত হইল। পক্ষীগণ মহাঘোর শব্দ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সূর্য্য সপ্রভ হইয়া উদিত হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে প্রভা-হীন হইলেন। বায়ু তুমুল হইয়া অতিভয়ানক রূপে বহিতে লাগিল। শিবাগণ মহৎ হত্যা-সূচক ঘোর-তর রূপে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। দিক্ সকল প্রজ্বলিত, ধূলি বর্ষণ ও রুধির মিশ্রিত অস্থি হইতে লাগিল। বাহন সকল রোদন করাতে তাহা-দিগের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকিল। তাহারা চিন্তান্বিত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নর-ভক্ষক রাক্ষসদিগের ভৈরব রবে পূর্ব্বোক্ত অতি ভীষণ শব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল। গোমায়ু, শকুনি, বায়স ও কুক্কুরগণ নানাবিধ শব্দ করিয়া এবং প্রজ্ব-লিত মহোল্কা সকল সূর্য্যাকে সমাহত করিয়া মহা-ভয় লক্ষণ প্রকাশ করত সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যে প্রকার বায়ু দ্বারা বন প্রকম্পিত হয়, সেই রূপ কুরু পাণ্ডব সেনা সেই মহা সমুচ্ছ্রয়ে শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। অমঙ্গল-সূচক সেই মুহূর্ত্তে সংগ্রাম-প্রবৃত্ত নরেন্দ্র, হস্তী ও অশ্ব সমূহে সমাকুল সেই সৈন্যদিগের বাতোদ্ধত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

ষণ্ণবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উদার স্বভাব তেজস্বী অভিমন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্ব যুক্ত রথে আ-রোহণ পূর্ব্বক, মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের মহৎ সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। আপনকার পক্ষ যোদ্ধা গণ আপনকার অক্ষয় সেনা সাগরে অবগাহমান শস্ত্র সমূহ বিশিষ্ট শত্রু সূদন সৌভদ্রের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি শত্রু-বিনাশক যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগি-লেন, তাহা শৌর্য্য সম্পন্ন ক্ষত্রিয় দিগকে প্রেতরাজ সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ানক প্রজ্বলিত আশীবিষ তুল্য বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল নি-ক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা রথের সহিত রথী, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী ও গজের সহিত গজারোহী দিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদারিত করিতে লাগিলেন। রাজগণ যুদ্ধে তাঁহার মহৎ অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া পূজা ও প্রশংসা করিলেন। বায়ু যেমন তুল রাশিকে আকাশে সর্ব্ব দিকে বিস্তারিত করে, তাহার ন্যায় সুভদ্রা-নন্দন সেই সকল সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। হে ভারত! আপনকার সৈন্য সকল বিদ্রাব্যমান হইয়া পঙ্ক-নিমগ্ন গজগণের ন্যায় কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না। অভিমন্যু আপনকার পক্ষ সমুদায় সৈন্যকে বিদ্রা-বিত করিয়া ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যেমন পতঙ্গগণ কাল প্রেরিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকে সহ্য করিতে পারে না তাহার ন্যায় আপনকার পক্ষীয় সকলে অরিঘাতী অভিমন্যুকে সহ্য করিতে পারিল না। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ অভিমন্যু পাণ্ডব দিগের সমস্ত শত্রুকে প্রহার করিয়া সবজ্র বাসবের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হেম পৃষ্ঠ ধনুক এরূপে সকল দিকে বিচরণ করিল যে, তাহা মেঘ মধ্যে দীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শাণিত সুপীত বাণ সকল, পুষ্পিত বৃক্ষের বন হইতে বিচরিত ভ্রমর শ্রেণীর ন্যায়, বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা সেই মহাত্মার কাঞ্চন-মণ্ডিত রথারো-হণে বিচরণ কালীন রন্ধ্র দেখিতে পাইল না। মহা

ধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে মোহিত করিয়া রণ স্থলে সুন্দর রূপে লঘু বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনকার সৈন্য দহন করিবার সময়ে তাঁহার ধনুক মণ্ডলীকৃত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শূর ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে তাদৃশ বেগশীল হইয়া সমর কার্য্য করিতে দেখিয়া ইহ লোকে দুই অর্জ্জুনের অবস্থিতি মনে করিল। মহারাজ! সেই ভারতী মহা সেনা অভিমন্যু কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া মদ-বিহ্বলা যোষিতের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন ইন্দ্র ময় দানবকে পরাজিত করিয়া দেবগণের আনন্দোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু তাদৃশ মহা সৈন্যকে উদ্‌ভ্রান্ত ও কম্পিত করিয়া সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিলেন। আপনকার সৈন্যেরা তাঁহা কর্ত্তৃক বিদ্রাব্যমাণ হইয়া রণ স্থলে পর্জ্জন্য শব্দ সদৃশ ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

হে ভারত! রাজা দুর্য্যোধন তখন সৈন্যদিগের পর্ব্ব কালীন পবনোদ্ধৃত বেগবান্ সাগরের ন্যায়, ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্র অলম্বুষকে বলিলেন, হে মহাবাহু রাক্ষস শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ! দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায়, ঐ অভিমন্যু ক্রোধ পরায়ণ হইয়া, যে প্রকার বৃত্রাসুর দেব সেনা বিদ্রাবিত করিয়াছিল, সেই রূপ আমার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। তুমি যুদ্ধ বিষয়ক সর্ব্ব বিদ্যায় পারগ, সংগ্রামে তোমা ব্যতীত উহার মহৌষধ আর দেখি না, অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া বীর অভিমন্যুকে নিহত কর, আমরা ভীষ্ম দ্রোণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অর্জ্জুনের বিনাশ করি। প্রতাপবান্ বলবান্ রাক্ষসেন্দ্র, রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার শাসনানুসারে বর্ষা কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় মহা নিনাদ করিয়া সত্বর সমরে প্রয়াণ করিল। তাহার সেই মহা নিনাদ শুনিয়া পাণ্ডব দিগের মহৎ সৈন্য সকল বাতোদ্ধূত সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্ব দিকে বিচলিত হইল। মহারাজ! বহু মনুষ্য তাহার শব্দে ভীত হইয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-পুত্র হর্ষান্বিত হইয়া সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের উপর অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর রাক্ষস অভিমন্যুকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধাকুল-চিত্তে তাঁহার অনতি দূরে অবস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যের প্রতি উপদ্রুত হইল। সেই সকল পাণ্ডবী মহা সেনা রাক্ষস অলম্বুষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও, যেমন দেব সেনা বলাসুরের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় তাহার প্রতি অভ্যুদ্‌গত হইল। সেই ভয়ানক রাক্ষস যখন সেই সকল সৈন্যের প্রতি উপদ্রব করিল, তখন তাহাদিগের অতি মহান্ বিমর্দ্দ হইল। সে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সহস্র সহস্র শরে তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিল। পরিশেষে তাহারা ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিতে লাগিল।

হে ভূপাল! যে প্রকার হস্তী পদ্ম বন মর্দ্দন করে, সেই রূপ অলম্বুষ পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দিত করিয়া পরে মহারথ দ্রৌপদী-পুত্র দিগকে আক্রমণ করিল। যেমন পঞ্চ গ্রহ এক সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে, সেই প্রকার প্রহারপটু মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদেয় পঞ্চ ভ্রাতা এক অলম্বুষকে পরিবৃত করিয়া আক্রমণ করিলেন। যেমন সুদারুণ যুগ ক্ষয় কালে পঞ্চ গ্রহ এক চন্দ্রকে পীড়িত করে, সেই প্রকার তাঁহারা পঞ্চ জনে রাক্ষস প্রবরকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সর্ব্ব বিধ পরশু সদৃশ সুশাণিত শরনিকরে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসবর তাহাতে নির্ভিন্ন-বর্ম্মা হইয়া সূর্য্যকিরণ সংস্যূত মহামেঘের ন্যায় শোভমান হইল, এবং সুবর্ণ পরিচ্ছদ সেই সকল বাণ তাহার গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে, সে, উজ্জ্বল শৃঙ্গ যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরে তাঁহারা পাঁচ জনেই স্বর্ণ বিভূষিত শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। সে,

কোপিত ভুজগ সদৃশ ভয়ানক সেই সকল বাণে নির্ভিন্ন হইয়া সর্পরাজের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। পরে মহারথ পঞ্চ ভ্রাতা কর্তৃক মুহূর্ত্ত কাল অতি বিদ্ধ ও পীড়িত হইয়া বহু ক্ষণ মোহাবিষ্ট রহিল, অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে দ্বিগুণিত হইয়া শর সমূহে তাঁহাদিগের ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিল, এবং হাস্য মুখে রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল, তৎ পরেই ক্রুদ্ধ, ত্বরাযুক্ত ও সংরব্ধ হইয়া সেই মহাত্মাদিগের অশ্ব ও সারথি দিগকে নিহত করিল এবং পুনর্ব্বার অতি শাণিত বহু বিধাকার শত শত সহস্র সহস্র শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। নিশাচর অলম্বুষ সেই মহাধনুর্দ্ধর দিগকে বিরথী করিয়া বিনাশ করিবার মানসে বেগে অভিদ্রুত হইল। অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দুরাত্মা রাক্ষস কর্তৃক পীড়িত দেখিয়া তাহার প্রতি উপদ্রুত হইলেন। আপনকার পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে বৃত্র বাসবের যুদ্ধ সদৃশ তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। মহাবল অভিমন্যু ও অলম্বুষ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত, ক্রোধপ্রদীপ্ত ও ক্রোধরক্ত-লোচন হইয়া পরস্পরকে কালাগ্নি তুল্য দেখিতে লাগিলেন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র ও সম্বরাসুরের উৎকট যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়! অলম্বুষ সমরে মহারথ দিগের নিহন্তা শূর অভিমন্যুর সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিল, এবং বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যুই বা কি প্রকার অলম্বুষের সহিত সংগ্রাম কার্য্য করিল, তাহা আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর, এবং আমার সৈন্যদিগের সহিত ধনঞ্জয়, বলিশ্রেষ্ঠ ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, ইহারাই বা কি প্রকার যুদ্ধ করিল? সঞ্জয়! তুমি বাক্পটু, অতএব তাহা যাথার্থ্য ক্রমে আমার নিকট অভিধান কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষের সহিত অভিমন্যুর যে প্রকার লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব, এবং আপনকার পক্ষ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সকলে নির্ভীক হইয়া যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ ও অদ্ভুত বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত আমি আপনকার সমীপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অলম্বুষ মুহুর্মুহু অতি মহাশব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বেগ পূর্ব্বক মহারথ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিল, এবং অভিমন্যুও পুনঃপুন সিংহনাদ করিয়া পিতার অত্যন্ত বৈরি মহাধনুর্দ্ধর অলম্বুষকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর দেব দানব সদৃশ রথিশ্রেষ্ঠ নর রাক্ষস উভয়ে ত্বরিত হইয়া রথ দ্বারা সমবেত হইলেন। রাক্ষস প্রধান অলম্বুষ মায়াবী, অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুও দিব্যাস্ত্রবিৎ; প্রথমত অভিমন্যু শাণিত তিন শরে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিয়া তৎ পরেই পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষও সংক্রুদ্ধ হইয়া বেগ সহকারে, যে প্রকার তোত্র দ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় নয় শরে অভিমন্যুর হৃদয় বিদ্ধ করিল, তৎ পরেই ক্ষিপ্রহস্তে সহস্র শর দ্বারা অভিমন্যুকে পীড়িত করিল। তদনন্তর অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত নতপর্ব্ব নয় বাণে অলম্বুষের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, সেই সকল বাণ শীঘ্র তাহার শরীর ভেদ করিয়া মর্ম্ম স্থলে প্রবেশ করিল; তাহাতে সে, নির্ভিন্ন-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষে সমাকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় শোভান্বিত হইল, এবং হেম পুঙ্খ সমন্বিত সেই সকল বাণ ধারণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহারাজ! তৎপরে অলম্বুষ ক্রোধান্বিত হইয়া মহেন্দ্র তুল্য অভিমন্যুকে শর সমূহে সমাচ্ছাদিত করিল। রাক্ষস বিমুক্ত যম-

দণ্ডোপম সেই সকল শাণিত বাণ অভিমন্যুকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল, এবং অভিমন্যু বি-মুক্ত সুবর্ণ-মণ্ডিত বাণ সকলও অলম্বুষকে ভেদ করিয়া মহীতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে, শক্র যেমন ময়দানবকে রণ বিমুখ করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে অলম্বুষকে বিমুখ করিলেন। শক্রতাপন রাক্ষস, রণে শক্র কর্ত্তৃক বধ্যমান ও বিমুখ হইয়া তামসী মহামায়া প্রাদুর্ভাব করিল। তৎ পরে সকলেই রণস্থলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া না অভিমন্যু, না স্ব পক্ষ, না পর পক্ষ, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কুরুনন্দন অভিমন্যু সেই ঘোর রূপ মহা অন্ধকার দেখিয়া অত্যুগ্র ভাস্করাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। হে মহীপতে! তিনি সেই ভাস্করাস্ত্রের প্রভাবে দুরাত্মা রাক্ষসের মায়া বিনাশ করিলেন, সুতরাং সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইল। রথিপ্রধান মহাবীর্য্য অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া তখন সন্নতপর্ব্ব শর-নিকরে অলম্বুষকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ সেই প্রকার অন্যান্য বহুবিধ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল, সর্ব্বাস্ত্রবিৎ অমেয়াত্মা ফাল্গুন-পুত্র তাহা দিব্যাস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিলেন। পরিশেষে রাক্ষসের মায়া সকল নিহত হইলে, সে, অভিমন্যুর বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়া মহাভয় প্রযুক্ত সেই স্থলে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অভিমন্যু সেই কূটযোধী রাক্ষসকে সত্বর পরাজিত করিয়া, যে প্রকার গন্ধবান্ মদান্ধ গজেন্দ্র পদ্ম-সমন্বিত সরোবর আলোড়ন করে, তাহার ন্যায়, আপনকার সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তদনন্তর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আপনকার সৈন্যদিগকে অভিমন্যু কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া তাঁহাকে রথবংশ দ্বারা পরিবৃত করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় বহুল মহারথ একত্র হইয়া সেই এক বীরকে পরিবেষ্টন করিয়া বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিগণের মধ্যে বীরাগ্রগণ্য সর্ব্ব-শস্ত্র-ধারি-প্রবর পরাক্রমে পিতৃ তুল্য, বল বিক্রমে কৃষ্ণ তুল্য অভিমন্যু সংগ্রামে পিতা অর্জ্জুনের ও মাতুল কৃষ্ণের সদৃশ বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

তৎ পরে ধনঞ্জয় পুত্রের রক্ষা মানসে, ক্রোধান্বিত হইয়া সৈনিক বীর পুরুষ দিগকে নিহত করিতে করিতে ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন। আপনকার পিতা দেবব্রতও সূর্য্য সন্নিধানে রাহু গ্রহের ন্যায়, পার্থের প্রতি অভ্যুদ্যত হইলেন। তদনন্তর, আপনকার পুত্রেরা রথ নাগ অশ্বের সহিত, ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও মহারণে নিযুক্ত ও বর্ম্মিত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে কৃপাচার্য্য ভীষ্ম-সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শার্দ্দূল যেমন হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায়, পাণ্ডব-হিতৈষী সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া নিশিত শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপও ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া সাত্যকির হৃদয়ে কঙ্কপত্র যুক্ত নয় শর বিদ্ধ করিলেন। তখন শিনি-নন্দন বেগবান্ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আনমন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের বিনাশ ক্ষম এক শিলীমুখ শীঘ্র সন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ইন্দ্রের অশনি তুল্য সেই শিলীমুখ বেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বি খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। রথিপ্রবর সাত্যকি তখন কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন আকাশে রাহু গ্রহ চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা সাত্যকির ধনুক দ্বিখণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাকে শর সমূহে তাড়িত করিলেন। সাত্যকি অন্য এক শত্রুঘাতী ভারসাধন ধনুক গ্রহণ করিয়া ষষ্টি শরে অশ্বত্থামার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা তাহাতে ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধ্বজ যষ্টি অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল রথোপস্থে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকিকে এক না-

রাচে বিদ্ধ করিলেন। সেই নারাচ সাত্যকিকে ভেদ করিয়া, বসন্ত কালে বলবান্ সর্প শিশুর বিল প্রবেশের ন্যায়, ধরণীতলে প্রবেশ করিল। অশ্বত্থামা অপর এক ভল্ল দ্বারা সাত্যকির উৎকৃষ্ট ধ্বজ ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিলেন, এবং নিদাঘান্তে মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তাহার ন্যায় পুনর্ব্বার সাত্যকিকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সাত্যকিও সেই শরজাল বিনাশ করিয়া অনেক বিধ শর জালে অশ্বত্থামাকে সত্বর সমাকীর্ণ করিলেন, এবং সূর্য্য যেমন মেঘ হইতে মুক্ত হইয়া তাপ প্রদান করে, তাহার ন্যায় বীর শত্রুহন্তা শিনি-নন্দন সাত্যকি অশ্বত্থামার শর জাল হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বত্থামাকে তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি সমুদ্যত হইয়া পুনর্ব্বার সহস্র সহস্র শর দ্বারা অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিলেন।

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, পুত্র অশ্বত্থামাকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় দেখিয়া সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং সাত্যকিপীড়িত অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার অভিলাষে সুতীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি তখন রণে মহারথ গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় বিংশতি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা মহারথ শ্বেতবাহন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণ ও অর্জ্জুন উভয়ে, নভস্তলে বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের ন্যায়, সংগ্রামে সমবেত হইলেন।

অষ্টনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধনঞ্জয় এই পুরুষ প্রধান দুই বীর রণে মিলিত হইয়া কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? পাণ্ডু-পুত্র অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণের সর্ব্বদা প্রিয়, আচার্য্য দ্রোণও পার্থের চির প্রিয়, উহাঁরা উভয়েই রথী ও সিংহের ন্যায় উৎকট বলশালী, উহাঁরা কি প্রকারে যত্নবান্ হইয়া সমর কার্য্য করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধ স্থলে আপনার প্রিয় বলিয়া জানেন না; অর্জ্জুনও ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া গুরু দ্রোণকে প্রিয় জ্ঞান করেন না। সমস্ত ক্ষত্রিয়েরাই কেহ কাহাকে পরস্পর রণে পরিত্যাগ করেন না, ভ্রাতা ও পিতা পিতৃব্যাদির সহিতও নির্ম্মর্য্যাদ ভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিন বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহা অর্জ্জুন-চাপ-মুক্ত বাণ বলিয়া চিন্তা করিলেন না। অর্জ্জুন পুনর্ব্বার শর বর্ষণে দ্রোণকে সমাচ্ছাদিত করিলে, দ্রোণ, যে প্রকার বনদহনকারী অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই প্রকার রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তদনন্তর অবিলম্বে সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে অর্জ্জুনকে সমাবৃত করিলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণের পার্ষ্ণি রক্ষার নিমিত্তে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে আদেশ করিলেন। সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আয়ত করিয়া লৌহমুখ বাণ সমূহে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের বিমুক্ত বাণ সকল, যেমন হংসশ্রেণী শরৎ কালে নভস্তলে গমন করত শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইল, এবং যে প্রকার পক্ষীগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া ফলভারে অবনত স্বাদু ফল যুক্ত বৃক্ষে নিবিষ্ট হয়, সেই প্রকার চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া অর্জ্জুনের শরীরে নিবিষ্ট হইতে লাগিল। পরন্তু রথি প্রধান অর্জ্জুন নিনাদ পূর্ব্বক সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয় কালীন কাল স্বরূপ অর্জ্জুন কর্তৃক বধ্যমান হইয়াও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার অভিমুখেই প্রবৃত্ত থাকিয়া তাঁহার রথের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন পর্ব্বত জল বর্ষণ প্রতিগ্রহ করে, সেই প্রকার বীভৎসু চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সেই শর বৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য হস্ত-

লাঘব দর্শন করিলাম, তিনি একাকী বহু যোদ্ধা কৃত দুঃসহ বাণ বৃষ্টি, পবন কর্ত্তৃক মেঘ মণ্ডল নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিলেন; তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া দেব দানব গণ সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ ভরত-নন্দন! তদনন্তর পার্থ ত্রিগর্ত্ত সৈন্য দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে বায়ু নভস্তল ক্ষোভিত, তরুগণ নিপাতিত ও সৈনিক দিগকে বিনিহত করত প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য সেই সুদারুণ বায়ব্যাস্ত্র অবলোকন করিয়া ভয়ানক শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই শৈলাস্ত্র দ্রোণ কর্ত্তৃক রণে বিনির্ম্মুক্ত হইলে, বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইল। তদনন্তর পাণ্ডু-সুত বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথী সমূহকে নিরুৎসাহ, পরাক্রমহীন ও বিমুখ করিলেন।

পরে দুর্য্যোধন, রথিপ্রবর কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ ও বাহ্লিকগণের সহিত বাহ্লিকরাজ, মহৎ রথবংশে পার্থের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। ভগদত্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ু, ইহাঁরা দুই জন গজ সৈন্য দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল ও সুবল পুত্র বিমল তীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা মাদ্রী-পুত্র দ্বয়কে পরিবারিত করিলেন। ভীষ্ম সসৈনিক ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দিগের সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিলেন। হে নরনাথ! মহাবলপরাক্রান্ত পৃথা-নন্দন বৃকোদর গজ সৈন্য আপতিত দেখিয়া, কাননে মৃগরাজের ন্যায় সৃক্ক লেহন করত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আপনকার সৈন্যদিগকে ভয়ার্ত্ত করিলেন। গজারোহী যোদ্ধা গণ তাঁহাকে গদা হস্ত দেখিয়া সযত্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার মহামেঘ মণ্ডলের মধ্যে রবি বিরাজিত হন, সেই প্রকার পাণ্ডু-পুত্র ভীম গজ সৈন্যের মধ্যে বিরাজিত হইলেন। তিনি পবন সদৃশ হইয়া অনুপম বিস্তৃত মেঘ জাল তুল্য সেই গজ সৈন্যকে গদা দ্বারা বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দন্তি সকল বলবান্ ভীমসেন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেনও রণ মধ্যে দন্তীগণের দন্তে বহুধা বিদারিত হইয়া প্রফুল্ল পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া কোন কোন হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে দন্তহীন করিলেন, এবং সেই দন্ত লইয়াই তদ্দ্বারা তাহাদিগের কুম্ভ প্রদেশ সমাহত করিয়া তাহাদিগকে সমরে পাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি হস্তীগণের মেদ ও মজ্জায় নিষিক্ত হইয়া রুধিরাক্ত দেহে শোণিত সিক্তা গদা ধারণ করিয়া রুদ্রের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন। হে ভূপাল! হস্তী সকল এই রূপে নিহত হইতে লাগিল, এবং হতাবশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল আহত হইয়া স্ব পক্ষ সেনাদিগকেই বিমর্দ্দন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়মান সেই সকল বৃহৎ হস্তীর বিমর্দ্দন শঙ্কায় পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল।

নব নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের ভয়ানক লোক-ক্ষয়কর সংগ্রাম হইল। রথিশ্রেষ্ঠ গঙ্গা-নন্দন শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য দিগকে শাণিত বাণ নিচয়ে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার গোগণ ছিন্ন ধান্য রাশি মর্দ্দন করে, সেই প্রকার আপনকার পিতা দেবব্রত পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শর নিকরে নিহত করিতে লাগিলেন। শত্রুকর্ষণ ভীষ্মও তিন তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদের

প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে নরপাল! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা ভীষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পাদস্পৃষ্ট সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। শিখণ্ডী ভারত পিতামহ ভীষ্মকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অক্ষয় বীর ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র প্রহার করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে প্রজ্বলিত অগ্নি সমান হইয়া তিন বাণে ভীষ্মের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদ পঞ্চ বিংশতি, বিরাট দশ এবং শিখণ্ডীও পঞ্চ বিংশতি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ভীষ্ম তাহাতে অতি বিদ্ধ ও রুধির সমূহে পরিপ্লুত হইয়া বসন্ত কালীন পুষ্পসবর্ণ রক্তাশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রভান্বিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের শিখণ্ডী ব্যতীত প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা দ্রুপদের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দ্রুপদ অন্য ধনুক লইয়া শাণিত পঞ্চ বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।

যুধিষ্ঠির-হিতৈষী ভীমসেন, দ্রৌপদী-নন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৈকেয়রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে নরাধিপ! আপনকার পক্ষ সকলেই সৈন্যদিগের সহিত, ভীষ্মকে রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইয়া পাণ্ডব সেনার প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তখন উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথির যমরাজ্যবর্দ্ধন অতি মহৎ সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রথী রথিকে আক্রম করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদী অন্যান্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদীকে আক্রমণ পূর্ব্বক সন্নত পর্ব্ব শর নিচয় দ্বারা পর লোকে উপনীত করিতে লাগিল। হে নরপতে! স্থানে স্থানে রথ সকল নানা বিধ সুদারুণ বাণে হতসারথি ও রথি বিহীন হইয়া রণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া গমন করিতে লাগিল। দেখিলাম, ঐ সকল রথ বায়ু সদৃশ ও গন্ধর্ব্ব নগরোপম হইয়া বহুল মনুষ্য অশ্ব মর্দ্দন করিয়া বায়ু বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। হে নরপাল! নীতিতে বৃহস্পতিকে ও সম্পত্তিতে কুবেরকে অতিক্রম করিয়াছেন, এবং শৌর্য্যে ইন্দ্রের উপমা ধারণ করেন, এতাদৃশ দেবপুত্র সম বর্ম্ম, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী তেজস্বী কাঞ্চনাঙ্গদ-বিভূষিত সমুদয় শূর রথী রাজ গণ রথ-বিহীন হইয়া প্রাকৃত মানব গণের ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইলেন। সমুদয় দন্তীগণ আরোহি বিহীন হইয়া স্ব পক্ষ সেনাদিগকে মর্দ্দন করিয়া শব্দ পূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিল। নব মেঘ সদৃশ হস্তী গণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া ধাবমান হইল। তাহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম, চামর, পতাকা, হেমদণ্ড ছত্র ও শাণিত তোমর সকল ইতস্তত বিশীর্ণ হইয়া গেল। তাহাদিগের আরোহীগণও গজ বিহীন হইয়া সেই উভয় পক্ষের সঙ্কুল রণ ক্ষেত্রে ধাবমান হইল। নানা দেশীয় শত শত সহস্র সহস্র হেম বিভূষিত অশ্বগণকে বায়ুবেগে প্রদ্রুত হইতে দেখাগেল। অশ্ব সকল হত হইলে তাহাদিগের আরোহীগণ অসি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং দ্রবমাণ ও অনেকে অন্য কর্ত্তৃক বিদ্রাব্যমাণ হইল। এক একটা হস্তী ধাবমান পদাতি সকল ও অশ্ব সকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া অন্য হস্তীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিল, এবং অনেক রথও মর্দ্দন করিতে লাগিল। রথ সকল ভূ-পতিত অশ্বদিগকে এবং অনেক অশ্বও মনুষ্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। এই রূপ বহু প্রকারে পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিল। তাদৃশ ভয়াবহ সুদারুণ সংগ্রামে শোণিত ও অস্ত্র সমূহের তরঙ্গ-বিশিষ্টা ঘোরা দুর্গম্যা নদী সমুৎপন্না হইল। অস্থি রাশি উহার সংবাধ, কেশ কলাপ উহার শৈবাল, ভগ্ন রথ সকল উহার হ্রদ, বাণ সকল উহার আবর্ত্ত, অশ্ব সকল উহাতে মীন, মস্তক সকল উহাতে উপল খণ্ড, হস্তী সকল উহাতে গ্রাহ, কবচ ও উষ্ণীষ সকল উহার ফেণ, ধনুক উহার বেলা ভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ, এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষ স্বরূপ হইল। ঐ নদী

মনুষ্য রূপ তীর ক্ষয় করিতে লাগিল, মাংসাশী প্রাণীগণ উহার হংস শ্রেণী হইল। জলের নদী সকল সাগর বর্দ্ধিনী হইয়া থাকে, ঐ নদী যমরাজ্য বর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথ বহু ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব, হস্তী ও রথ স্বরূপ ভেলা দ্বারা ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী নদী মৃত ব্যক্তিকে যম রাজ্যে লইয়া যায়, সেই রূপ ঐ শোণিত নদী মুর্চ্ছান্বিত ভীরু ব্যক্তি দিগকে অপবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ তাদৃশ মহা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধনের দোষেই ক্ষত্রিয় গণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রই বা কি হেতু লোভে মোহিত ও পাপমতি হইয়া গুণবান্ পাণ্ডু-পুত্র দিগের প্রতি দ্বেষ করিলেন? তাঁহাদিগের পরস্পর কথিত, পাণ্ডবদিগের প্রশংসা ও আপনকার পুত্রদিগের নিন্দা সূচক এই রূপ বহুবিধ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। সমস্ত লোকের নিকট অপরাধী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত যোদ্ধাদিগের কথিত ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে কহিলেন, তোমরা নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? হে মহীনাথ! তদনন্তর, কুরু পাণ্ডবদিগের সেই অক্ষ ক্রীড়া হেতু অতি ভয়ানক মহৎ হত্যাজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে বিচীত্রবীর্য্য-নন্দন! অনেক মহাত্মা পূর্ব্বে আপনাকে নিবারণ করাতেও যে আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, তাহার সুদারুণ এই ফল এক্ষণে আপনি প্রত্যক্ষ করুন। সমরে কি পাণ্ডবেরা কি কৌরবেরা কি তাঁহাদিগের সৈন্যেরা বা অনুগত ব্যক্তিরা, কেহই প্রাণ রক্ষায় চেষ্টা করিতেছেন না। আপনি যে পূর্ব্বে কাহারো নিবারণ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, সেই কারণেই হউক, কি দৈব প্রযুক্তই হউক কিম্বা আপনকারই অনীতি প্রযুক্তই হউক, এই ভয়ানক স্বজন ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।

শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! নরব্যাঘ্র অর্জ্জুন সুশর্ম্মার অনুচর ক্ষত্রিয়দিগকে শাণিত বাণে প্রেত রাজের আলয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও অর্জ্জুনকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্ততি বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ইন্দ্র-তনয় সুশর্ম্মাকে শর নিকরে নিবারিত করিয়া তাঁহার যোধগণকে যম ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মার অবশিষ্ট মহারথ যোধগণ প্রলয় কালীন কাল সদৃশ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কেহ কেহ অশ্ব, কেহ কেহ রথ, কেহ কেহ গজ পরিত্যাগ করিয়া দিগ্ বিদিগ্ পলায়ন করিল। অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ লইয়াই অতি ত্বরান্বিত হইয়া ধাবমান হইল। অনেক পদাতি সেই মহা রণে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাহারো অপেক্ষা না করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিল। তাহাদিগকে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য প্রধান রাজা বহু বার নিবারণ করিলেও তাহারা পলায়নে নিবৃত্ত হইল না।

হে নরনাথ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সমস্ত সৈন্যকে পলায়মান দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার জীবিতার্থে সর্ব্ব প্রকার মহা উদ্যোগ সহকারে অর্জ্জুনের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। একাকী দুর্য্যোধন সমস্ত ভ্রাতার সহিত বহুবিধ বাণ বিকিরণ করত সেই অর্জ্জুনের সমরে অবস্থিত হইলেন, অন্যান্য মনুষ্যেরা পলায়ন করিল। পাণ্ডবেরাও সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগে যুদ্ধোদ্যত হইয়া ফাল্গুনের রক্ষার্থে ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা গাণ্ডীবধন্বার ভয়ানক বল বিক্রম জানিয়াও উৎসাহ সহকারে হাহাকার শব্দে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। তদনন্তর তালধ্বজ শূর ভীষ্ম সন্নত পর্ব্ব শর নিকরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! তদনন্তর দিবাকর আকাশের মধ্যগত হইলে,

কৌরবেরা সকলে একত্রীভূত হইয়া পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি পঞ্চ বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বিকীর্ণ করত সমরে অবস্থিত হইলেন। রাজা দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যকে প্রথমত শাণিত বহু শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সারথিকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন প্রপিতামহ রাজা বাহ্লিককে বাণ বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় মহা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অর্জ্জুন-পুত্র, চিত্রসেন কর্ত্তৃক বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে চিত্রসেনের হৃদয় প্রদেশ গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার আকাশে বুধ ও শনি গ্রহ দীপ্তি পায়, সেই প্রকার তাঁহারা উভয় মহাসত্ত্ব মিলিত হইয়া মহাভীষণ রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু নয় শরে চিত্রসেনের অশ্ব চতুষ্টয় ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন। হে নরপাল! মহারথ চিত্রসেন হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া দুর্ম্মুখের রথে সত্বর আরোহণ করিলেন। পরাক্রমী দ্রোণ নত পর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দ্রুপদ সৈন্যদিগের সাক্ষাতে দ্রোণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া পূর্ব্ব বৈরিতা মনে করিয়া বেগবান্ অশ্বে রণ হইতে অপসৃত হইলেন। ভীমসেন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহ্লিককে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন। হে মহারাজ! পুরুষ-প্রবর বাহ্লিক মহা সংশয়াপন্ন, ভয়-জনিত ত্বরান্বিত ও সত্বর হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করিলেন। সাত্যকি বহুবিধ শরে কৃতবর্ম্মাকে নিবারিত করিয়া ভীষ্মের নিকটস্থ হইলেন, এবং ষষ্টি সংখ্য সুশাণিত লোমবাহী বাণে ভরতকুল-পাবন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া মহাধনুক কম্পমান করত রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পিতামহ ভীষ্ম হেমচিত্র মহাবেগশীল নাগকন্যা তুল্য উত্তম লৌহময় মহাশক্তি সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় মহাযশা সাত্যকি মৃত্যুকল্প অতি দুর্জ্জেয় সেই মহাশক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া লাঘব বিচরণে তাহা বিফল করিলেন। মহাপ্রভা-সম্পন্ন মহাভয়ানক সেই শক্তি সাত্যকিকে প্রাপ্ত না হইয়া মহোল্কার ন্যায় ধরণী পৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তৎ পরে বৃষ্ণি-নন্দন, কনক প্রভা-সম্পন্ন বেগশীল স্বীয় শক্তি গ্রহণ করিয়া পিতামহের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকির ভুজ বেগ নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি, মনুষ্যের প্রতি ধাবমান কালরাত্রির ন্যায়, বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। গঙ্গা-নন্দন, সেই শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন, তাহাতে সেই শক্তি ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। শত্রুকর্ষণ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শক্তি ছেদন করিয়াই হাস্য পূর্ব্বক নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ মহারাজ! তৎ পরে পাণ্ডবেরা ভীষ্ম হইতে সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত রথ, হস্তী ও অশ্বের সহিত, ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর বিজয়ৈষী কৌরব পাণ্ডব দিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ সমারব্ধ হইল।

একাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে ক্রুদ্ধ ও গ্রীষ্মকালান্তে আকাশে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে আবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে ভারত প্রধান! শত্রুনিসূদন মহাধনুর্দ্ধর বীর ঐ ভীষ্ম শূর পাণ্ডবগণে সমাবৃত হইয়াছেন, হে বীর! তোমার এই ক্ষণে অতি মহাত্মা ঐ ভীষ্মের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা পিতামহকে রক্ষা করিলে উনি পাণ্ডবদিগের সহিত সযত্ন পাঞ্চালদিগকে নিহত করিতে পারিবেন। অতএব উহাঁকে রক্ষা করাই মহৎ কার্য্য মনে করিতেছি। ঐ মহাব্রত

মহাধনুর্দ্ধর সমরে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং উনি আমাদিগের রক্ষক, অতএব তুমি উহাঁকে সর্ব্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রক্ষা কর।

আপনকার পুত্র দুঃশাসন সমর স্থলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট ও মহা সৈন্যে সমাবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর রথিপ্রধান সুবল-নন্দন শকুনি সুশিক্ষিত, যুদ্ধ কুশল, প্রধান প্রধান মনুষ্যে সমন্বিত, সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, অতি বেগশীল, দর্পিত, পতাকা-শোভিত, নির্ম্মল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমর ধারী বহু শত সহস্র সাদী গণের সহিত একত্রিত হইয়া পাণ্ডু-পুত্র ধর্ম্মরাজ, নকুল ও সহদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্তে শৌর্য্য-সম্পন্ন অযুত অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। তাহারা গরুড় পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে প্রবিষ্ট হওয়াতে, পৃথিবী তাহাদিগের খুরাহতা হইয়া কম্পিতা ও নিনাদিতা হইল। যে প্রকার পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশ বনের শব্দ হয়, সেই প্রকার তখন অশ্বগণের অতি মহান্ খুর শব্দ শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সকল অশ্বের উৎপতন কালে ধূলিপটলী সমুদ্ভূত হইয়া সূর্য্য পথে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যকে সমাবৃত করিল। বৃহৎ সরোবরে হংসাবলীর পতনের ন্যায়, বেগবন্ত সেই সকল অশ্বের মহাবেগে পতন কালে পাণ্ডবী সেনা ক্ষোভ প্রাপ্তা হইল। তাহাদিগের হ্রেষা রবে আর কিছুই শ্রুতিগম্য রহিল না। মহারাজ! যেমন বর্ষা কালীন পরিপূর্ণ মহাসাগর পৌর্ণমাসীতে উচ্ছলিত হইলে, বেলাভূমি তাহার অম্বু বেগ প্রতিহত করে, সেই প্রকার রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব বল পূর্ব্বক সেই সকল অশ্বারোহীর বেগ প্রতিহত করিলেন। তদনন্তর সেই তিন জন রথীই নতপর্ব্ব শর নিকরে সেই সকল অশ্বারোহীর মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন মহানাগ সকল নাগ গণ কর্ত্তৃক গিরি গহ্বরে পতিত হয়, সেই রূপ সেই সকল অশ্বারোহী, দৃঢ়ধন্বা যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক রণ ক্ষেত্রে যথোচিত নিপাতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দশ দিকে বিচরণ করিয়া সুশাণিত নত পর্ব্ব প্রাসাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল অশ্বারোহী গণ ঋষ্টি অস্ত্রেও অভিহত হইয়া মহা বৃক্ষের ফল পরিত্যাগের ন্যায়, মস্তক পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র স্থানে স্থানে আরোহীর সহিত অশ্ব সকল নিসূদিত হইয়া পতিত ও পাত্যমান দৃষ্ট হইল। পরিশেষে অবশিষ্ট সাদীগণ আহত হইয়া, যেরূপ মৃগগণ সিংহকে দেখিয়া প্রাণ-পরায়ণ হইয়া পলায়ন করে, সেই রূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা সেই মহা রণে শত্রু জয় করিয়া শঙ্খ ধ্বনি ও ভেরী বাদন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাদী সৈন্যকে পরাজিত দেখিয়া দীন ভাবে মদ্ররাজ শল্যকে ইহা বলিলেন, হে প্রভু! ঐ দেখ, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যমজ অনুজ দ্বয়ের সহিত, আমাদিগের সাক্ষাতেই আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। হে মহাবাহু! আপনার অসহ্য বল বিক্রম লোকে বিশ্রুত আছে, অতএব যেপ্রকার বেলাভূমি সমুদ্রকে প্রতিহত করে, তদ্রূপ আপনি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিবারণ করুন।

প্রতাপবান্ শল্য আপনকার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথ সমূহ লইয়া, রাজা যুধিষ্ঠির যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তখন শল্যের অতি মহান্ সৈন্যকে মহাবেগে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ নিবারণ করিতে লাগিলেন, অতি শীঘ্র দশ বাণে মদ্ররাজের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন, এবং নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে সরলগামী সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজও তাঁহাদিগের তিন জনকে তিন তিন বাণে আহত করিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে শাণিত ষষ্টি শরে এবং নকুল সহদেবকে দুই দুই শরে আহত করিলেন। তদনন্তর অমিত্রজিৎ মহাবাহু

ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখ প্রবিষ্টের ন্যায় মদ্ররাজের বশবর্ত্তী দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন দিবাকর পশ্চিম দিগবলম্বী হইয়া উত্তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে তাঁহাদিগের ঘোরতর অতি সুদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দ্ব্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০২॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তৎ পরে অতি মহাবলাক্রান্ত আপনকার পিতৃব্য ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সুশাণিত শর নিকরে সৈন্য সহিত পাণ্ডব দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। ভীমকে দ্বাদশ, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিয়া দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, সহদেব সপ্ততি, অর্জ্জুন নয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণে পিতামহকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে যমদণ্ডোপম পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া ভীমসেনকেও তাদৃশ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যেমন মহাগজকে তোত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় তাঁহারা দুই জন প্রত্যেকে তিন তিন বাণে ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোদ্ধা সকল ভীষ্মের শাণিত শরে বধ্যমান হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল না। সেই রূপ নানা দেশীয় সমাগত মহীপালগণও বিবিধ শস্ত্র হস্তে পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবেরা পিতামহকে চতুর্দ্দিগে পরিবেষ্টন করিলে, অপরাজিত ভীষ্ম, রথি মণ্ডলীতে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে প্রদত্ত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, পর পক্ষ দহন করত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগার, রথ; শিখা, ধনুক; ইন্ধন, অসি শক্তি ও গদা এবং স্ফুলিঙ্গ, শর হইল। এতাদৃশ ভীষ্ম স্বরূপ অগ্নি, ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি গৃধ্রপত্র সংযুক্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ অতিতেজন বাণ, কর্ণি, নালীক ও নারাচ সমূহে পাণ্ডব সৈন্য সমাচ্ছাদিত করিলেন। তিনি রথী দিগের রথ ধ্বজ সকল শাণিত শরে ছেদন করিয়া সমুদায় রথকে মুণ্ডতাল বনের ন্যায় করিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রধান মহাবাহু ভীষ্ম রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্য-বিহীন করিলেন। হে ভরত কুল দীপ! তাঁহার অশনি ধ্বনির ন্যায় জ্যানির্ঘোষ ও তল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদায় প্রাণী প্রকম্পিত হইল। মহারাজ! আপনকার পিতৃব্য-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, কেবল বিপক্ষের বর্ম্ম মাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিল না। দেখিলাম, বেগবান্ ঘোটক সংযুক্ত রথ সকল হত বীর হইয়া রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। চেদি, কাশি ও করূষ দেশীয় মহাবংশসম্ভূত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ, সুবর্ণ নির্ম্মিত ধ্বজে শোভমান ও তনুত্যাগে কৃত নিশ্চয় হইয়া ব্যাদিতাস্য অন্তক সদৃশ ভীষ্মকে রণে প্রাপ্ত হইয়া রথ বাজি কুঞ্জরের সহিত পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! দেখিলাম, শত শত সহস্র সহস্র রথের চক্র ও অন্যান্য অবয়ব এবং উপকরণ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। বরূথের সহিত ভগ্ন রথ, নিপাতিত রথী, শর, বিচিত্র কবচ, পট্টিশ, গদা, ভিন্দিপাল, শাণিত শিলীমুখ, রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ, তূণ, ভগ্ন চক্র, বাহু, কার্ম্মুক, খড়্গ, সকুণ্ডল মস্তক, তলত্র, অঙ্গুলিত্র, ধ্বজ ও বহুধা ছিন্ন চাপে মেদিনী সমাকীর্ণা হইল। হে নরপাল! শত শত সহস্র সহস্র গজ ও ঘোটক আরোহি-বিহীন ও গত-প্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সকলে ভীষ্ম বাণে প্রপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; বীর পাণ্ডবেরা যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সৈন্য সকল মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যবান্ ভীষ্ম বাণে বধ্যমান হইয়া এরূপ সত্বর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, যে, দুই জনে একত্র

ধাবমান হইল না। পাণ্ডবী সেনার নাগ, অশ্ব ও ধ্বজ সকল পতিত হইয়া গেল, তাহারা অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈব প্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয় সখা প্রিয় সখাকে বধ করিতে লাগিল। দেখিলাম, পাণ্ডব সৈন্যদিগের অনেকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের রথ-কূবর উদ্‌ভ্রান্ত হইল, তাহারা গো যূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! যদুকুল-নন্দন কৃষ্ণ পাণ্ডব সৈন্য প্রভগ্ন দেখিয়া রথ প্রবর স্থগিত করিয়া পৃথা-নন্দন বীভৎসুকে বলিলেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে, তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে ভীষ্মকে বিনাশ কর, নচেৎ তোমাকে মোহ প্রাপ্ত হইতে হইবে। হে বীর! তুমি বিরাট নগরে রাজাদিগের সমাগম কালে সঞ্জয়ের সমীপে বলিয়াছিলে, যে, "দুর্য্যোধনের ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সৈনিক বর্গ ও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি তাহার নিমিত্তে আমার সহিত করিবে, তাহাদিগকে অনুচর বর্গের সহিত আমি নিহত করিব" হে অরিন্দম কুন্তী-নন্দন! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া চিন্তা রহিত হইয়া তোমার সেই বাক্য সত্য কর।

বীভৎসু, বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অধোমুখে কৃষ্ণের প্রতি তির্য্যক্‌ ভাবে অবলোকন করিয়া যেন অনিচ্ছু হইয়া এই কথা কহিলেন, অবধ্য দিগের বধ করিয়া নরক জনক রাজ্য লাভ করা, আর বনবাস জনিত দুঃখ ভোগ করা, এ দুই কল্পই সমান; এক্ষণে কোন্ কল্প কর্ত্তব্য? সে যাহা হউক, আমি তোমার বাক্য পালন করিব; যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেখানে অশ্ব চালনা কর, দুর্দ্ধর্ষ কুরু পিতামহকে নিপাতিত করিব।

হে নৃপ! তদনন্তর মাধব, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্ম সমীপে রজতবর্ণ রথ-ঘোটক চালিত করিলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির পক্ষ মহৎ সৈন্য মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের প্রতি রণোদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। পরে কুরু প্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ সহকারে শর বর্ষণে ধনঞ্জয়ের রথ সমাকীর্ণ করিলেন। তাঁহার অধিক শর বর্ষণে ক্ষণ কাল মধ্যে অশ্ব ও সারথির সহিত সেই রথ দৃষ্টি পথের অতীত হইল। বসুদেব-নন্দন তখন ভীষ্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত অশ্বদিগকে অব্যগ্র চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চালনা করিলেন। তৎ পরে পার্থ জলদ তুল্য শব্দকারী ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত শর সমূহে ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুরুপ্রবর আপনকার পিতার ধনুক ছিন্ন হইলে তিনি পুনর্ব্বার অন্য এক জলদ তুল্য শব্দকারী মহৎ চাপ নিমেষ মধ্যে জ্যা যুক্ত করিয়া দুই হস্তে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া শান্তনু-সুত, "হে মহাবাহু! সাধু! সাধু! হে কুন্তীসুত! সাধু!" এই রূপ বাক্যে অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রশংসা করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে ঐরূপে সম্ভাষণ করিয়া অপর এক মনোহর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথোপরি শর সমূহ মোচন করিলেন। বাসুদেব মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত সেই শর সমূহ ব্যর্থ করত অশ্ব বানে পরম ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে ভীষ্ম শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শৃঙ্গোল্লিখিত, অঙ্কিত ও ভয় জনিত ত্বরান্বিত গোবৃষ দ্বয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন।

মহারাজ! অর্জ্জুন মৃদু যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীষ্ম সংগ্রামে নিরন্তর শর বর্ষণ করিতেছেন। তিনি উভয় সেনার মধ্যে তপন্ত আদিত্য তুল্য হইয়া পাণ্ডব সৈন্যের প্রধান প্রধান বীরদিগকে নিহত করিতেছেন, এমন কি, যুধিষ্ঠির সৈনিক দিগের প্রতি যেন যুগ প্রলয় করিতেছেন দেখিয়া মধুকুল-তিলক বীর-শত্রুহন্তা সর্ব্ব-কার্য্যক্ষম মহাবাহু বাসুদেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না; রজত সবর্ণ ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া

রথোত্তম হইতে অবতরণ করিলেন। অপরিমিত-দ্যুতিমান্ জগৎ প্রভু তেজস্বী বল-সম্পন্ন কৃষ্ণ ক্রোধে তাম্রবর্ণ-লোচন ও হননেচ্ছু হইয়া পদভরে যেন পৃথিবী বিদারণ করত মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া ভুজ রূপ আয়ুধের অবলম্বনে প্রতোদ হস্তে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! সমরে মাধবকে ভীষ্মের সমীপে সমুদ্যত দেখিয়া আপনকার পক্ষীয় মনুষ্য দিগের চিত্ত একেবারে স্রস্ত হইয়া গেল। তৎ কালে বাসুদেবের ভয়ে মনুষ্য গণের কথিত "ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন" এই রূপ উচ্চ বাক্য স্থানে স্থানে শ্রুত হইতে লাগিল। যেমন মেঘ বিদ্যুৎ মালায় শোভমান হয়, সেই রূপ শ্যামল মণি বর্ণ জনার্দ্দন পীত কৌশেয় বসন পরিধানে ধাবমান হইয়া শোভিত হইলেন। যেরূপ যূথপতি সিংহ নিনাদ সহকারে শ্রেষ্ঠ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ যদু-কুলপতি বাসুদেব নিনাদ করিতে করিতে কুরুপ্রধান ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইলেন।

শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে অসম্ভ্রান্ত হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া বিপুল ধনুক বিকর্ষণ করত অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস, আইস; হে দেবদেব! তোমাকে আমার নমস্কার। হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! আমাকে তুমি এই মহারণে নিপাতিত কর। হে বিশুদ্ধাত্মন্! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে সংগ্রামে নিহত করিলে, লোকে আমার সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয় হইবে, আমি আজি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইব। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি তোমার দাস, আমাকে তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রহার কর।

তৎ পরেই মহাবাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া কেশবের পশ্চাৎ দ্রুত বেগে গমন পূর্ব্বক বাহু দ্বয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। রাজীব-লোচন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও অর্জ্জুনকে লইয়াই বেগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। পরন্তু কৃষ্ণের নবম পদ গমনের পর দশম পদ গমন সময়ে বীর-শত্রুহন্তা পার্থ বল পূর্ব্বক তাঁহার চরণ দ্বয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে ধরিয়া রাখিলেন। অনন্তর সখা অর্জ্জুন কাতর হইয়া ক্রোধাকুল-লোচন ও সর্প সদৃশ নিশ্বসন্ত কৃষ্ণকে প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু কেশব! নিবৃত্ত হও। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে 'আমি যুদ্ধ করিব না' সেই বাক্য মিথ্যা করিও না। তুমি যুদ্ধ করিলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। হে মাধব! আমার প্রতি সমস্ত ভার আছে, আমিই পিতামহকে নিপাতিত করিব। হে শত্রুকর্ষণ! আমি শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, শত্রুপক্ষ যে প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি করিব। তোমার, অদ্যই মহারথ দুর্জ্জেয় ভীষ্মকে প্রলয় কালে অপূর্ণ তারাপতির ন্যায় আমা কর্ত্তৃক যদৃচ্ছা ক্রমে পাত্যমান দেখিবার সম্ভাবনা।

ক্রোধাবিষ্ট মাধব. মহাত্মা অর্জ্জুনের ঐ বাক্য শুনিয়া কিছু মাত্র না বলিয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে রথস্থ হইলে, শান্তনুপুত্র, যেমন মেঘ দুই পর্ব্বতে জল বর্ষণ করে, তাহার ন্যায়, তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার শিশির কালান্তে সূর্য্য, কিরণ দ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ গ্রহণ করেন, সেইরূপ আপনকার পিতা দেবব্রত, শর দ্বারা যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যে প্রকার কুরু সৈন্য ভগ্ন করিতেছিলেন, আপনকার পিতাও সেই প্রকার পাণ্ডব সৈন্য প্রভগ্ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব দিগের সৈন্য হত ও পলায়মান হইলে তাঁহারা নিরুৎসাহ ও বিকৃত চিত্ত হইয়া অতুল্যবীর ভীষ্মকে রণে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না, ভীষ্ম কর্ত্তৃক শত শত সহস্র সহস্র বার বধ্যমান ও ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজঃ-প্রতপ্ত দেখিতে লাগিলেন। হে ভারত! পাণ্ডব সৈন্য সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া, পঙ্কনিমগ্ন

গোযূথের ন্যায় ও বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ দুর্ব্বল পিপীলিকার ন্যায়, কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না। শর সমূহ সংযুক্ত দুষ্কম্পনীয় মহারথ ভীষ্ম রূপ অগ্নি, শর শিখা দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় আতপপ্রদ হইয়া নরেন্দ্র দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। এই রূপে যখন তিনি পাণ্ডব সেনা মর্দ্দন করিতেছিলেন, তখন সহস্র রশ্মি আদিত্য অস্তগত হইলেন, অনন্তর শ্রমার্ত্ত সৈন্যগণের চিত্ত অবহারের প্রতি প্রবৃত্ত হইল।

ত্র্যধিক শত তম অধ্যায় ও নবম দিবস যুদ্ধ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে ভাস্কর অস্তগত হইলে নিদারুণ সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইল, আর যুদ্ধ ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল না। রাজা যুধিষ্ঠির, সন্ধ্যা কালে স্ব পক্ষ সৈন্যদিগকে ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান, ভয়-বিহ্বল ও রণ পরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে ও মহারথ ভীষ্মকে সংরব্ধ হইয়া সৈন্য পীড়ন করিতে এবং মহারথ সোমক দিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ দেখিয়া চিন্তা পূর্ব্বক সৈন্য দিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অবহার করিলে, আপনকার পক্ষ সৈন্যদিগেরও অবহার হইল। হে কুরুপ্রবর! মহারথগণ সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সৈন্যদিগের অবহার করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবেরা সমরে ভীষ্ম বাণে প্রপীড়িত হইয়া ভীষ্মের রণ কার্য্য চিন্তা করিয়া তখন শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। হে ভরত-নন্দন! ভীষ্মও সমরে সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়া আপনকার পুত্রগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান ও পূজ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে হৃষ্ট রূপ কুরুগণের সহিত শিবির নিবেশ করিলেন। তদনন্তর সর্ব্ব-প্রাণি-মোহকরী রাত্রি উপস্থিত হইল। সেই ঘোর রজনী-মুখ সময়ে দুরাধর্ষ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বৃষ্ণিবংশীয় দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রণাভিজ্ঞ সেই সকল মহাবল গণ অব্যগ্র চিত্ত হইয়া আপনাদিগের সময়োচিত শ্রেয় নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির অনেক ক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া বাসুদেবের প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন, কৃষ্ণ! দেখিলে, ভীম পরাক্রম ভীষ্ম হস্তীর নল বন মর্দ্দনের ন্যায় আমার সৈন্য মর্দ্দন করিতেছেন। উনি প্রবৃদ্ধ পাবকের ন্যায় আমার সৈন্য লেহন করিতেছেন, ঐ মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতেও আমরা উৎসাহ করিতে পারি না। রণ স্থলে প্রতাপবান্ তীক্ষ্ণ শস্ত্রধারী ভীষ্ম, ক্রুদ্ধ ও বিষপূর্ণ ভয়ানক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত শর সমূহ মোচন করিতে থাকেন। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাপাণি কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহারণে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, অতএব হে কৃষ্ণ! আমি আত্ম বুদ্ধি দৌর্ব্বল্য হেতু সংগ্রামে ভীষ্ম নিমিত্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদিগকে হনন করিতেছেন, অতএব আমার আর যুদ্ধে অভিরুচি হয় না, আমি বনে গমন করি, আমার অরণ্যে গমনই শ্রেয়। যেমন পতঙ্গ প্রজ্বলিত বহ্নিতে ধাবমান হইয়া কেবল মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমি ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বৃষ্ণিকুল-পাবন! আমি রাজ্য হেতু পরাক্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমার শূর ভ্রাতৃগণও শর নিকরে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছেন। উহাঁরা ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত আমার নিমিত্তেই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বন গমন করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! কৃষ্ণাও আমারই নিমিত্তে ক্লেশ পাইতেছেন। সংপ্রতি জীবনকে বহু ও দুর্লভ বলিয়া মানিতেছি; এক্ষণে অবশিষ্ট জীবিত কালে অনুত্তম ধর্ম্মাচারণ করিব। হে মাধব! আমার ভ্রাতারা ও

আমি যদি তোমার অনুগ্রাহ্য হই, তাহা হইলে যাহাতে স্বধর্ম্মের বিরোধ না হয়, এমন হিত কর কর্ম্ম বল, যে তাহার অনুষ্ঠান করি।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই প্রকার বহু বাক্য বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিয়া কারুণ্য প্রযুক্ত তাঁহাকে সান্ত্বনা করত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সত্য-প্রতিজ্ঞ ধর্ম্ম-নন্দন! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনকার ভ্রাতৃ গণ শৌর্য্য-সম্পন্ন, শত্রুসূদন ও দুর্জ্জেয়; অর্জ্জুন ও ভীমসেন বায়ু ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মাদ্রী-পুত্র নকুল ও সহদেব এতাদৃশ বল বিক্রান্ত, যে, উহাঁরা প্রায় দেবগণের উপরও প্রভুত্ব করিতে পারেন। হে পাণ্ডুসুত! আমার সহিত আপনকার যে সৌহার্দ্দ আছে, তৎপ্রযুক্ত আপনি আমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে আমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। মহারাজ! আপনি আমাকে নিযুক্ত করিলে আমি তুমুল সংগ্রামে কি না করিতে পারি? যদি অর্জ্জুন ভীষ্মকে বধ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে আমি ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষদিগের সাক্ষাতে পুরুষপ্রধান ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া নিপাতিত করিব। হে পাণ্ডু-পুত্র! যদি বীর ভীষ্ম নিহত হইলেই আপনি জয় লাভ করেন, তাহা হইলে আজি আমি কুরু বৃদ্ধ ভীষ্মকে এক রথেই নিহত করিব। হে নরনাথ! যুদ্ধে আমার মহেন্দ্র সম বিক্রম দেখিবে—আমি মহাস্ত্র সকল মোচন কারী ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত করিব যে ব্যক্তি পাণ্ডব দিগের শত্রু, সে আমারও শত্রু; যাহারা আমার শত্রু, তাহারা আপনারও শত্রু। হে মহীপতে! আপনকার ভ্রাতা অর্জ্জুনের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, বিশেষত উনি আমার সখা ও শিষ্য, আমি উহাঁর নিমিত্ত আমার দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিতে পারি; ঐ নরসিংহও আমার নিমিত্তে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। আমাদিগের পরস্পর এই রূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আমরা উভয়ে পরস্পরের পরিত্রাণ করিব। অতএব, হে রাজেন্দ্র! যে প্রকারে আমি যুদ্ধ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন। কিন্তু পার্থ উপপ্লব্য নগরে লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমি ভীষ্মকে নিহত করিব' ধীমান্ পার্থের ঐ বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্যহেতু উনি আমাকে অনুজ্ঞা করিলে আমি তাহা অবশ্যই করিব, সন্দেহ নাই। অথবা পার্থই শত্রু-পুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংগ্রামে নিহত করুন, উহাঁর পক্ষে এই ভার অপরিমিত নহে, যেহেতু উনি রণে সমুদ্যত হইলে অন্যের অসাধ্য কর্ম্মও করিতে পারেন। উনি দৈত্য দানবগণের সহিত সমুদ্যুক্ত দেবগণকেও রণে বিনষ্ট করিতে পারেন, ইহাতে ভীষ্মকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি? মহাবীর্য্য ভীষ্ম যে আপনকার অনিষ্টাচরণ করিতেছেন, তিনি বিপরীত-ভাবাপন্ন, গতসত্ত্ব ও অল্পবুদ্ধি হইয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! হে মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থই বটে, ইহারা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমার বল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। তুমি পুরুষ-সিংহ, তুমি যখন আমার পক্ষে আছ, তখন সমস্ত যথাভিলষিত বিষয় নিয়তই আমার লাভ হইবে। হে জয়শীল-প্রবর গোবিন্দ! আমি যখন তোমাকে সহায় পাইয়াছি, তখন ইন্দ্রের সহিত দেবগণকেও জয় করিতে পারি, তাহাতে মহারথ ভীষ্ম কোন্ তুচ্ছ? কিন্তু, হে মাধব! তুমি বলিয়াছিলে, 'যুদ্ধ করিব না,' এক্ষণে আমি স্বার্থ গৌরব-নিবন্ধন তোমারে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া মিথ্যাবাদী করিতে উৎসাহ করি না; অতএব তুমি যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগকে উচিত মত সাহায্য কর। ভীষ্ম আমার সকাশে যুদ্ধ বিষয়ক এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে "তোমার হিত নিমিত্তে আমি সুমন্ত্রণা প্রদান করিব, কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; অপিচ, দুর্য্যোধন নিমিত্ত যুদ্ধ করিব, ইহা সত্য জানিবে," অতএব হে প্রভু মাধব! তিনি

আমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন। হে মধুসূদন! তাঁহার বধের উপায় নিমত্ত চল আমরা সকলে তোমার সহিত তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার গমন করি। হে সর্ব্বময়! হে বৃষ্ণিনন্দন! আমরা সকলে মিলিত হইয়া অবিলম্বে নরোত্তম কুরুবর ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাদিগকে হিতকর ও তথ্য বাক্য বলিবেন, তিনি যেরূপ বলিবেন, সেই রূপ করিব। হে মাধব! আমরা বাল্য কালে পিতৃহীন হইলে তিনিই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই দৃঢ়ব্রত দেবব্রত পিতামহ অবশ্যই আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া জয় প্রদান করিবেন। যখন পিতার পিতা বর্ষিষ্ঠ প্রিয়তম সেই পিতামহকে নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করিলাম, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্ থাকুক।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমারও মনোগত। গঙ্গাসুত কৃতী দেবব্রত বিপক্ষকে রণে অবলোকন করিয়াই দগ্ধ করিতে পারেন, অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আপনি গমন করুন। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যথার্থই বিশেষ রূপে বলিবেন, অতএব চলুন, আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গমন করি। আমরাও সেই শান্তনু-সুত বৃদ্ধের সমীপে গিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে তিনি আমাদিগকে যে মন্ত্রণা দিবেন, তদনুসারেই আমরা বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করিব। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ! বীর পাণ্ডবগণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া আয়ুধ ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে একত্রিত হইয়া ভীষ্ম-শিবিরের প্রতি গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক মস্তকাবনতি দ্বারা ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা প্রণতি করিয়া পূজা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

কুরুপিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কহিলেন, তোমারদিগের প্রীতিবর্দ্ধন কি কার্য্য আমাকে করিতে হইবেক, তাহা বল, সেই কার্য্য যদি অতি দুষ্করও হয়, তথাপি সর্ব্ব প্রযত্নে আমি করিব।

গঙ্গা-নন্দন পুনঃপুন ঐ রূপ প্রীতিযুক্ত বাক্য কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীনচিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ! আমরা কি প্রকারে যুদ্ধে জয় লাভ করি? কি প্রকারেই বা রাজ্য প্রাপ্ত হই? এবং কি রূপেই বা প্রজা ক্ষয় না হয়, আপনি ইহার উপায় বলুন। হে বীর! আমরা আপনাকে সমরে কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারি না, অতএব আপনি স্বয়ংই আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন। পিতামহ! সংগ্রামে আপনকার শরাসন সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, রণ স্থলে আপনার অণু প্রমাণও রন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। হে মহাবাহো! আপনি সূর্য্যের ন্যায় রথে অবস্থিত হইয়া যে কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান এবং কখনই বা শরাসন বিকর্ষণ করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। হে ভরত-প্রধান! হে পরবীরহন্! আপনি যখন রথ অশ্ব নর নাগ হনন করিতে থাকেন, তখন আপনাকে জয় করিতে কোন্ পুরুষ উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনি সমরে শর বর্ষণ করিয়া অনেক প্রাণি হত্যা করিয়াছেন, আমার মহতী সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকারে আপনাকে আমরা রণে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমার রাজ্য লাভ হয়, এবং যে রূপে আমার সৈন্যদিগের মঙ্গল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

হে পাণ্ডু-পূর্ব্বজ! তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ কুন্তী-সুত! সংগ্রামে আমি জীবিত থাকিতে তোমার কোন প্রকারে জয় হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা আমি সত্য বলি-

লাম। আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে তোমরা জয়ী হইতে পারিবে। অতএব যদি তোমরা রণে জয় লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমারে শীঘ্র প্রহার করিবে। হে পার্থগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা সুখে আমাকে প্রহার করিবে। আমি যে এই রূপে তোমাদিগের বিদিত হইলাম, ইহা সুকৃত বলিয়া মানিলাম। আমি নিহত হইলেই কুরু পক্ষ সমস্ত নিহত হইবে, অতএব আমি যেরূপ বলিলাম, তোমরা সেই রূপ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমরে আপনি দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় হয়েন, আপনাকে কি প্রকারে যুদ্ধে পরাজিত করিব, তাহার উপায় বলুন। ইন্দ্র, বরুণ ও যমকেও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু আপনাকে সমরে পরাজিত করিতে পারা যায়-না। অপিচ ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আপনাকে রণে জয় করিতে সমর্থ নহেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, আমি রণে সযত্ন হইয়া কার্ম্মুকবর গ্রহণ পূর্ব্বক শস্ত্রধারী হইলে, ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। আমি ন্যস্ত শস্ত্র হইলে, এই মহারথেরাই আমাকে নিহত করিতে পারেন। শস্ত্র ত্যাগী, পতিত, বিমুক্ত কবচ, বিমুক্ত ধ্বজ, পলায়মান, ভীত, তোমারই আমি এই রূপ বলিয়া শরণাপন্ন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজাতীয় নাম ধারী, বিকল, একপুত্রক, নিঃসন্তান ও পাপী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে আমার অভিরুচি হয় না। হে রাজেন্দ্র! আমার পূর্ব্ব-কৃত সংকল্প শ্রবণ কর, কাহারো অমঙ্গল্য ধ্বজ দেখিলে, আমি কোন প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। দ্রুপদরাজার পুত্র যুদ্ধ-জয়ী, শূর, সমর ক্রোধী, মহারথ শিখণ্ডী, যিনি তোমার সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, তিনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন, ইহার বিবরণ তোমরাও সমুদায় আনুপূর্ব্বিক অবগত আছ। অর্জ্জুন বর্ম্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ সমুহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথ ধ্বজ অমঙ্গল্য, বিশেষত উনি পূর্ব্বে স্ত্রী রূপ ছিলেন, সুতরাং আমি শস্ত্রধারী হইয়া উহাঁকে কোন প্রকারে প্রহার করিতে অভিলাষ করি না। হে ভরত-প্রবর! পাণ্ডু-পুত্র ধনঞ্জয় ঐ শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শর নিকরে সত্বর আমাকে আঘাত করিবেন। আমি রণে সমুদ্যত হইলে, মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত যে কেহ আমাকে নিহত করে, জগতে এমন কাহাকেও আমি দেখিতে পাই না। অতএব ঐ ধনঞ্জয় আত্তশস্ত্র গৃহীত-গাণ্ডীব ও যত্নবান্ হইয়া সেই পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডীকে আমার সম্মুখস্থ করিয়া আমাকে নিপাতিত করিবেন, তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে। হে কুন্তী-নন্দন! আমি যেরূপ বলিলাম, তুমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে সংগ্রামে সমাগত ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে পরাজিত করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর পৃথা-নন্দনেরা কুরু পিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা-পুত্র পর লোক গমনে দীক্ষিত হইয়া সেই রূপ বলাতে অর্জ্জুন দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া লজ্জা সহকারে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, হে মাধব! কুরু-বৃদ্ধ প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ধীমান্ গুরু পিতামহের সহিত সংগ্রামে আমি কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? হে বাসুদেব! আমি বাল্য কালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-ধূষরিত-গাত্র হইয়া ঐ মহামনা মহাত্মার ক্রোড়ে উঠিয়া ধূলি দ্বারা উহাঁর অঙ্গ মলিন করিয়াছি। হে গদাগ্রজ! উনি আমার পিতা পাণ্ডুর পিতা; আমি বাল্যাবস্থায় উহাঁর অঙ্কে অধিরোহণ করিয়া উহাঁকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তাহাতে উনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে ভরতকুল-প্রদীপ! আমি

তোমার পিতা নহি, আমি তোমার পিতার পিতা’ এমত স্থলে আমি উহাঁকে কি রূপে বধ করিব? আমার সৈন্য সকল ইচ্ছাক্রমে উহাঁকে প্রহার করুক, আমি ঐ মহাত্মার সহিত সংগ্রাম করিব না; ইহাতে আমার জয়ই হউক, বা বিনাশই হউক। কৃষ্ণ! আমি এই বিবেচনা করি, ইহাতে তোমার মত কি?

বাসুদেব কহিলেন, হে জিষ্ণো! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ‘ভীষ্মকে সমরে বধ করিব’ বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে কি রূপে উহাঁকে বধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পার? হে পার্থ! তুমি যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় গঙ্গানন্দনকে যুদ্ধে রথ হইতে পাতিত কর; উহাঁকে বধ না করিলে তোমার যুদ্ধে জয় হইবে না। উহাঁর এই রূপ মৃত্যু হইবার বিষয় পূর্ব্বে দেবতারা নিশ্চয় করিয়াছেন; পূর্ব্ব কালে যে প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, অবশ্যই সেই প্রকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না। যুদ্ধে ব্যাদিতানন যম সদৃশ দুরাধর্ষ ঐ ভীষ্মকে নিহত করিতে তোমা ব্যতীত অন্য কেহই সমর্থ হইবে না, অপিচ স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও উহাঁকে বধ করিতে পারিবেন না। তুমি ভীষ্মকে নিপাতিত কর, ইহাতে অন্তঃকরণে দ্বৈধ ভাব করিও না, এই বিষয়ে মহাবুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি পূর্ব্ব কালে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই আমার নিকট শ্রবণ কর, “নানা সদ্‌গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্যক্তিও আততায়ী হইলে অথবা অন্য কেহ প্রাণের হন্তা হইলে তাহাকে নিহত করা বিধেয়।” হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম্ম নিশ্চিত আছে যে, অসূয়া-রহিত ক্ষত্রিয়েরা শত্রু সহ যুদ্ধ করিবে, প্রজা রক্ষা করিবে এবং যজ্ঞ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! শিখণ্ডীই ভীষ্মের নিশ্চয় নিহন্তা হইবেন, কেন না ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়াই সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব আমি এই বিবেচনা করি যে, আমরা ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিব, এই উপায়েই তাঁহাকে নিপাতিত করিব। আমি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরদিগকে শর নিকরে নিবারণ করিব, আর শিখণ্ডী যোধপ্রধান ভীষ্মকেই প্রহার করিবেন। কুরুপ্রধান ভীষ্মের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কহিয়াছেন “শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা হইয়া পরে পুরুষ হইয়াছেন, এই হেতু আমি শিখণ্ডীকে নিহত করিব না।”

মাধব সহ পাণ্ডবগণ মহাত্মা ভীষ্মের অনুমতি ক্রমে ঐ রূপ নিশ্চয় করিয়া আনন্দিত চিত্তে শিবিরে গমন করিলেন।

চতুরধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শিখণ্ডী সমরে গঙ্গাপুত্রের প্রতি কি প্রকারে অভিমুখীন হইলেন, এবং ভীষ্মই বা কি রূপে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিমুখীন হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে সূর্য্যোদয় কালে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে থাকিলে, সর্ব্ব শত্রুনিবর্হণ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া সমর যাত্রা করিলেন। হে নরপাল! শিখণ্ডী সেই সর্ব্ব সৈন্য সজ্জিত ব্যূহের অগ্রে রহিলেন। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাহার চক্র রক্ষক, দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ সুভদ্রা-নন্দন তাহার পৃষ্ঠ রক্ষক এবং মহারথ সাত্যকি ও চেকিতান তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন। পাঞ্চাল্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎ পশ্চাৎ অবস্থিত হইলেন। হে ভরতপ্রবর! তৎ পশ্চাৎ প্রভু রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেবের সহিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিতে লাগিলেন। তৎ পশ্চাৎ বিরাট নৃপতি স্ব সৈন্যে সমাবৃত হইয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দ্রুপদ অভিদ্রুত হইলেন। কৈকেয় রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু সেই পাণ্ডব সৈন্য ব্যূহের জঘন প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা এই রূপ

মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া স্ব স্ব জীবন ত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়া সংগ্রামে আপনকার সৈন্যের অভি-মুখে ধাবমান হইলেন।

হে নরপাল! কৌরবেরাও মহারথ ভীষ্মকে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডব দিগের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনকার অতি মহাবল দুর্জ্জেয় পুত্রেরা ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ-পরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও তাঁহার মহাবল পুত্র অশ্ব-ত্থামা এবং তৎ পশ্চাৎ গজ সৈন্যে পরিবৃত ভগদত্ত গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভগদত্তের অনুগামী হইলেন। তৎ পশ্চাৎ বলবান্ কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ প্রয়াণ করিলেন। মগধরাজ জয়ৎসেন, সুবলপুত্র, বৃহদ্বল ও সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহা-ধনুর্দ্ধর নৃপগণ আপনকার সৈন্যের জঘন স্থান রক্ষা করত গমন করিলেন। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস ব্যূহের মধ্যে অন্যতর ব্যূহ এক এক দিবসে সজ্জিত করিতেন।

হে ভারত! তদনন্তর উভয় পক্ষ যোদ্ধার যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিহত করিয়া যম রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অর্জ্জুন-প্রমুখ পাণ্ড-বেরা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া বিবিধ শর বিকিরণ করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন। ভীম-সেন আপনকার সৈন্যদিগকে শর নিকরে তাড়িত করিলে, তাহারা রুধিরৌঘে পরিক্লিন্ন হইয়া পর লোকে গমন করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, আপনকার সৈন্য সমীপে গমন করিয়া তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক পীড়ন করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষীয় গণ পাণ্ডব পক্ষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পাণ্ডবদিগের মহা সৈন্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা মহারথ গণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বধ্যমান ও তাড্যমান হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক শাণিত বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়া কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পরাক্রমশীল ভীষ্ম, সৈন্যদিগকে পার্থগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান দেখিয়া রণে ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বিশুদ্ধ-চরিত! শত্রুতাপন বীর ভীষ্ম কি প্রকারে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভি-মুখীন হইয়া সোমক দিগকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অভিধান কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্রের সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে আপনকার পিতা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আপ-নার সকাশে কীর্ত্তন করিতেছি। শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ড-বেরা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনকার পুত্রের সৈন্য নি-হত করিতে করিতে অভিমুখীন হইলেন। হে নর-নাথ! ভীষ্ম তখন নর বারণ বাজি সঙ্কুল স্ব সৈন্য-দিগের বিপক্ষ কর্ত্তৃক সংহার আর সহ্য করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জেয় ভীষ্ম, আপনার জীবন পরি-ত্যাগে উদ্যত হইয়া শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক অস্ত্র সকল পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচ জন গৃহীতাস্ত্র যত্ন-পরায়ণ প্রধান মহারথকে রণে নিবারিত করিয়া বীর্য্য ও অমর্ষ দ্বারা প্রেরিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে ও অপরিমিত বহু হস্তী ও অশ্ব নিহত করিলেন। পর পক্ষীয় জয়াকাঙ্ক্ষী রথিদিগকে রথ হইতে, সাদীদিগকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে, গজারোহী দিগকে গজ পৃষ্ঠ হইতে এবং সমাগত পদাতি-দিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যে প্রকার অসুরগণ বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা ত্বরমাণ মহারথ ভীষ্মের সমরে সম্মুখীন হইলেন। তখন ভীষ্মকে ঘোরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্রের অশনি সম স্পর্শ শাণিত শর সকল সর্ব্ব দিকেই মোচন করিতে দেখা গেল। তাঁহার যুদ্ধ কালে ইন্দ্র ধনুকের তুল্য মহৎ ধনুক সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে নরাধিপ!

আপনকার পুত্রেরা সমরে তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন। যেমন অমরগণ বিপ্রচিত্তি অসুরকে সমর স্থলে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা উন্মনা হইয়া সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন যুধ্যমান আপনকার পিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে ব্যাদিত-মুখ অন্তকের ন্যায় দেখিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। যে প্রকার অগ্নি কানন দগ্ধ করে, সেই প্রকার তিনি দশম দিবসের যুদ্ধে শাণিত বাণ সমুহ দ্বারা শিখণ্ডীর রথ সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ ও কাল বিহিত অন্তক তুল্য ভীষ্মের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্ম তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করত শিখণ্ডী-কে এই বাক্য বলিলেন, তুমি ইচ্ছা ক্রমে আমার প্রতি শর ক্ষেপ কর, কিম্বা না কর, আমি কোন প্রকারে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, বিধাতা তোমাকে যে স্ত্রী রূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনী।

শিখণ্ডী তখন তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-মুর্চ্ছিত হইয়া সৃক্ক লেহন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় কারী, ইহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি, জমদগ্নি-নন্দনের সহিত তোমার যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার অলৌকিক প্রভাব ও বহুশঃ শ্রুত হইয়াছে; তোমার এতাদৃশ প্রভাব জ্ঞাত হইয়াও আজি আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। হে সৎপুরুষ-প্রবর! তোমার সাক্ষাতে সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি যে আমি আপনার ও পাণ্ডব-দিগের প্রিয় কার্য্য নিমিত্তে আজি তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত করিব, আমার এই কথা শুনিয়া তুমি স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য কর। হে রণজয়ী ভীষ্ম! তুমি ইচ্ছানুসারে আমার প্রতি শর ক্ষেপ কর বা না কর, আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, অতএব এক্ষণে তুমি এই লোক সমুদায় দৃষ্টি করিয়া লও, আর দেখিতে পাইবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শিখণ্ডী ভীষ্মকে এই রূপ বাক্য বাণে বিদ্ধ করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ সব্যসাচী শিখণ্ডীর ঐ কথা শুনিয়া ‘ এই ভীষ্ম বধের সময় ’ ভাবিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি শত্রু পক্ষ বিদ্রা-বিত করিয়া তোমার অনুগামী হইব, তুমি সংরব্ধ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। মহাবল ভীষ্ম তোমাকে পীড়া প্রদান করিতে পারিবেন না, অতএব আজি তুমি যত্ন পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভি-দ্রুত হও। যদি তুমি ভীষ্মকে বিনষ্ট না করিয়া গমন কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে ও আ-মাকে উপহাস করিবে। হে বীর! যাহাতে আমরা উভয়ে এই মহারণে লোকের হাস্যাস্পদ না হই, এমত যত্ন কর,—পিতামহকে রণে নিপাতিত কর। হে মহাবল! আমি সংগ্রামে সমুদায় রথীকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি ভীষ্মের বধ-সাধন কর। দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শৌর্য্য-সম্পন্ন ভগদত্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ, সোমদত্ত-পুত্র, রাক্ষস শূর ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র, এবং ত্রিগর্ত্তরাজ, এই সকল বীর ও অন্যান্য সমুদায় মহারথদিগকে আমি বেলা ভূমি কর্ত্তৃক সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিব, এবং মহাবলবান্ যুধ্যমান সমস্ত কৌরব দিগকেও এক কালে নিবারিত করিব, অত-এব তুমি পিতামহকে রণে নিপাতিত কর।

পঞ্চাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাঞ্চালরাজ-নন্দন শি-খণ্ডী সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যতব্রত ধর্ম্মাত্মা গঙ্গা-পুত্র পিতামহকে কি প্রকারে আক্রমণ করিয়াছিলেন?

পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে কোন্ কোন্ মহারথ ত্বরমাণ ও জিগীষা পরবশ হইয়া উদ্যতায়ুধ শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন? শান্তনুপুত্র মহাবীর্য্য ভীষ্মই বা সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় দিগের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন? শিখণ্ডী যে অভিমুখীন হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, শিখণ্ডী যখন ভীষ্মের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ভীষ্মের রথ তো ভগ্ন হয় নাই? কিম্বা শরাসন তো বিশীর্ণ হইয়া যায় নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধ্যমান ভীষ্মের রথ ভগ্ন বা ধনুক বিশীর্ণ হয় নাই, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে শত্রু পক্ষ বিনাশ করিতেছিলেন। আপনকার পক্ষীয় অনেক শত সহস্র মহারথ, গজযোধী ও সাদী সুসজ্জিত হইয়া পিতামহকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হে কৌরব্য! সমর-বিজয়ী ভীষ্ম, স্বকীয় প্রতিজ্ঞানুসারে সমরে নিরন্তর সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর দশম দিবসের যুদ্ধে যখন শর নিকরে পর পক্ষ নিহত করিতেছিলেন, তখন পাণ্ডব বা পাঞ্চাল গণ সকলে তাঁহার বিক্রম বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না, সেই সকল বিপক্ষ সেনার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র সুশাণিত শর বিকিরণ করিয়াও তাহাদিগের বিক্রমও ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, যেহেতু পাশহস্ত অন্তক সদৃশ সেই মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি ভীষ্মকে রণে পরাজিত করিতে তাঁহাদিগের সামর্থ্য হইল না।

হে মহারাজ! তদনন্তর অপরাজিত সব্যসাচী ধনঞ্জয় সমুদায় রথীকে ত্রাসিত করত তথায় গমন করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও পুনঃপুন ধনুর্বিক্ষেপ করত শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া কালের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সেই শব্দে আপনকার সৈন্য সকল ত্রাসান্বিত হইয়া, যেমন সিংহ শব্দে মৃগগণ ভয়ান্বিত হইয়া পলায়ন করে, তাহার ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল

রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয় যুক্ত ও আপনার সৈন্যদিগকে অতি পীড়িত দেখিয়া নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন, পিতামহ! ঐ কৃষ্ণ সারথি শ্বেতবাহন অর্জ্জুন, অগ্নি কর্ত্তৃক কানন দহনের ন্যায়, আমার সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখুন, আমার সৈন্য সকল সমরে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। হে শত্রুতাপন! যেমন পশুপাল কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন আমার ঐ সকল সৈন্যকে তাড়িত করিতেছে। আমার সৈন্যগণ স্থানে স্থানে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইলে, আবার দুর্জ্জেয় ভীমও উহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছে, এবং সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব ও বিক্রমশীল অভিমন্যুও আমার সৈন্য সকল বিদ্রাবিত করিতেছে। শৌর্য্য-সম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষস ঘটোৎকচ, ইহারাও উভয়ে এই মহারণে আমার সৈন্যদিগকে সহসা প্রভগ্ন করিতেছে। হে ভারত! আপনি দেবতুল্য-পরাক্রম, আপনা ব্যতিরেকে ঐ সকল মহারথ কর্ত্তৃক বধ্যমান সৈন্যদিগের যুদ্ধে অবস্থান করিবার এবং ঐ মহারথ দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায় আর দেখিতে পাই না, অতএব আপনি সত্বর হইয়া ঐ মহারথ দিগকে নিবারণ করুন, আমার সৈন্য দিগের গতি হউন।

মহারাজ! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র দেবব্রত এই রূপ অভিহিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা পূর্ব্বক আত্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে নরপাল মহাবল দুর্য্যোধন! তুমি স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার সকাশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতি দিন দশ সহস্র মহাত্মা ক্ষত্রিয় দিগকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইব। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পাদনও করিয়াছি, কিন্তু আজিও সংগ্রামে মহৎ কর্ম্ম করিব। আজ

আমি হয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব, না হয়, আমিই রণে নিহত হইয়া শয়ন করিব। আজি আমি তোমার সাক্ষাতে সৈন্য প্রমুখে নিহত হইয়া ভর্ত্তৃদত্ত অন্নের মহৎ ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।

দুর্জ্জেয় ভীষ্ম ইহা বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতি শায়ক সমূহ বপন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য আক্রমণ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা সৈন্য মধ্যে অবস্থিত ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ গঙ্গা-পুত্রকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! ভীষ্ম দশম দিবসে আপনার শক্তি অনুসারে শত সহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন। যেমন সূর্য্য, কিরণ মালা দ্বারা জলাকর্ষণ করেন, তাহার ন্যায় ভীষ্ম পাঞ্চাল দেশীয় মহারথ রাজপুত্র দিগের তেজ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। হে মহারাজ! তিনি আরোহীর সহিত অযুত অশ্ব ও অযুত বেগবান্ হস্তী এবং পূর্ণ দুই লক্ষ পদাতি নিহত করিয়া সংগ্রামে ধূম রহিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব দিগের মধ্যে কাহারাও তাঁহাকে উত্তরায়ণস্থ তপস্ত ভাস্করের ন্যায়, নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় মহারথ গণ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্তে অভিদ্রুত হইলেন। যুধ্যমান শান্তনু-পুত্র, তখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাবৃত মহা শৈল সুমেরুর ন্যায়, বহু যোধগণে অবকীর্ণ হইলেন। আপনকার পুত্রেরাও মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয়া গঙ্গানন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন।

ষড়ধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! অর্জ্জুন সংগ্রামে ভীষ্মের বিক্রম দেখিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, তুমি পিতামহের সহিত যুদ্ধে সমবেত হও। তুমি অদ্য কোন প্রকারে উহাঁকে ভয় করিও না, আমি তীক্ষ্ণ শায়ক সমূহে উহাঁকে রথোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। হে ভরত-প্রধান! পার্থ শিখণ্ডীকে এই রূপ কহিলে, শিখণ্ডী তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া গঙ্গানন্দনের নিকট অভিদ্রুত হইলেন। বৃদ্ধ রাজা বিরাট, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ বর্ম্মিত হইয়া আপনকার পুত্রের সাক্ষাতে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। নকুল, সহদেব, বীর্য্যবান্ ধর্ম্মরাজ ও অন্যান্য সমুদায় সৈন্য ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। আপনকার পক্ষীয় যে যে যোদ্ধা ঐ সকল সমাগত মহারথদিগের মধ্যে যাহার যাহার প্রতি যথা শক্তি ও যথা উৎসাহ ক্রমে প্রত্যুদ্গত হইলেন, তদ্বিবরণ বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! যে প্রকার ব্যাঘ্র-শিশু বৃষকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার চিত্রসেন ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। কৃতবর্ম্মা ভীষ্ম সমীপাগত ত্বরমাণ ও যত্ন পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমদত্ত-পুত্র ত্বরমাণ হইয়া ভীষ্মবধৈষী অতি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে তৎপর হইলেন। বিকর্ণ ভীষ্মের জীবন রক্ষা করিবার মানসে বহু শায়ক বিকিরণ-কারী শৌর্য্য-সম্পন্ন নকুলকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত সযত্ন হইলেন। শারদ্বত কৃপ সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের রথ সমীপগামী সহদেবকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বলবান্ দুর্ম্মুখ ভীষ্ম বধাভিলাষী মহাবল ক্রূরকর্ম্মা ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র অলম্বুষ সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের রথ-সমীপাগত অভিমন্যুকে নিবারণ করিতে যত্নবান্ হইলেন। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র সমাগত অরিমর্দ্দন বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ সযত্ন হইয়া ভীষ্ম বধাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্মপুত্রকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শরানলে দশ দিক্ দগ্ধ করত ভীষ্ম সমীপে বেগে গমনোদ্যত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন তাঁহাকে নিবারণ করিতে যত্ন পরায়ণ হইলেন। আপনকার

পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ ভীষ্মাভিমুখে প্রযাত পাণ্ডব পক্ষ অন্যান্য মহারথ দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সংরব্ধ হইয়া সৈন্য সহ, একমাত্র মহারথ ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুন কহিতে লাগিলেন, ঐ কুরুনন্দন অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন, তোমরা ভীত হইও না, ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হও, ভীষ্ম তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। হে বীরগণ! সমরে ইন্দ্রও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারেন না, ইহাতে ক্ষীণ-বল অল্প-প্রাণ ভীষ্ম উহাঁর কি করিবেন? পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের ঐ কথা শুনিয়া সংহৃষ্ট হইয়া গঙ্গা-নন্দনের রথ সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। আপনকার পক্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ গণও প্রবল তেজোরাশির ন্যায় সেই সকল প্রবল মহারথ দিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া হর্ষিত চিত্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মহারথ দুঃশাসন ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষা হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। শৌর্য্য-সমন্বিত পাণ্ডবেরা গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে আপনকার মহারথ পুত্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে নরপাল! এই স্থলে এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম, যে, অর্জ্জুন দুঃশাসনের রথ-সমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যে প্রকার বেলাভূমি ক্ষুব্ধ মহাসাগর নিবারণ করে, সেই রূপ আপনকার পুত্র দুঃশাসন ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিলেন। উহাঁরা উভয়েই রথি প্রধান, উভয়েই দুর্জ্জেয় এবং উভয়েই কান্তি ও দীপ্তিতে চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ। উভয়েই জাতক্রোধ ও পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া, পূর্ব্ব কালে ময়াসুর ও ইন্দ্র যে প্রকার যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার মহাযুদ্ধে সমবেত হইলেন। মহারাজ! দুঃশাসন অর্জ্জুনকে তিন ও বাসুদেবকে বিংশতি বাণে প্রহার করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত দেখিয়া দুঃশাসনকে শত শঙ্খ্য নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, সেই সকল নারাচ দুঃশাসনের কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল। তৎ পরে দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে পার্থের ললাট বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! যে প্রকার মেরু গিরি অত্যুচ্ছ্রিত শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত হয়, সেই রূপ অর্জ্জুন ললাটস্থ ঐ সকল বাণ দ্বারা সমর মধ্যে শোভিত হইলেন। ঐ মহাধনুর্দ্ধর পার্থ আপনকার সেই ধনুর্দ্ধর পুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণে অতিবিদ্ধ হইয়া পুষ্পবান্ কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় রণ মধ্যে প্রকাশ পাইলেন। পরে যেমন পৌর্ণমাসীতে রাহু অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ণ চন্দ্রকে পীড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। হে নরনাথ! আপনকার পুত্র, বলবান্ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া শিলা শাণিত কঙ্কপত্র শোভিত শর সমূহ দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর পার্থ তিন শরে দুঃশাসনের শরাসন ও রথ ছেদন করিয়া তৎ পরে নয় শরে আপনকার পুত্রকে সমাহত করিলেন। তখন দুঃশাসন অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখস্থ অর্জ্জুনের বাহু দ্বয় ও বক্ষস্থলে পঞ্চ বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তৎ পরে শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধসমন্বিত হইয়া যম দণ্ড তুল্য ভয়ানক বহুল বাণ দুঃশাসনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। আপনকার পুত্র দুঃশাসন পার্থের যত্ন সহকারে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ সমাগত না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা যেন আশ্চর্য্যকর হইল। তদনন্তর পার্থ সংক্রুদ্ধ হইয়া কার্ম্মুকে শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বহু শর সন্ধান করিয়া দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! যেমন হংসগণ তড়াগ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হয়, সেই রূপ

অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ মহাত্মা দুঃশাসনের দেহে নিমগ্ন হইল। তখন আপনকার পুত্র, মহাত্মা পার্থ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া রণে পার্থকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরা সহকারে ভীষ্মের রথে গমন করিলেন, তখন বিপদ্ রূপ অগাধ জল-নিমগ্ন দুঃশাসনের পক্ষে ভীষ্মই দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। তদনন্তর পরাক্রমশীল শূর আপনকার পুত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিবারিত করিয়াছিলেন, সেই রূপ মহাকায় আপনকার পুত্র সুশাণিত শর নিকরে অর্জ্জুনকে ভেদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাহাতে অর্জ্জুন ব্যথিত হইলেন না।

সপ্তাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র অলম্বুষ ভীষ্ম বধে সমুদ্যত বর্ম্মিত সাত্যকিকে রণে নিবারণ করিতে লাগিল। মধুকুল-নন্দন সাত্যকি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে নয় শরে রাক্ষসকে আহত করিলেন। সেই রূপ রাক্ষসও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শিনি-প্রবর সাত্যকিকে নয় শরে পীড়িত করিল। পরে বীর শত্রুহন্তা মধুকুল-নন্দন শিনি-পৌত্র অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর অলম্বুষ সত্যবিক্রম মহাবাহু সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি তখন রাক্ষস কর্ত্তৃক রণে অতি বিদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করত হাস্য পূর্ব্বক নিনাদ করিলেন।

তদনন্তর, যেমন বৃহৎ কুঞ্জরকে তোত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, সেই রূপ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর নিকরে সাত্যকিকে তাড়ন করিলেন। রথিপ্রবর সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্তের প্রতি সন্নত পর্ব্ব শায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ লঘু হস্তে শাণিত-ধার ভল্ল দ্বারা সাত্যকির মহৎ ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বীর শত্রুহন্তা সাত্যকি অন্য এক বেগ বিশিষ্ট ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা ক্রুদ্ধ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত তাহাতে অতি বিদ্ধ হইয়া সৃক্ব লেহন করত কনক-বৈদূর্য্য-বিভূষিত লৌহময় যমদণ্ডোপম ভয়ানক দৃঢ় এক শক্তি সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি ভগদত্তের বাহু বলে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সেই শক্তি মহোল্কার ন্যায় সহসা হতপ্রভা হইয়া পতিতা হইল। হে নরাধিপ! আপনকার পুত্র, ভগদত্তের শক্তি নিহত দেখিয়া মহৎ রথি সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় দিগের মহারথ সাত্যকিকে রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সমস্ত ভ্রাতাকে বলিলেন, হে কুরুনন্দনগণ! সাত্যকি যাহাতে তোমাদিগের নিকট এই মহৎ রথি সমূহ হইতে জীবিত থাকিয়া নির্গত হইতে না পারে, এমত যত্ন কর। আমার বিবেচনায়, সাত্যকি নিহত হইলে পাণ্ডব দিগের মহৎ সৈন্য হত হইবে। আপনকার মহারথ পুত্রেরা যে আজ্ঞা বলিয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভীষ্মের সম্মুখস্থ সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে ভারত! বলবান্ কাম্বোজাধিপতি, অভিমন্যুকে ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত হইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের জীবনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অভিমন্যুকে কতক গুলি সন্নত পর্ব্ব শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সমাগমে এই যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল, যেহেতু শত্রু-কর্ষণ শিখণ্ডী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ যুদ্ধে সংরব্ধ

হইয়া মহতী সেনা নিবারণ করিতে করিতে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। রথি সত্তম অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাট ও দ্রুপদের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎ পরে তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ হইতে লাগিল। শত্রুতাপন বিরাট মহাধনুর্দ্ধর যত্নবান্ যুদ্ধ-শোভী দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে দশ ভল্লে আহত করিলেন। দ্রুপদও শাণিত তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেই মহাবলবান্ দুই জনই গুরু পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত বিরাট ও দ্রুপদ উভয় বীরকে বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই বৃদ্ধ দ্বয়ের এই অদ্ভুত মহৎ কার্য্য দেখিলাম, যে, তাঁহারা অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ভয়ানক বাণ সকল নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তৎ পরে, শারদ্বত কৃপ সহদেবকে ভীষ্মের প্রতি সমাগত দেখিয়া, যে প্রকার অরণ্যে মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শূর কৃপ মহারথ মাদ্রী-পুত্র সহদেবকে সুবর্ণ-ভূষণ সপ্ততি শরে ত্বরা সহকারে সমাহত করিলেন। সহদেব শর সমূহে কৃপাচার্য্যের ধনুক দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। অনন্তর কৃপ ছিন্নধন্বা হইলে সহদেব তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কৃপ ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রুদ্ধ ও হৃষ্ট চিত্তে অন্য এক ভার-সাধন ধনুক লইয়া সুশাণিত দশ বাণে মাদ্রী-পুত্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও ভীষ্মের বধাভিলাষে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ কৃপের বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন। তাঁহাদিগের দুই জনের ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। ভীষ্ম-রক্ষক মহাবল শত্রুতাপন বিকর্ণ রণে ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টি বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। নকুলও আপনকার পুত্র ধীমান্ বিকর্ণ কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সপ্ততি সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুতাপন নরশার্দ্দুল এই দুই বীর ভীষ্ম নিমিত্ত, গোষ্ঠস্থ গো-বৃষ দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশীল দুর্ম্মুখ, ভীষ্ম হেতু ঘটোৎকচকে সৈন্য বিনাশ করিতে সমাগত দেখিয়া তাহার প্রতি প্রযাত হইলেন। হিড়িম্বা-পুত্র ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নত পর্ব্ব বাণে শত্রুতাপন দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। বীর দুর্ম্মুখ ষষ্টি সংখ্য সুমুখ শর দ্বারা রণ মধ্যে হর্ষ সহকারে শব্দ করিয়া ভীমসেন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন।

মহারথ হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মা ভীষ্মের বধাকাঙ্ক্ষী সমাগত ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে লৌহময় পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া পুনর্ব্বার সত্বর পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু কৃতবর্ম্মাও মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহত করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন কঙ্কপত্র যুক্ত অজিহ্মগ সুশাণিত তীক্ষ্ণ নয় শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার বৃত্রাসুরের সহিত মহেন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ ভীষ্ম নিমিত্ত তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পর অতিশয় প্রবল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা সত্বর হইয়া সমাগত মহারথ ভীমসেনকে থাক্ থাক্ বলিয়া আক্রমণ করিলেন, অনন্তর রুক্মপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন। হে নৃপতিসত্তম! পূর্ব্ব কালে ক্রৌঞ্চ অসুর কার্ত্তিকেয়ের শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যেমন শোভা পাইয়াছিল, প্রতাপবান্ ভীমসেন বক্ষঃস্থ সেই নারাচ দ্বারা সেই রূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান্ বাণ সকল পরস্পরের প্রতি মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীম ভীষ্ম বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া মহারথ সোমদত্ত-পুত্রের প্রতি এবং সোমদত্ত-পুত্র ভীষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া ভীমসেনের প্রতি পরস্পর কৃত প্রতীকারে সযত্ন হইয়া সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে কৌরব্য! যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ তাঁ-

হাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকসেনা গণ দ্রোণের মেঘ গর্জ্জন সম রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডু-পুত্রের সেই মহতী সেনা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া যত্ন পরায়ণ হইয়াও এক পদ হইতে পদান্তর চলিতে পারিল না।

হে জনেশ্বর! আপনকার পুত্র চিত্রসেন ক্রুদ্ধ ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ রূপ চেকিতানকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাক্রমশীল মহারথ চিত্রসেন ভীষ্মের নিমিত্তে বিপক্ষ চেকিতানের সহিত যথা শক্তি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চেকিতানও চিত্রসেনকে যথা শক্তি নিবারণ করিতে লাগিলেন, সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগের উভয়ের অতি মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে ভারত! অর্জ্জুন বহু প্রকারে নিবার্য্যমাণ হইলেও আপনকার পুত্র দুঃশাসনকে বিমুখ করিয়া আপনকার সেনা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃশাসন, 'পার্থ আমাদিগের ভীষ্মকে কোন প্রকারে নিহত করিতে না পারে' এই রূপ নিশ্চয় করিয়া পরম শক্তি অনুসারে পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! প্রধান প্রধান রথী সকল স্থানে স্থানে আপনকার পুত্রের সেনাদিগকে নিহত ও আলোড়িত করিতে লাগিল।

অষ্টাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবল মহাধনুর্দ্ধর মত্ত বারণ বিক্রমশীল রথিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ বীর দ্রোণ মত্তবারণ নিবারণ মহৎ শরাসন কম্পিত করত পাণ্ডবী সেনায় গাহমান হইয়া মহারথ দিগকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রও পাণ্ডবী সেনা দগ্ধ করিতেছিলেন, নিমিত্ত লক্ষণ সকল দ্রোণের অবিদিত ছিল না, তিনি তখন সর্ব্বত্র দুর্লক্ষণ নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! মহাবল পার্থ যে দিবসে সমরে ভীষ্মের জিঘাংসু হইয়া পরম যত্ন করিবেন, আজ সেই দিবস সমুপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু আমার বাণ সকল আপনা হইতে উৎপতিত হইতেছে; ধনুক স্ফুরিত হইতেছে; অস্ত্র সকল প্রয়োগে অনিচ্ছু হইতেছে; আমার মনেরও প্রাশস্ত্য হইতেছে না; মৃগ পক্ষী সকল নানা দিকে ভয়ানক প্রতিকূল রব করিতেছে; গৃধ্র পক্ষী ভারতী সেনার নীচ প্রদেশে বিলীন হইতেছে; আদিত্য যেন নষ্টপ্রভ হইয়াছেন; দিক্ সকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন সর্ব্ব প্রকারে শব্দায়মানা, ব্যথিতা ও কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র ও বক পক্ষী সকল মুহুর্মুহু রব করিতেছে; শিবা সকল ঘোর অশিব রব করিয়া মহাভয় প্রদর্শন করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে মহোল্কা পতিতা হইতেছে; কবন্ধের সহিত পরিঘ, সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ, ভীষণ রূপ হইয়া ক্ষত্রিয়গণের দেহাবকর্ত্তন রূপ ঘোরতর ভয় প্রদর্শন করিতেছে; কৌরব প্রধান ধৃতরাষ্ট্রের দেবালয়স্থ দেবতা সকল কম্পন, হাস্য, নৃত্য ও রোদন করিতেছেন; গ্রহগণ দুর্লক্ষণ দিবাকরকে দক্ষিণ দিক্স্থ করিয়া গমন করিতেছেন; ভগবান্ চন্দ্রমা কোটি দ্বয়কে অধোমুখ করিয়া উদিত হইয়াছেন; ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে নরেন্দ্র দিগের শরীরের আভা মলিন লক্ষিত হইতেছে; তাঁহারা বর্ম্মিত হইয়া দীপ্তি-বিহীন হইয়াছেন, এবং উভয় সেনারই মধ্যে চতুর্দ্দিকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীবের মহান্ নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, অতএব অর্জ্জুন নিশ্চয়ই রণে উত্তমাস্ত্র সকল আশ্রয় করিয়া অন্যান্য যোদ্ধা দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামহের প্রতি অভ্যুদ্গত হইবেন। হে মহাবাহো! ভীষ্মার্জ্জুনের সমাগম চিন্তা করিয়া আমার মন অবসন্ন ও লোমাঞ্চ হইতেছে। অর্জ্জুন অদ্য রণে ধূর্ত্তবুদ্ধি পাপাত্মা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন। ভীষ্ম পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না, কেন না বিধাতা উহাঁকে স্ত্রীরূপ উৎপাদন করিয়াছিলেন,

উনি দৈব প্রযুক্ত পুরুষ হইয়াছেন।' এবং মহাবল যাজ্ঞসেনি শিখণ্ডীর অমঙ্গল্য ধ্বজ, এই নিমিত্তও গঙ্গা-পুত্র শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না। অর্জ্জুন যে, রণে অভ্যুদ্যত হইয়া কুরুবৃদ্ধের প্রতি উপদ্রুত হইতেছেন, ইহা ভাবিয়া আমার মজ্জা নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং আমার অস্ত্র প্রয়োগ, এ সকল নিশ্চয়ই প্রজাদিগের অমঙ্গল জনক। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন মনস্বী, বলবান্, শূর, অস্ত্রনিপুণ, লঘুবিক্রম, দুরপাতী, দৃঢ়শর, নিমিত্তজ্ঞ, সমরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান্, জিতক্লম, যোধপ্রধান, রণে নিত্যজয়ী এবং ভীষণাস্ত্র, তুমি উহাঁর পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট সত্বর গমন কর। বৎস! আজি তুমি রণে মহা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখিতে পাইবে, কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর নিকর দ্বারা শূরগণের স্বর্ণচিত্রিত উত্তম শোভন কবচ সকল বিদারণ করিব এবং ধ্বজাগ্রভাগ, তোমর, ধনুক, বিমল প্রাস, কনকোজ্বল তীক্ষ্ণ শক্তি ও নাগ সকলের পতাকা নির্ভিন্ন করিবেন।

হে পুত্র! উপজীবী ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার এ সময় নয়, স্বর্গ উদ্দেশ করিয়া যশ ও জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে গমন কর। ঐ কপিধ্বজ অর্জ্জুন নিহত নাগ ও রথের আবর্ত্তময়ী সুদুর্গমা মহা ঘোরা সংগ্রাম নদী হইতে রথ দ্বারা উত্তীর্ণ হইতেছেন। যে যুধিষ্ঠিরের ব্রহ্মণ্য, দম, দান, তপস্যা, ও মহৎচরিত বিদ্যমান রহিয়াছে, যাঁহার সখা ভ্রাতা ধনঞ্জয়, বলবান্ ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়, যাঁহার সহায় বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব এবং যাঁহার শরীর তপস্যা দ্বারা তাপিত হইয়াছে, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রতি তাঁহার মন্যুজন্য কোপই, ভারতী সেনা দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখিতেছ, অর্জ্জুন বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষে সমুদায় সৈন্য বিদারণ করিতেছেন; যেমন তিমি মহাসাগর ক্ষোভিত করে, তাহার ন্যায় কিরীটী ঐ সকল সৈন্য ক্ষোভিত করিতেছেন; ঐ শুন, সৈন্য মধ্যে হাহা ও কিল কিলা শব্দ হইতেছে। অতএব বৎস! তুমি শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, আমি যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করি। অমিত তেজা রাজা যুধিষ্ঠিরের সমুদ্র কুক্ষি সদৃশ ব্যূহের মধ্যে গমন করাই দুঃসাধ্য, কেন না উহা সর্ব্বত্র অবস্থিত অতিরথ গণে সংযুক্ত রহিয়াছে সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব নরপতি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। উপেন্দ্রতুল্য শ্যামবর্ণ ও মহাশাল বৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ঐ অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সৈন্যাগ্রে গমন করিতেছেন। অতএব তুমি অন্য মহৎধনুক ও উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল লইয়া শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, বৃকোদরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কোন্ ব্যক্তি প্রিয় পুত্রকে বহু সম্বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা না করে,—সকলেই করে, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তোমাকে এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছি। হে বৎস! ঐ ভীষ্মও যম ও বরুণের তুল্য পরাক্রম প্রকাশ করত মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, ও দুর্ম্মর্ষণ, আপনকার পক্ষীয় এই দশ জন যুবা যোদ্ধা মহৎযশের অভিলাষে নানা দেশীয় মহতী সেনায় সমবেত হইয়া ভীষ্মের সমরে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য নয়, কৃতবর্ম্মা তিন, ও কৃপ নয় বাণে ভীম সেনকে তাড়না করিলেন। চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ ভল্ল ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সিন্ধুরাজ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মর্ষণ

বিংশতি সংখ্য সুশাণিত শরে ভীমসেনকে আহত করিলেন। মহারাজ! মহাবল ভীমসেন সর্ব্বলোক মধ্যে মহাবীর ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সেই সকল দেদীপ্যমান মহারথ দিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ শাণিত বাণ সমূহে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শল্যকে পঞ্চাশৎ ও কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপের সশর শরাসনের মধ্যস্থল ছেদন করিলেন; তৎপরেই ছিন্নধন্বা কৃপকে পুনর্ব্বার সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পরে বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ এবং জয়দ্রথকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে তিন শরে সমাহত করত হর্ষ সহকারে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। রথি প্রবর কৃপ অন্য কার্ম্মুক লইয়া সংরব্ধ হইয়া শাণিত দশ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ মহাবাহু ভীমসেন বহুতোত্র-বিদ্ধ মহাহস্তীর ন্যায় দশ বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বহু শরে কৃপকে তাড়িত করিলেন। কালান্তক সদৃশ মূর্ত্তিমান্ ভীমসেন তৎপরে সিন্ধুরাজের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে তিন শরে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া ভীমসেনের প্রতি বহু শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন দুই ভল্ল দ্বারা মহাত্মা জয়দ্রথের ধনুকের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধুনাথ তখন ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে নরপাল! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সেই সংগ্রামে সেই সকল মহারথ দিগকে শর বেধ পূর্ব্বক নিবারণ করত অতি অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাজা শল্য ভীমসেনকে সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে সিন্ধুপতিকে রথ বিহীন করিতে দেখিয়া ভীমসেনের বিক্রম সহ্য করিলেন না। তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শর সমূহ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও বীর্য্যবান্ সিন্ধুপতি, এই সকল অরিন্দম গণ সেই সংগ্রামে মদ্ররাজ শল্য নিমিত্ত সত্বর হইয়া ভীমকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং শল্যকে সপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মস্থল গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন সারথি বিশোককে শর-নির্ভিন্ন দেখিয়া তিন বাণে মদ্ররাজের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন, এবং অন্যান্য সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর দিগকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা প্রত্যেকে যত্ন পরায়ণ হইয়া অকুণ্ঠিতাগ্রভাগ তিন তিন বাণে যুদ্ধ বিশারদ ভীমসেনের মর্ম্ম স্থান সকল গাঢ় রূপে তাড়িত করিলেন। যেমন পর্ব্বত বর্ষমাণ মেঘের বারিধারা সমূহে ব্যথিত হয় না, সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাঁহাদিগের বাণ সমূহে অতি বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। অপিচ, মহাযশা মহাবল ভীমসেন ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তিন বাণে মদ্রেশ্বরকে ও নয় বাণে কৃপকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ-রাজকে শত শায়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরেই লঘুহস্তে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা কৃতবর্ম্মার শরের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন কৃতবর্ম্মা অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া বৃকোদরের ভ্রূ দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ আঘাত করিলেন। বৃকোদর তখন শল্যকে নয়, ভগদত্তকে তিন, কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপ প্রভৃতি মহারথদিগকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও সকলে তাঁহাকে সুশানিত শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন সেই

সমস্ত মহারথ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়াও ব্যথারহিত হইয়া তাঁহাদিগকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রধান অব্যগ্র হইয়া তাঁহার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র নিশিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহীপতে! বীরাগ্রগণ্য মহারথ ভগদত্ত স্বর্ণদণ্ডান্বিত এক শক্তি মহাবেগে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাভুজ সিন্ধুরাজ তোমর ও পট্টিশ, কৃপ শতঘ্নী, বীর্য্যবান্ শল্য শর এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শিলীমুখ তাঁহার প্রতি বেগ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। পবন নন্দন, বিপক্ষগণ নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র বিফল করিয়া ফেলিলেন—ক্ষুরপ্র দ্বারা তোমরাস্ত্র দ্বিধা করিয়া ছেদন করিলেন, তিন বাণে পট্টিশাস্ত্রকে তিল কাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিলেন এবং কঙ্কপত্র যুক্ত নয় বাণে শতঘ্নী অস্ত্র ভেদ করিলেন। মহারথ বৃকোদর মদ্ররাজ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া ভগদত্ত প্রেরিত শক্তি সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যান্য ভয়ানক বাণ সকল সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন; রণশ্লাঘী ভীমসেন এক এক বাণ তিন তিন খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন, তৎপরেই সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরদিগকে তিন তিন বাণে তাড়িত করিলেন।

তদনন্তর ধনঞ্জয় সেই মহারণে মহারথ ভীমসেনকে শায়ক সমূহ দ্বারা শত্রুগণ সহ যুদ্ধ ও তাহাদিগকে নিহত করিতে দেখিয়া রথারোহণে তথায় আগমন করিলেন। মহারাজ! আপনকার পক্ষ পুরুষ প্রবরেরা সেই দুই মহাত্মাকে তথায় সমেত দেখিয়া জয়ের প্রতি হতাশ হইলেন। হে ভারত! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি গমনকালে ভীমসেনকে আপনকার পক্ষীয় দশ মহারথ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং যাঁহারা ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন, বীভৎসু ভীমের প্রিয়কার্য্য করিবার অভিলাষে তাঁহাদিগকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুন ও ভীমসেনের বধ নিমিত্তে সুশর্ম্মাকে আদেশ করিলেন, হে সুশর্ম্মন্! তুমি শীঘ্র সৈন্য সমূহে পরিবারিত হইয়া ধনঞ্জয় ও বৃকোদর উভয় পাণ্ডবকে বিনাশ কর। প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহার বাক্য শুনিয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত ধাবমান হইয়া ধনুর্দ্ধর ভীমার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর সেই সকল বিপক্ষদিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অর্জ্জুন সংগ্রামে যত্নপরায়ণ মহারথ শল্যকে সন্নতপর্ব্ব শর নিচয়ে সমাচ্ছাদিত করিলেন, সুশর্ম্মা ও কৃপকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন; এবং প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্ত, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ ও অবন্তিরাজ মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ, ইহাঁদিগের এক এক জনকে কঙ্ক ও ময়ূর পক্ষযুক্ত তিন তিন বাণে বিদ্ধ ও আপনার অন্যান্য সেনাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথস্থ হইয়া পার্থকে শায়ক নিকরে বিদ্ধ করিয়া বেগপূর্ব্বক ভীমসেনকে শর বিদ্ধ করিলেন। রথি প্রবর শল্য ও কৃপ মর্ম্মভেদী নানাবিধ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকে সুশাণিত পাঁচ পাঁচ শরে অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে সত্বর সমাহত করিলেন। ভরত কুল প্রধান রথিশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র দ্বয় সমরে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহৎ সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাও নয় শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া বলবৎ নিনাদ করত মহৎসৈন্য দিগের ত্রাসোৎপাদন করিলেন। শৌর্য্যসম্পন্ন অন্যান্য বহু যোদ্ধা সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শর নিকরে ভীমসেন ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ

করিতে লাগিল। রথি প্রবর উদার স্বভাব ভীমার্জ্জুন উভয়ে, গোযূথ মধ্যে আমিষেপ্সু মদোৎকট সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, সেই সকল রথিদিগের মধ্যে ক্রীড়মান হইয়া বিচিত্ররূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই দুই বীর রণমধ্যে শত শত শৌর্য্যশালী যোদ্ধা দিগের ধনুক ও বাণ সকল বহুধা ছেদন করিয়া মস্তক নিপাতিত করিলেন। বহুল রথ ভগ্ন হইয়া এবং শত শত অশ্ব ও গজ আরোহীর সহিত উর্ব্বীতলে মহারণে পতিত হইল। বহুল রথী ও অশ্বারোহী দিগকে চতুর্দ্দিগে স্থানে স্থানে নিহত হইয়া চেষ্টমান হইতে দেখা গেল। নিহত গজ, বাজি ও পদাতি সমূহে এবং বহুধা প্রভগ্ন বহুলরথে মেদিনী বিস্তীর্ণা হইল। বহুধা ছিন্ন, মর্দ্দিত ও নিপাতিত ছত্র, ধ্বজ, অঙ্কুশ, পরিস্তোম, কেয়ূর, অঙ্গদ, হার, রাঙ্কব, উষ্ণীষ, ঋষ্টি, চামর, ব্যজন ও ইতস্তত পতিত নরেন্দ্রগণের চন্দন চর্চ্চিত বাহু ও উরু দ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। রণে অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি শর নিকরে সেই সকল বীরদিগকে নিবারণ করিয়া আপনকার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে গমন করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ ও অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, তখন সমর পরিত্যাগ করেন নাই। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ ফাল্গুন ভীষণ কৌরব সৈন্য অত্যন্ত বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ শীঘ্র শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথে নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। পার্থ সেই সকল বাণ শর জালে নিবারণ করিয়া মহারথ ক্ষত্রিয়দিগকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল সন্নতপর্ব্ব বহু ভল্ল দ্বারা সমাহত করিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চ বাণে তাঁহার ধনুক ও হস্তাবাপ ছিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ শায়ক নিচয়ে তাঁহার মর্ম্ম স্থান গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজ রোষ-পরবশ হইয়া অন্য এক ভারসাধন ধনুক গ্রহণ করিয়া তিন শরে অর্জ্জুনকে তাড়িত করিলেন, এবং পঞ্চ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে ভীমসেনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! তদনন্তর মহারথ মগধরাজ ও দ্রোণ দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া যে স্থানে অতি মহারথ পার্থ ও ভীমসেন মহতী কৌরবী সেনা নিহত করিতেছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। হে ভরত প্রবর! মগধরাজ জয়ৎসেন ভীমায়ুধধারী ভীমকে সুশাণিত অষ্ট সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীম দশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বারপঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরেই এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন মগধরাজের রথ-ঘোটক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিগে ধাবমান হইল, তাহাতে তিনি সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে রণ হইতে অপহৃত হইলেন। তখন দ্রোণ রন্ধ্র পাইয়া ভীমসেনকে সুশাণিত লৌহময় পঞ্চ ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। সমরশ্লাঘী ভীম রণে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণকে নয় ভল্লে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি ভল্লে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া, যে প্রকার বায়ু মহা মেঘ বৃন্দ অপসারিত করে, সেই প্রকার তাঁহার সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, রাজা কৌশল্য ও বৃহদ্বল, ইহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমার্জ্জুনের অভিমুখীন হইলেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ব্যাদিতানন যম সদৃশ ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। শিখণ্ডী ভরত পিতামহ ভীষ্মকে দেখিয়া মহারথ ভীষ্ম হইতে ভয় পরিত্যাগ করিয়া সংহৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমস্ত সৃঞ্জয়গণের সহিত, ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনকার পক্ষীয় সকলেই যতব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডী

প্রভৃতি পার্থ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভীষ্ম নিমিত্তে পাণ্ডব দিগের সহিত কৌরবদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল; হে নরপাল! আপনকার পক্ষীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের পরস্পর জয় বা পরাজয় নিমিত্ত সংগ্রামরূপ দ্যূত ক্রীড়া আরব্ধ হইল, তাহাতে আপনকার দিগের জয় বিষয়ে ভীষ্ম পণ-স্বরূপ হইলেন। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদায় সৈন্য দিগকে বলিলেন, হে রথি সত্তমগণ! তোমরা ভয় করিও না, ভীষ্মের সমীপে অভিদ্রুত হও। পাণ্ডবী সেনা সেনাপতির বাক্য শুনিয়া ত্বরা-সহকারে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইল। যে প্রকার মহোদধি বেলা ভূমিকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার রথি প্রধান ভীষ্মও সেই সকল সমাগত সৈন্য প্রতিগ্রহ করিলেন।

একাদশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শান্তনুনন্দন মহাবীর্য্য ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কৌরবেরাই বা কি প্রকারে পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং রণশোভী ভীষ্ম যে সেই দিবসে মহৎ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অশেষ রূপে আপনকার নিকট সংপ্রতি বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রতি দিনই কিরীটী আপনকার পক্ষীয় সংরব্ধ রথী সমূহকে পরমাস্ত্র দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং কুরুপ্রবর রণজয়ী ভীষ্মও প্রতিজ্ঞানুসারে অনবরত পাণ্ডবদিগের সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! এ পক্ষের যুধ্যমান কুরুগণের সহিত ভীষ্ম এবং ও পক্ষের যুধ্যমান পাঞ্চালগণের সহিত অর্জ্জুনকে দেখিয়া জয় বিষয়ে সংশয় হইয়াছিল। পরন্তু দশম দিবসে ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের সমাগমে অনবরত মহাভয়ানক সৈন্য ক্ষয় হইল। পরমাস্ত্রবিৎ পরন্তপ ভীষ্ম সেই দিবসে অযুত অযুত যোদ্ধাদিগকে ভূয়োভূয় নিহত করিলেন। যাহাদিগের নাম গোত্র অজ্ঞাত প্রায় এবং যাহারা শৌর্য্যশালী ও সমরে অনিবর্ত্তী ছিল, তাহারা সকলেই ভীষ্ম কর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

শত্রুতাপন ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম দশ দিবসে পাণ্ডব সেনা সন্তাপিত করিয়া আপনার জীবনে নির্ব্বিণ্ণ হইলেন, তিনি সংগ্রামে সত্বর আত্মমরণে অভিলাষী হইয়া 'আর বহুতর মানব শ্রেষ্ঠদিগকে বিনাশ করিব না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সমীপস্থ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে বৎস সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট স্বর্গজনক ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি রণে বহুল প্রাণীকে নিহত করিয়া বহু সময় অতিবাহিত করিলাম; এক্ষণে আমার এই দেহ রক্ষণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমাকে সংহার করিতে যত্ন কর।

হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হও, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত কর। শত্রুজয়ী অর্জ্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং এই সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনও তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে সৃঞ্জয়গণ! তোমরা ভীষ্ম হইতে কিছু মাত্র ভয় করিও না, আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে জয় করিব, তাহাতে সংশয় নাই। দশম দিবসে পাণ্ডবেরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোক গমনে কৃত-নিশ্চয় হইয়া ক্রোধাকুলিত চিত্তে শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তী করত ভীষ্ম নিপাতনে পরম যত্ন সহকারে গমন করিলেন।

তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নানা দেশীয় রাজগণ ও সপুত্রদ্রোণ স্ব স্ব সেনা সমভিব্যাহারে এবং বল-

শালী দুঃশাসন সমস্ত সহোদরের সহিত একত্রিত হইয়া সমরমধ্যে অবস্থিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আপনার পক্ষ শূরগণ মহাব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানর-ধ্বজ অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া চেদী ও পাঞ্চাল গণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। শিনিপৌত্র সাত্যকি অশ্বত্থামার সহিত, ধৃষ্টকেতু পৌরবের সহিত এবং অভিমন্যু অমাত্য সমবেত দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা বিরাট স্ব সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া সসৈন্য জয়-দ্রথের সহিত এবং বার্দ্ধক্ষেমির দায়াদ, বিচিত্র শর-কার্ম্মুক ধারী আপনার পুত্র চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধে সংগত হইলেন। যুধিষ্ঠির সসৈন্য মহাধনুর্দ্ধর মদ্র-রাজের সহিত এবং ভীমসেন, অভিরক্ষিত গজসৈন্যের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সোদরগণের সহিত সযত্ন হইয়া অনিবার্য্য দুর্জ্জেয় সর্ব্বশস্ত্র ধারী দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অরিন্দম সিংহধ্বজ রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকার-ধ্বজ সুভদ্রানন্দ-নের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। আপনকার পুত্রগণ রাজগণের সহিত সমবেত হইয়া শিখণ্ডী ও ধনঞ্জ-য়ের বধ কামনায় তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি আপতিত হইলেন।

হে ভারত! উভয় পক্ষীয় সেনা অতি ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে মেদিনী প্রকম্পিতা হইতে লাগিল। রণে ভীষ্মকে দেখিয়া উভয় পক্ষীয় সমস্ত সেনা পরস্পরের প্রতি সমাসক্ত হইলে, পরস্পর যত্ন পূর্ব্বক ধাবমান সেই সমুদায় সৈন্যের মহাশব্দ সর্ব্বদিগে প্রাদুর্ভূত হইল। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিতধ্বনি ও সৈন্যগণের সুদারুণ সিংহনাদ হইতে লাগিল। সমস্ত রাজা-দিগের উত্তম অঙ্গদ ও কিরীটের চন্দ্র সূর্য্য তুল্য প্রভা দীপ্তিহীনা হইল। সমুত্থিত ধূলি পটলীতে মেঘ স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া শস্ত্র বিদ্যুতে সমাবৃত হইতে লাগিল; উভয় সেনার শরাসন, বাণ, শঙ্খ, ভেরী ও রথ নিচয়ের সুদারুণ শব্দ তাহার গর্জ্জন ধ্বনি হইল। আকাশ মণ্ডল উভয় সেনার প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, ও বাণ সমূহে সমাকুল হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইল। রথীগণ রথীদিগকে ও সাদীগণ সাদীদিগকে পরস্পর নিহত করিয়া পতিত হইতে লাগিল। কুঞ্জর সকল কুঞ্জরদিগকে ও পদাতি সকল পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। হে নর প্রবর! যে প্রকার আমিষ নিমিত্ত দুই শ্যেন পক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীষ্ম নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পর-স্পরের বধার্থী ও জিগীষু হইয়া ঘোররূপে যুদ্ধে সম-বেত হইলেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভীষ্ম নিমিত্তে মহতী সেনায় সংযুক্ত আপন-কার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন নতপর্ব্ব নয় শরে অর্জ্জুনপুত্রকে রণে সমা-হত করিলেন, এবং পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শর অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অর্জ্জুন-নন্দন সংক্রুদ্ধ হইয়া যমের ভগ্নীতুল্য ভয়ানক এক শক্তি দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে নরনাথ! আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন সেই ঘোররূপ শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। অর্জ্জুননন্দন সেই শক্তিকে পতিত দেখিয়া পরম কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণ দুর্য্যোধনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলেন। ভরত বংশের মহারথ অভিমন্যু পুনর্ব্বার ঘোরতর দশ সংখ্য শর দ্বারা দুর্য্যোধনের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থল সমাহত করি-লেন। হে ভারত! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও কুরু-পুঙ্গব দুর্য্যোধন এই উভয় বীরের, ভীষ্মের নিধন অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্তে যে ভীষণ যুদ্ধ হইতে

লাগিল, তাহা বিচিত্র ও সকল লোকের ইন্দ্রিয় প্রীতিকর হইল, সমুদায় পার্থিবগণ তাহার প্রসংশা করিতে লাগিলেন।

শক্রতাপন ব্রাহ্মণপুঙ্গব দ্রোণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে বেগশীল সাত্যকির বক্ষঃস্থল এক নারাচ দ্বারা সমাহত করিলেন। হে ভারত! অমেয়াত্মা শিনিপৌত্র গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সমুদায় মর্ম্মস্থলে কঙ্কপত্র-যুক্ত নয় বাণে তাড়না করিলেন। অশ্বত্থামাও সাত্যকির প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ঝটিতি সাত্যকির বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ সমর্পণ করিলেন। সাত্বত বংশীয় মহাযশা মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে সমাহত করিলেন। মহারথ পৌরব, ধৃষ্টকেতুর ধনুক ছিন্ন করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন এবং সুশাণিত শর নিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ধৃষ্টকেতু অন্য ধনুক লইয়া ত্রিসপ্ততি শাণিত শরে পৌরবকে সমাহত করিলেন। সেই মহারথ মহাধনুর্দ্ধর মহাকায় দুই বীর পরস্পরকে মহাশর বর্ষণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জন পরস্পরের ধনুক ও রথঘোটক ছেদন করিয়া বিরথী ও ক্রোধ পরবশ হইয়া অসি যুদ্ধে সমবেত হইলেন। উভয়ে বিচিত্র শত চন্দ্র বিভূষিত শত তারকা শোভিত ঋষভ চর্ম্ম দ্বয় ও অতি মহা প্রভান্বিত বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া, মহাবনে ঋতুমতী সিংহী সঙ্গমে যত্ন পরায়ণ সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার মানসে বিচিত্র মণ্ডলাকারে প্রত্যাগতি প্রদর্শন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পৌরব সংক্রুদ্ধ হইয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বৃহৎ খড়্গ দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ললাটে তাড়না করিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও পুরুষ প্রধান পৌরবের জক্রদেশে শিতধার বৃহৎ খড়্গের আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! সেই দুই অরিন্দম পরস্পরের বেগে অভিহত হইয়া সেই মহারণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তদনন্তর আপনকার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিলেন। পরাক্রমশালী প্রতাপবান্ মাদ্রীপুত্র সহদেবও ধৃষ্টকেতুকে রণক্ষেত্র হইতে অপনীত করিলেন।

চিত্রসেন বহু শায়কে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎপরেই পুনর্ব্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। সুশর্ম্মাও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার পুত্র চিত্রসেনকে দশ দশ শানিত শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে চিত্রসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব ত্রিংশৎ শরে সুশর্ম্মাকে সমাহত করিলেন। ভীষ্ম নিমিত্তক সেই সমরে যশ ও মান বর্দ্ধন নিমিত্ত সুশর্ম্মাও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন

হে রাজন্! পরাক্রমশালী সুভদ্রাপুত্র সেই ভীষ্ম নিমিত্তক সমরে পার্থের সাহায্য জন্য রাজপুত্র বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অভিমন্যু কোশলেন্দ্রকে অষ্ট শরে বিদ্ধ করিয়া প্রকম্পিত করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার শর নিকরে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার কোশল নাথের ধনুক ছেদন করিয়া কঙ্কপত্র সংযুক্ত ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। রাজপুত্র বৃহদ্বল অন্য ধনুক লইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বহুল বাণে ফাল্গুনপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। হে পরন্তপ! যেমন দেবাসুর যুদ্ধে বলি বাসবের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার ভীষ্ম নিমিত্ত বিচিত্রযোধী সংরব্ধ সেই দুই বীরের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যে প্রকার বজ্রহস্ত ইন্দ্র বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত বিদারণ করত শোভমান হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন গজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত বহুল রূপে শোভিত হইলেন। গিরি সন্নিভ মাতঙ্গ সকল ভীম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বসুন্ধরা নিনাদিত করত ভূপতিত

হইতে লাগিল। অঞ্জন রাশি সদৃশ গিরি পরিমাণ সেই সকল নাগ ভূতলগত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বত সমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির মহতী সেনা কর্ত্তৃক অভি-রক্ষিত যুদ্ধোদ্যত মদ্ররাজ শল্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশালী শল্যও ভীষ্ম নিমিত্ত সংরব্ধ হইয়া মহারথ ধর্ম্মপুত্রকে প্রপীড়িত করিতে থাকিলেন। রাজা সিন্ধুপতি মৎস্যরাজ বিরাটকে সন্নতপর্ব্ব তীক্ষ্ণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। বিরাট, সেনাপতি সিন্ধুনাথের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে সুশাণিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন। মৎস্যরাজ ও সিন্ধুরাজ উভয়েরই বিচিত্র কার্ম্মুক, বিচিত্র অসি, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ ছিল, সুতরাং উভয়েই বিচিত্ররূপ হইয়া যুদ্ধে বিরাজমান হইলেন।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্ট-দ্যুম্নের সহিত মহা সমরে সমবেত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর নিকর দ্বারা মহা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দ্রোণ পঞ্চাশৎ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকাণ্ড ধনুক ছেদন করিয়া পরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক লইয়া যুধ্যমান দ্রোণের প্রতি শায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণ শরাঘাতে সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে বীরশত্রুহন্তা পার্ষত যমদণ্ড তুল্য এক গদা দ্রোণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ হেমপট্ট বিভূষিত সেই গদাকে সহসা আপ-তিত হইতে দেখিয়া পঞ্চাশৎ পরিমিত বাণে তাহা নিবারণ করিলেন। পরে সেই গদা দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত শর বাহুল্যে বহুধা ছিন্ন, বিশীর্ণ ও চূর্ণীকৃত হইয়া বসুধাতলে পতিত হইল। শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা নিহত দেখিয়া সর্ব্ব লৌহময় উত্তম শক্তি দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! দ্রোণ নয় বাণে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর পার্ষতকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম নিমিত্ত দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়া-নক মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অর্জ্জুন গঙ্গানন্দনকে দেখিয়া শানিত শর নিচয়ে পীড়িত করত, বন মধ্যে এক মত্তহস্তী যেমন অন্য মত্তহস্তীর প্রতি অভিদ্রুত হয়, সেইরূপ অভিদ্রুত হইলেন। প্রতাপবান্ মহাবল ভগদত্ত মদান্ধ এক হস্তী আরোহণে অর্জ্জুনের প্রতি অভ্যুদ্যত হইলেন। সেই হস্তীর শরীরের তিন স্থানে মদস্রাব হইতে-ছিল। বীভৎসু মহেন্দ্রের গজ তুল্য সেই গজকে আপতিত হইতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে তাহার প্রতি অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর প্রতাপশালী গজারোহী রাজা ভগদত্ত শরবর্ষণে অর্জ্জুনকে নিবা-রিত করিতে লাগিলেন। সেই নাগ যখন অর্জ্জুনের নিকট আসিতেছিল, তখন অর্জ্জুন নির্ম্মল তীক্ষ্ণ রজত সন্নিভ উত্তম লৌহময় শর নিকরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে যাও যাও, ভীষ্মের নিকট যাও, উহাঁকে হনন কর, এই কথা বলিলেন। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরিত হইয়া দ্রুপদের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মু-খে করিয়া দ্রুত বেগে ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হই-লেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তদনন্তর আপনকার পক্ষ শূরগণ যুদ্ধে বেগশীল অর্জ্জুনের সমীপে চীৎকার শব্দ সহকারে ধাবমান হইলেন, তাহা যেন অদ্ভুত হইয়া উঠিল। হে জনাধিপ! যে প্রকার বায়ু আকাশে মেঘ বৃন্দকে অপনীত করে, সেই প্রকার অর্জ্জুন উপযুক্ত সময় পাইয়া আপন-কার পুত্র দিগের নানাবিধ সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন।

শিখণ্ডী ভরত পিতামহকে দেখিয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর হইয়া বহু বাণে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম তখন রথ স্বরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, ধনুঃস্বরূপ শিখা সংযুক্ত, অসি, শক্তি ও গদা স্বরূপ ইন্ধন

সমন্বিত ও শর সমূহরূপ মহাজ্বালা বিশিষ্ট অগ্নিরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছিলেন। যেমন অগ্নি বায়ুর সহিত একত্রিত হইয়া তৃণ রাশিতে বিচরণ করত অতিশয় জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভীষ্ম দিব্যাস্ত্র সকল উদীরণ করত প্রজ্বলিত হইলেন। মহারথ ভীষ্ম সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শাণিত শর নিচয়ে পাণ্ডব পদানুগ সোমকদিগকে নিহত ও পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যদিগকেও নিবারণ করিতেছিলেন। তিনি দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিয়া রথীগণকে রথ হইতে ও অশ্ব সকল আরোহীর সহিত নিপাতিত করিতেছিলেন। তিনি রথ সকল মুণ্ড তাল বনের ন্যায় করিতেছিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রবর ভীষ্ম সেই রণে রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্য হীন করিতেছিলেন। সমুদায় সৈন্যই তাঁহার অশনি স্বন সদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষশ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতেছিল। হে মনুজেশ্বর! আপনকার পিতার কার্ম্মুক নির্ম্মুক্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতেছিল, তাহা যোদ্ধাদিগের কেবল শরীর মাত্রে সংসক্ত হইয়াছিল না, ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছিল। হে নরনাথ! দেখিলাম, বেগবন্ত ঘোটক সংযুক্ত বহুল রথ নির্ম্মনুষ্য হইলে, তাহার অশ্ব সকল নিয়ন্তা বিরহে বায়ুবেগে ইতস্তত রথ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। চেদি, কাশী ও করূষ দেশীয় চতুর্দ্দশ সহস্র সদ্বংশজ বিখ্যাত শূর মহারথ, যাহাদিগের সকলেরই রথে সুবর্ণ ধ্বজ শোভিত ছিল, যাহারা সমরে অনিবর্ত্তী, তাহারা তনুত্যাগে কৃত-নিশ্চয় ও সংগ্রামে ব্যাদিতানন অন্তক তুল্য ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া রথ বাজি কুঞ্জরের সহিত পরলোকে গমন করিল। সোমক দিগের মধ্যে এমত কেহ মহারথ ছিল না, যে রণে ভীষ্মকে পাইয়া জীবিত থাকিতে প্রত্যাশা করে। জন সকল ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোধ গণকেই প্রেতরাজ পুরে উপনীত মনে করিল। সেই সময়ে শ্বেত-বাহন কৃষ্ণ-সারথি বীর-পদবাচ্য অর্জ্জুন ও অমিততেজা পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডী ব্যতিরেকে অন্য কোন মহারথ উহাঁর প্রতি অভিমুখীন হইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! শিখণ্ডী রণে পুরুষপ্রবর ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শাণিত দশ ভল্লে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তর সমাহত করিলেন। গঙ্গানন্দন ক্রোধ-প্রদীপ্ত চক্ষুর্দ্বারা কটাক্ষপাত করিয়া শিখণ্ডীকে যেন দগ্ধ করিয়াই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে যে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সমাহত করিলেন না, তাহা শিখণ্ডী বুঝিতে পারিলেন না। হে মহারাজ! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে বলিলেন, সত্বর অভিদ্রুত হও, পিতামহকে বধ কর। হে বীর! তোমার আর কথা কি আছে, তুমি মহারথ ভীষ্মকে সংহার কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, যুধিষ্ঠির পক্ষ সৈন্য মধ্যে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও এমত দেখিতে পাই না যে, এই সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ত্বরা সহকারে নানাবিধ শর নিচয়ে পিতামহকে পরিকীর্ণ করিলেন। আপনার পিতা মহারথ দেবব্রত শিখণ্ডি-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ গণ্য না করিয়া অর্জ্জুনকেই সমরে সায়ক সমূহে নিবারিত করিতে লাগিলেন, এবং পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা পর লোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও মহৎ সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, যেমন মেঘ সমূহ দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেই রূপ, ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তিনি ভারতগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই স্থলে আপনকার পুত্র দুঃশাসনের এই আশ্চর্য্য পৌরুষ অবলোকন করিলাম, যে তিনি অর্জ্জুনের সহিত

যুদ্ধও করিলেন, এবং পিতামহকেও রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমুদায় লোক আপনকার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অতি তেজস্বী রূপে যে অর্জ্জুন সহ পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা নিবারণ করিতেও পারিলেন না। তিনি মহাধনুর্দ্ধর রথী দিগকে রথ হীন, মহাধনুর্দ্ধর সাদী দিগকে অশ্ব হীন ও মহাধনুর্দ্ধর মহাবল গজারোহী দিগকে গজ বিহীন করিলেন। উহারা তীক্ষ্ণ শর নিকরে নির্ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য দন্তিগণ শর পীড়িত হইয়া নানা দিগে বিদ্রুত হইতে লাগিল। যেমন অগ্নি ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত শিখ ও উল্বণ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেই প্রকার আপনকার পুত্র দুঃশাসন পাণ্ডব সেনা দগ্ধ করত জ্বলিতে লাগিলেন। হে ভরত-নন্দন! সেই মহা প্রমাণ দুঃশাসনকে পাণ্ডবদিগের মধ্যে কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতবাহন মহেন্দ্র-তনয় ব্যতি-রেকে কোন মহারথ জয় করিতে কি তাঁহার প্রতি অভ্যুদ্গত হইতে কোন প্রকারে উৎসাহ করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! সেই বিজয় নামে প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে সমরে তাঁ-হাকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে অভিদ্রুত হইলেন। আপনকার পুত্র দুঃশাসন পরাজিত হই-য়াও ভীষ্মের বাহুবল আশ্রয় করিয়া স্বপক্ষদিগকে পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান করিয়া মদোৎকট হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করত সমরে প্রদীপ্ত হইলেন। আর শিখণ্ডী সর্প বিষ তুল্য ও অশনি সম স্পর্শ শর নিচয়ে পিতামহকেই বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। কিন্তু শিখণ্ডি-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ আপনকার পিতার পীড়াকর হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার উষ্ণার্ত্ত মনুষ্য জলধারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ন্যায় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে থাকিলেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয় সকল সমরে ভীষ্মকে ভীম রূপ হইয়া মহাত্মা পাণ্ডব দিগের সৈন্য দগ্ধ করিতেই দেখিতে লাগিলেন।

তদনন্তর আপনকার পুত্র সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা সংগ্রামে অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম সমরে তোমাদিগের সকলকে রক্ষা করিবেন। অতএব তোমরা মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ কর। পিতামহ ভীষ্ম সমরে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের শর্ম্ম বর্ম্ম রক্ষা করত মহাহেম তালধ্বজে শোভমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অমরগণ মিলিত হইয়াও মহাত্মা ভীষ্মকে রণে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না, ইহাতে মহাবল পাণ্ডবেরা মনুষ্য হইয়া উহাঁর কি করিতে পারিবে? হে যোধগণ! তোমরা সংযুগে অর্জ্জুনকে দেখিয়া কি হেতু পলায়ন করি-তেছ? তোমরা সকলেই ক্ষত্রিয়, অতএব সর্ব্ব প্রকারে যত্নবান্ হও, আমি আজ রণে যত্নপর ও তোমাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব।

হে ভূপতে! তোমার ধনুর্দ্ধর পুত্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌ-বীর, বাহ্লিক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভী-ষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয় দেশীয় বীর্য্যশালী মহাবলাক্রান্ত সমুদায় যোধগণ, যেমন পতঙ্গগণ অগ্নিতে পতিত হয়, তাহার ন্যায় অর্জ্জুনের নিকটে আপতিত হইল। হে মহারাজ! মহাবল ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথ দিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত সমাগত দেখিয়া দি-ব্যাস্ত্র সকল চিন্তা পূর্ব্বক সন্ধান করিয়া, সেই সকল মহাবেগশীল অস্ত্র সমুহ হইতে প্রাদুর্ভূত শর নিকর প্রতাপে, যেমন অগ্নি পতঙ্গ সমুহকে দগ্ধ করে, সেই প্রকার আশু তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই দৃঢ়ধন্বা যখন সহস্র সহস্র বাণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা সৃজন করিতে লাগিলেন, তখন আকাশে তাঁহার গাণ্ডীব দীপ্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ!

সেই সকল ক্ষত্রিয়গণ শর পীড়িত হইলে তাঁহাদিগের মহাধ্বজ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়াও কপিধ্বজ অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইতে পারিলেন না। রথী গণ রথ ধ্বজের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বের সহিত এবং গজারোহী গজের সহিত, কিরীটির শরে তাড়িত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন-কর নির্ম্মুক্ত শরে চতুর্দ্দিকে রাজগণের বহুধা পলায়মান সৈন্য দ্বারা পৃথিবী সমাবৃতা হইল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন সেই সকল সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুঃশাসনের প্রতি বহুল শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল বাণ আপনকার পুত্র দুঃশাসনকে ভেদ করিয়া অধোমুখ হইয়া, যেমন পন্নগগণ বল্মীকে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় ধরণীতে প্রবেশ করিল। তৎপরে তিনি দুঃশাসনের অশ্ব সকল নিহত করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে বিবিংশতিকে বিংশতি বাণে রথ হীন করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। তদনন্তর কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন কৃপ, শল্য ও বিকর্ণকে বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে রথ বিহীন করিলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি, এই পাঁচ জন সব্যসাচী কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত ও রথ বিহীন হইয়া পলায়ন করিলেন। হে ভরতপ্রবর! পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে অর্জ্জুন সেই মহারথ দিগকে পরাজিত করিয়া ধূম রহিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, এবং রশ্মিবান্ ভাস্কর যেমন সর্ব্বত্র রশ্মি বিকিরণ করেন, তাহার ন্যায় তিনি শর বর্ষণ করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয় দিগকেও নিপাতিত করিলেন। তিনি মহারথ দিগকে শর বর্ষণে পরাঙ্মুখ করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে কুরু পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে শোণিত রূপ জলের নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। গজ, অশ্ব ও রথ সমূহ রথীগণ কর্ত্তৃক বহুধা নিহত, রথ সকল নাগগণ কর্ত্তৃক এবং অনেক অশ্বও পদাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। অনেক গজ, অশ্ব ও রথযোধীদিগের শরীর ও মস্তক মধ্য স্থলে ছেদিত হইয়া সমস্ত দিকেই পতিত হইল। হে নৃপতে! রুধিরপঙ্কে পোথিত অনেক হস্তী এবং রথনেমিতে কর্ত্তিত, পতিত ও পাত্যমান কুণ্ডলাঙ্গদধারী মহারথ রাজপুত্রগণে রণ ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। পদাতি ও অশ্ব সহিত সাদী সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনেক গজযোধী ও রথযোধী সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইল এবং রথ সকলের চক্র, যুগ ও ধ্বজ ভগ্ন হইল; ঐ সকল রথ ভূমিতলে ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। যে প্রকার শরৎ কালে রক্তবর্ণ মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়, সেই প্রকার রণ স্থল গজ, অশ্ব ও রথি সমূহের রুধিরে সংসিক্ত ও সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। কুক্কুর, কাক, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য পশু পক্ষী গণ আপনাদিগের ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতভাবে শব্দ করিতে লাগিল। রাক্ষস গণ ও অন্যান্য প্রাণী সকলকে নিনাদ করিতে দেখা গেল। বায়ু, সকল দিকেই বহু প্রকারে বহিতে লাগিল। কাঞ্চনময় দাম ও মহামূল্য পতাকা সকল সহসা বায়ু প্রেরিত হইয়া উড্ডীয়মান দৃষ্ট হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র শ্বেত ছত্র ও ধ্বজ বিশিষ্ট মহৎ রথ ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। পতাকার সহিত অনেক মাতঙ্গ শর পীড়িত হইয়া দিগ্ দিগন্তর গমন করিতে লাগিল। হে মনুষ্যেন্দ্র! অনেক ক্ষত্রিয়কে গদা, শক্তি ও ধনুক ধারণ করিয়াই ধরণীতলে পতিত থাকিতে দেখা গেল।

হে মহারাজ! তদনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সর্ব্ব ধন্বির সাক্ষাতে অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইলেন। বদ্ধসন্নাহ শিখণ্ডী তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত অগ্নি তুল্য বাণ সকল প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন পিতামহকে মোহিত করিয়া আপনকার সৈন্য দিগকে নিহত করিতে থাকিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ভূয়িষ্ঠ সৈন্য সমান রূপে ব্যূহিত হইলেও সকলেই সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মলোক গমনেই তৎপর হইল। সঙ্কুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল, সৈন্যেরা সমযোগ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইল না। রথির সহিত রথির, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর, গজারোহীর সহিত গজারোহী এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সেনার অতি ভয়ানক বিপর্য্যয় সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই প্রাণিক্ষয় জনক সংগ্রামে মনুষ্য ও হস্তী সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে নর নাগে বিশেষ রহিল না, সকলেই সকলকে হতাহত করিতে লাগিল।

এদিকে শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন, ও বিকর্ণ, এই পাঁচ জন যোদ্ধা স্ব স্ব ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবী সেনা প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহারা ঐ পাঁচ মহাত্মা কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, যেমন জলোপরি নৌকা বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণা হয়, সেই প্রকার বহুধা উদ্‌ভ্রামিত হইতে লাগিল। যে প্রকার শিশির কাল গো গণের মর্ম্ম ছেদ করে, সেই প্রকার ভীষ্মও পাণ্ডব পক্ষ সৈন্যদিগের মর্ম্ম কৃন্তন করিতে লাগিলেন। ওদিগে মহাত্মা অর্জ্জুনও আপনকার সৈন্যের নব মেঘ সদৃশ গজ সকল নিপাতিত এবং রথ যূথপতি সকলকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বহুল মহাহস্তী স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র নারাচ ও শর দ্বারা তাড্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করত ধরাশায়ী হইল। অনেক মহাত্মা নিহত হইলেন; তাঁহাদিগের আভরণভূষিত দেহ ও কুণ্ডল শোভিত মস্তকে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইল। সেই বীরক্ষয় জনক মহা সংগ্রামে ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় উভয়েই বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকিলে, আপনকার সেই সকল পুত্রেরা সমস্ত সৈন্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন, এবং স্বর্গকে পরমাশ্রয় জ্ঞান করিয়া মরণে মনোনিবেশ করত পাণ্ডবদিগের প্রতি অভ্যুদ্যত হইলেন।

হে নরাধিপ! শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরাও আপনকার পুত্রের পূর্ব্বদত্ত বিবিধ বহু ক্লেশ স্মরণ করত ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক গমনে কৃত নিশ্চয় ও ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া হর্ষ সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে সেনাগণকে কহিলেন, হে সোমক গণ! তোমরা সৃঞ্জয়গণের সহিত, গঙ্গানন্দনকে আক্রমণ কর। সোমক ও সৃঞ্জয় গণ সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। হে রাজন্! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই কীর্ত্তিমান্ ভীষ্মকে পূর্ব্বে ধীমান্ পরশুরাম যে পর সৈন্যবিনাশিনী অস্ত্র-শিক্ষা করাইয়াছিলেন, তিনি সেই অস্ত্র-শিক্ষা বলে প্রতিদিন পাণ্ডবদিগের দশ সহস্র করিয়া সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দশম দিবসে সেই বীর শক্রহন্তা ভীষ্ম একাকী মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশীয় অসংখ্য গজ ও অশ্ব নিহত করিয়া সাত জন মহারথকে নিহত করিলেন। এবং পুনর্ব্বার পঞ্চ সহস্র রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মনুষ্য, ষট্ সহস্র দন্তী ও অযুত অশ্ব নিহত করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজাদিগের বাহিনী ক্ষোভিতা করিয়া বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীককে নিপাতিত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীষ্ম সমরে শতানীককে নিহত করিয়া ভল্ল সমূহ দ্বারা সহস্র রাজাকে তাড়না করিলেন। পাণ্ডব পক্ষ যে সকল ক্ষত্রিয়েরা ধনঞ্জয়ের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া যমসাদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম এই রূপে দশ দিক্ হইতে শরজালে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে সমাহত করিয়া সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। তিনি দশম বাসরে অতি মহৎ কর্ম্ম করিয়া শরাসন হস্তে উভয় সেনার মধ্য ভাগে যখন অবস্থিত হইলেন, তখন, যেমন গ্রীষ্ম কালে মধ্যাহ্ন কালীন অম্বরস্থ তপন্ত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিতে

পারা যায় না, সেই রূপ কোন ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। হে ভরত-নন্দন! যে প্রকার দেবরাজ ইন্দ্র সমরে দৈত্য সেনাদিগকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি পাণ্ডবীয় সৈন্য দিগকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

দেবকী-পুত্র মধুসূদন তাঁহাকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রীত চিত্তে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ ভীষ্ম উভয় সেনার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, বল-পূর্ব্বক উহাঁকে নিহত করিয়া বিজয় লাভ কর। যে-খানে উনি ঐ সকল সৈন্য দিগকে নির্ভিন্ন করিতে-ছেন, সেই স্থলে বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া উহাঁকে সংস্তম্ভিত কর। হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভীষ্মের বাণ সকল সহ্য করিতে উৎসাহ করে না।

হে নরপাল! কপিধ্বজ ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত সমাবৃত করিলেন। কুরু-প্রবর দিগের প্রধান ভীষ্ম, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর সমূহ শর সমূহ দ্বারাই বহুধা বিদারণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পাঞ্চালরাজ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, পাণ্ডু-পুত্র ভীমসেন, পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়াধিপতি পঞ্চ ভ্রাতা, মহাবাহু সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদী-নন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, শিখণ্ডী, বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত যোধ গণ ও অন্যান্য অনেকে ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত করিলেন। তদনন্তর শিখণ্ডী কিরীটী কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পরমায়ুধ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইলেন। রণ বিভাগবেত্তা অপরাজিত অর্জ্জুন ভীষ্মের অনুগামী দিগকে নিহত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান্, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল ও সহদেব, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অভি-মন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাস্ত্র সকল সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুদ্ধে অনিবর্ত্তী ও দৃঢ়ধন্বা এই সকল মহারথ, ভীষ্মের প্রতি কৃতলক্ষ শর সমূহ বহু প্রকারে নিক্ষেপ করিলেন। অদীনাত্মা ভীষ্ম সেই সকল পার্থিব শ্রেষ্ঠ গণের নি-ক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্য বিলোড়ন করিতে লাগিলেন, এবং যেন ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শর সকল নিহত করিতে লাগি-লেন। তিনি মুহুর্মুহু হাস্য-পূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বাণ সন্ধান করিলেন না। সেই মহারথ দ্রুপদ সৈন্যের সপ্ত রথীকে নিহত করাতে, ক্ষণ কাল মধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদি দেশীয় যোদ্ধাগণ কিল কিলা শব্দে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। হে পরন্তপ! তাহারা নর, অশ্ব, বারণ ও রথ সমূহ দ্বারা, যে প্রকার মেঘমণ্ডলী দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায়, রিপুতাপ-প্রদ এক মাত্র ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর তাহাদিগের সহিত ভীষ্মের দেবাসুর সদৃশ সেই যুদ্ধ সময়ে কিরীটী শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া ভীষ্মকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ দশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥১১৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা এই রূপে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে পরি-বেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। তাঁহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া সুঘোরা শতঘ্নী, পট্টিশ, পরশ্বধ, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, কনকপুঙ্খ শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুষুণ্ডী, এই সকল অস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে সর্ব্ব প্রকারে তাড়িত করিতে লাগি-লেন। ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ ও মর্ম্ম স্থান সকল নির্ভিন্ন হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে সমাহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

মহাভারত।

শল্যপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৪।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের নবম অংশ এই শল্যপর্ব্বে মদ্ররাজ শল্য কৌরব-সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হয়েন এবং দুর্ম্মর্ষণ-প্রভৃতি দুর্য্যোধনের যে সকল ভ্রাতৃগণ অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভীমসেনের হস্তে নিধন লাভ করেন, গদাযুদ্ধপর্ব্ব এই পর্ব্বেরই অন্তর্গত ইহাতে বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহুল তীর্থের বর্ণন আছে, পরিশেষে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে বিবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভগ্ন হওয়ায় সমর সমাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

এই পর্ব্ব বহু পূর্ব্বে আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম, পরিশেষে মূল মহাভারতের সংশোধনানুসারে পাঠের পরিবর্ত্ত হইলে অনুবাদেরও স্থান-বিশেষ পরিবর্ত্ত সহ হওয়ায়, সুতরাং ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধিত মূলের সহিত ঐক্য করিয়া বিশেষরূপে সংশোধন করিয়াছি, মুদ্রাঙ্কন-কালে মহাভারত-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ইহা অবলোকন-পূর্ব্বক সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, মূলের সহিত সুসঙ্গত রাখিবার জন্য যথা-সাধ্য যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি কোন দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, সুধীগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন অধিকেনালমিতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪
বর্দ্ধমান রাজবাটী

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

শল্যপর্ব্বের সূচীপত্র।

শল্যপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

শল্যপর্ব্ব।

অথ শল্যবধপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সমর মধ্যে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক এইরূপে কর্ণ নিপাতিত হইলে, অল্পাবশিষ্ট কৌরবেরা কি করিল? এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন ও পাণ্ডবগণ দ্বারা নিহত দেখিয়াই বা কি করিলেন, আমি ইহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব হে বিপ্রবর! আপনি এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন, পূর্ব্ব-পুরুষগণের সুমহৎ চরিত্র শ্রবণ করত আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন শোক সাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া সকল বিষয়েই হতাশ হইলেন, এবং "হা কর্ণ! হা কর্ণ!" বলিয়া পুনঃপুন শোক প্রকাশ করত হতাবশিষ্ট নৃপগণের সহিত নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নৃপতিগণ শাস্ত্রনিশ্চিত বিবিধ হেতুবাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্ আশ্বাস প্রদান করিলেও তিনি সূতপুত্রের বধের বিষয় স্মরণ করত কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে সেই পৃথিবীপাল দৈব ও ভবিতব্যকে বলবৎ বিবেচনা করিয়া সংগ্রামের কর্ত্তব্যতা নিশ্চয়-পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন যথা বিধানে শল্যকে সেনাপতি করিয়া হতাবশিষ্ট নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, কুরু পাণ্ডব উভয় সেনার দেবাসুর রণোপম সুতুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে শল্য অনেকানেক শত্রু-সেনা বিমর্দ্দন করিয়া পরিশেষে হত সৈন্য হইলে, মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমর-শয্যায় শয়ন করাইলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন বন্ধু-বিহীন হইয়া রণাঙ্গণ হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক বিপক্ষ ভয়ে এক ঘোরতর হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, সেই দিবস অপরাহ্ণে ভীমসেন মহারথগণ দ্বারা হ্রদ পরিবেষ্টন করত তথা হইতে উচ্চৈঃস্বরে দুর্য্যোধনকে আহ্বান-পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর নিহত হইলে হতাবশিষ্ট রথি-ত্রয় নিতান্ত ক্রোধবশত রাত্রিকালেই পাঞ্চাল-সৈন্য সকলকে সংহার করিল। পর দিন পূর্ব্বাহ্ণে দুঃখ শোক-সমন্বিত সঞ্জয় শিবির হইতে নির্গত হইয়া দীনভাবে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুঃখিত ভাবে পুরে প্রবেশ করিয়া ভুজদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক কম্পমান-কলেবরে রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে নরনাথ! তিনি তখন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া "হা রাজন্!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "আহা! সেই মহানুভাবের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম। অহো! কাল কি প্রবল! কার্য্যের গতি কি বিষমা! যে কালে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত বীর-

গণ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল।” হে রাজন্! পুরবাসি জনগণ অগ্রভাগে সঞ্জয়কে মহাক্লেশ-যুক্ত দর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া “হা রাজন্!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। হে নরবর! অনন্তর, সেই রাজপুরের চতুর্দ্দিকে আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ নৃপতির নিধন সংবাদ শ্রবণে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পরিশেষে দেখিলাম, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া উন্মত্ত ও বিচেতনের ন্যায় সেই স্থানে ধাবমান হইল।

সঞ্জয় তাদৃশ বিহ্বল হইয়া নৃপ-নিকেতনে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রজ্ঞাচক্ষু নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ্যেশ্বরকে দর্শন করিলেন। হে জনমেজয়! নিষ্পাপ ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর, গান্ধারী, পুত্রবধূগণ এবং অন্যান্য সুহৃৎ ও জ্ঞাতিবর্গ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক কর্ণের নিধন বিষয় চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া সঞ্জয় অপ্রসন্ন-চিত্তে রোদন করিতে করিতে বাষ্প-সন্দিগ্ধ বচনে বলিলেন, হে ভরতকুল-পুঙ্গব নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম করিতেছি; মদ্রাধিপতি শল্য সমরে হত হইয়াছেন এবং সুবল-নন্দন শকুনি, পুরুষপ্রবর দৃঢ়বিক্রম কৈতব্য উলূক, ও সংশপ্তক সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে। শক সেনা সমুদয়, কাম্বোজ সৈন্য সকল এবং পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছ-যবনাদি সমুদয় সৈন্য নিপাতিত হইয়াছে। হে নরাধিপ! প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য রাজা এবং রাজপুত্রগণ সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন যাহা কহিয়াছিল, নরপতি দুর্য্যোধনের প্রতি তাহাই ঘটিয়াছে; উরুদেশ ভগ্ন হওয়াতে কুরুরাজ ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী নিহত হইয়াছে, এবং যুধামন্যু, উত্তমৌজা, প্রভদ্রকগণ ও চেদি পাঞ্চাল সৈন্যদল নিসূদিত হইয়াছে। এ পক্ষে আপনার সমুদয় সন্তানই নিহত হইয়াছে; পাণ্ডব পক্ষে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। কর্ণ-নন্দন মহাবল বৃষসেন হত-জীবন হইয়াছে। সকল মনুষ্যই বিনিহত ও গজযূথ নিসূদিত হইয়াছে এবং রথি ও তুরঙ্গগণ সমরাঙ্গণে নিপতিত রহিয়াছে। প্রভো! পাণ্ডবেরা আপনার সৈন্য-শিবিরকে প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই কুরু পাণ্ডবের পরস্পর সংগ্রামে কাল-মোহিত জগন্মণ্ডলে প্রায় স্ত্রীলোক মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, বাসুদেব ও সাত্যকি, এই সপ্ত ব্যক্তি মাত্র তৎপক্ষে জীবিত আছেন, আর আপনার পক্ষে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, এই তিন ব্যক্তি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত সৈন্যের মধ্যে এই দশ জন মহারথ মাত্র অবশিষ্ট আছেন, এতদ্ভিন্ন সমুদয় সৈন্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। হে মহারাজ! কাল স্বয়ং দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তি করিয়া এই প্রবল বৈর উৎপাদন-পূর্ব্বক সমুদয় জগৎ বিধ্বংস করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র অচেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। নরপতি ভূতল-শায়ী হইলে, মহাযশা বিদুরও তাঁহার দুঃখে আকৃষ্ট হইয়া মহীশয্যায় শয়ন করিলেন, দেবী গান্ধারী ও আর আর কুরু-নারীগণ সহসা এই নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ মাত্র ভূতলে পতিত হইলেন। সভাস্থ ভূপাল সমস্ত নিঃসংজ্ঞ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিলেন। ফলত তৎকালে বোধ হইল যেন, সুবিস্তীর্ণ চিত্রপট মধ্যে এই সকল প্রলাপান্বিত জনগণ চিত্রিতভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

অনন্তর, পুত্র-শোকে মূর্চ্ছিত মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের বহু কষ্টে অল্পে অল্পে প্রাণ সঞ্চার হইল। তিনি সচেতন হইয়া কম্পমান-কলেবরে ও সুদুঃখিত-হৃদয়ে দশ দিকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সঞ্জয়কে সম্বোধিয়া বলিলেন, “হে বিদ্বন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি পুত্র-বিহীন হইয়া অনাথ প্রায় হইলাম!

সম্প্রতি একমাত্র তুমিই আমার গতি।” রাজা এই কথা বলিয়াই পুনরায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তথায় তাঁহার যে কতিপয় বান্ধব উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নৃপতিকে তথাবিধ নিপতিত দেখিয়া শীতল সলিল সেচন ও ব্যজন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বহুকাল বিলম্বে মহীপাল আশ্বস্ত হইয়া পুত্রবিয়োগ জন্য নিতান্ত কাতরতা বশত মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, এবং কুম্ভ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য কুরু-নারীগণ তথা সঞ্জয়, নৃপতিকে তাদৃশ শোকাতুর দেখিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বারম্বার মুহ্যমান হইয়া বহু বিলম্বে বিদুরকে বলিলেন যে, এক্ষণে আমার মনে অতিশয় ভ্রম জন্মিতেছে; অতএব যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য অবলাগণ এবং এই সমস্ত বন্ধু বান্ধবেরা এক্ষণে এস্থান হইতে গমন করুন। বিদুর নৃপতির এই আদেশ পাইয়া মুহুর্মুহু কম্পমান হইয়া অল্পে অল্পে সকলকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! অবলাগণ ও সুহৃদ্গণ রাজাকে শোকাতুর দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, সঞ্জয় নরেন্দ্রকে সচেতন হইয়া পুনঃপুন রোদন ও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুমধুর বচনে তাঁহাকে সম্যক্ আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রমোহে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুলকামিনীগণ তথা হইতে বিনির্গত হইলে, অম্বিকা-তনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পুনঃপুন কর-দ্বয় কম্পিত করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে সঞ্জয়! আহা! এ কি মহদ্দুঃখ যে, পাণ্ডবগণ সমরে কুশলী ও অক্ষয় আছে, ইহাও আমি তোমার মুখে শ্রবণ করিলাম! বোধ হয়, আমার হৃদয় বজ্রসারময় নিতান্ত সুদৃঢ়, নতুবা সন্তান সকল নিহত হইয়াছে শুনিয়া কেন সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ না হইল? হে সঞ্জয়! অদ্য পুত্রগণের নিধন সমাচার শ্রবণে তাহাদিগের বয়ঃক্রম ও বাল্যলীলার বিষয় স্মরণ হওয়াতে আমার হৃদয় অতিশয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি অন্ধ বলিয়া যদিও তাহাদিগের রূপ সন্দর্শন করি নাই, তথাপি পুত্র-স্নেহ-জনিত পরম প্রীতি নিরতই তাহাদিগের প্রতি বিধৃত রহিয়াছে। হে নিষ্পাপ! তাহারা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থ এবং ক্রমশঃ মধ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া তখন আমি কত হর্ষ লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের নিধন সমাচার ও বল বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদির বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণে পুত্র-কৃত মনঃপীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি কোন স্থানেই শান্তি লাভ করিতে পারিব না! “হে পুত্র! হে রাজেন্দ্র! একবার এই অনাথের নিকটে আইস! হে মহাবাহো! এক্ষণে তোমা-বিহীন হইয়া আমি কি উপায় অবলম্বন করিব? হে বৎস! তুমি সমাগত ভূপালগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সামান্য কুনৃপতির ন্যায় নিহত হইয়া কেন ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? হে বীর! তুমি সুহৃদ্বন্ধুগণের আশ্রয় হইয়া এক্ষণে এই অন্ধ ও বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় যাইতেছ? হে কুরুকুল-পালক! আমার প্রতি তোমার যে ভক্তি, প্রীতি, কৃপা ও মান্যতা ছিল, এখন সে সব কোথায়? তুমি সর্ব্বত্র-বিজয়ী হইয়া এই যুদ্ধে পাপাত্মা পাণ্ডবগণের হস্তে কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিলে? আমি যথা কালে জাগরিত হইলে আর কে আমাকে ‘তাত, তাত’ বলিয়া আহ্বান করিবে, এবং ‘মহারাজ! ও লোকনাথ!’ এইরূপ বচনে কে আমাকে বারম্বার আমোদিত করিবে? হে পুত্র! তুমি প্রসন্ন-নয়নে আসিয়া স্নেহ-সহকারে আমার কণ্ঠ ধরিয়া আলিঙ্গন করত ‘আজ্ঞা করুন’ এই সাধু-বাক্য প্রয়োগ কর। হে

পুত্র! আমি তোমার এই কথা শুনিয়াছিলাম, এই সসাগরা ধরা-মধ্যে পাণ্ডবগণের যেমন প্রভুত্ব, আমাদিগেরও তদ্রূপ; তুমি কহিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, শল্য, অবন্তিরাজ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, মগধরাজ মহাবল বৃহদ্বল, কাশিরাজ, সুবল-সুত শকুনি এবং বহু সহস্র ম্লেচ্ছ শক যবন-সৈন্য, কাম্বোজেশ্বর, সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, ভারদ্বাজ, গৌতম, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, বীর্য্যবান্ শতায়ু, জলসন্ধ, আর্য্যশৃঙ্গিঅলায়ুধ, রাক্ষস মহাবাহু অলম্বুষ, মহারথ সুবাহু, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক নৃপতিগণ আমার নিমিত্ত প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই মহারণে উদ্যত হইয়াছেন, আমি ভ্রাতৃ শত দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া যাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান-পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, দ্রৌপদেয়-গণ, সাত্যকি, কুন্তিভোজ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করাইব। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনও যদি সমরে ক্রুদ্ধ হয়েন, তবে অভিমুখীন পাণ্ডবগণের নিবারণে সমর্থ হইবেন। পাণ্ডবগণের সহিত বৈর-বন্ধন-পূর্ব্বক এই সমস্ত বীরেরা একত্র মিলিত হইলে যে, কি হয়, তাহা বলিতে পারি না। হে রাজেন্দ্র! ইহাঁরা সকলেই পাণ্ডবদিগের অনুগামিগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। আর মহাবীর কর্ণ একাকী আমার সহিত মিলিত থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন; পরিশেষে মহাবীর নৃপতিরা সকলেই আমার শাসনে থাকিবে। যিনি পাণ্ডবগণের প্রণেতা, সেই মহাবল বাসুদেব কখন কবচ ধারণ করিবেন না।” হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন আমার নিকটে বহু বার এই সকল কথা প্রকাশ করায় এবং তাহার পরাক্রমানুসারে আমি পাণ্ডব সকলকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যখন আমার সন্তানেরাই সমরে ব্যাপৃত হইয়া মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? হে সঞ্জয়! শৃগাল-সদৃশ শিখণ্ডীর সম্মুখে মৃগেন্দ্র-সম মহাপ্রতাপশালী লোকনাথ ভীষ্ম যখন নিহত হইলেন এবং সর্ব্ব শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা-পারগ দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য যখন পাণ্ডব-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন এই সমরস্থলে ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লীক নিহত হইলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন গজযুদ্ধ-বিশারদ ভগদত্ত এবং জয়দ্রথও নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন সুদক্ষিণ ও পুরুবংশীয় জলসন্ধ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? সর্ব্ব শস্ত্রধারিপ্রবর মহাবল পাণ্ড্যরাজ যখন সমরে পাণ্ডবগণ দ্বারা নিহত হইলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? মগধরাজ মহাবল বৃহদ্বল এবং ধনুর্দ্ধরগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিক্রান্ত উগ্রায়ুধ অবন্তিরাজ-তনয়-দ্বয়, ত্রিগর্ত্তাধিপতি ও সংশপ্তক সৈন্য সমুদয় যখন নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? নরপতি অলম্বুষ তথা ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র রাক্ষস অলায়ুধও যখন নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন নারায়ণী-সেনা নামে বিখ্যাত বহু সহস্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ গোপাল-সৈন্যগণ এবং বহু সহস্র ম্লেচ্ছ-সৈন্য হত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? সৌবল শকুনি ও মহাবল কৈতব্য যখন সুবল-সহ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন সর্ব্ব শস্ত্রাস্ত্র-পারগ মহানুভাব মহেন্দ্র-সম-বিক্রমশালি শূর সকল সমরে নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? হে সঞ্জয়! নানা দেশ হইতে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ সকলেই যখন সংগ্রামে নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে

পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? আমার মহাবল পুত্র পৌত্র বয়স্য ও ভ্রাতৃ সকল যখন রণস্থলে প্রাণ পরিহার করিল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? মনুষ্যগণ অদৃষ্টকে সঙ্গে করিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি সৌভাগ্য-সংযুক্ত সেই মনুষ্যই কল্যাণ লাভ করে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি স্বীয় ভাগ্যহীন ও পুত্রাদি-বিহীন হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কি প্রকারে শত্রুগণের বশীভূত হইব? আমি বিবেচনা করি, সম্প্রতি বনবাস ভিন্ন অন্য কিছুই আমার পক্ষে হিতকর নহে, এক্ষণে আমি জ্ঞাতি বন্ধু-বিহীন হইয়াছি, অতএব বনেই গমন করিব; ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, আমি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বন গমন ব্যতীত আমার আর অন্য কিছুতেই শ্রেয় নাই। হে সঞ্জয়! মহাবল দুর্য্যোধন দুঃশাসন বিশস্ত বিকর্ণ ও শল্য-প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যে ভীমসেন একাকী সমরে আমার শত পুত্রকে সংহার করিয়াছে, তাহার চীৎকার আর কিপ্রকারে শ্রবণ করিব? সে যে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া বারম্বার আস্ফালন করিতেছে, আমি দুঃখ শোক-সন্তপ্তচিত্তে তাহার সেই নিষ্ঠুর বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অম্বিকাতনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র হত-বান্ধব হইয়া এইরূপ শোক-সন্তপ্ত ও পুত্র-শোকে বারম্বার মুহ্যমান হওত বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং পরাভব বিষয় চিন্তা করিয়া মহাশোকাবিষ্ট ও সন্তপ্ত হইয়া পুনরায় সঞ্জয়কে যথাতথরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণকে হত এবং সূতপুত্রকে পাতিত শুনিয়া মদীয় পুত্রেরা কাহাকে সৈন্যপরিচালক সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিল? আমার সন্তানেরা যাহাকে যাহাকে সৈন্য-পরিচালক করিতেছে, পাণ্ডবগণ অচিরকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। কিরীটী তোমাদিগের সকলের সাক্ষাতেই সমরের অগ্রভাগে ভীষ্মদেবকে নিহত করিল। এইরূপে নৃপতি সকলের ও তোমাদিগের সম্মুখেই মহানুভব দ্রোণাচার্য্যকে এবং প্রতাপবান্ কর্ণকেও বিনাশ করিল। মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বেই আমাকে কহিয়াছিলেন যে "দুর্য্যোধনের অপরাধে এই প্রজা সকল বিনষ্ট হইবে।" মূঢ়লোকের মধ্যে কেহই ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক্ অবলোকন করিয়া দেখে না, আমার পক্ষে এই কথা যথার্থই ঘটিল। সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সত্য কথা সকল প্রত্যক্ষ হইল! হে সঞ্জয়! আমি দৈব-বশত ভ্রান্ত-চিত্তে পূর্ব্বে যাহা বিবেচনা করি নাই, সেই কুনীতির যে ফল হইয়াছে, তাহা তুমি পুনরায় বল। কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ ব্যক্তি সৈন্যগণের সম্মুখে ছিল? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল? কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধাভিলাষি বীরবর মদ্ররাজের দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়াছিল, এবং কে কে বা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বামভাগ রক্ষা করণে যত্নপর হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! তাদৃশ সমবেত বীরগণের সমক্ষে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে মহাবল মদ্ররাজ ও আমার পুত্রকে নিহত করিল? যেরূপে কৌরবদিগের এই সুমহান্ লোকক্ষয় হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন যে প্রকারে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তথা সবল পাঞ্চাল-দল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র যে রূপে নিহত হইল, এবং পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব, সাত্যকি ও অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য কিরূপে মুক্ত হইলেন, এই যুদ্ধ যে রূপে যাদৃশভাবে নিষ্পন্ন হইল, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে সঞ্জয়! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে উপযুক্ত হইতেছ।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ

পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, যে রূপে এই ভূরি ভূরি জনক্ষয় হইল, তদ্বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহানুভব পাণ্ডুনন্দন-কর্ত্তৃক সূতনন্দন নিহত হইলে, সংগৃহীত সৈন্য সকল বার-ম্বার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, এবং সমর-স্থলী গজ ও মনুষ্য-দেহরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিলে, অর্জ্জুন যে ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন, তাহাতে আপনকার পুত্রগণের অন্তঃকরণে সুমহৎ ভয় প্রবিষ্ট হইল। কর্ণ নিহত হইলে আপনার যোদ্ধাগণের মধ্যে পরাক্রম প্রকাশে ও সৈন্য-বিন্যাসে কাহারও বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইল না। অগাধ সাগর-গর্ব্ভে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকৃগণ যেমন অপারে পার হইতে অভিলাষ করে, কিরীটি-কর্ত্তৃক দ্বীপতুল্য সূতপুত্র নিহত হইলে, শস্ত্রবিক্ষত সৈন্য সকল নিতান্ত বিত্রস্ত হইয়া তদ্রূপ হইল; তাহারা, সিংহার্দ্দিত মৃগ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ ও শীর্ণদংষ্ট্র সর্পের ন্যায়, অনাথ হইয়া নাথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরি-শেষে সায়াহ্ণ সময়ে সকলে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিল। সূতপুত্র হত হইলে আপনার পুত্রগণের প্রধান প্রধান বীর সমু-দয় হত হওয়াতে তাঁহারা বিধ্বস্ত ও শাণিত শরে ছিন্নগাত্র হইয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। হে মহা-রাজ! তাঁহারা সকলে ভয়দ্রুত, কবচ-হীন ও বিচে-তন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। 'ঐ অর্জ্জুন আমার অনুসরণ করিতেছে, ঐ ভীম-সেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে' ইহা জ্ঞান করিয়া কেহ পতিত, কেহ কেহ বা ম্লান হইতে লাগিলেন। মহারথগণ ভয়-বশত কেহ জবগামি অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতি সকলকে পরিত্যাগ করিল! পলায়মান কুঞ্জর-যূথ-দ্বারা স্যন্দন সকল ভগ্ন হইল, মহারথ-নিকর-দ্বারা সাদি সমুদয় ও অশ্ব-নিবহ-দ্বারা পদাতি-নিচয় নিরতিশয় হত হইতে লাগিল। হে মহারাজ; হিংস্রজন্তু ও তস্করাদি-সংকীর্ণ কানন-মধ্যে সার্থহীন জনেরা যেরূপ হয়, সূতপুত্র নিহত হইলে আপনার সৈন্যেরা তদ্রূপই হইল। মাতঙ্গ-দল আরোহি-শূন্য ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে সকলেই ভয়া-তুর হইয়া সমুদয় স্থলকেই পার্থময় দেখিতে লাগিল।

অনন্তর, দুর্য্যোধন সৈন্য সকলকে ভীমসেন-ভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া হাহাকার করত স্বীয় সা-রথিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, সারথে! আমি ধনু-র্দ্ধারণ করিয়া অগ্রভাগে অবস্থিত থাকিলে, অর্জ্জুন কোন ক্রমেই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্ব সকলকে চালনা কর। মহাসাগর যেমন বেলা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তেমনি আমি সমরস্থলে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, কুন্তী-কুমার ধনঞ্জয় কখনই আমাকে অতিক্রম করিতে উৎসাহবান্ হইবে না। অদ্য আমি গোবিন্দের সহিত অর্জ্জুনকে, অভিমানী বৃকোদরকে ও অন্যান্য অবশিষ্ট শত্রু সকলকে নিধন করিয়া কর্ণের নিকটে অঋণী হইব। সারথি কুরুরাজের শূরবর-সদৃশ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হেমপরিচ্ছদধারি অশ্ব-গণকে অল্পে অল্পে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে অশ্ব গজ ও রথ-বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র মাত্র পদাতি-সৈন্য ছিল, তাহারাও অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এদিকে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া চতুরঙ্গ বল-দ্বারা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে অপরাপর লো-কেরা পার্থ ও পার্ষতের নাম ঘোষণা করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত থাকিলে, ভীম-সেন ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বৃকোদর স্বয়ং রথস্থ থাকিয়া ভূমিষ্ঠ সৈন্য সকলের সহিত সমর করা গর্হিত বিবেচনায় অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগি-

লেন। পরিশেষে তিনি সুবর্ণ-পরিচ্ছদধারিণী শৈক্য-দেশীয় লৌহময়ী কালান্তক-যমোপমা মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় আপনকার সৈন্য সমুদয়কে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। পদাতিগণ অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া প্রাণের ও বান্ধবের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পতঙ্গ-দল যেমন জ্বলন-মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সকলে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। যুদ্ধমত্ত ক্রোধান্ধ সৈন্যেরা, কৃতান্ত দর্শনে জীবগণের ন্যায়, ভীমের সন্নিহিত হইবামাত্র বিনাশের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভীমসেন খড়্গ ও গদা ধারণ-পূর্ব্বক সমর-মধ্যে শ্যেনপক্ষিবৎ বিচরণ করত আপনকার পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যকে পোথিত করিলেন। মহাবল সত্যপরাক্রম বৃকোদর সেই সৈন্য পুরুষ সকলকে সংহার-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরস্কৃত করিয়া পুনরায় তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় রথ-সৈন্যগণের অনুগামী হইলেন। মহারথ সাত্যকি এবং মহাবল নকুল ও সহদেব শকুনিকে সংহার করিতে কামনা করিয়া হৃষ্টমনে বেগভরে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা শাণিত শর-নিকর প্রহার-দ্বারা শকুনির অনেকানেক অশ্ববার সৈন্য নিহত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এই সময়ে তাঁহাদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।

মহারাজ! অনন্তর, ধনঞ্জয় ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু বিক্ষেপ-পূর্ব্বক রথানীক মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথ ও যোদ্ধৃবর ধনঞ্জয় আসিতেছেন দেখিয়া আপনকার সৈন্যেরা ভয়-বশত ধাবমান হইল। পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য অশ্ব রথ-বিহীন ও শরে শরে আচ্ছন্ন হইয়াও পার্থের প্রতি অগ্রসর হইল। পাঞ্চালদিগের মহারথ মহাধনুর্দ্ধর শত্রুদমন পাঞ্চালরাজপুত্র মহাযশস্বী শ্রীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া অচিরাৎ সেই সৈন্য পুরুষ সমুদয়কে নিহত করিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। সেই পারাবত সমানবর্ণ হয় ও রক্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত ধ্বজ-বিশিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শন করিয়া আপনার সেনারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যশস্বী মাদ্রীনন্দন-দ্বয় সাত্যকির সহিত শীঘ্রাস্ত্র গান্ধাররাজের অনুসরণ করিয়া বহু ক্ষণ বিলোকিত হয়েন নাই। হে মহারাজ! পরিশেষে চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার সুমহৎ সৈন্য সংহার করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে আপনার সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, বৃষ জয় করিয়া বৃষ যেমন ধাবমান হয়, তেমনি ধাবিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন বলবান্ সব্যসাচী তখনও আপনার পুত্রের অবশিষ্ট সেনা সকলকে অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর, তিনি তাহাদিগকে সহসা শর-সমূহ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে ভূতল হইতে এরূপ ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে লাগিল যে, কিছুমাত্রই দৃষ্টিগোচর হইল না। শরজালে এবং অন্ধকার-পটলে ভূতল আচ্ছন্ন হইলে আপনার সেনারা ভয়-বশত দশ দিকে ধাবমান হইল। কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্ব সৈন্য ও পর সৈন্য সকলকে সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। পুরাকালে বলিরাজা যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা দুর্য্যোধনকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া ক্রোধ-বশত বারম্বার ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্তভাবে সেই শত্রুগণের প্রতি শর সন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে আমরা সকলে আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ বিলোকন করিলাম; যেহেতু তখন পাণ্ডবেরা সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর, দুর্য্যোধন অনতিদূরস্থিত নিজ সৈন্য সকলকে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত এবং পলায়নে প্রস্তুত দেখিয়া তাহাদিগকে স্থির করিলেন, এবং নিজ

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে যেন আনন্দিত করিবার জন্য এই কথা কহিলেন যে, "যে স্থানে গমন করিলে পাণ্ডবগণ তোমাদিগকে হনন করিতে অক্ষম হইবে, এরূপ স্থান পৃথিবী বা পর্ব্বত-মধ্যে কোন স্থানেই দেখিতে পাই না; অতএব এস্থান পরিত্যাগ করিলে কি হইবে? সকলে স্থির হও; এক্ষণে পাণ্ডবগণের বল অতি অল্প আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত বিক্ষত হইয়াছে, সম্প্রতি আমরা সকলে যদি এস্থানে স্থির হইয়া থাকি, তবে নিশ্চয় বিজয় লাভ করিব। তোমরা যদি যুদ্ধ হইতে পলায়ন-রূপ পাপাচার করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান কর, তথাপি পাণ্ডবেরা অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে; সুতরাং তাহা হইতে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করা আমাদিগের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে যদি সংগ্রামে মৃত্যু হয় সেই সুখ, মৃত ব্যক্তি দুঃখ কিরূপ তাহা জানিতে পারে না প্রত্যুত পরিণামে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে।

হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সকলেই শ্রবণ কর, তোমরা ক্রুদ্ধ বিপক্ষ ভীমসেনের বশ হও, পূর্ব্ব পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের উচিত নহে। ক্ষত্রিয়ের পলায়ন হইতে পাপকর কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেয়স্কর স্বর্গের পথ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। হে কৌরবগণ! যোদ্ধারা বহু কালে উপার্জ্জিত লোক সকলকে সদাই সম্ভোগ করে।"

মহারাজ! ক্ষত্রিয় মহারথেরা দুর্য্যোধনের এই সকল বাক্য মান্য করিয়া পরাজয় অগ্রাহ্য করত বিক্রম প্রকাশে মনঃ সমাধান-পূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর, আপনার ও পাণ্ডবদিগের যোধগণের পুনর্ব্বার দেবাসুর-রণোপম সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্য-সহ স্বয়ং যুধিষ্ঠির-পুরোগামি পাণ্ডব-সৈন্যগণের অনুধাবন করিলেন।

কৌরব-সৈন্যাপযানে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রণস্থলে মহানুভাব মহারথগণের রথ ও রথনীড় সকল পতিত, কুঞ্জর ও পত্তিগণ নিহত এবং নিঃসজ্ঞভাবে অবস্থিত শত সহস্র নৃপতিগণের সমরস্থল রুদ্র-শ্মশান-সন্নিভ অতি ঘোরতর দর্শনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শোকোপহত-চিত্তে বিমুখ হইলে, সৈন্যগণ অর্জ্জুনের বীর্য্য বিক্রম বিলোকনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলে, মথ্যমান সেনা সকলের চীৎকার শ্রবণে অন্যান্য সৈন্যেরা নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত চিন্তিত হইলে, সমরাঙ্গনে নরেন্দ্রগণের চিহ্ন সমুদয় বিকৃত সন্দর্শনে কৃপাবিষ্ট হইয়া বয়ঃশীল-সমন্বিত তেজস্বী বক্তৃবর কৃপাচার্য্য, জনাধিপ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক শোক-বশত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে অনঘ মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিব, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া যদি তোমার রুচিকর হয়, তবে তাহা রক্ষা কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়গণ যাহা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেই যুদ্ধধর্ম্ম হইতে শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধব এই সমুয়ই ক্ষত্রিয়গণের যোধ্য; যুদ্ধস্থলে বধই পরম ধর্ম্ম এবং পলায়নে বিপুল অধর্ম্ম হয়, এক্ষণে এই সকল জীবিতার্থি জনেরা জীবিকা-নির্ব্বাহে ঘোরতর সন্দেহে পতিত হইয়াছে; এ বিষয়ে তোমাকে কিছু হিতবাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, তোমার সহোদর সকল ও তোমার পুত্র লক্ষ্মণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, অবশেষে এখন আর কাহাকে উপাসনা করিব, যাহাদিগের প্রতি ভার সমর্পণ করিয়া আমরা রাজ্যশাসনে মনঃ সমাধান করিয়াছিলাম, সেই বীরগণ মায়াময় শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্গণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে অনেকানেক নৃপতিকে নিপাতিত করিয়া ও গুণবান্ মহারথগণ-বিহীন হইয়া অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি। যে সমু-

দয় বীরেরা জীবিত আছেন, অর্জ্জুন সে সকলেরই অজেয়; কৃষ্ণ সহায় হইয়া যে মহাবাহুকে সতত রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে দেবতারাও যে জয় করিতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না। এই মহতী চমূ ইন্দ্র-চাপ ও বজ্র-সদৃশ সুদৃঢ় এবং ইন্দ্রকেতু-সম সমুন্নত কপিকেতন আশ্রয় করিয়া সঞ্চলন করিতেছে। ভীমের সিংহনাদে, পাঞ্চজন্যের নিস্বনে এবং গাণ্ডীবের নির্ঘোষে আমাদিগের চিত্ত চমকিত হইতেছে। জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ গাণ্ডীব শরাসন নয়ন-প্রভা মোষণ করত যেন সঞ্চরণশীল মহাবিদ্যুতের ন্যায় বিলোকিত হইতেছে। এই সুবর্ণ-বিচিত্রিত কম্পমান মহৎ ধনু আকাশস্থ মেঘ-মণ্ডলী-মধ্যে তড়িতের ন্যায় তাবৎ দিকেই প্রকাশ পাইতেছে। শশি ও কাশপুষ্প-সদৃশ শ্বেতবর্ণ সুবর্ণ-বিচিত্রিতাঙ্গ বাজি সকল রথে যোজিত হইয়া যেন ঊর্দ্ধমুখে আকাশ পান করিতে করিতে প্রবল পবন-দ্বারা সঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া সমরস্থলে ধনঞ্জয়কে বহন করিতেছে। শিশির-কালে সমুত্থিত দাবাগ্নি যেমন বিজন গহন দহন করে, তেমনি অস্ত্রবিদ্বর অর্জ্জুন ত্বদীয় তাবৎ সৈন্যকে দগ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, মহেন্দ্র-সদৃশ প্রভাশালী ধনঞ্জয়, চতুর্দংষ্ট্র মাতঙ্গের ন্যায়, সেনা সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কুঞ্জর যেমন নলিনী বন দলন করে, দেখিলাম, অর্জ্জুন তেমনি ত্বদীয় সেনা সমুদয়কে বিক্ষুব্ধ এবং পার্থিবগণকে ত্রাসযুক্ত করিতেছেন। সিংহ যেমন মৃগগণকে বিত্রস্ত করে, তেমনি দেখিলাম, পাণ্ডুনন্দন পুনর্ব্বার গাণ্ডীব নির্ঘোষ-দ্বারা তোমার যোদ্ধা সকলকে ভয়যুক্ত করিতেছেন। সর্ব্ব-লোক-মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর এবং সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের প্রধানতম কবচ-ধারি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় লোক-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। হে ভরত-কুল-প্রদীপ! যুদ্ধভূমি-মধ্যে পরস্পর বধকারি নরগণের অতিঘোরতর সংগ্রাম অদ্য সপ্তদশ দিবস হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শরৎকালীন বারিদরাজি যেমন বায়ুবেগে বিধূত হয়, তেমনি এই যুদ্ধে ত্বদীয় সৈন্য সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইতেছে। হে মহারাজ! মহাসাগরে বিপর্য্যস্ত বাতভ্রান্তা নৌকার ন্যায় তোমার সেনাকে সব্যসাচী কম্পিত করিতেছেন। এখন তোমার কর্ণ কোথায় রহিয়াছেন, অনুচর-সহ দ্রোণাচার্য্যই বা কোথায় আছেন, আমিই বা কোথায় রহিয়াছি, তুমি স্বয়ংই বা কোথায় রহিয়াছ, কৃতবর্ম্মাই বা কোথায় আছেন, এবং ভ্রাতৃগণ-সহ তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনই বা কোথায় রহিয়াছেন? জয়দ্রথকে অর্জ্জুনের বাণপথবর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যুদ্ধোদ্যত ত্বদীয় ভ্রাতা, সম্বন্ধি ও মাতুল-প্রভৃতি সহায় সকলকে পরাজয়-পূর্ব্বক এমন কি, সর্ব্বলোকের মস্তক আক্রমণ করিয়া অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রাজা জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন। এখন আমরা আর কাহার উপাসনা করিব? এক্ষণে কে এমন পুরুষ আছে যে, পাণ্ডুনন্দনকে জয় করিবে? মহানুভাব ধনঞ্জয়ের নানাবিধ দিব্য অস্ত্র এবং গাণ্ডীব-নির্ঘোষ আমাদিগের বীর্য্য হরণ করিতেছে। নষ্টচন্দ্রা রজনীর ন্যায় এই হতনায়কা সেনা করিভগ্ন-বৃক্ষ পূর্ণ শুষ্ক নদীর ন্যায় আকুলতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদিগের সৈন্য সকল নায়ক-বিহীন হওয়াতে এক্ষণে মহাবাহু শ্বেতবাহন তৃণকাষ্ঠ-মধ্যে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় বিচরণ করিবেন। মহাবল ভীমসেন ও সাত্যকির যে বল আছে, তদ্দ্বারা অনায়াসে পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও সাগর সমুদয় শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। হে নরবর! ভীমসেন সভা-মধ্যে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহার সমুদয় সফল করিয়াছেন, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাও পুনরায় সিদ্ধ করিবেন। মহাবীর কর্ণ সম্মুখস্থ হইলেও গাণ্ডীবধারী দৃঢ়রূপে নিজ বল সকল গোপন-ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমরা সেই সাধুগণের প্রতি অকারণ যে সমস্ত অসাধু ব্যবহার করিয়াছ, এক্ষণে সেই সকলের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আপনার জন্য তাবৎ লোককে যত্ন-পূর্ব্বক আহরণ করিয়া

আনিয়াছিলে, কিন্তু তাহারাও সংশয়াপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমিও স্বয়ং সংশয়িত হইলে। অতএব হে তাত দুর্য্যোধন! সম্প্রতি তুমি আত্মরক্ষার্থে সযত্ন হও, যেহেতু আত্মাই সমুদয়ের ভাজন; ভাজন বিভিন্ন হইলে তদ্গত পদার্থও দশ দিকে গমন করে। বৃহস্পতি এই নীতি প্রচার করিয়াছেন যে 'আপন অপেক্ষা প্রবল বা আত্ম-সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত ইচ্ছা-পূর্ব্বক সন্ধি কর্ত্তব্য এবং বর্দ্ধমান লোকেরই বিগ্রহ বিধেয়।' দেখ, আমরা এখন পাণ্ডুপুত্রগণ হইতে বল বীর্য্য শক্তি-প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ে হীন, সুতরাং আমার মতে এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি আপন শ্রেয় জানে না এবং কল্যাণকে অবজ্ঞা করে, সে অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং কখন কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রণত হইয়াও রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহাও শ্রেয়; মূঢ়তা-বশত পরাভব স্বীকার করা শ্রেয় নহে। কৃপালু রাজা যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং কৃষ্ণের বচনানুসারে অবশ্য তোমাকে রাজ্য করিতে নিয়োগ করিবেন, যেহেতু হৃষীকেশ, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে যাহা আজ্ঞা করেন, তাঁহারা তাহাই প্রতিপালন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। আমি অনুমান করি, কৃষ্ণ কখন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা অন্যথা করিবেন না, এবং যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্য অতিক্রম করিতে পারিবেন না। অতএব আমি কহিতেছি, এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহে ক্ষান্ত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। মহারাজ! আমি কার্পণ্য বা নিজ প্রাণ রক্ষা জন্য তোমাকে এ সকল কথা কহিতেছি না, যে সমুদয় পথ্য-বাক্য বলিতেছি, তুমি পরলোক-গত হইয়া অবশ্যই তাহা স্মরণ করিবে।"

বৃদ্ধবর কৃপাচার্য্য এই সকল কথা কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত যেমন শোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি মোহ তাঁহাকে আশ্রয় করিল।

কৃপাচার্য্য-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যশস্বী কৃপাচার্য্য, রাজা দুর্য্যোধনকে এইরূপ বাক্য সকল কহিলে, তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষণ কাল মৌনভাবে রহিলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তার পর শারদ্বতকে এই কথা কহিলেন যে, "সুহৃদের যাহা বক্তব্য, তৎ সমুদয়ই আপনি আমাকে শ্রবণ করাইলেন, এবং আপনিও প্রাণপণে মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা সকল লোকেই জানিয়াছে। আপনি সুহৃদের ন্যায় আমাকে যে সমুদয় কথা বলিলেন, সে সকল কথা শ্রবণ করিয়াও মুমূর্ষু ব্যক্তির ভেষজের ন্যায় আমার তাহাতে প্রীতি হইতেছে না। হে বিপ্রবর! আপনি যুক্তি কারণ-সংযুক্ত যে সমস্ত হিত-বাক্য কহিলেন, আমার তাহাতে কোন মতেই রুচি হয় না; আমরা যে নৃপতিকে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজয়-পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, সম্প্রতি সে আমাদিগের প্রতি কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে এবং আমার বাক্যে পুনরায় তাহার কিরূপে শ্রদ্ধা জন্মিবে? আরও দেখুন, পাণ্ডব-হিতৈষি হৃষীকেশ কৃষ্ণ যখন দৌত্য-কার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন আমরা যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, তাহাও অতি অবিচারের কর্ম্ম হইয়াছে, এক্ষণে তিনিই বা কিরূপে আমার বাক্যে আস্থা করিবেন? দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনয়ন করিলে, তিনি সকলের সমক্ষে যে বহুতর বিলাপ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা ক্ষমা করিবেন না; যেহেতু তাহাতে তাঁহার যত দুঃখ হইয়াছিল, রাজ্যহরণেও তত ক্লেশ হয় নাই। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে এক-প্রাণ, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিলাম। কেশব নিজ ভাগিনেয়ের বিনাশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবধি অতি-দুঃখে রাত্রি যাপন করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত অপরাধি আছি, এক্ষণে তিনি কি জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অভিমন্যুর বিনাশ-হেতু অর্জ্জুনের কিছুমাত্র সুখ নাই;

সম্প্রতি প্রার্থনা করিলেও সে আমাদিগের হিত-সাধনে যত্ন করিবে কেন? হে দ্বিজবর! মধ্যম পাণ্ডব মহাবল উগ্রতর ভীমসেন যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে বরঞ্চ হত হইবে, তথাচ নত হইবে না। সেই উভয় বীরই আমাদিগের প্রবল বিপক্ষ, তাহারা বদ্ধ-কবচ হইয়া নিয়তই খড়্গ-হস্ত রহিয়াছে। যমোপম যমজ নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীও আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছে, অতএব তাহারা কি প্রকারে আমার হিত করিতে যত্ন করিবে? সভা মধ্যে সমুদয় লোকের সাক্ষাতে দুঃশাসন যে এক-বস্ত্রা রজস্বলা কৃষ্ণাকে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবেরা সেই দীনা ও বিবসনাকে অদ্যাপি স্মরণ করিতেছে; অতএব সেই শত্রুতাপনদিগকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দ্রৌপদী তদবধি মলিনা ও দুঃখিতা হইয়া ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধি ও আমাদিগের বিনাশের জন্য উগ্রতর তপস্যা করিতেছেন এবং যাবৎ কাল বৈর-নির্যাতন না হয়, তাবৎ নিয়তই স্থণ্ডিল-মধ্যে শয়ন করিতেছেন। বাসুদেবের ভগিনী সুভদ্রা অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দাসীর ন্যায় পাঞ্চালীর শুশ্রূষা করিতেছেন। এই সমস্ত বৈরভাব যাহা সমৃদ্ধ হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার নির্ব্বাণ হয় না। অভিমন্যুর বিনাশ-হেতু অর্জ্জুন আমার সহিত আর কেন সন্ধি-বন্ধন করিবে? আমিই বা এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া এক্ষণে পাণ্ডবগণের প্রসাদ-লব্ধ অকণ্টক রাজ্য কি প্রকারে ভোগ করিব। প্রথমত আমি ভাস্করের ন্যায় সমুদয় ভূপালগণের উপর্য্যুপরি আধিপত্য করিয়া পশ্চাৎ কি প্রকারে দাসবৎ যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইব? আমি স্বয়ং অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া এবং বিপুল বিত্ত দান করিয়া এক্ষণে দীন-গণের সহিত দীনভাবে কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব? আপনি আমাকে যে স্নিগ্ধ ও হিত-বাক্য কহিলেন, আমি তাহাতে কোন দোষারোপ করি না; কিন্তু এই পরিণাম কালে সন্ধিবন্ধন করিতে কোন মতে সম্মত হইতে সমর্থ নহি। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, যুদ্ধ করাই সুবিহিত, সম্প্রতি আর এ সময়কে বিফল করা উচিত নহে, ইহা আমাদিগের সংগ্রামেরই প্রকৃত সময়। হে দ্বিজ-বর! আমি বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণকে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দান করিয়াছি এবং নিয়ত বেদ-শ্রবণে আমার কামনা সকল সিদ্ধ হইয়াছে, আমি শত্রু-সমুদয়ের মস্তকোপরি আরোহণ করিয়াছি, ভৃত্যগণকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করিয়াছি, দীন-হীন জনকে বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি; অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি পাণ্ডবগণকে ঈদৃশ বাক্য জানাইতে কোন মতেই উৎসাহ করিতে পারি না। আমি নিজ রাজ্য পালন করিয়াছি, পর রাজ্য সকল জয় করিয়াছি, বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়াছি, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিয়াছি এবং পিতৃগণ ও ক্ষত্রধর্ম্মের নিকটে অঋণী হইয়াছি। এই সংসারে সুখের লেশমাত্র নাই, এক্ষণে রাজ্যই বা কোথায় এবং যশই বা কোথায়? যাহা হউক, ইহলোকে কীর্ত্তি স্থাপন করাই উচিত, তাহাও যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতেই হয় না। ক্ষত্রিয়ের গৃহ-মধ্যে নিধন অতিনিন্দনীয়; গৃহাভ্যন্তরে শয্যায় শয়িত ক্ষত্রিয়ের মরণে মহান্ অধর্ম্ম হয়। যে মনুষ্য সুমহৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া অরণ্যে বা সংগ্রামে তনু ত্যাগ করে, সে অসীম মহিমা প্রাপ্ত হয়। যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ ও আর্ত্ত হইয়া দীনভাবে বিলাপ করত রোরুদ্যমান জ্ঞাতি বন্ধুগণের মধ্যে মৃত হয়, সে পুরুষের মধ্যে গণনীয় নহে। ইদানীং আমি বিবিধ ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত সাধুগণের গন্তব্য ইন্দ্রলোকে গমন করিব। হে বিপ্রবর! সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সাধুচরিত্র শূর সত্যসন্ধ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন যজ্ঞযাজি সকল ও যাহাদিগের শরীর শস্ত্রযজ্ঞে নিজ ও পর রক্ত-রূপ অবভৃত-জলে পবিত্র হইয়া থাকে, অবশ্যই তাহাদিগের স্বর্গবাস হয়। যুদ্ধস্থলে অপ্স-

রোগণ তাহাদিগকে আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করে। যাহারা সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা সুর-সভা-মধ্যে পূজিত এবং অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া সতত স্বচ্ছন্দে সুরলোকে বাস করত পিতৃগণ-কর্ত্তৃক অবলোকিত হয়। সমরে অপরাঙ্মুখ শূর-গণ ও অমরগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমরাও সেই পথে অধিরোহণ করিব। বীরবর নরাধি-পেরা আমার নিমিত্তে এই যুদ্ধে বৃদ্ধ পিতামহ, ধীমান্ আচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ ও দুঃশাসন-কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হইয়া হত হইয়াছেন এবং শর-বিক্ষত ও রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়া-ছেন। যথাবিধানে যজ্ঞকারি উত্তমাস্ত্রবিদ্ শূরবরেরা ন্যায়ানুসারে প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে অধি-ষ্ঠিত হইয়াছেন। যাঁহারা এই যুদ্ধে শরীর পরি-ত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বেগ-গমন-দ্বারাই এই পথ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা দুর্গম হইলেও সুখকর হইতেছে; যে সমস্ত বীরেরা আমার জন্য হত হইয়াছে, তাহাদিগের কার্য্য সমু-দয় স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ কামনায় আমার আর রাজ্য করিতে মনঃসমাধান হয় না। ভ্রাতা, বয়স্য, পিতামহ-প্রভৃতিকে পাতিত করিয়া আমি যদি নিজ জীবন রক্ষা করি, তবে সমুদয় লোকেই আমাকে নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। আমি সুহৃৎ, স্বজন ও বন্ধু, বান্ধব-বিহীন হইলাম, সম্প্রতি পাণ্ডবগণের নিকটে প্রণত হইয়া রাজ্য লইয়া কি করিব? আমি জগ-তের এতাদৃশ পরাভব করিয়া পরিশেষে সুযুদ্ধ-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিব, তাহার কোন অন্যথা নাই।”

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার বাক্য মান্য করত অগণ্য সাধু-বাদ-দ্বারা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। সকলেই পরাজয় বিষয়ে দৃক্পাত না করিয়া বিক্রম প্রকাশে মনঃসমাধান করত বিলক্ষণ নিশ্চয়-পূর্ব্বক যুদ্ধ করি-তে ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। অনন্তর যুদ্ধাভিলাষি কৌরব-গণ বাহন সকলকে সম্যক্ আশ্বস্ত করিয়া ঊন দ্বি-যোজন পরিমিত স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করিল। তথায় হিমালয়ের নিরাবরণ ও বৃক্ষাদি শূন্য পুণ্য-পরিসরে অরুণা সরস্বতীর নিকটে গিয়া তাঁহার সলিলে স্নান করিল ও সেই জল পান করিল। তদন-ন্তর তাহারা দুর্য্যোধনের সন্নিধি হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া সেই স্থানেই স্থির হইয়া রহিল। হে মহা-রাজ! পরিশেষে সেই কাল-প্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ তথায় পরস্পর অবস্থাপিত হইয়া নিবৃত্ত থাকিল।

দুর্য্যোধন-বাক্যে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, যুদ্ধাভিনন্দি বীরগণ হিমালয়ের পরিসর-প্রদেশে অবস্থিত থাকি-লে সমস্ত যোদ্ধারাই তথায় সমাগত হইলেন। শল্য, চিত্রসেন, মহারথ শকুনি, অশ্বত্থামা, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়ৎসেন প্রভৃতি নৃপতিগণ তথায় আসিয়া যামিনী যাপন করিলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিহত হইলে আপ-নার তনয়েরা পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া হিমবান্ পর্ব্বত ব্যতীত আর কোন স্থানেই সুখ লাভ করেন নাই। তথায় সেই সমস্ত যোদ্ধারা সমরের জন্য যত্ন করিয়া শল্যের সমীপে রাজাকে যথা-বিধানে পূজা-পূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া কহিল, “মহারাজ! সম্প্রতি যে ব্যক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিলে আমরা সকলে বিপক্ষ-দলকে পরা-জিত করিব, এরূপ কোন উপযুক্ত লোককে সেনা-পতি করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করা আপ-নার উচিত হইতেছে।” অনন্তর, যে রথিবর সর্ব্ব-যুদ্ধ-বিধানজ্ঞ, যিনি সমরে অন্তকপ্রতিম এবং যাঁহার অঙ্গ-সকল সুন্দর, মস্তক উষ্ণীষ-দ্বারা আচ্ছন্ন, গ্রীবা রেখাত্রয়-সমন্বিত, যিনি প্রিয়ভাষী, যাঁহার নয়ন প্র-স্ফুটিত পদ্মপত্র-সদৃশ, মুখমণ্ডল দুর্নিরীক্ষ্য, যাঁহার গুরুত্ব সুমেরু-তুল্য, স্কন্ধ নেত্র গতি ও স্বর বিষয়ে যিনি মহেশ্বরের বৃষ-সদৃশ, বেগ ও বলপ্রকাশে গরুড়

ও পবন সম, তেজে আদিত্য-তুল্য, বুদ্ধিতে শুক্র-সন্নিভ এবং কান্তি রূপ ও মুখ-সৌন্দর্য্য বিষয়ে যিনি সুধাংশুর সমান; যাঁহার বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ, বাহু-যুগল শ্রম-সহ, পীন ও আয়ত; অঙ্গসৌষ্টব কাঞ্চন-পদ্ম-সদৃশ; সন্ধি সকল সুশ্লিষ্ট; ঊরু কটি জঙ্ঘা-প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুবৃত্ত; পদযুগল মনোহর; এবং অঙ্গুলি ও নখ সুন্দর; বিধাতা গুণগ্রামের প্রত্যেক স্মরণ করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক যাঁহাকে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন-রূপে সৃজন করিয়াছেন; যিনি বেদ-বিদ্যাসাগর, বিপক্ষ-জেতা ও শত্রুগণের অজেয়; যিনি দশাঙ্গ ও চতুষ্পাদ অস্ত্রবিদ্যা যথার্থরূপে জানিয়াও পঞ্চম বেদ ইতিহাস-সহ সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ সম্যক্ রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহাতপা অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য প্রযত্ন সহকারে উগ্রতর তপস্যা-দ্বারা ভগবান্ ত্রিলোচনকে আরাধনা করিয়া অযোনিজার গর্ব্ভে যাঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অপ্রতিম-কর্ম্মা, অসদৃশ-রূপ-সম্পন্ন, সর্ব্ববিদ্যাপারগ, গুণার্ণব, শত্রুদমন অশ্বত্থামার নিকটে সমাগত হইয়া আপনার পুত্র রথস্থ রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিলেন যে, আপনি আমাদিগের সকলের পরম গতি ও গুরুপুত্র, অতএব আমরা সকলে যে ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিয়া সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে জয় করিব, এতাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আপনার নিয়োগানুসারে আমাদিগের সেনাপতি হইবেন?

অশ্বত্থামা কহিলেন, মদ্রাধিপতি শল্য বল বীর্য্য কুল শীল যশঃ শ্রী ও তেজঃ-প্রভৃতি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন; অতএব ইনিই আমাদিগের সেনাপতি হউন। দ্বিতীয় মহাসেনের ন্যায়, মহাসেনা-সমন্বিত এই মহাবাহু নিজ ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়াছেন। অতএব হে নৃপবর! দেবতারা যেমন অপরাজিত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, তেমনি আমরা এই নৃপতিকে সেনাপতি করিয়া জয় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

দ্রোণ-পুত্র এইরূপ কহিলে সমস্ত নরাধিপগণ শল্যকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিলেন এবং অভিনিবেশ সহকারে যুদ্ধার্থে মনঃসমাধান করিলেন। অনন্তর, দুর্য্যোধন ভূতলে থাকিয়া সমরে পরশুরাম ও ভীষ্ম সদৃশ রথস্থিত শল্যকে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! পণ্ডিতেরা যে সময় শত্রু মিত্র পরীক্ষা করেন, এক্ষণে মিত্রগণের সেই সময় উপস্থিত, আপনি বাহিনীমুখে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রণেতা হউন। আপনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে মন্দবুদ্ধি পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সকল নিজ নিজ অমাত্যগণের সহিত নিরুদ্যম হইবে।

শল্য কহিলেন, হে কুরুরাজ! আপনি আমাকে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহাই করিব, আমি আপনার প্রিয়-হেতু রাজ্য ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছি। দুর্য্যোধন বলিলেন, হে যোদ্ধৃবর মাতুল! আপনি অতুল বল-সম্পন্ন, আমি আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিতেছি, স্কন্দ যেমন যুদ্ধস্থলে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বীর! হে রাজেন্দ্র! দেবগণের সেনাপতিত্বে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আপনি আমাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হউন এবং মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার শত্রু সকলকে সমরে সংহার করুন।

দুর্য্যোধন বাক্যে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ মদ্রাধিপতি নরপতি দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে মহাবাহো বাক্যবিৎপ্রবর মহারাজ! শ্রবণ করুন, আপনি যে এই রথোপবিষ্ট কৃষ্ণার্জ্জুনকে রথিপ্রবর জ্ঞান করিতেছেন, ইঁহারা উভয়ে বাহুবীর্য্যে কোন মতেই আমার তুল্য নহে। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সংগ্রামোদ্যত

সুরাসুর মানব-সহ পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; পাণ্ডবগণের ত কথাই নাই। আমি অদ্য আপনার সৈন্যপরিচালক হইয়া সংগ্রামে সমাগত সোমক ও পাণ্ডব সকলকে জয় করিব, সন্দেহ নাই। আমি এরূপ এক ব্যূহ বিন্যাস করিব যে, বিপক্ষগণ কোন প্রকারেই তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। হে কুরুনাথ! আমি আপনাকে এই সকল কথা যথার্থ কহিতেছি, আপনি ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না।

হে ভরত-সত্তম মহারাজ! মদ্রাধিপতি এইরূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন আহ্লাদিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান-দ্বারা সেনা সকলের মধ্যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। শল্যের অভিষেক হইলে সেই সময় সকলের আনন্দ-সূচক এক সুমহান্ সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! তখন আপনার সৈন্যগণের মধ্যে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। মদ্র দেশীয় মহারথগণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং সকলেই সমরশোভাকর শল্য মহীপালকে স্তব করিতে লাগিল। "হে মহারাজ! আপনি চিরজীবী ও জয়যুক্ত হউন, সমাগত শত্রু সমুদয়কে সংহার করুন। আপনার বাহুবল লাভ করিয়া মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ বিপক্ষ-বিহীন হইয়া নিখিল পৃথিবী শাসন করুন। আপনি সমরাঙ্গনে দেব দানব-সহ মানবগণকে জয় করিতে সমর্থ। মর্ত্ত্যধর্ম্মধারী সোমক ও সৃঞ্জয়গণ আপনার পক্ষে কিছুই নহে।" বীরবর মদ্রাধিপতি তৎকালে অকৃত-পুণ্যজনের দুষ্প্রাপ্য, এবম্বিধ স্তুতিবাদ শ্রবণে অতুল হর্ষ লাভ করিলেন। শল্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অদ্য রণস্থলী-মধ্যে আমি পাণ্ডবগণ-সহ পাঞ্চাল সকলকে বিনাশ করিব, অথবা স্বয়ং তৎকর্তৃক হত হইয়া স্বর্গগামী হইব। অদ্য সকল লোকে আমাকে নির্ভয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে সন্দর্শন করুক। অদ্য পাণ্ডু-নন্দনগণ, বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলেই আমার বিক্রম ও মদীয় শরাসনের মহৎ বল বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করুক। অদ্য সিদ্ধ চারণগণের সহিত পাণ্ডবেরা রণস্থলে আমার বাহুবল, অস্ত্রবীর্য্য, অস্ত্র-প্রয়োগনৈপুণ্য এবং যেরূপ অস্ত্র-সম্পত্তি, তাহা বিলোকন করুক। অদ্য পাণ্ডবীয় মহারথেরা আমার বিক্রম বিলোকন করত প্রতীকার-পর হইয়া বিবিধ উপায় চেষ্টা করুক। অদ্য আমি পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমুদয়কে চতুর্দ্দিকে ধাবিত করিব। হে কুরুরাজ! অদ্য আমি আপনার প্রিয়ার্থে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকেও অতিক্রম করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মানদ! শল্য অভিষিক্ত হইলে, আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই আর কর্ণের মৃত্যুকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিল না। তৎকালে সৈনিক সকল হর্ষযুক্ত ও প্রসন্ন-চিত্ত হইল, এবং পাণ্ডবগণকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া জ্ঞান করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সৈন্য সমুদয় অতিশয় হর্ষ লাভ করিয়া সুখে ও সুস্থচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিল।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপনকার সৈন্যগণের তাদৃশ আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে বাসুদেবকে বলিলেন, হে মাধব! দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্যের মধ্যে পূজিত মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিলেন, ইহা জানিয়া যাহা যথার্থ ও ক্ষমতা-সাধ্য হয় তাহাই কর। তুমি আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রণেতা; অতএব অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিধান কর। মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ শ্রবণ মাত্র বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভারত! মহাত্মা মদ্রাধিপতি মহাতেজস্বী ও মহাবীর্য্যশালী, বিশেষত কৃতী বিচিত্র-যোধী এবং লাঘব-যুক্ত ইহা আমি বিশেষ জানি; ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ যুদ্ধে যাদৃশ, মদ্ররাজও তাদৃশ বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাবান্ বলিয়া আমার অভিমত। হে জনাধিপ! তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া

যুদ্ধ করিতে থাকিলে তাঁহার সহিত তুল্যরূপে যুদ্ধ করে, আমি চিন্তা করিয়া এরূপ লোক দেখিতে পাই না। ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী ইহাঁদিগের অপেক্ষা তিনি অধিক বলবান্। মহারাজ! ক্রুদ্ধ কাল যেমন প্রজাগণের মধ্যে নির্ভয়ভাবে বিচরণ করে, তেমনি সিংহ ও দ্বিরদ-সম বিক্রান্ত মদ্ররাজ নির্ভয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে নরবর! অদ্যকার যুদ্ধে শার্দ্দূল-সম বিক্রম আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইতে দেখি না। হে কুরুনন্দন! দেবলোকসহ এই নিখিল ভূমণ্ডল-মধ্যে আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এতাদৃশ পুরুষ নাই যে, ক্রুদ্ধ মদ্ররাজকে সংগ্রামে সংহার করে। অতএব মঘবান্ যেমন শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি যে শল্য প্রতি দিন যুদ্ধ করত আপনার সৈন্য সকলকে ক্ষুব্ধ করিয়াছেন, আপনি অদ্য তাঁহাকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করুন। দুর্য্যোধন এই বীরকে অজেয় জানিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; অদ্য যুদ্ধে আপনা-কর্ত্তৃক সেই মদ্ররাজ নিহত হইলে আপনারই নিশ্চয় বিজয়। শল্য হত হইলে দুর্য্যোধনের সুমহৎ সৈন্য সকলেই নিহতপ্রায় হইবে। হে মহারাজ! সম্প্রতি আপনি আমার এই সমুদয় কথা শুনিয়া সংগ্রামে মহারথ মদ্ররাজের অভিমুখীন হউন এবং বাসব যেমন নমুচিকে সংহার করিয়াছিলেন, তেমনি ইহাঁকে সংহার করুন। "ইনি আমার মাতুল" এরূপ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন না, এক্ষণে কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে পুরস্কৃত করিয়া মদ্রাধিপকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ-স্বরূপ সাগর পার হইয়া এক্ষণে স্বগণ-সহ শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার তপস্যার এবং ক্ষত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যত বল আছে, এই সময়ে তৎসমুদয় প্রদর্শন করুন এবং মহারথ শল্যকে সংহার করুন।

পরবীরহন্তা কেশব এতাবৎ বাক্য কহিয়া সায়ং সময়ে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। কৃষ্ণ শিবিরে গমন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ, পাঞ্চালগণ এবং সোমক ভূপাল সকলকে বিদায় করিয়া বিশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সেই রজনীতে সুখে নিদ্রা গেলেন। সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল সকল সূতপুত্রের নিধনে হৃষ্টান্তঃকরণে সে রাত্রি যাপন করিলেন। হে মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ পাণ্ডবসৈন্যগণ সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া গতজ্বর ও বিপদ্-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রজনীতে অতি প্রমুদিত হইল।

শল্য-সৈনাপত্যাভিষেকে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনকার তাবৎ মহারথকে কবচ পরিধান করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ নৃপতির অনুমতি ক্রমে বদ্ধ-কবচ হইল। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইয়া রথ সমুদায় যোজিত করিল। কেহ বা মাতঙ্গ দলকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। পত্তিগণ কবচ ধারণ করিল, এবং অন্য অন্য সহস্র সহস্র লোক স্যন্দন সকল আস্তরণ-যুক্ত করিতে প্রস্তুত হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, উৎসাহ-সম্পন্ন যোদ্ধা ও সৈন্যগণকে যুদ্ধ করাইবার জন্য নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে যুদ্ধোদ্যত সমুদয় সৈন্য সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া সকলেই বদ্ধ-কবচ হইয়াছে দেখিল। মহারথগণ মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়া নিজ নিজ বল বিভাগ করিয়া লইয়া সৈন্যগণের মধ্যে অবস্থিত রহিলেন।

অনন্তর, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য অবশিষ্ট নৃপগণ এবং আর আর সৈন্য সমুদয় আপনার পুত্রের সহিত একত্র সমাগত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একাকী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না, যদি কেহ একাকী গিয়া তাহাদিগের

সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করে, কিম্বা যুদ্ধকারি সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তবে সে পঞ্চ মহাপাতক ও উপপাতকের ফলভোগ করিবে, আমাদিগের মধ্যে সকলেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করত যুদ্ধ করিবে।” মহারথগণ তৎকালে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরস্কৃত করিয়া অবিলম্বে বিপক্ষদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডব সকলেও ঐরূপ সৈন্য-বিন্যাস করিয়া সংগ্রাম করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখীন হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই উভয় সৈন্য একত্র মিলিত হইলে রথ কুঞ্জর তুরঙ্গ-প্রভৃতি চতুরঙ্গ বলের কোলাহলে বোধ হইল যেন মহাসমুদ্র আন্দোলিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধন বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি, পুনরায় শল্যের ও আমার পুত্রের বিনাশ-বৃত্তান্ত বল। শল্য ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক কি রূপে সংগ্রামে নিহত হইলেন এবং বলবান্ ভীমসেন কিপ্রকারেই বা আমার দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য-দেহ ও তুরঙ্গ মাতঙ্গগণের সংক্ষয়-ঘটিত সংগ্রাম বিবরণ কহিতেছি, আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। হে কুরুনাথ! তৎকালে আপনার পুত্রগণের আশা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, ‘মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ হত এবং সূতপুত্র পাতিত হইলেও শল্য পাণ্ডবগণকে নিহত করিবেন’ এই আশাকে হৃদয়ে স্থান দান করত আশ্বস্ত হইয়া মহারথ মদ্ররাজকে সমরে সমাশ্রয়-পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তখন আপনাকে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কর্ণ নিহত হইলে যখন পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সকলেরই অন্তঃকরণ অত্যন্ত ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী মহারথ মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র-নামক বুদ্ধিমান্ ব্যূহ বিন্যাস করিয়া সিন্ধু-দেশোদ্ভব অশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া বেগ ও বল-বিশিষ্ট বিচিত্র কার্ম্মুক কম্পন করত সমরে পাণ্ডবগণের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। হে মহারাজ! স্বর্গ-গঙ্গা-সদৃশ তদীয় রথস্থ ধ্বজ, রথকে সুশোভিত করিয়াছিল। আপনার পুত্রগণের ভয়চ্ছেত্তা অমিত্রকর্ষণ বীরবর শল্য সেই রথে সংবৃত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। প্রয়াণ-কালে মদ্ররাজ বদ্ধ-কবচ হইয়া মদ্রদেশীয় বীরগণ ও দুর্জ্জয় কর্ণ-পুত্রগণের সহিত ব্যূহের অগ্রভাগে রহিলেন। দুর্য্যোধন কৌরব-শ্রেষ্ঠগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মধ্যভাগে থাকিলেন। কৃতবর্ম্মা ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বামভাগে রহিলেন। কৃপাচার্য্য শক ও যবন-সৈন্যগণের সহিত দক্ষিণ-পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা কাম্বোজ-সৈন্যে সংবৃত হইয়া পৃষ্ঠদেশে রহিলেন এবং অশ্বারোহি-সৈন্যগণের সহিত শকুনি ও অন্যান্য সমুদয় সেনার সহিত মহারথ উলূক রণ-যাত্রা করিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে মহাধনুর্দ্ধর অনিন্দিত পাণ্ডবগণ ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনকার সৈন্য সকলের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, মহারথ সাত্যকি অবিলম্বে সমরে শল্যের বাহিনীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শল্যকে সংহার করিবার কামনায় তাঁহারই সম্মুখে ধাবিত হইলেন। শত্রু-সমূহ সংহারকারী ধনঞ্জয়, মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা এবং সংশপ্তক সৈন্য সকলের প্রতি বেগভরে ধাবমান হইলেন। সমরে বিপক্ষগণের সংহারেচ্ছু মহারথ সোমকগণ এবং মহাবল ভীমসেন কৃপাচার্য্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নকুল ও সহদেব সসৈন্যে যাত্রা করিয়া সমরে সৈন্য-সহ মহারথ শকুনি ও উলূকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ আপনার অযুত সৈন্য বিবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধভাবে

পাণ্ডবদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অবস্থান করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত, কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্য সকলের অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং পাণ্ডবেরা অতিশয় সংরব্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত হইলে, মদীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় হতাবশিষ্ট সৈন্য কত ছিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! যৎকালে আমরা ও বিপক্ষেরা সমরস্থলে যুদ্ধার্থে অবস্থিত ছিলাম, তখন সমরে উভয় পক্ষে যত সৈন্য ছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদানীং আপনাদিগের একাদশ সহস্র রথ, সপ্ত শতাধিক দশ সহস্র মাতঙ্গ, দুই লক্ষ তুরঙ্গম এবং তিন কোটী পদাতিক সৈন্য ছিল। পাণ্ডবদিগের ষট্ সহস্র রথ, ষট্ সহস্র কুঞ্জর, দশ সহস্র অশ্ব এবং এক কোটী পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট ছিল এবং ইহারাই যুদ্ধার্থে সমাগত হইল। হে রাজেন্দ্র! আমরা যেরূপে সৈন্য বিভাগ করত মদ্ররাজের মতে থাকিয়া জয়াভিলাষী ও ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলাম, সেইরূপ শূরবর নরশ্রেষ্ঠ জয়চিহ্ন প্রকাশক পাণ্ডবগণ ও যশস্বি পাঞ্চাল সকল সংগ্রামে সমাগত হইল। তাহারা সকলেই পরস্পরের বধাভিলাষে পূর্ব্বাহ্ন কালেই সমরস্থলে আগমন করিল। অনন্তর, পরস্পর প্রহারকারি ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হইল।

শল্য ব্যূহ-নির্ম্মাণে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! তদনন্তর, সৃঞ্জয়-সৈন্যের সহিত কৌরবদিগের দেবাসুরোপম ঘোরতর ভয়বর্দ্ধন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি অশ্বারোহি ও পরাক্রান্ত সৈনিক সকল পরস্পর সম্মীলিত হইল। বর্ষাকালে নভোমণ্ডলে জলদ সকলের গর্জ্জনের ন্যায়, ভীমরূপধারি ধাবমান করি-যূথের গর্জ্জিত ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বলবন্ত রথিগণ মদ-মত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারা বিরথ ও আহত হইয়া রণভূমিতে ইতস্তত ধাবিত হইল। হে ভারত! সুশিক্ষিত রথিগণ পাদ-রক্ষক ও হয়ারোহিগণকে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিল। যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ সাদি সকল সমরে মহারথ সমুদয়কে পরিবেষ্টন করিয়া বিচরণ করত প্রাস, শক্তি ও খড়্গাঘাত-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। কতিপয় ধানুষ্কি পুরুষ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া অনেকে এক জনকে আক্রমণ-পূর্ব্বক যম-মন্দিরে প্রেরণ করিল। কোন কোন গজারোহী ও রথোপরিস্থিত মহারথেরা ধাবমান মহামাত্র সহ গজারোহি মহারথকে একদা আক্রমণ করিয়া শমন-নিকেতনের অতিথি করিল। কোন কোন রথী ক্রুদ্ধ হইয়া বহুতর শর বর্ষণ করিতে থাকিলে গজারোহি-সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া দিল। গজী গজীর প্রতি এবং রথী রথীর প্রতি ধাবিত হইয়া শক্তি, তোমর ও নারাচ নিক্ষেপ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। রথ বারণ বাজি সকল পদাতিগণকে বিমর্দ্দন করত রণস্থলে সকলকেই বিষম ব্যাকুল করিতেছে দৃষ্ট হইল। চামরোপশোভিত হয় সকল চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন হিমালয়ের পরিসর-প্রদেশে হংসগণ ভূমি ভক্ষণ করিতেছে। হে মহারাজ! সেই সমুদয় তুরঙ্গমের খুরাঘাতে বিচিত্রিতা মেদিনী, নখ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষতা কামিনীর ন্যায়, শোভা পাইয়াছিল। হে ভারত! তৎকালে তুরঙ্গগণের খুর-শব্দে, রথচক্রের নিস্বনে, পত্তিবৃন্দের কোলাহলে, কুঞ্জর-যূথের বৃংহিত ধ্বনিতে, নানাবিধ বাদ্য-নির্ঘোষে এবং শঙ্খ সমুদয়ের নিনাদে, ভূমিতল যেন নির্ঘাত-দ্বারা শব্দায়মানার ন্যায় নিনাদিত হইল। শব্দায়মান শরাসন, দীপ্যমান অস্ত্র শস্ত্র এবং কবচ সমুদয়ের প্রভাপটল দ্বারা সমরস্থল এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে তদানীং কেহ কিছুই দেখিতে পায় নাই। করিকরোপম বিচ্ছিন্ন বহু বাহু

বিবিধ চেষ্টা, চঞ্চলতা ও দারুণ বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। তালবৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাল ফল সকল পতিত হইতে থাকিলে যেরূপ শব্দ হয়, বিচ্ছিন্ন মস্তক সকল বসুধাতলে পতিত হইতে থাকিলে তদ্রূপ ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। হে ভারত! শরৎ কালীন সুবর্ণবর্ণ-নলিন-নিবহের ন্যায়, রুধিরার্দ্র পতিত মস্তক-সমূহ দ্বারা বসুন্ধরা শোভা পাইতে লাগিল। সেই সুবিক্ষত গত-সত্ত্ব উদ্বৃত্ত-নয়ন উত্তমাঙ্গ সমুদয় দ্বারা মহীতল যেন পুণ্ডরীক-নিকরে সুশোভিত হইল। মহামূল্য কেয়ূরযুক্ত চন্দনচর্চ্চিত পতিত ভুজ সমুদয়-দ্বারা ভূমণ্ডল যেন শক্রধ্বজ-সমূহে শোভা ধারণ করিল। নরেন্দ্রগণের হস্তি-হস্তোপম বিচ্ছিন্ন উরু-নিকর-দ্বারা সেই রণস্থল সমাবৃত হইল। তৎকালে সমরস্থল কবন্ধ শত-দ্বারা সংকীর্ণ এবং ছত্র ও চামর-নিকরে পরিপূর্ণ হওয়াতে সেই সমস্ত সৈন্য, পুষ্পিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে যোদ্ধারা রক্তাক্ত-কলেবরে নির্ভয়ে বিচরণ করত সুপুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। মাতঙ্গ-দল শর ও তোমরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া রণস্থলে যে, যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সে, সেই স্থানেই বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় পতিত দৃষ্ট হইল। গজ-সৈন্য সকল মহাত্মগণ দ্বারা বধ্যমান হইয়া, বায়ু-বিচলিত বারিদের ন্যায়, সকল দিকেই বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পরিশেষে, সেই মেঘ-সদৃশ মাতঙ্গ-দল, যুগক্ষয়-কালীন বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বত-নিকরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল এবং গিরিপরিমাণ হয় সকল সাদি-সমুদয়ের সহিত মহী-পৃষ্ঠে পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। রণ-ভূমি-মধ্যে পরলোকবাহিনী শোণিত-সলিল-সম্পন্না এক মহানদী জন্মিল। তাহাতে রথ সমুদয় আবর্ত্ত, ধ্বজ সকল বৃক্ষ ও অস্থি-নিকর শর্কর হইল। ভুজনিচয় কুম্ভীর, ধনুঃ সমুদায় স্রোত, হস্তি সকল শৈল, হয়গণ প্রস্তর, মেদ ও মজ্জা-নিচয় কর্দ্দম, ছত্র-সকল হংস, এবং গদা সমুদায় উড়ুপ হইল। কবচ, উষ্ণীষ, পতাকা, রথচক্র ত্রিবেণুদণ্ড-প্রভৃতি বিবিধ বস্তু-সকল ভ্রমিরূপে পরিগণিত হইল। এই কুরুসৃঞ্জয়-সৈন্য-শোণিত সমুদ্ভূতা স্রোতস্বতী শূর সকলের হর্ষজননী এবং ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধনী হইয়া উঠিল। সেই নদী পিতৃলোকের উদ্দেশে অতি ভৈরব ভাবে বহন করিতে থাকিলে পরিঘ-বাহু বীরগণ বাহনরূপ নৌকা-দ্বারা অনায়াসে তাহা পার হইতে লাগিলেন।

হে শত্রুতাপন মহারাজ! এইরূপে সেই দেবাসুরোপম চতুরঙ্গবল-ক্ষয়কর ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে থাকিলে, সৈন্যগণ স্বীয় বান্ধব সকলকে চীৎকার রবে আহ্বান করিতে লাগিল। সুহৃদ-সমুদয় তাহাদিগের সেই বিকট চীৎকারে ভয়ার্ত্ত হইল। হে নরনাথ! সেইরূপ ভয়ঙ্কর মর্যাদা-শূন্য সমর বর্ত্তমান থাকিলে, অর্জ্জুন ও ভীমসেন বিপক্ষগণকে মোহিত করিলেন। আপনকার মহতী সেনা বিনাশমুখে পতিত হইয়া মদবশা-যোষিতের ন্যায় যে, যে স্থানে ছিল সে, সেই স্থানেই মোহিত হইয়া রহিল। অনন্তর, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সৈন্য সমুদয়কে মোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই মহানাদ শ্রবণমাত্র ধর্ম্মরাজকে পুরোভাগে করিয়া মদ্ররাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! শূরগণ ভাগক্রমে যখন শল্যের সহিত সঙ্গত হইয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিল, তখন আমরা অনেক আশ্চর্য্য কৌশল নিরীক্ষণ করিলাম। যুদ্ধমত্ত শিক্ষিতাস্ত্র বেগবান্ নকুল ও সহদেব সত্বর হইয়া আপনকার সৈন্য-সকলকে জয় করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, আপনার বল সকল জয়-চিহ্ন প্রকাশক পাণ্ডবগণের শর-প্রহারে বহুধা বিভিন্ন হইয়া নিবৃত্ত হইল। তাহারা দৃঢ়ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক আহত ও বধ্যমান হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই দশদিকের আশ্রয় লইল। হে ভারত! এই সময়ে আপনার যোদ্ধাদিগের মধ্যে সুমহান্ "হাহাকার"

ধ্বনি সমুত্থিত হইল, এবং ধাবমান মহাত্মগণের মধ্যে "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা মাত্র হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা সমরে পরস্পর জয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, সেই সমস্ত সৈনিকেরা পাণ্ডবগণ-দ্বারা ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধস্থলে আপনার যোদ্ধা সকল আপন আপন প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধি ও বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণকে সত্বর করত আত্মত্রাণার্থ উৎসাহ করিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে নবম অধ্যায়॥ ৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, প্রতাপশালী মদ্ররাজ সেই সকল সৈন্যকে সমরে ভঙ্গদিতে দেখিয়া সারথিকে বলিলেন, "সারথে! শীঘ্র এই মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে চালনা কর। ঐ পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ধ্রিয়মাণ পাণ্ডরবর্ণ ছত্র উহাঁর মস্তকোপরি বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি অবিলম্বে আমাকে ঐস্থানে লইয়া যাও, সারথে! আমার যে কত বল তাহা নিরীক্ষণ কর। অদ্য পাণ্ডবেরা যুদ্ধস্থলে কোনপ্রকারেই আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।" সারথি মদ্ররাজকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সত্যসন্ধ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেস্থানে ছিলেন, সেই দিকে যাইতে লাগিল। বেলা যেমন উচ্ছ্বলিত সাগরকে ধারণ করে, সেইরূপ শল্য একাকী পাণ্ডবদিগের আগমনশীল সুমহৎ বল সকলকে সহসা ধারণ করিলেন। হে আর্য্য! সাগরবেগ যেমন পর্ব্বতে প্রস্থিত হইবামাত্র স্থির হইয়া যায়, তেমনি পাণ্ডব সেনা-সকল শল্যের সন্নিহিত হইবামাত্র নিশ্চল হইয়া রহিল। রণ-ভূমিতে মদ্ররাজকে যুদ্ধার্থে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কৌরবগণ প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! ব্যূহ-মধ্যে ভাগক্রমে বিন্যাসিত সৈন্য সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শোণিত সলিল-সম্পন্ন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধমত্ত নকুল চিত্রসেনের প্রতি আক্রমণ করিলেন, সেই বিচিত্র-ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় সমরে পরস্পর সঙ্গত হইয়া দক্ষিণোত্তরবর্ষি বারিদ-যুগলের ন্যায় উভয়ে উভয়ের প্রতি অবিশ্রান্ত শর-সলিল সেচন করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা সকলে কি পাণ্ডু-নন্দনের কি চিত্রসেনের উভয়েরই অবকাশ মাত্র দেখিতে পাইলাম না। অস্ত্রবিদ্যা-পারগ ও রথচালনাদির অনুষ্ঠান-বিশারদ সেই বলিষ্ঠ বীর-দ্বয় পরস্পর বধে সযত্ন হইয়া অন্যোন্যের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর রহিলেন। হে মহারাজ! চিত্রসেন পীতবর্ণ নিশিত ভল্ল-দ্বারা নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডুকুমারের ধনুক ছিন্ন হইলে, অসম্ভ্রান্ত চিত্রসেন তাঁহার ললাট-মধ্যে বাণত্রয় নিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার দ্বারা তাঁহার হয়গণকে মৃত্যুর নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং ধ্বজ ও সারথিকে তিন তিন সায়কে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! শক্রভুজ-নির্ম্মুক্ত ললাটস্থ শরত্রয়-দ্বারা নকুল ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, বীরবর নকুল ছিন্নধন্বা ও বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক কেশরীর শৈলাগ্র হইতে অবতরণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তিনি পদব্রজে ধাবমান হইলে, চিত্রসেন তাঁহার উপরি ভূরি ভূরি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিক্রান্ত বীর নকুল চর্ম্ম-দ্বারা তৎসমুদয় গ্রাস করিলেন এবং সেই বিচিত্র-যোধী শ্রমজয়ী মহাবাহু সমুদয়-সৈন্যের সাক্ষাতে চিত্রসেনের রথের নিকট গিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডুনন্দন, চিত্রসেনের কুণ্ডল ও মুকুটোপশোভিত সুন্দর নাসিকা-সমন্বিত আয়ত-নয়ন-সম্পন্ন মস্তকটীকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। তখন দিবাকরসম-প্রভাশালী চিত্রসেন রথোপরি পতিত হইলেন। মহারথেরা চিত্রসেনকে হত দর্শনে নকুলের প্রতি ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করত সিংহনাদ

করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, কর্ণনন্দন রথিবর সুষেণ ও সত্যসেন ভ্রাতাকে নিহত দর্শনে শাণিত শরবর্ষণ করত মহাবনে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন মাতঙ্গকে হনন করিতে ইচ্ছু হইয়া ধাবমান হয় সেই রূপ সত্বর হইয়া পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি ধাবিত হইল। সুষেণ ও সত্যসেন মহারথ নকুলের প্রতি বারিধরের বারিধারা-বর্ষণের ন্যায় অনেকানেক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দন সর্ব্ব শরীরে শর-বিদ্ধ হইলেও আনন্দিতের ন্যায় অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে রথারোহণ করিয়া ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সমর-মধ্যে অবস্থিত রহিলেন।

হে নরনাথ! সেই দুই ভ্রাতা সুদৃঢ় সায়ক প্রহার-দ্বারা তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর, রণ-চতুর নকুল অবলীলাক্রমে শর-চতুষ্টয় সন্ধান করিয়া সত্যসেনের হয় সকলকে নিহত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! পরিশেষে পাণ্ডু-নন্দন এক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত নারাচ সন্ধান-পূর্ব্বক সত্যসেনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সত্যসেন ও সুষেণ অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অপর ধনু গ্রহণ করিয়া নকুলের প্রতি ধাবমান হইল। প্রতাপবান্ নির্ভয় মাদ্রী-তনয় রণাগ্রে তাহাদিগের উভয়কেই দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহারথ সুষেণ ক্রোধ-পরবশ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে পাণ্ডু-পুত্রের মহৎ শরাসন ছেদন করিল। তখন, নকুল ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া অপর চাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক পঞ্চ শর প্রেরণ-দ্বারা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক বাণে তাহার রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, নকুল বল-পূর্ব্বক সত্যসেনের ধনু ও হস্তত্রাণ ছেদন করিলে যুদ্ধস্থলে সকলেই কোলাহল করিয়া উঠিল। পরিশেষে, সত্যসেন শত্রু-হনন-ক্ষম ভার-সাধন অন্য শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-নন্দনকে সর্ব্বতোভাবে শরনিকর-দ্বারা আচ্ছন্ন করিল। পরবীরহন্তা নকুল সেই সমস্ত বাণ নিবারণ করিয়া সত্যসেন ও সুষেণকে এককালে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহারা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ বিশিখ ব্যূহ-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে প্রতিবিদ্ধ ও তাঁহার সারথিকে শাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রতাপবান্ লঘুহস্ত সত্যসেন নকুলের রথের ঈশা এবং ধনুক ছেদন করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই অতিরথ, রথ-মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহাবিষধরী নাগ-কন্যার ন্যায় লেলিহানা স্বর্ণদণ্ডা অকুণ্ঠা তৈলধৌতা সুনির্ম্মলা রথশক্তি গ্রহণ করত সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, সেই রথশক্তি সত্যসেনের হৃদয়-স্থল শতধা ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন সত্যসেন গতসত্ত্ব হইয়া অল্প চেতন থাকিতে রথ হইতে পতিত হইল। অনন্তর, সুষেণ ভ্রাতাকে নিহত দর্শনে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া সমর-মধ্যে সহসা নকুলকে বিরথ করিল এবং অবিলম্বে পাদচারি পাণ্ডু-নন্দনের প্রতি ভূরি ভূরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রৌপদীনন্দন মহারথ সুতসোম নকুলকে বিরথ দেখিয়া পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সমরে তদভিমুখে ধাবিত হইল; ভরতশ্রেষ্ঠ নকুল তখন তাহার রথে আরোহণ করিয়া শৈলোপরিস্থিত কেশরীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর, তিনি অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই দুই মহারথ পরস্পর মিলিত হইয়া শরবর্ষণ করত উভয়েই উভয়ের বধার্থ প্রযত্নপর হইলেন। পরিশেষে সুষেণ সাতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি শরত্রয় এবং সুতসোমের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিল। হে মহারাজ! অতঃপর পরবীরহন্তা বেগবান্ নকুল ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া সুষেণের দশদিক্ শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং তীক্ষ্ণাগ্র সুশাণিত বেগযুক্ত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক কর্ণ-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে নৃপসত্তম! নকুল সেই নিক্ষিপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র সায়ক প্রহার-দ্বারা সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে সুষেণের মস্তক

শরীর হইতে হরণ করিলে, তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। নদীর বেগবশত ভগ্ন তীর-জাত সুমহান্ বৃক্ষের ন্যায় সুষেণ, মহাত্মা নকুল-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে আপনকার সেনারা কর্ণ-পুত্রের বধ ও পাণ্ডুনন্দনের বিক্রম বিলোকনে ভয়-বশত পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! শূরবর শত্রুদমন-কারী প্রতাপবান্ সেনাপতি শল্য সমরস্থলে সেই সমস্ত সৈন্যকে সংরক্ষণ করিলেন। তিনি সৈন্য সকলকে ব্যবস্থাপিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ ও সুদারুণ ধনুঃ শব্দ করত অভীতভাবে অবস্থিত রহিলেন। তদানীং আপনকার সৈন্য সকল দৃঢ়ধন্বা সেনাপতি-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত থাকিয়া বিগত-ব্যথ হইয়া বিপক্ষ-দলের চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইল এবং মহাবল যোদ্ধারা মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধার্থে কামনা করত অবস্থিত রহিলেন।

এদিকে ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব-প্রভৃতি বীরগণ সমর ভূমি-মধ্যে শত্রুদমন লজ্জাশালী যুধিষ্ঠিরকে পুরস্কৃত ও পরিবেষ্টন করিয়া বারম্বার সিংহনাদ, উগ্রতর বাণ-শব্দ ও বিবিধ বাহ্বাস্ফোট ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেইরূপ আপনার সুসংরব্ধ সমস্ত সৈন্য তৎক্ষণাৎ মদ্রাধিপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় যুদ্ধ কামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর, আপনকার ও পর পক্ষের সৈন্যগণের প্রাণ-পণ ভীরুভয়বর্দ্ধন তুমুল রণ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! পুরাকালে যেমন দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রাম হইয়াছিল, তদানীং তেমনি যমরাজের রাজ্য পুষ্টির জন্য সাহসিক সৈনিক সকলের সংগ্রাম হইতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দন কপিধ্বজ সংশপ্তক সৈন্যগণকে সংহার করিয়া কৌরবী-সেনার দিকে ধাবমান হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষগণ শাণিত সায়ক বর্ষণ করিতে করিতে সেই কৌরবী-সেনার নিকট আসিতে লাগিলেন। সৈন্য সকল যখন পাণ্ডবগণ-দ্বারা আকীর্ণ হইল, তৎকালে তাহাদিগের এমনি সংমোহ জন্মিল যে, কেহই দিক্ বিদিক্ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবদিগের শাণিত শরাঘাতে কত শত বীর হত ও বিধ্বস্ত হইল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মহারথ পাণ্ডু-পুত্রেরা যেমন কৌরব-সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন, তেমনি আপনকার পুত্রেরাও শর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডবী সেনার শত সহস্র ব্যক্তিকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর, সেই উভয় সৈন্য নিতান্ত সন্তপ্ত ও পরস্পর বধ্যমান হইয়া বর্ষাকালীন সরিতের ন্যায়, আকুল হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে এইরূপে মহারণ নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে আপনকার সৈন্যগণের অন্তঃকরণে এবং পাণ্ডব সেনার মনেও মহাভয় সঞ্চার হইল।

সঙ্কুল যুদ্ধে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল পরস্পর বধ্যমান হইয়া ম্লান হইলে, যোদ্ধারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, মাতঙ্গদল নিনাদ করিতে থাকিলে, পদাতিগণ চীৎকার ধ্বনি আরম্ভ করিলে, হয় সমুদয় বিদ্রুত হইলে, দারুণ জনক্ষয় হইতে থাকিলে, সমস্ত দেহীর সংহার প্রবৃত্ত হইলে, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের সমবায় জন্মিলে, রথ ও মাতঙ্গগণ পরস্পর সংসক্ত হইলে, যুদ্ধ-বীরগণের হর্ষ ও ভীরুদিগের ভয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, সৈন্যগণ পরস্পর বধাভিলাষে সমর-সাগরে অবগাহন করিলে এবং যমরাজের রাজ্য-বর্দ্ধনার্থ প্রাণ-বিয়োগকর দুরোদর ঘোরতর সমর এইরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, পাণ্ডবেরা যেমন আপনকার সেনা সমুদয়কে শাণিত শরে ধ্বংস করিতে লাগিলেন, তেমনি আপনার পক্ষের যোদ্ধারাও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য সকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন।

এইরূপে সেই ভীরুভয়াবহ যুদ্ধ বর্ত্তমান থাকিলে, দিবাকরের উদয়-সমন্বিত পূর্ব্বাহ্ণ কালে বিপক্ষেরা বিলক্ষণরূপে লক্ষ্য স্থির করিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক

রক্ষিত হইয়া এবং মৃত্যুভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার সৈন্যের সহিত সমর করিতে লাগিল। বলিষ্ঠ ও গর্ব্বিত পাণ্ডবেরা লব্ধলক্ষ্য হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, কৌরবী-সেনা অগ্নিভয়ে ব্যাকুলা মৃগীর ন্যায়, অবসন্না হইল। শল্য সেই সমস্ত সৈন্যকে পঙ্কে পতিত দুর্ব্বল গোর ন্যায় অবসন্ন দেখিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার কামনায় পাণ্ডব-সৈন্যের প্রতি প্রয়াণ করিলেন এবং মনোহর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধভাবে আততায়ি পাণ্ডবগণের দিকে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! জয়চিহ্ন-প্রকাশক পাণ্ডবেরাও সমরস্থলে মদ্ররাজকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শর-নিকর-দ্বারা তাঁহার সর্ব্ব শরীর বিদ্ধ করিল। অনন্তর, মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজের সাক্ষাতেই সুতীক্ষ্ণ শর শত-দ্বারা পাণ্ডবী-সেনাকে প্রপীড়িত করিলেন। হে মহারাজ! এই সময়ে অনেকানেক দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল, সপর্ব্বতা পৃথিবী শব্দ করত বিচলিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও শূলসহ প্রদীপ্ত উল্কা সকল চতুর্দ্দিকে বিদীর্ণ হইয়া এবং সূর্য্যমণ্ডলে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! মৃগ, মহিষ ও পক্ষি সকল আপনকার সৈন্যগণকে বহুবার দক্ষিণভাগস্থ করিল। শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ, ভূপাল সকলের পুরোভাগে এবং পাণ্ডুপুত্রদিগের পশ্চাৎ উদিত হইল। শস্ত্র সমুদয়ের অগ্রভাগে এরূপ খরতর কিরণ হইল যে, তাহাতে নেত্র নিক্ষেপ করাই দুঃসাধ্য। রথকেতুর উপরিভাগে বারম্বার কাক ও পেচক-প্রভৃতি পক্ষি সকল আসিয়া বসিতে লাগিল, পরিশেষে একত্র মিলিত সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল

হে মহারাজ! অনন্তর, সমস্ত কৌরব-সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া পাণ্ডবী-সেনার অভিমুখে ধাবমান হইল। বর্ষণকারী সহস্র-নয়নের ন্যায়, অদীনাত্মা শল্য কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল মদ্ররাজ, ভীমসেনের উপরি শাণিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিলেন এবং নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি, এই সকলের প্রত্যেককে দশ দশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। প্রাবৃট্ কালে মঘবান্ যেমন বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন, তৎকালে শল্য তেমনি বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, শল্য-সায়ক-দ্বারা সহস্র সহস্র প্রভদ্রক ও সোমক সৈন্য সমরাঙ্গনে পতিত ও পাত্যমান দৃষ্ট হইল। ভ্রমর-নিকর, শলভ-সমূহ এবং মেঘ-নিঃসৃত বজ্র সকলের ন্যায়, শল্যের শর সমুদয় পতিত হইতে লাগিল। তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি পত্তি-প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্য শল্যের শরে আর্ত্ত হইয়া নিনাদ করত বিভ্রান্ত ও নিপতিত হইল। মেঘের ন্যায়, নিনাদকারী মহাবল মদ্ররাজ নিনাদ করত যেন ক্রোধ এবং পৌরুষে আবিষ্ট হইয়া সময়ে সমুৎপন্ন অন্তকের ন্যায়, সমরমধ্যে শত্রু সকলকে শরে শরে আচ্ছাদিত করিলেন। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল শল্য-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবিত হইল। লঘুহস্ত শল্য তখন তাহাদিগকে শাণিত শরে সমরে সংমর্দ্দন করিয়া ঘোরতর শর বর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শল্যকে পত্তি ও অশ্ব সৈন্যগণের সহিত নিজ নিকটে আসিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত-চিত্তে, মত্ত মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ-দ্বারা ক্ষান্ত করে, তেমনি সুতীক্ষ্ণ বিশিখ-ব্যূহ-দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। শল্য সেই মহানুভবের উপরি আশীবিষ-সদৃশ এক সুদৃঢ় শর সন্ধান করিলেন, বাণ বেগভরে তাঁহার শরীর ভেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

অনন্তর, বৃকোদর ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শল্যকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন এবং নকুল দশ বাণে ও সহদেব পাঁচ শিলীমুখ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে শত্রুহন্তা শূরবর দ্রৌপদীর পুত্রেরা মহাবেগে মদ্ররাজের উপরি যখন বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল, তৎকালে বোধ হইল যেন বারিদ সকল মহাবেগে মহীধরের

উপরি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বাণে বাণে ব্যথিত করিতে থাকিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই দিকেই ধাবমান হইলেন এবং মহাবীর্য্য উলূক, শকুনি, বিস্ময়-সমন্বিত মহাবল অশ্বত্থামা এবং আপনার পুত্রেরা সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমরে শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা শরত্রয়-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর বাণ বর্ষণ-দ্বারা সেই ক্রোধাক্রান্ত বীরকে নিবারিত করিলেন। কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাড়িত করিলেন। শকুনি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং যোদ্ধৃবর উগ্রতেজা বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন কেশব ও অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত আপনার পুত্রদিগের ঘোরতর বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, ভোজরাজ ভীমসেনের চিত্রমৃগবর্ণ বাজি সকলকে বিনষ্ট করিলেন. সুতরাং পাণ্ডুনন্দন তখন হতাশ্ব হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া উদ্যতদণ্ড অন্তকের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে মদ্রাধিপতি, সহদেবের সমক্ষেই তাঁহার তুরঙ্গগণকে নিধন করিলেন। সহদেব অসি-দ্বারা শল্যের সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিলেন। অন্য দিকে কৃপাচার্য্য যত্নবান্ হইয়া যত্নবত্তর ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত অসম্ভ্রান্তভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়াও অবলীলাক্রমে দ্রৌপদীর পুত্রদিগের এক এককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তিনি পুনরায় ভীমসেনের অশ্ব-সকলকে বিনষ্ট করিলে মহাবল পাণ্ডুনন্দন হতাশ্ব হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ক্রোধাক্রান্তভাবে কালদণ্ডের ন্যায় গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার রথের সহিত হয়গণকে পোথিত করিলেন, সুতরাং কৃতবর্ম্মা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক তদ্দণ্ডেই সেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে শল্যও সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও পাণ্ডব সৈন্য-সকলকে সংহার করত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জর্জ্জরিত করিলেন। তখন বীর্য্যবান্ ভীমসেন সমরে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া দন্ত-দ্বারা ওষ্ঠাধর দংশন করত শল্যের বিনাশের অভিসন্ধিতে গদা ধারণ করিলেন, যমদণ্ড ও কাল রাত্রির ন্যায় উদ্যত যে গদা গজ বাজি মনুষ্যগণের প্রাণান্ত করিয়া থাকে এবং যাহা হেমপট্টে পরিবৃত থাকায় প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল, যে গদা বিশিষ্ট লৌহ-নির্ম্মিত বলিয়া বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়া, যাহা সর্পিণীর ন্যায় প্রাণঘাতিনী, কামনীয়া কামিনী যেমন অগুরুচন্দনে চর্চ্চিতা হয়, তেমনি যে গদা বসা মেদ ও রুধিরধারা দ্বারা চর্চ্চিতাঙ্গী, যাহা যমের জিহ্বা, বাসবের অশনি ও নির্ম্মুক্ত আশীবিষের সদৃশী, যাহা পটুতর ঘণ্টারব বিরাজিতা ও গজ-মদ-বিলিপ্তা ছিল, যে গদা রিপু-সৈন্যের ত্রাসনী, স্ব সৈন্যের হর্ষজননী এবং গিরি-শৃঙ্গ-বিদারিণী বলিয়া মনুষ্য-লোক-মধ্যে বিখ্যাত আছে, বীর বৃকোদর যে বৃহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক কৈলাস-ভবনে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত মহেশ্বরের সখা অলকাধিপতি কুবেরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাবল ভীমসেন পূর্ব্বে গন্ধমাদন শৈলে দ্রৌপদীর প্রিয়াভিলাষে মন্দারের জন্য যেমন অনেকের নিবারণ না শুনিয়াও অনেকানেক গর্ব্বিত মায়াবি গুহ্যক সকলকে সংহার করিয়াছিলেন, মহাবাহু বৃকোদর সেইরূপ মণি রত্ন হীরকাদি-বিভূষিত, অষ্ট-কোণ-বিশিষ্ট ও বজ্র-তুল্য গুরুতর গদা উদ্যত করিয়া রণাঙ্গনে শল্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। গদা-যুদ্ধ-কুশল ভীমসেন অনতিবিলম্বেই সেই দারুণ নাদিনী গদার আঘাতে মদ্রেশ্বরের মহাজবশালি অশ্ব চতুষ্টয়কে পোথিত করিলেন। অনন্তর, মদ্রেশ্বর একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ভীমসেনের পীন

বক্ষঃস্থলে এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। তোমর তাঁহার মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে তাহা উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারাই মদ্ররাজের সারথির হৃদয় ভেদ করিয়া ফেলিলেন; সারথি তদ্দণ্ডেই রুধির বমন করত বিত্রস্ত-চিত্তে রথ হইতে পতিত হইল। মদ্র-রাজ তখন দুঃখিতভাবে সারথি-হীন স্যন্দন হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভীমসেনের কৃত প্রতিকার দর্শনে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর, সেই ধীর-স্বভাব শল্য গদা ধারণ-পূর্ব্বক প্রতি শত্রুকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা সংগ্রামে অক্লিষ্ট-কর্ম্মা ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সন্দর্শনে প্রসন্ন মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

সঙ্কুল যুদ্ধে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য সারথিকে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক লৌহময়ী গদা ধারণ-পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়-মান রহিলেন। ভীমসেনও এক মহতী গদা ধারণ করিয়া পাশ-হস্ত কৃতান্ত, বজ্রধারী বাসব, শূলপাণি শঙ্কর, সশৃঙ্গ কৈলাস গিরি এবং কালাগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত সেই শল্যের প্রতি অতিবেগে ধাবমান হই-লেন। অনন্তর, সহস্র সহস্র শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য-নিনাদ এবং শূর সকলের হর্ষবর্দ্ধন সিংহনাদ সকল হইতে লাগিল। আপনকার ও বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণ সেই মহামাতঙ্গ সমান বীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করত অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিল। যেমন যদু-নন্দন রাম ও মদ্রাধিপতি শল্য ব্যতীত সমরে অন্য কেহ ভীমসেনের বেগ ধারণ করিতে উৎসাহবান্ হয় না, তেমনি বৃকোদর ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাই মহানু-ভাব মদ্রেশ্বরের গদার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। মদ্ররাজ ও বৃকোদর বৃষভ সম নিনাদ করত গদাদ্বয় ঈষৎ কম্পিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিলে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর-দ্বয়ের মণ্ডলাবর্ত্তন ও গদা-বিহরণ বিষয়ে নির্ব্বিশেষে যুদ্ধ হইতে লাগিল। শল্যের গদা অগ্নিজ্বালা-সদৃশ সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় শুভ্র পট্ট-দ্বারা আবদ্ধ থাকায় ভয়বর্দ্ধনী হইল, আর মণ্ডলমার্গে বিচরণকারি মহাত্মা ভীমসেনের গদা বিদ্যুদ্দযুক্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইল। মদ্ররাজ নিজ গদা-দ্বারা ভীমসেনের গদাতে আঘাত করিলে, দহ্যমান রথ হইতে যেমন অগ্নিকণা সকল নির্গত হয়, তেমনি তাহা হইতেও রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ বিনিঃসৃত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভীমসেন নিজ গদা-দ্বারা শল্যের গদায় আঘাত করিলে তাহা হইতে অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা ও মহাবৃষভ-যুগল যেমন শৃঙ্গ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করে, তেমনি তাঁহারা অঙ্কুশের ন্যায় গদার অগ্রভাগ-দ্বারা পর-স্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল-মধ্যে গদাঘাতে তাঁহাদিগের সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইলে, তাঁহারা পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দর্শনীয় হই-লেন। মদ্ররাজ, গদা-দ্বারা ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামভাগে আঘাত করিলে সেই মহাবাহু বিচলিত হইলেন না। হে মহারাজ! এইরূপ ভীমসেনও বারম্বার গদা-দ্বারা মদ্ররাজকে তাড়না করিলে দন্তি-দ্বারা আহত শৈলের ন্যায় শল্যও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের বজ্র-শব্দ-সদৃশ গদাঘাত-শব্দ দশ দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই মহাবীর-দ্বয় ক্ষণ কাল নিবৃত্ত থাকিয়া গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক পুনরায় অন্তরবর্ত্তি পথে অব-স্থিত হওত রণমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং অষ্টপাদ বিচরণান্তর লৌহ-দণ্ড উদ্যতকারি অমানুষ-কর্ম্মা সেই বীর-দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। এইরূপে সেই যুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরকে আত্ম আয়ত্ত করিবার আয়াসে রণমণ্ডলে বিচরণ করত তৎকালে নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উভয়েই গদা উদ্যত করিয়া পরস্পরকে আঘাত

করিলে, ভূমিকম্প কালে অচল ও ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায়, দুই বীরই পরস্পর বেগবত্তর গদাঘাতে নিতান্ত বিক্ষত হইয়া এক কালে ধরাতলে পতিত হইলেন; এবং উভয়েই নিতান্ত আহত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয় সেনার বীরগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তদনন্তর, কৃপাচার্য্য মদ্রেশ্বরকে নিজ রথে আরোহিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন।

এদিকে ভীমসেন অল্পকাল মত্তের ন্যায় বিহ্বল থাকিয়া নিমেষ-মধ্যে পুনরায় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে শল্যকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর, আপনার যোদ্ধারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক বিবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত পাণ্ডব সৈন্য সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন-প্রভৃতি বীরগণ শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক ভুজদ্বয় উত্তোলন করিয়া ঘোরতর বীরনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরা তদ্দর্শনে সিংহনাদ করত তাঁহাদিগের অভিমুখে যাত্রা করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা আসিতে আসিতেই দুর্য্যোধন অবিলম্বে এক প্রাস অস্ত্র নিক্ষেপ-দ্বারা চেকিতানের হৃদয়-প্রদেশ সুদৃঢ়-রূপে বিদ্ধ করিলেন। তিনি আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইবামাত্র বিপুল মোহাবিষ্ট ও রুধির-সমূহে ক্লিন্ন হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষের মহারথেরা চেকিতানকে হত দেখিয়া আপনকার সৈন্যগণের উপরি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলেরই দর্শন-পথে পতিত থাকিয়া জয়চিহ্ন প্রকাশ করত আপনকার সৈন্যগণের মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল সৌবল মদ্ররাজকে পুরস্কৃত করিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। যে মহাবলপরাক্রান্ত বীরবর, দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিয়াছিলেন, নরপতি দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার পুত্রের আদেশানুসারে তিন সহস্র রথী অশ্বত্থামাকে পুরস্কৃত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সমর করিতে লাগিল। হে মহারাজ! হংস-সকল যেমন কোন মহৎ সরোবরে প্রবেশ করে, তেমনি আপনার সৈন্যেরা বিজয়-বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডব সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, পরস্পর বধাভিলাষি বীরগণের অন্যোন্য বধ-সমন্বিত পরস্পর প্রীতি-বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই বীরবর-ক্ষয়কর সমর বিদ্যমান থাকিলে ঘোরতর পার্থিব ধূলিরাশি বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া উড্ডীন হইল। তৎকালে আমাদিগের ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে যাহারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন ও নাম শ্রবণ-বশত পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিলাম। ক্রমে ক্রমে রুধির-ধারা বর্ষণ-দ্বারা সেই সকল ধূলি বিধুত হইল এবং সেই অন্ধকার বিনষ্ট হইলে দিক্ সমুদয় নির্ম্মল হইয়া গেল। এইরূপে ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইতে থাকিলে আপনার বা বিপক্ষ পক্ষের কোন সৈন্যই পরাঙ্মুখ হইল না। পরাক্রান্ত যোদ্ধৃ পুরুষেরা ধর্ম্মযুদ্ধ-দ্বারা স্বর্গ কামনা করত ব্রহ্মলোক গমনে তৎপর হইয়া যুদ্ধে জয় প্রার্থনায় প্রভুর অন্ন পরিশোধার্থ মিত্র-কার্য্যে নিশ্চিত ও স্বর্গ-সংসক্ত-চিত্ত হইয়া তৎকালে যুদ্ধ করিল। মহারথগণ পরস্পর নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বিসর্জ্জন-দ্বারা প্রহরণ করত ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। "মার, ধর, বেঁধ, প্রহার কর, ছেদন কর" উভয় সেনার মধ্যে কেবল এই সকল কথাই শ্রুত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে কামনা করিয়া শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারথ পাণ্ডুনন্দনও তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল লক্ষ্য করিয়া অবলীলাক্রমে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশা মদ্ররাজ পাণ্ডুপুত্রকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া বাণে বাণে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং অনেকানেক কঙ্ক-

পত্রযুক্ত বাণ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে সমুদয় সৈন্যের সমক্ষে পুনরায় এক সুদৃঢ় সায়ক-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া নিশিত বিশিখ-ব্যূহ-দ্বারা মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে নব শর, চন্দ্রসেনকে সপ্ততি সায়ক ও দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টি বাণ প্রহার-দ্বারা নিহত করিলেন। হে মহারাজ! মহানুভাব পাণ্ডব-কর্ত্তৃক শল্যের চক্ররক্ষক নিহত হইলে তিনি পঞ্চবিংশতি চেদি-সৈন্যকে সংহার করিলেন। মদ্ররাজ, সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে, ভীমসেনকে সপ্ত সায়কে এবং নকুল ও সহদেবকে শাণিত শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। মদ্রাধিপতি এইরূপে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে নৃপসত্তম যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি আশীবিষ-সদৃশ সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক ভল্লাঘাতে তাঁহার ধ্বজের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শল্যের কেতু ছিন্ন হইয়া যখন রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হয়, তখন দেখিলাম যেন আহত পর্ব্বত-শৃঙ্গ পতিত হইতেছে। মদ্ররাজ, রথকেতন নিপতিত ও পাণ্ডু-নন্দনকে ব্যবস্থিত দর্শনে ঘোরতর ক্রোধপরবশ হইয়া বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বর্ষণকারী মেঘের ন্যায়, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অপরিমিত বলসম্পন্ন শল্য, সায়ক বর্ষণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি, সাত্যকি ভীমসেন নকুল ও সহদেব এই সকলের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দেখিলাম, পাণ্ডু-পুত্রের বক্ষঃস্থলে মেঘজালের ন্যায় বিতত বাণময় জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। মহারথ শল্য সুদৃঢ় বাণ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার দিক্ বিদিক্ সমুদয় আচ্ছাদিত করিতেছেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির শল্যের শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের প্রহারে জম্ভাসুরের ন্যায়, হৃত-বিক্রম হইলেন।

শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্ররাজ ধর্ম্মরাজকে পীড়িত করিলে ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব, সমরে অনেকানেক রথ-দ্বারা শল্যকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক পীড়িত করিতে লাগিলেন। বহু মহারথকর্ত্তৃক সেই এক ব্যক্তি পীড়িত হইতেছেন দেখিয়া সুমহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল এবং সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন, মুনিগণ তথায় সমাগত হইয়া "ইহা আশ্চর্য্য" বলিতে লাগিলেন। ভীমসেন সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ বিষয়ে শল্য-স্বরূপ শল্যকে প্রথমত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ধর্ম্মরাজের রক্ষণার্থ শল্যকে শত সংখ্য সায়ক-দ্বারা আকীর্ণ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং নকুল তাঁহাকে পঞ্চ শরে ও সহদেব সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অবিলম্বে তাঁহাকে সপ্ত বিশিখ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই শূরবর মদ্রেশ্বর সেই সমস্ত মহারথ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ঘোরতর ভারসাধন এক কার্ম্মুক বিকর্ষণ-পূর্ব্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে, ভীমসেনকে ত্রিসপ্ততি বাণে এবং নকুলকে সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সহদেবের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে ত্রিসপ্ততি বিশিখ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, সহদেব তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক মাতুলকে জ্বলন্ত অনল ও আশীবিষসদৃশ পঞ্চ শর-দ্বারা তাড়িত করিলেন এবং নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহার সারথিকে সুদৃঢ় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি বাণত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন সপ্ততি সায়ক, সাত্যকি নব বাণ ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শর সন্ধান-পূর্ব্বক শল্যের শরীরে সমর্পণ করিলেন। হে মহারাজ! শল্য সেই সকল মহারথের শরে শরে নিরতিশয় বিদ্ধ হইলে, পর্ব্বত হইতে গৈরিকবারির ন্যায়, তাঁহার সর্ব্ব শরীর হইতে রুধিরধারা ক্ষরণ হইতে লাগিল। মহারাজ! ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মদ্রেশ্বর তৎকালে তাদৃশ পীড়িত হইয়াও সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরের

প্রত্যেককে বেগভরে পঞ্চ পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহারথ মদ্রাধিপতি অপর এক ভল্ল-দ্বারা ধর্ম্মপুত্রের সজ্য শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ ধর্ম্মরাজও তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্ব সারথি রথ ও ধ্বজের সহিত শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। মদ্রেশ্বর তখন যুধিষ্ঠির-বাণে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাকে শাণিত দশ সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মপুত্র বাণ-পীড়িত হইলে সাত্যকি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শল্যকে শর-সমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন। শল্য, ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেন-প্রভৃতি বীরগণকে তিন তিন বাণে তাড়িত করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি তাঁহার প্রতি কোপনভাবে এক স্বর্ণদণ্ড-যুক্ত মহাবল তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন জ্বলন্ত পন্নগের ন্যায় এক নারাচ, নকুল শক্তি, সহদেব গদা ও শতঘ্নী লইয়া শল্যের জিঘাংসু হইয়া তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদিগের পঞ্চ জনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আসিতে আসিতেই লঘুহস্ত প্রতাপবান্ মদ্ররাজ তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন; তিনি ভল্ল-দ্বারা সাত্যকির তোমর ছেদন করিয়া ভীমের প্রেরিত কণক-ভূষণ শরকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; নকুলের প্রেরিত হেমদণ্ড ও ভয়াবহ শক্তি এবং সহদেবের গদাকে শর-সমূহে নিবারণ করিলেন। সেই প্রতাপবান্ পুরুষ, নরপতি যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত শতঘ্নীকে শরদ্বয়-দ্বারা ছেদন করিয়া পাণ্ডু-পুত্রগণের সাক্ষাতেই ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সাত্যকি সমরে শত্রুর সেই বিজয় সহ্য করিলেন না।

অনন্তর, সাত্যকি ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া অন্য ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক শল্যকে বাণদ্বয়-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অতঃপর মদ্রেশ্বর অঙ্কুশ-দ্বারা মহামাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে অত্যন্ত বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই সকল শত্রু-নিসূদন মহারথেরা মদ্ররাজ-কর্তৃক নিবারিত হইয়া সমরস্থলে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন রাজা দুর্য্যোধন শল্যের বিক্রম সন্দর্শনে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সমুদয়কে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর, মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন মনোমধ্যে প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াই যেন শল্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তৎকালে মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ মদ্ররাজ পাণ্ডব-পক্ষের এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ-চতুষ্টয়-দ্বারা পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পৃথ্বীপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র অস্ত্র প্রহার-দ্বারা অবিলম্বে মহাসমরে মদ্রেশ্বরের চক্ররক্ষকের প্রাণ বিনাশ করিলেন। শল্যের শূরবর মহারথ চক্ররক্ষক নিহত হইলে তিনি পাণ্ডবদিগের সমুদয় সৈন্যের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন নিজ সৈন্যগণকে শরাচ্ছন্ন সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন "মাধবের সেই মহৎ বাক্য কিরূপে সত্য হইবে, ক্রুদ্ধ মদ্রাধিপতি যদি আমার সৈন্যসকল ক্ষয় না করেন, তবেই ত তাহা যথার্থ হয়।" হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তাতে চিত্ত-নিবেশ করিয়াছেন, ইত্যবসরে তুরঙ্গ মাতঙ্গ-প্রভৃতি চতুরঙ্গবলের সহিত পাণ্ডবগণ কৌরবদল দলন করত শল্যের সন্নিহিত হইল। অনন্তর, প্রবল পবন যেমন মেঘ-মণ্ডলীকে তিরোহিত করে, তেমনি মদ্রেশ্বর তাহাদিগের নানাবিধ শস্ত্র-সমূহে সমুপিত শরবৃষ্টিকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, শল্য-নিক্ষিপ্ত সায়ক-সমুদয় আকাশমণ্ডলে উদ্গত হইয়া শলভ-সমূহের সমান আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তৎ প্রেরিত শর সকল বিহগকুলের ন্যায় রণভূমির অগ্রভাগে গিয়া পড়িতেছে। হে মহারাজ! বোধ হইল, শল্যনিক্ষিপ্ত

সুবর্ণ-ভূষিত শরসমুদয়-দ্বারা যেন গগণমণ্ডল নিরবকাশ হইয়াগিয়াছে। সেই মহাসমরস্থল শরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, পাণ্ডবদিগের কি আমাদিগের কোন ব্যক্তিই দৃষ্টিগোচর হইল না। বলিষ্ঠ মদ্ররাজের নিরন্তর শরবর্ষণে পাণ্ডবীয় সৈন্যসাগরকে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শল্য তখনও অসীম প্রযত্ন-সহকারে পাণ্ডব-সৈন্য সকলকে শরে শরে পীড়িত ও ধর্ম্মরাজকে আচ্ছাদিত করিয়া বারম্বার সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের মহারথেরা শল্য-কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইয়া তদানীং সেই মহারথের প্রত্যুদ্গমনে অসমর্থ হইলেন, কেবল ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন-প্রভৃতি কতিপয় বীর সমর-শোভাকর শূরবর শল্যকে পরিত্যাগ করিলেন না।

সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা ও তদীয় অনুচর ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণের বাণ বর্ষণে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণ-নন্দনকে তিন শিলীমুখে ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধর সকলকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই মহাবাহু পুনর্ব্বার বাণবৃষ্টি করাতে আপনকার সৈন্যগণের সর্ব্ব-শরীর শর-কণ্টকে আকীর্ণ হইল। তাহারা শাণিত-শর-প্রহারে বধ্যমান হইয়াও সমরে পার্থকে পরিত্যাগ করিল না। দ্রোণপুত্র-প্রভৃতি বীরগণ মহারথ অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন ও তাঁহার উপরি বাণ-বর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বিভূষিত সায়ক সকল অচিরকাল-মধ্যে অর্জ্জুনের রথের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিল। যুদ্ধমত্ত সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের শরীর শরনিকরে ব্যথিত দেখিয়া পরমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। হে মহারাজ! তৎকালে রথচক্র, কুবর, ঈশা, যুগ, যোক্ত্র ও অনুকর্ষ-প্রভৃতি সমুদয়ই শরময় হইয়াগেল। মহারাজ! সেই সময় আপনার যোদ্ধারা অর্জ্জুনের যেপ্রকার অবস্থা করিয়াছিল, সেরূপ ব্যাপার পূর্ব্বে আর কখন আমাদিগের দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। তাঁহার রথ বিচিত্র-সায়ক-নিকরে আচ্ছাদিত হইয়া ভূতলস্থিত উল্কা-শতসন্দীপ্ত বিমানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, বারিধর যেমন বারিধারা বর্ষণ-দ্বারা অচল সকলকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি ধনঞ্জয় সুদৃঢ়-শরনিচয়-দ্বারা ভবদীয় সেনা-সমুদয়কে আকীর্ণ করিলেন। তাহারা অর্জ্জুনের নামাঙ্কিত বাণ-ব্যূহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়া তথাবিধ ভাব দর্শন করত সকলই অর্জ্জুনময় জ্ঞান করিল। অনন্তর, ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়রূপ ধারণ করিয়া অদ্ভুত শরজাল ও ধনুঃশব্দ-জনিত সমীরণ-সহযোগে আপনার সৈন্যস্বরূপ কাষ্ঠ-সকল অবিলম্বে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! ক্রমে ক্রমে ধরাতলে অর্জ্জুনের রথের পথ-মধ্যে পতনশীল চক্র, যুগ, তূণীর, ধ্বজ, পতাকা রথ, ঈশা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ, কুণ্ডল ও উষ্ণীশ-ধারি মস্তক, সহস্র সহস্র ভুজ, জঙ্ঘা, রাশি রাশি ছত্র, ব্যজন ও মুকুট পতিত হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। হে মহারাজ! ক্রুদ্ধ পার্থের রথের পথে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দ্দমময় হওয়াতে রুদ্রের শ্মশানের ন্যায় অগম্য হইয়া উঠিল। রণভূমি তখন ভীরুগণের ত্রাসজননী, এবং শূরসকলের হর্ষবর্দ্ধিনী হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয়, সমর-মধ্যে দুই সহস্র আবরণ সম্বলিত রথ সংহার করিয়া বিধূম অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিলেন। হে মহারাজ! যেমন ভগবান্ শিখাবান্ চরাচর জগৎ দগ্ধ করিয়া বিধূম হইয়া পরিদৃশ্য হয়েন, মহারথ পার্থও তাদৃশ হইলেন। অনন্তর, অশ্বত্থামা সমরে পাণ্ডুনন্দনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পতাকা-সমন্বিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পার্থকে ক্ষান্ত করিলেন। ক্রমে সেই রথিপ্রবর শ্বেতাশ্ব বীরদ্বয় পরস্পরের বধে বাসনা করিয়া অচিরকাল-মধ্যেই একত্রিত হইলেন। মহারাজ! বর্ষাকালে মেঘাবলীর অবিশ্রান্ত বর্ষণের ন্যায়, তাঁহাদিগের নিরন্তর সুদারুণ বাণ বর্ষণ হইতে

লাগিল। বৃষভ-দ্বয় শৃঙ্গ-দ্বারা যেমন পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করে, তেমনি সেই দুই মহাবীর অন্যোন্যের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত সুদৃঢ় শর-নিকর-দ্বারা উভয়ে উভয়কে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমভাবে চলিতে লাগিল এবং পুনরায় তথায় অস্ত্র শস্ত্রের সংমর্দ্দ অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর, অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে শাণিত দ্বাদশ শরে এবং বাসুদেবকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ সব্যসাচী অবলীলাক্রমে গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তকালের জন্য গুরুপুত্রের সম্মান করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অশ্ব, রথ ও সারথি-বিহীন করিয়া ফেলিলেন; পরে অতি মৃদুভাবে তাঁহার শরীরে শরত্রয় বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন তৎকালে হয়-বিরহিত রথোপরি আরূঢ় থাকিয়াও গর্ব্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক পরিঘোপম এক মুষল লইয়া পাণ্ডুপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শত্রু-নিবারণ পাণ্ডুনন্দন সহসা সেই হেমপট্ট-বিভূষিত মুষল আসিতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধবিশারদ অশ্বত্থামা নিজ নিক্ষিপ্ত মুষল বিচ্ছিন্ন বিলোকনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শৈলশিখর-সদৃশ এক পরিঘ গ্রহণ-পূর্ব্বক পার্থের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, অর্জ্জুন সেই ক্রুদ্ধ অন্তক-তুল্য পরিঘ দর্শন করিয়া অবিলম্বে পঞ্চ শর-দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিলেন; পরিঘ তখন পার্থ-বাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পার্থিবগণের মন বিদারণ করত ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর, অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবল দ্রোণতনয়, বলশালি ধনঞ্জয়ের সুদৃঢ় শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়াও নিজ পৌরুষ প্রকাশ করত ভীত হইলেন না। মহারাজ! অনন্তর, মহারথ ভারদ্বাজ সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে সুরথকে শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। পাঞ্চালদিগের মহারথ সুরথ, মেঘ সম শব্দায়মান স্যন্দন-দ্বারা সমরে দ্রোণ-সুতের অভিমুখেই ধাবমান হইলেন এবং সর্ব্ব ভারসহ সুদৃঢ় শরাসন বিকর্ষণ-পূর্ব্বক অগ্নি ও আশীবিষ-সদৃশ শরনিকর-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ সুরথ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধ করিয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিশিখাযুক্ত ভ্রূকুটী বিস্তার-পূর্ব্বক সৃক্কণী-দ্বয় লেহন করিতে করিতে রোষবশ হইয়া ধনুর্গুণ মার্জ্জন করিয়া যমদণ্ড-সম এক তীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রের পরিত্যক্ত বজ্র যেমন ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই নারাচাস্ত্র তৎক্ষণাৎ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া অতি বেগে প্রবেশ করিল। পর্ব্বতের শৃঙ্গ বজ্র-দ্বারা বিদারিত হইয়া যেরূপ পতিত হয়, সেইরূপ সুরথ নারাচ-দ্বারা নিতান্ত আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই বীরবর নিহত হইলে প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, তিনি যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত ও সংশপ্তক সৈন্যগণে পরিবৃত থাকিয়া সমরে অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিবাকর দিবসের মধ্যভাগে আরোহণ করিলে, একাকী অর্জ্জুনের বহুবীরের সহিত যমরাজ্য-বর্দ্ধন সুমহৎ সংগ্রাম হইল। আমরা তৎকালে তাঁহাদিগের পরাক্রম এবং একাকী অর্জ্জুন অনেকের সহিত এককালে যে সমর করিলেন, তাহা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। পুরাকালে মহতী দৈত্যসেনার সহিত দেবরাজের সুমহান্ বিমর্দ্দের ন্যায় ধনঞ্জয়ের বিপক্ষগণের সহিত অতীব বিমর্দ্দন হইল।

শল্যবধপর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শরশক্তি-সমাকুল সুমহৎ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ষাকালে বারিদরাজির বারিধারার ন্যায়, তাঁহাদিগের সহস্র সহস্র শরধারা

বিনির্গত হইতে লাগিল। রাজা প্রথমত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আশুগামি পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত শায়ক-দ্বারা সেই উগ্রশর-ধারিকে বিদ্ধ করিলেন। দৃঢ়বিক্রম বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনকে সমরে সপ্ততি শর-দ্বারা নিতান্ত পীড়িত করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সহোদরেরা রাজাকে পীড়িত দেখিয়া মহতী সেনার সহিত পার্ষতকে পরিবেষ্টন করিল। বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমস্ত অতিরথ-দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করত সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অন্যাদিকে শিখণ্ডী, প্রভদ্রক-সৈন্য-সম্বলিত ধনুর্দ্ধর মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত রহিলেন। মহারাজ! সেস্থানেও যাহারা প্রাণপণ-স্বরূপ দ্যূত-ক্রীড়ায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত ছিল, তাহাদিগের সুমহান্ সংগ্রাম অতি ঘোরতর হইল। হে রাজেন্দ্র! শল্য সর্ব্বদিকে শরবর্ষণ করত সাত্যকি ও বৃকোদরের সহিত সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যকে পীড়িত করিলেন এবং যম-তুল্য পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত ধৈর্য্য ও বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহারণে কোন মহারথই শল্যের শায়কাঘাতে পতিত পাণ্ডব-পক্ষগণের পরিত্রাণকারী কে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, ধর্ম্মরাজ নিতান্ত পীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন শূরবর নকুল অতিবেগে মাতুলের প্রতি ধাবমান হইলেন; পরবীরহন্তা নকুল সমরে অবলীলাক্রমে শল্যকে শরে শরে আচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব লৌহময় কর্ম্মার-মার্জ্জিত স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত এবং ধনুর্যন্ত্র নির্ম্মুক্ত দশ বাণ-দ্বারা তাঁহার হৃদয়-প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজ, মহাত্মা ভাগিনেয়-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহাকেও নতপর্ব্ব পঞ্চ শরাঘাতে পীড়িত করিলেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও মাদ্রী-তনয় সহদেব মদ্রেশ্বরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলে রথনির্ঘোষ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল পরিপূর্ণ ও মেদিনীতল কম্পিত করত অবিলম্বে আসিতেছেন দেখিয়া, শত্রুহন্তা সেনাপতি সমরে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, মদ্রেশ্বর যুধিষ্ঠিরকে শরত্রয়ে, ভীমসেনকে সপ্ত সায়কে, সাত্যকিকে শত শিলীমুখে ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তৎকালে ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা নকুলের শর সহ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নকুলের ধনু শল্য-শায়কে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশীর্ণ হইল। পরিশেষে মহারথ মাদ্রী-কুমার অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক মদ্ররাজের রথ অচিরাৎ শরসমূহে পরিপূর্ণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ও সহদেব, দশ দশ বাণ-দ্বারা মদ্ররাজের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন ধাবমান হইয়া ষষ্টি শায়ক-দ্বারা এবং সাত্যকি কঙ্কপত্র-যুক্ত নব বাণ-দ্বারা মদ্রেশ্বরকে আহত করিলেন। অনন্তর, শল্য ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সাত্যকিকে প্রথমত নব শর-দ্বারা এবং পুনরায় সুদৃঢ় সপ্ততি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে তাঁহার শরসহ শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন, এবং তদীয় হয়-চতুষ্টয়কে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। মহারথ মদ্ররাজ, সাত্যকিকে বিরথ করিয়া শত শর-দ্বারা আহত করিলেন এবং যুধিষ্ঠির, ভীমসেন তথা ক্রোধাক্রান্ত নকুল ও সহদেবকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমরা তৎকালে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দর্শন করিলাম, যেহেতু সমরে পাণ্ডবেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও একাকী মদ্ররাজের অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, সত্যবিক্রম বলবান্ সাত্যকি অন্য রথে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণকে পীড়িত এবং শল্যের বশে পতিত দেখিয়া অতিবেগে মদ্রাধিপের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য প্রমত্ত দ্বিরদের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি সভা শোভাকর শল্য, রথ-দ্বারা সমাগত সাত্যকির রথের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। এই

সময়ে শূরবর সাত্যকি ও মদ্রাধিপতি একত্র মিলিত হইলে, পুরাকালীন সম্বরাসুর ও অমর-রাজের সমাগমের ন্যায় তাঁহাদিগের সন্নিপাত অতি আশ্চর্য্য-দর্শন হইল। সাত্যকি সমর-মধ্যে শল্যকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা মাত্র কহিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ সেই মহানুভাব-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া চিত্রপুঙ্খ শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবেরা বধাকাঙ্ক্ষায় সাত্যকি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত-মাতুলের প্রতি রথ-দ্বারা দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সিংহসম গর্জ্জন-কারি যুধ্যমান শূর সকলের পরস্পর সংমর্দ্দ শোণিত সলিল-সম্পন্ন ও তুমুল হইয়া উঠিল। আমিষাভিলাষি শব্দায়মান সিংহ সকলের ন্যায় সমরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তদানীং তাঁহাদিগের বাণ-সহস্র দ্বারা বসুধাতল আকীর্ণ হইল, অন্তরীক্ষ-মণ্ডল সহসা শরময় হইয়া উঠিল, শরান্ধকারে সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং মহানুভবগণের ধনুর্ম্মুক্ত বাণব্যূহ-দ্বারা মেঘচ্ছায়ার ন্যায় ছায়া জন্মিল। হে মহারাজ! রণস্থলে নির্ম্মুক্ত-ভুজগসম নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ উজ্জ্বল শায়ক-রাশি-দ্বারা তৎকালে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত হইল। শূরবর শত্রু-নিসূদন শল্য তৎকালে একাকী বহু বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অতি অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। মদ্ররাজের ভুজনির্গত কঙ্কপত্র-ভূষিত পতন-শীল ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা মেদিনী-মণ্ডল আকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! পুরাকালে অসুর সংক্ষয়-কালীন সুররাজের স্যন্দনের ন্যায় তখন শল্যের রথ সমর-মধ্যে বিচরণ করিতেছে দেখিলাম।

সঙ্কুলযুদ্ধে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, আপনার সৈন্য সকল মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগভরে পুনরায় পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পীড়িত ও রণমত্ত ভবদীয় সৈন্য সকল ধাবমান হইয়া বহুত্ব প্রযুক্ত ক্ষণকালের মধ্যে পাণ্ডবগণকে আলোড়িত করিল। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতেই ভীমসেন পাণ্ডব-সেনা-সকলকে নিবারণ করিলেও তাহারা কৌরবগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সমরস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। অনন্তর, অর্জ্জুন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সানুচর কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে শর-সমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব সসৈন্য শকুনিকে নিবারণ করিলেন। নকুল এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া মদ্ররাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। দ্রৌপদীর তনয়েরা অন্যান্য অনেকানেক নরেন্দ্রকে নিবারিত করিলেন। পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডী, অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিল। ভীমসেন গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন এবং নরপতি যুধিষ্ঠির সৈন্যসহ শল্যের সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ আপনার ও বিপক্ষ পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পর মিলিত হইলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মহারণে শল্যের কর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য দেখিলাম; যেহেতু তিনি একাকী সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণস্থলে যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে শল্য চন্দ্রের সমীপে শনিগ্রহের ন্যায়, দৃষ্ট হইলেন। তিনি আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ-দ্বারা রাজাকে পীড়িত করিয়া ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে করিতে পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার কৃতাস্ত্রতা ও রণ-কৌশল সকল নিরীক্ষণ করিয়া ভবদীয় এবং পরকীয় সৈন্য সকল ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডব-সৈন্যগণ শল্যের শরাঘাতে পীড়িত ও নিতান্ত বিক্ষত হইয়া যুধিষ্ঠির আক্রোশ প্রকাশ করিলেও রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক নিজসৈন্য সকলকে বধ্যমান সন্দর্শনে অতিশয় অমর্ষ-বশ হইলেন। অনন্তর, সেই মহারথ "জয়ই হউক অথবা

বধই হউক।” বুদ্ধিতে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক শল্যকে সাতিশয় পীড়িত করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণকে এবং মাধবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য যে সকল পৃথিবীপতিগণ পরাক্রান্ত থাকিয়া কৌরবদিগের জন্য সংগ্রামে নিধন লাভ করিয়াছেন, তোমরা পৌরুষ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ভাগানুসারে তাহাদিগের সংহার-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছ। এক্ষণে কেবল আমার অংশে একমাত্র মদ্র-মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন, অতএব অদ্য আমি যুদ্ধদ্বারা সেই মদ্রেশ্বরকে জয় করিতে বাসনা করিয়াছি। এবিষয়ে আমার যাহা অভিপ্রায় আছে, তৎসমুদয় তোমাদিগের নিকটে কহিতেছি। শূরবর মাদ্রীকুমার নকুল ও সহদেব যাঁহাদিগকে দেবরাজ সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যাঁহারা বীর-সম্মত, সাধু, মানার্হ ও সত্যসঙ্গর তাঁহারা দুই সহোদর আমার চক্র-রক্ষক হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পুরস্কার-পূর্ব্বক আমার জন্য মাতুলের সহিত প্রতিযুদ্ধ করুন। অদ্য আমাকেই শল্য নিধন করেন কিম্বা আমিই তাঁহার হন্তা হই, এই অন্যতরের একটা ঘটনা হইবেই হইবে। হে বীরপুরুষগণ! সম্প্রতি তোমাদিগের সকলের মঙ্গল হউক। আমি যে সকল যথার্থ কথা কহিলাম তোমরা সকলেই তাহা শ্রবণ করিলে, অদ্য আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয় হউক, বা পরাজয় হউক, এক্ষণে রথ-যোজকগণ অবিলম্বে আমার সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল যথা-শাস্ত্র রথ-মধ্যে সুসজ্জিত করুক। মহাবল সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করুন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তর চক্র রক্ষণে নিযুক্ত থাকুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠ রক্ষক হউন; নকুল, সহদেব ও শস্ত্রিবর ভীমসেন আমার অগ্রসর হউন; ইহা হইলেই আমি এই মহা সমরে শল্য অপেক্ষা সকল-বিষয়েই প্রধান হইব।” নরপতির হিতৈষিগণ এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার আদেশানুরূপ আচরণ করিল। অনন্তর, তৎকালে রণস্থলে পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যদেশীয় সৈন্য সকলের পুনরায় সাতিশয় আনন্দ হইল। ধর্ম্মরাজ তখন সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ্রেশ্বরের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর, পাঞ্চালগণ শত শত বার শঙ্খ ভেরী-প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি এবং সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই তরস্বি-সকল সংরব্ধ হইয়া মদ্রেশ্বরের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবপক্ষগণ আনন্দ-ধ্বনি গজঘণ্টার নিনাদ, শঙ্খ-সমুদয়ের নির্ঘোষ ও ঘোরতর তূর্য্যশব্দ-দ্বারা মেদিনী-মণ্ডলকে নিনাদিত করিল। উদয় ও অস্তশৈলের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধন ও বীর্য্যবান্ মদ্ররাজ মহামেঘ-সদৃশ সেই সমস্ত সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। সমরশ্লাঘী শল্য যেমন, ইন্দ্রের বারি-বর্ষণের ন্যায়, শত্রুদমন ধর্ম্মরাজের প্রতি অবিশ্রান্ত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, সেইরূপ কুরুরাজও মনোহর শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের উপদিষ্ট বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করত অবিলম্বে সুন্দর ও বিচিত্রভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি রণস্থলে বিচরণ করিতে থাকিলে কেহই তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে পারিল না। আমিষাভিলাষী পরাক্রান্ত শার্দ্দূল-দ্বয়ের ন্যায় সমরে তাঁহারা উভয়ে বিবিধ বাণ-দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। ভীমসেন, আপনকার পুত্র যুদ্ধমত্ত দুর্য্যোধনের সহিত সঙ্গত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব শকুনি-প্রভৃতি বীরগণকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই স্বপক্ষের ও বিপক্ষ-পক্ষের জয়াভিলাষি বীরগণের পুনরায় সেই তুমুল সংগ্রাম হইল। অতঃপর দুর্য্যোধন সুদৃঢ় শর-দ্বারা ভীমসেনের হেম-বিভূষিত ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। সেই মনোহর ধ্বজ কিঙ্কিনী-জালের সহিত ভূমিতলে পতিত হইল। দুর্য্যোধন পুনরায় শাণিত ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা ভীমসেনের গজরাজ-করোপম শরাসন ছেদন করিলেন। তখন ভীমসেন ছিন্নধন্বা হইয়া ক্রোধভরে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক

রথশক্তি-দ্বারা আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলে তিনি রথোপরি পতিত হইলেন। দুর্য্যোধন মূর্চ্ছাপন্ন হইলে বৃকোদর ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সারথি হত হইলে হয়-সকল শূন্য রথ লইয়া দিকে দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর, সমর-মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল, মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। সেই সময়ে সৈন্য সকল বিচলিত হইলে রাজার অনুচরগণ ত্রাসান্বিত হইল। গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

এদিকে নরপতি যুধিষ্ঠির অমর্ষ-পরবশ হইয়া স্বয়ং শ্বেতবর্ণ মনোজব অশ্বগণকে সঞ্চালন করত মদ্ররাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আমরা যুধিষ্ঠিরের অতি অদ্ভুত কার্য্য বিলোকন করিলাম, যিনি পূর্ব্বে সতত ধীর ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন, তিনিই তৎকালে দারুণ হইয়া উঠিলেন। কুন্তী-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির তৎকালে ক্রোধে কম্পমান হইয়া নয়ন-দ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক শত সহস্র যোদ্ধাকে শাণিত-শর-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যে যে সেনার প্রতি আক্রমণ করিলেন, বজ্র-দ্বারা পর্ব্বত-ভেদের ন্যায়, শর-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যকেই নিপাতিত করিলেন। অনেকানেক রথিকে অশ্ব, সূত, ধ্বজ ও রথের সহিত পাতিত করিলেন। মেঘাবলী-মধ্যে পবনের ন্যায় তিনি একাকী সৈন্যমণ্ডলী-মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া পশু-সকলকে যেমন সংহার করেন, সেইরূপ তিনি অশ্বারোহি সহ তুরঙ্গগণকে এবং সহস্র সহস্র পদাতিগণকে সংগ্রামে পোথিত করিলেন। এইরূপে শরবর্ষণ-দ্বারা সমরস্থল শূন্য করিয়া পরিশেষে তিনি শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং " শল্য! স্থির হও " এই কথা মাত্র কহিতে লাগিলেন। সমরস্থলে সেই ভীমকর্ম্মার তাদৃশ আচরণ দর্শনে আপনার সৈন্যগণ বিত্রস্ত হইল। এক মাত্র মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর, তাঁহারা উভয়েই সংরব্ধ হইয়া শঙ্খধ্বনিক পরস্পরকে আহ্বান করত ভর্ৎসনা করিতে করিতে সমাগত হইলেন। শল্য তখন শরবর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজও বাণবৃষ্টি-দ্বারা মদ্ররাজকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! তৎকালে সমর-মধ্যে শূরবর শল্য ও যুধিষ্ঠিরের গাত্রে কঙ্কপত্রবাণ-দ্বারা রুধিরবিন্দু উদ্ভিন্ন হওয়াতে উভয়েই বন-মধ্যে দীপ্যমান পুষ্পিত কিংশুক ও শাল্মলিতরুর ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন এবং সেই দুই যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাত্মা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে উভয়ের জয়-পরাজয়-বিষয়ে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। অদ্য যুধিষ্ঠির, শল্যকে সংহার করিয়া ভূমণ্ডল ভোগ করিবেন, অথবা শল্য পাণ্ডু-নন্দনকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, তৎকালে তাহাদিগের অন্তঃকরণে এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় হইল না। কিন্তু, ধর্ম্মরাজ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সকলই তাঁহার অনুকূল হইল।

অনন্তর, শল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি শত শর মোচন করিলেন এবং শাণিতাগ্র সায়ক-দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুধিষ্ঠির অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তিন শত শর-দ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া দিলেন। পরিশেষে নতপর্ব্ব বাণব্যূহ-দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে এবং অতিশয় শাণিতাগ্র দুই দুই শর-দ্বারা সারথি ও পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। হে শত্রুদমন! অনন্তর, পীতবর্ণ শাণিত দীপ্যমান ভল্লাস্ত্র-দ্বারা সম্মুখবর্ত্তি শল্যের ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন, অতঃপর দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইল। ইত্যবসরে অশ্বত্থামা শল্যের তাদৃশ দশা দর্শনে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং

তাঁহাকে নিজ রথে লইয়া সত্বর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের মুহূর্ত্তকাল গমনের পর যুধিষ্ঠির সিংহনাদ করিতে থাকিলে মদ্রপতি যথাবিধানে সুসজ্জিত যন্ত্রোপকরণ-সমন্বিত মহা-মেঘ-সদৃশ নিনাদকারী শত্রুগণের লোমহর্ষণ অন্য এক স্যন্দনে আরোহণ করিলেন।

শল্যবধপর্ব্বে শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, মদ্রেশ্বর অন্য এক সুদৃঢ় বেগবত্তর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধি-ষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করিলেন। পরে সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অসীম-বুদ্ধি শল্য, বৃষ্টিযুক্ত পর্জ্জন্যের ন্যায়, ক্ষত্রিয়গণের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সাত্যকিকে দশ বাণে, ভীমসেনকে শরত্রয়ে ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। যেমন উল্কা-দ্বারা মাতঙ্গগণকে পীড়িত করে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য অশ্ব, রথ ও কুঞ্জর-সমবেত মহা ধনুর্দ্ধরগণকে বিশিখ-বর্ষণ-দ্বারা পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। রথিবর শল্য, গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথসহ রথি সকলকে নিহত করিলেন। তিনি যোদ্ধাদিগের সায়ুধ বাহু সমুদয় তথা রথধ্বজ সকল বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং তদ্দ্বারা রণ-ভূমিকে কুশাস্তীর্ণ বেদীর ন্যায় করিয়া তুলিলেন।

শল্য কৃতান্তের ন্যায় সেইরূপে শত্রুসৈন্য সমুদয় সংহার করিতে থাকিলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্যেরা অতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। ভীমসেন, সাত্যকি, পুরুষ-প্রবীর নকুল ও সহদেব শল্যকে মহাবল রাজার সহিত সমাগত সন্দর্শনে পরস্পর আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! অনন্তর, সেই সকল বীরেরা সমরে নরবীর যোদ্ধৃপ্রবর মদ্রেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া উগ্রবেগ শরনিকর-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আঘাত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন সাত্যকি নকুল ও সহদেব-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত থাকিয়া শল্যের বক্ষঃস্থলে উগ্রবেগ বাণ-সমূহ-দ্বারা আঘাত করি-লেন।

অনন্তর, আপনার রথিগণ সমরে মদ্রেশ্বরকে শরার্ত্ত দেখিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। হে মহারাজ! অনন্তর, রণক্ষেত্রে মদ্রেশ্বর অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরকে সপ্ত শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং মহাত্মা পৃথানন্দনও সেই তুমুল সংগ্রাম সময়ে শল্যকে নব বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহারথ মদ্রাধিপতি ও যুধিষ্ঠির উভয়েই সংগ্রামে আকর্ণপূর্ণ শাণিত শরনিকর-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিলেন। সমরে বৈরিবৃন্দের অজেয় সেই দুই মহাবলপরা-ক্রান্ত মহারথ নৃপবর, পরস্পর ছিদ্রান্বেষণ করত অবিরত নিক্ষিপ্ত শরধারা-দ্বারা উভয়কেই বিদ্ধ করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডব-প্রবীর ও মদ্রেশ্বর পর-স্পরের প্রতি নিরন্তর বাণ বর্ষণ করিলে মহে-ন্দ্রের বজ্রশব্দ-সদৃশ তাঁহাদিগের ধনু ও জ্যাতলের নিনাদ সুমহান্ হইল। মহাবন-মধ্যে আমিষাভি-লাষি শার্দ্দূলশিশু-দ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে সম-রাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং রণদর্পে দর্পিত হইয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন।

অনন্তর, অতি বেগশালী মহাত্মা মদ্রাধিপতি সূর্য্য ও অগ্নি-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন বাণ-দ্বারা সহসা ভীমবল বীর যুধিষ্ঠিরের হৃদয়-প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই সুপ্রযুক্ত শায়কে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শল্যকে এক সুদৃঢ় শর-দ্বারা আহত করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হই-লেন। অনন্তর, ইন্দ্রসম-প্রভাব-সম্পন্ন নৃপবর মদ্রে-শ্বর মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া অচিরাৎ শর শত-দ্বারা পাণ্ডু-

পুত্রকে আঘাত করিলেন। পরিশেষে মহাত্মা ধর্ম্ম-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে নব বাণ সন্ধান-দ্বারা শল্যের হৃদয় ও স্বর্ণময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া সত্বর হইয়া ছয় বাণ-দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। মদ্রাধিপতি তাহাতে প্রসন্ন হইয়া শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক বাণ বর্ষণ করত দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা মহারাজ পাণ্ডু-সুতের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, দেবরাজ যেমন নমুচিকে বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা অন্য এক নূতন ধনু গ্রহণ করিয়া শল্যকে শাণিতাগ্র শরনিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মহাত্মা মদ্ররাজ নব বাণ-দ্বারা নৃপতি যুধিষ্ঠিরের ও ভীমসেনের স্বর্ণ-নির্ম্মিত বিচিত্র বর্ম্মদ্বয় ছেদন করিয়া বাহুযুগল বিদীর্ণ করিলেন। পরিশেষে অগ্নি ও অর্ক-সদৃশ জাজ্বল্যমান অপর এক ক্ষুরবাণ-দ্বারা ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃপাচার্য্য ছয় সায়ক-দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিয়া তদীয় অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাত্মা মদ্রাধিপতি শর চতুষ্টয়-দ্বারা ধর্ম্ম-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের বাহনগণকে নিহত করিলেন, এবং অশ্ব সকলকে নিধন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। রাজার তাদৃশ অবস্থা হইলে মহাত্মা ভীমসেন বেগবান্ বাণ-দ্বারা অচিরাৎ মদ্ররাজের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক দুই বাণে তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, কুপিত ভীমসেন অপর শর-দ্বারা শল্যের সারথির কবচাবৃত শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিহত করিলেন। সর্ব্বধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ভীমসেন ও সহদেব সমরাঙ্গনে একাকী বিচরণ-কারি শল্যকে শত শর-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। শল্য সেই সমস্ত শরাঘাতে মোহিত হইলে ভীমসেন তাঁহার বর্ম্ম ছেদন করিলেন।

মদ্ররাজ তখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক কবচহীন হইয়া সহস্র তারাযুক্ত চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া কুন্তী-কুমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হইলেন, সেই ভীমবল, নকুলের রথের ঈশা ছেদন করিয়া ধর্ম্মরাজের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর, মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-তনয়গণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা আসিয়া তথায় সমাগত হইলেন। অনন্তর, মহাত্মা বৃকোদর দশ শর-দ্বারা তাঁহার সেই অসদৃশ চর্ম্ম ছেদন করিলেন এবং আপনার সৈন্য-মধ্যে হৃষ্ট হইয়া নিনাদ করত ভল্ল-দ্বারা শল্যের মুষ্টি-মধ্যে খড়্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান প্রধান রথিগণ ভীমসেনের সেই কার্য্য সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শশি-সন্নিভ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আপনার সুরক্ষিত সৈন্য সকল সেই ভীষণ শব্দে অপ্রসন্ন, স্বেদাভিভূত ও রক্তাক্ত-কলেবরে বিসংজ্ঞের ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া রহিল।

অনন্তর, মদ্ররাজ ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবগণের প্রধান প্রধান যোদ্ধা-কর্ত্তৃক বিক্ষত হইয়া মৃগানুসরণে ত্বরমাণ সিংহের সমান সহসা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইলেন। তদানীং ধর্ম্মরাজের অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মদ্রাধিপতিকে দেখিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জলিত অনলের ন্যায় হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুকে সৈন্য-দ্বারা আক্রমণ করিলেন। “শল্য তোমার বধ্য” গোবিন্দের এই বাক্য চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজ হয়হীন ও সারথি-বিহীন রথে অবস্থিত থাকিয়াও শক্তি গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা করত শল্যের বিনাশার্থ মনঃ সমাধান করিলেন। ধর্ম্মরাজ মহাত্মা শল্যের তাদৃশ কার্য্য দর্শন এবং তাঁহাকে আপনার অবশিষ্ট ভাগ স্মরণ করিয়া তাঁহার বধে যত্নবান হইয়া কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ-চিত্তে মণি ও হেমদণ্ডময়ী স্বর্ণোজ্জ্বলা এক শক্তি গ্রহণ করিলেন, এবং প্রদীপ্ত নেত্র-দ্বয় সহসা বিবৃত করিয়া মদ্রেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহা-

রাজ! সেই নিষ্পাপ পবিত্র-স্বভাব ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া মদ্ররাজ তৎক্ষণাৎ যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

অনন্তর, সেই মহাত্মা পাণ্ডব-প্রবীর মণি ও প্রবাল-দ্বারা উজ্জ্বলিত রুচির ও উগ্রদণ্ডযুক্ত এক প্রদীপ্ত শক্তি লইয়া মদ্রাধিপতির প্রতি অতি বেগে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, সমবেত কৌরবগণ প্রলয়কালে আকাশমণ্ডল হইতে পতিত মহতী উল্কার ন্যায় সহসা সেই বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রদীপ্ত শক্তিকে মহাবেগে পতিত হইতে দেখিল। সমর-মধ্যে প্রযত্নপর ধর্ম্মরাজ সেই পাশহস্তা কালরাত্রী উগ্ররূপা যমধাত্রী ও ব্রহ্ম-শাপ-প্রতিমা অমোঘা শক্তিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপুত্রেরা প্রযত্ন-পূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, আসন, পান ও ভোজন-দ্বারা অথর্ব্ব ও অঙ্গিরার উগ্র কার্য্যের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত প্রলয়ানল-প্রতিমা যে শক্তিকে পূজা করিতেন; বিশ্বকর্ম্মা শত্রুগণের দেহ ও প্রাণ বিনাশার্থ মহাদেবের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে শক্তি ভূমি, অন্তরীক্ষ, জলাশয় ও জীবগণের সহসা প্রাণ হরণে পটীয়সী; যাহার স্বর্ণময় দণ্ড, ঘণ্টা পতাকা হীরক ও বৈদুর্য্যাদি বিবিধ মণি-দ্বারা বিচিত্রিত; বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং প্রযত্ন-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম-দ্বারা ব্রহ্মদ্বেষিদিগের বিনাশার্থ যে অমোঘা শক্তি নির্ম্মিত করিয়াছিলেন; তদানীং যুধিষ্ঠির বল ও যত্ন-দ্বারা তাহার অধিকতর বেগ সম্পাদন-পূর্ব্বক ঘোরতর মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্মমার্গানুসারে মদ্রেশ্বরের বধার্থ সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এবং রুদ্র যেমন অন্ধক-দানবের প্রতি অন্তকর বাণ বিমোচন করিয়া গর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ তৎকালে সুদৃঢ়বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক যেন ক্রোধে নৃত্য করত "রে পাপ! হত হইলি" এই বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির নিজশক্তি অনুসারে সেই অনিবার্য্য বীর্য্যশালিনী শক্তি প্রেরণ করিলে, হুতাশন যেমন সম্যক্ হুত আজ্যধারা ধারণে শিখা বিস্তার করেন, তেমনি শল্য সেই শক্তি গ্রহণে অভিলাষী হইয়া নিনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই অপ্রসক্তা শক্তি শল্যের শুভ্র বর্ণ বিশাল বক্ষঃস্থল ও মর্ম্মস্থান সমুদয় বিদীর্ণ করিয়া নরপতি যুধিষ্ঠিরের সুবিস্তীর্ণ যশোরাশি বহন করত জলের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাসিকা নেত্রযুগল ও কর্ণদ্বয় হইতে অনর্গল বিনির্গত রুধির-দ্বারা সর্ব্বশরীর সংসিক্ত হইলে তিনি স্কন্দ-কর্ত্তৃক আহত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায়, সমাহত হইলেন। পরিশেষে পাণ্ডু-নন্দন-কর্ত্তৃক তাঁহার মর্ম্মস্থান সমুদয় বিভিন্ন হইলে ঐরাবত-সদৃশ সেই মহাত্মা বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া রথ হইতে বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন।

মদ্রেশ্বর বাহু-দ্বয় প্রসারণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অভিমুখে ভূতলে উন্নত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত রহিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভিন্ন এবং রুধিরে সমাচ্ছন্ন হইল। সেই নরপতি ধরাশায়ী হইলে, বোধ হইল যেন, তিনি বহুকাল পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক প্রিয়কান্তা বসুমতীর হৃদয়ে পতিত হইলেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম-পুত্র-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হইয়া যজ্ঞস্থলে সম্যক্ হুত ও সাধুরূপে ইষ্ট অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত রহিলেন মদ্ররাজ শক্তির আঘাতে বিভিন্ন হৃদয় এবং অস্ত্র শস্ত্র ও ধ্বজ পতাকাদি বিহীন হইয়া তাদৃশভাবে প্রশান্ত হইলেও শ্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

অনন্তর, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনু-সদৃশ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক গরুড়ের পন্নগ-বিনাশের ন্যায় সমরে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা বিপক্ষ-ব্যূহের দেহ-নিচয় ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনার সৈনিকগণ পার্থের শায়ক-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া নয়ন নিমীলন-পূর্ব্বক পরস্পর সম্মর্দ্দে পীড়িত ও অতিশয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তৎকালে তাহাদিগের সকলেরই সর্ব্ব শরীর হইতে রুধির ধারা নিস্যন্দিত হইতে-

ছিল, সকলেই বিশস্ত্র ও আয়ুধ বিহীন হওয়ায় নির্জ্জীবের ন্যায় হইল।

অনন্তর, মদ্ররাজ নিপতিত হইলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন যুবা তদীয় অনুজ ভ্রাতা রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যুদ্ধমত্ত হইয়া সহোদর বধের প্রতিশোধ নিমিত্ত কামনা করত সত্বরভাবে যুধিষ্ঠিরকে বহুতর নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ অবলীলাক্রমে তাঁহাকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে এক দীপ্যমান সুদৃঢ় শাণিত ভল্ল-দ্বারা সেই সম্মুখবর্ত্তি শল্যানুজের মস্তক ছেদন করিলেন। স্বর্গবাসি লোক পুণ্যক্ষয় হইলে যেমন তথা হইতে পতিত হয়, তেমনি তাঁহার সকুণ্ডল মস্তক রথ হইতে পতিত দৃষ্ট হইল। তখন তাঁহার রুধিরাক্ত ও শিরোহীন শরীর রথ হইতে পতিত দেখিয়া সৈন্যগণ সমরে ভঙ্গ দিল। বিচিত্র কবচধারী শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ হাহাকার করত দৌড়িতে লাগিল। তাঁহার নিধন দর্শনে আপনকার সৈন্যেরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল, এবং ধূলিপুঞ্জে বিধ্বস্ত হইয়া পাণ্ডব-ভয়ে নিতান্ত ত্রাসান্বিত হইল।

হে মহারাজ! কৌরবগণ এইরূপে ত্রস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইলে সাত্যকি তাহাদিগের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে অভিমুখীন হইলেন। কৃতবর্ম্মা সেই অপ্রসহ্য দুরাসদ মহাধনুর্দ্ধরকে আসিতে দেখিয়া সত্বর হইয়া নির্ভয়ের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর, সেই দুই দিবাকর তুল্য প্রভাশালি সিংহসম মদমত্ত বৃষ্ণিবংশোদ্ভব অজেয় মহানুভব কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি, একত্র মিলিত হইয়া সূর্য্যকিরণ সম শাণিত সায়ক-নিচয়-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সেই বৃষ্ণিবীর-দ্বয়ের চাপ-বিনির্ম্মুক্ত শর সকল আকাশ-মণ্ডলে শীঘ্রগামি পতঙ্গ-কুলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর কৃতবর্ম্মা, সাত্যকিকে দশ শরে এবং তাঁহার হয়গণকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া অপর এক সুদৃঢ় শর-দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। সাত্যকি সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগভরে অন্য এক দৃঢ়তর কার্ম্মুক ধারণ করিলেন, এবং সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধরবর উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারণ করিয়া কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল দশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সুদৃঢ় ভল্ল-দ্বারা তাঁহার রথযুগ ও ঈশা ছেদন করিয়া অশ্বগণকে এবং পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে নিহত করিলেন।

অনন্তর, বীর্য্যবান্ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে বিরথ দেখিয়া নিজরথে আরোহিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। হে মহারাজ! মদ্ররাজ নিহত এবং কৃতবর্ম্মা বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। তৎকালে সৈন্য সকল ধূলিরাশি-দ্বারা সমাকুল হইলে আর কিছুই বোধগম্য হইল না। তদানীং সৈনিকগণের অধিকাংশই হত হইয়াছিল, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও পরাঙ্মুখ হইল। ভূমণ্ডল হইতে সমুত্থিত ধূলিপুঞ্জ মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে বিবিধ শোণিত স্রাব-দ্বারা প্রশান্ত হইয়া গেল।

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন আপন সৈন্য সকলকে ভগ্ন দেখিয়া বেগভরে সমাগত পাণ্ডবগণকে একাকী আক্রমণ করিলেন, তিনি পাণ্ডবগণকে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দুর্দ্ধর্ষ আনর্ত্ত-দেশাধিপতিকে সরথ দেখিয়া শাণিত শরনিকর-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। বিপক্ষগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম-তুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। এদিকে কৃতবর্ম্মাও অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক নিবৃত্ত রহিলেন। পরিশেষে মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির ত্বরমাণ হইয়া শরচতুষ্টয়-দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিহত করিলেন, এবং কৃপাচার্য্যকে সুশাণিত ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও বিরথ দর্শনে তৎক্ষণাৎ আপন রথে আরোহিত করিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখ হইতে লইয়া গেলেন। অনন্তর, কৃপা-

চার্য্য যুধিষ্ঠিরকে অষ্টবাণে প্রতিবিদ্ধ ও তাঁহার তুরঙ্গগণকে শাণিত অষ্ট সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনকার ও আপনার পুত্রের কুমন্ত্রণাতে এইরূপে যুদ্ধের শেষ অবস্থা ঘটিল। মহাধনুর্দ্ধর শল্য, ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক সমর-মধ্যে নিহত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে হত দেখিয়া পরম প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সকলে মিলিয়া শঙ্খধ্বনি করিল। পুরাকালে বৃত্রাসুর বধ হইলে সুরগণ যেমন মহেন্দ্রকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তেমনি তখন সমর-মধ্যে সকলে যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং নানাবিধ বাদ্যধ্বনি-দ্বারা বসুধা-মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল।

শল্যবধে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী বীর সেই মহৎ বল হইতে নির্গত হইল। দুর্য্যোধন তখন শৈলসন্নিভ এক দ্বিরদোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক ধ্রিয়মাণ ছত্র-দ্বারা সুশোভিত ও চামর-দ্বারা বীজ্যমান হইয়া মদ্রগণকে বারম্বার বারণ করিলেও তাহারা তাঁহার নিবারণ না শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের জিঘাংসার্থে পাণ্ডব বলের-মধ্যে প্রবেশ করিল। শূর সকল সেই সুযুদ্ধে মনঃ সমাধান করিয়া ঘোরতর ধনুঃশব্দ করত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

শল্য নিহত এবং মদ্ররাজের প্রিয়কারি মদ্রদেশীয় মহারথগণ-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির পীড়িত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহারথ অর্জ্জুন রথনির্ঘোষ-দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারণ করিতে করিতে আগমন করিলেন। অনন্তর, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নরবর সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ সকলেই তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ এইরূপে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, মকর সকল যেমন জলনিধিকে আন্দোলিত করে, তেমনি তাহারা কৌরব-বলকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। প্রবল পবন যেমন তরু সকলকে কম্পিত করে, পাণ্ডবগণ আপনকার সৈনিক-দলের তাদৃশ দশা করিল, প্রচণ্ড পবনবেগে মহানদী গঙ্গা যেমন আন্দোলিতা হয়, কুরুবাহিনী তখন তদ্রূপই ক্ষুব্ধ হইল।

হে মহারাজ! মহাত্মা মদ্র মহারথেরা তথাপি মহতী পাণ্ডবী-সেনার-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, "কোথায় সে রাজা যুধিষ্ঠির, কোথায় তাহার বীর সহোদরগণ, কোথায় বা মহাবীর পাঞ্চাল সকল, কোথায় মহারথ শিখণ্ডী, কোথায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, কোথায় বা সাত্যকি, কোথায় মহারথ দ্রৌপদী-কুমার সকল, কাহাকেও যে এস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না।" এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, বীরবর মহারথ দ্রৌপদী-কুমারগণ সেই সমস্ত যুদ্ধকারী মদ্ররাজের অনুচরবর্গকে অভিহত করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ কেহ কেহ রথ-দ্বারা কেহ কেহ বা বিচ্ছিন্ন মহাধ্বজ-দ্বারা বিমথিত হইল, কেহ কেহ বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক সমরে নিহত দৃষ্ট হইল। হে ভারত! যোদ্ধারা সমরাঙ্গনে সহস্র সহস্র পাণ্ডবীয় বীর-সৈন্যকে বিলোকন করিয়া আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রণ-যাত্রা করিল। দুর্য্যোধন সেই সমস্ত বীরকে সান্ত্বনা করত নিষেধ করিলেন, কিন্তু তৎকালে কোন মহারথই তাঁহার শাসন গ্রাহ্য করিলেন্ না।

হে নৃপবর! অনন্তর, গান্ধাররাজের পুত্র বক্তৃবর শকুনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ! আপনি সমরে বর্ত্তমান সত্ত্বে আমাদিগের প্রত্যক্ষেই পাণ্ডবেরা মদ্রসৈন্য সকলকে সংহার করিতেছে, ইহা উচিত হইতেছে না। হে নৃপবর! পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সকলে মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিব, সম্প্রতি বিপক্ষেরা আমাদিগের সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদিগকে কেন ক্ষমা করিতেছেন? দুর্য্যোধন বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বে ইহাদিগকে বারম্বার বারণ করিলেও ইহারা আমার বাক্য রক্ষা করিল না, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া

পাণ্ডবী সেনার প্রতি ধাবিত হইল।' শকুনি কহিলেন, 'সংগ্রামস্থলে যুদ্ধবীরগণ ক্রোধ বশত যদি প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে, তথাপি তাহাদিগের প্রতি প্রভুর ক্রোধ করা উচিত নহে, ইহা উপেক্ষা করিবার সময় নয়, চলুন আমরা সকলে অশ্ব, রথ, কুঞ্জর-সহ মদ্ররাজের মহাধনুর্দ্ধর অনুচরগণের পরিত্রাণার্থ যাত্রা করি'' 'আমরা পরম প্রযত্ন-সহকারে পরস্পর রক্ষা করিব' সকলে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সৈনিকগণ যে স্থানে ছিল, তথায় গমন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শকুনির কথানুসারে সুমহৎ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ-দ্বারা যেন মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করত রণস্থলে প্রয়াণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণের-মধ্যে কেবল মার, ধর, বিদ্ধ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, এই সকল কথা মাত্র তুমুলরূপে আন্দোলিত হইতে থাকিল।

এদিকে পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচর সকলকে রণস্থলে মিলিত দেখিয়া মধ্যমাকার ব্যূহ-বিশেষ বিন্যাস করিয়া অভিমুখীন হইল। হে মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সেই সমস্ত শল্যের অনুচর বীরেরা ঝটিতি নিহত হইয়াছে দেখাগেল। আমরা গমন করিতে করিতেই বিপক্ষেরা মিলিত হইয়া বলবান্ মদ্রসৈন্য-সকলকে নিহত করত প্রফুল্ল-চিত্তে হাস্য করিতে লাগিল। অনন্তর, সর্ব্বদিকেই উত্থিত কবন্ধ সকল পরিদৃশ্য হইল, রণস্থলী-মধ্যে আদিত্য-মণ্ডল হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। সমরভূমি ভগ্নরথযুগ, অক্ষ ও নিহত মহারথ তথা নিপতিত হয়নিচয়-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সেই রণভূমি-মধ্যে যুগকাষ্ঠমাত্র-ধারি বায়ুবেগ-গামি বাহগণ-সমন্বিত যোদ্ধারা দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কোন তুরঙ্গ সকল রণস্থলে ভগ্নচক্র রথ লইয়া বহন করিল, কোন কোন বাজিগণ রথের অর্দ্ধভাগ লইয়া দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। হে নৃপবর! দেখিলাম, অশ্বগণ যোক্ত্রবহনে ক্লিষ্ট এবং রথিগণ পতিত হইতেছে, বোধ হইল যেন, সিদ্ধগণ পুণ্যক্ষয় বশত গগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন্। মদ্ররাজের শূরবর অনুচর বর্গ নিহত হইলে, জয়াভিলাষি যুদ্ধকারি মহারথ পাণ্ডবগণ অশ্ব সকলকে আপতিত দেখিয়া অতি বেগে আমাদিগের প্রতি আক্রমণ করিল এবং শঙ্খ-ধ্বনির সহিত মিশ্রিত ঘোরতর শরশব্দ করত আমাদিগকে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তাহারা শরাসন কম্পন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল শুনিয়া এবং শূরবর মদ্ররাজকে নিহত ও তাঁহার সুমহৎ বল সকলকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। হে মহারাজ! তাহারা বিজয়-প্রকাশি দৃঢ়ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান, ভীত ও ত্রস্ত হইয়া দশ দিকের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দুর্যোধন সৈন্যাপযানে অষ্টাদশ অধ্যায়॥ ১৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্ররাজ রণস্থলে পতিত হইলে, আপনকার পুত্রগণ ও সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিমুখ হইল. অগাধ-সাগরগর্ত্তে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্‌গণ যেমন সেই অপার পারাবার পার হইবার জন্য ব্যাকুল হয়, মহাত্মা ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক মদ্ররাজ নিহত হইলে আপনার শরবিক্ষত সৈন্যেরাও সেইরূপ ত্রাসযুক্ত হইল। তৎকালে তাহারা সিংহাহত মৃগ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ এবং শীর্ণদন্ত গজের ন্যায় অনাথ হইয়া প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে অজাতশত্রু-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। রাজন্! শল্য নিহত হইলে আপনার যোদ্ধাদিগের মধ্যে কোনব্যক্তিরই সৈন্যসন্ধান ও পরাক্রম প্রকাশ করিতে বুদ্ধি স্থির ছিল না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হইলে আপনার সৈন্যগণের যে দুঃখ ও ভয় হইয়াছিল, মহারথ শল্য নিহত হইলে, আমাদিগের সেই ভয় ও সেই শোক পুন-

রায় উপস্থিত হইল। তখন আমরা জয়-বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইলাম।

যোদ্ধারা শত্রুদিগের শাণিত শরে হত, বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া ভয়-বশত পলায়ন করিল। মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে, আরোহণ করিয়া ধাবমান হইলেন্। পদাতিকেরা ভয়-প্রযুক্ত অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল। শৈল-সদৃশ দুই সহস্র সমর-মাতঙ্গ অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠাঘাতে চালিত হইয়া অতি বেগে ধাবিত হইল। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! আপনকার সৈন্য সকল শরাহত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সমরভূমি হইতে দশ দিকে দৌড়িতে লাগিল। বিজয়াভিলাষি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই পরাজিত প্রভগ্ন ও উৎসাহ-বিহীন সৈন্য সকলকে ধাবিত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইল। শূরগণের সিংহনাদ, ঘোরতর বাণ শব্দ এবং সুগভীর শঙ্খধ্বনি, সুদারুণ হইয়া উঠিল। পাঞ্চালেরা কৌরব সৈন্য সকলকে ভীত, ত্রস্ত ও পলায়মান দেখিয়া পাণ্ডবগণের সহিত এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, "যে, অদ্য সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রু-বিজয় করিলেন, অদ্য দুর্য্যোধন প্রদীপ্ত রাজশ্রী হইতে ভ্রষ্ট হইল। অদ্য জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রকে হত শুনিয়া ভূমিতলে পতিত ও বিহ্বল হইয়া পাপের ফল ভোগ করুক। অদ্য সেই পাপকারী দুর্ম্মেধা, যুধিষ্ঠিরকে সমুদয় ধনুর্দ্ধরের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করুক এবং আপনাকে নিন্দা করুক; অদ্য হিতবাদি বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া স্মরণ করুক; অদ্য হইতে সেই রাজা পাণ্ডবগণের দাস হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বে যে দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অনুভব করুক। অদ্য সেই মহীপাল, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবগত হউক এবং সংগ্রামে অর্জ্জুনের ধনুর্ঘোষ, অস্ত্রবল ও বাহুবল বিলোকন করুক। অদ্য সমরাঙ্গনে মহাবল ভীমসেন, দেবরাজের বলাসুর বিনাশের ন্যায়, দুর্য্যোধনকে সংহার করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই মহাত্মার বিপুল বল বুঝিতে পারিবেন। মহাবল ভীমসেন দুঃশাসনের বধ-বিষয়ে তৎকালে যে অলৌকিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা ব্যতীত জগতীতলে অন্য কোন পুরুষ তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারে না। দেবগণের দুরাসদ মদ্ররাজকে হত শুনিয়া দুর্য্যোধন অদ্য জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের পরাক্রম অবগত হউক। অদ্যকার যুদ্ধে শূরবর শকুনি ও সমস্ত গান্ধারগণ নিহত হইলে, নকুল ও সহদেবের বিক্রম জানিতে পারিবে। ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং মহাধনুর্দ্ধর রাজা যুধিষ্ঠির যাহাদিগের যোদ্ধা তাহাদিগের জয় কেন না হইবে? জগতীনাথ জনার্দ্দন কৃষ্ণ যাহাদিগের নাথ, ধর্ম্ম যাহাদিগের আশ্রয়, তাহাদিগের জয় কেন না হইবে? ধর্ম্ম ও যশোনিধি হৃষীকেশ সতত যাহার সহায়, সেই যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য শত সহস্র নৃপতিগণকে জয় করিতে পারে?" সৃঞ্জয়গণ এইরূপ কথোপকথন করত মহাহর্ষে পরিপূর্ণ হইল এবং আপনকার বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন, রথিসৈন্যের এবং নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, শকুনির অভিমুখীন হইলেন।

দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যগণকে ভীমসেন ভয়ে পলায়মান দর্শনে বিস্মিতের ন্যায় হইয়া সারথিকে কহিলেন, "ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আমাকে অতিক্রম করিতে উদ্যত রহিয়াছে, অতএব তুমি সমুদয় সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বগণকে প্রেরণ কর। আমি সকলের পশ্চাতে থাকিলে মহা সমুদ্র যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ ধনঞ্জয় কোন প্রকারেই আমাকে অতিক্রম করিতে উৎসাহবান্ হইবে না। সারথে! ঐ দেখ সৈন্যগণ পাণ্ডব-ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহাদিগের গমনে চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতেছে। ঘোরতর ভয়ঙ্কর সিংহনাদ সকল শ্রবণ কর, এবং অল্পে

অল্পে সৈন্যগণের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিতে চল। আমি সমরস্থলে উপস্থিত থাকিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে আমার সৈন্যেরা পুনরায় বল-পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইবে।”

সারথি, আপনকার পুত্রের শূরবর-সদৃশ সেই বাক্য শুনিয়া হেমাবরণ অশ্বগণকে শনৈঃ শনৈ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তৎকালে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথহীন একবিংশতি সহস্র পদাতিকমাত্র যুদ্ধার্থে অবস্থিত ছিল। নানাদেশ সমুৎপন্ন ও নানা নগর বাসি যোদ্ধারা সুমহৎ যশঃ প্রার্থনায় প্রতীক্ষা করিল। তাহারা হৃষ্টমনে পরস্পর যুদ্ধার্থ মিলিত হইলে ঘোর ভয়ঙ্কর সুমহান সংমর্দ্দ উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, চতুরঙ্গ বল-দ্বারা নানাদেশীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। অন্যান্য পদাতিকেরা কেবল ভীমসেনের অভিমুখীন হইয়া রহিল; বীরলোকে গমনাভিলাষি যুদ্ধদুর্ম্মদ সংরব্ধ কৌরব-সৈন্যেরা সিংহনাদ ও বাহুস্ফোট করত সংহৃষ্ট হইয়া ভীমসেনের সন্নিধানে ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা আর অন্য কোন কথা আলাপ করিল না। সেই সমস্ত পদাতিগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আঘাত করিতে লাগিল, তিনি সমরে পদাতিগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান ও পরিবৃত থাকিয়া রোষপরবশ হইয়াও মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। হে মহারাজ! কৌরব-যোদ্ধারা পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যকে নিবারিত করিয়া মহারথ ভীমসেনের নিগ্রহার্থ সচেষ্ট হইল; সেই সমাগত রথিসৈন্যগণ ভীমসেনকে ক্রোধাক্রান্ত করিল; তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক পদাতি হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সুবর্ণাবৃত মহা গদা ধারণ করিয়া দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় আপনকার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন সেই অশ্ব, রথ ও গজবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতিককে গদা-দ্বারা পোথিত করিলেন। সত্যপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে সৈন্য সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরস্কৃত করত বহুক্ষণ অদৃশ্য রহিলেন। নিহত পদাতিগণ রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল, নানা দেশ হইতে সমাগত নানাজাতীয় সৈন্যগণ বিবিধ পুষ্পমাল্য ও কুণ্ডল ধারণ করিয়া সমরে বাত-ভগ্ন পুষ্পিত কর্ণিকার তরুর ন্যায় পতিত রহিল। পদাতি দলের প্রবল সৈন্য সকল নিকৃত্ত ও ধ্বজ পতাকা সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঘোরতর ভয়ানক ও রৌদ্ররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির-পুরোগামি সসৈন্য মহারথগণ আপনকার সৈন্য-সকলকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধনের অনুধাবন করিলেন, কিন্তু বেলা যেমন সাগর-সমীপে যায় না, সেইরূপ তাহারা সকলে আপনার পুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে আমরা আপনকার পুত্রের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দেখিলাম, যে হেতু পাণ্ডবেরা সকলে মিলিত হইয়াও এক মাত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে পারিল না।

দুর্য্যোধন অদূরবর্ত্তি স্বীয় সৈন্য সকলকে নিতান্ত বিক্ষত ও পলায়নে প্রস্তুত দেখিয়া কহিলেন, “আমি পৃথিবী বা পর্ব্বত-মধ্যে এরূপ স্থান দেখিতেছি না, যেস্থানে যাইলে পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে নিধন করিতে না পারে, সুতরাং এক্ষণে পলায়নে প্রয়োজন কি? ইহাদিগের সৈন্য অতি অল্প আছে এবং অর্জ্জুন ও কেশব নিতান্ত বিক্ষত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আমরা যদি এস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি তবে আমারদিগের নিশ্চয় বিজয় হয়। তোমরা যদি সমরে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান কর, তবে পাপাচার পাণ্ডবেরা অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে, সুতরাং আমাদিগের সমরে অবস্থান করাই শ্রেয়। যে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ এস্থানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন। যদি কৃতান্ত, শূর ও ভীরু উভয়কে সতত সংহার করিতেছেন, তবে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কোন্ মূঢ়

পুরুষ যুদ্ধ করিতে বিরত হইবে? এক্ষণে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থিতি করা আমাদিগের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যাহারা বিগ্রহ করিয়া থাকে তাহাদিগের পক্ষে সামরিক মৃত্যুই সুখকর। সংগ্রামে বিজয়ী হইলে সুখ লাভ, হত হইলে পরলোকে মহাফল প্রাপ্ত হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম হইতে স্বর্গের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তোমরা যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অচিরকাল-মধ্যে সেই সকল লোকে গমন কর।”

নৃপগণ, দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা মান্য করিয়া পুনরায় আততায়ি পাণ্ডবগণের অনুবর্ত্তন করিলেন, তাঁহারা আগমন করিতে থাকিলে প্রহারকারী ক্রোধ-পরবশ বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবেরা অবিলম্বে ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিল। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয়, সমর-মধ্যে রথোপরি অধ্যাসীন থাকিয়া ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীবধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন, মহাবল বীর সাত্যকি এবং নকুল ও সহদেব, যেদিকে আপনকার সৈন্যগণ অবস্থান করিতে ছিল, সেই দিকে অতি বেগে শকুনির প্রতি আক্রমণ করিলেন।

শকুনযুদ্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়॥ ১৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল নিবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্বরাজ শৈলসম ঐরাবত-সদৃশ শত্রুমর্দ্দন উদ্ধত এক মত্তমাতঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া ক্রোধ-পরবশ হইয়া পাণ্ডবদিগের সুমহৎ সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! যে হস্তী অতি সৎকুলোদ্ভব হওয়াতে দুর্য্যোধনের নিকটে নিয়ত পূজিতভাবে থাকিত, শাস্ত্র-বেত্তারা যাহাকে সমরের উপযুক্ত জানিয়া সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, রাজা সেই দ্বিরদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গ্রীষ্মাবসানে উদয়াচলস্থ সবিতার অনুকারী হইলেন। তিনি সেই গজবর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রগণের অভিমুখীন হইলেন এবং মহেন্দ্রের বজ্র-সদৃশ ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি মহারণ-মধ্যে অবিশ্রান্ত-রূপে বাণ বর্ষণ ও শত্রু সকলকে শমন-সন্নিধানে প্রেরণ করিতে থাকিলে পুরাকালে দৈত্যগণ যেমন বজ্রধরের অবকাশ অবলোকনে অক্ষম ছিল, তেমনি কি স্বপক্ষীয় কি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তৎকালে তাঁহার অবকাশ অবলোকন করিতে পারে নাই। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজের ঐরাবত, দৈত্যসেনা বিমর্দ্দন করিলে দানবেরা তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিল, সেইরূপ সেই গজরাজ বিপক্ষ চমূ বিলোড়ন করিতে থাকিলে পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়-সৈন্যেরা সমর-মধ্যে একমাত্র সেই মহেন্দ্রগজ-সদৃশ মাতঙ্গকে চতুর্দ্দিকে সহস্রবার বিচরণ করিতে দেখিল। এইরূপে সেই গজরাজ-কর্ত্তৃক বিপক্ষবল সকল বিদারিত ও পরিবেষ্টিত-প্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভিত হইল। তাহারা তৎকালে পরস্পর বিমর্দ্দিত হইয়া অতিশয় ভয়-বশত সমরে অবস্থান করিতে পারিল না।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই নরাধিপ-কর্ত্তৃক প্রভগ্না মহতী পাণ্ডবীসেনা সেই গজেন্দ্রের বেগ নিবারণে অক্ষম হইয়া সহসা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। তখন আপনকার প্রধান প্রধান যোদ্ধারা বেগবতী পাণ্ডবী-সেনাকে ধাবিত দেখিয়া সেই নরেশ্বরকে প্রশংসা করত শশি-সন্নিভ শঙ্খ সকল নিনাদিত করিল।

অনন্তর, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৌরবদিগের হর্ষহেতু সমুৎপন্ন শঙ্খধ্বনি সমন্বিত নিনাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-বশত ক্ষমা করিতে পারিলেন না, পরে সেই মহাত্মা জয়ের জন্য সত্বর হইয়া দেবরাজের সহিত সংগ্রাম-সময়ে জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, সেইরূপ সেই দ্বিরদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। হে মহারাজ! নৃপশ্রেষ্ঠ শাল্ব সহসা সেই পাঞ্চালরাজকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার বধার্থে নিজ গজকেই অবিলম্বে প্রেরণ করি-

লেন। পাঞ্চাল-নন্দন সহসা সেই মত্ত মাতঙ্গকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া জ্বলন্ত অগ্নি-সদৃশ উগ্র বেগ-সম্পন্ন নারাচমুখ্য শাণিত শরত্রয়-দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে সেই মহাত্মা অপর শাণিত পঞ্চ শর সন্ধান-পূর্ব্বক বিপুল দন্তাবলের কুম্ভ-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, সে তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অতিশয় ধাবিত হইল। গজরাজ ছিন্ন শরীরে সহসা সমর-মধ্যে দৌড়িতে থাকিলে, শাল্ব তাহাকে অঙ্কুশাঘাতে বশীভূত করিয়া পাঞ্চাল-রাজের রথ প্রদর্শন করত অবিলম্বে প্রেরণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা সেই মত্ত মাতঙ্গকে আসিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক ভয়-বিহ্বল হইয়া অবিলম্বে নিজ রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, সেই দ্বিরদবর সেই হেম-বিভূষিত রথখানিকে অশ্ব ও সারথির সহিত সহসা বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক শুণ্ড-দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া ধরাতলে বিপোথিত করিল। তৎকালে সেই নাগরাজ-কর্ত্তৃক সহসা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরতিশয় ব্যথিত দেখিয়া ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি বেগভরে তাঁহার অনুধাবন করিলেন। রথিগণ শর-সমূহ-দ্বারা সেই অভিমুখে আপতিত বারণের বেগ নিবারণ করিয়া, তাহাকে সংগ্রহ করিলেন, সেই গজ তখন তাঁহাদিগের-দ্বারা বার্য্যমাণ হইয়া সমর-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর, শাল্বরাজ চতুর্দ্দিকে সূর্য্যকিরণের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রথিগণ সেই আশুগ-নিবহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়া সকলেই তখন তথা হইতে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! শাল্বভূপতির এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ সমরস্থলে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। নরশ্রেষ্ঠগণ সেই গজরাজকে চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর, শত্রুঘাতী বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর হইয়া শৈলশৃঙ্গ-তুল্য গদা ধারণ-পূর্ব্বক অতি বেগে সেই বারণের অনুসরণ করিলেন। ধরাধর-সম বিপুল দন্তাবল ধারাধরের ন্যায় মদবারি বর্ষণ করিতে থাকিলে বলবান্ পাঞ্চালরাজ-কুমার গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে অতিশয় আঘাত করিলেন, ধরাধর-সদৃশ সেই হস্তী ভিন্নকুম্ভ হইয়া নিনাদ করত মুখ হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরণ করিতে করিতে ভূমিকম্প-কালে বিচলিত অচলের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল।

গজেন্দ্র নিপাতিত হইলে যখন দুর্য্যোধনের সৈন্যেরা হাহাকার করিয়া উঠিল, সেই সময়েই বীরবর সাত্যকি শাণিত ভল্ল-দ্বারা শাল্ব-ভূপতির শিরশ্ছেদন করিলেন। শাল্বরাজ সমরে সাত্যকি-কর্ত্তৃক ছিন্ন-মস্তক হইয়া দেবরাজ-প্রেরিত বজ্র-দ্বারা বিদীর্ণ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় গজরাজের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন।

শাল্ববধে বিংশতি অধ্যায়॥ ২০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমিতি শোভন শূরবর শাল্ব সমরে নিহত হইলে বায়ুবেগে মহান্ বৃক্ষ যেমন ভগ্ন হয়, তেমনি আপনার সৈন্য সকল ভগ্ন হইল। মহাবলশালী শূরবর মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সকল সৈন্যকে ভগ্ন দেখিয়া শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। সেই সমস্ত বীরেরা কৃতবর্ম্মাকে সমরে শরাকীর্ণ হইয়াও শৈলের ন্যায় অচল থাকিতে দেখিয়া নিবৃত্ত হইল। অনন্তর, পাণ্ডবদিগের সহিত নিবৃত্ত কৌরবগণের মরণকাল-পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে শত্রুগণের সহিত কৃতবর্ম্মার মহাযুদ্ধ অতি আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইল, যেহেতু তিনি দুরাসদ পাণ্ডব-সৈন্যকে একাকীই নিবারণ করিলেন। দুষ্কর-কার্য্য কৃত হইলে সেই অন্যোন্যসুহৃৎ প্রহৃষ্ট সৈন্যগণের গগনস্পর্শী সুমহান্ সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই দারুণ শব্দে পাঞ্চালেরা অতিশয় ত্রাসান্বিত হইল, শিনিবংশোদ্ভব মহাবাহু সাত্যকিই কেবল

কৌরব-সেনার অনুগমন করিলেন, তিনি মহাবল রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে আক্রমণ-পূর্ব্বক নিশিত সপ্ত শর-দ্বারা যম সদনে প্রেরণ করিলেন। শিনি-প্রবীর সাত্যকি শাণিত শর-নিকর নিক্ষেপ করত আসিতে থাকিলে, ধীমান্ কৃতবর্ম্মা অতিবেগে সেই মহাবাহুর অভিমুখে পতিত হইলেন। সেই রথিবর ধনুর্দ্ধরেরা সিংহের ন্যায় নিনাদ করত উত্তমাস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। হে নৃপবর! তাঁহাদিগের ঘোরতর সমাগম-সময়ে পাণ্ডব পাঞ্চাল ও অন্যান্য যোদ্ধারা দর্শকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথদ্বয় নারাচ এবং বৎসদন্ত বাণ-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি উভয়ে বিবিধ পথে বিচরণ করত বারম্বার বাণবৃষ্টি-দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিলেন। সেই বৃষ্ণিবীর-দ্বয়ের চাপ-বেগবলে উৎপতিত বাণ সকলকে আকাশ-মণ্ডলে শীঘ্রগামী পতঙ্গমালার ন্যায় দর্শন করিলাম। অনন্তর, কৃতবর্ম্মা, সত্যকর্ম্মা সাত্যকির সন্নিহিত হইয়া শাণিত শর-চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন! তখন দীর্ঘবাহু সাত্যকি অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উৎকৃষ্ট অষ্টশর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, কৃতবর্ম্মা সম্পূর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত শাণিত শরত্রয়-দ্বারা সাত্যকিকে আহত করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই উৎকৃষ্ট ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্য এক সশর-শরাসন গ্রহণ করিলেন। সমস্ত ধনুর্দ্ধর-বরিষ্ঠ মহাবীর্য্য ও ধীশক্তি-সম্পন্ন অতিরথ মহাবল সাত্যকি সেই উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক জ্যা যোজনা করিয়া কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক শরাসন ছেদন জন্য অমর্ষ-পরবশ ও কুপিত হইয়া অচিরাৎ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর, সাত্যকি নিশিত দশ শর দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্ব ও সারথিকে নিহত ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বর্ণপরিষ্কৃত স্বীয় স্যন্দন হয়হীন ও সারথি-বিহীন সন্দর্শনে মহা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল উদ্যত করত সাত্যকিকে সংহার করিবার জন্য ভুজবেগ-দ্বারা নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি শাণিত শরনিকর-দ্বারা সেই শূল বিভিন্ন করিয়া কৃতবর্ম্মাকে যেন মোহিত করত চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে অপর এক ভল্ল-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলেন, এইরূপ সুযুদ্ধে কৃতাস্ত্র সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও হত-সারথি করিলে সুতরাং তাঁহারে তখন ধরণীতলে দাঁড়াইতে হইল।

দ্বৈরথ-যুদ্ধে সাত্যকি-কর্ত্তৃক সেই বীর বিরথ হইলে সৈন্য-সকলের অন্তঃকরণে সুমহান্ ভয় উপস্থিত হইল, এবং কৃতবর্ম্মা হতসূত, হতাশ্ব ও বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের মনে অতিশয় বিষাদ জন্মিল। বৈরিদমন কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও হত সারথি দেখিয়া কৃপাচার্য্য সাত্যকিরে সংহার করিতে ইচ্ছু হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু কৃপাচার্য্য সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মাকে নিজ-রথে আরোহিত করিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে বহির্ভাগে লইয়া গেলেন। হে মহারাজ! কৃতবর্ম্মা সাত্যকি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। তাহার পর সৈন্য সকল ধূলিরাশি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই অবগতি হইল না। নরপতি দুর্য্যোধন ব্যতীত আপনকার পক্ষের সকলেই বিদ্রুত হইল। দুর্য্যোধন স্বীয় সন্নিধানে সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অবিলম্বে অতি বেগে তাহাদিগের নিকটে গেলেন এবং বিদ্রুত হইতে নিবারণ করিলেন, শত্রুগণের অপরাজেয় দুর্য্যোধন নিরতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল, কেকয় ও সোমক-সৈন্যগণকে অসম্ভ্রান্তভাবে ভূরি ভূরি শাণিত শায়ক-দ্বারা তাড়িত করিলেন। তৎকালে আপনার মহাবল পুত্র যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত

মহান্ প্রকাশবান্ অগ্নির ন্যায় সমরে অতি যত্নে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শত্রু গণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু জ্ঞান করিয়া কেহই তাঁহার সন্নিহিত হইল না। অনন্তর, কৃতবর্ম্মা অন্য রথে অধ্যাসীন হইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে একবিংশতি অধ্যায় ॥ ২১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র রথিবর দুর্য্যোধন রথোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া সমরস্থলে ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় প্রতাপশালী ও অসম সাহস-সম্পন্ন হইলেন। তাঁহার শর সহস্র-দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; বারিধারা-দ্বারা শৈল সকল যেমন অভিষিক্ত হয়, সেইরূপ তিনি শর-সমূহ-দ্বারা শত্রু-গণকে সংসিক্ত করিলেন। সেই মহারণ মধ্যে পাণ্ডব-দিগের এমন কোন পুরুষ, হয়, হস্তী ও রথ ছিল না যে, দুর্য্যোধনের বাণে বিক্ষত হয় নাই। হে নর-নাথ! আমরা তখন সমরভূমিতে যে যে যোদ্ধার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিলাম, সেই সেই যোদ্ধারই শরীর আপনার পুত্রের বাণে আকীর্ণ দেখিলাম। যেমন সেনা-সমুদ্ভূত রজোরাশি-দ্বারা সৈন্য সকল সংছন্ন হয়, তেমনি সেই মহানুভবের শরনিকর-দ্বারা বিপক্ষকুল আচ্ছাদিত দৃষ্ট হইল।

হে পৃথিবীপতে! লঘুহস্ত ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন তৎ-কালে পৃথিবীকে এরূপে বাণজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন যে, তাহা যেন বাণময় দেখিলাম। তদানীং ভব-দীয় ও পরকীয় যোদ্ধৃ-সহস্রের মধ্যে একমাত্র সেই দুর্য্যোধনই পুরুষ ছিলেন, ইহাই আমার বোধ হইল। হে মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্রের এই আশ্চর্য্য বিক্রম দেখিলাম যে, পাণ্ডবগণ সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহার অভিমুখে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না।

মহারাজ! অনন্তর, তিনি সমর মধ্যে প্রথমত যুধিষ্ঠিরকে শত সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন, পরে ভীমসেনকে সপ্ততি বাণে, সহদেবকে সপ্ত সায়কে, নকুলকে চতুঃষষ্টি বিশিখে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ত শিলী-মুখে, দ্রৌপদেয়গণকে সপ্ত মার্গণে এবং সাত্যকিকে ইষু ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন, পরিশেষে ভল্লাঘাতে সহ-দেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

প্রতাপবান্ মাদ্রীনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপর কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরিশেষে তিনি তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং মহা-ধনুর্দ্ধর বীরবর নকুলও নরাধিপকে ঘোররূপ নব বাণে বিদ্ধ করিয়া নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, সাত্যকি সুদৃঢ় শত শরে, দ্রৌপদীনন্দনেরা ত্রিসপ্ততি সায়কে, ধর্ম্মরাজ পঞ্চ বিশিখে এবং ভীমসেন অশীতি শিলীমুখে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। তিনি সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে এই সমস্ত মহানুভবের নিক্ষিপ্ত শরজাল-দ্বারা চতুর্দ্দিকে আ-কীর্ণ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তৎ-কালে সমাগত মানবগণ সেই মহাত্মার লোকাতীত বাহুবীর্য্য, শিক্ষাকৌশল ও অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য দর্শন করিল। হে রাজেন্দ্র! বদ্ধ-কবচ কৌরবগণ অল্প দূর গমন করিয়া রাজাকে না দেখিয়া প্রত্যাগত হইল। প্রাবৃট্‌কালে আন্দোলিত সাগরের যেমন শব্দ হয়, তেমনি সেই আপতিত সৈন্যগণের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল নিস্বন সমুত্থিত হইল। সেই ধনু-র্দ্ধরেরা কুরুরাজের সন্নিহিত হইয়া আততায়ি পাণ্ডব-গণের প্রতিকূলে গমন করিল। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! অন-ন্তর, চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত বাণব্যূহ-দ্বারা বীরগণ রণ-স্থলী মধ্যে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান করিতে পারিল না। হে ভারত! সেই জ্যাক্ষেপে কঠিন কর্ম্ম দুঃসহ ক্রূর-কর্ম্মকারী বীরদ্বয় সমস্ত জগৎ ত্রাসিত করত কৃত-প্রতিকারে প্রযত্নপর হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

বীরবর বলবান্ সুবলপুত্র শকুনি সমরে যুধি-ষ্ঠিরকে শরে শরে পীড়িত করিলেন এবং তাঁহার

অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া সমস্ত সৈন্যকে কম্পিত করত নিনাদ করিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে প্রতাপ-বান্ সহদেব সমরে অপরাজিত রাজাকে রথোপরি আরোহিত করিয়া দূরে লইয়া গেলেন। অনন্তর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শকুনি-কে প্রথমত নব শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পঞ্চ বাণে প্রবিদ্ধ করিলেন এবং সেই সর্ব্ব ধন্বিপ্রবর, ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! দর্শক-গণের প্রীতিজনক ও সিদ্ধ চারণ-সেবিত সেই যুদ্ধ অতি বিচিত্র ও ঘোরতর হইল। এদিকে অপ্রমেয় বলশালী উলূক, যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। বীরবর নকুলও অবিশ্রান্ত বাণবৃষ্টি-দ্বারা সমরে শকুনি-তনয়কে সমাচ্ছাদিত করিলেন। এই সময়ে সেই দুই সৎকুলোদ্ভব বীর মহারথ পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অন্য দিকে কৃতবর্ম্মা শত্রুতাপন সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করত, বলির সহিত সমরকারি শক্রের ন্যায়, সুশোভিত রহিলেন। অপর ভাগে, দুর্য্যোধন ধৃষ্ট-দ্যুম্নের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সেই ছিন্নধন্বাকে শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমর-মধ্যে সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে এক পরম অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়ের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এই সময়ে তাঁহাদিগের তাদৃশ ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। শূরবর কৃপাচার্য্য ক্রোধাক্রান্ত হইয়া মহাবল পাঞ্চালীপুত্র সকলকে বহুতর সুদৃঢ় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত আ-ত্মার সংগ্রামের ন্যায়, তাহাদিগের সহিত কৃপাচা-র্য্যের ঘোরতর অসম্বরণীয় মর্য্যাদা-শূন্য যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রিয়গণ যেমন মূঢ় ব্যক্তিকে পীড়িত করে, তেমনি তাহারা সকলে কৃপাচার্য্যকে সাতিশয় পীড়া প্রদান করিল। তিনি সমরে তাহাদিগকে সংযত করত প্রতি-যুদ্ধ করিলেন। হে ভারত! ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত ক্ষণে ক্ষণে দেহীর সংগ্রামের ন্যায় এইরূপে তাহা-দিগের সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের আশ্চর্য্য সমর হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, পদাতিকেরা পদাতিকের সহিত, দন্তিদল গজারোহি সকলের সঙ্গে, অশ্বা-রোহি সকল অশ্বারোহি সমুদয়ের সমভিব্যাহারে এবং রথিরা রথিদিগের সহিত সমাসক্ত হইলে পুন-রায় ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহা বিচিত্র, ইহা ঘোরতর, এই যুদ্ধ অতি রৌদ্র এইরূপ কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধাদিগের বহুতর ভয়ঙ্কর সমর হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অরিন্দম বীরেরা সমরে পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরকে বাণবিদ্ধ ও সায়-কাঘাতে সংহার করিতে লাগিল।

হে নরনাথ! তাহাদিগের শস্ত্রসমুদ্ভূত ও ধাবমান অশ্বারোহিগণ-দ্বারা সঞ্জাত ধূলিপুঞ্জ বাতবেগে উদ্ধূত রজঃপুঞ্জের ন্যায় তীব্রতর দৃষ্ট হইল। রথনেমি ও দন্তাবল সকলের দীর্ঘনিশ্বাসে যে রজোরাশি সমুত্থিত হইল, তাহা সন্ধ্যাকালীন মেঘমালার ন্যায় দিবাকরের পথ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল। ভগবান ভাস্কর সেই ঘনতর ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইলে ভূমণ্ডল ও সেই সকল শূরবর মহারথেরাও আচ্ছাদিত রহিলেন।

হে ভরতসত্তম! মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে ভূমিতল বীর-শোণিতে সংসিক্ত হইলে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক্ একে-বারে রজোবিহীন হইল। তখন সেই তীব্রতর ঘোর-দর্শন রজোরাশি শান্ত হইয়া গেল। হে মহা-রাজ! অনন্তর, আমি সেই মধ্যাহ্ন সময়ে পুনরায় বীর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে আরব্ধ সুদারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিলাম। হে রাজেন্দ্র! তখন বর্ম্ম সকলের উজ্জ্বল প্রভা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, এবং পর্ব্বত মধ্যে দহ্যমান মহাবেণুবনের ন্যায়, পতমান সায়ক সকলের তুমুল শব্দ সমর মধ্যে নিরন্তর সমুত্থিত হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়॥ ২২

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোর ক্ষণে ভয়াবহ যুদ্ধ বর্ত্তমান কালে পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের বল সকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়াদিল। আপনার পুত্রেরা অতি যত্নে সেই মহারথ সকলকে নিবারিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রের জয়াভিলাষি যোদ্ধারা সহসা পলায়নে নিবৃত্ত হইল। তাহারা নিবৃত্ত হইলেই ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের দেবাসুর রণোপম সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তখন স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে কেহই বিমুখ হইল না। তাহারা সকলে অনুমান ও সংজ্ঞা-দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করাতে উভয়-পক্ষেরই বহুল সৈন্যক্ষয় হইল।

অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির ঘোরতর ক্রোধপরবশ হইয়া সরাজক ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংগ্রামে জয় করিতে অভিলাষ করত শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ শরত্রয়-দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং নারাচ চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে শমনসদনে পাঠাইয়াদিলেন। এই সময় অশ্বত্থামা যশস্বি কৃতবর্ম্মাকে নিজরথে আরোহিত করিয়া লইলেন। পরে কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরকে অষ্ট বাণ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, সমরস্থলের যে প্রদেশে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থিতি করিতেছিলেন, নরপতি দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ তথায় সপ্ত শত রথ প্রেরণ করিলেন, রথ সকল রথিযুক্ত হইয়া মন ও মারুতবেগে কুন্তীনন্দনের রথের প্রতি অভিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! তাহারা চতুর্দ্দিকে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মেঘ সকল যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে তেমনি শরনিকর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে অদৃশ্য করিল। শিখণ্ডি-প্রভৃতি রথিগণ কৌরববল-কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজের তাদৃশ দশা দর্শনে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কিঙ্কিণীজাল সংবৃত বেগ-সম্পন্ন তুরঙ্গযুক্ত রথনিবহ-দ্বারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করত আগমন করিলেন।

অনন্তর, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যমরাজ্য-বর্দ্ধন শোণিতজল-যুক্ত ভয়াবহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা আততায়ি কৌরবদিগের সপ্ত শত রথ হত করিয়া পুনরায় সম্মুখ আবরণ করিয়া রহিল। এই সময়ে পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনের সুমহৎ সংগ্রাম হইল, এরূপ যুদ্ধ কখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেই মর্য্যাদাশূন্য মহাযুদ্ধ বর্ত্তমান সময়ে ভবদীয় ও ইতর সৈন্যগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, যোদ্ধারা নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে, শঙ্খশব্দ, সিংহনাদ ও ধন্বিদিগের গর্জ্জনে যুদ্ধ অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিলে, জয়াভিলাষি যোদ্ধারা মর্ম্মচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াও ধাবমান হইলে, পৃথিবী মধ্যে বিষম শোকসম্ভব সংহার দশা ঘটিলে এবং অনেকানেক উত্তমা স্ত্রীর বৈধব্য দশা উপস্থিত হইলে, মর্য্যাদাশূন্য সুদারুণ সংগ্রাম বর্ত্তমানকালে সৈন্যগণের বিনাশার্থ সুদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। মহীতল অচল ও বন সকলের সহিত শব্দ করত বিচলিত হইল। দণ্ড-যুক্ত অঙ্গার সহ উল্কা-সকল রবিমণ্ডলে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। প্রচণ্ড পবন শর্কর বর্ষণ করত সর্ব্বদিকে বহিতে আরম্ভ করিল। নাগ সকল অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, সকলেরই অতিশয় কম্প হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত সুদারুণ উৎপাতরাশিকে অনাদর করিয়া স্বর্গ গমনে অভিলাষ করত যুদ্ধার্থ মন্ত্রণা-পূর্ব্বক পবিত্র ও রমণীয় কুরুক্ষেত্রে পুনরায় স্থির ও অব্যথভাবে দণ্ডায়মান রহিল

অনন্তর, গান্ধাররাজের পুত্র শকুনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "হে যোধগণ! তোমরা সকলে অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ কর, আমি তাবতের পশ্চাতে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে নিধন করিতেছি।" হে মহারাজ! তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া আমাদিগের মদ্রদেশীয় ও অন্যান্য বেগবান্ যোদ্ধারা হৃষ্টচিত্তে "কিলকিলা" শব্দ করিয়া উঠিল।

লব্ধলক্ষ্য ও দুরাসদ পাণ্ডবগণ শরাসন কম্পন করত বাণ বর্ষণ-দ্বারা পুনরায় আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! পরিশেষে বিপক্ষ-কর্তৃক মদ্ররাজের বল সকলকে নিহত দেখিয়া দুর্যোধনের সৈন্যেরা পুনর্ব্বার পরাঙ্মুখ হইল। তদনন্তর, বলবান্ গান্ধাররাজ বলিলেন, "রে অধর্ম্মজ্ঞ সৈন্যদল! স্থির হও, যুদ্ধ কর, তোমাদিগের পলায়নে প্রয়োজন কি?"

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে গান্ধাররাজের বিমল প্রাসযোধি দশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য উপস্থিত ছিল। লোকক্ষয় বর্ত্তমান কালে সেই সমস্ত বল-দ্বারা বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শকুনি পশ্চাদ্ভাগ হইতে শাণিত শরনিকর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডব সৈন্য সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সেই সমস্ত সুমহৎ সৈন্য, বায়ু-দ্বারা ক্ষিপ্যমাণ মেঘের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর, যুধিষ্ঠির সন্নিহিত স্বীয় সৈন্য সকলকে সহসা সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়াও ব্যগ্র না হইয়া মহারণে সহদেবকে বিপক্ষদলের অভিমুখে যাইতে অনুমতি করিলেন এবং কহিলেন, হে পাণ্ডব! দেখ, এই দুর্ম্মতি শকুনি বদ্ধকবচ হইয়া আমাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পীড়ন-পূর্ব্বক সেনা সকলকে সংহার করিতেছে; অতএব তুমি পাঞ্চালীর পুত্রগণের সহিত শীঘ্র গিয়া সৌবলকে সংহার কর। হে অনঘ! আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত একত্র থাকিয়া রথিগণকে দগ্ধ করিব। তোমার সহিত কুঞ্জর-যূথ বাজি সকল এবং তিন সহস্র পদাতিক গমন করুক, তুমি তাহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শকুনিকে সংহার কর।

ধনুষ্পাণি সৈন্যপরিবৃত সপ্ত শত গজারোহী, পঞ্চ শত অশ্বারোহী, তিন সহস্র পদাতিক, বীর্য্যবান্ সহদেব এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ সমরে যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনির সম্মুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, প্রতাপবান্ শকুনি জয়াভিলাষী হইয়া পাণ্ডবগণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক পশ্চাৎ হইতে সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বলশালি পাণ্ডবগণের সুসংরব্ধ অশ্বারোহিগণ রথি সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া শকুনির সৈন্য-দলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সমস্ত শূরবর সাদি সৈন্যেরা গজসৈন্য মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সৌবলের মহৎ বল সকলকে শর বর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিল। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই সেই গদা প্রাস উদ্যতকারি মহাপুরুষ-সেবিত সুমহৎ সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। জ্যাশব্দ উপরত হইল, রথিগণ দর্শক হইয়া রহিল। তৎকালে স্বীয় বা পরকীয় যোদ্ধাদিগের মধ্যে কিছুই বিশেষ বিলোকিত হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ শূরগণের বাহুবিসৃষ্ট শক্তি সম্পাতকে জ্যোতিঃ সম্পাতের ন্যায় দর্শন করিল। হে মহারাজ! নির্ম্মল খড়্গ সকলের নিরন্তর সম্পাতে আকাশমণ্ডল আবৃত ও অতি শোভিত হইল। হে ভরতসত্তম! প্রাস সমুদয় অবিশ্রান্ত নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, বোধ হইল যেন গগণমণ্ডলে শলভ সকল উড্ডীন হইতে লাগিল। শত সহস্র তুরঙ্গ শরবিদ্ধ নিয়ন্তৃগণের সহিত রুধিরাক্ত শরীরে ধরাতলে পতিত হইল। দেখিলাম, সম্যক্ বিক্ষত সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রাপ্ত ও পরিক্লিষ্ট হইয়া মুখ-দ্বারা অনর্গল রুধির বমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! অনন্তর, সৈন্যগণ ধূলিরাশি-দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত হইল। হে মহারাজ! পরিশেষে রণস্থল তিমিরাবৃত হইলে সেই সমস্ত শত্রুদমন মনুষ্য ও অশ্বগণকে সেই স্থান হইতে বিচলিত দেখিলাম। অন্যান্য সৈন্যগণ রুধির বমন করত ধরাতলে পতিত রহিল। কেশাকেশি সমরে সংসক্ত নরগণ অন্য কোন চেষ্টা করিতে সমর্থ হইল না; মল্লতুল্য মহাবল সৈন্য সকল পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করত নিহত করিতে লাগিল। এই সময়ে অনেকে গতাসু হইয়াও অশ্ব-দ্বারা আকৃষ্ট হইল। অন্যান্য অনেকানেক বিজয়ৈষী শূরাভিমানী পুরুষেরা তৎকালে রণভূমিতলে পতিত দৃষ্ট হইল। তখন শত সহস্র রক্তাক্ত ছিন্ন ভুজ ও অপকৃষ্ট

কেশরাশি-দ্বারা মহীতলকে আকীর্ণ দেখিলাম। হত অশ্ব ও হস্ত্যারোহি-সমূহে বসুধাতল আবৃত হইলে রণস্থলে কোন ব্যক্তিই অশ্ব-দ্বারা দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। হে মহারাজ! পরস্পর বধাভিলাষী রক্তাক্ত-বর্ম্মধারী উদ্যতায়ুধ গৃহীত শস্ত্র বিবিধ ঘোরতর অস্ত্রসম্পন্ন সন্নিহিত সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সমরে বহুল সৈনিক হত হইলে সুবলনন্দন শকুনি মুহূর্ত্ত কাল যুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষট্ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত রণস্থল হইতে চলিয়া গেলেন।

এইরূপ রুধিরাক্ত পাণ্ডব সৈন্যের বাহন সকল শ্রান্ত হইলে তাহারাও ছয় সহস্র হয়ারোহি সৈন্যের সহিত সমর হইতে অপগত হইল। সংগ্রামে সন্নিবিষ্ট হতভূয়িষ্ঠ পাণ্ডব পক্ষের রক্তাক্ত অশ্বারোহিগণ কহিল, "এস্থলে রথিগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না, মহাগজেরা কিরূপে পারিবে? অতএব রথিগণ রথিদিগের নিকটে ও কুঞ্জর সকল কুঞ্জরের সন্নিধানে গমন করুক; সৌবল রাজা শকুনি প্রতিগমন-পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনি পুনরায় আর সম্মুখ যুদ্ধ করিতে আসিবেন না।" সৈন্যগণের এই সমস্ত কথার পর পাঞ্চালীর পুত্রগণ ও সেই সকল মত্ত গজারোহি সৈন্যেরা, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যথায় অবস্থিত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিল। তৎকালে সমর মধ্যে ধূলিময় মেঘ সমুত্থিত হইলে একাকী সহদেবও যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর, তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে শকুনি ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পার্শ্বদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈনিক সকলকে পুনরায় সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদানীং পরস্পর বধাভিলাষী ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের প্রাণ পণ সংগ্রাম তুমুল হইয়া উঠিল। সেই বীর-সমাগমে শত সহস্র যোদ্ধারা পরস্পরকে চতুর্দ্দিকে পতিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই লোক-সংক্ষয় কালে পতনশীল তাল ফলের ন্যায় অসি-নিচয়-দ্বারা ছিদ্যমান মস্তক সকলের মহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! কবচ-হীন ভিন্ন শরীর-সমুদয়, বিচ্ছিন্ন উরু এবং সায়ুধ বাহু-নিচয় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিলে লোমহর্ষণ চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা পিতা পুত্র ভ্রাতাদিগকে শাণিত শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা সংহার করত আমিষ-লোভি খগগণের ন্যায় আগত হইল। তৎকালে সকলেই পরস্পরের প্রতি সংরব্ধ হইয়া "আমি প্রথমে বিনাশ করিব, আমি অগ্রে সংহার করিব" এইরূপ বিবাদ করিতে করিতেও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিল। কত কত হয়ারোহিরা পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে আসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গতাসু হওয়ায় তদ্দারা হত শত সহস্র ব্যক্তি পতিত রহিল। হে মহারাজ! আপনকার কুমন্ত্রণাতে শীঘ্রগামি প্রতিপিষ্ট শব্দায়মান অশ্ব সকলের পর-মর্ম্মভেদী চীৎকারকারি কবচধারি মনুষ্যগণের এবং খড়্গ শক্তি ও পাশ প্রভৃতি শস্ত্র সমুদয়ের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনকার সুসংরব্ধ যোদ্ধারা শ্রান্ত-বাহন শ্রমাভিভূত পিপাসিত এবং শাণিত শস্ত্রে বিক্ষত হইয়াও অভিমুখে বর্ত্তমান রহিল। কত কত সৈন্য রুধির গন্ধে বিচেতন ও মত্ত হইয়া স্বীয় ও পরকীয় সৈন্যের মধ্যে যাহাকে সম্মুখে দেখিল, তাহাকেই সংহার করিল। হে মহারাজ! অনেকানেক জয়াভিলাষি ক্ষত্রিয়েরা শরবৃষ্টি-দ্বারা আহত ও গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সেই গৃধ্র শৃগাল বৃক প্রভৃতির তুমুল আনন্দকর দিবসে আপনকার পুত্রের সমক্ষেই ঘোরতর বলক্ষয় হইয়া গেল। হে নরেশ্বর! ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী রক্তবারি-বিচিত্রা রণভূমি অশ্ব ও নর-শরীর-নিকর-দ্বারা সংচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ অসি, পট্টিশ ও শূল সমূহ-দ্বারা পুনঃপুন আহত হইয়া অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোদ্ধারা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করত ব্রণমুখ হইতে রুধির বমন করিতে করিতে নিপতিত

হইল। এক হস্তে একটা মস্তকের কেশ আকর্ষণ ও অন্য হস্তে রক্তাক্ত শাণিত খড়্গ উদ্যত করিয়া সমুত্থিত কবন্ধ দৃষ্ট হইল। হে মহারাজ! ক্রমে ক্রমে অনেকানেক কবন্ধ সমুত্থিত হইলে যোদ্ধারা শোণিত-গন্ধে বিমোহিত হইয়া গেল। অনন্তর, শব্দ মন্দীভূত হইলে শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বা-রোহীর সহিত পাণ্ডবীয় সুমহৎ সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন।

তদনন্তর, বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবগণ সত্বর হইয়া শকুনির সম্মুখে ধাবমান হইল; যুদ্ধপার-সন্তরণেচ্ছু অশ্বি, গজি ও পদাতিকগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করত সৌবলকে পরিবেষ্টন ও নিরুদ্ধ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। আপনকার সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইল দেখিয়া চতুরঙ্গ বল পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল। কোন কোন শূরবর পদাতিকগণ অস্ত্রহীন হইয়া পাদপ্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত-দ্বারা পরস্পরকে নিহত করায় তাহারা পতিত হইল। পুণ্যক্ষয় কালে বিমানভ্রষ্ট সিদ্ধগণের ন্যায়, রথিসকল রথ হইতে ও হস্তি-সাদিগণ দ্বিরদ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহারণে যোধগণ পরস্পর আক্রমণ-পূর্ব্বক সকলেই পিতা, ভ্রাতা, বয়স্য ও পুত্রগণকেও সংহার করিল। হে ভরতসত্তম! সেই পাশ, অসি ও বাণ-সংকীর্ণ সুদারুণ স্থলে এইরূপে মর্য্যাদা-শূন্য মহা-যুদ্ধ হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়॥ ২৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই তুমুল শব্দ ক্রমশ মন্দীভূত হইলে এবং পাণ্ডবেরা বল সকলকে ক্ষয় করিলে মহাবল সৌবল অবশিষ্ট সপ্ত শত অশ্বা-রোহি সৈন্য লইয়া রণস্থলে গমন করিলেন। তিনি অবিলম্বে বাহিনী মধ্যে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে অরিন্দম সকল! তোমরা এক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া পুনঃপুন যুদ্ধ কর। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণকে জি-জ্ঞাসা করিলেন, 'মহারথ রাজা দুর্য্যোধন কোথায় আছেন?' ক্ষত্রিয়েরা শকুনির এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ঐ মহারথ কুরুরাজ রণমধ্যে বিরাজ করি-তেছেন; যে স্থানে পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সুমহৎ ছত্র রহিয়াছে; যে স্থানে বদ্ধকবচ রথিগণ সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে; যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এই তুমুল শব্দ হইতেছে; হে রাজন্! তথায় শীঘ্র গমন করুন্, তাহা হইলেই কুরুপতিকে দেখিতে পাইবেন

হে মহারাজ! শকুনি সেই সমস্ত বীরগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া যে স্থানে আপনার পুত্র সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, শকুনি দুর্য্যোধনকে রথি সৈন্যের সহিত অবস্থিত দেখিয়া প্রসন্নবদনে আপনার রথি সকলকে আনন্দিত করত তৎকালে আপনাকে যেন কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়াই নরপতিকে এই কথা কহিলেন, মহারাজ! আমি অশ্বারোহি সকলকে জয় করিয়াছি, সম্প্রতি আপনি রথিগণকে সংহার করুন। এক্ষণে সমরে জীবন পরিত্যাগ না করিলে যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারা যাইবে না; পাণ্ডব-কর্ত্তৃক পরিপালিত রথিগণ নি-হত হইলে এই সকল গজিসৈন্য পদাতিক ও ইতর সেনা সমুদায়কে সংহার করিব।

শকুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনকার জয়া-ভিলাষি যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া পাণ্ডবী-সেনার প্রতি ধাবমান হইল, সকলেই তূণী ধারণ ও শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কম্পমান করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে নরেশ্বর! অনন্তর, নিক্ষিপ্ত শরনিকরের সুদারুণ শব্দ ও জ্যাতলের ঘোর নির্ঘোষ পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা শরাসন উদ্যত করিয়া অতিবেগে সন্নিহিত হইল দেখিয়া কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় দেবকী-পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে জনা-র্দ্দন! সম্প্রতি অসম্ভ্রান্তভাবে অশ্বগণকে চালনা করিয়া এই সৈন্য-সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ কর; অদ্য

আমি শাণিত শরনিকর-দ্বারা শক্র-সাগরের পারে গমন করিব। হে মাধব! অদ্য অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের পরস্পরের এই যুদ্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই যুদ্ধে মহানুভব কৌরবদিগের অনন্ত সৈন্য ক্ষয় হইল; অতএব দৈবের গতি কি বিচিত্র, তাহা অবলোকন কর। হে কেশব! দুর্য্যোধনের যে সৈন্য, সমুদ্রের ন্যায় অসীম ছিল, তাহা এক্ষণে আমাদিগের নিকটে আসিয়া গোষ্পদ-তুল্য হইয়াছে। ভীষ্মদেব হত হইলেও যদি দুর্য্যোধন সন্ধি-বন্ধন করিত, তাহা হইলেও তাহার মঙ্গল ছিল; কিন্তু, অতিমূর্খ দুর্য্যোধন মূঢ়তা-বশত তাহা করিল না। হে মাধব! ভীষ্ম তাহাকে যে সমস্ত হিতকর ও পথ্য-বাক্য কহিয়াছিলেন, হতবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহাও প্রতিপালন করিল না। মহাবীর ভীষ্ম সেই তুমুল সংগ্রামে ধরণীতলে শয়ন করিলে পুনরায় কি কারণে যুদ্ধ বর্ত্তমান রহিল, তাহা বুঝিতে পারি না। ভীষ্মদেব পতিত হইলেও যাহারা পুনরায় সংগ্রাম করিতে লাগিল, সেই অতি মূর্খ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে মূঢ় ভিন্ন আর কি জ্ঞান করিব? অনন্তর, বেদজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না। সৈন্যগণের অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে নরবর সূতনন্দন পুত্রের সহিত পাতিত হইলেও সমর শান্তি হইল না। শূরবর শ্রুতায়ু, পুরুবংশীয় জলসন্ধ এবং নৃপতি শ্রুতায়ুধ হত হইলেও সমর শান্তি হইল না। হে জনার্দ্দন! ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব ও অবন্তি-দেশীয় কত শত বীর নিহত হইল, তথাপি যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল না। রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত এবং মহারথ জয়দ্রথ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না। শূরবর ভগদত্ত, কাম্বোজ-দেশীয় সুদক্ষিণ ও মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইল, তথাপি যুদ্ধের শান্তি ঘটিল না। হে কৃষ্ণ! শূর ও বলিষ্ঠ মাতুল-বংশীয় নৃপতিগণকে নিহত দেখিয়াও সমর শান্তি হইল না। সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক অক্ষৌহিণী হত দেখিয়াও মোহ বা লোভ বশত যুদ্ধ শান্তি হইল না। সৎকুলে বিশেষত কুরুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দুর্য্যোধন ব্যতীত কোন্ রাজা নিরর্থক এই মহৎ বৈর উত্থাপন করিয়া থাকে? বল বীর্য্য ও গুণ তাবৎ বিষয়ে যাহাদিগকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান আছে, পণ্ডিতাভিমানী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপন হিতাহিত জানিয়া কি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়? হে কৃষ্ণ! তুমি হিতবাক্য কহিলে যখন তাহা প্রতিপালন করিতে তাহার মন হয় নাই, তখন সে আমাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন বিষয়ে অন্যের কথা কেন শুনিবে? যে ব্যক্তি শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার প্রশমার্থে এক্ষণে আর কি ঔষধ আছে? হে জনার্দ্দন! যে দুর্ব্বুদ্ধি, মূঢ়তা-বশত বৃদ্ধ পিতাকে এবং হিতৈষিণী ও হিতবাদিনী জননীকে অমান্য করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে অন্যের কথায় রুচি করিবে কেন? হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধন যেমন বিস্পষ্ট রূপে বংশ ধ্বংস কারণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তেমনি উহার চেষ্টা ও নীতি দৃষ্ট হইতেছে। হে অচ্যুত! আমার এইরূপ বোধ হয় যে, নিশ্চয়ই সে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। হে মানদ! পূর্ব্বে মহানুভব বিদুর আমাকে অনেকবার কহিয়াছিলেন যে, "দুর্য্যোধন জীবিত থাকিয়া কখনই তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ দিবে না; ধৃতরাষ্ট্রও যত দিন প্রাণ ধারণ করিবেন, তত দিন এই পাপাত্মা তোমাদিগের প্রতি পাপাচার করিতে ক্ষান্ত হইবে না; যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই তাহাকে জয় করিতে পারা যাইবে না।" হে মাধব! সত্য-দর্শন বিদুর সর্ব্বদাই আমাকে এই সকল কথা কহিতেন; সেই মহাত্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সম্প্রতি এই দুরাত্মার চেষ্টা সকল প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছি। যে দুর্ব্বুদ্ধি, পরশুরাম হইতে যথার্থ পথ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা অবজ্ঞা করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশমুখে উপস্থিত। দুর্য্যোধন জাত

মাত্রে অনেকানেক সিদ্ধগণ কহিয়াছিলেন, " এই দুরাত্মাকে লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হইবে।" হে জনার্দ্দন! তাঁহাদিগের সেই নিশ্চিত বাক্য এক্ষণে সিদ্ধ হইল; দুর্য্যোধনের নিমিত্ত কত শত রাজা একেবারে ক্ষয় লাভ করিলেন। হে মাধব! অদ্য আমি সংগ্রামে সমুদায় যোদ্ধাদিগকে সংহার করিব, অদ্য ক্ষত্রিয়গণ হত এবং শিবির শূন্যীকৃত হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগের হস্তে আপন বধার্থে সমরাভিলাষী হইবে, তাহা হইলে বৈরভাবও শেষ হইয়া যাইবে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস মাধব! বিদুরের বাক্য এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কার্য্য-দ্বারা আমি নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে চিন্তা করত অনুমান-দ্বারা ইহাই অবলোকন করিতেছি। হে বীর! আমি যাবৎ কাল শাণিত শর-দ্বারা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে ও তাহার সৈন্য সকলকে সংহার করি, তাবৎ তুমি ভারতী সেনার মধ্যে অশ্ব চালনা কর। হে মাধব! অদ্য দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই আমি এই দুর্ব্বল সৈন্য বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজের মঙ্গল বিধান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সব্যসাচী কৃষ্ণকে এই সমস্ত কথা কহিলে তিনি রশ্মি ধারণ-পূর্ব্বক সমরে বিপক্ষবলের-মধ্যে নির্ভয় হইয়া প্রবেশ করিলেন। মহা যশস্বী মাধব শরাসনবন-সম্পন্ন, শক্তি কণ্টক সংবৃত, গদা পরিঘ সংচ্ছন্ন মার্গ, রথ হস্তিরূপ মহাবৃক্ষ সঙ্কুল এবং হয়পত্তিময় লতাবৃত রণস্থলে উৎপতাক রথ-দ্বারা প্রবেশ করত সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! সেই পাণ্ডুর বর্ণ তুরঙ্গগণ অর্জ্জুনকে বহন করত কৃষ্ণের কৌশলে চালিত হওয়ায় সর্ব্বদিকেই পরিদৃশ্য হইল।

অনন্তর, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তেমনি শত্রুতাপন সব্যসাচী সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ সন্ধান করত রথ-দ্বারা রণস্থলী-মধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত সুদৃঢ় সায়ক সকলের সুমহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। বজ্রসমস্পর্শ গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত বিশিখ-রাশি শরাচ্ছন্ন সৈন্যগণের তনুত্র-মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া তাহা ভেদ করত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! বাণ সকল তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে সম্পূর্ণ আহত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গপুঞ্জের ন্যায় রণাঙ্গনে পতিত হইল। তৎকালে গাণ্ডীব-প্রেরিত শর-সমূহ-দ্বারা সমুদয়ই আচ্ছন্ন হইল, সুতরাং সমর-মধ্যে দিক্ বা বিদিক্ বিদিত হইল না। অন্য কি? পার্থের নামাঙ্কিত স্বর্ণপুঙ্খ তৈলধৌত কর্ম্মার মার্জ্জিত সায়ক সকল-দ্বারা সমুদয় জগতই পরিপূর্ণ হইয়াগেল। দহন-দ্বারা দহ্যমান দ্বিরদদলের ন্যায়, অর্জ্জুনের শাণিত শর-দ্বারা কৌরবগণ দহ্যমান হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইল। জ্বলন্ত অনল যেমন তৃণকাষ্ঠাদি দহন করে, সেইরূপ প্রদীপ্ত প্রভাকর সম শরচাপ-ধারী ধনঞ্জয় রণ-মধ্যে যোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; বন-মধ্যে বনচরগণ-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট শব্দায়মান সমৃদ্ধ অগ্নি যেমন ভূরি ভূরি শুষ্কলতা বিতান ও তরু সকলকে দহন করে, তেমনি সেই প্রতাপশালী শরকিরণ-সম্পন্ন বহুবিধ প্রখর তেজস্বী বলবান্ ধনঞ্জয়, নারাচ-নিকর দ্বারা আপনকার পুত্রের সৈন্যগণকে ক্ষমা না করিয়া বল-পূর্ব্বক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পার্থনিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ প্রাণহর শর সকল বর্ম্ম সকলে আবদ্ধ হইল না, তিনি মনুষ্য, অশ্ব ও মহামাতঙ্গের মধ্যে কাহারও উপরি দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। বজ্রধর যেমন দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তেমনি ধনঞ্জয় একাকী বিবিধরূপ ও আকার-সম্পন্ন বাণ নিক্ষেপ করত মহারথগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনকার পুত্রের সেনা সকলকে সংহার করিলেন।

অর্জ্জুনপরাক্রমে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনিবর্ত্তি শূর সকল সাতিশয় প্রযত্নে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিলে ধনঞ্জয় একমাত্র গাণ্ডীব-দ্বারা তাহাদিগের সকল সংকল্প বিফল করিলেন। তিনি বজ্রসম অবিসহ্য

তীক্ষ্ণতর শরনিকর নিক্ষেপ করত বারিধারা-বর্ষি বারিধরের ন্যায় দৃশ্য হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সকল সৈন্যেরা কিরীটি-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই সংগ্রামভূমি হইতে পলায়নে প্রস্তুত হইল। কেহ হয়হীন, কেহ কেহ বা সারথি বিহীন হইয়া পিতা ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল। কাহারও ঈশা, অক্ষ, যুগ ও চক্রাদি রথাঙ্গ সমুদয় ভগ্ন হইয়া গেল। কোন ব্যক্তির বাণ সকল নিঃশেষ হইল। কেহ কেহ শরে শরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। কোন কোন বীরেরা অক্ষত থাকিয়াও ভয়-প্রযুক্ত এককালে দৌড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বহুল বাহন নষ্ট হইল, দেখিয়া পুত্রগণকে লইয়া পলায়ন করিল। কেহ বা পিতৃগণকে কেহবা অপরাপর সহায় সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। হে নরনাথ! কেহ কেহ ভাই বন্ধু সম্বন্ধি-প্রভৃতি আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল।

হে মহারাজ। এই যুদ্ধে অনেকানেক মহারথ মুহ্যমান ও বাণ-বিদ্ধ হইল। কত শত মনুষ্যকে পার্থ-শরে আহত হইয়া চীৎকার করিতে দেখা গেল। অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে রথোপরি আরোহিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক শ্রান্তিবিহীন ও বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। কোন কোন যুদ্ধদুর্ম্মদ সমরাভিলাষী ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শাসন প্রতিপালন করত পুনরায় গমন করিল। হে ভরতসত্তম! কেহ কেহ পানীয় পানে পরিতৃপ্ত হইয়া নিজ বাহনকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কবচ ধারণ করিয়া রণযাত্রা করিল। কেহ কেহ বা পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে আশ্বাসিত করিয়া শিবিরে রক্ষা-পূর্ব্বক স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইল। হে মহারাজ! কোন কোন ব্যক্তি প্রধানানুসারে রথ সজ্জা করিয়া পাণ্ডবী সেনার মধ্যে আসিয়া সংগ্রাম করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিল। সেই সমস্ত বীরেরা কিঙ্কিণীজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ত্রৈলোক্য-বিজয়ে নিযুক্ত দিতি-নন্দন দানবগণের ন্যায় সুশোভিত হইল। কতিপয় বীর স্বর্ণবিভূষিত রথ-দ্বারা সহসা পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে আগমন-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিল। পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ শিখণ্ডী এবং নকুল-নন্দন শতানীক রথি-সৈন্য সহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পাঞ্চালরাজ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত এবং মহতী সেনা-পরিবৃত হইয়া আপনকার সংরব্ধ সৈন্য সকলকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। হে নরাধিপ! দুর্য্যোধন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তৎ প্রতি অনেকানেক বাণ সন্ধান করিলেন। অনন্তর, আপনার পুত্র ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুযুগল ও বক্ষস্থলে বহু নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিশয় বিদ্ধ হইয়াও শরাঘাত-দ্বারা দুর্য্যোধনের অশ্ব-চতুষ্টয়কে মৃত্যু সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন এবং ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধন রথহীন হইয়া হয়পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক অনতি দূরে গিয়া অবস্থিত রহিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেই মহাবল পুত্র স্বীয় বল সকলকে হতবিক্রম দেখিয়া যে স্থানে শকুনি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

অনন্তর. রথি সমুদয় ভগ্ন হইলে তিন সহস্র গজারোহি সৈন্য রথারোহি পঞ্চ পাণ্ডবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। হে নরশ্রেষ্ঠ ভারত! ঘনমণ্ডলী-দ্বারা ব্যাপ্ত গ্রহগণের ন্যায় সেই পঞ্চ পাণ্ডব মাতঙ্গ-যূথে আবৃত হইয়া সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ-সারথি মহাবাহু অর্জ্জুন লব্ধলক্ষ্য হইয়া রথারোহণ করত বিনির্গত হইলেন। ধনঞ্জয় সেই পর্ব্বতোপম কুঞ্জর-যূথ-দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া তীক্ষ্ণতর নির্ম্মল নারাচ-নিবহ-দ্বারা গজি সৈন্য সকলকে পোথিত করি-

লেন। তৎকালে দেখিলাম, মহামাতঙ্গ সকলও সব্যসাচী-কর্ত্তৃক এক বাণ-দ্বারা নিহত, পাতিত, পাত্যমান ও নির্ভিন্ন হইল। অনন্তর, মত্ত গজোপম বলবান্ ভীমসেন সেই সমস্ত গজগণকে সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায়, কর-দ্বারা মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবদিগের সেই মহারথকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া ভবদীয় সৈন্যগণ বিত্রস্ত হইল এবং ভয় বশত শকৃৎ মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বৃকোদর গদা-হস্ত হইলে সকল সৈন্যই চিন্তাকুল হইল। ভীমসেনের গদাঘাতে ভিন্নকুম্ভ পর্ব্বতোপম ধূলিধূসর কুঞ্জরগণকে ধাবমান দেখিলাম। সেই সকল কুঞ্জরেরা ধাবিত হইয়া বৃকোদরের গদা-দ্বারা আহত হওয়ায় আর্ত্তস্বর করত ছিন্নপক্ষ পর্ব্বত সকলের ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত ভিন্নকুম্ভ হস্তীকে ইতস্তত ধাবমান ও পতমান দর্শনে আপনকার সৈনিকেরা সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল।

যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সাতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা গজযোদ্ধা সকলকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন, আপনার পুত্র নরপতি দুর্য্যোধনকে সমরে পরাজিত করায় তিনি হয়পৃষ্ঠ আশ্রয়-পূর্ব্বক রণস্থল হইতে প্রস্থিত হইলে, পাঞ্চালরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণকে কুঞ্জরযূথে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত হস্তি-সৈন্য সকলের সংহার কামনায় যাত্রা করিলেন।

এদিকে শত্রুতাপন দুর্য্যোধনকে রথিসৈন্য মধ্যে না দেখিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং সাত্বত কৃতবর্ম্মা ক্ষত্রিয়দিগকে "রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গেলেন?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারথেরা এই বর্ত্তমান জনক্ষয় সময়ে রাজাকে দেখিতে না পাইয়া আপনকার পুত্রকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করত বিবর্ণ-বদন হইয়া বারম্বার আপনকার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল যে, "তাঁহার সারথি নিহত হইলে তিনি শকুনির নিকটে গমন করিয়াছেন।" অন্যান্য নিতান্ত বিক্ষত সৈন্যেরা কহিল, "দুর্য্যোধনকে প্রয়োজন কি? তিনি যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে দেখ; এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর, রাজা তোমাদিগের কি করিবেন?" সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা হত-বান্ধব, ক্ষত-শরীর ও শর-সমূহে পীড়িত থাকায় স্পষ্টরূপে কিছুই কহিলেন না; কেবল ইহাই বলিলেন যে, "আমরা যে সকল সৈন্য-দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তৎসমুদয়কেই সংহার করিব, সমস্ত পাণ্ডবেরা গজযূথ বিনাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে আসিতেছে।" শূরবর সুদৃঢ়ধনুর্দ্ধর মহাবল অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া পাঞ্চালরাজের সেই দুঃসহ সৈন্য ভেদ-পূর্ব্বক রথিসৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া শকুনির নিকটে গমন করিলেন।

অনন্তর, তাঁহারা প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া আপনকার সৈনিকগণকে সংহার করত আগমন করিল। সেই বীরবর পরাক্রান্ত প্রহৃষ্ট মহারথ সকলকে আসিতে দেখিয়া আপনকার সৈন্যের মধ্যে অনেকেই বিবর্ণ-বদন ও নিরাশ হইল। হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে ক্ষীণ-বল ও বিপক্ষ-কর্ত্তৃক পরিবৃত দেখিয়া কৃপাচার্য্য যে স্থানে ছিলেন, তথায় তাঁহাদিগকে স্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং পঞ্চম হইয়া দুই অঙ্গ বল-দ্বারা প্রাণ পণে পাঞ্চাল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলাম। সেই যুদ্ধে আমরা পাঁচ জন মাত্র কিরীটির শরে পীড়িত হইলাম। পরে সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত আমাদিগের সুমহান্ সংগ্রাম হইল। পরিশেষে আমরা সকলে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলাম।

অনন্তর, মহারথ সাত্যকিকে চতুঃ শত রথের সহিত আগত দেখিলাম। সেই বীর সমরে আমাকে

আক্রমণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহন সকল শ্রান্ত হইলে যদিও আমি বহু কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু, তাহার পরক্ষণেই দুষ্কৃতি লোক যেমন নরকে পতিত হয়, তেমনি আমি সাত্যকির সৈন্য মধ্যে পতিত হইলাম; সেই স্থানে মুহূর্ত্ত কাল অতিঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মহাবাহু সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ সকল বিনষ্ট করায় আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে তিনি আমার প্রাণ গ্রহণের ন্যায় আমাকে লইয়া গেলেন।

অনন্তর, মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে ভীমসেন গদাঘাত-দ্বারা এবং অর্জ্জুন নারাচ নিবহ-দ্বারা সেই সমস্ত গজি-সৈন্য বধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রতিপিষ্ট পর্ব্বতোপম মহামাতঙ্গগণ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের গতি বহু ক্ষণ নিরুদ্ধ রহিল না। মহাবল ভীমসেন তৎক্ষণাৎ গজ সকলকে দূরে নিক্ষেপ করত পাণ্ডবগণের রথের পথ প্রস্তুত করিলেন।

অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য রথিসৈন্য মধ্যে আপনকার পুত্র শত্রুদমন মহারথ দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান জনক্ষয় সময়ে রাজার অদর্শনে তাঁহারা সকলে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সৌবলের সন্নিধানে গমন করিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥ ২৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সেই সমরে গজ-সৈন্য সকলকে সংহার করিলে, এবং তৎকর্ত্তৃক সৈনিকগণ বধ্যমান হইলে, প্রাণহারি দণ্ডপাণি ক্রুদ্ধ কৃতান্তসম শত্রুতাপন ভীমসেনকে তাদৃশভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনের অদর্শনে আপনকার হতাবশিষ্ট সন্তান সকল মিলিত হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন। দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, শত্রুহন্তা দুর্ব্বিসহ, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ এবং মহাবাহু শ্রুতর্ব্বা-প্রভৃতি আপনকার যুদ্ধ-বিশারদ পুত্রগণ মিলিত হইয়া, ভীমসেনের অভিমুখে ধাবন-পূর্ব্বক তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে রোধ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, বৃকোদর পুনরায় নিজ রথে অবস্থিত থাকিয়া আপনকার পুত্রদিগের মর্ম্মস্থান সকলে শাণিত বাণব্যূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! আপনার পুত্রেরা ভীমের বাণে আকীর্ণ হইয়া জলাশয় হইতে মাতঙ্গকে আকর্ষণ করার ন্যায় ভীমসেনকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর, বৃকোদর ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অবিলম্বে ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তদনন্তর, সর্ব্বাবরণ-ভেদী অপর এক ভল্ল দ্বারা আপনকার পুত্র মহারথ শ্রুতান্তকে নিহত করিলেন। তাহার পর সেই বৈরিদমন অবলীলাক্রমে কৌরব জয়ৎসেনকে নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রথের উপরিভাগ হইতে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! তিনি রথ হইতে ভূমিতলে যেমন পতিত হইলেন, অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর, আপনকার পুত্র শ্রুতর্ব্বা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত সুদৃঢ় শর শত-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং বৃকোদর সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনের প্রতি বিষাগ্নি-সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন; নিক্ষেপ মাত্র সেই মহারথেরা হত হইয়া, বসন্তকালে শ্বেত-পুষ্প-সমন্বিত ছিন্ন কিংশুক তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

তদনন্তর, শত্রুতাপন ভীমসেন অপর এক সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা দুর্ব্বিমোচনকে আহত করিয়া মৃত্যুর নিকটে প্রেরণ করিলেন। শৈলশৃঙ্গজ বৃক্ষ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পড়ে, তেমনি সেই রথিবর হত হইয়া নিজ রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বৃকোদর আপনকার পুত্র দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে সমরে সৈন্যগণের অগ্রভাগে দুই দুই

বাণে বধ করিলেন। সেই রথিসত্তম বীর-দ্বয় শর দ্বারা বিদ্ধগাত্র হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর, বৃকোদর আপনকার অপর পুত্র দুর্ব্বিষহকে সমরাভিমুখে আগত দেখিয়া ভল্লাঘাতে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তিনি হত হইয়া সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে বাহন হইতে পতিত হইলেন। পরিশেষে শ্রুতর্ব্বা, একাকী ভীমসেন-কর্ত্তৃক বহু সহোদরকে নিহত দেখিয়া সমরে অমর্ষপরবশ হইয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন এবং সুবর্ণবিভূষিত সুমহৎ শরাসন বিক্ষেপ করত বিষাগ্নি-সদৃশ বহুতর শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি তখন পাণ্ডুনন্দনের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সেই ছিন্নধন্বাকে বিংশতি বাণে আচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর, মহারথ ভীমসেন অপর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনকার পুত্রকে শরে শরে আকীর্ণ করিলেন এবং 'থাক্ থাক্' এই কথামাত্র কহিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পুরাকালে জম্ভাসুর ও সুররাজের সমরের ন্যায় তাঁহাদিগের অতিবিচিত্র ও ভয়াবহ মহৎ যুদ্ধ হইল। তৎকালে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড-সদৃশ শাণিত সায়করাশি-দ্বারা ভূমণ্ডল গগণমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সকল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর, শ্রুতর্ব্বা নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে ভূরি ভূরি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! ভীমসেন আপনকার ধনুর্দ্ধর পুত্র-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার পুত্রের সারথিকে এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। অপ্রমেয় প্রভাবশালী পাণ্ডুনন্দন, শ্রুতর্ব্বাকে বিরথ দেখিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত লোমবাহি বাণ-ব্যূহ-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! শ্রুতর্ব্বা বিরথ হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ অসি ও চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম ধারণ করিবামাত্র পাণ্ডুপুত্র ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা তাঁহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ক্ষুরপ্র-দ্বারা ছিন্নমস্তক মহাত্মা শ্রুতর্ব্বার সেই শরীর ভূতল অনুনাদিত করত রথ হইতে পতিত হইল। সেই বীর নিপতিত হইলে আপনকার ভয়-মোহিত সৈনিকেরা যুদ্ধ কামনা করত সমরে ভীমসেনের অভিমুখে ধাবিত হইল। কবচধারী প্রতাপবান্ ভীমসেন হতাবশিষ্ট সৈন্য-সাগরের মধ্য হইতে অবিলম্বে আগত সেই সমস্ত সৈন্যকে প্রতিগ্রহ করিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল।

অনন্তর, ভীমসেন আপনকার সৈন্য-সমূহে সংবৃত হইয়া ইন্দ্র যেমন দানবগণকে পীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শাণিত সায়ক-নিচয়-দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে কবচধারি পঞ্চ শত মহারথকে নিহত করিয়া সপ্ত শত গজারোহি সৈন্য সংহার করিলেন; পরিশেষে উৎকৃষ্ট বাণ-ব্যূহ-দ্বারা দশ সহস্র পদাতিক ও অষ্ট শত অশ্বারোহিকে নিহত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! কুন্তী-নন্দন ভীমসেন সংগ্রামে আপনকার সন্তান সকলকে সংহার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও নিজ জন্ম সফল জ্ঞান করিলেন। তদানীং আপনকার সৈন্যেরা তাঁহাকে তাদৃশভাবে যুদ্ধ করত আপনকার বল সকলকে নিধন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিতেও উৎসাহবান্ হইল না। অনন্তর, মহাবল বৃকোদর সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্রাবিত এবং সেই সকল সৈন্যকে নিহত করিয়া মহামাতঙ্গ সকলকে ত্রাসান্বিত করত বাহুদ্বয় দ্বারা ভয়ানক শব্দ করিলেন। হে নরাধিপ! এই যুদ্ধে আপনকার সেনার অনেকাংশই হত হইল, কিঞ্চিন্মাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা অতিকৃপণ ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে ষড়্বিংশতি অধ্যায় ॥ ২৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমরে হতাবশিষ্ট আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ও সুদর্শন বাজিসৈন্য মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। দেবকী-নন্দন, দুর্য্যোধনকে অশ্ব-সৈন্য মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া কুন্তী-কুমার ধনঞ্জয়কে কহিলেন, শত্রুগণের মধ্যে প্রতিপালিত জ্ঞাতিগণ অনেকেই হত হইয়াছে। সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত আছেন। নকুল ও সহদেব অনুচর সহ দুরাচার কৌরবদিগের সহিত বহু ক্ষণ সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা ইহাঁরা তিন জনেই দুর্য্যোধনের নিকটে অবস্থিত নহেন। ঐ আমাদিগের পাঞ্চালরাজ, দুর্য্যোধনের বল সকলকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত পরম শোভায় সুশোভিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে পার্থ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন বাজিসৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহার মস্তকোপরি ছত্র বিধৃত থাকায় মুহুর্মুহু বিলোকিত হইতেছে। এক্ষণে সে সমুদয় সৈন্যদ্বারা ব্যূহ বিন্যাস করিয়া রণ মধ্যে অবস্থিত আছে, তুমি শাণিত শর-দ্বারা উহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। গজসৈন্য সমুদয়কে হত ও শত্রুদমনকারী—তোমাকে উপস্থিত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত ইহারা বিদ্রুত না হয়, তাবৎ কালের মধ্যে তুমি সুযোধনকে সংহার কর। পাঞ্চালরাজের শীঘ্র আগমন জন্য কেহ তাঁহার নিকট গমন করুক। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বল সকল পরিশ্রান্ত হইয়াছে; অতএব উহাকে এ সময় পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দুর্য্যোধন সংগ্রামে তোমার সৈন্য সকলকে নিহত করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত জ্ঞানে মহৎ রূপ ধারণ করিয়াছে। সে এখন পাণ্ডবগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্য সকলকে নিহত ও পীড়িত দেখিয়া আত্ম-বধের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সংগ্রামে আসিবে।

ধনঞ্জয়, কৃষ্ণ-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে মানদ কৃষ্ণ! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের সকল সন্তানকেই সংহার করিয়াছেন, সম্প্রতি যে দুই জন অবস্থিত আছে, তাহারাও অদ্য সমরে সমর্থ হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, সূর্য্যনন্দন কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য ও জয়দ্রথ হত হইয়াছেন। হে জনার্দ্দন! সম্প্রতি সুবল-সুত শকুনির পঞ্চ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত হস্তী ও তিন সহস্র পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট আছে। হে মাধব! দুর্য্যোধনের সৈন্যের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জনমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন; কিন্তু মাধব! এই ভূমণ্ডলে কালকবল হইতে নিশ্চয়ই কাহারও মুক্তি নাই। দেখ, সৈন্য-সমুদয় নিহত হইলেও দুর্য্যোধন অবস্থিত রহিয়াছে, যাহা হউক, অদ্য মহারাজ ধর্ম্মরাজ বিপক্ষবিহীন হইবেন। আমি চিন্তা করিতেছি যে, এই যুদ্ধে আমার হস্তে বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তিই বিমুক্ত হইবে না। হে কৃষ্ণ! অদ্য যে সকল রণমত্ত বীরেরা সমরভূমি পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা যদি অমানুষ কার্য্যও করে, তথাপি আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। অদ্য আমি যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর-দ্বারা গান্ধারী-কুমারকে নিপাতিত করত মহারাজের দীর্ঘকাল জাগরণ জন্য দুঃখ দূর করিব। দুরাচার শকুনি সভা মধ্যে অবমাননাপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া কালে আমাদিগের যে সমস্ত রত্ন হরণ করিয়াছিল, অদ্য আমি তাহা প্রত্যাহরণ করিব। অদ্য কুরুপুরবাসিনী কামিনীরা নিজ নিজ পতি পুত্রগণকে সমরে পাণ্ডব কর্তৃক নিহত জানিতে পারিবে। হে কৃষ্ণ! অদ্যই সমুদয় কর্ম্ম সমাপ্ত হইবে। অদ্য দুর্য্যোধন সমুজ্জ্বল রাজ্য শ্রী ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হে মাধব! অদ্য অতিমূঢ় দুর্য্যোধন যদি আমার ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন না করে, তবে তুমি তাহাকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান কর। হে বৈরিদমন! আমার অশ্ব সকল জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছে, অতএব আমি যে পর্য্যন্ত দুষ্ট দুর্য্যোধনকে নিহত না করি, তাবৎ তুমি রথ চালনা কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব যশস্বি পাণ্ডুনন্দনের এই কথা শুনিয়া তুরঙ্গগণকে দুর্য্যোধনের সৈন্যের প্রতি সঞ্চালিত করিলেন। সেই সমস্ত সৈন্য সন্দর্শনে ভীমসেন, অর্জ্জুন ও সহদেব এই তিন মহারথই সুসজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের জিঘাংসার্থ সিংহনাদ করত প্রয়াণ করিলেন।

সুবল-নন্দন শকুনি, একত্র মিলিত আততায়ি পাণ্ডবগণকে কার্ম্মুক উদ্যত করত অতিবেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনকার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সম্মুখে ধাবিত হইলেন। সুশর্ম্মা ও শকুনি কিরীটীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং হয়ারোহী স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত সমর করিতে প্রস্তুত হইলেন। হে নরনাথ! কিয়ৎ কাল বিলম্বে আপনকার পুত্র দৃঢ়তর যত্ন-পূর্ব্বক প্রাস অস্ত্র-দ্বারা সহদেবের মস্তকে অতিশয় প্রহার করিলেন। সহদেব আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে বিষধরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রথ মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সহদেব সংজ্ঞা লাভ-পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া খরতর শরনিকর-দ্বারা দুর্য্যোধনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়ও যুদ্ধে বিপুল বিক্রম প্রকাশ করত হয়ারোহি শূর সকলের মস্তক ছেদন করিলেন। অর্জ্জুন তৎকালে শরনিকর-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি অশ্বারোহিগণকে পাতিত করিয়া ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় রথিদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর, ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথেরা একত্র মিলিত হইয়া অর্জ্জুনকে ও বাসুদেবকে শর বর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিল। মহাযশা পাণ্ডুনন্দন প্রথমত ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা সত্যকর্ম্মাকে আক্ষিপ্ত করিয়া তদীয় রথের ঈশা ছেদন করিলেন। তদনন্তর, শাণিত ক্ষুরপ্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে তাঁহার তপ্তস্বর্ণ-ভূষণ-সমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! বনমধ্যে অত্যন্ত বুভুক্ষু সিংহ যেমন মৃগ ধারণ করে, তেমনি ধনঞ্জয় সৈন্যগণের সমক্ষে সত্যেষুকে গ্রহণ করিলেন। ধনঞ্জয় তাহাকে নিহত করিয়া সুশর্ম্মাকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করত সেই সমস্ত সুবর্ণ-বিভূষিত রথিকে নিহত করিলেন।

অনন্তর, অর্জ্জুন সত্বর হইয়া দীর্ঘকাল সুসম্ভৃত তীক্ষ্ণতর ক্রোধবিষ বিমোচন করত প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মার প্রতি যাত্রা করিলেন। পার্থ প্রথমত শর শত-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া পরিশেষে সেই ধনুর্দ্ধরের হয়গণকে নিহত করিলেন। অনন্তর, তিনি যমদণ্ড সম এক বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সুশর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সমরে ক্রোধদীপ্ত ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই শর সুশর্ম্মার সন্নিহিত হইয়া হৃদয় ভেদ করিল। হে মহারাজ! সুশর্ম্মা তখন গতপ্রাণ হইয়া পাণ্ডবগণকে আনন্দিত এবং কৌরবদিগকে ব্যথিত করত ধরাতলে পতিত হইলেন। ধনঞ্জয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া তাঁহার পঞ্চ চত্বারিংশৎ মহারথ পুত্রগণকে শর-সমূহ-দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত করিলেন। অনন্তর, সেই মহারথ শাণিত বাণব্যূহ-দ্বারা সুশর্ম্মার সমস্ত অনুচরবর্গকে সংহার করিয়া হতাবশিষ্ট ভারতী সেনার অভিমুখীন হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে ভীমসেন সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবলীলাক্রমে আপনকার পুত্র সেই সুদর্শনকে সায়ক-সমূহ-দ্বারা অদৃশ্য করিলেন। অনন্তর, সেই ক্রুদ্ধ ভীমসেন সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে সুদর্শনের শরীর হইতে মস্তক হরণ করিলেন; তিনি হত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই বীর নিহত হইলে তাঁহার অনুচরেরা শাণিত সায়ক-সমূহ নিক্ষেপ করত সমরে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, বৃকোদর বজ্রসমস্পর্শ শাণিত বাণব্যূহ-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং ক্ষণ কাল মধ্যে তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই সমস্ত সৈন্যেরা উচ্ছিদ্যমান হইলে মহাবল সৈন্যা-

ধ্যক্ষগণ ভীমসেনের সন্নিহিত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন ঘোরতর শর বর্ষণ-দ্বারা তাঁহাদিগকে যেমন আকীর্ণ করিলেন, তদ্রূপ আপনকার যোদ্ধারাও পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে মহতী বাণ-বৃষ্টি-দ্বারা চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! বিপক্ষের সহিত সংগ্রামেচ্ছু পাণ্ডবগণের এবং পাণ্ডবদিগের সহিত সমরাভিলাষি কৌরব-পক্ষের সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! সেই সময়ে উভয় সেনার মধ্যে যোদ্ধারা বান্ধবগণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে করিতে পরস্পর আহত হইয়া পতিত হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায় ॥ ২৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই গজ বাজি-নর-ক্ষয়কর সমর আরম্ভ হইলে সুবল-সুত শকুনি সহদেবের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। প্রতাপ-বান্ সহদেব তাঁহাকে অবিলম্বে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শীঘ্রগামি পতঙ্গপুঞ্জ সমান বাণ সকল নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে উলূক সমরে ভীমসেনকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন, শকুনিও ভীমসেনকে শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া নবতি বাণে সহদেবকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই শূরেরা সমরে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া কঙ্ক ও ময়ূর-পিচ্ছ-মণ্ডিত আকর্ণপূর্ণ সন্ধান শাণিত সায়ক-নিচয় দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! বারিদ-রাজীর বারিধারার ন্যায় তাহাদিগের হস্তস্থিত চাপ নিক্ষিপ্ত বাণবৃষ্টি দিঙ্মণ্ডল সকলকে আচ্ছাদিত করিল।

অনন্তর, মহাবল ভীমসেন ও বীর্য্যবান্ সহদেব ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া রণস্থলে বিপক্ষ-দল দলন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শর-শত-দ্বারা আপনকার সেই সমস্ত সৈন্য আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং তৎ প্রদেশে আকাশমণ্ডলও যেন অন্ধকারে আবৃত হইল। শরাচ্ছন্ন হইয়া ধাবমান তুরঙ্গগণ বহুতর হত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করত যুদ্ধস্থলের পথ পরিষ্কৃত করিল। নিহত সাদি সহ হয়নিচয়, ছিন্ন চর্ম্ম, বিচ্ছিন্ন শক্তি, প্রাস, খড়্গ ও পরশু-সমূহ-দ্বারা ধরাতল কুসুমাকীর্ণ তরুর ন্যায় আচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! যোদ্ধারা সেই সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর সন্নিহিত হওত প্রহার করত বিচরণ করিতে লাগিল। উত্তার-লোচন ও রোষ-বশত সন্দষ্ট ওষ্ঠপুট সংযুক্ত পদ্মকিঞ্জল্ক-সন্নিভ সকুণ্ডল মুখমণ্ডল-দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! সাঙ্গদ, সতনুত্র, অসি প্রাস ও পরশুযুক্ত নাগরাজ-করোপম ছিন্ন ভুজ সকল এবং সমুত্থিত নৃত্যকারি কবন্ধ-নিবহ-দ্বারা ক্রব্যাদ্‌গণ-সঙ্কীর্ণা রণভূমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই মহাযুদ্ধে কৌরবদিগের অল্পমাত্র সৈন্য অব-শিষ্ট থাকিলে পাণ্ডবগণ আহ্লাদিতচিত্তে তাহা-দিগকে যম-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ইত্যবসরে মহাবীর প্রতাপশালী শকুনি, প্রাস অস্ত্র-দ্বারা সহদেবের মস্তকে অতিশয় প্রহার করিলেন; মাদ্রীনন্দন তাহাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। প্রবল প্রতাপ-সম্পন্ন শত্রুদমন ভীমসেন সহদেবকে তথাবিধ দর্শনে নির-তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সৈন্যকে আবরণ-পূর্ব্বক শত সহস্র নারাচ-দ্বারা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করত ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। শকুনির সহ-চরেরা সেই শব্দে ত্রস্ত ও ভীত হইয়া হয় হস্তীর সহিত সহসা দৌড়িতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে অধার্ম্মিকগণ! সকলে নিবৃত্ত হও. পলায়ন করিয়া কি ফলোদয় হইবে? সম্প্রতি সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর। যে বীর সংগ্রামে বিমুখ না হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ইহলোকে কীর্ত্তি স্থাপন করত চরমে পরম লোকে গমন করিয়া থাকে।" হে মহারাজ! সৌবলের সহচরগণ নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পণ

করিয়া পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইল। হে রাজেন্দ্র! তাহারা যখন অতিবেগে ধাবমান হয়, তখন সাগরান্দোলনের ন্যায় যে এক সুদারুণ শব্দ করিল, তদ্দ্বারা সমুদয় দিক্ অনুনাদিত হইল।

এদিকে বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরসকলকে অগ্রভাগে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। হে নরাধিপ! দুর্দ্ধর্ষ সহদেব সকলকে সম্যক্ আশ্বস্ত করিয়া শকুনিকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে বাণত্রয়ে প্রবিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে সৌবলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি তৎক্ষণাৎ অন্য এক ধনু ধারণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি শরে ও ভীমসেনকে সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, উলূক সমরে পিতাকে রক্ষা করিতে কামনা করিয়া ভীমসেনকে সপ্ত শরে ও সহদেবকে সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিল। ভীমসেন ইহাতে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া উলূককে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা শকুনিকে চতুঃষষ্টি সায়কে এবং পার্শ্বস্থ সকলের প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। বিদ্যুদ্ধুক্ত বারিদ সকল যেমন বারিধারা-দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি তৎকালে তাহারা ভীমসেনের তৈলধৌত নারাচধারা-দ্বারা হন্যমান হইয়া সমরে নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করত শরবৃষ্টি-দ্বারা সহদেবকে আবৃত করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! অনন্তর, উলূক অতিবেগে সমীপে আগত হইলে সেই শূরবর প্রতাপবান্ সহদেব ভল্ল-দ্বারা তাহার মস্তক হরণ করিলেন। উলূক সহদেব-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে সমরে পাণ্ডবগণকে আনন্দিত করত রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনি সমরস্থলে স্বীয় সন্তানকে নিহত দর্শনে সাশ্রুকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের বাক্য স্মরণ করত বাষ্পপূর্ণ-নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তার পর সহদেবকে সায়ক-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ সহদেব সেই নিক্ষিপ্ত সায়ক সকলকে শর-সমূহ-দ্বারা নিরসন করিয়া শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! ধনু ছিন্ন হইলে সুবল-সুত শকুনি এক বিপুল খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! প্রতাপবান্ মাদ্রীনন্দন সহসা সেই অসিকে আপতিত দর্শনে অবলীলাক্রমে তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৌবল অসিকে তথাবিধ ছিন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডুপুত্রের উদ্দেশে প্রেরণ করিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। অনন্তর, তিনি অতিকোপনভাবে উদ্যত কাল-রাত্রীর ন্যায় ভয়ঙ্করী এক শক্তি লইয়া পাণ্ডুনন্দনের প্রতি প্রেরণ করিলেন; সহদেব সহসা সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া অবলীলাক্রমে কণক-ভূষিত শর-সমূহ-দ্বারা তাহাকে তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রদীপ্ত বজ্র যেমন শীর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে পতিত হয়, তেমনি সেই সুবর্ণ-ভূষিতা শক্তি ত্রিভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। শক্তিকে বিনিহত ও শকুনিকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আপনকার যোদ্ধারা ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। এই সময়ে জয়-লক্ষণাক্রান্ত পাণ্ডবেরা সুমহান্ জয়ধ্বনি করিল এবং কৌরবেরা প্রায় অনেকেই বিমুখ হইয়া পড়িল। প্রতাপ-সম্পন্ন মাদ্রীনন্দন সমরে তাহাদিগকে বিমনা দেখিয়া বহু সহস্র শর-দ্বারা সকলকেই আবৃত করিলেন।

অনন্তর, শকুনি গান্ধার-দেশীয় পরিপুষ্ট তুরঙ্গ-গণ-দ্বারা গুপ্ত থাকিয়া রণস্থল মধ্যে যাইতেছিলেন, পাণ্ডুনন্দন সহদেব তাহা জানিতে পারিয়া সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং তিনি নিজ অংশ মধ্যে অবস্থিত আছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কণক-বিভূষিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পরিশেষে সেই বীরবর ক্রুদ্ধ হইয়া সুদৃঢ় শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক তাহা বিক্ষেপ

করত অঙ্কুশ-দ্বারা যেমন মহামাতঙ্গকে আঘাত করে, সেইরূপ গৃধ্রপত্র-যুক্ত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা সৌবলকে অতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন এবং সেই মেধাবী, শকুনির অন্তঃকরণে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইবার জন্য নিগ্রহ করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! সম্প্রতি, তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর, পুরুষত্ব প্রকাশ কর। রে দুর্ম্মতে! পাশক্রীড়া-দ্বারা সভা-মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ কর। যে দুরাত্মারা পূর্ব্বে আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে, কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তাহার মাতুল তুমি মাত্র অবশিষ্ট আছ; প্রমথনকারি পুরুষ লগুড়-দ্বারা বৃক্ষ হইতে যেমন ফল পাতন করে, তেমনি আমি অদ্য ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তোমার মস্তক উন্মথিত করিয়া নিহত করিব।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল সহদেব, সৌবলকে এই সকল কথা কহিয়া ঘোরতর ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া বেগভরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং সেই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবর সহদেব অভিমুখীন হইয়া সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধে যেন হাস্য করত শকুনিকে দশ শরে ও তাঁহার অশ্বগণকে শায়ক-চতুষ্টয়-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সহদেবের শর-সমূহ-দ্বারা শকুনির ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছিন্ন এবং মর্ম্মস্থান-সকল অতিশয় বিদ্ধ হইল। অনন্তর, প্রতাপবান্ সহদেব পুনরায় সৌবলের প্রতি দুর্নিবার শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সুবল-সুত শকুনি বিমর্দ্দে ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ-ভূষিত প্রাস-দ্বারা মাদ্রীনন্দন সহদেবকে বিনাশ করিবার কামনায় অবিলম্বে অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডুনন্দন সমর-মধ্যে সমুদ্যত তাঁহার সেই প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয়কে তিন ভল্ল-দ্বারা এক কালীন ছেদন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, সেই বিশারদ বীরবর সর্ব্বাবরণ-ভেদি লৌহময় সুদৃঢ় সুবর্ণপুঙ্খ অপর এক সুসংহিত ভল্ল-দ্বারা সৌবলের মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিলেন। তখন সুবল-নন্দন পাণ্ডুপুত্রের দিবাকর-করপ্রভ সুবর্ণ-ভূষিত সুসংহিত শরাঘাতে হৃতমস্তক হইয়া রণভূমি-মধ্যে পতিত হইলেন। যে মস্তক কৌরবদিগের সমস্ত কুনীতির মূল কারণ, সহদেব কুপিত হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ বেগশালি শিলাশাণিত শরসমূহ-দ্বারা তাহা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। হে মহারাজ! শকুনিকে ছিন্নমস্তক হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে ধরণীতলে শয়ান দেখিয়া আপনকার যোদ্ধারা ভয়বশত হতোৎসাহ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক দশ দিকে গমন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ সৈন্য ভগ্নরথ, ভয়ার্ত্ত এবং গাণ্ডীব শব্দ শ্রবণে অচেতন প্রায় হইয়া শুষ্ক মুখে পলায়ন করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, কেশবের সহিত পাণ্ডবেরা সানন্দ-চিত্তে শকুনিকে স্যন্দন হইতে পাতিত করিয়া সৈনিক সকলকে আনন্দিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীরবর! অদ্য তুমি ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে পাপাচার দুরাত্মা শকুনিকে পুত্রের সহিত সংহার করিলে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ও শল্যবধপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ২৮॥

অথ হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, সৌবলের অনুচর সৈন্যগণ সমরে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিল, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ-সর্পসম তেজস্বী ভীমসেন এবং অর্জ্জুন সহদেবের বিজয়লাভে আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। তাহারা অসি, শক্তি ও প্রাস-প্রভৃতি ধারণ করিয়া সহদেবকে হনন করিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, ধনঞ্জয় গাণ্ডীবের প্রভাবে তাহা নিষ্ফল করিলেন। তিনি ধাবমান যোদ্ধাদিগের আয়ুধ-সমন্বিত বাহু, মস্তক ও হয়নিচয়কে ভল্ল-দ্বারা ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। ত্বরাযুক্ত লোকবিখ্যাত বীরগণের সেই সমস্ত হয়নিচয় সব্যসাচী-কর্ত্তৃক হত ও গতপ্রাণ হইয়া বসুধাতল আশ্রয় করিল।

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন আপন সৈন্য সকলের অবসান দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট রথ কুঞ্জর তুরঙ্গ পদাতি-প্রভৃতি চতুরঙ্গবল-সকলকে নানাস্থান হইতে নিকটে আনিয়া এই কথা বলিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা সকলে সমরে সুহৃৎসহ সবল পাণ্ডব-সকল ও পাঞ্চালদলকে নিহত করিয়া শীঘ্র নিবৃত্ত হও।" রণমত্ত সৈন্যেরা তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নৃপতির শাসনানুসারে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদিগের অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডবেরা সেই হতশেষ সৈন্য সকলকে সন্নিহিত হইতে দেখিয়া আশীবিষাকার শরসমূহ-দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহারাজ! সেই মহাত্মারা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সমরে সেই সমস্ত সৈন্য সংহার করিলেন, তখন আর তাহাদিগের ত্রাণকর্ত্তা কেহই ছিল না। সৈন্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি বহুক্ষণ সমরস্থলে স্থির থাকিতে পারিত, সে ব্যক্তিও তখন বদ্ধ-কবচ হইয়া ভয়বশত অবস্থিত থাকিতে পারিল না। তৎকালে সৈন্যরেণু-দ্বারা আবৃত ধাবমান তুরঙ্গগণ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল বিজ্ঞাত হইল না।

অনন্তর, পাণ্ডবীসেনার মধ্য হইতে অনেকানেক লোক নির্গত হইয়া সমরে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আপনকার সৈন্যসমুদয়কে সংহার করিল। হে ভরতসত্তম! অতঃপর আপনকার সৈন্য সমুদয় প্রায় নিঃশেষ হইল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমরে দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিল। সেই সমস্ত সহস্র সহস্র মহানুভাব নৃপতির মধ্যে নিতান্ত বিক্ষত একমাত্র দুর্য্যোধন দৃষ্টিগোচর রহিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সমস্ত যোদ্ধৃবিবর্জ্জিত বলবাহন-বিহীন দুর্য্যোধন দিক্ সকল ও মেদিনীমণ্ডল শূন্য দেখিয়া এবং পাণ্ডবগণকে কৃতকার্য্য, আনন্দিত ও সিংহনাদ করিতে অবলোকন করিয়া সেই মহাত্মাদিগের বাণশব্দ শ্রবণে বিমোহিত হওত রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে মানস করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মদীয় সৈন্য-সমুদয় নিহত ও শিবির সকল নিঃশেষ হইলে পাণ্ডবদিগের বলের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য কত ছিল? আর আমার পুত্র মূঢ়মতি মহীপতি একমাত্র দুর্য্যোধন তখন আপন বলক্ষয় দেখিয়া কি করিল? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সকলই জান, অতএব এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমাকে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডবদিগের সুমহৎ বলের মধ্যে দুই সহস্র রথ, সপ্ত শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্ব এবং দশ সহস্র পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট ছিল, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে লইয়া তখনও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন।

হে ভরতসত্তম! অনন্তর, রথিবর নরপতি দুর্য্যোধন একাকী রণস্থলে আপন সহায়ের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, সেই নরপতি একাকী বিপক্ষগণকে শব্দায়মান ও স্বপক্ষের বলক্ষয় দর্শনে নিজ মৃত তুরঙ্গটিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রণস্থল হইতে পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, যিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন, সেই তেজস্বী একমাত্র গদা লইয়া পদাতির ন্যায় হ্রদের নিকটে প্রস্থান করিলেন। নরপতি পদব্রজে অধিক দূর যাইতে না পারিয়া ধর্ম্মশীল ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ করিলেন। "আমাদিগের ও ক্ষত্রিয় সকলের সংগ্রামে যে, এই সুমহৎ সংহারদশা উপস্থিত হইবে, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলেন।" হে নরনাথ! নৃপতি দুর্য্যোধন এইরূপ চিন্তা করত বলক্ষয় দর্শনে দুঃখ-সন্তপ্ত অন্তঃকরণে হ্রদ-মধ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন।

রাজন্! এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোবর্ত্তি পাণ্ডবগণ ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আপনকার অল্পাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। সৈন্যেরা শক্তি, খড়্গ, প্রাস-

প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে থাকিলে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-দ্বারা তাহাদিগের সঙ্কল্প সকল বিফল করিয়াদিলেন।

অর্জ্জুন অমাত্য বান্ধব সহ তাহাদিগকে শাণিত শায়কসমূহ-দ্বারা নিহত করিয়া শ্বেততুরঙ্গ-যুক্ত রথে অবস্থান করত মনোহর শোভায় সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! অশ্ব, রথ, কুঞ্জর সহ সুবলসুত নিহত হইলে আপনকার বল সকল ছিন্নভিন্ন মহাবনের সমান পরিদৃশ্যমান হইল। দুর্য্যোধনের বহু শত সহস্র সৈন্যের মধ্যে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও নরাধিপ সুযোধন ব্যতীত অন্য একটী মহারথও জীবিত বিলোকিত হইলেন না।

অনন্তর, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে দেখিয়া হাস্য করত সাত্যকিকে কহিলেন, যে "ইহাকে ধরিয়া রাখায় ফল কি?-এবং এ ব্যক্তিকে জীবিত রাখারও কোন ফল নাই।" মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ শাণিত খড়্গ উত্তোলন-পূর্ব্বক আমাকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া সাত্যকিকে বলিলেন, "সঞ্জয় জীবিত থাকিতে থাকিতে উহাকে পরিত্যাগ কর, কোনক্রমেই উহাকে বধ করিও না।" সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাসদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তদ্দণ্ডেই আমাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "সঞ্জয়! তুমি কুশলে থাক এবং যথা ইচ্ছা গমন কর।" আমি তখন তাঁহা-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রহীন কবচ বিহীন এবং রুধিরাক্ত-কলেবরে সায়াহ্নকালে নগরাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। আসিতে আসিতে দেখিলাম, ক্রোশমাত্র আসিয়া দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে হস্তে গদা ধারণ করত একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! তৎকালে তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ থাকায় তিনি আমাকে সহসা দেখিতেই পাইলেন না। পরে পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে, তিনি আমাকে দীনভাবে অবস্থিত দেখিলেন এবং আমিও তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও একাকী থাকিতে দর্শন করিয়া অতি দুঃখিত ও কাতরচিত্তে মুহূর্ত্তকাল কোন কথা বলিতে পারিলাম না। অনন্তর, সাত্যকি আমাকে যে প্রকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও জীবমান থাকিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে তাঁহা হইতে যেরূপে মুক্তি পাইলাম, তৎসমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকটে বিস্তারিত করিয়া কহিলাম। দুর্য্যোধন এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া মুহূর্ত্তকাল অচেতন হইয়া রহিলেন, পরে কিয়ৎকাল বিলম্বে চেতনা পাইয়া আমাকে ভ্রাতৃগণের ও সৈন্য-সমুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষে যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়ই তাঁহাকে কহিলাম, তদানীং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ নিহত ও সৈন্য-সমুদয় বিনিপাতিত হইয়াছিল, কেবল কৌরবসেনার মধ্যে তিন জন রথিমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, দ্বৈপায়ন প্রস্থানকালে আমাকে এই কথা কহিয়া গিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! দুর্য্যোধন এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার প্রতি পুনঃপুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করত করতল-দ্বারা আমার শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়! এই সংগ্রামে তোমা-ভিন্ন অন্য কেহ জীবিত নাই, আমি এক্ষণে অন্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, পাণ্ডবগণ সহায়-সম্পন্ন রহিয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে গিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু ভূপতির নিকটে নিবেদন করিবে যে, মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, হে সূত! তাদৃশ সুহৃৎ-সমুদয়ে বিহীন, পুত্রগণ ও ভ্রাতৃবর্গে পরিবর্জ্জিত এবং বিপক্ষ-কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মাদৃশ কোন জন জীবন ধারণ করিতে পারে? যাহা হউক, আমি সেই মহারণ হইতে মুক্ত হইয়া নিতান্ত বিক্ষত কলেবরে জীবিত থাকিতে থাকিতে হ্রদমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিলাম, এই সমুদয় বৃত্তান্ত তুমি রাজার নিকটে কহিবে।"

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমাকে এইরূপ কহিয়া সেই মহা হ্রদে প্রবেশ-পূর্ব্বক মায়াবলে জল-স্তম্ভ করিয়া রহিলেন। তিনি হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর দেখিলাম, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপা-চার্য্য এই তিন জন রথি শরবিক্ষত-শরীরে পরিশ্রান্ত বাহন লইয়া একত্র হইয়া সেই প্রদেশে আসিতে-ছেন, দূর হইতে তাঁহারা আমাকে দেখিবামাত্র সত্বর হইয়া অতি বেগে অশ্ব চালনা করিলেন এবং ক্ষণ-মধ্যে নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "সঞ্জয়! তুমি ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছ" হে মহারাজ! তাঁহারা আমাকে এই কথা বলিয়াই আপনকার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলি-লেন, "সঞ্জয়! আমাদিগের সেই রাজা দুর্য্যো-ধন কি জীবিত আছেন?" আমি তাঁহাদিগকে নৃপ-তির তদানীন্তন কুশল সমাচার কহিলাম, দুর্য্যোধন আমাকে যে সমুদয় কথা কহিয়াছিলেন এবং সেই নরাধিপ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে বলিলাম। হে মহারাজ! অশ্বত্থামা আমার সেই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর সেই বিপুল হ্রদ বিলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, কহিলেন "অহো ধিক্! আমরা যে জী-বিত আছি, নরাধিপ দুর্য্যোধন তাহা জানেন না, আমরা তাঁহার সহিত বিপক্ষদিগকে যুদ্ধ করাইতেই প্রস্তুত রহিয়াছি।" সেই রথিশ্রেষ্ঠ মহারথেরা তথায় বহুক্ষণ এইরূপ বিলাপ করিয়া পাণ্ডবদিগকে রণ-স্থলে অবস্থিত দর্শনে ধাবমান হইলেন। পরিশেষে সেই হতাবশিষ্ট রথিত্রয় একত্র হইয়া আমাকে কৃপাচার্য্যের পরিষ্কৃত রথে আরোহিত করাইয়া সেনানিবেশ মধ্যে আগমন করিলেন।

তৎকালে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলে আরোহণ করিলে সৈন্যগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং আ-পনকার পুত্রদিগের নিধন সংবাদ শ্রবণে সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! অনন্তর, যে সমস্ত বৃদ্ধেরা অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিত, তাহারা সকলে তখন রাজযো-ষিদ্গণকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিল। অব-লারা সেই সমস্ত সৈন্যসংক্ষয় সংবাদ শুনিয়া উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, চতুর্দ্দিকে এক সুমহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! সেই বরাঙ্গনাগণ কুররীকুলের ন্যায় বারম্বার ক্রন্দন করত করুণ শব্দে মহীতল নিনাদিত করিতে করিতে মস্তকে করাঘাত ও নখাঘাত করিল এবং উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কেশপাশ সমুদয় বি-চ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! তাহারা হাহাকার শব্দ করত বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর, দুর্য্যোধনের অমাত্যেরা অতিশয় কাতর ও অশ্রুকণ্ঠ হইয়া রাজদারাগণকে লইয়া নগরাভি-মুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! দ্বারাধ্যক্ষগণ হস্তে বেত্র ধারণ-পূর্ব্বক মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট শুভ্র শয্যা-সকল সংগ্রহ করিয়া হস্তিনাপুরের অভি-মুখে গমন করিল। অধিকৃতগণ অশ্বতরী-যুক্ত রথে নিজ নিজ রাজপত্নী-সকলকে আরোহিত করিয়া অবিলম্বে নগর-মধ্যে প্রস্থান করিল। হে নরেশ্বর! অন্তঃপুরে যে সকল কামিনীকে পূর্ব্বে সূর্য্যদেবও দেখিতে পান নাই, পুরপ্রস্থানকালে সকলেই তাঁহা-দিগকে অনায়াসে দর্শন করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সমস্ত সুকুমারী নারীরা স্বজনবন্ধু-বিহীন হইয়া অচিরাৎ নগর-মধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে গোপাল ও মেষপাল হইতে ধাবিত মনুষ্যেরাও ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়া নগরাভিমুখে যাইতে লাগিল। তাহারা সক-লেই পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত নগরাভি-মুখে ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে সমুদয় লোকেরই সুদারুণ ভয় উপস্থিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই নিতান্ত দারুণ বিদ্রব বর্ত্তমান থাকিলে শোকবশত নিতান্ত মুগ্ধচিত্ত যুযুৎসু, উপস্থিত সময়ের বিষয় চিন্তা করিলেন, 'হা! যে

দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার ভর্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে তিনি বিপুল বিক্রান্ত পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই নিসূদিত হইল, ভীষ্ম, দ্রোণ-প্রভৃতি কৌরব মহারথ-সমুদয় নিহত হইলেন, ভাগ্যবশত একমাত্র আমিই কেবল যদৃচ্ছাক্রমে বিমুক্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। শিবির সমুদয় ভগ্ন হইতেছে, সৈন্য সকল প্রভাহীন ও নাথ-বিহীন হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা দৃষ্ট হয় নাই তাহারা সকলে দুঃখার্ত্ত ও ভয়ে ব্যাকুলনেত্র হইয়া বিত্রস্ত হরিণের ন্যায় দশ দিক্ বিলোকন করত ধাবিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের সচিবগণের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা রাজপত্নীদিগকে লইয়া নগর-মধ্যে গমন করিতেছে, সম্প্রতি যুধিষ্ঠির ও বাসুদেবের অনুজ্ঞা লইয়া তাহাদিগের সহিত আমার পুর-মধ্যে প্রবেশ করা বিহিত হইতেছে।” মহাবাহু যুযুৎসু এই বিষয়ের জন্য উভয়ের নিকটে নিবেদন করিলেন। নিয়ত দয়ালু মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির বৈশ্যাপুত্রের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অনন্তর, তিনি নিজরথে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অশ্বগণকে চালনা করিলেন এবং অবিলম্বে রাজপত্নীদিগের বাহকগণকেও নগরাভিমুখে চালিত করিতে লাগিলেন। দিবাকর অস্তমিত হইলে তিনি রাজদারাগণের সহিত সাশ্রুলোচনে ও বাষ্পাকুলকণ্ঠে হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর সাশ্রুনয়নে ও শোকোপহত-চিত্তে রাজার নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতেছেন। যুযুৎসু বিদুরের অগ্রভাগে প্রণত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে সত্যধৃতি বিদুর তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি এই সুদারুণ কুরুক্ষয়কালে ভাগ্যবশত জীবিত রহিয়াছ, এক্ষণে রাজার প্রবেশ ব্যতিরেকে তুমি এস্থানে কি জন্য আসিলে? এই সমস্ত কারণ বিস্তার করিয়া আমার নিকটে নিবেদন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, “হে তাত! শকুনি নিজ পুত্র ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হত এবং রাজা দুর্য্যোধনের অবশিষ্ট পরিবার সকল নিহত হইলে তিনি ভয়-প্রযুক্ত স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন। নরপতি স্কন্ধাবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সমস্ত লোক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর, দারাধ্যক্ষেরা নৃপতির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের পরিবার-বর্গকে যান-মধ্যে আরোহিত করিয়া ভয়-বশত প্রস্থান করিল। তদনন্তর, আমি কেশব ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া ধাবিত লোক-সকলকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।”

হে মহারাজ! অপ্রমেয় ধীশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর, বৈশ্যাপুত্রের উক্ত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা সময়োচিত বিবেচনা করিয়া সেই বক্তৃবরকে প্রশংসা করিলেন। যুযুৎসু কুরুকুলক্ষয়-বিষয়ক সমস্ত কথা কহিলে “অদ্য তুমি এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইবে,” সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর যুযুৎসুকে তৎকালোচিত এই কথামাত্র বলিয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া রাজনিকেতনে প্রবেশ করিলেন। যুযুৎসুও তখন নিজগৃহে সেই রজনী যাপন করিতে লাগিলেন

একোনত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ২৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডু-পুত্রেরা সমরাঙ্গনে আমার সমুদয় সৈন্য সংহার করিলে অবশিষ্ট কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা কি করিলেন? এবং আমার পুত্র মূঢ়মতি রাজা দুর্য্যোধনই বা তখন কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহানুভব ক্ষত্রিয়দিগের যোষিদ্গণ গমন করিলে এবং শিবির সকল শূন্য হইলে, অবশিষ্ট তিন জন রথী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা সায়াহ্নকালে বিজয়িপাণ্ডবদিগের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং শিবির সকল শূন্য

দেখিয়া তথায় অবস্থিতি করিবার অনভিলাষে হ্রদের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমরে ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের বধের আকাঙ্ক্ষায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই জয়াভিলাষি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ সকল স্থানেই যত্ন-সহকারে দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিলেন, তথাপি কোন স্থানেই নরপতিকে দেখিতে পাইলেন না। দুর্য্যোধন গদা ধারণ-পূর্ব্বক অতি-বেগে প্রস্থান করিয়া হ্রদ-মধ্যে নিজ মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে থাকিলে যখন তাঁহাদিগের বাহনসমুদয় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল, তখন তাঁহারা সৈনিকগণের সহিত স্বীয় শিবিরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দনেরা শিবিরে প্রবিষ্ট হইলে, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অল্পে অল্পে সেই হ্রদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, নরপতি দুর্য্যোধন গোপনভাবে যাহার মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই বিপুল হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া জলমধ্যে প্রসুপ্ত দুর্দ্ধর্ষ নৃপতিকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আমাদিগকে লইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহাকে জয় করিয়া সমুদয় পৃথিবীরাজ্য ভোগ করুন, অথবা সমরে হত হইয়া স্বর্গ লাভ করুন। হে মহারাজ! আপনিও তাহাদিগের সমুদয় সৈন্য ক্ষয় করিয়াছেন এবং তাহাদিগের যে সমস্ত সৈনিক অবশিষ্ট আছে, তন্মধ্যে অনেককেই প্রতিবিদ্ধ করিয়াছেন, সম্প্রতি আমারদিগের দ্বারা আপনি রক্ষিত থাকিলে পাণ্ডবেরা কোনক্রমেই আপনার বিপুল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে বীরগণ! ঈদৃশ কুরু-পাণ্ডব-সংমর্দ্দন-জনিত সংহার সময়ে ভাগ্য-বশত আমি আপনাদিগকে বিমুক্ত ও জীবিত দেখিলাম। আমরা সকলে বিশ্রান্ত ও গতক্লম হইয়া বিপক্ষগণকে জয় করিব। সম্প্রতি আপনারা সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আমিও নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, আর বিপক্ষের বল সকল এখনও যুদ্ধমত্ত রহিয়াছে, অতএব আমি এসময় সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করি না। হে বীরগণ! আপনাদিগের মনের ঈদৃশী মহতী শক্তি ও আমাদিগের প্রতি যে পরমা ভক্তি আছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু ইহা পরাক্রম প্রকাশের সময় নয়। অদ্য এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া আগামি দিবসে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে সমরস্থলে শত্রু-দলের সহিত সংগ্রাম করিব, তাহাতে আমার সংশয় নাই।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে অশ্বত্থামা সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "রাজন্! গাত্রোত্থান করুন, আপনার মঙ্গল হউক, আমরা সকলে সমরে শত্রুদিগকে জয় করিব; আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য, ও জপ এই সমুদয়ের সহিত শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য বিপক্ষ সোমক সকলকে নিহত করিব। আপনি যাজ্ঞিকগণের সজ্জনোচিত প্রীতিতে মনোনিবেশ করিবেন না, এই রজনী প্রভাত হইলে আমি সমরে শত্রুদিগকে সংহার করিব না। হে নরনাথ! আমি সমুদয় পাঞ্চাল-দলকে নিহত না করিয়া কবচ বিমোচন করিব না, আপনার নিকটে যথার্থ কহিলাম, অতএব আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন।"

হে মহারাজ! তাঁহারা সকলে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে কতিপয় ব্যাধ মাংসভার বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া পানীয় পানাভিলাষে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; ঐ সকল ব্যাধেরা পরম ভক্তিসহকারে নিয়ত ভীমসেনের মাংসভার বহন করিত। তাহারা সেই স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত ও পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত গোপনীয় কথা ও দুর্য্যোধনের বাক্য

সকল শ্রবণ করিল। তদানীং কুরুরাজ যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই সকল যুদ্ধাকাঙ্ক্ষি মহাধনুর্দ্ধরেরা অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা যুদ্ধে অনিচ্ছু হইয়া জল-মধ্যে রহিয়াছেন এবং কৌরবদিগের মহারথেরা তথায় দণ্ডায়মান আছেন ইহা দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, ব্যাধেরা তাহা জানিতে পারিল।

হে রাজেন্দ্র! ইহার পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা যখন আপনকার পুত্রকে অন্বেষণ করেন, তৎকালে ঐ সকল ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তাহাদিগকে দুর্য্যোধনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের মনে পাণ্ডুনন্দনের সেই বাক্য উদিত হওয়াতে ব্যাধেরা পরস্পর অতি মৃদুস্বরে কহিল, "রাজা দুর্য্যোধন গোপনভাবে হ্রদ-মধ্যে লুক্কায়িত আছেন, আমরা পাণ্ডবদিগের নিকটে গিয়া এই কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারা আমাদিগকে প্রচুর ধন দিবেন, অতএব রাজা যুধিষ্ঠির যেস্থানে আছেন চল, আমরা সকলে সেই স্থানে ধনুর্দ্ধারী ধীমান্ ভীমসেনের নিকটে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের জল-মধ্যে শয়ন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, এই কথা ভীমের নিকটে কহিলে তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অনেক ধন দান করিবেন, আমাদিগের এই সমস্ত অসার ও শুষ্ক মাংসে প্রয়োজন কি?" ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ-পূর্ব্বক ধনলোভে আহ্লাদিত হইয়া মাংসভার পরিত্যাগ করত পাণ্ডবদিগের শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এদিকে বিজয়ি-পাণ্ডবেরা সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে অনুপস্থিত দর্শনে সেই পাপাত্মার প্রবঞ্চনার পারে উত্তীর্ণ হইবার মানসে তাঁহার অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা তন্ন তন্ন করিয়া সকল স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া "দুর্য্যোধন অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন" ধর্ম্মরাজের নিকটে সকলেই এই কথা নিবেদন করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা চারগণের এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে বিভো! পাণ্ডবেরা এইরূপ দীনভাবে অবস্থিত থাকিলে কিয়ৎকাল বিলম্বে ব্যাধগণ দুর্য্যোধনকে দেখিয়া সত্বর শিবিরের নিকটে আসিল এবং ভীমসেনের সমক্ষে দ্বারবানেরা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেও তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে ব্যাধেরা মহাবল ভীমসেনের নিকটস্থ হইয়া যাহা ঘটিয়াছিল ও যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তৎসমুদয় নিবেদন করিল। হে মহারাজ! শত্রুতাপন বৃকোদর তাহাদিগকে বহু ধন দান করিয়া ধর্ম্মরাজকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, সেই দুর্য্যোধন আমার ব্যাধগণ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়াছে, সে এক্ষণে জলস্তম্ভন করিয়া সলিল-মধ্যে শয়ান রহিয়াছে," হে মহারাজ! অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন, ভীমসেনের এই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সহোদরগণের সহিত অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন হ্রদের নীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তিনি জনার্দ্দনকে অগ্রসর করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, প্রমুদিত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ঘোরতর কিলকিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোট করত দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটে গমন করিলেন।

"যে পাপাত্মা দুর্য্যোধন রণ-মধ্যে বারম্বার দৃষ্ট হইত, এক্ষণে সে লুক্কায়িত থাকিয়াও পরিজ্ঞাত হইল," সোমক-সৈন্যেরা আনন্দিত-চিত্তে চতুর্দ্দিকে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তাহাদিগের শীঘ্রগামী বেগবান্ রথ সকলের গগনস্পর্শী তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে

সকলে শ্রান্তবাহন হইয়াও দুর্য্যোধনের দর্শনার্থ যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র ও অবশিষ্ট পাঞ্চাল-সৈন্যগণ এবং অশ্ব, গজ ও শত সহস্র পদাতিকেরাও যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্গামী হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনকার পুত্র অতি অদ্ভুত বিধি অনুসারে দৈবযোগে মায়া-দ্বারা জলস্তম্ভন করিয়া যেস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ সেই সুনির্ম্মল ও শীতলসলিল-সম্পন্ন দ্বিতীয় সাগর সম সুবিখ্যাত দ্বৈপায়ন-হ্রদের সন্নিহিত হইলেন। হে নরনাথ! জনাধিপ দুর্য্যোধন গদা হস্তে তোয়রাশি-মধ্যে মনুষ্যমাত্রেরই অদৃশ্য হইয়া শয়ান রহিলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে বাস করত জলদশব্দসদৃশ এক তুমুল ধ্বনি শ্রবণ করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির নিজ সহোদরগণের সহিত আপনকার পুত্রের বধের নিমিত্ত ঘোরতর শঙ্খশব্দ ও রথনেমি নিনাদ-দ্বারা প্রভূত ধূলি সমাচ্ছন্ন গগণতল ও ভূমণ্ডল কম্পিত করত সেই হ্রদের নিকটে আগমন করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য যৌধিষ্ঠির-সৈন্যের শব্দ শুনিয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! জয়চিহ্নধারী পাণ্ডবেরা প্রসন্ন হইয়া এই স্থানেই আসিতেছে, অতএব আপনি আমাদিগকে অনুজ্ঞা করুন, আমরা স্থানান্তরে গমন করি। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণে গমনে অনুমতি করিয়া মায়াবলে সেই হ্রদকে স্তম্ভিত করিলেন। কৃপ-প্রভৃতি নিতান্ত শোকপরায়ণ মহারথেরা নৃপতির অনুমতি পাইয়া তথা হইতে দূরে গমন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দূরপথ গমনে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করত নৃপতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। "মহাবল দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ করিয়া রহিয়াছেন, পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিবার মানসে সেই স্থানে আসিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, রাজারই বা কি দশা ঘটিবে, পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিবে!" হে মহারাজ! কৃপ-প্রভৃতি মহারথগণ এইরূপ চিন্তা করত অশ্ব সকলকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশে ত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই তিন মহারথ প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধন যে হ্রদে বাস করিতেছিলেন, পাণ্ডবেরা তথায় আগমন করিলেন। দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক স্তম্ভিত দ্বৈপায়নহ্রদের নিকটে আগমনপূর্ব্বক সেই জলাশয়কে দেখিয়া যুধিষ্ঠির, বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন, "দেখ, দুর্য্যোধন জলমধ্যে কেমন মায়া বিস্তার করিয়া আছে, অনায়াসে জলস্তম্ভ করিয়া শয়ান রহিয়াছে, অতএব উহার মনুষ্য হইতে ভয় নাই, এক্ষণে দৈবীমায়া অবলম্বন করিয়া বারিগর্ব্ভে বসতি করিতেছে। স্বভাবত কাপট্য-পটু দুর্য্যোধন জীবমান থাকিতে আমার নিকটে পরিত্রাণ পাইবে না। হে মাধব! বজ্রধারী দেবরাজ স্বয়ং সমরে আসিয়া যদি উহার সহায়তা করেন, তথাপি তাবৎ লোকে উহাকে হত হইতে দেখিবে।" বাসুদেব কহিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! মায়াবি দুর্য্যোধনের এই মায়াকে মায়া-দ্বারা বিনাশ করুন, মায়াবীকে মায়া-দ্বারাই বধ করিতে হয়, ইহা যথার্থ কথা। আপনি বহুবিধ প্রতীকার উপায়-দ্বারা জলমধ্যে মায়া প্রয়োগ-পূর্ব্বক মায়াবি সুযোধনকে সংহার করুন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া ও ইন্দ্রজালপ্রভৃতি উপায়-দ্বারা ইন্দ্র, দৈত্য ও দানবগণকে নিধন করিয়াছেন; মহাত্মা বামনদেবও ঐরূপ উপায়দ্বারা বলিরাজকে বন্ধ করিতে পারগ হইয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নামক মহাসুর-দ্বয় কেবল ক্রিয়ার উপায়-দ্বারা নিহত হইয়াছিল। এইরূপ

বৃত্রাসুরও যে, ক্রিয়া-দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুলস্ত্য-বংশীয় রাবণনামা রাক্ষস সপরিবারে রামের ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছিল, অতএব মহারাজ! আপনিও তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ করুন। পুরাকালে ক্রিয়াকৌশল-দ্বারা মহাবল বিপ্রচিত্ত ও তারক নামক মহাসুর নিহত হইয়াছিল, এইরূপে ইল্বল, বাতাপি, ত্রিশিরা, সুন্দ, উপসুন্দ-প্রভৃতি দৈত্যেরা কেবল ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছে। ক্রিয়োপায়বলে দেবরাজ স্বর্গলোকে আধিপত্য করিতেছেন। হে মহারাজ! ক্রিয়াই বলবতী তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই বলবৎ নহে। দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও অনেকানেক মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালেরাও ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছে, সুতরাং আপনি সেইরূপ আচরণ করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সংশিতব্রত কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির, বাসুদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া হাস্য করত জলমধ্যবর্ত্তি আপনকার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "হে সুযোধন! তুমি জলাশয়ে বাস করিবার জন্য কেন এরূপ উদ্যোগ করিয়াছ? তুমি সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল ও নিজবংশ ধ্বংস করিয়া পরিশেষে আপন জীবন-রক্ষার মানসে জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে? হে নরেশ্বর! সত্বর হইয়া গাত্রোত্থান কর এবং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। হে নরবর! তোমার সেই দর্প সেই দুর্জ্জয় অভিমান এখন কোথায় গেল, তুমি ভীত হইয়া জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থিত রহিলে? সভামধ্যে সকল লোকে তোমাকে শূর বলিয়া থাকে, সম্প্রতি সলিলে শয়ন করাতে বুঝিলাম তোমার সেই শৌর্য্য ব্যর্থ হইল। রাজন্! গাত্রোত্থান করিয়া যুদ্ধ কর, তুমি সদ্বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়, বিশেষত কুরুকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, অতএব এক্ষণে একবার তোমার কুলমর্য্যাদা স্মরণ করা উচিত। কৌরব-বংশে আপনার জন্ম বলিয়া প্রশংসা করত যুদ্ধ হইতে ভীত হইয়া জল-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক কেন অবস্থান করিতেছ। হে রাজন্! বিনাযুদ্ধে অবস্থান করা সনাতন ধর্ম্ম নহে। সাধুগণের অনাচরিত সমরে পলায়ন নরকের কারণ, তুমি সংগ্রামের পারে উত্তীর্ণ না হইয়া কিজন্য জীবনধারণে কামনা করিয়াছ। এই সমস্ত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, বয়স্য ও বন্ধুবান্ধবদিগকে ঘাতিত করিয়া ও পতিত দেখিয়া তুমি কিরূপে এক্ষণে হ্রদমধ্যে স্থির হইয়া রহিয়াছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি যাবৎলোকের নিকটে যে আপনাকে শূর বলিয়া গর্ব্ব করিতে, সে তোমার মিথ্যা গর্ব্ব, তুমি কখনই শূর নও, শূরব্যক্তিরা প্রাণ থাকিতে কদাপি শত্রুকে দেখিয়া পলায়ন করে না। হে শূর! তুমি যেরূপ ধৈর্য্য-দ্বারা সমর পরিত্যাগ করিলে তাহা বল, এবং গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আত্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর। হে সুযোধন! সহোদর ও সৈন্যসমুদয়কে ঘাতিত করিয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মকামনায় এক্ষণে ত্বাদৃশ ব্যক্তির নিজ জীবন রক্ষণে প্রয়াস করা উচিত নহে। তুমি যে পূর্ব্বে কর্ণ ও সুবলসুত শকুনিকে আশ্রয় করিয়া মোহবশত আপনাকে অজর অমর জ্ঞান করত জানিতে পার নাই, সেই সুমহৎ পাপভোগ করিয়া সম্প্রতি যুদ্ধ কর। ত্বাদৃশ ব্যক্তি, মোহবশত কেন পলায়ন করিতে অভিলাষী হয়। হে সুযোধন! তোমার সেই পৌরুষ, সেই অভিমান, সেই বিক্রম, সেই সুমহৎ বজ্রের ন্যায় গর্জ্জিত এবং সেই কৃতাস্ত্রতা কোথায় গেল? তুমি জলাশয়ে শয়ন করিলে? হে ভারত! এখন তুমি গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর, তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে থাক, অথবা আমাদিগ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন কর। বিধাতা তোমার নিমিত্ত এই পরম ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব মহারাজ! তুমি তাহা যথার্থরূপে প্রতিপালন কর, রাজা হও।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন আপনকার পুত্রকে এবম্বিধ বাক্য বলিলে, তিনি সলিল-

মধ্যে থাকিয়াই এইরূপ উত্তর করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন, "মহারাজ! প্রাণিমাত্রেরই অন্তঃকরণে যে ভয় প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে, আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি নাই। আমি রথহীন এবং তুণ বিহীন হইলাম, আমার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথি নিহত হইল, সুতরাং আমি সমর-মধ্যে একাকী ও নিঃসহায় হইয়া আশ্বাস কামনা করিলাম, হে মহারাজ! আমি প্রাণের জন্য কি ভয়বশত অথবা বিষাদ-হেতু এই জলে প্রবিষ্ট হই নাই, কেবল শ্রম বশত এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে কুন্তী-কুমার! সম্প্রতি তুমি আশ্বাসিত হও এবং তোমার অনুগত জনেরাও আশ্বাস লাভ করুক, আমি উত্থিত হইয়া তোমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুযোধন! আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি এবং বহুক্ষণ তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি, অতএব এক্ষণে তুমি উত্থান কর এবং এই স্থানেই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি সমরে আমাদিগকে নিহত করিয়া সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর, অথবা সমরে আমাদিগ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে জনেশ্বর! আমি যে সমস্ত কৌরবদিগের নিমিত্তে রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিব, আমার সেই সকল সহোদরেরা নিহত হইয়াছে। পৃথিবী রত্নহীনা ও হতক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণা হইয়াছে, অতএব আমি আর বিধবা যোষিতের ন্যায় ঈদৃশী মহীকে ভোগ করিতে উৎসাহ করি না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! অদ্যাপি আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া তোমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু এক্ষণে যে আর যুদ্ধে কোন প্রয়োজন আছে ইহা আমার বোধ হয় না। দ্রোণ ও কর্ণ নিহত এবং পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যাগত হওয়ায় এই শূন্যপ্রায় পৃথিবী সম্প্রতি তোমারই হউক। তাদৃশ সুহৃৎ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত করিয়া সহায়হীন হইয়া কোন্ রাজা রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা করে? তোমরা রাজ্য হরণ করিলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকে? আমি অজিন বসন পরিধান করিয়া বন গমন করিব, আমার আত্মীয় স্বজনগণ হত হওয়াতে রাজ্যভোগে কিছুমাত্র রতি নাই। এই পৃথিবীতে অনেকানেক বন্ধুবান্ধব ও তুরঙ্গ মাতঙ্গ সকল হত হইল, এক্ষণে এই পৃথিবী তোমার, তুমি বিজ্বর হইয়া ইহাকে ভোগ কর। অদ্য আমি মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া বনেই গমন করিব, সহায়হীন হওয়ায় আমার জীবনে আর স্পৃহা নাই। হে রাজেন্দ্র! যাও, এক্ষণে তুমি এই যোধহীন রত্নবিহীন খনিবপ্র-সমন্বিত নিরীশ্বরা বসুন্ধরা যথাসুখে ভোগ কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির এই সমস্ত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যস্থ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "হে সুযোধন! তুমি আর্ত্তব্যক্তির প্রলাপোক্তির ন্যায় জলস্থ হইয়া কথা কহিও না, পক্ষীর ধ্বনির মত এই সকল কথা আমার মনে সংলগ্ন হইতেছে না। যদিও তুমি দান করিতে সমর্থ হও, তথাপি আমি তোমার দত্ত অবনী শাসন করিতে কামনা করি না। তোমার দত্ত এই মহীকে আমি অধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ করিব না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ করা ধর্ম্মরূপে উক্ত হয় নাই। আমি তোমার দত্ত সমস্ত অবনীমণ্ডল লাভ করিতে অভিলাষী নহি, আমি তোমাকে যুদ্ধে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া এই বসুধারাজ্য ভোগ করিব। আর তুমি স্বয়ং অনীশ্বর হইয়া কি প্রকারেই বা পৃথিবী দানে ইচ্ছা করিতেছ? যখন আমরা কুলের বিনাশ-শান্তি জন্য ধর্ম্মত এই পৃথিবী প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কেন ইহা দান কর নাই। প্রথমত মহাবল বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণে তাহা দান করিতে অভিলাষী হইয়াছ এ তোমার কিরূপ চিত্তবিভ্রম। হে কৌরবনন্দন! অদ্য মহী দান করিতে তোমার প্রভুত্ব নাই, যেহেতু অভিযুক্ত

হইয়া কোন্ রাজা মেদিনী দান করিতে কামনা করিয়া থাকে? আর যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বল-পূর্ব্বক যাহাদিগকে ছেদন করিতে ইচ্ছু ছিল, সে এক্ষণে কি প্রকারে তাহাদিগকেই রাজ্য দান করিতে অভিলাষ করে? এক্ষণে তুমি আমাকে সংগ্রামে জয় করিয়া এই পৃথিবী পালন কর। হে নৃপবর! সূচীর অগ্রভাগ-দ্বারা যে ভূমি আচ্ছাদিত হয়, তাবন্মাত্র দান করিতে তুমি পূর্ব্বে স্বীকার কর নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সমুদয় ভূমণ্ডল প্রদান করিবে? তুমিই পূর্ব্বে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি ত্যাগ কর নাই, এক্ষণে সমুদয় ক্ষিতিমণ্ডল কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতেছ। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী শাসন করত কোন্ মূঢ়ব্যক্তি শত্রুকে বসুন্ধরা দান করিতে উদ্যুক্ত হয়। হে সুযোধন! তুমি কেবল মূর্খতাবশত বিমূঢ় হইয়া এই সমুদয় বুঝিতে পার নাই। এক্ষণে পৃথিবী প্রদান করিতে কামনা করিয়াও জীবিত হইতে বিমুক্ত হইবে। যাহা হউক, সম্প্রতি তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই অখণ্ড-ভূমণ্ডল শাসন কর, অথবা আমাদিগের-দ্বারা নিহত হইয়া পরম মনোহর লোকসকলে বাস করিতে গমন কর। হে রাজন্! তোমার জীবন আমাতে এবং আমার জীবন তোমাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে এবং আমাদিগের বিজয় বিষয়ে তাবৎলোকেরই মনোমধ্যে সংশয় হইবে। হে দুষ্প্রজ্ঞ! সম্প্রতি তোমার জীবিত আমাতে স্থিতি করিতেছে, আমি অনায়াসে জীবিত থাকিব, কিন্তু, তুমি কোন প্রকারেই জীবিত থাকিতে পারিবে না। তুমি আমাদিগকে অগ্নিদাহে দগ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলে, সর্পবিষ ভক্ষণ করাইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করাইতেও ত্রুটি কর নাই। তুমি রাজ্য হরণ করত আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলে, অপ্রিয়গণের দুর্ব্বাক্য-দ্বারা ও দ্রৌপদীকে আকর্ষণ-দ্বারা নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলে? হে পাপাত্মন্! এই সমস্ত কারণ-বশত তুমি জীবিত থাকিতে পারিবে না। সম্প্রতি উত্থিত হও, আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয় হইবে।”

হে মহারাজ! সেই স্থানে পাণ্ডবপক্ষীয় সেই সমস্ত বিজয়ি বীরগণ এইরূপ বিবিধ বাক্য পুনঃপুন কহিতে লাগিল।

দুর্য্যোধনভর্ৎসনে একত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩১॥

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ গদাযুদ্ধ পর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন স্বভাবত মন্যুমান্ অতএব তৎকালে শত্রুতাপন সেই বীর বিপক্ষদিগের একপ তর্জ্জন শুনিয়া কি প্রকার হইল? পূর্ব্বে সে কখন কাহারও তর্জ্জন শ্রবণ করে নাই। রাজভাবে সর্ব্বলোকের নিকটেই মান্য হইয়াছিল, যাহার ছত্রের ছায়া প্রভাকরের স্বীয় প্রভা-সদৃশী, সে অভিমান বশত কি প্রকারে এই সমস্ত খেদহেতু বাক্য সহ্য করিল? হে সঞ্জয়! তুমিত দেখিতেছ, যাহার প্রসাদে এই ম্লেচ্ছ ও বন্যজন সহ সমস্ত পৃথিবী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সে পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক তর্জ্জ্যমান বিশেষত নিজভৃত্যবর্গ-বিহীন ও নিতান্ত নির্জ্জনে বিপক্ষগণে আবৃত থাকিয়া বারম্বার তাহাদিগের এই সমস্ত জয়যুক্ত কটু বাক্য শ্রবণে পাণ্ডবগণকে কি বলিল? হে সঞ্জয়! তাহাই তুমি আমার নিকট প্রকাশ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন জলমধ্যে থাকিয়া যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের তর্জ্জন গর্জ্জন এবং কটু-বাক্য সকল শ্রবণে তৎকালে বিষমস্থ হইয়া পড়িলেন. কি করেন, সলিলে থাকিয়াই পুনঃপুন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরিশেষে সলিলান্তর্গত থাকিয়াই যুদ্ধার্থ মনোনিবেশ করিলেন এবং করদ্বয় কম্পন করত ধর্ম্মরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন,

হে পাণ্ডবগণ! এক্ষণে তোমরা সকলে নিজসুহৃদ্বন্ধু ও রথবাহনে পরিবৃত আছ, আর আমি একাকী, তাহাতে বিরথ ও হতবাহন হইয়া অতিশয় দুঃখিত রহিয়াছি, তুমি অনেকানেক অস্ত্রধারি রথিগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছ, আমি একাকী ও অস্ত্রহীন অতএব পদাতি হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে উৎসাহবান্ হই। হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে একে একে আমার সহিত যুদ্ধ কর, সংগ্রামে একের সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা ন্যায়ানুগত নহে। বিশেষত আমি কবচ-বিহীন, শ্রান্ত ও আপদ্গ্রস্ত হইয়াছি, আর আমার সর্ব্ব-শরীর অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত, সৈন্য ও বাহন সকল নিতান্ত শ্রান্ত হইআছে। আমি তোমা হইতে কি বৃকোদর, কি ধনঞ্জয়, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চাল সকল, কি নকুল, সহদেব, কি যুযুধান, কি তোমার অন্যান্য সৈনিকগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করি না, আমি একাকী ক্রুদ্ধ হইলে যুদ্ধস্থলে তোমাদিগের তাবৎকে নিবারিত করিয়া রাখিতে পারি। হে নরাধিপ! সাধুমনুষ্যগণের কীর্ত্তিধর্ম্মমূলা হইয়া থাকে, অতএব আমি এক্ষণে সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি প্রতিপালন-পূর্ব্বক এইরূপ কহিতেছি। যেমন সম্বৎসর, অনুক্রমে হেমন্তাদি তাবৎ ঋতুকে জয় করিয়া থাকে, তেমনি আমি উত্থিত হইয়া তোমাদিগের তাবতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভ করিব। নিশাবসানে ভগবান্ সূর্য্য যেমন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা নক্ষত্রনিকরকে নষ্ট করেন, তেমনি সম্প্রতি আমি রথহীন ও অস্ত্রবিহীন থাকিয়াও অশ্বরথ-সমন্বিত তোমাদিগের সকলকে নিজ তেজোরাশি-দ্বারা বিনাশ করিব, অতএব হে পাণ্ডবগণ! স্থির হও, অদ্য আমি যশস্বি ক্ষত্রিয়গণের নিকটে অঋণী হইব। অদ্য ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাকে নিহত করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবীর জয়দ্রথ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, মদ্রাধিপতি শল্য, ভূরিশ্রবা, সুবলসন্তান শকুনি এবং পুত্র, মিত্র, সুহৃদ্বন্ধু ও সহোদর সকলের ঋণ পরিশোধ করিব।" হে মহারাজ! নরাধিপ দুর্য্যোধন এতাবৎ কথা কহিয়া বিরত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাবাহো সুযোধন! ভাগ্যক্রমে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জ্ঞানবান্ হইতেছ এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার বুদ্ধিবৃত্তি যুদ্ধার্থই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভাগ্যক্রমে তুমি শূর হইয়া সমর করিতে উৎসুক হইয়াছ, যেহেতু তুমি একাকী আমাদিগের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছ; একাকী একের সহিত মিলিত হইয়াই যুদ্ধ করা যদি তোমার সম্মত হইল, তবে তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমরা সকলে তোমার যুদ্ধে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান রহিলাম। হে বীর! যাহা তোমার অভিলষিত, পুনরায় আমি তাহাই দান করিতেছি, তুমি আমাদিগের এক জনকে হত করিয়া রাজা হও, অথবা স্বয়ং আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে মহারাজ! এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই যদি স্থির হইল, তবে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে কোন বীরকে প্রদান কর, এবং সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে গদাই আমার অভিমত, অতএব তাহাই আমি ধারণ করিয়াছি। তোমাদিগের মধ্যে যে আমাকে হত করিতে সমর্থ হইবে এরূপ বোধ কর, সেই ব্যক্তিই সমরস্থলে পদাতি হইয়া গদা-দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক্। পদে পদে বিচিত্র রথযুদ্ধসকল হইয়াগিয়াছে, অদ্য এই এক প্রকার সুমহৎ অদ্ভুত গদা-যুদ্ধ হউক। মানবগণ মধ্যে মধ্যে যেমন খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে, তেমনি তোমার অভিমতানুসারে যুদ্ধের ও বিপর্য্যাস হউক।

হে মহাবাহো! অদ্য পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও তোমার আর আর যে সমস্ত সৈনিক আছে, তাহাদিগের ও তোমার সহোদরদিগের সহিত এককালে গদাযুদ্ধে তোমাকে আমি পরাজিত করিব। হে যুধিষ্ঠির!

এবিষয়ে দেবরাজ হইতেও আমি ভয় করি না। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে গান্ধারীনন্দন সুযোধন! গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, তুমি বলবান্ অতএব একাকী একের সহিত সঙ্গত হইয়া গদা লইয়া আমার সহিত সমর করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি পুরুষের কার্য্য কর, সমাহিত হইয়া সংগ্রাম কর, অদ্য যদি ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তোমার আশ্রয় হয়েন, তথাপি তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সলিল মধ্যে অবস্থিত আপনার পুত্র সেই নরবর বারম্বার বিপক্ষবাক্য-রূপকশা-দ্বারা ব্যথিত হইয়া গর্ত্তস্থিত মহানাগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে অশক্ত হয়, তেমনি এই সমস্ত বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই বীর তৎক্ষণাৎ অতি বেগে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ করিয়া কাঞ্চন-নির্ম্মিত অঙ্গদ-বিভূষিতা শৈলসারময়ী এক গুর্ব্বী গদা ধারণ-পূর্ব্বক নাগেন্দ্রের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। আপনার সেই সন্তান, স্তম্ভিত তোয়রাশি ভেদ করিয়া লৌহময়ী গদা স্কন্ধে ধারণ-পূর্ব্বক প্রতপনকারী তপনের ন্যায় উত্থিত হইলেন। আপনার সেই মহাবল বুদ্ধিমান-তনয় কণক-পরিষ্কৃত শীকদেশীয় লৌহ-নির্ম্মিত গুরুতর গদা ধারণ করিয়া তৎকালে প্রতাপশালী তপনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজাগণের প্রতি সম্যক্ ক্রুদ্ধ শূলপাণির ন্যায় অবস্থিত সশৃঙ্গশৈলসম সেই গদাহস্ত শত্রুদমন মহাবাহু দুর্য্যোধনকে সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া সকলেই দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় জ্ঞান করিল। পাঞ্চাল সকল আপনার সেই লোকনাথ পুত্রকে বজ্রহস্ত ইন্দ্র এবং শূলহস্ত হরের ন্যায় দর্শন করিল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে উত্তীর্ণ দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট হইল এবং তাহারা সকলেই করতালি প্রদান করিতে লাগিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাহা উপহাস জ্ঞান করিয়া ক্রুদ্ধ এবং পাণ্ডবগণকে যেন দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া নয়নদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক ত্রিশিখা-সমন্বিত ভ্রুকুটী বিস্তার ও ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া কেশবসহ পাণ্ডবগণকে কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! তোমরা সকলে এই উপহাসের ফল অবশ্য ভোগ করিবে এবং সদ্যই পাঞ্চালগণের সহিত হত হইয়া যমনিলয়ে গমন করিবে।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র সেই রুধির-মিশ্রিত জলরাশি-মধ্য হইতে উত্থিত ও গদাহস্ত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই শোণিতাক্ত-পুরুষের সলিল-সমুক্ষিত শরীর তৎকালে স্যন্দনশীল শৈলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা সেই বীরকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া উদ্যতহস্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্ত-কিঙ্করের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। অনন্তর, মেঘসম গর্জ্জনকারী সেই বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন হর্ষ-বশত নর্দ্দনশীল বৃষভের ন্যায়, নিনাদ করত সমরস্থলে গদা-দ্বারাই পার্থগণকে আহ্বান করিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে একে একে আমার নিকটে আইস, রণস্থলে এক বীরকে অনেকের সহিত যুদ্ধ করান ন্যায়ানুগত নহে। আমি বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, বিশেষত বহুক্ষণ জল-মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছি, আমার সর্ব্ব-শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, বাহন এবং সৈনিক সকল হত হইয়াছে, তথাপি আমি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বিহীন এবং বর্ম্ম ও শস্ত্র বর্জ্জিত হইয়া একাকী সংগ্রাম করি, আকাশে দেবতারা দর্শন করুন। আমি তোমাদিগের সকলের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব, ইহা যুক্তিযুক্তই হউক বা অযুক্তই হউক তুমিই বিলক্ষণরূপে জানিতেছ।"

কহিলেন, "হে সুযোধন! যখন বহু মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এইরূপ জ্ঞান হয় নাই কেন? ক্ষত্রধর্ম্ম অতিশয় ক্রূর, নিরপেক্ষ এবং নিতান্ত নির্ঘৃণ, অন্যথা তাদৃশাবস্থ অভিমন্যুকে অনেকে কেন নি-

হত করিলে, তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ, শূর ও ন্যায়-যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ। কথিত আছে যে, 'যাহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করে, তাহাদিগের ইন্দ্রলোকে গতি হয়' যদ্যপি 'বহু লোকে এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিবে না' ইহাই তোমাদিগের ধর্ম্ম হইল, তবে তোমার অভিমতানুসারে অনেক মহা-রথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে কেন নিহত করিল? প্রাণিগণ মহাকষ্টে পতিত হইলেই ধর্ম্ম দর্শন করিয়া থাকে, আর পদস্থ থাকিলে পরলোকের দ্বার আচ্ছাদিত জ্ঞান করে। হে ভারত! হে বীর! এক্ষণে কবচ পরিধান ও কেশ বন্ধন কর, তোমার আর যেকোন অভাব আছে তাহাও গ্রহণ কর। হে বীর! আমি পুনরায় তোমাকে আরও এই এক অভিলষিত বিষয় প্রদান করিতেছি যে, পঞ্চপাণ্ড-বের মধ্যে যাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে হত করিয়া তুমি রাজা হও, অথবা তৎকর্ত্তৃক হত হইয়া স্বর্গলোক লাভ কর। হে বীর! এই যুদ্ধে তোমার প্রাণদান ব্যতীত আর কি প্রিয়-কার্য্য করিব।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কাঞ্চনময় কবচ এবং সুবর্ণ-পরিষ্কৃত বিচিত্র এক শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে আপনার পুত্র শুভ সুবর্ণ বর্ম্ম ও শির-স্ত্রাণ ধারণ করিয়া স্বর্ণ-শৈলের ন্যায় শোভিত হই-লেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সমরের সম্মুখে বদ্ধকবচ, সগদ ও সুসজ্জ হইয়া পাণ্ডবগণকে বলিলেন, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ সকল! তোমাদিগের ভ্রা-তৃগণের মধ্যে এক ব্যক্তি গদা-দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক। সহদেব, ভীম, নকুল, ধনঞ্জয়, অথবা তোমারই সহিত অদ্য গদাযুদ্ধ করিব, আমি সমরা-ঙ্গনে সংগ্রাম করিয়া অবশ্যই জয়ী হইব, হে নরবর! অদ্য আমি এই হেমপট্টনিবদ্ধ গদা-দ্বারা সুদুর্গম বৈরের অন্তে উত্তীর্ণ হইব। আমি বিবেচনা করি, গদাযুদ্ধে আমার সদৃশ আর কেহই নাই, অতএব তোমাদিগের মধ্যে সমাগত সকলকেই গদা-দ্বারা নিহত করিব। 'আমার সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ নহে' এরূপ গর্ব্বোদ্ধত বাক্য আপন মুখে ব্যক্ত করা যদিও যুক্তিসিদ্ধ নহে, তথাপি তোমাদিগের সম্মুখে ইহাই সফল করিব। এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই এই বাক্য সত্য বা মিথ্যা হইবে, যাহা হউক, অদ্য আমার সহিত যে, যুদ্ধ করিবে এক্ষণে সে, গদা গ্রহণ করুক্।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন সংবাদে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন বারম্বার এই প্রকার গর্জ্জন করিতে থাকিলে বাসুদেব ক্রো-ধাক্রান্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন যে, হে ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি এই দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনাকে অথবা অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে প্রার্থনা করে, তবেইত অনর্থ ঘটিবে, আপনার এ কি প্রকার সাহস যে, 'তুমি এক জনকে নিহত করিয়া কুরুগণ মধ্যে রাজা হও' আপনি এরূপ কথা বলিলেন! দুর্য্যো-ধন ভীমসেনের জিঘাংসার্থ এই ত্রয়োদশবর্ষ-কাল কেবল এক লৌহময় পুরুষে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করি-য়াছিল। অতএব আমাদিগের-দ্বারা যে, কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হে নৃপ-বর! আপনি কেবল কারুণ্য-বশত এ প্রকার সা-হস প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথানন্দন বৃকোদর ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই সমরে প্রতিযোদ্ধা দেখিতেছি না, কিন্তু তিনিও গদাযুদ্ধ বিশেষরূপে অভ্যাস করেন নাই। পূর্ব্বে শকুনি ও আপনার যেরূপ বিষম দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছিল, মহারাজ! এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ বিষম ক্রীড়া আরম্ভ হইল। মহা-রাজ! ভীমসেন বলবান্ এবং দুর্য্যোধন কৃতী ও সামর্থ্য-শালী, কিন্তু বলবান্ ও কৃতীর মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই বিশিষ্ট। এক্ষণে আমাদিগের সেই শত্রুকে আপনি সমপথে নিবেশিত করিয়া আপনাকে বিষম

পথে স্থাপিত করিলেন, অতএব আমরা সঙ্কটে পতিত হইলাম; এমন লোক কে আছে যে একাকী সমুদয় শত্রুকে জয় করিয়া উপস্থিত রাজ্য হারাইয়া বসে, আমি লোক-সমাজে তাদৃশ মনুষ্য দেখিতেছি না যে, রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারে, অন্য কথা দূরে থাকুক্, দুর্য্যোধন গদাহস্ত হইলে অমরগণেও তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না। আপনি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, সহদেব, কেহই ন্যায়যুদ্ধ অনুসারে সেই কৃতী সুযোধনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব মহারাজ! আপনি এই শত্রুকে গদাযুদ্ধ করিতে কেন আহ্বান করিলেন এবং 'আমাদিগের এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়া রাজা হও' এ কথাইবা কেন বলিলেন? বৃকোদরও যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতেও আমাদিগের সংশয় আছে, যেহেতু এই মহাবল সুযোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারি-গণের মধ্যে বিলক্ষণ কৃতী। 'আমাদিগের এক জনকে নিহত করিয়া পুনরায় তুমি রাজা হও' আপনি যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝিলাম পাণ্ডুরাজের ও কুন্তীর সন্তানেরা কোন কালেই রাজ্য ভোগ করিতে পারিল না, বিধাতা কেবল ইহাদিগকে চিরকালই বনবাস ও ভিক্ষা করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন।

ভীমসেন কহিলেন, হে যদুনন্দন মধুসূদন! তুমি বিষণ্ণ হইও না, অদ্য আমি নিতান্ত দুর্গম বৈর-সাগরের পারে গমন করিব, সমরে সুযোধনকে সংহার করিব, সংশয় নাই। হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মরাজেরই নিশ্চয় বিজয় দেখিতেছি। হে মাধব! আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদাপেক্ষা অর্দ্ধাধিকগুণে গুরুতর, তাহার গদা কদাচ এরূপ নহে, অতএব তুমি ব্যথিত হইও না, আমি এই গদা-দ্বারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহবান্ হইতেছি, তোমরা সকলে আমার এই যুদ্ধে দর্শক হও। হে কৃষ্ণ! আমি নানা শস্ত্রধর অমরগণ সহ ত্রিলোকীর লোকের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ, দুর্য্যোধন ত অতি সামান্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন এইরূপ কহিতে থাকিলে বাসুদেব তাঁহার বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করত বলিলেন, হে মহাবাহো! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে আশ্রয় করত বিপক্ষ-বিহীন হইয়া নিজ প্রদীপ্ত শ্রী প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। তুমি এই মহারণে ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় সন্তানগণকে সংহার করিয়াছ, অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্র এবং নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, হে পাণ্ডুনন্দন! কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য গান্ধার ও কৌরবগণ তোমারই মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সসাগরা ধরা প্রদান কর। পুরাকালে বিষ্ণু যেমন দানব-দলন করিয়া দেবরাজকে স্বর্গপুরী প্রদান করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ কর। পাপ দুর্য্যোধন সমরে তোমার সন্নিহিত হইলেই বিনষ্ট হইবে। তুমি উহার ঊরুদ্বয় ভঙ্গ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। হে পার্থ! দুর্য্যোধন অতি বলবান্, কৃতী এবং নিয়ত যুদ্ধশৌণ্ড, অতএব অতি যত্নের সহিত তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে।

হে মহারাজ! অনন্তর, ধর্ম্মরাজ-প্রভৃতি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ সকলেই ভীমসেনের সেই কথার প্রশংসা করিলেন। ভীমবল ভীমসেন তখন ভাস্করের ন্যায় তপনশীল ও সৃঞ্জয়সৈন্যে পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! অদ্য আমি পাপ দুর্য্যোধনের সহিত সমরস্থলে সঙ্গত হইয়া সংগ্রাম করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছি, সে নরাধম কখনই আমাকে রণে জয় করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন খাণ্ডববনে অগ্নিকে যে প্রকার মুক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য আমি সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধনের উপর আমার হৃদয়ের চিরনিহিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! আপনার হৃদয়-মধ্যে বহুকাল যে শল্য গাঢ়বিদ্ধ হইয়া আছে, অদ্য আমি

গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিব, অদ্য আপনি সুখী হউন। হে নিষ্পাপ! অদ্য আপনাকে কীর্ত্তিময়ীমালা পরিধান করাইব। অদ্য দুর্য্যোধন সাম্রাজ্য-সম্পত্তি ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্য আমা-কর্ত্তৃক আপন পুত্রকে নিহত শুনিয়া শকুনির বুদ্ধি-জন্য অশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিবেন।” বীর্য্যবান্ ভীমসেন এই কথা কহিয়া গদা উদ্যত করত দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার অতি বীর্য্যবান্ পুত্র সেই আহ্বান অসহ্য জ্ঞান করত মত্ত মাতঙ্গ যেমন অপর দ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, তেমনি ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আপনার পুত্র গদাহস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে শৃঙ্গবান্ কৈলাস-শৈলের ন্যায় দর্শন করিল। সেই মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে যূথহীন মাতঙ্গের ন্যায় একাকী দেখিয়া পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। তখন দুর্য্যোধনের মনে না সম্ভ্রম, না ভয়, না গ্লানি, না ব্যথা কিছুই হইল না, তিনি কেবল সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া কৈলাসশৈলের সমান দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, “হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুমি আমাদিগের প্রতি যাহা আচরণ করিয়াছিলে এবং বারণাবতে যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল দুষ্কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। হে দুষ্টাত্মন্! রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে যে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, শকুনির পরামর্শ অনুসারে পাশক্রীড়াতে যে ধর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়াছিলে এবং নিরপরাধে পাণ্ডবগণের প্রতি অন্যান্য যে সমস্ত পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল পাপের সুমহৎ ফল প্রত্যক্ষ কর। আমাদিগের সকলের পিতামহ মহাযশস্বী ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব তোমার জন্য নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, আচার্য্য দ্রোণ, কর্ণ ও প্রতাপশালী শল্য তোমারই জন্য নিহত হইয়াছেন এবং এই সমস্ত বৈরের আদিকর্ত্তা শকুনি তোমারই জন্য সমরে নিহত হইয়াছে, তোমার মহাবীর সহোদর ও পুত্র সকল সৈনিকগণের সহিত হত হইয়াছে, সমরে অপরাঙ্মুখ সমস্ত নৃপতিগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা নিহত হইয়াছে। দ্রৌপদীর ক্লেশকারী পাপাচার প্রাতিকামীও নিহত হইয়াছে, কুলধ্বংস-কারী নরাধম একমাত্র তুমিই অবশিষ্ট রহিয়াছ, অদ্য আমি এই যুদ্ধে তোমাকেও গদাঘাতে নিপাতিত করিব সন্দেহ নাই। হে নৃপ! অদ্য আমি সমরে তোমার সমুদয় দর্প, বিপুল রাজ্যাশা এবং পাণ্ডবগণের প্রতি যে সমস্ত দুষ্কৃত করিয়াছিলে তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিব।”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে বৃকোদর! বহুতর আত্মশ্লাঘায় প্রয়োজন কি? অদ্য আমার সহিত সংগ্রাম কর, এক্ষণেই আমি তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা বিদূরিত করিব। রে পাপ! আমি হিমালয়ের শিখর-সদৃশ মহতী গদা ধারণ করিয়া গদাযুদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছি, তাহা কি তুমি দেখিতে পাওনাই। আমি গদা ধারণ-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে কোন্ শত্রু আমাকে জয় করিতে উৎসাহবান্ হয়? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে হইলে দেবরাজ পুরন্দরও আমার যুদ্ধে অগ্রসর হয়েন না। তুমি আমার পূর্ব্বকার যে দুশ্চেষ্টিত-বিষয় কহিলে তৎসমুদয় তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। আমি বল-পূর্ব্বক তোমাদিগকে অরণ্য-বাস করাইয়াছি এবং রূপ পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক পরগৃহে দাসত্ব করাইয়াছি। তোমাদিগেরও বান্ধবগণ হত হইয়াছে, অতএব আমাদের উভয়েরই পরিক্ষয়-তুল্য। সম্প্রতি যদিও আমার সমরে পতন হয়, তাহাও আমার শ্লাঘ্য, অথবা কালই তাহাতে কারণ। সমরাঙ্গনে ধর্ম্মত আমাকে জয় করে অদ্যাপি এরূপ কোন ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই। তোমরা যদি ছল-দ্বারা আমাকে জয় কর,

তবে অধর্ম্ম্য ও অপ্রশংসনীয় অকীর্ত্তিই নিশ্চয় থাকিবে। তোমরাও পশ্চাত্তাপ করিবে সন্দেহ নাই। অতএব হে কুন্তীকুমার! তুমি আর শরৎকালীন নির্জ্জল জলধরের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিও না। তোমার শরীরে যত বল আছে, অদ্য এই যুদ্ধে তৎসমুদয়ই প্রকাশ কর।"

হে মহারাজ! বিজয়াভিলাষি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মানবগণ তলশব্দ-দ্বারা সেই মত্তমাতঙ্গসম নৃপতি দুর্য্যোধনকে পুনরায় আনন্দিত করিল। তৎকালে তথায় কুঞ্জরগণ বৃংহিত ধ্বনি ও হয় সকল বারম্বার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবদিগের শস্ত্র-সমস্ত অতিশয় প্রদীপ্ত হইল।

ভীম দুর্য্যোধন বাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ
অধ্যায়॥ ৩৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমাপ্ত এবং মহানুভাব পাণ্ডবগণ উপবিষ্ট হইলে তালধ্বজ হলায়ুধ রাম, তাঁহার শিষ্য-দ্বয়ের উপস্থিত যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। কেশব সহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রীত ও অগ্রসর হইয়া পাদবন্দন-পূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিলেন, এবং পূজা করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে সম্বোধিয়া এই কথা কহিলেন, হে রাম! সম্প্রতি নিজ-শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর, বলদেব পাণ্ডবগণ সহ কৃষ্ণ ও গদাহস্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, "দ্বাচত্বারিংশৎ দিবস হইল আমি পুষ্যা-নক্ষত্রে যাত্রা করিয়া গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়াছি, সম্প্রতি অদ্য শ্রবণা-নক্ষত্রে এস্থানে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হে মাধব! এক্ষণে শিষ্য-দ্বয়ের গদাযুদ্ধ দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।"

হে মহারাজ! বলদেব এই কথা কহিলে দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়েই গদাহস্ত হইয়া যুদ্ধভূমিমধ্যে আগমন করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির হলায়ুধকে আলিঙ্গন করিয়া যথাতথ্যরূপে স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে যশস্বি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, বলদেবকে অভিবাদন-পূর্ব্বক পরমপ্রীত-চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ নকুল ও সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহাবল বলদেবকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। হে নরনাথ! অনন্তর, বলবান্ ভীমসেন ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া সেইরূপে বলরামকে পূজা করিলেন। এইরূপে নরাধিপগণ সকলেই তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা সম্মান করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! সম্প্রতি আপনি এই যুদ্ধ অবলোকন করুন। নৃপতিগণ মহানুভব রোহিণী-নন্দনকে এইরূপ কহিলে তিনি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সকলকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন নৃপতিগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলে সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অনাময় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হলায়ুধ, মহানুভাব ক্ষত্রিয় সকলকে প্রতিপূজা করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে তাবৎকেই কুশল-সংযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, জনার্দ্দন ও সাত্যকিকে স্নেহসহকারে আলিঙ্গন ও তাঁহাদিগের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দেবেশ ব্রহ্মাকে পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারাও হর্ষযুক্ত হইয়া সেই গুরুকে যথাবিধানে পূজা করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ধর্ম্মনন্দন, অরিন্দম রোহিণীনন্দনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রাম! আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের এই মহাযুদ্ধ অবলোকন করুন।" অনন্তর, মহাবাহু শ্রীমান্ কেশবাগ্রজ, মহারথগণ-

কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পরমপ্রীত-চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন, সেই শ্বেতকান্তি নীলাম্বর, নৃপমণ্ডলী-মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্রমালাকীর্ণ নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনার পুত্রদ্বয়ের বৈরান্তকর লোমহর্ষণ তুমুল সন্নিপাত আরম্ভ হইল।

বলদেবাগমনে চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৪॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রথমেই প্রভু বলদেব কেশবকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক বৃষ্ণিগণের সহিত গমন-কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে কেশব! আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন পক্ষেরই সাহায্য করিব না, যেখানে ইচ্ছা গমন করিব," বলদেব এইরূপ বলিয়াই যদি গিয়াছিলেন, তবে যে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন, ইহার কারণ কি? তাহা আপনার প্রকাশ করা উচিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! বলদেব তথায় কি জন্য উপস্থিত হইলেন এবং কি প্রকারেই বা যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিলেন, তদ্বিবরণ বিস্তার করিয়া বলুন। আমি জানি, আপনি সমুদয় বিষয় বর্ণন করিতে কুশল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহাবাহো! মহানুভব পাণ্ডবগণ বিরাট-নগরে অবস্থিত হইলে মধুসূদন সন্ধিস্থাপন ও সর্ব্বভূতের হিতের কারণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি হস্তিনাপুরে গমন-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া যে সকল তথ্য ও বিশেষ হিত বাক্য কহিলেন, রাজা তাহা প্রতিপালন করিলেন না। হে মহারাজ! পুরুষসত্তম মহাবাহু কৃষ্ণ তথায় শান্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় বিরাটনগরে আগমন করিলেন। অনন্তর, তিনি দুর্য্যোধনের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত, সুতরাং অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, কাল-প্রেরিত কৌরবেরা আমার বাক্য প্রতিপালন করিল না। অতএব হে পাণ্ডব-সকল! তোমরা আমার সহিত এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হও।" কৃষ্ণের এইরূপ আদেশে সৈন্যগণ বিভক্ত হইলে প্রশান্তচেতা বলিপ্রবর রোহিনী-তনয়, ভ্রাতা কৃষ্ণকে বলিলেন, "মধুসূদন! তুমি কৌরবদিগেরও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিও," কিন্তু, কৃষ্ণ তাঁহার সে কথা রক্ষা করিলেন না। ইহাতে যদুনন্দন হলধর মন্যুপরতন্ত্র হইয়া সরস্বতী-তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনন্তর, ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা যাদবগণের সহিত অনুরাধা নক্ষত্রে অরিদমন দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলেন। এদিকে বাসুদেব, যুযুধানের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকটে আগমন করিলেন। শূরবর রোহিণী-নন্দন পুষ্যানক্ষত্রে যাত্রা করিলে মধুসূদন পাণ্ডবগণকে পুরঃসর করিয়া কৌরবদিগের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর, রাম পথিমধ্যে গমন করত দূতগণকে কহিলেন, "তীর্থযাত্রার সম্ভার ও সমস্ত উপকরণ দ্রব্য এবং দ্বারকাতে যে সকল অগ্নিহোত্র যাজক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে আনয়ন কর এবং সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বসন, বাজি, কুঞ্জর, রথ, খরবাহন, উষ্ট্র-শকট ও তীর্থের নিমিত্ত যে পরিচ্ছদ উপযুক্ত হয়, তৎসমুদয় এই সরস্বতীতীর্থে অবিলম্বে আনয়নার্থ শীঘ্র গমন কর, এবং এই সঙ্গে শত শত ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণকেও আনয়ন করিও।" মহাবল বলদেব অনুচরগণের প্রতি এই প্রকার আদেশ করিয়া কৌরবগণের সংগ্রাম সময়ে তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন। তিনি সুহৃদ্ ও ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্রমে ক্রমে সরস্বতীতীর্থের প্রতিস্রোতে যাইতে লাগিলেন, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও গো খর উষ্ট্রযোজিত যান এবং অনেকানেক অনুচরগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল। হে মহারাজ! তিনি দেশে দেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, শিশু ও বিপুলায়ু বৃদ্ধ যাচকগণের পূজার জন্য বিবিধ দেয়দ্রব্য প্রস্তুত রাখিলেন। হে রাজন্! যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে কামনা করিলেন, অনুচরেরা সেই স্থা-

নেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিয়া দিল। হে নৃপবর! সেই সেই স্থানস্থিত ব্যক্তিগণ বলদেবের শাসন-বশত সেই সময় তথায় চতুর্দ্দিক্ হইতে রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পেয় সামগ্রী সকল আনয়ন করিল এবং সুখাভিলাষি দ্বিজবর্গের সম্মান জন্য মহামুল্য বসন, আস্তরণ ও পর্য্যঙ্ক সকল সুসজ্জিত করিয়া দিল। হে ভারত! যে বিপ্র বা যে ক্ষত্রিয় যেস্থানে যাহা কামনা করেন, সেই স্থানেই তাহা প্রস্তুত ও সুসজ্জিত বিলোকন করেন। ফলত সকলেই যথাসুখে গমন ও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে বলদেবের অনুচরগণ গমনেচ্ছু জনের জন্য যান, তৃষিতগণের জন্য পাণীয় এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি-সকলের জন্য সুস্বাদ সুখাদ্য দ্রব্য সমুদয় এবং বসনাভরণ-সকল আহরণ করিয়া আনিয়া দিল। হে মহারাজ! তৎকালে যে সকল মানবেরা গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সেই পথ স্বর্গোপম সুখাবহ হইয়াছিল। তাহা নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ, বিপণি ও আপণস্থিত পণ্যদ্রব্য-দ্বারা পরিবৃত, সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্য সমুদয়-সমন্বিত, বিবিধ-তরুনিকর-সংযুত ও নানা রত্নে বিভূষিত হওয়াতে নিয়ত প্রমুদিত হইয়া সকলেরই তাহাতে গমন করিতে ইচ্ছা হইত।

হে মহারাজ! অনন্তর, নিয়মে নিশ্চিত-মতি মহাত্মা যদুপ্রবীর বলদেব, বিবিধ পুণ্যতীর্থ-সমূহে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা-স্বরূপ বহুল বিত্ত ও কাঞ্চন-দ্বারা বদ্ধশৃঙ্গ দুগ্ধবতী সবস্ত্রা ও সবৎসা গাভী, নানাবিধ দেশজাত হয়-নিচয়, যান-নিচয় ও দাস সমুদয় দান করিতে লাগিলেন, আর এইরূপ মণি মুক্তা বিদ্রুম রত্ন বিশুদ্ধ সুবর্ণ রজত এবং লৌহময় ও তাম্রময় ভাণ্ড-সকল প্রধান প্রধান দ্বিজগণকে দান করিলেন। হে মহারাজ! সেই অপ্রতিম-প্রভাবশালী উদার-বৃত্তি মহাত্মা এইরূপে সরস্ব সমূহে দ্বিজাতি সকলকে ভূরি ভূরি ধন দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! সারস্বত তীর্থ সকলে কি গুণোৎপত্তি কিরূপে কর্ম্ম নির্ব্বৃতি ও কি প্রকার ফল হয়, তাহা আপনি আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মজ্ঞবর ভগবন্ ব্রহ্মন্! সমুদয় তীর্থের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আপনি যথাক্রমে বর্ণন করুন, এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তীর্থ সকলের বিবরণ ও গুণোৎপত্তির বিষয় সমুদয় বিস্তারিতক্রমে কহিতেছি, আপনি সেই পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করুন। মহারাজ! প্রথমত যদুপ্রবীর বলদেব ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্গণের সহিত পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, হে নরেন্দ্র! যে স্থানে নক্ষত্র-পতি চন্দ্রমা, যক্ষ্ম-রোগে ক্লিষ্ট হইয়া পরিশেষে শাপ-মুক্ত হইলে পুনরায় নিজ নির্ম্মল-তেজঃপুঞ্জ প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় জগন্মণ্ডলকে প্রভাসিত করিয়াছিলেন, সুধাংশু সেই তীর্থ-প্রবরকে প্রভাসিত করায় তদবধি পৃথিবীতে তাহার নাম প্রভাস হয়

জনমেজয় বলিলেন, হে মহামুনে! ভগবান্ সুধাকর কি প্রকারে যক্ষ্ম-রোগে আক্রান্ত হইলেন, কিরূপে সেই তীর্থ-প্রবরে নিমগ্ন হইলেন, এবং কি প্রকারেই বা তাহাতে স্নাত হইয়া পুনরায় আপ্যায়িত হইলেন, এই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনি বিস্তার করিয়া আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! দক্ষপ্রজাপতির যে সমস্ত কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তিনি ভগবান্ সুধাংশুকে সেই সমুদয়ের মধ্যে সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করেন। শুভকর্ম্মা সোমের সেই সমস্ত পত্নীরা সম্ব্যার্থ নক্ষত্রযোগে নিরতা ছিলেন। যদিও সেই বিশাল নয়না তনয়ারা সকলেই সুরূপ-সৌষ্ঠবে পৃথিবীতলে নিরুপমা ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে রোহিণী নাম্নী দক্ষ-কন্যা নিজ রূপ-সম্পত্তি-দ্বারা তাবতের রূপ-লাবণ্যকে এককালে

তিরস্কৃত করাতে গুণবান্ নিশাকর তাঁহার প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেন। রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা হওয়াতে তিনি সর্ব্বদা তাঁহারই নিকটে বসতি করিতেন, সুতরাং প্রজাপতির অন্য কন্যাগণ অনলস হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, হে প্রজেশ্বর! সুধাকর আমাদিগের প্রতি অনুকূল না হইয়া নিয়তই রোহিণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়াথাকেন, অতএব আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার নিকটে নিয়তাহারে তপস্যাচরণে তৎপরা থাকিয়া বাস করিব। প্রজাপতি দুহিতৃদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি সকল ভার্য্যার প্রতি সমভাবে স্নেহ করিও, তোমার শরীরে যেন মহান্ অধর্ম্ম স্পর্শ না হয়।" প্রজাপতি সুধাংশুকে এইরূপ আদেশ করিয়া পরিশেষে কন্যাগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা সকলে শশীর সন্নিধানে গমন কর, তিনি অতঃপর আমার শাসনে তোমাদিগের সকলের প্রতি সমভাবে প্রীতি প্রকাশ করিবেন। হে মহারাজ! দক্ষ-দুহিতারা পিতার এতাদৃশ আদেশ বচন শ্রবণ করিয়া শীতাংশু-সদনে গমন করিলেন, তথাপি ভগবান্ চন্দ্রমা পুনরায় ক্ষণে ক্ষণে প্রীতি লাভ করত রোহিণীর প্রতি পূর্ব্ববৎ আনুরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দক্ষ-কন্যাগণ পুনর্ব্বার সকলে মিলিত হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, পিতঃ? সুধাকর আপনার কথা শুনিলেন না এবং আমাদিগকেও স্নেহ করিলেন না। সুতরাং আমরা অদ্যাবধি আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার নিকটে বাস করিব। অনন্তর, দক্ষ পুনরায় তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া শশীকে বলিলেন, "হে শশধর! তুমি আপন ভার্য্যাগণের প্রতি সমভাবে প্রীতি প্রকাশ কর, অন্যথা আমি তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিব।"

ভগবান্ শীত-কিরণ প্রজাপতির সে কথায় অনাদর করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রোহিণীর নিকটেই বসতি করিতে লাগিলেন, ইহাতে প্রজাপতির অন্যান্য কন্যাগণ কুপিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সন্নিধানে গিয়া নত-মস্তকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, পিতঃ! সুধাকর কোনক্রমেই আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না, অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ভগবান্ চন্দ্রমা সর্ব্বদাই সমভাবে রোহিণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করেন, আপনার কথা একবারের জন্যও গণ্য করিলেন না এবং আমাদিগের প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইলেন না। অতএব যাহাতে সুধাকর আমাদিগের প্রতি অনুকূল হয়েন, আপনি তাদৃশ কোন সদুপায় স্থির করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

হে মহারাজ! ভগবান্ প্রজাপতি কন্যাগণের এবম্ভূত সবিষাদ কাতর বচন শ্রবণে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া রোষ-বশত শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার জন্য যক্ষ্মরোগের সৃষ্টি করিলেন, যক্ষ্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইবামাত্র শশধরের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। চন্দ্রমা সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন এবং দারুণ রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিবিধ যত্ন করিতে প্রস্তুত রহিলেন। হে মহারাজ! নিশাকর নানাবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন তথাপি কোনক্রমেই সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত অহরহ ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। নিশাকর ক্ষীণ হইতে থাকিলে ওষধি-সকল নীরস, নিরাস্বাদ ও নিস্তেজ হইল, সর্ব্ব প্রকার ওষধির ক্ষয়ে সুতরাং জীবগণেরও ক্ষয় ঘটিয়া উঠিল; নিশাকর ক্ষীণ হইলে প্রজাগণও নিতান্ত কৃশ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, দেবগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া শশাঙ্কের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে ওষধীশ! তোমার এরূপ রূপ হইবার কারণ কি, কিরূপেই বা এরূপ সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইল? তৎসমুদয় আমাদিগের নিকটে

প্রকাশ কর, তোমার মুখ হইতে সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমরা ইহার উপায় বিধান করিব।

শশধর তাঁহাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর শাপের কারণ ও আপন যক্ষ্মরোগের বিবরণ সকল ব্যক্ত করিলেন। দেবতারা চন্দ্রের তাদৃশ বিবরণ শ্রবণ-পূর্ব্বক দক্ষ-প্রজাপতির নিকটে গিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সোমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করুন। চন্দ্রমা নিতান্ত ক্ষীণ হওয়াতে তাঁহার শরীরে কিঞ্চিৎমাত্র শেষ ভাগ লক্ষ্য হইতেছে, তাঁহার ক্ষয়-বশত প্রজা সকলও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; বিবিধ ওষধি, লতা ও বীজ সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; তাহাদিগের ক্ষয়াধীন আমাদিগেরও ক্ষয়দশা আরম্ভ হইতেছে; আমরাই যদি না থাকিলাম, তবে জগতে আর কি প্রয়োজন আছে? অতএব হে লোকগুরো! আপনি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া প্রসন্ন হউন। প্রজাপতি দেবগণের এবম্ভুত বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ সকল! আমি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি, এক্ষণে তাহা অন্যথা করিতে আমার সাধ্য নাই, শশধর নিয়ত সকল ভার্য্যাতে সমভাবে প্রীতি প্রকাশ করুন, তাহা হইলে কোন কারণ-দ্বারা শাপ নিবৃত্তি হইতে পারিবে। হে দেবগণ! শশাঙ্ক সরস্বতীর পবিত্র তীর্থে অবগাহন করিলে পুনর্ব্বার বর্দ্ধিষ্ণু হইবেন; কিন্তু, অতঃপর শশধর অর্দ্ধমাস-কাল প্রত্যহ ক্ষয় লাভ করিবেন, আর অর্দ্ধমাস-কাল প্রতি দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবেন, ইহা আমার সত্য বাক্য। তিনি পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সাগর-সঙ্গম তীর্থে গমন করিয়া পরমদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পূর্ব্বের ন্যায় শোভন কান্তি প্রাপ্ত হইবেন।"

হে মহারাজ! প্রজাপতির শাসন-বশত চন্দ্রমা সরস্বতী তীর্থে গমন করিলেন; তিনি প্রথমত সরস্বতীর প্রভাস-নামক প্রথম তীর্থে উপনীত হইলেন এবং অমাবস্যা-তিথিতে তথায় অবগাহন করিয়া লোক-সকলকে প্রভাসিত করিলেন এবং আপন শীতাংশুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! দেবতারাও সুমহৎ প্রভাস-তীর্থে আসিয়া চন্দ্রের সহিত পুনরায় দক্ষপ্রজাপতির অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, ভগবান্ দক্ষ প্রীত হইয়া দেবগণকে বিদায় করিলেন এবং সুধাকরকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন, "পুত্র! স্ত্রীগণকে ও বিপ্র সকলকে কদাচ অবমাননা করিও না; যাও, সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমার শাসন প্রতিপালন কর।" মহারাজ! চন্দ্রমা এইরূপে প্রজাপতির নিকট হইতে বিদায় লাভ করিয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন এবং প্রজারাও প্রমুদিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! নিশাকর যে প্রকারে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস-তীর্থ যেরূপে সকল তীর্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদয় আপনার নিকট কহিলাম। হে মহারাজ! শ্রীমান্ শশলক্ষণ তীর্থবর প্রভাসে প্রতি অমাবস্যা দিবসে স্নান করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় অবগাহন করিয়া পরমা প্রভা লাভ করিলেন, এই জন্য সেই তীর্থের নাম প্রভাস বলিয়া বিখ্যাত হইল।

অনন্তর, বলবান্ বলভদ্র এক তীর্থে গমন করিলেন; লোকে তাহাকে 'চমসোদ্ভেদ' বলিয়া থাকে। কেশবাগ্রজ হলধর তথায় বিধিবৎ স্নান-পূর্ব্বক বিবিধ বিশিষ্ট দ্রব্যজাত দান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলেন। পরে, পর দিবস ত্বরাবান্ হইয়া 'উদপান' নামক তীর্থে যাত্রা করিলেন। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! সিদ্ধগণ ঐ স্থানে আদ্য-স্বস্ত্যয়ন ও সুমহৎ ফল লাভ করেন এবং ঐ স্থানের ভূমির ও ওষধি সকলের স্নিগ্ধতা জন্য অদর্শন-গত সরস্বতীকে জানিতে পারেন।

চন্দ্রশাপোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বলদেব তথা

হইতে যশস্বি ত্রিত-নামক মুনিসত্তমের নদীগত উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হলধর তথায় স্নানানন্তর ব্রাহ্মণগণকে পূজা-পূর্ব্বক বিবিধ দ্রব্য দান করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সেই স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত মুনি বাস করিতেন, তিনি কূপের মধ্যে বাস করিয়া সোমলতারস পান করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই সহোদর তাঁহাকে কূপ-মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন, বিপ্রবর ত্রিত তাহাতেই সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিশম্পাত প্রদান করেন।

জনমেজয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদপান তীর্থ কি প্রকার আর মহাতপা ত্রিত মুনি কিরূপে সহোদর-দ্বয়-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পতিত ছিলেন? তাঁহার ভ্রাতারা কি জন্য তাঁহাকে কূপে পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন? কিপ্রকারে তিনি যাজন করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা সোম পান করিয়াছিলেন? হে দ্বিজবর! এই সমস্ত বৃত্তান্ত যদি শ্রোতব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যসম-তেজঃসম্পন্ন একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক তিন মুনি সহোদর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রজাপতির তুল্য প্রজাবন্ত, সেই ব্রহ্মবাদিগণ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দম নিয়ম ও তপস্যা-দ্বারা সতত ধর্ম্মরত পিতা গৌতম প্রীত হইয়াছিলেন। ভগবান্ গৌতম দীর্ঘকাল তাঁহাদিগের প্রীতি লাভ করিয়া পরিশেষে আপনার অনুরূপ স্থানে গমন করিলেন। হে মহারাজ! যে সমস্ত ভূপতিরা উক্ত মহাত্মার যজমান ছিলেন, মুনি স্বর্গ গমন করিলে তাঁহারা তাঁহার পুত্র-ত্রয়কে তদ্রূপ সম্মান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনুষ্ঠান ও অধ্যয়ন-দ্বারা ত্রিত, নিজ পিতার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। পুণ্যলক্ষণাক্রান্ত মহাভাগ মুনি-সমুদয় পূর্ব্বে ত্রিতের পিতাকে যেমন সম্মান করিতেন, সম্প্রতি তাঁহাকে তদ্রূপ সমাদর করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, কোন সময়ে একত ও দ্বিত নামক দুই সহোদর যজ্ঞ ও ধনের জন্য অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তাঁহারা ত্রিতকে লইয়া এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, "সমুদয় যজমানদিগকে অবলম্বন করিয়া মহাফলপ্রদ যজ্ঞ সমাধান্তে বহুল পশু প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক প্রসন্ন-মনে সোম পান করিব" হে মহারাজ! তাঁহারা তিন ভ্রাতায় এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া পরিশেষে তাহাই করিলেন। এইরূপে সেই মহর্ষিগণ যজমান সকলের নিকটে গমন-পূর্ব্বক যথাবিধানে যাজনক্রিয়া সমাপনান্তে বহুতর পশু লাভ করিয়া পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অগ্রভাগে ত্রিত অতিহৃষ্টচিত্তে যাইতেছিলেন, আর একত ও দ্বিত পশ্চাৎভাগে পশুপাল পালন করত আসিতেছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর সুমহৎ পশুবৃন্দ সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "ত্রিতকে বঞ্চিত করিয়া এই সকল পশু কিপ্রকারে আমাদিগের দুই জনেরই আয়ত্ত হয়।" হে জনেশ্বর! পাপাত্মা একত ও দ্বিত পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া যাহা কহিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। তাহারা কহিল, "ত্রিত যজ্ঞাদি কার্য্যে কুশল ও বেদনিষ্ঠিত এবং সে অন্যান্য বহুল গোধন লাভ করিতে পারিবে, অতএব আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া গো সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করি; ত্রিত আমাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক।" তাঁহারা রজনী-যোগে যে পথে আসিতেছিলেন, তথায় বৃক-নামক এক বন্যজন্তু থাকিত এবং সরস্বতী নদী-তীরে অতি গভীর এক কূপ ছিল; ত্রিত অগ্রভাগে সেই ভয়াবহ হিংস্রজন্তুকে পথি-মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া তাহার ভয়ে যেমন অপসৃত হইবেন-অমনি সেই সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্কর মহাঘোর সুগভীর কূপ-মধ্যে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মুনিসত্তম ত্রিত সেই কূপ-মধ্যে লোক-বিখ্যাত পাবন-তীর্থে গমন করিলেন। তথায়

পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহোদর মুনি দ্বয় তাহা শ্রবণ করিল এবং ভ্রাতাকে কূপে পতিত জানিয়াও বৃক-ত্রাস ও ধন-লোভ জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল। মহাতপা ত্রিতমুনি পশু-লুব্ধ সহোদর-দ্বয়-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, নরকে নিমগ্ন দুষ্কৃতীর ন্যায়, সেই উদপান-তীর্থে আপনাকে তৃণ-লতাকীর্ণ পাংশু-সংবৃত নির্জ্জল কূপে পতিত দেখিয়া সোমপান-বিরহে মৃত্যু হইতে ভীত হওত " আমি এই স্থানে থাকিয়া কিপ্রকারে সোমপান করিব !" মনে মনে ইহাই তর্ক করিতে লাগিলেন। সেই মহাতপা প্রাজ্ঞ মুনি এইরূপ চিন্তা করত কূপ-মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে লম্বমানা এক লতা অবলোকন করিলেন। অনন্তর, মুনি কূপস্থ সলিল-রাশিকে পাংশুচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া তৃণাদি-দ্বারা অগ্নি-প্রজ্বালন-পূর্ব্বক আত্মাকে হোতৃ-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মহাতপস্বী মুনি সেই লতাকে সোমলতা কল্পনা করিয়া মনে মনে ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের মন্ত্র সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি প্রস্তর সকলকে শর্করা কল্পনা করিয়া সোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দেবতাগণের আজ্য-ভাগার্থ সলিলকেই আজ্য কল্পনা করিয়া রাখিলেন। পরিশেষে তিনি সোমপান যজ্ঞ সমাধানন্তে তুমুল ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! ত্রিতমুনির সেই বেদধ্বনি সুরলোকে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মবাদিরা যে প্রকার নিয়মানুসারে যাগাদি করিয়া থাকেন, তিনি তাদৃশ নিয়মানুসারে সেই যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন। মহানুভাব ত্রিতমুনির সেই যজ্ঞ তাদৃশ-ভাবে নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে স্বর্গবাসি সুরগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু উদ্বেগের কারণ কাহারও বোধগম্য হইল না। অনন্তর, সুর-পুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণ করিয়াই সমুদয় দেবতাদিগকে তাহা বিস্তার করিয়া কহিলেন, " হে দেবগণ! মনুষ্য-লোকে ত্রিতমুনি যজ্ঞ করিতেছেন, অতএব চল, আমরা সকলে তথায় গমন করি; যেহেতু সেই মহাতপস্বী ক্রুদ্ধ হইলে অন্য দেবতা-সকলকে সৃষ্টি করিতে পারেন।" দেবগণ আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ-মাত্র, যে স্থানে ত্রিতমুনির যজ্ঞ হইতেছিল, তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিলেন। ত্রিত যে কূপে বসতি করিতেছিলেন, সুরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মহাত্মাকে যজ্ঞ-কর্ম্মে দীক্ষিত দেখিলেন। দেবতারা সেই মহাভাগ মহাত্মাকে পরম-শোভায় সুশোভিত দেখিয়া বলিলেন, " আমরা যজ্ঞভাগ প্রাপ্তির আশয়ে আসিয়াছি।" অনন্তর, ত্রিত কহিলেন, " হে দেবগণ! আমি এই ভয়ঙ্কর কূপ-মধ্যে নষ্টচেতার ন্যায় নিমগ্ন রহিয়াছি অবলোকন করুন।" হে মহারাজ! অনন্তর, ত্রিতমুনি দেবতাগণকে যথা-বিধানে মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক যজ্ঞভাগ সকল প্রদান করিলেন, তাঁহারা তৎকালে তাহা লাভ করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর, দেবতারা যথা-বিধানে প্রাপ্য ভাগ সকল প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন; তাহাতে তিনি দেব-গণের নিকটে এই বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, " হে সুরগণ! এক্ষণে আমাকে এই স্থান হইতে পরিত্রাণ করুন, আর পরিণামে যে ব্যক্তি এই কূপের জল স্পর্শ করিবে, সে যেন সোমপায়ীর গতি প্রাপ্ত হয়।" হে মহারাজ! মুনি এই বর প্রার্থনা করিবা-মাত্র সরস্বতী তরঙ্গবতী হইয়া উদ্ধাত হইলেন, ত্রিতমুনি তৎক্ষণাৎ তৎকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া সুর-গণকে পূজা করত সমুত্থিত হইলেন। দেবতারা " তথাস্তু " বলিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; ত্রিতও পরম প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ নিলয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তৎকালে ক্রুদ্ধ হইয়া সহোদর ঋষি-দ্বয়কে নিষ্ঠুর-বাক্যে তিরস্কার করিয়া এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, " তোমরা যেহেতু পশুর লোভে আমাকে পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলে, তজ্জন্য সেই পাপকর্ম্ম-হেতু আমার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া

বৃকাকার অতিভয়ঙ্কর সংস্থিত জন্তু হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে এবং গোলাঙ্গুল, ভল্লুক, বানর-প্রভৃতি পশু সমস্ত তোমাদিগের সন্তান হইবে।" হে মহারাজ! ত্রিতমুনি এইরূপ কহিলে পর ক্ষণকাল-মধ্যেই সেই সত্যবাদীর বচনানুসারে তাহারা তদ্রূপই দৃষ্ট হইল।

অমিতবিক্রম বলদেব সেই তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা-পূর্ব্বক বিবিধ দেয়-দ্রব্যজাত দান করত নদীগত উদপান তীর্থ দর্শন করিয়া বারম্বার তাহার প্রশংসা করত অদীনভাবে পুনরায় তিনি বিনশন তীর্থে উপনীত হইলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় তীর্থ কথনে ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, বলদেব বিনশন-তীর্থে গমন করিলেন। যে স্থানে শূদ্র ও আভীর জাতির প্রতি দ্বেষ-বশত সরস্বতী অদৃশ্যা হইয়া আছেন বলিয়া ঋষিরা সতত সেই সরস্বতীকে বিনশনা কহেন। মহাবল বলদেব তথায় সেই সরস্বতীর পবিত্র নীর স্পর্শ করিয়া তদীয় তীর-সন্নিহিত সুভূমিক-নামক তীর্থে গমন করিলেন। হে জনেশ্বর! সেই ব্রাহ্মণ সেবিত পবিত্র তীর্থে বিমলানন অপ্সরোগণ নিত্য নিত্য নির্ম্মল ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া থাকেন এবং দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রতি মাসেই তথায় আগমন করেন; সে স্থানে গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণকে সততই যথাসুখে আমোদ প্রমোদ করিতে দেখা যায় এবং দেবগণ ও পিতৃগণ মনোহর পবিত্র পুষ্পপুঞ্জ-দ্বারা অবিরত আকীর্ণ থাকেন। হে মহারাজ! সেই সরস্বতীর পবিত্র তীরে অপ্সরোগণের ক্রীড়াভূমি আছে বলিয়া তাহা সুভূমিকা-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রোহিণী-তনয় বলদেব তথায় স্নান-পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিত্ত দান ও বিবিধ গীতবাদ্যের মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেব গন্ধর্ব্ব রাক্ষসগণের বিপুল প্রতিমূর্ত্তি সকল সন্দর্শন করত গন্ধর্ব্বদিগের তীর্থে উপনীত হইলেন। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বাবসু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ নিয়ত তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং মনোরম নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি করিতেছেন। সেই শত্রুদমন এককুণ্ডলধারী মহাবাহু হলধর তথায় ব্রাহ্মণগণকে অজ, মেষ, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রজত-প্রভৃতি বিবিধ ধন দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে কামনানুসারে ভোজন ও মহাধন দান-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া স্তুতিবাদ লাভ করত বিপ্রগণের সহিত তথা হইতে "গর্গস্রোত" নামক মহাতীর্থে আগমন করিলেন।

হে জনমেজয়! বৃদ্ধবর আত্মজ্ঞ গর্গমুনি তপোবলে সেই সরস্বতীর পবিত্র তীর্থে কালজ্ঞানের উপায় সূর্য্যপ্রভৃতির বিলোম-গমন ও শুভাশুভ উৎপাত সমুদয় বিদিত হইয়াছিলেন, এই জন্য সেই তীর্থ গর্গস্রোত-নামে বিখ্যাত হয়। হে নৃপবর! সেই স্থানে সুব্রত ঋষিগণ কাল-জ্ঞান নিমিত্ত মহাভাগ গর্গমুনিকে নিয়ত উপাসনা করিতেন।

হে মহারাজ! শ্বেত-চন্দনানুলেপন মহাযশা নীল-বাসা তথায় উপনীত হইয়া যথা-বিধানে আত্মজ্ঞ মুনিগণকে বহু বিত্ত বিতরণ পূর্ব্বক বিপ্রগণকে নানা প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন। তালধ্বজ বলদেব তথায় সরস্বতী-তটে সমুৎপন্ন শ্বেতপর্ব্বত-সন্নিভ মহামেরু-সদৃশ সমুন্নত এবং ঋষিগণ-নিষেবিত এক মহাশঙ্খতরু দেখিতে পাইলেন। অপরিমিত-তেজঃসম্পন্ন যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, অমিতবল পিশাচ ও সহস্র সহস্র সিদ্ধগণ সকলেই অনশন অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রত ও নিয়ম-দ্বারা সময়ে সময়ে সেই বনস্পতির ফল ভোগ করিয়া থাকেন। হে পুরুষপ্রবর! তাঁহারা মনুষ্যের অদৃশ্য হইয়া ব্রত ও নিয়ম-দ্বারা প্রাপ্ত ফলভোগ করত তথায় পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করেন। হে মনুজেশ্বর! সেই বনস্পতি ইহলোক-মধ্যে এইরূপেই বিখ্যাত আছে।

মহারাজ! অনন্তর, যদুবর হলায়ুধ সরস্বতীর

লোক-বিখ্যাত পাবন-তীর্থে গমন করিলেন, তথায়, পয়স্বিনী গাভী এবং তাম্র ও লৌহ-নির্ম্মিত ভাণ্ড-সমুদয় তথা বিবিধ বস্ত্র সকল বিতরণ-পূর্ব্বক তপোধন ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া এবং স্বয়ং তৎ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পবিত্র দ্বৈতবনে আগমন করিলেন। বলদেব তথায় উপনীত হইয়া বিবিধ বেশ-ধারি মুনি সকলকে সন্দর্শন করত সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক দ্বিজগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের কামনানুরূপ প্রচুর ভোগ্যবস্তু প্রদান করিলেন।

হে নৃপবর! অনন্তর, বলদেব সরস্বতীর দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। হে মহারাজ! সেই মহা-যশস্বী মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা অচ্যুতাগ্রজ বলদেব অনতি-দূরে গমন করিয়া বহু পন্নগ-সমাবৃত মহাদ্যুতি সর্প-রাজ বাসুকির আবাস স্থান 'নাগধন্ব' নামক তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় চতুর্দ্দশ সহস্র ঋষি নিয়ত বসতি করিয়া থাকেন; সেই স্থানে দেবতাগণ সমা-গত হইয়া পন্নগশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-নাগরাজ বাসুকিকে যথা-বিধানে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে পৌরব! তথায় পন্নগগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় হয় না। বল-দেব সেস্থানেও বিপ্রবৃন্দকে যথাবিধি রত্নরাশি বি-তরণ করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রয়াণ করত স্থানে স্থানে শত সহস্র সংখ্যক অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হলধর সেই সমস্ত তীর্থে স্নাত হইয়া ঋষিগণের আদেশানুসারে উপ-বাস ও নিয়মে নিষ্ঠ থাকিয়া ভূরি ভূরি দান করত সেই সমস্ত তীর্থ-নিবাসি মুনিগণকে অভিবাদন-পূর্ব্বক গন্তব্য পথের উদ্দেশে যে দিকে সরস্বতীর গতি ছিল, পুনরায় সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! শ্বেতানুলেপন হলধারী বলদেব পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত নৈমিষারণ্যবাসি মহাত্মা ঋষিগণের সন্দর্শনার্থ বাতহতা বৃষ্টির ন্যায়, নিবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সেই সরিদ্বরা সরস্বতীকে নিবৃত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে অধ্বর্য্যু-সত্তম! পূর্ব্বাভি-মুখী সরস্বতী তথা হইতে কি জন্য নিবৃত্ত হইলেন? যদুনন্দন কি কারণে বিস্মিত হইলেন, আর সরিদ্বরা সরস্বতীই বা কি কারণে কি প্রকারে নিবৃত্ত হইয়া-ছিলেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে সুবিপুল দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ বর্ত্তমান-কালে নৈমিষা-রণ্যবাসি অনেকানেক তপস্বি ঋষিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভাগ ঋষি সকল সেই যজ্ঞস্থলে যথাবিধি বাস করিয়া নৈমিষীয় দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্তির পর তীর্থ কারণ সরস্বতী-সন্নিধানে আগমন করিলেন। হে নরনাথ! তৎ-কালে ঋষি সকলের বাহুল্য-বশত সরস্বতীর দক্ষিণ-তটস্থ তীর্থ সকল নগরের ন্যায় হইল। দ্বিজসত্তম ঋষিগণ তীর্থ লোভে সরস্বতীর দক্ষিণ-কূল-স্থিত সমন্তপঞ্চক পর্য্যন্ত নদী-তীর আশ্রয় করিলেন। তদানীং সেই স্থানে হোমকারী আত্মজ্ঞ মহর্ষিগণের সুমহৎ স্বাধ্যায় পাঠনিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেই মহানুভাবগণ-কর্ত্তৃক হূয়মান ও দীপ্যমান অগ্নি-হোত্র-দ্বারা সরিদ্বরা সরস্বতী সর্ব্ব দিকে শোভমান হইলেন। হে মহারাজ! বালিখিল্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখলি, প্রসংখ্যান, তদ্ভিন্ন অন্যান্য তাপসগণ এবং বায়ুভক্ষ, জলাহারী, পর্ণভক্ষ ও নানা নিয়ম-শালী স্থণ্ডিলশায়ী মুনি সকল তৎকালে সরস্বতীর সমীপে থাকিয়া, স্বর্গবাসি সুরগণ যেমন ভগবতী মন্দাকিনীকে শোভিত করেন, তেমনি সরস্বতী সরিৎকে সুশোভিত করিলেন। শত শত যজ্ঞবাজি মুনিগণ তৎকালে সরস্বতীকূলে উপস্থিত হইলেন। সেই মহাব্রত মহর্ষিগণ তথায় অবকাশ-স্থান দেখিতে পান নাই। অনন্তর, তাঁহারা যজ্ঞোপবীত-পরিমিত তীর্থভূমি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজেন্দ্র তদনন্তর, সরস্বতী সেই সমস্ত ঋষি-সমূহকে নিরাশ ও চিন্তান্বিত দেখিয়া আপনিই তাঁহাদিগকে দর্শন

দিলেন; পরিশেষে সরিদ্বরা সরস্বতী পবিত্র তাপস ঋষিগণের প্রতি কারুণ্য-বশত বহুল কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! সরিদ্বরা সরস্বতী সেই সকল ঋষিদিগের জন্য তথা হইতে নিবৃত্তা হইয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! "আমি তাঁহাদিগের আগমন অব্যর্থ করিয়া পুনর্ব্বার গমন করি" মহানদী সরস্বতী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই যেন অতি অদ্ভুত কাণ্ড প্রকাশ করিলেন। হে নৃপবর! এইরূপে সেই কুঞ্জ নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই কুরুক্ষেত্রে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মহাত্মা বলদেব সেই স্থানে অনেকানেক কুঞ্জকানন সন্দর্শন করিয়া এবং সরস্বতী নদীকে নিবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যদুনন্দন তথায় যথাবিধানে সরস্বতীর সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ সুবর্ণভাণ্ড, নানাবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও দেয় দ্রব্য সমুদয় দান করিয়া দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, যে স্থানে পুরাকালে মহামুনি মঙ্কণক সিদ্ধ হইয়া তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, হলায়ুধ সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আগমন করিলেন। সরস্বতীর সেই তীর্থপ্রবর অনেকানেক দ্বিজমণ্ডলী-দ্বারা পরিপূর্ণ; বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মরী, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, করূষ, করণ, বিল্ব, আম্রাতক, অতিমুক্ত ও পারিজাত-প্রভৃতি সরস্বতী-তীররুহ নানা-জাতীয় তরুগণ-দ্বারা অতি সুশোভিত; নয়ন-মনোহর বহুল কদলীকাননে সমাবৃত; বায়ুভক্ষক, জলাহারী, ফলাহারী, পর্ণভক্ষ, দন্তোলূখলিক, অশ্মকুট্ট এবং বানেয় প্রভৃতি অনেকানেক মুনিগণ-দ্বারা পরিবৃত; বেদধ্বনি-দ্বারা ধ্বনিত; শত শত মৃগযূথ-দ্বারা আকুলিত; ধর্ম্মপরায়ণ অহিংস্র মনুষ্যবৃন্দ দ্বারা সুসেবিত ছিল।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৭॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজ-সত্তম! সপ্ত সারস্বত তীর্থ কি জন্য উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কিপ্রকারে বা সেই ভগবান্ সিদ্ধ হইলেন? তাঁহার নিয়মই বা কিরূপ ছিল? তিনি কাহার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কি কি বিষয় তাঁহার অধীত ছিল? এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমি যথাবিধানে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! যাহাদিগের-দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই সপ্ত-সরস্বতী কহে, তাঁহাদিগের নাম সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু আর বিমলোদকা এই সপ্ত সরস্বতী যে যে দেশে আছেন, তাঁহারা সেই সেই প্রদেশীয় বলবান-জনগণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। পিতামহ প্রজাপতির মহা যজ্ঞ বর্ত্তমান-সময়ে সুবিতত যজ্ঞস্থলে দ্বিজাতি সকল সম্যক্ সিদ্ধ হইলে বিমল পুণ্যাহ-বাচন ও বেদনিনাদ-দ্বারা সেই যজ্ঞবিধিতে দেবগণও ব্যগ্র হইলেন; পিতামহ সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি-সাধন যাগ করিতে দীক্ষিত হইয়া তাহা আরম্ভ করিলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ মনে মনে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলেন, যজ্ঞকারি ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমুদয় বিষয় উপস্থিত হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! সেই যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য ও মনোহর বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। সেই যজ্ঞের সম্পত্তি-দ্বারা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্ দেবতারাও পরম সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজন্! পিতামহ পুষ্করে থাকিয়া তাদৃশ সমারোহ-সহকারে যজ্ঞ করিতে থাকিলে, ঋষিরা কহিলেন, "এই যজ্ঞে কোন মহৎ গুণ দর্শিবে না, যে হেতু এস্থানে সর্ব্ব সরিতের শ্রেষ্ঠতমা সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছেন না।" ভগবান্ তৎশ্রবণে প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। হে মহারাজ! যজ্ঞকারি পিতামহ-কর্ত্তৃক সুপ্রভানাম্নী সরস্বতী পুষ্করে আহূতা হইলে মুনিগণ তাঁহাকে পিতামহের সম্মান করিতে দেখিয়া

যজ্ঞের বহু মান জ্ঞান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী পিতামহের জন্য মনীষিগণের তুষ্টির নিমিত্তে পুষ্করতীর্থে সম্ভূত হইয়াছিলেন। হে জননাথ! পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ একত্র সমাগত হইয়া বাস করিতেন, তথায় বিচিত্র বেদ-কথা জল্পনা হইত, যেস্থানে নানা স্বাধ্যায়বেদি মুনিগণ বাস করিতেন, ঐ সকল ঋষিরা তথায় সমাগত হইয়া সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। হে মহারাজ! সেই কাঞ্চনাক্ষী নাম্নী মহাভাগা সরস্বতী যজ্ঞযাজি ঋষিগণের ধ্যানে বশবর্ত্তিনী হইয়া সমাগত মহানুভবদিগের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন, তিনি তথায় সমাগত হইয়া ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। গয়দেশে গয়নামক যজমানের মহাযজ্ঞে আহূতা সরিদ্বরা সরস্বতীকে সংশিতব্রত ঋষিগণ বিশালা বলিয়া থাকেন। সেই শীঘ্রগামিনী সরিৎ হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে প্রস্রুত হয়েন। হে ভারত! যজমান উদ্দালকের যজ্ঞে নানা দেশ হইতে প্রবুদ্ধ মুনি-মণ্ডল যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলে সেই মহাত্মার পবিত্র উত্তর-কোশলাভাগে যজ্ঞকারি উদ্দালক মুনি পূর্ব্বে সরস্বতীকে ধ্যান করিয়াছিলেন, সরিদ্বরা সরস্বতী ঋষির কারণ তথায় আগমন করেন, তিনি বল্কল ও অজিনধারী ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া 'মনোরমা' নামে বিখ্যাত হয়েন, আর সুরেণু নাম্নী সরিৎ শ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী রাজর্ষি-সেবিত পবিত্র ঋষভদ্বীপে মহানুভব যজমান কুরুরাজের কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! ওঘবতী নাম্নী দিব্য সলিল-সম্পন্না সরস্বতী মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন এবং যৎকালে দক্ষ, গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করেন, তখনও সুরেণু নামে বিখ্যাতা শীঘ্রগামিনী সরস্বতী প্রস্রুতা হয়েন। ভগবান্ ব্রহ্মার যজ্ঞকালে সমাহূতা ভগবতী বিমলোদকা সরস্বতী পবিত্র হিমবৎ শৈলে আগমন করেন। অনন্তর, ভূমণ্ডলে সেই পুণ্যতীর্থ-সকল একত্র হওয়াতে সপ্ত সারস্বত তীর্থ প্রথিত হয়।

হে মহারাজ! এইত সপ্ত সারস্বতের নাম কীর্ত্তন এবং পবিত্র সপ্ত সারস্বত-তীর্থের বিবরণও বর্ণন করিলাম, এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। উক্ত মুনি নদী-মধ্যে অবগাহন করিয়া যে প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। একদা তিনি সরস্বতীতে অবগাহনার্থ গমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে এক অনিন্দনীয়া রুচিরাপাঙ্গী দিগম্বরী অঙ্গনাকে তথায় স্নান করিতে দেখিলেন। দেখিবামাত্র সরস্বতীর সলিল-মধ্যেই তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। মহাতপা মুনি তৎক্ষণাৎ একটী কলসের মধ্যে সেই অমোঘ বীর্য্য গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই কলসস্থ রেত সাত ভাগে বিভক্ত হইল। তাহাতে সপ্ত মরুৎগণ সমুৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের নাম, বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র; ইহাঁরা সকলেই অতি বীর্য্যশালী হইয়াছিলেন। এইরূপে মরুদ্গণের উৎপত্তি হইল। অতঃপর আরও অতি আশ্চর্য্যতর বিবরণ কহিতেছি, যেরূপে মহর্ষির চরিত্র ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে তাহাই শ্রবণ করুন। শ্রুত আছে, পুরাকালে মঙ্কণক নামক সিদ্ধ—মহর্ষির হস্ত কুশাগ্র-দ্বারা ক্ষত হওয়াতে তাহা হইতে শাকের রস নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি ক্ষতস্থান হইতে শাক রস নির্গত দেখিয়া হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঋষি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ তাঁহার তেজোরাশি-দ্বারা বিমোহিত হইয়া তদ্রূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। হে নরাধিপ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ মহাদেবের নিকটে ঋষির জন্য বিজ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন, 'হে দেবেশ! এব্যক্তি যাহাতে আর নৃত্য না করে, তাহাই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে

মহাদেব দেবগণের এই কথা শ্রবণানন্তর সেই মুনিকে হর্ষাবিষ্ট দেখিয়া সুরগণের হিতকামার্থ বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনি কি জন্য নৃত্য করিতেছেন? হে দ্বিজসত্তম! আপনি তপস্বী, চির-কাল ধর্ম্মপথে থাকিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন অতএব সহসা কি হেতু আপনার এতাদৃশ হর্ষোদয় হইল?

ঋষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিভো! আমি যাহা দেখিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতেছি, আপনি কি আমার হস্ত হইতে নিঃসৃত সেই শাক রস দেখিতে পান নাই? মহাদেব হাস্য করিয়া সেই রাগ-মোহিত মুনিকে কহিলেন, "হে বিপ্রবর! আমি ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই, এক্ষণে আমিকে, তাহা দর্শন কর।" হে রাজেন্দ্র! ধীমান্ মহাদেব মুনিবরকে এইরূপ কহিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা নিজ অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন। অনন্তর, ক্ষতস্থান হইতে হিমের ন্যায় ভস্ম নির্গত হইল, মুনি তদ্দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া মহাদেবের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে মহাদেব জানিয়া বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন; আমি জানিলাম, ভগবান্ রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর দেব আর কেহই নাই। হে শূলধর! তুমিই সুরাসুর সহ সমস্ত জগতের এক মাত্র গতি। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, তোমা-কর্ত্তৃক এই সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয় কালে পুনরায় তোমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। হে দেবেশ! দেবগণ তোমাকে জানিতে অক্ষম, অতএব আমি তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব? জগন্মণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদয় তোমাতে বিলোকিত হইতেছে; হে অনঘ! তুমিই বরদাতা এজন্য ব্রহ্মাদি দেবতা-সকল তোমাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন; তুমি সকল দেবতার কর্ত্তা এবং তাবতেরই বরয়িতা; সুরগণ তোমারই প্রসাদ-বশত ইহলোকে অকুতোভয়ে আমোদ করিয়া থাকেন। ঋষি এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া প্রণত হইলেন এবং কহিলেন, হে দেব! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, বিস্ময়-জনিত যে চপলতা প্রকাশ হইয়াছে, তজ্জন্য যেন আমার তপস্যা ক্ষয় না হয়। অনন্তর, মহেশ্বর প্রীতচিত্ত হইয়া পুনরায় মুনিকে বলিলেন, হে বিপ্র! এক্ষণে আমার অনুগ্রহ-বশত পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে তোমার তপস্যার উন্নতি হউক, অতঃপর আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত সর্ব্বদা বাস করিব, এই সপ্তসারস্বত তীর্থে যে মনুষ্য আমাকে অর্চ্চনা করিবে ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কিছুই দুর্ল্লভ থাকিবে না এবং তাহারা যে, সারস্বত-লোকে গমন করিবে তাহাতে সংশয় নাই।" হে মহারাজ! ভূরিতেজা মঙ্কণকের এইরূপ চরিতের বিষয় সকলই কহিলাম, তিনি পূর্ব্বে সুকন্যা নাম্নী কামিনীর গর্ব্ভে মাতরিশ্বা বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পবনাত্মজ, বায়ুস্কন্ধ-প্রভৃতি বিপ্রগণের উৎপত্তির কারণ।

সারস্বতোপাখ্যানে অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল বলদেব সেই স্থানে আশ্রমবাসি ঋষিদিগকে পূজা করত বাস করিয়া মঙ্কণকের প্রতি পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন, এবং দ্বিজগণকে বহুল ধন দান করিয়া সেই রজনী যাপন-পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রোত্থানানন্তর মুনিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া তীর্থ-সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক তীর্থান্তর গমন জন্য সত্বরতা বশত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, মহাবল হলায়ুধ কপালমোচন নামক ঔশনস তীর্থে উপনীত হইলেন, হে মহারাজ! পুরাকালে যেস্থানে রাম-নিক্ষিপ্ত এক রাক্ষসের প্রকাণ্ড মস্তক-দ্বারা গ্রস্তজঙ্ঘ হইয়া মহোদর মুনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে স্থানে পূর্ব্বে মহাত্মা ভৃগুনন্দন তপস্যাচরণ করায় তদীয় নিখিল নীতি প্রচলিত হইয়াছিল এবং উক্ত মহাত্মা যেস্থানে থাকি-

য়াই দৈত্য দানবগণের বিগ্রহ-বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। বলদেব সেই উৎকৃষ্ট তীর্থে সমাগত হইয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে বিধি-পূর্ব্বক বিপুল বিত্ত বিতরণ করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি জন্য ঐ তীর্থের নাম কপাল-মোচন হইল এবং ঐ স্থানে রাক্ষসের মস্তক কি কারণে মুনির জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল? আর মহামুনিই বা কিরূপে মুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে বাস করত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করেন, তখন তিনি শাণিত ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা কোন দুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদন করিলে তাহা উৎপতিত হইয়া জনস্থানের মহাবন-মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণশীল মহোদর মুনির অস্থিভেদ করিয়া জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হয়। হে মহারাজ! মস্তক জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হওয়ায় মহাপ্রাজ্ঞ মুনি তীর্থ ও দেব স্থানে গমন করিতে অসমর্থ হইলেন, ক্রমশ সেই স্থানে পূতি নির্গত হইতে থাকিলে, মুনিবর সাতিশয় বেদনার্ত্ত হইলেন। শুনিয়াছি, কিয়ৎকাল পরে তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেই মহাতপা মহর্ষি সমুদয় সরিৎ ও সমস্ত সাগর পর্য্যটন-পূর্ব্বক জ্ঞানরাশি ঋষিগণকে তদ্বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন এবং তীর্থমাত্রেই অবগাহন করিলেন; কিন্তু, কোন স্থানেই সেই ছিন্নমুণ্ড তাঁহার জঙ্ঘা হইতে মুক্ত হইল না। পরিশেষে সেই বিপ্রবর মুনিগণের প্রমুখাৎ এই সুমহৎ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, "সরস্বতীর প্রধান তীর্থ ঔশনস নামে বিখ্যাত আছে, তথায় সর্ব্ব পাপের শান্তি হয় এবং তাহা অত্যুত্তম সিদ্ধ ক্ষেত্র" মহোদর মুনি ঋষিগণের এই বচন শ্রবণ-মাত্র ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া তীর্থবারি স্পর্শ করিবা-মাত্র সেই ছিন্ন মস্তক তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণ পরিত্যাগ করিয়া জল-মধ্যে পতিত হইল। মুনি সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইয়া পরম সুখ লাভ করিলেন। ছিন্ন-মস্তকও তৎকালে জল-মধ্যে পতিত হওয়াতে অদৃশ্য হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, নিষ্পাপ পবিত্র-স্বভাব মহোদর মুনি মস্তক মুক্ত হওয়াতে কৃতকৃত্য ও প্রীত হইয়া আত্ম আশ্রমে আগমন করিলেন, এবং সেই মহাতপা পবিত্র আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞ মুনিগণকে সেই সমস্ত বিবরণ কহিলেন। হে মানদ! সমাগত মুনিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদবধি সেই তীর্থের "কপালমোচন" নাম রাখিলেন। পরিশেষে মহোদর মুনি পুনর্ব্বার সেই তীর্থপ্রবরে গমন-পূর্ব্বক তদীয় সুমহৎ সলিল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই তীর্থে বিপ্রগণকে বিপুল বিত্ত দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে যথা বিধানে পূজা করিয়া রুষদ্গু মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন। হে ভারত! যে স্থানে আর্ষ্টিষেণ ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই সুমহৎ আশ্রমে সর্ব্বকাম সমৃদ্ধি হয় বলিয়া অনেকানেক ব্রাহ্মণগণ ও মুনি সকল নিয়তই বসতি করিতেন।

অনন্তর, রুষদ্গু মুনি যে স্থানে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, হলধর বিপ্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। হে ভারত! রুষদ্গু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনি নিয়তই তপস্যায় নিরত থাকিতেন, সেই মহাতপা দেহন্যাসে কৃতচিত্ত হইয়া বহু প্রকার চিন্তার পর আপন সন্তানগণকে একত্র করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমাকে পৃথূদক তীর্থে লইয়া যাও।" তপোধন ঋষিকুমারগণ তপস্বি রুষদ্গুকে গত-বয়স্ক বিবেচনা করিয়া সরস্বতীর সেই তীর্থে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মহাতপা ধীমান্ মুনি পুত্রগণ-কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ পবিত্র তীর্থ-শত সংযুক্ত ও ব্রাহ্মণগণ-নিসেবিত সরস্বতীতে উপনীত হইয়া তীর্থগুণ জ্ঞান-পূর্ব্বক যথা-বিধানে তীর্থবারি স্পর্শ করিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে সেই ঋষিসত্তম

শুশ্রূষমাণ পুত্রগণের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন যে, "সরস্বতীর উত্তর তীরে পৃথূদকে যে ব্যক্তি জপ-পরায়ণ হইয়া আত্ম-তনু ত্যাগ করে, তাহাকে আর পর জন্মে মৃত্যু-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।"

হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা বিপ্রবৎসল বলদেব সেই স্থানে তীর্থনীরে স্নান করিয়া বিপ্রগণকে বহুল ধন দান করিলেন। হে কৌরব্য! যে স্থানে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ প্রজাপতি লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সংশিতব্রত ঋষিসত্তম আর্ষ্টিষেণ নামক মুনি সুমহৎ তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা দেবাপি এবং মহাতপস্বী ও মহাযশস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্র মুনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী বলবান্ বলভদ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে ঊন চত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৩৯॥

জনমেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ মুনি কি প্রকারে বিপুল তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন? কি প্রকারে বা সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে বর্ণন করুন, এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতুহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরা-কালে সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামা এক ব্রাহ্মণবর গুরুকুলে বসতি করত নিয়ত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। হে রাজন্! তিনি নিয়ত গুরুকুলে বাস করিলেও তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের সমাপ্তি বা বেদপাঠের নিষ্পত্তি হইল না; সুতরাং সেই মহাতপা নিতান্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, তিনি সেই তপস্যা-দ্বারা অনুত্তম বেদশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলেন এবং বিদ্বান্‌রূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও ক্রমে ক্রমে ঋষিসত্তম হইয়া উঠিলেন। সেই মহাতপা উক্ত তীর্থে তিনটি বর প্রদান করিয়াছিলেন; প্রথম এই যে, "অদ্য অবধি এই মহানদীর তীর্থে যে মনুষ্য স্নান করিবে, সে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভাগী হইবে। দ্বিতীয় বর এই যে, অদ্যাবধি এই তীর্থে ব্যাল ভয় থাকিবে না। তৃতীয় বর এই যে, এস্থানে অল্প প্রযত্ন-দ্বারা লোকে প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইবে।" মহাতেজা মুনি এইরূপ কহিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! প্রতাপবান্ ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আর তৎকালেই সেই তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি সুমহৎ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তপোনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র সুমহৎ তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

মহারাজ! পুরাকালে ভূমণ্ডলে গাধি নামে বিখ্যাত এক প্রধান ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার বিশ্বামিত্র নামা অতি প্রতাপশালী এক পুত্র ছিল। গাধিরাজা পরিণাম-দশায় মহাযোগী হইয়াছিলেন। নৃপতি আপন পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেহ-ন্যাসে মনঃ সমাধান করিলে, প্রজাগণ তাঁহার নিকটে প্রণত হইয়া কহিল, "হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপাল! আপনি গমন করিবেন না, আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।"

গাধিরাজা প্রজাগণ-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন যে, "আমার এই পুত্র সমস্ত জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইবে।" গাধিরাজা প্রজাগণকে এইরূপ কহিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। অনন্তর, বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন; কিন্তু, তিনি সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও সুচারুরূপে পৃথিবী পালন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকালানন্তর, নৃপতি রাজ্য-মধ্যে রাক্ষসগণ হইতে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিলেন, পরে তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য-পরিবৃত হইয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বহু দূর পথে গমনপূর্ব্বক বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন।

তথায় তাঁহার সেই সমস্ত সৈনিক বহুতর অবিনয় করিল। অনন্তর, বিপ্রবর ভগবান্ বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার মহাবন ভগ্ন করিতেছে; অতএব সেই মুনিসত্তম সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া নিজ কামধেনুর প্রতি ঘোরতর শবর সৈন্য সৃজন করিতে অনুমতি করিলেন। ধেনু মুনি-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঘোরদর্শন বীর পুরুষ সকল সৃজন করিল। নৃপ-সেনারা শবর-সৈন্য সন্দর্শনে ভগ্ন হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সৈন্যগণের পলায়ন সমাচার শ্রবণ করিয়া তপঃ প্রভাবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত তপস্যাতেই মনঃ সমাধান করিলেন। হে মহারাজ! তিনি সরস্বতীর এই তীর্থে সমাহিত থাকিয়া নিয়ম ও উপবাসাদি দ্বারা নিজ দেহ ক্লিষ্ট করত কখন জলাহার, কখন বায়ু ভক্ষণ, কখন বা পর্ণাহার করিয়া কাল যাপন করেন; কোন সময়ে স্থণ্ডিলশায়ী হয়েন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত নিয়ম আছে, তৎসমুদয়ই প্রতি-পালন করেন; এই সময়ে দেবতারা বারম্বার তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু, সেই মহা-ত্মার বুদ্ধি কোন ক্রমেই নিয়ম হইতে নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর, গাধি-তনয় সাতিশয় প্রযত্ন-দ্বারা বহু-বিধ তপস্যা করিয়া তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে ভাস্করের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইলেন। বরদাতা পিতামহ, বিশ্বামিত্রকে তাদৃশ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে বর দান করিতে বাসনা করিলেন। হে মহারাজ! বিশ্বামিত্র এই বর যাচ্ঞা করিলেন যে, "আমি যেন ব্রাহ্মণ হই," সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিলেন। অনন্তর, মহাযশা বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত পূর্ণ-মনোরথ হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে অমরের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বলদেব সেই তীর্থে বিবিধ বিত্ত বিতরণ করিয়া সানন্দচিত্তে দ্বিজাতিগণকে পূজা-পূর্ব্বক পয়স্বিনী ধেনু, যান, শয়ন, সুশোভন বসন, ভূষণ ও পান ভোজন সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, তিনি সন্নিহিত বক মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন; ঐ স্থানে বক নামে বিখ্যাত দাল্ভ্য মুনি অতি তীব্র তপস্যা করিয়া-ছিলেন।

সারস্বতোপাখ্যানে চত্বারিংশৎ অধ্যায় ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, যদু-নন্দন বলদেব বেদধ্বনি-সমাকীর্ণ এক আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ স্থানে প্রতাপবান্ মহানুভাব মহা-তপস্বী দাল্ভ্য মুনি আশ্রমস্থ হইয়াও মহাক্রোধা-বেশ-বশত ঘোরতর তপস্যা-দ্বারা নিজ দেহ ক্লিষ্ট করত বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির রাজ্য-ক্ষয় কামনায় হোম করিয়াছিলেন।

পুরাকালে নৈমিষারণ্য-বাসি ঋষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিশ্ব-বিজয়ি পাঞ্চালগণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। মনীষি ঋষিগণ ভূপতির সন্নিধানে দক্ষিণার্থ সবল ও ব্যাধি-শূন্য একবিংশতি বৎসতর প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইলে, দাল্ভ্য বক মুনি তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত পশু বিভাগ করিয়া লইতে কহিলেন এবং বলিলেন, "আমি এই সকল পশু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোন প্রধান ভূপালের সন্নিধানে আরও কিছু ভিক্ষা করিব।"

হে মহারাজ! অনন্তর, প্রতাপশালী দ্বিজশ্রেষ্ঠ দাল্ভ্য মুনি ঋষিগণকে এইরূপ কহিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলেন। তিনি জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত হইয়া পশু প্রার্থনা করাতে নৃপসত্তম ধৃত-রাষ্ট্র তখন যদৃচ্ছাক্রমে গো সকলকে মৃত দেখিয়া দাল্ভ্যের প্রতি রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে ব্রহ্ম-বন্ধো! যদি ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র এই সমস্ত পশু গ্রহণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, "হায় কি কষ্ট! সভা-মধ্যে আমার প্রতি কি নৃশংস বাক্য উক্ত হইল!" দ্বিজবর মুহূর্ত্ত কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া

রোষাবিষ্ট হইয়া ভূপতি ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশার্থ মনোনিবেশ করিলেন। পরিশেষে সেই মুনিসত্তম সরস্বতীর বিস্তীর্ণ তীর্থে অগ্নি প্রজ্বালন-পূর্ব্বক মৃত গো সকলের মাংস কর্ত্তন করিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়-হেতু হোম করিলেন।

হে মহারাজ! মহাতপা দাল্‌ভ্য মুনি পরম নিয়মনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত মৃত পশুমাংস-দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়ার্থ হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সুদারুণ যজ্ঞ বিধিবৎ আরব্ধ হইল, সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। হে বিভো! পরশু-দ্বারা ছিদ্যমান মহৎ বনের ন্যায়, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষীণ হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ সমস্ত লোক আপন্ন, মোহাচ্ছন্ন ও অচেতন হইয়া পড়িল। মনুজেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র নিজ রাজ্যের তাদৃশ দশা দর্শনে নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক যেপ্রকারে এই উপস্থিত আপদ্ মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন-পরতন্ত্র হইলেন। রাজা অনেক যত্ন করিলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই শ্রেয় লাভ করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত সমস্ত রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। হে মহারাজ জনমেজয়! যৎকালে রাজা ও সেই সমুদয় ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত খিন্ন হইলেন এবং তিনি কোন ক্রমেই রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিলেন না, তখন ভূপতি প্রশ্নের উত্তরদাতা জনগণকে এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, "মহারাজ! আপনি দাল্‌ভ্য মুনিকে পশুর জন্য তিরস্কৃত করিয়াছেন, এই হেতু তিনি আপনার রাজ্যক্ষয় কামনায় পশুমাংস-দ্বারা হোম করিতেছেন। তিনি এই প্রকার হোম করিতেছেন, বলিয়াই আপনার রাজ্যের মহৎ ক্ষয় ঘটিতেছে। তাঁহার তপস্যা-প্রভাবেই আপনার এই মহান্ অনিষ্ট হইতেছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তিনি সরস্বতী তীরস্থিত কুঞ্জে বসতি করিতেছেন; আপনি তথায় গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন।" হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, রাজা সরস্বতী সন্নিহিত কুঞ্জে গমন-পূর্ব্বক বক মুনিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, মূর্খতা ও অজ্ঞানতা-বশত এ দীনের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন; আপনিই আমার গতি ও অধিপতি, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা আপনার উচিত হইতেছে।"

হে মহারাজ! ঋষি রাজাকে এই প্রকার শোকাকুল ও বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপালু হইলেন এবং তাঁহার সেই রাজ্য মোচন করিয়া দিলেন। পরিশেষে সেই ঋষিসত্তম ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নৃপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের মুক্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর, এই প্রকারে তিনি রাজার রাজ্য মুক্ত করিয়া দিয়া বহুল পশু প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা নির্ম্মলচেতা মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্রও মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন স্ব-নগরে উপনীত হইলেন।

হে মহারাজ! সেই তীর্থে উদার-বুদ্ধি বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও সুরগণের সমৃদ্ধি জন্য মাংসহোম-দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণদ্বারা বহুল দানব সমরে পরাজিত হইয়া ক্ষয় লাভ করিয়াছিল। হে মহারাজ! ঐ তীর্থে মহাযশা যদুনন্দন ব্রাহ্মণগণকে হয়, হস্তী, অশ্বতরী-যুক্ত রথ, মহামূল্য রত্নরাশি, তথা বহুল ধন ধান্য যথাবিধি দান করিয়া যাযাত নামক তীর্থে যাত্রা করিলেন। যে স্থানে নহুষ-নন্দন মহাত্মা যযাতি ভূপতির যজ্ঞে সরস্বতী দুগ্ধ ও ঘৃত প্রসব করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রবর যযাতিরাজা সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়াই আনন্দিতচিত্তে ঊর্দ্ধলোক আক্রমণ-পূর্ব্বক পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন। একদা উক্ত মহীপতি ঐ স্থানে শাশ্বতী যাগ করিতে থাকিলে, সরিদ্বরা সরস্বতী পরম ঔদার্য্য ও আপনার প্রতি তাঁহার ভক্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে কামনানুসারে দান করিয়া যজ্ঞস্থলে

যে যে ব্যক্তি আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই বাসার্থ গৃহ, উত্তম শয্যা, ছয় রসযুক্ত ভোজনীয় দ্রব্য ও নানাবিধ ধন দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল অনুত্তম দান রাজার সম্প্রদান জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান-পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন। দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সেই যজ্ঞ-সম্পত্তি সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যেরা তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর, মহাধর্ম্মকেতু, মহাদান-নিরত, কৃতবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা তালধ্বজ বলদেব তথা হইতে মহাভয়ঙ্কর বেগবান্ বশিষ্ঠাপবাহ নামক তীর্থে আগমন করিলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
একচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪১ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থ কি জন্য ভয়ঙ্কর বেগশালী হইল? কি জন্যই বা সরস্বতী সেই ঋষিকে প্রতিবাহিত করিয়াছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার বৈরভাব হইল, তাহার কারণই বা কি? হে প্রভো! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা বর্ণন করুন। আপনি যত কথা কহিতেছেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াও আমি পরিতৃপ্ত হইতেছি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারত! পুরাকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের তপস্যা বিষয়ে স্পর্দ্ধাজনিত অতিশয় বৈরভাব ঘটিয়াছিল। স্থাণু তীর্থে বশিষ্ঠের আশ্রমের পূর্ব্ব পার্শ্বে ধীমান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। হে মহারাজ! যে স্থানে ভগবান্ স্থাণু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, মনীষিগণ তাঁহার যে কর্ম্মকে ঘোরতর বলিয়া থাকেন, ভগবান্ স্থাণু যে স্থানে যজ্ঞ করিয়া সরস্বতীকে পূজা-পূর্ব্বক সেই তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম স্থাণু তীর্থ। হে মহারাজ! সেই তীর্থে সুরগণ অসুরদল-দলনকারী কার্ত্তিকেয়কে মহৎ সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই সারস্বত তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যা-দ্বারা যে প্রকারে বশিষ্ঠ মুনিকে বিচলিত করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। হে নৃপবর! তপোধন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই প্রতিদিন নিজ তপস্যা-জনিত ঘোরতর স্পর্দ্ধা করিতেন, তাহাতে মহামুনি বিশ্বামিত্র সমধিক সন্তপ্ত ও বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। সেই ধর্ম্মনিরত মুনির মনে ইহাই বিবেচনা হইল যে, "এই সরস্বতী বেগবলে তপোধন বশিষ্ঠকে অবিলম্বে আমার নিকটে আনিয়া দিলে, আমি সেই জাপকশ্রেষ্ঠ দ্বিজবরকে অনায়াসে নিহত করিব সন্দেহ নাই।" মহামুনি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সরিদ্বরা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন; ভগবতী সরস্বতী মুনির ধ্যানে ব্যাকুলা হইলেন। তিনি সেই মুনিবর বিশ্বামিত্রকে মহাবীর্য্যশালী ও কোপন-স্বভাব জানিতেন, সুতরাং বিবর্ণা ও কম্পমানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রহীনা নারীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মুনিসত্তম বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আমি কি করিব বল?" মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠকে আমার নিকটে আনয়ন কর, আমি অদ্যই তাহাকে নিহত করিব।" পুণ্ডরীক-নয়না সরস্বতী এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং ভীত হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মুনি সেই মহানদীর তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বলিলেন, "তুমি বিচার না করিয়াই অবিলম্বে বশিষ্ঠকে আমার সমীপে আনয়ন কর।" সরস্বতী মুনির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কর্ত্তব্য কর্ম্মকে পাপাত্মক এবং ভূমণ্ডল-মধ্যে বশিষ্ঠের প্রভাবও অপ্রতিম জানিয়া অগত্যা বশিষ্ঠের নিকটে গমনপূর্ব্বক, ধীমান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যে সমস্ত কথা

বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ঋষির নিকটে প্রকাশ করিলেন। তৎকালে দেবী, উভয়ের শাপ ভয়ে ভীতা ও পুনঃপুন কম্পমানা হইয়া মহাশাপের বিষয় চিন্তা করত ঋষি কর্তৃক বিত্রাসিতা হইলেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মানবশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাঁহাকে কৃশা, বিবর্ণা এবং চিন্তাকুলা দেখিয়া কহিলেন, "হে সরিৎপ্রবরে! তুমি শীঘ্রগামিনী হইয়া আমাকে বহন করিয়া আত্ম-রক্ষা কর, নতুবা বিশ্বামিত্র তোমাকে অভিশম্পাত প্রদান করিবেন, এ বিষয়ে তোমার কোন বিচারের আবশ্যক নাই।" হে কুরু-নন্দন! সরস্বতী সেই কৃপাশীল ঋষির কথা শুনিয়া কি করিলে সুকৃত হয়, ইহাই চিন্তা করিতে লাগি-লেন। তিনি ভাবিলেন, "বশিষ্ঠ আমার প্রতি অতীব অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন, অতএব নিয়ত তাঁহার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" হে মহারাজ! অনন্তর, সরিৎপ্রবরা সরস্বতী, ঋষি-সত্তম বিশ্বামিত্রকে স্বীয় কূলে বসিয়া জপ হোমাদি কর্ম্ম করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, "বশিষ্ঠকে লইয়া যাইবার ইহাই অবকাশ সময়," ইহা বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠ যে তীরে বাস করিতেন, নিজ বেগ-দ্বারা সেই তীর হরণ করিলেন। বশিষ্ঠ সেই ভগ্ন তীরে উপবিষ্ট রহিলেন এবং সরস্বতী-কর্তৃক উহ্য-মান হওত তৎকালে এইরূপে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন, "হে দেবি! তুমি পিতামহের মানস সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ বলিয়া তোমার নাম সরস্বতী হইয়াছে; তোমার নির্ম্মল জলরাশি-দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে দেবি! তুমিই আকাশ-গামিনী হইয়া মেঘমণ্ডলী-মধ্যে বারিরাশি বিতরণ করিয়া থাক, জগতে যে সমস্ত জল আছে, সে সকলই তুমি, আমরা তোমা হই-তেই অধ্যয়ন করিয়া থাকি, তুমি পুষ্টি, তুমি দ্যুতি, তুমি কীর্ত্তি, তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি উমা, তুমি বাণী এবং তুমি স্বাহা-স্বরূপ, এই জগন্মণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থই তোমার আয়ত্ত, তুমি ইহ লোকে সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী, এই চতুর্ব্বিধ-রূপে সর্ব্ব-ভূত-মধ্যে বিরাজ করিতেছ।"

হে মহারাজ! সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ-কর্তৃক এই প্রকার স্তূয়মানা হইয়া বেগভরে তাঁহাকে বিশ্বা-মিত্রের আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং বিশ্বামিত্রকে সেই বিষয় বারম্বার নিবেদন করিলেন। বিশ্বামিত্র সরস্বতী-কর্তৃক তাঁহাকে আনীত দেখিয়া কোপ-সমন্বিত হইয়া বশিষ্ঠের বিনাশ সাধন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেবী, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে ক্রোধপরতন্ত্র দর্শনে ব্রাহ্মণ বধ আশঙ্কা বশত তাঁহা-কে বঞ্চনা করিয়া উভয়েরই বাক্য রক্ষা করত বশিষ্ঠ-কে মহাবেগে পূর্ব্ব দিকে লইয়া গেলেন। অনন্তর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে অপ-বাহিত বিলোকনে অমর্ষণ হইয়া বলিলেন, "হে নিম্নগে! তুমি যেহেতু আমাকে বঞ্চনা করিয়া গমন করিলে, সেই কারণে তুমি রাক্ষস-কুল-সুসম্মত শোণিত বহন কর।"

হে মহারাজ! বিশ্বামিত্র মুনির এইরূপ অভি-শম্পাতে সরস্বতী সম্বৎসর কাল শোণিত মিশ্রিত তোয়রাশি ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর, ঋষিগণ, দেবতা সকল, গন্ধর্ব্ব-কুল ও অপ্সরঃ সমুদায় সরস্বতীর তাদৃশ দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

হে জনেশ্বর! সরিদ্বরা সরস্বতী পুনরায় নিজ পথে আগমন করিলেন। এইরূপে বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থ লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সরস্বতী ক্রোধা-ক্রান্ত বিশ্বামিত্র মুনির অভিশম্পাতে সেই পবিত্র তীর্থপ্রবরে শোণিত বহন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! কিয়ৎকাল পরে তথায় রাক্ষসগণ সমাগত হইল। তাহারা আগত হইয়া শোণিত পান করত পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। স্বর্গবিজয়ি-

জনগণের ন্যায় তাহারা কখন হাস্য, কখন বা নৃত্য করত সেই শোণিত পান-দ্বারা সাতিশয় পরিতৃপ্ত, সুখিত ও বিজ্বর হইল। হে মহারাজ! কালক্রমে কতিপয় তপোধন ঋষি তীর্থযাত্রা নিমিত্ত সরস্বতীতে আগমন করিলেন। তাঁহারা সমুদায় তীর্থে স্নান করিয়া পরম প্রীত হইয়া যে তীর্থে শোণিত বহন হইতেছিল, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। মহাভাগ মুনিগণ তথায় আগত হইয়া দেখিলেন, সরস্বতীর সমুদায় সলিল শোণিতে পরিপ্লুত রহিয়াছে এবং রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্তে তাহা পান করিতেছে। হে নৃপসত্তম! সংশিতব্রত মুনি সকল রাক্ষসগণকে সন্দর্শন করিয়া সরস্বতীর পরিত্রাণার্থ সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত মহাব্রত মহাভাগ মুনিগণ একত্র মিলিত হইয়া সরিদ্বরা সরস্বতীকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, "হে কল্যাণি! কি জন্য তোমার এই হ্রদ এ প্রকার আকুল হইয়াছে, তাহার কারণ বল, আমরা তাহা শ্রবণ করিয়া প্রতিকার চিন্তা করিব।" অনন্তর, সরস্বতী কম্পমানা হইয়া, যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদিগকে তৎসমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। তপোধন ঋষিগণ তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিতা দেখিয়া বলিলেন, "হে অপাপে! এবিষয়ের কারণ ও অভিশম্পাতের বিবরণ সকলই আমরা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমরা সকলেই তোমার উদ্ধারার্থ যত্ন করিব।" তপোধনগণ সরস্বতীকে এই প্রকার কহিয়া পরস্পর বলিলেন, আমরা সকলে এই সরস্বতীকে শাপ হইতে বিমুক্তা করিব।

হে মহারাজ! তপোধন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পরামর্শ-পূর্ব্বক তপস্যা, যম, নিয়ম, উপবাস ও কষ্টকর ব্রত-দ্বারা জগৎপতি পশুপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া সেই সরিদ্বরা সরস্বতী দেবীকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। দেবী সেই সমস্ত ঋষিদিগের প্রভাবে প্রকৃতিস্থা ও পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল সলিল-সম্পন্না হইলেন। তিনি বিমুক্তা হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিলে, মুনিগণ-কর্তৃক সরস্বতীর সলিল সেইরূপ হইল দেখিয়া ক্ষুধিত রাক্ষসেরা তৎকালে তাঁহাদিগেরই শরণাপন্ন হইল। হে মহারাজ! রাক্ষসগণ ক্ষুধাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সকল কৃপালু মুনিকে পুনঃপুন কহিল যে, "আমরা ক্ষুধিত ও শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, আপনারা যাহা করিলেন, তাহা আমাদিগের অভিলষিত নহে; যেহেতু আমরা সকলেই পাপকারী, আপনাদিগের অপ্রসন্নতা এবং আমাদিগের দুষ্কৃত কর্ম্ম-দ্বারা অস্মদাদির পাপরাশি নিয়তই বর্দ্ধিত হইতেছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-যোষিদ্গণের মহাপাপে ও যোনিদোষে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি; ইহলোকে যাহারা ব্রাহ্মণগণকে বিদ্বেষ করে, তাহারাই রাক্ষস হয়, যে সকল জীবেরা আচার্য্য, ঋত্বিক্, গুরু ও বৃদ্ধ জনকে অবজ্ঞা করে, তাহারাই রাক্ষস হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমরা সেই সমস্ত দুষ্কৃত জন্য রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, সম্প্রতি আপনারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন, সমুদয় প্রাণীর পরিত্রাণ বিষয়ে আপনাদিগের কিছুই অসাধ্য নাই।"

মুনিগণ তাহাদিগের এইরূপ কথা শুনিয়া সেই মহানদীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং প্রযতচিত্তে রাক্ষসগণের মোক্ষ-হেতু বলিলেন, "যে সকল অন্ন হিক্কা-দূষিত, কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট-সমন্বিত, সকেশ, অস্পৃশ্য-স্পৃষ্ট বা পুনঃ পক্ব এবং যাহা রুদিতোপহৃত এবং তৎসমুদয় দ্বারা যে সকল অন্ন সংসৃষ্ট হইবে, ইহলোকে তাহা রাক্ষসদিগের ভাগ; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া সর্ব্বদা যত্ন-পূর্ব্বক এই সমুদয় অন্ন পরিত্যাগ করিবেন; যে ব্যক্তি এইরূপ অন্ন ভোজন করে, তাহার রাক্ষসান্ন ভোজন করা হয়।" অনন্তর, সেই তপোধন ঋষিগণ তীর্থকে পরিশোধিত করিয়া রাক্ষসদিগের মোক্ষের নিমিত্তে সেই নদীর নিকটে বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি সকলের অভিমত জানিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর অরুণবর্ণ করিলেন।

রাক্ষসগণ সেই অরুণাতে স্নান করিয়া শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুরপুরে প্রস্থান করিল। হে মহারাজ! “সেই অরুণা সরস্বতী ব্রহ্মবধ-জনিত পাপ বিমোচন করেন,” দেবরাজ ইন্দ্র ইহা সবিশেষ জানিয়া তাহাতে স্নান করিয়া কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ভগবান্ ইন্দ্র কি জন্য ব্রহ্মবধ পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন? কি রূপেই বা সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনেশ্বর! এই বৃত্তান্ত যেরূপে ঘটিয়াছিল এবং পুরাকালে বাসব, যেরূপে নমুচির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। নমুচি দেবরাজ হইতে ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মি-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তজ্জন্য ইন্দ্র ছল করিয়া তাহার সহিত সখ্য করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া এই কথা বলিলেন, “হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি শপথ করিয়া সত্য কহিতেছি, আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু-দ্বারা দিবা কিংবা রজনীতে তোমাকে কখন বিনাশ করিব না।” দেবরাজ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক কালক্রমে হিমান্ধকার সন্দর্শন করিয়া বারি-ফেণ-দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। নমুচির ছিন্ন-মুণ্ড পুরন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল এবং বলিল, “হে মিত্রঘাতিন্ পাপাত্মন্! আমাকে অন্যায় রূপে বিনাশ করিলে,” নমুচির ছিন্ন-মস্তক দেবরাজকে বারম্বার এই প্রকার বলিতে থাকিলে, তিনি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পিতামহের নিকটে গিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। লোকগুরু ব্রহ্মা দেবরাজের প্রমুখাৎ তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, “হে দেবেন্দ্র! তুমি অরুণা সরস্বতীর পাপাপহ তীর্থে গিয়া যথা-বিধানে যজ্ঞাদি করিয়া তথায় অবগাহন কর, মুনিগণ তাঁহার সলিল অতি পবিত্র করিয়াছেন। পূর্ব্বে সরস্বতী অতি নিগূঢ়ভাবে উক্ত স্থলে আগমন করিয়াছিলেন; অনন্তর, তিনি নিজ বারি-দ্বারা অরুণা দেবীকে প্লাবিতা করিয়াছেন, সরস্বতীর সহিত অরুণার সঙ্গমস্থল সুমহৎ পুণ্য তীর্থ। অতএব হে দেবেশ! তুমি এই স্থানে যাগ কর এবং ভূরি ভূরি দান কর, তাহাতে স্নান করিলেই ঘোর পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে।”

হে জনমেজয়! দেবরাজ, পিতামহের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সরস্বতীর কুঞ্জে আগমন করিলেন এবং তথায় বিধানানুসারে যজ্ঞ ও ভূরি ভূরি দান করিয়া অরুণার সলিলে অবগাহন করত ব্রাহ্মণবধ-জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। অনন্তর, ত্রিদিবেশ্বর নিষ্পাপ হইয়া সানন্দ-চিত্তে ত্রিদিব ধামে গমন করিলেন। হে রাজসত্তম! নমুচির মুণ্ডও সেই পবিত্র নীরে আপ্লুত হইয়া অক্ষয় কামদুঘ লোক সকল প্রাপ্ত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৎকর্ম্মশালী মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে অবগাহন-পূর্ব্বক নানাবিধ দান করত ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া সোমের সুমহৎ তীর্থে গমন করিলেন। হে নৃপেন্দ্র! পুরাকালে যে স্থানে ভগবান্ সোমদেব স্বয়ং যথাবিধানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যে যজ্ঞে বিপ্রবর মহাত্মা ধীমান্ অত্রি মুনি হোতা হইয়াছিলেন, যাহার পরিণামে দেবগণের সহিত দৈত্য দানব রাক্ষসগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, যে স্থানে সুতীব্র তারকাখ্য দৈত্য-যুদ্ধে পার্ব্বতী-নন্দন স্কন্দ, তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যে স্থানে দৈত্যান্তকারী মহাসেন দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, স্বয়ং কুমার কার্ত্তিকেয় যে স্থানে সতত বিরাজ করিতেছেন এবং যে স্থানে সেই পর্কটী বৃক্ষ আছে, তাহার নাম সোমতীর্থ।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৩॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সরস্বতীর

মাহাত্ম্য বিষয় কহিলেন, এক্ষণে কুমারের অভিষেক বিষয় বর্ণন করা আপনার উচিত হইতেছে। হে বক্তৃবর! ভগবান্ স্কন্দ যে দেশে যে কালে যেরূপ বিধি-দ্বারা যাহাদিগের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে দৈত্যদল দলন করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় বৃত্তান্ত আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন, এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! কুরুবংশের ন্যায় কৌতূহলকর মদীয় বাক্য অবশ্যই আপনার হর্ষজনক হইবে, এক্ষণে আপনার নিকটে মহানুভাব কুমারের মাহাত্ম্য ও অভিষেক বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

পুরাকালে মহেশ্বরের স্খলিত তেজ অগ্নি-মধ্যে পতিত হইয়াছিল, ভগবান্ সর্ব্বভক্ষ সেই অক্ষয় তেজ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। হব্যবাহন তদ্দ্বারা অতি তেজস্বী ও দীপ্তিমান্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই সেই তেজোময় গর্ভ ধারণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে গঙ্গাতে গমন করিয়া সেই ভাস্করোপম তেজঃশালি গর্ভ অর্পণ করিলেন। অনন্তর, ভগবতী গঙ্গাও সেই গর্ভ-ধারণে অসহমানা হইয়া অমরার্চ্চিত রমণীয় হিমালয় শৈলে তাহা উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর, সেই জ্বলনাত্মজ তথায় লোক সকলকে আবৃত করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; ঘটনা-ক্রমে কৃত্তিকাদি মাতৃকাগণ সেই স্থানে আসিয়া শরস্তম্ব-মধ্যে অনলাকার মহানুভাব অনলাত্মজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সকলেই পুত্রার্থিনী হইয়া, "এই পুত্র আমার" বলিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎকালে ছয় মুখ-দ্বারা সেই প্রস্রুত-স্তনী মাতৃগণের দুগ্ধ পান করিলেন। দিব্য দেহধারিণী দেব-কামিনী কৃত্তিকারা সেই বালকের তাদৃশ প্রভাব বিলোকনে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে কুরুনন্দন! গঙ্গা যে গিরিশিখরে সেই ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতের সমুদয় প্রদেশ কাঞ্চনময় হইয়া শোভা পাইয়াছিল। সেই গর্ভ যত বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকিল, মহীমণ্ডল ততই রঞ্জিত হইতে লাগিল; তাঁহা হইতেই শৈল সকল কাঞ্চনাকর হইল। সেই মহাবীর্য্য ও মহাযোগবল-যুক্ত কুমার প্রথমত গাঙ্গেয়, পরে কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই তপস্যা, শান্তি ও বীর্য্য-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন কুমার ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি সেই কাঞ্চন শৈলে শরস্তম্ব-মধ্যে পরম শোভা-সমন্বিত এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শয়ান রহিলেন; সহস্র সহস্র চারুদর্শন দিব্য বাদিত্র ও নৃত্যনিপুণ দেব-কন্যারা তাঁহাকে স্তুতি করত তৎ সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রধানা নদী গঙ্গা দেবী সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকিলেন। পৃথিবীও মনোহর রূপ ধারণ করত তাঁহাকে ধারণ করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিলেন। বেদ চতুষ্টয় স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিয়ত তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিলেন, ধনুর্ব্বেদ ও অন্যান্য সংগ্রহ-সহ শস্ত্রবিদ্যা-সকল এবং সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বয়ং তথায় আসিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে সেই মহাবীর্য্য কুমার শৈল-সুতার সহিত সমাসীন ও ভূত-সমূহে পরিবেষ্টিত দেবদেব উমাপতিকে যে স্থানে সন্দর্শন করিলেন, তথায় অতিশয় আশ্চর্য্য-দর্শন ভূত সমূহ বর্ত্তমান ছিল; বিকৃতকেশ, বিকৃতাভরণ, বিকৃতাকার ও বিকৃত-চিহ্ন ভূত সকল বিচরণ করিতেছিল। কাহার বদন ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহার মুখ সিংহের ন্যায়, কাহার বা আস্য ভল্লূকের ন্যায়, কতকগুলি চিত্র বিড়াল বদন, কাহার মুখ মকরের সমান, কেহ বা মার্জ্জার-মুখ, কাহার মুণ্ড গজমুণ্ড-সদৃশ, কোন কোন ভূত উষ্ট্র-বদন কেহ বা উলূক-বদন, কাহাকে দেখিতে গৃধ্রের ন্যায় কেহ

বা গোমায়ুর ন্যায়, কাহার কাহার বদন ক্রৌঞ্চ, পারাবত ও রঙ্কুমৃগ-সদৃশ, তদ্ভিন্ন শ্বাবিৎ, শল্যক, গোধা, অজ, মেষ, হরিণ ও গো-সদৃশ শরীরধারী কত কত ভূত তথায় বিচরণ করিতেছিল। পর্ব্বত ও অম্বুদ-সদৃশ কতিপয় ভূত চক্র ও গদা ধরিয়াছিল, কাহার আভা অঞ্জনপুঞ্জ সমান এবং কাহার কাহার প্রভা শ্বেতাচলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। হে মহারাজ! সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে সপ্ত মাতৃকাগণ সমাগত হইলেন। সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, পিতৃগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, ভুজঙ্গগণ, দৈত্যগণ ও খগ সকল তথা বিষ্ণুর সহিত সপুত্র ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র সেই অক্ষয় কুমারকে দর্শন করিতে তথায় অভ্যাগত হইলেন। নারদ-প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, বৃহস্পতি-প্রমুখ সিদ্ধ সকল এবং অন্যান্য দেব, গন্ধর্ব্ব, সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও দেব স্বরূপ পিতৃগণ এবং যামধাম নামক দেব গণ সকলেই তথায় আগমন করিলেন। তিনি বালক হইয়াও বলবান্ ও মহাযোগ-বল-সমন্বিত হইয়া দেবেশ্বর শূলধারী পিনাকীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই বালককে আসিতে দেখিয়া এককালে হর, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও অগ্নি, এই চারিজনের মনে এই বিতর্কের উদয় হইল যে, এ বালক প্রথমত গৌরব বশত কাহার নিকট উপনীত হয়, তাঁহাদিগের সকলেরই মনে এই জ্ঞান ছিল যে, এ অগ্রে আমারই নিকটে আসিবে। কুমার তাঁহারদিগের চারিজনের এই প্রকার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এককালে যোগাবলম্বন দ্বারা ক্ষণ-মধ্যে চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভগবান্ এই প্রকারে আপনাকে চতুর্ব্বিধ বিভক্ত করিয়া শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় এই তিন মূর্ত্তি পশ্চাৎ রাখিয়া স্বয়ং অদ্ভুতদর্শন স্কন্দরূপে রুদ্রের সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিশাখ-রূপে গিরিজা দেবীর সমীপে, শাখরূপে ভগবান্ বিভাবসুর নিকটে, নৈগমেয়-রূপে গঙ্গার সন্নিকটে গমন করিলেন। সেই সমস্ত চতুর্ব্বিধ সমরূপধর ভাস্বর-দেহ-সম্পন্ন মূর্ত্তি তাঁহাদিগের চারিজনের নিকটে অব্যগ্রভাবে অভ্যাগত হইলে, তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। সেই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সুমহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া দেব, দানব, রাক্ষসগণের মধ্যে সুমহান্ হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর, দেবী ভগবতী, ভগবান্ রুদ্র, পাবক ও গঙ্গার সহিত একত্র সঙ্গত হইয়া জগৎপতি পিতামহের নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন।

হে মহারাজ! তাঁহারা যথা-বিধানে পিতামহকে প্রণিপাত করিয়া কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়াকাঙ্ক্ষায় এই কথা বলিলেন, "ভগবন্! আমাদিগের প্রিয়-হেতু এই বালককে উপযুক্ত ও অভিলাষানুরূপ আধিপত্য প্রদান করা আপনার উচিত হইতেছে।" সেই ধীমান্ ভগবান্ সর্ব্বলোক-পিতামহ তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন ইহাকে কি প্রদান করিব! ভগবান্ ভাবিলেন, মহানুভব দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, বিহঙ্গ ও ভুজঙ্গগণের সমুদায় ঐশ্বর্য্যভোগে পূর্ব্বেই ইহাকে আদেশ করিয়াছি। মহামতি ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই সকল ঐশ্বর্য্যভোগে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া দেবতাদিগের মঙ্গলার্থ মুহূর্ত্ত কাল ধ্যানের পর সর্ব্বভূতের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সমুদায় দেবগণের মধ্যে যাঁহারা রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কুমারের সৈনাপত্য জন্য আদেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর, ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ মিলিত হইয়া কুমারকে লইয়া অভিষেকার্থ হিমালয় পর্ব্বতে সরিদ্বরা পাবনী সরস্বতী দেবীর সন্নিকটে আগমন করিলেন।—ত্রিলোক-বিখ্যাতা যে প্রধানা নদী সরস্বতী হিমালয় হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া সমন্তপঞ্চক তীর্থে আসিয়াছিলেন, দেবগণ ও গন্ধর্ব্ব সকল পূর্ণমনোরথ হইয়া সেই সরস্বতীর সর্ব্বগুণান্বিত পবিত্র তীরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, বৃহস্পতি অভিষেকের আবশ্যকীয় দ্রব্য সমুদয় সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমিদ্ধ হুতাশনে যথা-বিধানে আহুতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর, কুমার হিমবৎ প্রদত্ত মণিরত্নাদি-বিভূষিত বিচিত্র আসনে অধ্যাসীন হইলে, দেবতাগণ সমুদয় মঙ্গল-সম্ভারের সহিত বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করত আভিষেচনিক দ্রব্য লইয়া তথায় আগমন করিলেন; মহাবীর্য্য ইন্দ্র, ভগবান্ বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, ধাতা, বিধাতা, অনল, অনিল, দিবাকরের অংশ পূষা, ভগ, অর্য্যমা ও মিত্রাবরুণের সহিত ভগবান্ রুদ্রদেব, তদ্ভিন্ন রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনী-কুমার-যুগল, বিশ্বগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগগণ, অসংখ্য দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ, বৈখানস, বালখিল্য, বাতাহারী, মরীচিপায়ী, মহানুভাব ভৃগু, অঙ্গিরা, যতি-প্রভৃতি ঋষি সকল, তথা সর্প, বিদ্যাধর, পবিত্র যোগসিদ্ধগণের সহিত পিতামহ, মহাতপা পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতু সকল, গ্রহগণ, নক্ষত্র-নিকর, মূর্ত্তিমতী নদী সমুদয়, সনাতন বেদ-সকল, হ্রদনিচয়, সমুদ্র-সমুদয়, বিবিধ তীর্থ-নিবহ, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্, পাদপ সকল, দেব-মাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, শিনীবালী, অনুমতি, কুহূ, রাকা ও ভূষণা, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেব-পত্নীগণ, হিমবান্, বিন্ধ্য ও অনেক-শৃঙ্গবান্ সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, রাত্রি, দিবা, তথা হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, বরুণ, গরুড়, ওষধিসহ বৃক্ষ সকল, ভগবান্ ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু ও তাঁহার অনুচরগণ এবং বাহুল্য-বশত যে সমস্ত দেবগণের নাম উক্ত হয় নাই, তাঁহারাও একত্র মিলিত হইয়া সকলেই কুমারের অভিষেকের জন্য নিজ নিজ স্থান হইতে তথায় উপনীত হইলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে সমস্ত দেবগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া আভিষেচনিক ভাণ্ড ও মাঙ্গল্য দ্রব্য সমুদয় গ্রহণ করিলেন। পুরাকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন জলাধিপতি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তেমনি সুরগণ দিব্য-সম্ভার-সংযুক্ত কাঞ্চন-কলস-দ্বারা সরস্বতীর পবিত্র বারি আহরণ-পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে দৈত্যদলের ভয়ঙ্কর কুমারকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। মহাতেজস্বী কশ্যপ তদ্ভিন্ন যে সমস্ত মুনিদিগের নাম কীর্ত্তিত হয় নাই, তাঁহারা সকলেও অভিষেক করিলেন। ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া সেই কার্ত্তিকেয়কে বাতবেগ বলিষ্ঠ কামবীর্য্য সিদ্ধ মহাপারিষদ নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ এবং বিখ্যাত কুমুদমালী নামক চারিজন অনুচর প্রদান করিলেন। তদনন্তর, মহাতেজা মহাদেব কুমারকে যে এক মহাপারিষদ প্রদান করিলেন, সেই অনুচর শত শত মায়া ধারণ করিতে পারিত এবং সে কামবীর্য্য ও বলযুক্ত থাকিয়া সুরারি সকলের নিগ্রহ করিত। হে রাজেন্দ্র! সেই পারিষদ দেবাসুর-সংগ্রামে বাহুবল-দ্বারা ভীম-কর্ম্ম দৈত্য-দলের চতুর্দ্দশ নিযুত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

অনন্তর, দেবতারা তাঁহাকে রাক্ষস-সঙ্কুলা বিষ্ণুরূপিণী অজয্যা সেনা সম্প্রদান করিলেন, সেই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ, যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব্ব, মুনি ও পিতৃগণ, এককালে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পর যম, উন্মাথ ও প্রমাথ নামক কালোপম মহাবীর্য্য দুই অনুচর দান করিলেন। সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামক সূর্য্যের যে দুই অনুচর ছিল, প্রতাপবান্ ভাস্কর প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেই দুই অনুচর সম্প্রদান করিলেন। নিশানাথ চন্দ্র মণি ও সুমণি-সংজ্ঞক কৈলাস-শৃঙ্গ-সঙ্কাশ ও শ্বেত মাল্যানুলেপন অনুচর-যুগলকে কার্ত্তিকেয়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। হুতাশন নিজ নন্দনকে জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামক পর সৈন্যপ্রমথনকারী শূরবর দুই অনুচর প্রদান করিলেন। অংশ দেবতা বায়ু, পরিঘ, বট,

ভীম, দহতি ও দহন নামক প্রচণ্ড বলশালি পঞ্চ অনুচরকে স্কন্দের নিকটে সমর্পণ করিলেন। পর-বীরহন্তা বাসব উৎক্রোশ ও পঞ্চকসংজ্ঞক বজ্রদণ্ড-ধর দুই অনুচরকে অনল-পুত্রের সাহায্যার্থ সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে তাহারা সংগ্রাম সময়ে মহেন্দ্রের অনেকানেক শত্রু বিনাশ করিয়াছিল। মহাযশা বিষ্ণু স্কন্দকে চক্র, বিক্রম ও মহাবল সংক্রম নামক তিন অনুচর প্রদান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ অশ্বিনী-কুমারেরা প্রীতচিত্তে কুমারকে বর্দ্ধন ও নন্দন নামক দুই অনুচর দিলেন। মহাযশা ধাতা সেই মহাত্মাকে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর নামক পঞ্চ অনুচর প্রদান করিলেন। ত্বষ্টা, চক্র ও অনুচক্র নামক মহামায়াবি মদমত্ত দুই অনুচরকে স্কন্দের সমীপে সমর্পণ করিলেন। মিত্রদেব, সুব্রত ও সত্য-সন্ধ নামক তপোবিদ্যাধর মহানুভব দুই অনুচরকে মহাত্মা কুমারের জন্য উৎসর্গ করিলেন। বিধাতা, ত্রিলোকবিখ্যাত সুন্দর বরদ সুপ্রভ ও শুভকর্ম্ম-সংজ্ঞক দুই মহানুভব অনুচরকে কুমারোদ্দেশে সম্প্রান করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর, পূষা কার্ত্তিকেয়কে পাণিত্রক ও কালিক নামক মহা-মায়াবি দুই পারিষদ দিলেন। বায়ু কার্ত্তিকেয়কে বল ও অতিবল নামক মহাবক্ত্র ও মহাবল দুই অনুচর দান করিলেন। হে ভরতসত্তম! সত্যসঙ্গর বরুণ স্কন্দকে যম এবং অতিযম নামক তিমিমুখ দুই মহাবল অনুচর সম্প্রদান করিলেন। হিমবান্ হুতাশন-সুতকে সুবর্চ্চস ও অতিবর্চ্চস নামক দুই অনুচর প্রদান করিলেন। সুমেরু কাঞ্চন ও মেঘ-মালী এবং মহাবলপরাক্রান্ত স্থির ও অস্থির নামক চারিজন অনুচরকে মহানুভব অগ্নি-নন্দন সমীপে সমর্পণ করিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত অগ্নি-পুত্রকে উৎ-শৃঙ্গ ও অতিশৃঙ্গ নামক মহাপাষাণ-যোধি দুই পারিষদ সম্প্রদান করিলেন। সমুদ্র দহন-নন্দনকে সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামক গদাধারি দুই মহাপারিষদ প্রদান করিলেন। শুভদর্শনা পার্ব্বতী নিজ পুত্রকে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণ নামক তিন জন অনুচর দিলেন। হে পুরুষপ্রবর! পন্নগেশ্বর বাসুকি জ্বলন-সুতকে জয় ও মহাজয়াখ্য দুই নাগানুচর সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সাধ্যগণ রুদ্রগণ বসুগণ পিতৃগণ সাগর-সকল সরিৎ-সমুদয় এবং মহাবল অচলনিচয় শূল পট্টিশাদি বিবিধ অস্ত্রধারি ও নানা বেশ-বিভূষিত সেনাধ্যক্ষ সকল সম্প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকের অন্যান্য যে সমস্ত বিবিধ আয়ুধ-সম্পন্ন ও বিচিত্র বর্ম্মাভরণধারি সৈনিক ছিল, তাহাদিগের সকলের নাম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের নাম শঙ্কুকর্ণ নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, দ্রোণশ্রবা, কপিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জ্জন, কুনদীক তমোভ্রকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, প্রভু, সহস্রবাহু বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুবক্ত্র, প্রিয়দর্শন, পরিশ্রুত, প্রিয় মাল্যানু-লেপন কোকনদ, অজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শত লোচন, জ্বালাজিহ্ব, করাল, শিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসু-প্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষপ্রবাহ, উপ-নন্দ, নন্দ, ধূম্র, শ্বেত, কলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, প্রতাপবান্ গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ কণকা-পীড়, গায়ন, হসন, বাণ, বীর্য্যবান্ খড়্গ, বৈতালী, অতিতালী, কথক, বাতিক, হংসজ, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সমু-দ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকাণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাস্তক, কালকাক্ষ, সিত, ভূত-লোন্মথন, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মহা-তেজা মর্জ্জাল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, বীর্য্যবান্ চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, মহাবল কিরীটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, বীর্য্যবান্ সূচী,

শ্বেতবক্ত্র সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালকগণের প্রভু কণকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, মুণ্ডগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকুর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাষবক্ত্র, জাম্বুক, খরবক্ত্র এবং কুঞ্জক, এই সমস্ত মহানুভাব যোগযুক্ত পারিষদ সকল এবং পিতামহের মহাত্ম মহাপারিষদগণ নিয়ত ব্রাহ্মণগণের প্রিয়-কার্য্যে নিরত থাকিতেন।

হে জনমেজয়! তাহাদিগের মধ্যে যুবা বৃদ্ধ বালক সকলই ছিল; এই প্রকার সহস্র সহস্র পারিষদ কুমারের নিকটে অবস্থান করিত। হে মহারাজ! তাহাদিগের তাবতেরই মুখ নানাবিধ; যাহার যে প্রকার বদন তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কূর্ম্মমুখ, কেহ কুক্কুটবদন, কেহ কুক্কুরবদন, কেহ শৃগালমুখ, কেহ দীর্ঘবক্ত্র, কাহার মুখ শশকের সদৃশ, কেহ বা উলূকবদন, কেহ খরবদন, কেহ উষ্ট্রবদন, কেহ বরাহবদন, কেহ মনুষ্যমুখ, কেহ মেষবক্ত্র, কেহ শৃগালবদন, কেহ ভয়ানক মকরবক্ত্র, কেহ শিশুমারমুখ, কেহ মার্জ্জারবদন, কেহ বা দংশবদন, কেহ কেহ বা দীর্ঘবক্ত্র, কেহ নকুলমুখ, কেহ উলূকবক্ত্র, কেহ বা কাকমুখ, কেহ মুষিকবদন, কেহ পিঙ্গল নকুলবদন, কেহ ময়ূরবদন, কাহার মুখ মৎস্যমুখের ন্যায়, কেহ মেষানন, কেহ অজানন, কেহ মহিষানন, কেহ ভল্লূকমুখ, কেহ গণ্ডারবদন, কেহ শার্দ্দূলমুখ, কেহ বা সিংহানন, কেহ ভয়ঙ্কর গজানন, কেহ গরুড়ানন, কেহ কুম্ভীরবদন, কেহ কাকমুখ, কেহ বা বৃকবদন, কেহ গোমুখ, কেহ গর্দ্দভবদন, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ বিড়ালাস্য, কাহার জঠর বৃহৎ, কেহ দীর্ঘপাদ, কেহ দীর্ঘাঙ্গ, কতকগুলি তারকাক্ষ, কেহ পারাবতবদন, কেহ বৃষাস্য, কেহ কোকিলমুখ, কেহ শ্যেনানন, কেহ কেহ বা তিত্তিরিবদন, কেহ কৃকলাসমুখ, কেহ কেহ বিরজবস্ত্রধারী, কেহ ব্যালবক্ত্র, কেহ শূলমুখ, কেহ বা চণ্ডবক্ত্র, কেহ কেহ বা সুন্দরানন, কেহ সর্পের ন্যায়, কেহ চীরবসন-পরিধায়ী, কাহার বদন গোনাসিকার ন্যায়, কোন কোন সৈন্য স্থূলোদর কৃশাঙ্গ, কোন কোন সৈন্য কৃশোদর স্থূলাঙ্গ, কাহার গ্রীবা হ্রস্ব, কর্ণ বৃহৎ এবং নানাবিধ সর্পে বিভূষিত, কেহ গজেন্দ্র-চর্ম্মধারী, কেহ বা কৃষ্ণাজিন পরিধায়ী।

হে মহারাজ! কাহার স্কন্ধে, কাহার উদরে, কাহার পৃষ্ঠে, কাহার কপোলের নিম্নভাগে, কাহার জঙ্ঘাতে, কাহার পার্শ্ব-দেশে, কাহার বা নানা স্থানে মুখ সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। এইরূপে গণেশ্বরদিগের মধ্যে অনেকেরই মুখ কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপদিগের সদৃশ ছিল। তাহাদিগের কাহার বহু বাহু, কাহার বহু শির, কাহার বা বহু উদর; তাহারা নানা প্রকার বৃক্ষ ভোজন করিত; তাহাদিগের মধ্যে কাহার কটিদেশে মস্তক ছিল, কাহার কাহার বদন ফণি-ফণা-সদৃশ, তাহারা নানা গুল্মে বাস করিত, তাহাদিগের গাত্র চীরবস্ত্রে ও বিচিত্র স্বর্ণমণ্ডিত বসনে সতত আচ্ছাদিত থাকিত, তাহারা নানা প্রকার বেশ ধারণ করিতে পারিত ও বিবিধ মাল্য এবং গন্ধাদি লেপন করিত। তাহারা বিবিধ বস্ত্র এবং চর্ম্ম-বসনও পরিধান করিত, কেহ উষ্ণীষ, কেহ মুকুট, কেহ কেহ বা কিরীট ধারণ করিত। তাহাদিগের কাহার পঞ্চ শিখা, কাহার দ্বিশিখা, কাহার ত্রিশিখা, কাহার কাহার বা সপ্ত শিখা ছিল। কোন কোন সৈন্যের মস্তক মুণ্ডিত, কাহার মস্তক জটাভারে পরিপূর্ণ, তাহারা শোভন কান্তি-সম্পন্ন, কম্বুগ্রীব ও বিগ্রহ-রত। দেবতারাও তাহাদিগকে জয় করিতে পারিতেন না। তাহাদিগের কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, মুখ মাংস-শূন্য, পৃষ্ঠ স্থূল ও উদরের ভাগ অল্প ছিল; তদ্ভিন্ন কত কত সৈন্য স্থূলপৃষ্ঠ, হ্রস্বপৃষ্ঠ, লম্বোদর, লম্বমেহন, মহাভুজ, হ্রস্ব-ভুজ, হ্রস্বগাত্র, বামন, কুব্জ, হ্রস্ব-জঙ্ঘ, হস্তি-কর্ণ, করি-গ্রীব, হস্তি-নাস,

কূর্ম্মনাস, বৃকনাস, দীর্ঘোষ্ঠ, দীর্ঘ-জঙ্ঘ, অতিকরাল অধোমুখ, মহাদংষ্ট্র, হ্রস্বদংষ্ট্র ও কেহ কেহ বা চতুর্দংষ্ট্র ছিল।

হে মহারাজ! সহস্র সহস্র সৈন্য বারণেন্দ্র-সম অতিভয়ঙ্কর; তাহাদিগের শরীর সকল বিভক্ত, দীপ্তিমন্ত ও অলঙ্কৃত। কাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহার নাসিকা বক্র, কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কেহ পৃথুদংষ্ট্র, কেহ মহাদংষ্ট্র, কাহার ওষ্ঠ স্থূল, কাহার কেশ হরিদ্বর্ণ, কাহার নানা চরণ, কাহার নানা ওষ্ঠ, কাহার নানা দন্ত, কাহার নানা হস্ত এবং কাহার নানা গ্রীবা ছিল। তাহারা নানা প্রকার চর্ম্ম-দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিত; তাহাদিগের ভাষাও নানা প্রকার; কিন্তু, তাহারা দেশ-ভাষা কথনে নিপুণ ছিল, এই কারণে দেশভাষাতেই পরস্পর কথোপকথন করিত। এই সমস্ত মহাপারিষদেরা হৃষ্টচিত্তে তথায় উপস্থিত হইল।

হে মহারাজ! তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘনখ, দীর্ঘপাদ, দীর্ঘশিরা, দীর্ঘভুজ, পিঙ্গললোচন, নীলকণ্ঠ, লম্বকর্ণ, বৃকোদর-সন্নিভ, অঞ্জনবর্ণ, শ্বেতাক্ষ, লোহিতগ্রীব এবং বিচিত্র বর্ণ ছিল। তাহারা শ্বেত-লোহিত চামর ও ময়ুরের সদৃশ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিত।

হে মহারাজ। সেই সমস্ত পারিষদেরা যে সকল অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন কোন খরানন সৈন্য মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক কর-দ্বয়ে পাশাস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কোন কোন নীলকণ্ঠ পৃষ্ঠলোচন সৈন্য বাহুযুগলে পরিঘাস্ত্র ধরিয়াছিল, কাহার হস্তে শতঘ্নী, কাহার হস্তে চক্র, কাহার করে মুষল, কাহার হস্তে মুদ্গার, কাহার করে অসি, কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে গদা, কাহার করে ভুষুণ্ডি এবং কাহার হস্তে তোমর ছিল। সেই সমস্ত মহাবেগবান্ মহাবল রণপ্রিয় মহাকায় মহাপারিষদ এই সমস্ত বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক কুমারের অভিষেক সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সেই মহাতেজস্বিগণ ঘণ্টাজালে পিনদ্ধ-দেহ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ইহারা ও এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক মহাপারিষদ মহানুভব যশস্বী কার্ত্তিকেয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা সমীরণের ন্যায় ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এবং স্বর্গপুর পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে পারিতেন। সেই বীর পুরুষেরা দেবতাগণের আদেশে কার্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ন্যায় সহস্র অযুত ও অর্ব্বুদ সংখ্যক সৈন্য অভিষিক্ত মহাত্মা কুমারকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিল।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যে সকল মাতৃকারা কুমারের অনুচরী ছিলেন, যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে শত্রুকুল নির্ম্মূল হয় এবং যে কল্যাণদায়িনী যশস্বিনীগণ-দ্বারা লোক-ত্রয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নাম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোনসী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালা, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী- বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনি, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, কদ্রুরোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্যপ্রিয়া, শতোলুখলমেখলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, বামা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়-

প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জলেশ্বরী, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতাল-জননী, কণ্ডুতি, কালকা, দেবমিত্রা, তুম্বসী, কেতকী, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কোকিলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রোথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মনোজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, খেশয়া, অন্তর্দ্ধা, অটবামা, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, তুহণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, শুভগা, লম্বিনী, লম্বা, বসুচূড়া, বিকত্থিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, প্রক্ষালিকা, মৎকুনিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, খ্যাতা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, সুকুসুমা, কৃষ্ণবর্ণা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী মহাকর্ণী, ভেরীস্বন-মহাস্বনা, শঙ্খশ্রবা, কুম্ভশ্রবা, ভগদা, মহাবলা, গণা, সুগণা, ভীনী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোদা, মহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বশিরা, মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা এবং বিরোচনা।

হে মহারাজ! ইঁহারা ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃকারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অনুযায়িনী হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দীর্ঘনখী কেহ দীর্ঘদন্তী, কেহ দীর্ঘতুণ্ডা, কেহ সরলা, কেহ মধুরা, কেহ যৌবনস্থা, কেহ বা অলঙ্কৃতা, তাঁহারা নিজ মাহাত্ম্য-দ্বারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন।

হে মহাভাগ! তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও গাত্র মাংস-শূন্য, কেহ বা শ্বেতবর্ণ, কাহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, কেহ কৃষ্ণ-মেঘনিভা, কেহ ধূম্রা, কেহ বা অরুণা, কেহ দীর্ঘকেশী, কেহ শ্বেতবসনা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ বা লম্বমেখলা, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা, কেহ লম্বপয়োধরা, কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ তাম্রবর্ণা, কেহ কেহ বা পিঙ্গলনয়না; তদ্ভিন্ন বরদা, কামচারিণী, নিত্যপ্রমুদিতা, যাম্যা, রৌদ্রা, সৌম্যা, কৌবেরী, বারুণী, মাহেন্দ্রী, আগ্নেয়ী, বায়বী, কৌমারী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, সৌরী ও বারাহী-প্রভৃতি মাতৃকাগণ এবং কোন মনোরমা রূপে অপ্সরার ন্যায় মনোহারিণী, কেহ বাক্যে কোকিল-সম কলনাদিনী, কেহ সমৃদ্ধিতে ধনদোপমা, কেহ যুদ্ধে ইন্দ্রসমা, কেহ বা দীপ্তিতে বহ্নি-সদৃশী; তাঁহারা বিগ্রহকালে সকলেই শত্রুগণের মনে ভয় প্রদান করেন, বেগবিষয়ে বায়ু-সদৃশী হইয়া ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধরিতে পারেন। তাঁহাদিগের বল বীর্য্য পরাক্রম অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয়; তাঁহারা বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণে প্রায় নিয়তই বসতি করেন; তাঁহারা নানাপ্রকার মাল্য আভরণ বসন ও বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভাষা সকল ভিন্ন ভিন্ন। হে মহারাজ! ইহা ভিন্ন অন্যান্য শত্রুক্ষয়কারিণী অনেকানেক মাতৃকা ত্রিদশ-নাথের সম্মতি-ক্রমে মহানুভাব কুমারের অনুগামিনী হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ পাকশাসন সুরশত্রুগণের বিনাশার্থ কুমারকে শক্তি অস্ত্র, দীপ্তিমতী মহাশব্দ-শালিনী সিতপ্রভা মহাঘণ্টা, তথা তরুণাদিত্যবর্ণা পতাকা প্রদান করিলেন। পশুপতি ধনঞ্জয়া নামে অজেয় সেনা সম্প্রদান করিলেন, তাহা নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র, বল, বীর্য্য ও তপস্যাদিদ্বারা মহাচমূ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সেই সেনা রুদ্রতুল্য বলশালি তিন অযুত যোদ্ধা-দ্বারা রক্ষিত থাকিত; কদাপি রণস্থল হইতে নিবৃত্ত হইতে জানিত না।

হে ভারত! তাহার পর বিষ্ণু কুমারকে বৈজয়ন্তী-নামী বলবিবর্দ্ধিনী মালা প্রদান করিলেন। ভগবতী উমাদেবী পুত্রকে রবিকিরণ-সম সমুজ্জল বসন দিলেন, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু এবং বৃহস্পতি প্রীত হইয়া কুমারকে একটী দণ্ড প্রদান করিলেন। অনন্তর, গরুড় সেই কার্ত্তিকেয়কে প্রিয়-পুত্র বিচিত্র বর্হ-বিশিষ্ট ময়ূর এবং অরুণদেব চরণা-য়ুধ তাম্রচূড় প্রদান করিলেন। বরুণরাজ বলবীর্য্য-সমন্বিত এক নাগ এবং লোকভাবন ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্য জন্য কুমারকে কৃষ্ণাজিন ও সমর-বিজয়ী হইবার বর প্রদান করিলেন।

কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিত্ব পাইয়া দ্বিতীয় জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর, তিনি মাতৃগণ ও পারিষদ সকলের সহিত সুরগণকে সানন্দ করত দৈত্যদল দলনার্থ যাত্রা করিলেন। রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী সেই সেনা ঘণ্টা-ধ্বনি-সহকারে কেতন উড্ডীন করিল এবং তাহাতে শঙ্খ ভেরী মুরজ-প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সেই পতাকিনী সেনানী বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রের সমুজ্জ্বল প্রভাপটল বিকীর্ণ করায় নক্ষত্রপুঞ্জে সুশোভিত শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। দেব-দেহধারী নানাবিধ ভূতগণ অব্যগ্রভাবে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, শৃঙ্গ, আড়ম্বর, গো-মুখ ও মহাস্বন ডিণ্ডিম-প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাবতেই কুমারকে স্তব করিতে লাগিলেন; দেব গন্ধর্ব্ব-সকল সুমধুর সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ মনোহর নৃত্য আরম্ভ করিল।

অনন্তর, মহাসেন সুরগণের প্রতি পরম প্রীত হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, "যে সমস্ত রিপুগণ আপনাদিগের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আমি সমরে তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" হে মহা-রাজ! দেবতারা সেই সুরসত্তম কুমারের এই বর প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইয়া যেন শত্রু সকলকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন। সেই মহানুভব-কর্ত্তৃক বর প্রদত্ত হইলে সমস্ত ভূতনিবহের কণ্ঠ-সমুত্থিত হর্ষনাদ যেন ত্রিলোক পরিপূর্ণ করিল। পরিশেষে মহাসেন সেই মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া সুরপুরবাসিদিগের রক্ষণ এবং দৈত্যদল দলন জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি-প্রভৃতি উদ্যম সমুদয় মহাসেনের সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে চলিল। কার্ত্তিকেয় দেব শূল, মুদ্গর, জ্বলিতাঙ্গার-তুল্য বিচিত্র ও বিভূষিত চর্ম্ম, গদা, মুষল, শক্তি, নারাচ ও তো-মর-ধারিণী সেনার সহিত সিংহনাদ করিয়া যাত্রা করিলেন। দৈত্য দানব রাক্ষসগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। সুরগণ তখন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর, তেজো-বল-সমন্বিত ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বারম্বার ভয়ঙ্কর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং ঘৃতাহুতি প্রদান-দ্বারা প্রজ্বলিত অনল সম তেজ ধারণ করি-লেন। হে মহারাজ! অপরিসীম-তেজঃশালী ভগ-বান্ স্কন্দ এইরূপে পুনঃপুন শক্তি অস্ত্র নিরসন করিতে থাকিলে, ধরাতলে উল্কাজ্বালা সকল পতিত হইল এবং প্রলয় সময়ের ন্যায় ঘোরতর নির্ঘাত নিকর বিকট নিনাদ করত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনল-নন্দন একমাত্র ঘোরতর শক্তি নিক্ষেপ করিলে ধরণীতলে কোটি কোটি শক্তি নিপতিত হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ মহাসেন প্রীত হইয়া দশ অযুত বলবান্ দৈত্য বীর দ্বারা পরিবৃত মহাবলপরাক্রান্ত তারক নামক দৈত্যেন্দ্রকে সংহার করিলেন। পরে তিনি অষ্টপদ্ম সংখ্যক দৈত্যবৃন্দে পরিবৃত মহিষ নামক দানবকে বিনষ্ট করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দশ অযুত-শত সৈন্য পরিবেষ্টিত ত্রিপাদ দৈত্য এবং দশ নিখর্ব্ব দনুজ পরিবৃত

ত্রুদোদর নামক দানবকে বিবিধ আয়ুধধারি অনুচরের সহিত সংহার করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে শত্রু বধ হইতে থাকিলে কুমারের অনুচরগণ ঘোরতর নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূরিত করিল। তাহারা সকলে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কখন নৃত্য, কখন হাস্য, কখন বা লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, কুমারের শক্তি অস্ত্রের দীপ্যমান কিরণমালা-দ্বারা সহস্র সহস্র দৈত্য দগ্ধ হইল, অপরে তাঁহার সিংহনাদে নিহত হইল, মহাস্ত্রের জৃম্ভমাণ তেজোরাশি-দ্বারা ত্রৈলোক্য ত্রস্ত হইল। অপরে সৈন্যগণের সিংহনাদে হত হইল। কত শত দানব তাঁহার পতাকার প্রবল পবন বেগে অবধূত ও হত হইয়া পড়িল। কতকগুলি দৈত্য ঘণ্টারবে ত্রস্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। কত কত বীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পতিত রহিল। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় এইরূপে অনেকানেক আততায়ি অসুরগণকে সংহার করিলেন।

অনন্তর, বলির পুত্র বাণ-নামা এক মহাবল দৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগের সহিত বিরোধ করিত। উদারবুদ্ধি মহাসেন সেই সুরশত্রুর অভিমুখীন হইলেন; দৈত্যরাজ কার্ত্তিকেয়ের ভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের শরণাগত হইল। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাহাতে সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া অগ্নিদত্ত শক্তি-দ্বারা সেই ক্রৌঞ্চনাদ-নিনাদিত শৈলবরকে বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শালস্কন্ধ-সম কর্ব্বুরবর্ণ পর্ব্বত বিভিন্ন হইলে তত্রত্য বানর ও বারণ সকল ত্রস্ত হইল, বিহগগণ উড্ডীন হইয়া ঊর্দ্ধপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল, পন্নগ সকল পতিত রহিল, ধাবমান গোলাঙ্গূল ও ভল্লূকগণ-দ্বারা তাহা অনুনাদিত হইল; শত শত কুরঙ্গগণের নির্ঘোষ-দ্বারা বনান্তর নিনাদিত হইতে লাগিল। বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সহসা বিদ্রুত শরভ ও সিংহগণ-দ্বারা সেই পর্ব্বত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও শোভিত হইল; তদীয় শিখর-নিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নর সকল শক্তিপাত-শব্দে উদ্ধত ও উদ্বিগ্ন হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সেই প্রদীপ্ত পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ হইতে বিচিত্র আভরণ ও মাল্যধারী শত সহস্র দৈত্যদল নির্গত হইল। কুমারের অনুচরেরা তাহাদিগকে আক্রমণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে বিনাশ করিল। দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দৈত্যরাজের অনুজ-সহ পুত্রকে সংহার করিলেন। পরবীরহন্তা পাবক-নন্দন শক্তি-দ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিভিন্ন করিলেন। মহাবল কুমার আত্মাকে বহুধা ও একধা করত সংগ্রামে যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, নিক্ষিপ্ত শক্তি তত বারই তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্ পাবকনন্দন শৌর্য্য-সম্পত্তি, তেজঃপুঞ্জও যশঃ শ্রীপ্রভাবে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিভিন্ন ও শত শত দৈত্যদলকে হত করিলেন।

অনন্তর, সেই ভগবান্ অনেকানেক অসুরগণকে নিহত করিয়া দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। হে ভারত! গিরিবর ক্রৌঞ্চ বিভিন্ন এবং দৈত্যরাজ চণ্ডের পুত্র পাতিত হইলে শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। শত সহস্র সুর-কামিনী সেই যোগীশ্বর সুরবরের উপরি পুষ্প বর্ষণ করিলেন; নির্ম্মল পবন দিব্য গন্ধ লইয়া বহিতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষি সকল তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই মহাবল যোগীশ্বর দেববর নানা প্রকার রূপ ধারণ করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে পিতামহ-পুত্র সনৎকুমার বলিয়া জ্ঞান করিল, কেহ মহেশ্বর-সুত, কেহ বিভাবসুর পুত্র, কেহ উমা-নন্দন, কেহ বা কৃত্তিকা-তনয়, কেহ বা গঙ্গার সন্তান বলিতে লাগিল।

হে মহারাজ! কুমারের অভিষেকের বিষয় সমুদায়ই আপনাকে কহিলাম, এক্ষণে সরস্বতী তীর্থের

পবিত্রতার বিষয় কহিতেছি শ্রবণ করুন, কুমার সুর-শত্রু সকলকে সংহার করিলে সেই তীর্থপ্রবর অপর এক সুরপুরের ন্যায় হইয়াছিল। ভগবান্ পাবকাত্মজ সেই স্থানে অবস্থান করত নৈঋত-প্রভৃতি দিক্‌পালগণকে ত্রৈলোক্য-রাজ্য এবং পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। দৈত্য-কুলান্তকারী ভগবান্ দেব-সেনাপতি সেই তীর্থে এইরূপে সুরগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম তৈজস-তীর্থরূপে বিখ্যাত আছে। ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

বলদেব সেই তীর্থপ্রবরে স্নান করিয়া স্কন্দের অভ্যর্চ্চনা কার্য্য সমাধান করত ব্রাহ্মণগণকে বসনা-ভরণ ও সুবর্ণ সম্প্রদান করিলেন। সেই পরবীরহন্তা তথায় এক রজনী বাস করিয়া সেই পূজ্য তীর্থবরের সলিল স্পর্শ করত সাতিশয় হৃষ্ট ও প্রীতচিত্ত হই-লেন। হে মহারাজ! সমাগত দেবগণ ভগবান্ কুমারকে যে প্রকারে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তৎসমুদায়ই যথার্থরূপে কহিলাম।

সারস্বতোপাখ্যানে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৬॥

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কুমারের অতি অদ্ভুত অভিষেকের বিষয় বিস্তারিত ক্রমে যথা-বিধানে শ্রবণ করিলাম; ইহা শ্রবণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র জানিলাম এবং আমার রোম সকল প্রহৃষ্ট ও মন পবিত্র হইল। হে মহাপ্রাজ্ঞ! কুমা-রের অভিষেক ও দৈত্যগণের বধের বিষয় শ্রবণে আমার মনে পরম প্রীতির উদয় হইয়াছে, এক্ষণে এই কৌতূহল জন্মিতেছে যে, পুরাকালে জলাধি-পতি বরুণ দেব তথায় কি প্রকারে দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই সমুদায় বিষয় যথাবৃত্ত রূপে বর্ণন করুন, হে সত্তম! আপনি সকল বিষ-য়েই পারদর্শী।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! এই বিচিত্র বিষয় বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব-কল্পে প্রথমত সত্যযুগের বর্ত্তমান সময়ে দেব-তারা সকলে বরুণের সন্নিহিত হইয়া এই কথা বলিলেন, যে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতেছেন, তে-মনি তুমি সমুদায় সরিতের অধিপতি হইয়া তাহা-দিগকে রক্ষা কর। হে দেব! এক্ষণে মকরালয় সাগর-গর্ভে সততই তোমার বসতি হইবে; অতঃ-পর নদীপতি সমুদ্র তোমার বশীভূত থাকিবে এবং সোমের সহিত সমভাবে প্রতিদিন তোমার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। হে মহারাজ! বরুণ দেব, দেবগণের ঈদৃশ বাক্যে সম্মত হইলেন; পরে দেবতারা সকলে একত্র সমাগত হইয়া বিধি-বিহিত কর্ম্ম-দ্বারা বরুণকে জলাধিপতি করিলেন এবং তাঁহাকে অভিষিক্ত করি-য়া সম্মানিত করত স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করিলেন।

মহাযশা বরুণ, দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দেবরাজ যেমন দেবগণকে প্রতিপালন করিতেছি-লেন, তেমনি সরিৎ, সাগর, নদ ও সরোবর-প্রভৃতি সমুদয় জলাশয়কে যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! প্রলম্ব-সূদন মহাপ্রাজ্ঞ বলদেব সেই তীর্থের বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক তথায় বিবিধ ধন দান করিয়া অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। যে স্থানে হুতাশন শমীবৃক্ষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। লোকালোক পর্ব্বতের বিনাশ কাল প্রাদুর্ভূত হইলে দেবতারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে আগমন করত কহিলেন, "ভগবন্! অগ্নি বিনষ্ট হইয়াছেন; কি জন্য তিনি বিনষ্ট হইলেন, তাহার কারণও আমরা কিছুই জানি না, যাহা হউক, হে বিভো! সম্প্রতি যাহাতে অনল-বিরহে সর্ব্ব জীবের ক্ষয় না হয়, আপনি তাহা সম্পাদন করুন।"

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! কি কারণে ভগবান্ লোকভাবন হুতাশন বিনষ্ট হইয়াছিলেন?

দেবতারাই বা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত যথার্থরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বে ভৃগুমুনির অভিশম্পাতে ভগবান্ জাতবেদা নিতান্ত ভীত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করত প্রণষ্ট হইয়াছিলেন। বহ্নি বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করত অগ্নিতীর্থে আসিয়া দেখিলেন, ভগবান্ হুতাশন শমীতরুর গর্ভ-মধ্যে যথা-বিধানে বাস করিতেছেন। হে নরবর! বৃহস্পতি-পুরোবর্ত্তী সবাসব দেবগণ তথায় জ্বলনকে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে অগ্নিও তদবধি ব্রহ্মবাদি ভৃগুর শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বভক্ষ্য হইলেন এবং সেই তীর্থে স্নাত হইয়া ব্রহ্মযোনিত্ব লাভ করিলেন। পুরাকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই স্থানে দেবগণের সহিত যথা-বিধানে স্নাত হইয়া তাঁহাদিগের জন্য বিবিধ তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বলদেব সেই তীর্থে স্নান এবং দান করিয়া কৌবের তীর্থে প্রয়াণ করিলেন; ঐ তীর্থে কুবের সুমহৎ তপস্যা করিয়া ধনাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় তিনি অবস্থিত হইলে সমস্ত নিধি ও ধন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। হলধর সেই তীর্থে উপনীত হইয়া স্নানানন্তর ব্রাহ্মণগণকে যথা-বিধানে ধন দান করিলেন। পরে সেই স্থানে কুবেরের মনোহর কানন দর্শন করিলেন। পুরাকালে যক্ষরাজ কুবের তথায় থাকিয়া বিপুল তপস্যা-দ্বারা সুমহৎ বর লাভ করেন এবং ধনাধিপত্য ও ভগবান্ রুদ্রের সহিত সখ্য প্রাপ্ত হয়েন। হে মহারাজ! তিনি সেই স্থলে সুরত্ব, লোকপালত্ব ও নলকুবর নামক পুত্র পাইয়াছিলেন; ধনাধিপতি সেই স্থানেই সমাগত সুরগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মনের ন্যায় বেগগামি হংস-যুক্ত পুষ্পক বিমান এবং অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ: বলরাম সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করত সত্বরভাবে বদরপাচন নামক তীর্থে গমন করিলেন, ঐ তীর্থে অনেকানেক প্রাণী নিবসতি করিত এবং সকল ঋতুতেই তথায় নানা প্রকার ফল পুষ্প প্রসবিত হইত।

সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ॥৪৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, বলদেব বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন, সেই তীর্থে ভরদ্বাজ মুনির শ্রুতাবতী নাম্নী এক দুহিতা, তপস্বী ও সিদ্ধগণের ব্রতাচরণ করিতেন। সেই কন্যার এরূপ রূপ যে, ত্রিলোকী-মধ্যে তাহার তুলনা ছিল না, সেই ভাবিনী কৌমারাবস্থায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া "দেবরাজ আমার ভর্ত্তা হউন" মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া অতি উগ্র নিয়ম অবলম্বন-পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপে সেই কুমারী বহু বৎসর কাল নারীগণের দুঃসাধ্য তীব্রতর সেই সেই নিয়ম আচরণ করিতে থাকিলে তাঁহার তপস্যা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ পাকশাসন মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির রূপ ধারণ-পূর্ব্বক তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

কল্যাণবতী প্রিয়ম্বদা শ্রুতাবতী সেই পরম তপস্বী বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিয়া মুনিগণ-সমুচিত আচার-দ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্ মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি আজ্ঞা করিতেছেন? আমি যথা-শক্তি সকলই আপনাকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু, হে তপোধন! আমি নিয়ম, ব্রত ও তপস্যা-দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের পরিতোষ প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া কেবল পাণি-দান করিতে পারিব না।" হে ভারত! ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া অন্তর্হাস্য-মুখে শ্রুতাবতীর নিয়মজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে সুব্রতে!

তুমি অতি কঠোর তপস্যা করিতেছ, আমি তোমাকে জানিয়াছি। হে কল্যাণি! তোমার যে নিমিত্তে এই মনোগত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তৎ সমুদয় সুসিদ্ধ হইবে। অয়ি শুভাননে! তপস্যা-দ্বারা সকল বস্তুই লব্ধ হয়, তপস্যাতেই সকল ফল বর্ত্তমান থাকে, তপোবলে দিব্য লোকবাসিগণের স্থান অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়, তপই মহৎ সুখের মূল হইয়াছে। হে কল্যাণি! মনুষ্যেরা ইহলোকে এইরূপ কঠিন তপস্যা করিয়া মানব দেহ ত্যাগ করত দেব-শরীর লাভ করে। হে শুভব্রতে সুভগে! এই ক্ষণে আমার একটি কথা শ্রবণ কর, আমি তোমাকে এই পঞ্চ বদর ফল দিতেছি, তুমি পাক কর।” ইন্দ্র শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার তপস্যার দৃঢ়তা জানিবার নিমিত্ত যাহাতে ঐ বদর ফলের পাক না হয়, এইরূপ মন্ত্রণায় সেই আশ্রম নিকটে মন্ত্র-বিশেষ জপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সেই স্থান “ইন্দ্র-তীর্থ” নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল। অনন্তর, বিবুধাধিপতি ইন্দ্র মন্ত্রপ্রভাবে বদর ফল যাহাতে পাক না হয়, তাহা সম্পাদন করিলেন। হে রাজন্! শ্রুতাবতী তপঃপরায়ণা, বিগত-শ্রমা এবং শুচি হইয়া অগ্নি-মধ্যে পঞ্চ বদর ফল নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু, দিবা অবসান হইল, তথাপি পাক সম্পন্ন হইল না, সঞ্চিত কাষ্ঠ যাহা কিছু ছিল, তৎ সমস্ত ভস্মীভূত হইল। অগ্নিতে কাষ্ঠ নাই দেখিয়া চারুদর্শনা শ্রুতাবতী আত্ম-শরীর-দাহ-দ্বারা পুনর্ব্বার বদর পাকে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ পদ-দ্বয়কে আবর্ত্তন করত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয় কামনায় বদর পাকের নিমিত্ত অতি-দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। অগ্নি-দ্বারা শরীর আদীপ্ত হইলে জল-মধ্যে প্রবেশের ন্যায় হর্ষিত হইয়া না বিমনা হইলেন, না মুখভঙ্গি-দ্বারা কাতরভাব প্রকাশ করিলেন, কেবল কিসে বদর কয়টি শীঘ্র পাক হয়, এই চিন্তায় বিব্রত রহিলেন; কিন্তু, কোন প্রকারেই পাক করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি-দ্বারা চরণ-দ্বয় দগ্ধ হইলে শ্রুতাবতী কিছুমাত্র মনে দুঃখিতা হইলেন না—দেখিয়া ভগবান্ শতক্রতু প্রীত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ দর্শন করাইয়া কহিলেন, “হে দৃঢ়ব্রতে! তোমার তপ, নিয়ম ও ভক্তি-দ্বারা আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। হে শুভে! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে এবং তুমি মানব-দেহ ত্যাগ করিয়া সুরপুরীতে আমার নিকট বাস করিবে। আর এই সর্ব্ব-পাপাপহ তীর্থ তোমার তপোবল-প্রভাবে বদর-পাচন নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়া স্থিরতর থাকিবে এবং ব্রহ্মর্ষিগণ ইহাকে স্তুতি করিবেন্। হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই পবিত্র তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে গমন করিয়াছিলেন, প্রশংসিত মহাভাগেরা জীবিকা জন্য তথায় উপনীত হইয়া ফল মূল আহরণার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা হিমালয়ের কোন মনোহর কাননে জীবিকার্থ এইরূপে বসতি করিতে থাকিলে, সেই সময় তথায় দ্বাদশ বর্ষ-ব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইল। তদানীং তাপসগণ তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বাস করিতেন।

এদিকে কল্যাণী অরুন্ধতী সেই সময় দৃঢ়তর তপস্যাচরণে নিযুক্ত হইলেন; কিয়ৎকালানন্তর, ভগবান্ ত্রিনয়ন অরুন্ধতীকে কঠোর নিয়মে অবস্থিত দর্শনে প্রীত হইয়া বর প্রদানার্থ আগমন করিলেন। মহাযশা মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক অরুন্ধতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, “হে শুভদর্শনে! আমি ব্রাহ্মণ, সম্প্রতি তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।” মনোহারিণী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে দ্বিজবর! এ আশ্রমে অন্য প্রকার কোন খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত নাই, অতএব এই কয়েকটী বদর ফল প্রদান করিতেছি, ভক্ষণ করুন।” অনন্তর, মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধিয়া

বলিলেন, ‘সুব্রতে! এই ফল সকল অগ্নিতে পাক কর’ অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার প্রিয়-কামনায় সেই সকল ফল পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যশস্বিনী তখন প্রজ্বলিত অগ্নি-মধ্যে সেই সমস্ত বদর ফলের পাক আরম্ভ করিয়া মনোহর পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনশনে পাক করিতে করিতে সেই সকল দিব্য বাক্য শ্রবণ করিতে থাকিলে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এককালে অতীত হইল, এবং সেই সুদারুণ সময় তাঁহার পক্ষে এক দিবসের ন্যায় বোধ হইল। কিয়ৎকাল পরে পূর্ব্বোক্ত মুনি সকল পর্ব্বত হইতে ফলাহরণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তদনন্তর, ভগবান্ মহেশ্বর, অরুন্ধতীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “ধর্ম্মজ্ঞে! এক্ষণে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই সমস্ত ঋষিদিগের সন্নিধানে গমন কর, আমি তোমার তপোনিষ্ঠা ও নিয়মে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি।”

ভগবান্ মহেশ্বর এই কথা কহিয়া নিজরূপ প্রকাশিয়া দর্শন দিলেন, এবং প্রসন্ন-চিত্তে ঋষিদিগকে অরুন্ধতীর সুমহৎ চরিত্রের বিষয় কহিলেন; বলিলেন, “হে তপোধনগণ! তোমরা সকলে হিমালয়-শৈলোপরি বসতি করিয়া যে তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, আমার মতে তাহা ইহাঁর তপস্যার সদৃশ নহে। এই তপস্বিনী সুদুশ্চর তপস্যাচরণ করত অনাহারে পাক করিতে করিতে অনায়াসে দ্বাদশ বৎসর অতীত করিয়াছেন।”

ভগবান্ দেবদেব মুনিগণকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় অরুন্ধতীকে সম্বোধিয়া বলিলেন, ‘হে কল্যাণি! তোমার মনোমধ্যে যাহা অভিলষিত আছে সেই বর প্রার্থনা কর।’ বিশাল-নয়না অরুন্ধতী সপ্তর্ষি-সভা-মধ্যে মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ‘ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আপনার প্রসাদে এই স্থান বদরপাচন নামে সিদ্ধ ও দেবর্ষিদিগের প্রিয়তর অদ্ভুত তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হউক, হে দেবেশ! আর এই স্থানে যে শুচিব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বাস করিবে, সে, সেই উপবাসের ফলে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।’ দেবদেব তপস্বিনীর তদ্বাক্যে “তথাস্তু” বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সপ্তর্ষিগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। ঋষিগণ অরুন্ধতীকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তদানীং তাঁহার শরীর শ্রান্ত এবং বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই ও তাঁহার ক্ষুধা বা পিপাসা-জন্য কিছু মাত্র কাতরতার চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। হে সংশিতব্রতে মহাভাগে! বিশুদ্ধচিত্তা অরুন্ধতী এইরূপে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও আমার নিমিত্ত তদ্রূপ ব্রত পালন করিলে, তোমার অদ্ভুত নিয়মে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে কোন বিশেষ বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। মহানুভাব মহাদেব যেমন অরুন্ধতীকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, হে কল্যাণি! আমিও তেমনি তাঁহারই প্রভাব ও তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ-দ্বারা যথাবিধানে বর দান করিব। এই তীর্থে যেব্যক্তি নিয়ম-নিষ্ঠ থাকিয়া এক রজনী বাস করিবে, সে স্নানানন্তর দেহ পরিত্যাগের পর দুর্লভ লোক-সকল লাভ করিতে পারিবে,” প্রতাপশালী ভগবান্ সহস্রাক্ষ শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া সুরপুরে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! বজ্রধর গমন করিলে সেই স্থানে দিব্য গন্ধযুক্ত পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। পবিত্র দেবদুন্দুভি-সকলের মনোহর বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। পুণ্যগন্ধ পবিত্র পবন চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল। শ্রুতাবতী তখন সেই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া উগ্রতর তপস্যার ফলে দেবরাজের ভার্য্যা হইলেন, এবং চিরকাল পরম সুখে তাঁহার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সেই শ্রুতাবতীর মাতা কে? এবং সেই শোভনা কোথায় পরিবর্দ্ধিতা

হইয়াছিলেন? তাহাই আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে বিপ্রবর! এবিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পুরাকালে সুলোচনা ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজমুনির রেতঃস্খলিত হইয়াছিল, মুনিবর সেই স্খলিতরেত কর-দ্বারা গ্রহণ করিয়া পত্রপুটে রাখিয়াছিলেন।

সেই পত্রপুটে ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তপোধন ভরদ্বাজমুনি কন্যার জাতকর্ম্মাদি তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শ্রুতাবতী নাম রাখিলেন। কিয়ৎকাল পরে মুনিবর সেই দুহিতাকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমাচলের কাননে গমন করিয়াছিলেন। সমাহিত-চিত্ত মহানুভব বলদেব সেই স্থানে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধন দান করিয়া শক্রতীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, যদুবর বলদেব শক্রতীর্থে গমন করিয়া তথায় যথাবিধানে স্নান করত বিপ্র-সকলকে বহুল ধন-রত্নাদি প্রদান করিলেন। দেবরাজ সেই স্থানে শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বৃহস্পতিকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে যাচকগণের আগমন-পথ সকল অনিবারিত ছিল, সমস্ত যজ্ঞেই বিবিধ দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল, বেদপারগ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে দেবেশ ইন্দ্র সেই সমস্ত যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী ইন্দ্র সেই সমস্ত যজ্ঞ শতবার সম্পাদন-পূর্ব্বক যথাবিধানে পূর্ণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তদবধি তিনি শতক্রতু নামে বিখ্যাত হয়েন, সেই সর্ব্বপাপ-মোচন কল্যাণকর পবিত্র তীর্থও তাঁহার নামে শক্রতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। হলধর সেই স্থানেও তীর্থ-বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক মনোহর বসন ও ভোজনাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তথা হইতে পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ রাম-তীর্থে গমন করিলেন; যেস্থানে ভৃগুনন্দন মহাতপস্বী পরশুরাম, বারম্বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করত জয় করিয়া মুনিসত্তম উপাধ্যায় কশ্যপকে পুরস্কার-পূর্ব্বক বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে উক্ত মহানুভাব সসাগরা পৃথিবীকে দক্ষিণাস্বরূপে সম্প্রদান করেন। হে জনমেজয়! বলদেব সেই দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি-সেবিত পবিত্র তীর্থে স্নান-পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকে ন্যায়ানুসারে পূজা করত নানা রত্ন-সমন্বিত বিবিধ দান দ্রব্য তথা গো, হস্তী, দাসী ও বন্ধন-বিমুক্ত অজ, মেষ-প্রভৃতি বহুল ধন দান করিয়া যমুনাতীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অদিতি-তনয় শ্বেতকান্তি মহাভাগ বরুণদেব ঐস্থানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরবীরহন্তা বরুণ সংগ্রামে দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলকে জয় করিয়া সেই স্থানে উক্ত উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে দেবগণ ও দৈত্যগণের ত্রৈলোক্য-ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়াছিল, হে জনমেজয়! প্রধান যজ্ঞ রাজসূয় নিবৃত্ত হইলেই ক্ষত্রিয়দিগের এক ঘোরতর সমর উপস্থিত হয়। কমললোচন বনমালা-ধারী কামপ্রদ রাম তথায় দেবর্ষিদিগকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক অন্যান্য যাচক সকলকে ইচ্ছানুসারে দান করিয়া মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথা হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন, যেস্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞ করিয়া জ্যোতির আধিপত্য ও বিপুল প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্র তীর্থ-প্রবর সরস্বতী-নদীতীরে ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশ্বদেব-সকল, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব-সকল, অপ্সরোগণ, শুকদেব, ভগবান্ কৃষ্ণ, যক্ষ সকল, রাক্ষস ও পিশাচগণ এবং অন্যান্য শত সহস্র লোক যোগসিদ্ধ হয়েন, সেই তীর্থে ভগবান্ বিষ্ণু, মধুকৈটভ বিনাশ-পূর্ব্বক তীর্থজলে স্নান করিয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অপর কি ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস, মহাতপা

অসিত ও দেবল, ইহাঁরাও সেই তীর্থে স্নান করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৪৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই তীর্থেই ধর্ম্মাত্মা, তপোধন, শুচি, দান্ত, কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব জন্তুতে সমদর্শী, অক্রোধন, স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞানী, প্রিয় কি অপ্রিয় উভয়ে তুল্য প্রবৃত্তি, শমনসমান সমদর্শী, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে ভেদ জ্ঞান রহিত, দেবতা ও অতিথি-পূজায় নিত্য নিরত, ব্রহ্মচর্য্যারত ও সতত ধর্ম্মপরায়ণ, মহাতপা অসিত দেবল গার্হস্থ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। সেই আশ্রম-সমীপে পরম যোগী ধীমান্ জৈগীষব্য মুনি ভিক্ষুকবেশে বাস করত কিছু দিনের মধ্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর, ধর্ম্মাধীন হইয়া উভয়ে বাস করিতে থাকিলে সেই স্থানে তাঁহাদিগের বহুকাল যাপিত হইল। এক দিবস মতিমান্ দেবল আহার সময়ে জৈগিষব্যকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু, ভিক্ষাকালে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ দেবল বিপুল প্রীতি-পূর্ব্বক গৌরবের সহিত ঋষিপ্রোক্ত বিধানানুসারে যথাশক্তি পূজা করিলেন। হে মহারাজ! একদা জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া মহাত্মা দেবলের অন্তঃকরণে মহাচিন্তা জন্মিল, যে, বহু সম্বৎসর অতীত হইল আমি এই ঋষির সৎকার করিয়া আসিতেছি কিন্তু, এই ভিক্ষুক আলস্য করিয়াও কখন আমাকে কোন কথা কহেন নাই। অন্তরীক্ষচর শ্রীমান্ দেবল মনো-মধ্যে এবম্বিধ আন্দোলন করত কলস গ্রহণ-পূর্ব্বক আকাশপথে সমুদ্রে গমন করিলেন, তিনি সাগরে উপনীত হইবামাত্র দেখিলেন, জৈগীষব্য মুনি তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত আছেন, সুতরাং ইহাতে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন "এই ভিক্ষুক কিরূপে আমার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কি প্রকারেই বা এত শীঘ্র সমুদ্রে আসিয়া স্নান করিল!" এইরূপ চিন্তা করত তিনি সাগর-সলিলে বিধিবৎ স্নাত হইয়া আহ্নিক ও জপাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে জলপূর্ণ কলস লইয়া পুনরায় আকাশপথে গমন-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপা জৈগীষব্য সেই আশ্রমে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কিন্তু, দেবলকে কিছুই বলিলেন না, কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রম-মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

হে রাজন্! অসিত দেবল সেই সাগর-সদৃশ-গাম্ভীর্য্যশালী মহর্ষিকে সাগর-সলিলে স্নাত দেখিয়া তাঁহাকে আপনার পূর্ব্বেই আশ্রমে প্রবিষ্ট সন্দর্শন করিলেন এবং তাঁহার পরম যোগ জন্য তপস্যার প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, আমি যাহাকে এই মাত্র সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দেখিলাম, সে কি প্রকারে আশ্রমে আগমন করিল। মন্ত্রপারগ দেবল মুনি এইরূপ চিন্তা করত আশ্রম হইতে বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে জৈগীষব্যের যোগ-প্রভাব জিজ্ঞাসার্থ উৎপতিত হইলেন এবং তথায় অন্তরীক্ষচর সিদ্ধগণকে সমাহিত সন্দর্শন করিলেন। অপিচ সেই সিদ্ধগণ জৈগীষব্য মুনিকে পূজা করিতেছেন, তাহাও দেখিতে পাইলেন। দৃঢ়ব্রত উদ্যোগশালী অসিত দেবল, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে দেখিলেন জৈগীষব্য স্বর্গলোকে গমন করিতেছেন, অনন্তর, তথা হইতে তাঁহাকে পিতৃলোকে যাইতে দেখিতে পাইলেন, মহামুনি জৈগীষব্য তথা হইতে যমলোকে এবং যমলোক হইতে উৎপতিত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিতেছেন, দেবল ইহা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি সেই মহামুনিকে একান্তযাজী ঋষিগণের কল্যাণকর লোকসকলে গমন করিতে দেখিলেন। অনন্তর, তিনি অগ্নিহোতৃ-লোক মধ্যে জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া যে সমস্ত তপোধন দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাকে দেখিতে পাই-

লেন। পরে পশুযাজি লোক হইতে জৈগীষব্যকে পরমার্চ্চনীয় পবিত্র দেব-পূজক লোক-মধ্যে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, যে সমস্ত তপোধন বহুবিধ চাতুর্মাস্য যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের লোকে জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া অগ্নিষ্টোমযাজী ঋষিগণের আবাসে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিলেন। যে সমস্ত তপোধন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের আশ্রমে দেবল জৈগীষব্যকে বিলোকন-পূর্ব্বক যাঁহারা বাজপেয় ও বহু সুবর্ণক্রতু-যাজনা করেন, সেই সমস্ত লোক মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। অনন্তর, যাঁহারা পুণ্ডরীক ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল তাঁহাদিগের লোক-মধ্যেও জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন, যে সমস্ত নরবর অশ্বমেধ, নরমেধ, দুষ্কর সর্ব্বমেধ ও সৌত্রামনি যজ্ঞ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের লোক-মধ্যে জৈগীষব্যকে দর্শন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, যাঁহারা বিবিধ উপহার-দ্বারা দ্বাদশ দিবসস্থায়ি সত্র করিয়া থাকেন দেবল তাঁহাদিগের লোক-মধ্যে জৈগীষব্যকে দেখিলেন। অনন্তর, অসিত দেবল, মিত্রাবরুণ এবং আদিত্য লোকে জৈগীষব্যকে অধ্যাসীন দেখিলেন। রুদ্র লোক, বসু লোক ও বৃহস্পতির যে লোক আছে সেই সমস্ত লোকে গমন করিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছেন। পরে তিনি গোলোক ও ব্রহ্মসত্রি লোকে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য তথায়ও উপস্থিত আছেন। অনন্তর, দেবল সেই দ্বিজবরকে নিজতেজঃপ্রভাবে ভূলোক, ভুবর্লোক ও মহলোকে উত্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পতিব্রতালোকে যাইতে দেখিলেন। অনন্তর, দেবল পতিব্রতানারীদিগের লোক হইতে নির্গত হইয়া জৈগীষব্য যোগবলে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। সেই মহাভাগ জৈগীষব্যের সুব্রত ও অতুল যোগসিদ্ধির প্রভাব জিজ্ঞাসু হইয়া অন্তরীক্ষচর সিদ্ধগণের নিকটে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মসত্রিগণ! আমি এক্ষণে মহাতেজস্বী জৈগীষব্যকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিষয় আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তিনি কোথায় আছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। সিদ্ধগণ দেবলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৃঢ়ব্রত দেবল! আমরা তোমাকে এ বিষয়ের যথার্থ বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। জৈগীষব্য এক্ষণে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবল, সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া যেমন ঊর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিবেন অমনি পতিত হইলেন। সিদ্ধগণ তখন দেবলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, " হে তপোধন! জৈগীষব্য যে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তোমার সেস্থানে গমন করিতে সাধ্য নাই।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবল সেই সমস্ত সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সকল হইতে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় অবতরণ-পূর্ব্বক নিজ পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন। দেবল আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র জৈগীষব্যকে তথায় দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, দেবল জৈগীষব্যের যোগ জন্য তপঃপ্রভাব দর্শন করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বিনয়াবনত হইয়া সেই মহাত্মা মহামুনির নিকটে আগমনক কহিলেন। " ভগবন্! আমি মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করি, " মহামুনি জৈগীষব্য সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন, মহাতপা জৈগীষব্য দেবলকে বিবেক জ্ঞানে দৃঢ়-চিত্ত দর্শনে যোগের বিধান ও শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলের শিক্ষা দিলেন এবং বিধিবিহিত কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পিতৃগণ সহ আশ্রমস্থ জীব সকল তাঁহাকে বিবেকী দেখিয়া " অতঃপর

আর আমাদিগকে কে প্রতিপালন করিবে," এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। দেবল দশ দিক্ হইতে এইরূপ করুণ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোক্ষ-পথ পরিত্যাগ করিতে মনঃস্থ করিলেন। অনন্তর, আশ্রম সন্নিহিত পবিত্র ফল-পুষ্পশালি বনস্পতি ও ওষধি সকল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, যে "দুর্ম্মতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি দেবল সর্ব্ব জীবকে অভয় দিয়াও যখন অববুদ্ধ হইতেছেন তখন বোধ হয় পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবেন," মুনিসত্তম দেবল ইহা শ্রবণে মনো-মধ্যে আলোচনা করিলেন, যে "আমি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া কি প্রকারে অজ্ঞানে জড়িত হইলাম। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এই অন্যতরের মধ্যে শ্রেয়স্কর কি—তাহা বিবেচনা করিতে পারিলাম না, ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ভগবান্ দেবল নিজ সুবুদ্ধি-সহকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোক্ষ-ধর্ম্মে মনঃসমাধান করিয়া পরম-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া তথায় আগমন করত তপস্বি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাবের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিপ্রবর নারদ দেবতাদিগকে কহিলেন যে, জৈগীষব্য অসিত দেবলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছেন মাত্র তাঁহাতে তপঃপ্রভাব কিছুই নাই। দেবগণ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'জৈগীষব্যের প্রতি আপনার এ প্রকার উক্তি করা উচিত নহে, যেহেতু, জৈগীষব্যের ন্যায় তপস্যা তেজ ও যোগ-প্রভাব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।' এই তীর্থবরে সেই মহাত্মা জৈগীষব্য ও অসিত দেবলের আশ্রম ছিল। হে মহারাজ! সাধুকর্ম্মা মহানুভাব বলদেব সেই তীর্থে স্নাত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুল বিত্ত দান-পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় করত সোম-তীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৫০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাকালে যে-স্থানে তারাপতি চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যথায় বৃহস্পতি-পত্নী তারার নিমিত্তে সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল, ধর্ম্মাত্মা বলদেব তথায় তীর্থ-বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধন দান করিয়া সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন, পূর্ব্বকালে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপি অনাবৃষ্টি-সময়ে সারস্বত মুনি সেই স্থানে দ্বিজগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, পূর্ব্বকালে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির সময় তপোধন সারস্বত মুনি কি জন্য ঋষিগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে দধীচ নামে বিখ্যাত ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ও মহাতপস্বী এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঘোরতর তপস্যার প্রভাবে দেবরাজ নিরন্তর সভয়-চিত্তে কালযাপন করিতেন, তিনি বহুবিধ ফল প্রদান-দ্বারা মুনিবরকে কোন প্রকারে প্রলোভ দেখাইতে পারেন নাই। পরিশেষে পাকশাসন দধীচ মুনির প্রলোভনার্থ অলম্বুষা নাম্নী এক মনোহারিণী অপ্সরাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মুনিবর সরস্বতী নদীতে যৎকালে দেবগণের তর্পণ করিতেন, তৎকালে সেই মনোহারিণী ভাবিনীও তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মানা থাকিতেন। একদা সহসা সেই দিব্য রূপিণী অপ্সরার প্রতি ঋষির নেত্র নিক্ষিপ্ত হওয়াতে নদী-মধ্যেই তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল, সেই রেত স্খলিত হইবামাত্র সরস্বতী তাহা গ্রহণ করিয়া নিজকুক্ষি-মধ্যে ধারণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী গর্ব্ভহেতু সেই রেত ধারণ করিয়া যথা সময়ে এক পুত্র প্রসব করিলেন, এবং প্রসব করিবামাত্র তিনি পুত্রটীকে লইয়া সেই ঋষির সন্নিধানে আগমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী সভা-মধ্যে মুনিবরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পুত্রকে তদীয়-ক্রোড়ে প্রদান করত কহিলেন,

"ব্রহ্মর্ষে! এইটী আপনকার পুত্র, আমি আপনকার প্রতি ভক্তি-বশত ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরাকে দেখিয়া আপনার যে রেত স্খলন হইয়াছিল, আপনার প্রতি ভক্তি-বশত আপনার এই তেজ বিনষ্ট না হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া আমি আপন কুক্ষি-মধ্যে তাহা ধারণ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমি আপনার এই অনিন্দিত পুত্রটিকে প্রদান করিতেছি, অপনি আপন সন্তান গ্রহণ করুন।" হে ভরতসত্তম! দধীচ মুনি সরস্বতীর এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন এবং তখন পুত্র-স্নেহ-সহকারে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া বালকের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। মুনিবর সরস্বতীর এই প্রিয়কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, যে, "হে সুভগে! তোমার পবিত্রবারি-দ্বারা সমস্ত দেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণকে তর্পণ করিলে তাঁহারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করিবেন।"

হে মহারাজ! মুনি সেই মহানদীকে এই কথা বলিয়া প্রীত ও পরম হৃষ্ট-চিত্তে বিবিধ মনোরম বাক্যাবলী-দ্বারা যে প্রকার স্তব করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মুনি বলিলেন, "হেমহাভাগে সরিদ্বরে! পুরাকালে তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ, সংশিতব্রত মুনিগণ তোমার প্রভাবের বিষয় সকলই জানেন। হে প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক, এবং তোমার অনুগ্রহে এই সন্তানটি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই হেতু তোমার নামে এই বালক সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে—বলিয়া ইহার নাম সারস্বত হইল। হে মহাভাগে! এই বালক মহাতপস্বী হইবে এবং দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি-সময়ে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। হে শুভদায়িনি মহাভাগে! আমার প্রসাদাৎ তুমি পুণ্য-সরিৎ-সমুদয় হইতে পুণ্যতমা হইবে। হে মহারাজ! মহানদী এইরূপে মুনিবরের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং বরলাভে প্রসন্না হইয়া পুত্রটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! এই সময়ে দেবতা ও দানবগণের ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ভগবান্ ইন্দ্র উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র অন্বেষণার্থ ত্রিভুবন-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু, ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া কোন স্থানেই অসুরগণের বধোপযুক্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তিনি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে দেবগণ! এই সমস্ত মহাসুরেরা দধীচীর অস্থি ব্যতীত আমার শক্তি-দ্বারা কোনমতেই নিহত হইবে না। অতএব তোমরা সকলে সেই মুনিসত্তমের সন্নিধানে গমন করিয়া 'হে দধীচ! অস্থি দান করুন' এই কথা বলিয়া তাঁহার অস্থি যাচ্ঞা কর, 'আমি তদ্দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিব।' হে মহারাজ! দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতারা সকলে যত্ন-পূর্ব্বক দধীচ মুনির নিকটে অস্থি প্রার্থনা করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ঋষিবর সুরগণের সেই কথায় কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন এবং এই বিষয়ে দেবতাদিগের প্রিয়কারী হইয়া অক্ষয়-লোক-সকল প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর, দেবরাজ প্রসন্ন-চিত্তে দধীচমুনির অস্থি-দ্বারা নানাবিধ দিব্য অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন, তদ্দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড-প্রভৃতি বিবিধ প্রহরণ নির্ম্মিত হইল। প্রজাপতির পুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপস্যা প্রভাবে সম্ভূত যে অতিকায় অতি তেজস্বী দানব ছিল, যে নিজ মহিমা-দ্বারা শৈলরাজ হিমালয়ের উচ্চতাকেও অবধীরণা করিয়াছিল ও যাহার তেজঃপুঞ্জ-প্রভাব-দ্বারা দেবরাজ নিয়ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন, ভগবান্ পাকশাসন মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব বজ্র প্রয়োগ-দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা নব নবতি সংখ্যক দৈত্য দানবকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

রাজন্! অনন্তর, কিয়ৎকাল বিগত হইলে দ্বাদশ-বর্ষব্যাপিনী এক অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। সেই দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি কালে মহর্ষি সকল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকার জন্য দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, সেই সময় সারস্বতমুনি তাঁহাদিগকে দিগ্‌দিগন্তর হইতে বিদ্রুত দেখিয়া আপনিও স্বস্থান হইতে পলায়ন করিতে অভিলাষ করিলেন। হে ভারত! সরস্বতী আপন পুত্রকে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি এস্থান হইতে গমন করিও না, আমি সর্ব্বদা তোমার আহারার্থ উত্তম মৎস্য প্রদান করিব, অতএব তুমি আমার নিকটেই বাস কর।" সারস্বত মুনি সরস্বতীর উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর পিতৃগণ ও দেবতাগণের তর্পণ করত নিত্য আহার প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ ও বেদ স্মরণ করিয়া রহিলেন।

অনন্তর, সেই অনাবৃষ্টির কাল অতীত হইলে মহর্ষিগণ পুনরায় বেদাধ্যয়ন জন্য পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অনাবৃষ্টি সময়ে তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করায় অধীত বেদ সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও প্রতিভা ছিল না। যাহা হউক, কিয়ৎ-কাল পরে তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ঋষি সার স্বত মুনির নিকটে গমন করিলেন, তৎকালে সেই ঋষিসত্তম ব্রতনিরত থাকিয়া বেদপাঠ করিতেছি-লেন, সেই ঋষি তাহা দেখিয়া তথা হইতে গমন-পূর্ব্বক অন্য অন্য ঋষিগণকে কহিলেন যে, এই নি-র্জ্জন বনে মহা তেজস্বী সারস্বত মুনি একাকী অম-রের ন্যায় বেদ পাঠ করিতেছেন। ঋষি এই কথা বলিলে পর আর আর মহর্ষিরা তথায় সমাগত হইয়া সারস্বতকে কহিলেন, হে মুনিবর! আপনি আমাদিগকে অধ্যয়ন করান্। সারস্বত বলিলেন, তবে তোমরা সকলে যথাবিধানে আমার শিষ্যত্ব স্বীকার কর। মুনিগণ কহিলেন, বৎস! আপনি বালক, অতএব আমরা কি প্রকারে আপনার শিষ্য হইব। তিনি মুনিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমার যেন ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, যেব্যক্তি অধর্ম্মত অধ্যয়ন করা-ইয়া থাকে এবং যেব্যক্তি অধর্ম্মত গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই হীন ও পরস্পর বৈরী হইয়া উঠে। বিত্ত, বন্ধু, পলিত ও বয়োধিক্য-দ্বারা ঋষিগণ ধর্ম্ম নিশ্চয় করেন নাই, যেব্যক্তি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে তি-নিই মহান্ ও প্রধান লোক। মুনিগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে তদীয় সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে বেদাধ্যয়ন কারণ ষষ্টি-সহস্র মুনি বিপ্রর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে সেই বিপ্রবরের উপবেশনার্থ মুষ্টি মুষ্টি দর্ভ আহরণ করিলেন, তিনি বালক হইলেও সকলে তাঁহার বশীভূত রহিলেন।

হে মহারাজ! রোহিণীনন্দন কেশবাগ্রজ মহাবল বলদেব তথায় বহুল বিত্ত বিতরণ-পূর্ব্বক আনন্দিত-চিত্তে যেস্থানে এক বৃদ্ধ কন্যা ছিলেন বলিয়া প্র-সিদ্ধি আছে, ক্রমে ক্রমে সেই অতি মহৎ তীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে এক পঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫১॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ঐ কুমারী পুরা-কালে কি প্রকারে তাদৃশ তপোযুক্ত হইয়াছিলেন? কিজন্যই বা তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁ-হার কি প্রকারই বা নিয়ম ছিল। হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকটে এই সুদুষ্কর ও অনুত্তম বিষয় শ্রবণ করিলাম, অতএব সেই কন্যা যেপ্রকারে তপ-স্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সমুদায় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পুরাকালে গর্গ-বংশীয় কুনি নামে এক মহাযশা ও মহাবীর্য্য-শালী

ঋষি ছিলেন, সেই তপস্বী, বিপুল তপস্যাচরণ করিয়া মানসী শক্তি-দ্বারা এক মনোহারিণী কন্যার সৃষ্টি করেন। মহাযশা গর্গনন্দন কুনি সেই কন্যাকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া ইহলোকে কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেন। অনন্তর, সেই অনিন্দনীয়া পুণ্ডরীক-নয়না কল্যাণী উগ্রতর তপস্যা-প্রভাবে আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক উপবাস করত পিতৃগণ ও দেবগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! তাঁহার এইরূপ কঠোর তপস্যা-দ্বারা বহুকাল অতীত হইল। সেই অনিন্দিতা পিতার আদেশ লাভ করিয়া প্রথমত আপন মনোমত-সদৃশ স্বামী প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন নাই, পরে আর তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন পতি দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, তিনি কঠোর তপস্যা-দ্বারা স্বীয় শরীর পীড়িত করত নির্জ্জন-গহন-মধ্যে কেবল পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা কার্য্যেই নিয়ত নিরতা থাকিলেন, এবং তিনি এইরূপ শ্রমসাধ্য-কার্য্য সম্পাদন করত আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার তপোবৃদ্ধি অনুসারে বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইল। পরিশেষে যখন তিনি স্বয়ং এক পদ চলিতেও সমর্থা হইলেন না, তখন তাঁহার পরলোক গমনার্থ ইচ্ছা হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে শরীর পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন, অপাপে! তুমি অসংস্কৃতা অতএব অসংস্কৃতা কন্যার কোথায় সদ্গতি হইয়া থাকে? হে মহাব্রতে! আমরা দেবলোকে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, যে, তুমি পরম তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়াছ বটে কিন্তু, কোন লোক জয় করিতে পার নাই! তপস্বিনী তখন নারদমুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিসভা-মধ্যে সেই ঋষিবরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে সত্তম! এক্ষণে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে তপস্যার অর্দ্ধভাগ প্রদান করিতে সম্মতা আছি। কন্যা এই কথা কহিলে পর গালবসম্ভব-শৃঙ্গবান্ নামক এক ঋষি প্রথমত তাঁহার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "হে শোভনে! আমি এই পণ করিয়া তোমার পাণি স্পর্শ করিতেছি যে, আমার সহিত তোমাকে এক রাত্রি মাত্র বাস করিতে হইবে।" কন্যা তাহাতেই সম্মতা হইয়া সেই ঋষিকে পাণি দান করিলেন। গালব-নন্দন তখন যথাবিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করত উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, রজনীকালে সেই বরবর্ণিনী, মনোহর বসন ভূষণ পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও পবিত্র মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক তরুণী হইলেন। ঋষি তাঁহার পরম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে সেই কামিনীর সহিত এক যামিনী যাপন করিলেন। প্রভাত-সময়ে সেই কন্যা ঋষিকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে তপস্বিবর! তুমি আমার নিকটে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আমি তদনুসারে তোমার সহিত এক রজনী বঞ্চন করিলাম, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, আমি গমন করি। কন্যা ঋষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যেব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই তীর্থে দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করত এক রাত্রি বাস করিবে, সে চতুঃষষ্টি বর্ষ-সমুপার্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ করিতে পারিবে।' সাধ্বী এই প্রকার কহিয়া পরিশেষে শরীর পরিহার-পূর্ব্বক সুরপুরে গমন করিলেন। ঋষি তখন তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য চিন্তা করত দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞানুসারে অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধভাগ প্রতিগ্রহ করিলেন, পরিশেষে তিনি তাঁহার রূপ-সৌষ্ঠবে বিমোহিত হইয়া অতি দুঃখিত ভাবে আত্মসাধন-পূর্ব্বক তাঁহার পারলৌকিক গতির অনুগমন করিলেন।

হে মহারাজ! বৃদ্ধ কন্যার এই সুমহৎ চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বর্গে শুভ গমন আপনকার নিকট

ব্যাখ্যা করিলাম। হলধর সেই স্থানে অবস্থান করত শল্যের নিধন সমাচার শ্রবণ করিলেন; হে শত্রুতাপন! তিনি তথায় দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিয়া পাণ্ডবেরা সংগ্রামে শল্যকে সংহার করিয়াছেন—ইহা শ্রবণ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মধুবংশোদ্ভব রাম সমন্তপঞ্চকের দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহানুভাব ঋষিগণ যদুসিংহ-কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রের ফল কথনে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকটে যথাতথরূপে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫২॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম! এই সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির সনাতনী উত্তরবেদি বলিয়া বিখ্যাত আছে, পুরাকালে মহাবরপ্রদ দেবগণ এই স্থানে প্রধান প্রধান যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিয়াছিলেন এবং মহানুভাব রাজর্ষি কুরু বহুবর্ষ ব্যাপিয়া এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহা "কুরুক্ষেত্র" নামে প্রথিত হইয়াছে। বলদেব বলিলেন, হে তপোধনগণ! মহাত্মা কুরু কিজন্য এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন? আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। ঋষিগণ কহিলেন, হে যদুপ্রবীর! পুরাকালে কুরুরাজ-দ্বারা যখন এই ক্ষেত্র কর্ষণ হয়, তৎকালে দেবরাজ স্বর্গ হইতে এই স্থানে সমাগত হইয়া কর্ষণের কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ করুন। "ইন্দ্র বলিলেন, রাজর্ষে! এ কি হইতেছে? আপনি এইরূপ দৃঢ়তর প্রযত্ন-দ্বারা কি অভিপ্রায়ে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন?" কুরুরাজ কহিলেন, "হে দেবরাজ! এই ক্ষেত্রে যে সকল মানব শরীর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা পাপ-বিবর্জ্জিত সুকৃতলোকে সুখে গমন করিতে পারিবে।" ইন্দ্র তাঁহার এই বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া সুরপুরে প্রয়াণ করিলেন। রাজর্ষি কুরুও অক্ষুণ্ণ-চিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষিতি কর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ যে এক বার আসিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নহে; তিনি কুরুরাজের মনোবৃত্তি জানিবার জন্য বারম্বার আসিয়া এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর উপহাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পরিশেষে রাজা যখন উগ্রতর তপস্যা-দ্বারা বসুধাকে একেবারে কর্ষণ করিয়া ফেলিলেন, তৎকালে পুরন্দর দেবগণকে রাজর্ষির কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-সকল বিদিত করিলেন। সুরগণ ইহা শ্রবণে সহস্রাক্ষকে বলিলেন, "হে শক্র! যদি তুমি রাজর্ষিকে কোন বরদান-দ্বারা ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পার, তবে তাহারই চেষ্টা কর; যদ্যপি মানবগণ যজ্ঞাদি-দ্বারা আমাদিগকে পরিতুষ্ট না করিয়াই স্বর্গে গমন করে, তবে আমাদিগের যজ্ঞভাগ-সকল এককালে লোপ হইয়া যাইবে।" দেবরাজ সুরগণের কথাক্রমে রাজর্ষির সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, রাজর্ষে! তোমার খেদের প্রয়োজন নাই। আমি যাহা কহিতেছি তদনুসারে কার্য্য কর। হে রাজেন্দ্র! যে সমস্ত মনুষ্যেরা নিরাহারে দেহ পরিত্যাগ করিবে, অধিক কি, তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারাই স্বর্গভাগী হইবার যথার্থ যোগ্যপাত্র। কুরুরাজ "তাহাই হউক" বলিয়া দেবরাজের কথায় সম্মত হইলেন; বলনিসুদন শক্র অবিলম্বে তাঁহাকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে পুনরায় সুরলোকে গমন করিলেন।

হে যদু-প্রবীর! পুরাকালে রাজর্ষি কুরু এই প্রকারে কর্ষণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ পবিত্র রাজর্ষিগণ ও দেবরাজ ইন্দ্র অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "প্রাণ পরিত্যাগ-কারি জনগণের ইহা পুণ্যক্ষেত্র, ভূমণ্ডলে ইহা অপেক্ষা পবিত্র স্থান আর হইবে না, যে সমস্ত মানবেরা এই স্থানে পরম তপস্যা করিবেন, দেহাবসানে তাঁ-

হারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন এবং যে সকল পুণ্যাত্মা মনুষ্যেরা এই স্থানে দান করিবেন, অচির-কাল মধ্যে তাঁহাদিগের সেই দানের ফল সহস্র গুণ হইয়া উঠিবে, আর যে সমস্ত শুভাভিলাষি মানবেরা নিয়ত এই স্থানে বাস করিবেন, তাঁহারা কদাচ যম-যন্ত্রণা ভোগ করিবেন না। যে সকল মানুষেরা এই স্থানে সুমহৎ যজ্ঞ যাজন করিবেন, যাবৎকাল ধরা-মণ্ডল স্থিরতর থাকিবে তাবৎ তাঁহারা ত্রিপিষ্টপে বাস করিবেন।" অপিচ, হে হলায়ুধ! সুরপতি শক্র স্বয়ং এই স্থানে কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে যে গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন, "কুরুক্ষেত্রের ধূলি-সকল যদি বায়ু-বেগে উড্ডীন হইয়া পাতকিলোকের শরীরে পতিত হয়, তবে তাহারাও পরম গতি প্রাপ্ত হইবে," হে যদুনন্দন! সুরগণ, দ্বিজসত্তম-সকল তথা নৃপ-প্রভৃতি প্রধান প্রধান নরদেবগণ মহার্হ যাগাদি-দ্বারা এই স্থানে দেহ-ন্যাস করিয়া সুগতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক হ্রদের যাহা মধ্যস্থল তাহাই এই কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক নামে প্রজাপতির উত্তরবেদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহা সুরসম্মত মহাপুণ্য ও কল্যাণপ্রদ এবং ইহা সর্ব্বগুণ-সমন্বিত, অতএব এস্থানে যেসমস্ত নরাধিপেরা সংগ্রাম করিয়া নিহত হয়েন, তাঁহারা পবিত্র অক্ষয় গতি লাভ করিয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই কথা কহিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই কথায় অনুমোদন করিয়াছিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন-পূর্ব্বক তথায় বহুল বিত্ত বিতরণ করিয়া এক মনোহর সুমহৎ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রম আম্র, মধূক, প্লক্ষ, বট, চিরবিল্ব, পনস ও অর্জ্জুনাদি বিবিধ-তরুনিকরে উপশোভিত এবং অতি পবিত্র। যদু-প্রবীর সেই পুণ্যলক্ষণ আশ্রম সন্দর্শনে তত্রত্য ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উৎকৃষ্ট আশ্রম কাহার? হে মহারাজ! সেই সমস্ত মহানুভাব মুনিগণ হলায়ুধকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে রাম! পূর্ব্বে এ আশ্রম যাহার ছিল, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন্। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাঁহার সনাতন যজ্ঞ-সকল যথাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছিল, এই স্থানেই কৌমারব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণী তপস্বিনী হইয়া যোগবলে তপঃসিদ্ধি লাভ করত সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের শ্রীমতী নাম্নী সাধ্বী দুহিতা ব্রতাচরণ করত নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকিয়া যেরূপে ঘোরতর দুশ্চর তপস্যা করিয়া দেব ব্রাহ্মণের পূজ্যভাবে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন, স্ত্রীজনের তাদৃশ তপস্যা কখনই সম্ভব নহে। যাহা হউক, বলদেব ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন-পূর্ব্বক হিমালয়ের পার্শ্বস্থ সেই অপূর্ব্ব আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি তাবৎ কর্ম্ম সমাধান করিয়া অচলোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। বলবান্ তালধ্বজ অনতিদূরে গিয়া এক পবিত্র তীর্থ সন্দর্শন করত অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষ প্রস্রবণ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া "কারবপন" নামক পবিত্র তীর্থ-প্রবর প্রাপ্ত হইলেন। রণ-দুর্ম্মদ মহাবল বলদেব তথায় বহুল ধন দান করিয়া নির্ম্মল সুশীতল পবিত্র সলিলে অবগাহন-পূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ করিলেন। তিনি সেস্থানে যতি-ব্রাহ্মণগণের সহিত এক রজনী যাপন করিয়া মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্র, অগ্নি এবং সূর্য্যদেব যেস্থানে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বলদেব কারব-

পন তীর্থ হইতে যমুনার সন্নিহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যদুশ্রেষ্ঠ তথায় স্নান করত অতিশয় প্রীত হইয়া ঋষিগণ ও সিদ্ধ-সকলের সহিত উপবেশন-পূর্ব্বক নির্ম্মল বাক্য সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা সকলে তথায় এই প্রকারে অবস্থিত থাকিলে বলদেবের সন্নিধানে ভগবান্ নারদ ঋষি সহসা আসিয়া উপনীত হইলেন। হে মহারাজ! সেই মহাতপা মুনিবর জটামণ্ডলে সংবীত ও স্বর্ণ-চীর পরিধান করত হেমদণ্ড এবং কমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্ব্বক সুস্বরা ও অতি মনোহরা কচ্ছপী বীণা ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দেব-দ্বিজ-পূজিত মুনিবর নৃত্যগীত-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী এবং তিনি অতিশয় কলহ-প্রিয়, এই জন্য নিয়তই বিবাদ কন্দোলের আন্দোলন করিতেন; যাহা হউক, সেই যতব্রত দেবর্ষি বলদেবের সন্নিধানে সমাগত হইলে শ্রীমান্ রাম গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া কৌরবগণের উপস্থিত ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ নারদ বলদেবের নিকট কৌরবকুল ক্ষয়-সংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে কহিলে পর, হলধর সকরুণ বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বে আমি এই বৃত্তান্ত স্থূলরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধক্ষেত্রের এবং তথায় যেসমস্ত মহীপাল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে? তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি উক্ত বিষয় বিস্তীর্ণরূপে ব্যক্ত করুন্।

নারদ কহিলেন, হে রোহিণী-নন্দন! ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ ও তাঁহার মহারথ পুত্রেরা প্রথমতই নিহত হইয়াছেন। পরে মদ্ররাজ শল্য ও ভূরিশ্রবা এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক সমরে অনিবর্ত্তী মহাবল রাজা ও রাজপুত্রগণ কৌরবদিগের জয়ের জন্য প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন; হে মহাবাহো মাধব! তন্মধ্যে যে যে ব্যক্তি হত হয় নাই তাহাদিগের বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। কুরুসৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ-মর্দ্দন কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা এই তিন জন-মাত্র অবশিষ্ট আছেন, কিন্তু, ইহাঁরাও ভয়বশত দশদিকে পলায়ন করিয়া কে কোথায় আছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আর শল্য নিহত ও কৃপ-প্রভৃতি পলায়িত হইলে, দুর্য্যোধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দ্বৈপায়ন-নামক হ্রদে প্রবেশ করিয়া আছেন; "দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া সলিল-মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন," পাণ্ডবেরা এই সংবাদ শ্রবণ-মাত্র কৃষ্ণের সহিত তথায় গমন-পূর্ব্বক নিষ্ঠুর ও কর্কশ-বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করেন। হে রাম! অনন্তর, অতিবল-শালী বীর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের পরুষ-বাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মহতী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অদ্য তাঁহাদিগের সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। অতএব হে মাধব! যদি শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে তোমার মনে কৌতূহল থাকে, তবে শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করত তাঁহার সহিত যাঁহারা অভ্যাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন এবং অনুচরগণকে দ্বারকায় যাইতে অনুমতি দিলেন।

অনন্তর, তিনি সেই প্লক্ষ প্রস্রবণ নামক পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুমহৎ তীর্থফল শ্রবণ করত প্রীত-চিত্তে ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই কথা গান করিলেন যে, "সরস্বতী-তীর্থে বাস করিতে যাদৃশী রতি হইয়া থাকে, তাদৃশী রতি আর কোথায়? সরস্বতীতীরে বাস করিলে যাদৃশী গুণোৎপত্তি তাহা আর কুত্রাপি নাই। কতশত মানব সরস্ব-

তীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অতএব সকলেই সরস্বতীকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। সমুদয় সরিত্তের মধ্যে সরস্বতী অতি পবিত্রা, সরস্বতী সতত সর্ব্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অত্যন্ত সুদুষ্কৃত-বিষয়ের জন্যও শোক প্রকাশ করেন না।”

অনন্তর, শত্রুতাপন বলদেব প্রীতি-সহকারে বারম্বার সরস্বতীকে নিরীক্ষণ করত মনোহর-তুরঙ্গযোজিত শ্বেতবর্ণ রথে আরোহণ করিলেন, যদুনন্দন সেই শীঘ্রগামি-রথ-দ্বারা গমন করত শিষ্যদ্বয়ের উপস্থিত যুদ্ধ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সমরাঙ্গণে উপনীত হইলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ হয়, যাহাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখান্বিত হইয়া সঞ্জয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহেন, হে সঞ্জয়! গদাযুদ্ধ উপস্থিত-সময়ে বলরামকে সন্নিহিত দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের সহিত কি প্রকারে প্রতিযুদ্ধ করিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবাহু বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন রামসান্নিধ্য লাভ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। হে ভারত! তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সন্দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যুত্থান করিয়া পরমপ্রীত-চিত্তে যথাবিধানে তাঁহার পরিচর্য্যা করত আসন প্রদান ও কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অভ্যর্থনার পর বলদেব তাঁহাকে শূরগণের হিতজনক মনঃপ্রীতিকর এই বাক্য কহিলেন যে, হে রাজসত্তম! আমি ঋষিগণের পরস্পর কথোপকথন কালে শুনিয়াছি, কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতীর্থ এবং স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ-বশত অতি পাবন। দেব, ঋষি ও মহানুভাব ব্রাহ্মণেরা যেস্থানে সতত বাস করিয়া থাকেন, তথায় যে সমস্ত মানব করত দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের সহিত একত্র স্বর্গবাসে সমর্থ হয়েন। হে নৃপবর! অতএব আমি এস্থান হইতে অবিলম্বে সমন্তপঞ্চক তীর্থে গমন করিব, সেই মহাতীর্থ দেবলোকে প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া প্রথিত; ত্রৈলোক্যের মধ্যে সেই সনাতন ও মহাপুণ্যতম স্থানে সংগ্রামে নিধন লাভ করিলে যোদ্ধাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গবাস হইবে।

হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র বীর যুধিষ্ঠির, বলদেবের সেই কথায় সম্মত হইয়া সমন্তপঞ্চকের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন; অনন্তর, তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধন মহতী গদা ধারণ করিয়া অমর্ষ বশত পাণ্ডবগণের সহিত পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বদ্ধ-কবচ ও গদা-চর্ম্মধারী হইয়া সেইরূপে যাইতেছেন দেখিয়া অন্তরীক্ষচর দেবগণ তাঁহার প্রতি শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। বার্ত্তাবহ চারণগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া মদমত্ত গজেন্দ্রের গতি অবলম্বন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শঙ্খ ভেরীর মহানিস্বনে ও শূর সকলের সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে সেই নরবরেরা আপনার পুত্রের সহিত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। দুর্য্যোধনও সেই স্থানে উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুতর জনমণ্ডলীতে সমাবৃত রহিলেন। তথায় সরস্বতীর দক্ষিণবিভাগে অপর এক মনোহর তীর্থ ছিল, তাঁহারা সেই অনুষর-প্রদেশে সংগ্রাম করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, মহাবীর ভীমসেন বদ্ধকবচ হইয়া মহাকোটি-শালিনী এক মহতী গদা

গ্রহণ-পূর্ব্বক গরুড়ের-সদৃশ ভীষণাবহ রূপ ধারণ করিলেন। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনও সমর-মধ্যে কাঞ্চনময় বর্ম্ম ধারণ ও শিরস্ত্রাণ বন্ধন করিয়া সুবর্ণের শৈলরাজের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। বীর দুর্য্যোধন ও ভীমসেন সংগ্রাম-সজ্জায় বর্ম্মাদি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া রণমধ্যে প্রমত্ত মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন। হে মহা-রাজ! তৎকালে রণ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সেই ভ্রাতৃদ্বয় সমুদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান প্রকাশমান হইলেন। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের বধ-কামনায় লোচন-দ্বারা যেন পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করত ক্রুদ্ধ কুঞ্জরবৎ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে নৃপবর! কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রহৃষ্ট-চিত্তে গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্ত-লোচনে সৃক্কনিদ্বয় লেহন করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন এইরূপে সেই দুর্জ্জয় গদা ধারণ করিয়া মত্তমাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গকে আহ্বান করে, তেমনি, তিনি ভীমসেনকে ঘোর দৃষ্টিতে নি-রীক্ষণ করত আহ্বান করিলেন। মহাবল ভীম-সেনও তদ্রূপ অদ্রিসারময়ী গদা ধারণ করিয়া রণ-মধ্যে সিংহ যেমন অন্য সিংহকে আহ্বান করে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনকে ভীমস্বরে আহ্বান করিলেন। এইরূপে সেই দুর্য্যোধন ও বৃকোদর হস্তে গদা উদ্যত করিয়া সমর-মধ্যে হিমশিখরীর শেখরের সমান প্রকাশমান থাকিলেন। তাঁহারা উভয়েই গদাযুদ্ধে রোহিণী-নন্দন বুদ্ধিমান্ বলদে-বের শিষ্য, অতএব উভয়েই তুল্য-রূপে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করত নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হই-লেন। সেই মহাবল বীর-দ্বয় উভয়েই ময়দানব ও বাসবের তুল্য রণ-দক্ষ, উভয়েই বরুণের ন্যায় বিক্রান্ত এবং কুবের ও বসুদেব-নন্দন রামের-সদৃশ কর্ম্মক্ষম, তাঁহারা সংগ্রামে মধু ও কৈটভ, সুন্দ ও উপসুন্দ, রাম ও রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের সদৃশ। সেই কালান্তক যমোপম শত্রুতাপন বীর-দ্বয় মত্তমাতঙ্গ-যুগলের সমান পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! শরৎকালে মদমত্ত মাতঙ্গ-যুগল যেমন করিণী-সঙ্গমে জিগীষা-পরবশ হয়, তৎকালে সেই ভরত-প্রবীরেরাও তদ্রূপ হইয়াছিলেন; সেই অরিদমন-কারী বীর-দ্বয় ভুজঙ্গ-যুগলের ন্যায় ক্রোধ-বিষ বমন করত অতিশয় সংরব্ধ হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনেই গদাযুদ্ধ বিশারদ এজন্য পরস্পর দুরাধর্ষ থাকিয়া সিংহের সমান প্রবল বিক্রম-সমন্বিত হইলেন। নখদংষ্ট্রাদি অস্ত্রধারি ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরুৎসহ সেই বীর-দ্বয় প্রজা-সংহরণার্থ আন্দোলিত সাগরের সমান সুদুস্তর-ভাবে পরি-দৃশ্যমান হইলেন। সেই দুই মহারথ মঙ্গলগ্রহের ন্যায় ক্রোধ-বশত যেন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা প্রতপ্ত হওত পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগ্বব মেঘসম পবনবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলধরের বর্ষণের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করত তাবৎ-লোককে স্তব্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই প্রদীপ্ত মহানুভাব মহাবলেরা তৎকালে যেন প্রলয়-কালীন সূর্য্য-দ্বয়ের সমান সমুদিত ও পরিদৃশ্য হইলেন। তর্জ্জন-কারী শার্দ্দূল, গর্জ্জন-কারী বারি-ধর এবং কেশর-সম্পন্ন সিংহ-দ্বয়ের সমান সেই দুই মহাবাহু ঘোরতর বিকট চীৎকার করিতে লাগি-লেন। তদানীং শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত-সদৃশ সেই দুই মহানুভাব প্রমত্ত মাতঙ্গ-যুগল ও প্রজ্বলিত হুতা-শনের সমান পরি-দৃশ্যমান হইলেন। সেই সময় রোষ-বশত তাঁহাদিগের উভয়ের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা পরম হৃষ্ট-চিত্তে পর-স্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই মহানুভাব নরবর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর গদা হস্তে করিয়া উভয়ে পরম প্রফুল্ল-চিত্তে গর্জ্জন করি-তে থাকিলে বোধ হইল যেন, তুরঙ্গ-যুগল হ্রেষারব করিতেছে, মাতঙ্গ-যুগল বৃংহিত-ধ্বনি করিতেছে এবং বৃষভ-দ্বয় গর্জ্জন করিতেছে। এইরূপে সেই

নরোত্তম-দ্বয় বলোত্তম দৈত্যদ্বয়ের ন্যায় বিরাজিত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, দুর্য্যোধন কৃষ্ণ, বলদেব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীর-নিকর এবং ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধিয়া গর্ব্বের সহিত এই বাক্য বলিলেন যে, এক্ষণে আমি ভীমসেনের সহিত এইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, অতএব তোমরা সকলে নৃপগণের সহিত সমীপে উপবিষ্ট হইয়া নিরীক্ষণ কর।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাই করিলেন। তদনন্তর, সমুদয় নৃপতিরা উপবিষ্ট হইলেন, ভূপাল সকল উপবেশন করিলে বোধ হইল যেন আকাশ-মণ্ডলে আদিত্য-মণ্ডল বিরাজ-মান হইল। যাহা হউক, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমান্ কেশবাগ্রজ বলদেব সকলের পূজিতভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। নীলবসন শ্বেতকান্তি বলদেব রাজমণ্ডলী-মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রাত্রিকালীন নক্ষত্র-মণ্ডলের মধ্যগত পূর্ণ নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই সুদুঃসহ বীর-দ্বয় হস্তে গদা ধারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে নিষ্ঠুর-বাক্যাবলী-দ্বারা জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন, সেই কুরুসত্তম বীরেরা এইরূপে পরস্পরের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বিন্যাস করিয়া সমরস্থিত বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের ন্যায় উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন।

গদাযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর, তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ হইল, যে সময় রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখান্বিত হইয়া এই কথা বলিলেন, যে “ যে মনুষ্যের ঈদৃশী নিষ্ঠা, তাহার মনুষ্যত্বকে ধিক্, হে নিষ্পাপ! আমার যে পুত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি থাকিয়া অখিল ভূমণ্ডল উপভোগ করত সমস্ত ভূপালগণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল, এক্ষণে আমার সেই সন্তান সংগ্রাম-মধ্যে গদা গ্রহণ করিয়া পদাতির ন্যায় প্রস্থান করিল! হায়! আমার দুর্য্যোধন জগতের নাথ হইয়া অধুনা অনাথের ন্যায় গদা লইয়া যাইতেছে অতএব দৈবের বিচিত্র গতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? হা! সঞ্জয়! আমার পুত্র সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইল।” হে মহারাজ! জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, মেঘনাদকারী বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন বৃষভের ন্যায় নিনাদ করত যুদ্ধার্থ ভীমসেনকে যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিলেন। মহাত্মা কুরুরাজ বৃকোদরকে আহ্বান করিতে থাকিলে ঘোররূপ বিবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইল, নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে পাংশু-বর্ষণ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল সমুদয় তিমির-জালে সমাবৃত হইয়াগেল। তুমুল লোমহর্ষণ ও মহাশব্দ-সম্পন্ন শত শত উল্কা আকাশ-তল স্ফুটিত করত পতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সে সময় পর্ব্বকাল না হইলেও রাহু আসিয়া আদিত্য-মণ্ডল গ্রাস করিল। পৃথিবী-মণ্ডল, তরুগণ ও কানন-সহ কম্পিত হইয়া উঠিল প্রদীপ্ত পবন শর্কর বর্ষণ করত বহিতে লাগিল। শৈল-শিখর-সমুদয় মহীতলে পতিত হইল। নানাবিধ মৃগগণ দশ দিকে ধাবমান হইল। সুদারুণ শিবাগণ ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল। লোমহর্ষণ মহাঘোর নির্ঘাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। আদিত্য-মণ্ডলের অভিমুখস্থ দিঙ্মণ্ডলে মৃগগণ অশুভ সূচনা করিতে লাগিল এবং কূপ-মধ্যে জলরাশি সহসা সম্বর্দ্ধিত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে এক প্রকার অশরীর মহানিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

বৃকোদর এবম্বিধ বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া

জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! মন্দমতি দুর্য্যোধন অদ্যকার সমরে আমাকে কোনক্রমেই জয় করিতে সমর্থ হইবে না। বহুকাল আমার হৃদয়-মধ্যে যে দারুণ ক্রোধ নিগূঢ় ছিল, খাণ্ডবদাহে পাবকের ন্যায় কৌরবেন্দ্র সুযোধনের প্রতি অদ্য আমি তাহা বিমোচন করিব। হে নৃপবর! আপনার হৃদয়-শায়ি শল্যকে আমি অদ্য উদ্ধার করিব। এই কুরুকুলাধম পাপাত্মাকে গদাঘাতে নিহত করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা সমর্পণ করিব। অদ্য আমি এই পাপাচারকে রণ-মধ্যে এই গদা-প্রহারে নিহত করিয়া উহার দেহকে শত খণ্ডে ভেদ করিয়া ফেলিব। এই দুর্যোধন পুনর্ব্বার আর হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হে ভরতকুল-তিলক! সর্প-বিষ্ঠায় শয়ন, ভোজনে বিষ দান, প্রমাণ কোটীতে পতন, জতুগৃহে দাহ, সভা-মধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্ব অপহরণ, দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস, এই সকল বিষয়ে আমরা যে সমস্ত দুঃখ পাইয়াছিলাম, অদ্য সেই সমুদায় ক্লেশ-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব। মহারাজ! অদ্য এক দিবসের মধ্যে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া আমি আত্মার নিকটে অঋণী হইব। অদ্য অকৃতজ্ঞ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের পরমায়ু শেষ হইল এবং তাহার মাতা পিতার সন্দর্শনও সমাপ্ত হইয়াগেল। হে রাজেন্দ্র! অদ্য দুর্ম্মতি কুরুরাজের সুখের সীমা শেষ হইল এবং নারীগণের সহিত পুনরায় দর্শনও সমাপ্ত হইয়া গেল। অদ্য কুরুরাজ শান্তনুর কুল দুষণ দুর্যোধন শ্রী ও রাজ্যের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রকে নিপাতিত শুনিয়া শকুনির বুদ্ধি-জনিত অশুভকর্ম্ম স্মরণ করিবেন।

হে নৃপবর! বীর্য্যবান্ ভীমসেন এইরূপ কহিয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। ক্রুদ্ধ ভীমসেন অন্যদিকে দুর্য্যোধনকে কৈলাস-শৈলের ন্যায় গদা উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান দেখিয়া পুনরায় বলিলেন রে দুর্ম্মতে! বারণাবতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুমি স্বয়ং যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে অদ্য তাহা স্মরণ কর! সভা-মধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে অসহ্য ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সৌবলের কুবুদ্ধি-কৌশলে দ্যূতক্রীড়া-ছলে আমাদিগকে যে বঞ্চিত করিয়াছিলে, তোমার জন্য আমরা বনে থাকিয়া যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, পরিশেষে রূপভেদ-পূর্ব্বক বিরাট দেশে দারুণ ক্লেশে অজ্ঞাতবাসে যে কালযাপন করিয়াছিলাম, অদ্য সেই সমুদয় সুদারুণ দুঃখের শেষ করিব। আজ ভাগ্যক্রমে তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। রে মূঢ়! তোমার কারণ প্রতাপবান্ রথিশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীষ্ম শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অদ্যাপি শর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তেই প্রতাপবান্ দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন এবং বৈরানলের আদি কর্ত্তা শকুনিও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে পাপ দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, সে দুরাত্মাও শমন-সদন সন্দর্শন করিয়াছে, তদ্ভিন্ন তোমার আর আর বিক্রান্ত শূরবর ভ্রাতারাও নিহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকানেক নৃপতিরাও তোমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অদ্য আমি এই গদাঘাতে তোমাকে নিহত করিব তাহাতে সংশয় নাই।

হে মহারাজ! বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার কহিতে থাকিলে আপনকার পুত্র সত্য-বিক্রম দুর্য্যোধন নির্ভয়-চিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিবার আবশ্যক কি? এক্ষণে যুদ্ধ কর; রে কুলাধম! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিব। রে ক্ষুদ্রাশয়! দুর্য্যোধন সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ত্বাদৃশ কোন মনুষ্য হইতে ত্রস্ত হইবার ব্যক্তি নহে। তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব

চিরকাল আমার মনো-মধ্যে এই বাঞ্ছা আছে এবং দেবতারাও তাহার সংঘটনা করিয়াছেন, অতএব রে দুর্ম্মতে! অনর্থ বাক্যব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিলে কি হইবে? যে কথা বলিয়াছ, তাহা কার্য্যে প্রকাশ কর, বিলম্ব করিও না। হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমক-প্রভৃতি নৃপতিরা যিনি যিনি তথায় সমাগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, কুরু-নন্দন সকলের সম্পূজিত হইয়া পুলকিত কলেবরে পুনরায় যুদ্ধার্থ ধীরবুদ্ধি সংস্থাপন করিলেন। নরাধিপেরা উন্মত্ত-মাতঙ্গসম অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার করতল ধ্বনি-দ্বারা হর্ষান্বিত করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন মহাত্মা বৃকোদর গদা উদ্যত করিয়া অতি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসুত মহাত্মা দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে জয়াভিলাষি পাণ্ডবগণের কুঞ্জর-সকল বৃংহিত-ধ্বনি ও তুরঙ্গগণ হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্র-সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

গদাযুদ্ধে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৬।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, দুর্য্যোধন ভীমসেনকে তাদৃশ-ভাবে আগত দেখিয়া অদীনভাবে নিনাদ করত অতি বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। এইরূপে উভয়েই মহাশৃঙ্গ-বৃষভসম পরস্পর সম্মিলিত হইলে প্রহার-জনিত সুদারুণ মহানির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! ক্রমে ক্রমে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর বিজিগীষু বীর-দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই গদাহস্ত মনস্বি মহাত্ম-যুগলের সর্ব্ব শরীর রুধির-ধারায় পরিপ্লুত হওয়াতে তাঁহারা দুই জনেই পুষ্পিত কিংশুক-তরুর ন্যায় পরি-দৃশ্যমান হইলেন।

এইরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম বর্ত্তমান সময়ে আকাশ-মণ্ডল যেন খদ্যোত-সমূহে পরিব্যাপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই তুমুল সঙ্কুল সময়ে শত্রু-দমন দুর্য্যোধন ও বৃকোদর যুদ্ধ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন। তাঁহারা মুহূর্ত্ত কাল আশ্বাস লাভ করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বলিষ্ঠ বারণদ্বয় যেমন করিণীর কারণ মত্ত হয়, তৎকালে তাঁহারাও ক্ষণকাল বিশ্রামের পর তদ্রূপ হইলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, মানবগণ তাঁহাদিগের উভয়েরই সমান বীর্য্য ও সমভাবে গদা ধারণ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের সমানভাবে গদা ধারণ দেখিয়া তাবৎলোকেরই অন্তঃকরণে উভয়ের বিজয়-বিষয়ে অতিশয় সংশয় জন্মিল।

অনন্তর, সেই বলিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় সন্নিহিত হইয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণে নানাবিধ উপায় করিতে লাগিলেন। দর্শকসকল যমদণ্ড ও ইন্দ্রাশনির ন্যায় উদ্যত গুরুতর গদাকে ভয়ানক হিংস্র অস্ত্রের সদৃশ অবলোকন করিল। সংযুগ-মধ্যে ভীমসেন যখন গদা ঘূর্ণন করেন, তখন তাহার সেই নিতান্ত তুমুল ঘোরতর নিনাদ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত স্থির থাকিল। দুর্য্যোধন পাণ্ডু-নন্দনকে সেই অতুলবেগ-সম্পন্ন গদা ভ্রমণ করাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বীরবর বৃকোদর বারম্বার সমরস্থলে বিবিধ পথে মণ্ডলাকারে বিচরণ করত সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই অন্য হইতে আপনার রক্ষার্থ প্রযত্নপর থাকিয়া ভক্ষ্যার্থে ব্যাকুলতর মার্জ্জার-যুগলের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু প্রহার করিলেন। তদানীং ভীমসেন পুনঃপুন বহুবিধ পথে বিচরণ এবং বিচিত্র মণ্ডলাকার-মার্গে গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। বিচিত্র অস্ত্রকৌশলে বিবিধ স্থান ভ্রমণ করত প্রহার হইতে শরীর রক্ষণ, প্রহার বারণ ও প্রহার বর্জ্জন, অতি বেগে অভিমুখে ধাবন গদা-দ্বারা গদাঘাতবঞ্চনা-পূর্ব্বক অবস্থান, প্রহার

পাতন, পশ্চাৎ গমন, উল্লম্ফন, অবলম্ফন, তির্য্যক্ প্রসরণ, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত-প্রভৃতি গদাযুদ্ধে যে সকল কৌশল প্রদর্শন করিতে হয়, সেই গদাযুদ্ধ-বিশারদ বীরেরা তাদৃশ কৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক বিচরণ করত পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুরুসত্তম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন তাদৃশভাবে পরস্পর বঞ্চনা-দ্বারা ক্রীড়া করত রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুদমন বীর-দ্বয় সংগ্রাম-মধ্যে যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করত সহসা গদা-দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিলেন।

হে মহারাজ! দ্বিরদ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা পরস্পর সংগ্রাম করে, তেমনি তাঁহারা গদা-দ্বারা যুদ্ধ করত রুধিরাক্ত-কলেবরে সুশোভিত হইলেন। বৃত্রাসুর ও বাসবের সংগ্রামের ন্যায় শেষ দিবসে এইরূপে সেই ঘোরতর নিরাবরণ দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই গদাহস্ত বীরদ্বয় মণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত থাকিলে, প্রথমত মহাবল দুর্য্যোধন দক্ষিণ-মণ্ডল আক্রমণ করিলেন, পরিশেষে ভীমসেন সব্য-মণ্ডল অধিকার করিয়া লইলেন। ভীমসেন সংগ্রামের অগ্রভাগে তাদৃশ-ভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে, দুর্য্যোধন তাঁহার পার্শ্বদেশে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন।

হে মহারাজ! বৃকোদর আপনকার পুত্রের প্রহারে আহত হইয়া তাহা অগ্রাহ্য করত গুরুতর গদা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দর্শকগণ ভীমসেনের সেই ঘোর গদাকে বজ্র ও উদ্যত যমদণ্ডের ন্যায় দর্শন করিল। আপনকার পুত্র শত্রুতাপন দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা ঘূর্ণন করাইতে দেখিয়া ঘোর গদা উদ্যত করত প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্রের গদা ঘূর্ণনে এক প্রকার ঘোরতর তুমুল শব্দ ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তেজস্বী সুযোধন বিবিধ-মণ্ডলাকার-মার্গে বিচরণ করত ভীমসেন অপেক্ষা সমধিকভাবে সুশোভিত হইলেন। ভীমসেন-কর্ত্তৃক মহাবেগে ঘূর্ণায়িত শব্দায়মান গদা সধূম ও সতেজস্ক অগ্নি পরিত্যাগ করিল। সুযোধন ভীমসেনের গদা ঘূর্ণন অবলোকন করিয়া নিজ অদ্রিসারময় গুরুতর গদা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। সেই মহানুভাবের গদা-ঘূর্ণন-জনিত বায়ুবেগ সন্দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। সেই শত্রুদমন বীরদ্বয় সমরের সমস্ত ভাগে দর্শক-সকলকে যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রদর্শন করত সহসা গদা-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! দুরন্তদর্শন-দ্বিরদ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা পরস্পর দ্বন্দ্ব করে, তেমনি তাঁহারা রুধিরাক্ত-কলেবরে সংগ্রাম করত সুশোভিত হইলেন। শেষ দিবসে এইরূপে বৃত্রাসুর ও বাসবের ন্যায় তাঁহাদিগের পরস্পর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইল। মহাবল দুর্য্যোধন ভীমসেনকে অবস্থিত দর্শন করিয়া বিবিধ বিচিত্র-পথে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তাহাতে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্রোধন দুর্য্যোধনের মহাবেগবতী ও সুবর্ণ পরিষ্কৃতা গদার উপরি গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। হে মহারাজ! গদা-দ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে বিমুক্ত বজ্র-দ্বয়ের অভিঘাত জনিত শব্দের ন্যায় বিস্ফুলিঙ্গ সহ নিহ্রাদ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! ভীম-বিমুক্ত বেগশালি গদা নিপাত-সময়ে মহী-মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিহস্তি দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়, সেইরূপ দুর্য্যোধন রণস্থলে সেই গদার প্রতিঘাত গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি মনোমধ্যে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বামভাগে ভ্রমণ করত ভীমবেগশালি গদা-দ্বারা পাণ্ডু-নন্দনের মস্তকে আঘাত করিলেন। আপনকার পুত্রের গদা-দ্বারা ভীমসেন আহত হইয়া যে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তাহা অতি আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। গদার আঘাতে ভীমসেন যে এক পদও বিচলিত হইলেন না, এই আশ্চর্য্য জন্য সৈন্য সকল তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর, ভীম-পরাক্রম ভীমসেন হেম-পরিষ্কৃত প্রদীপ্ত ও গুরুতর গদা লইয়া দুর্য্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, মহাবল দুর্য্যোধন কৌশলক্রমে তাহা নিষ্ফল করিয়া দিলেন, ইহাতে তাবৎ লোকেরই অন্তঃকরণ বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল। ভীম-নির্ম্মুক্ত গদা নিষ্ফল হইয়া যৎকালে মহানির্ঘাত নিস্বনে ভূমিতলে নিপতিত হয়, তখন ভূমণ্ডল বিচলিত হইল। দুর্য্যোধন কৌশিক-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন-দ্বারা কৌশল-ক্রমে বৃকোদরকে বঞ্চিত করিয়া পুনঃপুন উৎপতন-পূর্ব্বক মহাবল প্রকাশ করত ক্রোধে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। হে মহারাজ! বৃকোদর সেই মহারণ-মধ্যে আপনকার পুত্রের গদাঘাতে মুহ্যমান হইয়া মুহূর্ত্তকাল-পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। ভীমসেন তাদৃশাবস্থায় থাকিলে, হতসঙ্কল্প সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণ একান্ত অপ্রসন্ন হইল।

অনন্তর, মাতঙ্গ-সদৃশ বৃকোদর সেই দারুণ প্রহারে রোষ-পরবশ হইয়া আপনকার মতঙ্গজসম পুত্রের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, বৃকোদর গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক, সিংহ যেমন বন-গজের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি বেগভরে আপনকার পুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ক্ষণকাল-মধ্যে সেই গদাযুদ্ধ-বিশারদ পাণ্ডু-নন্দন দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ লক্ষ করিয়া প্রবল বেগে গদা প্রহার করিলে, কুরুরাজ বিহ্বল হইয়া জানুদ্বয়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন জানুদ্বয়ে উপবিষ্ট হইলে, সৃঞ্জয় সৈন্যের মধ্যে সুমহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল। সুযোধন তাহাদিগের আনন্দধ্বনি শ্রবণে অমর্ষ-বশত অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই মহাবাহু মহানাগের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত গাত্রোত্থান করিয়া নেত্রযুগল-দ্বারা যেন বৃকোদরকে দগ্ধ করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, কুরুবংশাবতংস দুর্য্যোধন হস্তে গদা ধারণ-পূর্ব্বক, বোধ হয়, যেন ভীমসেনের মস্তক মথন করিবেন বলিয়াই সমরভূমি-মধ্যে ধাবমান হইলেন। পরে সেই প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কুরুরাজ মহানুভাব ভীমসেনের ললাটে গদাঘাত করিলে অচলোপম বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মহারাজ! বৃকোদর পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনের গদা প্রহার সহ্য করিয়া উদ্ভিন্ন-রুধির-কলেবরে সমরে মত্তমাতঙ্গ-সম বিরাজমান রহিলেন।

অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ অর্জ্জুনাগ্রজ বজ্রাশনি সম নিস্বন কারিণী বীরঘাতিনী লৌহময়ী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুর শরীরে প্রহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীমসেন-কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার শরীরের বন্ধন সকল শিথিল হইয়া গেল। বন-মধ্যে সুন্দর পুষ্প সমন্বিত মহাবৃক্ষ প্রবল পবন-বেগে ঘূর্ণিত হইয়া পতিত হইলে যে প্রকার হয়, সুযোধনও তখন তদ্রূপ হইলেন। তৎকালে পাণ্ডব পক্ষীয়েরা কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে পতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদের সহিত নানা প্রকার উপহাস বাক্য বিন্যাস করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল বিলম্বে সুযোধন সচেতন হইয়া, হ্রদ হইতে উত্থিত দ্বিরদের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিলেন। মহারথ কুরু-প্রবীর সহজেই সতত ক্রোধাবিষ্ট, তখন শত্রুহস্তে তাঁহার তাদৃশ অবমাননা হওয়াতে তিনি শিক্ষিতের ন্যায় নিরত ভ্রমণ করত অগ্রবর্ত্তি পাণ্ডু-নন্দনকে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। ভীমসেন তাহাতে বিহ্বল হইয়া ধরণীর আশ্রিত হইলেন। কুরুরাজ তখন ভীমসেনকে ধরাতলে পাতিত করিয়া ঘোরতর সিংহ-

নাদ করিয়া উঠিলেন এবং অনবরত অশনি-তুল্য তেজশালি গদানিপাত-দ্বারা বৃকোদরের শরীর রক্ষণ করত বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, আকাশ-মণ্ডলে করতালিপ্রদ সুরগণ ও অপ্সরোগণের মধ্যে সুমহান্ নিনাদ আরম্ভ হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সুরগণ-বিসৃষ্ট বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হে মহারাজ! শত্রুগণ তখন নরবর বৃকোদরকে ধরাতলে পতিত, তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম বিভিন্ন এবং কুরুরাজকে বিজয়ি দর্শনে অতিশয় ভয়াবিষ্ট হইল।

মুহূর্ত্তকালের পর বৃকোদর সচেতন হইয়া আপন রুধিরার্দ্র বদন মার্জ্জন করত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক বলবশত বেদনা স্তম্ভন করিয়া বিবৃত্ত-নয়নে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৫৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, কুরুবর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের তাদৃশ তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শনে ধনঞ্জয় যশস্বি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। হে জনার্দ্দন! এই দুই বীরের মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার অভিমত এবং কে সমধিক গুণবান্, ইহা আমাকে বল?

বাসুদেব বলিলেন, ইহাঁদিগের উভয়ের উপদেশ তুল্য, কিন্তু ভীমসেন সমধিক বলবান্, আর দুর্য্যোধন বৃকোদর অপেক্ষা রণনিপুণ ও প্রযত্নপর। ভীমসেন যদি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করেন, তবে কোন-মতেই দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারিবেন না, আর অন্যায়রূপে যুদ্ধ করিলে অনায়াসে সুযোধনকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা শুনিয়াছি, দেবতারা মায়া-দ্বারা অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, দেবরাজের মায়াবলে প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন নির্জ্জিত হইয়াছিল এবং বলসূদন বাসব মায়া-দ্বারা বৃত্রাসুরের তেজ হরণ করিয়াছিলেন, অতএব ভীমসেন মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুন। হে ধনঞ্জয়! বৃকোদর পাশক্রীড়া-কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছিলেন, যে "হে সুযোধন! আমি সংগ্রাম-সময়ে তোমার উরু-দ্বয় ভগ্ন করিব," এক্ষণে মায়াবি-রাজাকে মায়া-দ্বারা বিনাশ করিয়া অমিত্রকর্ষণ ভীমসেন পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন। ইনি যদি নিজবিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক ন্যায় অনুসারে সুযোধনকে প্রহার করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষমস্থ হইয়া পড়িবেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার আরও কিছু কহিতেছি শ্রবণ কর; দেখ, ধর্ম্মরাজের দোষে পুনরায় আমাদিগের মনে ভয়-সঞ্চার হইতেছে, তিনি ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাবীর কৌরব-সেনাপতি-সকলকে সংহার-পূর্ব্বক অতি সুমহৎ কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিলেন এবং তাহাতে জয় লাভ, যশ উপার্জ্জন ও বৈর-প্রতিযাতন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন, তথাপি একমাত্র দুর্য্যোধনকে জয় করিবার জন্য তাঁহার মন যে সংশয়াপন্ন রহিয়াছে, ইহা তাঁহার মহতী অবিবেক শক্তির কার্য্য বলিতে হইবে, যে হেতু এক ব্যক্তির বিজয়-বিষয়ে ঈদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ পণ হইল। এক্ষণে রণনিপুণ সুযোধন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়াছে। ভগবান্ ভার্গব যে সারার্থ-সংযুক্ত পুরাতন শ্লোক কহিয়াছিলেন, তাহা আমার শ্রুত আছে; এক্ষণে তদীয় ভাবার্থ কহিতেছি শ্রবণ কর। "হে ধনঞ্জয়! যাহারা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় আগমন করে এবং জীবিতাভিলাষী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা একায়তন গত, ঈদৃশ হতাবশিষ্ট শত্রু হইতে ভীত হওয়া উচিত। হে ধনঞ্জয়! যাহারা জীবনধারণে আশা না করিয়া অতর্কিত-ভাবে উত্থিত হইয়া থাকে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হয়েন না" সম্প্রতি সুযোধন হতসৈন্য হওয়াতে হ্রদ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং পরাজিত হইয়া রাজ্য-লাভে আশা না থাকায় বনগমনে বাসনা করিয়াছিল, যাহার অবস্থা একরূপ, তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা কোন্ প্রাজ্ঞ-ব্যক্তির বিবেচনা-সিদ্ধ হয়? দুর্য্যোধন আমাদিগের

নির্জ্জিত রাজ্য পুনর্ব্বার হরণ না করুক্। যে, ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় গদা লইয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল তির্য্যক্ ও উর্দ্ধভাগে বিচরণ করিয়াছে, মহাবাহু বৃকোদর যদি তাহাকে অন্যায়-পূর্ব্বক সংহার না করেন, তবে নিশ্চয় বুঝিলাম, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন সুযোধন পুনরায় তোমাদিগের রাজা হইবে।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন, মহাত্মা কেশবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের সমক্ষে আপনার বাম উরুদেশে করাঘাত করিলেন। ভীমসেন সেই সঙ্কেতের মর্ম্ম বুঝিয়া গদা লইয়া বিপক্ষকে বিমোহিত করত রণস্থলের বিবিধ বিচিত্র-মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! বৃকোদর যেমন গোমুত্রাকার দক্ষিণ ও সব্য-মণ্ডলে পর্য্যটন করিতে থাকিলেন, তেমনি আপনার গদাবিদ্যা-বিশারদ পুত্রও ভীমসেনের জিঘাংসার্থ বিচিত্র ও সত্বর-ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনেই অগুরু-চন্দনচর্চ্চিত ঘোরতর গদাদ্বয় ঘূর্ণন করত বৈরনির্যাতনার্থ সযত্ন থাকিয়া ক্রোধাক্রান্ত কৃতান্তের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। সেই পুরুষ-প্রবীর যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিবার কামনায় সর্পমাংসাভিলাষি গরুড়ের ন্যায় সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ও ভীমসেন বিচিত্র-মণ্ডল-সকলে বিচরণ করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের গদা-সম্পাত-জনিত অগ্নিকণা সকল বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই বলিষ্ঠ বীরদ্বয় সমভাবে সংগ্রাম করিতে থাকিলে বোধ হইল যেন, প্রবল-পবনবেগে আন্দোলিত সাগর-তরঙ্গের নিনাদ হইতে লাগিল। যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে, প্রহার-জনিত গদানির্ঘাত-ধ্বনি তুমুল-ভাবে সমুত্থিত হইল। এইরূপ সেই নিতান্ত সঙ্কুল সুদারুণ সংপ্রহার-সময়ে সেই শত্রু-দমন বীরেরা দুই জনেই একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে তাঁহারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক পুনরায় ক্রোধন-ভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে তাঁহারা পরস্পর গদাঘাত-দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে, ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইল। সেই বৃষভাক্ষ বেগশালী বীরদ্বয় সমরস্থলে ধাবমান হইয়া পঙ্কস্থ মহিষ-যুগলের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত ও রুধিরে পরিপ্লুত হওয়াতে হিমালয় শৈলোপরি সুপুষ্পিত কিংশুকতরুর সমান পরিদৃশ্যমান হইল।

অনন্তর, বৃকোদর ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া সহসা অপসৃত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে মহাপ্রাজ্ঞ ভীমসেন রণস্থলে তাঁহাকে নিজ নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাবেগে গদাক্ষেপ করিতে থাকিলে দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থিত হইলেন, সুতরাং ভীমসেনের গদা নিষ্ফল হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। হে নৃপবর! এইরূপে আপনকার তনয় সসম্ভ্রমে সেই প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গদা-দ্বারা বৃকোদরকে প্রহার করিলেন। তাঁহার তাদৃশ দারুণ প্রহারে ভীমসেনের শরীর হইতে অনর্গল রুধির-ধারা নিস্যন্দিত হইতে লাগিল এবং সেই গুরুতর আঘাতে বোধ হইল, যেন, ভীমসেন মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, কিন্তু, দুর্য্যোধন তখন রণস্থলে পাণ্ডু-নন্দনকে পীড়িত বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। ভীমসেন স্বীয় শরীরকে অতিশয় পীড়িত বোধে ধারণ করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে তৎকালেও প্রহার করিতে উদ্যত দেখিলেন, কিন্তু, সুযোধন তখন আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। পরে প্রতাপবান্ বৃকোদর সম্যক্ আশ্বস্ত হইয়া সমুপস্থিত দুর্য্যোধনের প্রতি অতিবেগে ধাবিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুযোধন তৎকালে ভীমসেনকে অতি বেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহারকে বিফল করিবার বাসনায় বৃকোদরকে ছলনা করিবার জন্য অবস্থান স্থান হইতে বল-পূর্ব্বক

লম্ফ প্রদান করিলেন। ভীমসেন তাঁহার এইরূপ কার্য্য-কৌশল অবলোকনে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া অতি বেগে তাঁহার উরুদ্বয়ে গদাঘাত করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্র-তুল্য গদা তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনের প্রিয়-দর্শন উরুযুগল ভগ্ন করিয়া ফেলিল।

হে মহারাজ! তখন আপনকার পুত্র নরবর দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ধরাতল অনুনাদিত করত পতিত হইলেন। তৎকালে নির্ঘাতের সহিত বায়ু সকল বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে পাংশু বর্ষণ আরম্ভ হইল, বৃক্ষ, কানন ও পর্ব্বতের সহিত মেদিনী-মণ্ডল বিচলিত হইল, সেই সর্ব্ব-মহীপালগণের অধীশ্বর কুরুবর দুর্য্যোধন ধরা-শয্যায় শয়ন করিলে, নির্ঘাত সহ মহা ভয়ঙ্করী উল্কা মহাশব্দে পতিত হইতে লাগিল। হে নৃপবর! আপনকার তনয় নিপাতিত হইলে, মঘবান্ কেবল শোণিত ও পাংশুরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশ-মণ্ডলে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের সুদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই ঘোরতর শব্দে দশ দিক্স্থিত বহুবিধ মৃগ ও পক্ষিগণের চীৎকার-ধ্বনি-সম্বলিত হওয়াতে এক প্রকার অদ্ভুত আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। আপনকার পুত্র নিপাতিত হইলে অবশিষ্ট গজবাজি মনুষ্যেরা আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি-দ্বারা ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ-সমূহের তুমুল শব্দে দশ দিক্ ব্যাপ্ত হইল। বহুপাদ ও বহুভুজ ঘোর দর্শন কবন্ধগণের নৃত্যে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত ও রণস্থল ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র নিপাতিত হইলে ধ্বজবন্ত, অস্ত্রবন্ত ও শস্ত্রবন্ত মনুষ্যেরা কম্পমান-কলেবরে কালযাপন করিতে লাগিল। হ্রদ ও কূপ সকল রক্ত বমন আরম্ভ করিল। বেগবতী নদী-সমুদয়ে বিপরীত স্রোত বহিতে লাগিল। নারীগণ পুরুষের ন্যায় এবং পুরুষ-সমুদয় নারীর ন্যায় হইল। হে নৃপসত্তম! আপনার তনয় দুর্য্যোধন এইরূপে নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সকল সেই সমস্ত অদ্ভুত উৎপাত সন্দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন; দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। সিদ্ধ চারণগণ দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের যুদ্ধের কথা কহিতে কহিতে এবং তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে, যিনি যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি তথায় গমন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে দুর্য্যোধনোরুভঙ্গে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, প্রসন্ন-চিত্ত পাণ্ডবগণ সমুন্নত মহাশালবৃক্ষের ন্যায় পাতিত দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সোমক-সৈন্যেরা পুলকিত কলেবরে সিংহ-কর্ত্তৃক বিনিপাতিত মত্ত-মাতঙ্গ-সম দুর্য্যোধনকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রতাপবান্ ভীমসেন কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে আহত ও পাতিত করিয়া তৎ সন্নিধানে সমাগত হইয়া এই কথা বলিলেন, "রে দুর্ম্মতে! পূর্ব্বে তুমি সভা-মধ্যে আমাদিগকে উপহাস করত এক বসনা দ্রৌপদীকে যে "গরু গরু" বলিয়াছিলে, অদ্য সেই উপহাসের ফল ভোগ কর।"

হে নৃপবর! বৃকোদর দম্ভ-সহকারে এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বামপদ-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং চরণ দ্বারা সেই রাজ-সিংহের উত্তমাঙ্গ আলোড়ন করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! পরবল পীড়ন-কারী ভীম ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে পুনরায় যাহা বলিলেন, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন। ভীম বলিলেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত মূঢ়েরা আমাদিগকে 'গরু গরু' বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া নৃত্য করি। শত্রুনিগ্রহ করিবার কারণ বহ্নিস্থাপন, কি, অক্ষক্রীড়ার ছল অথবা অন্যবিধ কোন বঞ্চনা

করিবার জন্য আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হয় নাই, আমরা নিজ বাহুবল অবলম্বন করিয়াই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিলাম। বৃকোদর বৈর-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয়া সহাস্য-বদনে যুধিষ্ঠির, বাসুদেব, ধনঞ্জয়, সৃঞ্জয়গণ, নকুল ও সহদেবের সমীপে বলিলেন, যে, যাহারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক বিবসনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এক্ষণে সকলে দর্শন কর, সেই দুরাচার ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা যাজ্ঞসেনীর তপস্যাবলে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সংগ্রাম-মধ্যে নিহত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে সমুদয় ক্রূর পুত্রেরা পূর্ব্বে আমাদিগকে 'ষণ্ড তিল' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারা সকলে স্বগণসহ আমাদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল; এক্ষণে আমরা স্বর্গারোহণ করি, অথবা নরকেই গমন করি, উভয়ই আমাদিগের ইষ্ট। ভীমসেন এইরূপ কহিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক বামপাদ-দ্বারা ধরাশায়ি রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক পুনরায় বিমর্দ্দন করত তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভীমসেন হৃষ্ট-চিত্তে কুরুসত্তম সুযোধনের মস্তকোপরি পাদ নিক্ষেপ করিলে ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ তাহা অভিনন্দন করিলেন না। বৃকোদর আপনকার পুত্রকে তাদৃশভাবে হত করিয়া আত্মশ্লাঘার সহিত নৃত্য করিতে থাকিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে বীর! তুমি বৈরিকুল নির্ম্মূল করিয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্ম-দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে, এক্ষণে বিরত হও, চরণ-দ্বারা ইহাঁর মস্তক মর্দ্দন করিও না, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম অতিক্রম করা হয়। হে নিষ্পাপ! ইনি একে রাজা, তাহাতে জ্ঞাতি, সম্প্রতি হত হইয়াছেন বলিয়া তুমি যে ইহাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা কিছু তোমার উচিত নহে। হে ভীমসেন! যেব্যক্তি কৌরবদিগের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন, সেই রাজা এবং জ্ঞাতির মস্তক পদ-দ্বারা স্পর্শ করা তোমার বিহিত হইতেছে না। ইনি হতবন্ধু, হতামাত্য ও ভ্রষ্টসৈন্য হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে হত হইয়াছেন, অতএব ইনি সর্ব্ব-প্রকারেই শোচনীয়, ইহাঁকে উপহাস করিয়া ফল কি? ইহাঁর ভ্রাতৃগণ প্রজা-সকল ও অমাত্য-সমুদয় হত হওয়াতে ইনিও এককালে বিধ্বস্ত হইয়াছেন, অন্য কথা কি, এক্ষণে ইহাঁর পিণ্ড লোপ হইল। ইনি তোমার ভ্রাতা অতএব ইহাঁর প্রতি তোমার এরূপ ব্যবহার করা ন্যায্য হয় নাই। হে ভীমসেন! পূর্ব্বে লোকেরা তোমাকে ধার্ম্মিক বলিত, তবে তুমি ধার্ম্মিক হইয়া কি জন্য রাজার মস্তকে পদাঘাত করিলে?

যুধিষ্ঠির অশ্রুকণ্ঠে ভীমসেনকে এইরূপ বলিয়া অতি দীনভাবে দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি মন্যু বা শোক করিও না, এক্ষণে তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই অনুভব করিতেছ। আমরা তোমাকে নিহত করিব এবং তুমিও আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে, ইহা বিধাতার অবশ্যম্ভাবি উপদেশের ফল, এক্ষণে তুমি আত্ম-অপরাধে লোভ, মোহ ও বাল্য-বশত ঈদৃশ বিষম বিপদ প্রাপ্ত হইলে। তুমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বয়স্য ও অন্যান্য অনেকানেককে নিহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিধন লাভ করিলে। তোমার অপরাধ-জন্য আমরা তোমার মহাবীর সহোদর সকলকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতি বন্ধুগণকে নিহত করিলাম, অতএব বুঝিলাম, ভাগ্যের ফল অবিনশ্বর।

হে কৌরব! এক্ষণে তোমার পক্ষে মৃত্যুই শ্লাঘনীয়, আত্মা শোচনীয় নহে। অধুনা, আমরাই সর্ব্বাবস্থায় শোচনীয় রহিলাম। সম্প্রতি আমরা সেই সমস্ত প্রিয়বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, নপ্তা-প্রভৃতি বিরহিত, সুতরাং শোকবিহ্বল হইয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে কাল যাপন করিব। এক্ষণে শোকবিহ্বলা বিধবা বধূগণকে কি প্রকারে দেখিব? হে রাজন্! তুমি একাকী প্রস্থান করিলে, নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গবাস হইবে। আমরা নারকি-নামে বিখ্যাত হইয়া দারুণ

দুঃখ ভোগ করিব। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা ও শোকাক্রান্তা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূরা আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিতে থাকিবে।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! নিতান্ত-দুঃখাক্রান্ত ধর্ম্ম-নন্দন নরপতি যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-বিলাপে ঊনষষ্ট অধ্যায় ॥ ৫৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম, আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে অন্যায়রূপে হত করিল—দেখিয়া মাধবাগ্রজ মহাবল বলদেব তখন কি বলিলেন? তিনি গদাযুদ্ধে বিশেষ পণ্ডিত এবং গদাযুদ্ধ-বিশারদ বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছেন, অতএব তিনি এই অন্যায় যুদ্ধ দেখিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহাই বল।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ভীমসেন আপনকার পুত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলেন—দেখিয়া বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইলেন। পরে হলধর নরেন্দ্রগণের মধ্যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর করত ভীমকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "ধিক্ ভীম! তোমাকে ধিক্ থাকুক্! তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধে যে হেতু নাভির অধোভাগে গদাঘাত করিলে, এই কারণে তোমাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছি। হে বৃকোদর! তুমি যাহা করিলে, গদাযুদ্ধে এরূপ কার্য্য আমরা কখন নিরীক্ষণ করি নাই। "নাভির অধোভাগে কদাচ গদাঘাত করিবে না। ইহা শাস্ত্রের নিশ্চয় আছে, কিন্তু, এই অশাস্ত্রবিৎ মূঢ় অনায়াসে তাহাই করিল।" হে মহারাজ! বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মনোমধ্যে সুমহান্ ক্রোধোদয় হইল। পরে তিনি লাঙ্গল উদ্যত করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহানুভাব যখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ধাবমান হয়েন, তৎকালে বহু ধাতু-বিচিত্রিত শ্বেত-শৈলের সমান তাঁহার স্বরূপ-সৌষ্ঠব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! বলদেব ধাবিত হইলে, কেশব বিনীত হইয়া পীনবাহু যুগল-দ্বারা প্রযত্ন-সহকারে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তদানীং শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ যদুনন্দন-দ্বয় একত্র দণ্ডায়মান হইলে দিবাবসান সময়ে নভোমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় সমধিক শোভায় সুশোভিত হইলেন। যাহা হউক, কেশব বলদেবকে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত দেখিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন, আত্মবৃদ্ধি, মিত্রবৃদ্ধি ও মিত্রোদয় এই ত্রিবিধ বৃদ্ধি বিপরীত-ভাবে বিপক্ষদিগের উপরি পতিত হইলে সমুদায়ে ষড়্‌বিধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ বৃদ্ধি যদি বিপরীতভাবে শত্রুদিগের পক্ষে পতিত হয়, তবে আপনার ও মিত্রের অত্যন্ত গ্লানি হইয়া উঠে। সম্প্রতি পবিত্র পৌরুষ-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা আমাদিগের সহজ মিত্র এবং আপন পিতৃস্বসার পুত্র, বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিল। সংগ্রামে প্রতিজ্ঞা পালন করাই যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—তাহা আপনার অবিদিত নাই। পূর্ব্বে ভীমসেন সভা-মধ্যে সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "মহারণ-মধ্যে আমি গদাদ্বারা দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব," আর, মহর্ষি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনকে অভিসম্পাত প্রদান-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "হে শত্রুতাপন! ভীম গদা-দ্বারা তোমার উরুভঙ্গ করিবে," অতএব আমি ইহাতে ভীমের কোন দোষ দেখিতে পাই না, সুতরাং আপনি রোষ প্রকাশ করিবেন না। কুটুম্বতা ও হৃদ্যতা উভয় বিষয়েই পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের নিকট সম্বন্ধ. সুতরাং তাঁহাদিগের বৃদ্ধিতে আমাদিগের বৃদ্ধি। অতএব হে পুরুষ-প্রবর! এক্ষণে আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

ধর্ম্মজ্ঞ হলধর বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! সাধুগণের সুচরিত ধর্ম্ম দুই-বিষয়-দ্বারা নিয়ত হয়, প্রথমত নিরতিশয় অর্থলো-

লুপ ব্যক্তির অর্থ দ্বারা, দ্বিতীয়ত অতি প্রসঙ্গি লোকের কাম-দ্বারা, যিনি ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মকাম ও কামার্থ এই তিন বিষয়ে বিমোহিত না হইয়া ধর্ম্মার্থকামের সেবা করেন, তিনিই নিরতিশয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, সম্প্রতি, তুমি আমাকে যেরূপ কহিলে ইহাতে আমি নিশ্চয় জানিলাম, ভীমসেন ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া তাবৎলোককে ব্যাকুল করিয়াছে।

কৃষ্ণ অগ্রজের এতদ্রূপ উক্তি শুনিয়া অন্য কোন কথা না বলিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি লোক-মধ্যে অরোষণ, ধর্ম্মবৎসল ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া বিখ্যাত আছেন, অতএব এক্ষণে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করুন, সম্প্রতি, কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন, পাণ্ডবেরা বৈরনির্যাতন করিয়া যে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, তাহাতে যদিও কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা ক্ষমা করা আপনার কর্ত্তব্য।"

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপবর! বলদেব কেশবের এই সমস্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক ছলবাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন না, বরঞ্চ সভা-মধ্যে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিলেন যে, "বৃকোদর অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মাত্মা রাজা সুযোধনকে হত করিয়াছে, এই জন্য অদ্যাবধি ভীমসেন লোক-সমাজে কুটিল-যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত থাকিবে। ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন নরাধিপ সুযোধন সরলভাবে সংগ্রাম করিয়া হত হইলেন, অতএব তিনি শাশ্বতী গতি লাভ করিবেন। সেই ধর্ম্মাত্মা যুদ্ধে দীক্ষিত হইয়া রণ-যজ্ঞ বিস্তার-পূর্ব্বক অমিত্র হুতাশনে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া অক্ষয় যশ প্রাপ্ত হইলেন।" প্রতাপবান্ রোহিণী-নন্দন এই কথা বলিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে প্রয়ান করিলেন। রাম দ্বারবতীনগরীতে গমন করিলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও বৃষ্ণি-বংশীয় বীরেরা অতিশয় অপ্রসন্ন-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, বাসুদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শোকোপহত চিন্তাপর ও দীনভাবে অধোমুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কিজন্য বিমনা হইয়া অধর্ম্মবোধে ম্লান রহিয়াছেন? হে নরাধিপ! এই অচেতন-ভাবে পতিত হতবন্ধু দুর্য্যোধনের মস্তক ভীম পদ-দ্বারা যে মর্দ্দন করিতেছে, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া তাহা কিজন্য উপেক্ষা করিতেছেন?

বলিলেন, হে কৃষ্ণ! বৃকোদর ক্রোধ-বশত পদ-দ্বারা যে, রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক মর্দ্দন করিয়াছে, তাহা কিছু আমার প্রীতিকর নহে এবং কুলক্ষয় হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র হর্ষের সঞ্চারও হয় নাই। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা নিয়তই আমাদিগকে নিরাকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অনেক নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিল, অপর কি, তাহাদিগের দুরাচারে আমরা সকলে বনবাসী হইয়াছিলাম, সেই সকল দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে, হে কৃষ্ণ! আমি তাহাই ভাবিয়া এক্ষণে উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি, অতএব ধর্ম্মেই হউক বা, অধর্ম্মেই হউক, ভীমসেন কৃতবুদ্ধি লুব্ধ ও কামবশীভূত সুযোধনকে হত করিয়া এক্ষণে নিজ মনোমত কার্য্য সাধন করুক্।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে পর, বাসুদেব তদ্বাক্যে পরমপ্রীতি প্রকাশ-পূর্ব্বক "এইরূপই হউক" মুক্তকণ্ঠে ইহাই কহিলেন। বাসুদেব ভীমসেনের প্রিয়াভিলাষী ও হিতৈষী হইয়া এতাদৃশ উৎসাহ প্রদান করিলে, অন্যান্য সকলে বৃকোদর যুদ্ধস্থলে যাহা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েই অনুমোদন করিলেন। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী ভীমসেনও সমর-মধ্যে আপনকার পুত্র অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে হত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে অগ্রে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া আনন্দ-ভরে কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইয়া কল্যাণ লাভ করিল। অতএব এক্ষণে

আপনি তাহাকে শাসনে রাখিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন্। স্বভাবত নীচ-প্রকৃতি যে দুরাত্মা এই বৈর-তার মূল কারণ ও আদি কর্ত্তা ছিল, সম্প্রতি সেই ব্যক্তি আমার হস্তে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। দুঃশাসন-প্রভৃতি যাহারা আ-মাদিগকে পূর্ব্বে দুর্ব্বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া-ছিল এবং শকুনি ও কর্ণ-প্রভৃতি আপনার যে সমস্ত শত্রুরা ছিল, তাহারা সকলেও নিহত হইযাছে। হে মহারাজ! সেই রত্ন-সমাকীর্ণ মহী-মণ্ডল বৃক্ষ, কানন ও শৈলরাজির সহিত পুনরায় আপনার নিকট প্র-ত্যাগত হইল।

যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সন্তোষ-বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! এতকালে বৈর-ভাবের নিধন হইল, রাজা দুর্য্যোধন জীবন বিসর্জ্জন করি-লেন, আমরা কৃষ্ণের মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া এই বসুন্ধরা জয় করিলাম, সম্প্রতি ভাগ্যবশত তুমি জননীর নিকটে এবং ক্রোধের সন্নিধানে অঋণী হইলে, আর অদৃষ্টক্রমে সেই সুদুর্জ্জয় শত্রু নিপাত করিয়া জয় লাভ করিলে।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে বলদেবসান্ত্বনায় ষষ্টি অধ্যায়॥ ৬০॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যেরা সংগ্রামে ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে আহত হইতে দেখিয়া কি করিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সিংহ যেমন বনজ মত্ত গজকে হত করে, সমরে বৃকোদর-কর্ত্তৃক কুরু-নন্দন দুর্য্যোধনের তাদৃশ নিধনদশা নিরীক্ষণে পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়বীরেরা কৃষ্ণের সহিত হৃষ্ট-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। তৎকালে সকলে উত্ত-রীয় বস্ত্র ভ্রমণ করাইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তাহারা তখন এমনি হর্ষাবিষ্ট হইল, যে, এই বসুন্ধরা সেই হর্ষান্বিত বীরগণের ভার ধারণে প্রায় অসমর্থ হইলেন। যাহা হউক, তদানীং কেহ কেহ কার্ম্মুকাকর্ষণ, কেহ কেহ বা, জ্যাক্ষেপণ করিতে লাগিল; কেহ শঙ্খ, কেহ কেহ বা, দুন্দুভি-ধ্বনি আ-রম্ভ করিল। তদ্ভিন্ন আপনার অন্যান্য অহিতগণ কেহ রণক্রীড়া, কেহ কেহ বা, হাস্যপরিহাস করিতে লাগিল। বীরগণ তখন ভীমসেনকে এই কথা বলিল, যে, "অদ্য আপনি রণ-মধ্যে গদাযুদ্ধে কৌরবেন্দ্রকে নিহত করিয়া অতি দুষ্কর-কার্য্য সম্পাদন করি-লেন। পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মহারণে বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, লোক-সকল আ-পনার এই বৈরিবধ-ব্যাপারকেও তাদৃশ জ্ঞান করি-তেছে। যে দুর্য্যোধন রণ-স্থলে বিবিধ-মণ্ডলে বিচরণ করত কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিত, সেই শূরবরকে নিধন করিতে বৃকোদর ভিন্ন অন্য কাহার সাধ্য হইতে পারে? এক্ষণে আপনি অন্যের অগম্য বৈরসাগরের পারে গমন করিলেন, অন্য কোন বীর এতাদৃশ কার্য্য-সম্পাদন করিতে কোন-ক্রমেই সমর্থ হয় না। হে বীর-প্রবর! মত্তমাত-ঙ্গের ন্যায়, আপনি চরণ-দ্বারা অনায়াসে দুর্য্যো-ধনের মস্তক মর্দ্দন করিলেন, সিংহ যেমন মহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার শোণিত-পানে পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি আপনি সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনের বক্ষ-স্থলস্থ রুধিরপানে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। যে দুরাত্মারা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের অবমাননা করি-য়াছিল, আপনি নিজ-বাহুবীর্য্য-বলে তাহাদিগের সকলের মস্তকে পদার্পণ করিলেন। হে ভীম! অহিতগণের মধ্যে উপস্থিত দুর্য্যোধনের বধ জন্য আপনার সুমহৎ যশোরাশি পৃথিবী-মধ্যে চিরকাল প্রথিত থাকিবে। বৃত্রাসুর হত হইলে বন্দিগণ এইরূপে দেবরাজকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি শত্রুকুল নির্ম্মূল করিলেন বলিয়া আমরা সকলে আপনাকে আনন্দিত ও বন্দিত করিতেছি। হে ভরতকুল-তিলক! দুর্য্যোধনের নিধনে আমাদিগের যে সমস্ত গাত্রলোম পুলকিত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

হে মহারাজ! সেই স্থানে সমাগত বার্ত্তাহরগণ ভীমসেনকে এইরূপ প্রশংসা করিতে থাকিলে, মধুসূদন তখন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত সেই সমস্ত পাঞ্চাল-দলকে অসদৃশ কথা কহিতে দেখিয়া বলিলেন, হে নরাধিপগণ! নিহত শত্রুকে কর্কশ বাক্য-দ্বারা পুনরায় জর্জ্জরিত ও হতজ্ঞান করা ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে, পাপসহায় পাপাত্মা লুব্ধ দুর্য্যোধন যখন নির্লজ্জ হইয়া সুহৃৎ সকলের শাসন লঙ্ঘন করিয়াছিল, তখনই যে, ঐ মন্দবুদ্ধি নিহত হইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলাম। যে সময় মহানুভাব বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, সঞ্জয় ও ভীষ্মদেব পাণ্ডবদিগের পৈতৃক অংশ বারম্বার প্রার্থনা করিলেও যে নরাধম তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করে নাই, এক্ষণে সেই পুরুষাধম শত্রু বা, মিত্রের যোগ্য হইতে পারে না। হে বসুধাধিপগণ! ঐ কাষ্ঠ-সদৃশ নরাধমকে বাক্য-দ্বারা ব্যথিত করায় ফল কি? চল, এক্ষণে আমরা সকলে নিজ নিজ রথে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করি, আমাদিগের অদৃষ্টক্রমেই এই হতভাগ্য নিজ অমাত্য ও জ্ঞাতি বান্ধবের সহিত নিহত হইয়াছে।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মুখ হইতে এই তিরস্কার ও অহঙ্কার-যুক্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া অমর্ষ বশত বাহুযুগল-দ্বারা ধরাতল ধারণ করত কটিদেশে ভার দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বাসুদেবের উপরি ভ্রূকুটীর সহিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। উরু-যুগল ভগ্ন হওয়াতে যখন তিনি অর্দ্ধোন্নত শরীরে উপবেশন করিলেন, তৎকালে পুচ্ছশূন্য সর্প ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে থাকিলে যে প্রকার হয়, তাঁহার রূপ তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

যাহা হউক, দুর্য্যোধন সেই প্রাণান্তকরণী ঘোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও বাসুদেবকে বাক্য-যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, রে কংশদাসের সন্তান! আমাকে অধর্ম্ম করিয়া যে গদাযুদ্ধে আঘাতিত করিলে, ইহাতে কি তোমার মনে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হয় না। তুমি আমার উরু-যুগলে গদা সন্ধান করিবার কারণ ভীমের স্মরণার্থ যে অর্জ্জুনকে সঙ্কেত করিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই। যে সমস্ত মহীপালেরা সরলভাবে ন্যায়ানুগত সংগ্রাম করিতেন, তুমি পাণ্ডবগণকে কুমন্ত্রণা দিয়া কত ছলে সেই সকলকে বিনাশমুখে নিক্ষেপ করিলে, ইহাতে তোমার মনে ঘৃণা বা, লজ্জার লেশমাত্র হইল না। তুমি প্রতিদিন শূরগণের সুমহৎ পীড়ন করত পরিশেষে শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করিয়া পিতামহ ভীষ্মদেবকে শরশয্যায় শয়ান রাখিলে। রে দুর্ম্মতে! অশ্বত্থামা নামে হস্তীকে হনন করিয়া মিথ্যাবাক্যে আচার্য্যকে অস্ত্রবিহীন করিয়া যে, তাঁহাকে পাতিত করিলে, তাহা কি আমার অজ্ঞাত আছে? নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন অনায়াসে সেই বীর্য্যশালী আচার্য্যকে সংহার করিল, তুমি প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াও একবার তাহাকে নিবারণ করিলে না। পাণ্ডুপুত্রের বধার্থে যাচিত শক্তিকে তুমি যে ঘটোৎকচের শরীরে সমর্পণ করাইলে, ইহাতে বোধ হয়, তোমা অপেক্ষা পাপকারী মনুষ্য আর কেহই নাই। আরও দেখ, বলবান্ ভূরিশ্রবা যখন ছিন্নহস্ত হইয়া গতপ্রায় হইলেন, তখনও তুমি মহাত্মা সাত্যকিকে তাঁহার বিনাশার্থ প্রেরণ করিলে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে জয় করিবার নিমিত্তে ন্যায়ানুগত যুদ্ধ করত যখন অশ্বসেনের শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন এবং যৎকালে তাঁহার রথচক্র ধরাতলে নিমগ্ন হইলে, তিনি বিপন্ন ও পরাজিত-প্রায় হইয়া রহিলেন, তখনও তুমি সেই নরবর কর্ণকে অর্জ্জুন-দ্বারা পাতিত করিলে। যদি তুমি আমাকে, কর্ণকে, ভীষ্মকে ও দ্রোণাচার্য্যকে ন্যায়ানুসারে জয় করিতে পারিতে, তবে তোমাদিগের নিশ্চয় বিজয় হইত। আমরা ও অন্যান্য ভূপালেরা স্বধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম, তুমি ছল-পূর্ব্বক তাবৎকে ঘাতিত

করিলে, ইহাতে আর পৌরুষ প্রকাশ কেন কর ?

বাসুদেব কহিলেন, হে গান্ধারী-তনয়! তুমি পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ ও বান্ধবগণের সহিত হত হইলে, তোমারই দুষ্কৃত-দ্বারা বীরবর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন এবং মহাবীর কর্ণও তোমার চরিত্রের অনুবর্ত্তন করত সমর-ভূমিতে শয়ন করিলেন। রে মূঢ়! আমি তোমার নিকট কত প্রকার বিনতি করিয়া পাণ্ডবদিগের পৈতৃক অংশ প্রার্থনা করিলাম, তখন তুমি শকুনির সহায়তায় ও সাহসে নির্ভর করিয়া পাণ্ডু-তনয়গণকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিলে না ; তুমি ভীমসেনকে অনায়াসে বিষভোজন করাইলে এবং পাণ্ডব-সকলকে তাঁহাদিগের জননীর সহিত জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা পাইলে, রে নির্লজ্জ! যখন পাশক্রীড়া-কালে সভা-মধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে বহুতর ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়েই তোমাকে বধ করা উচিত ছিল। অক্ষক্রীড়ায় অপারগ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে তুমি ক্রীড়াকুশল সৌবল-দ্বারা যে পরাজিত করিয়াছিলে, সেই পাপে এইক্ষণে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়াছ। বন-মধ্যে পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিতে গমন করিলে তুমি পাপাত্মা জয়দ্রথ-দ্বারা একাকিনী নিঃসহায়া কৃষ্ণাকে যে অপরিমিত ক্লেশরাশি ভোগ করাইয়াছিলে এবং বালক অভিমন্যু একাকী রণস্থলে সংগ্রাম করিতে থাকিলে, সপ্ত মহারথি-দ্বারা যে, তাহাকে নিহত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত দোষেই তুমি স্বয়ং নিহত হইলে ; আমরা যে সমুদয় অকার্য্য করিয়াছি, তুমি কহিতেছ, সে সমস্ত কেবল তোমার গ্রহ বৈগুণ্য ও অত্যাচার জন্য আমাদিগের-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৃহস্পতি বা, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশ কখন তোমার কর্ণগোচর হয় নাই এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া তুমি কখন হিতবাক্য শ্রবণ কর নাই ; তুমি বল, বিক্রম, লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া যে সমস্ত অসৎকার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে পরিণাম-সময়ে সেই সমুদয়ের বিপরীত ফল উপভোগ কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, এবং সসাগরা ধরামণ্ডলে আত্ম-আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিপক্ষদিগের মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়াছি, অতএব আমার অপেক্ষা প্রধান মনুষ্য আর কে আছে? স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণের যে ধর্ম্ম অভিলষিত, আমি সেই ধর্ম্মানুসারেই যদি নিধন লাভ করিলাম, তবে আর আমার অপেক্ষা প্রধান মনুষ্য কে হইল? অনেকানেক ভূপালেরা যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সহজে প্রাপ্ত হয়েন না, আমি যদি সেই সমুদয় দেবার্হ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলাম, তবে আর আমার অপেক্ষা প্রধান লোক কে হইল? হে অচ্যুত! আমি সুহৃৎ ও সহোদর সকলের সহিত স্বর্গে গমন করি, তোমরা হত-মনোরথ হইয়া শোক প্রকাশ করত কালযাপন করিতে থাক।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ কুরুরাজের এই সমস্ত কথার অবসানে পবিত্রগন্ধ-যুক্ত সুমহৎ পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ মনোরম বাদ্যধ্বনি আরম্ভ করিল। অপ্সরোগণ নৃপতির যশোবর্ণন-সম্বলিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সিদ্ধগণ শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সুখস্পর্শ সুরভি সমীরণ পবিত্রগন্ধে অন্ধ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডল বৈদূর্য্যমণির সমান প্রকাশমান হইল।

বাসুদেব-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের বান্ধবগণ এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা বিলোকনে এবং দুর্য্যোধনের সম্মান সন্দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া রহিলেন ; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবা অধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, শুনিয়া তাঁহারা সকলে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবগণ দীন-চিত্ত ও চিন্তাপরায়ণ হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগের তাদৃশ ভাব

নিরীক্ষণে গভীরস্বনে এই কথা বলিলেন, যে, হে পাণ্ডবগণ! এই অতি শীঘ্রাস্ত্র রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত ভীষ্ম-প্রভৃতি মহারথেরা ঋজুযুদ্ধ-দ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তৃক কোন-প্রকারেই নিহত হইবার পাত্র ছিলেন না। ধর্ম্মানুসারে এই নরাধিপকে ধরাশায়ী করা সকলেরই অসাধ্য এবং সেই ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথ সকলকে নিহত করিতে কোন বীরেরই ক্ষমতা ছিল না। তবে আমি কেবল তোমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষায় নানা উপায় ও নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করিয়া সকলকে সমর-শয্যায় শয়ান করিলাম। আমি যদ্যপি রণস্থলে এবম্বিধ কুটিল আচরণ না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের বিজয়ই বা কোথা হইতে হইত এবং রাজ্য ও ধনই বা কি প্রকারে আয়ত্তে আসিত? সেই চারি মহানুভাব পৃথিবীতে অতিরথ বলিয়া প্রথিত ছিলেন, লোকপাল সকল স্বয়ং ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াও কোনমতে তাঁহাদিগকে হত করিতে সমর্থ হইতেন না। সেইরূপ, এই গদাপাণি গতক্লম ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন ধর্ম্মযুদ্ধে দণ্ডপাণি কৃতান্তের নিকটেও পরাজিত হইবার পাত্র নহেন। এক্ষণে তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমরাই কেবল মিথ্যা প্রবঞ্চনা-দ্বারা এই বিপক্ষকে বিনষ্ট করিলাম, কপটাচরণ-দ্বারাই শক্রকুল নির্ম্মূল হইয়া থাকে, দেবতারা যখন দৈত্যদল দলন করেন, তখন এইমত পন্থা বিস্তার করিয়া থাকেন; সাধুগণের অনুষ্ঠিত পথে সকলেই অনুগত হয়; আমরা সেই সাধুবিহিত আচরণ করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। হে নৃপগণ! সম্প্রতি এই সায়াহ্ন-সময়ে চল, আমরা সকলে অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ-সহ বিশ্রামার্থ নিবাস-স্থানে গমন করি।

হে মহারাজ! পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদানীং বাসুদেবের এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে আনন্দ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, পুরুষ-প্রবর দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট-চিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য-ধ্বনি আরম্ভ করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে কৃষ্ণপাণ্ডব সংবাদে একষষ্ট অধ্যায়॥ ৬১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, সেই সমস্ত মহাবাহু মহীপালেরা শঙ্খ-ধ্বনি করত বিশ্রাম জন্য শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তখন আমাদিগের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে, মহাবীর সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপাল-সকল আপন আপন শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবেরা লোকশূন্য রঙ্গস্থলের সদৃশ দুর্য্যোধনের হত-প্রভ ও প্রভুশূন্য শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎকালে সেই শিবির নাগহীন হ্রদ ও উৎসবশূন্য নগরের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল এবং বৃদ্ধ অমাত্য, বহুতর-বর্ষবর ও স্ত্রীগণের অধিষ্ঠান স্থান হইয়াছিল; দুর্য্যোধনের পরিচারকগণ মলিন বসন ধারণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরের সন্নিহিত হইয়া নিজ নিজ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবদিগের নিয়ত প্রিয় ও হিতকার্য্য-নিরত কেশব গাণ্ডীবধম্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্রে তুমি গাণ্ডীব-শরাসন ও অক্ষয় তূণ-দ্বয় অবতরণ-পূর্ব্বক স্বয়ং রথ হইতে অবতীর্ণ হও, পশ্চাৎ আমি অবতরণ করিতেছি, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

পাণ্ডু-নন্দন বীরবর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের কথাক্রমে তাহাই করিলেন, পরে মাধব বাজিগণের রশ্মি মোচন করিয়া স্বয়ং অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বভূতেশ্বর মহানুভাব কৃষ্ণ গাণ্ডীবধম্বার রথ হইতে অবতরণ করিলে, ধনঞ্জয়ের ধ্বজ-

স্থিত দিব্য কপিও অন্তর্হিত হইল। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুমহান্ রথ পূর্ব্বে দ্রোণ ও কর্ণের দিব্যাস্ত্র-কিঙ্কর-দ্বারা দগ্ধ হইয়াও প্রদীপ্ত হয় নাই, সম্প্রতি, কৃষ্ণের অবতরণ ও কপিবরের অন্তর্দ্ধান নিবন্ধন চক্র, যুগ, বন্ধুর, রশ্মি ও অশ্বগণের সহিত এককালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বে তাহা ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইল। হে প্রভো! পাণ্ডবেরা সহসা সেই রথকে ভস্মীভূত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে প্রণয়ের সহিত প্রণতি করিয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! অকস্মাৎ আমার এই রথ কি কারণে দগ্ধ হইল, ভগবন্! এ কি মহৎ আশ্চর্য্য ঘটিল; এ বিষয় যদি শ্রোতব্য হয়, তবে তুমি আমাকে বিস্তার করিয়া বল।

বাসুদেব বলিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন! এই রথ পূর্ব্বে বহুবিধ অস্ত্র-দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল, কেবল আমার অধিষ্ঠান-বশত সমর-মধ্যে প্রজ্বলিত হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে, আমিও রথ পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্র-সকলের তেজে প্রজ্বলিত ও দগ্ধ হইয়া গেল। শত্রুহন্তা ভগবান্ কেশব, অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া সহাস্যবদনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে আপনি জয়ী হইলেন, ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু সকল নিহত হইল, ভাগ্যক্রমে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও আপনি কুশলে আছেন এবং এই বিপক্ষ বীর-ক্ষয়কর সমর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হে ভারত! সম্প্রতি, উত্তরকালের কর্ত্তব্য কার্য্য-সকল সম্পাদন করুন। পূর্ব্বে বিরাট নগরে আমি অর্জ্জুনের সহিত আপনার নিকট উপনীত হইলে, আপনি মধুপর্ক আনয়ন করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, যে, "কৃষ্ণ! এই ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা এবং সখা, ইহাকে তুমি সর্ব্বদা সকল আপদ হইতে রক্ষা করিবে," আপনি এই প্রকার কহিলে আমি তাহাই স্বীকার করিয়াছিলাম। হে জনেশ্বর! আপনার সেই কথা স্বীকার করিয়াছিলাম—বলিয়া আমি সব্যসাচীকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি এবং সেই সত্যপরাক্রম শূরবর ভ্রাতৃগণের সহিত জয় লাভ করিয়া এই লোমহর্ষণ বীর-ক্ষয়কর সমর হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার কহিলে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইল; পরে তিনি জনার্দ্দনকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে অরিমর্দ্দন! দ্রোণ ও কর্ণ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ জন সহ্য করিতে পারে? সাক্ষাৎ বজ্রধর পুরন্দরও তাহা কোনক্রমে সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। তোমার প্রসাদে সংশপ্তক সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছে এবং ধনঞ্জয় মহারণমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বারের জন্যও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। হে মহাবাহো! তোমারই অনুগ্রহে আমি পর্য্যায়-ক্রমে কর্ম্ম সকলের বিস্তার ও তেজোরাশির শুভগতি লাভ করিলাম। বিরাট নগরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছিলেন, যে, "যেস্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে কৃষ্ণ এবং যেস্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়।"

মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে বীরগণ আপনকার শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোষস্থিত রত্নরাশি ও সম্পত্তি সকল সঞ্চয় করিল; স্বর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, নানাপ্রকার উত্তম উত্তম অলঙ্কার, অজিন, কম্বল, অসংখ্য দাস, দাসী, এবং বহুবিধ রাজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া লইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা আপনকার এই অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হইয়া সকলে একত্রিত হওত আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর, সেই সমস্ত বীর-প্রধান নরেন্দ্রগণ ও পাণ্ডবগণ বাহন সকলকে আশ্বস্ত ও মুক্ত করিয়া সাত্যকির সহিত এক স্থানে উপবেশন করিলেন। পরে মহাযশা বাসুদেব বলিলেন, অদ্য কল্যাণ-

হেতু আমাদিগকে শিবিরের বহির্ভাগে বাস করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি তাহাতে সম্মত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মঙ্গলার্থ বহির্গমন করিলেন। তাঁহারা ওঘবতী নাম্নী পবিত্র সরিতের সন্নিহিত হইয়া তদীয় তীরে সেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সকলে একবাক্য হইয়া বাসুদেবকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন; প্রতাপবান্ বাসুদেব দারুককে রথোপরি আরোহিত করিয়া সত্বরভাবে হস্তিনাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, তৎকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কহিলেন, যশস্বিনী গান্ধারী পুত্রহীনা হইয়াছেন, অতএব তুমি গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর। সাত্বতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হতপুত্রা গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে বাসুদেব বাক্যে দ্বিষষ্ট

অধ্যায় ॥ ৬২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে কিজন্য গান্ধারীর সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে কৃষ্ণ যখন শান্তিস্থাপন জন্য কৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করেন নাই—বলিয়া এই সুমহান্ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, পরে যোদ্ধা-সকল হত দুর্য্যোধন নিহত এবং পৃথিবীমণ্ডল পাণ্ডব-শত্রু বিরহিত হইলে, শিবির-সকল শূন্যাকার ধারণ করিলে, পাণ্ডবগণ অতুল যশ উপার্জ্জন করিলে কৃষ্ণ যে, পুনরায় হস্তিনায় গমন করিলেন, তাহার কারণ কি? হে ব্রহ্মন্! ইহা যে অল্প কারণে ঘটিয়াছিল, তাহাও আমার বোধ হইতেছে না, যেহেতু স্বয়ং জনার্দ্দন যখন গমন করিলেন, তখন কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে, অতএব এই কার্য্য নিশ্চয়-বিষয়ে যথার্থ কারণ কি, আপনি আমার নিকটে বিস্তারক্রমে তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বটে, অতএব আমি আপনাকে তাহা যথার্থরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ! ভীমসেন সমরে গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অন্যায়রূপে গদা প্রহার-দ্বারা মহাবীর দুর্য্যোধনকে নিহত করিলেন—দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ সুমহৎ ভয়ে ব্যাকুল হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, মহাভাগা গান্ধারী অতি তপস্বিনী, তাঁহার ঘোরতর তপস্যা-প্রভাবে ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতে পারে, তৎকালে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, যে, প্রথমত ক্রোধ-দীপ্তা গান্ধারীকে সান্ত্বনা করা উচিত, আমরা তাঁহার পুত্র বধ করিয়াছি—ইহা তিনি শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে মানস-অগ্নি-দ্বারা আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। 'সরলভাবে যুদ্ধকারী পুত্র ছলযুদ্ধে নিহত হইয়াছে' গান্ধারী ইহা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে এই তীব্র দুঃখ সহ্য করিবেন।

ধর্ম্মরাজ এইরূপ বহুল চিন্তা করিয়া ভয় শোকসমন্বিত-চিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! তোমার প্রসাদে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, যে রাজ্য পাইবার জন্য আমাদিগের মনে কিছুমাত্র ভরসা ছিল না, এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হইল। হে যাদব-নন্দন! এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে আমার প্রত্যক্ষে তুমি অত্যন্ত বিলোড়িত হইয়াছ। পূর্ব্বে দেবাসুর সমরে দৈত্যদল বিনাশার্থ তুমি যেমন সহায় হইয়া অমরারিগণের নিধন করিয়াছিলে, আমাদিগের জন্য তুমি এই যুদ্ধে তেমনি সাহায্য করত সারথ্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে। তুমি যদি এই মহারণে অর্জ্জুনের সহায় না হইতে, তবে কি, ধনঞ্জয় এই সৈন্যচয় ক্ষয় করিতে পারিতেন? তুমি আমাদিগের জন্য বিপুল গদা-প্রহার, ঘোরতর পরিঘাঘাত, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশুর প্রহার বারম্বার কতই সহ্য

করিয়াছ, কতইবা পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছ এবং কতই বা বজ্রস্পর্শ-সমান শস্ত্র-সম্পাত সহ্য করিয়াছ। হে অচ্যুত! এক্ষণে দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতে তোমার সেই সকল সহ্য গুণ সফল হইয়াছে। সম্প্রতি, সেই সমুদয় পুনরায় যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহাই কর।

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমাদিগের জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু, আমার মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছে, হে মহাবাহো মাধব! গান্ধারীর যে কত ক্রোধ তাহা তুমি বিবেচনা কর, সেই মহাভাগা নিয়ত উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন, অতএব আমাদিগের দ্বারা তাঁহার পুত্র পৌত্র সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তিনি একেবারে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অতএব আমার মত, যে, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার এই সময় উপস্থিত। আর সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধ-রক্ত-নয়না দেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে গমন করা তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষের সাধ্য? এই জন্য আমার অভিপ্রায় যে, তুমি তাঁহার ক্রোধ-শান্তি কারণ তৎসন্নিধানে গমন কর।

হে অরিন্দম! তুমি লোক-সকলের কর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা, অতএব সময়োচিত যুক্তি ও কারণ-সংযুক্ত বাক্যাবলী-দ্বারা অবিলম্বে গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে। তথায় ভগবান্ পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থাকিবেন, অতএব হে মহাবাহো! পাণ্ডবদিগের হিতের নিমিত্ত গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করা তোমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

যদুকুল-চূড়ামণি মাধব ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দারুককে আহ্বান করিয়া রথসজ্জা করিতে অনুমতি করিলেন, দারুক কেশবের আজ্ঞা শ্রবণে সত্বর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ সুসজ্জিত করিয়া তৎসন্নিধানে নিবেদন করিল। কৃষ্ণ সেই সজ্জীভূত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ মাধব রথারোহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার রথ-চক্রের শব্দ-দ্বারা ' কৃষ্ণ আসিতেছেন ইহা ধৃতরাষ্ট্রের বিদিত হইল। পরে তিনি সেই মনোহর রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অদীন-চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের নিকেতনে গমন করিলেন; গমন করিবামাত্র প্রথমত ঋষিসত্তম কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহার ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চরণ বন্দন করিয়া জনার্দ্দন অব্যগ্র-চিত্তে গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, যদুকুল-তিলক কেশব ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করিয়া সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি মুহূর্ত্তকাল শোক-সমুদ্ভব বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিয়া জল-দ্বারা নয়ন-যুগল প্রক্ষালন ও যথাবিধি আচমন-পূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ প্রস্তুত বাক্য সকল কহিতে লাগিলেন, যে, হে ভারত! ভূতভবিষ্যৎ-প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ের মধ্যে কিছুমাত্র আপনার অবিদিত নাই, কালের যেপ্রকার গতি তাহাও আপনি সবিশেষ জানেন। পাণ্ডবেরা সকলেই আপনার মতানুবর্ত্তী থাকিবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন, তথাচ এই সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল ক্ষয় হইল। ধর্ম্মবৎসল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা সেই শুদ্ধাচার পাণ্ডবদিগকে দ্যূতছলে পরাজিত করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিল। তাঁহারা বহুবিধ বেশ ধারণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করত পরিশেষে এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিলেন, তাহাতে যে তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অনন্তর, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং সন্ধিবন্ধন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু, মহারাজ! আপনি কালমোহিত হইয়া লোভ-বশত সেই পঞ্চগ্রাম প্রদান করিলেন না, অতএব আপনার অপরাধেই যে এই সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল

হইল, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মহাত্মা ভীষ্মদেব, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর ইহাঁরা সকলেই আপনার নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু, আপনি তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

মহারাজ! মনুষ্যেরা কাল-বশত মোহিত হইলে সকল বিষয়েই মুগ্ধ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে অন্য উদাহরণ আবশ্যক কি? আপনি পূর্ব্বে এই সংগ্রামার্থ যে মূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ইহাতে দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। যাহা হউক, কালবশত ভাগ্য-দোষে এই সমস্ত ঘটনা হইয়াছে; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবদিগের প্রতি এই সমস্ত দোষ নিবিষ্ট করিবেন না। মহানুভাব পাণ্ডবেরা ধর্ম্মত, ন্যায়ত ও স্নেহত অল্প-পরিমাণেও সত্যপথ অতিক্রম করেন নাই। আপনি এই আত্মদোষ-কৃত অনিষ্ট-ব্যাপারে বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া যদি পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন, তবে আর উপায় কি আছে? ফলত তাঁহাদিগের প্রতি সাসূয় ব্যবহার করা কোনক্রমেই আপনার উচিত নহে। যে হেতু, এক্ষণে যশস্বিনী গান্ধারীর ও আপনার বংশরক্ষা, কুলমর্য্যাদা ও পিণ্ডসংস্থান-প্রভৃতি যেসমস্ত কার্য্য পুত্র-দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই পাণ্ডবগণের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইল। অতএব আপনারা পাণ্ডবদিগের উপরি অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই সকল বাক্য এবং নিজ ব্যতিক্রম-বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া পাণ্ডবদিগের কল্যাণ কামনা করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

মহারাজ! আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের যে অচলা ভক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ আছে তাহা ত আপনার অবিদিত নাই, তিনি অপকারি শত্রুগণকে সংহার করিয়া দিবাযামিনী কেবল দগ্ধ হইতেছেন, কোনক্রমেই সুখ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি শোকাকুল হইয়া কেবল আপনি ও যশস্বিনী গান্ধারী কি প্রকারে শান্তি লাভ করিবেন, নিরন্তর তাহাই চিন্তা করিতেছেন। আপনি পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ব্যাকুল-চিত্ত আছেন—জানিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জা-প্রযুক্ত আপনার নিকটে আসিতে পারেন নাই।

মহারাজ! যদু-প্রধান কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ কহিয়া শোকাকুলা গান্ধারীকে পরম উৎকৃষ্ট কথা সকল কহিতে লাগিলেন, বলিলেন, হে সুবলরাজনন্দিনি! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, অবহিত-চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। হে শুভে! সম্প্রতি, পৃথিবী-মধ্যে আপনার সমান কোন সিমন্তিনী নাই, হে রাজ্ঞি! আপনি সভা-মধ্যে আমার সন্নিধানে উভয়পক্ষের হিতকর যে সমস্ত ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্য কহিয়াছিলেন, আপনার দুর্ব্বৃত্ত তনয়েরা তাহা রক্ষা করিল না; আপনি জয়াভিলাষি দুর্য্যোধনকে কত নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা ত আপনার স্মরণ আছে। হে নৃপ-নন্দিনি! তখন আপনি আপন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "রে মূঢ়! আমার বাক্য শ্রবণ কর্, যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জয় হয়, ইহা নিশ্চয় জানিস্।" আপনকার দুরাচার সন্তানেরা সেই কথায় অবহেলা করিয়া এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইবেন না এবং পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ কদাচ অভিলাষ করিবেন না। হে মহাভাগে! আপনি তপোবলে ক্রোধপ্রদীপ্ত-চক্ষু-দ্বারা অনায়াসে সচরাচর ধরামণ্ডল নিঃশেষে দগ্ধ করিতে পারেন।

দেবী গান্ধারী বাসুদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ, আমি মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছি বলিয়া আমার বুদ্ধি নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছিল, হে জনার্দ্দন! এক্ষণে তোমার বাক্য শুনিয়া অনেক শান্ত ও সুস্থ হইল। কেশব! পাণ্ডবগণের সহিত এক

মাত্র তুমিই কেবল এই পুত্রহীন অন্ধ ও বৃদ্ধ ভূপতির গতি, পুত্রশোক-সন্তপ্তা দেবী এই কথা মাত্র কহিয়া বসন-দ্বারা মুখ আবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মহাবাহু মাধব সেই শোক-বিহ্বলা দেবীকে যুক্তি ও কারণ-সংযুক্ত কথাবলী-দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিলেন; কেশব, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে অশ্বত্থামার সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় উদ্বুদ্ধ হইল, সুতরাং তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া দ্বৈপায়নের চরণ-দ্বয় বন্দন-পূর্ব্বক কুরুরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি কহিতেছি, আপনি শোকে মনঃসমাধান করিবেন না; দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামার এক পাপ অভিপ্রায় আছে, আমি সেই অভিসন্ধি জানিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম; সে মনে মনে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়াছে যে, "এই রাত্রি-মধ্যে পাণ্ডবদিগকে নিপাত করিবে।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশবের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ-মাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর, পরে তোমার সহিত পুনরায় আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইবে।" জনার্দ্দন তাঁহাদিগের তদ্বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া দারুকের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, বাসুদেব গমন করিলে সর্ব্বলোক-পূজনীয় ব্যাসদেব জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব কৃতকার্য্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে পাণ্ডবগণকে দেখিবার মানসে শিবির-মধ্যে উপনীত হইলেন এবং শিবিরে আসিয়াই সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিয়া হস্তিনার বিবরণ সকল বর্ণন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী প্রবোধনে ত্রিষষ্ট অধ্যায় ॥ ৬৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন সতত শত্রুদিগের মস্তকোপরি অধিষ্ঠিত ছিল এবং আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিত, এক্ষণে তাহার উরু ভগ্ন হওয়ায় সে ধরাশায়ী হইয়া কি বলিল? সে একে রাজা, তাহাতে অতিশয় কোপন-স্বভাব, পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত সততই তাহার শত্রুতা ছিল, এক্ষণে বিষম বিপদে পতিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সেই বিপদ্ উপস্থিত হইলে, রাজার উরু ভগ্নের পর তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় যথাবৃত্তরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্ন-সক্থ হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত-কলেবরে কর-দ্বারা কেশচয় সংযত করত দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া উরগের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরে অতি যত্নে কেশ সংযমন করিয়া ক্রোধ-পরীত-লোচনে বারম্বার আমার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মত্তমাতঙ্গের সমান মুহুর্ম্মুহু ধরাতলে কর নিষ্পেষণ করত পুনরায় আলুলায়িত-কেশে দন্ত-দ্বারা দন্ত-মর্দ্দন করিয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিন্দা করত নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারী-প্রবর কর্ণ, গৌতম, দ্রোণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, শূরবর শল্য এবং কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতি মহাবীর সকল সেনাপতি সত্ত্বে আমার এই অবস্থা ঘটিল, সুতরাং কাল অতি দুরতিক্রম। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। হে মহাবাহো সঞ্জয়! কাল উপস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; যাহা হউক, সম্প্রতি এই সংগ্রামে আমাদিগের পক্ষে যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, তাহাদিগকে ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে প্রকারে আমাকে আহত করিল, তাহা বলিবে। নৃশংস পাণ্ডবেরা সংগ্রামে এইরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছে, তাহারা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও শ্রীমান্ দ্রোণের প্রতি এইরূপ অয-

শক্রর কর্ম্ম করিয়াছে, আমার বোধ হয়, এজন্য তাহাদিগকে অবশ্য নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতে হইবে। সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি কপট-যুদ্ধে জয়ী হইয়া কি প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তিই বা নিয়ম-লঙ্ঘনকারী লোককে প্রশংসা করিয়া থাকে? পাপাত্মা পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর যেমন আনন্দে অভিভূত হইয়াছে, সেইরূপ কোন্ পণ্ডিত অধর্ম্মত জয় লাভ করিয়া হৃষ্ট হয়? আমার ঊরুদেশ ভগ্ন হইলেও ক্রোধপরবশ ভীমসেন যে পাদ-দ্বারা আমার মস্তক মর্দ্দন করিল, তাহা হইতে আর বিচিত্র কি আছে? হে সঞ্জয়! যেব্যক্তি বন্ধুগণে বেষ্টিত, শ্রীসম্পন্ন ও প্রতাপশালী, তাহার মস্তকে যদি কোনব্যক্তি পদাঘাত করিতে পারে, তবে সে সকলের পূজনীয় হয়।

হে সঞ্জয়! আমি যুদ্ধধর্ম্মে যেরূপ পারগ, তাহা আমার পিতা মাতা বিলক্ষণ জানেন, সম্প্রতি তাঁহারা নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছেন, অতএব তুমি আমার এই সকল কথা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিবে, যে, আমি ইচ্ছানুসারে যজ্ঞ করিয়াছি, ভৃত্যগণকে সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিয়াছি, সসাগরা-ধরামণ্ডলে আধিপত্য প্রচার করিয়াছি, জীবমান অমিত্রগণের মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়াছি, শক্ত্যনুসারে দান করিয়াছি, মিত্র-সকলের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই, আমি সমুদয় শত্রুকুলকে করস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অতএব আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে? আমি পররাজ্য সকল লাভ করিয়াছি, নৃপগণ দাসের ন্যায় আমার সেবা করিয়াছেন, আমি প্রিয়ব্যক্তির প্রতি সাধু আচরণ করিয়াছি, বান্ধবেরা তাবতেই আমার নিকটে সম্মানিত হইয়াছেন, পূজিতব্যক্তিও আমার বশীভূত ছিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কামের সেবা করিতে আমার কিছুমাত্র অবশেষ নাই, অতএব আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক আর কে হইতে পারে?

আমি প্রধান প্রধান নৃপতির প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছি, অতি উৎকৃষ্ট আজানেয় হয়ে আরোহণ-পূর্ব্বক গমন করিয়াছি, সুদুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে? আমি যথাবিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, যাবজ্জীবন নিরাময় থাকিয়া কালযাপন করিয়াছি এবং স্বধর্ম্মবলে সকল লোক জয় করিয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

সম্প্রতি, দৈবাধীন আমি শত্রু-সকলের নিকটে পরাজিত হইয়া দাসের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রিত হইলাম না। ভাগ্যক্রমে আমার বিপুলা লক্ষ্মী আমার অবর্ত্তমানে অন্য হস্তে সমর্পিত হইল; যাহা হউক, স্বধর্ম্মাবলম্বি ক্ষত্রিয়গণ যাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি সমরে অনায়াসে সেই নিধন লাভ করিলাম, সুতরাং আমা হইতে কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? আমি ভাগ্যক্রমে প্রাকৃত মানবের ন্যায় পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হই নাই এবং কোন বিরুদ্ধ মতি অবলম্বন করিয়া পরাজিত হই নাই; লোকে যেমন সুপ্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিষ-পানাদি-দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে, তেমনি ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাকে নিহত করিল। মহাভাগ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে আমার এই কথা বলিবে যে, অনেকবার অধর্ম্মকর্ম্মে-প্রবৃত্ত নিয়মঘ্ন পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন না।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র সত্যবিক্রম রাজা দুর্য্যোধন তখন সমাগত বার্ত্তাবহগণকে এই কথা বলিলেন, যে, ভীমসেন অধর্ম্ম-যুদ্ধে আমাকে নিহত করিল, আমি স্বর্গগত মহানুভাব দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, মহাবীর বৃষসেন, সৌবল শকুনি, মহাবীর্য্য জলসন্ধ, ভূপতি ভগদত্ত, মহাধনু সোমদত্ত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং দুঃশাসন-প্রভৃতি আমার আত্ম-সদৃশ সহোদর সকল, আর বিক্রান্ত দুঃশাসন-নন্দন ও লক্ষণ নামক আমার আত্মজ, তদ্ভিন্ন আমার যে সকল বহু সহস্র আত্মীয় ছিলেন, আমি সহায় হীন পথিকের ন্যায় এক্ষণে তাঁহাদিগের অনুগমন করিব।

হায়! আমার প্রিয় সহোদরা দুঃশলা ভ্রাতৃগণ ও ভর্ত্তার নিধন শ্রবণে দুঃখার্ত্তা হইয়া রোদন করত কি প্রকারে কাল হরণ করিবে। বৃদ্ধ পিতা, পুত্র-বধূ ও পৌত্রবধূগণের সহিত অতঃপর কি প্রকার গতি অবলম্বন করিবেন। পৃথুলোচনা কল্যাণ-দায়িনী লক্ষ্মণ-জননী পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া অবিলম্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। বাক্য-বিশারদ পরিব্রাট্ চার্ব্বাক যদি আমার এই অবস্থা জানিতে পারেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার বৈরনির্যাতন করিবেন। ত্রিলোক-বিখ্যাত পবিত্রতীর্থ সমন্তপঞ্চকে আমি নিধন লাভ করিলাম, অতএব অবশ্যই শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।"

হে মহারাজ! সহস্র সহস্র লোক ভূপতির এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণে বাষ্পাকুল-লোচনে দশ দিকে ধাবমান হইল। সচরাচর মহী-মণ্ডল সাগর ও বননিকরের সহিত ঘোরতর বিচলিত হইয়া উঠিল। দিক্ সকল নির্ঘাত-দ্বারা আবিল হইয়া গেল। তখন সকলে দ্রোণপুত্রের নিকটে গিয়া গদাযুদ্ধে ভূপাল যে প্রকারে পাতিত হয়েন, তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং অশ্বত্থামার সন্নিধানে তাবৎ বিবরণ নিবেদন-পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে দুর্য্যোধন-বিলাপে চতুঃষষ্ট অধ্যায়॥ ৬৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবদিগের অবশিষ্ট তিন জন মহারথ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য যদিও সমরে শরনিকর ও গদাশক্তি তোমর-দ্বারা ক্ষতবিক্ষত-শরীর হইয়াছিলেন, তথাপি বার্ত্তাবহগণের সকাশ হইতে "দুর্য্যোধন হত হইয়াছেন," এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করত যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন, তথায় গিয়া দেখিলেন, মহাত্মা দুর্য্যোধন নিশ্চেষ্ট ও রুধিরাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন। যেমন কানন-মধ্যে মহাশালবৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পতিত থাকে, মহারণ্য-মধ্যে ব্যাধ-কর্ত্তৃক নিপাতিত মহাগজ যেমন রুধির-সমূহে পরিপ্লুত হইয়া বর্ত্তমান রহে; মহাত্মা দুর্য্যোধন রক্তাক্তকলেবরে তদ্রূপ ধরাতলে বিলুণ্ঠিত রহিয়াছেন। আদিত্য-মণ্ডল দৈবক্রমে ভূতলে পতিত হইলে যেরূপ হয়, সমুত্থিত মহাবাতদ্বারা সাগর যেমন বিশুষ্ক হয়, আকাশমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র তুষারাবৃত হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, তেমনি সেই মাতঙ্গ-সম-বিক্রম দীর্ঘবাহু দুর্য্যোধন ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গে ধরণীতলে পতিত রহিয়াছেন; ধনলোভি ভৃত্যগণ যেমন পূর্ব্বে সেই নৃপাত-সত্তমের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট থাকিত, তেমনি তখন ভূতগণ ও ক্রব্যাৎ সকল তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করত উপবিষ্ট থাকায় ক্রোধে যেন উত্তারলোচন হইয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ করিতেছেন, যাহা হউক, কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথেরা তদানীং রাজাকে তাদৃশ-ভাবে ধরাতলে পাতিত দেখিয়া মোহাভিভূত হইলেন।

মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে তাঁহারা সচেতন হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক রাজার সমীপে গমন করিলেন এবং সকলে দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভূমিতলেই উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা বাষ্পপূর্ণ-লোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সর্ব্বলোকেশ্বর ভরত-শ্রেষ্ঠকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি নিশ্চয় জানিলাম, মনুষ্যলোকে কিছুমাত্র সত্য বিদ্যমান নাই, যেহেতু আপনি পুরুষ-প্রবর হইয়া এক্ষণে পাংশুময় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, পূর্ব্বে আপনি আসমুদ্র মহীমণ্ডলের রাজা হইয়া সকলের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, অদ্য একাকী এই নির্জ্জন বনে কিরূপে অবস্থিত রহিলেন? অদ্য আমি, মহারথ কর্ণ, কি দুঃশাসন কি অন্যান্য সুহৃৎ সকলের মধ্যে কাহাকেও দেখিতেছি না, এ কি আশ্চর্য্য! লোক-সকলের

মনোমধ্যে ইহা কি সামান্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, যে, আপনি রাজ্যেশ্বর হইয়া ধূলিধূসরিত শরীরে শয়ান রহিয়াছেন, যিনি মুর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপতিগণের সর্ব্ব প্রধান ছিলেন, তিনিই এখন নিরন্তর পাংশু গ্রাস করিতেছেন, অতএব কালের যে কত বিপর্য্যয় তাহা অবলোকন করুন।

হে মহারাজ! আপনার সেই নির্ম্মল ছত্র, বিমল ব্যজন এবং সেই মহতী সেনা কোথায় গেল? হে নৃপসত্তম! কি কারণে কোন্ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহার গতি অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কেন না, আপনি লোকগুরু হইয়া ঈদৃশ দশা প্রাপ্ত হইলেন। আপনি শক্রের সহিত স্পর্দ্ধাকারী, আপনার এই বিপদ্ বিলোকন করিয়া আমি নিশ্চয় জানিলাম, মনুষ্যমাত্রেরই নিকটে শ্রী কখন নিশ্চলা হইয়া থাকিতে পারেন না।

মহারাজ! আপনার পুত্র নরাধিপ দুর্য্যোধন তখন দুঃখিত অশ্বত্থামার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণিযুগল-দ্বারা নয়ন-দ্বয় মার্জ্জন-পূর্ব্বক শোকাশ্রু ধারা বর্ষণ করিতে করতে কৃপ-প্রভৃতি তাবৎ বীরকে সম্বোধন করিয়া সময়োচিত কথা সকল কহিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, হে মহানুভাব-সকল! বিধাতা এইরূপ মর্ত্তধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, "কাল পর্য্যায় সমাগত হইলে সর্ব্বভূতেরই বিনাশ হইবে, অতএব আমি এক্ষণে আপনাদিগের সকলের সমক্ষে সেই কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছি, পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী পালন করিয়া অধুনা আমাকে এইরূপ নাশ প্রাপ্ত হইতে হইল। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কখন কাহারও যুদ্ধে আপদ্গ্রস্ত হইয়া পলায়ন করি নাই, পাপাচার পাণ্ডবেরা ছল করিয়া আমাকে নিহত করিল, ইহাতে আর উপায় কি? আমি যুদ্ধকালে নিয়তই উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু, ভাগ্যদোষে বান্ধবগণের সহিত এককালে নিহত হইলাম।

যাহা হউক, আমি যে আপনাদিগকে এই দারুণ জনক্ষয় হইতে মুক্ত ও মঙ্গল-যুক্ত দেখিতেছি, ইহাই আমার পরম প্রিয় বোধ হইতেছে। আপনারা আমার প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন, অতএব আমার নিধনে আপনাদিগের অবশ্যই সন্তাপ হইতে পারে, কিন্তু, আপনারা তাহা পরিত্যাগ করুন। যদি বেদ সকল আপনাদিগের প্রমাণ হয়, তবে আমি অক্ষয় লোক-সকল জয় করিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়াছি, অতএব কোনমতেই সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই নাই, এক্ষণে আমি আপন অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলাম। আপনারা আমার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না, সকলেই আত্ম অনুরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, বিজয়ার্থ যত্ন করিতেও ক্রটি করেন নাই, কিন্তু, দৈব অতি দুরতিক্রম।"

হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধন বাষ্পাকুল-লোচনে এতাবৎমাত্র কথা কহিয়া বিহ্বল হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দ্রোণ-নন্দন তখন নৃপতিকে বাষ্প-শোক-সমন্বিত দেখিয়া প্রলয়কালীন বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাণি-দ্বারা পাণি নিপীড়ন করত বাষ্পবিহ্বল-বচনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষুদ্রাশয় পাণ্ডবেরা নৃশংস-কর্ম্ম-দ্বারা যে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে যত দুঃখ হইয়াছিল, অদ্য আপনার এতাদৃশ দশা সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ ততোধিক সন্তাপে সন্তাপিত হইতেছে। হে প্রভো! আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন, আমি ইষ্ট, পূর্ত্ত, দান, ধর্ম্ম ও সুকৃত-প্রভৃতি সমুদয় সত্য-দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য আমি বাসুদেবের সমক্ষে সমুদায় পাঞ্চালগণকে সর্ব্বোপায়-দ্বারা প্রেতরাজ-নিকেতনে প্রেরণ করিব, অতএব মহারাজ! আমার প্রতি আপনার অনুজ্ঞা প্রদান করা উচিত হইতেছে।"

কুরুরাজ, দ্রোণপুত্রের এইরূপ চিত্ত-প্রীতিজনন বচন শ্রবণ করিয়া কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে আচার্য্য! আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক শীঘ্র একটী জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। দ্বিজসত্তম কৃপাচার্য্য রাজার এই আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ জলপূর্ণ কলস আনিয়া ভূপতির নিকটে উপস্থিত করিলেন। ভূপাল তখন তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! যদি আপনি আমার কল্যাণ কামনা করেন, তবে আমার এই আদেশানুসারে অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন যে, 'রাজার নিয়োগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিবেন' অতএব আপনি আমার এই বাক্য প্রতিপালন করুন।

হে মহারাজ! শারদ্বত কৃপাচার্য্য রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় নিদেশানুসারে দ্রোণনন্দনকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। অশ্বত্থামা অভিষিক্ত হইয়া নৃপবরকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সিংহনাদ দ্বারা দিক্ সকল নিনাদিত করত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, দুর্য্যোধনও শোণিতাক্ত কলেবরে সেই সর্ব্বভূত-ভয়াবহা রজনী বঞ্চন করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা-প্রভৃতি মহারথেরা রণস্থল হইতে অবিলম্বে নির্গত হইয়া শোক-সম্বিগ্ন-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে অশ্বত্থামসৈনাপত্যাভিষেকে পঞ্চষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের দশম অংশ সৌপ্তিক পর্ব্বে অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক রজনীযোগে নিদ্রিত দ্রৌপদীপুত্রগণের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাঞ্চাল-সকলের নিদারুণ নিধন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, ঐষিকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত ইহাতে অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে অর্জ্জুন তাহা নিবারণ করত আপনাদিগকে রক্ষা করেন এবং দ্রৌপদীর বাক্যানুসারে অশ্বত্থামার মস্তকস্থিত সহজাত মণি হরণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির নিকটে প্রদান করেন, এই পর্ব্ব সংশোধিত মূল মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত হইল মুদ্রাঙ্কনকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় আদ্যন্ত অবলোকন করত অনুমোদন করিয়াছেন ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি ইহাতে কোন দোষ হইয়া থাকে সুধীগণ সদয় হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন কিমধিকমিতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪
বর্দ্ধমান রাজবাটী

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

সৌপ্তিকপর্ব্বের সূচীপত্র।

সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৃপাচার্য্য-কর্ত্তৃক অশ্বত্থামা সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই বীরত্রয় দক্ষিণাভিমুখে প্রয়াণ করত সূর্য্যাস্ত কালে শিবির-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তাঁহারা সত্বর হইয়া বাহন সকল পরিত্যাগ করত তৎকালে ভীত হইলেন; সুতরাং গহন-প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করত শিবিরের অনতি দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তিন জনেই শাণিত শস্ত্র-সমুহ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত ও ছিন্ন-গাত্র হইয়াছিলেন, সকলেই দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষি পাণ্ডবগণের ঘোরতর হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পাছে তাঁহারা অনুসরণ করেন, এই ভয়ে পুনরায় তাঁহারা পূর্ব্বমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রোধ ও অমর্ষ-পরায়ণ সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা মুহূর্ত্তকাল গমন করিলে, তাঁহাদিগের বাহন সকল শ্রান্ত এবং স্বয়ং পিপাসিত হওয়ায় কিছুই বিবেচনা করিতে পারিলেন না, কেবল রাজার বধ-হেতু সন্তপ্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত রহিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অযুত নাগ-তুল্য বলশালী আমার পুত্রকে ভীম নিপাতিত করিয়াছে, ভীমের কৃত এই কর্ম্ম অতি অশ্রদ্ধেয়। সঞ্জয়! সর্ব্বভূতের অবধ্য বজ্র-তুল্য অস্ত্রধারী আমার যুবা পুত্র সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল। হে সঞ্জয়! মনুষ্যেরা কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, যেহেতু আমার পুত্র সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া নিপাতিত হইল। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই অদ্রিসারময়, নতুবা শত পুত্র হত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া কেন সহস্র প্রকারে বিদীর্ণ হইল না। এই হত-পুত্র বৃদ্ধ দম্পতীর অতঃপর কি হইবে? আমি পাণ্ডু-পুত্রের রাজ্যে বাস করিতে কোন রূপেই উৎসাহ করিতে পারি না। হে সঞ্জয়! আমি রাজার পিতা ও স্বয়ং রাজা হইয়া কি প্রকারে দাসের ন্যায় পাণ্ডবগণের শাসনে থাকিব? সমস্ত পৃথিবীতে আজ্ঞা প্রচার করিয়া এবং সকলের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া এক্ষণে কি প্রকারে দাসবৎ ব্যবহার করিব? হে সঞ্জয়! যে ভীম একাকী আমার শত পুত্রকে নিহত করিয়াছে, আমি কি প্রকারে তাহার বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারিব? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মহাত্মা বিদুরের বাক্য প্রতিপালন না করিয়া তাহা সত্য করিল। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মত হত হইলে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পক্ষের বীরত্রয় কিয়দ্দূর গমন করিয়া অনতিদূরে অবস্থান

করত বিবিধ তরুলতা-সমাবৃত এক ঘোরতর বন দর্শন করিলেন। তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পর অশ্বগণকে জলপান করাইয়া সূর্য্যের অস্ত-গমন-কালে সেই মহৎ বনে প্রবেশ করিলেন; উক্ত বন নানা মৃগগণে সেবিত, বহুবিধ বিহঙ্গগণে আবৃত, বিবিধ লতা ও বৃক্ষ-দ্বারা সমাচ্ছন্ন, নানাবিধ হিংস্র জন্তু-নিষেবিত, নানাবিধ জলাশয়ে সমাকীর্ণ, নানাবিধ পুষ্পে সুশোভিত, শত শত পদ্মিনী-দ্বারা সংচ্ছন্ন এবং নীলোৎপল-নিবহে সমাবৃত ছিল। কৃপ-প্রভৃতি বীরত্রয় সেই ঘোরতর বনে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত সহস্র শাখা-সংচ্ছন্ন এক বট বৃক্ষ দর্শন করিলেন। হে মহারাজ! সেই নরশ্রেষ্ঠ মহারথেরা বটবৃক্ষের নিকটে আগমন-পূর্ব্বক সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বনস্পতিকে বিশেষ-রূপে বিলোকন করিলেন।

অনন্তর, তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে বিমুক্ত করত জল-স্পর্শ করিয়া যথা-বিধানে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলেন। অনন্তর, দিবাকর অস্তাচলে আরোহণ করিলে সমস্ত জগতের বিশ্রামদাত্রী সর্ব্বরী সমাগতা হইলেন, বিস্তীর্ণ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ-দ্বারা অলঙ্কৃত সুদৃশ্য নভোমণ্ডল চতুর্দ্দিকে তাঁহার বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাত্রিচর জীবগণ স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দিবাচর প্রাণি সকল নিদ্রা দেবীর বশীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিঞ্চর জন্তুগণের সুদারুণ নির্ঘোষ প্রাতুর্ভূত হইল। ঘোরতর ক্রব্যাদ্‌গণ প্রমুদিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে রজনী সমাগতা হইলেন। সেই ঘোরতর রজনীর প্রারম্ভে শোক-দুঃখ-সমন্বিত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা পরস্পর সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা সেই বটবৃক্ষের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া কুরু পাণ্ডবগণের সেই অতিক্রান্ত পরিক্ষয় বিষয় চিন্তা করত নিদ্রাক্রান্ত-শরীরে ধরণীতলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও বিবিধ শর-দ্বারা বিক্ষত ছিলেন, সুতরাং মহারথ কৃপ ও কৃতবর্ম্মা নিদ্রাগত হইলেন। তাঁহারা কখন দুঃখভোগ করেন নাই, সুখভোগেরই নিতান্ত উপযুক্ত এবং মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্যপাত্র, কিন্তু তখন শ্রম-শোক-সমন্বিত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে নিদ্রিত হইলেন।

হে মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ক্রোধ ও অমর্ষ-পরবশ হইয়া গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায় নিদ্রাগত হইলেন না; তিনি ক্রোধে দহ্যমান হইয়া নিদ্রা লাভ করিলেন না, কেবল সেই ঘোর-দর্শন বন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবাহু নানা জীব-নিষেবিত বনস্থল দর্শন করত বহু বায়সে পরিবৃত সেই বটবৃক্ষ বিলোকন করিলেন। সেই বৃক্ষে সহস্র সহস্র কাক রাত্রিযাপন করিতেছিল এবং তাহারা পৃথক্ পৃথক্ আশ্রয় অবলম্বন-পূর্ব্বক অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছিল। বায়সেরা বিশ্বস্তভাবে চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত থাকিলে, অশ্বত্থামা তথায় এক ঘোরদর্শন পেচককে যাইতে দেখিলেন। সেই পেচকের শব্দ অতিভয়ানক, শরীর বৃহৎ, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, দেহ নকুলের ন্যায় পিঙ্গল, নাসিকা সুদীর্ঘ, নখর সকল প্রখর এবং সে গরুড়ের ন্যায় বেগবান্। অনন্তর, সে লীয়মান অণ্ডজের ন্যায় মৃদুধ্বনি করত বটবৃক্ষের শাখায় আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই বায়সান্তক বিহঙ্গম বটবৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া বহুসংখ্যক সুপ্ত বায়সকে নিহত করিল। সে কতকগুলি কাকের পক্ষ ও কতকগুলির মস্তক ছেদন করিল এবং কতকগুলির চরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই বলবান্ বিহঙ্গম ক্ষণকাল-মধ্যে যাহাকে যাহাকে দৃষ্টিগোচর করিল, তাহাকেই আহত করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! কাকগণের শরীর ও অবয়ব-দ্বারা বটবৃক্ষের তল ভূমি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত্রুসূদন উলূক ইচ্ছানুসারে বৈরিকুলের প্রতিকার করিয়া কাক সকলকে নিহত করত অতিশয় আনন্দিত হইল।

দ্রোণ-নন্দন রাত্রিকালে কৌশিকের কৃত সেই কপট কার্য্য দর্শন করিয়া তাহার অভিপ্রায় বিষয়ে

কৃতসংকল্প হইয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই পক্ষী সংগ্রাম বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিল; শত্রুক্ষয় বিষয়ে আমার এই সময় সমাগত হইয়াছে, জয়চিহ্ন-প্রকাশক বলবান্ উৎসাহশালী লব্ধ-লক্ষ্য এবং সংগ্রামকারি পাণ্ডবগণকে এক্ষণে নিহত করা আমার সাধ্য নহে; পতঙ্গের অগ্নি-মধ্যে পতনের ন্যায়, আমি আত্ম-বিনাশিনী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজার নিকট হইতে তাহাদিগের বধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, সংশয় নাই। কপট ব্যবহার-দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং শত্রুদিগেরও সুমহান্ ক্ষয় হইতে পারিবে, সংশয়িত বিষয় অপেক্ষা যাহা নিঃসংশয় হয়, শাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তিরা তাহাই বহু মান্য করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে লোক-নিন্দিত গর্হিত বচনীয় যাহা হউক না কেন, ক্ষত্রধর্ম্মেবর্ত্তমান ব্যক্তির তাহা কর্ত্তব্য। অকৃতাত্মা পাণ্ডবেরা সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত ও পদে পদে কুৎসিত কার্য্য সকল করিয়াছে; শ্রুত আছে, পুরাকালে ন্যায় ও তত্ত্ব-দর্শি ধর্ম্ম-চিন্তকেরা এই সকল তত্ত্বার্থযুক্ত শ্লোক গান করিয়াছেন যে, শত্রুগণ পরিশ্রান্ত, পলায়িত, ভুঞ্জান, প্রস্থান-প্রবৃত্ত বা প্রবেশোন্মুখ রিপুবলকে প্রহার করিবে, আর অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রার্ত্ত, হতনায়ক, ভিন্ন-যোধ এবং যে সকল সৈন্যের বুদ্ধি দ্বিবিধ হইয়াছে, তাহাদিগকেও প্রহার করা কর্ত্তব্য" প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা এইরূপে রাত্রিকালে পাঞ্চালগণের সহিত নিদ্রিত পাণ্ডবগণের মারণে নিশ্চয় করিলেন। তিনি ক্রুর-বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বারম্বার বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া নিদ্রিত কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে প্রবোধিত করিলেন। মহাবল মহাত্মা কৃপ ও কৃতবর্ম্মা জাগরিত হইয়া অশ্বত্থামার অভিপ্রেত বিষয় শ্রবণে লজ্জিত হইয়া তদ্বিষয়ে কোন উচিত উত্তর প্রদান করিলেন না।

অনন্তর, অশ্বত্থামা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পবিহ্বলের ন্যায় বলিলেন, যাঁহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাসক্ত হইয়াছি, সেই অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন হত হইলেন। সেই একাদশ অক্ষৌহিণীর সেনাপতি পবিত্র-বিক্রম নরপতি একাকী সমরে বহু ক্ষুদ্র জন-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত হইলেন। ক্ষুদ্রাশয় বৃকোদর সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার মস্তক পদ-দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অতিনৃশংস কার্য্য করিয়াছে। শত শত পাঞ্চালেরা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোট ও হাস্য করিতেছে; কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি, কেহ কেহ বা দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে। শঙ্খ-নিস্বন-মিশ্রিত তুমুল বাদ্যধ্বনি বায়ু-দ্বারা চালিত হইয়া যেন দিক্ সকল পরিপূর্ণ করিতেছে। অশ্বগণের হ্রেষা, করি সকলের বৃংহিত এবং শূরগণের সুমহান্ সিংহনাদ শ্রুত হইতেছে। পাণ্ডবেরা পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয়-পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, উহাদিগের রথচক্রের লোমহর্ষণ শব্দ কর্ণগোচর হইতেছে। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণের যে বিমর্দ্দন করিয়াছে, তাহাতে এই মহাসমরে আমরা তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি, কেহ কেহ শত নাগ-তুল্য বলশালী এবং কেহ কেহ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল, অতএব বোধ হয়, ইহাতে কালের বিপর্য্যয়ই কারণ। এই কার্য্য-দ্বারা নিশ্চয়ই এইরূপ হইবে, দুষ্কর কার্য্য কৃত হইলেও এই কার্য্যের এইরূপে যাহাতে নিষ্পত্তি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মোহ-বশত আপনাদিগের বুদ্ধি যদি অপনীত না হয়, তথাপি এই সমুপস্থিত মহৎ বিষয়ে আমাদিগের যাহা শ্রেয়, তাহাই বলুন।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণায় প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে যে কথা বলিলে, তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ কর। মানবগণ দেহ ধারণ করিয়া অবধি দৈব ও পুরুষকার, এই দ্বিবিধ কর্ম্মে নিবদ্ধ হইয়া থাকে, এই দ্বিবিধ কর্ম্ম হইতে

শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। হে সত্তম! একমাত্র দৈব বা পুরুষ প্রযত্ন-দ্বারা কার্য্য সকল সিদ্ধ হয় না, উভয়ের যোগেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। উত্তম অধম সমুদয় বিষয় উক্ত উভয় কর্ম্ম-দ্বারা নিবদ্ধ আছে, দৈব এবং পুরুষকার অবলম্বন-পূর্ব্বক অনেক কার্য্য হইতেছে এবং অনেক কার্য্য নাও হইতেছে, ইহাও দেখা যায়। পর্জ্জন্য পর্ব্বতে বারি বর্ষণ করিয়া ফল সাধন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্টক্ষেত্রে জল বর্ষণ করিয়া ফল সাধন করিয়া থাকে। দৈব ভিন্ন পুরুষকার যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি পুরুষকার ব্যতীত দৈবও ব্যর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু দেখা যায়, পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন কখন সিদ্ধ হইয়া থাকে। দৈব সুন্দর-রূপে বর্ষণ করিলে এবং ক্ষেত্র সম্যক্ কর্ষিত হইলে, বীজ যেমন মহা-গুণ-সম্পন্ন হয়, মানুষী সিদ্ধিও সেইরূপ, কার্য্যদক্ষ প্রাজ্ঞ পুরুষেরা স্বয়ং দৈব-নিশ্চয় না করিয়া পুরুষ-কারে প্রবৃত্ত হয়েন। হে নরবর! মানব-মাত্রেই কার্য্যার্থী হইয়া দৈব ও পুরুষার্থ-দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়, দেখা যায়। কৃত পুরুষার্থও দৈব-দ্বারা সিদ্ধ হয়, সুতরাং কার্য্যকর্ত্তার ফল নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মানবদিগের দৈব-বর্জ্জিত প্রযত্ন সম্যক্ সম্পন্ন হইলেও তাহা বিফল দৃষ্ট হয়। অস্থিরচিত্ত অলস পুরুষেরা পুরুষার্থকে নিন্দা করিয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ মানবেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না। লোক-মধ্যে কৃতকর্ম্ম প্রায়ই বিফল হয় না, দেখা যায়, আর দুঃখকর কর্ম্ম না করিয়াও মহাফল দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কোন চেষ্টা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তাহাদের উভয়েরই অবস্থা সমান। কার্য্যদক্ষ মানব অনায়াসে জীবন ধারণে সক্ষম হইয়া থাকে; কিন্তু অলস ব্যক্তি সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, এই জীব লোক-মধ্যে দক্ষ ব্যক্তিগণকে প্রায়ই হিতৈষী হইতে দেখা যায়। দক্ষ ব্যক্তি যদি আরব্ধ কার্য্য হইতে ফলভোগ করিতে না পারে, তাহাতে তাহার কিছু নিন্দা নাই, অথবা সে লব্ধব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি লোক-সমাজে কর্ম্ম না করিয়া ফল লাভ করে, সে প্রায়ই নিন্দনীয় ও দ্বেষ্য হয়। বুদ্ধি-মান্ মানবদিগের নীতি এই, যে ব্যক্তি দৈব ও পুরু-ষার্থকে অনাদর করিয়া অন্যথা প্রবৃত্ত হয়, সে আপনার অনিষ্ট আপনিই করিয়া থাকে। দৈব বা পুরুষার্থ-বর্জ্জিত, অথবা উভয় কারণ-হীন প্রযত্ন বিফল হয়, ইহলোকে পুরুষার্থ-বিহীন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি দৈবকে নমস্কার করিয়া সম্যক্‌রূপে কার্য্য চেষ্টা করে, সেই দাক্ষিণ্য-সম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি বৃথা বিহত হয় না। যিনি বৃদ্ধদিগের নিকটে গিয়া কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি বৃদ্ধ-গণের হিত বাক্য শ্রবণ করেন, তাঁহারই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে বৃদ্ধগণের সম্মতি গ্রহণ করা উচিত। বৃদ্ধ সম্মতি যোগ বিষয়ে পরম মূল, কার্য্যসিদ্ধিও তন্মূলা হইয়া থাকে। যিনি বৃদ্ধগণের বচন শ্রবণ করিয়া পুরুষার্থ প্রয়োগ করেন, তিনিই অবিলম্বে পুরুষার্থের ফল সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব ক্রোধ, লোভ, রাগ ও ভয়-বশত বিষয় লাভের চেষ্টা করে, সে অসমর্থ ও অবমানী হইয়া শীঘ্র শ্রীভ্রষ্ট হয়।

অদীর্ঘদর্শী লুব্ধ দুর্য্যোধন মূঢ়তা-বশত মন্ত্রণা না করিয়া এই ঘোরতর সমর আরম্ভ করিয়াছিল, এ বিষয়ে হিতাহিত চিন্তা কিছুই করে নাই; বরঞ্চ হিতবুদ্ধি সুহৃৎ সকলকে অনাদর করিয়া অসাধু-গণের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক আত্মীয়গণ-কর্ত্তৃক নিবা-রিত হইয়াও অতিশয় গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈর বিধান করিয়াছে। পূর্ব্বে দুর্য্যোধন অতি দুঃশীল ছিল, এ জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, মিত্রমণ্ডলের হিত-বাক্য শ্রবণ করিল না, এজন্য এই বিপন্ন বিষয়ে পরিতাপ করিতেছে। আমরাও সেই পাপ-পুরুষের অনুবর্ত্তন করিয়াছি বলিয়া, সু-দারুণা মহতী দুর্নীতি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে।

এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার বুদ্ধি, উপস্থিত বিপদ-দ্বারা সন্তাপিত হইয়া কিছুমাত্র স্বীয় শ্রেয় বুঝিতে পারিতেছে না। মানবের কোন বিষয়ে মোহ উপস্থিত হইলে সুহৃৎ জনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি ও বিনয় রক্ষা পায় এবং তিনি কল্যাণের পথ দর্শন করেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বুদ্ধি-দ্বারা কার্য্যের নিদান নিশ্চয়-পূর্ব্বক বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলেন, সেইরূপ করা উচিত হয়। এক্ষণে আমরা তিন জন একত্র হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মহামতি বিদুরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিবেন, পরে আমাদিগের তাহাই করা শ্রেয়, ইহাই আমার বিবেচনা হয়। কার্য্য সকলের আরম্ভ না করিলে কখন অর্থ-সম্পন্ন হয় না; পুরুষার্থ কৃত হইলেও যাহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহারা দৈব-দ্বারা উপহত হইয়া থাকে; যাহা হউক, এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।

অশ্বত্থাম কৃপ সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুঃখ-শোক-সমন্বিত অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত শুভ বাক্য শ্রবণে প্রজ্বলিত অনল-তুল্য শোকে দহ্যমান হইয়া ক্রূর চিত্তে তাঁহাদিগের উভয়কে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, পুরুষে পুরুষে যে পৃথক্ পৃথক্ শোভনা বুদ্ধি আছে, সকলেই সেই নিজ নিজ বুদ্ধি-দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে সকল লোকেই আপনাকে অতিশয় বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করে, সকলেরই আত্মা বহুমত এবং সকলেই আপনাকে প্রশংসা করে। সকলেরই স্বীয় বুদ্ধি সাধু-বাদে প্রতিষ্ঠিত হয়, সকলেই পর-বুদ্ধির নিন্দা এবং স্বীয় বুদ্ধির বারম্বার প্রশংসা করিয়া থাকে। কারণান্তর সমুদায়-দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি কার্য্যের উপায় বিষয়ে সমতা ধারণ করিয়াছে, যাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট হয় ও বারম্বার বহু মান করে, সেই সকল মনুষ্যের তৎ তৎকালে সেই সেই বুদ্ধি কাল-সহকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া বিপন্ন হয়, বিশেষত মানবগণের চিত্ত, বৈচিত্র্য-বশত বৈক্লব্য প্রাপ্ত হইয়া বিকলভাবে উৎপন্ন হয়। যেমন কোন নিপুণ বৈদ্য যথা-বিধানে ব্যাধি বিদিত হইয়া তাহার প্রশমার্থ ঔষধ বিধান করে, সেইরূপ মানবগণ কার্য্যসিদ্ধির উপায় হেতু বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। মানুষেরা নিজ প্রজ্ঞা-সমন্বিত হইয়া তাহাকেই নিন্দা করে। মনুষ্য যৌবন কালে এক প্রকার বুদ্ধি-দ্বারা মোহিত হয়, মধ্যাবস্থায় অন্য প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করে, বার্দ্ধক্যকালে তাহার আর এক প্রকার মতি হইয়া থাকে। হে ভোজ! পুরুষ মহাঘোর বিপদ বা মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধির বিকৃতি লাভ করে। অকৃত-বুদ্ধিতা-হেতু এক পুরুষেই কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং সেই পুরুষেরই সেই সেই বুদ্ধিতে অরুচি জন্মে। প্রজ্ঞা অনুসারে নিশ্চয় করিয়া যে বুদ্ধিকে সাধু বিবেচনা হয়, সেই বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে তাহা পুরুষের উদ্যোগ-কারিণী হইয়া থাকে। হে ভোজ! লোক মাত্রেই 'ইহা সাধু' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রীত হইয়া মারণাদি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। সকল মনুষ্যই যুক্তি ও নিজ বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে এবং তাহারা তাহা হিত বলিয়াই জানে। অদ্য আমার এই ব্যসন-সম্ভবা যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমার শোক বিনাশ করিবে; অতএব সেই বুদ্ধির বিষয় আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিব। গুণ-সম্পন্ন প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম বিধান-পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণে এক একটী গুণ সমাধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণে উৎকৃষ্ট দমগুণ, ক্ষত্রিয়ে উত্তম তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা এবং শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা বিধান করিয়াছেন। অদান্ত ব্রাহ্মণ অসাধু, নিস্তেজা ক্ষত্রিয় অধম, অদক্ষ বৈশ্য এবং প্রতিকূল শূদ্র নিন্দনীয় হইয়া থাকে। আমি ব্রাহ্মণগণের পূজিত শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছি, মন্দভাগ্য-বশত ক্ষত্রধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি; ক্ষত্রধর্ম্ম জানিয়া আমি যদি ব্রাহ্মণ্যের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সুমহৎ কর্ম্ম করি, তাহা কিছু আমার পক্ষে সাধু-সম্মত নহে। আমি সমরে দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্র সকল ধারণ করত পিতাকে নিহত দর্শন করিয়া সভা-মধ্যে কি বলিব? অতএব অদ্য আমি ইচ্ছানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মের উপাসকগণের, রাজা দুর্য্যোধনের এবং মহাত্মা পিতার পদবীতে গমন করিব। এক্ষণে জয়-লক্ষণধারি পাঞ্চালগণ হর্ষযুক্ত হইয়া বাহন ও কবচ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। তাহারা আপনাকে বিজয়ী বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম-কর্ষিত হইয়া শ্রান্ত আছে, অদ্য রজনীতে স্বীয় শিবিরে সুস্থ হইয়া প্রসুপ্ত সেই পাঞ্চালগণের সৈন্য-শিবিরকে দুষ্কর-রূপে খণ্ডন করিব; শিবিরে প্রেতের ন্যায় অচেতনাবস্থ সেই সকলকে খণ্ডন করিয়া, ইন্দ্র যেমন দানবগণকে নিসূদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। প্রদীপ্ত অনল যেমন তৃণ-কাষ্ঠাদি ধ্বংস করে, সেইরূপ আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত পাঞ্চালগণকে এককালে সংহার করিব। হে সত্তম! আমি পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়া শান্তি লাভ করিব। পিণাকপাণি রুদ্র স্বয়ং সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া পশুমণ্ডলী-মধ্যে যেমন বিচরণ করেন, তেমনি আমি সমরে পাঞ্চাল-দলকে নিসূদন করত তাহাদিগের মধ্যে সঞ্চরণ করিব। অদ্য আমি পাঞ্চাল-সকলকে বিচ্ছিন্ন ও নিহত করিয়া হৃষ্ট হইয়া সমরে পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিব। অদ্য আমি সমস্ত পাঞ্চাল-দ্বারা রণভূমিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া একে একে প্রত্যেককে প্রহার করত পিতার নিকট অনৃণ হইব। অদ্য আমি পাঞ্চালগণকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও জয়দ্রথের দুর্গম পথে প্রেরণ করিব। অদ্য রজনীতে আমি বল-পূর্ব্বক, পশুর মস্তকের ন্যায়, পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক অবিলম্বে প্রমথন করিব। হে গৌতম! অদ্য রাত্রে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের শয়িত সন্তান সকলকে শাণিত খড়্গ-দ্বারা প্রমথিত করিব। হে মহামতে! অদ্য রজনী-যোগে সেই পাঞ্চাল-সেনা নিহত করিয়া আমি কৃতকৃত্য ও সুখী হইব।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণায় তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে অক্ষয়! ভাগ্য-ক্রমে তোমার প্রতিকর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ মতি হইয়াছে, স্বয়ং বজ্রধরও তোমাকে এ বিষয়ে নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। প্রভাতে আমরা উভয়ে তোমার অনুগমন করিব; অদ্য রজনীতে তুমি ধ্বজ ও কবচ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম কর। তুমি যখন শত্রুগণের অভিমুখে গমন করিবে, তখন আমি ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা উভয়ে কবচ ধারণ করত রথারোহণ-পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। হে রথিবর! কল্য তুমি আমাদিগের সহিত সানুচর পাঞ্চাল শত্রু-সকলকে বিক্রম-পূর্ব্বক নিহত করিবে। তুমি বিক্রম প্রকাশ করিলে সকলই করিতে পার; এক্ষণে এই রাত্রিতে বিশ্রাম কর। হে তাত! তুমি বহুকাল জাগরণ করিতেছ, অদ্য রজনীতে নিদ্রা যাও। হে মানদ! তুমি বিশ্রান্ত, বিনিদ্র ও সুস্থচিত্ত হইয়া সমরে শত্রু সকলের সহিত সংগ্রাম করত তাহাদিগকে নিহত করিবে। তুমি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ কর, তবে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও কি তোমাকে জয় করিতে উৎসাহ করেন? সমরে সংরব্ধ দ্রোণ-নন্দন কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক রক্ষিত ও কৃপের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলে অন্য কি, দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব আমরা অদ্য রজনীতে বিশ্রান্ত, বিনিদ্র ও বিজ্বর হইয়া রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রু সকলকে নিহত করিব। তোমার অস্ত্র সকল দিব্য এবং আমারও অস্ত্র সকল দিব্য, সংশয় নাই; কৃতবর্ম্মাও মহাধনুর্দ্ধর এবং নিয়ত রণপণ্ডিত, অতএব হে তাত! আমরা সকলে

মিলিত হইয়া সমরে সমাগত শক্র সমুদয়কে বলপূর্ব্বক সংহার করত প্রচুর প্রীতি প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে তুমি ব্যগ্র না হইয়া বিশ্রাম কর এবং এই রজনীতে সুখে নিদ্রা যাও। তুমি রথী হইয়া সত্বর গমন করিলে শক্রতাপন ধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও আমি বদ্ধ-কবচ হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগামী হইব। তুমি শক্র-শিবিরে গমন করত নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া সমরে সংগ্রামকারি বৈরিগণের সুমহৎ পীড়ন করিবে। প্রভাতে নির্ম্মল দিবসে বিপক্ষগণের বিমর্দ্দন করিয়া মহাসুর সকলের নিসূদনকারি ইন্দ্রের ন্যায় বিহার কর। ক্রুদ্ধ দানবারি যেমন দৈত্য-সেনা জয় করিতে সমর্থ, তেমনি তুমি পাঞ্চাল-সেনা জয় করিতে উপযুক্ত পাত্র। তুমি কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং আমার সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তোমাকে স্বয়ং বজ্রধরও সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। হে তাত! কৃতবর্ম্মা ও আমি সমরে পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া কোন স্থানে যাইব না। পাণ্ডবগণের সহিত ক্রুদ্ধ পাঞ্চালগণকে সমরে হত করিয়া সকলে নিবৃত্ত হইব, অথবা আমরা হত হইয়া স্বর্গে গমন করিব। হে অনঘ! হে মহাবাহো! আমরা প্রভাতে সমস্ত উপায়-দ্বারা সমরে তোমার সহায় হইব, ইহা সত্য কহিতেছি।

হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা মাতুলের এইরূপ হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন যে, আতুর, অমর্ষিত, অর্থ-চিন্তাপরায়ণ এবং কামিনীকামুক ব্যক্তির নিদ্রা কোথায়? দেখুন, এক্ষণে এই চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতর অমর্ষ আমার নিদ্রা নাশ করিতেছে। ইহলোকে ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে? পিতার বধের বিষয় স্মরণ করত দিবা রাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কোন ক্রমে শান্ত হয় না। পাপাত্মা পাঞ্চাল আমার পিতাকে যেরূপে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেই সকল বিষয় আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। মাদৃশ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকালও কিরূপে জীবিত থাকিতে পারে? "দ্রোণ হত হইয়াছেন" পাঞ্চালগণের প্রমুখাৎ যখন আমি এই কথা শ্রবণ করিলাম, তখন সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত না করিয়া জীবন ধারণে উৎসাহ করি নাই। আমার পিতাকে নিহত করায় সে আমার বধ্য হইয়াছে এবং যে সকল পাঞ্চালেরা তাহার সহিত সঙ্গত আছে, তাহারাও আমার বধ্য। আর ভগ্নসকৃথ নৃপতির যে বিলাপ-বাক্য আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কোন্ ক্রূর ব্যক্তির হৃদয়কেও দগ্ধ না করে? সেই ভগ্নসকৃথ রাজার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন্ করুণা-শূন্য জনেরও নয়ন-দ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত না হয়? যিনি আমার মিত্রপক্ষ, আমি জীবিত থাকিতে তিনি পরাজিত হইলেন! অতএব, বারিবেগ যেমন সাগরকে বর্দ্ধিত করে, তেমনি রাজা দুর্য্যোধন আমার শোক-সাগরকে বর্দ্ধিত করিতেছেন। এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি, অতএব আমার নিদ্রাই বা কোথায়? সুখই বা কোথায়? হে মাতুল! বাসুদেব ও অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, সেই পাঞ্চালগণকে আমি মহেন্দ্রেরও অবিসহ্য জ্ঞান করি। আর আমি এই সমুত্থিত ক্রোধকে কোন প্রকারেই সংযত করিতে সমর্থ নহি। আমাকে এই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করে, ইহলোকে আমি তাদৃশ লোক দেখিতে পাই না। আমার বুদ্ধিতে এইরূপ নিশ্চিত এবং ইহা সাধু-সম্মত বলিয়াও বোধ হইতেছে; বার্ত্তাবহগণ আমার মিত্রদিগের পরাভব প্রকাশ করিতেছে। পাণ্ডবদিগের বিজয় আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিতেছে। অদ্য আমি রজনীযোগে সুপ্ত শক্রগণের বিমর্দ্দন করিয়া বিশ্রাম করিব এবং বিজ্বর হইয়া নিদ্রা যাইব।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণা-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, আমার বিবেচনা হয়, অনিয়তেন্দ্রিয় দুর্ম্মেধা পুরুষ শুশ্রূষু হইলেও তাহাকে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। এইরূপ মেধাবী হইয়া যে পুরুষ বিনয় শিক্ষা না করে, সেও ধর্ম্মার্থ-নিশ্চয় কিছুই জানে না। দর্ব্বী যেমন সুপরসের আস্বাদন জানিতে পারে না, সেইরূপ জড়মতি শূর পুরুষ চিরকাল পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে সমর্থ হয় না, আর জিহ্বা যেমন সুপরসের স্বাদ গ্রহণ করে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল মাত্র পণ্ডিতের উপাসনা করিয়া অবিলম্বে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। সংযতেন্দ্রিয় শুশ্রূষু মেধাবী পুরুষ সমস্ত আগম জ্ঞাত হয়েন এবং গ্রাহ্য বিষয়ে বিরোধ করেন না। কুনীতি-সম্পন্ন অবমানী দুরাত্মা পাপ-পুরুষ দৈব কল্যাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু পাপকর কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে। সহায়-সম্পন্ন সুহৃৎ সকল পাপ-কার্য্য হইতে প্রতিষেধ করেন, তাহাতে লক্ষ্মীবান্ পুরুষ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অলক্ষ্মীবান্ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। ক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি যেমন বহুবিধ বাক্য-দ্বারা নিয়মিত হয়, সেইরূপ সুহৃৎ-কর্ত্তৃক সে শান্ত হইয়া থাকে, সুহৃদের অশক্য হইলে সে অবসন্ন হয়। প্রাজ্ঞগণ কোন বুদ্ধিমান্ বন্ধুকে পাপ কর্ম্ম করিতে দেখিলে শক্তি অনুসারে তাহাকে পুনঃপুন প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। অতএব হে বৎস! তুমি কল্যাণ বিষয়ে মনঃ সমাধান-পূর্ব্বক আপনাকে আপনিই নিয়মিত করত আমার বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপ করিবে না। সুপ্ত ব্যক্তিগণকে বধ করা লোকে ধর্ম্মত প্রশংসনীয় নহে, সেইরূপ যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, রথ ও অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, 'তোমারই আমি' এই কথা বলিয়া যাহারা শরণাগত হইয়াছে, যাহাদিগের কেশপাশ বিমুক্ত হইয়াছে এবং যাহাদিগের বাহন হত হইয়াছে, তাহাদিগের বধও প্রশংসনীয় নহে। অদ্য রজনীতে পাঞ্চালগণ কবচ বিমোচন করত সকলে প্রেতের ন্যায় অচেতন হইয়া বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। যে ক্রূর পুরুষ তাহাদিগের সেইরূপ অবস্থাকে দ্রোহ করিবে, সে অবশ্যই দুস্তর নরকে নিমগ্ন হইবে। তুমি লোক-মধ্যে সমস্ত অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত আছ, অতএব জন-সমাজে কখন যেন তোমার অণুমাত্র পাপ সঞ্চয় না হয়। কল্য দিবাকর উদিত হইলে তুমিও সূর্য্য-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন হইবে, তখন সকলের সমক্ষে সমরে তুমি শত্রু সকলকে জয় করিবে। শুক্লবস্তুতে রক্তবর্ণের উপন্যাসের ন্যায় তোমাতে বিগর্হিত কর্ম্ম অসম্ভাবিত, ইহা আমার বিবেচনা হয়।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা উচিত বটে, সংশয় নাই; কিন্তু পাণ্ডবেরা এই ধর্ম্ম-সেতুকে শতধা বিদলিত করিয়াছে। ভূমিপাল সকলের প্রত্যক্ষে এবং আপনাদিগের সমীপে আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিল। রথিবর কর্ণের রথচক্র পতিত হইলে তিনি যখন পরম বিপদে নিমগ্ন হইলেন, তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় তাঁহাকে নিহত করিল। সেইরূপ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ন্যস্তশস্ত্র ও নিরস্ত্র হইলে, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা সমরে প্রায়োপবেশন করিলে চীৎকারকারি ভূপালবর্গের সমক্ষে সাত্যকি-কর্ত্তৃক পাতিত হইলেন। ভীম দুর্য্যোধনের সহিত গদাযুদ্ধে সঙ্গত হইয়া ভূমিপাল সকলের সাক্ষাতে অধর্ম্ম অনুসারে তাঁহাকে নিপাতিত করিল। নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন একাকী বহু মহারথ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে পাতিত হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধনের ঊরুদেশ ভগ্ন হইলে বার্ত্তাবহগণের কথোপকথনে তাঁহার যেরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। এইরূপে অধার্ম্মিক পাঞ্চালেরা ধর্ম্ম-সেতু ভগ্ন করি-

য়াছে, অতএব সেই মর্য্যাদা-শূন্য পাপাত্মাদিগকে আপনি নিন্দা না করিবেন কেন? রজনীতে নিদ্রাগত পিতৃহন্তা পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়া আমি জন্মান্তরে কীট বা পতঙ্গ-যোনি প্রাপ্ত হইব, তাহাও আমার শ্রেয়। অদ্য আমার যাহা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি তাহাতেই সত্বর হইলাম; আমি যখন কর্ত্তব্য বিষয় সম্পন্ন করিতে সত্বর হইতেছি, তখন আমার নিদ্রাই বা কোথায় এবং সুখই বা বা কোথায়? পাঞ্চালগণের বধ বিষয়ে আমার যে বুদ্ধি নিশ্চিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা করে, এমন পুরুষ জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দ্রোণনন্দন এইরূপ কহিয়া একান্তে অশ্ব-যোজনা-পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, হে নরবর! তুমি কি জন্য রথ-যোজনা করিলে এবং কোন্ অভিলষিত কার্য্য করিবে? আমরা উভয়ে তোমার সহিত এক উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছি এবং আমরা তোমার সুখ-দুঃখের সম-ভাগী; অতএব আমাদিগকে শঙ্কা করা তোমার উচিত নহে।

অশ্বত্থামা পিতৃ-বধের বিষয় স্মরণ করত তৎকালে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ কর্ত্তব্য বিষয় সত্য করিয়া বলিলেন যে, আমার পিতা শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা শত সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। আমি অদ্য সেই বিমুক্ত-কবচ পাপাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্রকে পাপকর্ম্ম-দ্বারা সেইরূপেই নিহত করিব; পাপাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্র আমা-কর্ত্তৃক পশুবৎ নিহত হইয়া শস্ত্রজিত লোক সকল প্রাপ্ত না হয়, ইহাই আমার বাসনা। হে শত্রুতাপন রথিপ্রবর-দ্বয়! আপনারা অবিলম্বে বদ্ধ-কবচ হইয়া মুদ্গর ও কার্ম্মুক ধারণ-পূর্ব্বক আমার রক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন। অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথারোহণ করত শত্রুদিগের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! কৃপ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা তিন জন বিপক্ষগণের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়া, যজ্ঞস্থলে হূয়মান প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, বিরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শিবিরে সমস্ত লোক নিদ্রিত থাকিলে তাঁহারা তথায় গমন করিলেন, মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন।

অশ্বত্থামার পাণ্ডব-শিবির গমনে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে তাদৃশভাবে দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা বল।

সঞ্জয় কহিলেন, ক্রোধাক্রান্ত-চিত্ত মহারথ দ্রোণনন্দন কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক শিবিরদ্বারে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া এক মহাকায় ভূত দ্বার আশ্রয়-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্যুতি চন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ, দেখিলে রোমাঞ্চ হয়, তাহার পরিধান রুধিরধারা-সমন্বিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন, সর্পই যজ্ঞোপবীত। তাহার পীন ও আয়ত বাহু সকল বিবিধ অস্ত্রক্ষেপে উদ্যত, শরীর মহাসর্প-দ্বারা সন্নদ্ধ, মুখমণ্ডল জ্বালামালা-দ্বারা আকুল, দংষ্ট্রা-দ্বারা করাল এবং বিচিত্র নয়ন-সহস্র-দ্বারা বিভূষিত। আস্য ব্যাদিত ও ভয়ানক। তাহার শরীর ও বেশের বর্ণন করা দুঃসাধ্য। পর্ব্বত সকলও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিলে স্ফুটিত হয়। তাহার মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও নেত্র-সহস্র হইতে মহা জ্যোতীরাশি প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং তেজঃসমূহ হইতে শঙ্খ-চক্র-গদাধর শত সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইতেছেন।

অশ্বত্থামা সেই লোক-ভয়ঙ্কর অতি অদ্ভুত ভূতকে দর্শন করিয়া ব্যথিত না হইয়া দিব্য অস্ত্র-সমূহ বর্ষণ-

দ্বারা তাহাকে আকীর্ণ করিলেন। বাড়বানল যেমন বারিধির বারি-প্রবাহ পান করে, তদ্রূপ সেই মহৎ ভূত দ্রোণ-নন্দন-কর্তৃক বিমুক্ত শর-সমূহ গ্রাস করিল। অশ্বত্থামা সেই সমস্ত শর নিরর্থক হইল দেখিয়া তাহার প্রতি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এক রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশ হইতে বিচ্যুত মহা উল্কা যেমন প্রলয়-কালীন সূর্য্যকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ সেই দীপ্তাগ্র চক্র তাহাকে আহত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর, গর্ত্ত হইতে সর্পকে যেমন নির্গত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা কোষ হইতে অবিলম্বে স্বর্ণমুষ্টি-যুক্ত আকাশবর্ণ দিব্য খড়্গ নিষ্কাশিত করিলেন। পরিশেষে ধীমান্ দ্রোণ-নন্দন তৎকালে ভূতের প্রতি সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রেরণ করিলেন। সেই খড়্গ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিবর-প্রবেশকারী নকুলের ন্যায় তাহার দেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, দ্রোণ-পুত্র কুপিত হইয়া ইন্দ্রকেতু-সন্নিভ প্রজ্বলিত গদা লইয়া ভূতের প্রতি প্রেরণ করিলেন, সে তাহাও গ্রাস করিল।

অনন্তর, অশ্বত্থামা সমস্ত অস্ত্র অভাবে ইতস্তত নিরীক্ষণ করত জনার্দ্দন সমূহ-দ্বারা আকাশকে নিরবকাশ দেখিলেন। অস্ত্রহীন দ্রোণ-নন্দন সেই অদ্ভুত কাণ্ড অবলোকন করিয়া কৃপ-বাক্য স্মরণ করত অতি সন্তপ্ত হইয়া বলিলেন যে, যে ব্যক্তি অপ্রিয় অথচ পথ্যবাদি সুহৃৎ সকলের বাক্য শ্রবণ না করে, আমি যেমন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ সেই ব্যক্তিও আপন্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। যে মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্র-দৃষ্ট শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া জিঘাংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ধর্ম্মপথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া কুপথে প্রতিহত হইয়া থাকে। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু, দুর্ব্বল, জড়, অন্ধ, সুপ্ত, ভীত, নিদ্রোত্থিত, মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমাদ-গ্রস্ত জনগণের প্রতি শস্ত্রপাত করিবে না। পূর্ব্বে গুরুতর লোকেরা মানবগণকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু আমি সেই শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন পথ অতিক্রম করিয়া কুপথে পদার্পণ-পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করত ঘোরতর আপদে পতিত হইলাম। মহৎ কার্য্যে উদ্যত হইয়া ভয়-বশত তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াকেও পণ্ডিতেরা ঘোর আপদ বলিয়া থাকেন। ইহলোকে শক্তি-বলে কর্ম্ম করা দুঃসাধ্য, দৈব অপেক্ষা মানুষ কর্ম্ম গুরুতর বলিয়া উক্ত হয় না। কোন ব্যক্তি যদি মানুষকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দৈব-বশত তাহাতে সিদ্ধি লাভ না করে, তবে সে ধর্ম্মপথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া বিপথ প্রাপ্ত হয়। প্রতিজ্ঞা-সহকারে কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভয়-বশত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে, পণ্ডিতেরা উহাকে অবিজ্ঞের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমি এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় ভয়াবিষ্ট হইলাম! কিন্তু, দ্রোণ-নন্দন কখন সমরে কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয়েন না। এই সুমহৎ ভূত দৈব-দণ্ডের ন্যায় উদ্যত হইয়াছে, আমি সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিয়া ইহা কি, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমার এই যে কলুষীকৃত বুদ্ধি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার প্রতিঘাতের জন্যই এই ভয়ঙ্কর ফল উপস্থিত হইল, সন্দেহ নাই; অতএব আমার এই যে যুদ্ধে নিবর্ত্তন, তাহা দৈব-বিহিত, এই সংসার-মধ্যে দৈবানুকূল্য-ব্যতীত কোন বিষয়ে উদ্যত হওয়া কাহারও সাধ্য নহে, সুতরাং আমি এক্ষণে সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই ঘোরতর দৈবদণ্ড বিনাশ করিবেন। সেই কপর্দ্দী দেবদেব উমাপতি অনাময় কপালমালী রুদ্র ভগ-নেত্রহর হর তপস্যা ও বিক্রম-প্রভাবে সমস্ত দেবতার শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি সেই শূলপাণি গিরীশের শরণাগত হই।

মহাভূত দর্শনে অশ্বত্থামার চিন্তায়
ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা

এইরূপ চিন্তা করিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দেবেশ মহাদেবের প্রতি প্রণত হইলেন। অশ্বত্থামা কহিলেন, সেই উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান, ঈশ্বর, গিরিশ, বরদ, দেব, ভবভাবন, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, দক্ষযজ্ঞহর, হর, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপ, উমাপতি, শ্মশানবাসী, দৃপ্ত, মহাগণপতি, বিভু, খট্টাঙ্গধারী, রুদ্র, জটিল, ব্রহ্মচারী ত্রিপুরারিকে আমি সুবিশুদ্ধ-চিত্ত ও অল্পতেজঃ-সম্পন্ন আত্ম উপহার-দ্বারা পূজা করিব। স্তুত, স্তুত্য, স্তূয়মান, অমোঘ কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, নীলকণ্ঠ, অসহ্য, দুর্নিবারণ, শুভ্র, ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, ব্রতবন্ত, তপোনিষ্ঠ, অনন্ত, তাপসগতি, বহুরূপ, গণাধ্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, পারিষদপ্রিয়, কুবের-নিরীক্ষিত-বদন, গৌরী-হৃদয়-বল্লভ, কুমার-পিতা, পিঙ্গ, বৃষোত্তম-বাহন, তনুবাসা, অত্যুগ্র, উমাভূষণ-তৎপর, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, উত্তম বাণাস্ত্রধারী, দিগন্ত ও দেশ-রক্ষাকারী, হিরণ্যবর্ম্ম, চন্দ্রমৌলি দেবকে আমি পরম সমাধি-দ্বারা শরণ-রূপে আশ্রয় করি। অদ্য যদ্যপি এই ঘোরতর সুদুস্তর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হই, তবে শরীরস্থ পবিত্র সর্ব্বভূত উপহার-দ্বারা অগ্নিকে পূজা করিব।

স্বীয় কার্য্যের উদ্যোগ-হেতু অশ্বত্থামার এইরূপ চেষ্টা জানিয়া সেই মহাত্মার অগ্রভাগে কাঞ্চনময়ী বেদী প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বেদীতে চিত্রভানু অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। সেই অগ্নি শিখা-সমূহ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। তাহাতে দীপ্তবদন, দীপ্তনয়ন, বহু পাদ, বহু মস্তক, বহু বাহু, রত্নময় বিচিত্র কবচ-ধারী সমুদ্যত-কর-মাতঙ্গ ও শৈল-সদৃশ মহাগণ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কুক্কুর-বদন, কেহ বরাহ-মুখ, কেহ উষ্ট্রবক্ত্র, কেহ অশ্বমুখ, কেহ গোমায়ু-বদন, কেহ গোমুখ, কেহ ভল্লূক-বদন, কেহ মার্জ্জার-মুখ, কেহ ব্যাঘ্র-বদন, কাহারও চিত্রব্যাঘ্রের ন্যায় আনন, কেহ চক্রবাক-বদন, কেহ কারণ্ডবলপন, কেহ শুকানন, কেহ মহা অজগর-বক্ত্র, কেহ সিংহাস্য, কেহ সিতপ্রভা-সম্পন্ন, কেহ সারস-মুখ, কেহ চাসবক্ত্র, কেহ কূর্ম্মমুখ, কেহ নক্রবক্ত্র, কেহ শিশুমার-বদন, কেহ মহামকরমুখ, কেহ তিমি-বদন কেহ নকুল-মুখ, কেহ ক্রৌঞ্চ-বদন, কেহ কপোত-বদন, কেহ দ্বিরদাস্য, কেহ চিত্রপারা-বত-মুখ, কেহ মণ্ডূক-বদন। হে মহারাজ! কাহারও হস্তের ন্যায় কর্ণ, কেহ সহস্রাক্ষ, কেহ কেহ মহো-দর, কেহ মাংস-শূন্য, কেহ কাক-বদন, কেহ শ্যেনা-নন। হে মহারাজ! সেইরূপ কেহ কেহ শিরোহীন, কেহ ঋক্ষমুখ, কাহারও কাহারও নেত্র ও জিহ্বা প্রদীপ্ত, কেহ কেহ জ্বালাবর্ণ। হে রাজেন্দ্র! কাহারও কেশ সকল অগ্নিশিখার ন্যায়, কাহারও চতুর্ব্বাহুতে লোম সকল জ্বলিতেছে। হে মহারাজ! কেহ কেহ মেষ-বদন, কেহ কেহ ছাগমুখ, কাহারও আভা শঙ্খের ন্যায়, কাহারও মুখ শঙ্খ-সদৃশ, কাহারও কর্ণ শঙ্খ-তুল্য, কেহ কেহ শঙ্খমালা-পরিবৃত, কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি সম স্বর-বিশিষ্ট, কেহ জটাধর, কেহ পঞ্চ-শিখাযুক্ত, কেহ মুণ্ডিত-মুণ্ড, কেহ কৃশোদর, কেহ চতুর্দন্ত, কেহ চতুর্জ্জিহ্ব, কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ কেহ কিরীটধারী। হে মহারাজ! কেহ মৌঞ্জীধর, কেহ কুঞ্চিতকেশ, কেহ উষ্ণীশধারী, কেহ মুকুটধারী, কেহ চারুমুখ, কেহ কেহ বা সুন্দর অলঙ্কৃত, কেহ কেহ পদ্ম, উৎপল ও কুমুদের শেখরধারী, এইরূপ মাহাত্ম্য-যুক্ত শত সহস্র গণ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা-দিগের কাহারও হস্তে শতঘ্নী, কাহারও হস্তে বজ্র, কেহ মুষলপাণি, কেহ পাশহস্ত, কেহ গদাহস্ত, কেহ বা ভুষণ্ডীধারী, কাহারও পৃষ্ঠদেশে তূণ বদ্ধ, কোন কোন রণমত্ত গণ বিচিত্র বাণধারী, তাহারা সকলেই ধ্বজ, পতাকা, ঘণ্টা ও পরশু-সমন্বিত, মহাপাশ-হস্ত ও লগুড়ধারী, কেহ স্থূণাহস্ত, কেহ খড়্গপাণি, কেহ কেহ সর্পময়-কিরীটধারী, কেহ মহাসর্পের কবচ-ধারী, কেহ কেহ বিচিত্র আভরণধারী, কেহ ধূলিধ্বস্ত, কেহ পঙ্কসিক্ত, সকলেই শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমালাধারী,

কেহ কেহ নীলবর্ণ, কেহ কেহ কপিলবর্ণ, কেহ কেহ মুণ্ডিত-মস্তক।

সেই সমস্ত কনকপ্রভ পারিষদগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা চীৎকার ধ্বনি করত লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নিনাদকারি মত্ত মাতঙ্গ-সমূহের ন্যায় মুহুর্মুহু মহা নিনাদ করত প্রচণ্ড-বেগে ধাবমান হওয়ায় তাহাদিগের কেশ সমুদয় পবন-বেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অতিভয়ঙ্কর ঘোররূপ শূল পট্টিশধারী পারিষদেরা নানাবিধ বসন এবং বিচিত্র মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের শরীর রত্নময় বিচিত্র কবচ-দ্বারা আবৃত, বাহু সমুদয় সমুদ্যত, সেই সকল অসহ্যবিক্রম শূরগণ শত্রু-সমূহের হন্তা, তাহারা বসা শোণিত-প্রভৃতি পান করিত, মাংস ও অন্ত্র-প্রভৃতি ভোজন করিত, তাহারা সকলেই চূড়া ও কর্ণ-ভূষণ ধারণ করিত, সকলেই আহ্লাদিত, তাহাদিগের উদর পিঠরের ন্যায়, তাহা-দিগের মধ্যে অনেকেই অতিহ্রস্ব শরীর এবং অনে-কের শরীর অতি দীর্ঘ ছিল, অনেকেই লম্বমান এবং অনেকেই অতি ভৈরব মূর্ত্তি, অনেকেই বিকটাকার, অনেকের ওষ্ঠ লম্বমান ও কৃষ্ণবর্ণ, অনেকের মুষ্ক ও মেঢ্র বৃহৎ, অনেকে মহামূল্য বিবিধ মুকুট-দ্বারা সুশোভিত, অনেকে মুণ্ডিতমুণ্ড, অপরে জটাধারী, তাহারা সকলে ভূমণ্ডলে যেন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত আকাশমণ্ডলের আবির্ভাব করিল।

যাহারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ ভূত-সমূহকে নিহত করিতে উৎসাহ করিয়া থাকে; যাহারা নির্ভয় হইয়া নিয়ত মহেশ্বরের ভ্রূভঙ্গী সহ্য করে; যাহারা সতত ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে; ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরই যাহাদিগের ঈশ্বর; যাহারা নিয়ত নিত্যানন্দে প্রমুদিত, বাগীশ ও মাৎসর্য্য-শূন্য; যাহারা অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও বিস্ময়াপন্ন হয় না; ভগবান্ শঙ্কর যাহাদিগের কর্ম্ম-দ্বারা নিয়ত বিস্মিত হয়েন; যাহারা ভক্তি-হেতু বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা মহেশ্বরকে আরাধনা করিলে, তিনি সেই ভক্তগণকে বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন; যাহারা বসা ও শোণিত পান করে এবং ব্রাহ্মণ-দ্বেষীর প্রতি সতত ক্রুদ্ধ হয়; যাহারা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস সতত পান করিয়া থাকে; বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-দ্বারা যাহারা মহে-শ্বরকে সম্যক্ আরাধনা করত শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু মহে-শ্বর পার্ব্বতীর সহিত আত্ম-স্বরূপ যে মহাভূতগণ-দ্বারা ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারা নানাবিধ বাদ্য, হাস্য, বাহ্বাস্ফোট, আক্রোশ ও গর্জ্জন-দ্বারা জগন্মণ্ডল নিনাদিত করত অশ্বত্থা-মার অভিমুখে আগমন করিল। তাহারা মহাত্মা দ্রোণ-নন্দনের মহিমা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছু হইয়া সৌপ্তিক দর্শন এবং তাঁহার তেজঃপ্রভাব জানিবার অভিলাষে স্বীয় প্রভা প্রখর করিয়া মহাদেবকে স্তুতি করত উপস্থিত হইল। সেই ভূত সকল ভয়ঙ্কর উগ্রতর শূল, পট্টিশ, পরিঘ ও অলাত অস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইল; যাহাদিগকে দর্শন করিয়া ত্রিলোকের লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয়, মহাবল অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দর্শন করত কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর, ধনুর্দ্ধর দ্রোণ-তনয় গোধা ও অঙ্গুলিত্র বন্ধন-পূর্ব্বক আপনিই আপনাকে উপহার প্রদান করিলেন। হে ভারত! সেই কর্ম্মে ধনুঃ সমুদয় সমিধ, শাণিত শর সকল পবিত্র এবং সেই আত্মবান্ অশ্ব-ত্থামার আত্মাই আজ্য হইল। পরিশেষে মহামন্যু প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সোম-দৈবত মন্ত্র-দ্বারা আ-ত্মাকে উপহার প্রদান করিলেন। শৌর্য্যশালী অশ্ব-ত্থামা কৃতাঞ্জলিপুটে রৌদ্রকর্ম্মা মহাত্মা রুদ্রদেবকে স্তুতি করিয়া এই কথা বলিলেন।

অশ্বত্থামা কহিলেন, ভগবন্! আঙ্গিরস-কুলে উৎপন্ন এই আত্মাকে আমি অদ্য অগ্নিতে হোম করিতেছি, তুমি আমাকে বলি-স্বরূপে প্রতিগ্রহ কর। হে বিশ্বাত্মন্ মহাদেব! আমি পরম সমাধি-দ্বারা তোমার প্রতি ভক্তি-বশত তোমার অগ্রে আত্ম সম্প্রদান করিতেছি, তোমাতে সমস্ত ভূত অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তুমিও সমস্ত ভূতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, প্রধান প্রধান গণ-সকলের শ্রেষ্ঠত্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে সর্ব্বভূতাশ্রয় বিভো! যদি শত্রুগণ আমার অজেয় হয়, তবে আমি তোমার নিকট আজ্য-স্বরূপে অবস্থিত আছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

অশ্বত্থামা সেই প্রদীপ্ত পাবকাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া আত্ম-পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অগ্নিতে আরোহণ করত উপবেশন করিলেন। ভগবান্ মহাদেব স্বয়ং সেই ঊর্দ্ধবাহু নিশ্চেষ্ট দ্রোণ-নন্দনকে আজ্য-স্বরূপে উপস্থিত দেখিয়া যেন হাস্য করত কহিলেন যে, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৃতি, বুদ্ধি ও বচন-দ্বারা যথা-বিধানে আমাকে আরাধনা করিয়াছেন, অতএব কৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেহ আমার প্রিয়তম নাই। আমি তাঁহার সম্মান ও তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া সহসা পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিয়াছি এবং বার বার মায়ার প্রকাশও করিয়াছি। পাঞ্চালগণকে রক্ষা করত আমি কৃষ্ণেরই সম্মান করিয়াছি, এক্ষণে ইহারা কাল-কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছে; অতএব ইহাদের জীবন নাই।

ভগবান্ মহাত্মা অশ্বত্থামাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট নির্ম্মল খড়্গ প্রদান-পূর্ব্বক তদীয় শরীরে আবিষ্ট হইলেন। অশ্বত্থামা ভগবানের আবেশ-বশত তেজ-দ্বারা অধিকতর প্রজ্বলিত হইলেন এবং দৈবসৃষ্ট তেজ-দ্বারা যুদ্ধে অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠিলেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় তিনি শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিতে থাকিলে অদৃশ্য ভূত-গণ ও রাক্ষস-সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

অশ্বত্থামার শিবির প্রবেশ সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা সেইরূপে শিবিরে প্রয়াণ করিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য ভয়ার্ত্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? তাঁহারা সামান্য রক্ষকগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত ও বিলোকিত হয়েন নাই ত? সেই মহারথ-দ্বয় এই কার্য্যকে অসহ্য জ্ঞান করত নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? সোমক ও পাণ্ডবগণকে নিহত এবং শিবির মথন করিয়া সমরে দুর্য্যোধনের ন্যায় পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই ত? সেই বীর-দ্বয় পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ক্ষিতি-তলে শয়ন করেন নাই ত? যাহা হউক, তাঁহারা তৎকালে যাহা করিয়াছেন, তুমি আমাকে তাহা বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই মহাত্মা দ্রোণ-পুত্র শিবিরে গমন করিলে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা শিবিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্বত্থামা সেই দুই মহারথকে যত্নবান্ দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মৃদুস্বরে এই কথা বলিলেন যে, আপনারা যত্নবান্ হইলে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশে সমর্থ হয়েন, এই হতাবশিষ্ট বিশেষত প্রসুপ্ত পাঞ্চাল-গণের পক্ষে ত কথাই নাই। আমি শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিব; কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে আপনাদিগের নিকট হইতে যে প্রকারে মুক্ত না হয়, আপনাদিগের সেই-রূপ করা কর্ত্তব্য, আমার বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হইতেছে। অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া আত্ম-ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া অদ্বার-দ্বারা পাণ্ডব-গণের মহৎ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সেই মহাবাহু শিবির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্দেশে অল্পে অল্পে তাঁহার বসতি স্থানের সন্নিহিত হই-

লেন। তাঁহারা সমরে সুমহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত থাকায় সকলে একত্র মিলিত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটেই শয্যাতলে নিদ্রিত দেখিলেন, তিনি সেই মহাত্মাকে পট্টবস্ত্র ধবলিত মহামূল্য আস্তরণ-সংবৃত, উৎকৃষ্ট মাল্যযুক্ত, ধূপ ও সুগন্ধিচূর্ণ-দ্বারা সুবাসিত শয়নে বিশ্বস্ত ও অকুতোভয়ে নিদ্রিত দেখিয়া চরণ-দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। অসীম-বুদ্ধি রণ-দুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন পদ স্পর্শ জ্ঞান-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মহারথ দ্রোণ-পুত্রকে জানিতে পারিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা তাঁহাকে শয্যা হইতে উত্থিত দেখিয়া কর-দ্বয়-দ্বারা কেশ ধারণ করত মহীতলে নিষ্পেষণ করিলেন। হে মহারাজ! পাঞ্চালরাজ-পুত্র তৎকালে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট হইয়া ভয় ও নিদ্রা-বশত কোন চেষ্টা করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা সেই চীৎকারকারী কম্পমান ধৃষ্টদ্যুম্নকে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে পদ-দ্বারা আক্রমণ করিয়া পশুবধের ন্যায় বধ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন নখ দ্বারা অশ্বত্থামাকে খণ্ডিত করত অপরিস্ফুট-রূপে বলিলেন, 'আচার্য্য-পুত্র! আমাকে শস্ত্র-দ্বারা বিনাশ কর, বিলম্ব করিও না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিমিত্ত সুকৃতলোকে গমন করি।' বলবান্ অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত শত্রুতাপন পাঞ্চালরাজ-তনয় এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। অশ্বত্থামা তাঁহার সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রে কুলপাংসন! আচার্য্যঘাতিদিগের কোন লোক নাই; অতএব রে দুর্ম্মতে! তুমি শস্ত্র-দ্বারা নিহত হইবার উপযুক্ত নহ। অশ্বত্থামা এইরূপ বলিতে বলিতে সিংহ যেমন মত্ত মাতঙ্গকে প্রহার করে, সেইরূপ সেই বীরকে পাদ প্রহার-দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! গৃহ-মধ্যে সেই বীরকে এইরূপে প্রহার করিতে থাকিলে তাঁহার চীৎকার-শব্দে স্ত্রীগণ ও রক্ষি-পুরুষগণ জাগরিত হইয়া উঠিল। তাহারা সেই অতিমানুষ-বিক্রম অতিতেজস্বী অশ্বত্থামাকে দেখিয়া ভূত বিবেচনায় ভয়-বশত কোন কথা বলিতে পারিল না। তেজস্বী দ্রোণ-পুত্র তাঁহাকে উক্ত উপায়-দ্বারা যম-সদনে প্রেরণ-পূর্ব্বক এক সুদৃশ্য রথে অধিষ্ঠান করিলেন। হে মহারাজ! তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিক্ সকল নিনাদিত করত বিপক্ষগণের জিঘাংসা কারণ রথ-দ্বারা শিবিরে প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর, মহারথ দ্রোণ-নন্দন তথা হইতে নির্গত হইলে যোষিদ্গণ রক্ষকদিগের সহিত চীৎকার করিতে লাগিল, তাহারা রাজাকে নিহত দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। হে মহারাজ! সন্নিহিত ক্ষত্রিয়গণ তাহাদিগের রোদন ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইয়া অবিলম্বে কবচ পরিধান করিল এবং 'এ কি কাণ্ড' বলিয়া বিস্মিত হইল। হে মহারাজ! সেই সমস্ত বিত্রস্ত রমণীগণ অশ্বত্থামাকে নিরীক্ষণ করিয়া করুণ-স্বরে ক্ষত্রিয়দিগকে বলিল, 'তোমরা শীঘ্র ধাবিত হও, এ ব্যক্তি মনুষ্য কি রাক্ষস, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না; সহসা পাঞ্চালরাজকে নিহত করত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে।'

অনন্তর, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান যোদ্ধারা সহসা অশ্বত্থামাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল। তিনি তাহাদিগকে আগমন-মাত্রেই রুদ্রাস্ত্র-দ্বারা নিপাতিত করিলেন। অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া অনতিদূরে উত্তমৌজাকে শয্যাতলে শয়ান দেখিলেন, দেখিবামাত্র সেই শত্রুদমনকে কণ্ঠ ও বক্ষস্থলে পাদ-দ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক বিমর্দ্দন করিয়া বিনাশ করিলেন। যুধামন্যু তাঁহাকে রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিহত জ্ঞান করিয়া বেগভরে গদা উদ্যত করত অশ্বত্থামার হৃদয়ে তাড়না করিলেন। দ্রোণ-নন্দন ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ

করিলেন এবং ক্ষিতিতলে পাতিত করত তাড়না করিয়া পশুবৎ তাঁহার বধ সাধন করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! বীর অশ্বত্থামা এইরূপে তাঁহাকে হত করিয়া অন্যান্য সংসুপ্ত মহারথগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। যজ্ঞস্থলে ঘাতক যেমন পশু সকলকে নিহত করে, তেমনি অশ্বত্থামা খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সমস্ত কম্পমান মানবগণকে আহত করিলেন। তিনি অসিযুদ্ধ-বিশারদগণের সহিত ভাগক্রমে বিবিধ মার্গে বিচরণ করত কক্ষ-মধ্যে শয়ান এবং তন্মধ্যস্থিত শ্রান্ত ও ন্যস্তশস্ত্র রক্ষিগণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ক্ষণ কাল-মধ্যে পোথিত করিলেন। এইরূপে দ্রোণ-নন্দন কাল-প্রেরিত অন্তকের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরাক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট অসিপত্র-দ্বারা অশ্ব, গজ ও যোদ্ধাদিগকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি ছিন্ন গজবাজির বিস্ফুরিত রুধির, লোহিতবর্ণ অসি এবং তাহার আক্ষেপণ-দ্বারা তিন প্রকারে রক্তোক্ষিত হইলেন। শোণিতসিক্ত ও দীপ্ত খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধ্যমান দ্রোণ-নন্দনের অমানুষ আকার তৎকালে পরম ভীষণ-ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হে কুরুরাজ! তৎকালে যাহারা জাগ্রত হইল, তাহারাও ঘোরতর শব্দে মোহিত হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করত দ্রোণ-নন্দনকে দর্শন-মাত্রেই ব্যথিত হইল। শত্রুকর্ষণ ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করত তাঁহাকে রাক্ষস জ্ঞান করিয়া নয়ন নিমীলন করিল। তিনি কালের ন্যায় শিবির-মধ্যে বিচরণ করত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমক সকলকে দেখিতে পাইলেন। হে মহারাজ! ধনুর্হস্ত মহারথ দ্রৌপদী-তনয়েরা সেই শব্দে বিত্রস্ত হইয়া এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত শ্রবণ করিয়া নির্ভয়ে অশ্বত্থামাকে শর-সমূহ-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর, শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকগণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া শিলীমুখ-সমূহ-দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে পীড়িত করিলেন। অশ্বত্থামা সেই সমস্ত মহারথকে শর বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের জিঘাংসার্থ ঘোরতর নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, তিনি পিতার বধ-বৃত্তান্ত স্মরণ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সত্বর ধাবমান হইলেন। সেই বলবান্ অশ্বত্থামা সহস্র চন্দ্র-সমন্বিত বিমল চর্ম্ম এবং সুবর্ণ-পরিষ্কৃত দিব্য। বিপুল খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সমরে দ্রৌপদীর পুত্রগণের অভিমুখে ধাবিত হইয়া খড়্গ-দ্বারা তাঁহাদিগকে তাড়না করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাসমরে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশে আঘাত করিলেন, সুতরাং তিনি হত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। প্রতাপবান্ সুতসোম অশ্বত্থামাকে প্রাস অস্ত্র-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অসি উত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অশ্বত্থামা সুতসোমের সেই অসিযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া পুনরায় তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি ভিন্ন-হৃদয় হইয়া পতিত হইলেন। নকুল-নন্দন বীর্য্যবান্ শতানীক বাহু-দ্বয়-দ্বারা রথ-চক্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে তাড়না করিলেন। শতানীক চক্র পরিত্যাগ করিলে দ্বিজবর অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিলেন, তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন; পতিত হইবামাত্র, অশ্বত্থামা তাঁহার মস্তক হরণ করিলেন।

অনন্তর, শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ গ্রহণ করিয়া দ্রোণ-পুত্রের অভিমুখে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার বামভাগে তাড়না করিলেন। পরিশেষে অশ্বত্থামা উত্তম অসি-দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার আস্যদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি বিমূঢ় ও বিকৃতানন হইয়া হত ও ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। বীরবর মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি সেই শব্দে অশ্বত্থামার নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহাকে শরবর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন চর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার শরীর হইতে শোভমান সকুণ্ডল মস্তক হরণ করিলেন। অনন্তর, বলবান্ অশ্বত্থামা, ভীষ্ম নিহন্তা শিখণ্ডীকে

সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত নানাবিধ আয়ুধ-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন্। পরিশেষে মহাবল দ্রোণ-পুত্র ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শিখণ্ডীকে অসি-দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, ক্রোধাবিষ্ট শত্রুতাপন দ্রোণ-নন্দন শিখণ্ডীকে নিহত করিয়া বেগভরে সমস্ত প্রভদ্রকগণ এবং বিরাটরাজের যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজের পুত্র পৌত্র সুহৃৎ-প্রভৃতিকে দেখিয়া দেখিয়া ঘোরতর রূপে বিমর্দ্দিত করিলেন। অসিমার্গ-বিশারদ দ্রোণ-তনয় অন্য অন্য পুরুষগণের অভিমুখীন হইয়া অসি-দ্বারা তাহা-দিগকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে সৈনি-কেরা সেই স্থানে রক্ত-বদনা, রক্ত-নয়না, রক্ত-মা-ল্যানুলেপনা, রক্ত-বসনা, পাশহস্তা এক কৃষ্ণবর্ণা গানকারিণী কামিনীকে কালরাত্রির ন্যায় অবস্থিত দেখিল। সেই নারী নর, তুরঙ্গ ও কুঞ্জর সকলকে ঘোরতর পাশ-দ্বারা বদ্ধ করিয়া অবস্থিত ছিল এবং কেশ-শূন্য বিবিধ পাশবদ্ধ প্রেতগণকে হরণ করিতে-ছিল। হে মহারাজ! যে অবধি কুরু পাণ্ডব-সৈন্যের সংগ্রাম হইতেছিল, তদবধি যোদ্ধারা সেই কন্যাকে ও দ্রোণ-নন্দনকে এইরূপে স্বপ্নে দর্শন করিত যে, সেই নারী নিদ্রাকালে প্রতি রাত্রিতে ন্যস্তশস্ত্র সুপ্ত মহারথগণকে স্থানান্তরিত করিতেছে এবং অশ্বত্থামা যেন সকলকে নিহত করিতেছেন। তাহারা প্রথমত দৈব-কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল, অশ্বত্থামা ভৈরব রব করত সর্ব্বভূতকে ত্রাসিত করিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তিকে পশ্চাৎ নিপাতিত করিলেন। দৈব-পীড়িত বীরেরা সেই পূর্ব্বকালীন স্বপ্ন দর্শন স্মরণ করিয়া 'ইহাই সেই' এইরূপ জ্ঞান করিল।

অনন্তর, পাণ্ডবগণের শিবিরে শত সহস্র ধনু-র্দ্ধারিগণ উক্ত নিনাদ-দ্বারা প্রতিবোধিত হইল। অশ্বত্থামা কালপ্রেরিত কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যে কাহার পদদ্বয়, কাহারও জঘন ছেদন করিলেন এবং কাহারও কাহারও পার্শ্বদেশ ভেদ করিলেন। হে মহারাজ! অতি উগ্ররূপে প্রতিপিষ্ট শব্দায়মান নিতান্ত আতুর গজ অশ্ব-দ্বারা মথিত মানবগণ-কর্ত্তৃক মহীমণ্ডল আকীর্ণ হইল। 'এ কি, এ কে, কি শব্দ, কি করিয়াছে' এইরূপে চীৎকারকারি জনগণের পক্ষে অশ্বত্থামা অন্তক হইয়া উঠিলেন। অস্ত্রধর-প্রবর দ্রোণ-তনয় শস্ত্র ও কবচ-হীন এবং সকবচ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, সেই শব্দে বিত্রস্ত ও উৎপতিত মানবগণ নিদ্রান্ধ নষ্টসংজ্ঞ ও ভয়াতুর হইয়া যে যে স্থানে ছিল, সে সেই স্থানেই বিলীন রহিল। কেহ কেহ উরুদেশ অবশ হওয়া-প্রযুক্ত নিগৃহীত, ভয়ে অভিহত-বীর্য্য এবং নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া নিনাদ করত পরস্পর সন্নিহিত হইল।

অনন্তর, ধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নন্দন ভীমনিস্বনযুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শর-সমূহ-দ্বারা অন্য অন্য ব্যক্তিকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। যে সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ শূর পুরুষেরা উৎপতিত ও সন্নিহিত হইল, তাহা-দিগকে কাল-রাত্রির নিকটে নিবেদন করিলেন। এইরূপে তিনি রথাগ্র-দ্বারা বৈরিকুলকে প্রমথিত করত ধাবিত হইলেন এবং বিবিধ শরবর্ষণে তাহা-দিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। পুনরায় তিনি সুবিচিত্র শত চন্দ্র-সমন্বিত চর্ম্ম এবং সেই আকাশবর্ণ অসি গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মাতঙ্গ যেমন মহাহ্রদ আলোড়ন করে, সেইরূপ যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণ-পুত্র এই প্রকারে পাণ্ডবদিগের শিবির বিক্ষুব্ধ করিলেন। যোদ্ধারা সেই শব্দ-দ্বারা উৎপতিত হইল এবং নিদ্রার্ত্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া সেই সেই স্থানে ধাবিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কেহ কেহ বা বিবিধ অসম্বদ্ধ কথা বলি-তে লাগিল; কেহই শস্ত্র ও বস্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। অপরে মুক্তকেশ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না। কেহ কেহ শ্রান্ত

ও উৎপতিত হইয়া তথায় পতিত হইল, কেহ কেহ বা সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ পুরীষ পরিত্যাগ করিল, কেহ কেহ বা প্রস্রাব করিয়া ফেলিল। হে রাজেন্দ্র! তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণ যুগপৎ বন্ধন ছেদন-পূর্ব্বক সকল স্থল আকুল করত চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। তত্রত্য কোন কোন মানব ভীত হইয়া মহীতলে বিলীন হইল, গজবাজি সকল সেই সমস্ত নিপাতিত ব্যক্তিকে পেষণ করিতে লাগিল।

হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতসত্তম! সেই স্থান তদ্রূপ হইলে রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া আনন্দ-বশত উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই মহা-শব্দ রক্তমাংসাহারী প্রাণি-সমূহের শব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া দিক্ সকল ও আকাশমণ্ডল পরি-পূর্ণ করিল। গজবাজি সকল তাহাদিগের আর্ত্তস্বর শ্রবণে বিত্রস্ত ও বিমুক্ত হইয়া শিবির-মধ্যে জন-গণকে বিমর্দ্দন করত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। সেই ধাবমান করি-তুরগগণের চরণোৎ-ক্ষিপ্ত রেণু রাত্রিকালে শিবির-মধ্যে দ্বিগুণতর অন্ধ-কার করিল। সেইরূপ অন্ধকার হইলে শিবির-মধ্যে জনগণ জ্ঞানশূন্য হইল; পিতারা পুত্রগণকে এবং ভ্রাতারা ভ্রাতা সকলকে চিনিতে পারিল না; গজ সকল গজগণকে ও নির্ম্মনুষ্য হয় সকল হয়গণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক তাড়িত, ভগ্ন ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর আঘাত করত ভগ্ন হইয়া পতিত হইল। কেহ কেহ অন্যান্যকে পাতিত করিল এবং পাতিত করিয়া পেষণ করিতে লাগিল। কাল-প্রেরিত মানবেরা নিদ্রান্বিত, বিচেতন ও অন্ধ-কারাচ্ছন্ন হইয়া তথায় আত্মীয়গণকেই আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। দ্বারপালেরা দ্বার ও কক্ষ রক্ষকেরা কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিচেতন ও ভয়-দ্রুত হইয়া শক্তি অনুসারে ধাবিত হইল। হে মহা-রাজ! তাহারা অমুদ্দিষ্ট হইয়া পরস্পর কেহই কাহাকে জানিতে পারিল না, তাহারা দৈব-কর্ত্তৃক হতচিত্ত হইয়া 'হা তাত! হা পুত্র!' বলিয়া চীৎ-কার করিতে লাগিল। বান্ধবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিকে দিকে পলায়মান সেই সকল মানবেরা গোত্র ও নাম-দ্বারা পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল। অপরে হাহাকার করত ভূতলে শয়ন করিল। দ্রোণ-নন্দন তাহাদিগকে চীৎকার-শব্দ-দ্বারা রণ-মধ্যে বর্ত্তমান বিজ্ঞাত হইয়া নিপাতিত করিলেন। অপর ক্ষত্রিয়গণ ভয়-পীড়িত মুহুর্ম্মুহু অচেতন ও বধ্যমান হইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই জীবিতার্থী ত্রস্ত ক্ষত্রিয়েরা শিবির হইতে দ্বারদেশে নির্গত হইবামাত্র কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাহাদিগকে নিহত করিলেন। শস্ত্র ও কবচ-হীন, মুক্তকেশ, কম্পমান, কৃতাঞ্জলি, ভীত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কৃপ ও কৃতবর্ম্মা কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই। হে মহারাজ! দুর্ম্মতি কৃপ ও কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে শিবিরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত কোন ব্যক্তিই বিমুক্ত হয় নাই। তাঁহারা পুনরায় দ্রোণ-তনয়ের প্রিয়-কামনা করত শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, শিবিরস্থল প্রকাশমান হইলে পিতার আনন্দবর্দ্ধন অশ্বত্থামা খড়্গ গ্রহণ করত কৃতহস্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। দ্বিজবর দ্রোণ-পুত্র কোন কোন আগত ও ধাব-মান বীরগণকে খড়্গ-দ্বারা প্রাণ-বিযুক্ত করিলেন। ক্রোধ-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ দ্রোণ-নন্দন কোন কোন যোদ্ধাকে খড়্গ-দ্বারা মধ্যদেশে ছেদন করিয়া তিল-কাণ্ডের ন্যায় পাতিত করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নিরন্তর দীর্ঘস্বরে চীৎকারকারি পতিত অশ্ব, গজ ও নর-নিকর-দ্বারা মেদিনীমণ্ডল আকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র মনুষ্য হত হইয়া পতিত হইলে অনেকানেক কবন্ধ উত্থিত হইল এবং উত্থিত হইবামাত্র পতিত হইয়া গেল। হে ভারত! মহাত্মা অশ্বত্থামা কাহারও সায়ুধ ও সাঙ্গদ বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও হস্তিহস্ত-সদৃশ উরু,

কাহারও হস্ত এবং কাহারও পদ ছেদন করিলেন; অপর সকলকে পৃষ্ঠ ছিন্ন, শিরশ্ছিন্ন, পার্শ্ব ছিন্ন ও পরাঙ্মুখ করিলেন; অন্য কাহারও মধ্যদেশে, কাহারও কর্ণে, কাহারও অংসদেশে আঘাত করিয়া অপর কাহারও মস্তক শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি অনেকানেক মনুষ্যকে নিহত করত বিচরণ করিতে থাকিলে দারুণ-দর্শনা ঘোরা রজনী অন্ধকার-দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। অল্পপ্রাণ ও হত সহস্র সহস্র পুরুষ এবং গজবাজি-সমূহ-দ্বারা ভূতল ভয়ঙ্কর-দর্শন হইয়া উঠিল। যক্ষ রাক্ষসগণ-দ্বারা আকীর্ণ, রথ বাজি দ্বিরদ-সমূহে দারুণ শিবিরস্থলে ক্রুদ্ধ দ্রোণ-পুত্র-কর্তৃক সংছিন্ন মানবগণ ভূমিতলে পতিত রহিল। কেহ কেহ পিতৃগণকে, কেহ ভ্রাতৃগণকে, কেহ কেহ পুত্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিল, কেহ কেহ কহিল, আমরা সংসুপ্ত হইলে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসেরা যে কার্য্য করিল, ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সমরে তাহা করিতে পারে নাই। পাণ্ডবগণের অসান্নিধ্য-বশত আমাদিগের এই বিড়ম্বনা করিল; জনার্দ্দন যাহার রক্ষাকর্ত্তা, সেই ধনঞ্জয়কে সুরাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসেরাও জয় করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন সত্যবাদী দান্ত সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সেই কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় কখন সুপ্ত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, কৃতাঞ্জলি, ধাবমান ও মুক্তকেশ ব্যক্তিকে নিহত করেন না; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসেরা আমাদিগের পক্ষে সেই ঘোরতর আচরণ করিল, অনেকে এইরূপ বিলাপ করত সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। শব্দায়মান মানবগণের সেই সুমহান্ তুমুল শব্দ মুহূর্ত্তকালের পর প্রশান্ত হইল। হে মহারাজ! তুমুল ঘোরতর রজোরাশি শোণিত-সিক্ত বসুধাতলে ক্ষণকাল-মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পশুপতি যেমন জীবগণের সংহার করেন, সেইরূপ ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা চেষ্টমান উদ্বিগ্ন ও নিরুৎসাহ সহস্র সহস্র নরগণকে নিপাতিত করিলেন। পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শয়ান, ধাবমান, বিলীন ও যুধ্যমান সমস্ত জনগণকে দ্রোণ-নন্দন পোথিত করিয়া ফেলিলেন। অগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান ও তৎকর্ত্তৃক বধ্যমান যোদ্ধাদিগকে তিনি যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণ-তনয় সেই রজনীর অর্দ্ধভাগেই পাণ্ডবদিগের মহৎ বলকে শমন-নিকেতনে পাঠাইয়া দিলেন। মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের ক্ষয়কারিণী সেই ঘোরা রজনী নিশাচর জীবগণের অতিশয় হর্ষবর্দ্ধনী হইল। সেই স্থানে তখন নর-মাংস-ভক্ষক ও শোণিতপায়ী পৃথক্ বিধ রাক্ষস ও পিশাচ দৃষ্ট হইতে লাগিল। করাল, পিঙ্গল, রৌদ্র-শৈলদন্ত, রজস্বল, জটিল, দীর্ঘসক্থ, পঞ্চ পাদ, মহোদর, পশ্চাদঙ্গুলি, রুক্ষ, বিরূপ, ভৈরবস্বন, ঘণ্টাজালে আবদ্ধ, নীলকণ্ঠ, বিভীষণ, ক্রূর, দুর্দ্দর্শ, নির্ঘৃণ-প্রভৃতি সপুত্র সস্ত্রীক রাক্ষসগণের এইরূপ বিবিধ রূপ দৃষ্টি-গোচর হইল। কেহ কেহ শোণিত-পানে হর্ষান্বিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ ইহা উত্তম ইহা পবিত্র এবং ইহা স্বাদু, এইরূপ কথা বলিতে লাগিল। মাংসজীবি ক্রব্যাদ্‌গণ পর-মাংস ভক্ষণ করত মেদ, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ও বসা ভক্ষণে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল। কুক্ষিহীন নানামুখ মাংসাশি রৌদ্র ক্রব্যাদ্‌গণ বসা পান করিয়া আনন্দে ধাবমান হইল। সেই স্থানে অযুত প্রযুত ও অর্ব্বুদ-সংখ্যক ঘোররূপ ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়াছিল। হে জন-নাথ! সেই মহাসমরে প্রমুদিত ও পরিতৃপ্ত বহু ভূতেরও সমাগম হইয়াছিল।

অনন্তর, অশ্বত্থামা প্রত্যূষকালে শিবির হইতে প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। নর-শোণিত-সিক্ত দ্রোণ-তনয়ের অসিমুষ্টি হস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন একীভূত হইয়াছিল। প্রলয়কালে অগ্নি যেমন সর্ব্বভূতকে ভস্ম করিয়া বিরাজ করেন, তেমনি তিনি জন ক্ষয় বিষয়ে দুর্গম পদবীতে গমন করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। মহারাজ! দ্রোণ-পুত্র প্রতিজ্ঞানুসারে সেই কর্ম্ম করিয়া দুর্গম পথে গমন করত পিতার নিকট অনৃণী হইলেন। হে নরবর! রাত্রি-

কালে শিবির-মধ্যে সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে তিনি যেমন প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে তথা হইতে নির্গত হইলেন। বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা সেই শিবির হইতে নির্গমন করত হৃষ্টচিত্তে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ কৃত সমস্ত কার্য্য নিবেদন করিলেন, তাঁহারাও তৎকালে তাঁহার প্রিয়কারী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অশ্বত্থামা তৎ শ্রবণে প্রীতি-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পুনঃপুন বাহ্বাস্ফোট ও তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! প্রসুপ্ত ও প্রমত্ত সোমকগণের জন ক্ষয়-বিষয়ে এইরূপে সেই রাত্রি অতিশয় দারুণ হইয়াছিল। আমাদিগের জনক্ষয় করিয়া তাদৃশ বীরেরাও যখন নিহত হইল, তখন কালের গতি দুরতিক্রম, ইহাতে সংশয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্রের বিজয়ে রত মহারথ দ্রোণ-তনয় পূর্ব্বেই কেন ঈদৃশ সুমহৎ কর্ম্ম করেন নাই, পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা কি কারণে এই কার্য্য সাধন করিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করা তোমার উচিত হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের ভয়ে বোধ হয়, পূর্ব্বে এই কার্য্য করিতে পারেন নাই। ধীমান্ কেশব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের অগোচরে দ্রোণ-নন্দন এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের সাক্ষাতে অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং দেবরাজও কি তাঁহাদিগকে নিহত করিতে পারিতেন? তাঁহারা তথায় ছিলেন না বলিয়াই সুপ্ত জনে ঈদৃশ কাণ্ড ঘটিয়াছে। যাহা হউক, অনন্তর, সেই মহারথেরা পাণ্ডবদিগের মহানিষ্টকর নরক্ষয় করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া ভাগ্যক্রমে এইরূপ হইল, এই কথা-মাত্র বলিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মার দ্বারা প্রতিনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং হর্ষ-বশত এই উত্তম বাক্য বলিতে লাগিলেন যে, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, পাঞ্চাল সকল, সোমক সমুদয় এবং অবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই আমা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি, অতএব অবিলম্বে সেই স্থানেই গমন করি, যদি আমাদিগের রাজা জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে এই প্রিয় নিবেদন করিব।

পাঞ্চালাদি বধে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা সমস্ত পাঞ্চাল ও দ্রৌপদী-পুত্রকে নিহত করিয়া যে স্থানে হত দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছিলেন, সকলে মিলিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, জনাধিপ দুর্য্যোধনের প্রাণ কিঞ্চিৎমাত্র নির্গত হইতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। অনন্তর, তাঁহারা রথ হইতে অবতরণ করত আপনার পুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সেই ভগ্ন-সক্থ, কৃচ্ছ্রপ্রাণ, অচেতন রাজাকে ধরাতলে শয়ান থাকিয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে দেখিলেন। তৎকালে ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, বৃকগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার আশয়ে নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তিনি বহু কষ্টে সেই ভক্ষণাভিলাষি শ্বাপদ্গণকে নিবারণ করিতেছিলেন এবং গাঢ় বেদনায় অতিশয় অস্থির হইয়া মহীতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন। হতাবশিষ্ট বীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এই তিন জন তাঁহাকে নিজ রুধিরোক্ষিত ও তাদৃশভাবে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া পরিবেষ্টন করিলেন। বেদী যেমন অগ্নিত্রয়-দ্বারা শোভা পায়, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধন সেই শোণিতাক্ত নিশ্বাসযুক্ত মহারথ-ত্রয়-দ্বারা সংবৃত হইয়া শোভিত হইলেন। তাঁহারা রাজাকে অযথোচিত রূপে শয়ান দেখিয়া অবিষহ্য দুঃখ-বশত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা হস্ত-

দ্বারা সমরস্থলে শয়ান নৃপতির মুখ হইতে রুধির মার্জ্জনা করিয়া দীনভাবে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃপ কহিলেন, হায়! দৈবের কোন কার্য্যেই ভার নাই, যেহেতু এই একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্য্যোধন হত ও রুধিরাক্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দেখ, কনকপ্রভ গদাপ্রিয় নৃপতির সমীপে এই সুবর্ণ-ভূষিতা গদা ভূতলে পতিত রহিয়াছে, এই গদা প্রতিযুদ্ধে কখন বীরবরকে পরিত্যাগ করে না; এই যশস্বী এক্ষণে স্বর্গে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হর্ম্ম্যতলে প্রীতিমতী ভার্য্যা যেমন পতির সহিত শয়ন করিয়া থাকে, তেমনি এই সুবর্ণ-বিভূষিতা গদাকে বীরের সহিত শয্যাতলে শয়ানা দেখ। যে শত্রুতাপন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের অগ্রগণ্য, তিনি হত হইয়া ধূলিরাশি গ্রাস করিতেছেন, অতএব কালের কি বিপর্য্যয়, তাহা বিলোকন কর। শত্রুগণ যাঁহা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিত, সেই এই কুরুরাজ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। শত শত রাজারা যাঁহার ভয়ে নত হইত, তিনি ক্রব্যাদ্‌গণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের কারণ যে রাজাকে উপাসনা করিতেন, এক্ষণে মাংসাভিলাষি ক্রব্যাদ্‌গণ তাঁহাকে উপাসনা করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতসত্তম! অনন্তর, অশ্বত্থামা সেই কুরুকুল-তিলককে শয়ান দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে নৃপবর! সকলে আপনাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ, সঙ্কর্ষণের শিষ্য এবং যুদ্ধে ধনাধ্যক্ষের সদৃশ বলিয়া থাকেন; আপনি বলবান্ ও কৃতী, অতএব পাপাত্মা ভীমসেন কি প্রকারে আপনার ছিদ্র অবলোকন করিল? হে মহারাজ! সমর-মধ্যে ভীমসেন-কর্ত্তৃক যখন আপনাকেও নিহত দেখিলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহলোকে কালই অতিশয় বলবান্। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, অতএব মন্দমতি পাপাত্মা ক্ষুদ্র বৃকোদর আপনাকে কি প্রকারে নিহত করিল? ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হয়, কালের গতি অতিদুরত্যয়। ভীমসেন বল-পূর্ব্বক আপনাকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মত গদা-দ্বারা আপনার উরুযুগল ভগ্ন করিয়াছে এবং অধর্ম্মত আপনাকে হত করিয়া পদ-দ্বারা আপনার মস্তক মর্দ্দন করিলেও যে যুধিষ্ঠির তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে ধিক্! আপনাকে অন্যায়-রূপে যে হত করিয়াছে, তজ্জন্য যাবৎ কাল জীব সকল জীবিত থাকিবে; তাবৎ পর্য্যন্ত যোদ্ধারা বৃকোদরকে সমর বিষয়ে নিন্দা করিবে। হে মহারাজ! যদুনন্দন রাম সর্ব্বদা বলিতেন যে, গদাযুদ্ধে বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধনের সমান আর কেহই নাই, গদাযুদ্ধে কুরুরাজ আমার সুশিষ্য, এই কথা বলিয়া বলদেব সভামধ্যে সতত আপনাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়ের যাহা প্রশস্ত গতি কহিয়া থাকেন, আপনি সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইয়া সেই গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে নরবর দুর্য্যোধন! আমি আপনার জন্য শোক করিতেছি না, আপনার হতপুত্র মাতাপিতার জন্যই শোক প্রকাশ করিতেছি যে, তাঁহারা ভিক্ষুক হইয়া শোক প্রকাশ করত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, অথচ আপনকার বধকালে উপেক্ষা করিল, সেই বৃষ্ণিবংশোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্ থাকুক। 'দুর্য্যোধনকে আমরা কেন নিহত করিলাম!' এই বিষয় ভাবিয়া নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ নরাধিপ সকলকে কি বলিবে?

হে পুরুষ-প্রবর গান্ধারী-তনয়! আপনিই ধন্য; যেহেতু আপনি ধর্ম্মানুসারে বিপক্ষগণের অভিমুখীন হইয়া সমরে নিহত হইলেন। জ্ঞাতি-বান্ধব-বিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী এবং প্রজ্ঞাচক্ষু দুর্দ্ধর্ষ রাজা কি উপায় অবলম্বন করিবেন? আমরা রাজাকে পুরস্কৃত

করিয়া যখন স্বর্গে গমন করিলাম না, তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও আমাকেও ধিক্ থাকুক্! আপনি সর্ব্বকামনার দাতা, রক্ষিতা এবং প্রজাদিগের হিতৈষী, আমরা নরাধম, আমরা যখন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, তখন আমাদিগকে ধিক্ থাকুক্! হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার কৃপাচার্য্যের, আমার এবং আমার পিতার বীর্য্যদ্বারা আমাদিগের ত হইতেই পারে, আমাদিগের ভৃত্যাদিগেরও গৃহ সকল রত্নযুক্ত হইয়াছে; আপনার প্রসাদে বান্ধব ও মিত্রগণের সহিত আমরা অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি সমস্ত পার্থিবগণকে পুরস্কৃত করিয়া যে প্রকারে পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন; আমরা পাপাত্মা, আমরা তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব? মহারাজ! আপনি পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন, আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, এই কারণেই আমরা দগ্ধ হইব। আমরা যখন আপনার অনুগমন করিতেই পারিলাম না, তখন আপনার সঙ্গহীন ও হীনার্থ হইয়া আপনার সুকৃত স্মরণ করত কি করিব? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমরা এই মহীতলে দুঃখের সহিত বিচরণ করিব, সংশয় নাই। হে মহারাজ! আমরা যখন আপনা হইতে বিরহিত হইলাম, তখন আমাদিগের সুখই কোথায়, শান্তিই বা কোথায়?

মহারাজ! আপনি ইহলোক হইতে গমন করিয়া আমার কথা-ক্রমে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ অনুসারে সমস্ত মহারথের সহিত সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। হে নরাধিপ! সমস্ত ধনুর্দ্ধরের কেতুস্বরূপ আচার্য্যকে পূজা করিয়া বলিবেন যে, অদ্য আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিয়াছি। আপনি মহারথ বাহ্লীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং ভূরিশ্রবাকে আলিঙ্গন করিবেন। আর যে সমস্ত নৃপসত্তম পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আমার কথায় অনাময় জিজ্ঞাসা করিবেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা ভগ্ন-সক্থ অচেতনপ্রায় রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় বিলোকন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি ত জীবিত আছেন, তবে কর্ণ-সুখকর কয়েকটী কথা শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণের পক্ষে সাত জন এবং আপনকার পক্ষে আমরা তিন জন-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, বাসুদেব ও সাত্যকি; আমাদিগের মধ্যে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আমি-মাত্র জীবিত আছি। দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজ সকল, পাঞ্চাল সমুদয় এবং অবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই নিহত হইয়াছে। হে ভারত! কৃত কার্য্যের প্রতিকার দেখুন, পাণ্ডবেরা সকলেই হতপুত্র হইয়াছে; তাহাদিগের নর-বাহন-সমন্বিত শিবির সুপ্তাবস্থায় হত হইয়াছে। হে মহারাজ! আমি রাত্রিকালে শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় নিহত করিয়াছি।

দুর্য্যোধন সেই মনঃপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে পুনরায় সচেতন হইয়া এই কথা বলিলেন যে, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত আপনি অদ্য আমার যে প্রিয়কার্য্য করিলেন, ভীষ্ম, কর্ণ এবং আপনার পিতাও তাহা করিতে পারেন নাই। সেই ক্ষুদ্র সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন শিখণ্ডীর সহিত হত হইয়াছে—তখন আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান জ্ঞান করি। আপনারা কল্যাণ লাভ করুন, স্বর্গে পুনরায় আমার সহিত আপনাদিগের মিলন হইবে। সেই বীরবর মহামনা কুরুরাজ এইরূপ বলিয়া সুহৃদ্গণকে দুঃখ দান করত প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি পবিত্র স্বর্গধাম আক্রমণ করিলে তদীয় শরীর ক্ষিতিতলে প্রবেশ করিল।

হে মহারাজ। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অগ্রে সমরে গমন করত পশ্চাৎ শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া এইরূপে নিধন লাভ করিলেন। কৃপ-প্রভৃতি মহারথগণ তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া এবং তাঁহাকে আ-

লিঙ্গন করিয়া পুনঃপুন দর্শন করত নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন। আমি দ্রোণ-পুত্রের এইরূপ করুণ-বাক্য শ্রবণে শোকার্ত্ত হইয়া প্রত্যূষকালে নগরে আগমন করিলাম। মহারাজ! আপনারই কুমন্ত্রণাতে এইরূপে কুরু পাণ্ডব সেনার ঘোরতর ভয়ঙ্কর ক্ষয় হইল। আপনকার পুত্র স্বর্গগত হইলে আমি অতিশয় শোকার্ত্ত হইলাম; তৎকালেই আমার সেই ঋষিদত্ত দিব্য-দর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়া গেল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে পুত্রের নিধন বিবরণ শ্রবণ করিয়া তৎকালে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তাকুল হইয়াছিলেন।

সৌপ্তিকপর্ব্বে দুর্য্যোধন প্রাণ-ত্যাগে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথ ঐষীকপর্ব্বারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রজনী অতীত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজের নিকটে, সৌপ্তিককালে যে বিধ্বংস ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সারথি কহিলেন, মহারাজ! রাত্রিকালে স্বীয় শিবিরে প্রমত্ত ও বিশ্বস্ত-রূপে নিদ্রিত দ্রৌপদী-তনয়গণ দ্রুপদাত্মজগণের সহিত নিহত হইয়াছেন। নৃশংস কৃতবর্ম্মা, গৌতম কৃপাচার্য্য এবং পাপাত্মা অশ্বত্থামা রজনীযোগে আপনাদিগের শিবিরস্থ সমস্ত সৈন্য নিহত করিয়াছে, ইহারা প্রাস, শক্তি ও পরশু-দ্বারা সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে ছেদন করিয়া আপনকার সৈন্য নিঃশেষ করিয়াছে। হে মহারাজ! পরশু-দ্বারা ছিদ্যমান মহাবনের ন্যায় আপনকার সৈন্যগণের সেই মহান্ শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে আমিই মাত্র অবশিষ্ট আছি। হে ধর্ম্মাত্মন্! অন্য ব্যক্তির নিগ্রহে আসক্ত কৃতবর্ম্মা হইতে আমি কোন প্রকারে মুক্ত হইয়াছি।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে পুত্র-শোকে ব্যাকুল হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন। তিনি পতিত হইবামাত্র সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে ধারণ করিলেন। কুন্তী-নন্দন ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া শোক-বিহ্বল-বচনে 'শত্রুগণকে জয় করিয়া পরে পরাজিত হইলাম' এই বলিয়া আর্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! বস্তুর গতি দিব্য-চক্ষু ব্যক্তিরও দুর্জ্ঞেয়, কেহ কেহ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও শত্রু জয় করে; কিন্তু, আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়াও পরাজিত হইলাম। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বয়স্য, সুহৃৎ, বন্ধু ও অমাত্যগণকে হত করিয়া জয়ী হইয়াও আমরা পরাজিত হইলাম! কখন অনিষ্ট বিষয় ইষ্ট-সদৃশ, কখন বা অনর্থ বিষয় ইষ্টের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; আমাদিগের অজয়ের ন্যায় এই জয়, জয় নহে, ইহাকে পরাজয়ই বলিতে হয়। দুর্ম্মতি লোক আপন্নের ন্যায় যে বিষয় জয় করিয়া পশ্চাত্তাপ করে, শত্রু-কর্ত্তৃক বিজিত সেই জন কেমন করিয়া আপন বিজয় জ্ঞান করিতে পারে? যাহাদিগের জন্য সুহৃদ্ বধ দ্বারা বিজয়-সম্বন্ধে পাপ হয়, সেই নির্জ্জিত ও অপ্রমত্ত শত্রুগণ-কর্ত্তৃক জয়চিহ্নধারি পুরুষেরা বিজিত হইল। কর্ণি ও নালীক অস্ত্র যাহার দন্ত, খড়্গ যাহার জিহ্বা, ধনুই যাহার ব্যাদিত বদন, জ্যাতল-শব্দ যাহার নিনাদ, সমরে অপরাঙ্মুখ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ সেই নরশ্রেষ্ঠ কর্ণের নিকট হইতে যাহারা মুক্ত হইয়াছিল, আমার অসান্নিধ্য-বশত তাহারা এক্ষণে হত হইল। রথরূপ হ্রদ-সমন্বিত, শরবর্ষণরূপ তরঙ্গ-মালা-বিরাজিত, রত্ন-ব্যাপ্ত বাহন-বাজিযুক্ত, শক্তি ও ঋষ্টিরূপ মীনসংযুক্ত, ধ্বজযুক্ত হস্তিরূপ কুম্ভীর-সমন্বিত, শরাসনরূপ আবর্ত্ত-বিশিষ্ট, মহাবাণরূপ ফেন-সম্বলিত, সংগ্রাম-চন্দ্রোদয়ে বেগধারি বেলা-সদৃশ, জ্যাতল ও নেমিঘোষ-সমন্বিত দ্রোণ-স্বরূপ সাগরে যে সমস্ত রাজপুত্রেরা বহুবিধ শস্ত্র-স্বরূপ নৌকা-দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা আমার অসা-

ন্নিধ্য-বশত নিহত হইলেন। এই জীবলোকে মানবগণের প্রমাদ হইতে শ্রেষ্ঠতর বধ আর কিছুই নাই। অর্থ সকল প্রমত্ত মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে এবং অনর্থ সকল তাদৃশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ধ্বজাগ্র সকল যাহার ধূমকেতু-স্বরূপ, যাহার শর সমুদয় জ্বালা-সদৃশ, যাহার ক্রোধ মহাসমীর-সন্নিভ, মহাধনু জ্যাতল ও নেমিনাদ-সমন্বিত, কবচ ও বিবিধ শস্ত্র-সমুহ যাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহাসেনা-রূপ তৃণকাষ্ঠ-সকলের দাবানল-কল্প ভীষ্মময় আগ্নিদাহকে যাঁহারা মহাসমরে সহ্য করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা আমার অসান্নিধ্য-বশত নিহত হইলেন। প্রমত্ত ব্যক্তি কখন বিদ্যা, তপস্যা, সম্পত্তি ও বিপুল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, প্রমাদ-বিহীন ইন্দ্র সমস্ত শত্রু নিহত করিয়া সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। দেখ, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বণিকগণ যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অনাদর করত কুনদীতে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ ইন্দ্র-তুল্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্রগণ প্রমাদ-বশত অবশিষ্ট শত্রু অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যে সমস্ত শয়ান পুরুষেরা অনার্য্য শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সংশয় নাই; এক্ষণে কৃষ্ণার জন্য এই শোক উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই পতিব্রতা সম্প্রতি কিরূপে শোক-সাগরে প্রবেশ করিবেন? তিনি ভ্রাতা, পুত্র এবং বৃদ্ধ পিতা পাঞ্চাল-রাজকে নিহত শ্রবণ করত অচেতন ও পতিত হইয়া শোক-দুর্ব্বল-দেহে ধরাতলে শয়ন করিবেন। সুখ-শালিনী দ্রৌপদী পুত্র-ক্ষয় ও ভ্রাতৃবধে কাতরা হইয়া হুতাশন দ্বারা দহ্যমানার ন্যায় সেই শোকজ দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কি করিবেন?

রাজা আর্ত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করত নকুলকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মন্দভাগিনী রাজপুত্রীকে মাতৃপক্ষের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর।" মাদ্রী-নন্দন নকুল ধর্ম্মপ্রতিম রাজার সেই বাক্য ধর্ম্মত স্বীকার করিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক যে স্থানে পাঞ্চাল-রাজের পত্নীগণ অবস্থিত ছিলেন, অবিলম্বে দেবীর সেই আলয়ে গমন করিলেন। শোক-পীড়িত যুধিষ্ঠির মাদ্রী-তনয়কে প্রেরণ করিয়া সেই সমস্ত সুহৃদ্গণের সহিত পুনঃপুন রোদন করত ভূতগণ-দ্বারা পরিকীর্ণ পুত্রদিগের যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিলেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলকর সমরস্থলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুত্র, সখা ও সুহৃৎ সকল রুধিরার্দ্রগাত্রে ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে; তাহাদিগের শরীর সকল বিভিন্ন এবং মস্তক সমুদয় প্রহৃত হইয়াছে। কৌরবাগ্রগণ্য ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পরিশেষে অচেতন হইয়া স্বগণ-সহ ধরাতলে পতিত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরানুতাপে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির সমরে পুত্র, পৌত্র ও সখা সকলকে নিহত দেখিয়া মহাদুঃখে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। অনন্তর, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজন সকলকে স্মরণ করত সেই মহাত্মার মহাশোক প্রাদুর্ভূত হইল। সুহৃদ্গণ তৎকালে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেই অশ্রু-পূর্ণ-নয়ন কম্পমান ও চেতন-শূন্য নরপতিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সেই প্রভাতকালে নকুল শোকার্ত্ত দ্রৌপদীর সহিত আদিত্য-সম উজ্জ্বল রথ-দ্বারা আগমন করিলেন। তিনি শিবিরের সন্নিহিত উপপ্লব্য নামক স্থানে গমন করিয়া তৎকালে পুত্রগণের বিনাশ-রূপ একান্ত অপ্রিয় বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। শোকার্ত্তা কৃষ্ণা বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া কম্পমানা কদলীর ন্যায় রাজার নিকটে আসিয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই প্রফুল্ল-পদ্ম-পলাশ-নয়নার বদন রাহুগ্রস্ত অংশুমালীর ন্যায় সহসা শোককর্ষিত হইল। অনন্তর, ক্রোধ-সম্পন্ন সত্য-

বিক্রম বৃকোদর তাঁহাকে পতিত দেখিয়া উল্লম্ফন-পূর্ব্বক বাহু-দ্বয়-দ্বারা ধারণ করিলেন।

ভাবিনী কৃষ্ণা রোদন করত ভীমসেন-কর্ত্তৃক সম্যক্ আশ্বাসিত হইয়া ভ্রাতার সহিত বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনি শূর সন্তান সকলকে ক্ষত্রধর্ম্ম-দ্বারা নিপাতিত শ্রবণ করত ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত এই অখিল ভূমণ্ডল ভোগ করিবেন; আপনি ভাগ্যক্রমে কুশলে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে করস্থ করত মত্ত-মাতঙ্গ-বিক্রম সুভদ্রা-সুতকে আর স্মরণ করিবেন না; উপপ্লব্য নগরে আমার সহিত শূর সন্তান সকলকে ক্ষত্রধর্ম্ম-দ্বারা নিহত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে আর স্মরণ করিবেন না। মহারাজ! হুতাশন যেমন আপন আশ্রয়কে তাপিত করে, সেইরূপ পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা সুপ্ত সন্তান সকলকে নিহত করিয়াছে—শ্রবণ করিয়া অবধি শোকানল আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। অদ্য যদি সমরে আপনি বিক্রম-পূর্ব্বক সেই সহায়-সম্পন্ন পাপকারী অশ্বত্থামার জীবন হরণ না করেন, তবে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা সকলেই ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, এরূপ না হইলে দ্রোণ-নন্দন পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে না।

যজ্ঞসেন-নন্দিনী দুঃখিনী দ্রৌপদী এইরূপ বলিয়া পরিশেষে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপবেশন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির চারুদর্শনা প্রিয় মহিষী দ্রৌপদীকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, হে শুভে! হে ধর্ম্মজ্ঞে! তোমার ভ্রাতা ও পুত্রেরা ধর্ম্মত ধর্ম্ম-সঙ্গত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত নহে। হে কল্যাণি! সেই দ্রোণ-তনয় এস্থান হইতে বহু দূরে দুর্গম বনে গমন করিয়াছেন। হে শোভনে! সমরে তাহার নিপাতের বিষয় তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিবে?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ-পুত্রের মস্তকে এক স্বভাবসিদ্ধ মণি আছে, সেই পাপাত্মাকে সমরে নিহত করিয়া সেই মণি আনয়ন করিলে আমি তাহা দেখিতে পাইব এবং তাহা আপনকার মস্তকে রাখিয়া জীবিত থাকিব, ইহাই আমার নিশ্চয় হইয়াছে।

চারুদর্শনা দ্রৌপদী রাজাকে এইরূপ কহিয়া ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া এই কথা বলিলেন, নাথ! তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করত আমাকে রক্ষা কর, ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, তেমনি তুমি সেই পাপকর্ম্মাকে সংহার কর। ইহলোকে বিক্রম বিষয়ে তোমার তুল্য কোন পুরুষ নাই, তাহা সর্ব্বলোকেই বিখ্যাত আছে। বারণাবত নগরে মহাবিপদ-কালে তুমিই পার্থগণের আশ্রয় হইয়াছিলে; সেইরূপ হিড়িম্ব রাক্ষসের দর্শনের সময় তুমিই সকলের গতি হইয়াছিলে। ইন্দ্র যেমন নহুষ রাজার উৎপাত হইতে ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি বিরাট নগরে আমি কীচক-কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইলে তুমি আমাকে সেই ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। হে শত্রুঘাতিন্ পার্থ! পূর্ব্বে যেমন তুমি এই সকল মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ, সেইরূপ এক্ষণে অশ্বত্থামাকে নিহত করিয়া সুখী হও।

কুন্তীপুত্র মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীর বহুবিধ দুঃখ-সমন্বিত বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনোহর গুণযুক্ত শর সহ বিচিত্র শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কাঞ্চন-বিচিত্রিত মহারথে আরোহণ করিলেন এবং নকুলকে সারথি করিয়া দ্রোণ-পুত্রের বধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি সশর শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। হে নরবর! সেই বাতবেগী শীঘ্রগামী হরিদ্বর্ণ হয়গণ চালিত হইয়া বেগ-বশত সত্বর গমন করিল। বীর্য্যবান্ ভীমসেন স্বীয় শিবির হইতে দ্রোণ-পুত্রের রথের গমন-চিহ্ন গ্রহণ করত অবিলম্বে বেগভরে গমন করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার বধার্থ ভীমসেন গমনে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন গমন করিলে যদুশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পাণ্ডব ! আপনার ভ্রাতা পুত্র-শোক-পরায়ণ হইয়া সমরে দ্রোণ-তনয়কে হনন করিতে ইচ্ছা করত একাকীই ধাবিত হইয়াছেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভীম আপনার সকল ভ্রাতা হইতে প্রিয়, অতএব আপনি তাঁহাকে এই ক্লেশসাধ্য-কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া কেন সাহায্য করিতে বিরত রহিয়াছেন ? পরপুরঞ্জয় দ্রোণ নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, 'ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারে' সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধরের কেতু-স্বরূপ মহাত্মা মহাভাগ আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া ধনঞ্জয়কে সেই অস্ত্র সম্প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উক্ত অস্ত্র প্রার্থনা করায় তিনি হৃষ্ট-চিত্ত না হইয়া তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, মহাত্মা দ্রোণ নিজপুত্রের চপলতার বিষয় জানিতেন সুতরাং সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ আচার্য্য স্বীয় সুতকে এইরূপে শাসন করিলেন যে, বৎস ! তুমি সমরে নিতান্ত আপদ্গ্রস্ত হইলেও কখন মানবগণের প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না, আচার্য্য দ্রোণ পুত্রকে এই কথা বলিয়া পরে কহিয়াছিলেন যে, তুমি কদাচ সাধুগণের পথে অবস্থিত হইতে পারিবে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই দুষ্টাত্মা পিতার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে সমস্ত কল্যাণে নিরাশ হইয়া শোক বশত মহী-মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তৎকালে আপনি বনবাসী ছিলেন, সুতরাং সে দ্বারকায় আসিয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া বাস করে। কোন সময়ে সে সমুদ্র-তীরে দ্বারকাতে বাস করত একাকী আমার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, যে 'হে কৃষ্ণ ! ভারতাচার্য্য সত্য-পরাক্রম আমার পিতা উগ্র তপস্যা করত অগস্ত্যের নিকট হইতে দেবগন্ধর্ব্ব-পূজিত ব্রহ্মশির নামক যে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হে দাশার্হ ! সেই অস্ত্র আমার পিতার নিকটে যেরূপে ছিল, এক্ষণে তাহা আমার নিকটে সেই রূপেই আছে, হে যদুবর ! তুমি আমার নিকট হইতে সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমরে শত্রুঘাতি চক্র অস্ত্র আমাকে প্রদান কর' হে মহারাজ ! সে কৃতাঞ্জলি হইয়া যত্ন-সহকারে আমার নিকট অস্ত্র প্রার্থনা করিলে, আমি প্রীত হইয়া বলিলাম যে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব, পক্ষী ও উরগ প্রভৃতি সকলে মিলিত হইলেও আমার বীর্য্যের শতাংশের সমান নহে ; এই ধনু, এই শক্তি, এই চক্র এবং এই গদা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে আমার নিকট হইতে তুমি যে যে অস্ত্র ইচ্ছা কর আমি তাহাই তোমাকে দান করিব। তুমি সমরে যে অস্ত্র উদ্ধার ও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে তুমি আমাকে যে অস্ত্র দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা না দিয়াও আমার অস্ত্র গ্রহণ কর। সেই মহাভাগ তখন আমার সহিত স্পর্দ্ধা করত আমার নিকট হইতে সুন্দর নাভিযুক্ত সহস্র অর-সমন্বিত বজ্রনাভ লৌহময় চক্র প্রার্থনা করিল। অনন্তর, 'চক্র গ্রহণ কর' আমি এই কথা বলিলে, সে উৎপতিত হইয়া বামহস্ত-দ্বারা চক্র ধারণ করিল, কিন্তু তাহা স্বস্থান হইতে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর, দক্ষিণহস্ত-দ্বারা তাহা ধারণ করিতে উপক্রম করিল, তথাপি সর্ব্ব-প্রযত্ন ও সমস্ত বল-দ্বারা চক্র ধারণ-পূর্ব্বক যখন তাহা উদ্যত বা চালিত করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইল না—তখন দ্রোণতনয় অতিশয় দুর্ম্মনা হইল এবং যত্ন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত রহিল।

আমি অশ্বত্থামাকে তাদৃশ অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত ও উদ্বিগ্ন-চিত্ত দেখিয়া আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলাম যে, যে গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ দেবদেবেশ শিতিকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে যাঁহা হইতে অন্য কোন পুরুষ

আমার প্রিয়তর নাই, অন্যকি যাঁহাকে আমার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত অদেয় নহে, হে ব্রহ্মন্! সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা সুহৃৎ পার্থও তুমি আমাকে যে কথা বলিতেছ তাহা পূর্ব্বে কখন বলেন নাই। দ্বাদশবার্ষিক সুমহৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে আগমন করত তপস্যা-দ্বারা যাঁহাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সমান-ব্রতচারিণী রুক্মিণীতে যিনি জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই সনৎকুমার-সদৃশ তেজস্বী মদীয় পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই অপ্রতিম সুমহৎ দিব্য চক্র প্রার্থনা করেন নাই, রে মূঢ়! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মহাবল রাম, গদ এবং শাম্বও কখন তাহা প্রার্থনা করেন নাই, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে দ্বারকাবাসি বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয় অন্যান্য মহারথেরাও কখন তাহা প্রার্থনা করেন নাই, তুমি ভরতবংশীয়গণের আচার্য্যের পুত্র, সমস্ত যাদবগণের মান্য, হে রথিবর! তুমি এই চক্র-দ্বারা কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? দ্রোণ-নন্দন আমা-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রত্যুত্তর বচনে বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমি আপনাকে পূজা করিয়া আপনারই সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং সেই কারণেই দেব ও দানবগণের পূজিত চক্র আপনা হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে বিভো! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি সকলের অজেয় হইব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। হে কেশব! আমি আপনা হইতে দুর্লভ কামনা প্রাপ্ত না হইয়াই স্বচ্ছন্দে প্রতিগমন করি। হে গোবিন্দ! আপনি ইহাই বলুন। এই ভয়ানকের ভয়ানক চক্র যাহা আপনি ধারণ করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে অন্য কেহ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' দ্রোণ-নন্দন আমাকে এই কথামাত্র কহিয়া যুগ্ম অশ্ব, ধন ও বিবিধ রত্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালে প্রস্থান করিয়াছিল। সে দুরাত্মা, ক্রোধন, চপল এবং ক্রূর, সে ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগ জানে, অতএব তাহা হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা উচিত।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যোদ্ধৃবর যদুনন্দন এইরূপ বলিয়া সমস্ত উৎকৃষ্ট অস্ত্রযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথে হেমমালাধারি কাম্বোজ দেশীয় তুরঙ্গগণ যোজিত ছিল; শৈব্য ও সুগ্রীব নামক অশ্ব-দ্বয় সেই আদিত্যোদয় সমান বর্ণ রথবরের দক্ষিণ ও বামভাগের ভার বহন করিতে লাগিল, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক বাহ-দ্বয় সেই রথের পার্শ্বদেশের ভারবাহী হইল। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত রত্ন ও ধাতু-বিভূষিত দিব্য ধ্বজযষ্টি রথে উচ্ছ্রিত মায়ার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রভামণ্ডল-মণ্ডিত ও রশ্মিবান্ বিনতানন্দন সেই ধ্বজে অবস্থিত ছিলেন, তাহাতে সেই সত্যবানের কেতু ভুজগারির ন্যায় বিলোকিত হইল। সর্ব্বধনুর্দ্ধরের কেতু হৃষীকেশ, সত্যকর্ম্মা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জ্জুন সেই রথে আরোহণ করিলেন। অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় দেবরাজের উভয় পার্শ্বে যেরূপ শোভা পান, মহাত্মা [illegible]ির ও অর্জ্জুন রথস্থ দাশার্হের উভয় পার্শ্বে সেইরূপ শোভিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করাইয়া বেগযুক্ত অশ্বগণকে প্রতোদ-দ্বারা চালিত করিলেন; অশ্বগণ যদুবর ও পাণ্ডুসুত-দ্বয়-কর্তৃক অধিরূঢ় সেই উৎকৃষ্ট রথ গ্রহণ করত সহসা উৎপতিত হইল। উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় শীঘ্রগামি অশ্বগণ কৃষ্ণকে বহন করিতে থাকিলে মহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নরবরেরা বেগভরে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের অনুধাবন করত গমন করিলেন; কিন্তু সেই মহারথেরা মিলিত হইয়াও বিপক্ষ-বিনাশার্থ সমুদ্যত ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তী-তনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রীমান্ দৃঢ়ধন্বি-

গণ দেখিতে দেখিতেই তিনি হয় সমুদয়-দ্বারা অতিশয় বেগবান্ হইয়া ভাগীরথী-তীরে যেখানে মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুত্র-হন্তা অশ্বত্থামা আছে, পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। গমন করিয়া দেখিলেন, জল-সমীপে মহাত্মা যশস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ঋষিগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে সেই ক্রূরকর্ম্মা ঘৃতাক্ত কুশচীরধারী ধূলিধ্বস্ত অশ্বত্থামা আসীন আছে; কুন্তীতনয় মহাবাহু ভীমসেন তাহাকে দেখিবামাত্র শর-সহ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং 'থাক্, থাক্,' এই কথা বলিলেন।

অশ্বত্থামা গৃহীত-শরাসন ভীমসেনকে এবং তাঁহার পশ্চাৎ জনার্দ্দনের রথে উপবিষ্ট ভ্রাতৃ-দ্বয়কে দর্শন করিয়া ব্যথিতচিত্ত হইলেন এবং এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও বিবেচনা করিলেন। অদীনচিত্ত অশ্বত্থামা তখন সেই পরম দিব্য অস্ত্র চিন্তা করত বামহস্ত-দ্বারা ঈষিকাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই আপদ্‌কাল উপস্থিত দেখিয়া দিব্য অস্ত্র প্রেরণ করিলেন। সেই সমস্ত দিব্য আয়ুধধারি শূর সকলকে ক্ষমা না করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে নৃপবর! প্রতাপবান্ দ্রোণ-পুত্র নিদারুণ কথা বলিয়া সর্ব্বলোকের মোহের জন্য সেই অস্ত্র মোচন করিলেন। অনন্তর, সেই ঈষিকাতে কালান্তক-যমোপম অগ্নি যেন লোকত্রয় দগ্ধ করিবে বলিয়া উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মশির অস্ত্রত্যাগে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ ইঙ্গিত-দ্বারা অগ্রেই অশ্বত্থামার সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! দ্রোণের উপদিষ্ট যে দিব্য অস্ত্র তোমার অন্তঃকরণে বিরাজ করিতেছে, সম্প্রতি তাহা প্রয়োগ করিবার সময়। হে ভারত! তুমি ভ্রাতৃগণের ও আপনার পরিত্রাণের জন্য সমরে বিপক্ষের অস্ত্র নিবারণ কারণ আপন অস্ত্র পরিত্যাগ কর। পর-বীরহন্তা পাণ্ডব কেশব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শর-সহ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ করিলেন; প্রথমত আচার্য্য-পুত্রের পরে আপনার এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল হউক্, শত্রুতাপন অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া দেবতা ও গুরুগণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রণাম করত এই অস্ত্র-দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র নিবারিত হউক্, এই অভিপ্রায়ে মহাদেবকে ধ্যান করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই জ্বালাযুক্ত অস্ত্র প্রলয়কালের অনলের ন্যায় সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেইরূপ তিগ্মতেজা দ্রোণ-পুত্রের মহাজ্বালা-যুক্ত ও তেজোমণ্ডল সংবৃত সেই অস্ত্র প্রজ্বলিত হইল; অনেকানেক নির্ঘাত এবং সহস্র সহস্র উল্কা পতিত হইতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণের মহাভয় জন্মিল। জ্বালামালা-সমাকুল নভোমণ্ডল অতিশয় শব্দযুক্ত হইল, পর্ব্বত বন ও বৃক্ষের সহিত সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। সেই দুই অস্ত্রের তেজে লোক সকল তাপিত হইল। তখন সর্ব্বভূতাত্মা নারদ এবং ভারতগণের পিতামহ ব্যাসদেব এই মহর্ষি-দ্বয় উভয়ে বীর অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে শান্ত করিবার জন্য এক কালে সেই তেজো-দ্বয়-মধ্যে আপনাদিগকে দর্শন দিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বভূত-হিতৈষী পরমতেজস্বী সেই মুনিদ্বয় দীপ্ত অস্ত্র-দ্বয়-মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। প্রাণিগণের অধৃষ্য দেব দানব-পূজিত যশস্বী ঋষিবর-দ্বয় লোক সকলের হিত কামনায় অস্ত্রতেজ শান্ত করিবার জন্য সেই অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ঋষিরা বলিলেন, নানাশস্ত্রজ্ঞ মহারথগণ পূর্ব্বে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যলোকে কখন কোন প্রকারে এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই; এই বীরদ্বয় এ কি মহানিষ্টকর সাহস প্রকাশ করিয়াছে!

অর্জ্জুনাস্ত্র ত্যাগে চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরবর! ধনঞ্জয় সেই অগ্নিসম তেজস্বী ঋষিদ্বয়কে দেখিবামাত্র সত্বর হইয়া সেই দিব্য শর সংহার করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘ অস্ত্র-দ্বারা অস্ত্র শান্ত হউক্ ’ এই অভিপ্রায়ে আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, সম্প্রতি এই পরম অস্ত্র সংহৃত হইলে পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা আমাদিগকে এবং লোক সকলকে অস্ত্রতেজ-দ্বারা নিশ্চয়ই দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, অতএব আমাদিগের এবং সমস্ত লোকের যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে হিত হয়, আপনারা তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন। ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া পুনরায় অস্ত্র সংহার করিলেন ; সমরে সেই অস্ত্রের সংহার করা দেবগণেরও দুষ্কর, সংগ্রামে পরিত্যক্ত সেই পরম অস্ত্রের পুনর্ব্বার সংগ্রহে পাণ্ডব ভিন্ন অন্যের কথা দূরে থাকুক্, সাক্ষাৎ শতক্রতুও সমর্থ নহেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রত ব্যতীত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সংহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করে নাই, সে এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই অস্ত্র সংহারকর্ত্তার মস্তক চ্ছেদন করে। ব্রহ্মচারী-ব্রতনিষ্ঠ অর্জ্জুন সেই দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াও কখন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সত্যব্রতধর শূর ব্রহ্মচারী এবং গুরু আজ্ঞানুবর্ত্তী এই কারণেই সেই অস্ত্র পুনর্ব্বার সংহার করিলেন।

অনন্তর, অশ্বত্থামা ঋষিদিগকে অগ্রভাগে অবস্থিত দেখিয়া নিজ তেজোবলে সেই ঘোরতর অস্ত্রকে পুনর্ব্বার সংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। হে মহারাজ! দ্রোণ-তনয় সমরে সেই পরম অস্ত্রের প্রতিসংহারে অশক্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে দ্বৈপায়নকে বলিলেন, মুনে! আমি ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্রাণ প্রার্থনায় এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্ হে ভগবন্ ! এই ভীমসেন সমরে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনকে মিথ্যা আচার-দ্বারা হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া অধর্ম্ম করিয়াছেন, এই জন্য আমি অস্ত্র মোচন করিয়াছি ; আমি জিতেন্দ্রিয় নহি, অতএব এক্ষণে পুনরায় ইহার সংহার করিতে উৎসাহ করি না। মুনে ! আমি পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ এই বহ্নি-তেজঃসম্পন্ন দুরাসদ দিব্য অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং পাণ্ডবগণের বিনাশার্থে প্রেরিত এই অস্ত্র অদ্য তাহাদিগকে প্রাণ-বিযুক্ত করিবে। হে ব্রহ্মন্ ! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে পাণ্ডবদিগের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সমরে অস্ত্র পরিত্যাগ করত এই পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছি।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস ! বিদ্বান্ পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয় যে ব্রহ্মশির অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা রোষ-বশত অথবা তোমার বিনাশের নিমিত্ত নহে, সমরে তোমার অস্ত্রকে শান্ত করিবার জন্যই অর্জ্জুন এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহার প্রতিসংহার করিলেন, মহাবাহু ধনঞ্জয় তোমার পিতার উপদেশ-বশত এই দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন নাই। যে ব্যক্তি ঈদৃশ ধৈর্য্যশালী, সাধু, সমস্ত অস্ত্রবিৎ এবং সৎস্বভাব, তুমি ভ্রাতা ও বন্ধুগণ-সহ তাহার বধ কামনা করিতেছ কেন? যে রাজ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্র পরম অস্ত্র-দ্বারা বাধিত হয়, পর্জ্জন্যমেঘ সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বর্ষণ করে না। এই জন্য মহাবাহু অর্জ্জুন সমর্থ হইয়াও প্রজাগণের হিত করিবার ইচ্ছা-হেতু তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। পাণ্ডবগণ, তুমি এবং রাজ্য সততই সম্যক্প্রকারে রক্ষণীয়, অতএব হে মহাবাহো! তুমি এই দিব্য অস্ত্র সংহার কর। তোমার রোষ না হউক্, পাণ্ডবগণ নিরাময় হউন্ ; রাজর্ষি পাণ্ডুনন্দন অধর্ম্মত জয় করিতে ইচ্ছা করেন না। তোমার মস্তকে যে মণি আছে, তাহা ইহাঁদিগকে দান কর, পাণ্ডবেরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

অশ্বত্থামা কহিলেন, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ইহ-লোকে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎ সমুদয় হইতে আমার এই মণি উৎকৃষ্ট; যাহা মস্তকে বন্ধন করিয়া আমার শস্ত্র-ব্যাধি বা, ক্ষুধা জন্য ভয় নাই এবং দেব, দানব, নাগ, রাক্ষস ও তস্করগণ হইতে কোন ভয় উৎপন্ন হয় নাই; যে মণির এরূপ বীর্য্য, তাহা কোন প্রকারে আমার ত্যাজ্য হইতে পারে না। কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, এক্ষণে তাহাই আমার কর্ত্তব্য; এই মণি এবং আমিও উপ-স্থিত আছি, পরন্তু এই উদ্যত অমোঘ ঐষিক অস্ত্র পাণ্ডবগণের গর্ব্ভে পতিত হইবে। ভগবন্! আমি এই উদ্যত অস্ত্রকে পুনরায় সংহার করিতে সমর্থ নহি, এজন্য এই অস্ত্রকে গর্ব্ভে পরিত্যাগ করিলাম। হে মহামুনে! আপনকার বাক্য প্রতিপালন করিব না, এরূপ নহে। ব্যাসদেব কহিলেন, হে অনঘ! তুমি অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না, গর্ব্ভে ইহা পরি-ত্যাগ করিয়া উপরত হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, অশ্বত্থামা দ্বৈপা-য়নের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমরে উদ্যত পরম অস্ত্র গর্ব্ভ উদ্দেশে মোচন করিলেন।

ব্রহ্মশির অস্ত্রের গর্ব্ভ প্রবেশে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হৃষীকেশ পাপকর্ম্মা অশ্ব-ত্থামা-কর্ত্তৃক গর্ব্ভ উদ্দেশে সেই অস্ত্র পরিত্যক্ত হইল জানিয়া হৃষ্ট হইয়া তখন দ্রোণ-নন্দনকে এই কথা বলিলেন, পূর্ব্বে বিরাটরাজের দুহিতা গাণ্ডীবধন্বার পুত্রবধূ উপপ্লব্য নগরে গমন করিলে কোন ব্রত-বান্ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "কুরু-বংশীয়গণের ক্ষয় হইলে তোমার পুত্র জন্মিবে, অত-এব এই গর্ব্ভস্থ বালকের নাম পরিক্ষিৎ হইবে" এক্ষণে সেই সাধুর বাক্য সত্য হইল; পরিক্ষিৎ, পাণ্ডবগণের বংশ-রক্ষাকর সন্তান হইবে। সাত্বত-প্রবর গোবিন্দ তৎকালে এইরূপ বলিতে থাকিলে, দ্রোণ-নন্দন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া এই উত্তর করিলেন যে, হে কেশব! তুমি পক্ষপাত-বশত যাহা কহিতেছ, তাহা নহে; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার বাক্য অন্যথা হইবে না; তুমি যে গর্ব্ভ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমার পরিত্যক্ত অস্ত্র সেই বিরাট-দুহিতার গর্ব্ভেই পতিত হইবে।

ভগবান্ কহিলেন, সেই পরম অস্ত্রের পতন অব্যর্থ, অতএব তাহা অবশ্যই ঘটিবে; কিন্তু, সেই গর্ব্ভস্থ বালক মৃত হইয়াও জন্মগ্রহণ করিবে এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইবে। মনীষিগণ তোমাকে বার-ম্বার পাপকর্ম্মকারী বালপ্রাণহারী পাপাত্মা ও কা-পুরুষ বলিয়া জানিবেন, সুতরাং তুমি এই পাপ-কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে; তুমি কখন কাহারও সহিত কোন রূপ কথোপকথন করিতে না পাইয়া তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে; সহায়-শূন্য হইয়া নির্জ্জন-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে; রে ক্ষুদ্র! জন-সমাজ-মধ্যে তো-মার বসতি হইবে না; রে পাপাত্মন্! তুমি পূয-শোণিত-গন্ধ এবং সমস্ত ব্যাধি-সমন্বিত হইয়া দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করত বিচরণ করিবে। আর পরি-ক্ষিৎ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া শূরত্ব ও বেদব্রত লাভ করত শারদ্বত কৃপের নিকটে সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করিবে। সেই ধর্ম্মাত্মা ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ব্রতে স্থিরতর থাকিয়া পরম অস্ত্র সকল বিদিত হইয়া ষষ্টি বৎসর কাল এই ভূমণ্ডল পালন করিবেন। রে দুর্ম্মতে! অতঃ-পর তোমার সাক্ষাতেই মহাবাহু কুরুরাজ পরিক্ষিৎ নৃপতি হইবেন। রে নরাধম! আমার সত্য ও তপস্যার বল বিলোকন কর, আমি সেই শস্ত্রাগ্নি তেজে দগ্ধ গর্ব্ভস্থ বালককে জীবিত করিব।

ব্যাসদেব কহিলেন, তুমি আমাদিগকে অনাদর করিয়া যখন এই দারুণ কর্ম্ম করিলে, ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন তোমার চরিত্র এইরূপ এবং তুমি যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ, তখন দেবকী-নন্দন তোমাকে যে উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন, তাহাই ঘটিবে, সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি এবং এই পুরুষোত্তম সত্যবাদী হউন্, আমি ইহলোকে পুরুষগণের মধ্যে আপনারই সহিত অবস্থিতি করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণ-তনয় মহানুভব পাণ্ডবগণকে মণি প্রদান করিয়া বিমনা হইয়া তাঁহাদিগের সকলের সাক্ষাতেই বন গমন করিলেন। হত-বৈর পাণ্ডবেরাও গোবিন্দকে এবং মহামুনি দ্বৈপায়ন ও নারদকে পুরঃসর করিয়া দ্রোণ-পুত্রের সহজ মণি গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর হইয়া মরণার্থ কৃত-নিশ্চয়া মনস্বিনী দ্রৌপদীর নিকটে ধাবিত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই নরবরেরা কৃষ্ণের সহিত বায়ুসম-বেগ-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট অশ্বগণ-দ্বারা পুনরায় শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। শোক-পীড়িত মহারথ পাণ্ডবগণ কেশব-সহ সত্বর হইয়া উভয় রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক শোকার্ত্তা দ্রৌপদীকে মলিন-বর্ণা দেখিলেন এবং সেই দুঃখ-শোক-সমন্বিতা নিরানন্দা কৃষ্ণার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর, রাজার আজ্ঞানুসারে মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীকে সেই দিব্য মণি প্রদান করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! এই তোমার মণি, তোমার সেই পুত্রহন্তা পরাজিত হইয়াছে; ওঠ! শোক পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ কর। হে অসিতেক্ষণে! হে ভীরু! শান্তির জন্য বাসুদেবের গমনকালে তুমি তাঁহাকে বলিয়াছিলে, "রাজা যখন শান্তি ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমি বুঝিলাম, আমার পতি, পুত্র এবং ভ্রাতা কেহই নাই; হে গোবিন্দ! তুমিও আমার কেহই নহ।" তুমি পুরুষোত্তমকে এই সকল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অনুরূপ যে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে তোমার স্মরণ করা উচিত। আমাদিগের রাজ্যের বিরোধী পাপ দুর্য্যোধন হত হইয়াছে; দুঃশাসন জীবিত থাকিতেই আমি তাহার রুধির পান করিয়াছি; বৈর-বিষয়ে অনৃণ হইয়াছি; লোকের নিকট নিন্দনীয়ও হই নাই; দ্রোণ-পুত্রকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র এই গৌরব-বশত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। হে দেবি! তাহার যশ নষ্ট হইয়াছে, শরীর-মাত্র অবশিষ্ট আছে, সে মণি হইতে বিযোজিত এবং তাহার অস্ত্র ভ্রংশিত হইয়াছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, গুরুপুত্র আমার গুরু, অতএব তাঁহার নিকট আমি কেবল অঋণী হইয়াছি। হে ভারত! মহারাজ এক্ষণে এই মণি নিজ মস্তকে বন্ধন করুন। অনন্তর, রাজা তৎকালে দ্রৌপদীর বচনানুসারে সেই মণি গ্রহণ করত তাহা গুরুর উপভুক্ত বলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। রাজা সেই দিব্য মণি মস্তকে ধারণ করত চন্দ্র-সমন্বিত উদয়-শৈলের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর, পুত্র-শোকার্ত্তা মনস্বিনী কৃষ্ণা উত্থিতা হইলেন, পরে ধর্ম্মরাজ, মহাবাহু কৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী-সান্ত্বনে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৌপ্তিকে সেই তিন জন রথি-কর্ত্তৃক সমস্ত সৈন্য হত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির শোক প্রকাশ করত দাশার্হকে এই কথা বলিলেন। কৃষ্ণ! পাপাত্মা পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রাশয় অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক আমার মহারথ পুত্রগণ কেন নিহত হইল এবং কৃতাস্ত্র, বিক্রমশালী, শত সহস্র ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ দ্রুপদরাজের পুত্রগণ দ্রোণ-নন্দন-কর্ত্তৃক কি কারণে নিপাতিত হইলেন? মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ সমরে যাহাকে প্রাধান্য প্রদান করেন নাই, সে রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে কিপ্রকারে নিহত করিল? গুরুপুত্র এমন কি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা একাকী আমাদিগের সকলকে বধ করিলেন?

ভগবান্ কহিলেন, দ্রোণ-নন্দন অবশ্যই দেবদেব অব্যয় মহেশ্বরের শরণাগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই একাকী অনেক ব্যক্তিকে বধ করিয়াছেন; মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অমর বর প্রদান করিয়া থাকিবেন এবং একপ বীর্য্য দিয়া থাকিবেন;

যাহাতে তিনি ইন্দ্রকেও অবসন্ন করিতে সমর্থ হয়েন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি মহাদেবকে এবং তাঁহার যে সমস্ত বিবিধ পুরাণ কর্ম্ম আছে, তাহাও যথার্থরূপে জানি। হে ভারত! ইনিই প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও অন্ত-স্বরূপ; ইহাঁর কর্ম্ম-দ্বারা সমস্ত জগৎ জীবিত রহিয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পিতামহ প্রথমত প্রজা সৃজনে ইচ্ছা করিয়া এই মহাদেবকে দর্শন করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি জীবগণকে সৃষ্টি কর, বিলম্ব করিও না।" মহাদেব তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া জীবগণের দোষ দর্শন করিলেন, পরে সেই মহাতপা জল-মধ্যে মগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। পিতামহ বহুকাল তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে সর্ব্বভূতের সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন রজোগুণময় চতুর্ম্মুখদেবকে মনের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। তিনি মহাদেবকে জল মধ্যে সুপ্ত দেখিয়া পিতামহকে কহিলেন "যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তবে আমি প্রজা সৃষ্টি করিব। পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, "তোমা ভিন্ন অগ্রজন্মা পুরুষ আর কেহ নাই, কেবল একমাত্র স্থাণু আছেন, তিনিও জল-মধ্যে মগ্ন রহিয়াছেন, অতএব তুমি বিশ্বস্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য কর।" চতুর্ম্মুখ, পিতামহের আদেশক্রমে ভূত-সকলের এবং দক্ষপ্রভৃতি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন; যাঁহাদিগের দ্বারা এই সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূত-সমূহের প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্রজাগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রজাপতিকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করত সহসা ধাবমান হইল। তিনি ভক্ষ্যমাণ হইয়া পরিত্রাণার্থ পিতামহের নিকটে গমন করিলেন। কহিলেন, ভগবন্! ইহাদিগ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আপনি ইহাদিগের বৃত্তি বিধান করুন। অনন্তর, পিতামহ তাহাদিগের ভক্ষণ জন্য ওষধি ও স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদয় এবং বলবান্ জীবগণের জন্য দুর্ব্বল জন্তুদিগকে অন্ন বিধান করিয়া দিলেন। সৃষ্ট প্রজাগণের জন্য এইরূপ অন্ন বিহিত হইলে তাহারা যথা-স্থানে গমন করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, তাহারা নিজ নিজ যোনিতে প্রীতিমান্ থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জীব সমুদয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং লোক-গুরু পিতামহ তুষ্ট হইলে সেই অগ্রজন্মা দেবদেব জল হইতে উত্থিত হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ রুদ্র বিবিধরূপ সৃষ্ট প্রজাগণকে নিজ তেজে বর্দ্ধিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রসব-সামর্থ্যস্বরূপ নিজ লিঙ্গকে পৃথিবীতে পাতিত করিলেন। শিবলিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তৎকালে অব্যয় ব্রহ্মা বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, হে শর্ব্ব! তুমি জল-মধ্যে বহুকাল অবস্থান করিয়া কি করিলে এবং কি নিমিত্ত এই লিঙ্গ উৎপাদন করিয়া ভূমিতে প্রবেশিত করিলে? লোকগুরু রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, এই সমস্ত প্রজা অন্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই লিঙ্গ লইয়া আমি কি করিব? হে ব্রহ্মন্! আমার তপস্যা-দ্বারা প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, ওষধি সকলের পরিবর্ত্তন-ক্রমে প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অর্থাৎ অন্ন হইতে রেত এবং রেত হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়া অবসানে অন্নে পরিণত হইতেছে, মহাতপা মহাদেব ক্রোধের সহিত এইরূপ বলিয়া বিমনা হইয়া তপস্যা করিবার জন্য মুঞ্জবান পর্ব্বতের শিখরে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-সংবাদে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

ভগবান্ কহিলেন, ঈশ্বরের তিরোধানানন্তর, দেবযুগ অতীত হইলে সত্যযুগে দেবগণ বেদ-প্রমাণানুসারে যথাবিধি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করত তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞের কারণ ঘৃতাদি ভাগার্হ দেবতাসকল ও যজ্ঞিয় দ্রব্য সমুদয় আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত দেবতারা রুদ্রকে যথার্থরূপে জানিতেন না, এ জন্য সেই ফলদাতার

ভাগ কল্পনা করেন নাই ; দেবগণ যজ্ঞস্থলে স্থাণুর ভাগ কল্পনা না করিলে কৃত্তিবাসা ইচ্ছা-পূর্ব্বক যজ্ঞনাশক ধনু সৃষ্টি করিলেন ; সমস্ত লোক আমাকে সাধু বলিয়া জানুক, এই বাসনা-স্বরূপ লোক-যজ্ঞ, গর্ব্ভাধানাদি সংস্কার-স্বরূপ ক্রিয়াযজ্ঞ, পত্নী-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি-রূপ গৃহযজ্ঞ, আত্মতর্পণ-স্বরূপ পঞ্চভূতময় যজ্ঞ এবং অতিথি-তর্পণ-রূপ নৃযজ্ঞ, এই পঞ্চবিধ সনাতন যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ-দ্বারা কপর্দ্দী ধনু বিধান করিলেন। তাঁহার ধনু পঞ্চ হস্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইল। হে ভারত! বষট্-কার সেই ধনুকের জ্যা হইল ; অর্থিত্ব, সমর্থত্ব, দ্বন্দ্ব-শূন্যত্ব ও শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি, এই চারি প্রকার যজ্ঞাঙ্গ সেই ধনুকের দৃঢ়তা বিধান করিল।

অনন্তর, দেবগণ যে স্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। সেই অব্যয় ব্রহ্মচারীকে ধনুর্দ্ধারী দেখিয়া পৃথিবী দেবী ব্যথিতা হইলেন, পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বায়ু বহিল না, অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না, আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্র সকল উদ্বিগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শ্রীহীন হইল, আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আকুল ও আবৃত রহিল। তৎকালে দেবগণ অভিভূত হইয়া কোন বিষয় জানিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগের সঙ্কল্পিত যজ্ঞ প্রকাশিত হইল না, বরঞ্চ তাঁহারা ত্রাসিত হইলেন। অনন্তর, মহাদেব ভয়ঙ্কর শর-দ্বারা যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, পরিশেষে অগ্নিরূপী যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিলেন। মহারাজ! তিনি সেইরূপে রুদ্র-কর্ত্তৃক অনুগম্যমান ও স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়া বিরাজিত হইলেন। যজ্ঞ অপক্রান্ত হইলে দেবগণেরচৈতন্য প্রকাশ পাইল না, সুরগণ সংজ্ঞা-হীন হইলে কোন বিষয়ই বিজ্ঞাত হইল না।

অনন্তর, ত্রিলোচন ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুষ্কোটি-দ্বারা সবিতার বাহু-দ্বয়, ভগের নয়ন-যুগল এবং পূষার দন্ত সকল আহত করিলেন। তৎকালে দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সকল সর্ব্ব দিকে ধাবিত হইল ; কেহ কেহ সেই স্থানেই ঘূর্ণিত হইয়া গতাসুর ন্যায় রহিলেন। সেই নীলকণ্ঠ অবলীলাক্রমে তৎসমুদয়কে বিদ্রাবিত করত ধনুষ্কোটি স্তব্ধ করিয়া সুরগণকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর, দেবগণের উক্ত-বাক্য তাঁহার ধনুর্গুণ ছেদন করিল। মহারাজ! গুণ সহসা বিচ্ছিন্ন হইলেও ধনু শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর, দেববর ধনুঃ শূন্য হইলে দেবতারা যজ্ঞের সহিত তাঁহার শরণাগত হইলেন। তাঁহারা শরণাপন্ন হইলে মহাদেব দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, ভগবান্ নিজ ক্রোধ জলাশয়ে স্থাপন-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেন ; তদীয় ক্রোধ অগ্নিরূপে অনবরত সমস্ত জল শোষণ করিতে লাগিল। হে পাণ্ডব! তিনি প্রসন্ন হইয়া ভগের নয়ন-দ্বয়, সবিতার বাহু-যুগল, পূষার দন্ত সকল এবং সমস্ত যজ্ঞ ফল পুনরায় প্রদান করিলেন। অনন্তর, সমস্ত জগৎ পুনরায় সুস্থ হইল ; দেবতারা মহাদেবের জন্য সমস্ত যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত জগৎ অস্বস্থ হইয়াছিল, তিনি প্রসন্ন হইলে পুনরায় সমুদয় স্বস্থ হইল। সেই বীর্য্যবান্ মহাদেব এই অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য আপনকার মহারথ পুত্রগণ-সানুচর পাঞ্চালসকল ও অন্যান্য অনেকানেক শূরেরা নিহত হইয়াছেন ; অতএব এ বিষয় আপনি মনেও আলোচনা করিবেন না, ইহা অশ্বত্থামার কৃত নহে, মহাদেবেরই অনুগ্রহ এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরসংবাদে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষিকপ্রকরণ ও সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

স্ত্রীপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহাশ্বর মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের একাদশ অংশ স্ত্রীপর্ব্ব গান্ধারী-প্রভৃতি বীর-জননীগণের বিলাপ-বচনে পরিপূর্ণ, জলপ্রাদানিক ও শ্রাদ্ধ-পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত, ইহাতে সমরে নিহত নৃপতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সদ্গতি বর্ণিত হইয়াছে; ইহা সংশোধিত মূল মহাভারতের-সহিত ঐক্য করিয়া মৎকর্ত্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত হইল। মুদ্রাঙ্কন-কালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণতত্ত্ব-বাগীশ মহাশয় ইহার আদ্যন্ত অবলোকন করত অনুমোদন করিয়াছেন; মূলের সহিত সুসঙ্গত রাখিবার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না; ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, সুধীগণ সদয় হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন ইতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪।

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

স্ত্রীপর্ব্ব।

অথ জলপ্রদান প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া, পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! দুর্য্যোধন এবং সমস্ত সৈন্যগণ নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? এবং মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র কুরুরাজ তথা কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি তিন জন মহারথই বা কি করিলেন? পরস্পর শাপ-জনিত অশ্বত্থামার কৃত কর্ম্ম শ্রুত হইল, অতঃপর সঞ্জয় যাহা কহিয়াছিলেন সেই বৃত্তান্ত বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত পুত্র হত হইলে ছিন্নশাখ বৃক্ষ-সদৃশ পুত্রশোক-সন্তপ্ত চিন্তাপরিপ্লুত ধ্যান ধারণ-বশত মৌনব্রত দীন-চিত্ত মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় এই কথা বলিলেন যে, মহারাজ! কেন শোক করিতেছেন? শোক করিলে কোন আনুকূল্য হইবে না, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হওয়ায় সম্প্রতি এই বসুমতী জনশূন্য হইয়াছে। নানা দেশীয় নরাধিপগণ নানা দিক্ হইতে সমাগত হইয়া আপনকার পুত্রের সহিত সকলেই নিধন লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে পিতৃগণ পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি সুহৃৎ ও গুরুগণের প্রেতকার্য্য যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিতে আদেশ প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে নিতান্ত পীড়িত দুর্দ্ধর্ষ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার পুত্র, অমাত্য ও সমস্ত সুহৃৎজন হত হওয়াতে এক্ষণে আমি এই পৃথিবী-মধ্যে বিচরণ করত অবশ্যই দুঃখ অনুভব করিব। আমি বন্ধু-বিহীন হইয়াছি, অতএব জরাজীর্ণ ছিন্ন-পক্ষ পক্ষীর ন্যায় আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন আছে? আমার রাজ্য হৃত, বন্ধু হত এবং চক্ষু নষ্ট হইয়াছে সুতরাং আমি ক্ষীণ-রশ্মি অংশুমালীর ন্যায় আর প্রকাশ পাইব না। আমি সুহৃৎ-সকলের বাক্য শ্রবণ করি নাই, পরশুরামের কথা প্রতিপালন করি নাই, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বাক্য রক্ষা করি নাই, সভা-মধ্যে কৃষ্ণ আমার শ্রেয়স্কর বাক্য বলিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ! বৈরভাবে প্রয়োজন নাই, আপন পুত্রকে নিবারণ করুন' আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সেই বাক্য প্রতিপালন না করিয়া নিরতিশয় পরিতপ্ত হইতেছি, বৃষভের ন্যায় নিনাদকারী দুর্য্যোধনের জন্য আমি ভীষ্মদেবের ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করি নাই, দুঃশাসনের বধ, কর্ণের বিপর্য্যয় এবং দ্রোণরূপ সূর্য্যের গ্রহণ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

হে সঞ্জয়! আমি মোহাভিভূত হইয়া এক্ষণে যাহার এই ফল ভোগ করিতেছি, পূর্ব্বে এমন কোন পাপাচরণ করিয়াছিলাম, তাহা ত স্মরণ হয় না,

তবে পূর্ব্বজন্মে আমি অবশ্যই কোন দুষ্কৃত কার্য্য করিয়া থাকিব, যদ্দ্বারা বিধাতা আমাকে দুঃখযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমার বয়সের পরিণাম হইয়াছে, সমস্ত বন্ধু ক্ষয় হইয়াছে, এক্ষণে দৈব-যোগে সুহৃৎ ও মিত্রগণের বিনাশ উপস্থিত হইল; অতএব ভূমণ্ডলে আমা হইতে নিতান্ত দুঃখিত পুরুষ অন্য আর কে আছে? সুতরাং পাণ্ডবেরা অদ্যই আমাকে ব্রহ্মলোকের বিবৃত দীর্ঘ-পথে ব্রত-ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত অবলোকন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা এইরূপে বহু শোক প্রকাশ করত বিলাপ করিতে থাকিলে সঞ্জয় যা-হাতে তাঁহার শোক বিনাশ হয় তাদৃশ বাক্যে বলি-লেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, হে নৃপ-সত্তম! সৃঞ্জয় পুত্রশোকে পীড়িত হইলে পূর্ব্বে মুনিগণ যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি বৃদ্ধগণ হইতে সেই সমস্ত বেদ-নিশ্চয় এবং বিবিধ শাস্ত্র ও আগম শ্রবণ করিয়াছেন। আপনার পুত্র যৌবনজন্য দর্প অবলম্বন করিলেন, আপনি যেমন হিতবাদি সুহৃদ্গণের বাক্য অবধারণ করেন নাই, সেইরূপ লুব্ধ ও ফলাভিলাষী হইয়া নিজ স্বার্থের বিষয়ও কিছু চিন্তা করেন নাই, কেবল নিজ-বুদ্ধি-প্রভাবে একধার অসি-দ্বারা তাবৎ চেষ্টা করিয়াছেন। সুচ-রিত-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই সতত সেবা করিত তথাচ দুঃশাসন যাহার মন্ত্রী, দুরাত্মা কর্ণ, দুষ্ট-স্বভাব শকুনি, দুর্ম্মতি চিত্রসেন, এবং যে, সমস্ত জগৎকে শল্যপ্রায় করিয়াছিল, সেই শল্য যাহার মন্ত্রণা পাত্র, হে মহারাজ! আপনকার সেই পুত্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, শরদ্বানের পুত্র কৃপ, মহাবাহু কৃষ্ণ, ধীমান্ নারদ, অমিততেজস্বি ব্যাসদেব, তথা অন্যান্য ঋষিগণের বাক্য প্রতিপা-লন করেন নাই। আপনার বীর্য্যবান্ পুত্র দুর্য্যো-ধন অল্পবুদ্ধি, অহঙ্কারী, নিয়ত যুদ্ধাভিলাষী, ক্রূর, দুর্ম্মর্ষণ ও সতত অসন্তুষ্ট ছিলেন। আপনি শা-স্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, নিয়ত সত্যব্রত অতএব আপনার ন্যায় ঈদৃশ বুদ্ধিমান্ সাধুব্যক্তিগণ কখন মুগ্ধ হয়েন না। ক্ষত্রিয়গণ কোন ধর্ম্মকে সৎকার করেন নাই, নিয়তই যুদ্ধ কামনা করিতেন, সুতরাং সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে শত্রুদিগের যশ বর্দ্ধিত হইল।

আপনি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, ক্ষম-তাসত্ত্বেও কিছু বলেন নাই এবং উভয়পক্ষের ভার তুল্য-রূপে ধারণ করেন নাই। প্রথমত মনুষ্যের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত, যদ্দ্বারা প্রয়ো-জনীয় বিষয় অতীত না হয় এবং পশ্চাত্তাপ-যুক্ত হইতে না হয়, সেই রূপেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! আপনি পুত্রস্নেহ-বশত তাঁহার প্রিয়-কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া এই পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনার শোক করা উচিত নহে। যে পুরুষ কেবল মধু দর্শন করিয়া উচ্চ স্থান হইতে পতন-সম্ভাবনা দেখে না, সে যেমন মধুলোভে প্রপাত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোক করিয়া থাকে, আপনিও তদ্রূপ শোক করিতেছেন। শোক করিয়া অর্থ প্রাপ্তি হয় না, শোক করিয়া কোন ফল লাভও হয় না, শোককারীব্যক্তি প্রিয়বস্তু এবং পরম পদ মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না। স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন-পূর্ব্বক বস্ত্র-দ্বারা পরিবেষ্টন করত যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা দহ্যমান হইয়া মনস্তাপ ভোগ করে, সে পণ্ডিত নহে। আপনি পুত্রের সহিত বাক্যরূপ বায়ু-দ্বারা পাণ্ডব-স্বরূপ পাবক সন্ধুক্ষিত ও প্রজ্বলিত করিয়া লোভরূপ আজ্য সেচন করিয়াছেন, সেই সমিদ্ধ অনলে শলভের ন্যায় আপনকার পুত্রেরা পতিত হইয়াছেন, সেই শরাগ্নি-সন্দগ্ধ সন্তান সকলের জন্য শোক প্রকাশ করা আপনার উচিত হয় না। মহা-রাজ! আপনি অশ্রুপাত বশত যে মলিন বদন ধা-রণ করিতেছেন, তাহা শাস্ত্রদৃষ্ট নহে, পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রশংসা করেন না। পাণ্ডবেরা বিস্ফুলি-ঙ্গের ন্যায় এই সমস্ত মানবকে দগ্ধ করিতেছেন, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন এবং নিজবুদ্ধি-

প্রভাবে আপনার-দ্বারা আপনাকে ধারণ করুন।

হে শক্রতাপন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়-কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইলে বিদুর পুনরায় বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। অনন্তর, বিদুর অমৃতময় বাক্য-দ্বারা বিচিত্রবীর্য্য-পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে আহ্লাদিত করত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

বিদুর কহিলেন, হে লোকেশ্বর মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, কেন শয়ান রহিয়াছেন? আপনাকে আপনিই ধারণ করুন, সমস্ত জীবেরই এই পরম গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। বহু সমবায় হইলেই ক্ষয় হইয়া থাকে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিচ্ছেদ ঘটে এবং জীবিত থাকিলেই মরণ হইয়া থাকে। হে ভারতক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যম যখন শূর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন, তখন সেই সকল ক্ষত্রিয়েরা কি যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন? মনুষ্য যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত রহে। মহারাজ! কাল আগত হইলে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে ভারত! জীব-সকলের অগ্রে অভাব থাকে, মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য সদ্ভাব হয়, নিধনে পুনরায় অভাব হইয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিবার প্রয়োজন কি? মনুষ্য শোক করত মৃত ব্যক্তির অনুগত হইতে পারে না, শোক করত মৃত হইতেও সমর্থ হয় না, লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তখন আপনি কি জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন? হে কুরুসত্তম! কাল সমস্ত প্রাণীকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৃণের অগ্রভাগ-সকল যেমন বায়ু-বশত নত হয়, তেমনি জীবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এক-যোগে সকলেই কালের নিকটে গমন করিতে থাকিলে যাহার কাল অগ্রে গত হয় তাহার বিষয়ে পরিদেবনা কি? মহারাজ! শাস্ত্র যদি প্রমাণ হয়, তবে আপনকার পুত্রেরা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই সমস্ত যুদ্ধহত পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত নহে; তাঁহারা সকলে স্বাধ্যায়বন্ত, সকলেই চরিতব্রত এবং সকলেই সমরে সম্মুখীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিয়া প্রয়োজন কি? তাঁহারা পূর্ব্বে অদৃষ্ট থাকিয়া কিয়ৎকালের জন্য দর্শনপথে আসিয়াছিলেন, পরে দর্শনপথের অগোচর হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার নহেন, আপনিও তাঁহাদিগের নহেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে পরিদেবনা কেন? সমরে হত ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে, যেব্যক্তি-দ্বারা হত হয় তিনিও যশোলাভ করেন, আমাদিগের এই উভয় বিষয়েই বহু গুণ আছে, যুদ্ধে কোন প্রকারে নিষ্ফলতা নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের জন্য কামপ্রদ লোক সকল সৃষ্টি করিবেন, তাঁহারা ইন্দ্রের অতিথি হইবেন। সমরে হত শূরগণ যেরূপে স্বর্গে গমন করেন, নীতিজ্ঞ যজ্ঞযাজি-ব্যক্তি-সকল তপস্যা ও তত্ত্ববিদ্যা-দ্বারা তাদৃশরূপে সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহারা শূর-সকলের শরীর-স্বরূপ হুতাশনে শরাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই তেজস্বিগণ পরস্পর নিজ শরীরে হূয়মান বাণ সকল সহ্য করিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আপনাকে কহিতেছি, ইহাই স্বর্গের উৎকৃষ্ট পথ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। সেই মহাত্মারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রত, শূর ও সমরশোভাকর, তাঁহারা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা বিহিত হয় না। হে নরবর! আপনি আপনা-দ্বারা আপনাকে আশ্বাসিত করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন না।

এক্ষণে শোকাভিভূত হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

এই সংসারে সহস্র সহস্র মাতা পিতা, শত শত পুত্র দারা, উৎপন্ন হইয়া এইরূপ দুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহারাই বা কাহার, আমরাই বা কাহার। এই সংসারে সহস্র সহস্র শোকের বিষয় এবং শত শত ভয়ের বিষয় বিদ্যমান আছে, মূঢ়-ব্যক্তিরাই তাহাতে আবিষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। হে কুরুসত্তম! কালের নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই, কাল কাহারও বিষয়ে উদাসীন থাকেন না, তিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন। কালই জীবগণকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন, কালই প্রজা সকলকে সংহার করিতেছেন, সকলে সুপ্ত হইলে কালই জাগরিত থাকেন, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। রূপ, যৌবন, জীবিত, দ্রব্য-সঞ্চয়, আরোগ্য এবং প্রিয় সহবাস এই সকলই অনিত্য, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এই সমুদয়ে আসক্ত হয়েন না। আর সাধারণের সম্বন্ধে যে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য আপনি একাকী কেন শোক প্রকাশ করেন? আত্মীয় স্বজনের বিনাশেই শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, নিয়ত শোক চিন্তা করিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না; পরাক্রম থাকিলে শোক না করিয়াও তাহার প্রতীকার করা যায়, দুঃখের চিন্তা না করাই তাহার প্রতীকারের উপায়, সতত শোক চিন্তা করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না, বরঞ্চ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনিষ্ট সংঘটন এবং প্রিয় বস্তুর বিঘটন-নিবন্ধন অল্পবুদ্ধি মানবেরা দুঃখযুক্ত হয়। মহারাজ! আপনি যে জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধি, ধর্ম্ম বা সুখ কিছুই নাই। মানবগণ বিশেষ বিশেষ ধনস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যার্থ হইতে বিচলিত হয় না—এমন নহে, তাহারা ত্রিবর্গ হইতেও বিচ্যুত হইয়া থাকে। অসন্তুষ্ট মনুষ্যেরা বিশেষরূপে মুগ্ধ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা মানস দুঃখ এবং ঔষধ-দ্বারা দৈহিক দুঃখ বিনষ্ট করিবে, জ্ঞানের এই সামর্থ্যকে বালকের সহিত সমতা করিবেনা। মনুষ্য শয়ান হইলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তাহার সহিত শয়ন করে, অবস্থান করিলে তাহার সহিত অবস্থিত হয়, গমন করিলে তাহার অনুধাবন করিয়া থাকে, মনুষ্য যে যে অবস্থায় যে যে শুভাশুভ কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সেই অবস্থায় সেই সেই ফল ভোগ করেন। যিনি যে শরীর-দ্বারা যে কর্ম্ম করেন, তিনি সেই শরীর-দ্বারা তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের সাক্ষী। মনুষ্য শুভকর্ম্ম-দ্বারা সুখ ও পাপকর্ম্ম-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়; কৃতকর্ম্মের ফল সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অকৃতকর্ম্মের ফল কুত্রাপি ভুক্ত হয় না; আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মূলঘাতি জ্ঞান-বিরুদ্ধ বহু পাপকর কর্ম্মে সংসক্ত হয়েন না।

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার মনোহর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার এই শোক বিনষ্ট হইল, পুনরায় তোমার তত্ত্বকথাসকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিতেরা অনিষ্ট সংসর্গ এবং ইষ্টবর্জ্জন হেতু কি প্রকারে মানস দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন?

বিদুর কহিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তি যে যে মানসিক সুখ বা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনি সেই সেই সুখ দুঃখ হইতে নিয়মিত হইয়া শান্তি লাভ করেন হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সমুদয় যাহা চিন্তা করা যায়, তৎতাবৎই অনিত্য, লোক সকল কদলীতরুর ন্যায় অসার। প্রাজ্ঞ, মূঢ়, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলেই প্রেতভূমি প্রাপ্ত হইয়া বিজ্বর হওত নিদ্রিত হয়েন। মাংসশূন্য অস্থি বহুল স্নায়ুনিবন্ধন গাত্র-দ্বারা অপর লোকে

কিরূপ বিশেষ দর্শন করিয়া থাকে যাহার-দ্বারা কুল, রূপ-প্রভৃতি বিশেষণ জানিতে পারে? বিসম্বাদিত বুদ্ধিমন্ত মানবেরা কি জন্য পরস্পর এইরূপ কামনা করে। পণ্ডিতেরা মনুষ্য-দেহ সকলকে গৃহের ন্যায় বলিয়া থাকেন, কাল-সহকারে তাহারা এক মাত্র শাশ্বত পুরুষে সঙ্গত হইয়া থাকে। পুরুষ যেমন জীর্ণ বা অজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করত অন্য বস্ত্র অভিলাষ করে, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও সেইরূপ।

হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! ইহ লোকে সুখ ও দুঃখ জীবগণের প্রযত্ন সাধ্য, এই কারণে তাহারা স্বকৃত-কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ভারত! কর্ম্ম-দ্বারাই স্বর্গ, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়, মনুষ্য অবশই হউক বা স্ববশই হউক, কর্ম্ম হইতেই সুখ দুঃখের ভার বহন করিয়া থাকে। মৃণ্ময় ভাণ্ড চক্রে আরূঢ় অথবা কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণ কিম্বা কৃতমাত্র অথবা সূত্র-দ্বারা ছিন্ন কি চক্র হইতে অবরোপ্যমাণ বা অবতীর্ণ অথবা আর্দ্র, শুষ্ক, পচ্যমান, অবতার্য্যমান অথবা পাক হইতে উদ্ধৃত কিম্বা পরিভুজ্যমান হইয়া যেমন বিনষ্ট হয়, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও তদ্রূপ; মনুষ্য, গর্ব্ভস্থ বা প্রসূত অথবা এক দিবস বয়স্ক, অর্দ্ধমাস, মাস, সংবৎসর বা বৎসরদ্বয় গত, কিম্বা যৌবনস্থ বা মধ্যাবস্থ অথবা বৃদ্ধ হইয়া বিপন্ন হয়। জীবগণ পূর্ব্ব-কর্ম্মফল-দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, নাও করে, অতএব লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে তখন আপনি আর কিজন্য অনুতাপ করিতেছেন? হে নরাধিপ! জীব যেমন ক্রীড়ার কারণ জলমধ্যে সন্তরণ করত কখন উন্মগ্ন কখন বা নিমগ্ন হয়, তেমনি অল্পবুদ্ধি মানবগণ সংসার গহনে প্রকাশ ও বিলয়-বিষয়ে কর্ম্মভোগ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকে। যাঁহারা প্রজ্ঞাবন্ত, সত্ত্বগুণান্বিত, সংসারানুগত এবং জীবগণের সমাগম জানেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বক্তৃবর! সংসার গহনের দুর্জ্ঞেয় ভাব কি প্রকারে বিজ্ঞেয় হয়, ইহাই আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি তাহা বর্ণন কর।

বিদুর বলিলেন, জীবগণের জন্ম হইতে সমুদয় ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, জীব প্রথমত জরায়ু-শয্যায় বাস করে, কিয়ৎকালের পর পঞ্চম মাস অতীত হইলে তথায় সুচারুরূপে বাস কল্পনা করিয়া থাকে, অনন্তর, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ গর্ব্ভরূপে জন্মগ্রহণ করে। তৎকালে জীব মাংসশোণিত-লিপ্ত অপবিত্র গর্ব্ভ-মধ্যে বাস করিয়া থাকে; অনন্তর, ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া বায়ুবেগ-দ্বারা যোনিদ্বারে আগমন করত বহুতর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে প্রাক্তন-কর্ম্ম-সমন্বিত হইয়া যোনি-পীড়ন বশত গর্ব্ভ হইতে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইয়া সাংসারিক অন্য উপদ্রব সকল দর্শন করে, কুক্কুরগণ যেমন আমিষের নিকটে আগমন করে, সেইরূপ, গ্রহগণ সেই জীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, কালক্রমে ব্যাধি সকল স্বকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা বধ্যমান সেই জীবস্ত জীবের সন্নিহিত হয়। হে মহারাজ! জীব ইন্দ্রিয়পাশ-দ্বারা বদ্ধ ও বিষয়াস্বাদসুখ-দ্বারা আবৃত হইলে বিবিধ ব্যসন সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে, জীব ইন্দ্রিয়সুখ ও বিষয়াসঙ্গ-দ্বারা বারম্বার বাধিত হইয়াও তৃপ্তি লাভ করে না, তৎকালে সে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করত তাহার ফল জানিতে পারে না। যাঁহারা ধ্যান ধারণা-বিষয়ে সম্যক্ নিষ্ঠা-সম্পন্ন, তাঁহারা সৎ ও অসৎকার্য্যকে সৎ ও অসৎরূপেই রক্ষা করিয়া থাকেন। পরিশেষে যে যম-লোকে যাইতে হইবে, জীব তাহা তখন জানিতে পারে না। অনন্তর, কালক্রমে যমদূতগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। জীব পুনরায় আপনা-দ্বারা আপনি বধ্যমান হইয়া বাক্যহীনের অবস্থা এবং প্রথমাবস্থায় যে ইষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা উপেক্ষা করে। কি আশ্চর্য্য! লোক অবমানিত

লোভ-দ্বারা বশীকৃত এবং ক্রোধ, লোভ ও ভয়-দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। জীব দুষ্কুলীন-লোক-সকলকে কুৎসা করত স্বয়ং কৌলীনাগর্ব্বে অন্ধ হয় এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দরিদ্রদিগকে নিন্দা করে, অপর ব্যক্তিগণকে মূর্খ বলিয়া থাকে, কিন্তু আপনার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে না, অন্যব্যক্তির প্রতি দোষারোপ কয়িয়া থাকে, অথচ আপনাকে শাসন করিতে ইচ্ছা করে না। যখন বুদ্ধিমন্ত কি মূর্খ, ধনবন্ত কি নির্দ্ধন, কুলীন কি অকুলীন, মানী কি অমানী সকলেই শ্মশানে গিয়া বিস্তর হইয়া নিদ্রা যায় তখন অপর জনগণ নির্ম্মাংস অস্থিভূয়িষ্ঠ এবং স্নায়ুনিবন্ধন দেহ-নিবহ-দ্বারা তাহাদিগের কি প্রকার বিশেষ অবলোকন করিবে? যাহা-দ্বারা কুল, রূপ প্রভৃতি বিশেষণ জানিতে পারা যায়, যখন সকলেই সমভাবে ধরাতলে শয়িত হইয়া নিদ্রা যায়, তখন দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণ কিজন্য ইহলোকে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, যিনি এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রুতি শ্রবণ করিয়া অস্থির জীবলোকে ধর্ম্ম পালন করত আজন্ম হইতে ধর্ম্ম পথে অবস্থিতি করেন, তিনিই পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিদিত হইয়া তত্ত্ব পথের অনুবর্ত্তন করেন তাঁহার পক্ষে সমস্ত পথ মুক্ত হয়।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিস্তার-ক্রমে কথিত এই দুর্জ্ঞেয় ধর্ম্মের বিষয় যখন আমার বুদ্ধির অনুগত হইতেছে তখনই তুমি আমার বুদ্ধিকে প্রশংসা কর। বিদুর বলিলেন, আমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া মহর্ষিগণ যে জন্য সংসারকে গহন বলেন এক্ষণে আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিব। মহৎ সংসারে বর্ত্তমান কোন ব্রাহ্মণ ক্রব্যাদ্গণ-সঙ্কুল দুর্গম-বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই কানন সিংহ ব্যাঘ্র গজ ও ভল্লূক প্রভৃতির চীৎকার ধ্বনি-দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত এবং অতি ঘোরতর, যদ্দর্শনে সমস্ত জীব ত্রাসিত হয়েন, সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের মন অতিশয় উদ্বিগ্ন এবং লোম-সকল কণ্টকিত হইল, তিনি ইতস্তত ধাবমান হইয়া কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইব ইহা ভাবিয়া সকল দিক্ নিরীক্ষণ করত সেই বনে গমন করিতে লাগিলেন, ভয়-পীড়িত হইয়া হিংস্র-জন্তুগণের ছিদ্র অন্বেষণ করত ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে যাইতে পারিলেন না এবং তাহাদিগ হইতে বিমুক্ত হইতেও সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর, তিনি অতিশয় ঘোররূপা এক কামিনী-কর্ত্তৃক বাহুদ্বয়-দ্বারা পরিব্যাপ্ত চতুর্দ্দিকে বাগুরাবৃত এক ঘোরতর বন দেখিতে পাইলেন। সেই মহাবন শৈলের ন্যায় সমুন্নত গগণস্পর্শী পঞ্চশীর্ষ নাগ-গণ-দ্বারা আকীর্ণ, সেই বন-মধ্যে তৃণচ্ছন্ন দৃঢ় লতা দ্বারা পরিবৃত এক কূপ ছিল। ব্রাহ্মণ সেই লতা-সমূহ সঙ্কুল নিতান্ত গূঢ় সলিলাশয়ে পতিত ও বিলগ্ন হইলেন। পনস ফল যেমন বৃন্তে সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ, তিনি তথায় ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া লম্বমান রহিলেন। অনন্তর, সেই স্থানে পুনরায় তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল, তিনি কূপ-মধ্যে এক মহাবল-সম্পন্ন মহানাগ দর্শন করিলেন এবং কূপের মুখবন্ধন-পট্টের উপরি এক ষন্মুখ দ্বাদশ পদচারি কৃষ্ণবর্ণ মহাগজ দেখিতে পাইলেন, সেই গজ বল্লী ও বৃক্ষে সমাবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে ছিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বৃক্ষের শাখাবলম্বি নানারূপ ঘোরতর ভয়াবহ মধুকর সকল প্রশাখা-সমুদয় অবলম্বন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে নিবাস করিয়া মধু সঞ্চয় করত অবস্থিতি করিতেছে, যে মধুলোভে বালকেও আকৃষ্ট হয়, জীবগণের স্বাদনীয় সেই সমুদয় মধু ভ্রমরেরা ভূয়োভূয় প্রার্থনা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত পুরুষ বহুধা ক্ষরিত সেই সমস্ত মধুধারা অবলম্বন করত সতত তাহা পান করিতে লাগিলেন। তিনি

সেই সংকটে পতিত হইয়া নিরন্তর মধু পান করিতে থাকিলে তাঁহার তৃষ্ণা শান্তি হইল না, বরঞ্চ তিনি অতৃপ্ত হইয়া নিয়ত তৎপানে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে তাঁহার জীবন ধারণে নির্ব্বেদ জন্মিল না, যে হেতু সেই মধুতেই মনুষ্যের জীবিতাশা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণ মুষিকগণ সেই বৃক্ষকে অনবরত কুট্টিত করে; সেই দুর্গম বন-মধ্যে প্রথমত ব্যালগণ হইতে দ্বিতীয়ত অতিশয় ঘোররূপা স্ত্রী হইতে তৃতীয়ত কূপের অধোভাগে নাগ হইতে এবং মুখবন্ধন পট্টে কুঞ্জর হইতে চতুর্থত বৃক্ষ প্রপাত হইতে পঞ্চমত মুষিকগণ হইতে ষষ্ঠত মধুলোভ-বশত মধুকর হইতে মহা-ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সংসার-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইরূপে বাস করেন, তিনি জীবিতাশা-বিষয়ে কোন প্রকারেই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন না।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বক্তৃবর! কি আশ্চর্য্য! সেই ব্রাহ্মণের কি মহৎ দুঃখ, আর কত কষ্টেই বা বাস হইতেছে, তাঁহার তথায় কিজন্য অনুরাগ জন্মিল, কিজন্যই বা তুষ্টি হইল, সেই স্থান কোথায়? যথায় তিনি ধর্ম্মসঙ্কটে বর্ত্তমান রহিয়াছেন? সেই মানব কি কারণেই বা মহৎ ভয় হইতে বিমুক্ত রহিয়াছেন, এই সমুদয় সুন্দররূপে তুমি আমার নিকট বর্ণন কর, তাহা হইলে আমি তাঁহার উদ্ধার জন্য চেষ্টা করি, তাঁহার উদ্ধারের কারণ আমার অন্তঃকরণে মহতী কৃপা জন্মিয়াছে।

বিদুর বলিলেন, মহারাজ! মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ এই বিষয়টীকে উপমান-স্বরূপে উদাহরণ দিয়া থাকেন। মনুষ্য পরলোকে যে প্রকারে সুকৃত লাভ করে তাহা কহিতেছি, পূর্ব্বে দুর্গম বনের বিষয় যাহা কহিয়াছি তাহারই নাম মহাসংসার, দুর্গম বনই সংসার গহন বলিয়া উক্ত হয়, পূর্ব্বে যাহারা ব্যাল নামে উক্ত হইয়াছে, তাহারাই ব্যাধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই বনে যে বৃহৎকায়া কামিনী অধিষ্ঠান করেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকেই বল ও রূপ-বিনাশিনী জরা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যে কূপ আছে, তাহাই জীবগণের দেহ। মহারাজ! সেই কূপের অধঃপ্রদেশে যে মহাসর্প আছেন, তিনিই দেহিগণের সর্ব্বহর ও সর্ব্বভূতের অন্তকর কাল। কূপ-মধ্যে সমুৎপন্ন বল্লী যাহাতে সেই মানব সংলগ্ন হইয়া লম্বমান রহিয়াছেন, তাহাই শরীরিগণের জীবিতাশা। কূপের মুখবন্ধন-স্থলে যে ষড়বক্ত্র কুঞ্জর সেই বৃক্ষের নিকটে গমন করিতেছে, তাহাই সংবৎসর বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে, তাহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ পাদ দ্বাদশ মাস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যে সমস্ত মুষিক ও পন্নগ সেই বৃক্ষকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকেই দিবা ও রাত্রি বলা যায়। সেই স্থলে যাহারা মধুকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবগণের সম্বন্ধে কাম নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত মধু-ধারা বার বার মধু-নিস্রব ক্ষরণ করিতেছে তাহাকেই কাম রস জানিতে হইবে, তাহাতেই মানবগণ মগ্ন হইয়া থাকে। ধীরগণ এইরূপে সংসার-চক্রের পরিবর্ত্তন জ্ঞান করেন, যে জ্ঞান-দ্বারা তাঁহারা সংসার চক্রের পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি তত্ত্বদর্শী, তুমি অতি আশ্চর্য্য উপাখ্যান কহিলে, তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমার হর্ষোদয় হইল।

বিদুর বলিলেন, রাজন্! আমি এই পথের বিস্তারিত বৃত্তান্ত পুনরায় কহিতেছি শ্রবণ করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণগণ সংসার হইতে বিমুক্ত হয়েন। হে ভারত! পুরুষ যেমন দীর্ঘ পথ অবলম্বন করত পরিশ্রম বশত শ্রান্ত হইয়া কোন কোন স্থানে বাস করে, সেইরূপ অবোধ ব্যক্তিগণ সং-

সারে পর্য্যায়ক্রমে গর্ভ্ত-মধ্যে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা হইতে মুক্ত হয়েন, এই কারণে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে পথ বলিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে যে সংসার-গহন উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাকে বনরূপে নির্দ্দেশ করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোক-মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণের সম্বন্ধে ইহাই ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত-স্বরূপ, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে পতিত হইয়া নিন্দনীয় হয়েন না, মর্ত্ত্যগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকেই হিংস্রজন্তু বলিয়া থাকেন। হে ভারত! অল্পবুদ্ধি মানবেরা স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে সেই সমস্ত হিংস্র জন্তু-দ্বারা ক্লিশ্যমান ও বার্য্যমাণ হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না। হে মহারাজ! সেই সমস্ত ব্যাধিগণ পুরুষকে পরিত্যাগ করিলেও রূপবিনাশিনী জরা পরে সেই শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ-প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিরালম্ব মহাপঙ্কে মজ্জমান মানবকে আবরণ করে। সংবৎসর, মাস, পক্ষ, দিবা ও রাত্রি সকল ক্রমশ পুরুষের রূপ ও পরমায়ু গ্রাস করিয়া থাকে। এই সমস্তই কালের আধার, তাহা অবোধ লোকেরা জানিতে পারে না, তাহারা বলে, বিধাতা সমস্ত জীবের অদৃষ্টে কর্ম্মফল সকল লিখিত করিয়াছেন। যাহা হউক, জীবগণের শরীর রথ স্বরূপ, সত্ত্বই সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং কর্ম্মবুদ্ধিই রশ্মিরূপে কথিত হয়। যেব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণের বেগের অনুধাবন করে, সেই ব্যক্তিই এই সংসার-চক্রে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আর যিনি বুদ্ধিরশ্মি-দ্বারা সেই সমস্ত হয়গণকে সংযত করেন, এবং সংযত হইয়াও নিবৃত্ত না হয়েন তিনি এই সংসার চক্রে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করত যাঁহারা মুগ্ধ না হয়েন, তাঁহারা আর সংসারে ভ্রমণ করেন না। মহারাজ! যাহারা সংসারে ভ্রমণ করে তাহাদিগের এই সকল দুঃখ উপস্থিত হয়, অতএব তাহার নিবৃত্তি জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্ন করিবেন, ইহাতে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, উপেক্ষা করিলে সেই দুঃখ শতশাখ হইয়া বিস্তৃত হয়।

হে মহারাজ! যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করেন, ক্রোধ ও লোভ-বিহীন হয়েন, যিনি সন্তুষ্ট ও সত্য-বাদী, সেই মানবই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে নরাধিপ! এই শরীরকেই পণ্ডিতেরা যমের রথ বলিয়া থাকেন, এই শরীর-দ্বারাই অবোধ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হয়, হে রাজন্! সেই রথ এই শরীর, যাহা আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভারত! রাজ্য-নাশ, সুহৃৎ নাশ ও সুতনাশ-জনিত দুঃখ অতিশয় কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধুব্যক্তি পরম দুঃখ সকলের ঔষধ আচরণ করেন, তিনি সংযত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-স্বরূপ মহৌষধ লাভ করত দুঃখরূপ মহাব্যাধি বিনাশ করেন। স্থিররূপে সংযত আত্মা যেমন মানবকে দুঃখ-মুক্ত করেন, বিক্রম, অর্থ, মিত্র বা সুহৃজ্জন তদ্রূপে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না। হে ভারত! অতএব সর্ব্বভূতে সমান দয়া অবলম্বন করিয়া সাধু-চরিত্র লাভ করুন। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটী ব্রহ্মের অশ্ব হয়, হে মহারাজ! যিনি শীলরশ্মি-সংযুক্ত হইয়া মানস-রথে অবস্থিতি করেন, তিনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! যিনি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করেন, তিনি অনাময় বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন; মনুষ্য অভয়দান-দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও নিত্য নিত্য উপবাস দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হয়েন না। হে ভারত! জীবগণের মধ্যে আত্মার প্রিয়তর বস্তু কিছুই নিশ্চিত নাই, কিন্তু সর্ব্বভূতের অনিষ্ট-করণই মরণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; অতএব পণ্ডিতব্যক্তির সর্ব্বভূতে দয়া করা কর্ত্তব্য। বিবিধ মোহ-সমাবৃত ও বুদ্ধিজাল-দ্বারা সংবৃত অসূক্ষ্ম-দৃষ্টি মূঢ়েরা মোহ ও বুদ্ধিজাল-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ধীরেরা ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্রশোকে নিতান্ত-সন্তপ্ত কুরু-সত্তম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন, তাঁহাকে তাদৃশরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত দর্শন করত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ক্ষত্তা বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্য অন্য সুহৃৎ ও দ্বারপাল সকল যাহাদিগকে তিনি বান্ধব বলিয়া স্নেহ করিতেন, তাঁহারা সকলেই সুখস্পর্শ শীতল জল সেচন ও যত্ন-সহকারে তালবৃন্ত বীজন করত তাঁহার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তাদৃশাবস্থ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বহুক্ষণ আশ্বাস প্রদান করিলে, দীর্ঘকালের পর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি সচেতন হইলে পর পুত্রশোক-নিমিত্ত মনঃপীড়ায় নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকটে এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। হায়! মনুষ্যজন্মেই ধিক্ থাকুক্, যদিও মনুষ্যত্ব হয় তথাপি দারপরিগ্রহই নিন্দনীয়, যাহা হইতে মুল দুঃখ সকল মুহুর্ম্মুহু সম্ভূত হইয়া থাকে। হে বিভো! পুত্রনাশ, অর্থনাশ, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের বিনাশ হইলে বিষাগ্নি-সদৃশ সুমহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা-দ্বারা গাত্র সকল দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং পুরুষ যদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া মরণকে বহুমান করে, আমি ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশত সেই দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! প্রাণ-পরিত্যাগ ব্যতীত যে দুঃখের অন্ত হইবে না, অদ্যই আমি তাহার শেষ করিব। ধৃতরাষ্ট্র ব্রহ্মজ্ঞতম মহাত্মা পিতাকে এই কথা বলিয়া মোহাভিভূত এবং অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর, হে শত্রুতাপন! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী এবং ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে কুশল, তোমার অবিদিত ও বেদিতব্য কিছুই নাই। মানবগণের অনিত্যতার বিষয় নিঃসংশয় তোমার অবিদিত নহে। হে ভারত! অনিত্য জীবলোকে অবস্থান যদি অস্থির হইল—তখন জীবনে বা মরণে কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? হে রাজেন্দ্র! তোমার প্রত্যক্ষেই এই বৈর-সমুদ্ভব হয়, তোমার পুত্রকে কারণ করিয়া কালবশত এই কাণ্ড ঘটিল। মহারাজ! কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবি, অতএব তদ্বিষয়ে পরমগতিপ্রাপ্ত শূরসকলের জন্য কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? হে মহাবাহু জননাথ! মহানুভাব বিদুর এই সকল ঘটনা হইবে জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে শান্তির জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু চিরকাল উদ্যোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি দৈবকৃত ঘটনা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহা আমার নিশ্চয় জানা আছে। দেবতাদিগের যে কার্য্যের বিষয় আমি স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় তোমার নিকট কহিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে কথঞ্চিৎ তোমার অন্তঃকরণ স্থির হইবে।

পূর্ব্বে আমি অশ্রান্ত হইয়া সত্বরভাবে ইন্দ্রের সভায় গমন করিয়াছিলাম, তথায় গিয়া দেখিলাম, তৎকালে সমস্ত দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি সকল সমবেত রহিয়াছেন, হে পৃথ্বীপাল! আমি তথায় দেবগণের সমীপে কার্য্যার্থ সমাগত পৃথিবীকেও দেখিতে পাইলাম, তিনি সমাগত সুরগণের সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ সকল! তদানীং ব্রহ্মার সদনে তোমরা যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, শীঘ্র তাহার সম্যক্ বিধান কর।" সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বিষ্ণু সুরসভা-মধ্যে পৃথিবীর সেই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন, যে, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন নামে যিনি বিখ্যাত আছেন তিনিই তোমার কার্য্যসিদ্ধ করিবেন, তুমি সেই মহীপালের নিকটে গিয়া কৃতকৃত্যা হইবে, সমরদক্ষ ভূপালগণ তাঁহার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়তর শস্ত্রনিকর-দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিবেন, হে দেবি! সেই যুদ্ধের পর তোমার ভার লাঘব বিদিত হইবে, শোভনে! এক্ষণে তুমি স্বীয় স্থানে গমন করিয়া

লোক সকলকে ধারণ-কর ,” মহারাজ! তোমার এই পুত্র লোক সংহার করিবার কারণ গান্ধারীর জঠরে কলির অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি যেমন অমর্ষী,চপল, ক্রোধন এবং অপ্রসন্ন; দৈবযোগে ইহাঁর ভ্রাতারাও তত্তুল্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহাঁর মাতুল শকুনি ও পরম সখা কর্ণ প্রভৃতি নৃপগণ বিনাশের জন্যই এককালে ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা যাদৃশ হয়েন, তাঁহার পারিষদ লোক-সকলও তদ্রূপ হইয়া থাকে, প্রভু যদি ধার্ম্মিক হয়েন, তবে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া উঠে, প্রভুর দোষ ও গুণ-দ্বারা ভৃত্যবর্গ দোষ ও গুণ বিশিষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। মহারাজ! তোমার তনয়গণ দুষ্ট রাজাকে আশ্রয় করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মহাবাহো! তত্ত্ববিৎ নারদ এই বিষয় জানিতেন, হে পৃথ্বীপাল! তোমার পুত্রেরা আত্ম অপরাধ বশতই বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব হে রাজেন্দ্র! তাহাদিগের জন্য শোক করিও না, শোকের প্রতি কোন কারণ নাই।

হে ভারত! পাণ্ডবেরা তোমার নিকট অল্পমাত্রও অপরাধ করে নাই, তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা ছিল, তাহারাই এই পৃথিবীকে ঘাতিত করিল। পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভা-মধ্যে নারদ তোমার হিতকর বিষয় কহিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন ‘ হে কুন্তী-তনয়! পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর সঙ্গত হইয়া মিলিত হইবে না, অতএব তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা আচরণ কর ’ পাণ্ডবেরা তৎকালে নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি তোমার নিকটে দেবগণেরও গোপনীয় সনাতন-বিষয় সমুদয় বর্ণন করিলাম। দৈবকৃত বিধি জ্ঞাত হইয়া এক্ষণে কি রূপে তোমার শোক নাশ হইবে, কি প্রকারে বা প্রাণ ধারণে দয়া হইবে এবং কিরূপেই বা পাণ্ডু-পুত্রগণের প্রতি স্নেহ জন্মিবে। হে মহাবাহো! এই বিষয় আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং ধর্ম্মরাজের উৎকৃষ্ট রাজসূয়-যজ্ঞকালে কহিয়াছিলাম। আমি এই গোপনীয় বিষয় বলিলে পর ধর্ম্মপুত্র কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম না করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব সমধিক বলবান্, হে রাজন্! স্থাবর ও জঙ্গম জীবের সহিত কৃতান্তের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা কোন প্রকারেই অতিক্রমণীয় নহে।

হে ভারত! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমান্ মানবগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া প্রাণিগণের গতি ও অগতির বিষয় জানিয়াও যখন মুগ্ধ হইতেছ তখন তোমাকে শোক-সন্তপ্ত ও মুহুর্ম্মুহু মুহ্যমান জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে রাজেন্দ্র! তিনি যখন ধীর এবং তির্য্যক্‌যোনি-গত জীবগণের প্রতিও কৃপালু, তখন তোমার প্রতি কেন কৃপা না করিবেন? হে ভারত! তুমি আমার নিয়োগ, দৈবের অনিবর্ত্তন এবং পাণ্ডবগণের কারুণ্য-বশত প্রাণধারণ কর। তুমি এইরূপে বর্ত্তমান থাকিলে লোকে তোমার কীর্ত্তি হইবে। হে তাত! তোমার সুমহান্ ধর্ম্মরূপ অর্থ আছে, চিরকাল তপস্যাও করিয়াছ, অতএব হে মহারাজ! জ্বলিত অনলের ন্যায় সমুৎপন্ন পুত্রশোককে প্রজ্ঞাবারি-দ্বারা সতত নির্ব্বাণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! আমি সুমহৎ শোকজাল-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছি, অতএব বারম্বার মুহ্যমান হইয়া আপনাকেই জানিতে সমর্থ নহি; আপনার এই দৈব-নিযোগ-জনিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, শোক করিতে প্রবৃত্ত হইব না। হে রাজেন্দ্র! সত্যবতীসুত ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! ভগবান্ ব্যাস-

দেব গমন করিলে পর মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা করা আপনার উচিত হইতেছে এবং মহাত্মা কৌরব-রাজ ধর্ম্মপুত্র তথা কৃপ-প্রভৃতি মহারথত্রয় কি করিলেন? অশ্বত্থামার কর্ম্ম শ্রুত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের পরস্পর শাপ প্রদানের বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছি, অতঃপর সঞ্জয় যে সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন তাহাই বলুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দুর্য্যোধন এবং সমস্ত সৈন্য হত হইলে সঞ্জয় বুদ্ধিহীন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন, সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নানা জনপদেশ্বর রাজারা নানা দেশ হইতে আগমন করিয়া আপনকার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভারত! সকলে আপনকার পুত্রের নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিলেও তিনি শত্রু ভাবের অন্ত বিধান ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত নৃপকে নিহত করাইলেন, হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেত-কার্য্য যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গতাসুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পৃথিবী-তলে পতিত হইলেন, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর মহীপতিকে মহীতলে শয়ান দেখিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ লোকেশ্বর মহারাজ! উত্থিত হউন্, কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? শোক করিবেন না, সমস্ত জীবেরই এই পরম গতি। হে ভারত! জীবগণ প্রথমত থাকে না, মধ্যে কিয়দ্দিনের জন্য জন্ম গ্রহণ করে, পরিশেষে তাহাদিগের নিধনবশত অভাব হইয়া থাকে, অতএব তদ্বিষয়ে বিলাপ কি? মনুষ্য শোক করত মৃত ব্যক্তির অনুগত হয় না এবং শোক করিয়াও মৃত হয় না, লোকে যখন এই রূপ প্রসিদ্ধি আছে, তখন আপনি কি জন্য শোক করিতেছেন, মহারাজ! মনুষ্য যুদ্ধ না করিয়াও মৃত হয়, কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়াও জীবিত রহে, কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে কুরুসত্তম! কাল বিবিধ-ভূত-সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার নিকটে কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বায়ু যেমন তৃণের অগ্রভাগ সকলকে কম্পিত করে, তেমনি জীবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এক অভিপ্রায়ে গমন-শীল জীবগণের মধ্যে যাহার কাল অগ্রে যায় তাহার জন্য পরিদেবনা করিবার প্রয়োজন কি? মহারাজ! যুদ্ধে নিহত যে সমস্ত ব্যক্তিগণের জন্য আপনি শোক প্রকাশ করিতেছেন, সেই সমস্ত মহাত্মারা সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সকলেই অশোচ্য। শূরগণ সমরে শরীর পরিত্যাগ করত যে রূপে স্বর্গ গমন করেন ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা-দ্বারা তাদৃশ-রূপে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা সকলেই বেদবিৎ, শূর ও ব্রতাচারী সকলেই সম্মুখযুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব তদ্বিষয়ে পরিদেবনা কি? সেই সমস্ত সৎ পুরুষেরা শূর সকলের শরীরে শরাহুতি প্রদান করিয়াছেন এবং হূয়মান শর-সমুদয় সহ্য করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য বিলাপ করা বিফল মাত্র। মহারাজ! স্বর্গের উৎকৃষ্ট পথ এই রূপ, তাহা আপনার নিকটে কহিলাম, ইহলোকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ হইতে অধিক আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত সভা-শোভাকর শূরবর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহারা কেহই শোচনীয় নহেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার দ্বারা আপনাকে আশ্বাসিত করিয়া শোক হইতে বিরত হউন, এক্ষণে শোকাভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে নবম অধ্যায়॥ ৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যান যোজনা কর'

এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন, কৌরব নারীগণের সহিত গান্ধারীকে, বধূ কুন্তীকে এবং সেস্থানে অন্য অন্য যে সমস্ত যোষিৎ,আছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া আইস, ধর্ম্মাত্মা নরপতি ধর্ম্মবিত্তম বিদুরকে এই রূপ বলিয়া শোকোপহত-চিত্তে যানের নিকট গমন করিলেন।

পুত্র শোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য নারীগণের সহিত যেস্থানে রাজা ছিলেন তথায় যাইতে লাগিলেন। নিতান্ত শোক-সমন্বিত নারীগণ রাজার সন্নিহিত হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ করিয়া গমন করত উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিদুর স্বয়ং সেই নারীগণ হইতে অধিকতর আর্ত্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই অশ্রুকণ্ঠী অবলাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, কৌরবগণের সমুদয় ভবনে রোদন ধ্বনি সমুত্থিত হইল, আবালবৃদ্ধসমন্বিত সমস্ত নগর শোকাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই, তৎকালে সেই বিধবা অবলাগণকে সাধারণ লোকে দর্শন করিল, নারীগণ মনোহর ভূষণ-সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক বস্ত্র ধারণ করিয়া আলুলায়িত-কেশে অনাথিনীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যূথপতি হত হইলে হরিণীগণ যেমন গিরিগুহা হইতে নির্গত হয়, শ্বেত পর্ব্বত স্বরূপ গৃহ সকল হইতে তাঁহারা তদ্রূপ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্রধান প্রধান অঙ্গনাগণ অঙ্গণ মধ্যে বিচরণকারী অশ্বিনীগণের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বাহু-ধারণ-পূর্ব্বক পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার জন্য রোদন করত প্রলয়কালের লোকক্ষয় বিষয় যেন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে করিতে শোকোপহত চিত্তে কর্ত্তব্য বিষয় বিদিত হইতে পারিলেন না। যে সমস্ত যোষিদ্গণ পূর্ব্বে সখীগণের সন্নিধানেও লজ্জিত হইতেন, তাঁহারা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে একবস্ত্র ও নির্লজ্জ হইলেন। রাজন্! সেই শোক বিহ্বলা অবলারা গুরুতর শোক সময়ে পরস্পর আশ্বাস প্রদান করত পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র সহস্র রোদনপরায়ণ রমণীগণ-দ্বারা পরিবৃত রাজা হীনবেশে রণস্থলে যাইবার উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইলেন। শিল্পকর বণিক্ বৈশ্য ও সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মোপজীবি পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই কুরুকুল সংক্ষয় কালে ক্রন্দনকারিণী আর্ত্তা কামিনীদিগের সুমহান্ রোদন ধ্বনি ত্রিভুবন ব্যথিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দহ্যমান জীবগণের অভাবের ন্যায় কি এই সময় উপস্থিত হইল? জীবগণ ইহাই জ্ঞান করিতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবগণের ক্ষয় হইলে নিতান্ত অনুরক্ত পুরবাসি জনগণ একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল।

সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন বিষয়ক দশম অধ্যায়॥ ১০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা একক্রোশ পথ গমন করিয়া মহারথ সারদ্বত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। মহারথেরা প্রজ্ঞাচক্ষু রাজাকে রোদন করিতে দেখিবামাত্র অশ্রুকণ্ঠে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র মহীপতি দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে আমরা তিনজন রথিমাত্র মুক্ত হইয়াছি, আপনকার আর আর সমস্ত সৈন্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য রাজাকে এই রূপ বলিয়া পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে এই কথা বলিলেন,

দেখি। আপনকার পুত্রেরা অভীতভাবে যুদ্ধ করত অনেকানেক শত্রুগণকে নিহত করিয়া বীরোচিত কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক নিধন লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শস্ত্র-নির্জ্জিত পবিত্রলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ভাস্বর-দেহ অবলম্বন করত নিশ্চয়ই অমরের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন; শূরগণের মধ্যে যুদ্ধ করত কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই; শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ কেহ শত্রুর নিকটে অঞ্জলি বন্ধন করেন নাই। প্রাচীনেরা সমরে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা আপনার উচিত নহে।

হে রাজ্ঞি! তাঁহাদিগের শত্রু পাণ্ডবেরা বর্দ্ধিত হয় নাই। ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে আপনকার পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা-প্রভৃতি আমরা তিন জন যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমরা সুপ্তজন-সমন্বিত শিবির-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বিমর্দ্দন করিয়াছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদের পুত্রগণ এবং পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়াছি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পাতিত করিয়াছি। আমরা তিন জন আপনকার পুত্রদিগের শত্রুগণের তাদৃশ ক্ষয় সাধন করিয়া ধাবমান হইয়াছি, রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মহাধনুর্দ্ধর শূরবর পাণ্ডবেরা বৈর প্রতীকার করিবার বাসনায় অমর্ষ-পরবশ হইয়া অবিলম্বে আগমন করিবে। হে যশস্বিনি! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পুত্রগণ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পদপ্রাপ্তির ইচ্ছায় শীঘ্রই আসিবে, তাহাদিগের তাদৃশ সংহার করিয়া আমরা এক্ষণে এস্থানে অবস্থান করিতে উৎসাহ করি না; অতএব রাজ্ঞি! আমাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করুন, আপনি শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না। মহারাজ! আপনিও আজ্ঞা প্রদান করুন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মকে কেবল বিনাশাবসান দর্শন করুন।

হে ভারত! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ভাগীরথীর নিকটে মহানুভাব মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক দর্শন করত অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। মহারাজ! তৎকালে মহারথেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তিন জন তিন দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা নিজ রাজ্যে এবং অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমে গমন করিলেন। সেই বীর-ত্রয় এইরূপে মহানুভাব পাণ্ডবগণের নিকটে অপরাধ করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যথা স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, মহারথ পাণ্ডবেরা দ্রোণপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য হত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ পিতা হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছেন শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া সুত-শত-শোকাচ্ছন্ন শোচমান জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের নিকটে যাইতে লাগিলেন। মহানুভাব বীরবর কৃষ্ণ, যুযুধান ও যুযুৎসু তাঁহার অনুগামী হইলেন। শোক-কৃশাঙ্গী নিতান্ত দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদী, পাঞ্চাল-যোষিৎ ও আর আর যে সকল নারীগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে ভরতসত্তম! যুধিষ্ঠির গঙ্গাসমীপে নারীগণকে, দুঃখার্ত্ত কুররী-কুলের ন্যায়, রোদন করিতে দেখিলেন, অভিমন্যু ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করত ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দুঃখিত-স্বরে রোদনকারিণী সেই সমস্ত সহস্র সহস্র রমণী-দ্বারা

রাজা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপে আক্রোশ করিতেছেন যে, রাজা যখন পিতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র ও সখা সকলকে বধ করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞতা, সত্য ও অনৃশংসতা কোথায়? হে মহাবাহো! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও জয়দ্রথকে হত করিয়া তোমার মন কি প্রকার হইয়াছে? হে ভারত! তুমি পিতা, ভ্রাতা, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর তনয়গণকে দর্শন না করিয়া রাজ্য লইয়া কি করিবে? মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুররীর ন্যায় আক্রোশকারিণী সেই সমস্ত কামিনীকে অতিক্রম করিয়া জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিজ নিজ নাম নিবেদন করিলেন। পুত্রবধ-জনিত শোকার্ত্ত পিতা ধৃতরাষ্ট্র তখন অপ্রীত হইয়াও পুত্রগণের অন্তকর পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন। হে ভারত! দুষ্ট-স্বভাব ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায় ভীমসেনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কোপানল শোক-সমীরণ-দ্বারা সমিদ্ধ হইয়া ভীমসেন-স্বরূপ গহন কানন দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, বোধ হইল। কৃষ্ণ তখন ভীমের প্রতি তাঁহার অশুভ সংকল্প অবগত হইয়া কর-দ্বারা তাঁহাকে দূরে অপসারিত করত রাজার নিকটে লৌহময় ভীমমূর্ত্তি প্রদান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জনার্দ্দন পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব অবগত হইয়া লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর-যুগল-দ্বারা সেই লৌহময় ভীমসেনকে গ্রহণ করত তাহাকে প্রকৃত ভীমসেন জ্ঞান করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অযুত নাগসম বলশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র লৌহময় ভীমকে ভগ্ন করিয়া বক্ষঃস্থল মথিত হওয়ায় মুখ হইতে রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুষ্পিত শিখর পারিজাত তরুর ন্যায় রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত হইলেন, পতিত হইবামাত্র বিদ্বান্ গবল্গণ-তনয় তাঁহাকে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, ‘মহারাজ! এরূপ করিবেন না,’ শোক-সমন্বিত মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ করত ‘হা ভীম! হা ভীম!’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পুরুষ-প্রবর বাসুদেব ভীমসেনের বধ জন্য পীড়িত রাজাকে ক্রোধ-রহিত জ্ঞান করিয়া এই কথা বলিলেন যে, “মহারাজ! আপনি শোক করিবেন না, ভীম হত হয় নাই, ভীমের আয়সী প্রতিমাকে আপনি নিপাতিত করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে ক্রোধের বশীভূত জানিয়া মৃত্যুর দন্তের অন্তর্গত কুন্তী-নন্দন ভীমসেনকে দূরে প্রেরণ করিয়াছি। হে নৃপবর! আপনার তুল্য বলবান্ কেহই নাই। হে মহাবাহো! আপনার বাহুগ্রহণ কে সহ্য করিতে পারে? যেমন অন্তকের নিকটে গিয়া কেহ জীবিত হইয়া বিমুক্ত হয় না, তেমনি আপনার বাহু-দ্বয়ের অন্তর্গত হইয়া কেহ জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না; অতএব আপনার পুত্র যে ভীমের লৌহময়ী প্রতিমা করিয়াছিলেন, আমি আপনকার নিকটে তাহাই অর্পণ করিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে পুত্র-শোক-সন্তাপ-বশত আপনার মন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, এই জন্য আপনি ভীমসেনকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বৃকোদরকে বিনষ্ট করিতে আপনার সাধ্য নাই এবং আপনার পুত্রগণ কোন রূপেই জীবিত থাকিবার উপযুক্ত ছিলেন না; অতএব আমরা শান্তি কামনা করত যাহা করিয়াছিলাম, আপনি সেই সমস্ত বিষয়ে সম্মত হউন, শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে আয়স ভীম ভঙ্গে
দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, পরিচারকগণ রাজাকে স্নান করাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপ-

স্থিত হইল। স্নান সমাপ্তি হইলে মধুসূদন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি সমস্ত বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ বিদ্বান্, মহাপ্রাজ্ঞ ও বলাবলে সমর্থ হইয়া আপনার অপরাধ-বিষয়ে কি কারণে ঈদৃশ ক্রোধ করিতেছেন? মহারাজ! আমি সেই সময়েই আপনাকে যাহা বলিয়াছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও সঞ্জয় আপনাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনি তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। হে কৌরব! তৎকালে আমরা সকলে আপনাকে নিবারণ করিলেও আপনি পাণ্ডবগণকে বল ও শৌর্য্য বিষয়ে প্রবল জানিয়াও আমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিলেন না। যে রাজা স্থিরবুদ্ধি হইয়া স্বয়ং দেশ কালের বিভাগ ও দোষ সমুদয় দর্শন করেন, তিনিই পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হয়েন, আর যাহাকে শ্রেয়ো বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেও হিতাহিত গ্রহণ করে না, সে দুর্নীতি-বশম্বদ ও আপদ্গ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে; অতএব হে ভারত! হে রাজন্! আপনি নিজ দুশ্চরিত বিষয় অবলোকন করুন। আপনি দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া আপন স্বভাবকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই, আপনি আত্ম অপরাধ হেতু আপন্ন হইয়াছেন, অতএব ভীমকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন কেন? এক্ষণে স্বীয় দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করুন। যে ক্ষুদ্রাশয় স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক পাঞ্চালীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, ভীমসেন বৈর প্রতীকারে বাসনা করত তাহাকে নিহত করিয়াছেন। হে শত্রু-তাপন! পাণ্ডবগণকে নিরপরাধে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনার ও দুরাত্মা পুত্রের সেই ব্যতিক্রম অবলোকন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জননাথ! কৃষ্ণ এইরূপে সমস্ত সত্য বাক্য কহিলে মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দেবকী-নন্দনকে বলিলেন, হে মহাবাহু ধর্ম্মাত্মন্ মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, পুত্র-স্নেহই আমাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম বলবান্ ভীমসেন ভাগ্যক্রমে তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার বাহুযুগলের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই। হে মাধব! এক্ষণে আমি অব্যগ্র ক্রোধ-হীন ও গত-জ্বর হইয়া মধ্যম পাণ্ডব বীর বৃকোদরকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি, পার্থিবেন্দ্রগণ হত ও শত পুত্র নিহত হওয়ায় পাণ্ডু-তনয় সকলে আমার সুখ ও সম্প্রীতি অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর, কুরুরাজ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও পুরুষপ্রবীর মাদ্রীসুত-দ্বয়ের গাত্র-স্পর্শ করিলেন, গাত্র স্পর্শ-পূর্ব্বক রোদন করত আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র কোপ-বিমোচনে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কেশবের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে সকলেই গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। অনিন্দিতা পুত্র-শোকার্ত্তা গান্ধারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে অভিলাষিণী হইলেন। সত্যবতী-পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার পাপ অভিপ্রায় বিদিত হইয়া প্রথমেই সতর্ক হইলেন। মনের ন্যায় বেগশালী মহর্ষি শুচি হইয়া পবিত্র-গন্ধযুক্ত গঙ্গাবারি স্পর্শ করিয়া গান্ধারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি দিব্যচক্ষু ও অনুদ্ধতচিত্ত-দ্বারা তখন সমস্ত প্রাণীর অভিপ্রায় অবলোকন করত সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। কল্যাণবক্তা মহাতপা ব্যাসদেব শাপের সময় অতিবাহিত ও ক্ষমাকাল প্রকাশ করত সেই শোক সময়ে পুত্রবধূকে কহিলেন, 'গান্ধার-রাজ-তনয়ে! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ করিও না, শান্তি অবলম্বন কর এবং শাপ-বাক্য নিগ্রহ করত আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পুত্র সমরে বিজয় বাসনা করত

অষ্টাদশ দিবস ক্রমাগত তোমাকে কহিয়াছিল, "মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, এই সময় তুমি আমার জয় কামনা কর" হে গান্ধারি! জয়াভিলাষী পুত্র সময়ে সময়ে তোমার নিকট তাদৃশরূপে প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, 'যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়।' হে গান্ধারি! তুমি প্রাণিগণের হিত-সাধনে সতত অনুরাগবতী, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্মরণ করিতেছি, তোমার সেই অতীত বাক্যকে মিথ্যা করিতে বাসনা করি না; তুমুল সংগ্রাম সময়ে রাজা পরম সংশয়ে আরূঢ় হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে, অতএব নিশ্চয় বোধ হয়, তাহাদিগের পক্ষেই সমধিক ধর্ম্ম ছিল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এক্ষণে কি জন্য ক্ষমা করিতে বিরতা রহিয়াছ? অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয় হইয়া থাকে। হে সত্যবাদিনি মনস্বিনি গান্ধারি! তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও উক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধনা হইও না।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! আমি পাণ্ডবদিগকে অসূয়া বা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, পুত্রশোক-বশত আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। পাণ্ডবগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কুন্তীর যেরূপ কর্ত্তব্য, আমারও তদ্রূপ; আমি তাহাদিগকে যেরূপে রক্ষা করিব, কুরুরাজও তাহাদিগকে সেইরূপে রক্ষা করিবেন। দুর্য্যোধন এবং শকুনির অপরাধ জন্য কর্ণ ও দুঃশাসন-দ্বারা এই কুরুকুল ক্ষয় হইল; অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠির কখন অপরাধ করেন নাই। কৌরবেরা পরস্পর যুদ্ধ করত ছিদ্যমান হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহাতে আমার অপ্রীতি নাই, কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষে মহামনা ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং সে সময়ে বহুবিধরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে এবং শিক্ষাবিষয়ে প্রধান হইলেও তাহার নাভির অধোভাগে যে প্রহার করিয়াছে, তাহাই আমার ক্রোধ বৃদ্ধির কারণ। শূরগণ প্রাণ রক্ষার জন্য মহানুভাব ধর্ম্মজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক সমুদ্দিষ্ট ধর্ম্মকে সমরে কি প্রকারে পরিত্যাগ করেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে গান্ধারী সান্ত্বনায়
চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তৎকালে গান্ধারীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া অনুনয়ের সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন। 'আমি আত্মত্রাণ অভিলাষ করিয়া তৎকালে ত্রাস-বশত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা কিছু করিয়াছি, আপনকার তাহা ক্ষমা করা উচিত। আপনকার মহাবল পুত্র ধর্ম্ম অনুসারে পতিত হয়েন নাই, ধর্ম্মত তাঁহাকে নিহত করিতে কাহারও সামর্থ্য ছিল না; এই জন্য আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে তিনিও অধর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্মরাজকে জয় করিয়াছিলেন এবং সততই আমাদিগকে অবমানিত করিতেন, এই জন্যই আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। সৈন্যের মধ্যে অবশিষ্ট একমাত্র সেই বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধদ্বারা আমাকে হত করিয়া রাজ্যহরণ না করেন, এই ভাবিয়া আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকন্যা পাঞ্চালীকে আপনার পুত্র যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ত আপনার বিদিত আছে? দুর্য্যোধনকে সংহার না করিয়া আমরা সসাগরা ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হইব না, এই জন্য আমি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি। আপনার পুত্র সভা-মধ্যে দ্রৌপদীকে যে নিজ বাম ঊরু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় আচরণ করা হইয়াছিল। মাতঃ! আপনকার সেই দুরাচার পুত্র তৎকালেই আমাদিগের বধ্যরূপে গণ্য হইয়াছিলেন, আমরা কেবল ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে এত কাল নিয়মে নিবদ্ধ

ছিলাম।* রাজ্ঞি! আপনকার পুত্রই এই মহৎ বৈর উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং বহুকাল বনবাস করাইয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল কারণেই আমি এইরূপ করিয়াছি। আমি সমরে দুর্য্যোধনকে হত করিয়া শত্রুতার পার প্রাপ্ত হইলাম, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, আমরাও অক্রোধ হইলাম।

গান্ধারী বলিলেন, বৎস! তুমি যখন আমার পুত্রকে প্রশংসা করিতেছ, তখন ইহা তাহার বধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। তুমি আমার নিকট যাহা কহিতেছ, সে এই সমুদয়ই করিয়াছিল; কিন্তু হে বৃকোদর! বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুল হতাশ্ব হইলে তুমি যে দুঃশাসনের শরীরের শোণিত পান করিয়াছ, তাহা সাধু-বিগর্হিত অসাধু-জন-সেবিত ঘোরতর ক্রূর কর্ম্ম করা হইয়াছে, অতএব তাহা কিছু যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ! যখন অন্যের শোণিত পান করা বিহিত নহে, তখন আপনার রুধির কি রূপে পান করিব? আপনিও যে, ভ্রাতাও সে, তাহাতে কোন বিশেষ নাই; রুধির আমার দন্ত এবং ওষ্ঠাধর অতিক্রম করে নাই, তজ্জন্য আপনি শোক করিবেন না, কর্ণ তদ্বিষয় বিশেষ জানিতেন, আমার হস্ত-দ্বয়ই রক্তাক্ত হইয়াছিল। সমরে বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুলকে হতাশ্ব দেখিয়া আমি হর্ষান্বিত ভ্রাতৃগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিলাম, দ্যূতক্রীড়া-কালে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিলে আমি ক্রোধবশত যাহা কহিয়াছিলাম, তাহা আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। রাজ্ঞি! আমি সেই প্রতিজ্ঞা হইতে নিস্তার না পাইলে নিয়ত কাল ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই, এই কারণেই সেই কার্য্য করিয়াছি। মাতঃ! এক্ষণে আমাকে দোষী বলিয়া শঙ্কা করা আপনার উচিত নহে; পূর্ব্বে আমরা যখন অনপরাধী ছিলাম তখন আপন পুত্রগণকে নিগ্রহ করেন নাই, এক্ষণে কেন আমাদিগকে দোষী করিতেছেন।

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি এই বৃদ্ধ-যুগলের শত পুত্র নিহত করত অপরাজিত রহিয়াছ; কিন্তু আমরা হৃতরাজ্য ও বৃদ্ধ, আমাদিগের যে সন্তান তোমাদিগের নিকট অল্প অপরাধ করিয়াছিল, তাহাকে কেন অবশিষ্ট রাখিলে না? এই অন্ধদ্বয়ের একটিমাত্র যষ্টিকে কেন পরিত্যাগ করিলে না? তুমি আমার পুত্র সকলকে নিহত করিয়া যদি একটিকেও অবশিষ্ট রাখিতে তাহা হইলে আমার এই দুঃখ হইত না, তোমারও ধর্ম্ম আচরণ করা হইত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে পীড়িতা ক্রোধ-সমন্বিতা গান্ধারী ভীমসেনকে এইরূপ কহিয়া 'সেই রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির কম্পমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির, আমি পৃথিবী-নাশের হেতু হইয়া শাপার্হ হইয়াছি; অতএব আপনি আমাকে শাপ প্রদান করুন। আমি মূঢ় ও বন্ধু-দ্রোহী, তাদৃশ সুহৃৎ সকলকে হত করিয়া আমার জীবন, ধন বা রাজ্যে প্রয়োজন নাই। রাজা নিকটস্থ ও ভীত হইয়া এইরূপ বলিলে গান্ধারী অনবরত নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। নরপতি যুধিষ্ঠির অবনত-দেহে দেবীর চরণ-দ্বয়ে পতিত হইতে প্রবৃত্ত হইলে দীর্ঘদর্শিনী ধর্ম্মজ্ঞা গান্ধারী নেত্রনিবদ্ধ পট্টবস্ত্রের প্রান্তভাগ-দ্বারা তাঁহার অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর, যে নৃপতি যুধিষ্ঠিরের নখর সকল রমণীয় ছিল, তিনি তখন কুনখী হইলেন। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বাসুদেবের পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন। হে ভারত!

পাণ্ডবেরা এইরূপে ইতস্তত বিচলিত হইতে থাকিলে গান্ধারী ক্রোধ-হীনা হইয়া মাতার ন্যায় তাঁহা-দিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই বিশাল-বক্ষস্থল পাণ্ডবগণ একত্র হইয়া গান্ধারীর আদেশক্রমে বীর-জননী জননী কুন্তীর নিকটে গমন করিলেন। দেবী কুন্তী বহু কালের পর পুত্রগণকে দর্শন করত তাঁহাদিগের মনঃপীড়ায় পরিপ্লুত হইয়া বসনাঞ্চল-দ্বারা মুখ আবরণ-পূর্ব্বক অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুত্রগণের সহিত অশ্রুমোচন করিয়া তাঁহাদিগকে শস্ত্র-সমুহ-দ্বারা বহু প্রকারে পরিক্ষত দেখিতে পাইলেন। তিনি একে একে পুত্রগণ ও হত-পুত্রা দ্রৌপদীকে স্পর্শ করত দুঃখার্ত্ত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, তিনি পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনীকে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিলেন। দ্রৌপদী তখন রোদন করত বলিলেন, আর্য্যে! অভিমন্যু এবং আপনকার সেই সকল পৌত্রেরা কোথায় গেল? বহু দিন হইল তাহারা আপনাকে দর্শন করিয়াছিল, অদ্য আর আপনকার নিকট আগমন করিতেছে না। আমি পুত্র-হীনা হইলাম! আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? হে মহারাজ! দ্রৌ-পদী এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে কুন্তী সেই বিশাল-নয়না বধূকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই শোকার্ত্তা রোদনপ-রায়ণা যাজ্ঞসেনীকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রগণকে পশ্চাৎ করত দুঃখিনী গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী যশস্বিনী কুন্তীকে বধুর সহিত আর্ত্তভাবে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি এরূপ দুঃখার্ত্ত হইও না, আমাকেও দুঃখিত দেখিতেছ ত? আমার বোধ হয়, লোক-সকলের বিনাশের কারণ এই কালবিপর্য্যয় উদিত হইয়াছে; এই অবশ্য-ম্ভাবী লোমহর্ষণ জন-ক্ষয় স্বভাবত উপগত হইয়াছে। কৃষ্ণের অনুনয় অসিদ্ধ বিশেষত সেই অপরিহার্য্য বিষয় অতীত হইলে মহামতি বিদুর যে মহৎ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে; অতএব তুমি আর শোক প্রকাশ করিও না। যাহারা সংগ্রামে নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা শোচনীয় নহে; তুমিও যেমন আমিও তেমন, অতএব কে আমাকে আশ্বাস দান করিবে? আমারই অপরাধে এই প্রধান বংশ বিনাশিত হইল।

পৃথাপুত্রদর্শনে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গান্ধারী এইরূপ কহিয়া সেই স্থানে অবস্থান করত দিব্যচক্ষু-দ্বারা কৌরব-গণের বধস্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। সমান-ব্রতচারিণী উগ্রতপস্যাশালিনী সতত সত্যবাদিনী পতিব্রতা, পুণ্যকর্ম্মামহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নের বরদান-প্রভাবে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যবল-সমন্বিতা সেই মহা-ভাগা বিবিধ বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বুদ্ধিমতী নিকটস্থ বস্তু যেরূপ দর্শন করেন, সেইরূপ দুর হইতেই নরবীরগণের লোমহর্ষণ অদ্ভুত রণক্ষেত্র দর্শন করিলেন। সেই রণস্থল চতুর্দ্দিকে অস্থি ও কেশ সমুহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত, শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত বহু সহস্র মৃত শরীর-দ্বারা আকীর্ণ, অশ্ব, গজ ও রথি-যোদ্ধাদিগের রুধিরাবিল শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহ-হীন মস্তক-সমুহ-দ্বারা আবৃত; অশ্ব, গজ, নর ও নারীগণের চীৎকার-শব্দে সর্ব্ব দিকে পরিবৃত; শৃগাল, বৃক, কাক, কঙ্ক ও দ্রোণকাকগণ-দ্বারা নিষে-বিত; নরখাদক রাক্ষসগণের আমোদ-জনন; কুরর পক্ষিকুল-দ্বারা সমাকুল; অশিব-সূচক শিবা-সমূহ-দ্বারা নিনাদিত এবং গৃধ্রনিবহ-দ্বারা নিষেবিত ছিল।

অনন্তর, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের আজ্ঞানু-সারে বাসুদেবকে এবং যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সেই সমস্ত পাণ্ডবগণ হতবন্ধু নরপতিকে পুরস্কৃত করিয়া কুরু-নারী সকলকে লইয়া যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন।

পতিহীনা কুরু-কামিনীরা কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতা সকল নিহত হইয়া রহিয়াছেন; মাংসাশি শৃগাল, কাক, দ্রোণকাক, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস ও বিবিধ নিশাচরগণ তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। নারীগণ তখন রুদ্রের ক্রীড়াভূমি-সন্নিভ সেই সমরস্থল দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে মহামুল্য যান-সকল হইতে নিপতিত হইলেন। দুঃখার্ত্ত কুরু-নারীগণ যাহা কখনও দর্শন করেন নাই, তাহা প্রত্যক্ষ করত কেহ কেহ কাহারও গাত্রে অপরে ভূতলে পতিত হইলেন; কেহ কেহ এরূপ শ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের চেতনামাত্র ছিল না। পাঞ্চাল ও কুরুনারীগণের সেই দর্শন মহৎ দুঃখ-জনক হইয়াছিল।

অনন্তর, দুঃখোপহত-চিত্ত যোষিদ্গণ-দ্বারা সর্ব্বদিকে অনুনাদিত অতি উগ্র রণস্থল এবং কৌরবদিগের নিধন দর্শন করিয়া দুঃখ-বশত ধর্ম্মজ্ঞা সুবলনন্দিনী গান্ধারী পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মাধব! আমার এই বিধবা বধূগণ আলুলায়িত-কেশে কুররী-কুলের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে দর্শন কর; ইহারা এই স্থলে সমাগত হইয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে স্মরণ করত যূথে যূথে পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণের নিকট ধাবিত হইতেছে। হে মহাবাহো! যে স্থল জ্বলন্ত অনলতুল্য ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্যপ্রভৃতি পুরুষ-প্রবর-দ্বারা শোভিত ছিল, তাহাই এক্ষণে হত-পুত্রা বীর-জননী ও হত-বীরা বীর-পত্নীগণ-দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ইহার কোন স্থান মহানুভাব যোদ্ধাদিগের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর ও বহুবিধ মাল্য-সমূহ-দ্বারা অলঙ্কৃত; কোন স্থল বীর-বাহু-বিমুক্ত শক্তি, পরিঘ, বিবিধ তীক্ষ্ণ খড়্গ ও শর-সহ শরাসন-সমূহ-দ্বারা সমাকীর্ণ; কোন স্থল মিলিতভাবে অবস্থিত ক্রীড়াকারী ও শয়ান বিবিধ মাংসাশি-সমূহ-দ্বারা সমাবৃত। হে বিভো! হে বীর! এই রণক্ষেত্র তুমি বিশেষরূপে দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! আমি ইহা অবলোকন করত শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। হে মধুসূদন! পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে আমি বিবেচনা করিতেছি যেন পঞ্চ ভূতেরই বিনাশ হইয়াছে। সহস্র সহস্র উগ্রতর সুপর্ণ ও গৃধ্র সকল সেই সমস্ত রক্তসিক্ত বীর-পুরুষদিগকে আকর্ষণ করিতেছে এবং তাহাদিগের কবচ ভেদ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেছে। জয়দ্রথ, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অভিমন্যুর যে বিনাশ হইবে ইহা কে চিন্তা করিতে পারিত? হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি সেই সমস্ত অবধ্যকল্প বীরগণকে গৃধ্র, কঙ্ক, কাক, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষণীয় হইতে দেখিয়া অবসন্ন হইতেছি। দুর্য্যোধনের বশীভূত অমর্ষ-সম্পন্ন এই সমস্ত পুরুষ-প্রবরকে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত পাবকের ন্যায় অবলোকন কর। যাঁহারা কোমল ও নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত তাঁহারাই এক্ষণে বিপন্ন হইয়া অনাবৃত বসুধাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা নিয়ত যথাকালে স্তুতিকারি বন্দিগণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেন, তাঁহারা এখন শিবাগণের ঘোরতর বিবিধ অশুভ রব শ্রবণ করিতেছেন, যে সমস্ত যশস্বি বীর-পুরুষেরা পূর্ব্বে অগুরুচন্দন-চর্চ্চিত-শরীরে বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন। এই সমস্ত গৃধ্র গোমায়ু বায়স ও ঘোররূপা শিবাসকল পুনঃপুন নিনাদ করত তাঁহাদিগের আভরণ সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত যুদ্ধাভিমানি বীরেরা জীবিত জনের ন্যায় প্রীত হইয়া শাণিত বাণ খড়্গ ও নির্ম্মল গদা সকল ধারণ করিয়া আছে; অনেকানেক সুরূপ ও সুন্দরবর্ণ বৃষভ-সম বীরেরা হরিদ্বর্ণ মাল্য ধারণ করত ক্রব্যাদ্গণ-কর্ত্তৃক সংঘট্টিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। কোন কোন দীর্ঘবাহু শূরেরা দয়িতা রমণীর ন্যায় গদা আলিঙ্গন করত বিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে জনার্দ্দন! অপরে কবচ ও বিমল আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া আছে—বলিয়া ক্রব্যাদ্গণ

তাহাদিগকে জীবিত বোধে আক্রমণ করিতেছে না, অন্য অন্য মহানুভবগণ ক্রব্যাদগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বর্ণময়ী বিচিত্র মালা সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত সহস্র সহস্র শৃগাল নিহত-মহাত্মগণের কণ্ঠমধ্যগত হার সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ যাহাদিগকে সতত রজনীশেষে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ-দ্বারা আনন্দিত করিত, এক্ষণে এই সমুদয় দুঃখ শোক-সমাকুল অঙ্গনাগণ তাহাদিগের জন্য দীনভাবে বিলাপ করিতেছে। হে কেশব! উত্তমা স্ত্রীগণের মনোহর মুখ-সকল পরিশুষ্ক হওয়ায় রক্তোৎপল বনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। এই সমস্ত কুরুনারীগণ রোদন হইতে উপরত হইয়া শোকসংচ্ছন্ন-চিত্তে চিন্তা করত দুঃখিত-ভাবে নিজ নিজ নিহত পতি পুত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে। কুরুনারীগণের এই সমস্ত সুবর্ণ-সন্নিভ আদিত্যবর্ণ বদন সকল রোষ ও রোদন-বশত রক্তবর্ণ হইয়াছে, ইহাদিগের অসম্পূর্ণ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া যোষিদগণ পরস্পরের ক্রন্দন-ধ্বনি অবগত হইতে সমর্থ হইতেছে না। এই সমস্ত যোষাগণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনঃপুন বিলাপ করিয়া বিশেষরূপে স্পন্দমান হইয়া দুঃখবশত জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। অনেকে আত্মীয়গণের মৃত-শরীর দর্শন করিয়া চীৎকার ও বিলাপ করিতেছে, অনেকানেক কোমলপাণি কমিনীরা মস্তকে করাঘাত করিতেছে। পরস্পর সংসক্ত স্তূপাকারে পতিত হস্ত মস্তক-প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ-দ্বারা আকীর্ণ মেদিনীতল শোভা পাইতেছে, নারীগণ ঘোরতর ক্রব্যাদগণের আনন্দবর্দ্ধন শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহহীন শিরঃসমুদয় দর্শন করিয়া বহুক্ষণ মোহাভিভূত রহিয়াছে। কোন কোন কামিনী নিজ নিজ পতি পুত্রাদির মস্তক শরীরের সহিত সংযোজিত করত দর্শন করিতে করিতে অচেতন হইয়া তাহা প্রকৃত না হওয়ায় অপরের দেহ হইল জানিয়া ‘ইহা ইহার নহে’ বলিয়া দুঃখিত হইতেছে। অপরে অন্য অন্য ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ বাহু, উরু, চরণ ও শিখাশূন্য শিরঃসমুদয় সন্ধান করত অসুখিত হইয়া পুনঃপুন মূর্চ্ছিত হইতেছে। কোন কোন ভরতযোষিৎ পশু-পক্ষিগণ-কর্ত্তৃক উৎকর্ত্তন-পূর্ব্বক ভক্ষিত মস্তক-সমস্ত দর্শন করিয়া নিজ পতিদিগকে জানিতে সমর্থ হইতেছে না। হে মধুসূদন! অপরে পতি পুত্র পিতা ও ভ্রাতা-প্রভৃতিকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া মস্তকে করাঘাত করিতেছে। মাংসশোণিত-কর্দ্দমশালিনী পৃথিবী খড়্গ-সমন্বিত বাহু ও সকুণ্ডল-মস্তক-সমস্ত-দ্বারা অগম্য হইয়াছে। যে সমস্ত অনিন্দিত নারীগণ পূর্ব্বে কখন দুঃখ ভোগ করে নাই, তাহারা এক্ষণে পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণ দ্বারা পরিকীর্ণ ধরাতলে দুঃখের সহিত শয়ন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের সুকেশী পুত্রবধূগণকে অশ্বিনী-যূথের ন্যায় দর্শন কর। হে কেশব! ইহা হইতে আমার আর অধিকতর দুঃখ কি আছে যে, এই সমস্ত নারীগণ বহুরূপ রূপ ধারণ করিতেছে। হে কেশব! আমি যখন পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত দেখিতেছি, তখন অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে মহাপাপ করিয়াছিলাম। দুঃখার্ত্তা গান্ধারী এইরূপ বিলাপ করত হত পুত্র দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন।

স্ত্রীগণের যুদ্ধভূমি দর্শনে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন। অনন্তর, গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দর্শন করত শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বন-মধ্যে বিচ্ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন, তিনি কিয়ৎকালের পর সংজ্ঞালাভ-পূর্ব্বক পুনঃ পুন ক্রন্দন করত রক্তসিক্ত শয়ান সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি শোকার্ত্তা ও ব্যাকুল-চিত্তা হইয়া ‘হা পুত্র হা পুত্র!’ বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শোক-তাপিত হইয়া তাঁহার হারনিষ্ক-

নিষেবিত গূঢ়জত্রু-যুক্ত বিপুল বক্ষঃস্থল নেত্রনির্গত বারি-দ্বারা সেচন করত সন্নিহিত হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন, হে বিভু বৃষ্ণি-নন্দন! জ্ঞাতিগণের ক্ষয়কর এই সময় উপস্থিত হইলে এই নৃপসত্তম কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ' এই জ্ঞাতিক্ষয়কর সংগ্রামে আমার জয় হউক, জননি! আপনি এই কথা বলুন।' দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে আমি পূর্ব্বেই নিজ বিপদ্ উপস্থিত হইবে জানিয়া বলিয়াছিলাম, হে নরবর! যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। হে পুত্র! তুমি যখন যুদ্ধ করত মুগ্ধ হওনা তখন অবশ্যই অমরের ন্যায় শস্ত্রজিত-লোক-সকল প্রাপ্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছিলাম বলিয়া ইহার জন্য শোক করিতেছি না, এক্ষণে হতবান্ধব শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্তই শোক প্রকাশ করিতেছি। হে মাধব! আমার অমর্ষণ যোদ্ধৃবর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সন্তান বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে দেখ। যে শত্রুতাপন মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের অগ্রগামী ছিল, এক্ষণে সেই দুর্য্যোধন ধূলিরাশির উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর।

বীর দুর্য্যোধন অবশ্যই সুলভ গতি লাভ করিয়াছে; যেহেতু সে বীর-সেবিত শয়নে অভিমুখ হইয়া শয়ান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিত, সম্প্রতি বীর-শয্যায় প্রসুপ্ত সেই বীরকে অশিব-সূচক শিবা সকল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে মনীষিগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিতেন, এক্ষণে সেই ধরাতলস্থ নিহত পুত্রকে গৃধ্রগণ উপাসনা করিতেছে। পূর্ব্বে রমণীগণ যাহাকে রমণীয় ব্যজন-দ্বারা বীজন করিত এক্ষণে পক্ষিগণ পক্ষরূপ ব্যজন-দ্বারা তাহাকে উপবীজিত করিতেছে। এই সত্যবিক্রম বলবান্ মহাবাহু সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত গজেন্দ্রের ন্যায় সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত রুধিরসিক্ত ভরতকুল-নন্দন দুর্য্যোধন গদা আলিঙ্গন করত শয়ন করিয়া আছে দর্শন কর।

হে কেশব! পূর্ব্বে যে মহাবাহু সমরে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিল, সে দুর্নীতিবশত নিধন প্রাপ্ত হইল। সিংহ-কর্ত্তৃক নিপাতিত শার্দ্দূল-সম এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ দুর্য্যোধন ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে; এই মন্দভাগ্য মূর্খ বালক বিদুর এবং পিতাকে অবমান করিয়া বৃদ্ধজনের অবমান জন্য মৃত্যুর বশীভূত হইল। ত্রয়োদশ বৎসর পৃথিবী যাহার হস্তে থাকিয়া নিঃসপত্ন হইয়াছিল, আমার সেই মহীপাল পুত্র নিহত হইয়া মহীতলে শয়ন করিয়াছে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন কৃষ্ণ! এই পৃথিবী, গো, অশ্ব, মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্য্যোধনের শাসনে ছিল, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল দেখিতে পাইলাম না। হে মহাবাহু মাধব! এক্ষণে আমি সেই গো-অশ্ব-হস্তিহীনা পৃথিবীকে অন্য-কর্ত্তৃক শাসিত দেখিতেছি, তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? দেখ, এই সকল রমণী যে, রণে হত শূর সকলকে সেবা করিতেছে, ইহা আমার সুতনাশ হইতেও অতিশয় ক্লেশকর।

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণবেদী-সদৃশী সুমধ্যমা দুর্য্যোধনের সুন্দর-ক্রোড়গামিনী আলুলায়িত-কেশা লক্ষ্মণের জননীকে নিরীক্ষণ কর। মহাবাহু দুর্য্যোধন জীবিতসত্ত্বে এই মনস্বিনী অবশ্যই তাহার ভুজ-যুগল অবলম্বন করত ক্রীড়া করিয়া থাকিবে। পুত্রের সহিত পুত্রকে সমরে নিহত দেখিয়া আমার এই হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, এই অনিন্দিতা বামোরু বনিতা রুধিরসিক্ত পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে এবং করতল-দ্বারা দুর্য্যোধনের অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছে। এই মনস্বিনী পতি ও পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ এবং পুত্রকে পুনঃ পুন নিরীক্ষণ করত শোভা পাইতেছে, হে মাধব! এই বিশাল-নয়না নিজ শিরে করাঘাত করিয়া বীরবর কুরুরাজের

বক্ষঃস্থলে পতিত হইতেছে। পুণ্ডরীক-সম-প্রভা এই তপস্বিনী পতি ও পুত্রের পুণ্ডরীক-তুল্য-মুখমণ্ডল মার্জ্জন করত পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। যদি আগম ও শ্রুতি সকল বর্ত্তমান থাকে তবে অবশ্যই এই নরপতি নিজ বাহুবলে উপার্জ্জিত লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গান্ধারীর দুর্য্যোধন দর্শনে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ আমার শ্রম-জয়ী শতপুত্রের মধ্যে অধিকাংশকেই সমরে ভীমসেন গদাঘাত-দ্বারা নিহত করিয়াছে, অদ্য আমার ইহাই অধিকতর দুঃখকর যে, এই সকল পুত্র-হীনা বধূরা মুক্তকেশী হইয়া রণস্থলে ধাবিত হইতেছে। যাহারা বিভূষিত চরণ-দ্বারা প্রাসাদতলে বিচরণ করিত এখন তাহারা আপদাপন্ন হইয়া রুধিরার্দ্র-ধরাতল স্পর্শ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে এবং কেহ কেহ শোকার্ত্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, কেহ বা উন্মত্তার ন্যায় বিচরণ করিতেছে। এই মুষ্টিমিত-মধ্যমা অনিন্দনীয়া অবলা ঘোর বিপদ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াও পতিত হয় নাই। হে মহাবাহো! এই রাজকন্যা রাজমহিষী লক্ষ্মণের মাতাকে দেখিয়া আমার মন শান্ত হইতেছে না। ইহারা কেহ কেহ ভ্রাতা সকলকে কেহ কেহ পতিগণকে কেহ কেহ পুত্র সমুদয়কে নিহত দেখিয়া তাহাদিগের বাহু সমুদায় গ্রহণ করত ধরাতলে পতিত হইতেছে।

হে বিজয়িন্! এই দারুণ বিপদ-কালে স্বজন-হীনা মধ্যমা ও বৃদ্ধা নারীগণের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ কর। হে মহাবল! শ্রম ও মোহে পীড়িতা অবলারা রথনীড় ও হত গজ-বাজিগণের দেহ সমুদয় অবলম্বন করত অবস্থান করিতেছে অবলোকন কর। হে কৃষ্ণ! অন্য অবলা নিজ বন্ধুর দেহ হইতে অপহৃত সুচারু-কুণ্ডল-মণ্ডিত সমুন্নত-নাসিকা-যুক্ত মুখমণ্ডল গ্রহণ করত অবস্থিতি করিতেছে দর্শন কর। হে নিষ্পাপ! এই অনিন্দনীয় নারীগণ এবং অল্পবুদ্ধি আমি পূর্ব্বজন্মে যে পাপ করিয়াছিলাম বোধ হয়, তাহা অল্প নহে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন জনার্দ্দন! যদিও ধর্ম্মরাজ আমাদিগের সমুদয় বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ-সাধন করিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের নাশ হয় নাই। হে মাধব! এই দেখ নবযৌবনা সুচারু কুচ ও উদর-শোভিতা সৎকুলজাতা লজ্জাবতী কৃষ্ণবর্ণ পদ্মচক্ষু ও কেশশালিনী হংসের ন্যায় গদ্গদ-ভাষিণী কামিনীরা শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া সারসীর ন্যায় ধ্বনি করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! সূর্য্যদেব এই যোষিদ্গণের প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় প্রকাশমান অনিন্দিত মুখমণ্ডল সকল তাপিত করিতেছেন।

হে বাসুদেব! আমার মত্তমাতঙ্গ-তুল্য দর্পশালি ঈর্ষা-সমন্বিত পুত্রগণের পরিজনদিগকে এক্ষণে সাধারণ জনগণ দর্শন করিতেছে। হে গোবিন্দ! আমার পুত্রগণের শতচন্দ্রশোভিত চর্ম্ম, আদিত্য-সন্নিভ ধ্বজ, সুবর্ণময় বর্ম্ম, কাঞ্চন-নির্ম্মিত নিষ্ক এবং এই শীর্ষত্রাণ সমুদয় ধরাতলে যেন সম্যক্ হুত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পতিত রহিয়াছে অবলোকন কর।

সমরে শত্রুঘাতি শূর ভীমসেন যাহার সর্ব্বশরীরের শোণিত পান করিয়া নিপাত করিয়াছে, এই সেই দুঃশাসন শয়ান রহিয়াছে। হে মাধব! ভীম দ্রৌপদীর বাক্য ও দ্যূতক্রীড়ার ক্লেশ-সকল স্মরণ করিয়া গদা-দ্বারা আমার পুত্রের যে অবস্থা করিয়াছে তাহা দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! এই দুঃশাসনই ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া সভা-মধ্যে দ্যূত-নির্জ্জিতা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল যে, ‘পাঞ্চালি! তুমি আমাদিগের দাস-ভার্য্যা অতএব সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুনের সহিত শীঘ্র আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর’ হে কৃষ্ণ! তাহার এই কথার পর সেই সময় আমি রাজা দুর্য্যোধনকে

বলিয়াছিলাম যে, 'বৎস! তুমি মৃত্যুপাশ-দ্বারা আবদ্ধ শকুনিকে পরিত্যাগ কর, এই কলহ-প্রিয় মাতুলকে অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি জ্ঞান কর, হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিস্থাপন কর, রে দুর্ব্বুদ্ধে! উল্কা-দ্বারা কুঞ্জরকে পীড়িত করার ন্যায় তুমি তীক্ষ্ণতর বাক্য-রূপ নারাচ-দ্বারা অমর্ষণ ভীমসেনকে যে পীড়িত করিতেছ তাহা বুঝিতে পার না? আমি এই সকল কথা বলিলেও দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবগণকে মনে মনে ক্রুদ্ধ জানিয়াও তাহাদের প্রতি বাক্য-স্বরূপ শল্য নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহা-গজ যেমন সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ ভীম-সেন-কর্ত্তৃক নিহত এই দুঃশাসন বিপুল-ভুজযুগল প্রসারণ করত শয়ন করিয়া রহিয়াছে। অমর্ষণ ভীমসেন সমরে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া যে দুঃ-শাসনের শোণিত পান করিয়াছে তাহা অতি ভয়-ঙ্কর কর্ম্ম।

গান্ধারীবিলাপে অষ্টাদশ অধ্যায়॥ ১৮॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! আমার প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত ও শতধাকৃত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। হে মধুসূদন! বিকর্ণ গজ-মধ্যে হত হইয়া নীলবর্ণ মেঘে পরিবেষ্টিত শরৎকালের শশধরের ন্যায় শয়ন করি-য়া আছে। ইহার এই তলত্র-যুক্ত হস্ত শরাসন ধারণ-বশত অতিশয় কিণাঙ্কিত হওয়ায় ভক্ষণার্থি গৃধ্রগণ-কর্ত্তৃক অতি কষ্টে ছিন্ন হইতেছে। হে মাধব! ইহার এই দুঃখিনী ভার্য্যা আমিষাভি-লাষি গৃধ্রগণকে নিরন্তর নিবারণ করিতেছে, কিন্তু সমর্থ হইতেছে না। হে পুরুষোত্তম মাধব! দেব-তুল্য যুবা শূর বিকর্ণ সুখভোগে উপযুক্ত হইয়া চির-কাল সুখে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে সে ধুলিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে; সমরে কর্ণি, নালীক ও না-রাচ-দ্বারা ইহার মর্ম্ম ভেদ হইলেও এই ভরত-সত্তম এখনও শ্রীহীন হয় নাই। সংগ্রামশূর ভীম-সেন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে বলিয়া সমরে এই অরিকুল-হন্তা দুর্ম্মুখকে নিহত করায় এ, এক্ষণে অভিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বৎস কৃষ্ণ! ইহার এই মুখমণ্ডল শ্বাপদগণ-কর্ত্তৃক অর্দ্ধ-ভক্ষিত হওয়ায় সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হে কৃষ্ণ! আমার যে সন্তান সমরে অতিশয় শূর ছিল, তাহার মুখের অবস্থা অবলোকন কর; সে কেন অমিত্রগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধুলিরাশি গ্রাস করিতেছে? হে প্রিয়দর্শন! সমরে যাহার সম্মুখ-বর্ত্তী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সুরলোক-বিজয়ী দুর্ম্মুখ কেন শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল!

হে মধুসূদন! ধনুর্দ্ধরগণের উপমান-স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন নিহত চিত্রসেন ভুমিতলে শয়ান রহিয়াছে দেখ। বিচিত্র মাল্য ও আভরণ-ভূষিত এই বীরকে শোকাক্রান্ত যুবতিগণ রোদন করত ক্রব্যাদ্-সমূহের সহিত উপাসনা করিতেছে। হে কৃষ্ণ! স্ত্রীগণের রোদন-ধ্বনি এবং শ্বাপদ সকলের বিচিত্র গর্জ্জন আ-মার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

হে মাধব! দেব-তুল্য যুবা এই বিবিংশতি সতত উত্তমাস্ত্রীগণ-দ্বারা সেবিত হইত, এক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ধুলিরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শর-দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা সমরে হত বীর বিবিংশতিকে বিংশতির অধিক গৃধ্রগণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই বীর সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎপুরুষোচিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! বিবিংশতির ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দর নাসিকা ও ভ্রূসমন্বিত সুধাকর সম অতীব শুভ্র বদন অবলোকন কর।

পূর্ব্বে ক্রীড়াকারি গন্ধর্ব্ব-সম যাহাকে সহস্র সহস্র দেবকন্যা সদৃশ অপ্সরোগণ উপাসনা করিত, যে বীর সেনা-সকলের হন্তা, শূর, সমর-শোভাকর ও শত্রু-সকলের উন্মূলন-কারী সেই দুঃসহকে কে

সহ্য করিতে পারিত? স্বীয় শরীর হইতে সমুৎপন্ন প্রফুল্ল কর্ণিকার-তরুনিকর-দ্বারা আবৃত শৈল যেমন শোভা পায়, শরসমূহ দ্বারা সমাবৃত দুঃসহের শরীর সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। শ্বেত-পর্ব্বত যেমন পাবক-দ্বারা শোভা পায় দুঃসহ গতপ্রাণ হইয়াও স্বর্ণময়ী মালা ও দীপ্তিশালী কবচ-দ্বারা সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে।

গান্ধারীবিলাপে একোনবিংশতি অধ্যায়॥ ১৯॥

গান্ধারী কহিলেন, হে কেশব! লোকে উন্মত্ত-সিংহসম যে অভিমন্যুকে বল ও শৌর্য্য-বিষয়ে তোমার ও তাহার পিতার অর্দ্ধাধিক গুণে বিভূষিত বলিত, যে একাকী আমার পুত্রের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, সে অন্যের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল। হে কৃষ্ণ! সেই অপরিমিত তেজস্বী অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু হত হইলেও তাহার উজ্জ্বল প্রভা শান্ত হয় নাই দেখিতেছি। এই অনিন্দনীয়া বালিকা বিরাট-দুহিতা ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ দুঃখিতা হইয়া বীর পতিকে দর্শন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাট-নন্দিনী পতির নিকটে উপবিষ্ট হইয়া কোমল করতলদ্বারা পতির অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছে। এই কমনীয় রূপবতী ভাবিনী মনস্বিনী সেই সুভদ্রা-সুতের সুন্দর গ্রীবা-সমন্বিত প্রফুল্ল কমলাকার মুখ-মণ্ডল আঘ্রাণ করত আলিঙ্গন করিতেছে। হে বীর! পূর্ব্বে এই বালা মধুমদে মূর্চ্ছিতা হইয়া ইহার নিকট লজ্জিতা হইত, এক্ষণে ইহার রক্তসিক্ত সুবর্ণ-পরিষ্কৃত কবচ বিমোচন করত সর্ব্ব শরীর নিরীক্ষণ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অবলা নিজ পতিকে নিরীক্ষণ করত তোমাকে বলিতেছে 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই তোমার সদৃশ পুণ্ডরীক-নয়ন নিপাতিত হইয়াছেন, হে নিষ্পাপ! যিনি বল, বীর্য্য, রূপ ও তেজে তোমার তুল্য ছিলেন, তিনিই এখন নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, যিনি নিতান্ত সুকুমার বলিয়া সতত রাঙ্কব ও অজিন-মধ্যে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহার শরীর ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তোমার পরিতাপ হইতেছে না?"

"হে নাথ! তোমার যে ভুজ-দ্বয় মাতঙ্গ-ভুজ-সদৃশ, জ্যাক্ষেপ-দ্বারা যাহার ত্বক্ কঠিন হইয়াছিল, সেই কাঞ্চনবর্ম্ম-বিভূষিত বিপুল ভুজযুগল নিক্ষেপ করিয়া তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি বহুবিধ ব্যায়াম করিয়া যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছ, আমি শোকার্ত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছি, আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, এক্ষণে আমি তোমার কোন অপরাধ স্মরণ না করিলেও তুমি কেন আমার সহিত আলাপ করিতে বিরত রহিয়াছ। আর্য্য! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা এই সমস্ত দেব-তুল্য পিতৃগণ এবং এই দুঃখার্ত্তা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?"

দুঃখিনী উত্তরা প্রিয়তমের শোণিতলিপ্ত কেশ-সমুদয় কর-দ্বারা সংযত করিয়া ক্রোড়-মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল অর্পণ করত জীবন্তের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "নাথ! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধারীর পুত্র, তুমি রণ-মধ্যে অবস্থিত হইলে এই সকল মহারথেরা কি-প্রকারে তোমাকে নিহত করিলেন? যাহারা তোমাকে ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছে সেই সমস্ত ক্রূর-কর্ম্মকারী কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্ থাকুক্। তুমি একাকী অথচ বালক, আমার দুঃখের নিমিত্ত তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাহারা নিহত করিয়াছে সেই সমস্ত রথিগণের মন তখন কিরূপ হইয়াছিল? হে বীর! তুমি নাথবান্ হইয়া অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কিরূপে তাদৃশ নিধন প্রাপ্ত হইলে? সেই পুরুষ-প্রবর বীর-পিতা বীর পাণ্ডুকুল-ধুরন্ধর তোমাকে সমরে বহুরথি-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া কিপ্রকারে

জীবন ধারণ করিবেন? হে কমল-লোচন। বিপুল রাজ্য লাভ বা, শত্রুগণের পরাভব তোমা-ব্যতিরেকে পাণ্ডবদিগের প্রীতি বিধান করিবে না। হে নাথ! আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রজিত-লোকে অনুগমন করিব, তুমি তথায় আমাকে প্রতিপালন করিও। কাল আগত না হইলে কোনব্যক্তি মৃত্যুবশীভূত হয় না, যেহেতু এই দুর্ভগা তোমাকে সমরে হত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে নরবর! তুমি পিতৃলোকে গমন করিয়া সুমধুর সস্মিতবচনে এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহাকে সম্ভাষণ করিবে? আমার বোধ হয় তুমি স্বর্গে সৌন্দর্য্য ও সস্মিত-বচনে অপ্সরোগণের মন মথন করিবে। হে নাথ! তুমি পুণ্যবলে উপার্জ্জিত লোক সকল প্রাপ্তি-পূর্ব্বক অপ্সরাদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া বিহার করত যথাকালে আমার সুকৃত সকল স্মরণ করিও। হে বীর! ইহলোকে এই ছয় মাস মাত্র আমার সহিত তোমার সহবাস বিহিত হইয়াছিল, সপ্তম মাসে তুমি নিধন লাভ করিলে।”

বিফল-সংকল্পা দুঃখিতা উত্তরা এই সকল বিলাপ-বাক্য বলিতে থাকিলে মৎস্যরাজের কুলকামিনীগণ তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা উত্তরাকে অভিমন্যুর নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বিরাটরাজকে নিহত দর্শনে স্বয়ং নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! দ্রোণাচার্য্যের শর-দ্বারা নিহত রক্তসিক্ত-কলেবরে শয়ান বিরাটরাজের নিকটে এই সমস্ত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ চীৎকার করিতেছে, —অসিত-নয়না অবলারা অবশ ও আতুর হইয়া বিরাটের নিকটে বিহগগণের চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন না। হে মাধব! দেখ, এই সমস্ত আতপতাপিতা আয়াস ও শ্রম-বশত বিবর্ণ-বদনা যোষিৎদিগের শরীর দগ্ধ হইতেছে, এই সমরভূমির অগ্রভাগে উত্তর, অভিমন্যু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ, লক্ষ্মণ ও সুদর্শন এই কয়েক জন বালক নিহত হইয়াছে অবলোকন কর।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী বাক্যে বিংশতি অধ্যায়॥ ২০॥

গান্ধারী কহিলেন, এই প্রজ্বলিত অনল তুল্য মহাধনুর্দ্ধর মহাবল সূর্য্য-তনয় সমরে ধনঞ্জয়ের তেজঃপ্রভাবে প্রশান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছে। দেখ, বৈকর্ত্তন কর্ণ বহু অতিরথকে নিহত করিয়া এক্ষণে শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত-শরীরে ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। এই অমর্ষশালী দীর্ঘ রোষ-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর শূরবর মহারথ সমরে গাণ্ডীবধারি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ যেমন যূথপতিকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবদিগের ত্রাস-বশত যাহাকে অগ্রসর করত যুদ্ধ করিত, সিংহ-কর্ত্তৃক শার্দ্দূল এবং মত্ত মাতঙ্গ-কর্ত্তৃক নিহত মাতঙ্গের ন্যায়, সেই কর্ণ এখন সমরে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। হে নরবর! এই আলুলায়িত-কেশা অবলারা রোদন করত সমাগত হইয়া সমরে নিহত শূরবরকে সেবা করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সতত যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, ত্রয়োদশ বৎসর যাঁহাকে চিন্তা করত নিদ্রা লাভ করেন নাই, ইন্দ্রের ন্যায় যিনি সমরে শত্রুগণের অনাক্রমণীয়, প্রলয়কালের অনলের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থৈর্য্যশালী হে মাধব! সেই বীরবর কর্ণ দুর্য্যোধনের রক্ষক হইয়া বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ! দেখ, কর্ণের পত্নী বৃষসেনের জননী করুণ-স্বরে বিলাপ ও রোদন করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে কর্ণ! এই পৃথিবী যখন তোমার রথচক্র গ্রাস করিয়াছিল, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার আচার্য্যের শাপ প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই কারণ-বশতই যুদ্ধ স্থলে বিপক্ষগণের মধ্যে ধনঞ্জয় শর-দ্বারা তোমার

মস্তক হরণ করিয়াছে। হা ধিক্! হা ধিক্! এই নিতান্ত দুঃখিতা সুষেণ-মাতা রোদন করত সুবর্ণ-নিষ্ক-বিভূষিত মহাবাহু মহাসত্ত্ব কর্ণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গত-চেতন হইয়া পতিত হইয়াছেন। নর-শরীর-ভক্ষক শ্বাপদগণ এই মহাত্মার শরীর অল্পাব-শেষ করিয়াছে; অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় ইহার দর্শন আমাদিগের প্রীতিকর নহে। সেই ভূতলে পতিতা দুঃখিতা সুষেণ-মাতা পুনরায় উত্থিতা হইয়া পতির মুখ আঘ্রাণ করত পুত্র বধ জনিত শোকে নিতান্ত তাপিত হইয়া পুনঃপুন রোদন করিতেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মধুসূদন! শূরবর অবন্তি-রাজ যাঁহার বহু বান্ধব বর্ত্তমান ছিল, ভীমসেন তাঁহাকে নিপাতিত করায় এক্ষণে বন্ধু-হীনের ন্যায় তাঁহাকে গৃধ্র ও গোমায়ুগণ ভক্ষণ করিতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি সমরে শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়াছিল, এক্ষণে সে রুধিরাক্ত-কলেবরে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং শৃগাল, গৃধ্র-প্রভৃতি নানাবিধ মাংসাশি জীবগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় বিলোকন কর। নারীগণ মিলিত হইয়া রোদন করত বীর-শয্যায় শয়ান ক্রন্দনকারি বীরবর অবন্তিরাজের সেবা করিতেছে।

হে কৃষ্ণ! মহাধনুর্দ্ধর মনস্বী প্রতীপ-নন্দন বাহ্লিক ভল্ল-দ্বারা নিহত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় নিদ্রিত রহিয়াছেন দর্শন কর। ইনি নিদ্রিত হইলেও পৌর্ণমাসী তিথিতে সমুদিত সুধাকরের ন্যায় ইহাঁর মুখ-বর্ণ অতীব শোভিত রহিয়াছে।

ইন্দ্র-পুত্র অর্জ্জুন সুত-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য সমরে জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। মহাত্মা দ্রোণ একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ভেদ করিয়া যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে ইচ্ছা-করিয়া সেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছেন অবলোকন কর। হে জনার্দ্দন! যে জয়দ্রথ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের ভর্ত্তা, নিয়ত দর্পপূর্ণ ও প্রশস্তচিত্ত, গৃধ্র ও শৃগাল সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। অচ্যুত! অনুরক্ত ভার্য্যাগণ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেও চীৎকারকারিণী শিবা সকল নিকটস্থ নিম্ন গহনে ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত কাম্বোজ ও যবন নারীরা সেই মহাবাহুকে রক্ষা করত সেবা করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত দ্রৌপদীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখনই সে পাণ্ডবদিগের বধ্য হয়; কিন্তু পাণ্ডুনন্দনগণ তৎকালে দুঃশলার দুঃখ হইবে বিবেচনা করিয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি তাহারা কেন দুঃশলার সম্মান রক্ষা করিতে বিরত হইল? এই সে আমার বালিকা দুহিতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করত আত্ম-বিনাশে সংকল্প করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! বালিকা কন্যা ও বধূগণ বিধবা হইল, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কি হইবে! হায়! হায়! ধিক্! ধিক্! দুঃশলা স্বামীর মস্তক ধারণ না করিয়া ভয় ও শোক-রহিতার ন্যায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেছে, অব-লোকন কর। আমার পুত্রদিগের হিংসাকারি পা-ণ্ডবগণকে যে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, সে বিপুল সৈন্যকুল সংহার করিয়া স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল! এই চন্দ্রাননা নারীরা সেই মত্ত মাতঙ্গ-সম পরম দুর্জ্জয় বীরবরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করি-তেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে দ্বাবিংশতি অধ্যায়॥ ২২॥

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল এই শল্য সমরে সাধুতম-ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক হত

হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই মহারথ মদ্ররাজ এই নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। যিনি যুদ্ধে কর্ণের সারথি-কার্য্য গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রগণের জয়ের জন্য তাঁহার তেজোবধ করিয়াছিলেন, হায়! সেই শল্যের পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য পদ্ম-পলাশ-লোচন নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল কাকগণ দংশন করিতেছে; এই সুবর্ণ-বর্ণ শল্যের তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবতী জিহ্বা আস্য হইতে বিনিঃসৃত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিতেছে। সভা-শোভাকর মদ্র-রাজ শল্য যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার কুল-কামিনীগণ রোদন করত চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা করিতেছে। এই অতি সূক্ষ্ম-বসনা ক্ষত্রিয়-ললনারা ক্রন্দন করত হস্তী পঙ্কে পতিত হইলে সকৃৎপ্রসূতাকরিণীগণ যেমন তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ নরবর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শূরতর মদ্ররাজ শল্যকে নিপতিত দর্শনে সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রথিশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-দাতা শূরবর শল্য শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বীর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর।

এই শৈলবাসী গজাঙ্কুশ-ধর প্রতাপবান্ রাজা ভগদত্ত নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিলেও যাঁহার মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা শিরোরুহ সমুদয় সুশোভিত করত বিরাজিত হইতেছে। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যেমন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তেমনি ইহাঁর সহিত পার্থের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। এই মহাবাহু কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম্ করিয়া তাঁহাকে পরম সংশয়ে আরোহণ করাইয়া পরিশেষে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন। ইহ-লোকে শৌর্য্য ও বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই; সমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী সেই ভীমরূপ ভগ-দত্ত এই নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

হে কৃষ্ণ! যুগান্তকালে কালক্রমে অম্বর হইতে পতিত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্কর-সম তেজস্বী শান্তনু-নন্দন শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে কেশব! এই বীর্য্যবান্ নরসূর্য্য শস্ত্রতাপ-দ্বারা সমরে শত্রু সকলকে তাপিত করিয়া সূর্য্যের অস্তাচলে গমনের ন্যায় অস্ত গমন করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে দেবাপির তুল্য, সেই বীর শর-শয্যাগত হইয়া শূর-সেবিত বীর-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন দর্শন কর। ভগবান্ স্কন্দ শরবণে প্রবেশ-পূর্ব্বক যেমন শয়ান ছিলেন, সেইরূপ এই বীর গাঙ্গেয় কর্ণিনালীক ও নারাচ-নিকর-দ্বারা উত্তম শয্যা আ-স্তরণ করত ধনঞ্জয়-দত্ত বাণ-ত্রয় মাত্র উৎকৃষ্ট উপ-ধান অবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! এই মহাযশস্বী ঊর্দ্ধরেতা শান্তনু-নন্দন পিতার শাসন প্রতিপ্রালন করত নিরুপম ছিলেন, এক্ষণে রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হায়! এই ধর্ম্মাত্মা মানব হইয়াও অমরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, বোধ হয় ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানবলে এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সমরে যাঁহার সদৃশ কৃতী, বিদ্বান্ ও পরাক্রমী কেহই নাই, সেই শান্তনু-তনয় ভীষ্মদেব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত হইয়া সম্প্রতি শয়ান রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী শূরবর স্বয়ং সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপন মৃত্যুর উপায় বলিয়াছিলেন। প্রণষ্ট কুরু-বংশ যৎকর্ত্তৃক পুনরায় সমুদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্মদেব কুরুগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। হে মাধব! নরবর দেব-সদৃশ দেবব্রত স্বর্গগত হইলে কৌরবগণ কাহাকে আর ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, সাত্যকির শিক্ষক এবং কৌরবগণের অস্ত্রগুরু সেই দ্বিজসত্তম দ্রোণ পতিত

রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে মাধব! দেবরাজ ইন্দ্র এবং মহাবীর্য্য ভৃগুনন্দন যেমন চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ, দ্রোণও তদ্রূপ। যাঁহার প্রসাদে ধনঞ্জয় দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন, অস্ত্র সকল ইহাঁকে রক্ষা করে নাই। যাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, সেই শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা পরিক্ষত হইয়াছেন। শত্রু সৈন্য দগ্ধ করিবার কালে যাঁহার গতি অগ্নির ন্যায় হইত, তিনি নিহত হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! দ্রোণ নিহত হইলেও তাঁহার ধনুর্মুষ্টি দৃষ্ট হইতেছে। আদি-কালে প্রজাপতি হইতে বেদ সকল যেমন বিচলিত হয় নাই, তেমনি যে শূর হইতে চতুর্ব্বেদ ও সমস্ত অস্ত্র অপগত হয় নাই, তাঁহার এই বন্দনীয় বন্দি-গণ বন্দিত ও শিষ্য-সমূহ-কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত পবিত্র চরণ-দ্বয় গোমায়ুগণ আকর্ষণ করিতেছে। হে মধু-সূদন! দ্রোণ-পত্নী দুঃখে হতচেতন হইয়া দীন ভাবে দ্রুপদ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিহত নিজ পতির অনু-গামিনী হইয়াছেন। দেখ, সেই সতী পতিতা পী-ড়িতা মুক্তকেশী ও অধোমুখী হইয়া শস্ত্রধর-প্রবর হত পতি দ্রোণাচার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। হে কেশব! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে বাণ-দ্বারা যাঁহার তনুত্রাণ ভেদ করিয়াছে, জটিল ব্রহ্মচারিগণ সেই দ্রোণা-চার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। যশস্বিনী সুকুমারী আতুরা কৃপী কৃপণ-ভাবে সমরে হত পতির প্রেত-কৃত্য করিতে যত্নবতী হইতেছেন। সামগ ব্রহ্মচারি-গণ যথা-বিধানে অগ্নি আহরণ-পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বা-লিত করিয়া তাহাতে দ্রোণকে আধান করত সাম-ত্রয় গান করিতেছেন। হে মাধব! এই জটিল ব্রহ্ম-চারিগণ ধনুঃ, শক্তি ও রথনীড়-দ্বারা চিতা সজ্জা করিতেছেন এবং ইহাঁরা অন্যান্য বিবিধ শস্ত্র-দ্বারা ভূরিতেজা দ্রোণকে সমাধান-পূর্ব্বক দহন করত সাম গান ও রোদন করিতেছেন। অগ্নি-মধ্যে অগ্নি সমর্পণের ন্যায় হুতাশনে দ্রোণকে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অপরে অন্ত্যকালীন সাম-ত্রয় গান করিতে-ছেন। দ্রোণ-শিষ্য দ্বিজগণ তৎপত্নীকে পুরস্কৃত ও চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করি-তেছেন!

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়॥ ২৩॥

গান্ধারী বলিলেন, হে মাধব! এই দেখ, অতি নিকটে যুযুধান-কর্ত্তৃক নিহত সোমদত্তের পুত্রকে বহু বিহগগণ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। হে জনার্দ্দন! সোমদত্ত পুত্র-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া যেন মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে নিন্দা করিতেছেন দেখা যাইতেছে! এই অনিন্দনীয়া ভূরিশ্রবার মাতা একান্ত দুঃখিতা হইয়াও স্বামি সোমদত্তকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে, ' মহারাজ! দৈবক্রমে প্র-লয়-স্বরূপ কৌরবগণের ঘোরতর ক্রন্দন-সমন্বিত এই দারুণ ভরতকুল-ক্ষয় তোমাকে দেখিতে হইল না। দৈবক্রমে অদ্য তোমাকে অনেক যজ্ঞযাজি ভূরি-সহস্র-দাতা বীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত দর্শন করিতে হইল না? মহারাজ! সাগরে সারসীদিগের চীৎকারের ন্যায় বধূগণের ঘোরতর বহু বিলাপ-বাক্য তোমাকে শ্রবণ করিতে হইল না? তো-মার বধূরা বিধবা ও পুত্র হীনা হওয়ায় একবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক আলুলায়িত-কেশে ধাবমান হই-তেছে। হায়! সেই নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু হইয়া নিপাতিত হওয়ায় শ্বাপদ-গণ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে, দৈবক্রমে ইহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সংগ্রামে শল ও ভূরি-শ্রবা নিহত হওয়ায় এক্ষণে বধূগণ যে বিধবা হই-য়াছে, দৈবক্রমে তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সেই যূপকেতু মহাত্মা সোমদত্ত-সুতের সেই কাঞ্চন ছত্র রথের নিকটে বিকীর্ণ রহিয়াছে, দৈব-বশত তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। ভূরি-

শ্রবার এই কৃষ্ণ-নয়না ভার্য্যারা সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত পতিকে পরিবেষ্টন করত শোক প্রকাশ করিতেছে।'

হে কেশব! ইহারা ভর্ত্তার শোকে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া বহুল বিলাপ করত দুঃখিত-ভাবে তোমার অগ্রভাগে অভিমুখ হইয়া পতিত হইতেছে। বীভৎসু এই বীভৎস কর্ম্ম কিরূপে করিলেন? এই যাজ্ঞিক শূরবর প্রমাদগ্রস্ত হইলে কিরূপে তাঁহার বাহু ছেদন করিলেন? সাত্যকি তাঁহাহইতেও অধিকতর পাপকর কর্ম্ম করিয়াছে, যেহেতু এই প্রশংসিত-স্বভাব শূরবর প্রায়োপবেশন করিলেও ইহাঁকে প্রহার করিয়াছিল। 'হে ধার্ম্মিক! তুমি একাকী দুইজন-দ্বারা অধর্ম্মত হত হইয়া শয়ান রহিয়াছ' হে মাধব! ভূরিশ্রবার বনিতাগণ এই কথা বলিয়া রোদন করিতেছে। যূপধ্বজের এই ক্ষীণমধ্যা বনিতা নিজক্রোড়ে ভর্ত্তার ভুজ রক্ষা করত কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন যে, 'এই কর আমার কাঞ্চীদাম আকর্ষণ, পীনস্তন বিমর্দ্দন, নাভি, ঊরু ও জঘনস্পর্শ এবং বসনগ্রন্থি-বিমোচন করিত! এই কর সেই বৈরিদিগের বিনাশ-কর, মিত্রগণের অভয়প্রদ, গো সহস্র প্রদাতা এবং ক্ষত্রিয়গণের অন্তকর। এই বীর সমরে অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকিলে বাসুদেবের সাক্ষাতে অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন ইহাঁকে নিপাতিত করিয়াছেন।' হে জনার্দ্দন! স্বয়ং কিরীটধারী বা তুমি সভা-মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের এই মহৎ কর্ম্ম কিরূপে ব্যক্ত করিবে? এই বরাঙ্গনা এইরূপে নিন্দা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছে, সপত্নীগণ স্বীয় বধূর ন্যায় ইহার সহিত শোক প্রকাশ করিতেছে।

সত্যবিক্রম বলবান্ গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যিনি হেম-দণ্ড-মণ্ডিত ব্যজন-দ্বয়-দ্বারা উপবীজিত হইতেন, তিনিই এক্ষণে শয়ান থাকিয়া পক্ষিগণের পক্ষ-দ্বারা উপবীজিত হইতেছেন, যিনি মায়াবলে শত সহস্রবিধ রূপ প্রকাশ করিতেন, পাণ্ডবগণের তেজঃ-প্রভাবে সেই মায়াবির মায়া দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। যিনি বৈরিপরাভব-করণে নিপুণ হইয়া সভা-মধ্যে মায়া-দ্বারা বিপুল রাজ্য সহ যুধিষ্ঠিরকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নিজ জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। হে কৃষ্ণ! যিনি আমার পুত্রগণের বিনাশের নিমিত্ত কৈতব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শকুনিকে শকুন্তগণ সর্ব্বদিকে সেবা করিতেছে। ইনি আমার পুত্রগণের এবং স্বগণ সহ আপনার বধের জন্য পাণ্ডবগণের সহিত এই মহৎ বৈর আরম্ভ করিয়াছিলেন। হে বিভো! আমার পুত্রগণ যেমন শস্ত্র দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছিল, সেইরূপ এই দুর্ব্বুদ্ধিও শস্ত্রনিকর-দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছে। হে মধুসূদন! তথাপি এই কপটাচার আমার সরল-স্বভাব সন্তানগণকে ভ্রাতৃগণের সহিত কেন বিবোধিত করিল না।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীবাক্যে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৪॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ এই দুরাক্রমণীয় বৃষস্কন্ধ কাম্বোজ-রাজ যিনি কাম্বোজ দেশীয় উত্তম আস্তরণে নিয়ত শয়ন করিতেন তিনিই এক্ষণে হত হইয়া ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় রক্তসিক্ত দর্শনে দয়িতা অতি দুঃখিতা হইয়া কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন, "পূর্ব্বে আমি যাহাদিগের মধ্যগত হইলে রতি আমাকে পরিত্যাগ করিত না এই সেই সুন্দরতল ও অঙ্গুলি সমন্বিত-পরিঘ-তুল্য বাহুদ্বয়। হে জননাথ! আমি অনাথার ন্যায় বন্ধুহীনা ও কম্পমানা হইয়া তোমাব্যতিরেকে এখন কোন্ গতি অবলম্বন করিব?" হে মধুসূদন! বিবুধগণের মালার ন্যায় আতপক্লান্ত কামিনীগণের শ্রী হীন হয় নাই। দেখ, যাঁহার ভুজদ্বয় প্রদীপ্ত অঙ্গদযুগল-দ্বারা প্রতিবদ্ধ রহিয়াছে সেই শূরবর কলিঙ্গরাজ

শয়ান রহিয়াছেন। হে জনার্দ্দন! দেখ, মগধদেশীয় কামিনীরা মগধ দেশের অধিপতি জয়ৎসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! এই আয়ত-নয়না সুস্বরা সুন্দরীগণের শ্রবণ-মনোহর স্বর যেন আমার মন মোহিত করিতেছে। শোকাক্রান্ত মগধ-বনিতাগণ যাহারা সুন্দর-শয্যায় শয়ন করিত তাহারা এখন সমস্ত আভরণ বিকিরণ করত ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

এই সমুদয় রমণীগণ কোশল দেশের অধিপতি নিজপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলকে পৃথক্ পৃথক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ইহারা পুনঃ পুন মূর্চ্ছিত ও অমুত্থিত হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অর্পিত ইহার গাত্রস্থিত বাণ সকল উদ্ধার করিতেছে। হে মাধব! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী-নারীগণের পরিশ্রম-বশত মুখ-মণ্ডল সকল আতপতাপিত সরসীরুহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের শূর ও শিশুসন্তান সকল মনোহর কবচ ও হেমমালা ধারণ করত দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শলভগণ যেমন অনলে দগ্ধ হয় সেইরূপ যাঁহার রথ অগ্নিগৃহ, শরাসন কিরণ, শর, শক্তি ও গদাই ইন্ধন সেই দ্রোণানলে ইহারা দগ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত রুচির কবচধারী কেকয় বংশীয় শূরবর পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া সকলেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই তপ্তকাঞ্চন-কবচধারি তালধ্বজ রথচারি বীরগণ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রভাপটল-দ্বারা মহীতল উদ্ভাসিত করিতেছে।

হে মাধব! অরণ্য-মধ্যে প্রবল সিংহ যেমন বলবান্ মাতঙ্গকে হত করে সেইরূপ সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত ও পাতিত দ্রুপদরাজকে দর্শন কর। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! পাঞ্চালরাজের বিমল পাণ্ডুর আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের শোভা পাইতেছে। এই সমুদয় নিতান্ত দুঃখিত ভার্য্যা ও পুত্রবধূগণ মনঃপীড়ায় দগ্ধ হইয়া পাঞ্চালরাজ বৃদ্ধ দ্রুপদের দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে।

চেদিকুলের মঙ্গল-কারিণী কামিনীগণ হৃত-চিত্ত হইয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত শূরবর মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুকে হরণ করিতেছে। হে মধুসূদন! এই মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধবিমর্দ্দে দ্রোণের অস্ত্র অভিহত করিয়া বাতভগ্ন-বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

এই চেদিপতি শূরবর মহারথ ধৃষ্টকেতু সমরে সহস্র শত্রু নিহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং হত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে হৃষীকেশ! রমণীগণ বিহগকুল-কর্ত্তৃক বিচ্ছিদ্যমান সেই চারুকুণ্ডল ও সুকেশ-সমন্বিত চেদিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই বরাঙ্গনাগণ সত্যবিক্রম বীরবর শয়ান শিশুপাল-সুত চেদিপতিকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছে। হে হৃষীকেশ! ইহাঁর মনোহর কুণ্ডল ও শোভন চিকুর-সমন্বিত পুত্র সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক শরনিকর-দ্বারা বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দর্শন কর। হে মধুসূদন! এই বীর বিপক্ষগণের সহিত যুধ্যমান সমরস্থ পিতাকে এক্ষণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে নাই। এইরূপ আমার পৌত্র পরবীরহন্তা লক্ষ্মণও পিতা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিয়াছিল।

হে কেশব! বসন্তকালে পুষ্পিত শালবৃক্ষ-যুগল যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া পতিত হয়, তেমনি এই কাঞ্চন-কবচ খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী ঋষভ-সম-নেত্র বিমল-মাল্যবস্ত্র অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ রণস্থলে পতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে দর্শন কর। হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত পাণ্ডবগণ যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বৈকর্ত্তন কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, মহারথ জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ এবং শূরবর কৃতবর্ম্মা হইতে মুক্ত হইয়াছে তখন ইহাঁরা সকলেই অবধ্য। যে সকল নরশ্রেষ্ঠগণ শস্ত্রবলে দেবতাদিগকেও আহত করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর। হে মাধব! যখন আমার শূরবর প্রধান ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে তখন নিশ্চয় বোধ হয় দৈবের অধিকতর ভার আর কিছুই

নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি যখন অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় উপপ্লব্যনগরে গিয়াছিলে তখনই আমার বলবন্ত সন্তান সকল নিহত হইয়াছে। তৎকালে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাকে বলিয়াছিলেম যে, ' নিজপুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রকাশ করিও না।' বৎস জনার্দ্দন! তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ দর্শন কি মিথ্যা হইতে পারে? অচিরকাল-মধ্যেই আমার পুত্রগণ ভস্মীভূত হইল!!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! গান্ধারী এই-রূপ বলিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকে মুর্চ্ছিত ও দুঃখে হতচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, পুত্রশোক-পরিপ্লুতা বিকলেন্দ্রিয়া গান্ধারী কোপপূর্ণ-শরীরে দোষ-দর্শন-হেতু কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী বলিলেন, হে কৃষ্ণ! পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া দগ্ধ হইল, অতএব হে জনার্দ্দন! যখন তাহারা বিনষ্ট হয় তখন তুমি কি-জন্য তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে? হে মহাবাহু মধুসূদন! তুমি বিপুল বলে অধিষ্ঠান করত বহু ভৃত্য-সমন্বিত ও সমর্থ হইয়াও উভয়-পক্ষের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া যখন কৌরবগণের বিনাশ-বিষয় উপেক্ষা করিয়াছ তখন অবশ্যই তাহার ফল লাভ কর। হে চক্রগদাধর! আমি পতিশুশ্রূষা-দ্বারা যেকিছু তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছি সেই দুষ্প্রাপ্য তপোবল-দ্বারা তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি। হে গোবিন্দ! যে হেতু কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিগণ পর-স্পর নিধন লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি তাহা-দিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলে সেই কারণে তুমিও আপন জ্ঞাতিগণের বধ-সাধন করিবে। হে মধু-সূদন! ষট্‌ত্রিংশ বৎসর উপস্থিত হইলে তুমিও হত-জ্ঞাতি হতামাত্য হত-পুত্র ও বনচর হইয়া কুৎ-সিত উপায়-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। কুরুনারী-গণের ন্যায় তোমারও রমণীগণ সুতহীন এবং জ্ঞাতি-বান্ধব-বিহীন হইয়া পরিতাপ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামনা বাসুদেব এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দেবী গান্ধারীকে বলিলেন, সুব্রতে! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশকর্ত্তা ইহলোকে আমি ভিন্ন অন্য কেহই নাই, ইহা আমি জানি, অতএব যাহা ঘটিবে তদ্বিষয়ে অভিশম্পাত প্রদান-দ্বারা তুমি নিজ তপস্যা ক্ষয় কেন করিলে? যাদবগণ অন্য কি দেব দানবগণেরও অবধ্য, অতএব তাহারা পরস্পরকৃত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ ত্রস্তচিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং জীবনধারণে নিরাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীশাপ দানে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥ ২৫॥

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ শ্রাদ্ধপর্ব্ব।

ভগবান্ কহিলেন, হে গান্ধাররাজ-নন্দিনি! গা-ত্রোত্থান কর, শোকে মনোনিবেশ করিও না, তো-মারই অপরাধে অনেকে নিধন লাভ করিয়াছেন। যখন তুমি ঈর্ষান্বিত নিতান্ত অভিমানী নিষ্ঠুর বৈরি-প্রিয় বৃদ্ধগণের শাসন অতিক্রম-কারী দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনকে পুরস্কার করিয়া দুরাচারকে সদাচার জ্ঞান করিয়াছ, তখন আমাতে আত্মকৃত দোষ অর্পণ করিতে কেন ইচ্ছা কর? যে ব্যক্তি মৃত বা অমুদ্দিষ্ট জনের জন্য অনুশোচনা করে, সে দুঃখ-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া দুইটি অনর্থ লাভ করি-য়া থাকে। ব্রাহ্মণী তপোনিষ্ঠ সন্তান হইবে বলিয়া গর্ব্ভ ধারণ করেন, গোজাতি হলভার-বহন যোগ্য বৎস হইবে বলিয়া গর্ব্ভ ধারণ করিয়া থাকে, অশ্বিনী ধাবমান সন্তানের জন্য গর্ব্ভভার বহন করে, শূদ্রা দাস সন্তান এবং বৈশ্যা পশু-পালনক্ষম পুত্রের জন্য গর্ব্ভিণী হয়, আর তোমার মত রাজকন্যা বধের যোগ্য পুত্র জন্য গর্ব্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাকুল-চিত্তা গান্ধারী বাসুদেবের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌন-

ভাবে রহিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র অবোধ-জনিত মোহ নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তুমি তাহাদিগের পরিমাণ অবগত আছ, যাহারা হত হইয়াছে তাহাদিগের পরিমাণ যদি জানিয়া থাক তবে আমার নিকট প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই সংগ্রামে যাহারা হত হইয়াছেন তাহাদিগের পরিমাণ ষট্‌ষষ্ট কোটি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র, যে সমস্ত বীর অলক্ষ্য থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র এবং অন্যান্য সৈন্যগণের পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চসপ্ততি সহস্র মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! সেই সমস্ত সৎপুরুষেরা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, তুমি সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমি স্থির করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাঁহারা এই মহা সমরে হর্ষান্বিত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই সমস্ত সত্যবিক্রম বীরেরা ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভারত! যাহারা মরিতে হইবে বলিয়া অপ্রসন্ন মনে যুদ্ধ করত সমরে হত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বগণের সমভাবে বাস করিতেছে। যাহারা বহুল সংগ্রাম করিয়া প্রার্থিত হইয়াও পরাঙ্মুখ হইয়াছিল পরিশেষে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা গুহ্যকদিগের লোকে গমন করিয়াছে। যে সকল মহাত্মারা অস্ত্রহীন হওয়ায় বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক পীড্যমান ও হীয়মান হইয়াও অকার্য্য-প্রবৃত্তি-বিষয়ে নিষেধ করত সমরে শত্রুগণের অভিমুখে শাণিত-শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ছিদ্যমান ও হত হইয়াছেন, সেই সমস্ত ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ তেজস্বি বীরগণ ব্রহ্ম-সদনে গমন করিয়াছেন। মহারাজ! সেই সমরে যে কোন রূপে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা উত্তর কুরু-দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞানবলে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এইরূপ দর্শন করিতেছ, তাহা যদি আমার শ্রোতব্য বিবেচিত হয়, তবে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পূর্ব্বে আপনকার আদেশানুসারে যৎকালে আমি বন-মধ্যে বিচরণ করি, তদানীং তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ-বশত দেবর্ষি লোমশকে দর্শন করত তাঁহা হইতে এই অনুস্মৃতি-রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি, আর পূর্ব্বে জ্ঞান-যোগবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভারত! এই অনাথ জনের যে সমস্ত পুত্র পৌত্রগণ সমরে নিহত হইয়াছে এবং যুদ্ধ-হত বীরগণের মধ্যে যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান আছে, যাহাদিগের দাহকর্ত্তা নাই এবং যাহারা আহিতাগ্নি নহে, তাহাদিগের দেহ সকল কি বিধি-পূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছে? হে তাত! কার্য্য বহুল, অতএব আমরাই বা কাহার কার্য্য সাধন করিব? হে যুধিষ্ঠির! সুপর্ণ জাতীয় বিহগ ও গৃধ্রগণ যাহাদিগকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতেছে, অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগের কি শুভ লোকে গতি হইবে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ উক্ত হইয়া সুধর্ম্মা, ধৌম্য, সূত সঞ্জয়, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, কুরুনন্দন যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি ভৃত্য ও সূতগণকে আদেশ করিলেন যে, আপনারা এই সকলের প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে প্রবৃত্ত হউন; কোন দেহ যেন অনাথের ন্যায় বিনষ্ট না হয়। মহারাজ! ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা, ধৌম্য এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি অগুরু চন্দন-কাষ্ঠ, দারুহরিদ্রা-প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, তৈল, ঘৃত, মহামূল্য পট্টবস্ত্র, কাষ্ঠ সঞ্চয়, রথ ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় সেই স্থানে আহরণ করিয়া যত্ন-সহকারে চিতা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অব্যগ্রভাবে বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা প্রধান অনুসারে সকলের দেহ দাহন

করাইতে লাগিলেন। হে ভারত! শতাধিক ভ্রাতার সহিত রাজা দুর্য্যোধন, শল্যরাজ, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসন-নন্দন, লক্ষ্মণ, রাজা ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, শতাধিক সৃঞ্জয়গণ, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ, পাঞ্চালরাজ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, বিক্রান্ত যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশল দেশীয় নৃপগণ, দ্রৌপদীর পুত্র সকল, সুবল-নন্দন শকুনি, অচল, বৃষক, নরপতি ভগদত্ত, পুত্র-সহ অমর্ষণ সূর্য্য-সুত কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয়গণ, মহারথ ত্রিগর্ত্ত-সমুদয়, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ এবং অন্যান্য শত সহস্র পার্থিবগণকে ঘৃতধারা-সমন্বিত প্রদীপ্ত পাবক-দ্বারা দগ্ধ করাইয়াছিলেন। কোন কোন মহাত্মাদিগের বৃষোৎসর্গ-প্রভৃতি পিতৃ-মেধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তাঁহারা সামগান ও অপরে অনুশোচনা করিয়াছিলেন; সাম গান ও ঋক্ মন্ত্রের নিনাদে এবং নারীগণের রোদন ধ্বনি-দ্বারা রজনীতে সর্ব্বভূতের মোহ জন্মিয়াছিল। সেই ধূম-বিহীন অগ্নি-সকল দীপ্যমান ও প্রদীপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে অল্প মেঘ সমাবৃত গ্রহগণের ন্যায় বিলোকিত হইয়াছিল। আর সেই সময়ে যে সমস্ত অনাথ জনগণ নানাদেশ হইতে আগমন করিয়া-ছিল, তাহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রাশি করিয়া কাষ্ঠ-সঞ্চয়-দ্বারা চিতা নির্ম্মাণানন্তর বিদুর ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে প্রচুর স্নেহসহকারে মন্ত্রো-চ্চারণ করাইয়া সকলকে দাহ করাইয়াছিলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমা-পন করাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে পুরস্কৃত করত গঙ্গার অভি-মুখীন হইয়া গমন করিলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বে যুদ্ধমৃতগণের ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে
ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়॥ ২৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা পুণ্যশীল জন-সেবিত তট-সমন্বিত দেব-যজন-কার্য্যোচিত পবিত্র জল-সম্পন্ন মহাবেগবতী গঙ্গা-তরঙ্গিনীর তীরে উপ-নীত হইয়া উত্তরীয় বসন উষ্ণীশ কটিবন্ধন ও ভূষণ-সমুদয় মোচন-পূর্ব্বক পিতা ভ্রাতা পুত্র পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের তর্পণ করিলেন। নিতান্ত দুঃখিত কুরু-নারীগণ রোদন করত পতিগণের উদক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞগণ সুহৃৎ সকলকেও সলিলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। বীর-পত্নীগণ বীর সকলের উদক ক্রিয়া করিতে থাকিলে গঙ্গার অবতরণ পথ সুন্দর ও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইল। বীর-পত্নীগণ-কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ মহা-সাগর-সদৃশ সেই গঙ্গাতীর নিরানন্দ ও নিরুৎসব হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর, শোকাকুলা কুন্তী সহসা রোদন করত মন্দ মন্দ বচনে পুত্রগণকে কহিলেন, যে বীর লক্ষণ-সম্পন্ন রথ-যূথপতি শূরবর মহাধনুর্দ্ধর সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। হে পাণ্ডবগণ! যাঁহাকে তোমরা রাধা-গর্ত্ত-সম্ভূত সূত-পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক; যিনি সেনানী-মধ্যে প্রভু হইয়া সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন; তোমরা সানুচর-সত্ত্বেও পূর্ব্বে যিনি তোমাদিগের সকলের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিলেন; যিনি দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যের উৎকর্ষ-সাধন করত শোভিত হইতেন; পৃথিবীতে বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই, যে শূর সতত ধরাতলে প্রাণপণে যশঃ সঞ্চয় করি-তেন, তোমরা সেই সত্যসন্ধ শূর সংগ্রামে স্থিরতর অক্লিষ্টকর্ম্মা ভ্রাতার উদক ক্রিয়া কর। সেই কুণ্ডল ও কবচধারী দিবাকর-সম প্রভাশালী শূর তোমা-দিগের অগ্রজ ভ্রাতা তিনি ভাস্কর হইতে আমার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ জননীর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। অনন্তর, সেই নরবর কুন্তীনন্দন বীর যুধিষ্ঠির পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জননীকে বলিলেন, শর-নিকর

যাহার তরঙ্গ, ধ্বজই যাহার আবর্ত্ত, মহাভুজ যাহার মহাগ্রহ, তলশব্দই যাহার নাদ-স্বরূপ, সেই মহাহ্রদ-স্বরূপ মহারথ যাঁহার বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইলে ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কেহ স্থিরতর থাকিতে পারে না, আপনার সেই দেব-তুল্য পুত্র পূর্ব্বে কিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুপ্রতাপে আমরা সর্ব্বতোভাবে তাপিত হইয়াছিলাম, বস্ত্র-দ্বারা অগ্নিকে আচ্ছাদনের ন্যায় আপনি কেন তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন? আমরা যেমন ধনঞ্জয়ের বাহুবল আশ্রয় করিয়াছিলাম, তেমনি কৌরবগণ যাঁহার বাহুবলের নিয়ত উপাসনা করিত, যিনি প্রবল বল-বশত সকল ভূপালের বল-স্বরূপ ছিলেন, যে কুন্তীকুমার কর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি রথিগণের মধ্যে রথী বলিয়া গৃহীত হইত না, সেই সর্ব্ব শস্ত্রধারিপ্রবর আমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা, পূর্ব্বে আপনি সেই অদ্ভুত-বিক্রম কর্ণকে কিরূপে প্রসব করিয়াছিলেন? কি আশ্চর্য্য! আপনি এই গূঢ় বিষয় গোপন করাতেই আমরা হত হইলাম; কর্ণের নিধন-নিবন্ধন আমরা সবান্ধবে পীড়িত হইলাম। অভিমন্যুর বিনাশ, দ্রৌপদীর পুত্রগণের বধ, পাঞ্চাল সকলের নাশ ও কৌরবদিগের নিপাতে আমার অন্তঃকরণে যত দুঃখ হইয়াছে, কর্ণের নিধন-নিবন্ধন দুঃখ তাহা হইতে শত গুণ হইয়া আমাকে পীড়িত করিতেছে; আমি কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করত যেন অগ্নিতে অর্পিত হইয়া দগ্ধ হইতেছি। ইহ লোক বা স্বর্গলোক-স্থিত কোন বস্তুই অপ্রাপ্য নহে, কৌরবগণের অন্তকর এইরূপ ঘোরতর সমর যেন আর না হয়। ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখিত হইয়া এইরূপ বহুল বিলাপ ও রোদন করত কর্ণের উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর, সেই সমস্ত রমণীগণ উদক ক্রিয়া করণ কালে জলঃসমীপে অবস্থিত থাকিয়া সহসা সকলেই রোদন করিয়া উঠিল। পরিশেষে ধীশক্তি-সম্পন্ন কুরুপতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃস্নেহ-বশত কর্ণের পরিচ্ছদবতী পত্নীগণকে আনয়ন করাইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা তাঁহাদিগের সহিত অনন্তরকরণীয় প্রেতকৃত্য সমাধা করিয়া ব্যাকুল-চিত্তে গঙ্গা-সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বে কর্ণের গূঢ়পুত্রত্ব কথনে
সপ্তবিংশতি অধ্যায়॥ ২৭॥

শ্রাদ্ধপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

রাজধর্ম্ম প্রকরণ।

বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজ্ হাইনেস্ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

মহ্‌তাব্‌চন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত কেদারনাথবিদ্যাবাচস্পতি ব্রজেন্দ্রকুমারবিদ্যারত্ন উমেশচন্দ্রবিদ্যারত্ন

এবং শ্রীযুক্ত অঘোরনাথতত্ত্বনিধি দ্বারা

অনুবাদিত

শ্রীযুক্ত তারকনাথতত্ত্বরত্ন তথা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথতত্ত্বনিধি দ্বারা

পরিশোধিত

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৯।

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের দ্বাদশবিভাগ শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম এই ধর্ম্মত্রয়ে বিভক্ত। মহাবীর বাগ্মিবর ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শয়ান থাকিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নানুসারে যথাক্রমে রাজাদিগের ধর্ম্ম, আপৎকালের ধর্ম্ম এবং মোক্ষবিষয়ক ধর্ম্ম যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাহার আনুষঙ্গিক যোগাদি বিষয়ক যে সমস্ত রহস্য ও ইতিহাসাদি বর্ণন করিয়াছিলেন, এই পর্ব্ব সেই সমস্ত পবিত্র-বাক্যে পরিপূর্ণ। এই পর্ব্বকে মহাভারতের সারভাগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ এবং পরম হিতকর উপদেশ-নিবহে আকীর্ণ, ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে মানবগণের অন্তঃকরণ পবিত্র হয় এবং বহুবিধ ধর্ম্ম শিক্ষা হইয়া থাকে।

সুদীর্ঘ পর্ব্ব এক ব্যক্তি দ্বারা অনুবাদিত হইলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে, এজন্য আমি ইহার আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম অনুবাদ করি, আর কেদারনাথবিদ্যাবাচস্পতি রাজধর্ম্ম অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ৫৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া কার্য্য হইতে অবসৃত হয়েন, পরে ব্রজেন্দ্রকুমারবিদ্যারত্ন ৫৬ অধ্যায় হইতে ৭৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হওয়ায় উমেশচন্দ্রবিদ্যারত্ন ৭৬ অধ্যায় হইতে ১০৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করেন। আমি আপদ্ধর্ম্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম অনুবাদ শেষ করিলেও রাজধর্ম্ম অনুবাদ সমাপ্ত না হওয়ায় পুস্তক প্রকাশে বহু বিলম্ব বিবেচনা করিয়া স্বয়ং রাজধর্ম্মের ১০৮ অধ্যায় হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছি এবং প্রাগুক্ত অনুবাদকগণের অনুবাদিত অংশ সংশোধন-পূর্ব্বক মুদ্রিত করিলাম। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় মোক্ষধর্ম্মের ২৯৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া ৩০০ হইতে ৩১৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত উমেশচন্দ্রবিদ্যারত্নকে অনুবাদ করিতে ভারার্পণ করি, তদনুসারে উক্ত বিদ্যারত্ন মোক্ষধর্ম্মের উল্লিখিত ১৮ অধ্যায়মাত্র অনুবাদ করিয়াছেন, অবশিষ্ট সমুদয় অংশ মদনুবাদিত; মুদ্রাঙ্কণকালে মহাভারত-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারকনাথতত্ত্বরত্ন মহাশয় সমুদয় অংশ অবলোকন-পূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে গুণজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকটে বিনয়ের সহিত প্রার্থনা এই যে, যদি ভ্রম প্রমাদ বশত কোন স্থলে দোষ লক্ষিত হয়, তবে কৃপা করিয়া তাঁহারা তাহা ক্ষমা করিবেন অলং পল্লবিতেনেতি।

৩০ মাঘ
১৭৯৯ শক।
বর্দ্ধমান
রাজবাটী।

শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মণঃ।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্মের সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

রাজধর্ম্ম প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও পাণ্ডবগণ এবং ভরতকুলের স্ত্রী সকল দুর্য্যোধনাদি মৃত সুহৃদ্গণের উদকক্রিয়া সমাধান করিয়া শোকাপনয়নার্থ এক মাস কাল পর্য্যন্ত পুরের বহির্ভাগে গঙ্গা-তীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সাধুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নারদ, দ্বৈপায়ন, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব-প্রভৃতি সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ এবং তাঁহাদিগের প্রধানতম শিষ্যগণ কৃতত‍র্পণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমাগত হইলেন। সাধুতম বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বেদজ্ঞ গৃহস্থ ও স্নাতক ব্রাহ্মণ সকল আসিয়া সেই কুরুসত্তমকে দর্শন করিলেন। অনন্তর, সমাগত মহাত্মা মহর্ষিগণ বিধিমত পূজিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে শত শত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তৎকালোচিত পূজা প্রতিগ্রহ করত পবিত্র ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত শোকাকুল-মনা রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মনন্দনকে তৎকাল সদৃশ বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বীয় বাহুবীর্য্য-প্রভাবে ও কৃষ্ণের প্রসন্নতায় ধর্ম্মানুসারে এই সমগ্রা বসুন্ধরা জয় করিয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমেই এই লোক-ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আছেন ত? আপনি সমরে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া সুহৃদ্গণের প্রীতিবর্দ্ধন হইয়াছেন ত? আপনি এক্ষণে সমগ্র রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব শোকাদি আর আপনার চিত্তকে পীড়িত করিতেছে না ত? যুধিষ্ঠির নারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কৃষ্ণের বাহুবলাশ্রয়ে, ব্রাহ্মণগণের প্রসন্নতায় এবং ভীমার্জ্জুনের বীর্য্যপ্রভাবে এই সমগ্রা বসুন্ধরা জয় করিয়াছি বটে, কিন্তু লোভজনক এই মহান্ জ্ঞাতিক্ষয়কর কার্য্য করায় আমার চিত্ত নিয়তই সন্তপ্ত রহিয়াছে। দেখুন, সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এই সকল প্রিয় সন্তানগণ সমরে নিপাতিত হওয়ায় আমার জয় লাভও পরাজয়-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার ভ্রাতৃবধূ বৃষ্ণিকুলনন্দিনী সুভদ্রা আমায় কি বলিবে এবং ত্রিতাপহারী মধুসূদন কৃষ্ণ এস্থান হইতে দ্বারকা গমন করিলে দ্বারকা-বাসিনী স্ত্রীরা উহাঁকেই বা কি বলিবে? ঐ দেখুন, আমাদিগের সতত প্রিয় ও হিতকারিণী দেবী দ্রৌপদীর পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হওয়ায় উনি কাতরান্বিত হইয়া আমার চিত্ত অতিশয় নিপীড়িত করিতেছেন।

হে ভগবন্! আমি আপনাকে আর এক দুঃখের

বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন; আমার মাতা কুন্তী একটি কথা গোপন করিয়া রাখায় আমি এক্ষণে সর্ব্বাতিরিক্ত দুঃখে সন্তপ্ত হইতেছি। যে ধীমান্ পুরুষ এই পৃথিবী-মধ্যে অদ্বিতীয় রথী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, যাঁহার গতি সিংহের ন্যায় দর্প-সহকৃত ছিল। যিনি অযুত-হস্তি-তুল্য বলশালী, দয়াবান্, দাতা ও নিয়ত ব্রতাচরণশীল, তীব্রপরাক্রমশালী, অমর্ষান্বিত, নিত্য ক্রোধনস্বভাব, মানী ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের নিরত আশ্রয়-স্বরূপ ছিলেন; যে অদ্ভুত-পরাক্রান্ত, কৃতী, চিত্রযোধী, শীঘ্রাস্ত্র-পরিচালন-ক্ষম বীর প্রতিযুদ্ধেই আমাদিগকে সংশয়িত করিতেন; তিনি আমাদিগের ভ্রাতা গুপ্তভাবে কুন্তীর গর্ব্তে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অদ্য মৃতদিগের জলদান সময়ে কুন্তী কহিলেন যে, কর্ণ সূর্য্য হইতে তাঁহাতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। মাতা তাদৃশ গুণান্বিত পুত্রকে জন্মিবামাত্র পরিত্যাগ অর্থাৎ মঞ্জুষা-মধ্যে সংস্থাপন-পূর্ব্বক গঙ্গার স্রোতো জলে নিমজ্জন করিয়াছিলেন। হে ঋষে! যাঁহাকে লোকে সূতবংশোদ্ভব রাধানন্দন বলিয়া মনে করিত, তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। হে মহর্ষে! আমি না জানিয়া রাজ্যলোভে ভ্রাতাকে যে বিনাশ করাইয়াছি, সেই নিমিত্ত অনল যেমন তূলরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমার সমস্ত শরীর দগ্ধ করিতেছে। তিনি আমাদের ভ্রাতা ছিলেন, তাহা আমি, কি ভীম, কি অর্জ্জুন, কি নকুল সহদেব, আমরা কেহই জানিতাম না; কিন্তু সেই সুব্রত কর্ণ আমাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন। শুনিলাম, আমাদের মাতা পৃথাদেবী তাঁহার নিকট গমন-পূর্ব্বক আমাদিগের শান্তি-কামনায় তাঁহাকে "তুমি আমার পুত্র" এই কথা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে সেই মহাত্মা পৃথার বাসনা পূর্ণ করেন নাই। শুনিলাম, পরিশেষে তিনি এইরূপ উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমি এই যুদ্ধোপস্থিত সময়ে রাজা দুর্য্যোধনকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না; তাহা হইলে আমার অনার্য্যত্ব, নৃশংসতা ও কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হইবে। বিশেষত আমি যদি তোমার মতানুসারে যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করি, তাহা হইলে লোকে আমারে অর্জ্জুন হইতে ভীত হইয়াছি, মনে করিবে। অতএব আমি কেশবের সহিত অর্জ্জুনকে পরাজিত করিয়া পশ্চাৎ যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করিব।' বিশালবক্ষা কর্ণ এই কথা বলিলে, পরিশেষে মাতা তাঁহারে এইরূপ কহিলেন, 'হে বৎস! তবে তুমি কেবল অর্জ্জুনের সহিতই যুদ্ধ করিও, আমার অপর চারিটি পুত্রকে যুদ্ধে অভয় প্রদান কর।' তখন কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভয়-কম্পিতা মাতাকে কহিলেন, হে দেবি! যদি অন্য চারিটি পুত্র যুদ্ধ-স্থলে অসমর্থ হইয়া আমার আয়ত্তও হয়, তথাপি তাহাদিগকে বিনাশ করিব না। এই যুদ্ধে আমি বা অর্জ্জুন উভয়ের এক জন নিহত হইলেও আপনার পাঁচটি পুত্র বর্ত্তমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।' অনন্তর, পুত্র-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী মাতা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎস! যাও, তুমি যাহাদিগের নিত্য মঙ্গল কামনা করিয়া থাক, এক্ষণে সেই স্বীয় ভরণ-কর্ত্তাদিগের কল্যাণ সাধনার্থে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে আর আমার আপত্তি নাই।' এই কথা বলিয়া মাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। আমাদিগের সেই সহোদর ভ্রাতা কর্ণ স্বীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন-হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন; পরন্তু ঐ গুপ্ত বিবরণ কি পৃথা, কি কর্ণ, উভয়ের কেহই ব্যক্ত করেন নাই, এই নিমিত্তই সেই মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতা সমরে অর্জ্জুন-হস্তে নিহত হইলেন। হে দ্বিজোত্তম! আমি সংপ্রতি মাতার বাক্যে অবগত হইলাম যে, কর্ণ আমাদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর। উহা শ্রবণাবধি ভ্রাতৃহত্যা জন্য শোকে আমার হৃদয় নিয়ত দগ্ধ হইতেছে; কেন না কর্ণার্জ্জুন সহায় থাকিলে আমি দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারিতাম।

সভা-স্থলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অবমাননা করিলে সহসা আমার ক্রোধোদ্রেক হইয়াও কর্ণকে

দেখিবামাত্র উহা প্রশান্ত হইল। দ্যূতক্রীড়া কালে যখন কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতৈষী হইয়া রুক্ষ ও কটু বাক্য সকল প্রয়োগ করেন, উহা শ্রবণ করিয়া আমার ক্রোধ উৎপন্ন হইলেও তাঁহার চরণ-দ্বয় নিরীক্ষণ করিয়াই উহার শান্তি হইল; যেহেতু কর্ণের দুইটি পদ আমার জননী কুন্তীর পদদ্বয়ের মত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার চরণ-দ্বয় কি-রূপে আমার মাতৃ-চরণের সাদৃশ্য লাভ করিল! আমি তাহার কারণ অনুসন্ধান নিমিত্ত অনেক চিন্তা করিয়া তৎকালে কোন ক্রমেই অবগত হইতে পারিলাম না। হে ভগবন্ মহর্ষে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ-ব্রাহ্মণ; সুতরাং এই সংসারের ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সমস্ত আপনি অবগত আছেন; অতএব পৃথিবী কি নিমিত্ত সংগ্রাম স্থলে আমার সেই ভ্রাতা কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিল এবং তিনি কিরূপেই বা কাহার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তৎ সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথার্থ রূপ কীর্ত্তন করুন।

কর্ণাভিজ্ঞানে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কর্ণ যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছি-লেন, দেবর্ষি নারদ তৎ সমস্ত কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নারদ কহিলেন, হে মহাবাহো যুধিষ্ঠির! তুমি যাহা বলিলে তাহা ঐরূপই বটে, সমর স্থলে অর্জ্জুন ও কর্ণের কিছুই অসাধ্য ছিল না। পরন্তু আমি তোমার নিকট দেবগণেরও গোপনীয় এই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! কোন সময়ে বিধাতা "এই সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল শস্ত্র-দ্বারা পবিত্রাত্মা হইয়া কিরূপে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে!" এই মত চিন্তা করিয়া কুন্তীর কন্যা কালেই ক্ষত্রিয়দিগের পরস্পর বৈরানল উদ্দীপক এক গর্ভের সৃষ্টি করি-লেন; সেই গর্ভোৎপন্ন বালকই কালে সূত-পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া অঙ্গিরা-বংশ-প্রধান গুরু দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন; পরন্তু তিনি ভীমসেনের বল, অর্জ্জুনের অস্ত্রলাঘব, আপন-কার বুদ্ধি ও নকুল সহদেবের বিনয়, বিশেষত বাল্য কালে বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং আপনাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ দেখিয়া নিরন্তর চিন্তা করত সন্তাপিত হইলেন। অনন্তর, তিনিও বাল্যাবস্থায় দুর্য্যোধনের সহিত মিত্রতা করিলেন; পরন্তু দৈব ও স্বভাব-বশত আপনাদের চির-বিদ্বেষ ভাজন হইলেন। তদনন্তর, কর্ণ ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দেখিয়া গোপনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি রহস্য, প্রয়োগ ও প্রতিসংহারের সহিত ব্রহ্মাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি; কেন না আ-মার অন্তঃকরণ এই যে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করি। পুত্র ও শিষ্যদিগের প্রতি আপনকার স্নেহ তুল্য-ভাবে আছে সন্দেহ নাই; অতএব আপনি আ-মার প্রতি এরূপ প্রসন্ন হউন যাহাতে প্রাজ্ঞগণ আ-মাকে আর অকৃতাস্ত্র বলিতে না পারেন। দ্রোণা-চার্য্য কর্ণের এই সকল কথা শ্রবণে তাঁহার দুরভি-সন্ধির বিষয় বুঝিতে পারিয়া এবং অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাতী হওত কহিলেন, ব্রতাচারী ব্রাহ্মণ অথবা তপোনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরই ব্রহ্মাস্ত্র জানা বিধেয় অপর কোন ব্যক্তিই উহার অধিকারী নহে। এইরূপ উত্তর পাইয়া কর্ণ দ্রোণের সম্মান-পূর্ব্বক তাঁহার নি-কট অনুমতি লইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন; তিনি তাঁহার নিকট গমন-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া "আমি ভৃগু-বংশীয় ব্রাহ্মণ" এইরূপ বলিয়া গৌরবের সহিত প্রতিপন্ন হইলেন। রাম তাঁহার গোত্র ও শুভা-গমনাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে প্রতি-গ্রহ করিলেন; তাহাতে কর্ণ নিরতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি স্বর্গতুল্য সেই মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে থাকিলে ক্রমে দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ

রাক্ষসাদির সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল। তথায় থাকিয়া ভার্গব-শ্রেষ্ঠ রামের নিকট যথাবিধি মহাস্ত্র সকল শিক্ষা করিলেন এবং দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অতীব প্রীতি-ভাজন হইলেন। অনন্তর, কোন সময়ে সেই সূর্য্যাত্মজ কর্ণ খড়্গ ও ধনুষ্পাণি হইয়া একাকী সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী আশ্রম-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈব-বশত না জানিয়া কোন এক অগ্নিহোত্রী ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎ কাল পরে তিনি স্বীয় অজ্ঞান-কৃত সেই কার্য্য জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের নিকট নিবেদন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলেন, 'হে ভগবন্! আমি না জানিয়া আপনকার ধেনু বিনাশ করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' কর্ণ পুনঃপুন এইমত প্রসাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কটু বাক্য-দ্বারা ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক কহিলেন, 'রে দুর্ব্বুদ্ধে দুরাচার! তোকে বধ করাই কর্ত্তব্য; যাহা হউক্, তুই এক্ষণে স্বীয় দুষ্কৃত কার্য্যের ফল ভোগ কর। তুই যাহার সহিত সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকিস্ এবং যে নিমিত্ত দৃঢ়তর অস্ত্রাভ্যাস করিতেছিস্; রে পাপ! তাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ কালে পৃথিবী তোর রথচক্র গ্রাস করিবে; রথচক্র-গ্রস্ত হইলে যখন তুই বিমোহিত হইবি, সেই সময় বিপক্ষ প্রবল-পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তোর মস্তক পাতিত করিবে; রে নরাধম! এক্ষণে তুই এস্থল হইতে গমন কর্। রে মূঢ়! তুই যেমন প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেনু নষ্ট করিয়াছিস্, সেইরূপ তোর প্রমত্ত অবস্থাতেই শত্রু শিরশ্ছেদন করিবে।' এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া কর্ণ বহু সংখ্যক গো এবং রত্ন-প্রভৃতি ধন-দ্বারা সেই দ্বিজসত্তমকে প্রসন্ন করিতে যত্নপর হইলে তিনি কহিলেন, 'আমার মুখ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে, সমস্ত লোক একত্রিত হইলেও তাহা অন্যথা করিতে সমর্থ নহে; ইহা বিবেচনা করিয়া গমন বা অবস্থান যাহা কর্ত্তব্য হয় কর্।' ব্রাহ্মণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত দীনতা-প্রযুক্ত অধোমুখে সেই শাপ-বাক্য মনে মনে চিন্তা করত ভীত হইয়া রামের নিকট গমন করিলেন।

কর্ণ শাপ কথনে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

নারদ কহিলেন, ভার্গবশ্রেষ্ঠ তপস্বী রাম একাগ্র-চিত্ত কর্ণের বাহুবীর্য্য, শিক্ষানুরাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম ও গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে স্থিরভাবে যথাবিধি রহস্য ও নিবর্ত্তনাদির সহিত সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্রের উপদেশ করিলেন। তদনন্তর, অদ্ভুত-বিক্রম-সম্পন্ন কর্ণ সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে ভার্গবাশ্রমে অবস্থান-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে ধীমান্ রাম কর্ণের সহিত আশ্রম-সমীপে বিচরণ করিতে করিতে উপবাস জন্য ক্লেশে পরিশ্রান্ত হইলেন। তৎ পরে বিশ্বাস-পরম্পরা-স্নেহ-ভাজন শিষ্য কর্ণের উৎসঙ্গে মস্তক সংস্থাপন-পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। তিনি নিদ্রাভিভূত হইলে শ্লেষ্ম, মেদ, মাংস ও শোণিত-ভোজী কর্কশ-চর্ম্ম-সমন্বিত দারুণ এক কীট কর্ণের নিকটে আসিয়া শোণিত পান লালসায় তাঁহার ঊরুদেশ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ণ গুরুর ভয়-প্রযুক্ত উহাকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ কিছুই করিতে সমর্থ হইলেন না। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তিনি কেবল রামের নিদ্রাভঙ্গাশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াই সেই কীট-কর্ত্তৃক তাদৃশ-ভাবে দষ্ট হইয়াও তাহাকে উপেক্ষা করিলেন এবং সেই অসহ্য বেদনা ধৈর্য্য-দ্বারা সহ্য করিয়া অকাতর ও অবিচলিতভাবে সেই ভার্গব-প্রধান গুরু রামকে ঊরুদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন। যখন কর্ণের ঊরুদেশের ক্ষতস্থল সমুৎপন্ন সেই শোণিত-দ্বারা তেজস্বী রামের অঙ্গ স্পৃষ্ট হইল, তখন তিনি প্রবোধিত হইয়া সম্ভ্রান্তভাবে এইরূপ কহিলেন, 'তুমি এ কি করিয়াছ? হায়! আমি অশুচি হইলাম! যাহা

হউক্ এক্ষণে তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া ইহার যথার্থ কারণ কি বল। তখন কর্ণ রামের নিকট ক্রমি-দংশনের বিষয় ব্যক্ত করিলে তিনি দেখিলেন, অষ্ট পাদ ও তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা-সমন্বিত সূচী-সদৃশ রোমাবৃত ত্রাসে সঙ্কুচিতাঙ্গ শূকরাকৃতি অলর্ক নামক এক কীট অবস্থিত রহিয়াছে। সে রামের দৃষ্টিমাত্রে সেই শোণিতেই পরিক্লিন্নাঙ্গ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর, অন্তরীক্ষে মেঘমণ্ডল-মধ্যে কৃষ্ণকায় লোহিতগ্রীব বিকটাকার কামরূপী এক রাক্ষস দৃষ্ট হইল। সে সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, 'হে ভৃগু-শার্দ্দূল! আপনকার মঙ্গল হউক্, এক্ষণে আমি যথাবিহিত স্থানে গমন করিব। হে মুনিসত্তম! আপনি আমাকে এই নরক হইতে মুক্ত করিয়া আমার মহৎ প্রিয়কার্য্য করিয়াছেন; অতএব আপনার মঙ্গল হউক্, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।' মহাবাহু প্রতাপবান্ জমদগ্নি-নন্দন তাহার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই নরক প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সে কহিল, হে বৎস! সত্যযুগে আমি দংশ নামক এক জন প্রধান অসুর ছিলাম; আমার বয়োমান প্রায় আপনকার প্রপিতামহ মহর্ষি ভৃগুর তুল্যই ছিল। অনন্তর, আমি সেই মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যাকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাঁহার অভিশাপে ক্রমি হইয়া এই ভূতলে পতিত হই। হে রাম! আপনকার সেই পূর্ব্ব পিতামহ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমায় এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "রে পাপ! তুই ঘোরতর নিরয়গামী হইয়া নিরন্তর মূত্র ও শ্লেষ্ম-ভোজী হইবি।" তাঁহার সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে আমি কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! কত দিনে আমার এই শাপের অবসান হইবে? তাহাতে ভৃগু কহিলেন, "মদীয় কুলে রাম নামে যে মহাপুরুষ উৎপন্ন হইবেন, তাঁহা হইতে তোর শাপান্ত হইবে।" সেই কারণেই আমি অজিতাত্মা লোকের ন্যায় এই অকল্যাণকর গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনার সহিত সমাগম হওয়াতেই আমি এই পাপযোনি হইতে মুক্ত হইলাম। সেই মহাসুর রামের নিকট এইরূপ আত্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, রাম ক্রোধান্তঃকরণে কর্ণের প্রতি এইরূপ উক্তি করিলেন, রে মূঢ়! তোর ধৈর্য্য দেখিয়া তোকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবেচনা হইতেছে; কেন না, ব্রাহ্মণ-জাতি কদাচ অতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ নহেন; অতএব তুই নির্ভয়ে সত্য পরিচয় দে। তখন কর্ণ শাপ-ভয়ে ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে কহিলেন, হে ভার্গব! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন যে সূত-জাতি, আমাকেও সেই সূত-কুলোদ্ভব বলিয়া অবধারণ করুন; এই নিমিত্ত লোকে আমাকে রাধানন্দন কর্ণ বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আপনি এই অস্ত্রলুব্ধ জনের প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদ ও বিদ্যাপ্রদাতা গুরু যে পিতৃপদবাচ্য হয়েন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; এই কারণেই আমি আপনকার নিকট আপনাকে ভার্গব-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। ভার্গবশ্রেষ্ঠ রাম এতাবৎ বাক্য শ্রবণে অন্তরে রোষাবিষ্ট হইয়াও হাস্যমুখে সেই ভূতলে পতিত, ভয়ে কম্পমান, বদ্ধাঞ্জলি-সমন্বিত, দীনভাবাপন্ন কর্ণকে কহিলেন, রে মূঢ়! তুই যখন অস্ত্রলোভ-প্রযুক্ত আমার নিকট মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিস্, তখন এই শিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্র সকল তোর নিকট প্রতিভা পাইবে না; পরন্তু যে সময়ে তুই আপন তুল্য যোদ্ধার সহিত সঙ্গত হইয়া বিপন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইবি, সেই মৃত্যুকাল ব্যতীত অন্যান্য সময়ে এ অস্ত্রের প্রতিভার হানি হইবে না; কেন না, ব্রহ্মাস্ত্র ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অপর কোন জাতিতেই মৃত্যুকালে স্ফূর্ত্তি পায় না; তথাপি এই পৃথিবীতে কোন ক্ষত্রিয় তোর সদৃশ যোদ্ধা হইবে না। এক্ষণে তুই এস্থান হইতে গমন কর্; মিথ্যা-

ব্যবহারীর এস্থানে থাকিবার নিয়ম নাই। কর্ণ রামের এইরূপ ন্যায়োক্তি শ্রবণে তথা হইতে নির্গত হইয়া দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি এক্ষণে কৃতাস্ত্র হইয়া আসিয়াছি।"

কর্ণের অস্ত্রপ্রাপ্তি কথনে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এইরূপে কর্ণ ভৃগুকুল-নন্দন রামের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করণানন্তর দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া পরম আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে পৃথিবীর শত শত রাজগণ কলিঙ্গ-প্রদেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী সৌভাগ্য-সম্পন্ন 'রাজপুর' নামক নগরে কন্যা-লাভার্থী হইয়া স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধনও সেই রাজ-সমাগম-বৃত্তান্ত শ্রবণে কর্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাঞ্চন-বিভূষিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। অনন্তর, সেই মহামহোৎসবময় স্বয়ম্বর কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা নীল, দৃঢ়বিক্রম রুক্মী, স্ত্রীরাজ্যাধিপতি মহারাজ শৃগাল, শতধন্বা-অশোক, বীরনামা ভোজরাজ এবং এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তর দেশীয় বহু সংখ্যক ম্লেচ্ছাচার্য্য রাজগণ কন্যা-লাভার্থে সভায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা সকলেই সুবর্ণ অঙ্গদধারী ও বিশুদ্ধ-জাম্বুনদপ্রভা-সদৃশ তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় উৎকট-বলশালী ছিলেন। এইরূপে সমস্ত রাজগণ সভায় উপবিষ্ট হইলে, রাজ-কন্যা ধাত্রী ও নপুংসক-রক্ষিবর্গ-সমভিব্যাহারে রঙ্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎ পরে রাজাদিগের নাম ও বংশ পরিচয় ধাত্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সেই বরবর্ণিনী কন্যা অন্যান্য রাজগণের ন্যায় ক্রমে দুর্য্যোধনকেও অতিক্রম করিলে, কুরুনন্দন দুর্য্যোধন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সমস্ত নরপতিগণকে অসম্মানিত করিয়া কন্যাকে অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণের আশ্রয়ে বলদর্পিত হইয়া সেই কন্যাকে রথে আরোপিত করিয়া প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কর্ণ গোধা ও অঙ্গুলিত্রাদির দ্বারা সন্নাহিত হইয়া খড়্গ-প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করত রথারোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজগণ-মধ্যে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল; তাঁহারা সকলেই সমরাভিলাষে কবচ ধারণ-পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া পর্ব্বত-যুগলোপরি ধারাবর্ষি-বারিদ-পটলীর ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে করিতে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এইরূপে রাজগণ আপতিত হইতে থাকিলে, কর্ণ এক এক বাণে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ঐ সময় কেহ উদ্যত কার্ম্মুক হইয়া কেহ কেহ বা শক্তি ও গদা-প্রভৃতি অস্ত্র সকল উত্তোলন-পূর্ব্বক প্রহারোন্মুখ হইলে যোদ্ধৃপ্রবর কর্ণ স্বীয় হস্তলাঘব-প্রভাবে সকলকে ব্যাকুলিত করিয়া কোন কোন নরপতিকে শরাসন-বিহীন এবং অনেকের সারথি সংহার করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। নরপতিগণ ভগ্নমনা হইয়া স্বয়ং স্বয়ং অশ্বাদি বাহন সকল পরিচালন-পূর্ব্বক "যাও যাও" বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইলেন।

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে কর্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কন্যা গ্রহণ-পূর্ব্বক সানন্দ-চিত্তে হাস্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুর্য্যোধনের স্বয়ম্বরকন্যা হরণে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, মগধদেশাধিপতি রাজা জরাসন্ধ কর্ণের বীর্য্যাবিষ্কার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দ্বৈরথযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। অনন্তর, দিব্যাস্ত্র-

বেত্তা সেই দুই বীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি নানাবিধ শস্ত্রবর্ষণ-পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে যখন তাঁহাদিগের উভয়েরই তূণ শূন্য, শরাসন ছিন্ন ও খড়্গাদি ভগ্ন হইল, তখন বলশালী সেই দুই বীর ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধে সমাসক্ত হইলেন। কর্ণ বাহুযুদ্ধ-প্রবৃত্ত জরাসন্ধের জরা রাক্ষসী-সংযোজিত দেহের সন্ধিস্থল বিশ্লেষিত করিয়া দিলেন; তখন নরপতি জরাসন্ধ নিজ শরীরের বিকৃত ভাব দেখিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন, কর্ণ! "আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম।" এবং সেই প্রীতি প্রযুক্ত তিনি কর্ণকে মালিনী-নাম্নী নগরী প্রদান করিলেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! বিপক্ষজেতা কর্ণ পূর্ব্বে কেবল অঙ্গ দেশেরই রাজা ছিলেন, তৎপরে জরাসন্ধ-প্রদত্ত চম্পা অর্থাৎ মালিনী নগরীও দুর্য্যোধনের মতানুসারে পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহা আপনারও অবিদিত ছিল না। মহাবল কর্ণ কেবল এইরূপ শস্ত্রবল-প্রভাবেই পৃথিবী-মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র আপনকার হিত নিমিত্তই বর্ম্ম ও কুণ্ডল যাচ্ঞা করেন। ঐ সময় কর্ণও দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া সেই পরমপূজিত সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দেবরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ! তিনি সহজাত কবচ কুণ্ডল হইতে বঞ্চিত হইয়াই যুদ্ধস্থলে বাসুদেবের সমক্ষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইলেন। তথাচ দেখুন মহাত্মা রামের ও হোমধেনু নাশে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপ, কুন্তীর বরদান, ইন্দ্রের মায়া-কৌশল, সভাস্থলে ভীষ্ম-কর্ত্তৃক অর্দ্ধরথী বলিয়া নির্দ্দেশ-করণরূপ অপমান, শল্য-কর্ত্তৃক তেজোবধ ও বাসুদেবের নীতিবল-প্রভৃতি উপায় সকল সংযোজিত হওয়ায় এবং গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় রুদ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের এবং মহাত্মা দ্রোণ ও কৃপের নিকট হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই দিবাকর-সদৃশ দ্যুতিমান্ দিবাকর-নন্দন কর্ণ নিহত হইয়াছেন। হে মহারাজ! যদিচ আপনকার ভ্রাতা নর-শার্দ্দূল এরূপ বহুজন-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তথাপি সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করিবেন না।

কর্ণবীর্য্য কথনে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, শোকপরিপ্লুত রাজর্ষি যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন এবং শোকে বিমোহিত হইয়া সর্পের ন্যায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ ও দীনভাবে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ দেখিয়া কুন্তীদেবী শোকে বিকলাঙ্গী ও দুঃখে বিহ্বল চিত্ত হইয়া মধুর বাক্যে তৎকালোচিত এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন। বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও বীরপুরুষ; সুতরাং তোমার এরূপ শোক করা উচিত হইতেছে না অতএব শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা তাহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বে কর্ণের পিতা ভাস্করদেব এবং আমি আমরা উভয়েই যত্ন করিয়াছিলাম; বিশেষত ভানুমান্ হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের যাহা বক্তব্য তাহা কর্ণকে স্বপ্নে এবং আমার সম্মুখে বলিয়াছিলেন; অধিক কি তোমার সহিত মিলিত করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়েই কর্ণকে অনেক অনুনয় করিয়াছিলাম কিন্তু স্নেহ ও নানা কারণ প্রদর্শন করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সে নিতান্ত কালের বশীভূত হইয়া পরম শত্রুর ন্যায় নিয়ত তোমাদিগের বৈরনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইল; সুতরাং আমিও তদ্দর্শনে তাহাকে উপেক্ষা করিলাম। রাজা যুধিষ্ঠির কুন্তীর কথা শ্রবণে শোকে বিহ্বল-চিত্ত হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে কহিলেন, মাতঃ! আপনি এ বিষয়টি গোপন করিয়া রাখাতেই আমি এরূপ মনস্তাপ পাইলাম; এই

কথা বলিতে বলিতে মহাতেজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দুঃখিত হইয়া "অদ্য হইতে কোন স্ত্রীলোকই আর গূঢ়মন্ত্রণা গোপন করিতে সমর্থা হইবে না" এই মত জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতিই অভিশাপ প্রদান করিলেন। তদনন্তর, ধীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র, পৌত্র, সম্বন্ধী ও সুহৃদ্বর্গের ক্ষয়-ব্যাপার স্মরণ করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইলেন; তিনি ক্রমশ শোকাক্রান্ত-হৃদয় ও সন্তাপপীড়িত হইয়া ধূমব্যাপ্ত বহ্নির ন্যায় ম্লানচিত্ত হইতে লাগিলেন।

স্ত্রীশাপপ্রদান নাম ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মহারথী কর্ণকে স্মরণ করিয়া শোক-ব্যাকুলিত ও দুঃখসন্তপ্ত হইয়া অতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখ ও শোকাবিষ্ট হইয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া এই কথা কহিলেন, অর্জ্জুন! যদি আমরা পূর্ব্বে বৃষ্ণি ও অন্ধক প্রদেশে গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম তাহা হইলে আর জ্ঞাতিদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া এরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম না। আমাদিগের শত্রু কৌরবগণই এক্ষণে সমধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে; কারণ তাহারা ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে সম্মুখ-সংগ্রামে নিপাতিত হইয়া স্বর্গগামী হইয়াছে আর আমরা জ্ঞাতি হত্যা করিয়া হীন-পুরুষার্থ হইয়াছি; কেন না আপনি আপনাকে হনন করিলে ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা কি? অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচারে ধিক্, বল ও পুরুষকারে ধিক্! এবং অমর্ষতেও ধিক্! যদ্দ্বারা আমরা ঈদৃশ বিপদাপন্ন হইলাম। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা অহিংসা ও সত্যবাক্য-প্রয়োগ-প্রভৃতি বনচারীদিগের যে ব্যবহার তাহাই শ্রেষ্ঠ; আমরা কেবল লোভ ও মোহ-প্রযুক্ত রাজ্যভোগ-লালসায় দম্ভ এবং অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই ঈদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। পৃথিবী-বিজয়ৈষী বান্ধবগণকে নিহত দেখিয়া সংপ্রতি আমাদিগের চিত্ত যেরূপ বিষণ্ণ হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রদান করিয়াও কেহ আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হয়েন না। আমরা রাজ্য নিমিত্তে পৃথিবীর ন্যায় অপরিহার্য্য ও অবধ্য জ্ঞাতিগণকে নিহত করিয়া বান্ধবহীন হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমিষাকাঙ্ক্ষি পরস্পর বিবাদ-প্রবৃত্ত কুক্কুর-দলের ন্যায় রাজ্য-লালসায় জ্ঞাতিহত্যা করিয়া আমাদিগের এইরূপ অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে অতএব এক্ষণে সেই রাজ্যরূপ আমিষ আমাদিগের আর প্রীতিকর হইতেছে না সুতরাং তাহার পরিত্যাগই শ্রেয়; যেহেতু এই যুদ্ধে যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহারা কি সমগ্রা পৃথিবী, কি হিরণ্য-রাশি, কি গো অশ্বাদি পশু-সমুদয়, কোন বস্তুর নিমিত্তই বধ্য হইতে পারেন না। পরন্তু তাঁহারা সকলেই কামনা, দুঃখ, ক্রোধ ও হর্ষপরীতাত্মা হইয়া মৃত্যুরূপ যানে আরোহণ-পূর্ব্বক যমালয়ে গমন করিয়াছেন। পিতা সত্য, তিতিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রভৃতি তপস্যানুষ্ঠান-দ্বারা কল্যাণ-ভাজন পুত্র-কামনা করিয়া থাকেন; ঐরূপ মাতাও উপবাস, যজ্ঞ ও ব্রতাদি নানা মঙ্গল-জনক কার্য্যানুষ্ঠান-পূর্ব্বক গর্ত্ত লাভ হইলে দশ-মাসকাল সেই গর্ত্ত ধারণ করিয়া থাকেন। পরে "এই সন্তান কি কুশলে ভূমিষ্ঠ হইবে? এ কি জন্মিয়া জীবিত থাকিবে? এ কি বলশালী ও সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া আমাদিগের সুখ-বিধান করিবে?" জননীগণ ইহকাল ও পরকালের নিমিত্ত এইরূপ ফল প্রত্যাশাতেই নিরন্তর কাতর থাকেন। হা! আমাদিগের মৃত জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের জননীদিগের এক্ষণে সেই সমস্ত আশাই বিফল হইল। কেননা তাঁহাদিগের সুমৃষ্ট কুণ্ডলালঙ্কৃত যুবা পুত্রগণ রাজ্য-ভোগাদি উপভোগ না করিয়া এবং দেব ও পিতৃঋণাদি হইতে মুক্তি লাভ না করিয়াই যুদ্ধে নিহত হইয়া যমলোকে

গমন করিয়াছেন। ঐ সকল নরপতিগণের পিতা মাতা যে সময়ে তাঁহাদিগের বীর্য্য ও প্রভাবের ফল প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সেই সময়েই তাঁহারা নিহত হইলেন। পরন্তু তাঁহারা নিরন্তর বহুবিধ বাসনা ও মন্যু-সমন্বিত এবং নিরতিশয় ক্রোধ-হর্ষের বশবর্ত্তী থাকা-প্রযুক্ত কোন সময়েই কদাচ মনুষ্য-জন্মের শুভ ফলভাগী হইতে পারিবেন না; অতএব আমার বিবেচনায় কৌরব ও পাঞ্চালগণের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহারা চিরকালের নিমিত্তই প্রনষ্ট হইয়াছে; কেন না তাদৃশ ক্রোধামর্ষ-বশবর্ত্তী লোকেরাও যদি শুভলোকগামী হয়, তাহা হইলে ক্রোধ-মন্যু-পরীতাত্মা হন্তা ব্যক্তি স্বীয় জীব-হননাদি কার্য্য-দ্বারাও সমস্ত শুভলোকগামী হইতে পারে! যাহাই হউক্ আমরাই এই সমস্ত লোক বিনাশের মূলীভূত! অথবা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণেই এই সমস্ত দোষ প্রতিপন্ন হইতে পারে।

দুর্য্যোধন নিয়ত কপট-বুদ্ধি, দ্বেষ্টা ও মায়াজীবী ছিল; আমরা নিরপরাধী থাকিলেও সে সতত আমাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত। পরন্তু কি তাহারা কি আমরা, কেহই পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারি নাই; সুতরাং এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই পরাজয় হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাদিগের প্রভূত ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া পৃথিবী, কি স্ত্রীগণ, কি গীতবাদ্য জন্য আমোদ, কি অসংখ্য রত্নাদি, কি ভূসম্পত্তি, কি বহু দ্রব্য-সঞ্চিত কোষ, এই সমস্ত ভোগ্যবস্তু-মধ্যে কিছুই উপভোগ করিতে পারে নাই। তৎকালে সে দীর্ঘদর্শী অমাত্য বা সুহৃদ্বর্গ কাহারও বাক্য শ্রবণ করে নাই; আমাদিগের প্রতি নিরন্তর দ্বেষ-প্রযুক্ত সন্তপ্ত হইয়া স্নেহ ও সুখাদিকে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়াছিল। ঐরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সুবল-নন্দন শকুনির মুখে আমাদিগের সম্পত্তির বিষয় অবগত হইয়া দুঃখে পিঙ্গল-বর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন; তিনি পুত্র-স্নেহ-প্রযুক্ত মহামতি ভীষ্ম ও বিদুরের বাক্যে অনাস্থা করিয়া "দুর্য্যোধন ন্যায়যুক্ত কার্য্যই করিতেছেন" বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই অশুচি, লুব্ধ-স্বভাব ও কামবশবর্ত্তী পুত্র দুর্য্যোধনকে নিয়মিত না করিয়াই আমার ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন, সন্দেহ নাই।

পরন্তু নিয়ত পাপমতি সুযোধন আমাদিগের প্রতি প্রদ্বেষ-বশত সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করত সমরস্থলে বিপক্ষ-হস্তে স্বীয় সহোদরগণকে নিপাতিত করাইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে শোকাগ্নিতে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রদীপ্ত যশোরাশি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। দুর্য্যোধন যুদ্ধাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণ-সমীপে আমাদিগের প্রতি যাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, মহৎ কুলজাত ও আত্মীয় হইয়া অপর কোন্ পুরুষ সুহৃদ্গণের প্রতি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? ভাস্কর যেমন স্বীয় প্রভাবে সমস্ত দিক্ দগ্ধ করেন, তদ্রূপ আমরাও সমরে সমস্ত জ্ঞাতি ও বন্ধুদিগকে দগ্ধ করিয়া আত্ম-দোষের নিমিত্তই চিরকালের নিমিত্ত প্রনষ্ট হইলাম। সেই শত্রু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই আমাদিগের প্রগ্রহ-স্বরূপ হইয়াছিল, তাহার নিমিত্তই আমাদিগের এই সমস্ত কুল নির্ম্মূল হইল। পরন্তু আমরা অবধ্যদিগের বধ করিয়া এক্ষণে সাধারণের নিন্দাভাজন হইলাম। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই পাপাশয় কুলান্তকারী দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যেশ্বর করিয়াছিলেন বলিয়াই এক্ষণে তাঁহাকে শোক করিতে হইতেছে। হা! এই যুদ্ধে সমস্ত শূর পুরুষই নিহত হইয়াছেন, অর্থও নিঃশেষিত হইয়াছে এবং আমরাও পাপভাগী হইয়াছি। শত্রু নিহত করিয়া আমাদিগের সকলেরই ক্রোধ অপনীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু শোক কেবল আমাকেই মোহিত করিতেছে।

হে ধনঞ্জয়! শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, মনুষ্যকৃত দুষ্কৃত লোক-মধ্যে প্রকাশ, অনুতাপ, দান, তপস্যা ও নানা প্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠান অথবা

বৈভবাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তীর্থযাত্রা, শ্রুতিস্মৃত্যাদি পাঠ ও জপ-দ্বারা উপশমিত হইতে পারে; তন্মধ্যে সমস্ত ত্যাগবান্ পুরুষ যে পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়েন না, এইটিই শ্রুতিসম্মত। সন্ন্যাসী জন্ম-মরণ অতিক্রম-পূর্ব্বক জ্ঞানালোক-দ্বারা যথার্থ পথ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, শ্রুতিতে এইরূপ কথিত আছে। অতএব হে শক্রতাপন ধনঞ্জয়! আমি তোমাদিগের সকলের সম্মতি লইয়া সুখ দুঃখ পরিত্যাগ ও মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক জ্ঞান-পথাশ্রয়ী হইয়া অরণ্যে গমন করিব; পরিগ্রহবান্ পুরুষ যে কদাচ সারধর্ম্ম লাভ করিতে সক্ষম হয় না, তাহার স্পষ্টই শ্রুতি আছে এবং আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও দেখিয়াছি; সুতরাং সঙ্গাভিলাষী পুরুষেরা শ্রুতি কথিত, জন্ম-মরণের নিমিত্তীভূত যেরূপ পাপাচার করিয়া থাকে, আমিও রাজ্য-ভোগাভিলাষী হইয়া সেইরূপ পাপাচরণ করিয়াছি। অতএব আমি এক্ষণে এই সমস্ত পরিগ্রহ ও রাজ্যভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মমতা-শূন্য, শোক-বিরহিত ও সঙ্গাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া কোন অরণ্য প্রদেশে গমন করিব। হে কুরুসত্তম শক্রসূদন অর্জ্জুন! এক্ষণে তুমিই এই নিষ্কণ্টক ও কল্যাণাস্পদীভূত সমগ্র ভূমণ্ডলকে শাসন কর; আমার আর অর্থ, রাজ্য বা ভোগাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া বিরত হইলে কনীয়ান্ অর্জ্জুন এইরূপ উত্তর করিলেন।

যুধিষ্ঠির-পরিদেবনে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! যেমন কোন পুরুষ কাহার-কর্ত্তৃক অবমানিত হইলে সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ উগ্র-পরাক্রম, বক্তৃতাপটু, মহাতেজা অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া আপনার উগ্রভাব প্রদর্শন-পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে গর্ব্ব-সহকারে এইরূপ নীতিগর্ভ বাক্য কহিলেন, অহো! কি দুঃখ! কি কষ্ট! কি অদ্ভুত কাতরতা! যেহেতু আপনি অমানুষ কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন! ধর্ম্মরাজ! আপনি সমস্ত শক্র বিনাশ-পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী হস্তগত করিয়াও এক্ষণে কি বুদ্ধিলাঘব-প্রযুক্ত এ সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছেন? এই সংসার-মধ্যে ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রীর কোন কালেই রাজ্যভোগ হইতে পারে না। পরন্তু যদি আপনার এইরূপ ত্যাগধর্ম্মেই ইচ্ছা ছিল, তবে কি নিমিত্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সমস্ত নরপতি-বর্গকে নিপাতিত করিলেন? যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে কখন পুত্র, কলত্র ও পশু-প্রভৃতি লাভ করিতে বা লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইতে পারে না; কেন না অকল্যাণ-ভাজন ও দরিদ্র-লোক কোন কর্ম্ম-দ্বারাই ঐশ্বর্য্যভোগে সমর্থ হয় না। মহারাজ! আপনি যদি এই সমৃদ্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পাপিষ্ঠ কাপালিক-বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তাহা হইলে লোকে আপনাকে কি বলিবে? আপনি সকল লোকের ঈশ্বর হইয়া এই সমস্ত বৈভব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কল্যাণ-বিহীন, দরিদ্র ও প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় কি জন্য ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আপনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বাহুবলে সমগ্রা বসুন্ধরা পরাজিত করিয়াও কেবল মূর্খতাবশতই অখিল ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনপ্রস্থানে উদ্যত হইয়াছেন। অপিচ, আপনি প্রকৃত অধিকারী হইয়াও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলে, অসাধু লোক যে রাজশূন্য পৃথিবী পাইয়া হব্যকব্যাদি বিলোপ করিবে, তাহাতে আপনাকেই পাপভাগী হইতে হইবে। রাজা নহুষ নির্দ্ধনাবস্থায় স্বয়ং নৃশংসতা কার্য্য করিয়া নির্দ্ধনতায় ধিক্কার প্রদান-পূর্ব্বক অকিঞ্চনতা মুনিদিগেরই

কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর আগামী কল্যের নিমিত্তেও কিছুমাত্র সংস্থান না রাখা অর্থাৎ অসঞ্চয়-বৃত্তি যে কেবল ঋষিগণেরই ধর্ম্ম, তাহা আপনকারও বিদিত আছে; অতএব পণ্ডিতগণ যাহাকে রাজধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ধনের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মহারাজ! এই সংসার-মধ্যে যে ব্যক্তি কোন লোকের ধন হরণ করে, সে তাহার ধর্ম্মও হরণ করিয়া থাকে; অতএব তাদৃশ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন ধন অপহৃত হইলে আমরা কাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি? ইহলোকে দরিদ্রতা অতিপাপজনক, দরিদ্রলোক নিকটে থাকিলেও লোকে তাহারে মিথ্যাপবাদে দূষিত করিয়া থাকে; অতএব আপনকার তাদৃশ দরিদ্রতার প্রশংসা করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। এই পৃথিবী-মধ্যে পতিত ও নির্দ্ধন, এই উভয়কেই শোক করিতে হয়; সুতরাং নীচ ও নির্দ্ধন লোকের মধ্যে কোন বিশেষ আছে, এরূপ বোধ হয় না। যেরূপ নদী সকল পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্রমশ বিস্তারাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ক্রিয়া-সমস্তও প্রবৃদ্ধ ধনরাশি হইতেই উত্তরোত্তর প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহারাজ! ধনব্যতীত লোকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা স্বর্গ, এমন কি প্রাণযাত্রা-পর্য্যন্তও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কুনদী যেমন গ্রীষ্মকাল আগমনে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ ইহলোকে অর্থ-বিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষের সকল কার্য্যই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে, তাহারই মিত্র ও বান্ধব আছে; যাহার অর্থ আছে, তিনিই পুরুষ, যাহার অর্থ আছে, তিনিই পণ্ডিত। নির্দ্ধন লোক যদি কোন বিষয়ে অভিলাষী হইয়া তাহার প্রতিবিধান ইচ্ছা করে, কদাচ তাহা সিদ্ধ হয় না; পরন্তু মহাগজ-দ্বারা যেমন অপর মহাগজকে আবদ্ধ করা যায়, তদ্রূপ অর্থ-দ্বারাই সমস্ত প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মহারাজ! ধর্ম্ম, বহু দর্শিতা, ধৃতি, হর্ষ, কামনা, ক্রোধ ও মত্ততা এ সমস্তই অর্থ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধন হইতেই লোকের কুল গৌরব ও ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়। নির্দ্ধন ব্যক্তির না ইহলোক, না পরলোক, অর্থাৎ কোন লোকই সুখদায়ক হয় না। যেরূপ শৈল হইতে নদী উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধন হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে রাজন্! মনুষ্যের শরীর কৃশ হইলেই তাঁহাকে কৃশ বলা যাইতে পারে না; যাঁহার অশ্ব ও গো-প্রভৃতি পশু বা ভৃত্যের অল্পতা হয় এবং অতিথি সকল প্রায়ই যাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হয় না, তাঁহাকেই কৃশ বলা যাইতে পারে। মহারাজ! আপনি ন্যায়ানুসারে দেবাসুর বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন, দেবগণ জ্ঞাতিবধ ভিন্ন কোন্ সম্পদের অভিলাষ করিয়া থাকেন? আর যদি পরস্বাপহরণ বলিয়া ঐ ধর্ম্ম আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে বলুন দেখি, নরপতিগণ কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন? যেহেতু পর ধন ব্যতীত তাঁহাদিগের নিজের কিছুই নাই এবং বেদেতেও পণ্ডিতগণ “প্রতি দিন সামাদি বেদ-ত্রয়ের অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জ্জন ও যত্ন-সহকারে সর্ব্বথা ধনোপার্জ্জন-পূর্ব্বক যজ্ঞাদির আহরণ করা কর্ত্তব্য” এইরূপ বিধি-নিশ্চয় করিয়াছেন। যখন দেবগণও জ্ঞাতি বিদ্রোহাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তখন জ্ঞাতিবিদ্রোহিতা ব্যতীত কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারা যায়? এবং দেবগণ বিদ্রোহিতা-দ্বারাই স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছেন; অতএব সুরগণও এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং বেদেও এইরূপ শাশ্বত বিধি উক্ত হইয়াছে যে, নরপতিগণ অপরের নিকট হইতে যে সকল ধন আহরণ করেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে; কেন না অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন ও যাজন-প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ঐ সকল অর্থ-দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহাতে যদি দোষ বিবেচনা হয়, তাহা হইলে কুত্রাপি এমন কোন অর্থই দৃষ্ট হয় না, যাহা লোকের অনিষ্ট ব্যতীত সংগৃহীত হইতে পারে। অতএব রাজগণ এইরূপেই পৃথিবী জয় করিয়া থাকেন এবং পুত্র যেমন পিতৃ-

ধন নিজের বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও সেই জয়-লব্ধ বস্তু স্বকীয় বলিয়াই স্বীকার করেন। অপিচ, স্বর্গীয় রাজর্ষিগণ রাজধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যেমন সাগর হইতে প্রভুত জলরাশি নিঃসৃত হইয়া দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধন সকলও রাজকুল হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীর পালন কার্য্য সম্পাদন করে। দেখুন, এই পৃথিবী পূর্ব্বে দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতা-প্রভৃতি নরপতিদিগের অধিকৃতা ছিল, এক্ষণে আপনার হস্তগতা হইয়াছে; সুতরাং আপনি এই প্রভুত দ্রব্যজাত ও সর্ব্ব দক্ষিণা-সমন্বিত যজ্ঞ আপনার করায়ত্ত বলিয়া মনে করুন। আর যদি আপনি এই সমস্ত দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হইয়াও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই এই রাজ্যের পাপভার বহন করিতে হইবে। রাজা যে সকল প্রজাদিগের অর্থ লইয়া সদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাঁহার প্রজারা সকলেই সেই অবভৃত-স্নানে পবিত্র হয়। অন্যের কথা দূরে থাকুক্, বিশ্বমূর্ত্তি স্বয়ং মহাদেবও সর্ব্বমেধ হবনীয় মহাযজ্ঞে সমস্ত প্রাণিগণকে পরিশেষে আত্ম শরীরকেও আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। হে রাজন্! যে যজ্ঞে যজমান স্বয়ং পত্নীর সহিত দীক্ষিত হয়েন এবং একটি পশু, তিন বেদ ও চারিজন ঋত্বিক্, এই দশটি অবস্থিতি করে, সেই দাশরথ নামক মহান্ যজ্ঞীয়-পথই নিত্য, উহার ফল অবিনশ্বর, এইরূপ শ্রুত আছে; অতএব আপনি ঈদৃশ পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিবেন না।

অর্জ্জুন-বাক্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি মুহূর্ত্তকাল মন ও শ্রোত্র অন্তরাত্মায় নিবেশিত করিয়া একাগ্র হও, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাতে অভিরুচি হইবে। এক্ষণে আমি গ্রাম্য-সুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুদিগের গন্তব্য পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অতএব তোমার অনুরোধে আর বিষয়-পথে গমন করিব না। পরন্তু একাকী গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে এক্ষণে আমার কোন্ পথ শ্রেয়? যদি তুমি আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা কর অথবা তোমার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি স্বয়ংই বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্য ব্যবহার সুখ সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অরণ্যবাসী ও ফলমূলাহারী হইয়া সুমহৎ তপস্যানুষ্ঠান করত মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব। আমি তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক যথা সময়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, প্রাত ও সায়ং কালে স্নান, চর্ম্ম, চীর ও জটাধারণ ও পরিমিত ভোজন করিয়া শরীরকে কৃশ করিব এবং শীত, বাত, আতপ, ক্ষুধা ও পিপাসাদি জন্য ক্লেশ সকল সহ্য করিতে অভ্যাস করত বিধিদৃষ্ট তপস্যা-দ্বারা ক্রমে শরীরকে বিশোষিত করিব এবং অরণ্যস্থ প্রহৃষ্ট মৃগ-পক্ষিগণের শ্রুতি-মনোহর নানা বিধ কলধ্বনি শ্রবণ ও পুষ্পিত বৃক্ষাদির মনোরম পুষ্পগন্ধ আঘ্রাণ এবং স্বাধ্যায়নিরত বানপ্রস্থ-প্রভৃতি নানা বেশধারী রমণীয়-মূর্ত্তি বনবাসিগণের দর্শন করত অবস্থান করিব; আমি আর কাহারো অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইব না; অতএব গ্রামবাসীদিগের সহিত আমার যে আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা আর বক্তব্য কি? আমি তথায় একান্ত শিলীবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক পক্ক ও অপক্ক বন্য ফল, নির্ঝর বারি এবং স্তোত্রাদি-দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধন করত কাল যাপন করিব।

এইরূপে আরণ্যক-শাস্ত্র-বিহিত কঠোর ব্রত আশ্রয় করত দেহাবসানের কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, অথবা মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া প্রতি দিন এক এক বনস্পতির নিকট ফল ভিক্ষা করিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিব এবং নিরাশ্রয় ও ভস্মাচ্ছাদিত-কলেবর হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিব; কিম্বা সমস্ত প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষমূলে

অবস্থান করিব। অপিচ, সমস্ত পরিগ্রহ-শূন্য ও সুখ দুঃখ-রহিত হইয়া মমতা ও বাসনা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শোক বা হর্ষের বশবর্ত্তী হইব না এবং স্তুতি ও নিন্দায় সমান জ্ঞান করিব। আমি আর কদাচিৎ কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বাহ্যে অন্ধ, জড় বা বধিরের ন্যায় হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে কেবল আত্মোপাসনায় রত থাকিব। আমি জরায়ু-জাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণি-জাতের মধ্যে কাহার প্রতি হিংসা না করিয়া কি ধার্ম্মিক, কি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সকলের প্রতিই সম-দৃষ্টি করিব। কাহাকেও অবজ্ঞা বা কাহারও প্রতি ভ্রুকুটীপাত করিব না; সর্ব্বদা প্রসন্ন-ভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমনে যত্নপর হইব। গমনকালে কোন দিক্ বা দেশের প্রতি লক্ষ্য ও পশ্চাৎভাগে দৃষ্টিপাত কি পথের বিষয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে অভিমান-বর্জ্জিত ও নিরপেক্ষ হওত সমাহিত ও সরলান্তঃ-করণে যদৃচ্ছাচারে গমন করিব।

স্বভাব জীবের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং আহারাদি ব্যাপার স্বাভাবিক সংস্কার বশতই নির্ব্বাহিত হইবে, কিন্তু আমি জ্ঞানের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মি সেই সমস্ত সুখদুঃখাদিকে চিন্তা করিব না। পবিত্র ভোজন দ্রব্য যদি প্রথম গৃহে কিছু-মাত্রও না পাই, তাহা হইলে অন্য গৃহে যাইব; সে স্থলেও প্রাপ্ত না হইলে ক্রমে সপ্ত গৃহে পর্য্যটন-পূর্ব্বক উদর পূর্ত্তি করিব। যখন গ্রামের সমস্ত লোকের উদূখল-মুষলাদির কার্য্য সমাধা ও অগ্নি সকল নির্ব্বাপিত হইয়া রন্ধন-শালা ধূম-শূন্য হইবে এবং গৃহস্থ সকল ভোজনাদি ব্যাপার সমাপ্ত করিবে, এমন কি যৎকালে অতিথি ও ভিক্ষুকাদিরও আর গমনাগমন থাকিবে না; আমি এরূপ এক সময়ে যাইয়া দুই, তিন বা পাঁচটি গৃহ পর্য্যটন-পূর্ব্বক ভিক্ষা করিব এবং সমস্ত আশাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব। লাভ আর অলাভই হউক্ উভয়তই সমান জ্ঞান করিয়া সুমহৎ তপশ্চর্য্যায় রত থাকিব; জীবিতার্থী বা মুমূর্ষু এ উভয়ের কাহারই ন্যায় ব্যবহার করিব না। আমি জীবন বা মরণে সমান জ্ঞান করিব, কিছুতেই হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। যদি কোন ব্যক্তি কুঠার-দ্বারা আমার এক বাহু ছেদন করে এবং অপর এক ব্যক্তি অন্য বাহু চন্দন-দ্বারা লেপিত করে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কাহারও কল্যাণ বা অকল্যাণ চিন্তা করিব না। মনুষ্যগণ স্বীয় অভ্যু-দয়-নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, আমি তৎ-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক শরীর-নির্ব্বা-হোপযোগি কর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া কালযাপন করিব। সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্মে অনাসক্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিতে যত্নপর হইব এবং সর্ব্বতোভাবে সঙ্কল্প পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনোমালিন্য দূরীকৃত করিব। সংসার-পাশ ছেদ করিয়া সমস্ত সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হওত বায়ুর ন্যায় স্বতন্ত্র-ভাবে বিচরণ করিব। আমি অজ্ঞান-জনিত বাসনার বশীভূত হইয়া সুমহৎ পাপাচার করিয়াছি, অতএব এইরূপে সমস্ত বিষয়ে আসক্তি-শূন্য হইলেই অখণ্ড আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব। কোন কোন মূঢ় লোক বহুবিধ শুভাশুভ কার্য্য করিয়া নানা কার্য্য-কারণে সম্বন্ধ স্ত্রীপুত্রাদি স্বজন-বর্গকে স্নেহ-বশত প্রতিপালন করিয়া থাকে, পরে আয়ুঃশেষে এই জড়দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লোকান্তরে সেই পাপের ফলভাগী হয়; যেহেতু কর্ত্তারই কর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে। প্রাণিগণ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়াই রথ-চক্রবৎ নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ এই সংসার-চক্রে আ-গমন-পূর্ব্বক দেহ ধারণ করে; অতএব জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি-প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনা-সঙ্কুল নিয়ত অস্বাস্থ্যকর এই অপার সংসার যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তাঁহারই নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হইয়া থাকে। যখন দেবগণ স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণও স্ব স্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তখন এই সম-স্তের কারণাভিজ্ঞ হইয়া আর কে এই অনিত্য স্বর্গাদি

ঐশ্বর্য্য-কামী হইবে ? আরও দেখ, সময়ক্রমে অতি সামান্য পার্থিবগণও কপটতা-প্রভৃতি বিবিধ উপায় প্রয়োগ-দ্বারা কোন কারণ-বশত মহারাজকেও নিহত করিয়া থাকে। যাহা হউক্ বহুকালের পর আমার এই জ্ঞানামৃত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়া আমি এক্ষণে সেই অক্ষয়, অব্যয় শাশ্বত স্থান প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপ প্রজ্ঞা নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক নির্ভয়-পথারূঢ় হইয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি-প্রভৃতি বিবিধ বেদনা-সঙ্কুল এই দেহের অবসান করিব।

যুধিষ্ঠিরবাক্যে নবমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ ! যেরূপ মন্দবুদ্ধি অর্থজ্ঞান-শূন্য বেদপাঠক বিপ্রের নিত্য বেদপাঠ-বশত বুদ্ধি অভিভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনকারও এই বুদ্ধি কলুষিতা হওয়ায় তত্ত্বদর্শিনী হইতেছে না। রাজধর্ম্মে দোষারোপ-পূর্ব্বক যদি বৃথা শান্তি অর্থাৎ অলস-ভাব অবলম্বনই অভিপ্রায় ছিল, তবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের বিনাশ-সাধন করিয়া আপনকার কি ফল হইল ? আর ক্ষমা, অনুকম্পা, করুণা ও অনৃশংসতা-প্রভৃতি গুণ সকল কি আপনি ভিন্ন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য রাজবর্গে বর্ত্তমান নাই ? যদি পূর্ব্বে আমরা আপনকার এরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিতাম তাহা হইলে কখনই শস্ত্র গ্রহণ করিয়া কাহাকেও বধ করিতাম না। শরীরাবসানকাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই ভিক্ষাবৃত্তি-দ্বারা কালযাপন করিতাম ; তাহা হইলে আর রাজগণ-মধ্যে কদাচ এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইত না।

হে রাজন্ ! জ্ঞানিগণ "স্থাবরজঙ্গম সমন্বিত এই পৃথিবী বলশালি-পুরুষেরই ভোগ্যা ও পালনীয়া" বলিয়া জানেন এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের এইরূপ অভিমত যে সেই বলিষ্ঠ-পুরুষের রাজ্য গ্রহণ সময়ে যদি কেহ শত্রুতাচরণ করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিনাশ-করা কর্ত্তব্য। মহারাজ ! আমাদিগের শত্রু কৌরবগণও সেই দোষে দূষিত হইয়া আমাদের-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, অতএব আপনি এক্ষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী ভোগ করুন। যেমন কোন পুরুষ কূপ খনন-পূর্ব্বক তথায় জল প্রাপ্ত না হইয়া কেবল পঙ্ক-লিপ্ত-কলেবরে প্রতিনিবৃত্ত হয়, যেমন মহাবৃক্ষে আরূঢ় হইয়া মধু আহরণ-পূর্ব্বক তাহার আস্বাদন না করিয়াই আহরণ-কর্ত্তা নিহত হয় ; যেমন কেহ আশার আশ্রিত হইয়া মহাপথে গমন-পূর্ব্বক পরিশেষে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় ; যেমন কোন শূর-পুরুষ সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ আত্ম-হত্যায় রত হয়, অথবা ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ করিয়াও ভোজন না করা এবং কামী পুরুষের যদৃচ্ছাগত কামিনী লাভ করিয়াও তাহা উপভোগ না করার ন্যায় আপনি বনগমনে উদ্যত হওয়ায় আমাদিগের শত্রু-বিনাশাদি কার্য্যও সেইরূপ নিরর্থক হইতেছে।

রাজন্ ! আপনি নির্ব্বোধ হইলেও যখন আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মান্য করত আপনকার অনুবর্ত্তী হইতেছি তখন আমরাই এ বিষয়ে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই বাহু-বলশালী কৃতবিদ্য ও বিবেচক ; কিন্তু অক্ষমের ন্যায় আপনকার নিরর্থক বাক্যের অধীনে অবস্থান করিতেছি। হে রাজন্ ! আমার বাক্য যুক্তি-সঙ্গত কি না বিচার করিয়া দেখুন, আমরা অনাথদিগের রক্ষক হইয়াও যদি অর্থ হইতে ভ্রষ্ট হই, তাহা হইলে প্রয়োজন-সিদ্ধি-বিষয়ে লোকে আমাদিগকে কি অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না ? কারণ নরপতিগণ জরা-গ্রস্ত বা শত্রু-কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে অর্থাৎ কেবল আপৎকালেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, এইরূপ বিধি আছে। অতএব সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ অপর-সময়ে ক্ষত্রিয়দিগের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বিধি করেন নাই ; বরং তাহাতে ধর্ম্মের হানি হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অপিচ, যাহারা সেই ক্ষত্রিয় হইতে

উৎপন্ন ও তদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সেই হিংসা ধর্ম্মের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা আর কি প্রকারে সেই দৈব-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারে? তাহা হইলে সে বিষয়ে ত বিধাতাকেই নিন্দা করিতে হয়; অতএব দৈব-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দোষাশ্রিত হইলেও তাহা নিন্দিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগেরও সন্ন্যাস-ধর্ম্মে অধিকার আছে বলিয়া যে বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক না হইলেও ঋক্, সাম ও যজু এই ত্রয়ীবিদ্যায় অর্থাৎ বিধি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ নির্দ্ধন নাস্তিকগণ বেদোক্ত সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রশংসাপর বাক্যকে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান করত মত প্রচার করিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের, মস্তক-মুণ্ডনরূপ কপট-সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক যত্ন-দ্বারা দেহকে নিশ্চেষ্ট-ভাবে রক্ষা করিলে তাহা বিনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে জীবনের নিমিত্ত নহে। তবে কেবল দেব, ঋষি, অতিথি, পিতৃ, পুত্র ও পৌত্রদিগের ভরণে অসমর্থ পুরুষই অরণ্য-প্রদেশে একাকী অবস্থান-পূর্ব্বক সুখী হইতে পারে। যেরূপ মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণ অরণ্যচারী হইয়াও স্বর্গের অধিকারী নহে, তদ্রূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-বিমুখ শক্তিমান্ ক্ষত্রিয়ও আরণ্যক-ধর্ম্ম-দ্বারা কোন প্রকারে স্বর্গাধিকারী হইতে পারে না। হে রাজন্! যদি কেবল সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হইত তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণ অচিরাৎ সিদ্ধি লাভ করিত। লোকে ইহারাই প্রকৃত-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে হেতু ইহাদিগের পরিগ্রহ বা কোন উপদ্রব কিছুই নাই। মহারাজ! পুরুষ স্বীয় অদৃষ্ট-ব্যতীত কখন পরভাগ্যানুসারে ফলভাগী হইতে পারে না; অতএব অবশ্যই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, কর্ম্মহীন-ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আর আত্মোদর মাত্র ভরণ করিলেই যদি সিদ্ধি লাভ হইতে পারিত, তাহা হইলে যাহাদিগের আত্মোদর-ব্যতীত অপর কিছুই ভরণীয় নাই, সেই মৎস্যাদি সৃষ্ট জলজন্তুগণও সন্ন্যাস জন্য মুক্তিফল লাভ করিতে সমর্থ হইত।

অধিক আর কি বলিব আপনি বিশেষ মতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন এই জগতের সকল প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মের দ্বারা ব্যাপৃত রহিয়াছে, অতএব কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম-বিহীন ব্যক্তির অপর কিছুতেই সিদ্ধি হইতে পারে না।

ভীম-বাক্যে দশমোধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! এ বিষয়ে তাপসগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের কথোপকথনোপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কথিত আছে, আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। কোন সময়ে সৎকুলজাত কতকগুলি অজাত-শ্মশ্রু নির্ব্বোধ দ্বিজকুমার পরিব্রাজক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করেন; তাঁহারা সকলেই মহাধনশালী হইয়াও সন্ন্যাসকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বোধ করিয়া পিতা ও ভ্রাতা-প্রভৃতি বন্ধু-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক পর্য্যটন করিতে থাকিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা করিলেন। ভগবান্ পুরন্দর সুবর্ণময়-পক্ষি-রূপ ধারণ করত তাহাদিগকে কহিলেন, ইহ সংসারে যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজী তাঁহারা অপর প্রাকৃত মনুষ্যদিগের অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া থাকেন; এবং উহাই পবিত্র কর্ম্ম সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মকারী পুরুষদিগেরই জীবন প্রশস্ত এবং সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণই সিদ্ধমনোরথ হইয়া পরম গতি লাভ করেন।

তাপসগণ কহিলেন, অহো! এই পক্ষী যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজী মনুষ্যদিগের প্রশংসা করিতেছে; আমরাও যজ্ঞ শেষান্ন ভোজন করিয়া থাকি, অতএব এ নিশ্চয় আমাদিগকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিতেছে, সন্দেহ নাই। পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! আমি তোমাদিগের প্রশংসা করিতেছি না; তোমরা যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজী নহ, তোমরা মন্দবুদ্ধি, উচ্ছিষ্ট-ভোজী, মলিনসত্ত্ব ও পাপাত্মা। তাপসগণ কহিলেন, হে বিহঙ্গম! আমরা ইহাকেই পরম শ্রেয়ঃ পথ মনে করিয়া ইহারই উপাসনা করি-

তেছি; এক্ষণে যাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়, তুমি আমাদিগকে তাহা উপদেশ কর; তোমার কথায় আমাদিগের অতিশয় শ্রদ্ধা হইতেছে। পক্ষী কহিল দেখ, বক্তা ও শ্রোতার অন্তঃকরণ ভিন্নভিন্নাংশে বিভক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি আমার কথায় কোন আশঙ্কা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ হিতকর বাক্য উপদেশ করিব। তাপসগণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্ আর্য্য! আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ করিব; এই জগতের সমস্ত পথই তোমার বিদিত আছে, অতএব আমরা তোমার নিয়োগানুসারে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান কর। পক্ষী কহিল, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, ধাতুদ্রব্যের মধ্যে কাঞ্চন শ্রেষ্ঠ, শব্দের মধ্যে মন্ত্র শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; সেই বেদোক্ত মন্ত্র ব্রাহ্মণের জন্মাবধি জীবনের চরমকাল-পর্য্যন্ত জাতক্রিয়াদি সমস্ত সংস্কার বিধান করিয়া থাকে। এই বৈদিক-কর্ম্ম সকলই উৎকৃষ্ট যজ্ঞ ও স্বর্গের পথস্বরূপ; আর যদি ইহা স্বীকার না কর তবে এই কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে শত শত কর্ম্মনিষ্ঠ স্বর্গার্থী পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কার্য্য-সিদ্ধ হইয়াছে? এবিষয়ে আমি অনেক প্রত্যক্ষও করিয়াছি; অতএব ইহলোকে যেব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাস-সহকারে এই আত্মাকে যে দেবরূপে জানিয়া ভজনা করে, সে সেই ভাবেই সিদ্ধি লাভ করে।

এই জগতে জীবের তিন প্রকার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; প্রথম, মাঘাবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত এই ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ণ-কালে মৃত্যু হইলে শুক্ল অর্থাৎ আলোক-পথ-দ্বারা আদিত্য-লোক প্রাপ্তি হয়; ইহাকে ক্রমমুক্তি কহে। দ্বিতীয় শ্রাবণাবধি পৌষ-পর্য্যন্ত এই ষন্মাসাত্মক দক্ষিণায়ন-কালে কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্ধকার পথ দ্বারা চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়; এইরূপ মুক্ত-জীবের পুনরাবৃত্তি হয়। তৃতীয় অবিমুক্ত উপাসকদিগের অন্তিম-সময়ে রুদ্রদেব স্বয়ং আগমন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করেন, তাহাতে তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাকে অনাবৃত্তি মুক্তি কহে; কিন্তু এই তিন প্রকার সিদ্ধিই প্রাণিগণ কর্ম্ম দ্বারা কামনা করিয়া থাকেন

এই গৃহস্থাশ্রমই অতি পবিত্র, সিদ্ধক্ষেত্র ও মহৎ; যে সকল মনুষ্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে গমন অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে, সেই সকল মূঢ়গণ অর্থভ্রষ্ট হইয়া পাপে লিপ্ত হয়। অপিচ, তাহারা দেব-লোক, পিতৃ-লোক ও ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ এই নিত্য ত্রিবিধ সিদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় ইহলোকে জীবিত থাকিয়া চরমে কীটাদি যোনি প্রাপ্তি হয়। দেখ, মন্ত্রে এইমত বিধি আছে যে " হে যজমান! দ্রব্য-দানাদি-রূপ যজ্ঞ কর, আমি তোমাকে পুত্র, পশু ও স্বর্গাদি সুখ প্রদান করিব " অতএব যেরূপ বিধি আছে, সেই সেই বিধি অনুসারে অবস্থান করাকেই তপস্বীদিগের পরম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে; সুতরাং ঐরূপ যজ্ঞ ও দানাদিরূপ তপস্যাই তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা নিয়মে দেবার্চ্চনা, বেদাধ্যয়ন, পিতৃ-তর্পণ ও গুরুপরিচর্য্যা করণকেই দুষ্কর তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবগণ ঐরূপ দুষ্কর তপস্যা করিয়াই পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের প্রতি সেই সুকঠিন গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের ভার বহন করিতেই উপদেশ করিতেছি। এই বেদোক্ত কর্ম্মই যে প্রধান তপস্যা ও প্রজা উৎপত্তির মূল, তাহাতে কোন সংশয় নাই; যেহেতু বেদে গার্হাশ্রম-বিধিস্থলে " গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রমের মূল " বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। কাম ক্রোধ-শূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই তপস্যা বলিয়া স্বীকার করেন। আর ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত মধ্যম তপস্যা বলিয়া কথিত আছে। যাঁহারা দিবসে ও রাত্রিতে কুটুম্বাদিকে যথাবিধি অন্ন প্রদান-পূর্ব্বক ভোজন করেন, সেই বিঘসাশী ব্যক্তিগণ অন্যের

দুষ্প্রাপ্য স্থানে গমন করেন। হে তাপসগণ! দেব, পিতৃ, অতিথি ও স্বজনবর্গকে প্রদান-পূর্ব্বক অবশিষ্টান্ন-ভোজীদিগকেই পণ্ডিতগণ বিঘসাশী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা ইহলোকে সত্যবাদী ও উৎকৃষ্ট-ব্রতাচারণ-শীল হইয়া স্বধর্ম্মাশ্রয়-পূর্ব্বক নিজে সংশয় রহিত হয়েন ও অপরকে উপদেশ করেন, সেই নির্ম্মৎসর দুষ্কর-কর্ম্মকারী ব্যক্তিগণ দেহান্তে ইন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া বহু সম্বৎসর স্বর্গে বাস করেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর সেই তাপসগণ পক্ষিরূপী দেবরাজের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিষ্ফল-বোধে উহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সকলেই গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিও এক্ষণে সেই চিরাভ্যস্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করত এই নিষ্কণ্টক পৃথিবী শাসন করুন।

অর্জ্জুনবাক্যে একাদশাধ্যায়॥ ১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! ধার্ম্মিক-প্রবর অমিতভাষী দুঃখে বিবর্ণ বদন বিশাল-বক্ষা মহাভুজ প্রজ্ঞা-সম্পন্ন শত্রুতাপন নকুল অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে ভ্রাতা ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, মহারাজ! বিশাখযুপ নামক কোন ক্ষেত্র-বিশেষে দেবগণও বহ্নিস্থাপনার্থে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অতএব আপনি দেবত্ব লাভও কর্ম্মফল-দ্বারাই জানিবেন; অপিচ যাঁহারা বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা নাস্তিকগণেরও প্রাণদান করিয়া থাকেন, সেই পিতৃগণও বিধি সমালোচন-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যাহারা বেদোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগী, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নাস্তিক বলিয়া জ্ঞান করুন; কেন না ব্রাহ্মণ কখন কোন কর্ম্মে বেদোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন না। বেদনিশ্চয়জ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ কহেন যে, এই গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রম হইতে উৎকৃষ্ট এতদাশ্রমানুষ্ঠায়ী মনুষ্য দেবকর্ম্ম-দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

হে মহারাজ! অবধারণ করুন, যেব্যক্তি উৎকৃষ্ট যজ্ঞাবলম্বন-পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন সকল প্রদান করেন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম অর্থাৎ অহংত্ব ও মমত্বাদি অভিমান ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ সাত্ত্বিকত্যাগী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; আর যে ব্যক্তি সুখভোগ্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করে, অথবা অনশনাদি-দ্বারা শরীর ত্যাগ করে, সে তামস-ত্যাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ জানিবেন। যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক বৃক্ষমূলাশ্রয়ী ও সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে রত হয়েন এবং কোন কামনা না করিয়া কেবল শরীর নির্ব্বাহার্থে ভিক্ষা পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। অপিচ, যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও পিশুনতা পরিত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়নে রত থাকেন, তাঁহাকেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। মনীষিগণ কহেন যে, সমস্ত আশ্রমের তুলনা করিতে হইলে এক দিকে আশ্রমত্রয় আর এক দিকে গৃহাশ্রম; যেহেতু গৃহস্থাশ্রমই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ের আশ্রয়। লোকতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ তুলনা-দ্বারা আশ্রম-সকলের তারতম্য সমালোচনা করিয়া যখন বোধ করিলেন যে, এই গৃহস্থাশ্রমে স্বর্গ ও কাম উভয়ই লাভ হয়, তখন ইহাই তাঁহাদিগের গতি ও অবলম্ব্য হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বিমূঢ়গণ গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করে, যিনি সেরূপ না করিয়া ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই মহান্ ও প্রকৃত সন্ন্যাসী; আর যে সন্ন্যাসের চিহ্ন ধারণ করিয়া মনে কাম্যবস্তু সকলের চিন্তা করে, মৃত্যুরাজ স্বীয় পাশ-দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ বদ্ধ করেন। হে রাজন্! অভিমান-কৃত যে কর্ম্ম, তাহাই ফলদায়ক অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ নহে, কিন্তু আসক্তি-শূন্য যে ধর্ম্ম তাহা মহাফলপ্রদ; কারণ

উহা মুক্তির হেতু। শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, অকৌটিল্য ভাব, ধৃতি, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম এই সমস্ত নিয়মিত আচার ঋষি-প্রণীত বিধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; গৃহস্থাশ্রমে দেব, পিতৃ এবং অতিথি উদ্দেশে যজ্ঞাদির আহরণ করা প্রশস্ত; ইহাতে নিশ্চয়ই ত্রিবর্গ সাধন হয়। অতএব এই অপ্রতিষিদ্ধ-কার্য্যে অবস্থিত নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসীর ইহলোক বা পরলোক কোথাও উচ্ছেদ হয় না।

মহারাজ! নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি "বিবিধ দক্ষিণ যজ্ঞ-দ্বারা অবশ্যই আমার অর্চ্চনা করিবে" এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখুন, বৃক্ষ, লতা, ওষধি ও মেধ্য পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে এবং পবিত্র আজ্য-সমস্তও যজ্ঞ-প্রয়োজনীয়। যজ্ঞ-কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে বিশেষ জ্ঞানোদ্দীপক; অতএব এই দুর্লভ গার্হস্থ্যাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অতি দুষ্কর। সেই দুর্লভ গার্হস্থ্যাশ্রম লাভ করিয়া এবং পশু ও ধন-ধান্য-সমন্বিত হইয়াও যে সকল গৃহস্থ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা সুচিরকাল পাপ ভোগ করে। মহারাজ! ঋষিগণ-মধ্যে কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন, কেহ জ্ঞান-সমালোচনা, কেহ বা মনে মনে শাস্ত্রালোচনা-রূপ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইরূপ সমাহিত-চিত্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ ব্রাহ্মণের সংসর্গ দেবগণও অভিলাষ করেন।

হে রাজন্! শত্রু জয় করিয়া যে বহুবিধ রত্ন সঞ্চয় করিলেন, তাহা যজ্ঞে ব্যয় না করিয়া আপনি যে আরণ্যক-ধর্ম্ম গ্রহণের প্রসঙ্গ করিতেছেন, ইহাতে আপনকার কেবল নাস্তিকতা প্রকাশ পাইতেছে। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত রাজাদিগের সর্ব্বমেধ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদি যজ্ঞে ধনাদি ত্যাগ ভিন্ন অন্য প্রকার ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেখি নাই; অতএব হে রাজন্! যেমন দেবরাজ বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও অশ্বমেধ, রাজসূয় ও অন্যান্য প্রকার যজ্ঞ যাহা ব্রাহ্মণগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই সকলের অনুষ্ঠান করুন। দেখুন, রাজার অনবধানতা-দোষে যদি দস্যুগণ প্রজার ধনাপহরণ করে এবং রাজা যদি প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তাহা হইলে সেই রাজা সাক্ষাৎ কলি-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

আমরা রাজপুত্র হইয়াও যদি সজ্জিত অশ্ব, হস্তী, গো, অলঙ্কৃতা দাসী, জনপদ, গ্রাম, ক্ষেত্র ও গৃহ-সকল ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে না পারি, তাহা হইলে আপনকার দোষে আমরাও মাৎসর্য্যা-বিষ্ট-চিত্ত হইয়া কলিস্বরূপ হইব। যাঁহারা দান এবং প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, সেই পাপাত্মা রাজগণ পরলোকে কেবল দুঃখ ভোগ করেন, কদাচ সুখলাভে সমর্থ হয়েন না। হে ধর্ম্মরাজ! যদি পবিত্র-তীর্থে স্নান, পিতৃলোকোদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি এবং দেবোদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া অরণ্যে গমন করেন, তাহা হইলে প্রচণ্ড-বায়ু-চালিত মেঘ যেমন ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্রমে বিলীন হয়, তদ্রূপ আপনিও চরমে উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। যিনি অন্তরে অভিমানাদি এবং বাহ্যবস্তু-সকলে মনের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী; নচেৎ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলে সন্ন্যাসী হয় না। মহারাজ! অপ্রতিষিদ্ধ ও বৈধকার্য্যে অবস্থিত ব্রাহ্মণের ইহলোক কি পরলোক কুত্রাপি বিনাশ নাই। পূর্ব্বতন সাধু-রাজগণাচরিত স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দৈত্যসেনা সংহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ সমরে পরাক্রান্ত শত্রু কৌরবগণকে বল-পূর্ব্বক নিহত করিয়া আপনি যেরূপ শোক করিতেছেন, এরূপ আর কোন্ ব্যক্তি শোক করিয়া থাকে? হে নরেন্দ্র! আর শোক করিবেন না; আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে পরাক্রম-প্রভাবে পৃথিবী জয় করিয়াছেন, এক্ষণে যজ্ঞোপলক্ষে মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থাদি দান করুন, তাহা হইলে চরমে অনায়াসে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবেন।

নকুলবাক্যে দ্বাদশাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

সহদেব কহিলেন, মহারাজ! কেবল বাহ্যদ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না; বরং আন্তরিক আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলে, সিদ্ধি লাভের সম্ভব। অন্তরে বিষয়াসক্ত অথচ বাহ্যদ্রব্য-পরিত্যাগী পুরুষের যেরূপ ধর্ম্ম ও সুখ লাভের সম্ভাবনা, তাহা আমাদিগের শত্রু-দিগের হউক্, আর আন্তরিক অভিমানাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা-নিয়মে পৃথিবী-শাসনকারী রাজার যেরূপ ধর্ম্ম ও সুখের সম্ভব, তাহা আমাদিগের সুহৃদ্বর্গের হউক্। "মম" এই দুইটি অক্ষরই মৃত্যু; আর 'ন মম' এই তিনটি অক্ষর অর্থাৎ নির্ম্মমই শাশ্বত ব্রহ্ম জানিবেন।

মহারাজ! জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়েই নিশ্চয় প্রাণীদিগের শরীরে অলক্ষিত-ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েন। যদি জীব নিঃসংশয় অবিনশ্বর হইলেন, তবে শরীর নষ্ট করিলে কিরূপে প্রাণি-হিংসা হইতে পারে? আর যদি শরীরের উৎপত্তি-নাশে জীবের উৎপত্তি নাশ স্বীকার করেন, তাহা হইলে বেদ-বিহিত সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ বৃথা হইয়া যায়। অতএব জীবের উৎপত্তি-নাশাদি-বিষয়ে সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতন সাধু-পুরুষাচরিত অর্থ অবলম্বন করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এই স্থাবর-জঙ্গম সমন্বিত সমগ্রা বসুন্ধরা লাভ করিয়াও যে নরপতি উপভোগ না করেন, তাঁহার জীবন নিষ্ফল। যিনি অরণ্যে বাস করিয়া জীবন ধারণ করেন, অথচ অন্তরে বিষয়-মমতা করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই চরমে কৃতান্তের করাল-কবলে পতিত হয়েন। হে মহারাজ! আপনি এই আত্মাকে প্রাণীদিগের অন্তর ও বাহিরে প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত বলিয়া অবধারণ করুন, যাঁহারা আত্মাকে ঈদৃক্ ভাবে জানিতে পারেন তাঁহারা মহা ভয় হইতে মুক্ত হয়েন। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও গুরু; অতএব আমি দুঃখার্ত্ত হইয়া যে সকল প্রলাপোক্তি করিলাম, তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যে হেতু আমি যাহা বলিলাম, তাহা ন্যায্যই হউক্, আর অন্যায্যই হউক্, কেবল আপনকার প্রতি ভক্তি থাকা-প্রযুক্তই বলিয়াছি।

সহদেব বাক্যে ত্রয়োদশাধ্যায়॥ ১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ জনমেজয়! ভীমাদি ভ্রাতৃগণ বেদবিধান-নিরূপিত বাক্য দ্বারা তাদৃশ-ভাবে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধিত করিলেও যখন তিনি কোন উত্তর করিলেন না, তখন মহৎ অভিজন-সম্পন্না আয়ত-লোচনা মহিলাগণের অগ্রগণ্যা শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী কিছু বলিবার উপক্রম করিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মদর্শিনী বিপুল-শ্রোণী পাঞ্চালী স্বভাবতই মানিনী ছিলেন, তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিয়ত সম্মানিত করিতেন বলিয়া তাঁহার নিকট তিনি সমধিক অভিমান প্রকাশ করিতেন। তিনি হস্তিগণ-মধ্যবর্ত্তী যূথপতির ন্যায় সিংহ ও শার্দ্দূল-সদৃশ পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ মধ্যে সমাসীন রাজ-চূড়ামণি ভর্ত্তা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কটাক্ষ-পাত করত মনোহর সান্ত্ববাক্য-দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনকার ভ্রাতৃগণ শুষ্ককণ্ঠ-চাতকের ন্যায় চীৎকার করিতেছেন, তথাপি আপনি ইহাঁদিগের অভিনন্দন করিতেছেন না! সতত দুঃখভাগী মহা মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ এই ভ্রাতৃগণকে আপনি উপযুক্ত বাক্য-দ্বারা আনন্দিত করুন।

হে রাজন্! পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আপনকার এই সকল ভ্রাতৃগণ শীত, বাত ও আতপাদিতে অতিশয় ক্লিষ্ট হইলে আপনি কহিয়াছিলেন, "হে শত্রুতাপন সমর-বিজয়ি-ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে মিলিয়া সমরে দুর্য্যোধনকে নিহত করত সর্ব্বাভিলাষ প্রদায়িনী এই মেদিনী উপভোগ করিব এবং যখন তোমরা বিপক্ষের রথীদিগকে রথহীন ও মাতঙ্গ সমস্ত নিহত করিয়া সেই সকল রথ ও অশ্বারোহ-প্রভৃতি চতুরঙ্গিণী সেনার ছিন্ন-শরীরে ধরাতল সমাচ্ছাদিত ও বহুল দক্ষিণা-সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী বহুবিধ যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করিবে, তখনই তোমাদিগের এই সমস্ত বনবাস-জনিত দুঃখ সুখে পরিণত হইবে” হে ধার্ম্মিক-প্রবর ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে একপ আশ্বাস-প্রদ বাক্য বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ভগ্নোৎসাহিত করিতেছেন? দেখুন, ক্লীব ব্যক্তি কখন পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্য-ভোগের অধিকারী হয় না এবং পঙ্কে যেমন মৎস্য অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ ক্লীবের গৃহে পুত্রাদি থাকে না। রাজা দণ্ডহীন হইলে প্রভাবান্বিত হইতে বা বসুধা ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না এবং তাঁহার প্রজারাও কদাচ সুখ লাভ করিতে পারে না।

মহারাজ! সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি মিত্রভাব প্রকাশ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা এই সকল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয়ের নহে। অসাধুদিগের দমন, সাধুদিগের পালন এবং সমরে অপরাঙ্মুখতা, ইহাই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম। যাঁহাতে ক্ষমা, ক্রোধ, দান, আদান, ভয়, অভয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বর্ত্তমান আছে, তাঁহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ বলা যায়। মহারাজ! আপনি দান, অধ্যয়ন, সান্ত্ববাক্য, যজ্ঞ বা যাচ্ঞা-দ্বারা ত পৃথিবী লাভ করেন নাই, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য রক্ষিত বিপক্ষদিগের সমুদ্যত হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সঙ্কুল রণ-বিশারদ চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত করিয়াই এই বসুন্ধরা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইহা ভোগ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে রাজসূয়-যজ্ঞ-সময়ে আপনি নানা-জনপদ-সমন্বিত এই জম্বুদ্বীপ ও মহামেরুর পশ্চিমদিকস্থিত জম্বুদ্বীপ সদৃশ ক্রৌঞ্চদ্বীপ এবং মহাগিরির পূর্ব্বদিকস্থিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ-সদৃশ শাকদ্বীপ ঐ মহা পর্ব্বতের উত্তরস্থ ভদ্রাশ্বদ্বীপ এতদ্ভিন্ন সাগর পর্য্যন্ত নানা জনপদ-বিভূষিত অন্তর্দ্বীপ সকলও দণ্ড-দ্বারা শাসিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনি একপ অসীম-কার্য্য-সমস্ত করিয়া ও দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াও প্রসন্ন-চিত্ত হইতেছেন না, কি আশ্চর্য্য! আপনি মত্ত মাতঙ্গ ও বৃষভ-সদৃশ এই বলশালী ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহাঁদিগের অভিনন্দন করুন। দেখুন, আপনারা সকলেই অমর-তুল্য শত্রুদমন-ক্ষম ও শত্রুগণের পরাক্রম-সহিষ্ণু; অধিক কি আমার বিবেচনায় আপনাদিগের মধ্যে এক জনমাত্র স্বামী হইলেই পরম সুখের নিমিত্ত হইতে পারে। যখন শরীর-পরিচালক ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় আপনারা পঞ্চজনই স্বামী হইয়াছেন, তখন আমার যে কতদূর সৌভাগ্য তাহা আর কি বলিব?

মহারাজ! আমার শ্বশ্রূ সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্না দীর্ঘদর্শিনী কুন্তীদেবী কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই; তিনি আমায় কহিয়াছিলেন যে, “হে পাঞ্চালি! মহাপরাক্রমশালী যুধিষ্ঠির সমরে সহস্র সহস্র রাজ-বর্গকে নিহত করিয়া তোমার সুখবিধান করিবেন” কিন্তু আপনকার সহসা একপ মোহ উপস্থিত হওয়ায় এক্ষণে বোধ হইতেছে, তাঁহার সেই সকল কথা মিথ্যা হইল। যাহাদিগের জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হয়, অনুজগণ সকলেই তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, দেখুন, আপনকার এই উন্মত্ততা-প্রযুক্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই অনুগামী হইতেছেন। হে রাজন্! যদি ইহাঁরা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে নাস্তিকগণের সহিত আপনাকে বদ্ধ করিয়া ইহাঁরা স্বয়ংই পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করিতেন। যে পুরুষ বিমূঢ় হইয়া আপনকার ন্যায় এইরূপ আচরণ করে, সে কখনই শ্রেয়ো লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেব্যক্তি এইরূপ উন্মাদ-পথবর্ত্তী হয়, ধুপ, অঞ্জন, নস্য ও রক্ষাবন্ধন-প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ-দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু, হে ভরতসত্তম মহারাজ! স্ত্রীগণের মধ্যে আমি অতি অধম; কেন না আমি তাদৃশ পুত্রগণ বিহীন হইয়াও অদ্যাপি জীবিত বাঞ্ছা করিতেছি। আপনকার এই ভ্রাতৃগণ এবং আমি আমরা সকলেই যত্ন করিতেছি, অতএব আমাদিগের বাক্য বিফল করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখুন, আপনি এই সমগ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য

গমনে উদ্যত হইয়া স্বয়ংই বিপদকে আহ্বান করিতেছেন। মহারাজ! পূর্ব্বে যেমন সমস্ত রাজবর্গের মাননীয় রাজ-সত্তম মান্ধাতা ও অম্বরীষ ছিলেন, এক্ষণে আপনিও সেইরূপ বিরাজ করিতেছেন, অতএব ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন-পূর্ব্বক বন, পর্ব্বত ও বহুল দ্বীপ-সমন্বিত এই বসুন্ধরার শাসন, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধন ও বস্ত্র-প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান করুন, আর বিমনা হইবেন না।

দ্রৌপদী-বাক্যে চতুর্দ্দশাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! অর্জ্জুন যাজ্ঞসেনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অচ্যুত মহাবাহু যুধিষ্ঠিরের সম্মান-পূর্ব্বক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! দণ্ডই প্রজা সকলের শাসন ও পালন করিয়া থাকে এবং লোক সকলের নিদ্রাবস্থাতেও দণ্ড জাগরিত থাকে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানেন। দণ্ডই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের রক্ষক, এই নিমিত্ত দণ্ড ত্রিবর্গনামে কীর্ত্তিত হয়। অধিক কি, প্রজাদিগের ধন ও ধান্য যে কিছু বস্তু, সমস্তই দণ্ড-দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! আপনিও এইরূপ অবধারণ করিয়া লোক-রক্ষা-স্বরূপ দণ্ড গ্রহণ এবং লৌকিকভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখুন, এই পৃথিবীতে কতকগুলি পাপাত্মা লোক কেবল রাজদণ্ড ভয়েই পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় না; কেহ কেহ যমদণ্ড ও পরলোক ভয়েতে, কেহ বা পরস্পর ভয় জন্যও পাপাচরণ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! এইরূপই লোক-ব্যবহার সিদ্ধি; এই সমস্ত লোক কেবল দণ্ড নিমিত্তই স্ব স্ব কার্য্যে যথা-রীতি ব্যবস্থিত রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে এরূপ অনেক লোক আছে যে, তাহারা কেবল দণ্ড ভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না; অধিক কি, দণ্ড যদি প্রজাদিগকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে লোক সকল নিবিড়ান্ধকার-রূপ নরকে নিমগ্ন হইত। অদান্তের দমন ও অশিষ্টের দণ্ড করে বলিয়াই পণ্ডিতগণ উহার নাম দণ্ড রাখিয়াছেন।

ব্রাহ্মণজাতি কোন অপরাধ করিলে কেবল বাক্যের দ্বারা তাঁহাদিগের দণ্ড করা কর্ত্তব্য; অপরাধী ক্ষত্রিয়ের ভোজন-মাত্র প্রদান অর্থাৎ বেতন অপ্রদান-রূপ দণ্ড করিবে; বৈশ্যের অর্থাদান-রূপ দণ্ড করিবে, আর শূদ্রজাতির অন্য দণ্ড না করিয়া তাহা-দ্বারা কেবল সেবা কার্য্য করানই বিধি। প্রজাদিগের অর্থরক্ষা ও সতর্কতার নিমিত্ত লোকে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। যে স্থলে দণ্ডনেতা অর্থাৎ রাজা সম্যক্ বিচারবান্ হয়েন এবং শ্যামমূর্ত্তি লোহিত-নেত্র দণ্ড সুন্দর-রূপে উদ্যত থাকে, সে স্থলে প্রজা কদাচ মোহিত হয় না। ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু, সকল আশ্রমীই কেবল দণ্ড ভয় নিমিত্ত নিয়মিত পথে অবস্থিত রহিয়াছে জানিবেন। মহারাজ! দণ্ড ভয় না থাকিলে কোন পুরুষ যজ্ঞানুষ্ঠান বা দানাদি করিতে ইচ্ছা করিত না; অধিক কি, ভয়-হীন হইলে কোন ব্যক্তিই নিয়মে থাকিতে ইচ্ছা করে না। মৎস্যঘাতী যেমন মৎস্য হিংসা না করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, তদ্রূপ রাজা শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ ও দুষ্কর কার্য্য না করিলে মহতী শ্রী লাভ করিতে সক্ষম হয়েন না। নরপতিগণ শত্রু-হন্তা না হইলে তাঁহার কীর্ত্তি, ধন বা প্রজা কিছুই স্থায়ী হয় না; দেখুন, ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া মহেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণের মধ্যে যাঁহারা শত্রুহন্তা, লোকে তাঁহাদিগেরই অত্যন্ত ভক্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, স্কন্দ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, বায়ু, কুবের ও রবি এবং বসু, মরুৎ, বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ ইহাঁরা সকলেই হন্তা; কিন্তু মনুষ্যগণ ঐ সকল দেবগণের প্রতাপে প্রণত হইয়া উহাঁদিগকে নমস্কার করিয়া থাকে; ব্রহ্মা, ধাতা বা পূষাকে

কদাচ প্রণাম করে না। কেবল কোন কোন প্রশস্ত মনুষ্য সমস্ত কর্ম্মেতেই সর্ব্ব প্রাণীতে সমভাবাপন্ন, দান্ত ও শম-পরায়ণ দেবগণের অর্চনা করিয়া থাকেন। এই সংসার-মধ্যে এরূপ কোন প্রাণীকেই দেখিতে পাই না, যে হিংসাবৃত্তি না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে; যেহেতু দুর্ব্বল প্রাণীর দ্বারা বলবত্তর প্রাণীমাত্রই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সর্ব্বত্র এইরূপ নিয়মই দৃষ্ট হয়। দেখুন, নকুল মূষিককে, বিড়াল নকুলকে, কুক্কুর বিড়ালকে এবং চিত্রব্যাঘ্র কুক্কুরকে ভোজন করিয়া থাকে; আবার কাল পুরুষ সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সকলকেই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অধিক কি, এই স্থাবর ও জঙ্গমময় জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎ সমস্তই প্রাণের ভক্ষ্য বলিয়া বিধাতা-কর্তৃক বিহিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি সে বিষয়ে বিমোহিত হয়েন না।

হে রাজেন্দ্র! আপনি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কুলাচরিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনকার কর্তব্য। মূঢ়মতি ক্ষত্রিয়েরাই ক্রোধ হর্ষ বিসর্জ্জন দিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করে, পরন্তু তাপসগণও হিংসা না করিয়া কদাচ দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়েন না। ভূতলে, জলে ও ফল সমস্ত-মধ্যে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র প্রাণী অন্তর্নিবিষ্ট আছে; তাপসগণ প্রাণ ধারণের নিমিত্ত পান ভোজনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া ফল-জলাদির সহিত ঐ সকল প্রাণীদিগের হিংসা করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে এত সূক্ষ্ম প্রাণী আছে যে, কেবল অনুমান ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই তাহাদিগের অস্তিত্ব স্থির হইতে পারে না; তাহারা এরূপ সূক্ষ্ম যে, চক্ষুর পক্ষ্মাঘাতেও বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুনি-ধর্ম্ম অবলম্বন করত গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া অরণ্যে গমন করে; কিন্তু সে স্থলেও সেই বিমূঢ়গণকে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমী হইতে দেখা যায়। আবার অনেকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও ভূমি খনন ও ওষধী ছেদন এবং উদ্ভিজ্জ ও অণ্ডজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রাণিজাতের হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গ লাভ করিতে পারে। অতএব আমার এইরূপ নিশ্চয় বোধ আছে যে, যথাবিধি দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রাণি-মাত্রেরই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

এই জীব-লোকে দণ্ড না থাকিলে সমস্ত প্রজাই নষ্ট হইয়া যাইত; সমধিক বলশালী প্রাণিগণ আপনাপেক্ষা দুর্ব্বলদিগকে সলিল-স্থিত মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। সম্যক্ বিচার-প্রণীত দণ্ডই যে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, পূর্ব্বে ব্রহ্মাও এই সত্য বাক্যটির উক্তি করিয়াছিলেন। দেখুন, প্রশান্ত অগ্নিও দণ্ড-ভয়ে ভীত হইয়া ফুৎকার প্রদান-মাত্রেই পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। সাধু ও অসাধু লোক বিভাগকারী দণ্ড যদি এই সংসার-মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে এই সমস্ত জীবলোক অন্ধতমসের ন্যায় হইয়া থাকিত, কিছুই বিদিত হইতে পারা যাইত না। অধিক কি, যাহারা নিয়মোল্লঙ্ঘনকারী, বেদ-নিন্দক, নাস্তিক, তাহারাও দণ্ড-দ্বারা নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়মের বশীভূত হয়। মহারাজ! সকল প্রাণীই দণ্ড জন্য নত হইয়া থাকে; কেন না, এই জগতে নিষ্পাপ লোক দুর্লভ; অতএব প্রায় সকলেই দণ্ড-ভয়ে ভীত হইয়া নিয়মিত পথে বিচরণ করে। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজার সুখ, ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা এবং তাহাদিগকে নীতি-পথাবলম্বী করিবার নিমিত্তই বিধাতা দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি দণ্ড ভয় না থাকিত, তাহা হইলে দুষ্ট পক্ষী ও শ্বাপদগণ প্রতিনিয়ত যজ্ঞীয় হবি, পশু ও মনুষ্যাদিগকে ভক্ষণ করিত। দণ্ড প্রজা রক্ষা না করিলে বেদাধ্যয়ন, দুগ্ধবতী ধেনু দোহন ও কন্যাদিগের উদ্বাহ, এই সকল কার্য্যের কিছুই হইতে পারিত না। লোক-রক্ষাকারী দণ্ড না থাকিলে সমস্ত ক্রিয়ার উচ্ছেদ ও নিয়ম সকল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত এবং প্রজাগণ কোন বস্তুই আমার

বলিয়া জানিতে পারিত না অর্থাৎ প্রবলগণ অনায়াসেই দুর্ব্বলের ধনাদি বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিত। যদি দণ্ড লোকরক্ষা না করিত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই অকুতোভয় হইয়া বিধিবৎ দক্ষিণা-সমন্বিত সাংবৎসরিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইত না। অপিচ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ-প্রভৃতি আশ্রমিগণ কেহই বিধির অনুসারী হইয়া স্ব স্ব আশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত না এবং কোন ব্যক্তি বিদ্যা লাভও করিতে সমর্থ হইত না। দণ্ড ভয় না থাকিলে উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভাদি পশুগণ যানাদিতে নিযোজিত হইয়া কখনই তাহা বহন করিত না। হে মহারাজ! সমস্ত প্রাণীই দণ্ড ভয় নিমিত্ত যথা-নিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে জানিবেন, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ দণ্ডকে সকলের মূল বলিয়া জানেন; দণ্ডই মনুষ্যগণের স্বর্গপ্রদ; অধিক কি, এই সমস্ত লোকই কেবল দণ্ডপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে স্থলে শত্রু-বিনাশকারী দণ্ড বিধানানুসারে প্রণীত হয়, সে স্থলে কোন প্রকার অনিষ্ট, কপটতা বা বঞ্চনা দৃষ্ট হয় না। যদি দণ্ড উদ্যত হইয়া রক্ষা না করিত, তাহা হইলে কাক পুরোডাশ ভোজন ও কুকুর যজ্ঞীয় ঘৃত অবলেহন করিতে প্রবৃত্ত হইত।

হে রাজন্! ধর্ম্মই হউক্ আর অধর্ম্মই হউক্, এক্ষণে এই রাজ্য আমাদিগের লব্ধ হইয়াছে, আপনি শোকাদি পরিত্যাগ করিয়া ইহা ভোগ করুন এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুন। শ্রীমন্ত পুরুষগণ প্রিয় কলত্র ও পুত্রাদির সহিত বাস করত পবিত্র বস্ত্র পরিধান ও উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন-পূর্ব্বক সুখে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। এই সংসার-মধ্যে যে কিছু কার্য্য আছে, তৎ সমস্তই অর্থের আয়ত্ত এবং সেই অর্থও দণ্ডের আয়ত্ত; এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন দণ্ডের কি পর্য্যন্ত গৌরব। আপনি জানিবেন যে, কেবল লোক-যাত্রা নির্ব্বাহার্থেই ধর্ম্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে। কোন দুর্ব্বল প্রাণী প্রবল-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সেই দুর্ব্বলের পরিত্রাণার্থে প্রবলের বিনাশ সাধন করিলে সেই সদাত্মক হিংসার দ্বারা অহিংসা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে।

হে রাজন্! ইহলোকে কোন কার্য্যই একবারে দোষ-হীন বা সর্ব্বতোভাবে দোষ-যুক্ত নাই; সমস্ত কার্য্যেতেই আংশিক দোষ ও গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেখুন, বহু সংখ্যক লোক পশুদিগের দ্বারা ভারাদি বহন করাইয়া লয়, আবার তাহাদিগের বৃষণ ও শৃঙ্গ ছেদন এবং তাহাদিগকে বন্ধন ও প্রহার করিয়া থাকে। এই অনিত্য লোক-ব্যবহার এইরূপেই পর্য্যাকুলিত অর্থাৎ দণ্ডপ্রভাবেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; অতএব আপনিও ঐরূপ ব্যবহার-দ্বারা পুরাতন ধর্ম্মাচরণ করুন। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রজাপালন, শত্রুদিগের বিনাশ ও মিত্রগণের পালন করিয়া সম্যক্ প্রকারে ধর্ম্মোপার্জ্জন করুন। হে রাজন্! শত্রু-বিনাশ-কালে আপনকার যেন কিছুমাত্র দীনভাব উপস্থিত না হয়, কারণ বিধি অনুসারে শত্রু সংহার করিলে তাদৃশ কর্ত্তাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। অধিক কি, যদি ব্রাহ্মণও শস্ত্রপাণি হইয়া হননেচ্ছায় সমাগত হয়, তাহা হইলে শস্ত্র-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যেহেতু সেই সমাগত আততায়ী পুরুষের ক্রোধই হন্তার ক্রোধোদ্রেকের মূল। বিশেষত যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি যে অবধ্য, তাহাতে সংশয় নাই; যদি আত্মা অবধ্য হইলেন, তবে আর কে কার বধ্য হইতে পারে? মনুষ্যগণ যেরূপ পুনঃপুন গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ জীবও পুনঃপুন শরীর হইতে শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়। দেহীর পুরাতন দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন দেহ ধারণ করাকেই তত্ত্ব-দর্শী পণ্ডিতগণ মৃত্যু বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অর্জ্জুন-বাক্যে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে

অমর্ষপরায়ণ তেজস্বী ভীমসেন ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কোন বিষয়েই অনভিজ্ঞ নহেন, সমস্ত ধর্ম্মই আপনকার বিদিত আছে। আমরা সর্ব্বদাই আপনকার চরিত্রের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কোন ক্রমেই সমর্থ হই না। আপনাকে কিছু বলিব না বলিব না মনে করি, কিন্তু দুঃখাবেগ প্রযুক্ত আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক্ষণে আমি কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনকার মোহবশত সমস্তই বিফল হইতেছে এবং আমরাও কাতর ও দুর্ব্বল হইতেছি। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ নরপতি হইয়াও কি নিমিত্ত দীনভাবাপন্ন কাপুরুষের ন্যায় মোহিত হইতেছেন? হে রাজন্! লোকের সদ্গতি ও অসদ্গতির বিষয় আপনকার বিদিত আছে এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাদি কালের গতিও আপনকার অবিদিত নাই। এই রাজ্য বিষয়ে আমি আপনাকে হেতু-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কিছু বলিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। এই জীবলোকে শারীরিক ও মানসিক, এই দুই প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগের একের উৎপত্তিতেই অন্যের উৎপত্তি হয়। শারীরিক ভিন্ন মানসিক, বা মানসিক ভিন্ন শারীরিক পীড়ার উপলব্ধি হইতে পারে না। শরীরের অস্বাস্থ্য জন্য যে মানসিক পীড়ার উৎপত্তি হয় এবং মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখের স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে কেবল একটি দুঃখের দ্বারা আর একটি দুঃখের আকর্ষণ করিয়া পরে দুইটি অনর্থ প্রাপ্ত হয়।

কফ, পিত্ত ও বায়ু, শরীরের এই তিনটি গুণ আছে; এই গুণ-ত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা, তাহাকেই শরীরের স্বস্থ লক্ষণ বলা যায়, আর তাহাদিগের অন্যতরের আতিশয্য হইলেই প্রতিকার করণার্থ উপদেশ আছে; উষ্ণ দ্রব্যাদির দ্বারা কফ এবং শৈত্যদ্রব্যের দ্বারা উষ্ণতা নিবারিত হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় মনেরও সত্ত্ব, রজ ও তম নামক তিনটি গুণ আছে। ঐ গুণ-ত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা, তাহাকেই মানসিক স্বস্থ লক্ষণ বলা যায়, আর উহাদিগের একতর উত্তেজিত হইলেই প্রতিকারের আবশ্যক। হর্ষ-দ্বারা শোক ও শোকের দ্বারা হর্ষের নিবৃত্তি হয়। কোন কোন ব্যক্তি সুখে অবস্থান করিয়া দুঃখের এবং কেহ বা দুঃখে অবস্থিত হইয়া সুখের স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু, আপনি ত কখন সুখ বা দুঃখে আসক্ত হয়েন নাই; সুতরাং দুঃখের সময়ে সুখের বা সুখোপস্থিত সময়ে দুঃখের স্মরণ করা আপনকার কর্ত্তব্য নহে; দেখুন, অদৃষ্টই বলবত্তর। অথবা যদ্দ্বারা আপনি ক্লিষ্ট হইতেছেন, আপনকার স্বভাব যদি তাদৃশই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে শত্রুগণ আমাদিগের সমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে সমানীত করিয়াছিল, আপনি সে বিষয়ের স্মরণ করিতেছেন না কেন? অপিচ, আমরা যে নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অজিন পরিধান-পূর্ব্বক মহারণ্যে বাস করিয়াছিলাম এবং তথায় যে জটাসুর ও চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের দ্রৌপদী-হরণ, অজ্ঞাত বাস ও রাজপুত্রী পাঞ্চালীর প্রতি কীচকের পদাঘাতাদি নানা উপদ্রব জন্য বহুবিধ ক্লেশ সমুৎপন্ন হইয়াছিল, আপনি কি নিমিত্ত তাহা বিস্মৃত হইতেছেন?

হে রাজন্! পূর্ব্বে ভীষ্ম দ্রোণের সহিত আপনকার যেরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল এক মনের সহিত আপনকার তাদৃশ যুদ্ধ করিবার কাল উপস্থিত। এ যুদ্ধে শস্ত্রনিচয় বা বন্ধু বান্ধবের প্রয়োজন হয় না, একমাত্র বুদ্ধিকে সহায় করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। যদি আপনি মনকে পরাজিত না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আপনাকে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াও শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ জন্মান্তরেও আপন-

কার যুদ্ধ কার্য্য অনিবার্য্য জানিবেন। অতএব হে রাজন্! বন-গমনাদি-রূপ প্রকটীভুত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অদ্যই আপনি সমালোচনা-রূপ কর্ম্ম-দ্বারা অব্যক্ত-রূপ মানস-যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নপর হউন, অর্থাৎ চিত্ত-সংযত করিতে চেষ্টা করুন। মনকে পরাজিত করিতে না পারিলে বানপ্রস্থাদি কোন আশ্রমেই আপনকার সুখ লাভ হইবে না, আর উহাকে জয় করিতে পারিলেই আপনি কৃতার্থ হইতে পারিবেন। আপনি প্রাণীদিগের এইরূপ গতাগতি বুদ্ধি-দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পিতৃপৈতামহিক ব্যবহারানুসারে যথা রীতি রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হউন। মহারাজ! ভাগ্যবশতই পাপাত্মা দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত সমরে নিহত হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমেই আপনি দ্রৌপদীর কেশপাশের ন্যায় পুনরায় স্বপদস্থ হইয়াছেন। হে রাজন্! বীর্য্যবান্ বাসুদেব এবং আমরা সকলেই আপনকার আদেশবর্ত্তী আছি, আপনি এক্ষণে সদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

ভীম-বাক্যে যোড়শাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীম! অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, বিষয়ানুরাগ, অপ্রশান্ততা, বল, মোহ, অভিমান ও উদ্বেগাদি পাপে অভিভূত হইয়াই তুমি রাজ্যাকাঙ্ক্ষা করিতেছ, অতএব বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুখদুঃখ হইতে বিমুক্ত ও প্রশান্ত হইয়া সুখী হও। দেখ, যিনি একছত্র নরপতি হইয়া এই সমগ্রা বসুন্ধরার শাসন করেন, তাঁহারও একটি বৈ দুইটি উদর নহে, তবে তুমি কি নিমিত্ত এই রাজ্য-বিষয়ের প্রশংসা করিতেছ। এই দুষ্পূরণীয়া আশা একদিন বা কতিপয় মাসের দ্বারা পূর্ণ হইবার কথা দূরে থাকুক্ জীবনের চরমসীমা-পর্য্যন্ত যত্ন করিলেও কেহ উহাকে পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেই প্রজ্বলিত এবং কাষ্ঠাভাবে প্রশান্ত হয়, সেইরূপ তুমিও অল্পাহার-দ্বারা উদ্দীপ্ত জঠরাগ্নিরে উপশমিত কর। এই পৃথিবীতে নির্ব্বোধ-ব্যক্তিই কেবল আত্মোদর নিমিত্ত বহুতর আহার-দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া থাকে, অতএব তুমি অগ্রে এই উদরকে বশীভূত কর তাহা হইলেই তোমার সমস্ত পৃথিবী জয় করা হইবে, অনন্তর প্রকৃত শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তুমি মনুষ্যদিগের ইচ্ছানুযায়ী ভোগ্য বিষয় ও ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাঁহারা তপস্যাদ্বারা কৃশকায় হয়েন, তাঁহারাই উৎকৃষ্টলোকে গমন করেন। বৎস! ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক যে, রাজ্যলাভ ও রাজ্য রক্ষণ এতদুভয়ই তোমার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; তুমি এই মহা ভার হইতে মুক্ত হইয়া ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মের আশ্রয় কর। যেরূপ ব্যাঘ্র একটি উদরের নিমিত্ত বহুতর ভোজন-দ্রব্য সঞ্চয় করে এবং অপরাপর দুষ্ট পশু সকল তদাহৃত ভোজন-দ্বারা স্ব স্ব উদর পোষণ করে, সেইরূপ রাজগণও একটিমাত্র উদরের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন, আর ধূর্ত্তগণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অপিচ তুমি যে রাজগণের পক্ষে বিষয়াসক্তি ত্যাগরূপ অন্তঃসন্ন্যাসের কথা বলিতেছ তাহাতে তাঁহারা কদাচ সন্তোষ লাভ করিতে সমর্থ হন না; তুমি বিষয়-কলুষিত-বুদ্ধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ংই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। যাঁহারা পত্রাহারী ও যাঁহারা পাষাণ, দন্ত বা উলূখল-দ্বারা ধান্যাদির তুষাবঘাত-পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যাঁহারা জল ও বায়ু-দ্বারা শরীর রক্ষা করেন, সেই সমস্ত তপস্বিগণই প্রকৃত-রূপে নরক যন্ত্রণা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

এই পৃথিবী-মধ্যে কাঞ্চন ও উপল-খণ্ডে যাঁহার তুল্যবুদ্ধি, তাদৃশ নির্লোভ পুরুষ এবং অখিল ভূমণ্ডল-শাসনকারী নরপতি, এই উভয়ের মধ্যে বিষয়ানুরাগ-শূন্য পুরুষই মুক্ত বলিয়া জানিবে, নরপতি নহে; অতএব যিনি ইহলোক ও পরলোক-মধ্যে অব্যয় ও অশোকের আবাস-ভূমি, তুমি তাঁহারে

আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্যে সঙ্কল্প-শূন্য, আশা-রহিত ও মমতা-শূন্য হও। যাঁহারা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগী, তাঁহারা আর কিছুর নিমিত্তই শোক করেন না ; তুমি বিষয়াসক্ত, এই জন্যই বিষয়ার্থে শোক করিতেছ। সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই মিথ্যাবাদ, অর্থাৎ বাহিরে বিষয় ভোগ-পূর্ব্বক অন্তরে যে সন্ন্যাস-রূপ অভিমান আছে, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। এই জগতে জীবের পরলোক গমন বিষয়ে ' দেব-যান ও পিতৃ-যান ' নামক দুইটি পথ আছে, তন্মধ্যে যাজ্ঞিকগণ পিতৃযান ও মোক্ষার্থিগণ দেবযান-দ্বারা গমন করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি তপস্যানু-ষ্ঠান-পূর্ব্বক চরমে কলেবর পরিত্যাগ করত মৃত্যুর অধিকার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। এই সংসারে ভোগ্য বিষয়ই বন্ধন-স্বরূপ এবং ঐ ভোগ্য বিষয়ই কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যিনি এই পাপাত্মক ভোগ্য বিষয় ও কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তিনিই সেই পরম পদ লাভ করেন।

পূর্ব্বে শোক-মোহ-বিনির্ম্মুক্ত তত্ত্বদর্শি জনক যেরূপ বলিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি লোকে যে গাথা গীত হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছিলেন, "অহো ! আমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অথচ আমার কিছুই নাই ; এই মিথিলা নগরী ভস্মীভূত হইলে আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না।" অতএব হে ভীম ! যেরূপ পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তি নিম্নস্থদিগের সমস্ত সন্দর্শনে সমর্থ, সেইরূপ যিনি জ্ঞান-রূপ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়াছেন, তিনি অজ্ঞলোকদিগকে শোকের অবিষয়ীভূত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিতে দেখিতে পান; কিন্তু মন্দমতি মনুষ্য তাহা দেখিতে সমর্থ হয় না। যাহার দ্বারা দৃষ্ট বিষয়ের বোধ অর্থাৎ নিশ্চয় হয়, তাহাই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই বোধ-চক্ষুর দ্বারা যিনি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান এবং দর্শন-মাত্রে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ ও চক্ষুষ্মান্ বলা যায়। যিনি সমাহিত-চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন, বিদ্বান্‌দিগের বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বত্র সমধিক সম্মান লাভে সমর্থ। যৎকালে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান আকা-শাদি ভূতগণ একাত্মাতেই অবস্থিত দৃষ্ট হয়, তখনই সম্পূর্ণ-রূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হইয়াছে জানিবে ; তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরাই তাদৃশ পরম গতি লাভ করিতে পারেন। অল্পজ্ঞ এবং তপস্যা বা জ্ঞান-হীন ব্যক্তি কদাচ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না ; কেন না, জ্ঞানই সমস্তের মূল জানিবে।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে সপ্তদশাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার উক্তি করিয়া মৌ-নাবলম্বন করিলে, অর্জ্জুন তাঁহার তাদৃশ বাক্‌শল্যে নিপীড়িত ও শোক দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া পুন-রায় কহিলেন, মহারাজ ! বিদেহরাজ জনকের স্বীয় ভার্য্যার সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, অদ্যাপি যাহা লোকে কীর্ত্তন করিয়া থাকে, আমি সেই সংবাদ অর্থাৎ নরপতি জনক সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলে রাজমহিষী তাঁহাকে যাহা বলি-য়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

বিদেহরাজ বিবিধ রত্ন, পুত্র, কলত্র ও স্বর্গ-পথ-স্বরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র নির্ভয়, নির্ম্মৎসর, নিরীহ ও নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ভৃষ্ট যব-মুষ্টি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহার্থে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মনস্বিনী প্রিয়া ভার্য্যা রোষাবিষ্ট হইয়া নির্জ্জনে তাঁহার সমীপে গমন করত এইরূপ হেতুমৎ বাক্য কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনি ধন ধান্য-সমন্বিত নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত কাপালী-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন ? ভৃষ্ট যব-মুষ্টি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা আপনকার পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়ঃকল্প নহে। আপনি সুমহৎ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টি-পরিমিত ভৃষ্ট যবচূর্ণের প্রত্যাশী হওয়ায় "সমস্ত

ত্যাগ করিলাম” বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আপনকার সে প্রতিজ্ঞা ও সমস্ত চেষ্টা অন্যথা হইতেছে। আর দেখুন, ঐ মুষ্টিমাত্র ভৃষ্ট যব-দ্বারা আপনি কখনই দেব, পিতৃ ও অতিথিগণের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং আপনকার সকল পরিশ্রমই নিষ্ফল হইবে। আপনি দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ এ সমস্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ক্রিয়া-বিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য! অহো! পূর্ব্বে আপনি ত্রিবেদাভিজ্ঞ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও সমস্ত লোকের ভরণ-কর্ত্তা হইয়া এক্ষণে তাহাদিগের আশ্রয়ে স্বীয় উদর ভরণের ইচ্ছা করিতেছেন, আপনি প্রদীপ্ত রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন প্রত্যাশায় ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছেন; কি আশ্চর্য্য! আপনি এরূপ প্রনষ্ট হওয়ায় অদ্য আপনকার জননী অপুত্রা এবং আপনকার পত্নী কোশল-রাজনন্দিনী বিধবার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অপিচ, এই সকল দরিদ্র ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্ম ও ফলার্থী হইয়া আপনকার প্রসাদ-লালসায় উপাসনা করিতেছে; যখন মোক্ষ-পথ নিতান্ত সংশয়িত ও দেহিগণ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম-পরতন্ত্র, তখন আপনি এই সকল অনুগত জনের আশা বিফল করিয়া কোন্ লোক গমনে সমর্থ হইবেন? আপনি যখন ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আপনি যে নিতান্ত পাপাত্মা, তাহার সংশয় নাই। আপনকার না ইহলোক না পরলোক কুত্রাপিই মঙ্গল নাই।

মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত দিব্য গন্ধ দ্রব্য, মাল্যদাম, বিবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রিয়া-শূন্য হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রম গ্রহণ করিতেছেন? সর্ব্ব প্রাণীর পানীয় পবিত্র জলাশয় ও বিশাল বনস্পতির ন্যায় সকলের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া এক্ষণে অপরের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! মহারাজ! আপনকার কথা দূরে থাকুক, পুরুষকার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিলে হস্তীকেও ক্রিমি ও মাংসাশী জন্তুগণ ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। যে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু ও উত্তম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাষায় কৌপীন গ্রহণ করিতে হয় এবং যাহাতে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভৃষ্ট যব-মুষ্টির প্রতিই আসক্ত হইতে হয়, তাহাতে আপনকার কি নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতেছে? যদি বলেন, ভৃষ্ট যবমুষ্টি ও রাজ্যাদি আমার নিকট সমভাব, তবে আপনি কি নিমিত্ত রাজ্যাদি ত্যাগ করিয়া ভৃষ্ট যবমুষ্টির প্রতি আসক্ত হইতেছেন? আর যদি আপনকার উহাই প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে “সর্ব্ব ত্যাগী হইলাম” বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইতেছে। অপিচ, আপনি যদি শুদ্ধ চিন্মাত্রে অবস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনকার কে? আর আপনিই বা আমার কে? অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্মাত্রের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিতে পারে? সুতরাং পদার্থ কি ব্যক্তি-বিশেষে অনুরক্ত বা বিরক্ত-বুদ্ধি হওয়া আপনকার কোন ক্রমে উচিত নহে। যদি অনুগ্রহ করাই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবীই শাসন করুন। যাহারা সুখার্থী, অথচ নির্দ্ধন সুদরিদ্র এবং সমস্ত বন্ধু বান্ধব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাদিগের ধৃতদণ্ড কমণ্ডলু-প্রভৃতি চিহ্ন-মাত্র দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি তাদৃশ ব্যবহারে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ প্রাসাদ, উত্তম শয্যা, যান, উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ করে, তাহার সেই ত্যাগ বিড়ম্বনা-মাত্র।

মহারাজ! যে ব্যক্তি নিয়ত প্রতিগ্রহ করে এবং যিনি সর্ব্বদা দান করেন, এ উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? এবং তাহাদিগের পরস্পর কত দূরই বা তারতম্য আছে? বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, তাহা হইলেই অবশ্য জানিতে পারিবেন। পরন্তু

দাম্ভিক ও নিয়ত যাচককে ধন দান করিলে দাবাগ্নিতে আহুতি প্রদানের ন্যায় সেই দান নিষ্ফল হয়। অগ্নি যেমন কোন বস্তু দগ্ধ না করিয়া উপশমিত হয় না, সেইরূপ যাচক ব্রাহ্মণও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত না হইলে নিবৃত্ত হয় না। দাতার অন্নই সাধু সন্ন্যাসীদিগের জীবন-স্বরূপ; কেন না, তাঁহাদিগের স্বয়ং পাক করিয়া ভোজন করিতে বিধি নাই, অতএব রাজা দাতা না হইলে মোক্ষার্থীদিগের কিরূপে জীবন ধারণ হইতে পারে? এই পৃথিবীতে যাঁহাদিগের গৃহে অন্ন আছে, তাঁহারাই গৃহস্থ; ভিক্ষুকগণ ঐ সকল গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়াই শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন-দ্বারাই জীবন ধারণে সমর্থ হয়; সুতরাং অন্ন দাতাই প্রাণ-দাতার স্বরূপ। গৃহস্থাশ্রম হইতে বিনির্গত হইয়া জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থদিগের আশ্রয়েই শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করত প্রতিষ্ঠা ও যোগপ্রভাব লাভ করিয়া থাকেন। মহারাজ! সমস্ত পরিত্যাগ, মস্তক-মুণ্ডন, বা যাত্রা করিলেই সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে না; যিনি সরল-ভাবে সমস্ত বিষয় সুখ পরিত্যাগে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকেই সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবেন। যিনি অন্তরে সমস্ত বিষয়ে আসক্তি-শূন্য হইয়া বাহ্যে আসক্তের ন্যায় ব্যবহার ও শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান করেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন এবং তাদৃশ নিঃসঙ্গ পুরুষকেই মুক্ত বলা যাইতে পারে। মূর্খেরা বহুবিধ আশাপাশে বদ্ধ হইয়া শিষ্য ও মঠ-প্রভৃতি বিষয় প্রাপ্তি লালসায় কাষায় বস্ত্র ধারণ ও মস্তক মুণ্ডন-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করে; পরন্তু যাহারা ত্রৈবিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্র ও পুত্র-কলত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া ত্রিদণ্ড এবং কাষায় বস্ত্রাদি ধারণ করে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। মহারাজ! সন্ন্যাসধর্ম্ম পবিত্র হইলেও সন্ন্যাস-বেশধারী মুণ্ডিত-মস্তক বিমূঢ়গণের কাষায় বস্ত্র ধারণ কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্তই জানিবেন; আমার বিবেচনায় ঐ জীবিকা নির্ব্বাহ-মাত্রই উহাদিগের পুরুষার্থ, অতএব আপনি জিতেন্দ্রিয়তা আশ্রয় করিয়া কাষায় বস্ত্র, অজিন ও কৌপীনধারী এবং নগ্ন, মুণ্ডিত-মস্তক ও জটাধারী-প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতিপালন-পূর্ব্বক ইহলোক ও পরলোক জয়ে প্রবৃত্ত হউন। যিনি মোক্ষার্থী হইয়া অগ্ন্যাধান, পশু ও দক্ষিণা-সমন্বিত যজ্ঞানুষ্ঠান এবং প্রতি দিন দান করেন, তাঁহা অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক কে? বিদেহরাজ-মহিষী এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দেখুন, বিদেহরাজ জনক এই পৃথিবী-মধ্যে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু তিনিও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব আপনি মোহ পরিত্যাগ করুন। যদি আমরা কাম, ক্রোধ ও নৃশংসতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দান, প্রজা-পালন এবং গুরু ও বৃদ্ধগণের সেবায় নিরত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই অভিলষিত লোকে গমন করিতে সমর্থ হইব এবং নিয়ত দান পরায়ণ গৃহস্থগণ এইরূপেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অপিচ, দেবতা ও অতিথি-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের যথা-বিহিত তৃপ্তিসাধন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী হইলে অবশ্যই অভিলষিত লোক প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

অর্জ্জুন-বাক্যে অষ্টাদশাধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস অর্জ্জুন! লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক জ্ঞানশাস্ত্র উভয়ই আমি অবগত আছি। বেদে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয় বিষয়েরই বিধি আছে; অতএব শাস্ত্র সকল অতিশয় জটিল; কিন্তু যুক্তি-দ্বারা আলোচিত হইয়া উহার যেরূপ সার নিশ্চয় হইয়াছে, আমি তাহা যথা-বিধি জানিয়াছি। তুমি কেবল বীর-ব্রতাচারী অস্ত্রাভিজ্ঞ-মাত্র; শাস্ত্রার্থ বোধে তোমার কিছুমাত্র সামর্থ নাই। তুমি যদি ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করিতে এবং শাস্ত্রার্থে সূক্ষ্মদর্শী ও তত্ত্বনিশ্চয়ে

নিপুণ হইতে, তাহা হইলে কদাচ আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে না; পরন্তু ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ নিবন্ধন তুমি আমাকে যাহা বলিলে, তাহা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে এবং আমিও তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম্ম কি কার্য্য-নৈপুণ্য বিষয়ে ত্রিলোক-মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমার সদৃশ নাই; সুতরাং সেই বিষয়েই অন্যের দুষ্প্রবেশ্য অতি সূক্ষ্মতর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত; কিন্তু মোক্ষধর্ম্ম-বিষয়ে আমার বুদ্ধির প্রতি তোমার শঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তুমি কদাচ জ্ঞান-বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই, কেবল যুদ্ধ-বিদ্যারই অনুশীলন করিয়াছ এবং যাঁহারা সংক্ষেপ ও বিস্তার-রূপে তত্ত্ব-নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃত মীমাংসাও অবগত নহ। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, তপস্যা, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞান, এই তিনটি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তপস্যা অপেক্ষা সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন! তুমি যে 'ধন অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই' এইরূপ মনে করিতেছ, সে তোমার ভ্রান্তি-মাত্র। যাহা হউক্, এক্ষণে তোমার নিকট পুনরায় আর ধন যাহাতে প্রধান-রূপে প্রতিভাত না হয়, আমি তাদৃশভাবে তোমার ভ্রান্তি অপনয়ন করিব। দেখ, তপঃ স্বাধ্যায়শীল ঋষিগণই ইহলোকে ধার্ম্মিক-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা সেই তপঃ-প্রভাবেই সনাতন লোকে গমন করেন। অপিচ, ধীর-স্বভাব অজাতশত্রু অনেকানেক বানপ্রস্থগণও কেবল তপস্যা ও স্বাধ্যায়-প্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সাধুগণ বিষয়-বাসনায় বিরত হইয়া অজ্ঞান-জনিত তমভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বকউত্তর পথ অর্থাৎ আলোক-পথ-দ্বারা সন্ন্যাসীদিগের গন্তব্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন; আর যাহারা বারংবার জন্ম মরণ যন্ত্রণা ভোগ করে, সেই কর্ম্ম-পরায়ণ মনুষ্যগণ দক্ষিণ অর্থাৎ অন্ধকার-পথ-দ্বারা চন্দ্র-লোক বলিয়া বিখ্যাত পিতৃলোকে গমন করে। মোক্ষার্থীরা যে গতি লাভ করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা অসাধ্য; অতএব উহা প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগই উৎকৃষ্ট উপায়; কিন্তু অনধিকার-হেতু উহা তোমার বোধগম্য করা সহজ ব্যাপার নহে।

অনেক পণ্ডিত সারাসার-দর্শনেচ্ছায় শাস্ত্র সকলের অনুসারী হইয়া "সার ইহাতে আছে? না কি ইহাতে আছে?" এইরূপ বিতর্ক করত কাল হরণ করেন; কিন্তু যেরূপ কদলী বৃক্ষ বিপাটিত করিলে কিছুমাত্র সার দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ তাহারাও বেদ ও আরণ্যক-প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র আলোড়ন করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র সার নিরীক্ষণে সমর্থ হয় না। যিনি চক্ষুর অগোচর ও বাক্যের-দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, অতীব সূক্ষ্ম এবং অবিদ্যাশ্রয়ে সমস্ত প্রাণীতে অবস্থান করিতেছেন, এই পাঞ্চভৌতিক দেহ-মধ্যে শুদ্ধ-চিন্মাত্রে অবস্থিত দ্বৈত-বর্জ্জিত সেই আত্মাকে ঐ মূঢ়েরা ইচ্ছা-দ্বেষাদি-সমন্বিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যাঁহারা অবিদ্যা-জনিত সমস্ত কর্ম্মজাল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষয়-তৃষ্ণা নিগৃহীত করিয়া মনকে সেই মঙ্গলময়ের সমীপস্থ করিতে পারেন, তাঁহারা নিরবলম্বন হইয়া সুখী হয়েন। অর্জ্জুন! সাধু-জন-সমাচরিত এরূপ সূক্ষ্মগম্য, অর্থাৎ জ্ঞান-প্রাপ্য মোক্ষপথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থ-জাল-পরিবৃত বৃথা অর্থের প্রশংসা করিতেছ? জ্ঞানিগণের কথা দূরে থাকুক্, দান ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ-নিরত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণও অর্থের প্রশংসা করেন না। পরন্তু কতকগুলি মূঢ় লোক হেতু অর্থাৎ তর্কাদি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও পূর্ব্ব জন্মের দৃঢ়তর কুসংস্কার-বশত আত্মা নাই বলিয়া বিবাদ করে; অতএব মোক্ষ-বিষয়ক এই সারসিদ্ধান্ত তাহাদিগেরই হৃদয়-ঙ্গম করান অসাধ্য জানিবে। দুষ্ট মনুষ্যগণ বহুল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও বাচালতা-বশত জন-সমাজে আপনাকে বক্তৃতাপটু জানাইয়া মোক্ষধর্ম্মের নিন্দা করত পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। অর্জ্জুন! যাহার অর্থ মাদৃশ লোকে বোধ করিতে না পারে,

তাহা অপর অজ্ঞলোকে কি বুঝিবে? পরন্তু ঐ মূর্খ-গণ যেমন শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব বোধ করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা প্রাজ্ঞ সাধুদিগ-কেও জানিতে পারে না। সে যাহা হউক্, তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তপস্যা ও জ্ঞান-দ্বারা মহত্ত্ব এবং সন্ন্যাস-দ্বারা নিত্য সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে একোনবিংশতিতমাধ্যায়॥১৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ জনমেজয়! যুধি-ষ্ঠিরের বাক্যাবসানে বাক্‌পটু মহাতপা 'দেবস্থান' ঋষি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন যে, "ধনাপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই" এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি আপনাকে বিবৃতি করিয়া বলিতেছি, একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। আপনি ধর্ম্মানু-সারে পৃথিবী জয় করিয়াছেন, এক্ষণে হস্তগত এই রাজ্য নিষ্প্রয়োজনে ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না। বেদে চারিটি আশ্রম বিহিত হইয়াছে; ক্রমা-ন্বয়ে তাহাদিগের একটিকে পরিত্যাগ ও অন্যকে অব-লম্বন করাই বিধেয়; অতএব আপনি এক্ষণে ভূরি দক্ষিণা-সমন্বিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। দেখুন, ঋষিদিগের মধ্যেও কেহ স্বাধ্যায়-রূপ যজ্ঞ, কেহ বা জ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; অতএব তপস্বীদিগকেও আপনি কর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। তবে বৈখানস ঋষিগণ বলেন যে 'অর্থ-সাধ্য যজ্ঞানু-ষ্ঠানের নিমিত্ত অর্থ চেষ্টা করাপেক্ষা যজ্ঞ না করাই শ্রেয়ঃ' কিন্তু আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগের উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভূয়িষ্ঠ দোষ উৎপন্ন হয়; যেহেতু বিধি থাকা-প্রযুক্তই যজ্ঞের নিমিত্ত দ্রব্য-সম্ভারের সঞ্চয় করিতে হয়। কলুষিত-বুদ্ধি-বশতই আত্ম সদৃশ প্রিয় অর্থ উপযুক্ত কার্য্যে ব্যয় না করিয়া অযোগ্য কর্ম্মে সমর্পণ করত আপনাকে আত্ম-হত্যা-পাপে দূষিত করে; পরন্তু যোগ্যাযোগ্য কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপার্জ্জন করাও সহজ ব্যাপার নহে। বিধাতা যজ্ঞের নিমিত্তই অর্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া-ছেন এবং পুরুষকেও সেই অর্থের রক্ষা ও যজ্ঞানু-ষ্ঠানের উদ্দেশেই সৃষ্ট করিয়াছেন, জানিবেন; অত-এব সমস্ত ধন যজ্ঞে সমর্পণ করিলেই সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই।

ভূরিতেজা ইন্দ্র বহুতর মূল্যবান্ দ্রব্যাদির দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই সমস্ত দেবগণকে অতিক্রমণ-পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করত স্বর্গ-রাজ্যে বিরাজ করিতে-ছেন; অতএব সমস্ত অর্থ যজ্ঞে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য। অপিচ, মহাদ্যুতিমান্ কৃত্তিবাসা মহাদেব সর্ব্বমেধ যজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াই সমস্ত দেবগণের উপরি আধিপত্য ও বিশ্বাতিরিক্ত প্রভাব লাভ করত এই বিশ্ব-মধ্যে বিরাজ করিতে-ছেন। দেখুন, অবিক্ষিত-পুত্র মরুত্তরাজ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন যজ্ঞ প্রভাবে দেবরাজকেও জয় করিয়াছি-লেন; যে যজ্ঞে পাত্র সকল কাঞ্চনময় ছিল; অধিক কি, যাহাতে লক্ষ্মী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, পার্থি-বেন্দ্র হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই পুণ্যভাগী ও শোক-রহিত হইয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য হইয়াও ঐশ্বর্য্যে দেবরাজাপেক্ষা অতিশয়িত হইয়াছিলেন, অতএব সমস্ত অর্থ যজ্ঞে সমর্পণ করিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।

দেবস্থান-বাক্যে বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥২০॥

দেবস্থান কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে ইন্দ্র-বৃহস্পতি-সংবাদ নামক এক সংবাদ কথিত আছে, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষই উৎকৃষ্ট স্বর্গ, সন্তোষই পরম সুখ; সন্তোষ অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। কূর্ম্ম যেরূপ আপনার মুখ সংকোচিত করিয়া স্বীয় অঙ্গ-মধ্যে প্রবেশিত করে,

সেইরূপ যাঁহার সমস্ত বাসনা অন্তর-মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, তখনই জানিবেন অচির কাল-মধ্যে তাঁহার অন্তঃকরণে আত্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। যে সময়ে সাধক বাসনা ও দ্বেষাদিকে পরাজিত করেন; কোন প্রাণী হইতেও আর ভীত হয়েন না এবং তাঁহা হইতেও কোন প্রাণী ভীত হয় না, তখনই আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। যখন কার্য্য বা মনো-দ্বারা কোন প্রাণীর বিদ্রোহাচরণ বা কাহার নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তখনই জানিবেন যে, তাহার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়াছে। মহারাজ! এইরূপে যে যে ব্যক্তি যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, সে সেইরূপই ফলভাগী হয়, অতএব আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

এই পৃথিবী-মধ্যে আপন আপন রুচি অনুসারে কেহ প্রীতির, কেহ যত্নের, কেহ বা এতদুভয়ের কেহ যজ্ঞের, কেহ সন্ন্যাসের, কেহ দানের, কেহ বা প্রতিগ্রহের প্রশংসা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাবে ধ্যানাবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন; কেহ বা শত্রুকুলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজ্য গ্রহণ ও প্রজাপালন করাকেই প্রশংসা করেন; কেহ বা নির্জ্জনে অবস্থান করিতেই প্রীতিমান্ হয়েন। পরন্তু এই সমস্ত সমালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, প্রাণি-মাত্রের অনিষ্ট না করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহাই সাধু-সম্মত। স্বায়ম্ভুব মনুও অদ্রোহ, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, সংবিভাগ, দয়া, ইন্দ্রিয়-দমন, স্বদারে পুত্রোৎপাদন, মৃদুতা, লজ্জা ও অচাপল্য-প্রভৃতিকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! আপনিও যত্ন-সহকারে ঐরূপ ধর্ম্মের পালন করুন। যে রাজনীতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রাজা রাজকীয়ধর্ম্ম-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিশেষ রূপে গ্রহণ করিয়া রাজ্যে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্য-জ্ঞান, যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন, অসাধুদিগের দণ্ডপ্রয়োগ, সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ, প্রজাগণকে ধর্ম্মপথে সংস্থাপন আর নিজেও স্বধর্ম্মে অবস্থান করেন এবং পরিশেষে পুত্রের প্রতি রাজ্য-ভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন-পূর্ব্বক নিরলস হইয়া শ্রুতিসম্মত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হয়েন, ইহলোক কি পরলোক উভয়ত্রই তাঁহার শুভ ফল উদয় হয়; আর আপনি যে নির্ব্বাণ-মুক্তির কথা বলিতেছিলেন, আমার বিবেচনায় তাহা সুদুষ্প্রাপ্য ও বহু বিঘ্ন-সঙ্কুল। ধর্ম্মরাজ! আমি যে রাজধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, সত্য ও দান-পরায়ণ অনেক নরপতি উল্লিখিত ধর্ম্মের আশ্রয় পূর্ব্বক কাম, ক্রোধ ও নৃশংসতা বিসর্জ্জন করিয়া গো ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ ও প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপার্জ্জন-পূর্ব্বক চরমে পরম গতি লাভ করিয়াছেন। ঐরূপ রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও রাজর্ষিগণ অপ্রমত্ত-ভাবে উৎকৃষ্ট রাজধর্ম্ম সমাশ্রয়-পূর্ব্বক স্বীয় পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেবস্থান-বাক্যে একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবস্থান ঋষির বাক্যাবসানে অর্জ্জুন পুনরায় সেই বিষণ্ণ-মনা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অচ্যুত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া সুদুর্লভ রাজ্য লাভ করিয়াছেন, তবে কি নিমিত্ত এত সন্তাপিত হইতেছেন? বহুতর যজ্ঞানুষ্ঠানাপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের সংগ্রাম মৃত্যুই উৎকৃষ্ট; ইহা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তপস্যা ও সন্ন্যাস এবং ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম-মৃত্যু ইহাই পারলৌকিক [illegible]। কাল প্রাপ্ত হইলে ক্ষত্রিয়ের সমর ক্ষেত্রে আসিয়া শস্ত্র-দ্বারা মৃত্যু লাভ করাই ধর্ম্ম; যেহেতু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শস্ত্রমূলক ও অতিশয় উগ্রতর। ক্ষত্রিয়-কুল ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণও যদি এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন প্রশস্ত। মহারাজ!

ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস, সমাধি, তপস্যা এবং পরের নিকট যাচ্ঞা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা বিধি নহে; আপনিও রাজা, মনীষী, সমস্ত কার্য্যদক্ষ, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং পর ও অপর উভয় বস্তুই অবগত আছেন; বিশেষত ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রতুল্য, অতএব আপনি সন্তাপ জনিত শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হউন। আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে ইন্দ্রিয় সমস্ত বশীকৃত করিয়া যজ্ঞ ও দান-পরায়ণ হউন। আমরা শুনিয়াছি যে, দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও কেবল কার্য্য-বশতই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। তিনি পাপবৃত্ত জ্ঞাতিগণকে সমরে দশাধিক অষ্ট শত বার পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কর্ম্ম জগতে পূজ্য ও প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং সেই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-প্রভাবেই তিনি দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, জানিবেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র নিষ্কণ্টক হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও এক্ষণে নিষ্কণ্টকে বহুল দক্ষিণা-সমন্বিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। মহারাজ! আপনি অতীত বিষয়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিবেন না; কৌরবগণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শস্ত্রপূত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়া থাকে; অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে।

অর্জ্জুন-বাক্যে দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ২২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়াও কুরু-নন্দন যুধিষ্ঠির কোন উত্তর করিলেন না। তখন মহর্ষি দ্বৈপায়ন কহিলেন, হে সৌম্য যুধিষ্ঠির! বীভৎসুর বাক্যই প্রকৃত জানিবে; শাস্ত্রে গৃহস্থধর্ম্মই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তোমার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য নহে; শাস্ত্র বিধি অনুসারে স্বধর্ম্মে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্ত হও। দেখ, দেব, পিতৃ, অতিথি ও ভৃত্যবর্গ সকলেই গৃহস্থের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের পালন করা উচিত। পশু পক্ষি-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণই গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, সুতরাং গৃহাশ্রমীই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহারাজ! গৃহস্থ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অতি দুষ্কর; এক্ষণে তুমি অজিতাত্মা পুরুষের দুষ্কর গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। সমগ্র বেদ-শাস্ত্রে তোমার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে এবং সুমহৎ তপোনুষ্ঠানও করিয়াছ, এক্ষণে ধুরন্ধর পুরুষোচিত তোমার পিতৃপৈতামহিক রাজ্যভার বহন করা কর্ত্তব্য।

সাধ্যানুসারে তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, অনাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধ্যান, একান্ত নম্রতা ও ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন-প্রভৃতি কার্য্য ব্রাহ্মণেরই সিদ্ধিকারক জানিবে। আর ক্ষত্রিয়দিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, সে বিষয় তোমারও অবিদিত নাই; বিদ্যোপার্জ্জন, উৎসাহ প্রকাশ, যজ্ঞানুষ্ঠান, আয়ত্ত-সম্পত্তির প্রতি অসন্তোষ, রাজদণ্ড ধারণ, উগ্রতা, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, সমগ্র তপোনুষ্ঠান, সচ্চরিত্রতা, ধনোপার্জ্জন ও উহা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ, এই সমস্ত কর্ম্মই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকলের সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সেই পুণ্য-প্রভাবে ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সিদ্ধি লাভ করেন। পরন্তু এই সকলের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের দণ্ড ধারণই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; দণ্ডও বলসাপেক্ষ, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের বল থাকা আবশ্যক। হে রাজন্! এই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের সম্যক্ সিদ্ধিপ্রদ। এবিষয়ে বৃহস্পতিও এইরূপ কহিয়াছেন যে, সর্প যেরূপ মূষিককে ভক্ষণ করে, সেইরূপ শমপরায়ণ নরপতি

ও সংসারাসক্ত ব্রাহ্মণকে পৃথিবী অবিলম্বে গ্রাস করেন। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, রাজর্ষি সুদ্যুম্ন প্রচেতা-পুত্র দক্ষের ন্যায় কেবল এক দণ্ড ধারণ-প্রভাবেই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! বসুধাপতি সুদ্যুম্ন কি কর্ম্মফলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস কথিত আছে শ্রবণ কর। শঙ্খ ও লিখিত নামে অতি তীব্র-ব্রতধারী দুই ভ্রাতা ছিলেন। বাহুদা নদীর তীরে তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতারই নিয়ত ফল-পুষ্প-সমন্বিত তরু-রাজি-পরিশোভিত পৃথক্ পৃথক্ দুইটি রমণীয় আশ্রম ছিল। কোন সময়ে লিখিত ঋষি যদৃচ্ছাক্রমে জ্যেষ্ঠ শঙ্খ ঋষির আশ্রমে সমাগত হইলেন; ঐ সময়ে মহর্ষি শঙ্খ আশ্রম হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তখন লিখিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ক ফল সকল পাতিত করিতে লাগিলেন এবং উহা গ্রহণ-পূর্ব্বক বিশ্রব্ধ-চিত্তে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি শঙ্খ স্বীয় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাতা লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এই সকল ফল ভক্ষণ করিতেছ? ইহা কোথায় পাইলে? তখন কনিষ্ঠ লিখিত জ্যেষ্ঠের সমীপস্থ হইয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনকার এই আশ্রম হইতেই ফল গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণে মহর্ষি শঙ্খ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ভ্রাত! আমার অসমক্ষে ও বিনা অনুমতিতে স্বেচ্ছাচারী হইয়া এই ফল গ্রহণ করায় ইহা তোমার চুরি করা হইয়াছে; অতএব এই দণ্ডে রাজ-সমীপে গমন কর এবং তাঁহার নিকটে অদত্ত-গ্রহণ-রূপ স্বীয় দুষ্কর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া কহিবে যে, হে মহারাজ! আপনি আমাকে চৌর বলিয়া অবধারণ করুন এবং রাজ-ধর্ম্ম পালন করত সত্বর আমার প্রতি চৌরোচিত দণ্ড প্রয়োগ করুন।

অনন্তর, সংশিতব্রত ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠের এইরূপ আদেশানুসারে নরপতি সুদ্যুম্নের নিকট গমন করিলেন। জনেশ্বর সুদ্যুম্ন দ্বারপালের মুখে ধর্ম্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য লিখিত ঋষির আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে পাদচারে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! কি অভিপ্রায়ে আপনকার আগমন করা হইয়াছে, আদেশ করুন এবং উহা সফল হইয়াছে বলিয়াই মনে করুন। নরপতি সুদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিপ্রর্ষি লিখিত কহিলেন, মহারাজ! অগ্রে করিব বলিয়া আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, পশ্চাৎ আমার মুখে শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করিবেন।

আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিনা অনুমতিতে তাঁহার আশ্রম হইতে ফল গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছি, অতএব আপনি অবিলম্বে আমার প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করুন। মহারাজ সুদ্যুম্ন কহিলেন, ভগবন্! 'রাজা দণ্ড প্রয়োগ করিলেই পাপের শান্তি হয়' যদি আপনকার এরূপ স্থিরজ্ঞান থাকে, তবে রাজা ক্ষমা করিলেও সেই পাপের শান্তি হয় জানিবেন। আপনি মহাব্রতধারী ব্রাহ্মণ; আমি আপনকার অপরাধ ক্ষমা করায় আপনি নিষ্পাপ হইলেন। এক্ষণে আপনকার অপর কি অভিলাষ আছে, ব্যক্ত করুন, আমি আপনকার সেই সমস্ত কামনাই পূরণ করিব।

বেদব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন এইরূপ ক্ষমা-পূর্ব্বক সম্মানিত করিলেও মহর্ষি লিখিত তাঁহার নিকট দণ্ড ব্যতীত অপর কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। তখন রাজা দণ্ড ধারণ-পূর্ব্বক মহাত্মা লিখিতের দুই কর ছেদন করিয়া দিলেন। লিখিত সেইরূপ বিকলাঙ্গ হইয়া জ্যেষ্ঠ মহর্ষি শঙ্খের নিকট প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! এই দুর্ম্মতি, রাজার নিকট উচিতমত দণ্ড

প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

কনিষ্ঠের বাক্য শ্রবণে মহর্ষি শঙ্খ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই এবং তুমিও আমার কোন অনিষ্ট কর নাই। তুমি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে তাহা হইতে মুক্ত করিলাম। এক্ষণে অবিলম্বে বাহুদা নদীতে গমন-পূর্ব্বক দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর; কদাচ আর এরূপ অধর্ম্মে মতি করিও না। তখন লিখিত জ্যেষ্ঠ শঙ্খের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুদা নদীতে গমন-পূর্ব্বক স্নান কার্য্য সমাপনানন্তর তর্পণ করিবার উপক্রম করিলে সহসা অম্বুজ-সন্নিভ তাঁহার দুই কর প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাতে তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া জ্যেষ্ঠের নিকট আসিয়া নবোৎপন্ন কর-দ্বয় তাঁহাকে প্রদর্শন করিলেন। মহর্ষি শঙ্খ তাঁহার কর-দ্বয় দৃষ্ট করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! আমার তপঃপ্রভাবেই তুমি পুনরায় কর-দ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যেহেতু দৈবই এ বিষয়ের বিধানকর্ত্তা।

অনন্তর, লিখিত কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! যখন আপনকার ঈদৃশ তপঃ-প্রভাব রহিয়াছে, তখন আপনি পূর্ব্বেই কেন আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন না? তাহা হইলে ত আর রাজ-সমীপে যাইতে হইত না।

শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত! সে বিষয়ে আমার অধিকার থাকিলে অবশ্যই করিতাম; কিন্তু আমি ত তোমার রাজা নহি যে, দণ্ড-প্রয়োগ-পূর্ব্বক তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব; সুতরাং এই নিমিত্তই তোমাকে রাজ-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তোমার প্রতি বিধি অনুযায়ি দণ্ড বিধান করিয়া নরপতি সুদ্যুম্ন ও তৎকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া তুমি অর্থাৎ তোমরা উভয়েই পিতৃগণের সহিত মুক্ত হইলে।

ব্যাস কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি যাহা বলিলাম, এইরূপ কর্ম্ম-দ্বারাই পার্থিবেন্দ্র সুদ্যুম্ন, প্রজাপতি দক্ষের ন্যায় ইহলোকে মহত্ত্ব ও পরলোকে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; ইহা ব্যতীত অন্য কুপথ বলিয়া জানিবে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, অতএব অনুজ অর্জ্জুনের বাক্য রক্ষা কর, আর শোক করিও না; প্রজা-পালনার্থে রাজদণ্ড ধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, মস্তক মুণ্ডন রাজধর্ম্ম নহে।

শঙ্খ-লিখিতোপাখ্যানে ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! অরণ্যবাস-কালাবধি তোমার এই মহারথ মনস্বি-ভ্রাতৃগণের যে সকল অভিলাষ আছে, এক্ষণে তাহা সফল করা কর্ত্তব্য; অতএব তুমি নহুষাত্মজ যযাতির ন্যায় পৃথিবী-পালনে প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বে তোমরা তপস্যাচারী হইয়া অরণ্যে বাস করত কেবল দুঃখ ভোগই করিয়াছ; এক্ষণে সেই দুঃখের অবসান হইয়াছে, অতএব কিছু দিন সুখানুভব কর। হে ভারত! তুমি এই ভ্রাতৃগণের সহিত একত্রিত হইয়া কিয়ৎ কালের নিমিত্ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা কর, পরে বনে প্রস্থান করিও। অগ্রে দেব, পিতৃ ও প্রার্থীদিগের ঋণ শোধ কর, পশ্চাৎ বানপ্রস্থ-প্রভৃতি ধর্ম্মে ক্রমে প্রবৃত্ত হইও। হে মহারাজ! অশ্বমেধ ও সর্ব্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে পরে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার এই ভ্রাতৃগণকে ভূরি-দক্ষিণা-সমন্বিত যজ্ঞে দীক্ষিত কর, তাহা হইলে ইহলোকেও অপরিসীম কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে।

হে রাজন্! যে কার্য্য করিলে তুমি কোন ক্রমেই আর ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না, তদ্বিষয়ক বিশেষ উপদেশ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা পরস্বাপহারি দস্যু-সদৃশ মনুষ্য, তাহারাই নরপতি-

দিগকে যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ব্যবস্থা প্রদান করে।

যে রাজা শাস্ত্র-জনিত বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক দেশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুদিগকেও ক্ষমা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যে রাজা রাজস্ব ষড়ভাগ গ্রহণ করিয়াও যথা-রীতি রাজ্য রক্ষা না করেন, তিনি প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির! নরপতি শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক বিচরণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন এবং শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিলেই নির্ভয়ে কাল হরণ করিতে পারেন। যিনি শাস্ত্র-জনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, তিনি কদাচ পাপে লিপ্ত হয়েন না। নরপতি যদি উপস্থিত কার্য্য সময়ে দৈব-কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া কোন কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে কার্য্যাতিক্রম-কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। বল বা বুদ্ধি-কৌশল-দ্বারা শত্রুকে নিগৃহীত করা কর্ত্তব্য; রাষ্ট্র-মধ্যে পাপ-সঞ্চারিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বদা যাহাতে পুণ্য স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়া উচিত। বীর পুরুষ, সৎকর্ম্মশালী-সাধু, বিদ্বান্, বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডার্থাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ধনী বৈশ্যদিগকে বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক পালন করা কর্ত্তব্য। ব্যবহার বা ধর্ম্ম-কার্য্যে বহুদর্শী ব্যক্তি-কেই নিযুক্ত করা উচিত; পরন্তু বহুগুণ-যুক্ত হই-লেও এক ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা অসূয়া-পরবশ, গর্ব্বিত, অভিমানী ও দুর্ব্বিনীত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন না করেন, তিনি ঘোরতর পাপে লিপ্ত এবং লোক-সমাজে দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। যে স্থলে প্রজাগণ যথা-রীতি রক্ষিত না হইয়া দৈব-প্রতিকূলতা-বশত অর্থাৎ রাজ্যে অনাবৃষ্টি-প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব-প্রযুক্ত অবসন্ন ও তস্করগণ-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়, সে স্থলে অনিষ্ট-জনিত সেই সমস্ত পাপ রাজাকে স্পর্শ করে। যুধিষ্ঠির! সুমন্ত্রণা ও সুনীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া পুরুষকার-সহকারে কর্ম্ম করিলে কদাচ অধর্ম্ম-সঞ্চার হয় না। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেও পারে, দৈব-প্রতিকূলতা-বশত উহা অসিদ্ধও হইতে পারে; কিন্তু যত্নের ত্রুটি না হইলে নরপতিকে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না।

মহারাজ! পূর্ব্বে অক্লিষ্টকর্ম্মা শূর রাজর্ষি হয়গ্রীব যেরূপে সংগ্রাম-স্থলে বহু সঙ্খ্যক শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে অসহায় হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

নরপতি হয়গ্রীব ভূরি ভূরি সৎকার্য্য সকল করিয়া পরে সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া উত্তমা কীর্ত্তি লাভ করত চিরকাল স্বর্গলোকে সুখানুভব করিতেছেন; অধিক কি, যাঁহার কৃত কর্ম্ম সকল অবগত হইলে প্রজা-পালন ও শত্রু-নিগ্রহের উৎকৃষ্ট উপায় অব-গত হইতে পারা যায়। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সিদ্ধ-মনোরথ মহাত্মা হয়গ্রীব কাল-ক্রমে দস্যুগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করত তাহাদিগের শস্ত্র-প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কলে-বর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গবাস-জনিত সুখানুভব করি-তেছেন। রাজসিংহ তরস্বী হয়গ্রীব সেই যুদ্ধরূপ যজ্ঞাগ্নিতে বহু সঙ্খ্যক শত্রুকে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া পরিশেষে তাহাতে নিজ প্রাণ আ-হুতি দিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া দেবলোকে সুখ ভোগ করিতেছেন। ঐ যজ্ঞে কার্ম্মুক যূপ, জ্যা যূপবেষ্টন রজ্জু, শর সকল স্রুক্, খড়্গ স্রুব, দেহক্ষরিত রুধির-রাশি হবনীয় ঘৃত, রথ উহার বেদী, যুদ্ধমূলক ক্রোধই অগ্নি এবং অশ্ব-চতুষ্টয় উহাতে চাতুর্হোত্র-স্বরূপ হইয়াছিল। সেই যজ্ঞশীল মহাত্মা নরপতি নীতি ও বুদ্ধি-কৌশলে রাজ্যপালন-পূর্ব্বক সমস্ত লোকে কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তিনি বিষয়াসক্তি ত্যাগ ও যোগ-প্রভাবে

দৈবী ও মানুষী সিদ্ধি লাভ করিয়া দণ্ডনীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন এবং যথাবিধি সমস্ত বেদ ও শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন ও চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা সকলকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন এবং শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জ্ঞান-প্রভাবে মেধাবী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের গন্তব্য লোকে গমনপূর্ব্বক নিত্য-সুখানুভব করিতেছেন। রাজ্য সময়ে তিনি বহুবার সংগ্রাম জয় যজ্ঞে সোমরস পান, উত্তম ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তি-সাধন ও যুক্তি-বলে দণ্ড ধারণ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। বিদ্বান্ মনুষ্যগণ অদ্যাপি যাঁহার শ্লাঘনীয় চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন; সেই মহাত্মা মহীপাল স্বীয় কীর্ত্তি ও পুণ্যপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ এবং স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া তত্রত্য বীর-লোকে সুখে অবস্থান করিতেছেন।

ব্যাস-বাক্যে চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কুপিত অবলোকন ও দ্বৈপায়ন ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়নকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমার চিত্ত এক্ষণে অতিশয় শোকে জড়ীভূত হইয়াছে, অতএব এই সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য ও বিবিধ ভোগ্যবস্তু, কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছ না। বীরপতি ও পুত্র-বিহীন রমণীদিগের বিলাপ শ্রবণে আমি কোন ক্রমেই চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বাক্য শ্রবণে যোগজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন বেদপারগ মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসদেব তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! কোন ব্যক্তি কর্ম্ম বা যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা কিছু লাভ করিতে পারে না এবং কোন ব্যক্তি কাহাকে দান করিতেও পারে না। বিধাতা কাল-পর্য্যায়েই লোকের প্রাপ্তি বিষয়ের বিধান করিয়াছেন, সেই বিধি-নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারেই মনুষ্য সমস্ত বস্তু লাভ করিয়া থাকে। সময় উপস্থিত না হইলে কেহ বিদ্যা বা বুদ্ধি-প্রভাবে অর্থ লাভে সমর্থ হয়েন না; আবার সময়ানুসারে মূর্খও অর্থলাভে সমর্থ হয়; অতএব সমস্ত কার্য্যের প্রতি কালকেই নিরপেক্ষ বলিয়া জানিবেন, অর্থাৎ কাল-পর্য্যায়-ক্রমে মূর্খ কি পণ্ডিত উভয়কেই তুল্যরূপে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। লোকের দুঃখের সময়ে বিজ্ঞান, কি মন্ত্র, কি ঔষধ সকল, ইহাদিগের কোনটিই ফল প্রদানে সমর্থ হয় না; আবার অভ্যুদয় কালে ঐ সকল মন্ত্রাদিই যথাবিধি প্রয়োগ করিলে ক্রমে উহা তেজস্বান্ হইয়া সিদ্ধিপ্রদ হয়। কাল-সহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলধর সকল সলিল-ভারাবনত, সরোবর পদ্ম ও নীলপদ্ম-সমাকীর্ণ এবং বৃক্ষ সকল পুষ্প-নিচয়ে সুশোভিত হয়; ঐরূপ কাল-পর্য্যায়ে চন্দ্রবিম্ব ষোড়শ কলায় পূর্ণ, বিভাবরী কখন নিবিড়ান্ধকারাবৃত, কখন বা বিমল জ্যোৎস্নায় বিভূষিত হয়। মহারাজ! কালের সহকারিতা প্রাপ্ত না হইলে বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প প্রসবে সমর্থ হয় না এবং নদী সকলও বেগে প্রবাহিত হইতে পারে না। হস্তী ও মৃগ-প্রভৃতি পশু, পন্নগ ও বিহঙ্গগণ অসময়ে কদাচ সংযোগাদি নিমিত্ত মত্ত হয় না; ঐরূপ স্ত্রীলোকের গর্ভ, শিশির-বসন্তাদি ঋতু-সমাগম, জীবের জন্ম মৃত্যু বালকের প্রথম বাঙ্-নিষ্পত্তি, যৌবনাগম, সমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, মরীচিমালী সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন, শীতরশ্মি চন্দ্রমা ও উত্তুঙ্গ-তরঙ্গমালা-সমাকুল সাগরের হ্রাস বৃদ্ধি কাল প্রাপ্ত না হইলে কদাচ হইতে পারে না।

মহারাজ! নরপতি সেনজিৎ দুঃখার্ত্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন; অদ্যাপি লোকে যে গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই দুঃসহ কাল পর্য্যায়ক্রমে মরণ-ধর্ম্মশীল সমস্ত জীবকেই গ্রহণ করে; পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই কালপক্ক হইয়া

প্রনষ্ট হয়। এক জন কোন ব্যক্তিকে নিহত করে, আবার কালক্রমে সে অন্য-কর্তৃক হত হয়; পরন্তু ইহা কেবল ব্যবহারিক কথা মাত্র। বস্তুত কেহ কাহাকে নিহত করে না এবং কেহ কাহা-কর্তৃক নিহত হয়ও না। তবে কেহ কেহ এরূপ মনে করে বটে যে, "অমুক অমুককে বিনাশ করিল" আবার অপর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, এই জগতে কেহ কাহার হন্তা নহে; কেন না, স্বভাবই প্রাণীদিগের জন্ম মৃত্যুর প্রতি কারণ। মূঢ় লোকেরা ধন-ক্ষয় বা পিতা, মাতা, কি পুত্র-কলত্রাদির মৃত্যু হইলে "অহো কি দুঃখ! হা কি হইল!" এইরূপ অনুধ্যান করত পূর্ব্ব দুঃখকে কেবল পুষ্ট করিতে থাকে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত মরণ-ধর্ম্মশীল কৌরব ও পাঞ্চাল প্রভৃতি যুদ্ধ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ, ভয় বা দুঃখ যত আলোচনা করিবে, ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। "এই শরীর বা পৃথিবীর যে কিছু বস্তু আছে, ইহার কিছুই আমার নহে, অথবা ইহা আমার যেরূপ, অন্যেরও সেইরূপ" পণ্ডিতগণ জ্ঞান-দ্বারা এইরূপ আলোচনা করিয়া কিছুতেই মোহিত হয়েন না। এই পৃথিবীতে মূঢ়েরা প্রতি দিনই শত শত শোক ও সহস্র সহস্র হর্ষাদি-বিষয়ে বিমোহিত হয়; কিন্তু পণ্ডিতকে উহা কদাচ মোহিত করিতে পারে না। ঐ সকল হর্ষাদি বিষয় কাল-সহকারে কখন প্রিয়, কখন বা অপ্রিয়-রূপে প্রতিভাত হয়; এরূপে উহারাই সুখ দুঃখ-রূপ আখ্যা ধারণ করত পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত জীব লোকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মূঢ় লোকের আশা ভঙ্গ হইলেই দুঃখ এবং অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেই সুখোদয় হয়; বস্তুত এই সংসার কেবল দুঃখেরই আকর, ইহাতে প্রকৃত সুখ কিছুই নাই, এই নিমিত্ত প্রায়ই দুঃখের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সংসারাসক্ত জীবের দুঃখান্তে সুখ এবং সুখান্তে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহারা কদাচ নিয়ত সুখ বা দুঃখভোগী হয় না। এইরূপে কখন দুঃখাবসানে সুখ ও সুখাবসানে দুঃখ অবশ্যই হইয়া থাকে; অতএব যিনি নিত্য সুখের অভিলাষী হইবেন, তাঁহার এই অনিত্য সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে নিমিত্ত দুঃখ-জনক শোক ও সন্তাপ-প্রভৃতি নানা ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার একাঙ্গকে অন্তঃকরণে স্থান দেওয়া উচিত নহে। মহারাজ! সুখ, দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অনভিভূত-চিত্তে তাহা ভোগ করাই উচিত। হে সৌম্য! স্ত্রী ও পুত্র-প্রভৃতি স্বজন বর্গের কিঞ্চিন্মাত্র প্রিয়-কার্য্য-সাধনের ত্রুটি করিলেই জানিতে পারিবে যে, এই সংসার-মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি নিমিত্ত ও কিরূপে কাহার আত্মীয় হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহারা নিতান্ত মূঢ়, আর যাঁহারা পরমাত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সুখে কাল-হরণ করিয়া থাকেন; মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ অর্দ্ধ-প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়। হে রাজন্! ধর্ম্ম ও সুখ দুঃখের কারণজ্ঞ পরাপর-বেত্তা মহাপ্রাজ্ঞ নরপতি সেনজিৎ এইরূপ কহিয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পর দুঃখে দুঃখী হয়, সে কদাচ সুখ লাভে সমর্থ হয় না। দুঃখের ক্ষয় নাই; পর্য্যায় ক্রমে, সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, লাভ, অলাভ, জন্ম ও মৃত্যু সকল জীবেরই ঘটিয়া থাকে; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি উহাতে আনন্দিত বা শোকার্ত্ত হয়েন না। পণ্ডিতগণ রাজাদিগের সমর-দীক্ষাই যজ্ঞ, দণ্ড-নীতির আলোচনাই যোগ, যজ্ঞে ধন দানই সন্ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ এই সকল কার্য্যেই তাঁহাদিগের পবিত্রতা লাভ হয়, জানিবে। মহাত্মা যজ্ঞশীল নরপতি বুদ্ধি-পূর্ব্বক রাজ্য-রক্ষা, সমস্ত লোকের প্রতি সমদৃষ্টি, সংগ্রামে জয় লাভ, যজ্ঞে সোমরস পান, যুক্তি অনুসারে দণ্ডপ্রয়োগ, যথাবিধি বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন, চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন ও তাহাদিগের সুখ-সমৃদ্ধির উন্নতি সাধন করিয়া পরিশেষে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করেন,

তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকের সহিত পরম সুখে স্বর্গ ভোগ করেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা পরলোক গমন করিলে পৌর ও জনপদবাসী প্রজা ও অমাত্য-বর্গ তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতে থাকে, তাঁহা-কেই রাজসত্তম বলিয়া জানিবে।

সেনজিৎ উপাখ্যানে পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! তৎকালে উদার-বুদ্ধি নরপতি যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন। অর্জ্জুন! তুমি যে ধন অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই এবং নির্দ্ধন লোকের স্বর্গ, সুখ বা অর্থ লাভ হয় না, এইরূপ মনে করিতেছ, ইহা তোমার ভ্রান্তিমাত্র। এই পৃথি-বীতে অনেক মুনি তপঃপ্রভাবে সনাতন লোকে গমন করিয়াছেন এবং অনেককে কেবল স্বাধ্যায়-রূপ যজ্ঞ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান-পূর্ব্বক নিয়ত স্বাধ্যায়-নিরত ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হয়েন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি স্বাধ্যায়-নিষ্ঠ ও জ্ঞান-নিষ্ঠ ঋষিদিগকেই প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া জানিও এবং জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বৈখানসদিগের বিষয়ও এইরূপ শুনা গি-য়াছে যে, অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতু-প্রভৃতি বানপ্রস্থ ঋষিগণ কেবল স্বাধ্যায়-প্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন; আর যাহারা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও দুষ্কর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত, তাহারা সূর্য্যের দক্ষিণ-পথ আশ্রয় করিয়া স্বর্গে গমন করে, কর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যদিগের যে ঐরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর যাহা উত্তর পথ বলিয়া অবগত আছে, উহা অবলম্বন-পূর্ব্বক যোগিগণ নিয়মাদি যোগ-প্রভাবে সেই জ্যোতির্ম্ময় সনাতন লোকে গমন করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত পূর্ব্বা-চার্য্যগণ উত্তর পথেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থা-কেন। সন্তোষ হইতেই লোকের স্বর্গ ও পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে, সন্তোষ অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; ক্রোধ-হর্ষ-বিহীন যোগীর সন্তোষই পরম প্রতিষ্ঠা ও উত্তম সিদ্ধি-স্বরূপ।

এ বিষয়ে রাজর্ষি যযাতির কথিত এক পুরাতন ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর; যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত বাসনা-জাল কূর্ম্ম-শুণ্ডের ন্যায় অন্তরে বিলীন হইয়া যায়। যখন যোগী পুরুষ এই জগতীয় আর কোন জীব হইতেই ভীত হয়েন না ও তাঁহা হই-তেও কোন ব্যক্তি ভীত না হয় এবং কোন বস্তুতেই ইচ্ছা বা দ্বেষভাব প্রকাশ না করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় জানিবে। অপিচ, যখন বাক্য, মন, বা কার্য্য-দ্বারা প্রাণি-মাত্রেরই অনিষ্ট চিন্তায় প্রবৃত্ত না হয়েন, তখনই তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মের স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়েন। যাঁহার অভিমান ও মোহ তিরোহিত হইয়াছে, সেই সঙ্গ-বর্জ্জিত আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন সাধুর নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়।

হে ধনঞ্জয়! আর একটি কথা বলিতেছি, সংয-তেন্দ্রিয় হইয়া শ্রবণ কর। এই জগতে কেহ ধর্ম্ম, কেহ ধন, কেহ বা সদাচারের আকাঙ্ক্ষা করে; পরন্তু ধন যাচ্ঞা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনের চেষ্টা পাওয়া অপেক্ষা উহার অনুষ্ঠান না করাই শ্রেয়ঃ; কারণ, অর্থ হইতেই নানা দোষ উৎপন্ন হয়, সুতরাং তন্মূলক যজ্ঞানুষ্ঠানাদি ধর্ম্মও যে ভূয়িষ্ঠ দোষ সংসৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি, তোমারও উহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেখ, যাহারা অর্থাকাঙ্ক্ষী, তাহাদিগের অবশ্য পরিহার্য্য বিষয়ও পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইয়া উঠে; আর যাহারা ধন-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাদিগের কর্ত্তৃক সৎকর্ম্মানুষ্ঠিত হওয়া দুর্লভ, যেহেতু পরের অনিষ্টাচরণ ব্যতীত কদাচ অর্থোপার্জ্জন হয় না এবং উহা প্রাপ্ত হইলেও চৌরাদি-জনিত নানা

ভয়ের সম্ভাবনা। অপিচ, দুরাচার দস্যুগণ স্নেহ ও ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া অল্প-মাত্র অর্থের নিমিত্ত লোকের প্রতি বহুবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে যে তাহাদিগকে ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা বোধ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাসক্ত পুরুষদিগের এই অর্থ এত প্রিয় যে, তাহারা দুর্লভ ধন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ভৃত্যদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্য বেতন প্রদান করিয়াও দস্যু-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে লোকে যেরূপ সন্তাপিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সন্তাপিত হয়; আবার না দিলেও সেই ভৃত্যেরা তাদৃশ প্রভুকে নিন্দা করিতে থাকে। আর দেখ, অধন ব্যক্তিকে কেহই কিছু বলিতে পারে না; সেই মুক্ত পুরুষ যদৃচ্ছা লাভ-দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করত সর্ব্ব প্রকারেই সুখী হয়েন; কিন্তু ধন-দ্বারা কেহই সুখ লাভে সমর্থ হয় না।

পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যজ্ঞ বিষয়ও যেরূপ সবিস্তারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিধাতা যজ্ঞের নিমিত্তই অর্থ সকল সৃষ্ট করিয়াছেন এবং সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও উহার রক্ষার নিমিত্ত পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সমস্ত ধন যজ্ঞে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য, ভোগাভিলাষ পূরণার্থে ব্যয় করা বিহিত নহে। হে ধনঞ্জয়! বিধাতা মনুষ্যদিগকে যজ্ঞে ব্যয় করিবার নিমিত্তই অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন, বিলাসের নিমিত্ত নহে; তুমিও ধনশালিদিগের অগ্রগণ্য, অতএব তোমার ইহা অবগত হওয়া উচিত। এই নিমিত্ত জ্ঞানী পুরুষেরা নিশ্চয় বোধ করিয়াছেন যে, এই ধন জগতে কোন ব্যক্তিরই নহে; শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যজ্ঞ ও দান করাই কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ উপার্জ্জিত ধন দান করিতেই উপদেশ করিয়াছেন; ভোগাভিলাষ বা অপব্যয় করিবার নিমিত্ত উপদেশ করেন নাই, দানাদি সৎ-কার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে অর্থ-সঞ্চয়ের কি আবশ্যক আছে? পরন্তু যে সকল অল্পমতি মনুষ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে ধন দান করে, তাহারা পরলোকে শত বর্ষ কাল নিয়ত পুরীষ ভোজন করে। অপাত্রে যে দান করা আর সৎপাত্রে যে দান করা, এরূপ ঘটনা কেবল যোগ্যাযোগ্যের অপরিজ্ঞান হেতুই ঘটিয়া থাকে; অতএব দানধর্ম্মও দুষ্কর। অর্জ্জুন! ধন প্রাপ্ত হইলেও উহা অপাত্রে সমর্পণ ও সৎপাত্রে দান না করা, এই দুইটি মহা ব্যতিক্রম আছে, জানিবে।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহীপতি দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধর্ম্মজ্ঞ বসুষেণ, নরপতি ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য নানা দেশীয় নরেন্দ্রগণ সমরে নিহত হওয়ায় আমি অতিশয় শোকাতুর হইয়াছি। হা! আমি রাজ্যলোভে সমস্ত জ্ঞাতি নাশ এবং একবারে বংশ নির্ম্মূল করিলাম! যিনি ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করত আমার এই শরীর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভে সেই পিতামহ ভীষ্মদেবকে সমরে নিপাতিত করিলাম! প্রদীপ্ত শরজাল-সমাকীর্ণ জীর্ণ সিংহের ন্যায়, উন্নত-কলেবর নরসিংহ পিতামহ যখন শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অর্জ্জুনের বজ্র-তুল্য শর-প্রভাবে বিচলিত ও বিঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে আমার অন্তঃকরণ যে পর্য্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। বিপক্ষ-রথ-পীড়ক পিতামহ যখন রথ-মধ্যে অতিশয় অবসন্ন হইয়া ঘূর্ণমান শৈলের ন্যায় পূর্ব্বদিকে পতিত হইলেন, তখন আমি জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলাম। হা! যিনি ধনুর্ব্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক মহাসমরে ভৃগুকুল-নন্দন রামের সহিত বহু দিবস কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; বারানসী রাজধানীতে কন্যা নিমিত্ত যিনি একাকীই সমাগত সমগ্র ক্ষত্রিয়-কুলকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন; যাঁহার অস্ত্র-প্রতাপানলে রাজচক্রবর্ত্তী দুরাসদ উগ্রায়ুধ ক্ষণ-মাত্রে

দগ্ধ হইয়াছিল, আমি সেই পিতামহকে সমরে নিপাতিত করিলাম! সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ জানিয়াও যিনি পাঞ্চাল-নন্দন শিখণ্ডীকে বিনাশ করেন নাই, অর্জ্জুন তাদৃশ মহাত্মা পিতামহকে সংহার করিলেন! হা! কি দুঃখ!—হে মুনিসত্তম! যখন তাঁহাকে রুধিরাক্ত-কলেবরে ভূতলে পতিত রহিয়াছেন দেখিলাম, সেই অবধিই আমি উৎকট শোকে আক্রান্ত হইয়াছি। যিনি বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে লালন পালন-পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, আমি অচিরস্থায়ি রাজ্য নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিলাম; অতএব আমি যে অত্যন্ত মূঢ় ও অত্যন্ত পাপী, তাহার আর সন্দেহ নাই। অপিচ, সমস্ত রাজবর্গের পূজিত রণাঙ্গণ-স্থিত মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিয়া "আপনকার পুত্র হত হইয়াছে" বলিয়া যে, তাঁহার নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, সেই মিথ্যা-জনিত পাপ আমার সমস্ত শরীর দগ্ধ করিতেছে। গুরু যখন আমাকে "রাজন্! আমার পুত্র জীবিত আছে কি না, সত্য বল" এইরূপ কহিয়াছিলেন, তখন আমি সত্য বলিব বিবেচনা করিয়াই তিনি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এমন পাতকী যে, রাজ্যলোভের বশীভূত হইয়া অমনি তৎক্ষণাৎ সত্যকঞ্চুক উন্মোচন-পূর্ব্বক অস্পষ্টাক্ষরে কুঞ্জর শব্দোচ্চারণ করিয়া স্পষ্টস্বরে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন" এইরূপ উক্তি করিয়া গুরুর সহিত মিথ্যা-ব্যবহার করিয়াছি; আমি যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে কোন্ লোকে যে গমন করিব, তাহা বলিতে পারি না। আর দেখুন, সমরে অপরাঙ্মুখ উগ্র-পরাক্রম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করিলাম! অতএব আমা অপেক্ষা আর অধিক পাপী কে আছে? আমি এত লুব্ধ-স্বভাব যে, জয়-লালসায় গিরিগুহা-জাত সিংহ-শিশুর ন্যায় কুমার অভিমন্যুকে দ্রোণ রক্ষিত ব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি দিয়াছিলাম। মহর্ষে! অধিক কি বলিব, ভ্রূণ-হত্যাকারী পাপীর ন্যায় আমি সেই অবধি পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের মুখের প্রতি উত্তম রূপে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হই না। ঐরূপ পঞ্চ পর্ব্বত বিহীনা পৃথিবীর ন্যায় পঞ্চ পুত্র-বিহীনা দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদী দেবীকে নিরীক্ষণ করিলেও আমি শোকে অধীর হইয়া পড়ি।

আমি পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল ও গুরুজনের বিনাশ-সাধন করিয়া অতিশয় অপরাধী হইয়াছি; অতএব আমি এই স্থলে প্রায়োপবেশ-পূর্ব্বক শরীর শোষণ করিব, তাহা হইলে আর আমাকে অন্য কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। অদ্য হইতে আমি পান-ভোজনাদি সমস্ত ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই স্থলে অবস্থিত হইয়াই প্রিয় প্রাণ শোষিত করিব। হে তপোধন! আমি আপনাকে বিনয়-পূর্ব্বক বলিতেছি, আপনি আমায় কলেবর পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করিয়া আপন অভিলষিত স্থানে গমন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বন্ধু-বিয়োগ-জনিত শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, মুনিসত্তম ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ! প্রায়োপবেশ-দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিও না; তোমার এরূপ নিতান্ত শোকার্ত্ত হওয়া উচিত হইতেছে না; আমি পুনরায় তোমারে উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ জলে বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণি-মাত্রেরই প্রথমে সংযোগ শেষে বিয়োগ হইয়া থাকে। সঞ্চিত বস্তুর শেষে ক্ষয়, উন্নতির শেষে পতন, জীবনের শেষে মরণ, সুখের শেষে দুঃখ, অধিক কি, জগতে যে কিছু বস্তুজাত আছে, তৎ সমস্তেরই প্রথমে সংযোগ, শেষে বিযোগ, ইহা স্থিরীকৃতই আছে; কিন্তু আলস্যে দুঃখ এবং দক্ষতায় সুখোদয় হয়। ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৃতি ও কীর্ত্তি-প্রভৃতি গুণ সকল নিপুণ ভিন্ন আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তিতে কদাচ অবস্থান করে না। সুহৃদ্গণ

সুখ প্রদানে এবং শত্রুগণ দুঃখ প্রদানে অসমর্থ হয় না; ঐরূপ প্রজ্ঞা-দ্বারা অর্থ লাভ এবং ধনের দ্বারা সুখ লাভ হইতে পারে না। হে রাজন্! বিধাতা তোমাকে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন; কর্ম্ম-ত্যাগে তোমার অধিকার নাই, অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই সিদ্ধি লাভ হইবে।

ব্যাস-বাক্যে সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-বিয়োগ-জনিত শোকে সন্তপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগে অভিলাষী হইলে মুনিসত্তম ব্যাসদেব তাঁহার শোকাপনয়নে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অশ্মগীত-নামক এক পুরাতন ইতিহাস কথিত আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন সময়ে বিদেহরাজ জনক শোক-দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া অশ্মা নামে মহাপ্রাজ্ঞ এক ব্রাহ্মণকে সংশয়-নিরসনার্থে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞাতি ও ধন বৃদ্ধি এবং বিনাশ সময়ে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পুরুষের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?

অশ্মা কহিলেন, মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিবা-মাত্রই অমনি সুখ দুঃখ আসিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়। সুখ দুঃখ উভয়েরই সম্ভব থাকিলেও উহাদিগের মধ্যে যখন যে টি উপস্থিত হয়, তখন সেইটিই বায়ু যেমন মেঘমণ্ডলকে নিরাকৃত করে, তদ্রূপ মনুষ্যের চৈতন্য হরণ করে। অভ্যুদয় সময়ে লোকে "আমি এক জন সামান্য মনুষ্য নহি, আমি মহৎ কুলজাত, যাহা মনে করি তাহাই করিতে পারি।" এই তিন প্রকার অভিমানে অহঙ্কৃত হইয়া একেবারে হিতাহিত-বিবেক-শূন্য হয়; সুতরাং ঘোরতর বিষয়াসক্ত-চিত্ত হইয়া অপব্যয়-দ্বারা পৈতৃক ধন সকল নষ্ট করত নিঃস্ব হইয়া পড়ে, তখন পরস্বাপহরণাদি কার্য্যকেও সৎকার্য্য বলিয়া মনে করে। অনন্তর, ব্যাধ যেমন অস্ত্র দ্বারা মৃগকে বধ করে, তদ্রূপ রাজা সেই নিয়মোল্লঙ্ঘনকারী পরস্বাপহারী দুষ্টাত্মার দণ্ড করিয়া থাকেন। পরন্তু যাহারা বিংশতি বা ত্রিংশৎ বর্ষ সময়ে ঐরূপ দুষ্কর্ম্মাদিতে বিরত হয়, তাহারা প্রায় শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না; অতএব রাজার সমস্ত প্রাণীর অন্তর্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দরিদ্রাদি দুঃখ-পীড়িত প্রজাদিগের বুদ্ধি-কৌশলে দুঃখাদির প্রতিকারের চেষ্টা পাওয়া উচিত। চিত্তবিভ্রম ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি ব্যতীত মানসিক দুঃখের আর তৃতীয় কারণ উপপন্ন হয় না। ভোগ্যাদি-জনিত বা অন্যান্য যে কোন প্রকার দুঃখ হউক না কেন তৎ সমস্তই ঐ দুই কারণেই ঘটিয়া থাকে। এই জগতে কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, সকলকে জরা ও মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় আসিয়া ভক্ষণ করে। যিনি পরাক্রম-প্রভাবে সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে জয় করিতে পারেন, তিনিও জরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন না। সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে অভিমান-শূন্য হইয়া উহা ভোগ করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু প্রারব্ধ-বশত যাহা উপস্থিত হয়, তাহা অপরিহার্য্য।

হে মহারাজ! দেখ, প্রাণি-মাত্রেই যে অজরামরত্বাদি বিষয়ের নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া থাকে, তৎপরিবর্ত্তে অনভিলষিত জরা-মরণাদি আসিয়া কাহার বাল্যে, কাহার যৌবনে, কাহারও বা বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়, উহাদিগের হস্ত হইতে কেহই মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণিদিগের জন্ম, মৃত্যু, লাভ, অলাভ, প্রিয়বস্তুর বিয়োগ, অপ্রিয়বস্তুর সংযোগ, সুখ, দুঃখ ও বিপদ্ এ সমস্তই অদৃষ্টের অনুবর্ত্তী; অতএব যেমন গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, স্বভাবতঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া পরিণামে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ যান, উত্থান, পান, ভোজন, শয়ন, আসন, সুখ ও দুঃখ ইহারা অদৃষ্টানুবর্ত্তী হইয়া প্রাণিদিগের ভোগের নিমিত্ত কালক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার কাল পূর্ণ হইলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই সংসারে বৈদ্যও পীড়িত, বলবান্ও দুর্ব্বল এবং শ্রীমান্ পুরুষও

নিগূঢ় হইয়া থাকে; অতএব কালের গতি অতি বিচিত্র জানিবে। মহৎ বংশে জন্ম, বীর্য্য, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও উপভোগ, এ সমস্ত ভবিতব্যতানুসারেই লব্ধ হইয়া থাকে।

এই পৃথিবীতে ইচ্ছা না থাকিলেও দরিদ্রদিগের বহু পুত্র হইয়া থাকে; কিন্তু সমৃদ্ধিশালি ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও একটি-মাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়েন না, অতএব দৈবের আশ্চর্য্য কার্য্য অবলোকন কর। জ্বরাদি-ব্যাধি, অধঃপতন, বুভুক্ষা, অগ্নি, জল ও বিষাদি জন্য আপদ্, যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রাণিদিগের প্রারব্ধ-কৃত সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মানুসারেই আপতিত হয়। ইহলোকে কোন ব্যক্তি পাপ না করিয়াও দণ্ডিত হইয়া থাকে, আবার কোন ব্যক্তি ঘোরতর অত্যাচারী হইয়াও দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়, এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব প্রারব্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এই পৃথিবীতে ধনবান্ ব্যক্তিকে যৌবনাবস্থাতেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে মহাক্লেশে জরা-যুক্ত হইয়াও শত বর্ষ জীবিত থাকিতে দেখা যায়; অতএব ক্ষুদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও দীর্ঘজীবী এবং সমৃদ্ধ-কুল-জাত পুরুষও পতঙ্গবৎ প্রনষ্ট হয়, দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সংসার-মধ্যে শ্রীমান্ পুরুষ প্রায়ই ঐশ্বর্য্য-ভোগে সমর্থ হয় না অর্থাৎ অল্পায়ু হয়; কিন্তু দরিদ্র লোক অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি-দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, এই নিমিত্তই তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। দুরাত্মা লোক স্বীয় তুষ্টি-সম্পাদনার্থ "আমি ইহা করিতেছি" এই বলিয়া যে কোন পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কাল প্রেরিত হইয়া তাহাকেই প্রিয়তুল্য বোধ করিয়া থাকে। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি, মদ্যাদি পান, বৃথা জল্পনা, পণ্ডিতগণ এই কয়টি বিষয়কেই নিন্দিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু নানা শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষকেও ঐ সকল বিষয়ে সমাসক্ত হইতে দেখা যায়। ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত বিষয় সকল কাল-সহকারেই প্রাণী সকলকে আক্রমণ করে, তাহাতে অন্য কোন কারণ উপলব্ধ হয় না। বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, জ্যোতিঃ পদার্থ, নদী ও শৈল সকলের কে সৃষ্টি করে এবং কেই বা উহাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে? অতএব কালই উহাদিগের আধার এবং কাল-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে নরশ্রেষ্ঠ! ঐ রূপ শীত, উষ্ণ ও বর্ষা এবং মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ কাল-সহকারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন জরা বা মৃত্যু-কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন কি ঔষধ, কি মন্ত্র, কি হোম, কি জপ, কেহই তাহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। যেমন মহাসাগরে দুই খান কাষ্ঠ আসিয়া একত্র সংযুক্ত হয়, আবার সময়ানুসারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণিগণেরও কাল-সহকারে একত্র সমাগম ও পরস্পর বিচ্ছেদ হয়। যে সকল পুরুষ উত্তম স্ত্রীগণের সহিত গীতবাদ্য-জনিত সুখানুভব করে এবং যাহারা পরান্ন-জীবী অনাথ, কাল সেই উভয়বিধ লোকের প্রতিই তুল্য ব্যবহার করেন, অর্থাৎ তাহারা কেহই মৃত্যুমুখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

এই সংসারে মাতা, পিতা, স্ত্রী ও পুত্র-প্রভৃতি শত শত সহস্র সহস্র প্রকার সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহারা কাহার মাতা, পিতা এবং আমরাই বা কাহার আত্মীয়? কেহই এই আত্মার আত্মীয় হইতে পারিবে না এবং ইনিও কাহার আত্মীয় হয়েন না। যেরূপ পথিকগণ পথি-মধ্যে আসিয়া কিয়ৎ কালের নিমিত্ত পান্থ-নিবাসে সঙ্গত হইয়া পরে যে যাহার গন্তব্য স্থানে গমন করে; এই সংসার-মধ্যে স্ত্রী, বন্ধু ও সুহৃজ্জনের সঙ্গতিও সেইরূপ। "আমি কে, কোথায় আছি, কোথায়ই বা গমন করিব, কিরূপেই বা এই সংসার-মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি এবং কি নিমিত্তই

বা অনুতাপ করিতেছি!” বিবেকী ব্যক্তির এইরূপে চিত্ত সংস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। চক্রবৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই সংসারে প্রিয় জনের সহিত সহবাস অনিত্য; যেরূপ পান্থনিবাসে পথিকগণ আসিয়া কিয়ৎ কালের নিমিত্ত একত্রিত হয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও সখা-প্রভৃতির সমাগমও সেইরূপ। জ্ঞানাভিলাষী পুরুষের শাস্ত্রানুসারে পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। দেখ, পণ্ডিতগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব পরলোককেও প্রত্যক্ষের ন্যায় অবগত আছেন; বিদ্বান্ ব্যক্তিরও পিতৃ ও দৈব-কার্য্যের অর্চ্চনা-দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক বিহিতানুযায়ি-ত্রিবর্গের সেবা করা উচিত। জরা ও মৃত্যু-রূপ গ্রাহ-সমাকুল, অতীব গভীর, কাল-রূপ সাগরে এই জগৎ যে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই অবগত হইতেছে না।

অনেক বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াও সপরিবারে ব্যাধি-দ্বারা অভিভূত হইতে দৃষ্ট হয়; যেরূপ মহোদধি বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ তাহারা নানা প্রকার ঘৃত ও কষায় ঔষধ সকল সেবন করিয়াও কোন ক্রমে মৃত্যুকে অতিবর্ত্তন করিতে পারে না। হস্তিগণ যেমন পর্ব্বতে বাস করিয়াও মত্ততা-বশত সময়ে সময়ে দন্তদ্বারা পর্ব্বত ভগ্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ শরীর রক্ষার্থে সুন্দররূপে রসায়ন প্রয়োগ করিয়াও জরা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন, প্রায়ই এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ রূপ কি দাতা, কি যজ্ঞশীল, কি বেদাভ্যাস-রত, কি তপস্যান্বিত পুরুষ, কেহই জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না। সঞ্জাত প্রাণিগণ-সম্বন্ধে বৎসর, মাস, পক্ষ বা, দিবা, কি রাত্রি যাহা অতীত হয়, তাহা আর প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না; অতএব অনিত্য শরীর-বিশিষ্ট মনুষ্য কাল পূর্ণ হইলে ইচ্ছা না থাকিলেও অবশ্যই সর্ব্ব প্রাণির গন্তব্য সেই চির নিশ্চিত মহাপথে গমন করিয়া থাকে। চরমে দেহ জীব হইতে বিশ্লেষিত হউক, আর জীবই দেহ হইতে অন্তর্হিত হউক; সে যাহাই হউক, বস্তুত স্ত্রী বা অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত যে সঙ্গতি, সে কেবল পান্থ-নিবাস-স্থিত পথিকদিগের ন্যায় জানিবে। এই জগতে কেহই কদাচ চির সহবাস লাভ করিতে সমর্থ হয় না; যখন নিজের শরীরের সহিতই জীবের চির সহবাস লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন অপর কাহারও সহিত চির বাস ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? হে নিষ্পাপ মহারাজ! এক্ষণে তোমার পিতা বা পিতামহ-প্রভৃতি পিতৃগণ কোথায়? এক্ষণে তাঁহারাও তোমায় দেখিতেছেন না এবং তুমিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। হে রাজন্! স্বর্গ বা নরককে কোন মনুষ্যই দেখিতে পায় না; কিন্তু আগমই পণ্ডিতদিগের চক্ষু, অতএব তুমি তদনুসারেই এই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর।

এই সংসারে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক ঋষি, পিতৃ ও দেবঋণ পরিশোধার্থে অসূয়াশূন্য হওত প্রথমত ব্রহ্মচর্য্য, পরে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন, অনন্তর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে প্রজ্ঞাচক্ষু পুরুষ হৃদয়স্থ সমস্ত শোকাদি পরিহার-পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচর্য্য, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করত ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্য সাধন করিবে। যিনি ঐহিক ও পারত্রিকের কার্য্য সমান-রূপে সাধন করিতে পারেন এবং বিহিতানুযায়ি করাদি সংগ্রহ করেন, সেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নরপতির চরাচরাদি সমস্ত লোকে যশ বর্দ্ধিত হয়। বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বিদেহরাজ এইরূপ হেতুপূর্ণ সমগ্র উপদেশ বাক্য সকল অবগত হইয়া শান্ত-শোক হওত অশ্ম ঋষিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হে অচ্যুত যুধিষ্ঠির! তুমি ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত; অতএব শোক ত্যাগ কর, হর্ষান্বিত হও। তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী জয় করিয়াছ, এক্ষণে উহা উপভোগ কর; আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিও না।

ব্যাস-বাক্যে অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও যখন কোন উত্তর করিলেন না, তখন পাণ্ডুপুত্র গুড়াকেশ অর্জ্জুন হৃষীকেশকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মাধব! ধর্ম্মনন্দন শত্রুতাপন মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-বিনাশশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি এই শোকার্ণব-নিমগ্ন নরপতিকে প্রবোধিত করুন। হে জনার্দ্দন! আমাদিগের কাহারো বাক্যেই ইহাঁর দৃঢ়তর প্রতীতি হইতেছে না, অতএব আপনিই এক্ষণে ইহাঁর শোকাপনয়নার্থে প্রবৃত্ত হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা বিজয় গোবিন্দকে এইরূপ কহিলে পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত ধর্ম্মরাজকে প্রবোধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশব বাল্য কাল হইতে অর্জ্জুনাপেক্ষাও ধর্ম্মরাজের সমধিক প্রিয় ছিলেন; সুতরাং তাঁহার বাক্য ধর্ম্মরাজের অনতিক্রমণীয় ছিল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের চন্দন-চর্চ্চিত শৈলস্তম্ভ-সদৃশ হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক বাক্য-দ্বারা চিত্ত বিনোদন করত বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যোদয়ে পদ্মকোশ যেমন বিস্পষ্টরূপে বিকসিত হয়, বাক্য-বিন্যাস কালে কেশবের সুন্দর-দশন-পঙ্‌ক্তি ও সুচারু-লোচন-সুশোভিত বদনমণ্ডলেরও তাদৃশ শোভা হইল।

বাসুদেব কহিলেন, হে পুরুষ-শার্দ্দূল মহারাজ! যাহারা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব আপনি এই শরীর-শোষণকর শোক পরিত্যাগ করুন। যেরূপ স্বপ্ন-লব্ধ বস্তু প্রবুদ্ধ কালে অদৃষ্ট হইয়া যায়, এই মহারণে নিহত ক্ষত্রিয়দিগকেও সেইরূপ মনে করিবেন। সেই সমরশোভি শূরগণ সকলেই যুদ্ধকালে সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই পলায়নপর বা পৃষ্ঠদেশ হইতে শত্রু-কর্ত্তৃক আহত হইয়া নিহত হন নাই। সকলেই বিপক্ষ বীরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত আর শোক করিবেন না। মহারাজ! ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-নিরত বেদবেদাঙ্গ-পারগ শূরগণ নিশ্চয়ই বীরগণের পবিত্রগতি প্রাপ্ত হয়েন। আপনি পরলোক-গত সেই মহানুভাব পূর্ব্ব-নরপতিগণের উপাখ্যান শ্রবণ করিলেই আর স্বীয় নিহত-বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। এ বিষয়ে দেবর্ষি নারদোক্ত এক পুরাতন ইতিহাস আছে, শ্রবণ করুন।

পুত্র-শোকার্ত্ত সৃঞ্জয়-রাজকে নারদ এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে, হে সৃঞ্জয়! তুমি, আমি বা অপর লোক সকল, কেহই সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত নহি এবং আমাদিগের সকলকেই মরিতে হইবে, তবে আর বিলাপ করিবার আবশ্যক কি? আমি তোমার নিকট পূর্ব্বকালীন নরপতিদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; ইহাতে অবহিত হইলে হৃদয়স্থ-শোক বিসর্জ্জন করিতে পারিবে। সেই মহানুভাব পৃথিবীপতিদিগের বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তার শ্রবণ করিয়া সন্তাপ পরিহার-পূর্ব্বক চিত্ত প্রশান্ত কর। অগ্রগণ্য নরপতিদিগের সুশ্রাব্য মনোহর পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে ক্রূর গ্রহদিগের শান্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

হে সৃঞ্জয়! শুনিয়া থাকিবে, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্ত নামে এক মহান্ নরপতি ছিলেন; কিন্তু তিনিও পরলোক গত হইয়াছেন। যে মহাত্মা ভূপতির বিশ্বসৃক্, অর্থাৎ সর্ব্বস্ব-দান-নামক যজ্ঞে সুরাচার্য্য বৃহস্পতি-প্রমুখ ইন্দ্র ও বরুণ-প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছিলেন এবং যিনি স্পর্দ্ধা সহকারে দেবরাজ পুরন্দরকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন; যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে বিদ্বান্ বৃহস্পতি দেবরাজের প্রিয়কামনায় যে মরুত্তকে "আমি তোমার যজ্ঞে যাইতে পারিব না" এই কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে বৃহস্পতিরই কনিষ্ঠ সম্বর্ত্ত যাঁহার যজ্ঞ সমাধা করাইয়াছিলেন; যাঁহার শাসন কালে পৃথিবী রাজবিত্তবোপযুক্ত-শোভালঙ্কারে ভূষিত হইয়া হলকর্ষণ-

ব্যতীত শস্য প্রদান করিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিশ্বদেব সভাসদ ও মহাত্মা সাধ্যগণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন এবং মরুদ্গণ আসিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন; দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে যিনি দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য সকল হইতে অতিশয়িত হইয়াছিলেন। যিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি প্রকারেই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন মহাত্মা মরুত্ত নরপতিও যখন পরলোক গমন করিয়াছেন, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত হইতেছে না।

হে সৃঞ্জয়! সুহোত্র নামে এক মহান্ নরপতি ছিলেন, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, তিনিও লোকান্তরিত হইয়াছেন। যে সুহোত্রের রাজ্যে ইন্দ্র এক বৎসর কাল অনবরত সুবর্ণ বর্ষণ করিয়াছিলেন; যে নরপতিকে পতি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী "সত্যবতী" এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যাঁহার রাজ্যকালে নদী সকলে সুবর্ণময় জলজন্তু সকল ভাসমান হইত; তাহার কারণ এই যে, তৎকালে লোক-পূজিত ইন্দ্র পৃথিবীস্থ সমস্ত নদীতেই স্বর্ণময় কূর্ম্ম, কর্কট, নক্র ও শিশুমার বর্ষণ করিয়াছিলেন; অধিক কি, সেই শত শত সহস্র সহস্র মৎস্য, মকর ও কচ্ছপ-প্রভৃতি হিরণ্ময় জলজন্তু দেখিয়া সুহোত্ররাজ স্বয়ংই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

হে রাজন্! তদনন্তর, নরপতি সুহোত্র কুরুজাঙ্গল দেশে যজ্ঞ বিস্তার পূর্ব্বক সেই অসীম সুবর্ণরাশি ব্রাহ্মণ-সাৎ করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা নরপতি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারি প্রকারেই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন; কিন্তু তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি আর সেই অদাতা অযাজ্ঞিক স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

হে সৃঞ্জয়! অঙ্গরাজ-বৃহদ্রথের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনিও কালগ্রস্ত হইয়াছেন। যিনি বিষ্ণুপদ গিরিতে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া রত্নালঙ্কৃতা নিযুত কন্যা ও নিযুত অশ্ব পদ্মজালক-চিহ্নিত দশ লক্ষ হস্তী সহস্র-ধেনু-সমেত-সুবর্ণ-মালা-বিভূষিত এক কোটি বৃষ দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যিনি শত সংখ্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন; যে যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং দক্ষিণা-প্রাপ্ত-ধনমদে দ্বিজাতিগণ একবারে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে যিনি দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য, সমস্ত হইতে অতিশয়িত হইয়াছিলেন। যাহাতে সোমরস পান বিহিত আছে; অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্য্যাম, এই সপ্তোপলক্ষিত সোম সংস্থান নামক যজ্ঞে অঙ্গরাজ যেরূপ ধন দান করিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে এরূপ কোন পুরুষই জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না, যিনি অঙ্গরাজের ন্যায় তাদৃশ ধন দানে সমর্থ হইবেন। হে সৃঞ্জয়! সেই অঙ্গরাজ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্রাপেক্ষা সমধিক পুণ্যশালী ছিলেন, তিনিও কালকবলে পতিত হইয়াছেন, অতএব তুমি কি নিমিত্ত আর পুত্রের জন্য অনুতাপ করিতেছ?

হে সৃঞ্জয়! উশীনর পুত্র মহারাজ শিবির কথাও বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে; তিনিও কালের করালকবলে পতিত হইয়াছেন। যিনি শরীর আবরণকারি চর্ম্মের ন্যায় এই সমগ্র পৃথিবীকে করলিত করিয়াছিলেন; যিনি জয়শীল এক রথে সমারূঢ় হইয়া সুমহৎ রথ-নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করত সমস্ত নরপতির পরাজয় সাধন-পূর্ব্বক পৃথিবী একছত্রা করিয়াছিলেন এবং যিনি নিজের আরণ্যক সমেত গ্রাম্য পশু গো অশ্ব যত সঙ্খ্যক ছিল, তাবৎ সঙ্খ্যক গো আনাইয়া যজ্ঞোপলক্ষে দান করিয়াছিলেন। অধিক কি, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তি ভূপালবর্গের মধ্যে ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রান্ত উশীনর-পুত্র রাজর্ষি শিবি ব্যতীত অপর কাহা-

কেই রাজ্যভার বহনে উপযুক্ত মনে করেন নাই। দেখ, সেই মহাত্মা নরপতি শিবি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, চারি বিষয়েই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন মহাত্মা শিবিরাজও ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন; অতএব তুমি আর সেই অদাতা ও অযাজ্ঞিক নিজ পুত্রের নিমিত্ত শোক করিও না।

হে সৃঞ্জয়! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর শকুন্তলা-গর্ভজাত দুষ্মন্ত-নন্দন মহাত্মা ভরতের কথা শুনিয়া থাকিবে। যে মহাতেজা ভরত দেবগণের প্রীতি-কামনায় যমুনা-কূলে ত্রিশত, সরস্বতী-তীরে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ যেমন বাহুবল অবলম্বন করিয়া শূন্য গমনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পৃথিবীস্থ কোন নরপতিই নরপতি ভরতের কর্ম্মের অনুগামী হইতে পারেন নাই। অধিক কি, যে মহাত্মা ভরত অসংখ্য যজ্ঞবেদী বিস্তার-পূর্ব্বক তদুপলক্ষে সহস্রাধিক ও অর্ব্বুদ অশ্ব এবং পদ্ম সহস্র রত্ন কণ্ব ঋষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি বিষয়েই তিনি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন; কিন্তু তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব তুমি আর স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিও না।

হে সৃঞ্জয়! মহীপাল দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের বৃত্তান্তও বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে; তিনিও শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বদা প্রজাদিগের প্রতি ঔরস পুত্রের ন্যায় দয়া প্রকাশ করিতেন; রাজ্য-শাসন বিষয়ে যিনি স্বীয় পিতা দশরথের তুল্য ছিলেন; অধিক কি, যে ধর্ম্মাত্মার শাসন-কালে কোন স্ত্রী বিধবা, বা কেহ অনাথ হয় নাই এবং পর্জ্জন্য যথা-কালে বৃষ্টি প্রদান-পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিত; সুতরাং তাঁহার রাষ্ট্র-মধ্যে কখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। তৎকালে কোন প্রজার জলমজ্জনে বা অগ্নিদাহে মৃত্যু হয় নাই এবং অপর কোন রোগেরও ভয় ছিল না। রামের রাজ্য-পালন সময়ে সমস্ত লোকই সহস্র-বর্ষ-জীবী, সহস্র পুত্রবান্ এবং স্ব স্ব কামনা বিষয়ে সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া নীরোগে কাল হরণ করিত; তাঁহার রাজ্য-মধ্যে পুরুষের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইত না। তৎকালে সকলেই ধর্ম্মনিরত, সদা সন্তুষ্টচিত্ত, অভিলাষ-বিষয়ে পূর্ণ-মনোরথ, সত্যব্রত, নির্ভয় এবং স্বাধীন ছিল। বৃক্ষ সকল নিয়তই ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকিত এবং ধেনুগণ কলস-পরিমিত দুগ্ধ প্রদান করিত; সেই মহাতপা রাম পিতৃ-সত্যপালনার্থে চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্য বাস করিয়া পরে রাজ্যকালে ত্রিগুণ দক্ষিণা-সমন্বিত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। লোহিত-লোচন শ্যামল-সুন্দর যুবা রাম যূথপতি মাতঙ্গের ন্যায় বলশালী ছিলেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, মুখকান্তি মনোহর এবং স্কন্ধদেশ সিংহ-স্কন্ধ-তুল্য ছিল। মহাত্মা রাম একাদশ সহস্র বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই এই চারি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিকতর পুণ্যশালী ছিলেন; তাঁহাকেও মানবলীলা সম্বরণ-পূর্ব্বক ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে হইয়াছে; অতএব তোমার তাদৃশ পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

হে সৃঞ্জয়! পূর্ব্বে ভগীরথ নামে এক মহান্ নরপতি ছিলেন, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে; তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যাঁহার যজ্ঞে সোম পান করিয়া সুরসত্তম ভগবান্ পাকশাসন প্রচণ্ড বারণ-সদৃশ মত্ত হইয়া বাহুবীর্য্যপ্রভাবে এক সহস্র অসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যিনি যজ্ঞোপলক্ষে রত্নালঙ্কার-ভূষিতা এক সহস্র কন্যা দক্ষিণা

দান করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত কন্যা প্রত্যেকে চতুরশ্ব-যোজিত এক এক রথে সমারূঢ় ছিল; প্রত্যেক রথের সহিত সুবর্ণমালা-ভূষিত পদ্ম-জালক-চিহ্নিত এক শত করিয়া হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর সহিত এক এক সহস্র অশ্ব নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক অশ্বের সহিত এক এক সহস্র গো, এক এক সহস্র অজ এবং এক এক সহস্র মেষ ছিল। অধিক কি, ত্রিলোকপথগা গঙ্গা যে যাজ্ঞিক ভূরিদক্ষিণ ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভগীরথকে পিতৃত্বে স্বীকার-পূর্ব্বক সমীপস্থ সেই মহাত্মার উরুদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া "উর্ব্বশী এবং ভাগীরথী" এই দুইটি আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারি বিষয়েই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্রাপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। তিনিও কালের গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; অতএব তুমি আর স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিও না।

হে সৃঞ্জয়! মহাত্মা দিলীপের বিবরণও বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে; দ্বিজাতিগণ যাঁহার ভূরি ভূরি কর্ম্ম কীর্ত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি মহাযজ্ঞে সমাহিত হইয়া এই রত্নপূর্ণা বসুধাকে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রতি যজ্ঞেই পুরোহিত এক সহস্র করিয়া হিরণ্ময় হস্তী দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহার শোভান্বিত যজ্ঞীয় স্তম্ভও হিরণ্ময় হইয়াছিল, এমন কি, তৎকালে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণও আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক মহারাজ দিলীপের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বলয়-মণ্ডিত সেই হিরণ্ময় স্তম্ভোপরি ছয় সহস্র দেব ও গন্ধর্ব্ব একত্রিত হইয়া নৃত্য এবং স্বয়ং বিশ্বাবসু মধ্যস্থলে বসিয়া বীণা বাদন করিয়াছিলেন। যে বীণা শ্রবণে সমস্ত শ্রোতৃবর্গ "ইনি আমাকে লক্ষ করিয়াই বাজাইতেছেন" এইরূপ মনে করিয়াছিল; পৃথিবীস্থ কোন নরপতিই মহাত্মা দিলীপের এই কার্য্যের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন নাই। ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব, তাঁহার সুবর্ণালঙ্কৃত মাতঙ্গগণ মত্ত হইয়া পথি-মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত; অধিক কি, সেই শতধন্বা সত্যবাদী মহাত্মা মহারাজ দিলীপকে যে সকল মনুষ্য দর্শন করিয়াছিল, তাহারাও স্বর্গভাগী হইয়াছে। তাঁহার রাজভবনে "কার্ম্মুক-জ্যা-নির্ঘোষ, বেদধ্বনি এবং দেহি দেহি" এই তিন প্রকার শব্দ ক্ষণ কালের নিমিত্তেও বিশ্রাম পাইত না। দেখ, মহাত্মা দিলীপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারি বিষয়েই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকেও ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, অতএব তুমি আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সৃঞ্জয়! যুবনাশ্ব-পুত্র মহারাজ মান্ধাতার কথা শুনিয়া থাকিবে, তিনিও লোকান্তরিত হইয়াছেন। রাজা যুবনাশ্ব সন্তানোৎপাদন-ক্ষম দধিমিশ্র আজ্য পত্নীকে না দিয়া ভ্রান্তি-বশত স্বয়ং পান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারই গর্ভ উপস্থিত হয় এবং মন্ত্রিত আজ্য-প্রভাবে শোণিত সংযোগ ব্যতীত পিতৃ-গর্ভেই সেই শিশু মাতৃগর্ভ-সদৃশ পরিবর্দ্ধিত হইল; পরে মরুতাদি দেবগণ পিতৃগর্ভ ভেদ করিয়া সেই বালককে নিঃসারিত করিয়াছিলেন, পরে সেই বালক ত্রিলোক-বিজয়ী নরপতি হইয়াছিলেন; তাহা কি প্রকারে ঘটিয়াছিল, তৎ সমস্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। অভিনব-সঞ্জাত সেই শিশুকে মৃত পিতার ক্রোড়ে শয়ান দেখিয়া দেবগণ "এই বালক কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে" পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র "অয়ং মামেব ধাস্যতি অর্থাৎ এ আমারই আশ্রয় লইবে" এই কথা বলিয়া সেই মহাত্মা কুমারের নাম "মান্ধাতা" রাখিলেন এবং শরীরের পুষ্টি নিমিত্ত স্বীয় করাঙ্গুলি তাহার মুখে প্রদান করিলেন, অনন্তর সেই অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধ-ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রের করাঙ্গুলি ক্ষরিত দুগ্ধ পান করিয়া সেই বালক দিন দিন এমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে,

দ্বাদশ দিবসে দ্বাদশ বর্ষীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল; ঐরূপ ক্রমশ এক শত দিবস দুগ্ধপানে প্রাপ্ত বয়স্ক হইল। পরে সমরে ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত, শূর, ধর্ম্মপরায়ণ, মহাত্মা মান্ধাতা অঙ্গার, মরুত্ত, অসিতজয়, অঙ্গরাজ-বৃহদ্রথ-প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহীপালদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এক দিবসেই সমগ্রা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন। যৎ কালে অঙ্গাররাজের সহিত মহারাজ মান্ধাতার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহার ধনুর্বিস্ফারণ শব্দে দেবগণ "আকাশ বিদীর্ণ হইয়া পড়িল" বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপের কথা অধিক কি বলিব, সূর্য্যের উদয় স্থান হইতে অস্ত-সীমা পর্য্যন্ত পৃথিবী অদ্যাপি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মহীপতি মান্ধাতা শত অশ্বমেধ এবং এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অপর্য্যাপ্ত রোহিত মৎস্য প্রদান করিয়াছিলেন! তাঁহার অন্যান্য অর্থ দানের কথা আর কি বলিব! যখন সেই যজ্ঞোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরাপর জাতীয় লোকেও এক যোজন উচ্চ এবং দশ যোজনাধিক বিস্তীর্ণ হিরণ্যরাশি বিভাগ করিয়া লইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণগণ যে কত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র। হে সৃঞ্জয়! নরপতি মান্ধাতা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারি বিষয়েই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন; কিন্তু তিনিও যখন কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না।

হে সৃঞ্জয়! নহুষ-পুত্র মহারাজ যযাতির বৃত্তান্ত বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে; তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যিনি বাহুবলে সসাগর ধরামণ্ডল অধিকৃত করিয়া শম্যাপাত অর্থাৎ কোন বলবান্ লোক-দ্বারা বেগে নিক্ষিপ্ত গুরুভার স্থূলকাষ্ঠ খণ্ড যত দূরে পতিত হয়, তৎ পরিমিত ভূমি অন্তরে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ-দ্বারা ভূভাগ চিত্রিত করত উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশ পৃথিবী-সীমায় অর্থাৎ সাগর-তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐরূপ এক শত বাজপেয়, তদতিরিক্ত অন্যান্য এক সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক কাঞ্চন-নির্ম্মিত তিনটি পর্ব্বত দক্ষিণা প্রদান করত ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতি সমরে বহু সংখ্যক ব্যূহিত দৈত্য ও দানবদিগকে নিপাতিত করিয়া সমস্ত পৃথিবী পুত্রগণকে বিভাগ-পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে যদু ও দ্রুহ্যু প্রভৃতি পুত্রদিগকে নিরাশ করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করত সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! নরপতি যযাতি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য, এই চারি বিষয়েই তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন; তিনিও যখন কালগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য অনুতাপ করিতেছ?

হে সৃঞ্জয়! নাভাগ-পুত্র অম্বরীষ-রাজের কথা শুনিয়া থাকিবে; তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যে লোক-পালয়িতা নৃপসত্তম অম্বরীষকে প্রজাগণ মূর্ত্তিমান্ পুণ্য বলিয়া বরণ করিয়াছিল; যিনি যজ্ঞকালে যাঁহারা অযুত সংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাদৃশ দশ লক্ষ নরপতিকে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের সেবার্থে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, দীর্ঘদর্শি লোক সকল নাভাগ-নন্দন নরপতি অম্বরীষের ঐরূপ অদ্ভুত কার্য্য সমস্ত দেখিয়া "পূর্ব্বে কেহ কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারে নাই এবং পরেও কেহ সক্ষম হইবে না" এই বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। হে সৃঞ্জয়! যাঁহারা যজ্ঞ সময়ে ব্রাহ্মণ-সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, সেই শত শত সহস্র সহস্র নরপতি মহারাজ অম্বরীষের মাহাত্ম্য-প্রভাবে অশ্বমেধ ফলভাগী হইয়া উত্তরায়ণ

পথ-দ্বারা হিরণ্যগর্ভ-লোকে গমন করিয়াছেন। রাজা অম্বরীষ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারি বিষয়েই তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্রাপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন; কিন্তু তিনিও কালের করালকবলে পতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিও না।

হে স্বঞ্জয়! চিত্ররথ-পুত্র মহারাজ শশবিন্দুর উপাখ্যান বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। যে মহাত্মার এক লক্ষ ভার্য্যা ছিল এবং সেই সমস্ত স্ত্রীতে তিনি দশ লক্ষ সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাজপুত্রগণ সকলেই হিরণ্ময় কবচাবৃত ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক শত করিয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ক[illegible]র প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে এক এক শত হস্তী, প্রত্যেক হস্তির সহিত এক এক শত রথ, প্রত্যেক রথে উত্তম দেশ-জাত সুবর্ণমালা-বিভূষিত এক এক শত অশ্ব নিয়োজিত ছিল। প্রত্যেক অশ্বের সমভিব্যাহারে এক এক শত গো, প্রত্যেক গো সমভিব্যাহারে এক এক শত করিয়া অজ ও মেষ নিযুক্ত ছিল। এই সকল অপরিসীম ধন মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। হে স্বঞ্জয়! মহীপতি শশবিন্দু তোমাপেক্ষা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন; কিন্তু তিনিও কালগ্রাস হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হন নাই; অতএব তুমি আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

হে স্বঞ্জয়! নরপতি অমূর্ত্তরয়সের পুত্র গয়ের কথা শুনিয়া থাকিবে; তিনিও লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি শত বর্ষ কাল নিয়ত হুতশেষান্ন ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব বরপ্রদানোন্মুখ হইলে যিনি "হে হুতাশন! আপনকার প্রসাদে আমার ধন অক্ষয় হউক, ধর্ম্মে অচলা শ্রদ্ধা এবং সত্যে যেন নিরন্তর রতি থাকে" এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে হুতাশন তাঁহার সেই অভিলষিত বরই প্রদান করিয়াছিলেন; এইরূপ জনশ্রুতি আছে। মহারাজ গয় এক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের অর্চ্চনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ এক সহস্র বৎসর কাল প্রত্যেক যজ্ঞ শেষে শত সহস্র গো ও শত সহস্র অশ্বতর স্বয়ং উত্থান-পূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের, সোমরস-দ্বারা দেবগণের, স্বধাদ্বারা পিতৃলোকের অভিলাষানুযায়ি বস্তু প্রদানপূর্ব্বক স্ত্রীগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি সেই ক্রতুশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধোপলক্ষে দশ ব্যাম বিস্তীর্ণ শত হস্ত দীর্ঘ সুবর্ণের কৃত্রিম পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। হে স্বঞ্জয়! গঙ্গায় যে পরিমাণে বালুকা আছে, মহীপতি গয় তাবৎ সংখ্যক গো প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ গয় ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি বিষয়েই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন; তিনিও যখন কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রার্থে শোক করিতেছ?

হে স্বঞ্জয়! নরনাথ রন্তিদেবের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া থাকিবে; তিনিও চিরকাল এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যে মহাতপা তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের নিকট হইতে "আমার অপর্য্যাপ্ত অন্ন হউক; আমি যেন প্রতি দিন বহু অতিথি লাভ করিতে পারি, কোন সময়ে আমার শ্রদ্ধার ত্রুটি না হয় এবং কাহারো নিকট আমায় যাচ্ঞা করিতে না হয়" এইরূপ অভিমত বর লাভ করিয়াছিলেন। সংশিতব্রত যশস্বী মহাত্মা রন্তিদেবের যজ্ঞ কালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুগণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার যজ্ঞস্থলে নিহত পশুদিগের চর্ম্মরাশির ক্লেদরসে এক মহানদী-উৎপন্ন হইয়াছিল; যে মহানদী পৃথিবীতে চর্ম্মণ্বতী নামে

বিখ্যাত হইয়া আছে। যে রন্তিদেব সভাস্থলে সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান কালে "তোমাকে শত নিষ্ক প্রদান করিব, তোমাকে শত নিষ্ক প্রদান করিব" এইরূপ মন্ত্র-দ্বারা সংকল্প বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রদানে উদ্যত হইলে "আমি শত নিষ্ক গ্রহণ করিব না, আমি শত নিষ্ক গ্রহণ করিব না" ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কোলাহল-সহকারে চীৎকার করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিষ্ক প্রদান-পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সেই ধীমান্ নরপতির পাকশালার কলস, কটাহ, পাত্র, স্থালী ও পিঠর-প্রভৃতি পাকোপযোগি দ্রব্যজাত সুবর্ণ-নির্ম্মিত ব্যতীত অপর কোন ধাতুরই ছিল না। তাঁহার গৃহে রাত্রিস্থিত অতিথিদিগের নিমিত্ত যে রজনীতে বিংশতি লক্ষ গো নিহত হইত, সে রাত্রিতে সুমৃষ্ট-মণি-কুণ্ডলালঙ্কৃত পাচকগণ "অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় মাংস নাই, অতএব তোমরা যথেষ্ট সূপ-দ্বারা ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহ কর" এই বলিয়া অতিথিদিগের নিকট চীৎকার করিত। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ রন্তিদেব তোমাপেক্ষা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন; কিন্তু তিনিও কালের করাল দংষ্ট্রান্তর্গত হইয়াছেন; অতএব তুমি আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

হে সৃঞ্জয়! অমানুষ-বিক্রম-সম্পন্ন ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন পুরুষ-শার্দ্দূল মহাত্মা সগরের কথা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে; তাঁহাকেও এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মহারাজ সগর গমন করিলে শরৎকালোদিত চন্দ্র-পার্শ্বস্থ নক্ষত্র-মালার ন্যায় ষষ্টি সহস্র পুত্র তাঁহার অনুগামী হইত। যাঁহার প্রতাপে সমগ্র বসুন্ধরা একচ্ছত্রা হইয়াছিল; তিনি এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ-দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞোপলক্ষে উপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত স্তম্ভ-সমন্বিত পদ্মপত্র-সদৃশ সুচারু লোচন-সুশোভিত স্ত্রীগণ ও উৎকৃষ্ট শয্যা-পরিপূর্ণ কাঞ্চনময় প্রাসাদ এবং অন্যান্য অভিলষিত বহুতর দ্রব্যজাত প্রদান করিলে তাঁহার আদেশ অনুসারে দ্বিজাতিগণ সকলেই সেই সমস্ত বিত্ত অংশ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরপতি সগর ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী খনন-পূর্ব্বক সমুদ্রের পুনরুৎপাদন করিয়াছিলেন; সেই অবধি সমুদ্র সাগর নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এ চারি বিষয়েই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন; তথাপি করাল কাল তাঁহাকে কবলিত করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, অতএব তুমি আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনু[illegible] করিও না।

হে সৃঞ্জয়! বেণ-পুত্র মহারাজ পৃথুর বিবরণ শুনিয়া থাকিবে, তিনিও ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। যে পৃথুরাজকে মহর্ষিগণ অরণ্য-মধ্যে রাজ্যাভিষিক্ত করণানন্তর "ইনি পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে প্রথিত অর্থাৎ উন্নত করিবেন; অতএব ইহাঁর নাম পৃথু রহিল" এই বলিয়া তাঁহার নাম পৃথু রাখিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত হইতে প্রজাদিগকে পরিত্রাণ করণ-প্রযুক্ত প্রকৃত ক্ষত্রিয়-শব্দে প্রসিদ্ধ এবং প্রজারা সকলেই "আমরা সকলেই আপনকার প্রতি অনুরক্ত হইলাম" এইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরাগ ভাব প্রকাশ করাতেই প্রকৃত রাজ-শব্দের বাচ্য হইয়াছিলেন। মহীপতি পৃথুর রাজ্য শাসন সময়ে পৃথিবী হলকর্ষণ ব্যতীত শস্য প্রদান করিতেন, বৃক্ষের প্রতি পত্রেই মধু থাকিত, ধেনু সকল কলস পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিত। মনুষ্যগণ সকলেই পূর্ণাভিলাষ হইয়া নির্ভয় ও নীরোগ-শরীরে গৃহ বা ক্ষেত্রে যথা অভিরুচি অবস্থান করিত। মহারাজ পৃথু সমুদ্র যাত্রা করিলে জল সকল নিস্তব্ধ ও সরিৎ সমুদয় অনুদ্রিক্তভাবে থাকিত; তাঁহার রথ-ধ্বজ কোন বাধায় কুত্রাপি প্রতিহত হইত না। তিনি

সুমহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে এক সহস্র ত্রিশত হস্ত উচ্চ সুবর্ণ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ পৃথু ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন; কিন্তু তিনিও কালের করাল-দংষ্ট্রান্তর্গত হইয়াছেন, অতএব তুমি আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিও না।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্ সৃঞ্জয়! তুমি মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক কি চিন্তা করিতেছ? তুমি কি আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিতেছ না? যদি তাহা না করিয়া থাক, তাহা হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে পথ্য প্রদানের ন্যায় তোমার নিকট আমার হিতকর বাক্য প্রয়োগ বৃথা হইল।

সৃঞ্জয় কহিলেন, হে দেবর্ষে! কীর্ত্তিমান্ পবিত্রচিত্ত মহাত্মা রাজর্ষিদিগের শোক-নাশের হেতুভূত পবিত্র গন্ধ-সমন্বিত মালার ন্যায় মনোহর বিচিত্রার্থ সংযুক্ত ভবদুক্ত উপদেশ সকল অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করিতেছি। হে ব্রহ্মবাদিন্ মহর্ষে! আপনকার কথিত হিতোপদেশ বাক্য নিষ্ফল হয় নাই; অধিক কি, আপনকার দর্শনাবধিই আমি বিগত-শোক হইয়াছি এবং অমৃতপানের ন্যায় ভবদীয় উক্ত বচনাবলী পুনঃপুন শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। হে দেবর্ষে! ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের দর্শন লাভ কদাচ নিষ্ফল হয় না; অতএব যদি আপনি এই পুত্র-শোকানল-সন্তপ্ত দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনকার প্রসাদে আমার পুত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ আমার সহিত সম্ভাষণাদি করুক।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! পর্ব্বত ঋষির বর-প্রভাবে তুমি যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, অর্থাৎ সুবর্ণষ্ঠীবী নামক তোমার যে গুণবান্ পুত্র এক্ষণে বিগতাসু হওত ভূতলশায়ী হইয়া রহিয়াছে, আমি তোমার সেই সুবর্ণপ্রদ পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতেছি; আমার আশীর্ব্বাদে এবারে এ সহস্র বর্ষ জীবী হইবে।

ষোড়শ-রাজিকোপাখ্যানে ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৃষ্ণ! সৃঞ্জয়-রাজের পুত্র কি রূপে কাঞ্চনষ্ঠীবী হইল এবং পর্ব্বত ঋষির বর-দত্ত হইয়াও সে কি হেতু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল? তৎকালে যখন সকল মনুষ্যই সহস্র বর্ষ জীবী ছিল, তখন সৃঞ্জয়-পুত্র কৌমার কাল অতীত না হইতে হইতেই কি নিমিত্ত যমালয়ে গমন করিল? ভাল! তার কি নাম মাত্র সুবর্ণষ্ঠীবী ছিল, না কি নিষ্ঠীবনে সুবর্ণ উৎপত্তি হইত বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছিল? যদি তাহা প্রকৃতরূপই হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে সে সুবর্ণষ্ঠীবী হইল, জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! এ বিষয়ে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আমি তৎসমস্ত আপনকার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। লোকসত্তম নারদ ও পর্ব্বত নামক যে দুই প্রসিদ্ধ ঋষি আছেন, তাঁহাদিগের উভয়ে মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ; তাহার মধ্যে নারদ মাতুল আর পর্ব্বত ভাগিনেয় ছিলেন। পূর্ব্বে কোন সময়ে সেই দুই ঋষি ঘৃত ও শালী অন্ন ভোজনাভিলাষে প্রীতিযুক্ত হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর, সেই তাপস-দ্বয় ভূতল-বিহারী হইয়া মনুষ্য-ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করত পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া উভয়ে এইরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, শুভ হউক্ আর অশুভই হউক্, যাহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে, তাহা পরস্পর প্রকৃতরূপে ব্যক্ত করিবে; যদি কেহ তাহার অন্যথাচরণ করে, তবে সে অভিশাপের ভাগী হইবে। "তাহাই হউক" বলিয়া উল্লিখিত নিয়মে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক সর্ব্বলোক-পূজিত সেই দুই মহর্ষি নরপতি সৃঞ্জয়ের সমীপে

সমাগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার হিতার্থে আমরা উভয়ে এই স্থলে কিছু দিন বাস করিব; তুমি আমাদিগের প্রতি যথা-বিহিত অনুকূল হও। সৃঞ্জয়-রাজ শ্রবণ-মাত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া সমাদর-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবার্থে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কিয়ৎ কাল গত হইলে একদা মহীপতি সৃঞ্জয় পরম প্রীতি-সহকারে সেই দুই মহাত্মা তপোধনকে কহিলেন, হে মহাভাগ-দ্বয়! আমার এক নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। মনোহর রূপ-সম্পন্ন পদ্মকিঞ্জল্ক-সদৃশ প্রভা-সমন্বিত কামিনীকুলের ভূষণ স্বরূপ শীলতাদি-গুণালঙ্কৃত সুকুমারী নামে আমার এই অনিন্দিতাঙ্গী কন্যা একাই আপনাদিগের উভয়ের পরিচর্য্যা করিবে, তাহাতে যেরূপ অভিমত হয়, প্রকাশ করুন।

রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়েই "উত্তম" এই বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে নরপতি তখন স্বীয় কন্যার প্রতি এই মত উপদেশ করিলেন, "হে কন্যে! তুমি পিতা এবং দেবতার ন্যায় এই দুই ব্রাহ্মণের সেবা করিবে" পিতৃ-নিদেশ শ্রবণে সেই ধর্ম্মনিরতা কন্যা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পূজ্য জ্ঞানে মহর্ষি-দ্বয়ের শুশ্রূষার্থে নিযুক্ত হইলেন। তাহার সেই অকপট-সেবা ও অপ্রতিম রূপ-দ্বারা অল্পকাল-মধ্যে মহাত্মা দেবর্ষি নারদের অন্তঃকরণে সহসা অনঙ্গভাবের উদয় হইয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশ উহা পুষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু সেই ধর্ম্মজ্ঞ লজ্জানুরোধে নিজ ভাগিনেয় মহাত্মা পর্ব্বত ঋষির নিকট মানসিক ভাব ব্যক্ত করিলেন না।

মহর্ষি পর্ব্বত ইঙ্গিত-দ্বারা এবং স্বীয় তপঃপ্রভাবে নারদকে কামার্ত্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আপনি স্বয়ং আমার সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যাহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে, তাহা শুভ হউক্ বা অশুভ হউক্, তৎক্ষণাৎ পরস্পর অকপটে ব্যক্ত করিবে; কিন্তু আপনি সেই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিলেন; যেহেতু রাজকুমারী সুকুমারীতে আপনকার যে কামপ্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট এত দিন প্রকাশ করেন নাই; অতএব আমি আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব। আপনি আমার গুরু, ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ, তপস্বী ব্রাহ্মণ হইয়াও আমাদিগের পরস্পর কৃত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি আপনাকে যেরূপ শাপ প্রদান করিব, তাহা শ্রবণ করুন। রাজকন্যা সুকুমারী আপনকার ভার্য্যা হইবে, সংশয় নাই; কিন্তু বিবাহকালাবধি আপনি স্বরূপ ভ্রষ্ট হইয়া আপনকার সেই বিবাহিতা স্ত্রী ও অন্যান্য মনুষ্য-কর্ত্তৃক বানরাকারে দৃষ্ট হইবেন।

দেবর্ষি নারদ ভাগিনেয়ের অসঙ্গত অভিশাপ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকেও শাপ প্রদান করিলেন; কহিলেন, যদিচ তুমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও দমাদি-গুণ-সম্পন্ন হইয়া নিত্য-ধর্ম্মে অবিচলিত আছ, তথাপি আমার অভিশাপ-প্রভাবে পূর্ব্ববৎ আর স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না।

এইরূপে তাঁহারা উভয়েই ক্রোধ-বশত অসহিষ্ণু হইয়া পরস্পর অভিশাপ প্রদান-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ গজের ন্যায় স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। মহামতি পর্ব্বত স্বীয় তেজঃ প্রভাবে সমস্ত মনুষ্য-কর্ত্তৃক যথা-বিহিত সৎকৃত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিপ্রবর নারদ সৃঞ্জয়রাজ-কন্যা সেই অনিন্দিতা সুকুমারীকে বিধি অনুসারে গ্রহণ করিলেন। পরন্তু সেই কন্যা পাণি-গ্রহণের মন্ত্র প্রয়োগ কাল হইতেই পর্ব্বত ঋষির শাপপ্রভাবে নারদকে বানর-মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মজ্ঞা রাজকুমারী তাঁহার বানর মুখ দেখিয়াও অবমাননা করিলেন না, বরং প্রীতিমতী হইয়া স্বামীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পতিবাৎসল্য-প্রযুক্ত দেব, যক্ষ বা মুনি অপর কোন পুরুষকেই কখন মনেতেও পতিভাবে চিন্তা করেন নাই।

তদনন্তর, কোন সময়ে ভগবান্ পর্ব্বত ঋষি স্বীয়

মাতুল নারদকে জন-শূন্য অরণ্য-মধ্যে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুনরায় স্বর্গ গমনে অনুমতি করুন।

তখন অভিশাপে স্বয়ং অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন দেবর্ষি নারদ অভিশাপে কাতরাপন্ন স্বীয় ভাগিনেয় পর্ব্বতকে কৃতাঞ্জলি-সহকারে উপাসকের ন্যায় সম্মুখে উপাসনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, রে বৎস! তুমিই অগ্রে আমাকে "তুমি বানর হইবে" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলে, অনন্তর আমিও ক্রোধ-প্রযুক্ত তোমাকে "তুমি আর অদ্যাবধি স্বর্গে যাইতে পারিবে না" এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলাম। দেখ, তুমি আমার পুত্র-তুল্য; অতএব আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা তোমার উচিত হয় নাই। এইরূপ কথোপকথনান্তর তাঁহারা উভয়েই ক্ষান্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ পূর্ব্ববৎ স্বীয় দিব্য শ্রী প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে রাজকন্যা সুকুমারী নারদের সেই দেবতুল্য তেজঃপুঞ্জ শরীর দর্শন করিয়া অন্য পুরুষ আশঙ্কায় তাঁহার নিকট হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি পর্ব্বত সেই অনিন্দিতা রাজকুমারীকে পলায়ন-পরায়ণা দেখিয়া কহিলেন, হে পতিব্রতে! ইনি তোমার, সেই ভর্ত্তা নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ তোমার প্রতি সদা প্রীতিযুক্ত ধর্ম্মাত্মা দেবর্ষি নারদ, তাহাতে সংশয় নাই; অতএব তুমি অবিচারিত-চিত্তে ইহাঁর অনুগামিনী হও।

মহাত্মা পর্ব্বত রাজকন্যার নিকট এইরূপ বিনয়-বাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের শাপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সুকুমারী তাঁহার মুখে সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। অনন্তর, মহর্ষি পর্ব্বত স্বর্গাভিমুখে এবং নারদ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার নিকট যে বৃত্তান্তটি বর্ণন করিলাম, তৎ সমস্ত যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ নারদ ঋষি এই উপবিষ্ট আছেন; অতএব আপনি জিজ্ঞাসা করিলে ইনি স্বয়ংই অবশিষ্ট ভাগ বর্ণন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে ত্রিংশত্তমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ডু-নন্দন রাজা র নারদকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সেই সুবর্ণষ্ঠীবীর উৎপত্তি বিবরণ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

নারদ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সুবর্ণষ্ঠীবীর-উৎপত্তি-প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! মহাবাহু কেশব তোমাকে যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই সত্য, অবশিষ্ট ভাগ তোমার জিজ্ঞাসানুসারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন সময়ে আমি এবং আমার ভাগিনেয় মহামুনি পর্ব্বত কিয়ৎ কাল বাস করিবার নিমিত্ত বিজয়িশ্রেষ্ঠ নরপতি সৃঞ্জয়ের নিকট গমন করিলে তিনি যথাবিহিত কার্য্য-দ্বারা আমাদিগের উভয়ের সেবায় নিযুক্ত হইলেন; আমরা তাঁহার আলয়ে পান-ভোজনাদি সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য-দ্বারা সম্মানিত হইয়া বাস করিতে লাগিলাম।

এইরূপে বর্ষা কাল অতীত হইলে যখন আমাদের গমন সময় উপস্থিত হইল, তখন পর্ব্বত ঋষি আমাকে সম্বোধন করিয়া তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন যে, "হে ব্রহ্মন্! আমরা এত দিন এই নরেন্দ্র গৃহে পরম সমাদরের সহিত সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে কিরূপ প্রত্যুপকার করিলে ইহাঁর মঙ্গল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করুন।" শুভদর্শন পর্ব্বতের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, "হে ভাগিনেয়! তুমি সকল বিষয়েই সমর্থ; অতএব এ কথা বলা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। তুমি নরপতির অভিলাষানুযায়ি বরপ্রদানে তাঁহাকে চরিতার্থ কর, অথবা তোমার যদি অভি-

মত হয়, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের উভয়ের তপঃপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করুন।”

তদনন্তর, মহর্ষি পর্ব্বত জয়িগণাগ্রগণ্য নরপতি সৃঞ্জয়কে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার অকপট সেবায় আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; অতএব অনুমতি করিতেছি, তোমার যাহা মনে অভিলাষ হয়, এই সময় তাহা বিশেষ সমালোচনা করিয়া দেখ; ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, দেবগণের হিংসায় প্রবৃত্ত না হইলে মনুষ্যদিগের কদাচ ক্ষয় হয় না; অতএব তুমি তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া নিজ মনো মত বর যাচ্ঞা কর, কেন না তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র।

সৃঞ্জয় কহিলেন, যদি আপনারা উভয়ে আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহাতেই আমি সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহাই আমার পরম লাভ এবং মহাফলোদয় জানিবেন।

নরপতি সৃঞ্জয় এইরূপ কহিলে মহর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, রাজন্! যে সঙ্কল্পটি বহু দিন হইতে তোমার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আছে, সেই চির-সঙ্কল্পিত বরটি অদ্য আমাদিগের নিকট প্রার্থনা কর।

সৃঞ্জয় কহিলেন, মহর্ষে! আমার ইচ্ছা এই যে, মহাসৌভাগ্য-সম্পন্ন, আয়ুষ্মান্, বীর্য্যবান্, দৃঢ়ব্রত, বীর এবং দেবরাজ-সদৃশ দ্যুতি-সমন্বিত আমার এক পুত্র হয়!!

তাঁহার এই কথা শুনিয়া পর্ব্বত ঋষি কহিলেন, মহারাজ! তুমি যাহা কহিলে তোমার তৎ সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে; অধিকন্তু তোমার পুত্রের নিষ্ঠীবনে সুবর্ণ উৎপত্তি হইবে, এই নিমিত্ত সে এই পৃথিবীতে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত হইবে; কিন্তু তুমি মনে মনে দেবরাজের পরাভব ইচ্ছা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে না। সে যাহা হউক, তুমি সেই দেবরাজ-সম-দ্যুতি-সম্পন্ন পুত্রকে সর্ব্বদা দেবরাজ হইতে রক্ষা করিও।

মহীপতি সৃঞ্জয় মহাত্মা পর্ব্বতের মুখে এই কথা শ্রবণ-মাত্র অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া ‘হে ভগবন্! এরূপ অনিষ্ট যেন না হয়, আপনকার তপঃপ্রভাবে আমার পুত্র যেন দীর্ঘায়ু হয়’ এইরূপ সানুনয় বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বহুবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পর্ব্বত ইন্দ্রের মুখাপেক্ষায় রাজ-বাক্যের কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন আমি সৃঞ্জয়কে অতিশয় দীনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলাম, মহারাজ! তুমি বিপদাপন্ন হইলে আমার স্মরণ করিও, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আমার দর্শন পাইবে এবং তোমার সেই প্রিয় পুত্র যমালয় গত হইলেও আমি তাহাকে অবিকল সেই রূপেই পুনরায় আনয়ন করিয়া দিব; অতএব এক্ষণে আর এ বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সৃঞ্জয়-রাজকে এই কথা বলিয়া ভাগিনেয় পর্ব্বত এবং আমি উভয়েই যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলাম; সৃঞ্জয়ও অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছু দিন পরে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের জ্বলদগ্নি-সদৃশ তেজস্বী মহাবীর্য্যবান্ এক পুত্র উৎপন্ন হইল এবং সেই কুমার সরোবরস্থ মহোৎপলের ন্যায় ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরন্তু পর্ব্বত ঋষির বর-প্রভাবে সেই রাজ-কুমারের নিষ্ঠীবনে প্রকৃত রূপেই সুবর্ণ উৎপত্তি হইতে লাগিল, সেই নিমিত্ত তাহার নামও সুবর্ণষ্ঠীবী হইল।

নারদ কহিলেন, হে কুরুসত্তম যুধিষ্ঠির! তদনন্তর, এই লোক-বিস্ময়কর সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং বল ও বৃত্রাসুর-হন্তা দেবরাজ ইন্দ্রও মহর্ষি পর্ব্বতের বর প্রভাবে সৃঞ্জয়-রাজের অদ্ভুত পুত্র হইয়াছে জানিতে পারিলেন; তাহাতে তিনি স্বকীয় পরাভব ভয়ে ভীত হইয়া বৃহস্পতির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন; পরে সুরাচার্য্যের পরামর্শানুসারে তিনি সেই রাজ-নন্দনের ছিদ্রান্বেষী হইলেন এবং মূর্ত্তিমান্ দিব্যাস্ত্র বজ্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বজ্র! পর্ব্বত ঋষির বরপ্রভাবে

সৃঞ্জয়-রাজের যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সে যৌবন কাল প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পরাভূত করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহারে সংহার কর। এই বলিয়া তিনি সেই বালকের বিনাশোদ্দেশে বজ্রকে প্রেরণ করিলেন। তখন শক্রপুর-বিজয়ী বজ্র ইন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রাজ-কুমারের ছিদ্রান্বেষী হওত অলক্ষভাবে সর্ব্বদা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া রহিল।

এ দিকে নরপতি সৃঞ্জয় দেবরাজ-সদৃশ-দ্যুতি-সম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কিয়ৎ পরিমাণ সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ কুমারের রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা অন্তঃপুর-মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই নৃপাত্মজ ক্রমে পঞ্চ বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি অল্প বয়স্ক হইয়াও গজেন্দ্র-সদৃশ বিক্রমশালী হইয়াছিলেন। ঐ সময় এক দিবস সেই রাজ-নন্দন ক্রীড়ার্থী হইয়া ধাত্রীমাত্র সমভিব্যাহারে ভাগীরথী-তীর সমীপস্থ নির্জ্জন অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবা-মাত্র সহসা মহাবলপরাক্রান্ত এক ব্যাঘ্রকে উৎপতিত হইতে দেখিয়া ত্রাসে কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং পর ক্ষণেই তৎ কর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট ও বিগতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; তদ্দর্শনে ধাত্রী চীৎকার স্বরে রোদন করিয়া উঠিল। এ দিকে শার্দ্দূল-রূপধারী বজ্রও রাজকুমারকে সংহার করিয়া দেবরাজের মায়া প্রভাবে সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর, রোদন-পরায়ণা ধাত্রীর অতিশয় আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সৃঞ্জয়রাজ স্বয়ংই সেই দিক্ লক্ষ করিয়া ধাবিত হইলেন; তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, "শোভা-শূন্য গগন-ভ্রষ্ট নিশাকরের ন্যায় রাজকুমার গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন এবং কোন হিংস্র জন্তুতে তাঁহার কণ্ঠদেশস্থ শোণিত পান করিয়াছে।" তখন তিনি অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্ত হইয়া সেই রুধিরাক্ত-কলেবর মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, কুমারের মাতৃগণ বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত শোক-কর্ষিত হইয়া রোদন করিতে করিতে যে স্থলে নরপতি বিলাপ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন।

সৃঞ্জয়রাজ বহু ক্ষণ রোদন করণানন্তর একাগ্রচিত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করিলেন; আমি তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ শোক-সন্তপ্ত মহীপতির নিকট উপনীত হইলাম এবং ক্ষণ কাল পূর্ব্বে যদুবীর কেশব তোমার নিকট যাহা বর্ণন করিলেন, সেই সকল পুরাতন রাজর্ষিগণের ইতিহাস তাঁহাকে শ্রবণ করাইলাম। তৎ পরে ইন্দ্রের সম্মতিক্রমে তাঁহার পুত্রকেও পুনর্জীবিত করিয়া দিলাম। অতএব হে রাজন্! বিশেষ জানিবে যে, ভবিতব্য যাহা, তাহা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে; কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। সে যাহা হউক, অনন্তর বীর্য্যবান্ মহাযশা রাজ-কুমার সুবর্ণষ্ঠীবী পুনর্জীবিত হইয়া পিতা মাতার চিত্ত প্রসন্ন করিলেন এবং কিয়ৎ কাল পরে নরনাথ সৃঞ্জয় লোকান্তরিত হইলে সেই মহাদ্যুতি-সম্পন্ন ভীমবিক্রম রাজনন্দন পিতৃ-সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া একাদশ শত বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করিলেন। ঐ সময় তিনি ভূরিদক্ষিণা-সমন্বিত বহু সংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক দেব ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন এবং বহুল পুত্র উৎপাদন করিয়া কুলবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সুদীর্ঘ কাল অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরিশেষে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! মহাতপা ব্যাস ও কেশব তোমাকে যেরূপ উপদেশ করিলেন, তুমি তদনুসারে এই পিতৃ পিতামহ-প্রাপ্ত রাজ্যভার গ্রহণ কর এবং লোক-পবিত্রকর মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক দেবগণের তৃপ্তিসাধনে যত্নপর হও; তাহা হইলেই দেহান্তে স্বীয় অভিলষিত লোকে গমন করিতে পারিবে।

সুবর্ণষ্ঠীবি উপাখ্যানে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ তপস্বী কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ঋষি শোকার্ত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌন-ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে রাজীব-লোচন ধর্ম্মরাজ! রাজাদিগের প্রজা-পালনই এক-মাত্র ধর্ম্ম; আর নিয়ত ধর্ম্মানুবর্ত্তি মনুষ্যদিগের ধর্ম্মই প্রমাণ-স্বরূপ; অতএব তুমি তোমার সেই পিতৃ-পিতামহগণ-রক্ষিত ধর্ম্মের পালন কর।

হে ভরতকুল-তিলক! তপস্যাঃধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণের, এইরূপ বেদে দৃঢ়রূপে নিশ্চিত আছে। সেই শাশ্বত ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের মূল-স্বরূপ; কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মেরই রক্ষিতা ক্ষত্রিয়; কেন না, তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণ বিঘ্ন হইতে রক্ষিত না হইলে কোন ক্রমে ধর্ম্মা-নুষ্ঠানে সক্ষম হয়েন না। যদি কোন ব্যক্তি বিষয়-লোভী হইয়া রাজ-শাসন উল্লঙ্ঘন করে, সেই লোক-যাত্রা-বিঘাতক দুরাত্মাকে রাজার নিগৃহীত করা কর্ত্তব্য।

ভৃত্য, পুত্র, বা তপস্বী, অর্থাৎ যে কেহ হউক, যদি মোহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রমাণকে অপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যে কোন উপায়-দ্বারা হউক, সেই পাপাচারীদিগের শাসন, অথবা বধ করা উচিত; তাহার অন্যথাচরণ করিলে রাজাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। কোন দুরাত্মা ধর্ম্মলোপ করিতেছে দেখিয়া নরপতি যদি তাহার দমন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম-বিঘাত-জনিত পাপ তাঁহাতেই আসিয়া সংক্র-মিত হয়।

হে যুধিষ্ঠির! তুমি সেই ধর্ম্মবিঘাতক দুর্য্যোধনাদি দুষ্ট রাজগণকে নিহত করিয়া প্রকৃত রূপে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের রক্ষা করিয়াছ; তবে কি নিমিত্ত বৃথা অনু-তাপ করিতেছ? ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন, দান ও দুষ্টের দমন, ইহাই নরপতিদিগের প্রকৃত ধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ-গণের অগ্রগণ্য এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব অপরোক্ষ রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব আপনকার উপদিষ্ট বিষয়ে কোন সংশয় করিতেছি না; কিন্তু আমি যে রাজ্য নিমিত্ত ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি অনেক গুলিন অবধ্য ব্যক্তির বধ-সাধন করিয়াছি সেই দুষ্কৃত-কর্ম্ম আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া পাক করিতেছে।

ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! যুদ্ধস্থলে যে সকল লোক নিহত হইয়াছে, সেই হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা ঈশ্বর, কি জীব, না কি স্বভাব, কি কর্ম্ম-জন্য ফল? যদি বল জীব ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার অনুতাপ করা উচিত হইতেছে না; যেহেতু সেই শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রযোজক-কর্ত্তা ঈশ্বরেতেই বর্ত্তিবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, কোন পুরুষ অরণ্যস্থ একটি বৃক্ষচ্ছেদন করিলে তজ্জন্য পাপ সেই ছেদন-কর্ত্তারই হইবে, পরশুর হওয়া কখনই সম্ভবে না। যদি বল "নিযোজ্য-কর্ত্তা পরশু অচেতন, সেই নিমিত্ত পাপী হয় না; কিন্তু সচেতন জীব নিযোজ্য-কর্ত্তা হইলেও অবশ্যই কৃতকর্ম্মের ফলভোগী হইবে।" তবে বৃক্ষচ্ছেদন-কর্ত্তার পাপ না হইয়া তাহা পরশু-নির্ম্মাণ-কর্ত্তাতেও ত বর্ত্তিতে পারে? হে কুন্তী-নন্দন! কখনই এরূপ বিবেচনা করিও না যে, সেই নিযোজ্য-কর্ত্তা পরশু-নির্ম্মাতাকে বৃক্ষচ্ছেদ-কর্ত্তার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে; কেন না, এক জন বৃক্ষচ্ছেদন করিলে অপর ব্যক্তি পাপী হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না; অতএব তুমিও সমস্ত কর্ম্মফল প্রযোজক-কর্ত্তা ঈশ্বরে সন্নিবেশিত কর। যদি বল জীবই শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা, ইহার কেহ প্রযোজক নাই, এরূপ হইলে কাহাকেও আর জগতের নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে না; তাহা হইলে তোমার আর ভয়ের বিষয় কি? তুমি শুভাশুভ কর্ম্ম যাহা করিয়াছ, তাহাই উত্তম!!

হে রাজন্! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়-রূপে অবধারণ কর। বৃক্ষচ্ছেদন-কর্ত্তার পাপ কখনই নিযোজ্যকর্ত্তা পরশু-নির্ম্মাতাকে স্পর্শ করে

না; ইহা স্থির জানিও যে, কুত্রাপি কখন কোন ব্যক্তি দৈবকে অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ সকলেই দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যদি তুমি স্বভাবকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে অতীত বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই তোমার সহিত পাপের সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। ভাল, যুধিষ্ঠির! যদি তোমার লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের উপপত্তি করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তাহা শাস্ত্র-দ্বারাই ত উপপন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই শাস্ত্র-মূলক; অতএব সেই শাস্ত্রেতেই যখন রাজাদিগের দণ্ড-ধারণ কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, তখন তোমার অনুতাপের বিষয় কি? হে রাজশার্দ্দূল! যদি এরূপ মনে করিয়া থাক যে, শাস্ত্রমত ঐ রূপই বটে এবং লোকও সেই শাস্ত্র-দ্বারা অনুশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু শুভাশুভ কর্ম্ম সকল জীব-সম্বন্ধে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হওত তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকে; তবে আমি যাহা বলিতেছি, অবধারণ কর।

পাপ হইতেই অশুভ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে; অতএব তুমি সেই অসৎ-ফলাত্মক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ কর, আর বৃথা অনুতাপ করিও না। হে রাজন্! তুমি প্রকৃত-রূপে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছ; অতএব তোমার এরূপ লোকনিন্দার্হ আত্ম-হত্যায় প্রবৃত্ত হওয়া শোভা পাইতেছে না। আর দেখ, ইহলোকে অসৎ কার্য্যসকলের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, কিন্তু সেই প্রায়শ্চিত্ত জীবিত থাকিলেই অনায়াসে করিতে সক্ষম হয়, শরীর নষ্ট হইলে আর তাহা কিরূপে ঘটিতে পারে? হে যুধিষ্ঠির! দেহ রক্ষা করিলে তুমি অনায়াসেই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে, আর যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া শরীর পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে পরলোকে তোমায় অতিশয় অনুতাপিত হইতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যানে দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় ॥ ৩২ ॥

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পিতামহ! হে তপোধন! আমি রাজ্যলুব্ধ হইয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, গুরু, শ্বশুর, মাতুল, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, সুহৃৎ, সম্বন্ধী, বয়স্য ও অপরাপর ক্ষত্রিয়দিগের বধ-সাধন করিয়াছি। আর দেখুন, কি দুঃখের বিষয়! যে সকল নরপতি উভয় পক্ষের সাহায্যার্থী হইয়া কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও জীবন লইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন নাই, সকলেই সমরাঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক যমালয়ে গমন করিয়াছেন। হে মহর্ষে! কেবল আমাকেই এ সমস্ত লোকক্ষয়-ব্যাপারের মূলীভূত জানিবেন। যাঁহারা প্রতি-নিয়ত যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন, তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা নরপতি ও জ্ঞাতি বন্ধুদিগকে নিপাতিত করিয়া এই লোক-শূন্য রাজ্য গ্রহণে আমার কি সুখোদয় হইবে? সেই সকল শ্রীমান্ পার্থিবেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক বিহীনা বসুন্ধরার দুরবস্থার বিষয় পুনঃপুন চিন্তা করিয়া অদ্যাপি আমার হৃদয় অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে; বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর জ্ঞাতি-হত্যা ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য সংহার দর্শনাবধি আমার চিত্ত কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। হা! এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যাহাদিগের পতি, পুত্র বা ভ্রাতা নিহত হইয়াছে, সেই স্বজন-বিহীন বরাঙ্গনা স্ত্রীদিগের যে এক্ষণে কি গতি হইবে, তাহা বলিতে পারি না! তাহারা কৃশ ও দীন-ভাবাপন্ন হইয়া "ক্রূর পাণ্ডবগণ বৃষ্ণিদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের পতি পুত্র-প্রভৃতি আত্মীয়-বর্গের বধ-সাধন করিয়াছে" এই বলিয়া আমাদিগের প্রতি আক্রোশ করত ভূতলে পতিত হইবে

সেই সকল স্ত্রীগণ পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্র-দিগের মুখ দেখিতে না পাইয়া স্নেহ-নিবন্ধন-শোকে অধীর হইয়া নিশ্চয় জীবন বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক যমালয়ে গমন করিবে এবং ধর্ম্মের যেরূপ সুক্ষ্মগতি, তাহাতে আমাদিগকেই স্ত্রীবধ-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা যখন রাজ্য-লোভে আত্মীয়দিগকে নিহত করিয়া অশেষ পাপ-সঞ্চয় করিয়াছি, তখন যে আমাদিগকে অধোমস্তক হইয়া ঘোরতর নরকে গমন করিতে হইবে, তাহার আর সংশয় কি? অতএব হে ঋষি-সত্তম পিতামহ! আপনি আমার নিকট আশ্রম সকলের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলুন, তদনুসারে আমরা উগ্রতর তপস্যা করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি-দ্বারা নৈপুণ্য-সহকারে সমালোচনা-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুস্মরণ-পূর্ব্বক হৃদয়-শোক দূরীকৃত কর; যেহেতু সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মানুসারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছে। তাহারা সকলেই এই ভূমণ্ডল-মধ্যে মহদ্যশ ও সমগ্র সৌভাগ্য-প্রার্থী হইয়াই এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু কাল পূর্ণ হওয়ায় কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি কি ভীম কি অর্জ্জুন কি নকুল সহদেব তোমরা কেহই তাহাদিগের হন্তা নহ, পর্য্যায়-ধর্ম্মানুসারে কালই তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছেন। সেই কালের কেহ মাতা বা পিতা নাই এবং কোন ব্যক্তিই তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন নহে। যিনি সমস্ত প্রজা-দিগের কৃত-কর্ম্মের সাক্ষি-স্বরূপ, সেই কাল-কর্ত্তৃকই সমর-প্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইয়াছে; তবে তিনি প্রাণিগণ-দ্বারা যে অন্য প্রাণিদিগকে বিনষ্ট করেন, ইহা তাঁহার বিহিত নিমিত্ত-মাত্র এবং এইরূপই তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব। হে মহারাজ! পুণ্য পাপের সাক্ষি-স্বরূপ কালকে কর্ম্ম-সূত্রাত্মক বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ জীবের কৃত-কর্ম্মই উত্তরকালে সুখ দুঃখ-রূপে পরিণত হয়, সুতরাং ঈশ্বর সেই কর্ম্মানু-সারে ফল প্রদান-পূর্ব্বক নৈর্ঘৃণ্য ও বৈষম্য দোষে লিপ্ত হয়েন না।

হে পাণ্ডু-নন্দন! সেই সকল ক্ষত্রিয়গণ যে কর্ম্ম-দ্বারা সমরে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের সেই বিনাশের হেতুভূত কর্ম্ম সকল বিবেচনা কর এবং তোমরা আত্মকৃত ব্রত ও তপস্যাদি কর্ম্মের বিষয়ও বিবেচনা করিয়া দেখ; কেন না, তুমি নিতান্ত নিরীহ ও অজাত-শত্রু হইলেও যে কর্ম্ম-প্রভাবে দৈব তোমাকে স্বয়ং বল-পূর্ব্বক হিংসাত্মক যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিলেন; অতএব ত্বষ্টৃ-নির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় এই জগৎ সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তৃ ঈশ্বরের বশে থাকিয়া কাল-প্রেরিত কর্ম্ম-দ্বারা চেষ্টমান হইতেছে। এই ভূ-মণ্ডলে প্রাণি-মাত্রেরই যদৃচ্ছা-বশত অহৈতুক উৎ-পত্তি ও বিনাশের বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে হর্ষ বা শোক করা নিরর্থক হইতেছে। মহারাজ! তুমি আর বৃথা চিত্ত ক্ষোভ করিও না, বরং তাহার নিবারণার্থে যে সকল প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান কর। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধ বিষয়ে এইরূপ শুনা যায় যে, জ্যেষ্ঠ অসুর ও কনিষ্ঠ দেবগণ ছিলেন। রাজলক্ষ্মী নিমিত্ত তাঁহাদিগের ঘোর-তর ভ্রাতৃ-বিরোধ উপস্থিত হয়, দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ ব্যা-পিয়া সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিয়াছিল; অধিক কি, একার্ণবের ন্যায় পৃথিবী শোণিত-পরিপ্লুতা হইয়াছিলেন।

তদনন্তর, দেবগণ দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ-রাজ্য লাভ করিলেন। ঐ সময় কতক গুলিন বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্পে মোহিত হওত দৈত্যদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধ-সন্নাহ হইলেন। হে ভারত! অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্যক সেই দুরাত্মগণ জগতে শালাবৃক-নামে খ্যাত হইয়াছিল, সুতরাং সেই মূঢ়তা-দোষে তাহারা দেবগণ-কর্ত্তৃক নিহত

হইল। মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে যাহারা ধর্ম্মের উচ্ছেদ করত অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়, দেবগণ যেরূপ দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সেই উদ্ধত-স্বভাব দুরাত্মাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে কুলের অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আপদ দূরীকৃত হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, অথবা একটি কুল উচ্ছিন্ন করিলে যদি রাষ্ট্রস্থ সমস্ত প্রাণির অনাময় হয়, তবে তাহাও কর্ত্তব্য, তাহাতে কদাচ ধর্ম্ম নষ্ট হয় না।

হে রাজন্! এবম্বিধ কোন অধর্ম্ম আছে যে, তাহা ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়, আবার কোন প্রকার ধর্ম্মও অধর্ম্ম-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে; পণ্ডিতগণ তাহা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। হে ভারত! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অবগত আছ এবং দেবগণ আচরিত পুরাতন পথের অনুগামী হইয়াছ, অতএব আর শোক করিও না। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তোমার ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও সদাচারী ব্যক্তিগণ কদাচ নরকে গমন করেন না; অতএব এক্ষণে তোমার এই সকল ভ্রাতৃ ও সুহৃদ্গণকে আশ্বাসিত কর। যে ব্যক্তি মনে ইচ্ছা করিয়া পাপানুষ্ঠান কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপ-কার্য্য করিয়াও কিছুমাত্র পশ্চাত্তাপিত হয় না, সেই ব্যক্তিই সম্পূর্ণ পাপ-ভোগী বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; অতএব ঈদৃশ পাপাচারী ব্যক্তির পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি নাই, সুতরাং তাহার সেই পাপের হ্রাসও হয় না; কিন্তু তুমি সুমহৎ আভিজাত্য-সম্পন্ন এবং 'পাপানুষ্ঠান করিব' বলিয়া ইচ্ছাও কর নাই, কেবল দুর্য্যোধনাদির অনিষ্টাচরণই তোমাকে এই যুদ্ধ-কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল এবং কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরিতাপও করিতেছ, সুতরাং তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিবার অধিকার আছে। হে মহারাজ! অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইহার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে; অতএব তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিষ্পাপ হইবে। ভগবান্ পাকশাসন দেবগণের সহিত একত্রিত হইয়া বারংবার দৈত্যদিগকে বিনাশ করত এক একটি করিয়া ক্রমশ এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ-পূর্ব্বক শতক্রতু নাম ধারণ করিয়াছেন এবং বিধূত পাপ হইয়া স্বর্গলোক জয় ও পরম সুখ লাভ করিয়া স্বীয় প্রভাবে দিক্ সকল প্রতিভাসিত করত মরুদ্গণের সহিত স্বর্গরাজ্যে শোভা পাইতেছেন। দেখ, বিবুধেশ্বর শচীপতি অপ্সরো-বর্গের সহিত মহামহিম-যুক্ত হইয়া কেমন স্বর্গরাজ্যে বিরাজ করিতেছেন; দেব ও ঋষিগণ সকলেই তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। এক্ষণে তুমিও স্বীয় বিক্রম-প্রভাবে সমস্ত মহীপালদিগকে পরাজিত করিয়াছ এবং এই সমগ্র বসুন্ধরাও তোমার অধিকৃত হইয়াছে; অতএব তুমি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সেই সকল রণ-নিহত নরপতিগণের রাষ্ট্র ও পুর-মধ্যে গমন করিয়া তাহাদিগের পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতা যে কেহ বর্ত্তমান থাকে, তাহাদিগকে স্ব স্ব পৈতৃক-রাজ্যে অভিষিক্ত কর। যদি তাহাদিগের মধ্যে কেহ বালকও হয়, তথাপি সদাচার ও সান্ত্ব-বাক্যের দ্বারা তাহাকে পদস্থ করত সমস্ত প্রজারঞ্জন-পূর্ব্বক পৃথিবী পালন কর। যে রাজ্য একবারে রাজ-কুমার শূন্য হইয়াছে, তথা তাহাদিগের কন্যা থাকিলে তাহাদিগকেই অভিষিক্ত করিবে; যেহেতু স্ত্রীলোক পূর্ণকাম হইলেই পুনরায় তাহাদিগের বংশ-বৃদ্ধি হইতে পারিবে; এইরূপ কার্য্য করিলেই তোমার শোক দূরীকৃত হইবে। মহারাজ! তুমি এইরূপে রাষ্ট্র সকল আশ্বাসিত করণানন্তর অসুর-পুর-বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। কুরুক্ষেত্র সমরে যে সমস্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু তাঁহারা সকলেই কাল-বশে মোহিত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়দিগের যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম ও নিষ্কণ্টক রাজ্য এই উভয়ই লাভ করিয়াছ;

অতএব স্বীয় ধর্ম্ম-সৎকারে রাজ্যপালন কর, তাহা হইলে পরলোকে শ্রেয় হইবে।

প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৩

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষি পিতামহ! মনুষ্যকে কিরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয় এবং কি কার্য্য করিয়াই বা তাহারা সেই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে? তাহার বৃত্তান্ত আমার নিকট বিবৃতি করিয়া বলুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন বলিলেন, প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণকারী ও বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠায়ী এবং যে ব্যক্তি বৃথা কার্য্যের অনুবর্ত্তী, ইহারা সকলেই প্রায়শ্চিত্তার্হ। ব্রহ্মচারী যদি সূর্য্যের উদয়, বা অস্তকালে শয়ান থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হয়। কুনখী, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে যাহারা সুবর্ণ হরণ করে, জন্মান্তরে তাহাদিগের হস্ত পদের নখ সকল দূষিত হয়; ইহলোকে তাহারা কুনখী বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্যাবদন্তী অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে সুরাপায়ী ব্যক্তির জন্মান্তরে দন্ত সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নে দূষিত হইলে উল্লিখিত নামে আখ্যাত হয়। যে ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর অগ্রে বিবাহ করে, সেই জ্যেষ্ঠ পরিবিত্তি নামে আখ্যাত হয়। পরিবেত্তা অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া স্বয়ং অগ্রে বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকিতে অগ্রে কনিষ্ঠার বিবাহ হইলে ঐ কনিষ্ঠার পতির নাম দিধিষুপতি। কনিষ্ঠার অগ্রে বিবাহ হইলে তাহার জ্যেষ্ঠাকে যে বিবাহ করে, সে ব্যক্তি দিধিষুর উপপতি বলিয়া আখ্যাত হয়। অবকীর্ণী অর্থাৎ ব্রতভ্রষ্ট, ব্রহ্মঘাতী, পরনিন্দক, দ্বিজাতিগণের বধকারী, সৎপাত্রে বেদ অসমর্পণকারী এবং অসৎ-পাত্রে বেদ সমর্পণকারী, গ্রামঘাতী, মাংসবিক্রয়ী, অগ্নি ত্যাগী ব্রাহ্মণ, ভৃতিভোগী অধ্যাপক, গুরুপত্নী ঘাতক, পুরুষানুক্রমে নিন্দিত-বংশীয় পুরুষ, যজ্ঞস্থল ব্যতীত বৃথা পশুঘাতী, গৃহ-দগ্ধকারী, প্রতারণা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারক, গুরু-জনের বিরুদ্ধাচারী এবং নিয়মোল্লঙ্ঘনকারী, এই সমস্ত পাপগ্রস্ত ব্যক্তিই প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী।

হে কুন্তী-নন্দন! এক্ষণে অকার্য্য অর্থাৎ লৌকিক ও বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্য সকল তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। স্বধর্ম্মের পরিত্যাগ, অন্য ধর্ম্ম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করণ, অযাজ্যযাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তির পরিত্যাগ, ভৃত্যদিগের ভরণাদি না করা, রস অর্থাৎ লবণ ও গুড়-প্রভৃতি বিক্রয় করণ, পশু-পক্ষী-প্রভৃতির বিনাশ, সামর্থ্য থাকিতেও স্ত্রীগর্ভে বীর্য্য আধান না করা, প্রতি দিন দেয় গোগ্রাসাদি না দেওয়া, প্রতিশ্রুত বিষয় দান না করা, ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার, ধর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উল্লিখিত কার্য্য সকলকে অকার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পুত্র পিতার সহিত বিবাদ করে, গুরু-শয্যাগামী এবং যে ব্যক্তি প্রকৃত কালে স্বকীয় পত্নীতে সন্তানোৎপাদন না করে, তাহারা সকলেও প্রায়শ্চিত্তার্হ জানিবে। মহারাজ! যে কর্ম্ম করিলে ও যাহা না করিলে মনুষ্যকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, তাহা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপ ও বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম। এক্ষণে পাপ-কর্ম্ম করিয়াও যে যে কারণ-বশত পাপী হইতে হয় না, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বেদপারগ ব্রাহ্মণও যদি শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে আগমন করেন, তাহা হইলে সেই জিঘাংসু ব্যক্তির প্রতি জিঘাংসা করিবে, তাহাতে ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত পাপ আসিয়া সংস্পর্শ করিতে পারে না। হে কুন্তী-নন্দন! আমি যেরূপ ব্যবস্থার কথা কহিলাম, বেদেও এতদ্বিষয়ে প্রমাণ আছে; যাহা বেদ-প্রমাণসম্মত এবং বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে; তাহাই তোমাকে বলিতেছি। স্বীয় বৃত্ত হইতে

বিচলিত আততায়ি ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট করিলে হন্তাকে যে ব্রহ্ম-হত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয় না, তাহার কারণ আততায়ীর ক্রোধই প্রতিজিঘাংসুর ক্রোধোদ্রেকের মুল বলিতে হইবে। অজ্ঞান-প্রযুক্ত অথবা দুঃসাধ্য ব্যাধি-দ্বারা জীবন নষ্ট হয়, এমন সময়ে ধর্ম্ম-পরায়ণ জ্ঞানি বৈদ্যের উপদেশানুসারে সুরা পান করিলে পুনরায় সংস্কার-মাত্র করিলেই সুরা পান-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। মহারাজ! অভক্ষ্য-ভক্ষণাদি জন্য যে পাপের কথা কহিলাম, বিহিত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য তৎ সমস্ত হইতে মুক্ত হয়।

গুরুর আদেশানুসারে গুরু-পত্নীতে সঙ্গত হইলে মনুষ্য পাপ-স্পৃষ্ট হয় না, তাহার প্রমাণ উদ্দালক ঋষি শিষ্য-দ্বারা স্বীয় পত্নীতে শ্বেতকেতু নামক পুত্র উৎপত্তি করাইয়াছিলেন। আপৎ কাল উপস্থিত হইলে গুরুর নিমিত্ত চৌর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেও নিষেধ নাই; পরন্তু ঐ শিষ্য যদি গুরুর হিত-সাধন ব্যতীত স্বয়ং বহুতর অভিলাষী না হইয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ঐ অপহৃত-বিত্ত যদি ব্রহ্মস্ব না হয় এবং অপহর্ত্তা স্বয়ং যদি উহা ভোগ না করে, তাহা হইলেই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না; অন্যের বা নিজের প্রাণ রক্ষার্থে, গুরুর নিমিত্ত, রতি সময়ে স্ত্রীর নিকট এবং বিবাহ কালে মিথ্যা কথা ব্যবহার করিলে পাপী হয় না। ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে রেতঃ স্খলন হইলে পুনরায় উপনয়ন দেওয়া কোন প্রকারে বিহিত নহে; তাহার শোধন নিমিত্ত প্রজ্বলিত হুতাশনে আজ্য হোমের বিধি আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি বিবাহের পূর্ব্বেই পতিত বা পারিব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার কনিষ্ঠ দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে, তাহাতে পারিবিত্ত দোষ ঘটে না। পর স্ত্রী যদি কামার্ত্ত হইয়া স্বয়ং আসিয়া রতি যাচ্ঞা করে, তবে তাহাতে সঙ্গত হইলে ধর্ম্ম হানি হয় না।

যজ্ঞোপলক্ষ ব্যতীত বৃথা পশু বধ করা কর্ত্তব্য নহে এবং অন্যকেও প্রবৃত্ত হইতে প্রবৃত্তি দেওয়া উচিত নহে; পরন্তু যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত করত যে পশু হনন হয়, উহা 'পশুদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে' বলিয়া বেদে কথিত আছে। তীর্থ স্থলে যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান-প্রযুক্ত প্রতি দিনই উপযুক্ত পাত্রে দান না করিয়া অযোগ্য ব্রাহ্মণে দান করে, তাহাতে ধর্ম্ম লোপ হয় না।

স্ত্রী দুশ্চারিণী হইলে তাহার সহিত রতি ও ভোজনাদি ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ধিক্কার প্রদান-পূর্ব্বক পৃথক্ স্থানে রক্ষা করিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নির্দ্দোষ হয় অর্থাৎ নির্ব্বোধ স্ত্রী জাতি ধিক্কারাদি দ্বারা তিরস্কৃত হইলেই নিষ্পাপ হইতে পারে, আর পুরুষ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেই নির্দ্দোষ হয়। যে ব্যক্তি "ইহার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া দেবগণ মনুষ্যদিগের অভিলাষানুযায়ি অর্থাৎ শস্য উৎপাদনোপযোগি বৃষ্টি প্রদান করেন, অতএব এই সোমরস লোক-দ্বয়ের উপকারক" এইরূপ সোমরসের তত্ত্ব অবগত আছে, সে সোমরস বিক্রয় করিলে পাপী হয় না। কার্য্যে অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ করিলে প্রভুকে দূষিত হইতে হয় না। গো সকল রক্ষার্থে সমস্ত বন দগ্ধ করিতে পারা যায়। মহারাজ! আমি যে সকল কর্ম্মের কথা বলিলাম, তাহা উল্লিখিত নিমিত্ত-বশত করিলে তত্তৎ কর্ত্তাকে পাপী হইতে হয় না। এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিব, তদ্বিষয়ে অবহিত হও।

প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যানে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়॥ ৩৪॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য যদি প্রায়শ্চিত্ত করণের পর পূর্ব্ব কৃত পাপাচারে পুনরায় প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও গো হিরণ্যাদি দান-দ্বারা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। দাসাদি না রাখিয়া স্বীয় কার্য্য সকল স্বয়ং নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন

করিয়া একবার মাত্র ভোজন, কপাল ও খট্টাঙ্গ-পাণি হওত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে থাকিয়া সমস্ত দিবস পর্য্যটন করত অসূয়া-শূন্য হইয়া লোক-সমাজে স্বকৃত দোষ প্রকাশ এবং ভুতলশায়ী হইয়া রাত্রি যাপন; এইরূপ নিয়মে দ্বাদশ বর্ষ কাল অতিবাহিত করিলে ব্রহ্ম-হত্যাকারী ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ হইতে মুক্ত হয়, অথবা নিজের ইচ্ছা হইলে ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের মতানুসারে শস্ত্রজীবি ধানুষ্ক ব্যক্তির বাণ-পথের লক্ষ্য হইবে কিম্বা অবাকৃশিরা হওত প্রজ্ব-লিত হুতাশনে আত্ম-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিবে, অথবা যে কোন বেদমন্ত্র জপ করিতে করিতে ত্রিশত যোজন পথ ভ্রমণ করিয়া কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থলে উপনীত হইতে পারিলে কিম্বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিলে অথবা, সেই ব্রাহ্মণকে যাবজ্জীবন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগি ধন ও অবস্থানের নিমিত্ত পরিচ্ছদাদি উপকরণ-সম-ন্বিত গৃহ প্রদান করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে; পরন্তু যদি প্রাণ-সঙ্কটে গো ব্রাহ্মণের রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তৎ-ক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদি কৃচ্ছ্র ভোজী হইতে পারে অর্থাৎ প্রথম তিন দিবস পূর্ব্বাহ্নে, পর তিন দিন সায়ংকালে, তার পর তিন দিবস অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, শেষ তিন দিন কিছুমাত্র ভোজন করিতে পাইবে না, ইহাকেই কৃচ্ছ্র ভোজন বলে; এইরূপ নিয়মে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে পারিলেই বিধুত-পাপ হইতে পারে। যদি প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব্বাহ্ণ কালে, দ্বিতীয় সপ্তাহে সায়ং কালে, তৃতীয় সপ্তাহে অযাচিত দ্রব্য ভোজন করত চতুর্থ সপ্তাহে অনশনে থাকে, তাহা হইলে তিন বৎসরেই ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়! অপিচ, যদি প্রথম মাসে পূর্ব্বাহ্ণ কালে, দ্বিতীয় মাসে সায়ং কালে, তৃতীয় মাসে অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিয়া চতুর্থ মাসে উপবাসী থাকে, তাহা হইলে ক্রমশ এক বৎসর এইরূপ নিয়মানুসারে থাকিলেই ব্রহ্মহত্যাকারী স্বীয় দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, সংশয় নাই। আর যদি এক মাসের অধিক কাল কোন দ্রব্য ভোজন না করিয়া সলিল-পান-মাত্র দ্বারা প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে অর্থাৎ ঈদৃশ অনশন-ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি স্বল্প কাল-মধ্যে নিষ্পাপ হয়।

হে মহারাজ! ব্রহ্মহত্যা বা যে কোন প্রকার পাপী হউক না কেন, সদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান-পূর্ব্বক অবভৃত অর্থাৎ যজ্ঞ শেষে স্নান করিলেই উল্লিখিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। মহারাজ! ব্রহ্মহত্যাদি বিবিধ পাতকীর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা যে নিষ্পাপ হইবার বিষয় কীর্ত্তিত হইল, শ্রুতিতে ইহার প্রবল প্রমাণ আছে। ঐরূপ, ব্রাহ্মণের প্রাণ-রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইয়া যদি সমরে নিহত হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, অথবা উত্তম ব্রাহ্মণকে এক লক্ষ গো প্রদান করিলেও ব্রহ্ম-হত্যাকারী তৎ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; কিন্তু দুগ্ধবতী কপিলা গো পঞ্চ বিংশতি সহস্র প্রদান করিলেই মুক্ত হইবে এবং কোন দরিদ্র সাধু ব্যক্তির আহারাভাবে প্রাণ সংশয় হইয়াছে, এরূপ সময়ে তাঁহাকে সবৎসা দুগ্ধ-বতী এক সহস্র গো প্রদান করিলেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। পরন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে কা-ম্বোজ দেশীয় অশ্ব এক শত-সংখ্যক মাত্র প্রদান করিলেই নিষ্পাপ হইবে। যদি যাচকের অভি-লাষানুযায়ি বস্তু দান করিতে পারে এবং উক্ত প্রকার দান করিয়া কাহারো নিকট প্রকাশ না করে, তাহা হইলে এক ব্যক্তিকে দান করিয়াও মুক্ত হইতে পারে।

একবার মাত্র সুরা পান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরা পান করিবে, তাহা হইলেই ইহলোক ও পরলোক হইতে আত্মাকে উত্তীর্ণ করিতে পারিবে। জলহীন দেশস্থ পর্ব্বত হইতে পতিত হইলে, জ্বলদগ্নিতে প্রবেশ করিলে কিম্বা মহাপ্রস্থান যাত্রা অর্থাৎ কে-

দারাচলে গমন-পূর্ব্বক হিমালয় আরোহণে জীবন বিসর্জ্জন করিলেও সুরাপান জন্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-সব নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেও বিধূত পাপ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত হইতে পারিবে, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যদি প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরায় সুরা-পানে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে বিগতমৎসর হইয়া ভূমি দান করিলেই নিষ্পাপ হইতে পারে।

গুরুপত্নী-গামী ব্যক্তি লৌহ-সমাচ্ছাদিত প্রতপ্ত শিলায় পতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলে তৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়, অথবা স্বীয় লিঙ্গ ছেদন-পূর্ব্বক উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া প্রব্রাজিত হইতে পারিলেও গুরু-পত্নী গমন জন্য পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ফলত যে প্রকার পাপ হউক্ না কেন, শরীর বিমোক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তৎ সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। পরন্তু যে সমস্ত পাপের কথা উল্লেখ করা গেল, স্ত্রীলোক যদি উল্লিখিত পাপে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে এক বৎসর কাল আহার-বিহারাদি সম্ভোগ পরিহার-পূর্ব্বক সংযত-ভাবে অবস্থান করিলেই নিষ্পাপ হইবে। যে ব্যক্তি মহাব্রতের অনুষ্ঠান অর্থাৎ একমাস কাল সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য এবং জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সর্ব্বস্ব দান করিলেও মুক্তি লাভ করিতে পারে, অথবা গুরুর প্রাণ রক্ষার্থে সমরে নিহত হইলে সমস্ত দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

গুরুর নিকট মিথ্যা ব্যবহার, বা তাঁহার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিলে পুনশ্চ তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিলেই তৎ পাতক হইতে মুক্ত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতীকে ব্রত হইতে ভ্রষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাকে তৎ পাপ শোধনার্থে গোচর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক ছয় মাস কাল ব্রহ্ম-হত্যা-কারীর ন্যায় ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পরের স্ত্রী, বা ধন অপহরণকারী ব্যক্তিকে সংবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে অবস্থান করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহার সেই পাপ ক্ষালন হইবে, অথবা যাহার যেরূপ বস্তু অপহরণ করিবে, বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাকে সেইরূপ বস্তু প্রদান করিতে পারিলেও নিষ্পাপ হইবে।

পরিবেত্তা (যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া অগ্রে বিবাহ করে) পরিবিত্তি (যাহার কনিষ্ঠের অগ্রে বিবাহ হইয়াছে তাদৃশ জ্যেষ্ঠের নাম) ইহারা উভয়েই সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশ দিবস নিয়মে অবস্থান-পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধ হইবে; কিন্তু পরিবিত্তি অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের বিবাহের পর স্ত্রী গ্রহণ ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেই তাহাকে কনিষ্ঠের ন্যায় প্রাজাপত্য-ব্রতানুষ্ঠান-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; অন্যথা প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে না এবং পরিবেত্তা অর্থাৎ কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠের প্রায়শ্চিত্তের পর পুনশ্চ দারপরিগ্রহ করিতে হইবে, অন্যথা শুদ্ধি লাভ হইবে না, সুতরাং সে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকের উত্তারণে সমর্থ হইবে না। পরন্তু ঐ পরিবেত্তাদির প্রথম বিবাহিত স্ত্রীদিগের পারিবিত্তাদি জন্য দোষ ঘটিবে না; যেহেতু স্ত্রীদিগকে পুরুষ কৃত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; অধিক কি, স্ত্রীগণের মহাপাপ সংযোগ হইলেও অন্তঃশুদ্ধিকারক ভোজন দ্রব্য-দ্বারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানুষ্ঠান-মাত্রেই পাপ মোচন হইবে বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞগণ বিধি দিয়াছেন। স্ত্রীলোক মনে মনে কোন পাপ সংকল্প করিলে কিম্বা না জানিয়া কোন পাপাচার পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে ভস্মমার্জ্জিত ভাজনের ন্যায় ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই শুদ্ধ হইবে।

ভোজনাদি পাত্র ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, অথবা গো-জাতি-কর্ত্তৃক আঘ্রাত হইলে পঞ্চগব্য, মৃত্তিকা, জল, ভস্ম, অম্ল ও অগ্নি, এই দশটি দ্রব্য-দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণদিগকে চতুষ্পাদ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে

হইবে বলিয়া বিহিত হইয়াছে; ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ, আর শূদ্রের এক পাদমাত্র উক্ত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করণ বিষয়েও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণানুসারে লাঘব গৌরব বিবেচনা করিতে হইবে। তির্য্যক্ অর্থাৎ পশু পক্ষীর বধ সাধন ও নানা জাতি বৃক্ষ ছেদন করিলে জন-সমাজে স্বীয় কৃত-কর্ম্ম প্রকাশ করত ত্রিরাত্র বায়ুভক্ষ হইয়া থাকিলেই নিষ্পাপ হইবে। অগম্যা গমন করিলে আর্দ্র-বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া অঙ্গে ভস্ম লেপন ও ভস্ম-শয্যায় শয়ন এবং শতরুদ্রী পাঠ করত ছয় মাস কাল যাপন করিলে তৎ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পরন্তু দৃষ্টান্তভূত শাস্ত্রান্তরোক্ত হেতুমৎ বাক্যের সহিত বেদবিহিত বাক্যের একবাক্যতা করিয়া সমস্ত পাপ-কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রদান করিতে হইবে অর্থাৎ বেদে যদি কোন স্থলে প্রায়শ্চিত্তাদির অস্পষ্ট বিধি থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রান্তরে যে স্থলে সেই বিষয়ের স্পষ্ট বিধি লক্ষিত হইবে; যুক্তি দ্বারা বিচার-পূর্ব্বক সেই দৃষ্টান্তানুসারে অস্পষ্ট বিধির ব্যাখা করত ব্যবস্থা দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ অজ্ঞান-প্রযুক্ত কোন পাপাচরণ করিলে রাগ, দ্বেষ, মানাপমান-শূন্য, হিংসা ও জল্পনা-রহিত এবং মিত-ভোজী হইয়া সাবিত্রী জপ করিবে। পাপ-বিশেষে যত দিন ব্রতাচরণ করিতে হইবে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত দিবসে প্রতি নিয়ত অনাবৃত স্থলে দণ্ডায়মান থাকিবে, রাত্রি কালে স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে এবং দিবাভাগে তিন বার, নিশাকালে তিন বার জলাশয়ে গমন-পূর্ব্বক সবস্ত্র অবগাহন স্নান করিবে। স্ত্রী, শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিবে না; এইরূপ নিয়মে থাকিলে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

মনুষ্য পাপ বা পুণ্য-কার্য্য যাহা অনুষ্ঠান করে, লোকান্তর গমন করিলে অগ্নি, জল ও বায়ু-প্রভৃতি মহাভূতাধিষ্ঠাতৃ দেবগণ তাহার সেই কৃত-কর্ম্মের সাক্ষী হয়; অতএব পরলোকে তাহাকে নিশ্চয়ই শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। পরন্তু পুরুষ-কৃত সৎ বা অসৎ কর্ম্ম যেটির আতিশয্য হয়, সেই অতিরিক্ত কর্ম্ম অন্যটিকে অভিভূত করিয়া কর্ত্তাকে ইহকালেই ফল প্রদান করে। যেমন নিয়ত অসৎ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষ পাপের বৃদ্ধি করিয়া অচিরাৎ তৎ ফলভোগী হয়, সেইরূপ নিয়ত জ্ঞানালোচনা, তপস্যাচার ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা পুরুষ নিষ্পাপ হইলে ইহলোকেই শুভ ফল প্রাপ্ত হয়; অতএব সর্ব্বথা পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রতি দিন ধন দান ও শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই পুরুষকে আর পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

হে মহারাজ! যেরূপ যেরূপ পাপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ও বলা হইল; এক্ষণে মহাপাতক ব্যতীত ভক্ষ্য, অভক্ষ্য, পাত্র ও অপাত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ক ব্যবস্থার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি উক্ত হইল, ইহা বালক, বা নিতান্ত পশু-সদৃশ মূঢ় অন্ত্যজ-জাতি-সম্বন্ধে নহে, সৎকুলজাত কিঞ্চিৎ বোধ-বিশিষ্ট লোকের পক্ষে জানিবে। ঐরূপ বোধ-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি জ্ঞান পূর্ব্বক অর্থাৎ 'এই পাপ-কার্য্যটি করিব' এইরূপ মনে কল্পনা করিয়া পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে গুরুতর পাপী হইবে, আর অজ্ঞান-প্রযুক্ত অর্থাৎ দৈব-বশত পাপানুষ্ঠিত হইলে পাপের লাঘব হইবে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও অল্প হইবে। যেরূপ পাপাচরিত হইবে, তদ্রূপ বিধি অনুযায়ি প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তাহার শোধন হইবে; কিন্তু এই সমস্ত বিধি-বাক্য নাস্তিক বা অশ্রদ্ধাবান্ পুরুষ-সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই, উহা শ্রদ্ধাবান্ আস্তিকের পক্ষেই জানিবে; কেন না, শাস্ত্রে দম্ভ ও দ্বেষাদি দূষিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন বিধি আছে, এরূপ দৃষ্ট হয় না; যেহেতু শাস্ত্রে শিষ্টাচারই ধর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব ইহলোকের ও পর-

লোকের মঙ্গলার্থী ব্যক্তির ঐ সকল বিধি অনুসারে চলা কর্ত্তব্য।

মহারাজ! আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অথবা স্বীয় প্রাণ-রক্ষার্থে দুষ্টদিগের বিনাশ সাধন করিলে হন্তাকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না, সেই নিমিত্ত তুমিও দুরাত্মা কৌরবদিগকে নিপাতিত করিয়া পাপ-স্পৃষ্ট হও নাই। এ সমস্ত অবগত হইয়াও যদি চিত্ত-গ্লানি দূরীকৃত করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান কর। পরন্তু, যেমন অনার্য্যগণ মনোদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্ম-ঘাতী হয়, তুমি কদাচ তদ্রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোধন ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট উল্লিখিত উপদেশ সকল শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষি পিতামহ! দ্বিজাতিগণের অভক্ষ্য কি? আর ভক্ষ্যই বা কি? দানের মধ্যে প্রশস্ত-দান কোন্‌টি এবং তাহার পাত্রাপাত্রই বা কিরূপ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ! এ বিষয়ে প্রজাপতি মনু ও সিদ্ধ ঋষিগণ-ঘটিত এক পুরাতন ইতিহাস কথিত আছে শ্রবণ কর। আদিকালে কোন সময় ব্রত-পরায়ণ ঋষিগণ সমাসীন পরম বিভু প্রজাপতি মনুর নিকট সমাগত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে এই কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, তাঁহারা কহিলেন, হে প্রজাপতে! আমাদিগের অন্ন দান পাত্র কিরূপ, কিরূপ হইলে পবিত্র হয় এবং দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, কার্য্য ও অকার্য্যই বা কি, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন?

ঋষিদিগের এই সকল কথা শুনিয়া ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিলেন, হে ঋষিগণ! তোমরা সংক্ষেপ ও বিস্তারের সহিত যথা-বৃত্ত ধর্ম্মকথা শ্রবণ কর। যে যে স্থলে পুণ্যশীলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া থাকে, অথচ শাস্ত্রে যে যে দেশ-সম্বন্ধে কোন দোষ উল্লিখিত হয় নাই, এবং বহুলাংশ সাধু-ঋষিগণ যেস্থলে অবস্থিতি করেন, সেই স্থলে জপ, হোম, উপবাস ও আত্মজ্ঞান অনুশীলনাদি তপস্যা অনুষ্ঠানের-দ্বারা লোক সকল পবিত্র হইতে পারে। উল্লিখিত দেশে জপ-হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের পবিত্রতার বিষয় যেমন কথিত হইল, সেইরূপ কতকগুলিন পাপাচরণের ফলে সামানাধিকরণ্য থাকায় সুতরাং তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত বিধিও শাস্ত্রে পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বোধে সুবর্ণ বা আজ্য প্রাশন, স্বর্ণাদি পঞ্চ রত্নাদি সংস্পৃষ্ট জলে স্নান, দেবস্থান দর্শনে যাত্রা এবং ব্রহ্মগিরি প্রভৃতি কয়েকটি লোক পাবন পর্ব্বত দর্শন, এই কয়েকটিকেই অশুভ-নাশক বলিয়া সামান্য রূপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যুত উল্লিখিত বিধি অনুযায়ি কার্য্য করিলে পুরুষ অবিলম্বে অশুভ হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই।

দীর্ঘকাল জীবিতাশা থাকিলে কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নহে, অজ্ঞান-প্রযুক্ত ঐ রূপ কার্য্য ঘটিলে তদ্দোষ শোধনার্থে ত্রিরাত্র ব্যাপিয়া তপ্ত কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর গ্রহণ না করণ, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য ব্যবহার, অক্রোধ ও দেবার্চ্চন, এই কয়েকটিকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। পরন্তু উক্ত প্রকার ধর্ম্মও দেশ কাল-বিশেষে কখন অধর্ম্ম-রূপে পরিগণিত হয় এবং প্রতিগ্রহ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসা-প্রভৃতি অধর্ম্মও অবস্থা-বিশেষে অর্থাৎ প্রাণ সংশয়াদি স্থলে ধর্ম্ম-রূপে পরিগৃহীত হয়।

হে কুন্তীনন্দন! প্রাজ্ঞ-লোক-সম্বন্ধে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই প্রকার কথিত আছে। ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম আবার লৌকিক ও বৈদিকানুসারে শুভাশুভ এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-ভেদে দুই দুই অংশে বিভক্ত;

তন্মধ্যে প্রবৃত্তি বৈদিক আর শুভাশুভ লৌকিক; প্রবৃত্তি অর্থাৎ বেদ-বিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি-যাগ অনুষ্ঠান, ইহার ফল বারংবার সংসারে জন্ম মৃত্যু ভোগ এবং নিবৃত্তি ফল তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। ঐ রূপ লৌকিকেও পরোপকারাদি সৎকার্য্য করিলে লোক-সমাজে প্রশংসা ও অর্থলাভাদি শুভ-ফল এবং অসৎ কার্য্য অর্থাৎ লোক-সমাজে অত্যাচার করিলে নিন্দা ও রাজদণ্ডাদি অশুভ ফল ফলিয়া থাকে; অতএব বৈদিক বং লৌকিকেও শুভাশুভ ফলানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিবে।

দৈব, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, স্বীয় জীবন ও পিতা, মাতা বা প্রভু-প্রভৃতি প্রতিপালক, এই চারিটির অনুরোধে অন্যায় কার্য্য করিলেও শুভফল ঘটিবে। পরন্তু, এই পৃথিবীতে যাহা শ্যেনযাগাদি অভিচার ক্রিয়াফলের ন্যায় অবিলম্বে ফলিয়া থাকে অথবা যাহা উত্তরকালে ফলিতে পারিবে বলিয়া সন্দেহাস্পদ হইবে; কেবল লোকানুরোধে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ অনিষ্টকর কার্য্য করিলে তৎকর্ত্তাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি ক্রোধ বা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া মনের তুষ্টি বা অতুষ্টিকর কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে শরীর শোষণকর উপবাসাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে; কিম্বা হবিষ্যান্ন ভোজন, পবিত্রাত্মক মন্ত্রজপ ও তীর্থপর্য্যটনাদি করিলেও তৎ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। নরপতি যদি অজ্ঞান বা ক্রোধপ্রযুক্ত দণ্ডত্যাগ করেন, তাহা হইলে একরাত্র এবং পুরোহিত-ত্যাগ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসানন্তর শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি যদি পুত্রাদি মরণ জন্য শোকে শস্ত্রাদির দ্বারা আত্ম-হত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াও কৃত কার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া আত্ম-হত্যা প্রবৃত্তি জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহারা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিধর্ম্ম, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম-ধর্ম্ম, জন্ম-ভূমি প্রভৃতি দেশাচার ও কুলাচারধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত করণে অধিকার নাই।

হে ঋষিগণ! আমি যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা কহিলাম, ইহা ঐ রূপই জানিবে; কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে দশ জন বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ কিম্বা তিন জন ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত যেরূপ বলিবেন তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বৃষ, ক্ষুদ্র-পিপীলিকা, শ্লেষ্মাত্মক কীট, মৃত্তিকা এবং বিষ, এই কয়েকটি দ্বিজাতিগণের অভক্ষ্য জানিবে। শল্কহীন মৎস্য এবং কচ্ছপ ব্যতীত মণ্ডুক-প্রভৃতি অপরাপর চতুষ্পদ জল-জন্তুমাত্রেই ভক্ষণে নিষিদ্ধ; সলিল-সন্তরণ-ক্ষম বক, চক্রবাক, সুপর্ণ, ভাষ, হংস, কাক, মদ্গু, গৃধ্র, শ্যেন, পেচক-প্রভৃতি পক্ষী ভক্ষণীয় নহে, এতদ্ভিন্ন দংষ্ট্রী, মাংসাশী ও চতুষ্পদ-সংজ্ঞক পক্ষীও অভক্ষ্য জানিবে।

যাহাদিগের উভয়-ভাগে দন্ত আছে এবং চতুর্দ্দন্ত-বিশিষ্ট পক্ষীর মাংসও ভক্ষ্য মধ্যে গণ্য নহে। মানুষী এবং এড়কা অর্থাৎ মেষস্ত্রী, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী ও মৃগী প্রভৃতি পশুর দুগ্ধ ব্রাহ্মণের অপেয়। নবপ্রসূত গোদুগ্ধও দশদিন অতীত না হইলে পান করা কর্ত্তব্য নহে। প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত ও নবপ্রসূতি স্ত্রীলোকের পাক করা অন্ন এবং দশ দিনের মধ্যে নবপ্রসূত ধেনুদুগ্ধে প্রস্তুত পায়স প্রভৃতি ভোজন করা বিহিত নহে। রাজান্ন-ভোজনে তেজ, শূদ্রান্ন-ভোজনে ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন জন্য প্রতিভা এবং সুবর্ণকার ও অবীরা স্ত্রীর অন্ন ভোজনে আয়ুঃক্ষয় হয়। বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ সুদ-গ্রাহীর অন্ন বিষ্ঠা-স্বরূপ এবং গণিকার অন্ন ভোজনে বীর্য্য হ্রাস হয়। যাহারা স্বীয় পত্নী-প্রভৃতি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর উপপতি দেখিয়াও ক্ষমা করে এবং যাহারা স্ত্রী-পরতন্ত্র, তাহাদিগের অন্ন-ভোজন নিষিদ্ধ। পশু বধ-সাধ্যযাগে অগ্নি সোমীয় বপা হোম নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বে তদ্‌যজ্ঞ-দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে না। সোমরস-

বিক্রয়ী, ব্যয়-কুণ্ঠ, তক্ষা, চর্ম্মকার, পুংশ্চলী, রজক, চিকিৎসক এবং নগর রক্ষকের অন্নও অভক্ষ্য জানিবে। ঐ রূপ পরিবৃত্তি, স্তুতিপাঠক ও দ্যূতক্রীড়োপজীবীর অন্ন অগ্রাহ্য। গণান্ন ও গ্রাম-দূষিত ব্যক্তির অন্নও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। পর্য্যুষিত এবং বাম-হস্ত দ্বারা আহৃত ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা আত্ম পরিবারদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজ ভক্ষণার্থে খাদ্য-সামগ্রী রক্ষা করে, তাহাদিগের এবং সুরা-স্পৃষ্ট ও উচ্ছিষ্টান্ন অভক্ষ্য। পিষ্টক, ইক্ষু ও শাক বিকৃত হইলে পরিত্যজ্য জানিবে। শক্তু, ভৃষ্টজব এবং দধিমিশ্রিত শক্তু দীর্ঘকাল থাকিলে অভোক্তব্য; পায়স, কৃশরান্ন অর্থাৎ তিল-মিশ্রিতান্ন মাংস এবং পিষ্টক দেবোদ্দেশে প্রস্তুত না হইলে গ্রহণ করা বিহিত নহে।

হে মহারাজ! গৃহমেধী ব্রাহ্মণদিগের যাহা অভক্ষ্য ও অপেয় তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; পরন্তু দেব, ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও প্রাত্যহিক গৃহ-সেবা দেবতার অর্চ্চনা-পূর্ব্বক অনিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ভোজন করা বিধেয়। এইরূপ হইলে গৃহস্থ মানব প্রব্রাজিত চতুর্থাশ্রমীর ন্যায় গৃহেতেই নিষ্পাপে থাকিতে পারে; অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত উল্লিখিত সদাচার সম্পন্ন হইয়া গৃহিব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিলেও ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির যশোলাভ নিমিত্ত বা ভয়-প্রযুক্ত দান করা কর্ত্তব্য নহে। অপিচ, নৃত্য-গীত ব্যবসায়ী ভণ্ড, মত্ত, উন্মত্ত, চৌর, নিন্দক, মূক, বিবর্ণ, অঙ্গহীন, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলোদ্ভব, উপকারী এবং যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত-দ্বারা অসংস্কৃত তথাবিধ ব্যক্তিদিগকে দান করা বিহিত নহে। শ্রোত্রিয় ব্যতীত বেদ-জ্ঞান-শূন্য ব্রাহ্মণকে দান করিতে নিষেধ আছে; যেহেতু তাদৃশ দান এবং প্রতিগ্রহ অন্যায্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে দাতা গ্রহীতা উভয়েরই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। যেরূপ খদির বা শিলা অবলম্বন-পূর্ব্বক সমুদ্র-তরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিশ্চয়ই জলমজ্জন হইয়া থাকে, তদ্রূপ দাতা এবং প্রতিগ্রহীতাকে পাপার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। আর্দ্রকাষ্ঠ সমাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সচ্চরিত্র-বিহীন ব্রাহ্মণকে তেজো-হীন জানিবে; সুতরাং তাহাকে দান করা নিষ্ফল। যেরূপ কপাল-পাত্রস্থিত জল এবং কুক্কুর-চর্ম্ম-নির্ম্মিত কোশস্থ দুগ্ধ আধার দোষে অশুচি হয়, তদ্রূপ সদাচার-বিহীন ব্রাহ্মণের নিকট বেদও প্রতিভা প্রাপ্ত হয় না।

মন্ত্র-হীন, অব্রতী, অশাস্ত্রজ্ঞ এবং অসূয়া-বিশিষ্ট ইহাদিগকে দয়া-মাত্রের বশবর্ত্তী হইয়া দান করা যাইতে পারে অর্থাৎ দীন, ক্ষুধা-পিড়ীত, আতুর, মন্ত্র-হীন ও অব্রতি প্রভৃতি ব্যক্তিকে দান করিতে হইলে "ইহা শিষ্টাচার বা ধর্ম্ম" এরূপ বুদ্ধি করিয়া দান করা কর্ত্তব্য নহে; মন্ত্রাদি-দ্বারা উৎসর্গ না করিয়া কেবল দয়া-প্রযুক্ত দিতে পারিবে। বেদজ্ঞান-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে দান করিলে শাস্ত্রে তাহা নিষ্ফল বলিয়া কথিত আছে; বিশেষত অপাত্রে দান-জন্য তৎ-কর্ত্তাকে দূষিত হইতে হয় সন্দেহ নাই। কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ ও বেদ-জ্ঞান-বিহীন ব্রাহ্মণ এই তিনটিই নাম-ধারী-মাত্র ইহাদের দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। যেরূপ নপুংসক পুরুষে স্ত্রীদিগের এবং বন্ধ্যা গোতে পুংগো সকলের কোন প্রয়োজন হয় না; তদ্রূপ মূর্খ ব্রাহ্মণ দ্বারাও কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। অপিচ পক্ষ-বর্জ্জিত পক্ষী, শস্যহীন-ধান্য, জল-বিহীন কূপ আর মন্ত্রজ্ঞান-শূন্য ব্রাহ্মণ একরূপই জানিবে। অধিক কি, ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় মূর্খ ব্রাহ্মণে দান করিলে সম্পূর্ণ রূপেই নিষ্ফল হইয়া থাকে। মূর্খ শত্রু-স্বরূপ, কারণ সে অর্থাপহারী এবং দেব পিতৃ উদ্দেশে দত্ত হব্য কব্যের বিনাশক; প্রত্যুত মূর্খের ইহ-লোক বা পরলোক, কোন লোকেই শ্রেয়ো হইতে পারে না।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমি সংক্ষেপে

তৎ সমস্ত যথা-বৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম; এই মহৎ বৃত্তান্ত আর্য্যগণের অবশ্য শ্রোতব্য বলিয়া জানিবে।

ব্যাস বাক্যে ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ঋষিসত্তম ভগবন্! ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সমগ্র-ধর্ম্ম বিশেষত রাজধর্ম্ম ও আপৎ কাল উপস্থিত হইলে মনুষ্যের কিরূপ নীতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম-সংযুক্ত পথে লক্ষ্য রাখিয়া কি প্রকারেই বা পৃথিবী জয় করিতে পারি, এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার-পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও উপবাসাত্মিকা, সুমহৎ কৌতূহল প্রবাহিকা আপনকার কথিত প্রায়শ্চিত্ত কথা আমার অন্তঃকরণকে অতিশয় অনন্দিত করিতেছে। অপিচ রাজ্যপালন আর ধর্ম্মাচরণ এই দুইটির নিয়তই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব, সুতরাং এক ব্যক্তি দ্বারা উক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন উভয় কার্য্য কিরূপ অনুষ্ঠিত হইবে? এইটি চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত সর্ব্বদা বিমোহিত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! জনমেজয় বেদবাদিগণের অগ্রগণ্য ভগবান্ বেদব্যাস ধর্ম্মরাজের এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন পুরাতন ঋষি নারদের দিকে দৃষ্টি করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যদি তোমার সমগ্ররূপে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কুরু-পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর। ধর্ম্ম রহস্য বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণে যাহা সংশয় আছে, সর্ব্ব-ধর্ম্মাভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ গঙ্গা-পুত্র ভীষ্ম তৎ সমস্ত ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন।

মহারাজ! স্বর্গলোকে যিনি ত্রিপথ-গামিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। সেই গঙ্গা নদী যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি এককালীন ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ ও বৃহস্পতি প্রমুখ দেবর্ষিগণের প্রত্যক্ষ-রূপ দর্শন লাভ করিয়া নানা উপচার-দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা-পূর্ব্বক সমস্ত রাজনীতি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দৈত্য-গুরু শুক্র ও দেবগুরু বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র ও যে যে ধর্ম্ম অবগত আছেন, কুরুসত্তম ভীষ্ম তাঁহাদিগের নিকট তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষত সেই মহাবাহু ভীষ্ম চরিতব্রত হইয়া ভৃগু-কুল-নন্দন, শুক্রাচার্য্য, চ্যবন ও বশিষ্ঠের নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা-সারতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদীপ্ত-তেজা সনৎকুমার ঋষির নিকট সমস্ত অধ্যাত্ম-বিদ্যা অবগত হইয়াছিলেন এবং মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে সমগ্র যতি-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও পরশুরামের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যিনি মনুষ্য-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ইচ্ছা মৃত্যু লাভ করিয়াছেন এবং অপত্য-বিহীন হইয়াও যাঁহার পুণ্য প্রভাব সমস্ত লোক-মধ্যে বিশ্রুত হইয়াছে; অধিক কি, পবিত্রাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ নিয়ত যাঁহার সভাসদ্ হইয়া থাকিতেন এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিষয়ে যাঁহার কিছুই অবিদিত নাই, সেই সুক্ষ্মধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞান-বিশারদ ভীষ্ম তোমাকে উপদেশ করিবেন, পরন্তু সেই মহাত্মার জীবন বিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

এই সকল কথা শুনিয়া মহামতি দীর্ঘদর্শী যুধিষ্ঠির জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য সত্যবতী-সুত ব্যাসদেবকে কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি রোমহর্ষণ-কর সুমহৎ জ্ঞাতিহত্যা করিয়া সর্ব্বলোকের নিকট পৃথিবী-নাশক ও অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছি, বিশেষত পিতামহ ভীষ্ম রণাঙ্গনে সরলভাবে যুদ্ধ করিতে থাকিলেও আমি কপট ব্যবহার-দ্বারা তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছি; অতএব আমি এক্ষণে কি বলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম্ম কথা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইব?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের এই

কথা শ্রবণানন্তর যদুকুল-শ্রেষ্ঠ মহামতি বাসুদেব চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! শোক-বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত আর একপ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করা উচিত হইতেছে না। ভগবান্ ব্যাসদেব যাহা বলিলেন, তদনুষ্ঠানে যত্নপরায়ণ হউন। যেমন নিদাঘকাল অন্তে জলার্থী জনগণ পর্জ্জন্যের উপাসনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনকার এই মহাবল ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণ আপনকার উপাসনা করিতেছেন। এই দেখুন, যুদ্ধে হতাবশিষ্ট রাজগণ ও কুরুজাঙ্গলবাসি রাষ্ট্রস্থ চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা, সকলেই সভায় সমাগত হইয়াছেন; অতএব আপনি ইহঁাদের, মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের, অস্মদাদি সুহৃদ্বর্গের ও দ্রৌপদীর অনুরোধে এবং মহাতেজা গুরু বেদব্যাসের আদেশানুসারে এই প্রিয়কার্য্যটির অনুষ্ঠান করুন। হে শত্রুহন্! আপনি ভীষ্মের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে জগতের হিতানুষ্ঠান করা হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরশার্দ্দূল মহামতি রাজীবলোচন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত লোকের হিতকামনায় সমুত্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও দেবস্থান-প্রভৃতি অন্যান্য বহুল ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অনুনীত ও প্রবোধিত হইয়া মানসিক দুঃখ এবং সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন মহাযশা নরপতি যুধিষ্ঠির বেদ-বাক্য ও তদর্থ-বিচার-গ্রন্থ অর্থাৎ মীমাংসা এবং নীতিশাস্ত্রাদিতে অত্যন্ত বিশারদ ছিলেন; অতএব তিনি তৎ সমস্তের অর্থ নিশ্চয় করিয়া চিত্তে শান্তি লাভ করিলেন এবং নক্ষত্র-পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় ঋষিগণ ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত হাস্তিনপুর গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ কুন্তীনন্দন রাজপুর-প্রবেশেচ্ছু হইয়া অগ্রে দেবতা ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলেন। তখন আদেশমাত্র সেই স্থলে শুভলক্ষণ-যুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ ষোলটি বৃষ সংযোজিত কম্বল ও অজিন-সংবৃত শুভ্রবর্ণ একখানি রথ আনীত হইল। অনন্তর পবিত্র বেদ-মন্ত্র-দ্বারা রথখানি সমর্চ্চিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সোমদেব যেমন অমৃতময় রথে আরোহণ করেন, তদ্রূপ তাহাতে আরোহণ করিলেন। তঁাহার আরোহণ কালে বন্দিগণ চতুর্দ্দিকে স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল; ভীম-পরাক্রম ভীমসেন সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রশ্মি গ্রহণ এবং অর্জ্জুন কিরণরাজি-বিরাজিত শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই রথোপরি মৌক্তিকমালা-পরিশোভিত শুভ্রবর্ণ ছত্র অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ধৃত হইলে বোধ হইল, যেন নভোমণ্ডলে তারকাবলি-সমাকীর্ণ একখানি শুভ্র মেঘ সমুদিত হইয়াছে। অনন্তর, মাদ্রীনন্দন মহাবীর নকুল সহদেব চন্দ্ররশ্মি সদৃশ প্রভা-সমন্বিত নানা রত্নে সমলঙ্কৃত শুভ্রবর্ণ চামর-দ্বয় ধারণ করিয়া উভয় পার্শ্বে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যে সময়ে সেই পঞ্চ ভ্রাতা বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রথারোহণে হাস্তিন-পুরাভিমুখে গমন করেন, তৎকালে সেই রথখানি সমস্ত প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক পঞ্চভূতময় দেহ রথের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর, যুযুৎসু মনঃ-সদৃশ বেগগামি অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন এবং কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত শৈব্য ও সুগ্রীব-প্রমুখ অশ্বগণ-যোজিত হেমময় শুভ্র রথে সমারূঢ় হইয়া কুরুদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত শিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন; তৎ পশ্চাৎ কুন্তী, দ্রৌপদী ও অপরাপর কৌরব-স্ত্রীগণ নানাবিধ যানে সমারূঢ় হইয়া বিদুরের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

অনন্তর, সমলঙ্কৃত রথি, পদাতি, হস্ত্যারোহ ও অশ্ববার-প্রভৃতি সেনাগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনে

প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় বৈতালিক ও সুত মাগধগণ সুললিত ভাষায় স্তুতি পাঠ করিতে করিতে রাজ-সমভিব্যাহারে হাস্তিনপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মহারাজ! মহাবাহু যুধিষ্ঠির এইরূপ চতুরঙ্গিণী সেনা ও স্বজন-বর্গে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে থাকিলে সমস্ত স্থল সেই সুমহৎ জনসম্বাধে একেবারে সমাকুলিত হইয়া উঠিল এবং সেই হৃষ্ট-পুষ্ট জনগণের পরস্পর কথোপকথন তৎকালে কেবল মহান্ কলকল ধ্বনি রূপে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির নগর প্রবেশ করি-বেন জানিয়া নগরবাসি প্রজাগণ বিধি-পুর্ব্বক নগর-টিকে সমলঙ্কৃত করিয়া রাখিল। ঐ সময় নগরের ভূভাগে রাশি রাশি পুষ্প-সমাকীর্ণ হওয়ায় সমস্ত ভূমি পুষ্পময় বলিয়া বোধ হইল এবং সমস্ত রাজ-পথ ধূপ-গন্ধে বাসিত ও পতাকা-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। রাজপুরী-স্থিত কর্ম্মচারিগণ সুগন্ধ পুষ্প ও প্রিয়ঙ্গু-প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য সকল চূর্ণিত করিয়া গৃহ সকল সৌরভান্বিত এবং মাল্যদামে সজ্জিত করিয়া রাখিল। নগরের দ্বারদেশে অভিনব ধাতুময় কলস সকল বারিপূর্ণ করিয়া রাখা হইল এবং স্থানে স্থানে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মনোরমা কন্যাগণ দণ্ডায়মান রহিল। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সুহৃদ্গণে পরি-বৃত ও পৌরজনগণ-কর্ত্তৃক মঙ্গল-জনক বাক্য-দ্বারা স্তূয়মান হইয়া উল্লিখিত শোভায় শোভিত এবং মঙ্গল লক্ষণে লক্ষিত নগর-দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।

যুধিষ্ঠির পুরপ্রবেশে সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পৃথা-নন্দনগণ পুর প্রবেশ করিতেছেন জানিয়া বহু সঙ্খ্যক পুর-বাসি জনগণ দর্শন-লালসায় সমাগত হইল। তৎ কালে রাজপথ ও চত্বর সকল চন্দ্রোদয়-পরিবর্দ্ধিত সাগরের ন্যায় সুশোভিত হইল। রাজপথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তি নানালঙ্কারে শোভিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালক গৃহ সকল স্ত্রীগণে পরিপূর্ণ হওয়ায় বোধ হইল যেন তাহাদিগের ভারে কম্পিত হইতেছে। ঐ সকল স্ত্রী-গণ লজ্জা-প্রযুক্ত অতি মৃদু-স্বরে দ্রৌপদীকে "হে পাঞ্চালি! হে কল্যাণি! মহর্ষিগণের উপাসনা-কারিণী গৌতমীর ন্যায় তুমি প্রতি নিয়ত পুরুষসত্তম পাণ্ডবদিগের উপাসনা করিতেছ, তোমার ব্রতাচরণ প্রভৃতি কর্ম্ম সকলও অমোঘ; অতএব তুমি ধন্যা!!" এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রী-পুত্র-দ্বয়েরও প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহাদিগের সেই প্রীতিপূর্ণ প্রশংসা-সূচক কথোপকথন শব্দে সমস্ত অট্টালকস্থ গৃহ সমাকুলিত হইল।

অনন্তর, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির উল্লিখিত রাজপথ অতিক্রম করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত রাজ-পুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সমস্ত জনপদ ও পুরবাসি প্রজাগণ তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া "হে শত্রুসূদন! হে রাজেন্দ্র! ভাগ্য-বশতই আপনি জয় লাভ করিয়া পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; ইহা কেবল আপনকার ধর্ম্ম প্রভাবে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি আমাদিগের রাজা হইয়া দেবরাজ যেমন স্বর্গ-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদ্রূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন-পুর্ব্বক শত বৎসর রাজ্যভোগ করুন" এইরূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য সকল বলিতে লাগিল।

শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজ পুর-দ্বারে প্রজাগণের মঙ্গলকর বাক্যে অভিপূজিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ব্রাহ্মণ-গণের আশীর্ব্বাদ প্রতিগ্রহ-পুর্ব্বক শ্রদ্ধা-সমন্বিত জয়-শব্দ-পুরিত ইন্দ্রপুর-তুল্য রাজভবনের বহিঃ কক্ষ্যা-মধ্যে প্রবেশ করণানন্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অভ্যন্তর কক্ষ্যায় প্রবিষ্ট হইয়া বহু-বিধ রত্ন ও গন্ধ-মাল্য-প্রভৃতি উপহার লইয়া মন্দি-রস্থ দেবমুর্ত্তি সকলের পুজা করিলেন। তৎ পরে মাঙ্গল্য দ্রব্যহস্ত কতকগুলিন ব্রাহ্মণকে দর্শন করি-লেন। তৎকালে মহাযশা শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির আশী-র্ব্বাদ করণেচ্ছু সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া

তারাগণ-পরিবৃত বিমল চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, তিনি গুরু ধৌম্য ও জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রকে পুরস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটস্থ হওত "আপনকার কি ইচ্ছা, আপনকার কি ইচ্ছা?" এইরূপ প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করণানন্তর ভূরি ভূরি হিরণ্যাদি রত্ন, মনোহর মোদক, বস্ত্র ও গো সকল-দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। তৎকালে দর্শক জনগণ কেবল সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের পুষ্কল-পদাক্ষর ও অর্থ-সংযুক্ত, অথচ এককালীন বহুজন-কর্ত্তৃক উক্ত হওয়ায় হংসের কলনিনাদবৎ আশীর্ব্বাদ-ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। মহারাজ! সুহৃদ্গণের প্রীতিবর্দ্ধন সেই পবিত্রাত্মক শ্রুতিসুখকর শব্দ সমুত্থিত হওয়ায় বোধ হইল যেন আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ঐ সময় অসংখ্য লোকের জয়শব্দ, শঙ্খ-নিনাদ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষ একত্রিত হওয়ায় তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে পৌরজন ও ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দ হইলে দুর্য্যোধনের সখা চার্ব্বাক রাক্ষস মায়া-দ্বারা আত্ম গোপন-পূর্ব্বক অক্ষমালা, শিখা ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া ভিক্ষু ব্রাহ্মণের বেশে ঐ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই দুষ্ট মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নির্লজ্জ ও ভয়শূন্য হইয়া রাজ-সমীপস্থ সেই সমস্ত সংযতেন্দ্রিয় তপোনিষ্ঠ অসংখ্য আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত কিছুমাত্র বাক্যালাপ না করিয়া একেবারে ধর্ম্মরাজের নিকটে আসিয়া কহিল, মহারাজ! ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ যে, আমার প্রতি ধিক্কার প্রদান করিতেছেন, সেটি আরোপিত বাক্যমাত্র; প্রত্যুত আপনাকে "তুমি জ্ঞাতিহত্যাকারী কুনৃপতি, তোমায় ধিক্!!" এই কথা বলিতেছেন। বস্তুত, হে নন্দন! এই সুমহৎ জ্ঞাতি হত্যা করিয়া আপনার যাহা লাভ হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ গুরুহত্যা করিয়া জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

দ্বিজগণ দুষ্ট রাক্ষসের ঐরূপ বাক্য শ্রবণে অপ্রতিভ ও ব্যথিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; তাঁহারা এবং স্বয়ং ধর্ম্মরাজও লজ্জায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি প্রণতভাবে আপনাদের নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি স্বয়ং সুখ-ভোগাভিলাষী হইয়া রাজ্য গ্রহণ করিতেছি না, কেবল আমার এই চিরদুঃখি ভ্রাতৃগণের নিমিত্তই রাজ্য গ্রহণ করিতেছি, জানিবেন; অতএব আপনারা আমার প্রতি আর ধিক্কার প্রদান করিবেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের সকাতর বাক্য শ্রবণে কহিলেন, মহারাজ! আমরা ঐ সকল কথা বলি নাই, বরং এখনও বলিতেছি, আপনকার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তপঃ প্রভাবে নির্ম্মলচিত্ত বেদজ্ঞ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া সেই ছদ্মবেশী আগন্তুক ব্রাহ্মণের বিষয় জানিতে চেষ্টা করিলেন এবং জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা ক্ষণমাত্রে সমস্ত প্রত্যক্ষীভূত করিলেন, অর্থাৎ তাহাকে চার্ব্বাক রাক্ষস বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা কোন বিরুদ্ধ-বাক্যের উক্তি করি নাই; অতএব আপনকার মানসিক সন্তাপ ও ভয় দূর হউক; আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হইয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করুন। এই দুরাত্মাকে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এ দুর্য্যোধনের সখা, চার্ব্বাক নামক রাক্ষস; দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরিব্রাজক-বেশে আসিয়া আপনকার অনিষ্ট করণেচ্ছায় ঐ রূপ উক্তি করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সমস্ত পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সেই পাপাচার রাক্ষস চার্ব্বাককে নানাবিধ বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া হুঙ্কার-দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। তখন চার্ব্বাক ইন্দ্রাশনি-নির্দ্দগ্ধ অঙ্কুরোন্মুখ মহীরুহের ন্যায় সেই ব্রহ্মবাদিগণের তেজঃ প্রভাবে দগ্ধ হইয়া ক্ষণ মধ্যে ভূতলে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে রাক্ষসের বিনাশ সাধন করিলে ধর্ম্মরাজ সুহৃদ্বর্গের সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিধিমতে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

চার্ব্বাক বধে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সর্ব্বদর্শী দেবকী-নন্দন জনার্দ্দন ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! এই ভূমণ্ডল মধ্যে ব্রাহ্মণগণই আমার সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনীয়; ব্রাহ্মণদিগের নিকট সর্ব্বদা প্রণতভাবে থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে প্রসন্ন হইয়া সেই প্রণত ভক্তদিগের মঙ্গল সাধন করেন। যে দুরাত্মারা মদগর্ব্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের অব্যর্থ বজ্রাগ্নি-সদৃশ শাপানলে নির্দ্দগ্ধ হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাঁহারা ইহলোকে বাক্‌বজ্র এবং ভূদেব বলিয়া প্রথিত। মহারাজ! আমি একটি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। সত্যযুগে চার্ব্বাক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে অবস্থিত হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান-দ্বারা ব্রহ্মার তুষ্টি সম্পাদন করে। পিতামহ বর দানে উন্মুখ হইলে সে "কোন প্রাণি হইতে যেন আমার ভয়োৎপন্ন না হয়" এইরূপ বর যাজ্ঞা করিল। জগৎপতি ব্রহ্মা তাহার প্রার্থনা শুনিয়া "কোন প্রাণি হইতে তোমার ভয় হইবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে" এইরূপ উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিলেন। সেই পাপাচার রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া অমিতবিক্রম, তীব্রকর্ম্মা ও মহাবলশালী হইয়া জগৎ সন্তাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ ক্রমশ চার্ব্বাকের উপদ্রবে প্রধর্ষিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাহার বধের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। তখন অব্যয় দেব ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! অচির কাল মধ্যে এই দুরাচার রাক্ষসের যেরূপে মৃত্যু হইবে, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যলোকে রাজা দুর্য্যোধন তাহার সখা হইবে; সে সেই বন্ধুত্ব স্নেহে বদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা করিবে, তাহাতে বাক্যবল-সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া সেই পাপাচার চার্ব্বাককে শাপাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিবেন। তৎকালে দেবগণ পিতামহের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

হে রাজন্! এই নিমিত্তই অদ্য সেই দুরাত্মা রাক্ষস চার্ব্বাক ব্রহ্মশাপে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল; অতএব আপনি সে জন্য দুঃখিত হইবেন না, আর আপনকার জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্তেও আপনি চিত্তকে গ্লানিযুক্ত করিবেন না; কারণ সেই মহাত্মা ক্ষত্রিয়-প্রধান বীরগণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব আপনি এক্ষণে শত্রুজয়, প্রজাপালন ও দ্বিজগণের অর্চ্চনাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

চার্ব্বাকবধোপায় কথনে একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মানসিক চিন্তা ও দুঃখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া হৃষ্টচিত্তে উৎকৃষ্ট কাঞ্চনাসনে উপবেশন করিলেন এবং শত্রু দমনকারী বাসুদেব ও সাত্যকি তাঁহার সম্মুখ-ভাগে

প্রদীপ্ত কাঞ্চনময় সুখাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহাত্মা ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে মধ্যভাগে করিয়া মনোহর মণিময় পীঠাসনে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডব-মাতা পৃথাদেবী নকুল সহদেবকে লইয়া জাম্বুনদ-বিভূষিত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত শুভ্রাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন-পুরোহিত সুধর্ম্মা, পাণ্ডব পুরোহিত ধৌম্য, কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর-প্রভৃতি সকলে অগ্নি-সদৃশ প্রভাশালি পৃথক্ পৃথক্ আসনে সমাসীন হইলেন। যশস্বিনী গান্ধারী, যুযুৎসু ও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, ধর্ম্মাত্মা নরপতি যুধিষ্ঠির শ্বেত-পুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত, মণি, অক্ষত এবং সর্ব্বতোভদ্র-প্রভৃতি অঙ্কিত দেবতা-পীঠ সকল স্পর্শ করিলেন। ঐ সময় প্রজাগণ মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন-প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য ও সর্ব্বসম্ভার-সমন্বিত আভিষেচনিক উপকরণ সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক পুরোহিত সমভিব্যাহারে আসিয়া রাজদর্শন করিল। তৎ পরে সে স্থলে কাঞ্চনময়, রৌপ্যময় ও কাষ্ঠময় পৃথ্বীমূর্ত্তি, পূর্ণ-কুম্ভ, পুষ্প, লাজা, কুশ, গোরস এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশাদি সমিৎ কাষ্ঠ উডুম্বর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্রুব্ ও হেম-বিভূষিত শঙ্খ এবং মধু, ঘৃত-প্রভৃতি দ্রব্যজাত সমানীত হইল।

অনন্তর, পাণ্ডব-পুরোহিত ধীমান্ ধৌম্য বাসুদেব-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পূর্ব্ব ও উত্তরভাগ ক্রমে নিম্ন রাখিয়া লক্ষণাক্রান্ত বেদী প্রস্তুত করত তৎ সন্নিধানে জ্বলদগ্নিপ্রভ দৃঢ়তর চরণ অর্থাৎ পায়া-সমন্বিত উপরি-ভাগে ব্যাঘ্রচর্ম্ম-সমাস্তীর্ণ শুক্ল বর্ণ সর্ব্বতোভদ্র নামক আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও পাঞ্চালরাজ-তনয়া দ্রৌপদীকে উপবেশন করাইয়া বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হোম কার্য্য সমাপ্ত হইলে বাসুদেব সমুত্থিত হইয়া লোক-পূজিত শঙ্খ গ্রহণ-পূর্ব্বক কুন্তীনন্দন পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র এবং প্রজাগণ কৃষ্ণের আদেশমতে জল লইয়া অভিষেচনে প্রবৃত্ত হইল; পরন্ত ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ-জলে অভিষিক্ত হইয়া অত্যন্ত দর্শনীয় হইলেন। ঐ সময়, দুন্দুভি ও পণব প্রভৃতি বাদ্য নিনাদ হইতে লাগিল।

তদনন্তর, ধর্ম্মরাজ প্রজাগণ-প্রদত্ত উপহারাদি প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক ভূরি ভূরি অর্থের দ্বারা তাহাদিগের প্রতিসৎকার এবং বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, ধৃতি ও শীল-সমন্বিত স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণদিগকে এক সহস্র করিয়া নিষ্ক দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া হংসের ন্যায় মধুর শব্দ করত "জয় হউক জয় হউক, স্বস্তি স্বস্তি; হে মহাবাহো যুধি- ! ভাগ্যবশতই তুমি জয় লাভ করিয়াছ; হে মহাদ্যুতে! ভাগ্য-বশত বিক্রম-দ্বারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম লাভ করিয়াছ; ভাগ্য-বশত গাণ্ডীব-ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন, ভীম, মাদ্রী-তনয় দ্বয় এবং তুমি শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়া কুশলে অবস্থান করিতেছ; এক্ষণে যাহা যাহা কর্ত্তব্যের অবশিষ্ট আছে, সত্বর তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও" এইরূপ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সাধুগণ-কর্ত্তৃক এই রূপে প্রত্যর্চ্চিত হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত সুমহৎ সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরাভিষেকে চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির প্রজা-ব্রাহ্মণদিগের সেই সমস্ত দেশ কাল উপযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! নিঃসংশয়ই পাণ্ডুপুত্রগণ ধন্য!! কারণ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, আপনারা সমাগত হইয়া তাহাদিগের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন; বিশেষত আপনারা যখন বিমৎসর হইয়া আমাদিগকে

গুণ-সম্পন্ন বলিতেছেন, তখন জানিলাম নিশ্চয়ই আমরা আপনাদিগের অনুগ্রহ-ভাজন। দেখুন, এই যে আমার জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ইনি আমার পরম দৈবত-স্বরূপ; অতএব আপনারা যদি আমার প্রিয়াকাঙ্ক্ষী হয়েন, তবে ইহাঁর শাসনে ও প্রিয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন, অধিক কি বলিব, আমি তাদৃশ জ্ঞাতি সঙ্ক্ষয় করিয়াও যে জীবন ধারণ করিতেছি, সে কেবল নিরলসভাবে ইহাঁর শুশ্রূষা নিমিত্তই জানিবেন। আমি যদি আপনাদিগের ও সুহৃদ্গণের অনুগ্রহপাত্র হই, তাহা হইলে আপনারা সকলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিবেন; ইনি আমাদের, আপনাদিগের এবং জগতের অধীশ্বর; এই সমগ্রা পৃথিবী ও সমস্ত পাণ্ডবগণ ইহাঁর অধীন। আমি যাহা বলিলাম, আপনারা আমার এই কথাগুলিন মনে রাখিবেন।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট ধৃতরাষ্ট্রকে 'রাজা' বলিয়া জানাইয়া দিয়া "এক্ষণে আপনারা স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করুন" বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তৎপরে তিনি পৌর ও জনপদবাসি প্রকৃতি-বর্গকে বিদায় দিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হওত প্রীতিসহকারে ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে, মন্ত্রণা-নিশ্চয় ও ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ শত্রুর সহিত সন্ধি পূর্ব্বক অবস্থান, যুদ্ধার্থ যাত্রা, শত্রুতা করিয়া অবস্থান, শত্রুর ভয় প্রদর্শনার্থ সৈন্যনির্য্যাণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্ব স্থানে অবস্থান, উভয়ত্র সন্ধী করণ এবং দুর্গাদি বা কোন মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ, রাজ্য রক্ষা বিষয়ে উল্লিখিত উপায় ছয়টি পরিচিন্তন নিমিত্ত মতিমান্ বিদুরকে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পরিজ্ঞান ও আয় ব্যয় বিবেচনার নিমিত্ত সর্ব্বগুণসমন্বিত বৃদ্ধ সঞ্জয়কে, সৈন্য পরিমাণ, তাহাদের অন্ন ও বেতন প্রদান এবং সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত নকুলকে নিয়োজিত করিলেন, আর দুষ্টের দমন এবং শত্রু-রাজ্য আক্রমণার্থ ফাল্গুনের প্রতি ভারার্পণ করিলেন, প্রাত্যহিক দ্বিজ ও দেব-কার্য্যাদি বিষয়ে পুরোহিতশ্রেষ্ঠ ধৌম্যের প্রতি ভারার্পিত হইল; কেবল সহদেবকে সর্ব্বদা সমীপে থাকিতে আদেশ করিলেন; কারণ ধর্ম্মরাজ সকল অবস্থাতেই তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির এতদ্ভিন্ন যে যে কার্য্যে যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করিলেন, অত্যন্ত প্রীতি-সহকারে তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

তদনন্তর, সেই ধর্ম্মবৎসল ধর্ম্মাত্মা শত্রু-বীরঘাতী রাজা যুধিষ্ঠির মহামতি বিদুর ও যুযুৎসুকে কহিলেন, আমার জ্যেষ্ঠতাত নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের যে যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, আপনারা স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া তৎ সমস্ত অপ্রমত্তভাবে সম্পাদন করিবেন এবং পৌর ও জনপদবাসি প্রজা-সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য উপস্থিত হইবে, তাহা ইহাঁর অনুমতি লইয়া স্বীয় স্বীয় ভারানুসারে নির্ব্বাহ করিবেন।

ভীমাদির কর্ম্মনিয়োগে একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উদারবুদ্ধি যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিগণের পুনরায় পৃথক্ রূপে শ্রাদ্ধ করাইলেন এবং অন্ধরাজ মহাযশা ধৃতরাষ্ট্রও স্বীয় পুত্রদিগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে অভিলষিত বহুবিধ অন্ন, মহামূল্য বিচিত্র রত্ন এবং গো প্রভৃতি নানা প্রকার অর্থ সকল দান করিতে লাগিলেন; বিশেষত ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত একত্রিত হইয়া মহাত্মা দ্রোণ, কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বা-পুত্র ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরম হিতৈষি বিরাট প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গের প্রত্যেকের উদ্দেশে এক এক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে ধন, রত্ন, বস্ত্র এবং গো সকল দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল নরপতিদিগের পুত্র বা সুহৃৎ কেহই জীবিত নাই দেখিলেন, তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদি করণানন্তর প্রত্যেকের নামাঙ্কিত করাইয়া এক একটি ধর্ম্মশালা, জলসত্র ও তড়াগ প্রভৃতি উৎসর্গ পূর্ব্বক

তাহাদের বংশধর পুত্র পৌত্রোচিত কার্য্য করিলেন। তিনি এইরূপে আত্মীয় ও সুহৃদ্বর্গের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপন করিয়া তাহাদিগের নিকট আনৃণ্য ও লোক-নিন্দা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত কৃতার্থম্মন্য হইলেন এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালনে প্রবৃত্ত থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুর প্রভৃতি পূজ্য কৌরব এবং প্রধান-পদাভিষিক্ত ভৃত্য-বর্গের অত্যন্ত সম্মানের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রীগণ স্বামি ও পুত্র-বিহীন হইয়া তথা অবস্থান করিতেছিল, কুরুরাজ যুধিষ্ঠির কৃপাপরবশ হইয়া অতিশয় সম্মানের সহিত তাহাদের ভরণ পোষণে মনোযোগী হইলেন। তিনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া দীন, অন্ধ ও কৃপণদিগেরও গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন সামগ্রী প্রদান করত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এইরূপে নরপতি যুধিষ্ঠির পৃথিবী জয়-পূর্ব্বক শত্রুদিগের নিকট আনৃণ্য লাভ করত নিষ্কণ্টক ও সুখী হইয়া রাজ্যোপভোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধমৃত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ কথনে দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত ও অভিষিক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক পবিত্রভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ দাশার্হ কৃষ্ণকে কহিলেন, হে শত্রুদমন! হে যদুশার্দ্দূল বাসুদেব! আমরা তোমারই বুদ্ধি, বল, নীতি ও বিক্রম-প্রভাবে এবং প্রসন্নতায় এই পিতৃপৈতামহ-রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমায় বারংবার নমস্কার!! শাস্ত্র সকল তোমাকে অদ্বিতীয় পুরুষ ও সাত্বতদিগের গতি-স্বরূপ বলিয়াছে। দ্বিজগণ প্রযত্নপর হইয়া তোমার বিবিধ নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি পুরুষোত্তম বিষ্ণু, জিষ্ণু, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বোৎপাদক; অতএব হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমায় নমস্কার। তুমিই সপ্তধা অদিতির গর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং পুরাণে তুমিই প্রশ্নিগর্ত্ত বলিয়া কথিত। পণ্ডিতগণ তোমাকেই ত্রিযুগ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি শুচিশ্রবা অর্থাৎ পুণ্যকীর্ত্তি, হৃষীকেশ, ঘৃতার্চ্চিঃ (যজ্ঞেশ্বর) হংস, ত্রিনেত্র শম্ভু, বিভু ও দামোদর নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাক। তুমি বরাহ, অগ্নি, সূর্য্য, বৃষভধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, অনীকসাহ (শত্রু-সেনা-বিমর্দ্দী) পুরুষ (জীব) শিপিবিষ্ট (সর্ব্বশরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট) উরুক্রম, বরিষ্ঠ, উগ্রসেনানী, দেবসেনানী, সত্য, বাজসনি (অন্নপ্রদ)। তুমি স্বয়ং অচ্যুত, অথচ শত্রু-বিচ্যুতিকারী। তুমি সংস্কৃতি (ব্রাহ্মণ-রূপ) বিকৃতি (অনুলোমপ্রতিলোম-জাতিরূপ) তুমি শ্রেষ্ঠ, ঊর্দ্ধবর্ম্মা অদ্রি, বৃষদর্ভ, বৃষাকপি। তুমি সিন্ধু, বিধর্ম্ম (নির্গুণ) ত্রিককুৎ, ত্রিধামা, ত্রিদিবাচ্যুত (অবতীর্ণমূর্ত্তি)। তুমি সম্রাট্, বিরাট্, স্বরাট্, সুররাজ, ভবকারণ, বিভু, ভু (সত্তারূপ) অভিভূ (অশরীর) কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ম্মা, স্বিষ্টকৃৎ (অভিলাষ-পূরণকারী) ভিষজাবর্ত্ত (অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পিতা সূর্য্য)। তুমি কপিল, বামন; তুমি যজ্ঞ, ধ্রুব, গরুড় ও যজ্ঞসেন নামে কথিত। তুমি শিখণ্ডী, নহুষ, বভ্রু (মহেশ্বর) দিবস্পৃক্ পুনর্ব্বসু নামে নক্ষত্র, সুবভ্রু (অত্যন্ত পিঙ্গল বর্ণ) উক্থযজ্ঞ, সুষেণ, দুন্দুভি, গভস্তিনেমি, শ্রীপদ্ম, পুষ্কর, পুষ্পধারণ, ঋভু, বিভু, সর্ব্বসূক্ষ্ম; বেদে তোমারই চরিত্র বিষয় কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তুমি অম্ভোনিধি, ব্রহ্মা, পবিত্রধাম, ধামবিৎ; শ্রুতি সকল তোমারই নাম হিরণ্যগর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। তুমি স্বাহা, স্বধা ও কেশব; তুমিই এই বিশ্বের কারণ ও প্রলয়-স্বরূপ। হে কৃষ্ণ! প্রথমে তুমিই ইহার সৃষ্টি করিয়া থাক। হে বিশ্বযোনে! হে শার্ঙ্গপাণে! হে খড়্গপাণে! হে চক্রপাণে! এই বিশ্ব তোমারই বশে অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব তোমায় নমস্কার।

যদুবংশপ্রবর পুষ্কর-লোচন কৃষ্ণ সভা-মধ্যে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ নরপতি যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত

হইয়া অত্যন্ত প্রীতি-সহকারে পুষ্কল-বাক্য-দ্বারা তাঁহারে অভিনন্দিত করিলেন।

কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনে ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, ধর্ম্মরাজ সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে বিদায় দান করিলে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তখন তিনি ভীম-পরাক্রম ভীমসেন, অর্জ্জুন ও যমজ নকুল সহদেবকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা মহাসংগ্রামে শত্রুগণের বহুবিধ শস্ত্র-দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত-কলেবর ও অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ; বিশেষত তোমরা রাজপুত্র হইয়াও আমার নিমিত্ত দীর্ঘকাল অরণ্য-বাস করত ক্রোধ ও শোকে সন্তাপিত হইয়া ইতর পুরুষের ন্যায় ক্লেশ অনুভব করিয়াছ; অতএব অদ্য নিশায় যথাভিলষিত বিজয়-সুখ অনুভব কর। বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ ও শ্রান্তি দূর হইলে প্রভাতে আসিয়া সকলে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

ধর্ম্মরাজ এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক বিবিধ প্রাসাদ-শোভিত বহুরত্ন সমাকীর্ণ দাস দাসী-সমাকুল দুর্য্যোধনের গৃহ ভীমসেনকে প্রদান করিলে তিনি ইন্দ্রের বৈজয়ন্তপুরী প্রবেশের ন্যায় তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রাসাদ-মালা সুশোভিত হেম-তোরণ-সংযুক্ত দুর্য্যোধন ভবন-সদৃশ প্রভূত ধনধান্য-সংযুক্ত দাস দাসী-পূর্ণ দুঃশাসনের গৃহ মহাবাহু অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। তৎ পরে অরণ্য-ক্লেশ-কর্ষিত সুযোগ্য নকুলকে মণি-হেম-বিভূষিত কুবের গৃহ-তুল্য দুঃশাসন গৃহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দুর্ম্মর্ষণের গৃহ অত্যন্ত প্রীতি-সহকারে প্রদান করিলেন। প্রিয়কারী সহদেব সুবর্ণ-ভূষিত পদ্ম-পত্র-নয়না স্ত্রী ও শয্যা-সমন্বিত সম্পত্তিশালি দুর্ম্মুখের উৎকৃষ্ট গৃহ প্রাপ্ত হইয়া কৈলাস-ধামে বাসস্থান প্রাপ্ত কুবেরের ন্যায় আনন্দিত হইলেন। বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, রাজ-পুরোহিত ধৌম্য ও সুধর্ম্মা তাঁহারা সকলে পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। শার্দ্দূল যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ পুরুষ-শার্দ্দূল শৌরি সাত্যকির সহিত একত্রিত হইয়া অর্জ্জুনের ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সেই সকল গৃহে অন্নাদি ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য-দ্বারা তৃপ্ত হইয়া পরম সুখে রাত্রি যাপন করত প্রভাতে সকলেই রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

গৃহবিভাগ কথনে চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! মহাবাহু ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্তির পর অপরাপর যাহা করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোক গুরু মহাবীর ভগবান্ হৃষীকেশই বা কি করিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব সমেত পাণ্ডবগণ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, আমি তৎ সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্তির পর চাতুর্বর্ণ্য প্রজা-বর্গকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন-পূর্ব্বক মহাত্মা এক সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেককে এক সহস্র করিয়া সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান করত অনুজীবি ভৃত্য ও সমাগত অতিথিদিগের অভিলাষানুযায়ি তৃপ্তিসাধন করিলেন; অধিক কি, তিনি কৃপণ ও বিরুদ্ধ-মতাবলম্বিদিগেরও অভিলাষ পূরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই মহাযশা ধর্ম্মরাজ পুরোহিত ধৌম্যকে অযুত গো এবং সুবর্ণ রজত-প্রভৃতি বিবিধ রত্ন ও বস্ত্র সকল প্রদান করত কৃপাচার্য্যকে পূর্ব্ববৎ গুরুত্বে বরণ করিলেন; পরন্তু বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র যুযুৎসুকে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিলেন। সেই দান-শৌণ্ড পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সমাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রকেই পান, ভোজন, শয়ন, আসন ও বস্ত্রাদি দ্বারা সন্তোষিত করিলেন। তিনি এইরূপে সমস্ত নগর প্রসন্ন

ও লব্ধ রাজ্যের শান্তি স্থাপন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের প্রতি রাজ্য-ভার সমর্পণ-পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, তিনি প্রভাত সময়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাত্মা বাসুদেবের সমীপে গমন করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, দিব্যাভরণ-ভূষিত, পীত-কৌশেয় বসন-পরিধায়ী, নীল-মেঘ-সদৃশ কান্তি-সম্পন্ন কৃষ্ণ সুবর্ণ-জড়িত মণির ন্যায় শরীর-প্রভায় জাজ্বল্যমান হইয়া মণি-কাঞ্চন-বিভূষিত মহৎ পর্য্যঙ্কোপরি সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি বিরাজমান থাকায় সমুদিত প্রভাকর বিরাজিত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। মহারাজ! এই ত্রিলোক-মধ্যে এরূপ কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না যে, বাসুদেবের তৎসাময়িক শোভার উপমা দেওয়া যাইতে পারে!!

তৎকালে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই পুরুষ-বিগ্রহ মহাত্মা বিষ্ণুর নিকটস্থ হইয়া ঈষৎ হাস্য-মুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! হে প্রাজ্ঞপ্রবর! সুখে রাত্রি যাপন হইয়াছে ত? এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন ও সুস্থির আছে ত? হে ত্রিবিক্রম ভগবন্! তোমার প্রসাদেই আমরা পুনরায় রাজ্য লাভ করিলাম এবং সমস্ত পৃথিবীও বশীভূত হইল; তোমার প্রসাদেই আমরা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই নাই; তোমার কৃপাতেই সমরে জয় লাভ করত উৎকৃষ্ট যশ উপার্জ্জন করিলাম। শত্রুদমনকারী যুধিষ্ঠির এইরূপ স্তব করিতে থাকিলেও ভগবান্ কৃষ্ণ কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না; তাহার কারণ ঐ সময়ে তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন।

যুধিষ্ঠির প্রশ্নে পঞ্চ চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অমিত-বিক্রম! অদ্য এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি!! তুমি ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? হে লোকাশ্রয়! এক্ষণে লোকত্রয়ের মঙ্গল ত? হে দেব! তুমি তুরীয় ধ্যানপথ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত-স্বরূপ অবস্থা) অবলম্বন-পূর্ব্বক স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই শরীর-ত্রয় হইতে অপক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ দেখিয়া আমার মন বিস্মিত হইতেছে। দেখিতেছি, তুমি প্রাণনাদি পঞ্চ কর্ম্ম নির্ব্বাহক শরীরস্থ বায়ুকে নিগৃহীত করিয়াছ। হে গোবিন্দ! তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রসন্ন করিয়া মনো-মধ্যে স্থাপিত করিয়াছ এবং বাক্য ও মনকে সংযত করত বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিয়াছ; শব্দাদি বিষয় পঞ্চ স্ব স্ব আধারে নিবেশিত হইয়াছে এবং তোমার শরীরস্থ লোম সকল ও মনো বুদ্ধি স্থির ভাবে অবস্থান করায় তুমি কাষ্ঠ বা শিলা-সদৃশ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ। হে ভগবন্! দীপ-শিখা যেরূপ বায়ু-হীন স্থলে স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, অথবা পাষাণ যেরূপ নিশ্চল, তুমিও সেইরূপে অবস্থান করিতেছ। হে দেব! যদি ইহা তোমার গোপনীয় না হয় এবং আমি যদি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হই, তবে এই প্রার্থনা যে, তুমি এই শরণাগত জনের এতদ্বিষয়ক সংশয়টি ছেদ কর। হে ধার্ম্মিক-প্রবর! হে পুরুষোত্তম! তুমিই ক্ষর, অক্ষর, কর্ত্তা এবং অকর্ত্তা। তুমি অনাদিনিধন এবং তুমিই আদ্য পুরুষ। আমি তোমার শরণাগত ভক্ত; অবনত-মস্তকে প্রণাম করিতেছি. তুমি এই ধ্যানের প্রকৃত কারণ কি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

তখন বাসবানুজ ভগবান্ বাসুদেব মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করিয়া ঈষৎ হাস্য-সহকারে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! প্রশান্তোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় শর-শয্যাগত পুরুষ-শার্দ্দূল ভীষ্ম আমার ধ্যান করিতেছেন, সেই নিমিত্ত আমিও তদ্গত-চিত্ত হইয়াছিলাম। যিনি স্বয়ম্বর স্থলে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমস্ত রাজমণ্ডলকে পরাজিত করিয়া কন্যা-ত্রয় আনয়ন করিয়াছিলেন; যাঁহার বিস্ফুর্জ্জিত অশনিবৎ জ্যাঘোষ ও তল-শব্দ দেবরাজও সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না; যিনি

ত্রয়োবিংশতি দিবস ভৃগুকুল-নন্দন রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; রাম যাঁহারে কিছুতেই পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই; যাঁহাকে গঙ্গা দেবী গর্ভে ধারণ এবং বশিষ্ঠ দেব শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মহাতেজা বুদ্ধিপ্রভাবে সমস্ত দিব্যাস্ত্র ও সাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় একাধারে ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই জামদগ্ন্যের প্রিয়-শিষ্য সর্ব্ব বিদ্যার আধার-স্বরূপ ভীষ্ম মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করত একান্ত-চিত্তে আমার শরণাগত হইয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমিও তদ্গতচিত্ত হইয়াছিলাম। সেই ধার্ম্মিক-প্রবর ভীষ্মকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া জানিবেন। মহারাজ! পুরুষ-শার্দ্দূল ভীষ্ম স্বীয় কর্ম্ম-প্রভাবে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী নষ্টচন্দ্রা শর্ব্বরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে; অতএব আপনি সেই ভীমপরাক্রম গঙ্গানন্দনের সমীপে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যজ্ঞাদি ও আশ্রম চতুষ্টয়-বিষয়ক এবং নিখিল রাজধর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন যাহা আপনার জিজ্ঞাস্য থাকে, তৎ সমস্ত জিজ্ঞাসা করুন। মহারাজ! কৌরব-কুল ধুরন্ধর ভীষ্ম লোকান্তরিত হইলে পৃথিবী হইতে সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্র একবারে অস্তমিত হইবে, এই নিমিত্তই আমি আপনাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিতেছি।

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সেই সারগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণে সাশ্রুকণ্ঠ হইয়া কহিলেন, মাধব! তুমি ভীষ্মের প্রভাবের বিষয় যাহা বলিলে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি ভীষ্মের সুমহৎ ভাগ্য ও প্রভাবের কথা মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের মুখে পূর্ব্বে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি; বিশেষত সর্ব্বলোক-কর্ত্তা হইয়াও তুমি যখন তাঁহার প্রশংসা করিতেছ, তখন তাহা অবিচারণীয়। হে শত্রুনিসূদন! যদি আমার প্রতি তোমার নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি স্বয়ং আমাদিগকে সমভিব্যাহারে গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট লইয়া চল। যদু-নন্দন! কুরুকুল-চূড়ামণি ভীষ্ম দিনকর উত্তরায়ণে প্রবৃত্ত হইলেই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন; অতএব তোমার তাঁহাকে দর্শন দেওয়া কর্ত্তব্য। ভগবন্! তুমিই আদিদেব, ক্ষর, অক্ষর, ব্রহ্মময় এবং পরম নিধি; এই আসন্ন-মৃত্যু সময়ে পিতামহ একবার তোমার দর্শন লাভ করেন, আমার এই ইচ্ছা॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মধুসূদন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্শ্বস্থ সাত্যকিকে কহিলেন, তুমি সত্বর আমার রথ সজ্জিত করিতে বল। এই কথা শ্রবণে সাত্যকি তৎক্ষণাৎ কেশবের নিকট হইতে গমন-পূর্ব্বক দারুককে বলিলেন, তুমি অবিলম্বে কৃষ্ণের রথ সজ্জিত কর। তখন দারুক সাত্যকির বাক্য শ্রবণমাত্র সেই কাঞ্চন-বিভূষিতাঙ্গ রাশি রাশি মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণিময় হেমনিবদ্ধ চক্র, দিবাকর-কর-সঙ্কাশ, আশুগামী, মধ্যভাগে বহুবিধ মণি-দ্বারা অলঙ্কৃত, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণ সন্তাপকারী, সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত, মনোতুল্য বেগগামি শৈব্য সুগ্রীব-প্রমুখ অশ্বগণ সংযোজিত, নানাবিধ পতাকা ও গরুড়ধ্বজ-পরিশোভিত উৎকৃষ্ট রথ সজ্জিত করত কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণ-সমীপে নিবেদন করিল।

মহাপুরুষস্তবোপাখ্যানে ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৬॥

জনমেজয় কহিলেন, ঋষিবর! ভরতকুল-পিতামহ ভীষ্মদেব শর-শয্যাগত থাকিয়া কোন্ যোগ আশ্রয় করিয়া কিরূপে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তুমি পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সাবধানে মহাত্মা ভীষ্মের দেহোৎসর্গের বিষয় শ্রবণ কর। দিবাকর দক্ষিণায়ন পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়নে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ভীষ্ম

সমাহিত হইয়া আত্মাতে চিত্ত সমাবেশিত করিলেন। মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণসত্তমগণে পরিবৃত, অসংখ্য শর-সমাচিত-কলেবর ভীষ্মদেব প্রকীর্ণরশ্মি আদিত্যের ন্যায় পরম শোভায় শোভিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় বেদবিৎ ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ, মহাত্মা দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্ত, জৈমিনি, মহাত্মা পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবরাত, ধীমান্ মৈত্র, অসিত, বশিষ্ঠ, মহাত্মা কৌশিক, হারীত, লোমশ, ধীমান্ আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, মহামুনি চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, ভৃগুকুল-নন্দন রাম, মহামুনি তৃণবিন্দু, পিপ্‌পলাদ, বায়ু, সম্বর্ত্ত, পুলহ, কঠ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতমকুলোদ্ভব মহামুনি গাবল, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, ধৌম্র, কৃষ্ণানুভৌতিক, পরমর্ষি উলূক, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্ম্মিক সূত, এই সমস্ত এতদ্ভিন্ন অপরাপর শ্রদ্ধা, দম ও শমপরায়ণ মহাভাগ মহাত্মা মুনিগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হওয়ায় পুরুষ-শার্দ্দূল ভীষ্ম গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর, তিনি পবিত্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্রিয়া ও বাক্য মনের সহিত সংযোগ করিয়া একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং হৃষ্টপুষ্ট স্বর-সহযোগে সেই মধুসূদনের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাগ্মিপ্রবর পরম ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই পদ্মনাভ যোগেশ্বর জিষ্ণু বিষ্ণু জগৎপতি কৃষ্ণের যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ভীষ্ম কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি শুচি, শুচিপদ; তুমি সেই পারমেষ্ঠপদ, প্রজাপতি এবং আত্মস্বরূপ; অতএব আমি ঐকান্তিক-ভাবে তোমাতে চিত্ত-সমর্পণ-পূর্ব্বক তোমার উপাসনা অভিলাষী হইয়া যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি সেই সংক্ষেপ ও বিস্তারের সহিত মদুক্ত বাক্যের দোষ পরিহার-পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হও। আদি অন্ত-বিহীন সেই পরব্রহ্মকে একমাত্র ভগবান্ সর্ব্বলোক-বিধাতা নারায়ণ হরিই স্বরূপে জানেন, তদ্ভিন্ন কোন দেব বা ঋষি কেহই অবগত নহেন। নারায়ণের নিকট হইতেই ঋষি, সিদ্ধ, মহোরগ, দেব ও দেবর্ষিগণ যাঁহাকে পরম অব্যয় বলিয়া জানিয়াছেন; পরন্তু দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস বা পন্নগ, কেহই যাঁহার "ইনি কে? কোথা হইতেই বা এই ভগবান্ হইলেন!" এবম্বিধ স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। যে ভূতেশ্বরে গুণাত্মক এই সমস্ত ভূতজাত সূত্রস্থ মণিগণের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া প্রলয় সময়ে প্রবিষ্ট হয়। বিস্তৃত দৃঢ়তর তন্তুগ্রথিত মালার ন্যায় সদসৎ গ্রথিত এই বিশ্ব যে বিশ্বাঙ্গ, বিশ্বকর্ত্তা, নিত্য পুরুষে অবস্থিত রহিয়াছে। ঋষিগণ যাঁহাকে সহস্র শীর্ষা, সহস্র চরণ, সহস্র চক্ষু, সহস্র বাহু, সহস্র মুকুট, সহস্র বদন-দ্বারা উজ্জ্বল বিশ্বাশ্রয় নারায়ণদেব সূক্ষ্ম সকলের মধ্যে সূক্ষ্মতম, সমস্ত স্থূল বস্তু হইতে স্থূলতম, গরীয়ান্ পদার্থ মধ্যে গরিষ্ঠ এবং শ্রেয় পদার্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি বাক, অনুবাক, নিষৎ, উপনিষৎ এবং সত্য স্বরূপ সামবেদ-মধ্যে সত্য ও সত্যকর্ম্মা বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন। সাধকগণ ব্রহ্ম, জীব, মনঃ, অহঙ্কার এই চারিটি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারিটি পরম গুহ্য দিব্য নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক নিয়ত বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত ও ভক্তাধীশ্বর জানিয়া যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহার প্রীতি সম্পাদন নিমিত্ত স্বধর্ম্ম-রূপ তপস্যা আচরণ করিয়া থাকেন; যাঁহা হইতে ঐ আচরিত তপঃ-প্রভাব চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি সেই চৈতন্য-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বোৎপাদক সর্ব্বেশ্বরের শরণাগত হইলাম। অরণি-দ্বয় উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় যে দেব পৃথিবী, ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত বসুদেব দেবকী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং

সাধকগণ অনন্যচিত্ত ও সমস্ত বাসনা বর্জ্জন পুরঃসর একমাত্র মোক্ষ কামনায় যাঁহার অর্চ্চনা করত স্বীয় আত্মাতেই বিশ্বাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই নির্ম্মল জ্যোতিঃ-স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর গোবিন্দের শরণাগত হইলাম। যিনি তেজঃপ্রভাবে সূর্য্য এবং কর্ম্ম-দ্বারা বায়ু ও ইন্দ্রকে অতিক্রম-পূর্ব্বক নিত্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, আমি সেই বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণের অতীত পরমাত্মা প্রজাপতির শরণাগত হইলাম। যিনি পুরাণে পুরুষ, যুগাদিতে ব্রহ্ম এবং প্রলয় সময়ে সঙ্কর্ষণ নামে উক্ত হইয়াছেন, সেই পরম উপাস্য দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যিনি এক হইয়াও বহু অর্থাৎ ইন্দ্রাদি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রতিভাত হইতেছেন এবং কর্ম্ম-যোগিগণ অনন্য-ভক্তি হইয়া যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই সর্ব্বকামপ্রদ অধোক্ষজের শরণাগত হইলাম। জ্ঞানিগণ যাঁহাকে জগৎ কোষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এই সমস্ত প্রজা যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং সলিলে ভাসমান হংস ও কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণের ন্যায় যাঁহার চৈতন্য-সত্ত্বায় এই সমস্ত লোক চেষ্টমান হইতেছে; দেব ও ঋষিগণও যাঁহার স্বরূপ অবগত নহেন, সেই আদি, অন্ত ও মধ্যবর্জ্জিত সদসৎ হইতে ভিন্ন, সত্য-স্বরূপ, একাক্ষর পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও মহোরগগণ নিয়ত সংযত ভাবে যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; যিনি ভবরোগ বিমোচনের পরম ভেষজ-স্বরূপ, আমি সেই অনাদিনিধন, অনভিজ্ঞেয় চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর, সর্ব্বকারণ, সনাতন, পরমাত্ম-স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ হরির শরণাগত হইলাম। শ্রুতি সকল যাঁহাকে বিশ্বকর্ত্তা, স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পালক, সর্ব্বাধ্যক্ষ, অক্ষর ও পরমাধার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; যিনি এক হইয়াও দৈত্যনাশের নিমিত্ত অদিতি-গর্ব্ভে দ্বাদশাংশে বিভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই হিরণ্যবর্ণ সূর্য্যমূর্ত্তি পরমাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি অমৃত দ্বারা শুক্ল পক্ষে দেবগণ ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন এবং এই জগতে দ্বিজরাজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই সোমমূর্ত্তি পরমাত্মাকে নমস্কার। যিনি মহান্ধকারের অতীত, স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ সর্ব্বত্র পূর্ণ; সাধকগণ যাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে চির নিস্তার প্রাপ্ত হয়েন, সেই জ্ঞেয়রূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। ঋষিগণ যাঁহাকে বৃহৎ উক্থ-মধ্যে বহ্বৃচ্ ও অগ্নি-চয়ন-রূপ মহাযজ্ঞে অধ্বর্য্যু বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং সাম-দ্বারা গান করিয়া থাকেন, সেই বেদাত্মক পুরুষকে নমস্কার। ঋক্, যজু ও সাম এই বেদত্রয় যাঁহার ধাম; যিনি ভৃষ্টজব, দধি-মিশ্র শক্তু, পরিবাপ, পুরোডাশ ও পয়ঃ, এই পঞ্চ হবিরাত্মক; যিনি বেদ-মধ্যে সপ্ত তন্তুবৎ গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দো-দ্বারা বিস্তৃত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞাত্মক পুরুষকে নমস্কার। যিনি "আশ্রাবয়" ইত্যাদি সপ্ত দশ অক্ষর-দ্বারা অগ্নিতে হুত হইয়া থাকেন, সেই হোমাত্মক পুরুষকে নমস্কার।

যিনি বেদ পুরুষ ও যজুর্নামে বিখ্যাত, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ সকল যাঁহার হস্তাদি অবয়ব, ঋক্, সাম, যজু এই বেদত্রয়-সমন্বিত যজ্ঞ যাঁহার মস্তক এবং বৃহৎ রথন্তর যাঁহার প্রীতি বাক্য স্বরূপ, সেই স্তোত্রাত্মক পুরুষকে নমস্কার। যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ প্রজাপতিদিগের সহস্র বার্ষিক যজ্ঞে হিরণ্য-পক্ষ-যুক্ত হংস-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই হংস-রূপি পরমাত্মাকে নমস্কার। বৈদিক পদ সমূহ যাঁহার অঙ্গ, সন্ধি-সকল যাঁহার অঙ্গুলি প্রভৃতির পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন সকল ভূষণ এবং বেদমধ্যে যিনি দিব্য অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই বাগাধিষ্ঠাতৃ পরম দেবতাকে নমস্কার। যিনি ত্রিলোকের হিত-কামনায় যজ্ঞ বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রসাতল গত পৃথিবীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যাত্মক পুরুষকে নমস্কার। যিনি যোগনিদ্রা অবলম্বন-পূর্ব্বক সহস্র ফণা-বিরচিত নাগ-ভূষিত পর্য্যঙ্কে শয়ন

করিয়া থাকেন, সেই নিদ্রাত্মক পুরুষকে নমস্কার। যিনি বাগাদি ইন্দ্রিয় জয় করত মোক্ষের হেতুভূত বেদোক্ত উপায় সকল-দ্বারা সাধুদিগের সংসার-তারণ স্বরূপ যোগ-ধর্ম্ম আবিষ্কার করেন, সেই সত্যাত্মাকে নমস্কার। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইচ্ছামত বিবিধ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মাত্মাকে নমস্কার। যাহা হইতে সমস্ত প্রাণিজাত উৎপন্ন হয়, যিনি সর্ব্ব দেহস্থিত কামময়াঙ্গ দেহী অর্থাৎ মনের উন্মাদ-জনক, সেই কামাত্মাকে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে অব্যক্ত পুরুষকে দেহ-মধ্যস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রাত্মাকে নমস্কার। চৈতন্য ও নিত্য-স্বরূপে অবস্থান করিলেও সাঙ্খ্যগণ যাঁহাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রয়ে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ গুণ-পরিবৃত উদার-তনু সপ্তদশ সঙ্খ্যাত্মক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই সাঙ্খ্যাত্মাকে নমস্কার। সত্ত্বস্থ জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ নিদ্রা ও শ্বাস-বায়ুকে জয় করিয়া হৃদয়-মধ্যে যে জ্যোতিঃপদার্থকে দর্শন করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। পাপ পুণ্য উপরমে শান্ত সন্ন্যাসিগণ পুনরাবৃত্তি বিষয়ে নির্ভয় হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সেই মোক্ষাত্মাকে নমস্কার। যিনি দিব্য পরিমাণে সহস্র যুগান্তে প্রদীপ্ত শিখ বিভাবসু-রূপে সমস্ত ভূতজাতকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই ঘোরাত্মাকে নমস্কার। যিনি সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ ও জগৎ একার্ণব করিয়া একমাত্র বালক রূপে নিদ্রিত হয়েন, সেই মায়াত্মাকে নমস্কার। পুষ্কর-লোচন অজের নাভিদেশে যে পদ্ম উৎপন্ন হয়, যাহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্মাত্মাকে নমস্কার। সাগর-সদৃশ চতুর্ব্বিধ কাম যাঁহা হইতে নষ্ট হয়, সেই অসংখ্য-মস্তক অপরিমেয় যোগনিদ্রাত্মক পুরুষকে নমস্কার। যাঁহার কেশে মেঘগণ, সমস্ত অঙ্গ-সন্ধি-মধ্যে নদী সকল এবং কুক্ষিতে চারিটি সাগর অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সলিলময় পুরুষকে নমস্কার। যাঁহা হইতে প্রাণিমাত্রের জন্ম-মরণ-রূপ বিকার উৎপন্ন হয় এবং মহাপ্রলয়ে যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ বিলীন হয়, সেই কারণাত্মাকে নমস্কার। যিনি প্রাণিগণের সুষুপ্তিকালেও প্রসুপ্ত হন না এবং কর্ত্তা না হই-লেও জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, বস্তুতঃ প্রাণিগণ-কৃত ইষ্টা-নিষ্ট কার্য্যের দ্রষ্টামাত্র, সেই সাক্ষি-স্বরূপ চৈতন্য পুরুষকে নম-স্কার। যিনি কোন কার্য্যেই কুণ্ঠিত হন না এবং ধর্ম্ম-কার্য্যের নিমিত্ত উদ্যত, সেই পূর্ণ বৈকুণ্ঠ-রূপ কার্য্যাত্মক পুরুষকে নমস্কার। যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে একবিংশতি বার ধর্ম্ম-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারি ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন, সেই ক্রূরাত্মাকে নমস্কার। যিনি প্রাণাদি পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া শরীরগত বায়ুরূপে প্রাণিদিগকে চেষ্টিত করেন, সেই বায়ুময় পুরুষকে নমস্কার। যিনি যুগে যুগে যোগমায়া প্রভাবে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করত অবতীর্ণ হন এবং মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরাদি-রূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করেন, সেই কালরূপ পুরুষকে নমস্কার

ব্রাহ্মণ যাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় যাঁহার বাহুদ্বয়, বৈশ্য যাঁহার উরুদ্বয় এবং শূদ্র যাঁহার পাদদ্বয় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই বর্ণাত্মাকে নমস্কার। স্বর্গ যাঁহার মস্তক, অগ্নি যাঁহার আস্য, আকাশ যাঁহার নাভি, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্ সকল যাঁহার শ্রোত্র এবং পৃথিবী যাঁহার চরণ, সেই সমস্ত লোকময় পুরুষকে নমস্কার। যিনি কাল হইতে ভিন্ন সমস্ত যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ দেব হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং অনাদি ও বিশ্বের আদি পুরুষ, সেই বিশ্বাত্মাকে নমস্কার। রাগ-দ্বেষ-মোহিত অজ্ঞগণ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে বর্ত্তমান শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে অনাদর করিয়া যাঁহাকে বিষয় গোপ্তা বলিয়া মনে করে, সেই গোপ্তৃরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার! যিনি অন্ন,

পান ও ইন্ধন-রূপে শারীরিক রস ও বলের বৃদ্ধি করেন; যিনি সর্ব্বভূতের ধারয়িতা, সেই প্রাণময় পুরুষকে নমস্কার। যিনি প্রাণীদিগের প্রাণ ধারণের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন এবং শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত চতুর্ব্বিধ ভুক্তান্ন পরিপাক করেন, সেই পাকাত্মক পুরুষকে নমস্কার। যাঁহার জটা ও চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ এবং দংষ্ট্রা ও নখই যাঁহার আয়ুধ, সেই দুর্জ্জয় দৈত্যান্তকর নৃসিংহ মূর্ত্তিধারি পরমাত্মাকে নমস্কার। যাঁহাকে দেব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য বা দানব কেহই যথার্থ-রূপে জানিতে সমর্থ নহেন, সেই সূক্ষ্মাত্মাকে নমস্কার। যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ রসাতল-গত হইয়া সমগ্র জগৎকে ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যা-ত্মাকে নমস্কার। যিনি সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত জগ-তীস্থ সমস্ত প্রাণীদিগকে স্নেহ-পাশ-দ্বারা মোহিত করিতেছেন, সেই মোহাত্মাকে নমস্কার। যোগিগণ জ্ঞান-সাধন-দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয়-স্থিত জ্ঞানকে উল্লিখিত বিষয় সকল হইতে পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্র আত্ম-স্বরূপে অবগত হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার বোধরূপ চক্ষুঃ সর্ব্বস্থলেই বর্ত্তমান, যিনি অগোচর-স্বরূপ, যাঁহাতে এই অনন্ত বিষয়-জাত অবস্থিত রহিয়াছে, সেই দিব্যাত্মাকে নমস্কার। যিনি নিত্য জটা ও দণ্ডধারী এবং লম্বোদর-শরীর-বিশিষ্ট, কমণ্ডলুই যাঁহার তূণীর স্বরূপ, সেই ব্রহ্মাত্মাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বদা ভস্মাচ্ছন্ন কলেবরে শূল ধারণ-পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন, সেই ত্রিদশনাথ ত্রিনেত্র ঊর্দ্ধলিঙ্গ রুদ্রাত্মাকে নমস্কার। অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার ললাট-ভূষণ, সর্প যাঁহার যজ্ঞোপবীত, সেই শূল ও পিনাক-পাণি উগ্রাত্মাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতের আত্ম স্বরূপ, যিনি অহঙ্কারের প্রণাশ-কর্ত্তা; সেই ক্রোধ, মোহ ও দ্রোহ শূন্য শান্তাত্মাকে নমস্কার। এই বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যিনি সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন, যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ ও বিশ্বের আত্মা-স্বরূপ, সেই নিত্য-স্বরূপ সর্ব্বময় পুরুষকে নমস্কার।

হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্ব উৎপাদক! তুমি পঞ্চভূত হইতে ভিন্ন ও নিত্য-মুক্ত-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোক, দিক্ সকল এবং ত্রিকালেতে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমিই সর্ব্বময় ও নিধি-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! তুমিই এই বিশ্বের উদ্ভা-বক এবং অব্যয় স্বরূপ, তোমায় নমস্কার। হে হৃষী-কেশ! তুমিই জগৎ-কর্ত্তা, সংহর্ত্তা এবং অপরাজেয়, তোমায় নমস্কার। ভগবন্! আমি যদিচ তোমার বর্ত্তমানাদি কালত্রয়াবস্থিত দিব্যভাব দর্শনে সমর্থ হইতেছি না, তথাপি তোমার যে সনাতন-রূপ তাহা তত্ত্ব-বোধ-দ্বারা দর্শন করিতেছি। তোমার মস্তক-দ্বারা দ্যুলোক, পদ দ্বারা ভূলোক এবং বিক্রম-দ্বারা ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তুমিই সাক্ষাৎ সেই সনাতন পুরুষ। দিক্ সকল তোমার বাহু, রবি তোমার চক্ষু এবং বিশুদ্ধ প্রজাপতিগণই তোমার বীর্য্য-স্বরূপ; তুমি মহাতেজোময় বায়ুরূপে উপরিতন সপ্ত ছিদ্র নিরোধ করিয়া রহিয়াছ।

অতসী-কুসুম সংকাশ পীত-বাসা অচ্যুত গো-বিন্দকে যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহাদিগের কোন ভয় উপস্থিত হয় না। দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে অব-ভৃত স্নান করিলে যেরূপ শুভাদৃষ্ট জন্মে, উহা কৃষ্ণের একটিমাত্র প্রণামের সহিতও তুল্য হইতে পারে না; যেহেতু সেই দশাশ্বমেধ-যাজী পুরুষকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণ-প্রণাম-কর্ত্তাকে আর জন্ম মরণ যাতনা ভোগ করিতে হয় না। কৃষ্ণই যাঁহাদের ব্রত এবং শয়ন ও উত্থান কালে যাঁহারা কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া থাকেন, মন্ত্রাহুত আজ্য যেমন হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই কৃষ্ণ-প্রাণ-সাধকগণও চরমে কৃষ্ণেতে প্রবিষ্ট হয়।

যিনি নরক-ভয়-নিবারণকারী এবং সংসার-নদীর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধারের তরী-স্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি গো-ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত জগতের হিতকারী, সেই জগৎ ত্রাণ-কর্ত্তা ব্রহ্মণ্যদেব কৃষ্ণকে বারংবার নমস্কার। 'হরি' এই অক্ষর-দ্বয় যুক্ত নামটি প্রাণিগণের দুর্গম পথের পাথেয়, সংসার-ছেদের উপায় এবং দুঃখ শোকের পরিত্রাতা। যখন সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমস্ত বস্তুই বিষ্ণু-ময়, তখন আমার চিত্তও বিষ্ণুময় হওয়ায় নিষ্পাপ হউক। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে সুরোত্তম! এই ভক্ত অভিলষিত গতি-প্রাপ্তি-কামনায় তোমার একান্ত শরণাগত হইল, এক্ষণে যাহাতে মঙ্গল হয়, তুমি তাহা চিন্তা কর।

হে জনার্দ্দন! তুমি বিদ্যা ও তপস্যার কারণ-স্বরূপ বিষ্ণু, তুমি আমার স্তুতি-বাক্য রূপ যজ্ঞ-দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া পরিতৃপ্ত হও। বেদ, তপস্যা, বা দেবগণ যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎ সমস্তই নিত্য নারায়ণ পর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরু-কুল-চূড়ামণি ভীষ্ম এই কথা বলিয়া তদ্গত-চিত্তে কৃষ্ণকে প্রণাম করি-লেন। তখন মাধব যোগ-প্রভাবে ভীষ্মের শরীরা-ভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও ত্রিকাল দর্শন জ্ঞান প্রদান করত পুনরায় স্বীয় শরীরে আগমন করিলেন। মহামতি ভীষ্মের বাক্যোপ-রমে প্রধান প্রধান ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণগণ বাক্য-দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা পুরুষো-ত্তম কৃষ্ণের স্তব করিয়া মৃদুস্বরে বারংবার ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণ যোগ-বলে ভীষ্মের ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া অতীব আহ্লাদ-সহকারে সহসা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক রথারোহণ করি-লেন। যদুশার্দ্দূল সাত্যকি কৃষ্ণের রথে সমারূঢ় হইয়া তাঁহার সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা যুধি-ষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এক রথে এবং ভীমসেন ও মাদ্রী-পুত্র-দ্বয় অপর এক রথে আরোহণ করত গমন করিতে লাগিলেন। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শত্রুতাপন কৃপ, যুযুৎসু এবং সুত-কুলোদ্ভব সঞ্জয় নগরাকার এক এক রথে সমারূঢ় হইয়া নেমি নির্ঘোষে বসুন্ধরা কম্পিত করত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশী-নিসূদন পুরুষ-প্রবর কৃষ্ণ গমন কালে পথি-মধ্যে দ্বিজগণ উক্ত নানাবিধ স্তুতিবাদ শ্রবণ এবং অপর কোন কোন ব্যক্তিকে প্রণতভাবে অবস্থিত দৃষ্ট করিয়া আনন্দ-ভরে তাঁহাদিগকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন।

ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তবে সপ্ত চত্বারিংশত্তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে বাসু-দেব, সহোদরগণ-সমন্বিত নরপতি যুধিষ্ঠির এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই শীঘ্রগামি অশ্বগণ-যোজিত, ধ্বজ-পতাকা-পরিশোভিত, নগরোপম রথ-সমূহে সমারূঢ় হইয়া কুরুক্ষেত্রাভিমুখে গমন করি-লেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ যেস্থলে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সংগ্রামে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই প্রেত ও রাক্ষসগণ-নিষেবিত অন্তকের ভুক্তাবশেষ আপান-ভূমির ন্যায় কুরুক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া কোন স্থলে রাশি রাশি কেশ, মজ্জা ও অস্থি সকল, কোন স্থলে নিহত হস্তি ও অশ্বগণের পর্ব্বতাকার সঞ্চিত দেহ ও অস্থি নিচয়, কোন স্থলে বর্ম্ম ও শস্ত্র রাশি এবং সহস্র সহস্র চিতা, কোথাও বা শঙ্খ-সদৃশ নর-কপাল সকল দেখিতে দেখিতে শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে যদুনন্দন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট জমদগ্নি-কুমার রামের পরা-ক্রমের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন; কহি-লেন, মহারাজ! ভৃগুকুলনন্দন রাম যেস্থলে সমর-নিহত ক্ষত্রিয়দিগের শোণিত-দ্বারা স্বীয় পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধন করিয়াছিলেন, ঐ সেই পঞ্চ রাম-হ্রদ দূর হইতে দৃষ্ট হইতেছে। সেই মহাত্মা এক-

বিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এক্ষণে সেই ক্রূর-কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যদু-পুঙ্গব! হে অমিত-বিক্রম! তুমি যে পূর্ব্বে রামের এক বিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করণের কথা কহিলে, ইহাতে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল। যদি রাম শস্ত্রানলে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীজই দগ্ধ করিয়াছিলেন, তবে কি প্রকারে তাহার পুনরুৎপত্তি হইল? অপিচ কোটি কোটি ক্ষত্রিয় সুমহৎ রথ যুদ্ধে নিহত হইয়া যে স্ব স্ব শরীর-দ্বারা মহীতল সমাকীর্ণ করিল, মহাত্মা ভগবান্ রাম একাকী কিরূপে তাদৃশ ক্ষত্রিয়-কুল উৎসাদিত করিলেন এবং কি রূপেই বা আবার উহার বৃদ্ধি হইল? কৃষ্ণ! ভৃগুনন্দন এই কুরুক্ষেত্রে কি জন্য ক্ষত্রিয়-কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন? হে বার্ষ্ণেয়! হে গরুড়ধ্বজ! তুমি আমার এই সকল সংশয় ছেদ করিয়া দেও; তোমার কথা আমি বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ গদাগ্রজ কৃষ্ণ যেরূপে পৃথিবী ক্ষত্রিয়-শরীরে সঙ্কুলা হইয়াছিল, অপ্রতিম বলশালি যুধিষ্ঠিরকে তৎ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকৃত-রূপে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভৃগুরাম উপাখ্যানে অষ্ট চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি মহর্ষিগণের মুখে ভৃগুনন্দন রামের জন্ম ও পরাক্রমের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। সেই মহাত্মা জামদগ্ন্য যেরূপে সমরে কোটি কোটি ক্ষত্রিয়ের সংহার করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল ক্ষত্রিয় যেরূপে পুনরায় রাজ-বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ যাহারা সংপ্রতি ভারত যুদ্ধে নিহত হইল, তাহাদের পুনরুৎপত্তি প্রভৃতি বৃত্তান্ত বলিব।

পূর্ব্বে জহ্নু নামে এক নরপতি ছিলেন, অজ নামক তাঁহার এক পুত্র হয়. অজের পুত্র বলাকাশ্ব বালাকাশ্বের, কুশিক নামা এক ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল পরে ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত মহাত্মা কুশিক "আমার যেন সর্ব্বলোকের অজেয় ত্রিলোকেশ্বর সদৃশ একটি পুত্র লাভ হয়" এইরূপ কামনায় উগ্রতর তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র-লোচন ইন্দ্র উগ্রতপা কুশিককে অভিলষিত পুত্র লাভে প্রকৃত অধিকারী দেখিয়া স্বয়ংই তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। মহারাজ! সুরেশ্বর পাকশাসন কুশিক-রাজের পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে গাধিনামে বিখ্যাত হইলেন। কালান্তরে মহাত্মা গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ কন্যা ভৃগুনন্দন ঋচীককে সম্প্রদান করেন, ঋচীক ভার্য্যার বিশুদ্ধ ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার এবং গাধি-রাজের পুত্র উৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞের দ্বারা দুই চরু উৎপাদন করিলেন। অনন্তর, ভার্য্যাকে সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! এই চরুদ্বয় গ্রহণ কর, ইহার এইটি তোমার মাতাকে দিবে আর এইটি তুমি নিজে ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে তোমার মাতার সমস্ত শস্ত্র-জীবিগণের অজেয় ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য দীপ্ত-তেজা এক পুত্র উৎপন্ন হইবে; সেই পুত্র পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়ের দমনকারী হইবে। এই চরু প্রভাবে তোমারও ধৃতিমান্, প্রশান্ত-স্বভাব, তপঃপরায়ণ এক পুত্র জন্মিবে।

ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া তপস্যার্থে অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় গাধি-রাজ তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে সস্ত্রীক হইয়া ঋচীকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে ঋচীক-পত্নী সত্যবতী চরুদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্ট-চিত্তে মাতৃ-সমীপে গমন করিয়া দুই ভাগই তাঁহার হস্তে দিয়া ভর্ত্তৃ উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। গাধি-রাজ-মহিষী ভ্রম-বশত স্বীয় চরু কন্যাকে দিয়া কন্যার চরু স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন।

অনন্তর, সত্যবতী ক্ষত্রিয় অন্তকর অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত কলেবর ঘোরদর্শন এক পুত্র গর্ব্ভে ধারণ করিলেন। তৎকালে ভৃগুশার্দ্দূল ঋচীক তথায় আগমন-পূর্ব্বক যোগ-প্রভাবে ভার্য্যা দেবরূপিণী সত্যবতীর গর্ব্ভস্থ সন্তান দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভদ্রে! চরু বিপর্য্যয় হেতু তুমি স্বীয় মাতৃ-কর্ত্তৃক এক প্রকার বঞ্চিত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার পুত্র অমর্ষণ-স্বভাব ও ক্রূর-কর্ম্মা হইবে এবং তোমার মাতৃগর্ব্ভে অত্যন্ত তপো-নিরত ব্রহ্ম-নিষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে। কারণ তোমার চরুতে সুমহৎ ব্রহ্ম-তেজ আর তোমার মাতৃ চরুতে সমগ্র ক্ষত্রিয়-তেজঃ সমাহিত করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার বিপর্য্যয় হওয়ায় পুত্রও তাহার অন্যথা-ভূত হইবে অর্থাৎ তোমার গর্ব্ভে ক্ষত্রিয় আর তোমার মাতৃ-গর্ব্ভে ব্রাহ্মণ-লক্ষণাক্রান্ত পুত্র হইবে।

তখন সত্যবতী ভর্ত্তৃ মুখে ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতলে পতিত হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক ত্রাসে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, ভগবন্! 'তোমার ব্রাহ্মণাধম পুত্র হইবে' আপনি আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; যেহেতু আপনি তপঃপ্রভাবে সকল বিষয়েই সমর্থ!!

ঋচীক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এমন মনে করিও না যে, আমি পূর্ব্ব অবধি তোমার নিমিত্ত ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি, কেবল চরু বিপর্য্যয়-দোষেই তোমার গর্ব্ভে উগ্রকর্ম্মা সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে।

সত্যবতী কহিলেন, ভগবন্! উত্তম পুত্র প্রদানের কথা কি! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোকেরও সৃষ্টি করিতে পারেন; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটি শমপরায়ণ সরল-স্বভাব সন্তান প্রদান করুন।

ঋচীক কহিলেন, হে কল্যাণি! অগ্ন্যাধান-পূর্ব্বক মন্ত্রোপলক্ষিত চরু-সাধন ব্যাপারের কথা দূরে থাকুক, আমি পূর্ব্বে পরিহাস ছলেও কখন মিথ্যা কথা ব্যবহার করি নাই; বিশেষতঃ তোমার পিতৃ-কুলে যে শমপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত কুলকে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী করিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই তপঃপ্রভাবে প্রত্যক্ষের ন্যায় জানিতে পারিয়াছি।

সত্যবতী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে, কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তাহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি; কিন্তু পুত্র আর পৌত্রে কিছু বিশেষ নাই, অতএব আপনকার কৃপায় আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়-স্বভাব ক্রূর-কর্ম্মা আর পুত্র শম-পরায়ণ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হউক!!

ঋচীক কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! পুত্র আর পৌত্রে যে বিশেষ নাই, তাহা স্বীকার করি; অতএব তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! সময় প্রাপ্তে ঋচীক-পত্নী সত্যবতী জমদগ্নি নামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র তপো-নিরত সংযত-ব্রত ও শান্ত-প্রকৃতি হইয়াছিলেন। এদিকে কুশিক-নন্দন গাধি-রাজেরও ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। যিনি কালক্রমে স্বীয় তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত সমস্ত পৃথি-বীতে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

তদনন্তর, ঋচীক-পুত্র তপোনিধি জমদগ্নির এক সুদারুণ পুত্র উৎপন্ন হইল, বয়ঃ প্রাপ্তে সেই পুত্রই প্রদীপ্ত পাবক-সদৃশ-তেজস্বী ও ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ক্ষত্রিয়-হন্তা রাম নামে প্রথিত হয়েন। তিনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন-পূর্ব্বক মহাদেবকে পরিতুষ্ট করত তীক্ষ্ণধার পরশু ও অন্যান্য সমস্ত অস্ত্র লাভ করেন এবং ঐ জ্বলদগ্নি-প্রভ অকুণ্ঠধার অপ্রমেয় পরশু-দ্বারাই সমস্ত লোক-মধ্যে অপ্রতিম যোদ্ধা হয়েন। ঐ সময় হৈহয় দেশে কৃতবীর্য্য-পুত্র সহস্র-বাহু অর্জ্জুন নামে মহা-বলশালী এক নরপতি ছিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহা-তেজা অর্জ্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে অস্ত্র ও

বাহুবল প্রভাবে সমরে সমগ্রা পৃথিবী জয় করত রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে উক্ত জয়লব্ধ পর্ব্বত কানন-সমন্বিত সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। কোন সময়ে অগ্নিদেব বুভুক্ষু হইয়া কতকগুলি দ্রব্য দগ্ধ করণাভিলাষে সেই পরাক্রান্ত সহস্র-বাহু-সমন্বিত বীর্য্যবান্ নরপতি অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে ঘোষ-পল্লী সহিত গ্রাম, পুর ও রাষ্ট্র সমর্পণ করিলেন। তাহাতে চিত্রভানু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহাতেজস্বী পুরুষেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে বাণাগ্র হইতে প্রজ্বলিত হওত শৈল ও বনস্পতি সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি হৈহয়াধিপতির সাহায্য প্রাপ্ত ও বায়ুর দ্বারা প্রবৃদ্ধ শিখ হইয়া মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠের নির্জনস্থিত মনোরম আশ্রমটি পর্য্যন্তও ভস্মসাৎ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে কার্ত্তবীর্য্য-কর্ত্তৃক আশ্রম দগ্ধ হইলে, বীর্য্যবান্ বশিষ্ঠ রোষ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে 'অর্জ্জুন! যেহেতু তুমি আমার এই সুমহৎ বনটি দগ্ধ করিলে এই অপরাধে পরশুরাম তোমার সমস্ত হস্ত ছিন্ন করিবেন' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন।

মহাত্মা বশিষ্ঠ অভিসম্পাত করিলেও শৌর্য্যসম্পন্ন শম-পরায়ণ, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, শরণাগত-পালক, দানশৌণ্ড, মহাতেজা বলবান্ অর্জ্জুন তাহা গণনা করিলেন না; কিন্তু তাঁহার বলশালী পুত্রগণই তাঁহার বধের হেতু হইয়া উঠিল, অর্থাৎ তাহারা সেই শাপ-প্রভাবে অতিশয় গর্ব্বিত ও নিয়ত নৃশংস-ভাবাপন্ন হইয়া রামের অসাক্ষাৎকারে মহর্ষি জমদগ্নির হোম ধেনুর বৎস হরণ করিয়া লইয়া গেল; কিন্তু ঐ কার্য্যটি ধীমান্ হৈহয়াধিপতির অজ্ঞাতসারে হইয়াছিল, তথাপি মহাত্মা জমদগ্নির সহিত তাঁহার ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐ সময় রাম সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের সমস্ত বাহু ছিন্ন করত রাজ-অন্তঃপুরস্থিত স্বীয় ধেনু-বৎস আশ্রমে প্রত্যানয়ন করিলেন।

তদনন্তর, যশস্বী রাম কোন সময়ে সমিৎ কুশ আহরণার্থ নির্গত হইলে অর্জ্জুনের সেই নির্ব্বোধ পুত্রগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করত সকলে একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা জমদগ্নির আশ্রমে গমন-পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল। ভৃগুশার্দ্দূল বীর্য্যবান্ রাম পিতৃ বধ-জনিত ক্রোধে অধীর হইয়া 'আমি এই পৃথিবী ক্ষত্রিয়-শূন্য করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করত শস্ত্র-গ্রহণ করিলেন এবং বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক অবিলম্বে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র ও পৌত্রাদি সমস্ত বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! ভৃগুনন্দন রাম রোষ-পরতন্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র হৈহয়-বংশীয়দিগের সংহার-পূর্ব্বক তাহাদের শোণিত-দ্বারা মহীতল কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিলেন।

তদনন্তর, সেই মহাতেজা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পৃথিবী ক্ষত্রিয়-শূন্য করত অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্য মধ্যে তাঁহার কয়েক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে বিশ্বামিত্রের পৌত্র রৈভ্য-পুত্র মহাতপা পরাবসু জন-সমাজ-মধ্যে নিন্দা-পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! স্বর্গচ্যুত যযাতি রাজার পুনঃ স্বর্গ প্রাপ্তি নিমিত্ত যে যজ্ঞ হয়, তদুপলক্ষে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি যে সকল নরপতি আসিয়াছিল, তাহারা কি ক্ষত্রিয় নয়? তুমি যে জন-সমাজে 'পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব' বলিয়া শ্লাঘা করিয়াছিলে, তোমার সে সমস্ত প্রতিজ্ঞাই মিথ্যা!! যেহেতু এক্ষণে পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বুঝিলাম, তুমি সেই সকল ক্ষত্রিয় বীরগণের ভয়ে এই পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ। মহারাজ! কোপন-স্বভাব রাম পরাবসুর এইরূপ নিন্দা-বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত অবমাননা বোধ করত পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে রামের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণই ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ সময় পৃথিবীশ্বর হইয়াছিলেন। ভৃগুকুল-নন্দন অবিলম্বে তাঁহাদিগকে

এবং তাঁহাদিগের বালক পুত্র পৌত্রাদি যাহা ছিল, তৎ সমস্ত সংহার করিয়া ফেলিলেন।

তদনন্তর, যাহারা গর্ব্ভস্থ ছিল, সেই সকল ক্ষত্রিয়-বালক-দ্বারা পুনরায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইলে তিনি আবার তাহাদিগকে নিহত করিলেন। মহারাজ! এইরূপ যত বার ক্ষত্রিয়-সন্তান উৎপন্ন হয়, রাম তত বারই সংহার করেন; পরন্তু সেই সময় কতক-গুলি ক্ষত্রিয়-স্ত্রী অতিশয় কৌশল-দ্বারা নিজ নিজ শিশু-সন্তানগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে মহাপ্রভাব রামও ক্রমশ একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক দক্ষিণা উপলক্ষে মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দান করিলেন। কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বালক-দিগের রক্ষার্থ স্রুক্‌পাণি হইয়া উহা প্রতিগ্রহ করত কহিলেন, রাম! এক্ষণে এই সমস্ত পৃথিবী আমার হইয়াছে; অতএব ইহাতে কদাচ তোমার আর বাস করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি সত্বর দক্ষিণ সমুদ্রতীরে গমন কর।

এদিকে সমুদ্র মহাত্মা জামদগ্ন্যের নিমিত্ত পৃথ্বী-সীমা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয় উদর-মধ্যে শূর্পারক নামক স্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের নিকট সমর্পণ করত অরণ্যে গমন করিলেন। মহারজ! পৃথিবী রাজ-শূন্য হওয়ায় বলবান্ ব্যক্তিগণ দুর্ব্বল প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ-দিগের রমণীতে নিরত হইল; অধিক কি, ঐ সময় দস্যুগণের উপদ্রবে কোন ব্যক্তিরই স্বীয়-ধনে প্রভুত্ব রহিল না। এইরূপে কালের গতি বিপ-রীত হইলে পৃথিবী ধর্ম্ম-পালক ক্ষত্রিয়গণ-কর্ত্তৃক যথা-বিহিত রক্ষিত না হওয়ায় দুরাত্মাদিগের-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া রসাতল গমনে উদ্যত হইলেন। মহামনা কশ্যপ তাঁহাকে ভয়-প্রযুক্ত রসাতল গমনোদ্যত দেখিয়া উরুদেশে ধারণ করিলেন। পৃথিবী উরুতে ধৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই উর্ব্বী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর, পৃথিবী দেবী স্বীয় রক্ষার্থ মহর্ষি কশ্যপকে প্রসন্ন করত তাঁহার নিকট ধার্ম্মিক মহীপালের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন।

পৃথিবী কহিলেন, ব্রহ্মন্! কতকগুলি স্ত্রীতে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ আমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আমি আপনার নিকট তাহাদিগের কুল ও গোত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া আমার রক্ষা বিধান করুন। কতকগুলি হৈহয়-কুল-জাত ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় জীবিত আছে, পুরুবংশীয় বিদূরথ-পুত্র ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকগণ-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সৌদাস রাজ-পুত্র যাহাকে অমিত-তেজা মহাযজ্ঞ-শালী মহর্ষি পরাশর অনুকম্পা প্রকাশ-পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার সংস্কারাদি সমস্ত কর্ম্ম শূদ্র জাতির ন্যায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্ব কর্ম্মা নামে প্রখ্যাত হইয়া কালযাপন করিতেছে। শিবি-পুত্র মহাতেজা গোপতি অরণ্য-মধ্যে গো-দুগ্ধে প্রতি-পালিত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। প্রতর্দ্দন-পুত্র মহাবল বৎস গোষ্ঠ-মধ্যে বৎসগণের সহিত দুগ্ধ-পান করত প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গঙ্গাতীরে গৌতম-বংশীয় কোন ব্রাহ্মণ দধিবাহন-পৌত্র দিবিরথের পুত্রকে দয়া করিয়া রক্ষা করিয়া-ছেন। মহর্ষি ভূরিভূতি মহাতেজা বৃহদ্রথের সংস্কা-রাদি করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ বালক গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গোলাঙ্গূলগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত কতকগুলি মরুত্তবংশীয় ক্ষত্রিয়ও জীবিত আছে, সমুদ্র তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছেন। হে বিপ্র! ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া অধার্ম্মিক দস্যুগণ হইতে আমায় রক্ষা করুন।

হে ব্রহ্মন্! আমি যে সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের পরি-চয় দিলাম, তাহারা প্রাণ-ভয়ে উল্লিখিত স্থান সকল আশ্রয় লইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে,

এতদ্ভিন্ন অনেকে শিল্পিকার ও স্বর্ণকার-গৃহে ছদ্মবেশে বাস করিতেছে। যদি উল্লিখিত মহৎ-কুলজাত ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া আমাকে রক্ষা করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব। দেখুন, ঐ সকল ক্ষত্রিয়দিগের পিতৃ পিতামহগণ আমার নিমিত্তই সমরে অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামের হস্তে নিহত হইয়াছেন; অতএব আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের কুল-ধুরন্ধর হতাবশিষ্ট পুত্র-পৌত্রদিগকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করত ঋণ হইতে মুক্ত হইব। হে মহর্ষে! অধিক আর কি বলিব, আমি যাহা বলিলাম, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে স্থিরভাবে অবস্থান করিব, কিন্তু নির্ম্মর্য্যাদ দস্যুগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়া কোন ক্রমেই স্বীকার করিব না; অতএব আপনি সত্বর ইহার প্রতিবিধান করুন।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবী নির্দ্দিষ্ট সেই সকল বীর্য্য-সমন্বিত ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যে সকল নরপতিগণের পুত্র পৌত্রাদি জীবিত ছিল, এইরূপে তাঁহাদিগের বংশ পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজন্! আপনি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমি সেই সমস্ত পুরাবৃত্ত আপনার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে যদু-প্রবীর মহাত্মা কৃষ্ণ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠিরকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত বলিতে বলিতে ভগবান্ প্রভাকরের ন্যায় রথ-দ্বারা দিক্ সকল উদ্ভাসিত করত বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

রামোপাখ্যানে একোনপঞ্চাশত্তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভৃগুরামের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জনার্দ্দনকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। বৃষ্ণিনন্দন! আমি ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রান্ত রামের বিক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; যেহেতু তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই বসুধা নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন!! ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তানগণ রামের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া গো, গোলাঙ্গুল, ঋক্ষ, বানর ও সমুদ্র প্রভৃতির আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন!! অহো! এই জীবলোক ধন্য এবং এই পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগকেও ধন্য!! যেহেতু দ্বিজগণাগ্রগণ্য মহর্ষি কশ্যপ ঈদৃশ ধর্ম্ম্য-কার্য্য করিয়াছেন, অর্থাৎ সদয় হইয়া রাজ-পুত্রদিগকে রক্ষা করিয়া পৃথিবীর ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ! অচ্যুত কৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া যেস্থলে গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রবাহবতী নদী-সন্নিহিত পরম পবিত্র প্রদেশে শর-শয্যাস্থিত ভীষ্মদেব যেন স্বীয় রশ্মিজাল-সমাচ্ছন্ন সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

অনন্তর, ভগবান্ কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি সেই পুরুষ-সত্তম বীরগণ যেমন দেবগণ শতক্রতুর উপাসনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাত্মা মুনিগণ-কর্ত্তৃক উপাস্যমান ভীষ্মদেবকে দূর হইতে দর্শন করিয়া সকলেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ও চঞ্চল-চিত্তের সংযম-পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রধান প্রধান মুনি ও ব্যাসাদি ঋষি-প্রবরদিগকে অভিবাদন করত গঙ্গা-নন্দনের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ যাদব ও কৌরবগণ তপোবৃদ্ধ গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। যদু-নন্দন কৃষ্ণ, নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায় ভীষ্ম ক্রমশ শাম্যমান হইতেছেন বিবেচনা করিয়া

কিঞ্চিৎ দীনমনা হইয়া এইরূপ কহিলেন, হে বাগ্মি-প্রবর! এক্ষণে আপনার চিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত? আপনার বুদ্ধি ব্যাকুল হয় নাই ত? শরাভিঘাত-জনিত বেদনা আপনার শরীরকে সন্তাপিত করে নাই ত? কেন না, মানসিক অপেক্ষাও শারীরিক ক্লেশ বলবত্তর!! আমি জানি যে, আপনি সতত ধর্ম্ম-নিরত স্বীয় পিতা মহারাজ শান্তনুর বর-প্রভাবে ইচ্ছা-মরণে সমর্থ হইয়াছেন; অধিক কি, আপনি যেরূপ পিতৃ-সন্তোষ সম্পাদন করিয়া ইচ্ছা মরণ-রূপ বর লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ পিতৃ-সন্তোষ-রূপ কারণ আমারও নাই। তথাপি যখন মনুষ্য শরীরে একটি কণ্টকমাত্র বিদ্ধ হইলে পীড়া-জনক হয়, তখন অসংখ্য শর-প্রহার যন্ত্রণায় যে, আপনার চিত্ত ব্যথিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পরন্তু. ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, উল্লিখিত সুখ দুঃখ সাধারণ জনগণের অন্তঃকরণকেই আক্রমণ করিতে পারে, আপনাতে উহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; যেহেতু আপনি প্রাণিগণের উৎপত্তি-লয়াদি সমস্ত তত্ত্ব দেবগণকেও উপদেশ করিতে সমর্থ। হে ভরত-কুলপ্রবর! আপনি এই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য; অধিক কি, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল বিষয়ক যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তৎ সমস্তই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ধর্ম্মের ফলোদয় এবং প্রাণিগণের সংহার এ সমস্তই আপনার বিদিত আছে; যেহেতু আপনি ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মের আধার-স্বরূপ।

হে কুরুপ্রবীর! দার পরিত্যাগ-রূপ প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে যখন আপনি তাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য-মধ্যে সহস্র সহস্র স্ত্রীগণে পরিবৃত ছিলেন, তৎকালেও আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নীরোগ শরীর ও উর্দ্ধরেতার ন্যায় দেখিতাম। ধর্ম্মৈক-পরায়ণ, সত্য-নিষ্ঠ মহাবীর্য্য শূর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ব্যতীত এই ত্রিলোক মধ্যে কোন প্রাণীরই এরূপ প্রভাব শ্রুত হয় নাই যে, শর-শয্যায় শয়ান থাকিয়া তপঃ-প্রভাবে মৃত্যুকে ইচ্ছামত নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে? হে ভরত-কুল-চূড়ামণে! সত্য, তপস্যা, দান, সমরযজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদ, বেদ ও শরণাগত পালনে আপনার তুল্য কোন ব্যক্তিই নাই এবং অনৃশংস, পবিত্র স্বভাব, সংযতেন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণিগণের হিত-নিরত ও সমরে অদ্বিতীয় রথীই বা এই ভূমণ্ডলে আপনার সদৃশ কে আছে? আপনি যে একাকীই সমরে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বসু অংশে জন্ম গ্রহণ করায়, যদি বিপ্রগণ আপনাকে নবম বসু বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তথাপি স্বীয় গুণ প্রভাবে আপনি বসুগণ হইতে অতিশয়িত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় হইয়াছেন। হে পুরুষ-সত্তম! আপনি শক্তি-প্রভাবে দেবলোক-মধ্যেও বিখ্যাত হইয়াছেন; আপনার জ্ঞান ও সামর্থ্যের বিষয় আমার অগোচর নাই। হে মনুষ্যেন্দ্র! এই পৃথিবীতে আপনার সদৃশ গুণশালী কোন পুরুষ কোন স্থলে বিদ্যমান আছে, ইহা দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই।

হে পুরুষোত্তম! আপনি সমস্ত গুণ-দ্বারা দেবগণ হইতে অতিরিক্ত হইয়াছেন এবং তপঃপ্রভাবে চরাচরাদি সমস্ত লোকের সৃষ্টি করিতে সমর্থ; এরূপ স্থলে আপনি যে, উত্তম গুণ সমূহ-দ্বারা স্বীয় গন্তব্য উত্তম স্থান উপার্জ্জন করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? অতএব আপনি এক্ষণে উপদেশ-দ্বারা জ্ঞাতি-ক্ষয়-জনিত শোক-সন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শোকাপনয়ন করুন! কেন না, চাতুর্ব্বণ্য, চাতুরাশ্রম্য, চাতুর্ব্বিদ্য, চাতুর্হোত্র, বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ ও শিষ্টাচার প্রভৃতিতে যে সকল ধর্ম্ম কথিত আছে, তৎ সমস্তই আপনার বিদিত আছে; অধিক কি, যাহা চাতুর্ব্বর্ণ্য বিরুদ্ধ নহে. সে সমস্ত ধর্ম্মই গূঢ় তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যার সহিত আপনি অবগত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিলোমজাত বর্ণ-ধর্ম্ম, দেশ-ধর্ম্ম, জাতি-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম প্রভৃতির যে সকল লক্ষণ

বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আপনার অজ্ঞাত নাই। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! অর্থ সমেত নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাবৃত্তাদি সমস্তই আপনার মনো-মধ্যে নিয়ত জাগরূক রহিয়াছে; বিশেষত এই সংসার-মধ্যে যে সকল অর্থে সংশয় আছে, তাহার ছেত্তা আপনি ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি হইতে পারে? অতএব আপনি স্বীয় জ্ঞান প্রভাবে ধর্ম্মরাজের মানসোৎপন্ন শোক অপনীত করুন; যেহেতু ভবাদৃশ জ্ঞান-প্রবৃদ্ধ ব্যক্তি-দিগের কেবল শোকাদি বিমোহিত মনুষ্যদিগের চিত্তোপশান্তির নিমিত্তই জন্মগ্রহণ!!

শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥৫০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরু-কুল-চূড়া-মণি ভীষ্ম ধীমান্ বাসুদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বদন ঈষৎ উন্নামিত করত কৃতাঞ্জলি-সহকারে কহিলেন, ভগবন্! তুমিই এই সমস্ত লোকের উৎ-পত্তি ও প্রলয়-কারক!! অতএব তোমায় নমস্কার। হে কৃষ্ণ! হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমিই এই বিশ্বের আত্মা, তোমা হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। হে হৃষী কেশ! তুমি সর্ব্বলোকের অপরাজেয় সর্ব্বলোক কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। তুমিই অপবর্গ অর্থাৎ নিত্য মুক্ত-স্বরূপ; পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদিগের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ গুণ হইতে পৃথক্। তুমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই লোকত্রয় ও কালত্রয়ে সর্ব্বদা বিদ্য-মান থাকিয়াও তাহা হইতে ভিন্ন!! অতএব তো-মায় নমস্কার। হে যোগীশ্বর! তুমি সকলের আশ্রয়, অতএব তোমায় নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তুমি প্রসন্ন হইয়া মদীয় গুণ বর্ণন করাতেই আমি দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছি; যাহার প্রভাবে তোমার ত্রিলোকস্থিত দিব্য ভাব এবং সনাতন রূপ দর্শনে সমর্থ হইতেছি। তুমি অপরিমিত-তেজা বায়ু-রূপে সপ্তবর্ত্ম রোধ করিয়া রাখিয়াছ। তোমার মস্তক-দ্বারা আকাশ ও চরণ-দ্বারা ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহি-য়াছে; দিক্ সকল তোমার বাহু, রবি তোমার চক্ষু এবং ইন্দ্র তোমারই বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে অচ্যুত! তোমার শরীর অতসী-কুসুম-সদৃশ পীত-বর্ণ বস্ত্র-দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় বিদ্যুদ্দাম বিম-ণ্ডিত বারিদ-ব্যূহের ন্যায় বোধ হইতেছে। হে সুরোত্তম! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি তোমার শরণা-গত ভক্ত; সদ্গতি কামনায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে তদ্বিষয়ে আমার শ্রেয় হয় তাহা চিন্তা কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে কুরুনাথ! যেহেতু আমার প্রতি তুমি অকপট ভক্তি করিয়া থাক, সেই নিমিত্ত তোমাকে আমার দিব্য মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলাম। ভক্তি-শূন্য বা কপট ভক্ত কিম্বা অশান্ত ব্যক্তিকে আমি কদাচ নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করি নাই; কিন্তু তুমি আমার নিত্য-ভক্ত ও আর্জ্জব-সম্পন্ন; বিশে-ষত তপঃ, দম ও দান প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত এবং নির্ম্মল-স্বভাব, সুতরাং সেই তপঃপ্রভা-বেই তুমি আমার দিব্য-রূপ দর্শনের উপযুক্ত পাত্র। ভীষ্ম! যে স্থলে গমন করিলে জীবের আর পুনরা-বৃত্তি হয় না, আমি তোমায় সেই স্থলে প্রেরণ করিব; কিন্তু এখনও ত্রিংশৎ দিবস তোমার জীব-নের অবশিষ্ট আছে; অপরে শত দিবস মধ্যে যে কার্য্য করিতে সমর্থ, তুমি এই ত্রিংশৎ দিবস মধ্যেই সেই সমস্ত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সমর্থ হইবে। তদন-ন্তর, কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সুকৃতি প্রভাবে অভিলষিত ধামে গমন করিবে। ঐ দেখ, জ্বলদগ্নি-কল্প বসু ও দেবগণ বিমানারূঢ় হইয়া অন্তর্হিতভাবে সূর্য্যের উত্তরায়ন কালের অপেক্ষা করিতেছেন। হে কুরুপ্রবীর! তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ যে লোকে গমন করিলে পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না, ভগবান্ সূর্য্য পরি-বর্ত্তসহ কালের বশবর্ত্তী হইয়া উত্তরায়নে গমন করি-লেই তুমি তথায় গমন করিবে। ভীষ্ম! তুমি ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলে পৃথিবী হইতে জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইবে, সেই নিমিত্তই সকলে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু

হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছেন; অতএব জ্ঞাতিক্ষয়-জনিত শোকে উপহত-চিত্ত সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সমাধি প্রভৃতি যোগ-যুক্ত সত্য-বাক্য উপদেশ করিয়া ইহাঁর শোক অপনয়ন কর।

শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর, শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম কৃষ্ণের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত লোকহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে লোক-নাথ! তুমি সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ অব্যয় পুরুষ নারায়ণ; তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইল। যখন বাক্য সকলের যাহা কিছু বক্তব্য বিষয় আছে, তৎ সমস্তই ত্বদুক্ত-বাক্যে অর্থাৎ বেদে সমাহিত হইয়াছে, তখন আমি আর তোমার সাক্ষাতে কি কথার উপদেশ করিতে সমর্থ হইব? ইহলোক ও পরলোকের হিতকামনায় বুদ্ধিমান্ লোকে যাহা কিছু করিয়া থাকে এবং এই সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তৎ সমস্তই তোমা হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে; অতএব যে ব্যক্তি দেব-রাজ ইন্দ্রের সমীপে দেবলোকের বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই তোমার সমক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তত্ত্বার্থ বলিতে সমর্থ হইবে। মধুসূদন! আমার মন শর-প্রহার জনিত বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত এবং সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, সেই নিমিত্ত বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। হে গোবিন্দ! বিষানল-সদৃশ শর-সমূহে প্রপীড়িত হওয়ায় আমার বুদ্ধি এমন প্রতিভা-শূন্য হইয়াছে যে, কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার শরীর ক্রমশ বলহীন হইয়া আসিতেছে; প্রাণ বহির্গত-প্রায় এবং মর্ম্ম-স্থল এত দূর পীড়িত হইয়াছে যে, তজ্জন্য বারংবার আমার চিত্তে ভ্রম জন্মিতেছে। যখন দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত আমার বাক্য সকল পুনঃপুন জড়িত হইতেছে, তখন আমি আর কিরূপে কথা কহিতে উৎসাহ করিতে পারি? হে দাশার্হ-কুল-বর্দ্ধন! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি কিছু বলিতে পারিব না; বিশেষত তোমার নিকট কথা কহিতে বৃহস্পতিও অবসন্ন হন!!

হে মধুসূদন! আমার চিত্ত এত দূর ভ্রান্ত হইয়াছে যে, আকাশ, পৃথিবী, বা দিক্, কিছুই বিশেষ রূপে জানিতে পারিতেছি না; কেবল তোমার তেজঃ-প্রভাবে জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি, অতএব ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের যাহাতে হিত হয়, তুমি স্বয়ংই তাহা উপদেশ কর, যেহেতু তুমি আগম সকলেরও আগম-স্বরূপ (শাস্ত্র সকলেরও নিয়ন্তা) হে কৃষ্ণ! সর্ব্ব লোক-কর্ত্তা নিত্য-পুরুষ-স্বরূপ তুমি নিকটে থাকিতে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্ম-বক্তা হইবে? তাহা হইলে যেমন গুরু সন্নিহিত থাকিতে কোন শিষ্য উপদেষ্টা হয়, তদ্রূপ হইবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে গঙ্গা-নন্দন! তুমি যাহা বলিলে তাহা সর্ব্বার্থ-দর্শী স্থির-প্রতিজ্ঞ মহাবীর্য্য-শালী কৌরব-কুল-ধুরন্ধর মহাত্মা ভীষ্মের উপযুক্ত কথাই হইয়াছে। তুমি যে শরাভিঘাত-জনিত পীড়ার বিষয় কহিলে তাহাতে আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার আর শারীরিক গ্লানি, দাহ বা মূর্চ্ছা কোন পীড়াই থাকিবে না এবং ক্ষুৎ পিপাসাও আর তোমায় অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে না। হে অনঘ! এক্ষণ হইতে তোমার জ্ঞান সম্যক্ প্রতিভা প্রাপ্ত হইবে; তোমার বুদ্ধি আর কোন বিষয়েই অবসন্ন হইবে না। এক্ষণ হইতে তোমার মন মেঘজাল-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় রজ ও তমোগুণ বিরহিত হইয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করিবে। তুমি যে যে ধর্ম্ম বা অর্থ বিষয় চিন্তা করিবে, সেই বিষয়েই তোমার বুদ্ধি প্রশস্ত-রূপে প্রবিষ্ট হইবে।

হে অমিত-বিক্রম! তুমি দিব্য চক্ষু আশ্রয় করিয়া চতুর্ব্বিধ প্রাণি-জাতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে

পারিবে এবং তাহারা বিমল সলিলস্থ মৎস্য নিচয়ের ন্যায় যেরূপে এই সংসারে বিচরণ করিতেছে, তৎ সমস্তই সেই জ্ঞান চক্ষু-দ্বারা প্রকৃত-রূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব ভীষ্মকে ঐ রূপ বর প্রদান করিলে পর ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ ঋক্, যজু ও সামোক্ত বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলেন, ঐ সময় নভোমণ্ডল হইতে বাসুদেব, গঙ্গা-নন্দন ভীষ্ম ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপরি সর্ব্ব ঋতু-সম্ভূত রাশি রাশি দিব্য কুসুম বৃষ্টি, নানা জাতি বাদিত্র নিনাদ এবং অপ্সরোগণের সঙ্গীত হইতে লাগিল ; তৎকালে তথায় কোন প্রকার অনিষ্ট দৃষ্ট হয় নাই !! সর্ব্ব প্রকার সদ্গন্ধ-সমন্বিত অতীব সুখস্পর্শ নির্ম্মল মঙ্গলময় বায়ু বহিতে লাগিল ; দিক্ সকল প্রশান্ত হইল ; মৃগ ও পক্ষিগণ প্রশান্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর, অগ্নি-দেব বিস্তীর্ণ অরণ্যকে দগ্ধ করিয়া যেমন তাহার একদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সহস্র রশ্মি ভগবান্ প্রভাকর জগৎ উত্তাপিত করিয়া প্রতীচীদিক্‌ভাগে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ, সন্ধ্যোপাসনাদির নিমিত্ত সহসা সমুত্থিত হইয়া জনার্দ্দন, গঙ্গা-নন্দন ভীষ্ম এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মহাত্মা কেশব, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্ম-নিরত মহর্ষিগণ কেশবাদি-কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে পূজিত হইয়া 'আগামী কল্য আসিব' এই কথা বলিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ ভীষ্মদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় কাঞ্চনময় বিচিত্র কুবর সুশোভিত রথ, সুপর্ণ-সদৃশ শীঘ্রগামী অশ্ব ও পর্ব্বতাকার মদমত্ত হস্তিগণ সুসজ্জিত হইলে রথি, নিষাদি ও সাদিগণ বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া তাহাতে সমারূঢ় হইল এবং পদাতিগণও হস্তে শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর, সেই চতুরঙ্গিণী সেনা ব্যূহিত ও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের অগ্রপশ্চাদ্গামিনী মহানদী নর্ম্মদার ন্যায় ভগবান্ কেশব ও প্রভৃতি পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। এদিকে ভগবান্ নিশাকর স্বীয় শীত-রশ্মি গুণে সেই ব্যূহিত সেনার চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধন এবং প্রচণ্ড-প্রভাকর পীত রসা মহৌষধী সকলের অন্তরে রস সঞ্চারিত করত পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সমুদিত হইলেন। তদনন্তর, যদুপতি কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং পাণ্ডবগণ অমর পুরী-সদৃশী শ্রী-সম্পন্ন হস্তিন নগরীতে উপনীত হইয়া পরিশ্রান্ত সিংহের গিরি-গুহা প্রবেশের ন্যায় মহতী রাজ-পুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পুর-প্রবেশে দ্বিপঞ্চাশত্তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর, মধুসূদন শয্যাগারে গমন-পূর্ব্বক সুখে নিদ্রিত হইলেন এবং যামিনীর অর্দ্ধ-যামমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে জাগরিত হইয়া ধ্যানপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রথমত ইন্দ্রিয় সকল ও বুদ্ধি স্থির করিয়া পরে সনাতন পরব্রহ্মকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে মনোহর কণ্ঠ-স্বর-সমন্বিত সুশিক্ষিত স্তুতি এবং পুরাণাভিজ্ঞ বন্দিগণ সেই প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় সহস্র সহস্র মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও কর-তল-ধ্বনি এবং মনোরম পণব, বীণা ও বংশীরব হইতে লাগিল ; গায়কগণ সুস্বরে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই গীত-বাদ্য-জনিত গম্ভীর কলনাদ হইতে থাকিলে ভগবানের শয়ন গৃহটি যেন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরেরও মঙ্গল-জনক স্তুতিপাঠ এবং সুমধুর-স্বরে সঙ্গীত এবং বাদিত্র

নিনাদ হইতে লাগিল। তদনন্তর, দাশার্হ-কুল-নন্দন মহাবাহু কৃষ্ণ স্নান, কৃতাঞ্জলিপুটে গুহ্য মন্ত্র জপ ও হোম-কার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া অবস্থিত হইলে চতুর্ব্বেদ-বিশারদ এক সহস্র বিপ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি গো প্রদান করিলে তাঁহারা সকলেই আনন্দ সহকারে সেই দান প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহার স্বস্তিবাচন করিলেন। তখন কৃষ্ণ মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল স্পর্শ ও বিমল আদর্শ-মধ্যে আত্ম-দর্শন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, হে শিনিকুল-নন্দন! মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে দর্শন করিতে যাইবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইয়াছেন কি না, তুমি তাঁহার ভবনে যাইয়া জানিয়া আইস।

সাত্যকি কৃষ্ণের আদেশ শ্রবণমাত্র যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ বাসুদেবের রথ সজ্জিত হইয়াছে, তিনি গঙ্গা-নন্দনকে দেখিতে যাইবেন বলিয়া আপনকার অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, এক্ষণে যেরূপ কর্ত্তব্য হয় বলুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকির বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অপ্রতিমদ্যুতে, ফাল্গুন! তুমি আমার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রথ সজ্জা করিতে আদেশ কর। অদ্য কেবল আমরাই কয়েক জন যাইব, সমভিব্যাহারে সৈন্য যাইবার আবশ্যক নাই; কেন না, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাত্মা পিতামহকে সৈন্য-কোলাহলে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে; অতএব তুমি অদ্য সৈন্যদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ কর। পিতামহ অদ্য হইতে অতিগুহ্য কথা সকল উপদেশ করিবেন, এই নিমিত্ত আমি সেস্থলে অপর সাধারণ লোকের যে সমাগম হয় সেটি ইচ্ছা করি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুন্তী-নন্দন নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে রথ সজ্জিত করিয়া নিবেদন করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং যমজ নকুল সহদেব মিলিত পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় পঞ্চ ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া কৃষ্ণ-নিবেশনে গমন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ আগমন করিবামাত্র ভগবান্ কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁহাদিগের সহিত গমন-পূর্ব্বক রথারোহণ করিলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ পরস্পর 'নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি-যাপন হইয়াছে ত?' ইত্যাদি নানা প্রকার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষ রথবরে সমারূঢ় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, কৃষ্ণের মেঘ-পুষ্প, বলাহক, শৈব্য ও সুগ্রীব নামক চারিটি অশ্ব দারুক-কর্ত্তৃক বেগে পরিচালিত হইয়া খুর-দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করত নক্ষত্র-বেগে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, সেই মহাবলবান্ ও বেগবান্ অশ্বগণ আকাশ গ্রাস করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে। ঐরূপ মহাত্মা পাণ্ডবগণের রথও শীঘ্র গতিতে গমন করিতে লাগিল; অধিক কি, ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহাদের রথ সকল কুরুক্ষেত্র নামক ধর্ম্মক্ষেত্রে সমুত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে যেস্থলে দেবগণ-পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় ভীষ্মদেব মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া শরতল্পে শয়ান রহিয়াছেন, তৎ সমীপস্থ হইল। তখন গোবিন্দ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, গাণ্ডীবধর ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক ঋষি-বৃন্দের সমর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর, নরপতি যুধিষ্ঠির নক্ষত্র-মণ্ডল-পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র যেমন উপদেশার্থী হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন, তদ্রূপ গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সভয় অন্তঃকরণে স্বর্গ-ভ্রষ্ট আদিত্যের ন্যায় শর-শয্যাগত মহাবাহু ভীষ্মকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণাদির ভীষ্ম সমীপগমনে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৩॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! সেই ভয়ঙ্কর বীর-সমাগমে সর্ব্ব সৈন্য হত হইলে বীর-শয্যা-রূপ শর-শয্যা-শয়ান সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় মহাবীর্য্যবান্ পুরুষ-শার্দ্দুল গঙ্গা-গর্ভজাত শান্তনু-নন্দন মহাভাগ ধর্ম্মাত্মা দেবব্রত ভীষ্ম পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া কোন্ কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারদ-প্রভৃতি সিদ্ধ ঋষি-গণ এবং অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, যমজ নকুল, সহদেব ও হতাবশিষ্ট রাজ-গণ পর দিন প্রভাত কাল হইবামাত্র কুরু-পাণ্ডব-পিতামহ কুল-ধুরন্ধর গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে আকাশ-ভ্রষ্ট আদিত্যের ন্যায় শর-শয্যায় পতিত দেখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দেব-দর্শন দেবর্ষি নারদ মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া হতাবশিষ্ট রাজগণ ও পাণ্ডবগণকে কহি-লেন, দেখ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; অতএব তোমাদের যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, এই সময় ইহাঁকে জিজ্ঞাসা কর। ইনি চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম সমগ্র রূপে অবগত আছেন; কিন্তু এক্ষণে জীবন বিসর্জ্জনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, অতএব তোমরা ধর্ম্ম জিজ্ঞা-সায় প্রবৃত্ত হও। হে রাজগণ! তোমরা আমার কথায় অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, এই জ্ঞান-বৃদ্ধ বৃদ্ধ ভীষ্ম নিশ্চয়ই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিবেন; তোমাদের যে কোন বিষয়ে সংশয় থাকে, তাহা ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া অপ-নয়ন কর।

রাজগণ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই ভীষ্মের সমীপস্থ হইলেন; কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবকী-নন্দন! হে মধুসূদন! হে যদু-প্রবর! তোমা-ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি পিতা-মহের নিকট প্রশ্ন করিতে সমর্থ হইবে? ভ্রাতঃ! আমাদিগের সকলের মধ্যে তুমিই সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মাভিজ্ঞ; অতএব প্রথমে তুমিই ইহাঁর নিকট প্রশ্ন উত্থাপন কর।

তখন অচ্যুত ভগবান্ কেশব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুরাধর্ষ ভীষ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহি-লেন, হে রাজসত্তম! গত রজনী তোমার সুখে অতিবাহিত হইয়াছে ত? তোমার বুদ্ধি বিস্পষ্ট-রূপে উৎপন্ন হইয়াছে ত? হে অনঘ! তোমার জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে প্রতিভাত হইতেছে ত? তোমার মন বেদনায় কাতর হইয়া ব্যাকুল হয় নাই ত?

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৃষ্ণি-নন্দন! গত দিবসে তুমি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিবামাত্র আমার দাহ, মোহ, শ্রম, ক্লান্তি, গ্লানি ও বেদনা সমস্তই দূরীকৃত হইয়াছে। হে অচ্যুত! হে পরম-দ্যুতে! তোমার বরদান-প্রভাবে আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক ব্যাপার করস্থিত ফলের ন্যায় এবং বেদ ও বেদান্তোক্ত যে কিছু ধর্ম্ম আছে, তৎ সমস্ত প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেছি। হে জনার্দ্দন! দেশ, জাতি ও কুল-বিষয়ক এবং শিষ্টগণ-কথিত যে সকল ধর্ম্ম আছে, তাহা আমার অন্তঃকরণে সমু-দিত হইয়াছে। হে জনার্দ্দন! তোমার প্রসাদে আমার মন কল্যাণকরী বুদ্ধির আশ্রয় লইয়াছে; অতএব সমগ্র রাজধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বান-প্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম চতুষ্টয় সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের যাহা উদ্দেশ্য তৎ সমস্ত অবগত হইয়াছি। যে যে স্থলে যাহা বলা উচিত বলিব; অধিক কি, তোমার ধ্যান-প্রভাবে আমি পুনরায় যুবার ন্যায় বল প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব এক্ষণে লোক-হিতকর ধর্ম্ম কথা বলিতে সমর্থ হইব; পরন্তু তুমি স্বয়ং কি নিমিত্ত ধর্ম্মরাজকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছ না? এ বিষয়ে তোমার কি বিবক্ষিত আছে, তাহা সত্বর আমার নিকট প্রকাশ কর।

তখন বাসুদেব ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কৌরব! তুমি শ্রেয় ও কীর্ত্তির মূল আমাকেই জানিবে; সৎ বা অসদাত্মক ভাব সকল আমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। আর দেখ, যদি কেহ 'চন্দ্র শীত-কিরণ' এই কথা বলিয়া প্রশংসা করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে? সেইরূপ 'কৃষ্ণ কীর্ত্তি-পূর্ণ' বলিয়া যদি কেহ আমার গুণ কীর্ত্তন করে, তাহা কাহারও বিস্ময়াবহ হইবে না? হে মহাদ্যুতে! আমি এই পৃথিবী মধ্যে তোমার সমধিক যশ বিস্তার করিব মনে করিয়া তোমাকে সম্যক্ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। যাবৎ এই পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ কাল তোমার এই অক্ষয়া কীর্ত্তি সমস্ত লোকে প্রচারিত রহিবে। ভীষ্ম! তুমি প্রশ্নানুসারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যাহা উপদেশ করিবে, এই বসুধাতলে তাহা বেদোক্ত বাক্যের ন্যায় প্রমাণীকৃত হইবে। যে ব্যক্তি সেই প্রমাণানুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইয়া লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, সে পরলোকে সমস্ত পুণ্যফল অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

হে ভীষ্ম! জগতীতলে কিরূপে তোমার সমধিক যশ বিস্তারিত হইবে, এই বিবেচনা করিয়া আমি তোমাকে দিব্য মতি প্রদান করিয়াছি। এই পৃথিবীতে যত দিন লোকে কোন ব্যক্তির যশো গান করে, তাবৎ কাল সেইটি তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজন্! কুরুক্ষেত্র সমরে হতাবশিষ্ট রাজগণ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন, তুমি ইহাঁদিগকে উপদেশ কর। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, শ্রুতাচার-সমন্বিত এবং রাজধর্ম্ম-প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মেই কুশল, জন্মাবধি কোন ব্যক্তিই তোমার কোন প্রকার পাপাচার দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই; বিশেষত পৃথিবীর সমস্ত রাজগণই তোমাকে সর্ব্ব-ধর্ম্মের অভিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন; কেন না, তুমি বাল্যাবধি সর্ব্বদা দেব ও ঋষিগণের উপাসনা করিয়াছ, অতএব পিতা যেমন পুত্রদিগকে পরম নীতি উপদেশ করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাঁদিগকে উপদেশ কর। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ কহিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-শুশ্রূষু হইয়া প্রশ্ন করিলে উপদেশ করা কর্ত্তব্য; অতএব এই ধর্ম্ম-শুশ্রূষু রাজগণকে তোমার উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে বিদ্বন্! শুশ্রূষু ব্যক্তিকে না বলিলে পাপোৎপন্ন হয়, ইহা বিহিত আছে; অতএব তোমার এই পুত্র ও পৌত্রগণ জিজ্ঞাসু হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা যাহা প্রশ্ন করিবেন, তুমি তদনুসারে উপদেশ কর।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর, কৌরব-প্রধান মহাতেজা ভীষ্ম এই কথা বলিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সর্ব্বভূতের নিত্য আত্ম-স্বরূপ; তোমার প্রসাদে আমার বাক্য এবং মন দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; অতএব আমি প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে ধর্ম্ম কথা বলিব; কিন্তু, কোন ধর্ম্মাত্মা আমাকে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করুন, তাহা হইলেই প্রীতি-সহকারে নিখিল ধর্ম্মের ব্যাখ্যান করিব। যে ধর্ম্মশীল মহাত্মা নরবর-ভূষণ জন্ম গ্রহণ করিলে সমস্ত বৃষ্ণিগণ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির আমায় প্রশ্ন করুন। প্রদীপ্ত-যশা ধর্ম্মচারি কৌরবগণ-মধ্যে কেহই যাঁহার তুল্য নহে; ধৃতি, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বল যাঁহাতে প্রতিনিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে; যিনি সম্বন্ধী, অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যদিগকে সৎকার-দ্বারা সম্মানিত করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, শান্তি, দক্ষতা ও অসম্ভ্রান্তি, এই সমস্ত ধর্ম্ম যাঁহাতে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে; যে ধর্ম্মাত্মা কাম, ক্রোধ, ভয় বা, অর্থ-পরতন্ত্র হইয়া কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না; যিনি সত্য, ক্ষমা ও জ্ঞান বিষয়ে অবিচলিত-মতি ও অতিথি-প্রিয় এবং নিত্য সাধুদিগকে দান করিয়া

থাকেন; যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ধর্ম্ম ও শান্তি-পথে সর্ব্বদা নিরত এবং সমস্ত রহস্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, সেই পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন।

এতাবৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেব কহিলেন, হে কৌরব-চূড়ামণে! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গুরু-প্রভৃতি পূজ্যগণ এবং ভৃত্য, সম্বন্ধি ও বান্ধবাদি ভক্ত ও মানার্হ ব্যক্তিগণকে কুরুক্ষেত্র-সমরে নিপাতিত করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত লজ্জান্বিত এবং অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনার সম্মুখে আসিতে সমর্থ হইতেছেন না; যেহেতু যাঁহাদিগের বিবিধ প্রকারে সম্মান করা উচিত, অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাদের শরীর ভেদ করিয়াছেন, এই কারণেই তিনি আপনকার দৃষ্টি-পথের পথিক হইতে পারেন নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, কৃষ্ণ! ব্রাহ্মণের যেমন দান, অধ্যয়ন ও তপস্যাই ধর্ম্ম, সেইরূপ ক্ষত্রিয়েরও সমরে বিপক্ষের দেহ-পাতন করাই ধর্ম্ম। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, গুরু, সম্বন্ধি বা বান্ধব, যে কেহ হউক না কেন, নিরর্থক আসিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিনাশ করিবে; কারণ তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেশব! যিনি নিয়মোল্লঙ্ঘনকারী, লুব্ধ-প্রকৃতি, অত্যাচারী গুরুকে সংগ্রামে নিহত করেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়। যে ব্যক্তি লোভ বশত সনাতন ধর্ম্ম-সেতু উল্লঙ্ঘন করে, তাহার নিহন্তাই ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়। যিনি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এই পৃথিবীকে শোণিত-সলিলময়ী, কেশ-রূপ তৃণ, গজ-রূপ শৈল ও ধ্বজ-রূপ দ্রুম-সমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ, তিনিই ধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয়। আহুত হইলে আত্মীয় বা অনাত্মীয় বিচার না করিয়া সৎ-ক্ষত্রিয়ের তাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু মনু ধর্ম্ম্য-যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়ের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ-প্রদ বলিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার দৃষ্টি গোচরে অবস্থিত হইয়া চরণ-দ্বয় ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভীষ্ম তাঁহার মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করত কহিলেন, হে কুরুকুল-তিলক বৎস! তোমার কোন শঙ্কা নাই, তুমি বিশ্রব্ধ চিত্তে আমার নিকটে প্রশ্ন কর।

যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, হৃষীকেশ কৃষ্ণ ও পিতামহ ভীষ্মকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তত্রত্য সমস্ত গুরুজনের অনুমতি লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। পিতামহ! ধর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজ-ধর্ম্মকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানেন এবং আমিও উহার ভার দুর্ব্বহ বলিয়া বিবেচনা করি; অতএব আপনি বিশেষ করিয়া রাজধর্ম্মই বর্ণন করুন। রাজধর্ম্মই সমস্ত জীব-লোকের অবলম্বন-স্বরূপ; যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষধর্ম্ম এ সমস্তই বিস্পষ্ট-রূপে রাজধর্ম্মে সমাহিত রহিয়াছে। যেমন অশ্বের রশ্মি ও হস্তীর অঙ্কুশ নিয়ামক, সেইরূপ রাজধর্ম্মই সমস্ত লোকের নিয়ামক। যদি সেই রাজর্ষিগণ-সেবিত রাজধর্ম্মে লোকের মোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত নিয়মই বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, সুতরাং সকল লোকই একবারে ব্যাকুলীভূত হইয়া পড়ে, যেমন সূর্য্য সমুদিত হইয়া অশুভ-জনক নিবিড় অন্ধকার রাশি নাশ করেন, সেইরূপ রাজধর্ম্ম হইতে সমস্ত লোকের অশুভ-গতি নিরাকৃত হয়। হে পিতামহ! আপনি এই ভরত-কুলের এবং সমস্ত ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য; অতএব প্রথমে আমায় রাজধর্ম্ম উপদেশ করুন। হে শত্রুতাপন! যখন বাসুদেব আপনাকে পরম জ্ঞানি বলিয়া বিবেচনা করেন, তখন আপনার

নিকট হইতেই আমাদের নিগূঢ় উপদেশ অবগত হওয়া শ্রেয়!!

ভীষ্ম কহিলেন, আমি সেই সুমহৎ ধর্ম্ম, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার-পূর্ব্বক শাশ্বত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব। বৎস যুধিষ্ঠির! আমি সমগ্ররূপে রাজধর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া তৎসমস্ত এবং অন্যান্য ধর্ম্মও যাহা ইচ্ছা হয়, আমার নিকট শ্রবণ কর। রাজা ক্ষত্রিয় না হইলেও প্রকৃতি-বর্গের অনুরাগ-ভাজন হইবার নিমিত্ত বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া দেবতা ও দ্বিজগণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিবেন। ভূপাল দেব ও ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিলে আনৃণ্য লাভ করেন এবং সমস্ত লোকের শ্রদ্ধা-ভাজন হয়েন। পুত্র যুধিষ্ঠির! তুমি সর্ব্বদা পুরুষকারার্থে যত্নশীল হও, পুরুষের উদ্যোগ ব্যতীত কেবল দৈব রাজাদিগের কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হয়েন না। দৈব এবং পুরুষকার তুল্য হইলেও আমি পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি; যেহেতু পুরুষকার লোকের প্রত্যক্ষীভূত এবং দৈবও সেই পুরুষকার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মেরই ফলাফল-দ্বারা নিশ্চয় করিয়া, পুরুষ উভয়বিধ দোষ অর্থাৎ আরব্ধ-কর্ম্মের ফল সিদ্ধ না হইলে কর্ম্মের অকরণ জন্য লোকাপবাদ হইতে, আর ফলসিদ্ধ হইলে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে। হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! যদি দৈব-বশত আরব্ধ-কর্ম্ম প্রতিহতও হয়, তথাপি মনে কখন সন্তাপ করিও না; পুনরায় দ্বিগুণ যত্নের সহিত সেই কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইবে, কেন না ইহাই রাজাদিগের পরম নীতি। পরন্তু, সত্য যেমন রাজাদিগের কার্য্যসিদ্ধিকারক, সেরূপ আর অপর কিছুই নহে; সত্যনিরত নরপতি ইহলোক কি পরলোক উভয়ত্রই পরম আনন্দ লাভ করেন। হে রাজেন্দ্র! সত্য ঋষিদিগেরও পরম ধন এবং নরপালদিগেরও বিশ্বাসোৎপাদনের কারণ সত্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। গুণবান্, শীলসম্পন্ন, দান্ত, দয়াবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়-দর্শন ও বদান্য ভূপাল কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হয়েন না।

হে কুরু-নন্দন! নিজ রন্ধ্র গোপন ও পর রন্ধ্র অন্বেষণ করিতে করিতে অন্য হইতে নিজ মন্ত্রণা গোপন এবং ন্যায়ানুগত বিচার-দ্বারা সমস্ত কার্য্যেই সরলতা অবলম্বন করিবে। ভূপতি মৃদু-স্বভাব হইলে প্রকৃতিগণ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অতিক্রম করে এবং তীক্ষ্ণ হইলে লোক তাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হয়, অতএব তোমার সমুচিত মৃদুত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব উভয়ই অবলম্বন করা শ্রেয়। হে বদান্যবর বৎস পাণ্ডুতনয়! তুমি কদাচ ব্রাহ্মণগণের দণ্ডবিধান করিবে না, যেহেতু ইহলোকে ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! মহানুভাব মনু এবিষয়ে দুইটি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তোমার স্বকীয় ধর্ম্ম-বিষয়ে সেই দুইটি শ্লোক হৃদয়ঙ্গম করা বিধেয়। "জল হইতে অগ্নি, বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ সমুত্থিত হইয়াছে, অতএব উহাদিগের তেজ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইলেও স্বীয় যোনিতে প্রশান্ত হইয়া থাকে। যৎকালে লৌহ পাষাণ বিদারণ করে, অগ্নি-দ্বারা বারি বিশুষ্ক হয় এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতে থাকে, তখন উহারা অবসন্ন হয়।" অতএব মহারাজ! দ্বিজগণ অবশ্যই নমস্য, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সম্যক্ অর্চ্চিত হইলে বেদ ও যজ্ঞ সকলকে ধারণ করেন। হে নরবর! যাহারা লোকত্রয়ের ব্যাঘাত-জনক হইয়া ঈদৃশ সম্মান লাভে অভিলাষ করে, বাহুবল অবলম্বন-দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহ করা সতত কর্ত্তব্য।

হে তাত! পুরাকালে মহর্ষি উশনা-কর্ত্তৃক যে শ্লোক দ্বয় গীত হইয়াছিল, হে নরপাল মহারাজ! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই দুইটি শ্লোক শ্রবণ কর। "বেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণ যদি সমরে শস্ত্র ধারণ করত আগমন করেন, তবে ধর্ম্মাপেক্ষী নৃপতি শস্ত্রোদ্যম-দ্বারা তাঁহারে নিগৃহীত করিবেন, কদাচ নিহত করিবেন না। যিনি আততায়ি-কর্ত্তৃক বিনশ্য-

মান ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তিনিই ধর্ম্মবিৎ, আততায়ি ব্যক্তিকে নিগ্রহ করিলে ধর্ম্ম-হানি হয় না। আততায়ির ক্রোধ অন্যকে উদ্দীপ্ত করিয়া আশ্রয় দাহ-দ্বারা আপনাকেই বিনষ্ট করে, অতএব তাহার কোন দোষ হয় না। হে নরবর! এইরূপে দ্বিজগণকে অবশ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ অপরাধ করিলে তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বিসর্জ্জন করা বিধেয়, কদাচ হনন করা কর্ত্তব্য নহে। হে নরনাথ! ব্রাহ্মণ পরনারী-সহবাস দোষে দূষিত অথবা তাদৃশ অপবাদ-যুক্ত হইলেও তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মহত্যা, বিমাতৃ-সহবাস ও ভ্রূণহত্যা, এই ত্রিবিধ পাপগ্রস্ত অথবা রাজদ্বেষী হইলে তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কষাঘাতাদিরূপ দৈহিক দণ্ডবিধান করা কখনই বিধেয় নহে। যাহারা ব্রাহ্মণ-গণকে ভক্তি-প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই প্রিয় বোধ করিয়া নিজ নিয়োগে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ রাজগণের যতই ধন-রত্নাদি কোষ থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণ-ভক্ত পুরুষ সংগ্রহ অপেক্ষা কোন কোষই উৎকৃষ্ট নহে। মহারাজ! পণ্ডিতগণ মরু, জল, ভূমি, বন, পর্ব্বত এবং মনুষ্য এই ষড়্‌বিধ এবং অবশিষ্ট সর্ব্ববিধ দুর্গ অপেক্ষা মনুষ্য-দুর্গকেই সুদুস্তর বলিয়া থাকেন, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ভূপতি-গণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজার প্রতিই দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। রাজা ধর্ম্মশীল এবং সত্যবাদী হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অনুরক্ত হয়।'

'হে পুত্র! তুমি সর্ব্বজাতীয় প্রকৃতিগণের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করিবে না, কারণ রাজা ক্ষমাশীল কুঞ্জরের ন্যায় মৃদু স্বভাব হইলে অধম অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া কথিত হয়েন। মহারাজ! এই নিমিত্ত পূর্ব্বে বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্রে যে শ্লোক কথিত হইয়াছে, আমি তাঁহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হস্তিপক যেরূপ ক্ষমাশীল মাতঙ্গের মস্তকেই আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ নৃপতি ক্ষমা-শীল হইলে নীচ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিভূত করিয়া থাকে; অতএব বসন্তকালীন সূর্য্য যেরূপ নিরতিশয় শীতল অথবা প্রখর-কিরণ নহেন, তদ্রূপ ভূপতি-গণেরও সর্ব্বদা মৃদু বা নিতান্ত তীক্ষ্ণ-দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ! প্রত্যক্ষ (উপকার এবং অপকারাদি-রূপ কার্য্য) অনুমান (মুখ-নেত্রাদি বিকার) উপমান (অন্যত্রে তৎকৃত কার্য্য দর্শন) এবং আগম অর্থাৎ সামুদ্রিকোক্ত শব্দাদি লক্ষণ-দ্বারা শত্রু অথবা মিত্র উভয়ই সর্ব্বদা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। হে ভূরি-দক্ষিণ! তুমি মৃগয়াদি সর্ব্বপ্রকার ব্যসন পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তৎ-সমস্ত পরিত্যাগ না করিয়া কেবল-মাত্র তাহাতে নিয়ত আসক্তিই পরিত্যাগ করিবে; কারণ ব্যসনা-সক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই পরিভূত হইয়া থাকে। নৃপতি প্রজাদ্রোহী হইলে প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়, অতএব প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত গর্ভধারিণীর ন্যায় ব্যবহার করা রাজার কর্ত্তব্য। মহারাজ! যে কারণে এতাদৃশ উপমা সংলগ্ন হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ গর্ভধারিণী স্বীয় মনোমত ইষ্ট পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা করেন, তদ্রূপ যাহাতে প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গল হয়, এতাদৃশ কার্য্য করাই রাজার কর্ত্তব্য।

হে কুরু-পুঙ্গব! যে যে কার্য্য করিলে প্রজা-মণ্ডলের মঙ্গল হয়, তুমি স্বীয় মনোগত অভিলাষ পরি-ত্যাগ করিয়াও সর্ব্বদা তাদৃশ ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে। অপিচ হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি কখনই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে না; কারণ, রাজা ধীর এবং প্রখ্যাত-দণ্ড হইলে তাঁহার কুত্রাপি ভয় উপস্থিত হয় না। হে বাগ্মিপ্রবর রাজ-শার্দ্দূল! ভৃত্যবর্গের সহিত সর্ব্বদা পরিহাস করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, তাহাতে যে দোষ হয়, শ্রবণ কর। উপজীবী ভৃত্য-বর্গের সহিত নিয়ত সহবাস করিলে তাহারা ভর্ত্তাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করে না, স্বীয় মর্য্যাদা অতিক্রম

করিয়া প্রভুর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে, মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হইলে সকল কার্য্যে সংশয় জন্মায়, গোপনীয় ছিদ্র সকলও প্রকাশ করিয়া দেয়, যে দ্রব্য প্রার্থনীয় নহে, তাহাও প্রার্থনা করিয়া থাকে, রাজার অগোচরেই তাঁহার ভক্ষ্য-দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে, প্রভুর উপর ক্রোধ এবং তাঁহা হইতেও স্বীয় বুদ্ধি-প্রাখর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। মহারাজ! অধিক কি, তাহারা রাজ-শাসন অতিক্রম করিয়া লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করত নৃপতির নিকট লোকের অলীক গুণ-দোষাদি বর্ণন করিয়া সকল কার্য্যই নষ্ট করে, কৃত্রিম শাসন-পত্র প্রস্তুত করিয়া অধিকৃত দেশ সমুদয়কে নিঃসার করিয়া থাকে, রাজা যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করেন, ইহারাও তদনুরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া তাঁহার তুল্য-বেশধারী হয় এবং অন্তঃপুর-রক্ষিণী স্ত্রীগণের সহিত আসক্ত হইয়া ক্রমে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেও ইচ্ছা করে। হে রাজ-শার্দ্দূল! তাদৃশ ভৃত্যেরা এতাদৃশ নির্লজ্জ হইয়া থাকে যে, তাহারা নৃপতির সান্নিধানেই জৃম্ভণাদি দ্বারা বায়ু নিঃসারণ ও নিষ্ঠীবন করে এবং নৃপতির অতিগোপনীয় কথাও অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। ভূপতি মৃদু স্বভাব এবং পরিহাসশীল হইলে উপজীবী ভৃত্যবর্গ তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া তৎ-সদৃশ অশ্ব, হস্তী এবং রথে আরোহণ করিয়া থাকে। সেই সুহৃদগণ সভামধ্যেই নৃপতিকে 'রাজন্! আপনি এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না এবং এইটি আপনার দুরভিসন্ধি' ইত্যাদি বাক্য সকল বলিয়া থাকে। অপিচ নৃপতি ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা হাস্য করে এবং তিনি সৎকার করিলে তাহারা তাহাতে হৃষ্ট না হইয়া তৎকালে তাহা গোপন করত অন্যান্য কারণজনিত হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা অবলীলাক্রমে তদীয় আজ্ঞায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার দুষ্কৃত সকল প্রকাশ করে ও মন্ত্রণা সকল ভেদ করিয়া দেয়।

হে পুরুষ-শার্দ্দূল! নৃপতির অলঙ্কার, ভক্ষ্য, স্নানীয় এবং বিলেপন দ্রব্য সকল অপহৃত হইলে তাহারা তাঁহার সম্মুখেই নির্ভয়-চিত্তে তৎসমস্তে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকে। হে ভারত! তাহারা সর্ব্বদাই স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করে এবং নিজ বৃত্তিতে পরিতুষ্ট না হইয়া রাজস্ব পর্য্যন্ত হরণ করিতে আরম্ভ করে। অধিক কি, তাহারা সূত্র-সংযত শ্যেন পক্ষির ন্যায় নৃপতির সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করে এবং লোকের নিকট 'নৃপতি আমারই মন্ত্রণানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন' এইরূপ বলিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির! নৃপতি মৃদু এবং পরিহাসশীল হইলে পূর্ব্বোক্ত এবং অপর বহুবিধ দোষ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

ভীষ্ম-বাক্যে ষটপঞ্চাশত্তম অধ্যায়॥ ৫৬॥

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! নৃপতির নিয়ত উদ্যমশীল হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ রাজা রমণীগণের ন্যায় উদ্যম-বিহীন হইলে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন না। হে ক্ষাত্র-ধর্ম্মাশ্রিত মহারাজ! এই প্রস্তাবে ভগবান্ ভৃগু-নন্দন যে শ্লোক বলিয়াছেন, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ সর্প বিলবাসী মূষিক-প্রভৃতিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ভূমি, অবিরোধী নৃপতি এবং যিনি বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করেন নাই, তাদৃশ ব্রাহ্মণ বা যতিকে গ্রাস করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ নৃপতি এবং ব্রাহ্মণ অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হয়েন। অতএব হে পুরুষ-শার্দ্দূল! আমার এই উপদেশ যেন তোমার মনো-মধ্যে নিয়ত জাগরূক থাকে, অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে এবং যাহাদের সহিত বিরোধ করা বিধেয়, তাহাদিগের সহিত বিরোধ করিবে। যে স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং বল এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অথবা ইহার

কোন অঙ্গের প্রতিকূল আচরণ করিবে, সে মিত্র অথবা গুরু হইলেও তাহাকে বিনাশ করিবে।

হে রাজেন্দ্র! এই প্রস্তাবে পূর্ব্বে বৃহস্পতি-মতানুসারে মরুত্তরাজ-কর্ত্তৃক রাজগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে যে প্রাচীন শ্লোক কথিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। গুরু কার্য্যাকার্য্য বিবেক-বিহীন, গর্ব্বিত এবং কুপথগামী হইলে তাঁহারও অপ্রতিসমাধেয় দণ্ড হইয়া থাকে। মহারাজ! পূর্ব্বে সগর-পুত্র অসমঞ্জা পুরবাসিদিগের বালকগণকে বল-পূর্ব্বক সরযূ নদীতে নিমজ্জিত করিত, এই জন্য তদীয় পিতা বাহুপুত্র ধীমান্ নৃপতি সগর পৌরগণের হিত-সাধন বাসনায় স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জাকেও ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। মহাতপা শ্বেতকেতু অতিথি-সৎকার করিব বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বৃথা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিত, এই নিমিত্ত তিনি পিতার প্রিয় হইলেও তদীয় পিতা মহর্ষি উদ্দালক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব নিয়ত লোক-রঞ্জন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, সত্যের রক্ষা এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত সদ্ব্যবহার করাই রাজার সনাতন ধর্ম্ম। পরধনে লোভ প্রকাশ করা নৃপতির কর্ত্তব্য নহে; ভৃত্যবর্গকে যথা সময়ে বেতন প্রদান করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! নৃপতি সত্যবাদী, ক্ষমাশীল এবং বিক্রম-সম্পন্ন হইলে নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত হয়েন না। যিনি ক্রোধ এবং মনোবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত বাক্য সকলে যাঁহার অবিশ্বাস নাই; যিনি সতত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গে রত এবং যাঁহার মন্ত্রণা সকল অপরের শ্রুতি-গোচর হয় না, এতাদৃশ ত্রিবিধ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই রাজা হইবার যোগ্য। রাজন্! সাধারণের নিকট মন্ত্রণা সকল প্রকাশ হওয়া অপেক্ষা নৃপতিগণের আর সঙ্কট কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সকল রক্ষা করা ভূপতির কর্ত্তব্য, কারণ ধর্ম্মসঙ্কর হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করাই রাজার সনাতন ধর্ম্ম। যদিও সকল লোকের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া কেবলমাত্র স্বজনগণের প্রতি বিশ্বাস করাই নৃপতির কর্ত্তব্য বটে, তথাপি তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাও অনুচিত। নৃপতি নিজ বুদ্ধি দ্বারা ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ বলশালীর সহিত সন্ধি, তুল্য-বলের সহিত বিগ্রহ, দুর্ব্বলের দুর্গাদি আক্রমণ এবং স্বয়ং দুর্ব্বল হইলে নিজ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ, ইত্যাদি রাজ-নীতি সকলের পরিণাম ফলভূত জয় ও পরাজয়রূপ গুণ ও দোষ বিবেচনা করিবেন। যে ভূপতি আপন ছিদ্র গোপন রাখিয়া শত্রুগণের ছিদ্র সকল অবলোকন করেন; যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যিনি যথাস্থানে চার নিয়োগ ও শত্রুপক্ষীয় অমাত্যগণকে উৎকোচাদি প্রদান করিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইতে পারেন, তিনিই সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করেন।

যমের ন্যায় প্রভাবশালী ও সদ্বিচারক, কুবের-সদৃশ কোষ-সঞ্চয়-রত এবং ক্ষয় ও বৃদ্ধি জনক কার্য্য সকলের অবস্থা-বিশেষে গুণ ও দোষ সকল অবগত হওয়া ভূপতির কর্ত্তব্য। নৃপতি অভুক্তগণের ভোজন-দাতা, ভুক্তগণের তত্ত্বাবধারক, বৃদ্ধগণের উপাসক, অনলস, লোভ-বিহীন এবং সুমুখ হইবেন। মহারাজ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট-চিত্ত হওয়া, সাধু-বিচরিত-পথে বিচরণ এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করাই নৃপতির কর্ত্তব্য। সাধুগণের নিকট হইতে কখনই ধন-গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; বরং অসাধুগণের নিকট হইতে আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করা বিধেয়। রাজা স্বয়ং সমর-কুশল, দাতা অর্থাৎ যথা সময়ে দানশীল, শুদ্ধাচার, জিতেন্দ্রিয়, যথা-কাল-ভোজী এবং মনোহর ভূষণ-ভূষিত হইবেন। যে সকল মনুষ্য শূর, প্রভুভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্ট-পরিবার, সম্মান-সম্পন্ন বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সাধু ও অচল-সদৃশ স্থির-স্বভাব এবং যাহারা অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয় না, অন্যের

অবমাননা করে না, লোক সকলের চরিত্রজ্ঞ এবং পরলোকদর্শী, ঐশ্বর্য্যাভিলাষী নৃপতি নিরন্তর এতাদৃশ সৎকুল-প্রসূত ব্যক্তিগণকে সহায় করিয়া তাহাদিগের সহিত সমান-ভাবে বিষয়াদি ভোগ করিবেন, কেবল-মাত্র ছত্র এবং আজ্ঞা প্রদান করাই তাঁহার অধিক থাকিবে। মহারাজ! নৃপতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই উভয়বিধ বৃত্তি, সমভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখনই দুঃখভাগী হয়েন না। নরপতি যদি কাহাকেই বিশ্বাস না করেন, অথবা লোভ-পরবশ হইয়া অন্যের প্রতি বৃথা দোষ আরোপ করত তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বজনগণই অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে বিশুদ্ধ-স্বভাব ভূপতি নিরন্তর প্রকৃতি-পুঞ্জের চিত্তরঞ্জনে অনুরক্ত থাকেন, তিনি কখনই অরাতিকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্থান-ভ্রষ্ট হয়েন না, হইলেও তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন। রাজা যদি ক্রোধ-রহিত, মৃদু-দণ্ড, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃগয়াদি ব্যসনে আসক্ত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি হিমালয়-সদৃশ সর্ব্বভূতের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া থাকেন। যে নৃপতি প্রাজ্ঞ, দানশীল, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধায়ী, সুন্দর-দর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাবর্গের নয়াপনয়বিৎ, জিতক্রোধ, নিয়ত সুপ্রসন্ন, ক্ষিপ্রকারী, মনস্বী, ক্রিয়াবান্, আত্মশ্লাঘা-বিরহিত ও যোগাভ্যাসরত এবং যাঁহার অমাত্যগণ অক্রোধ-স্বভাব ও যাঁহার আরব্ধকার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইতে দেখা যায়, তিনিই রাজসত্তম বলিয়া কথিত হয়েন। পুত্রগণ যেরূপে পিতৃগৃহে বাস করে, তদ্রূপ যাঁহার রাজ্য মধ্যে মনুষ্যগণ নির্ভয়-চিত্তে বিচরণ করে, সেই ভূপতিই রাজ-সত্তম বলিয়া কথিত হয়েন। যাঁহার পুরবাসীগণ সকলেই বিভবশালী এবং নয়াপনয়কুশল লোক সকল যাঁহার রাজ্য মধ্যে বাস করে, সেই নৃপতিই রাজ-সত্তম। যাঁহার বিষয়-বাসী রাজ-বশীভূত, নীতি-নিপুণ, রাজাজ্ঞা-প্রতিপালক, পরাভিভবশীল এবং দানরত প্রকৃতিগণ যথাবিধি পালিত এবং সুশাসন-শাসিত হইয়া পরস্পর বিরোধ না করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তিনিই ভূপতি বলিয়া অভিহিত হয়েন। যে নৃপতির রাজ্য মধ্যে দম্ভ, অনৃত, মায়া এবং মৎসরাদি নাই, তিনি সনাতন ধর্ম্ম-পালন জন্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণকে সৎকার করেন এবং শাস্ত্রার্থানুশীলন ও পুরবাসিগণের হিত-সাধনে রত থাকেন, তাদৃশ সন্মার্গবর্ত্তী দানশীল নৃপতিই রাজত্ব লাভ করিবার যোগ্য। শত্রুগণ যাঁহার চারগণকে অপ্রেরিত এবং মন্ত্রণা সকলকে অকৃতের ন্যায় অবগত হইতে না পারে, সেই রাজাই রাজত্ব লাভ করিবার যোগ্য। হে ভারত! মহাত্মা ভৃগু নন্দন শুক্র পূর্ব্বে রাম-চরিত কথনকালে, নৃপতির প্রতি এই শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। 'প্রজাগণ ভূপতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া রক্ষা করিবে, তৎপরে ভার্য্যা এবং তদনন্তর ধন রক্ষায় যত্নবান্ হইবে; কারণ নৃপতি না থাকিলে তাহাদের ভার্য্যাই বা কোথায় এবং ধনই বা কোথায় থাকিবে। সুতরাং লোক সকলকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা ভিন্ন, রাজ্যার্থী ভূপতির আর অন্য সনাতন ধর্ম্ম নাই; কারণ রক্ষাই প্রজা রঞ্জনের মূল।' রাজেন্দ্র! রাজধর্ম্ম প্রস্তাবে প্রাচেতস মনু যে দুইটি শ্লোক বলিয়াছিলেন, আমি উদাহরণ-স্বরূপ সেই দুইটি শ্লোক তোমার নিকট বলিতেছি, একচিত্তে শ্রবণ কর। 'মনুষ্য, অবক্তা আচার্য্য, অধ্যয়ন-বিহীন ঋত্বিক্, অরক্ষক ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামবাসাভিলাষী গোপাল এবং বনবাসাভিলাষী নাপিত এই ছয় ব্যক্তিকে অর্ণব-মধ্যগত ভগ্ন নৌকার ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।'

ভীষ্ম-বাক্যে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়॥ ৫৭॥

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! দুগ্ধের নবনীত-সদৃশ প্রজা রক্ষাই রাজধর্ম্মের সার; কারণ ভগবান্ বৃহস্পতি ইহা ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মকেই প্রশংসা

করেন না। হে ধার্ম্মিক-প্রবর! ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্র, সহস্র-লোচন ইন্দ্র, ভগবান্ ভারদ্বাজ এবং গৌরশিরা মুনি, এই ধার্ম্মিক-প্রবর, রাজধর্ম্ম-প্রণেতা ব্রহ্মবাদিগণ, লোকরক্ষারূপ ধর্ম্মকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে কমল-লোচন যুধিষ্ঠির! এক্ষণে লোক রক্ষা বিষয়ক যুক্তি সকল শ্রবণ কর; যথা নিয়মে চার-নিয়োগ ও দূত-প্রেরণ, সময়ানুসারে দান, মৎসর-বিহীন জনগণের নিকট হইতে সদ্যুক্তি গ্রহণ, অসদুপায় অবলম্বন-দ্বারা কর-সংগ্রহ না করা, সাধু-লোক সকল সংগ্রহ করা, সত্যবাদী হওয়া, সময়ানুরূপ শৌর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের হিতসাধন চেষ্টা করা, সরল অথবা কুটিল উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রু-পক্ষগণের পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া, জীর্ণ এবং ভগ্নোন্মুখ গৃহ সকলের পর্য্যবেক্ষণ, শারীর এবং অর্থ এই উভয়বিধ দণ্ডের সময়ানুরূপ প্রয়োগ, সাধু এবং সৎকুল-প্রসূতগণকে পরিত্যাগ না করিয়া কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত করা, যাহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য তাহাদিগের সংগ্রহ, বুদ্ধিমানগণের সেবা, সৈন্যগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন, নিয়ত প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, কোষ-বর্দ্ধন এবং কার্য্যকালে তাহার রিক্ততা প্রদর্শন না করা, প্রহরীগণের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং স্বপুর পর্য্যবেক্ষণ, অপরের দ্বারা পুরবাসিগণের এবং ভৃত্যবর্গের পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া, প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুগণের নিকটস্থিত মিত্রবর্গের যথাবৎ তত্ত্বাবধারণ, স্বয়ং অন্তঃপুর পর্য্যবেক্ষণ, ভৃত্যবর্গকে অবিশ্বাস, শত্রুগণকে আশ্বাস প্রদান এবং তাহাদিগকে অবজ্ঞা না করা, অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ, সতত উদ্যোগী এবং নীতিমার্গানুযায়ী হওয়াই নৃপতিগণের কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি নৃপতিগণের উদ্যোগকেই রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে যে একটি শ্লোক আছে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিদশগণ উদ্যোগদ্বারাই অমৃত লাভ এবং অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন, দেবরাজ স্বীয় উদ্যোগেই ত্রিলোক-মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। উদ্যোগী পুরুষ পণ্ডিতগণের উপর আধিপত্য করেন এবং পণ্ডিতগণ স্তবাদি-দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা-সাধন করত তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। নৃপতি বুদ্ধিমান্ হইয়াও নিয়ত উদ্যোগ-বিহীন হইলে, নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় শত্রুগণের ধর্ষণীয় হইয়া থাকেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করা বলবানের কর্ত্তব্য নহে, কারণ অগ্নি অল্প হইলেও দগ্ধ করিতে এবং বিষ বিন্দুমাত্র হইলেও জীবন নাশ করিতে পারে। শত্রু, হস্তী অশ্ব-প্রভৃতি অঙ্গ সকলের একাঙ্গমাত্র লইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সমৃদ্ধিমান্ নৃপতির সমস্ত দেশকেই সন্তাপিত করিতে পারে।

নৃপতি নিজ গোপনীয় বাক্য সকল, শত্রু-বিজয়ের নিমিত্ত লোকসংগ্রহ ও শারীরিক বা মানসিক কৌটিল্যাদি এবং যে সকল হীন কার্য্য করিয়া থাকেন, সকলের নিকট সারল্য প্রকাশ করিয়া তৎসমস্তই গোপন রাখিবেন। লোক সকলকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্ম সকল আচরণ করিবেন; কারণ অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ সুমহৎ রাজ্যতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যুধিষ্ঠির! নিরতিশয় মৃদু ব্যক্তি এরূপ আয়াস-সাধ্য স্থান রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না এবং নিতান্ত সরল-প্রকৃতি হইলেও এতাদৃশ সর্ব্বলোক-লোভ-জনক রাজ্য রক্ষা হয় না, সুতরাং সারল্য এবং ক্রৌর্য্য এই উভয়-মিশ্র বৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি এই নিয়মে প্রজা সকলকে রক্ষা করিতে নৃপতির বিপত্তিও উপস্থিত হয়, তথাপি ইহাই তাঁহার বিপুল ধর্ম্ম; কারণ এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করাই নৃপতির কর্ত্তব্য। হে কুরুপুঙ্গব! এই ত সামান্যত রাজধর্ম্মের কিয়দংশ তোমার নিকট বর্ণিত হইল, অতঃপর তোমার যে স্থানে সন্দেহ আছে তাহা বল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ভগবান্ ব্যাস, দেবস্থান, অশ্ব, বাসুদেব, কৃপ, সাত্যকি এবং সঞ্জয়

সেই ধার্ম্মিক-প্রবর নরশার্দ্দূল ভীষ্মকে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে তাঁহারা এরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, সকলের মুখই বিকসিত পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদনন্তর, কুরু-সত্তম যুধিষ্ঠির দুঃখিতান্তঃকরণে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ভীষ্মের পদ-দ্বয় স্পর্শ করিয়া বলিলেন, পিতামহ! আমার যে সকল সন্দেহ আছে, তাহা কল্য আপনার নিকট ব্যক্ত করিব, কারণ অদ্য সূর্য্যদেব পার্থিব রস পান করিয়া অস্তগামী হইতেছেন।

তদনন্তর, শত্রুতাপন সুব্রত কেশব, কৃপ এবং যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন এবং গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করত, দৃশদ্বতী নদীতে যথাবিধানে মাঙ্গলিক জপ-কার্য্য, সন্ধ্যোপাসনা এবং উদক-ক্রিয়া সমাপন করিয়া হস্তিনাপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি সায়ঙ্গমে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ডব এবং যাদবগণ পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করত পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে রথারোহণ করিয়া পুনর্ব্বার ভীষ্ম সমীপে যাত্রা করিলেন। তৎকালে সেই পাণ্ডব এবং যাদবগণের সমবেত রথ সকলকে নগর-সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অনঘ গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মকে ‘আপনার সুখে রজনী অতিবাহিত হইয়াছে ত?’ এই কথা জিজ্ঞাসা করত ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে নমস্কার করিয়া এবং তাঁহাদের সকলের-দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া সেই রথি-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, ধর্ম্মরাজ মহাতেজা রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গা-নন্দনকে যথাবিধি প্রতিপূজিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শত্রুতাপন ভরত-নন্দন! ভূমণ্ডলে ‘রাজা’ এই যে শব্দ-প্রচলিত আছে, ইহা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? তাহা আমাকে বলুন!! এই ভূমণ্ডলে পাণি, ভুজ, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, আত্মা, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, বিশ্বাস, প্রাণ, শরীর, জন্ম, মৃত্যু এবং অপর গুণ সকল, সকল মনুষ্যের তুল্য হইলেও কি কারণে এক ব্যক্তিই অপর বিশিষ্ট-বুদ্ধি শূর পুরুষগণের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন? কি কারণেই বা এক ব্যক্তিই এই শূর, বীর এবং আর্য্য-সঙ্কুল সমগ্রা বসুন্ধরাকে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং অপর সকল লোকই তাঁহার প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে? হে বাগ্মি-প্রবর ভরত-শ্রেষ্ঠ! এক ব্যক্তি প্রসন্ন থাকিলে সকলেই প্রসন্ন এবং ব্যাকুল হইলে সকলেই আকুল হইয়া থাকে, এই যে রীতি চিরকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আমি যথাবৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনি বিস্তার ক্রমে আমার নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করুন। হে নরনাথ! সকল লোকেই যে এক ব্যক্তির নিকট নত হইয়া থাকে, বোধ হয় ইহার কারণও সামান্য হইবে না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নর-শার্দ্দূল যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে সত্যযুগে যেরূপে প্রথমত রাজত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে রাজা বা রাজ্য এবং দণ্ড-কর্ত্তা বা দণ্ড কিছুই ছিল না, প্রজাগণই ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিত। হে ভারত! এইরূপ রক্ষা করিতে করিতে ক্রমে তাহারা পরিশ্রান্ত হওয়ায় তাহাদের চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হইল। হে পুরুষ-পুঙ্গব! এইরূপ চিত্ত-বিভ্রমহেতু জ্ঞানলোপ হওয়ায় তাহাদের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল। হে ভরত-সত্তম! ক্রমে মোহ এবং লোভ উপস্থিত হইলে তাহারা অপ্রাপ্ত বস্তু সকল পাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল; সুতরাং বিষয়াভিলাষ এবং ইন্দ্রিয়-প্রীতি প্রভৃতি কামনা সকলও সেই সময়ে তাহাদের চিত্তকে আক্রমণ করিল। যুধি-

স্থির! এইরূপে তাহাদের ভোগাভিলাষ উপস্থিত হইলে, তাহারা তাহাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক-বিহীন হইল। হে রাজেন্দ্র! সুতরাং তাহাদের অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বা দোষাদোষ কোন বিচারই থাকিল না। হে রাজন্! নরলোকে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইলে বেদ সকল নষ্ট হইল, সুতরাং যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলও লুপ্ত হইল। হে নর-শার্দ্দূল! এইরূপে বেদ এবং যজ্ঞাদি লুপ্ত হইলে ত্রিদশগণ ভয়-বিহ্বল-চিত্তে লোক-পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে স্তবাদি-দ্বারা প্রসন্ন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন।

ভগবন্! নরলোকে লোভ এবং মোহাদি ভাব সকল উপস্থিত হওয়ায় সনাতন বেদ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই জন্য আমাদেরও ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হে ত্রিভুবননাথ ব্রহ্মন্! বেদ সকল বিলুপ্ত হওয়ায় যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলও নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমরা এক্ষণে সেই মর্ত্ত্যবাসী মানবগণের তুল্যই হইয়াছি। মনুষ্যেরা আমাদিগকে ঊর্দ্ধমুখে আহুতি প্রদান করিত এবং আমরাও তদ্বিনিময়ে পৃথিবীতে জল বর্ষণ করিতাম, কিন্তু এক্ষণ সেই সকল ক্রিয়া উপরত হওয়ায় আমরাও নষ্ট-প্রায় হইয়াছি। পিতামহ! আপনার প্রভাবে আমাদের যে ঐশ্বর্য্যাদি হইয়াছিল, তৎসমস্তই বিনষ্ট হইতেছে, অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের শ্রেয় হয়, আপনি তাহার বিধান করুন।

তদনন্তর, ভগবান্ স্বয়ম্ভু সেই সমাগত সুরগণকে বলিলেন, হে সুর-সত্তমগণ! তোমরা ভীত হইও না, যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, আমি তজ্জন্য চিন্তিত থাকিলাম।

অনন্তর, পিতামহ স্বীয় বুদ্ধি-প্রভাবে শত-সহস্র অধ্যায়াত্মক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তন্মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম বিস্তাররূপে বর্ণন করিলেন। স্বয়ম্ভু ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলিয়া বিখ্যাত করিলেন এবং ত্রিবর্গ হইতে বিপরীত ফল-দায়ক ও পৃথক্-গুণ বিশিষ্ট চতুর্থ মোক্ষ নামক পদ তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিলেন। মোক্ষেরও সকাম-কর্ম্ম ভেদে সত্ত্ব, রজ ও তম-রূপ ত্রিবর্গ এবং নিষ্কাম-ভেদে তদতিরিক্ত অপর একবর্গ সন্নিবেশিত করিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! বণিক্‌গণের শাম্য, তাপসগণের বৃদ্ধি এবং চৌরগণের ক্ষয় এই দণ্ড-জন্য ত্রিবর্গ, আত্মা, দেশ, কাল, উপায়, প্রয়োজন এবং সহায়, নীতি হইতে উৎপন্ন এই ষড়্‌বর্গ, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি বাণিজ্যাদিরূপ জীবিকাকাণ্ড এবং সুবিস্তীর্ণ দণ্ডনীতি, এই সকল সেই পিতামহ-প্রণীত শত-সহস্রাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। হে পার্থিব! অমাত্যবর্গের রক্ষা, প্রণিধি ও রাজপুত্র-গণের লক্ষণ, বিবিধোপায়বিৎ চার, ব্রহ্মচার্য্যাদি বেশধারী পৃথগ্বিধ গুপ্তচার এবং সাম, ভেদ, দান, দণ্ড ও উপেক্ষা এই সকল তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্র, ভেদার্থ, মন্ত্র-বিভ্রম এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফলও উক্ত হইয়াছে। ভয় প্রযুক্ত, সৎকার-পূর্ব্বক এবং ধন গ্রহণ-দ্বারা কৃত হীন, মধ্যম ও উত্তমরূপ ত্রিবিধ সন্ধি সেই শত-সহস্রাধ্যায়ে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্ম-সংযুক্ত বিজয়, অর্থ-বিজয় এবং অন্যায়-পূর্ব্বক কৃত আসুর-বিজয় কৃৎস্নরূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে। উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল এবং কোষ, এই পঞ্চ বর্গের লক্ষণ সকল বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশ্য এবং গুপ্ত ঐ দ্বিবিধ সেনা কথিত হইয়াছে; ঐ উভয়েরই অষ্টবিধ বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। হে পাণ্ডু-নন্দন! রথ, নাগ, হয়, পত্তি, বিষ্টি (বেগার) নাবিক, ভারবাহী চর এবং দৈশিক অর্থাৎ উপদেষ্টা এই আটটি প্রকাশ্য বলের অঙ্গ। পরিহিত বস্ত্রাদিতে, অন্নাদি ভক্ষ্য-দ্রব্যে এবং আভিচারিক কার্য্যে জঙ্গম অর্থাৎ মহাবৃশ্চিকাদির ও অজঙ্গম অর্থাৎ রক্তশৃঙ্গি-কাদির বিষাদি চূর্ণ যোগরূপ দণ্ড অভিহিত হইয়াছে।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ কুরু-নন্দন! অরি, মিত্র এবং উদাসীনগণের লক্ষণও বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির মার্গগুণ, ভূমিগুণ, মন্ত্র ও যন্ত্রাদি ধারণ-দ্বারা আত্মার রক্ষা, আশ্বাস এবং রথ নির্ম্মাণাদি পর্য্যবেক্ষণ; মনুষ্য, নাগ এবং অশ্বগণের বলপুষ্টিকারক বহুবিধ যোগ, বহুবিধ ব্যূহ এবং বিচিত্র যুদ্ধ-কৌশল, ধূমকেতু-প্রভৃতি উৎপাত, উল্কাপাত ও ভূমিকম্পাদিরূপ নিপাত, শস্ত্র সকলের তীক্ষ্ণীকরণ এবং তাহাদের ক্ষেপণ ও উপসংহারাদি জ্ঞান সকল সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হে পাণ্ডু-নন্দন! বল সকলের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও পীড়া, আপৎকাল, পাত্র-সকলের গুণাগুণবিজ্ঞান, দুন্দুভি-প্রভৃতির ধ্বনি-দ্বারা যাত্রাকাল বিধান, পতাকাদি দর্শন এবং মন্ত্রণাদি শ্রবণ-দ্বারা শত্রুগণকে সম্মোহিত করণরূপ যোগ-সঞ্চার, এই সকল সেই শত-সহস্রাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। উগ্ররূপ চৌর, বনচারী কিরাত, অগ্নিদ, বিষদ, এবং কৃত্রিম অনুশাসন-পত্র প্রস্তুতকারী লোক সকলের দ্বারা বলাধ্যক্ষগণের ভেদ জন্মাইয়া, ধান্যাদি ছেদন করিয়া, মন্ত্র, তন্ত্র ও মহৌষধি-দ্বারা মাতঙ্গ সকলের দোষ জন্মাইয়া, প্রজা সকলকে ভয়-প্রদর্শন ও অনুগতগণকে সৎকার এবং লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া শত্রু রাজ্যকে পীড়িত করা, সেই শত-সহস্রাধ্যায় মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তাঙ্গরাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি এবং তন্মধ্যে শান্তি স্থাপন, রাজ্যবৃদ্ধিকরণ ও বলবান লোক সকলকে সংগ্রহ করা, এই সকল সেই শাস্ত্র মধ্যে উক্ত হইয়াছে। শত্রুর নিকট-স্থিত মিত্র-বর্গের প্রপঞ্চন, বলশালিগণকে প্রতিঘাত এবং পীড়িত করা, সূক্ষ্ম-বিচার, খল পুরুষগণকে উন্মূলিত করা, মল্লক্রীড়া, আয়ুধ-ক্ষেপণ, দান, দ্রব্য সংগ্রহ, অভৃতগণের ভরণ, ভৃতগণের তত্ত্বাবধারণ, সময়ানুরূপ অর্থ ব্যয়, মৃগয়াদি ব্যসনে অনাসক্তি, উত্থানাদি রাজগুণ, মৌলতাদি সেনাপতিগুণ এবং ত্রিবর্গের গুণ, দোষ ও কারণ সকল বর্ণিত হইয়াছে। নানাবিধ দুরভিসন্ধি, অনুবর্ত্তিগণের বৃত্তি, সর্ব্বপ্রকার প্রমাদের শঙ্কিতত্ত্ব ও বর্জ্জন বিধি, অলব্ধ অর্থের লাভ, লব্ধ অর্থের পরিবর্দ্ধন এবং বর্দ্ধিত অর্থের বিধিবৎ সৎপাত্রে দান, যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্ত দান, কাম্য দান ও বিপৎ উপস্থিত হইলে দান, এই সকল সেই শত-সহস্রাধ্যায় মধ্যে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই শত-সহস্রাধ্যায় মধ্যে নিদারুণ ক্রোধ-জনিত এবং কাম-জন্য দশবিধ ব্যসনও উক্ত হইয়াছে।

হে ভরতর্ষভ! পিতামহ তন্মধ্যে বলিয়াছেন যে, আচার্য্যগণ মৃগয়া, অক্ষ, সুরাপান এবং রমণীগণে একান্ত আসক্ত, এই চারিটিকে কাম-জনিত ব্যসন বলিয়া থাকেন। পরুষ-বাক্য, কোপন-স্বভাব, কঠোর-দণ্ড, নিগ্রহ, ক্রোধ-বশত আত্ম-হননাদি-দ্বারা দেহত্যাগ এবং অর্থ-দূষণ এই ছয়টি ক্রোধ-জনিত ব্যসন বলিয়া অভিহিত হয়। যন্ত্র নির্ম্মাণের বহুবিধ কৌশল এবং তাহার ক্রিয়া সকল বর্ণিত হইয়াছে। শত্রু সকলের পীড়ন ও প্রতিঘাত, কেতন সকলের ভঞ্জন, চৈত্রদ্রুম সকলের অবমর্দ্দন, কৃষ্যাদি কর্ম্মের অনুশাসন এবং কৃষিজাত দ্রব্য সকলের রক্ষণ, আবশ্যকীয় দ্রব্য সকলের আয়োজন, বর্ম্ম এবং বর্ম্ম নির্ম্মাণের যুক্তি সকল বর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির! তন্মধ্যে পণব, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও ভেরী সকলের লক্ষণ এবং মণি, পশু, ভূমি, বসন, দাসী ও কাঞ্চন এই ষড়্বিধ দ্রব্যের উপার্জ্জন ও অবমর্দ্দন, লব্ধ বস্তুর প্রশমন, সাধু সকলের পূজন, পণ্ডিতগণের সহিত সমভাব, দান ও হোমের নিয়ম সকল অবগত হওয়া, সুবর্ণাদি মাঙ্গল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীরের অলঙ্করণ, ভক্ষ্য বস্তুর নিয়ম এবং নিয়ত আস্তিক্য এই সকল উক্ত হইয়াছে। হে ভরত-শার্দ্দূল! যে কোন রূপে হউক, একের উত্থান-প্রকার, বাক্যের সত্যত্ব, সভা-মধ্যে ও উৎসবে কথিত বাক্যের মধুরত্ব, ধ্বজারোহণাদি-রূপ গৃহ-কার্য্য, সাধারণ জনগণ যে স্থানে উপবেশন করে, তাদৃশ চত্বরে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই কার্য্য

সকলের যথাবৎ পর্য্যবেক্ষণ, বিপ্রগণের অদণ্ডাত্ব, যুক্তি অনুসারে দণ্ড-নিপাতন, অনুজীবি স্বজাতি-গণের গুণানুসারে মর্য্যাদাস্থাপন, পৌরগণের রক্ষণ এবং রাজ্যের পরিবর্দ্ধন, সেই শত সহস্রাধ্যায় মধ্যে উক্ত হইয়াছে। রাজন্! অরি, মিত্র এবং উদাসীন প্রত্যেকে চারিটি চারিটি ভেদে দ্বাদশ রাজিক মণ্ডল বিষয়ক যুক্তি সমুদয়, বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত শৌচ ও অভ্যঙ্গাদি দ্বিসপ্ততিবিধ শরীর সংস্কার এবং দেশ, জাতি ও কুলভেদে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম সকল কথিত হইয়াছে। হে ভূরিদক্ষিণ! তন্মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, বহুবিধ উপায় এবং অর্থ-লিপ্সার বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে। কোষ-বৃদ্ধিকর কৃষ্যাদি কার্য্য, মায়া-যোগ এবং বদ্ধ-স্রোত জলের দূষণ সকল অভিহিত হইয়াছে। হে রাজ-শার্দ্দূল! যে যে উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যগণ আর্য্য-গণের অবলম্বিত পথ হইতে বিচলিত না হয়েন, তৎসমস্তই সেই পিতামহ-প্রণীত নীতিশাস্ত্র মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভু ভগবান্ পিতামহ এই মঙ্গল-জনক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণকে বলিলেন, 'আমি লোক সকলের উপকার এবং ত্রিবর্গ সংস্থাপনের নিমিত্ত দুগ্ধের নবনীত-সদৃশ বাক্য সকলের সারভূত এই যুক্তি প্রকাশ করিয়াছি। লোক-রক্ষণকারিণী এই যুক্তি দণ্ডের সহিত প্রয়োগ করিলে, লোক সকলের নিগ্রহানুগ্রহ-রত হইয়া ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইবে। এই বিশ্ব দণ্ডের দ্বারা প্রণীত হয়, অথবা বিশ্বই দণ্ডকে প্রণয়ন করে, সেই জন্য এই নীতি ত্রিলোক মধ্যে দণ্ডনীতি বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ষাড়্গুণ্য গুণ সকলের সারভূত এই শাস্ত্র সর্ব্বদাই মহাত্মগণের অগ্রে অবস্থান করিবে; কারণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই সমস্তই ইহার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে'।

তদনন্তর, বহুরূপ, বিশালাক্ষ, স্থাণু, ভগবান্ উমা-পতি শঙ্কর প্রথমেই সেই নীতি শাস্ত্র গ্রহণ করি-লেন। ভগবান্ শিব প্রজা সকলের আয়ুষ্কাল হ্রাস হইয়াছে জানিয়া পিতামহ-কৃত সেই মহার্থ শাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলেন। সুব্রহ্মণ্য মহাতপা ভগবান্ পুরন্দর ইন্দ্র দশ-সহস্র অধ্যায়াত্মক সেই বৈশালাক্ষ নামক নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপ করত পঞ্চ-সহস্র অধ্যায় করিলেন এবং সেই শাস্ত্র বাহুদন্তক নামে বিখ্যাত হইল। বুদ্ধিমানগণের অগ্রগণ্য বৃহস্পতি সেই বাসব-প্রণীত শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করিয়া তিন সহস্র অধ্যায় করিলেন। বৎস! তাহা এক্ষণে বার্হস্পত্য শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। অমিতপ্রজ্ঞ যোগাচার্য্য মহাযশা শুক্র তাহাকে সংক্ষেপ করিয়া এক সহস্র অধ্যায় করিলেন। এইরূপে লোক সক-লের আয়ুষ্কালের ন্যূনতা অনুসারে মহর্ষিগণ স্ব স্ব বুদ্ধি-প্রভাবে সেই শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর, দেবগণ প্রজাপতি বিষ্ণুর নিকট সমাগত হইয়া বলিলেন, 'যে, সমস্ত মর্ত্ত্যগণের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে, আপনি এরূপ কোন এক জনকে আদেশ করুন'। তদনন্তর, দেব, ভগবান্, প্রভু, নারায়ণ তৈজস এবং বিরজা নামক দুই মানস পুত্রকে সৃষ্টি করিলেন। হে পাণ্ডুনন্দন! তন্মধ্যে মহাভাগ বিরজা ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ তাঁহার বুদ্ধি সন্ন্যাস-বৃত্তিতে অনুরক্তা হইল। তাঁহার কীর্ত্তিমান্ নামক যে পুত্র হইয়াছিলেন, তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কীর্ত্তি-মান্পুত্র কর্দ্দমও সুমহৎ তপস্যা করিলেন। প্রজা-পতি কর্দ্দমের দণ্ডনীতি-বিশারদ অনঙ্গ নামক যে পুত্র হইয়াছিলেন, তিনিই প্রজাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে অনঙ্গ-পুত্র নীতিমান্ অতিবল সুমহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইলেন। ত্রিলোক-বিশ্রুতা সুনীথা নাম্নী মৃত্যুর যে মানসী কন্যা ছিলেন, তাঁহা হইতে বেণের জন্ম হইল। অতিবল-পুত্র বেণ রাগ-দ্বেষ-বশীভূত হইয়া প্রজা-

গণের উপর অধর্ম্মাচরণ করিতে থাকিলে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশ সকলের দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন।

তদনন্তর, ঋষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ করত সেই বেণের দক্ষিণ উরু মন্থন করায় তাহা হইতে পৃথিবীতে এক জন বিকৃত বেশ দগ্ধস্থূণা-সদৃশ, লোহিত-লোচন, অসিত-কেশ এবং হ্রস্বাঙ্গ পুরুষ উৎপন্ন হইলে, সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাহাকে 'নিষীদ' অর্থাৎ পতিত হও, এইরূপ বলিলেন ; সুতরাং তাহা হইতে যে ক্রূর মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল, তাহারা 'নিষাদ' এই নামে বিখ্যাত হইয়া শৈল এবং বন সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজন্! এক্ষণে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে যাহারা বাস করে এবং অপর যে সকল অসংখ্য ম্লেচ্ছ আছে, ইহারা সকলেই সেই নিষাদগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অনন্তর, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার বেণের দক্ষিণ-পাণি মন্থন করিলেন, তাহাতে কবচধারী, বদ্ধনিস্ত্রিংশ, সশর-শরাসন, বেদবেদাঙ্গবিৎ এবং ধনুর্ব্বেদ-পারগ দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় অপর এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। মহারাজ! দণ্ডনীতি সকল যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তদনন্তর, বেণ-নন্দন কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই মহর্ষিগণকে বলিলেন, 'আমার এই যে নিরতিশয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, আমি ইহার দ্বারা কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আপনারা আমাকে সত্য করিয়া বলুন। আপনারা আমাকে যে অর্থ-সমন্বিত কার্য্য করিতে কহিবেন, আমি অবিলম্বেই তাহা সম্পাদন করিব, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই'।

অনন্তর, দেবতা এবং পরমর্ষিগণ তাহাকে বলিলেন, 'তুমি নিয়মশীল হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ধর্ম্ম-সঙ্গত কার্য্য সকল আচরণ কর। তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এবং প্রিয় অথবা অপ্রিয় এরূপ বিবেচনা না করিয়া সকল জন্তুতেই সমভাব প্রকাশ করিবে। পৃথিবীতে যে কোন মনুষ্য ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচলিত হইবে, তুমি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় বাহুবলে তাহাদিগের দণ্ড বিধান করিবে। হে শত্রুতাপন! তুমি মন, কর্ম্ম এবং বাক্য-দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা কর যে, অখিল ভৌম পদার্থকে ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পালন করিবে; আপনার বশীভূত না হইয়া, দণ্ডনীতির নিয়মানুসারে যে সকল ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, নিঃশঙ্ক-চিত্তে সেই সকল আচরণ করিবে, দ্বিজাতিগণ আমার অদণ্ড্য এবং আমি লোক সকলকে শঙ্কর হইতে রক্ষা করিব'।

তদনন্তর, বেণ-নন্দন সেই ঋষি-প্রমুখ দেবগণকে বলিলেন, 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ আমার নমস্য হউন'। সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ 'তাহাই হইবে' এইরূপ অঙ্গীকার করিলে ব্রহ্মময় নিধির স্বরূপ ভগবান্ শুক্র তাঁহার পুরোহিত হইলেন। সারস্বত্যগণ ও বালিখিল্যগণ তাঁহার মন্ত্রী এবং মহর্ষি ভগবান্ গর্গ জ্যোতির্ব্বিদ্ হইলেন। এইরূপে শরীর-ভেদে বিষ্ণু হইতে অষ্টম পর্য্যায় বেণ-তনয় পৃথু পৃথিবীতে রাজ্য স্থাপন করিলেন, এইরূপ শ্রুতি আছে। ইহার পূর্ব্বেই সূত ও মাগধ নামক তাঁহার দুই জন বন্দী উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রতাপবান্ বেণ-নন্দন পৃথু তাহাদের উভয়ের উপর প্রীত হইয়া সূতকে অনুপদেশ এবং মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ভূমির নিরতিশয় বৈষম্য দোষ ছিল, কারণ প্রতি মন্বন্তরেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিষম হইয়াছিল, সেই জন্য বেণ-তনয় ধনুষ্কোটি-দ্বারা শিলা জাল সকলকে উদ্ধৃত করিয়া বৰ্দ্ধিত করত বসুধার সমত্ব সম্পাদন করিলেন।

হে পাণ্ডুনন্দন! এইরূপে পৃথু, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিষ্ণু, প্রজাপালক ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলে, রত্নপূর্ণা বসুন্ধরা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার প্রণয়িনী হইলেন। যুধিষ্ঠির! সরিৎপতি সাগর অচলোত্তম হিমবান্ এবং দেবরাজ শতক্রতু তাঁহাকে

অবিনাশি ধন প্রদান করিলেন। কনকপর্ব্বত সুমেরু স্বয়ং আসিয়া সুবর্ণ প্রদান করিলেন। যক্ষ এবং রাক্ষসগণের ভর্ত্তা নর-বাহন ভগবান্ কুবের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধন-সমর্থ ধন প্রদান করিলেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! সেই পৃথু চিন্তা করিবামাত্রেই অসংখ্য রথ, নাগ এবং পুরুষ সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার রাজত্বকালে জরা, দুর্ভিক্ষ, আধি, অথবা ব্যাধি কিছুই ছিল না। তাঁহার শাসনে সরীসৃপ অথবা চৌরগণ হইতে পরস্পরের ভয় উপস্থিত হইত না। তিনি যখন সমুদ্রে গমন করিতেন, তৎকালে উর্ম্মিমালা-সঙ্কুল সমুদ্র-জল স্তম্ভিত হইত; পর্ব্বত সকল দ্বিধা ভিন্ন হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিত। অধিক কি, তাঁহার কুত্রাপি গতিরোধ বা ধ্বজ-ভঙ্গাদি দুর্নিমিত্ত সকল উপস্থিত হইত না। তিনি শস্যের নিমিত্ত এই পৃথিবীকে সপ্তদশবার দোহন করিয়াছিলেন, তাহাতে যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগগণ সকলে আপন আপন অভিলষিত দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে সেই মহাত্মা পৃথু ভূলোক মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন-পূর্ব্বক প্রকৃতি-পুঞ্জের মনোরঞ্জন করিলেন, সেই অবধি পৃথিবীতে 'রাজা' এই শব্দ প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করায় ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইলেন। পৃথু ধর্ম্মানুসারে মেদিনীকে প্রথিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই ধরা পৃথিবী বলিয়া বিখ্যাত হইল। হে ভারত! সনাতন বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহার এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন যে, 'হে রাজন্! তোমাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না।' ভগবান্ বিষ্ণু তপস্যার দ্বারা ভূপতির শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! অখিল জগৎ দেব-সদৃশ সেই নরদেবের নিকট নত হইয়া থাকে। হে নরনাথ! যাহাতে চারবৃত্তি অবলোকন দ্বারা কেহ নষ্ট করিতে সমর্থ না হয়, এতাদৃশ দণ্ড-নীতির নিয়মানুসারে রাজ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! নৃপতির চিত্তবৃত্তি এবং ক্রিয়া সকলের সমতানুসারে তাঁহার কৃত শুভকার্য্যাদির ফল শুভ-রূপে পরিণত হয়। যুধিষ্ঠির! সকল লোকেই যে এক ব্যক্তির বশীভূত হইয়া থাকে, এই দৈবনির্ব্বন্ধই তাহার কারণ, আর কোন কারণ নাই।

হে পাণ্ডু-নন্দন! সেই সময়ে বিষ্ণুর ললাটদেশ হইতে একটি সৌবর্ণ কমল উত্থিত হইল, তাহাতেই ধীমান্ ধর্ম্মের পত্নী অর্থাৎ পালয়িত্রী শ্রীসম্ভূত হইলেন। ধর্ম্মতঃ শ্রী হইতে অর্থ সকল উৎপন্ন হইল। সেই অবধি রাজ্য মধ্যে শ্রী, অর্থ এবং ধর্ম্ম এই তিনই প্রতিষ্ঠিত হইল। মনুষ্য পূর্ব্ব জন্ম-কৃত সুকৃতের ক্ষয় হওয়ায় স্বর্লোক হইতে মেদিনীতে আগমন করত সত্ত্ব-গুণাবলম্বী, বুদ্ধিমান্, দণ্ডনীতি-বিশারদ ভূপতি হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং তদনন্তর দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া অসীম মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ! অখিল জগৎ যে এক জনের বশীভূত হইয়া থাকে এবং তাঁহার শাসন অতিক্রম করে না, তাহার কারণই এই; বস্তুত তিনি জগদ্বিধানকর্ত্তা এইরূপ জ্ঞানে নহে। হে রাজেন্দ্র! শুভ-কর্ম্মের ফল শুভরূপেই পরিণত হয়; দেখ করচরণাদি অবয়ব সকল তুল্য হইলেও সকলেই একের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে তাঁহার সেই মনোহর মুখ দর্শন করে, সেই তাঁহার বশীভূত হয়, তাঁহাকে মঙ্গলময়, রূপবান্ এবং অর্থশালী দর্শন করে। যুধিষ্ঠির! তাঁহার সুমহৎ দণ্ডেই পৃথিবীতে ধর্ম্ম সংস্থাপনের মূলভূত বিস্পষ্ট-লক্ষণা নীতি এবং বিপুল নয়-প্রচার সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির! এইরূপে সেই পিতামহ-প্রণীত শাস্ত্র মধ্যে পুরাণ সকলের আগম, মহর্ষি সকলের সম্ভব, তীর্থবংশ এবং নক্ষত্রবংশ সকলের উৎপত্তি, গার্হস্থ্য-প্রভৃতি চারিটি আশ্রমের নিয়ম, চাতুর্হোত্র, চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চাতুর্ব্বিদ্য এই সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, মিথ্যা এবং উৎকৃষ্ট নীতি সকল বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৃদ্ধগণের সেবা, দান, শৌচ,

উত্থান এবং সর্ব্বভূতে অনুকম্পা প্রকাশ এই সমস্ত তন্মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। হে পাণ্ডু-নন্দন! অধিক কি, এই ভূতলে যে সমস্ত কার্য্য আছে, তৎসমস্তই সেই পিতামহ-প্রণীত শাস্ত্র মধ্যে নিঃসন্দেহরূপে কথিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! সেই অবধিই পণ্ডিত-গণ 'দেব এবং নরদেবগণ তুল্য' এই কথা বলিয়া থাকেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! এই ত রাজ-গণের কর্ত্তব্য বিষয় সকল সম্পূর্ণরূপে কথিত হইল, অপর কি বলিব, বল।

সূত্রাধ্যায়ে একোনষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৫৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নিয়মশীল যুধি-ষ্ঠির, গঙ্গা-নন্দন পিতামহ ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কুরু-পুঙ্গব পিতামহ! অনুলোম এবং বিলোম জাত বর্ণ সকলের সাধারণ ধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পৃথক্ ধর্ম্ম এবং আশ্রম কি? কোন্ ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া অনুমত? কিরূপে রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয় এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে নৃপতি ও পুরবাসিগণ উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারেন? নৃপতি কীদৃশ কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়, মন্ত্রী, ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং আচার্য্য-গণকে পরিত্যাগ করিবেন? পিতামহ! কীদৃশ আপৎ উপস্থিত হইলে কাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ বিষয় হইতে আত্মাকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করা বিধেয়? আপনি এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন!!

ভীষ্ম কহিলেন, আমি সেই সুমহৎ ধর্ম্ম, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার-পূর্ব্বক শাশ্বত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব। যুধিষ্ঠির! অক্রোধ, সত্যবচন, সম্বিভাগ, ক্ষমা, স্বদাররতি, শৌচ, অদ্রোহ, আর্জ্জব ও ভৃত্য-ভরণ এই নয়টি অনুলোম এবং বিলোম জাত বর্ণ সকলের সাধারণ ধর্ম্ম। অতঃপর যে সকল ধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণগণেরই আচরণীয়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ! দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তপঃক্লেশ-সহিষ্ণুতা এবং যাহাতে অপর সাংসারিক কার্য্য সকলের সমাপ্তি হয়, এতাদৃশ বেদাধ্যয়ন করাই ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম। এইরূপ শান্ত-প্রকৃতি, প্রাজ্ঞ, ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্ম-রত না হইয়া স্বীয় কর্ম্মে রত থাকিলে, যদি অর্থ সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি সন্তানোৎপাদন-বাসনায় দার পরিগ্রহ-পূর্ব্বক নিয়ত দান এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম করিবেন। অপিচ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, সেই অর্থ স্বজনগণের সহিত সমভাগে ভোগ করিবেন। বেদাধ্যয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি আর কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, সর্ব্ব-ভূতের প্রিয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

হে ভারত! ক্ষত্রিয়গণের যে সকল পৃথক্ ধর্ম্ম আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ! ক্ষত্রিয় দান করিবেন, কিন্তু কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবেন না, যজ্ঞাদি করিবেন, কিন্তু যাজকতা করিবেন না, অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু কাহাকেও অধ্যাপনা করাইবেন না, প্রকৃতি-পুঞ্জকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিবেন, নিয়ত দস্যুবধে নিযুক্ত থাকিবেন এবং রণ-ভূমিতে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। যে ভূপতিগণ অশ্বমেধাদি মখ-সমূহের দ্বারা ভূমণ্ডলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা সমর-ক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিলোকবাসী লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমর হইতে নিবৃত্ত হইলে দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করেন না, সুতরাং ধর্ম্মা-কাঙ্ক্ষী নৃপতি বিশেষ যত্ন-সহকারে যুদ্ধ করিবেন। ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ অধম ক্ষত্রিয়গণের প্রধানত এই পথই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, পরন্তু দস্যু-নিবর্হণ ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই ইহাদের কর্ত্তব্যতম বলিয়া অভি-হিত হয় না। দান অধ্যয়ন এবং যজ্ঞই রাজগণের

মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ভূপতি প্রকৃতি-পুঞ্জকে স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থাপিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে সমভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ প্রজা-পালন-দ্বারাই ভূপতির সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি আর কোন কার্য্য করুন বা নাই করুন, সর্ব্বভূতের প্রধান রাজন্য বলিয়া অভিহিত হয়েন।

যুধিষ্ঠির! বৈশ্যেরও যে সকল শাশ্বত ধর্ম্ম আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন-দ্বারা ধন-সঞ্চয় এবং অনুরাগ-সহকারে পিতার ন্যায় পশু-গণ পালন করিবে, অপর কোন কার্য্য করিবে না। কারণ ইহা ভিন্ন অপর সমস্ত কার্য্যই তাহার অকর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টির পর ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যগণকে সর্ব্বজাতীয় প্রজা ও বৈশ্যগণকে পশু সকল প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং বৈশ্য তদনুসারে পশু-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেই সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বলিতেছি। যে বৈশ্য ছয়টি ধেনু পালন করে, সে স্বীয় বেতনরূপ একটি ধেনুর দুগ্ধ পান করিবে, শত গোরক্ষক স্বীয় বার্ষিক বেতনরূপ একটি গোমিথুন প্রাপ্ত হইবে। শৃঙ্গ ও ক্ষুর ভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে লব্ধ এবং সর্ব্ব প্রকার শস্য ও বীজের সপ্তম ভাগ তাহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাই তাহার সাংবৎসরিক বেতন। বৈশ্য পশুপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে না এবং তাহারা ইচ্ছা করিলে অপর কোন বর্ণেরই পশু সকল রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

হে ভারত! শূদ্রগণেরও যে সকল পৃথক্ ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতি শূদ্র-গণকে অপর বর্ণ সকলের দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সকল বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের কর্ত্তব্য, কারণ তাহাদের শুশ্রূষা করিলেই শূদ্র সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়। শূদ্র পর্য্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু কখনই ধন সঞ্চয় করিবে না, কারণ তাহারা ধনবান্ হইলে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগণকে বশীভূত ও অকার্য্য সকল করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু নৃপতির আদেশ অনুসারে লোভ পরবশ না হইয়া ধর্ম্ম-প্রধান কার্য্য সকল করিবার নিমিত্ত সামান্য ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে। শূদ্র যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বলিতেছি। শূদ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অবশ্য ভরণীয়; উশীর-বেষ্টন জীর্ণ ছত্র, উপানহ এবং ব্যজন সকল পরিচারক শূদ্রকে প্রদান করিবে। অপরিধেয়, বিশীর্ণ, বসন সকল শূদ্রগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা তাহাদেরই ধর্ম্মধন। ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র শুশ্রূষু হইয়া দ্বিজাতিগণের মধ্যে কাহারও নিকট গমন করিলে তিনি তাহার উপযুক্ত বৃত্তি কল্পনা করিয়া দিবেন। প্রতিপালক দ্বিজাতি অপত্য-বিহীন হইলে শূদ্র তাঁহাকে পিণ্ড প্রদান করিবে এবং বৃদ্ধ অথবা দুর্ব্বল হইলে তাঁহার ভরণাদিও করিবে। অধিকন্তু যে কোন বিপৎ উপস্থিত হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কর্ত্তব্য নহে। প্রভুর দীন-দশা উপস্থিত হইলে স্বীয় কুটুম্বগণ অপেক্ষা অধিকরূপে তাঁহার ভরণাদি করা শূদ্রের কর্ত্তব্য, কারণ শূদ্রের যে কিছু ধনাদি থাকে, তৎসমস্তই প্রভুর, তাহাতে তাহার কোন সত্ত্ব নাই।

হে ভরত-নন্দন! ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ধর্ম্ম এবং যজ্ঞাদি উক্ত হইয়াছে, পরন্তু শূদ্রগণের স্বাহাকার, বষট্‌কার এবং অপর বৈদিক মন্ত্র সকলে অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা স্বয়ং শ্রৌত-ব্রত-বিহীন হইয়া গ্রহ-শান্তি এবং বৈশ্ব-দেবাদি ক্ষুদ্র যজ্ঞ সকল সম্পাদন করত শাস্ত্রোক্ত পূর্ণপাত্রময়ী দক্ষিণা প্রদান করিবে। মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে

পৈজবন নামক শূদ্র ঐন্দ্রাগ্নবিধানে যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণা স্বরূপ এক লক্ষ গো দান করিয়াছিল। হে ভারত! ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যে যজ্ঞাদি করেন, তৎ-সেবক শূদ্রগণও তাহার ফলভাগী হয়। মহারাজ! সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রদ্ধা যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং যজমানগণের পবিত্র সুমহৎ দৈবত। ব্রাহ্মণগণও নিজ নিজ সেবক শূদ্রগণের সুমহৎ দৈবত, সুতরাং তাহারা শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাদের আরাধনা করিলে অবশ্যই স্বামি-কৃত যজ্ঞাদির ফলভাগী হইবে। ব্রাহ্মণগণ হইতেই তদিতর বর্ণত্রয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সমাহিত হইয়া কামনা-সহকারে যজ্ঞাদি না করিলেও অবশ্যই ব্রাহ্মণ-কৃত যজ্ঞাদির ফলভাগী হইয়া থাকে। যাঁহারা দেবগণেরও দেব, সেই ব্রাহ্মণগণ যাহা বলেন, তাহাই পরম মঙ্গল-জনক। সেই জন্যই শূদ্রাদি বর্ণেরা স্বেচ্ছানুসারে শ্রৌত বা স্মার্ত্ত যজ্ঞাদি করিবে না; ব্রাহ্মণগণের অনুমতি অনুসারেই সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ঋক্, যজুঃ এবং সামবিদ্ ব্রাহ্মণ শূদ্রগণের নিকট দেব-সদৃশ পূজনীয় হয়েন এবং দাসরূপে পরি-গণিত শূদ্র ত্রিবর্ণাতিরিক্ত হইয়াও প্রজাপতি দৈবত বলিয়া অভিহিত হয়। হে বৎস ভারত! সঙ্কল্প-পূর্ব্বক দেবোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞে, সকল বর্ণেরই অধিকার আছে; অধম বর্ণ শূদ্রও তাদৃশ যজ্ঞ করিলে দেবগণ এবং অপর উত্তম বর্ণগণ তাহার সেই যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারাজ সেই জন্য সকল বর্ণেই শ্রদ্ধা যজ্ঞের বিধি অভিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের অসাধারণ দৈবত, সুতরাং সেই আত্মীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের দ্বারা বৃত হইয়া তাহাদেরই ফল-লাভ বাসনায় যজ্ঞাদি করেন নাই, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। পরন্তু 'আমি অমুক কামনায় অমুক-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া অমুক যজ্ঞ করিতেছি' এই উদ্দেশে নিয়তই যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন। এইরূপে বৈশ্যগৃহ হইতে আনীত এবং মন্ত্র-সংসৃষ্ট যজ্ঞ সকল নীচবর্ণ মধ্যে দৃষ্ট হয় যুধিষ্ঠির! এই সকল দর্শনে নিশ্চয় বোধ হয়, ব্রাহ্মণ-গণ হইতেই ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ে যজ্ঞ সকল সৃষ্ট হই-য়াছে। যখন ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের যজ্ঞ-স্রষ্টা এবং তাঁহাদের বিকারেই ক্ষত্রিয়াদি কন্যা সকলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের উৎপত্তি হই-য়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ও সাধু এবং ব্রাহ্মণ-গণের জ্ঞাতিবর্গ, কারণ একমাত্র ব্রহ্ম হইতে প্রথমত ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি হয় এবং সেই ব্রাহ্মণ হই-তেই ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। যে রূপ একমাত্র অকার হই-তেই সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বেদ সকল তাহা হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ এক ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে ও তাহারা পরস্পর সমান।

হে রাজেন্দ্র! পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রস্তাবে উদাহরণ-স্বরূপ যিযক্ষু বৈখানস মুনিগণের যজ্ঞ-কালীন বিষ্ণুগীত যজ্ঞ স্তুতি বিষয়ক যে কয়েকটি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ যে, অগ্নিতে হবন করিয়া থাকেন, শ্রদ্ধাই তাহার মহৎ কারণ। বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে যে ষোড়শবিধ অগ্নিহোত্র উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা স্কন্ন অর্থাৎ মরুৎ দৈবত তাহা অপকৃষ্ট এবং যাহা অস্কন্ন অর্থাৎ যথাবিধি হুত তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যিনি সেই ষোড়শবিধ অগ্নিহোত্র ও বহুবিধ যজ্ঞ সকলের রূপ এবং নানাবিধ কর্ম্ম ও তাহার ফল সকল অবগত আছেন সেই জ্ঞানী শ্রদ্ধাবান্ দ্বিজাতিই যজ্ঞ করিতে পারেন। যে যজ্ঞাদি-দ্বারা যজ্ঞরূপ বিষ্ণুকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি যদি চোর, পাপী অথবা পাপকৃত্তমও হয়, তথাপি পণ্ডিতগণ তাহাকে সাধুই বলিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির! যখন ইহাই সাধু এবং মহর্ষিগণ ইহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন, তখন সকল বর্ণেরই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। ত্রৈলোক্য-মধ্যে

যজ্ঞ-সদৃশ অপর কোন কর্ম্মই নাই. সুতরাং সকলেরই অসূয়া-বিরহিত এবং শ্রদ্ধা-পূত হইয়া শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কথনে ষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬০॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো সত্য-পরাক্রম যুধিষ্ঠির! অধুনা চারিটি আশ্রমের নাম এবং কর্ম্ম সকল শ্রবণ কর। শাস্ত্রকারেরা বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ-চর্য্যা, সুমহৎ গার্হস্থ্য এবং চতুর্থ ব্রাহ্মণ পরিবৃত ব্রহ্ম-চর্য্যা এই চারিটি আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিজ-কুলে জন্ম লাভ করিয়া জটাধারণ সংস্কার ও অগ্ন্যাধানাদি কার্য্য সকল সমাপন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করত আত্মবান্ এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সস্ত্রীকই হউক অথবা পত্নী-বিরহিত হইয়াই হউক, গৃহস্থাশ্রমে কৃতকৃত্য হইয়া তাহা হইতে বানপ্রস্থ আশ্রমে গমন করিবেন। এইরূপে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সেখানে আরণ্যক বানপ্রস্থগণের অনুশাসন সকল যথাবৎ অনুষ্ঠান করত ঊর্দ্ধরেতা হইয়া প্রব্রজ্যা করত মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। রাজন্! এই সমস্তই ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের মোক্ষপদ লাভের কারণ, সুতরাং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের প্রথমত এই সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। হে বিশাম্পতে! মোক্ষাভি-লাষী ব্রাহ্মণ এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল আচরণ করিলে তদনন্তর তাঁহার ভৈক্ষচর্য্যারূপ চতুর্থ আশ্রমে অধিকার হয়। ব্রাহ্মণ এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অস্তমিতশায়ী অর্থাৎ দিবাশয়ন-বিহীন, আত্ম শুভেচ্ছা-রহিত, অনিকেতন, মননশীল, দান্ত এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যথালাভোপপন্ন ভক্ষ্য দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। আশা-বিহীন, সকলে সমভাব-সম্পন্ন, নির্ভোগ ও নির্ব্বিকার অর্থাৎ কাম-সংকল্পাদি রহিত ব্রাহ্মণ এই মঙ্গলময় আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। যুধি-ষ্ঠির! যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের পর কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সমাপনান্তে সন্তান উৎপাদন ও বহুবিধ সুখ ভোগ করত, যোগ-যুক্ত হইয়া মুনিগণ-সেবিত দুশ্চর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করেন, তিনিও মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। গৃহস্থাশ্রমবাসির নিয়ত স্বদারতুষ্ট, ঋতু-কালগামী, নিয়োগ-সেবী, ধূর্ত্ততা-বিহীন, অকুটিল, মিতাহারী, দেবব্রত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, মৃদু, অনৃ-শংস, ক্ষমাবান্, দান্ত, বিধেয়, হব্যকব্যে অপ্রমত্ত, দ্বিজগণে নিয়ত অন্নদাতা, মাৎসর্য্য-বিহীন, লিঙ্গযুক্ত আশ্রম সকলে অন্নদাতা এবং শ্রৌত-কর্ম্ম-নিষ্ঠ হওয়া উচিত।

তাত যুধিষ্ঠির! এই প্রস্তাবে মহানুভাব মহর্ষি-গণ যে মহার্থ, তপঃপ্রযুক্ত ও সারভূত নারায়ণ গীত শ্লোকটি উদাহরণ দিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 'আমার মতে ইহলোকে এবং পর-লোকে সত্য, আর্জ্জব, অতিথি-পূজন, ধর্ম্ম, অর্থ, স্বদার-রতি এবং অপর বহুবিধ সুখ সকল ভোগ করা কর্ত্তব্য'। পরমর্ষিগণ গৃহস্থাশ্রমবাসির পক্ষে স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ এবং বেদ সকলের ধারণ অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-রূপ কার্য্যকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। এইরূপে যে যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ গৃহস্থ-বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে পরিশোধিত করিয়া ন্যায়-লব্ধ ধনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস করেন, তিনি বিবুধ-ধামে বিশুদ্ধ ফল লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার দেহ পরিত্যাগের পর তদীয় ইষ্ট সর্ব্বতোগামী কামনা সকল অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত বেতন ভোগী কিঙ্করের ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মচারিগণ স্বয়ং মলদিগ্ধাঙ্গ হইয়াও নিয়ত গুরু-শুশ্রূষু হইয়া কেহ অধীত বেদ সকলকে স্মরণ, কেহ স্বীয় মন্ত্র জপ এবং কেহ বা সকল দেবের উপাসনা ও সকল মন্ত্র জপ করত নিত্যব্রতাবলম্বী, নিয়ত-দীক্ষাপর এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদান্ত-বিচার অনুসারে ধ্যানযোগাদিরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিবেন। যজ-নাদি ষটকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া এবং অপর কোন

কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত না হইয়া নিয়ত গুরুর শুশ্রূষা করিবেন এবং তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া থাকিবেন; শত্রুগণের সেবা অথবা কাহার প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। বৎস ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে এই আশ্রম-পদ অভিহিত হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কথনে একষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, উত্তরকালে সুখ-দায়ক, মঙ্গল-ময়, অহিংস্র, লোক-সম্মত, সুখোপায়ভূত এবং আমার ন্যায় মনুষ্যগণের সুখাবহ ধর্ম্ম সকল বলুন!!

ভীষ্ম কহিলেন, হে প্রভো ভরত-সত্তম! ব্রাহ্মণ-গণের যে বানপ্রস্থাদি চারিটি আশ্রম বিহিত হই-য়াছে, হিংসা-প্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় তাহার অনু-বর্ত্তী হয় না। রাজন্যগণের যুদ্ধ-জয়াদিরূপ যে সকল স্বর্গ-লাভ-জনক বহুবিধ কার্য্য উক্ত হইয়াছে, তাহা তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ সেই সমস্ত, হিংসা-প্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়গণের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রগণের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল আচরণ করে, তাহা হইলে সেই মন্দবুদ্ধি ইহলোকে নিন্দিত এবং পরলোকে নিরয়গামী হয়। হে পাণ্ডু-নন্দন! পৃথিবীতে দাস, কুক্কুর, বৃক এবং অপর পশুগণের প্রতি যে সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়, ব্রাহ্মণ কুকর্ম্মা-ন্বিত হইলে তাঁহার প্রতিও সেই সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। প্রাণায়ামাদি ষট্‌কর্ম্ম ও বানপ্রস্থাদি আশ্রম চতুষ্টয়ে প্রবৃত্ত, হিংসা-বিহীন, অচপল, জিতচিত্ত, বিশুদ্ধ-স্বভাব, তপস্যারত, আত্ম-শুভেচ্ছা-বিরহিত এবং বদান্য ব্রাহ্মণ অক্ষয়লোকে বসতি লাভ করিয়া থাকেন। যে পুরুষ যে অবস্থায় যে স্থানে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি সেই কর্ম্মের দ্বারা তদনুরূপ ফলই লাভ করেন। হে রাজেন্দ্র! সুমহান্ বেদাভ্যাসকেও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি, কৃষি-কার্য্য, বাণিজ্য অথবা মৃগয়ার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বা-হের তুল্যই বিবেচনা করিবে। প্রাগ্‌ভব বাসনা-সমূহই কাল-প্রেরিত হইয়া উত্তম, মধ্যম এবং অধম কার্য্য সকল করিয়া থাকে, কারণ সকলই কাল-বশীভূত। দেহারম্ভক প্রাক্তন পাপ ও পুণ্যের ফলভূত সুখ ও দুঃখাদি সমস্তই বিনাশি, কিন্তু পরত্র সুখাদি লাভের নিমিত্ত জীব স্বীয় ইচ্ছানুসারে শুভ বা অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কথনে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬২॥

ভীষ্ম কহিলেন, জ্যাকর্ষণ, শত্রু-নিবর্হণ, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং অর্থ লাভ-লালসায় অন্যের শুশ্রূষণ এই সমস্তই ব্রাহ্মণের অকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ গৃহস্থের ব্রহ্ম-বিষয়ক ষট্‌কর্ম্ম সকল আচরণ করত কৃতকৃত্য হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করাই প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ রাজার দাসত্ব, কৃষি-লব্ধ ধন, বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, কৌটিল্য, কৌলটেয় অর্থাৎ পরদার-রতি এবং কুষীদ অর্থাৎ ঋণ-দান বা তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ গ্রহণ এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। মহারাজ! ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অধম ব্রাহ্মণ এবং দুশ্চরিত্র, স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগী, বৃষলী-পতি, পিশুন, নর্ত্তন, গ্রাম-প্রেষ্য ও কুকর্ম্ম-রত ব্রাহ্মণ শূদ্র-সদৃশ, সুতরাং সে বেদোক্ত মন্ত্র সকল জপ করুক বা না করুক দাসগণের ন্যায় শূদ্র পঁক্তিতে ভোজনীয় হইয়া থাকে। মহারাজ! রাজ-প্রেষ্যাদি সকলেই শূদ্র-সদৃশ, সুতরাং তাহাদিগকে দেব-কৃত্যে বর্জ্জন করিবে। রাজন্! ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা-বিহীন, অশুচি, ক্রূর-বৃত্তি, হিংসক এবং স্বীয় ধর্ম্ম ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে, তাঁহাকে হব্যকব্য-প্রভৃতি যাহা কিছু দেওয়া যায়, সমস্তই অদত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। মহারাজ! সেই জন্য পিতামহ পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণগণের শৌচ আর্জ্জব এবং আশ্রম সকল বিধান করিয়াছেন। যিনি দান্ত, সুশীল, দয়ালু, সর্ব্বসহ, নিরাশী, ঋজু, মৃদু, অনৃশংস, ক্ষমাবান্ এবং যজ্ঞা-

দির অনুষ্ঠান করিয়া সোম-পান করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, ইহা ভিন্ন অপর পাপ-কর্ম্মা, ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন না। হে মহারাজ পাণ্ডু-নন্দন! ধর্ম্মকামী লোক সকলও শূদ্র, বৈশ্য অথবা ক্ষত্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই জন্য বিষ্ণু বর্ণ সকলকে শান্তিধর্ম্মে অশক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাদের মঙ্গল-বাসনা করেন না, সুতরাং স্বর্গে সুখাদি লাভের প্রত্যাশা, চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম, বেদবাদ, সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞ ও লোক সকলের সমস্ত ক্রিয়াই বিনষ্ট হয় এবং আশ্রমস্থগণও স্বীয়-ধর্ম্মে অবস্থান করে না। হে পাণ্ডু-নন্দন! যে নৃপতি স্বীয় রাজ্য-মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণত্রয়কে যথোক্ত আশ্রম ধর্ম্ম সকল আচরণ করাইতে ইচ্ছা করিবেন, এক্ষণে সেই অবশ্য আচরণীয় চাতুরাশ্রম্য দৃষ্ট ধর্ম্ম সকল শ্রবণ কর।

হে জগতীপতে! বেদান্তে অনধিকারী অথচ পুরাণাদি-দ্বারা আত্ম-শুশ্রুষু যে শূদ্র, পুত্রোৎপাদন করত শরীর-সামর্থ্য অনুসারে ত্রৈবর্ণিক কার্য্য সকল আচরণ করিয়া নৃপতি-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এতাদৃশ যোগ-শাস্ত্রে অনধিকারী ত্রৈবর্ণিক-সম শূদ্রের পক্ষে নিরাশী ভিন্ন সকল আশ্রমই বিহিত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ স্বধর্ম্মচারী শূদ্রের ভৈক্ষচর্য্যা-রূপ চতুর্থ আশ্রমও বিহিত হইয়াছে। মহারাজ! বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়গণও এই সকল ধর্ম্ম আচরণ করিবে। বৈশ্যগণ পরিশ্রম-সহকারে পশুপালনাদি-রূপ স্বধর্ম্ম সকল আচরণ করত গৃহস্থাশ্রমে কৃতকৃত্য হইয়া নৃপতির অনুজ্ঞা অনুসারে ক্ষত্রিয়-বিহিত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হে বাগ্মি-প্রবর অনঘ যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মানুসারে রাজ-শাস্ত্র ও বেদ অধ্যয়ন করত সন্তান উৎপাদনাদি কর্ম্ম, সোম-পান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, রণ-ভূমিতে বিজয় লাভ এবং রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সকল আচরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিবেন।

হে ক্ষত্রিয়র্ষভ পাণ্ডু-নন্দন! তদনন্তর প্রজাপালন-সমর্থ পুত্র অথবা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-যুক্ত অন্যগোত্র ক্ষত্রিয়কে স্বীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পিতৃ-যজ্ঞের দ্বারা পিতৃগণ, যজ্ঞাদি-দ্বারা দেবগণ এবং বেদ সকলের দ্বারা ঋষিগণকে যত্ন সহকারে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইলে আশ্রমান্তর গমনে বাসনা করিবেন। রাজন্! এইরূপ আনুপূর্ব্বিক আশ্রম-ধর্ম্ম সকল আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। হে রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়গণ গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত আপনাকে রাজর্ষি জ্ঞান না করিয়া কেবলমাত্র জীবন রক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, কিন্তু ভোগাভিলাষী হইয়া তাদৃশ বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। হে ভূরি-দক্ষিণ! আর্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, এই ভৈক্ষচর্য্যা-ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-ত্রয়ের নিত্য নহে, তাহারা ইচ্ছা অনুসারে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অথবা না করিতে পারে। রাজন্! লোক-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচরণকারী ক্ষত্রিয়গণের বাহু-দ্বারা লোক সকলকে আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ বেদে এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সকল রাজধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ! যে রূপ ক্ষুদ্র জন্তু সকলের পদ-চিহ্ন সকল হস্তি-পদচিহ্ন-মধ্যে লীন হয়, তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম মধ্যে লীন বলিয়া জানিবে। ধর্ম্মবিৎ মনুষ্যগণ অন্য ধর্ম্ম সকলকে অল্পাশ্রয় ও অল্প-ফলদায়ক বলিয়া থাকেন, কারণ আর্য্যগণ মহাশ্রয়, বহু-কল্যাণ-রূপ ক্ষাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, ইতর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলেন না। রাজন্! সকল ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম-প্রধান, রাজধর্ম্ম-দ্বারাই বর্ণ সকল রক্ষিত হয় এবং রাজধর্ম্ম মধ্যেই সর্ব্ব প্রকার দান উক্ত হইয়াছে, সুতরাং রাজধর্ম্মই প্রধান, কারণ আর্য্যগণ দানকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন রাজগণ দণ্ড-নীতি-বিহীন হইলে কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় ত্রয়ী নিমগ্ন হয়, সুতরাং সকল ধর্ম্মই

নষ্ট হয়। পুরাতন ক্ষাত্র রাজধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে আশ্রম ধর্ম্ম সকলও বিনষ্ট হয়। রাজধর্ম্ম মধ্যেই সকল প্রকার দান দৃষ্ট হইয়া থাকে, দীক্ষা-প্রকার সকল রাজধর্ম্ম মধ্যেই উক্ত হইয়াছে, সকল বিদ্যাই রাজধর্ম্ম-যুক্ত এবং সকল লোকই রাজধর্ম্মে প্রবিষ্ট। মহারাজ! অধিক কি, যেরূপ মৃগকুল নীচগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া হননকারীর শ্রুত-দৃষ্টাদি ধর্ম্মনাশের কারণ হয়, তদ্রূপ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল রাজধর্ম্ম-বিযুক্ত হইলে চৌরগণ সেই যজ্ঞাদি-নাশ করে, সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তাগণ যজ্ঞাদিতে অনাদর করত আত্ম রক্ষার নিমিত্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কথনে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! লৌকিক, বৈদিক, চাতুরাশ্রম্য এবং যতিধর্ম্ম সকল রাজধর্ম্মেই সমাহিত। হে ভরত-সত্তম! সকল কর্ম্মই ক্ষাত্রধর্ম্মের অধীন, সুতরাং ক্ষাত্রধর্ম্ম অব্যবস্থিত হইলে জীব-লোক সকল আশীর্ব্বিহীন হয়। মহারাজ! আশ্রম-বাসিগণের ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ ও বহুদ্বার, কিন্তু পুণ্য-বচন সকলের দ্বারা লোক-নিশ্চয়বাদী অথচ ধর্ম্ম-তত্ত্বানভিজ্ঞ লোক সকল পরিণাম-ফল না ভাবিয়াই অপর ধর্ম্মের দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া বিরুদ্ধ আগম সকলের দ্বারা তাহার সেই শাশ্বত ভাবকে প্রকোপিত করিয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! যে রূপ গার্হস্থ নামক ধর্ম্মাশ্রমে তিন বর্ণেরই ধর্ম্ম সকলের অন্তর্ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই রাজধর্ম্ম মধ্যে নৈষ্ঠিক, বানপ্রস্থ, যতি ও ব্রাহ্মণ সকলের ধর্ম্ম এবং ইতর সুচরিত ধর্ম্ম সকলের সহিত লোক সমূহও অন্তর্ভূত হইয়া আছে। হে রাজেন্দ্র! যেরূপ শূর নৃপতিগণ দণ্ডনীতি অথবা আশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম সকল শ্রেষ্ঠ এই বিষয় দৃষ্টান্তের সহিত অবগত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বভূতের ঈশ্বর দেব, প্রভু, নারায়ণ বিষ্ণুর নিকট গমন করত তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উদাহরণটি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। সম্প্রতি যে রূপে সাধ্য, দেব, বসু, রুদ্র, বিশ্ব ও মরুৎ প্রভৃতি গণ সকল ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয় আদিদেব নারায়ণ-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্ম-সঙ্গত, অর্থ-নিশ্চিত ইতিহাসটি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে যখন দানবরূপ একার্ণব স্বীয় মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া দেবগণের পীড়াকর হইয়াছিল, সেই সময় পৃথিবীতে মান্ধাতা-নামক এক জন বীর্য্যবান্ নরপতি ছিলেন। হে রাজ-শার্দ্দূল! সেই মহীপতি আদি, মধ্য ও অন্ত-বিহীন, দেব, প্রভু পরমেশ্বর নারায়ণের দর্শন-বাসনায় যজ্ঞ করিলে, বিষ্ণু ইন্দ্রের রূপ ধারণ করত তাঁহার নয়ন-গোচর হইলেন। অনন্তর, নৃপতি মান্ধাতা সভাস্থ পার্থিব-গণের সহিত সেই প্রভু ইন্দ্রের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে যথাবৎ অর্চ্চনা করিলেন। যুধিষ্ঠির! তৎপরে সেই মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত রাজ-সিংহ মান্ধাতার মহাদ্যুতি বিষ্ণুর বিষয়ে এই সুমহৎ সম্বাদ হইয়াছিল।

ইন্দ্র কহিলেন, ‘হে ধার্ম্মিক প্রবর! তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি কি জন্য সেই অপ্রমেয়, অনন্ত-মায়া-সম্পন্ন, অমিত মন্ত্রবীর্য্য, আদিদেব, পুরাণ-পুরুষ নারায়ণকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ? রাজন্! অন্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মা অথবা আমিও সেই বিশ্বরূপ, দেব বিষ্ণুর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতে পারি না, অতএব ইহা ভিন্ন তোমার মনে অপর যে কিছু কামনা আছে, তৎসমস্তই প্রদান করিব, কারণ তুমি মর্ত্ত্যগণের প্রধান। মহারাজ! তুমি শান্ত, ধর্ম্মপর, জিতেন্দ্রিয়, শূর এবং তোমার বুদ্ধি, ভক্তি ও সুমহৎ শ্রদ্ধাতে সুরগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন, অতএব আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিব

মান্ধাতা কহিলেন, ‘হে ভগবন্! আমি স্বীয় মস্তকের-দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া নিশ্চয়ই

সেই আদিদেব বিষ্ণুকে দর্শন করত ইতর কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের অবলম্বিত এবং লোক দৃষ্ট অরণ্য মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা করি। আমি বিপুল, অপ্রমেয় ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারা লোক সকলকে স্বায়ত্ব করিয়া পালন করিয়াছি এবং পৃথিবীতে বিপুল যশও স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু আদিদেব বিষ্ণু হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিরূপে সেই লোক-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়, তাহা জানিতে পারি নাই'।

ইন্দ্র কহিলেন, 'ক্ষত্রিয় ভিন্ন ধর্ম্মপর লোক সকল ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন না, কারণ প্রথমত আদিদেব নারায়ণ হইতে ক্ষাত্রধর্ম্মই প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং তাহার পর তাহা হইতেই তাহার অঙ্গভূত ইতর ধর্ম্ম সকল প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজন্! অঙ্গভূত এই সমস্ত ধর্ম্মই অচিরস্থায়ী, কিন্তু পরিব্রাজক ধর্ম্মের সহিত এই ক্ষাত্রধর্ম্মই অনন্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। সকল ধর্ম্মই এই ক্ষাত্রধর্ম্ম মধ্যে প্রবিষ্ট সেই জন্য আর্য্যগণ ইহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু অমিত-তেজস্বী দেব ও ঋষিগণের ক্রিয়াতে পরিতুষ্ট হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদিগকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি এই অপ্রমেয় ভগবান্ বিষ্ণু সুরশত্রু অসুরগণকে নিহত না করিতেন, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মা, এই ক্ষাত্রধর্ম্ম অথবা ব্রাহ্মাদি অপর কোন ধর্ম্মেরই রক্ষা হইত না। দেব-শ্রেষ্ঠ আদিদেব বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অসুরগণের সহিত এই পৃথিবীকে জয় করেন নাই, পরন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কারণ ব্রাহ্মণগণ বিনষ্ট হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্য অথবা চাতুরাশ্রম্য-প্রভৃতি কোন ধর্ম্মই থাকিত না। শতধা বিনষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারাই পুনর্ব্বার প্রবৃদ্ধ হইয়াছে এবং প্রতিযুগে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মও ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারাই পরিরক্ষিত হইয়াছে, সেই জন্য আর্য্যগণ ক্ষাত্রধর্ম্মকেই লোক-শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। রণ-ভূমিতে শরীরত্যাগ, সকল ভূতে অনুকম্পা প্রকাশ, লোক সকলের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া, তাহাদের পালন ও মোক্ষণ এবং বিষণ্ণ ও পীড়িত পার্থিবগণের মোক্ষণ এই সমস্তই ক্ষাত্রধর্ম্মে বিদ্যমান আছে'।

'মহারাজ! নৃপতির ভয়েই লোক সকল মর্য্যাদা-বিহীন, কাম-ক্রোধ-বশীভূত অথবা পাপকর্ম্মে রত হয় না, সেই জন্য অন্য সর্ব্বধর্ম্মোপপন্ন, সদাচার-সম্পন্ন ও শিষ্ট লোক সকল রাজধর্ম্মকেই সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। জীবগণ ভূপতি-কর্ত্তৃক পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালিত হইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকে। এই লোক-শ্রেষ্ঠ, সনাতন সর্ব্বতোমুখ ক্ষাত্রধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সারভূত এবং ইহার-দ্বারাই মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে'।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কথনে চতুঃষষ্টিতম
অধ্যায় ॥ ৬৪ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, 'রাজন্! তোমাদের ন্যায় প্রকৃতি-পুঞ্জের হিতরত পার্থিবগণের এইরূপ সর্ব্বধর্ম্মোপপন্ন ও সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষাত্রধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহার অন্যথা হইলে প্রজাগণেরও অভাব হইবে। সর্ব্বভূতানুকম্পী নৃপতি সর্ব্বতোভাবে প্রজাগণকে পালন, রাজসূয়াদি যজ্ঞের ও যাহাতে পৃথিবীতে ভূরি পরিমাণে সর্ব্ব প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার অনুষ্ঠান, ভৈক্ষ্যচর্য্যা ভিন্ন অপর সকল আশ্রমে বাস এবং রণ-ভূমিতে দেহত্যাগরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। মুনিগণ দানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, তন্মধ্যে শরীর দানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজন্! যে রূপে ভূপতিগণ নিয়ত রাজধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া বহুশ্রুত গুরু-শুশ্রূষা এবং পরস্পর যুদ্ধ করিয়া রণ-ভূমিতে স্বীয় শরীর দান করিয়াছেন, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মকাম ক্ষত্রিয় কেবল-মাত্র সনাতন ধর্ম্মরূপ ব্রহ্মচর্য্য নামক আশ্রমে বিচরণ

করিবেন এবং সাধারণের বিচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কাহাকে প্রিয় অথবা কাহাকে অপ্রিয় জ্ঞান করিবেন না। চাতুর্ব্বর্ণ্য স্থাপন, প্রজাপালন এবং পূর্ব্বোক্ত যোগ, নিয়ম, পৌরুষ ও সর্ব্ববিধ উদ্যোগ বিদ্যমান থাকাতেই পণ্ডিতগণ সর্ব্বধর্ম্মোপপন্ন ক্ষাত্রধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া থাকেন ৷'

'যে বর্ণ সকল স্বীয় আচরণীয় ধর্ম্মকে অযথার্থ বলিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম আচরণ না করে, আর্য্যগণ সেই নিয়ত অর্থ নিবিষ্ট মনুষ্য সকলকে মর্য্যাদা-বিহীন ও পশু সদৃশ বলিয়া থাকেন। রাজন্! যখন অর্থযোগ হইতেই নীতি সকল অবগত হওয়া যায়, তখন সকল আশ্রম অপেক্ষা ক্ষাত্রধর্ম্মই শ্রেয়ঃ। ত্রিবেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের যে যজ্ঞাদি ও অপর ব্রাহ্মণগণের যে আশ্রমধর্ম্ম সকল উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এই উভয় কর্ম্মই ব্রাহ্মণের অবশ্য আচরণীয় বলিয়া থাকেন এবং ইহা ভিন্ন তিনি অপর কোন কর্ম্ম করিলে শূদ্রের ন্যায় শস্ত্র দ্বারা বধ্য হইয়া থাকেন। হে পার্থিব! ব্রাহ্মণ আশ্রম চতুষ্টয়-বিহিত ও বেদোক্ত ধর্ম্ম সকল আচরণ করিবেন, কিন্তু শূদ্রাদি বর্ণগণ কখনই সেই ধর্ম্ম আচরণ করিবে না এবং অন্যধর্ম্ম-প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষেও এইরূপ বৃত্তি কল্পিত হয় না। মহারাজ! যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তাঁহার তদনুরূপ ধর্ম্ম হয় এবং তিনি সেই ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপই হইয়া থাকেন ৷'

'ব্রাহ্মণ কুকর্ম্মরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ না করিলে তিনি সম্মান লাভের অযোগ্য এবং সকলের অবিশ্বাস্য হইয়া থাকেন। রাজন্! এই ধর্ম্ম সকল, সকল ধর্ম্মেই সংসৃষ্ট, সেই জন্য ক্ষত্রিয়গণের সর্ব্বতোভাবে এই ধর্ম্মের উৎকর্ষ-বিধান করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! এই সকল কারণে আমার মতে যে রূপ বীর-ধর্ম্মের মধ্যে বীরগণই প্রধান, তদ্রূপ সকল ধর্ম্মের মধ্যে রাজধর্ম্মই প্রধান ৷'

মান্ধাতা কহিলেন, 'হে ভগবন্ সুরনাথ! যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ ও কাম্বোজগণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন ইতর জাতি সকল এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ রাজ্য-মধ্যে অবস্থান করিয়া কিরূপে ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং আমার ন্যায় মনুষ্যগণ কি রূপে দস্যুগণকে ধর্ম্মে সংস্থাপিত করিবে? আমি এই সকল আপনারই নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনিই মদ্বিধ ক্ষত্রিয়গণের পরম বন্ধু ৷'

ইন্দ্র কহিলেন, 'সমস্ত দস্যুগণেরই মাতা, পিতা, আচার্য্য, গুরু, আশ্রমবাসী এবং ভূপতিগণের সেবা করা কর্ত্তব্য। বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ শূদ্রেরও কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তাহারা সময়ানুসারে নিয়তই দ্বিজগণকে কূপ, প্রপা, শয্যা এবং ইতর দান সকল প্রদান করিবে। দস্যুগণের নিয়ত অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শৌচ ও অদ্রোহ, বৃত্তি দায় সকলের পালন এবং স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ এই সকল ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। সেই ঐশ্বর্য্যাভিলাষী দস্যুগণের সকল প্রকার যজ্ঞ করিয়া শাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা ও মহার্হ পাকযজ্ঞ করিয়া সর্ব্বভূতে অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে অনঘ মহারাজ! পূর্ব্ব হইতে দস্যু-বৃত্তিগণের পক্ষে এই সকল কর্ম্মই বিহিত হইয়াছে এবং সকল লোকেরই এইরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য ৷'

মান্ধাতা কহিলেন, 'মনুষ্যলোকে আশ্রম চতুষ্টয়ে এবং সকল বর্ণেই লিঙ্গান্তরে বর্ত্তমান দস্যু সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি?'

ইন্দ্র কহিলেন, 'হে অনঘ! দণ্ডনীতি বিনষ্ট এবং রাজধর্ম্ম নিরাকৃত হইলে লোক সকল রাজ-দৌরাত্ম্যে সর্ব্বতোভাবে প্রমোহিত হইয়া থাকে। মহারাজ! এই সত্যযুগ নিবৃত্ত হইলে আশ্রম সকলের বিকল্প উপস্থিত হইবে এবং পৃথিবীতে অসংখ্য জটাদি চিহ্নধারী ভিক্ষুক সকল বিচরণ করিবে। তাহারা কাম-ক্রোধ-বশীভূত হইয়া পুরাতন ধর্ম্ম সকলের পরম গতিতে অবজ্ঞা-প্রদর্শন করত অসৎপথ অব-

লম্বন করিবে। পরন্তু দণ্ডনীতির দ্বারা পাপমতি নিবৃত্ত হইলে সেই মঙ্গলময়, পরম, শাশ্বত ধর্ম্ম কখনই বিচলিত হয় না। যে সর্ব্বলোক-গুরু ভূপতিকে অবমানিত করে, তাহার দান, হবন বা শ্রাদ্ধ কুত্রাপি ফলদায়ক হয় না। মহারাজ! অধিক কি, দেবগণও সনাতন দেবরূপ, মানুষগণের অধিপতি, ধর্ম্মকাম নরপতিকে অবমানিত করেন না। ভগবান্ প্রজাপতি এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও ইহার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত ধর্ম্ম সকলের মধ্যে ক্ষাত্রধর্ম্মকেই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যে প্রবৃত্ত ধর্ম্মের গতি স্মরণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই আমার মান্য ও পূজ্য, কারণ তাদৃশ ধর্ম্মেই ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে।"

ভীষ্ম কহিলেন, সেই ইন্দ্র-রূপধারী প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া সুরগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় অক্ষত, শাশ্বতপদ, ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন। হে অনঘ! যখন সুচরিত কর্ম্ম সকল পূর্ব্ব হইতেই এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন কোন্ বহুশ্রুত সচেতন জীব সেই ক্ষাত্রধর্ম্মের অবমাননা করিবে? অন্যায় মতে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ধর্ম্ম সকল অন্ধের ন্যায় পথ-মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে অনঘ পুরুষ-শার্দ্দূল! তুমি নিয়তই সেই আদি-প্রবর্ত্তিত এবং প্রাচীনগণের শরণ-ভূত ক্ষাত্রধর্ম্ম আচরণ কর, তদ্দ্বারা তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার কথিত বান-প্রস্থাদি চারিটি আশ্রমের ধর্ম্ম সকল সংক্ষেপ রূপে শুনিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার মন বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় নাই, অতএব আপনি পুনরায় বিস্তার-ক্রমে সেই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো যুধিষ্ঠির! যে সাধু-সম্মত ধর্ম্ম সকল আমার বিদিত আছে, তুমি তৎ-সমস্তই অবগত হইয়াছ। পরন্তু হে ধার্ম্মিক-প্রবর মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি আমাকে লিঙ্গান্তর-গত যে ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা শ্রবণ কর। হে মনুজ-পুঙ্গব কুন্তী-নন্দন! এই চাতুরাশ্রম্য কর্ম্ম সকলের সর্ব্ব প্রকার লিঙ্গই সাধু ভূপতি-গণের আচরিত রাজধর্ম্ম মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। যুধিষ্ঠির! ভূপতি দণ্ডনীতির নিয়মানুসারে প্রজাপালন করিলে কাম-দ্বেষ-রহিত, সমদর্শী যতিগণের ন্যায় সন্ন্যাস-লভ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যথা স্থানে দান, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রয়োগ করিতে পারেন এবং শাস্ত্রোক্ত কার্য্য সকল আচরণ করিয়া থাকেন, তিনি গার্হস্থ্য-গণের লভ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! যিনি সম্বিভাগ অনুসারে নিয়ত পূজ্যগণের পূজা করিয়া থাকেন, সেই ভূপতি সর্ব্বতোভাবে যতিগণের ন্যায় সন্ন্যাসলভ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। যিনি বিপৎপতিত জ্ঞাতি, মিত্র এবং যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে, এরূপ লোক সকলকে সাধ্যানুসারে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনি বান-প্রস্থগণের ন্যায় মোক্ষপদ লাভ করেন। হে নর শার্দ্দূল কুন্তী-নন্দন! লোকমুখ্য ও লিঙ্গি-প্রধানগণের সৎকারকারী, প্রত্যহ বিপুল পিতৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ এবং মানুষ-যজ্ঞ নির্ব্বাহ-কারী, দেব-যজ্ঞের দ্বারা সম্বিভাগ ক্রমে সমাগত অতিথি ও অপর ভূতগণের যথাবৎ অর্চ্চনাকারী এবং শিষ্টগণের রক্ষার নিমিত্ত শত্রু-রাজ্যের মর্দ্দন-কারী, ইহাঁরা সকলেই বান-প্রস্থগণের ন্যায় মোক্ষ-পদ লাভ করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র পৃথা-নন্দন! যিনি সর্ব্বভূতের পালন ও স্বীয় রাজ্যের রক্ষা করেন, সেই নরপতি পালনের সংখ্যানুসারে তৎ-পরিমিত যজ্ঞের ফল লাভ করত সন্ন্যাস-লভ্য ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, ক্ষমা, আচার্য্য-পূজন এবং উপাধ্যায়-শুশ্রূষার দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ধর্ম্মানুসারে দৈনন্দিন জপ এবং দেবপূজারত নরপতি ধার্ম্মিক-লভ্য পদ লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণাত্যয় উপস্থিত হইলেও

যে ভূপতি 'বিজয় লাভ অথবা মৃত্যুই হইবে' এই-রূপ নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে ভারত! যিনি শাঠ্য-বিহীন হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে সরল-ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনিও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। যিনি বান-প্রস্থ এবং ত্রিবেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে বিপুল অর্থ প্রদান করেন, তিনি বান-প্রস্থগণের তুল্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। হে ভারত! যে ভূপতি সর্ব্ব-ভূতে দয়া এবং আনৃশংস্য প্রকাশ করেন, তিনি ইচ্ছানুসারে সর্ব্ব প্রকার স্থান লাভ করিতে পারেন। হে পার্থ কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির! বালক এবং বৃদ্ধ-গণের উপর কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার না করিলে ইচ্ছানুরূপ স্থান লাভ হইয়া থাকে। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! অপর-বল-পীড়িত শরণাগত জীবগণকে পরিত্রাণ করিলে গার্হস্থ্যলভ্য পদ লাভ হইয়া থাকে। চরা-চর ভূতগণের সর্ব্বপ্রকার রক্ষা এবং যথাযোগ্য পূজা-দ্বারা গার্হস্থ্যপদ লাভ হয়।

হে পার্থ! জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠ পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র এবং নপ্তৃগণের সময়ানুরূপ নিগ্রহ বা অনুগ্রহরূপ কার্য্যই গার্হস্থ্যগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে পুরুষ-শার্দ্দূল! বিদিতাত্মা অর্চ্চনীয় সাধুগণের পূজা-প্রভৃতি নির্ব্বাহ করাই গার্হস্থ্যকর্ম্ম। হে ভারত যুধিষ্ঠির! আশ্রমস্থ ভূতগণকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া ভোজ্যাদি দান করাই গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে পুরুষ বিধাতৃ-সৃষ্ট ধর্ম্মে রীতিমত অবস্থান করেন, তিনি সর্ব্বা-শ্রমলভ্য মঙ্গলময় স্থান লাভ করিয়া থাকেন। হে কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির! যে পুরুষে কোন গুণই বিনষ্ট হয় না, আর্য্যগণ সেই নরশ্রেষ্ঠকেও আশ্রমস্থ বলিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির! সকল আশ্রমেই স্থানমান, কুলমান এবং বয়োমান রক্ষা করিয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য। হে পার্থ! নৃপতি দেশধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্ম সকল যথাবৎ পালন করিলে সর্ব্বাশ্রমলভ্য ফল লাভ করিয়া থাকেন। যথাসময়ে ভূতগণের যথা-যোগ্য বিভূতি এবং উপহার প্রদান করিলে সাধু-গণের আশ্রমে বসতি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! ভয় উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপত্তি শূন্য হই-য়াও যে ভূপতি ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তিনি সর্ব্বাশ্রমলভ্য ফল লাভ করিতে পারেন। ধর্ম্ম কুশল লোক সকল যাঁহার রাজ্য-মধ্যে যথাবৎ পালিত হইয়া যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, সেই ভূপ-তিও তাঁহাদের সেই আচরিত ধর্ম্মের অংশভাগী হয়েন। পরন্তু হে পুরুষ ব্যাঘ্র! যে ভূপতিগণ ধর্ম্মা-রাম ও ধর্ম্মপর মনুষ্যগণকে রক্ষা না করেন, তাঁহারা তাহাদের কৃত পাপের ফলভাগী হইয়া থাকেন। হে অনঘ যুধিষ্ঠির! যাঁহারা পার্থিবগণের সাহায্য করেন, তাঁহারা অপরকৃত ধর্ম্মের অংশভাগী হয়েন। হে পুরুষ শার্দ্দূল! আমরা যে ধর্ম্মের উপাসনা করি, এই দীপ্ত-নির্ণয় গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সকল আশ্রমধর্ম্ম অপেক্ষা পবিত্র।

যিনি ন্যস্ত-দণ্ড ও জিত-ক্রোধ হইয়া সর্ব্বভূতকে আপনার সমান জ্ঞান করেন, তিনি ইহলোকে এবং মৃত্যুর পর, পরলোকেও সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির! সেই ভূপতি সত্ত্বরূপ কর্ণধার-বল-বিশিষ্ট, শাস্ত্ররূপ বন্ধন-রজ্জুযুক্ত, দানরূপ বায়ুর দ্বারা সঞ্চা-লিত ও শীঘ্রগামী রাজধর্ম্মরূপ নৌকার দ্বারা সংসাররূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েন। যখন তাঁহার হৃদয়স্থ বাসনা সকল, সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন তিনি সত্ত্বস্থ হয়েন এবং তদনন্তর ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন। হে পুরুষ-শার্দ্দূল নরনাথ! প্রজাপালনরত ভূপতি ধ্যান এবং চিত্ত নিরোধের দ্বারা সুপ্রসন্ন হইয়া বিপুল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। যুধি-ষ্ঠির! তুমি নিয়ত বেদাধ্যয়ন-শীল, সৎকর্ম্ম-রত ব্রাহ্মণগণের পালনে যত্নবান্ হও। বান-প্রস্থগণ এবং অপর আশ্রমবাসিগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, ভূপতি প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মের-দ্বারা তাহার শত-গুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। হে পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ! এই ত বহুবিধ ধর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল, তুমি এই পরম্পরাগত অনাদিধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। হে

পুরুষ-শার্দ্দুল পাণ্ড-নন্দন! তুমি নিয়ত একাগ্রচিত্তে প্রজাপালনে অনুরক্ত থাক, তাহা হইলেই চাতুরাশ্রম্য ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম সকলের ফল লাভ করিবে।

চাতুরাশ্রম্য-বিধি-বিষয়ে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬৬॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি চাতুরাশ্রম্য ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম সকল বর্ণন করিলেন, অধুনা রাজ্যের কর্ত্তব্যতম কার্য্য সকল বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজার অভিষেচন করাই রাজ্যবাসী লোক সকলের কর্ত্তব্যতম; কারণ দস্যুগণ অরাজক এবং বল বিহীন রাজ্যকে অভিভূত করিয়া থাকে। অরাজক রাজ্য-মধ্যে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, অধিকন্তু পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টাই করিয়া থাকে, অতএব এতাদৃশ রাজ বিহীন রাজ্যকে ধিক্। যুধিষ্ঠির! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, রাজাকে বরণ করিলেই ইন্দ্রকেও বরণ করা হয়, অতএব ঐশ্বর্য্যাভিলাষী লোক সকলের ইন্দ্রের ন্যায় রাজাকেও পূজা করা কর্ত্তব্য। আমার মতে অরাজক রাজ্য-মধ্যে বাস করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাদৃশ রাজ্যে অগ্নিও দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন না। পরন্তু হতবীর্য্য অরাজক রাজ্য-মধ্যে অপর রাজ্যার্থী বলশালী রাজা আগমন করিলে, তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমাদি-দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করাই সুমন্ত্রণার কার্য্য, কারণ পাপময় অরাজক হইতে অধিক দোষাবহ আর কিছুই নাই। সেই বলবান্ ভূপতি সন্তুষ্ট থাকিলে সমস্তই মঙ্গল, অন্যথা তিনি প্রকুপিত হইলে সমস্ত দেশকে উৎসন্ন করিতে পারেন।

মহারাজ! 'যে গাভী দোহন কালে ব্যাঘাত জন্মায় তাহাকে বহুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সুদুহা হইলে কেহই তাহাকে ক্লেশ দেয় না এবং যে দারু সহজে প্রণত হয়, তাহাতে অগ্নি সন্তাপের আবশ্যক নাই, কিন্তু স্বয়ং প্রণত না হইলে তাহাকে অবশ্যই সন্তাপিত করিতে হয়' হে বীর! এই দুইটি উপমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলবানের নিকট নত হওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ বলবানের নিকট নত হইলে ইন্দ্রেরই নিকট নত হওয়া হয়। সুতরাং রাজ বিহীন প্রজাগণের আত্ম-মঙ্গলের নিমিত্তই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, ধন অথবা দারাদির নিমিত্ত নহে। অরাজক রাজ্য-মধ্যে পাপী পুরুষ পরবিত্ত হরণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যখন অপরে তাহার বিত্ত হরণ করে, তখন তাহারাই রাজার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে, কারণ তাহা হইলে পাপাচারিগণ কোন রূপেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির! অরাজক হইলে দুই জনে একের বিত্ত এবং অপর বহুলোকে দুই জনের বিত্তহরণ করে, দাস্য-বৃত্তির অনর্হদিগকে বল-পূর্ব্বক দাস করিয়া থাকে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীগণকে হরণ করে, এই জন্যই দেবগণ প্রজাপালক রাজার নিয়ম করিয়াছেন। অধিক কি যদি দণ্ড ধারক নরপতি লোক সকলের সহিত পৃথিবীকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে বলশালিগণ জল-জীবী মৎস্য সকলের ন্যায় দুর্ব্বলগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। আমরা শুনিয়াছি, যেরূপ জল মধ্যে বৃহৎকায় মৎস্যগণ কৃশায়তন মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ অরাজক রাজ্যের প্রজাগণ বিনষ্ট হইয়াছিল; এইরূপে পরস্পর সকলেরই কুলক্ষয় হইতে থাকিলে তাহারা সমবেত হইয়া পরস্পর শপথ-পূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিল যে 'আমাদের মধ্যে যে কেহ নিষ্ঠুর-ভাষী, কঠোরদণ্ড, পরস্ত্রীগামী এবং পরস্বাপহারী হইবে, তাহারা আমাদের ত্যাজ্য হইবে'। তাহারা নির্ব্বিশেষে সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিল। 'হে ভগবন্! আমাদের কোন ঈশ্বর না থাকায় আমাদের অসুখ

বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমরা বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি; অতএব আপনি আমাদিগের নিমিত্ত একরূপ এক জন ঈশ্বর নিয়োগ করুন, যিনি আমাদের সকলকে প্রতিপালন করিবেন এবং যাঁহাকে আমরা সকলে মিলিত হইয়া পূজা করিব'। তদনন্তর পিতামহ মনুকে তাহাদের রাজা হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলে, মনু তাঁহার সেই বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিলেন না।

মনু কহিলেন, 'পাপপূর্ণ কর্ম্ম আচরণ করিতে আমার অতিশয় ভয় হয়, বিশেষত মিথ্যাবৃত্ত মনুষ্যগণের মধ্যে রাজ্য করা নিরতিশয় দুষ্কর'।

ভীষ্ম কহিলেন, প্রজাগণ মনুর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, 'আপনি ভীত হইবেন না, পাপ হইতে আপনার কোন ভয় নাই, যাহারা পাপকর্ম্ম করিবে, তাহারাই তাহার ফল ভোগ করিবে। আমরা আপনার কোষবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের লব্ধ পশু ও হিরণ্যের পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ ও ধান্যের দশ ভাগের এক ভাগ প্রদান করিব। বিবাহ উপস্থিত হইলে, যে কন্যার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুল্ক নিরূপিত হইবে, আপনাকেই সেই চারুরূপা কন্যা প্রদান করিব। দেবগণ যেরূপ দেবেন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট বাহন সকলে আরূঢ় শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠগণ আপনার পশ্চাতে গমন করিবে। আপনি এইরূপে বলশালী, প্রতাপবান্ এবং অন্যের দুরাধর্ষ হইয়া কুবের যেরূপ নৈর্ঋতগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রজাগণ নৃপতি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যে ধর্ম্ম আচরণ করিবে, আপনি তাহার চতুর্থাংশভাগী হইবেন এবং সেই ধর্ম্মের দ্বারা বলশালী হইয়া শতক্রতু যেরূপ দেবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি মরীচিমালী দিবাকরের ন্যায় অরাতি-কুলকে সন্তাপিত করত বিজয় লাভের নিমিত্ত নির্গত হউন এবং শত্রুগণের দর্প নাশ করুন; তাহা হইলে আমরা নিরুদ্বেগে ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারিব'।

মহাবল-পরিবৃত মহাতেজা মনু প্রকৃতি-পুঞ্জ-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে দশদিক্ প্রজ্বলিত করত নির্গত হইলেন। তৎকালে অসংখ্য শ্রেষ্ঠ-বংশোদ্ভব লোক সকল তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার সেই মহেন্দ্র-সদৃশ মহত্ত্ব দর্শন করিয়া নিরতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন এবং সকলেই স্বধর্ম্মে মনোঽভিনিবেশ করিলেন। তদনন্তর, পর্য্যন্য যেরূপ ধূলিদাম নিবারণ করেন, তদ্রূপ মনু সকলকে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া পৃথিবীতে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির! এইরূপে পৃথিবীতে যে মনুষ্যগণ মঙ্গলবাসনা করিবেন, তাঁহারা প্রজা-বর্গের অনুগ্রহের নিমিত্ত রাজাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। শিষ্যগণ যেরূপ গুরুর নিকটে এবং দেবগণ যেরূপ দেবেন্দ্রের নিকট নত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজার নিকট নিয়ত প্রণত হইয়া থাকিবেন; কারণ স্বজনগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইলে শত্রু-বর্গও সৎকার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইলে শত্রুগণও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। বিশেষত শত্রুগণ-কর্ত্তৃক রাজার পরিভব সকলেরই অসুখাবহ।

তদনন্তর, প্রজাগণ নৃপতি মনুকে ছত্র, বাহন, বাহ্যাভরণ, ভোজ্য, পানীয়, গৃহ, আসন, শয্যা এবং অপর সর্ব্ব প্রকার উপকরণ প্রদান করিল। যুধিষ্ঠির! নৃপতি অন্যের দুরাধর্ষ হইবেন এবং অপর মনুষ্য-কর্ত্তৃক আভাষিত হইয়া সহাস্য-বদনে মধুরবাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। উপকারকের নিকট কৃতজ্ঞ, গুরুজনের নিকট দৃঢ়-ভক্তি, সকলের সহিত সম্বিভাগী এবং জিতেন্দ্রিয় হইবেন। অন্যের দ্বারা ঈক্ষিত হইয়া মৃদুভাবে শোভনরূপে মনোহর দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিবেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়॥ ৬৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতর্ষভ পিতামহ! ব্রাহ্মণগণও কি জন্য মনুষ্যগণের অধিপতি রাজাকে দেব-রূপ বলিয়া থাকেন?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! পূর্ব্বে বসুমনা বৃহস্পতিকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ এই প্রস্তাবে সেই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সর্ব্বলোকহিতকারী বিনয়জ্ঞ বসুমনা প্রজাগণের সুখ-সাধন-বাসনায় ধর্ম্মশীল বৃহস্পতিকে সর্ব্ব প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন ও প্রদক্ষিণ করত বিধিবৎ প্রণাম করিয়া রাজ্যের কর্ত্তব্য বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিলেন।

বসুমনা কহিলেন, 'হে মহাপ্রাজ্ঞ! জীবগণ কি রূপে উন্নত অবস্থা লাভ করে, কোন কার্য্যের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং কাহার উপাসনার দ্বারা অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকে?' মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি, কল্যাণার্হ অমিত-তেজস্বী বসুমনা-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দ-সহকারে রাজসৎকার বিষয়ক বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন।

বৃহস্পতি কহিলেন, 'হে মহাপ্রাজ্ঞ! প্রজাগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করে, রাজাই তাহার মূল; কারণ তাহারা রাজ-ভয়েই পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিতে পারে না। রাজাই ধর্ম্মানুসারে এই মর্য্যাদাবিহীন এবং পরদারাদি দুষ্কর্ম্মরত অখিল লোকের প্রসন্নতা সাধন করত স্বয়ং সুপ্রসন্ন-ভাবে বিরাজ করেন। মহারাজ! যেরূপ চন্দ্র-সূর্য্যের অনুদয়ে জীবগণ ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায় না; যেরূপ অল্পোদক সরোবরে মৎস্যগণ এবং হিংস্র-ভয়-রহিত কানন মধ্যে বিহঙ্গমগণ পুনঃ পুনঃ হিংসা করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে ও কালক্রমে পরস্পর কাহারও বাক্য সহ্য না করিয়া সকলের বাক্য অতিক্রম এবং সকলকেই উৎপীড়ন করত অচিরকাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রাজা না থাকিলে প্রজাগণও পালক-বিহীন পশুর ন্যায় ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। যদি রাজা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বলবানগণ বল-পূর্ব্বক দুর্ব্বলগণের পরিগ্রহ সকল হরণ করিত; তাহারা স্ব স্ব সমর্থ অনুসারে পরম আগ্রহেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। কেহই 'এই বস্তু আমার' এইরূপ জ্ঞান করিতে পারিত না; স্ত্রী, পুত্র, অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য অথবা অপর কোন বস্তু স্বায়ত্ত থাকিত না। রাজা রক্ষা না করিলে অর্থ সকল সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। যদি রাজা পালন না করেন, তাহা হইলে পাপাচারী চৌরগণ বল-পূর্ব্বক সকলের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং অপর বিবিধ রত্ন সকল হরণ করিত। যদি রাজা পালন না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মচারিগণের উপর বহুধা শস্ত্রপাত হইত এবং সকলেই অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিত। রাজা রক্ষা না করিলে সকলেই বৃদ্ধ পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথি এবং গুরুগণকে ক্লেশ দিত অথবা বিনাশ করিতেও সঙ্কুচিত হইত না। যদি রাজা পালন না করিতেন, তাহা হইলে অর্থশালিগণের নিয়তই বধ, বন্ধন অথবা নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইত এবং কেহই কোন বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে আমার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিত না। রাজা রক্ষা না করিলে সকলেই অকালে কালকবলে পতিত হইত; অখিল লোকই দস্যুগণের অধীন হইত এবং সকলেই ঘোর নরকে পতিত হইত। যদি রাজা রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে যোনি-দোষ, কৃষি অথবা বণিক্-পথ কিছুই থাকিত না; ধর্ম্ম নিমগ্ন এবং বেদ সকল বিলুপ্ত হইত। রাজা রক্ষা না করিলে সপ্তবিধ দক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞ, বিবাহ অথবা সমাজ কিছুই বিধিবৎ প্রবর্ত্তিত হইত না। রাজার শাসন না থাকিলে বৃষগণও গো সকলে রেতঃসিঞ্চন করিত না, গর্গরী সকল মথিত হইত না, সুতরাং ঘোষগণও বিনষ্ট হইত। রাজা রক্ষা না করিলে সকল লোকই ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হৃদয় হইয়া হাহাকার করত অচেতনবৎ ক্ষণকাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইত। যদি রাজা রক্ষা না করিতেন, তাহা

হইলে কেহই নির্ভয়চিত্তে যথাবিহিত দক্ষিণা-বিশিষ্ট সাম্বৎসরিক যজ্ঞ সকল আচরণ করিত না। রাজ-শাসন না থাকিলে বিদ্যাস্নাত, ব্রতস্নাত, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিতেন না। যদি রাজা পালন না করিতেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-হত্যাকারিকে হনন করিয়াছে, সে তাদৃশ ধর্ম্ম জন্য প্রশংসা লাভ করিতে পারিত না; পরন্তু ব্রহ্ম-ঘাতী সুস্থেন্দ্রিয় হইয়া বিচরণ করিত। রাজার শাসন না থাকিলে চৌরগণ হস্তস্থ ধনাদিও অপহরণ করিত, সেতু সকল ভগ্ন হইত এবং প্রজাগণও ভয় বিহ্বল হইয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইত। রাজা রক্ষা না করিলে চতুর্দ্দিকে অনীতি সকল প্রবর্ত্তিত হইত, বর্ণসঙ্কর-জাতির বৃদ্ধি হইত এবং রাজ্য মধ্যে নিয়ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত। যেরূপ গৃহদ্বার বদ্ধ করিয়া ইচ্ছানুসারে গৃহ মধ্যে নিদ্রা যায়, তদ্রূপ নৃপতি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মনুষ্যগণ অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। যখন বলশালিগণ প্রহার করিলেও দুর্ব্বলগণ তাহা সহ্য করিয়া থাকে, তখন যদি ধার্ম্মিক নরপতি সর্ব্বতোভাবে পৃথিবীকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অপরে যে অপরের আ-ক্রোশ-বাক্য সহ্য করিবে, তাহার বিচিত্র কি? নর-পতি যথাবৎ রক্ষা করিলে সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত অবলা-গণও অকুতোভয়ে রাজ-মার্গে বিচরণ করিতে পারে। যদি ভূপতি রক্ষা করেন, তাহা হইলে পরস্পর সক-লেই সকলকে অনুগ্রহ করে এবং পরস্পর হিংসা না করিয়া ধর্ম্ম-পথেই বিচরণ করিয়া থাকে। যখন ভূপতি প্রজাগণকে যথাবৎ রক্ষা করেন, তৎকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে সকলেই পৃথগ্বিধ যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা এবং মনঃসংযোগ-সহকারে বিদ্যা-ধ্যয়ন করিয়া থাকে। বার্ত্তা-মূল এই লোক বেদত্রয়ের দ্বারা রক্ষিত হয়, পরন্তু রাজার সুশাসন থাকিলেই তৎসমস্ত সুরক্ষিত হইয়া থাকে। যখন রাজা গুরু-তর ভার গ্রহণ করত সুমহৎ বল-সহকারে প্রজা-গণকে বহন করেন, তৎকালে লোক সকল সুপ্রসন্ন ভাবে অবস্থান করে। যাঁহার অবস্থানে সকলেই স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে এবং যাঁহার অভাবে সক-লেরই অভাব উপস্থিত হয়, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে পূজা না করিবে? যে রাজার প্রিয় ও হিতকারী হইয়া তাঁহার সর্ব্বলোক-ভয়াবহ গুরুতর ভার বহন করে, সে এই উভয় লোকই জয় করিতে সমর্থ হয়। যে পুরুষ মনোমধ্যেও রাজার অনিষ্টাশঙ্কা করিবে, সে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশ ভোগ করিয়া পর-লোকে নরকে পতিত হইবে। ভূপতিকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া কখনই অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ এই মহতী দেবতা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন।'

'যে ভূপতি কালোপযুক্ত পঞ্চ রূপ কার্য্য সকল করিয়া থাকেন, তিনি তৎকালে অগ্নি, সূর্য্য, মৃত্যু, বৈশ্রবণ, এবং যম এই পঞ্চবিধ আখ্যার অন্যতম আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। যৎকালে ভূপতি বঞ্চিত হইয়াও স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে সমীপস্থ পাপ সকলকে দহন করেন, তিনি তখন 'পাবক' এই সংজ্ঞা লাভ করেন। যখন চার-দ্বারা সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গল-জনক কার্য্য সকল আচরণ করেন, তৎকালে 'ভাস্কর' বলিয়া অভিহিত হয়েন। যৎকালে ক্রুদ্ধ হইয়া অশুচি লোক সকলকে পুত্র, পৌত্র ও অমাত্যগণের সহিত শতধা ক্ষয় করিতে থাকেন, তখন 'অন্তক' এই সংজ্ঞা ধারণ করেন। যখন তীক্ষ্ণ দণ্ডের দ্বারা অধা-র্ম্মিকগণকে নিগ্রহ এবং ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তৎকালে 'যম' বলিয়া অভিহিত হয়েন। মহারাজ! যখন ভূপতি ধনধারার দ্বারা উপকারিগণকে তর্পিত ও অপকারিগণের বহুবিধ রত্নাদি হরণ করিয়া কাহাকে সশ্রীক ও কাহাকে নষ্টশ্রী করেন, তখন 'বৈশ্রবণ' বলিয়া অভিহিত হয়েন।'

'মহারাজ! যাহাতে রাজার অপবাদ হয়, ঈশ্বর-সৃষ্ট লোক সকলে দ্বেষ-শূন্য, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী, দক্ষ এবং

অক্লিষ্ট-কর্ম্মা লোক সকলের এতাদৃশ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ রাজার প্রতিকূলাচরণ করিয়া কখনই সুখ লাভ করিতে পারা যায় না। যে রাজার অপবাদ-জনক কার্য্য করে, সে ভূপতির পুত্র, ভ্রাতা, বয়স্য অথবা তাঁহার তুল্য হইলেও অনিল-সারথি, প্রজ্বলিত হুতাশন তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া থাকেন। পরন্তু নরপতি যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার কুত্রাপি বিনাশ নাই, কারণ ভূপতির রক্ষাদ্রব্য সকলকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেরূপ মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করে, তদ্রূপ রাজস্ব হরণ হইতেও আত্মাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা স্পর্শ করিলেই যেরূপ যন্ত্র স্পর্শে মৃগ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য নিজস্বের ন্যায় রাজস্বকে রক্ষা করিবে। যে রাজধন অপহরণ করে, সে চিরকালের জন্য অচেতন, অপ্রতিষ্ঠ, ভয়ঙ্কর ও সুমহৎ নরকে পতিত হয়। মহারাজ! যাঁহাকে রাজা, ভোজ, বিরাট, সম্রাট, ক্ষত্রিয়, ভূপতি এবং নৃপতি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা স্তব করা যায়, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে অর্চ্চনা না করিবে? এই সকল কারণে ঐশ্বর্য্যাভিলাষী, জিতাত্মা, সংযতেন্দ্রিয়, মেধাবী, স্মৃতিমান্ এবং দক্ষ লোক সকল মহীপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ভূপতিও কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উচ্চকুলোদ্ভব, দৃঢ়-ভক্তি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ এবং নীতিস্থিত মন্ত্রিকে সৎকার করিবেন। দৃঢ়-ভক্তি, কৃত-প্রজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়, শূর, অক্ষুদ্র-কর্ম্মকারী এবং যে, 'আমি একাকীই এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, অন্য সাহায্যের আবশ্যক নাই' এইরূপ বলিয়া থাকে, এতাদৃশ লোক সকলকে আশ্রয় করিবেন। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে প্রগল্ভ করে, কিন্তু রাজা লোক সকলকে সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ লাভ করিতে দেন না। রাজা যাহাকে আক্রমণ করেন, তাহার সুখ কোথায়? পরন্তু তাঁহার অনুগত থাকিলে সর্ব্ব প্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে। হে নরেন্দ্র! রাজাই প্রকৃতি-পুঞ্জের মানসিক উৎকর্ষ, সদ্গতি, প্রতিষ্ঠা এবং পরম সুখ লাভের কারণ। যাহারা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা ইহলোক এবং মরণান্তে পরলোক পর্য্যন্তও জয় করিতে সমর্থ হয়। মহাযশা নরপতিগণও দম, সত্য এবং সৌহৃদের সহিত বসুমতী শাসন করত সুমহৎ যজ্ঞ করিয়া অমর-ধামে শাশ্বত পদ লাভ করিয়া থাকেন।"

রাজ-সত্তম কৌশল্য বসুমনা বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া যত্ন সহকারে প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অঙ্গিরা বাক্যে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৮ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! নৃপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে আর কি অবশিষ্ট আছে এবং তিনি চার, ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র ও ইতর বর্ণ সকলের মধ্যে কাহাকে কিরূপ বিশ্বাস করিবেন এবং কাহাকে কীদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আপনি এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন!!

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ভূপতির অপর যে সমস্ত কার্য্য কর্ত্তব্য, তুমি এক মনে সেই রাজ-নীতি সকল শ্রবণ কর। রাজা প্রথমত আপনার চিত্তকে জয় করিয়া তদনন্তর শত্রুগণকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন, কারণ যিনি আপনার চিত্তকেই জয় করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নরপতি কিরূপে শত্রুগণকে জয় করিবেন? যিনি শ্রোত্রাদি পঞ্চ-বর্গ এবং আপন চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, এতাদৃশ জিতেন্দ্রিয় নরপতিই অরাতি-বর্গকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন। হে নর-শার্দ্দূল কুরু-নন্দন! নরপতি দুর্গ, স্বীয় রাজ্য-সীমার বহির্ভাগ, নগর, উপবন, অন্তঃপুরস্থ উদ্যান, চতুষ্পথ, পুর, অন্তঃপুর এবং রাজ-নিবেশন এই সকল স্থানে পদাতি সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিবেন। জড়, অন্ধ এবং বধিরাকৃতি, ক্ষুৎপিপাসা-শ্রম-সহিষ্ণু, প্রাজ্ঞ ও পরীক্ষিত পুরুষগণকে চাররূপে নিযুক্ত করিবেন। গুপ্ত চার সকল নিয়োগ করিয়া

সর্ব্ব প্রকার অমাত্য, বহুবিধ মিত্র এবং পুত্রগণের কার্য্য সকল পরীক্ষা করিবেন। পুর, জনপদ এবং সামন্ত রাজগণের নিকট এরূপ গুপ্ত চার সকল নিয়োগ করিবেন যেন তাহারা পরস্পর কেহই অবগত হইতে না পারে। হে ভরতর্ষভ! নরপতি আপন, মল্লক্রীড়া-স্থান, সমাজ, ভিক্ষু, পুষ্পবাটিকা, বহির্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সভা, আকর-স্থান, অধিকারিগণের উপবেশন-স্থান, রাজসভা এবং প্রধান লোক সকলের গৃহ, এই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিলেই শত্রু-প্রেরিত চারগণকে অবগত হইতে পারিবেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! বিচক্ষণ নরপতি এইরূপে শত্রু-প্রেরিত চারগণকে অবগত হইবেন, কারণ পূর্ব্বে চারগণকে জানিতে পারিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। যখন নরপতি স্বয়ং আপনাকে হীনবল বিবেচনা করিবেন, তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবানের সহিত সন্ধি করিবেন। যদিও শত্রু অপেক্ষা আপনার হীনত্ব বিবেচনা না করেন, তথাপি কিঞ্চিৎ স্বার্থ লাভের প্রত্যাশা থাকিলেও বিচক্ষণ নরপতি শত্রুর সহিত সত্বরে সন্ধি করিবেন। যাঁহারা গুণবান্, মহোৎসাহ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং সাধু, ভূপতি এতাদৃশ লোক সকলের সহিত সন্ধি করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিবেন। বুদ্ধিমান্ নরপতি আপনাকে উচ্ছিদ্যমান্ জ্ঞান করিলে লোকদ্বিষ্ট, পূর্ব্বাপকারী লোক সকলের বিনাশ সাধন করিবেন। যে ভূপতি কোন রূপ উপকার অথবা অপকার করিতে সমর্থ হয়েন না এবং আপনাকেও উদ্ধার করিতে অসমর্থ, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন। যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইবার বাসনা হইলে পূর্ব্বে নগর রক্ষার বিধান ও যাত্রিক দ্রব্য সকল আয়োজন করত কল্যাণ-জনক বাক্য সকলের দ্বারা অভিনন্দিত ও সুমহৎ বল-পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে অজ্ঞ, মন্ত্রহীন, বন্ধুজন-বিহীন, অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত, অনবহিত এবং দুর্ব্বল নরপতির প্রতি যাত্রা করিবেন। যদি তাদৃশ ভূপতি বল এবং বীর্য্যে ন্যূন হইয়াও স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করিবার বাসনায় স্বয়ং বশীভূত না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে উৎপীড়িত করিবেন। শস্ত্র, অগ্নি এবং বিষ দ্বারা প্রজাবর্গকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার রাজ্যকে পীড়িত করিবেন; স্বীয় ভৃত্যবর্গের দ্বারা তাঁহার অমাত্য ও বল্লভগণের মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া দিবেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, ধীমান্ রাজ্যকাম নরপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া সন্ধিপ্রভৃতি অপর ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন। পণ্ডিত নরপতি সাম, দান এবং ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা যে অর্থ লাভ করিতে পারেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন।

হে কুরু-নন্দন! প্রজাবর্গের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রূপ কর গ্রহণ করিবেন। পুরবাসিগণের রক্ষার নিমিত্ত মত্ত উন্মত্ত প্রভৃতি দশধর্ম্মগত লোক সকলের দণ্ডের দ্বারা বহু অথবা অল্পই হউক ধন গ্রহণ করিবেন, কারণ তাহাদের দণ্ড না করিলে তাহারা পৌরগণের পীড়াকর হইয়া থাকে। পুরবাসিগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু বিচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজন বলিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিবেন না। নৃপতি অর্থি-প্রত্যর্থিগণের বাক্য সকলের বিচার-কার্য্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিয়ত সর্ব্বার্থদর্শী পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিবেন, কারণ তাঁহাদের দ্বারাই রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভূপতি সুবর্ণাদির আকর, লবণ উৎপত্তির স্থান, ধান্যাদির বিক্রয়-স্থান, নদী-সন্তরণ এবং নাগবল, এই সকলের আয়ব্যয় বিচার করিবার নিমিত্ত অমাত্য অথবা স্বীয় আত্মীয় হিতকারী পুরুষগণকে নিযুক্ত করিবেন। নিয়ত যথাবিহিত দণ্ডধারী নরপতি ধর্ম্মজন্য ফল লাভ করিয়া থাকেন, কারণ সময়োচিত দণ্ডবিধানই নৃপতির পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রশস্ত হইয়াছে। হে ভারত! নৃপতির বেদ ও

বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করা এবং প্রাজ্ঞ, তপস্যারত, নিয়ত দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া কর্ত্তব্য। নৃপতির এই সমস্ত গুণ নিয়ত স্থির থাকা কর্ত্তব্য, কারণ ব্যবহার লোপ হইলে তাঁহার স্বর্গ লাভই বা কোথায় এবং যশই বা কোথায়?

অপর বলবান্ ভূপতি-কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে বুদ্ধিমান্ নরপতি দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ এবং সময়ানুসারে মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত সাম, ভেদ অথবা বিগ্রহ বিষয়ক যুক্তি সকল নির্ণয় করিবেন। বনপথ সকলে ঘোষগণকে সন্নিবেশিত করিবেন। আবশ্যক হইলে গ্রাম সকলকে এক স্থান হইতে উঠাইয়া তাহাদিগকে উপনগর-মধ্যে প্রবেশিত করিবেন। রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত গুপ্ত ও দুর্গম স্থান আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধনশালী এবং বলমুখ্যগণকে মিষ্ট-বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া তাদৃশ স্থানে প্রেরণ করিবেন নৃপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় রাজ্যের শস্য সকল আহরণ করিবেন এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিসংযোগ-দ্বারা তৎসমস্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। শত্রুর মিত্র-বর্গের মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া অথবা স্বীয় বলের দ্বারাই হউক শত্রুর ক্ষেত্রস্থিত শস্য সকল নষ্ট করিবেন। নদীপথস্থিত সংক্রম সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, দীর্ঘিকাদির জল সমস্ত বাহির করিয়া দিবেন এবং যাহার জল বাহির করিবার উপায় নাই, তাদৃশ পল্বলাদির জল বিষাদির দ্বারা দূষিত করিয়া দিবেন। বিশেষ মিত্র-কার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কার্য্য সকল চিন্তা করত রণভূমিতে শত্রুর প্রতীঘাত-সমর্থ শত্রুর শত্রুবর্গের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহার সৈন্যগণের দ্বারাই শত্রুকে নিজ দেশ হইতে দূরীভূত করিবেন। যাহাতে শত্রুবর্গ আশ্রয় লইতে পারে, এতাদৃশ ক্ষুদ্র দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। চৈত্যবৃক্ষ ভিন্ন অপর সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল-চ্ছেদন করিবেন। প্রবৃদ্ধ বৃক্ষ সকলের শাখা ছেদন করিবেন, কিন্তু চৈত্যবৃক্ষের পত্র পর্য্যন্তও কোন রূপে পাতিত করিবেন না। দুর্গপ্রাকারের ভিত্তি সকলে শূরগণের উপবেশন স্থান সকল প্রস্তুত করিবেন; বায়ু সঞ্চরণ, দুর্গের মধ্য হইতে বহিস্থ শত্রুগণকে দর্শন এবং তাহাদের উপর আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিকা ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত ভিত্তি-মধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র সকল প্রস্তুত করিবেন। সশূল স্থাণ, নক্র এবং ভীমকায় মৎস্য সকলের দ্বারা পরিখাকে পরিপূরিত করিবেন। পুর হইতে বহির্গমনের ক্ষুদ্র দ্বার সকল প্রস্তুত করিয়া অপর দ্বারের ন্যায় তাহারও রক্ষা বিধান করিবেন। সকল দ্বারেই বৃহৎ যন্ত্র এবং আবশ্যক হইলেই ক্ষেপণ করিতে পারা যায়, এরূপ শতঘ্নী সকল স্থাপন করিবেন। প্রভূত কাষ্ঠ আহরণ করিবেন। স্থানে স্থানে কূপ সকল খনন করাইবেন এবং যে সকল কূপ অপর সলিলার্থিগণ-কর্ত্তৃক পূর্ব্বে খনিত হইয়াছে, তাহার জল বিশুদ্ধ করিবেন। চৈত্রমাসে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ সকলে পঙ্ক লেপন করাইবেন এবং অপর স্থানের অরক্ষিত তৃণ সকলও হরণ করিয়া আনিবেন। সেই সময়ে নরপতি রাত্রিতেই অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্য সকল পাক করাইবেন এবং অগ্নিহোত্র ভিন্ন অপর কোন কার্য্যেই দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে দিবেন না। কর্ম্মারশালা এবং সূতিকা-গৃহে সুরক্ষিতভাবে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে ও সেই অগ্নি গৃহ-মধ্যে প্রবেশিত করিয়া তাহাকে পাত্রাদি-সমাচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। পুরীর রক্ষার নিমিত্ত ‘যে দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে’ এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই সময়ে ভিক্ষুক, শাকটিক, ক্লীব, উন্মত্ত এবং কুশীলবগণকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন, কারণ তৎকালে তাহারা রাজ্য-মধ্যে থাকিলে অনেক দোষ উপস্থিত হয়। চত্বর, মন্ত্রাদি অষ্টাদশবিধ তীর্থ, সভা এবং সাধারণ লোক সকলের গৃহে উপযুক্তমত প্রণিধি

নিযুক্ত করিবেন। নরপতি সুবিস্তৃত রাজ-মার্গ সকল প্রস্তুত করাইবেন এবং পানীয়-শালা ও ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। হে কুরু-নন্দন যুধিষ্ঠির! ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বাগার, গজশালা, সৈন্যগণের আবাস-স্থান পরিখা, অভ্যন্তর মার্গ এবং অন্তঃপুরস্থ উদ্যান সকল এরূপ গোপনীয় স্থানে নির্ম্মাণ করিবেন, যেন অপর কেহই কোন রূপে সেই সমস্ত দেখিতে না পায়। পরবল-পীড়িত নরপতি তৈল, বসা, মধু, ঘৃত, বহুবিধ ঔষধ এবং অর্থ সকল সঞ্চয় করিবেন। অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জ পত্র, শর, লেখক, ঘাস, কাষ্ঠ এবং বিষাক্ত-বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস-প্রভৃতি অস্ত্র ও বর্ম্মাদি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিবেন। সর্ব্ব প্রকার ঔষধ, মূল, ফল এবং বিষ, শল্য, রোগ ও কৃত্যা এই চতুর্ব্বিধ উৎপাতের উপশমকারী চতুর্ব্বিধ বৈদ্যগণকে সংগ্রহ করিবেন। নট, নর্ত্তক, মল্ল এবং মায়াবিগণ রাজপুরীকে শোভিত এবং অপর সকলকে সর্ব্ব প্রকারে আনন্দিত করিয়া রাখিবে। ভৃত্য, মন্ত্রী এবং পুরবাসিগণের মধ্যে যাহা হইতে নৃপতির শঙ্কা হইবে, তাহাকেই স্বায়ত্ত করিয়া রাখিবেন। রাজেন্দ্র! নৃপতি ক্রোধ-বশত অকারণে অন্যের অবমাননা এবং তাড়না করিলে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যথার্হ প্রভূত ধনদান এবং বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা তাহাদের পূজা করিয়া তাহা হইতে অনৃণ হইবেন। যে সাতটি রাজার অবশ্য রক্ষণীয় তাহা শ্রবণ কর;— হে কুরু-নন্দন! নৃপতির আত্মা, অমাত্য, কোশ, দণ্ড, মিত্র, জন-পদ এবং পুর এই সপ্তাত্মক রাজ্য সর্ব্ব-প্রযত্নে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! যে নরপতি ষাড়্‌গুণ্য, ত্রিবর্গ এবং পরম-ত্রিবর্গ অবগত হইয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীকে ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। যুধিষ্ঠির! ষাড়্‌গুণ্যের কথা যাহা বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর;— শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান, শত্রুর প্রতি যান, শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়া অবস্থান, শত্রুকে ভয়-প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রার ছল দেখাইয়া অবস্থান, দ্বৈধীভাব এবং অন্য দুর্গ অথবা অন্য প্রবল নরপতির আশ্রয় গ্রহণ এই ছয়টি নৃপতির ষাড়্‌গুণ্য। ত্রিবর্গের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাও একমনে শ্রবণ কর;— ক্ষয়, স্থান এবং বৃদ্ধি এই ত্রিবর্গ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই পরম-ত্রিবর্গ সময়ানুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে মহী-পতি ধর্ম্মানুসারে চিরকাল পৃথিবী পালন করিয়া থাকেন। হে যাদবী-নন্দন! তোমার মঙ্গল হউক, এই অর্থে স্বয়ং বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক যে দুইটি শ্লোক গীত হইয়াছিল, সেই দুইটি তোমার শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। 'মেদিনী এবং পুরবাসিগণকে সম্যক্‌রূপে পালন এবং অপর সর্ব্ব প্রকার কার্য্য করিয়া নরপতি পরত্র সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃতি-পুঞ্জকে উত্তমরূপে পালন করেন, তাদৃশ নরপতির তপস্যায় ফল কি? এবং তাঁহার যজ্ঞেরই বা আবশ্যক কি? কারণ তিনি স্বয়ং সর্ব্ব-ধর্ম্মবিৎ'।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ড-নীতি এবং নৃপতি সমস্ত এবং ব্যস্ত ও সমস্ত এই উভয় বিধই হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কে কিরূপ কার্য্যের দ্বারা কীদৃশ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, আপনি এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন !!!

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহারাজ ভরত-নন্দন! দণ্ড-নীতি হইতে নৃপতি এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের যে মহা-ভাগ্য হইয়া থাকে, আমি যুক্তি-যুক্ত সিদ্ধ-বাক্য সকলের দ্বারা সেই সমস্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ভূপতি-কর্ত্তৃক যথাবৎ প্রযুক্ত দণ্ড-নীতি চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাবর্গকে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বধর্ম্মে সংস্থাপিত করে। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রকৃতিগণ স্বকর্ম্ম-নিরত, মর্য্যাদা সকলের অসঙ্কর এবং দণ্ড-নীতি-কৃত মঙ্গলের দ্বারা অকুতোভয় হইলে ব্রাহ্ম-ণাদি বর্ণত্রয় সকলের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত সাধ্যানু-সারে যত্নবান্ হয় এবং তাহা হইতেই মনুজগণের পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! কালই

রাজার কারণ, অথবা রাজাই কালের কারণ, তোমার যেন এতাদৃশ সংশয় উপস্থিত না হয় এবং ইহাই নিশ্চয় জানিবে যে, রাজাই কালের কারণ।

যখন নরপতি সম্যক্‌রূপে যথাবিধি দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন, তখনই কালক্রমাগত সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদনন্তর সেই কৃতযুগে কেবলমাত্র ধর্ম্মই বিরাজ করিতে থাকেন; অধর্ম্ম এককালে অন্তর্হিত হয় এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের মন তাহাতে অনুরত হয় না। প্রজাগণ নিঃসংশয়ে যোগ সকল আচরণ করে এবং তাহাদের বৈদিক গুণ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ঋতু সকল নিরাময় এবং সুখাবহ হয়; মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মন প্রসন্ন হইয়া থাকে। কেহই রোগাক্রান্ত হয় না এবং কোন মনুষ্যকেই অল্পায়ু দৃষ্ট হয় না। যুধিষ্ঠির! এই সত্যযুগে কোন রমণীই বিধবা এবং কেহই কৃপণ হয় না। কর্ষণাদি ব্যতিরেকেও পৃথিবীতে ওষধি এবং শস্য সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে; ত্বক্‌, পত্র, ফল এবং মুল সকল বীর্য্যবান্‌ হয়। সেই কৃত-যুগে অধর্ম্ম অন্তর্হিত হয় এবং কেবল ধর্ম্মই বিরাজ করিতে থাকেন। যুধিষ্ঠির! এই সকলকে সত্যযুগের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

যখন ভূপতি সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত না হইয়া দণ্ড-নীতির চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করত তাহার ভাগত্রয়-মাত্রের অনুবর্ত্তী হয়েন, তখনই ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই ত্রেতাযুগে তিন অংশ ধর্ম্ম এবং এক অংশ অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। কর্ষণ করিলে পৃথিবীতে শস্য এবং ওষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যখন নরপতি দণ্ড-নীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধাংশমাত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তখনই দ্বাপর নামক কাল প্রবর্ত্তিত হয়। দুই ভাগ অধর্ম্ম দুই ভাগ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয় এবং পৃথিবী কর্ষিত হইয়াও অর্দ্ধমাত্র ফল প্রদান করেন।

যখন নরপতি দণ্ড-নীতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অসদুপায়ের দ্বারাই প্রকৃতি-পুঞ্জকে পীড়িত করিতে থাকেন, তখনই কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। কলিযুগে কুত্রাপি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় না, সকলই অধর্ম্মপূর্ণ এবং সকল বর্ণেরই মন স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে; শূদ্রগণ ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণগণ অন্যের পরিচর্য্যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; যোগশীলগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণ-সঙ্করগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৈদিক কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কোন ফল না হইয়া বরং বিগুণই হইয়া থাকে; কোন ঋতুই সুখ-দায়ক হয় না, প্রত্যুত সকল ঋতুতেই প্রজাবর্গ রোগ-পীড়িত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মন হ্রাস হয় এবং তাহারা ব্যাধি-পীড়িত ও অল্পায়ু হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। যুধিষ্ঠির! কলিযুগে অবলাগণ বিধবা এবং প্রজাগণ নৃশংস হইয়া থাকে। পর্জ্জন্য সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করেন না, শস্যাদিও কদাচিৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন নরপতি দণ্ড-নীতি-সমাহিত হইয়া প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা না করেন, তৎকালে রস সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং চতুর্থ কলি এই যুগ-চতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তনের কারণ। নৃপতি সত্য-যুগের আচরিত কার্য্য সকলের দ্বারা অনন্ত, ত্রেতা-যুগে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং দ্বাপরযুগে আচরিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংখ্যানুসারে অধিক বা অল্প স্বর্গ সুখ লাভ করেন, কিন্তু কলিযুগাচরিত কার্য্যের দ্বারা কেবল পাপ-জন্য কষ্ট ভোগই করিয়া থাকেন। তদনন্তর প্রজাগণের আচরিত পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, সেই পাপাত্মা দুষ্কর্ম্মা নরপতি বহু বৎসর নরকে বাস করেন।

যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয় নিখিল দণ্ড নীতি অবগত হইয়া এবং তাহাকেই সম্মুখবর্ত্তিনী করিয়া নিয়ত অলব্ধ বস্তু লাভের নিমিত্ত যত্ন এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষা বিধান করিবেন। লোকের ব্যবস্থাপিকা মর্য্যাদা এবং লোক-ভাবিনী এই দণ্ড-নীতি সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে মাতা ও পিতা যে রূপ শিশুকে রক্ষা

করেন, তদ্রূপ লোক সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। হে মনুজ-পুঙ্গব! রাজা দণ্ড-নীতি-বিশারদ হওয়াই রাজ্যের পরম-ধর্ম্ম, কারণ ইহাই নিশ্চয় জানিবে যে, লোক সকল দণ্ড-নীতিতেই সুস্থাপিত হইয়া আছে।

হে কুরু-নন্দন! আমি সেই জন্য বলিতেছি, তুমি নীতি-নিপুণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গকে প্রতিপালন কর, কারণ এইরূপে প্রজা রক্ষা করিলে দুর্জ্জয় স্বর্গকেও জয় করিতে সমর্থ হইবে।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৬৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃত্তজ্ঞ! মহীপতি কীদৃশ কার্য্যের দ্বারা ইহলোকে এবং মৃত্যুর পর পরলোকে ভবিষ্যত সুখ-দায়ক অর্থ সকল অনায়াসে লাভ করিতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, গুণোপেত মনুষ্য যে সকল ধর্ম্ম আচরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন, অকটুকাদি ষট্‌ত্রিংশৎ গুণসংযুক্ত সেই ধর্ম্ম ষট্‌ত্রিংশদ্বিধ। রাগ-দ্বেষ বিহীন হইয়া ধর্ম্ম কার্য্য সকল আচরণ, লোভ-বশীভূত না হইয়া ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহ প্রকাশ, কোনরূপ নিষ্ঠুর আচরণ না করিয়া অর্থ উপার্জ্জন এবং যাহাতে ধর্ম্ম ও অর্থ বিনষ্ট না হয়, এতাদৃশ অনুদ্ধতভাবে ইন্দ্রিয়গণের প্রীতি-সাধন করা কর্ত্তব্য। অদীন-ভাবে প্রিয় বাক্য বলিবে, শূর হইয়াও শ্লাঘা-বিহীন ও প্রগলভ হইয়াও সদয় হইবে এবং দাতা হইয়াও অপাত্রে দান করিবে না। অনার্য্যগণের সহিত সন্ধি, বন্ধুগণের সহিত বিগ্রহ, অপ্পান্ন ব্যক্তিকে চার-কার্য্যে নিয়োগ এবং অপরকে পীড়িত না করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অসতের নিকট অর্থ কথন, স্বয়ং আপনার গুণ গাণ, সাধুগণের নিকট হইতে ধনাহরণ এবং অসৎ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। পরীক্ষা না করিয়া দণ্ড প্রয়োগ, পরের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ, লুব্ধগণকে ধন দান এবং অপকারিকে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। নৃপতি নিয়ত ঈর্ষা-বিরহিত, গুপ্ত-দার, শুদ্ধ ও ঘৃণা-বিহীন হইবেন; যাহাতে অনুপকার হয়, তাদৃশ অন্ন পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্ষ্য-দ্রব্য ভোজন করিবেন এবং কাস্তায় একান্ত সঙ্গত হইবেন না। অশুদ্ধভাবে মাননীয়গণের সৎকার, মায়া-বিরহিত হইয়া গুরুজনের সেবা, দম্ভ-বিহীন হইয়া দেবগণের অর্চ্চনা এবং অনিষিদ্ধ হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিবে এবং দক্ষ হইয়াও সময় প্রতীক্ষা করিবে। ধন দিয়া সান্ত্বনা করা এবং আশ্রয় দান করিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষরূপে অবগত না হইয়া প্রহার, শত্রুকে বিনাশ করিয়া শোক, আকস্মিক ক্রোধ এবং অপকারির নিকট মৃদুতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির! তুমি যদি শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির বাসনা কর, তাহা হইলে রাজ্যস্থ হইয়া এইরূপ আচরণ করিবে, কারণ ইহার অন্যথা করিলে নরপতি মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। যিনি যথোক্তরূপে এই সমস্ত গুণের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তিনি ইহলোকে এবং মৃত্যুর পর পরলোকেও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু-নন্দন ভীমাদির দ্বারা রক্ষিত, বুদ্ধিমান, মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তনু-তনয় ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে সেই পিতামহকে বন্দনা করিয়া সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৭০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নৃপতি কিরূপে প্রজা পালন করিলে আধিরূপ বন্ধে আবদ্ধ হয়েন না এবং ব্যবহার নির্ণয়াদি কার্য্যেরও অন্যথা না হয়, আপনি সেই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন!!!

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আমি সেই শাশ্বত ধর্ম্ম

সকল সংক্ষেপত তোমার নিকট বর্ণন করিব, কারণ সেই সমস্ত ধর্ম্ম বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে হইলে কখনই শেষ হইবে না। তুমি ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, দেবপূজা-রত, ব্রত-পরায়ণ এবং গুণবান্ গৃহাগত ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত অর্চ্চনা করিবে। ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে প্রথমত প্রত্যুত্থানাদি-দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার চরণ-দ্বয় বন্দনা করিবে; তদনন্তর পুরোহিতের সহিত অপর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপে ধর্ম্ম কার্য্য সকল সমাপন করত ব্রাহ্মণগণকে অপর মঙ্গল-জনক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা অর্থসিদ্ধি-সূচক জয়াশীর্ব্বাদ পাঠ করাইবে।

হে ভারত! নৃপতি কাম-ক্রোধ বর্জ্জন-পুরঃসর স্বীয় বুদ্ধি-প্রভাবে ধৈর্য্য ও সরল-ভাব অবলম্বন করিয়া যথার্থ প্রাপ্য বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন। যে মূঢ় নরপতি কাম-ক্রোধ-বশীভূত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, তিনি ধর্ম্ম অথবা অর্থ কিছুই লাভ করিতে পারেন না। লুব্ধ এবং মূর্খগণকে লোভ জনক অর্থ-সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া লোভ-শূন্য বুদ্ধিমান্ জনগণকে তাদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ কার্য্যাকার্য্য বিবেক-বিহীন মূর্খ অর্থাধিকার প্রাপ্ত হইলে কাম-ক্রোধ বশীভূত হইয়া প্রকৃতি পুঞ্জকে পীড়িত করিতে থাকে। নৃপতি গণনায় অধিক না হয় এইরূপে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ-রূপ বলি, শাস্ত্রানুসারে অপরাধিগণের দণ্ড এবং পথ-মধ্যে বণিক্‌গণকে রক্ষা করিয়া যে বেতন প্রাপ্ত হয়েন, তাহার দ্বারাই ধন-সঞ্চয় করিবেন। নৃপতি এইরূপে ধান্যাদির ষষ্ঠাংশরূপ কর গ্রহণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন, পরন্তু যদ্যপি তাহাতে তাহাদের বার্ষিক আহার-যোগ্য ধান্যাদি অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের আহারের উপায় কল্পনা করিয়া দিবেন। নরনাথ সুরক্ষক, দাতা, নিত্য-ধর্ম্ম রত, অনলস এবং কাম-দ্বেষ বিহীন হইলে, মনুষ্যগণ তাঁহার অনুরক্ত হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! তুমি কখনই লোভ-পরবশ হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিও না, কারণ যিনি শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করেন, তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ সমস্তই মিথ্যা হয়। নৃপতি কেবল অর্থ-শাস্ত্রের বশীভূত হইলে কখনই ধর্ম্ম ও অর্থ লাভ করিতে পারেন না, প্রত্যুত তাঁহার সেই অর্থ অস্থানে বিনষ্ট হয়। ভূপতি যে মোহ-বশত অশাস্ত্রীয় কর গ্রহণ করত প্রকৃতি-পুঞ্জকে পীড়িত করিয়া স্বয়ংই আপনার বিনাশ-সাধন করেন, অর্থই তাহার মূল। যেরূপ ক্ষীরার্থী ব্যক্তি গাভীর উধশ্ছেদন করিলে দুগ্ধ লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্যকে পীড়িত করিলে তাহা কখনই পরিবর্দ্ধিত হয় না। যেরূপ যে ব্যক্তি নিয়ত পয়স্বিনী গাভীর সেবা করে, সেই দুগ্ধ লাভ করে, তদ্রূপ নরপতি উপায়ানুসারে রাজ্য-পালন করিলে সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ মাতা শিশুকে স্তন্য দান করেন, তদ্রূপ বসুমতী নরপতি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলে দোগ্ধ্রীর ন্যায় সকলকেই ধান্যহিরণ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। মহারাজ! তুমি আঙ্গারিকের ন্যায় মূলোৎপাটনকারী না হইয়া প্রসূন-সঞ্চয়কারী মালাকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবে, তাহা হইলেই চিরকাল বসুন্ধরাকে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। পরচক্রের দ্বারা যদ্যপি তোমার ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে সামরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াই অব্রাহ্মণগণের ধন গ্রহণ করিবে। যুধিষ্ঠির! উন্নত অবস্থার ত কথাই নাই, অস্ত্য অবস্থা উপস্থিত হইলেও যেন ব্রাহ্মণকে ধনশালী দেখিয়া তোমার মন বিচলিত না হয়। তুমি নিয়ত সেই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে এবং স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাযোগ্য ধন দান করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ-সাধন করিবে, তাহা হইলেই দুর্জ্জয় স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। হে কুরু-নন্দন! তুমি এইরূপ ধর্ম্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজা-পালন করিলে পরিণাম-শুভ-জনক পুণ্য এবং নিত্য যশ প্রাপ্ত হইবে। হে পাণ্ডু-

নন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুসারে যথা নিয়মে প্রজা-পালন কর, তাহা হইলে কখনই আধিরূপ বন্ধে আবদ্ধ হইবে না। যখন চরাচর ভূতগণের রক্ষা বিধানই পরম ধর্ম্ম এবং পরমা দয়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং নৃপতি যে প্রজা-বর্গকে রক্ষা করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। রাজা রাজ্য-রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া জীবগণের উপর যে দয়া প্রকাশ করেন, ধর্ম্ম-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। নৃপতি একদিনমাত্র ভয়হেতু প্রজা-বর্গের রক্ষা বিধান না করিয়া যে পাপ-সঞ্চয় করেন, বর্ষ সহস্রের পর তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; পরন্তু প্রকৃতি-পুঞ্জকে ধর্ম্মানুসারে একদিনমাত্র রক্ষা করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, দশ সহস্র বৎসর স্বর্গ-ধামে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যোগিগণ পর্য্যায়ক্রমে গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থগণের ধর্ম্ম সকল আচরণ করিয়া যে সকল লোক জয় করেন, নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন করিয়া ক্ষণ-মাত্রেই সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয়েন। হে কুন্তী-নন্দন! তুমি এইরূপে যত্ন সহকারে ধর্ম্মকে পালন কর, তাহা হইলে সেই পুণ্যফলে তুমি কখনই আধিরূপ বন্ধে বদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত অমর-ধামে মহতী সম্পত্তি লাভ করিবে। রাজা রাজ-বিহীন হইলে ঈদৃশ ধর্ম্ম সকল কখনই আচরিত হয় না, সুতরাং রাজাই সেই সকল ধর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির! তুমিও এই সুমহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপুঞ্জকে প্রতিপালন কর এবং সোমরসাদির দ্বারা ইন্দ্রের ও অভিলাষ পূরণ করত সুহৃদ্গণের সন্তোষ সাধন কর।

এক সপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭১ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যিনি সাধুগণকে রক্ষা করেন এবং অসাধুগণকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন, তাঁহাকেই রাজ পুরোহিত করা রাজার কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে পুরুরবার পুত্র ঐলের সহিত বায়ুর যে কথোপকথন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই প্রসঙ্গে সেই প্রাচীন ইতিহাসটিকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পুরুরবা কহিলেন 'কাহা হইতে ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, ক্ষত্রিয়াদি অপর বর্ণ-ত্রয়ই বা কাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি কারণে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন, আপনি এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন'।

বায়ু কহিলেন 'হে ভরতর্ষভ রাজ-সত্তম! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু-দ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় এবং ঊরু-দ্বয় হইতে বৈশ্য উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই বর্ণ-ত্রয়ের পরিচর্য্যার নিমিত্ত পদ-দ্বয় হইতে শূদ্র নামক চতুর্থ বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাত-মাত্রেই ধর্ম্মরূপ কোষের রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন; তদ্দর্শনে পিতামহ প্রজা-পুঞ্জের রক্ষার নিমিত্ত দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়কে দণ্ড ধারণে নিয়োগ করিয়া পৃথিবীর শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং বৈশ্য ধন-ধান্যের দ্বারা বর্ণ ত্রয়ের ভরণ ও শূদ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে, এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলেন'।

পুরুরবা কহিলেন 'হে বায়ো! এই বসুমতী এবং ইহার যাবতীয় ধন ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ের মধ্যে কাহার হইতে পারে? আপনি এই বিষয়টি আমার নিকট বর্ণন করুন'।

বায়ু কহিলেন 'ধর্ম্ম-কুশল লোক সকল বলিয়া থাকেন যে, এই পৃথিবী এবং ইহার যাবতীয় ধন জ্যেষ্ঠত্ব এবং আভিজাত্য হেতু ব্রাহ্মণেরই হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু, জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তিনি যাহা দান, ভোজন এবং পরিধান করেন, তৎ সমস্ত আপনার ধনেই করিয়া থাকেন। যে রূপ রমণীগণ পতির অভাবে দেবরকে পতি

করিয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ রক্ষা না করাতেই বসুমতী আনন্তর্য্য-হেতু ক্ষত্রিয়কেই পতি করিয়া থাকেন। মহারাজ! এইটি প্রথম কল্প, কিন্তু আপৎকালে ইহার বিপরীতও হইয়া থাকে। যদি তোমার সেই উৎকৃষ্ট স্থান স্বর্গ এবং স্বধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি যে কোন ভূমি জয় করিবে, তৎ সমস্তই বৈদিক ক্রিয়ারত, ধর্ম্মজ্ঞ, তপস্বী, স্বধর্ম্ম-পরিতৃপ্ত, লোভ-বিহীন ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যে কৃতপ্রজ্ঞ, বিনীত এবং সৎকুল-প্রসূত ব্রাহ্মণ স্বীয় পরিপূর্ণ বুদ্ধির প্রভাবে বিচিত্র বাক্যের দ্বারা নৃপতিকে সৎপথে আনয়ন করেন, সেই রাজ-পুরোহিত তাদৃশ উপদেশ-শুশ্রূষু, অহঙ্কার শূন্য এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম-রত নরপতির আচরিত ধর্ম্ম সকলের অংশভাগী হয়েন এবং সেই প্রাজ্ঞ ভূপতিও প্রজা-পুঞ্জের নিকট স্বীয় কর্ম্মের অনুরূপ সৎকার ও মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রজাগণ নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহা-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থান করত স্বচ্ছন্দে ও অকুতোভয়ে যে সকল ধর্ম্ম আচরণ করে, নৃপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশ-ভাগী হয়েন। দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ এবং রাক্ষসগণ যজ্ঞের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন, কিন্তু অরাজক হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত হয়। দেবতা এবং পিতৃগণ যজ্ঞাদিতে দত্ত ঘৃতা-দির দ্বারাই জীবন-ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মই নৃপতির উপর নির্ভর করে। রাজ শাসন থাকিলেই প্রজাগণ আতপকালে ছায়া, জল এবং শীতল বায়ুতে ও শীত-ঋতুতে বস্ত্র এবং অগ্নি ও সূর্য্যের উত্তাপে সুখানুভব করিয়া থাকে এবং তাহাদের মনও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে রমণ করে। পরন্তু যখন রাজ-বিহীন হইলে তাহারা ভয় প্রযুক্ত কোনক্রমে তাদৃশ সুখ অনুভব করিতে পারে না, তখন তাদৃশ সময়ে যিনি অভয় দান করেন, তাঁহারই সুমহৎ ফল হইয়া থাকে; অধিক কি সেই সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতেও সঙ্কুচিত হইবে না, কারণ কোন দানই প্রাণ-দানের তুল্য নহে। নৃপতিই সকলের আধার এবং তিনিই সম-য়ানুসারে ইন্দ্র, যম ও ধর্ম্ম ইত্যাদি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ৭।

দ্বাসপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৭২॥

ভীষ্ম কহিলেন, নৃপতি রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের গহন গতি পর্য্যবেক্ষণ করত অবি-লম্বেই বিদ্বান্ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। মহারাজ! যাহাদের রাজ-পুরোহিত ধর্ম্মাত্মা ও মন্ত্রবিৎ এবং রাজাও তাদৃশ গুণ-যুক্ত সেই প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। রাজা এবং রাজ-পুরোহিত পরস্পর অনবহিত ও সমচেতা হইয়া সৌহৃদ্য অব-লম্বন করত তপস্বিগণের ন্যায় ধর্ম্ম-রত ও শ্রদ্ধা-বান্ হইলে, দেবতা, পিতৃলোক, পুত্র এবং প্রজা সকলের উন্নতি-সাধন করিয়া থাকেন। প্রজাগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মান করিলে সুখ লাভ করে, কিন্তু তাহাদের অবমাননা করিলেই বিনষ্ট হয়, কারণ পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কেই সকল বর্ণের মূল বলিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির! আর্য্যগণ এই প্রস্তাবে ঐল ও কশ্যপের সংবাদরূপ যে প্রাচীন ইতিহাসটিকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করেন, তাহা শ্রবণ কর।

ঐল কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় তেজে রাজ্য পরিরক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উভয়ের অন্যতম কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিলে বর্ণ সকল কাহার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কাহার দ্বারাই বা তাহারা পরিরক্ষিত হইয়া থাকে?'

কশ্যপ কহিলেন 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সেই রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, দস্যুগণ রাজ্য-মধ্যে উপদ্রব করিতে থাকে এবং পণ্ডিতগণ তাদৃশ ক্ষত্রিয়কে ম্লেচ্ছ-জাতীয় বলিয়া অনুমান

করেন। ক্ষত্রিয়গণও যদ্যপি ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বৃষগণ বৰ্দ্ধিত, গর্গর সকল মথিত ও যজ্ঞ-কর্ম্ম সকল আচরিত হয় না এবং তাঁহাদের পুত্রগণও যথাবৎ রক্ষিত হইয়া বেদাধ্যয়ন করে না। ক্ষত্রিয়গণ যে ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করেন তাহাদের গৃহ-জাত অর্থ সকল কখনই পরিবর্দ্ধিত হয় না, তাহাদের পুত্রগণ যথাবৎ বেদাধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল আচরণ করে না, প্রত্যুত সঙ্করজাতি ও দস্যুগণের ন্যায় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়, সুতরাং তাঁহারা উভয়ে সংযুক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। ইহাঁরা উভয়ে নিয়ত পরস্পরকে রক্ষা করত মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; পরন্তু যদি কোনরূপে তাঁহাদের সেই পুরাতন সন্ধি ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে উভয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকেন। যে রূপ অগাধ জল-মধ্যে বিপন্না নৌকা কোনরূপেই পরপার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহারাও কোন বিষয়ের পারদর্শী হইতে পারেন না, বর্ণ-বিচার বিলুপ্ত হয় এবং প্রজাগণ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ যথাবৎ রক্ষিত হইলে সুখ এবং সুবর্ণময় ফল বর্ষণ করে, কিন্তু তাহাকে রক্ষা না করিলে দুঃখ এবং নরকরূপ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন ব্রহ্মচারিগণ দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া স্বীয় অধীত-শাখা পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মণগণ স্বীয় অধ্যেতব্য বেদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দেবরাজ অল্প বারি বর্ষণ করেন এবং তথায় নিয়ত বহুবিধ উৎপাত সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন কোন পাপাশয় ব্যক্তি স্ত্রী অথবা ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াও সভামধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং রাজ-সন্নিধানেও ভীত হয় না, তখন তাদৃশ লোক হইতে নৃপতির সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। হে ঐল! পাপাচারিগণ পাপ কর্ম্মের দ্বারা কলির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি করিতে থাকিলে, নৃপতি নিরতিশয় রুদ্র অর্থাৎ হিংস্র হইয়া সাধু এবং অসাধু সকলকেই বিনষ্ট করিতে থাকেন।

ঐল কহিলেন, হে কশ্যপ! জীবগণ যে জীবের দ্বারা নিহত হয়, সেই রুদ্র কিরূপ ও কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং নৃপতিই বা কি জন্য রুদ্ররূপ হইয়া থাকেন আপনি এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।

কশ্যপ কহিলেন, যে রূপ আকাশোত্থ উৎপাতবাতই আকাশ দেবতাকে ইতস্তত সঞ্চালিত করিলে তাহা হইতে বিদ্যুৎ, বজ্র ও অশনি-প্রভৃতি উৎপাত সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনুজগণের হৃদয়-মন্দিরস্থ আত্মাই কাম-ক্রোধাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় এবং অপরের দেহকেও নষ্ট করিয়া থাকেন।

ঐল কহিলেন, বায়ুর সহিত এই রুদ্ররূপী আত্মার উপমা হইতে পারে না, কারণ সমীরণ বহিঃস্থ পদার্থ সকলকে বেষ্টন করিয়া থাকে, পর্য্যন্য বারি-বর্ষণ করে, সুতরাং তাহার সহিতও তুলনা হইতে পারে না এবং যখন মনুজগণের মধ্যে নিয়তই কাম-দ্বেষাধীন হত ও মোহিত হইতে দেখা যাইতেছে, তখন দেবরূপেও উপমিত হইতে পারে না।

কশ্যপ কহিলেন, যে রূপ হুতাশন এক গৃহে প্রদীপ্ত হইয়া সমগ্র গ্রাম অথবা চত্বরকে ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ এই রুদ্রদেবও সকলকে বিমোহিত করেন, সুতরাং সকলেই পুণ্য-পাপজনক সঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

ঐল কহিলেন, যখন পাপাচারিগণ বিশেষরূপে পাপ কর্ম্ম করিলেও দণ্ডনীতি পুণ্য-পাপরূপ উভয়বিধ কর্ম্মকারির প্রতিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন কি জন্য লোকে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং অসৎকর্ম্ম করিবে না?

কশ্যপ কহিলেন, পাপাচারিগণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে মনুষ্য নিষ্পাপ হয়, সুতরাং দণ্ড-নীতির অধীন হইতে হয় না; পরন্তু যেরূপ শুষ্ক-কাষ্ঠের যোগে সরস কাষ্ঠও ভস্মীভূত হয়,

তদ্রূপ পাপাচারিগণের সহবাস-বশতঃ মিশ্রভাব হইলে কেবল পাপকর্ম্মকারীর তুল্য-দণ্ডার্হ হইয়া থাকে, অতএব পাপাচারিগণের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

ঐল কহিলেন, কি জন্য বসুমতী সাধু এবং অসাধু উভয়বিধ লোককেই ধারণ করিয়া থাকেন? কি জন্য দিবাকর উভয়কেই উত্তাপ দান করেন? কি কারণে সমীরণ সমভাবে উভয়ের নিকট বাহিত হয়েন এবং কেনই বা পানীয় সাধু ও অসাধু উভয়কে পবিত্র করেন?

কশ্যপ কহিলেন, হে রাজ-নন্দন! এই সংসারেই এইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু পরলোকে এরূপ হয় না; মনুষ্যগণ যে পুণ্য-সঞ্চয় অথবা পাপাচরণ করে, পরলোকে গমন করিয়া তাহার ইতর-বিশেষ দেখিতে পান। যাঁহারা সংসারে নিয়ত পুণ্য-কর্ম্ম করেন, সেই ব্রহ্মচারিগণ পরলোকে মধুমান্ ঘৃতার্চ্চি, সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট এবং অমৃতের নাভি-স্বরূপ পরম রমণীয় স্থানে বসতি লাভ করত দুঃখ ও জরা-মরণবিহীন হইয়া বিবিধ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু তথায় পাপাচারিগণের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নিরয় নিয়ত দুঃখ-পূর্ণ, শোক-ভূয়িষ্ঠ এবং দুষ্প্রকাশ। নিন্দাস্পদ পাপ-কর্ম্মাগণ তথায় গমন করত বহুকাল সন্তাপিত হইয়া আপনাদের কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইলে প্রজাগণ দুঃসহ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ভূপতির এই সকল অবগত হইয়া বহুবিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। নৃপতি অগ্রে পুরোহিতকে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ আপনাকে রাজ্যমধ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইবে, কারণ ব্রহ্ম-বিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণগণ প্রথমত সৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারাই সকলবস্তুর অগ্রভুক্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। প্রসূতাগ্রভুক্ ব্রাহ্মণগণ যে জ্যেষ্ঠত্ব এবং আভিজাত্য হেতু ক্ষত্রিয়গণের মান্য এবং পূজ্য, পূর্ব্বে তোমাকে তদ্বিষয়ের উত্তর দিয়াছি। বলবান্ নরপতিরও ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব প্রকার শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মতেজের দ্বারা রক্ষিত হইয়াই ব্রাহ্মণ-গণকে রক্ষা করেন, অতএব ব্রাহ্মণগণকে বিশেষরূপে পূজা করাই ভূপতির কর্ত্তব্য।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৭৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, রাজ্যের উপায় এবং মঙ্গল-সমূহ ভূপতির আয়ত্ত, কিন্তু ভূপতির উপায় এবং মঙ্গল-সমূহ পুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে পুরোহিত ব্রহ্মতেজে প্রজাবর্গের অদৃষ্ট এবং রাজা বাহুবলে দৃষ্ট ভয় নিবারণ করেন, সেই রাজাই সুখ লাভ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে কুবেরের সহিত ভূপতি মুচুকুন্দের যে কথোপকথন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই প্রস্তাবে সেই প্রাচীন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। পৃথিবীপতি মুচুকুন্দ সমগ্রা পৃথিবী জয় করিয়া স্বীয় বল অবগত হইবার নিমিত্ত অলকা-নাথ কুবেরের নিকট গমন করিলেন। তদ্দর্শনে যক্ষরাজ বৈশ্রবণ রাক্ষসগণকে আদেশ করিলে নৈর্ঋতগণ মুচুকুন্দের সেনাগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। হে অরিন্দম! নরনাথ মুচুকুন্দ স্বীয় সৈন্য-গণকে হন্যমান দেখিয়া বিদ্বান্ পুরোহিতের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে ধর্ম্মবিদ্গণের অগ্র-গণ্য বশিষ্ঠ উগ্র তপস্যার দ্বারা রাক্ষসগণের বধ-সাধন করিলেন এবং তদ্দ্বারা মুচুকুন্দেরও গতি অব-গত হইলেন। তদনন্তর রাজা বৈশ্রবণ স্বীয় সৈন্য-গণকে বধ্যমান দেখিয়া মুচুকুন্দের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন।

ধনদ কহিলেন, 'পূর্ব্বে অনেক নরপতি পুরোহিত-বলে তোমা অপেক্ষাও বলশালী হইয়াছিলেন, কিন্তু তুমি যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, কাহাকেও এরূপ

বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখি নাই। সেই ভূপতিগণ কৃতাস্ত্র এবং বলবান্ হইয়াও আমার নিকট আগমন করত, সুখ-দুঃখের অধিপতি বলিয়া আমার উপাসনা করিত। তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণবলে গর্ব্বিত হইয়া নীতি-মার্গ অতিক্রম করিতেছ? যদি তোমার বাহুবীর্য্য থাকে তবে তাহা দর্শন করাও।

তদনন্তর মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ-বিহীন অসম্ভ্রান্ত ধনেশ্বরকে এই নীতি-সঙ্গত বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। 'ব্রহ্ম ও ক্ষত্র এই উভয়ই প্রজাপতি-কর্ত্তৃক একযোনিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বল-বিধান পরস্পর পৃথগ্বিধ হইলে তাহারা কখনই লোক সকলকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণের যে তপস্যা ও মন্ত্রবল এবং ক্ষত্রিয় শরীরে যে অস্ত্র ও বাহুবল নিয়ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই উভয়ে সমবেত হইয়া প্রজাপালন করাই কর্ত্তব্য। হে অলকানাথ! আমি এই নীতি অনুসারেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবে তুমি কি জন্য আমাকে নিন্দা করিতেছ?' তদনন্তর বিশ্রবা-নন্দন পুরোহিত-সহায় নৃপতি মুচুকুন্দকে বলিলেন, "হে পার্থিব! তুমি নিশ্চয় জানিবে আমি ঈশ্বর-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইলে কাহাকেও রাজ্য প্রদান করি না এবং ঈশ্বরের অনুমতি না হইলে কাহারও রাজ্যাস্পদ হরণ করি না, অতএব আমি তোমাকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছি, তুমি সেই সমগ্রা পৃথিবীকে শাসন কর।" মহীপতি মুচুকুন্দ এইরূপে উক্ত হইয়া পশ্চাদুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

মুচুকুন্দ কহিলেন, 'রাজন্! আমি আপনার দত্ত রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না; স্বীয় বাহুবীর্য্যের দ্বারা যে রাজ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাই ভোগ করিব, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়।'

ভীষ্ম কহিলেন, তদনন্তর রাজা বৈশ্রবণ মুচুকুন্দকে অসম্ভ্রান্তভাবে ক্ষাত্রধর্ম্মে অবস্থিত দেখিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর মহীপতি মুচুকুন্দ সর্ব্বতোভাবে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বীয় বাহুবীর্য্যার্জ্জিত বসুন্ধরাকে শাসন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির! যে নরপতি এইরূপে ব্রাহ্মণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রাজ্য-শাসন করেন, তিনি অবিজিত বসুন্ধরাকে জয় করিতে পারেন এবং সুমহৎ যশ লাভ করেন। ব্রাহ্মণের নিয়ত শুচি হওয়া এবং ক্ষত্রিয়ের নিয়ত শস্ত্রধারী হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহাদের উভয়ের অধীন।

মুচুকুন্দোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতম
অধ্যায়॥ ৭৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নৃপতি যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের উন্নতি-সাধন এবং পুণ্যলোক সকল জয় করেন, আপনি সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন!!!

ভীষ্ম কহিলেন, মহীপতি প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া দানশীল, উপবাসী, তপস্যারত এবং যজ্ঞশীল হইবেন। নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতি-পুঞ্জকে নিয়ত পালন করত নিত্য উদ্যোগ এবং বিবিধদানের দ্বারা ধার্ম্মিকগণকে পূজা করিবেন। তিনি ধার্ম্মিকগণকে পূজা করিলে তাঁহারা সর্ব্বত্রই পূজিত হয়েন, কারণ ভূপতি যে আচরণ করেন, তাহাই প্রজাবর্গের অনুমত হইয়া থাকে। নরনাথ যমের ন্যায় শত্রুবর্গের প্রতি নিয়ত উদ্যত-দণ্ড হইবেন এবং সর্ব্বতোভাবে দস্যুগণের বিনাশ-সাধন করিবেন; কখনই ইচ্ছানুসারে কাহাকে ক্ষমা করিবেন না।

হে ভারত! প্রজাগণ ভূপতি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যে ধর্ম্ম আচরণ করে, নৃপতি তাহার চতুর্থাংশভাগী হয়েন। তাহারা যাহা দান, অধ্যয়ন, হবন এবং অর্চ্চনা করে, রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া তাহার চতুর্থাংশ ভোগ করিয়া থাকেন। হে ভরত-নন্দন! নৃপতি প্রজা-পুঞ্জকে রক্ষা না করিলে রাজ্য-মধ্যে যে অমঙ্গল উপস্থিত হয়, রাজা

সেই পাপেরও চতুর্থাংশভাগী হয়েন। রাজ্য মধ্যে নৃশংস এবং অসত্যবাদিগণ যে কর্ম্ম করে, নৃপতি নিশ্চয়ই সেই পাপের অর্দ্ধাংশভাগী হয়েন। হে পৃথিবীপাল! কেহ কেহ বলেন, ভূপতি তাদৃশ পাপের সম্পূর্ণ অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক ফল-ভাগী হইয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির! নৃপতি তাদৃশ পাপ হইতে যে রূপে মুক্তি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যে ধন চৌরে অপহরণ করিয়াছে, তাহা যদি প্রত্যাহরণ করিতে না পারেন, তবে তাদৃশ অশক্ত ভূপতির স্বীয় কোষ হইতে সেই ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। সকল বর্ণেরই ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ব্রহ্মস্বকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং যে ব্রাহ্মণগণের অপকার করে, তাহাকে রাজ্য-মধ্যে স্থান দেওয়া বিধেয় নহে। ব্রহ্মস্ব রক্ষিত হইলে সকলেই সুরক্ষিত হয়, সুতরাং তাঁহাদের প্রসাদেই নরপতি কৃতকৃত্য হইতে পারেন। যে রূপ ভূতগণ পর্জ্জন্যের এবং বিহঙ্গমগণ মহাদ্রুমের আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ মনুজগণ সর্ব্বার্থ-সাধক নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। পরন্তু কামাত্মা, নিয়ত-কাম-বুদ্ধি, নৃশংস এবং অতিলুব্ধ নরপতি প্রজাপালন করিতে পারেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি সুখাভিলাষী হইয়া রাজ্য লাভের বাসনা করি না। আমি যে ধর্ম্মের নিমিত্ত রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, যখন রাজ্য-মধ্যে সেই ধর্ম্মই নাই, তখন তাদৃশ ধর্ম্ম-বিহীন রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি? আমি ধর্ম্ম-সাধনের জন্য পুনর্ব্বার বন-মধ্যেই গমন করিব এবং ন্যস্ত-দণ্ড ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই পবিত্র অরণ্য-মধ্যে ফল-মূলভোগী মুনির ন্যায় ধর্ম্মেরই আরাধনা করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, তোমার বুদ্ধি যে পরদুঃখ-দায়িনী নহে, তাহা আমি জানি, পরন্তু রাজধর্ম্ম-বিষয়ে তাদৃশ বুদ্ধিকে নিতান্ত নির্গুণই বলিতে হইবে, কারণ, শুদ্ধ অনৃশংস বৃত্তির দ্বারা রাজ্য কখনই পরিরক্ষিত হয় না। যুধিষ্ঠির! যদি তুমি একান্ত মৃদু, কৃপালু এবং নিরতিশয় ধার্ম্মিক হইয়া আর্য্যগণের প্রদর্শিত পথ অতিক্রম কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে অসমর্থ বিবেচনা করিবে এবং তুমি কাহারই বহুমত হইবে না। বৎস! তুমি যে রূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, অতএব তোমার পিতৃ-পিতামহগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তুমিও তাহারই অনুবর্ত্তী হও। তুমি ক্ষোভ-বশত কেবলমাত্র আনৃশংস্য-বৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই প্রজাপালন-সম্ভূত ধর্ম্ম-ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। বৎস! তুমি যে বুদ্ধি-বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, তোমার জন্মকালে কুন্তী অথবা পাণ্ডু কেহই এরূপ প্রার্থনা করেন নাই। তোমার পিতা নিয়তই তোমার শৌর্য্য, বল ও সত্যের নিমিত্ত এবং কুন্তী মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন। পুত্র যে মনোহর যজ্ঞাদির দ্বারা দেবগণের এবং শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধন করেন, দেবগণ ও পিতৃলোক পুত্র হইতে ইহাই কামনা করিয়া থাকেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং প্রজাপালন করায় ধর্ম্মই হউক, অথবা অধর্ম্মই হউক, এই কয়েকটি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তই তোমার জন্ম হইয়াছে। যিনি ধুর্ব্বহনে নিযুক্ত হইয়া যথা সময়ে সমাহিত ভার বহন করেন, তিনি স্বয়ং অবসন্ন হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি অবসন্ন হয় না। যুধিষ্ঠির! মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যখন সুশিক্ষিত অশ্বও অস্খলিত ভাবে বহন করিয়া থাকে; তখন তুমি কর্ম্ম ও বাক্যের দ্বারা সকলের নিকট নির্দ্দোষ থাকিলেই স্বীয় আচরিত কর্ম্মের সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বৎস! ধার্ম্মিক, গৃহী, রাজা অথবা ব্রহ্মচারী কেহ কখনই একান্ত অভিনিবেশ-সহকারে শুদ্ধ ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন নাই, সুতরাং আচরিত অল্প কর্ম্মও যদি সার-গর্ভ হয়, তাহা কর্ম্ম না করা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, কারণ কর্ম্ম না করিলে নিরতিশয় পাপভাগী হইতে হয়।

যখন সদ্গুণশালী ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ রাজ-সাচিব্যাদিরূপ উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তখনই নৃপতির অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর পরিপালনরূপ যোগ ক্ষেম কুশল-দায়ক হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক নরপতি রাজ্য লাভ করিয়া কাহাকে দান দ্বারা, কাহাকে বল দ্বারা এবং কাহাকে বা মধুর বাক্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্ববশীভূত করিবেন। সৎকুল-জাত পণ্ডিতগণ যাঁহার আশ্রয়লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে বাস করেন, স্বয়ং ধর্ম্মকেও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! স্বর্গ লাভের উৎকৃষ্ট উপায় কি? তাহা হইতে উত্তমা প্রীতিই বা কি এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যই বা কি? যদি এই সমস্ত আপনার জ্ঞাত থাকে, তবে আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, নরনাথ! যে নৃপতি ভয়-পীড়িত মনুষ্যগণকে ক্ষণকাল মধ্যে সেই ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করেন, সেই নৃপতিই আমাদিগের মধ্যে স্বর্গজিৎ, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে কুরু-সত্তম! কুরুকুলের মধ্যে তুমিই প্রীতিমান্; অতএব তুমি রাজা হইয়া স্বর্গজয়, সাধুলোক সকলের প্রতিপালন ও অসাধুলোকদিগের শাসন কর। তাত! যেমন প্রাণিগণ পর্জ্জন্য ও পক্ষিকুল স্বাদুফল-সমন্বিত পাদপকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ সাধুসহ সুহৃদ্ সকল তোমাকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করুন। যে নৃপতি ধৃষ্ট, শূর, দুষ্টদিগের প্রহর্ত্তা, অনৃশংস, জিতেন্দ্রিয়, প্রজা-বৎসল ও অতিথি এবং অধীনস্থ পরিবার-বর্গের ভোজনাবসানে ভোজনকারী, মনুষ্যেরা সেই নৃপতিকে আশ্রয় করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৫।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! যে ব্রাহ্মণগণ স্বকর্ম্ম-নিরত এবং যাঁহারা নিষিদ্ধকর্ম্ম-নিরত, সেই ব্রাহ্মণ সকলের বিশেষ কি? তাহা আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! যাঁহারা বিদ্যা ও শমদমাদি লক্ষণ-সম্পন্ন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, সেই ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্ম তুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা স্বকর্ম্মে নিরত থাকিয়া ঋক্, যজু ও সাম এই বেদ-ত্রয় অবগত হয়েন, তাঁহারা দেব-তুল্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। রাজন্! আর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা জন্মোচিত কর্ম্ম বিহীন কুৎসিত কর্ম্মকারী এবং ব্রহ্ম-বন্ধু, তাঁহারা শূদ্র তুল্য হয়েন। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন-বিহীন ও নিরগ্নিক, ধার্ম্মিক নরপতি তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিবেন এবং বিনা বেতনে তাহাদিগকে রাজ-পরিচর্য্যা করাইবেন। রাজন্! যাঁহারা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত থাকেন, আর বেতন গ্রহণ-পূর্ব্বক দেব-পূজা, নক্ষত্র গণনা, গ্রাম যাজন ও মহাপথ অর্থাৎ নৌকা-দ্বারা সমুদ্রে গমন করেন, শাস্ত্রে এই পঞ্চজনকে ব্রাহ্মণ-চাণ্ডাল বলিয়া থাকে। অপিচ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী, দূত ও বার্ত্তাবহের কার্য্য করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়-তুল্য হয়েন। যাঁহারা অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতির কার্য্য করেন, তাঁহারা বৈশ্য-তুল্য হয়েন। হে মহীপাল! মহীপতি হীন-কোষ হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসম ও দেবসম ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত এই সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন, তাহাতে তাঁহার অধর্ম্ম হইবে না; কেননা এইরূপ বৈদিক-শাসন আছে যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহাদের এবং অব্রাহ্মণগণের রাজাই ধন-স্বামী হইয়া থাকেন। মহীপতি বিকর্ম্মস্থ বিপ্রগণকে কোন প্রকারে উপেক্ষা করিবেন না; প্রত্যুত ধর্ম্মানুগ্রহ-নিবন্ধন তাহাদিগকে রাজ নিয়মে নিয়মিত ও সম্যক্‌রূপে

বিভক্ত করিয়া রাখিবেন। রাজন্! যে রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, ধর্ম্মজ্ঞ মানবগণ সেই অপরাধ রাজার প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। অতএব হে নরনাথ! পণ্ডিতেরা এইরূপ কহেন যে, যে জীবিকা-বিহীন বেদজ্ঞ স্নাতক ব্রাহ্মণ রাজ্য মধ্যে তস্কর হইবে, রাজাকেই তাহার ভরণ পোষণ করিতে হইবে। যদ্যপি সেই ব্রাহ্মণ রাজার নিকট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াও চৌর্য্য-বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে নরপতি তাহাকে বান্ধববর্গের সহিত সেই দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৭৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ পিতামহ! নরপতি কাহাদিগের ধনাধিকারে প্রভু হইবেন এবং কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা কুকর্ম্মান্বিত তাঁহাদের এবং অব্রাহ্মণদিগের রাজাই ধন স্বামী হইবেন। আর, সাধু সকল মহীপতিদিগের এইরূপ পুরাবৃত্ত বলিয়া থাকেন যে, বিপ্রগণ বিকর্ম্মস্থ হইলে নরপতি তাহাদিগকে কখনই উপেক্ষা করিবেন না। যে রাজার রাজ্য-মধ্যে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, পণ্ডিতেরা তাহার দোষ রাজার প্রতিই আরোপ করিয়া থাকেন; সুতরাং রাজর্ষিগণ ব্রাহ্মণদিগের সেই কর্ম্মে আপনাকে অভিশপ্ত বোধ করিয়া বৃত্তি দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

রাজন্! কেকয়-রাজ রাক্ষস-কর্ত্তৃক অরণ্য মধ্যে অপহৃত হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা এই স্থলেও উদাহরণ স্বরূপ সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন। কোন রাক্ষস বন-মধ্যে স্বাধ্যায় নিরত সংশিতব্রত ভীম-কর্ম্মা কেকয়াধিপতিকে গ্রহণ করিলে, কেকয়-রাজ তাহাকে কহিলেন যে, আমার রাজ্যে তস্কর, কদর্য্য, মদ্যপ, নিরগ্নিক ও অযাজ্ঞিক কেহই নাই; অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। আমার রাজ্যে অদক্ষিণ যজ্ঞ নাই, কোন ব্রত-বিহীন ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করে না, অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম নিয়তই বিদ্যমান আছে। স্বকর্ম্মস্থ সত্যবাদী শান্ত ব্রাহ্মণগণ আমার রাজ্যে সতত সম্মানিত ও সম্বিভক্ত হইয়া আছেন; অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। আমার রাজ্যে সত্যধর্ম্ম-বিশারদ ক্ষত্রিয় সকল কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না, সকলকেই দান করিয়া থাকেন, অধ্যাপনা করেন না, অধ্যয়ন করেন, যজ্ঞ করান না, যজ্ঞ করেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ প্রতিপালক, সংগ্রামে অপ্রতিনিবৃত্ত ও স্বকর্ম্মনিরত; অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। আমার রাজ্যে বৈশ্য সকল অকপটে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা সকলেই অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান্, সুব্রত, সত্যবাদী, স্বকর্ম্মস্থ এবং পরস্পর সম্বিভাগ, দম, শৌচ ও সৌহৃদ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন; অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। আমার রাজ্যে শূদ্র সকল অসূয়া-শূন্য, স্বকর্ম্মস্থ ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় অবলম্বন করিয়া যথাবৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। আমি কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও যোষিদ্‌গণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়া থাকি, কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্মের যথাবিধি সংস্থান করিয়া থাকি, কাহাকেও উচ্ছেদ করি না; আমার নিকট তপস্বি সকল সৎকারের সহিত পূজিত, পরিপালিত ও সম্বিভক্ত হইয়া থাকেন। আমি সকলকে ভোজন না করাইয়া ভোজন করি না, পর-স্ত্রী স্পর্শ করি না

এবং স্বতন্ত্র কখন ক্রীড়া করি না ; অতএব তোমার আমাকে গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। আমার রাজ্যে অব্রহ্মচারী ভিক্ষা-বৃত্তি করেন না, ভিক্ষুই ব্রহ্মচর্য্য করেন এবং ঋত্বিক্ ভিন্ন অন্য দ্বারা দেবতাদিগকে আহুতি প্রদত্ত হয় না ; অতএব তুমি আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। আমি বৈদ্য, বৃদ্ধ ও তপস্বি সকলকে অবজ্ঞা করি না এবং সমস্ত জন-পদবাসি জনগণ সুপ্ত হইলে আমি জাগ্রত হইয়া থাকি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন, তপস্বী, সর্ব্বধর্ম্ম বেত্তা, ধীমান্ ও সমুদয় রাজ্যের স্বামী। আমি দান দ্বারা বিদ্যা, ব্রাহ্মণ রক্ষা ও সত্য-দ্বারা স্বর্গাদি লোক সকল বাঞ্ছা করিয়া থাকি এবং শুশ্রূষা-দ্বারা গুরুজনের অনুগত হই ; অতএব রাক্ষস হইতে আমার ভয় নাই। আমার রাষ্ট্রে বিধবা, ব্রহ্ম-বন্ধু, অব্রাহ্মণ, শঠ, তস্কর, অযাজ্য যাজী ও পাপকর্ম্মা কেহই নাই ; অতএব রাক্ষস হইতে আমি ভীত হই না। আমি ধর্ম্মার্থই যুদ্ধ করিয়া থাকি, সুতরাং আমার গাত্র অঙ্গুলি-দ্বয় অন্তরেও শস্ত্র দ্বারা নির্ভিন্ন হয় নাই ; আর আমার রাজ্যে প্রজাগণ গো ব্রাহ্মণের রক্ষা ও যজ্ঞের নিমিত্ত আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও।

রাক্ষস বলিল, হে কেকয় রাজ! আপনি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মের পর্য্যালোচনা করেন বলিয়া আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিলাম ; অতএব আপনার মঙ্গল হউক, আপনি নিজ গৃহে গমন করুন, আমিও স্বস্থানে প্রস্থান করি। কেকয়! যাঁহারা গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাগণকে আপদ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদের রাক্ষস বা পাতক হইতে ভয় নাই। অপিচ, বিপ্রগণ যাঁহাদিগের অগ্রগামী, যাঁহাদিগের বল ব্রহ্মপর এবং যাঁহারা অতিথি-প্রিয় ; সেই নরপতি সকল স্বর্গ জয় করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! এই জন্য ব্রাহ্মণগণকে পালন করা নৃপতিদিগের অবশ্য বিধেয়, কেননা তাঁহারা নৃপতি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে সেই নৃপতিকে এতাদৃশ আপদ হইতে রক্ষা করেন এবং রাজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি-সূচক আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বিশেষ করিয়া বিকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণগণকে নৃপতিরা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক নিয়মিত ও সম্যক্রূপে বিভক্ত করিয়া রাখিবেন। যে নরপতি পুরবাসী প্রজাপুঞ্জের প্রতি এইরূপ আচরণ করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত সুখ অনুভব করিয়া পরলোকে ইন্দ্রলোকসম স্থান লাভ করিয়া থাকেন।

কৈকেয়োপাখ্যানে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৭৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভারত! আপনি কহিয়াছেন যে, আপৎকালে ব্রাহ্মণেরা রাজধর্ম্ম অর্থাৎ শস্ত্র-ধারণাদি কার্য্য-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, পরন্তু তাঁহারা বৈশ্যধর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবসায়-দ্বারা জীবনোপায় সাধন করিতে পারেন কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ক্ষত্রধর্ম্মে অসমর্থ ব্রাহ্মণ বৃত্তিক্ষয়রূপ ব্যসন উপস্থিত হইলে কৃষি ও গো রক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বৈশ্যধর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরতর্ষভ! বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে স্বর্গ চ্যুত হইবেন না?

ভীষ্ম কহিলেন, হে তাত যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতেই সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব, গো মহিষাদি পশু, ঋষভ, মধু, মাংস ও পক্ক অন্ন এই সকল বিক্রয় করিবেন না ; কেননা, এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ নরকগামী হইবেন। অজ, অগ্নি, বরুণ, মেষ, সূর্য্য, অশ্ব, পৃথিবী, অন্ন, ধেনু, যজ্ঞ ও সোম এই সকল দ্রব্যগুলি ব্রাহ্মণের কদাচ বিক্রেয় নহে। হে ভারত! সাধু সকল পক্কান্নের সহিত আমান্নের

বিনিময়কে নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু ভোজনের নিমিত্ত আমাদের সহিত পক্কান্নের বিনিময় করিলে তাহা নিন্দা করেন না। যদি কেহ কাহাকে 'আমরা সিদ্ধান্ন ভোজন করিব আপনি আমান্ন গ্রহণ করুন' এই কথা বলিয়া আমাদের সহিত সিদ্ধান্নের বিনিময় করেন, তাহা হইলে এইরূপ বিনিময় দৃষ্টে কোন মতে অধর্ম্ম সঞ্চার হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে ব্যবহার প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের যে পূর্ব্বতন সনাতন ধর্ম্ম আছে, তাহা তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে 'আমি তোমাকে এই বস্তু দান করিতেছি, তুমি আমাকে ইহা প্রদান কর' এই কথা কহিয়া ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিনিময় করেন, তাহা হইলে তাহাতে ধর্ম্ম হয়; পরন্তু বল-পূর্ব্বক বিনিময় করিলে তাহাতে ধর্ম্ম হইতে পারে না। ঋষি ও ইতর লোকদিগের এই প্রকার পুরাতন ব্যবহার প্রচলিত হইয়া থাকে; ইহাই সাধু. ইহাতে আর সংশয় নাই।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, তাত! যখন বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ-প্রভৃতি প্রজাগণ স্বধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া শস্ত্র গ্রহণ করিবে, তখন ক্ষত্রিয় বল ক্ষীণ হইবে। হে নরাধিপ! তৎকালে ক্ষীণ-বল নরপতি কি প্রকারে লোকত্রাতা ও লোক সকলের পরম আশ্রয় হইবেন? আমার এই সংশয় হইতেছে, আপনি এবিষয় আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণ সকল দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অহিংসা ও ইন্দ্রিয় দমন-দ্বারা আপন আপন কুশল আকাঙ্ক্ষা করিবেন; পরন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণগণ বেদ-বলশালী, তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে অভ্যুত্থিত হইয়া মহেন্দ্র বলবর্দ্ধনকারী দেব-গণের ন্যায় রাজার বলবর্দ্ধন করিবেন। পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণই ক্ষীয়মাণ মহীপালের পরম আশ্রয়; অতএব বিজ্ঞ মহীপাল ব্রহ্ম-বল অবলম্বন করিয়াই সমুত্থিত হয়েন। পরন্তু জয়শীল রাজা যখন রাষ্ট্র মধ্যে কুশলানুসন্ধান করিবেন, তখন বর্ণ সকল কোন প্রকারে নিজ নিজ ধর্ম্মে নিবিষ্ট হইবে। হে যুধিষ্ঠির! যখন দস্যু সকল প্রজাদিগের মর্য্যাদা ও জাতি-নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সকল বর্ণেই শস্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা দূষণাবহ হইবে না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি দোষদর্শী হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহার আশ্রয় ও পরিত্রাতা কে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শস্ত্র, বল, শঠতা বা সরলতা-দ্বারা যে কোন প্রকারে হউক, ক্ষত্রিয়কে শাসিত করিবেন। বিশেষত, ব্রাহ্মণ হইতেই ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব যদ্যপি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে অতিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণই তাহার নিয়ন্তা হইবেন। সলিল হইতে অনল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উত্থিত হইয়াছে; সুতরাং তাহা-দিগের সর্ব্বত্রগামী তেজ স্বীয় স্বীয় যোনিতেই শান্ত হইয়া থাকে। যখন লৌহ প্রস্তরকে ভেদ, অগ্নি সলিলকে মন্থন ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দ্বেষ করে, তখন সেই লৌহ, অগ্নি ও ক্ষত্রিয় স্বয়ং নষ্ট হয়। অতএব হে যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়দিগের প্রভূত অজেয় তেজ ও বল সকল ব্রাহ্মণেই প্রশমিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবীর্য্য মৃদু, ক্ষত্রিয় বল দুর্ব্বল এবং সমস্ত বর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি বিরুদ্ধ হইলে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও আত্ম রক্ষার্থ তৎকালে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়েন, সেই মনস্বী মন্যুমন্ত মনুষ্যেরাই পুণ্যধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কেননা, ব্রাহ্মণের জন্য সকলেরই শস্ত্র গ্রহণ বিহিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির! এমন কি, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অনশন ও অগ্নি প্রবেশকারী পুরুষ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ হিতৈষি শূরবরেরা উৎকৃষ্ট-গতি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ করিলে, তাহা দোষাবহ হয় না এবং তন্নিবন্ধন

আত্মত্যাগী হইলে তদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই হইতে পারে না, এইরূপ লোকে বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, যাঁহারা সাধারণের রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধরূপ অনলে স্বীয় স্বীয় শরীরকে আহুতি প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মণ দ্বেষী লোকদিগকে দমন করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার; কেন না তাঁহারা এতাদৃশ কার্য্য-দ্বারা নিজ মঙ্গল ও আমাদের সলোকতা লাভ এবং ব্রহ্মলোক ও স্বর্গ-লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন। অপিচ, যেমন মানবগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানে স্নাত হইয়া পবিত্র হন এবং তাঁহাদের দুষ্কৃত সকল দূরীভূত হয়, তদ্রূপ সমরে শস্ত্র-হত পুরুষেরাও পবিত্র হয়েন এবং তাঁহাদের দুষ্কৃত সকলও দূরীভূত হইয়া থাকে।

রাজন্! দেশ-কালের ব্যতিক্রম হইলে সেই দেশ-কাল অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মেরও ব্যতিক্রম অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ধর্ম্ম হইয়া থাকে। দেখ, উতঙ্ক ও পরাশর-প্রভৃতি মহর্ষিগণ ক্রূর-কর্ম্ম করিয়াও অনুত্তম স্বর্গ-ধাম জয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম-শীল ক্ষত্রিয়েরাও পাপ-কার্য্য করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ আত্ম ত্রাণ, বর্ণ-দোষ ও দুর্দ্দম্য দস্যুর দমন বিষয়ে সকল কালেই শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার দোষ হয় না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে রাজ-সত্তম! দস্যু-বল প্রজাপালন জন্য অভ্যুত্থিত হইলে, বর্ণ-সঙ্কর অর্থাৎ পরস্পর দার-হরণাদি প্রবৃত্ত হইলে এবং লোক সকল সম্পূর্ণরূপে মূঢ় হইলে, যদি অন্য কোন বলবান্ ক্ষত্রিয় দস্যু-দলকে অভিভব করেন, আর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র-মধ্যে কেহ রাজধর্ম্মানুসারে দণ্ড ধারণ করত দস্যু-দল হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজ-কার্য্য করিবার কারণ সকলের স্বামী হইতে পারে কি না এবং তন্নিবন্ধন ক্ষত্রবন্ধু ব্যতিরিক্ত অপরে শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, যিনি অপার পারাবারের পার অর্থাৎ তীর-স্বরূপ এবং প্লব-বিহীন বারিধি-মধ্যে প্লব-স্বরূপ হয়েন, তিনি শূদ্র বা যে কোন বর্ণ হউন জন-সমাজে সর্ব্বথা সম্মান-ভাজন হইয়া থাকেন। রাজন্! অনাথ মনুষ্যেরা দস্যু-কর্ত্তৃক তাড়িত ও পরিপীড়িত হইয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করে, তাহারা স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সেই রক্ষা-কর্ত্তাকে প্রীতি-সহকারে পূজা করিয়া থাকে; কেন না, নির্ভীক-কর্ত্তা অনাথ নরগণের নিরন্তর সম্মাননীয় হইয়া থাকেন। হে কৌরব! যে বৃষভ ভার-বহনে অসমর্থ, যে ধেনু দুগ্ধ দানে বিমুখ, যে পত্নী পুত্র প্রসবে পরাঙ্মুখ ও যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম হয়, তাহা-দ্বারা কোন প্রয়োজনই সম্পন্ন হইতে পারে না। হে পার্থ! দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, ক্লীব-জীব ও উষর-ক্ষেত্র যেমন বিফল; যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করেন, যে রাজা প্রজাপালন না করেন এবং যে মেঘ বারি-বর্ষণ না করে, এই সকলকেও তদ্রূপ বিফল বলিয়া জানিবে। যিনি সতত সাধু সকলকে রক্ষা করেন এবং অসৎ-লোকদিগকে দমন করেন, তাঁহাকেই রাজা করা কর্ত্তব্য; কেন না, তাদৃশ ব্যক্তিই এই সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায়॥ ৭৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে বক্তৃ-প্রবর পিতামহ! ঋত্বিক্‌দিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি এবং তাঁহাদের স্বভাব ও গুণ কিরূপ হওয়া উচিত? তাহা বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ছন্দ, ঋক্, যজু, সাম ও শ্রুত অর্থাৎ মীমাংসা-শাস্ত্রবিৎ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ রাজাদিগের প্রতিকর্ম্ম অর্থাৎ শান্তিক পৌষ্টিকাদি কর্ম্ম করিবেন; ইহাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। আর তাঁহাদের এইরূপ স্বভাব হইবে যে, তাঁহারা বীর-বর্গের প্রতি নিয়ত একমাত্র অনুরাগী হইয়া প্রিয়

বাক্য কথন, পরস্পরের প্রতি সৌহৃদ্য আচরণ ও সকলকে সমভাবে দর্শন করিবেন। অপিচ, ঋত্বিক্‌গণ অনৃশংস, সত্যবাদী অর্থ প্রয়োগ বিহীন, সরল, পরাপকার-শূন্য, অনভিমানী, লজ্জা, তিতিক্ষা, দম ও শমগুণ-সম্পন্ন, ধীমান্‌, সত্যব্রত-নিষ্ঠ, দান্ত, প্রাণি হিংসা-রহিত, কাম ও দ্বেষ বিহীন, নির্দ্দোষ শ্রুত, বৃত্ত ও বংশ-সমন্বিত, অহিংসক ও জ্ঞান-তৃপ্ত এতাদৃশ গুণ-সম্পন্ন হইলে তাঁহারা ব্রহ্মাসন লাভে সমর্থ হইবেন এবং যথাযোগ্য মাননীয় অর্থাৎ ধনাদি-দ্বারা আরাধনীয় হইবেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, যজ্ঞে দক্ষিণা দিবার বিষয়ে যে বেদ-বাক্য-বিহিত হইয়াছে, তাহাতে 'এই পরিমাণে দিতে হইবে' এইরূপ কোন নিয়ম অবধারিত হয় নাই। তজ্জন্য দ্বাদশশত দক্ষিণা-বিধায়ক এই শাস্ত্র ধন বিভাগাভিপ্রায়ে বিহিত হয় নাই, কিন্তু আপদ্ধর্ম্মানুসারে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে। তাহা না হইলে শাস্ত্রের এই শাসন অতিভয়ঙ্কর তাহাতে সমর্থাসমর্থ অপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহা হইলে দরিদ্রেরও যজ্ঞাদি হইতে পারিত না। 'শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে' এইরূপ বৈদিক শ্রুতি আছে; পরন্তু, প্রকৃত দক্ষিণা গো, তাহাতে অমুকম্প চরু দান করিলে তাহা মিথ্যা হয়, তাদৃশ মিথ্যা দক্ষিণা যুক্ত যজ্ঞে শ্রদ্ধা করিবে কেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বেদ-বাক্যে অবজ্ঞা, শঠতা ও মায়া দ্বারা কেহ কখন পরম-পদ প্রাপ্ত হয় না; অতএব তোমার যেন এরূপ বুদ্ধি না হয়। তাত! দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ ও বেদ সকলের পুষ্টি-কারক; অতএব অদক্ষিণ যজ্ঞ কখনই উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। হে তাত! দরিদ্রের পূর্ণপাত্র দ্বাদশ শত দক্ষিণা হইতেও সমধিক ফল-দায়ক; অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের যথাবিধি যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদে এই প্রকার ধারণা আছে যে, সোম-ব্রাহ্মণদিগের অতীব শ্রেষ্ঠবস্তু; পরন্তু তাঁহারা যজ্ঞাদি নিমিত্ত তাহাও বিক্রয় করিতে বাঞ্ছা করেন, অকারণ বিক্রয়ে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। ধর্ম্মশীল ঋষি সকল ধর্ম্মত এইরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন যে, সোম-বিক্রয়লব্ধ ধন-দ্বারা যে সোম যজ্ঞ ক্রীত হয়, তাহাই ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া থাকে। পুরুষ ন্যায় বৃত্ত অর্থাৎ শঠতা-শূন্য হইলে তাহারই সোম ও যজ্ঞ-সম্পন্ন হইয়া থাকে; পরন্তু অন্যায়-বৃত্ত হইলে তাহার ঐহিক পারত্রিক কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। আমরা এইরূপ শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ কেবল শারীর-বৃত্ত অবলম্বন করিয়া যে সকল প্রণীতাগ্নি সাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন, সে সকল শুভঙ্কর হয় না।

হে বিদ্বন্! এই প্রকার উৎকৃষ্ট শ্রুতি আছে যে, তপস্যা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ; অতএব সেই তপস্যার বিবরণ আমি তোমাকে কহিতেছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ অহিংসা, সত্য-বচন, আনৃশংস্য, দম ও ঘৃণা এই সকলগুলিকেই তপস্যা বলিয়া বোধ করেন; পরন্তু উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণকে তাঁহারা তপস্যারূপে গণনা করেন না। বেদ-বাক্যের অপ্রামাণ্য, শাস্ত্র সকলের লঙ্ঘন ও সর্ব্বত্র অব্যবস্থা করিলে তদ্দ্বারা আত্মার নাশ হইয়া থাকে।

হে পার্থ! যজ্ঞে স্রুক্ ও আজ্য-প্রভৃতি যাদৃশ বাহ্য উপকরণ সমস্ত বিহিত আছে, অন্তরেও তদ্রূপ চিত্তি অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একীকরণ সাধন যোগকে স্রুক্ ও চিত্তকে আজ্যরূপে জ্ঞান করিতে হয়, এই জ্ঞানই অতি পবিত্র বলিয়া বোধ করিবে। সর্ব্ব প্রকার শঠতাই মৃত্যুর আস্পদ অর্থাৎ অনিত্য এবং সরলতাই ব্রহ্মপদ অর্থাৎ নিত্য এইমাত্র জ্ঞানের বিষয়, প্রলাপ ইহাতে কিছুই করিতে পারে না।

একোনাশীতিতম অধ্যায়॥ ৭৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! যখন অল্পতর কর্ম্মও একাকী অসহায় পুরুষ-দ্বারা সম্পন্ন হওয়া

দুষ্কর, তখন একাকী নৃপতি-দ্বারা সমুদয় রাজ-কার্য্য কোন ক্রমে নির্ব্বাহ হইতে পারে না; অতএব নৃপতি কিরূপ আচার ও কি প্রকার স্বভাব সম্পন্ন পুরুষকে সচিব-পদে নিযুক্ত করিবেন এবং কীদৃশ লোকের প্রতি বিশ্বাস ও কি প্রকার মনুষ্যের প্রতি অবিশ্বাস করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! রাজাদিগের সহার্থ, ভজমান, সহজ ও কৃত্রিম এই চতুর্ব্বিধ মন্ত্রী হইয়া থাকে; তন্মধ্যে যিনি রাজার নিকট এইরূপ স্বীকৃত হয়েন যে, 'এই শত্রুকে আমরা উভয়েই উন্মূলিত করিব এবং এই শত্রুর রাজ্য আমরা উভয়েই বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিব' তিনি সহার্থ। যিনি পিতৃ পৈতামহ ক্রমে বিদ্যমান থাকেন, তিনি ভজমান। মাতৃ-স্বস্ত্রীয়াদি সহজ আর যিনি ধনাদি-দ্বারা আবর্জ্জিত তিনি কৃত্রিম এবং যিনি ধর্ম্মাত্মা, অপক্ষপাতী, উভয়ের নিকট বেতন গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে কপটতা না করেন এবং ধর্ম্মপক্ষপাতী হইয়া তদনুসারে ধর্ম্ম-পথেই বিদ্যমান থাকেন, তিনি রাজাদিগের পঞ্চম মিত্র হইবেন। যে বিষয় রাজার অভিলষিত নহে, মিত্রেরা তাঁহার নিকট কদাচ তাহা প্রকাশ করিবে না; কেন না বিজিগীষু নৃপতিগণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সহিত বিচরণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত মিত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে ভজমান ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ ইহাঁরা কার্য্য বিশেষে শঙ্কাস্পদ হয়েন, পরন্তু সহার্থ ও কৃত্রিম মিত্রকে সততই শঙ্কা করিতে হইবে আর সকলকেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা কর্ত্তব্য, বিশেষত দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহাদি নিজ কার্য্য সকল ইহাদের সমক্ষে না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইবে।

রাজা মিত্র রক্ষণে কদাচ অনবধান করিবেন না, যেহেতু, লোকে অনবহিতচিত্ত নরপতিকেই পরিভব করিয়া থাকে। অপিচ রাজা অনবহিত-চিত্ত হইলে অসাধুলোক সাধু, সাধুলোক অসাধু, শত্রু জন মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া থাকে। অস্থিরচিত্ত পুরুষকে কেহ কখন বিশ্বাস করে না; অতএব যে কার্য্য প্রধান তাহা প্রত্যক্ষে সম্পাদন করিবে। সকলের প্রতি একান্ত বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের নাশ হয় এবং সর্ব্বত্র অবিশ্বাস করা অপেক্ষা মৃত্যুই হিতকর হয়। অতিশয় বিশ্বাসই অকাল মৃত্যুর কারণ, অতিশয় বিশ্বাস করিলেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়, কেন না, যাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিবে, তিনি ইচ্ছা করিলেই জীবন থাকিতে পারে, নতুবা জীবন থাকিবার প্রত্যাশা থাকে না। অতএব হে তাত! ব্যক্তি বিশেষে বিশ্বাস ও ব্যক্তি বিশেষে অবিশ্বাস করিবে, ইহাই নীতির গতি এবং ইহাই সর্ব্বদা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যাহাকে বিবেচনা করিবে যে, আমার অবিদ্যমানে ইনিই রাজা হইবেন, তাহাকে সর্ব্বদা শঙ্কা করা কর্ত্তব্য; কেন না, পণ্ডিতেরা তাদৃশ জনকেই অমিত্র বলিয়া বোধ করেন। যে ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রের জল অপরের ক্ষেত্রে গমন করিবে বলিয়া ইচ্ছা-পূর্ব্বক সেতু সকল দৃঢ়রূপে বদ্ধ করত জলাভাবে অপরের অনিষ্ট হইলেও কোন ক্রমে জল বহির্গত হইতে না দিয়া, ক্রমশ জল-বৃদ্ধি হইলে অতিশয় জল-দ্বারা আপনার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কায় সেতু ভেদ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই অমিত্র বলিয়া বোধ করিবে। যে পুরুষ রাজার অর্থ বৃদ্ধিতে পরিতৃপ্ত হয় না, অথচ ক্ষয় হইলে অতিশয় দুঃখিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই উত্তম মিত্র কহিয়া থাকেন। যাহাকে জানিবে যে, আমার অভাবে এব্যক্তি থাকিবে না, তাহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিবে এবং স্বয়ং বর্দ্ধমান হইয়া সামর্থ্য অনুসারে তাহাকেও সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-কর্ম্মে ক্ষয় হইতে নিত্য নিবারণ করে, সেই ক্ষয়-ভীত মানবকে উত্তম মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে, আর যাহারা তাঁহার ক্ষয় ইচ্ছা করে, তাহারা তাঁহার রিপুরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যে মানব ব্যসন হইতে নিত্য-ভীত হয় এবং ধন-দ্বারা কাহারও অনিষ্ট করে না, এতাদৃশ লোক মিত্র

হইলে তাহাকে আত্ম-তুল্য বিবেচনা করিবে। যে ব্যক্তি অনুত্তম রূপ বর্ণ ও স্বর সমন্বিত, তিতিক্ষু, অসূয়া-শূন্য, সৎকুল-সম্ভূত ও কুল সম্পন্ন; তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত মিত্র অপেক্ষা প্রধান বলিয়া জানিবে। যিনি মেধাবী, স্মৃতিমান্, দক্ষ, স্বভাবত অনৃশংস এবং সম্মানিত বা অবমানিত হইলেও কদাচ কাহারও অপকার না করেন; তিনি ঋত্বিক্, আচার্য্য বা অত্যন্ত সংস্তুত সখা হইলেও অমাত্য হইয়া তোমার গৃহে বাস করিলে তাঁহাকে সমধিক সম্মান করিতে হইবে। তিনি তোমার পরম-মন্ত্র ও ধর্ম্ম অর্থের প্রকৃতি জানিবেন এবং তুমিও তাঁহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিবে। এক কার্য্যের দুই বা তিন জন অধ্যক্ষ হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের দোষ সকল ক্ষমা করে না; সুতরাং এক কার্য্যে একের অধিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু প্রাণিগণের পরস্পর বিভিন্নতা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৎকীর্ত্তি সমুদায়ে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, যিনি নীতির বহির্ভূত না হয়েন, যিনি সমর্থ মানবগণের দ্বেষ ও অনর্থাচরণ না করেন, যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় ও লোভ-বশত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন এবং যিনি সর্ব্ব কার্য্যে দক্ষ ও পর্য্যাপ্তবাদী তিনিই তোমার প্রধান মিত্র হইবেন। অপিচ যাঁহারা কুলীন, সৎ-স্বভাব-সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, আত্ম-শ্লাঘা-বিরহিত, শূর, আর্য্য, বিদ্বান্, কার্য্যাকার্য্য বিবেকে কুশল, সর্ব্ব কর্ম্মে অবস্থিত, সম্মাননীয়, সম্বিভক্ত, সুসহায়-সম্পন্ন ও সৎকর্ম্মশালী তাহাদিগকেই অমাত্য পদবীতে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। রাজন্! এতাদৃশ লোক সকল প্রতিরূপ অর্থাৎ আয় ব্যয় সঙ্কলনাদি কার্য্যে এবং যাবতীয় প্রধান রাজ্য কার্য্যে অধিকৃত হইলে শ্রেয়োবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আর ইহাঁরা সতত স্পর্দ্ধমান হইয়া নির্জ্জনেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন এবং পরস্পর কথোপকথন করিয়া প্রয়োজন সকল সিদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহাবাহো! মৃত্যুর ন্যায় জ্ঞাতিগণকে সর্ব্বদা ভয় করিবে, যেহেতু জ্ঞাতিগণ সমীপবর্ত্তী সামন্তের ন্যায় রাজ-ঋদ্ধি সতত সহ্য করে না। পরন্তু জ্ঞাতি সরল, মৃদু, বদান্য, লজ্জাশীল ও সত্যবাদী হইলে কেহই তাহার বিনাশ অভিলাষ করে না। জ্ঞাতি হীন মানবের সুখ হয় না, জ্ঞাতি হীন মনুষ্য সকলেরই অবজ্ঞাস্পদ হয় এবং অজ্ঞাতিমন্ত পুরুষকেই শত্রুরা পরিভব করিয়া থাকে। কেহ অন্য নর-কর্ত্তৃক অবমানিত হইলে জ্ঞাতিই তাহার আশ্রয় হয় এবং জ্ঞাতিই জ্ঞাতির পরকৃত পরিভব কদাচ সহ্য করিতে পারে না। কোন পুরুষ বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক অবমানিত হইলে তাহার জ্ঞাতিগণ আপনাদিগকে অবমানিত বিবেচনা করেন এবং বন্ধু সকল শত গুণে বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদিগকে অল্পগুণ বিবেচনা করিয়া আপনাদিগকে তদপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞাতি-হীন মানব কাহাকেও অনুগ্রহ করে না, জ্ঞাতি-বিহীন মনুষ্য কাহারও নিকট নত হয় না, জ্ঞাতিবর্গ মধ্যে সাধু ও অসাধু উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বদা জ্ঞাতিদিগের সম্মান, পূজা ও প্রিয় কার্য্য করিবে, কিঞ্চিৎমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে না। তাঁহাদের নিকট সতত বিশ্বস্তের ন্যায় অবিশ্বস্তভাবে বাস করিবে এবং তাঁহাদের সামান্য দোষ গুণ নিরূপণ করিয়া দেখিবে না।

রাজন্! যে পুরুষ প্রমাদ-বিহীন হইয়া এইরূপে অবস্থান করে, তাহার শত্রু সকল প্রসন্ন হইয়া মিত্রবৎ ব্যবহার করে। যে পুরুষ জ্ঞাতি এবং সম্বন্ধিমণ্ডলে এইরূপে নিত্য অবস্থান করেন, তিনি মিত্র, অমিত্র এবং মধ্যস্থের নিকট যশস্বী হইয়া চিরকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন।

অশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতি এবং সম্বন্ধি-

সকলকে এইরূপে বশীভূত করিতে না পারিলে সুতরাং মিত্রও অমিত্র হইয়া যায়; অতএব সকলের চিত্ত কি প্রকারে বশীকৃত হইবে?

ভীষ্ম বলিলেন, এমত স্থলেও পণ্ডিতেরা যে বাসুদেব ও দেবর্ষি নারদের সম্বাদ-সম্বলিত পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

একদা বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন যে, হে নারদ! অসুহৃৎ এবং অপণ্ডিত সুহৃৎ ও চটুল প্রকৃতি পণ্ডিত সুহৃদের নিকট পরম-মন্ত্র প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। অতএব হে ত্রিদিবঙ্গম! আমি তোমার সমুদয় বল-বুদ্ধি অবলোকন করত তোমাকেই উত্তম সুহৃৎ বিবেচনা করিয়া কোন বিষয় বলিতেছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি। দেবর্ষে! ঐশ্বর্য্য বাদ-বশত যাহাতে জ্ঞাতিদিগকে অর্জ্জিত ভোগ্য বস্তুরও অর্দ্ধেক দিতে হইবে এবং তাহাদের দুরুক্তবাক্য সকল সহ্য করিতে হইবে, এইরূপ জ্ঞাতি-দাস্য আমি কদাচ করি না। তথাপি, যেমন পুরুষ অগ্নি-কামনায় অরণী-কাষ্ঠ মন্থন করে, তদ্রূপ তাহাদের দুরুক্ত বাক্য সকল আমার হৃদয় সর্ব্বদা দগ্ধ করিতেছে। সঙ্কর্ষণ বলে, গদ সৌকুমার্য্যে ও প্রদ্যুম্ন রূপে প্রমত্ত হইয়া আছে; সুতরাং আমি আহুক ও অক্রূরের সান্ত্বনায় অসহায় হইয়াছি। অপর যে সকল মহাভাগ, বলবান্, দুরুৎসাহ, নিত্য উন্নতিশালী অন্ধক ও বৃষ্ণিকুল বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ মনে করেন যে, আমরা যে পক্ষ হইব, সেই পক্ষই সবল ও আমরা যাহার বিপক্ষ হইব, সেই পক্ষই দুর্ব্বল হইবে। আহুক এবং অক্রূর উভয়েই আমাকে নিবারণ করিয়াছে, সুতরাং আমি একতর পক্ষ বরণ করিতে পারিতেছি না। আর আহুক ও অক্রূর উভয়েই পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত, সুতরাং তাহারা যাহার পক্ষে থাকিবে, তদপেক্ষা দুঃখতর আর কিছুই নাই এবং যাহার পক্ষে না থাকিবে, তদপেক্ষাও দুঃখতর আর কিছুই হইতে পারে না। হে মহামতে! কিতব অর্থাৎ দ্যূত-কারি পুরুষ-দ্বয়ের মাতার ন্যায় আমি একের জয় ও অপরের পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। নারদ! আমি উভয় পক্ষ হইতেই সর্ব্বদা এইরূপ ক্লেশ পাইতেছি, অতএব এবিষয়ে আমার ও জ্ঞাতিগণের যাহাতে শ্রেয় হয়, তাহা তোমার বলা উচিত হইতেছে।

নারদ কহিলেন, হে বৃষ্ণিবংশ-সম্ভব কৃষ্ণ! আপদ সকল বাহ্য ও আভ্যন্তররূপে দ্বিবিধ; তাহা স্বভাবত এবং অন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অর্থ, কাম ও বীভৎস বচন-নিবন্ধন অক্রূর ও ভোজ প্রভব সংকর্ষণ প্রভৃতি ইহারা সকলেই অক্রূরের অনুগত হওয়ায়, সুতরাং এই আভ্যন্তর আপদ তোমার ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। আর তুমি নিজ ঐশ্বর্য্য আহুককে প্রদান করায় সম্প্রতি জ্ঞাতি শব্দ কৃত-মূল হইয়া উঠিল, বান্ত অন্নের ন্যায় তাহাও আর তুমি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিতেছ না, সুতরাং নিজ কর্ম্ম দোষেই এই আপদ উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষত জ্ঞাতি-ভেদ ভয়ে আর তুমি বভ্রু ও উগ্রসেনের রাজ্য কোন প্রকারে গ্রহণ করিতে পারিতেছ না। যদিও তুমি প্রযত্ন সহকারে বহুতর দুষ্কর কার্য্য করিয়া তাহা সাধন কর, তাহা হইলে পুনর্ব্বার মহাক্ষয়, ব্যয় ও বিনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব তিতিক্ষা, ঋজুতা ও মৃদুতা-দ্বারা দোষাপনয়ন এবং যথাযোগ্য পূজনাদি-দ্বারা প্রীতি-গুণাধান করিয়া অনায়স মৃদু, মর্ম্মচ্ছিদ শস্ত্র-দ্বারা সকলের জিহ্বা উদ্ধার কর।

বাসুদেব বলিলেন, মুনিবর! তিতিক্ষাদি-দ্বারা দোষাপনয়ন ও যথাযোগ্য পূজনাদি-দ্বারা প্রীতি-গুণাধান-পূর্ব্বক যাহা-দ্বারা এই জ্ঞাতিগণের জিহ্বা উদ্ধার করিতে হয়, সেই মৃদু অনায়স শস্ত্র কি? তাহা আমি কি প্রকারে জানিব?

নারদ কহিলেন, সামর্থ্য অনুসারে সতত অন্ন দান, তিতিক্ষা, ঋজুতা, মৃদুতা ও যথাযোগ্য প্রতি-পূজা

এসকল গুলিকেই অনায়স শস্ত্র বলিয়া জানিবে। তুমি মধুর বচন-দ্বারা লঘু ও কটুবাদী জ্ঞাতিগণের কুটিল অভিপ্রায়, কুবাক্য ও কুসংকল্প সকল প্রশমিত কর। আর মহাপুরুষ ভিন্ন কোন অজিতচিত্ত অসহায়বান্ ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া গুরুতর ভার-বহনে সক্ষম হয় না; অতএব তুমি স্বীয় বক্ষস্থল-দ্বারা সেই ভার বহন কর। দেখ, সমতল প্রদেশে সকল অনড্বানই গুরুভার বহন করিতে পারে; পরন্তু দুর্গম প্রদেশে সুদৃঢ় অঙ্গ-সম্পন্ন অনড়ান ব্যতিরেকে সকলে দুর্ব্বহ ভার বহিতে পারে না। কেশব! তুমি সকলের প্রধান, জ্ঞাতি-ভেদ হইলে সকলেরই বিনাশ হইবে; অতএব এই জ্ঞাতিগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে উৎসন্ন না হয় তাহার উপায় কর। বুদ্ধি, ক্ষান্তি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও ধনত্যাগ ভিন্ন প্রাজ্ঞ পুরুষে কোন গুণ থাকে না। অতএব হে কৃষ্ণ! যাহাতে ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, সতত স্বপক্ষোদ্ভাবন এবং জ্ঞাতিগণের অবিনাশ হয়, তাহা কর। প্রভো! আয়তি, তৎকাল, যাত্রা ও যান বিধিতে যাড়্গুণ্য বিধান হেতু তোমার অবিদিত কিছুই নাই। হে মহাবাহু মাধব! যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, অন্যান্য লোকপাল ও ঋষি সকল তোমাতে অনুরক্ত হইয়া তোমারই বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। তুমি সকল প্রাণীর গুরু, তুমিই প্রাণিগণের গতাগত সমস্ত বিষয় অবগত আছ. তুমি যদুকুলের শ্রেষ্ঠ; সুতরাং যদুবংশীয়েরা তোমাকে লাভ করিয়াই সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-নারদ সম্বাদে একাশীতিতম অধ্যায়॥ ৮১॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! আমি যাহা কহিলাম, ইহা রাজাদিগের প্রথম-বৃত্তি, অনন্তর দ্বিতীয়-বৃত্তি কহিতেছি শ্রবণ কর। হে ভরত-কুলাবতংস! যে কোন মানব অর্থ উপার্জ্জন করুক না কেন; রাজা তাহা সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। যুধিষ্ঠির! অমাত্যগণ রাজ-কোষ অপহরণ ও নষ্ট করিলে, ভৃত বা অভৃত হউক, যে কোন মানব তাহা রাজাকে কহিলে, রাজা নির্জ্জনে তাহার সেই বাক্য শুনিবেন এবং অমাত্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন; কেন না অপহর্ত্তা অমাত্যগণ সকলকেই বিনাশ করিয়া থাকে। যে পুরুষ রাজ-কোষ রক্ষক, রাজা তাহাকে রক্ষা না করিলে রাজ-কোষাপহারী অমাত্যেরা সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করে।

রাজন্! কালক-বৃক্ষীয় মুনি কৌশল্যকে যাহা কহিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা এস্থলেও উদাহরণ-স্বরূপ সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন। আমরা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, কালক-বৃক্ষীয় মুনি কোশলাধিপতিকে অমাত্য দোষ-দর্শনে পুনঃপুন প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে পঞ্জর-মধ্যে কাক বদ্ধ করিয়া ক্ষেমদর্শী কোশলাধিপতির সমুদয় রাজ্য পর্য্যটন করত রাজ-সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, আমার বায়স সমুদয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে, অতএব ইহারা অনাগত, অতীত ও বর্ত্তমান সকলই কহিয়া থাকে। তিনি এই কথা কহিয়া বহু পুরুষের সহিত রাষ্ট্র-মধ্যে পরিভ্রমণ করত রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত অমাত্যদিগের স্বামি-দ্রব্য অপহরণ রূপ পাপ দর্শন করিলেন। পরে তিনি সেই রাষ্ট্রের সমুদায় ব্যবসায় ও রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত যাবতীয় অমাত্যগণকে স্বামি দ্রব্যাপহারী ইহা অবগত হইয়া 'আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি' এই কথা বলিতে বলিতে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাক লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। মুনি ক্ষেমদর্শী কৌশল্যের নিকট আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে বায়সের বচনানুসারে অলঙ্কৃত রাজ-মন্ত্রীকে কহিলেন যে, তুমি অমুক স্থানে এত ধন অপহরণ করিয়াছ; আর যে রাজ-কোষ হরণ করিতেছ, তাহা এই এই ব্যক্তি বিদিত আছে, এই কাক এই কথা কহিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। অনন্তর, মুনিবর মন্ত্রিগণকে এইরূপ

কহিয়া তত্রত্য অপরাপর রাজ-পুরুষদিগকে কহিলেন, তোমরাও যে রাজ কোষাপহারী, বায়সের বচনানুসারে তাহা আমি বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছি; কেন না এই বায়সের মিথ্যা বাক্য কদাচ শ্রবণ করি নাই।

হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! কালক বৃক্ষীয় কৌশল্যের অমাত্যগণকে এইরূপ যথোচিত তিরস্কার করিয়া নিশাকালে নিদ্রিত হইলে, রাজ-পুরুষেরা সকলে সমবেত হইয়া বাণ-দ্বারা তাঁহার বায়সকে বিদ্ধ করিল। পরে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে পঞ্জরস্থ বায়সকে বাণ-বিদ্ধ দেখিয়া ক্ষেমদর্শী কৌশল্যকে কহিলেন, রাজন্! আপনি প্রভু ও প্রাণধনের ঈশ্বর, অতএব আপনার নিকট আমি অভয় প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ! আপনার আদেশ-বশতই আমি সর্ব্ব প্রকার ভক্তি ও যত্ন সহকারে আপনার নিকট আগমন করিয়া আপনার হিতকর বাক্য কহিয়াছিলাম, তাহাতে আমার মিত্র নষ্ট হওয়ায় তজ্জন্য আমি অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি। সৎ অশ্বের শিক্ষাদাতা সারথির ন্যায়, যদি কেহ মিত্রকে প্রবোধিত করিবার অভিলাষে অক্ষমান্বিত হইয়া 'তোমার এই অর্থ অপহৃত হইয়াছে' এই কথা কহেন এবং মিত্রের হিত-সাধনার্থ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে নিত্য ঐশ্বর্য্যাভিলাষী স্বজনজ্ঞ পুরুষের তাদৃশ মিত্রকে ও তাহার সেই বাক্যকে ক্ষমা করা উচিত। পরন্তু অনবহিত হইয়া পর-দ্বারা তাদৃশ মিত্রকে নষ্ট করা উচিত নহে। ক্ষেমদর্শী কালক-বৃক্ষীয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপন হিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, অতএব আমার হিতার্থ আপনি আমাকে যাহা কিছু কহিবেন, আমি তাহা কেন না ক্ষমা করিব?

হে ব্রাহ্মণ! আপনি এবিষয়ে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বলুন। বিপ্র! আমি আপনার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনি আমাকে যাহা কহিবেন, আমি আপনার তাহা সকল করিব।

মুনি কালক-বৃক্ষীয় কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্যদিগের দোষাদোষ এবং ভৃত্য হইতে আপনার ভয় অবগত হইয়া তাহাদিগের ব্যবহার আপনাকে কহিবার জন্য আমি ভক্তি-পূর্ব্বক আপনার নিকট যে আগমন করিয়াছিলাম, তাহা আমার অকর্ত্তব্য হইয়াছে; কেন না এই জন্যই পুরাকালে পূর্ব্বাচার্য্যেরা নৃপ সেবি ব্যক্তিদিগের এইরূপ দোষ কহিয়াছেন যে, যাহারা রাজ-সেবা করে, তাহাদিগের এতাদৃশ পাপ-জনক অগতীক গতি অর্থাৎ অনুপায়মানবের ন্যায় গতি হইয়া থাকে। অপিচ, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, রাজাদিগের সহিত যাহারা সঙ্গত হয়, তাহারা আশীবিষের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে; যেহেতু বহুমিত্র ও বহু অমিত্র রাজাদিগের নিকট বিদ্যমান থাকে। অতএব হে রাজন্! রাজ-সেবী পুরুষেরা রাজকীয় মিত্র, অমিত্র ও রাজাকে সতত ভয় করিবে। রাজন্! মহীপতি-সমীপে একান্ত প্রমাদ করিতে কেহই সমর্থ হয় না; সুতরাং মহীপতির নিকটে ঐশ্বর্য্যকামী মানবের কদাচ প্রমাদ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ভৃত্য কৃত প্রমাদ হইতে রাজা স্খলিত হয়েন; রাজা স্খলিত হইলে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। প্রদীপ্ত অনলে আসীন পুরুষের ন্যায় রাজ-সমীপে শিক্ষিত মানবের জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পুরুষ জীবিতাশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় প্রাণধনের ঈশ্বর প্রভু মহীপতির নিকট সতত যত্ন সহকারে গমন করিবে এবং নৃপতি নিকটে দুর্ব্বাক্য কথন, দুঃখিতভাবে অবস্থান, দুষ্ট স্থানে অবস্থান, নিন্দিতভাবে উপবেশন, কুৎসিতাকারে গমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গ চেষ্টিত এই সকল কার্য্য হইতে সতত শঙ্কা করিবে।

রাজন্! যম এইরূপ কহিয়াছেন যে, মহীপতি

প্রসাদিত হইলে দেবতার ন্যায় সকল অর্থ সম্পাদন করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে অনলের ন্যায় সমুলে দগ্ধ করেন; অতএব যে ব্যক্তি নৃপতি নিকটে যথা-নিয়মে অবস্থান করিবে, আমি উত্তরোত্তর তাহার সমৃদ্ধি-বৰ্দ্ধন করিব।

মহারাজ! মদ্বিধ অমাত্যই আপৎকালে বুদ্ধি সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে, আমার বায়স যেরূপ কার্য্যকারী আমিও তদ্রূপ কার্য্য করিতে পারি। পরন্তু আপনার অমাত্যগণ বায়সের ন্যায় আমাকেও নষ্ট করিবে, আমার এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। আমি এবিষয়ে আপনাকে নিন্দা করিতেছি না, পরন্তু, আপনি যে অমাত্যদিগের প্রিয়পাত্র নহেন, তাহাই কহিতেছি। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আপনার সমক্ষে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। মহারাজ! আপনার গৃহে কোষাপহারী যে সকল অমাত্য বাস করিতেছে, প্রজাদিগের অমঙ্গলাভিলাষী সেই অমাত্যেরাই আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছে। আর যাহারা আপনার অবসানে রাজ্য লাভ করিবে বলিয়া আপনার বিনাশ জন্য সূপকারদিগের দ্বারা অন্নাদিতে বিষ প্রক্ষেপ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছে, আপনি সতর্ক না হইলে তাহাদিগের সেই অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে।

মহারাজ! আমি তাহাদিগেরই ভয়ে অন্য আশ্রমে গমন করিবার বাসনা করিয়াছি, তাহারা আমাতে যে বাণ সন্ধান করিয়াছিল, তাহা আমার বায়সে নিপতিত হইয়াছে। আমি নিষ্কামী, তাহারা ছদ্মকামী; সুতরাং তাহারাই যে আমার বায়সকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছে, ইহা আমি তপোময় দীর্ঘ-চক্ষুর্দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি।

রাজন্! স্থাণু, অশ্ম ও কণ্টক বিশিষ্ট, সিংহ এবং ব্যাঘ্র-সমূহে সমাকুল, দুরাসদ ও দুষ্প্রসহ হৈমবতী গুহার ন্যায়, বহুল কুম্ভীর, মৎস্য ও গ্রাহগণে পরিবৃত, তিমিঙ্গিল-সমূহে সমাবৃত এই রাজ-নীতিরূপ মহানদী আমি বালিশ বায়স-দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছি। মহারাজ! দীপ-দ্বারা তামস দুর্গ ও নৌকা-দ্বারা জল দুর্গ উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, পরন্তু পণ্ডিতেরাও রাজ-দুর্গ অবতরণের উপায় অবধারণ করিতে পারেন না। আপনার রাজ্য অন্ধকারের ন্যায় তমোন্বিত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-শূন্য ও অতি গহন; অতএব আপনি যখন ইহাতে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয়েন না, তখন আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিব। এই রাজ্যে যখন পাপ ও পুণ্য উভয়ই সমান, তখন এস্থানে অবস্থান কল্যাণকর হইবে না; যেহেতু এস্থানে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়েরই নিশ্চয় বিনাশ হইবে। দুষ্কৃতের বিনাশই ন্যায্য, সুকৃতের বিনাশ ন্যায্য নহে; সুতরাং এস্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে; অতএব যিনি পণ্ডিত, তিনি এস্থান হইতে শীঘ্রই পলায়ন করিবেন। রাজন্! যাহাতে নৌকা সকল নিমগ্ন হয়, সেই সীতা-নাম্নী নদীর ন্যায় আপনার এই রাজ-নীতিকে সর্ব্বঘাতিনী বাগুরা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। হে পার্থিব! আপনি মধু-প্রপাত-তুল্য, কিন্তু ভোজনে বিষবৎ; আপনার অভিপ্রায় অসতের ন্যায়, সদভিপ্রায় আপনাতে কিছুমাত্র নাই, সুতরাং আপনাকে আমার আশীবিষ-পরিবৃত কূপের ন্যায় বোধ হইতেছে। রাজন্! আপনি, দুর্গম-তীর্থ-সমন্বিত বৃহৎ কূল-সম্পন্ন কারীরও বেত্র সংযুক্ত, মধুর-পানীয় পরিপূর্ণ নদী এবং কুক্কুর, গৃধ্র ও গোমায়ুগণে পরিবৃত রাজহংসের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। মহারাজ! কক্ষ অর্থাৎ তৃণলতাদি সকল মহাবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক বৃহদাকারে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে আবরণ করত ক্রমশ সেই বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইলেও দারুণ দাবানল-কর্ত্তৃক মহাকক্ষ সহ সেই বৃক্ষ যেমন দগ্ধ হয়, তদ্রূপ কক্ষ তুল্য অমাত্যগণের সহিত আপনিও বিনষ্ট হইবেন; অতএব আপনি সেই অমাত্যগণকে পরিশোধিত করুন। আপনিই তাহাদিগকে অমাত্য-পদবীতে অভিষিক্ত

করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন; পরন্তু তাহারা আপনাকে অভিসন্ধান করিয়া আপনার ইষ্ট সমুদায় বিনষ্ট করিবার অভিলাষ করিতেছে। এই জন্য আমি সহজীবী রাজার স্বভাব সমুদয় জানিবার জন্য অভিলাষী হইয়া প্রমাদকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করত সসর্প গৃহ ও বীর-পত্নীর আলয়ের ন্যায় এই রাজ্যে শঙ্কিত চিত্তে অবস্থান করিতেছি। হে রাজসত্তম! রাজা জিতেন্দ্রিয় কি না? ইহাঁর কামাদি সকল জয় হইয়াছে কি না? ইনি অমাত্যগণের প্রিয় কি না এবং প্রজা সকল ইহাঁর প্রিয় কি না? এই সকল জানিবার জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। রাজন্! বুভুক্ষিত ব্যক্তির ভোজনীয় দ্রব্যের ন্যায় আপনি আমার অভিলষিত হইয়াছেন, পরন্তু, আপনার অমাত্যগণ বিতৃষ্ণ ব্যক্তির উদকের ন্যায় আমার অনভিলষিত হইয়াছে। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, এই নিমিত্তই তাহারা 'আমি আপনার অর্থকারী' এইরূপ দোষ আমাতে আরোপ করিতেছে; অন্য কোন কারণই আমাতে বিদ্যমান নাই। আমি তাহাদিগের কোন অনিষ্টাচরণ করি নাই, তথাপি যখন তাহারা আমার দোষদর্শী হইয়াছে, তখন আর আমার এস্থানে অবস্থান করা উচিত নহে; কারণ পৃষ্ঠভঙ্গে কুপিত উরগের ন্যায়, দুষ্ট-চিত্ত শত্রু হইতে সতত শঙ্কা করা কর্ত্তব্য।

রাজা কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! আমি প্রচুর পরিহার স্বীকার-পূর্ব্বক সমধিক সৎকার-দ্বারা আপনাকে পূজা করিতেছি, আপনি আমার আবাসে বহুকাল বাস করুন। হে ব্রাহ্মণ! আমার অমাত্যগণ-মধ্যে যাহারা আপনার প্রতি অনুকূল আচরণ না করিবে, তাহারা আমার গৃহে বাস করিতে পাইবে না। আর পরে ইহাদের যাহা হইবে, তাহা আপনিই জানিতে পারিবেন। হে ভগবন্! যাহাতে দণ্ড সুন্দররূপে ধৃত এবং সুকৃত কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা করিয়া মঙ্গলার্থে আমাকে নিয়োগ করুন।

মুনি বলিলেন, প্রথমত বায়স বধ জন্য এই দোষ প্রদর্শন করত এক এক অমাত্যকে ক্রমশ দুর্ব্বল অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যচ্যুত করুন, পরে বায়স বধের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া একে একে তাহাদিগকে বধ করুন। রাজন্! বহুলোক এক দোষে দোষী হইলে সকলে সংহত হইয়া অতিশয় তীক্ষ্ন কণ্টককেও কোমল করিয়া থাকে, অতএব যদি মন্ত্র ভেদ হয়, সেই ভয়ে আমি আপনাকে এইরূপ বলিতেছি। আমরা ত ব্রাহ্মণ-জাতি স্বভাবত দয়ালু, সুতরাং আমাদিগের দণ্ড অতি কোমল; আমরা আপনার ন্যায় পরের এবং আপনকার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। রাজন্! আপনার সহিত যে আমার সম্বন্ধ আছে, সেই নিজ পরিচয় আপনাকে কহিতেছি; আমার নাম কালক-বৃক্ষীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া আপনার পিতা আমাকে যথাসম সম্মান করিতেন; সুতরাং তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলে তৎকালে আমি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতেছিলাম। পরে আপনার রাজ্য বিপন্ন হওয়ায় আমি এখানে আসিয়াছি এবং সেই স্নেহ-বশতই আপনাকে বারম্বার এই কথা বলিতেছি; অতএব আপনি আর অনাপ্ত ব্যক্তিতে আত্ম-বুদ্ধি করিবেন না। আপনি যদৃচ্ছাক্রমে রাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং সুখ দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান দেখিতেছেন, তথাপি কেন এতাদৃশ অমাত্যের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রমাদ গ্রস্ত হয়েন? রাজন্! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, রাজকুল-জাত ক্ষত্রিয় অথবা পুরোহিত-কুলসম্ভূত উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই যত্ন-সহকারে অমাত্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! কালক-বৃক্ষীয় মুনি এইরূপে যশস্বী কৌশল্যের সসাগরা বসুন্ধরাকে একচ্ছত্রীকৃত করিয়া

অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞাদি কার্য্য করিলেন এবং কৌশল্য-রাজ তাঁহার তাদৃশ হিতকর বাক্য শ্রবণ করত পৃথিবী জয় করিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

কালক-বৃক্ষীয়োপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়॥ ৮২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! কীদৃশ ব্যক্তি নৃপতির সভাসদ, সহায়, সুহৃদ্ পরিচ্ছদ ও অমাত্য হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! যাঁহারা লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্য ও সরলতা-সম্পন্ন এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্য সম্যক্‌রূপে কহিতে সমর্থ তাদৃশ লোককেই তুমি সভাসদ করিবে। হে কৌন্তেয়! যাহারা নিত্য সন্নিহিত, শৌর্য্যশালী, সাতিশয় শ্রবণ-শক্তি-সম্পন্ন, সুসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং সকল কর্ম্মে মহোৎসব-বিশিষ্ট তাহাদিগকেই আপদ্ সময়ে সহায় করিবে। যিনি কুলীন, সতত সম্মানিত, স্বীয় শক্তিকে সংগোপন করেন না এবং প্রসন্ন, অপ্রসন্ন, পীড়িত বা হত ভৃত্যাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আবর্ত্তিত করেন, তাঁহাকেই সুহৃদ্ বলিয়া জানিবে। যাঁহারা কুলীন, স্বদেশজ, প্রাজ্ঞ, রূপবান্, বহুশ্রুত, প্রগল্‌ভ ও অনুরক্ত তাঁহাদিগকে পরিচ্ছদ করিবে। তাত! যাহারা দুষ্কুলজাত, লুব্ধ, নৃসংশ ও নির্লজ্জ তাহারা যাবৎকাল আর্দ্রহস্ত অর্থাৎ ধনবান্ থাকিবে, তাবৎকালই তোমার সেবা করিবে; শুষ্ক অর্থাৎ রিক্ত হস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ বিরক্ত হইয়া আর সেবা করিবে না; অতএব তাহাদিগকে পরিচ্ছদ করা উচিত নহে। আর যাঁহারা কুলীন, সৎস্বভাব-সম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ অনিষ্ঠুর, দেশ, কাল ও বিধানবিৎ এবং ভর্ত্তৃকার্য্য-হিতৈষী, তাঁহাদিগকে সতত সর্ব্বকার্য্যের অমাত্য করিবে। যাহাদিগকে প্রিয়পাত্র বিবেচনা করিয়া অর্থ, মান, দিব্য বসন ও তাম্বুলাদি দান এবং সৎকার-প্রভৃতি বহুবিধ ভোগ্য-দ্বারা প্রতিপালন করিবে তাহারাই অর্থ এবং সুখভাগী হইবে।

যুধিষ্ঠির! যাঁহাদের চিত্ত-বৃত্তি কোনরূপে বিভিন্ন হয় না এবং যাঁহারা বিদ্বান্, সদ্বৃত্ত, ব্রতানুষ্ঠায়ী, সত্যবাদী ও অক্ষুদ্র তাঁহারাই নিত্যার্থী অর্থাৎ নিত্য স্বামীর অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন এবং আপৎকালে স্বামীকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। আর যাহারা অনার্য্য, অধার্ম্মিক, মন্দ-বুদ্ধি ও মর্য্যাদা-বিহীন, তাহাদের নিকট হইতে সময় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। সকলের মধ্যে অন্যতর গ্রহণ করিতে হইলে, গণ-পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবে না, পরন্তু এক ব্যক্তি গণ অর্থাৎ সকলের মধ্যে প্রধান হইলে গণ-পরিত্যাগ করিয়াও এক ব্যক্তিকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যিনি উত্তম কীর্ত্তি ও সময়ে অবস্থিত হইয়া বিক্রম-প্রদর্শন করেন, তাহাই তাঁহার সাধুলক্ষণ বলিয়া বোধ করিবে। আর যিনি সমর্থ ব্যক্তির সম্মান করেন, স্পর্দ্ধাহীন পুরুষের প্রতি স্পর্দ্ধা না করেন; কাম, ক্রোধ, ভয় ও লোভবশত ধর্ম্ম-ত্যাগ না করেন এবং অভিমান-শূন্য, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, জিতাত্মা, মানী ও সকল অবস্থাতেই পরীক্ষিত, তিনিই তোমার মন্ত্র সহায় হইবেন। হে পার্থ! যিনি কুলীন, সৎকুল-সম্ভূত, ক্ষমাবান্, পটু, প্রশস্তচিত্ত, শূর, কৃতজ্ঞ ও সত্যধর্ম্মা, তিনিই সাধু; যেহেতু এই সমস্ত গুণগণই সাধুলোকের লক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত আছে। রাজন্! এরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষ নৃপতি নিকটে বিদ্যমান থাকিলে, অমিত্রগণ প্রসন্ন হইয়া মিত্রবৎব্যবহার করিয়া থাকে, অতএব সংযতাত্মা কৃত-প্রজ্ঞ ভূতিকাম ভূমিপতি, এতাদৃশ অমাত্যভিন্ন অপর অমাত্যগণের সমস্ত গুণাগুণ পরীক্ষা করিবে। রাজন্! উন্নতিশালী ভূতি-কাম ভূপতিগণ আত্মীয়, কুলীন, স্বদেশ-জাত, স্রক্-চন্দনাদি বিষয় দ্বারা অবশীকৃত, ব্যভিচার-বিরহিত ও সুন্দররূপে পরীক্ষিত পুরুষ সকলের সহিত সম্বন্ধ এবং উৎকৃষ্ট যোনি-সম্ভূত, বেদ-পারগ,

পরম্পরাগত ও অনহঙ্কৃত মানবগণকেই মন্ত্রী করিবেন। যাহাদিগের বিনয়বতী বুদ্ধি সুশোভনা প্রকৃতি, তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শৌচ, অনুরাগ, মর্য্যাদা এবং ধারণা এই সকল গুণ বিদ্যমান আছে; রাজা তাহাদের উক্ত গুণ সকল সতত পরীক্ষা করিয়া সেই প্রৌঢ়ভাব ধুরন্ধর অকপট পঞ্চজন পুরুষকে অর্থ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। রাজন্! যাহারা পর্য্যাপ্তবাদী, বীর. প্রতিপত্তি-বিশারদ, কুলীন, সত্য-সম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, অনিষ্ঠুর, দেশকাল ও বিধানবিৎ এবং স্বামি কার্য্য-হিতৈষী, রাজা তাহাদিগকে সতত সকল কার্য্যেই মন্ত্রী করিবেন।

রাজন্! যে ব্যক্তি তেজ-হীন মিত্রের সহিত সংসর্গ করে, সে কদাচ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত সকল কর্ম্মেই সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকে; অতএব রাজা এতাদৃশ মানবকে কখন মন্ত্রী করিবেন না। অপিচ অল্পশ্রুত মানব সৎবংশজাত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সংযুক্ত হইলেও সে মন্ত্র পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তাহাকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। আর অসৎবংশজাত মানব যথেষ্ট মত বহুশ্রুত হইলেও অনামক অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্ম কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া থাকে; অতএব রাজা তাহাকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করিবেন না। অস্থিরসঙ্কল্প পুরুষ বুদ্ধিমান্, আগমবিৎ ও উপায়জ্ঞ হইলেও সে বহুকালে কর্ম্ম সমাপন করিতে সমর্থ হয় না। এই সংসারে যে দুর্ম্মতি মানব কর্ম্মের বিশেষ ফল না জানিয়া কেবলমাত্র কর্ম্ম করে, তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য হইতে পারে না। অননুরক্ত মন্ত্রীতে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হয় না, তজ্জন্য অননুরক্ত মন্ত্রীর নিকট কদাচ মন্ত্রণা প্রকাশ করিবে না; কেন না, যেমন অনিল বৃক্ষ ছিদ্র-দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া অনলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেই কপট মন্ত্রী অপর মন্ত্রীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজাকে ব্যথিত করিয়া থাকে। স্বামী কদাচিৎ ক্রুদ্ধ হইলে মন্ত্রীকে স্থানচ্যুত করেন, অথবা বাক্য-দ্বারা ভর্ৎসনা করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; কিন্তু অনুরক্ত মিত্রই স্বামীর সেই সমুদয় উপদ্রব সহ্য করিতে পারে. পরন্তু অননুরক্ত মিত্র তাহা কোনক্রমে সহ্য করিতে পারে না; প্রত্যুত তাহাদিগের ক্রোধ বজ্র-শব্দ-সদৃশ হইয়া থাকে। যে মন্ত্রী স্বামীর প্রিয়-কামনায় তাঁহার সেই উপদ্রব সকল সংহার করিতে পারে, রাজা সমান-সুখ-দুঃখ-ভাগী সেই মানবকেই অর্থ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।

রাজন্! অনৃজু মানব ইতর গুণ-সম্পন্ন অনুরক্ত ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন হইলেও সে রাজার মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না। যে মানব অমিত্রের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া পুরবাসিদিগের বহুমান না করে, তাদৃশ ব্যক্তিই অসুহৃৎ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সে মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার যোগ্য নহে। অবিদ্বান্, অশুচি, স্তব্ধ, শত্রুসেবী, আত্মশ্লাঘী, অসুহৃৎ, ক্রোধন ও লুব্ধ ইহারা রাজার মন্ত্রণা শুনিবার উপযুক্ত হইতে পারে না। আগন্তুক ব্যক্তি অনুরক্ত, বহুশ্রুত, সৎকৃত ও সম্বিভক্ত হইলেও মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না। পূর্ব্বে যাহার পিতা অধর্ম্মাচরণ-বশত বিপ্রকৃত হইয়াছে, সে ব্যক্তি সৎকৃত ও স্থাপিত হইলেও মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যের জন্য সুহৃদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে নির্ধন করে, তাহার অপরাপর নানাবিধ গুণ থাকিলেও সে মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত নহে। আর, যে মানব কৃতপ্রজ্ঞ, মেধাবী, পণ্ডিত, জনপদবাসী, পরম পবিত্র এবং সকল কার্য্যে বিশুদ্ধ, সে ব্যক্তিই রাজার মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন, শত্রুর এবং আপনার প্রকৃতি জানিতে সমর্থ এবং সুহৃৎকে আত্ম-তুল্য জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি

সত্যবাদী, সুশীল, গম্ভীর অর্থাৎ মন্ত্র গোপন করিতে সমর্থ, লজ্জাশীল, মৃদু এবং পিতৃ-পিতামহ ক্রমে বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তিই মন্ত্রণা শ্রবণ করিতে পারে। যে মানব সন্তুষ্ট, সর্ব্ব-সম্মত, সত্যধর্ম্মা, প্রগল্‌ভ, পাপদ্বেষী, মন্ত্রবিৎ, ত্রিকালজ্ঞ ও শূর সে ব্যক্তি মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র।

হে নৃপ! যে মানব সান্ত্ব বচন-দ্বারা সকল লোককে বশীকৃত করিতে সমর্থ হয়, দণ্ডধারী নৃপ তাহাকে মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন। পৌর ও জনপদবাসীরা যাহাকে ধর্ম্মত বিশ্বাস করে, সেই যোদ্ধা নীতিজ্ঞ পণ্ডিত পুরুষ মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। অতএব হে রাজন্! পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিজ্ঞ মহাশয়-সম্পন্ন পঞ্চজন মন্ত্রী এতাদৃশ গুণ-যুক্ত হইলে সম্মানের সহিত তাহাদিগকে রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিবে; পরন্তু পঞ্চজন না পাইলে তিনজনের ন্যূন রাখিবে না। স্বাম্যমাত্যাদি স্বীয় প্রকৃতি মধ্যে মন্ত্রিগণের শত্রু পক্ষকে অবসর দান-রূপ ছিদ্র এবং শত্রু পক্ষের ছিদ্র সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবে যেহেতু রাজাদিগের মন্ত্র মূল, রাষ্ট্রই বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আপনার ছিদ্র শত্রু পক্ষেরা যাহাতে দেখিতে না পায়, এইরূপে গোপন করিয়া শত্রুদিগের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সকল সংগোপন করে, তদ্রূপ আপনার ছিদ্র সংগোপন করিবে। রাজার মনীষি মন্ত্রিগণ মন্ত্র সকল গোপন করিবে, রাজা মন্ত্ররূপ কবচ ধারণ করিবেন এবং শূরজনেরা মন্ত্রাঙ্গ সকল রক্ষা করিবে। পণ্ডিতেরা চরকে রাজ্যের মূল এবং মন্ত্রকে রাজ্যের সার বলিয়া থাকেন; পরন্তু স্বামী এবং মন্ত্রিগণ মদ, ক্রোধ, মান ও ঈর্ষা-বিহীন হইয়া বৃত্তি নিমিত্ত যদি পরস্পর পরস্পরের অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সকলেই সুখী হইয়া থাকে। পঞ্চ প্রকার ছল-শূন্য অমাত্যদিগের সহিতই সর্ব্বদা মন্ত্রণা করিবে। আর পূর্ব্বোক্ত তিনজন মন্ত্রীর বিবিধ পরামর্শ ও তাহাদিগের চিত্ত বিশেষরূপে বোধ করিয়া তাহাতে আপনার এবং তাহাদিগের নিশ্চয় মত নিবেশিত করত উত্তর মন্ত্রকালে তাহা প্রকাশ করিবে। পরন্তু স্বয়ং অশক্ত হইলে পরামর্শ জন্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যদি তাঁহার সহিত মতের ঐক্য হয়, তবে সেই মন্ত্রণা কার্য্যে নিযোজিত করিবে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এইরূপে যাঁহারা মন্ত্রের যথার্থ অর্থ এবং নিশ্চয় বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদিগেরই সহিত সতত মন্ত্রণা করিয়া প্রজা সংগ্রহে সমর্থ, সেই মন্ত্র সর্ব্বদা প্রণয়ন কার্য্যে নিযোজিত করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে মন্ত্রণা করিবে, তাহার অগ্র, পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্ প্রদেশে বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, স্ত্রী এবং নপুংসক ইহারা কোনক্রমে যাতায়াত করিতে পাইবে না। আর নৌকায় আরোহণ করিয়া কুশ কাশ-বিহীন সুপ্রকাশিত শূন্য স্থলে গমন করত তথায় উচ্চ ভীষণরূপ বাক্য দোষ এবং নেত্র ও বক্ত্র বিকারাদিরূপ অঙ্গ দোষ সকল পরিহার করিয়া যাহাতে কার্য্যের কাল অতিবাহিত না হয়, সেই মত মন্ত্রণা করিবে।

সভাসদাদি কথনে ত্র্যশীতিতম
অধ্যায়॥ ৮৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এই মন্ত্র মূল প্রজা সংগ্রহ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ সম্বলিত যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

একদা ইন্দ্র বৃহস্পতিকে জিজ্ঞসা করিয়াছিলেন যে, 'হে ব্রহ্মন্! যাহাতে সমস্ত গুণ অন্তর্ভূত হয়, তাদৃশ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্যক্‌রূপে আচরণ করিলেই কি পুরুষ সকল প্রাণীর সম্মত সুমহৎ যশ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে?

বৃহস্পতি বলিলেন, হে সুররাজ! পুরুষ সান্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বগুণাশ্রয় প্রিয়-বচন সম্যক্‌রূপে আচরণ

করিলে সর্ব্বভূতের সম্মত সুমহৎ যশ লাভ করিতে পারে। পুরন্দর! পুরুষ সর্ব্বলোক সুখাবহ এই সর্ব্বগুণাবলম্বন প্রিয়-বচন আচরণ করিলে, সর্ব্বদা সকল প্রাণীর প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। যে মানব এই সংসারে সান্ত্ব-বচন আচরণ না করিয়া সর্ব্বদা ভ্রূকুটী কুটিল মুখে অবস্থিতি করত কাহারও সহিত কোন সম্ভাষণ না করে, সে সকল প্রাণীর দ্বেষ্য হইয়া থাকে। যে রাজা সকল বিষয় সন্দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তির স্বীয় দুঃখ নিবেদনের পূর্ব্বেই 'তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ' এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন এবং সহাস্য-বদনে তাহার সহিত কথোপকথন করেন, তাঁহার প্রতি সকল লোকই প্রসন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র সান্ত্ব-বচন-বিহীন দান, নির্ব্যঞ্জন ভোজনের ন্যায় প্রাণিগণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। হে সুররাজ! মধুর-বাক্য বলিয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও তাহাতে তাহারা রুষ্ট হয় না, কেন না সান্ত্ব-দ্বারা সকল লোকই বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব দণ্ডধারী নৃপতি সর্ব্বদা সান্ত্ব-বাক্য প্রয়োগ করিবেন, যেহেতু সান্ত্বই ফল উৎপাদন করে তাহাতে কেহ কখন উদ্বেজিত হয় না। সুকৃত পুরুষ-কর্ত্তৃক সেব্যমান সান্ত্ব, শ্লক্ষ্ণ ও মধুর-বচনের তুল্য কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তী-নন্দন! ইন্দ্র যেমন পুরোধা বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, তাঁহার বচনানুসারে সমুদায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই সকল সম্যক্‌রূপে আচরণ কর।

চতুরশীতিতম অধ্যায়॥ ৮৪॥

র বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহলোকে রাজা কি প্রকারে প্রজাপালন করিলে ধর্ম্ম বিশেষ-দ্বারা প্রীতি অর্থাৎ স্বর্গ ও শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজা বিশুদ্ধ ব্যবহার-দ্বারা প্রজাপালনে তৎপর হইলে, ধর্ম্ম এবং শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করত শুচি হইয়া উভয় লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! নৃপতি কীদৃশ ব্যবহার-দ্বারা কি প্রকার লোকের সহিত ব্যবহার করিবেন? এই জিজ্ঞাসিত বিষয় যথাবৎ বর্ণন করা আপনার উচিত হইতেছে। আপনি পূর্ব্বে পুরুষের যে সমস্ত গুণ বর্ণন করিয়াছেন, সে সকল গুণ এক ব্যক্তিতে যেন বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এইরূপ আমার বোধ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমাকে মান্ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি যাদৃশ বাক্য কহিলে, ইহা এইরূপই, যদিও এতাদৃশ শুভ গুণ-সমূহ কোন এক পুরুষে বিদ্যমান থাকা অতি অসম্ভব এবং ইহলোকে অতি যত্নেও সৎস্বভাব দুষ্প্রাপ্য; তথাপি তোমাকে যেরূপে যাদৃশ অমাত্য করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। বেদজ্ঞ, প্রগল্‌ভ, স্নাতক ও পবিত্র ব্রাহ্মণ চারিজন, শস্ত্রপাণি বলবান্ ক্ষত্রিয় আটজন, বিত্ত-সম্পন্ন বৈশ্য এক বিংশতি জন, নিত্য-কর্ম্ম-নিরত পবিত্র বিনীত শূদ্র তিনজন, শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহন, অপোহন, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্টগুণ-যুক্ত প্রগল্‌ভ অনসূয়ক পঞ্চাশৎ বর্ষীয় শ্রুতি ও স্মৃতি-সমাযুক্ত বিনীত সমদর্শী কার্য্যে বিবদমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সমর্থ অর্থলোলুপ এবং মৃগয়া, অক্ষ, স্ত্রী, পান, দণ্ড-পাতন, বাক্-পারুষ্য ও অর্থ দূষণ-প্রভৃতি সপ্ত প্রকার ঘোরতর ব্যসন বর্জ্জিত পৌরাণিক সূত একজন, ইহাদিগকে অমাত্য করিবে। পরন্তু রাজা ব্রাহ্মণ-চতুষ্টয় শূদ্র-ত্রয় ও একজন সূত এই অষ্ট মন্ত্রিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রণা স্থির করিবেন। পরে সেই মন্ত্রণা রাষ্ট্র-মধ্যে প্রচার করিয়া রাষ্ট্রীয়জনগণকে প্রদর্শন করিতে হইবে; এই ব্যবহার দ্বারাই তুমি সর্ব্বদা প্রজাগণকে দর্শন করিবে। তুমি কদাচ কার্য্যোপঘাতক গূঢ় কার্য্য অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ন্যস্ত বিষয় রাজকীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে না; কেন না

কার্য্য ব্যাহত হইলে, সেই অধর্ম্ম নিশ্চয়ই তোমাকে ও মন্ত্রিগণকে পীড়ন করিবে এবং তোমার রাষ্ট্র সাগরস্থিত বিশীর্ণ নৌকা ও শ্যেন নিকট হইতে পলায়মান পক্ষিগণের ন্যায় তোমার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিবে। হে ভূপতে! যে নরপতি অধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন না করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভয় উপস্থিত হয় এবং তাঁহার স্বর্গ-লোক রুদ্ধ হইয়া থাকে। হে নরেন্দ্র! ধর্ম্ম-মূল রাজ্যে যে রাজা, অমাত্য অথবা রাজ-পুত্র ধর্ম্মাসনে নিযুক্ত হইয়া অধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন করেন, কার্য্য সকলে অধিকৃত অসম্যক্‌কারী অর্থাৎ যাহারা পরীক্ষা না করিয়া কার্য্য করে, সেই নৃপানুগামী পুরুষেরা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া রাজার সহিত অধোগামী হইয়া থাকে।

হে রাজেন্দ্র! বলবান্ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত দীনের ন্যায় বহুভাষী অনাথ মনুষ্যদিগকে রাজাই নিত্য পালন করিবেন। যখন পরীক্ষা-পূর্ব্বক কার্য্য না করিলে অমাত্যসহ রাজার অধোগতি হয়, তখন সেই ব্যবহার সকল বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে; আর উভয়ের বিরুদ্ধবাদ অর্থাৎ বিবাদা-স্পদ দ্রব্য অসাক্ষিক ও অস্বামিক হইলে, সাক্ষিবল সাধু প্রমাণ হইবে। পরীক্ষায় পাপ প্রমাণ হইলে অপরাধ অনুসারে পাপের দণ্ড করিতে হইবে; যদি ধনী ব্যক্তি পাপী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধন হইতে বিযুক্ত করিবে এবং নির্ধন ব্যক্তি পাপী হইলে তাহাকে বন্ধন করিবে। রাজা দুর্ব্বৃত্ত মানব-দিগকে প্রহার-দ্বারা শিক্ষিত করিবেন এবং শিষ্ট-জনগণকে সান্ত্ববচন-দ্বারা পালন করিবেন। যে মানব রাজ-বধ চিকীর্ষু, গৃহদাহক, তস্কর ও বর্ণ-সঙ্করকারক তাহাকে বিচিত্ররূপে অর্থাৎ নানাপ্রকারে বধ করিবে। শাস্ত্রানুসারে অবহিত ভূমিপতি বিচিত্র বধরূপ দণ্ড বিধান করিলে তাহাতে তাঁহার অধর্ম্ম হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে শাশ্বত ধর্ম্মই হইবে। যে অবিচক্ষণ ভূপতি ইচ্ছানুসারে দণ্ড বিধান করেন, তিনি ইহলোকে অযশোভাজন হইয়া মরণান্তে নরকলোক লাভ করিয়া থাকেন। অতএব পরের প্রবাদে পরের প্রতি দণ্ড অর্পণ করিবে না; শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া বন্ধন এবং মুক্ত করিবে। নৃপতি কোন আপদেই দূতকে কদাচ বধ করিবেন না; কেন না দূত-হন্তা নরপতি সচিব-গণের সহিত নিরয়গামী হইয়া থাকেন। ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরত যে নরপতি যথোক্তবাদী দূতকে বধ করেন, তাঁহার পিতৃলোক ভ্রূণ-হত্যার পাপভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কুলীন, কুল-সম্পন্ন, বাগ্মী, দক্ষ, প্রিয়ম্বদ, যথোক্ত-বাদী ও স্মৃতিমান্, সেই ব্যক্তিই দূত হইবে এবং তাহাতে এই সাতটি গুণ বিদ্যমান থাকিবে। আর প্রতীহার অর্থাৎ দ্বারপাল এবং শিরোরক্ষক অর্থাৎ দুর্গ ও নগর রক্ষকের এই সাতটি গুণ থাকিবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের যথাবৎ অর্থ, সন্ধি-বিগ্রহ বিশেষরূপে অবগত হই-য়াছেন এবং মতিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্য বিষয় গোপনকারী, কুলীন ও সত্ত্ব-সম্পন্ন সেই ব্যক্তিই প্রশংসনীয় অমাত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। আর এতাদৃশ গুণ-যুক্ত এবং ব্যূহ যন্ত্র ও আয়ুধ সকলের তত্ত্বজ্ঞ, বিক্রম-সম্পন্ন, বর্ষা, শীত, উষ্ণ ও বাত সক-লের সহিষ্ণু এবং পরতন্ত্রবিৎ ব্যক্তি সেনাপতি হইবে। হে রাজেন্দ্র! স্বয়ং পরের বিশ্বাস-ভাজন হইবে, পরকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না; এমন কি পুত্রের প্রতিও বিশ্বাস করা প্রশস্ত নহে।

হে অনঘ! আমি শাস্ত্রের এই যথার্থ তত্ত্ব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, শাস্ত্রে রাজাদিগের অবিশ্বাস পরম গুহ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। ৮৫।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! রাজাদিগের কি প্রকার পুরে বাস করা কর্ত্তব্য? তাঁহারা পূর্ব্বকৃত বা স্বয়ং কৃত পুরে বাস করিবেন, তাহা আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তী নন্দন! নৃপতিগণ পুত্র, জ্ঞাতি এবং বন্ধুবর্গের সহিত যে স্থানে বাস করিবেন, তত্রত্য ব্যবহার ও রক্ষা বিধান জিজ্ঞাসা করা ন্যায্য, অতএব তোমাকে যেরূপ দুর্গের বিষয় বিশেষ করিয়া কহিব, তাহা শ্রবণ করিয়া যত্ন সহকারে তাদৃশ বিধান ও অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য। রাজন্! নৃপতিগণ ধন্ব অর্থাৎ মরুভূমি বেষ্টিত দুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃত্তিকাদুর্গ ও বনদুর্গ-প্রভৃতি এই ষড়্বিধ দুর্গ অবলম্বন করিয়া যাহাতে সকল সম্পত্তির প্রাধান্য ও বাহুল্যরূপে সম্ভব হয়, সেইরূপে পুর সকল নিবেশিত করিবেন। হে নরনাথ! যে পুর দুর্গ-সম্পন্ন, ধান্য ও আয়ুধ-সমন্বিত, দৃঢ়তর প্রাকার ও পরিখা-দ্বারা পরিবেষ্টিত, হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমূহে সমাকুল, বিদ্বান্ শিল্পিগণে অধিষ্ঠিত, ধান্যাদি দ্রব্য-নিচয়ে পরিপূর্ণ, দক্ষ-ধার্ম্মিকজনগণে প্রতিষ্ঠিত, বলবান্ নর নাগ ও অশ্ব-সমন্বিত, চত্বর ও আপন-দ্বারা সুশোভিত, প্রসিদ্ধ ব্যবহার-বিশিষ্ট, প্রশান্ত, অকুতোভয়, সুন্দর প্রভাযুক্ত, গীতবাদিত্র ধ্বনি-সমন্বিত, সুপ্রশস্ত-গৃহ-সংযুক্ত, শূর ও আঢ্যজন-সম্পন্ন, বেদ-ধ্বনি-দ্বারা অনুনাদিত, সামাজিক উৎসব-সম্পন্ন এবং সতত পূজিত দেবতাগণে অধিষ্ঠিত এতাদৃশ পুর-মধ্যে বশীকৃত অমাত্য বল-সম্পন্ন রাজা স্বয়ং অধিষ্ঠান করিবেন। রাজা সেই পুর মধ্যে বাস করত তথায় কোশ, বল, মিত্র ও ব্যবহার সর্ব্বদা বর্দ্ধন করিবেন এবং পুর ও জনপদাস্থিত দোষ সকল নিবর্ত্তন করিবেন। ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, ধান্যাদি সংগ্রহ সকল এবং মন্ত্র ও আয়ুধালয় সমস্ত যত্ন-সহকারে বর্দ্ধন করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, দেবদারু কাষ্ঠ, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, স্নেহ, বশা, মধু, নানাবিধ ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস অর্থাৎ ধুনা, ধান্য, আয়ুধ, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জ ও বল্বজ বন্ধন, কূপ-সন্নিহিত জলাধার, উদপান, প্রভৃত জলাশয় এবং ক্ষীরীবৃক্ষ এই সকল সামগ্রী রাজা সতত স্বীয় পুরে রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, মহাধন্বী যোদ্ধা, ইষ্টকাদি গৃহনির্ম্মাণ-কর্ত্তা স্থপতি, সাম্বৎসরিক অর্থাৎ জ্যোতির্ষিক এবং চিকিৎসক সকলকে যত্ন-সহকারে সৎকার করিবেন। প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, দক্ষ, শূর, বহুশ্রুত, কুলীন ও সত্ত্ব-সম্পন্ন পুরুষ সকলকে সমুদায় কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগকে পূজা করিবেন, অধার্ম্মিকদিগকে নিগ্রহ করিবেন এবং যত্নের সহিত সকল বর্ণকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। বাহ্য ও আভ্যন্তর পৌর এবং জনপদবাসিজনগণকে যে কার্য্য করাইতে হইবে, তাহা অগ্রে চার-দ্বারা সুবিদিত করিয়া পরে কার্য্য প্রয়োগ করিবেন। রাজা স্বয়ং চার, মন্ত্র, কোশ এবং দণ্ড এই সকল গুলির বিশেষ করিয়া আলোচনা করিবেন; কেন না রাজ্য মধ্যে এই সকলই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাজা চার চক্ষুর্দ্বারা পুর ও জনপদবাসি উদাসীন, অরি এবং মিত্র সকলেরই চিকীর্ষিত বিষয় জ্ঞান করিবেন। পরে নিয়ত ভক্তজন-সেবক শত্রু-নিগ্রহকারী সেই নরপতি প্রমাদ-বিহীন হইয়া তাহাদিগের সেই বিষয়ের প্রতীকার করিবেন। রাজা নিয়ত নানাবিধ যজ্ঞ-দ্বারা যাগ, অক্লেশে দান এবং প্রজা রক্ষণ করিবেন; পরন্তু, ধর্ম্ম বাধক কোন কার্য্য করিবেন না। কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ এবং বিধবা স্ত্রীলোকদিগের বৃত্তি এবং স্বরাষ্ট্র পালন ও পররাষ্ট্র-চিন্তনরূপ যোগক্ষেম নিয়ত সম্পাদন করিবেন। রাজা আশ্রমবাসীদিগকে সৎকার সম্মানন ও অভ্যর্চ্চণ-পূর্ব্বক যথাকালে অন্ন বস্ত্র ও পাত্র সতত উপহার দিবেন। রাজা যত্ন-সহকারে তপস্বিদিগকে রাষ্ট্রীয় সমুদায় কার্য্য ও নিজদেহের বৃত্তান্ত নিবেদন করিবেন এবং নত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিবেন।

নরপতি সর্ব্বার্থ ত্যাগী, সৎকুলজাত ও বহুশ্রুত তপস্বী মানবকে দর্শন করিলে শয়ন আসন ও ভোজন-দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। রাজা সকল আপদেই তপস্বীর প্রতি অবিশ্বাস করিবেন না; যেহেতু দস্যুগণও তাপসের প্রতি সতত বিশ্বাস

করিয়া থাকে। নরপতি তপস্বিজনে নিধি সমুদায় সংস্থাপন করিবেন এবং তাঁহার নিকট প্রজ্ঞা গ্রহণ করিবেন; পরন্তু পুনঃ পুন তাঁহার সেবা করিবেন না এবং অতিশয় পূজা করিবেন না। স্বীয় রাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অটবী ও সামন্ত নগরে ভিন্ন ভিন্ন তপস্বীকে সখা করিয়া রাখিবেন এবং স্বরাষ্ট্রস্থ তপস্বীর ন্যায় পররাষ্ট্রস্থিত ও অটবীস্থিত তপস্বি সকলকে সৎকার ও সম্মান-সহকারে ধনাদি দান করিবেন; যেহেতু নরপতি কোন অবস্থায় তপস্বিদিগের শরণাগত হইলে সেই সংশিতব্রত তাপসগণ ইচ্ছামত রাজাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন।

হে যুধিষ্ঠির! যাদৃশ নগরে রাজার স্বয়ং বাস করা উচিত, তাহার এই লক্ষণ ও উদ্দেশ আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

দুর্গ-পরীক্ষায় ষড়শীতিতম অধ্যায়॥ ৮৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! যে প্রকারে রাষ্ট্র রক্ষা ও রাষ্ট্র সংস্থাপন করিতে হয়, তাহা সম্যক্ প্রকারে জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিয়া তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! রাষ্ট্র রক্ষা ও রাষ্ট্র-সংগ্রহ যে প্রকারে করিতে হয়, ভাল, সেই সমস্তই আমি তোমাকে সম্যক্‌রূপে কহিতেছি, তুমি একমনা হইয়া শ্রবণ কর। মহীপতি প্রত্যেক গ্রামে এক একজনকে অধিপতি করিয়া রাখিবেন, পরে কাহাকে দশ গ্রাম, কাহাকে বিংশতি গ্রাম, কাহাকে শত গ্রাম ও কাহাকে সহস্র গ্রামের আধিপত্য অর্পণ করিবেন। সেই এক গ্রামাধিপতি গ্রামের দোষ গুণ সকল বিচার করিয়া দশ গ্রামাধিপতিকে কহিবেন এবং দশ গ্রামাধিপতি তাহা বিংশতি গ্রামাধিপতিকে কহিবেন। সেই বিংশতি গ্রামাধিপতিও জনপদে যে যে কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তৎ সমুদয় তাঁহাকে শত গ্রামাধিপতির নিকটে নিবেদন করিতে হইবে। গ্রামে যে সকল ভোজ্য বস্তু উৎপন্ন হইবে, এক গ্রামাধিপতি সেই সকল বস্তু উপভোগ করিবেন এবং তিনিই দশ গ্রামাধিপতিকে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতিকে ভরণ করিবেন।

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! যে গ্রাম অতিশয় বৃহৎ, উন্নত ও জন-সমূহে সমাকুল, শত গ্রামাধ্যক্ষ সৎকার-সহকারে তাহাই ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু শতাধিপতি যে গ্রাম ভোগ করিবেন, সেই গ্রাম, সেই রাষ্ট্রের বহুলোকের অধীন থাকিবে। আর সর্ব্বাধিক সহস্র গ্রামাধিপতি রাষ্ট্রীয় জনগণের সহিত সঙ্গত হইয়া শাখা নগর এবং তত্রত্য ধান্য হিরণ্যাদি ভোগ্য বস্তু সমুদয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদিগের সংগ্রাম কৃত্য উপস্থিত হইলে কোন ধর্ম্মজ্ঞ অনলস সচিব তাহা প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করিবেন এবং সমুদয় নগরে এক একজন সর্ব্বার্থ-চিন্তক সচিব উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। যেমন ঘোররূপ প্রবল গ্রহ, নক্ষত্রগণের উচ্চ স্থানে পরিক্রমণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই সর্ব্বার্থ-চিন্তক সচিব সভাসদ সকলের উপরি পরিক্রমণ করত তাঁহাদিগের কার্য্য সকল পরিদর্শন করিবেন; আর তাঁহার কোন চর রাষ্ট্র-মধ্যে সভাসদগণের ব্যবহার গোপনে অবগত হইবে।

সেই সচিব রাষ্ট্র-মধ্যে জিঘাংসু পাপাত্মা পরস্বাপহারী শঠ রক্ষাধিকৃতনামক মনুষ্য হইতে এই প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। তিনি রাষ্ট্র-মধ্যে বিক্রয়, ক্রয়, পথ, ভক্ত, পরিচ্ছদ ও যোগক্ষেম সন্দর্শন করিয়া বণিজ-বর্গের প্রতি কর ধার্য্য করিবেন এবং উৎপত্তি, দান-বৃত্তি এবং শিল্প কার্য্য দেখিয়া শিল্প কার্য্য ও শিল্পিগণের প্রতি ঐরূপ কর অবধারণ করিবেন। যুধিষ্ঠির! এমন কি, প্রজাগণ যাহাতে অবসন্ন না হয়, সেইরূপ বিবেচনা করিয়া মহীপতি প্রজাগণের প্রতি উচ্চাবচ কর সংস্থাপন করিবেন। রাজন্! ফল অর্থাৎ ধনধান্য এবং কর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্যাদিকার্য্য সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিয়া

তবে তাহাতে কর কল্পনা করিবে, কেন না ফল ও কর্ম্মে কাহারও স্বার্থ না থাকিলে সে কদাচ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্তা উভয়ে কর্ম্মভাগী হইতে পারেন, সেইরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা সতত কর সকল প্রণয়ন করিবেন। আর যাহাতে অতিশয় তৃষ্ণা-বশত আত্ম মূল রাষ্ট্র এবং পরমূল কৃষ্যাদিকার্য্য উচ্ছিন্ন না হয়, সেইরূপে রাজা লোভ সম্বরণ করিয়া প্রজাগণের নিকট প্রিয়দর্শন হইবেন। রাজা অতিখাদী অর্থাৎ বহু ভক্ষ্য বলিয়া বিখ্যাত হইলে, তাঁহাকে সকলেই দ্বেষ করিয়া থাকে। রাজা প্রজাগণ-কর্তৃক প্রদ্বিষ্ট হইলে কিরূপে তাঁহার শ্রেয়ো লাভ হইবে? সুতরাং অপ্রিয় রাজা কোন প্রকারে ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব হে ভারত! যেমন লোকে বৎসকে ক্ষুধার্ত্ত না করিয়া গাভী দোহন করে, তদ্রূপ অক্ষীণ-বুদ্ধি রাজা রাষ্ট্রকে দোহন করিবেন; কেন না বৎস বলবান্ হইলে পীড়া সহ্য করিতে পারে। যুধিষ্ঠির! যেমন অতিশয় দোহন করিলে বৎস কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ অত্যন্ত দোহন করিলে রাষ্ট্রও মহৎ কর্ম্ম করিতে পারে না।

যে নৃপতি স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করেন, তিনিই বহুকাল জীবিত থাকিয়া বহুল ফল লাভ করিতে পারেন। আপদ্‌কালে যদি প্রজাগণ রাজাকে সাহায্যার্থ ধন দান না করে, তাহা হইলে রাজা রাষ্ট্রকে কোষভূত করিয়া কোষকে গৃহগত করিবেন। পৌর ও জানপদ সকল আশ্রিত উপাশ্রিত বা স্বল্পধন হইলেও রাজা সামর্থ্য অনুসারে তাহাদের প্রতি কৃপা করিবেন। বাহ্য অর্থাৎ আটবিক দস্যু সকলকে রাষ্ট্র হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া মধ্যম অর্থাৎ গ্রাম্য জনগণের নিকট হইতে সুখে ধন গ্রহণ করিবেন, তাহা হই-লেই সুখিত বা দুঃখিত জনগণ তাঁহার প্রতি কুপিত হইবে না। 'রাজার অর্থ গ্রহণের আবশ্যক' এই কথা প্রথমত স্বীয় রাষ্ট্র-মধ্যে সূচনা করিয়া তাহার পর অভিলষিত গ্রামে গমন করত প্রজাগণকে এই কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিবে যে, পরচক্রের মহৎ ভয়রূপ একটি আপদ্ উৎপন্ন হইয়াছে, বংশ-ফলাগমের ন্যায় উক্ত আপদ্ সকলের অন্তকর হইবে। যদিচ আমার শত্রু-সকল আত্ম-বিনাশ জন্যই দস্যুগণের সহিত উদ্ধত হইয়া এই রাষ্ট্র বাধ্য করিবার অভিলাষ করিতেছে, তথাপি উপ-স্থিত দারুণ ভয় এবং এই ঘোরতর আপদ্‌কাল হইতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব বলিয়া তোমাদিগের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি। উপ-স্থিত ভয় ক্ষয় হইলেই তোমরা আমার নিকট হইতে সেই সকল অর্থ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে; পরন্তু শত্রুগণ বল-পূর্ব্বক এই রাষ্ট্র হইতে যে অর্থ হরণ করিবে, তাহা পুনর্ব্বার পাইবে না। এসময় যদি তোমরা ভার্য্যা ও পুত্রের নিমিত্ত সঞ্চয় করিব বলিয়া সাধারণের সাহায্য জন্য অর্থ দানে আমার প্রতি বিমুখ হও, তাহা হইলে বিপক্ষের নিকট ভার্য্যা পুত্রের পশ্চাতে তোমাদের প্রাণনাশ হইবে। আর এসময়ে যদি তোমরা আমার সহকারী হইয়া আমার সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি এই রাষ্ট্রকে নিরুপদ্রব করিয়া পুত্রের ন্যায় তোমা-দিগকে লইয়া আনন্দ অনুভব করিব এবং সামর্থ্য অনুসারে তোমাদিগের সাহায্য করিব। যেমন ভার বহনকালে গুরুতর ভার বহুপুঙ্গব-দ্বারা বাহিত হয়, তদ্রূপ আমাকে তোমাদিগের সহিত এই আপদ্‌কালের ভার বহন করিতে হইবে। দেখ, কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে, তৎকালে ধনকে অত্যন্ত প্রিয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর, কালবিৎ মহীপতি যখন এইরূপ উপচার সমন্বিত শ্লক্ষ্ণ ও মধুর-বচন-দ্বারা প্রজাগণের নিকট কর-স্বরূপ ধন গ্রহণ করিতে না পারিবেন, তখন তিনি যোগ অর্থাৎ ধন গ্রহণের উপায় অবলম্বন করিয়া তদনুসারে নিজ তেজোভূত পদাতি-সমূহ-দ্বারা প্রজাগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন

নরপতি প্রাকার ও ভৃত্য ভরণার্থ ব্যয়, সংগ্রামের ভয় এবং যোগক্ষেম সন্দর্শন করিয়া গোমী অর্থাৎ বৈশ্যবর্গের প্রতি কর ধার্য্য করিবেন। অরণ্যবাসী গোমিগণ রাজা-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলেই তাহারা বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য বিশেষ করিয়া তাহাদিগের প্রতি মৃদুতাচরণ করিতে হইবে। হে পার্থ! নিয়ত গোমিগণের সান্ত্বন, পালন, দান, উত্তমাবস্থা, সম্বিভাগ ও প্রিয়াচরণ করা কর্ত্তব্য। ভারত! গোমিগণকে নিরন্তর ফলবান্ করা কর্ত্তব্য, কেন না তাহারাই কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়-দ্বারা রাষ্ট্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তজ্জন্যই বিচক্ষণ মানবগণ গোমিদিগের প্রতি প্রীতি করিয়া থাকেন এবং দয়াবান্ ও অপ্রমত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি মৃদুতারূপে কর প্রণয়ন করেন। যুধিষ্ঠির! এই নিমিত্ত সর্ব্বত্রই গোমিগণের মঙ্গলাচরণ সুলভ হইয়া থাকে, আর ইহার সদৃশ উৎকৃষ্ট কার্য্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্র-পালন নিয়মে সপ্তাশীতিতম
অধ্যায়॥ ৮৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতি পিতামহ! রাজা সমর্থ হইয়াও যদি কোষাভিলাষী হয়েন, তবে কি প্রকারে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মশীল মহীপতি প্রজা-হিতৈষী হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বল অনুসারে প্রজাগণকে অনুশাসন করিবেন। আপনার এবং প্রজা-পুঞ্জের যেমন নিয়ত মঙ্গল-কামনা করিতে হয়, তদ্রূপ রাষ্ট্রের সমুদয় কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে হইবে। যেমন বৎস সকল মাতৃ-স্তন বিচ্ছিন্ন না করিয়া স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং অলিকুল পাদপকে পীড়িত না করিয়া মধু-পান করে, রাজা তদ্রূপ রাষ্ট্র হইতে ধন দোহন করিবেন। ব্যাঘ্রী যেমন পুত্রগণকে সম্যক্রূপে দংশন করত পীড়িত না করিয়া হরণ করে এবং জলৌকা যেমন মৃদুভাবে রুধির পান করে, নরপতি তদ্রূপে রাজ্য ভোগ করিবেন। যেমন শল্যকশালী অর্থাৎ তীক্ষ্ণতুণ্ড মূষিক অতীক্ষ্ণ উপায়-দ্বারা নিদ্রিত মানবের পদতলস্থ মাংস এইরূপে ভক্ষণ করে, যে তাহাতে শয়ান ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বেদনা-বশত ঈষৎপাদ সঞ্চালন হওয়ায়, তাহাকে ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে হয় না, মহীপতিও সেইরূপে রাজ্য ভোগ করিবেন।

প্রজাপাল মহীপতি প্রথমত প্রজাগণের নিকট অল্প অল্প কর আদায় করিয়া বর্দ্ধিত করত, পর পর বর্ষে অধিক অধিক করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। যেমন, বৎস সকলকে অতি যত্নে মৃদুপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে পাশ গ্রহণ করাইয়া উত্তরোত্তর ভার-বর্দ্ধিত করত দমন করিতে হয়, প্রজাগণকেও সেইরূপে দমন করিবেন। আর যেমন বৎস সকল সদ্য পাশ-বদ্ধ হইলে দুর্দম্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ প্রজাগণও এককালে অতিশয় কর-ভারাক্রান্ত হইলে, দুর্দম্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অতএব রাজাকে বৎস-তুল্য প্রজাগণকে অতি যত্নে ক্রমে ক্রমে দমন করিতে হইবে, তাহা না হইলে প্রজা রক্ষা হইবে না। প্রতি পুরুষে সকল কার্য্য সুলভরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তজ্জন্য মুখ্য ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া ইতর লোকদিগকে দমন করিতে হইবে। তদনন্তর, নরপতি মুখ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা সেই করভার বহনেচ্ছু ইতর প্রজাগণের পরস্পর ভেদ করাইয়া স্বয়ং তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত অযত্ন-সহকারে সুখ-ভোগ করিবেন। অস্থানে বা অকালে তাহাদিগের প্রতি করভার অর্পণ করিবেন না; পরন্তু সময় ও নিয়ম অনুসারে সান্ত্ববাদ-দ্বারা ক্রমে ক্রমে করভার অর্পণ করিবেন। আমি এই উপায় সকলই কহিলাম; পরন্তু, মায়া আমার বিবক্ষিত নহে। দেখ, বাজিগণকে অনুপায়ে দমন করিলেই তাহারা অতিশয় কুপিত হইয়া উঠে।

অপিচ, রাষ্ট্র-মধ্যে মদ্যশালা এবং রাষ্ট্রের উপঘাতক বেশ্যা, কুট্টনী, কুশীলব, কিতব ও অন্যান্য ঈদৃশ যে কোন মানব অবস্থান করিবে, রাজা সেই সকলকেই শাসন করিবেন; কেন না, তাহারা শাসিত না হইলে ভদ্রশীল প্রজাগণ অতিশয় ক্লেশ পাইবে। কোন আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে, কেহ কাহারও নিকট দত্ত ধন বা কর যাচ্ঞা করিবে না; মনু পূর্ব্বে প্রাণিগণের এইরূপ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সকলেই সেই ব্যবস্থার অনুগামী হইবেন, যদ্যপি এক্ষণে তাহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে এই লোক সকল নিশ্চয়ই নিহত হইবে। হে নরনাথ! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, রাজাই সকল প্রাণির শাসন-কর্ত্তা, অতএব যে রাজা পাপাত্মা প্রাণিগণকে শাসন না করিবেন, তাঁহাকে সেই পাপের চতুর্থভাগ ভোগ করিতে হইবে। হে নরাধিপ! যখন রাজাকে প্রজাকৃত পাপ পুণ্য উভয়েরই ফল ভোগ করিতে হয়, তখন যাহারা পাপী হইবে, তাহাদিগকে সতত শাসন করা রাজার অবশ্য বিধেয়। পরন্তু যে রাজা এই পাপিলোকদিগকে দমন না করেন, তাঁহাকে যেমন প্রজাকৃত ধর্ম্মের চতুর্থভাগ ভোগ করিতে হয়, তদ্রূপ এই পাপেরও ফল ভোগ করিতে হইবে। রাজা বক্ষ্যমাণ মদ্যাদির স্থান সকল সংযত করিয়া রাখিবেন, নতুবা স্বয়ং তাহাতে প্রসক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য নাশ করিতে থাকিবেন; যেহেতু পুরুষ কামাসক্ত হইলে কোন অকার্য্যাকার্য্য বর্জ্জন করিতে পারে না, অনায়াসে সকল কার্য্য করিতে পারে, প্রত্যুত মদ্য, মাংস, পরদার ও পরধন অপহরণ করত লোকের নিকট শাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে।

রাজন্! যাহাদিগের পরিবৃত্তি গ্রহ নাই, আপদ্‌কালে তাহারা যাচ্ঞা করিলে রাজা তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া ধর্ম্মত তাহাদিগকে অর্থ দান করিবেন; কিন্তু ভয় করিয়া দান করিবেন না। যুধিষ্ঠির! তুমি তোমার রাজ্যে যাচক বা দস্যুসকলকে কদাচ বাস করিতে দিবে না; কেন না, ইহারা প্রাণিগণের ইষ্ট চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকে। যাহারা প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং যাহারা প্রজাদিগকে বর্দ্ধিত করে, সেই সেই ব্যক্তিরাই তোমার রাজ্যে বাস করিবে; প্রাণি-নাশক ব্যক্তিরা বাস করিতে পাইবে না। হে মহারাজ! যে অধিকারি পুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট করের অতিরিক্ত ধন আদায় করিবে, তাহারা রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবে, পরে অন্য অন্য অধিকারি পুরুষেরা যথাবৎ কর আদায় করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে পুনরায় নিযুক্ত করিবে। কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য এবং ঈদৃশ অন্যান্য যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, তাহা বহু পুরুষ-দ্বারা সম্পাদন করাইতে হইবে, তাহা না হইলে কর্ম্ম নাশ হইবে। যদি মনুষ্য কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চৌর বা রাজকীয় লোক হইতে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য রাজাকে লোকের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। অতএব রাজা পান, আচ্ছাদন ও ভোজন-দ্বারা ধনবান্ ব্যক্তির নিয়ত সম্মান করিবেন এবং তাহাদিগকে 'আমার সহিত প্রজাগণকে অনুগ্রহ করুন' এই কথা বলিবেন।

হে ভারত! ধনবান্ ব্যক্তিরাই রাজ্যের মহৎ অঙ্গ এবং সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সংশয় নাই। প্রাজ্ঞ, শূর, ধনস্থ, স্বামী, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান্ মানবই রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব হে পার্থিব! তুমি সর্ব্বভূতে প্রীতিমান্ হইয়া সত্য, সরলতা, অক্রোধ ও আনৃশংস্য পালন কর। রাজন্! তুমি সত্য ও সরলতা-সহকারে মিত্র, কোষ ও বলযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই দণ্ড, কোষ, মিত্র ও ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়॥ ৮৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! যাহাদের ফল ভক্ষণ

করা যায়, তোমার রাজ্যস্থিত সেই বনস্পতি সকলকে কেহ যেন ছেদন করে না; মনীষিগণ ফল মূল-কেই ব্রাহ্মণগণের ধন ও ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। আর অন্য লোক ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অতিরিক্ত ভোগ করিয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মণদিগের ভোগ না হইলে যেন অপর লোকে কোন প্রকারে তাহা গ্রহণ না করে। হে নরাধিপ! যদি ব্রাহ্মণ বৃত্তি-দ্বারা কর্ষিত হইয়া আত্ম ত্রাণার্থ রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে পরিবারের সহিত তাঁহার বৃত্তি করিয়া দিবে। যদি তিনি তাহাতেও নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-সভামণ্ডলীতে তিনি এইরূপ নিন্দনীয় হইবেন যে, 'ইনি নিবৃত্ত না হইলে এক্ষণে লোকে কাহার মর্য্যাদা করিবে?' হে কৌন্তেয়! অতঃপর যদ্যপি কেহ তাঁহাকে কোন কথা না কহে এবং সকলের পূর্ব্ব বিবরণ বিস্মরণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হয়েন। লোকে তাঁহাকে এই কথা কহে যে, ব্রহ্মন্! যিনি ভোগার্থী হইয়া ভোগাভাবে রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহাকে ভোগ-দ্বারা এবং বৃত্ত্যর্থী হইয়া বৃত্ত্যভাবে রাজ্য ত্যাগ করিলে তাঁহাকে যে বৃত্তি দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, ইহাতে আমরা শ্রদ্ধা করি না; কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য-প্রভৃতি কর্ম্ম-দ্বারাই ইহলোকে প্রাণিগণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, আর বেদ-বিদ্যা প্রাণিগণকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া থাকে। এই সংসারে প্রবর্ত্তমানা সেই বেদবিদ্যার প্রতি যে সমস্ত দস্যুগণ পরিপন্থী হয়, তাহাদিগের বিনাশার্থই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়-জাতির সৃজন করিয়াছেন। অতএব হে কুরুনন্দন! বীর হইয়া শত্রু জয়, প্রজাপালন, বহু ক্রতু-দ্বারা যাগ ও সমরে যুদ্ধ কর। যে রাজা প্রতি-পাল্য প্রাণিগণকে সতত পালন করেন, তিনিই রাজসত্তম, আর যিনি তাহাদিগকে রক্ষা না করেন, তাঁহার দ্বারা কোন অর্থ সিদ্ধ হয় না।

হে যুধিষ্ঠির! রাজা সর্ব্বদা লোকরক্ষার্থ যুদ্ধ করি-বেন এবং তাহাতে মনুষ্য সকলকে নিযুক্ত করি-বেন; অতএব তুমি আত্মীয় হইতে পরকে, পর হইতে আত্মীয় এবং পর হইতে পর ও আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে নিয়ত পালন কর। রাজা আপ-নাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করত পৃথিবীকে রক্ষা করিবেন; কেন না, পণ্ডিতগণ সকলই আত্মমূল বলিয়া থাকেন। 'আমার ছিদ্র কি, ব্যসন কি হইতেছে, অবিনিপাতিত কি আছে, কোথা হইতে আমাকে দোষ আশ্রয় করিতেছে' এই সকল বিষয় রাজা নিয়ত চিন্তা করিবেন। 'গত দিবসে যে কার্য্য করিয়াছি, প্রজাগণ তাহা পুনর্ব্বার প্রশংসা করিতেছে কি না, আমার এই কার্য্য প্রজারা যদি জানিয়া থাকে, তবে তাহা পুনরায় প্রশংসা করি-তেছে কি না জনপদ এবং রাষ্ট্র-মধ্যে আমার যশ প্রজাদিগের অভিলষিত হইয়াছে কি না, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুমত গুপ্তচর-গণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিবে। আর ধর্ম্মজ্ঞ, ধৈর্য্যশালী ও সংগ্রামে অপলায়িত মানবগণের মধ্যে যাহারা রাজাকে উপজীব্য করিয়া না থাকে এবং যাহারা রাজাকে উপজীব্য করিয়া থাকে না, তাহারা এবং কোন্ কোন্ অমাত্য ও কোন্ কোন্ মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রশংসা ও নিন্দা করে, তাহাদিগের সকলকে সুন্দররূপে জানিবে। তাত! সাধারণের একান্ত রুচিকর হওয়া অতি সুকঠিন, যেহেতু সর্ব্বভূতেই মিত্র অমিত্র ও মধ্যম বিদ্যমান আছে।

কহিলেন, তুল্য বাহুবলশালী ও তুল্য গুণশালী মানবগণের মধ্যে কোন নর কি কারণে সকলের অপেক্ষা প্রবল হয় এবং সে ব্যক্তি কি কারণেই বা তাহাদিগের ভক্ষক হয়?

ভীষ্ম বলিলেন, যেমন ক্রুদ্ধ আশীবিষ প্রবল ভুজঙ্গগণ দুর্ব্বল ভুজঙ্গ সকলকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ চরসকল অচলদিগকে এবং দ্রংষ্ট্রি সকল অদংষ্ট্রি সকলকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব হে যুধি-ষ্ঠির! এই সমস্ত প্রাণী ও শত্রু সকলের নিকট সতত অপ্রমত্ত হইয়া থাকিবে; কেন না প্রমাদ

উপস্থিত হইলেই ইহারা গৃধ্রের ন্যায় নিপতিত হইয়া থাকে।

রাজন্! তোমার রাষ্ট্রে অল্প ও বহুমূল্যে ক্রয়কারী কান্তারে বিশ্রামশীল বণিজগণ কর-ভারে পীড়িত হইয়া উদ্বেজিত হয় না ত? যাহারা রাজাদিগের দুর্ব্বহ ভার বহন করে এবং ইতর লোকসকলকে উদ্ধার করে, সেই কৃষকেরা করপীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করে না ত? আর তুমি ইহলোকে দত্ত ভোগ্যবস্তু-দ্বারা দেবগণ, পিতৃগণ, মানুষ, উরগ, রক্ষ, পশু ও পক্ষি সকলকে পোষণ কর ত? হে ভারত! এই তোমার রাষ্ট্র ব্যবহার ও রাজ্যগুপ্তির কথা কহিলাম, পাণ্ডব! এই অর্থই অবলম্বন করিয়া পুনরায় বলিব।

একোন নবতিতম অধ্যায়॥ ৮৯॥

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মবিত্তম উতথ্য যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অঙ্গিরা-সম্বন্ধীয় যে সকল ক্ষত্রধর্ম্ম কহিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যে প্রকারে অনুশাসিত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমি তোমাকে সম্পূর্ণ-রূপে কহিতেছি।

উতথ্য কহিলেন, হে মান্ধাতঃ! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিবন্ধনই রাজা হইয়া থাকে, কামানুষ্ঠানে রাজা হইতে পারে না, সুতরাং রাজাই সকল লোককে রক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা যদি ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, আর যদি অধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহা হইলে নরকগামী হইয়া থাকেন। প্রাণিগণ ধর্ম্মে অবস্থান করে, ধর্ম্ম রাজাতে অবস্থান করিয়া থাকেন; অতএব যে রাজা সেই ধর্ম্মকে উত্তম রূপে রক্ষা করেন, তিনিই পৃথিবীপতি হয়েন। যে রাজা শ্রীমান্ ও পরম ধর্ম্মশীল, লোকে তাঁহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, আর লোকে এইরূপ কহিয়া থাকে যে, যে রাজার ধর্ম্ম নাই, তাঁহার গৃহ হইতে দেবগণ পলায়ন করিয়া থাকেন। যাঁহারা স্বধর্ম্মে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাদেরই অর্থসিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব সকলেই সেই মঙ্গলময় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইবে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, মানবগণের যখন পাপ নিবারিত না হয়, তখন তাহাদিগের ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং দিবারাত্র ভয় হইয়া থাকে। হে তাত! যখন পাপ নিবারিত না হয়, তখন সাধুদিগেরও 'এই বস্তু আমার ও এই বস্তু আমার নহে' এইরূপ ধর্ম্মত ব্যবস্থা থাকে না। মনুষ্যদিগের যখন পাপবল বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাদিগের ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও গৃহ দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যদিগের পাপ ধ্বংস না হইলে দেবগণ পূজা, পিতৃগণ স্বধা ও অতিথি সকল সৎকার গ্রহণ করেন না। যখন পাপ নিবারিত না হয়, তখন ব্রতবান্ দ্বিজাতিগণ দেবতা সকলকে জানিতে পারেন না এবং বিপ্র সকল যজ্ঞ বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন না।

হে মহারাজ! যখন পাপ নিবারিত না হয়, তখন মনুষ্য-সকলের মন বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া থাকে। ঋষি সকল উভয় লোক অবলোকন করিয়া 'এই ব্যক্তিই ধর্ম্মপাল হইবে' ইহা বিবেচনা করত মহাভূতময় রাজাকে সৃজন করিয়া থাকেন। এই জন্য যাঁহাতে ধর্ম্ম বিরাজ করেন, তাঁহাকে দেবগণ রাজা বলিয়া থাকেন এবং যাঁহাতে ধর্ম্ম বিলীন হয়েন, তাঁহাকে বৃষল বলিয়া থাকেন। যে রাজা বৃষরূপী ভগবান্ ধর্ম্মের ছেদন করেন, দেবগণ তাহাকেই বৃষল বলিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মকে বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত করিবে। ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইলে প্রাণি-সকলও সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হয়, আর ধর্ম্ম ক্ষীণ হইলে প্রাণিগণও ক্ষীণ হইয়া থাকে; অতএব কোন মতে ধর্ম্ম লোপ করিবে না।

হে মনুজেন্দ্র! যিনি প্রাণিগণকে ধন প্রাপ্ত করাইবার জন্য কৃপান্বিত হয়েন অথবা ধারণাবশত স্বয়ং লব্ধ হয়েন, তাঁহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া

জানিবে; তিনিই অকার্য্য সকলের সীমার অন্তকর রূপে উক্ত হইয়াছেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রাণিগণের প্রভবার্থই ধর্ম্মকে সৃজন করিয়াছেন; অতএব রাজা প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করিবেন।

হে রাজ-শার্দ্দূল! ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, অতএব যে পুরুষ-প্রবর হিতকারী নর ধর্ম্মত প্রজাপালন করেন, তাঁহাকেই রাজা বলিয়া জানিবে। হে ভরত-সত্তম! ধর্ম্মই রাজাদিগের অতীব শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি কাম ও ক্রোধকে অনাদর করিয়া কেবলমাত্র ধর্ম্ম পালন কর। হে মান্ধাতঃ! ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের-যোনি; অতএব সেই ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা পূজা করিবে এবং মৎসর-বিহীন হইয়া তাঁহাদিগের কামনা পূরণ করিবে। তাঁহাদিগের অহিতাচরণ করিলে রাজাদিগের ভয় উপস্থিত হয় এবং মিত্র হানি হইয়া অমিত্র সকল প্রাদুর্ভূত হয়। বিরোচন-পুত্র বলি সতত ব্রাহ্মণ-দিগের অসূয়া করিতেন বলিয়া শ্রীদেবী তাঁহার প্রতি প্রতাপিনী হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাকশাসন ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন, পরে বলি শ্রীকে পুরন্দর নিকটে দেখিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। হে বিভো মান্ধাতঃ! তুমি অসূয়া ও অভিমানের এই ফল বিবেচনা কর, দেখ যেন শ্রী তোমার প্রতি প্রতাপিনী হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ না করেন। এইরূপ শ্রুত হইয়াছে যে, শ্রীর পুত্র দর্প অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, অনেকানেক লোক দেবাসুর ও রাজর্ষি সকল তৎ-কর্ত্তৃকই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাকে জয় করিতে পারিলেই রাজা হয়, তাহার নিকট পরাজিত হইলেই দাস হইয়া থাকে।

হে মান্ধাতঃ! যদি তুমি চিরজীবী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যেমন, রাজা দর্প সহিত অধর্ম্মের সেবা পরিত্যাগ করেন, তুমিও সেইরূপ কর। মত্ত, প্রমত্ত, পাষণ্ড ও উন্মত্তদিগের নিকট যাইবে না, তাহাদিগের সহিত পরিচয় এবং তাহাদিগের সেবা করিবে না। নিগৃহীত, অমাত্য, স্ত্রী, বিষয় এবং দুর্গম পর্ব্বত, হস্তী, অশ্ব ও সরীসৃপ সকলের নিকট হইতে নিবৃত্ত হইবে। যদিও এই সকলে নিয়ত যুক্ত থাকিতে হয়, তথাপি রাত্রিকালে ইহাদের চর্য্যা পরিত্যাগ করিবে এবং বদ্ধ-মুষ্টিতা, অভিমান, দম্ভ ও ক্রোধ-বর্জ্জন করিবে। হে নৃপ! অবিজ্ঞাত স্ত্রী, ক্লীব, স্বৈরিণী, পরভার্য্যা ও কন্যাতে কদাচ মৈথুন করিবে না। বর্ণ-সঙ্কর হইলে কুলে পাপ রাক্ষস, ক্লীব, অঙ্গহীন, স্থূলজিহ্ব ও চিত্তহীন পুরুষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজা প্রমাদগ্রস্ত হইলেই এই সকল জন্মিয়া থাকে; অতএব রাজা বিশেষ করিয়া প্রজাহিতে অনুরক্ত থাকিবেন। প্রমত্ত ক্ষত্রিয়ের মহান্ দোষ উৎপন্ন হয় এবং প্রজাসঙ্কর-কারক অধর্ম্ম সকল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কালে শীত হয়, শীতকালে শীত থাকে না এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও ব্যাধি প্রজাগণকে আক্রমণ করে। নক্ষত্র ও ধূমকেতু-প্রভৃতি ভয়ঙ্কর গ্রহগণ উত্থিত হয় ও রাজ-নাশন বহুল উৎপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে রাজা আপনাকে ও প্রজাগণকে রক্ষা করিতে অক্ষম তাঁহার প্রজা ক্ষয় হয়, পশ্চাৎ তিনিও বিনষ্ট হইয়া থাকেন। যখন এক ব্যক্তির ধন দুই জনে গ্রহণ করে, দুই ব্যক্তির ধন বহুজনে গ্রহণ করে এবং কুমারী সকল সম্যক্‌রূপে লুপ্ত হয়, তৎ-কালে পণ্ডিতেরা রাজার দোষ কহিয়া থাকেন। যখন রাজা প্রমাদগ্রস্ত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ‘এই ধন আমার ইহা অন্যের নহে’ এইরূপ আচ-রণ করত জন-সমাজে অবস্থান করেন, তখন লোকে তাদৃশ নরপতিকে দুষ্ট কহিয়া থাকে।

উতথ্য-গীতায় নবতিতম অধ্যায়। ৯০।

উতথ্য কহিলেন, যখন মেঘ কালবর্ষী ও রাজা ধর্ম্ম-

চারী হইলে সম্পৎ বর্দ্ধিত হয়, তখন সেই সম্পৎ প্রজাগণকে সুখে ভরণ করিয়া থাকে। যে রজক বস্ত্র সকলের রঙ্গ বিচলিত না করিয়া মলামাত্র নিঃশেষে হরণ করিতে না জানে, যে রাজার ধর্ম্ম নাই তাহাকে তদ্রূপ বোধ করিবে। এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে শূদ্র স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া নানাকর্ম্মে নিরত থাকে, তাহাকে রজক-তুল্য জ্ঞান করিবে। শূদ্রে কর্ম্ম, বৈশ্যে কৃষি, ক্ষত্রিয়ে দণ্ড-নীতি এবং ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে যে ক্ষত্রিয় রজকের বস্ত্র শোধনের ন্যায় শীলদোষ নিঃশেষে দূরীকৃত করিতে জানেন, তিনিই সকলের পিতা ও প্রজাপতি হয়েন।

হে ভরতর্ষভ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই সমুদায়ই রাজ-বৃত্ত, অতএব রাজাই যুগরূপে উক্ত হয়েন। যখন রাজা প্রমাদগ্রস্ত হয়েন, তখন চাতুর্ব্বর্ণ্য বেদ চতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয় এই সকলই মুগ্ধ হইয়া থাকে। যখন রাজা প্রমত্ত হয়েন, তখন গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়, ঋক্, যজু ও সাম এই ত্রয়ী বিদ্যা এবং সদক্ষিণ যজ্ঞ সকল প্রমাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। রাজাই প্রাণিগণের হর্ত্তা, কর্ত্তা, পরন্তু, যে রাজা ধর্ম্মাত্মা তিনিই কর্ত্তা, আর যিনি অধর্ম্মাত্মা তিনিই হর্ত্তা হইয়া থাকেন। যখন রাজা প্রমাদগ্রস্ত হয়েন, তখন তাঁহার ভার্য্যা, পুত্র, বান্ধব ও সুহৃদগণ সকলেই সমকালে শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে। নরপতি অধার্ম্মিক হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকলজন্তুই অবসন্ন হইয়া থাকে।

হে মান্ধাতঃ! বিধাতা দুর্ব্বল প্রাণিগণের রক্ষার্থই বলবানের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেননা, তাহাতেই দুর্ব্বল প্রাণিগণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে পার্থিব! রাজা অধর্ম্মস্থ হইলে রাজ-সেবক ও রাজবংশীয় প্রাণিগণ সকলেই শোক করিয়া থাকে। দুর্ব্বল, মুনি ও আশীবিষের চক্ষুকে আমি অতিশয় অবিষহ্য বিবেচনা করিয়া থাকি, অতএব তুমি দুর্ব্বলকে অবসন্ন করিও না। হে তাত! তুমি দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিয়ত অবিমানিত বোধ করিবে, যেন দুর্ব্বলের চক্ষু সকল সবান্ধবে তোমাকে দগ্ধ না করে; কেননা, যে ব্যক্তি দুর্ব্বল-কর্ত্তৃক দগ্ধ হয়, তাহার কুলে কিছুই অঙ্কুরিত হয় না, প্রত্যুত সমূলে দগ্ধ হইয়া থাকে; অতএব তুমি দুর্ব্বলকে কদাচ পীড়ন করিও না। অতিশয় বলবান্ হইতেও বলহীন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে; কেননা বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বল-কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। যদি বিমানিত হত বা আক্রুষ্ট ব্যক্তি কোন ত্রাণকর্ত্তাকে লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে অমানুষ কৃত দণ্ড নৃপতিকে নষ্ট করিয়া থাকে। তাত! তুমি স্বীয় বলে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রতিপক্ষ হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ভোগ করিও না, আশ্রয়-বিনাশী বহ্নির ন্যায় দুর্ব্বলের চক্ষু যেন তোমাকে দগ্ধ না করে। মানুষ কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক মিথ্যা অভিশস্ত হইয়া রোদন করিলে তাহাদের চক্ষু হইতে যে সকল অশ্রু পতিত হয়, তাহাদের মিথ্যাবাদবশত সেই অশ্রু সকল তাহার পুত্র ও পশু সকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। গো যেমন সদ্যফল-দায়ক হয় না, তদ্রূপ পাপকর্ম্ম যদি সদ্য আপনাতে না ফলে তাহা হইলে পুত্রে ফলে, পুত্রে না ফলিলে পৌত্র ও দৌহিত্রে ফলিয়া থাকে। যে স্থলে দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবান্-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া কোন পরিত্রাতাকে প্রাপ্ত না হয়, সে স্থলে দৈবকৃত মহান্ দারুণ দণ্ড পতিত হইয়া থাকে। জনপদবাসীরা সকলে একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ভিক্ষা করিতে থাকিলে তাহারা ভিক্ষুরূপে নিরন্তর নরপতিকে নিহত করিয়া থাকে। যদি জনপদ মধ্যে রাজার বহুল রাজ-পুরুষ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নরপতির প্রচুর পরিমাণে পাপ হইয়া থাকে। আর যদি তাহারা কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া

অযুক্তি অনুসারে দরিদ্রদিগেরও ধন হরণ করে. তাহা হইলে তাহাতে রাজার একান্ত বিনাশ হয়। ' যেমন বৃক্ষ জন্মিয়া অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে প্রাণিগণ তাহাকেই আশ্রয় করে এবং সেই বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে তাহারা আশ্রয় বিহীন হয়, রাজা বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হইলে প্রজাদিগেরও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। যদি রাজ-পুরুষেরা রাষ্ট্র-মধ্যে রাজার গুণ ও মানস-ধর্ম্ম ব্যক্ত করত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মও আচরণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সুকৃত নিরাকৃত হয়; আর যদি ধর্ম্ম ভ্রমে অধর্ম্ম আচরণ করে, তাহা হইলে তাহা হইতে দুষ্কৃত দূরীভূত হইয়া যায়। যদি রাষ্ট্র মধ্যে পাপি পুরুষেরা রাজার বিজ্ঞাত হইয়া সাধু সকলের নিকটে বিচরণ করে, তাহা হইলে কলি সেই রাজাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। পরন্তু, যদি রাজা অশিষ্ট মানবগণকে শাসন করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য বর্দ্ধিত হয়। যে নৃপতি অমাত্যগণকে যথাসম্ভব সম্মান করিয়া যুদ্ধ ও মন্ত্রণা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সেই নৃপতির রাজ্য বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি চিরকাল সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। রাজা সকল ব্যক্তির সুভাষিত বাক্য শ্রবণ এবং সুকৃত কর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া তাহার সম্মাননা করিলে অনুত্তম ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন।

যদি নরপতি যথানিয়মে সম্বিভাগ করিয়া ভোজন করেন, অমাত্যদিগের অবমান না করেন এবং বল-দর্পিত ব্যক্তির দমন করেন, তাহা হইলে তাহাই রাজার ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন নৃপতি কায়, বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা সকলকে পরিত্রাণ করেন, পুত্রের প্রতিও ক্ষমা না করেন, তখন তাঁহার তাহাই ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহীপতি দুর্ব্বল প্রাণিদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিলে, তাহাদিগের বলাধান হওয়ায় তাহাতে রাজার পরম ধর্ম্ম হয়। যখন রাজা রাজ্য রক্ষা, দস্যু-দলন ও সংগ্রামে জয় লাভ করেন, তখন তাঁহার জন-সমাজে সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রিয়জনও বাক্য বা কর্ম্ম-দ্বারা পাপাচরণ করিলে নৃপতি তাহার প্রতি যদি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে রাজার তাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া-থাকে। যখন রাজা শরণাগত মানবগণের মর্য্যাদা ভেদ না করিয়া তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন, তখন নৃপতির তাহা পরম ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যদি নৃপতি কাম ও দ্বেষকে অনাদর করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে সদক্ষিণ যজ্ঞ-দ্বারা যাগ করেন. তাহা হইলে তাঁহার পরম ধর্ম্ম হয়। যদি মহীপতি কৃপণ অনাথ ও বৃদ্ধ মানবদিগের ক্লেশ জন্য অশ্রুজল মার্জ্জন করত হর্ষ উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহার অতিশয় ধর্ম্ম হয়। যে রাজা মিত্রগণকে উন্নত, শত্রু সকলকে অবনত এবং সাধুদিগকে সম্মানিত করেন, তিনিই ধার্ম্মিক বলিয়া উক্ত হয়েন। যে নৃপতি সত্যপালন, প্রীতি-সহকারে নিত্য ভূমি দান, অতিথি সৎকার ও ভৃত্য-বর্গের ভরণ পোষণ করেন, লোকে তাদৃশ নরেন্দ্র-কেই ধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। যাঁহাতে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই নরপতি ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন।

হে মান্ধাতঃ! ধার্ম্মিকদিগের ইন্দ্রিয় সংযমই অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য, কেননা তাঁহারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলে ঈশ্বরত্ব লাভে সমর্থ হয়েন পরন্তু, ইন্দ্রিয় সংযম না করিতে পারিলে পাবকের ন্যায় হইয়া থাকেন। যেমন যম অর্থাৎ বিরতি সকলপ্রাণিকেই নির্ব্বিশেষে সংযত করে, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণকে যথাবিধি সংযত করিয়া রাখি-বেন। হে পুরুষ-প্রবর! যখন লোকে সহস্রলোচন ইন্দ্রের সহিত রাজার তুলনা করে, তখন রাজা যাহাকে ধর্ম্মরূপে দর্শন করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাজন্! তুমি সতত প্রমাদ-শূন্য হইয়া ক্ষমা, বুদ্ধি, ধৃতি, মতি, প্রাণিগণের

সত্ত্ব জিজ্ঞাসা, সাধু ও অসাধু এই সমস্ত শিক্ষা করিবে। সৈন্য সংগ্রহ ও সকলকে দান করিবে, সকলকে মধুর বাক্য কহিবে এবং পৌর ও জনপদ-বাসীদিগকে যথাসুখে পালন করিবে। তাত! অপটু নৃপতি কদাচ প্রজাপালনে সমর্থ হয় না, কেননা রাজারূপ মহাভার বহন করা অতি দুষ্কর। যে নৃপতি দণ্ডবিৎ প্রাজ্ঞ ও শূর তিনিই রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, পরন্তু দণ্ড জ্ঞান-শূন্য ক্লীব বুদ্ধিহীন নরপতি তাহা কদাচ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তুমি, সৎকুলজাত ভক্ত বহুশ্রুত দক্ষ ও অভিরূপ অমাত্যগণের সহিত তাপসাশ্রমী-দিগের সর্ব্ব প্রকার বুদ্ধি পরীক্ষা করিবে। যদি তুমি এইরূপে সর্ব্ব প্রাণীর পরমধর্ম্ম অবগত হইতে পার, তাহা হইলে স্বদেশে বা বিদেশে কুত্রাপি তোমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না। রাজন্! এই কারণেই অর্থ ও কাম অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হয়েন এবং ধর্ম্মাত্মা মানবই ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্যেরা দারা পুত্র পরিত্যাগ কারতে পারেন, তাঁহারা সকলের নিকট পূজিত হয়েন। হে মান্ধাতঃ! সৈন্য সংগ্রহ, দান, মধুর-বাক্য, অপ্রমাদ ও শৌচ এই সকল রাজার অতিশয় ঐশ্বর্য্যকর হয়; অতএব এই সকল বিষয়ে সতত অপ্রমত্ত হইবে। রাজা অপ্রমত্ত হইয়া আপনার এবং পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবেন, পরন্তু, পরে রাজার ছিদ্র দর্শন করিতে পাইবে না; যেহেতু আত্ম-ছিদ্র সংগোপন-পূর্ব্বক পরছিদ্র দর্শন করাই রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

হে মহারাজ! ইন্দ্র, যম, বরুণ ও রাজর্ষি সকলের বৃত্ত এইরূপ, তুমিও সযত্ন হইয়া ইহা পালন কর। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! রাজর্ষি সকল যে ধর্ম্ম সেবা করিয়া থাকেন, তুমিও তাহার সেবা কর এবং সত্বর দিব্য পথ অবলম্বন কর। হে ভারত! মহাতেজস্বি দেবর্ষি পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্বগণও ইহলোকে এবং পর-লোকে ধর্ম্ম বৃত্ত রাজার যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতবংশ-প্রবীর যুধিষ্ঠির! মান্ধাতা সেই উতথ্য-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া অবিশঙ্কিত-চিত্তে সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া একাকী পৃথিবী লাভ করেন। হে মহী-পতে! তুমিও মান্ধাতার ন্যায় সেইরূপ ধর্ম্ম আচ-রণ করিলে ইহলোকে পৃথিবী-পালন করিয়া অব-সানে স্বর্গলোকে স্থান লাভ করিবে।

উতথ্য-গীতায় একনবতিতম অধ্যায়। ৯১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা ধর্ম্ম-মার্গে অবস্থান করিবার অভিলাষী হইলে, কিরূপে ধার্ম্মিক হইবেন? তাহা আমি আপনার নিকট জানিবার ইচ্ছা করিতেছি, বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন, তত্ত্বার্থদর্শী মতিমান্ বামদেব বসুধাপতি বসুমনাকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি পণ্ডিতেরা এমত স্থলেই উদা-হরণ দিয়া থাকেন; আমিও তাহা তোমাকে কহি-তেছি শ্রবণ কর। জ্ঞানবান্, ধৃতিমান্, পবিত্রমনা বসুধাপতি বসুমনা মহাতপস্বী মহর্ষি বামদেবকে ধর্ম্ম ও অর্থ-যুক্ত-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যেরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্মচ্যুত না হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিতে পারা যায়, আপনি আমাকে তাহার উপ-দেশ প্রদান করুন

পরমতপস্বী তেজস্বী বামদেব নহুষ পুত্র যযা-তির ন্যায় সুখাসীন হেমবর্ণ বসুমনাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি কেবল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হউন, ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; নৃপতিরা একমাত্র ধর্ম্মে থাকিয়াই এই পৃথিবী জয় করিয়া থাকেন। যে মহীপতি অর্থ-সিদ্ধি অপেক্ষা ধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করত নিজ বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-বর্দ্ধনেই প্রবর্ত্তন করেন, তিনিই ধর্ম্ম-দ্বারা বিরাজিত হইয়া থাকেন। যে রাজা অধর্ম্মদর্শী হইয়া বল-পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি সত্বরই ধর্ম্ম হইতে অপগত হয়েন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই

তাঁহা হইতে অপগত হইয়া থাকে। যাঁহার সচিব সকল দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ এবং যিনি স্বয়ং ধর্ম্মহানি করেন, তিনি সত্বরই সপরিবারে অবসন্ন হইয়া লোকের নিকট বধ্য হইয়া থাকেন। যে রাজা অর্থানুষ্ঠান-শূন্য কামচারী ও আত্মশ্লাঘী, তিনি সমুদায় পৃথিবী লাভ করিয়াও সত্বর বিনষ্ট হয়েন। অপিচ, যে রাজা কল্যাণগ্রাহী, অসূয়া-বিহীন, জিতেন্দ্রিয় ও মতিমান্, তিনি স্রোত-দ্বারা প্রবৃদ্ধ সাগরের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়েন। যে বসুধাপতি এইরূপ জ্ঞান করেন যে, আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বুদ্ধি ও মিত্র কিছুতেই পরিপূর্ণ নহি, এই সকলেই লোক যাত্রা প্রতিষ্ঠিত আছে; তিনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া যশ কীর্ত্তি শ্রী ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মার্থ-চিন্তক ও ধর্ম্ম সংরক্তী হইয়া এইরূপে অর্থ দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিপুল অর্থ ভোগ করিতে পারেন। যে নৃপতি কৃপণ, স্নেহ-হীন ও সাহস-প্রকৃতি হইয়া প্রজাগণের প্রতি প্রকৃত দণ্ড-বিধান না করেন, তিনি অবিলম্বে বিনষ্ট হয়েন। যে বুদ্ধিহীন নরপতি জ্ঞান-পূর্ব্বক পাপকারী পুরুষকে উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তিনি অকীর্ত্তি সমূহে সমাযুক্ত হইয়া বারংবার নরক ভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা দাতা, শ্লক্ষ্ণ, বশবর্ত্তী এবং সকলের সম্মানকারী তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে মানবগণ আত্ম-বিপদের ন্যায় তাঁহার সেই বিপদ্ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন। যাঁহার ধর্ম্ম উপদেশক গুরু নাই এবং যিনি অর্থ লাভে সুখ পরতন্ত্র হইয়া অন্য কাহাকেও ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা না করেন, তিনি চির সুখ ভোগ করিতে পারেন না। আর যাঁহার ধর্ম্ম উপদেশক প্রধান গুরু আছেন, যিনি স্বয়ং অর্থের আলোচনা করেন এবং অর্থ লাভে ধর্ম্ম পরতন্ত্র হয়েন, তিনিই চির সুখ ভোগ করিতে পারেন।

বামদেব-গীতায় দ্বিনবতিতম অধ্যায় ॥৯২॥

বামদেব বলিলেন, যে রাষ্ট্রে বলবান্ নৃপতি দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতি অধর্ম্ম আরোপ করেন, তদ্বংশীয় যে সকল মানব সেই বৃত্তি উপজীব্য করিয়া থাকে এবং অন্য যে সকল মনুষ্য সেই পাপ-প্রবর্ত্তক নরপতির অনুবর্ত্তী হয়; সেই অবিনীত মনুষ্য-সমন্বিত রাষ্ট্র শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাজা প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ স্বধর্ম্মাবলম্বী হইলে, তিনি যেরূপ ব্যবহার করেন, সাধারণ মানবগণও সেই ব্যবহারেরই অনুগামী হইয়া থাকে; পরন্তু, নৃপতি বিষমস্থ অর্থাৎ বিধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যেরূপ ব্যবহার করিবেন, স্বজন ব্যক্তিগণ সেই ব্যবহারের অনুগামী হইবে না। যে রাজ্যে সাহসপ্রকৃতি নরপতি শাস্ত্র-লক্ষণের বিপরীত কার্য্য করেন, সেই রাষ্ট্রে তিনি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়েন। যে ক্ষত্রিয় জিত অর্থাৎ আপন্ন ও অজিত অর্থাৎ স্বস্থ ব্যক্তিদিগের অত্যন্তাচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তী না হয়েন, তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের বহিষ্কৃত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় কৃতাপকার দ্বেষী নরপতিকে সমরাঙ্গণে প্রাপ্ত হইয়া দ্বেষ-বশত তাঁহার সম্মান না করেন, তিনি ক্ষত্র-ধর্ম্মের বহিষ্কৃত হয়েন। যে রাজা আপদ্‌কালে সুখ ভোগে সমর্থ হইয়াও দুঃখ ভোগ করত প্রজাদিগের আপদ্ নিবারণ করেন, তিনি প্রজা-পুঞ্জের প্রিয় হয়েন, রাজলক্ষ্মী তাদৃশ রাজাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। রাজন্! যাহার অনিষ্ট করিবে, পুনর্ব্বার তাহার ইষ্ট করিবে, কেননা অনিষ্টকারী পুরুষ পুনর্ব্বার ইষ্ট করিলে, অচিরকাল মধ্যেই প্রিয় হইয়া থাকে। মিথ্যা বাক্য পরিহার করিবে, অযাচিত হইয়া লোকের প্রিয় করিবে; কাম, ক্রোধ ও দ্বেষ-বশত কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। কেহ প্রশ্ন করিলে তাহাতে নিষ্ঠুর উত্তর প্রদান করিবে না, অগম্ভীর বাক্য প্রয়োগ করিবে না, কোন কার্য্যে ত্বরা করিবে না, কাহারো অসূয়া করিবে না এবং শত্রুকে সংগ্রহ করিবে না। প্রিয় হইলে তাহাতে অতিশয় হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় হইলেও তাহাতে দুঃখিত হইবে

না এবং প্রজাহিত অনুস্মরণ করত অতিশয় অর্থেও তৃপ্ত হইবে না। যে বসুধাপতি গুণ অনুসারে ভৃত্যদিগের নিয়ত প্রিয় কার্য্য করেন, তাঁহার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয় এবং রাজশ্রী তাঁহাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। নৃপতি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া প্রতিকূল নিবৃত্ত ও অনুকূল নিরত ভক্তকেই ভজনা করিবেন। যে ভৃত্য দৃঢ় ইন্দ্রিয় গ্রাম-সম্পন্ন, অত্যন্ত অনুগত, পবিত্র-চিত্ত, অনুরক্ত ও সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, তাঁহাকেই মহীপতি মহৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। যে ভৃত্য এতাদৃশ গুণ-যুক্ত এবং প্রভুর কামার্থে অপ্রমত্ত হইয়া প্রভুকে অনুরক্ত করিতে পারে, তাদৃশ ভৃত্যকেই মহীপতি অর্থ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। যে নৃপতি মূঢ়, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, লুব্ধ, অনার্য্যচরিত, কর্ম্মকারী, শঠ, সকপট, হিংস্র, দুর্ব্বুদ্ধি, অবহুশ্রুত, উদার কর্ম্মত্যাগী, মদ্যরত এবং দ্যূত স্ত্রী ও মৃগয়া পরতন্ত্র ভৃত্যকে মহৎকার্য্যে নিযুক্ত করেন, সেই নৃপতি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যে রাজা আপনাকে রক্ষা করিয়া প্রতিপাল্য ভৃত্যদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহার প্রজা সকল বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি নিশ্চয়ই বিপুল অর্থ ভোগ করিয়া থাকেন। যে নৃপতি গুপ্তচর-দ্বারা অধীনস্থ ভূমিপতি সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকেন। রাজা বলবান্ ব্যক্তির অপকার করত 'আমি দূরে আছি' বলিয়া, এইরূপ আশ্বাস-পূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া থাকিবেন না; কেননা তাহারা শ্যেনাভিপতনের ন্যায় প্রমাদ-যুক্ত অপকারী নৃপতির নিকট নিপতিত হইয়া থাকে। দৃঢ়মূল অদুষ্টাত্মা নরপতি আপনার বল বিদিত হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ করিবেন; পরন্তু যাহারা বলবান্ তাহাদের প্রতি অভিযোগ করিবেন না। ধর্ম্ম-পরায়ণ মহীপাল বিক্রম-দ্বারা পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মত প্রজাপালন ও সংগ্রামে নিধন করিবেন। ইহলোকে প্রজাপালনাদি কার্য্য সকল মরণান্ত হইলেও স্বর্গহেতুত্ব-নিবন্ধন অনাময় অর্থাৎ কুশল-জনক হইয়া থাকে; অতএব রাজা স্বধর্ম্মে থাকিয়া ধর্ম্মত প্রজাপালন করিবেন। সময়ে রক্ষাধিকরণ অর্থাৎ দুর্গাদির দৃঢ়তা সম্পাদন, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা ও প্রজাদিগকে সুখ প্রদান এই পঞ্চবিধ কার্য্য-দ্বারা পৃথিবী বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে রাজা এই সমুদয় সুন্দররূপে রক্ষা করেন, তিনিই রাজেন্দ্র হয়েন এবং তিনি ইহলোকে সতত বর্ত্তমান থাকিয়া এই মহীমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। একাকী নৃপতি-দ্বারা এই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হওয়া সুকঠিন; অতএব নরপতি সেই দুর্গাদির অধিষ্ঠাতা পঞ্চজন মন্ত্রীর প্রতি সমুদায় কার্য্য ভার অর্পণ করিলে চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।

রাজন্! যে ব্যক্তি দাতা, সম্বিভক্তা, মৃদু-স্বভাব, শুচি এবং অবিরক্ত তাঁহাকেই লোকে নৃপতি করিয়া থাকে। যিনি নিঃশ্রেয়স বিষয় শ্রবণ করিয়া আত্মমত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই নিঃশ্রেয়স জ্ঞানই প্রতিপন্ন করেন, লোকে তাঁহাকে নৃপরূপে বিধান করিয়া থাকে। যিনি দ্বেষ বশত অর্থ কাম ব্যক্তির বাক্য ক্ষমা না করিয়া তাহার নিকট হইতে বিমনার ন্যায় সর্ব্বদা প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করেন এবং যিনি জিত অর্থাৎ আপন্ন ও অজিত অর্থাৎ স্বস্থ ব্যক্তিদিগের অগ্রাম্য অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির আচরিত বৃত্তি নিয়ত সেবা না করেন, তিনি ক্ষত্রধর্ম্মের বহিষ্কৃত হয়েন। নিগৃহীত অমাত্য, স্ত্রী, বিষম ও দুর্গম, পর্ব্বত, হস্তী, অশ্ব এবং সরীসৃপ এই সকল হইতে নিবৃত্ত হইয়া সতত আত্মরক্ষা করিবে; পরন্তু যে ব্যক্তি এই সকলে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়া আত্ম রক্ষা করে এবং মুখ্য অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতন্ত হীনপ্রকৃতি মানবগণকে প্রিয় জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি ব্যসন প্রাপ্ত ও আর্ত্ত হইয়া কার্য্যের অন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে নৃপ দ্বেষ-বশত কল্যাণগুণ-সম্পন্ন জ্ঞাতিগণের নিকট

বাস করিতে ইচ্ছা না করেন; সেই অদৃঢ়াত্মা দৃঢ় ক্রোধ-সমন্বিত নৃপতিই মৃত্যু নিকটে বাস করিয়া থাকেন। আর গুণবান্ ব্যক্তিগণ হৃদয়ের অপ্রিয় হইলেও যে রাজা তাঁহাদিগকে প্রিয়বাক্য-দ্বারা বশীকৃত করিতে পারেন, তিনি চিরকাল ভূমণ্ডলে যশস্বী হইয়া অবস্থান করেন। নরপতি অকালে অর্থ প্রণয়ন করিবেন না, অনিষ্ট হইলে তাহাতে কদাচ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন না, প্রিয় কার্য্যে অতিশয় তুষ্ট হইবেন না এবং শুভকর্ম্মে সতত সংযুক্ত থাকিবেন। কোন্ নৃপতিগণ অনুরক্ত, কাহারা বা ভয়-বশত অনুগত এবং কাহারা নির্দ্দোষ ইহা নিয়ত চিন্তা করিবেন। নৃপতি বলবান্ হইয়াও দুর্ব্বলের প্রতি কদাচ কুত্রাপি বিশ্বাস করিবেন না; কেননা, তাহারা অনবধানতারূপে অবকাশ প্রাপ্ত হইলে গৃধ্রের ন্যায় নিপতিত হইয়া থাকে। প্রভু প্রিয়বাদী ও সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও পাপাত্মা ভৃত্য তাঁহার অপকার করিয়া থাকে; অতএব তাদৃশ মানবকে কখন বিশ্বাস করিবেন না।

নহুষ-নন্দন যযাতি এইরূপে রাজোপনিষদ অর্থাৎ নরপতিদিগের রহস্য বিদ্যা বলিয়াছেন; অতএব যিনি এই রহস্য বিদ্যা অনুসারে মনুষ্য রাজ্যে নিযুক্ত হয়েন, তিনিই মহান্ শত্রু নিপাত করিতে পারেন।

বামদেব-গীতায় ত্রিনবতিতম অধ্যায়। ৯৩।

বামদেব বলিলেন, হে নরাধিপ! নরপতি বিনা যুদ্ধেই বিজয়-বর্দ্ধন করিবেন, যুদ্ধ-দ্বারা যে বিজয় হয়, পণ্ডিতেরা তাহা জঘন্য বলিয়া থাকেন। মূল অতিশয় দৃঢ় না হইলে নৃপতি অলব্ধ বস্তুতে কদাচ লিপ্সা করিবেন না, যেহেতু দুর্ব্বলমূল মহীপতির লাভ বিহিত হয় না। যাঁহার জনপদ উন্নত সম্পত্তি যুক্ত রাজ-প্রিয় সন্তুষ্ট এবং পুষ্ট-সচিব-সমন্বিত সেই পৃথিবীপতিকেই দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবেন। যাঁহার সেনাসকল সুসন্তুষ্ট, সান্ত্বিত এবং পরবঞ্চনায় নিষ্ঠান্বিত, সেই পার্থিবই অল্প সৈন্য-দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যাঁহার পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণ দয়ালু, ধনশালী ও ধান্যবান্, সেই মহীপতিকেই দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবেন। রাজন্! মেধাবী মহীপতি যখন আপনার প্রতাপকাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবেচনা করিবেন, তখনই পরভূমি ও পরধনে লিপ্সা করিবেন; যেহেতু ভোগ-সমূহে উদয়মান, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, ত্বরমান এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ নরপতিরই বিষয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে রাজা বিদ্যমান আত্মীয়জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাচরণ করেন, তিনি পরশু-দ্বারা বিচ্ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় আপনি বিচ্ছিন্ন হয়েন। যে নৃপতি মারাত্মক নহেন, শত্রুগণও তাঁহার দ্বেষ করে না, কেননা, যে ব্যক্তি ক্রোধকে নিহত করিতে পারে, কেহই তাহার দ্বেষ্টা হয় না। আর্য্যজনেরা যে কর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, বিদ্বান্ নরপতি সেই কর্ম্ম কদাচ করিবেন না এবং তাঁহাদের কল্যাণকর বাক্য হেলন করিবেন না। যে রাজা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া অবশেষে সুখানুভব করিতে অভিলাষ করেন, এতাদৃশ নরপতিকে অন্য কেহই অবজ্ঞা করিতে পারে না এবং তাঁহাকে পরিতাপ ভোগ করিতে হয় না। যে মহীপতি মানুষ রাজ্যে এইরূপ ব্যবহার করেন, তিনি উভয় লোক জয় করিয়া বিজয়-পথে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

ভীষ্ম কহিলেন, নরপতি বসুমনা মহর্ষি বামদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তদনুসারে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রকার করিলে নিশ্চয়ই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে।

বামদেব-গীতায় চতুর্ণবতিতম অধ্যায়। ৯৪।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, যদি কোন ক্ষত্রিয় সমরে অপর ক্ষত্রিয়কে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি

বিজয় বিষয়ে কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিবেন, ইহাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে ইহার বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ভূপতি সসহায় বা অসহায়ে অকস্মাৎ পরকীয় রাজ্যমধ্যে আগমন করিয়া প্রজাগণকে এই কথা বলিবেন যে, আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিব; অতএব তোমরা আমাকে ধর্ম্মত কর প্রদান কর এবং আমাকে রাজা বলিয়া বোধ কর। এই কথায় যদি প্রজাগণ সেই সমাগত নৃপতিকে রাজ্য-মধ্যে বরণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের কুশল হয়। পরন্তু হে নরনাথ! যদি তাহারা অক্ষত্রিয় হইয়া রাজার প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে সেই বিকর্ম্মস্থ প্রজাগণকে সর্ব্বপ্রকার উপায়-দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য। অপর অর্থাৎ হীন ক্ষত্রিয়ও পরজনে উৎকৃষ্ট জ্ঞানকারী উত্তম ক্ষত্রিয়কে আত্মত্রাণে অসমর্থ এবং অশস্ত্র দেখিয়া শস্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব রাজা নিজ শস্ত্র-বলে বিজিত গ্রামাদি সকল আক্রমণ করিয়া তাহার অধিপতি হইয়া সুখে অবস্থান করিবেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! যদি কোন ক্ষত্রিয় নরপতি যুদ্ধার্থ অপর ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে সেই ক্ষত্রিয় রাজার সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিবেন, তাহা আমাকে বলুন?

ভীষ্ম কহিলেন, সমরে অসন্নদ্ধ ক্ষত্রিয় অকবচী ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবেন; কেন না, এক ব্যক্তি একজনের সহিত যুদ্ধ করিলে ক্রমশ অক্ষম হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদি রাজা সন্নদ্ধ হইয়া আগমন করেন, তাহা হইলে সন্নদ্ধ হইবে এবং তিনি সসৈন্যে আগমন করিলে সসৈন্যে তাঁহাকে আহ্বান করিবেন। অপিচ, রাজা যদি শঠতা-সহকারে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে শঠতা-সহকারে প্রতি-যুদ্ধ করিবেন এবং ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিলে ধর্ম্ম-যুদ্ধ-দ্বারাই তাঁহাকে নিবারণ করিবেন। অশ্বারূঢ় হইয়া রথীর নিকট গমন করিবে না, রথারূঢ় হইয়াই রথীর নিকট যাইবে এবং ব্যসনার্ত্ত, ভীত ও পরাজিত ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না। বিষদিগ্ধ-বাণ অসৎ ব্যক্তিদিগেরই আয়ুধ হইয়া থাকে, কর্ণী তাহাদিগের আয়ুধ হয় না; অতএব যথার্থ যুদ্ধ করিবে, জিঘাংসু ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ করিবে না। নিষ্প্রাণ, অনপত্য, ভগ্নশস্ত্র, বিপন্ন এবং হত-বাহন ব্যক্তিদিগকে কোন প্রকারে অভিহত করিবে না; প্রত্যুত তাহারা স্বীয় গৃহে বা স্বীয় রাষ্ট্রে উপস্থিত হইলে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে। সাধুদিগের মধ্যে কোন সাধু ভেদ-বশত ব্যসনাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে ক্ষত না করিয়া মুক্ত করিতে হইবে, ইহাই রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। তজ্জন্য স্বয়ম্ভু পুত্র মনু কহিয়াছেন যে, সাধু সকলের সহিত ধর্ম্ম-যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য, সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত, কদাচ তাহা নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্ম-সঙ্কর ক্ষত্রিয় নরপতি অধর্ম্মাচরণ দ্বারা জয় লাভ করে, সেই শঠ জীবী পাপাত্মা নরপতিই স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে। অসাধু লোকেরাই এতাদৃশ কর্ম্ম করে, পরন্তু সাধু পুরুষেরা সাধু ব্যবহার দ্বারাই সাধুদিগকে জয় করিয়া থাকেন; কেন-না, ধর্ম্ম-দ্বারা নিধন হইলেও তাহা শ্রেয়স্কর হয়, পরন্তু পাপকর্ম্ম-দ্বারা জয় হইলেও তাহা শ্রেয়স্কর হয় না। রাজন্! অধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহা বজ্রপাতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ফল প্রদান করে, পরন্তু, সেই ফল শাখা ও মূল পর্য্যন্ত সমুদয় দগ্ধ করিয়া লোকের হস্তগত হয়। পাপাত্মা পুরুষই পাপকর্ম্ম-দ্বারা অর্থ লাভ করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হয় এবং তদ্দ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া সেই পাপকর্ম্মেই প্রসক্ত থাকে। যে পাপাত্মা পবিত্র ব্যক্তিদিগকেই যেন উপহাস করত ধর্ম্মের অবিদ্যমানতা বোধ করে, সেই ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রদ্ধা-হীন মনুষ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর আপনি বারুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া আপনাকে অমর্ত্ত্যের ন্যায় বোধ করে, বায়ু-পূরিত

মহান্ চর্ম্ম-কোশের ন্যায় সৎকর্ম্মে নিবৃত্ত থাকে এবং অবশেষে নদীকুলস্থিত বৃক্ষের ন্যায় সমূলে হৃত হয়। অপিচ, সেই পাপাত্মা নিহত হইলে লোকে তাহাকে পাষাণে ভিন্ন কুম্ভের ন্যায় অভিনন্দন করিয়া থাকে; অতএব ভূমিপতি ধর্ম্ম-দ্বারা বিজয় ও কোষ লাভ করিতে বাসনা করিবেন।

বিজিগীষমান-বৃত্তে পঞ্চনবতিতম

অধ্যায় ॥ ৯৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, জগতীপতি অধর্ম্মানুষারে জগৎ জয়ে বাসনা করিবেন না, কেন না, কোন ভূমিপতিই অধর্ম্মানুসারে বিজয় লাভ করিতে সম্মত নহেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! অধর্ম্মযুক্ত বিজয় অনিত্য, তাহাতে স্বর্গ লাভ হয় না; প্রত্যুত তাদৃশ বিজয় মহী ও মহীপতি উভয়কেই নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি সমরে বিশীর্ণ-কবচ হইয়া কৃতাঞ্জলি-সহকারে 'আমি আপনার শরণাগত হইলাম' এই কথা বলিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করে, মহীপতি তাদৃশ মানবকে সমরে হিংসা করিবেন না। যে ব্যক্তি বল-দ্বারা বিজিত হইবে, মহীপতি তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া সম্বৎসরকাল 'আমি আপনার দাস হইলাম' এইরূপ তাহাকে শিক্ষা দিবেন। সম্বৎসরান্তে সে ঐ রূপে শিক্ষিত হইলে পুত্রের ন্যায় তাহাকে পালন করিতে হইবে। যে কন্যা বিক্রম-দ্বারা হৃত হইবে, মহীপতি তাহাকে 'তুমি আমাকে কি অন্যকে বরণ করিবে?' সম্বৎসরকাল মধ্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন। পরে সেই কন্যা ঐ রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি অন্যার্থিনী হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং এইরূপে ছল-দ্বারা দাস দাসী-প্রভৃতি যাহা কিছু ধন হৃত হইবে, তাহাও প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। বধ্য অর্থাৎ তস্কর-প্রভৃতি দুষ্টদিগের যে ধন হৃত হয়, তাহা স্থায়ী হয় না, অতএব তাহা ব্যয় করিতে হইবে; আর তাহাদিগের গাভী সকল ব্রাহ্মণদিগকে দুগ্ধ পানার্থ প্রদত্ত হইবে, বৃষ সকল ভার-বহনার্থ নিযুক্ত হইবে; পরন্তু, তাহারা শরণাগত হইলে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে।

রাজা রাজার সহিতই যুদ্ধ করিলে তাহাতে ধর্ম্ম হইয়া থাকে; অতএব অন্য রাজন্য ক্ষত্রিয় রাজার অভিমুখে কদাচ শস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না। উভয় পক্ষীয় সৈন্য সংহত হইলে যদি ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে তৎকালে উভয় পক্ষে শান্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে। যাহারা ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করে, তাহারা নিত্য-মর্য্যাদা ভেদ করিয়া থাকে। অধিকন্তু যাহারা এই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারাই অধম ক্ষত্রিয়-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিলোপ ও মর্য্যাদা ভেদ করে, সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-সভার অগ্রাহ্য হয় এবং ক্ষত্রিয়-মধ্যে গণ্য হয় না। বি মহীপতি কদাচ সেই বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইবেন না; কেননা, ধর্ম্ম-লব্ধ বিজয় অপেক্ষা কখনও কি অধিক লাভ হইতে পারে? সহসা অনার্য্যভূত প্রাণিগণকে সত্বর সান্ত্ববাদ ও ভোগদান-দ্বারা প্রসন্ন করাই রাজাদিগের চরম নীতি; যেহেতু তাহারা অসান্ত্ব-বচন-পূর্ব্বক বল-সহকারে ভুজ্যমান হইলে অতিশয় তাপিত হইয়া রাজার ব্যসন সমুদয় প্রতীক্ষা করত স্বীয় রাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া শত্রু সকলের সম্পূর্ণ রূপে উপাসনা করিয়া থাকে। রাজন্! তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে সর্ব্বতোভাবে রাজার ব্যসনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপৎকালে রাজার অমিত্রের আনুকূল্য করে, অতএব রাজা কোন ক্রমে শত্রুগণকে ছল-দ্বারা বঞ্চনা এবং অতিশয় উত্যক্ত করিবেন না; যেহেতু তাহারা যতই উত্যক্ত হউক না কেন, তাহাদের কদাচ জীবন পরিত্যক্ত হয় না। এই নিমিত্ত মহীপতি অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া শুদ্ধ জীবনকেই বহুমান করিবেন। যাঁহার জনপদ উন্নত, সম্পত্তি-যুক্ত, রাজপ্রিয় এবং সন্তুষ্ট ভৃত্য ও সচিব-সমন্বিত,

সেই পৃথিবীপতিই দৃঢ় মূল হইয়া থাকেন। যিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য এবং অন্যান্য পূজনীয় শ্রুত-সত্তম ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও সমুচিত সম্মান করেন, তিনিই লোক-মধ্যে লোকবিৎ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন।

মহারাজ! সুরপতি ইন্দ্র এতাদৃশ ব্যবহার দ্বারাই মহীমণ্ডল লাভ করিয়াছেন; অতএব পৃথিবীপতিগণ এইরূপ ব্যবহারানুসারেই ইন্দ্রের বিষয় জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। রাজন্! নরপতি প্রতর্দ্দন মহাযুদ্ধে প্রজাগণের ভূমি ভিন্ন যাবতীয় ধন, এমন কি অন্ন ও ওষধি সকলও হরণ করিয়াছিলেন এবং মহীপতি দিবোদাস অগ্নিহোত্রের অগ্নিশেষ হবি ও ভোজনীয় সিদ্ধান্ন হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তজ্জন্য বিপ্রকৃত হয়েন। হে ভারত! নরনাথ নাভাগ শ্রোত্রিয়ার্থ এবং তাপসার্থ ভিন্ন অন্য স্থানে সরাজক রাষ্ট্র সমুদায় দান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মজ্ঞ পুরাতন নরপতিগণের যে সকল উচ্চাবচ ব্যবহার বিদ্যমান ছিল, তৎসমুদায়ই আমার অভিলষিত হইতেছে। মহীপতি অতিরিক্ত সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-দ্বারা জয় ইচ্ছা করিবেন; পরন্তু, মায়া ও দম্ভ-দ্বারা আপন ঐশ্বর্য্য বাঞ্ছা করিবেন না।

বিজিগীষমান-বৃত্তে ষণ্নবতিতম
অধ্যায় ॥ ৯৬ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে নরাধিপ! ক্ষত্রধর্ম্ম অপেক্ষা পাপীয়ান ধর্ম্ম আর নাই, কেন না, নৃপতি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বয়ং পলায়ন করত কটকস্থিত নির্দ্দোষী মহাজন বৈশ্যদিগকে কালগ্রাসে নিপাতিত করিয়া থাকেন। অতএব হে বিদ্বন্! নরপতি কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা লোক সকলকে জয় করিবেন, ইহা আমি জানিবার ইচ্ছা করিতেছি, আপনি আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, নৃপতিগণ পাপিদিগের নিগ্রহ, সাধু সংগ্রহ, যজ্ঞ এবং দান দ্বারাই নির্ম্মল ও অতিশয় শুচি হইয়া থাকেন। যে নৃপতিগণ বিজয়ার্থী হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন করেন, তাঁহারাই আবার বিজয় লাভ করিয়া প্রজাবর্গকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা দান, যজ্ঞ ও তপোবল-দ্বারা দুরিত সকল দূর করেন এবং প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন বলিয়া সুতরাং তাঁহাদিগের পুণ্য বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন ক্ষেত্র পরিষ্কার-কর্ত্তা কৃষক, ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবার জন্য তৃণ ও ধান্য উভয়কেই ছেদন করিলে, তাহাতে ধান্য সকল বিনষ্ট হয় না; প্রত্যুত, ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হওয়ায় তাহাতে পুনরায় ধান্য অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে যে সকল নৃপতি শস্ত্র-দ্বারা তস্কর-প্রভৃতি বধ্যদিগকে বধ করেন, সেই তস্কর বিনাশে তাঁহাদের প্রজাগণ পুনঃপুন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দস্যু সকল প্রজাদিগের ধনাপহরণ ও প্রাণ বধ করত তাহাদিগকে নানাবিধ ক্লেশ প্রদান করিতে থাকিলে, যে রাজা দস্যুদল হইতে সেই প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তাদৃশ নরপতি প্রজাপুঞ্জের ধনদ ও সুখদ হইয়া বিরাজিত হয়েন। পরে তিনি অভয় দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ-দ্বারা যাগ করিয়া ইহলোকে নানাবিধ সুখ ভোগ করত ইন্দ্রলোক-তুল্য স্থান প্রাপ্ত হয়েন। শত্রু সকল সমরে ব্রাহ্মণ বধার্থে উদ্যত হইলে, যে মহীপতি যুদ্ধ যজ্ঞে গমন করিয়া যূপ-স্বরূপ নিজ দেহ বিসর্জ্জন করত সেই শত্রু সমূহের সহিত সংগ্রাম করেন, তিনি অনন্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞরূপে কীর্ত্তিত হয়েন। অপিচ, তিনি সমরে ভয়-শূন্য হইয়া শত্রু সকলের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে, দেবগণ ভূমণ্ডলে তদপেক্ষা আর কিছুই শ্রেয় দেখিতে পান না। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যতগুলি শর তাঁহার ত্বচ ভেদ করে, সেই পরিমাণে তিনি সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয়লোক সকল ভোগ করিয়া থাকেন। আর যুদ্ধে তাঁহার গাত্র হইতে যে রুধির নির্গত হয়, সেই রুধির ক্ষরণ-নিবন্ধন দুঃখের সহিত

তিনি সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয় সকল সমরে শরাঘাতে সন্তপ্ত হইয়া যে সমস্ত দুঃখ সহ্য করেন, সেই সেই দুঃখ ভোগ দ্বারাই তাঁহাদের প্রভূত তপস্যা হইয়া থাকে।

যেমন প্রাণিগণ পর্জ্জন্য হইতে পয়ঃপ্রার্থনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভয়শীল ধার্ম্মিক পুরুষ সকল সমরে শূরদিগের পশ্চাৎভাগে থাকিয়া শূরগণ হইতে স্বীয় শরীর রক্ষার ইচ্ছা করেন। যদি শূরগণ ক্ষেম-কালের ন্যায় ভয়কালে সেই পৃষ্ঠদেশস্থিত ভীরু মানবগণকে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কোনরূপে যুদ্ধাভিমুখ হইতে না দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই পুণ্য বিদ্যমান থাকে। আর যদি ভীরু মান-বেরা সমরে শূরগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে নমস্কার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ন্যায্য কার্য্য করা হয়; নতুবা তাঁহাদের সেই ভয় বিদ্যমান থাকে। রাজন্! সংগ্রামে তুল্যবল পুরুষ-দিগেরও মহৎ অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়, যে-হেতু সেনাসকলের সংঘটনকালে যে পুরুষ উৎকট হইয়া উঠে, তাহার অভিমুখে কেহই গমন করিতে সক্ষম হয় না। সেই বিষম সমরে শূর পুরুষই স্বর্গীয় পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক শত্রু সকলের অভিমুখীন হইয়া স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; পরন্তু, ভীরু মানব তৎকালে সহায় সকলকেও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া থাকে। তাত! যাহারা সমরে সহায় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আপন মঙ্গল লাভ করত গৃহে পলায়ন করে, তুমি তাদৃশ পুরুষাধম মানবদিগকে উৎপাদন করিও না। যাহারা সহায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষার অভিলাষ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাদের অমঙ্গল করিয়া থাকেন। অতএব শূরবর ক্ষত্রিয়গণ তাদৃশ পুরুষাধমকে কাষ্ঠ বা লোষ্ট-দ্বারা নিহত করিবেন, অথবা কটাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিবেন, কিম্বা পশুমারণের ন্যায় মারিয়া ফেলিবেন। শূরবর ক্ষত্রিয় শয্যাগত হইয়া শ্লেষ্ম ও মূত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃপণভাবে রোদন করত মৃত হইলে তাঁহার অধর্ম্ম হয়। যে ক্ষত্রিয় অবিক্ষত শরীরে নিধন প্রাপ্ত হয়, পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ তাহার সেই কার্য্যকে প্রশংসা করেন না। অতএব হে তাত! ক্ষত্রিয়দিগের গৃহ-মরণ প্রশস্ত নহে, যেহেতু শূরত্বাভিমানী পুরুষের শূরত্ব বিনষ্ট হইলে তাহা অত্যন্ত অধর্ম্মকর ও নিন্দাকর হইয়া থাকে। আর 'আমার এই দুঃখ হইয়াছে, আমি অতিশয় কষ্ট পাইতেছি এবং আমি পাপাত্মা' এই কথা লোক নিকটে প্রকাশ করত প্রতিহত মুখ ও পূতিগন্ধযুক্ত হইয়া পুত্র-প্রভৃতি অমাত্যগণের অনুশোচনীয় হইয়া থাকে। শূরত্ব-বিহীন ক্ষত্রিয়ই রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্য স্পৃহা করে এবং আরোগ্য না হইলে মুহুর্মুহু মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া থাকে। পরন্তু, বলদর্পিত শূরত্বাভিমানী বীরবর ক্ষত্রিয় এতাদৃশ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করেন না; প্রত্যুত, তাঁহারা পরি-বারবর্গে পরিবৃত হইয়া সমরে সংগ্রাম করত শাণিত শস্ত্র-দ্বারা আহত হইয়া মৃত্যু লাভ করিয়া থাকেন। শূর পুরুষ কাম ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অতিশয় যুদ্ধ করত শত্রুশর-দ্বারা গাত্র সকল আহত হইলেও তাহা আহত বলিয়া বোধ করেন না। সেই শূর ক্ষত্রিয় সমরে স্বধর্ম্মার্জ্জিত বিপুল লোক-পূজিত প্রশস্ত নিধন লাভ করিয়া শক্রের সলোকতা প্রাপ্ত হয়েন। যে শূর ত্যক্তজীবিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার উপায়-সহকারে রণমুখে অবস্থান করত পৃষ্ঠ প্রদ-র্শন অর্থাৎ পরাঙ্মুখ না হয়েন, তিনি ইন্দ্রের সা-লোক্য লাভ করিয়া থাকেন। ফলত শূরবর ক্ষত্রিয় শত্রু-দ্বারা পরিবারিত ও হত হইয়া যদি দীনভাবা-পন্ন না হয়েন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয়লোক লাভ করেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়॥ ৯৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! সমরে অপরাঙ্মুখ যুধ্যমান শূর ক্ষত্রিয়গণ রণস্থলে নিহত হইয়া কোন্

লোকে গমন করেন, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! এমতস্থলেও পণ্ডিতেরা অম্বরীষ ও ইন্দ্রের সম্বাদ-সম্বলিত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন। নাভাগ-পুত্র উদারমতি অম্বরীষ সুদুর্লভ সুরলোকে গমন পূর্ব্বক সুরলোকস্থ সর্ব্বতেজোময় বিমানবরে অবস্থিত শক্র-সচিব উপর্য্যুপরিগামী স্বীয় সেনাপতি সুদেবের সমৃদ্ধি-সন্দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া বাসবকে বলিলেন, হে সুরনাথ! আমি সমুদায় সসাগরা বসুন্ধরা যথাবিধি অনুশাসন করিয়া ধর্ম্ম-কামনায় যথাশাস্ত্র চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুশুশ্রূষা-দ্বারা ধর্ম্মত বেদ সকল এবং রাজশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। অন্নপান-দ্বারা অতিথি, স্বধামন্ত্র-দ্বারা পিতৃগণ, স্বশাখোক্ত বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা-দ্বারা ঋষি সকল এবং অনুত্তম যজ্ঞ-দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি-সম্পাদন করিয়াছি এবং ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সমরে যথাবিধি ও যথা-শাস্ত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শক্র-সৈন্য জয় করিয়াছি। হে দেবরাজ! এই প্রশান্তাত্মা সুদেব পূর্ব্বে আমার সেনাপতি ছিলেন, ইনি মুখ্য ক্রতু-দ্বারা যজন ও দ্বিজগণের যথাবিধি তৃপ্তি-সম্পাদন করেন নাই, তবে ইনি কিরূপে আমাকে অতিক্রম করিলেন?

ইন্দ্র কহিলেন, হে তাত! পূর্ব্বে এই সুদেব অনেকানেক সুমহান্ সংগ্রাম-যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছেন, অদ্যাপি অন্য যে কোন ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করেন, তাঁহারও এই যুদ্ধ-যজ্ঞ বিস্তৃত থাকে। এইরূপ নিশ্চয় আছে যে, যোধ সকল চমুমুখ প্রাপ্ত হইয়া সন্নদ্ধ ও দীক্ষিত হইলে তাঁহারা যুদ্ধ-যজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকেন।

অম্বরীষ বলিলেন, হে শতক্রতো! সংগ্রাম-যজ্ঞে হবি কি, আজ্য কি, দক্ষিণা কি এবং ঋত্বিক্ কাহাকে বলে তাহা আমাকে বলুন।

ইন্দ্র কহিলেন, সেই যজ্ঞে কুঞ্জর সকল ঋত্বিক্, বাজিগণ অধ্বর্য্যু, পরমাংস হবি এবং রুধির আজ্য-রূপে উক্ত হইয়াছে। শৃগাল গৃধ্র কাকোল এবং বাণ সকল সেই যজ্ঞের সদস্য, তাহারাই যজ্ঞে আজ্যশেষ ও হবি ভোজন করিয়া থাকে। জ্বলন্ত শাণিত ক্ষার সলিল-দ্বারা পীত প্রাস, তোমর, খড়্গ শক্তি ও পরশ্বধ এই সকলগুলি যজ্ঞকর্ত্তার স্রুক্। চাপবেগে আয়ত, তীক্ষ্ণ পরকায়াবভেদী, ঋজু, শাণিত ও পীত মহান্-সায়ক তাহার স্রুব। দ্বীপি চর্ম্ম-দ্বারা অবনদ্ধ নাগদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হস্তি হস্তবিদারী খড়্গ সেই যুদ্ধ-যজ্ঞের রেখা করিবার খড়্গাকার কাষ্ঠ। শৈক্যায়সময় সুতীক্ষ্ণ জ্বলিত শাণিত প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশ্বধ সকলের যে অভিঘাত হয় তাহা সেই যজ্ঞের সংখ্যা ও সময়দ্বারা বিস্তীর্ণ অভিজাতজন-দ্বারা উৎপাদিত বহুল বসু অর্থাৎ যজ্ঞিয় দ্রব্য হইয়া থাকে। সংগ্রামে আবেগ-বশত গাত্র হইতে ভূমণ্ডলে যে রুধির পতিত হয়, তাহা হোম কার্য্যে সেই যজ্ঞকর্ত্তার সর্ব্বকামদ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন পূর্ণাহুতি হইয়া থাকে। 'ছেদকর ভেদকর' এইরূপ যে সকল শব্দ সেনা-মুখে শ্রুত হয়, যজ্ঞের সামগগণ যমসদনে তাহা সামরূপে গান করিয়া থাকেন। সেই যজ্ঞে শক্র সকলের বাহিনী-মুখ হবি স্থাপনের পাত্র এবং হয়, হস্তী ও চর্ম্মী সমুচ্চয় শ্যেন-চিত নামক অগ্নি বলিয়া বিহিত হয়। সেই যুদ্ধ-যজ্ঞে সহস্র সৈন্য নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, সেই কবন্ধ যাজ্ঞিক শূরের খদির নির্ম্মিত অষ্ট-কোন-সমন্বিত যূপরূপে উক্ত হইয়া থাকে। হে পার্থিব! কুঞ্জর সকল অঙ্কুশ-দ্বারা তাড়িত হইয়া যে শব্দ করে, তাহাই সেই যজ্ঞের ইড়োপহূত মন্ত্র হয়, আর বষট্কাররূপ তলনাদ-সমন্বিত দুন্দুভি সেই যজ্ঞে ত্রিসামা নামক উদ্গাতা হইয়া থাকে।

রাজন্! সমরে ব্রহ্মস্ব হৃত হইলে যে ক্ষত্রিয় প্রিয়শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ দেহ যূপরূপে বিসর্জ্জন করেন, তিনিই অনন্ত দক্ষিণ যজ্ঞরূপে

বিরাজিত হয়েন। যে শূর সমরে স্বামীর হিতার্থে সেনা-সম্মুখে বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভয়-বশত নিবৃত্ত না হয়েন, তিনি আমার স্থানের তুল্য স্থানে বাস করিয়া থাকেন। যাঁহার বেদি অর্থাৎ যুদ্ধ যজ্ঞের ভূমি নীলচর্ম্মাবৃত খড়্গ ও পরিঘ-তুল্য বাহু-দ্বারা বিস্তৃত হয়, তিনি আমার স্থানের তুল্য স্থানে বাস করিয়া থাকেন। বিজয়াভিলাষী যে শূর বাহিনী মধ্যে অবগাহন করিয়া কোন সহায়কে অপেক্ষা না করেন, তিনি আমার স্থানের তুল্য স্থানে বাস করিয়া থাকেন। যাহার সংগ্রামস্থ নদীর শোণিত প্রবাহ-স্বরূপ, ভেরী মণ্ডূক ও কচ্ছপ-স্বরূপ, বীরাস্থি শর্কর-সদৃশ, মাংসমিশ্রিতশোণিত কর্দ্দম-তুল্য, অসি চর্ম্ম প্লব-স্বরূপ, কেশ শৈবাল ও শাদ্বল-সদৃশ, সংছিন্ন রথ হস্তী ও অশ্ব সেতু-স্বরূপ, পতাকা ও ধ্বজ বেতস বৃক্ষ-সদৃশ, হতবারণ বাহ স্বরূপ, শোণিত সলিল স্বরূপ, হতনাগ মহানক্র-তুল্য, ঋষ্টি ও খড়্গ মহানৌকা-স্বরূপ, গৃধ্র ও কঙ্ক প্লব-স্বরূপ হয় এবং সেই নদী পারগামী নরগণের দুস্তরা, পুরুষাদ রাক্ষস সমূহ দ্বারা অনুচরিতা ও ভীরুদিগের পাপবাহিনী হয়, সেই সরিৎ তাঁহার সংগ্রাম-যজ্ঞের অবভৃথ স্নান স্থান হইয়া থাকে। যাঁহার সমর-যজ্ঞের ভূমি শত্রু-শির, অশ্বস্কন্ধ ও গজস্কন্ধ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তিনি মৎস্থান সদৃশ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এইরূপ কহেন যে, যাঁহার শত্রুবাহিনী-মুখ পত্নীশালা স্বীয় বাহিনী-মুখ হবি স্থাপনের পাত্র, দক্ষিণদিকৃস্থিত যোধ সকল সদস্য এবং উত্তরদিক্‌স্থিত যোধ সকল আগ্নীধ্র ঋত্বিক্ হয় ; সেই শত্রু-সেনারূপ ভার্য্যা-সম্পন্ন যাজ্ঞিক পুরুষের ইন্দ্রলোক-প্রভৃতি সমুদয় লোকই নিকটস্থ হইয়া থাকে। ব্যূহিত উভয় সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী শূন্য-প্রদেশ সংগ্রাম-যজ্ঞ-কর্ত্তার বেদি হয়, তাহাতে যজমান ঋক্, যজু ও সাম এই বেদত্রয়কে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া নিত্য যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়া থাকেন। পরন্তু, যে শূর সমরে শত্রু কর্ত্তৃক আহত হইয়া ভয়-বশত পরাঙ্মুখ হয়, সেই শূরই অপ্রতিষ্ঠ হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। যাঁহার বেদি শোণিত-বেগ-দ্বারা পরিপ্লুত এবং কেশ, মাংস ও অস্থি-দ্বারা পরিপূরিত হয়, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে শূর সমরে শত্রুপক্ষীয় সেনাপতিকে সংহার করিয়া তাহার যানে আরোহণ করেন, বৃহস্পতিসম বুদ্ধি-সম্পন্ন বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রমশালী সেই শূরবর সকলের স্বামী হইয়া থাকেন। যিনি সংগ্রামে সেনাপতি বা তৎপুত্রকে সামান্য জীবের ন্যায় গ্রহণ করিয়া তথায় সৎকৃত হয়েন, তিনি মৎস্থান-সদৃশ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। শূর পুরুষ সংগ্রামে হত হইলে তাঁহার নিমিত্ত কদাচ শোক করিবে না, কেন না, সংগ্রাম-হত শূর অশোচ্য হইলে স্বর্গ-লোকে সম্মান-ভাজন হইয়া থাকেন। সমর-হত পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দান, উদক ক্রিয়া, স্নান ও অশৌচের বিধি নাই ; সুতরাং কেহ তাঁহার সেই সকল করিতে ইচ্ছা করিবেন না, সমর-হত পুরুষ যে লোক প্রাপ্ত হয়েন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। যে শূর সংগ্রামে নিহত হয়েন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহস্র অপ্সরা-কন্যা ‘ইনি আমার ভর্ত্তা হইবেন’ এই কথা কহিয়া ত্বরা-সহকারে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া থাকে। যে শূর যুদ্ধকে অনুপালন করেন, তাঁহার তাহাই তপস্যা, পুণ্য, সনাতন ধর্ম্ম এবং আশ্রম-চতুষ্টয় স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি সংগ্রামে মুখে তৃণ-ধারণ করত ‘আমি তোমার হইলাম’ এই কথা বলে, তাহাকে এবং বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও পৃষ্ঠবর্ত্তী মানবকে হনন করিবে না। আমি জম্ভ, বৃত্র, বল, পাক, শতমায়, বিরোচন, দুর্ব্বার্য্য নমুচি, নৈকমায়, শম্বর, দৈতেয়, বিপ্রচিত্তি, সমুদায় দনুপুত্র এবং প্রহ্লাদকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দেবগণের অধিপতি হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, যোদ্ধা অম্বরীষ ইন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ ও প্রতিগ্রহণ করিয়া স্বীয় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্ট নবতিতম অধ্যায়। ৯৮।

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! নরপতি প্রতর্দ্দন ও মিথিলারাজ জনক উভয়ে যে নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই শূরগণের উৎসাহ বিষয়েও পণ্ডিতেরা সেই পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। রাজন্! সংগ্রাম-যজ্ঞে দীক্ষিত মিথিলাধিপতি জনক যেরূপে স্বীয় সেনাগণের হর্ষবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

সর্ব্বতত্ত্ববিৎ মহাত্মা মিথিলাধিপতি জনক নিজ যোধগণকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন করত তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, হে যোধগণ! তোমরা সমরে ভয়-শূন্য শূরগণের এই ভাস্বর লোক অবলোকন কর; এই স্থান গন্ধর্ব্ব-কন্যাগণে পরিবৃত সর্ব্বকামপ্রদ এবং অক্ষয়। আর সংগ্রামে পলায়মান পুরুষদিগের এই নরক উপস্থিত রহিয়াছে, ইহাতে পতিত হইলে শাশ্বত অযশ হইয়া থাকে; অতএব তোমরা সন্ন্যাস বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শত্রু সকলকে জয় কর, অপ্রতিষ্ঠ নরকের বশবর্ত্তী হইও না।

হে পরপুরঞ্জয়! যোধগণ নরপতি জনক-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সমরে নরনাথ জনককে হর্ষিত করত শত্রু সকলকে জয় করিয়াছিল; অতএব প্রশস্তমনা শূরবর মানবগণের রণাগ্রে নিত্য অবস্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গজের মধ্যে রথী, রথিদিগের মধ্যে সাদী এবং সাদিদিগের মধ্যে পদাতি স্থাপন করিতে হইবে। হে যুধিষ্ঠির! যে রাজা এইরূপে ব্যূহ রচনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে নিত্য জয় করিয়া থাকেন; অতএব রাজাদিগের নিত্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করা কর্ত্তব্য। অতিশয় মন্যুশালী শূরগণ সাগর ক্ষোভকারী মকরের ন্যায় সুযুদ্ধ দ্বারা শত্রু-সৈন্য-সকল ক্ষোভিত করত স্বর্গগতি লাভ করিয়া থাকেন। বিষণ্ণ যোদ্ধাগণকে পরস্পর যথাবৎ ব্যবস্থাপিত করিয়া হর্ষিত করিবে, জিত ভূমি রক্ষা করিবে; আর যাহারা প্রত্যাগমন ভয়ে রণে ভগ্ন হইবে, স্বীয় সেনা সকলকে তাহাদিগের প্রতি অতিশয় অনুসরণ করাইবে না। রাজন্! জীবিতাশা-শূন্য প্রত্যাগত শূরগণের বেগ অতি দুঃসহ; অতএব তাহাদিগের অত্যন্ত অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য। শূরগণ অতিশয় পলায়মান পুরুষদিগকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করেন না, অতএব স্বীয় সৈন্যগণকে তাহাদিগের প্রতি অতিশয় অনুসরণ করাইবে না। অচরসকল চরদিগের, অদংষ্ট্রগণ দংষ্ট্রিদিগের, সলিল সমুদয় পিপাসিতদিগের এবং কাতর পুরুষেরা শূরদিগের অন্ন হইয়া থাকে। ভীরুগণ সমান-পৃষ্ঠ, সমানোদর, সমানপাণি ও সমানপাদ হইলেও পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব ভয়ার্ত্ত পুরুষ সকল প্রণিপাত-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া শূরগণের উপাসনা করিবে। শূরগণের বাহুতে এই লোক সর্ব্বদা পুত্রের ন্যায় অবলম্বিত থাকে; সুতরাং সকল অবস্থাতেই শূরগণ সম্মান-ভাজন হইয়া থাকেন। ত্রিলোক-মধ্যে শৌর্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; যেহেতু শূর পুরুষ সকলকেই পালন করিয়া থাকেন এবং শূর পুরুষেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

নবনবতিতম অধ্যায়। ৯৯।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! বিজয়ার্থী নৃপতিগণ ঈষৎধর্ম্ম পীড়ন করিয়াও ভয়শীল সেনা সকলকে রাজভয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক কিরূপে সমর মুখে প্রেরণ করিবেন, তাহা আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ক্ষত্রধর্ম্ম, মরণ-নিশ্চয়, শিষ্টাচার এবং রাজভয় প্রদর্শনজন্যপ্রবৃত্তি এই চতুর্ব্বিধ কারণে যুদ্ধধর্ম্ম স্থিরতর হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! আমি তোমাকে সদাফলপ্রদ উপায়ধর্ম্ম সকল পরে কহিব; দস্যুগণ ধর্ম্ম এবং অর্থের পরিপন্থী হইয়া থাকে, তাহাদের বিনাশার্থ ও কার্য্য সকলের সুসিদ্ধির নিমিত্ত সম্প্রতি আমি তোমাকে আগমোক্ত উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর।

হে ভারত! নৃপতিগণ ঋজু ও বক্র উভয় প্রজ্ঞাই বিদিত হইবেন; কিন্তু, কুটিল-প্রজ্ঞা অবগত হইয়া

তাহার সেবা করিবেন না; কেন না, কুটিল-প্রজ্ঞা আগত বিষয়ের বাধ করিয়া থাকে। অমিত্রগণ ভেদ-দ্বারা রাজার নিকট উপগত হইলে যেমন রাজা তাহাদিগকে বাধ করেন, তদ্রূপ সেই নিকৃতিকে বাধ করিবে। হে পার্থ! গজ সকলের গাত্রাবরণ জন্য গো, বৃষ ও অজগরের চর্ম্ম, শল্য, কণ্টক, লৌহ, তনুত্র, চামর, শাণিত ও পীতশস্ত্র, পীত ও লোহিত সন্নাহ, নানারাগ-রঞ্জিত কেতু ও পতাকা, নিশিত ঋষ্টি, তোমর খড়্গ ও পরশ্বধ এবং ফলক চর্ম্ম এই সকল সামগ্রী যুদ্ধার্থ আহরণ করিবে। শস্ত্র সকল শাণিত এবং যোধগণকে কৃত-নিশ্চয় করিতে হইবে। হে ভারত! চৈত্র এবং মার্গশীর্ষ মাসই সেনাযোগের প্রশস্ত সময়; অতএব যখন পৃথিবী পক্কশস্যশালিনী ও অম্বুমতী হইবেন এবং সময় অতিশয় শীত বা অত্যন্ত উষ্ণ না হইবে, তখনই শত্রুদিগের ব্যসনে সেনাগণকে নিযোজিত করিবে; কেন না, শত্রু নিরাকরণ বিষয়ে এতাদৃশ সেনানিয়োগই প্রশস্ত হইয়া থাকে। জল এবং তৃণযুক্ত সমতল মার্গ সুগম্য, অতএব মার্গ-কুশল বন-গোচর চর-দ্বারা তাহা সুন্দররূপে বারম্বার বিদিত হইবে। মৃগগণের ন্যায় অরণ্য-পথে গমন করা দুঃসাধ্য; সুতরাং জয়ার্থী নরপতিগণ সেনা সকলকে পূর্ব্বোক্ত পথে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সৎকুল-সম্ভূত সামর্থ্যবান্ পুরুষ সৈন্য-সম্মুখে থাকিবে এবং আবাস স্থান জল দুর্গ-দ্বারা-বেষ্টিত ও একমার্গ হইবে, তাহা হইলেই নিকটস্থ শত্রুগণ কোন ক্রমে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যে আবাস স্থানের নিকটবর্ত্তী ভূমিতে অবকাশ থাকে এবং তাহার নিকটে বন থাকে, সেই স্থানকেই নৃপতিরা অধিক গুণযুক্ত বলিয়া বোধ করেন; অতএব নিজ সৈন্যের নিকটবর্ত্তী তাদৃশ স্থানে বহুগুণযুক্ত যুদ্ধ-কুশল জনগণকে সংস্থাপন করিবে। নিজ বনের নিকটে পূর্ব্বোক্ত জনগণের অবস্থান, পদাতিদিগের অব-তরণ এবং সংগোপন এই সকল কার্য্যই শত্রু বিঘা-তের পরম উপায় বলিয়া জানিবে। এই বিধি অনুসারে যোদ্ধাগণ সপ্তর্ষিদিগকে পশ্চাৎ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয় শত্রু-দিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়।

হে যুধিষ্ঠির! যে যে দিকে বায়ু, সূর্য্য ও শুক্র থাকে, তদভিমুখে যুদ্ধ করিলে জয় হয়, পরন্তু ইহাঁরা সকলে একদিকে থাকিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। যুদ্ধ-কুশলজনেরা কর্দ্দম-বিহীন সলিল-শূন্য অমর্য্যাদ অর্থাৎ সেতু ও প্রাকারাদির সীমা-হীন এবং লোষ্ট-রহিত অশ্বভূমিকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে ভারত! রথভূমি নিষ্পঙ্ক ও গর্ত্ত রহিত হইলে এবং হস্তী ও যোদ্ধাদিগের ভূমি নীচ বৃক্ষ, মহাকক্ষ ও সলিল-সমন্বিত হইলে তাহা প্রশংসনীয় হয়। পদাতিদিগের আবাসভূমি বহু দুর্গ-দ্বারা বেষ্টিত, মহাকক্ষ-সমন্বিত, বেণু ও বেত্র-সমূহে সমাকুল এবং পর্ব্বত ও উপবনযুক্ত হইলে তাহা প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। রাজন্! বৃষ্টি-বর্জ্জিত দিবসে বহু পদাতি রথ ও অশ্ব-সমন্বিত সেনাই দৃঢ় ও প্রশংসনীয় হয়। প্রাবৃট্কালে বহুল নাগ ও পদাতিযুক্ত সেনা প্রশংসনীয়, অত-এব নৃপতিগণ এই সকলগুণ ও দেশকাল বিবে-চনা করিয়া সেনা প্রয়োগ করিবেন। যে নৃপতি এইরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক তিথি ও নক্ষত্রে শুভাশী-র্ব্বাদযুক্ত হইয়া সম্যক্রূপে সেনা নিয়োগ করেন, তিনি নিত্য জয় লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিবে, পলায়ন, গমন, পান এবং ভোজন করিবে, তাহাদিগকে এবং প্রসুপ্ত তৃষিত, শ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণকে আহত করিবে না। যাহারা অতিক্ষিপ্ত, ব্যতিক্ষিপ্ত, নিহত, প্রত-নূকৃত, অবিশ্রব্ধ, কৃতারম্ভ, সুরুঙ্গাদি গুপ্ত উপায়জ্ঞ, প্রতাপিত, তৃণাদি আহরণার্থ বহির্গত, তৃণাদি আহ-রণকারী, স্বকৃত-গৃহের অনুসারী এবং রাজদ্বার বা, অমাত্য-দ্বারের অনুবর্ত্তী এই সমুদায়ের অধিপতি হয়, তাহাদিগকে নিহত করিবে না। যাহারা পরকীয়

সৈন্য ভেদ করিয়া স্বীয় সৈন্য সংস্থাপন করে, তাহাদিগকে আপনার সমান পান ভোজন প্রদান করিবে এবং তাহাদিগের দ্বিগুণ বেতন করিয়া দিবে। যাঁহারা দশাধিপতি তাঁহাদিগকে শতাধিপতি এবং শতাধিপতিকে সহস্রাধিপতি করিয়া অতন্দ্রিতভাবে রক্ষা করিবে। প্রধান সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবে যে, তোমরা শপথ-পূর্ব্বক আমার নিকট এইরূপ স্বীকার কর যে, আমরা সকলে সমবেত হইয়া বিজয়ার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, পরস্পর কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব না। যাহারা রণ-সঙ্কুল করিয়া প্রধান যোদ্ধাকে শত্রু-দ্বারা ঘাতিত করিবে এবং যাহারা ভীরু, তাহারা এই সময়েই আপনা হইতে নিবৃত্ত হউক। যাঁহারা শপথ-পূর্ব্বক এইরূপ কার্য্যে স্বীকৃত হইবেন, তাঁহারা সমরে সেনা-সন্নিপাতে রণ-ভঙ্গ বা স্বপক্ষীয় প্রধান সৈন্য বধ করিবেন না, প্রত্যুত তাঁহারা আপনাকে এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া শত্রুপক্ষ সৈন্যকে নিহত করিবেন। যে পুরুষ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করে, তাহার অর্থনাশ, বধ ও অকীর্ত্তি হয় এবং সে লোক নিকটে অমনোজ্ঞ ও অসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে; অতএব আমাদিগের শত্রু-পক্ষীয় প্রতিধ্বস্তদন্তৌষ্ঠ-সমন্বিত ন্যস্তশস্ত্র অমিত্র-দ্বারা অবরুদ্ধ পুরুষদিগেরই সতত উক্ত অর্থনাশাদি সমস্ত হউক। যে সকল পুরুষ সমরে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা অপকৃষ্ট মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে; প্রত্যুত, তাদৃশ পুরুষেরা রাশিবর্দ্ধনমাত্র, ইহলোক বা পরলোকে তাহারা সুখভাগী হয় না।

হে তাত! বিজয়ী শত্রুসকল হৃষ্ট-চিত্তে প্রশংসাবাদ-সহকারে ও মণ্ডলাকার গতিতে পলায়মান পুরুষের প্রতি ধাবিত হইলে তাহা অতিশয় অসহ্য হইয়া পড়ে; এমন কি, সমরে শত্রুগণ-কর্তৃক যাহার যশ নষ্ট হয়, আমি মৃত্যুকেও তদপেক্ষা অসহ্যতর ও দুঃখকর বোধ করি না। অতএব জয়কেই ধর্ম্ম ও সকল প্রকার সুখের মূল বলিয়া জানিবে; যেহেতু জয় না হইলে শূরগণও ভীরুদিগের ন্যায় পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'আমরা স্বর্গ-কামনায় সমরে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়ী বা বধ্যমান হইয়া মহৎগতি লাভ করিব' এই প্রকার শপথ করত যে বীরগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমরে শত্রু-সৈন্যকে সংহার করে, তাহারাই অভীরু বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে।

রাজন্! শত্রুগণের প্রতিঘাতার্থ অসি চর্ম্মধারী পুরুষ সৈন্য অগ্রে, শকট সৈন্য পৃষ্ঠে এবং দুর্গস্থিত সৈন্য মধ্যে থাকিবে। আর পুরস্থিত যে সকল প্রধান সৈন্য পুরোগামী হইবে, তাহারা পদাতিদিগকে রক্ষা করিবে। যে সমস্ত অপর বলবান্ মনস্বী শূর পুরুষ অগ্রে থাকিতে অভিমত হইবে, তাহারা প্রথমে পদাতিদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। যত্ন-সহকারে ভীরুদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে হইবে, যেহেতু, তাহারা উৎসাহিত হইলে সকলে দলবদ্ধ হইয়া সমীপে অবস্থান করিবে। সেনাপতি অল্প-সৈন্যগণকে সংহত করিয়া শত্রু সকলের সহিত যুদ্ধ করাইবেন এবং তাহাদিগকে ইচ্ছামত বাহুল্যরূপে বিস্তারিত করিবেন; আর, অনেকের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধ হইলে তাহাদিগের সূচীমুখ হইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, অতএব তাহাও করিবেন। নিকৃষ্ট সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রযুক্ত হইয়া বাহুযুদ্ধ করিতে থাকিলে, তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সত্য কিম্বা মিথ্যা হউক 'আমার অমিত্র বল আগত হইয়াছে, তোমরা নির্ভয়ে প্রহার কর, শত্রুগণ ভগ্ন হইল' এই কথা বলিয়া আক্রোশ করিবে। বলবান্ ব্যক্তিরা ভৈরব রব করিয়া শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হইবে, ক্ষ্বেড়া, কিলকিলা, ক্রকচ ও গো-

বিষাণিক-প্রভৃতি শব্দ করিবে এবং অগ্রচর ব্যক্তি-গণ-দ্বারা ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব বাদ্যসকল নিনাদিত করাইবে।

শততম অধ্যায়॥ ১০০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! কিরূপ রূপ, কীদৃশ স্বভাব, কি প্রকার আচার, কিম্বিধ সন্নাহ ও কীদৃশ শস্ত্রশালী শূরগণ সমরে সক্ষম হয়েন?

ভীষ্ম কহিলেন, সমরে বীর-পুরুষ সকল স্বীয় দেশাচার ও কুলাচারগত যাদৃশ শস্ত্র এবং বাহন-প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা শ্রবণ কর। গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীর-দেশীয় বীরগণ নখর এবং প্রাস-দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমরে অভীরু এবং অতিশয় বলশালী; তাঁহাদিগের বল সকল সর্ব্বযুদ্ধেই পারগ। উশীনর-দেশীয় শূরগণ সর্ব্ব-শস্ত্রে কুশল এবং বলবান্। প্রাগ্‌দেশীয় যোধ-গণ মাতঙ্গযুদ্ধে কুশল এবং কূটযোধী। কাম্বোজ, যবন এবং মথুরাবাসী শূরগণ প্রাগ্‌দেশীয় যোধ-দিগের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যেরা অসিপাণি এবং বাহুযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ।

হে যুধিষ্ঠির! সর্ব্বত্র এইরূপ মহাসত্ত্ব এবং মহা-বলশালী শূর সকল প্রায়ই জন্মিয়া থাকেন; অতঃ-পর তাঁহাদের যথোক্ত লক্ষণ শ্রবণ কর। তাঁহারা সকলেই প্রাণি-পীড়ক, তাঁহাদের বচন, গমন এবং দর্শন সিংহ ও শার্দ্দলের বচনাদির ন্যায়; নয়ন, কুলিঙ্গ ও পারাবত পক্ষীর নয়নের ন্যায়। স্বর মৃগ-ধ্বনির ন্যায়, নেত্র হস্তী এবং ঋষভ নেত্রের ন্যায়; তাঁহারা সকলেই প্রমত্ত, মূঢ়, ক্রোধী, ক্রোধমুখ, করভাকার, কিঙ্কিণী এবং মেঘের ন্যায় শব্দকারী, দূরগামী ও দূরপাতী। তাঁহাদের নাসিকা জিহ্ম, জিহ্বা নাসাগ্র-স্পর্শী, দেহ বিড়ালের ন্যায় কুব্জ; কেশ ও ত্বচ অতিশয় সূক্ষ্ম এবং বৃত্তি চপল ও শীঘ্র হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোধার-ন্যায় নিমীলিত, মৃদু স্বভাব, তুরগের ন্যায় গমন ও শব্দকারী এবং সর্ব্বযুদ্ধে পারদর্শী হইয়া থাকে। অপিচ, তাহাদের মধ্যে যাহারা সুসংহত, সুশরীর-সম্পন্ন, সুসংস্থিত-অবয়বশালী এবং বিপুল-বক্ষ, তাহারা প্রবাদ-সময়ে কুপিত এবং কলহকালে হর্ষিত হইয়া থাকে। গম্ভীর-লোচন নিঃসৃত নয়ন, পিঙ্গাক্ষ, ভ্রূকুটী-মুখ, নকুল-নেত্র, সমরে শরীর-পরিহারী কুটিল-দর্শন, পৃথু-ললাটশালী, নির্ম্মাংস হনু-সমন্বিত, বজ্রের ন্যায় বাহু অঙ্গুলী চক্র-সম্পন্ন, কৃশ, শিরাল এবং দুরাসদ; এই শূরগণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে মাতঙ্গের ন্যায় মত্ত হইয়া বেগে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যাহাদিগের কেশান্ত দীপ্ত ও স্ফুটিত, পার্শ্বদেশ স্থূল, মুখ হনু-বিশিষ্ট, অংস-সকল উন্নত, গ্রীবাদেশ পৃথু, আকার বিকট, স্থূল ও পিণ্ডাকার, স্বভাব বাসুদেব ও গরু-ড়ের ন্যায় উদ্ধত, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখ মার্জ্জারের ন্যায় বিস্তৃত এবং স্বর উগ্র; সেই উগ্রস্বর-সমন্বিত, মন্যুমস্ত, সমরে শব্দানুসারে শর-নিক্ষেপকারী, অধার্ম্মিক, গর্ব্বিত, ভয়ঙ্কর, রৌদ্র-দর্শন, সমরে শরীর পরিহারী অপরাঙ্মুখ অন্ত্যজ জাতীয় যোধগণ সর্ব্বদা সেনামুখে অবস্থান করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির! অধার্ম্মিক ভিন্ন-বৃত্ত ব্যক্তিরা সান্ত্ব-বাক্যে বশীভূত হয় না; প্রত্যুত তাহারা সান্ত্ববাক্যে রাজার প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া থাকে।

বিজিগীষমান-বৃত্তে একাধিক শততম অধ্যায়॥ ১০১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরত শ্রেষ্ঠ! জয়শীল সেনার কোন্ লক্ষণ গুলি প্রশস্ত হয়, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারতাবতংস! জয়শীল সেনার যে সকল লক্ষণ প্রশস্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। রাজন্! দৈব প্রতিকূল এবং মনুষ্য কাল-প্রেরিত হইলে, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জ্ঞানময় দিব্য

চক্ষু-দ্বারা তাহার অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বিশেষরূপে বিদিত হইয়া তদুপশমনার্থ প্রায়শ্চিত্ত, জপ এবং হোম-প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্য করত তাহার শান্তি করিয়া থাকেন।

হে ভারত! যে সেনামধ্যে যোধগণ এবং বাহন সকল সতত সোৎসাহ-চিত্তে অবস্থান করে, সেই সেনার নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জয় হইয়া থাকে। যখন বায়ু, ইন্দ্রধনু, মেঘ এবং সূর্য্য-রশ্মি সকল সেনাগণের অনুগামী হয় এবং গোমায়ু ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইয়া তাহাদিগকে অর্চ্চনা করে, তখনই তাহারা অনুত্তম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! পাবক প্রসন্ন-কিরণ, ঊর্দ্ধ রশ্মি, দক্ষিণাবর্ত্ত-শিখা-সমন্বিত ও বিধুম হইলে এবং আহুতির পুণ্য গন্ধ প্রবাহিত হইলে, পণ্ডিতেরা তাহাকে ভাবি-জয়ের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। গম্ভীর-রব ভেরী ও মহাস্বন শঙ্খ সকল নিনাদিত এবং যুযুৎসুগণ অনুকূল হইলেই পণ্ডিতেরা তাহা ভাবি-জয়ের রূপ বলিয়া থাকেন। মৃগগণ সমর-প্রস্থিত পুরুষের পশ্চাৎভাগে থাকিলে, যিনি সংগ্রামে গমন করিবেন, তাঁহার বামভাগে থাকিলে এবং জিঘাংসু ব্যক্তির দক্ষিণভাগে থাকিলে, উক্ত কার্য্য সকল ইষ্ট সিদ্ধিসূচক হয়; আর অগ্রভাগে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-সমূহ প্রতিষেধ করিয়া থাকে। শকুন, হংস ক্রৌঞ্চ, সারস ও স্বর্ণ চাতক-প্রভৃতি পক্ষিকুল মাঙ্গল্য শব্দ করিলে এবং বলবন্ত যোধগণ হৃষ্ট হইলে, পণ্ডিতেরা তাহা ভাবি-জয়ের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের চমূ-সমূহ শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, কেতু এবং মুখমণ্ডলের সমুজ্জ্বল কিরণ-দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া শত্রু সকলের দুর্দ্দর্শনীয় হয়, তাঁহারাই অমিত্রগণকে অভিভব করিতে পারেন। যোধগণ স্বামি শুশ্রূষা-পরায়ণ, অভিমান-বিহীন, পরস্পর সৌহৃদ্যবন্ত এবং শৌচাচারী হইলে, মনীষিগণ তাহা ভাবি-জয়ের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। মনঃপ্রিয় শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ-প্রবাহিত হইলে এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে, সুধীসকল তাহা বিজয়ের মুখ বলিয়া থাকেন। কাক সংগ্রাম-প্রবিষ্ট পুরুষের বামভাগে থাকিলে এবং যিনি সমরে প্রবেশ করিবেন, তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে থাকিলে ইষ্ট-সাধন করে; আর পশ্চাৎভাগে থাকিলে, অর্থবাধ এবং অগ্রে থাকিলে প্রতিষেধ করিয়া থাকে।

হে যুধিষ্ঠির! প্রথমত মহতী চতুরঙ্গিনী সেনা সংগ্রহ করিয়া সাম-দ্বারা তাহা সংস্থাপন করিবে এবং তদনন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। হে ভারত! সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বা দৈব-বশত যে জয় হয়, সেই জয় জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পলায়মান মহতী চমূ জলবেগ এবং ত্রস্ত মহামৃগের ন্যায় দুর্নিবার্য্য। রুরু জঙ্ঘা-সদৃশ উদার সার-সমন্বিত ভগ্নশীলা মহতী চমূ বিদুষী হইলেও রণ-ভঙ্গ করিয়া থাকে, বিদ্যা থাকিলেই যে, রণ-ভঙ্গ করে না, এমন কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট নাই। পরস্পর পরিচিত, হৃষ্ট, ত্যক্ত-জীবিত, সুনিশ্চিত, পঞ্চাশত শূর পুরুষ সমরে বহু সংখ্যক শত্রু সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, সমরে কৃত-নিশ্চয় সৎকুল-সম্ভূত সম্মানিত পঞ্চ ষট্ বা সপ্ত জন শূর পুরুষ একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলে অনায়াসে বহুল শত্রু-সৈন্য জয় করিতে পারে। অন্য বিধ উপায়-সত্ত্বে কোন প্রকারে যুদ্ধ অভিলাষ করিবে না; কেন না সান্ত্ব, ভেদ ও দান এই সকলের পর যুদ্ধ বিহিত হইয়া থাকে। যেমন 'প্রজ্বলিত বজ্র হইতে বিদ্যুৎ কখন্ পতিত হইবে' এই ভয়ে ভীরু ব্যক্তি বাধ্য হয়, তদ্রূপ সেনা-মধ্যে ভয় প্রদর্শন করিয়া ভীরুদিগকে বাধ্য করিবে। শত্রু-সেনাকে সমরাভিমুখী জানিয়া যাহারা তাহাদিগের প্রতিগমন করে, বিজয়ার্থ সেই যোধগণের গাত্র সকল স্বিন্ন হইয়া থাকে। রাজন্! স্থাণু ও জঙ্গম-সহ বিষয় অর্থাৎ সমুদয় দেশ অস্ত্রতাপে ব্যথিত হয় এবং অস্ত্রতাপে তাপিত দেহীদিগের মজ্জা অবসন্ন হইয়া যায়! যাহারা শত্রু-কর্তৃক

পীড়িত হইয়া তাহাদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপে সন্ধি-বিধান করে, তাহাদের প্রতি ক্রূর-মিশ্রিত সান্ত্ব-ভাবে পুনঃপুন প্রণয় করা কর্ত্তব্য। অনন্তর, শত্রু-দিগের ভেদার্থ চর প্রেরণ করিবে; শত্রুদিগের মধ্যে যে প্রধান হইবে, রাজা তাহার সহিত সন্ধি করিবে। এইরূপ না হইলে, যাহাতে শত্রুর সহিত সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতা হয়, শত্রুদিগকে তাদৃশ পীড়ন করা অসাধ্য হইয়া উঠে।

হে পার্থ! ক্ষমা সাধু সকলের সমীপেই সর্ব্বদা সমাগম করেন, অসাধু লোকের নিকট কদাচ সমা-গত হয়েন না; অতএব ক্ষমা ও অক্ষমা উভয়ের প্রয়োজন অবগত হও। যে নৃপতি জয় লাভ করিয়া ক্ষমা অবলম্বন করেন, তাঁহার যশ বিশেষ-রূপে বর্দ্ধিত হয় এবং শত্রুসকল মহাঅপরাধ সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকে। দৈত্যবর শম্বর এইরূপ মত স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমত শত্রুকে সন্তপ্ত করিয়া পরে ক্ষমা করাই সাধু কার্য্য; যে-হেতু কুটিল বংশাদি দারুসকলকে সন্তপ্ত না করিয়া সরল করিলে তাহা পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! আচার্য্যেরা এই শম্বরমত এবং সাধু-নিদর্শন প্রশংসা করেন না, পরন্তু, তাঁহারা এই-রূপ কহেন যে, ক্রোধ এবং বিনাশ না করিয়া শত্রু-গণকে স্বপুত্রের ন্যায় পালন করা কর্ত্তব্য। রাজন্! রাজা উগ্র হইলে সকল প্রাণীই তাঁহাকে দ্বেষ করে এবং মৃদু হইলেও সকলে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; অতএব রাজা উগ্রতা ও মৃদুতা উভয়ই আচরণ করিবেন।

হে ভারত! শত্রুগণকে প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহার সময়ে প্রিয় বাক্য বলিবে এবং প্রহার করিয়া রোদন ও শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি কৃপা করিবে। আর আহত ও প্রহর্ত্তা পুরুষ-দিগকে গোপনে সম্মান-পূর্ব্বক এই কথা কহিবে যে, ‘মদীয় সৈন্যগণ সংগ্রামে শূর পুরুষদিগকে নিহত করিয়া আমার অতিশয় অনিষ্ট করিয়াছে, আমি বারম্বার তাহাদিগকে বলিয়াছি, তাহারা আমার বাক্য রক্ষা করে নাই। আহা!! সমরে অপরাঙ্মুখ সুপুরুষ অতি দুর্লভ, আমি তাহাদের জীবন আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, ঈদৃশ বধ অত্যন্ত অনুপযুক্ত হইয়াছে। যিনি সংগ্রামে এই শূরকে নিহত করিয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট করেন নাই, এই কথা কহিয়া গোপনে প্রহর্ত্তাদিগকে সম্মানিত করিবেন। জনসংগ্রহণেচ্ছু নরপতি হত ও প্রহর্ত্তা পুরুষদিগকে এইরূপ কহিয়া অপরাধী ব্যক্তিদিগের বাহু-যুগল গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি আক্রোশ করিবেন। হে ভারত! নির্ভয় ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি এইরূপে সকল অবস্থাতেই সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কার্য্য করিলে সকল প্রাণীরই প্রিয় হয়েন। ইচ্ছা-মত ভোগ করিতে পারেন এবং সকলেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অতএব যে রাজা পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষী হইবেন, তিনি অকপটে সকলকেই বিশ্বাসিত করিবেন এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

সেনা প্রাশস্ত্য-কথনে দ্ব্যধিক শততম
অধ্যায়॥ ১০২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! প্রবলপক্ষ রিপু মৃদু বা তীক্ষ্ণ হইলে নৃপতি প্রথমত তাহার সহিত কি প্রকার আচরণ করিবেন? তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! এমতস্থলেও পণ্ডিতেরা বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সম্বাদ-সম্বলিত পুরাতন ইতি-হাস বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। পর-বীরঘাতী সুররাজ শচীপতি বৃহস্পতিকে অভি-বাদন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-সহকারে নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি অতন্দ্রিত হইয়া অহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপে প্রবৃত্ত হইব এবং তাহাদিগের সমুচ্ছেদ না করিয়া কি উপায়ে তাহা-দিগকে দমন করিব? উভয় সৈন্য সংহত হইয়া

সংগ্রাম করিলে সাধারণের জয় হইয়া থাকে; অতএব আমি কি করিলে লক্ষ্মী লজ্জিতা ও সন্তপ্তা না হইয়া আমাকে পরিত্যাগ না করেন ?

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-কুশল প্রতিভাশালী রাজধর্ম্ম-বিধানবিৎ বৃহস্পতি সুরপতিকে কহিলেন, দেবরাজ! রাজা কলহ-দ্বারা কদাচ অহিত ব্যক্তি-দিগকে দমন করিতে অভিলাষ করিবেন না; কেন না, বালকেরাই অমর্ষ ও অক্ষমার সেবা করিয়া থাকে। শত্রু-বধাভিলাষী নৃপতি শত্রুদিগকে সাবধান করিবেন না, ক্রোধ, ভয় ও হর্ষ স্বীয় শরীরে সংগোপন করত তাহাদিগকে বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করি-বেন, তাহাদিগকে নিত্য প্রিয়-বাক্য কহিবেন; তাহাদের কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না, শুষ্ক বৈর হইতে বিরত হইবেন এবং মুখরতা পরিত্যাগ করিবেন। পুরন্দর! যেমন উপযুক্ত মাংসবিক্রেতা ব্যাধ পক্ষিরব-সদৃশ শব্দ করত বিহঙ্গ সকলকে বশীভূত করিয়া বধ করে, তদ্রূপ উপযুক্ত মহীপতি শত্রু-সকলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিবেন।

বাসব! নরপতি শত্রুদিগকে পরিভব করিয়া সতত সুখে শয়ন করিবেন না, দুষ্টাত্ম অমিত্রগণ উত্থিত সঙ্করাগ্নির ন্যায় সততই জাগরিত হইয়া থাকে। জয়ের নিশ্চয় না হইলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নয়, সুতরাং তাহাদের বিশ্বস্ত এবং প্রিয় হইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করত অর্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হই-বেন। শত্রুগণ উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিলেও স্বয়ং মনে মনে পরাজিত না হইয়া মহাত্মা মন্ত্রবিৎ অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিবেন, পরে শত্রুগণ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেই তৎকালে তাহা-দিগকে প্রহার করিবেন এবং আপ্তকারী পুরুষ-দ্বারা তাহাদের সেনা ও দণ্ড দূষিত করিবেন। নর-পতি শত্রুদিগের আদি, মধ্য ও অন্ত অবগত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে মনোমধ্যে বিষম-ভাব ধারণ করত, তাহাদিগের বলসকল প্রমাণানুসারে জানিয়া ভেদ, উৎকোচ প্রদান অথবা ঔষধ দ্বারা তাহাদিগকে দূষিত করিবেন; পরন্তু অরিদিগের সহিত কদাচ সংসর্গ করিতে অভিলাষ করিবেন না। শত্রুগণকে নিহত করিবার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিবেন, তাহারা যাহাতে বিশ্বাস লাভ করে, সেইরূপ কার্য্য করত বহুকাল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কাল ক্ষেপণ করিবেন। সমুদয় শত্রু বিনষ্ট না করিয়া তাহা-দিগকে বিজয় প্রদর্শন করিবেন।

হে দেবেন্দ্র! নৃপতি শত্রুর প্রতি শল্য নিক্ষেপ করিবেন না এবং বাক্যবাণ-দ্বারাও তাহাকে ক্ষত করিবেন না; শত্রুবধাভিলাষী পুরুষের শত্রু বিনা-শের কাল গত হইলে সে আর তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয় না; অতএব সময় উপস্থিত হইলেই নৃপতি শত্রুগণকে প্রহার করিবেন; কদাচ সময় অতিবা-হিত করিবেন না। যে কাল কালকাঙ্ক্ষি পুরুষকে অতিক্রম করে, কর্ম্মচিকীর্ষু পুরুষের পক্ষে পুনরায় সেই কাল লাভ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। অকালে শত্রু প্রাপ্ত হইলে নরপতি সাধু-সম্মত সামর্থ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবেন; পরন্তু, তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া স্বকার্য্য-সাধন বা তাহাদিগকে পীড়ন করিবেন না। উপযুক্ত মহী-পতি কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পুনঃপুন অহিতদিগের ছিদ্র অন্বেষণ করিবেন।

হে সুরোত্তম শত্রু! মৃদুতা, দণ্ড, আলস্য ও প্রমাদ এই চারিটি এবং মায়াসকল সুন্দররূপে বিহিত হইয়াছে, এই সকলই অবিচক্ষণ পুরুষকে অবসন্ন করিয়া থাকে। অতএব মহীপতি মৃদুতাদি উক্ত চারিটি গুণকে নিহত এবং মায়াসকলকে পরি-ত্যাগ করিতে পারিলে শত্রু-সংহারে সমর্থ হয়েন। নৃপতি একাকী গুপ্ত-মন্ত্র যতদূর গোপন করিতে সমর্থ হইবেন, ততদূরই গোপন করিবেন; কেন না, সচিব-সকল গুহ্য-মন্ত্র গোপন করে এবং পরস্পর প্রকাশও করিয়া থাকে। পরন্তু, একাকী মন্ত্রণা-

বিষয়ে একান্ত অসমর্থ হইলে অন্যের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। পরে শত্রু সকল অদৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ হইলে তাহাদের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড অভিচারাদি প্রয়োগ করিবেন, আর নিকটস্থ হইলে তাহাদের প্রতি চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়োগ করিবেন। রাজা প্রথমত অমিত্রগণের প্রতি ভেদ এবং সাম উভয়ই প্রয়োগ করিবেন, পরে সময় উপস্থিত হইলে সেই সেই শত্রুর প্রতি সেনা নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজা কালক্রমে বলবান্ শত্রুর নিকট প্রণত হইবেন; পরন্তু, শত্রু প্রমত্ত হইলে রাজা প্রমত্ত হইয়া তাহার বধ অনুসন্ধান করিবেন। মহীপতি প্রণিপাত, দান এবং মধুর-বচন-দ্বারা অমিত্রগণের তুষ্টি-সম্পাদন করিবেন, কিন্তু কদাচ তাহাদিগকে শঙ্কিত করিবেন না। যে সকল শত্রু শঙ্কিত হইয়াছে, রাজা তাদৃশ অমিত্রগণের স্থান বর্জ্জন করিবেন, তাহাদের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করিবেন না; যেহেতু তাহারা নিরাকৃত হইয়া নিয়তই সতর্ক থাকে।

হে সুরপতে! নিরাকৃত শত্রুসকলের দুষ্কর কার্য্য কিছুই নাই, এইরূপ কথিত আছে যে, বিবিধ বৃত্ত মানবগণের ঐশ্বর্য্যের ন্যায়, তাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার মিলিত হইবার যত্ন করিয়া থাকে; অতএব হে সুরোত্তম! মহীপতি মিত্র এবং অমিত্র বিশেষ করিয়া বিচার করিবেন। হে সুররাজ! রাজা মৃদু-স্বভাব হইলে প্রজাগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং উগ্র-স্বভাব হইলে তাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে; অতএব তুমি কেবল মৃদু বা উগ্র না হইয়া উগ্র এবং মৃদু উভয় ভাবই অবলম্বন কর। যেমন বেগশালি সলিল-দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে পরিপ্লুত তট নিয়ত বিদারণ করিলে তাহার বাধ হয়, তদ্রূপ নৃপতি প্রমত্ত হইলে তাঁহার রাজ্যের বাধ হইয়া থাকে।

হে পুরন্দর! নৃপতি সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ এই সকল উপায় এককালীন শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরন্তু, মেধাবী মহীপতি সমুদায় উপায় প্রয়োগে সমর্থ হইলেও তাহা না করিয়া শিষ্টদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি নিপুণ তাহার প্রতিই এই উপায় সকলের মধ্যে এক একটি বণ্টন করিয়া প্রয়োগ করিবেন। যখন হয় হস্তী ও রথ-সমূহে সমাকুল বহুল পদাতি ও যন্ত্র-দ্বারা পরিবৃত ষড়ঙ্গিনী সেনা অনুরক্ত হইবে এবং যৎকালে নৃপতি শত্রু অপেক্ষা আপনার বহুবিধ বৃদ্ধি বিবেচনা করিবেন, তখন বিচার না করিয়া প্রকাশ্যরূপে শত্রুসকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। শত্রুর প্রতি সাম উপায় প্রয়োগ প্রশস্ত নহে, অতএব মহীপতি তাহা না করিয়া তাহাদের প্রতি গুহ্যদণ্ড বিধান করিবেন; পরন্তু, মৃদু-দণ্ড, যুদ্ধার্থ যাত্রা, শস্যনাশ, বিষাদি-দ্বারা সলিল দূষণ ও পুনঃপুন প্রকৃতি বিচার করিবেন না। পরন্তু, তাহাদের প্রতি নানাবিধ মায়া, তাহাদিগের পরস্পর উত্থাপনাদি এবং যাহাতে আপনার অপযশ না হয়, তাদৃশ কপট বিধান করিবেন; পরে তাহারা স্বীয় পুর বা রাষ্ট্র-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আপ্ত পুরুষ সকলকে তাহাদিগের নিকটে রাখিবেন।

হে বলবৃত্র-সূদন! ভূপালসকল অমিত্রগণের অনুগামী হইয়া তাহাদিগের পুর এবং পুরস্থিত যাবতীয় ভোগ্যবস্তু জয় করত স্বীয় পুরে বিধি বিহিত নীতি-সংস্থাপিত করিবেন। রাজন্! নৃপতিগণ আমাদিগকে গূঢ়ধন প্রদান করিয়া স্বীয় ভোগ্যবস্তু সকলের সঙ্কোচ করত 'আমার অমাত্য সকল দুষ্ট ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর রাজার শরণাগত হইয়াছে' লোক নিকটে তাহাদের এইরূপ দোষ কীর্ত্তন করিয়া পরপুরে এবং পররাষ্ট্রে তাহাদিগকে নিযোজিত করিবেন। আর অপর শাস্ত্রবিৎ, সুসজ্জিত, শাস্ত্রবিধানদর্শী, সুশিক্ষিত এবং ভাষ্যকথা-বিশারদ অমাত্যগণ-দ্বারা শত্রুপুর-মধ্যে মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সংস্থাপিত করিবেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে দ্বিজ-সত্তম! দুষ্টের চিহ্ন কি? দুষ্টকে কি প্রকারে অবগত হইব, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন।

বৃহস্পতি বলিলেন, যে ব্যক্তি পরোক্ষে লোকের দোষ প্রকাশ করে, সদ্গুণ-সম্পন্ন মানবদিগের অসূয়া করে এবং পরে কাহারও গুণ কীর্ত্তন করিলে পরাঙ্মুখ হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে, তাহাকে দুষ্ট বিবেচনা করিবেন। যদিও দুষ্ট ব্যক্তি তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলে তাহার দুষ্টতার কারণ জ্ঞাত হইতে পারা যায় না; কিন্তু তৎকালে সে ব্যক্তি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ, ওষ্ঠ-সংদংশন, শিরঃ-কম্পন ও নিয়ত সংসর্গ করে এবং অসংসৃষ্ট হইয়া সম্ভাষণ করে, আর পরোক্ষে স্বীকৃত কার্য্য সম্পাদন করে না এবং অপরোক্ষ হইলে সেই বিষয়ের উল্লেখ করে না। স্বয়ং পৃথক্ আসিয়া ভোজনাদি করে এবং অদ্য ভোজনাদি যথাবিধি হয় নাই বলিয়া পরোক্ষে তাহার নিন্দা করিয়া থাকে; অতএব আসন, শয়ন এবং যানাদিতে দুষ্টদিগের অভিপ্রায় লক্ষ্য করিতে হইবে। রাজন্! যে ব্যক্তি আর্ত্ত পুরুষের নিকট আর্ত্ত হয় এবং প্রিয় ব্যক্তির প্রতি প্রীত হয়, তাহাকেই মিত্র বলিয়া জানিবেন, ইহার বিপরীত হইলেই শত্রুর লক্ষণ বিবেচনা করিবেন। হে ত্রিদশনাথ! আমি আপনাকে এই সমস্ত লক্ষণ যেরূপ কহিলাম, তাহা বিশেষ করিয়া বোধ করিবেন, দুষ্ট পুরুষদিগের স্বভাব অতীব বলবত্তর। হে সুরসত্তম! মদুক্ত এই দুষ্টের বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ইহার যথাবৎ তত্ত্ব অবগত হউন।

ভীষ্ম কহিলেন, পুরন্দর বৃহস্পতির তাদৃশ বচনানুসারে শত্রু নিবর্হণে রত হইয়া বিজয়ার্থ তদ্রূপ আচরণ করত শত্রুসকলকে বশীকৃত করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র-বৃহস্পতি-সংবাদে ত্র্যধিক শততম অধ্যায়॥ ১০৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! ধার্ম্মিক নৃপতি অমাত্যগণ-কর্ত্তৃক প্রবাধিত কোষ ও দণ্ড হইতে চ্যুত এবং অর্থ লাভে অসমর্থ হইয়া সুখাভিলাষী হইলে, কিরূপ আচরণ করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! এমতস্থলে পণ্ডিতেরা ক্ষেমদর্শী নরপতির যে ইতিহাস বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে নৃপসুত ক্ষেমদর্শী শত্রু-কর্ত্তৃক ক্ষীণবল এবং ঘোরতর আপদে পতিত হইয়া কালকবৃক্ষীয় মুনির নিকট আগমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

ক্ষেমদর্শী নরপতি কালক-বৃক্ষীয় মুনিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! মাদৃশ অর্থভাগী পুরুষ অর্থ লাভে বারংবার যত্নবান্ হইয়া রাজ্য লাভ করিতে না পারিলে কিরূপ আচরণ করিবেন? হে সত্তম! মাদৃশ পুরুষের মরণ, চৈন্য, পর সংশ্রয় এবং ক্ষুদ্রাচার ব্যতীত যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে বলুন। ভবাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ পুরুষই শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিযুক্ত মনুষ্যের আশ্রয় হইয়া থাকেন। পুরুষ বিষয়-ভোগে বিরত হইয়া শক্তি ও প্রীতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বুদ্ধিময় বসু লাভ করিলে সুখ ভোগে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা সুখকে অর্থায়ত্ত বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি অনুশোচনা করিয়া থাকি; যেহেতু স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় আমার বহুল অর্থ নষ্ট হইয়াছে। আহা!! আমরা যখন এই অবিদ্যমান ধনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারি না, তখন যাঁহারা বিদ্যমান বিপুল অর্থ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা কতই না কঠিন কর্ম্ম করিতে পারেন। ব্রহ্মন্! আমি শ্রী ভ্রষ্ট হইয়া অতিশয় আর্ত্ত দীন ও ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে সুখ লাভ হয়, তাহাই আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

মহাদ্যুতি কালক-বৃক্ষীয় মুনি রাজ-নন্দন ধীমান্ কৌশল্য ক্ষেমদর্শী-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া

কহিলেন, রাজন্! যদ্যপি আপনি 'আমি এবং আমার যে কিছু বস্তু বিদ্যমান আছে, এই সমস্তই অনিত্য' এইরূপ জানিতে পারিয়াছেন; তবে পূর্ব্বেই আপনার এইরূপ জ্ঞান করা উচিত ছিল। আপনি যে সমস্ত বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন, সে সকল নাই এইরূপ বোধ করুন; কেন না, প্রাজ্ঞ পুরুষ এইরূপ জ্ঞান করিলে অতিশয় আপদাপন্ন হইয়াও ব্যথিত হয়েন না। যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইবে, সে সকল আর হইবে না, এইরূপে আপনি বেদ্য-বিষয় বিদিত হইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বতন রাজাদিগের যে সমস্ত ধনাদি ছিল এবং পরে পরে যাহাও ছিল, তোমার সে সকল কিছুই নাই; অতএব সে সকল বিষয়ে মমতা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন, কোন্ পুরুষ ইহা জানিয়া জীর্ণ হয়? যাহা হইয়াছে, তাহা পুনরায় হয় না, যাহা না হইয়াছে, তাহাই হইয়া থাকে, শোকার্ত্ত পুরুষে ধন উপার্জ্জনের সামর্থ্য থাকে না, অতএব আপনি কোনপ্রকারে শোক করিবেন না। মহারাজ! দেখুন, আপনার পিতা ও পিতামহ অদ্য কোথায়? অদ্য আপনি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন-না এবং তাঁহারাও আপনাকে দেখিতে পাইতেছেন-না। আপনি আপনার দেহের অনিত্যতা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত কেন অনুশোচনা করিতেছেন? বুদ্ধি-দ্বারা ইহা বিবেচনা করিবেন যে, কোন বিষয়ই নিত্য হইবে না।

হে নৃপতে! আমি আপনি এবং আপনার সুহৃদ্গণ, নিশ্চয়ই আমরা কেহই থাকিব না, সকলেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইব এবং বস্তু সকলও বিনষ্ট হইবে। যে সমস্ত মানব বিংশ বা ত্রিংশৎ বর্ষ জীবিত আছেন, শতবর্ষ মধ্যে সকলকেই মরিতে হইবে। যদ্যপি পুরুষ মহৎ বৃত্ত হইতে নিবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে ইহা আমার নয়, এইরূপ মনে করিয়া আপনার ইষ্টসাধন করিবেন। লোকে যে অনাগত ও অতীত বস্তুকে আমার নয় বলিয়া জ্ঞান করেন এবং ভাগ্যকেই বলবত্তর বলিয়া মনে করেন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই নির্ম্মমতা ও সাধুদিগের স্থান কহিয়া থাকেন। ভবাদৃশ অনাঢ্য ও বুদ্ধিপৌরুষ-সম্পন্ন অধিকতর মানব জীবিত থাকেন এবং রাজ্যও শাসন করিয়া থাকেন। পরন্তু, আপনার ন্যায় তাঁহারা শোক করেন না, অতএব আপনিও শোক করিবেন না। আপনি কি সেই বুদ্ধি ও পৌরুষ-সম্পন্ন পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহাদের তুল্য নহেন?

রাজা কহিলেন, হে দ্বিজ! যদৃচ্ছা-বশত যে সকল বস্তু লব্ধ হয়, তাহাই আমি রাজ্য বোধ করিয়া থাকি এবং সেই সকলই মহাকাল-কর্ত্তৃক হৃত হইয়া থাকে। অতএব হে তপোধন! আমি যথালব্ধ ধন-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করত স্রোতের ন্যায় মহাকাল-কর্ত্তৃক ভ্রিয়মাণ সেই রাজ্যের এই ফল দেখিতেছি যে, যদৃচ্ছালব্ধ রাজ্যাদির নাশ হইলে, জীবন নষ্ট না হইয়া কেবল শোক-বর্দ্ধিত হইয়া থাকে

মুনি বলিলেন, হে কৌশল্য! মানবগণ যেমন অনাগত ও অতীত বস্তুর যথাতথরূপে নিশ্চয় করিয়া সকল অর্থে অনুশোচনা করেন না, আপনিও সেইরূপ হউন। রাজন্! আপনি প্রাপ্য অর্থেরই কামনা করিবেন, অপ্রাপ্য অর্থে কদাচ কামনা করিবেন না এবং প্রত্যুৎপন্ন বিষয়ের অনুভব করিবেন, আর অনাগত বিষয়ে শোক করিবেন না। হে কৌশল্য! আপনি যথালব্ধ ধন দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিবেন, শ্রী-বিহীন হইলে শোকার্ত্ত হইয়া কদাচ বিশুদ্ধ-স্বভাব হইতে বিচলিত হইবেন না। পুরুষ প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে ভাগ্যহীন ও দুর্ম্মতি হইয়া নিয়ত বিধাতাকে নিন্দা করে এবং যথালব্ধ ধন-দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না। আর এই কারণেই অন্য ম্লেচ্ছাদি শ্রীমান্ জনগণকেও সম্মান করিয়া বারম্বার এতাদৃশ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। অতএব

রাজন্! যেমন পুরুষাভিমানী মানবগণ ঈর্ষা ও অভিমান-বশত অন্যের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, আপনি মৎসর-সম্পন্ন হইয়া সেরূপ করিবেন না। যদ্যপি আপনাতে সেই শ্রী বিদ্যমান না থাকেন, তাহা হইলেও আপনি অন্যের শ্রী সহ্য করিবেন, কদাচ দ্বেষ করিবেন না; কেন না, যে মানব মৎসরী হইয়া লোকের শ্রীর প্রতি দ্বেষ করে, লক্ষ্মী তাহার নিকট হইতে পলায়ন করেন, আর যে মানব নির্ম্মৎসর হয়, সে ব্যক্তি শত্রু-নিকটস্থ লক্ষ্মীকেও সতত ভোগ করিয়া থাকে। যোগ-ধর্ম্মবিদ্ ধীর ধর্ম্মচারী মানবগণ শ্রী পুত্র ও পৌত্রদিগকে স্বয়ংই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অপর প্রাকৃত পুরুষেরা বিধিৎসা অর্থাৎ কার্য্য সকলের অনুপরম এবং ধন এই উভয়কে অস্থির এবং পরম-দুর্লভ বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করে। পরন্তু, আপনি প্রাজ্ঞ হইয়াও অকাম্য পরাধীন অস্থির অর্থ-সমূহ কামনা করত কেবল কৃপণের ন্যায় অনর্থ পরিতপ্ত হইতেছেন। অতএব আপনি সেই বুদ্ধি অবগত হইবার অভিলাষী হইয়া এই অর্থ সকল পরিত্যাগ করুন; যেহেতু অর্থ সকল অনর্থরূপী হইয়া অর্থরূপে ভাসমান হইতেছে। রাজন্! কোন কোন লোকদিগের অর্থের নিমিত্তই ধননাশ হয়, কেহ বা তাহা অনন্ত সুখকর মনে করিয়া সম্পূর্ণরূপে শ্রীলাভ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রী-দ্বারা রমমাণ হইয়া অন্য কিছুই শ্রেয় জ্ঞান না করে, সেই চেষ্টমান পুরুষের সকল কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া যায়।

হে কৌশল্য! যদি কোন পুরুষের অভিপ্রেত কৃচ্ছ্রলব্ধ ধন নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষ ভগ্নাশ হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সৎকুল-জাত মানবগণ পারলৌকিক সুখ ইচ্ছা করত লৌকিক কার্য্য হইতে বিরত হইয়া কেবল ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকেন। ধনলোভ-পরায়ণ জনগণ ধনের নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগ করে, এমন কি তাহারা ধন ভিন্ন জীবনকেও কার্য্যকারী বিবেচনা করে না। প্রত্যুত তাহাদের এই প্রকার কৃপণতা ও নির্বুদ্ধিতা দেখুন যে, তাহারা মোহের বশীভূত হইয়া অনিত্য জীবনে অর্থদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ বিনাশাবসান সঞ্চয়, মরণাবসান জীবন এবং বিয়োগান্ত সংযোগ এই সকলের প্রতি মনোনিবেশ করেন না। রাজন্! কখন পুরুষ ধনকে কখন বা, ধন পুরুষকে অবশ্য পরিহার করে; অতএব যিনি তাহা বিশেষ রূপে বিদিত হয়েন, তিনি তদ্বিষয়ে কদাচ জীর্ণ হয়েন না, যেহেতু এইরূপ অন্যেরও সুহৃৎ ও ধন নষ্ট হইয়া থাকে।

রাজন্! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, মনুষ্যগণ স্বীয় এবং পরকীয় বুদ্ধিতে আপদে পতিত হয়, অতএব আপনি তাহা বিশেষ সন্দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ, মনোনিয়মন এবং বাক্য-সংযমন করুন; যেহেতু অহিতকারী ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য ইহারা দুর্ব্বল এবং সন্নিকৃষ্ট বিষয়ে আসক্ত হইলে কেহই ইহাদিগকে প্রতিষেধ করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু, বিষয় সন্নিকৃষ্ট হইলেই ইহারা স্বয়ং প্রতিষিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ভবাদৃশ প্রজ্ঞান-তৃপ্ত বিক্রান্ত পুরুষ ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ে অনুশোচনা করেন না। অপিচ, ভবাদৃশ মৃদু, দান্ত, সুনিশ্চিত ও ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন মানবগণ অল্প বিষয়ের বাসনায় চঞ্চল হয়েন না এবং তজ্জন্য অনুশোচনা করেন না, আর তাঁহারা অবিবেচনা-পূর্ব্বক কাপালীবৃত্তি এবং নৃশংস, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট ও কাপুরুষোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। অতএব রাজন্! আপনি বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ-পূর্ব্বক মহারণ্যে ফল মূল-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত একাকী বিহার করুন। যেমন ঈর্ষাসম দশন-সম্পন্ন দন্তী মহারণ্যে একাকী বিহার করে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি অরণ্য-মধ্যে আরণ্যবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে একাকী বিহার

করিবেন। যেমন মহাহ্রদ সম্যক্ রূপে ক্ষুভিত হইয়া স্বয়ংই প্রসন্ন হয়, তদ্রূপ কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষুভিত হইয়া স্বয়ংই প্রসন্ন হইবেন; আমি এতাদৃশ অবস্থাপন্ন পুরুষের এইরূপে জীবিত থাকাই সুখ বিবেচনা করি। মহারাজ! সচিবাদি বিহীন মানবের শ্রী অসম্ভব এবং কেবল দৈবের প্রতি নির্ভর করিলে আপনি কি শ্রেয় হইবে জ্ঞান করেন?

কালকবৃক্ষীয়ে চতুরধিক শততম
অধ্যায়। ১০৪।

অনন্তর, মুনি বলিলেন, রাজন্! যদি আপনি নিজ দেহে কিঞ্চিৎ পৌরুষ আছে এইরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে যাহাতে আপনার পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ হয়, আমি আপনাকে তাদৃশ নীতি বলিতেছি; আপনি যদি সেই নীতি অনুষ্ঠান করিতে এবং সেইমত কার্য্য করিতে আপনাকে সমর্থ বোধ করেন, তবে আমি আপনাকে যে সকল যথার্থ কথা বলিব, তাহা আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। রাজন্! আমি যাহা বলিব, যদি আপনি সেইরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই সেই মহান্ অর্থ সকল, রাজ্য, রাজ্যের মন্ত্র এবং মহতী শ্রী পুনরায় লাভ করিবেন; অতএব আমি আপনাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, ইহা আপনার অভিপ্রেত হইতেছে কি না, তাহা আমাকে বলুন।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমি পৌরুষ-সম্পন্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে যে, নীতি বলিব বলিলেন, তাহা বলুন; আপনার সহিত আমার এই সমাগম সফল হউক।

মুনি বলিলেন, আপনি দম্ভ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় পরিহার করিয়া কৃতাঞ্জলিসহকারে প্রণত হইয়া অমিত্রগণকে সেবা করুন। আপনি সেই সত্যসঙ্গর বিদেহরাজকে বিশুদ্ধ উত্তম কর্ম্ম-দ্বারা আরাধনা করুন, তাহা হইলেই তিনি আপনাকে বেতন-স্বরূপ বিত্ত প্রদান করিবেন। এইরূপে ক্রমে সকলের বিশ্বাসভাজন হইলে আপনি বিদেহরাজের বাহু-স্বরূপ হইবেন, পরে উৎসাহ-সম্পন্ন ব্যসন-বিহীন বিশুদ্ধ-স্বভাব সহায়-সকলকে লাভ করিতে পারিবেন। নীতিশাস্ত্রানুসারী, সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় বিদেহরাজ প্রজাগণকে প্রসাদিত করিয়া আপনি স্বয়ং উদ্ধার হয়েন। শ্রীমান্ ধৈর্য্যশালী সেই বিদেহরাজ-কর্ত্তৃক আপনি সৎকৃত হইলে সকলের বিশ্বাসপাত্র হইয়া অতিশয় সমাদরণীয় হইবেন। তদনন্তর, আপনি সুহৃৎ বল লাভ করিয়া সুমন্ত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করত বিল্-দ্বারা বিল্ভেদের ন্যায় শত্রুপক্ষীয় আন্তরিক পুরুষ-দ্বারা শত্রুগণের ভেদ অথবা শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিয়া বিদেহরাজের বল সকল বিনাশ করিবেন। বিশুদ্ধভাবাপন্ন মানব, স্ত্রী এবং আচ্ছাদন বস্ত্র, শয্যা, আসন, মহামূল্য যান, গৃহ, পক্ষী, পশু, গন্ধ, রস ও ফল-প্রভৃতি যে সকল বস্তু অলভ্য, আপনি সেই সকল বিষয় এইরূপে সুসজ্জিত করাইবেন যে, যেন তাহাতে শত্রুসকল স্বয়ংই বিনষ্ট হয়। রাজন্! আপনি সুনীতি অভিলাষী, শত্রুগণ যদি আপনা-কর্ত্তৃক এই সকল বিষয়ে প্রতিষিদ্ধ হইয়া তাহা উপেক্ষা করে, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে কদাচ বিবৃত করিবেন না।

হে রাজেন্দ্র! আপনি প্রাজ্ঞগণের সম্মত হইয়া অমিত্রদিগের বিষয়ে বিহার করুন্ এবং নিয়ত জাগরুকত্ব ও ভয়চকিতত্ব প্রভৃতি শ্বেতকাকীয় উপায়-দ্বারা মিত্রধর্ম্ম ভজনা করুন। আপনি এতাদৃশ উপায় অনুসারে বিদেহরাজের দুশ্চর মহান্ আরম্ভ সকল প্রযোজিত করুন এবং বলবান্ সৈন্য-দ্বারা নদীর ন্যায় বিরোধ সকলকে বিশেষ রূপে রোধ করুন, আর বিদেহরাজের উদ্যান, মহামূল্য শয়ন, আসন এবং কোষ এই সকল আপনি সুখে ভোগ করিয়া তাঁহার কোষ শূন্য করুন। আপনি ব্রাহ্মণ-

গণকে বিদেহরাজের উদ্দেশে যজ্ঞ এবং দানাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ আপনার মঙ্গলার্থ কহিবেন; তাহা হইলেই তাঁহারা বৃকের ন্যায় তাঁহাকে ভক্ষণ করত আপনার মঙ্গল করিবেন। পুণ্যশীল পুরুষ নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন, এমন কি, তাঁহারা স্বর্গ-মধ্যেও পুণ্যতম স্থান লাভ করিয়া থাকেন।

হে কৌশল্য! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-দ্বারা অমিত্রগণের কোষ ক্ষয় করিতে পারিলে তাহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-প্রসক্ত পুরুষের বশীভূত হইয়া থাকে। রাজন্! অমিত্রগণ স্বর্গ ও জয়-দ্বারাই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; অতএব আপনি তাঁহার স্বর্গ ও জয়ের মূল কোষ বিশেষ করিয়া উচ্ছেদ করিবেন। পরন্তু, মানুষকর্ম্ম ও দৈবকর্ম্ম জয়াদি তাঁহার নিকট বর্ণন করিবেন। দৈবপরায়ণ মানব শীঘ্রই বিনষ্ট হয়েন ইহা নিশ্চয় আছে; অতএব আপনি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান-স্বরূপ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ-দ্বারা যাগ করাইয়া রাজ্য হইতে বিযুক্ত করুন, তাহাতেই তিনি সিদ্ধার্থ হইয়া গমন করিবেন। অতএব আপনি সেই বিদেহ-রাজকে যোগ-ধর্ম্মবিৎ মহাজনের পীড়ার বৃত্তান্ত নিবেদন করুন এবং কিঞ্চিৎ পুণ্য উপদেশ প্রদান করুন। তিনি কোন প্রকারে মহাজনদিগের পীড়া-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেই রাজ্য ত্যাগ করিবেন; অতএব আপনি সর্ব্বশক্রবিনাশী সিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ-দ্বারা তাঁহার নাগ, অশ্ব এবং মনুষ্য সকলকে নিপাতিত করাইবেন। রাজন্! এবম্বিধ এবং অন্য বহুবিধ দম্ভযোগ নিশ্চিত আছে, কৃতাত্মা পুরুষ বিষ-প্রয়োগ-দ্বারা সকলকেই নিহত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কালকবৃক্ষীয়ে পঞ্চাধিক শততম
অধ্যায়॥ ১০৫॥

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কপট এবং দম্ভ-দ্বারা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না এবং অধর্ম্ম-যুক্ত সুমহৎ অর্থও আকাঙ্ক্ষা করি না। ভগবন্! কপটতা এবং দম্ভ থাকিলে কেহ আমাকে শঙ্কা করিবে—বলিয়া এবং তদ্দ্বারা আমার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমি অগ্রেই ইহা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহলোকে আনৃশংস্য ধর্ম্ম-দ্বারা জীবিত থাকিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব আমি এইরূপ আচরণ করিতে পারিব না; আর আপনাতেও ইহা উপপন্ন হওয়া উপযুক্ত নহে।

মুনি বলিলেন, রাজন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহাতে আপনাকে প্রকৃতিস্থ ও বুদ্ধিস্থ এবং আনৃশংস্য ধর্ম্ম-যুক্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি আপনাদের উভয়েরই মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করিব এবং আপনার সহিত বিদেহ-রাজের যাহাতে শাশ্বত কাল অক্ষয়-সন্ধি হয়, তাহা বিধান করিব। মহারাজ! ভবাদৃশ সৎকুল-সম্ভূত বহুশ্রুত অনৃশংস্য রাজ্য-প্রণয়ন-কুশল পুরুষকে প্রাপ্ত হইলে কোন্ নৃপতি অমাত্যপদে নিযুক্ত না করেন? আপনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করত রাজ্যচ্যুত ও অতিশয় বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও যখন আনৃশংস্য বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাত! সত্য-সঙ্গর বিদেহরাজ আমার গৃহে আগমন করিবেন, আমি তাঁহাকে যাহাতে নিযুক্ত করিব; তিনি তাহাই করিবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

অনন্তর, মুনিবর বিদেহ-রাজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এই ক্ষেমদর্শী রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি ইহাঁর অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাঁর চিত্ত আদর্শ ও শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ; আমি ইহাঁর অন্তঃকরণে কিছুমাত্র কুটিলতা দেখিতেছি না। অতএব ইহাঁর সহিত আপনার সন্ধি হউক; আপনি আমাকে যেরূপ বিশ্বাস করেন, তদ্রূপ ইহাঁকেও বিশ্বাস করুন। রাজন্! যে রাজার অমাত্য নাই, তিনি রাজ্যকে

তিন দিনও স্বীয় শাসনে রাখিতে পারেন না, অতএব নৃপতি শৌর্য্য ও বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবকে অমাত্য করিবেন; দেখুন, শৌর্য্য এবং বুদ্ধিবলেই উভয়লোক এবং রাজ্যের প্রয়োজন-সাধন হইয়া থাকে। ধর্ম্মাত্মা মানবদিগের ঈদৃশ অন্য-গতি কোথাও নাই; এই রাজপুত্র ক্ষেমদর্শী অতিশয় ধার্ম্মিক, বিশেষত ইনি সাধুদিগের পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই ধার্ম্মিক রাজপুত্রকে আপনি সংগ্রহ করিয়া সম্যক্‌রূপে সেবা করিলে ইনি আপনার শত্রুগণকে নিগ্রহ করিবেন। যদি ইনি পিতৃ পৈতামহ-পদের নিমিত্ত সমরে জিগীষমাণ হইয়া আপনার সহিত ক্ষত্রিয়দিগের স্বকার্য্য সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আপনিও বিজিগীষু-ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক ইহাঁর সহিত সংগ্রাম করিবেন; পরন্তু, তাহা না করিয়া আমার আদেশানুসারে হিতৈষী হইয়া ইহাঁকে বশীভূত করুন। আপনি ধর্ম্মদর্শী হইয়া ভবাদৃশ জনগণের অনুচিত লোভ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করুন; কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বধর্ম্ম পরিহার করা আপনার উচিত হয় না। তাত! এক ব্যক্তির নিয়ত জয় এবং এক ব্যক্তির নিয়তই পরাজয় হয় না, জয় পরাজয় উভয়ই হইয়া থাকে; অতএব ভোগ্যবস্তু-দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য। হে তাত! জয় এবং পরাজয় উভয়ই আপনাতে দেখিতে পাওয়া যায়, নিঃশেষকারিদিগের নিঃশেষ করণ-নিবন্ধন ভয় হইয়া থাকে।

বিদেহরাজ-জনক কালক-বৃক্ষীয়-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পূজনীয় ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ সেই কালক-বৃক্ষীয় মুনিকে সৎকার ও সম্মান করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাশ্রুত, অতএব আপনি আমাদের উভয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাকে যাহা কহিলেন তাহাই যোগ্য। আপনি আমাকে যে যেরূপ কহিলেন, আমি তাহা সেইরূপই করিব; যেহেতু আমি ইহা পরম শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি, এবিষয়ে আর আমি কিছুমাত্র বিচার করিব না। পরে মিথিলা-রাজ জনক কৌশল্য ক্ষেমদর্শীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে পার্থিবসত্তম! আমি ধর্ম্ম এবং নীতি-দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছি, পরন্তু, আপনি আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া নিজগুণ-দ্বারা আমাকে জয় করিলেন; অতএব আপনি জয়ীর ন্যায় বিরাজ করুন। যদিও আমি আপনাকে জয় করিয়াছি, তথাপি আপনার বুদ্ধি ও পৌরুষকে অবজ্ঞা করিতে পারিতেছি না; অতএব আপনি জয়ীর ন্যায় বিদ্যমান থাকুন। রাজন্! এক্ষণে আপনি যথাবৎ পূজিত হইয়া আমার গৃহে চলুন।

অনন্তর, মিথিলারাজ-জনক ও কৌশল্য উভয়ে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মুনিকে পূজা করত বিশ্বস্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে বিদেহরাজ কৌশল্যকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপর্ক-দ্বারা পূজা করত তাঁহাকে কন্যা ও বিবিধ রত্ন দান করিলেন। রাজাদিগের ইহাই পরম-ধর্ম্ম, জয় এবং পরাজয় অনিত্য জানিবে।

কালক-বৃক্ষীয়ে ষড়ধিক শততম অধ্যায়॥ ১০৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্মবৃত্ত, সাধারণ ব্যবহার, জীবনোপায় এবং ফল, রাজাদিগের ব্যবহার, কোষ, কোষ-সঞ্চনন, জয়, অমাত্যগণের গুণ ব্যবহার, প্রকৃতি-বর্দ্ধন, ষাড়্‌গুণ্যের গুণকল্পনা, সেনাগণের ব্যবহার, সৎ এবং অসৎ পুরুষ সকলের লক্ষণ-পরিজ্ঞান, সমকক্ষ হীনকক্ষ অধিককক্ষ ব্যক্তিদিগের যথাবৎ লক্ষণ, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগের তুষ্টি জন্য বর্দ্ধমান মনুষ্যকে যেরূপে থাকিতে হয়, ক্ষীণ মানবের গ্রহণ এবং জীবিকা, উপদেশাত্মক সুগম গ্রন্থ-দ্বারা যেরূপে ধর্ম্ম-কীর্ত্তিত হইয়াছে, আপনি বিজিগীষু পুরুষের যেপ্রকার ব্যবহার কহিয়াছেন, সেই ব্যবহার, শূরগণের বৃত্তি, শূরগণ বিভিন্ন না হইয়া

যে প্রকারে বর্দ্ধিত হয়, তাহারা শত্রুদিগকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া যেরূপে সুহৃদ্গণকে লাভ করে, হে শত্রুতাপন! আমি বোধ করিতেছি যে, শূরগণের পরস্পর ভেদই বিনাশের কারণ, অতএব তাহাদের যাহাতে ভেদ না হয় এবং বহুলোকের নিকট মন্ত্র-সম্বরণ অতি দুঃখকর, তাহা যে প্রকারে করিতে হয়, এই সকলের উপায় আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি এই সকলের বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরত-সত্তম! রাজ-কুল ও গণ অর্থাৎ শূরকুল এই উভয় কুল বৈর-সন্দীপক এবং লোভ ও অমর্ষ-বশতাপন্ন। রাজা লোভ প্রার্থনা করিলে শূরগণ অমর্ষ প্রার্থনা করে, সুতরাং উভয় কুল ক্ষয় ও ব্যয়-সংযুক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিনাশক হইয়া থাকে। তাহারা চার, মন্ত্র, বল, আদান, সাম, দান, ভেদ, ক্ষয়, ব্যয় এবং ভয়-প্রভৃতি এই সকল উপায়-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে এক-মতানুসারী শূরগণের আদান-দ্বারা ভেদ হয়, তাহারা ভিন্ন হইলেই পরস্পর চিত্তের অনৈক্য-বশত সকলে ভীত হইয়া অরিকুলের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। রাজন্! যখন শূরগণ বিভিন্ন হইলেই বিনষ্ট এবং শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তখন তাহাদের সর্ব্বদা একমতে থাকিতে সম্পূর্ণরূপে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শূরগণের বল এবং পৌরুষ একযোগে থাকিলে, তাহারা অর্থ লাভে সমর্থ হইতে পারে, এমন কি, তাহাদিগের বৃত্তি একরূপ হইলে ভিন্ন-মতাবলম্বী শূরগণও তাহাদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধন করে। যে শূরগণ পরস্পর শুশ্রূষা করে, জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষিগণ তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন; কেন না, তাহাদিগের অভিসন্ধি পৃথক্ না হইলেই তাহারা সম্পূর্ণরূপে সুখভোগ করিতে পারে। যে শূরগণ ধর্ম্ম ব্য[illegible] সকল শাস্ত্রানুসারে সংস্থাপন করত তাহার প্রতি যথাবৎ দৃষ্টি রাখে, তাহারা গণ-মধ্যে উৎকৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শূরগণ পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধ-কার্য্যে বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া সেই শিক্ষিত পুত্র এবং ভ্রাতৃগণকে গ্রহণ করিলে তাহারা সর্ব্বগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে মহাবাহো! যে সকল শূর চার, মন্ত্র, বিধান এবং কোষ-সমূহে নিত্যনিরত থাকে, তাহারাই সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হয়।

হে নৃপ! যে সমস্ত শূর প্রাজ্ঞ, মহান্ উৎসাহ-সম্পন্ন এবং কর্ম্মে স্থিরপৌরুষ শূরগণকে সর্ব্বদা সম্মানিত করে, তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত শূর দ্রব্যবান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্র-পারগ, তাহারা কষ্টকর ঘোরতর আপদে বিমোহিত মানবগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হে ভরত-সত্তম! ক্রোধ, ভেদ, ভয়, দণ্ড, কর্ষণ, নিগ্রহ এবং বধ এই সমস্ত শূরগণকে সদ্য শত্রুর বশতাপন্ন করিয়া থাকে। অতএব হে পার্থিব! সেই গণমুখ্য প্রধান শূরগণকে বিশেষ করিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য; কেন না, সমুদয় লোকযাত্রাই সেই শূরগণের সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইয়া থাকে। হে অমিত্রকর্ষণ ভারত! প্রধান শূরগণেরাই চার এবং মন্ত্র রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারাই মন্ত্রণা শুনিতে পাইবে; পরন্তু, সমুদয় শূর মন্ত্রণা শুনিতে পাইবে না। যাহারা গণ-মধ্যে প্রধান, তাহারা সকলের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে গণের হিত করিয়া থাকে; পরন্তু, গণ পৃথক্ ভিন্ন ও বিতত হইলে তাহার বিপরীত হয়। এমন কি, স্বীয় শক্তির অনুষ্ঠানকারিগণের ভেদ হইলে অর্থ সকল অবসন্ন এবং অনর্থ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব কুলবৃদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রধানগণের নিকট হইতে নিকৃষ্টগণকে সত্বর দূরীকৃত করিবেন, তাহারা উপেক্ষিত হইলে নিয়ত কুলে কলহ করে এবং গণ-ভেদের হেতুভূত হইয়া গোত্র নাশ করিয়া থাকে। অতএব রাজন্! অভ্যন্তর ভয়কে সযত্নে রক্ষা করিয়া অসার বাহ্য ভয়কে

ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু আভ্যন্তর ভয়ই সদ্য মূলচ্ছেদন করিয়া থাকে। রাজন্! অকস্মাৎ ক্রোধ মোহ এবং স্বভাবজ লোভ-বশত পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ না করিলে তাহাই পরাভবের লক্ষণ বলিয়া বোধ করিবেন। সকলে শৌর্য্য, বুদ্ধি, রূপ বা ধনে তুল্য হউক, বা না হউক, জাতি এবং কুলে সমান হইবে। রিপুগণ প্রধানের ভেদ করিতে পারিলেই গণ-ভেদ করিতে পারে, অতএব পাণ্ডতেরা গণ-সংঘাতকে পরম আশ্রয় কহিয়া থাকেন।

গণ-বৃত্তে সপ্তাধিক শততম অধ্যায়॥ ১০৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভারত! এই ধর্ম্ম-মার্গ অতি মহান্ এবং বহুশাখা-সমন্বিত এই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম অতিশয় অনুষ্ঠেয় বলিয়া আপনকার সম্মত? সমুদয় ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং গুরুতর বলিয়া আপনার অভিমত, আমি ইহ পরলোকে যে পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিব, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, পিতা মাতা ও গুরুজনের পূজা করা আমার বহুমত, মনুষ্য ইহলোকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, সমস্ত লোক জয় করত সুমহৎ যশস্বী হয়েন। হে তাত যুধিষ্ঠির! সুপূজিত পিতা মাতা ও গুরুগণ যে কর্ম্ম করিতে অনুমতি করিবেন, তাহা ধর্ম্মাই হউক অথবা ধর্ম্ম বিরুদ্ধই হউক, অবিচলিত-চিত্তে তাহাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অননুজ্ঞাত হইয়া অন্য ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। তাঁহারা যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয় জানিবে। পিতা, মাতা ও গুরু এই তিন জনই লোকত্রয়-স্বরূপ; ইহাঁরাই আশ্রয়-ত্রয় বেদ-ত্রয় ও অগ্নিত্রয়-স্বরূপ; পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং গুরু আহবনীয় অগ্নি, এই অগ্নি-ত্রয় অতিশয় গুরুতম। পিতা, মাতা ও গুরু এই তিন জনের নিকটে অপ্রমত্ত থাকিলে লোক-ত্রয় জয় করিবে, পিতৃ-পূজা-দ্বারা ইহলোক, মাতৃ-পূজা-দ্বারা পরলোক এবং গুরু-পূজা-দ্বারা অবশ্যই ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইবে।

হে ভারত! ত্রিলোক-মধ্যে এই সকলের প্রতি সম্যক্‌রূপে সম্মান করিবে, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সুমহৎ যশ ও ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবে। পিতা, মাতা ও গুরুর নিকটে কদাচ ভোগ বা কার্য্যবিষয়ে আপনার আধিক্য প্রদর্শন অতিভোজন ও দোষ কীর্ত্তন করিবে না; নিয়ত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিবে, তাহাই উৎকৃষ্ট সুকৃত। হে নৃপ-সত্তম! এরূপ করিলে তুমি কীর্ত্তি পুণ্য যশ ও পবিত্র লোক সকল প্রাপ্ত হইবে। পিতা, মাতা ও গুরুকে যিনি সম্মান করেন, তিনি সর্ব্বলোকের সমাদৃত হয়েন, আর যিনি ইহাঁদিগকে অনাদর করেন, তাঁহার সকল কার্য্যই বিফল হয়; হে শত্রুতাপন! তাহার ইহলোক বা পরলোক কিছুই নাই; এই গুরু-ত্রয় যৎ-কর্ত্তৃক নিয়ত অমানিত হয়েন, ইহলোক ও পরলোকে তাহার যশ প্রকাশ পায় না এবং পরলোকে তাহার কোন কল্যাণ কীর্ত্তিত হয় না। পিতা, মাতা ও গুরুর উদ্দেশে আমি যে সমুদয় অর্থ আয়োজন করিয়া বিসর্জ্জন করি, তাহা আমার পক্ষে শতগুণ এবং সহস্র গুণ হইয়া থাকে। হে এই নিমিত্তই আমার জন্য লোক-ত্রয় প্রকাশিত রহিয়াছে। দশ জন শ্রোত্রিয় অপেক্ষা এক জন সাধু আচার্য্য প্রধান; দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতা প্রধান; দশ পিতা অপেক্ষা মাতা প্রধান; অন্য কি, মাতা গৌরব-দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে অভিভব করিয়া থাকেন, অতএব মাতার সমান গুরু নাই। আমার বিবেচনায় পিতা এবং মাতা হইতে গুরুই গরীয়ান্; মাতা পিতা উভয়েই জন্মের প্রতি কারণ।

হে ভারত! পিতা মাতা উভয় হইতেই এই শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে, আর আচার্য্যের উপদেশানুসারে যে জন্ম হয়, তাহা অজর ও অমর। পিতা বা, মাতা অপকার করিলেও তাঁহারা সর্ব্ব-

দাই অবধ্য। অপরাধ-বিশিষ্ট পিতা মাতার বধ-সাধন না করিলে দোষী হইতে হয় না। রাজা যেরূপ বধ্য ব্যক্তির বধ না করিলে দূষিত হয়েন, তদ্রূপ অপরাধি গুরুজনের বধ না করিলে দূষিত হয়েন না। ধর্ম্মের নিমিত্ত যতমান অর্থাৎ দুষ্ট পিতা মাতার প্রতিপালনার্থ যাহারা যত্ন করে, মহর্ষিগণ ও দেবগণ তাহাদিগকে অনুগ্রহ-ভাজন জ্ঞান করেন। যিনি সত্য প্রবচন-দ্বারা বেদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যিনি সত্য-কথন-দ্বারা অমৃত সম্প্রদান করেন, তাঁহাকেই পিতা ও মাতা জ্ঞান করিবে এবং তাঁহার কার্য্য বিদিত হইয়া কদাচ তাঁহার প্রতি অনিষ্ট আচরণ করিবে না। যাহারা বিদ্যা শ্রবণ করিয়া প্রত্যাসন্ন হইয়া গুরুর প্রতি কার্য্য-দ্বারা মনে মনে সমাদর না করে, তাহাদিগের ভ্রূণ-হত্যা হইতেও অধিকতর পাপ হইয়া থাকে, ইহলোকে তাহাদিগের অপেক্ষা সমধিক পাপী অন্য আর কেহই নাই।

গুরুগণ শিষ্য সকলকে যেরূপ ভাবিবেন, শিষ্যেরাও তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অর্চ্চনা করিবে। অতএব যিনি পুরাতন ধর্ম্ম কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে গুরুগণ পূজনীয় যত্নত সংবিভাজ্য ও অর্চ্চনীয় হয়েন। যদ্দ্বারা পিতাকে প্রীতিযুক্ত করা যায়, তদ্দ্বারা প্রজাপতি প্রীত হয়েন, আর যদ্দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন করা যায়, তদ্দ্বারা পৃথিবী পূজিতা হয়েন এবং যে কর্ম্ম-দ্বারা উপাধ্যায়কে প্রীত করা যায়, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম পূজিত হয়েন, অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষাও গুরুই পূজ্যতম। কোন প্রকার ব্যাপার-দ্বারা গুরু অবজ্ঞা-ভাজন হইতে পারেন না; গুরুকে যাদৃশ মান্য করিতে হয়, পিতা মাতা তাদৃশ নহেন। পিতা মাতা ও গুরু কখনও অবমান ভাজন হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের কার্য্যে কোন দোষ প্রদর্শন করা উচিত নহে। দেবগণ ও মহর্ষিগণ গুরুগণের যেরূপ সম্মান করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে বিদিত আছেন। যাহারা কার্য্য বা মন-দ্বারা উপাধ্যায়, পিতা ও মাতার অনিষ্ট করে, ভ্রূণহত্যা হইতেও তাহাদিগের পাপ অধিকতর প্রবল এবং ইহলোকে তাহা হইতে অন্য কেহ পাপীয়ান্ নাই। যে ঔরস-জাত পুত্র ভরণ পোষণ-দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পিতা মাতাকে প্রতিপালন না করে, তাহার সেই পাপ ভ্রূণ-হত্যা হইতেও অধিকতর, লোকে তাহা হইতে পাপকারী অন্য আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন স্ত্রীঘাতী ও গুরুঘাতী এই চারিজনের নিষ্কৃতির বিষয় আমরা কখন শ্রবণ করি নাই। ইহলোকে পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, এই ত সেই সমুদয় বিস্তাররূপে কথিত হইল। ইহাই শ্রেয়স্কর এবং ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই, সমস্ত ধর্ম্ম একত্র করিয়া যাহা সার-স্বরূপ তাহাই কীর্ত্তিত হইল।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়॥ ১০৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভারত! মনুষ্য ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করত কি প্রকারে বর্ত্তমান থাকিবে? হে বিদ্বন্, ভরতশ্রেষ্ঠ! এই জিজ্ঞাসুজনকে আপনি তাহাই উপদেশ করুন। রাজন্! সত্য ও অনৃত এই উভয়ে সংসারি লোক সকলকে আবরণ করত বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করা অতি দুষ্কর, অতএব ধর্ম্মনিশ্চিত মানব, তদুভয়ের মধ্যে কি আচরণ করিবে? সত্য কি, অনৃত কি এবং সনাতন ধর্ম্মই বা কি? কোন্ সময়ে সত্য বলিবে এবং কোন্ সময়েই বা মিথ্যা কহিবে?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! সত্যকথনই উত্তম, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, লোক মধ্যে যাহা দুর্জ্ঞেয়, তাহা কহিতেছি। কোন সময়ে সত্য অবক্তব্য, কখন বা অনৃত বক্তব্য হয়। যাহাতে মিথ্যা সত্য হয় এবং সত্যও মিথ্যা হইয়া থাকে, অতএব যাহাতে সত্য নিষ্ঠা-যুক্ত নহে, তাদৃশ বালক অর্থাৎ অজ্ঞান মানব বধ্য হয়। সত্য ও মিথ্যা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারিলে মনুষ্য

ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া থাকে। ব্যাধ যেমন হিংস্র-স্বভাব হইয়াও অন্ধ বধ-নিবন্ধন স্বর্গ গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ অনার্য্য অকৃতপ্রজ্ঞ অতি নিষ্ঠুর পুরুষও সুমহৎ পুণ্য লাভ করিতে পারে, গঙ্গাতটে সর্পিণী কর্ত্তৃক স্থাপিত সহস্র অণ্ড ভেদ করিয়া উলূক যেমন মহৎ পুণ্য লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ অধর্ম্মজ্ঞ মূঢ় মানব ধর্ম্মকাম হইয়া যে সুমহৎ পুণ্যপুঞ্জ প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা আশ্চর্য্য কি? যে বিষয়ে ধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্লভ ও দুজ্ঞের্য় এই প্রশ্ন তাদৃশ হইয়াছে। ধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করা অতি দুষ্কর, অতএব কে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? জীবগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ঋষিগণ ধর্ম্মের প্রবচন করিয়াছেন, অতএব যাহা অভ্যুদয়-সমন্বিত তাহাই ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয় আছে। জীবগণের অহিংসার নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রবচন-কৃত হইয়াছে; অতএব যাহা অহিংসা সংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয় আছে, যিনি ধারণ করেন, মহর্ষিগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম কহেন, ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক প্রজাগণ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে; অতএব যাহা ধারণ সংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয় আছে।

কোন কোন ব্যক্তি শ্রুতিকেই ধর্ম্ম কহেন, অপরে তাহা অঙ্গীকার করেন না, আমরা তাহার প্রতি অসূয়া করি না, সকলই কিছু বিহিত হয় না, যাহারা অন্যায়-দ্বারা কাহারও ধন হরণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ধনির সন্ধান বলিয়া দেওয়া উচিত নহে, ইহাই ধর্ম্মরূপে নিশ্চিত। চৌরেরা ধনির কথা জিজ্ঞাসা করিলে যদি না বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে মুক্তি লাভ হয়, তবে কোন মতেই তাহা কহিবে না, না বলিলে যদি তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ না হয়, তবে শপথ-পূর্ব্বক 'জানি না' ইহাও বলিবে, এতাদৃশ স্থলে মিথ্যা কহিলেও দোষ নাই; অতএব এই সকল স্থলে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা কথন শ্রেয়। শপথ করিয়াও যদি পাপাচার মানবগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় [illegible] ভাল। কোন প্রকারে সামর্থ্য থাকিলে পাপাচার মানবগণকে ধন দান করিবে না, পাপাচারগণকে যে ধন প্রদত্ত হয়, তাহা দাতাকেও পীড়িত করে। উত্তমর্ণ যদি অধমর্ণের শরীরকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া নিজ ধন আদান করিতে অভিলাষ করে, তাহার সত্যপ্রতিপাদনার্থ আহূত সাক্ষিগণ যাহা কহে এবং তাহারা তদ্বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা যদি না বলে, তবে তাহারা সকলেই মিথ্যাবাদী; প্রাণাত্যয়ে ও বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিলে দোষ নাই। অন্যের ধর্ম্মহেতু অর্থরক্ষণের নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে দোষ হয় না, পরের সিদ্ধি-কামনা করত নীচ ব্যক্তিই ধর্ম্ম ভিক্ষুক হয়। উভয়ে মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করত 'লাভালাভ সমভাবে বিভাগ করিয়া লইব' ইহা প্রতিশ্রুত হইলে পরিশেষে যদি অধর্ম্ম-বশত অর্থ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেও ভাগানুসারে তাহা প্রদান করা উচিত।

কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে যদি প্রচ্যুত হয়, অথবা অধর্ম্ম-বশত বলাৎকার করে, তবে তাহার প্রতি দণ্ড-বিধান কর্ত্তব্য অথবা দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ কপটতা প্রকাশ করে, তবে কপটতা দ্বারাই তাহার দণ্ড বিধেয়। যে ব্যক্তি আসুর-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, সে সততই সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, শঠ মানব স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আসুর-ধর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে। ইহলোকে যাহারা ধনকেই সর্ব্বস্বরূপে নিশ্চয় জ্ঞান করিয়াছে, তাহারাই পাপাত্মা, ধনই শ্রেয় ধর্ম্মশ্রেয় নহে, যে পাপাত্মা এইরূপ নিশ্চয় জানে, তাহাকে যে কোন উপায়-দ্বারা নিহত করা বিধেয়। যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্য ক্লেশ সহ্য না করিয়া এবং দীন দরিদ্রদিগের সহিত ধন বিভাগ করিয়া ভোগ না করে, তাহারাই পাপের আয়তন, তাহারাই দেব ও মনুষ্যগণ হইতে পরিভ্রষ্ট প্রেত-সদৃশ। যাহারা যজ্ঞবিহীন ও তপস্যা-হীন তাহাদিগের সহিত সহবাস করিও না, যেহেতু তাহাদিগের বিত্ত-বিনাশ নিমিত্ত

যে দুঃখ হয়, তাহা প্রাণ-বিয়োগ-সদৃশ। 'পাপাচারগণের ধর্ম্মরূপে কোন বিষয়ে নিশ্চয় নাই; অতএব এই ধর্ম্মে তোমার অভিরুচি হউক' প্রযত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করে, এমন ব্যক্তি কেহই নাই। তথাবিধ ব্যক্তিকে যে নিহত করে সে পাপগ্রস্থ হয় না, সে স্বকর্ম্ম-দ্বারা নিহত ব্যক্তিকেই হনন করিয়া থাকে; যে হত হয়, সে স্বকর্ম্ম দ্বারাই নিহত। 'সেই হতবুদ্ধি পাপাচারগণের মধ্যে এই সকলকে হনন করিব' যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়ম করে, সে কাক ও গৃধ্রের ন্যায় কেবল কপট জীবী। তাহারা দেহত্যাগানন্তর এই সকল যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। যে মনুষ্য যে বিষয়ে যেমন ব্যবহার করে, তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্ম; কপটাচারকে কপট ব্যবহার-দ্বারা বাধিত করা বিধেয় এবং সাধু আচরণশীল মানবের নিকট সদাচরণ করা উচিত।

সত্যানৃত-বিষয়ে নবাধিক শততম
অধ্যায় ॥ ১০৯ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! জীবগণ যখন যে অবস্থায় থাকে, সেই সেই অবস্থা-দ্বারা উত্তরোত্তর ক্লিশ্যমান হইলে যে উপায়-দ্বারা দুস্তরবিষয় সকল উত্তীর্ণ হইতে পারে, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, যে সমস্ত সংযত-চিত্ত দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বোক্ত আশ্রম সকলে যথোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারাই দুস্তরবিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা দম্ভ আচরণ না করেন, যাহাদিগের চিত্তবৃত্তি সংযত এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয় সমুদয়ের নিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করেন। নিন্দা করিলেও যাঁহারা প্রত্যুত্তর করেন না, হিংসিত হইয়া যাঁহারা হিংসা না করেন, দান করেন অথচ যাচ্ঞা করেন-না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিদিন অতিথি সকলকে আশ্রয় দান করেন, কখন কাহারও অসূয়া না করেন এবং নিয়ত স্বাধ্যায়শীল অর্থাৎ স্বশাখোক্ত বেদ-পাঠ করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত ধর্ম্ম-কোবিদ মানবগণ মাতা পিতার বৃত্তি আশ্রয় করেন এবং দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা কোন পাপাচরণ এবং জীবগণের প্রতি দণ্ড বিধান না করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত নৃপতিগণ রজো-গুণান্বিত না হইয়া লোভ-বশত অর্থ আহরণ না করেন অথচ, বিষয় সমুদয় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত অগ্নিহোত্র-পরায়ণ সাধুগণ ঋতুকালে স্বদার-নিরত হইয়া অন্যবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত শূরগণ সমরে মরণ ভয় পরিহার পূর্ব্বক জয়-কামনা করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। এই সংসারে প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেও যাঁহারা সত্য বাক্য বলেন, সেই জীবগণের নিদর্শন স্বরূপ মানবগণ দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের কর্ম্মে কোন কপটতা নাই, বাক্য সকল সত্য ও প্রিয়তর এবং অর্থ সমুদয় সৎকার্য্যে পরিণত হয়, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত বিপ্রগণ অনধ্যায় দিবসে বেদপাঠ না করেন, সেই তপোনিষ্ঠ তাপসগণ দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত কৌমারব্রহ্মচারিগণ বিদ্যা বেদ ও ব্রত-স্নাত হইয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত মহাত্মাদিগের রজ ও তমোগুণ শান্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা কেবল সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া আ-

ছেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের নিকট কেহ ত্রস্ত হয় না এবং যাঁহারা কাহারও নিকট ত্রাস-যুক্ত না হয়েন, আর সকল লোকই যাঁহাদিগের আত্ম-তুল্য, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ সাধুগণ পর-শ্রীদর্শনে পরিতাপ প্রাপ্ত না হয়েন এবং যাঁহারা গ্রাম্য-বিষয় হইতে নিবৃত্ত রহেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে সমস্ত শ্রদ্দধান শান্ত-স্বভাব মানবগণ সমস্ত দেবগণকে নমস্কার করেন এবং সমস্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপন মান ইচ্ছা করেন না, অথচ অপরের সম্মান করেন এবং মান্যমান মানবগণকে নমস্কার করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রজাকাম হইয়া বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রতিতিথিতে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ক্রোধ-সংযম করেন এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিগণকে সম্যক্‌রূপে শান্ত করিয়া থাকেন, আর কোন জীবের প্রতি কুপিত না হয়েন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যে মানবগণ ইহলোকে নিয়ত মদ্য মাংস ভোজন পরিত্যাগ করেন এবং আজন্ম হইতে মদ্য পান পরিহার করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহার্থমাত্র ভোজন করেন, সন্তানার্থ বনিতাসঙ্গ করেন, সত্য কথনের নিমিত্ত বাক্যোচ্চারণ করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতের ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ নারায়ণদেবকে যাঁহারা ভক্তি করেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন।

রাজন্! এই যে পদ্মতুল্য রক্তলোচন পীতবাসা মহাবাহু অচ্যুত অর্জ্জুনের সুহৃৎ ভ্রাতা মিত্র এবং সম্বন্ধী, যে অচিন্ত্য-স্বভাব পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভু গোবিন্দ ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত লোককে চর্ম্মের ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন এবং যিনি ধনঞ্জয় ও তোমার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিরত অবহিত রহিয়াছেন, সেই এই পুরুষপ্রবর অনভিভবনীয় বৈকুণ্ঠই পুরুষোত্তম। যে সমস্ত ভক্তগণ ইহলোকে এই নারায়ণ হরিকে আশ্রয় করে, তাহারা দুস্তর বিষয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকে; এবিষয়ে কোন বিচারণা নাই। যাহারা এই দুস্তর বিষয়ের অতিক্রম বিবরণ পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা বিপ্রগণের নিকট কীর্ত্তন করে, তাহারাও দুস্তর বিষয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে নিষ্পাপ! মানবগণ ইহ পরলোকে যে প্রকারে দুস্তর বিষয় হইতে উত্তীর্ণ হয়, এই ত সেই কার্য্য বিবরণ আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

দুর্গাতি-তরণোপায়-কথনে দশাধিক শততম অধ্যায়॥ ১১০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! যাহারা প্রিয়-দর্শন নহে, তাহারা প্রিয়-দর্শনরূপে আর যাহারা প্রিয়-দর্শন, তাহারা অপ্রিয়-দর্শনরূপে প্রতিভাত হয়, অতএব ঈদৃশ পুরুষগণকে আমরা কি প্রকারে জানিব?

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে গৃধ্র গোমায়ু-সম্বাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে প্রাচীনেরা উদাহরণ দিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে শ্রীমতী পুরিকা নাম্নী পুরী-মধ্যে পরহিংসারত ক্রূর-স্বভাব পুরুষাধম পৌরিক নামে এক নৃপতি ছিল। সে পরমায়ু-পরিক্ষয় হইলে অনীপ্সিত-গতি প্রাপ্ত হওয়ায় পূর্ব্বকর্ম্ম দোষ-বশত জম্বুক হইয়াছিল। সে পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্য স্মরণ করত পরম-নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল, অপরে আহরণ করিয়া দিলেও সে মাংস ভক্ষণ করিত না। সে সর্ব্বভূতে অহিংস্র সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত

হইয়া যথাকালে স্বয়ং পতিত ফল-দ্বারা আহার-বৃত্তি নির্ব্বাহ করিত। শ্মশান-মধ্যে বাস করাই তাহার সম্মত হইয়াছিল, জন্ম-ভূমির অনুরোধ-বশত অন্যত্র বাস করিতে তাহার অভিরুচি হয় নাই। সমান-জাতীয় গোমায়ুগণ তদীয় শৌচ সহ্য করিতে না পারিয়া বিনয়গর্ভ বচন-দ্বারা তাহার বুদ্ধি-বিচলিত করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, তুমি ভয়ঙ্কর শ্মশানে বসতি করত শুদ্ধাচারে থাকিতে অভিলাষ করিতেছ, তুমি যখন মাংসাশী, তখন তোমার এ বিপরীত বুদ্ধি কেন? অতএব তুমি আমাদিগের সমান হও, আমরা তোমাকে ভক্ষ্য দ্রব্য দান করিব, শুদ্ধাচার পরিত্যাগ করিয়া ভোজন কর, যাহা আমাদিগের ভোজ্য তোমারও তাহাই ভক্ষ্য হউক।

জম্বুক সজাতীয় শৃগালগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমাহিত হইয়া বিস্তৃত যুক্তিযুক্ত অনিষ্ঠুর মধুর-বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল যে, আমার জন্মের কোন প্রমাণ নাই। স্বভাব অনুসারে যে কোন কুলে উৎপন্ন হইয়াছি; অতএব যদ্দ্বারা যশ বিস্তীর্ণ হয়, আমি তাদৃশ কর্ম্ম প্রার্থনা করি, যদিও আমি শ্মশানে বাস করিতেছি, তথাপি আমার নিয়ম শ্রবণ কর। আত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করে, আশ্রম কিছু ধর্ম্মের কারণ নহে। আশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, অথবা অনাশ্রমে থাকিয়া গো দান করে, তাহাতে কি তাহাদিগের পাতক ও দান বৃথা হয়? তোমরা স্বার্থ লোভ-বশত কেবল ভক্ষণ করিতেই নিরত রহিয়াছ, পরিণামে যে দোষ-ত্রয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, মোহিত হইয়া তাহা দেখিতেছ না। অসন্তোষকারিণী গর্হনীয়া ধর্ম্মহানি হেতু দূষিতা, সুতরাং ইহ পরলোকে অনিষ্টকারিণী বৃত্তিতে আমার অভিরুচি নাই।

বিখ্যাত বিক্রম কোন শার্দ্দূল সেই গোমায়ুকে শুচি ও পণ্ডিত-জ্ঞান করিয়া স্বয়ং তাহাকে আত্ম-সদৃশ সম্মান করত সচিব কার্য্যে বরণ করিল। শার্দ্দূল বলিল, হে প্রিয়-দর্শন! তোমার স্বভাব বিজ্ঞাত হইল, তুমি আমার সহিত রাজ-কার্য্য করিতে গমন কর, অভিলষিত ভোগ সমুদয় প্রার্থনা করত প্রচুর ভোগ পরিহার কর। আমরা তীক্ষ্ণরূপে খ্যাত আছি, অতএব তোমাকে মৃদু-পূর্ব্ব হিত-বাক্যে বিজ্ঞাপন করিতেছি, তোমার শ্রেয় হইবে। অনন্তর, জম্বুক সেই মহানুভাব মৃগেন্দ্রের বাক্যের সম্মান করিয়া ঈষৎ আনত হইয়া সবিনয়-বচনে বলিতে লাগিল।

গোমায়ু বলিল, হে মৃগরাজ! তুমি আমার নিমিত্ত যে কথা বলিলে তাহা তোমারই উপযুক্ত; তুমি যে ধর্ম্মার্থ-কুশল ও পবিত্র-সহায় অন্বেষণ করিতেছ, তাহা উচিত হইতেছে। হে বীর! অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা শরীরের পরিপন্থি দুষ্ট অমাত্য-দ্বারা মহত্ত্ব রক্ষা করা সুকঠিন। হে মহা-ভাগ! নীতিজ্ঞ অনুরক্ত সন্ধি কুশল পরস্পর অসংসৃষ্ট বিজিগীষু অলুব্ধ অকপট বুদ্ধি-সম্পন্ন হিত-নিরত প্রশস্ত-চিত্ত সহায় সকলকে আচার্য্য ও পিতৃগণের ন্যায় সম্মান করিতে হয়। হে মৃগ-রাজ! আমার সন্তোষ-বশত অন্য বিষয়ে অভি-রুচি হয় না, আমি সুখ ভোগ ও তদাশ্রিত ঐশ্বর্য্য কামনা করি না। আমার চরিত্র তোমার পুরাতন ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইবে না; সেই দুঃশীল ভৃত্যগণ আমার নিমিত্ত তোমাকে বিভিন্ন করিবে, অন্য কোন তেজস্বীর আশ্রয়ও শ্লাঘনীয় নহে। বিশুদ্ধ-চিত্ত মহাভাগ ব্যক্তি পাবক হইতেও দারুণ; আমি দীর্ঘদর্শী মহোৎসাহ-সম্পন্ন বদান্য মহা-বলশালী কৃতী অব্যর্থকারী এবং বিবিধ ভোগ-দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলাম; আমি অল্পে সন্তুষ্ট হই নাই এবং কখন সেবা-বৃত্তির অনুষ্ঠান করি নাই, সুতরাং সেবা কার্য্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেবল স্বচ্ছন্দে বন মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। যাহারা গৃহস্থা-শ্রমে বাস করে, তাহাদিগেরই রাজার নিকটে নিন্দা-জনিত দোষ হইয়া থাকে, আর বনবাসি-

গণের ব্রতাচরণ নিঃসঙ্ক ও নির্ভয় হয়। নৃপতি-কর্ত্তৃক আহুয়মান মানবের অন্তঃকরণে যে ভয় হয়, সন্তুষ্ট-চিত্ত ফল মূলাশি বনবাসিগণের মনে সে ভয় থাকে না। অনায়াস লভ্য পানীয় এবং ভয়যুক্ত স্বাদু অন্ন এই উভয়ের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতেছি যাহাতে নির্বৃতি আছে, তাহাই সুখ। নৃপতিগণ ভৃত্যদিগের অপরাধ-হেতু তাদৃশ দণ্ড-বিধান করিতে পারেন না, যাদৃশ আঘাত-দ্বারা দূষিত হইয়া তাহারা নিধন প্রাপ্ত হয়।

হে মৃগেন্দ্র! যদি আমাকে এই রাজকার্য্য করিতে হয় তুমি বিবেচনা কর, তবে আমাকে যে প্রকারে থাকিতে হইবে, তাহার একটি নিয়ম করিতে ইচ্ছা করি; তোমার প্রাচীন সচিবগণ আমার মাননীয় বটে, কিন্তু আমার হিতকর বাক্য তোমার শ্রোতব্য; আমার যে বৃত্তি কল্পিত হইবে, তাহা তোমার নিকটে স্থিরতর থাকিবে। আমি কখন তোমার অন্য কোন সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিব না; তোমার প্রাচীন মন্ত্রিগণ নীতিমন্ত হইয়াও আমার বিষয়ে বৃথা কথা কহিবে। আমি একাকী নির্জ্জনে একমাত্র তোমার সহিত মিলিত হইয়া হিতকর বাক্য বলিব; জ্ঞাতিকার্য্য বিষয়ে তুমি আমাকে হিতাহিত জিজ্ঞাসা করিবে না। তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরে অন্য মন্ত্রিগণের হিংসা করিবে না এবং মদীয় আত্মীয়-গণের প্রতি কুপিত হইয়া তুমি দণ্ডবিধান করিও না। "এইরূপ হউক" মৃগেন্দ্র এই কথা বলিয়া জম্বুকের সম্মান করিল, জম্বুকও সম্মানিত হইয়া ব্যাঘ্রের মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হইল। ব্যাঘ্রের পূর্ব্বস্থিত ভৃত্যগণ শৃগালকে স্বকার্য্য বিষয়ে সৎকৃত ও পূজ্যমান দর্শনে সকলে দলবদ্ধ হইয়া বারম্বার তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিল। অশুভবুদ্ধি মন্ত্রি-গণ মিত্র জ্ঞানে গোমায়ুকে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া আপনাদিগের ন্যায় তাহাকে দোষী করিতে ইচ্ছা করিল, তাহা না করিলে পূর্ব্বে যাহারা পর দ্রব্য হরণ করিয়াছে, এক্ষণে তাহারা বাস করিতে পায় না এবং গোমায়ু-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা আপনাদিগের উন্নতি কামনা করত নানাবিধ বাক্যে ও বিপুল বিত্ত-দ্বারা গোমায়ুর বুদ্ধিকে বিলোভিত করিতে লাগিল, কিন্তু সেই মহাপ্রাজ্ঞ জম্বুক কোন ক্রমেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না।

অনন্তর, সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া শৃগালের বিনাশের নিমিত্ত ব্যাঘ্রের অভিলষিত মাংস যাহা তদীয় গৃহে সংস্কৃত ছিল, উহারা স্বয়ং তথা হইতে সেই মাংস লইয়া শৃগালের গৃহে রাখিল। উক্ত মাংস যে নিমিত্ত যৎ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল এবং যে এই বিষয় মন্ত্রণা করিয়াছিল, তৎ সমুদয় শৃগালের বিদিত ছিল, কেবল সে আপনার বন্ধ বিচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষমা করিয়াছিল। সে যখন সচিব-কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখন এই নিয়ম করিয়াছিল যে, ইহ-লোকে সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত কাহারও প্রতি আঘাত কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম বলিলেন, ক্ষুধিত ব্যাঘ্র ভোজন করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইয়া ভোজনের উপযুক্ত সেই মাংস দেখিতে পাইল না, তখন সে আজ্ঞা করিল, কে মাংস অপহরণ করিল, সেই চৌরের অনুসন্ধান কর। কপটাচার ভৃত্যেরা মৃগেন্দ্রের নিকট সেই মাংসের বিষয় বর্ণন করিল যে, তোমার প্রাজ্ঞ-মানী পণ্ডিত মন্ত্রী সেই মাংস হরণ করিয়াছে। অনন্তর, শার্দ্দূল-রাজ শৃগালের চপলতা শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাক্রান্ত হইল এবং তাহার বধ করিতে বাসনা করিল। পূর্ব্বস্থিত মন্ত্রিগণ তাহার সেই ছিদ্র দর্শন করিয়া কহিল, সেই শৃগাল আমাদিগের সকলেরই বৃত্তি ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় তাহার কর্ম্ম-সমুদয় বর্ণন করিতে লাগিল, তাহার যখন এইরূপ কর্ম্ম তখন সে কি না করিতে পারে? আপনি তাহাকে পূর্ব্বে যে প্রকার শুনিয়া-

ছিলেন, সে, সেরূপ নহে, সে বাক্যমাত্রেই ধর্ম্মিষ্ঠ; কিন্তু তাহার স্বভাব অতিদারুণ। এই পাপাত্মা কপট ধর্ম্ম অবলম্বন করত বৃথা আচার পরিগ্রহ করিয়াছে। কার্য্য-বশত ভোজনার্থ ব্রত-বিষয়ে শ্রম করিয়াছে। যদি এ বিষয়ে আপনার অপ্রত্যয় হয়, তবে এইক্ষণেই আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি, সেই মাংস শৃগালের গৃহে প্রবেশিত হইয়াছে। মাংসহরণ ও তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র তখন 'গোমায়ুকে বধ কর' এই আজ্ঞা করিল।

অনন্তর, শার্দ্দূলের জননী শার্দ্দূলের বাক্য শ্রবণ করিয়া হিত-বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিল। বলিল, বৎস! কপট-কার্য্যসংযুক্ত বাক্য তোমার গ্রাহ্য করা উচিত নহে। স্পর্দ্ধাহেতু উগ্রতর অপবিত্রজনসংসর্গজন্য দোষ-দ্বারা নির্দ্দোষ ব্যক্তিও দোষী হয়, কোন ব্যক্তি বৈর-কারক সমুন্নত প্রকৃষ্ট কর্ম্ম সহ্য করিতে পারে না। নির্দ্দোষ ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলেও তাহার দোষ ঘটিয়া থাকে; স্বকর্ম্ম-সাধনকারী বনবাসী মুনিরও শত্রু মিত্র উদাসীন এই পক্ষত্রয় উৎপন্ন হয়; লুব্ধগণের বিশুদ্ধ লোক দ্বেষ্য হয়; কাতরগণের বলবান্, মূর্খগণের পাণ্ডিত এবং দরিদ্রদিগের মহাধনশালী মানব সকল দ্বেষ্য হইয়া থাকে। অধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মিষ্ঠ এবং বিরূপগণের স্বরূপ-সম্পন্ন মানব সকল দ্বেষ-ভাজন হয়। অনেকানেক পণ্ডিত, মূর্খ, লুব্ধ ও মায়োপজীবি মানবগণ বৃহস্পতি সমান মতিমান্ নির্দ্দোষ মানবের দোষ স্থাপন করিয়া থাকে। যদিও তোমার শূন্য-গৃহ হইতে মাংস অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি দান করিলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, তদ্বিষয়ে উক্তরূপ বিবেচনা করা অবিধেয়। অসভ্য জনগণ সভ্য-সদৃশ এবং সভ্য লোকও অসভ্যসম দৃশ্য হইয়া থাকে। লোকের ভাব বিবিধ প্রকারে বিলোকিত হয়, অতএব তাহাদের বিষয়ে পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত। ব্যোমতল অবাঙ্মুখ কটাহ গর্ভবৎ দৃশ্য হয় এবং খদ্যোতকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গসম বিলোকন করা যায়, কিন্তু, আকাশের তল নাই এবং খদ্যোতেও হুতাশন নাই, অতএব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়েরও পরীক্ষা করা বিধেয়। পরীক্ষা করিয়া বিষয় জ্ঞাপন করিলে পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে হয় না।

হে পুত্র! প্রভু হইয়া পরকে বিনষ্ট করান, ইহা কিছু দুষ্কর নহে, কিন্তু ইহলোকে প্রভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্ষমা গুণই শ্লাঘনীয় ও যশস্য। হে পুত্র! তুমি তাহাকে সামন্ত সকলের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছ? তাহাতে সে বিখ্যাত হইয়াছে, মন্ত্রণা-পাত্র অতি কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ তোমার সুহৃৎ, অতএব ইহাকে রক্ষা কর। পরদোষ-দ্বারা দূষিত পবিত্র ব্যক্তিকে যে অন্য প্রকারে জ্ঞান করে, সে স্বয়ং অমাত্যগণকে দূষিত করত অবিলম্বে বিনষ্ট হয়। জম্বুকের সেই শত্রু-সমূহের মধ্য হইতে কোন ধর্ম্মাত্মা আগমন করিল, সে যেরূপে এই ছল ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া কহিল।

অনন্তর, জম্বুকের চরিত্র বিজ্ঞাত হওয়ায় ব্যাঘ্র তাহাকে সৎকার করিয়া বিমোচন করিল এবং বারম্বার স্নেহের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিল। নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ গোমায়ু মৃগেন্দ্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই অমর্ষে সন্তপ্ত হইয়া প্রায়োপবেশন কামনা করিল। শার্দ্দূল স্নেহ-বশত উৎফুল্ল-লোচন হইয়া সম্মান-দ্বারা সেই ধর্ম্মিষ্ঠ শৃগালকে অতি সমাদর করত অনশন-ব্রত অবলম্বন করিতে নিবারণ করিল। শৃগাল ব্যাঘ্রকে স্নেহ-বশত সম্ভ্রান্ত বিলোকনে প্রণত হইয়া বাষ্প-গদ্গদ-বচনে বলিল যে, তুমি প্রথমে আমাকে পূজিত করিয়া পরিশেষে অবমানিত করিলে এবং আমার শত্রুগণের আশ্রয় হইলে, অতএব আমি তোমার নিকট বাস করিতে পারি না। যে সমস্ত ভৃত্য স্থানভ্রষ্ট মান হইতে অবরোপিত তাহারা স্বয়ং আগত অথবা অন্য-কর্তৃক অর্পিত হউক, যদি পরিক্ষীণ লুব্ধ ক্রুদ্ধ ভীত প্রতারিত ও হৃত সর্ব্বস্ব হয় এবং যাহারা মানী ও

মহার্থ লাভার্থি হইয়া আদান-হীন হইয়া থাকে; যাহারা সন্তাপিত ও ব্যসন-সমূহ প্রতীক্ষা করে, তাহারা সকলেই প্রীতি-শূন্য ও নির্ধন হইয়া অন্তর্হিত হয়। আমি অবমান-যুক্ত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়াছি, অতএব কি প্রকারে তোমার বিশ্বাস-ভাজন হইব এবং কিরূপে তোমার নিকটে অবস্থিতি করিব? আমাকে সমর্থ জানিয়া তুমি মন্ত্রি-পদ প্রদান-পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়াছ এবং নিজকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমাকে অবমানিত করিলে। সভা-মধ্যে শীলবান্ বলিয়া যাহাকে বিখ্যাত করিয়াছিলে, প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারীর পক্ষে তাহার বৈগুণ্য কীর্ত্তন করা বিহিত নহে। আমি যখন এইরূপ অবজ্ঞাত হইয়াছি, তখন তুমি আমার প্রতি আর বিশ্বাস করিবে না; তুমি বিশ্বাস না করিলে আমারও অন্তঃকরণে উদ্বেগ হইবে। তুমি শঙ্কিত, আমি ভীত, অপরে ছিদ্রান্বেষী অস্নিগ্ধ ও অসন্তুষ্ট থাকিবে, অতএব এমতস্থলে বাস করিলে বহুতর ছল ঘটিতে পারে। যে স্থানে প্রথমত সম্মান পশ্চাৎ অবমান হয়, সেই সম্মানিত হইয়া বিমানিত ব্যক্তিকে ধীরগণ প্রশংসা করেন না। ভিন্ন বস্তু বহু কষ্টে শ্লিষ্ট হয় এবং শ্লিষ্ট বস্তুও বহুদুঃখে বিভিন্ন হইয়া থাকে; যে প্রীতি বিভিন্ন হইয়া পুনরায় সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা স্নেহ-দ্বারা মিশ্রিত থাকে না। কোন ব্যক্তিকে আত্ম পর উভয় ভিন্ন কেবল প্রভুর হিতকর-কার্য্যে নিরত দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেরই অভিপ্রায় কার্য্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, অতএব স্নিগ্ধ বন্ধু অতি দুর্লভ। রাজাদিগের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, অতএব সুপুরুষ বিবেচনা করা সুদুর্ঘট, সমর্থ অথবা অশক্ত পুরুষ শতের মধ্যে এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। মানবগণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অকস্মাৎ ঘটিয়া থাকে, শুভাশুভ ঘটনাই মহত্ত্ব ও তুচ্ছত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ।

ভীষ্ম কহিলেন, জম্বুক এবম্বিধ ধর্ম্ম-কামার্থ যুক্তি-যুক্ত সান্ত্ব-বচন কহিয়া ব্যাঘ্রকে প্রসন্ন করত বন গমন করিল। বুদ্ধিমান্ গোমায়ু সেই শার্দ্দূলের অনুনয় গ্রহণ না করিয়া প্রায়োপবেশন-পূর্ব্বক দেহত্যাগানন্তর স্বর্গ গমন করিয়াছিল।

ব্যাঘ্র-গোমায়ু-সংবাদে একাদশাধিক শততম অধ্যায়॥ ১১১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ! রাজার কি কর্ত্তব্য এবং কি করিলে নৃপতি সুখী হয়েন, তাহা আপনি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ভাল, আমি তোমার নিকট কহিতেছি; ইহলোকে নৃপতির যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহা করিলে তিনি সুখী হয়েন, সেই কার্য্য বিষয়ের একমাত্র নিশ্চয় শ্রবণ কর। হে যুধিষ্ঠির! আমরা যেরূপ কোন উষ্ট্রের মহৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে, অতএব তাহা শ্রবণ কর। প্রাজাপত্যযুগে এক জাতিস্মর উষ্ট্র ছিল। সে অরণ্য-মধ্যে ব্রত ধারণ করত সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিল। তাহার তপস্যার সমাধা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পিতামহ প্রীতিমান্ হইলেন, অনন্তর, তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

উষ্ট্র বলিল, ভগবন্! আপনকার প্রসাদে আমার এই গ্রীবা দীর্ঘ হউক, হে বিভো! আমি যেন সেই দীর্ঘ-গ্রীবা-দ্বারা শত যোজনেরও অগ্রভাগে কণ্টকপত্রাদি আহার করিতে পারি। বরদাতা মহাত্মা পিতামহ 'এইরূপই হউক' এই কথা বলিলেন, উষ্ট্রও উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়া স্বকীয় বনে গমন করিল। নিতান্ত দুর্ম্মতি উষ্ট্র তখন বর-প্রভাবে আলস্য করিল, সেই দুরাত্মা কাল-মোহিত হইয়া চরিতে গমন করিত না; কোন সময়ে সেই শত যোজন দীর্ঘ গ্রীবা প্রসারণ পূর্ব্বক অশ্রান্ত-চিত্তে চরিতে থাকে, ইত্যবসরে প্রবল বায়ু-প্রবাহিত হইল। উষ্ট্র তখন আপন মস্তক ও গ্রীবা গুহার মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া রহিল।

অনন্তর, জগৎ প্লাবিত করত সুমহৎ বর্ষণ আরম্ভ

হইল। তদানীং কোন জম্বুক জলার্দ্দিত শীতার্ত্ত, সুতরাং কষ্টে পতিত হইয়া পত্নীর সহিত অবিলম্বে সেই গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিল। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! সেই মাংসজীবি জম্বুক নিতান্ত ক্ষুধা ও শ্রমান্বিত হইয়া উষ্ট্রের গ্রীবা দৃষ্টি করত তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল। উষ্ট্র যখন আপনাকে ভক্ষ্যমাণ জানিতে পারিল, তখন সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গ্রীবা সংকোচ করিবার জন্য যত্নবান্ হইল। সে ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে গ্রীবা সংক্ষেপ করিতে করিতে সপত্নীক জম্বুক তাহা ভক্ষণ করিল। শৃগাল উষ্ট্রকে ভক্ষণ পূর্ব্বক নিহত করিয়া বৃষ্টি-বায়ু বিগ হইলে, গুহা-মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দুর্ব্বুদ্ধি উষ্ট্র তখন এই প্রকারে নিধন লাভ করিয়াছিল। দেখ, আলস্য-বশত মহৎ দোষ উপস্থিত হইল; অতএব তুমি উপায় অবলম্বন-দ্বারা এবম্বিধ আলস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধিমূলক বিষয়ে বর্ত্তমান থাক। হে ভারত! মনু কহিয়াছেন, বুদ্ধিমূল কর্ম্ম সমুদয় উৎকৃষ্ট, বাহুবল জন্য কর্ম্ম সকল মধ্যম, আর পাদ-বিহরণ ও ভারবহন-প্রভৃতি কর্ম্ম সমুদয় জঘন্য। যিনি দক্ষ এবং উত্তমরূপে ইন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়াছেন, সেই নৃপতিরই রাজ্য বর্ত্তমান থাকে, আর বুদ্ধিবলেই আর্ত্ত-ব্যক্তির বিজয় হয়, ইহা মনু কহিয়াছেন।

হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! যিনি গুহ্য-মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়াছেন ও সহায়-সম্পন্ন এবং যিনি পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহারই অর্থ সমুদয় বর্ত্তমান রহে; সহায়-সম্পন্ন নৃপতি সমস্ত বসুমতী শাসন করিতে সমর্থ। হে মহেন্দ্র-প্রতিম প্রভাব-সম্পন্ন রাজন্! বিধিজ্ঞ সাধুগণ-কর্ত্তৃক পুরাকালে ইহা কথিত হইয়াছিল, আমিও তোমার নিকট শাস্ত্র-দৃষ্টি অনুসারে ইহা কীর্ত্তন করিলাম; অতএব যেরূপ কহিলাম, তদনুসারে বুদ্ধি-দ্বারা আলোচনা করত আচরণ কর।

উষ্ট্র-গ্রীবোপাখ্যানে দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১২।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্লভ রাজ্য লাভ করিয়া অসহায় হইয়া অতি বলবান্ অমিত্রের নিকটে কিরূপে অবস্থান করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! প্রাচীনেরা এবিষয়ে সাগর ও সরিৎ সকলের সম্বাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন। সুরারিনিলয় সরিৎপতি সাগর সমস্তসরিৎকে আপনার যে সংশয় জন্মিয়াছিল, তৎবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাগর বলিলেন, হে নিম্নগাগণ! তোমরা সকলে যখন আমার নিকটে আগমন কর, তখন মূল ও শাখার সহিত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলকে উন্মূলিত দেখিতে পাই, কিন্তু তন্মধ্যে বেতস-তরুকে উন্মূলিত অবলোকন করি না। বেতস তরু অল্পকায় ও অল্পসার তোমাদিগের কূলে জন্ম পরিগ্রহ করে, অতএব তোমরা তাহাকে অবজ্ঞাহেতু আনয়ন কর না অথবা সে তোমাদিগের কোন উপকার করিয়াছে? বেতস যে তোমাদিগের তট পরিত্যাগ করিয়া আগমন না করে, তদ্বিষয়ে আমি তোমাদিগের সকলের মত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। এবিষয়ে সরিদ্বরা গঙ্গা সরিৎপতি সাগরকে অর্থ ও যুক্তিযুক্ত হৃদয়-গ্রাহক উত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন।

গঙ্গা বলিলেন, এই সমস্ত বৃক্ষগণ যথাস্থানে থাকায় ধ্বস্ত হয়, ইহারা আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করিয়া পরিশেষে স্থান ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, বেতস তাহা না করায় স্বস্থানেই অবস্থান করে। বেগ আসিতেছে দেখিয়া বেতস নত হয়, অপরে নত হয় না; নদীর বেগ অতিক্রান্ত হইলে বেতস নিজ স্থানে অবস্থান করে। বেতস কালজ্ঞ সময়জ্ঞ সতত বশ্য অনুদ্ধত অনুলোম এবং স্তব্ধ এই নিমিত্ত এস্থানে আসে না। যে সমস্ত ওষধি পাদপ ও গুল্মগণ বায়ু এবং জলবেগ বশত নত অথচ উন্নত হয়, তাহারা পরাভব প্রাপ্ত হয় না।

ভীষ্ম বলিলেন, যে ব্যক্তি প্রথমত বধ ও বিনাশ করিতে সমর্থ প্রবল বৈরির বেগ সহ্য না করে, সে

অবিলম্বে বিনষ্ট হয়। যিনি আপনার ও শত্রুর সারাসার এবং বলবীর্য্য বিজ্ঞাত হইয়া বিচরণ করেন, সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরাভব প্রাপ্ত হয়েন না। এইরূপে যিনি বিপক্ষকে প্রবল পরাক্রান্ত জানিয়া বৈতসী-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি পরাভূত হয়েন না, ইহাই প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের লক্ষণ।

সরিৎ-সাগর-সংবাদে ত্রয়োদশাধিক
শততম অধ্যায়॥ ১১৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে অরিদমন ভারত! বিদ্বান্ ব্যক্তি মূর্খ অথচ প্রগল্‌ভ-কর্ত্তৃক মৃদু অথবা তীক্ষ্ণ-ভাবে আক্রুশ্যমান হইয়া সভা-মধ্যে কি প্রকার ব্যবহার করিবে?

ভীষ্ম বলিলেন, হে পৃথ্বীপাল! এই বিষয় যেরূপে কীর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ এই জগতে সুচেতা পুরুষ অল্পমেধা মানবের অত্যাচার সতত যে প্রকারে সহ্য করেন, তাহা শ্রবণ কর। যিনি আক্রোশ-কারি ব্যক্তির প্রতি রোষ প্রকাশ না করেন, তিনি সুকৃত ফল লাভ করিয়া থাকেন, আর যিনি ক্রোধ-বান্ ব্যক্তির প্রতি তিতিক্ষা করেন, তিনি আত্ম দুষ্কৃত মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। টিট্টিভ পক্ষীর ন্যায় শ্রুতিকটুরূপে শব্দায়মান ক্রোধাতুর ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবে। লোক মধ্যে যে ব্যক্তি বিদ্বেষ-ভাজন হয়, তাহার সকলই নিষ্ফল; সে সেই পাপ-কর্ম্ম-দ্বারা নিয়ত শ্লাঘা করে, 'আমি জন-সমাজে সুবিখ্যাত কোন ব্যক্তিকে এই কথা কহিয়াছিলাম, সে সভা মধ্যে ইহা শ্রবণ করিয়া মৃতকল্প হইয়া অবস্থিত ছিল।' যে নির্লজ্জ লোক অশ্লাঘনীয় কর্ম্ম দ্বারা শ্লাঘা করে, তাদৃশ পুরুষাধম যত্নত উপে-ক্ষিতব্য। অল্পমতি মানব যাহা কিছু কহে, মান্ পুরুষ তাহা সহ্য করেন। বন-মধ্যে কাকের ন্যায় নিরর্থক চীৎকার করত বুদ্ধিহীন প্রাকৃত পুরুষ প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া কি করিতে পারে? পাপকর্ম্মের প্রয়োগ যদি বাক্য-দ্বারা উল্লেখ হয়, অর্থাৎ এই ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিয়াছে, এই শব্দ উচ্চারিত হইলে বাক্যমাত্র-দ্বারা পরের দোষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জিঘাংসু ব্যক্তির প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, অতএব বাক্য-দ্বারা দূষিত ব্যক্তি কখন দোষী হইতে পারে না। দুষ্ট ব্যক্তি যদি বিকৃত বাক্যে কোন বিপরীত বিষয় বলে অর্থাৎ জন-সমাজে কোন ব্যক্তিকে কটু-বাক্যে গালি দেয়, তবে ময়ূর যেমন আপন গুহ্যদেশ প্রদর্শন করত নৃত্য করিতে করিতে শ্লাঘা করে, অর্থাৎ আমি উত্তম নৃত্য করিতেছি, এইরূপ অভিমানে মত্ত হয়, তদ্রূপ নষ্টলোক খল 'আমি সভা-মধ্যে অমুক মহৎ ব্যক্তিকে দুরুক্ত বাক্য বলিয়াছি' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে, তজ্জন্য লজ্জিত হয় না। লোক মধ্যে যাহার কিছুই অবাচ্য অথবা অকার্য্য নাই, পবিত্র-স্বভাব-সম্পন্ন মানবের সেই দূষিত চিত্ত খলের সহিত বাক্যালাপ করা বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি সাক্ষাতে প্রশংসা করে এবং পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, কুকুরের ন্যায় সেই মানবের জ্ঞান ও ধর্ম্ম নষ্ট হয়। পরোক্ষে অপবাদকারী তাদৃশ মানব যদি শত শত জনকে দান করে ও হোম করে, তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব প্রাজ্ঞ-পুরুষ সদাই তাদৃশ পাপচেতা সাধু-বর্জ্জিত ব্যক্তিকে কুক্কুর মাংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। যে দুরাত্মা মহাজন-সন্নিধানে অন্যের পরিবাদ করে, সে সর্পের উন্নত ফণা প্রদর্শনের ন্যায় আপন দোষ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। যে নির্ব্বুদ্ধি লোক স্বকর্ম্ম-কারি খলের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করে, সে খর যেমন ভস্মরাশি মধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ দুঃখে পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের অপবাদ করিতে সতত নিবিষ্ট, সে মানুষাকৃতি কুকুর-স্বরূপ; চীৎকারকারি উন্মত্ত মাতঙ্গ ও অতি ভয়ঙ্কর কুক্কু-রের ন্যায় সেই অপ্রশস্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অধীর-সেবিত পথে বর্ত্তমান এবং ইন্দ্রিয়-দমন ও বিনয় হইতে বিরত হয়, সেই অরিব্রত

নিরত অনৈশ্বর্য্যকাম পাপমতি পাপাত্মা মানবকে ধিক্ থাকুক। নীচলোক কোন কথা বলিলে সাধুগণ যদি তাহাকে প্রত্যুত্তর করেন, তবে তাঁহাকে উত্তর করিতে নিবারণ করা উচিত, যেহেতু তাহার প্রতি উত্তর করিতে হইলেও আর্ত্ত হইতে হয়। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নীচের সহিত আলাপ করাকেও নিন্দা করিয়া থাকেন। মূঢ় মানব ক্রুদ্ধ হইলে হয় চপেটাঘাত করে, ধূলি অথবা তুষ-দ্বারা বিকীর্ণ করে, কিম্বা দন্ত-বিস্তার করত বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে; নৃশংস মূঢ় কুপিত হইলে তাহাতে এই সমুদয় প্রসিদ্ধই আছে। যে মানব সভা-মধ্যে অতি দুষ্ট-চিত্ত দুর্জ্জন কৃত বিগর্হণা সহ্য করেন এবং এই নিদর্শন সতত পাঠ করেন, তাঁহাকে কোন অপ্রিয়-বাক্য প্রাপ্ত হইতে হয় না।

টিট্টিভকোপাখ্যানে চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়॥ ১১৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আপনাকে আমার এই মহৎ সংশয় ছেদন করিতে হইবে, আপনি আমাদিগের কুলস্থিতি কর। হে তাত! আপনি দুর্ব্বৃত্ত দুরাত্মা পুরুষদিগের এই বাক্য সঞ্চার করিলেন, এইজন্য আপনাকে বিজ্ঞাপন করিতেছি। যাহা রাজ্য-তন্ত্রের হিতকর এবং যদ্দ্বারা বংশের সুখোদয় হয় এবং যাহা উত্তরকালে ও বর্ত্তমানকালে ক্ষেমবৃদ্ধিকর হইয়া থাকে, যাহা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অভিরাম এবং যাহা রাষ্ট্রবৃদ্ধিকর, অন্ন পান ও শরীর বিষয়ে যাহা হিতকর হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। যে রাজা অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য-মধ্যে মিত্রগণে পরিবৃত এবং সুহৃৎ-সমূহে সমন্বিত হইবেন, তিনি কি প্রকারে প্রজা-রঞ্জন করিবেন? যাঁহার অসৎ বিষয়ে অনুরাগ, স্নেহ ও রাগে প্রবল আসক্তি এবং ইন্দ্রিয় সকলের অবশীকরণ-নিবন্ধন অসজ্জন হইতে অভিলাষ হয়, তাঁহার সদ্বংশ-সম্ভূত ভৃত্যগণ বিগুণ হইয়া উঠে এবং সেই নৃপতি ভৃত্যাবল লভ্য অর্থ-দ্বারা সম্প্রযুক্ত হয়েন না। আমি এই সংশয়াপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সদৃশ, অতএব এই সুদুর্জ্ঞেয় রাজধর্ম্ম সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিতে আপনিই উপযুক্ত হইতেছেন।

হে পুরুষ-প্রবর! আপনি আমাদিগের বংশের হিত করিতে অনুরক্ত, আপনিই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করেন আর মহাপ্রাজ্ঞ একমাত্র বিদুরও আমাদিগকে সতত সৎ কথা কহিয়া থাকেন। আপনার নিকট বংশের ও রাজ্যের হিতকর-বাক্য শ্রবণ করত আমি যেন অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া সুখে শয়ন করিয়া থাকি। সন্নিকৃষ্ট ভৃত্যগণ কীদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত হইবে এবং কীদৃশ সৎকুলজাত ভৃত্যগণের সহিত সংসারযাত্রা বিহিত হইবে? ভৃত্য-রহিত নৃপতি একাকী কখন রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না; সদ্বংশ-সম্ভব লোক সকল এই রাজ্য-কামনা করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভারত! একাকী রাজ্য-শাসন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে তাত! সহায়হীন নৃপতি অর্থ লাভ করিতে অথবা লব্ধ অর্থ সতত রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না। যাঁহার সমস্ত ভৃত্যজন জ্ঞান-বিজ্ঞান-কোবিদ, হিতৈষী, সৎকুল-প্রসূত, ও স্নিগ্ধ তিনিই রাজ্য ফল ভোগ করেন। যাঁহার মন্ত্রিগণ সদ্বংশ-সম্ভূত উৎকোচাদি-দ্বারা অভেদ্য সহবাস-নিষ্ঠ নৃপতির ক্ষতিপ্রদ, সাধু-সম্বন্ধ-জ্ঞান-কোবিদ অনাগত বিধাতা কাল-জ্ঞান-বিশারদ এবং অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক না করেন, তিনিই রাজ্য ফল ভোগ করেন। যাঁহার জনপদ অনার্ত্ত সতত সন্নিকর্ষগত অক্ষুদ্র ও সৎপথাবলম্বী সেই নৃপতিই রাজ্যভাগী হয়েন। আপ্ত ও সন্তুষ্ট কোষ-বৃদ্ধিকর জনগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার ধনাগার সকল সতত উপচয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই নৃপোত্তম। অগ্রে সঞ্চয় তৎপরে উৎকোচ-দ্বারা অভেদ্য অলুব্ধ ও বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার ধান্যাদি সামগ্রী-দ্বারা গৃহ

সমুদয় প্রতিপালিত হয়, তিনি বহুগুণ-বিশিষ্ট হয়েন। যাঁহার নগর-মধ্যে ব্যবহার কার্য্য অর্থাৎ অর্থি প্রত্যর্থিগণের বিবাদ-নির্ণয় হইয়া থাকে এবং উহাদিগের অপরাধ অনুসারে দণ্ড-বিহিত হয়, ললাট-লিখিত নিদর্শন ক্রমে সেই নৃপতিই ধর্ম্ম-ফলভাগী হয়েন। রাজধর্ম্মজ্ঞ যে নরপতি বিবেচনা-পূর্ব্বক মনুষ্য সংগ্রহ করেন এবং সন্ধি-বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ ও সমাশ্রয় এই ষড়্‌বর্গ প্রতিগ্রহ করেন, তিনিই ধর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়॥ ১১৫॥

ভীষ্ম কহিলেন, এবিষয়ে প্রাচীনেরা এই পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন, ইহা সজ্জনাচরিত লোক-সমাজে সতত পরম-নিদর্শন-স্বরূপ। তপোবনে জামদগ্ন্য রামের নিকটে ঋষি-সত্তমগণ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এই বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সদৃশভাবে আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম। মনুষ্য সঞ্চার বিরহিত কোন অরণ্যানী মধ্যে ফল-মূলাহারী নিয়মনিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয় এক ঋষি বসতি করিতেন। তিনি দীক্ষা দম-পরায়ণ, শান্ত, স্বাধ্যায়রত, শুচি, উপবাস-বশত বিশুদ্ধ-চিত্ত ও সতত সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সেই ধীমান্ উপবিষ্ট থাকিলে বনচারি সমস্ত প্রাণিগণ তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া সমীপস্থ হইত। সিংহ ব্যাঘ্র-প্রভৃতি ক্রূর জন্তুগণ, মত্ত মহামাতঙ্গসকল, দ্বীপি নামক ব্যাঘ্র বিশেষ, গণ্ডার, ভল্লুক এবং তদ্ভিন্ন যে সমস্ত ভয়ঙ্করাকার জন্তু ছিল, সেই রুধিরাশন জীবগণ সকলেই তাঁহাকে সুখপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং সেই ঋষির শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রিয়কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত। উক্ত জন্তুগণ ঋষিকে সুখপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যথাস্থানে গমন করিত, তন্মধ্যে একটি গ্রাম্যপশু কুক্কুর সেই মহামুনিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইত না। হে মহামতে! সেই ভক্ত সতত অনুরক্ত, উপবাস-বশত কৃশ, দুর্ব্বল, ফল-মূল-জলাহার শান্ত শিষ্টাকৃতির ন্যায় কুক্কুর সেই সমাসীন মহর্ষির চরণতলে মনুষ্যের ন্যায় পতিত হইল এবং অতিশয় স্নেহবদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, ক্ষতজভোজী মহাবীর্য্যশালী স্বার্থলাভার্থ অত্যন্তসন্তুষ্ট ক্রূর-স্বভাব শার্দ্দূল অন্তকের ন্যায় তথায় আগমন করিল। তৃষিত শার্দ্দূল জিহ্বা-লেহন ও পুচ্ছাস্ফোটন করত ক্ষুধায় কাতর হইয়া সেই কুক্কুরের মাংস ভক্ষণার্থ প্রার্থনা করিয়া মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক আসিতে লাগিল। রাজন্! জীবিতার্থী কুক্কুর সেই ক্রূর তরক্ষুকে আসিতে দেখিয়া মুনিকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। মহারাজ! কুক্কুর বলিল, ভগবন্! এই কুক্কুরের শত্রু তরক্ষু আমাকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হে মহামুনে! আপনকার প্রসাদে ইহা হইতে যাহাতে আমার ভয় না হয়, হে মহাবাহো! আপনি তাহাই করুন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সংশয় নাই। ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত সর্ব্বজীবের রবজ্ঞ ও ভাবজ্ঞ সেই মুনি তাহার ভয়ের কারণ বিজ্ঞাত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

মুনি কহিলেন, হে পুত্র! তুমি দ্বীপি হইতে মৃত্যু নিমিত্ত কোন ভয় করিও না, তুমি নিজরূপ-বিরহিত হইয়া দ্বীপী হও। অনন্তর, সেই কুক্কুর সুবর্ণ সদৃশ আকৃতি-সম্পন্ন বিচিত্রাঙ্গ শার্দ্দূল হইল, তাহার দংষ্ট্রা সকল বিস্ফুরিত হইতে লাগিল, তখন সে নির্ভয় হইয়া বনমধ্যে অবস্থিতি করিল। প্রকৃত দ্বীপী তাহাকে আত্ম-সদৃশ পশু দেখিয়া তাহার প্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে চলিয়া গেল।

অনন্তর, মহাভয়ঙ্কর ব্যাদিত-বদন রুধিরলালস লেলিহদক্ত্র ক্ষুধান্বিত ব্যাঘ্র দ্বীপীর নিকটে আসিতে লাগিল। দ্বীপী বনবাসি দংষ্ট্রি ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রকে দেখিয়া জীবিত রক্ষার্থ ঋষির শরণাগত হইল। ঋষি সহবাস জন্য তাহাকে স্নেহ করিতেন, এই জন্য সেই দ্বীপীকে রিপুগণ হইতেও বলবত্তর ব্যাঘ্র

করিলেন। মহারাজ! অনন্তর, ব্যাঘ্র তাহাকে স্বজাতি দেখিয়া হনন করিল না। কুক্কুর তখন ব্যাঘ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া বলবান্ হইল এবং মাংস ভোজন করিতে লাগিল, তখন তাহার আর ফল মূল ভোজনে স্পৃহা রহিল না। মহারাজ! মৃগপতি যেমন নিয়ত বনবাসি জীবগণকে ভক্ষণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ব্যাঘ্র তৎকালে তদ্রূপ হইল।

শ্বর্ষি-সংবাদে ষোড়শাধিক শততম
অধ্যায়॥ ১১৬॥

ভীষ্ম বলিলেন, ব্যাঘ্র পর্ণশালার নিকট অবস্থিতি করত নিহত মৃগগণের মাংস ভক্ষণে তৃপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছে, ইত্যবসরে সমুত্থিত মেঘের ন্যায় এক মত্ত হস্তী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। উক্ত মাতঙ্গের গণ্ডস্থল প্রভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ হইতেছিল; কুম্ভ-দ্বয় অতি বিস্তৃত উহার শরীরে পদ্ম-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। সেই বিশাল দন্তযুগল-সমন্বিত অতি উচ্চ মহাকায় মেঘসম-গম্ভীর নিঃস্বন বল-গর্ব্বিত মত্ত কুঞ্জরকে আসিতে দেখিয়া ব্যাঘ্র হস্তি-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া সেই ঋষির শরণাপন্ন হইল। অনন্তর, ঋষি-সত্তম সেই ব্যাঘ্রকে কুঞ্জর করিলেন, প্রকৃত মাতঙ্গ সেই ব্যাঘ্রকে মহামেঘসন্নিভ কুঞ্জর হইতে দেখিয়া ভীত হইল। অনন্তর, ব্যাঘ্র হস্তী হইয়া শল্লকী-গহনে কমল বনে পদ্মরেণু বিভূষিত ও মদযুক্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ঋষির পর্ণশালার নিকটে থাকিয়া হস্তী ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকিলে বহুকাল গত হইল।

অনন্তর, গিরি-কন্দরজাত অরুণবর্ণ কেশর-সম্পন্ন নাগ-কুলান্তক এক কেশরী সেই স্থানে আগমন করিল। মাতঙ্গ সেই সিংহকে আসিতে দেখিয়া সিংহের ভয়ে ভীত হইয়া কম্পমান কলেবরে ঋষির শরণাপন্ন হইল। অনন্তর, মুনি তাহাকে সিংহ করিলেন, তখন সে তুল্যজাতি-সম্বন্ধ-বশত বন্য সিংহকে গণ্য করিল না; সে সিংহ হইল দেখিয়া বন্য সিংহ ভয়ান্বিত হইয়া চলিয়া গেল। কৃত্রিম সিংহ সেই মহারণ্য মধ্যে মুনির আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। তাহার ভয়ে অন্যান্য পশুগণ ত্রস্ত হইয়া জীবিতাকাঙ্ক্ষা-বশত তপোবনের নিকটেও আসিত না। কোন সময়ে সর্ব্বপ্রাণি-বিঘাতক রুধিরাহারী বিবিধ প্রাণীর ভয়ঙ্কর অষ্টপাদ ঊর্দ্ধনয়ন বনবাসী বলবান্ শরভ সেই সিংহকে সংহার করিবার কারণ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইল।

হে অরিন্দম! মুনি তখন সেই সিংহকে উৎকট বলশালী শরভ করিলেন। বন্য শরভ মুনির উগ্র বল-সম্পন্ন শরভকে অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া দ্রুতবেগে বন হইতে পলায়ন করিল। সেই কুক্কুর তখন মুনি-কর্তৃক শরভত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে নিয়ত সুখে কাল যাপন করে। রাজন্! অনন্তর, সমগ্র পশুগণ সেই শরভের ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং জীবন রক্ষার জন্য যত্ন-পরায়ণ হইয়া দশদিকে ধাবিত হইল। শরভও অতিশয় হৃষ্ট-চিত্তে নিত্য নিত্য প্রাণিবধে অনুরক্ত, সুতরাং মাংসের আস্বাদে মুগ্ধ হইয়া ফল মূল ভোজন করিতে আর ইচ্ছা করিত না। কিয়ৎদিনানন্তর, অকৃতজ্ঞ শ্বযোনিজ শরভ শোণিত পিপাসা-দ্বারা নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া সেই মুনিকে হনন করিতে কামনা করিল। তখন সেই মহাপ্রাজ্ঞ মুনি তপোবলে জ্ঞাননেত্রে তাহার দুরভিসন্ধি বিদিত হইলেন এবং বিদিত হইয়া সেই কুক্কুরকে বলিতে লাগিলেন।

মুনি বলিলেন, তুমি প্রথম কুক্কুর ছিলে, আমার তপোবলে তরক্ষু হইলে, তরক্ষু হইতে ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্র হইলে, ব্যাঘ্র হইয়া মদস্রাবী মাতঙ্গত্ব লাভ করিলে। মাতঙ্গ হইতে সিংহ হইলে, পরিশেষে সিংহ হইতে পুনরায় বল-সম্পন্ন শরভত্ব লাভ করিলে, আমি তোমার প্রতি স্নেহ করিয়া তোমাকে উত্তরোত্তর বিবিধরূপে সৃজন করিলাম, কিন্তু, তোমার সেই সেই কুলের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই। তুমি আপন কুল-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে

পারিলে না। রে পাপাত্মন্! তুই যখন আমাকে নিষ্পাপ জানিয়াও হিংসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্, তখন তুই আত্ম যোনি প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরই হইবি।

অনন্তর, মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্ট চিত্ত প্রকৃত মূর্খ শরভ ঋষির অভিশম্পাত-গ্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঋষি সম্বাদে সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়॥ ১১৭॥

ভীষ্ম কহিলেন, সেই কুক্কুর প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম দৈন্যদশাগ্রস্ত হইল এবং ঋষি সেই পাপাত্মাকে হুংকার-দ্বারা তপোবনের বহির্গত করিলেন। এই রূপ মতিমান্ মহীপতি সত্য শৌচতা সরলতা প্রকৃতি সত্য শ্রুত চরিত্র কুল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অনুকম্পা বলবীর্য্য-প্রভাব প্রশ্রয় ও ক্ষমা বিদিত হইয়া যে ভৃত্য যে কার্য্যে যোগ্য তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করা মহীপালের উচিত নহে। যে নৃপতি অকুলীন নরগণ-কর্ত্তৃক আকীর্ণ রহেন, তিনি কখন সুখী হইতে পারেন না। সৎকুল-সম্ভূত মানব নৃপতি-কর্ত্তৃক নিরপরাধে ভিদ্যমান হইলেও কদাচ পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, আর কুলহীন প্রাকৃত পুরুষ সাধু সংশ্রয়-বশত দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যদি নিন্দিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শত্রু হইয়া উঠে। কুলীন শিক্ষিত প্রাজ্ঞ জ্ঞান-বিজ্ঞান-পারদর্শী সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ সহিষ্ণু স্বদেশীয় কৃতজ্ঞ বলবান্ ক্ষমাশীল দমনশীল জিতেন্দ্রিয় অলুব্ধ লব্ধ-সন্তুষ্ট প্রভুর মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য-লিপ্সু মন্ত্রণাদান-কুশল যে দেশে বা যে যে কালে যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রাণিমাত্রের মনোরঞ্জনে অনুরক্ত সতত যুক্ত-চিত্ত হিতৈষী অনলস আচার-যুক্ত স্ববিষয়ে সন্ধি বিগ্রহ-কোবিদ নৃপতির ধর্ম্মার্থ কাম-বেত্তা পৌর ও জন-পদবাসি জনগণের-প্রিয়, যাহারা পরসৈন্যের ভেদ করিতে পারে তাহাদিগের যে সমুদয় ব্যূহ তাহার তত্ত্বজ্ঞ, সৈন্য সকল প্রহৃষ্ট করিতে কোবিদ ইঙ্গিতাকার তত্ত্বজ্ঞ, যাত্রাজ্ঞান-বিশারদ, হস্তি শিক্ষা-নিপুণ, অহঙ্কার-বিবর্জ্জিত, প্রগল্‌ভ দক্ষিণ দান্ত বলবান্ সমুচিত কার্য্যকারী পবিত্র ও পবিত্রজনপরিবেষ্টিত সুমুখ সুখ-দর্শন, নায়ক নীতি কুশল গুণ ও চেষ্টা-সমান্বিত, অস্তব্ধ, সূক্ষ্মার্থদর্শী মধুর ও মৃদু-ভাষী ধীর শূর মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং দেশকালানুসারে কার্য্য সম্পাদক ব্যক্তিকে যিনি সচিব করেন এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা না করেন, সুধাকরের চন্দ্রিকার ন্যায় সেই নৃপতির রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়। এই সমস্ত গুণযুক্ত শাস্ত্র-বিশারদ প্রজাপালন তৎপর ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। ধীর ক্ষমা-বান্ শুচি সময়ানুসারে তীক্ষ্ণ পুরুষ-প্রযত্নবিৎ শুশ্রূষু শ্রুতবান্ শ্রোতা তর্ক বিতর্ক-কোবিদ মেধাবী ধারণাযুক্ত যথান্যায়ে কার্য্য-নির্ব্বাহক দান্ত সতত প্রিয়ভাষী অপকারকের প্রতি ক্ষমাবান্ দানের অবিচ্ছেদকারী শ্রদ্ধালু সুখ-দর্শন আর্ত্তগণের অব-লম্বন, নিয়ত অমাত্য যাঁহার হিত-নিরত অনহংকারী সুখ দুঃখ-সহিষ্ণু যৎকিঞ্চনকারিতাপরিশূন্য, অমাত্যগণ-কর্ত্তৃক কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে তাহাদিগের উপকারক, ভক্তজন প্রিয়, সংগৃহীত-জন, অস্তব্ধ সতত প্রসন্ন-বদন, নিয়ত ভৃত্যজনা-পেক্ষ, অক্রোধ, প্রশস্ত-চিত্ত, সমুচিত দণ্ডদাতা, অনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম কার্য্যানুশাসন চারনেত্র প্রজাবেক্ষণ তৎপর এবং সতত ধর্ম্মার্থকুশল এতাদৃশ গুণগণা-ন্বিত নৃপতি সকলেরই বাঞ্ছনীয় হয়েন।

হে নরনাথ! রাজ্য ধারণের সহায়-স্বরূপ সু-পুরুষ গুণগণপরিবৃত যোদ্ধাদিগকেও অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়, যে নৃপতি সমৃদ্ধি-কামনা করেন, তাঁহার যোদ্ধাদিগকে অবমাননা করা উচিত নহে। যে নৃপতির সমর-শৌণ্ডীর কৃতজ্ঞ শাস্ত্র-কোবিদ ধর্ম্মশাস্ত্র রত পদাতিজন-সংবৃত নির্ভয় গজারোহী রথচারী আশুগ অস্ত্র-কুশল যোদ্ধাসকল বশীভূত থাকে, এই মহীমণ্ডল তাঁহারই করতলে বিলাস

করে। যে নৃপতি সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিতে সতত আগ্রহ-বিশিষ্ট, যিনি উত্থানশীল ও মিত্র-সম্পন্ন, সেই রাজাই রাজ-সত্তম। হে ভারত! সংগৃহীত মনুষ্য ও সহস্র অশ্বারোহি বীর-দ্বারা এই সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিতে পারা যায়।

ঋষি-সংবাদে অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়॥ ১১৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, যে নরাধিপতি এইরূপ কুক্কুর-তুল্য ভৃত্যগণকে স্ব স্বস্থানে কার্য্য বিশেষে নিযোজিত করেন, তিনিই রাজ্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন। কুক্কুরকে সম্মান করিয়া স্বস্থান হইতে উচ্চ স্থানে নিয়োগ করা উচিত নহে, কুক্কুর স্বস্থান হইতে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে প্রমত্ত হয়। স্বজাতি গুণ-সম্পন্ন অমাত্যগণকে স্বকীয় কর্ম্মে সংস্থিত করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগকে অযথাস্থানে নিযুক্ত করা বিধেয় নহে। যে রাজা ভৃত্যগণকে অনুরূপ কার্য্য প্রদান করেন, সেই ভৃত্যগুণ-সম্পন্ন ভূপাল উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া থাকেন। শরভ স্থানে শরভ, সিংহ স্থানে বলবান্ সিংহ, ব্যাঘ্র স্থানে ব্যাঘ্র এবং দ্বীপিকে দ্বীপি স্থানেই স্থাপন করা উচিত। যে ভৃত্য যে কর্ম্মে উপযুক্ত তাহাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা বিধেয়; কর্ম্ম ফলাভিলাষি ভৃত্যগণকে বিপরীতরূপে নিযুক্ত করা উচিত নহে। যে বুদ্ধিহীন নৃপতি প্রমাণ অতিক্রম-পূর্ব্বক বিপরীতরূপে ভৃত্যগণকে স্থাপন করেন, তিনি প্রজারঞ্জন করিতে পারেন না। মূর্খ ক্ষুদ্র অপ্রাজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় এবং অকুলীন নরগণকে নিযুক্ত করা গুণজ্ঞ নৃপতির কর্ত্তব্য নহে। সাধু সদ্বংশজ শূর জ্ঞানবান্ অনসূয়ক অক্ষুদ্র শুচি ও দক্ষ পুরুষগণ পারিপার্শ্বিক হইয়া থাকেন। যাহারা নম্র কার্য্যতৎপর শুদ্ধ-শান্ত স্বাভাবিক গুণগণে রমণীয় এবং পদে থাকিয়া নিন্দিত না হয়, তাহারাই নৃপতির বহিশ্চর প্রাণ-স্বরূপ। সিংহের নিকটে সিংহই সতত অনুগত হইবে; যে সিংহ নহে, সে সিংহের সহিত মিলিত হইলে সিংহের ন্যায় ফল লাভ করে। যে সিংহ হইয়া কুক্কুরগণে আকীর্ণ রহে এবং সিংহের কর্ম্মফলে রত হয়, সে কুক্কুরগণ-কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া সিংহের ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

হে নরনাথ! শূর প্রাজ্ঞ বহুশ্রুত ও কুলীনগণ-দ্বারা সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিতে পারা যায়। হে ভৃত্যবৎ-প্রবর! বিদ্যা-হীন, অনৃজু, অপ্রাজ্ঞ, অমহাধন ভৃত্যকে মহীপালদিগের সংগ্রহ করা বিধেয় নহে। স্বামি-কার্য্য-সাধন-তৎপর নরগণ শরের ন্যায় কার্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, যে সমস্ত ভৃত্যগণ নৃপতির হিতকর তাহাদিগের প্রতি প্রিয়-বচন প্রয়োগ করা বিধেয়। পার্থিবগণের প্রযত্ন-পূর্ব্বক সতত কোষ রক্ষা করা উচিত; কোষই রাজাদিগের মূল এবং বৃদ্ধিকর হইয়া থাকে। তোমার ধান্যগৃহ প্রভৃত ধান্যরাশি-দ্বারা নিয়ত সুসংবৃত ও সাধু ভৃত্যগণে সতত সন্নাস্ত থাকুক, তুমি ধনধান্য-সমন্বিত হও। তোমার ভৃত্যগণ নিত্য উদ্যুক্ত ও যুদ্ধ-কোবিদ হউক, তুরঙ্গচালন বিষয়ে নৈপুণ্য এক্ষণে অভিলষণীয় হইতেছে। হে কৌরব-নন্দন! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুজন অবেক্ষণ করত মিত্র ও সম্বন্ধিগণে সংবৃত হইয়া পৌরকার্য্যে হিত অন্বেষণ কর। হে তাত! এই ত কুকুরের নিদর্শন-নিবন্ধন প্রজাগণের প্রতি তোমার যেরূপে নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি স্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমি কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

ঋষি-সংবাদে একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়॥ ১১৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! আপনি রাজধর্ম্মার্থবেত্তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিগণ-কর্ত্তৃক আচরিত অনেকানেক রাজবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত

পূর্ব্ব দৃষ্ট সাধু-সম্মত রাজধর্ম্ম যাহা আপনি বিস্তার ক্রমে কহিয়াছেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া যাহা ধারণা করিতে পারা যাইবে, তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, মহারাজ! সর্ব্বভুতের রক্ষণই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, ইহাই শ্রেষ্ঠতম, যেরূপে সেই রক্ষা করিতে হয় তাহা শ্রবণ কর। ভুজগভোজী ময়ূর যেমন বিচিত্রবর্হ ধারণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মজ্ঞ ধরাধিপতি বহুবিধ রূপ ধারণ করিবেন। ক্রূরত্ব কৌটিল্য অভয়প্রদত্ব সত্য ও সরলতা এই সকলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যিনি সত্ত্ব-গুণাবলম্বন করেন, সেই নৃপতিই সুখী হয়েন। যে বিষয়ে যাহা হিতকর হয়, তাহাই তৎ তৎকালের রূপ অর্থাৎ দণ্ডকালে ক্রূরতা এবং অনুগ্রহ সময়ে শান্ততা প্রদর্শন করিবেন। যেহেতু বহুরূপধারী ধরণীশ্বরের সূক্ষ্ম বিষয়ও অবসন্ন হয় না। শরৎকালে ময়ূর যেমন মূক হইয়া থাকে, নৃপতি তদ্রূপ মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক নিয়ত মন্ত্রণা গোপন করিবেন, শ্রীমান্ মধুরভাষী ও শাস্ত্র-বিশারদ হইবেন। জল প্রস্রবণের ন্যায় মন্ত্র-ভেদাদি আপদের দ্বারে নিয়ত অবহিত থাকিবেন, পর্ব্বত-প্রদেশে বৃষ্টি-সলিল-দ্বারা জানত সারৎ সলিল-সম সিদ্ধ দ্বিজগণের নিকট সম্যক্ রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, অর্থ কাম নৃপতি ধর্ম্মধ্বজোপম শিখা ধারণ করিবেন অর্থাৎ যোগ্যতা-চিহ্ন ক্রূরতাদি প্রদর্শন করিবেন। নৃপতি নিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া প্রজাপালনে অবহিত থাকিবেন; লোকে ইক্ষুকাণ্ডাদি ছেদন ও নিষ্পীড়ন-পূর্ব্বক যেমন রস গ্রহণ করে, তাহা না করিয়া বৃহৎ বৃক্ষ তাল খর্জ্জূরাদি রক্ষা করিয়া তাহা হইতে যেমন রস গ্রহণ করিয়া থাকে, নৃপতি তদ্রূপ প্রজাগণের আয় ব্যয় অবলোকন করত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া তৎসন্নিধান হইতে ধন আদান করিবেন।

নৃপতি স্বপক্ষের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার করিবেন এবং বিপক্ষদিগের ভুমিজাত শস্যাদি অশ্বাদি গমন দ্বারা বিনষ্ট করাইবেন, সসহায় হইয়া যুদ্ধ যাত্রাদি করিবেন এবং আত্ম-বৈকল্য বিলোকনে অবহিত রহিবেন। কাননে পুষ্প-চয়নের ন্যায় অর্থ আহরণ করত শক্রর দোষ সকল বিস্তার করিবেন এবং মৃগয়াদি ছলে পর রাজ্যে গমন করত পরপক্ষ সমুদয়কে বিবাসিত করিতে থাকিবেন। পর দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া দেবতা-দর্শনাদি ছলে অকস্মাৎ পরদুর্গে প্রবেশ-পূর্ব্বক অচলোপম স্ফীত ও উন্নত প্রতিকূল নৃপতিগণের বিনাশ সাধন করিবেন, অতএব অবিজ্ঞাত ছায়া আশ্রয় করত গুপ্তভাবে রণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। রজনীতে ময়ূরের ন্যায় প্রাবৃট্কালে নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিবেন, ময়ুরের গুণ অবলম্বন-দ্বারা অদৃশ্য হইয়া অন্তঃপুরে বিচরণ করিবেন, কদাচ তনুত্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না, আপনিই আপনাকে রক্ষা করিবেন; চারগণ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রদেশে ধাত্রী, কঞ্চুকি ও সূপকার-প্রভৃতি বিপক্ষ-দ্বারা ভেদিত হইলে অভিমুখে আপতিত বিষাদিরূপ পাশ পরিবর্জ্জন করিবেন। বিষাদি জ্ঞান দুর্ব্বোধ হইলে সেই কপট স্থানে স্বয়ং গমন-পূর্ব্বক তাহা বিনষ্ট করিবেন, বিষ-প্রয়োগকারি কুটিল ক্রুদ্ধ ব্যক্তিগণকে নিহত করিবেন। স্থূলপক্ষ অর্থাৎ সৈন্য সকলের পক্ষ স্থানীয় শিবির সম্বন্ধীয় বার-বনিতা ও নট-নর্ত্তক-প্রভৃতিকে বিনাশিত অর্থাৎ ময়ূরের ন্যায় দূরীকৃত করিবেন, দৃঢ় মুল অমাত্য ও শূর সকলকে সংস্থাপিত করিবেন। সতত ময়ূরের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে প্রশস্ত কার্য্য আচরণ করিতে থাকিবেন। শলভ-সমূহ যেমন গহনবনে পতিত হইয়া কাননকে নিষ্পত্র করে, তদ্রূপ নৃপতি সৈন্য সামন্তসহ সম্মিলিত হইয়া শক্র রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

এইরূপে বিচক্ষণ নরপাল শূরবৎ স্বরাজ্য পালন করিবেন এবং আত্ম বৃদ্ধিকারী নীতি বিধান করিতে থাকিবেন। বুদ্ধি-দ্বারা আত্ম-সংযমন অর্থাৎ এই-

রূপ কার্য্য করা উচিত, এই প্রকার নিয়ম করিবেন, আর পরবুদ্ধি অনুসারে তদ্বিষয়ের অবধারণ কর্ত্তব্য, শাস্ত্রোক্ত ধীশক্তি-দ্বারা আত্মগুণ প্রাপ্তি হয়, ইহাই শাস্ত্রের প্রয়োজন। সান্ত্বনা-বাক্য-দ্বারা পরকে বিশ্বাসিত করিবে এবং স্বকীয় শক্তি প্রদর্শন করিতে থাকিবে, সর্ব্বতোভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের বিচার-দ্বারা উহাপোহ কৌশল-রূপা বুদ্ধি-শক্তি চালনা করত কর্ত্তব্য বিষয়ের নিশ্চয়তা বিবেচনা করিবে। প্রাজ্ঞ পুরুষ সাত্ত্বযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্যের প্রয়োজক হইবেন, আর নিগূঢ় বুদ্ধি ধীর ব্যক্তির প্রতি উপদেশের অপেক্ষা করে না। সলিল মধ্যে প্রক্ষিপ্ত তপ্ত লৌহ যেমন তৎক্ষণাৎ শৈত্যগুণ-সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধিশক্তি-বশত বৃহস্পতি-সদৃশ হইয়াও যদি নিকৃষ্ট কথা অর্থাৎ আপনার নির্ব্বুদ্ধিত্ব প্রবাদ প্রাপ্ত হয়েন, তবে তিনি সদ্যই যুক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক স্ব-ভাবের স্বাস্থ্য-কামনা করিয়া থাকেন। নৃপতি আপনার বা, পরের আগম-দ্বারা উপদিষ্ট সমস্ত কার্য্যই জিজ্ঞাসা করিবেন। অর্থবিধানবিৎ ভূপাল মৃদু-স্বভাব অথচ প্রাজ্ঞ এবং শূর ব্যক্তি অথবা অন্য যে কেহ বলশালী হইবে তাহাদিগকে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

অনন্তর, আয়তা তন্ত্রী যেমন স্বর সকলের অনু-বর্ত্তিনী হয়, তদ্রূপ তিনি তাহাদিগকে নিজ নিজ অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া সকলের অনুবর্ত্তন করিবেন, ধর্ম্মের অবিরোধে সকলের প্রিয় আচরণ করিবেন, যে নৃপতিকে প্রকৃতি পুঞ্জ 'ইনি আমার' এইরূপ জ্ঞান করে, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া থাকেন। দিবাকর যেমন আয়ত রশ্মি মণ্ডল প্রকাশ করেন, নরপতি তদ্রূপ কার্য্য সমাধা করিয়া প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় তুলা-জ্ঞান করত সর্ব্বতোভাবে কেবল ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। যাঁহারা কুল প্রকৃতি ও দেশ বিশেষের ধর্ম্মজ্ঞ মৃদুভাষি মধ্য-বয়স্থ নির্দ্দোষ হিত-বিষয়ে নিরত অপ্রমত্ত অলুব্ধ শিক্ষিত জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ এবং অর্থ রক্ষা করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে নৃপতি সর্ব্ব কার্য্যেই নিয়োজিত করিবেন। রাজা এই চারগণ-দ্বারা বিদিত-বৃত্তান্ত, সুতরাং সন্তুষ্ট হইয়া এই প্রকারে কার্য্য সকলের আগম ও গতির বিষয় বিজ্ঞাত হইতে নিযুক্ত থাকিয়া সম্যক্‌রূপে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং কার্য্য সকল অবলোকন করিয়া থাকেন, আর আত্ম-প্রত্যয়ই যাঁহার ধনা-গার, সেই রাজার পক্ষে বসুন্ধরাই বসুদাত্রী হইয়া থাকেন। যাঁহার অনুগ্রহ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যিনি যথার্থ জানিয়া নিগ্রহ করেন, আর যে নৃপতি আত্মরক্ষা করত রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজধর্ম্মজ্ঞ। সমুদিত সূর্য্য যেমন রশ্মিমণ্ডল-দ্বারা লক্ষিত হয়েন, তদ্রূপ নৃপতি নিয়ত নিজ রাজ্য নিরীক্ষণ করিবেন এবং চর সকলকে অনুচর করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক সমাচার সকল বিদিত হইবেন, আর আপনি নিজবুদ্ধি-প্রভাবে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। নৃপতি অর্থ উপার্জ্জনের কাল উপস্থিত হইলে অর্থ আহরণ করিবেন এবং নিজ অর্থবত্তার বিষয় কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবেন না; বুদ্ধিমান্ রাজা প্রতিদিন গোদোহনের ন্যায় পৃথিবী হইতে অর্থ দোহন করিবেন। মধুকর যেমন যথাক্রমে কুসুম সমুদয় হইতে মধু-চয়ন করে, নৃপতি তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে দ্রব্য আহরণ-পূর্ব্বক সঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ভূপাল সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই ধর্ম্মার্থ ও কামার্থ ব্যয় করিবেন; সঞ্চিত অর্থ কদাচ ব্যয় করিবেন না। অর্থ অল্প হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না এবং শত্রু সকলকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। বুদ্ধি-দ্বারা আপনাকে বুঝাইতে হইবে এবং নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না। সন্তোষ, দক্ষতা, সংযম, বুদ্ধি, দেহ, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, দেশ ও

কালে অপ্রমাদ অল্প অথবা বহুধনের বিশেষরূপে বুদ্ধিবিষয়ে এই আটটি বিষয় উদ্দীপক হইয়া থাকে। অগ্নি অল্প হইলেও আজ্য-সিক্ত হইয়া বৰ্দ্ধিত হয়, এক বীজ হইতে সহস্র অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব বিপুল আয় ব্যয় বিষয় সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া অল্প অর্থকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। প্রাচীন শত্রু বালক হইলেও তাহাকে বালক বোধ করা বিহিত নহে, যেহেতু সে বিপক্ষকে সতত প্রমত্ত দেখিলেই নিহত করে। কালে অন্য ব্যক্তি তাহার মূল হরণ করিবে না, অতএব কালজ্ঞ ব্যক্তিই পার্থিবগণের মধ্যে বরিষ্ঠ। শত্রুর কীর্ত্তি হরণ এবং তাহার ধর্ম্ম উপরোধ করিবে, আর অর্থ বিষয়ে তাহার দীর্ঘতর কার্য্যের উপঘাত করিতে থাকিবে। দ্বেষকারী বৈরি দুর্ব্বল হউক, অথবা বলবান্‌ই হউক, যতচিত্ত মানব শত্রু হইতে কোন প্রকারে হীন হইবে না। ক্ষয় বৃদ্ধি পালন ও সঞ্চয় বিবেচনা করিয়া মতিমান্ নৃপতি ঐশ্বর্য্যকাম ও বিজিগীষু রাজাকে একত্র মিলিত দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিবেন, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলবান্ ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে, বৰ্দ্ধমান বল বুদ্ধি-দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বৰ্দ্ধমান বৈরিকে বুদ্ধিবলেই অবসন্ন করা যায়, অতএব বুদ্ধি অনুসারে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। দোষহীন ধীর-পুরুষ সমুদয় কাম্য বিষয় কামনা করত অল্প বল-দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর যিনি আপনাকে যাচমান মানবযুক্ত হইতে প্রার্থনা করেন তিনি অল্পমাত্র শ্রেয়ঃ-পাত্র পূরণ করিতে পারেন না, অতএব নৃপতি প্রজাগণের প্রতি স্নেহ-যুক্ত হইয়া সকলেরই সন্নিধান হইতে লক্ষ্মীর মূল অর্থ আহরণ করিবেন। প্রজাগণকে দীর্ঘকাল পীড়ন করত বিদ্যুৎ সম্পাতের ন্যায় তাহাদিগের উপরি পতিত হইবেন না। উদ্যোগ-দ্বারা বিদ্যা তপস্যা এবং বিপুল বিত্ত হইতে পারে, সেই উদ্যোগ বুদ্ধির আয়ত্ত হইয়া দেহবান্ ব্যক্তিগণে বসতি করে, অতএব প্রভূত উদ্যোগ করিতে সযত্ন হওয়া বিধেয়। যাহাতে মতিমন্ত মনস্বিগণ সুররাজ বিষ্ণু ও সরস্বতী সতত বসতি করেন এবং ভূত সকল নিয়ত যাহাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই দেহকে কখন অবজ্ঞা করিবেন না। লুব্ধ ব্যক্তিকে নিয়ত সম্প্রদান-দ্বারা বশীভূত করিবে, লুব্ধ পরধন প্রাপ্ত হইয়া কখন তৃপ্ত হয় না। সুখ ভোগে সকলেই লুব্ধ হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি অর্থহীন হয়, সে ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগ করে। লুব্ধ মানব পরের ধন ভোগ পুত্র পত্নী ও সমৃদ্ধি সকলই প্রার্থনা করে। এই সংসারে লুব্ধ পুরুষে সকল দোষই সম্ভব হইতে পারে, অতএব নৃপতি কদাচ লুব্ধ ব্যক্তির প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিবেন না। জঘন্য পুরুষকে দর্শনমাত্র দূরীভূত করিবেন, প্রাজ্ঞ পুরুষ বিপক্ষবর্গের সমস্ত কার্য্য ও সমুদয় বিষয় বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন

হে পাণ্ডুতনয়! ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী-মধ্যে বিজ্ঞানসম্পন্ন মন্ত্রীকে রক্ষা করিতে হইবে, যে নৃপতি বিশ্বস্ত ও কুলীন, তিনি সমস্ত বশীকরণ করিতে সমর্থ হয়েন। হে নরনাথ! এই ত আমি বিধিপ্রযুক্ত সমস্ত রাজধর্ম্ম সংক্ষেপত কীৰ্ত্তন করিলাম, তুমি ইহা ধীশক্তি-দ্বারা ধারণা কর। যে নৃপতি গুরুর অনুসরণ করত এই সমস্ত ধর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনিই পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন। যে নৃপতির অনীতিজন্য হঠ-প্রণীত দৈবপ্রাপ্ত সুখ বিধিবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহার গতি অথবা অনুত্তম রাজ্যসুখ লব্ধ হয় না। সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে অপ্রমত্ত মহীপতি বিশিষ্ট ধনশালী বুদ্ধি ও শীলসম্পন্ন সমরে দৃষ্ট-বিক্রম শাত্রব সকলকে অবিলম্বে অবলোকন-পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া নিহত করেন। বিবিধ ক্রিয়াপথ-দ্বারা উপায় অবলোকন করিবে, অনুপায়ে বুদ্ধি-নিবেশ করিবে না, নির্দ্দোষ ব্যক্তি-

গণেও যে পুরুষ দোষ দর্শন করেন, তিনি বিশিষ্ট স্ত্রী এবং বিপুল যশোধন ভোগ করিতে পারেন না। সুহৃদ্গণের প্রতি জ্ঞান-পূর্ব্বক প্রীতি প্রবৃত্তি হইলে যে সুহৃদ্-দ্বয় এক কার্য্যে অভিমুখ হয়, সেই উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি গুরুতর ভার বহন করিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সুস্নিগ্ধ মিত্রকে প্রশংসা করিবেন।

রাজন্! মদুক্ত এই সমুদয় রাজধর্ম্ম আচরণ কর, মানবগণের পালনে বুদ্ধি নিবেশ কর, অনায়াসে পুণ্যফল প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু সমস্ত লোকই ধর্ম্ম মূল।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়॥ ১২০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ-কর্ত্তৃক এই সনাতন রাজধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইল; সুমহান্ দণ্ডই সকলের নিয়ন্তা, যেহেতু দণ্ডেই সমুদয় বিষয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ, ঋষিগণ, মহানুভাব পিতৃগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচগণ, বিশেষত সাধ্যগণ এবং তির্য্যগ্-যোনি-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে সর্ব্বব্যাপী মহাতেজা দণ্ডই শ্রেষ্ঠতর, ইহা আপনি কহিয়াছেন; সুরাসুর মানুষসহ সচরাচর সমস্ত লোক দণ্ডেই আসক্ত রহিয়াছে, অতএব হে ভরত-প্রবর! আমি ইহা যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। দণ্ড কাহাকে কহে ও তাহা কি প্রকার? তাহার কীদৃশ আকার এবং তাহার পরম আশ্রয়ই বা কি? দণ্ডের স্বরূপ কি? প্রকার কি? কি প্রকার মূর্ত্তি? কিরূপ প্রভা এবং দণ্ড প্রজাগণের প্রতি অবহিত হইয়া কি প্রকারে জাগরণ করে? কেই বা পূর্ব্বাপর এই জগৎ পালন করত জাগরিত থাকে? প্রথমত কে বিজ্ঞাত হয় এবং দণ্ড নামক শ্রেষ্ঠ বস্তুই বা কে? দণ্ডের আকার কি প্রকার এবং তাহার গতি কাহাকে বলে?

ভীষ্ম বলিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! দণ্ড এবং তাহার ব্যবহার যে প্রকার, তাহা শ্রবণ কর। ইহলোকে যাহাতে সমুদয় আয়ত্ত রহে, তাহাকেই কেবল দণ্ড বলা যায়। মহারাজ! সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মের প্রকাশ ব্যবহার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লোক-মধ্যে কি প্রকারে অবহিত-স্বরূপ নৃপতির সম্বন্ধে সেই ধর্ম্মের লোপ না হয়। এইরূপে ব্যবহারের ব্যবহারত্ব ইষ্ট হইয়া থাকে, অবহার অর্থাৎ নীচমার্গ-দ্বারা পরস্বাপহরণ যাহা হইতে বিগত হয়, তাহাকেই ব্যবহার বলা যায়, অপিচ রাজন্! পুরাকালে প্রথমত মনু ইহাই কহিয়াছেন যে, প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে তুল্যরূপ সুপ্রণীত দণ্ড-দ্বারা যিনি সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করেন, তাহাই কেবল ধর্ম্ম। হে নরেন্দ্র! আমি যে ব্রহ্মার উক্ত সুমহৎ বচন বলিলাম, পূর্ব্বে প্রথমত মনু এই বচন কহিয়াছিলেন; প্রথমত এই বচন উক্ত হইয়াছিল, এই জন্য পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রাগ্‌বচন কহিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম হইতে পরস্বাপহরণাদি দোষ নিরাকৃত হয়, সেই ধর্ম্ম-কথন-হেতু ব্যবহার কথিত হয়। সুপ্রণীত দণ্ডে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সতত বিদ্যমান রহে, দৈব-দণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার রূপ প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য, দণ্ডের আন্তর রূপ দুষ্ট সন্তাপ-জনক, সুতরাং ক্রূরত্বহেতু অগ্নিসাদৃশ্য ধারণ করে। দণ্ডের বাহ্যরূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ অর্থাৎ রাজ-দণ্ডে দ্বেষ ও ধন লোভাদি থাকায় তাহাতে মালিন্য আছে, সুতরাং উহা শ্যামবর্ণ, কেহ মানভঙ্গ-প্রযুক্ত দণ্ড্য হয়, কেহ ধন হরণ-নিবন্ধন দণ্ডিত হইয়া থাকে, কেহ অঙ্গবৈকল্যহেতু দণ্ড প্রাপ্ত হয়, কেহ বা প্রাণনাশাদি নিমিত্ত দণ্ডভাগী হয়, এই কারণ চতুষ্টয়-নিবন্ধন প্রাণিগণের বধ-সাধন হইয়া থাকে, অতএব দণ্ডকে চতুর্দ্দংষ্ট্র বলা যায়। প্রজাগণ হইতে অর্থ আদান, সামন্ত হইতে কর গ্রহণ অর্থি প্রত্যর্থি হইতে দ্বিগুণ ধন আহরণ এবং কদর্য্য বিপ্র হইতে সর্ব্বস্ব আদান দণ্ড-দ্বারা এই চতুর্ব্বিধ অর্থ আহৃত হয়, এই নিমিত্ত দণ্ড চতুর্ভুজরূপে উক্ত হইয়া থাকে। অর্থি প্রত্যর্থিগণের আবেদন ও উত্তর প্রদান-প্রভৃতি অষ্টবিধ

কারণে দণ্ড বিচরণ করে, এই নিমিত্ত অষ্টপাদ, রাজা অমাত্য পুরোহিত-প্রভৃতি অনেকে দর্শন-সাধন থাকায় অনেক নয়ন, অবশ্য শ্রাব্য এই নিনিত্ত শঙ্কুকর্ণ অর্থাৎ তীক্ষ্ণ শ্রবণ; অতিশয় উৎফুল্ল এই জন্য ঊর্দ্ধ-রোমবান্, অনেক সন্দেহ-প্রযুক্ত জটিল এইহেতু জটী, অর্থি প্রত্যর্থির বাক্য বৈমত্য নিমিত্ত দ্বিজিহ্ব, আহবনীয় বহ্নিই দণ্ডের আনন একারণ তাম্রাস্য, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম-দ্বারা দণ্ডের শরীর আবৃত থাকে, এজন্য মৃগরাজ-তনুচ্ছদ এই নাম হইয়াছে; দুর্দ্ধর্ষ দণ্ড নিয়ত এই উগ্ররূপ ধারণ করিয়া থাকে। অসি, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর-সমূহ, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড, ঋষ্টি ও তোমর-প্রভৃতি ইহলোকে যে সমুদয় প্রহরণ আছে, দণ্ডই সেই সর্ব্বাত্ম-স্বরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিচরণ করেন। ছেদ, ভেদ, রুগ্ন করণ, কৃন্তন, বিদারণ, বিপাটন, ঘাতন ও অভিমুখে ধাবন করত দণ্ডই বিচরণ করিয়া থাকে। অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণধর্ম্মা, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, শাস্তা, প্রাগ্‌বদদ্বর, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্র-তনয়, মনু, জ্যেষ্ঠ ও শিবঙ্কর, হে যুধিষ্ঠির! দণ্ডের এই সমস্ত নাম কীর্ত্তিত হইল। দণ্ডই ভগবান্ বিষ্ণু, দণ্ডই প্রভু নারায়ণ, নিরন্তর মহৎরূপ ধারণ করিয়া থাকেন এই নিমিত্ত মহাপুরুষ শব্দে উক্ত হয়েন। ব্রহ্ম-কন্যা লক্ষ্মী বৃত্তি সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী দণ্ডনীতি অর্থাৎ দণ্ডের সহিত নীতি, এই সমুদয়ই দণ্ড-স্বরূপ, অতএব দণ্ডের বিগ্রহ বহুবিধ।

হে ভারত! অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বলাবল, দৌর্ভাগ্য, ভাগধেয়, পুণ্যাপুণ্য, গুণাগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, অপ্রমাদ, প্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষামোক্ষ, ভয়াভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম, বিষ, অবিষ, অন্ত, আদি, মধ্য, কৃত্য সকলের প্রপঞ্চন, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি, শক্তি, অশক্তি, মান, স্তম্ভ, ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, বিসর্গ, কাল, অকাল, মিথ্যা, জ্ঞানিতা, সত্য, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ক্লীবতা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, তীক্ষ্ণতা, মৃদুতা, মৃত্যু, আগম, অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, বলাবল, অসূয়া, অনসূয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম, অপত্রপা, অনপত্রপা, হ্রী, সম্পদ্, বিপদ্, পদ, তেজ, কর্ম্ম সমুদয়, পাণ্ডিত্য, বাক্‌শক্তি, তত্ত্ব-বুদ্ধিতা, হে কৌরব্য! এতাদৃশ প্রকারে ইহলোকে দণ্ডের বহুরূপতা হইয়া থাকে। লোক-মধ্যে যদি দণ্ড না থাকে, তবে পরস্পর পরস্পরকে প্রমথন করে। হে যুধিষ্ঠির! দণ্ড-ভয়ে লোক পরস্পর প্রহার করে না। রাজন্! দণ্ড-কর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ প্রজাগণ অহরহ রাজাকে বর্দ্ধিত করে, অতএব দণ্ডই পরম আশ্রয়।

হে নরেশ্বর! সত্য ব্যবস্থিত ধর্ম্ম অবিলম্বে এই লোক সকলকে অবস্থাপিত করে, সত্য পক্ষপাতী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি-স্বরূপ। ধর্ম্ম-যুক্ত দ্বিজবর-সকল বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন, বেদ সকল হইতে যজ্ঞ হইয়াছে, যজ্ঞ দেবতাদিগকে প্রীতিযুক্ত করিয়া থাকে, দেবগণ প্রীত হইয়া নিয়ত ইন্দ্রকে স্তুতি করেন; ইন্দ্রও এই সমুদয় প্রজাগণকে অনুগ্রহ করত অন্নদান করিয়া থাকেন; সমস্ত ভূতগণের প্রাণ নিয়ত অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব প্রজাগণও অন্ন-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, আর দণ্ড সেই প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছেন; এইরূপ প্রয়োজনানুসারে দণ্ড ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, দণ্ড নিয়ত অবহিত ও অক্ষয় হইয়া প্রজাগণকে রক্ষা করত জাগরিত থাকেন। ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা এবং জীব এই অষ্ট নাম-দ্বারা দণ্ড উক্ত হইয়া থাকে। যে নৃপতি বল-সমন্বিত এবং ধর্ম্ম ব্যবহার ধর্ম্ম ঈশ্বর ও জীবরূপে পঞ্চবিধ, ঈশ্বর তাঁহাকে দণ্ড এবং ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন। হে যুধিষ্ঠির! সদ্বংশ-সম্ভূত প্রভূত ধনশালি অমাত্য প্রজ্ঞা ওজস্বিতা তেজ এবং দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি সামর্থ্য

ও অনন্তর শ্লোকে বক্ষ্যমাণ হস্তি-প্রভৃতি আহার্য্য বলসকল নৃপতির ধনাগার উপচয়ের কারণ। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, অবৈতনিক ভারবাহ, দেশ-বিশেষ সম্ভূত বস্তু ও মেষ লোমাদি-জনিত আসনাদি রাজাদিগের অষ্টাঙ্গ বলরূপে স্মৃত হইয়াছে, অথবা, রথারোহী, গজারোহী, অশ্ববার, পদাতি, মন্ত্রী, চিকিৎসক, ভিক্ষুক, প্রাড়্বিবাক, জ্যোতিষিক, দৈব-চিন্তক, কোষ, মিত্র, ধান্য, সমস্ত উপকরণ ও সপ্ত-প্রকৃতি রাজ্যের অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত শরীররূপে জ্ঞাত হয়; কিন্তু, দণ্ডই রাজ্যের আদি এবং দণ্ডই রাজ্যের কারণ। ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রযত্ন-সহকারে ক্ষত্রিয়ের কারণ এই দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, এই সমুদয় প্রিয়াপ্রিয়ে সম-স্বরূপ দণ্ডেরই অধীন। প্রজাপতি-কর্ত্তৃক লোক রক্ষার্থ এবং স্বধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যেরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম-স্বরূপ, দণ্ড অপেক্ষা নৃপতিগণের অন্য কেহ পূজ্যতম নহে। প্রভু প্রত্যয়-বশত উৎপন্ন এবং বাদি প্রতিবাদি-দ্বারা প্রবর্ত্তিত ব্যবহার এই অন্যতরের অভ্যুপগম যাহার লক্ষণ হিত-যুক্ত দৃষ্ট হয়, সেই দণ্ডকে ভর্ত্তৃ-প্রত্যয় লক্ষণ বলা যায়। হে নরবর! পরদার গমনাদি জন্য দোষের নিবৃত্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত-প্রভৃতি দণ্ড বেদাত্মা ও বেদ-প্রত্যয় নামে উক্ত হয়, আর কুলাচার-প্রযুক্ত ব্যবহারকে মৌল এবং অপর দণ্ড শাস্ত্রোক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে প্রথম দণ্ড ক্ষত্রিয়াধীন, ক্ষত্রিয়গণের দণ্ড জ্ঞান থাকা অবশ্য বিধেয়, নরেন্দ্র-নিষ্ঠ প্রত্যয়লক্ষণ দণ্ড ক্ষত্রিয়গণের জ্ঞেয়। আর পরপক্ষ-ক্ষেপণ ও স্বপক্ষ-সাধনরূপ ব্যবহার দণ্ড প্রত্যয়দৃষ্ট ও মনু-প্রভৃতি মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্মৃত হইলেও তাহা বেদার্থ-গোচর হইয়া আছে। অপর ব্যবহার-দ্বয় ধর্ম্ম-মূলক। বেদ-প্রসূত ধর্ম্মই গুণদর্শী, কৃতাত্মা মুনিগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম-প্রত্যয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মোপদিষ্ট ব্যবহার প্রজাগণকে রক্ষা করে, সত্য-স্বরূপ ভূতিবর্দ্ধন ব্যবহারই লোকত্রয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যিনি দণ্ড নামে অভিহিত হয়েন, তাঁহাকেই সনাতন ব্যবহাররূপে অবলোকন করা যায়, ব্যবহাররূপে যিনি দৃষ্ট হয়েন তিনিই বেদ ইহা নিশ্চয় আছে, যে বেদ সেই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সৎপথ জানিবে। পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, তিনি সুর, অসুর, রাক্ষস, মানুষ ও উরগ-সহ সমস্ত লোকের সৃজন-কর্ত্তা, এইজন্য ভূত-কর্ত্তা নামে অভিহিত হয়েন। সেই প্রজাপতি হইতে এই ভর্ত্তৃ প্রত্যয়লক্ষণ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়; তিনি এই ব্যবহারের নিদর্শন কহিয়াছেন যে, যে নৃপতি স্বধর্ম্ম দ্বারা প্রজাপালন করত অবস্থান করেন, তাঁহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত এই সকলের মধ্যে কেহ অদণ্ড্য নাই।

দণ্ড-স্বরূপ-কথনে একবিংশত্যধিক
শততম অধ্যায়॥ ১২১॥

ভীষ্ম বলিলেন, প্রাচীনেরা এই দণ্ডোৎপত্তি বিষয়ে এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন; অঙ্গদেশে বসুহোম নামে বিখ্যাত এক দ্যুতিমান্ নৃপতি ছিলেন। সেই মহাতপা নিত্য-ধর্ম্মজ্ঞ নরপাল পত্নীর সহিত পিতৃগণ ও দেবর্ষিগণ-পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। সুবর্ণময় সুমেরুর সন্নিহিত সেই হিমালয়ের শৃঙ্গে যেস্থানে মুঞ্জাবটে রাম জটা হরণ করিয়াছিলেন, হে রাজেন্দ্র! তদবধি সংশিতব্রত ঋষিগণ সেই রুদ্র-সেবিত প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ কহিয়া থাকেন। তিনি তখন শ্রুতিময় বহুগুণ-যুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমত এবং দেবর্ষি সদৃশ হইয়াছিলেন। কোন সময়ে শক্রের সম্মানিত সখা অদীনচিত্ত শত্রুকর্ষণ মহীপাল মান্ধাতা তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। মান্ধাতা নরাধিপতি বসুহোমকে প্রকৃষ্ট তপঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া বিনত হইয়া তদীয় অভি-

মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বসুহোমও রাজা মান্ধাতাকে পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন এবং সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে সাধু সকলের আচরণের যথাবৎ অনুযায়ি সেই মান্ধাতাকে বসুহোম জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! আমি আপনকার কি করিব? হে কুরুনন্দন! রাজসত্তম মান্ধাতা পরম প্রীত হইয়া সমাসীন মহাপ্রাজ্ঞ বসুহোমকে বলিতে লাগিলেন।

মান্ধাতা কহিলেন, হে নর-সত্তম মহারাজ! আপনি বৃহস্পতির সমস্ত মত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শুক্রাচার্য্যের সমস্ত শাস্ত্র বিজ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব দণ্ড কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, আমি তাহা জানিতে অভিলাষ করি। এই দণ্ডের পূর্ব্বে কি জাগরিত থাকে এবং কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়? সম্প্রতি দণ্ড কিপ্রকারে ক্ষত্রিয়-সংস্থ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে? হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমাকে ইহাই বলুন, আমি আচার্য্যের বেতন প্রদান করিব।

বসুহোম বলিলেন, রাজন্! প্রজাগণের বিনয়-রক্ষার্থ ধর্ম্ম-স্বরূপ সনাতন লোক-সংগ্রহ-সক্ষম দণ্ড যে প্রকারে সম্ভূত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে কামনা করিয়া আত্মতুল্য ঋত্বিক্ অবলোকন করিতে পাইলেন না, ইহা আমাদিগের শ্রুত আছে, সেই দেব প্রজাপতি মস্তক দ্বারা বহুবর্ষকাল গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন; সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে তাঁহার ক্ষুত হইবার কালে সেই গর্ভ পতিত হইল। হে অরিন্দম! সেই গর্ভ-সম্ভুত সন্তান ক্ষুপ নামক প্রজাপতি হইলেন। হে মহারাজ! মহানুভাব ব্রহ্মার যজ্ঞে তিনি ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। হে নৃপবর! প্রজাপতির সেই সত্র আরম্ভ হইলে দৃষ্টরূপের প্রাধান্য-হেতু সেই দণ্ড অন্তর্হিত হইল। দণ্ড অন্তর্হিত হইলে প্রজাসঙ্কর হইতে লাগিল; কার্য্যাকার্য্য ও ভোজ্যাভোজ্য কিছুই বিচার রহিল না। সুতরাং পেয় বা অপেয় বিষয়ে বিবেচনা থাকিবে কেন? তৎকালে গম্য বা অগম্য কিছুই ছিল না, আত্মধন ও পরধন উভয়ই তুল্য হইল; সারমেয় সকল যেমন আমিষ হরণ করে, তদ্রূপ সকলই পরস্পর পরস্পরের ধন হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, বলবানেরা দুর্ব্বল সকলকে হনন করিতে লাগিল, সকলই মর্য্যাদা-শূন্য হইয়া উঠিল।

অনন্তর, পিতামহ ব্রহ্মা সনাতন বরদ দেব ভগবান্ মহাদেব বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া বলিলেন, হে কেশব! এবিষয়ে আপনার অনুকম্পা করা উচিত হইতেছে; যাহাতে প্রজা-সঙ্কর না হয়, আপনি তাদৃশ বিধান করুন। অনন্তর, দেব-সত্তম সেই শূলবরায়ুধ ভগবান্ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনিই আপনাকে দণ্ডরূপে সৃজন করিলেন. তাঁহা হইতে ধর্ম্মাচরণ হেতু নীতিরূপা সরস্বতী দেবী ত্রিলোক-বিশ্রুতা দণ্ডনীতির উৎপাদন করিলেন। শূলধারী ভগবান্ পুনরায় বহুক্ষণ ধ্যান করিয়া সেই সেই দণ্ডকালের এক একজন অধীশ্বর করিয়া দিলেন; সহস্র লোচন দেবরাজকে দেবগণের ঈশ্বর করিলেন; বৈবস্বত যমের প্রতি পিতৃগণের প্রভুত্ব দিলেন; ধন ও রাক্ষস সকলকে স্বায়ত্ত রাখিবার নিমিত্ত কুবেরের প্রতি ভারার্পণ করিলেন। সুমেরুকে শৈলপতি ও সমুদ্রকে সরিৎপতি করিলেন; সলিলে ও অসুরগণের রাজ্যে বরুণকে প্রভুত্ব করিবার ভার দিলেন। মৃত্যুকে প্রাণের ঈশ্বর ও হুতাশনকে তেজের ঈশ্বর করিলেন। মহানুভাব বিশালাক্ষ সনাতন মহাদেব ঈশানকে রুদ্রগণের রক্ষক ও প্রভু করিয়া দিলেন, বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের এবং অগ্নিকে বসুগণের অধীশ্বর করিলেন, ভাস্করকে তেজের ও নিশাকরকে নক্ষত্র-নিকরের প্রভুত্ব দিলেন। অংশুমান্‌কে লতা-সকলের ঈশ্বর করিলেন, আর দ্বাদশ-বাহু কুমার স্কন্দকে ভূতগণের প্রতি রাজত্ব করিবার আদেশ দিলেন।

হে নরনাথ! সংহার-বিনয়াত্মক কালকে সর্ব্বেশ্বর করিলেন, শস্ত্র, শত্রু, রোগ ও ভোজন মৃত্যুর এই বিভাগ চতুষ্টয় সুখ ও দুঃখ, সর্ব্বদেবময় রাজ-রাজ কালই এই সকলের ঈশ্বর। শূলপাণি সমস্ত রুদ্রগণের অধিপতি ইহাই শ্রুতি আছে। মহাদেব প্রজাগণের অধিপতি সমস্ত ধার্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মার পুত্র ক্ষুপকে প্রথমত এই দণ্ড-রক্ষক করিয়াছিলেন। অনন্তর, সেই যজ্ঞ যথা-বিধি সম্পন্ন হইলে মহাদেব সেই দণ্ডকে সৎকার করিয়া ধর্ম্ম-রক্ষক বিষ্ণুর প্রতি তাহার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। বিষ্ণু তাহা অঙ্গিরাকে প্রদান করিলেন, মুনি-সত্তম অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিগণকে সেই ধর্ম্ম-সমাহিত দণ্ড দান করিলেন। ঋষিগণ লোকপাল সকলকে এবং লোকপালগণ ক্ষুপকে তাহা প্রদান করিলেন, ক্ষুপ আবার আদিত্য-তনয় মনুকে তাহা অর্পণ করিলেন; শ্রাদ্ধদেব সূক্ষ্ম-ধর্ম্মার্থ কারণ-বশত পুত্রগণকে তাহা প্রদান করিলেন। ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে দণ্ড-বিধান কর্ত্তব্য; যদৃচ্ছা-বশত দণ্ড করা বিধেয় নহে। দুষ্ট ব্যক্তির নিগ্রহ করাকে দণ্ড কহে, সুবর্ণাদি দণ্ড লোক সকলের বিভীষিকা প্রদর্শনার্থ মাত্র; শরীরের অঙ্গহীনতা ও বধদণ্ড অল্প কারণে হয় না। শারীরিক দণ্ড উচ্চ স্থান হইতে পাতনরূপে দেহত্যাগ এবং স্বদেশ হইতে দূরীকরণ ইহা বিশেষ দোষের দণ্ড। সূর্য্যপুত্র মনু প্রজাগণের রক্ষণার্থ সেই দণ্ড যথাক্রমে দান করিয়াছিলেন, এই দণ্ডই প্রজাগণকে পালন করত জাগরিত থাকে। ভগবান্ ইন্দ্র সতত জাগরিত রহিয়াছেন, ইন্দ্র হইতে বিভাবসু অগ্নি জাগরিত আছেন, অগ্নি অপেক্ষা বরুণ জাগরিত রহিয়াছেন, প্রজাপতি হইতে বিনয়াত্মক ধর্ম্ম নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছেন, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মপুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ প্রজাপালন করত জাগরিত থাকেন, তেজ হইতে ওষধি সকল, ওষধি হইতে পর্ব্বত সমুদয়, পর্ব্বত হইতে রস ও রস গুণ সমুদয় জাগরিত থাকে, তাহা হইতে নির্ঋতিদেবী জাগরিত রহেন, নির্ঋতি হইতে জ্যোতির্গণ জাগরূক হইয়া থাকেন, জ্যোতির্গণ হইতে বেদসমুদয়ে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইতে প্রভু হয়শিরা জাগরিত হয়েন, তাঁহা হইতে অব্যয় প্রভু পিতামহ ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া রহিয়াছেন, পিতামহ হইতে ভগবান্ শিব-স্বরূপ মহাদেব জাগরিত হয়েন, শিব হইতে বিশ্বদেবগণ এবং বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ ঋষিগণ হইতে ভগবান্ সোম, সোম হইতে সনাতন দেবগণ, দেবগণ হইতে লোক-মধ্যে ব্রাহ্মণগণ জাগরিত রহিয়াছেন, ইহা ধারণা কর; ব্রাহ্মণগণ হইতে ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মানুসারে লোক সকলকে রক্ষা করিতেছেন; ক্ষত্রিয়গণ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রজা ইহলোকে জাগরিত রহিয়াছে এবং দণ্ড সেই প্রজাগণের উপরি জাগরূক হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। পিতামহ-সম-প্রভা-সম্পন্ন দণ্ড সকলকেই সংগ্রহ করিতেছে।

হে ভারত! কাল প্রথমে মধ্যে এবং অবসানে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত লোকের ঈশ্বর মহাদেব প্রজাপতি দেবদেব সর্ব্বময় কপর্দ্দী শঙ্কর রুদ্র ভব স্থাণু উমাপতি প্রভু শিব সতত জাগরিত রহিয়াছেন; আদি মধ্য অবসানে এইরূপে দণ্ড বিখ্যাত আছে। ধর্ম্মজ্ঞ ভূমিপাল যথান্যায়ে এই দণ্ড ধারণ করত বর্ত্তমান থাকিবেন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভারত! যে মানব এই বসু-হোমের মত শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদয় কাম্য-বিষয় প্রাপ্ত হয়েন। হে নরবর! এই ত দণ্ডের বিষয় সমুদয়ই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, দণ্ডই ধর্ম্মাক্রান্ত সমস্ত লোকের নিয়ন্তা।

দণ্ডোৎপত্তি-কথনে দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়॥ ১২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে তাত! ধর্ম্ম, অর্থ, কামের নিশ্চয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, লোকযাত্রা সম্যক্‌রূপে কাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে? ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মুল কি এবং এই ত্রিতয়ের উৎপত্তির কারণই বা কে? ইহারা পরস্পর মিলিত এবং পৃথক্ পৃথক্ হইয়া কি নিমিত্ত অবস্থিতি করে?

ভীষ্ম বলিলেন, মানবগণ যখন লোক-মধ্যে ধর্ম্ম-পূর্ব্বক অর্থ নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত সুচিত্ত হয়, অর্থাৎ আমি গর্ভাধানোক্ত বিধি অনুসারে ঋতু-কালে স্বভার্য্যাতে সঙ্গত হইয়া পুত্র লাভ করিব, মানবের মনে যখন এইরূপ প্রবৃত্তি জন্মে তৎকালে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিতয়ই কাল-প্রভব হইয়া একত্র সঙ্গত হয়। ধর্ম্মই অর্থের মুল এবং কাম অর্থের ফল, ইহা নিত্যকাল উক্ত হইয়া থাকে; আর কামের মুল ইন্দ্রিয় প্রীতি; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিতয়ই সংকল্প-মুলক, সংকল্প রূপাদি বিষয়াত্মক। রূপাদি বিষয় সমুদয় ভোগ-প্রয়োজক ত্রিবর্গের মুল, আর নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা যায়। ধর্ম্ম-হেতু শরীর রক্ষা অর্থাৎ আরোগ্যার্থ ধর্ম্ম-সেবা কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মের নিমিত্তই অর্থ উপার্জ্জন বিহিত হয়, আর কামের ফল রতি, অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিতয়ই রজোগুণ প্রধান। আত্মজ্ঞান রূপ ফল সন্নিকৃষ্ট ধর্ম্মার্থ কামও সেই আত্মজ্ঞানের প্রয়োজকহেতু তৎকালে সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন তাহা-দিগকে সেবা করিবে, মন-দ্বারাও ইহাদিগকে পরি-ত্যাগ করিবে না। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মের নিমিত্ত অর্থ এবং দেহ-ধারণমাত্র কারণ কাম সেবা কর্ত্তব্য। তপোবিহীন মানব, কামাব-সানে ধর্ম্মাদিকে মনে মনেও পরিহার করিবে না, সুতরাং স্বরূপত পরিত্যাগ সুদুর-পরাহত। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের নিষ্ঠা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষেই বিদ্যমান আছে। যদি মনুষ্য সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হয়, তবে অগ্রে তাহাকে নিষ্কাম হইতে হইবে, নিষ্কাম না হইলে মোক্ষ লাভ হয় না। ধর্ম্মহেতু অর্থ এবং অর্থহেতু ধর্ম্ম এই বিষয়ে অজ্ঞান-বশত নিকৃষ্ট বুদ্ধি-সমন্বিত অর্থাৎ অবুদ্ধি মুঢ় মানব উক্তরূপ ধর্ম্ম ও অর্থের ফল প্রাপ্ত হয় না; অতএব ধর্ম্ম ও অর্থের ফল মোক্ষই অব্যভিচারী ইহা নিশ্চয় জানিবে। ধর্ম্মের ফলাভিসন্ধিই মল-স্বরূপ, অর্থের দান ও ভোগ না করাই মল-স্বরূপ, কেবল প্রীতির নিমিত্ত কাম-সেবন কামের মল-স্বরূপ, অতএব সেই ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম, ফলাভিসন্ধান দান ভোগ ও প্রীতি বিরহিত হইলে, পুনরায় বহুতর ফল অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি-দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এবিষয়ে কামন্দক ও আঙ্গরিষ্ঠ এই উভয়ের সম্বাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন।

নরপতি আঙ্গরিষ্ঠ সুখাসীন কামন্দ ঋষিকে অভি-বাদন-পূর্ব্বক মর্য্যাদা ভঙ্গ বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে নৃপতি কাম ও মোহের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করেন, হে ঋষে! সেই পশ্চাত্তাপ-সমন্বিত ভূপালের কি প্রকারে পাপ বিনাশ হয়? যে মানব অজ্ঞান-বশত অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আচরণ করে, লোক-মধ্যে প্রথিত সেই অধর্ম্মকে নৃপতি কি উপায়ে নিবারিত করিবেন?

কামন্দ বলিলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কামের অনুবর্ত্তন করে, সে ধর্ম্মার্থ পরিহার-নিবন্ধন ইহলোকে প্রজ্ঞাহীন হইয়া থাকে, প্রজ্ঞানাশাত্মক মোহ ধর্ম্মার্থ বিনাশক হইয়া উঠে; তন্নিমিত্ত নাস্তিকতা এবং দুরাচার জন্মে, রাজা যদি একান্ত দুষ্ট দুরাচার সমুদয়কে নিবারণ করিতে না পারেন, তবে প্রজাগণ গৃহস্থিত সর্প-সদৃশ সেই দুরাচার হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। প্রজাগণ ব্রাহ্মণ সকল এবং সাধু সমুদয় তাদৃশ নৃপতির অনু-বর্ত্তী হয়েন না। অনন্তর, তিনি সংশয়াপন্ন হইয়া বধ্য হয়েন অথবা অপধ্বস্ত বা, অবমত হইয়া অতি দুঃখে জীবিত লাভ করেন, অবমান-গ্রস্ত হইয়া যে

জীবিত থাকা তাহা কেবল মরণ-তুল্য। পূর্ব্বাচার্য্য-গণ এবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পাপের নিন্দা করিয়া থাকেন, অতএব ত্রয়ী-বিদ্যা সেবন এবং ব্রাহ্মণগণের সৎকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশস্ত-চিত্ত হইবে এবং মহৎ বংশে বিবাহ করিবে। ক্ষমাযুক্ত মনস্বি ব্রাহ্মণগণকে সেবা করিবে, স্নানশীল হইয়া জপ করিবে এবং সতত সুখে অবস্থিত রহিবে; দুষ্কৃতি মানবগণকে দূরীকরণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট গমন করিবে, মধুর-বাক্য অথবা কর্ম্ম-দ্বারা সকলকে প্রসন্ন রাখিবে, অন্যের গুণ-কীর্ত্তন করত 'আমি আপনারই' সকলের নিকট এই কথা কহিবে। নিষ্পাপ-পুরুষ এবম্বিধ আচরণ করিলে অবিলম্বে সকলের আদরভাজন হয় এবং কৃচ্ছ্র পাপ সমুদয় প্রশমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। গুরুগণ যে পরম ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সেই ধর্ম্ম তদ্রূপে আচরণ কর, গুরুগণের প্রসাদে তুমি পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে।

কামন্দক ও আঙ্গরিষ্ঠ-সংবাদে ত্রয়োবিংশ-ত্যধিক শততম অধ্যায়॥ ১২৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! ভূমণ্ডলে এই সমস্ত মানবগণ সতত শীলকেই ধর্ম্মের কারণ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে আদৌ আমার মহান্ সংশয় হইতেছে। হে ধার্ম্মিক-প্রবর! যদি তাহা আমার জানিবার সামর্থ্য থাকে, তবে তাহা যে প্রকারে উপলব্ধ হয়, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বক্তৃবর ভারত! কি প্রকারে সেই শীলতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহার লক্ষণ কিরূপ আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন?

ভীষ্ম বলিলেন, হে মানদ মহারাজ! পূর্ব্বে দুর্য্যোধন ইন্দ্র-প্রস্থে ভ্রাতৃগণের সহিত তোমার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য অবলোকন করত সন্তপ্ত এবং সভা-মধ্যে উপহসিত হইয়া পিতার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত সমাসীন পুত্রকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছ, আমি তাহা যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, শ্রবণ করিয়া যদি সম্যক্ উপযুক্ত বোধ হয়, তবে তোমাকে উপদেশ করিব। হে পর-পুরঞ্জয়! তুমিও পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ, ভ্রাতৃ-গণ এবং মিত্র ও সম্বন্ধি-সকল সতত তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে, প্রশস্ত প্রাবার বস্ত্র গাত্রা-বরণ এবং পলান্ন ভোজন করিতেছ, আজানেয় অশ্বগণ তোমাকে বহন করিতেছে, তথাচ তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছ?

দুর্য্যোধন বলিলেন, হে ভারত! যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে দশ সহস্র মহানুভাব স্নাতক ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেছেন, পাণ্ডবগণের দিব্য ফলপুষ্পোপশোভিত সেই দিব্য সভা এবং তিত্তিরি-পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ বাজিসকল ও বিবিধ বস্ত্র আর রাজরাজের তুল্য সুমহতী শুভঙ্করী সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া অবধি আমি অনুশোচনা করি-তেছি।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে তাত নরবর! যুধিষ্ঠিরের যাদৃশী সমৃদ্ধি তুমি যদি তাদৃশ অথবা তদপেক্ষা সমধিক ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা কর, তবে তুমি শীলবান্ হও। হে পুত্র! সদ্ব্যবহার-দ্বারা লোকত্রয় জয় করিতে পারা যায় সংশয় নাই, ইহলোকে শীলবান্ মানব-গণের কোন কর্ম্মই অসাধ্য হয় না। মান্ধাতা একরাত্রে জনমেজয় ত্রিরাত্রে এবং নাভাগ নৃপতি সপ্তরাত্রে পৃথিবী লাভ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত ভূপালগণ শীলবন্ত এবং দয়ান্বিত ছিলেন; সুতরাং বসুন্ধরা তাঁহাদিগের গুণ-ক্রীতা হইয়া স্বয়ং তাঁহা-দিগের সন্নিহিতা হইয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন, হে ভারত! যে শীল-দ্বারা

তাঁহারা অবিলম্বে বসুন্ধরা লাভ করিয়াছিলেন, কি প্রকারে সেই শীল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ?

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে ভরত-বংশ-প্রসূত পুত্র! মহর্ষি নারদ শীল আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে যে পুরাতন ইতিহাস বলিয়াছিলেন, প্রাচীনেরা এবিষয়ে তাহাই উদাহরণ দিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ দৈত্য হইয়াও শীলাবলম্বন করত মহানুভাব মহেন্দ্রের রাজ্য-হরণ ও ত্রিভুবন বশীকরণ করিয়াছিলেন। হে কুরুবংশ-ধুরন্ধর! অনন্তর, মহামতি মরুত্বান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বৃহস্পতির নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমি শ্রেয় জানিতে অভিলাষ করি। তখন ভগবান্ গীষ্পতি সেই দেবেন্দ্রকে পরম নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধীয় অর্থাৎ মোক্ষোপযোগি জ্ঞানের বিষয় কহিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি মোক্ষোপযোগি জ্ঞানের উপদেশ করিয়া ইহাই শ্রেয়, এই কথা বলিলেন। দেবরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, নিঃশ্রেয়স হইতেও অন্য কোন শ্রেয় আছে কি না, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন ?

বৃহস্পতি বলিলেন, হে তাত সুররাজ! এবিষয়ের যাহাকিছু বিশেষ আছে, তাহা মহানুভাব ভার্গবের অবিদিত নাই, অতএব তুমি তাঁহার নিকটে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তোমার মঙ্গল হউক। মহাতপা পরম দ্যুতিশালী দেবরাজ আপন শ্রেয় লাভের নিমিত্ত প্রীতি-পূর্ব্বক ভার্গবের নিকট গমন করিলেন এবং সেই মহানুভাব দৈত্য-গুরু-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শতক্রতু তাঁহাকে পুনরায় কি শ্রেয় আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য বলিলেন, মহানুভাব প্রহ্লাদের এবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে, ইন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া হর্ষান্বিত হইলেন। অনন্তর, মেধাবী পাকশাসন ব্রাহ্মণ-বেশ-ধারণ করিয়া প্রহ্লাদের নিকট গমন-পূর্ব্বক বলিলেন, আমি শ্রেয় জানিতে অভিলাষ করি।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে দ্বিজবর! আমি ত্রৈলোক্য রাজ্য-শাসন করিতে সততই ব্যাপৃত রহিয়াছি, অতএব আমার একক্ষণও অবসর নাই, সুতরাং তোমাকে উপদেশ দিতে সক্ষম নহি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! যখন আপনকার অবসর হইবে, তখনই আমি অনুত্তম আচরণীয় বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি। অনন্তর, রাজা প্রহ্লাদ প্রীত হইলেন এবং 'তাহাই হইবে' ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া সেই শুভক্ষণে তাঁহাকে জ্ঞান-তত্ত্ব প্রদান করিলেন, ব্রাহ্মণও যথান্যায়ে গুরুর প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করিতে হয় এবং তাঁহার অন্তঃকরণে যে প্রকার অভিলাষ ছিল, সর্ব্বতোভাবে তাহা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; আর বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অরিদমন! আপনি কি প্রকারে ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই কারণটি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে মহারাজ! প্রহ্লাদ তখন সেই ব্রাহ্মণকে তদীয় জিজ্ঞাসার উত্তর করিলেন।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে বিপ্র! আমি রাজা বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করি না, তাঁহারা শুক্রপ্রোক্ত নীতি-শাস্ত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে আমি তাহা শ্রবণ করত ধারণ করিয়া থাকি, তাঁহারা বিশ্বস্ত হইয়া তাহা কীর্ত্তন করত আমাকে নিয়মিত করেন। আমি শুক্রাচার্য্য নিগদিত নীতি-পথে নিয়ত বর্ত্তমান থাকি, ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা করি, কখনও তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া করি না; মধুমক্ষিকা সকল যেমন ক্ষৌদ্র পটলে মধু-সঞ্চয় করে, তদ্রূপ সেই শাসনকারি ব্রাহ্মণগণ আমাকে ধর্ম্মাত্মা জিতক্রোধ ও নিয়ত সংযতেন্দ্রিয় জানিয়া শাস্ত্র বচন-দ্বারা সেচন করিয়া থাকেন। আমি বাঙ্ময়-শাস্ত্র সকলের প্রধান বিদ্যারস অবলেহন করত নক্ষত্রমণ্ডলী-মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়গণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছি, ব্রাহ্মণ-মুখে শুক্রপ্রোক্ত শাস্ত্র শ্রবণ-

পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই পৃথিবীর মধ্যে অমৃত-স্বরূপ এবং ইহাই অনুত্তম চক্ষুঃ-স্বরূপ। প্রহ্লাদ সেই ব্রাহ্মণকে এতাবন্মাত্র শ্রেয় ইহাই কহিলেন এবং তৎকালে দৈত্যরাজ দ্বিজ-কর্ত্তৃক শুশ্রূষিত হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তুমি আমার প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করায় প্রীত হইয়াছি, অতএব বর-প্রার্থনা কর. আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব কোন সংশয় নাই, তোমার মঙ্গল হউক। ব্রাহ্মণ তখন দৈত্যেন্দ্রকে বলিলেন, আমি বর প্রার্থনা করিলাম, প্রহ্লাদ প্রীত হইয়া বর গ্রহণ কর, ইহাই বলিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয়-কামনা করিতেছেন, তবে আমি আপনার শীল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। অনন্তর, দৈত্যরাজ প্রসন্ন হইলেন. কিন্তু তাঁহার অতিশয় ভয় জন্মিল, ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা করিলে 'ইনি অল্প তেজস্বী নহেন' ইহাই নিশ্চয় করিলেন, পরিশেষে প্রহ্লাদ বিস্মিত হইয়া এইরূপ হউক, এই কথা বলিলেন এবং সেই বিপ্রকে বরদান করিয়া দুঃখান্বিত হইলেন। মহারাজ! বরদানানন্তর ব্রাহ্মণ গমন করিলে প্রহ্লাদের মহতী চিন্তা উপস্থিত হইল, তিনি তখন কোন নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। হে তাত! তিনি চিন্তা করিতে থাকিলে তেজোময় বিগ্রহ-বিশিষ্ট ছায়াভূত মহাদ্যুতি শীল তদীয় তনু পরিত্যাগ করিল। প্রহ্লাদ তখন সেই মহাকায়কে কহিলেন, আপনি কে? তিনি বলিলেন, রাজন্! আমি শীল, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করায় যাইতেছি; যিনি শিষ্য হইয়া নিয়ত তোমার নিকট সমাহিত ছিলেন, আমি সেই অনিন্দিত দ্বিজবরের দেহে বাস করিব। তেজোময় শীল এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল এবং শক্রের শরীরে অনুপ্রবেশ করিল। শীল-স্বরূপ তেজ গমন করিলে তাদৃশ রূপ-বিশিষ্ট অপর এক তেজ প্রহ্লাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইল, তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, আপনি কে? তিনি বলিলেন, হে প্রহ্লাদ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে সেই দ্বিজ-সত্তম রহিয়াছেন, আমি তথায় যাইব। হে দৈত্যরাজ! শীল যে স্থানে যান্ আমিও তথায় গমন করিয়া থাকি।

মহারাজ! অনন্তর, অপর এক ব্যক্তি যেন, তেজে প্রজ্বলিত হইয়া মহানুভাব প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত হইল, আপনি কে? প্রহ্লাদ-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মহাদ্যুতি বলিলেন, হে অসুরেন্দ্র! আমি সত্য, সম্প্রতি ধর্ম্মের অনুগমন করিব। সত্য এই কথা বলিয়া ধর্ম্মের পশ্চাদ্গমন করিলে অপর এক মহান্ পুরুষ প্রহ্লাদের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই মহাবল জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, হে প্রহ্লাদ! আমি বৃত্ত, সত্য যে স্থানে থাকেন, আমিও তথায় গমন করিয়া থাকি। বৃত্ত গমন করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে মহাশব্দ নির্গত হইল এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল, আমি বল, বৃত্ত যথায় যান্ আমি তথায় গমন করিয়া থাকি। হে নরনাথ! বল এই কথা বলিয়া বৃত্ত যথায় গিয়াছিলেন, তথায় গমন করিল। অনন্তর, তাঁহার শরীর হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গমন করিলেন, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রী তাঁহাকে বলিলেন, হে সত্য-পরাক্রম বীরবর! আমি স্বয়ং তোমাতে বসতি করিতাম, এক্ষণে তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছি, আমি বলের অনুগামিনী হইয়া থাকি। অনন্তর, মহানুভাব প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে ভয়-সঞ্চার হইল, তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, হে কমলালয়ে! আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? আপনিই সত্যব্রতধারিণী লোকের পরমেশ্বরী দেবী, অতএব সেই দ্বিজবর কে? ইহা যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

লক্ষ্মী বলিলেন, রাজন্! যিনি ব্রহ্মচারী হইয়া

তোমার নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র; ত্রৈলোক্য-মধ্যে তোমার যে সমুদয় ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা তৎকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি শীল-দ্বারা লোকত্রয় জয় করিয়াছিলে, সুররাজ তাহা বিজ্ঞাত হইয়া তোমার সেই শীল হরণ করিয়াছেন। হে মহামতে! ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, বল এবং আমি, শীলই আমাদের সকলের মূল এবিষয়ে সংশয় নাই।

ভীষ্ম বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মী ও সত্য-প্রভৃতি সকলেই গমন করিয়াছিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন পুনরায় পিতাকে বলিলেন, হে কৌরব-নন্দন! শীলের বৃত্তান্ত বিদিত হইতে অভিলাষ করি; যদ্দ্বারা শীলতা লাভ করিতে পারা যায়, আপনি সেই উপায় বলুন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সে উপায় পূর্ব্বেই মহানুভাব প্রহ্লাদ-কর্ত্তৃক উদ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নরেশ্বর! সম্প্রতি শীল প্রাপ্তির বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা সমস্ত ভূতের প্রতি অনিষ্টাচরণ না করা, অনুগ্রহ প্রকাশ এবং দান ইহাই শীলের মধ্যে প্রশস্ত হয়। আপনার কর্ম্ম বা পৌরুষ যাহা অন্যের হিতকর না হয় এবং যদ্দ্বারা অন্য হইতে লজ্জিত হইতে হয়, কোন প্রকারে তাহা কর্ত্তব্য নহে। যদ্দ্বারা সভা-মধ্যে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, সতত সেই কার্য্য করিবে। হে কুরুসত্তম! এই ত তোমাকে সংক্ষেপে শীলের বিষয় কহিলাম। হে নৃপতে! শীলহীন মানবগণ যদি কদাচিৎ শ্রীসম্পন্ন হয়, তথাচ তাহারা চিরকাল সেই শ্রী ভোগ করিতে সমর্থ ও বদ্ধমূল হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে পুত্র! হে তাত! যদি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে অভিলাষ কর, তবে ইহা যথার্থরূপে জানিয়া শীলবান্ হও।

ভীষ্ম কহিলেন, নরাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়াছিলেন। হে কুন্তীতনয়! তুমি এইরূপ আচরণ কর, অবশ্যই ইহার ফল প্রাপ্ত হইবে।

শীলবর্ণনে চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ॥ ১২৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! পুরুষের পক্ষে শীলই প্রধান, ইহা ত আপনি কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আশা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই আশা কে? তাহা আপনি আমার নিকট নির্দ্দেশ করুন। পিতামহ! এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, হে পরপুরঞ্জয়! আপনি ভিন্ন এ সংশয় ছেদন-কর্ত্তা অন্য কেহই নাই। পিতামহ! যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বিনা-যুদ্ধে দুর্য্যোধন রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবে, তাহার প্রতি আমার এই মহতী আশা ছিল; পুরুষ-মাত্রেরই সুমহতী আশা জন্মে, সেই আশা বিনষ্ট হইলে দুঃখকর মৃত্যু হয় সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! সেই দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্র আমাকে ও হতাশ করিয়াছে; আমার মন্দাত্মতা অবলোকন করুন। আমি বৃক্ষ-সমন্বিত শৈল হইতেও আশাকে মহত্তর বিবেচনা করি; রাজন্! আশা আকাশ হইতেও অপ্রমেয়। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই আশা অচিন্তনীয় এবং একান্ত দুর্লভ, দুর্লভত্ব-নিবন্ধন অন্য কোন বিষয় ইহা অপেক্ষা দুর্লভ দেখিতে পাই না।

ভীষ্ম বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে আমি তোমার নিকটে সুমিত্র ও ঋষভের বৃত্তান্ত ঘটিত ইতিহাস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। হৈহয়বংশীয় সুমিত্র নামক রাজর্ষি মৃগয়াগমন করত নতপর্ব্ব বাণ-দ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া বন-মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। অপরিমিত-বিক্রমশালী সেই মৃগ বাণবিদ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিল, রাজাও বলপূর্ব্বক অবিলম্বে সেই মৃগযূথপতির অনুসরণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, সেই আশুগামী কুরঙ্গ মুহূর্ত্ত-মধ্যে নিম্নস্থলে ও সম পথে ধাবিত হইল।

পরিশেষে সেই তনুত্রবান্ নৃপতি ধনু ও খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক যৌবন-বল-বশত বিচরণ করত নদ, নদী, পল্বল ও কানন অতিক্রম করিয়া একাকী বনচর হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই বেগবান্ মৃগ ইচ্ছানুসারে নৃপতির নিকটে আসিয়া পুনরায় অতিবেগে দূরে গমন করিতে লাগিল। অমিত্রকর্শন রাজা তাহার মর্ম্মচ্ছেদকর ঘোরতর তীক্ষ্ণ শর গ্রহণ-পূর্ব্বক শরাসনে সন্ধান করিলেন। অনন্তর, মৃগযূথপতি ক্রোশ দ্বয় দূরে যেন হাস্য করত নৃপতির বাণ-পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। জ্বলিত তেজঃসম্পন্ন শর ধরাতলে পতিত হইলে মৃগ মহারণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিল, রাজাও ধাবিত হইলেন।

ঋষভগীতায় পঞ্চবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায়॥ ১২৫॥

ভীষ্ম বলিলেন, অনন্তর, নৃপতি মহারণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং শ্রান্ত হইয়া তৎকালে তথায় উপবেশন করিলেন। ঋষিগণ সেই ধনুর্দ্ধারী ভূপালকে শ্রমার্ত্ত ও ক্ষুধিত বিলোকনে সকলে সেই স্থানে সঙ্গত হইয়া যথাবিধি তাঁহার সৎকার করিলেন। নরপতি সেই ঋষিগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত সৎকার গ্রহণ করিয়া সমস্ত তাপসগণকে তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তপোধন ঋষিগণ নৃপতির বচন গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই নরবরকে আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসার্থ বলিলেন, হে নরেশ্বর! আপনি ধনুর্ব্বাণ ও অসি ধারণ করত পাদচারী হইয়া কি সুখের নিমিত্ত এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন? হে মানদ! আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কোন্ বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং আপনার নাম কি তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

হে পুরুষপ্রবর ভরতবংশাবতংস! সেই নৃপতি সমস্ত দ্বিজগণকে যথান্যায়ে নিজ পরিচয় প্রদানার্থ বলিলেন, আমি হৈহয়বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন সুমিত্র নামে বিখ্যাত, আমি বিপুল বল-দ্বারা পরিরক্ষিত এবং অমাত্য ও অন্তঃপুরবাসিনী-বর্গে পরিবৃত হইয়া শরনিকর-দ্বারা সহস্র সহস্র মৃগযূথ হনন করত বিচরণ করিতেছি, কোন মৃগ মৎকর্ত্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া শল্যসহ ধাবিত হইতেছে; আমি সেই ধাবমান মৃগের অনুধাবন করত যদৃচ্ছাক্রমে এই কাননে উপনীত হইয়াছি। এক্ষণে নষ্টশ্রী, হতাশ এবং শ্রমকর্শিত হইয়া আপনাদিগের নিকট আসিয়াছি। আমি শ্রমকাতর, হতাশ ও ভ্রষ্টলক্ষণ হইয়া আপনাদিগের আশ্রমে আসিলাম, ইহা হইতে আমার অন্য আর কি দুঃখ আছে? হে তপোধনগণ! আমার মৃগবিষয়িণী আশা বিহত হওয়ায় যাদৃশ তীব্র দুঃখ হইয়াছে, রাজচিহ্ন পরিত্যাগ ও নগর পরিহার তাদৃশ দুঃখকর নহে। অত্যুন্নত মহাশৈল হিমালয়, অতিবিশাল মহোদধি সমুদ্র এবং আকাশের অন্তরাল মহত্ত্ব অনুসারে আশার সদৃশ হইতে পারে না। অতএব হে তাপসপ্রবরগণ! আমি আশার অন্তও দেখিতে পাই না, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ এবং তপোধন সকলই আপনাদিগের বিদিত আছে, আপনারা মহৈশ্বর্য্যশালী এইহেতু আপনাদিগকে সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আশাবান্ পুরুষ এবং অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে লোকে মহত্ত্ব-বশত শ্রেষ্ঠতর কি আপনাদিগের প্রতিভাত হয়, ইহাই শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি; ইহলোকে শ্রবণ করিতে দুর্লভ কি? এ বিষয় যদি আপনাদিগের গোপনীয় না হয়, তবে আমার নিকট অবিলম্বে কীর্ত্তন করুন। হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনাদিগের গোপনীয় বিষয় শ্রবণ করিতে কামনা করি না। যদি আপনাদিগের তপস্যার ব্যাঘাত অথবা তপস্যা হইতে বিরতি হয়, তবে আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে বাসনা করি না, আমি যে

প্রশ্ন করিলাম, কথা-প্রসঙ্গে যদি ইহার উত্তর হয়, তবে কীর্ত্তন করুন। আশার কারণ ও সামর্থ্য যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনারাও তপো-নিরত, অতএব সকলে সমন্বিত হইয়া এবিষয় কীর্ত্তন করুন।

ঋষভ-গীতায় ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ॥ ১২৬ ॥

ভীষ্ম বলিলেন, অনন্তর, সেই সমস্ত ঋষিগণের মধ্যে ঋষি-সত্তম ঋষভ নামক বিপ্রর্ষি বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন, হে প্রভো নৃপবর! পুরাকালে আমি তীর্থ সমুদয় বিচরণ করত দিব্য নর-নারায়ণাশ্রমে উপনীত হইয়াছিলাম, যে স্থানে সেই রমণীয় বদরী ও আকাশ গঙ্গার বৈহায়স হ্রদ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অশ্বশিরা শাশ্বত বেদপাঠ করিতেছেন। পূর্ব্বকালে আমি সেই সরোবরে পিতৃগণ ও দেবগণের বিধিবৎ তর্পণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রমে উপনীত হইলাম। যে স্থানে সেই নর নারায়ণ ঋষি নিয়ত অবস্থান করেন, তাহার অদূরে বাসার্থ কোন আশ্রমে গমন করিলাম। তথায় চীরাজিনধারী কৃশ ও অতিশয় উচ্চ তনু নামক তপোধন ঋষিকে আগমন করিতে দেখিলাম। হে মহাবাহো রাজর্ষে! তাঁহার শরীর অন্য মানব অপেক্ষা অষ্টগুণ উচ্চ, কিন্তু তাঁহার যাদৃশী কৃশতা তাদৃশী কৃশতা কুত্রাপি বিলোকিত হয় নাই। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার শরীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি-সদৃশ, গ্রীবা, বাহুযুগল, পদ দ্বয় ও কেশ সমুদয় দেখিতে অদ্ভুত, মস্তক শরীরের অনুরূপ, কর্ণযুগল এবং নেত্র-দ্বয়ও তৎসদৃশ। হে রাজ-সত্তম! তাঁহার বাক্য ও চেষ্টা সামান্য; আমি সেই কৃশ বিপ্রকে দর্শন করিয়া ভীত ও অতিশয় দুর্ম্মনা হইলাম। অনন্তর, তদীয় চরণ-দ্বয় অভিবাদন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম।

হে নরবর! নাম গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তদাদিষ্ট আসনে গিয়া শনৈঃ শনৈ উপবেশন করিলাম। মহারাজ! অনন্তর, সেই ধার্ম্মিক-প্রবর মহর্ষি তনু ঋষিগণ মধ্যে ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিলে রাজীবলোচন কোন নৃপতি সসৈন্যে অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত বেগবান্ হয়গণ দ্বারা তথায় উপনীত হইলেন। অরণ্য-মধ্যে পুত্র অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা স্মরণ করত অতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া ভূরিদ্যুম্ন পিতা মহাযশা শ্রীমান্ বীরদ্যুম্ন নৃপতি পুরাকালে এই স্থানে সেই পুত্রকে দেখিতে পাইব, এইরূপ আশান্বিত হইয়া এই বনে বিচরণ করত 'আমার সেই পরম ধার্ম্মিক পুত্রকে দেখিতে পাওয়া দুর্লভ, একমাত্র পুত্র মহারণ্য-মধ্যে অনুদ্দিষ্ট হইল' তৎকালে বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। 'আমার তাহাকে দেখিতে পাওয়া দুর্লভ, কিন্তু দেখিবার নিমিত্ত মহতী আশা হইয়াছে; সেই আশা-দ্বারা আমার সর্ব্ব শরীর পরিবৃত হওয়ায় আমি মুমূর্ষু হইয়াছি সংশয় নাই' মুনি-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ তনু নৃপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্‌শিরা ও চিন্তা-পরায়ণ হইয়া মুহূর্ত্ত-কাল অবস্থিত রহিলেন। নৃপতি তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া অতিশয় দুর্ম্মনা হইলেন এবং দীন-চিত্তে বারম্বার মন্দ মন্দ স্বরে বলিলেন, হে দেবর্ষে! দুর্লভ কি এবং আশা হইতে মহৎ কি? যদি ইহা আমার নিকট গোপনীয় না হয়, তবে ভগবান্ ইহা কীর্ত্তন করুন।

মুনি বলিলেন, পূর্ব্বে মহর্ষি ভগবান্ তোমার সেই পুত্র-কর্ত্তৃক বালিশ-বুদ্ধি ও আত্ম মন্দ ভাগ্যতা-বশত বিমানিত হইয়াছিলেন। রাজন্! মহর্ষি এক কাঞ্চনকলস ও বল্কল প্রার্থনা করিলে, তিনি অবজ্ঞা-পূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করেন নাই। সেই রাজর্ষি নির্ব্বিণ্ণ ও নিরাশ হইয়াছিলেন, হে নর-

সত্তম। সেই ধর্ম্মাত্মা এইরূপ উক্ত হইয়া সেই লোক-পূজিত ঋষিকে অভিবাদন করত তোমার ন্যায় শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়াছিলেন।

অনন্তর, মহর্ষি পাদ্য ও অর্ঘ্য আনয়ন-পূর্ব্বক আরণ্যবিধি অনুসারে রাজাকে তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, সপ্তর্ষিগণ যেমন ধ্রুবকে পরিবেষ্টন করেন, তদ্রূপ সমুদয় মুনিগণ সেই নরবরকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা সেই অপরাজিত নরপালকে আশ্রমে আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঋষভ-গীতায় সপ্তবিংশত্যধিক
শততম অধ্যায়॥ ১২৭॥

রাজা বলিলেন, আমি বীরদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত নৃপতি চতুর্দ্দিকে বিশ্রুত আছি, আমার পুত্র ভূরিদ্যুম্ন অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত আমি এই বনে আগমন করিয়াছি। হে অনঘ বিপ্রবর! আমার সেই একমাত্র পুত্র তাহাতে আবার সে বালক, তাহাকে এই বনে দেখিতে না পাইয়া বিচরণ করিতেছি।

ঋষভ বলিলেন, রাজা এই কথা বলিলে মুনি তৎকালে অধোবদন হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, নৃপতিকে কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে নৃপতি-কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়েন নাই; হে রাজেন্দ্র! তিনি আশাচ্ছেদের নিমিত্ত দীর্ঘ তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি কোন প্রকারে নৃপতিদিগের নিকট প্রতিগ্রহ এবং অন্য কোন বর্ণের দান গ্রহণ করিব না, তৎকালে এইরূপ বুদ্ধি করিয়া অবস্থিত ছিলেন। আশাই স্থিরতর হইয়া পুরুষকে এমন কি বালককেও উদ্যোগশালী করে, অতএব আমি সেই আশাকে দূর করিব মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া মুনি মৌনাবলম্বী ছিলেন। বীরদ্যুম্ন নৃপতি পুনরায় সেই মুনিসত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা বলিলেন, আশার কৃশত্ব কি? এই ভূমণ্ডলের মধ্যে দুর্লভ কি? আপনি ইহাই কীর্ত্তন করুন, যেহেতু আপনিই ধর্ম্মার্থ দর্শন করিয়াছেন।

ঋষভ বলিলেন, অনন্তর, ভগবান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃশতনু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ করত নৃপতিকে তাহা যেন স্মরণ করাইবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন

ঋষি বলিলেন, রাজন্! আশা-বিশিষ্ট ব্যক্তির সমান অন্য কেহ কৃশ নাই, আশাগ্রস্ত বিষয়ের দুর্লভত্ব-নিবন্ধন আমি পার্থিবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

রাজা বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার বচনানুসারে কৃশ ও অকৃশ বিষয়ের বোধ হইল এবং আশাগৃহীত বিষয়ের দুর্লভত্ব বেদবাক্যবৎ প্রতীত হইল। হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনি-শ্রেষ্ঠ! আমার অন্তঃকরণে সংশয় জন্মিয়াছে, অতএব আমি সেই সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। হে মুনি-সত্তম! যদি গোপনীয় না হয়, তবে আপনা হইতে কৃশতর কি আছে, ইহাই ভগবান্ আমার নিকট প্রকটন করুন।

কৃশ বলিলেন, হে তাত! যাচক হইয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাদৃশ ব্যক্তি দুর্লভ অথবা, নাই বলিলেও হয়, আর অর্থকে অবজ্ঞা না করে, ঈদৃশ লোক অত্যন্ত দুর্লভ। শক্তি-সত্ত্বেও সৎকার করিয়া পরের উপকার না করে এবং যে আশা সর্ব্বভূতেই আসক্তা হইয়া আছে, আমি সেই আশাকে একান্ত কৃশ করিয়াছি। কৃতঘ্ন নৃশংস অলস এবং অপকারি ব্যক্তি সকলে যে আশা আসক্ত হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই আশাকে একান্ত কৃশ করিয়াছি, একমাত্র পুত্রের পিতা পুত্র অনুদ্দিষ্ট বা প্রোষিত হইলে তাহার বার্ত্তা যে না জানে, আমি সেই আশাকে একান্ত কৃশ করিয়াছি। হে নরনাথ! নারীগণের প্রসবকালে, বৃদ্ধ সকলের পুত্রোৎপাদন সময়ে এবং ধনিগণের মনে যে আশা থাকে, আমি

সেই আশাকে একান্ত কৃশ করিয়াছি। প্রদান কাঙ্ক্ষিণী কন্যাগণের যৌবনকাল উপস্থিত হইলে তৎসংক্রান্ত কথা শ্রবণে যে আশা জন্মে, আমি সেই আশাকে একান্ত কৃশ করিয়াছি। রাজন্! অনন্তর, বীরদ্যুম্ন নৃপতি এই সকল কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক সপত্নীক হইয়া দ্বিজবরের চরণ-দ্বয় মস্তক-দ্বারা স্পর্শ করত প্রণত হইলেন।

রাজা বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার অনুগ্রহ-কামনা করিতেছি, আমি নিজ পুত্রের সহিত মিলন প্রার্থনা করি। হে দ্বিজ-সত্তম! সম্প্রতি আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য সন্দেহ নাই।

ঋষি বলিলেন, অনন্তর, ধার্ম্মিক-প্রবর ভগবান্ তনু হাস্য করিয়া তপোবল এবং বিদ্যাবল-দ্বারা সেই অনুদ্দিষ্ট রাজ-পুত্রকে আনয়ন করিলেন, তিনি রাজ-পুত্রকে আনয়ন-পূর্ব্বক নৃপতিকে তিরস্কার করিয়া আপনিই যে ধর্ম্ম-স্বরূপ তাহা প্রদর্শন করাইলেন, অদ্ভুত দর্শন দিব্য আত্ম-প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ক্রোধ-বিহীন হইয়া সন্নিহিত বন-মধ্যে গমন করিলেন। রাজন্! আমি ইহাই দেখিয়াছিলাম এবং এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, আশাকে অবিলম্বে বিদূরিত কর, তাহা হইলে ইহা একান্ত দুর্ব্বল হইবে।

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! তৎকালে সেই সুমিত্র মহাত্মা ঋষভ-কর্ত্তৃক তাদৃশরূপে কথিত হইয়া অবিলম্বে কৃশতরী আশা পরিহার করিলেন। হে কুন্তী-তনয় মহারাজ! তুমিও আমার এই বাণী শ্রবণ-পূর্ব্বক হিমবান্ পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হও। মহারাজ! তুমি প্রষ্টা এবং শ্রোতা, অতএব আমার মত শ্রবণ করিয়া আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে সন্তাপ ভাজন হইবে না।

ঋষভ-গীতায় অষ্টবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়॥ ১২৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভারত! আপনি ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে আমি আত্মবৃত্তিস্থ হইয়া যে প্রকার তৃপ্ত হই, অমৃত-দ্বারাও তাদৃশ তৃপ্তি হয় না। অতএব হে পিতামহ! আপনি পুনর্ব্বার ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করুন; আমি আপনার কথিত ধর্ম্মামৃত পান করত কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

ভীষ্ম বলিলেন, এবিষয়ে প্রাচীনেরা মহানুভাব যম ও গোতমের সম্বাদসম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন। পারিপাত্র পর্ব্বতের নিকটে গোতমের অতিপ্রশস্ত আশ্রম ছিল, গৌতম সেই আশ্রমে যত-কাল বাস করিয়াছিলেন, তাহাও আমার নিকট শ্রবণ কর। গৌতম সেই আশ্রমে ষষ্টি সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। হে নরবর! সেই মহামুনিকে উগ্র তপস্যান্বিত দর্শনে লোকপাল যম তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং তৎকালে গৌতম ঋষিকে অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতে নিরত দেখিলেন। ব্রহ্মর্ষি তপোধন গৌতম তেজঃ প্রভাবশালি যমকে আগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রযত হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই দ্বিজবরকে দর্শনমাত্র ধর্ম্মানুসারে সৎকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে 'আমি তোমার কি করিব?' জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৌতম বলিলেন, কি করিলে পুরুষ মাতাপিতার নিকট হইতে আনৃণ্য প্রাপ্ত হয় এবং কি প্রকারে পবিত্র ও দুর্লভ লোক সকল লাভ করিয়া থাকে?

যম বলিলেন, তপস্যা ও শৌচাচার বিশিষ্ট এবং নিয়ম ও সত্যধর্ম্মরত ব্যক্তি অহরহ পিতামাতার পূজা করিবেন এবং বহু দক্ষিণা-সমন্বিত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পুরুষ অদ্ভুত দর্শননিবন্ধন দুর্লভ লোক সকল লাভ করিয়া থাকে।

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়॥ ১২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভারত! যে রাজা মিত্র-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন; যাঁহার অনেকানেক

অমিত্র হইয়াছে এবং যিনি কোষহীন ও বলবিহীন হইয়াছেন, তাঁহার উপায় কি? দুষ্ট অমাত্যগণ যাঁহার সহায় হইয়াছে; যাঁহার মন্ত্রণা সকল সর্ব্বতোভাবে বিচ্যুত হইয়াছে; রাজ্য হইতে যিনি প্রচ্যুত হইতেছেন অথচ উৎকৃষ্ট উপায় অবলোকন করিতে অক্ষম; যিনি পর রাজ্যের প্রতি প্রয়াণ করিতে উদ্যত এবং পর রাজ্য সকল মর্দ্দন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; যিনি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়াও বলবানের সহিত বিগ্রহ করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যে নৃপতি সম্যক্ রূপে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না; যিনি দেশ ও কাল অনুসারে কার্য্য করিতে অবজ্ঞা করেন, অতিশয় পীড়ন-নিবন্ধন পরকীয় অমাত্য-প্রভৃতির ভেদ ও সামবাদ যাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্য হয়, তাঁহার উপায় কি এবং অর্থ-সাধ্য বা, সুকৃত শ্রেয় হইবে, অর্থাৎ অসৎপথ-দ্বারা অর্থ গ্রাহ্য হইবে অথবা, অর্থ বিনা মরণ শ্রেয়?

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি অতিশয় গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, জিজ্ঞাসিত না হইলে আমি এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে উৎসাহবান্ হইতাম না। হে ভরতপ্রবর! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, শাস্ত্র শ্রবণ-হেতু সেই সূক্ষ্মধর্ম্মে জ্ঞান হইয়া থাকে; ধর্ম্ম শ্রবণ ও আচরণ-নিবন্ধন কদাচিৎ কোন ব্যক্তি সদাচার-দ্বারা সাধু হয়েন। আপদ্ কালে ধনের নিমিত্ত প্রজা-পীড়ন করত ধন লাভ হউক বা, না হউক আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রজাগণের প্রতি অনুকম্পা করা উচিত। যদি ধন লাভ না হয়, তবে আপনার ও প্রজাগণের নাশ হইয়া থাকে, ইহা বিবেচনা করিয়া তোমার নিজ প্রশ্নের বিষয় নিজ বুদ্ধি-দ্বারা বিবেচনীয় জানিবে। হে ভারত! রাজাদিগের ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ বহুল ধর্ম্মসমন্বিত উপায় আছে, শ্রবণ কর। আমি ধর্ম্মের নিমিত্ত এতাদৃশ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে কামনা করি না; প্রজাগণকে দুঃখ দান করিয়া যাহা আদান করা যায়, পশ্চাৎ তাহা মরণ-তুল্য হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রজা-পীড়ন-সন্তাপ-হেতু সমুদ্ভূত হুতাশন রাজার প্রাণ, বল ও ধনাগার দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না; বিশুদ্ধবুদ্ধি মানব বা, প্রজাগণের ইহাই নিশ্চয় আছে। পুরুষ নিয়ত যে যে প্রকার শাস্ত্র নিরীক্ষণ করে, সেই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে; অবিজ্ঞান-হেতু অনুপায় হয়, উপায়জ্ঞানই নিরতিশয় বিভূতি উৎপাদন করে। তুমি অশঙ্কিত ও অসূয়া রহিত হইয়া এই বচন শ্রবণ কর। নৃপতির কোষক্ষয়-নিবন্ধনই বলক্ষয় জন্মে, নির্জ্জল প্রদেশে জল উৎপাদনের ন্যায় রাজা কোষ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন জনগণ-কর্ত্তৃক আচরিত এই উপধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সময়ানুসারে নৃপতি পূর্ব্ব-পীড়িত প্রজাগণেরপ্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

হে ভারত! সমর্থ মানবগণের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, আর আপদ্কালে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র; কোষ সঞ্চয়ের পূর্ব্বে রাজা তপস্যাদি দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন, ধর্ম্ম হইতেও জীবন গুরুতর। দুর্ব্বল ব্যক্তি ধর্ম্ম লাভ করিয়া ন্যায়যুক্ত জীবিকা অবলম্বন করে না; যেহেতু যত্ন করিলেও অবশ্য বল সম্ভব হয়, এরূপ নিয়ম নাই; অতএব শ্রুত হয় যে, আপদ্কালে অধর্ম্মও ধর্ম্মলক্ষণ হইয়া থাকে, অতএব আপদ্কালে অধর্ম্মও কর্ত্তব্য রূপে শ্রুত আছে, তৎকালে যে ধর্ম্ম তাহা অধর্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং শাস্ত্র-মর্য্যাদা অনুসারে আপদ্কালে প্রজাপীড়নপ্রভৃতিও ধর্ম্মরূপে গণ্য, বরং তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয়, ইহা কবিগণের অবিদিত নাই। আপদ্কাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্ম জন্য দোষ পরিহারার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের যাহাতে ধর্ম্মহানি না হয় এবং তিনি যাহাতে শত্রুর বশীভূত না হয়েন, তাদৃশ উপায় করা উচিত, ইহাই প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন; আত্মাকে অবসন্ন করা বিধেয় নহে। সর্ব্ববিধ প্রযত্ন দ্বারা আপ-

নায় বা, পরের ধর্ম্ম উদ্ধারের ইচ্ছা করিবে না, যে কোন উপায়ে হউক আত্মাকে উদ্ধার করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

হে তাত! সেই আপদ্‌কালের অনন্তর ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবিষয়ে নৈপুণ্যই নিশ্চয় হয় এবং ক্ষত্রিয় বিষয়ে বাহুবীর্য্য-বশত উদ্যমই নৈপুণ্য, এইরূপ শ্রুতি আছে। হে ভারত! সম্যক্‌ রূপে বৃত্তিরোধ হইলে ক্ষত্রিয় তাপসস্ব ও ব্রাহ্মণস্ব ব্যতিরেকে অন্য সকলেরই ধন আদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ যেমন অবসন্ন হইলে অযাজ্য ব্যক্তির যাজন করিয়া থাকেন এবং অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন, আপদ্‌কালে ক্ষত্রিয়েরও ব্রাহ্মণস্ব ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন অন্যের ধন গ্রহণে দোষ হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। পীড়িত ব্যক্তির অদ্বার কি? এবং নিরুদ্ধ ব্যক্তিরই বা উৎপথ কি? লোক যখন পীড়িত হয়, তখন অদ্বার দিয়াও ধাবিত হইয়া থাকে। যে নৃপতির ধনাগার শূন্য ও সৈন্যক্ষয়-নিবন্ধন সকল লোকের নিকট পরাভব হয়, তাঁহার ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ অথবা বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন বিহিত নহে। ক্ষত্রিয়ের স্বজাতীয় বৃত্তি বিজয়-দ্বারা ধনোপার্জ্জন, যিনি তদনুসারে জীবন যাপন না করেন, তিনি অযাচক হইয়াও প্রথমত আপদ্‌কালে মুখ্যকল্প দ্বারা জীবন যাপন করিবেন, তাহাতে অসক্ত হইলে অনুকল্প অবলম্বন অনুচিত নহে। আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম সকলের বিপর্য্যয় অর্থাৎ চৌর্য্য-দ্বারাও জীবন ধারণ বিহিত হয়, জীবিকা পরিক্ষয় হইলে ব্রাহ্মণ সকলেও এতাদৃশ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রিয় বিষয়ে সংশয় হইবে কেন? ক্ষত্রিয় ব্যক্তি আপদ্‌কালে বিশিষ্ট সম্পত্তিশালি জনগণ হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ আদান করিয়া জীবন ধারণ করিবেন, কোন মতে অবসন্ন হইবেন না, তাহাতে সংশয় করা উচিত নহে; ইহা নিয়তই নিশ্চিত আছে।' পণ্ডিতগণ ক্ষত্রিয়কেই প্রজাগণের পালয়িতা ও হন্তা জ্ঞান করেন, অতএব রক্ষা-কর্ত্তা ক্ষত্রিয় অর্থবান্‌ মানবের নিকট ধন আদান করিবেন। রাজন্‌! অরণ্যচারি একাকি অবস্থিত মুনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির হিংসা ব্যতিরেকে ইহলোকে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ললাটপট্টে লিখিত বৃত্তি অর্থাৎ অদৃষ্টমাত্র অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যোগ্য নহে, বিশেষত যাঁহার প্রজাপালনে লালসা আছে, তাঁহারও তাদৃশী বৃত্তি নিতান্ত নিন্দনীয়। আপদ্‌কালে রাজা এবং রাজ্য উভয়েরই নিয়ত পরস্পর রক্ষা করা কর্ত্তব্য, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। আপদ্‌কালে রাজা যেমন দ্রব্য-সমূহ-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে রাজ্য রক্ষা করেন, বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে রাজ্যেরও তদ্রূপ রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্য যাহা কিছু সঞ্চিত থাকে, রাজা ক্ষুধাতুর হইয়াও রাজ্যের নিমিত্ত তাহা দূর করিবেন না। অন্ন-দ্বারাই বীজ সম্পাদন করিতে হয়, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিগণ ইহাই জানেন। অল্পধনবান্‌ নৃপতি যদি প্রজাগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত না হয়েন, তবে তিনি বিনষ্ট হয়েন; রাজা বিনষ্ট হইলে সকল প্রজাই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবিষয়ে পণ্ডিতগণ মহামায়াবি শম্বরের এই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে রাজার রাজ্যবাসি প্রজাগণ অবসন্ন হয়, যিনি পরের প্রেষ্য হইয়া থাকেন অথবা বৃত্তিবিরহে অল্প পরিবার প্রতিপালন করেন এবং যিনি দেশান্তরে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কালযাপন করেন, তাঁহাকে ধিক্‌। কোষাগার এবং সৈন্যই নৃপতির মূলমাত্র, তন্মধ্যে কোষই সৈন্যের মূল, সৈন্য সকল সমস্ত ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্মই প্রজাগণের মূল হয়েন; অতএব সকলের মূল ধনাগারের বৃদ্ধি করা বিধেয়। অন্য ব্যক্তিকে পীড়ন না করিয়া কোষ সঞ্চয় হয় না, সুতরাং সৈন্যসংগ্রহ কিপ্রকারে হইতে পারে? অতএব কোষ-সঞ্চয়ার্থ লোকপীড়ন করিলে নৃপতি দোষভাগী হয়েন না। যজ্ঞকার্য্য

নির্ব্বাহার্থ অকার্য্য করিতে দেখা যায়; এইহেতু রাজা কদাচ দোষার্হ নহেন। আপদ্‌কালে প্রজা-পীড়ন অর্থের নিমিত্তই হইয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র, আর তৎকালে প্রজাপীড়ন না করা অনর্থের নিমিত্ত হয়, অতএব তাহাও স্বতন্ত্র, আর অর্থাভাবের নিমিত্ত কুঞ্জরাদি পালন হইয়া থাকে এবং তাহা অর্থের উৎপাদকও হয়; অতএব মেধাবী মানব এই কর্ম্ম-নিশ্চয় বুদ্ধি-দ্বারা বিবেচনা করিবেন। পশুপ্রভৃতি যেমন যজ্ঞের নিমিত্ত হয়, যজ্ঞ চিত্ত-সংস্কারের নিমিত্ত হইয়া থাকে এবং পশুপ্রভৃতি যজ্ঞ ও চিত্ত-সংস্কার এই ত্রিতয় যেরূপ মোক্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোষের নিমিত্ত দণ্ড, বলের নিমিত্ত কোষ এবং শত্রু পরাভবের নিমিত্ত কোষ, বল ও নীতি এই ত্রিতয়ই রাষ্ট্রপুষ্টির নিমিত্ত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিনী উপমা কহিতেছি, যজ্ঞ-বিষয়ে যাহারা পরিপন্থি তাহারা যজ্ঞার্থ যূপ ছেদন করে, প্রতিপক্ষভূত সামন্তগণ দ্রুম-স্বরূপ তাহাদিগকে ছেদন করিলে উহারা যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, তখন অন্যান্য বন-স্পতি সকলকে নিপাতিত করে। হে শত্রুতাপন! এইরূপ যে সমস্ত মানবগণ সুমহৎ কোষের পরি-পন্থি হয়, তাহাদিগকে নিহত না করিলে তদ্বিষয়ে সিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন-দ্বারা ইহ-লোক ও পরলোক উভয় লোকই লাভ হয়, নির্ধন হইলে ধর্ম্ম ও সত্য-বচন যেমন থাকে না, তেমনি নির্ধন ব্যক্তি জীবন্মৃতবৎ কালযাপন করে। যজ্ঞ-প্রয়োজন ধন সর্ব্বোপায়-দ্বারা আদান করিবে। হে ভারত! যজ্ঞের নিমিত্ত যে ধন আবশ্যক হয়, নিষিদ্ধ উপায়-দ্বারাও তাহা যেমন আদান করা কর্ত্তব্য তদ্রূপ বিহিত ও নিষিদ্ধ কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অর্থাৎ আপদ্-কালে প্রজা-পীড়ন বিহিত এবং তাহাই নিরাপদ্ সময়ে নিষিদ্ধ; অতএব তথাবিধ বিষয়ে ইহা তুল্য দোষ নহে, দেশকালানুসারে কার্য্যও অকার্য্য হয় এবং অকার্য্যও কার্য্য হইয়া থাকে।

হে পৃথ্বীপাল মহারাজ! ধন সংগ্রহ ও ধন ত্যাগ এক পুরুষে কোনমতে সম্ভব হয় না; আমি অরণ্য-মধ্যে কখন ধনবৃদ্ধ মানবগণকে অবলোকন করি নাই। এই পৃথিবী-মধ্যে যাহা কিছু ধন দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয় আমারই হউক, আমারই হউক, লোকে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। হে শত্রু-তাপন! রাজ্যসম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; রাজা-দিগের আপদ্‌কালে বহুল কর গ্রহণ পাপ-মূলক নহে, অনাপদ্‌কালেই তাহা পাপজনক হইয়া থাকে। অতএব আপদের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ পাপকর হয় না, সুতরাং ধনমূলক রাজ্যও হেয় হইতে পারে না। কেহ কেহ দান ও কর্ম্ম-দ্বারা তপস্বী হয়, কেহ বা তপস্যা করিয়াই তপস্বী হইয়া থাকে, অপরে বুদ্ধি-কৌশল ও দক্ষতা-দ্বারা ধন-সঞ্চয় লাভ করে। পণ্ডিতেরা ধনহীন ব্যক্তিকেই দুর্ব্বল কহেন, ধনবান্ ব্যক্তিই বলবান্ হয়েন। ধন-বান্ মানবের অপ্রাপ্য কিছুই নাই এবং কোষবান্ নৃপতি সমস্ত বিপদ্ হইতেই উত্তীর্ণ হয়েন; কোষ-দ্বারা ধর্ম্ম কাম এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ হয়। অতএব ধর্ম্মত সেই ধন লাভ ইচ্ছা করিবে, কদাচ অধর্ম্ম-দ্বারা ধন সঞ্চয় করিতে কামনা করিবে না।

ইতি ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়। ১৩০।

রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্ব সমাপ্ত।

অশুদ্ধ শোধন।

১৩১ পৃষ্ঠা ২ স্তম্ভে ২ পঙ্ক্তিতে পুরুরবার পুত্র ঐলের না হইয়া ইলার পুত্র পুরুরবার এবং ১৭৪ পৃষ্ঠা ২ স্তম্ভ ২৩ পঙ্ক্তিতে গৃধ্র গোমায়ু না হইয়া ব্যাঘ্র গোমায়ু হইবে।

মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

আপদ্ধর্ম্মপ্রকরণ।

বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজ্ হাইনেস্ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

মহ্‌তাব্‌চন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথতত্ত্বনিধি দ্বারা

অনুবাদিত

এবং পরিশোধিত

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৯।

মহাভারতীয় আপদ্ধর্ম্মের সূচীপত্র।

মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! যে রাজা ধান্য-কোষাদি সংগ্রহ রহিত, দীর্ঘসূত্র, বন্ধুবধ ভয়-বশত দুর্গের বহির্ভাগে নির্গত হইয়া যুদ্ধ-দানে অসমর্থ, সতত শঙ্কিত, যাহার মন্ত্রণা অন্য লোকে শ্রবণ করিয়াছে, শত্রুগণ যাহার রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়াছে, যিনি বিষয়-হীন, সুতরাং মিত্রগণকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান-পূর্ব্বক স্ববশ করিতে সক্ষম নহেন, যাঁহার অমাত্য সকল বিপক্ষদিগের বশীভূত হইয়াছে, শত্রু সকল যাহার সম্মুখবর্ত্তী রহিয়াছে, স্বয়ং দুর্ব্বল হওয়ায় প্রবল বৈরি-কর্ত্তৃক যাহার চিত্ত ব্যাকুলীকৃত হইয়াছে, অবশেষে তাহার কি কর্ত্তব্য, তাহা বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন, বিজয়ার্থ বহির্গত বিজিগীষু নৃপতি যদি ধর্ম্মত অর্থ উপার্জ্জনে নিপুণ ও শুচি হয়েন, তবে বিপক্ষ-কর্ত্তৃক বিজিত পূর্ব্ব-ভুক্ত রাজ্য-প্রভৃতি সান্ত্বনাবাদ-দ্বারা তাহা হইতে বিমোচন করত শীঘ্র সন্ধি স্থাপন করিবেন। যে ব্যক্তি বলবান্ ও পাপ-বুদ্ধি হইয়া অধর্ম্ম অনুসারে বিজয় ইচ্ছা করে, কতিপয় গ্রাম দান করিয়া তাহার সহিতও সন্ধি করিতে সম্মত হইবে অথবা রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রব্য-সঞ্চয় দান-দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, যদি রাজ-গুণ-যুক্ত হইয়া জীবিত থাকে, তবে দ্রব্যাদি পুনরায় উপার্জ্জন করিতে পারে, ধন ও সৈন্য পরিত্যাগ করিলে যে সকল আপদ্ নিবারণ হয়, কোন্ অর্থধর্ম্মজ্ঞ রাজা তদ্বিষয়ে আত্ম-দান করিয়া থাকেন? অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনী-গণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা বিপক্ষের আয়ত্ত হইলে তদ্বিষয়ে দয়া করিবার আবশ্যক নাই এবং সামর্থ্য-সত্ত্বে কোন রূপেই আত্ম সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অমাত্য-প্রভৃতি কোপাবিষ্ট, দুর্গ রাজ্যাদি বিপক্ষ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত, ধনাগার-শূন্য এবং মন্ত্রণা প্রকাশিত হইলে অবশেষে কি কর্ত্তব্য?

ভীষ্ম কহিলেন, বিপক্ষ ধর্ম্মিষ্ঠ হইলে অবিলম্বে তাহার নিকট সন্ধি কামনা করিবে, অধার্ম্মিক হইলে শীঘ্র তীক্ষ্ন বিক্রম প্রকাশ করিবে, তাহা হইলে অচিরাৎ বিপক্ষকে দূরীকৃত করা হয় অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমনই শ্রেয়স্কর। সৈন্য সামান্য হইলেও যদি তাহারা অনুরক্ত, অভিপ্রেত ও হর্ষান্বিত হয়, তবে জগৎপতি পৃথ্বীপাল তদ্দ্বারাই মহীমণ্ডল জয় করিতে পারেন, শত্রু-কর্ত্তৃক ধর্ম্মযুদ্ধে হত হইয়া হয় স্বর্গে আরোহণ করেন অথবা শত্রুকে নিহত করিয়া ধরাধামে বাস করিতে পারেন, যিনি যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বুদ্ধি আশ্রয়-পূর্ব্বক যুদ্ধপক্ষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যেরূপে বিপক্ষের বিশ্বাস হয়, তাদৃশ-ভাবে বিনয় করিবে, স্বয়ংও সময়ানুসারে শত্রুকে

বিশ্বাস করিবে, অমাত্য-প্রভৃতি প্রতিকূল থাকায় যুদ্ধ করিতে অশক্ত রাজা শান্তিবাদ-দ্বারা বিপক্ষকে সান্ত্বনা করত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেশান্তরে কিয়ৎ কাল যাপন-পূর্ব্বক পরিশেষে মন্ত্রণা-বলে স্বয়ং রাজ্য জয় করিতে উপক্রম করিবেন।

এক ত্রিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৩১ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পিতামহ! পৃথিবীতে যে সমস্ত বস্তু উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করা যায়, তৎ সমুদয় দস্যুসাৎ হইলেও রাজাদিগের সর্ব্বোপায়-দ্বারা ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এই সর্ব্বলোক-সৎকৃত ধর্ম্ম হীন হইলে এই আপদ্ কালে যে ব্রাহ্মণ দয়া-বশত পুত্র পৌত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তিনি কিরূপ উপায়-দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! বিপদ্ কাল সমাগত হইলে ব্রাহ্মণ বিজ্ঞান-বল অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিবেন, এই জগতে যাহা কিছু ভোগ্য দ্রব্য আছে, তাহা সাধুগণের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, অসাধু ব্যক্তির জন্য কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই, যিনি আপনাকে অর্থাগমের উপায় করিয়া অসাধুগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করত সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম বিদিত হয়েন; স্থানভ্রষ্ট ভূপাল কোন ব্যক্তিকে প্রকোপিত না করিয়া আপনার রাজ্যপালন-ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করত অন্যের অদত্ত-বিত্ত পালনকর্ত্তার ধন বলিয়া গ্রহণ করিবেন। যিনি বিজ্ঞান-বলে পবিত্র থাকিয়া নিন্দিত কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই বৃত্তি-বিজ্ঞানবান্ ধীর পুরুষকে কে নিন্দা করিতে পারে? হে যুধিষ্ঠির! যাঁহারা বল-পূর্ব্বক বৃত্তি উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অন্যবিধ উপার্জ্জনে রুচি হয় না, বলবন্ত ব্যক্তিগণ নিজ তেজঃপ্রভাবেই জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়েন। আপদ্গ্রস্ত রাজা 'স্ব রাজ্য ও পর রাজ্য হইতে ধন সংগ্রহ করিবে' এই আপদ্ধর্ম্মোপযোগী সামান্য শাস্ত্র অভ্যাস করিবেন, আর মেধাবী নৃপতি উক্ত শাস্ত্র এবং 'উভয় রাজ্যস্থিত ধনিগণ যাহারা কদর্য্য কার্য্য-বশত দণ্ডার্হ, তাহাদিগের নিকট হইতে কোষসঞ্চয় করিবে' এই বিশেষ শাস্ত্রকেও অবিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিবেন। রাজা একান্ত আপদ্গ্রস্ত হইলেও ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে কদাচ হিংসা করিবেন না, তাঁহাদিগকে হিংসা করিলে দোষগ্রস্ত হইবেন। ইহাই লোকের চক্ষুঃস্বরূপ সনাতন প্রমাণ, অতএব ইহা সাধু হউক্ বা অসাধু হউক্ আপদাপন্ন নৃপতির এইরূপ আচরণ করা উচিত।

গ্রামবাসি বহু ব্যক্তি রোষ-বশত রাজার নিকট পরস্পর নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু রাজা তাহাদিগের বাক্যানুসারে কাহাকেও পুরস্কার বা তিরস্কার করিবেন না। পুরোহিত-প্রভৃতির পরিবাদ কোন রূপে বক্তব্য বা শ্রোতব্য নহে। যদি কেহ সভা-মধ্যে তাঁহাদিগের নিন্দা করে, তবে কর্ণ-দ্বয় পিধান করিবে অথবা স্থানান্তরে প্রস্থান করিবে। হে নরাধিপ! পরের নিন্দা ও খলতা করা অসাধুগণের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, সাধুগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কেবল অন্যের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেমন দমনীয়, সুন্দর রূপে বহন ক্ষম, দান্ত ও দর্শনীয় বৃষভেরা ভার ধারণ-পূর্ব্বক বহন করে, আপদাপন্ন নৃপতি তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন। যেরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহার বহু সহায় লাভ হয়, রাজা সেইরূপ আচার প্রচার করিবেন, পণ্ডিতেরা আচারকেই গুরুতর ধর্ম্ম লক্ষণ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

শঙ্খ ও লিখিতের মতাবলম্বি ঋষিদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে, মাৎসর্য্য অথবা লোভ-বশত তাঁহারা যে আচারকে ধর্ম্মজ্ঞান করেন না, তাহা নহে, ঋষি-শাসনই তাঁহাদিগের অনুমোদনীয়। কুকর্ম্মশীল পুরুষের শাসন করা ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু গুরুতর ব্যক্তি অসৎ পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকেও শাসন করা উচিত, এতাদৃশ বাক্য যদিও

ঋষিগণ-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, তথাচ তৎ সদৃশ কোন প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ; অতএব রাজাদিগের তাহা কর্ত্তব্য নহে। দেবতারাই কুকর্ম্ম-শীল নরাধমকে শাসন করিয়া থাকেন।

যে রাজা ছল-দ্বারা ধন সঞ্চয় করেন, তিনি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয়েন। শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট মনু-প্রভৃতি স্মৃতিবিহিত দেশ ও কুলাচার অনুসারে সাধুজনাচরিত এবং সজ্জনের হৃদয়ে স্বয়ং সমুৎপন্ন যে ধর্ম্ম, রাজা তাহাকেই অবলম্বন করিবেন। যিনি বেদ-বিহিত তর্ক-নিশ্চিত বার্ত্তা-শাস্ত্র-সম্মত এবং দণ্ডনীতি-প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিতে পারেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ ; সর্পের পদ অন্বেষণের ন্যায় ধর্ম্মের মূল অন্বেষণ অতি দুঃখকর কর্ম্ম। ব্যাধ যেমন বাণ-বিদ্ধ মৃগের রুধিরসিক্ত পদচিহ্ন দর্শন-দ্বারা তাহার গমন-পথ লক্ষ্য করিয়া থাকে, ধর্ম্মের পথ অনুসন্ধান করাও তদ্রূপ। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে সাধুগণের আচরিত পথে বিচরণ করা উচিত, মহর্ষিগণের চরিত্র এইরূপ, তুমিও এইরূপ কর

দ্বাত্রিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৩২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! রাজা স্ব রাজ্য ও পর রাজ্য হইতে ধন সংগ্রহ করিবেন, যেহেতু ধন হইতেই ধর্ম্ম এবং মূল রাজ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব ধন সঙ্কলন-পূর্ব্বক তাহা যত্ন-সহকারে রক্ষা করা উচিত এবং রক্ষা করত তাহার বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। কেবল পবিত্রতা বা কেবল নৃশংসতা-দ্বারা ধন সঞ্চয় কদাচ কর্ত্তব্য নহে, পবিত্রতা ও নৃশংসতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কোষ সংগ্রহ করা উচিত। বলহীন রাজার ধন সংগ্রহ হয় না, ধনহীনের বল কোথায়? বলহীন হইলে রাজ্য স্থির-তর থাকে না, রাজ্যহীনের শ্রী কোথা হইতে হইবে? মহৎ ব্যক্তির শ্রী হানি মরণ-তুল্য, অতএব নৃপতি যে উপায়-দ্বারা ধন, বল ও মিত্র বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে সযত্ন হইবেন। মানবগণ ধনহীন নৃপতিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা অল্প ধন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয় না এবং তাঁহার কার্য্য করিতে উৎসাহ প্রকাশ করে না। রাজা সম্পত্তির নিমিত্তই পরম সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বস্ত্র যেমন নারী-দিগের গোপনীয় স্থান আবরণ করে, ধন সম্পত্তি সেইরূপ রাজার পাপ সকল সম্বরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে রাজা যাহাদিগের সহিত বিরোধ করিয়াছি-লেন, তাহারা তাঁহার সমৃদ্ধি সময়ে অনুতাপিত হয় এবং বানরগণ যেমন জিঘাংসু জনগণকে নিহত করিবার জন্য অনুসরণ করিয়াছিল, সেইরূপ উক্ত ব্যক্তি সকল কপটাচার দ্বারা রাজাকে বিনষ্ট করি-বার মানসে তাঁহাকে আশ্রয় করে। হে ভারত! যে রাজা এতাদৃশ, তাঁহার সুখ কিরূপে হইতে পারে? অতএব সর্ব্বতোভাবে উন্নতির জন্য চেষ্টা করা বিহিত, নত হওয়া উচিত নহে, যেহেতু উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া প্রথিত আছে, অসময়ে বরঞ্চ ভগ্ন হওয়া ভাল, তথাপি কাহারও নিকটে নত হওয়া উচিত নহে, অরণ্য আশ্রয়-পূর্ব্বক মৃগগণের সহিত বিচরণ করাও বিহিত, কিন্তু মর্য্যাদা-শূন্য দস্যুগণের ন্যায় অমাত্যদিগের সংসর্গ উচিত নহে।

হে ভারত! ভয়ঙ্কর কার্য্যে দস্যু-প্রায় অমাত্য-গণের সৈন্য সংগ্রহ সহজেই সম্পন্ন হয় ; একান্তত অমর্য্যাদা-বশত সকল ব্যক্তিই উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে আর দস্যুরাও নির্দ্দয় লোক হইতে নিতান্ত শঙ্কিত হয় ; অতএব যে মর্য্যাদা জনগণের অন্তঃকরণ প্রসন্ন করে, তাহার স্থাপন করা উচিত। অর্থ অল্প থাকি-লেও জন-সমাজে মর্য্যাদাই পূজিত হইয়া থাকে। ইহলোক বা পরলোকে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সাধারণ লোকে ইহা প্রত্যয় করে না বলিয়া ভয়-শঙ্কিত নাস্তিক মতে বিশ্বাস করা বিহিত নহে। দস্যুগণের মধ্যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছে, যাহারা পরস্ব হরণ করে, কিন্তু কাহারও হিংসা করে না, অতএব দস্যুগণ মর্য্যাদা-সমন্বিত হইলে পরিশেষে জীব সকলকে রক্ষা করিতে পারে। যে ব্যক্তি যুদ্ধ

করিতে বিরত হইয়াছে, তাহার বধ-সাধন, দারাপহরণ, কৃতঘ্নতা, ব্রাহ্মণের বিত্ত গ্রহণ, সর্ব্বস্বাপহরণ, কন্যা-মোষণ, গ্রামাদি আক্রমণ-পূর্ব্বক প্রভুত্বভাবে অবস্থান এবং সম্ভোগ-সহকারে পরস্ত্রীর পাতিব্রত্য খণ্ডন, দস্যুগণের পক্ষে এই সকল কার্য্য বিশেষরূপে গর্হিত, অতএব দস্যু ব্যক্তির এই সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয়। হে ভারত! যাঁহারা দস্যুর বিনাশার্থ অভিসন্ধি করেন, তাঁহারা তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অশেষ রূপে তদীয় ধন সম্পত্তি-প্রভৃতি উপলব্ধি-পূর্ব্বক সন্ধি বন্ধন করিয়া থাকেন, অতএব তাহার দারা, পুত্র, বিত্ত, বিভব, যাহা কিছু থাকে, তৎ সমুদয়ই রাজার আত্ম আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য; দস্যুগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করা রাজার উচিত নহে। যে রাজা দস্যুর দারা পুত্র ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, তিনি নিরাপদে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয়েন, আর যিনি দস্যুকে নির্ম্মূল করেন, নিঃশেষ করণ জন্য অন্য দস্যুগণ সততই তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার নিরাপদে রাজ্য পালন সুকঠিন হইয়া উঠে।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৩৩ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, এই বিষয়ে ইতিহাস-বেত্তা পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম-শাসন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বিশেষজ্ঞ ক্ষত্রিয়-রাজা ধর্ম্ম ও অর্থ প্রত্যক্ষ করেন, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মকে শাস্ত্রোক্ত বিচার-রূপ পরোক্ষ-ধর্ম্ম-দ্বারা আবরণ করা উচিত নহে। ভূমিতলে বৃকের পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া 'ইহা বৃকের পদ কি না!' এইরূপ বিবেচনার ন্যায় প্রত্যক্ষ ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া সন্দেহ করা অনুচিত। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল কদাচ অবলোকন করে নাই। ধর্ম্মফলকে বলরূপে বিজ্ঞাত হওয়া উচিত, যেহেতু সকল বিষয়ই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত। বলবান্ লোক ধন, বল ও অমাত্য সকল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি নির্দ্ধন তিনিই পতিত, যাহা কিছু অল্প তাহাই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ লোক বহু বিগর্হিত কর্ম্ম করিলেও ভয়-বশত তাহা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ধর্ম্ম ও সত্য উভয়েই বলবান্ লোককে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। বলই ধর্ম্ম হইতে প্রবল বোধ হয়, যেহেতু বল হইতেই ধর্ম্ম সম্ভূত হইয়া থাকে, ধরণীতলে জঙ্গম জীবের ন্যায় বলে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ধূম যেমন বায়ুর বশে আকাশে উড্ডীন হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম বলের অনুসরণ করেন, লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমনি ধর্ম্ম বলকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারেন না। সুখ যেমন ভোগবানের বশীভূত, ধর্ম্ম তেমনি বলবানের আয়ত্ত। বলবান্‌দিগের অসাধ্য কিছুই নাই, তাঁহাদিগের সকল কার্য্যই পবিত্র।

দুরাচার ও বল-হীন ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় নাই, বরঞ্চ সকল লোকেই বৃকের ন্যায় তাহা হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্যহীন অবজ্ঞাত ব্যক্তি অতি দুঃখে জীবন যাপন করে, ঘৃণিত জীবন ও মরণ উভয়ই তুল্য। প্রাচীনেরা কহেন যে, পাপ-চরিত্র-হেতু যে ব্যক্তি বান্ধবগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে অপরের বাক্য-স্বরূপ শল্য-দ্বারা পরিক্ষত হইয়া অতিশয় পরিতাপিত হয়। অধর্ম্মত ধনোপার্জ্জনে যে পাপ হয়, তাহার বিমোচন বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যেরা এইরূপ কহেন যে, পাপী ব্যক্তি বেদ-বিদ্যার আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা এবং মধুর বাক্য ও কার্য্য-দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে, উদারচিত্ত হইবে, মহৎ বংশে বিবাহ করিবে, নিজ নম্রতা প্রকাশ-পূর্ব্বক অপরের গুণ কীর্ত্তন করিবে, স্নানশীল হইয়া জপানুষ্ঠান করিবে, মৃদু-স্বভাব ধারণ করিবে, বহু ভাষী হইবে না, বহু দুষ্কর কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের নিকটে আশ্রয়

গ্রহণ করিবে, লোকে তাহার নিন্দা করিলেও বহু পাপকারী ব্যক্তি তাহা চিন্তা করিবে না, পাপকারী লোক এইরূপ আচার করিতে পারিলে অবিলম্বে পাপহীন ও সকলের সমাদৃত হয়, ইহলোক ও পর-লোকে সুমহৎ সম্মান লাভ করে এবং একমাত্র সুকৃত-দ্বারা সমস্ত পাপ ক্ষালন-পূর্ব্বক বিচিত্র সুখ-ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

চতুস্ত্রিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৩৪ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, এই স্থলে প্রাচীনেরা এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, দস্যু হইয়াও মর্য্যাদা-যুক্ত হইলে মরণানন্তর সে নিরয়গামী হয় না। কোন নিষাদ-নারীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে কায়ব্য নামক ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপালক এক নিষাদ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, সে দস্যু হইয়াও বুদ্ধিমান্‌ শূর, শাস্ত্রজ্ঞ ও অনৃশংস হওয়ায় আশ্রমবাসি ঋষিগণের ধর্ম্ম রক্ষা করত ব্রাহ্মণদিগের হিত-সাধন ও গুরু-লোকের সম্মান করিত, এই সকল কারণে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে ও সায়ং কালে অরণ্য-মধ্যে মৃগগণকে উত্তেজিত করিত। সে নিষাদগণের মধ্যে মৃগ বিজ্ঞান বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিল, দেশ কাল বিবেচনার বিষয় তাহার অবিজ্ঞাত ছিল না, সে সতত পারিপাত্র পর্ব্বতে বিচরণ করিত, সে সমস্ত জীবের ধর্ম্ম অবগত ছিল, তাহার শর সমুদয় অমোঘ ও অস্ত্র সমস্ত দৃঢ় ছিল। সে একাকী বহু শত সৈন্য জয় করিত, মহারণ্য মধ্যে বৃদ্ধ অন্ধ ও বধির জনকে সম্মান করিত, সৎকার করিয়া মধু, মাংস, ফল, মূল ও বহুবিধ অন্ন-দ্বারা ভোজন করাইত এবং মান্যলোক সকলের পরিচর্য্যা করিত। বনবাসি সন্ন্যাসি ব্রাহ্মণগণকে পূজা করত বন-মধ্যে মৃগ হিংসা করিয়া সতত তাঁহাদিগকে দান করিত। যাঁহারা লোক-ভয়ে উক্ত দস্যুর নিকট হইতে মাংস-প্রভৃতি প্রতিগ্রহ না করিতেন, সে অতি প্রত্যূষে আসিয়া তাঁহাদিগের গৃহে মাংসাদি রাখিয়া যাইত। একদা নির্দ্দয় ও মর্য্যাদা-বর্জ্জিত বহু সহস্র দস্যু তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে আপনাদিগের অধিপতি করিবার জন্য প্রার্থনা করিল।

দস্যুগণ বলিল, আপনি দেশ, কাল, মুহূর্ত্তপ্রভৃতি বিশেষ রূপে অবগত আছেন; আপনি বিজ্ঞ, বল-বান্‌ ও দৃঢ়ব্রত, অতএব আমাদিগের সকলের অভি-প্রায় এই যে, আপনি আমাদিগের প্রধান গ্রামা-ধ্যক্ষ হউন্‌। আপনি আমাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিবেন, আমরা তাহাই করিব, অতএব মাতা পিতার ন্যায় আপনি আমাদিগকে ন্যায়ানু-সারে প্রতিপালন করুন।

কায়ব্য কহিল, হে দস্যুগণ! তোমরা স্ত্রীলোক, তপস্বী, ভয়শীল ও শিশু সকলকে বধ করিও না, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে, তাহাকে বিনষ্ট করা উচিত নহে, বল-পূর্ব্বক অবলাগণকে গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য, সর্ব্ব জীবের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই স্ত্রী বধ বিহিত হয় না। সতত ব্রাহ্মণ-গণের মঙ্গল-সাধন এবং তাঁহাদিগকে ধনদান জন্য অন্যের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, শস্য অপহরণ করা উচিত নহে, বিবাহাদি কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। সর্ব্ব জীবের মধ্যে যাহার নিকটে দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথি সকল পূজিত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ ও মোক্ষ-পথের অধিকারী, সমস্ত বস্তু দান-দ্বারা যেরূপে তাঁহাদিগের সমুন্নতি সাধিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণগণ রোষপরতন্ত্র হইয়া যাহার পরাভব বিষয়ে মন্ত্রণা করেন, ত্রিলোকের মধ্যে কেহই তাহার ত্রাতা হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করে অথবা তাঁহাদিগের বিনা-শের বাসনা করে, অন্ধকার-মধ্যে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় নিশ্চয় তাহার পরাজয় হয়। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করত সমস্ত ফল কামনা করিবে, যে সমস্ত বণিক্‌গণ আমাদিগকে দান না করিবে, তাহাদিগের প্রতি সেনা প্রেরিত হইবে। দুষ্টদিগের শাসনের জন্য দণ্ড বিহিত হইয়াছে, নিজ সমুন্নতির নিমিত্ত

তাহা বিহিত নহে, ইহা নিশ্চয় জানিবে, যাহারা শিষ্ট জনের শাসন করে, তাহাদিগের বধ-রূপ দণ্ড বিহিত হয়। যাহারা রাজ্যের প্রতি উপদ্রব করিয়া যে কোন প্রকারে ধন বৃদ্ধি করে, তাহারা দুঃখপ্রদ ক্রিমিগণের ন্যায় অচির কাল মধ্যেই বধ্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত দস্যুগণ এই কানন-মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জীবন যাপন করে, তাহারা দস্যু হইয়াও অবিলম্বে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, সেই সমস্ত দস্যুগণ কায়ব্যের সমস্ত শাসন প্রতিপালন করিয়াছিল, সকলেই সমুন্নতি লাভ করত পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছিল। কায়ব্য সাধু সকলের প্রতি মঙ্গল আচরণ ও দস্যুগণকে পাপ হইতে নিবর্ত্তন, এই কর্ম্ম-দ্বারা মহতী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজন্! যিনি এই কায়ব্যের চরিত বিষয় নিয়ত চিন্তা করেন, তিনি আরণ্য-ভূতগণ হইতে কোন ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহার অসজ্জন হইতে, অধিক কি, সর্ব্বভূত হইতেই কোন ভয় হয় না, তিনি অরণ্য-মধ্যে নৃপতি হইয়া নিশ্চিত রূপে অবস্থিতি করিতে পারেন।

কায়ব্য চরিতে পঞ্চত্রিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৩৫॥

ভীষ্ম কহিলেন, রাজা যে উপায়-দ্বারা কোষ-সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার কথিত এই গাথা সকল কীর্ত্তন করেন যে, যজ্ঞযাজি ঋষিগণের ধন ও দেবস্ব হরণ করা উচিত নহে, ক্ষত্রিয় নৃপতি দস্যু ও ক্রিয়া-হীন জনগণের ধন হরণ করিতে পারেন। হে ভারত! ক্ষত্রিয়দিগেরই এই সমস্ত প্রজা-পালনে ও রাজ্যভোগে অধিকার আছে, অতএব সকল ধনই ক্ষত্রিয়ের অধিকৃত, অন্যের নহে; সেই ধন রাজার বলের জন্য অথবা যজ্ঞের জন্য হইয়া থাকে। লোকে অভোগ্য ওষধি সকল ছেদন-পূর্ব্বক যেমন তদ্দারা ভোগার্হ দ্রব্য সমুদয় পাক করিয়া থাকে, সেইরূপ অসাধুগণকে হিংসা করিয়া সাধু সকলকে প্রতিপালন কর। যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃগণ ও মানব সকলকে হবি-দ্বারা অর্চ্চনা না করে, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা তাহার অর্থকে অনর্থক বলিয়া থাকেন। রাজন্! ধার্ম্মিক ভূপাল সেই ধন হরণ করিবেন এবং তদ্দারা লোক সকলকে প্রীত করিবেন, তাদৃশ ধন-দ্বারা কোষ সঞ্চয় করিবেন না। যিনি আপনাকে অর্থাগমের উপায় করিয়া অসাধুগণ হইতে অর্থ আদান করত সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনিই সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞ। যাঁহার যেমন শক্তি তিনি তদনুসারে পরলোক সকল জয় করিবেন। উদ্ভিজ্জ ও বজ্রকীট-প্রভৃতি জীবগণ যেমন নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইয়া বিস্তৃত হয়, যজ্ঞও তদ্রূপ সম্ভূত হইয়া ক্রমশ প্রসারিত হইয়া থাকে। গবাদির শরীর হইতে যেমন দংশ মশক ও প্রচণ্ড পিপীলিকা-প্রভৃতিকে বিদূরিত করা যায়, অযাজ্ঞিক ব্যক্তির প্রতি তাদৃশ ব্যবহার কর্ত্তব্য, ইহা ধর্ম্মানুসারে বিহিত হয়। ভূমিতলে পতিত পাংশু যেমন পাষাণাদি-দ্বারা পিষ্ট হইয়া নিতান্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, ইহলোকে ধর্ম্ম ও তদ্রূপ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর।

ষট্ত্রিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৩৬॥

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! কার্য্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যিনি তাহার ভাবি ফল বিবেচনা করেন, তাঁহার নাম অনাগত-বিধাতা, কার্য্য উপস্থিত হইলে যিনি বুদ্ধিবলে তাহা সংসাধিত করেন, তাঁহার নাম প্রত্যুৎপন্ন-মতি এবং উপস্থিত কার্য্যে আলস্য-বশত যিনি সময় ক্ষেপ করিয়া বিড়ম্বিত হয়েন, তাঁহার নাম দীর্ঘসূত্র, এই ভূমণ্ডলে উক্ত ত্রিবিধ লোকের মধ্যে অনাগত-বিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই ব্যক্তিই সুখ লাভ করিয়া থাকেন, আর দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। সম্প্রতি দীর্ঘসূত্রকে অবলম্বন-পূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য-নিশ্চয়-বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কহিতেছি, অব্যগ্রভাবে শ্রবণ কর।

হে কুন্তীনন্দন! কোন প্রভূত মৎস্য-পরিপূর্ণ স্বল্প-জল জলাশয়ে শকুল নামক তিনটি মৎস্য সৌহৃদ্য-সহকারে পরস্পর সহচর হইয়া বাস করিত। সেই তিন সহচরের মধ্যে প্রথম অনাগত-বিধাতা, দ্বিতীয় প্রত্যুৎপন্নমতি, তৃতীয় দীর্ঘসূত্র। কোন সময়ে মৎস্যজীবি ধীবরগণ বিবিধ জলনির্গম মার্গ-দ্বারা সেই জলাশয়ের জল নিম্নপ্রদেশে নির্গত করাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কার্য্য আরম্ভ হইলে ক্রমশ সেই জলাশয়ের জল অল্প হইতে লাগিল দেখিয়া দীর্ঘদর্শী অনাগত-বিধাতা ভয়বশত অন্য দুই সুহৃদ্‌কে বলিল যে, "সমস্ত জলচরগণের এই আপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যে পর্য্যন্ত নির্গমনের পথ দূষিত না হয়, তাবৎ কাল-মধ্যে যত শীঘ্র হয়, আমরা অন্যত্র গমন করি, যিনি অনাগত অনর্থকে সুনীতি-দ্বারা নিরাকৃত করেন, তিনি কখন সংশয়াপন্ন হয়েন না, অতএব তোমাদের এ বিষয়ে অভিরুচি হউক, আমি গমন করি।" এই কথা শ্রবণে দীর্ঘসূত্র বলিল, ভাই! উত্তম কহিতেছ, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিবেচনা হয়, কোন বিষয়ে ত্বরা করা উচিত নহে।

অনন্তর, প্রত্যুৎপন্নমতি দীর্ঘদর্শীকে বলিল, সময় উপস্থিত হইলে আমি ন্যায়ত কোন কর্ত্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করি না। মহামতি দীর্ঘদর্শী এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্রোত-দ্বারা নির্গত হইয়া কোন গভীর জলাশয়ে গমন করিল। অনন্তর, মৎস্য-জীবিগণ সেই জলাশয়ের সমস্ত জল ক্ষরিত হইল দেখিয়া বিবিধ উপায়-দ্বারা সমুদয় মৎস্য বন্ধন করিল। সেই জলাশয়ের জল ক্ষরিত ও বিলোড়িত হইতে থাকিলে দীর্ঘসূত্র অপরাপর জলচরের সহিত তন্মধ্যে বন্ধন প্রাপ্ত হইল। মৎস্যজীবিরা তৎকালে গুণসূত্র-দ্বারা মৎস্য-সকল গ্রথিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যুৎপন্নমতি তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুখ-দ্বারা প্রথম সূত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিল। জালজীবিগণ সমস্ত মৎস্যই গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিল।

অনন্তর, বিপুল জলাশয়-মধ্যে মৎস্যগণ প্রক্ষালিত হইতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যুৎপন্নমতি রজ্জু মোচন করত সত্বর পলায়ন করিল, আর চেতন-শূন্য মন্দাত্মা মূঢ় দীর্ঘসূত্র নষ্টেন্দ্রিয় লোকের ন্যায় বিনষ্ট হইল। এইরূপে যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মোহ-বশত তাহা জানিতে পারে না, সে দীর্ঘসূত্র মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে বিনষ্ট হয়। 'আমি অতিবিচক্ষণ' ইহা বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি অগ্রে আপন কল্যাণের পথ আবিষ্কৃত না করে, সে প্রত্যুৎপন্নমতির ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে। অনাগত-বিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয়েই সুখ লাভ করে, আর দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, লব, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প, সংবৎসর, পৃথিবী ও দেশ-প্রভৃতি কাল নামে উক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধির নিমিত্ত যাহা যেরূপে চিন্তা করা যায়, তাহা সেইরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষ শাস্ত্র সকলে মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক দীর্ঘদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি প্রধান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারা সময়ে সকল ব্যক্তিরই অভিমত হইয়া থাকেন; যিনি পরীক্ষা-পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করেন এবং যিনি যুক্তি অনুসারে সম্যক্ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেশ-কালানুসারে সর্ব্ব জন-সম্মত হইয়া দীর্ঘদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইতেও সমধিক ফল প্রাপ্ত হয়েন।

শাকুলোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশদধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৩৭ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সকল বিষয়েই আপনকার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ইহা কথিত হইয়াছে, অনাগতা ও উৎপন্না বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট, আর দীর্ঘসূত্রা মতি বিনাশিনী। অতএব হে ভরত-কুল-ধুরন্ধর! এক্ষণে আপনকার পরম বুদ্ধির বিষয় শ্রবণ করিতে

ইচ্ছা করি, যাহা অবলম্বন করিলে রাজা শক্রগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হয়েন না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি ধর্ম্মার্থ বিষয় ব্যাখ্যানে কুশল, ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ ও প্রাজ্ঞ, অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকট তাহা ব্যাখ্যা করা আপনকার উচিত হইতেছে। ভূপতি বহু বৈরি-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া যেরূপে অবস্থিতি করিবেন, তৎ সমুদয় যথাবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। রাজা একাকী বিষমস্থ হইলে পূর্ব্ব-তাপিত পরিপন্থিগণ একত্র হইয়া তাঁহার পরাজয়ের কারণ যত্নবান্ হয়। মহাবল-সম্পন্ন ভূপালগণ অসহায়, একক, দুর্ব্বল, নৃপতিকে আক্রমণ করিতে উপক্রম করিলে, তিনি কিরূপে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়েন? হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরূপেই বা তিনি শক্র ও মিত্র লাভ করেন এবং শক্র ও মিত্রগণের মধ্যে তাঁহার কিপ্রকার চেষ্টা করা উচিত? মিত্র-লক্ষণ-সম্পন্ন সুহৃৎ যদি শক্র হইয়া উঠে, রাজা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন এবং কিরূপ আচরণ করিয়া সুখী হয়েন? রাজা কাহার সহিত বিগ্রহ করিবেন, কাহারই বা সহিত সন্ধিবন্ধন করিবেন এবং বলবান্ হইয়াও বিপক্ষগণের মধ্যে কিরূপে অবস্থিতি করিবেন? হে মহাভাগ শক্রতাপন! সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে এই পরম কর্ত্তব্য বিষয় আপনি বিবেচনা করিয়া আমাকে বলুন, সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ব্যতীত এ বিষয়ের বক্তা অন্য কেহই নাই এবং ইহার শ্রোতাও অত্যন্ত দুর্লভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতকুল-তিলক বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত এবং তৎ শ্রবণেও সুখোদয় হয়, অতএব আপদ্ কালে যাহা কর্ত্তব্য, সেই গুহ্য বিষয় সমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কার্য্য সকলের সামর্থ্য-নিবন্ধন অমিত্র ও মিত্রতা প্রাপ্ত হয়, মিত্রও অমিত্রভাবে দূষিত হইয়া উঠে, সুতরাং কার্য্যের গতি সততই অনিত্য, অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় বিশেষ রূপে নিশ্চয় করিতে হইলে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া কাহারও প্রতি বিশ্বাস করা এবং কাহারও সহিত বিগ্রহ করা বিধেয়। হে ভারত! হিতৈষি পণ্ডিতদিগের সহিত চেষ্টা করিয়াও সন্ধি করা উচিত, আর প্রাণ রক্ষার কারণ অমিত্রগণের সহিতও সন্ধিবন্ধন বিধেয়। যে অপণ্ডিত মানব অমিত্রগণের সহিত সন্ধি স্থাপন না করে, সে কোন অর্থ বা ফল প্রাপ্ত হয় না, আর যে ব্যক্তি অর্থ যুক্তি অবলোকন-পূর্ব্বক সময়ানুসারে অমিত্রের সহিত সন্ধি এবং মিত্রের সহিত বিরোধ করিয়া থাকে, সে মহৎ ফল প্রাপ্ত হয়। পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কোন বট বিটপীর নিকটস্থিত মার্জ্জার ও মূষিকের সম্বাদ-সম্বলিত পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন।

কোন মহারণ্য-মধ্যে বিবিধ বিহগ-কুল-সমাকুল লতাজাল-সমাকীর্ণ প্রকাণ্ড স্কন্ধ-সমন্বিত মেঘ-সঙ্কাশ শীতল ছায়ান্বিত সমস্ত অরণ্য-ব্যাপী ব্যাল-মৃগাকুল মনোহর সুমহান্ বট বৃক্ষ ছিল। পলিত নামক এক মহাবুদ্ধি মূষিক তাহার মূলস্থল অবলম্বন-পূর্ব্বক শতদ্বার গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিত। আর পক্ষি-সঙ্ঘাত-ভক্ষক লোমশ নামা মার্জ্জার পূর্ব্ব হইতে সেই বট-বিটপীর শাখা আশ্রয় করত পরম সুখে বসতি করিতেছিল। অরণ্যবাসী কোন চাণ্ডাল নিত্য নিত্য সূর্য্য অস্তমিত হইলে সেই বট বৃক্ষের নিকটে আসিয়া পশু-পক্ষি-বন্ধন কারণ কূটযন্ত্র বিস্তার করিয়া থাকে। সে তথায় যথাবিধানে স্নায়ুময় পাশ-সমুদয় বিস্তীর্ণ করিয়া গৃহে গিয়া সুখে শয়ন করে এবং সর্ব্বরী প্রভাতা হইলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, রাত্রিকালে বহুবিধ মৃগগণ সেই পাশজালে বদ্ধ হইয়া থাকে। কোন দিন সেই মার্জ্জার প্রমাদ-হীন হইয়াও উক্ত পাশে বদ্ধ হইয়াছিল। নিয়ত আততায়ী শক্র সেই মহাপ্রাজ্ঞ মার্জ্জার বদ্ধ হইলে পলিত মূষিক সময় পাইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। মূষিক

বিশ্বস্তভাবে সেই বন-মধ্যে ভক্ষ্য বস্তু অন্বেষণ করত বিচরণ করিতে থাকিলে বহু ক্ষণের পর পাশ-মধ্যে বদ্ধ আমিষ দেখিতে পাইল, পরে সে পাশবদ্ধ বিপক্ষের প্রতি মনে মনে উপহাস করত কূটযন্ত্রের উপরি আরোহণ-পূর্ব্বক আমিষ ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে আমিষ ভক্ষণে আসক্ত হইয়া অবলোকন করত অপর এক ঘোরতর নিজ বৈরিকে নিকটে আসিতে দেখিতে পাইল। মহীতলের বিবর-বাসী সেই জন্তুর শরীর শর-পুষ্প-সদৃশ, তাহার লোচন তাম্রবর্ণ, সে অতিশয় চঞ্চল, তাহার নাম হরিত নকুল। সে মূষিকের গন্ধ আঘ্রাণ করত সত্বর হইয়া আসিতে লাগিল এবং ভক্ষণের জন্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভূতলে অবস্থিত রহিল।

এদিকে মূষিক সেই বৃক্ষ-কোটরবাসী ক্ষপাচর তীক্ষ্ণতুণ্ড চন্দ্রক নামক অন্য এক বৈরি উলূককে বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে দেখিতে পাইল। মূষিক, নকুল ও উলূকের মধ্যগত হইয়া সুমহৎ ভয়-বশত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, "এই নিতান্ত কষ্টকর আপদ্‌কালে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভয় উৎপন্ন ও মরণ উপস্থিত হইলে হিতৈষি ব্যক্তির কিরূপ কর্ত্তব্য!" মূষিক তাদৃশরূপে চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র ভয়-হেতু দর্শন করত ত্রাস-সন্তপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম-বুদ্ধি উদ্ভাবন করিতে লাগিল, যে, বিপদ্ বিনাশের উপায়-দ্বারা বিপদ্ নিবারণ-পূর্ব্বক জীবিত কালকে প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য, কিন্তু চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার নিকটে সেই সংশয়াস্পদ আপদ্ সমুদয় উপস্থিত হইতেছে; আমি ভূতলে গমন করিলে সহসা নকুল আসিয়া আমাকে ভক্ষণ করিবে, এস্থানে থাকিলে উলূকের গ্রাসে পতিত হইতে হইবে এবং মার্জ্জার পাশমুক্ত হইলে আমাকে গ্রাস করিতে বিলম্ব করিবে না; কিন্তু আমার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি কখন মুগ্ধ হইবার উপযুক্ত নহে, অতএব যুক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি-প্রভাবে যত দূর হইতে পারে, আমি আত্ম জীবিত রক্ষায় যত্ন করিব। নীতিশাস্ত্র-বিশারদ বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ ব্যক্তি দারুণ বিপদে পতিত হইয়াও তাহাতে নিমগ্ন হয় না, সম্প্রতি মার্জ্জার হইতে উপকার ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না; কিন্তু এই বিষম শত্রু এখন বিষমস্থ হইয়াছে, ইহার মহৎ উপকার করা আমার উচিত হইতেছে। এক্ষণে আমি শত্রু-ত্রয়-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া কি প্রকারে জীবন রক্ষার আশা করিতে পারি; সুতরাং মার্জ্জার আমার নিত্য শত্রু হইলেও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত হইতেছে। আমি নীতিশাস্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক ইহাকে হিত উপদেশ প্রদান করি, যদ্দ্বারা এই শত্রু সকলকে বুদ্ধি-পূর্ব্বক বঞ্চনা করিতে পারিব। এই মূঢ় বিড়াল আমার নিতান্ত শত্রু, এক্ষণে বিষম বিপদাপন্ন হইয়াছে, অতএব স্বার্থ-সাধন করিবার কারণ সঙ্গতি ক্রমে যদি ইহাকে সম্মত করিতে পারি, তবেই জীবন রক্ষা হইবে। এ ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে, এজন্য আমার সহিত সন্ধি করিলেও করিতে পারে, "বলবান্ ব্যক্তি বিষম বিপদে পতিত হইলে জীবন রক্ষার জন্য সন্নিকৃষ্ট শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে" ইহা প্রাচীন আচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন, পণ্ডিত শত্রুও ভাল, মূর্খ মিত্র কদাচ ভাল নহে। সম্প্রতি বিপক্ষ মার্জ্জারের নিকট আমার জীবিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহাহউক, আমি ইহাকে আত্ম-মুক্তির উপায় বলিব, এই শত্রু মূর্খ হইলেও আমার সহবাস-বশত পণ্ডিত হইতে পারিবে। মূষিক শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

অনন্তর, সন্ধি-বিগ্রহের সময় ও প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়জ্ঞ মূষিক সান্ত্বনা-পূর্ব্বক মার্জ্জারকে এই কথা বলিল, হে মার্জ্জার! আমি সুহৃদ্ভাবে তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি, তুমি ত জীবিত আছ? আমি তোমার জীবন রক্ষা হয়, এই ইচ্ছা করিতেছি, যেহেতু তাহা আমাদিগের উভয়েরই শ্রেয়স্কর। হে প্রিয়দর্শন! তুমি ভয় করিও না, যথা-সুখে জীবিত থাকিবে, তুমি যদি আমাকে হিংসা করিতে

ইচ্ছা না কর, তবে আমি তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। এ বিষয়ে কোন উৎকৃষ্ট উপায় আছে এবং তাহা আমার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতেছে, যদ্দ্বারা তুমি আমা-কর্ত্তৃক বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবে, আমিও শ্রেয়ো লাভ করিতে পারিব। আত্মবুদ্ধি বিচার-পূর্ব্বক আপনার ও তোমার শ্রেয়ঃ-সাধন হয়, এরূপ উপায় দেখিয়াছি, তাহা আমা-দিগের উভয়েরই কল্যাণকর। হে মার্জ্জার! এই নকুল ও উলূক পাপবুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক আমার সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহারা যদি আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তবেই এক্ষণে আমার মঙ্গল। এই তরুশাখাগ্রগামী চঞ্চল-লোচন পাপাত্মা উলূক চীৎকার করত আমাকে নিরীক্ষণ করি-তেছে, এজন্য আমি উহা হইতে অতিশয় উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। সাধুগণের পরস্পর সপ্ত পদ উচ্চারণ-পূর্ব্বক আলাপ হইলেই সখ্য হয়, তুমি আমার সেই সখা ও পণ্ডিত, আমি তোমার প্রতি যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিব, এক্ষণে তোমার কোন ভয় নাই। হে মার্জ্জার! তুমি আমা ব্যতিরেকে স্বয়ং পাশচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না, যদি আমার হিংসা না কর, তবে আমি তোমার সমস্ত পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই বৃক্ষের অগ্রভাগ আমিও ইহার মূল অবলম্বন করিয়া বাস করিয়া আসিতেছি, আমরা উভয়ে বহুকাল এই বৃক্ষ আশ্রয়-পূর্ব্বক বাস করিতেছি, তাহা তোমার অবি-দিত নাই। যে ব্যক্তি কাহাকেও বিশ্বাস করে না এবং যাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না, তাদৃশ নিয়ত উদ্বিগ্ন-চিত্ত ব্যক্তি-দ্বয়কে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন না, অতএব আমাদিগের সতত বহবাস ও প্রায় পরিবর্দ্ধিত হউক; প্রয়োজনের সময় অতীত হইলে পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন, অতএব এবিষয়ের এই যথার্থ সুযুক্তি বিবেচনা কর; তুমি আমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী হইলে আমিও তোমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হই। কোন মানব কাষ্ঠ-দ্বারা অতিগভীর মহানদীর পর পারে গমন করে, সে যেমন কাষ্ঠকে উত্তীর্ণ করিয়া স্বয়ং কাষ্ঠ-দ্বারা উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ আমাদিগের উভয়ের সহযোগ পরিণামে সুখপ্রদ হইবে; আমি তোমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিব, তুমিও আমাকে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ করিবে। মূষিকবর পলিত এইরূপ উভয়ের হিতকর যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয় বাক্য বলিয়া সময় অপেক্ষা করত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর, মূষিকের শত্রু বিচক্ষণ মার্জ্জার তাহার যুক্তিযুক্ত শ্রবণ-যোগ্য সুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল এবং সেই বুদ্ধিমান্ ও বাক্য-নিপুণ বিড়াল মূষিকের বাক্য অনুশীলন ও স্বীয় অবস্থা অব-লোকন করত সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হইল। পরিশেষে তীক্ষ্ণ-দশন বৈদূর্য্য-লোচন মার্জ্জার-প্রধান লোমশ, মূষিককে মন্দ মন্দ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করত বলিল, হে প্রিয়দর্শন! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি যে আমার জীবন রক্ষার জন্য যত্ন করিতেছ, ইহাতে আমি যারপরনাই আনন্দিত হইলাম; যদি শ্রেয়ো-বিধানের উপায় জান, কর, বিলম্ব করিও না। আমি অতিশয় আপদ্গ্রস্ত, তুমিও আমা অপেক্ষা আপ-দাপন্ন, অতএব উভয় আপন্নের সন্ধি কর, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সময়ে যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহা করিব, আমি এই ক্লেশকর বিপদ্ হইতে বিমুক্ত হইলে তোমার কৃত উপকার বিনষ্ট হইবে না, আমি মান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তোমার অনুরক্ত, ভক্ত, শিষ্য, হিতকারী ও আজ্ঞাকারী হইয়া শরণাগত হইলাম।

মূষিকবর পলিত মার্জ্জার-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাকে আপন বশতাপন্ন জানিয়া বিনয়া-ন্বিত অর্থযুক্ত হিত বাক্য বলিল যে, আপনি যে উদার-বাক্য বলিলেন, ইহা ভবাদৃশ ব্যক্তির বিষয়ে বিচিত্র নহে, উভয়ের হিতের জন্য আমি উপায় বিধান করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন; নকুল হইতে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে, অত-

এব আমি আপনকার নিকট প্রবিষ্ট হই, আমি আপনকার রক্ষণার্থ সমর্থ, অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন, বধ করিবেন না; ক্ষুদ্রাশয় উলূক আমাকে আক্রমণ করিবার আশা করিতেছে, অতএব উহা হইতে আমাকে রক্ষা করুন। সখে! আমি সত্য-পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, আপনার পাশ সমুদয় ছেদন করিয়া দিব।

লোমশ পলিত মুষিকের যুক্তি ও অর্থযুক্ত সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষ-বশত তাহাকে নিরীক্ষণ করত স্বাগত-বাক্যে সম্মানিত করিল। অনন্তর, সেই বীরবর মার্জ্জার সুহৃদ্ভাবে অবস্থিত, প্রীত ও ত্বরিত হইয়া পলিতকে সম্মানিত করত বিশেষ চিন্তার পর বলিল, সখে! শীঘ্র এস, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার প্রাণ-সম সখা, ধীমন্! তোমারই প্রসাদে আমি অবশ্যই জীবন লাভ করিব। এই সঙ্কট-সময়ে আমি তোমার যে কিছু উপকার করিতে পারি, তুমি আজ্ঞা কর, আমি তাহাই করিব। সখে! আমাদের উভয়ের সন্ধি থাকুক, এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলে আমি মিত্রগণ ও বন্ধুবান্ধবের সহিত তোমার যে কোন প্রিয় ও হিতকর কার্য্য আছে, তৎ সমস্তই সম্পাদন করিব। হে প্রিয়দর্শন! এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলে আমি তোমার প্রীতি উৎপাদন ও সৎকার সাধন করিব। উপকৃত ব্যক্তি বহুতর প্রত্যুপকার করিয়াও পূর্ব্বোপকারীর তুল্য প্রতিভাত হয় না, উপকৃত ব্যক্তি পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, আর প্রথম উপকর্ত্তা নিষ্কারণই উপকার করেন।

ভীষ্ম কহিলেন, মুষিক স্বার্থ সাধনার্থ মার্জ্জারকে তাদৃশভাবে সম্মত করিয়া বিশ্বাস-পূর্ব্বক সেই কৃতাপরাধের ক্রোড়ে প্রবেশ করিল। বুদ্ধিমান্ মুষিক মার্জ্জার-কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া পিতা মাতার ন্যায় তাহার বক্ষঃস্থলে বিশ্বস্ত হইয়া শয়ন করিল। নকুল ও উলূক মুষিককে মার্জ্জারের গাত্রে লীন হইতে দেখিয়া নিরাশ হইল এবং তাহাদিগের পরম প্রীতি দর্শনে নিতান্ত ত্রস্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। তাহারা বলবান্ বুদ্ধিমান্ সৎস্বভাব ও সন্নিহিত হইয়াও বল-পূর্ব্বক মুষিককে আক্রমণ করিতে অশক্ত হইয়া গেল। উলূক ও নকুল মার্জ্জার ও মুষিককে কার্য্য-বশত সন্ধি করিতে দেখিয়া উভয়েই অবিলম্বে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, দেশ-কালজ্ঞ পলিত সময়াপেক্ষা করত অল্পে অল্পে মার্জ্জারের গাত্রের পাশ সকল ছেদন করিতে লাগিল। অনন্তর মার্জ্জার বন্ধন-নিবন্ধন নিতান্ত ক্লিষ্ট থাকিয়া মুষিককে পাশ ছেদনে বিলম্ব করিতে দর্শন করত সত্বরতা-সহকারে ত্বরা করিতে লাগিল। মার্জ্জার বলিল, সখে! তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া কি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ? হে অমিত্রঘাতিন্! ব্যাধ অগ্রে আসিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র পাশ ছেদন কর। ত্বরাবান্ মার্জ্জার এই কথা বলিলে বুদ্ধিমান্ পলিত মুষিক অপক্কমতি মার্জ্জারকে পথ্য ও আত্মহিতকর বাক্য বলিল, হে প্রিয়দর্শন! তুমি মৌনভাবে থাক, ত্বরা এবং ভয় করা তোমার উচিত নহে, আমি সময়জ্ঞ, অতএব প্রকৃত কাল পরিত্যাগ করিব না; সখে! অসময়ে আরব্ধ কার্য্য কর্ত্তার প্রয়োজন সাধন করে না, আর সেই কার্য্যই সময়ে সমারব্ধ হইলে মহৎ ভয় উৎপাদন করে, তুমি অসময়ে বন্ধন-মুক্ত হইলে তোমা হইতেই আমার ভয় সম্ভাবনা, অতএব সময় প্রতীক্ষা কর, কেন ত্বরা করিতেছ? শস্ত্রধারি চণ্ডালকে যখন আসিতে দেখিব, তখনই আমাদিগের যেমন ভয় হইবে, অমনি তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব; সেই সময় তুমি বন্ধন-মুক্ত হইয়া বৃক্ষোপরি আরোহণ করিবে, তোমার জীবন রক্ষা ভিন্ন আমার অন্য কোন কার্য্যই নাই। হে লোমশ! তুমি ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিলে আমি গর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ করিব, তুমিও তরুশাখা আশ্রয় করিবে। মুষিক

আত্ম-হিত-সাধনার্থ মার্জ্জারকে এইরূপ বলিলে জীবিতাভিলাষী বাক্য-তত্ত্বজ্ঞ মহামতি লোমশ আত্ম-কার্য্য সম্যক্ সম্পাদন করত সত্বর হইয়া পাশ ছেদন করিতে বিলম্বকারি মূষিককে বলিল, সখে! সাধুগণ প্রীতি-পূর্ব্বক এইরূপে মিত্রের কার্য্য করেন না, আমি যেমন ত্বরমাণ হইয়া তোমাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলাম, তোমারও সেইরূপ ত্বরা-সহকারে আমার হিত-সাধন করা উচিত। মতিমন্! এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের কল্যাণ হয়, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর; অথবা, তুমি যদি পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করত কালক্ষেপ কর, তবে এই দুষ্কৃত-বশত বিস্পষ্ট রূপে তোমার আয়ুঃ ক্ষয় দেখিতে পাইবে, যদি অজ্ঞান-বশত পূর্ব্বে আমি কোন পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকি, তুমি তাহা মনে করিও না, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

মার্জ্জার এইরূপ বলিতে থাকিলে শাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ মূষিক তখন তাহাকে এই হিত-কর বাক্য বলিল যে, হে মার্জ্জার! তুমি নিজ প্রয়োজন-সাধনে ব্যগ্র হইয়া যে সকল কথা বলিলে, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম এবং আমিও স্বীয় প্রয়োজন-সিদ্ধি কামনায় কাতর হইয়া তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি জান। যে মিত্র অতিশয় ভীত এবং যিনি ভয়-বিচলিত, সর্প মুখ হইতে নিজ হস্ত রক্ষার ন্যায় তাঁহাকে যথোচিত রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বলবানের সহিত সন্ধি করিয়া আত্ম-রক্ষা না করে, তাহার ভুক্ত অন্নাদি অপথ্য বস্তুর ন্যায় উপকারক হয় না। এই জগতে অকারণ কেহ কাহারও মিত্র বা, সুহৃৎ হয় না, স্বার্থ-সাধনার্থই শত্রু মিত্র সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। পালিত মাতঙ্গগণ-দ্বারা যেমন বনজ গজ সকল বদ্ধ হয়, তেমনি স্বার্থ-দ্বারাই স্বার্থ-সাধন হইয়া থাকে, কার্য্য সম্পন্ন হইলে কেহ কর্ত্তাকে নিরীক্ষণ করে না; অতএব সকল কার্য্যই সাবশেষ করা কর্ত্তব্য। হে লোমশ! তুমি তৎকালে ব্যাধ-ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইবে, সুতরাং আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি বহু তন্তু ছেদন করিয়াছি, একটি মাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে, তাহাও শীঘ্র ছেদন করিব, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

বিপদাপন্ন মার্জ্জার ও মূষিক এইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিলে সেই রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে লোমশের অন্তঃকরণে ভয়-সঞ্চার হইতে লাগিল। অনন্তর, প্রভাত সময়ে এক বিকৃতাকার কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ স্থূল-নিতম্বশালী কেশ-বিহীন রুক্ষমূর্ত্তি উচ্চতর কর্ণ-সমন্বিত বৃহৎ বক্ত্র কুকুর-যূথ-পরিবেষ্টিত মলিন দুরন্ত-দর্শন ও হস্তে শস্ত্রধারী পরিঘ নামক চাণ্ডাল দৃষ্টিগোচর হইল। মার্জ্জার সেই যমদূত-সদৃশ চাণ্ডালকে অবলোকন করত ত্রস্তচিত্ত ও ভীত হইয়া মূষিককে বলিল, সখে! এক্ষণে কি করিবে? মূষিক মার্জ্জারের এই বাক্য শ্রবণ-মাত্র তাহার পাশ ছেদন করিয়া ফেলিল। মার্জ্জার তখন বন্ধন-বিমুক্ত ও ঘোরতর বিপক্ষের ভয়াবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক তদীয় শাখা অবলম্বন করিল, পলিত মূষিকও বিবর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এ দিকে চাণ্ডাল বাগুরা গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্ষণ-মধ্যে সর্ব্ব দিক্ নিরীক্ষণ করত হতাশ হইয়া তথা হইতে নিজ সদনে গমন করিল। অনন্তর, তরুশাখাগ্রবর্ত্তী লোমশ তাদৃশ ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া দুর্লভ জীবন লাভ করত গর্ত্তমধ্যবর্ত্তি পলিতকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিল, সখে! তুমি আমার সহিত কোন বাক্যালাপ না করিয়া সহসা স্ব-স্থানে গিয়াছ, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার চির-স্মরণীয় এবং আমি তোমার উপকার করণে সক্ষম, ইহা জানিয়াও তুমি ত আমাকে শঙ্কা করিতেছ না? মিত্র! তুমি আমার বিশ্বাস-ভাজন হইয়া প্রাণ দান করত সুখোপভোগ সময়ে সন্নিকটে আসিতেছ না কেন? যে ব্যক্তি প্রথমত

মিত্রতা করিয়া পরে তাহার অনুষ্ঠান না করে, সেই দুর্ম্মতি কষ্টকর আপদকালে মিত্র লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সখে! তুমি সামর্থ্য-সহকারে আমার সৎকার করিয়াছ, আমিও আত্ম সুখে আসক্ত হইয়া তোমার সহিত মৈত্রী-বন্ধন করিয়াছি, অতএব আমার সহিত সুখোপভোগ করা তোমার উচিত হইতেছে। আমার যে সকল বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধি-প্রভৃতি আত্মীয় আছে শিষ্যেরা যেমন ভক্তিভাজন গুরুর পরিচর্য্যা করে সেইরূপ তাহারা সকলেই তোমার সম্মান করিবে, তুমি আমার প্রাণদাতা, অতএব আমিও তোমার এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সকলের সম্মান করিব; কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আপন জীবনদাতার পূজা না করিয়া থাকে? তুমি আমার শরীর, সদন ও সমুদয় অর্থের অধীশ্বর হও এবং আমাকে সদুপদেশ প্রদান কর। ধীমন্! তুমি আমার অমাত্য হও এবং পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দান কর, আমি আপন জীবন-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি বুদ্ধি-কৌশলে সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্য, অতএব মন্ত্র-বল-সমন্বিত হইয়া আমার জীবন দান করত আমাদিগকে অধিকার করিয়াছ।

মার্জ্জার এইরূপে মূষিককে নিতান্ত সান্ত্বনা বাক্য কহিলে পরমার্থবিৎ মূষিক মধুরভাবে আত্মহিত বাক্য কহিতে লাগিল। বলিল, হে লোমশ! তুমি যাহা কহিলে আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমি যাহা বিবেচনা-সিদ্ধ জানিয়া কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর, শত্রু মিত্র উভয়কেই বিশেষরূপে বিদিত হওয়া উচিত, ইহাকেই লোকে প্রাজ্ঞ-সম্মত অতি সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়া থাকে। শত্রুরূপ সুহৃদ্ ও মিত্ররূপ শত্রুগণের সহিত সন্ধি বিহিত হইলেও কাম ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তিগণ তাহাদিগের প্রকৃত ভাব বিদিত হইতে পারে না। এই জগতে কখন স্বভাবত কেহ কাহারও শত্রু বা মিত্র হয় না, কার্য্য-বশতই শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজন সাধন জন্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে, যদি তাহার পীড়া দেখে তবে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত এই ভাবের বিপর্য্যয় না হয়, তাবৎকাল সে তাহার মিত্র হইয়া থাকে।

সৌহৃদ্য বা শত্রুতা স্থিরতর থাকে না, প্রয়োজন-বশতই শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে। কাল-ক্রমে মিত্রও শত্রু হয়, শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে, অতএব স্বার্থই নিতান্ত বলবান্। যে ব্যক্তি প্রয়োজন না জানিয়া মিত্রগণের প্রতি বিশ্বাস করে এবং শত্রু-সকলের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, তাহার জীবন বিচলিত হয়। শত্রু বা মিত্র-বিষয়ে প্রয়োজন জ্ঞান না করিয়া যে ব্যক্তি প্রীত-চিত্ত হয়, তাহারও বুদ্ধি বিচলিত হইয়া যায়। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বস্তব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু বিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন ভয় বিশ্বাসের মূল সকল ছেদন করে। পিতা, মাতা, পুত্র, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধি ও বান্ধব-প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে প্রিয় হইয়া থাকে। প্রিয়তম পুত্র পতিত হইলে পিতা মাতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া জন-সমাজে আপনাকে রক্ষা করেন, অতএব স্বার্থ কত সারবান্ তাহা বিবেচনা কর।

ধীমন্! যে ব্যক্তি কোন বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া পরক্ষণেই শত্রুর সুখের উপায় অন্বেষণ করে, প্রায়ই তাহার নিষ্কৃতি নাই। তুমি বটবৃক্ষ হইতে এই আবাসে অবতারিত হইয়াছিলে, কিন্তু পূর্ব্বেই যে জাল-বন্ধন সংযোজিত হইয়াছিল, চপলতা-বশত তাহা জানিতে পার নাই। মন হইতে চঞ্চল আর কেহই নাই, সুতরাং অন্যের চপলতা কিরূপে সমধিক হইতে পারিবে? অতএব চঞ্চল-প্রকৃতি হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত কার্য্য বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তুমি আমাকে যে মধুর বাক্য কহিতেছ তাহা আমার প্রীতিকর বটে, কিন্তু আমিও বিস্তারক্রমে মিত্রতার উপায়ভূত যে সকল কথা কহিতেছি তাহা শ্রবণ

কর। এই সংসারে কারণ অনুসারে লোক প্রিয় হয় এবং কারণ অনুসারেই দ্বেষ্য হইয়া থাকে; জীবমাত্রই প্রয়োজনাপেক্ষী, অতএব অকারণ কেহ কাহারও প্রিয় হয় না। সহোদর ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সৌভ্রাত্র ও দম্পতীর পরস্পর প্রেম যখন নিষ্কারণ নহে, তখন এই জগতে কাহারও প্রীতি বিনাকারণে সংঘটিত হইয়া থাকে ইহা দেখিতে পাই না; তবে ভ্রাতৃগণ বা ভার্য্যা কোন কারণ-বশত ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা স্বভাবত প্রীত হইয়া থাকে, অপর ব্যক্তি তাদৃশ প্রীতি-সম্পন্ন হয় না।

এই জগতে কেহ দান-দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ বা প্রিয়বাক্য-দ্বারা প্রিয় হইয়া থাকে, অপরে কার্য্যবশত মন্ত্র, হোম ও যপ-দ্বারা প্রীতি লাভ করে, আমাদিগের উভয়ের প্রীতি বিশেষ কারণ-বশত উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে সেই কারণের অবসান হইয়াছে, অতএব অন্য কোন প্রশস্ত কারণ থাকিলেও সেই প্রীতি নিবর্ত্তিত হইতেছে। এরূপ কারণ কি আছে—যদ্দ্বারা আমি তোমার প্রিয় হইতে পারি; বিনাকারণে যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি বিশেষ-রূপে জানি।

কাল কারণ আবিষ্কৃত করিয়া দেয়, কারণ কদাচ স্বার্থ-শূন্য হয় না। প্রাজ্ঞব্যক্তি স্বার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব লোকেরা প্রাজ্ঞজনেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। স্বার্থাভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে পার বটে, কিন্তু ইহা সেই স্নেহ প্রকাশের সময় নহে, অতএব স্বার্থহেতু আমি অস্থির-সন্ধিবিগ্রহ-বিষয়ে বিলক্ষণ সুস্থির আছি। ঐ সকল সন্ধিবিগ্রহ-প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে মেঘের ন্যায় নানারূপ রূপ ধারণ করে; তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, অদ্যই আমার সুহৃৎ হইলে, পুনরায় অদ্যই আমার রিপু হইয়াছ; অতএব যোগ সকলের চপলতা কেমন তাহা অবলোকন কর। পূর্ব্বে যতক্ষণ কারণ ছিল ততক্ষণ আমাদিগের মিত্রতা ছিল এক্ষণে সে মিত্রতা গিয়াছে, তাহা কাল-সহকারে অন্য কোন কারণ-বশত হইতে পারে না। তুমি জাতিত আমার শত্রু, কিন্তু অপর বৈরি হইতে আমাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য-বশত মিত্র হইয়াছিলে, সেই মিত্রতার কার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতি শত্রুভাব ধারণ করিয়াছে; অতএব আমি প্রাচীনগণ প্রণীত শাস্ত্র সকল যথার্থরূপে জানিয়া কি প্রকারে তোমার কৃতপাশে প্রবেশ করিব বল।

আমি তোমার বীর্য্যবলে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছি, তুমিও আমার বীর্য্য-প্রভাবে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ, অতএব পরস্পরের অনুগ্রহ যখন নিবৃত্ত হইয়াছে তখন পুনরায় আর সমাগম হইতে পারে না। হে প্রিয়দর্শন! এক্ষণে তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, আমারও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আমাকে ভক্ষণ করা ব্যতীত অদ্য তোমার আমার সহিত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, আমি ভক্ষ্য, তুমি ভোক্তা, আমি দুর্ব্বল, তুমি বলবান্, ঈদৃশ বিসদৃশ সম্বন্ধস্থলে আমাদিগের উভয়ের সন্ধি হইতে পারে না।

এক্ষণে আমি তোমার বুদ্ধি-কৌশল-বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা করিতেছি যে, আপদ্ হইতে মুক্ত হওয়ার পর তুমি অনায়াসকর্ম্ম-দ্বারা ভক্ষ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ভক্ষ্যের জন্য বদ্ধ হইয়াছিলে এবং ক্ষুধাপীড়িত হওয়ায় আমার-দ্বারা মুক্ত হইয়াছ। সম্প্রতি শাস্ত্র-সিদ্ধ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আমাকে ভক্ষণ করিও, আমি তোমাকে ক্ষুধিত বিবেচনা করিতেছি এবং তোমার আহারের সময়ও উপস্থিত হইয়াছে অতএব তুমি আমাকে উদ্দেশ করিয়াই ভক্ষ্য অন্বেষণ করিতেছ। সখে! তুমি স্ত্রী পুত্র-প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়াও যখন আমার সহিত সন্ধি করত শুশ্রূষা করিতে যত্নবান্ হইয়াছ, তখন আমি তাহাতে সম্মত হইতে সক্ষম নহি; তোমার প্রিয় ভার্য্যা ও প্রণয়ি পুত্রগণ তোমার সহিত আমাকে অবস্থিত দেখিয়া কি কারণে

আমাকে ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে? সমাগমের কারণ অবসান হইয়াছে অতএব এক্ষণে আমি আর তোমার সহিত সঙ্গত হইব না, তুমি যদি কৃতজ্ঞতা স্মরণ কর তবে স্বস্থ থাকিয়া আমার কল্যাণ চিন্তা করিতে থাক। যে অসৎ শত্রু ক্লেশ-যুক্ত ও ক্ষুধিত হইয়া আপন ভক্ষ্য অন্বেষণ করে, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার অধিকারে গমন করিয়া থাকে? আমি গমন করি, তোমার কল্যাণ হউক, আমি তোমা হইতে দূরে থাকিয়াও উদ্বিগ্ন হইতেছি, অতএব হে লোমশ! আমি তোমার সহিত মিলিত হইতে পারিব না, তুমি নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে বন্ধুত্বের অনুসরণ কর, আমি বিশ্বস্ত অথবা অনবহিত থাকিলে কদাচ আমার অনুসরণ করিও না, ইহা হইলেই সৌহৃদ্য রক্ষা হইল।

দুর্ব্বল ব্যক্তির বলবানের সহিত সংশ্রব রাখা কদাচ প্রশস্ত নহে, ভয়ের কারণ অতিক্রান্ত হইলেও দুর্ব্বলব্যক্তির বলবানের নিকট সর্ব্বদা ভয় করা উচিত। যদি তোমার অন্য কোন প্রয়োজন থাকে বল, কি করিব? আমি তোমার অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কদাচ আত্ম প্রদান করিতে পারি না, আত্মার জন্য কন্যা, পুত্র, ধন, রত্ন ও রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, অতএব সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনি আপনাকে রক্ষা করিবে, আত্ম রক্ষার্থ যে সমস্ত ধন-রত্নাদি ঐশ্বর্য্য শত্রু-হস্তে সমর্পণ করা যায়, জীবিত থাকিলে তৎসমুদয় পুনরায় নিজ হস্তগত হইতে পারে, আত্ম-সম্প্রদান করিলে ধন-রত্নের ন্যায় তাহা প্রত্যাবৃত্ত হয় না, এজন্য আত্ম সম্প্রদান কাহারও ইষ্ট নহে, ইহা আমি জন-সমাজে শ্রবণ করিয়াছি; অতএব তুমি এই সকল আলোচনা করিয়া এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও, ভার্য্যা ও ধনাদি-দ্বারা সতত আত্মাকে রক্ষা করা উচিত। যে সকল মানব আত্মরক্ষণে তৎপর ও বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্য করে, তাহাদিগের নিজদোষ-জনিত আপদ্ সকলের সম্ভাবনা হয় না। যাহারা স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বিপক্ষকে সম্যক্ বলবান্‌রূপে বিজ্ঞাত হয়, তাহাদিগের শাস্ত্রার্থ-দর্শিনী সুস্থিরা বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না। পলিত মূষিক মার্জ্জারকে এইরূপ বিস্পষ্টভাবে ভৎর্সনা করিলে সে লজ্জিত হইয়া মূষিককে কহিতে লাগিল।

লোমশ বলিল, সখে! আমি তোমার দ্বারা সত্য করিয়া শপথ করিতেছি, মিত্রের অনিষ্ট আচরণ করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম ইহা আমি জানি, অতএব তুমি আমার হিতকারী, আর তোমার বুদ্ধিও সেইরূপ ইহাও আমার অবিদিত নাই; তুমি অর্থশাস্ত্র আলোচনা-দ্বারা আমার ভিন্নভাব দর্শন করত যাহা কহিলে, তদনুসারে আমাকে অন্যবিধ বিবেচনা করা তোমার উচিত হয় না। তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ, এজন্য আমাতে তোমার সৌহৃদ্য হইয়াছে; আমি ধর্ম্মজ্ঞ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও মিত্র-বৎসল, বিশেষত তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি অতএব আমার সহিত পুনরায় তোমার এরূপ আচরণ করা উচিত নহে, তুমি অনুমতি করিলে আমি বান্ধবগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারি, ধীরেরা মাদৃশ মনস্বি ব্যক্তিতে বিশ্বাস দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ! আমার প্রতি তোমার শঙ্কা করা উচিত হয় না।

মূষিক মার্জ্জার-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রশংসিত হইয়া তাহাকে মানসিক ভাবপূর্ণ গম্ভীর বচনে কহিল, সখে! তুমি সাধু, তোমার বাক্যের মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আমি প্রীত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি তোমারে আর বিশ্বাস করিতে পারি না, তুমি প্রশংসা বা ধনবল-দ্বারা পুনরায় আমাকে বশীভূত করিতে পারিবে না, যে হেতু বিজ্ঞব্যক্তিগণ অকারণ অমিত্রের বশতাপন্ন হয়েন না, এই বিষয়ে শুক্রাচার্য্য যে দুই গাথা গান করিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। বলবান্ ব্যক্তি শত্রু-সাধারণ কার্য্যে সন্ধি

করিয়া যুক্তি-সহকারে সাবধান থাকিবে এবং কৃত-কার্য্য হইয়াও শত্রুকে বিশ্বাস করিবে না, অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাসভাজনকেও অতিশয় বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, স্বয়ং সতত অপরের বিশ্বাস-ভাজন হইবে, কিন্তু অপরকে বিশ্বাস করিবে না; অতএব সকল অবস্থাতেই আপন জীবন রক্ষা করা কর্ত্তব্য। জীবিত থাকিলে দ্রব্য-সামগ্রী সন্তান সন্ততি সমুদয়ই হইয়া থাকে এবং অবিশ্বাসই পরম শ্রেষ্ঠ ইহাই নীতিশাস্ত্র সকলের সংক্ষিপ্ত উপদেশ, অতএব মনুষ্যমাত্রে অবিশ্বাস করা আপনার প্রভূত হিতকর বিষয়। মানবগণ দুর্ব্বল হইয়াও যদি কাহাকেও বিশ্বাস না করে, তবে তাহারা শত্রুগণের বশীভূত হয় না, আর মানবগণ বলবান্ হইয়াও যদি বিপক্ষকে বিশ্বাস করে, তবে তাহাদিগের বধ্য হইয়া থাকে, অতএব হে মার্জ্জার! তুমি আমার জাতিশত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্ম-রক্ষা করা আমার সতত কর্ত্তব্য, তুমিও নিজশত্রু পাপ-জাতি চাণ্ডাল হইতে আপনাকে রক্ষা কর।

মার্জ্জার মূষিকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত চাণ্ডাল-ভয়ে ত্রস্ত ও ভীত হইয়া তরুশাখা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগ-সহকারে তথা হইতে পলায়ন করিল এবং শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ মূষিক নিজ বুদ্ধি সামর্থ্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিবরান্তরে প্রবিষ্ট হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান্ মূষিক দুর্ব্বল হইয়াও একাকী বুদ্ধিবলে বহু বৈরির নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত প্রবল বৈরির সহিত সন্ধি করা বিহিত। মূষিক ও বিড়াল এইরূপ সন্ধি-বলে পরস্পরের সংশ্রব হইতে মুক্ত হইয়াছিল। মহারাজ! এইরূপ বিস্তার ক্রমে আমি এই ক্ষত্রধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিলাম, সম্প্রতি উহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা একবার বৈরোৎপাদন-পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতি স্থাপন করিতে প্রয়াস করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদিগের মানসিক উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজবুদ্ধি-কৌশলে অন্যকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হয় আর নির্ব্বোধ লোক আপনার অনবধানতা-দোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও অভীতের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা বিধেয়। যে ব্যক্তি এইরূপে সাবধান থাকে সে কখনই বিচলিত হয় না এবং বিচলিত হইয়াও বিনষ্ট হয় না।

মহারাজ! উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে সখার সহিতও বিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সন্ধিবিগ্রহবিৎ পণ্ডিত-গণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সিদ্ধান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হয়। হে মহারাজ! এইরূপ জানিয়া শাস্ত্রার্থ অবগতি-পূর্ব্বক ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সমাহিত ও সাবধান হইয়া ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার এবং শত্রুর সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ভয় হইতে সাবধান-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে মহারাজ! যাহারা ভয়ের কারণ উপস্থিত না হইতেই ভীত হয় তাহাদিগের কখনই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক-চিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। 'একান্তত ভীরু হইবে না' এরূপ মন্ত্রণা দেওয়া কোন প্রকারে বিহিত নহে, ভয়শীল ব্যক্তি আপনাকে অবিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বহুদর্শী পণ্ডিতগণের সন্নিধানে সতত গমন করিয়া থাকে, অতএব বিজ্ঞ-ব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান এবং অবিশ্বস্ত-জনের নিকটে বিশ্বাস প্রদর্শন করত কার্য্য সকলের গূঢ়তা বিবেচনা করিয়াও লোকের নিকট মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

হে যুধিষ্ঠির! আমি নীতিশাস্ত্রের সার মর্ম্ম কীর্ত্তন করিবার উদ্দেশে এই মার্জ্জার মূষিকের ইতিহাস বলিলাম, তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শত্রু ও সুহৃদ্গণের মধ্যে সন্ধি-বিগ্রহ সংস্থাপন করত যথা-

বিধান ব্যবহার কর এবং এই বিষয় শ্রবণে বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া সন্ধি-বিগ্রহ-কালে শত্রু-মিত্রের মনোগত ভাব অববোধ-পূর্ব্বক আপদ্‌কালে মুক্তির উপায় অবগত হও। শত্রু-সাধারণ-কার্য্যে দুর্ব্বল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার সহিত পুনঃ সমাগম হইলে যুক্তি অনুসারে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। মহারাজ! এই নীতি-বাক্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সহিত সুসঙ্গত, অতএব ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় প্রজা পালন করত তুমি অভ্যুদয় লাভ করিবে।

হে পাণ্ডু-নন্দন! তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত নিজ রাজধানীতে যাত্রা কর, ব্রাহ্মণেরাই ইহ লোক ও স্বর্গ-লোকে পরম শ্রেয় সম্পাদন করিয়া থাকেন, হে মহারাজ! ইহাঁরাই ধর্ম্মবেত্তা ও সতত কৃতজ্ঞ, ইহাঁরা পূজিত হইলে পরম কল্যাণ বিধান করেন, অতএব ইহাঁদিগকে পূজা করা উচিত। রাজন্! তুমি ন্যায়ানুসারে যথাক্রমে রাজ্য, পরম শ্রেয়, যশ, কীর্ত্তি এবং বংশ-বৃদ্ধিকর সন্ততি লাভ করিবে। হে ভরত-কুল-প্রদীপ! উক্ত মার্জ্জার-মুষিকের সন্ধি-বিগ্রহ-বিষয়ক বুদ্ধি-বৈশিষ্ট্যকারক সুন্দর বাক্য যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নৃপতির শত্রু-মণ্ডল মধ্যে অবস্থিতি করা উচিত।

মার্জ্জারমুষিক সংবাদে অষ্টত্রিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৩৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! শত্রুগণের মধ্যে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, আপনি এই মন্ত্রণা প্রদান করিলেন, যদি কাহাকেও বিশ্বাস করা বিহিত না হইল, তবে নৃপতি কি উপায় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিবেন? হে পিতামহ! বিশ্বাস-বশতই রাজাদিগের অতিশয় ভয় উৎপন্ন হয়, অতএব রাজা, কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস না করিলে কিরূপে শত্রু-সকলকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, এই অবিশ্বাস কথা শ্রবণ করিয়া আমার মন একান্ত মুগ্ধ হইতেছে, অতএব আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! ব্রহ্মদত্ত ভূপতির ভবনে পূজনীর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তৎ সংবাদ শ্রবণ কর। কাম্পিল্যদেশে ব্রহ্মদত্ত নৃপতির অন্তঃপুর-বাসিনী পূজনী নামে এক পক্ষিণী দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত সহবাস করিত। সে জীব জীবক পক্ষীর ন্যায় সর্ব্ব জীবের ধ্বনি বুঝিতে পারিত এবং তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সর্ব্বজ্ঞ ও সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ ছিল। পূজনী সেই রাজভবনে একটি সুন্দর পুত্র প্রসব করে, তৎ সমকালে রাজারও রাজমহিষীর গর্ব্ভে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কৃতজ্ঞা পূজনী-পক্ষিণী তাহাদিগের নিমিত্ত কোন সময়ে সাগরতীরে গমন করিয়া দুইটি ফল আহরণ-পূর্ব্বক নিজপুত্র ও রাজ-পুত্রের পুষ্টির জন্য দুই জনকে দুইটি ফল প্রদান করে। এইরূপে সে তাদৃশ অমৃ-তাস্বাদ-সদৃশ বল ও তেজো-বৃদ্ধিকর ফল-যুগল আ-হরণ করত পুনঃপুন তাহাদিগকে প্রদান করিতে থাকিলে রাজপুত্র উক্ত ফল ভক্ষণ-বশত অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট হইল।

একদা বালক নৃপ-নন্দন ধাত্রীর ক্রোড়ে আ-রোহণ করত পক্ষি-শাবকের সমীপে আসিয়া তা-হাকে দেখিতে পাইল, পরে রাজকুমার বাল্য-বশত যত্ন-সহকারে সেই পক্ষি শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! পরিশেষে রাজ-তনয় সেই সমজাত শাবককে শূন্যে উত্তোলন করত নিহত করিয়া ধাত্রীর নিকটে গমন করিল। রা-জন্! অনন্তর, সেই পূজনী ফলাহরণ-পূর্ব্বক আ-গমন করিয়া নিজ শাবককে বালক-কর্ত্তৃক নিহত ও ভূতলে পতিত নিরীক্ষণ করিল। পূজনী পুত্রকে নিহত দর্শনে বাষ্পপূর্ণ-বদনা দীনা ও দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া রোদন করত বলিল যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত সহবাস, প্রীতি বা, সৌহৃদ্য করিতে নাই, ইহারা প্রয়োজন-বশত পুরুষকে সান্ত্বনা করে এবং কৃত-

কার্য্য হইয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সকলের অপকার-কারি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নহে; ইহারা সতত অপকার করিয়াও নিরর্থক সান্ত্বনা করে; অতএব অদ্য আমি এই বিশ্বাস-ঘাতি নৃশংস ও কৃতঘ্ন ক্ষত্রিয়-বালকের সমুচিত বৈরনির্যাতন করিব; সহসঞ্জাত-বর্দ্ধিত সহ-ভোজি ও শরণাগত ব্যক্তির বধ-সাধন করায় ইহার ত্রিবিধ পাতক হইয়াছে। পূজনী এই কথা বলিয়া চরণ-দ্বয়-দ্বারা রাজ-পুত্রের নয়ন-যুগল উৎপাটন-পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীন হইয়া এই কথা বলিল, এই সংসারে যে ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক পাপকর্ম্ম করে, সেই পাপ তৎক্ষণাৎ সেই পাপকারীকে স্পর্শ করিয়া থাকে, যাহাদিগের প্রতীকার করা যায়, তাহা-দিগের শুভাশুভ ফল নষ্ট হয় না। মহারাজ! যদিও গৃহস্বামীর কৃত কিঞ্চিৎ মাত্র দুষ্কৃত কর্ম্ম দৃষ্ট না হয়, তথাপি তাঁহার পুত্র পৌত্র-প্রভৃতিতে তাদৃশ কর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদত্ত নিজ পুত্রকে পূজনী-কর্তৃক হৃত-লোচন নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক তাহার কৃতকার্য্যের প্রতীকার হই-য়াছে জ্ঞান করিয়া পূজনীকে এই কথা বলিতে লা-গিলেন। ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, হে পূজনি! আমার পুত্র যাহা করিয়াছে তুমি তাহার প্রতীকার করি-য়াছ সুতরাং উভয়ের কার্য্যই সমান হইয়াছে, অত-এব তুমি আমার আলয়ে বাস কর, এস্থান হইতে গমন করিও না।

পূজনী কহিল, যেব্যক্তি যে স্থানে একবার অপ-রাধ করিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহার সেস্থানে অবস্থান করাকে প্রশংসা করেন না, তাহার তথা হইতে পলা-য়ন করাই শ্রেয়ঃকল্প, কৃতবৈর ব্যক্তি সতত সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে; যে মূঢ়ব্যক্তি তাহাতে বিশ্বাস করে, সে শীঘ্রই বধ্য হয় এবং বৈরিভাবেরও এককালে শান্তি হয় না। যাহাদিগের পরস্পর শত্রুতা আছে তাহাদি-গের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সমস্তই যুদ্ধবিগ্রহাদি-দ্বারা বিনষ্ট হয়, পুত্র পৌত্রের বিনাশে পরলোকও বি-নষ্ট হইয়া যায়। কৃতবৈর-ব্যক্তি-মাত্রের প্রতি অবি-শ্বাস করাই সুখোদয়ের হেতু, বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি-গণের সহিত একান্তত বিশ্বাস করা বিহিত নহে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিতে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্ত-ব্যক্তিতে অত্যন্ত বিশ্বাস করাও বিহিত হয় না; যে-হেতু বিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন ভয় বিশ্বাসের মূল-চ্ছেদন করিয়া থাকে, স্বয়ং অন্যের বিশ্বাসভাজন হইবে, কিন্তু অপরকে বিশ্বাস করিবে না। এই জগতে পিতা মাতাই সমস্ত বান্ধব-বর্গের মধ্যে বরিষ্ঠ, ভার্য্যা বীর্য্য হরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য-প্রভৃতি ধন হরণ করে বলিয়া শত্রু-পদবাচ্য হইয়া থাকে, অতএব এক মাত্র আত্মাই কেবল সুখ দুঃখের ভোক্তা। যাহাদিগের একবার পর-স্পর বৈর হইয়াছে পুনরায় তাহাদিগের সন্ধি-সংঘটিত হয় না। আমি যে নিমিত্ত তোমার আবাসে বাস করিতাম, সে কারণ অতীত হইয়াছে প্রথমত কোন ব্যক্তির অপকার করিয়া পরে অর্থ দান ও সম্মান-দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করিলেও তাহার মন কখন বিশ্বস্ত হয় না; বলবান্ ব্যক্তিগণের এইরূপ ব্যবহার দুর্ব্বল-জনগণকে ত্রাসিত করে, যে স্থানে প্রথমত সম্মাননা ও পরিশেষে অবমাননা হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বৈরি-কর্তৃক সম্মানিত হইয়াও তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করিবে; আমি বহুকাল আ-পনকার আলয়ে সম্মানিত হইয়া বাস করিয়াছি, এক্ষণে বৈরিভাব উৎপন্ন হইল, অতএব আমি অনা-য়াসে অবিলম্বে এস্থান হইতে গমন করিব।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, হে পূজনি! যেব্যক্তি অপকা-রের প্রত্যপকার করে, সে তজ্জন্য অপরাধী হয় না, বরঞ্চ তদ্দ্বারা সে অনৃণ হয়. অতএব তুমি এই স্থা-নেই বাস কর, অন্যত্র গমন করিও না।

পূজনী বলিল, অপকারক ও প্রত্যপকারকের পুন-রায় সখ্য বা সন্ধি হয় না, ইহা তাহাদিগের অন্তঃ-করণ বিশেষরূপে জানিতে পারে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, অনেক স্থলে অপকর্ত্তা ও প্রত্যপকর্ত্তার পুনরায় মিলন হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের শত্রুতার শান্তি দর্শন করাগিয়াছে, পুনরায় আর অনিষ্ট সংঘটনাও হয় নাই।

পূজনী কহিল, বৈরের কখন অবসান হয় না, শত্রু আমাকে সান্ত্বনা করিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, সংসারে বিশ্বাস-নিবন্ধনই লোক বধ্য হয়, অতএব শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। সুশাণিত শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা বল-পূর্ব্বক যাহাদিগকে জয় করিতে পারা যায় না করেণুগণ যেমন মাতঙ্গ সকলকে বশীভূত করে, সেইরূপ সান্ত্ব বাক্য-দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করা উচিত।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, চাণ্ডালের সহিত কুকুরের ন্যায় প্রাণান্তকর-জনগণের সন্নিধানেও পরস্পর সহবাস জন্য স্নেহ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন পরস্পরের বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃতবৈর ব্যক্তিদিগের বৈরিভাব পরস্পর সহবাস নিমিত্ত মৃদুত্ব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় স্থিরতর থাকে না।

পূজনী কহিল, বৈর পঞ্চ প্রকারে উৎপন্ন হয়, ইহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন, প্রথম কৃষ্ণ ও শিশুপালের বিবাদের ন্যায় স্ত্রী-নিমিত্ত, দ্বিতীয় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের ন্যায় বাস্ত-জন্য, তৃতীয় দ্রুপদ ও দ্রোণের ন্যায় বাক্য-হেতু, চতুর্থ মার্জ্জার ও মূষিকের ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ জাতিবৈর, পঞ্চম আমার ও আপনকার অপরাধ জন্য যাহা ঘটিয়াছে, ইহা অপরাধজ। তন্মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য-ভাবে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া দাতাব্যক্তিকে কোন লোকেরই বিশেষত, ক্ষত্রিয়ের বধ করা বিহিত নহে, সুহৃদের সহিত শত্রুতা হইলেও পরে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। কাষ্ঠ-মধ্যে গূঢ় অগ্নির ন্যায় বৈরিভাব প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করে। রাজন্! সাগর গর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় বৈরাগ্নি বিত্ত, পরুষতা, সান্ত্বনা বাক্য ও শাস্ত্র-দ্বারা শান্ত হয় না। মহারাজ! সমুদ্ভূত বৈরানল এবং অপরাধ-জনিত কর্ম্ম একতর পক্ষকে দহন-পূর্ব্বক ক্ষয় না করিয়া শান্ত হয় না। প্রথমাপকারি ব্যক্তিকে অর্থ ও সম্মান-দ্বারা সৎকৃত করিয়া তাহাতে মিত্রের ন্যায় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে, যেহেতু তৎকৃত কর্ম্মই বল-পূর্ব্বক ত্রাসিত করে। আমি পূর্ব্বে কখন আপনকার অপকার করি নাই, আপনিও পূর্ব্বে কখন আমার অপকার করেন নাই, এজন্য আমি আপনকার আলয়ে বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আর আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি না।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, কাল-বশত কার্য্য সংঘটিত হয় এবং কাল-সহকারে বিবিধ ক্রিয়া আরব্ধ হইয়া থাকে, অতএব কোন্ ব্যক্তি কাহার নিকট অপরাধী হইবে? কালের অধীন সংসারে আমাদিগের উভয়েরই কোন দোষ নাই। জন্ম, মরণ উভয়ই তুল্যরূপে হইয়া থাকে, জীব কাল-সহকারে জন্মগ্রহণ করে এবং কাল-বশতই মৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কতিপয় লোক এক কালে বধ্য হয়, অপরে হয় না। অগ্নি যেমন ইন্ধন প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ কাল জীব-সমুদয়কে দগ্ধ করিতেছে। হে কল্যাণি! তুমি কিম্বা আমি উভয়েই পরস্পরের দুঃখের কারণ নহি, যে হেতু কালই নিয়ত দেহিদিগের সুখ দুঃখ হরণ করিয়া থাকে অতএব হে পূজনি! তুমি যেরূপে আমার আলয়ে বাস করিতে, সেইরূপ স্নেহসহ ইচ্ছানুসারে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর, তুমি আমার যে অপকার করিয়াছ আমি তাহা ক্ষমা করিলাম এবং আমা হইতে তোমার যে অপকার হইয়াছে তুমি তাহা ক্ষমা কর

পূজনী কহিল, রাজন্! যদি আপনকার অভিপ্রায় অনুসারে কালই সকলের কারণ হয়, তবে কাহারও সহিত কোন ব্যক্তির শত্রুতা হয় না, বান্ধবগণ নিহত হইলে বন্ধু-সকলেই বা কি জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন? দেবতা ও দানবগণ কি জন্যই বা পূর্ব্বে পরস্পর সংপ্রহার করিয়াছিলেন? যদি কাল

সহকারেই, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ-প্রভৃতি সকলই হইয়া থাকে, তবে চিকিৎসকেরা রোগীর জন্য কি নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়? যদি কাল-বশতই জীবের মৃত্যু হয়, তবে ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন কি ? শোক-মূর্চ্ছিত ব্যক্তিগণই বা কিজন্য অতিশয় প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে ? যদি কালই আপনার মতে প্রমাণ হইল, তবে কর্ত্তৃগণের প্রতি ধর্ম্ম-বিষয়ক বিধি নিষেধ-প্রভৃতি বৃথা হয়।

হে নরনাথ ! আপনকার পুত্র, আমার সন্তানকে নষ্ট করিয়াছে, এজন্য আমি তাহাকে আহত করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে নিহত করিবেন। আমি পুত্রশোক-বশত আপনকার আত্মজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, আপনিও আমাকে যে প্রকারে প্রহার করিবেন তদ্বিষয়ের তত্ত্বকথা কহিতেছি শ্রবণ করুন। মানবগণ ক্রীড়া ও ভোজনের জন্য পক্ষি-সকলকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের বধ ও বন্ধন ব্যতীত ধারণের তৃতীয় কারণ আর কিছুই নাই। পক্ষিরাও বধ ও বন্ধনের ভয়-নিবন্ধন মুক্তিপথ আশ্রয় করিয়া থাকে। বেদবিৎ ব্যক্তিগণ মরণোৎপাত-জনিত ক্লেশকেই দুঃখ বলিয়া থাকেন, প্রাণ ও পুত্রগণ সকলেরই প্রিয়-পদার্থ এবং সকল লোকই দুঃখ হইতে উদ্বিগ্ন হয়, সুখ সকলেরই অভীপ্সিত। হে ব্রহ্মদত্ত ! দুঃখ নানা প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, জরা অর্থবিপর্য্যয়, অনিষ্ট-সহবাস, ইষ্টবিয়োগ, বধ, বন্ধন, স্ত্রী-নিমিত্ত ও সহজ ভেদে দুঃখ বহুবিধ, তন্মধ্যে পুত্র-বিয়োগ-জনিত দুঃখ জনগণকে বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত করে। কোন কোন নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা পরদুঃখে দুঃখিত হয় না, ইহা কহিয়া থাকে, যে ব্যক্তি কখন দুঃখ অনুভব করে নাই, সেই মহাজন-সন্নিধানে এইরূপ বলিতে পারে, আর যে ব্যক্তি দুঃখার্ত্ত হইয়া শোক করিতেছে, সে কি প্রকারে এরূপ বলিতে উৎসাহবান্ হয়? যে-ব্যক্তি সমস্ত দুঃখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, সে আপনাতে যেরূপ দেখে, অপরেও সেইরূপ দেখিয়া থাকে।

হে বৈরিদমন রাজন্ ! আমি আপনার যে অনিষ্ট করিয়াছি এবং আপনিও আমার যে অহিতাচরণ করিয়াছেন, তাহা শতবর্ষেও বিলুপ্ত হইতে পারিবে না, আমরা যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে পুনরায় আর পরস্পরের মিলন হইতে পারে না, আপনি পুত্রকে যখন স্মরণ করিবেন, তখনই বৈরিভাব নূতন হইয়া উঠিবে। অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মৃণ্ময় পাত্র ভগ্ন হইলে তাহার যেমন পুনরায় মিলন হয় না, সেইরূপ যাহারা অচিরাৎ বৈর করিয়া প্রীতি করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের বিশ্বাস কখন সুখকর হইতে পারে না। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদকে এই বিষয়ে দুইটি গাথা বলিয়াছিলেন যে, যাহারা শত্রুর সত্য বা, মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারা শুষ্কতৃণ-সমাচ্ছন্ন প্রপাত-মধ্যে পতিত মধুলোভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। কোনস্থলে শত্রুতা-বংশ পরম্পরা প্রচলিত থাকে, ইহা দেখাগিয়াছে, যাহারা বৈর করিয়া পরলোক গমন করে, তাহাদিগের বংশে যে পুরুষ থাকে অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহার নিকট পূর্ব্ব বৈর প্রকাশ করিয়া দেয়। মহারাজ ! যাঁহারা বৈর-শান্তির জন্য শত্রুর সহিত সন্ধি-বন্ধন করেন, তাঁহারাই পুনরায় পাষাণে পতিত পূর্ণ ঘটের ন্যায় তাহাকে চূর্ণ করিয়া থাকেন, এই জগতে রাজা কাহারও অনিষ্টাচরণ করিয়া সতত তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না, অন্যের অপকার করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিলে, দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, অবিশ্বাস করিয়া কেহ অর্থ-সঞ্চয় বা অন্য কোন উপায়ই করিতে পারে না, বরঞ্চ এক পক্ষকে নিয়ত অবিশ্বাস করিয়া ভয়-বশত মৃতকল্প হইয়া থাকে।

পূজনী কহিল, এই সংসারে যেব্যক্তি পরিক্ষত পদ-দ্বারা সঞ্চরণ করে, সে সাবধানে ধাবিত হইলেও তাহার পদদ্বয় স্খলিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি রুগ্ন-নেত্র-দ্বারা বায়ুর প্রতিকূলদিকে নিরীক্ষণ করে, বায়ু তাহার নেত্র-দ্বয়ের নিশ্চয়ই নিতান্ত পীড়াকর হইয়

উঠে। যেব্যক্তি আপনার বল না জানিয়া অজ্ঞান-বশত দুষ্ট পথ অবলম্বন করত তাহাতে উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই তাহার জীবনান্ত হইয়া থাকে, যে মানব বর্ষাকাল বিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সেই পৌরুষ-হীন পুরুষ শস্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি তিক্ত, কষায়, স্বাদু বা মধুর পথ্য নিত্য আহার করেন, তিনি অমৃত হয়েন, আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া মোহ-বশত পথ্য ভোজন পরিত্যাগ করত অপথ্য ভোজন করে তাহার জীবন বিনষ্ট হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পর আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, উদার ব্যক্তিগণ সৎ কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আর কাপুরুষেরাই দৈব অবলম্বন করিয়া থাকে। আত্ম-হিতকর কর্ম্ম তীক্ষ্ণই হউক অথবা মৃদুই হউক, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য; অকর্ম্মশীল অকিঞ্চন ব্যক্তি সতত অনর্থগ্রস্ত হইয়া থাকে, অতএব সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য; সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও মানবগণের আত্ম-হিতকর কার্য্য করা উচিত।

শূরতা, দক্ষতা, বিদ্যা, বৈরাগ্য ও ধৈর্য্য, এই পাঁচটিকে পণ্ডিতেরা সহজ মিত্র বলিয়া থাকেন এবং তাঁহারা ঐ পঞ্চবিধ মিত্র অবলম্বন করত জীবন যাপন করেন। আর গৃহ, তাম্রাদি পাত্র, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃৎ জন, এই পাঁচটিকে পণ্ডিতেরা উপমিত্র কহেন; পুরুষ সর্ব্বত্রই এই পাঁচটিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই অনুরক্ত হয়েন এবং সর্ব্বত্রই বিরাজ করেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না, ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি ভীত হয়েন না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অর্থ অল্প হইলেও তাহা নিয়ত বর্দ্ধিত হয়, নৈপুণ্য-সহকারে কর্ম্ম করায় তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। কর্কটীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তান সকল যেমন তদীয় মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ গৃহ-স্নেহে আবদ্ধ অল্পবুদ্ধি মানবগণের কুপত্নীগণ বাক্য-যন্ত্রণা-দ্বারা তাহাদিগের শরীরের মাংস ও শোণিত শুষ্ক করিয়া দেয়। কোন কোন ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি-দোষে বিদেশে গমন করিতে হইলে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ, এইরূপ ভাবিয়া অবসন্ন হয়। স্বদেশ, ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষ-দ্বারা উৎপীড়িত হইলে তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য দেশে বাস করিতে গিয়া সম্মানিত হইয়া থাকা উচিত; অতএব আমি অন্যত্র বাস করিবার জন্য গমন করিব।

মহারাজ! আমি আপনার পুত্রের প্রতি অতিশয় অন্যায় আচরণ করিয়াছি, এজন্য এস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজ্য, কুমিত্র, কুসম্বন্ধ ও কুদেশকে এককালে পরিত্যাগ করিবে; কুপুত্রে বিশ্বাস নাই, কুভার্য্যাতে অনুরাগ নাই, কুরাজ্যে সুখ নাই, কুদেশে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। নিয়ত অস্থির-সৌহৃদ কুমিত্রের সহিত সহবাস ঘটে না এবং প্রয়োজনের বিপর্য্যয় হইলে কুসম্বন্ধে অবমান হইয়া থাকে। যে ভার্য্যা প্রিয় বাক্য বলে সেই ভার্য্যা; যে পুত্র হইতে সুখী হওয়া যায় সেই পুত্র; যাহাকে বিশ্বাস করা যায় সেই মিত্র; যে দেশে অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় সেই স্বদেশ। যে রাজ্যে বলাৎকার নাই তথায় কোন ভয়েরও সম্ভাবনা থাকে না; যে রাজা দরিদ্রকে পালন করিতে ইচ্ছা করেন. তাঁহার সহিত প্রজাদিগের পাল্য-পালক-সম্বন্ধ হয়, অতএব এতাদৃশ রাজাই তীক্ষ্ণ-শাসনকারী বলিয়া প্রথিত হয়েন। ধর্ম্মপালক গুণবান্ মহীপালের দেশ, ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, সম্বন্ধি ও বান্ধব-প্রভৃতি সকলই সুন্দর হইয়া থাকে। অধার্ম্মিক নৃপতির নিগ্রহ-নিবন্ধন প্রজাগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়, রাজাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রি-বর্গের মূল; অতএব প্রমাদ-রহিত হইয়া প্রজাপালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ছয়ভাগ কর গ্রহণ করত তাহাদিগকে পালন করিবেন। যিনি প্রজাদিগকে সম্যক্ রূপে পালন

না করেন, তিনি নৃপগণের মধ্যে অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যে রাজা স্বয়ং অভয় প্রদান করিয়া পরে লোভ-বশত তাহাতে অসম্মত হয়েন, সেই অধর্ম্ম-বুদ্ধি নৃপতি সর্ব্বলোক হইতে পাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক পরিশেষে নরকে গমন করিয়া থাকেন। রাজা যদি স্বয়ং অভয় প্রদান করিয়া তাহা প্রমাণ করেন, তবে তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত সর্ব্ব-সুখকারী বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। প্রজাপতি মনু কহিয়াছেন যে, রাজাতে পিতা, মাতা, গুরু, রক্ষিতা, বহ্নি, কুবের ও যম, এই সাত জনের গুণ থাকে, যেহেতু রাজা প্রজাগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করত রাজ্যের পিতৃ-স্বরূপ হইয়াছেন, যে মানব তাঁহার নিকট মিথ্যা বিনয় করে, সে তির্য্যক্-যোনি প্রাপ্ত হয়। রাজা দরিদ্র ব্যক্তিকেও মাতার ন্যায় প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতৃ-স্থানীয় হইয়াছেন, অনিষ্ট দহন করেন বলিয়া অগ্নি ও অসৎ সকলকে শাসন করেন, এই জন্য যম-স্বরূপ হইয়াছেন, ইষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ বিতরণ করত কামপ্রদ কুবের, ধর্ম্মোপদেশ দান-হেতু গুরু এবং পালন করত রক্ষক-স্বরূপ হইয়া থাকেন। যে রাজা গুণ-সমূহ-দ্বারা পুরবাসি ও জনপদবাসি জনগণের মনোরঞ্জন করেন এবং স্বয়ং ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন, তাঁহার রাজ্য কখন বিচ্যুত হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসি ও জনপদবাসি জনগণের সম্মান অবগত হয়েন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহার প্রজাগণ করভারে প্রপীড়িত হইয়া নিয়ত উদ্বিগ্ন ও অনিষ্ট-দ্বারা কষ্ট প্রাপ্ত হয়, তিনি শত্রুর নিকট পরাভূত হয়েন। সরোবরে শতদলের ন্যায় যাঁহার প্রজা-সকল সতত পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই সর্ব্ব ফল-ভাগী ভূপাল স্বর্গলোকে বসতি করেন। মহারাজ! বলবানের সহিত বিগ্রহ করা কদাচ প্রশংসিত নহে, যাঁহার বলবানের সহিত বিগ্রহ হইয়া থাকে, তাঁহার রাজ্যই বা কোথায়? সুখই বা কোথায়?

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! পূজনী পক্ষিণী রাজা ব্রহ্মদত্তকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করত নিজ অভিলষিত দিকে গমন করিল। হে নৃপবর! পূজনীর সহিত ব্রহ্মদত্তের যে কথা হইয়াছিল, আমি তোমাকে এই তাহা কহিলাম, অপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর বল।

ব্রহ্মদত্ত পূজনী সংবাদে একোন চত্বারিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৩৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরত-কুল-তিলক পিতামহ! যুগক্ষয়-নিবন্ধন ধর্ম্ম ও লোক সকল নিতান্ত ক্ষীণ এবং দস্যুগণ-দ্বারা পীড্যমান হইলে কিরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! ভূপাল কালক্রমে করুণা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক যে রূপে অবস্থিতি করিবেন, আমি তোমার নিকট সেই আপৎকালোচিত নীতির বিষয় বর্ণন করিব; পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে রাজা শত্রুঞ্জয় ও ভারদ্বাজের সংবাদ-সম্বলিত এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন।

সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে এক মহারথ মহীপতি ছিলেন। তিনি ভারদ্বাজের নিকট গমন-পূর্ব্বক অর্থ বিষয়ের বিশেষ নির্ণয় জিজ্ঞাসা করিলেন, অপ্রাপ্ত অর্থের লাভ ইচ্ছা কি প্রকার, লব্ধধন কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, বর্দ্ধিত বিত্ত কি প্রকারে পালন করিতে পারা যায় এবং পালিত অর্থ কি প্রকারে ব্যয় করা যাইতে পারে? রাজা এইরূপে অর্থ-নির্ণয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিজবর ভারদ্বাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে যুক্তিযুক্ত উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন যে, রাজা নিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন। সতত আত্ম-পৌরুষ প্রকাশ করিবেন, স্বয়ং নির্দ্দোষ হইয়া অন্যের দোষদর্শী ও ছিদ্রান্বেষী হইবেন। যে রাজা সতত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখেন, মানবগণ তাঁহার নিকট অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হয়, অতএব সমস্ত জীবকেই দণ্ড-দ্বারা

শাসিত করিবে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এইরূপে দণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই চতুষ্টয়ের মধ্যে দণ্ডই প্রধান বলিয়া উক্ত হয়।

আশ্রয় স্থানের মুল-চ্ছেদন হইলে জীব-মাত্রেরই জীবন হত হয়, বনস্পতির মুল বিচ্ছিন্ন হইলে শাখা-সমুদয় তাহাতে অবস্থান করিতে পারে না। বুদ্ধিমান্ রাজা প্রথমত পরপক্ষের মুল-চ্ছেদন করিবেন; অনন্তর, তাহার সহায় ও অমাত্য-প্রভৃতিকে বশীভূত করিবেন। আপদ্ উপস্থিত সময়ে সুমন্ত্রণা, বিক্রম প্রকাশ, সুন্দর-রূপে যুদ্ধ অথবা পলায়ন করিবে, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই। হৃদয়ে ক্ষুরের ন্যায় থাকিয়া বাক্য-মাত্রে বিনয় প্রদর্শন, মৃদুভাবে সম্ভাষণ ও কাম ক্রোধ পরিবর্জ্জন করিবে। শক্রর সহিত কার্য্য-সংস্রব সংঘটিত হইলে প্রথমত সন্ধি করিয়া পরে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি কৃত-কার্য্য হইয়া অবিলম্বে শক্রর সংস্রব পরিত্যাগ করিবে এবং মিত্র-রূপে সান্ত্বনা-বাক্য-দ্বারা শক্রকে শান্ত করিয়া সসর্প গৃহের ন্যায় তাহা হইতে সতত শঙ্কিত থাকিবে। নিজ বুদ্ধি-দ্বারা যাহার বুদ্ধিকে পরাভূত করিতে হইবে, তাহাকে অভয় প্রদান করত সান্ত্বনা করিবে, মন্দ-মেধা ব্যক্তিকে অনাগতা বুদ্ধি-দ্বারা এবং পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রত্যুৎপন্নমতি-দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যে ব্যক্তি আপন ইষ্ট ইচ্ছা করে, সে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক শপথ করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে নত-মস্তকে অশ্রু মার্জ্জন করত কথা বলিবে। যে পর্য্যন্ত সময় পরিবর্ত্ত না হয়, তাবৎ কাল শক্রকে স্কন্ধে বহন করিবে; সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া পাষাণে নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।

হে রাজেন্দ্র! মনুষ্য তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্ত কাল প্রজ্বলিত হইবে, জ্বালা-বিবর্জ্জিত তুষানলের ন্যায় চিরকাল প্রধুমিত হইবে না। বহু প্রয়োজন-সম্পন্ন ব্যক্তি কৃতঘ্নের সহিত অর্থ-ঘটিত সংস্রব রাখিবে না; যেহেতু কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইয়া উপকারকের অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব শক্র-সংঘটিত সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ-রূপে সম্পন্ন না করিয়া তাহার অবশেষ রাখা আবশ্যক। রাজা নিজ প্রতিপাল্যবর্গকে অন্য-দ্বারা প্রতিপালন করিয়া কোকিলের, বিপক্ষের মুল উৎপাটন করিয়া বরাহের, অমুল্লঙ্ঘনীয়তা-গুণে সুমেরু শৈলের, নানা-রূপ ধারণ করত নটের, অর্থাগম করিবার কারণ শূন্য-গৃহের এবং প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রকাশ করিবার জন্য মিত্রের অনুকরণ করিবেন। নৃপতি প্রতিদিন গাত্রোত্থান করিয়াই রিপু-গৃহে গমন করিবেন, শক্র-সদনে যদিও অমঙ্গল থাকে, তথাপি তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমানী, কাপুরুষ, জনরব-ভীত এবং নিয়ত সংশয়িত-চিত্ত ব্যক্তিগণ অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। রিপুগণ আত্ম ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে; অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গসকল ও ছিদ্র সমুদয় গোপন করিয়া রাখিবে। বকের ন্যায় অর্থ-চিন্তা, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, বৃকের ন্যায় আত্ম-গোপন এবং শরের ন্যায় শক্র-ভেদ করিবে। সুরাপান, অক্ষ-ক্রীড়া, স্ত্রী-সম্ভোগ, মৃগয়া এবং গীত-বাদ্য যুক্তি অনুসারে করিবে, এই সকল বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হইলেই দোষী হইতে হয়। বংশাদি-দ্বারা ধনু নির্ম্মাণ করিবে, মৃগের ন্যায় সাবধানে শয়ন করিয়া থাকিবে, সময়ানুসারে কখন অন্ধ, কখন বা বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

বিচক্ষণ মহীপাল দেশ ও কাল অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিবেন; যেহেতু দেশ কাল অতিক্রম করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে। সময়ানুসারে আপনার বলাবল অবধারণ-পূর্ব্বক পরস্পরের বল বিজ্ঞাত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিবে। যে রাজা দণ্ডোপ-

হস্ত শত্রুকে নিগৃহীত না করেন, কর্কটীর গর্ভ গ্রহণের ন্যায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন। সুন্দর-রূপে পুষ্পিত বৃক্ষও ফল-হীন হয়, ফলবান্ বৃক্ষ দুরারোহ হইয়া থাকে এবং যাহার ফল অপক্ক অবস্থায় আছে, তাহাকেও পক্ক ফলের সদৃশ দেখা যায়, অতএব রাজা এই সমস্ত কারণ দর্শন করিয়া কাহারও নিকট শীর্ণ হইবেন না।

বিপক্ষদিগের আশা বহুকালে সিদ্ধ হয়, বাক্য-দ্বারা এইরূপ বিধান করিবে; কিন্তু সবিশেষ কারণ প্রদর্শন করত তাহার প্রতি বিঘ্ন অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যাবৎ কাল ভয় উপস্থিত না হয়, তাবৎ ভীত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবে; কিন্তু ভয়ের কারণ উপস্থিত দেখিয়া নির্ভীকের ন্যায় তাহার বিনাশে প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সংশয়ে আরোহণ না করিলে কল্যাণের পথ দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু সংশয়াপন্ন হইয়া যদি জীবিত থাকেন, তবে অবশ্যই আপন কল্যাণ অবলোকন করেন; ভয় যাহাতে উপস্থিত না হয়, অগ্রে তাহা অবধারণ করা উচিত; দৈবাৎ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য, পুনরায় বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে তাহাকে অনিবৃত্তের ন্যায় নিবারণ করা আবশ্যক।

উপস্থিত সুখ পরিবর্জ্জন ও অনুপস্থিত সুখের আশা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের রীতি নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি বন্ধন-পূর্ব্বক বিশ্বাস করত সুখে নিদ্রা যায়, সে বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইয়া প্রতিবোধিত হয়। মৃদু হউক, অথবা দারুণ হউক, যে কোনরূপ কর্ম্ম-দ্বারা বিপন্ন আত্মাকে উদ্ধার করা উচিত এবং সমর্থ হইলে ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। শত্রুর শত্রুদিগকে সেবা করিবে, আপনার চরদিগকেও শত্রু-প্রেরিত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। আপনার চরদিগকে বিপক্ষগণ বিদিত হইতে না পারে, এরূপ উপায় করা আবশ্যক; পাষণ্ড ও তাপসদিগকে চর-রূপে পর-রাজ্যে প্রবেশ করাইবে। কপট-ধর্ম্মাচারী, লোকের কণ্টক-স্বরূপ, দুরাচার চৌরেরা উদ্যানে, বিহার স্থানে, জলসত্রে, পান্থ-নিবাসে, পানাগারে, তীর্থ সকলে ও সভাস্থলে ছদ্ম-বেশে বিচরণ করে, অতএব তাহাদিগকে বিজ্ঞাত হইয়া নিগৃহীত ও শাস্ত করা বিহিত। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও একান্ত বিশ্বাস করা বিধেয় নহে; যেহেতু বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, অতএব বিশেষ-রূপে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। যথার্থ কারণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিপক্ষের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া কালক্রমে তাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র পদ-স্খলন হইলে তাহাকে প্রহার করিবে। যাহা হইতে শঙ্কার সম্ভাবনা নাই, তাহাকেও শঙ্কা করা এবং শঙ্কার কারণ জনগণকে নিয়তই শঙ্কা করা উচিত; যেহেতু অশঙ্কিত হইতে সমুৎপন্ন ভয় সমূলে ছেদন করিয়া থাকে। ধ্যান, ধারণা, মৌনাবলম্বন, কাষায় বস্ত্র পরিধান, জটা ও অজিন ধারণ-দ্বারা বিপক্ষের অন্তঃকরণে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরিশেষে বৃকের ন্যায় তাহাকে বিলুপ্ত করিবে। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র অথবা সুহৃজ্জন যদি অর্থের বিঘ্ন করে, তবে ঐশ্বর্য্য অভিলাষি ব্যক্তির তাহাদিগকেও বিনষ্ট করা বিধেয়। গুরুতর ব্যক্তিও যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না জানিয়া গর্ব্বিত ও উৎপথগামী হয়েন, তবে তাঁহারও দণ্ড-রূপ শাসন বিহিত হয়। তীক্ষ্ণতুণ্ড পক্ষী যেমন তরু সকলের পুষ্প ও ফল সমুদয় নষ্ট করে, সেইরূপ অভ্যুত্থান অভিবাদন ও যে কোন বস্তু সম্প্রদান-দ্বারা বিপক্ষের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া পরিশেষে তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিবে। মৎস্যঘাতী ধীবরের ন্যায় পরের মর্ম্মচ্ছেদ-প্রভৃতি নিদারুণ হিংসা-কার্য্য না করিলে মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

জাতি-দ্বারা কেহ কাহারও শত্রু বা মিত্র হয় না, প্রয়োজন অনুসারেই শত্রু মিত্র সংঘটনা হইয়া থাকে। অমিত্র ব্যক্তি দুঃখের কারণ প্রকাশ করিলেও তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না এবং

তাহার দুঃখে দুঃখিত হইবে না। পূর্ব্বাপরাধি ব্যক্তিকে যে কোন উপায়ে হউক বিনষ্ট করিবে। যিনি আপন ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন, শত্রু-নিগ্রহে যত্ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য এবং লোক সংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি সতত যত্ন করা উচিত, কাহারও প্রতি অসূয়া করা বিহিত নহে। যাহাকে প্রহার করিবে, তাহাকে প্রিয়-বাক্য বলিবে এবং প্রহার করিয়াও প্রিয় কথা কহিবে, অসি-দ্বারা কাহারও মস্তক ছেদন করিলেও তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ ও রোদন করিবে। যিনি ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করেন, তিনি সান্ত্বনা বাক্য, সম্মান ও তিতিক্ষা-দ্বারা লোক সকলকে আহ্বান করিবেন, এইরূপেই লোকের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। বাহু-দ্বারা নদী পার হইবে না এবং যাহাতে কোন লাভ নাই, তাদৃশ বৈর কর্ত্তব্য নহে; গো-শৃঙ্গ ভক্ষণ বা চর্ব্বণ করা অনর্থক ও অনায়ুষ্য, তাহাতে দন্ত সকল মার্জ্জিত হয়, কোন রস লভ্য হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে, অর্থাৎ ধর্ম্ম-দ্বারা অর্থের বাধা, অর্থ-দ্বারা ধর্ম্মের বাধা এবং ধর্ম্ম অর্থ উভয়-দ্বারা কামের বাধা হইয়া থাকে, অতএব ইহাদিগের বলাবল বিবেচনা করিয়া উক্ত পীড়ার পরিহার করিবে। ঋণ-শেষ, অগ্নি-শেষ ও শত্রুশেষ থাকিলে তাহা পুনঃপুন পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব উহাদিগকে নিঃশেষ করা উচিত; বৃদ্ধিশীল ঋণ, পরাভূত শত্রুগণ এবং উপেক্ষিত ব্যাধিসমুদয় অতিশয় ভয় উৎপাদন করে।

কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা সম্পন্ন না করিয়া বিরত হইবে না, সতত সাবধান থাকিবে, ক্ষুদ্র কণ্টকও সম্যক্ রূপে উদ্ধৃত না হইলে চির-কালের জন্য বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে। মনুষ্য-হত্যা, পথরোধ এবং গৃহবিনাশ-দ্বারা শত্রু-রাষ্ট্র নষ্ট করিবে। গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুকুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী ও কাকের ন্যায় পরের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া নিরুদ্বেগে ভুজঙ্গের ন্যায় সহসা বিপক্ষের দুর্গে প্রবেশ করিবে। বীরের নিকট অঞ্জলিবন্ধন, ভীরুকে ভয়-প্রদর্শন এবং লুব্ধ ব্যক্তিকে অর্থ দান-দ্বারা আয়ত্ত করিবে, আর তুল্য ব্যক্তির সহিত বিগ্রহ করাই বিধেয়।

বৈরিগণ রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলকে বশীভূত, প্রিয় বয়স্যদিগকে অনুনয়-দ্বারা আয়ত্ত এবং অমাত্যদিগকে বিভিন্ন ও বিনষ্ট করিতে না পারে, এইরূপে রক্ষা করা উচিত। রাজা মৃদু-স্বভাব হইলে প্রজাগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং তীক্ষ্ণ হইলে সকলে তাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, অতএব তীক্ষ্ণকালে তীক্ষ্ণ ও মৃদুকালে মৃদু হওয়া উচিত। মৃদু-দ্বারা মৃদুকে ছেদন করিবে, মৃদু-দ্বারাই দারুণ ব্যাপার বিনষ্ট করা যায়, মৃদু উপায়-দ্বারা কোন কার্য্যই অসাধ্য হয় না; অতএব মৃদুই তীক্ষ্ণ হইতেও তীক্ষ্ণতর। যিনি সময়ানুসারে মৃদু ও সময়ানুসারে দারুণ হয়েন, তিনি সমস্ত কার্য্য সমাধা করত শত্রু বিজয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন। পণ্ডিতের সহিত বিরোধ করিয়া 'আমি দূরে আছি' বলিয়া বিশ্বাস করিবে না; যেহেতু বুদ্ধিমানের বাহু-দ্বয় অতিশয় দীর্ঘ, তিনি হিংসিত হইয়া তদ্দ্বারাই হিংসা করিতে পারেন। যাহার পর পারে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না তাদৃশ নদীতে সন্তরণ করিবে না; বিপক্ষ ব্যক্তি পুনরায় যাহা আহরণ করিতে পারিবে তাদৃশ ধন হরণ করিবে না; যাহার মুল উৎপাটন করিতে পারা যায় না তাহাকে খনন করিবে না; যাহার মস্তক পাতিত করিতে পারা যায় না তাহাকে প্রহার করিবে না। আপৎকালাভিপ্রায়ে আমি এইরূপ কহিলাম, মনুষ্য সতত ঈদৃশ আচরণ করিবে না, বিপক্ষ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কি প্রকার ব্যবহার করিবে—তন্নিমিত্ত আমি আপনকার হিতার্থী হইয়া এই প্রকার বলিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, ভারদ্বাজ সৌবীর-রাজ্যাধিপতিকে

যথা-বিধানে এই সকল কথা বলিলে তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া অক্ষুণ্ণ-চিত্তে প্রতিপালন করিলেন এবং বান্ধবগণের সহিত সমুজ্জ্বল রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিতে লাগিলেন।

কণিকোপাখ্যানে চত্বারিংশদধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৪০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরম ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় ও সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত হইলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় হইলে মর্য্যাদা বিনষ্ট, ধর্ম্ম-নিশ্চয় ক্ষুভিত ও লোক সকল ভূপাল বা দস্যুগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, আশ্রমবাসিগণ মোহাচ্ছন্ন এবং কর্ম্মসকল বিনষ্ট হইলে, লোভ মোহ কাম-বশত সকলেই ভয় দর্শন করিলে, জীব-মাত্রেই নিয়ত অবিশ্বস্ত হইলে, অবমাননা-দ্বারা হন্যমান হইয়া সকলেই পরস্পর বঞ্চনা করিতে থাকিলে, দেশ সকল প্রদীপ্ত ও ব্রাহ্মণগণ পীড়িত হইলে, পর্জ্জন্য বর্ষণে বিরত, পরস্পর ভেদ সমুত্থিত এবং পৃথিবীতে যে সমুদয় উপজীব্য বস্তু আছে তৎসমস্ত দস্যুসাৎ হইলে, এই জঘন্য আপদ্ কালের সমাগমে যে ব্রাহ্মণ দয়া-বশত পুত্র-পৌত্র-প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিতে অসক্ত, তিনি কি প্রকারে জীবন যাপন করিবেন এবং লোক সকল পাপাচার হইলে যে রাজা দয়া-বশত পুত্র-পৌত্র-প্রভৃতিকে পরি-ত্যাগ করিতে অনিচ্ছু অথচ ব্রাহ্মণগণকে পালন করিতে অসক্ত, তিনি কি প্রকারে অবস্থান করিবেন এবং কিরূপেই বা ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন? হে শত্রুতাপন! আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহু ভরতশ্রেষ্ঠ! অপ্রাপ্ত রাজ্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত রাজ্য প্রতিপালন-স্বরূপ যোগ-ক্ষেম, সুবৃষ্টি, প্রজাগণের ব্যাধি, মরণ ও ভয় এই সমুদয় বিষয়ে রাজাই মূল কারণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই যুগ পরিবর্ত্ত বিষয়ে রাজাই মূল কারণ হইয়া থাকেন, ইহাতে আমার সংশয় নাই। প্রজাগণের দোষকারক সেই আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে বিজ্ঞান-বল অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে হয়। পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে বিশ্বা-মিত্র ও চাণ্ডালের সম্বাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন।

ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধি-সময়ে লোক-মধ্যে দৈব-বিহিত দ্বাদশ বর্ষ-ব্যাপি ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রেতার অবসান ও দ্বাপরের প্রারম্ভ-কালে অতিবৃদ্ধ প্রজা-বৃন্দের প্রলয়কাল সমাগত হইলে দেবরাজ বারিবর্ষণ করেন নাই, বৃহস্পতি প্রতিকূলে ও চন্দ্রমণ্ডল নিজ লক্ষণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণ পথে গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে মেঘ-সঞ্চার দূরে থাকুক, নীহারপাতও হয় নাই। নদী সকল প্রায় শুষ্ক হইল, সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণ সমুদয় দৈব-বশত জলহীন ও প্রভা-হীন হওয়ায় অলক্ষিত হইতে লাগিল; পানীয়শালা-প্রভৃতি জলশূন্য হওয়ায় জনশূন্য হইল; ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও বষট্‌কার-প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্য নি-বৃত্ত হইয়া গেল; কৃষিকার্য্য ও গো-রক্ষা উচ্ছিন্ন হইল; বিপণি ও আপন সমুদয় নিবৃত্ত রহিল; পশু-বন্ধন স্তম্ভ, যজ্ঞ-সম্ভার ও উৎসব সমুদয় এক-কালে বিনষ্ট হইল, মহাপ্রাণিগণ অস্থি-কঙ্কাল-সঙ্কুল ও চীৎকার-রবে আকুল হইল; অনেকানেক নগর শূন্য ও গ্রামাদি অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া গেল; প্রজা সকল কোন স্থানে চৌরগণ-দ্বারা, কোন স্থানে শস্ত্র-দ্বারা এবং কোন স্থানে রাজগণ-দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পরস্পর ভয়-বশত পলায়ন করায় গ্রাম সকল শূন্য ও নির্জ্জন হইল; দেবালয় সমুদয় বিনষ্ট ও বৃদ্ধ মানবগণ আপন আপন পুত্র-পৌত্রাদি-দ্বারা গৃহ হইতে নিরাকৃত হইল। গো, অজ, মেষ ও মহিষ সকল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; ব্রাহ্মণগণ কাল-কবলে নিপতিত হইলেন; রাক্ষসেরা নিধন লাভ করিল; ওষধি সমুদয় বিধ্বস্ত হইল; অধিক কি,

তৎকালে বসুধামণ্ডল কেবল শ্মশানতরু-নিকর-দ্বারা সমাবৃত হইয়াছিল। হে যুধিষ্ঠির! সেই ভয়ঙ্কর সময়ে ধর্ম্ম ক্ষয় হইলে মানবগণ ক্ষুধিত হইয়া পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঋষিগণ জপ, নিয়ম, হোম ও আশ্রম সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবিত হইলেন।

অনন্তর, বুদ্ধিমান্ মহর্ষি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিকেতন বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্র-প্রভৃতিকে কোন জন-সমাজে রক্ষা করত খাদ্যাখাদ্য বিচার এবং হোমাদি কার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে কোন সময়ে অরণ্য-মধ্যে প্রাণিঘাতক হিংস্র চাণ্ডালদিগের বসতি-মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন, উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, সেই স্থান ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও গর্দ্দভের অস্থিপুঞ্জ এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্র-সমূহ দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে, গৃহ সমুদয় নির্ম্মাল্য-দ্বারা অলঙ্কৃত, কুটীর ও মঠ সমুদয় অহিনির্ম্মোক-মাল্য-দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। কোন স্থান বহুল কুক্কুট-রবে, কোন স্থান গর্দ্দভ-নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোন স্থানে চাণ্ডালগণ খরতর বাক্যে পরস্পর কলহ করিতেছে। কোন স্থানে উলূক ও বিবিধ বিহগগণের প্রতিরূপ দ্বারা সমলঙ্কৃত দেবালয় সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থল লৌহঘণ্টা-সমলঙ্কৃত কুক্কুর-দল দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ-পূর্ব্বক খাদ্য দ্রব্যের অন্বেষণার্থ অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ভিক্ষা করিয়াও কোন স্থানে মাংস, অন্ন, ফল, মূল বা অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন না। 'হায়! আমি কি কষ্ট পাইলাম!' এইরূপ অবধারণ করিয়া কৌশিক দৈহিক দৌর্ব্বল্য-বশত সেই চাণ্ডাল-পল্লী-মধ্যে ভূতলে পতিত হইলেন।

হে নৃপসত্তম! তিনি তখন কি করিলে অবস্থার পরিবর্ত্ত হয় এবং কি প্রকারে বৃথা মৃত্যু না হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুনি চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, চাণ্ডালের গৃহে সদ্যঃ শস্ত্র-হত কুক্কুরের মাংস বিস্তৃত রহিয়াছে, তদ্দর্শনে ভাবিলেন, এক্ষণে আমার প্রাণ ধারণ বিষয়ে অন্য কোন উপায় নাই অতএব আমাকে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল, আপদ্‌কালে প্রাণ-রক্ষার জন্য চৌর্য্য অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিধেয় হয় না; প্রথমত আপন অপেক্ষা নীচ হইতে, অনন্তর সমান হইতে, তাহারও অসম্ভব হইলে বিশিষ্ট ধার্ম্মিক হইতে খাদ্যদ্রব্য হরণ করিবে; অতএব আমি প্রাণাবসান সময়ে এই চাণ্ডাল-গৃহ হইতে কুক্কুর-মাংস হরণ করিব, ইহাতে চৌর্য্য-দোষ দৃষ্ট হয় না।

হে ভারত! মহামুনি বিশ্বামিত্র এইরূপ বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই চাণ্ডাল-সদনে শয়ন করিয়া রহিলেন। চাণ্ডালগণ নিদ্রিত হইলে ভগবান্ মুনি গাঢ়-রজনী নিরীক্ষণ করত অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অপ্রিয়-দর্শন চাণ্ডাল শ্লেষ্মাচ্ছন্ন নয়নে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিত ছিল, সে মুনিকে মাংস-হরণে উদ্যত দেখিয়া রুক্ষ ও বিভিন্ন-স্বরে কহিতে লাগিল।

চাণ্ডাল কহিল, সজাতি সকল নিদ্রিত হইয়াছে, একাকী আমিই কেবল জাগরিত রহিয়াছি, এক্ষণে কে আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া মাংস হরণ করিবার কারণ দণ্ড উদ্ঘাটন করিতেছে? সে আপন জীবন-সংশয় জ্ঞান করুক।

অনন্তর, বিশ্বামিত্র সহসা চৌর্য্য-কার্য্য-নিবন্ধন উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া লজ্জাকুল-বদনে তাহাকে বলিলেন, হে আয়ুষ্মন্! আমি বিশ্বামিত্র, নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি। হে সদ্বুদ্ধে! তুমি যদি সাধুদর্শী হও, তবে আমার বধ সাধন করিও না।

চাণ্ডাল মহর্ষির এই কথা শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রম-চিত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত তাঁহার নিকটে

আগমন করিল এবং নেত্র-যুগল হইতে নির্গত অশ্রুজল মার্জ্জনা করত বহুমান-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশিককে কহিল, ব্রহ্মন্! এই রজনীতে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা আছে?

বিশ্বামিত্র চাণ্ডালকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, আমি নিতান্ত ক্ষুধিত, সুতরাং মৃতকল্প হইয়া তোমার আলয়ে কুক্কুরের জঘন-মাংস হরণ করিতে আসিয়াছি; আমি ক্ষুধিত হইয়া পাপাক্রান্ত হইয়াছি, ভোজনার্থী ব্যক্তির লজ্জা থাকা সম্ভব পর নহে; এক্ষণে ক্ষুধা আমাকে দুষিত করিয়াছে, আমি কুক্কুরের জঘন-মাংস হরণ করিব। আমার প্রাণ অবসন্ন হইতেছে, ক্ষুধা আমার বেদ-জ্ঞান বিনষ্ট করিতেছে; আমি দুর্ব্বল, নষ্ট-চেতন ও খাদ্যাখাদ্য-বিচারে বিমুখ হইয়াছি; চৌর্য্য কার্য্য অধর্ম্ম জানিয়াও আমি কুক্কুরের মাংস হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি; আমি তোমাদিগের পল্লীর মধ্যে প্রতি গৃহে পর্য্যটন করিয়াও ভিক্ষা পাই নাই, সুতরাং এক্ষণে এই পাপ-কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি হইয়াছে, আমি কুক্কুরের জঘন-মাংস হরণ করিব। ভগবান্ অগ্নি যিনি দেবগণের মুখ-স্বরূপ ও পুরোধা হইয়া পবিত্র বস্তুমাত্র সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকেও সময়ানুসারে সর্ব্বভুক্ হইতে হয়, সুতরাং আমারেও ধর্ম্মানুসারে তদ্রূপ বিবেচনা কর।

চাণ্ডাল বলিল, মহর্ষে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া যাহাতে ধর্ম্মহানি না হয় তদ্রূপ অনুষ্ঠান করুন। হে বিপ্রবর! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, তাহাও আপনার ধর্ম্ম। পণ্ডিতেরা কুক্কুরকে শৃগাল হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, তাহার জঘন-মাংস শরীরের অধম-স্থানস্থ বলিয়া আরও নিকৃষ্ট; অতএব আপনি ইহা সাধু আচরণ করেন নাই। মহর্ষে! চাণ্ডালস্ব, বিশেষত অভক্ষ্য-মাংস অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্ম-বিগর্হিত কর্ম্ম; আপনি প্রাণ-ধারণার্থ অন্য কোন সাধু উপায় অবলোকন করুন। হে মহামুনে! মাংস-লোভ-নিবন্ধন যেন আপনার তপস্যা নষ্ট না হয়; বিহিত ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্ম-সঙ্কর করা কর্ত্তব্য নহে, আপনি ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য; অতএব ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেন না।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহামুনি বিশ্বামিত্র চাণ্ডাল-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পুনরায় তাহাকে এইরূপে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি নিরাহার থাকিয়া পর্য্যটন করত দীর্ঘ-কাল যাপন করিয়াছি এবং আমার প্রাণ-ধারণে অন্য কোন উপায় নাই। প্রাণাবসান সময়ে যে কোন কর্ম্ম-দ্বারা জীবিত থাকিবে, তাহার পর সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণ করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রের ন্যায় পালন করাই ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণগণের অগ্নির ন্যায় পবিত্রতাই ধর্ম্ম হইয়া থাকে, বেদরূপ বহ্নি আমার বল, আমি সেই বল অবলম্বন-পূর্ব্বক অভক্ষ্য-মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিব। যে কোন উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারা যায় যত্ন-সহকারে তাহা করা উচিত; মরণ অপেক্ষা জীবন শ্রেয়, জীবিত থাকিলে পুনরায় ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারে; অতএব আমি প্রাণ-ধারণার্থ জ্ঞান-পূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণে উদ্যুক্ত হইয়াছি, তুমি তাহাতে অনুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে ধর্ম্ম আচরণ করিব এবং জ্যোতিঃ পদার্থ যেমন দারুণ অন্ধকার বিনষ্ট করে, তদ্রূপ বিদ্যা ও তপোবলে সমস্ত অশুভ কর্ম্ম খণ্ডন করিব।

চাণ্ডাল কহিল, এই অখাদ্য মাংস ভক্ষণ করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয় না, প্রাণ সকল প্রসন্ন ও অমৃত পানের ন্যায় তৃপ্তি লাভ হয় না; অতএব আপনি অন্য কোন ভিক্ষা প্রার্থনা করুন, কুক্কুর-মাংস ভক্ষণে মনোনিবেশ করিবেন না; যেহেতু কুক্কুর ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই দুর্ভিক্ষকালে অন্য মাংস সুলভ নহে, আমারও কোন সম্পত্তি নাই; আমি

ক্ষুধার্ত্ত, অনুপায় ও নিরাশ হইয়াছি; অতএব এই কুক্কুর-মাংসে ষড়্‌বিধ রস আস্বাদন করা উত্তম বিবেচনা করি।

চাণ্ডাল বলিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের শশক-প্রভৃতি পাঁচটি পঞ্চ-নখ পশুই ভক্ষ্য, এ বিষয়ে আপনাদিগের শাস্ত্রই প্রমাণ; অতএব আপনি অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইবেন না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, অগস্ত্য মুনি ক্ষুধিত হইয়া বাতাপি নামক দানবকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব আমিও আপদাপন্ন ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, সুতরাং কুক্কুরের জঘন-মাংস ভোজন করিব।

চাণ্ডাল কহিল, আপনি অন্য কোন ভিক্ষা আহরণ করুন, এস্থানে এরূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারিবেন না; ইহা অবশ্যই আপনার অকর্ত্তব্য, তবে ইচ্ছা হয় কুক্কুরের মাংস হরণ করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, শিষ্ট ব্যক্তিরাই ধর্ম্মাচরণ-বিষয়ে কারণ; অতএব আমি তাঁহাদিগের চরিত্রের অনুসরণ করিব, পবিত্র সামগ্রী ভক্ষণাপেক্ষা এই কুক্কুরের মাংসকে আমি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য বিবেচনা করিতেছি।

চাণ্ডাল কহিল, অসাধুজনগণ যাহা আচরণ করিয়াছে, তাহা সনাতন ধর্ম্ম নহে; এক্ষণে আপনার এই অকর্ত্তব্য কার্য্য করা উচিত নহে, আপনি ছল-দ্বারা অশুভ কার্য্য করিবেন না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ঋষি হইয়া কেহ সাধারণের অসম্মত পাতক করিতে সমর্থ হয়েন না; কিন্তু এক্ষণে আমি কুক্কুর ও মৃগ উভয়কেই পশু বলিয়া তুল্যজ্ঞান করিতেছি, অতএব আমি কুক্কুরের জঘন-মাংস ভোজন করিব।

চাণ্ডাল কহিল, বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষণ করিত, এজন্য মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনানুসারে তাহারে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাদৃশ অবস্থায় নর-মাংস ভক্ষণ দোষাবহ নহে; যাহাতে পাপ-স্পর্শ নাই, তাহাই ধর্ম্ম এবং সর্ব্ব প্রকার উপায়-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা উচিত।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, আমার দেহই পরম প্রিয়তম ও পূজ্যতম মিত্র, সেই দেহ রক্ষার্থই এই অভক্ষ্য মাংস হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সুতরাং ঈদৃশ নৃশংস চাণ্ডালগণকেও ভয় করি না।

চাণ্ডাল বলিল, হে বিদ্বন্! মানবগণ বরঞ্চ আপন জীবন বিসর্জ্জন করেন, তথাচ কোন অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েন না, তাঁহারা ক্ষুধা জয় করিয়াই ইহলোকে সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হয়েন; অতএব আপনিও ক্ষুধার বেগ সহ্য করত ইচ্ছানুসারে প্রীতি লাভ করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, পাপকর্ম্ম করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সংশয় উপস্থিত হয়, ইহা সত্য বটে; কিন্তু কর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইলে কোন সংশয় থাকে না। আমি শান্তচিত্ত হইয়া সতত ব্রতাচরণ করিয়া থাকি, অতএব তপস্যা-দ্বারা অভক্ষ্য ভক্ষণ-রূপ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইব। সম্প্রতি ধর্ম্ম আচরণের প্রধান সাধন শরীরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সুতরাং আমি অখাদ্য মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিবেক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট এই অভক্ষ্য-ভক্ষণও পবিত্র কর্ম্ম রূপে কীর্ত্তিত হয়, আর মূঢ় ব্যক্তিরাই আপদ্‌কালে কুক্কুর-মাংস অভক্ষ্য বলিয়া থাকে; আমি জীবন-সংশয় সময়ে যদিও এই অসৎ কার্য্য করি, তথাপি তোমার ন্যায় চাণ্ডাল হইব না।

চাণ্ডাল কহিল, আমার নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে, আপনাকে এই অকার্য্য হইতে রক্ষা করা উচিত; ব্রাহ্মণ কুকর্ম্ম করিলে তাঁহাতে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না, এই কারণে আমি আপনাকে নিবারণ করিতেছি।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভেকগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও গো-সকল কখনও জলপান করিতে বিরত হয় না, তোমার ধর্ম্ম উপদেশ প্রদানে কোন অধিকার নাই; অতএব তুমি আত্ম-প্রশংসা করিও না।

চাণ্ডাল কহিল; দ্বিজবর! আপনার প্রতি আমার করুণা হইয়াছে, এই জন্য আমি সুহৃদ্ভাবে আপনাকে অনুশাসন করিতেছি; অতএব ইহা যদি আপন কল্যাণকর বিবেচনা করেন করুন, কিন্তু লোভ-বশত পাপকর্ম্ম করিবেন না। আমি আপনাকে পাপাচরণ করিতে নিবারণ করিয়াও অপরাধী হইতেছি।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, তুমি যদি আমার সুহৃৎ এবং সুখার্থী হও, তবে আমাকে এই আপদ্ হইতে উদ্ধার কর; আমি কুকুরের জঘন-মাংস পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ধর্ম্মত রক্ষিত জ্ঞান করি।

চাণ্ডাল কহিল, এই কুকুরের মাংস আমার নিজের খাদ্য, ইহা আপনাকে দান করিতে পারি না এবং আমার সাক্ষাতে ইহা আপনি হরণ করিবেন, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারিব না। আমি ইহা দান করিলে এবং আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া ইহা গ্রহণ করিলে আমরা উভয়েই নরকে গমন করিব।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি অদ্য যদি এই পাপকর কর্ম্ম করিয়া দেহ রক্ষা করত জীবিত থাকি, তবে ভবিষ্যৎ কালে পরম পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ করিব, অনশন-দ্বারা শরীর পরিত্যাগ অথবা অভক্ষ্য ভক্ষণ-দ্বারা দেহ ধারণ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গুরুতর, তাহা তুমিই বল।

চাণ্ডাল বলিল, বংশ-পরম্পরা প্রচলিত ধর্ম্মসম্পাদন বিষয়ে আত্মাই সাক্ষী, অতএব ইহাতে পাপ আছে কি না, তাহা আপনিই জানেন। যে ব্যক্তি কুকুর-মাংসকে খাদ্য বলিয়া আদর করেন, বোধ হয়, তাঁহার অন্য কোন বস্তুই পরিত্যাজ্য নাই।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, অভক্ষ্য বস্তু গ্রহণে বা, ভোজনে অবশ্যই পাপ আছে; কিন্তু প্রাণাত্যয়কালে উহা দোষাবহ হয় না। যাহাতে হিংসা ও মিথ্যা-ব্যবহার নাই এবং যে কর্ম্ম করিলে জনসমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইতে হয় না, তাদৃশ অভক্ষ্য ভক্ষণ গুরুতর পাপের কারণ নহে।

চাণ্ডাল কহিল, যদি অখাদ্য ভক্ষণ-দ্বারা প্রাণ রক্ষা করাই আপনার প্রধান কারণ হইল, তবে বেদ ও আর্য্যধর্ম্ম আপনার নিকট কিছুই নহে। হে দ্বিজবর! আপনি যখন অভক্ষ্য ভক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন খাদ্যাখাদ্য বস্তু-মাত্রেই কোন দোষ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভোজন করিলে অতিশয় পাপ হয়, ইহা বিবেচনা করা যায় না; সুরাপান করিয়া লোকে পতিত হয়, ইহা শাস্ত্রের শাসন-মাত্র; নিষিদ্ধ মৈথুনাদি পাপকার্য্য-মাত্রই যে পুণ্য হানি করে, এরূপ নহে।

চাণ্ডাল কহিল, নীচজাতি চাণ্ডালের গৃহ হইতে চৌর্য্যবৃত্তি-দ্বারা আগ্রহাতিশয়-সহকারে যিনি কুকুরমাংস হরণ করেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির সচ্চরিত্রতা থাকে না এবং পরিশেষে অবশ্যই তাঁহাকে অনুতাপিত হইতে হয়।

চাণ্ডাল তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ বলিয়া নিবৃত্ত হইল, বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্রও কুকুরের জঘন-মাংস হরণ করত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, সেই মহামুনি জীবন ধারণ ইচ্ছা করত কুকুর-মাংস গ্রহণ-পূর্ব্বক বন-মধ্যে সপরিবারে তাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরিশেষে তিনি ভাবিলেন, অগ্রে বিধানানুসারে দেবগণকে সন্তর্পিত করিয়া পরে ইচ্ছানুসারে এই কুকুর-মাংস ভোজন করিব। মুনি এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্ম-বিধি-দ্বারা অগ্নি আহরণ করত ঐন্দ্রাগ্নেয় বিধান-দ্বারা স্বয়ং চরু পাক করিলেন। হে ভারত! অনন্তর, তিনি বিধানানুসারে ভাগক্রমে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দৈব ও পিত্র্য কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দেবরাজ প্রজাগণকে সঞ্জীবিত করত প্রচুর বারি বর্ষণ করিলেন, তদ্দ্বারা ওষধি সকল উৎপন্ন হইল। ভগবান্ বিশ্বামিত্র তপস্যা-দ্বারা পাপ দহন করত বহুকালের পর পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই আরব্ধ কার্য্যের উপসংহার করত তাদৃশ

চরুর আস্বাদন গ্রহণ না করিয়াই দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তোষিত করিয়াছিলেন।

বিদ্বান্ ব্যক্তি আপদাপন্ন হইয়া জীবন ধারণে অভিলাষী হইলে এইরূপে অদীন-চিত্তে যে কোন উপায়-দ্বারা দুঃখিত আত্মাকে উদ্ধৃত করিবে। সতত ঈদৃশ বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিত থাকা উচিত; পুরুষ জীবিত থাকিলে পুণ্য-সঞ্চয় ও কল্যাণ ভোগ করিতে পারেন। অতএব হে কুন্তীনন্দন! বিদ্বান্ ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয় বিষয়ে কৃতবুদ্ধি জনের বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক ইহলোকে জীবন যাপন করা উচিত।

বিশ্বামিত্র চাণ্ডাল সংবাদে একচত্বারিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৪১ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি অনৃতের ন্যায় অশ্রদ্ধেয় যে ঘোরতর কার্য্য মহৎ ব্যক্তিগণেরও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া দস্যুদিগের কি কর্ত্তব্য এবং আমারই বা কোন্ বিষয় পরিহর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করত আমি বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইতেছি; আমার ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইতেছে; আমি চিত্তকে সান্ত্বনা করত কোন ক্রমেই অধ্যবসায় লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, অতএব আমি এরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিতে অশক্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, আমি বেদাগমাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তোমাকে এরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিতে উপদেশ করিতেছি না। আপদ্‌কালে এরূপ আচরণ না করিলে অনেক দোষ ঘটে, এজন্য কবিগণ নিজ বুদ্ধি-কৌশল-দ্বারা সুন্দর রূপে ইহা কল্পনা করিয়াছেন। কোকিল, বরাহ, সিংহ-প্রভৃতি হইতে শিক্ষা লাভ-পূর্ব্বক যখন যে বিষয়ে তোমার এই বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাই করিবে; ধর্ম্মের এক-দেশ-মাত্র অবলম্বন করা উচিত নহে, ভূপতির বহুবিধ বুদ্ধি ধারণ করা বিধেয়। হে কুরুনন্দন! বুদ্ধি-প্রাখর্য্যকারী ধর্ম্ম এবং সাধুদিগের আচরণ সতত বিদিত হইবে, আমার বাক্য সর্ব্বদা তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে, ইহা অবগত হও।

নৃপতিগণ নিজ নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে বিজয়ী হয়েন, অতএব বুদ্ধি-বল অবলম্বন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়; রাজার ধর্ম্ম বহু শাখা-সঙ্কুল, অতএব তাহার এক-দেশ-দ্বারা ব্যবহার করা উচিত নহে। অধ্যয়ন-কালে উত্তম-রূপে ধর্ম্ম শিক্ষা না করিলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না, দুর্ব্বল ব্যক্তি এক-শাখ ধর্ম্ম-দ্বারা কোন কার্য্যই সাধন করিতে সমর্থ হয়েন না। হে ভারত! একমাত্র ধর্ম্মই কখন ধর্ম্ম কখন বা অধর্ম্ম রূপে প্রতিভাত হয়েন; যে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে দ্বিবিধ পথে অবতীর্ণ হইয়া সংশয়াপন্ন হয়, অতএব বুদ্ধি অনুসারে ঐরূপ দ্বৈধ অবগত হওয়া উচিত। পরিশেষে যাহা করিতে হইবে অগ্রে তাহা নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিমান্ নরপতি প্রজাগণের নিকট হইতে ছয় ভাগ কর গ্রহণ করিবেন। আপদ্‌কালে তাহা হইতে অধিক গ্রহণ অবিধেয় নহে, অন্যান্য জনগণ এইরূপ রাজার চরিত্রকে ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হইলে বিপরীত হয়। কেহ কেহ যথার্থজ্ঞানী কেহ কেহ বা বৃথা জ্ঞান-সম্পন্ন হয়, ইহা যথার্থ-রূপে বিদিত হইয়া বুদ্ধিমান্ জনগণ সাধুদিগের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-বিদ্বেষি অর্থজ্ঞান-বিহীন মানবগণ শাস্ত্র-সকলের নিন্দা এবং অর্থ-শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য প্রকটন করিয়া থাকে। মহারাজ! যাহারা শাস্ত্র ও আচারের নিন্দা-প্রসঙ্গে কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বিদ্যা শিক্ষা করত যশ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারাই ধর্ম্ম-বিদ্বেষী ও পাপিষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন অযুক্তি-সম্পন্ন জনগণের ন্যায় অপরিণত-বুদ্ধি মূর্খেরা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে জানে না। শাস্ত্রের দোষদর্শী জনগণ শাস্ত্রসকলের নিন্দা করিয়া থাকে, শাস্ত্রের অর্থ বিজ্ঞাত হইলেও তাহাদিগের নিকট তাহা সাধুভাবে প্রতিপন্ন হয় না; তাহারা কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের ন্যায় বাক্যরূপ অস্ত্র ও শর

ধারণ করত অপরের বিদ্যার নিন্দাবাদ-দ্বারা নিজ বিদ্যা প্রকটন করে। হে ভারত! তুমি এইরূপ জনগণকে বিদ্যাবণিক্ ও রাক্ষসের ন্যায় জ্ঞান করিও, তাহারা সাধুগণের বিহিত ধর্ম্মকে ছল-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করে। আমরা শুনিয়াছি, বাক্য বা বুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম উচ্চারণ করিলেই ধর্ম্ম হয় না; দেবরাজ স্বয়ং বৃহস্পতির এই উপদেশ কহিয়াছেন। এক্ষণে আমি বিনা কারণে কোন কথা বলিতেছি না, কোন কোন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও তদনুসারে ধর্ম্ম আচরণ করে না, কোন কোন পণ্ডিতেরা লোক-যাত্রা বিধানকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি স্বয়ং সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। হে ভারত! প্রাজ্ঞ লোক যদি ক্রোধ, মোহ ও অজ্ঞান-বশত শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করেন তবে তাহা জন-সমাজে গ্রহণীয় হয় না এবং যাঁহারা শাস্ত্রার্থ-দর্শিনী বুদ্ধি ধারণ করেন, তাঁহাদিগের নিকট উক্ত উপদেশ প্রশংসনীয় নহে, বরঞ্চ তাঁহারা অল্প-জ্ঞান-সম্পন্ন-জনের বাক্য জ্ঞান-গর্ভ হইলে তাহাকে সাধু জ্ঞান করেন। যুক্তি-দ্বারা যে শাস্ত্র নষ্ট হয়, তাহা শাস্ত্র-মধ্যেই গণ্য নহে, শুক্রাচার্য্য দানবদিগকে এই সংশয়-চ্ছেদক বাক্য বলিয়াছিলেন; সন্দেহ-সমন্বিত জ্ঞান থাকা, আর না থাকা সমান; তাদৃশ জ্ঞান-দ্বারা যে ধর্ম্ম হয়, তাহার মূলচ্ছেদন এবং আ-মার এই সকল উপদেশ অঙ্গীকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি যে উগ্র কর্ম্ম সাধন করিবার নিমিত্ত জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছ, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? দেখ, আমি যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া কত কত ঐশ্বর্য্যশালি ক্ষত্রিয়গণকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের সদ্গতি লাভ হই-য়াছে, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি এজন্য আমার প্রতি সন্তুষ্ট নাই; প্রজাপতি অজ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়দিগকে তুল্যরূপে পরোপকারার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব নিরন্তর জীবগণের উপকার করিয়া সুরলোকে গমন করাই উচিত। অবধ্য-ব্যক্তিকে বধ করিলে যেরূপ দোষ, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেইরূপ দোষ হইয়া থাকে, সাধুগণ যাহা পরিত্যাগ করেন দস্যুগণ তাহা নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে, অতএব নৃপতি অতিতীক্ষ্ণ হইয়া প্রজাগণকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন, তাহার অন্যথা হইলে তাহারা বৃকের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করত বিচরণ করিবে। বায়স-গণের সলিল হইতে মৎস্য হরণের ন্যায় যাহার রাজ্যে দস্যুগণ পরধন হরণ করিয়া থাকে, সে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে নিতান্ত পাপিষ্ঠ। রাজন্! তুমি বেদবিদ্যা-সমন্বিত সৎকুল-সম্ভূত জনগণকে সচিব-পদে অভিষিক্ত করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও পৃথিবী শাসন কর। যে রাজা অন্যায়-রূপে প্রজাগণের নিকট কর গ্রহণ করেন, সেই পালন-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ও বিশেষ উপায়ের অনভিজ্ঞ ক্ষত্রিয় ক্লীব-শব্দের বাচ্য হয়। নৃপতি নিতান্ত উগ্র বা একান্ত অনুগ্র হইলে ধর্ম্মত প্রশংসিত হয়েন না; অতএব উগ্রত্ব বা অনুগ্রত্ব উভয়কেই অতিক্রম করা উচিত নহে, সুতরাং তুমিও প্রথম উগ্র হইয়া পরে মৃদু হও। আমি তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি, এজন্য এই নিতান্ত কষ্টকর ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কহিলাম। বিধাতা উগ্র কার্য্য সাধনার্থই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি তদনু-সারে রাজ্যশাসন কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ধীমান্ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, আপদকালে অশিষ্ট জনের নিগ্রহ এবং শিষ্ট ব্যক্তির সতত পরিপালনই ধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে সাধুতম পিতামহ! অন্য ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় যদি কোন মর্য্যাদা থাকে, তবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বেদবিৎ সচ্চরিত্র তপস্বী ব্রাহ্মণ-গণকে সেবা কর, ইহাই সুপবিত্র উৎকৃষ্ট কর্ম্ম; তুমি দেবতাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিয়ত সেইরূপ ব্যবহার কর। মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রসন্নতা-দ্বারা বহুল যশো-

লাভ হয়, অপ্রসন্নতা-দ্বারা ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিপ্রগণ প্রীত হইলে অমৃত-তুল্য এবং ক্রুদ্ধ হইলে বিষ-সদৃশ হইয়া থাকেন।

দ্বাচত্বারিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৪২ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহা-প্রাজ্ঞ পিতামহ! শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিলে যে ধর্ম্ম হয়, আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভরতসত্তম মহারাজ! শরণা-গত জনের প্রতিপালনে সুমহান্ ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তুমি এই বিষয়ের প্রশ্ন করিবার উপযুক্ত পাত্র। রাজন্! শিবি-প্রভৃতি মহানুভাব নৃপতিগণ শরণা-গত জনগণকে প্রতিপালন করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, কোন কপোত শরণাগত শত্রুকে যথাবিধান সম্মান করিয়া নিজ মাংস ভোজন করাইয়াছিল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! পূর্ব্বকালে কপোত কি প্রকারে শরণাগত শত্রুকে স্বীয় মাংস ভোজন করাইয়াছিল এবং তাহার কি প্রকার গতি হইয়া-ছিল?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ ভার্গব মুচুকুন্দ নৃপতির নিকটে যে সর্ব্ব পাপ-বিনাশিনী দিব্য কথা বলিয়াছিলেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর। হে পুরুষ-প্রবর পৃথা তনয়! পূর্ব্বে নরপতি মুচুকুন্দ ভার্গবের নিকট প্রণত হইয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি-লেন। ভার্গব সেই শুশ্রূষমাণ নরপতিকে, কপোত যে রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তৎ কথা এইরূপে বলিয়াছিলেন।—মুনি কহিলেন, হে মহাভুজ মহা-রাজ! আমি ধর্ম্ম কামার্থ-নির্ণয়-যুক্ত কথা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কোন মহারণ্য-মধ্যে কা-লান্তক কৃতান্তের ন্যায় বিকটাকৃতি এক পক্ষিঘাতক নিষাদ পর্য্যটন করিত। তাহার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্র-দ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা-যুগল সুদীর্ঘ, পদ-দ্বয় ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর এবং হনু-দ্বয় বৃহৎ ছিল। সে নিরন্তর ভয়ঙ্কর কার্য্য করিত বলিয়া পত্নী-ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধব ছিল না, সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; যেহেতু পাপাচার মনুষ্যকে পণ্ডিতেরা এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আপনাকেই বিষ ভক্ষণ বা উদ্বন্ধনাদি-দ্বারা বিনষ্ট করিতে পারে, সে কি প্রকারে অন্যের হিতসাধন করিবে? যে সমস্ত দুরা-চার নৃশংস মানবেরা প্রাণিগণের প্রাণ হরণ করে, তাহারা সর্পের ন্যায় জীবগণের উদ্বেগ-জনক হয়। হে জননাথ! সেই নিষাদ জাল গ্রহণ-পূর্ব্বক বন-মধ্যে নিয়ত পক্ষি হত্যা করত তাহাদিগের মাংস বিক্রয় করিত। সেই দুরাত্মা এইরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিলে বহু কাল গত হইল, তথাপি সে নিজ কার্য্য-দ্বারা যে অধর্ম্ম হইতেছে, তাহা জানিতে পারিল না। সে এইরূপ উপায়-দ্বারা ভার্য্যার সহিত কাল হরণ করিতে থাকিলে মূঢ়তা-বশত তাহার অন্য কোন ব্যবসায়ে অভিলাষ হইল না।

অনন্তর, কোন সময়ে সেই নিষাদ বন-মধ্যে অব-স্থিতি করিতে থাকিলে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড সমী-রণ যেন বৃক্ষগণকে উৎপাটন করত প্রাদুর্ভূত হইল; সমুদ্র যেমন নৌকা-সমূহে সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ গগন-মণ্ডল মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে মেঘ-মালা-সমাকুল ও বিদ্যুৎ-সমূহে সমাবৃত হইল। দেবরাজ প্রচুর বারি-ধারা বর্ষণ-দ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে বসুন্ধরাকে সলিলে পরিপূর্ণ করিলেন। অনন্তর, সেই বর্ষণ সময়ে নিষাদ হত চেতন ও শীতার্ত্ত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে বন-মধ্যে পর্য্যটন করত এতাদৃশ নিম্নভূমি প্রাপ্ত হইল না— যাহা জল-সমূহে পরিপূর্ণ হয় নাই; বনের পথ-সকলও সলিলে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বেগ-সহকারে বর্ষণ-নিবন্ধন বিহঙ্গগণ হত ও ধরাতলে লীন হইয়া-ছিল। মৃগ, সিংহ, বরাহ-প্রভৃতি উচ্চ স্থল অবলম্বন করত শয়ন করিয়া রহিল; বনবাসিগণ প্রচণ্ড সমীরণ বর্ষণ-নিবন্ধন ত্রাসিত, ভয়ার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বন-

মধ্যে সকলে একস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পক্ষি-ঘাতক নিষাদ শীতার্ত্ত-শরীরে কোন স্থানে গমন করিতে, বা এক স্থানে স্থিরতর থাকিতে পারিল না। পরিশেষে একটি শীতবিহ্বলা কপোতী ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইল; সেই পাপাত্মা স্বয়ং পীড়িত হইয়াও তৎকালে কপোতীকে দেখিবা-মাত্র নিজ পঞ্জর-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। সে স্বয়ং দুঃখাভিভূত হইয়াও অন্যের দুঃখের কারণ হইল। সেই পাপাত্মা পাপকারী বলিয়া পাপ-কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইল। সে, বন-মধ্যে মেঘমণ্ডল-পর্য্যন্ত সমুন্নত একটি বনস্পতি দেখিতে পাইল; ছায়া, বাস ও ফল-প্রত্যাশায় বিহঙ্গগণ তাহারে আশ্রয় করিয়া রহি-য়াছে; বিধাতা পরোপকারের জন্য যেন সাধু জনের ন্যায় তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অনন্তর, প্রফুল্ল-কুমুদ-দল-রঞ্জিত সলিল-সম্পন্ন সুদীর্ঘ সরোবরের ন্যায় গগণ-মণ্ডল ক্ষণকাল-মধ্যে নির্ম্মল তারকা-সমূহে সুশোভিত হইল। শীত-বিহ্বল ব্যাধ মেঘ-নির্ম্মুক্ত নক্ষত্র-নিকর-নিচিত গগণ-তল নির্ম্মল ও রজনী প্রগাঢ় হইল দেখিয়া দিক্ সকল অবলোকন করিতে লাগিল। ' এস্থান হইতে অতি-দূরে আমার বাসস্থল ' ইহা ভাবিয়া সে, সেই বৃক্ষ-মূলে সেই রজনী যাপন করিতে নিশ্চয় করিল; পরিশেষে সে, অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক বনস্পতিকে প্রণতি করিয়া বলিল, হে তরুবর! তোমার উপর যে-সকল দেবতা আছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাগত হই-লাম। পক্ষিহন্তা মহাদুঃখে পতিত হইয়া এই কথা বলিয়া ভূমিতলে কতকগুলি পত্র আস্তরণ করত প্রস্তরের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল।

কপোত লুব্ধক সংবাদে ত্রিচত্বারিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৪৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! বিচিত্র তনূরুহ-বিশিষ্ট একটি বিহঙ্গ সুহৃদ্গণের সহিত বহুকাল সেই বৃক্ষের শাখায় বাস করিত; তাহার ভার্য্যা প্রাতঃকালে আহার আহরণ করিতে গিয়াছিল, রজনী সমাগত হইল, তথাচ সে আশ্রয়ে আসিল না, এজন্য পক্ষী নিতান্ত পরিতাপিত হইয়া কহিতে লাগিল, ইতঃ পূর্ব্বে প্রচণ্ড পবন প্রবাহিত এবং ঘোরতর বারিবর্ষণ হইয়া গিয়াছে, আমার প্রেয়সী এখনও আসিলেন না কেন? তিনি যে এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করি-লেন না, তাহার কারণ কি? কানন-মধ্যে আমার প্রণয়িনীর ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? প্রিয়া-বিরহে অদ্য আমার এই গৃহ শূন্য বোধ হইতেছে। ভার্য্যা-হীন গৃহস্থের গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরি-পূর্ণ হইলেও শূন্য হইয়া থাকে; পণ্ডিতেরা গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন; গৃহিণী-হীন গৃহ অরণ্য-সদৃশ। আমার সেই আরক্ত-নয়না বিচিত্রাঙ্গী মধুর-ভাষিণী প্রণয়িনী অদ্য যদি আগমন না করেন, তবে আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। যে সুব্রতা আমি অভুক্ত থাকিলে ভোজন করেন না, অস্নাত থাকিলে স্নান করেন না, উপবিষ্ট না হইলে উপবেশন করেন না এবং শয়ন না করিলে শয়ন করেন না; আমি হৃষ্ট হইলে যিনি হর্ষান্বিত, দুঃখিত হইলে দুঃখিত হয়েন; আমি প্রবাসে গমন করিলে যাঁহার মুখ মলিন হয় এবং ক্রুদ্ধ হইলে যিনি প্রিয় কথা বলেন, সেই পতিব্রতা, পতি-গতি এবং পতির প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিরত প্রেয়সী কোথায় গেলেন? ভূলোকে যাহার তৎসদৃশী ভার্য্যা আছে, সেই পুরুষই ধন্য। সেই অনুরক্তা সুস্থিরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি ভক্তিশালিনী যশস্বিনী তপস্বিনীই আমি শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে জানিতে পারেন। যাহার প্রেয়সী আছে, সে যদি বৃক্ষমূলেও বাস করে, তাহাই তাহার গৃহ-স্বরূপ আর প্রিয়া-হীন প্রাসাদও দুর্গম অরণ্য-তুল্য হইয়া থাকে। পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সাধন কার্য্যে ভার্য্যাই সহায় হইয়া থাকে এবং বিদেশ-গমন-কালে একমাত্র ভার্য্যাই পুরুষের বিশ্বাস-পাত্র। ইহলোকে ভার্য্যাই পুরুষের পরম প্রয়োজন সাধন করে, সহায়-হীন পুরুষের লোক-

যাত্রা নির্ব্বাহ পক্ষে ভার্য্যাই সহায় হয়। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধের ন্যায় নিয়ত রোগাভিভূত ও ক্লেশে পতিত মানবের পক্ষে ভার্য্যার সমান আর কেহই নাই; ভার্য্যার সমান বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আশ্রয় নাই এবং জন-সমাজে ধর্ম্ম-সংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যার সমান সহায় আর কেহই নহে। যাহার গৃহে পতিব্রতা ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে-গমন করাই কর্ত্তব্য; তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্য।

কপোত লুব্ধক সংবাদে ভার্য্যা-প্রশংসায় চতুশ্চত্বারিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৪৪ ॥

কপোত এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে পক্ষিঘাতী নিষাদের হস্তগতা কপোতী পতির সকরুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল। কপোতী কহিল, আহা! আমি অতি সৌভাগ্যবতী, আমার পতি কি প্রিয়বাদী! আমার গুণ থাকুক বা, না থাকুক, ইনি ত এইরূপ বলিতেছেন; যে নারীর প্রতি পতি পরিতুষ্ট নহেন, তাহারে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করা অনুচিত। নারীগণের প্রতি পতি পরিতুষ্ট থাকিলে সকল দেবতারাই সন্তুষ্ট হয়েন। অবলাগণের পতিই যে পরম দেবতা-স্বরূপ তদ্বিষয়ে অগ্নিই সাক্ষী থাকেন। পুষ্প-স্তবকশালিনী লতা যেমন দাবানল-দ্বারা দগ্ধ হয়, ভর্ত্তা অসন্তুষ্ট থাকিলে নারীও সেইরূপ ভস্ম হইয়া যায়।

নিষাদ-হস্তগতা দুঃখার্ত্তা কপোতী তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিয়া শোকাকুল পতিকে বলিল, নাথ! আমি তোমাকে কল্যাণের কথা কহিতেছি, তুমি শ্রবণ করিয়া তাহাই কর,—তুমি শরণাগত ব্যক্তির বিশেষ রূপে পরিত্রাণ কর; এই ব্যাধ তোমার আবাসে আসিয়া শয়ন করিয়া আছে, এ ব্যক্তি শীতার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে, অতএব ইহার সৎকার কর। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, যে কেহ লোক-মাতা গাভী-হত্যা করে এবং যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাদিগের পাতক তুল্য। আমাদিগের কপোত জাতির ধর্ম্মানুসারে যে ব্যবহার বিহিত আছে, ত্বাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিয়ত তদনুসরণ করা ন্যায্য; যে গৃহস্থ যথা-শক্তি ধর্ম্ম আচরণ করে, শুনিয়াছি, সে পরকালে অক্ষয় লোক-সকল প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি কন্যা-পুত্রের মুখ দর্শন করিয়াছ, অতএব স্বকীয় দেহে দয়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ পরিগ্রহ-পূর্ব্বক যেরূপে ইহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেইরূপে ইহার সৎকার কর। হে নাথ! তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না, তুমি যদি জীবিত থাক, তবে শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত অন্য পত্নী প্রাপ্ত হইবে।

পঞ্জরস্থা তপস্বিনী কপোতী অতি দুঃখিত হইয়া পতিকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক এইরূপ কথা বলিয়াছিল।

কপোত লুব্ধক সংবাদে পঞ্চচত্বারিংশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৪৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, কপোত নিজ পত্নীর ধর্ম্ম-সঙ্গত যুক্তিযুক্ত উক্তি শ্রবণ-পূর্ব্বক অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে পক্ষি-জীবি নিষাদকে নিরীক্ষণ করত যথা-বিধি যত্ন অনুসারে তাহার সৎকার করিল এবং তাহারে স্বাগত জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক কহিল, তুমি সন্তাপ করিও না, বিবেচনা কর, যেন নিজ গৃহেই রহিয়াছ, এক্ষণে বল, আমি তোমার কোন্ প্রিয়-কার্য্য সাধন করিব? তুমি আমাদিগের শরণাগত হইয়াছ, এজন্য প্রণয়-পূর্ব্বক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি অভিলাষ কর, শীঘ্র বল? আমি তাহাই করিব। শত্রুও যদি গৃহে আগমন করে, তবে তাহারও আতিথ্য করা উচিত, কোন লোক ছেদন করিতে আগমন করিলে বৃক্ষ তাহারে ছায়া প্রদানে বিরত হয় না; পঞ্চ যজ্ঞে প্রবৃত্ত গৃহস্থ ব্যক্তির বিশেষ যত্ন-সহকারে শরণাগত জনের আতিথ্য করা কর্ত্তব্য। গৃহাশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি মোহ-বশত পঞ্চ যজ্ঞ করিতে বিরত হয়, ধর্ম্মত

তাহার ইহলোকে ও পরলোকে সদ্গতি হয় না; অতএব তুমি বিশ্বস্ত হইয়া বল, আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, তুমি শোকে মনঃ সমাধান করিও না।

নিষাদ কপোতের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, আমি শীতে অতিশয় কাতর হইতেছি, অতএব হিম হইতে যাহাতে পরিত্রাণ হয়, তুমি তাহাই বিধান কর।

নিষাদ এইরূপ বলিলে পর কপোত সাধ্যানুসারে ধরাতলে কতকগুলি পত্র বিস্তীর্ণ করিয়া পত্র-দ্বারা অগ্নি আনয়নার্থ অবিলম্বে গমন করিল। সে অঙ্গার-শালায় গমন-পূর্ব্বক অগ্নি লইয়া আসিল, পরি-শেষে শুষ্ক পর্ণরাশি-মধ্যে অগ্নি প্রজ্বালন করিল। কপোত এইরূপে অগ্নি-প্রদীপ্ত করিয়া শরণাগত ব্যক্তিকে কহিল, তুমি বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে নিজ গাত্র সন্তাপিত কর। কপোত এইরূপ কহিলে নিষাদ তাহাতে সম্মত হইয়া স্বকীয় গাত্র তাপিত করিল। অগ্নিতাপে তাহার জীবন প্রত্যাগত হইলে সে, কপোতকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে কিছু আহার প্রদান কর। কপোত ব্যাধের বাক্য স্বীকার করিয়া বলিল, আমার এমন কোন খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত নাই, যদ্দ্বারা তোমার ক্ষুধা শান্তি হয়; আমরা বনবাসী, প্রতিদিন যাহা আহরণ করি, তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি; মুনিদিগের ন্যায় আমাদিগেরও আহার দ্রব্যের সঞ্চয় থাকে না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কপোত নিষাদকে এই কথা বলিয়া বিবর্ণ-বদন হইল এবং কি কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করত নিজ বৃত্তির নিন্দা করিতে লাগিল। কপোত মুহূর্ত্তকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া পক্ষিঘাতীকে বলিল, 'তুমি কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিব।' কপোত নিষাদকে এই কথা বলিয়া শুষ্ক পর্ণরাশি-দ্বারা হুতাশন প্রজ্বালন-পূর্ব্বক অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া বলিল, আমি দেবগণ, পিতৃগণ ও মহানুভাব ঋষিগণের নিকট পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথি পূজনে অতিশয় ধর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব হে প্রিয়দর্শন! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর; অতিথি পূজা বিষয়ে আমার নিশ্চয়-জ্ঞান হইয়াছে। অনন্তর, কৃত-প্রতিজ্ঞ মহামতি কপোত যেন হাস্য করিতে করিতে তিনবার সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। নিষাদ কপোতকে অগ্নি-মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া 'আমি এ কি করিলাম!' মনে মনে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! আমি কি নৃশংস! কি নিন্দ-নীয়! নিজ কর্ম্মদোষে আমার ঘোরতর মহত্তর অধর্ম্ম হইবে, সংশয় নাই। ব্যাধ পক্ষীকে তাদৃশা-বস্থ দর্শন করিয়া নিজ কর্ম্মের নিন্দা করত এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল।

কপোত লুব্ধক সংবাদে ষট্‌চত্বারিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৪৬॥

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নি-প্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় এই কথা বলিল যে, আমি অতিশয় নৃশংস ও নির্ব্বুদ্ধি, আমি কি কুর্ম্ম করিলাম! আমি অতি ক্ষুদ্রজীবী এই কার্য্য-দ্বারা অবশ্যই আমার মহাপাতক হইবে। সে বারম্বার এইরূপে আত্ম-নিন্দা করত বলিল, আমি যখন শুভ কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পক্ষি লোভী হই-য়াছি, তখন অবশ্যই আমি অবিশ্বাস্য অতিদুর্ব্বুদ্ধি ও নিয়ত পাপ-নিরত; আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর, এই জন্য মহাত্মা কপোত নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া অদ্য আমারে ধিক্কার-পূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিল, সংশয় নাই; অতএব আমি পত্নী, পুত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, মহাত্মা কপোত আমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে স্বল্প-সলিল সরোবর যেমন শুষ্ক হয়, সেইরূপ আমি অদ্য হইতে নিজ দেহকে সর্ব্ব-ভোগ-বিবর্জ্জিত করিয়া

পরিশুষ্ক করিব। ক্ষুধা, পিপাসা ও আতপ-সহিষ্ণু হইয়া কৃশ ও ধমনি-সন্তত শরীরে বহুবিধ উপবাস-দ্বারা পারলৌকিক ধর্ম্ম আচরণ করিব। কি আশ্চর্য্য! কপোত দেহ দান-দ্বারা অতিথি-সৎকার প্রদর্শন করিল। ধর্ম্মিষ্ঠ বিহগশ্রেষ্ঠে যাদৃশ ধর্ম্ম দৃষ্ট হইল, আমি তাহাই আচরণ করিব, যেহেতু ধর্ম্মই পরম গতি।

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক তীক্ষ্ণব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক এইরূপ বলিয়া এবং নিশ্চয় করিয়া মহাপ্রস্থান আশ্রয় করত সেই বৃদ্ধা কপোতীকে মোচনানন্তর যষ্টি, শলাকা, জাল ও পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল।

কপোত লুব্ধক সংবাদে সপ্তচত্বারিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৪৭॥

ভীষ্ম কহিলেন, নিষাদ গমন করিলে, পরম দুঃখিতা কপোতবনিতা শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করত পতিকে স্মরণ করিয়া বলিল, নাথ! তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিলে—এমন স্মরণ হয় না; বহু-পুত্রা নারীগণও বিধবা হইলে শোক করিয়া থাকে, পতি-হীনা দুঃখিনী নারী বন্ধুগণের শোচনীয়া হয়। তুমি নিয়ত আমাকে লালন করিয়াছ, মধুর ও মনোহর বচনে বহু মান-পূর্ব্বক আমার সৎকার করিয়াছ। শৈল-কন্দরে নদী-নির্ঝরে এবং রমণীয় তরু-শিখরে আমি তোমার সহিত বিহার করিয়াছি, আকাশ-গমন-কালেও আমি তোমার সহিত সুখে সঞ্চরণ করিয়াছি। হে নাথ! আমি পূর্ব্বে তোমার সহিত যে সকল বিহার করিয়াছি, অদ্য আর তাহার কিছুই নাই। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র-প্রভৃতি পরিমিত সুখ প্রদান করেন, অপরিমিত সুখ-দাতা ভর্ত্তাকে কে, না পূজা করিয়া থাকে? পতির সমান নাথ নাই, পতির সমান সুখ নাই, সর্ব্বস্ব ধন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবলাগণের একমাত্র পতিই অবলম্বনীয়। হে নাথ! এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, কোন্ সতী সীমন্তিনী পতি-হীনা হইয়া জীবন ধারণে উৎসাহ করে?

নিতান্ত দুঃখিতা পতিব্রতা কপোতী করুণ-স্বরে এইরূপে বহু প্রকার বিলাপ করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিল। অনন্তর, কপোত-বনিতা বিচিত্র বর্ম্ম-ধারী বিমানস্থ পতিকে মহানুভাব সুকৃতিগণ পূজা করিতেছেন দেখিতে পাইল। কপোত তখন বিচিত্র মাল্য, বসন ও আভরণে বিভূষিত হইয়া শতকোটি বিমান-বিহারি পুণ্যবান্ জনগণ-কর্ত্তৃক আবৃত ছিল। কপোত বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়া তথায় নিজ কর্ম্ম-অনুসারে সৎকৃত হইয়া প্রিয়ার সহিত বিহার করিতে লাগিল।

কপোত লুব্ধক সংবাদে অষ্টচত্বারিংশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৪৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! নিষাদ সেই কপোত-দম্পতীকে বিমানারোহণ-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে দেখিয়া দুঃখ-বশত চিন্তা করিল যে, এইরূপ তপস্যা-দ্বারা আমি পরম গতি প্রাপ্ত হইব; সে মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া গমন করিতে উপক্রম করিল। পক্ষিজীবী ব্যাধ মহাপ্রস্থান আশ্রয়-পূর্ব্বক স্বর্গ-কামনা-হেতু নিশ্চেষ্ট ও নির্ম্মম হইয়া বায়ু ভক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর, সুশীতল সলিল-সম্পন্ন সুবিস্তীর্ণ বিবিধ বিহগগণাকীর্ণ সরোরুহ-শোভিত এক মনোহর সরোবর তাহার নয়ন-গোচর হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি তাহা দর্শন করিলেই নিঃসংশয় তৃপ্ত হয়। মহারাজ! লুব্ধক তৎকালে উপবাস-বশত অতিশয় কৃশ হইয়াছিল, সে সেই রমণীয় সরোবরের প্রতি বিশেষ রূপে নয়ন নিক্ষেপ না করিয়াই বিবিধ শ্বাপদ-সমাকীর্ণ এক ঘোরতর অরণ্য-মধ্যে হৃষ্টচিত্তে প্রবিষ্ট হইল; বন-মধ্যে প্রবেশ-মাত্রেই তাহার দেহ কণ্টক-সমূহ দ্বারা বিক্ষত হওয়ায় রক্তাক্ত হইল, তথাচ সে, সেই বহুল মৃগকুল-সমাকুল বিজন বন-

মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর, কানন মধ্যে পবন-বেগ-বশত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগণের সংঘর্ষণে প্রবল দাবানল সমুত্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রলয়ানল-সম প্রভা-সমন্বিত পাবক ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ তরু-নিকর, পরিপূর্ণ লতা-পল্লব-সঙ্কুল সেই বন দহন করিতে লাগিলেন। অগ্নিদেব জ্বালামালা-সমন্বিত পবনোদ্ধূত বিস্ফুলিঙ্গ-নিবহ-দ্বারা মৃগপক্ষি-সমাকুল ঘোরতর অরণ্য দগ্ধ করিতে থাকিলে, সেই ব্যাধ দেহ-ত্যাগার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টচিত্তে বর্দ্ধিষ্ণু বহ্নিমণ্ডলের অভিমুখে ধাবমান হইল। হে ভরত-সত্তম! নিষাদ সেই অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইলে তাহার কলুষরাশি বিনষ্ট হইল, পরিশেষে সে পরম সিদ্ধি লাভ করিল। অনন্তর, সে বিজ্বর হইয়া স্বর্গলোকে গমন করত আপনাকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় বিরাজ করিতে দেখিতে পাইল।

পতিব্রতা কপোতী ও কপোত পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা নিষাদের সহিত এইরূপে সুরলোকে গমন করিয়াছিল। এইরূপ যে নারী অবিলম্বে পতির অনুসরণ করে, সে স্বর্গবাসিনী কপোতীর ন্যায় বিরাজ করিয়া থাকে। মহাত্মা কপোত ও লুব্ধকের এই উপাখ্যান কহিলাম; ইহারা পবিত্র কর্ম্ম-দ্বারা ধর্ম্মিষ্ঠগণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি নিয়ত ইহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে, প্রমাদ-বশত মনেও কখন তাহার অশুভ হয় না। হে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির! এইরূপে শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই মহান্ ধর্ম্ম, এই কার্য্য করিয়া গো-হত্যাকারী মানবও পাপ-কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে; কিন্তু, যে ব্যক্তি শরণাগত জনের বধ-সাধন করে, তাহার নিষ্কৃতি হয় না। মনুষ্য এই পাপ-প্রণাশন পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত না হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।

কপোত লুব্ধক সংবাদে একোন পঞ্চাশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৪৯ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরত-সত্তম! যে ব্যক্তি অজ্ঞান-পূর্ব্বক পাপাচরণ করে, সে কিপ্রকারে তাহা হইতে মুক্ত হয়, আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, শুনক-তনয় দ্বিজবর ইন্দ্রোত যাহা জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন, আমি এই বিষয়ে তোমার নিকট সেই ঋষিগণ-সংস্তুত পুরাতন বৃত্তান্ত বর্ণন করিব।

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় নামা মহাবল-পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। তিনি অজ্ঞান-পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া পুরোহিত সহ ব্রাহ্মণেরা সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন; পরিশেষে প্রজাগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি দিবা-রজনী দহ্যমান হইয়া বন গমন-পূর্ব্বক মহৎ কল্যাণ-সাধন করেন। নরপতি শোকে দহ্যমান হইয়া ঘোরতর তপস্যাচরণ করিলেন এবং মহীমণ্ডলের মধ্যে দেশে দেশে পর্য্যটন করত ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ খণ্ডনার্থ অনেকানেক ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তদ্বিষয়ে এই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন সময়ে রাজা জনমেজয় পাপ-কার্য্য-দ্বারা দহ্যমান হইয়া বিচরণ করত শুনক-নন্দন সংশিত-ব্রত মহর্ষি ইন্দ্রোতের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার চরণ-যুগল ধারণ করিলেন। মহর্ষি তৎকালে নৃপতির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভর্ৎসনা করত বলিলেন, তুমি ভ্রূণ-হত্যাকারী মহাপাপাচারী হইয়া কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছ? আমার নিকটে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না; যাও, যাও, ইহা তোমার উপযুক্ত স্থান নহে, তোমার আগমনে আমি প্রীত হই নাই; তোমার শরীর হইতে রুধিরের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইতেছে, আকার শবের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; তুমি অমঙ্গলাচার হইয়া মঙ্গলাচারের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় বিচরণ করিতেছ। তুমি অনুক্ষণ পাপ চিন্তন করত

অবিশুদ্ধ-স্বভাব এবং মৃত্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছ; তুমি প্রসুপ্ত ও প্রবুদ্ধ হইতেছ বটে, কিন্তু নিতান্ত অসুখ ভোগ করিতেছ। রাজন্! তোমার জীবন নিরর্থক; তুমি অতিশয় ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছ। হীনতর পাপকর্ম্ম করিবার কারণ বিধাতা তোমারে সৃজন করিয়াছেন। পিতৃগণ বহু কল্যাণ ইচ্ছা করত তপস্যা, দেব-পূজা, বন্দনা ও তিতিক্ষা-দ্বারা পুত্র-কামনা করিয়া থাকেন; কিন্তু দেখ, তোমার নিমিত্ত তোমার পিতৃলোক-সকল নরক-গামী হইতেছেন, তোমাতে তাঁহাদিগের যে সমস্ত আশা-বন্ধন ছিল, তাহাও নিরর্থক হইয়াছে। জনগণ যাঁহাদিগকে পূজা করত স্বর্গ, আয়ু ও যশো লাভ করেন, তুমি অকারণ সেই ব্রাহ্মণগণকে সতত দ্বেষ করিয়া থাক; অতএব তুমি ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাপকর্ম্ম-বশত অধঃ শিরা হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভোগার্থ দীর্ঘকাল নরকে নিমগ্ন থাকিবে; তথায় গৃধ্র ও অয়োমুখ ময়ূরগণ প্রতিক্ষণ তোমাকে ভক্ষণ করিবে। অনন্তর, তুমি পুনরায় পাপ-যোনি প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! যদি তুমি বিবেচনা কর 'ইহ লোকই নাই, তবে পরলোক কোথায়?' তাহা হইলে যমালয়ে যমদূতগণ প্রতিক্ষণ তোমাকে তাহা স্মরণ করিয়া দিবে।

ইন্দ্রোত জনমেজয় সংবাদে পঞ্চাশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৫০॥

ভীষ্ম কহিলেন, ইন্দ্রোত মুনি জনমেজয়কে এইরূপ বলিলে তিনি মুনিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধন! আপনি নিন্দনীয় ব্যক্তিকে নিন্দা করিয়া থাকেন, এজন্য আমি নিন্দনীয় হইয়াছি ও নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছি, সুতরাং আমাকে ও আমার কার্য্যকে নিন্দা করিতেছেন; অতএব আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তৎ সমস্তই দুষ্কর্ম্ম; এক্ষণে আমি যেন অগ্নি-মধ্যে অর্পিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেছি, স্বকীয় কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ কোন রূপেই সন্তুষ্ট নহে, আমি যম হইতে নিতান্ত ভীত হইতেছি; যম-ভয়-স্বরূপ শল্য উদ্ধার না করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব? মহর্ষে! আপনি সমুদয় ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন। পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলাম, সম্প্রতিও কহিতেছি, ব্রাহ্মণগণের প্রতি পুনরায় আর অভক্তি করিব না; আমার এই বংশের শেষ থাকুক, ইহার যেন পরাভব না হয়। যাহারা ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিয়া জন-সমাজে অখ্যাতি-ভাজন এবং বেদ-নির্ণয় অনুসারে সজাতি হইতে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদিগের শেষ হওয়া উচিত নহে; আমি নিতান্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছি, অতএব যুক্তিযুক্ত উক্তি সকল পুনঃপুন প্রকাশ করিব; সঙ্গহীন যোগিগণ যেমন অনুকম্পা করিয়া নির্দ্ধন জনগণকে পুনঃপুন প্রতি-পালন করিয়া থাকেন, আপনিও সেইরূপে আমাকে রক্ষা করুন। অযাজ্ঞিক মানবেরা কোন প্রকারে এই লোক প্রাপ্ত হয় না, তাহারা পুলিন্দ ও শবর-প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-জাতির ন্যায় নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। ব্রহ্মন্! আপনি সুপণ্ডিত, অতএব আমি বালকের ন্যায়, না জানিয়া যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন, পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায়, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শৌনক কহিলেন, অজ্ঞ ব্যক্তি যে বহু অযুক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; জ্ঞানবান্ হইয়াও যে জীবগণের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার না করে, তাহাই আশ্চর্য্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বয়ং অশোচ্য হইয়া অন্যের জন্য শোক করিয়া থাকে এবং শৈলবাসীর ন্যায় জগতীস্থ সমস্ত বস্তুকে প্রজ্ঞাবলে বিলোকন করে। যেব্যক্তি সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত ও তাঁহাদিগের নয়নের অগোচর হইয়া থাকে, সে কদাচ কল্যাণ লাভ ও কর্ত্তব্য-কার্য্য দর্শন করিতে

পারে না। বেদাগমে বিহিত ব্রাহ্মণের বীর্য্য ও মাহাত্ম্য তোমার অবিদিত নাই, অতএব এক্ষণে যাহাতে শান্তি লাভ হয় তাহাই কর, ব্রাহ্মণগণ তোমাকে রক্ষা করুন। বৎস! ক্রোধ-হীন ব্রাহ্মণগণ যাহা আচরণ করেন, তাহাই পরকালের উপকারক, এক্ষণে তুমি পাপে পরিতাপিত হইতেছ, অতএব এক মাত্র ধর্ম্মকে অবলম্বন কর।

জনমেজয় কহিলেন, হে শুনক-নন্দন! আমি পাপতাপে অনুতাপিত হইতেছি বটে কিন্তু, ধর্ম্মলোপ করি নাই, কল্যাণ-কামনা করত আপনার আরাধনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শৌনক বলিলেন, রাজন্! আমি দম্ভ ও অভিমান বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক তোমার প্রীতি অভিলাষ করি, তুমি এক মাত্র ধর্ম্মকে স্মরণ করত সর্ব্ব ভূতের হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত হও। ভয়, কার্পণ্য অথবা লোভবশত আমি তোমাকে অনুশাসন করিতেছি না; তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত আমার সত্য বাক্য শ্রবণ কর। আমি কোন-বিষয়ে প্রার্থনা করি না, 'হা, হা, ধিক্ ধিক্!' বলিয়া যে সমস্ত জীবেরা চীৎকার করিতেছে, তাহাদিগের সমক্ষেই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, সুহৃৎজনেরা এজন্য আমাকে অধার্ম্মিক বলিবেন এবং পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহারা আমার সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত পীড়িত হইবেন। কোন কোন মহাপ্রাজ্ঞ মানবগণ প্রকৃতরূপে আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিবেন। হে ভারত! ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা তুমিই অবগত হও, তাঁহারা আমার জন্য যেরূপে কল্যাণ লাভ করেন, তুমি তাহাই কর। হে নরনাথ! ব্রাহ্মণগণের অনিষ্ট করিবে না—বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! আমি আপনকার চরণ-যুগল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাক্য, মন, কর্ম্ম-দ্বারা পুনরায় কখন ব্রাহ্মণগণের অনিষ্ট আচরণ করিব না।

ইন্দ্রোতজনমেজয় সংবাদে একপঞ্চাশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৫১॥

শৌনক কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে তোমার চিত্ত ধর্ম্মপথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, এই জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তুমি শ্রীমান্ মহাবল পরাক্রান্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মদর্শী হইতেছ। নৃপগণ অগ্রে উগ্রস্বভাব হইয়া পরিশেষে স্বকীয় সচ্চরিত্র-দ্বারা জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। লোকে বলিয়া থাকে যে, যে রাজা নিষ্ঠুর হয়, সে সমস্ত লোককে সন্তাপিত করে, তুমিও পূর্ব্বে তাদৃশ থাকিয়া এক্ষণে ধর্ম্ম-দর্শী হইতেছ। হে জনমেজয়! তুমি রাজভোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দীর্ঘকাল যে তপস্যা অবলম্বন করিয়াছ, তাহা অধর্ম্মাভিভূত ভূপতিগণের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার। সমৃদ্ধিসম্পন্ন দাতা অথবা কৃপণ যে তপোধন হয় তাহা আশ্চর্য্য নয়, যেহেতু তাহারা তপস্যার দূরতর দেশে অবস্থিতি করে না। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কার্য্য করিলে দোষ ঘটনার সম্ভাবনা, আর পরীক্ষা-পূর্ব্বক কার্য্য করিলে তাহাতে নানা গুণ উৎপন্ন হয়। মহারাজ! যজ্ঞ, দান, দয়া, বেদাধ্যয়ন ও সত্য-কথন এই পাঁচটি পবিত্র কর্ম্ম এবং উত্তমরূপে তপস্যা করাই ভূপালগণের পরম পবিত্র ধর্ম্ম। হে জনমেজয়! তুমি সম্যক্‌রূপে সেই তপস্যা অবলম্বন-দ্বারা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম লাভ করিবে। পবিত্র দেশে গমন করা পরম পবিত্র কর্ম্ম, ইহা ঋষিগণ স্মরণ করিয়াছেন, এবিষয়ে যযাতি রাজা যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন পণ্ডিতেরা তাহাই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে মানব আপন দীর্ঘজীবন কামনা করে, সে যত্ন-সহকারে যজ্ঞ করিয়া

পরিশেষে তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিবে। পণ্ডিতেরা কুরুক্ষেত্রকে পবিত্র-তীর্থ বলিয়া থাকেন, কুরুক্ষেত্র হইতে সরস্বতী, সরস্বতী হইতে তদীয় তীর্থ সকল, সরস্বতী তীর্থ হইতে পৃথূদক তীর্থ পবিত্র, যাহাতে অবগাহন ও যাহার সলিল পান করিলে মনুষ্য অকাল-মরণ জন্য সন্তাপিত হয় না।

যিনি দীর্ঘ আয়ু কামনা করেন, তিনি মহাসরোবর পুষ্কর, প্রভাস, উত্তরমানস ও কালোদক-প্রভৃতি তীর্থে গমন করিবেন, সরস্বতী ও দৃশদ্বতী সরিতের সঙ্গম এবং মানস-সরোবরে স্বাধ্যায়শীল হইয়া বিচরণ করিবেন; মনু কহিয়াছেন যে, সমস্ত পবিত্র ধর্ম্মের মধ্যে ত্যাগ-ধর্ম্ম পবিত্রতর এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্ম তাহা হইতেও সমধিক পবিত্র; এবিষয়ে সত্যবান্ যে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা তাহাই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত বালক যেমন পাপ ও পুণ্যে আসক্ত হয় না, তুমিও তদ্রূপ পাপপুণ্যের অনুষ্ঠানে নিবৃত্ত হও, এই পৃথিবীতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই, জীবগণের পুত্র-কলত্রাদি সংযোগ-বিযোগ জন্য সুখ দুঃখ কল্পিত-মাত্র। নিখিল কলুষ-সংসর্গকারি পুরুষগণের পুণ্য ও পাতক নিবৃত্ত হইলে তাঁহারা ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করত পরম কল্যাণ-ভাজন হয়েন।

এক্ষণে ভূপালগণের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতর তাহা তোমাকে কহিতেছি, হে জননাথ! তুমি ধৈর্য্য এবং দান-দ্বারা স্বর্গলোক অধিকার কর; যাহার ধৈর্য্য ও দান-শক্তি আছে, সেই ধার্ম্মিক। মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণদিগের সুখের জন্য পৃথিবী পালন কর; পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিয়াছিলে, এক্ষণে তেমনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর। ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক বারম্বার ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হইলেও তুমি আত্ম উপমা-দ্বারা তাঁহাদিগকে কখন নিহত করিবে না, ইহা নিশ্চয় কর; স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরম কল্যাণ-সাধন কর। কোন কোন রাজা হিমের ন্যায় শীতল, অগ্নির ন্যায় ক্রূর এবং যমের ন্যায় গুণ-দোষ বিচারক হইয়া থাকেন, আর কোন কোন শত্রুতাপন ভূপাল লাঙ্গলের ন্যায় বিপক্ষের মূলোন্মূলন এবং বজ্রের ন্যায় আকস্মিক পাত-দ্বারা দুষ্টগণের শাসন করিয়া থাকেন। অসাধুজনের সহিত বিশেষ-রূপে প্রীতি করিলে তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে না, অতএব কল্যাণার্থী ব্যক্তির খলের সহিত কদাচ প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে। একবার পাপাচার করিয়া পরিতাপ করিলে তাহা হইতে মুক্তি হয়; দ্বিতীয়বার পাপাচার করিয়া 'পুনরায় এরূপ করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়; তৃতীয়বার পাপাচার করিয়া 'ধর্ম্ম আচরণ করিব' বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলে তাহা নষ্ট হয়; বহুল পাপকর্ম্ম করিয়া পবিত্র হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানাভিলাষি মানবের কল্যাণপথের পথিক হওয়া উচিত। যাহারা সুগন্ধি দ্রব্য সেবা করে, তাহাদিগের গাত্র সুগন্ধ হয়, আর যাহারা দুর্গন্ধ বস্তু সেবা করিয়া থাকে, তাহাদিগের গাত্র দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। তপস্যা-পরায়ণ ব্যক্তি পাপ হইতে সদ্যোবিমুক্ত হইয়া থাকেন। অভিশপ্ত ব্যক্তি সম্বৎসর কাল অগ্নির উপাসনা করিয়া মুক্তি লাভ করে। ভ্রূণ-হত্যাকারী মানব তিন বৎসর পর্য্যন্ত অগ্নির উপাসনা করিলে মুক্ত হইতে পারে, আর ভ্রূণ-হা ব্যক্তি শত যোজন দূর হইতে যদি মহাসরোবর পুষ্কর, প্রভাস ও উত্তর মানস তীর্থে আগমন করে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। প্রাণিঘাতক মানব যত প্রাণি হত্যা করে, তজ্জাতীয় তত প্রাণী ম্রিয়মাণ হইলে তাহাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মনু কহিয়াছেন, পাপী ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র তিনবার জপ করত যদি জল-মধ্যে নিমগ্ন হয়, তবে সে অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র হইয়া পাপ খণ্ডন করত জন-সমাজে সমাদৃত

হইয়া থাকে এবং জীবমাত্রেই জড় ও মূকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়।

রাজন্! পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ সুর-গুরু বৃহস্পতির নিকট গমন-পূর্ব্বক বিনীত-বচনে কহিয়াছিলেন, "মহর্ষে! আপনি ধর্ম্মের ফল অবগত আছেন এবং যাহার-দ্বারা পরলোকে নরকে গমন করিতে হয়, সেই পাপের ফলও আপনার অবিদিত নাই; যাহার পাপ পুণ্য উভয়ই তুল্য, তাহার কি পুণ্য-দ্বারা পাপ জয় হয় না? যাহা হউক, পুণ্যের ফল কি প্রকার এবং ধর্ম্মশীল মানব কি প্রকারে পাপ খণ্ডন করেন, আপনি আমাদিগকে তাহাই বলুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, প্রথমত অজ্ঞান-পূর্ব্বক পাপ-কর্ম্ম করিয়া পরে যদি জ্ঞান-পূর্ব্বক পুণ্য অনুষ্ঠান করে, তবে ক্ষার-সংযোগ-দ্বারা মলিন বস্ত্রের মালিন্য দূরী করণের ন্যায়, পুণ্যশীল ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ-দ্বারা পাপ খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়েন। পুরুষ পাপ-কর্ম্ম করিয়া অভিমান করিবে না, শ্রদ্ধা-সমন্বিত এবং অসূয়া-বিরহিত হইয়া কল্যাণ কামনা করিবে। যে পুরুষ পাপাচার করিয়া কল্যাণ কামনা করে, সে সাধুগণের বিবৃত ছিদ্র সকল আবরণ করিয়া থাকে সূর্য্যদেব যেমন প্রভাত সময়ে সমুদিত হইয়া সমস্ত তম নষ্ট করেন, ধর্ম্মাচারী মানব সেইরূপ সমস্ত পাপ খণ্ডন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, শুনক-নন্দন মহর্ষি ইন্দ্রোত নরপতি জনমেজয়কে এইরূপ কহিয়া বিধানানুসারে তাঁহারে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ রাজা জনমেজয় নিষ্পাপ ও কল্যাণ-পরিবৃত হইয়া পূর্ণ-সুধাকর যেমন গগনমণ্ডলে উদিত হয়েন, সেইরূপ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ শরীরে নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দ্রোত জনমেজয় সংবাদে দ্বিপঞ্চাশদধিক
শত অধ্যায়॥ ১৫২॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন মনুষ্য মৃত হইয়া পুনরায় জীবিত হয়, ইহা কি আপনি দর্শন বা, শ্রবণ করিয়াছেন?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে গৃধ্র জম্বুক-সংবাদ-সম্বলিত পুরাতন ইতিহাস যেরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। কোন ব্রাহ্মণের বহু দুঃখে লব্ধ বিশাল-লোচন একমাত্র পুত্র বাল-গ্রহ-দ্বারা পীড়িত হইয়া বাল্যকালেই কৃতান্ত-কবলে পতিত হইল। বান্ধবগণ দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইয়া রোদন করত বংশের সর্ব্বস্বভূত সেই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক মৃত বালককে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা সেই শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহার মধুর বাক্য সকল পুনঃপুন স্মরণ-পূর্ব্বক শোক প্রকাশ করত রোদন করিতে লাগিল, কোন ক্রমেই সেই মৃত বালককে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিতে সমর্থ হইল না।

ইত্যবসরে কোন গৃধ্র তাহাদিগের রোদন-ধ্বনি অনুসারে তথায় আসিয়া বলিল, তোমরা এই এক-মাত্র পুত্রকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া গমন কর, বিলম্ব করিও না; এস্থানে সহস্র সহস্র নর ও নারী আসিয়া থাকে, বান্ধবগণ যথা-কালে তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। দেখ, সমস্ত জগৎই সুখ ও দুঃখে অবস্থিতি করিতেছে, পর্য্যায়ক্রমে পুত্র-কলত্রাদির সহিত সংযোগ ও বিযোগ হইয়া থাকে। যাহারা মৃত ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া অবস্থিত রহে, অথবা, তাহার অনুগমন করে, তাহাদিগকেও নিজ পরমায়ুর পরিমাণ অনুসারে গমন করিতে হয়; অতএব এই গৃধ্র-গোমায়ু-সঙ্কুল বহুল কঙ্কাল-পরি-বৃত সর্ব্ব প্রাণি-ভয়ঙ্কর ঘোরতর শ্মশানে থাকি-বার আবশ্যক নাই; প্রিয়ই হউক বা, অপ্রিয়ই হউক, কোন ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর জীবিত হয় না, প্রাণিগণের গতিই এই। মর্ত্ত্য-লোকে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই মরিতে হইবে; অতএব এই কৃতান্ত-কৃত

নিয়ম-সত্ত্বে কোন্ ব্যক্তি মৃতলোককে জীবিত করিতে পারিবে? কার্য্যের অবসান হেতু লোক সকল বিরত হওয়ায় দিবাকর অস্তাচলে গমন করিতেছেন, অতএব তোমরা পুত্র-স্নেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ নিবাসে গমন কর।

অনন্তর, বান্ধবগণ গৃধ্রের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তৎকালে যেন শোক শূন্য হইয়া পুত্রটিকে ধরাতলে পরিত্যাগ করত গৃহাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহারা বালকটিকে মৃত নিশ্চয় করিয়া তাহার দর্শনে নিরাশ ও জীবনে হতাশ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বান্ধবগণ বিশেষ রূপে নিশ্চয় করিয়া নিজ আত্মজকে পরিত্যাগ করত পথ-মধ্যে আগমন করিতেছে, ইত্যবসরে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক শৃগাল বিবর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই সমস্ত গৃহ-গমনোদ্যত ব্যক্তিকে বলিল, রে দয়াহীন মূঢ় মানবগণ! এই দেখ, আদিত্য এখনও অস্তমিত হয়েন নাই; অতএব এখনও তোমরা স্নেহ কর, ভয় করিও না; মুহূর্ত্তের প্রভাব অতি চমৎকার, মুহূর্ত্ত-প্রভাবে ইহার পুনর্জ্জীবন অসম্ভাবিত নহে। তোমরা অপত্য-স্নেহ পরিবর্জ্জিত ও নির্দ্দয় হইয়া শ্মশান-মধ্যে ভূতলে দর্ভ আস্তরণ পূর্ব্বক পুত্রটিকে বিসর্জ্জন করত কি জন্য গমন করিতেছ? যাহার কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তোমরা প্রসন্ন হইতে, সেই মধুরভাষি শিশু সন্তানের প্রতি কি তোমাদিগের স্নেহ নাই? পশু পক্ষিগণ আপন সন্তান সকলকে প্রতিপালন করিয়া কোন ফল প্রাপ্ত হয় না, তথাচ তাহাদিগের অপত্য-স্নেহ কেমন তাহা তোমরা অনুশীলন কর; কর্ম্ম-সন্ন্যাসি মুনিগণের যজ্ঞ ক্রিয়ার ন্যায়, পশু পক্ষি কীট-প্রভৃতি স্নেহানুবন্ধি প্রাণিদিগের পুত্রাদি হইতে পরলোকে ফল প্রত্যাশা নাই, তাহারা ইহলোকে বা পরলোকে পুত্রাদি দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না, তথাচ তাহারা কেমন যত্ন-সহকারে অপত্যগুলিকে ধারণ করিয়া থাকে। পশু পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণিগণের সন্তান সকল সংবর্দ্ধিত হইয়া কখনও পিতা মাতাকে প্রতিপালন করে না, তথাচ প্রিয় পুত্রগণকে না দেখিলে কি তাহাদিগের অন্তঃকরণে শোকোদয় হয় না? মানবগণের অপত্য-স্নেহ-নিবন্ধন পুত্রাদি বিরহে শোক-সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব তোমরা এই একমাত্র বংশধর পুত্রকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় গমন করিবে? তোমরা বহু ক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করত সস্নেহ-নয়নে ইহাকে নিরীক্ষণ কর; ঈদৃশ প্রিয়পাত্র সকলকে পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। দুর্ব্বল, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থ ব্যক্তির নিকটে বান্ধবগণ অবস্থিতি করিলে অন্য ব্যক্তি তথায় অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। জীবন সকলেরই প্রিয়তম, সকলেই স্নেহ লাভ করিয়া থাকে; সাধুগণ তির্য্যক্‌যোনিতেও যাদৃশ স্নেহ করিয়া থাকেন, তাহা অবলোকন কর। নব-বিবাহ কালীন মাল্য-দ্বারা বিভূষিতের ন্যায় এই কমলায়ত-লোচন বালককে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য তোমরা গমন করিতেছ?

বান্ধবগণ তৎকালে শৃগালের বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনভাবে বিলাপ করত সকলেই শবের নিমিত্ত গৃহ-গমনে নিবৃত্ত হইল।

গৃধ্র কহিল, হায়! কি আশ্চর্য্য! হে সত্ত্বহীন মানবগণ! তোমরা এই অল্পবুদ্ধি নৃশংস ক্ষুদ্র শৃগালের কথা শুনিয়া কি নিমিত্ত নিবৃত্ত হইতেছ? পঞ্চভূত-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কাষ্ঠত্ব-প্রাপ্ত শূন্য ও নিশ্চেষ্ট শব-শরীরের জন্য কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? তোমরা আপনার জন্য কেন শোক প্রকাশ না কর? তীব্র তপস্যা আচরণ কর, যদ্দ্বারা কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে, তপস্যা-দ্বারা সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিলাপ করিয়া কি হইবে? অনিষ্ট ও অদৃষ্ট-সকল মৃত্যুর সহিত উৎপন্ন হয়; সেই অদৃষ্টের অনুগত হইয়া এই বালক তোমাদিগকে অনন্ত শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া গমন করিতেছে। গো, ধন, সুবর্ণ, মণি, রত্ন ও অপত্য-সকল তপস্যার

কাল-প্রভাবে প্রাপ্ত হয় এবং যোগ হইতে তপস্যা লাভ করা যায়। জীবগণ যে, যেমন কর্ম্ম করিয়া থাকে, সে, সেইরূপ সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়; জীব সুখ ও দুঃখ গ্রহণ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। পুত্র, পিতার কর্ম্ম-দ্বারা অথবা পিতা, পুত্রের কর্ম্ম-দ্বারা সুকৃত ও দুষ্কৃতে বদ্ধ হইয়া এই পথে গমন করেন না। যে প্রকারে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পার, তাদৃশ যত্ন-সহকারে ধর্ম্ম আচরণ কর, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রতি সময়ানুসারে সেবা কর। শোক ও দৈন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুত-স্নেহ হইতে নিবৃত্ত হও, ইহাকে শূন্যে পরিত্যাগ করত শীঘ্র গৃহে গমন কর। যে ব্যক্তি শুভ বা, অশুভ কর্ম্ম করে, সেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে বান্ধবগণের সম্বন্ধ কি? বান্ধবগণ প্রিয় পুত্র-প্রভৃতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এস্থানে অবস্থান করে না, তাহারা স্নেহ বিসর্জ্জন করত অশ্রুপূর্ণ আবিল-লোচনে আলয়ে গমন করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞই হউক বা, মূর্খই হউক, সধনই হউক বা, নির্দ্ধনই হউক, সকলেই শুভাশুভ-সমন্বিত হইয়া কালের বশীভূত হয়। শোক করিয়া কি করিবে? মৃত ব্যক্তির জন্য কেনই বা শোক করিতেছ? ধর্ম্মত সম-দর্শন কালই সকলের নিয়ন্তা। বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও গর্ব্ভস্থ সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হয়, জগতের গতিই এইরূপ।

শৃগাল বলিল, কি আশ্চর্য্য! হে মানবগণ! তোমরা অপত্য-স্নেহে অভিভূত হইয়া নিতান্ত শোক প্রকাশ করিতেছ, অল্পবুদ্ধি গৃধ্র এক্ষণে তোমাদিগের স্নেহ-বন্ধন ছেদন করিতেছে; যেহেতু ইহার সমভাবে সম্যক্রূপে প্রযুক্ত প্রত্যয়ান্বিত বচন-দ্বারা তোমরা দুস্ত্যজ স্নেহ-বিসর্জ্জন করত স্বস্থানে গমন করিতেছ। হায়! বিবৎসা গাভীগণের ন্যায় পুত্র-বিয়োগ-হেতু শ্মশানে শবের সেবা করত রোদন করিতে করিতে তোমাদিগের অতিশয় দুঃখ হইতেছে। মহীমণ্ডলের মধ্যে মনুষ্যগণের যাদৃশ শোক হইয়া থাকে, তাহা অদ্য আমি জানিতে পারিলাম; তোমাদিগের স্নেহ ও বিলাপ বিলোকন করিয়া আমারও অশ্রু-পাত হইতেছে। সতত যত্ন করিলে দৈব-দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়, দৈব ও পুরুষ-প্রযত্ন কাল-বশত সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিরন্তর নির্ব্বেদ না করাই উচিত; যেহেতু নির্ব্বেদ হইতে সুখোদয় হয় না। যত্ন করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব তোমরা নির্দ্দয় হইয়া কেন যাইতেছ? পিতৃলোকের বংশ রক্ষাকর আত্ম-মাংস হইতে সমুৎপন্ন শরীরার্দ্ধ-স্বরূপ সন্তানকে বন-মধ্যে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছ? দিনমণি অস্তগত ও সন্ধ্যা-কাল উপস্থিত হইলে তোমরা এই বালকটিকে গৃহে লইয়া যাইও, কিম্বা ইহাকে লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিও।

গৃধ্র বলিল, হে মানবগণ! এক্ষণে সহস্র বর্ষের অধিক হইল আমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; কিন্তু, নর, নারী ও নপুংসকের মধ্যে কেহ কখন মৃত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, ইহা আমি অবলোকন করি নাই। কেহ কেহ গর্ব্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, কেহ বা, জন্মিবামাত্র কাল-কবলিত হইয়া থাকে, কেহ কেহ বাল্যকালে চরণ-চালন সময়ে, কেহ বা যৌবনাবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে পশু পক্ষি-প্রভৃতি জঙ্গম জীবমাত্রেরই অদৃষ্ট অনিত্য; স্থাবর-জঙ্গম সকলই পরমায়ুর অধীন। প্রিয় পত্নী-বিরহিত ও পুত্র-শোকান্বিত ব্যক্তিগণ শোকে দহ্যমান হইয়া নিত্য নিত্য এই স্থান হইতে গৃহে গমন করিয়া থাকে। মানবগণ ইহলোকে সহস্র সহস্র অপ্রিয় এবং শত শত প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরলোকে গমন করে, অতএব তোমরা এই শোচনীয় অবস্থাপন্ন জীবন শূন্য তেজোহীন বালককে পরিত্যাগ কর; জীবন অন্য দেহে সংসক্ত হওয়ায় এই নির্জ্জীব বালকের কাষ্ঠত্ব প্রাপ্ত শব-শরীর পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য তোমরা গমন করিতে বিরত রহিয়াছ? এক্ষণে ইহার প্রতি স্নেহ এবং ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি

করার কোন ফল নাই। সম্প্রতি এই বালকের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না; অতএব তোমরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে নিজ গৃহে গমন কর। আমার বাক্য সকল আপাতত নিষ্ঠুরবৎ প্রতীয়মান হইলেও পরিশেষে ইহা যুক্তিযুক্ত ও মোক্ষ-ধর্ম্মাশ্রিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; অতএব কহিতেছি, তোমরা বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ নিকেতনে প্রস্থান কর। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানবান্ চৈতন্য-প্রদ গৃধ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মানবগণ নিবৃত্ত হইল। 'মৃত ব্যক্তিকে বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত দেখিলে এবং স্মরণ করিলে শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠে' বান্ধবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়াই এককালে নিবৃত্ত হইল। বান্ধবগণ নিবৃত্ত হইলে শৃগাল দ্রুতপদ-সঞ্চারে তথায় আসিয়া সুপ্ত বালককে নয়ন-গোচর করিল।

শৃগাল কহিল, হে মানবগণ! তোমরা গৃধ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই সুবর্ণ-বর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদ পুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? এই মৃত সন্তানকে পরিত্যাগ করিলে স্নেহ, বিলাপ ও রোদনের বিচ্ছেদ হইবে না, বরঞ্চ অবশ্যই পরিতাপ হইবে। শুনিয়াছি, সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র শম্বুক নামক শূদ্র তপস্বীকে নিহত করিলে তাঁহার ধর্ম্মবলে কোন ব্রাহ্মণ-বালক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, আর মহর্ষি শ্বেতের বালক পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্বেত সেই প্রেত-পুত্রকে পুনরায় জীবিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ কোন সিদ্ধ, মুনি বা, দেবতা তোমাদিগের করুণ রোদন শ্রবণ করিয়া দয়া করিতে পারেন।

শৃগাল এইরূপ কহিলে, পুত্রবৎসল শোকার্ত্ত বান্ধবগণ গৃহ-গমনে নিবৃত্ত হইল এবং মৃত বালকের মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক বহু বিলাপের সহিত রোদন করিতে লাগিল। গৃধ্র তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণে পুনরায় তথায় আসিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল।

গৃধ্র কহিল, এই বালক ধর্ম্মরাজের নিয়োগ-নিবন্ধন দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব ইহার গাত্রে হস্ত-সঞ্চালন ও অশ্রুপাত করিয়া কি হইবে? কত শত তপস্যা-শালী, ধনবন্ত, ও ধীমন্ত জনগণ এই প্রেত-পত্তনে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। বান্ধবগণ এই স্থানে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধগণকে বিসর্জ্জন করত দিবা-যামিনী দুঃখিত ভাবে অবস্থিতি করে, অতএব শোকভার ধারণে নির্ব্বন্ধ করিয়া কোন ফল নাই। এক্ষণে ইহার পুনর্জ্জীবন কোনক্রমেই বিশ্বসনীয় নহে। এই বালক জম্বুকের বাক্যে পুনরুজ্জীবিত হইবে না। যেব্যক্তি কালধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করে, পুনরায় তাহার আর জীবন হয় না; শৃগাল যদি আপনার মত শত শত শরীর প্রদান করে, তাহা হইলে শতবর্ষেও এই বালককে জীবিত করিতে পারিবে না; তবে রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু যদি ইহাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই শিশু জীবিত হইতে পারে; নতুবা তোমরা অশ্রু মোচন, আশ্বাসন ও দীর্ঘকাল রোদন করিলে এই বালক পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইবে না। এই শৃগাল ও তোমরা কয়েক জন বান্ধব এবং আমি সকলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক এই পথেই অবস্থান করিব, অতএব প্রাজ্ঞ-পুরুষ অপ্রিয়, পরুষতা, পরদ্রোহ, পরনারীর প্রণয়াভিলাষ, অধর্ম্ম ও মিথ্যাব্যবহারকে এককালেই পরিত্যাগ করিবেন। তোমরা সত্য, ধর্ম্ম, শুভ, ন্যায্য, প্রাণিগণের প্রতি মহতী দয়া, সরলতা ও শাঠ্যরাহিত্য যত্ন-পূর্ব্বক প্রার্থনা কর। যাহারা মাতা, পিতা, বান্ধব ও সুহৃদ্গণকে জীবিত দর্শন করিতে না পায়, তাহাদিগের ধর্ম্ম বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। যে, চক্ষু-দ্বারা দর্শন ও কোনরূপ অঙ্গচালনাদি করিতে সমর্থ নহে, তাহার দেহাবসানের পর তোমরা আর রোদন করিয়া কি করিবে? অপত্য-স্নেহ-নিবন্ধন দহ্যমান সেই শোক-সমাচ্ছন্ন বান্ধবগণ গৃধ্র-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুত্রটিকে ভূমিতলে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহগমনে প্রবৃত্ত হইল।

শৃগাল কহিল, প্রাণিগণের বিনাশ-সাধন এই মর্ত্ত্য-

লোক অতি দারুণ স্থল, এই স্থলে প্রিয়বন্ধু বিয়োগ, জীবিতকালের নিতান্ত অল্পতা, নানাবিধ অলীক ও অসত্য-ব্যবহার, অপবাদ ও অপ্রিয় কথন-প্রভৃতি দুঃখশোক-বিবর্দ্ধন ভাব সকল অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্যও এই মর্ত্তলোকে বসতি করিতে আমার অভিরুচি হয় না। ধিক্ ধিক্! কি আশ্চর্য্য! হে মানবগণ! তোমরা পুত্রশোকে প্রদীপ্ত হইয়া নির্ব্বুদ্ধিলোকের ন্যায় গৃধ্রের বাক্যে নিবৃত্ত হইলে? পাপাচার চঞ্চল-মতি গৃধ্রের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক স্নেহহীন হইয়া অপত্য-স্নেহ বিসর্জ্জন করত অধুনা কি প্রকারে গৃহ-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এই সুখদুঃখাবৃত লোক-মধ্যে সুখের পর দুঃখ, ও দুঃখের পর সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। হে মূঢ়গণ! বংশের শোভাকর এই রূপবান্ শিশু-সন্তানকে ক্ষিতিতলে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইবে? এই স্বরূপ সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন বালকটিকে আমি মনে মনে যেন জীবিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহাতে সংশয় নাই। হে মানবগণ! ইহার মরণই অনুচিত, তোমরা অনায়াসে ইহাকে প্রাপ্ত হইবে, যদি পরিত্যাগ করিয়া যাও, তবে সন্তানশোকে সন্তাপিত হইয়া অদ্যই তোমাদিগের বিনাশ হইবে। রজনীতে এস্থানে অবস্থিতি করিলে দুঃখ-সম্ভাবনা জানিয়া স্বয়ং সুখে থাকিবার মানসে অল্প-বুদ্ধি লোকের ন্যায় ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শ্মশানবাসী শৃগাল স্বার্থসাধন-নিমিত্ত আপাতত অমৃতোপম ধর্ম্মবিরুদ্ধ মিথ্যাপ্রিয়-বাক্য-দ্বারা সেই সমস্ত বান্ধবদিগকে গতি-নিবৃত্তির মধ্যবর্ত্তী করিলে তাহারা তথায় অবস্থিত রহিল।

গৃধ্র বলিল, এই যক্ষরাক্ষস-সেবিত প্রেত-সমাকীর্ণ পেচকনাদ-নিনাদিত নীলমেঘসম প্রভা-সম্পন্ন ঘোরতর দারুণ কানন অতি ভয়ঙ্কর, দিবাকর অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে দিঙ্মণ্ডল যতক্ষণ নির্ম্মল থাকে, তাবৎকালের মধ্যে তোমরা এই বনস্থলে শব-শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রেতকার্য্য সমুদয় সম্পন্ন কর। শ্যেনপক্ষিগণ কর্কশস্বরে নিনাদ করিতেছে, শিবা সকল দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে, মৃগেন্দ্রগণ প্রতিগর্জ্জন করিতেছে এবং দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন। শ্মশানস্থিত তরুগণ নীলবর্ণ চিতাধূম-দ্বারা রঞ্জিত হইতেছে, শ্মশানাধিষ্ঠিত দেবতারা নিরাহার থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছেন। এই দারুণ শ্মশান-মধ্যে বিকৃতাকৃতি ক্রব্যাদগণ তোমাদিগকে অভিভূত করিবে, ঘোরতর বনোদ্দেশে অদ্য তোমাদিগের অবশ্যই ভয় হইবে, অতএব এই কাষ্ঠভূত শব-শরীর পরিত্যাগ কর, শৃগালের বাক্য গ্রাহ্য করিও না, তোমরা জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া যদি জম্বুকের নিষ্ফল মিথ্যা বাক্য-সকল শ্রবণ কর, তবে সকলেই বিনষ্ট হইবে।

শৃগাল কহিল, হে মানবগণ! যে পর্য্যন্ত তপন অস্তাচল অবলম্বন না করেন, তাবৎকাল তোমরা অপত্যস্নেহ-নিবন্ধন নির্ব্বেদ না করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি কর, ভয় করা উচিত নহে। তোমরা বিশ্বস্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে রোদন করত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সন্তানের প্রতি সস্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ কর, এই দারুণ বন-মধ্যে তোমাদিগের কোন ভয় সম্ভাবনা নাই। পিতৃগণের নিধনাস্পদ এই বনোদ্দেশ অতি মনোহর, অতএব আদিত্য যতক্ষণ অবস্থিতি করেন, তোমরা তাবৎকাল অবস্থান কর, মাংসাশি গৃধ্রের বাক্য শ্রবণে কোন ফলোদয় নাই। তোমরা মুগ্ধচিত্ত হইয়া যদি এই গৃধ্রের নিষ্ঠুর বাক্য সকল গ্রাহ্য কর, তবে তোমাদিগের পুত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! গৃধ্র বলিল সূর্য্য অস্তমিত হইলেন, শৃগাল তাহার বিপরীত কহিল, এইরূপে তাহারা স্বকার্য্য-সাধনে যত্নবান্ ও ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়া শাস্ত্র অবলম্বন করত মৃত বালকের বান্ধবগণকে বিড়ম্বিত করিতে লাগিল। তাহারা

সেই বিজ্ঞানবিৎ গৃধ্র ও শৃগালের অমৃতায়মান বাক্যে কখন অবস্থান কখন বা, গৃহে গমন করিতে উদ্যত হইল। পরিশেষে তাহারা শোক-সমাবিষ্ট হইয়া রোদন করত সেই কার্য্যদক্ষ গৃধ্র ও শৃগালের বচন-নৈপুণ্য-নিবন্ধন প্রতারিত হইয়াও তৎকালে তথায় অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে বিবদমান সেই বিজ্ঞানবিৎ গৃধ্র ও শৃগাল এবং অবস্থিত বান্ধবগণের সন্নিধানে ভগবান্ ভবানীপতি ভগবতী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া করুণার্দ্র-নয়নে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, হে মানবগণ! আমি বরদাতা শঙ্কর। দুঃখিত বান্ধবগণ প্রণত ও দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, ভগবন্! আমরা সকলেই একমাত্র পুত্রের জীবনের জন্য একান্ত প্রার্থনা করিতেছি, অতএব আপনি অনুকম্পা করিয়া আমাদিগের পুত্রটিকে জীবন দান-দ্বারা জীবিত করুন, সর্ব্বভূত-হিতৈষী ভগবান্ পিণাকী মানবগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বারিপূর্ণ পাণি-দ্বারা বালকটিকে শত বর্ষ পরমায়ু এবং গৃধ্র ও শৃগালকে ক্ষুধা-শান্তিকর বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর, তাহারা কল্যাণ-জনিত হর্ষ সমন্বিত কৃতকৃত্য ও নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া দেবদেবকে প্রণতি-পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অনির্ব্বেদ ও দৃঢ়নিশ্চয়-দ্বারা দেবদেব প্রসাদে অবিলম্বে ফল প্রাপ্ত হয়। দৈবযোগ ও বান্ধবদিগের দৃঢ়নিশ্চয় অবলোকন কর। তাহারা দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে থাকিলে ভগবান্ তাহাদিগের অশ্রু মোচন করিলেন; দেখ, অল্পকাল-মধ্যে নিশ্চয় অন্বেষণ-দ্বারা শঙ্করের অনুগ্রহ লাভ-পূর্ব্বক দুঃখিত মানবগণ সুখিত হইল। হে ভারত! তাহারা শঙ্করের প্রসাদে পুত্রের পুনর্জ্জীবন-নিবন্ধন বিস্ময়াবিষ্ট ও নিতান্ত হৃষ্ট হইয়াছিল।

রাজন্! অনন্তর, তাহারা শিশুসম্ভূত শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্বর হইয়া পুত্রের সহিত হৃষ্ট-মানসে নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে সকলেরই পক্ষে এইরূপ জ্ঞান-নিদর্শনরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্য এই ধর্ম্মার্থ মোক্ষ-সংযুক্ত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে ইহলোকে ও পরলোকে সতত প্রমুদিত হইয়া থাকে।

গৃধ্রজম্বুকসংবাদে ত্রিপঞ্চাশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৫৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অসার অল্পবল ও ক্ষুদ্রজীবী মানব মোহ-বশত আত্মশ্লাঘা-সমন্বিত বিসদৃশ বাক্য-দ্বারা নিয়ত আসন্নবর্ত্তী উপকার ও অপকার-দ্বারা বৈরি-নিগ্রহে সমর্থ নিত্য উদ্যুক্ত বলবান্ ব্যক্তির দ্রোহ করিলে যদি সে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈরনির্য্যাতন অভিলাষে আগমন করে, তবে অল্পবল ব্যক্তি কিরূপে আত্মবল অবলম্বন করত অবস্থিতি করিবে?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাচীনেরা এবিষয়ে শাল্মলি ও পবনের সম্বাদ-সম্বলিত পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। হিমালয়-শৈলে বহুবর্ষাবধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শাখা-স্কন্ধ-পলাশ-সমন্বিত এক সুমহান্ শাল্মলি বৃক্ষ ছিল। তথায় মত্তমাতঙ্গ-দল ও অন্যান্য পশু সকল গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিত। সেই বনস্পতি চতুঃশত হস্ত-পরিমিত বিশাল, নিবিড়চ্ছায়া-সমাবৃত ও ফল পুষ্পে সুশোভিত থাকায় শুকশারিকাগণ সতত তাহাতে বসতি করিত। সার্থবাহ বণিক্‌গণ এবং বনবাসি তপস্বি-সকল পথ-মধ্যে গমনকালে সেই সুরম্য তরুতলে অবস্থিতি করিতেন।

হে ভারত! কোন সময়ে মহর্ষি নারদ সেই শাল্মলিবৃক্ষের স্কন্ধ ও বিপুল শাখা-সকল অবলোকন-পূর্ব্বক তাহার নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন, হে তরুবর! তুমি কি মনোহর, তোমাকে দর্শন করিয়া আমি একান্ত প্রীতি লাভ করিতেছি। মনোহর মৃগ, পক্ষি ও গজগণ হৃষ্ট হইয়া সতত তোমার আশ্রয়ে বসতি করিতেছে। হে মহাশাখ! তোমার

বিপুল স্কন্ধ ও শাখা সকল কখন সমীরণ-কর্ত্তৃক ভগ্ন হয় নাই দেখিতেছি, এই বন-মধ্যে পবন যখন সতত তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, তখন বোধ হয়, তিনি তোমার সুহৃৎ অথবা তোমার প্রতি প্রীতিমান্ রহিয়াছেন। বেগশালী পবিত্র-গন্ধবহ ভগবান্ পবন বহন করত বিবিধ তরুনিকর ও গিরিশিখর-সমুদয়কে স্বস্থান হইতে বিচলিত এবং সরিৎ সরোবর সাগর-সকল অন্য কথা কি, রসাতলকেও শুষ্ক করিয়া থাকেন, সুতরাং সখিত্ব-নিবন্ধন পবন তোমাকে রক্ষা করিতেছেন সন্দেহ নাই, এজন্য তুমি বহু-শাখ হইয়া পত্র-পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছ। হে তরুবর! এই সমস্ত বিহঙ্গগণ তোমারে অবলম্বন করত প্রসন্ন-মনে বিহার করিতেছে—বলিয়া এই কানন রমণীয়-রূপে শোভিত হইতেছে। বসন্ত-সময়ে মনোহর-ধ্বনিকর এই সমস্ত বিহগগণের মধুর স্বর কর্ণকুহরে অমৃত-বর্ষণ করিতেছে। ঘর্ম্মার্ত্ত গজগণ স্বীয় যূথে সুশোভিত হইয়া গর্জ্জন করত তোমার আশ্রয়ে সুখ-সম্ভোগ করিতেছে। এইরূপ তুমি অন্য অন্য মৃগজাতি ও সর্ব্বজীবের আশ্রয়-বশত সুমেরু-শৈলের ন্যায় শোভিত হইতেছ। তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাপস ও সন্ন্যাসি-সমূহে সমাবৃত হওয়ায় তোমার আয়তন স্বর্গ-সমরূপে নিশ্চিত ও বিবেচিত হইতেছে।

পবনশাল্মলিসংবাদে চতুঃপঞ্চাশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৫৪॥

নারদ কহিলেন, হে তরুবর! সর্ব্বত্রগামী ভীষণ-সমীরণ বন্ধুত্ব বা, সখ্য-নিবন্ধন সতত তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, সংশয় নাই। তুমি তাঁহার নিকট 'আমি তোমারই' এই কথা অঙ্গীকার করিয়া পরম আত্মীয় হইয়াছ, এই জন্য তিনি তোমাকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমি ভূলোক-মধ্যে ঈদৃশ কোন পাদপ, পর্ব্বত ও নিকেতন নিরীক্ষণ করিতেছি না, যাহা বায়ুবলে ভগ্ন হয় নাই, অতএব আমার বোধ হয়, তুমি কোন কারণ-বশত শাখা-পল্লবের সহিত সমীরণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নিঃসংশয়ে অবস্থান করিতেছ।

শাল্মলি কহিল, ব্রহ্মন্! সমীরণ আমার সখা, সুহৃৎ, বন্ধু বা, বিধাতা নহে যে, তজ্জন্য সে আমারে রক্ষা করিতেছে। আমার তেজোবল বায়ু হইতেও প্রবল। পবন আমার বলের অষ্টাদশ অংশের একাংশ তুল্য, সে যখন আমার নিকটে আগমন করে, তখন আমি বল-পূর্ব্বক তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। প্রভঞ্জন, পর্ব্বত পাদপ-প্রভৃতি যে কোন পদার্থ ভঞ্জন করুক্ না কেন, সে নিকটে আসিলে আমা-কর্ত্তৃক ভগ্ন হয়, অতএব হে দেবর্ষে! সমীরণ ক্রুদ্ধ হইলেও আমি তাহা হইতে ভয় করি না।

নারদ কহিলেন, শাল্মলে! তোমার বুদ্ধির বৈপরীত্য হইয়াছে সংশয় নাই, বায়ুর তুল্য বলশালী কেহই নাই এবং কখন কোন স্থানে কেহ হইয়াছিল তাহাও নহে। তোমার কথা দূরে থাকুক্, ইন্দ্র, যম, কুবের ও জলাধিপতি বরুণও মরুতের তুল্য নহেন, এই জগতে জীবগণ যে জীবন ধারণ করে, ভগবান্ বায়ুই তাহার কারণ, তিনিই সকলের প্রাণ-দাতা ও চেতয়িতা, এই বায়ু প্রশান্ত-ভাবে থাকিলে প্রাণিগণ জীবিত রহে এবং ইনিই অশান্ত হইলে জীব সকল বিকৃতি লাভ করে, অতএব তুমি সমস্ত বলবানের অগ্রগণ্য ঈদৃশ পূজনীয় সমীরণকে যে অসম্মান করিতেছ, তাহার কারণ তোমার বুদ্ধি-লাঘব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তুমি অতি অসার ও দুর্ব্বুদ্ধি, এজন্যই কেবল বহু বাক্য ব্যয় করিতেছ এবং ক্রোধাচ্ছন্ন হইয়া মিথ্যাকথা কহিতেছ। তোমার এইরূপ কথা শুনিয়া আমার ক্রোধোদয় হইয়াছে, আমি স্বয়ং সমীরণের সন্নিধানে গমন করিয়া তোমার এই সমুদয় দুষ্ট বাক্য ব্যক্ত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে! চন্দন স্যন্দন, শাল, সরল, দেবদারু, বেতস ও বকুল প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল সারবান্ ও বলবান্ বৃক্ষ আছে, তাহারা কখন পবনকে এ প্রকারে তিরস্কার করে

না, তাহারা বায়ুর ও আপনার বলের তারতম্য জানে, এজন্য সেই তরুবরেরা সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি মোহ-বশত বায়ুর অনন্ত বল বিজ্ঞাত হও নাই, এজন্য এরূপ কহিতেছ, অতএব আমি তোমার কথা বলিবার জন্য সমীরণের সমীপে চলিলাম।

পবন-শাল্মলি-সংবাদে পঞ্চপঞ্চাশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৫৫॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মজ্ঞতম নারদ শাল্মলিকে এই কথা বলিয়া পবনের নিকট গমন-পূর্ব্বক শাল্মলির বাক্য-সমুদয় বলিতে লাগিলেন।

নারদ কহিলেন, হে সমীরণ! হিমালয় পর্ব্বতের পৃষ্ঠে সমুৎপন্ন শাখা-পল্লবশালী বৃহন্মূল কোন শাল্মলি বৃক্ষ তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। তোমার নিকটে সেই সকল কথা ব্যক্ত করা আমার উচিত নহে; আমি তোমাকে প্রাণিগণের অগ্রগণ্য, বরিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি; তুমি ক্রুদ্ধ হইলে কৃতান্তের তুল্য হইয়া থাক।

ভীষ্ম কহিলেন, সমীরণ নারদের এই বচন শ্রবণ করিয়া সেই শাল্মলি-শাখীর সমীপে আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন।

বায়ু বলিলেন, শাল্মলে! তুমি নারদের নিকটে আমার নিন্দা করিয়াছ, অতএব আমি বল-পূর্ব্বক তোমাকে নিজ প্রভাব প্রদর্শন করাইব। আমি তোমাকে জানি এবং তুমিও আমাকে জান; পিতামহ প্রজাসৃষ্টিকালে তোমার মূলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন—বলিয়াই আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিতাম। রে দুর্বুদ্ধি বৃক্ষাধম! সেই জন্যই আমি তোমাকে রক্ষা করিতাম, তুমি নিজ বীর্য্যবলে রক্ষিত হও নাই। তুমি সামান্য জনের ন্যায় যখন আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ, তখন যাহাতে আমাকে আর অবজ্ঞা না কর, সেইরূপে আত্ম-প্রভাব প্রদর্শন করাইব।

ভীষ্ম কহিলেন, শাল্মলি সমীরণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সহাস্য আস্যে বলিল, পবন! তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কি পরাক্রম প্রকাশ করিবে? আপনাকেই আপন বল প্রদর্শন কর। আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর, আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া তুমি কি করিবে? হে সমীরণ! তুমি অন্যের শাসনে সমর্থ হইলেও আমি তোমাকে ভয় করি না, আমি তোমা হইতে সমধিক বলবান্; অতএব তোমাকে আমার ভয় করিবার প্রয়োজন কি? জগতে যাহারা বুদ্ধিবলে বলবান্, তাহারাই বলীয়ান্; সামর্থ্য-মাত্রে বলবান্ ব্যক্তিদিগকে বলবান্ বলিয়া গণ্য করা যায় না। সমীরণ শাল্মলি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া 'কল্য তোমাকে পরাক্রম প্রদর্শন করাইব' এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অনন্তর, রজনী সমাগত হইল, শাল্মলি মনে মনে পবনের পরাক্রম চিন্তা করিয়া এবং আপনাকে তাঁহার অসদৃশ জানিয়া ভাবিল, আমি নারদের নিকটে বায়ুর বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, তাহা অমূলক, পবন প্রবল-বলশালী, নারদ যেরূপ বলিয়াছেন, বায়ু তদ্রূপই বলবান্ বটে। তাহার নিকটে আমি অতি অসমর্থ, তাহার কথা দূরে থাকুক্, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতেও দুর্ব্বল, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু কোন বনস্পতি আমার তুল্য বুদ্ধিমান্ নহে, অতএব আমি বুদ্ধিবল অবলম্বন করত পবনের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। কানন-স্থিত তরুগণ যদি আমার মত বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করে, তবে তাহারা সতত ক্রোধপরীত সমীরণ হইতে উপদ্রুত হয় না, সংশয় নাই। ক্রুদ্ধ সমীরণ তাহাদিগকে যেরূপে সঞ্চালিত করে, তাহা আমি যেরূপ জানি, তাহারা বালক বলিয়া সেরূপ জানে না।

পবন-শাল্মলি-সংবাদে ষট্‌পঞ্চাশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৫৬॥

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর শাল্মলি ক্ষুব্ধ হইয়া মনে

অবে নিশ্চয় করত আপনিই আপনার শাখা প্রশাখা ও স্কন্ধ সকল ছেদন করিল। সে শাখা, পত্র, পুষ্প-প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রভাত সময়ে সমীরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর, ক্রোধ-পরীত পবন বৃহৎ বৃহৎ তরু সকল পাতিত করত শাল্মলির সমীপে আগমন করিলেন, আগত হইয়া তাহাকে শাখা-পত্র ও পুষ্পহীন দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, শাল্মলে! তুমি আপনিই কষ্ট করিয়া শাখা-সকল ছেদন করত যেরূপ হইয়াছ, আমিও ক্রোধ-পূর্ব্বক তোমাকে সেইরূপই করিতাম; তুমি নিজ দুর্ব্বুদ্ধি-বশত আমার বীর্য্যের বশীভূত হইয়া পুষ্পহীন, শাখা-বিহীন, শীর্ণপর্ণ ও অঙ্কুর-বিরহিত হইলে।

ভীষ্ম কহিলেন, শাল্মলি তৎকালে সমীরণের এই কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইল এবং দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করত অনু-তাপ করিতে লাগিল। হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপ যে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত বৈর করে, সে শাল্মলির ন্যায় সন্তাপিত হয়; অত-এব দুর্ব্বল লোক প্রবলের সহিত বৈর করিবে না, যদি করে, তবে সে শাল্মলির ন্যায় শোচনীয় হয়। তুল্যপরাক্রম ব্যক্তিরাও অপকারির সমীপে সহসা শত্রুতা প্রকাশ করে না, তাহারা অল্পে অল্পে শত্রুর সমীপে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া থাকে। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধিজীবির সহিত বৈরাচরণ একান্ত অবিধেয়, তৃণরাশি-মধ্যে হুতাশনের ন্যায় বুদ্ধি-মানের বুদ্ধি বিপক্ষ মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে। হে রাজেন্দ্র! জগতে পুরুষের বুদ্ধি ও বলের তুল্য আর কিছুই নাই, অতএব বালক, জড়, অন্ধ, বধির ও বলাধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবে। হে বৈরিদমন! বলাধিক ব্যক্তিকে যে ক্ষমা করিতে হয়, তাহা তোমাতেই বিলোকিত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী ও তোমার সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা মহাবল অর্জ্জুনের বলের তুল্য নহে। যশস্বী ইন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় বনে বনে বিচরণ করিয়াও পরি-শেষে সমরে শত্রু সকলকে নিহত ও পরাজিত করিল। মহারাজ! এই তোমাকে রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম বিস্তারক্রমে বলিলাম, পুনরায় কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর বল।

পবন-শাল্মলি-সংবাদে সপ্তপঞ্চাশদধিক শত অধ্যায় ॥ ১৫৭ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাপের অধি-ষ্ঠান কি এবং যাহা হইতে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহাই প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরনাথ! যাহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণ কর; একমাত্র লোভ কেবল পুণ্যফল গ্রাস করিয়া থাকে, অতএব লোভ হই-তেই পাপ প্রবর্ত্তিত হয় এবং পাপের সহিত নিরতি-শয় দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে; লোক লোভ-হেতু পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অতএব লোভই পাপের মূল কারণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্ম-হানি, চিন্তা ও অকীর্ত্তি-প্রভৃতি সকলই লোভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কৃপণতা, বৈষয়িক সুখে নিতান্ত তৃষ্ণা, কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি, বংশ ও বিদ্যার অহ-ঙ্কার, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের অভিমান, সর্ব্ব জীবের অনিষ্টাচরণ, সকলের প্রতি অসম্মান, অবিশ্বাস ও শঠতা প্রকাশ, পরস্ব-হরণ, পরনারী-গমন, বাচনিক ও মানসিক আবেগ, পরনিন্দা, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা, উদরম্ভরিতা, দারুণ মরণ, বলবতী ঈর্ষা, দুর্জ্জয় মিথ্যা-ব্যবহার, দুর্নিবার্য্য রসবেগ, দুঃসহ শ্রোত্রবেগ, কুৎসা, আত্মশ্লাঘা, মাৎসর্য্য, দুষ্কর-কারিতা এবং সমুদয় সাহস-কার্য্য ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান-জনিত পাপ লোভ-বশতই প্রবর্ত্তিত হয়। মানবগণ কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন, সকল অবস্থাতেই লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; মনুষ্য জরা-জীর্ণ হইলেও লোভ জীর্ণ হয় না। হে কুরুকুল-

ধুরন্ধর নৃপবর! গভীর সলিল-সম্পন্ন স্রোতস্বতী-সমূহ-দ্বারা সাগর যেমন পরিপূর্ণ হয় না, সেইরূপ নিয়ত ফল প্রাপ্তি হইলেও লোভকে কখন পরিপূর্ণ করিতে পারা যায় না। যে লোভ অর্থলাভ-দ্বারা হৃষ্ট এবং কামনা সিদ্ধি-হেতু পরিতৃপ্ত হয় না, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও সমস্ত জীবগণ যাহাকে প্রকৃতরূপে জানে না, সেই লোভকে মোহের সহিত জয় করা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির উচিত। হে কৌরব! অবশেন্দ্রিয় লুব্ধ ব্যক্তিবর্গের দম্ভ, পরানিষ্ট, পরনিন্দা, পৈশুন্য ও মৎসরতা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুল শাস্ত্র অধ্যয়ন করত বহুদর্শী ও সমস্ত সংশয়-চ্ছেদে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও অল্পবুদ্ধি জনগণের ন্যায় লোভজালে জড়িত হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন। দ্বেষ ও ক্রোধে আসক্ত এবং শিষ্টাচার-বহিষ্কৃত লুব্ধ ব্যক্তিগণ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় অন্তরে ক্রূর ও বাক্যমাত্রে মধুর হইয়া থাকে। সেই ক্ষুদ্রাশয় জনগণ ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া ধর্ম্মচ্ছলে অপরের অনিষ্ট করত জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, যে কোন উপায় অবলম্বন করত বহুল পথ প্রদর্শন এবং লোভাসক্ত হইয়া সৎপথ সকল বিলুপ্ত করে। লোভ-গ্রস্ত দুরাত্মাদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের যে যে অবস্থা অন্যথা হয়, তাহা তদ্রূপেই প্রথিত হইয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! ক্রোধ, মদ, স্বপ্ন, হর্ষ, শোক ও অভিমান লুব্ধবুদ্ধি ব্যক্তিবর্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত লোভ-সমন্বিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ত অশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা কর।

সম্প্রতি পবিত্র-চরিত শিষ্টগণের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারত! যাহাদিগের সংসারে পুনরাবৃত্তি ও নরক ভয় নাই, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুমাত্রে তুল্যজ্ঞান, যাহারা বৈষয়িক সুখে আসক্ত নহে, শিষ্টাচার ও ইন্দ্রিয়-দমন যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, সুখ ও দুঃখে যাহাদিগের সমভাব, সত্যই যাহাদিগের পরম অবলম্বন, যাহারা দানশীল ও দয়াবান্, অথচ অন্যের অর্থগ্রহণে পরাঙ্মুখ, যাহারা পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের পরিতৃপ্তি-সাধনে সতত নিরত, সকলের উপকারক, ধীর ও সর্ব্ব ধর্ম্ম-পালক, যাহারা সর্ব্বভূত-হিতৈষী ও সাধারণের উপকার-সাধনে প্রাণ প্রদানে সমর্থ, সেই সমস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। পূর্ব্বে সাধুগণ যেরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের আচরণ তাহা হইতে বিভিন্ন নহে। যাঁহারা সৎপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ত্রাস নাই, তাঁহারা চপল ও উগ্রস্বভাব নহেন, কখন কাহারও হিংসা করেন না, সেই সকল ব্যক্তিকে সতত সেবা করা সাধুগণের কর্ত্তব্য। যাঁহারা নিষ্কাম, ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কৃত, সুব্রত ও স্থির-মর্য্যাদা-সমন্বিত, তাঁহাদিগকে উপাসনা করত তুমি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা কর। হে যুধিষ্ঠির! ধন ও যশের জন্য তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে, দেহ ধারণার্থ আহারাদির ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ভয় নাই, ক্রোধ নাই, চপলতা ও শোক নাই, তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী বা, পাষণ্ড-ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। যাঁহাদিগের লোভ নাই, মোহ নাই; যাঁহারা সত্য ও সরলতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, হে কুন্তীতনয়! তুমি তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হও; যাঁহাদিগের সহিত আনুরক্তি হইলে পুনরায় তাহা স্খলিত হয় না। যাঁহারা লাভ হইলে হৃষ্ট এবং অলাভে অসন্তুষ্ট নহেন; সেই নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সত্ত্বগুণাবলম্বী, সমদর্শী, সৎপথাবস্থিত, স্থির-বিক্রম, বোধেচ্ছু ব্যক্তিগণের লাভালাভ সুখ দুঃখ প্রিয়াপ্রিয় ও জীবন মরণ সকলই সমান। ভদ্র! তুমি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে নিরত ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভাবদিগকে সর্ব্ব প্রকারে সম্মান করিবে; লোকের বাক্য সকল কখন দৈব-বশতঃ গুণ-গৌরব-সমন্বিত হইয়া সম্পদের নিমিত্ত হয়, কখন বা তাহাই আবার বিপদের হেতু হইয়া উঠে।

অষ্ট পঞ্চাশদধিক শত অধ্যায়॥ ১৫৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! লোভই যে অনর্থের মুল, তাহা আপনি বলিলেন, এক্ষণে অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞান-বশত পাপাচরণ করে, সে যে, আপনার বিনাশ হইবে, তাহা জানিতে পারে না; সে, সচ্চরিত ব্যক্তিবর্গকে দ্বেষ করত লোকের নিকট নিন্দনীয় হয়। লোক অজ্ঞানবশত নরকগামী, দুর্গতি-ভাগী, ক্লেশ-বিশিষ্ট ও আপদাবিষ্ট হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, এক্ষণে আমি অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মুল, যোগ, গতি, কারণ, কাল ও হেতু কি তাহা প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। লোকে যে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা অজ্ঞান হইতেই প্রসুত হয়।

ভীষ্ম কহিলেন, রাগ, দ্বেষ, মোহ, অসন্তোষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, বিষয়াভিলাষ, তাপ, পর বৃদ্ধিতে পরিতাপ ও পাপক্রিয়া সকল অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মহারাজ! তুমি এই অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি-প্রভৃতি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বিশেষ ও বিস্তাররূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারত! অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়েরই ফল ও দোষ তুল্য, অতএব তুমি এই উভয়কে একই বিবেচনা কর। লোভের বৃদ্ধি, ক্ষয় ও উদয় অনুসারে তদুৎপন্ন অজ্ঞান বর্দ্ধিত, ক্ষীণ ও উদিত হইয়া থাকে। বিচিন্তুতাই লোভের মুল এবং লোভ হইতেই অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, লোভ ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহার কারণ ও বিনষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞান হইতে লোভ ও লোভ হইতে অজ্ঞান এবং অন্যান্য সকল দোষই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব লোকে লোভ পরিত্যাগ করিবেক। জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য অনেকানেক নরপতিগণ লোভ-ক্ষয়-নিবন্ধন সুরলোকে গমন করিয়াছেন। হে কুরুবর! তুমি প্রত্যক্ষ দুঃখকর লোভকে পরিত্যাগ কর, ইহলোকে লোভ পরিত্যাগ করিলে পরলোকে পরম সুখ ভোগ করিবে।

একোন ষষ্ট্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৫৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! স্বাধ্যায়ে কৃতযত্ন ধর্ম্মকাম মানবের পক্ষে ইহলোকে শ্রেয়স্কর কি? জগতে বহুবিধ বস্তু দর্শন করা যায়, ইহার মধ্যে ইহলোক ও পরলোকে যদ্দ্বারা শ্রেয় হয়, আপনি আমাকে তাহাই বলুন। হে ভারত! ধর্ম্মপথ অতিবিস্তৃত ও বহু শাখা-সমন্বিত, ইহার মধ্যে ধর্ম্মের কোন্ অংশ অনুষ্ঠেয়-রূপে আপনার অভিমত। বহু শাখা-সমন্বিত ধর্ম্ম অতি মহৎ পদার্থ, অতএব সেই ধর্ম্মের যাহা পরম মুল আপনি তৎসমুদয় প্রকৃতরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার প্রশ্ন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি যদ্দ্বারা শ্রেয়ো লাভ করিবে, তাহা কহিতেছি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, তুমিও তদ্রূপ জ্ঞানতৃপ্ত হইবে। মহর্ষিগণ ধর্ম্মের যে যে অনুষ্ঠান বলিয়াছেন, তাহা নানাবিধ; নিজ নিজ বিজ্ঞান অবলম্বন-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই তাহাদিগের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ। নিশ্চয়দর্শি বৃদ্ধগণ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকেই নিঃশ্রেয়সের নিমিত্ত বলিয়া থাকেন; বিশেষত ব্রাহ্মণের পক্ষে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই সনাতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-নিবন্ধন যথাবিধি কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। দম গুণ দান, যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন হইতেও উৎকৃষ্ট, পরম পবিত্র দমগুণ হইতে তেজ বৃদ্ধি হয়; দমগুণ অবলম্বন করিলে পুরুষ নিষ্পাপ ও তেজস্বী হইয়া মহৎ ফল লাভ করিতে পারেন। আমরা শুনিতে পাই, ইহলোকে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের সদৃশ ধর্ম্ম অন্য কিছুই নাই। জন-সমাজে সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই পরম শ্রেষ্ঠ। হে নরনাথ! ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পরম সুখ

সম্ভোগ ও মহান্ ধর্ম্ম লাভ করেন; দান্ত ব্যক্তি সুখে শয়ন ও জাগরণ করেন এবং অনায়াসে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মন সতত প্রসন্ন হয়। আর অদান্তব্যক্তি নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করত আত্ম-দোষ-জনিত বহু অনর্থে আবৃত হইয়া থাকে।

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই উত্তম ব্রত, ইহা মণীষিগণ কহিয়াছেন, অতএব হে কুরু-নন্দন! যাহাদিগের সমষ্টিকে দম বলে, তাহার লক্ষণ সকল কহিতেছি। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সর্ব্বভূতে সমতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় জয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপলা, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়-বাদিতা, অনসূয়া, গুরুশুশ্রূষা, ও সর্ব্বভূতে দয়া এই সমুদয়কে দম কহে। দান্তব্যক্তি খলতা, লোকাপবাদ, মিথ্যা কথা, স্তুতি, নিন্দা, কাম, ক্রোধ, লোভ, গর্ব্ব, অবিনয়, আত্মশ্লাঘা, রোষ, ঈর্ষা ও অবমাননার আ-লোচনা করেন না। তিনি অনিন্দিত এবং কামনা ও অসূয়া-বিরহিত হইয়া অনিত্য সুখে অভিলাষী নহেন, এবং সমুদ্র যেমন সলিলরাশি-দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েন না, সেইরূপ তিনি ব্রহ্মলোক লাভ হইলেও কোনক্রমে তৃপ্তি লাভ করেন না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আমি তোমার, তুমি আমার, তাহারা আমার এবং আমি তাহাদের, এইরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধন মমতা-পাশে আবদ্ধ হয়েন না। গ্রাম্য ও আরণ্য-ভেদে লোক-মধ্যে যে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি আছে, তাহা এবং নিন্দা ও প্রশংসাতে যিনি আসক্ত না হয়েন তিনিই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বভূত-হিতৈষী শীল-সম্পন্ন প্রসন্ন-চিত্ত আত্মজ্ঞানী এবং বিবিধ-বিষয়া-সঙ্গ-বিমুক্ত তাঁহার পরলোকে মহৎ ফল হইয়া থাকে। সুশীল সচ্চরিত্র প্রসন্ন-চিত্ত আত্মবিৎ বি-দ্বান্ ব্যক্তি ইহলোকে সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়া পর-লোকে সদ্গতি লাভ করেন। ইহলোকে যে কর্ম্ম শুভরূপে প্রথিত আছে এবং সাধুগণ যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, জ্ঞান-সম্পন্ন মৌনাবলম্বি মানবের তাহাই স্বাভাবিক পথ; এই পথ কখন বিনষ্ট হয় না। জ্ঞানযোগ-সমন্বিত যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বন-গমন-পূর্ব্বক কাল অপে-ক্ষা করত ব্রতাচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মসারূপ্য লাভে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বভূত হইতে যাঁহার ভয় নাই এবং যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের ভয় সম্ভাবনা থাকে না, তাঁ-হার দেহ-বিমুক্তির পর কাহা হইতেও ভয় হয় না। যিনি ভোগ দ্বারা কর্ম্মফল সকল ক্ষয় করেন এবং কখন তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখেন না, সেই সর্ব্বভূতে সমদর্শী বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বজীবে অভয় দান করত পরব্রহ্মে লীন হয়েন। গগণে বিহঙ্গগণের এবং জল-মধ্যে জলচর সকলের গতি যেমন নয়ন-গোচর হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বভূত-হিতৈষি জনের গতি নেত্র-পথে পতিত হয় না, সংশয় নাই।

রাজন্! যিনি গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোক্ষ পথের পথিক হয়েন, তাঁহার নিমিত্ত নিত্যকালের জন্য তে-জোময় লোক-সমুদয় নির্ম্মিত হয়। নিষ্কাম পবিত্র-চিত্ত প্রসন্নাত্মা আত্মবিৎ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যথাবিধানে তপস্যা ও বিবিধ বিদ্যা সন্ন্যাস করত ইহলোকে সৎকার প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। পিতামহের তপোরাশি-সমুদ্ভব গুহা-মধ্যে আবৃত যে নিত্য লোক আছে, তাহা ইন্দ্রিয়-বিজয়-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি জ্ঞানালোচনা-দ্বারা তৃপ্ত ও প্রবুদ্ধ হইয়াছেন এবং কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধ নাই, ইহ লোকে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের ভয় থাকে না, অতএব পরলোকের ভয় হইবে কেন? ইন্দ্রিয়-বিজয়ে একটি মাত্র দোষ দৃষ্টি-গোচর হয়, দ্বিতীয় দোষ দেখা যায় না, দান্তব্যক্তি ক্ষমাশীল হয়েন বলিয়া লোকে তাঁহাকে অশক্ত বিবেচনা করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ! এক ব্য-ক্তির এক মাত্র দোষ মহৎ গুণের নিমিত্ত হইয়া থাকে, ক্ষমা-দ্বারা বিপুল লোক-সকল ও সহিষ্ণুতা সুলভ হয়। দান্ত-ব্যক্তির অরণ্য গমনে প্রয়োজন নাই, তিনি যেস্থানে অবস্থিতি করেন, তাহাই অরণ্য ও আশ্রম-সদৃশ হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতপানে পরিতৃপ্তের ন্যায় প্রহৃষ্ট হইলেন; তিনি ধার্ম্মিকবর শান্তনু-তনয়কে পুনরায় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর, কুরুকুল-ধুরন্ধর ভীষ্মদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

দমপ্রশংসাবিষয়ক ষষ্ট্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৬০॥

ভীষ্ম কহিলেন, কবিগণ এই সমুদয়কে তপোমূল বলিয়া থাকেন, যে মূঢ়ব্যক্তি তপস্যাচরণ করে নাই, সে কখন ক্রিয়া ফল প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রজাপতি তপোবল-দ্বারা এই দৃশ্যমান বিশ্বের সৃজন করিয়াছেন, এইরূপ ঋষিগণও তপঃপ্রভাবে বেদসমুদয় লাভ করিয়াছেন। বিধাতা ফলমূলাদি অন্ন সকলকে তপস্যা-দ্বারাই সৃজন করিয়াছেন, একান্তসমাহিত সিদ্ধগণ তপঃপ্রভাবে লোকত্রয় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। রোগ-নাশক ঔষধ-সমুদয় তথা বিবিধ-ক্রিয়ানিবহ তপস্যা-দ্বারাই সিদ্ধ হয়, সমস্ত সাধনই তপোমূল। জগতে যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য পদার্থ আছে, তপঃপ্রভাবে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ঋষিগণ তপস্যা-দ্বারাই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সংশয় নাই। সুরাপায়ী, বিত্তাপহারী, ভ্রূণহত্যাকারী এবং গুরুতল্পগামী মানব উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত তপস্যা-দ্বারা তত্তৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তপস্যা বহুবিধ, বৈষয়িক সুখসম্ভোগে নিবৃত্ত হইয়া যিনি যে কোনরূপ তপোনুষ্ঠান করুন্‌নাকেন অনশন হইতে পরম তপস্যা আর কিছুই নাই। মহারাজ! অহিংসা, সত্য বচন, দান ও ইন্দ্রিয়দমন হইতেও অনশন উৎকৃষ্ট। দান হইতে দুষ্কর আর কিছুই নাই, জননীকে অতিক্রম করিয়া আশ্রমান্তর গমনে ধর্ম্ম নাই, বেদজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নহে, সন্ন্যাসই পরম তপস্যা। যাঁহারা সুখসমৃদ্ধি ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য ইহলোকে ইন্দ্রিয়-সংযমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে অনশন হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, মানব, মৃগ ও পক্ষিগণ, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য স্থাবর ও জঙ্গম যে সমুদয় জীবগণ আছে, তাহারা সকলেই তপঃপরায়ণ হইয়া তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপে দেবতারা তপস্যা-দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তপস্যার ফল সকল সতত ইষ্ট-বিষয় বিভাগ করিয়া দেয়। তপস্যা-দ্বারা দেবত্বও প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, সংশয় নাই।

তপঃকথনে একষষ্ট্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৬১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! দেবগণ, দ্বিজগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ সত্যধর্ম্মকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব আমি সত্যধর্ম্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি আমাকে তাহাই বলুন। সত্যের লক্ষণ কি, কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সত্য প্রাপ্ত হইলে কি হয়, আপনি তাহা বর্ণন করুন

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ধর্ম্মসঙ্কর প্রশস্ত নহে, সর্ব্ববর্ণের মধ্যে অবিকারিতম সত্যই শ্রেষ্ঠ। সাধুগণের সন্নিধানে সত্যধর্ম্মই সতত আদরণীয়, সত্যই সনাতন ধর্ম্ম; সকলে সত্যকে সৎকার করিবে, সত্যই পরম গতি। তপস্যা ও যোগ-সাধন সত্য ধর্ম্ম, সত্যই সনাতন ব্রহ্ম, সত্যই পরমোৎকৃষ্ট যজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়েন, সমুদয় বস্তুই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যের আকার ও লক্ষণ কি প্রকার, তাহা আমি যথাক্রমে আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি এবং যে প্রকারে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিবার যোগ্য পাত্র। হে ভারত! সমস্ত লোক-মধ্যে সত্য ত্রয়োদশবিধ-রূপে বিখ্যাত। হে রাজেন্দ্র! সত্য, সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, ধৃতি, আর্য্যত্ব, সর্ব্বভূতের প্রতি সতত দয়া ও অহিংসা এই ত্রয়োদশ প্রকার সত্যের আকার। তন্মধ্যে অব্যয় ও

অবিকারি নিত্য-পদার্থের নাম সত্য, সর্ব্ব-ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ-যোগ-দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইচ্ছা, দ্বেষ ও কাম, ক্রোধের উপশম হইলে আপনার ও বৈরির ইষ্ট ও অনিষ্ট-বিষয়ে তুল্য দর্শনকে সমতা কহে। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে স্পৃহারাহিত্যকে দম বলে, দমগুণ থাকিলে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অভয় ও রোগোপশম হয়, জ্ঞান-প্রভাবে ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দান ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সংযমকে পণ্ডিতেরা অমাৎসর্য্য কহেন, পুরুষ নিয়ত সত্যপথে অবস্থিত থাকিলে মাৎসর্য্য-শূন্য হয়েন। অক্ষমা ও ক্ষমার বিষয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় পদার্থ সকলকে যে শক্তি-দ্বারা শিষ্ট ও সাধুব্যক্তি ক্ষমা করেন, তাহাকে ক্ষমা বলে, সত্যবাদী ব্যক্তি সুন্দররূপে এই শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। প্রশান্তচিত্ত সংযত বাক্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে শক্তি-দ্বারা নিরতিশয় কল্যাণকর কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন এবং কোন স্থানেও গ্লানি-যুক্ত না হয়েন, তাহাকেই লজ্জা বলে; ধর্ম্ম হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম ও অর্থের নিমিত্ত লোক-সংগ্রহার্থ ক্ষমা করাকে তিতিক্ষা বলা যায়, ধৈর্য্য-দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়। মমতা ও বিষয় বাসনা পরিত্যাগের নাম ত্যাগ; রাগদ্বেষ-বিহীন ব্যক্তিই ত্যাগশীল হয়েন, অন্যে নহেন। প্রযত্ন-সহকারে জীবগণের শুভকার্য্য সম্পাদন করাকে আর্য্যতা বলে। যদ্দ্বারা সুখে ও দুঃখে বিকৃতি না হয় তাহাকে ধৃতি বলে, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন, তিনি সতত ধৃতির বশবর্ত্তী হইবেন। মনুষ্য নিয়ত ক্ষমাশীল ও সত্যপরায়ণ হইবেন, যিনি হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই পণ্ডিত-ব্যক্তিই ধৃতি-লাভে সমর্থ হয়েন। বাক্য, মন, কর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বভূতে অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান করা সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। হে ভারত! এই ত্রয়োদশ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ গুণ একত্রিত হইয়া সত্য হয়, ইহ লোকে সাধুগণ সত্যের সেবা করত বর্দ্ধিত হয়েন। রাজন্! সত্যের গুণ-সমুদয়ের অন্ত বলিতে পারা যায় না, এই জন্য পিতৃগণ ও দেবগণের সহিত বিপ্রগণ সত্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, মিথ্যা হইতে পরম পাতক অন্য কিছুই নহে, সত্যই ধর্ম্মের আশ্রয়, অতএব সত্য লোপ করিবে না। সত্য হইতে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, বেদ-সমুদয়, ও ধর্ম্ম নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও এক মাত্র সত্য তুলাদণ্ডে ধৃত হইলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে এক মাত্র সত্য বিশিষ্ট হয়।

সত্যকথনে দ্বিষষ্ট্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৬২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতশ্রেষ্ঠ! কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, বিধিৎসা, অকার্য্যে পরবশতা, মাৎসর্য্য, মদ, ঈর্ষা, কুৎসা, অসূয়া, কৃপা, ও ভয় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, আপনি আমার নিকটে তাহা প্রকৃতরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ত্রয়োদশ টি প্রাণিগণের প্রবল শত্রু, ইহারা মানবদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়া থাকে, ইহা মানবগণের সতত অবগত থাকা উচিত। রাজন্! এই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও নিবৃত্তির বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে অগ্রে ক্রোধের উৎপত্তির বিষয় প্রকৃতরূপে কহিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং তাহা পরদোষ-দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া ক্ষমা-দ্বারা নিবদ্ধ ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সংকল্প হইতে কাম জন্মে, তাহার যত সেবা করা যায়, সে ততই বর্দ্ধিত হয়, প্রাজ্ঞব্যক্তি কাম হইতে বিরত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ ও লোভের মধ্য হইতে অসূয়ার আবির্ভাব হয়, সর্ব্ব ভূতে দয়া দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে অনিষ্ট বস্তু দর্শন-দ্বারাও ইহার উদয় হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিবৃত্তি দেখা যায়। মোহ অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনঃপুন পাপা-

চার-দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে, সৎসংসর্গ-বশত তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। হে কুরুকুলধুরন্ধর! যাহারা বিরুদ্ধ শাস্ত্র-সকল দর্শন করে, তাহাদিগের বিধিৎসা অর্থাৎ কার্য্যারম্ভে ব্যগ্রতা জন্মে, তত্ত্বজ্ঞান হইতে তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে; প্রণয়াস্পদ পুত্র-প্রভৃতির বিয়োগ-বশত শরীরিদিগের শোক সমুদ্ভূত হয়, প্রিয়ব্যক্তি বিযুক্ত হইলে যখন শোক করিয়া তাহার পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ইহা বিদিত হয়, তৎকালেই শোক শান্তি হইয়া থাকে; ক্রোধ, লোভ ও অভ্যাস-নিবন্ধন অকার্য্য-পরতন্ত্রতা জন্মে, সর্ব্বভূতে দয়া ও নির্ব্বেদ-হেতু তাহার নিবৃত্তি হয়। সত্য পরিত্যাগ ও অনিষ্ট-বিষয় সেবা-দ্বারা মাৎসর্য্য হইয়া থাকে, সাধুগণের সংসর্গ করিলে ইহার ক্ষয় হয়। কুলমর্য্যাদা, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য হইতে মদ জন্মে, ঐ সকলের যাথার্থ্য বিদিত হইলেই উহা তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কাম ও হর্ষ হইতে ঈর্ষা জন্মপরিগ্রহ করে, ইতর প্রাণিগণের প্রজ্ঞা দর্শন-দ্বারা তাহা প্রনষ্ট হয়। রাজন্! সমাজচ্যুত লোক-দিগের বিভ্রম-বশত দ্বেষ্য ও অসম্মত বাক্য-দ্বারা কুৎসা জন্মিয়া থাকে, শিষ্টাচার দর্শন-দ্বারা তাহার শান্তি হয়। যাহারা বলশালি অপকারকের প্রতীকার করিতে সমর্থ নহে, তাহাদিগের তীক্ষ্ণতর অসূয়া জন্মিয়া থাকে, কারুণ্য-বশত তাহার নিবৃত্তি হয়। দুঃখিতব্যক্তি-দিগকে সতত দর্শন করিলে কৃপা জন্মে, ধর্ম্মনিষ্ঠা বিদিত হইলে তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জীবগণের অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, ইহা সতত দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিষয়-সকলের অস্থৈর্য্য দর্শন ও জ্ঞান হইলে তাহা নিবৃত্ত হয়। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন, শান্তি-দ্বারা এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের এই সমস্ত দোষ ছিল, তুমি সত্যাভিলাষী হইয়া তাহাদিগকে জয় করিয়াছ।

লোভোপাখ্যানে ত্রিষষ্ট্যধিক শত
অধ্যায়॥ ১৬৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! আমি সতত সাধু সকলের সহবাস বশত অনৃশংসতা অবগত আছি, নৃশংস ও তৎকার্য্যের বিষয় অবগত নহি। মানবগণ কণ্টক, কূপ ও অগ্নিকে যেরূপ পরিত্যাগ করেন, নিষ্ঠুর মনুষ্যকেও সেইরূপ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নৃশংস ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে বিস্পষ্টভাবে দগ্ধ হয়, অতএব আপনি তাহার বিষয় ও কর্ম্ম নির্ণয় বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, নৃশংস ব্যক্তিগণ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও কুৎসিত কার্য্য করিতে অভিলাষী হয়, উহারা স্বয়ং জনসমাজে নিন্দনীয় হইয়াও সতত পরের নিন্দা করে এবং আপনাকে সকলের নিকট বঞ্চিত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ও নীচাশয় আর কেহই নাই। উহারা অভিমান, অসৎসঙ্গ ও আত্মশ্লাঘা-নিরত হইয়া আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে, কৃপণ ও মূর্খের ন্যায় সকলকেই শঙ্কা করিয়া থাকে, নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং আশ্রমবাসি ঋষিদিগের প্রতি দ্বেষ করে, সতত পর-হিংসায় প্রবৃত্ত থাকিয়া দোষগুণের বিবেচনা করেনা, বহু অলীক বাক্য বলে, অশান্ত-চিত্ত ও লুব্ধ হইয়া নিষ্ঠুরকার্য্য করিয়া থাকে, ধর্ম্মশীল গুণবান্ ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া নিশ্চয় করে, আপনার চরিত্র প্রমাণ-দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না, পরের দোষ দেখিলেই তাহা গোপন-ভাবে প্রকাশ করে, অন্যের দোষ নিজ দোষের তুল্য হইলে জীবিকা নির্ব্বাহ নিমিত্ত তাহা অপ্রকাশ রাখে, উপকারি-ব্যক্তিকে কেবল বঞ্চিত বলিয়া বিবেচনা করে, সময়ানুসারে উপকারীকে ধন দান করিয়া পরে সন্তাপ করিয়া থাকে। উপাদেয় ভক্ষ্য পেয়-প্রভৃতি ভোজ্য বস্তুর ভোজন-কালে অপরে তাহা অবলোকন করিয়া থাকিলেও যেব্যক্তি একাকী ভোজন করে, তাহাকেও নৃশংস বলে। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ভোজনীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ প্রদান করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত তাহা ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে

অনন্ত সুখসম্ভোগ করত পরকালে স্বর্গলাভ করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই তোমার নিকট নৃশংসের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। বিজ্ঞানবান্ মানবের পক্ষে নৃশংসের সংসর্গ নিয়ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

নৃশংস-কথনে চতুঃষষ্ট্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৬৪॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! সর্ব্ব বেদান্তপারদর্শী, যজ্ঞশীল, ধর্ম্ম-পরায়ণ, সাধু ব্রাহ্মণগণ নির্দ্ধন হইলে আচার্য্য-কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অর্থ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, আর যাঁহারা নিঃস্ব নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করা বিধেয় এবং অব্রাহ্মণগণকে বেদির বহির্ভাগে অপক্ক অন্ন প্রদান করা উচিত। নৃপতি সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত রত্ন সম্প্রদান করিবেন, ব্রাহ্মণেরাই বেদ ও বহু-দক্ষিণ যজ্ঞ-স্বরূপ; তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক গুণ-গৌরব-বশত সম্পত্তি সম্পাদিত যজ্ঞ সমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকেন। যাঁহার পোষ্যবর্গ প্রতিপালনের নিমিত্ত ত্রৈবার্ষিক অথবা ততোধিক অন্ন পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনি সোম পান করিতে সমর্থ হয়েন।

ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি বর্ত্তমান-সত্ত্বে যাজ্ঞিক বিশেষত ব্রাহ্মণের যজ্ঞ যদি একাংশ-দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তবে রাজা অযজ্ঞযাজী অসোম-পায়ী বহুপশু-সম্পন্ন বৈশ্যের বিত্ত আদান-পূর্ব্বক যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। রাজা ইচ্ছানুসারে শূদ্রের গৃহ হইতে কোন অর্থ আহরণ করিবেন না, যেহেতু শূদ্রের যজ্ঞ-কর্ম্মে কোন অধিকার নাই। যিনি শত গোধন-সম্পন্ন হইয়াও আহিতাগ্নি নহেন এবং যিনি সহস্র গোধন-সম্পন্ন হইয়াও যাজ্ঞিক নহেন, রাজা যজ্ঞের জন্য অবিচারিত-চিত্তে তাহাদিগেরও ধন আহরণ করিবেন। নৃপতি নিয়ত প্রকাশ্য রূপে কৃপণদিগের ধন হরণ করিবেন; যে রাজা এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহার প্রভুত ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ অন্নাভাব-নিবন্ধন তিন দিবস উপবাস করিয়াছেন, তিনি হীনকর্ম্মা ব্যক্তির উদুখল, ক্ষেত্র, উদ্যান অথবা যে স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথা হইতে এক দিবসের উপযুক্ত ধান্য আহরণ করিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা, না করুন, তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ধর্ম্মানুসারে তাঁহার প্রতি দণ্ড ধারণ করিবেন না, ক্ষত্রিয়ের অনবধানতা-নিবন্ধন ব্রাহ্মণ ক্ষুধা-দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন। নৃপতি ব্রাহ্মণের বিদ্যা ও চরিত্রের বিষয় বিদিত হইয়া তাঁহার বৃত্তি বিধান করিবেন; পিতা যেমন ঔরস-পুত্রকে প্রতিপালন করেন, রাজা তেমনি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; সম্বৎসরান্তে বৈশ্বানর যজ্ঞ করিবেন।

ধর্ম্মজ্ঞগণ অনুকল্পকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন এবং বিশ্ব দেব, সাধ্য, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ আপদ্‌কালে মরণ-ভীত হইয়া অনুকল্পকে মুখ্যকল্পের প্রতিনিধি রূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প করিতে সমর্থ হইয়া অনুকল্পের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পারলৌকিক ফল লাভ হয় না। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নৃপতির নিকট কোন বিষয় নিবেদন করিবেন না, ব্রহ্ম-বীর্য্য ও রাজ-বীর্য্য এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের বীর্য্যই বলবত্তর; অতএব ব্রহ্মবাদিদিগের বীর্য্য রাজার পক্ষে সতত দুঃসহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা-স্বরূপে উক্ত হয়েন; ব্রাহ্মণের নিকট নীরস ও অমঙ্গল বাক্য বলিবে না। ক্ষত্রিয় বাহুবীর্য্য-দ্বারা, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভূত ধন-দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম-দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

কন্যা, যুবতী, মন্ত্রজ্ঞান-বিহীন মুর্খ ও অনুপনীত ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে আহুতি নিক্ষেপ করিবে না, ইহারা যাহার হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহার সহিত আপনারা নরকে নিপতিত হয়; অতএব বেদ-পারগ যাজ্ঞিক ব্যক্তির হোতা হওয়া উচিত। যিনি যজ্ঞীয় বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক প্রাজাপত্য দক্ষিণা দান না করেন, ধর্ম্মদর্শী জনগণ তাঁহাকে

আহিতাগ্নি বলেন না; শ্রদ্ধাবান ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম করিবে; কদাচ দক্ষিণা-বিহীন যজ্ঞ করিবে না। যিনি যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণা দান না করেন, তাঁহার প্রজা, পশু, স্বর্গ, যশ, কীর্ত্তি, আয়ু ও ইন্দ্রিয় সমুদয় বিনষ্ট হয়।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ রজস্বলা রমণীর সহিত সঙ্গত হয়েন, যাঁহারা আহিতাগ্নি নহেন এবং যাঁহাদিগের বংশে বেদজ্ঞান-বিহীন পুরুষ জন্মপরিগ্রহ করে, তাঁহারা সকলেই শূদ্র-তুল্য। ব্রাহ্মণ শূদ্রের কন্যা পরিণয় করিয়া যে দেশে কেবল কূপোদক উপজীব্য, তথায় দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। রাজন্! ব্রাহ্মণ যদি অপরিণীতা নারীকে এবং মান্যজ্ঞান করিয়া শূদ্রকে আপন শয্যায় শয়ন করিতে দেন, তবে তিনি আপনাকে অব্রাহ্মণ জ্ঞান করত তাহাদিগের পশ্চাৎভাগে তৃণ-শয়নে শয়ন করিবেন, এইরূপ করিলে তিনি শুদ্ধ হইবেন, এ বিষয়ে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট-বর্ণের সেবা করত এক স্থানে ও একাসনে এক রাত্র-মধ্যে তাহার সহিত বিহার করত যে পাপগ্রস্ত হয়েন, তিনি ব্রতনিষ্ঠ হইয়া তিন বর্ষে সেই পাপ শমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! পরিহাস সময়ে, স্ত্রী-সন্নিধানে, বিবাহ-কালে, গুরুর নিমিত্তে এবং আত্ম জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা দুষণীয় হয় না; পণ্ডিতেরা এই পঞ্চ প্রকার অনৃত ব্যবহারকে পাতক কহেন না। শ্রদ্ধাশীল পুরুষ নীচজাতি হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা গ্রহণ করিবেন, অপবিত্র স্থান হইতে অবিচারিত-চিত্তে সুবর্ণ গ্রহণ করিবেন, দুষ্কুল হইতেও উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবেন এবং বিষ হইতেও অমৃত লইয়া পান করিবেন, যেহেতু স্ত্রী, রত্ন ও জল ধর্ম্মত দূষ্য হয় না।

বৈশ্য জাতি বর্ণ-সঙ্কর নিবারণ-বিষয়ে গো ব্রাহ্মণ হিতের জন্য এবং আপনার পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিবে। জ্ঞান-পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুতল্প-গমন, সুবর্ণ-হরণ ও ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ, এই পাঁচটি মহাপাতক; প্রাণান্তই ইহার প্রায়শ্চিত্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে। সুরাপান ও অগম্যা গমন-হেতু যে ব্যক্তি পতিত হয়, তাহার সহিত সহবাস ও অব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করিলে অবিলম্বে পতিত হয়। মনুষ্য যাজন, অধ্যাপন ও যৌন-সম্বন্ধ-নিবন্ধন পতিত ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করিলে সম্বৎসর মধ্যে পতিত হইয়া থাকে; একত্র গমন, একাসনে উপবেশন ও একত্র ভোজন করিলে পতিত হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ নাই, প্রাণান্তই তাহার প্রায়শ্চিত্ত, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পাতকের যে প্রায়শ্চিত্ত আছে, তদ্দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া পরিশেষে পুরুষ আর তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণ-ঘাতক ও বিমাতৃগামী ব্যক্তি মৃত হইলে তাহাদিগের দাহাদি প্রেতকার্য্য করিবার আবশ্যক নাই, সপিণ্ডগণ তাহার অশৌচ গ্রহণ না করিয়া অন্ন ও হিরণ্য গ্রহণ করিবে, এ বিষয়ে বিচার করিবে না।

অমাত্য ও গুরুতর ব্যক্তি পতিত হইলে যে পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তাবৎ কাল ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিবেন না। পাপকারী ব্যক্তি তপস্যা ও ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পাপ ক্ষয় করে। তস্করকে তস্কর বলিলে তৎসদৃশ পাপ প্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি তস্কর নহে, তাহাকে তস্কর বলিলে তস্করের পাপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুমারী ব্যভিচার-দূষিতা হইলে ব্রহ্মহত্যা পাপের ত্রিভাগের একভাগ ভোগ করে, আর যে পুরুষ তাহাকে দূষিতা করে, সে অবশিষ্ট দুই ভাগ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণকে হননার্থ উদ্যম অথবা প্রহারার্থ স্পর্শ করিলে শত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না, হত্যা করিলে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত নরকে বাস করে; অতএব কদাচ ব্রাহ্মণকে আঘাত বা হত্যা করিতে

উদ্যত হইবে না। ব্রাহ্মণকে আঘাত করিলে তাঁহার গাত্র হইতে নির্গত শোণিত যতগুলি ধূলিকে সংসিক্ত করে, হত্যাকারী তত বৎসর নরকে বাস করিয়া থাকে। ভ্রূণ-হত্যাকারী পুরুষ গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ সংগ্রামে শস্ত্রপাত-হেতু হত হইলে শুদ্ধ হয় অথবা প্রজ্বলিত হুতাশন-মধ্যে আপনাকে আহুতি প্রদান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। সুরাপায়ী উষ্ণ বারুণী-মদ্য পান করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় অর্থাৎ উষ্ণ সুরাপান-দ্বারা তাহার দেহ দগ্ধ হইলে সে মৃত্যু-হেতু পরলোকে গমন করিয়া পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণ সুরাপান করিয়া এইরূপ আচরণ করিলে শুভলোকে গমন করেন, অন্যথা করিলে অসৎগতি প্রাপ্ত হয়েন।

পাপ-চেতন দুরাত্মা ব্যক্তি বিমাতৃ-গমন করিলে প্রজ্বলিত লৌহময়ী নারী-মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করত শুদ্ধ হয় অথবা, স্বয়ং শিশ্ন ও কোষ ছেদন-পূর্ব্বক অঞ্জলি-দ্বারা গ্রহণ করিয়া ঋজু-গতি হইয়া নৈঋ‍ৎ দিকে গমন করত নিপতিত হইবে, কিম্বা ব্রাহ্মণের জন্য যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে শুদ্ধ হইবে; নতুবা অশ্বমেধ, গোমেধ বা, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সৎকৃত হইতে পারিবে। ব্রহ্ম-হা ব্যক্তি নিহত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ করত দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর নিজ কার্য্য প্রকাশ-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও মননশীল হইবেক। ব্রহ্ম-হত্যাকারী মানবের এইরূপে তপোনিষ্ঠ ও মননশীল হওয়া বিধেয়। যে ব্যক্তি ঋতুমতী নারীকে ঋতুমতী জানিয়া নিহত করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হয়। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ নিরাহার, ব্রহ্মচারী ও ভূতলশায়ী হইয়া তিন বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কেবল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবেক, পরিশেষে একটি বৃষভের সহিত এক সহস্র গো দান করিয়া শুদ্ধ হইবেক। বৈশ্যকে নিহত করিলে দুই বৎসর কাল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া একটি বৃষভ সহ এক শত গো দান করিবেক। শূদ্রকে নিহত করিলে এক বৎসর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করত একটি বৃষভ ও এক শত গো দান করিবেক। কুক্কুর, বরাহ ও গর্দ্দভগণকে নিহত করিলে শূদ্রের ব্রত আচরণ করিবেক।

রাজন্! মার্জ্জার, মূষিক, স্বর্ণচাতক, মণ্ডূক, কাক ও সরীসৃপ-প্রভৃতি প্রাণিগণের হিংসা করিলে পশু হত্যার পাপ হইয়া থাকে। এক্ষণে অন্য অন্য প্রায়শ্চিত্ত সকল যথা ক্রমে কহিতেছি।

অজ্ঞান-বশত কীটাদি বধ করিলে অনুতাপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে; গো বধ ব্যতীত অন্যান্য পৃথক্ পৃথক্ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত সম্বৎসর-মধ্যে নির্ব্বাহ করিবে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণের ভার্য্যায় গমন করিলে তিন বৎসর ও পর-নারী গমন-মাত্রে দুই বৎসরকাল দিবসের চতুর্থ ভাগে ভোজন করত ব্রহ্মচারী ও ব্রতনিষ্ঠ হইবে। পর-নারীর সহিত এক স্থানে ও একাসনে উপবেশন করিলে তিন দিন জল-মাত্র পান করিয়া কালযাপন করিবে। হে কুরু-নন্দন! যে ব্যক্তি অকারণে পিতা, মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে, যেমন ধর্ম্ম-নির্ণয়ানুসারে পতিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র বিনষ্ট করে, সেও পতিত হইয়া থাকে। ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে বিশেষ-রূপে অবরুদ্ধ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-মাত্র প্রদান করিবে। পুরুষের পরদার-গমনে যে প্রায়শ্চিত্ত, ইহাকেও সেই ব্রত আচরণ করাইবে। যে নারী নিজ পতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পুরুষ-কে আশ্রয় করত পাপাচার করে, নৃপতি তাহাকে বহু লোকাকীর্ণ স্থানে কুক্কুরগণ-দ্বারা ভক্ষণ করাই-বেন। এইরূপ পুরুষ ব্যভিচার করিলে তাহাকে উত্তপ্ত লৌহময় শয়নে শয়ন করাইবেন এবং তাহাতে কাষ্ঠসঞ্চয় প্রদান করিলে পাপকারী মানব দগ্ধ হইবে। মহারাজ! স্ত্রীলোকেরা পতির প্রতি ব্যতি-ক্রম করিলে তাহাদিগের এইরূপ দণ্ড বিহিত হয়। যে দুরাত্মা পাপাচার করিয়া সম্বৎসর-মধ্যে প্রায়-শ্চিত্ত না করে, তাহারে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি

দুই, তিন, চারি অথবা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সহবাস করে, সে মুনিব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক সমস্ত পর্য্যটন করত ভিক্ষা-দ্বারা জীবন যাপন করিবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমূঢ়-সত্ত্বে কনিষ্ঠ যদি বিবাহ করে, তবে তাহাকে পরিবেত্তা কহে; সে, তাহার জ্যেষ্ঠ, বিবাহিতা বনিতা এবং যাহার উদ্যোগে বিবাহ হয়, তাহারা সকলেই অধর্ম্ম-বশত পতিত হইয়া থাকে। বীরঘাতী ব্যক্তি যে ব্রত আচরণ করে, তাহারাও পাপ-শুদ্ধির নিমিত্ত এক মাস কাল সেই কৃচ্ছ্র বা, চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেক, পরিশেষে পরিবেত্তা অগ্রজকে সেই পরিণীতা পত্নী প্রদান করিবে। অনন্তর, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিবে; এইরূপ করিলে সেই ভ্রাতৃ-দ্বয় ও পরিণীতা পত্নী ধর্ম্মত শুদ্ধি লাভ করে।

গো ভিন্ন পশুজাতির হিংসা দূষণীয় হয় না, পণ্ডিতেরা অবগত আছেন যে, পশুগণের প্রতি পালক-পুরুষের সর্ব্বস্বত্ব প্রভুত্ব আছে। পাতকী লোক চমরীর পুচ্ছ ধারণ-পূর্ব্বক স্বকীয় কার্য্য কীর্ত্তন করত মৃণ্ময় পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সপ্ত গৃহে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিবেক এবং তাহাতে যাহা লব্ধ হইবেক, তাহাই ভোজন করিবে; দ্বাদশ দিবস এইরূপ ব্রতাচরণ করিলে তাহার পর শুদ্ধ হইবে। পাপ শান্তি না হইলে সংবৎসর কাল ঐরূপ ব্রত আচরণ করিবে, তাহা হইলে পাপখণ্ডন হইতে পারিবে। মানবগণের মধ্যে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তই উৎকৃষ্ট। দান করিতে সমর্থ ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে এই সকল দান বিধান করিবেক। যাঁহারা নাস্তিক নহেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে একটিমাত্র গো দান পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যদি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট ও গর্দ্দভের মাংস, মূত্র অথবা পুরীষ ভোজন করেন, তবে পুনর্ব্বার তাঁহার সংস্কার করিতে হইবে। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ যদি সুরাপায়ীর গন্ধ আঘ্রাণ করেন, তবে তিনি প্রথম তিন দিন উষ্ণ জলমাত্র পান করিবেন, তাহার পর তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন; তদনন্তর, তিন দিন উষ্ণ বারি পান করিয়া তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন। সর্ব্ব-বর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণের অজ্ঞানকৃত পাতকের এইরূপ সনাতন প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল।

প্রায়শ্চিত্ত কথনে পঞ্চ ষষ্ট্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৬৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, খড়্গযুদ্ধ-বিশারদ নকুল কথার অবসান অবলোকন করিয়া শর-শয্যাগত পিতামহ ভীষ্মদেবকে এই কথা কহিলেন।

নকুল বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞতম পিতামহ! সমস্ত প্রহরণের মধ্যে শরাসন অতিশয় উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রশংসিত; যেহেতু শরাসন বিশীর্ণ ও বাজিগণ বিনষ্ট হইলে একমাত্র খড়্গ-দ্বারা আত্মাকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতে পারা যায়। একমাত্র খড়্গধর বীর পুরুষ, ধনুর্দ্ধারী ও গদা শক্তি-প্রহারী বৈরিবৃন্দকে বাধিত করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব হে পিতামহ! এ বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় ও কৌতূহল হইয়াছে; সমর-মাত্রেই কোন্ প্রহরণ উৎকৃষ্ট? কি নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কি প্রকারে খড়্গ উৎপাদিত হইয়াছিল? আর প্রথমে কে খড়্গ বিদ্যার আচার্য্য ছিলেন? আপনি তৎ সমুদয় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শরতল্প-গত ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্মদেব বুদ্ধিমান্ মাদ্রী-নন্দনের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সুশিক্ষিত দ্রোণ-শিষ্য মহানুভাব নকুলকে কৌশল-যুক্ত সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অর্থ সমন্বিত স্বরবর্ণ-সম্পন্ন উত্তর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মাদ্রী-নন্দন! তুমি ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় আমাকে প্রবোধিত করিলে, অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। হে তাত! পূর্ব্বকালে এই দৃশ্যমান সমস্ত বিশ্ব সলিল-সমূহে একার্ণব, নিষ্পা-

কম্প, অনাকাশ, অন্ধকারাবৃত, স্পর্শ-রহিত, নিঃশব্দ, অপ্রমেয় ও অতি গম্ভীর-দর্শন ছিল, তৎকালে মহী-তলের নির্দ্দেশ ছিল না; পিতামহ ব্রহ্মা সেই সময় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মা বায়ু, বহ্নি, বিভাকর, আকাশ, ঊর্দ্ধ, অধঃ ভূমি, নৈর্ঋতী, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, সম্বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণ সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর, ভগবান্ পিতামহ লৌকিক শরীর ধারণ করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, সর্ব্বকার্য্য-সমর্থ রুদ্র ও প্রচেতা নামক অতিতেজস্বি ঋষি-সন্তান সকলকে উৎপাদন করেন। দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি-সংখ্যক কন্যার জন্ম হয়, ব্রহ্মর্ষিগণ পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত সেই সমস্ত কন্যা-গণকে গ্রহণ করেন। সেই সকল কন্যা হইতে বিশ্ব-গণ, দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, বিবিধ রাক্ষস, পতত্রি, মৃগ, মীন, প্লবগ, মহোরগ, ভূচর, খেচর, জলচর, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ-প্রভৃতি প্রাণিগণ এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইল। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়া শাশ্বত বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রয়োগ করিলেন। আচার্য্য ও পুরোহিতের সহিত দেবগণ সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগি-লেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনী-কুমার-যুগল, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, সিদ্ধগণ, তপোধন কশ্যপ, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, বালিখিল্য ঋষিগণ, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপ, লোমবায়বা, বৈশ্বানর, মরীচিপায়ী, আকৃষ্ট, হংস, অগ্নিযোনি ঋষি সকল, বানপ্রস্থ এবং প্রশ্নি-প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মার অনুশাসনে অবস্থিত রহিলেন।

দানবেন্দ্রগণ ক্রোধ-লোভ-সমন্বিত হইয়া পিতা-মহের সেই শাসন অতিক্রম-পূর্ব্বক ধর্ম্মের অপচয় করিতে লাগিল। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বিপ্র-চিত্তি, বিরোচন, শম্বর, প্রহ্লাদ, নমুচি ও বলি ইঁহারা এবং অন্যান্য অনেকানেক সগণ দৈত্য দানব-গণ ধর্ম্ম-বন্ধন উল্লঙ্ঘন করত অধর্ম্ম-রত হইয়াছিল। 'সকলেই সমান বংশে সমুৎপন্ন, অতএব দেব-তারাও যেমন আমরাও তেমন' দৈত্যগণ এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করত দেবর্ষিগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। হে ভারত! তাহারা জীবগণের প্রতি করুণা এবং তাহাদিগের প্রিয় কার্য্য করিত না। ভেদ দণ্ড দান-রূপ উপায়-ত্রয় অবলম্বন করত দণ্ড-দ্বারা প্রজাগণকে পীড়িত করিত; সেই সমস্ত প্রধান প্রধান অসুরেরা বিজ্ঞানমার্গে বিচরণ করিত না।

অনন্তর, ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত হিমা-লয় শৈলের সুরম্য শৃঙ্গে উপস্থিত হইলেন। সেই শৃঙ্গ শত যোজন বিস্তীর্ণ, মণি ও রত্ন-নিচয়ে সমাচিত এবং পদ্ম ও তারকা-সমূহে সুশোভিত ছিল। বিবুধ-শ্রেষ্ঠ বিধাতা প্রজাগণের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত পুষ্পিত তরুনিকর-পরিপূর্ণ সেই শৈলবরে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর, সহস্র বর্ষের পর বিধাতা বিধা-নানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যথা-বিধি কর্ম্ম-কারি যজ্ঞদক্ষ ঋষিগণ-দ্বারা সেই যজ্ঞ যথা-বিধানে সম্পাদিত হইতে লাগিল। যজ্ঞস্থল দীপ্যমান পাবক ও সমিৎ সমূহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ভ্রাজমান কাঞ্চন যজ্ঞ-ভাণ্ড-দ্বারা অলঙ্কৃত, প্রধান প্রধান দেবগণ-দ্বারা পরিবৃত এবং বিধিদর্শি ব্রহ্মর্ষিগণ-দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। আমি শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞে ঋষিগণের মধ্যে আশ্চর্য্যকাণ্ড ঘটিয়াছিল। সমুদিত তারকা-পুঞ্জে সুশোভিত নির্ম্মল গগণ-মণ্ডলে যেমন চন্দ্রমার উদয় হয়, সেইরূপ তৎকালে কোন ভূত হুতাশনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া যজ্ঞস্থল হইতে উত্থিত হইল। সেই ভূত নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাহার দংষ্ট্রা সকল তীক্ষ্ণ, উদর অতিশয় ক্ষীণ, আকার অতি উন্নত, তেজঃসম্পন্ন ও অনভিভবনীয়। সে উত্থিত হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত এবং তরঙ্গমালা-সমা-কুল আবর্ত্ত-সমন্বিত মহোদধি ক্ষুভিত হইল। উৎ-পাত-জনক উল্কা-সকল পতিত হইতে লাগিল, বৃক্ষগণের শাখা সমুদয় ভগ্ন হইয়া গেল, দিক্ সমুদয়

কলুষিত হইল এবং অশিব সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে জীবগণ ভয়-বশত বারম্বার ব্যথিত হইতে লাগিল।

অনন্তর, পিতামহ সেই তুমুল কাণ্ড ও অদ্ভুত ভূতকে উপস্থিত দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণকে এই কথা বলিলেন যে, 'জগতের রক্ষা এবং অসুরগণের বধের নিমিত্ত আমি এই বীর্য্যবান্ অসি-নামক ভূতকে এইরূপে চিন্তা করিয়াছিলাম।' ক্ষণ কাল পরে ভূত সেই অদ্ভুত রূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উদ্যত কালান্তকের ন্যায় তীক্ষ্ণধার নির্ম্মল নিস্ত্রিংশ-রূপে প্রকাশ পাইল। অনন্তর ব্রহ্মা, বৃষধ্বজ নীলকণ্ঠ রুদ্রদেবকে সেই অধর্ম্ম-বারণ তীক্ষ্ণ প্রহরণ প্রদান করিলেন। মহর্ষি-জন-সংস্তুত অপ্রমেয়-মহিম ভগবান্ রুদ্রদেব সেই অসি গ্রহণ করিয়া রূপান্তর ধারণ করিলেন। তৎকালে তিনি চতুর্ব্বাহু হইয়া ভূতলে অবস্থিতি করত মস্তক-দ্বারা দিবাকরকে স্পর্শ করিলেন এবং মহালিঙ্গ-মুর্ত্তি ধারণ করত ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া মুখ হইতে জ্বালা সকল বহির্গত করিতে লাগিলেন। নীল পাণ্ডর লোহিত-প্রভৃতি বহুবিধ বর্ণ পরিবর্ত্ত করত প্রবর হেম-তারকালঙ্কৃত কৃষ্ণাজিন বসন ধারণ করিলেন। তিনি ললাটদেশে ভাস্করপ্রতিম একটি নয়ন ধারণ করিলে তাঁহার কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ বিমল লোচন-যুগল সুশোভিত হইল।

অনন্তর, ভগনেত্রহর মহাবল-পরাক্রম শূলধারী মহাদেব প্রলয়ানল-সম প্রভা-সমন্বিত নিস্ত্রিংশ ধারণ করিয়া বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট বারিদের ন্যায় পার্শ্বদ্বয়ে ও অগ্রভাগে ধারণ-ক্ষম ত্রিকূট-সমন্বিত চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-চিকীর্ষায় আকাশে অসিকম্পন করত বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তৎকালে রুদ্রদেব মহাহাস্য ও নিনাদ করিতে থাকিলে তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশিত হইল। রৌদ্রকর্ম্ম-চিকীর্ষা-হেতু রুদ্রদেব তদ্রূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানবগণ হৃষ্ট হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা প্রদীপ্ত অঙ্গার, অয়োময় ক্ষুরধার শস্ত্র-সমুদয় ও অন্য অন্য ঘোরতর প্রহরণ এবং পাষাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর, দানব-সৈন্য বল-সম্পন্ন বিধ্বংসকারী অচ্যুত রুদ্রদেবকে দর্শন করিয়া মোহিত ও বিচলিত হইল। তিনি একাকী অসি-পাণি হইয়া দ্রুতপদে বিচিত্র-রূপে বিচরণ করিতে থাকিলে অসুরগণ তাঁহাকে সহস্রবৎ জ্ঞান করিতে লাগিল। তিনি তৃণরাশি-মধ্যগত দাবানলের ন্যায় বৈরিবৃন্দ-মধ্যে ছেদন, ভেদন, পীড়ন, কৃন্তন, বিদারণ ও দাহন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল দানবগণ অসিবেগে প্রভগ্ন হইয়া কেহ কেহ ছিন্নবাহু, কেহ কেহ ছিন্নোরু, কেহ কেহ ছিন্নবক্ষ এবং কেহ কেহ ছিন্ন-মস্তক হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অপরে খড়্গপাতে প্রপীড়িত হইয়া সমরে ভঙ্গ দিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি আক্রোশ করত দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ পর্ব্বত-মধ্যে, কেহ কেহ আকাশ-মার্গে, কেহ কেহ বা জলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। সেই নিতান্ত দারুণ মহাসমর সম্পন্ন হইলে মাংস-শোণিত-কর্দ্দমশালিনী বসুমতী অতি ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ধারণ করিল। কুসুমিত কিংশুক তরু-সমন্বিত শৈল-সমূহের ন্যায় দানবদিগের শোণিতোক্ষিত পতিত শরীর-সমুদয়-দ্বারা ধরাতল আকীর্ণ হইল। তৎকালে বসুন্ধরা রুধিরধারা-দ্বারা পরিক্লিন্ন হইয়া মদবিহ্বলা রক্তার্দ্রবসনা শ্যামা কামিনীর ন্যায় শোভা পাইল।

রুদ্রদেব দানবগণকে নিহত করিয়া জগতে ধর্ম্মসংস্থাপন করত রৌদ্ররূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কল্যাণকর শিব-রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ আশ্চর্য্যকল্প জয় শব্দ-দ্বারা দেবদেবকে অর্চ্চনা করিলেন। পরিশেষে ভগবান্ রুদ্রদেব ধর্ম্মরক্ষিতা বিষ্ণুকে সৎকার করিয়া দানবগণের শোণিত-সিক্ত অসি প্রদান করিলেন।

হে বৎস! বিষ্ণু মরীচিকে, ভগবান্ মরীচি মহর্ষিদিগকে, মহর্ষিগণ মহেন্দ্রকে, দেবরাজ লোকপাল

সকলকে, লোকপালেরা সূর্য্যপুত্র মনুকে সেই সুদীর্ঘ খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা মনুকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি মনুষ্যগণের ঈশ্বর, অতএব এই ধর্ম্মগর্ভ অসি-দ্বারা প্রজা-সকলকে পালন কর। যাহারা শরীর ও মনের প্রীতির নিমিত্ত ধর্ম্ম-বন্ধন অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদিগকে ধর্ম্মত দণ্ড দান করিয়া রক্ষা করা উচিত, যদৃচ্ছা-বশত দণ্ড-প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। দণ্ড চতুর্ব্বিধ, দুষ্ট বাক্য-দ্বারা নিগ্রহ করা বাক্‌দণ্ড, হিরণ্য আদান করা অর্থ-দণ্ড, শরীরের অঙ্গহানি করা দৈহিক দণ্ড এবং অপরাধের কারণ অনল্প-হেতু বধ রূপ প্রাণ-দণ্ড বিহিত হয়। অসির এই সমস্ত রূপ দুর্ব্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেক, প্রতিপাল্য ব্যক্তির ব্যতিক্রম-হেতু অসির এইরূপ রূপ সকল প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে।

অনন্তর, মনু লোকাধিপতি নিজ পুত্র ক্ষুপকে অভিষিক্ত করিয়া প্রজাগণের রক্ষার জন্য সেই অসি প্রদান করেন; ক্ষুপ হইতে ইক্ষ্বাকু তাহা প্রাপ্ত হয়েন; ইক্ষ্বাকু হইতে পুরূরবা, পুরূরবা হইতে আয়ু তাহা লাভ করেন; আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি, যযাতি হইতে পুরু তাহা প্রাপ্ত হয়েন; পুরু হইতে অমূর্ত্তরয়স, তাঁহা হইতে নর-পতি ভূমিশয়, ভূমিশয় হইতে দুষ্মন্ত-তনয় ভরত সেই অসি লাভ করেন। তাঁহা হইতে ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি ঐলবিল তাহা প্রাপ্ত হয়েন; ঐলবিল হইতে নরে-শ্বর ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমার হইতে কাম্বোজ, তাঁহা হইতে মুচুকুন্দ তাহা লাভ করেন। মুচুকুন্দ হইতে মরুত্ত, মরুত্ত হইতে রৈবত, রৈবত হইতে যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশজ রঘু, তাঁহা হইতে প্রতাপবান্ হরিণাশ্ব, হরিণাশ্ব হইতে সুনক সেই অসি লাভ করিলেন। সুনক হইতে ধর্ম্মাত্মা উশীনর, উশীনর হইতে যদুবংশীয় ভোজ, ভোজ হইতে শিবি, শিবি হইতে প্রতর্দ্দন তাহা লাভ করেন; প্রতর্দ্দন হইতে অষ্টক, অষ্টক হইতে পৃষদশ্ব, পৃষদশ্ব হইতে ভর-দ্বাজ, ভরদ্বাজ হইতে দ্রোণ, দ্রোণ হইতে কৃপ, কৃপ হইতে ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি এই পরম অসি প্রাপ্ত হইয়াছ। এই অসির কৃত্তিকা নক্ষত্র, অগ্নি দেবতা, রোহিণী গোত্র ও রুদ্রদেব পরম গুরু। হে পাণ্ডু-তনয়! লোক সমুদয় যাহা সতত কীর্ত্তন করত জয় লাভ করে, অসির অতি গোপনীয় সেই আটটি নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। হে মাদ্রীনন্দন! প্রহরণ সমুদয়ের মধ্যে খড়্গই প্রধান, ইহা মহেশ্বর-প্রণীত বলিয়া পুরাণে নিশ্চিত হই-য়াছে। হে শত্রুদমন! পৃথুরাজা প্রথমত শরাসন উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা যথা কালে ধর্ম্মত পৃথিবী পালন করত তাহা হইতে বহু শস্য দোহন করেন। অতএব হে মাদ্রী-তনয়! ধনুও ঋষি-প্রণীত বলিয়া প্রমাণ করিতে পার। যুদ্ধ-বিশারদ ব্যক্তিবর্গের সতত অসি-পূজা করা কর্ত্তব্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অসির উৎপত্তি ও সংসর্গ বিষয় এই প্রথম কল্প যথা ক্রমে বিস্তার-রূপে ব্যাখ্যাত হইল। মনুষ্য সর্ব্বথা এই উৎকৃষ্ট খড়্গের উৎপত্তি বিষয় শ্রবণ করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ ও পর-লোকে অনন্ত সুখ-সম্ভোগ করেন।

খড়্গোৎপত্তি কথনে ষট্‌ষষ্ট্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৬৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্মদেব এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, যুধিষ্ঠির গৃহে গমন-পূর্ব্বক বি-দুরের সহিত একত্র বর্ত্তমান ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই বিষয় ত্রিতয়ে লোক-ব্যবহার বিহিত আছে, তন্মধ্যে কোন্‌টি গরিষ্ঠ, কোন্‌টি মধ্যম ও কোন্‌টি নিকৃষ্ট এবং কাম, ক্রোধ ও লোভের জয়ের জন্য কোন্ বিষয়ে মনঃ সমাধান কর্ত্তব্য, আপনারা সম্যক্ হৃষ্ট হইয়া তাহার নিষ্কৃষ্ট-বাক্য প্রকৃত-রূপে বর্ণন করুন।

অনন্তর, অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ প্রজ্ঞাবান্ বিদুর প্রথমত

ধর্ম্মশাস্ত্র স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, স্বধর্ম্মাচরণ, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞক্রিয়া, ক্ষমা, কপট-রাহিত্য, দীনগণের প্রতি অনুজিঘৃক্ষা, যথার্থ-বাক্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, এই কয়েকটি ধর্ম্মের সম্পত্তি। আপনি এই ধর্ম্মের গতি অবগত হউন, আপনার চিত্ত যেন বিচলিত হয় না; ধর্ম্ম ও অর্থ এই সকলের মূল, আমি ইহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করি। ঋষিগণ ধর্ম্ম-দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, লোক সমুদয় ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেবগণ ধর্ম্ম-দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মেই অর্থ সমাহিত আছে। রাজন্! মনীষিগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বগুণের-মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম এবং কামকে কনিষ্ঠ কহিয়া থাকেন, অতএব সংযত-চিত্ত জনের পক্ষে ধর্ম্মকে প্রধান জ্ঞান করা উচিত। আপনার প্রতি যেরূপ আচরণ করা যায়, সর্ব্বভূতের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুরের বাক্য সমাপ্ত হইলে ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ অর্থ-শাস্ত্র-বিশারদ পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসানুসারে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি, অতএব ইহাতে প্রবৃত্তি বিধায়ক কর্ম্মই প্রধান। কৃষি, বাণিজ্য, পশু-পালন ও বিবিধ শিল্পকর্ম্ম সকলের ব্যতিক্রম না করিলেই অর্থ হয়; আমি শুনিয়াছি, অর্থ-ব্যতিরেকে ধর্ম্ম ও কাম অবস্থিতি করিতে পারে না, অর্থসিদ্ধি না হইলে ধর্ম্ম ও কাম নিবৃত্ত হইবে; অতএব জীবমাত্রেই যেমন প্রজাপতির উপাসনা করে, তদ্রূপ সৎকুল-সম্ভূত জনগণ অর্থবান্ পুরুষকে সতত সেবা করিয়া থাকেন্। জটাজিনধারি দান্ত ভস্মাবগুণ্ঠিত জিতেন্দ্রিয় মুণ্ডিত-মস্তক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণও অর্থাভিলাষী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করেন; অপরে কাষায়-বসন পরিধান করত শ্মশ্রুল লজ্জাশীল শান্ত সর্ব্বসঙ্গ-বিমুক্ত ও বিদ্বান্ হইয়াও অর্থার্থী হয়েন। অপরাপর কোন কোন ব্যক্তি কুল-ক্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করত স্বর্গ-কামনা করিয়া থাকেন। আস্তিক ও নাস্তিকগণ পরম সংযমে নিরত হইয়া অজ্ঞান-সদৃশ দুর্জ্ঞেয় অর্থের প্রাধান্য বিষয় প্রকাশ করেন। যিনি ভৃত্যগণকে ভোগ-দ্বারা এবং শত্রু সকলকে দণ্ড-দ্বারা শাসন করেন, তিনিই অর্থবান্। হে মতিমৎ-প্রবর! ইহাই আমার স্বকীয় মত, এক্ষণে নকুল ও সহদেব কিছু বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন, অতএব ইহাদের বাক্য শ্রবণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, ধর্ম্মার্থকুশল মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতে উপক্রম করিলেন। নকুল ও সহদেব কহিলেন, মনুষ্য শয়ন, উপবেশন এবং বিচরণ কালেও বিবিধ উপায়-দ্বারা অর্থাগমের চেষ্টা করিবেক। পরম প্রিয় দুর্লভ অর্থ প্রাপ্ত হইলে পুরুষ ইহলোকে কামনার ফল ভোগ করে, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতএব সংশয় নাই। ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত অর্থ ও অর্থের সহিত সঙ্গত ধর্ম্ম নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে অমৃত-তুল্য, এই জন্যই ইহারা আমাদিগের অভিমত। অর্থহীন মানবের কাম্যবস্তু ভোগ হয় না এবং ধর্ম্মহীন-জনের অর্থ নাই, এজন্য যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, লোক সকল তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয়; অতএব সংযত-চিত্ত ব্যক্তির ধর্ম্মকে প্রধান করিয়া অর্থ-সাধন করা উচিত, তাহা হইলে বিশ্বস্ত জীবগণের মধ্যে সমস্তই বিশ্বস্ত-রূপে কল্পিত হয়। প্রথমত ধর্ম্ম আচরণ করিবে, তদনন্তর ধর্ম্মযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিবে, পশ্চাৎ কামের সেবা করিবে; যেহেতু যাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে কামই শ্রেষ্ঠ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নকুল ও সহদেব সেই কথা বলিয়া বিরত হইলে, ভীমসেন এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে উপক্রম করিলেন। ভীমসেন কহিলেন, নিষ্কাম পুরুষ অর্থ কামনা করে না, কাম-হীন ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হয় না এবং যাহার কাম নাই,

সে কোন বিষয় কামনাও করে না, অতএব কামই উৎকৃষ্ট। ঋষিগণ কামনা-বশত ফল মূল পলাশ-প্রভৃতি ও বায়ু ভক্ষণ করত নিতান্ত সংযত হইয়া তপস্যার নিমিত্ত সমাহিত হইয়া থাকেন। অপরে স্বাধ্যায়-পারগ হইয়াও কামনা-বশত বেদ বেদান্ত-প্রভৃতি শাস্ত্রানুশীলনে বিরত হয়েন। কেহ কেহ শ্রদ্ধা-সম্পাদিত যজ্ঞ ক্রিয়াতে কামনা-বশত দান ও প্রতিগ্রহ করেন। বণিক্, কৃষক, পশুপালক, কারু-কর, শিল্পকর এবং যাঁহারা দৈবকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই কামনানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। কোন কোন মানব কামনা যুক্ত হইয়া সাগর-গর্ব্তে প্রবেশ করে। কামের আকার বহুবিধ, সমস্ত পদার্থই কাম-দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে মহারাজ! কাম হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, ছিল না, হইবেও না, ইহাই সার-পদার্থ; ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতেই অব-স্থিত রহিয়াছে। যেমন দধি হইতে নবনীত, পিণ্যাক ফল হইতে তৈল, তক্র হইতে ঘৃত, কাষ্ঠ হইতে পুষ্প ও ফল এবং পুষ্প হইতে মধু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে কাম উৎকৃষ্ট। কামই ধর্ম্ম ও অর্থের কারণ এবং কামই ধর্ম্ম ও অর্থ-স্বরূপ। কামনা না থাকিলে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অর্থ প্রদান করেন না এবং জনগণের বিবিধ চেষ্টা সম্পন্ন হয় না; অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গের মধ্যে কাম প্রধান রূপে দৃষ্ট হয়। রাজন্! আপনি সুচারু বেশভুষা-দ্বারা বিভুষিত মদমত্ত রমণীয় দর্শন রমণীগণের সহিত কামনানুসারে ক্রীড়া করুন, আমাদিগের পক্ষে কামই উৎকৃষ্ট। হে ধর্ম্ম-রাজ! আমি আমূলত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি-দ্বারা ইহা স্থির করিয়াছি, অতএব আপনার এ বিষয়ে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। আমার এই অনৃ-শংস বাক্য শূন্যগর্ভ নহে, এজন্য সাধুগণ-কর্ত্তৃক ইহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কামকে সমান-ভাবে সেবা করা উচিত; যে ব্যক্তি একের সেবা করে, সে জঘন্য, ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের সেবাকারী মধ্যম, আর যিনি প্রজ্ঞাবান্ সহৃদয় চন্দন-চর্চ্চিত এবং মাল্য ও আভরণে বিভূষিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ সেবায় রত হয়েন, তিনিই উত্তম মনুষ্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন বীরগণের নিকটে সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত বচনে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বিরত হইলেন। পরিশেষে শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্ম্মিকগণের বরিষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিদুর-প্রভৃ-তির বাক্য সকল মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যে সম্যক্-রূপে অনু-শীলন করিয়া সত্য স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনারা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্র-সমুদয় নির্ণয় করিয়াছেন এবং সমস্ত প্রমাণ বিদিত হইয়াছেন সংশয় নাই। আমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিলাম, তাহার সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ করিলাম। আপনারা যাহা কহিলেন, তাহা অবশ্যই নিশ্চিত বাক্য বটে, কিন্তু এক্ষণে আমি কিছু কহি-তেছি, অনন্য-চিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। যে মনুষ্য পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামে নিরত নহেন; যিনি দোষহীন এবং কাঞ্চন ও লোষ্টে সমদর্শী, তিনি সুখ, দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হয়েন। জাতিস্মর ও জরা-বিকার-সমন্বিত মানবগণ ভূয়ো-ভূয় সুখ দুঃখাদি-দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া মোক্ষের প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা মোক্ষের বিষয় কিছুই অবগত নহি। ভগবান্ স্বয়ম্ভু বলিয়া-ছেন, রাগ-দ্বেষাদি-বিশিষ্ট স্নেহযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি হয় না, নির্ম্মম পণ্ডিতগণই নির্ব্বাণ-পরায়ণ হয়েন; অতএব প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে আসক্তি করিবে না। মোক্ষ-সাধনের ইহাই উৎকৃষ্ট উপায় যে, আমি যদৃ-চ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াও, বিধাতা আমাকে যে বিষয়ে যে-রূপে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ করিতেছি; বিধাতাই সমস্ত প্রাণিগণকে সমস্ত বিষয়ে নিযুক্ত করিতেছেন, অতএব বিধিই বলবান্, ইহা সকলেরই অবগত হওয়া উচিত। কর্ম্ম দ্বারা অপ্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা অবশ্যম্ভাবি, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

ইহা অবগত থাকা কর্ত্তব্য; ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ-বিহীন মানবও অর্থ লাভ করে, অতএব লোক-সকলের হিতের নিমিত্ত বিধাতা এ বিষয় অতি গোপনীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, ভীমসেন-প্রভৃতি যুধিষ্ঠির হইতে সেই সমস্ত যুক্তিযুক্ত মনোনুগত উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষান্বিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই কুরুপ্রবীর যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিলেন। রাজন্! সেই সমস্ত নরেন্দ্রগণ সুচারু-বর্ণাক্ষর বিভূষিত মনোনুগত বাক্য-কণ্টক-বিবর্জ্জিত যুধিষ্ঠিরোক্ত পূর্ব্ব-কথিত কথা সকল শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বীর্য্যসম্পন্ন মহামনা ধর্ম্ম-তনয়ও তাঁহাদিগের তদ্বাক্যে প্রতীতি হইল দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। অনন্তর, তিনি অহীনচেতা ভীষ্মদেবের নিকটে আসিয়া পুনরায় পরম ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ষড়্জগীতায় সপ্তষষ্ট্যধিক শত অধ্যায় ॥ ১৬৭ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আপনি কৌরবগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, অতএব আমি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, কীর্ত্তন করুন। কীদৃশ মানবগণ প্রিয়দর্শন, কাহাদিগের সহিত পরম প্রীতি হয়, পরিণাম ও বর্ত্তমান কালে কাহারা হিতকারী হইয়া থাকে, আপনি আমার নিকট সেই সকল ব্যক্তির বিষয় বর্ণন করুন। আমার এইরূপ বিবেচনা হয় যে, প্রভূত ধন, সমৃদ্ধি ও বান্ধবগণ সুহৃৎ সকলের সমান নহে। হিত-বচন শ্রবণ করে এবং হিত-কার্য্য করে, এরূপ সুহৃৎ নিতান্ত দুর্লভ। হে ধার্ম্মিক-প্রবর! আপনি এই সমুদয় ব্যাখ্যা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! কোন্ কোন্ পুরুষের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ কোন্ পুরুষের সহিত মৈত্রীবন্ধন অকর্ত্তব্য, তাহা প্রকৃতরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরনাথ! যাহারা লুব্ধ, ক্রূর, ধর্ম্ম-ত্যাগী, ধূর্ত্ত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপাচার, সর্ব্ব-শঙ্কী, অলস, দীর্ঘসূত্র, অনৃজু, লোক-নিন্দিত, গুরুদার-হারক, বিপদে পতিত বন্ধুজন-পরিত্যাগী, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, সর্ব্ব-প্রকারে পাপদর্শী, নাস্তিক, বেদনিন্দক, জনসমাজে অজিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বেচ্ছাচারী, অসত্য-ভাষী, লোক-বিদ্বিষ্ট, কার্য্য-কালে অনবস্থিত, পিশুন, অসংস্কৃত-বুদ্ধি, মৎসরী, পাপনিশ্চয়, দুঃশীল, অশুদ্ধ-চিত্ত, নৃশংস, কিতব, যে ব্যক্তি নিয়ত মিত্রগণের অপকার ও অপরের অর্থ ইচ্ছা করে, যথা শক্তি দান করিলেও যে মন্দবুদ্ধি তুষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি সতত মিত্রের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে, যে চঞ্চল-চিত্ত মানব অকারণ ক্রোধ এবং অকস্মাৎ বিরোধ করিয়া থাকে, যে পাপাত্মা হিতৈষি সুহৃৎ সকলকে আশু পরিত্যাগ করে, যে মিত্রদ্বেষী মূঢ় মনুষ্য অল্পমাত্র অপকার অথবা অজ্ঞান বশত কোন কার্য্য করিয়া তৎকালেই মিত্রের উপাসনা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি মিত্রমুখ শত্রু, যে বিপরীত-দৃষ্টি ও কুটিলদর্শী, যিনি হিত করিতে বিরক্ত নহেন—তাদৃশ মানবকে যে পরিত্যাগ করে, সুরাপায়ী, দ্বেষকারী, ক্রোধন, নির্দ্দয়, পরোপতাপী, মিত্রদ্রোহী, প্রাণি-হিংসা-নিরত, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষী এবং যে ব্যক্তি জন-সমাজে অধম-রূপে বিখ্যাত আছে, তাহাদের সহিত কদাচ মিত্রতা করা উচিত নহে।

সম্প্রতি যাহাদিগের সহিত সখ্য করা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। যাহারা সৎকুল-সম্ভূত, বাক্য-সম্পন্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-কোবিদ, রূপবন্ত, গুণবন্ত, অলুব্ধ, জিতশ্রম, সুমিত্র, কৃতজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভ-বিবর্জ্জিত, মাধুর্য্যগুণ-সম্পন্ন, সত্যসন্ধ, জিতে-ন্দ্রিয়, সতত ব্যায়ামশীল, বংশধর, ধুরন্ধর, দোষ-বিযুক্ত ও জন-সমাজে বিখ্যাত, সেই সমস্ত মানবগণ নৃপতিগণের গ্রাহ্য হইয়া থাকেন, তাঁহারা যথা-শক্তি সদাচার-পরায়ণ হইয়া সন্তুষ্ট হয়েন, অকারণ ক্রোধ ও অকস্মাৎ বিরাগ-বিশিষ্ট হয়েন না, সেই সমস্ত অর্থকোবিদ জনগণ মনে মনে বিরক্ত হইলেও দূষিত

নহেন, তাঁহারা আপনাকে পীড়া প্রদান করিয়াও সুহৃৎকার্য্য সম্পাদন করেন, প্রভূত রক্ত যেমন বসনকে বিরক্ত করে না, সেইরূপ তাঁহারা মিত্রগণ হইতে বিরক্ত হয়েন না, ক্রোধ-বশত নিধনে এবং লোভ ও মোহ-বশত যুবতী-জনে বিরাগ প্রদর্শন করেন না; তাঁহারা প্রসন্ন-হৃদয়, বিশ্বস্ত, ধর্ম্মবৎসল, লোষ্ট ও কাঞ্চনে সমদর্শী এবং সুহৃৎগণের প্রতি দৃঢ়-বুদ্ধি হইয়া থাকেন; যে সমস্ত মানবগণ শাস্ত্র-জ্ঞান জন্য অভিমান ও নিজ বিভূষণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরিজন সমভিব্যাহারে সতত প্রভুর কার্য্যে তৎপর হয়েন, তাদৃশ প্রবর পুরুষগণের সহিত যে নৃপতি মিত্রতা করেন, সুধাকরের কৌমুদীর ন্যায় তাঁহার রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়। নিয়ত শস্ত্র-রত, জিত-ক্রোধ, সমরে বলবন্ত, সদ্বংশ-সম্ভূত, শীল-সম্পন্ন, গুণবন্ত, প্রধান পুরুষগণের সহিত মিত্রতা করা বিধেয়। হে নিষ্পাপ নরপাল! পূর্ব্বে আমি যাহা-দিগকে দোষযুক্ত বলিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্র-ঘাতক জনগণ তৎসমুদয় হইতেও অধম, সেই সকল দুরা-চার ব্যক্তিকে সকলেরই পরিত্যাগ করা উচিত, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনি মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের বিষয় যাহা কহিলেন, তাহার প্রকৃত ইতিহাস বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, অতএব আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মনুজেশ্বর! উত্তর দিকে ম্লেচ্ছ-দেশ-মধ্যে যে ঘটনা হইয়াছিল, আমি হৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করি-তেছি, শ্রবণ কর। মধ্য-দেশীয় গৌতম-নামা কোন ব্রাহ্মণ বেদোক্ত কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত এক উন্নতিশীল গ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া ভিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় প্রবেশ করি-য়াছিলেন। তথায় সর্ব্ববর্ণ-বিশেষবিৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্য-সন্ধ, দান-নিরত, এক ধনবান্ দস্যু বাস করিত। ব্রাহ্মণ তদীয় ভবনে উপনীত হইয়া বাসের নিমিত্ত গৃহ ও বার্ষিক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। দস্যু সেই বিপ্রকে দশাযুক্ত নূতন বসন এবং এক পতি-বিহীনা যুবতী নারী প্রদান করিল। রাজন্! দ্বিজ তখন দস্যুর নিকট হইতে এই সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে সেই স্থানে রমণীর সহিত পরম সুখে কাল-যাপন এবং তাহার কুটুম্বগণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন শবর-সদনে বহু বৎসর বাস করিলেন। ক্রমশ বাণ-বেধে তাঁহার অতিশয় যত্ন হইল। রাজন্! তিনি দস্যুগণের ন্যায় নিয়ত বনচর হংস সকলকে নিহত করিতে লাগি-লেন। গৌতম ক্রমে ক্রমে হিংসাপটু, দয়াহীন এবং সতত প্রাণি-বধে রত থাকিয়া দস্যুগণের সহবাস-বশত তাহাদিগের সমান হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাদৃশ ভাবে বহু বিহঙ্গ বধ করত তিনি অনায়াসে দস্যুর আবাসে বাস করিতে থাকিলে অনেক মাস অতীত হইল।

অনন্তর, কোন সময়ে জটা-চীর-অজিনধারী স্বা-ধ্যায়-পরায়ণ, শুচি, বিনীত, নিয়তাহার, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বেদপারগ অপর এক ব্রাহ্মণ সেই দেশে আগমন করিলেন। সেই ব্রহ্মচারী, গৌতমের দেশীয় এবং তাঁহার একান্ত প্রিয় ও সখা ছিলেন; গৌতম যে দস্যুগ্রামে বাস করিতেছিলেন, তিনিও তথায় উপ-স্থিত হইলেন। তিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না, এই জন্য সেই দস্যু-সমাকীর্ণ গ্রামে বিপ্র-ভবন অন্বেষণ করত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই দ্বিজবর গৌতমের গৃহে প্রবেশ করি-লেন; গৌতমও তৎকালে তথায় উপনীত হওয়ায় পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। হে ধর্ম্মরাজ! নবাগত দ্বিজবর, গৌতমকে স্কন্ধদেশে হংস-ভার এবং হস্তে ধনু ও আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক রুধিরাক্ত-কলেবরে রাক্ষ-সের ন্যায় গৃহ-দ্বারে সমাগত দেখিয়া পূর্ব্ব পরিচয়-বশত চিনিতে পারিয়া এই কথা বলিলেন যে, 'তুমি বংশের ধুরন্ধর বিপ্র হইয়া মোহ-বশত এ কি কার্য্য করিতেছ? মধ্যদেশে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হইয়া কি নিমিত্ত দস্যুভাব প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমার

প্রসিদ্ধ বেদপারগ পূর্ব্ব জ্ঞাতিগণকে স্মরণ কর, তুমি তাঁহাদিগের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এপ্রকার কুলাঙ্গার হইয়াছ? হে দ্বিজ! তুমি আপনিই আপনাকে জানিয়া এবং সত্ত্ব, শীল, অধ্যয়ন, দম ও দয়া স্মরণ করিয়া এই বাসস্থল পরিত্যাগ কর। রাজন্! অনন্তর, গৌতম সেই হিতৈষী সুহৃৎ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া এবং তাঁহার বাক্য বিশেষ-রূপে নিশ্চয় করিয়া তৎকালে আর্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দ্বিজসত্তম! আমি ধনহীন ও বেদজ্ঞানবিহীন, এই জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ এস্থানে আগমন করিয়াছি, ইহা বিবেচনা করুন। হে বিপ্রবর! অদ্য আমি আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, অদ্যকার রজনীতে আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন, কল্য আমরা উভয়ে একত্র গমন করিব। দয়ালু ব্রাহ্মণ তথায় কোন বস্তু স্পর্শ না করিয়া গৌতমের কথাক্রমে সেই শর্ব্বরী বাস করিলেন। তিনি ক্ষুধিত ছিলেন, এজন্য গৌতম তাঁহাকে আহার করাইবার নিমিত্ত পুনঃপুন প্রযত্ন করিলেও ভোজন করিতে অভিরুচি করিলেন না।

কৃতঘ্নোপাখ্যানে অষ্ট ষষ্ট্যাধিক শত অধ্যায়॥ ১৬৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! রজনী প্রভাতা হইলে সেই দ্বিজবর গমন করিলে পর গৌতম গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে পথি-মধ্যে সমুদ্র-গমনোন্মুখ বণিক্‌গণকে দেখিতে পাইলেন; পরিশেষে তিনি তাহাদিগের সহিত সাগরের দিকে যাইতে লাগিলেন। রাজন্! কোন গিরিগহ্বর-স্থিত মত্ত মাতঙ্গ-কর্ত্তৃক সেই সমস্ত বণিক্‌গণের অধিকাংশ নিহত হইল। ব্রাহ্মণ তৎকালে কোন প্রকারে বিপদ্ হইতে বিমুক্ত ভয়দ্রুত ও জীবিতার্থী হইয়া উত্তর দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি সার্থপরিভ্রষ্ট এবং উক্ত স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া একাকী কাপুরুষের ন্যায় বন-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি সমুদ্রগমনের সুপথ প্রাপ্ত না হইয়া পুষ্পিত পাদপোপশোভিত এক রমণীয় কাননে উপনীত হইলেন। নন্দন-কানন-সদৃশ যক্ষ-কিন্নর-সেবিত সেই কানন সমস্ত ঋতুতে ফলশালি পুষ্পিত আম্রবণে পরিশোভিত এবং শাল, তাল, তমাল, কালাগুরু ও উৎকৃষ্ট চন্দন-তরুনিকর-দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তৎকালে তথায় রম্য ও সুগন্ধি শৈল-শিখরের সমস্ত বিভাগে ভারুণ্ড নামে বিখ্যাত মনুষ্য-বদন বিহঙ্গগণ এবং পর্ব্বতোদ্ভব সমুদ্র গমনোন্মুখ ভুলিঙ্গ শকুন সকল কুজন করিতেছিল। গৌতম বিহঙ্গগণের সেই সকল মনোহর কলরব শ্রবণ করত গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অনন্তর, তিনি সুরম্য সিকতাচিত স্বর্গসম-সুখকর কোন বিচিত্র সমতল প্রদেশে শ্রীসম্পন্ন মণ্ডলাকার একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ দর্শন করিলেন। তাহার অনুরূপ শাখা-সমূহ যেন ছত্রসন্নিভ হইয়াছিল, মূলস্থল চন্দনবারি-দ্বারা সংসিক্ত ছিল। গৌতম তখন সেই পিতামহ-সভা-সদৃশ দিব্য পুষ্পান্বিত, শ্রীযুক্ত, অত্যুৎকৃষ্ট, মনোহর, তরুতল দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি সেই সুরপুর-সদৃশ পুষ্পিত পাদপ-সমূহে পরিবৃত পবিত্র স্থল প্রাপ্তি-পূর্ব্বক হর্ষান্বিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

হে কুন্তী-তনয় নৃপবর! গৌতম তথায় উপবেশন করিলে সুখ-স্পর্শ শুভ সমীরণ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রফুল্ল করত কুসুম-সমূহ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইল। ব্রাহ্মণ পবিত্র বায়ু স্পর্শে প্রশান্ত হইয়া পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন, দিবাকরও অস্তাচলে গমন করিলেন। অনন্তর, প্রভাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে নাড়ীজঙ্ঘ-নামে বিখ্যাত পিতামহের প্রিয় সুহৃৎ কশ্যপাত্মজ মহাপ্রাজ্ঞ পক্ষিপ্রবর বকরাজ ব্রহ্মলোক হইতে স্বকীয় সদনে আগমন করিলেন। দেবসম-প্রভা-সম্পন্ন* দেবকন্যাতনয় শ্রীমান্ বিদ্বান্ নিরুপম বকরাজ ধরাতলে

রাজধর্ম্ম-নামেও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সূর্য্য-সন্নিভ সমুজ্জ্বল বিভূষণ-সমূহে বিভূষিত ছিল; সেই দেবগর্ভ-সম্ভূত বিহগরাজ তৎকালে সৌন্দর্য্যদ্বারা সমুজ্জ্বল ছিলেন। গৌতম সেই খগবরকে আগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তিনি ক্ষুধা ও পিপাসা-হেতু নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন, এজন্য হিংসা অভিলাষ করত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাজধর্ম্মা বলিলেন, হে বিপ্র! আপনার মঙ্গল ত? ভাগ্যক্রমে আপনি আমার আলয়ে উপনীত হইয়াছেন; দিনকর অস্তমিত এবং সায়ংকাল উপস্থিত হইল; আপনি অনিন্দিত প্রিয় অতিথি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব অদ্য এই স্থানে যথা বিধি সৎকৃত হইয়া অবস্থিতি করুন, কল্য প্রভাতে যথা স্থানে গমন করিবেন।

কৃতঘ্নোপাখ্যানে একোন সপ্তত্যধিক শত অধ্যায় ॥ ১৬৯ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তৎকালে গৌতম সেই মধুর বাক্য শ্রবণে বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রাজধর্ম্মাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাজধর্ম্মা কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি কশ্যপের পুত্র, দাক্ষায়নী আমার জননী; আপনি গুণবান্ অতিথি, আপনার মঙ্গল ত?

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, কশ্যপাত্মজ রাজধর্ম্মা সেই ব্রাহ্মণকে বিধানানুসারে সৎকার করিয়া শাল পুষ্পময় দিব্য আসন প্রদান করিলেন এবং ভাগীরথী গঙ্গাতে যে সমস্ত মহামীন বিচরণ করে, তাহা এবং অন্যান্য পীবর মৎস্য সমুদয় ও নিতান্ত প্রদীপ্ত হুতাশন অতিথি গৌতমের উদ্দেশে আনয়ন করিয়াদিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া প্রীতচিত্ত হইলে মহাতপস্বী বকরাজ শ্রমাপনয়ার্থ পক্ষ-দ্বয়-দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া উপবিষ্ট হইলে রাজধর্ম্মা তাঁহার নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি 'আমি গৌতম' এই কথা-মাত্র বলিয়া আর কিছুই কহিলেন না। পরিশেষে পক্ষিরাজ তাঁহাকে দিব্য পুষ্পসুবাসিত সুগন্ধ-সমন্বিত পর্ণময় দিব্য শয্যা প্রদান করিলে, তিনি তাহাতে পরম সুখে শয়ন করিলেন অনন্তর, গৌতম শয়নোপরি উপবিষ্ট হইলে বাগ্মিবর কশ্যপ-তনয় রাজধর্ম্মা তাঁহাকে আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভারত! গৌতম তাঁহাকে বলিলেন, মহামতে! আমি অতিশয় দরিদ্র, এজন্য ধন-সঞ্চয় করিবার কারণ সাগর গমনে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। রাজধর্ম্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, কৃতকার্য্য হইয়া ধন-সঞ্চয়ের সহিত নিজ গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পতির মতানুসারে পারম্পর্য্য. দৈব, কাম্য এবং মৈত্র-ভেদে অর্থসিদ্ধি চতুর্ব্বিধ; এক্ষণে আমি আপনার মিত্র হইয়াছি এবং আপনার প্রতি আমার সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে, অতএব আপনি যে প্রকারে অর্থবান্ হয়েন, আমি তাহাতে যত্নবান্ হইব।

অনন্তর, পক্ষিরাজ প্রভাত সময়ে গৌতমকে সুখাসীন বিলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে প্রিয়দর্শন! আপনি এই পথে গমন করুন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন; এস্থান হইতে তিন যোজন গমন করিলে বিরূপাক্ষ নামে বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত আমার সখা এক রাক্ষসাধিপতিকে দেখিতে পাইবেন। হে দ্বিজবর! আপনি আমার বাক্যানুসারে তাঁহার নিকট গমন করুন; তিনি আপনার অভিলষিত কাম্যবস্তু সমুদয় প্রদান করিবেন, সংশয় নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! গৌতম পক্ষিরাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে অমৃতকল্প ফল সকল ভক্ষণ করত অশ্রান্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি সেই পথ-মধ্যে উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন এবং ভূর্জ্জপত্রের বন সকলে বিচরণ করত দ্রুতবেগে গমন করিলেন। অনন্তর, তিনি শৈল-তোরণ-সম-

ন্বিত শৈল-প্রাকার ও বপ্র-বিশিষ্ট শৈলযন্ত্র-সমাকুল মেরুব্রজ-নামক নগরে উপনীত হইলেন। রাজন্! তিনি তথায় উপনীত হইয়া ধীমান্ রাক্ষসরাজের প্রিয় সুহৃৎ-কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রীয়মাণ প্রিয় অতিথি-রূপে তৎ সমীপে বিদিত হইলেন। হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর, রাক্ষসরাজ নিজ দূতগণকে এই কথা বলিলেন যে, 'নগর-দ্বার হইতে গৌতমকে অবিলম্বে আনয়ন কর।' ক্ষিপ্রকারী রাজদূতেরা প্রভুর আদেশ প্রাপ্তিমাত্র নগর হইতে গৌতম বলিয়া আহ্বান করত পুরদ্বারে উপস্থিত হইল। মহারাজ! সেই সমস্ত দূতগণ তখন ব্রাহ্মণকে বলিল, তুমি সত্বর হও, শীঘ্র আগমন কর, রাজা তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; বিরূপাক্ষ-নামে বিখ্যাত বীরবর রাক্ষসরাজ তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর হইতেছেন, অতএব শীঘ্র আগমন কর।

অনন্তর, বিপ্রবর গৌতম তৎকালে বিস্ময়-বশত গত ক্লম এবং সেই পরম সমৃদ্ধি সন্দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া রাক্ষসরাজের দর্শন কামনা করত দূতগণের সহিত অবিলম্বে রাজ-ভবনে উপনীত হইলেন।

কৃতঘ্নোপাখ্যানে সপ্তত্যধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৭০ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, গৌতম রাক্ষসরাজের বিদিত হইয়া তদীয় রমণীয় ভবনে প্রবেশ-মাত্র তৎকৃত সৎকার লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাকে গোত্র, আচার, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি গোত্র-মাত্র উল্লেখ করিলেন, অন্য কিছুই বলিলেন না। রাক্ষসরাজ সেই ব্রহ্মতেজো-হীন স্বাধ্যায়-বিহীন গোত্রমাত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষস বলিলেন, হে বিপ্র! তোমার নিবাস কোথায়? তুমি কোন গোত্রে বিবাহ করিয়াছ, যথার্থ বল, ভয় করিও না, অক্ষুব্ধ-চিত্তে বিশ্বাস কর।

গৌতম কহিলেন, আমি মধ্যদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, এক্ষণে শবরালয়ে বাস করি; এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছি, ইহা তোমার নিকট যথার্থ কহিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, রাক্ষসরাজ বিমর্শান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, কি রূপেই বা আমার সুকৃত সঞ্চয় হইতে পারে! ইনি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, মহাত্মা বক-রাজের সুহৃৎ বলিয়া তিনি ইহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; তিনি নিয়ত আমার আশ্রিত, ভ্রাতা, বান্ধব ও হৃদয়ঙ্গম সখা, অতএব আমি তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিব; অদ্য কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে আমি সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব, ইনিও তাঁহাদিগের মধ্যে ভোজন করিবেন, পরে ইহাঁকে ধন দান করিব। অদ্য পুণ্য তিথি, ইনিও অতিথি হইয়া আগমন করিয়াছেন, দানার্থ সঙ্কল্পিত অর্থও প্রস্তুত আছে, অতঃপর আর কিছু বিচার করিবার আবশ্যক নাই। রাক্ষসরাজের এইরূপ চিন্তার পর পট্টবস্ত্র-পরিধায়ী স্নাত ও চন্দনাদি-দ্বারা অলঙ্কৃত সহস্র বিদ্বান্ বিপ্র তদীয় ভবনে উপনীত হইলেন। হে নরবর! বিরূপাক্ষ সেই সমাগত ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে যথোপযুক্ত সৎকার করিলেন; তাঁহার আদেশানুসারে ভৃত্যগণ ভূমিতলে উৎকৃষ্ট কুশাসন আস্তরণ করিয়া দিল। দ্বিজগণ রাক্ষসরাজ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আসনে উপবেশন করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে তিল, দর্ভ ও সলিল-দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। মহারাজ! বিশ্বদেব, পিতৃগণ ও হুতাশনের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ সদাচার ব্রাহ্মণগণ চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্প-মাল্যবস্ত্র ও সুপূজিত হইয়া সুধা-কর-সমূহের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর, রাক্ষসরাজ বিপ্রগণকে ঘৃত মধু-সমন্বিত উৎকৃষ্ট অন্নপূর্ণ হীরকাঙ্কিত সুনির্ম্মল সুন্দর সুবর্ণ-পাত্র সকল প্রদান করিলেন। প্রতি বর্ষে আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে অনেকানেক ব্রাহ্মণগণ তদীয় ভবনে

অভিলষিত উৎকৃষ্ট ভোজন লাভ করেন; বিশেষত শরৎকালের অবসানে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে রাক্ষসরাজ দ্বিজগণকে এইরূপ ভোজন করাইয়া বহু রত্ন প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা শ্রবণ করিয়াছি; যাহা হউক, ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবসানে তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবার জন্য মহাবল বিরূপাক্ষ সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, মহামূল্য হীরক, প্রবাল ও রাঙ্কব-প্রভৃতি রত্নরাশি আনয়ন করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা ইচ্ছা এবং উৎসাহ অনুসারে এই সমস্ত রত্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক যিনি যাহাতে ভোজন করিলেন, সেই সেই পাত্র লইয়া নিজ গৃহে গমন করুন। মহাত্মা রাক্ষসরাজ এই কথা বলিলে বিশুদ্ধ-বসন মহামান্য ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছানুসারে সেই সমস্ত রত্ন গ্রহণ করিলেন এবং পবিত্র রত্ন-নিচয়-দ্বারা অভ্যর্চ্চিত হইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। রাজন্! অনন্তর, রাক্ষসরাজ নানা দেশ হইতে সমাগত নিশাচর সকলকে নিষেধ-পূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্বিজগণকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে বিপ্রগণ! অদ্য এক দিবসের জন্য এস্থানে আপনাদিগের রাক্ষসগণ হইতে কোন ভয় নাই; অতএব আপনারা প্রমুদিত হইয়া অবিলম্বে অভিলষিত দেশে গমন করুন। অনন্তর, সমস্ত ব্রাহ্মণগণ দিকে দিকে ধাবিত হইলেন, গৌতমও সত্বর হইয়া স্বর্ণভার গ্রহণ-পূর্ব্বক অতি কষ্টে বহন করত পূর্ব্বোক্ত বট বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর, মিত্রবৎসল খগশ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্মা গৌতমকে স্বাগত প্রশ্ন-দ্বারা অভিনন্দন করত তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন এবং পক্ষ-দ্বয় বিক্ষেপ-দ্বারা তাঁহার শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন; পরিশেষে বুদ্ধিমান্ বিহঙ্গ তাঁহার সমুচিত সৎকার করিয়া ভোজন-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিলেন। গৌতম তখন বিশ্রান্ত হইয়া ভোজন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি লোভ ও মোহ-বশত সুমহৎ সুবর্ণভার গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে বহু দূরে গমন করিতে হইবে, পথ-মধ্যে প্রাণ ধারণার্থ ভোজন সামগ্রী কিছুই নাই, অতএব কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব!' হে পুরুষপ্রবর! অনন্তর, কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ পথে গমন কালে ভোক্তব্য বস্তু কিছুই সঙ্গে নাই দেখিয়া মনে মনে ইহাই চিন্তা করিল যে, এই মাংসরাশি বকরাজ আমার পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাকে নিহত করিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিব।

কৃতঘ্নোপাখ্যানে একসপ্তত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৭১॥

ভীষ্ম কহিলেন, খগরাজ বট-বিটপীর নিকটে ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত সমীরণ-সহায়-সম্পন্ন মহা অর্চ্চিষ্মান্ অনল স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি বিশ্বস্ত হইয়া তাহার পার্শ্বভাগে শয়ন করিলেন। দুষ্টাত্মা কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিধন করিতে অভিলাষী হইয়া অগ্রভাগে শয়ন করিল। অনন্তর, দুরাত্মা সেই বিশ্বস্ত বকরাজকে প্রদীপ্ত অঙ্গার-দ্বারা নিহত করিল; নিহত করিয়া হর্ষান্বিত হইয়া পাপ অথবা, দোষ দর্শন করিল না। পরিশেষে সে সেই মৃত পক্ষীকে পক্ষহীন ও লোম-বিহীন করিয়া অগ্নি-মধ্যে পাক করিল, পাকের পর সেই পক্ষি-মাংস ও সুবর্ণ-ভার গ্রহণ করিয়া অতিশয় দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল।

পর দিন রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নিজ পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! অদ্য আমি খগবর রাজধর্ম্মাকে অবলোকন করি নাই, তিনি প্রতি দিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিতে গিয়া থাকেন, কিন্তু আমাকে না দেখিয়া কখন গৃহে গমন করেন না। দুই সন্ধ্যা ও দুই রাত্রি গত হইল তিনি আমার আলয়ে আইসেন নাই, অতএব আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না; সেই সুহৃৎ কোথায় আছেন, অন্বেষণ কর। বেদজ্ঞান-বিহীন ব্রহ্মবর্চ্চস-বিবর্জ্জিত হিংসা-

রত সেই দ্বিজাধম তথায় গমন করিয়াছে, সে তাঁহাকে নিহত করিতে পারে, আমার এরূপ শঙ্কা হইতেছে, আমি ইঙ্গিত-দ্বারা অবলোকন করিয়াছি, গৌতম অতি দুরাচার, দুর্ব্বুদ্ধি, নির্দ্দয়, দারুণাকৃতি, দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় অধম-প্রকৃতি, সে তথায় গিয়াছে, এজন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে; অতএব বৎস! তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে রাজধর্ম্মার নিকেতনে গমন করিয়া সেই বিশুদ্ধ-স্বভাব সুহৃদ্বর জীবিত আছেন কি না জানিয়া এস।

ধীশক্তি-সম্পন্ন রাক্ষসরাজের পুত্র পিতা-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত ও ত্বরিত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত বটবৃক্ষের নিকটে গমন করিল, গমন করিয়া তথায় রাজধর্ম্মার অস্থি দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করত শক্তি অনুসারে সত্বরতা-সহকারে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর, রাক্ষসগণ অতি দূরে গমন করিয়া পক্ষ অস্থি ও চরণ-বর্জ্জিত রাজ-ধর্ম্মার শরীরের সহিত গৌতমকে গ্রহণ করিল, গ্রহণ করিয়া তাহারা দ্রুতবেগে মেরুব্রজ নগরে আসিয়া রাজার নিকটে রাজধর্ম্মার মৃত শরীর ও পাপকারী কৃতঘ্ন গৌতমকে উপস্থিত করিল। নৃপতি পুরোহিত ও অমাত্যগণের সহিত তাহাকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; রাজ-ভবনে সুমহান্ আর্ত্তনাদ প্রাদুর্ভূত হইল; পুর-মধ্যে আবাল বনিতা সকলের চিত্ত অস্বস্থ হইয়া গেল।

অনন্তর, রাক্ষসরাজ 'এই পাপাত্মাকে অবিলম্বে বধ কর' পুত্রের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই সমস্ত রাক্ষসেরা ইচ্ছানুসারে ইহার মাংস আহার করত সন্তোষ লাভ করুক। হে রাক্ষসগণ! আমার বিবেচনা এই যে, তোমরা এই ক্ষণেই এই পাপাচার, পাপকর্ম্মা, পাপরত, পাপাত্মাকে নিহত কর। ঘোর-বিক্রম রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই পাপ-কর্ম্মাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিল না। মহারাজ! সেই সমস্ত নিশাচরেরা মস্তক অবনত করিয়া রাক্ষসরাজকে কহিল, এই নরা-ধমকে ভক্ষণ করিবার কারণ এই ক্ষণেই ইহাকে দস্যুদিগের হস্তে প্রদান করুন, ইহার পাপ দেহ ভক্ষণের জন্য আমাদিগের প্রতি অনুমতি প্রদান করা আপনকার উচিত নহে। রাক্ষসরাজ নিশা-চরগণের বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে বলি-লেন, হে রাক্ষসগণ! এই কৃতঘ্নকে এই ক্ষণেই দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ কর। শূল-পট্টিশধারি রাক্ষসেরা প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্র সেই পাপা-ত্মাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ দস্যুদিগকে প্রদান করিল, দস্যুগণও সেই পাপাচারকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল না। হে ধর্ম্মরাজ! মাংসাশি নৃশং-সেরাও কৃতঘ্ন লোককে ভক্ষণ করে না। রাজন্! ব্রাহ্মণ-ঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর এবং ব্রতঘ্ন ব্যক্তিগণের বরং নিষ্কৃতি আছে; কিন্তু কৃতঘ্ন লোকের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্র-দ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, ক্রব্যাদ্ ও অন্যান্য মাংসাশি কীটগণও তাহাকে ভক্ষণ করে না।

কৃতঘ্নোপাখ্যানে দ্বিসপ্তত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৭২॥

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ রত্ন, গন্ধ ও বহু বস্ত্র-দ্বারা সমলঙ্কৃতা চিতা প্রস্তুত করাইয়া বকরাজকে প্রজ্বালন পূর্ব্বক যথা-বিধানে তাহার প্রেতকার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে দক্ষ-নন্দিনী পয়স্বিনী শোভনা সুরভি দেবী তাঁহার উপরিভাগে আবির্ভূতা হইলে তাঁহার মুখ হইতে ক্ষীর-মিশ্রিত ফেণ নিঃসৃত হইয়া রাজধর্ম্মার চিতা-মধ্যে পতিত হইল। অনন্তর, বকরাজ তদ্দ্বারা পুন-র্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া উৎপতন-পূর্ব্বক বিরূপাক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে দেবরাজ বিরূপাক্ষ-পুরে সমাগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি সৌভাগ্যক্রমে রাজধর্ম্মাকে

পুনর্জ্জীবিত করিলে; পুরাকালে প্রজাপতি রাজধর্ম্মাকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র সেই পুরাতন বৃত্তান্ত বিরূপাক্ষকে শ্রবণ করাইলেন, কহিলেন, রাজন্! বকপতি প্রজাপতির নিকট গমন না করায় তিনি ইহার প্রতি রোষ-বশত এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "দুষ্ট-স্বভাব মূঢ় বকাধম যখন আমার সভায় আগমন করে নাই, তখন অবিলম্বে সে বিনষ্ট হইবে" অতএব ব্রহ্মার বাক্যানুসারে ইনি গৌতম-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া তাঁহারই অমৃত-সেচন-দ্বারা পুনর্জ্জীবিত হইলেন।

অনন্তর, রাজধর্ম্মা বক পুরন্দরকে প্রণিপাত করিয়া বলিল, হে সুরেশ্বর! যদি আপনার অনুকম্পা হইয়া থাকে, তবে আমার প্রিয় সখা গৌতমকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করুন। পুরুষপ্রবর পুরন্দর তাহার বাক্যানুসারে অমৃত সেচন করিয়া গৌতমকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! বকরাজ সুবর্ণ-পাত্রাদি সমন্বিত সেই পাপাচার সুহৃৎকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি-সহকারে তাহারে আলিঙ্গন করিয়া ধন-রত্নের সহিত বিদায় করিয়া দিলেন, আপনিও নিজ আলয়ে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রজাপতির সভায় গমন করিলেন। ব্রহ্মা সেই মহাত্মাকে অতিথি-সৎকার-দ্বারা সম্মাননা করিলেন। গৌতমও পুনরায় শবরালয়ে উপনীত হইয়া শূদ্রা ভার্য্যাতে দুষ্কৃতকারি বহু পুত্র উৎপাদন করিল। তৎকালে সুরগণ তাহার প্রতি মহাশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, 'এই পাপাচার কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ পুনর্ভূপত্নীর গর্ব্ভে বহুকালে বহু পুত্র উৎপাদন করিয়া মহানরকগামী হইবে।'

হে ভারত! মহর্ষি নারদ আমাকে পূর্ব্বে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, আমি তৎ সমুদয় স্মরণ করিয়া তোমার নিকটে প্রকৃত-রূপে এই সুমহৎ উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। কৃতঘ্ন ব্যক্তির যশ, সুখ ও আশ্রয়-স্থান কোথায়? কৃতঘ্ন অতি অশ্রদ্ধেয়, কৃতঘ্ন ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। মনুষ্যমাত্রেরই মিত্রদ্রোহ করা কর্ত্তব্য নহে, মিত্রদ্রোহী মানব ঘোরতর অনন্ত নরকে গমন করে। মিত্রকাম মানবের সতত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, মিত্র হইতে সমস্ত বস্তু লব্ধ হয়, মিত্র হইতে সম্মান প্রাপ্ত হওয়া যায়, মিত্র হইতে ভোগ্য বস্তু সমুদয় ভোগ হয়, মিত্র-দ্বারা বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, বিচক্ষণ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সৎকার-দ্বারা মিত্রকে পূজা করিবেন। পাপাচার কুলাঙ্গার নিরপত্রপ পাপকর্ম্মা নরাধম মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন জন পণ্ডিতগণের পরিত্যাজ্য। হে ধার্ম্মিকবর! এই আমি তোমার নিকটে পাপাচার মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নের বিষয় বর্ণন করিলাম, পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর, বল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! তৎকালে মহানুভাব ভীষ্মের উক্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির একান্ত প্রীতচিত্ত হইয়াছিলেন।

কৃতঘ্নোপাখ্যানে ত্রিসপ্তত্যধিক শত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ সম্পূর্ণ

মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

মোক্ষধর্ম্মপ্রকরণ।

বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজ্ হাইনেস্ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

মহ্তাব্চন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথতত্ত্বনিধি দ্বারা

অনুবাদিত

এবং পরিশোধিত

বর্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৭।

মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মের সূচীপত্র।

সম্পূর্ণ

মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্মাশ্রিত পরম পবিত্র আপদ্ধর্ম্ম সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন, সম্প্রতি গৃহস্থ-প্রভৃতি সমস্ত আশ্রমিগণের পক্ষে যাহা উৎকৃষ্টতর, সেই ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভরত-সত্তম! আশ্রম-মাত্রেই ধর্ম্ম বিহিত আছে, তন্মধ্যে সত্য-স্বরূপ পরমাত্মবিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনময় তপস্যার জ্ঞানরূপ ফল ইহ জীবনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে; ধর্ম্মের দ্বার নানা প্রকার, ইহলোকে তদীয় ক্রিয়া সকল কখন বিফল হয় না। জ্ঞান-লাভ, তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধি, স্বর্গ-কামনা ও পুত্রোৎপাদনাদি যে যে বিষয়ে যিনি নিশ্চয় করেন, তাহাকেই তিনি শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, বিষয়ান্তরে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না; সংসার যখন তৃণাদি তুচ্ছ বস্তুর ন্যায় অসার-রূপে পর্য্যালোচিত হয়, তখনই ইহাতে বিরাগ জন্মিয়া থাকে, সংশয় নাই। হে যুধিষ্ঠির! বহু দোষাধার সংসার যখন এইরূপ অসার বলিয়া ব্যবস্থিত হইল, তখন মতিমান্ মানবের পক্ষে আত্ম মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করা বিধেয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধন ক্ষয় অথবা, পুত্র, কলত্র ও পিতা পরলোক গত হইলে, যে বুদ্ধি-দ্বারা শোকাপনোদন করা যায়, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বিভব বিনষ্ট বা, পত্নী, পুত্র ও পিতা মৃত হইলে 'হায়! কি দুঃখ!' এইরূপ চিন্তা করত শোক-প্রতীকারার্থ আত্ম-জ্ঞানের নিমিত্ত শমগুণাদির অনুষ্ঠান করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ সেনজিৎ নৃপতির নিকটে সুহৃদ্ভাবে আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

কোন ব্রাহ্মণ, পুত্র-শোক-সন্তপ্ত রাজা সেনজিৎকে শোক-বিহ্বল ও বিষণ্ন-চিত্ত বিলোকন করিয়া বলিলেন, রাজন্! তুমি কেন মুগ্ধ হইতেছ? স্বয়ং শোচনীয় হইয়া কি জন্য অন্যের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছ? যাঁহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন, তাঁহারাও শোচ্য হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তুমি, আমি এবং তোমাকে যাঁহারা উপাসনা করিতেছেন, সকলেই যথা হইতে আসিয়াছি, পুনরায় তথায় গমন করিব।

সেনজিৎ বলিলেন, হে তপোধন ব্রাহ্মণ! বুদ্ধি কি, তপস্যা কি, সমাধি কি, জ্ঞান কি এবং এই সকলের প্রমাণ শাস্ত্র শ্রবণই বা কি? যাহা অবগত হইয়া আপনি বিষণ্ন হইতেছেন না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য-প্রভৃতি উত্তম, অধম ও মধ্যম সমস্ত প্রাণিগণ নিমিত্ত-ভূত

কর্ম্ম সমুদয়ে দুঃখ-দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে, 'আমি' এই প্রতীতি-গোচর আত্মাই আমার নহে, অথবা, সমস্ত পৃথিবীই আমার, ইহা আমার যেরূপ, অন্যেরও সেইরূপ, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার কোন দুঃখ হয় না; আমি, এই বুদ্ধি লাভ করিয়া হৃষ্ট বা, ব্যথিত হই না। মহাসাগর মধ্যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে পরস্পর মিলিত হইয়া পরে যেমন বিঘটিত হয়, জীবগণের সমাগমও তদ্রূপ। পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, সকলেই এইরূপ; অতএব তাহাদিগের প্রতি স্নেহ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু তাহাদের বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই আছে। দৃশ্যরূপে যাঁহার প্রকাশ নাই, সেই অদর্শন চিন্ময় পুরুষ হইতে তোমার পুত্র আগত হইয়াছিল, পুনরায় দর্শন-পথের অতীত হইয়া তাঁহাতেই লীন হইয়াছে; সে তোমাকে জানিত না, তুমিও তাহাকে জান না, তুমি কে, কাহার জন্য শোক করিতেছ? বিষয়-বাসনা-রূপ ব্যাধি হইতে দুঃখ জন্ম পরিগ্রহ করে, দুঃখ নাশ জন্য সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুখ হইতেও দুঃখ জন্মে; অতএব দুঃখই পুনঃপুন উৎপন্ন হয়। সুখাবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অনন্তর সুখের উদয় হইয়া থাকে, অতএব মানবগণের সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি সুখের অনন্তর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছ, পুনরায় সুখ লাভ করিবে। মনুষ্য কখন নিয়ত সুখ দুঃখ ভোগ করে না, একমাত্র শরীরই কেবল সুখ ও দুঃখের আয়তন। স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভেদে দ্বিবিধ দেহই সুখ ও দুঃখের আশ্রয়; জীব যে শরীর-দ্বারা যে কর্ম্ম করে, সেই শরীর-দ্বারাই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। জীবনের কারণ সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করে, উভয়ে সংসার কালে বিবিধ-রূপে বর্ত্তমান রহে এবং উভয়েই এক কালে বিনষ্ট হয়। মানবগণ বহুবিধ স্নেহপাশ-দ্বারা বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া সলিল-স্থিত সৈকত-সেতুর ন্যায় অকৃতার্থ-রূপে অবসন্ন হয়। তিল-পীড়ক তৈলিকগণ স্নেহের নিমিত্ত যেমন তিল সকলকে চক্র-মধ্যে নিপীড়ন করে, তদ্রূপ সকলেই অজ্ঞান-সম্ভব ক্লেশকদম্ব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সৃষ্টিচক্রে নিপীড়িত হইতেছে।

মনুষ্য ভার্য্যা-প্রভৃতি পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ-হেতু চৌর্য্য-প্রভৃতি অশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে; কিন্তু ইহলোক ও পরলোকে একাকীই সেই দুষ্কৃতি-জনিত ক্লেশ-কদম্ব সম্ভোগ করে। মানব-মাত্রেই পুত্র কলত্র-প্রভৃতি কুটুম্ববর্গের প্রতি আসক্ত হইয়া পঙ্ক-মগ্ন জীর্ণ বন হস্তিগণের ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া থাকে। পুত্রনাশ, বিত্তনাশ ও জ্ঞাতি সম্বন্ধিগণের বিনাশ হইলে মনুষ্য দাবানল-সদৃশ সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, উদয় ও লয়-প্রভৃতি সমস্তই দৈবায়ত্ত; প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করিয়া যিনি উপকার করেন, তাঁহাকে সুহৃৎ বলা যায়, আর প্রত্যুপকার অপেক্ষা করিয়া যিনি উপকার করেন, তিনি মিত্র-পদবাচ্য হয়েন; মনুষ্য তাদৃশ সুহৃৎ-সম্পন্নই হউন অথবা, অসুহৃৎ হউন, সশত্রুই হউন বা, মিত্রবান্ই হউন, বুদ্ধিমান্ হউন অথবা হীনই হউন, দৈব-বশতই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। সুহৃদ্গণ সুখ সম্প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, শত্রুরাও দুঃখ দান করিতে পারে না; বুদ্ধি থাকিলে ধন হয় না, ধন হইলেও সুখ হইতে পারে না, বুদ্ধিমত্তা ধন লাভের নিমিত্ত নহে, মূর্খতাও অসমৃদ্ধির কারণ হয় না; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই লোক নির্ম্মাণ বৃত্তান্ত বিদিত আছেন, অন্যে নহে। কি বুদ্ধিমান্, কি দুর্ব্বুদ্ধি, কি ভীরু, কি সাহসী, কি মূর্খ, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্ হয়, সেই সুখ ভোগ করিয়া থাকে। বৎস, গোপ, প্রতিপালক ও তস্কর, এই সকলের মধ্যে যে ব্যক্তি ধেনুর দুগ্ধ পান করে, ধেনু তাহারই, ইহা নিশ্চয় আছে। জন-সমাজে যে সমস্ত মূঢ়তম মানব আছে এবং যাঁহারা বুদ্ধি-তত্ত্বের অতীত পরব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছেন, সেই সমুদয় মানবগণ সুখ লাভ করিয়া থাকেন, এতদুভয়ের মধ্যগত জনগণ সুখী হইতে

পারেন না। ধীরেরা তত্ত্বজ্ঞ জনগণের প্রতি অনুরক্ত হয়েন, মধ্যবিধ মানবের প্রতি নিরত নহেন, তাঁহারা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানলাভকে সুখ এবং একান্ত মূঢ়তা ও নিতান্ত বুদ্ধিমত্তার মধ্যবর্ত্তিতাকে দুঃখ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সুখ দুঃখ-বিবর্জ্জিত ও মৎসরতা-বিরহিত হইয়া বুদ্ধিসুখ লাভ করিয়াছেন, অর্থ ও অনর্থ সকল তাঁহাদিগকে কদাচ ব্যথিত করিতে পারে না, আর যাহারা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, অথচ মূঢ়তা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা অতিশয় আনন্দিত ও সন্তাপিত হয়। সুরলোকে দেবগণের ন্যায় মূঢ়েরা মহাগর্ব্ব ও ঐশ্বর্য্যে অচেতন হইয়া নিয়ত প্রমুদিত হইয়া থাকে। দুঃখের অবসানই সুখ, আলস্যই দুঃখ এবং দক্ষতাই সুখের কারণ হয়; সম্পত্তি সকল লক্ষ্মীর সহিত এইরূপে অনলস পুরুষকে অবলম্বন করে, অলসের সন্নিধানে কদাচ পদার্পণ করে না। সুখ, দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অবিচলিত-চিত্তে তাহার উপাসনা করিবে। পুত্র কলত্র-বিয়োগ-নিবন্ধন সহস্র সহস্র শোকের বিষয় আর অনিষ্ট সংঘটন-প্রভৃতি শত শত ভয়ের বিষয় প্রতিদিন মূঢ় মানবগণকে অবলম্বন করে, পণ্ডিত ব্যক্তিকে উহারা কখন স্পর্শ করে না।

বুদ্ধিমান্, স্বভাবত ধীশক্তি-সম্পন্ন, শাস্ত্রাভ্যাস-রত, অসূয়া-বিরহিত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে শোক কখন স্পর্শ করিতে পারে না। বুদ্ধিমান্ মানব এইরূপ জ্ঞান অবলম্বন করত গুপ্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করিবেন; যিনি প্রাণিগণের উদয় ও লয়ের বিষয় অবগত আছেন, শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; শোকতাপ দুঃখ বা আয়াস যাহার নিমিত্ত হইয়া থাকে, অন্তত তাহার একটি অঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। যাহা কিছু মমত্ব-দ্বারা কল্পিত হয়, তাহাই পরিতাপের নিমিত্ত হইয়া থাকে। বিষয়ের মধ্যে যাহা যাহা পরিত্যাগ করা যায়, তাহাই সুখের কারণ হইয়া উঠে, কামানুসারী মানব কামেরই সহিত বিনষ্ট হয়। লোকে বিষয়-সুখ ও দিব্য মহৎ সুখ বলিয়া যাহা বিখ্যাত আছে, তাহারা বাসনাক্ষয়-জনিত সুখের ষোড়শাংশের যোগ্য নহে। পূর্ব্বদেহকৃত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যাদৃশ-রূপে কৃত হইয়াছে, তদ্রূপে তাহা প্রজ্ঞাবান্ মূঢ় ও শূর ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। এইরূপ প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ সকল প্রাণিপুঞ্জে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। গুণবান্ মানব এইরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করত সুখে অবস্থিতি করেন; অতএব কাম সমুদয়কে নিন্দা করত ক্রোধকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিবে। পণ্ডিতেরা কহেন, এই ক্রোধ দেহিদিগের শরীরস্থ কামাকারে পরিণত মৃত্যুস্বরূপে হৃদয় মধ্যে প্রৌঢ়ভাবে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। কূর্ম্মের নিজ অঙ্গ সংহারের ন্যায় এই আত্মা যখন সর্ব্ব প্রকারে কাম সমুদয় সংহার করেন, তখন আপনাতেই আত্ম-জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকেন। যখন যে কোন বস্তু মমত্ব-দ্বারা পরিকল্পিত হয়, তৎকালে তৎসমুদয় পরিতাপের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এই আত্মা যৎকালে ভীত না হয়েন এবং ইহাঁ হইতে কেহ ভয় প্রাপ্ত না হয়, ইনি যখন ইচ্ছা ও দ্বেষ-বিরহিত হয়েন, তখন ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয়, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ করিলে প্রশান্ত-চিত্ত হইবে। যৎ কালে কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোন অসৎ অভিপ্রায় বা পাতক না করা যায়, তৎকালে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ম্মতি মানবগণ যাহাকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তক রোগ-রূপে পরিকীর্ত্তিত আছে, যিনি সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী হয়েন।

রাজন্! এ বিষয়ে পিঙ্গলার কথিত গাথা সকল শ্রুত হইয়া থাকে; দুঃখের সময় সে, যেরূপে সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পিঙ্গলা-নামে কোন বারবনিতা অভিসার স্থানে নিজ প্রাণ-

কান্তের সমাগমাভাবে কাতরা হইয়া শান্তবুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিয়াছিল যে, 'আমি উন্মত্তা হইয়া নির্ব্বিকার কান্তের সহিত চিরকাল সহবাস করিয়াছি; কিন্তু কৃতান্ত আমার অন্তিকে অবস্থিতি করিলেও পূর্ব্বে আমি কখন কান্তের নিকটে গমন করি নাই। একমাত্র অবিদ্যা যাহাকে ধারণ করিয়া আছে, সেই চক্ষুঃ কর্ণ-প্রভৃতি নব-দ্বার-বিশিষ্ট গৃহটিকে আমি বিদ্যাবলে আবরণ করিয়া আছি; যাহা হউক, কান্ত অন্তিকে আগমন করিলেও কোন্ কামিনী তাঁহাকে 'ইনি কান্ত' এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে? আমি এক্ষণে কামনা বিসর্জ্জন করিলাম, নরক-রূপী ধূর্ত্তেরা কামুক-রূপে পুনরায় আমাকে বঞ্চনা করিতে পারিবে না; সম্প্রতি আমার জ্ঞান জন্মিল, আমি নিরন্তর জাগরিত রহিলাম। পূর্ব্বকৃত সুকৃত অথবা, দৈব-বশত অনিষ্টও ইষ্ট-রূপে পরিণত হয়, এক্ষণে আমার ইন্দ্রিয়-বিজয় ও বোধোদয় হইল, বাসনাও বিসর্জ্জিত হইয়া গেল। যাঁহার আশা নাই, তিনিই সুখে শয়ন করেন, নৈরাশ্যই পরম সুখ; পিঙ্গলা এখন আশাকে নিরাশা করিয়া অনায়াসে শয়ানা আছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ব্রাহ্মণের এই সমস্ত ও অন্যান্য যুক্তিযুক্ত উক্তি-দ্বারা নরপতি সেনজিৎ স্বস্থ-চিত্ত ও সুখী হইয়া হর্ষ লাভ করিলেন।

পিঙ্গলা-গীতায় চতুঃসপ্তত্যধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৭৪ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সর্ব্ব প্রাণিক্ষয়াবহ সময় অতীত হইতে থাকিলে কিরূপ শ্রেয় আশ্রয় করা উচিত, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে প্রাচীনেরা পিতা-পুত্রের সংবাদ-সম্বলিত যে পুরাতন ইতিহাস উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। হে পৃথাতনয়! বেদাধ্যয়ন-নিরত কোন ব্রাহ্মণের মেধাবী-নামে এক মেধাবী পুত্র ছিল। মোক্ষধর্ম্ম ব্যাখ্যান-নিপুণ লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ সেই পুত্র বেদবিহিত কার্য্য-নিরত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পুত্র কহিল, হে তাত! মানবগণের পরমায়ু আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ধীর ব্যক্তি কোন্ বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবেন? আপনি ফল-সম্বন্ধ অতিক্রম না করিয়া আনুপূর্ব্বিক আমার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া আমি ধর্ম্মাচরণে সমর্থ হইব।

পিতা কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-দ্বারা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া পিতৃলোকের পাবনার্থ পুত্র কামনা করিবেক। অনন্তর, বিধানানুসারে অগ্নি আধান-পূর্ব্বক যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করত বন গমন করিয়া ধ্যান-নিষ্ঠ হইবেক।

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! লোক সকল এইরূপ সর্ব্বতোভাবে তাড়িত ও পরিবারিত থাকিলে এবং অমোঘা সকল অবিরত পতিত হইলেও আপনি নির্ব্বিকার-চিত্ত ধীরের ন্যায় কি বলিতেছেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! লোক সকল কিরূপে তাড়িত ও কাহা-কর্ত্তৃক পরিবারিত রহিয়াছে এবং অমোঘাই বা কি যাহা পতিত হইতেছে? তুমি কি আমাকে ভয়-প্রদর্শন করিতেছ?

পুত্র বলিল, লোক সকল মৃত্যু-দ্বারা তাড়িত ও জরা-দ্বারা পরিবারিত রহিয়াছে এবং পরমায়ু হরণ-হেতু অমোঘা রাত্রি সকল নিত্য নিত্য যাতায়াত করিতেছে। যখন জানিতেছি, যদিও মৃত্যু এখানে উপস্থিত নাই, কিন্তু, ক্ষণে ক্ষণে প্রাণিগণকে আক্রমণ করিতেছে, তখন আমি জ্ঞানাবরণে অনাবৃত হইয়া কি প্রকার ব্যবহার করত কালযাপন করিব? প্রতি রজনী প্রভাত হইলেই পরমায়ু যখন ক্ষীণ হইতেছে, তখনই দিবসকে বিফল বিবেচনা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির বিধেয়। কামনা সকল পরিপূর্ণ না হইতেই মৃত্যু মনুষ্যকে আক্রমণ করে, অতএব স্বল্প সলিলে মীনের ন্যায়, কৃতান্তের আক্রমণ কালে কোন্ ব্যক্তি সুখ লাভে সমর্থ হয়? মনুষ্য পুষ্প-

চয়নের তুল্য কাম্যকর্ম্ম সমুদয় সম্ভোগ করিবার জন্য নিবিষ্ট-চিত্ত হইলে, ব্যাঘ্রী যেমন মেষ-শাবককে গ্রহণ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যু তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করে; শ্রেয়ঃ সাধন কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহা কিছু আছে, অদ্যই তাহা সম্পাদন করা উচিত। এই সময় যেন তোমাকে অতিক্রম না করে, কর্ত্তব্য কার্য্য-সমুদয় সম্পন্ন না হইতেই মৃত্যু মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কল্য যাহা করিতে হইবে, অদ্য তাহা করা উচিত; অপরাহ্নের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। মানবের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি না, তজ্জন্য মৃত্যু কখন তাহাকে আক্রমণ করিতে অপেক্ষা করে না।

মনুষ্য যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবে; যেহেতু জীবিত কাল একান্ত অনিত্য, অদ্য কাহার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ হয়। মানবগণ মোহ-সমাবিষ্ট হইয়া পুত্র কলত্র-প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ত্তব্য বা, অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া তাহাদিগের ভরণ পোষণ করে। ব্যাঘ্র যেমন সুপ্ত মৃগকে গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করে, মৃত্যু তদ্রূপ সেই পুত্রবান্ পশু-সম্পন্ন সংসারাবিষ্ট-মানস মানবকে গ্রহণ করত প্রস্থান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কামভোগে পরিতৃপ্ত হয় নাই এবং পুত্র-কলত্র-প্রভৃতি পরিবার-বর্গকে, অধিক কি, আত্মাকেও বঞ্চনা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে; শার্দ্দূলের মৃগ-ধারণের ন্যায়, মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করে। 'এই কার্য্য করিয়াছি, ইহা করিতে হইবে এবং অপরাপর কর্ম্ম-সমুদয় সম্পন্ন হয় নাই' এইরূপ বাসনা-সুখে আসক্ত ব্যক্তিকে কৃতান্ত কবলিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষেত্র, আপন ও ভবনে আসক্ত থাকিয়া কৃত-কর্ম্ম-সমুদয়ের ফল প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকেও মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। দুর্ব্বল, কি বলবান্, সাহসী, কি ভয়শীল, মূঢ়, কি পণ্ডিত, যিনিই হউন, কামনার বিষয়-সমুদয় প্রাপ্ত না হইতেই মৃত্যু তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া গমন করে।

জরা, মরণ, ব্যাধি ও বিবিধ কারণ-জনিত দুঃখ-সকল যখন দেহে অনুস্যূত রহিয়াছে, তখন আপনি কিরূপে স্বস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? দেহিগণ জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মরণ তাহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত অনুগত হয়, অতএব স্থাবর জঙ্গম-প্রভৃতি উৎপত্তিমন্ত পদার্থ-মাত্রই এতদুভয়-দ্বারা আক্রান্ত রহিয়াছে। গ্রাম-মধ্যে বাস করিবার কারণ লোকের যে অনুরাগ হইয়া থাকে, তাহা মৃত্যুর মুখ-স্বরূপ এবং যাহা অরণ্য বলিয়া বিখ্যাত, তাহাই ইন্দ্রিয়দিগের বিবিক্ত বাস স্থান, এইরূপ শ্রুতি আছে। গ্রামে বসতিকারির অনুরাগ বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ, সুকৃতশালি জনগণ তাহা ছেদন করিয়া গমন করেন, দুষ্কৃতি পুরুষেরা তাহা ছেদন করিতে পারে না। কায়-মন-বাক্য-দ্বারা যিনি কখন প্রাণি হিংসা না করেন, তিনি জীবিত ও অর্থ-বিঘাতক হিংস্র জন্তু ও চৌরগণ-দ্বারা হিংসিত হয়েন না। জরা-ব্যাধি-রূপা মৃত্যু-সেনা আগমন করিলে কেহই কখন তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না।

যাহা মিথ্যা সম্পর্ক-শূন্য, তাহাই সত্য, সেই সত্যেই অমরণ-রূপ অমৃত নিয়ত আশ্রিত রহিয়াছে; অতএব মনুষ্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তির নিমিত্ত যম-নিয়ম-রূপ সত্যব্রত আচরণ করত চিদাভাস-রূপ জীবের ঐক্য-সাধন সত্য-যোগ-পরায়ণ বেদ-বাক্যে শ্রদ্ধধান ও সতত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সত্য-দ্বারাই শমনকে জয় করিবেক। অমৃত ও মৃত্যু এই দুইটিই দেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে মনুষ্য মোহ-বশত মৃত্যুর বশীভূত হয় এবং সত্য-দ্বারা অমৃত লাভ করে, অতএব আমি অহিংসা-নিরত, কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, সম-দুঃখ-সুখ, সত্যার্থী ও কুশলী হইয়া অমর্ত্ত্যের ন্যায় মৃত্যুকে পরিহার করিব। উত্তরায়ন কালে নিবৃত্তিপথ অভ্যাস-রূপ শান্তি-যজ্ঞ-রত, দান্ত, উপনিষৎ সকলের অর্থ-চিন্তন-রূপ ব্রহ্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত, মননশীল, প্রণব-জপ-

রূপ বাক্‌যজ্ঞ, পরব্রহ্মের মনন-রূপ মনো-যজ্ঞ এবং স্নান, শৌচ ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পিশাচের নিষ্ফল ক্ষেত্র-যজ্ঞের ন্যায় হিংসা-সাধ্য পশু-যজ্ঞ-দ্বারা কি প্রকারে যাগ করিতে সমর্থ হইবেন? যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও যোগ, এই পাঁচটি সতত পরব্রহ্মে প্রণিহিত হয়, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্যার সমান চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, রাগের সদৃশ দুঃখ এবং সন্ন্যাসের সমান সুখ আর কিছুই নাই। আমি অপুত্র হইয়াও আত্মাতে আত্মা-দ্বারা আত্মজ-রূপে উৎপন্ন ও আত্মনিষ্ঠ হইব, পুত্র আমাকে উদ্ধার করিবে না। একাকিতা, সমতা, সত্যতা, সচ্চরিত্রতা, মর্য্যাদা, দণ্ডনিধান, সরলতা এবং ক্রিয়া সকল হইতে উপরতি এই সমুদয় যাদৃশ ধন, ব্রাহ্মণের পক্ষে তাদৃশ ধন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মন্! আপনাকে যখন অবশ্যই কাল-কবলে পতিত হইতে হইবে, তখন আপনার আর ধন, বন্ধুজন ও পুত্র, কলত্রে প্রয়োজন কি? অন্তঃকরণ-নিষ্ঠ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে অভিলাষ করুন; আপনার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পিতা, পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।

পিতা-পুত্র-সংবাদে পঞ্চ সপ্তত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৭৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধনবান্ অথবা, নির্দ্ধন মানবগণ যাহারা পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, তাহাদিগের সুখ বা, দুঃখ লাভ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা, তাহা হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে শান্তি-সুখ-সমন্বিত মুক্তি-পথাবলম্বি শম্পাক কর্তৃক কথিত এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। কুপত্নী কুবসন ও বুভুক্ষা-দ্বারা ক্লিশ্যমান হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী শম্পাক নামক কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে আমাকে এই কথা বলেন। ' মনুষ্য ইহলোকে উৎপন্ন হইলে জন্ম অবধি বিবিধ সুখ ও দুঃখ সকল তাহাকে আশ্রয় করে, কিন্তু সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তি-মাত্র যখন তাহা দৈব-বিহিত বলিয়া বোধ হয়, তখন মনুষ্য সুখ লাভে হৃষ্ট ও অসুখে অসন্তুষ্ট হয়েন না; তুমি কামহীন বলিয়া চির কাল ভার ধারণ করত আত্ম শ্রেয় আচরণ করিতেছ না, তুমি কি চিত্ত-সংযমে সমর্থ নও? যাহার ধন-দারাদি কিছুই নাই, তাহাকে অকিঞ্চন বলে, তুমি সেই অকিঞ্চন হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিচরণ করত সুখাস্বাদন করিবে। অকিঞ্চন জনই সুখে শয়ন ও উত্থান করে, অকিঞ্চনতাই লোকে কল্যাণকর পথ্য ও অনাময় সুখ-স্বরূপ; এই বৈরি-বিবর্জ্জিত পথ কামিগণের দুর্লভ এবং নিষ্কাম পুরুষের পক্ষে অনায়াস-লভ্য। আমি ত্রিভুবন অবলোকন করত এক্ষণে বৈরাগ্য-সম্পন্ন শুদ্ধ-স্বভাব অকিঞ্চনের তুল্য লোক নিরীক্ষণ করিতেছি না। আমি অকিঞ্চনতা ও রাজ্য উভয়কেই তুলাদণ্ডে তুলনা করিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্য হইতে সমধিক-গুণশালিনী অকিঞ্চনতাই অতিরিক্ত হইয়াছিল। অকিঞ্চনতা ও রাজ্য এই উভয়ের মধ্যে সুমহান্ বিশেষ এই যে, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মানব কাল-কবলিতের ন্যায় নিয়ত উদ্বিগ্ন থাকে, আর যিনি ধন রত্ন পরিত্যাগ-বশত বিমুক্ত ও আশা-হীন হইয়াছেন, অগ্নি, তস্করাদি উপদ্রব, মৃত্যু ও দস্যুগণ তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। সুরপুরবাসি দেবগণ সেই কামচারী, শয্যা-শূন্য ভূতলশায়ী, বাহু উপধানকারী, শান্তি-পথাবলম্বি ব্যক্তিকে সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন। ধনবান্ লোক ক্রোধ ও লোভে আবিষ্ট, নষ্টচেতন, বক্র-দৃষ্টি, শুষ্ক-মুখ, ভ্রূভঙ্গী-সমন্বিত, পাপাচার ও ক্রোধ-পরীত হইয়া নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, সে যদি ভূমণ্ডল দান করিতেও অভিলাষী হয়,

তথাপি কোন্ ব্যক্তি তাহাকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করে? লক্ষ্মীর সহিত সতত-সহবাস অবিচক্ষণ লোককে মোহিত করে। শরৎকালীন জলধরকে সমীরণ যেমন হরণ করে, সম্পত্তি সেইরূপ বিত্তশালী ব্যক্তির চিত্ত হরণ করিয়া থাকে এবং রূপাভিমান ও ধনাভিমান তাহাকে অবলম্বন করে; 'আমি সদ্বংশজাত, সিদ্ধ এবং আমি সামান্য মনুষ্য নহি' এই তিনটি কারণ-দ্বারা তাহার চিত্ত প্রমত্ত হয়। সে সংসারাসক্ত হইয়া পিতৃ-সঞ্চিত সম্পত্তি সমুদয় ব্যয় করত নির্ধন হইলে পরধন হরণকে পাপ বোধ করে না; ব্যাধেরা বাণ-দ্বারা মৃগগণকে যেমন বিদ্ধ করে, নৃপগণ তদ্রূপ সেই মর্য্যাদা-বর্জ্জিত পরস্বাপহারি মানবের প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। এইরূপে এবম্বিধ বিবিধ দুঃখ এবং দাহ-চ্ছেদ-প্রভৃতি ক্লেশকদম্ব ইহলোকে মনুষ্যকে অবলম্বন করে; বিনশ্বর দেহাদির সহিত অপত্য ও ধন-রত্ন-রূপ লোকধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া বুদ্ধিবলে সেই সমস্ত অবশ্যম্ভাবি ক্লেশকদম্বের প্রতীকার করিবেক। ত্যাগ না করিলে সুখ লাভ হয় না, ত্যাগ না করিলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ত্যাগ না করিলে নির্ভয়ে শয়ন করা যায় না, অতএব বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও।"

পূর্ব্বে হস্তিনাপুরে শম্পাক নামক ব্রাহ্মণ আমার নিকট এইরূপে উক্ত বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন, অতএব ত্যাগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্ব-সম্মত।

শম্পাকগীতায় ষট্‌সপ্তত্যধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৭৬ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৃষি, বাণিজ্য, যজ্ঞ ও দানাদি কর্ম্ম কামনাকরত মনুষ্য অর্থলাভে অসমর্থ হইয়া ধন-তৃষ্ণায় অভিভূত হইলে কোন্ কার্য্য করিয়া সুখ-সম্ভোগ করিতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! যাহার লাভালাভ ও মানাপমান বিষয়ে সমজ্ঞান, ধনাদির নিমিত্ত আয়াসাভাব, সত্য-বাক্য, বৈরাগ্য এবং কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা আছে, সেই মনুষ্যই সুখী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। প্রাচীনেরা এই পাঁচটি বিষয়কে মোক্ষের কারণ বলিয়া থাকেন; ইহাই স্বর্গ, ধর্ম্ম এবং অত্যুত্তম সুখ-স্বরূপে সম্মত। হে ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে প্রাচীনেরা এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মঙ্কি নামক কোন ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

মঙ্কি ধন কামনা করত বারম্বার ভগ্নচেষ্ট হইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট ধন ছিল, তদ্দ্বারা যুগ-কাষ্ঠের সহিত দমন-যোগ্য দুইটি বৎসতর ক্রয় করিয়াছিলেন। যুগকাষ্ঠের উভয় প্রান্তে সংযোজিত সেই দমনীয় বৎস-দ্বয় দমনার্থ নিঃসৃত ও ধাবিত হইয়া পথি-মধ্যে উপবিষ্ট এক উষ্ট্রের উপরি সহসা পতিত হইল। যুগ-যোজিত বৎস-যুগল স্কন্ধদেশে পতিত হইলে মহাবেগশালী উষ্ট্র ক্রোধাক্রান্ত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাহাদিগকে উত্তোলন করত গমন করিতে লাগিল। প্রমথনকারী উষ্ট্র-দ্বারা বৎস-যুগল হ্রিয়মাণ ও ম্রিয়মাণ হইল—দেখিয়া মঙ্কি তখন এই কথা বলিলেন।

দৈব অর্থদান না করিলে শ্রদ্ধাযুক্ত ও সম্যক্ চেষ্টা-সমন্বিত নিপুণ ব্যক্তিও তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আমি পূর্ব্বে নানা উপায়-দ্বারা অবহিত-চিত্তে অর্থ উপার্জ্জনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে দুইটি বৎসতর ক্রয় করিলাম, তাহাতেও এই দৈববিড়ম্বনা ঘটিল। উৎপথে ধাবমান উষ্ট্র কাকতালীয় ন্যায়ে আমার প্রিয়তর বৎসতর-দ্বয়কে উত্তোলন-পূর্ব্বক বারম্বার উল্লম্ফন করিয়া অসমভাবে গমন করায় দম্য-দ্বয় যেন মণি-যুগলের ন্যায় লম্বমান রহিয়াছে, অতএব ইহা কেবল দৈববিহিত, এ বিষয়ে পৌরুষ প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। পুরুষপ্রযত্ন-দ্বারা কোন বিষয়ে যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহাও দৈব-

বিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; অতএব এই সংসারে যিনি সুখাভিলাষ করেন, তাঁহার বৈরাগ্য অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি অর্থ-সাধনে নিরাশ হইয়া অনায়াসে নিদ্রা যায়। সর্ব্বসঙ্গ-বিমুক্ত শুকদেব যখন রাজর্ষি জনকের নিকেতন হইতে মহারণ্যে প্রস্থান করেন, তৎকালে কয়েকটি উৎকৃষ্ট বাক্য বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্তি এবং সমস্ত কামনা পরিত্যাগ, এই উভয়ের মধ্যে সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্তি অপেক্ষা তাহার পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট কল্প। কোন ব্যক্তিই ধনোপার্জ্জন প্রবৃত্তির পারগামী হয় নাই; মূঢ় মানবেরই শরীরে ও জীবনে তৃষ্ণা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া থাকে। অতএব হে কামুক মন! ধনোপার্জ্জন-প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হও, বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক শান্তি লাভ কর; তুমি বারম্বার বঞ্চিত হইতেছ, তথাচ বৈরাগ্য আশ্রয় করিতেছ না !!

হে বিত্ত-কামুক মন! যদি আমি তোমার সম্বন্ধে বিনাশ্য বলিয়া বিবেচিত না হই এবং তুমি যদি আমার সহিত এইরূপে বিহার কর, তবে অনর্থক আমাকে লোভাসক্ত করিও না। তুমি পুনঃপুন যে সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাহা নষ্ট হইয়াছে। রে মূঢ় চিত্ত! তুমি কবে ধনলালসা পরিত্যাগ করিবে? হায়! আমার কি মুর্খতা! আমি এখনও তোমার বিলাস-ভাজন হইয়া আছি; কিন্তু এইরূপে পুরুষ কোন কোন সময়ে অন্যের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হয়। পূর্ব্ব-সম্ভূত বা পরভাবি মানবগণের মধ্যে কেহই কখন কামনার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আমি এক্ষণে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোহ-নিদ্রা বিসর্জ্জন করত জাগরিত হইয়াছি। হে বাসনে! বোধ হয়, তোমার হৃদয় বজ্রসারময় অতিশয় দৃঢ়; যেহেতু তাহা শত শত অনর্থ-দ্বারা আবিষ্ট হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হয় না। বাসনে! আমি তোমাকে এবং তোমার যে কিছু প্রিয়বস্তু আছে তাহাকেও জানি, আমি তোমার প্রিয় কামনা করত আত্মাতে সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ নহি; সঙ্কল্প হইতে তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব সঙ্কল্পই তোমার মুল, তাহাও আমার অবিদিত নাই। আমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিব, সুতরাং তুমি সমূলে বিনষ্ট হইবে। ধন-লালসা-দ্বারা সুখ লাভ হয় না, অর্থ লাভ হইলেও ভূয়সী চিন্তা হইয়া থাকে, লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে মৃত্যু-তুল্য যন্ত্রণা হয়, ধন লাভও সংশয়াস্পদ; পরের নিকট প্রার্থনা করিয়া যদি ধন লব্ধ না হয়, তবে তাহা অপেক্ষা একান্ত দুঃখকর আর কি আছে? লব্ধ ধন-দ্বারাও মনুষ্য সন্তুষ্ট হয় না, বরঞ্চ পুনরায় তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকে। স্বাদু গঙ্গোদকের ন্যায় অর্থ অতিশয় তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে এবং ইহাই আমাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে; যাহা হউক, এক্ষণে আমি মোহ-নিদ্রা-বিরহিত হইয়াছি,—অতএব হে বাসনে! তুমি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ কর, অথবা তুমি যখন আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে আশ্রয় করিয়াছ, তখন আমার সহিত ইচ্ছানুসারে যথা-সুখে বসতি কর।

হে বাসনে! তোমরা লোভের অনুগত হইয়া থাক, এই জন্য তোমাদিগের প্রতি আমার প্রীতি নাই, অতএব কামনা সকল বিসর্জ্জন করত আমি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিব। আমি দেহ-মধ্যে সর্ব্বভূত এবং মনোমধ্যে আত্মাকে অবলোকন করত যোগ বিশেষে চিত্ত নিবেশ এবং শ্রবণ বিষয়ে সত্ত্বগুণাবলম্বন-পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনঃ সমাধান করিয়া নিরাময়, অনাসক্ত ও সুখী হইয়া লোক-মধ্যে এইরূপে বিচরণ করিব—যে, তুমি পুনরায় আর আমাকে দুঃখরাশি-মধ্যে নিমগ্ন করিতে পারিবে না। হে বাসনে! তুমি আমাকে চালিত করিলে আমার অন্য উপায় নাই; তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম-প্রভৃতি তোমা হইতেই সতত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, ধনহানি হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ জন্মে, ধন-হীন মানবকে জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ অবজ্ঞা করিয়া থাকে; সহস্র সহস্র

অবজ্ঞা-নিবন্ধন ধন-বিষয়ে বহুতর কষ্টকর দোষ নিকর দৃষ্ট হয়, ধন-বিষয়ে যাহা কিছু সুখ আছে, তাহাও দুঃখ-বিমিশ্র। দস্যুগণ ধনবান্ পুরুষকে অগ্রে নিহত করে, বিবিধ দণ্ড-দ্বারা কষ্ট দেয় এবং নিয়ত উদ্বেজিত করিয়া থাকে। অর্থলোলুপতাই দুঃখ, ইহা আমি বহুকালে বুঝিয়াছি।

হে কাম! তুমি যাহাকে অবলম্বন কর, তাহাকেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখ; অতএব তুমি বালকের ন্যায় অজ্ঞ, কিছুতেই তোমার তুষ্টি হয় না এবং অনলের ন্যায় কোন ক্রমেই তোমাকে পরিপূর্ণ করিতে পারা যায় না। তুমি দুর্লভ ও সুলভ কিছুই জান না, পাতালের ন্যায় দুষ্পূর হইয়া আমাকে দুঃখযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছ।

হে কাম! এক্ষণে পুনরায় আর তুমি আমাকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। আমি যদৃচ্ছা-বশত বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে আর কাম্যবস্তুর কামনা করি না। আমি ইতঃ পূর্ব্বে অতিশয় ক্লেশ-রাশি সহ্য করিয়াছি, এক্ষণে ' আমি বুদ্ধিমান্ নহি ' ইহা বিবেচনা করি না। আমি ধন-হানি-নিবন্ধন নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গীন বিজ্বর হইয়া নিদ্রা যাইতেছি।

হে কাম! আমি মনোবৃত্তি সমুদয় পরিহার-পূর্ব্বক তোমাকেও পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি পুনরায় আর আমার সহিত বসতি ও আনুরক্তি করিও না। যাহারা আমাকে নিন্দা করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিব, অন্যে আমার হিংসা করিলেও আমি তাহাকে হিংসা করিব না, আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যদি কেহ অপ্রিয় কথা কহে, তবে আমি তাহার সেই অপ্রিয় উক্তির প্রতি অনাদর করিয়া তাহাকে প্রিয় কথা কহিব। আমি তৃপ্তিযুক্ত ও নিরাকুলেন্দ্রিয় হইয়া নিয়ত যথা লব্ধ বস্তু দ্বারা জীবন যাপন করত আত্ম-শত্রু তোমাকে আর সকাম করিব না। বৈরাগ্য, সুখ, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা এবং সর্ব্বভূতে দয়া-রূপে আমি উপস্থিত হইয়াছি, ইহা বিবেচনা কর। সম্প্রতি আমি সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া মুক্তি-পথে প্রস্থান করিতেছি; অতএব কাম, লোভ, তৃষ্ণা ও দৈন্য আমাকে পরিত্যাগ করুক্। আমি কাম ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছি, এক্ষণে নির্ব্বুদ্ধির ন্যায় লোভ-পরতন্ত্র হইয়া পুনরায় আর দুঃখভোগ করিব না। কামনার যে যে অংশ পরিত্যাগ করা যায়, তাহাই সুখ-সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি নিয়ত কামের বশীভূত হয়েন, তিনি কেবল দুঃখভোগ করেন। কাম-সম্বলিত যে কিছু রজোগুণ তাহা পরিত্যাগ করা পুরুষ-মাত্রেরই কর্ত্তব্য; যেহেতু অলজ্জা ও অরতি-রূপ দুঃখ কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-সময়ে শীতল হ্রদে প্রবেশের ন্যায় আমি এই ক্ষণে পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি, কর্ম্ম-সকল হইতে উপরত হইয়া দুঃখ-বিহীন হইয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন সুখই সতত আমার সন্নিহিত রহিয়াছে। লোকে যে কিছু কাম সুখ এবং যে কিছু দিব্য মহৎ সুখ আছে, তাহারা তৃষ্ণা-ক্ষয় সুখের ষোড়শ অংশের যোগ্য নহে। স্থূল-দেহের সহিত গণনা করিলে যে সপ্তম হয়, সকল অনর্থের বীজভূত সেই পরম শত্রু-সম কামকে নিহত করিয়া অবিনশ্বর ব্রহ্মপুর প্রাপ্ত হইয়া আমি রাজার ন্যায় সুখী হইয়াছি।

মঙ্কি বৎসতর-নাশ-নিবন্ধন ইহাই বিবেচনা করিয়া নির্ব্বেদ লাভ করত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহৎ সুখ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি কামের মূল মায়া-বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়াই মহৎ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মঙ্কিগীতায় সপ্তসপ্তত্যধিক শত

অধ্যায় ॥ ১৭৭ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! বিদেহরাজ জনক কর্ম্ম সকল হইতে উপরতি লাভ করত যাহা বলিয়া-

ছিলেন, প্রাচীনেরা এ বিষয়ে সেই পুরাতন ইতিহাসকে উদাহরণ দিয়া থাকেন; তিনি কহিয়াছিলেন 'আমার বিভবের অন্ত নাই, তথাচ আমার কিছুই নাই, সমস্ত মিথিলানগর প্রদীপ্ত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।'

হে ধর্ম্মরাজ! বোধ্য ঋষি-কর্ত্তৃক বৈরাগ্যের নিমিত্ত বিন্যস্ত শ্লোক সমুদয়কেও প্রাচীনেরা এ বিষয়ের উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর। নরপতি নহুষ, বৈরাগ্য-বশত শান্তি-সুখাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞান-তর্পিত শান্ত বোধ্য-নামক ঋষিকে বলিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া শান্তির উপদেশ প্রদান করুন। আপনি কোন্ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া শান্ত ও সুখিত হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন?

বোধ্য বলিলেন, আমি উপদেশ গ্রহণ-দ্বারা অবস্থিতি করিতেছি; কিন্তু কাহাকেও উপদেশ প্রদান করি না, এক্ষণে সেই উপদেশের লক্ষণ কহিতেছি, আপনি স্বয়ং তাহা বিবেচনা করুন। পিঙ্গলা, কুরর পক্ষী; সর্প, অরণ্য-মধ্যে সারঙ্গ বিহঙ্গের অন্বেষণ, ইষুকার ও কুমারী, এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আশা অতি বলবতী, নৈরাশ্যই পরম সুখ, পিঙ্গলা নামে বেশ্যা আশাকে নিরাশা করিয়া অনায়াসে নিদ্রা গিয়াছিল। আমিষসমন্বিত কুরর পক্ষীকে অবলোকন করিয়া নিরামিষ কুররেরা তাহাকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে সামিষ কুরর আমিষ পরিত্যাগ-হেতু সুখী হইয়া থাকে। গৃহারম্ভ কেবল দুঃখের নিমিত্ত কদাচ সুখের কারণ নহে; সর্প পর-কৃত গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক অনায়াসে সুখে থাকে। মুনিগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করত সারঙ্গ পক্ষীর ন্যায় জীবগণের অনিষ্টাচরণ না করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করেন। কোন ইষুকার মানব বাণ-নির্ম্মাণে আসক্ত চিত্ত থাকিয়া নিজ নিকটে নৃপতি গমন করিতেছেন তাহা জানিতে পারে নাই। বহু ব্যক্তি একত্র থাকিলে নিয়ত কলহ হইয়া থাকে, উভয়ের পরামর্শই নিশ্চয়; পিতৃপরতন্ত্রা কোন কুমারী প্রচ্ছন্ন-ভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ইচ্ছা করত তণ্ডুল সকলের অবঘাত কালে তদীয় হস্তস্থিত শঙ্খ-সকল শব্দায়মান হওয়ায় সে দুই হস্তে দুইটি-মাত্র শঙ্খ রক্ষা করত অবশিষ্ট শঙ্খগুলি ভগ্ন করিয়া শব্দ নিবারণ করিয়াছিল, আমি সেই কুমারীর শঙ্খের ন্যায় একাকী বিচরণ করিব।

বোধ্য-গীতায় অষ্টসপ্তত্যধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৭৮ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্যবহারজ্ঞ! মনুষ্য কোন্ ব্যবহার-দ্বারা বীত-শোক হইয়া মহীতলে বিচরণ করেন এবং লোক-মধ্যে কোন্ কার্য্য করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েন?

ভীষ্ম কহিলেন, প্রাচীনেরা এ বিষয়ে প্রহ্লাদ ও অজগর-বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহকারী কোন মুনির সংবাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস বলিয়া থাকেন। বুদ্ধি-সম্পন্ন নরপতি প্রহ্লাদ, রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত দৃঢ়চিত্ত বিচরণকারি কোন বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মন্! আপনি স্বস্থ, দম্ভ-বিহীন, দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয়, কর্ম্ম-বিহীন, সর্ব্বত্র দোষদর্শী, সত্যবাদী, প্রতিভা-সম্পন্ন, মেধাবী এবং তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। আপনি লভ্যবস্তু লাভের প্রার্থনা করেন না, অলাভেও অসন্তুষ্ট হয়েন না; নিত্য-তৃপ্তের ন্যায় কোন বিষয়েই অবজ্ঞা করেন না। কাম ক্রোধ-প্রভৃতির প্রবল বেগ জনগণকে হরণ করিতে থাকিলেও আপনি বিমনার ন্যায় ধর্ম্ম, কাম ও অর্থঘটিত কার্য্য-সমূহে নির্ব্বিকার-চিত্ত-সদৃশ লক্ষিত হইতেছেন। আপনি ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান করেন না এবং কামেও প্রবৃত্ত হয়েন না; রূপ-রস-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমুদয়কে অনাদর-পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান-বর্জ্জিত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় বিচরণ

করিতেছেন। ব্রহ্মন্! আপনকার কিরূপ তত্ত্বদর্শন, কিরূপ শাস্ত্র শ্রবণ এবং কি প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান? যদি তাহা আমার পক্ষে শ্রেয় বিবেচনা করেন, তবে অবিলম্বে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, লোক-ধর্ম্ম-বিধানবিৎ সেই মেধাবী মুনি জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্থ-সমন্বিত মধুর-বাক্যে প্রহ্লাদকে বলিলেন, হে প্রহ্লাদ! কারণ-বিহীন এক-মাত্র অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হইতে জীবগণের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা কর, আমি ইহা আলোচনা করিয়া হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না। স্বভাব-বশত বর্ত্তমান প্রবৃত্তি-নিচয় ও স্বভাব-নিরত সমস্ত জনগণকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করা উচিত, আমি ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভেও পরি-তুষ্ট নহি। হে প্রহ্লাদ! বিয়োগ-পরায়ণ প্রাণিগণের সংযোগ এবং বিনাশাবসান সঞ্চয়-সমুদয় অবলোকন কর, আমি কোন বিষয়েই মনঃ সমাধান করি না। যিনি গুণযুক্ত জীবগণকে অন্তবন্ত অবলোকন করি-তেছেন এবং উৎপত্তি ও নিধনের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কার্য্য অবশিষ্ট নাই।

হে দানবরাজ! মহোদধি-মধ্যে কি মহাকায়, কি সূক্ষ্ম-শরীর, জলজাত জীব-সমুদয়ের পর্য্যায় ক্রমে নিধন হইতেছে, ইহা নিরীক্ষণ করিতেছি; স্থাবর-জঙ্গম-প্রভৃতি পার্থিব জীব সমুদয়কে বিস্পষ্টভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিতেছি; অন্তরীক্ষচর বলবত্তর বিহঙ্গগণেরও যথা-কালে মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে; গগণে সঞ্চরণশীল ক্ষুদ্র এবং বৃহদাকার নক্ষত্রগণেরও পতন লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে ভূত-সকলকে মৃত্যুর বশীভূত দর্শন করত ব্রহ্মনিষ্ঠ ও কৃতকৃত্য হইয়া সুখে নিদ্রিত হই। আমি কখন যদৃচ্ছা-লব্ধ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজন করিয়া থাকি, কখন বহু দিবস অভুক্ত থাকিয়া নিদ্রা যাই, লোকে আমাকে কখন বহু-গুণ, কখন অল্পপরিমিত অন্ন ভোজন করায়, কখন বা কিছুমাত্র অন্ন উপস্থিত হয় না; আমি কখন তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করি, কখন পিণ্যাক ফল ভোজন করিয়া থাকি, কখন বা পলান্ন-প্রভৃতি নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করি। আমি কোন সময়ে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া থাকি, কখন ভূতলে শয়ন করি, কখন বা প্রাসাদে আমার শয্যা সজ্জিত হইয়া থাকে। কখন চীর-বসন, কখন শণ-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র, কখন ক্ষৌম-বসন, কখন বা অজিন ধারণ করি, সময়ানুসারে মহামূল্য বস্ত্র সকলও পরি-ধান করিয়া থাকি। আমি যদৃচ্ছা-লব্ধ ধর্ম্মানুগত উপভোগ দ্রব্যে অনাস্থা করি না এবং ইহা অতি দুর্লভ হইলেও তজ্জন্য আমার অভিরুচি হয় না। আমি পবিত্রভাবে স্থিরতর নিধন-বিরোধি মঙ্গল-জনক শোকাপহ ও তুলনা-বিরহিত এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। একান্ত মূঢ়গণ আচরণ করা দূরে থাকুক ইহা অবগত হইতেওসমর্থ হয় না; ইহা ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। আমি অবিচলিত-চিত্তে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত অব-গতি-পূর্ব্বক পরিমিত-ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করত নির্ভয়, রাগ-দ্বেষাদি-বিরহিত, নির্লোভ এবং মোহ-শূন্য হইয়া পবিত্রভাবে এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। যাহাতে ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় বিষয়ের নিয়ম নাই, অদৃষ্টের পরিণাম-বশত দেশ ও কালের ব্যবস্থা নাই, কুৎসিত জনগণ যাহা আচরণ করিতে অশক্ত, সেই হৃদয়-সুখকর, এই আজগরব্রত আমি পবিত্রভাবে আচরণ করিতেছি। 'এই এই ধন আমি লাভ করিব' এইরূপ তৃষ্ণাভিভূত জনগণ ধন প্রাপ্ত না হইলে বিষণ্ণ হয়, ইহা তত্ত্ববুদ্ধি-দ্বারা নিপুণ-ভাবে আলোচনা করিয়া আমি পবিত্রভাবে এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। দীন জন কৃপণভাবে সৎ ও অসৎ সকলের নিকটে অর্থের নিমিত্ত আশ্রিত হয়, ইহা অবলোকন করিয়া আমি উপশমে অভিরুচি ও চিত্ত জয় করত পবিত্রভাবে এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। সুখ, দুঃখ, লাভালাভ, রতি, অরতি এবং জীবন ও মরণ সকলই দৈবাধীন, ইহা আমি যথার্থরূপে আলোচনা করিয়া

পবিত্রভাবে এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। অজগর সর্প উপস্থিত ফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহা শ্রবণ-পূর্ব্বক আমি ভয়, রাগ, মোহ ও দর্প-বিরহিত, ধৃতি, মতি ও বুদ্ধি-সমন্বিত এবং প্রশান্ত হইয়া পবিত্রভাবে এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। আমার শয়ন ও ভোজনের নিয়ম নাই; আমি স্বভাবত দম, নিয়ম, সত্য, ব্রত ও শৌচ-সমন্বিত, ফল-সঞ্চয়-বিরহিত এবং প্রহৃষ্ট হইয়া পবিত্রভাবে এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। ইচ্ছার বিষয় পুত্র ও বিত্তাদি-নিবন্ধন পরিণামে দুঃখের নিমিত্তভূত অসুখ সকল আপনা হইতেই পরাঙ্মুখ হইয়াছে, সুতরাং আমি জ্ঞান লাভ করত অন্তঃকরণকে তৃষিত ও অসংযত অবলোকন করিয়া তাহাকে সংযত করিবার কারণ পবিত্রভাবে এই আত্মনিষ্ঠ আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। আমি বাক্য, মন ও অন্তঃকরণের অনুরোধ না করিয়া প্রিয় সুখের দুর্লভতা ও অনিত্যতা অবলোকন করত পবিত্রভাবে এই আজগরব্রত আচরণ করিতেছি। বুদ্ধিমান্ কবিগণ আত্ম-কীর্ত্তি প্রথিত করত স্বমত ও পর মত-দ্বারা 'এই শাস্ত্রে এইরূপ কহে' এই প্রকার বহু বিতর্ক করিয়া বাহুল্যরূপে আত্মতত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; নির্ব্বোধ মানবগণ সেই প্রত্যক্ষ-প্রভৃতি প্রমাণ-প্রসিদ্ধ তর্কের অগোচর আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় না, আমি তাহাকেই অজ্ঞানাদির বিনাশকর অবসান-বিরহিত ও অনন্ত-দোষ-নিবারক রূপে আলোচনা করিয়া দোষ ও তৃষ্ণা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মানবগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকি।

ভীষ্ম কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে যে মহানুভব মানব রাগ-হীন এবং ভয়, লোভ, মোহ ও মন্যু বিবর্জ্জিত হইয়া এই অজগর-চরিত ব্রত আচরণ করেন, তিনি অবশ্যই সুখী হয়েন।

প্রহ্রাদাজগর-সংবাদে ঊনাশীত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৭৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! বান্ধবগণ, বিত্ত, কর্ম্ম ও প্রজ্ঞা এই সকলের মধ্যে মনুষ্যের কোন্ বিষয়ে প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, প্রজ্ঞাতেই জীবগণের প্রতিষ্ঠা হয়, প্রজ্ঞা লাভই পরম লাভ, ইহলোকে প্রজ্ঞা-দ্বারাই নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে; প্রজ্ঞাই সাধুগণের স্বর্গরূপে সম্মত। ঐশ্বর্য্য ক্ষয় হইলে বলিরাজা, প্রহ্রাদ, নমুচি ও মঙ্কি প্রজ্ঞা-দ্বারাই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব প্রজ্ঞা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কি আছে? হে ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা ইন্দ্র ও কাশ্যপের সংবাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর।

কোন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত বৈশ্য কশ্যপ-বংশজ সংশিত-ব্রত তপস্বি ঋষি-পুত্রকে রথচক্র-দ্বারা পাতিত করিয়াছিল। পীড়িত ও পতিত হইয়া ঋষি-কুমার দেহ ত্যাগে নিশ্চয় করত ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, আমি অবশ্যই জীবন বিসর্জ্জন করিব; এই ভূমণ্ডলে নির্দ্ধন মানবের জীবন ধারণে কোন প্রয়োজন নাই। ঋষি-তনয় মুমূর্ষু হইয়া অচেতন অবস্থায় তাদৃশ-ভাবে ক্ষুব্ধচিত্তে ও নিঃশব্দে অবস্থিতি করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র শৃগাল-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে কাশ্যপ! সমস্ত জীবগণ সর্ব্বতোভাবে মনুষ্য-যোনি কামনা করে, মনুষ্য জন্ম হইলে সকলেই ব্রাহ্মণত্বের অভিনন্দন করিয়া থাকে। তুমি মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছ, বিশেষত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ; একান্ত দুর্লভ মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব এবং শ্রোত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মূঢ়তা-বশত শরীর পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। লাভ-মাত্রই অভিমান-যুক্ত, অর্থাৎ 'আমি এই ধন লাভ করিয়াছি' সমস্ত বস্তু লাভে এইরূপ অভিমান-মাত্র হইয়া থাকে; এ বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, অর্থাৎ 'কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না' ইহা অবশ্য তোমার বিদিত থাকিতে পারে। তোমার

সৌন্দর্য্য অতিশয় সন্তোষকর, অতএব তুমি যে মরণাবধারণ করিয়াছ, লোভই তদ্বিষয়ের কারণ। এই জগতে যাহাদিগের পঞ্চ অঙ্গুলিযুক্ত হস্ত আছে, তাহাদিগের সকল প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়; পাণি-যুক্ত জনগণকে আমি একান্ত স্পৃহা করিয়া থাকি। ধনের জন্য তোমার যেরূপ স্পৃহা, পাণিমন্ত মানবগণের প্রতি আমার তদ্রূপ স্পৃহা হইয়া থাকে, হস্ত লাভ হইতে অধিকতর লাভ আর কিছুই নাই। ব্রহ্মন্! হস্ত নাই বলিয়া আমরা কণ্টক উদ্ধার করিতে পারি না এবং নানাবিধ কীটগণ আমাদিগের অঙ্গে দংশন করিলে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সামর্থ্য হয় না। যাহাদিগের দেবদত্ত দশটি অঙ্গুলি-যুক্ত পাণি-দ্বয় বিদ্যমান আছে, তাহারা দংশনকারি কীটগণকে অনায়াসে অঙ্গ হইতে উদ্ধার করিতে পারে; শীত বর্ষা আতপ হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। অন্ন, বস্ত্র, সুখ, শয্যা-প্রভৃতি অনায়াসে উপভোগ করে; জন-সমাজের মধ্যে বাহনে আরোহণ-পূর্ব্বক চালনা করত সুখ ভোগ করিতে পারে এবং আত্ম সুখের নিমিত্ত বহুবিধ উপায়-দ্বারা সকলকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। যাহাদিগের জিহ্বা নাই ও হস্ত নাই, যাহারা কৃপণ ও অল্প-বল, তাহারা সেই সকল দুঃখ সহ্য করে।

হে মুনে! অদৃষ্টক্রমে তুমি শৃগাল, কীট, মুষিক, সর্প বা মণ্ডূক হও নাই অথবা, অন্য কোন পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর নাই। হে কাশ্যপ! মনুষ্যত্ব লাভেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত; তুমি যখন সর্ব্ব জীবের শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ হইয়াছ, তখন আর অপর লাভের আবশ্যক কি? আমার অবস্থা অবলোকন কর, এই সকল কৃমিগণ আমাকে দংশন করিতেছে, আমার হস্ত নাই বলিয়া ইহাদিগকে বিনষ্ট বা বারণ করিতে সমর্থ নহি। তির্য্যক্ জাতিদিগেরও দেহ পরিত্যাগ পাপের নিমিত্ত হইয়া থাকে; অতএব আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি না এবং ইহা অপেক্ষা পাপীয়সী অপর যোনিতে পতিত হইতেও বাসনা হয় না। সমস্ত পাপযোনির মধ্যে আমি যে শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা পাপিষ্ঠ অন্য অন্য বহুতর পাপ-যোনি আছে। কতকগুলি লোক জাতি-দ্বারাই নিতান্ত সুখী হইয়া থাকে, অপরে তদ্দ্বারাই একান্ত দুঃখিত হয়; এই জগতে কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির ঐকান্তিক সুখ দেখিতে পাই না।

মানবগণ ধনশালী হইয়া পরিশেষে রাজ্য কামনা করে, রাজা হইলে দেবত্ব ইচ্ছা করিয়া থাকে, দেবত্ব হইলে ইন্দ্রত্ব লাভে অভিলাষী হয়। তুমি যদিও ধনাঢ্য হও, তথাচ রাজা অথবা, দেবতা হইবে না, যদি বা, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ইন্দ্রত্ব লাভ কর, তাহা হইলেও তুমি সন্তুষ্ট হইবে না। প্রিয়বস্তু লাভে কখন তৃপ্তি হয় না, প্রভূত সলিল-দ্বারাও তৃষ্ণা কখন শান্তি লাভ করে না, সমিৎ-সমূহ-দ্বারা পাবকের ন্যায়, প্রিয় লাভ-দ্বারা বিষয়-তৃষ্ণা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হয়। তোমার যেমন শোক হইয়াছে, তেমন হর্ষও তোমাতে অবিস্থিতি করিতেছে, অতএব তুমি আত্মগত হর্ষ-দ্বারা শোক নিবারণ কর; সুখ ও দুঃখ উভয়ই যখন ঘটিয়া থাকে, তখন আর তজ্জন্য পরিদেবনার প্রয়োজন কি? যিনি কামনা ও তৎ কার্য্য-সমুদয়ের মূল বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলকে পঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় শরীর-মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিতে পারেন। কাল্পত দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় হস্তের যেমন ছেদন সম্ভব নহে, তেমনি তাঁহার কোন স্থানে কোন বিষয় হইতেই ভয় হয় না। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের রসজ্ঞ নহে, তাহার তাহাতে কামনা জন্মে না; দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রবণ-নিবন্ধন রসজ্ঞান হইয়া থাকে। তুমি কখন মদ্য ও লড্বাক পক্ষীর মাংস আস্বাদ কর নাই; কিন্তু উক্ত উভয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য আর কিছুই নাই। হে কাশ্যপ! জীবগণের যে সমুদয় ভক্ষ্য বস্তু আছে, তন্মধ্যে তুমি যাহা ভক্ষণ কর নাই, তৎ সম্বন্ধে তোমার স্বাদগ্রহও নাই; অতএব অশন, স্পর্শন ও দর্শন বর্জ্জন বিষয়ে

নিয়ম নির্দ্ধারণ করাই পুরুষের শ্রেয়স্কর বোধ হয়, সংশয় নাই। পাপিমন্ত জীবগণ বলবন্ত ও ধনবন্ত হইয়া থাকে, সংশয় নাই। মানবগণ মনুষ্যের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বধ-বন্ধনাদি বিবিধ ক্লেশ-কদম্ব-দ্বারা পুনঃপুন ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহারা তাদৃশাবস্থ হইয়াও ক্রীড়া করে, আমোদ করে এবং হাস্য করিয়া থাকে; অপরাপর বাহুবলশালি কৃতবিদ্য মনস্বি ব্যক্তিরাও ভবিতব্যতার অলঙ্ঘনীয়তা-নিবন্ধন নিতান্ত নিন্দিত পাপাচারে অনুরক্ত হয়, তাহারা অতি ঘৃণিত নীচ ব্যবহার করিতেও উৎসাহ করিয়া থাকে। পুকশ ও চাণ্ডাল জাতীয় ব্যক্তিও মায়া-প্রভাবে আত্ম-যোনিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া আত্ম-ত্যাগে ইচ্ছা করে না; অতএব মায়ার প্রভাব কি প্রকার তাহা অবলোকন কর।

হে কাশ্যপ! বিকলাঙ্গ পক্ষাঘাত-নিবন্ধন অর্দ্ধাঙ্গ এবং রোগাক্রান্ত মানবগণকে অবলোকন করিয়া তুমি স্বজাতির মধ্যে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সুখী ও লাভবান্ জ্ঞান কর, তোমার এই ব্রাহ্মণ-দেহ যদি নির্ভয় ও নিরাময় থাকে এবং অঙ্গ সকল বিকল না হয়, তবে তুমি জন-সমাজে নিন্দিত হইবে না। হে বিপ্রবর! কোন জাতিভ্রংশকর কলঙ্ক হইলেও যখন আত্ম পরিত্যাগ করা উচিত হয় না, তখন কি কারণে তুমি আত্ম-ত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছ? তোমার আত্ম-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; তুমি ধর্ম্ম-সাধনার্থ গাত্রোত্থান কর।

ব্রহ্মন্! তুমি যদি আমার এই বাক্য শ্রবণ কর এবং ইহাতে শ্রদ্ধা কর, তবে বেদোক্ত ধর্ম্মের মুখ্য ফল প্রাপ্ত হইবে। তুমি প্রমাদ-হীন হইয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্কার, সত্য-কথন, ইন্দ্রিয়-দমন ও দান-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, কাহারও সহিত স্পর্দ্ধা করিও না। যাঁহারা স্বাধ্যায়-পরায়ণ থাকিয়া যজন যাজনাদি কর্ম্মে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা অনুশোচনা করিবেন কেন? কি জন্যই বা অমঙ্গল চিন্তা করিতে রত হইবেন? তাঁহারা যথোচিত যজ্ঞাদি-দ্বারা সময় যাপন করিতে অভিলাষ করত বিপুল সুখ প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা শুভ তিথি সুনক্ষত্র এবং শুভলগ্নে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা যজ্ঞ, দান ও সন্তানোৎপাদন জন্য শক্তি অনুসারে যত্ন করিয়া থাকেন, আর যাহারা আসুর-নক্ষত্রে দুষ্ট তিথি ও দুষ্ট মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহারা যজ্ঞ-হীন ও সন্তান-বর্জ্জিত হইয়া আসুরী-যোনিতে পতিত হয়। আমি পূর্ব্ব-জন্মে বেদ-নিন্দক, পুরুষার্থ-বিবর্জ্জিত, নিরর্থক আন্বিক্ষিকী-বিদ্যায় অনুরক্ত, কুতর্ক-পরায়ণ, নাস্তিক, পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ছিলাম, সভা-মধ্যে যুক্তিযুক্ত হেতুবাদ সকল প্রকটন করিতাম, বেদ-বাক্যে আক্রোশ প্রকাশ-পূর্ব্বক চীৎকার স্বরে ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করিয়া বক্তৃতা করিতাম এবং স্বর্গাদি অদৃষ্টফলে আমার শঙ্কা ছিল। হে দ্বিজবর! তাহারই ফলের পরিণাম বলে আমার এই শৃগালত্ব লাভ হইয়াছে; আমি শৃগাল হইয়াও যদি কখন শত শত অহোরাত্রের পর পুনরায় মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হই, তবে সতত সন্তুষ্ট, প্রমাদ-রহিত, যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় রত থাকিয়া জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞান এবং ত্যাজ্য বিষয়ের পরিবর্জ্জন করিব।

শৃগালের বাক্য অবসানের পর কশ্যপ-বংশীয় মুনি-কুমার বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বলিলেন, কি আশ্চর্য্য!! তুমি অতি নিপুণ বক্তা ও মান্। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া জ্ঞান-বিস্ফারিত-নয়নে সেই শৃগালের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ-মাত্র দেবদেব শচীপতি ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন। অনন্তর, দ্বিজবর কাশ্যপ দেবরাজকে ভক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বীয় আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

শৃগাল কাশ্যপ-সংবাদে অশীত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৮০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা

ও গুরুশুশ্রূষা, প্রজ্ঞা এবং শ্রেয়ো লাভের কারণ কি না, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মন স্বয়ং কাম-ক্রোধাদি অনর্থ-সমূহের বশীভূত হইলে পাপে নিবিষ্ট হয় এবং স্বীয় কর্ম্ম কলুষিত করিয়া ক্লেশকর নরকাদিতে দুঃখ-ভোগে অধিকারী হইয়া থাকে। পাপকারি দরিদ্র পুরুষেরা পুনঃপুন দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মরণ প্রাপ্ত হয়। আর সৎকর্ম্মশীল দান্ত শ্রদ্ধধান ধনাঢ্য মানব-গণ নিরন্তর উৎসব, স্বর্গ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন। নাস্তিকগণের হস্ত-দ্বয় বন্ধন-পূর্ব্বক দুষ্ট কুঞ্জরাদি-দ্বারা দুর্গম এবং সর্প ও চৌর-ভয়-সমন্বিত কানন-মধ্যে নির্ব্বাসন করা কর্ত্তব্য, অতঃপর ইহা-দিগের আর কোন শাসন নাই। যাঁহারা দেবতা অতিথি ও সাধুগণের প্রতি প্রীতি করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত বদান্য ব্যক্তিগণ দানাদি কর্ম্মের অনুকূলতা-বশত যোগিগণের কল্যাণকর পথে দেব-যানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়েন। ধান্যের মধ্যে পুলাক এবং পক্ষীর মধ্যে মশক যেমন অপ-কৃষ্ট, যে সমস্ত মানবগণের ধর্ম্মকর্ম্মে সুখাশা নাই, তাহারাও মানবের মধ্যে তাদৃশ নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরুষ পরম প্রযত্ন-সমন্বিত হইলেও প্রাক্তন কর্ম্ম তাহার অনুধাবন করে, শয়ন করিলেও তাহার সহিত শয়ন করিয়া থাকে। প্রাক্তন কর্ম্ম যখন যেরূপে কৃত হয়, তখনই সে তাদৃশ-রূপে ফলদ বা অফল-প্রদ হইয়া থাকে। প্রাক্তনকর্ম্ম ছায়ার ন্যায়, পুরুষ অবস্থিতি করিলে অবস্থিত, গমন করিলে অনুগত এবং কর্ম্ম করিলে তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া আনুকূল্য করে। পূর্ব্বে যেরূপে যে কর্ম্ম কৃত হই-য়াছে, মনুষ্য সেই আত্মকৃত কর্ম্মকে সেইরূপেই নিয়ত ভোগ করিয়া থাকে। স্বীয় কর্ম্ম-ফলের আশ্রয়-স্বরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট-দ্বারা পরি-রক্ষিত জীবগণকে কাল নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। পুষ্প ও ফল সমুদয় অবচিত না হইলে যেমন স্বীয় সময় অতিক্রম করে না, পুরাকৃত কর্ম্মও তদ্রূপ। মান, অবমান, লাভ, অলাভ, ক্ষয় ও উদয়-প্রভৃতি প্রাক্তন-কর্ম্মের অভ্যন্তরে পুনঃপুন প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়। মনুষ্য গর্ভশয্যায় শয়ান থাকিয়া পূর্ব্ব দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করে। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, যিনি যে অবস্থায় যে কোন শুভা-শুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি সেই অবস্থাতেই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়েন। বৎস যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যে নিজ জননীকে অন্বেষণ করিয়া লয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব কৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করিয়া থাকে। বসন যেমন প্রথমত ক্লেদ-দ্বারা মলিন হইয়া পরিশেষে প্রক্ষালন-বশত পরিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ বিষয় ত্যাগ-নিবন্ধন সন্তপ্ত জনগণের সুমহত্তর অনন্ত সুখ হইয়া থাকে। তপোবনে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ধর্ম্ম-বলে যাহাদিগের পাপ ক্ষালন হইয়াছে, তাহা-দিগেরই মনোরথ সিদ্ধ হয়। গগণতলে বিহঙ্গ সক-লের এবং সলিলে মীনকুলের পদ যেমন নয়ন-গোচর হয় না, জ্ঞানবিৎ মানবগণের গতিও তদ্রূপ। অন্য আক্ষেপ ও অপরাধ বাক্যের উল্লেখে আবশ্যক নাই, নিপুণ-ভাবে আপনার অনুরূপ হিত-সাধন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই প্রজ্ঞা এবং শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে।

একাশীত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৮১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! এই স্থাবর-জঙ্গমা-ত্মক জগৎ কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়-কালে কাহাতে গিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, আপনি আমা-কে তাহাই বলুন। সাগর, শৈল, গগন, বলাহক, ভূমি, পবন ও বহ্নির সহিত এই বিশ্বকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? ভূত সকল কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, কি প্রকারে বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে, বর্ণ-সকলের শৌচা-শৌচ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধি কি প্রকার, জীবগণের জীবন কিরূপ, জীবগণ মৃত হইয়াই বা কোথায় গমন করে, ইহলোক হইতে কি প্রকারে পরলোকে যাওয়া

যায়, আপনি এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ভরদ্বাজের জিজ্ঞাসানুসারে ভৃগু মুনির কথিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া থাকেন। কৈ-লাস-শিখরে সমাসীন মহাতেজীয়ান্ দীপ্যমান্ মহর্ষি ভৃগুকে দর্শন করিয়া ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, সাগর, শৈল, গগন, বলাহক, ভূমি, পবন ও বহ্নির সহিত এই বিশ্বকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? ভূত-সকল কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে? কি প্রকারে বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে? বর্ণ সকলের শৌচা-শৌচ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধি কি প্রকার? জীবিত জনগণের জীবন কিরূপ? জীবগণ মৃত হইয়াই বা কোথায় গমন করে? পরলোক এবং ইহলোকের বিষয় কি প্রকার? এই সমুদয় কীর্ত্তন করিতে আপ-নিই উপযুক্ত, অতএব উক্ত বিষয় সকল বর্ণন করুন।

ব্রহ্ম-সঙ্কাশ ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ ভৃগু ভরদ্বাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ সংশয়ের বিষয়ে অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সমুদয় বিষয় বলিতে লাগিলেন। ভৃগু কহিলেন, সৎ ও অসৎ-রূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান হইতে উৎ-পন্ন মানস-নামে মহর্ষিগণ-বিশ্রুত, অনাদি-নিধন, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত-রূপে বিখ্যাত, অক্ষয়, অব্যয় এবং শাশ্বত এক দেবতা আছেন; জন্মবিশিষ্ট ভূত-সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরিশেষে যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, সেই দেব প্রথমত মহ-তের সৃষ্টি করেন, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ুর সংযোগ-বশত মহীমণ্ডল উৎপন্ন হয়। অনন্তর, স্বয়ম্ভু-মানস দিব্য তেজোময় এক পদ্মের সৃষ্টি করেন, সেই পদ্ম হইতে বেদ-পূর্ণ ঐশ্বর্য্য-নিধি ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। আকা-শাদি পঞ্চ ভূতময় এবং জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীব-গণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই মহাতেজা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবা-মাত্র 'সোহং' এই বাক্য উচ্চারণ করত অহঙ্কার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শৈল-সকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী তাঁহার মেদ ও মাংস, সাগর তাঁহার রুধির, আকাশ তাঁহার উদর, পবন তাঁহার নিশ্বাস, দহন তাঁহার তেজ, নদী সকল তাঁহার শিরা, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নয়ন-দ্বয়, ঊর্দ্ধ ও আকাশ তাঁহার মস্তক, পৃথিবী তাঁহার পদ-যুগল এবং দিক্ সকল তাঁহার হস্ত হইয়াছে; সেই অচিন্ত্য-স্বভাব ব্রহ্মা সিদ্ধগণেরও দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সংশয় নাই। সেই বিশ্ব-ব্যাপী ভগ-বান্ অনন্ত নামে বিখ্যাত আছেন। সর্ব্ব-ভূতের আত্ম-ভূত অহঙ্কার-তত্ত্বে যিনি অবস্থিত আছেন, কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সহজে অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সর্ব্বভূতের উৎপত্তির নিমিত্ত যিনি অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তোমার জিজ্ঞাসানুসারে আমি তাঁহার বিষয় তোমাকে কহিলাম।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! আকাশ, দিক্, ভূতল ও অনিলের পরিমাণ কি, প্রকৃত-রূপে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আপনি আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! চতুর্দ্দশ-ভুবনাকীর্ণ সিদ্ধ দেব-নিষেবিত এই রমণীয় আকাশ অনন্ত, ইহার অন্ত অবগত হয় না। ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি অনু-সারে দিবসে চন্দ্র ও রজনীতে সূর্য্যদেব আমাদিগের নয়নের অগোচর হয়েন। সেই দৃষ্টির অগোচর স্থানে ভাস্কর-সম-প্রভা-সম্পন্ন অগ্নি-তুল্য তেজঃ-শালী স্বয়ং প্রদীপ্ত দেবগণ অবস্থিতি করেন। সেই প্রথিত-তেজা অমরেরাও দুর্গমত্ব ও অনন্তত্ব-নিবন্ধন আকাশের অন্ত অবলোকন করিতে পারেন না। হে মানদ! তুমি আমার নিকট অবগত হও যে, উপর্য্যুপরি প্রজ্বলিত লোক-সকলও স্বয়ম্প্রভ সুরগণ-দ্বারা এই অপ্রমেয় আকাশে নিরুদ্ধ রহিয়াছে। পৃথি-বীর অন্তে সমুদ্র-সকল, সমুদ্রের অন্তে অন্ধকার, অন্ধকারের অন্তে সলিল এবং সলিলের অন্তে অগ্নি

আছে। এইরূপ রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর সর্প-সকল, সর্পের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে। এইরূপে সলিলময় ভগবানের অন্ত আমার নিকট অবগত হও; অগ্নি বায়ু ও জলের অন্ত দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়। অগ্নি, বায়ু জল ও ক্ষিতিতলের রূপ আকাশ-সদৃশ, কিন্তু তত্ত্বদর্শন-বশত আকাশ হইতে যেন পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। মুনিগণ বিবিধ শাস্ত্রে এইরূপে ত্রৈলোক্য সাগর বিষয়ে বিহিত প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন। অদৃশ্য ও অগম্য বিষয়ের প্রমাণ কে বলিতে পারে? দেবগণ ও সিদ্ধগণের গমন-মার্গ গগনেরই যখন পরিমাণ নাই, তখন অনন্ত-নামে বিখ্যাত নামধেয়ের অনুরূপ পরমাত্ম-স্বরূপ মহাত্মা মানসের অন্ত কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যখন সেই দিব্য রূপের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতেছে, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইবে? যদি তদ্বিধ অপর কেহ থাকিত, তবে তাঁহাকে জানিতে পারিত, যাহা হউক, সেই স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্য-রূপ পুষ্কর হইতে প্রথমত ধর্ম্মময় পরমোত্তম সর্ব্বজ্ঞ মূর্ত্তিমান্ সর্ব্ব শক্তিমান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্ট হয়েন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মা যদি পুষ্কর হইতে সম্ভূত হইলেন, তবে পুষ্কর তাঁহা হইতে জ্যেষ্ঠ হইল, কিন্তু আপনি ব্রহ্মাকে পূর্ব্বজ কহিতেছেন, অতএব এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে।

ভৃগু কহিলেন, মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মরূপে বিখ্যাত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মার আসন বিধান জন্য মানস পৃথিবীই পদ্ম-রূপে উক্ত হয়, অর্থাৎ স্থূল সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে যে মানস সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সূক্ষ্ম সৃষ্টির পর দৃশ্যমান স্থূল জগতের সৃষ্টি প্রারম্ভে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন, যাহা হউক, গগন পর্য্যন্ত উন্নত সুমেরু শৈল সেই মানস-পদ্মের কর্ণিকা-স্বরূপ, জগৎ প্রভু প্রজাপতি তাহার মধ্যে অবস্থিতি করত লোক সকল সৃষ্টি করিতেছেন।

ভৃগু ভরদ্বাজ-সংবাদে দ্ব্যশীত্যধিক শত অধ্যায়॥১৮২॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, দ্বিজসত্তম! মেরু-মধ্যে অবস্থিত সর্ব্ব শক্তিমান্ ব্রহ্মা কি প্রকারে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু বলিলেন, মানস প্রথমত মন-দ্বারা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ভূতগণের রক্ষণের জন্য অগ্রে জলের সৃষ্টি হয়, যাহা সমস্ত জীবের প্রাণস্বরূপ, যাহার দ্বারা প্রজাগণ বর্দ্ধিত হয় এবং যাহা পরিত্যক্ত হইলে সকলেই নষ্ট হইয়া থাকে; সেই সলিল-দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আবৃত আছে। পৃথিবী পর্ব্বত মেঘ ও মনুষ্য পশু পক্ষি-প্রভৃতি যে সমস্ত বিগ্রহ-বিশিষ্ট বস্তু আছে, তৎ সমুদয়ই সলিলসম্বন্ধীয়; যেহেতু জলই ঘন হইয়া পৃথিব্যাদি-রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা অবগত হইবে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, কিরূপে সলিল উৎপন্ন হইল, কি প্রকারেই বা বহ্নি ও বায়ু জন্ম পরিগ্রহ করিল, মেদিনীর সৃষ্টিই বা কিরূপে হইল? এ বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় আছে।

ভৃগু বলিলেন, ব্রহ্মন্! পুরাকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে মহানুভাব ব্রহ্মর্ষিগণের একত্র সমাগম হইলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে লোক সকলের উৎপত্তি-বিষয়ক সন্দেহ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সমস্ত দ্বিজগণ নিশ্চল ও নিরাহার হইয়া বায়ু ভক্ষণ করত মৌন এবং ধ্যান অবলম্বন-পূর্ব্বক দেব-পরিমাণে শত বর্ষ অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর, তাঁহাদিগের হৃদয়াকাশে দিব্য সরস্বতীর আবির্ভাব হইলে ব্রহ্মময়ী বাণী সকলেরই শ্রবণ-গোচর হইল। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই অনন্ত আকাশ অচলের ন্যায় নিশ্চল ছিল; চন্দ্র, সূর্য্য ও সমীরণের সম্পর্ক ছিল না, সুতরাং ইহা প্রসুপ্তের ন্যায় প্রকাশিত হইত। তমোরাশি মধ্যে অপর অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় সেই আকাশ হইতে সলিল উৎপন্ন হইল, সলিল-সংঘর্ষ হইতে বায়ু জন্মিল। ছিদ্র-শূন্য পাত্র নিঃশব্দবৎ লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা জলপূর্ণ হইলে বায়ু যেমন তাহাকে শব্দযুক্ত করে, তদ্রূপ সলিল-সম্পূর্ণ নিরবকাশ আকাশ-মধ্যে শব্দায়মান সমীরণ সাগরতল ভেদ করিয়া

সমুৎপন্ন হয়। সেই সলিল-সংঘর্ষ-সম্ভূত এই সমীরণ সঞ্চরণ করিতেছে, আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবধি কখনই প্রশান্ত হয় না। সমীরণ ও সলিলের সংঘর্ষে দীপ্ততেজা ঊর্দ্ধশিখ মহাবল অনল নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমীরণ-সহযোগে জল ও আকাশকে একত্র করিয়া ঘনীভূত হইল। অগ্নি আকাশ হইতে নিপাতিত হইতে থাকিলে তাহার যে স্নেহভাগ ছিল, তাহাই ঘনীভূত হইয়া পৃথিবী-রূপে পরিণত হইল। ভূমিই সমুদয় রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণিগণের যোনি, ভূমিতেই সমস্ত বস্তু প্রসূত হয়॥

ভৃগু ভরদ্বাজ-সংবাদে ত্র্যশীত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৮৩॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, প্রজাপতি প্রথমত যে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যদ্দারা এই সমস্ত লোক আবৃত আছে, তাহাদিগের মহাভূত নামে প্রসিদ্ধি হইবার কারণ কি? এবং সেই মহামতি ব্রহ্মা যখন সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন আকাশাদি পাঁচটিরই ভূত-নামে প্রসিদ্ধি হইল কেন?

ভৃগু কহিলেন, অপরিমিত পদার্থের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের যোগ হয়, আর পরিমিত পদার্থই ভূত-নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত আকাশাদির মহাভূত নাম যুক্তিযুক্ত হইতেছে। চেষ্টাত্মক বায়ু, শ্রোত্রাত্মক আকাশ, উষ্মাত্মক অগ্নি, দ্রবময় সলিল এবং অস্থি ও মাংসময় কঠিনাত্মক পৃথিবী, এই পঞ্চভূত সংযোগে শরীর উৎপন্ন হয়; স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই এই পঞ্চভূত-সংযুক্ত; শ্রোত্র, নাসিকা, রসনা, ত্বক্ ও নয়ন এই পাঁচটির নাম ইন্দ্রিয়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই যদি পঞ্চভূত-সংযুক্ত, তবে বৃক্ষাদি স্থাবর-শরীরে পঞ্চভূত দৃষ্ট হয় না কেন? উষ্মাভাব-নিবন্ধন নিরগ্নি এবং গমনাদি বিহীন-প্রযুক্ত নিশ্চেষ্ট, প্রকৃত-রূপে নিবিড়-সংযোগ-বিশিষ্ট বৃক্ষগণের শরীরে পঞ্চভূত দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাদিগের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ করিবার শক্তি নাই, তাহারা কি প্রকারে পাঞ্চভৌতিক হইবে? যাহা দ্রব-পদার্থ নহে, যাহাতে অগ্নি, ভূমি ও বায়ু নাই এবং যাহাতে আকাশ প্রতীয়মান হয় না, সেই বৃক্ষগণের ভৌতিকত্ব সম্ভব হইতে পারে না।

ভৃগু বলিলেন, বৃক্ষগণ নিবিড়-সংযোগ বিশিষ্ট হইলেও তাহাতে আকাশ আছে, সংশয় নাই; যেহেতু নিয়তই তাহাদিগের ফল ও পুষ্প প্রকাশিত হইতেছে, উষ্ম-বশত তাহাদিগের ত্বক্, পত্র, ফল ও পুষ্প ম্লান হইতেছে; অতএব অগ্নি থাকিবার অসম্ভাবনা নাই। তরুগণ গ্লানিযুক্ত ও শীর্ণ হইতেছে, অতএব তাহাতে স্পর্শাত্মক বায়ু অবশ্যই আছে। বায়ু, বহ্নি ও বজ্র-নির্ঘোষ-দ্বারা বৃক্ষদিগের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হয়, অতএব যখন শ্রোত্র-দ্বারা শব্দ জ্ঞান জন্মে, তখন অবশ্যই তাহারা শ্রবণ করে। বল্লী সকল যখন বৃক্ষগণকে বেষ্টন করে এবং সর্ব্ব দিকেই গমন করিয়া থাকে, তখন পাদপগণ অবশ্যই দর্শন শক্তি-সম্পন্ন, ইহা বলিতে হইবে; কেন না, দর্শন-শক্তি-বিহীনের গমন করিবার সম্ভাবনা নাই। পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ-দ্বারা পাদপ সকল রোগ-হীন ও পুষ্পিত হইয়া থাকে, অতএব তাহারা অবশ্যই আঘ্রাণ করে; মূল-দ্বারা জল আকর্ষণ, ব্যাধি ও তৎ প্রতিক্রিয়া দর্শন-নিবন্ধন বৃক্ষে রসন-শক্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বক্র উৎপল মৃণাল-দ্বারা লোকে যেমন ঊর্দ্ধে জল উত্তোলন করে, সেইরূপ বৃক্ষ বায়ু-সংযুক্ত হইয়া মূলসন্ততি দ্বারা জল পান করিয়া থাকে, বৃক্ষগণের সুখ দুঃখের জ্ঞান এবং ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়, অতএব ইহাদিগের জীবন আছে, অবলোকন করিতেছি, অতএব তরুগণের চৈতন্য নাই এমন নহে। পাদপগণ যে জল আকর্ষণ করে, অগ্নি ও বায়ু তাহা জীর্ণ করিয়া থাকে, উহাদিগের আহারের পরিমাণ অনুসারে

স্নিগ্ধতা ও বৃদ্ধি হয়। সমুদয় জঙ্গম পদার্থের শরীরে পঞ্চভূত সন্নিবেশিত আছে; যদ্দ্বারা শারীরিক চেষ্টা সকল সম্পন্ন হয়, তৎ সমুদয় প্রত্যেকেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু, এই পাঁচটি পার্থিব পদার্থ সংহত রূপে শরীরে বিদ্যমান আছে; প্রাণিগণের অন্তর্গত অগ্নি-স্বরূপ তেজ, ক্রোধ, চক্ষুঃ, উষ্মা এবং জাঠরাগ্নি যাহা ভক্ষ্যবস্তু সমুদয় পরিপাক করে, এই পাঁচটি আগ্নেয় পদার্থ। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, আস্য, হৃদয় এবং কোষ্ঠ অর্থাৎ অন্নাদি স্থান এই পাঁচটি প্রাণিগণের দেহে আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, বসা এবং শোণিত, এই পাঁচটি জলীয় অংশ প্রাণি-শরীরে সতত অবস্থিতি করিতেছে। প্রাণিগণ প্রাণ-বায়ু আশ্রয় করিয়া গমনাদি কার্য্য করে, ব্যান-বায়ু অবলম্বন-পূর্ব্বক বল-সাধ্য কার্য্যে উদ্যত হয়, অপান-বায়ু অধো গমন করে; সমান-বায়ু হৃদয়ে অবস্থিত রহে এবং উদান-বায়ু-দ্বারা উচ্ছ্বাস ও উরঃ, কণ্ঠ এবং শিরঃস্থান ভেদ-বশত শব্দ উচ্চারণ হয়, এই পঞ্চবিধ বায়ু এইরূপে প্রাণিগণের অঙ্গ-চালনাদি চেষ্টা সমাধান করে। ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজোময় চক্ষুঃ দ্বারা রূপ এবং বায়ু-দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে।

পৃথিবীর পাঁচটি গুণ; গন্ধ, স্পর্শ, রস, রূপ ও শব্দ; তন্মধ্যে বিস্তারিত-রূপে অভিহিত গন্ধের নব বিধ গুণ কহিতেছি, শ্রবণ কর; ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, সংহত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ এবং বিশদ, এই নয় প্রকার পার্থিব পদার্থ-গত গন্ধের গুণ। চক্ষুঃ দ্বারা পৃথিবী-প্রভৃতির রূপ দর্শন করা যায়, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ-জ্ঞান জন্মে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই চারিটি জলের গুণ; তন্মধ্যে যেরূপে রসজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিখ্যাত মহর্ষিগণ রসকে বহুবিধ বলিয়াছেন; মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু, এই ষড়্বিধ রস বারিময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই তিনটি জ্যোতির গুণ, জ্যোতি-দ্বারা বস্তুর রূপ দর্শন করা যায়। রূপ নানা প্রকার; হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুরস্র, গোলাকার, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল এবং মৃদু অথচ দারুণ, এই ষোড়শ প্রকার রূপের গুণ জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া বিখ্যাত আছে। শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ। তন্মধ্যে স্পর্শ বহুবিধ; উষ্ণ, শীতল, সুখকর, দুঃখপ্রদ, স্নিগ্ধ বিশদ, খর, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, লঘু এবং গুরুতর, এই একাদশ প্রকার বায়ুর গুণ। আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ; সেই শব্দের বিবিধ ভেদ বিস্তার ক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম ও নিষাদ, এই সপ্তবিধ গুণ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়; এই সমস্ত শব্দ ব্যাপক-ভাবে সর্ব্বত্র থাকিয়াও পটহ-প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ-প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, জলধর, রথ, প্রাণী বা, অপ্রাণী যাহার যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তাহা এই সপ্ত স্বরের অন্তর্গত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপে আকাশ-সম্ভব শব্দের আকার নানা প্রকার; পণ্ডিতগণ শব্দকে আকাশ-সম্ভব বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত শব্দ স্পর্শ-দ্বারা প্রতিহত হইয়া বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে উৎপন্ন হয়, উহা বিষমাবস্থায় অবস্থিত থাকিলে অনুভূত হয় না। দেহারম্ভক ত্বগাদি প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা প্রথম হইতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জল, অগ্নি ও বায়ু নিয়ত দেহিমাত্রে জাগরিত আছে, ইহারাই শরীরের মূল, পঞ্চ প্রাণকে অবলম্বন করিয়া এই শরীরে অবস্থিতি করিতেছে।

ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদে চতুরশীত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৮৪॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! শরীর-স্থিত অগ্নি এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অবলম্বন করত কি প্রকারে অবস্থিতি করে এবং বায়ুই বা কিরূপ অবকাশ-

বিশেষ-দ্বারা শারীরিক চেষ্টা সমুদয় সমাধান করিয়া থাকে?

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তোমার নিকট বায়ুর গতির বিষয় বলিতেছি; বায়ু যেরূপে প্রাণিগণের শরীর চেষ্টা-সমাধান করে, তাহার বিষয় শ্রবণ কর। অগ্নি মস্তকে অবস্থান-পূর্ব্বক শরীর পালন করত শারীরিক চেষ্টা-সকল সমাধান করে, আর প্রাণ-বায়ু মস্তক ও অগ্নি উভয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া শারীরিক গমনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া থাকে। সেই প্রাণই সর্ব্বভূতময় সনাতন পুরুষ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জীব-সমুদয় ও শব্দ, স্পর্শ-প্রভৃতি বিষয়-স্বরূপ; প্রাণ-দ্বারা আন্তরিক বিজ্ঞান এবং বাহ্য দেহেন্দ্রিয়াদি পরিচালিত হয়। অনন্তর, সমান-বায়ু-দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ গতি অবলম্বন করে। অপান-বায়ু জঠরাগ্নিকে অবলম্বন-পূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয় স্থিত অশিত পীত বস্তু জাতকে পরিপাক করত মূত্র ও পুরীষ-রূপে পরিণত করে। গমনাদি-কার্য্য তদনুকূল চেষ্টা এবং ভার-বহনাদি সামর্থ্য, এই তিন বিষয়ে যে বায়ু বর্ত্তমান রহে, অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিগণ তাহাকে উদান বায়ু বলিয়া থাকেন। মানবগণের শরীরের সমুদয় সন্ধিস্থলে যে বায়ু সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাকে ব্যান বায়ু বলা যায়। ত্বগাদিতে বিস্তীর্ণ জাঠর অগ্নি সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া রস, রক্ত, ধাতু ও পিত্ত-প্রভৃতির পরিণতি করিয়া থাকে। ঐ জঠরানল নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও ঊর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্তদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটি প্রবহমান স্রোত আছে, উহার অন্তভাগ গুহ্যদেশ। সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক্ হইতে দেহ-মধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। প্রাণ বায়ুর সাহায্য-বশত তৎ সহচর জঠরানলের সমাগম হইয়া থাকে, ঐ জঠরানলের নাম উষ্মা, উহাই দেহিদিগের ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করে। জঠরাগ্নির বেগ-বৃদ্ধিকর প্রাণ-বায়ু পায়ু পর্য্যন্ত আসিয়া প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা পুনরায় ঊর্দ্ধে আগমন করিয়া জঠরাগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগে পক্কাশয় অর্থাৎ পক্ক অন্নাদির স্থান এবং ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় অবস্থিত আছে; শরীরের মধ্যস্থলে সমস্ত প্রাণ-সংস্থিত রহিয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক পঞ্চ বায়ু এই দশবিধ বায়ু-দ্বারা চালিত হইয়া নাড়ী সকল তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে হৃদয়-প্রদেশে প্রস্থান করত অন্ন-রস সমুদয় বহন করিয়া থাকে। আস্তদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত আছে, তাহাই যোগিগণের যোগের পথ; ক্লান্তি-বিজয়ি সম-দুঃখ-সুখ ধীরগণ মস্তক-স্থিত সহস্র-দল পদ্মে সুসুম্না নাড়ী-দ্বারা এই পথে আত্মাকে ধারণ করত পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। স্থালি-মধ্যে অর্পিত বাহ্য অগ্নির ন্যায় দেহিদিগের বুদ্ধি মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ অপান প্রভৃতির মধ্যে সমর্পিত জঠরানল নিয়ত প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদে পঞ্চাশীত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৮৫॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, প্রাণ বায়ুই যদি প্রাণিগণকে জীবিত ও চেষ্টিত করে এবং প্রাণের সাহায্যেই যদি জীবগণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও কথোপকথন করিয়া থাকে, তবে জীব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর অগ্নির গুণ উষ্মভাব, সেই অগ্নি-দ্বারাই যদি অন্নাদির পরিপাক হয় এবং অগ্নিই যদি সমস্ত বস্তু জীর্ণ করে, তবে জীব নিরর্থক; ম্রিয়মাণ জন্তুর জীব উপলব্ধ হয় না, বায়ুই তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং তাহার উষ্মভাব নষ্ট হইয়া যায়। জীব যদি বায়ুময় হয় অথবা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে বায়ু চক্রের ন্যায় দৃশ্য হইয়া বায়ুর সহিত বিগত হইতে পারে; পাষাণে

বদ্ধ তুম্বী ফল যেমন জলে নিমগ্ন হয় এবং বন্ধন-মুক্ত হইলে উন্মগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ জীব যদি বাত-প্রধান সংঘাতে সংশ্লিষ্ট রহে, তবে সংঘাত নাশে সেও প্রনষ্ট হয়? কুপ-মধ্যে সলিলান্তর এবং হুতাশন-মধ্যে প্রদীপ প্রবিষ্ট হইবামাত্র যেমন নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ বায়ুমণ্ডলে নিবিষ্ট জীবও নষ্ট হইতে পারে। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে জীবন কোথায়? পঞ্চভূতের মধ্যে একটির অভাব হইলে অপর চারিটির একত্র সংগ্রহ হয় না। অনাহার-বশত সলিল সকল, উচ্ছ্বাস নিগ্রহ-নিবন্ধন বায়ু, বাতাদি-দ্বারা কোষ্ঠ নিরুদ্ধ হইলে আকাশ এবং অভোজন জন্য অগ্নি নষ্ট হইয়া থাকে, ব্যাধি দ্বারা বিক্রম হানি হইলে পার্থিব অংশ শীর্ণ হইয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে অন্যতর পীড়িত হইলে ভৌতিক সংঘাত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব কাহার অনুসরণ করে? কোন বিষয়ের জ্ঞান করে? কি শ্রবণ করে এবং কি কহিয়া থাকে? ‘পরলোক গমন করিলে এই গো আমাকে উদ্ধার করিবে’ এই উদ্দেশে গো দান করিয়া কোন ব্যক্তি মৃত হইলে সেই গো তখন কাহাকে উদ্ধার করিবে? গো, প্রতিগৃহীতা এবং দাতা, সকলেই যখন সমান-ভাবে এই জগতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহাদিগের সমাগম কোথায়? বিহগগণ-কর্ত্তৃক উপভুক্ত, শৈল-শিখর হইতে পতিত এবং অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন কোথায়? ছিন্ন বৃক্ষের মূল যখন পুনরায় উৎপন্ন হয় না, কেবল তাহার বীজ সকল সঞ্জাত হইয়া থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি কোথায় পুনরাগমন করিবে? পূর্ব্বে বীজ-মাত্র সৃষ্ট হইয়াছিল, যাহা এই ক্ষণেও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মরণ-ধর্ম্ম-সমন্বিত প্রাণিগণ মৃত হইয়া প্রনষ্ট হয়, বীজ হইতে বীজই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ভৃগু ভরদ্বাজ-সংবাদে ষড়শীত্যধিক শত অধ্যায় ॥ ১৮৬ ॥

ভৃগু কহিলেন, মহর্ষে! জীবের বিনাশ নাই, প্রাণী দেহান্তরে গমন করে, শরীর-মাত্র বিশীর্ণ হয়। সমিধ্ সকল দগ্ধ হইলে অগ্নি যেমন বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শরীর নষ্ট হইলে শরীরাশ্রিত জীব কখন বিনষ্ট হয় না।

ভরদ্বাজ বলিলেন, মহাত্মন্! অগ্নির ন্যায় যদি জীবের বিনাশ নাই, ইহাই আপনার অভিমত হইল, তবে কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে অগ্নি অদৃশ্য হয় কেন? অতএব বোধ হয়, অগ্নি ইন্ধন প্রাপ্ত না হইলে যেমন নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ জীবও নষ্ট হইয়া থাকে। যাহার গতি, প্রমাণ বা, সংস্থান কিছুই থাকে না, তাহাকে বিদ্যমান বস্তু বলিয়া কি প্রকারে বিবেচনা করা যায়?

ভৃগু কহিলেন, কাষ্ঠ সকল দগ্ধ হইলে অগ্নির উপলব্ধি হয় না বটে, কিন্তু অগ্নি নিরাশ্রয় হইয়া যেমন আকাশের অনুগত হওয়ায় দুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ শরীর বিনষ্ট হইলে জীব আকাশের ন্যায় অবস্থিতি করে; জীব অতি সূক্ষ্ম বলিয়া জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয়-গোচর হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। বিজ্ঞান-স্বরূপ অগ্নি প্রাণ সকলকে ধারণ করে, অতএব তাহাকেই জীব-রূপে অবগত হও। ঐ অগ্নি বায়ুর সহিত অবস্থিতি করে এবং উচ্ছ্বাস বায়ুর নিগ্রহ-নিবন্ধন নষ্ট হয়। সেই শরীরাগ্নি বিনষ্ট হইলে পর দেহ অচেতন হইয়া থাকে এবং পতিত হইয়া পৃথিবীতে লীন হয়, পৃথিবীই দেহের অবস্থিতি স্থান। স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থ-নিষ্ঠ পবন আকাশের অনুগত হয়, জ্যোতি পবনের অনুগমন করিয়া থাকে। আকাশ, বায়ু ও অগ্নি এই তিনের একত্ব-বশত ভূমিতে ঐ একত্রিত ত্রিতয় ও জল অবস্থিতি করে। যেখানে আকাশ, সেখানেই বায়ু এবং যেখানে বায়ু, সেই খানেই অগ্নি অবস্থিত রহে। এই তিনটিই অদৃশ্য, কেবল শরীরিদিগের সম্বন্ধে দৃশ্য হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ বলিলেন, মহাত্মন্! যদি আকাশ, বায়ু,

অগ্নি, জল ও ভূমি, এই পঞ্চভূতই শরীরি-সকলে বর্ত্তমান আছে; তবে তন্মধ্যে জীব কি প্রকার? ইহাই আপনি আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চ বিষয়-রত পঞ্চেন্দ্রিয় ও চেতন-সমন্বিত প্রাণি-শরীরে জীব যাদৃশ ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা আমি জানিতে অভিলাষ করি। মাংস, শোণিত, মেদঃ, স্নায়ু ও অস্থি-সঞ্চয়-সমন্বিত শরীর বিনষ্ট হইলে জীবের উপলব্ধি হয় না। পঞ্চভূত-সমন্বিত শরীর যদি জীব-হীন হয়, তবে শারীরিক বা, মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে কে সেই বেদনা অনুভব করে? মহর্ষে! জীব কর্ণ-দ্বয়-দ্বারা বাক্য শ্রবণ করে, কিন্তু মন বিষয়ান্তরে ব্যগ্র থাকিলে জীব তাহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব জীব নিরর্থক। জীব মনো-যুক্ত চক্ষুঃ-দ্বারা সমস্ত দৃশ্য-বস্তু দর্শন করে, কিন্তু মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু দেখিয়াও দেখিতে পায় না। জীব নিদ্রার বশীভূত হইলে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও আভাষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং স্পর্শ-জ্ঞান ও রস-জ্ঞান করিতে পারে না। এই শরীরের মধ্যে কে হৃষ্ট হয়? কে ক্রুদ্ধ হয়? কে শোক করে? কে উদ্বিগ্ন হয়? কে ইচ্ছা করে? কে চিন্তা করে? কে দ্বেষ করে? কে বা বাক্য উচ্চারণ করে? আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং মনের দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ হয় না। একমাত্র অন্তরাত্মাই স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীরের কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন; অন্তরাত্মাই গন্ধ, রস, শ্রবণ, স্পর্শ ও দর্শন-প্রভৃতি সমুদয় অবগত হইতেছেন। সেই অন্তরাত্মাই পাঞ্চভৌতিক-দেহে পঞ্চ গুণান্বিত মনের দ্রষ্টা এবং মনের দ্বারা সর্ব্ব গাত্রে অনুগত থাকিয়া সুখ দুঃখ সকল অনুভব করেন। অন্তরাত্মা দেহ হইতে বিযুক্ত হইলে ভৌতিক-শরীর কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শরীরাগ্নি শান্ত হইলে যখন দর্শন, স্পর্শ ও উষ্মভাব কিছুই থাকে না, তখন দেহ বিনষ্ট হয়, চেতনের কখন বিনাশ নাই। এই দৃশ্যমান বিশ্ব-সমুদয় জলময়, জলই শরীরিগণের মূর্ত্তি, জল-মধ্যেই চিৎ-স্বরূপ মানস ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন, তিনিই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আত্মা যৎকালে প্রাকৃত গুণ-সমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মন-দ্বারা সংযুক্ত হয়েন, তখন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব বলা যায় এবং তিনি সেই সমস্ত গুণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে পরমাত্ম-স্বরূপে কথিত হইয়া থাকেন, অতএব তুমি সর্ব্বলোকের সুখ-স্বরূপ আত্মাকে অবগত হও; যিনি পদ্ম-মধ্যে বারিবিন্দুর ন্যায় শরীর-মধ্যে সংশ্রিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে নিয়ত লোক-সুখাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান কর। সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিনটি জীবের গুণ, পণ্ডিতেরা জীবের গুণকে সচেতন বলিয়া থাকেন। উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টা-যুক্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরমাত্মাকে এই জীব হইতে পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; তিনিই সপ্ত ভুবন সৃজন করিয়াছেন। দেহ নাশ হইলে জীবের বিনাশ হয় না, 'জীব মৃত হইয়াছে' এ কথা অবোধেরা বলিয়া থাকে। শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব দেহান্তরে প্রয়াণ করে; আত্মা এইরূপে সর্ব্বভূতে সংবৃত থাকিয়া গূঢ়ভাবে বিচরণ করেন, তত্ত্বদর্শিগণ পরম সূক্ষ্ম বুদ্ধি-দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব ও অপর রাত্রে সতত যোগ-রত এবং লঘু আহার করত বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্ম দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করেন। চিত্তপ্রসন্নতা-দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ-চিত্ত ও আত্মনিষ্ঠ হইলে মনুষ্য অনন্ত সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। জরায়ুজাদি শরীরে অগ্নির ন্যায় যে প্রকাশমান পুরুষ আছেন, তিনিই জীব-নামে অভিহিত হয়েন; তাঁহা হইতেই প্রজাপতির এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভৃগু ভরদ্বাজ-সংবাদে সপ্তাশীত্যধিক শত অধ্যায় ॥ ১৮৭ ॥

ভৃগু বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! পূর্বে ব্রহ্মা নিজ তেজ-দ্বারা উৎপাদিত সূর্য্যানল-সম প্রভা-সমন্বিত মরীচি-প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর, তিনি সুখের নিমিত্ত সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, শৌচ ও আচার বিধান করেন; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, মানব এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, তদ্ভিন্ন ভূত সকলের সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণ মিশ্রিত যে সমস্ত বর্ণ আছে, তাহাও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়গণের বর্ণ লোহিত, বৈশ্যগণের বর্ণ পীত এবং শূদ্রগণের কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের জাতি-দ্বারা যদি বর্ণ-ভেদ হয়, তবে সকল জাতিরই বর্ণ-সঙ্কর দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও শ্রম সকলের সমান-ভাবে সম্ভব হয় না; অতএব কি প্রকারে বর্ণ বিভিন্ন হইবে? স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত, সকল শরীর হইতেই ক্ষরিত হইয়া থাকে; অতএব কি প্রকারে বর্ণ-বিভাগ হইতে পারে? অসংখ্য স্থাবর ও জঙ্গম জাতির বর্ণ বহুবিধ, সেই সমস্ত বিবিধ জাতির বর্ণ কিরূপে নির্ণীত হইতে পারিবে?

ভৃগু কহিলেন, বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মময় ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কাম ভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণ-স্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্ম-ত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গো সমুদয় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করত কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে। আর যে সমুদয় দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যা-রত সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণ-বর্ণ এবং শৌচ-পরিভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্ম-দ্বারা পৃথক্ কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে। তাহাদিগের যজ্ঞক্রিয়া রূপ ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণেরা বর্ণ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সকলেরই বেদে অধিকার ছিল, কেবল যাহারা লোভ-বশত জ্ঞান-হীন হইল, সেই শূদ্র-দিগের বেদে অধিকার নাই, ইহা বিধাতা-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদোক্ত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং নিয়ত ব্রত ও নিয়ম ধারণ করত বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের তপস্যার ক্ষয় হয় না। যাহারা বিধাতৃ-বিহিত পরম শ্রেষ্ঠ বেদে অনভিজ্ঞ, তাহারা ব্রাহ্মণ নহে, বহুবিধ জাতি তাহাদিগের তুল্য। পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও বহুবিধ ম্লেচ্ছ জাতি সকল জ্ঞান বিজ্ঞান-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারে কার্য্য করিয়া থাকে। প্রাচীন মহর্ষিগণ স্বীয় তপোবলে বেদ-বিহিত-সংস্কার-নিরত স্বকর্ম্মে কৃত-নিশ্চয় অপরাপর প্রজাগণকে সৃজন করিয়াছেন। আদিদেব বিধাতার সৃষ্টি বেদমূল অক্ষয় ও অব্যয় এবং মানসী সৃষ্টি যোগানুষ্ঠান-পরায়ণ হইয়া থাকে।

ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে অষ্টাশীত্যধিক শত অধ্যায় ॥ ১৮৮ ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম বক্তৃবর বিপ্রর্ষে! কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়? কি করিলে ক্ষত্রিয় হইয়া থাকে এবং কিরূপ কার্য্য-দ্বারা বৈশ্য ও শূদ্র হয়, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, জাতকর্ম্ম-প্রভৃতি সংস্কার-দ্বারা যিনি সংস্কৃত ও শুচি হইয়াছেন এবং যিনি বেদা-ধ্যয়ন করিয়াছেন; প্রতি দিন যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, আতিথ্য ও বলি বৈশ্ব দেব, এই ষট্ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; শৌচ ও আচার-সমন্বিত, সম্যক্ রূপে বিঘসাশী, গুরুজনের প্রিয়পাত্র, নিত্য ব্রতী এবং সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। যাঁহাতে সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস্য, দয়া, লজ্জা ও তপস্যা আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ হয়েন।

যিনি যুদ্ধাদি হিংসা-কার্য্য করিয়া থাকেন, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান ও প্রজাগণ হইতে অর্থ আদান করেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়। যিনি কৃষি ও পশুপালন করেন, দান করিতে অনুরক্ত রহেন, শুচি ও বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তিনিই বৈশ্য সংজ্ঞক হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিয়ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণেই অনুরক্ত, সমস্ত কর্ম্ম করিতে আসক্ত, অশুচি, বেদজ্ঞান-বিহীন ও অনাচার, তাহাকেই শূদ্র বলা যায়। ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি শূদ্রে লক্ষিত হয়, তবে তাদৃশ শূদ্রও শূদ্র নহে এবং ব্রাহ্মণে যদি তদীয় লক্ষণ না থাকে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। সর্ব্বোপায়-দ্বারা ক্রোধ ও লোভের নিগ্রহ ও আত্ম-সংযমই জ্ঞানের পবিত্র লক্ষণ। ক্রোধ ও লোভ শ্রেয়ো বিনাশার্থই উত্থিত হইয়া থাকে, অতএব তাহাদিগকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। নিয়ত সাবধান হইয়া ক্রোধ হইতে শ্রী, মৎসর হইতে তপস্যা, মান ও অপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করা উচিত।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাঁহার কর্ম্ম সমুদয় কামনা বর্জ্জিত এবং দান বিষয়ে যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সমর্পিত হইয়াছে, তাঁহাকেই ত্যাগশীল ও বুদ্ধিমান্ বলা যায়। সমস্ত ভূতের হিংসা না করিয়া সকলের প্রতি মিত্রভাব প্রদর্শন করত বিচরণ করিবেক; পরিজনগণকে বুদ্ধি-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইবেক; শোক-শূন্য স্থানে অর্থাৎ আত্মাতে অবস্থান করিবেক, তাহা হইলে ইহলোক ও পরলোকে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। নিয়ত তপস্যা-রত, দান্ত, মৌন-ব্রতাবলম্বী, সংযতাত্মা, অজিত-কামাদির জয় করিতে অভিলাষী এবং সঙ্গ হেতু পুত্র কলত্র-প্রভৃতিতে নিঃসঙ্গ হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-গণ-দ্বারা যে যে বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যক্ত বলা যায়। আর সূক্ষ্ম-শরীর-গোচর অতীন্দ্রিয় পদার্থই অব্যক্ত, ইহা বিদিত হওয়া উচিত। গুরু ও বেদ-বাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব বিশ্বাসে মনঃ সমাধান করা কর্ত্তব্য। প্রাণোপাধিক 'তুমি' এই পদের অর্থ গোচর জীবাত্মাতে মনঃ সমর্পণ করিবেক এবং জীবাত্মাকে পরব্রহ্মে অর্পণ করিবেক। বৈরাগ্য-বশতই নির্ব্বাণ পদ লাভ হয়, যোগি-জনের ধ্যাতৃ-ধ্যানাদি অন্য কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য-দ্বারা অনায়াসে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। সতত শৌচ-সমন্বিত সদাচার-যুক্ত এবং সর্ব্বভূতে সদয় ব্যবহারই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে একোননবত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৮৯॥

ভৃগু বলিলেন, বেদজ্ঞান-দ্বারা সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ তপস্যাই সত্য, সত্যই প্রজাগণকে সৃজন করিতেছেন, সত্য-দ্বারাই এই সমস্ত লোক বিধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং সত্য-দ্বারা লোক স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। সত্যের বিপরীত বেদাচার-বহির্ভূত যথেষ্টাচরণকে অনৃত কহে, তাহা অজ্ঞান-স্বরূপ, অজ্ঞান-দ্বারাই তমোগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অধোগতি হয়, অজ্ঞানাবৃত জনগণ স্বর্গ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। পণ্ডিতেরা দেবতাদির অধিষ্ঠান স্বর্গকে আলোকময় এবং তির্য্যক্ জাতির অধিষ্ঠান নরককে অন্ধকারময় বলিয়া থাকেন। জগতীচর জীবগণ সত্য ও অনৃত উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; লোকে সত্য ও অনৃত বিষয়ে এইরূপ ব্যবহার হয় যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, প্রকাশ ও তমঃ এবং সুখ ও দুঃখ, তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ, যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ, আর যাহা অনৃত তাহাই অধর্ম্ম, যে অধর্ম্ম সেই তমঃ, যাহা তম তাহাই দুঃখ। এ বিষয়ে এই বলিতেছি যে, বিচক্ষণগণ শারীরিক ও মানসিক সুখ, দুঃখ এবং অসুখোদয়-দ্বারা সমাবৃত লোক সৃষ্টি অবলোকন করত মুগ্ধ হয়েন না। বিচক্ষণ ব্যক্তি দুঃখ

বিমোক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন। ইহলোকে বা পরলোকে প্রাণিগণের সুখ নিত্য নহে। রাহুগ্রস্ত শশধরের জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশ পায় না, অজ্ঞানাভিভূত ভূতগণের সুখ সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়া থাকে। সেই সুখ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই দৃষ্টাদৃষ্ট ফল প্রবৃত্তি সকল অভিহিত হয়, সুখ অপেক্ষা বিশিষ্টতর ত্রিবর্গ ফল আর কিছুই নাই। সুখই আত্মার গুণ-বিশেষ, সুখের নিমিত্তই ধর্ম্ম ও অর্থে প্রবৃত্তি হয়; ধর্ম্ম ও অর্থদ্বারাই সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সকল কার্য্যই সুখের নিমিত্ত আরব্ধ হয়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন, সুখই পরম পদার্থ; কিন্তু আমি তাহা বিবেচনা করি না। আপনি সুখকেই আত্মার গুণ-বিশেষ বলিলেন, কিন্তু যোগনিষ্ঠ ঋষিগণ ইহাকে অভিলাষ করেন না। শুনিতে পাই, ত্রিলোক-বিধাতা প্রভু ব্রহ্মা ব্রহ্মচারী হইয়া একাকী তপোনিষ্ঠ থাকেন; তিনি কখন কাম-সুখে আত্ম-সমাধান করেন না এবং বিশ্বের ঈশ্বর ভগবান্ ভবানীপতি সম্মুখীন রতিপতিকে অনঙ্গভাবে শান্ত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় উদাহরণ দেখিয়া বলিতেছি, মহানুভাব জনগণ কাম-সুখে আসক্ত হয়েন না এবং ইহা আত্মার গুণ-বিশেষ নহে, আমি আপনার এই বাক্যে প্রত্যয় করিতে পারি না। আপনি বলিলেন, 'সুখ অপেক্ষা পরম বস্তু আর কিছুই নাই' ফলোদয়-সমন্বিত লোকপ্রবাদ দুই প্রকার; প্রথম সুকৃত হইতে সুখ লাভ হয়, দ্বিতীয় দুষ্কৃত হইতে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভৃগু কহিলেন, এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় কহিতেছি, অজ্ঞান হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়; সেই তমোগ্রস্ত জনগণ ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মপথে কদাচ বিচরণ করে না। তাহারা ইহলোক ও পরলোকে সুখ প্রাপ্ত হয় না; বিবিধ ব্যাধি রোগ ও উপতাপ-দ্বারা আকীর্ণ, বধ-বন্ধন-ক্লেশ, ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রম-জন্য উপতাপ-দ্বারা উত্তপ্ত, বর্ষা বায়ু উষ্ণ শীত নিমিত্ত শারীরিক দুঃখ-সমূহ-দ্বারা সন্তপ্ত এবং বন্ধু ধন বিনাশ বিপ্রয়োগ-জনিত মানস দুঃখ তথা জরা-মৃত্যু-জনিত শোক-সমূহ-দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। যিনি এই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হয়েন। স্বর্গে এই সকল দোষের প্রাদুর্ভাব নাই; তথায় সুখ-স্পর্শ সুরভি সমীরণ সতত বহন করিয়া থাকে; ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রম নাই; জরা ও পাপের সম্পর্ক নাই; স্বর্গে নিত্য সুখ এবং ইহলোকে সুখ দুঃখ উভয়ই আছে, নরকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ; অতএব পণ্ডিতেরা সুখকেই পরম পদার্থ বলিয়া থাকেন। পৃথিবী সর্ব্বভূতের জননী, স্ত্রীলোক সকল তৎসদৃশ; পুরুষ প্রজাপতি-তুল্য, তাহাতে তেজোময় শুক্র আছে। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি এইরূপে স্ত্রীপুরুষ-সহযোগে লোক-নির্ম্মাণ বিধান করিয়াছেন, প্রজাগণ স্ব স্ব কর্ম্ম-দ্বারা আবৃত থাকিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে নবত্যধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৯০ ॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! প্রাচীনেরা দান, ধর্ম্ম, আচার, সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত তপস্যা, স্বাধ্যায় ও হোমের ফল কিরূপ বলিয়াছেন?

ভৃগু বলিলেন, হোম-দ্বারা পাপ শান্তি হয়, স্বাধ্যায়-দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট শান্তিসুখ লাভ হইয়া থাকে, দান-দ্বারা ভোগ এবং তপস্যা-দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে; ইহাই প্রাচীনগণের অভিমত। পণ্ডিতেরা দানকে দুই প্রকার কহেন; প্রথম পারলৌকিক, দ্বিতীয় ঐহিক। সাধুগণকে যে কিছু দান করা যায়, পরলোকে তাহার ফল ভোগ হয়, আর অসাধুদিগকে যাহা দান করা যায়, ইহলোকে তাহার ফল ভোগ

হইয়া থাকে। মনুষ্য যাদৃশ দান করে, তাদৃশ ফল ভোগও করিয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, কোন্ অধিকারীর কিরূপ ধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য? ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং তাহা কত প্রকার? ইহাই কীর্ত্তন করা আপনার উপযুক্ত হইতেছে।

ভৃগু কহিলেন, যে সমস্ত মনীষিগণ স্বধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগের স্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়, আর যিনি বিপরীতাচরণ করেন, তিনি মুগ্ধ হয়েন।

ভরদ্বাজ বলিলেন, পুরাকালে ব্রহ্মা যে আশ্রম-চতুষ্টয় বিধান করিয়াছেন, আপনি সেই সমস্ত আশ্রমিগণের ব্যবহার কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, লোক-সকলের হিতানুষ্ঠানকারী ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে ধর্ম্ম-রক্ষণার্থ চারিটি আশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গুরু-কুলে বাস-রূপ ব্রহ্মচর্য্য প্রথম আশ্রম বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। এই আশ্রমে সম্যক্ রূপে শৌচ, সংস্কার, ব্রত, নিয়ম, উভয় সন্ধ্যায় সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা, তন্দ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুরুর অভিবাদন, বেদাভ্যাস ও বেদ শ্রবণ-দ্বারা চিত্ত পবিত্র করণ, ত্রিকালে স্নান করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অগ্নি পরিচর্য্যা করত গুরু-শুশ্রূষা ও নিত্য ভিক্ষা করিতে হয়; ভিক্ষাদি সমস্ত বস্তু অন্তরাত্মাকে নিবেদন-পূর্ব্বক গুরু-বচন-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানে অনুকূল হইয়া গুরু-প্রসাদ-লব্ধ স্বাধ্যায়-পরায়ণ হইতে হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে যে, যে ব্রাহ্মণ সম্যক্-রূপে গুরু আরাধনা করিয়া বেদ-জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহার স্বর্গ ফল প্রাপ্তি ও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হয়।

গার্হস্থ্যকে দ্বিতীয় আশ্রম কহে; তদীয় সমুচিত ব্যবহার লক্ষণ সকল পরে কহিতেছি। যাঁহাদিগের গুরু-কুলে বাস সমাপিত হইয়াছে; যাঁহারা পত্নীর সহিত ধর্ম্মাচরণের ফল কামনা করেন, সেই সমস্ত সদাচারগণের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রম বিহিত হয়। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অগর্হিত কর্ম্ম-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন অথবা, বেদপাঠ-দ্বারা দক্ষিণা-লব্ধ ধন, কিম্বা ব্রহ্মর্ষিগণের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি, অথবা আকর হইতে আহৃত অর্থ বা, হব্য কব্য প্রদান-নিবন্ধন দৈব-প্রসাদ-লব্ধ ধন-দ্বারা গৃহস্থ গার্হস্থ্য আশ্রম নির্ব্বাহ করিবে। পণ্ডিতেরা এই আশ্রমকে সকল আশ্রমের মূল বলিয়া থাকেন। কি গুরু-কুলবাসী ব্রহ্মচারী, কি পরিব্রাজক, কি অন্যান্য সংকল্পিত ব্রত-নিয়ম-ধর্ম্মানুষ্ঠায়ি জনগণ সকলেরই এই আশ্রম হইতে ভিক্ষা, অতিথি-সৎকার এবং পুত্রাদির প্রতিপালন হইয়া থাকে।

বানপ্রস্থগণের নিমিত্ত ফল-মূলাদি সম্পাদন গৃহস্থাশ্রম হইতেই নির্ব্বাহ হয়। এই সমস্ত সাধুগণ সুন্দর পথ্য দ্রব্য ভোজন করত বেদপাঠে অনুরক্ত হয়েন। ইহাঁরা তীর্থ-গমন ও বিবিধ দেশ-দর্শন-প্রসঙ্গে ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করেন। তাঁহাদিগের দর্শন-মাত্র প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক সম্মুখে আগমন, অসূয়া-শূন্য বাক্য কথন, সুখাসন, সুখ-শয্যা ও আহার-সামগ্রী প্রদান-দ্বারা সৎকার করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে যে, যাহার গৃহ হইতে ভগ্নাশ হইয়া অতিথি প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তিনি তাহাকে নিজ দুষ্কৃত দান করিয়া তাহার সঞ্চিত পুণ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে যজ্ঞ ক্রিয়া-দ্বারা দেবগণ, পিতৃ-তর্পণ-দ্বারা পিতৃগণ, বিদ্যার অভ্যাস শ্রবণ ও ধারণ-দ্বারা ঋষিগণ এবং অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতি প্রীত হয়েন। এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে যে, এই আশ্রমে সকল ব্যক্তিকেই স্নেহ-মিশ্রিত শ্রবণ-সুখকর বাক্য বলা উচিত, আর পরিতাপ, পীড়া দান, পরুষতা, অবজ্ঞা, অহঙ্কার ও দম্ভ অতিশয় গর্হিত। অহিংসা, সত্য-কথন এবং ক্রোধ-রাহিত্য, সকল আশ্রমেরই তপস্যা-স্বরূপ।

গার্হস্থ্য আশ্রমে মাল্য অভরণ ও বসন ধারণ, তৈল-মর্দ্দন, নিত্য উপভোগ-যোগ্য নৃত্য গীত বাদ্য-প্রভৃতি শ্রবণ, নয়নের প্রীতিকর দর্শনীয় বস্তু সন্দর্শন,

ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় চুষ্য-প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য দ্রব্যের উপভোগ, বিহার সন্তোষ এবং কাম সুখ প্রাপ্তি হয়।

গৃহাশ্রমে থাকিয়া যাহার নিয়ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গের সহিত সত্ত্ব, রজ ও তমো-গুণের কৃতার্থতা হয়, তিনি ইহলোকে সমস্ত সুখ অনুভব করিয়া শিষ্টগণের গতি প্রাপ্ত হয়েন। যে গৃহস্থ উঞ্ছবৃত্তি হইয়াও স্বধর্ম্মাচরণে রত থাকেন এবং কাম-সুখ ও কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করেন, স্বর্গ তাঁহার পক্ষে দুর্লভ নহে।

ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে একনবত্যধিক শত অধ্যায়। ১৯১।

ভৃগু কহিলেন, বানপ্রস্থ আশ্রমিগণ ধর্ম্মের অনুসরণ-পূর্ব্বক মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূল ও বন-গজাকীর্ণ নির্জ্জন অরণ্যে তপস্যা করত পুণ্য তীর্থ নদী ও প্রস্রবণ সকলে সঞ্চরণ করেন। তাঁহারা গ্রাম্য বস্ত্র, আহার এবং উপভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিয়ত বন্য ওষধি, ফল, মূল ও পত্র, পরিমিত-রূপে আহার করিয়া থাকেন। ভূতল তাঁহাদিগের আসন, ভূমি পাষাণ সিকতা শর্করা বালুকা এবং ভস্মই তাঁহাদিগের শয্যা, কাশ কুশ চর্ম্ম ও বল্কলই তাঁহাদিগের অঙ্গের অভরণ। ইহাঁরা কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ করেন; যথা কালে স্নান করিয়া থাকেন; পূজা ও হোমের সময় অতিক্রম করেন না; সমিৎ, কুশ ও পুষ্প-চয়ন এবং সম্মার্জ্জন সময়েই বিশ্রাম লাভ করেন; শীত, উষ্ণ, বর্ষা ও বায়ু অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে করিতে ইহাঁদিগের সর্ব্ব শরীরের চর্ম্ম বিভিন্ন হইয়া যায়। বিবিধ নিয়ম, পঞ্চাগ্নি-সাধন, আহার সংকোচ এবং তীর্থ-পর্য্যটন-নিবন্ধন ইহাঁদিগের মাংস, শোণিত, চর্ম্ম এবং অস্থি-পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া থাকে; ইহাঁরা সত্ত্বগুণাবলম্বন-পূর্ব্বক ধৈর্য্যশালী হইয়া শরীর ধারণ করেন। যিনি এই ব্রহ্মর্ষি-বিহিত ব্রত নিয়ত আচরণ করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় দোষরাশি দহন এবং দুর্জ্জয় লোক সমুদয় জয় করেন।

পরিব্রাজকগণের আচার এই যে, তাঁহারা অগ্নি, বিত্ত, কলত্র এবং শয্যা-প্রভৃতি ভোগ-সামগ্রীর উপভোগে আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া স্নেহপাশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা কাঞ্চন, লোষ্ট এবং প্রস্তরে সমদৃষ্টি; ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, এই ত্রিবর্গে অসংসক্ত-বুদ্ধি; শত্রু, মিত্র, উদাসীনের প্রতি তুল্য-দর্শন; স্থাবর, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ-প্রভৃতি ভূতগণের প্রতি বাক্য, মন, কর্ম্ম-দ্বারা কখন অনিষ্টাচরণ করেন না; তাঁহারা গৃহে বসতি করেন না; পর্ব্বত, পুলিন, বৃক্ষমূল এবং দেবালয়ে বিচরণ করত বাসার্থ নগরে অথবা গ্রামে উপস্থিত হয়েন; তাঁহারা নগরে পঞ্চ রাত্রি এবং গ্রামে এক রাত্রি-মাত্র বসতি করিয়া থাকেন; নগরে বা, গ্রামে প্রবেশ-পূর্ব্বক অসংকীর্ণকর্ম্মা দ্বিজাতিদিগের ভবনে প্রাণ ধারণার্থ উপনীত হয়েন; পাত্রে পতিত অযাচিত ভিক্ষা গ্রহণ করেন; কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ, মোহ, কার্পণ্য, দম্ভ, পরিবাদ, অভিমান ও হিংসা-বিহীন হয়েন। এ বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে যে, যিনি মৌন-ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করত বিচরণ করেন, সর্ব্বভূত হইতে কখন তাঁহার ভয় উৎপন্ন হয় না। স্ব শরীর-স্থিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে অগ্নিহোত্র বিধান করিয়া যে ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান জীবকে পরমাত্মাতে আহুতি প্রদান করেন, তিনি ভিক্ষা-লব্ধ চিতাগ্নির হবি-দ্বারা অবশ্য পরম লোক সকলে গমন করেন। যিনি সুসংকল্পিত যুক্ত-বুদ্ধি ও শুচি হইয়া যথা-বিহিত মোক্ষাশ্রম অবলম্বন করেন, সেই দ্বিজাতি অনিন্ধন জ্যোতির ন্যায় প্রশান্ত ব্রহ্মলোক আশ্রয় করিয়া থাকেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকের অনন্তর পরলোক আছে, ইহা শ্রুত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা কিরূপ, জানিতে পারা যায় না, অতএব আমি

তাহা অবগত হইতে অভিলাষ করি, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু বলিলেন, ব্রহ্মন্! উত্তর-দিগ্‌বিভাগে সর্ব্ব-গুণ রমণীয় পবিত্রতর হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে পুণ্য এবং কল্যাণকর কমনীয় যে দেশ আছে, তাহাকেই পরলোক বলে। তথায় মানবগণ কোন পাপ কর্ম্ম করেন না, সতত শুচি এবং অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়া থাকেন; লোভ মোহ পরিত্যাগ করেন এবং নিরুপ-দ্রব হয়েন। সেই দেশ স্বর্গ-সদৃশ শুভগুণ যুক্ত, তথায় যথা-কালে মৃত্যু হয়, ব্যাধি সকল মানবগণকে স্পর্শ করিতে পারে না। তত্রত্য জনগণ স্ব-দার-নিরত, কদাচ পরদারে লোভ-পরবশ হয় না। দ্রব্য-সঞ্চয় লাভে লোভ-নিবন্ধন পরস্পর নিহত হয় না। বিশেষত তথায় অধর্ম্ম নাই, কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মে না। তথায় কৃতকার্য্যের ফল সমুদয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়; কেহ কেহ সমস্ত কাম্যবস্তু-সমন্বিত হইয়া বিবিধ পানাসন-ভোজন-সামগ্রী-সম্বলিত উৎকৃষ্ট অট্টালিকা আশ্রয় করত হেমাভরণে বিভূষিত রহেন; কোন কোন জনের প্রাণ ধারণ-মাত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ একান্ত পরি-শ্রম-দ্বারা প্রাণ ধারণ করে।

ইহলোকে কেহ কেহ ধর্ম্ম-পরায়ণ, কেহ কেহ পাপনিষ্ঠ, কেহ সুখিত, কেহ দুঃখিত, কেহ নির্দ্ধন এবং কেহ কেহ ধনবান্ হইয়া থাকে। ইহলোকে শ্রম-ভয়, মোহ ও তীব্রতর ক্ষুধা জন্মে; যে অর্থ-দ্বারা পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হয়েন, মানবদিগের সেই অর্থ জন্য লোভও সমুৎপন্ন হয়। এস্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহু-বিধ বার্ত্তা হইয়া থাকে; যে বুদ্ধিমান্ মানব তৎসমুদয় অবগত হয়েন, তিনি পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হয়েন না। যিনি দম্ভের সহিত অভিমান স্তেয়, পরিবাদ, অসূয়া, পর-পীড়ন, হিংসা, পিশুনতা ও মিথ্যা আচরণ করেন, তাঁহার তপস্যা হানি হয় এবং যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সমস্ত আচরণ না করেন, তাঁহার তপস্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের বহুবিধ বিচার হইয়া থাকে; ইহলোকে এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি, এই স্থানে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া শুভ-কর্ম্ম-দ্বারা শুভ ফল ও অশুভ-কর্ম্ম-দ্বারা অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে প্রজাপতি দেবতা ও ঋষিগণের সহিত ইহলোকে যজ্ঞ ও তপস্যা করত পবিত্র হইয়া হিম-শৈল-পার্শ্ববর্ত্তি ব্রহ্মলোক আশ্রয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীর উত্তর-ভাগ অতিশয় পুণ্যতম ও শুভময়, ইহলোকে যে সমস্ত ব্যক্তি পুণ্য-কার্য্য করেন, তাঁহারা পরে তথায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন; অপরে তির্য্যক্-যোনিতে সৎকার লাভে অভিলাষ করিয়া পরমায়ু ক্ষয় করিলে এই ভূতলেই বিনষ্ট হয়; অন্যে লোভ-মোহ-সমন্বিত এবং পরস্পর ভক্ষণে আসক্ত হইয়া ইহলোকেই রূপান্তরে পরিণত হয়, তাহারা উত্তর-দিক্-স্থিত পরলোকে গমন করে না। যে সমস্ত মনীষিগণ নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যে নিরত থাকিয়া গুরু-শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা সমুদয় লোকের গতি অবগত হয়েন। আমি ব্রহ্ম-নির্ম্মিত এই সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-বিষয় কহিলাম; যিনি লোকের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় অবগত হয়েন, তিনিই বুদ্ধিমান্।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! পরম ধর্ম্মশীল প্রতাপ-বান্ ভরদ্বাজ মহর্ষি ভৃগু-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ মহারাজ! এই তোমাকে বিস্তারিত-রূপে জগতের উৎপত্তির বিবরণ কহিলাম, পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে দ্বিনবত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৯২॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নিষ্পাপ ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনার কথ্যমান আচারের বিধি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহা আমার অবিদিত নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, যাহারা দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি এবং প্রিয়-সাহস, তাহারাই অসাধু-রূপে বিখ্যাত;

পরন্তু আচারই সাধুদিগের লক্ষণ। যে সমস্ত মানবগণ রাজ-পথে, গোষ্ঠ-মধ্যে ও ধান্য-মধ্যে মল মূত্র পরিত্যাগ না করেন, তাঁহারাই শুভাচার-সমন্বিত। আবশ্যক শৌচ ও দেবতাদিগের তর্পণ করিয়া জল-স্পর্শ-পূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করিবে; প্রাচীনেরা ইহাকেই মানবদিগের ধর্ম্ম কহিয়া থাকেন। সতত সূর্য্যের উপাসনা করিবে; সূর্য্যোদয় হইলে কদাচ নিদ্রা যাইবে না; সায়ং সময়ে ও প্রাতঃকালে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখ হইয়া সন্ধ্যা উপলক্ষে স্বগৃহোক্ত মন্ত্রের সহিত সাবিত্রী জপ করিবে। পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক পদ-দ্বয়, পাণি-যুগল ও মুখমণ্ডল আর্দ্র করত ভোজন করিবে; ভক্ষ্য অন্নাদির নিন্দা করিবে না; সুস্বাদ ভক্ষ্য বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করত ভক্ষণ করিবে; আর্দ্র-পাণি হইয়া আহারান্তে গাত্রোত্থান করিবে; রজনীতে আর্দ্রপাদ হইয়া শয়ন করিবে না; দেবর্ষি নারদ এইরূপ আচারের লক্ষণ কহিয়াছেন। যজ্ঞাদি পবিত্র স্থল, বৃষভ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এবং চৈত্য-প্রভৃতি দেব-স্থান দর্শন করিলে প্রদক্ষিণ করিবে। সর্ব্ব প্রকারে অতিথি, স্বজন ও ভৃত্যগণের সহিত সমান-রূপে ভোজন করা গৃহস্থের পক্ষে প্রশংসনীয়। মানবগণের দিবসে ও রজনীতে প্রভাত ও সন্ধ্যার মধ্য-কালে দুই বার ভোজন করাই দেব-নির্দ্দিষ্ট; প্রাতঃকালে ও সায়ং সময়ে ভোজন-নিষিদ্ধ; এইরূপ যথা কালে যিনি ভোজন না করেন, তাঁহার উপবাসের ফল লাভ হয়। হোম-কালে হোমকারী এবং এক পত্নীক হইয়া ঋতুকালে নারী-গমনকারী বুদ্ধিমান্ মানব ব্রহ্মচারীর সদৃশ হয়েন।

ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন জননীর হৃদয়ের ন্যায় হিতকর এবং অমৃত-রূপে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এজন্য জনগণ সর্ব্বতোভাবে তাহার উপাসনা করেন। সাধুগণ আহার-শুদ্ধি-দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করত সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যজ্ঞীয় বেদি নির্ম্মাণ নিমিত্ত যে মানব লোষ্ট মর্দ্দন এবং তৃণ ছেদন করেন, আর নখ দ্বারা ছেদন করত যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করেন, যাঁহার পিতা পিতামহ-প্রভৃতি কেহ সোম পান করেন নাই, তাদৃশ ব্রাহ্মণ যদি নিয়ত সোম পান করেন এবং যিনি কাম লোভাদির বশীভূত হইয়া অস্থির হয়েন, এতাদৃশ মানবগণ ইহলোকে দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়েন না। যজুর্ব্বেদবিৎ অধ্বর্য্যু মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞীয় সংস্কৃত মাংসও পরিত্যাগ করিবেন, অপরে বৃথা মাংস পরিত্যাগ করিবেন এবং শ্রাদ্ধাবশিষ্ট মাংস ভোজনও নিষিদ্ধ।

গৃহস্থ ব্যক্তি স্ব দেশে বা পর দেশে কদাচ অতিথিকে উপবাসী রাখিবেন না; ভিক্ষাদি কাম্য কর্ম্মের ফল অন্নাদি লব্ধ হইলে পিতা মাতা-প্রভৃতি গুরুজনের নিকট তাহা উপনীত করিবেন। গুরুতর ব্যক্তি-বর্গকে আসন-দান ও অভিবাদন কর্ত্তব্য; মানবগণ গুরুজনের অর্চ্চনা করিয়া পরমায়ু, যশ ও সম্পত্তি সমন্বিত হয়েন। উদয়শীল আদিত্যকে দর্শন করিবে না; বিবসনা পর-বনিতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিত নহে; নিজ রমণীতে ঋতু-কালীন ধর্ম্ম্য-মৈথুন নির্জ্জনে সম্পাদন কর্ত্তব্য। সমস্ত তীর্থের মধ্যে রহস্যই উৎকৃষ্ট তীর্থ; পবিত্র পদার্থের মধ্যে অগ্নিই পরম পবিত্র; আর্য্যগণের আচরিত সমস্ত বিষয়ই প্রশস্ত; গো-পুচ্ছ স্পর্শ-প্রভৃতি কার্য্যও পবিত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণগণকে যখন দর্শন করিবে, তখনই তাঁহাদিগের সুখ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে; সায়ং সময়ে ও প্রাতঃকালে বিপ্রগণকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য-রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। দেবাগারে, গো-মধ্যে, ব্রাহ্মণগণের শ্রৌত স্মার্ত্ত-ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে, বেদপাঠ ও ভোজন সময়ে দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলন করিবে, অর্থাৎ উপবীত-সমন্বিত হইবে। উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য, উত্তম কৃষি কার্য্য এবং ধান্যাদি শস্য সকলের বহুলীকরণের ফল যেমন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রাতঃকালে ও সায়ং সময়ে যথা বিধানে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে দিব্য স্ত্রী ও

অন্ন-পানাদি প্রাপ্তি-স্বরূপ অভিলষিত ফল-সকল উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ভোজন-সামগ্রী প্রদত্ত হইলে দাতা 'সম্পন্ন' এই কথা বলিবেন; প্রতিগৃহীতা 'সুসম্পন্ন' এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। পানীয় বস্তু প্রদান-কালে দাতা 'তর্পণ' এবং প্রতিগৃহীতা 'সুতর্পণ' ইহা উচ্চারণ করিবেন। পায়স, যবান্ন এবং কৃষর প্রদত্ত হইলে দাতা 'সুশৃত' এই কথা বলিবেন। শ্মশ্রুকর্ম্ম, ক্ষুত, স্নান ও ভোজন করিলে এবং পীড়িত ব্যক্তি-বর্গ দৃষ্টিগোচর হইলে আয়ুর্বৃদ্ধি হউক, বলিয়া অভি-নন্দন করিবে; সূর্য্যের অভিমুখে মূত্র ত্যাগ করিবে না; আপনার পুরীষ নিরীক্ষণ করা অবিধেয়; স্ত্রী-লোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন পরিত্যাগ করিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-প্রভৃতিকে 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করিবে না; সমান ও নীচ ব্যক্তিকে 'তুমি' বলা দূষ্য নহে; পাপাচারগণের অন্তঃকরণ তাহা-দিগের কৃত পাপ প্রকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ তাহা-দিগের মুখ ও নেত্র-বিকারাদি-দ্বারা অন্তর্গত মনের ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহারা মহাজনগণ সন্নিধানে জ্ঞান-পূর্ব্বক আপন পাপ গোপন করে, তাহারা অবশ্যই বিনষ্ট হয়। অদূরদর্শি জনগণ জ্ঞান-পূর্ব্বক কৃত পাপ গোপন করিয়া থাকে, মানব-গণ তাহা দর্শন করিতে না পারিলেও দেবগণ তাহা অবলোকন করেন। পাপ-দ্বারা অনাবৃত পাপকর্ম্ম পাপের অনুবর্ত্তন করে; ধর্ম্ম-দ্বারা অনাবৃত ধর্ম্ম ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, ধার্ম্মিকের আচ-রিত ধর্ম্ম ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে। ইহলোকে মূঢ় ব্যক্তি স্বকৃত পাপ স্মরণ করে না; কিন্তু শাস্ত্রীয় ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় ব্যক্তির নিকট সেই পাপ উপ-স্থিত হয়। রাহু যেমন চন্দ্রমার সন্নিহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পাপকর্ম্ম মূঢ় মানবকে আশ্রয় করে। আশা-দ্বারা সঞ্চিত দ্রব্য অতিদুঃখে উপভুক্ত হয়, জ্ঞানবান্ মানবগণ তাহার প্রশংসা করেন না; মৃত্যু কখন কাহারও প্রতীক্ষা করে না। মনীষিগণ সমস্ত ভূতের মানসকেই ধর্ম্ম কহিয়া থাকেন, অতএব মনের দ্বারা সর্ব্বভূতে মঙ্গল আচরণ করিবে। একাকীই ধর্ম্ম আচরণ করিবে, ধর্ম্ম-সাধন-বিষয়ে কাহারও সহায়তা অপেক্ষা করে না; ধর্ম্ম-শূন্য মানসে বিধি লাভ-পূর্ব্বক সহায় প্রাপ্ত হইলে কি হইবে? ধর্ম্মই মানবগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, ধর্ম্মই সুরপুরে দেবগণের অমৃত; মনুষ্যগণ পরলোকে গমন করিয়া অপূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্ম হইতে নিরন্তর তাঁহারা পরম সুখ উপভোগ করেন।

আচারবিধি ত্রিনবত্যধিক শত অধ্যায় ॥১৯৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! চিত্তকে অবলম্বন করিয়া যে যোগধর্ম্ম চিন্তনীয় হইয়া থাকে, তাহাকে অধ্যাত্ম বলে, ইহা সামান্যত আমার অবগত আছে; কিন্তু সেই অধ্যাত্ম কি এবং তাহা কি প্রকার? আপনি আমাকে তাহাই বলুন। হে ব্রহ্মবিৎ! এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হই-য়াছে এবং প্রলয় কালে কাহার নিকটে গিয়া লীন হয়? এক্ষণে আমার নিকটে তাহাই কীর্ত্তন করা উপযুক্ত হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে তাত পৃথা-নন্দন! তুমি আমাকে অধ্যাত্ম-বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর এবং সুখকর বটে; অতএব আমি তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্ব-কালের আচার্য্যগণ পরমাত্মাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ-স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহ-লোকে মানবগণ যাঁহাকে জানিয়া প্রীত ও সুখিত হয়েন এবং সর্ব্ব কাম প্রাপ্তি রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন— সেই আত্ম-জ্ঞান হইতে আত্ম-হিতকর বিষয় আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই সর্ব্বময়; পৃথিবী, বায়ু, আ-কাশ, জল এবং জ্যোতি, এই পাঁচটিকে মহাভূত কহে; পরমাত্মাই এই পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি ও প্রল-য়ের কারণ। তরঙ্গ সকল যেমন সাগর-গর্ভ হইতে

উৎপন্ন হইয়া তাহাতে লীন হয়, তদ্রূপ পৃথিবী-প্রভৃতি মহাভূত সকল আনন্দ-স্বরূপ অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ভূয়োভূয় তাঁহাতে প্রলীন হইতেছে। কূর্ম্ম যেমন আত্ম অঙ্গ সমুদয় প্রসারণ-পূর্ব্বক পুনরায় তাহা সংহার করে, সর্ব্বভূতময় আত্মা সেইরূপ ভূত-সমুদয় সৃজন করিয়া পুনরায় তাহা সংহার করেন। ভূত-সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর শরীরাদি সর্ব্বভূতে পঞ্চ মহাভূত স্থাপন করিয়াছেন এবং স্থাপন করিয়া তাহাতে বৈষম্য করিয়া দিয়াছেন; দেহাদিতে আত্মাভিমানী জীব তাহা দর্শন করে না। শব্দ, শ্রোত্র এবং ছিদ্র, এই ত্রিতয় আকাশ-যোনিজ; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক, এই ত্রিতয় বায়ু-যোনিজ; রূপ, চক্ষু ও অন্নাদির পরিপাক, এই ত্রিবিধ-বিষয় তেজঃ সম্ভব; রস, ক্লেদ ও জিহ্বা, এই তিনটি জল-যোনিজ; ঘ্রেয়, ঘ্রাণ এবং শরীর, এই ত্রিতয় ভূমির গুণ হইতে সমুৎপন্ন; মহাভূত পাঁচটি, মনকে ষষ্ঠ-রূপে পরিগণিত করা যায়।

হে ভরত-কুল-প্রদীপ! ইন্দ্রিয়-সমুদয় ও মন বিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, বুদ্ধি ইহাদিগের সপ্তম শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট; সাক্ষি-স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ অষ্টম বলিয়া নিরূপিত হয়েন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয় আলোচনা করিয়া মন সংশয় করে; নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তির নাম বুদ্ধি, ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত আছেন। পদতল হইতে উর্দ্ধস্থিত শরীরের উর্দ্ধ অধঃ সমস্ত স্থলে সাক্ষি চৈতন্য ব্যাপক-ভাবে অবস্থিত আছেন, বহির্ভাগে দৃশ্যমান যাহা কিছু অবকাশ আছে, তাহা সাক্ষি চৈতন্য-দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয় সমুদয় মন ও বুদ্ধি-প্রভৃতিকে পুরুষগণের সমগ্র-ভাবে পরীক্ষা করা উচিত; তমো, রজঃ, সত্ত্বগুণ সকলও ইন্দ্রিয়াশ্রিত। মনুষ্য বুদ্ধি-শক্তি প্রভাবে জীবগণের এইরূপ উৎপত্তি ও লয়ের বিষয় বিচার করিয়া শনৈঃ শনৈ পরম শান্তি লাভ করেন। তমঃ প্রভৃতি গুণগণ-দ্বারা বুদ্ধি পুনঃপুন বিষয়ে নীত হইয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনঃ-স্বরূপ; বুদ্ধির অভাবে সত্ত্বাদি গুণের সত্ত্বা সম্ভবপর নহে। এইরূপে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বুদ্ধিময়; বুদ্ধি প্রলীনা হইলে সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধির প্রভাবেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শ্রুতিতে বুদ্ধিময় বলিয়া সমুদয় বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয়। বুদ্ধি যে দ্বার-দ্বারা দর্শন করে, তাহাকে চক্ষু কহে; যদ্দ্বারা শ্রবণ করে, তাহাকে শ্রোত্র বলে; যাহার দ্বারা আঘ্রাণ করে, তাহার নাম ঘ্রাণ; যাহার দ্বারা রস-জ্ঞান করে, তাহাকে জিহ্বা কহে এবং ত্বক্-দ্বারা স্পর্শ-জ্ঞান করিয়া থাকে।

বুদ্ধি একবার মাত্র বিকৃতা হয়, বুদ্ধি যখন কোন বিষয় কামনা করে, তখন তাহাকে মন বলা যায়। বুদ্ধির অধিষ্ঠান পাঁচটি, সেই পাঁচটিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বুদ্ধির অধিষ্ঠান-বশত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি দর্শন করে। বুদ্ধির অদৃশ্য চিদাত্মা প্রাগুক্ত ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠান করেন। পুরুষাধিষ্ঠিতা বুদ্ধি সত্ত্ব, রজস্তম, এই ভাব-ত্রয়েই বর্ত্তমান রহে; এ জন্য কখন প্রীতি লাভ করে, কখন দুঃখ প্রাপ্ত হয়, কখন বা সুখ দুঃখ কিছুতেই লিপ্ত হয় না। মানবগণের মনের মধ্যে এইরূপে বুদ্ধি ভাব-ত্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সরিৎ সমুদয়ের পূরয়িতা তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল সাগরের বীচিমালা-দ্বারা সরিৎ সমুদয় যেমন তিরোহিত হয়, তদ্রূপ সুখ দুঃখ-মোহাদি সর্ব্বভাব-স্বরূপা বুদ্ধি সুখ দুঃখ মোহাদি সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া থাকে। বুদ্ধি সুখ-দুঃখাদি হইতে অতিক্রান্ত হইয়া সত্তা-মাত্র মনোবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, অবশেষে উত্থান কালে প্রবর্ত্তমান রজঃ বুদ্ধির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে; তদানীং তাদৃশী বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদয়কে প্রবর্ত্তিত করে। প্রীতি-স্বরূপা সত্ত্বাত্মিকা-বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য জ্ঞান প্রতিপাদন করে; রজোগুণ শোকাত্মক এবং তমোগুণ মোহ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। হে ভারত! ইহলোকে এই সত্ত্ব, রজ, তম,

ভাব-ত্রয়ে শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিষয়াদি যে সমুদয় ভাব বর্ত্তমান আছে, সেই সমুদায়ই বুদ্ধির আশ্রয়; ইহা তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম এবং ধীমান্ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সমুদয় জয় করা কর্ত্তব্য, তাহাও সবিস্তর কহিলাম। সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণ-ত্রয় নিরন্তর প্রাণি-পুঞ্জে সংশ্রিত রহিয়াছে এবং সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী, এই ত্রিবিধা বেদনাও সর্ব্ব প্রাণিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সুখ-স্পর্শ, রজোগুণ দুঃখ-স্পর্শ, ইহারা উভয়ে তমোগুণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্যবহারিক হইয়া থাকে। কায় বা মনে যাহা প্রীতি-সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলা যায়, আর যাহা আত্মার অপ্রীতিকর এবং দুঃখ-মিশ্রিত তাহা রজোরূপে প্রবৃত্ত, দুঃখানুসন্ধান-বশত তদ্বিষয়ে ভয়-প্রযুক্ত চিন্তা করিবে না। অপর যাহা মোহ-সংযুক্ত অব্যক্ত-বিষয় অপ্রতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয়, তাহাকেই তমোগুণ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। প্রহর্ষ প্রীতি আনন্দ সুখ ও শান্ত-চিত্ততা-প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণ সমুদয় কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতুষ্টি, পরিতাপ, শোক, লোভ এবং ক্ষমা, এই সমস্ত রজোগুণের লক্ষণ কখন কারণ কখন বা অকারণ-বশত দৃষ্ট হইয়া থাকে। অবমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন এবং তন্দ্রা, এবম্বিধ বিবিধ তামস গুণ-সমুদয় কথঞ্চিৎ উপস্থিত হয়। যাঁহার মন দুর্ল্লভ বস্তুতেও অসক্ত, অনেক বিষয়ে যুগপৎ পতিত হইতে সমর্থ, 'দেহি' এই দৈন্য-ভাষণ ও সংশয়াত্মক এবং নিরুদ্ধ-বৃত্তিক সেই মানব ইহ পরলোকে সুখী হয়েন। সুক্ষ্মতমা বুদ্ধি এবং সাক্ষি-চৈতন্য—ক্ষেত্রজ্ঞের এই মহৎ অন্তর অবলোকন কর, তপ্তায়ঃ পিণ্ডবৎ ইতরেতরের অবিবেচনা-নিবন্ধন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি গুণ-সমুদয় সৃষ্টি করেন; সাক্ষী চৈতন্য স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়া কিছুই সৃজন করেন না; বুদ্ধির কার্য্য-সমুদয় দর্শন করেন। মশক ও উডুম্বর যেমন সতত সম্প্রযুক্ত, তদ্রূপ এই বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ নিরন্তর পরস্পর সম্প্রযুক্ত হয়। মৎস্য ও জল যেমন সতত সংযুক্ত, তদ্রূপ বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ নিরন্তর সংপ্রযুক্ত থাকিয়াও স্বভাব-দ্বারা পৃথক্‌ভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কারাদি গুণ গণ আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা সমস্ত গুণগ্রামকেই জানিতেছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ দেহ অহঙ্কারাদির দ্রষ্টা হইয়াও অবিদ্যা-বশত 'আমি গৌর, আমি কাণ, আমি সুখী, আমি কর্ত্তা' ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকেন। পরমাত্মা ঘটাচ্ছন্ন প্রদীপের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞানহীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি দ্বারা বিষয় প্রকাশ করেন। বুদ্ধি অহঙ্কারাদির সৃষ্টি করেন, ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা সম্যক্ রূপে দর্শন করিয়া থাকেন; অতএব বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধ অনাদি-সিদ্ধ। আত্মা অসঙ্গ এবং নির্গুণ, এজন্য বুদ্ধির আশ্রয় নহেন এবং স্বয়ং স্বকীয় মহিমাতে অবস্থিতি করেন, অতএব বুদ্ধি ও আত্মার পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব সম্বন্ধ নাই। বুদ্ধি মনের সৃষ্টি করেন; কিন্তু মূলভূত গুণ-ত্রয় কদাচ তৎসৃষ্ট নহে; অতএব মনের সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া বুদ্ধির কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঘট-মধ্যে প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় আত্মা যখন মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সমুদয়কে সম্যক্ নিয়মিত করেন, তৎকালে তিনি বুদ্ধির নিকটে প্রকাশিত হয়েন। যিনি স্বাভাবিক কর্ম্ম-সন্ন্যাস-পূর্ব্বক নিয়ত আত্ম-রত মননশীল এবং সর্ব্বভূতের আত্ম-স্বরূপ হয়েন, তাঁহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। হংস-প্রভৃতি বারি-চর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করত তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে, মানব নিজ বুদ্ধি-বল অবলম্বন-দ্বারা বিশোক অপ্রহৃষ্ট বিগত-মৎসর এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া বিহার করেন। ঊর্ণনাভি যেমন নিমিত্ত ও উপাদান হইয়া সূত্র নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ স্বভাব যোগযুক্ত বিদ্বান্ পুরুষ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অভেদ-জ্ঞান-জনিত পর-রূপতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভূতভৌতিক গুণগ্রাম সৃজন

করিয়া থাকেন, অতএব সত্ত্বাদি গুণগণকে তন্তুর তুল্য জ্ঞান করা বিধেয়।

গুণ সকল প্রবৃত্ত হইলে নিবৃত্ত হয় না, প্রত্যক্ষ-দ্বারা নিবৃত্তির উপলব্ধি হয় না, অতএব সেই পরোক্ষ বিষয় অনুমান-দ্বারা সিদ্ধ হয়। নানা-জীব-বাদি ব্যক্তিগণ ব্যবহারানুরোধ-বশত এইরূপ নিশ্চয় করেন; এক-জীব-বাদি বিচক্ষণগণ নিবৃত্তিকেই অজ্ঞান-কৃত প্রপঞ্চ বলিয়া থাকেন। উক্ত উভয় বিষয় আলোচনা করিয়া যথা-মতি ধ্যান-দ্বারা সাক্ষাৎ করিবে। এইরূপে উত্তপ্ত লৌহ-পিণ্ডের ন্যায় বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর অধ্যাস-বশত ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধি-ধর্ম্ম দুঃখাদি এবং বুদ্ধিতে ক্ষেত্রজ্ঞ-ধর্ম্ম সত্ত্ব চিত্ত্বাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মানব এই বুদ্ধি-ভেদময় দৃঢ়তর হৃদয়গ্রন্থি বিমোচন-পূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; সংশয় সমুদয়ের ছেদন হইলে তিনি আর শোক প্রকাশ করেন না। বিশিষ্ট বিদ্যাশালি ব্যক্তিগণ যেমন পবিত্র নদীতে অবগাহন করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, তদ্রূপ মলিন মানবগণ বিজ্ঞান অবলম্বন-পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব এই জগতে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। যিনি মহানদীর পর-পারে গমন করিবার উপায় জানেন, তিনি তজ্জন্য পরি-তাপ করেন না, আর যিনি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি তন্নিবন্ধন পরিতপ্ত হইয়া থাকেন; তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ পরিতাপান্বিত হয়েন না, উপায় অবগত হইলে তিনি উত্তীর্ণ হয়েন। এইরূপে যাঁহারা হৃদয়া-কাশে নির্ব্বিষয় উৎকৃষ্টতর জ্ঞান আলোচনা করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হয়েন। মনুষ্য জীবগণের এই উৎ-পত্তি ও লয়ের বিষয় সমুদয় বোধ-পূর্ব্বক বুদ্ধি-দ্বারা তাহা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করেন।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ ক্ষয়শীল, ইহা যাঁহার বিদিত আছে, কৃত-কার্য্যকলাপ অর্থাৎ কাম-সুখ-প্রভৃতি অনিত্য, ইহা জানিয়া যিনি তাহা পরিত্যাগ করেন, তিনি শ্রবণ মনন-দ্বারা নিশ্চয় করিয়া ধ্যান-নিষ্ঠ ও তত্ত্বদর্শী হইয়া আত্ম-দর্শন-দ্বারাই সর্ব্ব কামনা লাভ করত নিরুৎসুক রহেন। অকৃত-বুদ্ধি মানবগণের অনিবার্য্য এবং রূপ-রসাদি নিজ নিজ বিষয়ে বিভাগানুসারে বিনিবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারা যায় না। মনুষ্য ইহা বুঝিয়া বোধযুক্ত হয়েন, ইহা হইতে অন্যতর বোধের লক্ষণ আর কি আছে? মনীষিগণ ইহাই জানিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করেন। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম-প্রভৃতি যে অজ্ঞান হইতে অবিজ্ঞ ব্যক্তি-বর্গের সুমহৎ সংসার দুঃখ হইয়া থাকে, বিদ্বান্ মানবগণের তাহা হইতে ভয় সম্ভাবনা হয় না। মুক্তিই সকলের গতি, এই যাহা কহিয়াছি, তদপেক্ষা কাহারও পক্ষে অধিকতর উপায় আর কিছুই নাই; তবে শম-দমাদি গুণের প্রাধান্য-নিবন্ধন মুক্তির অতুল্যতা হয়, ইহা প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন। যিনি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন, সেই নিষ্কামকর্ম্ম কর্ত্তার পুরাকৃত দোষাবহ কর্ম্মকে বিনষ্ট করে; পুরাকৃত এবং অধুনা-কৃত কর্ম্ম জ্ঞানবান্ কর্ত্তার অপ্রিয় বা প্রিয়-জনক হয় না। পরীক্ষক মানব কাম ক্রোধ-প্রভৃতি ব্যসন-সমূহ কর্ত্তৃক জর্জ্জরীকৃত লোককে ধিক্কার প্রদান করেন; সেই ধিক্কার ইহ-লোকে আতুর ব্যক্তিকে নিন্দিত করিয়া রাখে এবং পরলোকে তাহাকে তির্য্যক্-যোনিতে জন্ম প্রদান করে। জন-সমাজে সম্যক্ অভিনিবেশ-পূর্ব্বক দর্শন কর, আতুরগণ বিনষ্ট পুত্র-দারাদির জন্য বহুতর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং যাঁহারা সারাসার বিবেক-নিপুণ, তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশোক হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব যাঁহারা ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি, এই উভয় বিষয় জানেন, তাঁহারাই জ্ঞানিগণের গমনীয় পদ প্রাপ্ত হয়েন।

অধ্যাত্ম-কথনে চতুর্নবত্যধিক শত
অধ্যায় ॥ ১৯৪ ॥

———

ভীষ্ম কহিলেন, হে পৃথা-নন্দন! আমি তোমাকে আত্ম-তত্ত্ব বিষয় বলিলাম, সম্প্রতি তৎ সাক্ষাতের উপায়ভূত চতুর্ব্বিধ ধ্যান-যোগের বিষয় বলিব; মহর্ষিগণ ইহা জানিয়া ইহলোকে শাশ্বতী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধ্যান যে প্রকারে সুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হয়, যোগিগণ তাহাই করিয়া থাকেন। হে পার্থ! জ্ঞানতৃপ্ত নির্ব্বাণ-নিষ্ঠ-চিত্ত মহর্ষিগণ সংসার-দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় আর সংসারে আগমন করেন না; তাঁহারা জন্ম-দোষ-বিরহিত হইয়া আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করেন; তাঁহারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, নিয়ত স্বপ্রকাশে অবস্থিত, লোভাদি-বিমুক্ত, নিষ্পরিগ্রহ এবং শৌচ সন্তোষ-প্রভৃতি বিষয়ে নিষ্ঠাবন্ত হয়েন; স্ত্রীসঙ্গ-বিহীন, প্রতিপক্ষ-শূন্য, মনের শান্তিকর স্থানে ইন্দ্রিয়গ্রামকে একত্রিত করিয়া কাষ্ঠবৎ উপবিষ্ট ও মননশীল হইয়া ধ্যান দ্বারা সংশ্লিষ্ট মনকে একাগ্র-রূপে ধারণা করেন। যোগবিৎ ব্যক্তি শ্রোত্র-দ্বারা শব্দ গ্রহণ, ত্বক্-দ্বারা স্পর্শজ্ঞান, চক্ষু-দ্বারা রূপ দর্শন ও জিহ্বা-দ্বারা রস বোধ করেন না এবং ধ্যান-দ্বারা সমুদয় ভ্রেয় বিষয় পরিত্যাগ করেন। যোগ-বলশালী ব্যক্তি শ্রোত্র-প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রমথনকারি এই সমুদয় শব্দাদি বিষয়কে কামনা করেন না। পরিশেষে বিচক্ষণ যোগী মনো-মধ্যে শ্রোত্রাদি পঞ্চ বর্গকে নিগৃহীত করিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রান্ত মনকে সমাহিত করিবেন। ধীর যোগী প্রথমত বিষয়-সমূহে সঞ্চরণশীল দেহাদ্যবলম্বন-শূন্য পঞ্চ-দ্বার ও চলাচল মনকে ধ্যানপথে হৃদয়াকাশে সমাধান করিবেন। ইন্দ্রিয় বর্গের সহিত মনকে পিণ্ডীকৃত করে বলিয়া এই ধ্যানপথ মুখ্যরূপে মৎকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ভ্রান্তা বিদ্যুৎ যেমন বারিধর সন্নিধানে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তেমনি সেই মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-পঞ্চক এই সপ্তাঙ্গ-স্বরূপ আত্মার ষষ্ঠাংশ মন ধ্যান-কালেও স্ফুরিত হইয়া থাকে। কমল-দল-স্থিত চপল জল-বিন্দু যেমন সর্ব্বতোভাবে চঞ্চল রহে, তেমনি ধ্যানমার্গে বর্ত্তমান যোগীর চিত্ত প্রথমত তদ্রূপ তরল হইয়া থাকে। মন ধ্যানপথে সমাহিত হইয়া ক্ষণ কাল অবস্থিতি করে, পরিশেষে বায়ুমার্গ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ রূপ দর্শন করত সমীরণের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকে। ধ্যান-যোগ-বিৎ যোগী নির্ব্বেদ-হীন, গত-ক্লেশ, আলস্য ও মাৎসর্য্য-শূন্য হইয়া ধ্যান-দ্বারা পুনর্ব্বার চিত্তকে সমাহিত করিবেন। প্রথমত সমাধি করিতে উদ্যত মননশীল মানবের মনে অধিকারি-ভেদে ধ্যানের পূর্ব্বে বিচার, বিবেক ও বিতর্ক উপস্থিত হয়; তন্মধ্যে প্রথমত অধিকারিগণের অন্তঃকরণে মনঃ কল্পিত পীতাম্বরাদি বিগ্রহে যে চিত্তের প্রণিধান, তাহাকে বিচার বলে, এই বিচার-দ্বারা আলম্বন-স্বরূপ স্থূল বিগ্রহের এক এক অংশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুর একাবয়বভূত চরণাদি চিন্তন করিতে করিতে বিবেক উপস্থিত হয়। সেই বিবেক-দ্বারা ঈশ্বরত্ব রূপে চিন্ত্যমানা মূর্ত্তির জড়ত্ব তিরোহিত হইয়া চৈতন্য-মাত্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপ বিতর্ক-দ্বারা নির্গুণ পরব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানোদয় হয়; অতএব মননশীল মানব মনের দ্বারা ক্লিশ্যমান হইয়াও সমাধি করিয়া থাকেন, তিনি কদাচ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন না; আপনার হিত-কার্য্যেই নিযুক্ত রহেন। পাংশু ভস্ম ও শুষ্কগোময়-চূর্ণরাশি-সঞ্চিত চিতা-সকল সহসা সলিলসিক্ত হইলে যেমন তাহাদিগের পূর্ব্বে কিরূপ আকার ছিল, তাহা কল্পনা করা যায় না এবং শুষ্ক চূর্ণ পদার্থ অল্প স্নেহ-বশত প্রথমত অ-বিভাবিত থাকিয়া পরিশেষে বহু কাল জল-দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া ক্রমশ যেমন মূর্ত্তাকার ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়বর্গকে অল্পে অল্পে মূর্ত্তাকারে যোজিত এবং ক্রমশ সংহার করিবে; যিনি এইরূপ করেন, তিনিই সম্যক্ রূপে প্রশান্ত হইতে পারেন।

হে ভারত! স্বয়ং বুদ্ধি, মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণকে নিজ অভ্যস্ত-যোগ-দ্বারা প্রথমত ধ্যানমার্গে স্থাপনা

করিয়া দগ্ধেন্ধন বহ্নির ন্যায় আপনিও শান্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তি সমুদয়কে প্রশান্ত করত নির্ম্মাল্যের ন্যায় স্বয়ং শান্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সার্ব্বভৌম-পদ-প্রভৃতি ঐহিক সুখ এবং হিরণ্যগর্ব্ভ-পদ-প্রভৃতি পারলৌকিক সুখ নিরুদ্ধ-চিত্ত যোগীর সুখের সমান নহে। যোগিগণ সেই পরম সুখ সংযুক্ত হইয়া ধ্যান-কার্য্যে অনুরক্ত রহেন; যোগিগণ এইরূপে নিরাময় নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিয়া থাকেন।

ধ্যান-যোগ বর্ণনে পঞ্চনবত্যধিক শত অধ্যায় ॥ ১৯৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতে! আপনকার কথিত আশ্রম-চতুষ্টয়ের হিতকর ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, বিভিন্ন প্রকার বহুবিষয়ক ইতিহাস সমুদয় এবং ধর্ম্মযুক্ত কথা সকল শ্রবণ করিলাম; সম্প্রতি আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি তদ্বিষয়ে উপদেশ-দানে উপযুক্ত হইতেছেন। হে ভারত! আমি জাপকগণের ফল প্রাপ্তি বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে অনঘ! শাস্ত্রে জাপকদিগের কি ফল উক্ত আছে? জাপকগণ কোথায় অবস্থান করেন? জপ্যেরই বা বিধি কি? আপনি এই সমুদয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। 'জাপক' এই শব্দ-দ্বারা বেদান্ত বিচার অথবা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ কিম্বা কর্ম্ম, এই সকলের প্রকাশ, অর্থাৎ বিচার-কৃত কর্ম্ম ও আচার উক্ত হইয়া থাকে, অথবা ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ বিধি রূপে কথিত হয়? এই সমুদয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন; আপনাকে আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানি।

ভীষ্ম কহিলেন, এ বিষয়ে পূর্ব্বে কাল, যম এবং কোন ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, প্রাচীনেরা সেই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মোক্ষদর্শি মহর্ষিগণ যাহাদিগকে সাংখ্য ও যোগ বলিয়াছেন; তন্মধ্যে সাংখ্যে জপক্রিয়া ত্যাগের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে, যেহেতু সাংখ্য-মতানুসারি বেদান্ত-বাক্য-সমুদয় পরব্রহ্মে পর্য্যবসন্ন; উহা উপাসনাদি বিধিপর নহে, সুতরাং বেদ-বাক্য সকল নিবৃত্তি-প্রধান শান্ত এবং ব্রহ্মপরায়ণ। প্রমাণান্তর-দ্বারা অনবগত ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান-রূপ কৈবল্য-পরতা-হেতু বেদান্ত-বাক্য-সকল জপের অপেক্ষা করে না। অপর শুভদর্শি মুনিগণ-কর্ত্তৃক যাহারা সাংখ্য ও যোগরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই উভয় মার্গই জপ-বিষয়ে সংশ্রিত এবং অসংশ্রিত হইয়া থাকে। মহারাজ! উক্ত উভয় মার্গ যে প্রকারে জপের সহিত সংসৃষ্ট হয়, তাহার কারণ বলিতেছি। এই উভয় বিষয়ে মনের নিগ্রহ ও ইন্দ্রিয় জয় আবশ্যক করে। সত্য-কথন, অগ্নি-পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ আহার এবং নির্জ্জন স্থান সেবা, ধ্যেয়াকার প্রত্যয়-প্রবাহ লক্ষণ ধ্যান, বিষয়-দোষ দর্শনের আলোচনা-রূপ তপস্যা, বশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের তত্ত্বপ্রতিপত্তি-যোগ্যতা-রূপ দম, ক্ষান্তি, অনসূয়া, পরিমিত-ভোজন, কামাদি বিষয়ের জয়, পরিমিত-ভাষণ এবং নিগৃহীত মনের বিক্ষেপ-রাহিত্য-রূপ শম, এই সমুদয় সকাম পুরুষের স্বর্গাদি জনক জপের অঙ্গভূত ধর্ম্ম হইয়া থাকে, এক্ষণে জাপকের কর্ম্মনিবৃত্তি-লক্ষণ মোক্ষধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর।

জপকারি ব্রহ্মচারীর কর্ম্ম যে প্রকারে নিবৃত্ত হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। মনঃ সমাধি-প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় পূর্ব্বে বিশেষ-রূপে বলিয়াছি; নিষ্কাম অনুষ্ঠান-দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম নির্ব্বিষয় শুদ্ধ চিন্মাত্র নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক তৎ সমুদয়ের পরিবর্ত্তন করিবেক। কদম্ব মুকুল-সদৃশ হৃদয়পিণ্ড হইতে অন্তরে স্থিত নাড়ী সকল কুশবৎ স্থূল-মূল এবং সূক্ষ্মাগ্র হইয়া যেমন অগ্রভাগ-দ্বারা হৃদয়পিণ্ড স্পর্শ করত মূল-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ জাপক-যোগী কুশ-সমূহে নিষণ্ন, অর্থাৎ অধস্তাৎ কুশ আস্তরণ করিবেন; কুশ-হস্ত হইবেন, অর্থাৎ পুরোভাগে কুশ ধারণ করিবেন;

শিখা-প্রদেশ কুশ-দ্বারা পরিবৃত করিবেন এবং চতুর্দ্দিকে আস্তীর্ণ কুশ-সমূহ-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কুশ-মধ্যে অবস্থিতি করিবেন; বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিষয় চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন; মনের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের সাম্য সম্পাদন-পূর্ব্বক মনেতেই মনের প্রবিলাপন করিবেন। তিনি সাবিত্রী-সংহিতা জপ করত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-দ্বারা পরব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন, অথবা চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পন্ন হইলে তিনি নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সংহিতা পরিত্যাগ করেন। তিনি শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, দ্বেষ-বিবর্জ্জিত এবং পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিকাম হইয়া বিচার-দ্বারা সংহিতা-বল অবলম্বন বশত ধ্যেয়াকার প্রত্যয়-প্রবাহ-রূপ ধ্যান উৎপাদন করেন, তিনি রাগ মোহ-বিরহিত এবং সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত হইয়া কোন বিষয়ে শোক প্রকাশ করেন না এবং কোন বিষয়ে সংসক্তও হয়েন না। এতাদৃশ জাপক আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বা কর্ম্মফল ভোক্তা বলিয়া জ্ঞান করেন না এবং অহঙ্কার-যোগে মনকে কোন কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বে বা কর্ম্মফল ভোক্তৃত্বে প্রস্থাপিত করেন না; তিনি অর্থ গ্রহণে আসক্ত, অবমানী ও অক্রিয় হয়েন না। তিনি ধ্যান-ক্রিয়া-পরায়ণ, ধ্যাননিষ্ঠ, সমাধি-বিশিষ্ট এবং ধ্যান-দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় করিয়া থাকেন। তিনি ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন করত ক্রমে ক্রমে সেই আলম্বনকেও পরিত্যাগ করেন। তিনি সেই অবস্থায় সর্ব্ব ত্যাগ-কারি নির্বীজ সমাধিস্থ যোগীর প্রত্যগানন্দ-স্বরূপ সুখ অনুভব করেন। যিনি অণিমাদি যোগ-ফলে নিস্পৃহ হইয়া লোকান্তর-গতি-সাধন লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করেন, তিনি সুখ-স্বরূপ ব্রাহ্ম-শরীরে সন্নিবিষ্ট হয়েন, অথবা তিনি যদি ব্রহ্ম-স্বরূপ সুখে সন্নিবিষ্ট হইতে ইচ্ছা না করেন, তবে দেবযান পথে অবস্থান করত পুনর্ব্বার আর সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করেন না। সেই যোগী স্বেচ্ছানুসারে মোক্ষমার্গে বা ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি তত্ত্ব দর্শন-দ্বারা রজোগুণ-বিরহিত অমৃত অবলম্বন-পূর্ব্বক শান্ত ও জরা-মরণ-বিবর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জাপকোপাখ্যানে ষণ্নবত্যধিক শত
অধ্যায়॥ ১৯৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! আপনি জাপক-গণের যোগ-সিদ্ধি প্রাপ্তি-দ্বারা জরা-মরণ-রাহিত্য, ইচ্ছানুসারে দেহ-ত্যাগ, ব্রহ্মলোক গমন এবং কৈবল্য প্রাপ্তির বিষয় কহিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের এই এক প্রকারই গতি, অথবা তাঁহারা অন্যবিধ গতি লাভ করিয়া থাকেন?

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! জাপকগণ যে প্রকারে নানাবিধ নিরয়ে গমন করিয়া থাকেন, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে জাপক প্রথমত পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান আচরণ না করেন, তিনি অসম্পূর্ণ-মনোরথ হইয়া নিরয়ে গমন করিয়া থাকেন। যিনি অশ্রদ্ধার সহিত জপ করেন এবং জপ-দ্বারা প্রীত বা হৃষ্ট না হয়েন, ঈদৃশ জাপক নিরয়ে গমন করেন, সংশয় নাই। যাঁহারা অহঙ্কার-পূর্ব্বক জপ করেন এবং অন্যকে অবজ্ঞা করেন, তাদৃশ জাপক পুরুষ অবশ্যই নিরয়গামী হয়েন। যে পুরুষ মোহিত হইয়া ফলাভিসন্ধি-পূর্ব্বক জপ করে, তাহার যাদৃশ ফলে প্রীতি হয়, তৎফল ভোগ জন্য তাহার তদুপযুক্ত দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-ভোগে প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া যে জাপক তাহাতে অনুরক্ত হয়েন, সেই অনুরাগই তাঁহার নিরয়-স্বরূপ; তিনি আর তাহা হইতে কদাচ বিমুক্ত হয়েন না। ঐশ্বর্য্য-বিষয়ক রাগ-দ্বারা মোহিত হইয়া যে জাপক জপ করেন; যে বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ জন্মে, তদ্বিষয় ভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে তদুপযুক্ত দেহ ধারণ-পূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। যিনি ভোগাসক্ত-চিত্ত, ভোগ সকলের দুরন্তত্বে জ্ঞান-শূন্য এবং চঞ্চল-চিত্তে অবস্থিতি করেন, সেই জাপক চপলা গতি

প্রাপ্ত হয়েন, অথবা নিরয়ে গমন করিয়া থাকেন। এই প্রজ্ঞা, সময় অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, প্রমাদ-বশত তাহা অবধারিত হইতেছে না। এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ বাল-স্বভাব জাপক মোহ প্রাপ্ত হয় এবং সে মোহ-বশত নিরয়ে গমন করে, তথায় গিয়া অনুশোচনা করিতে থাকে। যে ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, অথচ সে অবিরক্ত হইয়া বল-পূর্ব্বক ভোগ ত্যাগ করত জপ সমাপ্তি করিতে সমর্থ না হয়, সে পরিশেষে নিরয়গামী হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে বস্তু অনাগন্তুক বলিয়া স্বভাবত অনিবৃত্ত এবং বাক্য-মনের অগোচর হইয়া প্রণব-মধ্যে অবস্থিত আছে, জাপক সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া কি নিমিত্ত এই সংসারে শরীর ধারণ করেন?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! সকাম-বুদ্ধি-হেতু অনেকানেক নিরয় সম্যক্-রূপে উদাহৃত হইয়াছে। জাপকের ধর্ম্ম অতিশয় প্রশস্ত; কিন্তু রাগাদি দোষ-সকল দুষ্ট অজ্ঞান-স্বরূপ, তজ্জন্য বিবিধ গতি হইয়া থাকে।

জাপকোপাখ্যানে সপ্ত নবত্যধিক শত
অধ্যায়॥ ১৯৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপক পুরুষ কীদৃশ নিরয়ে গমন করেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। শুভ-কর্ম্মকারী পুরুষেরও অশুভ নিরয় প্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনকার এই বিষয় বর্ণন করা উচিত হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে অনঘ! তুমি ধর্ম্মের অংশে উৎপন্ন হইয়াছ, স্বয়ং স্বভাবত ধর্ম্মিষ্ঠ; অতএব অবহিত হইয়া এই ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর। হে রাজন্! মহাবুদ্ধি বিবুধগণের এই সমস্ত স্থান যাহা কহিতেছি, তাহা পরমাত্মার স্থান হইতে ভিন্ন নহে। এই সকল স্থানে দিব্য-দেহ-সমূহের আকার ও শ্বেত পীতাদি বর্ণ এবং নানারূপ ফল বিলোকিত হয়; দিব্য কামচারি বিমান, সভা ও বিবিধ ক্রীড়া-স্থান নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, কাঞ্চন-পদ্ম-নিচয় বিকসিত হয়। হে তাত! ইন্দ্রাদি লোকপাল-চতুষ্টয়, সুরগুরু, শুক্রাচার্য্য, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্য-গণ, অশ্বিনীকুমার-যুগল, রুদ্র, আদিত্য ও বসুগণ, তথা অন্যান্য সুরপুরবাসি দেবগণের এই সমস্ত আশ্রয়-স্থানকে নিরয় কহে। সেই স্থান ভয়-শূন্য, যেহেতু তথায় অবিদ্যা, অহমিকা, রাগ-দ্বেষ-প্রভৃতি স্বভাব-সিদ্ধ ক্লেশ লেশের সম্ভাবনা নাই; অসঙ্গত্ব বশত তথায় আগন্তুক ভয়েরও সম্ভাবনা হয় না। সেই স্থান প্রিয় ও অপ্রিয়, এই দুই পদার্থ-দ্বারা পরিমুক্ত; প্রিয়াপ্রিয়-হেতুভূত গুণত্রয়-বিবর্জ্জিত; ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, বায়ু ও অবিদ্যা এই অষ্ট পুরী-দ্বারা পরিত্যক্ত; জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা, এই ত্রিপুটী দ্বারা বিমুক্ত; যেহেতু তাহা দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান, এই লক্ষণ চতুষ্টয়-বিরহিত, অর্থাৎ সেই স্থান রূপাদি বিহীন বলিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। গুণ জাতি ক্রিয়া-হীন-প্রযুক্ত শব্দ-জ্ঞানের গোচর নহে; অসঙ্গত্ব-হেতু অনুমানের অনুগত নহে; সর্ব্বসাক্ষিত্ব-নিবন্ধন বুদ্ধিরও বেদ্য নহে। অপিচ, উক্ত স্থান প্রাগুক্ত দর্শন-প্রভৃতি কারণ চতুষ্টয়-বিবর্জ্জিত, প্রহর্ষ ও আনন্দ-শূন্য, বিশোক ও ক্লম-বিবর্জ্জিত-রূপে প্রসিদ্ধ। অখণ্ডভাবে দণ্ডায়মান কাল তথায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ হইয়া উৎপন্ন হয়। কাল স্বয়ং তথায় প্রভুত্ব করিতে পারে না, অর্থাৎ সেই বস্তু আদ্যন্ত-বিরহিত। হে রাজন্! যিনি কালের প্রভু এবং স্বর্গের ঈশ্বর; যে জাপক সেই আত্মার সহিত ঐক্য লাভ করেন, তিনি উক্ত স্থানে গমন করিয়া বিশোক হয়েন। ঈদৃশ স্থান পরম উৎকৃষ্ট, পূর্ব্বোক্ত নিরয় স্থান-সকলও তৎ সদৃশ। এই তোমাকে যথাতথ-রূপে সমুদয় নিরয়ের বিষয় বলিলাম; উপরিউক্ত পরম

উৎকৃষ্ট স্থান অপেক্ষা নিকৃষ্ট-ভাবে নিরয়-নামক স্থান সমুদয় প্রসিদ্ধ আছে।

জাপকোপাখ্যানে অষ্ট নবত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৯৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরমায়ুর পরিচ্ছেদক কাল, প্রাণ-বিয়োজক মৃত্যু এবং পুণ্যাপুণ্য-ফলপ্রদ যমের সমক্ষে সূর্য্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকু এবং কোন ব্রাহ্মণের বিবাদ ঘটিয়াছিল, আপনি এই উপাখ্যানের প্রথমে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে তাহা বিস্পষ্ট-রূপে কীর্ত্তন করা আপনকার উচিত হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, সূর্য্যবংশ সমুৎপন্ন ইক্ষ্বাকু ও ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যে বিবাদ ঘটিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাসটিকে প্রাচীনেরা এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া থাকেন। কাল ও মৃত্যুর সাক্ষাতে যাহা ঘটিয়াছিল এবং যে স্থানে যে প্রকারে তাঁহাদিগের কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ধর্ম্মাচারী, মহাযশস্বী, মন্ত্রাধ্যয়ন-পরায়ণ, কোন জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্র শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, বেদের এই ছয়টি অঙ্গ জানিতেন; তিনি কৌশিক-গোত্রের পিপ্‌লাদের পুত্র; তাঁহার ষড়ঙ্গ-বিষয়ে অপরোক্ষ বিজ্ঞান হইয়াছিল। তিনি বেদনিষ্ঠ ছিলেন এবং হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া বাস করিতেন। তিনি সংযত হইয়া সাবিত্রী-সংহিতা জপ করত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান-রূপ অতি উৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ নিয়মে তাঁহার সহস্র বর্ষ গত হইল; পরিশেষে দেবী সাবিত্রী "আমি প্রসন্না হইয়াছি" এই কথা বলিয়া স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ব্রাহ্মণ মৌনভাবে জপ্যমন্ত্র জপ করত দেবীকে কিছুই বলিলেন না। বেদ-জনয়িত্রী দেবী সাবিত্রী তাঁহার প্রতি তৎকালে অনুকম্পা-বশত নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহার জপ্য-মন্ত্রের সমধিক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা জাপক জপ সমাপ্তির পর গাত্রোত্থান করিয়া দেবীর চরণ-যুগলে প্রণত-মস্তকে পতিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন যে, দেবি! ভাগ্যক্রমে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে দর্শন দিলেন। ভগবতি! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্নাই হইয়া থাকেন, তবে আপনকার অনুগ্রহে আমার মন যেন জপেই রত থাকে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে জাপক-শ্রেষ্ঠ বিপ্রর্ষে! তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ? আমি তোমার কোন্ অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ করিব বল, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তৎ সমুদয় সিদ্ধ হইবে।

দেবী এই কথা বলিলে, তখন সেই ধর্ম্মবিৎ বিপ্র বলিলেন, দেবি! আমার এই অভিলাষ যেন জপের প্রতিই নিয়ত বর্দ্ধিত হয়। হে শুভে! আমার মনের একাগ্রতাও যেন দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করে।

অনন্তর, দেবী মধুর ভাবে "তাহাই হইবে" এই কথা বলিলেন। অপিচ, দেবী তাঁহার প্রিয় কামনা-বশত ইহাও কহিলেন যে, যে স্থানে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ গমন করিয়া থাকেন, তোমাকে সেই নিরয়ে গমন করিতে হইবে না; তুমি আগন্তুক-নিমিত্ত বিবর্জ্জিত অনিন্দিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে, আমি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করি। তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে; তুমি সংযত ও একাগ্র হইয়া জপ কর, ধর্ম্ম স্বয়ং তোমার নিকটে আসিবেন এবং কাল, মৃত্যু ও যম তোমার সন্নিধানে আগমন করিবেন। এই স্থানে তাঁহাদিগের সহিত তোমার ধর্ম্মত বিবাদ হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবতী সাবিত্রী এইরূপ বলিয়া স্ব স্থানে গমন করিলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণও সতত দান্ত, জিত-ক্রোধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং অসূয়া-বিরহিত হইয়া জপ করত দেব-পরিমাণে শত বৎসর যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই ধীমান্ ব্রাহ্মণের

জপের নিয়ম সমাপ্ত হইলে, তৎকালে ধর্ম্ম স্বয়ং প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

ধর্ম্ম বলিলেন, দ্বিজবর! আমাকে অবলোকন কর, আমি ধর্ম্ম তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, তুমি যে জপ করিতেছ, এই জপের ফল সম্প্রতি আমার নিকট শ্রবণ কর। হে সাধো! যে সমস্ত দিব্য ও মানুষ লোক আছে, তুমি তৎ সমুদয় জয় করিয়াছ; তুমি দেবগণের নিলয় সমুদয় অতিক্রম করিয়া গমন করিবে। মুনিবর! এক্ষণে তুমি প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাভিলষিত লোকে গমন কর; তুমি আত্ম-শরীর পরিত্যাগ করিলে পরম লোক সকল প্রাপ্ত হইবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমার পরম লোক প্রাপ্তিতে প্রয়োজন কি? তুমি যথা-সুখে গমন কর। হে বিভো! আমি বহু সুখ দুঃখ-মিশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করিব না।

ধর্ম্ম বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! অবশ্যই তোমার শরীর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে অনঘ ব্রাহ্মণ! তুমি স্বর্গে আরোহণ কর, অথবা যাহা অভিরুচি হয় বল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি বিনা দেহে স্বর্গ-বাস অভিলাষ করি না। হে বিভো! আমার শরীর ব্যতিরেকে স্বর্গে গমন করিতে শ্রদ্ধা নাই; তুমি যথা স্থানে গমন কর।

ধর্ম্ম বলিলেন, তুমি শরীরে মনোনিবেশ করিও না, শরীর পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও; রজো-বিরহিত লোক সকলে গমন কর, যে স্থানে গমন করিলে বিশোক হইবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাভাগ! জপ-সাধনে অনুরক্ত রহিয়াছি, আমার সনাতন লোকে প্রয়োজন কি? হে বিভো! আমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি ভালই, নতুবা প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে দ্বিজবর! যদি তুমি শরীর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ না কর, তবে দেখ, তোমার নিকট এই কাল, মৃত্যু ও যম উপস্থিত হইলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! অনন্তর, সূর্য্যনন্দন যম, কাল ও মৃত্যু, এই তিন জন সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণের নিকটে উপনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে আপন আপন অভিপ্রায় বলিতে লাগিলেন।

যম বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি যম স্বয়ং তোমার সমীপে আগমন করিয়া কহিতেছি, তোমার এই দীর্ঘ কাল অনুষ্ঠিত তপস্যা ও সুচরিতের উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তির সময় হইয়াছে

কাল কহিলেন, আমি কাল, তোমার সন্নিহিত হইয়াছি, তুমি এই জপের অনুত্তম ফল যথা-বিধি প্রাপ্ত হইয়াছ; এক্ষণে তোমার স্বর্গারোহণের সময় হইয়াছে।

মৃত্যু কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি মৃত্যু মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বয়ং তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাকে অবগত হও। হে বিপ্র! অদ্য তোমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমি কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে সূর্য্যপুত্র যম!—মহাত্মন্ কাল!—হে মৃত্যো!—হে ধর্ম্ম! আপনারা ত সুখে আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে আমি আপনাদিগের কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব?

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, সেই ব্রাহ্মণ সমাগত যম-প্রভৃতিকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের তথায় সমাগম জন্য পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, আমি স্বকীয় শক্তি অনুসারে আপনাদিগের কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? রাজন্! ব্রাহ্মণ এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে যে স্থানে তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়াছিলেন, তথায় তীর্থ-যাত্রা প্রসঙ্গে পর্য্যটনকারী সূর্য্য-বংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, নৃপসত্তম রাজর্ষি ইক্ষ্বাকু তাঁহাদিগকে পূজা এবং প্রণাম করিয়া সকলকেই কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই অভ্যা-

গত রাজাকে আসন দান এবং পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? এস্থানে যাহা যাহা ইচ্ছা করেন বলুন, আমি নিজ শক্তি অনুসারে কি করিব, আপনি তাহা আদেশ করুন।

রাজা বলিলেন, আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ষট্‌কর্ম্ম-শালী ব্রাহ্মণ; অতএব আপনাকে কিছু ধন প্রদান করি, তদ্বিষয়ে আপনার কি অভিপ্রায় বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত-ভেদে ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, ধর্ম্মও দ্বিবিধ; তন্মধ্যে আমি প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত। হে নরাধিপ! যাহারা প্রতিগ্রহ-প্রবৃত্ত, আপনি তাহাদিগকেই ধন দান করুন; আমি কিছুই প্রতিগ্রহ করিব না। হে নরবর! আপনি কি অভিলাষ করেন, তাহাই বলুন, আমি তপস্যা-দ্বারা আপনকার কোন্ কার্য্য সাধন করিব?

রাজা কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি ক্ষত্রিয় 'দেহি' এই কথা কখনই জানি না, 'যুদ্ধ দান কর' এই-রূপ কথাই আমরা বলিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে নৃপবর! আমরা যেমন স্বধর্ম্ম-দ্বারা পরিতুষ্ট, আপনিও তদ্রূপ স্বধর্ম্ম-দ্বারা পরি-তুষ্ট হইবেন; অতএব আমাদিগের পরস্পরের ভেদ নাই, এক্ষণে আপনি অভিলাষানুরূপ আচরণ করুন।

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর! প্রথমত আপনি 'স্ব-শক্তি অনুসারে দান করিব' এইরূপ বাক্য বলিয়া-ছেন; অতএব আমি আপনকার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে এই জপের ফল প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমার বাক্য সতত যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া থাকে' আপনি এইরূপে আত্ম-শ্লাঘা করি-তেছেন; কিন্তু আমার সহিত আপনার যুদ্ধ সম্ভাবনা নাই, তবে কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন?

রাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের বাক্যই বজ্র-স্বরূপ, আর ক্ষত্রিয়গণ বাহুজীবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতএব হে বিপ্র! আপনার সহিত আমার এই তীব্রতর বাগ্‌যুদ্ধ হইতেছে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি নিজ শক্তি অনুসারে কি প্রদান করিব' প্রথমত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণেও আমার সেই প্রতিজ্ঞা আছে। অতএব হে রাজেন্দ্র! আমার যাহা কিছু বিভব আছে, তদনু-সারে আমি কি দান করিব, তাহাই বলুন, বিলম্ব করিবেন না।

রাজা কহিলেন, আপনি শত বৎসর জপ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি আমাকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে তাহাই প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ! এ উত্তম কথা, আমি জপ জন্য যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি বিচার না করিয়া তাহা গ্রহণ করুন; আপনি তাহার অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হইবেন, অথবা আপনি যদি সমগ্র ফল কামনা করেন, তবে আমার জপের সমুদয় ফলই প্রাপ্ত হইবেন।

রাজা কহিলেন, আমি আপনকার জপের ফল যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তৎ সমুদয়ে আমার প্রয়ো-জন নাই। আপনি কুশলে থাকুন, আমি চলিলাম; পরন্তু আপনকার জপের ফল কি, তাহাই আমারে বলুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি যাহা জপ করিয়াছি এবং আপনাকে যাহা প্রদান করিয়াছি, তদ্দ্বারা কি ফল প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা আমি কিছুই জানি না। এই ধর্ম্ম, কাল, যম ও মৃত্যু ইহাঁরাই এ বিষয়ের সাক্ষী।

রাজা কহিলেন, এই ধর্ম্মের ফল অজ্ঞাত থাকিলে আমার কি ফল হইবে? এই জপ জন্য ধর্ম্মের ফল যদি আপনি আমাকে না বলেন, তবে সেই ফল আপনিই প্রাপ্ত হউন, আমি সংশয়ের সহিত ফল লাভ করিতে অভিলাষী নহি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজর্ষে! অপরকে যাহা বলিতে

হয় এবং আমি যে ফল দান করিয়াছি, তাহা আর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব না ; এক্ষণে আপনকার এবং আমার বাক্যই এ বিষয়ে প্রমাণ। আমি পূর্ব্বে জপ বিষয়ে কখন কোন অভিসন্ধি করি নাই। অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি জপের ফল কিরূপে জানিব? আপনি 'দান করুন' এই কথা বলিলেন, আমিও 'দান করিলাম' এই কথা বলিলাম। এক্ষণে আপন বাক্যকে দূষিত করিতে পারিব না ; আপনি সত্যকে রক্ষা করুন, স্থির হউন। রাজন্! আমি এইরূপ কহিতেছি, ইহাতে যদি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তবে আপনকার মিথ্যা বাক্য জন্য মহান্ অধর্ম্ম হইবে। হে অরিন্দম! আপনকার যেমন মিথ্যা কথন উচিত নহে, সেইরূপ আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাও মিথ্যা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি প্রথমত অবিচারিত-চিত্তে 'দান করিলাম' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি ; অতএব আপনি যদি সত্যপথে অবস্থিত থাকেন, তবে বিচার না করিয়াই মদ্দত্ত ফল গ্রহণ করুন। রাজন্! আপনি এই স্থানে আগমন করিয়া আমার নিকট জপের ফল যাচ্ঞা করিয়াছেন, আমি আপনাকে তাহা দান করিয়াছি; অতএব আপনি গ্রহণ করুন এবং সত্যপথে স্থিরতর হউন। মিথ্যা-ভাষণ-পরায়ণ মানবের ইহলোক ও পরলোকে সুখ নাই ; সে যখন পূর্ব্ব পুরুষগণেরই উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ নহে, তখন কি প্রকারে জনিষ্যমাণ সন্তান-পরম্পরার কল্যাণ সাধন করিবে? হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইহলোক এবং পরলোকে সত্য যেমন জনগণের নিস্তার কারণ, যজ্ঞ-ফল, দান ও নিয়ম-সমুদয় তদ্রূপ নহে।

মানব শত সহস্র বৎসরে যে তপশ্চর্য্যা করিয়াছে এবং করিবে, তৎ ফল সত্য ফলের ন্যায় তাহাকে উৎকৃষ্ট-ফলভাগী করিতে পারে না। সত্যই অবিনাশি ব্রহ্ম, সত্যই অক্ষয় তপস্যা, সত্যই কেবল চির ফলপ্রদ যজ্ঞ, সত্যই নিত্য বেদ-স্বরূপ ; বেদত্রয়ের মধ্যে সত্যই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। সত্যের ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে ঋষিগণ-কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, সত্য হইতেই ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-জয়-স্বরূপ দমগুণ লব্ধ হইয়া থাকে, সত্যে সকলই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যই বেদ ও বেদাঙ্গ-স্বরূপ, সত্যই বিদ্যা ও বিধি-স্বরূপ, সত্যই ব্রহ্মচর্য্য এবং সত্যই ওঙ্কার-স্বরূপ; প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সত্য-স্বরূপ। সত্য হেতু পবন প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে এবং অগ্নি দহন করিতেছে, স্বর্গ সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যই যজ্ঞ, তপস্যা, বেদ, সামোচ্চারণ বর্ণ, মন্ত্র এবং সরস্বতী-স্বরূপ। শ্রুত আছে, তুল্যতা জানিবার জন্য সত্য ও ধর্ম্ম তুলাদণ্ডে আরোপিত হইয়াছিল, সমানভাবে পরিমাণ করিবার কালে যে দিকে সত্য ছিল, সেই দিক্ই সমধিক হইল ; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই সত্য আছে। অতএব মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত আপন বাক্য মিথ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? রাজন্! আপন অন্তঃকরণকে সত্যে স্থিরতর করুন, অনৃত আচরণে অনুরক্ত হইবেন না। আপনি 'দেহি' এই কথা বলিয়া কেন তাহাকে অশুভ এবং অনৃত করিতেছেন? মহারাজ! আপনি যদি আমার দত্ত জপের ফল গ্রহণ করিতে অভিলাষ না করেন, তবে সমস্ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নিকৃষ্ট লোকে বিচরণ করিবেন। যিনি প্রতিশ্রুত হইয়া প্রদান করিতে ইচ্ছা না করেন এবং যিনি প্রার্থনা করিয়া প্রতিগ্রহ করিতে বিমুখ হয়েন, তাঁহারা উভয়েই অনৃতাচারী হয়েন; অতএব আপনি আপন বাক্যকে মিথ্যা করিতে পারেন না।

রাজা কহিলেন, দ্বিজবর! যুদ্ধ করা এবং প্রজা পালন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়গণই দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; অতএব আমি আপনকার নিকট হইতে কি প্রকারে প্রতিগ্রহ করিতে পারি?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! আমি আপনকার ভবনে গমন করি নাই এবং 'গ্রহণ করুন' বলিয়া বারম্বার আগ্রহের সহিত প্রার্থনাও করি নাই ; আপনিই

আমার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে কেন গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন?

ধর্ম্ম কহিলেন, তোমাদিগের উভয়ের বিবাদ নিষ্পত্তি হউক্, আমি ধর্ম্ম এস্থানে আসিয়াছি, ইহা উভয়ে অবগত হও; ব্রাহ্মণ দান-ফল-দ্বারা এবং রাজাও সত্য-ফল-দ্বারা সংযুক্ত হউন।

স্বর্গ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি স্বর্গ স্বয়ং মুর্ত্তিমান্ হইয়া আগমন করিয়াছি, অবগত হও; তোমাদিগের বিবাদ ভঞ্জন হউক্, তোমরা উভয়েই তুল্য-ফলভাগী হইয়াছ।

রাজা বলিলেন, স্বর্গের সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই। হে স্বর্গ! তুমি যেস্থানে ইচ্ছা গমন কর; ব্রাহ্মণ যদি স্বর্গে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার আচরিত পুণ্যফল গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বাল্যকালে যদি অজ্ঞান-বশত গ্রহণার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকি বলিতে পারি না; কিন্তু জ্ঞান হইলে পর অদ্যাবধি আমি সাবিত্রী-সংহিতা জপ করত নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছি। রাজন্! এই ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত; অতএব ইহাকে কেন আপনি প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন? হে নৃপবর! আমি তপস্যা ও স্বাধ্যায়শীল এবং প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, অতএব আপনিই আপনার কার্য্য করিব; আপনকার নিকট হইতে কোন ফল গ্রহণে অভিলাষী নহি।

রাজা বলিলেন, বিপ্রবর! আপনার পরম উৎকৃষ্ট জপের ফল যদি বিসৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে আমাদের উভয়ের যে কিছু ফল আছে, তাহা এই স্থানে একত্রিত হউক্। ব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহ-পরায়ণ এবং রাজবংশজ ক্ষত্রিয় সকল দাতা বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়েন। হে বিপ্র! যদি বেদোক্ত ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে আমাদিগের উভয়ের ফল একত্রিত হউক্। যদিও আমাদিগের সহ ভোজন না হউক্, তথাপি আপনি মদীয় ফল প্রাপ্ত হউন। যদি আমার প্রতি আপনকার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে আপনি মৎকৃত ধর্ম্মের ফল প্রতিগ্রহ করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, কুৎসিত বসন ও বিকৃত-বেশধারী দুই জন পুরুষ তথায় উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একের নাম বিরূপ, অন্যের নাম বিকৃত, উহারা পরস্পরকে বেষ্টন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিতে লাগিল। এক জন বলিল, "তুমি আমার নিকটে ঋণ কর নাই" অপর কহিল "আমি অবশ্যই তোমার নিকট ঋণী আছি" এক্ষণে আমাদিগের এই বিবাদ হইতেছে; অতএব এই রাজা ইহার বিচার করুন। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি আমার নিকট ঋণ কর নাই; কিন্তু তুমি মিথ্যা বাক্যে বলিতেছ যে, 'আমি ঋণী আছি' তাহারা উভয়ে এইরূপ বাক্যে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া রাজার নিকটে গমন-পূর্ব্বক এই কথা বলিল যে, মহারাজ! আমরা এ বিষয়ে যাহাতে নিন্দিত না হই, আপনি তদ্রূপে পরীক্ষা করুন।

বিরূপ বলিল, হে নরশ্রেষ্ঠ মহীপাল! আমি এই ক্ষণে এই বিকৃতের ধেনু-দানের ফল ঋণ করিয়াছি; কিন্তু আমি ঋণ পরিশোধ করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেও বিকৃত তাহা গ্রহণ করিতেছে না।

বিকৃত বলিল, হে নরাধিপ! এই বিরূপ আমার নিকটে কিছুমাত্র ঋণ করে নাই, এ আপনাকে সত্যের সমান-ভাবে মিথ্যা কহিতেছে।

রাজা কহিলেন, বিরূপ! তুমি ইহার নিকটে কি ঋণ করিয়াছ? আমার নিকটে বল, আমি শ্রবণ করিয়া তাহার বিচার করিব, ইহাই আমার অন্তঃকরণ অনুশীলন করিতেছে।

বিরূপ বলিল, মহারাজ! আমি যে প্রকারে এই বিকৃতের নিকট ঋণী হইয়াছি, তৎ সমুদয় বৃত্তান্ত আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে অনঘ রাজর্ষে! ইনি পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তপঃ-স্বাধ্যায়শীল কোন ব্রাহ্মণকে এক শুভলক্ষণ-সম্পন্না ধেনু সম্প্রদান করিয়াছিলেন। রাজন্! আমি আসিয়া

ইহার নিকট সেই ধেনু-দানের ফল প্রার্থনা করিয়াছিলাম, বিকৃতও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আমাকে তাহা প্রদান করিয়াছিল। রাজন্! অনন্তর, আমি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত সুকৃত কর্ম্ম করিলাম এবং বহু দুগ্ধবতী দুইটি বৎসলা কপিলা গো ক্রয় করিয়া যথাবিধি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক এই উঞ্ছবৃত্তিকে ঐ দুইটি গো প্রদান করিলাম। হে পুরুষপ্রবর! ইহলোকে গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যে দ্বিগুণ ফল প্রতিপ্রদান করে, তাদৃশ দাতা এবং প্রতিদাতা, এই উভয়ের মধ্যে এক্ষণে কে বিশুদ্ধ কে বা দোষী হইবে? মহারাজ! এইরূপ বিবাদ করত আমরা উভয়ে আপনার নিকট আসিয়াছি; আপনি ধর্ম্মত বা, অধর্ম্মত বিচার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করুন। ইনি আমাকে যেরূপ দান করিয়াছেন, সেইরূপ আমার দান যদি ইনি স্বীকার না করেন, তবে আপনি অবিচালিত-চিত্তে বিচার-পূর্ব্বক আমাদিগকে সৎপথে স্থাপন করিতে সমর্থ হউন।

রাজা বলিলেন, বিকৃত! তুমি এক্ষণে দীয়মান ঋণ গ্রহণে বিমুখ হইতেছ কেন? তোমার যেরূপ জ্ঞান হউক্, তদনুসারে গ্রহণ কর, বিলম্ব করিও না।

বিকৃত বলিল, ইনি কহিতেছেন, 'আমি ঋণী আছি' আমি বলিতেছি, 'দান করিলাম' অতএব এ ব্যক্তি এক্ষণে আমার নিকটে ঋণী নহে, ইহার যে স্থানে ইচ্ছা হয়, গমন করুক।

রাজা বলিলেন, এ ব্যক্তি দান করিলেও তুমি গ্রহণ করিতেছ না, ইহা আমার বিষম বোধ হইতেছে; আমার মতে তুমিই দণ্ডনীয়, ইহাতে সংশয় নাই।

বিকৃত বলিল, রাজর্ষে! আমি ইহাকে যাহা দান করিয়াছি, তাহা পুনরায় কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারি? ইহাতে আমার অপরাধ হয়, অবশ্য আপনি দণ্ড আজ্ঞা করুন।

বিরূপ বলিল, বিকৃত! মৎকর্ত্তৃক দীয়মান ধন যদি তুমি গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার না কর, তবে ধর্ম্মানুসারে শাসনকর্ত্তা এই নৃপতি তোমাকে নিয়মিত করিবেন।

বিকৃত বলিল, আমি যাচিত হইয়া তোমাকে যে ধন দান করিয়াছি, এক্ষণে তাহা কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারি? যাহা হউক্ আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যথা-স্থানে গমন কর।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! ইহারা উভয়ে যাহা বলিল, তাহা আপনি শ্রবণ করিলেন; এক্ষণে আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি বিচার না করিয়া তাহা গ্রহণ করুন।

রাজা বলিলেন, ইহাদিগের কার্য্য যেরূপ গূঢ়তর, এই সুমহৎ কার্য্যও তদ্রূপ প্রস্তুত হইয়াছে। এই জাপকের বাক্যের দৃঢ়তা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে; যদি ব্রাহ্মণের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ না করি, তবে অবশ্যই অদ্য মহাপাপে লিপ্ত হইব। অনন্তর, সেই রাজর্ষি বিরূপ ও বিকৃতকে বলিলেন, তোমরা কৃতকার্য্য হইয়া গমন কর; সম্প্রতি রাজধর্ম্ম আমার নিকটে থাকিয়া মিথ্যা হইবে না। রাজাদিগের সর্ব্বতোভাবে স্বধর্ম্ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা নিশ্চয় আছে; আমি অতি অনাত্মজ্ঞ, এক্ষণে দুরবগাহ বিপ্রধর্ম্ম আমাতে আবিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করুন এবং আমিও যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা ধারণ করি। আপনি যদি যাচ্ঞা করিয়া গ্রহণ না করেন, তবে আমি অভিশম্পাত প্রদান করিব, সংশয় নাই।

রাজা বলিলেন, যাহার কার্য্যের এইরূপ নিশ্চয়, সেই রাজধর্ম্মকে ধিক্! এক্ষণে বিপ্রধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম উভয়ে কি প্রকারে তুল্য হয়, ইহাই জানিবার জন্য আমার গ্রহণ করা উচিত হইতেছে। আমার যে হস্ত পূর্ব্বে কখন গ্রহণার্থ প্রসারিত হয় নাই, এক্ষণে সেই হস্ত নিক্ষেপার্থ প্রসারিত হইতেছে। অতএব হে বিপ্র! আপনি আমার নিকট যাহা ঋণী আছেন, সম্প্রতি তাহা প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি সাবিত্রী-সংহিতা জপ করত যে কিছু ফল উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র যদি বর্ত্তমান থাকে, তবে তৎসমুদয় আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমার করতলে এই জল নিপতিত রহিয়াছে, ইহা উভয়ের সম্বন্ধে সমান হউক্ এবং একত্র মিলিত হউক্, আপনি প্রতিগ্রহ করুন।

বিরূপ বলিল, আমরা কাম ও ক্রোধ উভয়ে এস্থানে আসিয়াছি; আমরাই আপনার নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আপনি 'সমান হউক্' এই কথা যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা আপনার ও ইহাঁর পুণ্য লোক সকল তুল্য হইবে। আপনার জন্যই ইনি কিছুই ঋণী নহেন, এই বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কাল, ধর্ম্ম, মৃত্যু, কাম, ক্রোধ এবং আপনারা দুই জন সকলেই পরস্পরের নিষ্কর্ষ বিষয়ে আপনার সমক্ষেই পরীক্ষিত হইলেন। এক্ষণে স্বকীয় কর্ম্ম-দ্বারা বিজিত লোক সকলের মধ্যে যে স্থানে ইচ্ছা হয়, গমন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, জাপকগণের ফল প্রাপ্তি ও গম্য-স্থান তোমাকে প্রদর্শন করিলাম এবং জাপক-কর্ত্তৃক যে প্রকারে লোক সকল বিজিত হয়, তাহাও বলিলাম। যে জাপক সাবিত্রী-সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি পরম পদে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মার লোকে অথবা অগ্নি-লোকে গমন করিয়া থাকেন, কিম্বা সূর্য্যালোকে প্রবিষ্ট হয়েন। তিনি যদি সেই সূর্য্যাদি লোকে তেজো-ময়-রূপে অনুরক্ত রহেন, তবে রাগ-মোহিত হইয়া সূর্য্য-প্রভৃতির ন্যায় প্রকাশাদি গুণ অবলম্বন করেন এবং চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষে তৎ তৎ শরীর ধারণ-পূর্ব্বক সেই সেই লোকের যে যে গুণ আছে, তাহা আচরণ করত সরাগ হইয়া তথায় বসতি করেন। যদি তথায় তিনি বিরাগী হইয়া সংশয়াপন্ন হয়েন, তবে ব্রহ্মলোক হইতে উৎকৃষ্টতর অক্ষয় লোক অভিলাষ করত তাহাতেই আবিষ্ট হয়েন। নিষ্কাম, নিরহঙ্কার জাপক অমৃত হইতেও অমৃত, অর্থাৎ কৈবল্য নামক মুখ্য মোক্ষ-স্থান প্রাপ্তি-পূর্ব্বক সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত নিত্য সুখী শান্ত নিরাময় ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া পুনরাবৃত্তি-বিরহিত অদ্বিতীয় অক্ষর-সংজ্ঞক দুঃখ ও জরা-বিহীন শুদ্ধ শান্তিরসাস্পদ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অনন্তর, তিনি তথায় প্রত্যক্ষ-প্রভৃতি প্রমাণ-চতুষ্টয়-বিহীন, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, লক্ষণ ঊর্ম্মি ষট্‌ক-বিরহিত, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন, এই ষোড়শ-বিকার বিবর্জ্জিত, সেই কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া নিরুপাধি চৈতন্য-মাত্র পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, অথবা যদি তিনি সকাম হইয়া সর্ব্বময় কারণ-স্বরূপ লাভে ইচ্ছা না করেন, কিম্বা তদভিমানী হয়েন, তবে তিনি মনে মনে যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ, তিনি নিরয়-নামক লোক সকল নিরীক্ষণ করেন এবং সর্ব্ব সঙ্গ-বিমুক্ত ও নিস্পৃহ হইয়া তথায় পরম সুখে বিরাজ করেন। মহারাজ! এই তোমাকে জাপকের গতির বিষয় সমুদয় বিস্তার করিয়া বলিলাম, পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

জাপকোপাখ্যানে নব নবত্যধিক শত অধ্যায়॥ ১৯৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! তৎকালে সেই বিরূপের বাক্য শ্রবণে জাপক ব্রাহ্মণ অথবা রাজা কি উত্তর করিলেন? আপনি আমাকে তাহাই বলুন, অথবা আপনি সদ্যোমুক্তি, ক্রমমুক্তি এবং লোকান্তর প্রাপ্তি, এই তিন বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহারা কোথায় গমন করিলেন; তাঁহাদের তথায় গিয়া কি কথোপকথন হইল এবং তাঁহারা তথায় গিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, সেই দ্বিজবর তাহাই হউক, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া প্রথমত ধর্ম্ম, যম, কাল, মৃত্যু ও স্বর্গকে সম্যক্-রূপে সৎকার

করিয়া পরিশেষে তথায় যে সমুদয় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নত-মস্তকে পূজা করিয়া রাজাকে বলিলেন, রাজর্ষে! আপনি এই ফল-দ্বারা সংযুক্ত হইয়া প্রাধান্য লাভ করুন, আমিও আপনকার অনুজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার জপ করিতে নিযুক্ত হই। হে মহাবল নরনাথ! পূর্ব্বে দেবী সাবিত্রী আমাকে এই বর দিয়াছেন যে, 'জপ বিষয়ে তোমার নিয়ত শ্রদ্ধা হউক।'

রাজা বলিলেন, হে বিপ্র! আমাকে জপের ফল দান জন্য যদি আপনার সিদ্ধি নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং জপ করিতেই যদি আপনার শ্রদ্ধা হয়, তবে আমার সহিত চলুন; জপ-ফল প্রদান জন্য পুণ্য-দ্বারাই আপনি জাপকের ফল প্রাপ্ত হউন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এই স্থানে সকলের সন্নিধানে আমি আপনাকে জপের ফল প্রদানার্থ একান্তত প্রযত্ন করিলাম; সম্প্রতি আমরা উভয়ে সমানরূপে তুল্যফল হইয়া যে স্থানে আমাদিগের গতি হয় গমন করি।

অনন্তর, ত্রিদশেশ্বর তাঁহাদিগের এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া লোকপাল দেবগণের সহিত তথায় উপনীত হইলেন। সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, মরুদ্গণ, সুমহৎ বাদ্য-সমুদয়, সরিৎ, শৈল, সাগর ও বিবিধ তীর্থ সকল, তপস্যা, যোগবিধি, জীব ব্রহ্মৈক্য-প্রতিপাদক বেদ-সমুদয়, সামগান-পূরণার্থ (হায়ি হাবুপ্রভৃতি) অক্ষর সকল, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহা, হূহূ ও পরি-বার-বর্গের সহিত চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব, নাগগণ, সিদ্ধগণ, মুনিগণ, দেবদেব প্রজাপতি এবং অচিন্ত্য দেব সহস্র শীর্ষ বিষ্ণু তথায় সমাগত হইলেন; অন্তরীক্ষে ভেরী ও তূর্য্যের বাদ্য হইতে লাগিল। তথায় সেই মহানু-ভাবগণের উপরি পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, চতুর্দ্দিকে অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল।

অনন্তর, মূর্ত্তিমান্ স্বর্গ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, মহা-ভাগ! তুমি সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ,—মহা-রাজ! তুমিও সিদ্ধ হইয়াছ। রাজন্! তাঁহারা পর-স্পরের উপকার-দ্বারা উভয়েই এক কালে রূপাদি বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রতিসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বায়ুকে হৃদয়ে স্থাপন-পূর্ব্বক একী-ভূত প্রাণ ও অপান বায়ুতে মনকে ধারণ করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা প্রাণ ও অপানকে তদীয় অধিষ্ঠান-স্থল উদরে সংস্থাপন-পূর্ব্বক বদ্ধ-পদ্মাসন হইয়া ভ্রু-যুগলের অধঃস্থান নাসিকাগ্র দর্শন করত ভ্রুকুটী-মধ্যে মনের সহিত প্রাণ ও অপান বায়ুকে অল্পে অল্পে ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা চিত্ত জয়-পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট শরীর-দ্বয়-দ্বারা স্থিরদৃষ্টি ও সমাহিত হইয়া প্রাণের সহিত চিত্তকে মস্তকে স্থাপন করত ধারণ করিলেন। অনন্তর, সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্র বিদলন-পূর্ব্বক এক সুমহতী জ্যোতিঃ-শিখা নিঃসৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিল; তৎকালে দিক্ সকলে সমস্ত জীবের সুমহান্ হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই প্রশংসনীয় জ্যোতি তখন ব্রহ্ম-শরীরে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা সেই প্রাদেশমাত্র পুরুষাকার জ্যোতির প্রত্যুদ্-গমন-পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মধুর বচনে আরও বলিলেন যে, যোগিগণের ফল জাপক-দিগের তুল্য, ইহাতে সংশয় নাই। জাপকগণ হইতে যোগিদিগের ফলদর্শন প্রত্যক্ষ; কিন্তু জাপক-গণের পক্ষে বিশেষ এই যে, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্র প্রত্যুত্থান করা বিহিত হইয়াছে।

অনন্তর, ব্রহ্মা সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'তুমি আমাতে সতত বাস কর' এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে সচেতন করিলেন। পরিশেষে সেই ব্রাহ্মণ বিজ্বর হইয়া ব্রহ্মার আস্যে প্রবেশ করিলেন; দ্বিজ-বর যেরূপে ব্রহ্মার বদনে প্রবিষ্ট হইলেন, রাজাও তাদৃশ বিধি-দ্বারা ভগবান্ পিতামহের শরীরে তৎ-ক্ষণাৎ প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, দেবগণ স্বয়ম্ভুকে অভিবাদন-পূর্ব্বক বলিলেন, জাপকগণের দর্শনমাত্র প্রত্যুত্থান করা বিশেষ রূপে বিহিত; জাপকের

নিমিত্তই সকলের এইরূপ প্রযত্ন হইয়াছে এবং আমরাও এই জন্যই এস্থানে সমাগত হইয়াছি; এই ব্রাহ্মণ ও রাজা তুল্য-ফল-ভাগী; অতএব আপনি এই তুল্য ব্যক্তি-দ্বয়কে সমান সৎকার করিয়াছেন। যোগী ও জাপকের সুমহৎ ফল অদ্য দৃষ্ট হইল, এক্ষণে ইঁহারা সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া যে স্থানে বাঞ্ছা তথায় গমন করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, যিনি শিক্ষাদি বেদাঙ্গ-স্বরূপ মহাস্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং যিনি মন্বাদি প্রণীত শুভ ফলপ্রদ অনুস্মৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই বিধি দ্বারা আমার সমান লোকে গমন করিতে পারেন। যিনি যোগ বিষয়ে অনুরক্ত হয়েন, তিনিও দেহাবসানে এই বিধানে আমার সমান লোক প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই। এক্ষণে আমি যাই, তোমরাও সিদ্ধি জন্য যথা স্থানে গমন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি তখন এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর, দেবতারাও পরস্পর আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন; যম-প্রভৃতি মহানুভাবগণ নিতান্ত প্রীত-চিত্ত হইয়া ধর্ম্মকে সৎকার-পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। মহারাজ! জাপকগণের ফল ও গতির বিষয় যেমন শুনিয়াছিলাম, তদ্রূপই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

জাপকোপাখ্যানে দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২০০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! জ্ঞান-সম্বলিত যোগ, বেদ সমুদয় এবং অগ্নিহোত্রাদি নিয়মের ফল কি, আর জীবকে কি প্রকারে জানা যায়? আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, প্রাচীনেরা এ বিষয়ে প্রজাপতি মনু এবং মহর্ষি বৃহস্পতির কথোপকথন-ঘটিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দেবর্ষিগণের মধ্যে প্রধানতম মহর্ষি বৃহস্পতি, শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রজাগণের শ্রেষ্ঠতম প্রজাপতি মনুকে গুরু জ্ঞান করত প্রণাম-পূর্ব্বক এই পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্! যিনি এই জগতের কারণ, যাঁহার নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ড বিধি প্রচলিত হইয়াছে, যাঁহাকে জানিলে পরম ফল প্রাপ্তি হয়, ইহা বিপ্রগণ বলিয়া থাকেন; বেদোক্ত মন্ত্র সকল যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আপনি যথা-বিধানে তাঁহার কীর্ত্তন করুন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ শাস্ত্র এবং বেদমন্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ সুমহৎ যজ্ঞ ও গো-দানাদি দ্বারা যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই বস্তু কিরূপ, কি প্রকারেই বা তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং তিনি কোথায় আছেন? ভগবন্! মহীমণ্ডল, স্থাবর ও জঙ্গম সকল, সমীরণ, গগন, জল, জলচর-সমুদয়, স্বর্গ এবং স্বর্গবাসিগণ যাঁহা হইতে প্রসূত হইয়াছেন, আপনি আমার নিকট সেই পুরাণ পুরুষের বিষয় কীর্ত্তন করুন। মনুষ্য যে বিষয়ে জ্ঞান প্রার্থনা করে, জ্ঞান হইতে তাহার তন্নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; আমি পুরাতন পরম পুরুষকে জানি না, অতএব তাঁহাকে জানিবার জন্য কি রূপেই বা মিথ্যা প্রবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হই? আমি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ সমুদয়, ছন্দঃ জ্যোতিষ নিরুক্ত শিক্ষা কল্প ও ব্যাকরণ, এই বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করিয়াও আকাশাদির উপাদান কারণ আত্মাকে জানিতে সমর্থ হই নাই। আপনি সামান্য ও বিশেষ শব্দ-সমূহ-দ্বারা আমাকে সেই সমুদয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। আত্মাকে জানিলে কি ফল হয়? কর্ম্ম করিলেই বা কি ফল লাভ হইয়া থাকে? আত্মা শরীর হইতে যে প্রকারে বিচ্যুত হয়েন এবং পুনরায় যে রূপে শরীরে অধিষ্ঠিত হয়েন, আপনি তৎ সমুদয় কীর্ত্তন করুন।

মনু কহিলেন, যাহার যাহা প্রিয়, তাহাই তাহার সুখ এবং যাহা যাহার অপ্রিয়, তাহাই তাহার দুঃখ, ইহা প্রাচীনগণ কহিয়া থাকেন। 'আমার ইষ্ট

হউক, অনিষ্ট না হউক' এই নিমিত্ত মনুষ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; 'আমার ইষ্ট ও অনিষ্ট কিছুই না হউক' এই নিমিত্ত লোক জ্ঞানানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। বেদোক্ত কর্ম্ম সমুদয় কামপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যিনি সেই সকল কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনি পরম সুখ সম্ভোগ করেন। সুখার্থী মানব নানাবিধ কর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত হইয়া স্বর্গ অথবা নরকে গমন করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি বলিলেন, অভিলষিত সুখই গ্রাহ্য এবং অনভিলষিত দুঃখই পরিত্যাজ্য, এইরূপ প্রার্থনা প্রার্থয়িতাকে কর্ম্ম সমুদয়-দ্বারা প্রলোভিত করিয়া থাকে।

মনু কহিলেন, স্বর্গাদি প্রাপ্তি-রূপ সুখের নিমিত্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যিনি সেই কর্ম্ম-ফল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই পরম পুরুষে প্রবেশ করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ড সকল সকাম মানব সকলকেই প্রলোভন প্রদর্শন করে, যিনি নিষ্কাম হয়েন, তিনি পরমার্থ গ্রহণ করেন। অতএব মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যই কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে, ক্ষুদ্র ফলের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত নহে। ধর্ম্মে প্রবৃত্ত মোক্ষ-সুখার্থী মানব চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম্ম-দ্বারা রাগাদি দোষের অপনয়ন-নিবন্ধন আদর্শের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া কর্ম্ম-পথের একান্ত অগোচর নিষ্কাম পরব্রহ্মের সন্নিহিত হয়েন। জীবগণ মন ও কর্ম্ম-দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব মন ও কর্ম্ম সংসারপ্রদ হইয়াও সর্ব্বলোক-সেবিত সৎ-পথ-স্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় হইয়াছে। শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম মোক্ষ-হেতু হইলেও তাহার ফল অতি অল্প; মনের দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মফল-ত্যাগই একমাত্র মোক্ষের প্রতি-কারণ, অন্য কিছুই নহে। নেত্র-রূপ-নায়ক যেমন নিশাবসানে অন্ধকার-দ্বারা অনাচ্ছন্ন হইয়া আপনিই বর্জ্জনীয় কণ্টকাদি দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞান বিবেক-গুণে সংযুক্ত হইয়া বর্জ্জনীয় অশুভ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া থাকে। কোন কোন মানব যেমন সর্প, কুশাগ্র ও কূপকে জানিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, তেমনি কেহ কেহ অজ্ঞান-বশত উহাদিগের উপরি পতিত হয়, অতএব জ্ঞানে যে বিশেষ ফল আছে, তাহা এই উদাহরণেই অবলোকন কর। বিধিবৎ-প্রযুক্ত মন্ত্র-সমুদয়, যথোক্ত যজ্ঞ সকল, দক্ষিণা দান, অন্ন প্রদান এবং দেবতা-ধ্যানে মনের একাগ্রতা, জ্ঞান-পূর্ব্বক কৃত এই পঞ্চ বিষয়কে প্রাচীনগণ ফলবৎ কর্ম্ম বলিয়া থাকেন। বেদ সকল ধর্ম্মকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া থাকে; সুতরাং মন্ত্রও ত্রিগুণাত্মক, যেহেতু মন্ত্র-পূর্ব্বক কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয়। বিধিও সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ; মনের দ্বারা ফলের উপপত্তি হয় এবং ফল-ভোক্তা শরীরীও গুণ ত্রয়-ভেদে সুখী, দুঃখী ও মূঢ় ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, পবিত্র রস ও শুভ গন্ধ-প্রভৃতি কর্ম্মফল-দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকে সিদ্ধ হয়।

মনুষ্য শরীর ধারণ করিলেই জ্ঞান-ফলে অধিকারী হয় না, জ্ঞানের ফল কর্ম্ম-দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শরীর-দ্বারা যে যে কর্ম্ম করে, শরীর-যুক্ত হইয়া জীব সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে; যেহেতু একমাত্র শরীরই সুখের আয়তন এবং শরীরই কেবল দুঃখের আশ্রয়। বাক্য-দ্বারা যে কোন কর্ম্ম করে, জীব বাক্যের সহিত সেই সমস্ত ফল ভোগ করিয়া থাকে; মন যাহা কিছু কর্ম্ম করে, জীব মনঃস্থ হইয়া সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। জীব কর্ম্মফলে নিবিষ্ট ও ফলার্থী হইয়া যে যে রূপে যে যে গুণযুক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই সেই গুণে সংযুক্ত হইয়া সেই সেই শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করে। জলের স্রোতের মধ্যে পতিত মৎস্যের ন্যায় জীব পূর্ব্ব কৃত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে শুভ কর্ম্মে সন্তুষ্ট এবং অশুভ কর্ম্মে অসন্তুষ্ট হয়। যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে, যাঁহাকে জানিয়া জিতচিত্ত যোগিগণ জগৎ অতিক্রম করিয়া গমন করেন, মন্ত্র বর্ণ সকল যাঁহাকে

প্রকাশ করিতে পারে না, সেই পরম পদার্থের বিষয় যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি স্বয়ং রস-হীন এবং বিবিধ গন্ধ-বিহীন; যিনি শব্দ নহেন, স্পর্শ নহেন এবং রূপবান্ নহেন; যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অব্যক্ত, বর্ণহীন এবং একমাত্র; যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজনার্থ পঞ্চ প্রকার রস-প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন এবং নপুংসক নহেন; তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন এবং সদসৎও নহেন; ব্রহ্মবিৎ মানবগণ যাঁহাকে জ্ঞান-নয়নে অবলোকন করেন, সেই ক্ষয়-রহিত অক্ষর পুরুষকে জ্ঞান কর।

মনু বৃহস্পতি সংবাদে একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২০১॥

মনু কহিলেন, মায়া-সহায় অক্ষর পুরুষ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী প্রসূত হয় এবং পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরিশেষে শরীরি-সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সমুদয় পার্থিব শরীর-দ্বারা লবণোদক-ন্যায়ে প্রথমত জলে লীন হয়, জল হইতে অনলে, অনল হইতে অনিলে এবং অনিল হইতে অন্তরীক্ষে গিয়া নিবৃত্তি লাভ করে। যাঁহারা মুমুক্ষু হয়েন, তাঁহারা পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অপরে পুনর্ব্বার আকাশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মোক্ষের আশ্রয় পরমাত্মা উষ্ণ নহেন, শীতল নহেন, মৃদু নহেন, তীক্ষ্ণ নহেন, অম্ল নহেন, কষায় নহেন, মধুর নহেন, তিক্ত নহেন; তিনি শব্দবিশিষ্ট নহেন, গন্ধ-বিশিষ্ট নহেন এবং সেই পরম স্বভাব পরমাত্মা রূপবান্ নহেন। অনাত্মজ্ঞ মানবগণ সর্ব্ব শরীর-ব্যাপি ত্বক্-দ্বারা স্পর্শ-জ্ঞান, জিহ্বা-দ্বারা রস-জ্ঞান, নাসিকা-দ্বারা গন্ধ-জ্ঞান, কর্ণ-দ্বয়-দ্বারা শব্দ-জ্ঞান এবং চক্ষু-দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সেই পরম পুরুষকে জ্ঞান করিতে পারে না।

মনুষ্য রস-সমুদয় হইতে রসনা, গন্ধ হইতে নাসিকা, শব্দ হইতে শ্রবণ, স্পর্শ হইতে ত্বক্ এবং রূপ হইতে নেত্রকে নিবৃত্ত করিলে স্ব-স্বভাব আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়। যে কর্ত্তা, যে জ্ঞান বা, কর্ম্ম-দ্বারা যাহা প্রাপ্য, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া যে দেশে বা যে সময়ে নিমিত্তভূত সুখে বা দুঃখে তদনুকূল যত্ন আরম্ভ করেন এবং আরম্ভ করিয়া অদৃষ্ট অথবা, ঈশ্বরেচ্ছা অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই আরব্ধ কার্য্যের দর্শন-গমনাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন, মুনিগণ তৎ সমুদয়কেই কারণ কহেন; অতএব কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি, যত্ন, গমনাদি ক্রিয়া, অনুরাগ এবং অদৃষ্ট-প্রভৃতি সমুদায়ের যিনি কারণ, সেই চিন্মাত্রকে স্বভাব বলা যায়।

যিনি ঈশ্বর-স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী এবং যিনি জীব-রূপে ব্যাপ্য ও কার্য্য-সাধক; যে নিত্য. পরমাত্মা একাকী সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন; জল-মধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় যিনি একধা হইয়াও বহুধা দৃশ্যমান হইতেছেন' এই মন্ত্রার্থের ন্যায় যিনি জগতে চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন; যিনি সকলের কারণ; যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও আপনিই সমুদয় কার্য্য করিতেছেন, তিনিই কারণ-পদবাচ্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত পদার্থই কার্য্য। মনুষ্য যেমন সম্যক্ অনুষ্ঠিত পুণ্য পাপ-দ্বারা অবিরোধে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি এই স্বভাব নামক পরম কারণ জ্ঞান নিজ পুণ্য পাপ কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ শরীরে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অগ্রভাগে প্রদীপ্ত প্রদীপ যেমন অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়-স্বরূপ দীপগণ জ্ঞানপ্রদীপ্ত হইয়া বাহ্য পদার্থ সমুদয় প্রকাশ করিয়া থাকে। রাজার পৃথক্ পৃথক্ বহু অমাত্য একত্রিত হইয়া যেমন কার্য্য নির্ণয়ার্থ প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরীরের মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও জ্ঞানের অনুগত হয়; অতএব জ্ঞান-স্বরূপ স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ হইতেও উৎকৃষ্ট। যেমন অগ্নির অর্চ্চি, পবনের বেগ, সূর্য্যের মরীচি, নদীর

সলিল সকল আসিতেছে, যাইতেছে ও সঞ্চরণ করিতেছে, শরীরিদিগের শরীর সমুদয়ও সেইরূপ। যেমন কোন ব্যক্তি পরশু গ্রহণ-পূর্ব্বক কাষ্ঠ ছেদন করিয়া তন্মধ্যে ধূম বা, অগ্নি কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ শরীরের উদর ও হস্ত-পদাদি ছেদন করিলে তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই সমস্ত কাষ্ঠ মন্থন করিলে যেমন ধূম ও অনল নয়ন-গোচর হয়, তদ্রূপ সুবুদ্ধি বিদ্বান্ ব্যক্তি যোগ-বশত ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিতে ঐক্য জ্ঞান করত সেই কারণ-স্বরূপ স্বভাবকে দর্শন করেন।

মনুষ্য স্বপ্নকালে ভূতলে পতিত আপন অঙ্গকে যেমন আত্ম ভিন্ন-রূপে অবলোকন করে, তদ্রূপ শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ-যুক্ত অতি সুবুদ্ধি মানব স্থূল দেহ হইতে দেহান্তর-রূপ লিঙ্গ-শরীরে গমন করিয়া থাকেন। আত্মার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু নাই; সুখ দুঃখপ্রদ কর্ম্ম সম্বন্ধ-বশত এই আত্মা অলক্ষিত হইয়া স্থূল-শরীর হইতে লিঙ্গ-শরীরে গমন করেন।

মনুষ্য চক্ষু-দ্বারা আত্মার রূপ দর্শন করিতে পারে না, কোন রূপেই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণও তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে অবলোকন করেন। সন্নিহিত অয়ঃপিণ্ড যেমন জলন্ত অনলের সন্তাপ-জনিত রূপ প্রাপ্ত হয়, বস্তুত দগ্ধৃত্ব পিঙ্গলত্ব প্রভৃতি অপর গুণ অথবা, রূপ ধারণ করে না, তদ্রূপ দেহ-মধ্যে আত্মার রূপ চৈতন্যমাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে; বাস্তবিক দেহ চেতন নহে, তথাপি লৌহগত চতুষ্কোণাদি যেমন বহ্নিতে প্রতীত হয়, সেইরূপ দেহ-নিষ্ঠ দুঃখ-প্রভৃতি আত্মাতে প্রতীত হইয়া থাকে। মনুষ্য যেমন শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য অদৃশ্য শরীরে প্রবেশ করে, সেইরূপ আত্মা পঞ্চ মহাভূত পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরাশ্রয় অমূর্ত্ত-রূপ ধারণ করিয়া থাকে। আকাশ, অনিল, অনল, সলিল ও পৃথিবীতে আত্মা সর্ব্বতোভাবে আবিষ্ট হয়েন, শ্রোত্র-প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয় নানা বিষয় অবলম্বন করত কর্ম্ম সমুদয়ে বর্ত্তমান হইয়া শব্দ-প্রভৃতি গুণ-গণকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের শব্দগুণ আশ্রয় করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর গন্ধগুণ অবলম্বন করিয়া থাকে, দর্শনেন্দ্রিয় তেজোময়-রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, রসনেন্দ্রিয় জলাশ্রয় রস অবলম্বন করে, স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ুময় স্পর্শগুণ আশ্রয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রবণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় শব্দাদি-বাসনার সহিত কার্য্যে সুসঙ্গত হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অভিধেয় শব্দ-প্রভৃতি, আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূতে অবস্থিতি করে এবং আকাশাদি-পঞ্চ-মহাভূতও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে বসতি করিয়া থাকে। আকাশাদি মহাভূত-নিচয় ও ইন্দ্রিয় সমুদয় মনের অনুগত হয়, মন বুদ্ধির অনুগামি হইয়া থাকে এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুসরণ করে; অতএব বিষয়ের কারণ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের কারণ মন, মনের কারণ বুদ্ধি এবং বুদ্ধির কারণ চিদাত্মা, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে

নিজ-কর্ম্ম-ফল-দ্বারা উপার্জ্জিত নূতন শরীরে ঐহিক ও পূর্ব্ব জন্ম-কৃত যে কোন শুভাশুভ কর্ম্ম থাকে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাও পুনরায় গ্রহণ করে। জলৌকা সকল যেমন অনুকূল স্রোতের অনুগত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব সংস্কার-বশত উত্তরোত্তর দেহে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল মনের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। ভ্রান্তি-জ্ঞান যেমন অস্থির-বস্তুতত্ত্ব অবগত হয়, সূক্ষ্ম পদার্থ মনও তদ্রূপ মহৎ রূপের ন্যায় প্রকাশ-মান হইয়া থাকে। দর্পণ যেমন মুখ-প্রতিবিম্বকে মুখ-স্বরূপে দর্শন করায়, তেমনি অজ্ঞান-কল্পিত বুদ্ধি-রূপ দর্পণ একমাত্র প্রত্যক্ পদার্থকে আলোচনা করাইয়া থাকে; অতএব ভ্রান্তি অনাদি হইলেও তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা তাহার বাধ হয়, বাধ হইলে

তাহার আর পুনরুত্থান সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং ভ্রান্তি জ্ঞানের অপনয়ন জন্য তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জনে যত্ন করা অতীব কর্ত্তব্য।

মনু বৃহস্পতি সংবাদে দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২০২ ॥

মনু কহিলেন, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা উপহিত-জীব-চৈতন্য বহু পূর্ব্বে অনুভূত বিষয় সমুদয় স্মরণ করে, অর্থাৎ বাল্যকালে আমি ইহা অনুভব করিয়াছিলাম, এইরূপ মনোরথ কালে বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদির অভাব-নিবন্ধন জ্ঞেয়-জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-বাসনা-বিশিষ্ট বুদ্ধিই সর্ব্বাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষী-চৈতন্য-দ্বারা প্রকাশিত হয়। পরিশেষে ইন্দ্রিয়গণ বিলীন হইলে জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করেন; অতএব বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা অবশ্যই আছেন, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। যে সাক্ষী চৈতন্য এক সময়ে অসম সময়ে ও অনেক সময়ে সন্নিহিত শব্দ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমুদয়কে উপেক্ষা না করিয়া যখন প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন সেই সাক্ষী পরস্পর ব্যভিচারি অবস্থা-ত্রয়ে সঞ্চরণ করে, সুতরাং একমাত্র জীব-চৈতন্যই পরম উৎকৃষ্ট। কাষ্ঠস্থিত অনল কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, বায়ু যেমন সেই কাষ্ঠের দাহক না হইয়াও কেবল অগ্নির উদ্দীপন মাত্র করিয়া থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ বুদ্ধিই ইন্দ্রিয় জন্য সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, চৈতন্য সেই বুদ্ধিকে সচেতন করিয়া রাখে, কিন্তু, ইন্দ্রিয় জন্য সুখ দুঃখাদি ভোগ করে না; এই দৃষ্টান্ত অনুসারে সত্ত্ব রজস্তমোগুণাত্মক জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই বুদ্ধি স্থান ত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সাক্ষী-চৈতন্য তাহাতে যেমন অধিষ্ঠান করেন, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকলেও আবিষ্ট হইয়া থাকেন। চক্ষু-দ্বারা আত্মাকে দর্শন করা যায় না এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যাহার স্পর্শশক্তি আছে, তদ্দারাও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় না; আত্মা অশব্দ, এজন্য শ্রবণ-দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না; অতএব যে ইন্দ্রিয় বা, মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায়, তাহাও পরিণামে বিনষ্ট হয়।

শ্রোত্র-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল যখন আপনারাই আপনাদিগকে দর্শন করিতে পারে না, তখন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী আত্মাকে কি প্রকারে দর্শন করিবে? দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই অভেদ-রূপে যিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সকলই দর্শন করিতেছেন এবং সমুদয় বিষয় জানিতেছেন; সেই আত্মাই ইন্দ্রিয়দিগকে দর্শন করেন। আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বে সংশয় করা যাইতে পারে না; কেন না, হিমালয় পর্ব্বত ও চন্দ্রলোকের পৃষ্ঠভাগ কখন মানবগণ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় নাই—বলিয়া তাহা নাই, এরূপ নহে; অতএব সর্ব্বভূতে চৈতন্য-রূপে অবস্থিত সূক্ষ্মতম জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা পূর্ব্বে কদাচ কাহারও চক্ষুর্গোচর হয়েন নাই—বলিয়া যে তিনি নাই, ইহা বলা যায় না। দর্পণ-তুল্য চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত জগৎকে কলঙ্ক-রূপে অবলোকন করত মনুষ্য যেমন এই জগৎই চন্দ্রমণ্ডলে বিলোকিত হইতেছে, ইহা অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান আছে, তাহা অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় ও প্রত্যগাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বলিয়া অপরোক্ষ, অতএব একান্তত অবিষয়ও নহে এবং তাহা উৎপন্ন জ্ঞান নহে; সুতরাং সেই আত্ম-জ্ঞানই পরম নির্বৃতির স্থান, ইহা জানিয়াও মনুষ্য বুদ্ধি-দোষ-বশত তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না।

পণ্ডিতেরা স্থূল-দৃষ্টিতে রূপবান্ বৃক্ষ-প্রভৃতিকে আদ্যন্তে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পর রূপ-হীনতা-নিবন্ধন বুদ্ধিবলে রূপ-হীন-রূপে অবলোকন করেন; কেন না, আদি ও অন্তে যে বস্তু থাকে না, বর্ত্তমানেও তাহা তদ্রূপ; অতএব যাঁহারা এইরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা দূরত্ব-দোষ-নিবন্ধন প্রত্যক্ষ-দ্বারা অগৃহ্যমাণ সূর্য্যের গতিকে দেশান্তর প্রাপ্তি-রূপ কারণ-বশত অনুমান-দ্বারা

অবলোকন করেন। এইরূপে দৃশ্যমান পদার্থের অসত্ত্ব এবং অদৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। দূরদেশবর্ত্তী সবিতার গতি যেমন অনুমিত হয়, তদ্রূপ অত্যন্ত ধীরগণ দূরস্থিত জ্ঞানাভিধেয় জ্ঞেয় আত্মাকে বুদ্ধিরূপ প্রদীপ-দ্বারা সন্দর্শন করেন এবং তাঁহাকে সান্নিহিত করিতে প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া থাকেন। উপায় না করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, যেমন জলজন্তু-জীবী ধীবরগণ শণসূত্র-নির্ম্মিত জাল-দ্বারা মৎস্যদিগকে বন্ধন করে, স্বজাতীয় মৃগগণ-দ্বারা হরিণ সকল, পক্ষিগণ-দ্বারা পক্ষিকুল, গজগণ-দ্বারা মাতঙ্গ-দল গৃহীত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-দ্বারাই জ্ঞেয় আত্মাকে জানিতে পারা যায়। আমরা শুনিয়াছি যে, সর্পই সর্পের চরণ দেখিতে পায়, তেমনি স্থূলদেহের মধ্যে লিঙ্গদেহস্থ জ্ঞেয় আত্মাকে জ্ঞান-দ্বারাই দর্শন করা যায়। ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলকে জানিবার জন্য যেমন কেহই উৎসাহ করে না, তদ্রূপ চরমবুদ্ধি-বৃত্তি শুদ্ধ বোধ্য আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। অমাবস্যাতে সূর্য্যের সহবাস-বশত উপাধি-শূন্য চন্দ্র-মণ্ডল যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া চন্দ্রের নাশ যেমন সম্ভাবিত নহে, শরীরি জীবকে তদ্রূপ জ্ঞান কর। অমাবস্যাতে ক্ষীণাবরণ চন্দ্রমা যেমন প্রকাশ পায় না, তেমনি মূর্ত্তি-বিমুক্ত শরীরী উপলব্ধ হয় না। পূর্ণিমার মধ্যে পুনরায় যেমন চন্দ্রমার প্রকাশ হয়, তেমনি শরীরী শরীরান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশমান হইয়া থাকে। চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় যাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, তাহা শরীরেরই ধর্ম্ম; শরীরীর নহে। উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বয়সের পরিমাণানুসারে শরীরের ভেদ হইলেও 'সেই ব্যক্তিই এই' এইরূপে যেমন শরীরের ঐক্য-বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, তদ্রূপ অমাবস্যাতে অদর্শনগত চন্দ্রমাই পুনরায় মূর্ত্তিমান্ হইলে 'সেই চন্দ্রই প্রকাশ পাইতেছে' এরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে; অতএব বাল্য-প্রভৃতি অবস্থান্তর প্রাপ্তি-নিবন্ধন দেহান্তর প্রাপ্তি হইলেও দেহী চন্দ্রের ন্যায় এক মাত্র। অন্ধকার যেমন চন্দ্র-মণ্ডলকে স্পর্শ করিতে অথবা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না দেখা যাইতেছে, শরীরীও সেইরূপ, দেহ ও দেহীর পরস্পর সম্বন্ধ প্রতীয়মান না হইলে কালত্রয়েও তাহা সম্ভবে না। শরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক আছে বলিয়া তাহার প্রকাশ হয়। সুধাংশু ও সূর্য্যের সহিত সংযোগ-বশত যেমন রাহুকে জানা যায়, তদ্রূপ জড় শরীরের সহিত সংযুক্ত হইলে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাকে শরীরী বলিয়া জ্ঞান করা যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যের সম্পর্ক-বিরহিত হইলে রাহু যেমন প্রতীত হয় না, তেমনি শরীর বিমুক্ত শরীরীর উপলব্ধি করিতে পারা যায় না; চন্দ্র যেমন অমাবস্যা তিথিতে গমন করিলে নক্ষত্রগণের সহিত সংযুক্ত হয়, সেইরূপ শরীর-নির্ম্মুক্ত শরীরী কর্ম্মফলভূত শরীরান্তরে সংযুক্ত হইয়া থাকে, দেহাভাবে আত্মার অভাব হয় না, তিনি দেহান্তর অবলম্বন করিয়া থাকেন।

মনু বৃহস্পতি সংবাদে ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২০৩॥

মনু কহিলেন, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, ইহা শ্রবণ করিয়া মুমুক্ষুব্যক্তির অন্তঃকরণে উদ্বেগ সঞ্চার হইতে পারে, এজন্য তাহার নিবৃত্তি-সাধন যোগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বপ্নাবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়গণের সহিত এই স্থূল শরীর শয়ান হইলে চেতন মাত্র বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত লিঙ্গ-শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানমাত্র অবস্থান করে, ইহাই সংসার ও মোক্ষের নিদর্শন, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত লিঙ্গ-শরীরও শয়ন করিলে কেবল জ্ঞান-মাত্র যেমন অবস্থিতি করে, মোক্ষাবস্থারও তদ্রূপ জ্ঞান মাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে। যেমন নির্ম্মল সলিলে নয়ন-দ্বারা রূপ দর্শন হইয়া

থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-সকল প্রসন্ন হইলে জ্ঞেয় আত্মাকে জ্ঞান-দ্বারা দর্শন করা যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জয়-দ্বারা আত্ম-জ্ঞান জন্মিলে মনুষ্য তদ্দ্বারা বিমুক্ত হইতে পারে। জল চঞ্চল হইলে যেমন তাহাতে রূপ-দর্শন সম্ভবে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত না হইলে বুদ্ধি-মধ্যে জ্ঞেয় আত্মাকে জানা যায় না।

অজ্ঞান হইতে অবিদ্যা জন্মে, অবিদ্যা-দ্বারা মন রাগাদি-বিষয়ে আক্রান্ত হয়, মন দুষ্ট হইলে মনঃ-প্রধান শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া থাকে, বিষয়ে একান্ত মগ্ন মোহপূর্ণ মানব কখনই তৃপ্ত হয় না, জীব ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত শব্দাদি-বিষয় ভোগের নিমিত্ত মৃত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহ-লোকে পাপ-বশত পুরুষের তৃষ্ণাচ্ছেদ হয় না, যখন পাপ বিনষ্ট হয়, তখনই তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বিষয়ে সংসর্গ-বশত নিত্যত্বের সংশ্রয়-নিবন্ধন মনের দ্বারা সুখ দুঃখ-সাধন উপায়-দ্বয়ের বৈপরীত্য আ-কাঙ্ক্ষা-বশত মনুষ্য পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পাপকর্ম্মের ক্ষয়-বশত মানবগণের জ্ঞান উৎ-পন্ন হয়, তখন মনুষ্য নির্ম্মল দর্পণ-তলের ন্যায় আ-ত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে অনুগত হইলে মানব তদ্দ্বারাই দুঃখভাগী হয়, এবং নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা সুখী হইয়া থাকে, অত-এব ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে আপনিই আপনাকে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম-দ্বারা আ-ত্মাকে নিগৃহীত করা কর্ত্তব্য।

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন উৎকৃষ্ট, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে জীব উৎকৃষ্ট এবং জীব হইতে পরমাত্মা পরম উৎকৃষ্ট। শুদ্ধ চিন্মাত্র অব্যক্ত হইতে জ্ঞান প্রসূত হয়, জ্ঞান হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মন উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সংযুক্ত হইয়া শব্দাদি-বিষয় সমুদয়কে সুন্দর-রূপে অনুভব করে। যিনি সেই শব্দাদি-বিষয়-সমুদয় এবং হৃদয়াকাশে ভাসমান শব্দাদির আশ্রয়ভূত আকাশ-প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, আর প্রকৃতি হইতে সমুত্থিত গ্রামের ন্যায় অন্তঃকরণ পথিকের আশ্রয় স্থান স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরাদি পরিহার করেন, তিনিই কৈবল্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন।

সবিতা যেমন উদয়-কালে কিরণ-মালা সৃজন করেন এবং অস্ত-গমন-সময়ে সেই সমস্ত রশ্মি-মণ্ডলকে আপনাতেই সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ অন্তরাত্মা দেহে আবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ রশ্মিগণ-দ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় রূপাদি সমুদয় সম্ভোগ করত অস্ত-স্বরূপ স্ব-রূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। জীব স্বকৃত কর্ম্ম-কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া পুনঃপুন শরীর ধারণ করিয়া থাকে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ জন্য প্রবৃত্তি-প্রধান পুণ্য ও পাপ-কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। বিষয়-ভোগ-বিবর্জ্জিত জীবের বিষয়াভিলাষ বিশেষরূপে নিবৃত্ত হয়, পরন্তু তাহার বাসনাময় রস নিবৃত্ত হয় না, যিনি পরমা-ত্মাকে দর্শন করিয়া সমস্ত কামনার ফল প্রাপ্ত হই-য়াছেন, তাঁহারই বাসনা ক্ষয় হইয়া থাকে।

বুদ্ধি যখন বিষয়-সঙ্গ বিহীন হইয়া মনঃ প্রধান ত্বং পদার্থে অর্থাৎ অস্মিতা মাত্রে অবস্থান করে, তখন মনও ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। যিনি স্পর্শেন্দ্রিয়-বিহীন বলিয়া স্পর্শন-ক্রিয়ার আশ্রয় নহেন, শ্রবণেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত বলিয়া শ্রবণাদি ক্রিয়া হীন, রসনেন্দ্রিয়-বিহীন বলিয়া আস্বাদের অবিষয়, দর্শনেন্দ্রিয়-বিহীন বলিয়া দর্শন-ক্রিয়ার অনাশ্রয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বিরহিত বলিয়া আঘ্রাণের আশ্রয় নহেন এবং যিনি অনুমানের অগম্য, সেই পরমাত্মাতে বুদ্ধি প্রবেশ করিয়া থাকে। মনের সংকল্প-জনিত ঘট পটাদি বাহ্য বস্তু-সমুদয় মনে মগ্ন হয়, মন বুদ্ধিতে বিলীন হইয়া থাকে, বুদ্ধি চৈতন্য-স্বরূপ জীবে বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং জীব পরব্রহ্মে মিলিত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা মনের সিদ্ধি লাভ হয় না, মন বুদ্ধিকে বুঝিতে পারে না, বুদ্ধি ব্যক্ত জীবকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম-স্বরূপ

চিদাত্মা এই সকলকেই অবলোকন করিতেছেন।

মনু বৃহস্পতি সংবাদে চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২০৪ ॥

মনু বলিলেন, শারীরিক বা, মানসিক যে দুঃখ-রাশি-রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে যোগ-সাধনে যত্ন করিতে পারা যায় না, তাদৃশ দুঃখ বিষয়ক চিন্তা করিবে না, অর্থাৎ চিন্তা না করিয়াই তাদৃশ দুঃখ পরিহার করা কর্ত্তব্য; ঈদৃশ দুঃখের চিন্তা না করাই তদ্বিনাশের মহৌষধ। দুঃখ চিন্তা করিতে থাকিলেই তাহা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উপস্থিত হইলে পুনঃপুন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রজ্ঞা-দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ-দ্বারা শারীরিক দুঃখের বিনাশ করিবে; বিজ্ঞানের সামর্থ্যই এই—যে, দুঃখ শান্ত করিয়া থাকে, অতএব ইহা বিদিত হইয়া কেহ যেন বালকের সমান ব্যবহার না করে। রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্য-সঞ্চয়, আরোগ্য এবং প্রিয়-সহবাস, এই সমুদয়ই অনিত্য; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্বিষয়ে যেন আকাঙ্ক্ষা না করেন। সমস্ত জনপদবাসি জন-সাধারণের যে দুঃখ হইয়া থাকে, একাকী তন্নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে; যদি প্রতীকারের উপায় দেখা যায়, তবে দুঃখের জন্য শোক না করিয়া তৎ প্রতীকারে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা বহুতর দুঃখই ঘটিয়া থাকে, সংশয় নাই; ইন্দ্রিয় জন্য সুখভোগে অনুরক্ত মানবের মোহ-বশত মরণ অপ্রিয় বোধ হয়।

যে মানব সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি পরব্রহ্মের একান্ত সন্নিহিত হয়েন। যে সমস্ত পণ্ডিতগণ পরব্রহ্মের সন্নিধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কখন শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ সকল দুঃখ যোগ করিয়া দেয়, অর্থ পালনেও সুখ সম্পত্তি হয় না; বহু দুঃখে অর্থ উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তথাপি মনুষ্য অর্থের নাশ চিন্তা করে না। জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্ম অহংকারাদি ঘট পট পর্য্যন্ত বাহ্য বস্তুর সহিত অভেদ রূপে অবিদ্যা-দ্বারা অভিহিত হয়েন; অতএব কনকের ধর্ম্ম কটকের ন্যায় মন জ্ঞানের ধর্ম্ম ইহা জ্ঞান কর। সেই মন যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন বিষয়াকারা বুদ্ধি-বৃত্তি-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি যৎকালে কর্ম্ম-জন্য সংস্কারের সহিত সম্মিলিত হইয়া মননাত্মক চিত্তবৃত্তি-মধ্যে অবস্থিতি করে, তখন ধ্যেয়াকার প্রত্যয়-সন্ততি-সমন্বিত সমাধি-দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয়।

শৈল-শৃঙ্গ হইতে সলিল নিঃসরণের ন্যায় এই ইন্দ্রিয়াদি-মতী বুদ্ধি অজ্ঞান হইতে নিঃসৃত হইয়া রূপাদি বিষয়ে বর্ত্তমান রহে; অপিচ, অজ্ঞান নাশ-কালে অজ্ঞানের কারণ ধ্যানের বিষয় নির্গুণ পরমাত্মার সন্নিহিত হয়, তৎকালে কষপাষাণ-স্থিত সুবর্ণ-রেখার ন্যায় বুদ্ধি ব্রহ্মকে বিশেষ রূপে জানিতে পারে। মন ইন্দ্রিয়-বিষয় রূপাদির প্রদর্শক হইয়া প্রথমত অখণ্ড প্রকাশ-দ্বারা তিরোভূত হয়, পরিশেষে ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমুদয়কে অপেক্ষা না করিয়া রূপাদি-বিহীন নির্গুণ ঈশ্বরের প্রদর্শক হইয়া থাকে। জীব ইন্দ্রিয় দ্বার সমুদয় পিধান-পূর্ব্বক সংকল্প-মাত্র মনো-মধ্যে অবস্থান করিয়া পরিশেষে সংকল্পকেও বুদ্ধি-মধ্যে বিলীন করত একাগ্রতা-দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অপঞ্চীকৃত ভূতসংজ্ঞক শব্দ তন্মাত্র-প্রভৃতির সুষুপ্তিকালে ক্ষয় হইলে যেমন পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারে লীয়মানা বুদ্ধি স্বকীয় কার্য্য ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে গ্রহণ-পূর্ব্বক মনোমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেই অহঙ্কারচারিণী বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হইয়া যখন মনোমধ্যে অবস্থান করে, তখন সে লবণোদক বা, মধুর সলিল—ন্যায়ে অথবা, রূপান্তর প্রাপ্ত কুণ্ডলের স্বর্ণত্ব সদৃশ মনই হইয়া থাকে।

ধ্যান-দ্বারা সর্ব্বোৎকর্ষশালী অহঙ্কারাত্মক মন যখন রূপাদি-বিশিষ্ট বিষয়-সমুদয়ের সহিত সত্ত্বাদি গুণ-সম্বলিত হয়, তৎকালে সর্ব্বগুণাত্মক অব্যক্তকে

অবলম্বন-পূর্ব্বক নির্গুণ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অব্যক্ত সৎও নহে এবং অসৎও নহে; অতএব তাহার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকৃত নিদর্শন নাই। যাহাকে বাক্য-দ্বারাও ব্যক্ত করা যায় না, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ বিষয় প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে? সুতরাং আলোচনা-বশত ধ্যান জন্য সাক্ষাৎকার, মনন-নামক যুক্তির অনুসন্ধান, শম দমাদি গুণগণ, জাত্যুচিত স্ব-ধর্ম্ম-প্রতিপালন এবং বেদান্ত-বাক্য শ্রবণ-জনিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। পরমাত্মা গুণহীন, অতএব তৎ প্রাপ্তির উপায়কেও বাহ্যে গুণহীনভাবে অনুসরণ করিবে; তিনি স্বভাবত নির্গুণ বলিয়া তর্ক-দ্বারা তাঁহারে জানা যায় না। ইন্ধন-স্থিত হুতাশনের ন্যায় বিষয়-সঞ্চারিণী বুদ্ধি নির্ব্বিষয় হইলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, সবিষয় হইলে ব্রহ্মের সন্নিধান হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। সুষুপ্তি সময়ে ইন্দ্রিয়গণ যেমন স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে একান্তত বিমুক্ত হইয়া রহিয়াছেন।

এইরূপে প্রকৃতি হইতে চিদাভাস-সংজ্ঞক শরীরিসকল কর্ম্ম-ফলানুসারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, কালক্রমে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, বিষয়-সমুদয়, ইন্দ্রিয়বর্গ, অহংকার ও অভিমান, এই সকলেরই অবশ্য বিনাশ হয় বলিয়া ভূত-সংজ্ঞা হইয়াছে। অপ্রাকৃত অব্যক্ত হইতে এই ভূত-সমূহের প্রথম সৃষ্টি হইয়া থাকে, অনন্তর বীজাঙ্কুর ন্যায়ানুসারে পঞ্চ মহাভূত-রূপ বিশেষ পদার্থ, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও অহংকার প্রকৃতি-কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত হয়। ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেয় এবং অধর্ম্ম হইতে অকল্যাণ হইয়া থাকে; রাগবান্ ব্যক্তি লয়কালে প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, বিরক্ত মানব জ্ঞানবান্ হইয়া বিমুক্ত হয়েন।

মনু বৃহস্পতি সংবাদে পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২০৫ ॥

মনু কহিলেন, যৎকালে পঞ্চ ইন্দ্রিয় শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ও মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিগৃহীত হয়, তখন মণি-মধ্যে অর্পিত সূত্রের ন্যায় ব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সূত্র যেমন সুবর্ণমালা-মধ্যে বর্ত্তমান রহে, তেমনি মুক্তা, প্রবাল, মৃণ্ময় ও রজতময় মালাতেও অনুস্যূত হয়; এই দৃষ্টান্তানুসারে জীব স্বকীয় কর্ম্মফল-দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য, গজ, মৃগ, কীট, পতঙ্গ-প্রভৃতিতে আসক্ত-চিত্ত হইয়া থাকে। জীব যে যে শরীর-দ্বারা যে যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে, তৎ তৎ শরীর-দ্বারা তৎ তৎ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। যেমন একরসা ভূমি ওষধি সকলের প্রয়োজনানুসারিণী হয়, তদ্রূপ কর্ম্মানুগামিনী বুদ্ধি অন্তরাত্মাকে দর্শন করে। বুদ্ধি-পূর্ব্বক লিপ্সা হয়, লিপ্সা হইলে অভিসন্ধি জন্মে, অভিসন্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্ম এবং কর্ম্ম-মূলক ফল হইয়া থাকে; অতএব ফলকে কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মকে জ্ঞেয়াত্মক, জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞানাত্মক এবং জ্ঞানকে চিৎ ও জড়রূপে সদসদাত্মক জানিবে। চিৎ ও জড়গ্রন্থি-রূপ জ্ঞান, দেহাদি-রূপ ফল, বুদ্ধি-রূপ জ্ঞেয় এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সকলের ক্ষয়াবসানে যে ফল হইয়া থাকে, তাহাই দিব্য ফল এবং জ্ঞেয় বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-স্বরূপ। যোগিগণ যাহা অবলোকন করেন, সেই নিত্যসিদ্ধ মহত্তত্ত্বই পরম শ্রেষ্ঠ, বিষয়াসক্ত-বুদ্ধি অবোধ মানবগণ সেই বুদ্ধিস্থ মহৎ পদার্থকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

রূপ অপেক্ষা জলের রূপ মহৎ, জলসকল হইতে তেজ মহত্তর, তেজ অপেক্ষা পবন মহান্, পবন হইতে গগণ মহৎ, মন তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর, মন অপেক্ষা বুদ্ধি মহতী, বুদ্ধি হইতে কাল মহান্ হইয়া থাকে, কাল অপেক্ষা সেই ভগবান্ বিষ্ণু মহত্তম; এই সমস্ত জগৎ যাঁহার সৃষ্ট, সেই দেবের আদি, মধ্য ও অন্ত, কিছুই নাই। সেই ভগবান্ অনাদি, মধ্যহীন ও অনন্ত, এজন্য তিনি অব্যয়, অর্থাৎ অপক্ষয়-শূন্য; তিনি সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিয়া আছেন, দুঃখই জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় বিভাগবৎ অন্ত-বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হয়। যাহা হউক,

সেই ভগবান্‌ই পরব্রহ্ম-রূপে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয়ই পরম পদ, ইহা অবগত হইয়া অনিত্য দুঃখময় কালের বিষয় হইতে বিমুক্ত ব্যক্তিগণ মুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত শুদ্ধ-চিদাত্ম-স্বরূপ মুক্ত পুরুষগণ প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার-রূপ গুণ-সমুদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; পরব্রহ্ম নির্গুণত্ব-নিবন্ধন প্রাগুক্ত গুণগণ হইতে পরম উৎকৃষ্ট; শম, দম, উপরমাদি-রূপ নিবৃত্তি লক্ষণ নির্ব্বিকল্পক ধর্ম্ম জ্ঞাত হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে।

ঋক্, যজু ও সামবেদ সমুদয় লিঙ্গ-শরীর সকলকে আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান রহে, ইহারা যত্ন-সাধ্য হইয়াও বিনাশী হয়; কিন্তু ব্রহ্ম, শরীর অবলম্বন-পূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেও যত্ন-সাধ্য নহেন; যেহেতু তাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। ঋক্, যজু ও সাম সকলের আদি কথিত আছে এবং যাহাদিগের আদি আছে, তাহাদিগেরই অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্মের আদি কেহই স্মরণ করেন নাই। ব্রহ্মের আদি নাই ও অন্ত নাই বলিয়া তিনি অব্যয় ও অনন্ত; অব্যয় বলিয়া তাঁহাতে দুঃখ নাই এবং দুঃখ নাই বলিয়া তাঁহার মান অপমান-প্রভৃতি কিছুই নাই। মানবগণ যে পথ-দ্বারা পরব্রহ্মের নিকটে গমন করিতে পারে; অদৃষ্ট, অনুপায় ও কর্ম্মের প্রতিবন্ধ-নিবন্ধন সেই পথ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। বিষয় সমুদয়ে সংসর্গ এবং যোগস্থল-স্থিত যোগীর সংকল্প-মাত্রে সমুপস্থিত পদার্থের দর্শন-নিবন্ধন অবিরক্ত যোগী মনে মনে যোগৈশ্বর্য্য সুখ অভিলাষ করত পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। অপরে বিষয় দর্শন করিলেই তাহা উপভোগ করিতে অভিলাষ করে; অতএব বিষয়াভিলাষি জনগণ পরব্রহ্ম নির্ব্বিষয় বলিয়া তাঁহাকে জানিতে আকাঙ্ক্ষা করে না।

যে ব্যক্তি মূঢ়তা-বশত বাহ্য বিষয়ে একান্ত আসক্ত হয়, সে যোগিগণের প্রাপ্য বিষয় কি প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারে? অতএব ধূম-দ্বারা বহ্নির অনুমানের ন্যায় সত্য কামত্ব-প্রভৃতি আন্তরিক গুণগণ-দ্বারা অনুমান-হেতু পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা ধ্যান-নির্ম্মল সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারি; কিন্তু বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই না; যেহেতু উপাদান ও উপাদেয়ের অভেদ-নিবন্ধন ঘটাদি-রূপ মন চক্ষুরাদি-রূপ মন-কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়া থাকে এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভেদ-বশত বিষয়াকারে পরিণত দর্শনের দর্শন-দ্বারাই জ্ঞান জন্মে। ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি-রূপ জ্ঞান-দ্বারা দেহাদিতে আত্ম-ভ্রম জন্য কলুষিতা বুদ্ধিকে নির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্ব সংশয়-বিরহিত করত বুদ্ধি-দ্বারা মন এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে নির্ম্মল করিয়া ক্ষয়-বিরহিত চৈতন্য-মাত্র পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ধ্যান-পরিপাক-সমুত্থিত-বুদ্ধি-বিহীন মানব বিচারাত্মক মনের দ্বারা সমৃদ্ধ অর্থাৎ শ্রবণ মনন-বিশিষ্ট হইয়া অপ্রাপ্ত প্রার্থনা-বিরহিত নির্গুণ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন এবং বায়ু যেমন কাষ্ঠান্তর্গত হুতাশনকে উদ্দীপিত না করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অপ্রাপ্ত প্রার্থনা-দ্বারা ব্যাকুলচিত্ত মানবগণ আত্মাকে অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। বিষয় সমুদয় আত্মাতে প্রবিলাপিত হইলে মন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মকে অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং বিষয় সকলের পৃথক্ রূপে জ্ঞান হইলে মন সকল কালেই বুদ্ধি-কল্পিত ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে; অতএব আত্মাতে বিষয় সকলের প্রবিলাপন বিধানে যিনি প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি বিষয় সমুদয়ের বিনাশ হইলে ব্রহ্ম-শরীরে বিলীন হয়েন।

বাক্য মনের অগোচর অব্যক্ত পুরুষ *নির্লিপ্ত* হইয়াও দেহাদি উপাধি সম্বন্ধ-নিবন্ধন কর্ম্ম-সমবায়ীর ন্যায় দৃষ্ট হয়েন, পরিশেষে অন্তকালে তিনি অব্যক্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই আত্মা বৃদ্ধিশীল গ্লানি-যুক্ত প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের সহিত অসংসৃষ্ট থাকিয়া

সংস্কৃতের ন্যায় স্ব স্ব-রূপে অবস্থিতি করেন। এই চিদাভাস সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত এবং লিঙ্গ-শরীর প্রাপ্ত হইয়া স্থূলদেহাকারে পরিণত পঞ্চভূতকে আশ্রয় করে; কিন্তু বিম্বভূত অব্যয় অন্তর্যামীর সম্পর্ক-বিহীন হইলে অসামর্থ্য-বশত গমনাদি কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না।

মনুষ্য এই পৃথিবীর অন্ত অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু ইহার অন্ত অবশ্যই আছে, ইহা অবগত হইয়া থাকে। অর্ণবস্থ পোত যেমন বায়ু-দ্বারা ইতস্তত বিচলিত হইয়া বায়ু-দ্বারাই পর পার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম-দ্বারা উহ্যমান সংসার সাগরস্থ জীব-রূপ পোতকে কর্ম্ম সকলই চিত্তশুদ্ধি-প্রভৃতি উৎপাদন-দ্বারা পরম পারে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। দিবাকর যেমন কিরণমালা দ্বারা জগদ্ব্যাপিত্ব গুণ উপার্জ্জন-পূর্ব্বক অন্তকালে রশ্মিমণ্ডল অপগত হইলে নির্গুণ হয়েন, তদ্রূপ জীব ইহলোকে মনন-শীল ও সুখ দুঃখে নির্ব্বিশেষ হইয়া গুণ-বিরহিত অব্যয় ব্রহ্মে প্রবেশ করে।

মনুষ্য সংসারমণ্ডলে পুনরাবৃত্তি-রহিত সুকৃত-শালিগণের পরম গতি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ অবিনাশি আদি মধ্য অন্তহীন অপরিণামি বিচলন-বিবর্জ্জিত স্বয়ম্ভু পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।

মনু বৃহস্পতি সংবাদে ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২০৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আকাশাদি পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ, কার্য্য-মাত্রের কর্ত্তা, উৎপত্তি-হীন, সর্ব্বব্যাপী, দেহধর্ম্ম-জরাদি-দ্বারা অপরাজিত, পৃথিবী-পালক, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী, সাগর-সলিলশায়ী, পুণ্ডরীক-লোচন কেশবের স্বরূপ আমি প্রকৃত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে তাত যুধিষ্ঠির! জমদগ্নি-নন্দন রাম, মহর্ষি নারদ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রমুখাৎ আমি এই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম। অসিত দেবল, মহাতপা বাল্মীকি এবং মার্কণ্ডেয় শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে সুমহৎ অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী কেশবই অন্তর্যামি-রূপে সকলের নিয়ন্তা, সেই বিভুই সর্ব্বময় পুরুষ, ইহা বহু প্রকারে শ্রুত হইয়া থাকে; কিন্তু লোকে ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা মাধবের যে সমস্ত কার্য্য অবগত আছেন, তাহা অনন্ত হইলেও তন্মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র মাহাত্ম্য কহিতেছি শ্রবণ কর।

হে নরবর! পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ গোবিন্দের যে সমুদয় কর্ম্ম কহিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি তাহাই কীর্ত্তন করিব। সর্ব্বভূতময় মহাত্মা পুরুষোত্তম বায়ু জ্যোতি, জল, আকাশ ও পৃথিবী, এই পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সর্ব্বভূতেশ্বর মহানুভাব প্রভু পুরুষোত্তম পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া সলিল-মধ্যেই শয়ন করিয়াছিলেন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সর্ব্বতেজোময় পুরুষোত্তম সলিল-মধ্যে শয়ান থাকিয়া সর্ব্ব জীবের আশ্রয় এবং সর্ব্বভূতের অগ্রজ অহঙ্কারকে মনের সহিত উৎপাদন করেন, সেই অহঙ্কারই ভূত সমুদয় ও ভূত, ভবিষ্যৎ উভয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

হে মহাবাহো! অনন্তর, সেই মহানুভাব অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হইলে ভগবানের নাভি-মধ্যে ভাস্কর-প্রতিম এক দিব্য পদ্ম উৎপন্ন হইল। হে তাত! সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা দিক্ সমুদয় সমুজ্জ্বল করত সেই পুষ্কর-মধ্যে সমুৎপন্ন হইলেন। হে মহাবাহো! সেই মহাত্মা ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলে তমোগুণের প্রথম-কার্য্যভূত যোগ-বিঘাতক মধুনামা মহাসুর জন্ম গ্রহণ করিল। সেই উগ্রমূর্ত্তি ও উগ্র-কর্ম্মা মহাসুর ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইলে চিদাত্মা পুরুষোত্তম ব্রহ্মার উন্নতি সাধন করত সেই দানবকে নিহত করিলেন। উক্ত অসুরের বধ-সাধন-

হেতু তদবধি সমস্ত দেব, দানব ও মানবগণ সর্ব্ব-যোগিগণের পরমোৎকৃষ্ট ভগবান্‌কে 'মধুসূদন' বলিয়া থাকেন।

অনন্তর, ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও দক্ষ, এই সাত জন মানস-পুত্রের সৃজন করেন। হে তাত! অগ্রজ মরীচি কশ্যপ-নামক জ্যেষ্ঠ মানস-পুত্রের উৎপাদন করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা অঙ্গুষ্ঠ হইতে মরীচি নামক যে অগ্রজ মানস-পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও যিনি তেজস্বী ও ব্রহ্মবিৎ তাঁহারই নাম দক্ষ প্রজাপতি। হে ভারত! সেই দক্ষ প্রজাপতির প্রথমে ত্রয়োদশ দুহিতা জন্মে, দিতি তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা। সর্ব্বধর্ম্ম-বিশেষবিৎ পবিত্র-কীর্ত্তি মহাযশস্বী মরীচি-তনয় কশ্যপ তাঁহাদিগের সকলেরই স্বামী হইয়াছিলেন। মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ প্রজাপতি দক্ষ উক্ত কন্যাগণের অবরজা অপর দশটি কন্যা উৎপাদন-পূর্ব্বক ধর্ম্মকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

হে ভারত! বসুগণ, অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন রুদ্রগণ, বিশ্ব-দেবগণ, সাধ্যগণ ও মরুদ্গণ ধর্ম্মের পুত্র। প্রজাপতি দক্ষের উক্ত ত্রয়োবিংশ দুহিতার অবরজা অপর সপ্ত বিংশতি কন্যা জন্মিয়াছিল; মহাভাগ চন্দ্রমা তাঁহাদিগের সকলেরই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কশ্যপের অপর পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরগ, পশু, পক্ষী, কিংপুরুষ, মৎস্য, উদ্ভিজ্জ ও বনস্পতি সমুদয় প্রসব করিয়াছিলেন। অদিতি হইতে দেবশ্রেষ্ঠ মহাবল আদিত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন; ভগবান্ বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিয়ন্তা হয়েন। তাঁহার বিক্রম প্রভাবে দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং দিতি তনয় অসুরগণ ও দনু-নন্দন দানব সকল পরাভূত হইয়াছিল। দনু বিপ্রচিত্তি-প্রভৃতি দানবগণের সৃষ্টি করেন; দিতি হইতে মহাবল অসুর-সকল জন্ম পরিগ্রহ করে। মধুসূদন বিষ্ণু ঋতু অনুসারে দিবা রাত্রির বিভাগ, পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ-প্রভৃতি সৃজন করিয়াছিলেন; তিনি আলোচনা করিয়া মেঘ-সমুদয় ও স্থাবর জঙ্গম জীব-সমন্বিত অখণ্ড ভূমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! অনন্তর, মহাভাগ প্রভু মধুসূদন পুনরায় মুখ হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে অনন্ত ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে শত শত বৈশ্য এবং পদযুগল হইতে অপরিমিত শূদ্র-জাতির সৃজন করিয়াছিলেন। সেই মহাতপস্বী ভগবান্ এইরূপে স্বয়ং বর্ণ-চতুষ্টয়ের উৎপাদন-পূর্ব্বক বিধাতাকে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিই বেদ-বিদ্যা বিধাতা অমিতদ্যুতি ব্রহ্মাকে এবং ভূতগণ ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ বিরূপাক্ষকে সৃজন করিয়াছিলেন। সর্ব্বভূতাত্মা মধুসূদন পাপাত্মাদিগের শাসিতা প্রেতরাজকে, নিধিরক্ষক ধনেশ্বরকে এবং জলজন্তুগণের অধিপতি জলেশ্বর বরুণকে সৃজন করেন, আর বাসবকে সমস্ত দেবগণের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। মানবগণের দেহ ধারণ নিমিত্ত যাহার যে প্রকার অভিলাষ ছিল, সে, সেই রূপেই জীবিত থাকিত; তাহাদিগের যম জন্য ভয় ছিল না।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদানীং তাহাদিগের মৈথুনধর্ম্ম ছিল না, সংকল্প বশতই অপত্য উৎপন্ন হইত। হে জননাথ! অনন্তর, ত্রেতাযুগের সময় স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর স্পর্শ-বশত সন্তান জন্মগ্রহণ করিত; তাহাদিগেরও মৈথুন ধর্ম্ম ছিল না। রাজন্! পরিশেষে দ্বাপরযুগে প্রজাগণের মৈথুনধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয় এবং কলিযুগে মানবগণ দ্বন্দ্বরূপে মিলিত হইয়াছে। হে তাত নরশ্রেষ্ঠ কুন্তী-তনয়! এই ভগবান্‌ই ভূতপতি ও সর্ব্বাধ্যক্ষ-রূপে উক্ত হয়েন।

যাহারা গৃহনির্ম্মাণাদি না করিয়া উদাসীন-ভাবে অবস্থান করিত, সম্প্রতি তাহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দক্ষিণা-পথে জাত অন্ধ্রক সমুদয়, গুহ উপাধিধারি চণ্ডাল জাতি-বিশেষ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক জাতিগণ পূর্ব্বে উদাসীনভাবে অবস্থিত করিত। অপর যাহারা উত্তরা-

পথে জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের বিষয়ও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্ব্বরগণ, ইহারা সকলেই পাপাচার হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। হে নরনাথ! ইহাদিগের ধর্ম্ম চণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রের সমান। হে তাত ভরতশ্রেষ্ঠ। ইহারা সত্যযুগে এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিত না; ত্রেতাযুগ অবধি এই সকল লোক বৃদ্ধিশীল হইয়াছে।

অনন্তর, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের মহাঘোরতর সন্ধি কাল উপস্থিত হইলে নৃপগণ পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহে একান্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। হে কুরুবর। মহাত্মা বিষ্ণু নিত্যসিদ্ধ হইলেও এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব্বলোকদর্শী দেবর্ষি নারদ ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয়ে এইরূপ কহিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু নরনাথ! মহর্ষি নারদও শ্রীকৃষ্ণের পরম নিতান্ত মান্য করিয়াছেন। এই মহাবাহু সত্যবিক্রম পুণ্ডরীকাক্ষ কেশব এইরূপ অচিন্তনীয়, ইনি সাধারণ মনুষ্য নহেন।

সর্ব্বভূতোৎপত্তি বিষয়ক সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২০৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কে কে প্রজাপতি ছিলেন এবং কোন্ কোন্ মহাভাগ ঋষিগণই বা, প্রত্যেকে কোন্ কোন্ দিকে বাস করিতেন?

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহলোকে যাঁহারা প্রজাপতি ছিলেন এবং যে সমুদয় ঋষিগণ যে যে দিকে বাস করিতেন, এই বিষয় তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা শ্রবণ কর। একমাত্র আদি পুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু ও সনাতন; সেই মহাত্মা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সাত পুত্র, তাঁহাদিগের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং স্বয়ম্ভুর সদৃশ মহাভাগ বশিষ্ঠ; ইহাঁরা সাত জন প্রজাপতি বলিয়া পুরাণে নির্ণীত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের পর যে সকল প্রজাপতি ছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় কহিতেছি। অত্রিবংশে সনাতন ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হি সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতে দশ প্রচেতা উৎপন্ন হয়েন, দক্ষ নামক প্রজাপতি তাঁহাদিগের দশ জনের একমাত্র তনয়; লোক-মধ্যে তাঁহার দক্ষ এবং কশ্যপ এই দুই নাম কথিত আছে। মরীচির পুত্র কশ্যপ, তাঁহার দুইটি নাম, কেহ কেহ তাঁহাকে অরিষ্টনেমি, অপরে কশ্যপ বলিয়া জানে। যিনি দিব্যপরিমাণে সহস্র যুগ উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ রাজা সোম অত্রির ঔরস-জাত। ভগবান্ অর্য্যমা-প্রভৃতি কশ্যপের যে সমুদয় তনয় আছেন, তাঁহারা সকলেই জগৎস্রষ্টা ও আজ্ঞাপয়িতা।

হে অচ্যুত! শশবিন্দুর দশ সহস্র ভার্য্যা, সেই এক এক ভার্য্যাতে এক এক সহস্র সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল; এইরূপে সেই মহাত্মার লক্ষ সন্তান হয়। তাঁহারা সেই পুত্রগণ হইতে অন্য কাহাকেও প্রজাপতি করিতে ইচ্ছা করেন নাই। প্রাচীন বিপ্রগণ প্রজাদিগকে শাশবিন্দবী বলিয়া থাকেন; প্রজাপতির সেই মহাবংশ হইতে বৃষ্ণিবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত যশস্বিগণ প্রজাপতি-রূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, অতঃপর যে সকল অমরগণ ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তাঁহাদিগের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর।

ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, মহাবল বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য কশ্যপের আত্মজ। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় নাসত্য ও দস্র নামে অভিহিত হয়েন, ইহাঁরা মহাত্মা অষ্টম মার্ত্তণ্ডের আত্মজ। পূর্ব্বে উহাঁরা ও বিবিধ সুরগণও পিতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাযশস্বী শ্রীমান্ বিশ্বরূপ ত্বষ্টার আত্মজ। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ রৈবত, বহুরূপ হর, সুরেশ্বর ত্র্যম্বক, সাবিত্র্য জয়ন্ত এবং অপরাজিত পিণাকী, এই মহাভাগ সকল পূর্ব্বে অষ্টবসু-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এবম্বিধ সমস্ত দেবগণ প্রজা-

পতি মনুর আত্মজ; ইহাঁরা পূর্ব্বে সুরগণ ও পিতৃগণ, এই দ্বিবিধ রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সিদ্ধ ও সাধ্য এই উভয়ের মধ্যে এক জন শীল-নিবন্ধন অন্য যৌবন-বশত ঋভুগণ ও মরুদ্গণ নামে দেবগণের আদিগণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এই ত বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনী-তনয়-দ্বয় কথিত হইলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য এবং উগ্র তপস্যায় অভিনিবিষ্ট অশ্বিন-দ্বয় শূদ্ররূপে স্মৃত হইয়াছেন, আর অঙ্গিরার আত্মজ দেবগণ ব্রাহ্মণ, ইহা নিশ্চিত আছে; এই ত সমস্ত দেবগণের চাতুর্ব্বর্ণ্য কীর্ত্তিত হইল। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত এই সমস্ত দেবগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি স্বকৃত বা, অন্যকৃত সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।

যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাক্ষীবান্ এবং বল এই কয়েক জন অঙ্গিরার পুত্র। মহর্ষি কণ্ব ও বর্হিষদ মেধাতিথির পুত্র। হে তাত! ত্রৈলোক্য ভাবন সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থান করেন। উন্মুচ, বিমুচ, বীর্য্যবান্ স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, দৃঢ়ব্রত ভগবান্ ইধ্মবাহ এবং মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপবান্ অগস্ত্য এই সমস্ত ব্রহ্মর্ষিগণ নিয়ত দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, বীর্য্যবান্ পরিব্যাধ, মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত এবং অত্রির পুত্র ভগবান্ নিগ্রহানিগ্রহ-সমর্থ সারস্বত, এই সমস্ত মহাত্মারা পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া আছেন। আত্রেয়, বশিষ্ঠ, মহর্ষি কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিক-তনয় বিশ্বামিত্র এবং মহাত্মা ঋচীকের পুত্র ভগবান্ জমদগ্নি, এই সাত জন ঋষি উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। যে দিকে যাঁহারা অবস্থিতি করিয়া আছেন, সেই সমস্ত তিগ্ম-তেজা ঋষিগণ কীর্ত্তিত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই জগৎ সৃষ্টি-কার্য্যে সমর্থ, মহাত্মা ও সাক্ষি-স্বরূপ; এইরূপে এই মহাত্মারা প্রত্যেক দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছেন। মনুষ্য ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়; ইহাঁরা যে যে দিকে অবস্থিতি করিয়া আছেন, মনুষ্য সেই দিকের শরণাগত হইলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত ও স্বস্তিমান্ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন।

স্বস্তিকে অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২০৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে সত্যপরাক্রম মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আমি অব্যয় ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিস্তারিত-রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে পুরুষপ্রবর! এই শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সুমহৎ তেজ এবং যে প্রকার পুরাকৃত কর্ম্ম, তৎ সমুদয় আপনি প্রকৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। হে মহাবল! ভগবান্ তির্য্যক্ যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া কোন্ কার্য্যের জন্য কিরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, পুরাকালে আমি মৃগয়া যাত্রা করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, তথায় উপনীত হইয়া সহস্র সহস্র মুনিগণকে সমাসীন দেখিলাম। অনন্তর, তাঁহারা মধুপর্ক-দ্বারা আমার অতিথি-সৎকার করিলেন; আমি তাঁহাদিগের সেই সৎকার গ্রহণ করিয়া ঋষিগণকে অভিনন্দন করিলাম। সেই স্থানে মহর্ষি কশ্যপ-কর্ত্তৃক এই চিত্তোল্লাসিনী দিব্য কথা কথিত হইয়াছিল, তুমি একমনা হইয়া সেই কথা শ্রবণ কর।

পুরাকালে ক্রোধ লোভ-সমন্বিত বল-দর্পিত নরক প্রভৃতি শত শত দানবশ্রেষ্ঠ মহাসুর সকল এবং অন্যান্য যুদ্ধদুর্ম্মদ বহুল দানব-কুল দেবগণের পরম সমৃদ্ধি সন্দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়াছিল। রাজন্! দেবগণ ও দেবর্ষিগণ দানবগণ-কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া ইতস্তত অবস্থিত হইয়াও সুখ লাভে সমর্থ হয়েন নাই। দেবতারা ঘোররূপ মহাবল দানব-সমূহ-কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ পৃথিবীকে নিতান্ত পীড়িত অবলোকন করিলেন। বসুমতী তৎকালে নিতান্ত ভারাক্রান্ত অপ্রহৃষ্ট ও দুঃখিত হইয়া নিমগ্ন হইতেছেন—দেখিয়া অদিতি-নন্দন সুরগণ একান্ত ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন ব্রহ্মন্!

আমরা দানবদিগের দারুণ পীড়ন কি প্রকারে সহ্য করিব?

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সুরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি এ বিষয়ে বিধি প্রদান করিয়াছি; বরপ্রভাবে বলোন্মত্ত একান্ত মূঢ় দানবগণ, অমরগণেরও অধর্ষণীয় বরাহ-রূপী ভগবান্ অব্যক্ত-দর্শন বিষ্ণুকে জানে না। সেই সমস্ত সহস্র সহস্র ঘোরতর দানবাধমেরা ভূমির অন্তর্গত হইয়া যে স্থানে বাস করিতেছে, এই বরাহ-রূপী বিষ্ণু বেগ-প্রভাবে তথায় গমন-পূর্ব্বক সেই সমুদয় দানবকে সংহার করিবেন।

সুরগণ ব্রহ্মার সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন। অনন্তর, মহাতেজা বিষ্ণু বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া দিতিজ-গণের প্রতি ধাবিত হইলেন। কালমোহিত দৈত্যগণ, সহসা বল-সহকারে একত্র হইয়া সেই অমানুষ সত্ত্ব অবলোকন-পূর্ব্বক স্থিরতর-ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর, তাহারা সকলেই এককালে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমুখে গমন-পূর্ব্বক সেই বরাহকে ধারণ করিল এবং চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। রাজন্! মহাবীর্য্য-বলোন্মত্ত সেই সমুদয় মহাকায় দানবেন্দ্র-গণ তৎকালে তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। পরিশেষে সেই সমস্ত দানবেন্দ্রগণ ভীত ও বিস্মিত হইল এবং সহস্র বার আপনাকে সংশয়াস্পদ বলিয়া জ্ঞান করিল।

হে ভরতসত্তম! অনন্তর, যোগ-সহায় যোগাত্মা দেবাদিদেব ভগবান্ যোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক দৈত্য-দানবদিগকে ক্ষোভিত করত উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিলেন; সেই নিনাদ-দ্বারা সমুদয় লোক ও দশ দিক্ সংনাদিত হইল। সেই সন্নাদ শব্দ-দ্বারা লোক সকলের অন্তঃকরণে ক্ষোভ জন্মিল, ইন্দ্রাদি দেবগণ নিতান্ত ত্রাসান্বিত হইলেন, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সেই শব্দ-দ্বারা মোহিত হইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। অনন্তর, সমস্ত দানবগণ সেই শব্দে ভীত, বিষ্ণুতেজে বিমোহিত ও গতাসু হইয়া পতিত হইল। বরাহ-রূপী ভগবান্ রসাতলে গমন করিয়াও খুর-দ্বারা ত্রিদশ-দ্বেষি দানব-দলের মাংস, মেদ ও অস্থি সমুদয় বিদারণ করিয়া দিলেন। সেই ভূতরাট্ ভূতাচার্য্য মহাযোগী পদ্মনাভ বিষ্ণু সেই মহানাদ-দ্বারা সতত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ চেষ্টা করেন, এই জন্য সনাতন নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অনন্তর, দেবতারা সকলেই পিতামহের নিকট গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া সেই মহাত্মারা জগৎপতিকে কহিলেন, হে দেব! হে প্রভো! এই নিনাদ কি প্রকার, আমরা তাহা জানিতে সমর্থ নহি; এ কি শব্দ! কাহারই বা শব্দ, যদ্দ্বারা জগৎ বিহ্বল হইয়াছে? দেবগণ ও দানব সকল এই শব্দের প্রভাবে মোহিত রহিয়াছে!!

হে মহাবাহো! ইত্যবসরে বরাহ-রূপধারী বিষ্ণু মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। পিতামহ কহিলেন, এই মহাকায় মহাবল মহাযোগী ভূতাত্মা ভূতভাবন সর্ব্বভূতেশ্বর আত্মার আত্মা মননশীল দানবারি কৃষ্ণ, প্রধান প্রধান দানব-গণকে নিহত করিয়া সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ করিয়াছেন; অতএব তোমরা সকলে স্থির হও। এই অপরিমিত প্রভাব-সম্পন্ন মহাদ্যুতি মহাভাগ মহাযোগী ভূত-ভাবন মহাত্মা পদ্মনাভ অন্যের অশক্য অতিশয় সাধু-কার্য্য সমাধান করিয়া স্ব-স্বভাবে সমাগত হইয়াছেন। অতএব হে সুরসত্তমগণ! তোমাদিগের শোক, সন্তাপ, অথবা ভয় করিবার আবশ্যক নাই। ইহাই বিধি, ইহাই প্রভাব এবং ইহাই সংক্ষয়-কারক কাল-স্বরূপ; এই মহানুভাব ভগবান্ লোক সকলকে ধারণ করত ধ্বনি করিয়াছিলেন; সর্ব্বভূতের আদিভূত সমস্ত লোকের নমস্কৃত সেই মহাবাহু পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত ঈশ্বর এই বিদ্যমান রহিয়াছেন।

অন্তর্ভূমিবিক্রীড়িতে নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২০৯॥

* যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! আপনি আমার নিকটে মোক্ষ বিষয়ের পরম যোগ কীর্ত্তন করুন। হে বক্তৃবর! আমি উক্ত বিষয় প্রকৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম বলিলেন, গুরুর সহিত শিষ্যের মোক্ষবাক্য-সম্বলিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, প্রাচীনেরা সেই পুরাতন ইতিহাসকে এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া থাকেন। পরম মেধাবী কল্যাণার্থী একান্ত সমাহিত কোন শিষ্য, তেজোরাশি সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ঋষি-সত্তম মহানুভাব সুখোপবিষ্ট কোন আচার্য্য ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি যদি মদীয় উপাসনা-দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার যে কোন মহাসংশয় আছে, মৎ সকাশে তদ্বিষয়ক কীর্ত্তন করা আপনকার উচিত হইতেছে। হে দ্বিজসত্তম! আমি কোন্ উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আপনিই বা কোন্ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনি সেই পরম কারণের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করুন, আর উপাদান কারণ পঞ্চভূত-সকল সমান হইলেও কি কারণে ক্ষয় ও উদয় বিষমরূপে দৃষ্ট হয়? বেদে এবং লোকে যে বাক্য ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান আছে, আপনি সেই সমুদয় বিষয় প্রকৃতরূপে কীর্ত্তন করুন।

গুরু বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ শিষ্য! সমস্ত বিদ্যা ও আগম সকলের যাহা সম্পত্তি, যাহা বেদ-মধ্যে পরম গুহ্যভাবে বর্ণিত আছে, সেই অধ্যাত্ম বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ভগবান্ বাসুদেব সমস্ত বেদের আদিভূত প্রণব; তিনিই সত্য, জ্ঞান, যজ্ঞ, তিতিক্ষা, দম ও আর্জ্জব-স্বরূপ। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যে সনাতন পুরুষকে বিষ্ণু বলিয়া জানেন, তিনিই সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, অব্যক্ত, শাশ্বত ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্বিষয়ক ইতিহাস আমার নিকট শ্রবণ কর। অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন দেবদেব বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় সকল, বৈশ্যকে বৈশ্য সমুদয় এবং মহামনা শূদ্রকে শূদ্রেরা শ্রবণ করাইবেন। তুমি পরম কল্যাণকর কৃষ্ণের উপাখ্যান শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, অতএব তাহা শ্রবণ কর।

হে পুরুষপ্রবর! আদি এবং অন্তহীন যে পরম শ্রেষ্ঠ কালচক্র, তাহাকেই পণ্ডিতেরা অক্ষর অব্যক্ত অমৃত শাশ্বত ব্রহ্ম চৈতন্য-রশ্মি-দ্বারা সর্ব্বব্যাপী অন্নময়াদি পঞ্চ পুরুষের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। উৎপত্তি ও প্রলয়-লক্ষণ এই ত্রৈলোক্য চক্রারূঢ় পিপীলিকার ন্যায় সেই সর্ব্বভূতেশ্বরে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই পরিণাম-বিবর্জ্জিত পরম পুরুষ পুনরায় সৃষ্টি প্রারম্ভে মহদাদি কার্য্যের লয়-স্থান প্রকৃতিকে নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ এবং যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, অসুর ও মনুষ্য-গণকে সৃজন করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্র ও শাশ্বত লোক ধর্ম্ম সকল বিধান করিয়াছেন। ঋতুকালে পর্য্যায়ক্রমে যেমন নানারূপ ঋতু-চিহ্ন দৃশ্য হইয়া থাকে. অর্থাৎ প্রতিবৎসর বসন্ত-সময়ে রসাল তরু-গণ. গ্রীষ্মকালে মল্লিকা-সকল এবং বর্ষা-সময়ে কদম্ব পাদপ-সমুদয় নিয়মানুসারে পুষ্পিত হয়, তদ্রূপ যুগ-প্রারম্ভে জীবগণ নিজ নিজ পূর্ব্ব লক্ষণ ধারণ করিয়া থাকে। আদিযুগে কাল-সম্পর্ক-বশত যাহা যাহা প্রকাশ পায়, লোকযাত্রা-বিধান জন্য সেই সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্ব যুগে যাহা ছিল, যুগ-প্রারম্ভে মহর্ষিগণ প্রথমত স্বয়ম্ভু-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তপস্যা-দ্বারা ইতিহাসের সহিত সেই সমস্ত বেদ লাভ করিয়াছিলেন।

বেদবিৎ ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ এবং বৃহস্পতি বেদাঙ্গ সমুদয় বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন; অসুরাচার্য্য ভার্গব জগতের হিতকর নীতিশাস্ত্র কহিয়াছিলেন; মহর্ষি নারদ গন্ধর্ব্ববিদ্যা, ভরদ্বাজ ধনুর্বিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষি-চরিত এবং কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসা-শাস্ত্র, জানিয়াছি-

লেন। ঋষিগণ পরস্পর বিবদমান হইয়া ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা-দর্শন যাহা প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সমূহ-দ্বারা ঋষিগণ-কর্তৃক যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই উপাসনা কর। দেবগণ অথবা ঋষিগণ সেই আদি-কারণ-বিহীন পরব্রহ্মকে জানিতেন না; সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ জগদ্বিধাতা একমাত্র নারায়ণই তাঁহাকে জানিতেন। নারায়ণ হইতে ঋষিগণ, প্রধান প্রধান সুরাসুরগণ এবং প্রাচীন রাজর্ষিগণ সেই দুঃখরাশির মহৌষধ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন।

প্রকৃতি যখন পুরুষের আলোচিত মহদাদিকার্য্যের প্রসবোন্মুখী হয় তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্ম-যুক্ত জগৎ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান রহে। তৈলবর্ত্তিকাদি-হেতু-সত্ত্বে এক মাত্র দীপ হইতে যেমন সহস্র সহস্র দীপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে তদ্রূপ প্রকৃতি পূর্ব্বাদৃষ্ট-সমন্বিত মহদাদি-কার্য্য প্রসব করে। দীপের অসংখ্যতার ন্যায় মহদাদির অসংখ্যতা-বশত অপচয় হয় না। অব্যক্ত হইতে কর্ম্মজা বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে প্রসব করে, অহঙ্কার হইতে শব্দ তন্মাত্র আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে বসুধা সম্ভূত হইয়াছে। এই আটটি মূল প্রকৃতি, জগৎ এই সমুদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে। পুরুষাধিষ্ঠিত অষ্ট মূল প্রকৃতি হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং এক মাত্র মন উৎপন্ন হয়, এই ষোড়শ পদার্থকে ষোড়শ বিকার কহে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, চিত্ত এই সমুদয়ে ব্যাপকভাবে অবস্থিত আছে এবং মন সেই শব্দাদি সমস্ত-বিষয়ে শ্রোত্রাদিরূপে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহা বিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

রসজ্ঞান-বিষয়ে মনই এই জিহ্বা-স্বরূপ হয় এবং শব্দপ্রয়োগ-বিষয়ে মনই বাক্য-স্বরূপ হইয়া থাকে; মন বিবিধ ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মহদাদি ঘট পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপত্ব লাভ করে। দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ পদার্থকে বিভাগানুসারে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে, মানবগণ দেহ-মধ্যে অধ্যাসীন জ্ঞানকর্ত্তাকে উপাসনা করিয়া থাকে।

জলের কার্য্য জিহ্বা, পৃথিবীর কার্য্য নাসিকা, আকাশের কার্য্য শ্রোত্র, তেজের কার্য্য চক্ষু এবং বায়ুর কার্য্য ত্বক্ ইহা সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে জানিবে। পণ্ডিতেরা মনকে সত্ত্বের কার্য্য বলিয়া থাকেন; সত্ত্ব প্রকৃতি হইতে জন্মিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বভূতের আত্মভূত ঈশ্বরে উপাধিরূপে অবস্থিতি করে, এজন্য বুদ্ধিমান্ মানব তদ্বিষয়ক জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত সত্ত্ব-প্রভৃতি পদার্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে আশ্রয়-পূর্ব্বক ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যে দেব প্রকৃতি হইতেও পরমোৎকৃষ্ট পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রবৃত্তি-শূন্য কূটস্থ বলিয়া থাকেন। শব্দাদি-বিষয়-সমন্বিত, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক বুদ্ধি, মন, দেহ ও প্রাণ এই নবদ্বার পবিত্র-পুর আক্রমণ-পূর্ব্বক মহান্ আত্মা শয়ন করিয়া আছেন, এজন্য তাঁহাকে পুরুষ বলাযায়। তিনি অজর ও অমর, বেদে তাঁহাকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই উভয়রূপে বর্ণন করিয়া থাকে, তিনি সর্ব্ব-ব্যাপক এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট, তিনি সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বভূত ও সত্ত্বাদিগুণের আশ্রয়।

উপাধি-বশত হ্রস্বই হউক বা মহান্ই হউক, দীপ যেমন বাহ্যপদার্থ-মাত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে, জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষকে সর্ব্বজীবে সেইরূপ জানিবে। যাঁহার অধিষ্ঠান-বশত শ্রোত্র শব্দ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়, তিনিই শ্রবণ করেন এবং তিনিই দর্শন করেন, এই দেহ সেই শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত কারণ মাত্র, তিনিই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা। দারুগত

অগ্নি যেমন কাষ্ঠ ভেদ করিলে দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ শরীরস্থ আত্মাকে দেহ বিদারণ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না। উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক কাষ্ঠ মন্থন করিলে যেমন তন্মধ্যে অগ্নি অবলোকিত হয়, তদ্রূপ যোগরূপ উপায়-দ্বারা শরীরস্থ আত্মাকে এই শরীরেই অবলোকন করিতে পারা যায়। সরিৎ সমুদয়ে সলিল-সকল এবং সূর্য্যমণ্ডলে মরীচি-নিচয় যেমন নিয়ত সংযুক্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ শরীরিগণের দেহ-সমুদয় আত্মার সহিত সংযুক্ত আছে, যোগাভাবে দেহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়-সমন্বিত আত্মা স্বপ্নকালের ন্যায় মরণান্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে, ইহা শাস্ত্রদৃষ্টি-দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। জীব প্রথমত নিজকৃত বলবত্তর কর্ম্ম-দ্বারা প্রেরিত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে এবং কর্ম্ম-দ্বারাই দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্য যেমন দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক দেহ হইতে অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নিজ কর্ম্মানুসারে জন্ম-পরিগ্রহ-কারি অন্যান্য জীবগণ এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, ইহা পরে কীর্ত্তন করিব।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১০॥

ভীষ্ম কহিলেন, পণ্ডিতেরা স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ জীব-জাতকে অব্যক্ত-প্রভব ও অব্যক্ত নিধন বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জীবগণের দেহান্তর প্রাপ্তি এবং পূর্ব্ব দেহ বিয়োগ গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনের ন্যায় বিস্পষ্ট নহে। আত্মা অব্যক্ত, মন সেই অব্যক্ত আত্মার স্বরূপ, অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় আত্মাতেই কল্পিত, সুতরাং মনের লক্ষণও বিস্পষ্ট নহে। অতএব মনঃ কল্পিত উৎপত্তি নিধন ও অব্যক্ত, ইহা অবগত হওয়া উচিত। যেমন অশ্বত্থ-বীজের অন্তর্গত অতি ক্ষুদ্রঅংশ-মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষ অন্তর্ভূত থাকে, পরে কিয়ৎকালের জন্য তাহা ব্যক্তরূপে দৃশ্য হয়, অব্যক্ত হইতে দৃশ্যবস্তু-মাত্রের সম্ভব তদ্রূপ। অচেতন লৌহ যেমন অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বক পাষাণের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব-সংস্কার-হেতু কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রভৃতি তথা অজ্ঞানাদিও অভিব্যক্ত দেহের অনুগত হইয়া থাকে।

প্রাগুক্ত ন্যায়ানুসারে অবিদ্যাজনিত কাম কর্ম্ম বাসনা দেহ ও ইন্দ্রিয়-প্রভৃতি অচেতন পদার্থ সকল সর্ব্বতোভাবে সংহত হইয়া কারণ-স্বরূপ চেতয়িতা পরব্রহ্মের কারণত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকে এবং কারণ-স্বরূপ পরব্রহ্মের সকাশ হইতে সত্ত্ব, চিত্ত্ব ও আনন্দত্ব-প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম সকল সর্ব্বতোভাবে শরীরে সঙ্গত হয়, অর্থাৎ দেহান্তর প্রাপ্তি হইলে আত্মানাত্মগুণগণ পূর্ব্ববৎ সংহত হইয়া থাকে। ভূমি, আকাশ, স্বর্গ, ভূতগণ, প্রাণ-সমুদয়, শম ও কাম-প্রভৃতি কিম্বা এই সকল ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, পরেও ইহারা অজ্ঞানোপাধি সংহত জীবে সঙ্গত হইতে সমর্থ হইবে না, অর্থাৎ ভূমি-প্রভৃতি পদার্থ-সমুদয় নিত্যসিদ্ধ জীবের সহিত কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অনাদি নিত্য সর্ব্বগত মনের কারণ অনির্ব্বচনীয় আত্মার মনুষ্য-পশ্বাদি দেহে যে তাদাত্ম্য প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহা মায়াকার্য্য বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে।

জীব পূর্ব্ববাসনা-বশত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বাসনা-বশত কর্ম্ম এবং কর্ম্ম-বশত বাসনা এই অনবরত প্রবহমান অনাদি-নিধন মহৎ চক্র যে সংগ্রহ-দ্বারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, জীবস্বরূপ আত্মা বাসনা-সমূহে সংযুক্ত হইয়া সেই কার্য্যের সংগ্রহ করাইয়া থাকেন। অব্যক্ত বুদ্ধি বাসনা-সমূহ যাহার নাভি অর্থাৎ নাভির ন্যায় অন্তরঙ্গ, ব্যক্ত দেহেন্দ্রিয়-প্রভৃতি যাহার অর অর্থাৎ নাভি ও নেমির সন্ধান কারক কাষ্ঠ-সকলের ন্যায় বহিরঙ্গ, জ্ঞানক্রিয়া-প্রভৃতি বিকার সকল যাহার নেমি, অর্থাৎ নেমির ন্যায় ব্যাপক, রঞ্জনাত্মক রজোগুণ যাহার অক্ষ,

অর্থাৎ অন্ধের ন্যায় চালক; সেই জন্ম মরণ প্রবাহ-রূপ সংঘাত চক্র ক্ষেত্রজ্ঞ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অবিচলিতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তিলপীড়ক তৈলিকগণ যেমন স্নেহ-নিবন্ধন তিল-সকলকে চক্র-মধ্যে আক্রমণ-পূর্ব্বক পীড়ন করে, তদ্রূপ অজ্ঞান-সম্ভব সুখদুঃখ-ভোগ-সমুদয় রজোগুণের আক্রমণ-নিবন্ধন এই সংঘাতচক্রে সমস্ত জগজ্জনকে নিষ্পীড়ন করিতেছে। সেই সংঘাত-স্বরূপ চক্র ফল-তৃষ্ণা-বশত অভিমান-কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়া কর্ম্ম করে, কার্য্য ও কারণ এতদুভয়ের সংযোগ উপস্থিত হইলে সেই কার্য্যই কারণ-রূপে সমর্থিত হয়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় কার্য্য কারণের বিষমসত্তা-বশত কারণে কার্য্যের এবং কার্য্যে কারণের প্রবেশ সংঘটিত হয় না। কার্য্য-সমুদয়ের অভিব্যক্তি-নিমিত্ত অদৃষ্টাদি সহায়-বিশিষ্ট কালই হেতুরূপে সমর্থ হইয়া থাকে। কর্ম্মযুক্ত পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার-সকল পুরুষের অধিষ্ঠান-বশত সতত সংহত হইয়া রহে। ধূলি যেমন সমীরণ-দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব দেহ হইতে বিভ্রষ্ট জীব রাজস ও তামস-সংস্কার-সমন্বিত এবং কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা সংযুক্ত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞকে লক্ষ্য করত লোকান্তরে গমন করিয়া থাকে। নীরজস্ক বায়ু যেমন সরজস্ক হয় না, তদ্রূপ রজ, সত্ত্ব, তমোগুণ জন্য দেহেন্দ্রিয় ভূত সূক্ষ্ম ভাব-নিবহ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞা-প্রভৃতি আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। মহান্ আত্মা-কর্ত্তৃকও উক্ত ভাব সকল স্পৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ রজোহীন সমীরণে যেমন সরজস্কত্ব ভ্রান্তি হইয়া থাকে, আত্মাতে দেহাদি সঙ্গও তদ্রূপ ভ্রান্তির কার্য্য।

বিদ্বান্ ব্যক্তি বায়ু ও রজঃ-পটলের পৃথগ্‌ভাবের ন্যায় জীব ও আত্মার পৃথগ্‌ভাব অবগত হইয়াও দেহাদির সহিত আত্মার তাদাত্ম্য-জ্ঞানের অভ্যাস-বশত শুদ্ধ-স্বরূপ আত্মাকে জানিতে সমর্থ নহেন। আত্মা বিভু হইয়াও স্বভাবে বদ্ধ ইত্যাদি রূপে সমুৎপন্ন সন্দেহ-সকল ‘পুরুষ অসঙ্গ’ ইত্যাদি মন্ত্র-বর্ণ-কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মা দেহাতিরিক্ত ইহা জানিয়াও সাম্রাজ্য-কাম রাজা যেমন রাজসূয় যজ্ঞ-দ্বারা দেহে কৃত্রিম মূর্দ্ধাভিষিক্ত-লক্ষণ অপেক্ষা করেন, তদ্রূপ মুমুক্ষু মানব বিদ্যাসাধন-কালে কর্ত্তৃত্বাদি বিশেষণ অপেক্ষা করেন কিন্তু কালে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অগ্নিদগ্ধ বীজ সকল যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ অবিদ্যা-প্রভৃতি ক্লেশ-কদম্ব জ্ঞানানল-দ্বারা দগ্ধ হইলে আত্মা আর শরীর পরিগ্রহ করেন না।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২১১ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, কর্ম্মনিষ্ঠ মানবগণের প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম যেমন অভিলষিত, তদ্রূপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ-ব্যক্তিদিগের বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য বিষয়ে অভিরুচি হয় না। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি-কার্য্য এবং শম-দমাদি-বিষয়ে নিষ্ঠাবন্ত বেদবিদ্যাশালি ব্যক্তিগণ অতি দুর্লভ; অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মহৎ প্রয়োজন-বশত স্বর্গ ও মোক্ষ এই অন্যতরের মধ্যে প্রশস্ততর মোক্ষেরই কামনা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম-ত্যাগরূপ ব্যবহার সাধুগণের আচরিত বলিয়া গর্হিত নহে, নিবৃত্তিলক্ষণা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিলে মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। শরীরাভিমানী মানব মোহ-বশত রজোগুণ ও তমোগুণ-জনিত ক্রোধ লোভ-প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া সমুদয় বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব যিনি শরীরের সহিত সম্বন্ধ অভিলাষ করেন, তাঁহার অশুদ্ধ আচরণ করা উচিত নহে, কর্ম্ম-দ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার নির্ম্মাণ করত মনুষ্য কর্ম্ম-জনিত স্বর্গাদি শুভলোকের সুখসম্ভোগ স্বীকার করিবে না। লৌহমিশ্রিত পাকহীন সুবর্ণ যেমন শোভিত হয় না, তেমনি যে পুরুষের রাগাদি দোষ সমুদয় জয় হয় নাই তাহাতে বিজ্ঞান প্রকাশ পায় না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক কাম

ক্রোধের অনুসরণ করত লোভ-বশত অধর্ম্ম আচরণ করে, সে সমূলে বিনষ্ট হয়, অতএব ধর্ম্মপথাবলম্বী মানব রাগাধিক্য-বশত শব্দ স্পর্শ-প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত হইবে না। ক্রোধ, হর্ষ এবং বিষাদ; রজ, সত্ত্ব এবং তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের কার্য্যভুত পঞ্চভূতাত্মক শরীরে জীব কাহারে কি বলিয়া স্তুতি করিবে? মূঢ়েরাই স্পর্শ রূপ রস-প্রভৃতি বিষয়ে সংসক্ত হইয়া থাকে, তাহারা বুদ্ধিবিপর্য্যয়-বশত দেহকে পৃথিবীর বিকার বলিয়া জানে না। মৃণ্ময় গৃহ যেমন মৃত্তিকা-দ্বারাই লিপ্ত হয়, তদ্রূপ এই পার্থিব দেহ মৃত্তিকার বিকার অন্নাদি উপযোগ করিয়া জীবিত রহে। মধু, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, বহুবিধ মাংস, লবণ, গুড়, বিবিধ ধান্য ও ফলমূল-সমুদয় সজল মৃত্তিকার বিকার মাত্র।

কান্তার-বাসী সন্ন্যাসী যেমন মিষ্টান্নাদি ভোজনে অনুরাগ না করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অস্বাদু গ্রাম্য আহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সংসার কান্তার-বাসী মানব শ্রমতৎপর হইয়া বেদাদি শ্রবণ নির্ব্বাহার্থ রোগীর ঔষধ সেবনের ন্যায় আহার করিবে, ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বস্তু আহারে অনুরক্ত হইবে না। যথার্থ ভাষণ, অন্তর্বাহ্যশৌচ, সরলতা, বৈরাগ্য, অধ্যয়ন-জন্য তেজ, মনোজয়ে শৌর্য্য, ক্ষমা, সন্তোষ, বেদ শ্রবণ-জন্য বুদ্ধি এবং মনের দ্বারা ক্রিয়মাণ সাধু ও অসাধু আলোচনারূপ তপস্যা-দ্বারা বিষয়-মর্ম্ম ভাব-সমুদয় অবলোকন-পূর্ব্বক উদার চিত্ত হইয়া শান্তি ইচ্ছা করত ইন্দ্রিয়-সমুদয় সংযত করিবে।

জন্তুগণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ-দ্বারা মোহিত হইয়া অজ্ঞান-বশত চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, অতএব অজ্ঞান-সম্ভব দোষ-সমুদয়কে সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞান-প্রভব দুঃখ অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিবে। মহাভূত সকল, ইন্দ্রিয়-সমুদয়, সত্ত্ব রজ তমোগুণ, জীবের সহিত ত্রৈলোক্য ও কর্ম্ম অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অর্থাৎ এই সমুদয়ই অহঙ্কার-কল্পিত। ইহলোকে নিয়মিত কাল যেমন ঋতুগুণ সমুদয় প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অহঙ্কারকেই ভূতগণ মধ্যে কর্ম্ম প্রবর্ত্তক জানিবে। অন্ধকারের ন্যায় অপ্রকাশক অজ্ঞান-সম্ভব তমোগুণ সম্মোহজনক, সত্ত্বগুণ প্রীতিজনক এবং রজোগুণ দুঃখ জনক এইরূপে গুণত্রয়কে অবগত হওয়া বিধেয়। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের কার্য্যভূত বিশেষ গুণ সমুদয় শ্রবণ কর; প্রসাদ, হর্ষজন্য প্রীতি, নিঃসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদয়কে সত্ত্বগুণ জানিবে; আর কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয়, ক্লম, বিষাদ, শোক, অননুরাগ, অভিমান, দর্প ও অনার্য্যতা এই সমুদয় রাজস ও তামসগুণ ইহা অবগত হইবে। এবম্বিধ দোষ-নিবহের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিয়া আপনাতে ইহার মধ্যে কোন্ কোন্ দোষ আছে, কোন্ কোন্ দোষ নষ্ট হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ দোষ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা একে একে নিয়ত আলোচনা করিবে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! প্রাচীন মুমুক্ষু মানবগণ কোন্ কোন্ দোষকে মন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ দোষকে বুদ্ধিবলে শিথিল করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ দোষ অপরিহার্য্য, কোন্ কোন্ দোষ উপস্থিত হইয়াও নিষ্ফল হয় এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি কোন্ কোন্ দোষের বলাবল বুদ্ধি ও যুক্তি-দ্বারা আলোচনা করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিয়াছে, অতএব আপনি আমার সকাশে তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বিশুদ্ধচিত্ত মানব মূলচ্ছেদের সহিত দোষ সমুদয় ছেদন করিবেন, বাস্য ধারা যেমন লৌহ নিগড় ছেদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ধ্যান-সংস্কৃতা বুদ্ধি সহজ তামস দোষ-নিবহ-দ্বারা উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই বিনাশ-সাধন করত স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাজস, তামস ও কাম-বিব-

র্জ্জিত শুদ্ধাত্মক সত্ত্ব এই সমস্ত গুণ দেহিদিগের দেহ প্রাপ্তি-বিষয়ে বীজ-স্বরূপ; কিন্তু জিতচিত্ত-জনের ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় সত্ত্ব মাত্র; অতএব চিত্তবিজয়ী মানবের পক্ষে রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা বিধেয়, রজ ও তমোগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত বুদ্ধিই নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, অথবা বুদ্ধি বশীকরণ নিমিত্ত বিহিত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে কেহ কেহ দুষ্কৃত কহিয়া থাকেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মে জীব হিংসা থাকায় তাহা দুরদৃষ্ট-বিধায়ক বলিয়া কোন কোন মতাবলম্বি মানবগণ তাহা নিন্দিত কার্য্যরূপে পরিগণিত করিয়াছেন, বাস্তবিক সেই মন্ত্রবিশিষ্ট যজ্ঞাদি কার্য্যই বৈরাগ্যের নিমিত্ত হইয়া থাকে এবং বিশুদ্ধধর্ম্ম-স্বরূপ শম দমাদি রক্ষণ-বিষয়ে যজ্ঞাদিই ধর্ম্মরূপে বিহিত হয়, যজ্ঞাদি ব্যতিরিক্ত পশুহিংসাই অনর্থের কারণ হইয়া থাকে, বিধি-বিহিত হিংসার তাদৃশ অনর্থ-হেতুতা না থাকিলেও যদি হিংসা জন্য যৎকিঞ্চিৎ দুরদৃষ্ট জন্মে, তাহা সামান্য প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা পরিহার করা যায়। যাহার যাগাদি জন্য বিপুল পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার পাপলেশ প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা পরিহৃত হইতে পারে। সুখ-সমুদ্রে মগ্ন মানব দুঃখ কণা সহ্য করিতে অবশ্যই সমর্থ হইয়া থাকে।

হিংসা বিহারে নিয়ত অনুরক্ত তন্দ্রা ও নিদ্রাসমন্বিত মানব রজোগুণ-দ্বারা অধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত কার্য্য-সমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত কামের সেবা করে, আর তমোগুণ-দ্বারা লোভ-যুক্ত ক্রোধজ কার্য্য-সমুদয়ের সেবা করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণাবলম্বী শ্রদ্ধা ও বিদ্যাসমন্বিত নির্ম্মল-চিত্ত শ্রীমান্ মানব বুদ্ধি-দ্বারা সাত্ত্বিকভাব-সমুদয় আলোচনা করিয়া থাকেন; অতএব বৈদিক কর্ম্মে কামক্রোধাদির হেতুভূত রাজস ও তামস-ভাব পরিত্যাজ্য, সাত্ত্বিকভাব অবশ্য সেব্য।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১২॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজ ও তমোগুণ-দ্বারা আত্ম-ভিন্নে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ মোহ উৎপন্ন হয়, মোহ হইতে ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প জন্ম পরিগ্রহ করে, এই সমুদয়ের অবসাদন করিলে মানবগণের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। প্রাচীনেরা অবিনাশী হ্রাস হীন সর্ব্বাশ্রয় দেবসত্তম পঞ্চ কোশাতীত অব্যক্ত বিভু পরমাত্মাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিতেন, ইদানীং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে তদ্রূপ জানিতেছেন। সেই বিষ্ণুর মায়া-দ্বারা যাহাদিগের ইন্দ্রিয় সমুদয় জড়ীকৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত মানবগণ জ্ঞানভ্রষ্ট সুতরাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক বিরহিত হইয়া বুদ্ধি বৈক্লব্য-বশত বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হয়; বিক্ষিপ্তচিত্ততা ক্রোধের ধর্ম্ম; সুতরাং ক্রোধবশত কাম প্রাপ্ত হয়; কাম-বশত ক্রমশ লোভ, মোহ, অভিমান, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অহঙ্কার লাভ করে; অহঙ্কারবশত জননাদি ক্রিয়া-সকল স্বীকার করিয়া থাকে; জননাদি ক্রিয়াদ্বারা স্নেহ-সম্বন্ধ জন্মে; স্নেহ হইলেই পরিশেষে শোক জন্মিয়া থাকে এবং জন্ম মরণ লক্ষণ সুখদুঃখ ক্রিয়ার আরম্ভ হয়। জন্ম-বশত শুক্র শোণিত সম্ভব, পুরীষ, মূত্র, ক্লেদ-সমন্বিত, শোণিত-সমূহে আবিল গর্ব্ভবাস হইয়া থাকে। জীব তৎকালে তৃষ্ণাভিভূত এবং ক্রোধাদি-দ্বারা বদ্ধ হইয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য যোষিদ্গণকে সংসারপটের কারণ বলিয়া জ্ঞান করে

নারীগণ স্বভাবত অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত, নর সকল ক্ষেত্রজ্ঞ, অতএব মানব প্রযত্ন-সহকারে রমণীগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। শক্রমারণার্থ মন্ত্রময়ী শক্তির ন্যায় ঘোররূপা এই রমণীগণই অবিচক্ষণ-জনগণকে মোহিত করে, ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক কল্পিত এই সনাতনী মূর্ত্তি মৃত্তিকামধ্যে ঘটের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে রজোগুণে অন্তর্হিতা রহিয়াছে, অতএব তৃষ্ণাত্মক রাগরূপ বীজ হইতে জন্তু সকল জন্ম পরিগ্রহ করে; মানব স্বদেহজ মানুষ সংজ্ঞাবিহীন অনাপ্ত যূকজাতীয় কৃমিগণকে যেরূপ পরি-

ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মানুষনামধারী অনাপ্ত, সুতসংজ্ঞক কৃমিগণকে পরিত্যাগ করিবে। রেত ও স্বেদরূপ স্নেহ-হেতুক স্বভাবত বা কর্ম্মযোগ-নিবন্ধন জন্তুগণ দেহ হইতে জন্মগ্রহণ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন।

প্রবৃত্তি ও প্রকাশাত্মক রজ ও সত্ত্বগুণ অজ্ঞানাত্মক তমোগুণে লীন হইয়া থাকে, সেই অজ্ঞানের অধিষ্ঠান জ্ঞানে অজ্ঞান অধ্যস্ত হইয়া বুদ্ধিও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়। প্রাচীনেরা জ্ঞানে অধ্যস্ত সেই অজ্ঞানকেই দেহিদিগের বীজ কহিয়া থাকেন এবং সেই বীজেরই নাম দেহী, সেই দেহী কালসহকারে কর্ম্ম-দ্বারা এই সংসারে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জীব যেমন স্বপ্নসময়ে দেহবানের ন্যায় মনে মনে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ কর্ম্ম গর্ত্তগুণনিকর-দ্বারা জননীজঠরে ক্রীড়া করিয়া থাকে। মাংসপিণ্ডময়-শরীরে জীব আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব-বাসনা বশত যে যে বিষয় স্মরণ করে, রাগযুক্ত চিত্ত-দ্বারা অহঙ্কার হইতে জীবের সেই সেই বিষয় গ্রাহক ইন্দ্রিয়-সকলের আবির্ভাব হয়। আত্মরূপে আবির্ভূত জীবের শব্দ বাসনা-বশত শ্রবণেন্দ্রিয়, রূপ বাসনাবশত দর্শনেন্দ্রিয়, গন্ধ গ্রহণেচ্ছা-বশত ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শ বাসনা-বশত ত্বগিন্দ্রিয় জন্মে। আর জীবের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু শরীরকে আশ্রয় করে।

মনুষ্য শারীর ও মানস দুঃখের আদি মধ্য ও অন্তের সহিত সম্যক্ নিষ্পন্ন শ্রোত্রাদি-সম্পন্ন শরীর সংবৃত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। গর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকার এবং জননানন্তর অভিমান-বশত দেহের ন্যায় দুঃখের বৃদ্ধি হয়, তথা মরণানন্তরও দুঃখ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই সকল কারণ-বশত দুঃখের নিরোধ করা কর্ত্তব্য; যিনি দুঃখ নিরোধ করিতে জানেন, তিনি বিমুক্ত হয়েন।

রজোগুণেই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ রজোরূপ প্রবৃত্তি নিরোধ-দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিরোধ-হেতু দুঃখশান্তি হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি শাস্ত্র-দৃষ্টি-দ্বারা যথাবিধানে ইহা পরীক্ষা-পূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিবেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয় বিষয়-সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াও তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির নিকটে গমন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষীণ হইলে দেহী আর দেহ-সংসর্গ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আমি শাস্ত্র দর্শন-দ্বারা যথাক্রমে ইন্দ্রিয়জয়-বিষয়ে উপায় বলিব, তাহা জানিয়া মনুষ্য শম দমাদির অনুষ্ঠান করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, মনুষ্যের মধ্যে দ্বিজগণ উৎকৃষ্ট এবং দ্বিজদিগের মধ্যে মন্ত্রদর্শি ব্রাহ্মণগণকে শ্রেষ্ঠ কহে, বেদশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভূতের আত্মভূত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী এবং যথার্থ বস্তুর নিশ্চয় জানিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নেত্রহীন মানব একাকী পথিমধ্যে যেমন অশেষ ক্লেশ লাভ করে, তদ্রূপ জ্ঞানহীন মনুষ্যও এই সংসারে বিবিধ দুঃখ লাভ করিয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি-বর্গই সমধিক উৎকৃষ্ট।

ধর্ম্মকাম মানবগণ শাস্ত্রানুসারে ইষ্টাপূর্ত্ত-প্রভৃতি ধর্ম্ম-সমুদয়ের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাঁরা এই সমুদয় ধর্ম্মের ফল-স্বরূপ মোক্ষাখ্য নিরতিশয় ধর্ম্ম ব্যতিরেকে পশ্চাদুক্ত গুণগণের উপাসনা করেন না। ধর্ম্মজ্ঞগণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-স্বরূপ সমুদয় ধর্ম্মেই বাক্য, দেহ ও মনের শৌচ, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদয়কে শুভগুণ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মের রূপ বলিয়া যে স্মৃত হইয়াছে, তাহাই সমস্ত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, যে হেতু মনুষ্য তদ্দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়;

যিনি পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গ-শরীর-সংযোগহীন, যিনি শব্দ ও স্পর্শ-বিবর্জ্জিত, শ্রোত্র-দ্বারা যাঁহারে শ্রবণ এবং চক্ষু-দ্বারা যাঁহারে দর্শন করিতে পারা যায় না, তিনিই শুদ্ধ অনুভব-স্বরূপ পরব্রহ্ম; নির্ব্বিকল্প অবস্থা-দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। আর বাক্‌শক্তি যাঁহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, যিনি বিষয়েন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল মনোমাত্রে অবস্থান করেন, সেই পাপস্পর্শ-বিরহিত সবিকল্পেক অবস্থা-দ্বারা সম্বেদ্য ব্রহ্মকে শ্রবণ মনন সমুপ্শিত বুদ্ধি-দ্বারা নিশ্চয় করিবেক।

যিনি সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে পারেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন; মধ্যমভাবে ব্রহ্মচর্য্যচারী মানব সত্যলোকে গমন করেন, আর যিনি কনীয়সী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই দ্বিজবর বিদ্বান্ হয়েন। ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর ব্রত, অতএব তদ্বিষয়ে যে উপায় আছে তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ব্রহ্মচারী দ্বিজবর সমুৎপন্ন ও সম্বর্দ্ধিত কাম ক্রোধ-প্রভৃতির নিগ্রহ করিবেন; যোষিৎ-সম্বন্ধীয় কথায় কর্ণপাত করিবেন না; নিরম্বরা রমণীগণকে নিরীক্ষণ করিবেন না; রমণীগণ কথঞ্চিৎ দৃষ্টিপথের অতিথি হইলে অজিতেন্দ্রিয় মানবগণের অন্তঃকরণে রাগোদ্রেক হইয়া থাকে। রমণীগণের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইলে কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবেন, অর্থাৎ তিন দিন প্রাতঃকালে তিন দিবস সায়ং-সময়ে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবেন; পরে তিন দিবস অনাহারে থাকিবেন; তিন দিন জলমধ্যে প্রবেশ করিবেন। স্বপ্নকালে যদি রেতঃস্খলন হয়, তবে জলমধ্যে মগ্ন হইয়া মনে মনে তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী এইরূপে জ্ঞানযুক্ত প্রশস্ত মনের দ্বারা অন্তর্ভূত রজোময় পাপ সমুদয়কে নিঃশেষে দগ্ধ করিবেন।

শরীরান্তর্গত মলবহা নাড়ী যেমন দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে, তদ্রূপ দেহগত আত্মাকে দেহবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ জানিবে। রস সমুদয় শিরাসমূহ-দ্বারা মানবদিগের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জাসমন্বিত দেহের তৃপ্তিসাধন করে। এই শরীরে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে পটুতর গুণগণকে বহন করে এরূপ দশটি নাড়ী আছে, তদ্দ্বারা অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী সকল সম্বদ্ধ রহিয়াছে। বর্ষাকালে সরিৎ-সকল যেমন সাগরকে পূর্ণ করে, তদ্রূপ এই সমস্ত রসরূপ সলিল-সমন্বিত শিরানদী সকল দেহসাগরকে তৃপ্ত করিয়া থাকে। হৃদয়ের মধ্যভাগে এক মনোবহা নাড়ী আছে, সেই শিরা মানবগণের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্প জন্য শুক্রকে সঞ্চারণ করত উপস্থাভিমুখে আনয়ন করে। সর্ব্বগাত্র সন্তাপিনী শিরা-সকল সেই মনোবহা নাড়ীর অনুগত হইয়া তৈজস-গুণ বহন করত নয়নদ্বয়ের সন্নিহিত রহে। দুগ্ধ-মধ্যে অন্তর্হিত নবনীত যেমন মন্থনদণ্ড-দ্বারা মথিত হয়, তদ্রূপ দেহস্থ সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয় জন্য রমণী-দর্শন ও স্পর্শনাদি-দ্বারা শুক্র মথিত হইয়া থাকে। স্বপ্ন-সময়ে যোষিৎসঙ্গ-বিরহেও মন যখন রমণী-বিষয়ক সংকল্প জন্য অনুরাগ লাভ করে, তখন মনোবহা নাড়ী দেহ হইতে সঙ্কল্প জন্য শুক্র ক্ষরণ করে। ভগবান্ মহর্ষি অত্রি সেই শুক্রের সম্ভব-বিষয় বিশেষ জানেন, অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল্প এই তিনটি শুক্রের বীজ এবং ইন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতা, এই নিমিত্ত ইহাকে ইন্দ্রিয় কহে।

যাঁহারা জীবগণের শুক্রের উদ্রেক-বশত অনুলোম ও প্রতিলোম গমন জন্য বর্ণসঙ্কর-কারিণী গতির বিষয় বিচার করেন, তাঁহারা বিচার-পূর্ব্বক বিরাগ ও বাসনা-বিহীন হইয়া পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। যিনি দেহমাত্র নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি মনের-দ্বারাই সুষুম্না নাড়ীপথে যোগ-বলে গুণত্রয়ের সমতা লাভ করিয়া অন্তকালে জীবন বিসর্জ্জন করত বিমুক্ত হয়েন। বিশ্বাসময় মনের

জ্ঞান হইবে, যে হেতু মনই সমস্ত বিষয়াকারে জন্ম গ্রহণ করে; মহাত্মাদিগের প্রণব মন্ত্রের উপাসনা সিদ্ধ মন নিত্য, রজোহীন এবং জ্যোতিষ্মান্, অতএব সেই মনের বিনাশের নিমিত্ত নিষ্পাপ নিবৃত্তি-লক্ষণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

ইহলোকে রজোগুণ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য যথাভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তরুণাবস্থায় যে জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তাহা জরাকালে দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়, যে বিপক্ব-বুদ্ধি মানব কালক্রমে সংকল্পের সংহার করেন, তিনি দুর্গম পথের ন্যায় দেহেন্দ্রিয়-বন্ধন অতিক্রম করিয়া দোষ দর্শনানুসারে তাহা পরিহার-পূর্ব্বক অমৃত ভোগ করিয়া থাকেন।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে্য চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১৪॥

ভীষ্ম কহিলেন, দুরন্ত ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনুরক্ত মানবগণ অবসন্ন হইয়া থাকে, আর যে সমস্ত মহাত্মারা তদ্বিষয়ে অনাসক্ত রহেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। বুদ্ধিমান্ মানব জনগণকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ ও আধি ব্যাধি-সমূহে সমন্বিত দেখিয়া মোক্ষসাধনে যত্নবান্ হইবেন। জ্ঞানবান্ মানব কায় মন বাক্যে পবিত্র থাকিয়া অনহঙ্কৃত, প্রশান্ত ও নিরপেক্ষ হইয়া ভিক্ষা করত অনায়াসে বিচরণ করিবেন। জীবগণের প্রতি অনুকম্পা-বশত যদি মনের বন্ধন অবলোকন করেন, তবে জগৎকে-কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত জানিয়া তদ্বিষয়েও উপেক্ষা করিবেন। শুভকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম যাহা করা যায়, তাহারই ফল ভোগ করিতে হয়, অতএব বাক্য, মন, কর্ম্ম-দ্বারা শুভকর্ম্ম-সকল সম্পাদন করিবে। অহিংসা, সত্যবচন, সর্ব্বভূতের প্রতি সরলতা ব্যবহার, ক্ষমা ও অনবধানতা এই সকল যাঁহার বিদ্যমান আছে, তিনিই সুখী হয়েন, অতএব শাস্ত্রালোচনা-বশত সুমার্জ্জিত বুদ্ধি-দ্বারা স্থিরতর মনকে সর্ব্বভূতে ধারণা করিবে, যিনি সর্ব্বভূতের সুখাবহ এই অহিংসাদি পরম ধর্ম্মকে দুঃখ-বিবর্জ্জিত বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ-ব্যক্তিই সুখী হয়েন, অতএব শাস্ত্রসুমার্জ্জিত বুদ্ধি-দ্বারা স্থিরতর মনকে সর্ব্বভূতে ধারণা করিবে, পরের অনিষ্টচিন্তা করিবে না, আপনার অযোগ্য রাজ্যাদি আকাঙ্ক্ষা করিবে না, নষ্ট বা ভাবি স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত চিন্তা করিবে না, অব্যর্থ প্রযত্ন-সহকারে মনকে জ্ঞানসাধন শ্রবণ মননাদি-বিষয়ে নিবিষ্ট করিবে। বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও অমোঘ প্রয়াস-দ্বারা সেই মন তখন জ্ঞান-স্বরূপের সন্নিহিত হইবে।

সৎবাক্য বলিতে অভিলাষী সূক্ষ্ম ধর্ম্মদর্শী পুরুষ হিংসা-শূন্য অপবাদ-বিরহিত সত্যবাক্য বলিবেন। অবিক্ষিপ্ত-চিত্ত পুরুষের শঠতা ও নিষ্ঠুরতা-বিবর্জ্জিত, অনৃশংস ও পৈশুন্য শূন্য অল্পবাক্য বলাও বিধেয়। ঐহিক-বিষয় সমুদয় বাক্য-দ্বারাই বদ্ধ আছে, বৈরাগ্য-বশত যদি কিছু বলিতে হয়, তবে প্রসন্নমন ও বুদ্ধি-দ্বারা আপন হিংসাদি তামস কর্ম্ম প্রকাশ করিবে, যে হেতু পুণ্য বা পাপকর্ম্ম স্বমুখে প্রকাশিত হইলে নষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রবৃত্তিপরতন্ত্র ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহলোকে দুঃখলাভ-পূর্ব্বক পরিশেষে নরকে গমন করে; অতএব কায় মন বাক্যে যেরূপে আত্মার স্থৈর্য্য হয়, তাহা আচরণ করিবে। অপহৃত মাংসভার বহনকারি চৌরগণ যেমন গন্তব্যদিকে রাজকীয়-পুরুষগণ-দ্বারা অবরোধ আশঙ্কায় মাংসভার পরিহার-পূর্ব্বক প্রতিকূলদিকে গমন করত আপনাকে বন্ধন হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ অবোধ মানবগণ কর্ম্মভার বহন করত কামাদির সংমুখীন হইয়া সংসারভয়ে কর্ম্মাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। চৌরগণ যেমন অপহৃত-বস্তুজাত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাধা-বিরহিত দিকে গমন করে, তদ্রূপ মনুষ্য রজ ও তমোগুণের কার্য্য-সমুদয় বিসর্জ্জন করত সুখ লাভ করিয়া থাকে।

যিনি চেষ্টাশূন্য, সর্ব্বসঙ্গ-বিমুক্ত, নির্জ্জনস্থান-বাসী, লঘুভোজী, তপস্বী ও সংযতেন্দ্রিয়, জ্ঞান-দ্বারা যাঁহার সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ হইয়াছে, যিনি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান-বিষয়ে অনুরক্ত, সেই বুদ্ধিমান্ মানব চিত্তবৃত্তিনিরোধ-দ্বারা অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন, সংশয় নাই।

ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান্ মানব 'আমি ব্রহ্ম' এই বাক্য জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে নিঃসংশয়রূপে নিগ্রহ করিবেন, বুদ্ধি-দ্বারা সংকল্পাত্মক মন এবং মনের দ্বারা মনোরূপ শব্দাদি-বিষয়-সমুদয়কে নিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইবেন। যিনি ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে নিগৃহীত এবং মনকে বশীভূত করেন, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয় এবং হৃষ্ট হইয়া সেই যোগীশ্বরে প্রবেশ করে। এই সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত যাঁহার মন সংসক্ত হইয়াছে, তাঁহার সকাশে সেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন এবং এই সমস্ত ইন্দ্রিয় অপগত হইলে সত্ত্বমাত্রে অবস্থিত আত্মা ব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। অথবা যোগী যদি যোগৈশ্বর্য্য-দ্বারা ব্রহ্মকে বিদিত হইতে না পারেন, তবে চিত্তবৃত্তি নিরোধ-প্রভৃতি প্রধানতর যোগতন্ত্র-দ্বারা তাঁহাকে জানিতে উপক্রম করিবেন, যোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে প্রকারে চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হয়, তাহারই আচরণ করা কর্ত্তব্য। যোগীব্যক্তি যোগৈশ্বর্য্য মাত্র উপজীব্য না করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা কুলত্থমাষ তিলকল্ক বিবিধ শাক, উষ্ণোদকপক্ব-যবচূর্ণ শক্তু ও ফলমূল-প্রভৃতি আহার-পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিবেন, দেশ কাল অনুসারে আহার ও নিয়মে যেরূপ প্রবৃত্তি হইবে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে অনুবর্ত্তন করা বিধেয়। আরব্ধকর্ম্মের অন্তরায়-দ্বারা উপরোধ করা উচিত নহে, অগ্নির ন্যায় অল্পে অল্পে জ্ঞানের উদ্দীপন করা কর্ত্তব্য, জ্ঞান-প্রদীপ্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্ম সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়েন; জ্ঞানাধিষ্ঠান অজ্ঞান জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই কালত্রয়ে অধিষ্ঠিত রহে, আর বুদ্ধির অনুগত জ্ঞান অজ্ঞান-দ্বারা অর্থাৎ আত্মভিন্নে আত্মরূপ বিপর্য্যয়-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রয়ের অতীত হইলেও অসূয়ু ব্যক্তি পৃথক্ত্ব ও সংপ্রযুক্তত্ব-নিবন্ধন আত্মাকে দূষিত করত জানিতে সমর্থ হয় না, সে যদি পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্বের সীমা জানিয়া বীতরাগ হয়, তবে বিমুক্ত হইতে পারে। কালবিজয়ী মানব জরামৃত্যু জয় করিয়া অব্যয় অবিনাশী অমৃত-স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম্যে পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২১৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, যিনি নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে সতত অভিলাষ করিয়া থাকেন সেই স্বপ্নদোষদর্শী যোগীর সর্ব্ব প্রকারে নিদ্রা পরিত্যাগ করা বিধেয়, যে হেতু দেহী স্বপ্নকালে রজোগুণ ও তমোগুণ-দ্বারা অভিভূত হয় এবং নিস্পৃহ হইয়া দেহান্তর প্রাপ্তের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। জ্ঞানাভ্যাস-নিবন্ধন জিজ্ঞাসার্থ প্রথমত তাহা স্মরণ হইয়া থাকে। অনন্তর, বিজ্ঞানে অভিনিবেশ-বশত যোগীব্যক্তি নিরন্তর জাগরিত রহেন। এবিষয়ে কেহ কেহ এই বিতর্ক করিয়া থাকেন যে, স্বপ্নকালে দেহী বাস্তবিক বিষয়-বিশিষ্ট না হইয়াও যে বিষয় বিশিষ্টের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং প্রলীন ইন্দ্রিয়গণের সহিত দেহবানের ন্যায় বর্ত্তমান রহে, ইহার ভাব কি? এবিষয়ের সিদ্ধান্তপক্ষে প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন যে, যোগেশ্বর হরিই স্বপ্নের যাথার্থ বিষয় জানেন এবং তিনি যেরূপ জানেন—তাহাই যুক্তিসঙ্গত করিয়া মহর্ষিগণ বর্ণন করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ইন্দ্রিয়গণের শ্রম-বশত সর্ব্বপ্রাণিপ্রসিদ্ধ স্বপ্ন হইয়া থাকে; স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণের উপরতি হইলেও সঙ্কল্প স্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না, অতএব স্বপ্ন-বিষয়ে তাহাই প্রসিদ্ধ নিদর্শন ইহা পরে প্রকাশিত হইতেছে।

জাগ্রদবস্থায় কার্য্যে ব্যাসক্ত-চিত্ত মনুষ্যের যে-রূপ সঙ্কল্প হয়, তদ্রূপ স্বপ্নকালে মনোগত মনোরথরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ হইয়া থাকে, অতএব মনোরথবৃত্তির ন্যায় স্বপ্নবৃত্তিরও শরীর সঙ্কল্প মাত্র, তবে জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা বিক্ষেপ-বশত সম্যক্-রূপে বিষয় জ্ঞান হয় না, স্বপ্নে তাহার অভাব-নিবন্ধন বিশেষরূপে বিষয় ভান হইয়া থাকে, এই প্রভেদ মাত্র। পূর্ব্বতন অনন্তজন্ম-জন্য সংস্কার-বশত বিষয়াসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি সেই স্বপ্নাদি ঐশ্বর্য্য ভোগ করে এবং সেই উত্তম পুরুষ মনোমধ্যে অন্তর্হিত সমুদয় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের মধ্যে যে গুণ প্রাক্তনকর্ম্ম-দ্বারা উপস্থিত হয়, সেই গুণ কর্ম্মদ্বারা সংস্কৃত মনকে যোষিৎগণের আকার-প্রভৃতি স্বপ্নে নিবেদন করে; পরে, আকার দর্শনের অনন্তরেই যে প্রকারে সুখাদি অনুভব হয়, তদনুসারে রাজস, তামস ও সাত্ত্বিক-ভাব-সমুদয় সেই পুরুষের সন্নিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর, পুরুষ অজ্ঞান-বশত রাজস ও তামসভাব-দ্বারা বাত, পিত্ত, কফ-প্রধান দেহ-সমুদয় দর্শন করে, পূর্ব্ববাসনার প্রবলতাহেতু সেই দেহ দর্শন পুরুষের পক্ষে যোগব্যতিরেকে অপরিহার্য্য, ইহা প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন।

মন, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে যে বিষয়ে সংকল্প করে, স্বপ্ন-সময় উপস্থিত হইলে মনোদৃষ্টি হইয়া সেই সেই বিষয় নিরীক্ষণ করিতে থাকে। মন উপাদান-বশত সর্ব্বভূতে ব্যাপক ও প্রতিঘাতশূন্য হইয়া বর্ত্তমান আছে, সে আপনার প্রভাবেই আত্মাকে জানিতে পারে, আত্মাতেই আকাশাদি ভূত-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। স্বপ্ন-দর্শনের দ্বারভূত স্থূলদেহ মনোমধ্যে অন্তর্হিত হয়, সদসদাত্মক সাক্ষি-স্বরূপ অব্যক্ত মন সেই দেহ অবলম্বন করিয়া তাহাতেই নিদ্রা যায় এবং আত্মাতে গিয়া প্রবেশ করে, সর্ব্বভূতের আত্মভূত অহঙ্কার আত্মাতে প্রতিবিম্ব-রূপে অবস্থিতি করে, এজন্য পণ্ডিতেরা আত্মাকে অহঙ্কারগুণ-দ্বারা অস্পৃষ্ট বলিয়া জানেন, ফলত সুষুপ্তিকালে সাক্ষি-চৈতন্য বিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করায় অহঙ্কারাদি সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়। মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বশত যিনি জ্ঞানবৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য-প্রভৃতি ঐশিকগুণের অন্যতমকে অভিলাষ করেন, তিনি চিত্তপ্রসাদ জন্য শুদ্ধ মনকেই তদ্রূপ জানিবেন, মনোমধ্যেই আকাশাদি সমুদয় অবস্থান করে। এইরূপে বিষয়াদির আলোচনারূপ তপোযুক্ত মন অর্কের ন্যায় অজ্ঞান অন্ধকারের পারে অবস্থান করিয়া থাকে; দেহী জীব ত্রৈলোক্য প্রকৃতি কারণ ব্রহ্মস্বরূপ এবং সেই জীবই কারণীভূত অজ্ঞানের অবসানে মহেশ্বর অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মভূত।

দেবগণ অগ্নিহোত্রাদি তপস্যার অধিষ্ঠান এবং অসুরগণ তপোঘ্ন তম অর্থাৎ দম্ভ দর্প-প্রভৃতির অবলম্বন। রজ এবং তমোময় দেবাসুরের নিমিত্ত প্রজাপতি এই জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্মকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দেবতা ও অসুরগণে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে সত্ত্বকে দেবগুণ অপর দুইটিকে আসুর গুণ জানিবে। যে সমস্ত বিশুদ্ধচিত্ত মানব সাত্ত্বিক ও অসাত্ত্বিক ভাব হইতে উৎকৃষ্ট, জ্ঞানস্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী পুরুষ ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ ইহাই যুক্তিযুক্তরূপে বলিতে পারেন এবং বিষয়-সমুদয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণ-দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে বিদিত হইতে সমর্থ হয়েন।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১৬॥

ভীষ্ম কহিলেন, পরম ঋষি নারায়ণ কর্তৃক ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে যাঁহার তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, যিনি স্বপ্ন সুষুপ্তি ও সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মভাব না জানেন, তিনি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। জন্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াই ব্যক্ত এবং

মোক্ষপদকে অব্যক্ত জানিবে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই ব্রহ্মস্বরূপ ইহা পরমঋষি নারায়ণ কহিয়াছেন। সেই ব্রহ্মে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে, দেহ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারাদির নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই অব্যক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম। প্রজাপতি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের বিষয় বলিয়াছেন, পুনরাবৃত্তির নাম প্রবৃত্তি, আর পরম গতিকে নিবৃত্তি কহে, নিবৃত্তিপরায়ণ মননশীল মানব সেই পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি মুক্তি ও সংসার নিশ্চয়রূপে দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি নিয়ত আত্মতত্ত্ব বিচারে অনুরক্ত হইবেন। বক্ষ্যমাণ প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কে জানা উচিত, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন মহত্তর যে ঈশ্বর আছেন, বিচক্ষণব্যক্তি বিশেষরূপে ক্লেশাদি-দ্বারা অপরামৃষ্ট সেই পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিবেন। এই প্রকৃতি ও পুরুষের আদি নাই ও অন্ত নাই এবং এই উভয়কে প্রমাণান্তর-দ্বারা জানিতে পারাযায় না। ইহাঁরা উভয়েই নিত্য, অবিচলিত ও মহৎ হইতেও মহত্তর, উভয়ের এইরূপ সাধর্ম্ম্য কথিত হইল, সম্প্রতি ইহাঁদিগের বৈধর্ম্ম্য বিষয় কহিতেছি; সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে পুরুষের লক্ষণ বিপরীত জানিবে, অর্থাৎ পুরুষ সৃষ্টিকার্য্যে নির্লিপ্ত এবং নির্গুণ; তিনি নির্গুণ হইয়া প্রকৃতি ও মহদাদি বিকার সকলের কার্য্য দর্শন করেন, স্বয়ং দৃশ্য নহেন।

ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষ ও ঈশ্বর উভয়েই চিদ্রূপ এজন্য জ্ঞাপকগুণাদি-বিরহিত ও অত্যন্ত বিবিক্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে জানিতে পারা যায় না। যে অবিদ্যা-কর্ত্তৃক কর্ম্মজন্য বুদ্ধি গৃহীত হয়, সেই অবিদ্যাই জ্ঞান জ্ঞেয়সম্বন্ধে জ্ঞাপক আবির্ভাব লাভ করিয়া কর্ত্তৃরূপে ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা যে যে কার্য্য করে, সেই সেই যোনিপ্রদ কর্ম্মের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে এবং এই কর্ত্তা ব্যবহারত তৃতীয় হইয়াও পরমার্থত জ্ঞান-স্বরূপ হয়েন, শব্দপ্রত্যয়-দ্বারা আমি কে ইনি কে ইত্যাদি ব্যবহার হয় মাত্র; যেমন কর্ণ আপনি কৌন্তেয় ইহা না জানিয়া কৌন্তেয় কে? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সূর্য্য-কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া পরিশেষে 'আমিই কৌন্তেয়' ইহা জানিয়াছিলেন, তদ্রূপ অজ্ঞব্যক্তি 'ব্রহ্ম কে?' ইহা জিজ্ঞাসা করে, বিজ্ঞব্যক্তি 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জানেন।

উষ্ণীশ-বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন বস্ত্রত্রয় দ্বারা সংবৃত হয়, তদ্রূপ এই দেহী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাবে সংবৃত হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বোক্ত অনাদি অনন্তত্ব চিজ্জড়ত্ব, অসংহতত্ত্ব ও কর্ত্তৃত্ব এই হেতুচতুষ্টয়-দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য এবং জীব ও ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য এই চতুষ্টয়কে জানা উচিত, যিনি উক্তবিধ জ্ঞানকে অতিক্রম না করেন, তিনি সিদ্ধান্ত সময়ে বিমুগ্ধ হয়েন না। যিনি হৃদয়াকাশস্থিত ব্রাহ্মী শ্রী কামনা করেন, তিনি অন্তর্ব্বাহে পবিত্র হইয়া শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বর প্রণিধানাদি শারীর ও মানস নিয়মনিবহ-দ্বারা নিষ্কাম যোগ আচরণ করিবেন। দীপ্তিসমন্বিত অন্তর্ভূত যোগবল-দ্বারা ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত-রহিয়াছে, যোগবল-দ্বারা হৃদয়াকাশে সূর্য্য ও চন্দ্রমা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যোগের বিকাশই জ্ঞানের হেতু, যোগিগণ সনাতন ভগবান্‌কে দর্শন করেন, ইহা লোকে বিখ্যাত আছে। যে কর্ম্ম রজ ও তমোগুণের বিঘাতক তাহাই যোগের অসাধারণ লক্ষণ। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাকে শারীরযোগ বলাযায়, আর বাক্য ও মনের সম্যক্ নিগ্রহ মানসযোগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিধিজ্ঞ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণই যোগীর পক্ষে প্রশস্ত, আহার-নিয়ম-দ্বারা রাজস পাপ শান্ত হইয়া যায়। বিশিষ্ট অন্নভোজীর ইন্দ্রিয়সকল শব্দাদি-বিষয়ে বৈমনস্য অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করে, অতএব যাবন্মাত্র আহারের প্রয়োজন তাবন্মাত্র অন্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এবম্বিধ যোগযুক্ত মনের দ্বারা শনৈঃশনৈ যে জ্ঞান জন্মে, অন্তকালে পুণ্যক্ষেত্রে বাস করত অতি যত্নসহকারে সেই জ্ঞান সাধন করিবে।

এই দেহী বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি-শূন্য এবং সমাধি-সময়ে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়াও দেহবান্ হইয়া শব্দাদি-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ করিয়া থাকে, পরে কার্য্যসমূহ-দ্বারা অব্যাহত-চিত্ত এবং বৈরাগ্য-বশত সূক্ষ্মভোগেও নিস্পৃহ হইয়া প্রকৃতিতেই লয় প্রাপ্ত হয়। দেহপাতাবধি অনবধানাদির অভাব-নিবন্ধন স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-শরীরের বাধ-বশত দেহী তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয়, মূল অজ্ঞানের বিনাশ না হওয়ায় জীবগণের জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। শুদ্ধ-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসরণ করে না; যাহারা আত্ম ভিন্নে আত্মজ্ঞান করিয়া থাকে, তাহা-দিগের বুদ্ধি মহদাদি পদার্থের নাশ ও উদয়ের আ-লোচনা করে, তাহারা মোক্ষ-সাধনে সমর্থ হয় না। যোগিগণ আসনাদির অস্খলন-দ্বারা দেহ ধারণ করত বুদ্ধি-দ্বারা মনকে বিষয় সমুদয় হইতে প্রত্যাহরণ-পূর্ব্বক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গোলক হইতে প্রচ্যুত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-প্রভৃতির সূক্ষ্মতা-বশত তাহাদিগকে আত্ম-স্বরূপে উপাসনা করেন।

যোগ-শোধিতমতি কোন মানব আগমানুসারে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা বিষয় সমুদয় উৎকৃষ্ট, বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বেদ-বাক্যানুসারে চরম সীমায় স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত পরব্রহ্মকে বুদ্ধি-দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপ-দেশক্রমে তাঁহাতেই একাগ্র হইয়া থাকে। কেহ কেহ ধারণার বিষয় মূর্ত্তব্রহ্ম কৃষ্ণ বিষ্ণু-প্রভৃতির সহিত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে অথবা সেব্য সেবক-ভাবে নিবদ্ধ আত্মাকে উপাসনা করে; অপরে উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় সকৃৎ বিভাত পরি-ণাম-হীন নির্গুণ পরব্রহ্মকে পুনঃপুন অনুভব করিয়া থাকেন। অবিমুক্ত উপাসনা-দ্বারা যাঁহাদিগের কলুষ-রাশি দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা অন্তকালে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন এবং এই সমুদয় মহানুভাব উপাসকগণ পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

সোপাধিক ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তক বিশেষণকে শাস্ত্রদৃষ্টি-দ্বারা হেয়-রূপে অবলোকন করিবে; অব্যক্তই ব্রহ্মের চরম বিশেষণ, তাহা স্থূলদেহের অধ্যাসহীন এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ সর্ব্বসঙ্গ বিমুক্ত জানিবে। ধারণা-সক্ত-মানস যোগীকে হৃদয়াকাশ অবধি আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে অন্যতর সূত্রাত্মা-রূপে জ্ঞান করিবে। যাঁহাদিগের চিত্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্মে সংসক্ত হই-য়াছে, তাঁহারা মর্ত্যলোক হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং বিরজস্ক ও ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া পরম গতি লাভ করেন।

বেদবিৎ ব্যক্তিগণ এইরূপে ধর্ম্মকে একমাত্র ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া থাকেন। যিনি যেরূপ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করুন না কেন, সকলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের রাগাদি-বিরহিত অচল অর্থাৎ দৃঢ়তর শাস্ত্রীয় এবং পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠতর লোকে গমন করেন এবং বৈরাগ্য অনুসারে বিমুক্ত হয়েন। আশা-হীন, জ্ঞান-তৃপ্ত এবং বিশুদ্ধ-চিত্ত যোগিগণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত, জন্ম-বিহীন, অব্যক্ত-সংজ্ঞক, দিব্যধাম-স্থিত, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সন্নিহিত হইয়া থাকেন। সেই অবিনাশী মহানুভাবগণ হরিকে শরীরস্থ পঞ্চ কোষের অন্তর্গত জানিয়া পুনরায় আর তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন না, তাঁহারা সেই অব্যয় অবিনশ্বর পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করেন।

রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় এই জগৎ আছে কি না, ইত্যাদি-রূপে অনির্ব্বচনীয় জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান করা বিধেয়; কিন্তু সমস্ত জগৎ তৃষ্ণাতে বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ আদি ও অন্ত-বিহীন তৃষ্ণাতন্তু সতত দেহে বিদ্যমান রহি-য়াছে। সীবনকারী যেমন সূচী-দ্বারা বস্ত্র-মধ্যে সূত্র সঞ্চালন করে, তদ্রূপ তৃষ্ণা-সূচী-কর্ত্তৃক সংসার-সূত্র নিবদ্ধ হইতেছে। যিনি মহদাদি বিকার রূপ কার্য্য, মূল কারণ প্রকৃতি এবং কার্য্যে নির্লিপ্ত সনাতন পুরুষকে যথা-বিধানে জানেন, সেই বিতৃষ্ণ ব্যক্তি

বিমুক্ত হয়েন। জগতের গতি ভগবান্ নারায়ণ ঋষি জীবগণের প্রতি অনুকম্পা-বশত এই মোক্ষসাধন বিষয় স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন।

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১৭॥
বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম্য সমাপ্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্যবহার-দর্শিন্! মিথিলাধিপতি জনক-বংশীয় মোক্ষবিৎ জনদেব কিরূপ ব্যবহার-দ্বারা মানুষ-ভোগ্য ভোগ সমুদয় বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন?

ভীষ্ম বলিলেন, ব্যবহারদর্শী জনদেব যে প্রকার ব্যবহার-দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা এই পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন। মিথিলা নগরে জনক-বংশীয় প্রজানাথ জনদেব দেহ ত্যাগানন্তর যেরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ ধর্ম্ম সকলের চিন্তা বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাঁহার সদনে নানাবিধ উপাসনামার্গ প্রদর্শক এবং লোকাব্রত-প্রভৃতি পাষণ্ডগণের তিরস্কারক শত শত আচার্য্য সতত বসতি করিতেন। সেই সমস্ত পাষণ্ডগণের মধ্যে কেহ কেহ দেহ-নাশ-নিবন্ধন আত্মার বিনাশ স্বীকার করিত, কেহ বা দেহকেই অবিনাশী বলিয়া স্থির করিত, এবম্বিধ বিবিধ বিষয়ে ঐকমত্য না থাকায় এবং পরলোক, পুনর্জ্জন্ম ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ নিশ্চয় না হওয়ায় সেই শাস্ত্রদর্শী নরপতি তাহাদিগের প্রতি বিশেষ রূপে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

অনন্তর, কপিলা-তনয় পঞ্চশিখ নামা মহামুনি সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন-পূর্ব্বক একত্র বাস না করিয়া সেই মিথিলা নগরে উপনীত হইলেন। তিনি সমস্ত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চয় বিষয়ে যে সকল প্রয়োজন আছে, তাহা সম্যক্ নির্ণয় করিতে পারিতেন, তাঁহার সুখ দুঃখাদি কিছুই ছিল না এবং সংশয় সমুদয় নষ্ট হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ঋষিগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিতেন; তিনি যদৃচ্ছাক্রমে মানবগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেন এবং নিতান্ত দুর্লভ নিত্য সুখের অন্বেষণে নিরন্তর তৎপর থাকিতেন। সাংখ্য-মতাবলম্বি দার্শনিক পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পরম ঋষি প্রজাপতি কপিল বলিয়া থাকেন, বোধ হয়, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ রূপে সমুদয় লোককে বিস্ময়াপন্ন করিতেন। প্রাচীনেরা যাঁহাকে আসুরির প্রথম শিষ্য ও চিরজীবী কহেন; যিনি সহস্র বর্ষ সম্পাদ্য মানস-সত্রের অনুষ্ঠান করেন; যিনি আসুরির সন্নিধানে সমাসীন কপিল-মতাবলম্বি মুনিমণ্ডলের নিকট উপনীত হইয়া, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পঞ্চ পুরুষ যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যিনি স্বয়ং হস্ত-মস্তকাদি অবয়ব-বিরহিত বলিয়া অব্যক্ত ও অবাধ্যত্ব-নিবন্ধন পরমার্থ-স্বরূপ সেই পরব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন। যিনি আত্ম-জ্ঞানের নিমিত্ত আসুরির নিকট ভূয়োভূয় প্রশ্ন করিলে আসুরি শরীর ও শরীরীর স্পষ্টতা বুঝিয়া দিব্য দৃষ্টি হইয়াছিলেন; বেদে ও লোকে প্রসিদ্ধ যে একমাত্র অবিনাশী ব্রহ্ম নানা রূপে দৃষ্ট হয়েন, আসুরি সেই মুনিমণ্ডলের মধ্যে সেই অব্যয় পুরুষকে জানিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ সেই আসুরির শিষ্য; তিনি কোন মানবীর দুগ্ধ পান-দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়েন।

কপিলা-নামে কোন কুটুম্বিনী ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া স্তনপান করিতেন; তজ্জন্য তাঁহার নাম কাপিলেয় হয় এবং তিনি নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি লাভ করেন। ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আমার নিকট এইরূপে তাঁহার উৎপত্তি, কাপিলেয় নামের কারণ ও অসাধারণ সর্ব্বজ্ঞত্বের বিষয় কহিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ পঞ্চশিখ পরমোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া মিথিলাধিপতিকে আচার্য্যগণের সম-বুদ্ধি বিবেচনা করত যুক্তিধারা বর্ষণ-দ্বারা শত শত আচার্য্যকে

মোহিত করিলেন। নরপতি কাপিলেয়ের দর্শনাবধি তাঁহার প্রতি ভক্তি-বশত অনুরক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহারই অনুগামী হইলেন। কপিলা-তনয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রবাহ-বিশিষ্ট মনো-নিগ্রহে নিষ্ঠ ছিলেন; পঞ্চ-রাত্র-নামক বিষ্ণুত্ব-প্রাপক যজ্ঞ বিষয়ে বিশারদ অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষের বিষয় বিশেষ জানিতেন; অন্নময়াদি পঞ্চ কোষাশ্রয় আত্মার উপাসনা করিতেন; শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিতেন, সুতরাং শান্তি-প্রভৃতি পঞ্চ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন, এই জন্য তিনি পঞ্চশিখ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন।

জনক কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ যে অদ্বিতীয় অবিনাশী ব্রহ্ম নানা রূপে দৃষ্ট হয়েন, আপনি আমার নিকট তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন, আপনিই তাঁহাকে প্রকৃত রূপে জানিয়াছেন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহর্ষি পঞ্চশিখ ধর্ম্মত প্রণত এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ ধারণে একান্ত সমর্থ সেই মিথিলাধিপতিকে সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পরম মোক্ষের বিষয় কহিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমত তাঁহাকে জন্ম বিষয়ক দোষ সকল প্রদর্শন করিয়া যাগাদি কর্ম্মের দোষ কহিলেন এবং যাগাদি কর্ম্মের দোষ কহিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকের দোষ কীর্ত্তন করিলেন। যাহার নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি ও কর্ম্ম সমুদয়ের ফল কাঙ্ক্ষিত হয়, সেই অবিশ্বসনীয় মোহ-বিনাশী অস্থির এবং সত্ত্ব বা অসত্ত্ব-রূপে নিশ্চিত নহে, ইহাও কহিলেন।

লোকায়ত নাস্তিকগণের মত এই যে, সর্ব্বলোক-সাক্ষিক দেহরূপ আত্মার ধ্বংস প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হইলেও শাস্ত্র-প্রামাণ্য-বশত দেহ ভিন্ন আত্মা আছে, ইহা যে বাদী কহিয়া থাকে, সে পরাজিত হয়। আত্মার মৃত্যু স্বরূপ-নাশ, আর দুঃখ, জরা রোগ-প্রভৃতি অংশত নাশ; গৃহের দুর্ব্বল অবয়ব সকল ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইলে যেমন গৃহ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি বিনাশ-দ্বারা দেহেরই নাশ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলেও যাহারা মোহ-বশত আত্মাকে দেহাতিরিক্ত অন্য পদার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগের মত সমীচীন নহে। 'লোকে যাহা নাই তাহা আছে' ইহা যদি সিদ্ধ হয়, তবে বন্দিগণ রাজাকে যে অজর অমর বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকে, তাহাও সিদ্ধ হইতে পারে। অসৎ পদার্থ আছে কি না, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে মনুষ্য কোন্ কারণ অবলম্বন করিয়া লোক-যাত্রার নিশ্চয় করিবে? অনুমান ও শাস্ত্র প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ, সেই প্রত্যক্ষ-দ্বারা শাস্ত্র বাধিত হইয়া থাকে আর অনুমান অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ-মাত্র; দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা নাই, এ বিষয়ে চিন্তা করা বৃথা, নাস্তিকদিগের মতে জীব শরীর হইতে স্বতন্ত্র নহে।

ক্ষিতি, জল, তেজ ও মরুৎ এই ভূত-চতুষ্টয়ের সংযোগ হইলে যেমন বট-বীজের ক্ষুদ্রভাগ-মধ্যে পত্র, পুষ্প, ফল, ত্বক্, রূপ ও রস-প্রভৃতি অন্তর্হিত থাকে, তদ্রূপ রেত-মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর, আকার ও গুণ-প্রভৃতি অন্তর্হিত থাকিয়া আবির্ভূত হয়, অথবা ধেনু ভুক্ত একমাত্র তৃণোদক হইতে যেমন বিভিন্ন-স্বভাব দুগ্ধ ও ঘৃত উৎপন্ন হয়, কিম্বা বহু দ্রব্য-মিশ্রিত কল্ক দুই তিন রাত্রি পর্য্যুষিত হইলে তাহা হইতে যেমন মদ-শক্তি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত ভূত-চতুষ্টয়ের সংযোগ-বশত রেত হইতে চৈতন্য জন্মে। কাষ্ঠ-দ্বয়ের সঙ্ঘর্ষণ জন্য যেমন তৎ প্রকাশক অগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূত-সংযোগ-নিবন্ধন তৎ প্রকাশক চৈতন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। জড় পদার্থ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে; তার্কিক মতে আত্মা ও মন জড় হইলেও উভয়ের সংযোগ-বশত যেমন স্মরণাদি-রূপ জ্ঞান জন্মে, এ বিষয়েও তাহাই নিদর্শন। অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে আকর্ষণ

করে, তেমনি উক্ত রূপে উৎপন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয়-সকলকে চালনা করিয়া থাকে। সূর্য্যকান্ত-সংযোগে সূর্য্যরশ্মি সকল যেমন অগ্নি প্রসব করে, তদ্রূপ ভোক্তৃত্ব এবং বহ্নির জল-শোষকত্ব সঙ্ঘাত-দ্বারাই সিদ্ধ হয়, অতএব দেহাতিরিক্ত জীব নাই, ইহা যুক্তি-সঙ্গত।

লোকায়ত নাস্তিকগণের যুক্তিযুক্ত যে মত উক্ত হইল, তাহা নিতান্ত দূষিত; যেহেতু দেহ মৃত হইলেও আত্মার বিনাশ নাই, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ এই যে, যদি দেহ চেতন হয়, তবে মৃত দেহেও চৈতন্য উপলব্ধি হইতে পারে; যখন তাহা দৃষ্ট বিরোধী হইতেছে, তখন অবশ্যই চৈতন্য দেহধর্ম্ম নহে। যে বর্ত্তমান থাকিলে দেহ বিনষ্ট হয় না এবং যাহার অবর্ত্তমানে দেহ নষ্ট হয়, সে অবশ্যই দেহ হইতে স্বতন্ত্র; আর লোকায়ত নাস্তিকেরা শীত জ্বর নিবৃত্তি নিমিত্ত মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতা যদি ভূতময়ী হয়, তবে ঘটপটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে পারে; কিন্তু তাহারা লোকান্তর-সঞ্চারক্ষম সূক্ষ্ম শরীর স্বীকার না করায় তাহাদিগের মতে দেবতা-সিদ্ধিই সম্ভব নহে। অপিচ, যৎকালে যে শরীরে ভূতান্তর আবিষ্ট হয়, তদানীং তৎ শরীরের পীড়া-বশত মুখ্য দেহের অধিষ্ঠাতা পীড়িত হয় না; কিন্তু, যে আবিষ্ট হইয়াছে, তাহারই তদ্দেহে অভিমান-নিবন্ধন পীড়া হইয়া থাকে; আবিষ্টের অপগমে মুখ্য দেহই বাধিত হয়, অতএব দৃষ্ট বিরোধ-বশত দেহকে আত্মা বলা যায় না; মৃত হইলে কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়, ইহাতে কৃত-কর্ম্মের নাশ ও অকৃত-কর্ম্মের আগম-রূপ দোষ বিস্পষ্ট রূপে স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ যে দেহে যে কর্ম্ম করে, সেই দেহের বিনাশ হইলে তদ্দেহ-কৃত কর্ম্মেরও নাশ হয় এবং নূতন দেহ উৎপন্ন হইলে অকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে, অতএব লোকায়তিক মত নিতান্ত যুক্তি-বিগর্হিত। মূর্ত্ত পদার্থ হইতে অমূর্ত্ত-জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে পৃথিবী-প্রভৃতি ভূত চতুষ্টয় হইতে আকাশের উৎপত্তি হইতে পারে; অতএব অমর্ত্ত্যের সহিত মর্ত্ত্যের সাদৃশ্য কদাচ সম্ভবপর নহে।

সৌগত-মতাবলম্বি নাস্তিকেরা অবিদ্যা, কর্ম্ম, বাসনা, লোভ, মোহ ও দোষ-নিষেবণকে পুনর্জ্জন্মের কারণ কহিয়া থাকে। তাহারা লোকায়ত নাস্তিকগণের অভিমত ভূত-চতুষ্টয়ের বাহ্য সঙ্ঘাত হইতে আধ্যাত্মিক সঙ্ঘাত, রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারাখ্য পঞ্চ স্কন্ধাত্মক ঐহিক এবং পারলৌকিক-ব্যবহারাস্পদ জীব স্বীকার করে; অতএব তাহাদিগের মতে দেহ-নাশেই আত্ম-বিনাশ-রূপ দোষ সম্ভাবনা নাই। যদিও ইহারা অন্যের ন্যায় স্থিরতর ভোক্তা বা প্রশাসিতা চেতন স্বীকার না করুক, তথাপি অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন অর্থাৎ চিত্তের আশ্রয় শরীর, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, জন্ম, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ এবং মনস্তাপ, এই অষ্টাদশ দোষকে কখন সংক্ষেপত, কখন বা বিস্তার-ক্রমে বর্ণন করিয়া থাকে। ইহারা ঘটীয় যন্ত্রের ন্যায় আবর্ত্তমান হইয়া সঙ্ঘাতকে স্বাশ্রয়ত্ব রূপে অধিক্ষেপ করে; এই সঙ্ঘাতোৎপত্তি-বশত লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইলে স্থিরতর আত্মার সত্তা তাহারা স্বীকার করে না। তাহাদিগের মতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও তৃষ্ণাজনন স্নেহ অবিদ্যাক্ষেত্র দেহের পুনঃপুন উৎপত্তির বীজ এবং কারণ-রূপে অভিহিত হইয়াছে। সেই অবিদ্যাদি কলাপ সুপ্তিপ্রলয়ে সংস্কার স্বরূপে নিমিত্তভূত হইয়া অবস্থিতি করিলে এবং একমাত্র মরণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দেহ দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে অবিদ্যাদি হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হয়; সৌগতেরা ইহাকেই সত্ত্বসংক্ষয় অর্থাৎ মোক্ষ কহিয়া থাকে।

এ বিষয়ে আপত্তি এই যে, মুক্তি হইলেও ক্ষণিক বিজ্ঞানাদির স্বরূপত, জাতিত, পাপ-পুণ্যত এবং বন্ধ-মোক্ষত যখন পৃথক্ত্ব হইতেছে, তখন কিপ্রকারে এই বিজ্ঞানে সেই বিজ্ঞান বলিয়া অভেদ

প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে? এক জন মুমুক্ষু অন্য জন সাধনাবিষ্ট এবং অপর ব্যক্তি মুক্ত হইল, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বাক্য। এরূপ হইলে দান, বিদ্যা, তপস্যা ও বলের নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তি হইত না; যেহেতু এক জন দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিল, ফলভোগ কালে তাহার অভাব-বশত অপরে ফল ভোগ করিতে লাগিল, ইহা কখনই সম্ভব নহে। ইহা সম্ভব হইলে একের পুণ্য-দ্বারা অপরে সুখী এবং অন্যের পাপ-দ্বারা অন্যে দুঃখী হইতে পারে; অতএব এরূপ দৃশ্য বিষয়-দ্বারা অদৃশ্য বিষয়ের নির্ণয় করা সুসঙ্গত হইতেছে না। একের জ্ঞান অন্যের জ্ঞান হইতে বিসদৃশ; অতএব যে বৈজাত্য-দ্বারা এই সকল দোষ উৎপন্ন না হয়, তজ্জন্য যদি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকগণ জ্ঞানধারার সজাতীয়তা বলিতে ইচ্ছা করে, তবে উৎপদ্যমান সদৃশ জ্ঞানের উপাদান কি, এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পূর্ব্ব জ্ঞানকে তাহারা সিদ্ধান্ত পক্ষে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ নহে; যেহেতু তাহাদিগের মতে জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন উত্তর জ্ঞানের উৎপাদন বিষয়ে সামর্থ্য নাই। যদি সেই জ্ঞানেরই নাশ হয়, তবে মুষল-দ্বারা হত শরীর হইতে অন্য শরীর উৎপন্ন হইতে পারে।

ঋতু, সংবৎসর, যুগ, শীত, উষ্ণ, প্রিয় ও অপ্রিয়-প্রভৃতি যেমন অতীত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়, দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ জ্ঞানধারার অনন্ততা-বশত ঋতু-প্রভৃতির ন্যায় মোক্ষ পুনঃপুন আগত ও নিবৃত্ত হইতেছে; অতএব ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ বহু দোষ-গ্রস্ত বলিয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। জরা এবং মৃত্যু-দ্বারা আক্রান্ত অনিত্য ধর্ম্মাশ্রয় দুর্ব্বল-দেহ গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে।

ইন্দ্রিয়-সমুদয়, মন, প্রাণ, মাংস, শোণিত, অস্থি-প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক বিনষ্ট ও সম্মিলিত হইয়া থাকে। লোক-যাত্রার ব্যাঘাত এবং দান-ধর্ম্মাদি ফলের অপ্রাপ্তি হইলে তন্নিবন্ধন আত্ম-সুখার্থ সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারেরও উচ্ছেদ হয়। মনোমধ্যে বহুবিধ তর্ক উৎপন্ন হইয়া থাকে; তর্ক উৎপন্ন হইলে যুক্তি-দ্বারা দেহ ভিন্ন অন্যতরকে আত্ম-রূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। যাঁহারা অভিনিবেশ-পূর্ব্বক বিচার করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে নিবিষ্ট হয়, নিবিষ্ট হইয়া তাহাতেই বৃক্ষের ন্যায় জীর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে ইষ্ট ও অনিষ্ট-দ্বারা সমস্ত জন্তুই দুঃখিত রহিয়াছে; হস্তিপকেরা যেমন হস্তিদিগকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ দুঃখোপহত জীবগণ শাস্ত্র-কর্তৃক বশীভূত হইয়া থাকে। অনেকানেক মানবগণ অত্যন্ত সুখাবহ বিষয় সমুদয় অভিলাষ করত বিশুষ্ক হয়; পরিশেষে মহত্তর দুঃখ ভোগ করত বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে। যাহার অবশ্যই বিনাশ হইবে এবং জীবনের নিশ্চয় নাই, তাহার বন্ধু বান্ধব ও বিভিন্ন পরিবার-বর্গের প্রয়োজন কি? যিনি সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করেন, তিনি ক্ষণকাল-মধ্যে লোকান্তরে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার আর প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না।

পৃথিবী, আকাশ, সলিল, অনল ও অনিল, এই পঞ্চভূত সতত শরীরকে প্রতিপালন করিতেছে; অতএব এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরের তত্ত্ব অবগত হইয়া কোথায় অনুরাগ হইবে? এই বিনাশি শরীরে সুখ-লেশ-মাত্র নাই।

নরপতি জনদেব এই ভ্রম-প্রমাদ-বিরহিত অকপট আত্ম-সাক্ষিক বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতে উপক্রম করিলেন।

পঞ্চশিখ-বাক্যে অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১৮

ভীষ্ম কহিলেন, জনক-বংশীয় জনদেব মহর্ষি পঞ্চশিখের বাক্য শ্রবণ করিয়া মরণের পর পুনরায় জন্ম ও মোক্ষ হয় কি না, পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা করিলেন।

জনক বলিলেন, ভগবন্! যদি মরণের পর কাহা-

রও সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাবস্থার ন্যায় বিশেষ বিজ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান বা অজ্ঞানের কোন বিশেষ থাকিতে পারে না। হে দ্বিজোত্তম! দেখুন, যম-নিয়মাদি সমুদয় বিষয়ই আত্মনাশ-পর্য্যবসায়ি অর্থাৎ আত্ম-নাশ হইলেই সমুদয় নিয়মাদি নষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য প্রমত্ত বা অপ্রমত্তই হউক্, তাহাতে বিশেষ কি? মোক্ষ হইলে যদি দিব্যাঙ্গনাদি সংসর্গ না হয়, সংসর্গ হইলেও যদি তাহা স্বর্গাদির ন্যায় বিনাশী হয়, তবে কি জন্য কর্ম্ম করিবে এবং ক্রিয়মাণ কার্য্যের ঘটনাই বা কিরূপে হইবে, এ বিষয়ে প্রকৃতরূপে নিশ্চয় কি?

ভীষ্ম কহিলেন, অতিক্রান্তদর্শী মহর্ষি পঞ্চশিখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত আতুরের ন্যায় নৃপতিকে পুনর্ব্বার বাক্য-বিন্যাস-দ্বারা আশ্বাস দান করত বলিতে লাগিলেন। এই সংসারে দেহ নাশ হইলেই পর্য্যবসান হইল, এরূপ নহে এবং দেহ বিশেষে পর্য্যবসান হইলেই যে শেষ হইল, তাহাও নহে; কিন্তু অবিদ্যা-দ্বারা আত্মাতে আরোপিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-প্রভৃতি কেবল রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় প্রতীত হয়, এতাবৎ অনর্থের নিবৃত্তি এবং বিস্মৃত কণ্ঠগত কনকহারের ন্যায় স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি হইলেই কৃতকৃতার্থতা হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শরীর ইন্দ্রিয়বর্গ ও চিত্তের সম্মিলন জন্য সংঘাত পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যে বর্ত্তমান রহে।

কার্য্য সকল যাহাতে নিলীন হয়, তাহাকে উপাদান কহে, সেই উপাদান পঞ্চবিধ; জল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি ও বসুমতী, সাঙ্খ্য-মতানুসারে এই পঞ্চ উপাদান স্বভাবত অবস্থান করে এবং স্বভাবত বিযুক্ত হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ উপাদান সংহত হইয়া শরীরাকারে পরিণত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শরীরান্তর্গত যে অবকাশভাগ, তাহাই আকাশ; যে প্রাণ, সেই বায়ু; যে উষ্মা, সেই অগ্নি; যাহা রক্ত-রসাদি স্নেহবৎ পদার্থ, তাহাই সলিল এবং যাহা অস্থি-প্রভৃতি কঠিন পদার্থ, তাহাই পার্থিব অংশ; এই শরীর জরায়ুজাদি-ভেদে নানাবিধ। জ্ঞান, উষ্মা অর্থাৎ জঠরাগ্নি ও প্রাণ, এই ত্রিবিধ পদার্থ সর্ব্ব কর্ম্ম-সংগ্রাহক, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বিষয় শব্দ-স্পর্শ-প্রভৃতি বিষয়-প্রকাশক স্বভাব-বিশিষ্ট, ঘটাকারা-বৃত্তি চেতনাই সঙ্কল্পাদি-রূপ মন, ইহাই জ্ঞানের কার্য্য; বায়ুর কার্য্য প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু; ভুক্ত পীত বস্তু-সমূহের পরিপাক-দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির উপচয় করা জঠরানলের কার্য্য; অতএব জ্ঞান, উষ্মা ও বায়ু হইতে ইন্দ্রিয়াদি নিঃসৃত হইয়াছে।

শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষু ও নাসিকা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় চিত্তগত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, দুঃখাভাব এবং সুখাভাব-স্বরূপা বিজ্ঞান-সংযুক্তা চেতনাবৃত্তি বিষয়ের উপাদেয়ত্ব, হেয়ত্ব ও উপেক্ষণীয়ত্ব-ভেদে ত্রিবিধা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয়ই মূর্ত্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া মরণ কাল পর্য্যন্ত জ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত ষড় বিষয় বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকে। শ্রোত্র-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গে সন্ন্যাস-নিবন্ধন যে সমস্ত বিষয়ে অর্থ নিশ্চয় হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মোক্ষের বীজ এবং মোক্ষ-প্রদত্ব-হেতু অব্যয় মহৎ বুদ্ধি বলিয়া থাকেন। এই আত্মাতিরিক্ত বিষয় সমুদয়কে যিনি আত্মভাবে অবলোকন করেন, তাঁহার অসম্যক্ দর্শন-দ্বারা অনন্ত দুঃখ উপশান্ত হয় না। 'এই' ইত্যাদি রূপে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মা নহে; যেহেতু দৃশ্যবস্তু কদাপি দ্রষ্টার আত্মা হইতে পারে না। কারণে 'আমি এবং আমার' ইত্যাদি বাক্যও সিদ্ধ হয় না; তবে অহঙ্কার দেহ ইন্দ্রিয়-প্রভৃতি যে আত্মাতে অভেদ-রূপে প্রতীত হয়, তাহা শুক্তিকাতে রজত বুদ্ধির ন্যায় ভ্রম-মাত্র। 'এই আমি অন্ধ, আমি গৌরবর্ণ' ইত্যাদি বাক্য যখন আত্মাতে সম্বন্ধ নহে, তখন 'আমার পুত্র, আমার পত্নী' এই সকল বাক্যও মিথ্যা; অতএব যে দুঃখ-সন্ততি প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার আশ্রয় কে? কেন না, আত্মা অসঙ্গ এবং অহঙ্কার মিথ্যা, সুতরাং রজ্জু-সর্পের ভীষণত্বের

ন্যায় নিরধিষ্ঠান। দুঃখ-সন্ততিও অহঙ্কারের ন্যায় অবশ্যই সত্য নহে।

সম্প্রতি, যে বক্ষ্যমাণ ত্যাগপ্রধান শাস্ত্র তোমার মুক্তির প্রতি নিমিত্ত হইবে, সেই পরম উৎকৃষ্ট সাঙ্খ্যশাস্ত্র শ্রবণ কর। মুক্তির নিমিত্ত নিয়ত উদ্যুক্ত পুরুষগণের সমস্ত কর্ম্ম ও বিভবাদি পরিত্যাগ করাই নিত্যকর্ম্ম, আর যাহারা ত্যাগ স্বীকার না করিয়া শান্তিপরায়ণ হয়, তাহাদিগের অবিদ্যাদি-রূপ ক্লেশ-কদম্বকে দুঃখাবহ রূপে পণ্ডিতগণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুখ-সামগ্রী সমুদয় পরিত্যাগ করিলে কর্ম্ম সকল সিদ্ধ হয়, ভোগ ত্যাগ করিলে ব্রত সিদ্ধি হইয়া থাকে, সুখ ত্যাগ করিলে তপস্যা ও যোগ উপদেশ লব্ধ হইতে পারে এবং সমুদয় পরিত্যাগ করিলেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা হইল। দুঃখরাশি বিনাশের নিমিত্ত সেই সর্ব্ব ত্যাগের দ্বৈধ-শূন্য পথ প্রদর্শিত হইতেছে, ত্যাগ স্বীকার না করিলে দুর্গতি হইয়া থাকে। বুদ্ধি-মধ্যে বিদ্যমান মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া প্রাণের সহিত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কহিতেছি।

হস্ত-দ্বয় কর্ম্মেন্দ্রিয়, পদ-যুগল গমনেন্দ্রিয়, শিশ্ন অপত্যোৎপাদনও আনন্দ-জননেন্দ্রিয়, পায়ু পুরীষ পরিত্যাগাদির ইন্দ্রিয় এবং বাক্য শব্দ-বিশেষের উচ্চারণার্থ ইন্দ্রিয়, মন এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত আছে। এইরূপে মনের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই একাদশকে অবিলম্বে বুদ্ধি-দ্বারা পরিত্যাগ করিবে; মনকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সবিষয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয় পরিত্যক্ত হয় এবং বুদ্ধিকে ত্যাগ করিলেই সমনস্ক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে! শ্রবণ-ক্রিয়া সম্পাদনার্থ কর্ণ-যুগল করণ, শব্দ বিষয় এবং চিত্ত-কর্ত্তৃরূপে অভিহিত হয়; স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের বিষয়ও এবম্বিধ। এইরূপে শব্দাদি বিষয়ের অভিব্যক্তি নিমিত্ত সত্ত্ব-প্রভৃতি গুণত্রয় সমস্ত বিষয় ও করণকে সমনস্ক করে, যে অনুভবের অভিব্যক্তি নিমিত্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, সেই অনুভবই প্রহর্ষ-প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকাদি কার্য্যের সাধন করিয়া থাকে।

প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও শান্ত-চিত্ততা, এই সমুদয় সাত্ত্বিকগুণ বৈরাগ্য-বশত বা স্বভাবত চিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ এবং ক্ষমা-রাহিত্য, এই সমুদয় রজোগুণের চিহ্ন, কখন কারণ-বশত কখন বা অকারণত দৃষ্ট হইয়া থাকে। অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা প্রভৃতি বিবিধ তামসগুণ কারণ বা অকারণ-বশত বর্ত্তমান রহে। যাহা দেহ ও মনকে প্রীতি-যুক্ত করে, তাহাতেই সাত্ত্বিকগুণ আছে, ইহা বিবেচনা করিবে। যে বিষয় আত্মার অসন্তোষ ও অপ্রীতিকর, তাহাই রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, ইহা অনুভব করা উচিত। আর শরীরে বা মনে যাহাকে মোহ-সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই অবিতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয় তমোগুণের কার্য্যরূপে নিশ্চয় করিবে।

আকাশাশ্রিত শ্রোত্র আকাশাখ্য ভূত হইতে বিভিন্ন নহে এবং শ্রোত্রাশ্রিত শব্দও পরম্পরা-সম্বন্ধে আকাশ হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না; যদি এরূপ হইল, তবে শব্দজ্ঞান হইলে আকাশ ও শ্রোত্র এই উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয় হয় না; কেন না, যাহার শব্দজ্ঞান হয়, তাহার শব্দজ্ঞানের সমকালেই শ্রোত্র ও আকাশ-বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং শ্রোত্র এবং আকাশ অজ্ঞাতই রহিল, এরূপ নহে। একের বিজ্ঞান হইলে অন্যের জ্ঞান হয় না, ইহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে; শ্রোত্র ও আকাশ হইতে শব্দ স্বতন্ত্র হইতে পারে না, অতএব শ্রোত্রাদি প্রবিলাপন-দ্বারা শব্দ ও আকাশাদির প্রবিলাপন যুক্তিযুক্ত; শব্দ ও আকাশাদি স্মরণাত্মক চিত্ত-স্বরূপ, চিত্ত ও অধ্যবসায়াত্মক মন হইতে বিভিন্ন নহে; অতএব মনের লয় হইলেই সকলই লীন হয়। এইরূপ ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, স্পর্শ, রূপ,

রস ও গন্ধের সহিত অভিন্ন হইয়া চিত্ত ও মনঃস্বরূপ হয়; মনের লয় হইলে ইহারাও লীন হয়।

ইন্দ্রিয়-বিষয় শ্রবণ স্পর্শন দর্শন-প্রভৃতি কার্য্য এক কালে সম্পন্ন হওয়ায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশেরই অনুগত মন একাদশ হইয়া অবস্থিতি করে এবং বুদ্ধি উক্ত দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশের অনুগত হইয়া দ্বাদশী-রূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে। যাহারা এককালে অনেক বিষয় জ্ঞান হয় না—ইহা অঙ্গীকার করে, তাহাদিগের অনুভব যুক্তিবিরুদ্ধ; যেহেতু গঙ্গা-সলিলে শরীরের অর্দ্ধাংশ নিমগ্ন হইলে অর্দ্ধাংশে রবিকিরণ ও অপরার্দ্ধে শৈত্য যুগপৎ অনুভূত হয়, ইহা বিস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। প্রাগুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশের যুগপদ্ভাব না হইলেও নিদ্রা-রূপ তমোময় সুষুপ্তিকালেও আত্মার উচ্ছেদ নাই, আত্মার অযৌগপদ্যই বাস্তবতত্ত্ব, যুগপদ্ভাব কেবল স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞানকৃত; অতএব আত্মার যে যুগপদ্ভাব আছে, তাহা লৌকিক ব্যবহার-মাত্র, পারলৌকিক নহে।

স্বপ্নদর্শী পুরুষ পূর্ব্বানুভব বাসনা-বশত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সমুদয়কে বিষয়-সঙ্গত চিন্তা করত সত্ত্ব, রজ, তমোগুণে সমন্বিত হইয়া কামনানুসারে স্বকীয় শরীরে বিচরণ করে। যাহা তমোগুণ-দ্বারা অভিভূত এবং যাহা প্রবৃত্তি-প্রকাশাত্মক আত্মাকে আশু সংহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুগপদ্ভাবের অনিশ্চিত উচ্ছেদ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই তামস-সুখ বলিয়া থাকেন। সেই অজ্ঞান-প্রধান তামস-সুখ এই শরীরেই সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়া থাকে; যে সুখ আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ইত্যাদি বেদ-বোধিত-রূপে বিখ্যাত আছে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বৈত-সুখ বিলোকিত না হইলেও এবং অব্যক্ত অনৃত তমোগুণের সত্তা না থাকিলেও যেন তাহার অস্তিত্ব উপপন্ন হয়। এই অহঙ্কারাদি ঘট পট পর্য্যন্ত দৃশ্যমান ভোগ্য-বস্তু-বর্গের স্বকর্ম্ম-হেতুক আবির্ভাব প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কোন কোন অবিদ্যা-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অজ্ঞান-বজ্রপঞ্জরের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়, আর কোন কোন বিদ্যাবান্ ব্যক্তিগণের নিকটে উক্ত অজ্ঞান কাল-ত্রয়েও আগমন করিতে সমর্থ হয় না।

অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণ সংঘাত-বীজভূত মনো-মধ্যে যে সত্তা আছে, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। অনাদি অবিদ্যা-কর্ম্ম-বশত সত্য ও মিথ্যার আত্ম ও আত্ম-ভিন্নে একত্রীকরণ-নিবন্ধন ব্যবহারে বর্ত্তমান চতুর্ব্বিধ ভূতের মধ্যে শাশ্বত আত্মা কি প্রকারে উচ্ছেদ-বিশিষ্ট হইতে পারেন? আত্মা সর্ব্বব্যাপী, নিত্যপদার্থ, তাঁহার কদাচ উচ্ছেদ হইতে পারে না; অতএব পূর্ব্বে যে আত্মার উচ্ছেদ-বিষয়ে শঙ্কা হইয়াছিল, তাহার কোন অবলম্বন নাই। নদ ও নদী সকল যেমন সমুদ্রে সঙ্গত হইয়া নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাগর-সলিলে লীন হয়, তদ্রূপ মহদাদি ঘটপট-পর্য্যন্ত বাহ্যবস্তু-রূপ স্থূল পদার্থ-সমুদয় উৎপত্তির বিপরীতক্রমে সূক্ষ্মভূতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সূক্ষ্ম ভূত সমুদয় বিশুদ্ধ কারণ-স্বরূপে নিলীন হয়, ইহাকেই সত্ত্ব-সংক্ষয় বলা যায়।

এইরূপে দেহরূপ উপাধি-মিশ্র জীব সর্ব্বতোভাবে দর্পণস্থ মুখের ন্যায় গৃহ্যমাণ হইলে উপাধির অপগমে পুনরায় তাহার কোন প্রকারেই জ্ঞান হইতে পারে না এবং জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া দর্পণাভাবে যেমন মুখের উচ্ছেদ নাই, তদ্রূপ উপাধি না থাকিলেও আত্মার উচ্ছেদ শঙ্কা করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

যিনি অপ্রমত্ত হইয়া এইরূপ মুক্তির উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্ম-ধ্যানপরায়ণ হয়েন, তিনি সলিল-সিক্ত কমল-পত্রের ন্যায় অনিষ্টকর কর্ম্মফল-দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। যিনি অপত্য-স্নেহ ও দৈব-কর্ম্ম নিমিত্ত বহুবিধ দৃঢ়তর পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি যৎ কালে সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করেন,

তৎ কালে পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গদেহ-বিহীন, সুতরাং বিমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

মনুষ্য শ্রুতি-প্রমাণ 'তত্ত্বমসি' বাক্য এবং আগমোক্ত মঙ্গল-সাধন শম-দমাদি দ্বারা জরা মৃত্যু ভয় হইতে অভীত হইয়া অবস্থান করেন। পুণ্যক্ষয় পাপ-বিগত ও মোহ-নিমিত্তক সুখ দুঃখ বিনষ্ট হইলে নিঃসঙ্গ সাধকগণ হৃদয়াকাশস্থ সগুণ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া পরিশেষে নিরবয়ব নির্লিপ্ত আত্মাকে অস্মিতা-মাত্রে বুদ্ধি-তত্ত্বে অবলোকন করেন। উর্ণনাভি কীট যেমন তন্তুময় গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়া বসতি করে, তদ্রূপ অবিদ্যাবশীভূত জীব কর্ম্ম-তন্তুময় গৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকে। পাংশুপিণ্ড বেগবশত পাষাণে পতিত হইয়া যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, জীব বিমুক্ত হইয়া তদ্রূপ দুঃখ পরিহার করিয়া থাকে। রুরু নামক মৃগ-বিশেষ পুরাতন শৃঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এবং উরগগণ নিজ নির্ম্মোক বিসর্জ্জন দিয়া যেমন অলক্ষিত-ভাবে গমন করে, তদ্রূপ জীব বিমুক্ত হইয়া দুঃখভার পরিহার করিয়া থাকে। জলরাশি-মধ্যে পতনশীল পাদপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পক্ষী যেমন অসক্ত হইয়া নিপতিত হয়, তদ্রূপ জীব সুখ দুঃখ পরিহার করত লিঙ্গদেহবিহীন ও বিমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। মিথিলাধিপতি জনক সমস্ত নগর অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া স্বয়ং এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এই অগ্নি-দাহে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।

নরপতি জনদেব পঞ্চশিখাচার্য্য-কর্ত্তৃক ভাষ্যমাণ এই অমৃত সম্মিত বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থ নিশ্চয় করত পরম সুখী ও বীত-শোক হইয়া বিহার করিয়াছিলেন।

মহারজ! যিনি এই মোক্ষ নিশ্চয় বিষয় সতত পাঠ এবং অর্থানুসারে পর্য্যালোচনা করেন, তিনি দুঃখবিহীন হয়েন এবং কোন উপদ্রব অনুভব করেন না; অপিচ, জনক-বংশীয় জনদেব যেমন পঞ্চশিখাচার্য্যের শরণাগত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছিলেন, এই মোক্ষ-নিশ্চয় বিষয় পর্য্যালোচনাকারী পুরুষও তদ্রূপ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

পঞ্চশিখ বাক্যে ঊনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২১৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! ইহলোকে মনুষ্য কি কর্ম্ম করিলে সুখ লাভ করে? কোন্ কর্ম্ম করিলে দুঃখভাগী হয় এবং কিরূপ কর্ম্ম করত সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে?

ভীষ্ম বলিলেন, বেদদর্শি বৃদ্ধগণ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ দমগুণকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন; সর্ব্ব বর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণের পক্ষে দমগুণই পরম উৎকৃষ্ট; অদান্ত পুরুষের যথা-বিধানে ক্রিয়া সিদ্ধি সম্পন্ন হয় না। তপস্যা ও সত্য কথনের নাম ক্রিয়া, সেই সমুদয় ক্রিয়াই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; দমগুণ তেজ বৃদ্ধি করে, দমকেই পণ্ডিতেরা পবিত্র বলিয়া থাকেন; নিষ্পাপ নির্ভয় দান্ত পুরুষ সুমহৎ সুখ সম্ভোগ করেন। দান্ত পুরুষ পরম সুখে নিদ্রা যান, পরম সুখে জাগরিত হইয়া থাকেন এবং অনায়াসে জন-সমাজে বিচরণ করেন, তাঁহার মনও সতত প্রসন্ন রহে। দমগুণ-দ্বারা তেজ বিধৃত হয়, তামস-প্রকৃতি পুরুষ তাহা অধিকার করিতে পারে না; দান্ত ব্যক্তি কামাদি রিপুগণকে নিয়ত পৃথক্ শরীরে নিরীক্ষণ করেন। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে জীবগণের যেমন সতত ভয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ অদান্ত মানবগণ হইতে মনুষ্যদিগের সর্ব্বদাই ভয় হয়। সেই অদান্তগণের শাসনের জন্য বিধাতা রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত আশ্রমের মধ্যে দমগুণই উৎকৃষ্ট; আশ্রম-সমুদয়ে ধর্ম্মোপার্জ্জনে যে ফল হইয়া থাকে, দান্ত পুরুষে ততোধিক ফল দৃষ্ট হয়, ইহা প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন। সম্প্রতি যে সমুদয়কে দম কহে, তাহার স্বরূপ কহিতেছি।

অদীনতা, অভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধধানতা, অক্রোধ, সরলতা, নিয়ত অলৌকিকার্থ-ভাষণ, রাজাদির বার্ত্তা-কথন, গুরুপূজা, অনসূয়া, সর্ব্বভূতে দয়া ও অখলতা, লোকাপবাদ মিথ্যা-কথন ও স্তুতি নিন্দা বিসর্জ্জনই দমের লক্ষণ। যিনি মোক্ষার্থী হইয়া সুখ দুঃখাদি অনুভব বিষয়ে উত্তরকালে স্পৃহা না করেন; যিনি বৈরকারী নহেন এবং শঠতা-বর্জ্জিত-সমাদর করিয়া থাকেন; নিন্দা ও প্রশংসাতে যাঁহার সম-জ্ঞান, সেই সচ্চরিত্র, সদাচার সম্পন্ন, প্রসন্ন-চিত্ত, বুদ্ধিমান্ মানব ইহলোকে সৎকার লাভ করিয়া পরকালে স্বর্গে গমন করেন এবং সর্ব্বভূতের দুর্লভ অন্নাদি লাভ করত সুখী ও মুদিত হয়েন। যিনি সর্ব্বভূতের হিতকর বিষয়ে নিরত হইয়া কাহাকেও দ্বেষ না করেন, মহাহ্রদের ন্যায় অক্ষোভ্য সেই প্রজ্ঞাতৃপ্ত মানব প্রসন্ন হয়েন। সর্ব্বভূত হইতে যাঁহার ভয় নাই এবং যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের ভয় সম্ভাবনা থাকে না, সেই বুদ্ধিমান্ দান্ত পুরুষ সর্ব্বভূতের নমস্য হয়েন। যিনি বিপুল অর্থ লাভ হইলেও হৃষ্ট না হয়েন এবং বিপদ্ উপস্থিত হইলেও শোক না করেন, সেই পরিমিত-প্রজ্ঞ দান্ত পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। যিনি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সাধুগণের আচরিত পথে অবস্থান করত পবিত্র হইয়া থাকেন এবং সততই বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহে নিরত রহেন, তাঁহার মহৎ ফল ভোগ হয়। অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়-বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস দুরাত্মাদিগের পদবী নহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, পরের প্রতি ঈর্ষা ও আত্ম-শ্লাঘাই দুরাত্মাদিগের স্পৃহনীয়। ব্রহ্মচারী মানব কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইবেন। সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ ঘোরতর তপস্যাচরণে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক কালাকাঙ্ক্ষা করত অপায়-বিরহিত ও সন্তোষ-সমন্বিত হইয়া লোক সকলে বিচরণ করিয়া থাকেন।

দমপ্রশংসায় বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥২২০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যজ্ঞ-দীক্ষিত অথবা মন্ত্র-দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দেবতা-ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণীয় মাংস ও মদ্য-প্রভৃতি যাহা স্বর্গ বা পুত্রাদি কামনা নিমিত্ত ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা উচিত কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা বেদ-বিহিত ব্রতাচরণ না করিয়া অভক্ষ্য মাংসাদি ভোজন করে, তাহারা ইহলোকেই পতিত হয়, আর যাহারা দীক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক ফলানুরাগী হইয়া বৈধ মাংসাদি ভক্ষণ করে, তাহারা যাগাদি জন্য স্বর্গফল ভোগ করিয়া ভোগাবসানে পতিত হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধারণ জনগণ যে দেহ-পীড়াকর উপবাসকে তপস্যা কহিয়া থাকে, ইহাই কি তপস্যা; অথবা, অন্যবিধ কোন তপস্যা আছে?

ভীষ্ম বলিলেন, সামান্য লোকেরা যে এক মাস বা একপক্ষ উপবাস করিলে তপস্যা হয়, জ্ঞান করিয়া থাকে, আত্ম বিদ্যার বিঘ্ন-স্বরূপ সেই তপস্যা সাধুগণের সম্মত নহে। ভূত-ভয়ঙ্কর কর্ম্ম-সন্ন্যাস এবং ভূতারাধনই উৎকৃষ্ট তপস্যা; যিনি এইরূপ তপস্যা করিয়া থাকেন, পরিবার-বর্গের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহাকে সতত উপবাসী ও ব্রহ্মচারী বলা যায়। হে ভারত! কুটুম্ব-সমন্বিত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকাম হইলে সতত মুনি ও দেব-সম হইতে পারেন এবং তিনি অস্বপ্ন, অমাংসাশী, সদা পবিত্র, অমৃতাশী, দেবতা ও অতিথি-পূজক, বিঘসাশী, অতিথি-ব্রত, শ্রদ্ধধান ও সতত দেবতার ন্যায় অতিথি-পূজক হয়েন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কি প্রকারে সতত উপবাসী হয়েন? কিরূপে ব্রহ্মচারী হইতে পারেন? কিরূপ ভক্ষণ করিলে বিঘসাশী হয়েন? কি প্রকারেই বা সতত অতিথি-ব্রত হইয়া থাকেন?

ভীষ্ম বলিলেন, দিবসে ও রাত্রিকালে ভোজনের বিহিত সময়ে ভোজন ভিন্ন তন্মধ্যে আর যিনি

ভোজন না করেন, তিনি সতত উপবাসী হয়েন; যে ব্রাহ্মণ কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাতে সঙ্গত হয়েন, তাঁহাকেই ব্রহ্মচারী বলা যায়; যিনি নিয়ত জ্ঞান-নিরত, তিনিই সত্যবাদী হয়েন। দেবতা ও পিতৃলোকের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস ভিন্ন যিনি বৃথা মাংস ভক্ষণ না করেন, তাঁহাকে অমাংসাশী বলা যায়। যিনি নিয়ত দান নিরত, তিনিই পবিত্র হয়েন; যিনি দিবাভাগে নিদ্রিত না হয়েন, তাঁহাকেই অস্বপ্ন বলা যায়। হে ধর্ম্মরাজ! প্রতি দিন ভৃত্য ও অতিথি সকল ভোজন করিলে পর যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকেই কেবল অমৃতাশী জানিবে। অতিথি-প্রভৃতি অভুক্ত থাকিলে নিয়ত যিনি অভুক্ত থাকেন, তাঁহার সেই অনশন-দ্বারা স্বর্গলোক জয় হয়। দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যগণের অবশিষ্ট অন্ন যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা বিঘসাশী বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের শুভলোকের সীমা নাই, ইহাঁদিগের সদনে ব্রহ্মা ও অপ্সরোগণের সহিত সুরগণ সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত অন্নাদি উপভোগ করেন, তাঁহারা পুত্র পৌত্রগণের সহিত প্রমুদিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের যার পর নাই উত্তম গতি হইয়া থাকে।

অমৃত-প্রাশ্নিকে একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২২১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরতসত্তম পিতামহ! ইহলোকে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যাহা অবশ্যই পুরুষকে ফলভাগী করে, পুরুষ সেই শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা হয়েন কি না, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় আছে; অতএব আমি আপনকার নিকট এই বিষয় প্রকৃত-রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে প্রাচীনেরা প্রহ্লাদ ও ইন্দ্রের সম্বাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন সময়ে ফল-কামনা-বিরহিত, বিধুত-পাপ, সদ্বংশজাত, বহুশাস্ত্র-দর্শী, অনলস, নিরহঙ্কার, সত্ত্বগুণাবলম্বী, নিজ সমুচিত শম-দমাদি ধর্ম্মে অনুরক্ত, স্তুতি নিন্দায় তুল্য-বুদ্ধি, দান্ত, শূন্য-সদন-সন্নিবিষ্ট; যিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ পরমাত্মাকে বিদিত হইয়াছেন; যিনি অপ্রিয় বিষয়ে ক্রুদ্ধ এবং প্রিয় বিষয় লাভেও হৃষ্ট নহেন; কাঞ্চন ও মৃৎপিণ্ডে যাঁহার সমদৃষ্টি; যিনি আনন্দ-রূপ চিন্মাত্র আত্ম বিষয়ে কুতর্কানভিভূত হইয়া নিশ্চয় করিয়াছেন; জীবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ অপকৃষ্ট কীটাদি পর্য্যন্ত জানিয়াছেন; যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সমদর্শন ও সংযতেন্দ্রিয় একান্তে সমাসীন সেই প্রহ্লাদের নিকট উপনীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রজ্ঞা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন যে, হে প্রহ্লাদ! ইহলোকে মানবগণের মধ্যে যে সমস্ত গুণ-গণ থাকিলে মনুষ্য সকলেরই সম্মত হয়, তোমাতে সেই সমস্ত স্থিরতর গুণ নিরীক্ষণ করিতেছি, আর তোমার বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদি-বিরহিত রূপে লক্ষ্য হইতেছে। তুমি আত্মাকে মনন করত আত্ম-জ্ঞানের প্রশস্ততর সাধন কি মনে করিতেছ? হে প্রহ্লাদ! তুমি পাশবদ্ধ স্থানচ্যুত শত্রুগণের বশীভূত এবং শ্রীহীন হইয়াও শোচনীয় বিষয়ে শোক করিতেছ না? হে দৈত্যবংশ-প্রসূত প্রহ্লাদ! তুমি প্রজ্ঞা লাভ অথবা সন্তোষবত্তা-বশত আপন বিপদ্ বিলোকন করিয়াও স্বস্থচিত্ত রহিয়াছ।

নিশ্চিত-মতি ধৈর্য্যশালী প্রহ্লাদ দেবরাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া স্বকীয় প্রজ্ঞা বর্ণন করত মনোহর বচনে কহিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন, যিনি জীবগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয় না জানেন, অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের নিমিত্ত অনুলোম প্রতিলোম পরিণামবতী মুল প্রকৃতিকে যাহার আত্ম ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান নাই, আত্মাতে বুদ্ধি-ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব-প্রভৃতি আরোপকারি সেই পুরুষের মূঢ়তা-বশত স্তম্ভ

হয়, আর যাঁহার জীব ব্রহ্মে ঐক্য-জ্ঞান আছে, তাঁহার স্তম্ভ হয় না। ভাব ও অভাব পদার্থ-সমুদয় স্বভাবত প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইতেছে অর্থাৎ যেমন বৎস উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাহার বৃদ্ধির নিমিত্ত গবীগণের রুধির পূর্ণ অঙ্গ অর্থাৎ স্তন-মধ্যে দুগ্ধ জন্মে, তৎকালে তৎ প্রবর্ত্তক বাৎসল্য না থাকিলেও স্বভাবত যেমন ক্ষীরোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সমস্ত পদার্থ স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তাহার প্রবর্ত্তকের অপেক্ষা নাই; সুতরাং পুরুষার্থেরও প্রয়োজন নাই। যদি পুরুষার্থ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ না থাকিল, তবে কোন জগৎকারকের প্রয়োজন হইতেছে না; অতএব আত্মা যদি অকর্ত্তা হয়েন, তবে এই দেহে ‘আমি’ এই অভিমান অবিদ্যা-দ্বারা স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে। যে ব্যক্তি সাধু বা অসাধু হউক, আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করে, আমার বোধ হয়, তাহার দোষবতী বুদ্ধি তত্ত্বপথ অবগত হইতে পারে না।

হে দেবেশ! পুরুষই যদি কর্ত্তা হয়, তবে তাহার আত্ম-কল্যাণ নিমিত্ত অবশ্যই কার্য্য সকল সিদ্ধ হউক্ এবং পুরুষ কদাচ পরাভূত না হউক্। হিতের নিমিত্ত যত্নবান্ মানবগণের অনিষ্ট সিদ্ধি ও ইষ্ট নিরোধ যখন লক্ষ্য হইতেছে, তখন কি নিমিত্ত পুরুষার্থ স্বীকার করা যাইতে পারে? অদৃষ্টের আনুকূল্য না থাকিলে যদি কার্য্যের ব্যাঘাত হয় তবে আত্ম-হিতার্থ-যতমান মানবগণের অনিষ্ট অদৃষ্টের উৎপত্তি যুক্তি-সঙ্গত নহে; কেন না, ভোক্তার সম-নিয়ত-কর্ত্তা না থাকিলে ভোক্তাও থাকে না। ঈশ্বর ও কাল স্বভাবেরই নামান্তর; যেহেতু কোন কোন ব্যক্তির প্রযত্ন না থাকিলেও স্বভাবত অনিষ্ট সিদ্ধি ও ইষ্ট তিরোধান দৃষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ কেবল আকৃতি-মাত্রধারী, কেহ কেহ অতিশয় বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া অল্পবুদ্ধি বিরূপ জনগণ হইতে ধনাগম লাভ করিতে ইচ্ছা করে, দেখা যাইতেছে। সুখ দুঃখ-প্রভৃতি শুভাশুভ গুণ-সমুদয় যখন স্বভাব-প্রেরিত হইয়া পুরুষে নিবিষ্ট হইতেছে, তখন ‘আমি সুখী, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা’ ইত্যাদি অভিমানের কারণ কিছুই নাই। সুখ দুঃখ-প্রভৃতি সমুদয় বিষয় স্বভাবত হইয়া থাকে, ইহা আমার মনে নিশ্চয় আছে; অন্য কি, আমার মতে মুক্তি এবং আত্মজ্ঞান স্বভাব হইতে স্বতন্ত্র নহে। ইহলোকে কর্ম্ম-জন্য শুভাশুভ ফল ভোগ হইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন; অতএব এক্ষণে আমি কর্ম্ম-সকলের বিশেষ বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন।

অন্ন-ভোজী বায়স যেমন তাহা প্রকাশ করিতে জানে, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্ম স্বভাবেরই অসাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম সকলই স্বভাবকে প্রকাশ করে, তন্তু সকল পটের কারণ হওয়ায় তন্তুনিষ্ঠ শুক্লাদি গুণ যেমন পটগত বৈচিত্রের প্রতি কারণ হয়, তদ্রূপ স্বভাবই জন্মাদি-মাত্রের হেতু, সুখ দুঃখ-প্রভৃতি তদ্বৈচিত্রের প্রতি কারণ-মাত্র। যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রভৃতি বিকার-সমুদয়কে জানেন এবং ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম উপাদান প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মকে না জানেন, সেই কর্ম্মও প্রকৃতির ভেদদর্শি পুরুষের মূঢ়তা-বশত স্তম্ভ হইয়া থাকে, আর যিনি উভয়ের ঐক্য অবলোকন করেন, তাঁহার জড়তা হয় না। স্বভাব হইতে সমুৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে যিনি নিশ্চয়-রূপে জানিয়াছেন, দর্প বা অভিমান, তাঁহার কি করিবে?

হে দেবরাজ! আমি সমুদয় ধর্ম্মবিধি ও ভূত-সকলের অনিত্যতা বিশেষ রূপে জানি, সমস্ত বস্তুই অনিত্য, এই জন্য শোক করি না। আমি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, বাসনা-বিহীন, মুক্ত-বন্ধন, স্বরূপস্থ এবং দেহাদিতে অনভিমান-বশত স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়া জীবগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ পর-ব্রহ্মকে অবলোকন করিতেছি। হে শক্র! যিনি বিশুদ্ধ-বুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, পরিতৃপ্ত ও বাসনা-বিহীন হইয়া আত্ম-বিদ্যা-দ্বারা সমস্ত বিষয় অবলোকন

করেন, তাঁহার কোন ক্লেশ নাই। বিশ্বকর্ত্রী প্রকৃতি বা ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ দুঃখে আমার প্রীতি অথবা বিদ্বেষ নাই, আমি এক্ষণে কাহাকেও দ্বেষ্টা দেখিতেছি না এবং পুত্র মিত্র প্রভৃতির ন্যায় মমতা করে, এরূপ কোন ব্যক্তিকেও অবলোকন করিতেছি না। হে ইন্দ্র! আমি কখন স্বর্গ, পাতাল অথবা, মর্ত্যলোক কামনা করি না; জ্ঞানের বিষয় বিজ্ঞানে অর্থাৎ বুদ্ধি-তত্ত্বে এবং জ্ঞান-স্বরূপ চিদাত্মাতে কোন সুখ নাই, এমন নহে; আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তৎ ফল সুখ দুঃখের আশ্রয় নহেন, এই জন্য আমি কিছুই কামনা করি না, কেবল জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।

ইন্দ্র কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে উপায়-দ্বারা এবম্বিধ জ্ঞান ও শান্তি লাভ হয়, তুমি তাহা প্রকৃত-রূপে আমার নিকট বর্ণন কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সুররাজ! সরলতা, সাবধানতা, প্রসন্নতা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং বৃদ্ধজন শুশ্রূষা দ্বারা পুরুষ মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। পুরুষ স্বভাবত জ্ঞান লাভ করে এবং স্বভাবত শান্তি প্রাপ্ত হয়, আপনি যাহা কিছু অবলোকন করিতেছেন, তৎ সমুদয়ই স্বভাবত সিদ্ধ হইতেছে।

মহারাজ! দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এইরূপ কহিলে ত্রিলোকেশ্বর দেবরাজ বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তৎ কালে তিনি প্রীতিমান্ হইয়া প্রহ্লাদের বাক্যে সমাদর করত তাঁহাকে সৎকার ও আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।

ইন্দ্র-প্রহ্লাদ-সংবাদে দ্বাবিংশতাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২২২ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহীপাল যাদৃশ বুদ্ধি-দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া মহীমণ্ডলে বিচরণ করেন, আপনি মৎ সকাশে তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, প্রাচীনেরা এ বিষয়ে বিরোচনতনুয় বলি ও বাসবের সংবাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত অসুরগণকে জয় করিয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক প্রণিপাতানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বলির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! নিয়ত ধন দান করিলেও কদাচ যাহার ধন ক্ষয় হয় নাই, আমি সেই বলিকে জানি না; অতএব আপনি সেই বলির বিষয় কীর্ত্তন করুন। সেই বলিই বায়ু, বলিই বরুণ, বলিই সূর্য্য, বলিই চন্দ্রমা, বলিই অগ্নি হইয়া জীব সকলকে তাপ দেয় এবং সেই বলিই সলিল-স্বরূপ হইয়া থাকে, আমি সেই বলিকে জানি না। অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট সেই বলির বিষয় কীর্ত্তন করুন। সেই বলিই অস্তময় হয়, বলিই দিঙ্মণ্ডল সমুদয় প্রকাশিত করে, বলিই অতন্দ্রিত হইয়া যথা কালে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আমি সেই বলিকে জানি না; অতএব আপনি আমার নিকট তাহার বিবরণ কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বাসব! তুমি যে, বলির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয় নহে, তবে জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা বলিতে নাই, এই জন্য আমি তোমার নিকট বলির বিষয় বর্ণন করিতেছি। হে শচীশ্বর! উষ্ট্র, বৃষভ, গর্দ্দভ, অথবা অশ্বগণের মধ্যে যে কোন রূপ ধারণ করিয়া শূন্যগৃহে যে বরিষ্ঠ হইয়া বাস করিবে, সেই বলি।

ইন্দ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যদি বলির সহিত শূন্যাগারে সঙ্গত হই, তবে তাহাকে নিহত করিব কি না, তাহা আপনি আমাকে আদেশ করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বাসব! তুমি বলিকে হিংসা করিও না, বলি বধ্য নহে। দেবরাজ! তুমি ইচ্ছানুসারে বলির নিকটে নীতি জিজ্ঞাসা করিবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা মহেন্দ্রকে এইরূপ কহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐরাবত-স্কন্ধে আরোহণ-

পূর্ব্বক শোভা-সমন্বিত হইয়া মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ভগবান্ পিতামহ যেরূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি শূন্যাগারে অবস্থিত খর-বেশধারী বলিকে অবলোকন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে দানব! তুমি খর-যোনি প্রাপ্ত হইয়া তুষ ভক্ষণ করিতেছ, তোমার এই অধম-যোনি প্রাপ্তি জন্য দুঃখ হয় কি না? আমি দেখিতেছি, তোমার অদৃষ্ট বৈরি-বর্গের বশীভূত, শ্রীহীন, মিত্র-বিহীন, ভ্রষ্ট-বীর্য্য ও নষ্ট-পরাক্রম হইয়াছে। তুমি যে জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া লোক সকলকে পরিতাপিত করত আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া সহস্র-বিধ যান-দ্বারা গমন করিতে, দৈত্যগণ তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া তোমারই শাসনে অবস্থান করিত, পৃথিবী তোমারই ঐশ্বর্য্যে বিনা কর্ষণে শস্য প্রসব করিত; সম্প্রতি তুমি সাগরের পূর্ব্ব-কূলে বিল-মধ্যে বাস করিতেছ, ইহাতে তোমার যে দুঃখ হইতেছে, তজ্জন্য তুমি শোক করিতেছ কি না? পূর্ব্বে যখন তুমি জ্ঞাতিগণকে ধন বিভাগ করিয়া দেও, তখন তোমার মন কিরূপ হইয়াছিল? বহু বর্ষ পর্য্যন্ত শ্রীসম্পন্ন থাকিয়া যখন তুমি বিহার কর, তৎ কালে পুষ্করমালিনী কাঞ্চন-সম প্রভাশালিনী সহস্র সহস্র সুর-কামিনীগণ তোমার সমীপে সমাগত হইয়া নৃত্য করিত। হে দানবেশ্বর! তোমার মন তৎকালেই বা কিরূপ ছিল, এক্ষণেই বা কিরূপ আছে? পূর্ব্বে তোমার সুমহৎ রত্ন-ভূষিত সুবর্ণময় ছত্র ছিল, তদানীং তোমার নিকটে ষট্ সহস্র গন্ধর্ব্ব সপ্ত প্রকার নৃত্য করিত। তুমি যখন যজ্ঞ করিতে, তৎকালে তোমার যজ্ঞযূপ সকল কাঞ্চনময় ছিল; যে যজ্ঞে তুমি প্রথমত দশ অযুত, অনন্তর দশ সহস্র, তদনন্তর সহস্র গো দান করিয়াছিলে, হে দৈত্যরাজ! তখন তোমার মতি কি প্রকার ছিল? তুমি যজমান হইয়া যখন সমস্ত ভূমণ্ডলকে যজ্ঞ কার্য্যে অপর্য্যাপ্ত জ্ঞান করত পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলে, তখন তোমার অন্তঃকরণে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল? হে অসুরেশ্বর! সম্প্রতি তোমার সুবর্ণময় জলপাত্র, ছত্র ও চামর-যুগল বিলোকিত হইতেছে না এবং ব্রহ্মা তোমাকে যে মালা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতে পাইতেছি না?

বলি বলিলেন, হে বাসব! তুমি আমার ছত্র, চামর ও সুবর্ণময় জল-পাত্র দেখিতেছ না এবং ব্রহ্মা আমাকে যে মালা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতে পাইতেছ না; আমার রত্ন সকল মূলপ্রকৃতি মধ্যে অন্তর্হিত রহিয়াছে, তাহাতেই তুমি তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, যখন আমার সময় হইবে, তখন তুমি উক্ত রত্নজাত দেখিতে পাইবে। সম্প্রতি তুমি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, আমি অসমৃদ্ধ; অতএব তুমি যে আমার নিকট শ্লাঘা করিতেছ, তাহা তোমার কীর্ত্তি ও কুলের অনুরূপ নহে। বিপক্ক-বুদ্ধি, জ্ঞানতৃপ্ত, ক্ষমাশীল, সাধু মনীষিগণ দুঃখের সময় শোক করেন না এবং সমৃদ্ধি-কালেও প্রহৃষ্ট হয়েন না। হে পুরন্দর! তুমি সামান্য বুদ্ধি-বশত এরূপ বিকত্থনা করিতেছ, যখন আমি আমার ন্যায় হইব, তখন তুমি এ প্রকার বলিতে পারিবে না।

বলি বাসব-সংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২২৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরত-কুল-প্রদীপ! বলি প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকিলে, দেবরাজ সহাস্য আস্যে পুনরায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বলিরাজ! তুমি যে জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া লোক সকলকে পরিতাপিত এবং আমাদিগকে অবজ্ঞা করত সহস্র-বিধ যানে গমন করিতে, সম্প্রতি সেই জ্ঞাতি ও মিত্রগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনার এই নিতান্ত দীন দশা নিরীক্ষণ করিয়া শোক করিতেছ কি না? পূর্ব্বে অতুল প্রীতি লাভ করিয়া এবং লোক সকলকে আত্ম-

বশে রাখিয়া এক্ষণে এই বাহু-বিনিপাত লাভ করত দুঃখিত হইতেছ কি না?

বলি কহিলেন, হে দেবরাজ! এই জগতে কাল-ক্রমে সকলই অনিত্য হয় দেখিয়া আমি কোন বিষয়েই শোক করি না; যেহেতু জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই বিনশ্বর। হে সুররাজ! জীবগণের এই সমুদয় দেহের অন্ত হইবে; এই জন্য আমি কোন বিষয়ে শোক করি না; আমার এই অবস্থা যে আমার অপরাধেই হইয়াছে, তাহা নহে। জীবন ও শরীর এককালেই উৎপন্ন হয়, উভয়ই একত্র বর্দ্ধিত এবং একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমি এই-রূপ শরীর প্রাপ্ত হইয়া যে কেবল অবশ হইয়াছি, এমন নহে; আমি এ বিষয়ের তথ্য সকলই জানি এবং জানি বলিয়াই আমার কোন বিষয়ে ক্লেশ নাই। প্রবাহ সকল যেমন সাগরে গিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি জীবগণের নিধন হইলেই নিষ্পত্তি হইল। হে বজ্রধর! যাঁহারা ইহা সম্যক্-রূপে জা-নেন, সেই সমস্ত মানবগণ শোক করেন না, আর যাহারা রজোগুণ-গ্রস্ত ও মোহ-পরায়ণ হইয়া এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে এবং যাহাদিগের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, তাহারাই কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত ও অবসন্ন হইয়া থাকে।

মনুষ্য জ্ঞান লাভ-বশত সমস্ত কলুষ খণ্ডন করে, নিষ্পাপ পুরুষ সত্ত্বগুণ লাভ করিয়া থাকে; সত্ত্ব-গুণাবলম্বী মানব সম্যক্ রূপে প্রসন্ন হয়েন। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারা পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে এবং কামাদি-বশত জন্ম জরা-প্রভৃতি বিবিধ দুঃখ-রাশি ভোগ করত দীনভাবে পরিতাপ করে। আমি কামাদি বিষয় সিদ্ধি ও অনর্থ, জীবন ও মরণ এবং সুখ ও দুঃখের ফলে দ্বেষ করি না, কামনাও করি না। নির্জীব দেহকেই নিহত করে; জীবের কদাচ নিধন নাই। যে মনুষ্য যে কোন জীবকে হনন করে, সে অর্থাৎ 'আমি হন্তা' এইরূপ অভিমানী পুরুষও হত হয়। যে হনন করে এবং যে হত হয়, এই উভয়েই কে কর্ত্তা, তাহা জানে না। হে বাসব! হনন ও জয় করিয়া যে কোন ব্যক্তি পুরুষত্ব প্রকাশ করে, বাস্তবিক সে কর্ত্তা নহে, যিনি কর্ত্তা, তিনিই তাহা করিয়া থাকেন। লোকের উৎপত্তি ও নিধনের কর্ত্তা কে, এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে আপাতত উৎপত্তি-বিশিষ্ট মনই তাহা সম্পা-দন করে, ইহা বিবেচিত হয়; কিন্তু মনেরও অপর কর্ত্তা আছে। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পাঁচটিই জীবগণের উৎপত্তির প্রতি কারণ; অতএব তদ্বিষয়ে পরিদেবনার প্রয়োজন কি?

মনুষ্য বিবিধ বিদ্যা-সম্পন্নই হউক্, অথবা অবি-দ্যই হউক্, বলবানই হউক্ বা দুর্ব্বলই হউক্, সু-রূপই হউক্, আর বিরূপই হউক্, সুভগই হউক্, অথবা দুর্ভগই হউক্, অতি গম্ভীর কাল স্বকীয় তেজ-দ্বারা সকলকেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। সকলই যখন কালের বশীভূত হয় জানিতেছি, তখন আমার আর কোন বিষয়ে ব্যথা নাই। কাল-স্বরূপ ঈশ্বর অগ্রে দগ্ধ করিলে বহ্নি পরে দহন করে, ঈশ্বর-কর্ত্তৃক হত দেহকে মনুষ্য পশ্চাৎ হনন করিয়া থাকে। ঈশ্বর যাহাকে অগ্রে নষ্ট করেন, পরে সেই নষ্ট হয়; ঈশ্বর যাহা দান করেন, মনুষ্য সেই লব্ধব্য বিষয় লাভ করিয়া থাকে। এই পুণ্যপাপেতর কাল-রূপী বিধাতার পার নাই, সুতরাং পর পারও দৃষ্টি-গোচর হয় না; আমি চিন্তা করিয়াও কালের অন্ত দেখিতে পাই না।

হে শচীপতে! আমার প্রত্যক্ষে কাল যদি ভূত সকলের বিনাশ না করে, তবে অবশ্যই আমার হর্ষ, দর্প এবং ক্রোধ হইতে পারে। আমি গর্দ্দভ রূপ ধারণ-পূর্ব্বক নির্জ্জন নিকেতনে তুষ ভক্ষণ করি-তেছি জানিয়া তুমি আসিয়া নিন্দা করিতেছ; কিন্তু যে সকল ভীষণ রূপ দর্শন করিলে তুমিও পলা-য়নের পথ নিরীক্ষণ কর, আমি ইচ্ছা করিলে অনা-য়াসে তাদৃশ বহুবিধ বিকৃত-রূপ ধারণ করিতে পারি। হে শক্র! কালই সমুদয় সংহার করিতেছে, কালই সমুদয় প্রদান করিতেছে, সকলই কালের বিধান;

অতএব তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিও না। হে পুরন্দর! পূর্ব্বে যখন আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তৎকালে সচরাচর সমস্ত লোক ব্যথিত হইয়াছিল; অতএব হে শক্র! আমি এই লোকের হ্রাস বৃদ্ধিরূপ সনাতন ধর্ম্ম বিশেষ রূপে জানিয়াছি। তুমি ইহা অবগত হইলে আপনিই বিস্ময়াপন্ন হইবে; ঐশ্বর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের আবিষ্কার কদাচ আত্মাধীন নহে।

হে মঘবন্! কৌমারাবস্থায় তোমার চিত্ত যেরূপ ছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ রহিয়াছে, বিলোকন কর; তুমি নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি লাভ কর। হে বাসব! দেব, মনুষ্য, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষসগণ সকলেই আমার বশে ছিল; তুমি ত সে সকলই জান। 'বৈরোচন বলি যে দিকে আছে, সেই দিক্‌কে নমস্কার' বুদ্ধি-মাৎসর্য্য-মোহিত মানবগণ এইরূপ আমাকে জ্ঞান করিত। হে শচীপতে! সম্প্রতি আমি তজ্জন্য বা আত্ম-ভ্রংশ নিমিত্ত অনুশোচনা করি না; আমার বুদ্ধিতে ইহাই নিশ্চয় হইয়াছে, আমি ঈশ্বরের অধীনে অবস্থান করিতেছি।

হে শক্র! যখন দেখিতেছি, সৎকুল-সম্ভূত সুরূপসম্পন্ন প্রতাপবান্ পুরুষ সপরিবারে দুঃখে জীবন যাপন করিতেছে, তখন বলিতে হইবে যে, তাহার ভবিতব্যই তদ্রূপ; আর কুবংশজাত, নিতান্ত মূঢ়, অশুভ-জন্মা মানব পরিবার-বর্গের সহিত পরম সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহারও ভবিতব্য এইরূপ। হে বাসব! দেখা যাইতেছে যে, সুলক্ষণা সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনী দুর্ভগা হইতেছে, আর অলক্ষণা কুরূপা নারীও সুভগা হইতেছে। হে বজ্রিন্! তুমি ঈদৃশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রহিয়াছ এবং আমি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছি, ইহা তোমারও কৃত নহে এবং আমারও কৃত নহে। হে দেবরাজ! তোমার এরূপ সমৃদ্ধির কারণ তুমি কোন কর্ম্ম কর নাই, আমারও এই অবস্থার জন্য আমি কোন কর্ম্ম করি নাই; সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধি কালক্রমে হইয়া থাকে। তুমি শ্রীমান্, দ্যুতিমান্ ও দেবরাজ হইয়া বিরাজ করত আমার প্রতি গর্জ্জন করিতেছ; কিন্তু কাল যদি আমাকে আক্রমণ করিয়া না থাকিত এবং আমি যদি এরূপ গর্দ্দভ-রূপ ধারণ করিয়া না থাকিতাম, তবে এই ক্ষণেই মুষ্টি-প্রহার-দ্বারা বজ্রের সহিত তোমাকে পাতিত করিতে পারিতাম। যাহা হউক্, ইহা বিক্রম প্রকাশের সময় নহে, শান্তিকাল সমাগত হইয়াছে; কালই সকলকে স্থাপিত করে, কালই সকলের পরিপাক করিয়া থাকে। আমি দানবদিগের অধিপতি ও পূজনীয় থাকিয়া সকলেরই প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ও প্রতাপ প্রকাশ করিয়াছিলাম; কাল যদি আমার নিকট না আসিবে, তবে আর অন্য কোন্ জনের সন্নিহিত হইবে?

হে দেবরাজ! আমি একাকী তোমাদিগের মহানুভাব দ্বাদশ আদিত্যের তেজ ধারণ করিয়াছিলাম, আমিই মেঘ-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক সলিল সমুদয় বহন করত বর্ষণ করিতাম, আমিই সূর্য্য রূপ ধারণ করত ত্রৈলোক্য সন্তাপিত ও বিদ্যোতিত করিতাম, আমিই ত্রিজগৎ রক্ষা করিতাম এবং মনে করিলেই বিলুপ্ত করিতে পারিতাম, আমিই দান করিতাম এবং আমিই আদান করিতাম, আমিই সকলকে সংযত ও নিয়মিত করিতাম, ত্রিভুবনের মধ্যে আমিই সকলের নিগ্রহানিগ্রহ-সমর্থ শাসিতা ছিলাম। হে অমরাধিপ! সম্প্রতি আমার সেই সমস্ত প্রভুত্ব নিবৃত্ত হইয়াছে, আমি কাল-সৈন্য-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, সুতরাং তৎ সমুদয় আমার আর প্রতিভাত হইতেছে না।

হে শচীপতে! আমি কর্ত্তা নহি, তুমিও কর্ত্তা নহ এবং অন্য কেহই কর্ত্তা নহে; লোক সকল যদৃচ্ছাবশত কাল-ক্রমে প্রতিপালিত ও সংহৃত হইতেছে। মাস ও পক্ষ সকল যাঁহার অধিষ্ঠান, যিনি অহোরাত্র-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সংবৃত রহিয়াছেন, বসন্ত-প্রভৃতি ঋতুকালে জ্যোতিষ্টমাদি যজ্ঞ-দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, সেই একমাত্র নির্ব্বিষয় ধ্যান-

গম্য কালকে বেদবিৎ ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বুদ্ধি-বল অবলম্বন-পূর্ব্বক এই সমুদয় কালাত্মক জগৎকে ব্রহ্ম-রূপে চিন্তা করিতে কহেন। এই চিন্তার বিষয় পাঁচটি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোশ, ইহারা প্রত্যেকে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব, শির, মধ্যদেশ ও পশ্চাৎভাগ, এই পঞ্চ অবয়ব-বিশিষ্ট, ইহা শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, পারাবার-পরিশূন্য অর্ণব-তুল্য ব্রহ্ম অতি গম্ভীর ও গহন অর্থাৎ তর্কের অগম্য এবং শাস্ত্রানুসারে জ্ঞাত হইলেও অতি দুঃখে তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়। তাঁহার আদি নাই এবং অন্ত নাই; তিনি জীবরূপে অক্ষর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বস্তু এবং শুক্তি যেমন রজত-রূপে স্বয়ং জন্ম-নাশ-শূন্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ জন্ম-নাশ-বিহীন হইয়াও জগৎরূপে ক্ষর, অর্থাৎ বিনশ্বর। তিনি স্বয়ং উপাধি-শূন্য; কিন্তু বুদ্ধিতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া সোপাধিক হয়েন, তত্ত্বদর্শি জনগণ তাঁহাকে উপাধি-ধর্ম্ম-স্পর্শ পরিশূন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। চৈতন্যাকারে পরিণত পঞ্চ মহাভূত-সম্বন্ধীয় সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অনন্তের বিপরীত ধর্ম্ম, অনৃত, জড়, দুঃখ ও পরিচ্ছিন্নাখ্য দুর্গমত্ব ভগবানও অবিদ্যা-দ্বারা আত্মাতে জ্ঞান করিয়া থাকেন; কিন্তু এই অবিদ্যা প্রকাশিত দুঃখাদি আত্মার গম্য নহে। ব্রহ্মা, রুদ্র অথবা, বিষ্ণু-প্রভৃতি অন্য কেহ যাঁহা অপেক্ষা প্রভু নহে, তাহাই আত্মার স্বরূপ; অতএব আত্মা অপেক্ষা অন্য অধিপতি কেহই নাই।

হে বাসব! তুমি সর্ব্বভূতের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া কোথায় যাইবে? পলায়ন করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা যায় না এবং অবস্থান করিলেও তাহা পরিত্যক্ত হয় না। ইন্দ্রিয় সকল এই আত্মাকে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে; কেহ কেহ এই আত্মাকে অগ্নি বলিয়া থাকেন, কর্ম্ম-পরায়ণ মানবগণ এই আত্মাকে সর্ব্ব কর্ম্ম-সন্তর্পণীয় প্রজাপতি বলিয়া জানেন। আত্মা [illegible] হইলেও অপরে তাঁহাকে ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, দিবস, ক্ষণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ ও মুহূর্ত্তাদি ভেদে অনেক প্রকার কহিয়া থাকেন। হে দেবরাজ! এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যাঁহার বশে রহিয়াছে, তাঁহাকেই কালরূপে জ্ঞান কর।

হে শচীপতে! তোমার ন্যায় বল-বীর্য্য-সম্পন্ন বহু সহস্র ইন্দ্র অতীত হইয়াছেন, তুমি প্রবল বল-সম্পন্ন বলদর্পিত দেবগণের রাজা হইয়াছ; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে মহাবল কাল তোমাকে শান্তি নিকেতনে প্রেরণ করিবে। হে শক্র! যে কাল এই সমুদয় সংহার করিতেছে, তুমি তাহাকে ভয় করিয়া স্থির হইয়া থাক; আমি কিম্বা তুমি অথবা পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে কেহই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। তুমি এই যে অনুত্তম রাজশ্রী লাভ করিয়া 'রাজশ্রী আমাতেই আছে' এইরূপ জ্ঞান করিতেছ, তাহা মিথ্যা; যেহেতু এই রাজলক্ষ্মী এক স্থানে অবস্থিতি করে না। হে দেবরাজ! এই চপলা রাজলক্ষ্মী তোমা হইতেও বিশিষ্টতম সহস্র সহস্র ইন্দ্রের নিকট এবং আমার সমীপে বসতি করিত, সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমাকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব হে দেবেশ! তুমি পুনর্ব্বার এ প্রকার অহঙ্কার করিও না, শান্ত হওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য; চঞ্চলা রাজশ্রী তোমাকেও এবম্বিধ অহঙ্কৃত জানিয়া অচিরাৎ অন্যের নিকটে গমন করিবে।

বলি-বাসব-সংবাদে চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২২৪॥

অনন্তর, দেবরাজ তৎকালে মহাত্মা বলির দেহ হইতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে নিষ্ক্রমণ করিতে দেখিলেন। ভগবান্ পাকশাসন বাসব বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে সেই প্রভাপুঞ্জে প্রদীপ্তা লক্ষ্মীকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বলিকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! এই যে স্ব[illegible] তেজে দীপ্যমানা কেয়ুরবতী দর্শনীয়াকৃতি শিখণ্ডশালিনী কামিনী তোমা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইনি কে?

বলি কহিলেন, হে বাসব! ইনি আসুরী, দেবী কি, মানবী, তাহা আমি জানি না; তুমি ইহাঁকে জিজ্ঞাসা কর বা, না কর, তাহা তোমার ইচ্ছা।

ইন্দ্র কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি কে? মনোহর আকৃতি ও কেশপাশ ধারণ করত বলির দেহ হইতে কেন নিষ্ক্রান্ত হইলে? তোমার নাম কি? তাহা আমি জানি না; অতএব তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। সুভ্রু! তুমি কে? তুমি দৈত্যেশ্বর বলিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয় তেজে দীপ্যমান হইয়া মায়ার ন্যায় কেন দণ্ডায়মান রহিয়াছ; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমাকে তাহাই বল।

লক্ষ্মী কহিলেন, হে বাসব! বিরোচন আমাকে জানিতেন না এবং এই বিরোচন-তনয় বলিও আমাকে জানে না; লোকে আমাকে দুঃসহা ও বিধিৎসা বলিয়া জানে। আমাকে কেহ ভূতি, কেহ লক্ষ্মী, কেহ কেহ বা শ্রী বলিয়া থাকে। হে দেবরাজ! তুমি আমাকে জান না এবং সমস্ত দেবগণও আমাকে জানেন না।

ইন্দ্র কহিলেন, হে দুঃসহে! বহু কাল বলির আবাসে বাস করিয়া এক্ষণে আমার নিমিত্ত অথবা বলির জন্যই বলিকে পরিত্যাগ করিতেছ, তাহা প্রকাশ কর।

লক্ষ্মী বলিলেন, হে শক্র! ধাতা বা, বিধাতা আমাকে কোন প্রকারে স্থিরতর রাখিতে পারেন না, কালই আমাকে পরিবর্ত্তিত করেন। অতএব হে দেবরাজ! তুমি কালকে অবজ্ঞা করিও না।

ইন্দ্র কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি কি কারণে বলিকে পরিত্যাগ করিলে এবং কি জন্যই বা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ না, আমার নিকট তাহাই বল।

লক্ষ্মী বলিলেন, হে দেবরাজ! আমি সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্ম্মে অবস্থান করি; বলি এই সকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। ইনি প্রথমত ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণগণের অসূয়া করিতেন এবং উচ্ছিষ্ট থাকিয়া ঘৃত স্পর্শ করিতেন। ইনি প্রথমত যজ্ঞশীল থাকিয়া পরিশেষে এই মূঢ়মতি কাল-কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ‘আমাকেই পূজা কর’ সকল লোককে এইরূপ বাক্য বলিত। হে দেবরাজ! এই নিমিত্ত আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট বাস করিতেছি; তুমি সাবধান হইয়া তপস্যা ও বিক্রম-দ্বারা আমাকে ধারণ কর।

ইন্দ্র বলিলেন, হে কমলালয়ে! দেবতা, মনুষ্য, অথবা সর্ব্বভূতের মধ্যে এমন কোন পুরুষ নাই যে, একাকী তোমাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়।

লক্ষ্মী কহিলেন, হে পুরন্দর! ইহা সত্য বটে যে, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষস, এমন কেহই নাই যে, একাকী আমাকে সহ্য করিতে পারে।

ইন্দ্র বলিলেন, হে শুভে! তুমি যে প্রকারে আমার নিকট নিয়ত অবস্থান করিবে বল, আমি তাহাই করিব; এই সত্য বাক্য ব্যক্ত করা তোমার উচিত হইতেছে।

লক্ষ্মী কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! আমি তোমার নিকট নিয়ত যেরূপে অবস্থান করিব, তাহা শ্রবণ কর; তুমি বেদবিহিত বিধি-দ্বারা আমাকে চারিভাগে বিভাগ কর

ইন্দ্র বলিলেন, কমলে! আমি যথা-শক্তি বল অনুসারে তোমাকে নিয়ত ধারণ করিব, তোমার নিকটে আমার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। ভূতভাবিনী ধরণীই মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব ধরিত্রী তোমার এক পাদ ধারণ করুন। আমার বোধ হয়, তিনি তোমার এক চরণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমি ভূমি-মধ্যে এক চরণ

অর্পণ করিলাম, ইহা ভূতলে প্রতিষ্ঠিত রহিল। হে বাসব! এখন আমার দ্বিতীয় চরণের স্থান নির্দ্দেশ কর?

ইন্দ্র বলিলেন, সলিল সকল দ্রবময় হইয়া মানবগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে; অতএব জলই তোমার দ্বিতীয় চরণ ধারণ করুক্; কেন না, সলিল সকল তোমার চরণ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে।

লক্ষ্মী কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! এই আমি দ্বিতীয় চরণ জলরাশি-মধ্যে অর্পণ করিলাম, ইহা জলেই প্রতিষ্ঠিত রহিল; অতএব তৃতীয় চরণ স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ কর।

ইন্দ্র বলিলেন, বেদ সকল, যজ্ঞ সমুদয় এবং দেবগণ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই অগ্নি তোমার তৃতীয় চরণ সুন্দর রূপে ধারণ করিবেন।

লক্ষ্মী কহিলেন, হে বাসব! এই যে চরণ অর্পণ করিলাম, ইহা অগ্নি-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল, এক্ষণে চতুর্থ চরণ স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ কর।

ইন্দ্র বলিলেন, মানবগণের মধ্যে যে সমস্ত সাধুগণ সত্যবাদী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই তোমার চতুর্থ চরণ ধারণ করুন; কেন না, সাধুগণ তোমার চরণ ধারণে সমর্থ।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই যে চরণ নিক্ষেপ করিলাম, ইহা সাধুগণ-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল; ভূতগণের মধ্যে এইরূপে আমার চতুষ্পাদ নিহিত রহিল, তুমি ঈদৃশ ভাবে আমাকে ধারণ কর।

ইন্দ্র বলিলেন, আমি সর্ব্বভূতের উপরি তোমাকে স্থাপন করিলাম, অর্থাৎ বিত্ত, তীর্থাদি পুণ্য, যজ্ঞাদি ধর্ম্ম এবং বিদ্যা এই তোমার চরণ-চতুষ্টয় ভূমি, জল, অনল ও সাধু সকলে নিহিত হইল। জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি স্তেয়, কাম, অশৌচ অথবা, অশান্তি-দ্বারা তোমাকে আহত করিবে, আমি তাহার ধর্ষণ করিব; আমার এই বাক্য সকলেই শ্রবণ করুন।

অনন্তর, লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দৈত্যরাজ বলি বলিতে লাগিলেন। বলি কহিলেন, সুমেরু শৈল-প্রদক্ষিণকারী দিবাকর যেমন পূর্ব্ব দিক্‌কে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক্ সকলকেও প্রকাশিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যৎকালে ক্রমে ক্রমে দিক্ সকলের উচ্ছেদ হইবে, আদিত্যমণ্ডল কেবল সুমেরু-পৃষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মলোককে দিবসের মধ্যভাগে প্রকাশিত করিবেন, তখন বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর অধিকার চ্যুত হইলে সাবর্ণিক মনুর ভাবি অধিকার কালে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ হইবে, সেই যুদ্ধে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার জয় করিব। হে দেবরাজ! আদিত্য যখন একমাত্র ব্রহ্মলোকে অবস্থান করত সমস্ত লোক সন্তাপিত করিবেন, তৎকালে দেবাসুর-সংগ্রামে আমি তোমাকে জয় করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! 'তোমাকে হনন করা উচিত নহে' ব্রহ্মা আমাকে এই আদেশ দিয়াছেন, তন্নিমিত্তই আমি তোমার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিলাম না। হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি যেখানে ইচ্ছা হয় গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক্; আদিত্য মধ্যস্থলে থাকিয়া কদাচ তাপ প্রদান করিবেন না, স্বয়ম্ভূ প্রথমেই ইহাঁর সময় নিরূপণ করিয়াছেন, ইনি নিরন্তর সত্যপথে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রজাগণে তাপ বিতরণ করত ভ্রমণ করিতেছেন। ষণ্মাসানন্তর ইহাঁর গতি পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে, ইহাকেই অয়ন কহে; অয়ন দুই প্রকার, উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন। ইনি সমস্ত লোকে উক্ত দ্বিবিধ অয়ন-দ্বারা উষ্ণ ও শীত বর্ষণ করত ভ্রমণ করেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! দৈত্যরাজ বলি মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন, পুরন্দরও পূর্ব্ব দিকে প্রস্থিত হইলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র বলির কথিত এই অনহঙ্কার বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তখন শূন্যমার্গে আরোহণ করিলেন।

শ্রীসন্নিধানে পঞ্চবিংশতাধিক দ্বিশততম
অধ্যায়॥ ২২৫॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে শতক্রতু ও নমুচির সংবাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসটিও উদাহৃত হইয়া থাকে। একদা পুরন্দর শ্রীহীন হইয়াও সাগরের ন্যায় গম্ভীর ভাবে সমাসীন ভূতগণের উৎপত্তি এবং নিধনাভিজ্ঞ নমুচির নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে নমুচে! তুমি পাশ-বদ্ধ, পদচ্যুত, বৈরি-বর্গের বশীভূত এবং শ্রীহীন হইয়াছ; অতএব ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া শোক করিতেছ কি না?

নমুচি কহিলেন, হে দেবরাজ! অনিবার্য্য শোকদ্বারা শরীর সন্তপ্ত হয়, শত্রুগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, শোক কখন দুঃখ খণ্ডনের কারণ নহে; এই জন্য আমি শোক করি না। জগতে যে কিছু বস্তু আছে, সকলই বিনশ্বর। হে সুরেশ্বর! সন্তাপ-বশত রূপ বিনষ্ট হয়, সন্তাপ করিলে শ্রীহীন হইতে হয়, সন্তাপহেতু পরমায়ু ও ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানবান্ মানবের পক্ষে বৈমনস্য জন্য উপস্থিত দুঃখ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মনে মনে হৃদয়-প্রীতিকর কল্যাণের বিষয় চিন্তা করা উচিত। মনুষ্য যে যে সময়ে কল্যাণ বিষয়ে মনঃ সমাধান করে, তখনই তাহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। অন্তর্যামি-রূপে একমাত্র শাসন-কর্ত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে, দ্বিতীয় শাস্তা কেহই নাই। যিনি গর্ত্তশয্যায় শয়ান পুরুষকে শাসন করেন, আমি তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি এবং জল যেমন নিম্ন দিকেই গমন করে, তদ্রূপ যেরূপে নিযুক্ত হইয়াছি, সেইরূপেই কার্য্যভার বহন করিতেছি। বন্ধ ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান জন্য মোক্ষই শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ, ইহা জানিয়াও মোক্ষ-সাধন শম-দমাদি বিষয়ে যত্ন করিতে পারি না; ধর্ম্মযুক্ত এবং অধর্ম্মবিহিত আশাতে বশীভূত হইয়া কাল যাপন করত শাস্তা-কর্ত্তৃক যেরূপে নিযুক্ত হইয়াছি, সেইরূপ কার্য্যভার বহন করিতেছি।

মনুষ্যের যাহা যেরূপে প্রাপ্তব্য, সে সেইরূপেই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভবিতব্য বিষয় যাহা যেরূপে ঘটিবে, তাহা সেইরূপেই ঘটিয়া থাকে বিধাতা যে যে গর্ত্তে জীবকে পুনঃপুন বাস করিতে নিযুক্ত করেন, জীব তাহাতেই বসতি করে; স্বয়ং যাহা ইচ্ছা করে, তাহা সম্পন্ন হয় না। 'আমার এই ভবিতব্য ছিল, ইহাই ঘটিবে' যাঁহার অন্তঃকরণে এইরূপ ভাব সতত জাগরূক রহিয়াছে, তিনি কদাচ মুগ্ধ হয়েন না। কালক্রমে উপস্থিত সুখ দুঃখ-দ্বারা হন্যমান মানবগণের অভিযোগ-কর্ত্তা কেহই নাই। মনুষ্য দুঃখের প্রতি দ্বেষ করত 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপে যে অভিমান করিয়া থাকে, তাহাই দুঃখ।

ঋষি, দেব, মহাসুর, ত্রিবেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ও বনবাসি মুনি-সকলের সন্নিধানেও আপদ্ সমুদয় অনুসরণ করে; যাঁহারা সদসৎ বস্তু বিশেষ রূপে বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ভীত হয়েন না। পণ্ডিত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়েন না, বিষয়ে সংসক্ত রহেন না, বিপদে বিষণ্ণ বা, সম্পদে সন্তুষ্ট নহেন এবং অর্থ-কৃচ্ছ্র-ঘটিত বিপদ্ উপস্থিত হইলে শোক করেন না; তিনি স্বভাবত হিমাচলের ন্যায় অটল-ভাবে অবস্থিত রহেন। সম্পূর্ণ প্রয়োজন-সিদ্ধি যাঁহাকে হর্ষযুক্ত করিতে পারে না এবং সময়ে সমুপস্থিত বিপদও যাঁহাকে বিষণ্ণ করিতে সমর্থ হয় না; যিনি সুখ দুঃখকে সমভাবে সেবা করেন, সেই মানবকে ধুরন্ধর বলা যায়। পুরুষ যখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, পরিতাপ না করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং সন্তাপকর আয়াসকর প্রবৃদ্ধ কামকে শরীর হইতে বিদূরিত করিবে। শ্রৌত স্মার্ত্ত লৌকিক ন্যায়ান্যায়বিবেচক এতাদৃশ জন-সমাজ নাই, যাহাতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য সতত ভীত না হয়; অতএব যে নর দুরবগাহ ধর্ম্মতত্ত্বে অবগাহন করত তাহা লাভ করে, তাহাকেই সভ্যগণের মধ্যে ধুরন্ধর বলিতে হইবে। ধর্ম্মতত্ত্বই নিতান্ত দুরবগাহ, সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব ততোধিক দুষ্প্রবেশ্য, ইহাতে সংশয় কি? প্রাজ্ঞ ব্যক্তির

কার্য্য সকল পরিণামেও দুর্জ্ঞেয় থাকে; যিনি বুদ্ধিমান্ হয়েন, তিনি কখন মোহ-কালে মুগ্ধ হয়েন না। হে অহল্যা-পতি বৃদ্ধ গৌতম! তুমি যদি কষ্টকর বিষম বিপদে পতিত এবং পদচ্যুত হইতে, তবে কি বিমুগ্ধ হইতে না? মন্ত্র, বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, পৌরুষ, শীলতা, সদাচার এবং অর্থ-সম্পত্তি-দ্বারা মনুষ্য কখন অলভ্য বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তজ্জন্য পরিদেবনার প্রয়োজন কি? বিধাতা পূর্ব্বে মনুষ্যের সম্বন্ধে যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাকে তাহাই ভোগ করিতে হইবে, আমিও বিধিকৃত কার্য্যের অনুসরণ করিব, মৃত্যু আমার কি করিবে? মনুষ্য লব্ধব্য-বিষয় সমুদয় লাভ করে, গন্তব্য স্থানেই গমন করিয়া থাকে এবং প্রাপ্তব্য সুখ দুঃখই প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইয়া মুগ্ধ না হয়, সেই সমস্ত দুঃখকর-বিষয়েও সুখী ও সর্ব্বধন বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রনমুচি সংবাদে ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২২৬॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রবর পিতামহ! বন্ধুনাশ অথবা রাজ্যনাশ-রূপ কষ্টকর বিপদে পতিত পুরুষের পক্ষে শ্রেয় কি, আপনিই ইহলোকে আমাদিগের মধ্যে পরম বক্তা, অতএব আমি আপনাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বিস্তারিতক্রমে বর্ণন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! পত্নী পুত্র সুখ ও বিত্ত-বিহীন মানব কষ্টকর বিপদে পতিত হইলে ধৈর্য্যই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়, নিয়ত ধৈর্য্যযুক্ত শরীর কদাচ বিশীর্ণ হয় না, শোক-রাহিত্য, সুখ ও আরোগ্যের উৎকৃষ্ট কারণ, শরীরের আরোগ্য থাকিলে মনুষ্য পুনর্ব্বার সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে তাত! যে বুদ্ধিমান্ মানব সাত্ত্বিকী বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, ধৈর্য্য এবং কার্য্য-সমুদয় সিদ্ধ হয়। হে ধর্ম্মরাজ! এবিষয়ে পুনর্ব্বার বলি ও বাসবের সংবাদ-সঙ্কলিত এই পুরাতন ইতিহাস উদাহৃত হইয়া থাকে

দৈত্য দানবগণের ক্ষয়কর দেবাসুর-সমর সম্পন্ন হইলে, লোক সকল বিষ্ণু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং শতক্রতু ইন্দ্র দেবরাজ হইলে, দেবগণ যজ্ঞ করিতে থাকিলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ব্যবস্থাপিত হইলে, ত্রিজগৎ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রীতিযুক্ত হইলে, রুদ্রগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার-যুগল, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগেন্দ্র ও সিদ্ধ-সমুদয়ে পরিবৃত সুররাজ চতুর্দ্দন্ত-বিশিষ্ট নিতান্ত দান্ত শোভা-সমন্বিত গজরাজ ঐরাবতে আরোহন-পূর্ব্বক ত্রিজগৎ পর্য্যটন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি কোন সময়ে সাগরতীরে কোন গিরিগহ্বরে বিরোচন-তনয় বলিকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র তাঁহার নিকটে উপনীত হইলেন। দৈত্যরাজ বলি সুররাজ ইন্দ্রকে ঐরাবত পৃষ্ঠে আরূঢ় এবং সুরগণে পরিবৃত দেখিয়া শোকার্ত্ত বা ব্যথিত হইলেন না।

পুরন্দর ঐরাবতে অধিরূঢ় থাকিয়া অবিকৃত ও অভীত ভাবে অবস্থিত বলিকে বিলোকন করত এই কথা বলিলেন যে, হে দৈত্যরাজ! তুমি যে ঈদৃশ অবস্থায় ব্যথিত হইতেছ না, তাহার প্রতি শূরতা অথবা বৃদ্ধসেবা কিম্বা তপস্যা-দ্বারা সমুপার্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞান কারণ হইয়াছে? যাহা হউক, ইহা সর্ব্বথা অতি দুষ্কর কার্য্য। হে বিরোচন-নন্দন! তুমি বৈরিবর্গের বশীভূত ও পরম উৎকৃষ্ট পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কাহাকে আশ্রয় করত শোচিতব্য-বিষয়েও বিশোক রহিয়াছ? তুমি স্বজাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা এবং অত্যুৎকৃষ্ট মহাভোগ সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক হৃত ধন, হৃত রত্ন ও হৃত রাজ্য হইয়াছ, তথাচ কি নিমিত্ত শোক করিতেছ না, তাহা বল? পূর্ব্বে তুমি পিতৃপৈতামহ-পদের ঈশ্বর হইয়াছিলে, সম্প্রতি সপত্নগণ-কর্ত্তৃক সেই পৈতৃক পদ হৃত হইয়াছে দেখিয়া কেন না শোক করিতেছ? তুমি বরুণপাশ দ্বারা বদ্ধ, বজ্র-দ্বারা সমাহত, হৃতদার

ও হৃত-রত্ন হইয়াও কি কারণে বিশোক রহিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর। তুমি শ্রীহীন ও বিভব-ভ্রষ্ট হইয়াও যে বিশোক রহিয়াছ, ইহা অতি দুষ্কর কার্য্য; যেহেতু ত্রৈলোক্য-রাজ্য বিনষ্ট হইলে তোমাভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে উৎসাহ করে?

ইন্দ্র বলিকে পরিভব করিয়া এইরূপ ও অন্যবিধ পরুষবাক্য-সকল বলিতে থাকিলে বিরোচন-তনয় তখন অনায়াসে উক্ত উক্তি-সমুদয় শ্রবণ-পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

বলি কহিলেন, হে পুরন্দর! আমি যখন নিগৃহীত হইয়াছি, তখন তোমার আর বিকত্থনা করিবার প্রয়োজন কি? তুমি বজ্র উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছ, তাহা আমি অবলোকন করিতেছি। পূর্ব্বে তুমি অশক্ত ছিলে, সম্প্রতি কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছ, তোমাভিন্ন অন্য কোন্ জন এইরূপ নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে পারে? যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও শত্রুর বশতাপন্ন করতল-গত বীরের প্রতি দয়া করে, বিজ্ঞলোকেরা তাহাকেই পুরুষ বলিয়া জানেন। যুদ্ধে বিবদমান উভয়ের মধ্যে জয়ের নিশ্চয় নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যে একজন বিজয়, অন্য জন পরাজয় লাভ করিয়া থাকে। হে সুরেশ্বর! 'সর্ব্বভূতের ঈশ্বরকে আমি বল-পূর্ব্বক জয় করিয়াছি' তোমার এরূপ স্বভাব না হউক্।

হে বজ্রধর! তুমি যে এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছ, তাহা তোমার কৃত নহে এবং আমি যে ঈদৃশ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, ইহাও আমার কৃত নহে। সম্প্রতি তুমি যাদৃশ অবস্থাপন্ন রহিয়াছ, আমি পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিলাম এবং এক্ষণে আমি যে প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, ভবিষ্যতে তুমি তদ্রূপ হইবে, মৎ-কর্ত্তৃক কোন দুষ্কৃত কার্য্য কৃত হইয়াছে—ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না। হে দেবরাজ! পুরুষ কালক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করে, কালক্রমে তুমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ, কর্ম্ম-দ্বারা তোমার এই ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্তি হয় নাই। কাল আমাকে বশীভূত করিয়াছে, এই কাল তোমাকেও আপন অধীন করিয়া রাখিয়াছে, এই নিমিত্ত এক্ষণে আমি তোমার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহি, তুমিও আমার সদৃশ অবস্থাপন্ন হও নাই

পিতৃ মাতৃ শুশ্রূষা, দেবগণের পরিচর্য্যা এবং অন্য গুণগণ পুরুষের পক্ষে সুখাবহ নহে; বিদ্যা, তপস্যা, দান, মিত্র ও বান্ধবগণ, কালপীড়িত পুরুষকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। মানবগণ বুদ্ধিবল-ব্যতিরেকে শত শত প্রতিবন্ধ-দ্বারাও আগামি অনর্থের প্রতিষেধে সমর্থ হইতে পারে না। কাল-পর্য্যায়-কর্ত্তৃক হন্যমান মানবগণের পরিত্রাতা কেহই নাই। হে বাসব! তুমি যে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করিতেছ—ইহাই দুঃখ। পুরুষ যদি কর্ত্তা হয়, তবে সে কদাচ কাহারও কৃত হইতে পারে না; অতএব কর্ত্তা যখন কৃত হইতেছে, তখন ঈশ্বর ভিন্ন কেহই কর্ত্তা নহে। কালক্রমে আমি তোমাকে জয় করিয়াছিলাম এবং কাল-বশত তুমি আমাকে জয় করিয়াছ, কালই সকলের গতি এবং কালই প্রজা সকলকে সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছে।

হে দেবরাজ! তুমি প্রাকৃতবুদ্ধি-বশত প্রলয়ের বিষয় বিদিত হইতেছ না, তুমি আত্মকর্ম্ম-দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছ—জানিয়া কেহ কেহ তোমাকে বহুমান করিয়া থাকে। মদ্বিধ ব্যক্তি লোক-প্রবৃত্তি বিজ্ঞাত হইয়া কালপীড়িত হইলে কেনই বা শোক করিবে? কি জন্যই বা মুগ্ধ হইবে? কি কারণেই বা বিভ্রান্ত হইয়া থাকিবে? আমি কিম্বা মাদৃশ ব্যক্তি যদি নিয়তই কালপীড়িত হয়, তবে আমার বা মাদৃশ জনের বুদ্ধি বিপদাপন্ন হইয়া ভিন্ন নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইতে পারে। হে বাসব! আমি কিম্বা তুমি অথবা অন্য যাহারা সুরাধিপত্য প্রাপ্ত হইবে, শত শত ইন্দ্র যে পথে গমন করিয়াছে, তাহারাও সেই পথ অবলম্বন করিবে। তুমি পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া এক্ষণে ঈদৃশ দুর্দ্ধর্ষ রহিয়াছ

কাল পরিণত হইলে, কাল আমার ন্যায়, তোমাকেও বশীভূত করিবে। যুগে যুগে বহু সহস্র ইন্দ্র হইয়াছিল, তাহারাও কাল-বশত অতীত হইয়াছে; অতএব কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, কাল অতি দুরতিক্রম। তুমি এই সম্পত্তি লাভ করিয়া আপনাকে সর্ব্বভূত-ভাবন শাশ্বত দেব ব্রহ্মার ন্যায়, বহুমান করিতেছ কিন্তু, এই ইন্দ্রত্ব পদ কাহারও পক্ষে অচল ও অনন্ত নহে; তুমি মূঢ়বুদ্ধি-বশত 'ইহা আমার' এইরূপ জ্ঞান করিতেছ। তুমি অবিশ্বস্ত-বিষয়ে বিশ্বাস করিতেছ, অনিত্য বস্তুকে নিত্যজ্ঞান করিতেছ। হে সুরেশ্বর! কাল-কর্তৃক আক্রান্ত পুরুষ নিয়ত এইরূপ হইয়া থাকে। 'এই রাজশ্রী আমার' ইহা বিবেচনা করিয়া মোহ-বশত তুমি কামনা করিতেছ কিন্তু, এই শ্রী তোমার কিম্বা আমার অথবা অন্য কাহারও নিকট স্থিরতর থাকে না। হে বাসব! এই চঞ্চলা শ্রী অনেকানেক ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া এক্ষণে তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে; কিন্তু কিয়ৎকাল তোমার নিকটে থাকিয়া গো যেমন এক নিপান পরিত্যাগ করিয়া নিপানান্তরে গমন করে, তদ্রূপ পুনরায় অন্যের নিকট গমন করিবে।

হে পুরন্দর! কত শত নৃপতি অতীত হইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা করিতে সামর্থ্য হয় না, তোমা হইতেও বহুতর ব্যক্তি ভবিষ্যতে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে। বৃক্ষ ওষধি রত্ন জীব জন্তু বন ও আকর-সমন্বিতা এই বসুমতীকে পূর্ব্বে যাহারা ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। পৃথু, ঐল, ময়, ভৌম, নরক, শম্বর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, স্বর্ভানু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান্, বৃষ, সত্যেপ্সু, ঋষভ, বাহু, কপিলাশ্ব, বিরূপক, বাণ, কার্ত্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদংষ্ট্র, নৈঋতি, সঙ্কোচ, বরীতাক্ষ, বরাহ, অশ্ব, রুচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বৃষাণ্ড, বিষ্কর, মধু, হিরণ্যকশিপু ও কৈটভ-প্রভৃতি এই সমস্ত দৈত্য দানব রাক্ষসগণ এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুতর প্রাচীন ও প্রাচীনতর দৈত্যেন্দ্র ও দানবেন্দ্র সকল যাঁহাদিগের নাম মাত্র শ্রবণ করিয়া থাকি, ঈদৃশ অনেকানেক পূর্ব্বকালীন দানবেন্দ্রগণ সকলেই কালপীড়িত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন; অতএব কালই বলবত্তর। ইহাঁরা সকলেই শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তুমিই কেবল শতক্রতু নহ; ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন, সকলেই সতত সত্র করিতেন, সকলেই অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে পারিতেন, সকলেই সম্মুখযুদ্ধে সমর্থ ছিলেন; সকলেই সমর সমন্বিত, পরিঘ-বাহু, মায়াবী ও কামরূপী ছিলেন। শুনিতে পাই, ইহাঁরা সকলেই সমরে অবতীর্ণ হইলে পরাজিত হইতেন না; সকলেই সত্যব্রত-পরায়ণ, কাম-বিহারী, বেদব্রতনিষ্ঠ ও বহুশ্রুত ছিলেন; সকলেই রাজ্যেশ্বর হইয়া অভিমত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই মহানুভাবগণের পূর্ব্বে কখন ঐশ্বর্য্য-মদ হয় নাই। তাঁহারা সকলেই যথাযোগ্য যাচক-গণকে দান করিতেন, সকলেই মাৎসর্য্য-বিহীন ছিলেন, সকলেই সর্ব্বভূতের প্রতি যথোচিত করুণা করিতেন। তাঁহারা সকলেই দাক্ষায়ণী দিতি ও দনু এবং প্রজাপতি কশ্যপের পুত্র ছিলেন; তাঁহারা তেজ ও প্রতাপ-সমন্বিত থাকিয়াও কাল-কর্তৃক প্রতিসংহৃত হইয়াছেন।

হে দেবরাজ! তুমি যখন এই পৃথিবী ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিবে, তখন স্বকীয় শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব অধুনা কামভোগ-বিষয়ে বাসনা পরিত্যাগ কর, এই ঐশ্বর্য্য জন্য গর্ব্ব পরিহার কর, তাহা হইলে তুমি স্বরাজ্য-নাশ-কালে শোক সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। তুমি শোক-সময়ে শোক করিও না এবং হর্ষকালে হৃষ্ট হইও না; অতীত ও অনাগত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যুৎপন্ন-বিষয়-দ্বারা জীবন যাপন কর।

হে দেবেন্দ্র! অতন্দ্রিত-কাল যদি আমি নিরত যোগরত থাকিলেও আমার নিকট আগত হইয়াছে, তবে অবশ্যই অচির-কালের মধ্যে তোমার সন্নিহিত হইবে, তুমি সময় অপেক্ষা কর। হে দেবেন্দ্র! সম্প্রতি তুমি বচন-ব্যূহ-দ্বারা আমাকে যেন ত্রাসিত করত তর্জ্জন করিতেছ, আমি সংযত হইয়াছি—বলিয়াই তুমি আপনাকে বহুমান করিতেছ। কাল প্রথমত আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, পশ্চাৎ তোমার অনুধাবন করিতেছে। হে দেবরাজ! আমি অগ্রে কালপীড়িত হইয়াছি, তজ্জন্যই তুমি গর্জ্জন করিতেছ।

হে বাসব! আমি সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইলে কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত? বলবান্ কাল আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, এই নিমিত্ত তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। সেই সহস্র বর্ষের শেষ পূর্ণপ্রায় হইল, আমার সমস্ত গাত্র এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, আমি ইন্দ্রত্বপদ হইতে প্রচ্যুত হইয়াছি, তুমি সুরলোকে প্রকৃত ইন্দ্র হইয়াছ; এই বিচিত্র জীবলোক-মধ্যে কালক্রমে তুমি উপাস্য হইয়া রহিয়াছ। তুমি কি কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে ইন্দ্র হইলে, আমরাই বা কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা ইন্দ্রত্বপদ হইতে বিচ্যুত হইলাম? কালই কর্ত্তা ও বিকার কর্ত্তা, অন্য কিছুই কারণ নহে। বিদ্বান্ ব্যক্তি নাশ বিনাশ ঐশ্বর্য্য সুখ দুঃখ ও জন্ম মরণ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত হৃষ্ট বা ব্যথিত হয়েন না।

হে বাসব! তুমি আমাকে জান, আমিও তোমাকে জানি; অতএব হে নির্লজ্জ! তুমি কালক্রমে উন্নত হইয়া কেন আমাকে নিন্দা করিতেছ? পূর্ব্বকালে আমার যে পৌরুষ ছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই, আমি সমরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে বিক্রম প্রকাশ করিতাম, তাহাই তাহার নিদর্শন। হে শচীপতে! পুরাকালে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ ও মরুদ্গণ আমা-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিল। হে বাসব! তুমি ত জান, দেবাসুর-সংগ্রামে সমাগত বিবুধগণ আমার বলবিক্রম-প্রভাবে সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আমিই বন ও বনবাসিগণের সহিত পর্ব্বত-সকলকে বারম্বার উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম, সমরে আমি তোমার মস্তকের উপরি বিদীর্ণ পাষণ-খণ্ডের সহিত গিরিশিখর-সমুদয় ভগ্ন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি কি করি, কাল অতি দুরতিক্রম, আমি বজ্রের সহিত তোমাকে মুষ্টি-দ্বারা নিহত করিতে উৎসাহ করি না—এমন নহে; কিন্তু ইহা বিক্রমের সময় নহে, ক্ষমাকাল উপস্থিত হইয়াছে। হে দেবরাজ! এই নিমিত্ত তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি।

হে বাসব! কাল পরিণত হওয়ায় আমি কালানল-দ্বারা পরিবৃত ও নিয়ত কালপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই কারণে তুমি আমার নিকট শ্লাঘা করিতেছ। এই সেই সর্ব্বলোকের দুরতিক্রম শ্যামবর্ণ রৌদ্রপুরুষ রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় আমাকে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছে। লাভালাভ সুখ দুঃখ কাম ক্রোধ জন্ম মরণ বধ বন্ধন ও মোক্ষ প্রভৃতি সমুদয়ই কালবশত লব্ধ হইয়া থাকে। আমি কর্ত্তা নহি, তুমিও কর্ত্তা নহ, যিনি সতত নিগ্রহানিগ্রহ সমর্থ তিনিই কর্ত্তা; সেই কালরূপী কর্ত্তা আমাকে বৃক্ষস্থিত ফলের ন্যায় পরিপাক করিতেছে। পুরুষ যে সকল কর্ম্ম করত কাল-বশত সুখযুক্ত হয়, কালক্রমে পুনরায় সেই সকল কর্ম্ম করিয়া দুঃখযুক্ত হইয়া থাকে। হে বাসব! কালজ্ঞব্যক্তির কালস্পর্শ হইলে শোক করা উচিত নহে, এই জন্য আমি শোক করি না, শোক কখন দুঃখ নিবারণের কারণ নহে। শোক করিলে শোক যখন দুঃখ মোচন করিতে পারে না, তখন যে শোক করে, তাহারও কোন সামর্থ্য নাই, এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে শোক করি না।

ভগবান্ সহস্র লোচন পাকশাসন শতক্রতু বলি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ক্রোধ সংহার করত এই

কথা বলিলেন যে, বজ্রের সহিত উদ্যত বাহু ও বরুণপাশ বিলোকন করিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক্, জিঘাংসু অন্তকেরও বুদ্ধি ব্যথিত হইয়া থাকে।

হে সত্যপরাক্রম! তোমার তত্ত্বদর্শিনী অচলা বুদ্ধি ব্যথিত হয় নাই, এই জন্যই নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি এক্ষণে ধৈর্য্য-বশত দুঃখিত নহ। ইহলোকে কোন্ শরীরধারী ব্যক্তি জগৎকে সম্যক্ প্রস্থিত বিলোকন করিয়া বিষয়ে বা শরীরে বিশ্বাস করিতে উৎসাহ করে? গুহ্যতম সততগামী অক্ষর ঘোরতর কালানলে অর্পিত জনগণকে আমিও এইরূপ অনিত্য জ্ঞান করি, এই সংসারে সূক্ষ্ম অথবা মহত্তর, পরিপাকাবস্থায় পতিত ভূতগণের মধ্যে যাহাকে কাল স্পর্শ করে, তাহাকে আর পরিহার করে না। স্বয়ং সমর্থ অপ্রমত্ত সতত ভূতগণের পরিপাককারি অনিবৃত্ত কালের বশীভূত ব্যক্তি বিমুক্ত হয় না; অপ্রমত্ত কাল অনবহিত দেহিগণের নিকটে জাগরিত রহিয়াছে; কোন ব্যক্তি বিশেষ যত্ন করিয়া কালকে অতিক্রম করিয়াছে— এরূপ কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রাণির পক্ষে সমান, কাল কাহারও পরিহার্য্য নহে এবং এই কালের কখন ব্যতিক্রম নাই। ঋণদাতা যেমন বৃদ্ধি সংগ্রহ করে, তদ্রূপ কাল অহোরাত্র, মাস, ক্ষণ, কলা, কাষ্ঠা ও লব সকলকে পিণ্ডীকৃত করিতেছে; নদীর বেগ যেমন তীরস্থ তরুকে হরণ করে, তদ্রূপ কাল উপস্থিত হইয়া 'আমি অদ্য ইহা করিব, কল্য এইরূপ করিব,' এইরূপ আশা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হরণ করিয়া থাকে। 'এই মাত্র আমি ইহাকে দর্শন করিয়াছিলাম, এ কিরূপে মৃত হইল?' কাল-কর্ত্তৃক খ্রিয়মাণ মানবগণের এবম্বিধ বিলাপ নিয়তই শ্রুতিগোচর হয়। অর্থ, ভোগ, পদ ও ঐশ্বর্য্য-প্রভৃতি সকলই নষ্ট হইয়া থাকে, কাল আগমন করত জীবগণের জীবন হরণ করিয়া লইয়া যায়।

উন্নতি সকলের বিনিপাতই অবসান, যাহা আছে তাহা অভাব-স্বরূপ; সমুদয় বিষয় অনিত্য ও অনিশ্চিত, ইহা নিশ্চয় করাই নিতান্ত দুষ্কর। তোমার সেই তত্ত্বদর্শিনী অচলা বুদ্ধি ব্যথিত হয় নাই, 'আমি পূর্ব্বে এইরূপ ছিলাম,' ইহা তুমি মনেও আলোচনা কর না। বলীয়ান্ কাল ইহলোকে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ সকলকেই আক্রমণ-পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিলে যে আক্রান্ত হয়, সে তাহা বুঝিতে পারে না। ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা এবং মোহাভিমানে সংসক্ত লোকেই মুগ্ধ হইয়া থাকে।

হে বিরোচন-নন্দন! তুমিত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ, বিদ্বান্, জ্ঞানবান্ ও তপোনিষ্ঠ হইয়া করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় বিস্পষ্ট-রূপে কালকে অবলোকন করিতেছ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া কালের চরিত্র ও তত্ত্ব জানিতেছ, তুমি শুদ্ধবুদ্ধি এবং জ্ঞানিগণের স্পৃহনীয়; আমি বিবেচনা করি তুমি জ্ঞানবলে এই সকল লোক অবলোকন করিয়াছ; তুমি সর্ব্বসঙ্গ-বিমুক্ত হইয়া কাল হরণ করত কোন বিষয়েই আসক্ত হও নাই; তুমি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ, অতএব রজোগুণ ও তমোগুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তুমি নিষ্প্রীতি ও নষ্টসন্তাপ আত্মার উপাসনা করিতেছ, তুমি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ বৈরবিহীন এবং শান্ত-চিত্ত হইয়াছ, তোমাকে দেখিয়া আমার বুদ্ধি তোমার প্রতি দয়াবতী হইয়াছে, আমি এতাদৃশ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকে বন্ধনে রাখিয়া হনন করিতে অভিলাষ করি না। আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম, তোমার প্রতি আমার করুণা হইয়াছে, অতএব কালক্রমে তোমার এই বরুণপাশসকল বিমুক্ত হইবে।

হে মহাসুর! প্রজাগণের অত্যাচার-দ্বারা তোমার মঙ্গল হউক; পুত্রবধূ যখন প্রাচীনা শ্বশ্রূকে পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্ত করিবে, পুত্র মোহ-বশত পিতাকে কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করিবে, চাণ্ডালসকল ব্রাহ্মণ-দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করাইবে, শূদ্রেরা

নির্ভয় হইয়া ব্রাহ্মণী-ভার্য্যায় সঙ্গত হইবে, পুরুষগণ বিরুদ্ধ-যোনিতে বীজ বিমোচন করিবে, কাংস্য-পাত্রের সঙ্কর ও কুৎসিত পাত্র-দ্বারা পূজোপহার ব্যবহার করিবে, চাতুর্ব্বর্ণের সমস্ত ব্যবস্থা যখন মর্য্যাদাশূন্য হইবে, তৎকালে ক্রমশ তোমার এক এক টি পাশ বিমুক্ত হইবে। আমা হইতে তোমার ভয় নাই, তুমি সময় প্রতিপালন কর; নিরাময়, স্বস্থ-চিত্ত ও দুঃখহীন থাকিয়া সুখী হও।

গজরাজ-বাহন ভগবান্ পাকশাসন বলিকে এইরূপ বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তিনি সমস্ত অসুরগণকে জয় করিয়া সুরাধিপ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া হর্ষভরে আনন্দিত রহিলেন। মহর্ষিগণ সহসা সন্নিহিত হইয়া সেই সমস্ত-চরাচরের ঈশ্বর ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে লাগিলেন; হিমাপহ হব্যবাহ অধ্বরে হব্য বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ঈশ্বরও অর্পিত অমৃত ধারণ করিতে লাগিলেন। সত্রস্থিত দ্বিজোত্তম সমূহ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত দীপ্ততেজা সুররাজ তখন মন্যুহীন, প্রশান্ত-চিত্ত ও প্রহৃষ্ট হইয়া স্বকীয় আলয় সুরলোকে গমন করত মুদিত রহিলেন।

বলিবাসব সংবাদে সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২২৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! ভাবি উন্নতি ও অবনতি-শীল পুরুষের পূর্ব্বলক্ষণ কি, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! তোমার মঙ্গল হউক, মনই মনুষ্যগণের ভাবি উন্নতি ও অবনতির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! প্রাচীনেরা এ বিষয়ে শ্রী ও বাসবের সংবাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর।

ব্রহ্মার ন্যায় অপরিমিত ও প্রদীপ্ত তেজস্বী শান্তপাপ মহাতপা নারদ মহাতপঃসমৃদ্ধি-প্রভাবে পরাবর লোকদ্বয় নিরীক্ষণ করত ব্রহ্মলোক-নিবাসি ঋষিগণের সহিত সঙ্গত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ত্রিলোক-মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক পবিত্র সলিল স্পর্শ করিতে ইচ্ছু হইয়া ধ্রুবদ্বার-সম্ভবা গঙ্গার সমীপে গমন করত তাঁহাতে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে শম্বর-বৈরি বজ্রধারী সহস্র-নয়ন পাকশাসন সেই দেবর্ষি-সেবিত সুরতরঙ্গিনীর তীরে আগমন করিলেন, সেই দুই সংযতচেতা উক্ত সরিতে অবগাহন-পূর্ব্বক সংক্ষেপে জপ সমাধান করত সূক্ষ্ম সুবর্ণময় বালুকা-সমন্বিত পুলিনে উত্তীর্ণ হইলেন; উত্তীর্ণ হইয়া, উভয়েই উপবেশন-পূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মা দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের কথিত কথা সকল আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সমাহিত হইয়া অতিক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল বলিতে বলিতে রশ্মিরাজি পুরস্কৃত পূর্ণ-মণ্ডল প্রভাকরকে উদিত হইতে দেখিয়া উভয়েই উত্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিলেন।

অনন্তর, আকাশে উদয়শীল ভাস্করের অভিমুখে অপর ভাস্করের ন্যায় উদ্যত অর্চ্চিঃ-সমপ্রভ এক জ্যোতি বিলোকিত হইল। হে ভারত! সেই জ্যোতি তাঁহাদিগের সন্নিধানে সমাগত হইতে লাগিল। সুপর্ণ ও সূর্য্যের স্বভাবশালি সেই জ্যোতি অম্বরতল অবলম্বন করত প্রভাপুঞ্জ-দ্বারা অনুপমভাবে প্রকাশিত হইয়া ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত করিল। তাঁহারা সেই জ্যোতির মধ্যে পরম সৌন্দর্য্য-শালিনী অপ্সরাগণের অগ্রগণ্যার ন্যায়, বৃহদ্ভানুর বৃহতী অংশুমতী নাম্নী অর্চ্চির ন্যায়, তারা-সদৃশ অভরণধারিণী মুক্তাহারিণী সাক্ষাৎ কমলাকে কমলদল মধ্যে সমাসীন দেখিলেন। অঙ্গনাগণের অগ্রগণ্যা সেই দেবী বিমানের অগ্রভাগ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ত্রিলোকেশ বাসব ও দেবর্ষি নারদের অভিমুখে উপনীত হইলেন, স্বয়ং দেবরাজ দেবর্ষির সহিত সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দেবীর নিকটে আত্ম সমর্পণ-পূর্ব্বক পরম সমাদরে তাঁহারে পূজা

করিলেন এবং পূজানন্তর সেই সর্ব্ববিৎ সুররাজ দেবীকে এই কথা বলিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে চারুহাসিনি! তুমি কে? কোন্ কার্য্য-বশত এস্থানে আগমন করিয়াছ? হে সুভ্রু! হে শুভে! তুমি কোথা হইতে আগমন করিতেছ, কোথায় বা গমন করিবে?

শ্রী কহিলেন, হে বলসূদন! পবিত্রতম ত্রিলোক-মধ্যে স্থাবর জঙ্গম জীবগণ সকলেই আমার সহিত আত্মীয়তা অভিলাষ করত পরম সমাদরে আমারে যত্ন করে; আমি সর্ব্ব ভূতের সমৃদ্ধির নিমিত্ত সূর্য্য-রশ্মি-দ্বারা প্রস্ফুটিত পঙ্কজ-মধ্যে জন্মিয়াছি, আমাকে সকলে পদ্মা, শ্রী এবং পদ্মমালিনী বলিয়া থাকে, আমিই লক্ষ্মী, আমিই সম্পত্তি, আমিই শ্রী, আমিই শ্রদ্ধা, মেধা, উন্নতি, বিজিতি ও স্থিতি; আমিই ধৃতি, সিদ্ধি ও ভূতি; আমিই স্বাহা, স্বধা, সন্নতি, নিয়তি ও স্মৃতি। হে বলনাশন! আমি বিজয়ি রাজাদিগের সৈন্যের অগ্রভাগে এবং ধ্বজ-সমূহে, ধর্ম্মশীল মানবগণের রাজ্য, নগর ও নিবাসে এবং সংগ্রামে অনিবৃত্ত জয়লক্ষণ-সম্পন্ন শূরবর নরেন্দ্রের সন্নিধানে সততই বসতি করিয়া থাকি। ধর্ম্ম-নিরত মহামতি ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী বিনয়ী ও দানশীল মানবের নিকটে আমি সর্ব্বদাই বাস করি। পূর্ব্বে আমি সত্যধর্ম্মে বদ্ধ হইয়া অসুরগণের সন্নিধানে বাস করিয়াছিলাম; সম্প্রতি তাহাদিগকে বিপরীত বিবেচনা করিয়া তোমার সকাশে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

ইন্দ্র বলিলেন, হে বরাননে! দৈত্য দানবগণের কিরূপ চরিত্র দেখিয়া তুমি তাহাদিগের নিকটে বাস করিতে, এক্ষণেই বা তাহাদিগকে কি প্রকার দেখিয়া পরিত্যাগ করত এস্থানে আগমন করিয়াছ?

শ্রী কহিলেন, যাহারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ধৈর্য্য হইতে বিচলিত না হয় এবং স্বর্গমার্গ গমনে অনুরক্ত রহে, আমি তাহাদিগের প্রতি প্রীতি করিয়া থাকি। আর যাহারা দান, অধ্যয়ন, যাগ, যজ্ঞ, দেবতা, পিতৃলোক, গুরু ও অতিথি-সকলের পূজা করে, আমি তাহাদিগের নিকট নিয়ত বসতি করি।

পূর্ব্বে দানবগণের গৃহ-সমুদয় সুমার্জ্জিত ছিল, তাহারা স্ত্রীলোক সকলকে বশীভূত রাখিত, অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত, গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকিত, ইন্দ্রিয়-জয়ে অবহিত রহিত; তাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, শ্রদ্দধান, জিতক্রোধ ও দানশীল ছিল, কাহারও অসূয়া করিত না। পত্নী, পুত্র ও অমাত্যগণের ভরণ পোষণ করিত, কাহারও প্রতি ঈর্ষা করিতে জানিত না; অমর্ষ-বশত কদাচ পরস্পর পরস্পরের সহিত বৈরাচরণ করিত না; তাহারা ধীর ছিল; এজন্য অন্যের সমৃদ্ধি দর্শনে কখনই কাতর হইত না। তাহারা সকলেই আর্য্যচরিত-সম্পন্ন, দাতা, সঞ্চয়ী, দীনের প্রতি দয়ালু, অতিশয় অনুগ্রাহক, সরল-স্বভাব, দৃঢ়ভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় ছিল; তাহাদিগের ভৃত্য ও অমাত্য সকল সন্তুষ্ট থাকিত, তাহারা কৃতজ্ঞ ও প্রিয়ভাষী ছিল; যাহার যেরূপ সম্মান তদনুসারে তাহাদিগকে অর্থ দান করিত; সকলেই লজ্জাশীল ও যতব্রত ছিল। নিয়মিতরূপে পর্ব্বকালে স্নান করিত; সুন্দররূপে অনুলিপ্ত ও অলঙ্কৃত থাকিত; তাহারা উপবাস ও তপস্যায় রত, বিশ্বস্ত ও ব্রহ্মবাদী ছিল।

দিবাকর ইহাদিগের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে উদিত হইতেন না; ইহারা কেহই প্রত্যূষ সময়ে শয়ন করিয়া থাকিত না; রাত্রিকালে দধি ও শক্তু ভোজন নিয়তই পরিবর্জ্জন করিত, প্রভাতে ঘৃত নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক প্রযত হইয়া পরব্রহ্ম চিন্তনে নিরত রহিত; মঙ্গলকর বস্তু সকল বিলোকন করিত, ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতে বিরত হইত না। যাহারা নিয়ত ধর্ম্মবাদী অপ্রতিগ্রাহী অর্দ্ধরাত্র শায়ী ও দিবাভাগে নিদ্রা না যাইত; তাহাদিগকে এবং দীন হীন, অনাথ, আতুর, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, অবলা ও অনুমোদন-কারি-জনগণকে নিয়ত দয়া ও দান করিত; ত্রস্ত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ভয়ার্ত্ত, ব্যাধিত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও বি-

পদাপন্ন ব্যক্তিবর্গকে তাহারা সতত আশ্বাস প্রদান করিত। তাহারা ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিত; পরস্পর কেহ কাহারও হিংসা করিত না; সকল কার্য্যেই অনুকূল ছিল; বৃদ্ধ ও গুরুজনের সেবা এবং দেবগণ, পিতৃগণ ও অতিথিগণকে যথাবিধি পূজা করিত। তাহারা নিয়ত সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিরত থাকিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি-প্রভৃতির অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে সযত্ন থাকিত। তাহারা একাকী সুসম্পন্ন অন্ন ভোজন করিত না, পরনারীর অঙ্গ স্পর্শ করা পাপ বলিয়া জানিত; আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবে দয়া করিত; অনাবৃত স্থানে পর্ব্ব দিনে পশুযোনি অথবা অন্য কোন বিরুদ্ধ যোনিতে ইন্দ্রিয় স্খলন করিতে কদাচ কামনা করিত না। হে সুররাজ! নিয়ত দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, পরম সৌহৃদ্য, ক্ষমা, সত্য, দান, তপস্যা, শৌচ, করুণা, অনিষ্ঠুর বাক্য এবং মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহ-প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, তাহাদের তৎসমুদয়ই ছিল। নিদ্রা, তন্দ্রা, অপ্রীতি, অসূয়া, অর্থানবেক্ষিতা, অরতি, বিষাদ ও স্পৃহা তাহাদিগের নিকট প্রবেশ করিতে পারিত না। সৃষ্টি প্রারম্ভ হইতে প্রতি যুগেই আমি এইরূপ গুণ-সম্পন্ন দানবদিগের সন্নিধানে বাস করিতাম। অনন্তর, কালক্রমে গুণগণের বিপর্যায়-বশত তাহারা কাম ক্রোধের বশীভূত হইলে দেখিলাম, ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন; তাহারা সমাজিক সাধু বৃদ্ধগণের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল; অপকৃষ্ট ব্যক্তিরা প্রাচীন-জনগণকে উপহাস ও অসূয়া করিতে প্রবৃত্ত হইল; সমাসীন যুবকেরা অভ্যাগত সাধু বৃদ্ধ সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় অভ্যুত্থান ও অভিবাদন-দ্বারা সম্মান করিল না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইল; যাহারা কখন ভৃত্যতা স্বীকার করে নাই, তাহারাও নির্লজ্জ হইয়া ভৃত্যভাব ধারণ করত বিখ্যাত হইল। যাহারা অধর্ম্মপথে বিগর্হিত কর্ম্ম-দ্বারা বিপুল বিত্ত প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের ন্যায় দানবগণের অর্থোপার্জ্জনে স্পৃহা হইতে লাগিল। রাত্রিকালে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে নিজ নাম খ্যাপন-পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, রজনীতে অগ্নি মন্দভাবে জ্বলিতে লাগিল। পুত্রগণ পিতার প্রতি এবং পত্নী সকল পতির উপরি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বৃদ্ধ মাতা পিতা আচার্য্য অতিথি ও গুরুজনের প্রতি গৌরব-বশত অভিনন্দন ও কুমারগণের প্রতিপালন করিল না। দেবগণ, পিতৃগণ, অতিথি ও গুরুগণকে পূজা এবং ভিক্ষা ও ভূতগণকে বলিপ্রদান না করিয়া স্বয়ং অন্ন ভোজন করিতে লাগিল। তাহাদিগের পাচকগণ পবিত্রতার অনুরোধ করিল না। বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগের ভক্ষ্য-বিষয় অবারিত হইল। তাহাদিগের বিস্তীর্ণ ধান্য-সকল কাক ও মূষিকগণে ভক্ষণ করিতে লাগিল; পানীয় জল-কলস অনাবৃত রহিল; তাহারা উচ্ছিষ্ট থাকিয়া ঘৃত স্পর্শ করিতে লাগিল। কুদ্দাল, দাত্র, পেটিকা, কাংস্যপাত্র-প্রভৃতি গৃহসামগ্রী সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও দানবদিগের গৃহিণীগণ তাহা অবলোকন করিল না। প্রাকার ও আগার সকল ভগ্ন হইলেও দানবেরা তাহার সংস্কার করিতে উদ্যুক্ত হইল না; পশু-সকলকে বদ্ধ রাখিয়া তৃণ জল-দ্বারা তাহাদিগের সমাদর করিল না; বিলোকনকারি বালকগণকে অনাদর করত স্বয়ং ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিল; তাহারা ভৃত্যগণকে তৃপ্ত না করিয়া আপনার নিমিত্ত পায়স, কৃশর, মাংস, অপূপ ও শষ্কুলী-প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য-সমুদয় পাক করাইতে ও বৃথামাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সকলেই সূর্য্যোদয়ের পর প্রাতঃকালে শয়ান রহিল; তাহাদিগের প্রতিগৃহে দিবারাত্র কলহ হইতে লাগিল। অনার্য্যব্যক্তিগণ সমাসীন আর্য্যব্যক্তিকে সম্মান করিল না, বিধর্ম্মস্থ লোক-সকল আশ্রমস্থ ব্যক্তিবর্গকে বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল; সঙ্করবর্ণ সকল প্রবৃদ্ধ হইল; শৌচাচার লোপ হইয়া গেল; যে সমস্ত

ব্রাহ্মণ বেদবিৎ এবং যাহারা বিস্পষ্টরূপে বেদানভিজ্ঞ, তাহাদিগের বহু-মান ও অবমাননার বিষয়ে কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না; পরিচারিকাগণ হার, আভরণ ও বেশবিন্যাস আছে কি গিয়াছে—তাহাই দেখিতে লাগিল; তাহারা দুর্জ্জনের আচরিত অনুষ্ঠানের অনুকরণ করিল।

রমণীগণ পুরুষ-বেশধারী এবং পুরুষ সকল স্ত্রী-বেশধারী হইয়া ক্রীড়া, রতি ও বিহার-কালে পরম আনন্দে নিমগ্ন হইল। পিতৃ পিতামহগণ পূর্ব্বে দায়ার্হদিগকে যাহা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, নাস্তিক্য-বশত এক্ষণে ভ্রাতৃগণ তাহা অনুবর্ত্তন করিতে অসম্মত হইতে লাগিল; কোন অর্থ-সংশয় উপস্থিত হইলে মিত্র যদি মিত্রের নিকট প্রার্থনা করে, তবে কেশাগ্রমাত্র স্বার্থ থাকিলেও মিত্রগণ মিত্রের অর্থ বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। উৎকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে অনেকেই পরস্ব গ্রহণে অভিলাষ করিল; সকলকেই বিপণ ব্যবহার করিতে দৃষ্ট হইল; শূদ্র সকল তপস্যা করিতে লাগিল; ব্রত-হীন ব্যক্তিগণ অধ্যয়ন আরম্ভ করিল; অপরে বৃথা-ব্রত আচরণে প্রবৃত্ত রহিল; শিষ্য গুরুর শুশ্রূষা করিল না; কোন গুরু শিষ্যের সখা হইলেন; জনক জননী শ্রান্ত ও উৎসব-হীন হইতে লাগিলেন; বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রভুত্ব থাকিল না, তাঁহারা পুত্রগণের নিকট হইতে অন্ন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; সাগর-সম গাম্ভীর্য্য-সম্পন্ন বেদবিৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য-প্রভৃতি জীবনোপায়ে আসক্ত হইলেন; মূর্খগণ শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতে লাগিল; প্রতি দিন প্রাতঃকালে শিষ্যগণের গুরুর নিকট স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসার্থ দুত প্রেরণ দূরে থাকুক, গুরুগণ স্বয়ং শিষ্য সকলের সন্নিধানে স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা জন্য গমন করিতে লাগিলেন; শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষে বধূ দাস দাসীদিগকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং স্বামীকে আহ্বান-পূর্ব্বক তিরস্কার করত শাসন করিতে লাগিল; পিতা প্রযত্ন-পূর্ব্বক পুত্রের মন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত দুঃখে অবস্থিতি করত যদি পুত্র ক্রুদ্ধ হয়, এই ভয়ে কাল-যাপন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন; অগ্নিদাহ, চৌর, অথবা রাজগণ-দ্বারা কাহারও ধন হৃত হইলে তাহার সুহৃৎগণও দ্বেষ-বশত উপহাস করিতে লাগিল; তাহারা সকলেই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাচার, গুরু-দারাপহারক, অভক্ষ্য ভক্ষণে অনুরক্ত, মর্য্যাদা-হীন ও নিস্তেজ হইল।

হে দেবেন্দ্র! কাল ক্রমে দানবগণ এবম্বিধ আচার সকল আচরণ করিতে থাকিলে আমি আর তাহাদিগের নিকটে বাস করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার মনে নিশ্চয় আছে। হে শচীনাথ! আমি স্বয়ং তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি, তুমি আমাকে অভিনন্দন কর। হে দেবেশ! তুমি সৎকার করিলে সুরগণ আমারে গ্রহণার্থ অগ্রে ধাবমান হইবেন। হে পাকশাসন! আমি যে স্থানে অবস্থান করি, তথায় আমার প্রিয়তমা আমা অপেক্ষাও বিশিষ্টতমা এবং মদবলম্বনা জয়া-প্রভৃতি অষ্ট দেবী অষ্টবিধ রূপে বাস করিতে অভিলাষ করেন; আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজয়া, উন্নতি, ক্ষমা ও জয়া, এই অষ্ট দেবী অগ্রগামিনী হইয়া তথায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই সমস্ত দেবীগণের সহিত আমি অসুরগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমার রাজ্যে আগমন করিয়াছি, সম্প্রতি ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বিশুদ্ধচিত্ত ত্রিদশগণের সন্নিধানে বসতি করিব।

কমলালয়া দেবী এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রহন্তা বাসব প্রীতি-বশত একান্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর, অনল-বন্ধু সর্ব্বেন্দ্রিয়-সুখাবহ সুখ স্পর্শ সুগন্ধ সমীরণ সুরগণের সদনে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন ভগবান্ মঘবান্‌কে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া ত্রিদশগণ পবিত্র ও প্রার্থিত প্রদেশে প্রায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, শ্রীসম্পন্ন সুরেশ্বর সহস্র-লোচন প্রিয় সুহৃৎ মহর্ষির সহিত হরিদ্বর্ণ তুরঙ্গ-যোজিত স্যন্দন-

দ্বারা স্বর্গলোকে সমাগমন-পূর্ব্বক সংকৃত হইয়া সুর-সমাজে উপনীত হইলেন। পরিশেষে মহর্ষি-গণ-সমন্বিত নারদ, দেবরাজ ও কমলা দেবীর হৃদয়-গত অভিপ্রায় মনে মনে বিচার করত অমরগণের পৌরুষ অবলোকন করিয়া শ্রী দেবীকে তথায় সুখে আগমনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর, দীপ্তিমান্ দ্যুলোক অমৃত বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, স্বয়ম্ভু পিতামহের আলয়ে দুন্দুভি সকল আহত না হইয়াও ধ্বনি করিতে লাগিল; দিগ্মণ্ডল প্রসন্ন ও প্রকাশিত হইল; দেবরাজ ঋতু অনুসারে শস্য সকলের উপরি বর্ষণ করিতে লাগি-লেন; কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচলিত হইলেন না; সুরলোক-বাসিগণের বিজয়ে বহু রত্না-কর-ভূষণা ভূমি মঙ্গল-ধ্বনি করিতে লাগিলেন; যজ্ঞাদি ক্রিয়া-দ্বারা রমণীয় দর্শন মনস্বি-মানবগণ পুণ্যবান্‌গণের পবিত্র পথে অবস্থান করত সুশো-ভিত হইলেন; নর, অমর, কিন্নর, যক্ষ ও রাক্ষস-গণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও প্রশস্তচিত্ত হইল; পুষ্প ও ফল সকল সমীরণ-দ্বারা সঞ্চালিত হইয়াও কদাচ বৃক্ষ হইতে পতিত হইল না; রসপ্রদ ধেনুগণ কামদুঘ হইল; কাহারও মুখ হইতে দারুণ বাক্য নির্গত হইল না। যাঁহারা বিপ্র-সমাজে সমাগত হইয়া সর্ব্বকামপ্রদ শক্র-প্রভৃতি সুরগণ-কর্ত্তৃক ভগ-বতী শ্রী দেবীর এই সপর্য্যার বিষয় পাঠ করেন, তাঁহারা সমৃদ্ধি-কাম হইয়া সম্পত্তি লাভ করেন। হে কুরুবর! তুমি ইহলোকে উন্নতি ও অবনতির বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার পরম নিদর্শন কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তুমি পরীক্ষা-পূর্ব্বক তত্ত্ববিষয় অবলম্বন কর।

লক্ষ্মী-বাসব-সংবাদে অষ্টাবিংশত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২২৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পুরুষ কিরূপ চরিত্র, কি প্রকার আচার, কোন্ বিদ্যা এবং কীদৃশ পরা-ক্রম-সমন্বিত হইলে প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠতম নিত্য ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হয়?

ভীষ্ম বলিলেন, যিনি মোক্ষধর্ম্মে নিয়ত নিরত, লঘ্বাহার ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠতম নিত্য ব্রহ্মধাম লাভ করিয়া থাকেন। হে ভারত! প্রাচীনেরা এ বিষয়ে অসিত দেবল ও জৈগীষব্যের সংবাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ প্রদর্শন করেন। অসিত দেবল ধর্ম্ম সক-লের আগমজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ অক্রোধন ও হর্ষ-বিরহিত জৈগীষব্যকে বলিতে লাগিলেন।

দেবল কহিলেন, মহর্ষে! তোমাকে বন্দনা করি-লেও তুমি প্রসন্ন হও না এবং নিন্দা করিলেও ক্রোধ কর না, এ তোমার কি প্রকার বুদ্ধি, এরূপ বুদ্ধি তুমি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে? তোমার এই বুদ্ধির পরম অবলম্বন কি?

ভীষ্ম বলিলেন, মহাতপা জৈগীষব্য দেবল-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সন্দেহ-বিরহিত প্রচুর অর্থ এবং পদ-সমন্বিত পবিত্র ও মহৎ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, হে ঋষিসত্তম! পুণ্যকর্ম্মা মানবগণের যাহা পরম অবলম্বন, আমি সেই সু-মহতী শান্তির বিষয় তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবল! মনীষিগণ স্তুতি নিন্দা সমজ্ঞান করিয়া থাকেন; যাহারা তাঁহাদিগের প্রশংসা বা নিন্দা করে, তাহাদিগেরও আচার ব্যবহার সকল গোপন করিয়া রাখেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়াও অহিত বিষয়ে হিতবাদি ব্যক্তিকে কিছুই বলেন না এবং যাহারা তাঁহাদিগকে আঘাত করে, তাহা-দিগকে প্রতিঘাত করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা না করিয়া সময়ে সমাগত বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, অতীত বিষ-য়ের নিমিত্ত শোক অথবা তাহা স্মরণ করেন না। হে দেবল! কৃতব্রত শক্তিমান্ মনীষিগণ ইচ্ছা-বশত প্রয়োজন বিষয়ে সৎকার লাভ করিলে যুক্তি অনু-

সারে তাহা সাধন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের জ্ঞান পরিণত ও ক্রোধ বিজয় হইয়াছে, সেই জিতেন্দ্রিয় মহাপ্রাজ্ঞ মানবগণ বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা কাহারও নিকটে কোন অপরাধ করেন না। তাঁহারা ঈর্ষা-বিহীন, সুতরাং কদাচ পরস্পরের হিংসা করিতে রত হয়েন না। ধীরগণ অন্যের সমৃদ্ধি-দ্বারা কখন উপতাপ লাভ করেন না। যাঁহারা পরের নিন্দা বা পরের প্রশংসাবাদ না করেন, তাঁহারা আত্ম নিন্দা বা প্রশংসা-দ্বারা বিকৃত হয়েন না। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রশান্ত ও সর্ব্বভূত-হিতে অনুরক্ত, তাঁহারা ক্রোধ, হর্ষ বা কাহারও নিকটে অপরাধ করেন না। যাঁহাদিগের কেহ বান্ধব নাই এবং যিনি অন্যের বান্ধব নহেন, তাঁহাদিগের কেহ অমিত্র নাই এবং তিনিও কাহারও অমিত্র নহেন, ঈদৃশ মানবগণ হৃদয়গ্রন্থি বিমোচন করিয়া যথা-সুখে চংক্রমণ করেন। যে সকল মনুষ্য ঈদৃশ ব্যবহার করে, তাহারা সর্ব্বদা সুখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়।

হে দ্বিজসত্তম! যে সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ লোক ধর্ম্ম-পথের অনুরোধ করেন, তাঁহারাই আনন্দিত হয়েন, আর যাহারা ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহারা উদ্বেগ লাভ করিয়া থাকে। আমি সেই ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়াছি; অতএব কি জন্য কাহার অসূয়া করিব? আমাকে কেহ নিন্দাই করুক, অথবা প্রশংসাই করুক, আমি কি নিমিত্ত হৃষ্ট হইব? মানবগণ যে যাহা অভিলাষ করে, ধর্ম্ম হইতে তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হউক, নিন্দা বা প্রশংসা-দ্বারা আমার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। তত্ত্ববিৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি অবমানকে অমৃত জ্ঞান করিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং সম্মানকে বিষ বোধ করিয়া উদ্বিগ্ন হয়েন। অবজ্ঞাত লোক সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া ইহ পরলোকে সুখে শয়ন করেন, আর যে অবমান করে, সে বিনষ্ট হয়। যে কোন মনীষিগণ পরম গতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ব্রত সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে বর্দ্ধিত হয়েন। জিতেন্দ্রিয় জন সর্ব্বতোভাবে সমুদয় সত্র সম্পাদন-পূর্ব্বক প্রকৃতি হইতে পরম শ্রেষ্ঠ নিত্য ব্রহ্মধাম লাভ করিয়া থাকেন। যিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন; দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে সমর্থ নহে।

জৈগীষব্য দেবল সংবাদে ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥২২৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! ভূলোকে সকল লোকের প্রিয়, সর্ব্ব জীবের অভিনন্দনকারী এবং সমস্ত গুণ-সম্পন্ন মানব কে আছে?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে নারদের বিষয়ে উগ্রসেন ও কেশবের যে কথোপকথন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। উগ্রসেন বাসুদেবকে কহিলেন যে, নারদের নাম কীর্ত্তনে লোক সংকল্প করিয়া থাকে, বোধ হয়, তিনি অবশ্যই গুণ-সম্পন্ন হইবেন; অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার যে সকল গুণগণ ছিল, তাহা তুমি আমার নিকট বর্ণন কর।

বাসুদেব বলিলেন, হে কুকুর-বংশাবতংস নরনাথ! নারদের যে সমুদয় সাধুগুণ আমার বিদিত আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতে অভিলাষ করিতেছি শ্রবণ করুন। চরিত্র নিমিত্ত তাঁহার দেহতাপন অহঙ্কার নাই; যেমন জ্ঞান তেমনি চরিত্র, এই জন্য তিনি সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। নারদের অননুরাগ, ক্রোধ, চাপল্য ও ভয় নাই; তিনি শূর, অথচ দীর্ঘসূত্র নহেন, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। নারদ অতিশয় উপাস্য, কাম বা লোভ-বশত তাঁহার বাক্যে ব্যতিক্রম হয় না, এই জন্য তিনি সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি অধ্যাত্ম-বিধি-তত্ত্বজ্ঞ, ক্ষমাশীল, শক্তিমান্, জিতেন্দ্রিয়, সরল এবং সত্যবাদী, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তেজ, যশ, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিনয়, জন্ম ও তপস্যা-দ্বারা তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি সুশীল, সুখ-শায়ী,

সুভোজী, স্বাদর-সম্পন্ন, শুচি, সুভাষী ও ঈর্ষা-হীন, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি সকলেরই প্রতি কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাতে কিঞ্চিন্মাত্র পাপ নাই, পরের অনর্থ-দ্বারা তিনি প্রীত হয়েন না, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি বেদ শ্রবণ ও আখ্যান-দ্বারা বিষয় সমুদয় জয় করিতে অভিলাষ করেন, তিতিক্ষু বলিয়া কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে না, এই জন্য তিনি সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। সমতা-নিবন্ধন কেহ তাঁহার প্রিয় অথবা কোন রূপে কেহ অপ্রিয় নাই, তিনি মনের অনুকূল বাক্য বলিয়া থাকেন, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি বহু শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ও বিচিত্র কথা সকল বিদিত হইয়া পণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি অনালস, অশঠ, অদীন, অক্রোধন এবং অলুব্ধ, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। বিষয়, ধন ও কামের নিমিত্ত পূর্ব্বে কদাচ তাঁহার বিগ্রহ হয় নাই, তাঁহার দোষ সমুদয় সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, এই জন্য তিনি সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি দৃঢ়ভক্ত, অনিন্দ্য-স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, অনৃশংস, সংমোহ-হীন ও দোষ-বিহীন, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত হইলেও সংসক্তের ন্যায় লক্ষ্য হয়েন, দীর্ঘকাল তাঁহার সংশয় থাকে না এবং তিনি অতিশয় বক্তা, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। কামভোগার্থে তাঁহার কামনা নাই, কদাচ তিনি আত্মপ্রশংসা করেন না, তিনি অনীর্ষু ও মৃদুভাষী, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি লোক সকলের বিবিধ চিত্তবৃত্তি বিলোকন করেন, তথাচ কাহারও কুৎসা করেন না এবং সৃষ্টি-বিষয়ক জ্ঞানে বিলক্ষণ নিপুণ, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি কোন শাস্ত্রের প্রতি অসূয়া করেন না, নিজ নীতি উপজীব্য করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকেন, সময়কে নিষ্ফল করেন না এবং চিত্তকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি সমাধি বিষয়ে শ্রম করিয়া থাকেন, বুদ্ধি বিশুদ্ধ করিয়াছেন, সমাধি করিয়াও তৃপ্ত হয়েন না, নিত্য উদ্যুক্ত ও অপ্রমত্ত, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি অনপত্রপ, যোগযুক্ত, পরম কল্যাণে নিযুক্ত এবং পরের গুহ্য বাক্য সকল প্রকাশ করেন না, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। তিনি অর্থ লাভ হইলে হৃষ্ট এবং অর্থের অলাভে ব্যথিত হয়েন না; তিনি স্থির-বুদ্ধি ও অনাসক্ত-চিত্ত, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সুনিপুণ শুচি অনাময় কালজ্ঞ ও প্রিয়জ্ঞ মহর্ষিকে প্রীতি করিতে কে পরাঙ্মুখ হইবে?

বাসুদেবোগ্রসেন-সংবাদে ত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৩০ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৌরব! সমস্ত জীবগণের উৎপত্তি ও লয়ের বিষয় এবং ধ্যান, কর্ম্ম, কাল ও যুগে যুগে কিরূপ পরমায়ু হয়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সমস্ত লোকতত্ত্ব জীবগণের আগতি ও গতি এবং এই সৃষ্টি ও নিধন কোথা হইতে হইয়া থাকে? হে সাধুবর! যদি আমাদিগের প্রতি আপনকার অনুগ্রহ থাকে, তবে এই যে বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে আপনকার কথিত অতি উৎকৃষ্ট ভৃগু ও বিপ্রর্ষি ভরদ্বাজের ভাষিত শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্মিষ্ঠ ও দিব্য সংস্থাননিষ্ঠ হইয়াছে; অতএব পুনর্ব্বার আপনকার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি উক্ত বিষয় বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে ভগবান্ ব্যাসদেব প্রশ্নকারি নিজ পুত্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈয়াসকি শুকদেব নিখিল বেদ ও সাঙ্গ উপনিষৎ সমুদয় অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম নৈপুণ্য দর্শননিবন্ধন নৈষ্ঠিক কর্ম্ম কামনা করত ধর্ম্মার্থ-সকলের সংশয়-চ্ছেত্তা পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই সন্দেহ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! ভূতগণের কাল জ্ঞান নিষ্ঠা-সম্পন্ন কর্ত্তা কে এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, অতীত ও অনাগত বিষয়ের অভিজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ এবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পিতা সেই প্রশ্নকর্ত্তা পুত্রকে তৎ সমুদয় বলিতে লাগিলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, অনাদি অনন্ত জন্ম-বিবর্জ্জিত দীপ্তিমান্ নিত্য অজর অব্যয় তর্কের অগোচর অবিজ্ঞেয় ব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; কলা কাষ্ঠাদি ব্যঞ্জক সূর্য্য-প্রভৃতি যে কোন ব্যক্ত পদার্থ তৎ সমুদয়ই মনোময়, অতএব বক্ষ্যমাণ-রূপে প্রকটীকৃত কালকে ব্রহ্ম-স্বরূপে বিদিত হওয়া উচিত। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা কহে, ত্রিংশৎ কলা এবং কলার দশম অংশ কাষ্ঠা-ত্রয়ে এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবা রাত্রি হয়, মুনিগণ এইরূপ গণনা করিয়া থাকেন; ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক সংবৎসর কথিত হইয়া থাকে। সংখ্যাবিৎ ব্যক্তিগণ বলেন, অয়ন-দ্বয়ে এক সংবৎসর হয়; অয়ন দ্বিবিধ, দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ। সূর্য্যদেব মনুষ্য-লোক-সম্বন্ধীয় দিনযামিনী বিভাগ করেন, জীবগণের নিদ্রার নিমিত্ত নিশীথিনী এবং কর্ম্মচেষ্টা নির্ব্বাহের নিমিত্ত দিবস হইয়া থাকে। মনুষ্যলোকের এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র হয়, তন্মধ্যে বিভাগ এই যে, কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদিগের কর্ম্ম-চেষ্টার নিমিত্ত দিবস-রূপে বিহিত এবং শুক্লপক্ষ স্বপ্নের জন্য শর্ব্বরী-রূপে কথিত হইয়া থাকে। মানবগণের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র গণনা করা যায়, তাহার বিভাগ এই যে, উত্তরায়ণ দিবস এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি-রূপে নিরূপিত আছে।

জীব-লোকের দিনযামিনীর বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, তদনুসারে ক্রমশ যাহা দেব-লোকের দিবা রাত্রি কথিত হইল, সেই দৈব-পরিমাণে দ্বিসহস্র বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই যুগ-চতুষ্টয়ে পৃথক্ পৃথক্ সংবৎসর গণনা হইয়া থাকে। দৈব-পরিমাণে চারি সহস্র বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ এবং উক্ত পরিমাণে চারি শত বৎসর সত্যযুগের সন্ধ্যা আর চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ কাল। এইরূপ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত ইতর যুগ সকল এক এক পাদ-হীন, অর্থাৎ ত্রেতাযুগ দৈব-পরিমাণে তিন সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের প্রত্যেকের পরিমাণ তিন শত বর্ষ। দ্বাপর দৈব-পরিমাণে দ্বিসহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বর্ষ। কলিযুগ দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে শত বর্ষ পরিমাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই যুগ-চতুষ্টয় শাশ্বত সনাতন লোক সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ এই কালকেই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন।

কৃতযুগে সমুদয় ধর্ম্ম এবং সত্য চতুষ্পাদ ছিল, অধর্ম্ম-দ্বারা কোন বিষয় লব্ধ হইত না। ত্রেতাদি-যুগে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম এক এক পাদ হীন হইয়াছেন; চৌর্য্য, মিথ্যা ও শঠতা-দ্বারা অধর্ম্মের উপচয় হইতেছে। সত্যযুগে সকল ব্যক্তিই চারি শত বর্ষ পরমায়ু-বিশিষ্ট ও রোগ-হীন থাকিয়া সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিতেন; ত্রেতাদি-যুগে ক্রমে ক্রমে মানবীয় পরমায়ু পাদশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমি শুনিয়াছি, প্রতিযুগে বেদ-বাক্য সকল ও তদীয় ফল এবং আশা ও আয়ু ক্রমশ হ্রস্ব হইয়া যাইতেছে। সত্যযুগে মানবগণের ধর্ম্ম সকল স্বতন্ত্র, ত্রেতা ও দ্বাপরে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন, যুগ-হ্রাসানুসারে কলিযুগেও মনুষ্যের ধর্ম্ম পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্যযুগে তপস্যাই মানবগণের পরম ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞানই উৎকৃষ্ট, দ্বাপরে যজ্ঞ-কর্ম্ম এবং কলিযুগে একমাত্র দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-রূপে উক্ত হইয়াছে।

কবিগণ এই দৈব-পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বর্ষকে যুগ বলিয়া থাকেন, ইহারই সহস্র-পরিমিত বর্ষ এক

ব্রাহ্ম দিবস, ব্রাহ্ম রাত্রির পরিমাণও এতাবন্মাত্র। বিশ্বের ঈশ্বর ব্রহ্মা সেই দিবসের প্রারম্ভে যোগ-নিদ্রা অবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ান হয়েন, রজনীর অবসানে বিবুদ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা সহস্র যুগ-পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক দিবস এবং যুগ-সহস্রের অন্ত-ভাগকে রাত্রি বলিয়া জানেন, তাঁহারাই অহোরাত্র-বিৎ। নিদ্রাবসানে ব্রহ্মা প্রতিবুদ্ধ হইয়া নির্ব্বিকার স্বরূপকে মায়া-দ্বারা বিকৃতি-যুক্ত করেন, পরিশেষে মহৎ ভুত সকলের সৃষ্টি-কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন; তাঁহা হইতেই ব্যক্তাত্মক মন উৎপন্ন হয়। তেজোময় মহত্তত্ত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মই জগতের বীজ, তাঁহা হইতেই এই সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; দ্রব্যান্তর-বিবর্জ্জিত সেই একমাত্র ভূত হইতে স্থাবর জঙ্গম ভূত-সমুদয় উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মা দিবসের প্রারম্ভে বিবুদ্ধ হইয়া অবিদ্যা-দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্ব ও ব্যক্তাত্মক মন উদ্ভূত হয়। ঈশ্বর পূর্ব্ব-সর্গান্তে সপ্ত মানস পদার্থের অভিভব করিয়া উত্তর-সর্গের প্রারম্ভে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দূরগ অথচ বহুধাগামি প্রার্থনা এবং সংশয়াত্মক মন সিসৃক্ষা-দ্বারা প্রেরিত হইয়া সৃষ্টিকে বিবিধাকার করিয়া থাকে।

মন হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, তাহার গুণ শব্দ, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন; আকাশ হইতে সর্ব্ব গন্ধবহ শুচি ও বলবান্ বায়ু জন্ম গ্রহণ করে, তাহার গুণ স্পর্শ। বায়ু হইতে ভাস্বর রোচিষ্ণু শুভ্রবর্ণ জ্যোতি উৎপন্ন হয়, তাহার গুণ রূপ। জ্যোতি হইতে রসাত্মক জল-সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে; জল হইতে ভূমি উদ্ভূত হয়, তাহার গুণ গন্ধ, এই সমুদয় প্রথম সৃষ্টি। উত্তরোত্তর ভূতগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতগণের গুণ-সমুদয় প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত ভূতগণের মধ্যে যে ভূত যাবৎ কাল যেপ্রকারে বর্ত্তমান রহে, তাহার গুণও তাবৎ কাল তদ্রূপে তাহাতে অবস্থিতি করে। কোন ব্যক্তি জল-মধ্যে গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মূঢ়তা-বশত যদি তাহা জলেরই গন্ধ বলিয়া প্রত্যয় করে, তাহা বাস্তবিক নহে; গন্ধ পৃথিবীর গুণ, বায়ু ও সলিলাদিতে তাহা আগন্তুক দ্রব্য-সম্পর্ক জন্য অনুভব হইয়া থাকে।

এই মহাবীর্য্যশালী সপ্তবিধ ব্যাপক পদার্থ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং আকাশাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত পরস্পর মিলিত না হইলে প্রজাগণের সৃষ্টিসাধনে সমর্থ হয় না। ইহারা পরস্পরকে অবলম্বন করত মিলিত হইয়া শরীর স্বরূপ আশ্রয় লাভ করিয়া পুরুষ-রূপে উক্ত হয়। পঞ্চ ভূত, মন ও দশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ পদার্থ শরীরকে আশ্রয় করত একত্রিত ও মুর্ত্তিমৎ হইয়া থাকে; মহত্তত্ত্ব-প্রভৃতি ভূত-সমুদয় ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত সেই সূক্ষ্ম শরীরে সন্নিবিষ্ট হয়।

ভূতগণের আদি-কর্ত্তা স্বীয় উপাধি-ভূত মায়ার একদেশ-ভূত ভূত সকলকে সঙ্কলন-পূর্ব্বক তপস্যাচরণের নিমিত্ত তাহাতেই আবিষ্ট হইয়া থাকেন; পণ্ডিতেরা সেই আদি-কর্ত্তাকে প্রজাপতি কহেন। সেই শরীরান্তরবর্ত্তী প্রজাপতি স্থাবর জঙ্গম জীবগণের সৃজন করেন। শরীর প্রবেশের অনন্তর, সেই প্রজাপতি দেবর্ষি, পিতৃলোক ও মনুষ্য-লোকের সৃষ্টি-কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন; ক্রমে ক্রমে সরিৎ, সমুদ্র, শৈল, দিঙ্মণ্ডল, বনস্পতি, নর, কিন্নর, নিশাচর, পশু, পক্ষি, মৃগ, উরগ-প্রভৃতি আকাশাদি নিত্য বস্তু এবং ঘট-পটাদি অনিত্য বস্তু-মিশ্রিত স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সকলের সৃষ্টি করেন। তাহারা পূর্ব্ব সৃষ্টিকালে যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনঃপুন সৃজ্যমান হইয়া তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

নর কিন্নর নিশাচর-প্রভৃতি জীবগণ বিধাতা-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়া হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা-প্রভৃতি গুণ-সমুদয় অবলম্বন করিল, অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্টিকালে যাহার যাদৃশ বিষয়ে অভিরুচি ছিল, ইহ জন্মেও তাহার তদ্বিষয়ক অভিলাষ জন্মিল। জগদিন্দ্রজাল-বিস্তারয়িতা বিধাতাই বিষ-

দ্যাদি মহাভূত সমুদয়ে, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ-নিচয়ে এবং দ্রব্যাকৃতি মূর্ত্তি-সমুদায়ে, নানাত্ব অর্থাৎ শুক্তি রজতের ন্যায় প্রতি পুরুষে বিভিন্নত্ব তথা জীব-সকলের বিষয় বিশেষে বিনিযোগ অর্থাৎ ভোক্তৃ ভোগ্য-ভাব সম্বন্ধ বন্ধন করেন।

কোন কোন মানবগণ কহিয়া থাকেন, কর্ম্মসকলেই পুরুষের সামর্থ্য আছে; অতএব কর্ম্মই প্রধান। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বলেন, আদিত্যাদি গ্রহ-সকল সদসৎ ফলদাতা; অতএব দৈবই প্রধান। স্বভাব-বাদি ব্যক্তিগণ স্বভাবকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া থাকেন। অন্য মতাবলম্বি মানবগণ কহেন, দৈবকর্ম্ম স্বভাবানুগৃহীত হইয়া ফল-দানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; পৌরুষ, কর্ম্ম এবং দৈব, ইহারা পৃথক্‌ভূত নহে। এই ত্রিতয় সমবেত হইয়া ফল প্রসব করে, ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রাধান্য নাই। জীবগণের নানাত্ব বিষয়ে কারণ কি, ইহা আর্হত-মতাবলম্বি নাস্তিকেরা বিশেষ রূপে বর্ণন করে নাই, ইহা নির্ব্বচন করিতেও তাহাদিগের সামর্থ্য নাই, এ বিষয় যে অনির্ব্বচনীয় তাহাও নহে। কর্ম্ম এবং দৈব এতদুভয়ের মধ্যে অন্যতরের কারণত্ব সুবচ বা দুর্ব্বচ হউক, উভয়ে একত্রিত হইলে কারণ হইতে পারে, ঈদৃশ আশঙ্কা করিয়া উক্ত উভয়কেই তাহারা কারণ কহে না এবং উক্ত উভয়াতিরিক্ত অন্য কোন কারণ আছে, ইহাও বলিতে পারে না। তপ্ত শিলারোহণাদি নির্জ্জরাখ্য ধর্ম্ম-দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে, উহারা ইহাই প্রতিপন্ন করে। পরন্তু রজস্তমো-রহিত অন্তঃকরণ-সত্ত্বে সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় অবস্থিত যোগিগণ ব্রহ্মকেই কারণ-রূপে দর্শন করেন, এই জন্য তাঁহারা সমদর্শি বলিয়া উক্ত হয়েন।

জীবের পক্ষে তপস্তাই মোক্ষের হেতু, মনোনিগ্রহ-রূপ শম এবং বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহাত্মক দম সেই তপস্তার মূল। মনুষ্য মনে মনে যে সমস্ত কামনা করেন, তপস্যা-দ্বারা তৎ সমুদয় প্রাপ্ত হয়েন। যিনি জগৎ সৃজন করেন, তপস্যা-দ্বারা জীব তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এবং তৎ স্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ঋষিগণ তপোবল-দ্বারা অহোরাত্র বেদাধ্যয়ন করিতেন, সেই অনাদি-নিধনা বিদ্যা-রূপা বেদবাণী স্বয়ম্ভু-কর্ত্তৃক শিষ্য প্রশিষ্য-সম্প্রদায় ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদময়ী দিব্য-বাণী বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতেই সমুদয় বৃত্তান্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

সৃষ্টি-প্রারম্ভে ঈশ্বর বেদ-শব্দ-সমুদয় হইতে ঋষিগণের নামধেয় জীবগণের নানারূপ এবং কর্ম্ম সকলের প্রবর্ত্তন নির্ম্মাণ করেন; বেদ-মধ্যে ঋষিগণের নামধেয় যাহা বিহিত ছিল, সৃষ্টিপ্রাক্কালে বিধাতা তাহাই বিধান করিলেন। নাম-ভেদ, তপস্তা, কর্ম্ম ও যজ্ঞ সকলকে লোক-সিদ্ধি কহে, আর আত্ম-সিদ্ধির বিষয় বেদ-মধ্যে দশটি ক্রম-দ্বারা উক্ত হইয়াছে। বেদ-দর্শি ঋষিগণ তাহা বেদ ও বেদান্ত বাক্য-মধ্যে অতিগহন-ভাবে বিদ্যমান আছে কহিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত দশবিধ ক্রম এই যে, বেদাধ্যয়ন, দারপরিগ্রহ-পূর্ব্বক গার্হস্থ্য অবলম্বন, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি বানপ্রস্থাশ্রম-রূপ তপস্তা, সর্ব্বাশ্রম সাধারণ সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, কীর্ত্তিকর তড়াগ ও আরামাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, ধ্যানাদি মানস-ধর্ম্ম, বৈশ্বানরাখ্য কারণ ব্রহ্ম দর্শন, দহরাদি গ্রহোপাসনা এবং বিশুদ্ধ-স্বরূপের অবগতি, এই দশবিধ ক্রমদ্বারা সাংসারিক দুঃখ লঙ্ঘন-পূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য বেদ ও বেদান্ত-বাক্য উপনিষদাদি মধ্যে এই দশবিধ ক্রম আত্ম-সিদ্ধির উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে। দেহাভিমানী জীব যে দ্বৈত দর্শন করিয়া থাকে, তাহা কর্ম্মজ; কর্ম্মের উপরম হইলে সুপ্তি ও সমাধি সময়ে তাহার অভাব হয়। সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ, মান, অপমান-প্রভৃতি দ্বন্দ্বযুক্ত দ্বৈত-দর্শনকেই আত্ম-সিদ্ধি বলা যায়।

পুরুষ বিজ্ঞান-বল-প্রভাবে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়-ভাব-রূপ ভেদ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দ্বিবিধ ব্রহ্ম বিদিত

হওয়া বিধেয়; প্রথমত শব্দ-ব্রহ্ম-রূপ প্রণব, দ্বিতীয়ত পরব্রহ্ম, যিনি প্রণবোপাসনা বিষয়ে নিপুণ হয়েন, তিনিই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়গণের পশু-হিংসা, বৈশ্যগণের ধান্যাদি উৎপাদন, শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা, আর ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মোপাসনাই যজ্ঞ-স্বরূপ।

ত্রেতাযুগে যজ্ঞ-সকলের এইরূপ বিধি হইয়াছিল, সত্যযুগে কোন বিধির প্রয়োজন ছিল না; যেহেতু তৎকালে এই সমুদয় প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ ছিল। দ্বাপরে লোকে যজ্ঞাদি কর্ম্ম আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিত, কলিযুগে সকলেই তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছে। সত্যযুগে মানবগণ অদ্বৈতনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা ঋক্, যজু, সামবেদ সকল এবং স্বর্গাদি সাধন কাম্যকর্ম্ম যজ্ঞ-প্রভৃতিকে তপস্যা হইতে পৃথক্ জানিয়া তৎ সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম বিষয়ে মানবগণের স্বতঃ প্রবৃত্তির অভাব-নিবন্ধন ধর্ম্ম-সংক্রান্ত শাসনকর্ত্তা যে সমস্ত মহাবল মহীপাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম বিষয়ক শাসন করিতেন, সুতরাং ত্রেতাযুগে বেদ-সকল যজ্ঞ-সমুদয় ও বর্ণাশ্রম-নিচয় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করাইবার জন্য সম্বদ্ধ ছিল। দ্বাপরে পরমায়ুর পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় শাসন-কর্ত্তৃগণ সকলেই ভ্রষ্ট হইল। কলিযুগে নিখিল বেদ-সমুদয় ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র বিলোকিত হয় না; কেবল অধর্ম্ম-দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া যজ্ঞ ও বেদ সকল উৎসন্ন হইতেছে। সত্যযুগে যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-মাত্রেই বিলোকিত হইত, এক্ষণে চিত্ত জয়ি যোগ-নিষ্ঠ বেদান্ত-শ্রবণ-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণে তাহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ত্রেতাযুগে অগ্নিহোত্রাদি-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ আচার ব্যবহার অতিক্রম না করিয়া বেদোক্ত প্রমাণানুসারে যজ্ঞাদি ধর্ম্ম তৎ সহিত একাদশ্যুপবাসাদি ব্রত এবং তীর্থ-দর্শনাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম ইচ্ছা-পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতেন, বৈদিক দ্বিজাতিগণও স্বর্গ কামনা করত যজ্ঞ করিতেন। দ্বাপরযুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় পুত্র-কাম হইয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কলিযুগে কেবল শত্রু-মারণাদি কামনা করত লোকে যজ্ঞ করিয়া থাকে; যুগে যুগে ধর্ম্ম এইরূপে বিভিন্ন দৃষ্ট হইতেছে। প্রাবৃট্‌কালে বহুবিধ স্থাবর-জঙ্গম-তরু-লতা-গুল্ম-প্রভৃতি যেমন বৃষ্টি-দ্বারা উদ্ভূত ও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ যুগে যুগে ধর্ম্মাধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঋতুকালে শীতোষ্ণাদি নানাবিধ ঋতু-চিহ্ন-সকল যেমন পর্য্যায় ক্রমে বিলোকিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মা ও হর-প্রভৃতিতে সৃষ্টি সংহার-সামর্থ্যের বৃদ্ধি এবং হ্রাস দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চতুর্যুগাত্মক কাল পুরুষের কলা-কাষ্ঠাদি-ভেদে নানাত্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম-হ্রাস-বৃদ্ধি ভেদে বিভিন্নত্ব এবং তাহার অনাদি-নিধনত্ব পূর্ব্বে তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই কালই প্রজাদিগের উৎপত্তি ও সংহার করিতেছে। যে সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, প্রাণিগণ স্বভাবত সুখ দুঃখাদি সমন্বিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, কালই তাহাদিগের অধিষ্ঠান; অতএব সময়ই সমুদয় ভুতগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং প্রতিপালন করিতেছে, সময়ই স্বয়ং সর্ব্বভূত-স্বরূপ। বৎস! সময় যে কেবল সর্ব্বভূত-স্বরূপ তাহা নহে, সময় সর্গ-প্রভৃতির আত্ম-স্বরূপ। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তদনুসারে সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, তৎ প্রকাশক বেদ-সকল, তদনুষ্ঠাতা কর্ত্তা, দেহাদি পরিগ্রহ-কার্য্য এবং ক্রিয়া-ফল স্বর্গাদি-বিষয় সকলই কহিলাম, এই সমুদয় কাল-স্বরূপ পুরুষময়।

শুকানুপ্রশ্নে একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৩১॥

বেদব্যাস কহিলেন, দিবস বিগত হইলে শর্ব্বরীর সমারম্ভে ঈশ্বর আত্মাতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত এই

বিশ্বকে যে প্রকারে পরিণত করেন, উৎপত্তি-ক্রম বিপরীত সেই প্রলয়ের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। আকাশে দ্বাদশ আদিত্য এবং সঙ্কর্ষণ-মুখোদ্ভূত শিখাবান্ অগ্নির অর্চ্চি সকল এই দৃশ্যমান বিশ্বকে দহন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে সমস্ত জগৎ সৌরী ও আগ্নেয়ী জ্বালাবলী-দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া জাজ্জ্বল্যমান হইতে থাকে। মহী-মধ্যে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম জীব আছে, তাহারাই অগ্রে প্রলয় প্রাপ্ত হয় এবং প্রলীন হইয়া ভূমির সহিত মিলিত হইয়া যায়। স্থাবর ও জঙ্গম জীব সমুদয় প্রলীন হইলে ভূমি বৃক্ষহীন ও তৃণ-বিহীন হইয়া কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সলিল-সকল যৎকালে ভূমির কাঠিন্য-হেতু গন্ধগুণ গ্রহণ করে, তৎকালে পৃথিবী ঘৃতের ন্যায় কাঠিন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জল-মাত্র হইয়া যায়। তদানীং সলিল সকল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল ও মহাস্বন-সমন্বিত হইয়া এই দৃশ্যমান সমস্ত বিশ্ব আত্ম-সাৎ করত প্রতিষ্ঠা লাভ-পূর্ব্বক অবস্থান ও বিচরণ করে।

হে তাত! জ্যোতি যখন জলের গুণ আদান করে, তৎকালে তদীয় রস জ্যোতি-দ্বারা বিশুষ্ক হওয়ায় জলও অগ্নি-মধ্যে উপরত হয়। অগ্নি-শিখা সমুদয় যৎকালে মধ্যস্থিত আদিত্য-মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, তৎকালে এই সমস্ত নভোমণ্ডল বহ্নি-শিখা-দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া জাজ্জ্বল্যমান হইতে থাকে। বায়ু যখন জ্যোতির গুণ গ্রহণ করে, তখন জ্যোতি বিরূপ হইয়া সুতরাং প্রশান্ত হয়; অনন্তর, সুমহান্ সমীরণ দোধূয়মান হইতে থাকে এবং আত্ম-সম্ভব সুমহৎ শব্দ অবলম্বন করত অধ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ প্রদেশ এবং দশ দিক্ আক্রমণ-পূর্ব্বক ধাবমান হয়। পরিশেষে আকাশ যখন বায়ুর স্পর্শগুণ গ্রাস করে, সমীরণ তখন প্রশান্ত হইয়া যায় এবং শব্দের পূর্ব্বরূপ বর্ণ বিভাগ-হীন নাদের ন্যায় গগন-মাত্র অবস্থিত রহে; বায়ু-প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থ-মাত্রে যাহার শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই আকাশ তদানীং রূপহীন, রস-বিহীন, স্পর্শ-বিবর্জ্জিত, গন্ধ-রহিত ও অমূর্ত্ত হইয়া নাদের ন্যায় অবস্থিতি করে।

অনন্তর, আকাশের অভিব্যক্ত্যাত্মক শব্দগুণ মনকর্ত্তৃক কবলিত হয়, মনের ব্যক্ত ও অব্যক্ত-স্বরূপ ব্রাহ্ম প্রলয়ে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তৎকালে চন্দ্রমা আত্মগুণে অর্থাৎ নিঃসীম জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-ধর্ম্ম-রূপ কর্ম্মে আবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ব্ভ-সম্বন্ধীয় সমষ্টি মনকে কবলিত করেন; মন উপরত হইয়াও কেবল চন্দ্রমাতে বর্ত্তমান রহে। যোগী ব্যক্তি চন্দ্রমা নামক উপাধি-বিশিষ্ট সঙ্কল্প-মাত্র-শরীর মনকে বহুকালে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন. সঙ্কল্প যখন বিচারাত্মিকা চিত্তবৃত্তিকে গ্রাস করে, তখন সঙ্কল্প-নিরোধ নিতান্ত দুঃসাধ্য। সেই সঙ্কল্প-বশীকরণ এই যে, 'আমিই এই সমুদয়' এইরূপ জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম। 'আমি' এতাবন্মাত্র প্রত্যয়-স্বরূপ কাল সর্ব্বানুভবাত্মক বিজ্ঞানকে গ্রাস করে, আর বল নামক শক্তিই কাল-স্বরূপ, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন রহিয়াছে। বল যেমন কালকে কবলিত করে, কালও তদ্রূপ বলকে গ্রাস করিয়া থাকে; বিদেহ কৈবল্য-রূপ শান্তা-বুদ্ধি পুনরুত্থানাভাব-নিবন্ধন কালকে বশীভূত করিয়া রাখে। বিদেহ কৈবল্য-স্বরূপা শান্তা বুদ্ধি যৎকালে কালকে বশীভূত করে, তখন বিদ্বান্ যোগী আকাশের গুণ নাদ অর্থাৎ অর্দ্ধ-মাত্রা-বিন্দু অনুসারে আত্মাকে পরব্রহ্মে সম্মিলিত করেন। সেই পরমাত্মাই নিত্য নির্ম্মুক্ত অব্যক্ত সর্ব্বোত্তম পরব্রহ্ম; তিনিই এইরূপে সর্ব্বভূতের প্রলয় করিয়া থাকেন; এই ত প্রলয়ের বিষয় কথিত হইল। রজ্জু সর্পের ন্যায় সর্ব্বভূতের বাধ হইলে একমাত্র ব্রহ্মই কেবল অবশিষ্ট রহেন।

পরমাত্ম-দর্শি যোগিগণ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিদ্যা-ময় এই বোধ-বিষয় নিঃসংশয় রূপে বিলোকন করিয়া যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মা এইরূপে পুনঃপুন সৃষ্টি ও প্রলয় করিয়া থাকেন; সহস্র-যুগান্তে সৃষ্টি কালই তাঁহার দিবাভাগ এবং সহস্র-

যুগাবসানে প্রলয় সময় তদীয় রাত্রি-রূপে পরিগণিত হয়।

শুকানুপ্রশ্নে দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৩২ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! ভূতগ্রামের বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তদ্বিষয় এই কার্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। দ্বিজাতিগণের জাত-কর্ম্ম-প্রভৃতি সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত দক্ষিণান্বিত ক্রিয়া-সকল বেদপারগ আচার্য্য-সন্নিধানে সম্পাদন করিতে হইবে। যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ গুরুশুশ্রূষণে নিরত থাকিয়া অখিল বেদ অধ্যয়ন-পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকট অনৃণ হইয়া গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিবেন, অথবা আচার্য্য-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যত দিন শরীর ধারণ করেন, তাবৎ কাল আশ্রম-চতুষ্টয়ের অন্যতরকে যথাবিধি আশ্রয় করিবেন, কিম্বা ব্রহ্মচর্য্যের পর দার-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদন করিয়া অরণ্য-মধ্যে গুরু-জন-সন্নিধানে যতিধর্ম্ম-দ্বারা অবস্থান করিবেন। মহর্ষিগণ গৃহস্থকে এই সমস্ত ধর্ম্মের মুল বলিয়া থাকেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে পক্ক কষায় অর্থাৎ লয় ও বিক্ষেপের অভাবে রাগাদি বাসনা দ্বারা স্তব্ধতা-নিবন্ধন যাহার চিত্ত অখণ্ড বস্তু অবলম্বন করিতে সমর্থ নহে—তাদৃশ ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় হইলে সর্ব্বা-শ্রমেই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

পুত্রবান্, শ্রোত্রিয় ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, ঋণ-ত্রয় হইতে বিমুক্তই আছেন; অনন্তর, তিনি কর্ম্ম-দ্বারা পবিত্র হইয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। পৃথিবী-মধ্যে ব্রাহ্মণ যে স্থানকে পবিত্রতম জানিবেন, তথায় বাস করিবেন এবং উৎকৃষ্ট যশ উপার্জ্জনে যত্নবান্ হইবেন। সুমহৎ তপস্যা, বিদ্যা-সকলের পার-দর্শিতা, যজ্ঞ এবং সম্প্রদান-দ্বারা দ্বিজগণের যশো বৃদ্ধি হয়। ইহলোকে ব্রাহ্মণের যাবৎ পরিমাণে যশস্করী কীর্ত্তি হইয়া থাকে, তিনি তাবৎ পরিমাণে পুণ্যবান্‌গণের অনন্ত লোক উপভোগ করেন। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন ও যাজন করিবেন, কদাচ বৃথা প্রতিগ্রহ বা বৃথা দান করিবেন না। যজমান, শিষ্য এবং কন্যা হইতে যে মহৎ ধন লব্ধ হয়, তাহা যজ্ঞার্থে ব্যয় এবং দান করিবেন, কোন রূপে একাকী উপভোগ করিবেন না। দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, গুরু, বৃদ্ধ, আতুর ও ক্ষুধাতুর ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত যে প্রতিগ্রহ করা যায়, গৃহস্থের পক্ষে তদপেক্ষা অন্য তীর্থ আর কিছুই নাই। অন্তর্হিত শত্রু-সন্তপ্ত এবং শক্তি অনুসারে জ্ঞানোপার্জ্জনে অনুরক্ত ব্রাহ্মণ-গণকে স্বীয় শক্তি অতিক্রম-পূর্ব্বক আহৃত দ্রব্য হইতেও অধিকতর দান কর্ত্তব্য। অনুরূপ অর্হণীয় ব্রাহ্মণগণকে কিছুই অদেয় নাই; উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও সাধুগণের প্রাপ্য, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন।

মহাব্রত নরপতি সত্যসন্ধ ইচ্ছানুসারে অনুনয়-পূর্ব্বক স্বীয় প্রাণ দান-দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রাণ পরিত্রাণ করিয়া সুরপুরে গমন করিয়াছেন। সাঙ্কৃতি সন্তান রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে নাতি শীতোষ্ণ সলিল সম্প্রদান করত অমর-লোকে সম্মানভাজন হইয়া-ছেন। ইন্দ্রদমন ধীমান্ আত্রেয় ভূপাল কোন পূজা-বর ব্রাহ্মণকে বিবিধ ধন দান করিয়া অনন্ত লোকে গমন করিয়াছেন। উশীনর-নন্দন শিবি রাজা রাজ্যাঙ্গ সকলের সহিত স্বীয় ঔরস-সন্তানকে ব্রাহ্ম-ণার্থ উপহার দিয়া ইহলোক হইতে নাকপৃষ্ঠে আ-রোহণ করিয়াছেন। কাশিপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে নিজ নয়ন-দ্বয় প্রদান-পূর্ব্বক ইহ পর-লোকে অতুল কীর্ত্তি-ভাগী হইয়াছেন। দেবাবৃধ নৃপতি অষ্ট শলাকা-সমন্বিত সুবর্ণময় মহামূল্য দিব্য ছত্র দান করিয়া রাজ্যবাসি জনগণের সহিত দ্যুলোকে গমন করিয়াছেন। অত্রি-নন্দন মহাতেজা সাঙ্কৃতি শিষ্য-সকলকে নির্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক উপদেশ দান করিয়া পরমোৎকৃষ্ট লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতাপ-শালী অম্বরীষ নরপতি দ্বিজগণকে একাধিক দশ

অর্ব্বুদ গো দান করিয়া রাজ্যের সহিত সুরলোকে আরোহণ করিয়াছেন। সাবিত্রী দিব্য কুণ্ডল-যুগল এবং জনমেজয় নিজ শরীর ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যাগ করিয়া উত্তম লোক লাভ করিয়াছেন। বৃষাদর্ভি যুবনাশ্ব সমস্ত রত্ন, প্রিয় পত্নীগণ ও রমণীয় সদন দান করিয়া স্বর্লোকে অবস্থিতি করিতেছেন। বিদেহ-বংশীয় নিমি নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে রাজ্য দিয়াছেন, জমদগ্নি-তনয় পৃথিবী দান করিয়াছেন এবং গয় রাজা নগরের সহিত বসুন্ধরাকে ব্রাহ্মণ-সাৎ করিয়াছেন।

প্রজাপতি যেমন প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ পর্জ্জন্যের অনাবৃষ্টি কালে ভূতভাবন বশিষ্ঠদেব সমস্ত জীবকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। করন্ধমের পুত্র শুদ্ধমতি মরুত অঙ্গিরাকে কন্যা দান করিয়া অবিলম্বে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। পাঞ্চালরাজ বুদ্ধিমত্তর ব্রহ্মদত্ত অগ্রগণ্য দ্বিজগণকে নিধি ও শঙ্খ দান করিয়া শুভ লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিত্রসহ মহীপতি মহানুভাব বশিষ্ঠদেবকে প্রিয় মদয়ন্তী প্রদান-পূর্ব্বক তাহার সহিত সুরপুরে আরোহণ করিয়াছেন। মহাযশস্বী রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করত সর্ব্বোত্তম লোক সমুদয় লাভ করিয়াছেন। মহীপতি শতদ্যুম্ন মুদ্গল ঋষিকে সর্ব্বকাম-সম্পূর্ণ সুবর্ণময় সদন সম্প্রদান-পূর্ব্বক স্বর্গগত হইয়াছেন। দ্যুতিমান্ নামা প্রতাপবান্ শাল্বরাজ ঋচীককে রাজ্য দান করিয়া অনুত্তম লোক সকলে গমন করিয়াছেন। রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে সুমধ্যমা কন্যা দান করিয়া দেবগণের প্রশংসিত লোক সমুদয়ে গমন করিয়াছেন। রাজর্ষি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে শান্তানাম্নী সুতা সম্প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বকাম-সম্পন্ন হইয়াছেন। মহাতেজা প্রসেনজিৎ নৃপতি শত সহস্র সবৎস গো দান করিয়া অনুত্তম লোক লাভ করিয়াছেন। এই সমুদয় এবং এতদ্ভিন্ন শিষ্টস্বভাব জিতেন্দ্রিয় অনেকানেক মহাত্মারা দান এবং তপস্যা-দ্বারা স্বর্গ-গত হইয়াছেন, যাবৎ এই পৃথিবী থাকিবে তাবৎ তাঁহাদিগের কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিবে; যেহেতু ইহাঁরা দান, যজ্ঞ ও অপত্যোৎপাদন-দ্বারা অমরলোক লাভ করিয়াছেন।

শুকানুপ্রশ্নে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৩৩॥

বেদব্যাস বলিলেন, ব্রাহ্মণ সর্ব্ব-বেদোক্ত সাঙ্গবেদ বিদ্যা অধ্যয়ন করিবেন। ঋক্, সাম, বর্ণ, অক্ষর, যজু ও অথর্ব্ব, এই ষট্ কর্ম্ম-মধ্যে সম্যক্-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন। বেদবাদ বিচক্ষণ অধ্যাত্ম-নিপুণ সত্ত্ববন্ত মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ পরমাত্মাকে অবলোকন করেন। ব্রাহ্মণ এবম্বিধ ধর্ম্ম অবলম্বন করত জীবন কাল যাপন করিবেন, শিষ্টের ন্যায় কর্ম্ম আচরণে অবহিত হইবেন এবং সর্ব্বভূতের অবিরোধে বৃত্তি লাভে অভিলাষ করিবেন। যে গৃহমেধী সাধুগণ হইতে বিজ্ঞান লাভ-পূর্ব্বক শিষ্ট ও শাস্ত্র-বিচক্ষণ হইয়া ইহলোকে স্বধর্ম্মানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং সাত্ত্বিক কর্ম্মে সঞ্চরণ করত প্রাগুক্ত ষট্ কর্ম্মে নিরত রহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। এতাদৃশ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সতত শ্রদ্দধান হইয়া পঞ্চ যজ্ঞ বিধান করিবেন।

ধৈর্য্যশালী, অপ্রমত্ত, দান্ত, ধর্ম্মবিৎ, যত্নবান্, বীত-হর্ষ, মদ-রহিত এবং ক্রোধ-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয়েন না। দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, লজ্জা, সরলতা ও ইন্দ্রিয়-দমন, এই সমুদয় বিষয় দ্বিজগণের তেজোবর্দ্ধন ও পাপ-বিমোচন করে। পাপ-পঙ্ক-প্রক্ষালনকারী মেধাবী মানব লঘুভোজী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাম ক্রোধকে বশীভূত করত ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি নিমিত্ত কামনা করিবেন, অগ্নিত্রয় ও ব্রাহ্মণ সমুদয়কে অর্চ্চনা করিবেন, দেবতাদিগের নিকট প্রণত হইবেন, অকল্যাণ বাক্য এবং অধর্ম্ম-বিহিত হিংসা পরিবর্জ্জন করিবেন। ব্রাহ্মণের এই

পূর্ব্বানুষ্ঠেয় বৃত্তি বিহিত হইল, পরিশেষে জ্ঞানাগম-দ্বারা কর্ম্ম করিলে তদ্বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ মানব পঞ্চেন্দ্রিয়-সলিল-সম্পন্না মন্যুপঙ্ক-সমন্বিতা অনভিভবনীয়া ভয়ঙ্করা সুদুস্তরা লোভ-মূলা মহানদীকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েন। বিধিদৃষ্ট মহাবল-সম্পন্ন প্রতিঘাত-বিরহিত অত্যন্ত মোহন কাল নিয়তই উপস্থিত রহিয়াছে, ইহা অবলোকন করিবেন।

জগৎ স্বভাব-স্রোতে পতিত হইয়া সততই ভাসমান হইতেছে, কাল-স্বরূপ জল, বৎসর-রূপ মহা আবর্ত্ত, মাসময় তরঙ্গ, ঋতু-রূপ বেগ, পক্ষময় উলপ তৃণ, নিমেষাদি ফেণ, অহোরাত্র সলিল, ঘোরতর কাম গ্রাহ, বেদ ও যজ্ঞ-রূপ প্লব, জীবগণের ধর্ম্ম-স্বরূপ দ্বীপ, অর্থাভিলাষ-ময় পয়, সত্য-বাক্য-রূপ মোক্ষ তীর, হিংসাতরু-বাহি, যুগহ্রদ-সমন্বিত প্রবাহ-মধ্যবর্ত্তি সংসার-স্রোত-দ্বারা বিধাতৃ-সৃষ্ট জীবগণ নিরন্তর শমন-সদনে আকৃষ্ট হইতেছে। স্থিরচিত্ত মনীষিগণ প্রজ্ঞাময় প্লব-দ্বারা এই সংসার-স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। প্রজ্ঞাময় প্লব-বিহীন অল্প-বুদ্ধি মানবগণ ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় আর কি করিবে? বুদ্ধিমান্ মানব উপস্থিত বিপদ্ হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন, অপরে কদাচ বিপদ্বিমুক্ত হইতে সমর্থ নহে; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দূরস্থ হইলেও সর্ব্ব স্থলের দোষ গুণ অবলোকন করেন। সত্ত্ব-কামাত্মা, চলচিত্ত, অল্প-চেতন, অপ্রাজ্ঞ জন সংশয় হইতে উত্তীর্ণ হয় না। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা কদাচ বিনষ্ট হয় না।

উত্তরণ-বিহীন মানব মহাদোষে মুহ্যমান হইয়া নিয়মিত হয়, কাম-রূপ গ্রাহ-দ্বারা যে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার জ্ঞানও উত্তরণ কারণ হয় না; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি উন্মজ্জনের জন্য প্রযত্ন করিবেন; যিনি ব্রাহ্মণ হয়েন, তাঁহারই উন্মজ্জন হইয়া থাকে। যিনি বিশুদ্ধ বংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীর-ত্রয়ে আত্ম-বিনিশ্চয় বিষয়ে যাঁহার সন্দেহ রহিয়াছে, যিনি যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞাবল অবলম্বন-দ্বারা যে প্রকারে নিস্তার লাভ করিতে পারেন, তথাবিধ উন্মজ্জনে অবহিত থাকিবেন। সংস্কার-বিশিষ্ট, নিয়ম-নিষ্ঠ, সংযতাত্মা, দমনশীল, প্রাজ্ঞ জনের সিদ্ধি ইহ পর-লোকে অব্যবহিত হইয়া থাকে।

গৃহস্থ ব্যক্তি ক্রোধ ও অসূয়া-বিরহিত হইয়া ঈদৃশ ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে বসতি করিবেন এবং বিঘসাশী হইয়া সতত পঞ্চ যজ্ঞ সাধনে সযত্ন রহিবেন। সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম-দ্বারা জীবন যাপন করত শিষ্টের ন্যায় ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবেন; লোকের সহিত বিরোধ না করিয়া অগর্হিত বৃত্তি লাভে অভিলাষী হইবেন। যিনি শিষ্টাচার-সম্পন্ন ও বিচক্ষণ হইয়া বিজ্ঞান-তত্ত্ব শ্রবণ করেন এবং স্বধর্ম্মানুসারে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তিনি কর্ম্ম-দ্বারা সঙ্কীর্ণ হয়েন না। ক্রিয়াবান্, শ্রদ্দধান, দান্ত, প্রাজ্ঞ, অনসূয়ক এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমস্ত দুস্তর বিষয় হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। ধৃতিমান্, অপ্রমত্ত, দান্ত, ধর্ম্মবিৎ, আত্মবান্ এবং হর্ষ-মদ-ক্রোধ-হীন ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয়েন না। ব্রাহ্মণের এই পুরাতনী বৃত্তি বিহিত হইল, জ্ঞানবত্তা-সত্ত্বে কর্ম্ম সকল সম্পাদন করত ব্রাহ্মণ সমস্ত বিষয়েই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

অবিচক্ষণ মানব ধর্ম্মকাম হইয়াও অধর্ম্ম করিয়া থাকে, অথবা সে, যেন শোচনা করত অধর্ম্ম-সঙ্কাশ ধর্ম্ম আচরণ করে। 'ধর্ম্ম করিতেছি' জ্ঞান করিয়া কেহ অধর্ম্ম করিতেছে এবং কেহ অধর্ম্ম কামনা করিয়াও ধর্ম্ম করিতেছে। মূঢ় জীব উক্ত উভয়বিধ কর্ম্ম না জানিয়া পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহ-পূর্ব্বক মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতেছে।

শুকানুপ্রশ্নে চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৩৪ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, স্রোত-দ্বারা উহ্যমান মানব যেমন কখন উন্মগ্ন এবং কখন নিমগ্ন হইয়া অবশেষে তরণী অবলম্বন করে, তদ্রূপ সংসার-স্রোতে ভাসমান ব্যক্তির যদি বক্ষ্যমাণ শান্তি নামক কৈবল্য লাভে অভিরুচি হয়, তবে তাহাকে জ্ঞান-স্বরূপ তরণী অবলম্বন করিতে হইবে। যে সমস্ত ধীরগণ ধ্যান জন্য সাক্ষাৎকার-দ্বারা আত্ম নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান-রূপ তরণী-দ্বারা অবোধ ব্যক্তিবর্গকে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। অবোধেরা আপনাকেই যখন কোন প্রকারে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ নহে, তখন অন্যকে কিরূপে উত্তীর্ণ করিবে? রাগাদি দোষ-বিহীন মননশীল মানব পুত্র-কলত্রাদি সঙ্গ-বিরহিত হইয়া দেশ, কর্ম্ম, অনুরাগ, অর্থ, অনুপায়, অপায়, নিশ্চয়, চক্ষু, আহার, সংহার, মন ও দর্শন, যোগের সহায় এই দ্বাদশটির অনুসরণ করিবেন। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞান অভিলাষ করেন, তাঁহাকে বুদ্ধি-দ্বারা বাক্য ও মন সংযত করিতে হইবে, আর যিনি আত্মার শান্তি কামনা করেন, তিনি জ্ঞান-দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত করিবেন। বাক্য মনের অধিষ্ঠাতা শান্ত আত্মাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি সাধু বা অসাধু হউন, সর্ব্ববেদবিৎ অথবা অবেদজ্ঞ হউন, ধার্ম্মিক এবং যাজ্ঞিক অথবা নিতান্ত পাপকৃৎ হউন, পুরুষপ্রবর কিম্বা ক্লেশ-বিশিষ্ট হউন, এতাদৃশ জরা-মরণ-সাগর-স্বরূপ মহাদুর্গ হইতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইবেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, যিনি অন্তত শান্ত আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম-পূর্ব্বক অবস্থান করেন, স্বকর্ম্ম ত্যাগ জন্য দোষগ্রস্ত হয়েন না।

যজ্ঞাদি ধর্ম্ম যাহার জ্ঞান-সারথির উপবেশন স্থান, অকার্য্য হইতে নিবৃত্তি-রূপ লজ্জা যাহার রথগুপ্তি, প্রাগুক্ত উপায় ও অপায় যাহার ধুরদণ্ড, অপান যাহার অক্ষ, প্রাণ যাহার যুগ, প্রজ্ঞা ও আয়ু যাহার জীব-বন্ধন স্থান, সাবধানতা যাহার বন্ধুর অর্থাৎ কলক-দ্বয় সংশ্লেষ স্থল, আচার স্বীকার যাহার নেমি-স্বরূপ, দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণ ও শ্রবণ এই চারিটি যাহার অশ্বাদি-রূপ বাহন, শম-দমাদি-প্রবলতা যাহার নাভি অর্থাৎ রথির উপবেশন নিমিত্ত মধ্য-ভাগ, সমস্ত শাস্ত্র যাহার প্রতোদ, শাস্ত্রার্থ-নিশ্চয় জ্ঞান যাহার সারথি, ক্ষেত্রজ্ঞ যাহার অধিষ্ঠাতা, শ্রদ্ধা ও দম যাহার পুরঃসর, ত্যাগ যাহার সূক্ষ্ম অনুচর, সেই শৌচাচার-দ্বারা অবগত ধ্যান-গোচর ধীর মুমুক্ষু-যোজিত দিব্য রথ ব্রহ্মলোকে বিরাজ করিতেছে। এতাদৃশ রথারোহণে ত্বরমাণ হইয়া যে যোগী অক্ষর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শীঘ্রগামি অন্তরঙ্গ বিধি কহিতেছি, শ্রবণ কর।

যম-নিয়মাদি-সমন্বিত যত-বাক্য যোগী যে সমস্ত ধারণা অর্থাৎ এক বিষয়ে চিত্ত-নিবেশ অভ্যাস করেন, তাহা হইতে বিপ্রকৃষ্টতর সূর্য্য-চন্দ্র-ধ্রুব-মণ্ডলাদি ধারণা এবং সন্নিকৃষ্টতর নাসাগ্র-ভ্রূমধ্য-প্রভৃতি বিষয়-ভেদে বিবিধ ধারণা আছে, তাহা-দিগকে প্রশিষ্য প্রপৌত্রাদি শব্দের ন্যায় প্রধারণা কহে। যোগী ব্যক্তি সেই সমস্ত ধারণাবতী বুদ্ধি-দ্বারা ক্রমশ পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় ও আকাশ-সম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়েন এবং ক্রমে ক্রমে অহঙ্কার ও অব্যক্তের ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি কার্য্য-রূপ সমুদয় স্বীয় স্বীয় কারণে সংহার করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করেন। যোগে প্রবৃত্ত যোগিগণের মধ্যে যে যোগীর যে প্রকার বিক্রম অর্থাৎ অনুভব ক্রম যেরূপে হয়, তাহা এবং দেহাভ্যন্তরে পরমাত্মদর্শি যোগি জনের যোগসিদ্ধি অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত জয়ের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর।

প্রতি শরীরে সমবস্থিত আত্মার বক্ষ্যমাণ রূপ সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অর্থাৎ গুরু-কর্ত্তৃক উক্ত যুক্তি-দ্বারা স্থূলদেহে অধ্যাস পরিহার করত সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন যোগি জন অন্তঃকরণ-মধ্যে তাঁহাকে অবলোকন করেন; শিশির-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম ধূম যেমন

নভোমণ্ডলকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ দেহ হইতে বিমুক্ত আত্মার পূর্ব্ব রূপ প্রকাশিত হয়। অনন্তর, ধূমের বিরাম হইলে দ্বিতীয় রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা আকাশ-স্থিত জল রূপের ন্যায় দেহাভ্যন্তরে বিলোকিত হয়, সলিল সঙ্কলের ব্যতিক্রম হইলে লোহিত বর্ণ বহ্নিরূপ প্রকাশ পায়। বহ্নিরূপ উপরত হইলে বৃক্ষাদি নিক্ষেপকারী শাণিত শস্ত্র-সবর্ণ বায়ু-রূপ প্রকটিত হইয়া থাকে, তৎকালে উর্ণা তন্তুর ন্যায় অতি লঘু ও তৎ সমান বর্ণ সমীরণ অবলম্বন-শূন্য অন্তরিক্ষে দোধূয়মান হইতে থাকে। অনন্তর, বায়বীয় সূক্ষ্ম-স্বরূপ মালিন্য-শূন্য প্রকাশময় স্বচ্ছ আকাশে বিলয় প্রাপ্ত হইলে আকাশ-মাত্র প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু যোগীর চিত্তের একান্ত শুভ্রতা ও সূক্ষ্মতার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা এইরূপ কহিয়াছেন; প্রাগুক্ত প্রকারে ভূমি, জল, বহ্নি, বায়ু ও আকাশ জয় দ্বারা ভূতশুদ্ধি প্রকার শাস্ত্রকার-মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল, সম্প্রতি সম্প্রদায়-সমূহের অপরিজ্ঞান-নিবন্ধন উহার যথাবৎ অনুষ্ঠান হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চ ভূতের জয় হইলে যে সমুদয় ফলোদয় হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।

যোগসিদ্ধ পুরুষের পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সমূহ-দ্বারা ইহ-লোকে সৃষ্টি-সামর্থ্য সম্ভূত হয়, তিনি প্রজাপতির ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া শরীর হইতে প্রজা সৃজন করিতে পারেন, শ্রুতিতে প্রতিপন্ন আছে যে, বায়ু জয় করিতে পারিলে যোগসিদ্ধ পুরুষের একমাত্র অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি-দ্বারা অথবা কর-চরণ-দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে কম্পিত করিতে সামর্থ্য হয়। আকাশ জয় করিলে তিনি আকাশের সমান বর্ণ হইয়া আকাশবৎ সর্ব্ব গত হইয়া প্রকাশিত হয়েন, বর্ণানুসারে জ্ঞেয় হইলেও রূপ-হীনতা-নিবন্ধন অন্তর্ধান-শক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

জল জয়ের ফল এই যে, জল জয় করিতে পারিলে ইচ্ছানুসারে অগস্ত্যের ন্যায় বাপী কূপ তড়াগ-প্রভৃতি জলাশয় সমুদয় পান করিতে পারেন। আকাশ জয়ে আকৃতিরই আকাশ-স্বরূপে অন্তর্ধান হইয়া থাকে। তেজো জয়ে আকৃতি সত্ত্বেও অদৃশ্যত্ব উৎপন্ন হয়। অহঙ্কারকে বিশেষ রূপে জয় করিতে পারিলে সিদ্ধ-পুরুষের সন্নিধানে পঞ্চভূতই বশীভূত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের আত্মভূতা বুদ্ধিকে জয় করিতে পারিলে সিদ্ধ যোগী সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত ও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; নির্দ্দোষ-প্রতিভা অর্থাৎ সংশয়-বিপর্য্যয়-শূন্য সমস্ত জ্ঞান তাঁহার সন্নিহিত হইয়া থাকে। তিনি বুদ্ধ্যাদি রূপে ব্যক্ত আত্মাকে অব্যক্ত অর্থাৎ জগৎ কারণ ব্রহ্মভাবে জ্ঞান করিয়া থাকেন; যাহা হইতে লোক সকল বিনষ্ট হয়, তাহারই নাম ব্যক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অব্যক্তময়ী এবং ব্যক্তময়ী বিদ্যা যাহা সাংখ্যশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহা তুমি প্রথমত আমার নিকটে বিস্তার ক্রমে শ্রবণ কর।

মূল প্রকৃতি-প্রভৃতি পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব-সকল সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে তুল্য-রূপে বিবেচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা বিশেষ আছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। যাহার জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মরণ আছে, এতাদৃশ লক্ষণ-চতুষ্টয়-সম্পন্ন পদার্থকেই ব্যক্ত বলা যায়, আর ইহা হইতে যাহা বিপরীত অর্থাৎ জন্মাদি রহিত বস্তু তাহাই অব্যক্ত-রূপে উদাহৃত হইয়া থাকে। সাংখ্য-মতাবলম্বি দার্শনিক পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত একমাত্র জীবাত্মাকে প্রতি শরীরে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন। পরন্তু, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-বাক্যে জীব ও ঈশ্বর উপাধিভেদে দুই আত্মা উদাহৃত হইয়াছেন; বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডে যজমান এবং যষ্টব্য-ভেদে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, ইহা বর্ণিত আছে।

জন্মাদি বিকার-বিশিষ্ট মহৎ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত হইতে জাত অর্থাৎ কার্য্যোপাধি চতুর্বর্গার্থি জীবকে ব্যক্ত-রূপে বর্ণন করা যায়, আর মায়োপাধি ঈশ্বরকে অব্যক্তজ বলা যায়, এই উভয়ই বুদ্ধ ও অচেতন অর্থাৎ চিদচিদাত্মক। জল-চন্দ্রন্যায়ানুসারে জীব বিম্বচৈতন্য ঈশ্বরের

প্রতিবিম্ব, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন রহিয়াছে। সত্ত্ব-বুদ্ধি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ চিদাত্মা উভয়েই বিষয়ে অনুরক্ত হয়েন, ইহা বেদ-মধ্যে বর্ণিত আছে। ঘটাদি বিষয় হইতে উৎপত্তি-ক্রম-বৈপরীত্য অনুসারে বুদ্ধি চৈতন্যের প্রবিলাপন কর্ত্তব্য, ইহাই সাঙ্খ্য-মতাবলম্বি বিচক্ষণগণের শাস্ত্র জানিবে। তন্মতাবলম্বি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষণ এই যে, যোগী জন নির্ম্মম নিরহঙ্কার সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত এবং ছিন্ন-সংশয় হইবেন। তিনি ক্রোধ অথবা দ্বেষ করিবেন না; অনৃত বাক্য কহিবেন না; আক্রুষ্ট অথবা তাড়িত হইলেও সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা-নিবন্ধন কাহারও অশুভ চিন্তা করিবেন না; বাক্যে, কার্য্যে ও মানসে পরুষতা পরিত্যাগ করিবেন; এইরূপ সাধুগুণ-সম্পন্ন হইয়া যিনি সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান করেন, তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সন্নিহিত হইতে সমর্থ হয়েন। ঈদৃশ মানব লোক যাত্রা নির্ব্বাহার্থ ব্যবস্থিত থাকিয়া কোন বিষয় অভিলাষ করেন না এবং কোন বিষয়ে নিতান্ত নিরিচ্ছও রহেন না।

যাঁহার লোভ নাই, দুঃখ নাই; যিনি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে সমর্থ এবং কার্য্য কুশল; যাঁহার বেশবিন্যাস প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরে তুচ্ছজ্ঞান রহিয়াছে; যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অনেকাগ্র এবং মনোরথ বিক্ষিপ্ত নহে; যিনি সত্যসঙ্কল্প ও সর্ব্বভূতের অহিংস্র, ঈদৃশ সাঙ্খ্য যোগী বিমুক্ত হয়েন। সম্প্রতি পাতঞ্জল মতে মানব যে যে কারণ-দ্বারা বিমুক্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর।

পরম বৈরাগ্য-বলে যিনি অনিমাদি যোগৈশ্বর্য্য অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই বিমুক্ত হয়েন। এই তোমার নিকট বক্তৃবিবক্ষা-বিশেষ-জনিত বোধের বিষয় বলিলাম, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই রূপে যিনি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত হয়েন, তিনিই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

শুকানুপ্রশ্নে পঞ্চ ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৩৫॥

বেদব্যাস কহিলেন, ধীর ব্যক্তি সংসার-সাগর-তরণ-সাধন শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের উপদেশ-জনিত পরোক্ষ জ্ঞান-রূপ শাস্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক সংসার-সাগরে নিরন্তর উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়াও আত্ম-মোক্ষের হেতু জ্ঞানকেই কেবল আশ্রয় করিবেন।

শুকদেব কহিলেন, আপনি যে জ্ঞানকে অবলম্বন করিতে কহিতেছেন, সেই অবলম্বনীয় জ্ঞানকে কিরূপ জানিব? রজ্জু-সর্প ন্যায়ে অজ্ঞান-মাত্রের বিনাশ-দ্বারা প্রকৃত পদার্থ-জ্ঞাপিকা বুদ্ধিবৃত্তিকে নিবৃত্তি-লক্ষণ জ্ঞান কহিতেছেন? অথবা ধ্যান-দ্বারা কীট-ভৃঙ্গের ন্যায় ধ্যেয় সারূপ্য-প্রাপক ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি লক্ষণ জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন? তাহাই বলুন, যে প্রকারে জীব জন্ম মরণ হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে, আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, 'আমি' এই অনুভব বিষয়ে জড় ও অহঙ্কার কারণ-রূপে প্রথিত আছে; অতএব মীমাংসা-মতাবলম্বি পণ্ডিতগণ উক্ত উভয়কে আত্মা কহিয়া থাকেন। অহং পদের অর্থই আত্মা, তাঁহার গুণ প্রকাশ, তাহাও ক্ষণ-ত্রয় মাত্র অবস্থান করে, ইহা তার্কিক মত। সাঙ্খ্য-মতাবলম্বি বিচক্ষণগণ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন যে, আত্মাই নিত্য প্রকাশ-স্বরূপ, অহং পদের অর্থ আত্মা নহে। তন্মধ্যে অনেকেই আত্মা ও অনাত্মা উভয়কে নিত্য কহিয়া থাকেন। অনাত্মাই স্থিরতর, দেহ বিনাশ হইলে চিদাত্মার নাশ হয়, ইহা লোকায়তিক নাস্তিকগণের অভিমত। আত্মাই সত্য পদার্থ, আত্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, ইহা বেদান্ত-মতের সিদ্ধান্ত।

শূন্যবাদিগণ আত্মা অনাত্মা কিছুই নাই, ইহা কহিয়া থাকেন; অতএব শূন্যবাদিগণের মতে যদি আত্মার অভাব হইল, তবে জ্ঞানের অনর্থকত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং যে মূঢ় মানব অধিষ্ঠান সত্তা ব্যতিরেকে স্বভাব-দ্বারাই অহঙ্কার-প্রভৃতি স্বরূপত প্রকাশ পাইতেছে, ইহা অবলোকন করত নিরধিষ্ঠানা স্বাভাবিকী জগদ্ভ্রান্তি অঙ্গীকার করে এবং যুক্তি ও বুদ্ধি-বিহীন

শিষ্যদিগকে তাদৃশ বোধ-দ্বারা অনুরক্ত করিয়া থাকে, সে কিছুমাত্র তত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ নহে; অতএব অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ভ্রমের সম্ভাবনা না থাকায় শূন্যবাদ নিতান্ত হেয়। অপিচ, যে সমস্ত আত্মোচ্ছেদবাদি লোকায়তিক নাস্তিকগণ একান্ত-ভাবে ঈশ্বর ও অদৃষ্টের সত্তা অস্বীকার করিয়া স্বভাবকেই দেহাদি উৎপত্তির প্রতি কারণ বলিয়া থাকে; তাহারা ঋষি-বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র তত্ত্ব লাভে সমর্থ হয় না অর্থাৎ তাহারা আচার্য্যের উপাসনা না করিয়াই স্বয়ং এই সকল মত কল্পনা করে। যে সমুদয় অল্প-মেধা মানবগণ স্বভাবত শূন্যে জগদ্ভ্রান্তি এবং স্বভাবত শরীরাদির উৎপত্তি এই পক্ষ-দ্বয় অবলম্বন করে, তাহারা স্বভাবকে কারণ জানিয়া কোন শ্রেয়ই প্রাপ্ত হয় না। মোহের কার্য্য মন হইতেই স্বভাব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মূঢ়েরা মনের দ্বারা যাহা কল্পনা করে, তাহাকেই স্বভাব বলে; স্বভাবের বক্ষ্যমাণ লক্ষণ শ্রবণ কর।

স্বভাবত যদি সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, তবে কৃষি-কার্য্য-প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মেই বুদ্ধি-কৌশলের অনর্থ-কতা হইতে পারে, তাহা কদাচ সম্ভাবিত নহে; যেহেতু কৃষি-প্রভৃতি কার্য্য-সমুদয়, শস্য সংগ্রহ, যান, আসন ও গৃহ সকল প্রজ্ঞাবান্ মানবগণ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। ক্রীড়া-গৃহ ও রোগ সকলের ঔষধ করণ বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই প্রযোক্তা, জ্ঞানবান্ মানবগণই উক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; বুদ্ধির আধিক্য থাকিলে ঐশ্বর্য্যা-ধিক্য লাভ হয়। প্রজ্ঞাই কল্যাণ-পথ প্রদর্শন করে, প্রজ্ঞাধিক্য-বশত সমধিক ঐশ্বর্য্যভাগী নৃপতিগণ প্রজ্ঞা-বলে রাজ্যভোগ করিয়া থাকেন; জীবগণের পরম শ্রেষ্ঠ চিদাত্মা ও মায়াকে প্রজ্ঞা-বলেই জানিতে পারা যায়।

হে তাত! বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা পরম গতি লয় স্থলকেও লাভ করা যায়। বিবিধ ভূত-সমুদয়ের জন্ম চতুর্ব্বিধ, তন্মধ্যে মনুষ্য পশু-প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষি সর্প-প্রভৃতি অণ্ডজ, তৃণ বনস্পতি-প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এবং যূক মশক-প্রভৃতিকে স্বেদজ বলিয়া অবধারণ করিবে। তন্মধ্যে স্থাবর হইতে জঙ্গম সকলকে বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে; বিশেষ্য বিশেষণ করিয়া যে বিশেষ হইবে, তাহাকেই বিশিষ্ট করিবে। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন, বহু পাদ জঙ্গম-জীব-সকল দ্বিবিধ; তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে বৃক্ষাদির দর্শনাদি সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ দর্শনাদিমন্ত জঙ্গম-গণই শ্রেষ্ঠ, বহু পাদ সকল হইতে বহুবিধ দ্বিপাদ জাতি উৎকৃষ্ট, দ্বিপদ জাতি ভূচর মানুষাদি এবং খেচর পক্ষি-প্রভৃতি ভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে খেচর অপেক্ষা ভূচর মানুষাদিই উৎকৃষ্ট; যেহেতু তাহারা অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। মনুষ্য-জাতি দ্বিবিধ, মধ্যম ও উত্তম; তন্মধ্যে জাতীয় ধর্ম্মের আচরণ-নিবন্ধন মধ্যমই বিশিষ্ট, মধ্যম আবার দুই প্রকার, ধর্ম্মজ্ঞ ও ইতর; তন্মধ্যে কার্য্যাকার্য্য কর্ত্তব্যের অবধারণ-নিবন্ধন ধর্ম্মজ্ঞ সকলই উৎকৃষ্ট; ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দ্বিবিধ, বেদজ্ঞ ও তদিতর, তন্মধ্যে বেদজ্ঞ ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট; যেহেতু বেদ এই সমুদয়েই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিও দুই প্রকার, প্রবক্তা এবং তদিতর, তন্মধ্যে সর্ব্বধর্ম্ম-ধারণ-নিবন্ধন প্রবক্তারাই বিশিষ্ট। ধর্ম্ম ও ক্রিয়া-ফলের সহিত সমুদয় বেদ যাঁহারা বিজ্ঞাত হয়েন এবং ধর্ম্মের সহিত সমস্ত বেদ যে সমুদয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই প্রবক্তৃগণকে আত্মজ্ঞ ও তদিতর-ভেদে পুনরায় দুই প্রকার বলা যায়; তন্মধ্যে জন্ম ও মোক্ষজ্ঞান-নিবন্ধন আত্মজ্ঞগণ বিশিষ্ট হয়েন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম-দ্বয় জানেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ, তিনিই ধর্ম্মবিৎ, তিনিই ত্যাগশীল, সত্য-সঙ্কল্প, সত্যনিষ্ঠ, শুচি ও সর্ব্বকর্ম্ম সমর্থ।

ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে, বেদশাস্ত্রে যাঁহার নিষ্ঠা রহিয়াছে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যিনি কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, দেবতারাও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে তাত! যে সমস্ত জ্ঞানবান্

মানবগণ যজ্ঞাধি-দৈবত আত্মাকে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ রূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই দ্বিজ এবং তাঁহারাই দেব-স্বরূপ। তাদৃশ আত্মজ্ঞ জনগণেই এই সমুদয় ভূত এবং সমস্ত জগৎ সমর্পিত রহিয়াছে; তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ আর কিছুই নাই। আদ্যন্তে নিধন ও সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অবস্থিত চতুর্ব্বিধ ভূত সমুদয়েরই স্বয়ম্ভূ সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বর।

শুকানুপ্রশ্নে ষট্ ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৩৬॥

ব্যাসদেব কহিলেন, এই ত ব্রাহ্মণের নিত্য বৃত্তি বিহিত হইল; জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণই কর্ম্ম করত সর্ব্বত্র সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম বিষয়ে যদি সংশয় না হয়, তবে সেই নিঃসংশয় রূপে কৃত কর্ম্মই সিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মের লক্ষণ কি, এই সংশয় উদয় হইলে জ্ঞান বা, জ্ঞান-জনক কাম্য-কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। পুরুষের প্রতি ব্রহ্মোদ্দেশে জ্ঞান বা জ্ঞান-জনক কর্ম্মকে যদি কর্ম্ম বলা যায়, তবে তাহাকে বেদবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে; অতএব উপপত্তি ও উপলব্ধি-দ্বারা উভয়তই কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন কোন মানব ইহ জন্মে এবং জন্মান্তরে কৃত কর্ম্মকেই প্রধান কারণ কহিয়া থাকেন, অপরে দৈবকেই কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করে, অন্যে স্বভাবকেই কারণ কহে। পৌরুষ এবং দৈব-কর্ম্ম স্বভাবের অনুগত হইয়া ফলপ্রদ হয়; কেহ কহে, ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ কারণ না হইয়া একই প্রধান রূপে কারণ হইয়া থাকে; অন্যে বলে, ইহাদিগের সমুচ্চয়ই কারণ। আর্হত-মতাবলম্বি মানবগণ ঘটপটাদি বিষয়কে আছেও বলে, নাইও বলে; আছে, নাই, এ উভয়ই বলে এবং আছে ইহা নহে, নাই ইহাও নহে, এইরূপ কহিয়া থাকে; কিন্তু যোগিগণ পরব্রহ্মকেই সর্ব্ব কারণ-স্বরূপে দর্শন করেন।

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের পাপানুবন্ধ-বশত শ্রৌত-মতে সততই সংশয় হইয়া থাকে; কিন্তু সত্যযুগজাত যোগনিষ্ঠ তপস্বিগণ নিয়তই নিঃসংশয় হয়েন। কৃতযুগে সকলেই ঋক্, যজু, সাম, এই বেদ-ত্রয়ে ভেদ দর্শন না করিয়া কাম ও দ্বেষ-প্রভৃতির পৃথক্ করণ-পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানেরই উপাসনা করিতেন। যিনি তপস্যা-রূপ ধর্ম্ম-সমন্বিত, তপোনিরত ও সংশিতব্রত হয়েন, তিনি মনে মনে যাহা অভিলাষ করেন, তপোবলে তৎ সমুদয় প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীব তপোবলে যে ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া জগৎ সৃজন করেন, তপস্যা-দ্বারা সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সকলেই সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া ভূতগণের প্রতি প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদ-দর্শি ঋষিগণ কহিয়া থাকেন, বেদ-বাক্য-মধ্যে ব্রহ্ম-স্বরূপ যদিও উক্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা নিতান্ত গহন, এমন কি, তাহা বেদজ্ঞগণেরও দুর্জ্ঞেয়, বেদান্ত-দর্শনে একমাত্র বিদ্যা-দ্বারা ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া যায়, ইহাই কেবল ব্যক্তরূপে উক্ত হইয়াছে; ভাবনাত্মক কর্ম্ম-যোগ-দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা যায় না।

ক্ষত্রিয়গণের পশু-হিংসা, বৈশ্যগণের ধান্যাদি উৎপাদন, শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা এবং ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মোপাসনাই যজ্ঞ-স্বরূপ। যিনি স্ব-শাখোক্ত বেদাধ্যয়ন-দ্বারা সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, তিনিই দ্বিজ হয়েন; যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনি অন্য কর্ম্ম করুন বা, না করুন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। সত্য ও ত্রেতাযুগে বেদ সকল, যজ্ঞ সমুদয় ও বর্ণাশ্রম-নিচয় সম্পূর্ণ ছিল; দ্বাপরযুগে মানবগণের পরমায়ুর অল্পতা-নিবন্ধন বেদাদি সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। দ্বাপর এবং কলিযুগে বেদ-সমুদয় বিপ্লব প্রাপ্ত হইতেছে, দ্বাপরে বেদ সকল দৃষ্ট হইত, কলিযুগে তাহা দৃষ্টিগোচর হইবে না।

কলিযুগে অধর্ম্ম-দ্বারা পীড়িত স্বধর্ম্ম সকল এবং গো, ভূমি, সলিল ও ওষধি সমুদয়ের রস উৎসন্ন হইতেছে। বেদ-সমুদয়, বেদোক্ত ধর্ম্ম-সকল, স্বধর্ম্মস্থ আশ্রম-সমুদয় এবং স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ অধর্ম্ম-দ্বারা অন্তর্হিত হইয়া বিকৃতি ভাব লাভ করিতেছে। বৃষ্টি যেমন পার্থিব ভূত-সকলের পুষ্টি সাধন করে, তদ্রূপ বেদ-সমুদয় যুগে যুগে বেদাধ্যায়িগণের যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সকলের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। জীবের নানাত্ব ও অনাদিনিধনত্ব যাহা নিশ্চিত আছে এবং যিনি প্রজাগণের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ, তাহা আমি পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি। যে কাল জীবগণের উৎপত্তি ও লয়-স্থান এবং অন্তর্যামী, যাহাতে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বযুক্ত ভূরি ভূরি জীবগণ স্বভাবত অবস্থান করে, সেই কালের বিষয়ও কহিয়াছি। হে তাত! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি সেই সৃষ্টি, কাল, সন্তোষ, বেদ-সকল, কর্ত্তা, কার্য্য এবং ক্রিয়ার ফল এই সকলই কহিলাম।

শুকানুপ্রশ্নে সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৩৭॥

ভীষ্ম কহিলেন, শুকদেব মহর্ষি বেদব্যাস-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তদীয় উপদেশের প্রশংসা করত মোক্ষধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত এই বক্ষ্যমাণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে উপক্রম করিলেন।

শুকদেব কহিলেন, প্রজ্ঞাবান্ শ্রোত্রিয় বিধিবৎ যজ্ঞশীল কৃতপ্রজ্ঞ এবং অনসূয়ক ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-দ্বারা অজ্ঞাত এবং অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানিতে পারেন? তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্ব-ত্যাগ, অথবা ধারণাবতী বুদ্ধি-দ্বারা যদি তাঁহাকে জানা যায় এবং তদ্বিষয় যদি সাঙ্খ্য, অথবা পাতঞ্জল শাস্ত্রে নিরূপিত থাকে, তবে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন। মানবগণ যে উপায়-দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলের যাদৃশ একাগ্রতা লাভ করেন, আপনি তাহাই ব্যাখ্যা করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং সর্ব্ব-সন্ন্যাস ব্যতিরেকে কেহই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ নহেন। মহাভূত সমুদয় স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি, প্রাণি-সমূহে এবং শরীরাভিমানি মূঢ় জীব-নিবহে তাহা ভূয়িষ্ঠ রূপে নিবিষ্ট রহিয়াছে। শরীরিগণের ভূমি হইতে দেহ, সলিল হইতে স্নেহ, জ্যোতি হইতে নয়ন-দ্বয়, বায়ু হইতে প্রাণাদি পঞ্চক আকাশ হইতে অবকাশ-ভাগ হইয়া থাকে। পাতঞ্জল-মতে আত্মা কেবল সুখ দুঃখাদি ভোক্তা, কর্ত্তা নহেন। সাঙ্খ্যমতে আত্মা ভোক্তা বা, কর্ত্তা, কিছুই নহেন; অতএব সাঙ্খ্যমতের সিদ্ধান্ত-দ্বারা পাতঞ্জল-মত এইরূপে দূষিত হয় যে, পাদেন্দ্রিয়ের দেবতা বিষ্ণু, পাণীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র, অগ্নি উদরাভ্যন্তরে থাকিয়া ভোজনেচ্ছা করিয়া থাকেন। দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা এবং বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী। সৈন্য সকল যেমন রাজকীয় রথ-শকটাদি চালনা করিয়া থাকে এবং রাজা যেমন আপনাতে অভিমান-বশত সৈন্যগত হ্রাস বৃদ্ধি-প্রভৃতির আরোপ করেন, তদ্রূপ চিদাত্মা ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা-গত ভোক্তৃত্ব খঞ্জত্ব-প্রভৃতিকে অবিদ্যা-বশত আত্মাতে আরোপ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি ভোগবান্, আমি খঞ্জ' ইত্যাদি বাক্য আরোপ-মাত্র। সৈন্যগণের পরাজয় হইলে যেমন রাজার পরাজয় হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃ দেবগণও ভোক্তা নহেন, আত্মাতে অবিদ্যা-দ্বারা ভোক্তৃত্ব ভানমাত্র হইয়া থাকে, বাস্তবিক আত্মা কর্ত্তা বা, ভোক্তা নহেন।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা, এই পাঁচটি শব্দাদি জ্ঞান-সাধনার্থ দ্বার-স্বরূপে দর্শনীয় ইন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয়কে নিয়তই ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিবে; সারথি যেমন

বশ্য বাজিগণকে নিয়মিত করে, তদ্রূপ মন ইন্দ্রিয় সকলকে সতত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে এবং অন্তঃকরণোপাধি জীব মনকে নিরন্তর নিয়মিত করেন। মন যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তদ্রূপ হৃদয়াশ্রিত জীব-চৈতন্য মনের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারে সমর্থ। ইন্দ্রিয়-সমুদয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় বাহ্যবস্তু-নিচয়, শীত উষ্ণ-প্রভৃতি ধর্ম্ম-স্বরূপ স্বভাব, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান এবং জীব চৈতন্য দেহিদিগের হৃদয়-গুহা-মধ্যে নিয়তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাগুক্ত দেহ বুদ্ধির আশ্রয় ইহা সম্ভাবিত নহে; স্বপ্ন কালীন দেহের ন্যায় উক্ত দেহের ভানমাত্র হইয়া থাকে; অতএব সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতিই বুদ্ধির আশ্রয়, চেতনা বুদ্ধির আশ্রয় বা স্বরূপ নহে; যেহেতু বুদ্ধিই বাসনার সৃজন করে, গুণ-সৃষ্টির প্রতি কদাচ বুদ্ধি কারণ নহে।

এইরূপে চিদাত্মা ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ গুণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া দেহ-মধ্যে অবস্থান করেন। মনো-নিগ্রহশীল ব্রাহ্মণ মনের দ্বারা বুদ্ধি-মধ্যে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন। এই আত্মাকে চক্ষু-দ্বারা দর্শন করা যায় না, সমুদয় ইন্দ্রিয়-দ্বারাও তাঁহাকে অবগত হইতে সামর্থ্য হয় না, মহান্ আত্মা মানস-প্রদীপ-দ্বারা প্রকাশমান হয়েন। তিনি শব্দ নহেন, স্পর্শ নহেন, রূপ নহেন, রস নহেন এবং গন্ধ নহেন; তিনি অব্যয় ও ইন্দ্রিয়-বিহীন, তাঁহার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর নাই, তথাপি তাঁহাকে শরীরের মধ্যে নিরীক্ষণ করিবে। মরণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট সমস্ত শরীরে যিনি অব্যক্ত রূপে অবস্থিতি করিতেছেন; যে ব্যক্তি গুরু-বচন ও বেদ-বাক্য অনুসারে তাঁহাকে অবলোকন করেন, শরীর পরিত্যাগানন্তর তাঁহার ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বিশেষ ভাব লাভ হয়। পণ্ডিতগণ বিদ্যাবান্ সৎকুল-সম্ভূত ব্রাহ্মণে এবং গো, হস্তি, কুক্কুর ও চণ্ডালে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন; যিনি এই সমুদয় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই একমাত্র মহান্ আত্মা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতে অবস্থিতি করিতেছেন। হৃদয়াশ্রিত জীব যখন আত্মাকে সর্ব্ব-ভূতে অনুস্যূত অবলোকন করেন এবং নিষ্কল আত্মাতে সর্ব্বভূতকে বিলীন দেখেন, তৎকালে তাঁহার ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। বেদের আত্মা শব্দ স্ব-স্বরূপে যাবৎ দেশ ও যাবৎ কালানুসারে প্রমাণ হয়, জীবাত্মা তাবৎ দেশ কালানুসারে অধিষ্ঠানভূত স্ব-স্বরূপ পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। যিনি সতত এইরূপ জ্ঞান করেন, তিনি অমৃত লাভে সমর্থ হয়েন।

সর্ব্বভূতের আত্মভূত, সর্ব্বভূতের হিতে রত, পদ-রহিত যোগীর পদাভিলাষী হইয়া তদীয় অন্বেষণীয় বিষয়ে দেবগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। গগনমণ্ডলে বিহগ-কুলের এবং সলিলের মধ্যে মীন সকলের গতি যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানিগণের গতিও তদ্রূপ। কাল স্বয়ং আপনাতে সর্ব্বভূতের পরিণাম করিতেছে; কিন্তু কাল যাহাতে পরিণত হয়, এই জগতে কোন ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। মুক্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্ ও মধ্যদেশ ভেদে কোন স্থানেই কোন রূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এই সমুদয় লোক সেই মুক্ত-স্বরূপের অন্তর্গত এই সমস্ত লোকের বাহ্যজ্ঞান কিছুই নাই। মনের তুল্য জবগামী হইয়া কোন ব্যক্তি যদি ধনুর্গুণ-নির্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় নিরন্তর গমন করে, তথাপি সে পরম কারণের অন্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তাঁহা হইতে স্থূলতর আর কেহই নাই। সেই পরম কারণ পর-ব্রহ্মের কর চরণ সকলদিকেই বিদ্যমান রহিয়াছে; তাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ সর্ব্বদিকেই প্রকাশমান আছে, সমস্ত লোকে তাঁহার শ্রবণ বর্ত্তমান রহিয়াছে; তিনি সমস্ত জগৎ আবরণ করিয়া অবস্থান করিতে-ছেন। তিনি, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর, তাঁহাতেই সমস্ত ভূতের অবসান হইয়া থাকে; তিনি নিয়ত নিশ্চলভাবে অবস্থান

করিতেছেন, তথাচ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয়েন না। অক্ষর ও ক্ষররূপে আত্মার দ্বৈধীভাব আছে, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতে বিনাশি জড়রূপে তিনি যে অবস্থান করেন, তাহাই ক্ষর-স্বরূপ এবং দিব্য অমৃত অবিনাশি চৈতন্যই অক্ষর-স্বরূপ। অচঞ্চল উপাধি দোষ-দ্বারা অনভিভূত স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা ঈশ্বর মহৎ অহঙ্কার পঞ্চ তন্মাত্র অবিদ্যা ও কর্ম্ম এই অহঙ্কার ধর্ম্ম কামের নব-দ্বার-বিশিষ্ট গৃহে গমন করেন বলিয়া, তিনি হংস নামে উক্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শি ঋষিগণ জন্ম-বিহীন ঈশ্বরের শরীরান্তর্গত পূর্ব্বোক্ত মহদাদি সম্বন্ধীয় হানি, ভঙ্গ ও বিবিধ কল্পনার সংগ্রহ নিবন্ধন হংসত্ব সিদ্ধি হয় কহিয়া থাকেন। হংস এই পদ-দ্বারা যে অক্ষর ব্রহ্ম উক্ত হয়েন, কূটস্থ চৈতন্যও সেই অক্ষর ব্রহ্ম, ইহাতে কোন ভেদ নাই; অতএব তত্ত্বজ্ঞানী মানব সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া প্রাণ ও জন্ম পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ জন্মের কারণ অবিদ্যার বিনাশ নিবন্ধন তিনি কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন।

শুকানুপ্রশ্নে অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৩৮॥

ব্যাসদেব কহিলেন, হে সৎপুত্র! তুমি সাংখ্য জ্ঞান সংযুক্ত যে জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি প্রকৃতরূপে তাহা যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যোগিগণের যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। হে তাত! বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সমুদয় এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মার একত্ব জ্ঞানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জিতচিত্ত দান্ত অধ্যাত্ম বিষয়ের অনুশীলন-পরায়ণ আত্মারাম যম নিয়মনিষ্ঠ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আচার্য্য মুখ হইতে উক্ত জ্ঞানের বিষয় অবগত হওয়া উচিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটিকে পণ্ডিতেরা যোগ-দোষ কহিয়া থাকেন, ধীর ব্যক্তি উক্ত পঞ্চবিধ যোগ-দোষ সমুচ্ছেদ-পূর্ব্বক শমগুণ-দ্বারা ক্রোধ জয় করেন, সঙ্কল্প বর্জ্জন-দ্বারা কাম বিজয় করিতে সমর্থ হয়েন এবং বুদ্ধির অনুশীলন-দ্বারা নিদ্রার উচ্ছেদ করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন; ধৈর্য্য-দ্বারা ব্যভিচারাদি হইতে শিশ্ন ও উদরের রক্ষা করেন; চক্ষু-দ্বারা কণ্টকাদি হইতে হস্ত পদের রক্ষণে সতর্ক রহেন; মনের দ্বারা পর-নারী দর্শনাদি হইতে নয়ন ও শ্রবণের সাবধানতা সম্পাদন করেন; যজ্ঞাদি কর্ম্ম-দ্বারা দুশ্চিন্তা হইতে মন ও বাক্যকে রক্ষা করিয়া থাকেন; অপ্রমাদ হেতু ভয় এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সেবা নিবন্ধন দম্ভ পরিহার করেন; যোগী জন নিয়ত অতন্দ্রিত হইয়া এইরূপে পূর্ব্বোক্ত যোগ-দোষ সমুদয় জয় করিবেন; অগ্নি এবং ব্রাহ্মণ সকলকে অর্চ্চনা করিবেন; দেবতাদিগের নিকটে প্রণত হইবেন; হিংসাযুক্ত মনোভঙ্গ-কর অমঙ্গল বাক্য বর্জ্জন করিবেন।

প্রধান বীজভূত প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণ-প্রধান মহত্তত্ত্বই ব্রহ্ম-স্বরূপ, এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম-জীবজাত যে বীজের সার-স্বরূপ, তিনিই সমুদয় জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্যকথন, লজ্জা-শীলতা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ, আচারশুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই সমুদয়-দ্বারা সত্ত্বোৎকর্ষ হইলে তেজ বৃদ্ধি ও পাপ নাশ হয়। যিনি এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহার সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

যে যোগী সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট, বিধুত-কল্মষ, তেজস্বী, লঘু-ভোজী এবং জিতেন্দ্রিয় হইবেন, তিনি কাম ক্রোধ বশীকরণ-পূর্ব্বক মহৎ তত্ত্বের আস্পদ লয়-স্থান প্রকৃতিকে বশীকৃত করিতে অভিলাষ করিবেন; সমাহিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয় সকলের একাগ্রতা সম্পাদন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব রাত্রে ও অপর রাত্রের অর্দ্ধভাগে বুদ্ধি-মধ্যে মনের ধারণা অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মক মনের নিরোধ করিবেন। পঞ্চেন্দ্রিয়-সমন্বিত জীবের একটিমাত্র ইন্দ্রিয়-ছিদ্র যদি ক্ষরিত হয়, তবে চর্ম্মময় কোশের ছিদ্র হইতে সলিল-নিঃসরণের ন্যায় তাহার শাস্ত্র জন্য বুদ্ধি

বিষয় প্রবণতা নিবন্ধন ক্ষীণ হইয়া থাকে। মৎস্য-জীবী ধীবর যেমন জাল দংশনক্ষম মীনকে অগ্রে বন্ধন করে তদ্রূপ যোগবিৎ যতি প্রথমত মনের নিগ্রহ করিবেন, অনন্তর শ্রোত্র, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযমন করিয়া উহাদিগকে মনো-মধ্যে স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইবেন, পরিশেষে মন যখন সঙ্কল্প সকল পরিত্যাগ করিবে, তখন তাহাকে বুদ্ধি-মধ্যে ধারণা করিবেন।

যতি ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ধ্যেয়বস্তুর অভিমুখীন করিয়া মনো-মধ্যে স্থাপন করিতে সযত্ন হইবেন। মনের সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধি-মধ্যে অবস্থান করত বিলয় প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প জন্য কলুষতা পরিহার করে, তখন সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে ব্রহ্ম প্রকাশমান হয়েন। ধূম-শূন্য অনল, দীপ্তিমান আদিত্য এবং আকাশ-স্থিত বৈদ্যুত অগ্নির ন্যায় আত্মা তখন বুদ্ধি-মধ্যে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন, তৎকালে সেই মহান্ আত্মাতে অহঙ্কারাদি বিকার সমুদয় বিলোকিত হয় এবং সেই ভূমা আত্মা কারণ রূপে সর্ব্ব ব্যাপক বলিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে সমুদয় মহানুভাব মনীষি ব্রাহ্মণগণ ধৃতিমন্ত, মহাপ্রাজ্ঞ এবং সর্ব্বভূত হিতে নিরত, তাঁহারাই সেই আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। যোগযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্ রূপে তীক্ষ্ণ নিয়ম অবলম্বন-পূর্ব্বক একাকী নির্জ্জন স্থানে সমাসীন হইয়া ষণ্মাস কাল এইরূপ আচরণ করিলে অবশ্যই অস্মিতা নির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের সমতা লাভ করেন। তত্ত্ববিৎ যোগী লয়, বিক্ষেপ, কষায়, ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন, রস, স্পর্শ, শীত, উষ্ণ, শীঘ্রগতি, সকল শাস্ত্রার্থ ভান এবং দিব্যাঙ্গনা সঙ্গ-প্রভৃতি অদ্ভুত বিষয় সমুদয় যোগবলে লাভ করিয়া পরিশেষে তৎ সমুদয়ে অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক বুদ্ধি-মধ্যে তাহাদিগকে সংহার করিবেন; যেহেতু বুদ্ধি কল্পিত বিষয় সকলের বুদ্ধিতেই বিলয় হওয়া বিধেয়।

প্রাতঃকাল, পূর্ব্বরাত্র ও অপর রাত্রে নিয়মনিষ্ঠ যোগী গিরি-শিখরে বদ্ধমূল তরুতলে অথবা পাদপের পুরোভাগে যোগাভ্যাস করিবেন। তিনি ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সম্পূর্ণ রূপে নিয়মিত করিয়া, ধনাদির উপকরণ-ভাণ্ডে নিবিষ্ট-চিত্ত বিষয়-লোলুপ মানব যেমন অর্থ চিন্তা করে, তদ্রূপ হৃদয়-পুণ্ডরীক-মধ্যে একাগ্র-ভাবে নিত্য-বস্তুর চিন্তা করিবেন, যোগ হইতে কদাচ মনকে উদ্বিগ্ন করিবেন না। যোগযুক্ত জন যে উপায়-দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে সম্যক্ রূপে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইবেন, সেই উপায়ই অবলম্বন করিবেন, তাহা হইতে বিচলিত হইবেন না; তিনি একাগ্র হইয়া জন-শূন্য গিরিগুহা, দেবতায়তন ও শূন্য সদন সকলে নিবাসার্থ উপক্রম করিবেন। ঈদৃশ যোগী পত্নী পরিগ্রহ করিবেন না, কেবল বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা সকল বিষয়ে উপেক্ষা করত যতাহার হইয়া লব্ধ এবং অলব্ধ বিষয়ে সমদর্শী হইবেন। যে ব্যক্তি এতাদৃশ যোগীকে অভিনন্দন করেন অথবা, যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিন্দা করে, তিনি তাহাদিগের উভয়েরই শুভাশুভ চিন্তা করিবেন না। যোগী জন লাভে হৃষ্ট এবং অলাভে অসন্তুষ্ট হইবেন না; তিনি সমীরণের সমান-ধর্ম্মা হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন করিবেন। এইরূপে ষণ্মাস কাল নিত্য যোগযুক্ত সর্ব্বত্র সমদর্শী স্বস্থচিত্ত সাধু পুরুষের সন্নিধানে শব্দ-ব্রহ্ম সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হয়েন।

মৃৎপিণ্ড, পাষাণ খণ্ড এবং কাঞ্চনে সমদর্শী যোগী প্রজা সকলকে পীড়ার্ত্ত দেখিয়া এবম্বিধ যোগমার্গে বিরত ও মোহিত হইবেন না, বরং বিত্তার্জ্জনাদি হইতে বিরত রহিবেন। অপকৃষ্ট বর্ণ শূদ্রও যদি এই পথে পদার্পণ করে এবং ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণী নারী যদি যোগাভ্যাসে নিরতা হয়েন, তবে তাঁহারাও এই যোগাবলম্বন-দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন। সাধুগণ মন ও বুদ্ধিযুক্ত নিশ্চল ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা যে জন্ম-বিহীন জরা-বিবর্জ্জিত পুরাতন সনাতন পুরুষকে লক্ষ্য করেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং

মহৎ হইতেও মহত্তর, জিতচিত্ত যোগী সেই মুক্ত-স্বরূপকে বুদ্ধিবলে বিলোকন করিয়া থাকেন। মহানুভাব মহর্ষির যথাবৎ উক্ত এই বাক্য গুরু-বচনবৎ শব্দত এবং অর্থত বিজ্ঞাত হইয়া তথা স্বয়ং যুক্তি-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত মনীষিগণ ভূত-সংপ্লব পর্য্যন্ত চতুর্ম্মুখ সমতা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত সমান ভোগ ভাগী হইয়া থাকেন।

শুকানুপ্রশ্নে একোন চত্বারিংশদধিক দ্বিশত-তম অধ্যায় ॥ ২৩৯ ॥

শুকদেব কহিলেন, বেদ-বাক্য মধ্যে 'কর্ম্ম কর এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ কর' এই যে বিধি নিষেধ আছে, তন্মধ্যে বিদ্যা-দ্বারা লোক সকল কোন্ দিকে গমন করে এবং কর্ম্ম-দ্বারাই বা কোন্ দিকে গমন করে, ইহাই আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার নিকটে তাহাই কীর্ত্তন করুন; পরস্পর বৈরূপ্য-বিশিষ্ট এই উভয় পথই প্রতিকূলভাবে বর্ত্ত-মান রহিয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, পরাশর-তনয় বেদব্যাস পুত্র-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস! কর্ম্মময় ও জ্ঞানময়, নশ্বর ও অবিনশ্বর পথ দ্বয়ের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি; লোক সকল বিদ্যা-দ্বারা যে দিকে গমন করে এবং কর্ম্ম-দ্বারা যে দিকে গমন করে, তুমি একচিত্ত হইয়া তদ্বিষয় শ্রবণ কর; এতদুভয়ের অন্তর আকাশের ন্যায় অতিগহ্বর। আস্তিকেরা 'ধর্ম্ম আছে' এই কথা বলিয়া থাকেন, আর নাস্তিকেরা 'ধর্ম্ম নাই' ইহা কহিয়া থাকে; তন্মধ্যে আস্তিক ও নাস্তিকের তারতম্য জিজ্ঞাসা করিলে আস্তিকের পক্ষে তাহা যেমন ক্লেশাবহ হইয়া উঠে, আমার পক্ষেও ইহা তদ্রূপ হইতেছে। বেদ-সমুদয় যাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পথ দুই প্রকার; প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম সুন্দর রূপে উক্ত আছে।

জীব কর্ম্ম-দ্বারা বদ্ধ হয় এবং বিদ্যা-দ্বারা বিমুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তত্ত্বদর্শি যতিগণ কর্ম্ম করিতে অনুরক্ত হয়েন না। কর্ম্মশীল মানব কর্ম্ম-দ্বারা মরণোত্তর পুনর্ব্বার শরীর পরিগ্রহ করে, আর বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান-দ্বারা নিত্য অব্যক্ত অব্যয়-স্বরূপে আবির্ভূত হয়েন। কোন কোন স্বল্পবুদ্ধি রত মানবগণ কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহারা স্ত্রী পুত্র-প্রভৃতি পরিবার-বর্গে আসক্ত হইয়া কর্ম্মেরই উপাসনা করিতে রত হয়। যে সকল ধর্ম্ম-নৈপুণ্য-দর্শি মানব উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন, নদী-সলিল-পায়ী ব্যক্তি কূপ-জল পান করিয়া যেমন তাহার প্রশংসা করে না, তদ্রূপ তাঁহারা কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্মশীল মানব কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখ ও জন্ম মরণ লাভ করে, আর জ্ঞানী লোক বিদ্যা-দ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন,—যে স্থানে গমন করিলে শোক করিতে হয় না; যে স্থানে গমন করিলে জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই এবং পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে স্থানে বিশেষ বিজ্ঞানাভাব-বশত জীব বিলয় প্রাপ্ত হয়; যে স্থানে সেই অব্যক্ত অচল নিত্য অবিস্পষ্ট অক্লেশ অমৃত অবিয়োগী পরম ব্রহ্ম বিরাজমান রহিয়াছেন; যে স্থানে সুখ দুঃখ এবং মানস কর্ম্ম-দ্বারা কোন বাধাই হয় না, তথায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং সর্ব্বভূত-হিতে রত মহাত্মারা অবস্থান করিয়া থাকেন।

হে তাত! বিদ্যাময় পুরুষ স্বতন্ত্র এবং কর্ম্মময় পুরুষ স্বতন্ত্র, কর্ম্মময়ের মধ্যে সংবৎসরাখ্য প্রজা-পতি উৎকৃষ্টতর। প্রতি মাসে উপচয় ও অপচয়-বিশিষ্ট এবং অমাবস্যা তিথিতে সূক্ষ্ম কলামাত্র অবস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় কর্ম্মময় পুরুষের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক-দর্শি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অম্বরতলে বক্র তন্তুর ন্যায় অবস্থিত নব শশীকে বিলোকন করিয়া এই বিষয়ে বিস্তর যুক্তি-সঙ্গত উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তদীয় বচন-দ্বারা

অনুমিত হইতেছে। হে তাত! মনের সহিত দশ ইন্দ্রিয় এই একাদশ বিকারাত্মা কলা-সম্ভার সম্ভূত মূর্ত্তিমান্ বৈরাজ মন চন্দ্রমাকে কর্ম্মগুণাত্মক জ্ঞান কর। পুষ্কর পুষ্প-মধ্যে বারিবিন্দুর ন্যায় সেই জীবোপাধিভূত মনোমধ্যে যে দ্যোতমান্ চিৎ প্রকাশ সংশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন, সেই যোগ-নিরুদ্ধচিত্ত জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিবে। তম, রজ ও সত্ত্ব এই গুণ ত্রয়কে বিজ্ঞানময় কোশ জীবের গুণ জানিবে। বিজ্ঞানময় জীবকে আত্মগুণ অর্থাৎ চিদাভাস গুণ চৈতন্য তদ্যুক্ত জ্ঞান করিবে; চিদাভাস আত্মাকে পরমাত্মার গুণ, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা সমন্বিত জানিবে। শরীর স্বয়ং অচেতন হইলেও জীবের গুণ চৈতন্যের সংযোগে সচেতন হইয়া করচরণাদি চালন করত জীবমান হয়। যিনি ভূলোক ভুবর্লোক-প্রভৃতি সপ্ত ভুবন সৃজন করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সেই জীব হইতে পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন।

শুকানুপ্রশ্নে চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম
অধ্যায়॥ ২৪০॥

শুকদেব কহিলেন, প্রকৃতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক যে সাধারণ সৃষ্টি তাহা এবং সবিষয় ইন্দ্রিয় সমুদয় তথা বুদ্ধির সামর্থ্য প্রভৃতি যাহা কিছু অসাধারণ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি তাহাও আত্মার সৃষ্টি, ইহা শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি ইহলোকে যুগানুসারী যে সদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা সাধু সকল তদাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, আমি পুনর্ব্বার তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। বেদ-মধ্যে কর্ম্ম করিবার এবং কর্ম্ম পরিহারের বচন উক্ত হইয়াছে; কিন্তু এতদুভয়ের অবিরোধ বিষয় বিভাগ দ্বারা বিবেচনা-পূর্ব্বক কি প্রকারে বিজ্ঞাত হইব, আপনি তাহা ব্যাখ্যা করুন; আমি গুরূপদেশ-বশত ধর্ম্মাধর্ম্ম মূলক লৌকিক রীতির যাথার্থ্য বিজ্ঞান-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা পবিত্র হইয়া এবং বুদ্ধির সংস্কার করিয়া দেহ পরিত্যাগ করত অব্যয় আত্মাকে দর্শন করিব।

ব্যাসদেব কহিলেন, কর্ম্ম-দ্বারা বুদ্ধিসংস্কার করিলে আত্ম দর্শন হইয়া থাকে, পূর্ব্বে প্রজাপতি স্বয়ং এই ব্যবহার বিধান করিয়াছেন এবং পূর্ব্বতন সাধুতম পরমর্ষিগণও তাদৃশ আচরণ করিয়া গিয়াছেন। পরমর্ষিগণ ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা সমুদয় লোক জয় করিয়া থাকেন। যিনি মনের দ্বারা বুদ্ধি-মধ্যে আপনার শ্রেয় অভিলাষ করেন, তিনি বনবাসী ও ফলমূলাশী হইয়া সুবিপুল তপস্যা আচরণ করত পবিত্র আশ্রমে বিচরণ-পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সদয় হইয়া ধূম-শূন্য, মুষল-শব্দ-বর্জ্জিত বানপ্রস্থ আশ্রমে যথা সময়ে ভিক্ষা লাভ করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তুমি নিঃস্তুতি ও নির্নমস্কার হইয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে কোন বস্তু-দ্বারা তৃপ্তি লাভ করত অরণ্য-মধ্যে একাকী বিচরণ কর।

শুকদেব কহিলেন, 'কর্ম্ম কর এবং কর্ম্ম ত্যাগ কর' এই বেদ-বচন যে লৌকিক বাক্যে বিরুদ্ধ হইতেছে, এতদুভয়ের প্রমাণ বা অপ্রমাণ বিষয়ে কি প্রকারে শাস্ত্রত্ব সিদ্ধি হইতে পারে? অতএব পূর্ব্বোক্ত বাক্য-দ্বয়ের প্রামাণ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যবস্থা করা উচিত হইতেছে। উক্ত উভয় বাক্যই কি প্রকারে প্রমাণ হয় এবং কর্ম্ম সকলের সহিত অবিরোধে কিরূপে মোক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, যোজনগন্ধা-সুত মহর্ষি বেদব্যাস 'কর্ম্ম-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া আত্মাকে দর্শন করিব' অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন নিজ পুত্রের এই বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করত তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া বক্ষ্যমাণ-বিধ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু ইহাঁরা নিজ নিজ আশ্রম-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সকলেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়েন

অথবা, যিনি কাম দ্বেষ-বিহীন হইয়া একাকী এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের যথা বিধি অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানবান্ হইতে যোগ্য হইয়া থাকেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে এই চতুষ্পদী অধিরোহনী প্রতিষ্ঠিত আছে; এই নিঃশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া লোক ব্রহ্মলোকে গমন করে। ব্রহ্মচারী অসূয়া-বর্জ্জিত এবং ধর্ম্মার্থকোবিদ হইয়া পরমায়ুর চতুর্ভাগের প্রথম ভাগে গুরু অথবা গুরুপুত্রের নিকটে বাস করিবেন; গুরু গৃহে জঘন্য শয্যায় শয়ন করত অগ্রে উত্থিত হইয়া শিষ্য বা সেবকের যাহা কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিবেন; কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় কৃত হইলে গুরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিবেন, সর্ব্বকর্ম্ম-কোবিদ কিঙ্কর ও সর্ব্বকারী হইবেন। অবশিষ্ট কর্ম্ম সমুদয় সম্পন্ন করিয়া বোধেচ্ছু শিষ্য গুরু-সন্নিধানে অধ্যয়ন করিবেন; তিনি সরল এবং অপবাদ-বিরহিত হইবেন; গুরু আহ্বান করিলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; শুচি সুনিপুণ ও গুণ সম্পন্ন হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রিয় কথা বলিবেন; জিতেন্দ্রিয় ও অব্যগ্র হইয়া স্নিগ্ধ-নয়ন-দ্বারা গুরুকে নিরীক্ষণ করিবেন। গুরু ভোজন না করিলে ভোজন করিবেন না, জলপান না করিলে পান করিবেন না, উপবিষ্ট না হইলে উপবিষ্ট হইবেন না এবং নিদ্রিত না হইলে শয়ন করিবেন না। উত্তান-পাণি-যুগল-দ্বারা গুরু-চরণ-যুগল কোমল ভাবে স্পর্শ করিবেন; দক্ষিণ পাণি-দ্বারা দক্ষিণ চরণ এবং বাম কর-দ্বারা বাম-চরণ বন্দন করিবেন। গুরুকে অভিবাদন করিয়া কহিবেন, 'ভগবন্! শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করুন; আমি ইহা করিব, ইহা করিয়াছি, ভগবন্! পুনর্ব্বার যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাও করিব' এইরূপে সমুদয় বিষয়ে আজ্ঞা লইয়া এবং যথাবিধি নিবেদন করিয়া সকল কার্য্য করিবেন, কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় গুরুর নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিবেন। ব্রহ্মচারী যে সমুদয় গন্ধ ও রস সেবা না করেন, সমাবৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য কৃত্য সমাপিত হইলে সমাবর্ত্তন সংস্কার-দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সেই সমুদয় বিষয় সেবা করিবেন, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র-মধ্যে নিশ্চিত আছে।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে কিছু নিয়ম আছে, তাহা বিস্তার ক্রমে কহিলাম, ব্রহ্মচারী নিয়ত তৎসমুদয় আচরণ করিবেন এবং সতত গুরুর সন্নিহিত রহিবেন। তিনি এইরূপে গুরুকে যথা-শক্তি প্রীতি উপহার প্রদান করিয়া শিষ্য হইয়া কর্ম্ম-দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে অবস্থান করিবেন। বেদাধ্যয়ন, ব্রত ও উপবাস-দ্বারা পরমায়ুর প্রথম-ভাগ গত হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান-পূর্ব্বক যথা-বিধি সমাবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। পরিশেষে ধর্ম্মলব্ধ দারপরিগ্রহ-পূর্ব্বক যত্ন-সহকারে অগ্নিত্রয় উৎপাদন করত গৃহমেধী ও ব্রতী হইয়া পরমায়ুর দ্বিতীয় ভাগ যাপনার্থ গৃহ-মধ্যে বাস করিবেন।

শুকানুপ্রশ্নে একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৪১॥

ব্যাসদেব কহিলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নী-সমন্বিত ও সুব্রত হইয়া অগ্নি আহরণ-পূর্ব্বক পরমায়ুর দ্বিতীয় ভাগে গৃহে বাস করিবেন। কবিগণ গৃহস্থের চতুর্ব্বিধ বৃত্তি বিধান করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথমত কুশূল ধান্য অর্থাৎ তুচ্ছ ধান্য-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। দ্বিতীয়ত কুম্ভ ধান্য অর্থাৎ কুম্ভ-পরিমিত ধান্য সঞ্চয়-পূর্ব্বক বৃত্তি সংস্থান করিবে, তৃতীয়ত অশ্বস্তন অর্থাৎ পর দিনের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবে না; তৃতীয়ত কাপোতী অর্থাৎ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকা আহরণ করিবে। ইহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে যিনি যাহার পরে উক্ত হইলেন, তিনিই তদপেক্ষা জ্যায়ান্ ও ধর্ম্মজিত্তম।

গৃহস্থ ব্যক্তি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্কর্ম্ম অবলম্বন করত বর্ত্তমান রহিবেন; কেহ বা দান ও অধ্যয়ন এই কর্ম্ম-

দ্বয় আশ্রয় করিয়া থাকিবেন, আর চতুর্থ আশ্রমী কেবল ব্রহ্মসত্রে অর্থাৎ প্রণবোপাসনায় অবহিত রহিবেন। এক্ষণে গৃহস্থগণের সুমহৎ ব্রত সকল কীর্ত্তিত হইতেছে। গৃহস্থ ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করাইবেন না এবং বৃথা পশু হত্যা করিবেন না। ছাগাদি প্রাণীই হউক, অথবা অশ্বত্থাদি অপ্রাণীই হউক, সকলেরই যজুর্ব্বেদীয় ছেদন-মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিতে হইবে।

গৃহস্থ ব্যক্তি দিবাভাগে, পূর্ব্ব রাত্রে এবং অপর রাত্রে কদাচ নিদ্রা যাইবেন না; দিবা ও বিভাবরীতে ভোজনের নিমিত্ত যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে আর ভোজন করিবেন না; ঋতুকালব্যতিরেকে পত্নীতে সঙ্গত হইবেন না; গৃহে আসিয়া কোন ব্রাহ্মণ অনাদৃত ও অভুক্ত থাকিয়া বাস না করেন, তদ্বিষয়ে গৃহস্থের সাবধান হওয়া বিধেয়; অতিথি সকল নিয়ত সৎকৃত হইয়া হব্য কব্য বহন করত অবস্থিতি করিবেন; বেদজ্ঞান-রত, ব্রতস্নাত, বেদপারগ, স্বধর্ম্ম-জীবী, দান্ত, ক্রিয়াবন্ত, তপস্বি শ্রোত্রিয়গণের অর্হনার্থ হব্যকব্য সকল নিয়ত বিধেয়। দম্ভার্থ নখ-লোমধারী, স্বধর্ম্ম-জ্ঞাপক, অবিধি পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র-ত্যাগী এবং গুরুতর ব্যক্তির অপ্রিয়কারী চাণ্ডালাদি জীবেরও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে সংবিভাগ আছে। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী-প্রভৃতি যাহাদিগকে স্বয়ং পাক করিতে নাই, গৃহমেধী মানব তাহাদিগকে অন্ন দান করিবেন।

গৃহী ব্যক্তি নিয়ত বিঘসাশী এবং অমৃত-ভোজী হইবেন; যজ্ঞাবশিষ্ট হবির সহিত ভোজনকে অমৃত বলা যায়, আর যিনি ভৃত্যগণের ভোজনাবসানে স্বয়ং ভোজন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিঘসাশী কহেন; অতএব যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনের নাম অমৃত এবং ভৃত্যগণের ভোজনের পর যে ভোজন করা যায়, তাহা বিঘস-পদ-বাচ্য হইয়া থাকে। গৃহী মানব স্বদার নিরত, দান্ত, অসূয়া-বিরহিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত ব্যক্তি, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধি, বান্ধব, মাতা, পিতা, ভগিনী, অথবা স্ব-গোত্রা স্ত্রীগণ, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, দুহিতা ও দাস-বর্গের সহিত বিবাদ করিবেন না। এই সকলের সহিত অংশাদির নিমিত্ত কলহ পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি হইয়া থাকে; যিনি এই সমুদয় বিবাদের বিষয় জয় করেন, তিনি সমুদয় লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন, সংশয় নাই।

আচার্য্যকে সম্যক্ রূপে আরাধনা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, পিতা পূজিত হইলে প্রজাপতিলোক প্রাপ্তির প্রতি প্রভু হইয়া থাকেন, অতিথি সকল সৎকৃত হইলে ইন্দ্রলোক লাভ হয়, ঋত্বিক্‌গণ অর্চ্চিত হইলে দেবলোক লাভ হইয়া থাকে, কুলকামিনীগণ সম্মানিত হইলে অপ্সরো-লোকে বাস হয়, জ্ঞাতিবর্গ সমাদৃত হইলে বৈশ্বদেব-লোকে বসতি হইয়া থাকে, সম্বন্ধি বান্ধব-প্রভৃতি সৎকৃত হইলে দিগ্‌দিগন্তে যশঃ সৌরভ বিকাশিত হয়। মাতা এবং মাতুল পূজিত হইলে ভূলোকে সুখ্যাতি হইয়া থাকে; বৃদ্ধ, বালক, আতুর এবং কৃশ সকলকে সমাদর করিলে আকাশে গতি লাভ হয়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বকীয় শরীর-স্বরূপ, দাস দাসী সকল নিজ ছায়া-সদৃশ এবং দুহিতা অতিকৃপাপাত্র; অতএব এই সকল-দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও গৃহধর্ম্ম-পরায়ণ, বিদ্বান্, ধর্ম্মশীল, জিতক্লম ব্যক্তি অসংজ্বর হইয়া নিয়ত তাহা সহ্য করিবেন। কোন ধর্ম্মশীল মানব অর্থ লাভের আশয়ে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আচরণ করিবেন না; উঞ্ছ, শিল ও কপোত-ব্রতভেদে গৃহস্থের বৃত্তি ত্রিবিধ, তাহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃত্তিই শ্রেয়। ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের উত্তরোত্তরকে শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকেন।

আশ্রম সকলের সমুদয় কার্য্য প্রাপ্ত হইতে যিনি অভিলাষ করেন, তিনি যথোক্ত নিয়ম সকল অব-

লম্বন করিবেন অথবা, কুম্ভধান্য বা উঞ্ছশিল-বৃত্তি-দ্বারা কাপোতী-বৃত্তি আশ্রয় করিবেন। ঈদৃশ পূজনীয় ব্যক্তিগণ যে দেশে বসতি করেন, সে রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ নিয়মবান্ মানব পূর্ব্বাপর দশ পুরুষকে পবিত্র করেন। যিনি গৃহস্থ-বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক গতব্যথ হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সমুদয় প্রতিপালন করেন, তিনি রাজচক্রবর্ত্তি মান্ধাতা-প্রভৃতি নৃপতিগণ যে লোকে গমন করিয়াছেন, তৎসদৃশ লোক প্রাপ্ত হয়েন। জিতেন্দ্রিয় জনগণেরও এতাদৃশ গতির বিষয় বিহিত হইয়া থাকে। উদার-চিত্ত গৃহস্থগণের স্বর্গলোকই হিতকর; বেদ-দৃষ্ট বিমান-সংযুক্ত রমণীয় স্বর্গলোক নিয়তচিত্ত গৃহস্থগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম স্বর্গের কারণ রূপে যখন ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, তখন মনুষ্য ক্রমশ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া পরিশেষে অবশ্যই স্বর্গলোকে বাস করিবে। অতঃপর গার্হস্থ্য হইতেও পরম উদার আশ্রমকে তৃতীয় আশ্রম বলা যায়; অস্থিচর্ম্ম-প্রভৃতির সংশ্লেষ-জনিত শরীরের শোষণকারি বনচারিগণ এই আশ্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া যে ফল লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর।

শুকানুপ্রশ্নে দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৪২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনীষিগণ গৃহস্থ-বৃত্তি যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তদনন্তর যে আশ্রমের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহমেধী মানব পরমোৎকৃষ্ট কাপোতী-বৃত্তিকে ক্রমশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহ-ধর্ম্মচারিণী সংযোগে খিন্ন হইয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবেন। হে বৎস! প্রেক্ষা-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত পুণ্যদেশ-নিবাসি সর্ব্বলোকাশ্রম-স্বরূপ বানপ্রস্থাশ্রমিগণের বিবরণ শ্রবণ কর, তোমার কল্যাণ হইবে।

ব্যাসদেব কহিলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি যৎকালে নিজ কলেবরে বলীপলিত এবং অপত্যের অপত্য অবলোকন করিবেন, তখন বনবাসী হইবেন। তিনি পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ বানপ্রস্থাশ্রমে যাপন করিবেন; দেবতাদিগের অর্চ্চনা করত পূর্ব্বোক্ত অগ্নিত্রয়ের পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্ত রহিবেন; নিয়ত নিয়তাহার ও অপ্রমত্ত থাকিয়া দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবেন। এই আশ্রমে বন-মধ্যে পঞ্চ যজ্ঞকালে অগ্নিহোত্র, গো সকল, যজ্ঞাঙ্গ সমুদয়, অকালকৃষ্ট ব্রীহি, যব, নীবার, বিঘস ও হবিঃ প্রভৃতি সম্প্রদান করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমেও এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে অতিথি-সৎকারার্থ অথবা, যজ্ঞ-ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ কেহ কেহ সদ্যঃ প্রক্ষালক হয়েন, অর্থাৎ যে দিন যাহা আহরণ করেন, সেই দিনেই তাহা ব্যয় করিয়া থাকেন; কেহ কেহ মাসিক সঞ্চয়, কেহ কেহ বার্ষিক সঞ্চয়, কেহ কেহ বা দ্বাদশ বার্ষিক দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রাবৃট্কালে অভ্রাকাশ-দেশে অবস্থান করেন, হেমন্ত সময়ে সলিল সংশ্রিত হইয়া থাকেন, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হয়েন এবং সতত পরিমিত ভোজন করেন। কেহ কেহ ভূতলে বিপরীতভাবে অর্থাৎ নতশিরা ও ঊর্দ্ধপাদ হইয়া অবস্থান করেন, কেহ বা পাদাগ্র-মাত্র-দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন, অপরে যে কোন স্থান অবলম্বন করত যথা কথঞ্চিৎ আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অন্যে অম্বর কালে অভিষিক্ত হয়েন।

এই আশ্রমে কেহ কেহ দন্তোলূখলিক অর্থাৎ দন্ত-দ্বারা উদূখল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অপরে অশ্মকুট্ট অর্থাৎ প্রস্তর-দ্বারা ধান্যাদি শস্যকে নিস্তুষ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শুক্লপক্ষে একবারমাত্র ক্কাথযুক্ত যবাগূ পান করেন, কেহ বা কৃষ্ণপক্ষে উক্ত ক্কাথ পান করেন অথবা, শাস্ত্রানুসারে ভোজন করিয়া থাকেন। কোন কোন দৃঢ়ব্রত মানবগণ

মূল-দ্বারা কেহ বা ফল-দ্বারা, কেহ কেহ বা পুষ্প-দ্বারা জীবন ধারণ করত যথা-ন্যায়ে বৈখানস-বৃত্তি আশ্রয়-পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সেই সমুদয় মনীষিগণের এই সমুদয় এবং এতদ্ভিন্ন অন্য বিবিধ দীক্ষা আছে, আর উপনিষৎ-মধ্যে যাহা বিদিত হওয়া যায়, অর্থাৎ সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে, এই ধর্ম্ম সর্ব্বাশ্রম সাধারণ।

হে তাত! ইহ যুগে সর্ব্বার্থদর্শি ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক বানপ্রস্থ এবং গৃহস্থ আশ্রম হইতে অসাধারণ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। অগস্ত্য, সপ্ত ঋষি, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ, সাঙ্কৃতি, সুদিবাতণ্ডি, যথাবাস, অকৃতশ্রম, অহোবীর্য্য, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, বুধ, বলবান্ কর্ণবিপাক, শূন্যপাল ও কৃতশ্রম এবং যাঁহারা ধর্ম্মের ফল সত্যসংকল্পত্বাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষধর্ম্মা ঋষিগণ ও যাযাবরগণ সকল এই ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন স্বর্গ গমন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-নৈপুণ্যদর্শি অনেকানেক মহর্ষিগণ তদ্ভিন্ন অপরিমিত ব্রাহ্মণ সকল অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। বৈখানস, বালখিল্য, সৈকত এবং কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি-পরত্ব-নিবন্ধন কর্ম্ম-দ্বারা নিরানন্দ ধর্ম্মনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ তথা প্রত্যক্ষধর্ম্মা মহর্ষি সকল অরণ্য অবলম্বন করিয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন। নক্ষত্র গ্রহ তারা ভিন্ন যে সমস্ত নির্ভয় জ্যোতির্গণ গগণে দৃশ্যমান রহিয়াছে, উহারাই পুণ্যবান্ মানবগণের আশ্রয়।

মনুষ্য জরা-দ্বারা পরিবৃত এবং ব্যাধি-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া পরিশেষে পরমায়ুর চতুর্থভাগে বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবেন। তিনি সদ্যঃ সম্পাদনীয় সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-সত্র সমাধান-পূর্ব্বক আত্ম-যাজী আত্ম রতি, আত্ম-ক্রীড় এবং আত্ম-সংশ্রয় হইয়া সর্ব্ব পরিগ্রহ পরিহার করত আত্মাতে অগ্নি-ত্রয় সমারোপণ করিয়া সদ্যঃ সম্পাদনীয় ব্রহ্মযজ্ঞাদি ও দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে নিরত রহিবেন। যৎকালে যাজ্ঞিক সকলের যজ্ঞ-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া আত্মাতে যোগ-সাধন করিতে অভিলাষ হয়, তৎকাল হইতে দেহপাতাবধি কলেবর-মধ্যেই অগ্নিত্রয়ের সমারোপ করিতে হইবে। হৃদয় গার্হপত্য-অগ্নি, মন অন্বাহার্য্যপচন অগ্নি এবং আস্য আহবনীয় অগ্নি, ইহা বৈশ্বানর-বিদ্যাপ্রোক্ত প্রকরণ-দ্বারা বিদিত হইয়া দেহ-মধ্যে উক্ত অগ্নিত্রয়ে যাগ করিতে হইবে। আত্মযাজী মনীষী ভোজন কালে অন্নের নিন্দা না করিয়া 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রথমত প্রাণাদি পঞ্চকে পঞ্চ গ্রাস অথবা ছয় গ্রাস অন্ন প্রদান করিবেন। অনন্তর, বানপ্রস্থ মুনি কেশ, লোম ও নখ-নিচয়ে পরিব্যাপ্ত এবং কর্ম্ম নির্ব্বাহ-দ্বারা পবিত্র হইয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পবিত্রতম চতুর্থ আশ্রমে গমন করিবেন। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতে অভয় দান করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, পরলোকে তিনি জ্যোতির্ম্ময় লোক সকল লাভ করত অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

সুশীল, সদ্বৃত্ত, নিষ্পাপ, আত্মবিৎ ব্যক্তি ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করেন না; তিনি ক্রোধ মোহ-বিরহিত এবং সন্ধি-বিগ্রহ-বিবর্জ্জিত হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থিতি করেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহাভিধেয় যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বর-প্রণিধানাখ্য নিয়ম-নিবহে নিবদ্ধ থাকিবেন না। স্বশাস্ত্রীয় সূত্র ও আহুতি-মন্ত্রে বিক্রম প্রকাশ করিবেন না; আত্মবেদি ব্যক্তির যথেষ্ট গতি অর্থাৎ সদ্যো-মুক্তি বা ক্রম-মুক্তি ইচ্ছা অনুসারে হইয়া থাকে, ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় জনের কোন সংশয় থাকে না। বানপ্রস্থ আশ্রমের পর শ্রেষ্ঠতম সদ্গুণ-সমূহ-দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ত্রয়াপেক্ষা সমধিক রূপে বিখ্যাত পরম পরায়ণ চতুর্থ

আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে, শ্রবণ কর।

শুকানুপ্রশ্নে ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৪৩॥

শুকদেব কহিলেন, বানপ্রস্থাশ্রমে যথাবৎ বর্ত্তমান ব্যক্তি পরম বেদ্যবস্তু ব্রহ্মকে বিদিত হইতে বাঞ্ছা করিলে কি প্রকার শক্তি-সহযোগে আত্মযোগ অভ্যাস করিবেন?

ব্যাসদেব বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রম-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরিশেষে পরমার্থ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রম-ত্রয়ে চিত্ত-দোষ সমুদয় বিশ্লথ করিয়া সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাস-ধর্ম্মরূপ পরম পদে প্রব্রজ্যা করিবে; অতএব তুমি এইরূপ যোগ অভ্যাস করিয়া অবস্থান কর এবং শ্রবণ কর। যোগী জন সহায়-শূন্য হইয়া সিদ্ধির নিমিত্ত একাকী ধর্ম্ম আচরণ করিবেন; যে আত্মদর্শী মানব একাকী ধর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপিত্ব-নিবন্ধন কোন পদার্থ পরিত্যাগ করেন না এবং মোক্ষ-সুখ হইতে পরিত্যক্ত হয়েন না। তিনি নিরগ্নি ও নিরাশ্রয় হইয়া অন্নের জন্য গ্রামে গমন করিবেন; চিত্ত সমাধানবান্ মুনি অশ্বস্তন-বিধাতা হইবেন, অর্থাৎ পর দিনের জন্য অন্ন সঞ্চয় করিবেন না; লঘুভোজী ও নিয়তাহার হইয়া একবারমাত্র অন্ন সেবন করিবেন; কপাল ও কাষায়-বস্ত্র ধারণ, তরুমুল আশ্রয়, অসহায়তা এবং সর্ব্বভূতের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ প্রীতি-দ্বেষ-রাহিত্য, এই সমুদয় ভিক্ষুর লক্ষণ। ত্রস্ত হস্তিগণ কুপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ অন্যের বাক্য সকল যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ যিনি অন্য-কর্ত্তৃক আক্রুশ্যমান হইয়াও আক্রোশ প্রকাশ না করেন এবং যিনি বক্তার নিকট পুনর্ব্বার গমন করিতে বিরত রহেন, তিনিই কৈবল্য আশ্রমে বাস করিতে সমর্থ।

চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষু বাহ্যপদার্থে নয়ন নিক্ষেপ করিবেন না, কদাচিৎ কাহারও নিন্দা বিশেষত ব্রাহ্মণের নিন্দা শ্রবণ বা, কোন প্রকারে কীর্ত্তন করিবেন না; ব্রাহ্মণের যাহাতে কুশল হয়, সততই তাদৃশ বাক্য বলিবেন; আত্ম নিন্দা কালে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন; মৌনাবলম্বনই ভব-রোগের চিকিৎসা। যিনি একাকী অবস্থান করিলে শূন্য স্থানও জনাকীর্ণ বোধ হয় এবং জনপূর্ণ প্রদেশ যাঁহার অভাবে শূন্য হইয়া থাকে, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া জানেন। যিনি যে কোন বসন-দ্বারা আচ্ছন্ন যে কোন বস্তু-দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া যে কোন স্থানে শয়ন করিয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া জানেন। যিনি অহি হইতে ভয়ের ন্যায় জনগণ হইতে ভীত রহেন, নরক ভয়-সদৃশ মিষ্টান্ন-জনিত তৃপ্তি হইতে বিরত রহেন, শব-শরীর-সমান রমণীগণ হইতে ভীতি প্রাপ্ত হয়েন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া জানেন। যিনি সম্মানিত হইলেও হৃষ্ট হয়েন না, অবমানিত হইলেও ক্রোধ করেন না এবং যিনি সর্ব্বভুতে অভয় দান করেন, দেবগণ তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া জানেন। মরণের অভিনন্দন করিবে না, জীবনেরও অভিনন্দন কর্ত্তব্য নহে; ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কালেরই প্রতীক্ষা করিবে। যিনি বাক্য ও মনকে দোষ-নির্ম্মুক্ত করিয়া স্বয়ং সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই নিরমিত্র মানবের ভয়ের বিষয় কি আছে? সর্ব্বভুত হইতে যাঁহার অভয় হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের ভয় নাই, সেই মোহ-বিমুক্ত ব্যক্তির কোন প্রকারে ভয় সম্ভাবনা হইতে পারে না। দ্বিরদ-পদপ্রক্ষেপ-মধ্যে মনুষ্য পশ্বাদির পদ-চিহ্ন যেমন তিরোহিত হয়, তদ্রূপ শরীর শীর্ণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া যিনি যোগী হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে ইন্দ্রাদি পদ-সমুদয় পিহিত হইয়া থাকে, যোগে সমস্ত কর্ম্ম-ফলেরই অন্তর্ভাব হয়।

এইরূপ অহিংসাতে সমুদয় ধর্ম্মার্থ অন্তর্ভূত হইয়া

থাকে; যিনি হিংসা না করেন, তিনি নিয়ত অমৃত উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসক, সমদর্শী, সত্যভাষী ধৃতিমান্ সংযতেন্দ্রিয় এবং যিনি সর্ব্বভূতের শরণ্য তিনি সর্ব্বোত্তমগতি প্রাপ্ত হয়েন। অবশ্যম্ভাবি মৃত্যু এইরূপ আত্মানুভব স্বরূপ প্রজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত নির্ভয় আশাবিরহিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না, বরং তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরে 'আমি' এই অভিমান স্বরূপ সর্ব্ব সঙ্গ হইতে যিনি বিমুক্ত হইয়াছেন নির্ব্বিষয়ত্ব নিবন্ধন শূন্যের ন্যায় মৌনভাবে যিনি অবস্থান করিয়া থাকেন এবং যিনি অদৃশ্য ও একচর হইয়া শান্তভাবে অবস্থান করেন, দেবগণ তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ জ্ঞান করেন। যাহার জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত, ধর্ম্মাচরণ ভক্ত জন শিক্ষার্থ, সমাধি ও ব্যুত্থান সকল লোক শিক্ষার্থ, দেবগণ তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ জ্ঞান করেন। যাহার আশা নাই, আরম্ভ নাই, যিনি কাহাকেও নমস্কার বা স্তুতি করেন না এবং যিনি সমস্ত বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, দেবগণ তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ জ্ঞান করেন।

প্রাণিমাত্রেই সুখে রত হইয়া থাকে এবং সকলেই দুঃখের নিকট নিতান্ত ত্রস্ত হয় অতএব শ্রদ্ধাধান মানব তাহাদিগের ভয়োৎপাদন জন্য খিন্ন হইয়া কর্ম্ম করিতে প্রযত্ন পর হইবেন না, যেহেতু কর্ম্মমাত্রই হিংসাকর সুতরাং তাহা সাধুগণের পরিত্যাজ্য। সর্ব্বজীবে অভয়দানই সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই দান সর্ব্ব প্রকার দান হইতে সমধিক ভাবে বর্ত্তমান রহে, যিনি প্রথমত হিংসাময় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি প্রজাগণ হইতে অভয় প্রাপ্তি-স্বরূপ অনন্ত সুখাস্পদ মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। যে আত্মযাজী-যোগী বান-প্রস্থের ন্যায় উত্তান 'আস্যে প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ আহুতি প্রদান না করেন, প্রভ্যুত প্রাণাদি পঞ্চক এবং ইন্দ্রিয় ও মনকে আত্মাতে প্রবিলাপিত করিয়া থাকেন, তিনি চরাচর জীবের নাভি-স্বরূপ এবং ত্রৈলোক্যাত্মা বৈশ্বানরের আস্পদ হয়েন; তাঁহার মস্তকাদি অঙ্গ সমুদায় বৈশ্বানরের অবয়ব হয়, তাঁহার কৃতাকৃত কর্ম্ম সকল বৈশ্বানরের কার্য্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত প্রদেশে যিনি আবির্ভূত হয়েন আত্ম যাজী যোগী সেই চিন্মাত্রপুরুষে প্রাণোপলক্ষিত নিখিল প্রপঞ্চ প্রবিলাপিত করেন. দেবলোক সহ সমস্ত লোকেই তাঁহার আত্মসংস্থ অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয়, যাঁহারা দ্যোত-মান সূক্ষ্ম তেজোময় সূত্রাত্মাকে অবগত হয়েন এবং গুণ ত্রয় পরিবৃত মায়োপাধি ঈশ্বরকে তথা সূক্ষ্মতম প্রত্যক্ স্বরূপ নিরুপাধি আত্মাকে জানিতে পারেন তাঁহারা সর্ব্বলোকে পূজিত হয়েন এবং নর ও অমরগণ তাঁহাদিগের সুকৃতের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নিখিল বেদ বিদ্যাদি বেদ্য বস্তু নিচয় কর্ম্মকাণ্ড বিধি সমুদয় শব্দৈকগম্য পরলোকাদি নিরুক্ত ও আত্মার সত্য স্বভাবত্যরূপ পরমার্থতা এই সমুদয় শরীরাত্মা প্রত্যক্ স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা যিনি অবগত হয়েন সেই সর্ব্বেশ্বরকে সতত সেবা করিবার জন্য সুরগণও স্পৃহা করিয়া থাকেন। যিনি ভূমণ্ডলে অসক্তরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, প্রত্যগাত্মতা-নিবন্ধন দ্যুলোকেও যিনি অপ্রমেয় হইয়া বিদ্যমান আছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন, যিনি রশ্মির ন্যায় প্রসৃমর চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি বহুপতত্রস্থানীয় অঙ্গদেবতা নিবহ দ্বারা সংযুক্ত রহিয়াছেন সেই সঙ্গ রহিত চিন্ময়-আত্মাকে ভোগ্য শরীরে হৃদয়াকাশ পুণ্ডরীক মধ্যে যিনি অবস্থিত জানেন, সুরগণও তাঁহাকে সতত সেবা করিবার নিমিত্ত বাসনা করিয়া থাকেন। যে কালচক্র নিয়ত আবর্ত্তমান হইয়াও অজর ভাবে প্রাণিগণের পরমায়ু ক্ষেপণ করিতেছে, ষড়ঋতু যাহার

নাভি এবং দ্বাদশ মাস যাহার অরস্বরূপ রহিয়াছে, দর্শসংক্রমণাদি যাহাতে সুচারু পর্ব্বস্বরূপ হইয়াছে এই দৃশ্যমান বিশ্ব যাহার আস্তের উপরি বিলীন হইতেছে সেই কালচক্র যাহার বুদ্ধি মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সুরগণও তাঁহার সেবা করিবার জন্য সতত কামনা করিয়া থাকেন। যিনি সম্যক্ প্রসন্নতার আধার বলিয়া জগতের শরীর-স্বরূপ এবং স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত লোকেই সর্ব্ব কারণ রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই সম্প্রসাদাভিন্ন স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জীব ও প্রাণ প্রভৃতির তৃপ্তিসাধন করেন, প্রাণাদি পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার আস্যকে তর্পিত করিয়া থাকে। তেজোময় নিত্য-স্বরূপ পুরাণ পুরুষকে যিনি আশ্রয় করেন তিনি অনন্ত অভয়লোকে গমন করিয়া থাকেন। ভূত সকল যাঁহা হইতে কদাচ ত্রস্ত না হয় তিনি ভূত সকল হইতে কখন ত্রাস প্রাপ্ত হয়েন না। ইহ পর লোকে অনিন্দনীয় হইয়া যিনি অন্যের নিন্দা না করেন, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, পরিশেষে তাঁহার অজ্ঞানের বিনাশ হইলে যখন স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় বিনষ্ট হয় তখন তিনি ভোগ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন। যাহার রোষ নাই ও মোহ নাই এবং কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে সমজ্ঞান হইয়াছে, যিনি হীনকোষ ও সন্ধি বিগ্রহ বিহীন হইয়াছেন, যিনি নিন্দা ও স্তুতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহার কিছুই নাই চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুক সেই উদাসীনের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন।

শুকানুপ্রশ্নে চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৪৪॥

ব্যাসদেব কহিলেন, দেহ ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতির বিকার-দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু চক্ষুরাদি--ইন্দ্রিয় জড়ত্ব নিবন্ধন আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আত্মা-চেতন এজন্য উক্ত ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশিত করেন। সারথি যেমন দৃঢ়তর বলিষ্ঠ নিতান্ত দান্ত উৎকৃষ্ট অশ্বগণ দ্বারা গন্তব্য দেশে গমন করে, তদ্রূপ আত্মা মনের সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয় প্রদেশে গমন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ হইতে রূপাদি বিষয় সমুদয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন উৎকৃষ্ট, মন হইতে বুদ্ধি বিশিষ্ট, বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধ ত্বংপদার্থ উৎকৃষ্ট হয়েন, মহত্তত্ত্ব হইতে উপাদান অব্যক্ত নামক অজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে অমৃতস্বরূপ চিদাত্মা পরম উৎকৃষ্ট, অমৃত হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তাহা উৎকর্ষের চরম সীমা এবং পরমগতি।

এইরূপ আত্মা সর্ব্বভূত-মধ্যে অনেক কঞ্চুকাক্রান্তের ন্যায় গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিলেও প্রকাশিত হয়েন না, সূক্ষ্মদর্শি যোগিগণ কেবল সূক্ষ্মতম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধারণাবতী বুদ্ধি দ্বারা মনের সহিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদয়কে অন্ত-রাত্মাতে সম্যক্ রূপে লয় করিয়া ধ্যেয় ধ্যান ধ্যাতৃ-রূপ ত্রিতয়ের চিন্তা করিতেন। 'আমি ব্রহ্ম' এই বাক্য জন্য বুদ্ধি বৃত্তিরূপ বিদ্যাদ্বারা সংস্কৃত মনকে ধ্যান দ্বারা উপরত করিয়া ঈশভাব প্রবিলাপনানন্তর প্রশান্তচিত্ত যোগী কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হয়েন; আর ইন্দ্রিয়গণ যাহার চিত্ত হরণ করিয়াছে, যাহার স্মৃতি-শক্তি বিচলিত হইয়াছে, তাদৃশ-মানব কামাদিকে আত্ম সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সংকল্প সমুদয়ের সংহার করিয়া সূক্ষ্ম-বুদ্ধি মধ্যে চিত্ত-নিবেশ করিবে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি-মধ্যে চিত্ত নিবেশ করিয়া পরিশেষে ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি-রূপ কালের বিনাশ সাধন করিবে, যেহেতু, আত্মবিৎ ব্যক্তিই কালের বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি চিত্ত প্রসাদ দ্বারা ইহলোকে শুভা--শুভ পরিহার করেন, সেই প্রসন্ন-চিত্ত যতি আত্মনিষ্ঠ হইয়া নিরতিশয় সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তি কালের সুখ

নিদ্রা অথবা নিবাত স্থলে দীপ্যমান নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় প্রসাদের লক্ষণ। এইরূপে পূর্ব্বাপর কালে পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোগ করত লঘু-ভোজী বিশুদ্ধ-চিত্ত-যোগী আত্মাতেই আত্মাকে অবলোকন করেন।

হে পুত্র! এই আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ অনুশাসন শাস্ত্র সমস্ত বেদের রহস্য, ইহা কেবল অনুমানত অথবা আগম মাত্রত অবগত হওয়া যায় না। সমস্ত ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যাখ্যানে যে সার ভাগ আছে, তাহা এবং সর্ব্ববেদোত্তম দশাধিক ঋক্ সহস্র মন্থন করিয়া এই অমৃত উদ্ধৃত হইল, দধি হইতে নবনীত এবং কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায়, পুত্রের জন্য জ্ঞানিগণের-জ্ঞান স্বরূপ এই সার সমুদ্ধৃত হইল।

হে পুত্র! এই অনুশাসন শাস্ত্র স্নাতক ব্রাহ্মণগণের নিকট বক্তব্য, অপ্রশান্ত অদান্ত এবং যে ব্যক্তি তপস্বী নহে, তাহাদিগের নিকট ইহা বক্তব্য নহে, অবেদজ্ঞ অননুগত অসূয়ক অসরল অনির্দ্দিষ্ট কারী পিশুন আত্মশ্লাঘাসমন্বিত এবং যে ব্যক্তি তর্ক শাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের নিকটে এই অনুশাসন কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। শ্লাঘনীয় প্রশান্ত তপস্বী প্রিয় পুত্র ও অনুগত শিষ্যকে এই রহস্য ধর্ম্ম অবশ্য বক্তব্য, অন্যের নিকট কোনরূপে কীর্ত্তন করা উচিত নহে। কোন মানব যদি রত্ন-পূর্ণ মহীমণ্ডল দান করেন তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি তাহা হইতে ও এই ধর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান করিবেন। ইহা হইতে ও গুহ্যতর অতিমানুষ যে অধ্যাত্ম-বিষয় আছে, মহর্ষিগণ যাহা দর্শন করিয়াছেন, বেদান্ত মধ্যে যাহা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং তুমি আমাকে যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ আমি তদ্বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব।

হে পুত্র তোমার অন্তঃকরণ মধ্যে যে পরম পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং যে কোন বিষয়ে তোমার সংশয় আছে এই আমি সেই সমুদয় বিষয় তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর, আর তোমাকে কি বলিতে হইবে?

শুকানু প্রশ্নে পঞ্চচত্বারিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৪৫॥

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! পুনরায় অধ্যাত্ম-বিষয় বিস্তার-ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে ঋষিসত্তম! অধ্যাত্ম-বিষয় কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকার?

ব্যাসদেব বলিলেন, পুরুষের সম্বন্ধে এই অধ্যাত্ম-বিষয় যাহা পঠিত হয় তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি তুমি তাহার এই ব্যাখ্যা শ্রবণ কর। ভূমি, জল, জ্যোতি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত সাগরের তরঙ্গ-মালার ন্যায় জরায়ুজাদি জীব পুঞ্জের মধ্যে প্রতিজীবে পৃথক্ কল্পিত হইয়া আছে। কূর্ম্ম যেমন নিজ অঙ্গ সকল প্রসারণ করিয়া পুনরায় তাহার সংহার করে, তদ্রূপ মহাভূত সকল ক্ষুদ্রতর শরীরাকার বিশিষ্ট মহাভূত নিচয়ে অবস্থিত থাকিয়া সৃষ্টি ও প্রলয়াদি বিকার সমুদয় উৎপাদন করিয়া থাকে, অতএব শরীর মধ্যেই স্বপ্নবৎ ব্রহ্মাণ্ডের উদয়ও প্রলয় হয় সুতরাং স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত জগৎ অল্প ভূতময়, সেই শরীরান্তরস্থ মহাভূতে সৃষ্টি ও প্রলয় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হেতাত! সুরনর তির্য্যগাদি সমস্ত ভূতেই পঞ্চ মহাভূত বর্ত্তমান আছে, তথাপি ভূতস্রষ্টা প্রজাপতি সৃষ্টিকালে যে কর্ম্ম জন্য যাহাকে সৃজন করেন, তাহাতে পঞ্চভূতের বৈষম্য বিধান করিয়া থাকেন।

শুকদেব কহিলেন, বিধাতা শরীরাবয়ব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যে পঞ্চভূতের বৈষম্য করিয়াছেন তাহা কি প্রকারে লক্ষ্য হইয়া থাকে আর ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি গুণ সকলই বা কত প্রকার তাহাই বা কি প্রকারে লক্ষ্য হয়?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞসা

করিলে তাহা আনু-পূর্ব্বিক যথাবৎ বর্ণন করিতেছি তুমি এ বিষয়ে একাগ্র হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ কর। শব্দ, শ্রবণে-ন্দ্রিয় এবং দেহ-ছিদ্র সকল আকাশ হইতে সম্ভূত; প্রাণ, চেষ্টা, ও স্পর্শেন্দ্রিয় এই তিনটি বায়ুর বিকার; রূপ চক্ষু ও বিপাক অর্থাৎ জাঠরাগ্নি রূপে জ্যোতি ত্রিবিধভাবে বিহিত হয়; রস রসনে-ন্দ্রিয় ও স্নেহ এই তিনটি জলের গুণ; ঘ্রেয় বস্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং শরীরের কাঠিন্য অংশ এই তিনটি ভূমির বিকার; এই সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সহিত পাঞ্চ-ভৌতিক শরীর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বায়ুর গুণ স্পর্শ জলের গুণ রস, জ্যোতির গুণ রূপ, আকাশের গুণ শব্দ এবং ভূমির গুণ গন্ধ; স্পর্শন, রসন, দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে। সংকল্প বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা- বুদ্ধি, পূর্ব্ববাসনা স্বভাব এই তিনটি স্বযোনিজ অর্থাৎ আত্মযোনি ভূত সমুদয় হইতে ইহারা সকলে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু সত্ত্বাদিগুণ হইতে কার্য্য-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদিগুণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। কূর্ম্ম যেমন আপন অঙ্গ সকল প্রসারণ-পূর্ব্বক নিয়মিত করে, তদ্রূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদয় সৃজন করিয়া তাহা-দিগকে নিয়মিত করিয়া রাখে। পদতলের উর্দ্ধ ভাগ ও মস্তকের নিম্ন ভাগ এই সমস্ত শরীরের মধ্যে যাহা কিছু করণীয় দর্শন করা যায় তত্তাবতেই বুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ দেহে 'আমি' এই অনুভবের বিষয় বুদ্ধি-স্বরূপ। বুদ্ধি শব্দাদি-গুণের চালনা করে অর্থাৎ শব্দাদিস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিই মনের সহিত ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরণা করিয়া থাকে, বুদ্ধি না থাকিলে বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমুদয় প্রথিত হয় না। মানব দেহে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় আছে, মন তাহাতে ষষ্ঠ রূপে উক্ত হয়, বুদ্ধিকে সপ্তমী বলা যায়, ক্ষেত্রজ্ঞ অষ্টমরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। চক্ষুর আলোচনা নিমিত্ত মন সংশয় করে, নিশ্চয় করিয়া থাকে, ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষির- স্বরূপ উক্ত হয়েন। রজস্তম ও সত্ত্ব ইহারা স্বযোনিজ হইয়া সুর নরাদি সর্ব্বভূতে অবস্থান করে, কার্য্য দ্বারা এই সমুদয় গুণকে লক্ষ্য করা উচিত। তন্মধ্যে আত্মাতে যাহা কিছু প্রীতি সংযুক্ত লক্ষ্য হয়, এবং যাহা প্রশান্তের ন্যায় সম্যক্ শুদ্ধ তাঁহাকে সত্ত্ব বলিয়া স্থির করিবে; কায় মনে যাহা সন্তাপ সংযুক্ত হয় তাহা রজো-গুণ জানিবে; এবং যাহা সংমোহ সংযুক্ত এবং যাহার বিষয় অব্যক্ত, তর্কের অগো-চর ও অবিজ্ঞেয় তাহাকে তমোগুণ স্থির কর। কোন কারণ বা অকারণ বশত যদি প্রহর্ষ প্রীতি আনন্দ সমতা স্বস্থদেহতা ও স্বস্থ চিত্ততা হয়, তবে তাহাতেই সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান আছে জানিবে। অভিমান মৃষাবাদ লোভ মোহ এবং ক্ষমা যদি কারণ বা অকারণ বশত উৎপন্ন হয় তবে তাহাই রজোগুণের লক্ষণ ইহা বিবেচনা করিবে। মোহ প্রমাদ নিদ্রা তন্দ্রা ও প্রবোধিতা যদি কোনরূপে বর্ত্তমান হয় তবে তাহাই তমোগুণরূপে বিজ্ঞেয়।

শুকানু প্রশ্নে ষট্‌চত্বারিংশদধিক
দ্বিশত তম অধ্যায়॥ ২৪৬॥

ব্যাসদেব কহিলেন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মনোরূপে সংকল্প মাত্র-দ্বারা বিবিধ পদার্থ উৎপাদন করে, হৃদয় প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় সমুদয় বিজ্ঞাত হয়, কর্ম্ম প্রেরণা ত্রিবিধ। ইন্দ্রিয় সকল হইতে সংকল্প জন্যতা নিবন্ধন বিষয় সমুদয় সূক্ষ্ম, বিষয় হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধি হইতে আত্মা সূক্ষ্মতম, ইহা মহর্ষিগণের অভিমত। বুদ্ধি মনুষ্যের ব্যবহারিক আত্মা, বুদ্ধিই স্বয়ং আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করে, বুদ্ধি যখন বিবিধ পদার্থ উৎপাদন করে, তৎ কালে মনঃ শব্দ বাচ্য হয়। ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাব বশত বুদ্ধি বিকৃত হয় এই নিমিত্ত বুদ্ধি যখন শ্রবণ করে তখন শ্রোত্র, যখন স্পর্শ করে তখন ত্বক্, যখন দর্শন করে তখন দৃষ্টি, যখন আস্বাদন করে তখন রসনা এবং যখন আঘ্রাণ করে তৎকালে

ঘ্রাণ বলিয়া উক্ত হয়, অতএব বুদ্ধি পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিকৃত হইয়া থাকে। বুদ্ধির বিকার-সকলকে ইন্দ্রিয় কহে, চিদাত্মা অদৃশ্যভাবে তৎসমুদয়ে এবং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব-ত্রিতয়ে বর্ত্তমান রহেন। পুরুষাধিষ্ঠিতা বুদ্ধিও উক্ত ভাবত্রয়ে অবস্থান করে, মনুষ্য কদাচিৎ সুখলাভ করে; কখন বা শোকাকুল হয়, এই সংসারে কখন কেহ নিরবছিন্ন সুখশালী অথবা দুরবগাহ দুঃখ-ভাগী হয় না। তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সরিৎপতি সাগর যেমন সরিৎ সকলের বেগ সমুদয় তিরোধান করে, তদ্রূপ সেই ভাবাত্মিকা বুদ্ধি সত্ত্ব, রজ, তম, এই ভাবত্রয়কে অভিভব করিয়া থাকে। বুদ্ধি যখন কোন বিষয় প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে মন বলা যায়। ইন্দ্রিয় গোলক সকল বুদ্ধি-মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করে। রূপাদি জ্ঞান সাধনে অবহিত ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সর্ব্বতোভাবে বিজয় করা বিধেয়। যে ইন্দ্রিয় যৎকালে বুদ্ধির অনুগত হয়, তৎকালে প্রথমত বুদ্ধি পৃথগ্‌ভূত না থাকিলেও পরিশেষে সঙ্কল্পাত্মক ঘটাদি বিষয়ে বর্ত্তমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ বুদ্ধি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল সঙ্কল্প জন্য বাহ্য-বিষয় জ্ঞান করে।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে রূপাদি জ্ঞান জন্মে, সকল বিষয়ের জ্ঞান যুগপৎ হয় না। অর-সকল রথ-নেমি মধ্যে যেমন সম্বন্ধ থাকে, তদ্রূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সমুদয় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে বিষয়ানুসারে বর্ত্তমান রহে। একমাত্র রমণীতে পতির প্রীতি, সপত্নীর দ্বেষ, অন্যের মোহ যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিষয় দর্শনেই আন্তরিক ভাব সমুদয়ের আবির্ভাব হয়, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে অনুভব বৈষম্য-বশত যাঁহারা বিষয়কেই ত্রিগুণাত্মক বলেন, তাঁহাদিগের মত সমীচীন নহে; কেন না, একমাত্র রমণীতে পতির প্রীতি সপত্নীর দ্বেষ এবং অন্যের মোহ-প্রভৃতি নিয়তই কিছু বর্ত্তমান থাকে না; অতএব মন বুদ্ধি অহঙ্কারই সত্ত্ব, রজ, তমোময়, বিষয় সমুদয় তন্ময় নহে। বুদ্ধিস্থ বিষয় সিদ্ধি অর্থাৎ হৃদয়-গুহাস্থিত পরব্রহ্ম-বিষয়ক পারমার্থিক জ্ঞান-সাধনের নিমিত্ত মন রশ্মি-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা সত্তম পরব্রহ্মের আবরণকারি অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকে। যোগাচারিগণের এই যোগ যাদৃশ ভাবে সিদ্ধ হয়, উদাসীন মানবগণেরও যদৃচ্ছাক্রমে তাদৃশ যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বিদ্বান্ মানব এই দৃশ্যমান জগৎকে এই স্বভাবে বুদ্ধিমাত্র-দ্বারা কল্পিত জানিয়া মুগ্ধ হয়েন না; তিনি কোন বিষয়ে শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করিয়া নিয়ত বিগত-মৎসর হইয়া অবস্থিতি করেন। কাম্যমান বিষয়-গোচর ইন্দ্রিয়গণ নির্দ্দোষ হইলেও দুষ্কৃতিশালি অবিশুদ্ধচিত্ত মানবগণ তদ্দারা আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ যৎকালে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিবহের বেগ সম্যক্ রূপে নিয়মিত করেন, দীপ-দীপ্তি-দ্বারা ঘটাদি পদার্থের আকৃতির ন্যায় তৎকালে তাঁহার সমীপে আত্মা প্রকাশিত হয়েন। সর্ব্ব জীবেরই যখন মোহ অপগত হয়, তখন যেমন সমস্ত বাস্তবিক বিষয়ই তাহাদিগের সন্নিধানে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কণ্ঠগত বিস্মৃত চামীকরের ন্যায় অজ্ঞানের অপগম মাত্রেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। বারিচর পক্ষী যেমন বারি-মধ্যে বিচরণ করত তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বিমুক্ত-স্বভাব যোগী জন পূর্ব্বকৃত পুণ্য পাপ-দ্বারা নির্লিপ্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপ বিশুদ্ধচিত্ত মানব বিষয় সমুদয় সেবা করিলেও পাপ-স্পর্শ-পরিশূন্য হইয়া থাকেন; তিনি পুত্র কলত্র-প্রভৃতি পরিবার-বর্গে অসংসক্ত থাকিয়া তন্নাশ জন্য শোকাদি-দ্বারা অভিভূত হয়েন না; এইরূপ দেহাসঙ্গী ব্যক্তি দেহকৃত কর্ম্ম-দ্বারা লিপ্ত নহেন। পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া সত্য-স্বরূপ আত্মাতে যাহার অনুরাগ হয়, সেই সর্ব্বভূতের আত্মভূত সমস্ত বিষয়ে অসংসক্ত পুরুষের

বুদ্ধি সত্ত্বগুণে বিচরণ করে, কদাচ বিষয়ে প্রবেশ করে না। ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে জানিতে সমর্থ নহে, কিন্তু আত্মা সততই তাহাদিগকে জানিতেছেন; তিনি ইন্দ্রিয়গণের পরিদর্শক এবং যথাতথ-রূপে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মতম সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই প্রভেদ অবগত হও যে, ইহাঁদিগের মধ্যে এক জন বিষয় সমুদয় সৃজন করিতেছেন, অন্য জন কিছুই সৃজন করেন না। তাঁহারা প্রকৃতি-বশত পৃথক্ থাকিয়াও সর্ব্বদা সম্প্রযুক্ত রহিয়াছেন; মৎস্য যেমন জল হইতে স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ে সতত সম্প্রযুক্ত, মশক ও উডুম্বর যেমন পৃথক্ হইয়াও একাত্রিত, ইষীকা যেমন মুঞ্জ-মধ্যে পৃথক্ থাকিয়াও সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়াও পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

শুকানুপ্রশ্নে সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৪৭॥

ব্যাসদেব কহিলেন, সৎস্বরূপ আত্মা বিষয় সমুদয় সৃজন করেন, জীব তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর উদাসীনের ন্যায় বিকৃতি প্রাপ্ত বিষয় সমুদয়ের অধিষ্ঠাতা; ঊর্ণনাভি যেমন অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান-স্বরূপে সূত্র নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ ঈশ্বর যে সমুদয় গুণ সৃজন করেন, তত্তাবৎই স্বভাবযুক্ত। সত্ত্বাদি গুণ সমুদয় তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা অদর্শন গত হইলেও নিবৃত্ত অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্য পদার্থের ন্যায় বিনষ্ট হয় না; কিন্তু রজ্জু সর্পের ন্যায় বাধকেই প্রধ্বংস-পদবাচ্য বলিতে হইবে। ঘটাদি বিনষ্ট হইলেও কপাল দর্শন-দ্বারা যেমন এই স্থানে ঘট নষ্ট হইয়াছে, এইরূপে ঘট-সত্তার উপলব্ধি হয়, সত্ত্বাদি গুণগণ প্রধ্বস্ত হইলে তাহাদিগের তাদৃশ রূপে প্রবৃত্তির উপলব্ধি হয় না; অতএব সত্ত্বাদি গুণের নাশকে নিরবয়ব নাশ বলা যায়। তার্কিকেরা আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি হইলেই আত্মগুণের নিবৃত্তি হয়, ইহা কহিয়া থাকেন। সাঙ্খ্য-মতাবলম্বি দার্শনিক পণ্ডিতেরাও দৃগ্দৃশ্য-সংযোগ অনাদি ভাবেরও নাশ স্বীকার করেন।

এইরূপে নিবৃত্তি ও বাধ এই পক্ষদ্বয় যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিয়া যথামতি নিশ্চয় করিবে; পুরুষ এবম্বিধ বিধান-দ্বারা সুমহান্ আত্মাশ্রয় হইয়া থাকেন। আত্মার আদি নাই ও অন্ত নাই, ইহা অবগতি-পূর্ব্বক মনুষ্য ক্রোধ হর্ষ-বিরহিত এবং বিগত-মৎসর হইয়া নিয়ত বিচরণ করিবেন। এইরূপে বুদ্ধির ধর্ম্ম চিন্তা-প্রভৃতি দৃঢ়তর হৃদয়গ্রন্থিকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি শোক-হীন ও সংশয়-বিহীন হইয়া সুখে সময় যাপন করিয়া থাকেন। পৃথিবী হইতে পরিপূর্ণ নদী-মধ্যে প্রচ্যুত মানবগণ যেমন নিমগ্ন হয়, ইহলোকে তরণ-বিদ্যা-বিহীন অবিদ্বান্দিগের গতিও তদ্রূপ জানিবে। তরণ-বিদ্যাবিশিষ্ট তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি উন্মজ্জন নিমজ্জন-দ্বারা ক্লিষ্ট না হইয়া স্থল-মধ্যে বিচরণ করেন; এই রূপে যিনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধচিন্মাত্র অর্থাৎ কেবল জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই আত্মার স্বরূপ লক্ষণ জানেন।

মনুষ্য এইরূপে ভূত সকলের উৎপত্তি ও লয়ের বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া এবং আকাশাদি ভূত-সমুদয়ের বৈষম্য বিলোকন করিয়া অনুত্তম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষত ব্রাহ্মণ হইয়া এই সামর্থ্য লাভ হয় যে, আত্ম জ্ঞান এবং শান্তি অবলম্বন-দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য ইহাই বুঝিয়া পাপ-হীন হয়েন, নিষ্পাপ হইবার অন্য লক্ষণ আর কি আছে? কৃতকৃত্য মনীষিগণ ইহাই বিদিত হইয়া বিমুক্ত হয়েন। অজ্ঞানিগণের পরলোকে অধঃপতনাদি জন্য যে সুমহৎ ভয় উপস্থিত হয়, জ্ঞানিগণের সে ভয়ের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিগণের যে সুমহতী গতি হইয়া থাকে, তদপেক্ষা সমধিক গতি লাভ আর কাহারও হয় না।

কোন মানব উপভোগ্য বনিতা-প্রভৃতি দোষাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে দোষ-দৃষ্টি-দ্বারা

দর্শন করেন, কেহ বা অন্যের তাদৃশ দোষাক্রান্ত বিষয়ে অনুরাগ অবলোকন করিয়া শোক করিয়া থাকেন; কিন্তু জ্ঞানি এবং অজ্ঞানির মধ্যে মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে, ইহা জানিয়া যাঁহারা আরোপিত বা, অনারোপিত শোক বা, শোকাভাবের বিষয় জানেন, তাঁহারাই কুলীন, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যিনি অনভিসন্ধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার সেই নিষ্কাম কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত সমুদয় খণ্ডন করে, নিষ্কাম-কর্ম্মশীল মানবের ইহ জন্ম বা পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্ম সকল প্রিয় বা, অপ্রিয়-জনক হয় না; অতএব তত্ত্ববিদ্যা সম্পাদন করা অবশ্য বিধেয়।

শুকানুপ্রশ্নে অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৪৮॥

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে যে ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যাহা সকল ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্টতম, আপনি আমার নিকটে তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ব্যাসদেব বলিলেন, ঋষিগণ যে পুরাণ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা সমুদয় ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট, তাহা তোমার নিকট বিস্তারক্রমে কহিতেছি, তুমি একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। পিতা যেমন আত্মজ সন্তান সকলকে যত্ন-পূর্ব্বক সংযত করেন, তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে নিষ্পতনশীল এবং প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধি-দ্বারা সংযত করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা সাধনই পরম তপস্যা, তাহা সমস্ত ধর্ম্ম হইতে জ্যায়ান্ এবং তাহাই পরম ধর্ম্ম-রূপে মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া থাকে। মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে মেধা-দ্বারা সন্ধান করিয়া ত্রিপুটী চিন্তনে অনাসক্ত হইয়া আত্ম-তৃপ্তের ন্যায় অবস্থান করিবে। ইন্দ্রিয়গণ যখন বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিষয় সমুদয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাধিষ্ঠান পর-ব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তৎকালে তুমি আপনিই শাশ্বত পরমাত্মাকে অবলোকন করিতে পারিবে।

যে সমস্ত মহানুভাব মনীষিগণ ব্রহ্মবিৎ হয়েন, তাঁহারা সেই ধূম-শূন্য পাবকের ন্যায় নিরুপাধি সর্ব্বময় মহান্ আত্মাকে অবলোকন করেন। ফল-পুষ্প-সমন্বিত বহুশাখ বৃহদ্বৃক্ষ যেমন আপনার ফল পুষ্প কোথায় আছে, কিছুই জানে না, তেমনি অচেতন-বুদ্ধি 'আমি কোথায় যাইব, কোন স্থান হইতে আসিয়াছি' ইহা কিছুই জানিতে পারে না; তবে এই দেহ-মধ্যে বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত অন্তরাত্মা-রূপে যিনি বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বুদ্ধি-প্রভৃতি সকলেরই অভিজ্ঞ এবং সকলকেই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মবিৎ ব্যক্তি প্রদীপ্ত জ্ঞান দীপ-স্বরূপ আত্মা-দ্বারাই আত্মাকে অবলোকন করেন; অতএব তুমি আপনিই আপনাকে দর্শন করিয়া নিরুপাধি এবং সর্ব্ববিৎ হও। তুমি মুক্ত কঞ্চুক ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত এবং ইহলোকে পরম জ্ঞান লাভ করত নিষ্পাপ ও বিজ্বর হইয়া বহু প্রকারে প্রবহমানা লোক-প্রবাহিনী, পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ-সমাকুলা, মনঃ-সঙ্কল্প-তটশালিনী, লোভ-মোহ তৃণাচ্ছন্না, কাম-ক্রোধ-সরীসৃপ-সঙ্কুলা, সত্যতীর্থা, অনৃত-ক্ষোভা, ক্রোধপঙ্ক-সমন্বিতা, অব্যক্ত প্রভবা, শীঘ্র-গামিনী এবং অকৃতাত্ম-জনগণের দুস্তরা, কাম গ্রাহ-সমাকুলা সরিদ্বরা সংসার নদীকে জ্ঞান-দ্বারা প্রতরণ কর।

হে তাত! কৃতপ্রজ্ঞ ধৃতিমন্ত মনীষিগণ সংসার-সাগরগামিনী বাসনা-পাতাল-দুস্তরা আত্ম-জন্মোদ্ভবা জিহ্বাবর্ত্তা যে দুরাসদা সরিদ্বরার পর-পারে গমন করেন, তুমি সেই সরিৎ সন্তরণ করত সর্ব্ব সঙ্গ-বিরহিত, বিধূত-স্বভাব, আত্মবিৎ, শুচি ও সর্ব্ব সংসার হইতে সন্তীর্ণ প্রসন্নাত্মা এবং বিকল্মষ হইয়া পরমোৎকৃষ্ট জ্ঞান অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে। তুমি জ্ঞান-শৈলে সমারূঢ় হইয়া ভূমিষ্ঠ অজ্ঞ-সকলকে অবলোকন কর; তুমি ক্রোধ হীন হর্ষ-বিহীন এবং অনৃশংস মতি হইলে সর্ব্বভূতের

উৎপত্তি ও প্রলয় অবলোকন করিতে পারিবে। ধার্ম্মিকপ্রবর তত্ত্বদর্শি বিদ্বান্ মহর্ষি সকল যোগ-দ্বারা অজ্ঞান-সরিৎ সন্তরণ-স্বরূপ এই ধর্ম্মকে সর্ব্ব-ধর্ম্ম হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়াছেন।

হে তাত! সর্ব্বব্যাপি আত্মার জ্ঞান-স্বরূপ এই অনুশাসন প্রযত, হিত এবং অনুগত পুত্র বা শিষ্য-কে বক্তব্য। হে তাত! এই আত্ম-সাক্ষিক আত্ম-জ্ঞানের বিষয় এইমাত্র তোমাকে যাহা কহিলাম, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুমহৎ গুহ্যতম। এই পরব্রহ্ম স্ত্রী নহেন, ইনি পুরুষ নহেন এবং ইনি নপুংসক নহেন, ইনি অদুঃখ অসুখ এবং ভূতভব্য বর্ত্তমান-স্বরূপ; পুরুষ অথবা যোষিৎ ইহাঁকে জানিলে পুন-র্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না, পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তি না হইবার জন্যই এই ধর্ম্ম বিহিত হইয়া থাকে। হে তাত! আমি যে কোন স্থানে যেমন সমস্ত দর্শনাদির মত সকল বলিয়াছি, তদ্রূপ এই আত্মজ্ঞানের বিষয়ও কীর্ত্তন করিয়াছি; ফলত অধিকারি-ভেদে সেই সকল কথা কোন স্থানে ফলিত, কোন স্থানে বা বিফল হইয়া আছে। অতএব হে সৎ পুত্র! প্রীতিযুক্ত গুণান্বিত দম-সম্পন্ন পুত্র জিজ্ঞাসা করিলে পিতা প্রীতচিত্ত হইয়া, আমি যাহা তোমাকে কহিলাম, তাহাই যথার্থ-রূপে পুত্রের নিকটে কীর্ত্তন করিবেন।

শুকানুপ্রশ্নে একোন পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৪৯॥

ব্যাসদেব বলিলেন, গন্ধ, রস ও সুখের অননুসরণ এবং গন্ধাদি-সমলঙ্কৃত অলঙ্কার সমুদয়ের অননুরোধ অথচ উক্ত ভোগ্যবস্তু সমুদয়ে বিদ্বেষ প্রকাশ না করিয়া ঔদাসীন্য-ভাবে অবস্থান, মান, কীর্ত্তি ও যশো-লাভে অনভিলাষ এবং তৎসমুদয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বনই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের ব্যবহার। গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাচারী ব্যক্তি যদি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং ঋক্, যজু ও সাম সকল বিদিত হয়েন, তথাপি তাঁহাকে মুখ্য ব্রাহ্মণ বলা যায় না; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব বেদবিৎ হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি জ্ঞাতিবৎ ব্যবহার করেন এবং যিনি আত্মজ্ঞান-দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন, কখন যাঁহার মৃত্যু নাই, তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম-দ্বারাও মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না; যিনি বিবিধ ইষ্টি ও বহু দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহার দয়া ও নিষ্কামতা না থাকিলে কদাচ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইতে পারে না; পুরুষ যখন কোন ব্যক্তি হইতে ভয় প্রাপ্ত না হয়েন এবং তাঁহা হইতে কেহ ভীত না হয়, যখন তিনি কোন বিষয় কামনা এবং কোন বিষয়ে বিদ্বেষ না করেন, তৎকালে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। পুরুষ যখন বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা কোন জীবের প্রতি অনিষ্টাচরণ না করেন, তখন ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ইহলোকে একমাত্র কামবন্ধন-বিশিষ্টতর, তাহা হইতে অন্য কোন বন্ধনই দৃঢ়তর নহে; যিনি সেই কাম-বন্ধন মোচন করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হয়েন।

ধূম্রাকার মেঘ হইতে চন্দ্রমা যেমন বিমুক্ত হয়েন, তদ্রূপ রজো-বিহীন ধীর পুরুষ কামবন্ধন হইতে বিমুচ্যমান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করত ধৈর্য্য অব-লম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করেন। অচল-সম স্থির-স্বভাব সম্যক্ পূর্য্যমাণ অর্ণব-মধ্যে অন্য সলিল সকল যে-মন সন্নিবিষ্ট হয়, তদ্রূপ কাম সকল যে পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিই শান্তি লাভ করেন; তাদৃশ পুরুষ কদাচ বিষয়াভিলাষী হয়েন না। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি সঙ্কল্প-মাত্র দ্বারা সমুপস্থিত সুখ সমূহে মনোহর হয়েন, তিনিই ইচ্ছা করিলে স্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; নতুবা স্বর্গাভিলাষী মানব ইচ্ছামাত্রে স্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য দান, দানের রহস্য তপস্যা, তপস্যার রহস্য ত্যাগ, ত্যাগের রহস্য সুখ, সুখের রহস্য স্বর্গ এবং স্বর্গের রহস্য শান্তি। সন্তোষ-বশত যদি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে বাসনার সহিত শোক

ও মোহকে সন্তাপিত করিয়া ক্লেদন কর, ইহাই উৎকৃষ্ট শান্তির লক্ষণ। বিশোক, নির্ম্মম, শান্ত, প্রসন্নচিত্ত, বিমৎসর ও সন্তোষ-সমন্বিত হইয়া যিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান-তৃপ্ত হইয়াছেন, তিনি এই ছয় লক্ষণ-দ্বারা সকলেরই কামনীয় হইয়া থাকেন।

প্রাজ্ঞগণ সত্য, দম, দান, তপস্যা, ত্যাগ ও শমনামক ছয়টি সত্ত্বগুণ-সম্বলিত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-দ্বারা যে আত্মাকে জানিতে পারেন, জীবিত-দেহে সেই আত্মাকে বুদ্ধিস্থ রূপে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত মুক্তলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অকৃত্রিম অর্থাৎ অজন্য, সুতরাং অসংহার্য্য, স্বভাব-সিদ্ধ এবং গুণাধান-মলাপকর্ষণাত্মক-সংস্কার-বিহীন দেহাধিষ্ঠিত সুকৃত আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনিই অব্যয় সুখ উপভোগ করেন। বিষয় সমুদয় হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া আত্মচিন্তনে প্রতিষ্ঠিত করত যোগী জন আত্মা হইতে যে তুষ্টি লাভ করেন, অন্য কোন রূপে তাদৃশী তুষ্টি লাভ হয় না। অভুঞ্জান মানব যাঁহার দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, বিত্তহীন ব্যক্তি যাঁহার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে, স্নেহ-বিহীন জন যাঁহার দ্বারা বলবান্ হয়, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই বেদবিৎ। যে শিষ্ট ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সকলকে প্রমাদ হইতে সম্যক্ রূপে রক্ষা করত ধ্যানাবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তাঁহাকেই আত্ম-রতি বলা যায়। যিনি পরম তত্ত্বে সমাহিত ও বাসনা-বিরহিত হইয়া অবস্থিত রহেন, চন্দ্রমার মূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার সুখ সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভাস্কর-কর্ত্তৃক যেমন তমোরাশি বিদূরিত হয়, তদ্রূপ যে মননশীল যোগী পঞ্চতন্মাত্র মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন, তিনি অনায়াসে সংসার দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন। সেই অতিক্রান্তকর্ম্মা অতিক্রান্ত গুণৈশ্বর্য্য এবং বিষয় নিবহ-কর্ত্তৃক অসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণকে জরা ও মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি যখন সর্ব্বতোভাবে বিরক্ত ও রাগ-দ্বেষ-শূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তৎকালে জীবদ্দেহেই ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরম কারণ পরব্রহ্মকে জানিয়াছেন, সেই পরম পদ প্রাপ্ত পুরুষের সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না।

শুকানুপ্রশ্নে পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম
অধ্যায় ॥ ২৫০ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, সুখ দুঃখ মানাপমান-প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু মানব অর্থ ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে যদি মোক্ষ-জিজ্ঞাসু হয়েন, তবে গুণবান্ বক্তা সেই শিষ্যকে প্রথমত এই সুমহৎ অধ্যাত্ম বিষয় শ্রবণ করাইবেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূত এবং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ এই কয়েকটি ভাব-পদার্থ আর এতদতিরিক্ত অভাব-পদার্থ এবং কাল এই সমুদয়, পঞ্চভূতাত্মক জরায়ুজাদি জীব-মাত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে আকাশ অবকাশ-ভাগাত্মক, শ্রবণেন্দ্রিয় সেই আকাশময়; শারীরিক শাস্ত্রবিধানবিৎ ব্যক্তি আকাশকে শব্দগুণ বলিয়া জানেন। গমনাদি ক্রিয়া-কলাপ মারুতাত্মক, প্রাণ ও অপান প্রভৃতি মরুন্ময়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শকেও তন্ময় জানিবে।

তাপ, পাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু, এই পাঁচটি জ্যোতিঃ-স্বরূপ, তাহার গুণ রূপ, রক্ত, গৌর ও অসিতাত্মক। ক্লেদ, সঙ্কোচ ও স্নেহ, এই তিনটি জলের ধর্ম্ম, অসৃক্ মজ্জা-প্রভৃতি যাহা কিছু স্নিগ্ধপদার্থ আছে, তৎসমুদয় জলময়, রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা ও রস জলের গুণ বলিয়া বিহিত হয়। ধাতু-সংঘাত পার্থিব পদার্থ ; অস্থি, দন্ত, নখ, লোম, শ্মশ্রু, কেশ, শিরা ও চর্ম্ম, এই সমুদয় পৃথিবীময়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নাম নাসিকা, গন্ধই এই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতগণের গুণ-সকল উত্তরোত্তর ভূত-নিচয়ে বর্ত্তমান আছে ; অতএব আকাশে কেবল শব্দগুণ,

বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটিই বিদ্যমান আছে; এই পাঁচটি গুণ প্রাণি-মাত্রেই বিদ্যমান থাকে। মুনিগণ এই পঞ্চভূত সন্ততি এবং অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মকে অষ্টম গণনা করিয়া মনকে এই সকলের মধ্যে নবম বলিয়া থাকেন, বুদ্ধি দশমী-রূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে; অনন্ত আত্মা একাদশ, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ-রূপে উক্ত হয়েন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও সংশয়াত্মক মন, সেই অনন্ত আত্মা কর্ম্মানুমাননিবন্ধন অর্থাৎ সুখ দুঃখ লক্ষণ কর্ম্ম সকলের আশ্রয়ত্ব-বশত ক্ষেত্র সংজ্ঞক জীব-রূপে অনুমেয় হয়েন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই কালাত্মক জীবসমূহ-দ্বারা সমন্বিত সমুদয় প্রাণিপুঞ্জকে যিনি স্বরূপত পাপ হীন অবলোকন করেন, তিনি মোহের অনুসরণ করেন না।

শুকানুপ্রশ্নে এক পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫১॥

ব্যাসদেব বলিলেন, শাস্ত্রবেত্তারা স্থূল-শরীর হইতে বিমুক্ত সূক্ষ্মভূত, সুতরাং দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম-শরীরী আত্মাকে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম যোগানুষ্ঠানাদি দ্বারা দর্শন করেন অর্থাৎ যোগিগণ সমাধি সময়ে লিঙ্গাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। সূর্য্য-মরীচি সকল গগণ মণ্ডলে নিবিড় ভাবে অবস্থান করিলেও স্থূল দৃষ্টি-দ্বারা যেমন দৃশ্যমান হয় না, পরে গুরূপদেশ-বশত তাহাদিগকে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ স্থূল দেহ-সম্বলিত লিঙ্গ-দেহ সকল স্থূল-দৃষ্টির গোচর হয় না। দেহ বিমুক্ত হইলে সেই অতিমানুষ লিঙ্গদেহ সমুদয় সমস্ত লোকে বিচরণ করে, ইহা যোগিগণ অবলোকন করিয়া থাকেন। রবিরশ্মিমণ্ডল যেমন জলরাশি-মধ্যে প্রতি উপাধিতে লক্ষিত হয়, তদ্রূপ যোগি জন সত্ত্ববন্ত ব্যক্তিমাত্রে প্রতি রূপে লিঙ্গদেহ অবলোকন করিয়া থাকেন। সংযতেন্দ্রিয় সত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ শরীর হইতে বিমুক্ত সেই সমুদয় সূক্ষ্ম-শরীরকে স্বকীয় লিঙ্গদেহ-স্বরূপে বিলোকন করেন।

যে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ আত্মাতে কল্পিত কামাদি ব্যসন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা জগৎ কারণ প্রকৃতির অধৈধ, অর্থাৎ প্রকৃতির তাদাত্ম্য যোগৈশ্বর্য্য হইতেও বিমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কি স্বপ্ন সময়ে কি জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন দিবসে তদ্রূপ রজনী সময়ে, যেমন যামিনী কালে, তেমনি দিবাভাগে, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়েই লিঙ্গদেহ বশীভূত রহে। সেই সমস্ত যোগিগণের জীব মহদহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত গুণ-দ্বারা সতত সংযুক্ত থাকিয়া ইন্দ্রাদি লোকসকলে নিরন্তর বিচরণ করত কালত্রয়েও মিথ্যাত্বনিবন্ধন বাধিত হইয়াও ব্যবহার-বশত অজর ও অমর হইয়া থাকে। স্বদেহ পর-দেহবিৎ যোগী যদি মন ও বুদ্ধি-দ্বারা পরাভূত হয়েন, তবে তিনি স্বপ্ন সময়েও সুখ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি স্বপ্ন সময়ে কখন সুখ লাভ করেন, কখন বা দুঃখভোগ করিয়া থাকেন, তৎকালে ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিপদাপন্ন হয়েন। তিনি স্বপ্ন সময়ে বিপুল বিত্ত লাভ করিয়া প্রীত হয়েন, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং জাগ্রদাবস্থায় যেমন বিষয় সকল দর্শন করেন, তৎকালেও তদ্রূপ সমুদয় বস্তু বিলোকন করিয়া থাকেন।

স্বপ্ন সময়ের ন্যায় জীব গর্ব্ভ-মধ্যে জাঠর উষ্মার অন্তর্গত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে; কুক্ষি-মধ্যে দশ মাস বাস করত জীব অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না। সেই অতিতেজস্বী পরমেশ্বরের অংশভূত হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে তমোগুণ ও রজোগুণাবিষ্ট ব্যক্তিগণ দেহ-মধ্যে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। যাঁহারা যোগশাস্ত্র-পরায়ণ হইয়া সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা অচেতন স্থূল-শরীর অমূর্ত্ত সূক্ষ্ম-শরীর এবং বজ্রোপম অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রলয়েও

অবিনাশি কারণ শরীর-সকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। বিভিন্ন রূপে বিহিত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মধ্যে সমাধি সময়ে আমি এই যে যোগের বিষয় কহিলাম, শাণ্ডিল্য মুনি ইহাকেই সন্ন্যাসিগণের শান্তির নিমিত্ত বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ এই সপ্ত সুক্ষ্ম বিষয় এবং সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদি বোধ, স্বতন্ত্রতা, নিয়ত অলুপ্ত-দৃষ্টি ও অনন্ত শক্তি, এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন মহেশ্বরকে বিদিত হইয়া এই জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বিপরিণাম, ইহা যিনি জানেন, তিনি গুরু বেদান্ত বাক্যানুসারে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়েন।

শুকানুপ্রশ্নে দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫২

ব্যাসদেব কহিলেন, হৃদয়ক্ষেত্রে মোহ-মূলক এক বিচিত্র কামতরু বিরাজ করিয়া থাকে; ক্রোধ ও মান তাহার মহাস্কন্ধ, বিধিৎসা তাহার আলবাল, অজ্ঞান তাহার আধার, প্রমাদ তাহার সেচন সলিল, অসুয়া তাহার পত্র এবং সে পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত-দ্বারা সারবান্ হইয়া থাকে। সংমোহ ও চিন্তা তাহার পল্লব, শোক তাহার শাখা এবং ভয় তাহার অঙ্কুর হয়। সেই বৃক্ষ মোহনী-পিপাসা-রূপ লতা-জাল-দ্বারা নিয়ত আবৃত হইয়া থাকে। নিতান্ত লুব্ধ মানবগণ আয়স অর্থাৎ লৌহময়বৎ দৃঢ়তর পাশ-দ্বারা সংযত হইয়া সেই ফলদ মহাবৃক্ষের ফল লাভে অভিলাষ করত তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেবা করে। যিনি সেই সমুদয় পাশকে বশীভূত করিয়া উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করেন, তিনি বৈষয়িক সুখ দুঃখ ত্যাগ করিতে বাসনা করিলে অনায়াসে সুখ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়েন। অকৃতপ্রজ্ঞ অজ্ঞ পুরুষ যে স্রক্ চন্দন বনিতাদি দ্বারা সতত সেই কামতরুকে সম্বর্দ্ধিত করে, বিষগ্রন্থির আতুরঘাতের ন্যায় সেই স্রক্ চন্দন বনিতা-প্রভৃতিই সেই বর্দ্ধককে বিনাশ করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি যোগ প্রসাদে বল-পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পক সমাধি-স্বরূপ উৎকৃষ্ট অসি-দ্বারা সেই মূলানুগত মহাবৃক্ষের মুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। এইরূপে যিনি কেবল কামের নিবর্ত্তন করিতে জানেন, তিনি কাম-শাস্ত্রের বন্ধন বিমোচন-পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করেন।

মহর্ষিগণ ভোগায়তন এই শরীরকে পুর কহিয়া থাকেন; ভোগ জন্য সুখ দুঃখাদির অভিমানিত্ব-নিবন্ধন বুদ্ধিকে ইহার স্বামিনী কহেন। শরীরস্থ মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অমাত্য-স্থানীয়; যেহেতু বিচার-পরায়ণ মন বুদ্ধির ভোগার্থ ইন্দ্রিয়-বিষয়-স্বরূপ ধন সমুদয় অর্পণ করে, ইন্দ্রিয়গণ পুরবাসি-স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-স্বরূপ পৌরগণের পালনার্থ মনের মহতী ক্রিয়া প্রবৃত্তি অর্থাৎ যজ্ঞ-দানাদি-রূপ দৃষ্টাদৃষ্ট ফল-সাধিকা কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। রাজস ও তামস নামক দারুণ দোষ-দ্বয় কর্ম্মফলের অন্যথা করত চিত্ত অমাত্যের কলুষতা সম্পাদন করে। পুরেশ্বর মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সহিত ইন্দ্রিয়-স্বরূপ পৌরগণ এবং দোষযুক্ত চিত্ত অমাত্য-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কর্ম্ম-ফল সুখ দুঃখ-প্রভৃতিকে উপজীব্য করিয়া থাকে। এরূপ হইলে রাজস ও তামস দোষ-দ্বয় অবিহিতমার্গী, অর্থাৎ পরদারাদি ভোগ-দ্বারা সুখাদি রূপ অর্থকে উপজীব্য জ্ঞান করিয়া থাকে। শুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব-নিবন্ধন বুদ্ধি রজোগুণ ও তমোগুণের বশীভূতা না হইলেও মনের প্রাধান্য-বশত দোষ কলুষিত মনের সহিত তাহার সমতা হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়-রূপ পৌরগণ মন হইতে ত্রস্ত হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে, অর্থাৎ মন দুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়গণও দোষ স্পৃষ্ট হইয়া কোন স্থানেই স্থৈর্য্য অবলম্বন করে না। দুষ্ট বুদ্ধি যে বিষয়কে হিতকর বলিয়া নিশ্চয় করে, তাহাও দুঃখদায়ী অনর্থ হইয়া পরিণামে বিনষ্ট হয়। নষ্ট অর্থও দুঃখপ্রদ; কেন না, বুদ্ধির সহিত মন অর্থহানি স্মরণ করিয়াও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সঙ্কল্পরূপে মন যখন বুদ্ধি হইতে

পৃথক্ হয়, তখন তাহাকে কেবল মন বলা যায়, বাস্তবিক তাহাই বুদ্ধি; অতএব তাহার তাপে বুদ্ধিও সন্তপ্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিগত দুঃখৈক ফলদ রজোগুণ সেই বুদ্ধি-মধ্যে বিধৃত, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-রূপে স্থাপিত এই আত্মাকে আবরণ করে, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ পরিতাপ-প্রভৃতি বুদ্ধি ধর্ম্ম-সকল তদুপহিত আত্মাতে প্রকাশ পায়, সুতরাং মন রজোগুণের সহিত সঙ্গত হইয়া সখ্য করে, অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিষয়ে উন্মুখ হয়। সঙ্গত মন সেই আত্মাকে এবং পৌরজন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রজোগুণের ফল দুঃখের নিকটে অর্পণ করে, অর্থাৎ যেমন কোন দুষ্ট অমাত্য রাজা ও নগরবাসি প্রজাগণকে নিজ অধীন করিয়া শত্রু-সন্নিধানে সমর্পণ করে, তদ্রূপ রাজস মন-কর্ত্তৃক আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল বদ্ধ হয়।

শুকানুপ্রশ্নে ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৫৩ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! আকাশাদি ভূতগণের নির্দ্ধারণ-গর্ভ যে অধ্যাত্ম-শাস্ত্র দ্বৈপায়নের মুখ হইতে বিগলিত হইয়াছে, হে অনঘ! তুমি আপনাকে পরম শ্লাঘা-সমন্বিত জ্ঞান করিয়া সেই শাস্ত্র পুনর্ব্বার আমার নিকট শ্রবণ কর। দীপ্ত অনল-সন্নিভ অর্থাৎ অজ্ঞানে অনাবৃত ভগবান্ দ্বৈপায়ন যাহা কহিয়াছেন, হে বৎস! আমি সেই অজ্ঞানাপনোদক শাস্ত্র পুনর্ব্বার কহিতেছি, স্থৈর্য্য, গুরুত্ব, কাঠিন্য, প্রসবার্থতা অর্থাৎ ধান্যাদির উৎপত্তি-নিমিত্ততা, গন্ধ, গুরুত্ব, গন্ধ-গ্রহণ-সামর্থ্য, শ্লিষ্টাবয়বত্ব, স্থাপনা অর্থাৎ মনুষ্যাদির আশ্রয়ত্ব এবং পাঞ্চভৌতিক মনে যে ধৃতির অংশ আছে, তৎসমুদয় ভূমির গুণ; শৈত্য, ক্লেদ, দ্রবত্ব, স্নেহ, সৌম্যতা, রসনেন্দ্রিয়, প্রস্রবণ এবং ভূমিজাত তণ্ডুলাদির পাচন জলের গুণ; দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রাগ, লঘু, তীক্ষ্ণতা এবং সতত ঊর্দ্ধ জ্বলন, এই কয়েকটি অগ্নির গুণ; অনুষ্ণা-শীত-স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়-গোলক, গমনাদি বিষয়ে স্বতন্ত্রতা, বল, শীঘ্রতা, মূত্রাদি মোক্ষণ, উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম, শ্বাস প্রশ্বাস-প্রভৃতি চেষ্টা, প্রাণ-রূপে চিন্ত্বপাধিতা এবং জন্ম মরণ, এই কয়েকটী বায়ুর গুণ; শব্দ, ব্যাপিত্ব, ছিদ্রতা, আশ্রয়ত্বাভাব, আশ্রয়ান্তর শূন্যত্ব, রূপ স্পর্শ-শূন্যতা-নিবন্ধন অব্যক্ততা, অবিকারিতা, অপ্রতীঘাতিতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপাদানতা এবং দেহান্তর্গত ছিদ্র-স্বরূপতা, এই কয়েকটি আকাশের গুণ; সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই পঞ্চাশৎটি গুণ প্রাচীন মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

ধৈর্য্য, উপপত্তি অর্থাৎ ঊহাপোহ কৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা অর্থাৎ মনোরথ-বৃত্তি, ক্ষমা, বৈরাগ্য, রাগ-দ্বেষ-প্রভৃতি এবং অস্থিরত্ব, এই নয়টি মনের গুণ; ইষ্ট ও অনিষ্ট বৃত্তি-বিশেষের বিনাশ, উৎসাহ, চিত্ত-স্থৈর্য্য, সংশয় এবং প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বৃত্তি, এই পাঁচটিকে পণ্ডিতেরা বুদ্ধির গুণ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বুদ্ধি কি কারণে পঞ্চ গুণান্বিত হইল এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই বা কি নিমিত্ত গুণ-রূপে বর্ণিত হইল, আপনি এই সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিষয় সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, বৎস! সামান্যত বুদ্ধির পাঁচটি গুণ উক্ত হইলেও বেদ-বাক্যানুসারে বুদ্ধিকে ষষ্টি গুণ-সম্বলিত বলা যায়; যেহেতু পঞ্চভূতের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশৎ গুণ ও স্বয়ং পঞ্চভূতও বুদ্ধির গুণ-স্বরূপ বলিয়া বুদ্ধি নিজ পঞ্চ গুণের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পঞ্চাশৎ গুণ-সম্বলিত হইয়া ষষ্টি গুণ-সমন্বিত হয়। সেই সমস্ত গুণ নিত্য চৈতন্যের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় বৃত্তি সকল জড় হইলেও চৈতন্য-সম্বন্ধ বশত তাহাদিগের জ্ঞান-রূপত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে; ভূত-সকলের বিভূতি সমুদয় অক্ষর পরব্রহ্ম-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেই সৃষ্টত্ব নিত্য নহে, ইহা বেদ-মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। হে বৎস! জগতের

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-বিষয়ে অন্যবাদিগণ যে বেদ-বিরুদ্ধ যুক্তি বলিয়াছে, তাহা বিচারত দূষিত, সম্প্রতি তুমি ইহলোকে মদুক্ত নিত্যসিদ্ধ পরব্রহ্মের তত্ত্ব-সমুদয় অবগত হইয়া ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য লাভ করত শান্ত-বুদ্ধি হও।

শুকানুপ্রশ্নে চতুষ্পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এই যে সকল মহাবল মহীপাল সৈন্য-মধ্যে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া বসুধাতলে শয়ান রহিয়াছেন, ইহঁাদিগের মধ্যে এক এক জন ভীম-বল-সম্পন্ন, কেহ কেহ বা অযুত নাগ-তুল্য বলশালী, ইহঁারা সমর-ক্ষেত্রে তুল্য-তেজ ও তুল্য-বল বীরগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; সমরাঙ্গনে এই সকল মহাপ্রাণীর সংহার করে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না। ইহঁারা বিপুল বিক্রম-সম্পন্ন এবং বীর্য্য ও বল-সমন্বিত, অথচ এই সকল মহাপ্রাজ্ঞ মানব-গণ গতাসু হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং এই সমস্ত গতপ্রাণ মানবগণে 'মৃত' এই শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে। এই সমুদয় ভীমবিক্রম নর-পতিরা প্রায় অনেকেই মৃত হইয়াছেন; অতএব এ বিষয়ে আমার এই সংশয় জন্মিয়াছে যে, 'মৃত' এই নাম কোথা হইতে হইল? হে অমর-সঙ্কাশ পিতামহ! স্থূল-শরীর বা সূক্ষ্ম-শরীর অথবা আত্মা এই কয়েকের মধ্যে কাহার মৃত্যু হয়? কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত মৃত্যু প্রজা সকলকে হরণ করে? আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অনু-কম্পক নামে এক নরপতি ছিলেন; তিনি সমরে ক্ষীণ-বাহন হইয়া বৈরি-বর্গের বশীভূত হয়েন। বল-বিক্রমে নারায়ণ-সম হরি নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। তিনি সমরে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক সসৈন্যে নিহত হয়েন। বিপক্ষ-বর্গের বশীভূত এবং পুত্র-শোক-সমন্বিত রাজা অনুকম্পক যদৃচ্ছা বশত শান্তি-পরায়ণ হইয়া একদা ভূমণ্ডলে মহর্ষি নারদকে সন্দর্শন করিলেন। সেই জননাথ সমরে পুত্রের নিধন এবং শত্রু-কর্ত্তৃক বন্ধন যেরূপে ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় মহর্ষির সন্নিধানে নিবেদন করিলেন। অনন্তর, তপোধন নারদ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদানীং এই পুত্র-শোকাপহ আখ্যান বলিতে লাগিলেন।

নারদ কহিলেন, হে বসুধাধিপ মহারাজ! এই বহু বিস্তর উপাখ্যান যেরূপে ঘটিয়াছিল এবং আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর! মহাতেজা পিতামহ প্রজা সৃজনকালে বহুল প্রজা সৃষ্টি করিলে তাহারা অতীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কেহই মৃত্যু-বশীভূত হইল না। রাজন্! তৎ-কালে কোন স্থানই প্রাণি-শূন্য ছিল না, ত্রিজগৎ যেন নিরুচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সুতরাং প্রজাপতির অন্তঃ-করণে সংহার চিন্তা সমুৎপন্ন হইল। তিনি চিন্তা করত সংহার বিষয়ে হেতু-সমন্বিত কারণ প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! রোষ-বশত তাঁহার ইন্দ্রিয়-রন্ধ্র সমুদয় হইতে অগ্নি উত্থিত হইল। রাজন্! পিতা-মহ সেই অনল-দ্বারা দিক্ সকল দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! অনন্তর, ভগবৎ কোপ-সম্ভব পাবক দ্যুলোক, ভূলোক, গগণমণ্ডল-স্থিত গ্রহ নক্ষত্র সকল ও স্থাবর জঙ্গম সহ জগৎকে দগ্ধ করিতে লাগিল। পিতামহ মহাক্রোধ বেগে কুপিত হইলে তাঁহার ক্রোধানলে স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

পরিশেষে পিঙ্গলবর্ণ জটা বিশিষ্ট বেদপতি ও যজ্ঞপতি পরবীরহন্তা মহাদেব পিতামহের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। ভগবান্ মহাদেব প্রজাগণের হিত কামনায় প্রজাপতির সন্নিধানে সমাগত হইলে তৎকালে ব্রহ্মা যেন নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া মহাদেবকে কহিলেন, শম্ভো! অদ্য আমি তোমাকে বরার্হ বিবেচনা করিতেছি; অতএব তোমার কোন্

কামনা পূর্ণ করিব ? তোমার হৃদয়ে যে প্রিয় বিষয় বিদ্যমান আছে, অদ্য আমি তাহা পূরণ করিব।

মৃত্যু প্রজাপতি সংবাদে পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫৫॥

স্থাণু কহিলেন, হে প্রভো পিতামহ! প্রজা সৃষ্টি নিমিত্তই আমার এই প্রার্থনা জানিবেন, আপনিই সমুদয় প্রজা সৃজন করিয়াছেন; অতএব ইহাদিগের প্রতি কোপ করিবেন না। হে দেব জগৎপ্রভো! আপনার তেজো-দহনে প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া আমার কারুণ্য হইয়াছে; অতএব আপনি ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিবেন না।

প্রজাপতি কহিলেন, আমি ক্রোধ করি নাই এবং প্রজা সকল না হউক—ইহাও আমার কামনা নহে, কেবল বসুন্ধরার ভার লাঘবের নিমিত্ত এই সংহার কামনা করিতেছি। হে মহাদেব! এই ভারার্ত্তা বসুন্ধরা বহুল ভার-বশত জল-মধ্যে নিমজ্জন করত সতত সংহারার্থ আমাকে উত্তেজনা করেন, আমি এই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত প্রজাগণের সংহার বিষয়ে বুদ্ধি-দ্বারা বহু বিচার করত যখন উপায় অবলোকন করিতে পারিলাম না, তখন ক্রোধ আমাতে আবিষ্ট হইল।

স্থাণু বলিলেন, হে বিবুধেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন, প্রজাগণের সংহারার্থ ক্রোধ করিবেন না, স্থাবর জঙ্গম জীবগণ বিনষ্ট না হউক; সমুদয় পল্বল এমন কি, বল্বজ তৃণ ও স্থাবর জঙ্গম চতুর্ব্বিধ জীব-জাত এই সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত জগৎ উপপ্লুত হইল, অতএব হে সাধো! হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি এই বর প্রার্থনা করিলাম। এই সমস্ত প্রজা, যাহারা নষ্ট হইয়াছে, তাহারা কোন ক্রমেই পুনর্ব্বার আর আগমন করিবে না; অতএব স্বকীয় তেজ-দ্বারাই এই তেজের নিবৃত্তি হউক। হে পিতামহ! এই সকল জন্তুগণ যাহাতে দগ্ধ না হয়, আপনি জীবগণের হিত-কামনায় তাদৃশ অন্য উপায় অবলোকন করুন। হে লোক-নাথেশ্বর! আপনিই আমাকে অহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন; অতএব প্রজাগণের প্রজননের উচ্ছেদ-নিবন্ধন যাহাতে অভাব না হয়, আপনি তাদৃশ কোন উপায় বিধান করুন। হে নাথ! এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; অতএব হে মহাদেব! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, জীবগণ পুনঃপুন মরণানন্তর যেন জন্ম গ্রহণ করে।

নারদ কহিলেন, নিয়ত-বাক্য এবং সংযত-চিত্ত দেব প্রজাপতি মহাদেবের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তরাত্মাতে সেই তেজের প্রতিসংহার করিলেন। অনন্তর, সর্ব্বলোক-পূজিত ভগবান্ প্রভু পিতামহ অগ্নির উপসংহার করিয়া জীবগণের জন্ম ও মরণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহানুভাব প্রজাপতির রোষজ বহ্নির উপসংহার করিবার কালে নিখিল ইন্দ্রিয়-রন্ধ্র হইতে এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই নারী কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ বসন-ধারিণী দিব্য-কুণ্ডল-সম্পন্না, দিব্যাভরণ-ভূষিতা এবং তাঁহার লোচন-যুগল ও করতল কৃষ্ণবর্ণ; তিনি ইন্দ্রিয়-বিবর হইতে বিনিঃসৃত হইবামাত্র দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মা ও রুদ্র উভয়েই সেই কন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। হে মহীপাল! তৎকালে সর্ব্বলোকের আদি-ভূত ঈশ্বর সেই কন্যাকে 'মৃত্যো' এই সম্বোধন-বাক্যে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তুমি এই সমুদয় প্রজা সংহার কর। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সংহার-বুদ্ধি-বশত তোমাকে চিন্তা করিয়াছি; অতএব তুমি কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, সমস্ত প্রজাকে সংহার কর। হে কামিনি! তুমি অবিশেষে প্রজা সংহারে প্রবৃত্ত হও, আমার নিয়োগানুসারে পরম শ্রেয় লাভ করিবে। কমল-মালিনী মৃত্যু-দেবীকে প্রজাপতি এইরূপ কহিলে সেই বালা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর অশ্রুপাতে এককালে যদি সর্ব্বভূত ক্ষয় হয়, এই

আশঙ্কায় প্রজাপতি পাণি যুগল-দ্বারা তদীয় অশ্রু-জল গ্রহণ করিলেন এবং মানবগণের হিতের জন্য পুনরায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

মৃত্যু প্রজাপতি সংবাদে ষট্ পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৫৬ ॥

নারদ কহিলেন, সেই আয়ত-নয়না অবলা আপনিই দুঃখ দূর করিয়া তৎকালে আবর্জ্জিতা লতার ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হে বক্তৃবর! আপনি মাদৃশী অবলাকে কেন সৃজন করিলেন? মাদৃশ অবলা-দ্বারা সর্ব্ব প্রাণির ভয়ঙ্কর রৌদ্রকর্ম্ম কিরূপে সাধিত হইবে? আমি অধর্ম্মকে অতিশয় ভয় করি, অতএব আপনি আমার প্রতি ধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্মের আদেশ করুন; আপনি আমাকে ভয়ার্ত্তা দেখিতেছেন; অতএব কল্যাণ-নয়নে নিরীক্ষণ করুন। হে প্রজেশ্বর! আমি নিরপরাধ বালক, বৃদ্ধ বা, বয়ঃস্থ প্রাণিগণকে হরণ করিতে পারিব না; আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহাদিগের প্রিয় পুত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, মাতা ও পিতা-প্রভৃতিকে আমি হরণ করিব, তাহারা যদি আমাকে অভিসম্পাত করে, এই জন্য আমি অতিশয় ভীত হইতেছি, দুঃখিত প্রাণিগণের অশ্রু-জল চিরকাল আমাকে দহন করিবে; অতএব আমি তাদৃশ প্রাণিপুঞ্জ হইতে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। হে দেব! পাপকর্ম্ম-শীল মানবেরাই শমন-সদনে গমন করে; অতএব হে বরদ! হে প্রভো! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। হে লোক-পিতামহ মহেশ্বর! আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনকার প্রসাদনার্থ আমি তপস্যা করিতে অভিলাষ করি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

প্রজাপতি বলিলেন, হে মৃত্যো! প্রজা সংহারের নিমিত্ত আমি তোমারে সৃষ্টি করিয়াছি; অতএব যাও, সমস্ত প্রজা সংহার কর, এ বিষয়ে আর বিতর্ক করিও না; আমি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা অবশ্য তদ্রূপই হইবে, কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব হে অনিন্দিতে নিষ্পাপে! আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা প্রতিপালন কর।

হে পরপুর-বিজয়ি মহাবাহু মহারাজ! মৃত্যু প্রজাপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কিছুই উত্তর করিলেন না, কেবল নম্রভাবে ভগবানের সন্নিধানে উন্মুখী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; পুনঃপুন বলিলেও সেই ভামিনী যখন গত সত্ত্বার ন্যায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, তখন দেবেশ্বর ব্রহ্মা আপনিই আপনাতে প্রসন্ন হইলেন এবং সেই লোকনাথ বিস্ময়াপন্ন হইয়া সমস্ত লোক নিরীক্ষণ করিলেন।

অনন্তর, সেই পরাজয়-পরিশূন্য ভগবানের রোষ নিবৃত্তি হইলে সেই কন্যা তাঁহার সন্নিধান হইতে গমন করিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের শ্রুত আছে। হে রাজেন্দ্র! মৃত্যু তৎকালে তথা হইতে গমন-পূর্ব্বক প্রজা-সংহার বিষয়ে অনঙ্গীকার করত ত্বরমাণা হইয়া ধেনুক তীর্থে গমন করিলেন। সেই দেবী ধেনুক তীর্থে পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চদশ পদ্ম-সংখ্যা পরিমিত বৎসর এক পদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মৃত্যু সেই স্থলে এইরূপ দুষ্কর তপস্যা করিতে থাকিলে মহাতেজা ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, 'হে মৃত্যো! আমার বাক্য প্রতিপালন কর' মৃত্যু তদ্বাক্যে অনাদর-পূর্ব্বক সত্বরা হইয়া পূর্ব্ববৎ সপ্ত পদ্ম পরিমিত সম্বৎসর এক পদে অবস্থান করিয়া রহিলেন। হে মানদ! এইরূপে পর্য্যায়-ক্রমে তিনি ত্রয়োদশ পদ্ম পরিমিত বৎসর যাপন করিলেন; পরিশেষে তিনি পুনর্ব্বার অযুত পদ্ম পরিমিত বৎসর মৃগগণের সহিত বিচরণ করিলেন। হে মহামতি নরবর! মৃত্যু দুই অযুত বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অনন্তর, তিনি অতি কঠোর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহি-

লেন ; একাধিক সপ্ত সহস্র বর্ষ জল-মধ্যে বাস করিলেন। হে নৃপসত্তম! অনন্তর, সেই কন্যা গণ্ডকী নদীতে গমন করিলেন, তথায় বায়ু ও জল আহার করত পুনর্ব্বার নিয়মাচরণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে সেই মহাভাগা গঙ্গা-সরিৎ ও সুমেরু শৈলে গমন করিলেন। তথায় প্রজাগণের হিত-কামনা-হেতু স্থাণুর ন্যায় কেবল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, হিমালয়-শিখরে যে স্থানে দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় তিনি নিখর্ব্ব সঙ্খ্যক সম্বৎসর অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থান করিয়া রহিলেন এবং পরম যত্নে প্রজাপতিকে পরিতুষ্ট করিলেন। ইত্যবসরে লোক সকলের সৃষ্টি এবং লয়ের কারণ প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, পুত্রি! এ, কি হইতেছে? আমার পূর্ব্ব বাক্য প্রতিপালন কর।

পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃত্যু সেই ভগবান্‌কে পুনরায় কহিলেন, দেব! আমি প্রজাবর্গের সংহার করিব না, পুনর্ব্বার আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি।

দেবদেব পিতামহ সেই কন্যাকে অধর্ম্ম ভয়ে ভীতা এবং পুনরায় প্রার্থনাবতী দেখিয়া নিজ বাক্য নিগ্রহ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে শুভে! তুমি এই সকল প্রজাকে সংযত কর, ইহাতে তোমার অধর্ম্ম নাই। হে কল্যাণি! আমি যাহা কিছু কহিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবে না; সনাতন ধর্ম্ম এই সময়েই তোমাকে আশ্রয় করিবে, আমি ও অন্যান্য বিবুধগণ নিয়ত তোমার হিত-নিরত রহিলাম; তোমার এই কামনা এবং অন্য যাহা কিছু মনোমধ্যে অভিলষিত আছে, তাহা প্রদান করিতেছি; ব্যাধি-পীড়িত প্রজাগণ তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। তুমি প্রতি পুরুষে স্ব-স্বরূপে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে; স্ত্রী সকলে স্ত্রী-রূপিণী হইবে এবং ক্লীব-শরীরে নপুংসকত্ব লাভ করিবে।

মহারাজ! মৃত্যু প্রজাপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুনরায় সেই অব্যয় মহাত্মা দেবেশ্বরের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রজা-সংহারের অনঙ্গীকার বাক্যই প্রয়োগ করিলেন। দেব পিতামহ তৎকালে তাঁহাকে কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি মানবগণকে সংহার কর। হে শুভে! তোমার যাহাতে অধর্ম্ম না হয়, আমি তাহার উপায় চিন্তা করিব। হে মৃত্যো! তোমার যে অশ্রুবিন্দু সকলকে পতিত দেখিয়া তোমার সম্মুখে আমি তাহাদিগকে পাণি-যুগল-দ্বারা ধারণ করিয়াছিলাম, তাহারাই ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইয়া সময় উপস্থিত হইলে মানবগণকে তোমার বশীভূত করিবে। তুমি সমস্ত প্রাণির অন্তকালে এককালে মরণের নিদান কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিবে, তাহা হইলে অমেয় ধর্ম্ম তোমাকে আশ্রয় করিবেন অর্থাৎ কাম ক্রোধের উদ্ভাবন-দ্বারা জীব সকলের সংহার করিলে তুমি রাগ-দ্বেষ শূন্যতা-নিবন্ধন অধর্ম্ম ভাজন হইবে না। তুমি এইরূপে ধর্ম্ম পালন করিবে, কোন ক্রমেই আত্মাকে অধর্ম্মে নিমগ্ন করিবে না; অতএব তুমি ইচ্ছানুসারে নিজ অধিকারে অভিলাষ কর এবং কাম যোজনা করত সম্প্রতি জীব-সংহারে প্রবৃত্ত হও।

মৃত্যু নাম্নী সেই কামিনী তৎকালে শাপ-ভয়ে ভীত হইয়া 'তাহাই করিব' ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন। অনন্তর, তিনি প্রাণিগণের অন্তকালে কাম ক্রোধ প্রেরণ-পূর্ব্বক প্রাণ সকলকে মোহিত করিয়া হনন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মৃত্যুর যে সকল অশ্রুপাত হইয়াছিল, তাহারা ব্যাধি-স্বরূপ, সেই ব্যাধি-দ্বারাই মানবগণের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে; অতএব প্রাণিগণের জীবনাবসানে শোক করা উচিত নহে, সুতরাং তুমি শোক করিও না, বিবেচনা-দ্বারা প্রকৃত বিষয় অবগত হও। হে নৃপবর! ইন্দ্রিয়গণ যেমন সুষুপ্তি সময়ে সৎ বস্তুর সহিত সঙ্গত হইয়া জাগ্রদবস্থায় পুনরাবৃত্ত হয় তদ্রূপ মানবগণ জীবনাবসানে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় পুনরাগমন করিয়া থাকে। ভয়ঙ্কর ধ্বনি-সম্পন্ন

মহাতেজা ভয়ঙ্কর বায়ু সমস্ত প্রাণীর প্রাণভূত, সেই বায়ু দেহিগণের দেহভেদে নানা বৃত্তি অর্থাৎ নানা দেহ গত হইয়া থাকে; অতএব বায়ুই সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিশিষ্টতম। দেবগণ ক্ষীণ-পুণ্য হইলে মর্ত্ত্য হয়েন এবং মর্ত্ত্যগণ কৃত-পুণ্য হইলে দেবত্ব লাভ করেন। অতএব হে নৃপবর! পুত্রের নিমিত্ত শোক করিও না, তোমার পুত্র স্বর্গ লাভ করিয়া প্রমুদিত হইতেছে। এইরূপে দেব-সৃষ্ট মৃত্যু সময় সমাগত হইলে প্রজাগণের সংহার করেন, তাঁহার সেই অশ্রুপাত সকলই ব্যাধি হইয়া সময়ানুসারে জীবগণকে হরণ করিয়া থাকে।

মৃত্যু প্রজাপতি সংবাদে সপ্ত পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সমস্ত মানবগণ আর্য্য, জৈন, ম্লেচ্ছ-প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের নানাত্ব নিবন্ধন তদ্বিষয়ে সন্দিহান হয়েন; অতএব ধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ কি এবং কোথা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে, আপনি আমার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করুন, আর ধর্ম্ম কি ইহলোকের নিমিত্ত, অথবা পরলোকের নিমিত্ত, কিম্বা উভয় লোকের নিমিত্ত, ইহাও আপনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন, বেদ, স্মৃতি ও সদাচার এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ এবং প্রয়োজনকেও পণ্ডিতেরা চতুর্থ ধর্ম্ম লক্ষণ কহিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মের নিমিত্ত হিতকর কর্ম্ম-সকলকে ন্যূনাধিকভাবে নিশ্চয় করেন, গার্হস্থ আশ্রমেও মোক্ষ হয়, অলসেরা সন্ন্যাস অবলম্বন করে, ত্যাগ করিলেই মুক্তি হইয়া থাকে; বিষয়-লম্পট মানবগণ গার্হস্থ আশ্রম কামনা করে, এবম্বিধ বিষয়-ভেদে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ ধর্ম্মের নিয়ম নির্ণীত হইয়াছে। ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্র ধর্ম্মের ফল বিলোকিত হইয়া থাকে, পাপাত্মা মানব নিপুণ ভাবে ধর্ম্ম লাভে অসমর্থ হইয়া পাপযুক্ত হয়। পাপকারী ব্যক্তিগণ আপদ্ কালেও পাপ হইতে মুক্ত হয় না, ইহা কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি আপদ্ কালে পাপবাদী হইলেও অপাপবাদী হইয়া থাকেন, আচারই ধর্ম্মের নিষ্ঠা; অতএব তুমি সেই আচার অবলম্বন করিলেই ধর্ম্মকে জানিতে পারিবে।

ধর্ম্ম-সমাবিষ্ট তস্কর যখন পর-ধন হরণ করে অথবা, অরাজক সময়ে পর-বিত্ত আত্মসাৎ করে, তৎকালে পরম সুখী হয়; কিন্তু তস্করের ধন অন্যে হরণ করিলে সে রাজ-দ্বারে উপনীত হয়, তখন সে যাহারা স্বকীয় ধনে সন্তুষ্ট, তাহাদিগকে স্পৃহা করিয়া থাকে; সে নির্ভয় পবিত্র ও অশঙ্কিত হইয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করে, অন্তরাত্মাতে কিছুমাত্র দুশ্চরিত দর্শন করে না।

সত্য কথনই সাধু, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সত্য-কর্ত্তৃক সমস্ত বিশ্ব বিধৃত হইয়া থাকে, সমুদয় জগৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রৌদ্রকর্ম্মকারি পাপাচারি মানবগণও পৃথক্ পৃথক্ শপথ করিয়া সত্যের আশ্রয়ে অদ্রোহে এবং অবিসম্বাদে অবস্থান করে; তাহারা যদি পরস্পর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তবে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়, পরধন হরণ করা উচিত নহে, ইহা সনাতন ধর্ম্ম।

বলবন্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মকে দুর্ব্বল-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত জ্ঞান করে, যৎ কালে বলবান্দিগের দৈবপ্রতিকূলতা-বশত দৌর্ব্বল্য হয় তখন তাহাদিগেরও ধর্ম্মে রুচি হইয়া থাকে। অত্যন্ত বলবন্ত ব্যক্তিগণও সুখী হয় না; অতএব অনার্জ্জব অর্থাৎ কুটিল কার্য্যে কদাচ বুদ্ধি নিবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। সত্যবাদী ব্যক্তি অসাধু, তস্কর ও রাজা হইতে ভীত হয়েন না; তিনি কোন ব্যক্তির কোন অনিষ্ট করেন না, এজন্য নির্ভয়ে ও পবিত্র হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। গ্রাম-মধ্যে সমাগত মৃগের ন্যায় তস্কর, সকল লোকের নিকটেই শঙ্কিত হয়; সে স্বয়ং যেমন বহুধা পাপ আচরণ করে, অন্যকেও তদ্রূপ দেখে। যে শঠ হয়, সে অন্যকেও শঠ জ্ঞান

করে, আর বিশুদ্ধ-হৃদয় সদাশয় ব্যক্তি সতত মুদিত ও নির্ভয় থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, আত্ম দুশ্চরিত বিষয় আত্ম-ভিন্নে অবলোকন করেন না। সর্ব্বভূত হিতে রত মহর্ষিগণ 'দান কর্ত্তব্য' এইরূপ ধর্ম্ম কহিয়াছেন; ধনবান্ মানবগণ সেই ধর্ম্মকে নির্দ্ধন জনগণ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত জ্ঞান করে। নিয়তি-বশত যখন তাহারাও দৈন্য-দশাপন্ন হয়, তৎকালে তাহাদিগেরও উক্ত ধর্ম্মে অভিরুচি জন্মে; অতএব অত্যন্ত ধনবন্ত ব্যক্তিগণও কদাচ সুখী হয় না। মনুষ্য যখন অন্য-কৃত কর্ম্মকে আত্মকৃত কর্ম্ম বলিতে অভিলাষ করে না, তখন যে কর্ম্মকে আপনার প্রিয় জ্ঞান করে, অন্যের নিমিত্ত তাহা কখনই করিবে না।

যে ব্যক্তি পর পত্নীর উপপতি হয়, সে স্বয়ং দোষী, সুতরাং সে কাহাকে কি বলিতে পারে? সে যদি অন্য ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্য করিতে অবলোকন করে, তবে আমার বোধ হয় যে, তাহাকে কিছু বলিতে না পারিয়া ক্ষমা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, সে কি প্রকারে অন্যকে নিহত করিতে পারে? অতএব আপনার নিমিত্ত যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে, পরের নিমিত্ত তাহাই বাঞ্ছা করা উচিত। স্বকীয় আবশ্যকের অতিরিক্ত ভোগ-সাধন ধনাদি দ্বারা অকিঞ্চন জনগণের ভরণ পোষণ করিবে, এই কারণেই বিধাতা কুসীদ অর্থাৎ বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; দীন দরিদ্রগণের পোষণের নিমিত্তই ধন বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, নতুবা কেবল 'ধনের বৃদ্ধি হউক' এ উদ্দেশ্য অতি নিকৃষ্ট। যে সৎপথে অবস্থিতি করিলে দেবগণও সম্মুখবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তাদৃশ সন্মার্গে নিয়ত বিচরণ করিবে অর্থাৎ সতত দম, দান ও দয়াপর হইবে অথবা, লাভ সময়ে যজ্ঞ দানাদি ধর্ম্মে অনুরক্ত হওয়া উৎকৃষ্ট কল্প।

হে যুধিষ্ঠির! প্রিয়-বাক্য-দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনীষিগণ তাহাকেই ধর্ম্ম কহিয়া থাকেন, যাহা আপনার প্রিয়, অন্যের সম্বন্ধে তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা আপনার প্রিয় নহে, অন্যের জন্য তাহা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের এই লক্ষণ যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহা আলোচনা কর। পুরাকালে বিধাতা সাধুগণের দয়াপ্রধান সৎ চরিত্রকেই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম লাভের নিয়ত নিমিত্ত-রূপে বিধান করিয়াছেন। হে কুরুসত্তম! এই ত তোমার নিকট ধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি কোন ক্রমে অনার্জ্জব কার্য্যে বুদ্ধি নিবেশ করিও না।

ধর্ম্মলক্ষণ কথনে অষ্ট পঞ্চাশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদৈকগম্য সাধু-সমুদ্দিষ্ট ধর্ম্মের লক্ষণ অতিসূক্ষ্ম, আমার কোন প্রতিভা আছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া অনুমান-দ্বারা আমি এই সমুদয় প্রশ্ন করিতেছি; আমার হৃদয়ে প্রভূততর প্রশ্ন ছিল, তাহার অধিকাংশেরই আপনি উত্তর করিয়াছেন; সম্প্রতি অন্য বিধ একটি প্রশ্ন করিতেছি, তদ্বিষয়ে কুতর্ক করিতে আমার আগ্রহ নাই, জিজ্ঞাসাই মুখ্য প্রয়োজন।

হে ভারত! ইহা প্রসিদ্ধই আছে, এই সমুদয় শরীর-বিশিষ্ট ভূত-নিচয় আপনিই জীবন লাভ করিতেছে, আপনিই সৃজন করিতেছে এবং আপনিই উত্তীর্ণ অর্থাৎ দেহাকার হইতে প্রচ্যুত হইতেছে; শ্রুতি আছে যে, অন্ন হইতেই এই সমুদয় জীব জন্ম গ্রহণ করে, জন্ম গ্রহণ করিয়া অন্ন-দ্বারাই জীবিত রহে এবং প্রয়াণ কালে অন্নে গিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে; আপনি কহিয়াছেন, পরের সুখ দুঃখ উৎপাদন-দ্বারা যে ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে, তাহারা কালান্তরে আপনার সুখ দুঃখ-প্রদ হইয়া থাকে; অতএব কেবল বেদাধ্যয়ন-মাত্র-দ্বারা ধর্ম্ম নিশ্চয় করিতে পারা যায় না; কেন না, ব্যবস্থার অভাব-নিবন্ধন বৈদিক ধর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়। সমস্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম স্বতন্ত্র এবং বিষমস্থ লোকের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র; আপদ্ সকলের অন্ত

নাই, সুতরাং ধর্ম্মকেও অনন্ত বলিতে হইবে, অনন্ত হইলেই ধর্ম্ম দুর্জ্ঞেয় হইল; অতএব অব্যবস্থিত বৈদিক ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? আর সদাচারকে আপনি ধর্ম্ম কহিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মাচরণ-দ্বারাই লোকে সৎ হইয়া থাকে; অতএব লক্ষ্য ও লক্ষণের অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ-সম্পর্ক-বশত সদাচারকে ধর্ম্মের লক্ষণ-রূপে কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, কোন প্রাকৃত পুরুষ ধর্ম্ম-রূপে অধর্ম্ম আচরণ করিতেছে এবং কোন অসাধারণ মানব অধর্ম্ম-রূপে ধর্ম্মের আচরণ করিতেছে। শূদ্র জাতির বেদ শ্রবণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইলেও প্রাকৃত শূদ্রগণ ধর্ম্মবুদ্ধি বশত মুমুক্ষু হইয়া বেদান্ত শ্রবণ করিয়া থাকে এবং অগস্ত্য-প্রভৃতি অপ্রাকৃত মহর্ষিগণ বহু হিংসাকর অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন; অতএব ভ্রষ্ট-জনে শিষ্ট-লক্ষণ এবং শিষ্ট-জনে ভ্রষ্ট-লক্ষণ দর্শন-বশত সদাচারেরও নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য; কিন্তু, ধর্ম্মকোবিদ ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, যুগে যুগে বেদ সকলের হ্রাস হইয়া যাইতেছে; অতএব কাল-ভেদে বেদেও যখন ধর্ম্মের অন্যথা দেখা যায়, তখন সেই অনবস্থিত বেদ-বাক্যও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে?

সত্যযুগে ধর্ম্ম সকল স্বতন্ত্র, ত্রেতা ও দ্বাপরে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, কলিযুগে ধর্ম্ম সকল উহা হইতে বিভিন্ন, ইহা যেন শক্তি অনুসারে বিহিত হইয়াছে। 'বেদ-বাক্য সকল সত্য' ইহা কেবল লোক-রঞ্জন-মাত্র, আর বেদ হইতে প্রসৃত হইয়া স্মৃতি সকল সর্ব্বতোমুখ হইয়াছে; অতএব কি প্রকারে স্মৃতি-বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? সকলের প্রমাণ বেদ-বাক্য সমুদয় স্মৃতি-বচনের প্রামাণ্য সিদ্ধি করে, ইহা যদি অঙ্গীকার করা যায় তবে শ্রুতি-বাক্য সকলের নিরপেক্ষত্ব-নিবন্ধন প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয় এবং স্মৃতি-সকল শ্রুতি-সাপেক্ষ বলিয়া অপ্রমাণ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে; কিন্তু অপ্রমাণ-রূপ স্মৃতির সহিত প্রমাণ-স্বরূপ শ্রুতির যখন বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন মূলভূত শ্রুতি-বচনেরও অপ্রমাণত্ব-নিবন্ধন একতর পক্ষপাতিনী যুক্তির বিরহে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়েরই অপ্রমাণ্য-বশত শাস্ত্রত্ব সিদ্ধি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

বলবান্ দুরাত্মগণ-কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ ধর্ম্মের যে যে স্বরূপ বিকৃত হয়, তাহাই প্রনষ্ট হইয়া যায়। আমরা স্বয়ং এই ধর্ম্মকে জানি বা, না জানি, কিম্বা জানিতে পারি অথবা, না পারি, তথাপি ধর্ম্ম ক্ষুরধারাপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং গিরি অপেক্ষাও গুরুতর। ধর্ম্ম প্রথমত গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় অদ্ভুত-রূপে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মকাণ্ডে কথিত আছে যে, 'চাতুর্ম্মাস্য-যাজীর অক্ষয় সুকৃত হয়, আমরা সোম পান করিব, অমর হইব' ইত্যাদি শ্রুতির গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় অদ্ভুতত্ব বিলোকিত হয়; অনন্তর, কবিগণ-কর্ত্তৃক উপনিষৎ মধ্যে ঈক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম পুনরায় অদৃশ্যতা লাভ করে অর্থাৎ কার্য্যমাত্রই অনিত্য, কর্ম্ম-দ্বারা যে লোক জয় করা যায়, তাহারও ক্ষয় হইয়া থাকে, ইত্যাদি উপনিষৎ বাক্য-দ্বারা ধর্ম্মকে অতি তুচ্ছ বোধ হয়।

হে ভারত! পশুগণের পানীয় ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সলিল সকল ক্ষেত্রে সেচন করিলে নিপান-সমুদয় যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ শাশ্বত ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া কলিযুগের শেষে অদৃশ্য হইবে। এইরূপ ভবিষ্য-বিষয়িণী স্মৃতি আছে; নিজেচ্ছা বা, পরেচ্ছা বশত অথবা, অন্য কোন কারণ-নিবন্ধন অনেকানেক অসৎ ব্যক্তি শ্রদ্ধা-হীন হইয়া বৃথা আচার করিয়া থাকে; সাধুগণ-কর্ত্তৃক আচরিত কর্ম্মই ধর্ম্ম-রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু মূঢ় দৃষ্টি-দ্বারা দর্শন করিলে সাধুগণে সেই ধর্ম্মপ্রলাপ-মাত্র বোধ হইয়া থাকে। মূঢ়েরা সাধু সকলকে উন্মত্ত বলিয়া থাকে এবং তাঁহা-দিগকে উপহাস করে। দ্রোণাচার্য্য-প্রভৃতি মহাজনগণ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্যে অনাদর করিয়া

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব সর্ব্বহিতকর কোন ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয় না। অপিচ, আচার-দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিও উৎকৃষ্ট হয় এবং উৎকৃষ্ট বর্ণও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কখন বা কোন ব্যক্তি যদৃচ্ছা-বশত আচার-দ্বারা তুল্যরূপই থাকে, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এবং বশিষ্ঠ-প্রভৃতি এ বিষয়ের বিস্পষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল।

যে আচার-দ্বারা এক ব্যক্তি উন্নত হইতেছে, সেই আচার অপরকে অবনত করিতেছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিলে সমস্ত আচারেরই অনৈকাগ্র্য অর্থাৎ ব্যভিচারিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ চিরকাল যে ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, আপনি তদ্বিষয়ই বর্ণন করিলেন; অতএব সেই পূর্ব্বতন আচার দ্বারা শাশ্বতী মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়া থাকে; পরন্তু আমার বিবেচনা হয় যে, অনাদি অবিদ্যা-প্রবৃত্ত স্বভাব-দ্বারাই সুখ দুঃখ কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বেদপ্রমাণক ধর্ম্ম-দ্বারা সুখ দুঃখাদি কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থা হয় না।

ধর্ম্ম লক্ষণকথনে একোন ষষ্ট্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৫৯॥

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্ম-বিষয়ে জাজলির সহিত তুলাধারের যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রাচীনেরা সেই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। জাজলি নামে কোন বনচর ব্রাহ্মণ অরণ্য-মধ্যে বাস করিতেন; সেই মহাতপা সাগরের উপকূলে বহু তপস্যা করিয়াছিলেন। উক্ত ধীমান্ মুনি সংযত ও নিয়তাহার হইয়া বহু বর্ষব্যাপিয়া চীর, অজিন ও জটা ধারণ-পূর্ব্বক মলিন হইয়াছিলেন। রাজন্! কোন সময়ে সেই মহাতেজা বিপ্রর্ষি সাগর-সলিলে বাস করত সর্ব্বলোক দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া মনের ন্যায় বেগ ধারণ-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি সকাননা সাগরান্তা বসুন্ধরাকে বিলোকন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন যে, স্থাবর জঙ্গম-সমন্বিত জগতের মধ্যে আমার সদৃশ বা, আমার সহিত সলিল-মধ্যে তথা গগণমণ্ডলে নক্ষত্রাদি লোকে গমন করিতে পারে, এমন লোক কেহই নাই। তিনি জল-মধ্যে রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক অদৃশ্যমান থাকিয়া এইরূপ বলিতে থাকিলে, পিশাচগণ তাঁহাকে বলিল, হে দ্বিজসত্তম! তোমার এরূপ কথা বলা উচিত নয়, বারাণসীতে তুলাধার নামে বণিক্ ব্যবসায়ী এক মহাযশস্বী মানব আছেন, তুমি যেরূপ কহিতেছ, তিনিও তদ্রূপ বাক্য বলিতে পারেন না।

মহাতপা জাজলি পিশাচগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া এই প্রত্যুত্তর করিলেন, ভাল, আমি প্রজ্ঞাবান্ যশস্বি তুলাধারকে দর্শন করিতেছি। ঋষি এই কথা বলিলে ভূতগণ তাঁহাকে সাগর হইতে উত্তোলন করিয়া বলিল, হে দ্বিজবর! তুমি এই পথ অবলম্বন করিয়া গমন কর।

জাজলি ভূতগণের তাদৃশ বাক্যে তৎকালে বিমনা হইয়া বারাণসীতে আগমন-পূর্ব্বক তুলাধারের সন্নিধানে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাজলি পূর্ব্বে কি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন? আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, মহাতপা জাজলি ঘোরতর তপস্যাযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান ও আচমন করিতে রত থাকিতেন। সেই স্বাধ্যায়রত দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা-নিয়মে অগ্নি-পরিচর্য্যা করত বানপ্রস্থ বিধান জ্ঞান-পূর্ব্বক বেদ-বিদ্যা-দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বর্ষাকালে আকাশ-শায়ী এবং হেমন্তে জলসংশ্রয়ী হইয়া তপস্যা করিতেন; কিন্তু আপনাকে ধর্ম্মবান্ বলিয়া জানিতেন না। গ্রীষ্মকালে বাতাতপ-সহিষ্ণু হইয়া থাকিতেন, তথাপি আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করিতেন না; তিনি ভূমিতলে বিবিধ দুঃখকর শয্যায় শয়ন করিতেন।

অনন্তর, কোন প্রাবৃট্ সময়ে সেই মুনি অম্বরতল অবলম্বন করত অন্তরীক্ষ হইতে মুহুর্ম্মুহু পতিত জল সকল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জটা সকল ক্লিন্ন ও গ্রথিত হইয়াছিল। তিনি নিয়ত অরণ্যে পর্য্যটন করায় মলিন ও মল-সংযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই মহাতপা কদাচিৎ নিরাহার ও বায়ুভক্ষ্য হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় অব্যগ্রভাবে অবস্থিত ছিলেন, কোন ক্রমে বিচলিত হয়েন নাই। হে ভারত! সেই শাখা-শূন্য তরুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট মুনির মস্তকে চটক পক্ষি-দম্পতী কুলায় নির্ম্মাণ করিল। পক্ষি-দম্পতী তৃণতন্তু-দ্বারা জটা-মধ্যে নীড় নির্ম্মাণ করিতে থাকিলে সেই দয়াবান্ ব্রহ্মর্ষি তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন না। সেই স্থাণু-স্বরূপ মহাতপস্বী যখন কোন ক্রমে বিচলিত না হইলেন, তখন সেই বিহগ-দম্পতী বিশ্বস্ত হইয়া অনায়াসে সেই মহর্ষির মস্তকে বাস করিতে লাগিল। বর্ষাকাল অতীত এবং শরৎ সময় সমাগত হইলে কাম-মোহিত খেচর-মিথুন প্রাকৃতিক ধর্ম্মানুসারে বিশ্বাস-বশত সেই মুনির মস্তকে অণ্ড প্রসব করিল। সেই সংশিতব্রত তেজস্বী বিপ্র তাহা জানিতে পারিলেন, জানিয়াও সেই মহাতেজা জাজলি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তিনি নিয়ত ধর্ম্মনিষ্ঠ থাকায় কদাচ অধর্ম্মে অভিলাষ করেন নাই।

অনন্তর, সেই পক্ষি-যুগল প্রতিদিন তাঁহার মস্তকে আসিয়া আশ্বাসিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া বাস করিত। কালক্রমে অণ্ড-সকল পরিপুষ্ট হইলে তাহা হইতে শাবকগণ জন্ম গ্রহণ করিল এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তথাপি জাজলি বিচলিত হইলেন না। সেই নিশ্চেষ্ট সমাধিনিষ্ঠ ধৃত-ব্রত ধর্ম্মাত্মা চটক পক্ষীর শাবক সকলকে রক্ষা করত তদ্রূপেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সময়ানুসারে চটক শাবক সকলের পক্ষোদ্ভেদ হইল, মুনি তাহা জানিতে পারিলেন। অনন্তর, কোন সময়ে মতিমান্ যত-ব্রত মহর্ষি সেই পক্ষিগণকে অবলোকন করত পরম প্রীত হইলেন, পক্ষি দম্পতীও শাবক সকলকে সম্যক্ বর্দ্ধিষ্ণু দর্শনে হর্ষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে সন্তান সকলের সহিত মুনির মস্তকে বাস করিতে লাগিল। পক্ষি-শাবক সকলের পক্ষ জন্মিলে তাহারা উড্ডীন হইয়া স্থানান্তরে গমন করত সায়ংকালে মুনির মস্তকে পুনর্ব্বার আসিয়া বাস করিত; বিপ্রবর জাজলি তাহাতেও বিচলিত হইতেন না। কোন সময়ে তাহারা জনক জননী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও মুনির মস্তকে আগমন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্থানান্তরে গমন করিত; নিয়তই তাহারা এইরূপ আচরণ করিতে থাকিলেও জাজলি কোনক্রমে স্ব-স্থান হইতে বিচলিত হইতেন না। রাজন্! এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংসময়ে শকুন্ত-সকল নিবাসার্থ সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিত।

কোন সময়ে বিহঙ্গগণ স্থানান্তরে পঞ্চবাসর যাপন করিয়া ষষ্ঠ দিবসে জাজলির মস্তকে আসিয়া উপনীত হইত, ইহাতেও তিনি বিচলিত হইতেন না। ক্রমে ক্রমে সেই শকুন-গণ বলবান্ হইলে স্থানান্তরে বহু বাসর যাপন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইত না; কখন বা এক মাসের জন্য উড্ডীন হইয়া যাইত, পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইত না; কিন্তু জাজলি সেই রূপেই অবস্থিতি করিতেন।

অনন্তর, সেই বিহঙ্গমগণ এককালে উড্ডীন হইয়া গমন করিলে জাজলি বিস্ময়াপন্ন হইয়া 'আমি সিদ্ধ হইয়াছি' ইহা জ্ঞান করিলেন। এইরূপ জ্ঞানের পর ক্ষণেই অভিমান তাঁহাতে আবিষ্ট হইল। ব্রতনিষ্ঠ জাজলি সেই শকুন্তগণকে নিজ মস্তক হইতে এককালে নির্গত হইতে অবলোকন করিয়া আপনাকে সৎকারার্হ জ্ঞান করত একান্ত প্রীত-চিত্ত হইলেন। সেই মহাতপা নদী-সলিলে অবগাহন-পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদানানন্তর সূর্য্যকে সমুদিত দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিলেন। জাপক-প্রবর জাজলি মস্তক-মধ্যে চটক শাবক সকলকে

সম্যক্ বর্দ্ধিত করিয়া ‘আমি ধর্ম্ম-লাভ করিয়াছি’ এই কথা বলিয়া শূন্য প্রদেশে বাহু-স্ফোট করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, এই আকাশ-বাণী হইল যে, জাজলে! তুমি ধর্ম্ম-বিষয়ে তুলাধারের তুল্য হও নাই, বারাণসীতে মহাপ্রাজ্ঞ তুলাধার নামক এক ব্যক্তি অবস্থিতি করেন, হে দ্বিজ! তুমি যেরূপ কথা বলিলে তিনিও তদ্রূপ বাক্য বলিতে পারেন না। রাজন্! জাজলি-মুনি সেই আকাশ-বাণী শ্রবণে অমর্ষ-পরবশ হইয়া তুলাধারকে দর্শন করিবার অভিলাষে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলেন এবং যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বহু-কালের পর তিনি বারাণসী-পুরীতে গমন করিলেন, গমন করিয়া তুলাধারকে পণ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেখিলেন। মূল-ধনোপজীবী তুলাধার বিপ্রবর জাজলিকে আগমন করিতে দেখিবামাত্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন-দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

তুলাধার বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি এই মাত্র আগমন করিতেছেন, ইহা আমি জানিয়াছি সংশয় নাই। হে দ্বিজবর! সম্প্রতি আমি যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি সাগরের সন্নিহিত সজল-প্রদেশে সুমহৎ তপস্যা করিয়াছেন, পূর্ব্বে কখন ধর্ম্মের নামও জানিতেন না অর্থাৎ ‘আমি ধার্ম্মিক’ আপনার এরূপ জ্ঞান ছিল না। হে বিপ্র! পরিশেষে আপনি তপস্যা-দ্বারা সিদ্ধ হইলে শকুন্তগণ অবিলম্বে আপনার মস্তকে জন্ম গ্রহণ করিল, আপনিও তাহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিলেন। হে দ্বিজ! শকুনগণ জাতপক্ষ হইয়া ইতস্তত আহারার্থ সঞ্চরণ করিতে গমন করিলে, আপনি ‘চটক-পালন জন্য ধর্ম্ম হইল’ ইহা মনো-মধ্যে নিশ্চয় করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর, আমাকে উদ্দেশ করিয়া যে আকাশবাণী হইল আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-পরবশ হইলেন এবং তজ্জন্যই এস্থানে আগমন করিলেন। অতএব হে দ্বিজবর! আমি আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, তাহাই বলুন।

তুলাধার জাজলি সংবাদে ষষ্ট্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৬০॥

ভীষ্ম কহিলেন, তৎকালে ধীমান্ তুলাধার সেই জাপক-প্রবর জাজলিকে এই কথা বলিলে তিনি বক্ষ্যমাণ বচনে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন।

জাজলি বলিলেন, হে বণিক্-পুত্র! তুমি সমস্ত রস, গন্ধ, বনস্পতি, ওষধি এবং ফল মূল সমুদয় বিক্রয় করিয়া থাক, তুমি নৈষ্ঠিকী-বুদ্ধি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে এবং কি প্রকারে তোমার এরূপ জ্ঞান হইল? হে মহামতে! এই বিষয়টি বিস্তার-ক্রমে তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! যশস্বী ব্রাহ্মণ-কর্তৃক সেই ধর্ম্মার্থ-তত্ত্ববিৎ বৈশ্য তুলাধার এইরূপ উক্ত হইয়া তৎকালে জ্ঞানতৃপ্ত কঠোর-তপস্বি জাজলিকে সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম সকল কহিতে লাগিলেন।

তুলাধার বলিলেন, হে জাজলে! লোকে সর্ব্বভূত হিতকর যে পুরাণ-ধর্ম্মকে জানে, আমি সেই সরহস্য-সনাতন-ধর্ম্মকে জানি, জীব সকলের দ্রোহ আচরণ না করিয়া অথবা আপদ্ কালে অল্প দ্রোহ আচরণ করিয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। হে জাজলে! আমি তাদৃশ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিয়া থাকি। আমি পরচ্ছিন্ন তৃণ-কাষ্ঠ-দ্বারা এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি। হে বিপ্রর্ষে! অলক্ত, পদ্মক ও তুঙ্গ কাষ্ঠ কস্তূরী প্রভৃতি বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও লবণাদি রস পদার্থ, মদ্য ভিন্ন এই সমস্ত বস্তুই আমি পর হস্তে ক্রয় করিয়া অকপটে বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা বিক্রয় করিয়া থাকি। হে জাজলে! যিনি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ এবং সর্ব্ব-জীবের হিত করিতে নিরত রহেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ।

হে জাজলে! আমি কাহাকেও কোন বিষয়ে অনুরোধ করি না, কাহারও সহিত বিরোধ করি না, কাহারও দ্বেষ করি না এবং কাহারও নিকট কোন বস্তু কামনা করি না, আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, অতএব তুমি আমার ব্রত অবলোকন কর। হে জাজলে! সর্ব্বভূতে আমার তুলাদণ্ড সমান-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হে বিপ্রবর! আমি আকাশমণ্ডল-স্থিত বিবিধাকার ঘনমণ্ডলীর ন্যায় জগতের বিচিত্রতা বিলোকন করত অন্যের কৃত-কার্য্য কদম্বের প্রশংসাও করি না এবং নিন্দাও করি না। হে মতিমন্ জাজলে! এইরূপে তুমি আমাকে সর্ব্বভূতে এবং লোষ্ট, পাষাণ ও কাঞ্চনে সমদর্শী জ্ঞান কর। অন্ধ, বধির ও উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় গোলক সকল সেই সেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ সুরগণ-কর্তৃক আচ্ছাদিত হইলেও তাহারা যেমন উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করত জীবন ধারণ করিয়া থাকে, আমি তদ্দর্শনে আপনাতেই তাদৃশ উপমা দিয়া থাকি। বৃদ্ধ, আতুর ও দুর্ব্বল ব্যক্তি যেমন বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ হয়, তদ্রূপ অর্থ ও কাম্য-বস্তুর উপভোগ বিষয়ে আমারও স্পৃহা নাই। এই জীব যখন কোন প্রাণি হইতে ভয় প্রাপ্ত না হয় এবং ইহা হইতে অন্যে ভীত না হইয়া থাকে; জীব যখন কোন বিষয় কামনা না করেন এবং কাহাকেও দ্বেষ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যাহার ভূত বা ভবিষ্যৎ কোন ধর্ম্ম নাই, যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতের অভয় হয়, তিনিই অভয়-পদ প্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যু-মুখসদৃশ ক্রূরভাষি ও পরুষ দণ্ডধারি যে পুরুষ হইতে সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হয়, সে মহৎ ভয় লাভ করে। আমি যথাবৎ বর্ত্তমান পুত্র-পৌত্র-সমন্বিত অহিংসাময় মহানুভাব বৃদ্ধগণের চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। কোন অংশে বিরুদ্ধ সদাচার-দ্বারা মোহিত শাশ্বত বৈদিক ধর্ম্ম অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে. এই নিমিত্ত বিদ্যাবানই হউন, জিতেন্দ্রিয়ই হউন আর কামক্রোধ বিজয়ী বলবানই হউন সকল ব্যক্তিই ধর্ম্মবিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। যে দান্ত পুরুষ দ্রোহ-শূন্য অন্তঃকরণে সাধুগণের সহিত সদাচরণ করেন, হে জাজলে! সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আচার বশত অবিলম্বে ধর্ম্ম-লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। নদীর প্রবাহে যদৃচ্ছাক্রমে উহ্যমান-কাষ্ঠ যেমন যদৃচ্ছা-বশত অন্য কোন কাষ্ঠের সহিত সঙ্গত হয় এবং সেই স্থানে অন্য কাষ্ঠ সকল পরস্পর সংসৃষ্ট হয়, কখন বা তৃণ কাষ্ঠ করীষ প্রভৃতি দৃষ্ট হয় না, মানবগণের কর্ম্ম-প্রবাহ-দ্বারা পুত্র-দারাদির সংযোগ বিয়োগ তদ্রূপ। যাহা হইতে কোন জীবই কোন রূপে কদাচ উদ্বিগ্ন না হয়, হে মুনে! তিনিই সর্ব্বভূত হইতে সতত অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

হে বিদ্বন্! বাড়বানল হইতে জলচর সকল এবং তীরস্থিত চীৎকারকারি হিংস্র পশু বৃক হইতে বনচর সমুদয় যেমন ভীত হয়, তদ্রূপ যাঁহা হইতে লোক সমুদয় উদ্বেগ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে, সে মহৎ ভয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবগণকে অভয় দান-রূপ আচার যাহাতে সর্ব্বোপায়ে প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়। যিনি সহায় সম্পত্তি সম্পন্ন হয়েন, তিনি ইহলোকে ঐশ্বর্য্যশালী এবং পরলোকে পরম সুখী হয়েন। অতএব কবিগণ শাস্ত্র সকলে অভয়-দাতা-ব্যক্তি-বর্গকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কহেন। যাহাদিগের অন্তঃকরণে অল্পমাত্র বাহ্য সুখ লেখার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহারাও কীর্ত্তির নিমিত্ত অভয় দান করুন এবং নিপুণ মানবগণ পরব্রহ্ম-লাভের নিমিত্ত অভয় দান-ব্রতে দীক্ষিত হউন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান এবং প্রজ্ঞা-সম্পন্ন বাক্য-দ্বারা ইহলোকে যে সকল ফল-ভোগ হইয়া থাকে, অভয়-দান-দ্বারা সেই সমুদয় ফল লাভ হয়। জগতে যিনি সমস্ত প্রাণিকে অভয় দক্ষিণা-দান করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞ-যাজনের ফল-স্বরূপ অভয় দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বভূতের অহিংসা হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

হে মহামুনে! যাঁহা হইতে কোন জীব কদাচ

কোন রূপে উদ্বিগ্ন না হয়, তিনি সমস্ত প্রাণি হইতে অভয় প্রাপ্ত হয়েন, আর গৃহগত সর্পের ন্যায় যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয়, সে ঐহিক বা পারত্রিক ধর্ম্ম-লাভে সমর্থ নহে। যিনি সর্ব্বভূতের আত্ম-ভূত এবং সম্যক্-রূপে সকল জীবকে অবলোকন করেন, সুরগণও সেই ব্রহ্ম-লোকাদি লাভে অনভি-লাষি সাধকের পদাভিলাষি হইয়া তদাচরিত মার্গে সঞ্চরণ করিতে মুগ্ধ হয়েন। হে জাজলে! জীবগণকে অভয়-দান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহা আপনার নিকট সত্য কহিতেছি, অতএব আপনি এ বিষয়ে শ্রদ্ধা করুন। কাম্য-কর্ম্ম সকল স্বর্গফল-সাধন-হেতু কখন সুভগ হয়, কখন বা স্বর্গ-ফল ভোগানন্তর পতনাদি-নিমিত্ত দুর্ভগ হইয়া থাকে, অতএব কাম্য-কর্ম্ম সকলের ক্ষয়িষ্ণুতা বিলো-কন করিয়া সজ্জনগণ সতত তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন। হে জাজলে! স্থূল ধর্ম্ম যজ্ঞাদি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অভয়-দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ফল-হীন হয় না, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ নিমিত্ত বেদে শম দমাদি-সাধন এবং যজ্ঞাদি-ধর্ম্ম প্রবচন বিহিত হইয়াছে। অভয় দান ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা সম্যক্ রূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায় না; বেদ-মধ্যে কোন স্থানে বৈধ-হিংসার বিধি আছে, কোথাও বা, অহিং-সার্থ-বিধি বলবান্ হইয়াছে, সুতরাং বৈদিক-ধর্ম্ম নিতান্ত অন্তর্গূঢ়, আচার সকল জানিতে উদ্যত হই-লেও তন্মধ্যে বহুবিধ বিভিন্ন ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যে সমস্ত বৃষভের বৃষণ ছেদন করা যায় এবং নাসারন্ধ্র ভেদ করা যায়, তাহারা সুমহৎ ভার বহনে সমর্থ হইয়া থাকে, মানবগণ উহাদিগকে বন্ধন এবং দমন করে। যাহারা জীবগণকে হনন-পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে নিন্দা না কর কেন? মানব সকল মনুষ্যদিগকেই দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখে; অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক, তাহারা সজাতীয় দিগকে অহর্নিশ বধ বন্ধন ও নিরোধ করিয়া দুঃখ ভোগ করায় অথচ আপনার বধ বন্ধনে যে দুঃখ হয়, তদ্বিষয়েও তাহারা অনভিজ্ঞ নহে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-সমন্বিত জীব-সমূহে সমুদয় দেবতারাই বসতি করিয়া থাকেন।

আদিত্য, চন্দ্রমা, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, ক্রতু ও যম এই সমস্ত দেবগণ যে জীব-দেহে অবস্থান করেন, সেই সমুদয় জীব-নিচয়কে বিক্রয় করিয়া যখন কোন ফল নাই তখন মৃত-জীবের বিষয়ে বিচারণায় প্রয়ো-জন কি? অজ, অগ্নি, জল, মেষ, অশ্ব, পৃথিবী, ধেনু, বৎস ও সোমরস বিক্রয় করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয় না। অতএব হে ব্রহ্মন্! তৈল, ঘৃত, মধু ও ঔষধ বিক্রয়ের কথা কোন কার্য্যকর নহে। মানবগণ দংশ-মশক-বিবর্জ্জিত দেশে অনায়াসে সম্বর্দ্ধিত পশু সক-লকে তদীয় জননীগণের প্রিয়তম জানিয়াও বহু প্র-কারে আক্রমণ-পূর্ব্বক বহু কর্দ্দম-সমন্বিত বিবিধ দংশ মশকাকুল-দেশে স্থাপন করে, অন্যান্য ধূর্য্যগণ অবিধি-অনুসারে বাহন-দ্বারা পীড়িত হইয়া অবসন্ন হয়। আমার বোধ হয়, এতাদৃশ পশু পীড়ন কর্ম্মাপেক্ষা ভ্রূণ-হত্যা বিশিষ্ট নহে। যাহারা কৃষিকার্য্যকে সাধু জ্ঞান করে, আমি তাহাদিগকেও প্রশংসা করি না; যেহেতু কৃষি-কর্ম্মও অতি সুদারুণ। হে জাজলে! লৌহ-মুখ-লাঙ্গল ভূমি এবং ভূমিশয় সর্পাদি প্রাণি-গণকে নিহত করে এবং হলে নিযুক্ত গো গণের প্রতি অবলোকন কর, তাহারা কত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে। গো সকল অবধ্য, এই নিমিত্ত উহা-দের নাম অঘ্নী; অতএব কোন্ ব্যক্তি ইহাদিগকে হনন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? যে ব্যক্তি বৃষ অথবা, গো হিংসা করে, সে সুমহৎ অমঙ্গল করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ নহুষের নিকট এই বিষয় কহিয়াছিলেন; তাঁহারা বলিয়াছিলেন, গো মাতৃ-স্বরূপ এবং বৃষ প্রজাপতি-স্বরূপ তুমি তাঁহা-দিগের বধ-সাধন করিয়াছ। অতএব হে নহুষ! তুমি অতিশয় অকার্য্য করিয়াছ, তোমার নিমিত্ত আমরা সকলে ব্যথিত হইয়াছি। হে জাজলে! ইন্দ্রের ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত পাপ যেমন নারী সকলে

রজো-রূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই মহাভাগ ঋষিগণ নহুষ-কৃত গো বৃষ হনন-জনিত পাপ-সমুদায়কে সর্ব্বভূত মধ্যে একাধিক শত রোগরূপে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্ম-হত্যা ও গোহত্যা সমান পাপ; অতএব লোকে নহুষকে ভ্রূণ-হত্যাকারী কহিয়া থাকে, সুতরাং আমরা তোমার হবি হোম করিব না। সেই সমুদয় সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শি মহানুভাব জিতেন্দ্রিয় শান্ত মহর্ষিগণ নহুষকে এই কথা বলিয়া ও ধ্যানবলে তাঁহাকে জ্ঞান-পূর্ব্বক গোহত্যা করিতে প্রবৃত্ত না দেখিয়া তৎকৃত পাপ সমুদয় প্রজাগণের প্রতি রোগরূপে সংক্রামিত করিয়াছিলেন।

হে জাজলে! ইহলোকে ঈদৃশ ঘোরতর অশিবকর আচার সকল প্রচলিত থাকিলেও অর্থাৎ মধুপর্কে পশুবধ প্রভৃতি প্রথিত সত্ত্বেও তুমি নিপুণভাবে তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছ না। কারণানুসারে ধর্ম্ম আচরণ করিবে, যাহাতে জীবগণের অভয় হয়, তাহাই ধর্ম্ম জানিবে; গতানুগতিক হইয়া লোক ব্যবহার আচরণ করিবে না। হে জাজলে! শ্রবণ কর, আমাকে যে প্রহার করে, অথবা যে প্রশংসা করে, তাহারা উভয়েই আমার পক্ষে সমান, আমার হর্ষ বিষাদ কিছুই নাই। মনীষিগণ এবম্বিধ ধর্ম্মকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন, যতিগণও যুক্তি-সঙ্গত উক্ত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন, ধর্ম্মশীল মানবগণ নিয়ত নিপুণ-নয়নে উক্ত ধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করেন।

তুলাধার জাজলি সংবাদে একষষ্ট্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৬১॥

জাজলি কহিলেন, তুমি তুলা ধারণ করত এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছ, ইহা দ্বারা জীবগণের স্বর্গদ্বার এবং জীবিকার অবরোধ হইতেছে। কৃষি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়, তুমিও তাহা হইতেই জীবন যাপন করিতেছ। হে বণিক্! মর্ত্ত্যগণ পশু এবং ওষধি-দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে; পশু হিংসা না করিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, তুমি সেই যজ্ঞের নিন্দা করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ করিতেছ। লোক সকল প্রবৃত্তি-মূলক ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

তুলাধার বলিলেন, হে দ্বিজ জাজলে! আমি নিজ বৃত্তির বিষয় বলিতেছি, আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি নাই, যজ্ঞবিৎ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। আমি ব্রাহ্মণ-যজ্ঞকে নমস্কার করি, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ প্রকরণ জানেন, তাঁহারা যোগরূপ নিজ যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে হিংসাময় ক্ষত্রিয়-যজ্ঞ অবলম্বন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! বিত্তপরায়ণ লুব্ধ আস্তিকেরা বেদ-বাক্য-সমুদয় বিজ্ঞাত না হইয়া সত্যের ন্যায় আভাসমান মিথ্যার প্রবর্ত্তন করিবার কারণ 'এই যজ্ঞে এই দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য' এইরূপে যজ্ঞের প্রশস্ততা সাধন করিয়াছেন। হে জাজলে! এই নিমিত্ত যজমানের সাধ্যসত্ত্বেও সমুচিত দক্ষিণা দান না করায় চৌর্য্য ও অকল্যাণকর বিপরীত কার্য্য সকলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নমস্কার-স্বরূপ হবি, স্ব-শাখোক্ত বেদপাঠ এবং ঔষধ-স্বরূপ সুকৃতার্জ্জিত যে হব্য আছে, তদ্দ্বারাই দেবতারা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। শাস্ত্র-নিদর্শনানুসারে সুরগণের পূজা হইয়া থাকে; কামনাবান্ মানবগণের ইষ্টাপূর্ত্ত হইতে বিগুণ সন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করে। যজমান লুব্ধ হইলে তাহার সন্তানও লুব্ধ হয়, যজমান রাগ দ্বেষ-বিহীন হইলে তাহার সন্তানও তাদৃশ হইয়া থাকে, যজমান আপনাকে যেমন জ্ঞান করে, সন্তান সকলও তদ্রূপ হয়। আকাশ হইতে নির্ম্মল জল বর্ষণের ন্যায় যজ্ঞ হইতেই প্রজাগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত আহুতি আদিত্যের নিকটে উপনীত হয়, আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং অন্ন হইতে প্রজাগণ জন্ম গ্রহণ করে। যজ্ঞনিষ্ঠ মানবগণ ফলানুসন্ধান না করিয়া যজ্ঞ হইতেই সমুদয় কাম্য-বস্তু লাভ করিয়াছেন। তৎকালে যজ্ঞের প্রভাবে

পৃথিবীতে বিনাকর্ষণে শস্য উৎপন্ন হইত এবং বৃক্ষ সকল অনায়াসে ফল প্রসব করিত, সুতরাং লোকে কৃষিকার্য্য জন্য ভূমিশয় সর্পাদি প্রাণি হিংসায় লিপ্ত হইত না। তদানীন্তন মানবগণ যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল, কর্ত্তাতে অবলোকন করিতেন না। যাহারা 'যজ্ঞ করিলে ফল আছে কি না' এইরূপ সন্দিহান হইয়া কোন প্রকারে যজ্ঞ করে, তাহারা অসাধু দাম্ভিক ধন-লোলুপ ও লুব্ধ বলিয়া প্রথিত হয়।

হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি কুতর্ক-দ্বারা বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করে, সে উক্ত বিধ অশুভ কর্ম্ম-দ্বারা পাপাচারিদিগের লোকে গমন করিয়া থাকে এবং তাহাকেই ইহলোকে পাপাত্মা ও নিয়ত অকৃতপ্রজ্ঞ বলা যায়, তাদৃশ লোক কদাপি মুক্ত হয় না। নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহার অকরণে ভয় হয়, ইহা যিনি জানেন, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। ইহলোকে যিনি আপনাতে বয়ো-বর্ণের অধ্যাস-পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব ভান না করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিলাষ পরিহার-পূর্ব্বক কর্ম্মাঙ্গ সমুদয়ে ব্রহ্ম-দৃষ্টি করত যাঁহারা অশন-পানাদির ন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা যায়। এতাদৃশ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম বিগুণ হইলে এবং অপবিত্র কুক্কুর শূকর-প্রভৃতি পশুগণ-দ্বারা বিঘ্নিত হইলেও শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন আছে; কিন্তু 'আমার এই কর্ম্ম এই বিঘ্ন-দ্বারা নষ্ট হইয়াছে' এরূপ জ্ঞান হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইহাও শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে।

যে সমস্ত জনগণ সত্যকথন ও ইন্দ্রিয়-সংযমকেই যজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন; পরম পুরুষার্থ লাভে যাঁহাদিগের লোভ রহিয়াছে; বিত্ত বা, বিষয়ে যাঁহাদিগের তৃপ্তি হইয়াছে এবং যাঁহারা পর দিনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ না করেন, তাঁহারাই অমৎসর হইয়া থাকেন। যে সমস্ত যোগনিষ্ঠ জনগণ ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব জানেন ও প্রণব অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা অপরকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। অখিল দেবতা এবং সমস্ত বেদ-স্বরূপ প্রণব ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিতে সংশ্রিত হইয়া আছেন। হে জাজলে! সেই ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি তৃপ্ত হইলে আদিত্যাদি দেবগণ তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হয়েন। যিনি সমস্ত রসে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তিনি যেমন অন্য কোন রসান্তরের অভিনন্দন করেন না, তদ্রূপ প্রজ্ঞান-তৃপ্ত ব্যক্তির অনায়াসে নিত্য তৃপ্তি হইয়া থাকে।

ধর্ম্মই যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয়, ধর্ম্ম-দ্বারাই যাঁহারা সুখী হইয়া থাকেন, তাঁহারাই সমস্ত কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন, আর কর্ম্ম-দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে; সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 'আমাদের স্বরূপ হইতে বুদ্ধি-মধ্যে চিদাভাসময় পুরুষাপেক্ষা বিশ্বব্যাপক আর কেহই নাই' ইহা অবলোকন করেন। যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন সাত্ত্বিক পুরুষ সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা যে স্থানে গমন করিলে শোক করিতে হয় না, প্রচ্যুত হইতে হয় না এবং ব্যথিত হইতে হয় না; সেই পুণ্যাভিজন-নামক অতীব পুণ্যপ্রদ পবিত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা স্বর্গ-কামনা করেন না, ধন-সাধ্য-কর্ম্ম-দ্বারা পরব্রহ্মকে পূজা করিতে অভিলাষী হয়েন না, কেবল সাধুমার্গে অর্থাৎ যোগে অবস্থান করত অহিংসা-দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বনস্পতি, ওষধি ও ফলমূল সমুদয়কে হবনীয়-রূপে জ্ঞান করেন; ধনার্থি ঋত্বিক্‌গণ তাদৃশ নির্ধন যজমানদিগের যাজন করেন না, উক্ত দ্বিজাতিগণের সমস্ত কর্ম্ম সমাপিত হইলেও তাঁহারা প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ কামনা-বশত আপনাকেই অর্থ কল্পনা করত মানস-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। লুব্ধ ঋত্বিক্‌গণ যখন তাদৃশ নির্ধন জনগণকে যাজন না করেন, তখন অবশ্যই তাঁহারা মোক্ষেচ্ছা-বিরহিত ধন-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকেই যাজন করিয়া থাকেন। সাধুগণ স্বধর্ম্মাচরণ-দ্বারা অপর ব্যক্তিবর্গের

উপকার করেন, তাঁহারা সমবুদ্ধি-বশত ধর্ম্ম ফল কামনা করেন না। হে জাজলে! এই নিমিত্তই আমি সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া আছি অর্থাৎ সৎ ও অসৎ বৃত্তির বিভিন্নতা-নিবন্ধন আমি সদাচরণেরই অনুসরণ করিয়া থাকি।

হে মহামুনে! কর্ম্মঠ বা উপাসক ব্রাহ্মণগণ ইহ-লোকে সতত যে সমস্ত পুনরাবৃত্তিপ্রদ মার্গপ্রদর্শক এবং অপুনরাবৃত্তি-প্রদ মার্গ-প্রদর্শক যজ্ঞ যাজন করেন, তাঁহারা সেই সেই দেবযান-পথ-দ্বারা পিতৃ-লোকে এবং দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে জাজলে! দেবযান পথে গমন করিলেও কর্ম্মঠ ব্যক্তির পুনরাগমন হইয়া থাকে, আর মনোনিগ্রহ-শীল উপাসকের পুনরাবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ দিব্য-পথে গমন করিলেও উভয়ের সঙ্কল্প-ভেদ-নিবন্ধন কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণের আবৃত্তি ও উপাসকের অনাবৃত্তি হইয়া থাকে; অতএব কর্ম্মকাণ্ডরত কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণের এবং মনোরোধশীল উপাসক ব্রাহ্মণের মহৎ বৈ-লক্ষণ্য রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প উপাসকগণের মনঃ সঙ্কল্প সিদ্ধি-দ্বারা বৃষ সকল স্বয়ং যুক্ত হইয়া হল বহন করে এবং ধেনু সকল দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকে; তাঁহাদিগের মানসিক যজ্ঞ সঙ্কল্প-দ্বারাই সিদ্ধ হয়; তাঁহারা সিদ্ধ-সঙ্কল্প বলিয়া যূপ দক্ষিণা-প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য-সমুদয় মনের দ্বারাই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যিনি এইরূপে যোগাভ্যাস-দ্বারা চিত্ত শোধন করিয়াছেন, তিনি মধুপর্কে গো হিংসা করিতে পারেন।

হে ব্রহ্মন্! যাঁহারা তাদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত নহেন, তাঁহারা পশু হিংসা করিলে অবশ্যই প্রত্যবায়ভাগী হইবেন, সুতরাং তাঁহাদিগের ওষধি-দ্বারা যজ্ঞ-সাধনই বিহিত হইয়া থাকে। ত্যাগের এরূপ মাহাত্ম্য বলিয়াই আমি ত্যাগের পুরস্কার করিয়া তোমার নিকট তাদৃশ বাক্য বলিলাম। যাঁহার আশা নাই এবং আরম্ভ নাই, যিনি কাহাকেও নম-স্কার বা প্রশংসা করেন না; যিনি ক্ষীণ নহেন অথচ যাঁহার কর্ম্ম সকল ক্ষীণ হইয়াছে, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে জাজলে! যে ব্যক্তি বেদ-শ্রবণ, দেব-যজন ও ব্রাহ্মণগণকে দান না করে, অথচ কামনীয় বৃত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেই অসুর-স্বভাব মানব দৈবমার্গ বা, পিতৃ-মার্গ কোন পথেই গমন করিতে সমর্থ নহে। আশা-রাহিত্য-প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকলকে দেবের ন্যায় সেবনীয় জ্ঞান করিলে যথাবিধি যজ্ঞ-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জাজলি কহিলেন, হে বাণিজ! আমরা আত্মযাজি যোগিগণের তত্ত্ব শ্রবণ করি নাই, এই নিমিত্ত তোমার নিকট এই দুর্জ্ঞেয় বিষয় জিজ্ঞাসা করি-তেছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ এবম্বিধ যোগধর্ম্মের আলোচনা করেন নাই, সুতরাং লোকে এই রহস্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। হে মহাপ্রাজ্ঞ বাণিজ! যদ্যপি আত্ম-তীর্থে অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ যজ্ঞভূমিতে পশুপ্রায় মন্দমতি মানবগণ মানসিক যজ্ঞ-জন্য সুখ লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহারা কোন্ কর্ম্ম দ্বারা সুখলাভে অধিকারী হইবে, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর, আমি তোমাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেছি।

তুলাধার বলিলেন, যে সকল দাম্ভিকগণের যজ্ঞ শ্রদ্ধা-রাহিত্য-নিবন্ধন অযজ্ঞ-রূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা আন্তরিক বা, বাহ্য কোন যজ্ঞ করি-তেই যোগ্য নহে। শ্রদ্দধান মানবের একমাত্র গো-দ্বারাই বাহ্য ক্রতু সিদ্ধ হইয়া থাকে; যেহেতু আজ্য, পয়, দধি, বিশেষত পূর্ণাহুতি, অশক্তের পক্ষে গো-পুচ্ছে পিতৃ-তর্পণ জন্য পুচ্ছলোম, অভি-ষেকাদি-নিবন্ধন গো-শৃঙ্গ এবং খুররজ এই সপ্তবিধ বস্তু-দ্বারা গো যজ্ঞ-সম্ভার সম্পাদন করিয়া থাকে। এই পশু-হিংসা-বিরহিত আজ্যাদি-সাধ্য যজ্ঞবিধি-দ্বারা আজ্যাদি দ্রব্য দেবোদ্দেশে বিনিয়োগের নিমিত্ত মানসিক শ্রদ্ধাকে পত্নীরূপে কল্পনা করিতে হয়; যেহেতু অপত্নীক ব্যক্তির বৈদিক যজ্ঞ সিদ্ধ হয়

না। যজ্ঞকে একান্ত সেবনীয় দৈবত জ্ঞান করিলে যজ্ঞ-রূপী বিষ্ণুকে যথাবৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপবিত্র পশুগণ অপেক্ষা পুরোডাশই পবিত্র-রূপে উক্ত হইয়া থাকে।

হে জাজলে! যাহাতে আত্ম সমাধান হয়, তাহাই যজ্ঞভূমি, আত্মাই সরস্বতী-প্রভৃতি সমস্ত নদী এবং পবিত্র শৈল-তীর্থ-স্বরূপ; অতএব আত্মাকে না জানিয়া অন্য তীর্থে অতিথি হইও না। হে জাজলে! ইহলোকে যিনি এবম্বিধ অহিংসাময় ধর্ম্ম আচরণ করেন এবং অর্থিত্ব বা, সমর্থিত্ব তারতম্যানুসারে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি শুভলোক সমুদয় প্রাপ্ত হয়েন।

ভীষ্ম কহিলেন, তুলাধার এবম্বিধ যুক্তি-সঙ্গত ও সতত সাধুগণ-নিষেবিত এই সমুদয় ধর্ম্মকে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তুলাধার জাজলি-সংবাদে দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥২৬২॥

তুলাধার কহিলেন, সাধু বা, অসাধুগণ-কর্তৃক অবলম্বিত এই পথকে সুন্দর-রূপে প্রত্যক্ষ কর, তাহা হইলেই তাহার যে প্রকার ফল জানিতে পারিবে। এই সমস্ত নানা জাতীয় বিহঙ্গগণ এস্থানে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, তোমার উত্তমাঙ্গে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা এবং শ্যেন ও অন্য জাতীয় পক্ষীও ইহার মধ্যে বিদ্যমান আছে। ইহারা নিজ নীড়ে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়াছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! এই সময় তুমি ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া অবলোকন কর। ঐ দেখ, খগগণ তোমা-কর্তৃক সমাদৃত হইয়া তোমাকে সম্মান করিতেছে। হে জাজলে! পুত্র সকলকে আহ্বান কর, তুমি ইহাদিগের পিতা হইয়াছ, সংশয় নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, সেই জাজলি-কর্তৃক সমাহূত পতত্রিগণ অহিংসাময় ধর্ম্মের বচনানুসারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। ব্রহ্মন্! হিংসা-দ্বারা কৃতকর্ম্ম ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রদ্ধা নষ্ট করে, শ্রদ্ধা নিহত হইলে শ্রদ্ধা-হীন মানবকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। লাভালাভে সমদর্শী, শ্রদ্ধধান, শান্ত, দান্ত, জনগণ 'যজ্ঞ কর্ত্তব্য' এইমাত্র অভিসন্ধি করিয়া অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান অথবা ফলাভিসন্ধি না করিয়া যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তবে তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কদাচ অনিষ্ট ফল প্রসব করে না। হে দ্বিজ! ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধাকে সূর্য্যবৎ প্রকাশমান সত্ত্বের দুহিতা অর্থাৎ সাত্ত্বিকী বলা যায়; সেই শ্রদ্ধা পালন করেন বলিয়া সাবিত্রী এবং বিশুদ্ধ জন্ম প্রদান করেন বলিয়া প্রসবিত্রী রূপে অভিহিত হয়েন। বাক্য ও মন সেই শ্রদ্ধার বহিরঙ্গ অর্থাৎ জপ ও ধ্যান-জনিত ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রদ্ধাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

হে ভারত! মন্ত্রাদি উচ্চারণ কালে স্বর বর্ণ বিপর্য্যাস-দ্বারা যে বাক্য নষ্ট হয় এবং ব্যগ্রচিত্ত-দ্বারা যে দেবতা-ধ্যানাদি বিনষ্ট হয়, শ্রদ্ধা তাহার সমাধান করেন; কিন্তু বাক্য, মন বা, কর্ম্ম শ্রদ্ধা-হীন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ব্রহ্মা-কর্তৃক কথিত এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, শুচি অথচ অশ্রদ্দধান এবং শ্রদ্ধধান অথচ অশুচি ব্যক্তির বিত্তকে দেবতারা যজ্ঞ কর্ম্মে সমান জ্ঞান করেন। শ্রোত্রিয় হইয়াও যে ব্যক্তি কৃপণতা ব্যবহার করে এবং ধান্য বিক্রয় করিয়াও যে বদান্য হয়, দেবগণ বিচার করিয়া তদুভয়ের অন্ন সমানরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা অতিবিষম হইয়াছে। বদান্য ব্যক্তির শ্রদ্ধাপূত অন্ন ভক্ষণীয়, অশ্রদ্ধা-দ্বারা সম্পাদিত অন্ন ভক্ষণীয় নহে, আর কৃপণ ও বৃদ্ধি-জীবীর অন্ন অভোক্তব্য। একমাত্র অশ্রদ্দধান মানব দেবগণকে হবির্দানে যোগ্য

নহে, তাহারও অন্ন অভক্ষণীয়, ইহা ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি-গণ কহিয়া থাকেন।

অশ্রদ্ধাই পরম পাপ-স্বরূপ আর শ্রদ্ধাই পাপ বিমোচন করিয়া থাকে। সর্প যেমন জীর্ণ চর্ম্ম পরি-ত্যাগ করে, শ্রদ্ধাবান্ মানব তদ্রূপ পাপ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধার সহিত নিবৃত্তিমার্গ অব-লম্বনই সমস্ত পবিত্রতার মধ্যে উৎকৃষ্ট; রাগাদি দোষ হইতে যিনি নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই শ্রদ্ধা-বান্ এবং পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, শীলতা এবং ধৈর্য্য অভ্যাসে প্রয়োজন কি? এই শ্রদ্ধাময় পুরুষ সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী-ভেদে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা-মধ্যে যখন যাদৃশ শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হয়েন, তখন তিনি তন্নামে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মার্থদর্শি সাধুগণ এইরূপে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন; ধর্ম্মদর্শন নামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহা হইতে আমরা এইরূপ ধর্ম্মের লক্ষণ জানিয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ জাজলে! তুমি শ্রদ্ধা কর, পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইবে; যিনি বেদ-বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং বেদার্থ অনুষ্ঠান করিতে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তিনিই ধর্ম্মাত্মা। হে জাজলে! যিনি নিজ কর্ত্তব্য পথে অবস্থান করেন, তিনিই গরীয়ান্।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, মহাপ্রাজ্ঞ তুলাধার ও জাজলি অচির কাল-মধ্যে সুরলোকে গমন-পূর্ব্বক স্বকীয় কর্ম্ম-দ্বারা সমুপার্জ্জিত স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইয়া যথা সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। তুলাধার-কর্ত্তৃক এইরূপ বহুবিধ বিষয় ভাষিত হইয়াছিল; তুলাধার সম্যক্ রূপে সনাতন ধর্ম্ম জানিয়াছিলেন এবং জাজলির নিকট কহিয়াছিলেন।

হে কৌন্তেয়! দ্বিজশ্রেষ্ঠ জাজলি সেই বিখ্যাত-বীর্য্য তুলাধারের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া শান্তিপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তুলাধার যথা-বিহিত দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন-দ্বারা মৌন ব্রতানুষ্ঠায়ী বিপ্রবর জাজলির নিকট এইরূপ বহুবিধ বিষয় বলিয়াছিলেন; তুমি এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

তুলাধার জাজলি সংবাদে ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৬৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, পুরুষ পশুগণের প্রতি অনুকম্পা হেতু রাজা বিচখ্নু যাহা বলিয়াছিলেন, প্রাচীনেরা এ বিষয়ে সেই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। উক্ত নৃপতি গোমেধ যজ্ঞে বৃষের শরীর ছিন্ন দর্শনে এবং গো-সকলের নিরতিশয় বিলাপ শ্রবণে কাতর হইয়া যজ্ঞভূমি বিলোকন করত লোক-মধ্যে গো-সকলের 'স্বস্তি হউক' এই বাক্যটিকে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। গো-হিংসা আরম্ভ হইলে উক্ত নৃপতি-কর্ত্তৃক এই আশীর্ব্বচন কল্পিত হইয়াছিল, 'যাহাদিগের মর্য্যাদা বিচলিত হইয়াছে, তাদৃশ বিমূঢ় দেহই আত্মা বা, দেহ ভিন্ন অন্য আত্মা আছে' এইরূপ সংশয়চিত্ত নাস্তিক নরগণ যজ্ঞাদি দ্বারা খ্যাতি লাভে অভিলাষ করত পশু হিংসার প্রশংসা করিয়াছে; কিন্তু সর্ব্ববেদার্থ-তত্ত্ববিৎ ধর্ম্মাত্মা মনু সমস্ত কর্ম্মেই অহিংসারই প্রশংসা করিয়াছেন। যথেচ্ছাচার-বশত মানবগণ যজ্ঞাদি ব্যতিরিক্ত স্থলেও পশু হিংসা করিয়া থাকে; অতএব প্রমাণ-দ্বারা হিংসা এবং অহিংসা উভয়ের বলাবল জানিয়া সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, সর্ব্বভূতের প্রতি হিংসা না করাই সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গ্রাম সমীপে বাস করত সংশিতব্রত হইয়া বেদ-বিহিত চাতুর্ম্মাস্য যাজীর অক্ষয় সুকৃত হয়, ইত্যাদি ফলশ্রুতি পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক আচার-বুদ্ধি-বশত পুরুষ গৃহস্থাচার-বিহীন হইবে অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে; 'পুরুষের পক্ষে ইহাই শ্রেয়' এইরূপ জ্ঞান করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য আশ্রয় কর্ত্তব্য, আর যাহারা ফল কামনা করত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনুষ্য।

মানবগণ যদি যজ্ঞ-বৃক্ষ যূপ-সমুদয়কে উদ্দেশ করিয়া বৃথা মাংস ভক্ষণ করে, তবে তাহা কিছু প্রশংসনীয় ধর্ম্ম নহে। যজ্ঞপরায়ণ মানবগণ কদাচ

বৃথা মাংস ভোজন করেন না; সুরা, মৎস্য, মধু, মাংস, আসব ও কৃশরৌদন অর্থাৎ তিল-মিশ্রিত তণ্ডুল ভক্ষণ ধূর্ত্তগণ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা কিছু বেদ-মধ্যে কল্পিত হয় নাই। অভিমান, মোহ ও লোভ-বশত মানবগণের সুরা-সেবনাদি বিষয়ে লোলতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব যজ্ঞে সর্ব্বব্যাপী আত্মাকেই জানিয়া তৃপ্তি লাভ করেন; পায়স ও পুষ্প-সমূহ-দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তাহাতে মধু মাংস-প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। যে সমস্ত যজ্ঞিয় বৃক্ষ বেদ মধ্যে পরিকল্পিত আছে এবং যাহা কিছু কর্ত্তব্য ও যাহা বিশুদ্ধ আচার দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়া থাকে, মহৎ সত্ত্ব ও শুদ্ধ অন্তঃকরণের সহিত তৎ সমুদয়ই দেবার্হ রূপে বিহিত হয়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, শরীর ও আপদ্ সকল পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে অর্থাৎ আপদ্ শরীর শোষণ করে এবং শরীরও আপদ্ বিনাশের অভিলাষ করিয়া থাকে; অতএব অত্যন্ত হিংসা-শূন্য ব্যক্তির শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ কিপ্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, শরীর যাহাতে গ্লানিযুক্ত বা, মৃত্যু-বশীভূত না হয়, তদ্রূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে এবং সমর্থ হইলে ধর্ম্ম আচরণ করিবে অর্থাৎ শরীরের অবিরোধে ধর্ম্ম আচরণ করিবে, ধর্ম্মের অনুরোধে শরীর নষ্ট করিবে না।

বিচখ্যু গীতায় চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায়॥ ২৬৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের পরম গুরু; অতএব হিংসাময় কর্ম্ম দুষ্কর হইলেও গুরু-বচন-প্রযুক্ত যদি তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তবে বিলম্বে বা অবিলম্বে কিরূপে সেই কার্য্যের পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাই বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, পূর্ব্ব কালে অঙ্গিরার বংশে চিরকৃত কর্ম্ম-দ্বারা যে ঘটনা হইয়াছিল, প্রাচীনেরা এ বিষয়ে সেই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। হে চিরকারিন্! তোমারই মঙ্গল; হে চিরকারিন্! তোমারি মঙ্গল; মেধাবী চিরকারী কখন কোন কর্ম্মে অপরাধী হইতেন না। মহাপ্রাজ্ঞ চিরকারী গৌতমের সন্তান ছিলেন, তিনি বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন; দীর্ঘকাল বিষয় সমুদয় চিন্তা করিতেন; বহুক্ষণ জাগ্রৎ থাকিতেন ও বহু কাল ব্যাপিয়া নিদ্রা যাইতেন এবং বিলম্ব অবলম্বন-পূর্ব্বক কার্য্য-মধ্যে প্রবেশ করিতেন, এই জন্য তাঁহাকে চিরকারী বলে। লঘুবুদ্ধি এবং অদূরদর্শি লোকে তাঁহাকে অলস এবং মন্দমেধা বলিত।

কোন সময়ে গৌতম নিজ পত্নী অহল্যার কোন ব্যভিচার দর্শনে কুপিত হইয়া অপর সন্তান সকলকে অতিক্রম করত চিরকারীকে কহিয়াছিলেন, চিরকারিন্! তুমি তোমার এই জননীকে বধ কর। চিরকারী স্বভাবত বহু ক্ষণের পর 'তাহাই করিব' এইরূপ কহিয়া চিরকারিত্ব-নিবন্ধন বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পিতার আজ্ঞা কি প্রকারে প্রতিপালন না করি! কিরূপেই বা মাতৃহত্যা করি এবং অসাধু লোকের ন্যায় কি প্রকারেই বা এই ধর্ম্ম-সঙ্কটে নিমগ্ন হই! পিতার আজ্ঞা পরম ধর্ম্ম এবং মাতাকে রক্ষা করাই স্বধর্ম্ম, আর পুত্রত্ব একান্তত স্বতন্ত্র নহে; অতএব এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ বিষয় আমাকে পীড়ন না করিতেছে! স্ত্রী হত্যা বিশেষত মাতৃ হত্যা করিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখী হইতে পারে এবং পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া কোন্ জন প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে? পিতাকে অবজ্ঞা না করাই উচিত এবং মাতাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উভয়েরই অনুষ্ঠান করা আমার উচিত হইতেছে; অতএব আমি এই উভয় ধর্ম্মকে কিরূপে অতিক্রম না করি! পিতা স্বকীয় সদ্বৃত্ত, চরিত্র, নাম এবং বংশের রক্ষার জন্য জায়াতে জন্ম গ্রহণ করত আত্মাকে ধারণ করেন; আমি মাতা পিতা উভয়

হইতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, উভয়কেই আপনার উৎপত্তির কারণ জানি; এজ্ঞান আমার কেন না হইবে? জাতকর্ম্ম সময়ে পিতা 'প্রস্তর হও' অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় অচ্ছেদ্য হও এবং 'পরশু হও' অর্থাৎ পরশুর ন্যায় মদীয় শত্রু সকলের ছেদক হও আর উপনয়নের পর গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইলে পিতা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া 'আত্মাই পুত্র নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ' ইত্যাদি বাক্য যাহা কহিয়া থাকেন, পিতার গৌরব নিশ্চয় বিষয়ে তাহাই দৃঢ়তর ও পর্য্যাপ্ত। পিতা প্রতিপালন এবং শিক্ষা দান করেন বলিয়া পরম গুরু এবং পরম ধর্ম্ম-স্বরূপ। পিতা যাহা আদেশ করেন, তাহাই ধর্ম্ম, ইহা বেদ-সকলেও সুনিশ্চিত রহিয়াছে; পুত্রই পিতার প্রীতিপাত্র এবং পিতাই পুত্রের সর্ব্বস্ব। শরীর প্রভৃতি যাহা কিছু দেয় পদার্থ একমাত্র পিতাই তাহা পুত্রকে প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব পিতার আদেশ প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য, কদাচ তাহা বিচার্য্য নহে। যাহারা পিতার আদেশ প্রতিপালন করে, তাহারা পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে। বস্ত্র-প্রভৃতি ভোগ্য-বিষয়ে, অন্নাদি ভোজ্য পদার্থে, বেদাধ্যয়নে, লৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এবং গর্ভাধান সীমন্তোন্নয়ন-প্রভৃতি সমস্ত সংস্কার-কার্য্যে পিতা ধর্ম্ম-স্বরূপ, পিতা স্বর্গ-স্বরূপ এবং পিতাই পরম তপস্যা-স্বরূপ; পিতা প্রীত হইলে দেবতারা সকলেই প্রীত হইয়া থাকেন। পিতা পুত্রকে যাহা কহেন, তাহাই পুত্রের পক্ষে আশীর্ব্বাদ বাক্য; পিতা যদি পুত্রকে সমাদর করেন, তবে পুত্রের সর্ব্ব পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয়। বৃন্ত হইতে পুষ্প এবং বৃক্ষ হইতে ফল সকল প্রচ্যুত হয়, কিন্তু পিতা ক্লেশ পাইলেও স্নেহ-বশত সন্তানকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুত্রের সম্বন্ধে পিতার যেরূপ গৌরব, এই ত তাহা চিন্তা করিলাম, পিতা সাধারণ পদার্থ নহেন, যাহা হউক এক্ষণে জননীর বিষয় চিন্তা করি।

মনুষ্য-দেহ ধারণ করায় আমাতে যে পাঞ্চভৌতিক সমষ্টি রহিয়াছে, অগ্নি উৎপাদনের হেতু অরণির ন্যায় জননীই আমার এই শরীরের হেতু। মাতাই মানব-দেহের অরণি-স্বরূপ, জননীই সমস্ত সুখ-সন্বিধাত্রী, জননী-সত্ত্বে সকলেই সনাথ এবং তাহার বিপর্য্যয় হইলে সকলেই অনাথ হইয়া থাকে। পুরুষ শ্রীহীন হইয়াও মা বলিয়া যদি গৃহে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে শোক করিতে হয় না এবং মাতৃমান্ মানবকে স্থবিরতা আকর্ষণ করিতে পারে না। পুত্র-পৌত্র-সম্পন্ন পুরুষও যদি জননীর নিকট আশ্রিত থাকে, তবে সে শত বর্ষ বয়স্ক হইলেও দ্বিহায়নের ন্যায় আচরণ করে। সুত সমর্থ বা, অসমর্থ হউক, কৃশই হউক বা, অকৃশই হউক, মাতাই তাহাকে যথা-বিধি পোষণ করিয়া থাকেন; তদ্রূপ পোষণ করিতে অন্য কেহ সমর্থ নহে।

মনুষ্যের যখন মাতৃবিয়োগ হয়, তখনই তিনি বৃদ্ধ হয়েন, তখনি তিনি দুঃখিত হয়েন এবং তৎকালেই তাঁহার সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হয়। জননীর সমান সন্তাপহারিণী আর কেহই নাই; মাতার তুল্য আশ্রয়-স্থান আর কেহই নহে। প্রসূতির সদৃশ ত্রাণকারিণী অন্য কেহই নাই এবং মাতার ন্যায় প্রিয়বাদিনী আর কেহই নাই। জননী সন্তানকে কুক্ষি-মধ্যে ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম ধাত্রী; তাঁহা হইতে জন্ম হয় বলিয়া তাঁহাকে জননী বলা যায়; তাঁহা হইতে অঙ্গ সকলের পরিপুষ্টি হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অম্বা বলা যায় এবং তিনি বীর পুত্র প্রসব করেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে বীরসূ বলে। মাতা শিশুর শুশ্রূষা করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে শুশ্রূ বলা যায়; মাতাই অব্যবহিত শরীর-স্বরূপ; অতএব যাহার মেদো-মজ্জা-বিহীন মস্তক শুষ্ক অলাবুর ন্যায় পথি-মধ্যে পতিত হয় নাই, তাদৃশ কোন্ চেতনাবান্ মানব মাতৃহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে? দম্পতীর প্রাণ সংশ্লেষ সময়ে অর্থাৎ মৈথুন কালে যে অভিসন্ধি কৃত হয় অর্থাৎ

আমার পুত্র গৌরবর্ণ এবং সম্পূর্ণ পরমায়ু-বিশিষ্ট হউক, পিতা মাতা উভয়েরই এইরূপ অভিলাষ হইলেও মাতারই তাদৃশ অভিলাষে যথার্থ কর্ত্তৃত্ব আছে। পুত্র যে গোত্রে যাহার ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহা মাতাই জানেন। মাতা পুত্রকে গর্ব্ভে ধারণ করেন বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ হইয়া থাকে; অতএব প্রত্যুপকারের নিমিত্ত মাতার প্রতি ভক্তি ও স্নেহ করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

'ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে ব্যভিচার করিব না' স্বয়ং এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক পাণি-গ্রহণ ও সহধর্ম্ম আচরণ করিয়া পুরুষ যদি পরদারে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাদৃশ পুরুষ কদাচ আদরণীয় নহে; কিন্তু মদীয় পিতা তাদৃশ নহেন; অতএব তাঁহার আদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য। তবে কি পিতার আদেশে মাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হইব? না, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পত্নীকে ভরণ করেন বলিয়া পতির নাম ভর্ত্তা এবং পালন করেন, এই জন্য পতি নাম হইয়াছে। যাঁহার ভর্ত্তৃত্ব ও পতিত্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, তিনি ভর্ত্তা নহেন এবং পতিও নহেন; অতএব যিনি পালনীয়া ভার্য্যার প্রাণ নাশে আদেশ করিয়াছেন, সেই ভর্ত্তৃত্বাদি গুণ-শূন্য উন্মত্তের ন্যায় পিতার আদেশে মাতাকে হিংসা করা কদাচ ন্যায্য নহে।

পুরুষ যদি প্রার্থয়িতা না হয়, তবে স্ত্রী কখন ব্যভি-চারিণী হইতে পারে না; অতএব ব্যভিচার-দোষে স্ত্রী অপরাধিনী নহে, পুরুষই সুমহৎ ব্যভিচার দোষ আচরণ করত অপরাধী হইয়া থাকে। ভর্ত্তাই স্ত্রী-লোকের পরম শ্রেষ্ঠ ও পরম দেবতা-স্বরূপ; অতএব তদীয় বেশধারি ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়া পর পুরুষ বোধ না হওয়ায় নিজ পতি বোধেই যখন আমার জননী ইন্দ্রকে অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ইহাতে কোন অপরাধ হইতে পারে না, দেবরাজই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধী।

অবলাগণ অল্প-বল-নিবন্ধন সকল কার্য্যেই পুরুষের অধীন; অতএব তাহাদিগের কোন অপরাধ হইতে পারে না।. পুরুষ সকল বিষয়ে অপরাধী; কেন না, বলাৎকার কৃত ব্যভিচার বিষয়ে অঙ্গনাগণের অপরাধ নাই, পুরুষই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী। মৈথুন জন্য তৃপ্তির নিমিত্ত কোন রমণী ইন্দ্রের প্রতি যে বাক্য বলিয়াছিল, দেবরাজ সেই বাক্য ব্যক্তরূপ স্মরণ করিয়া দেওয়ায় সম্পূর্ণ রূপে অপরাধী হইয়াছেন, সংশয় নাই; সুতরাং ইন্দ্রের অপরাধে আমার মাতৃ হত্যা করা ন্যায্য হয় না। যাহা হউক, একে নারী, তাহাতে সমধিক গৌরবশালিনী জননী অবধ্যা, ইহা পশু-সদৃশ অবিচক্ষণ জনগণও বিশেষ রূপে জানে; অতএব আমি কিরূপে জননীর জীবন সংহার করিব? পণ্ডিতেরা পিতাকে সমস্ত দেবতার সমবায় বলিয়া জানেন অর্থাৎ পিতাকে পরিতুষ্ট করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, আর মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য সকলের সমবায় স্নেহ-বশত মাতার সন্নিহিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মাতা ইহলোকে পালয়িত্রী এবং অদৃষ্ট-দ্বারা পরলোকে পরম সুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

চিরকারী চিরকারিত্ব-নিবন্ধন এইরূপে বহু বিবেচনা করিতে থাকিলে দীর্ঘকাল অতীত হইল। তদনন্তর, তাঁহার পিতা তদীয় সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মেধাতিথি গৌতম তপস্যায় কাল যাপন করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি নিজ পত্নীর মরণের অনৌচিত্য বিবেচনা করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া দুঃখ-বশত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং ধৈর্য্যের প্রসাদে পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, ত্রিলোকেশ্বর পুরন্দর অতিথিব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বাক্য-দ্বারা বিশ্রান্ত করিয়া স্বাগত প্রশ্নে সমাদর-পূর্ব্বক যথা ন্যায়ে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলাম এবং কহিলাম, "অদ্য আপনি আমার আশ্রমে আগমন করায় আমি সনাথ হই-

লাম। দেবরাজ প্রীত হইবেন বলিয়াই আমি এই সকল কথা কহিয়াছিলাম, এ বিষয়-চিন্তা করিলে বোধ হয়, এই অমঙ্গল ঘটিলে অর্থাৎ ইন্দ্রের চপলতা বশত মদীয় পত্নীতে দোষস্পর্শ হইলে অহল্যার তাহাতে কোন অপরাধ হয় নাই। অতএব এবিষয়ে অহল্যা, আমি ও স্বর্গ-পথ-গামী ত্রিদশেশ্বর এই তিনের মধ্যে কেহই অপরাধী নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রমাদই এবিষয়ে অপরাধী। ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ কহেন, প্রমাদ-বশতই ঈর্ষ্যা-জনিত বিপদ্ ঘটে, আমি ঈর্ষ্যা-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দুষ্কৃত-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; সতী সীমন্তিনী ভরণীয়া-ভার্য্যা অনভিজ্ঞতা-বশত পর-পুরুষ-সংসর্গ করায় আমি তাহাকে নিহত করিতে অনুমতি করিয়াছি, এক্ষণে কে আমাকে সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে? আমি প্রমাদ-বশত উদার-বুদ্ধি চিরকারীকে মাতৃ হত্যা করিতে আজ্ঞা দিয়াছি; অদ্য সে যদি চিরকারী হয়, তবে সেই আমাকে এই পাতক হইতে পরিত্রাণ করিবে।

চিরকারিন্! তোমার কল্যাণ হউক, চিরকারিন্! তোমার মঙ্গল হউক, অদ্য যদি তুমি চিরকারী হও, তবেই তুমি যথার্থ চিরকারী নাম ধারণ করিয়াছ। অদ্য তুমি আমাকে এবং নিজ জননীকে পরিত্রাণ কর; আমি যে তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা রক্ষা কর এবং আত্মাকে পাপ-পুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ করিয়া চিরকারী নামে বিখ্যাত হও। তোমার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা-বশত চিরকারিত্ব গুণ স্বভাব সিদ্ধ, অদ্য তোমার সেই গুণ সফল হউক, তুমি চিরকারী হও।

হে চিরকারিক! মাতা তোমাকে প্রাপ্তিলালসায় চিরকাল আশা করিয়াছিলেন, চিরকাল গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; অতএব সম্প্রতি তুমি আপন চিরকারিত্ব গুণ সফল কর। হে চিরকারিক! আমাদিগের চির-সন্তাপ নিরীক্ষণ করিয়া তুমি মদীয় আদেশ-পালনে প্রবৃত্ত হইয়াও বোধ হয় বিলম্ব করিতেছ।

রাজন্! মহর্ষি গৌতম তৎকালে এইরূপে অতিশয় দুঃখিত হইয়া সন্নিহিত পুত্র চিরকারীকে নিরীক্ষণ করিলেন, চিরকারীও পিতাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে পিতাকে প্রসন্ন করিতে উপক্রম করিলেন। অনন্তর, গৌতম তাঁহাকে অবনত-মস্তকে ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং পত্নীকে লজ্জায় পাষাণ-প্রায় বিলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহাত্মা গৃহস্থ গৌতম নির্জ্জন অরণ্য-মধ্যে সেই পত্নীর সহিত এবং সেই সমাহিত পুত্রের সহিত তদবধি পৃথক্‌ভাব অবলম্বন করেন নাই। তিনি 'হনন কর' এইরূপ আদেশ করিয়া আত্ম-কর্ম্ম সাধনার্থ প্রবাসে গমন করিলে, তদীয় পুত্র প্রসবিত্রীর নিমিত্ত শস্ত্রপাণি হইয়াও বিনীতভাবে দণ্ডায়মান ছিল, পরে তিনি আশ্রমে আগমন করিলে স্বকীয় চরণ-যুগলে অবনত পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ইহাই বিবেচনা হইল যে, চিরকারী ভয়-বশত শস্ত্র-গ্রহণ চাপল্য সম্বরণ করিতেছে। অনন্তর, পিতা বহুক্ষণ প্রশংসা ও মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক বাহু-যুগল বিস্তার করত পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া 'চিরজীবী হও' এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রীতি-হর্ষ-সমন্বিত মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম এইরূপে পুত্রকে অভিনন্দন করত বক্ষ্যমাণ প্রকারে বলিতে লাগিলেন।

চিরকারিক! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি চিরকাল চিরকারী হও। হে সৌম্য! চিরকালের জন্য তোমার চিরকারিত্ব হইলে আমি কখন দুঃখিত হইব না। মুনিসত্তম বিদ্বান্ গৌতম ধীর-মতি চিরকারিগণের গুণোৎকীর্ত্তন-সমন্বিত এই সমস্ত গাথা কহিয়াছিলেন। চিরকাল বিবেচনা করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা-বন্ধন করিবে, চিরকাল বিবেচনা করিয়া কৃত কার্য্য পরিত্যাগ করিবে, চিরকাল চিন্তা করিয়া মিত্রতা করিলে তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। রাগ, দর্প, অভিমান, দ্রোহ, পাপকার্য্য, অপ্রিয়কার্য্য

এবং কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে চিরকারী মানব প্রশস্ত হয়। সুহৃৎ, বন্ধু, ভৃত্য এবং স্ত্রীলোকের অব্যক্ত অপরাধ বিষয়ে চিরকারী ব্যক্তি প্রশস্ত হইয়া থাকে।

হে কুরু-বংশ-বর্দ্ধন ভারত! এইরূপে গৌতম পুত্রের চিরকারিত্ব-নিবন্ধন তাদৃশ কর্ম্ম-দ্বারা তৎকালে প্রীত হইয়াছিলেন; অতএব পুরুষ কার্য্যমাত্রেই এইরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক চিরক্ষণ নিশ্চয় করিলে কখন পরিতাপগ্রস্ত হয় না। যিনি চিরকাল রোষ ধারণ করিয়া থাকেন, চিরকালই কর্ম্মে নিয়মিত রহেন, তিনি কিছুমাত্র পশ্চাত্তাপ-কর কার্য্যে লিপ্ত হয়েন না। চিরকাল বৃদ্ধগণের উপাসনা করিবে, চিরকাল তাঁহাদিগের পশ্চাৎ উপবেশন-পূর্ব্বক সৎকার করিবে, চিরকাল ধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত রহিবে এবং চিরকাল ধর্ম্মের অন্বেষণ করিবে। চিরকাল বিদ্বান্দিগের সংসর্গ, শিষ্টগণের সেবা এবং আত্মাকে বিনীত করিলে চিরকালের জন্য অনবজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে, অপর-কর্ত্তৃক বহুক্ষণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্ম-সমন্বিত বাক্য বলিবে, তাহা হইলে চিরকাল পরিতপ্ত হইতে হইবে না। মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৌতম সেই আশ্রমে বহুল বৎসর যাপন করিয়া পরিশেষে পুত্রের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

চিরকারিকোপাখ্যানে পঞ্চষষ্ট্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৬৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সাধুপ্রবর পিতামহ! রাজা কি প্রকারে প্রজা রক্ষা করিবেন? কি প্রকারেই বা দণ্ড-বিধান রহিত করিয়া প্রাণি-হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন? তাহাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি উক্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন

ভীষ্ম কহিলেন, রাজা সত্যবানের সহিত দ্যুমৎসেনের কথোপকথন-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে প্রাচীনেরা এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি, পিতার অনুশাসন-বশত সত্যবান্-কর্ত্তৃক দণ্ডার্হ জনগণ বধের নিমিত্ত উন্নীত হইলে 'দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণের দণ্ড না হইবার বিষয় পূর্ব্বে কেহ কহেন নাই' সত্যবান্ ইহাই কহিয়াছিলেন। অধর্ম্ম কখন ধর্ম্ম হয় এবং ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম হইয়া থাকে; 'কিন্তু প্রাণি-হিংসা করা ধর্ম্ম' ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, হে সত্যবন্! অহিংসাই যদি ধর্ম্ম হইল, তবে রাজা দস্যুগণের দমনার্থ তাহাদিগকে নিহত না করিলে বর্ণ সঙ্করাদি নানা দোষ ঘটে, তবে হিংসা না করিলে যখন ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, তখন কেবল অহিংসাকেই কি প্রকারে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? আর অধর্ম্ম-প্রধান কলিযুগে 'এই বস্তু আমার ইহা উহার' এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না আর দস্যুগণ নিহত না হইলে তীর্থ-যাত্রা এবং বাণিজ্য ব্যবহার প্রভৃতি নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন; অতএব হিংসা-দ্বারা যাহাতে বর্ণ সঙ্কর না হয়, তদ্বিষয় যদি তোমার বিদিত থাকে তবে তুমি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সত্যবান্ বলিলেন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণত্রয়কে ব্রাহ্মণের অধীন করা কর্ত্তব্য, উক্ত বর্ণত্রয় ধর্ম্ম-পাশে নিবদ্ধ হইলে অন্যান্য প্রতিলোম এবং অনুলোম-জাত সূত মাগধ প্রভৃতি সঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় ধর্ম্ম আচরণ করিবে। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য অতিক্রম করিবে, ব্রাহ্মণ তাহার বিষয় নৃপতির গোচর করিবেন যে, এব্যক্তি আমার বাক্য শ্রবণ করে না, সুতরাং রাজা তাহার দণ্ড-বিধান করিবেন। নীতিশাস্ত্র যথাবিধি আলোচনা না করিয়া শরীরের অবিনাশ বিষয়ে যে শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা করা উচিত নহে। নৃপতি দস্যুগণকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তৎসমভিব্যাহারে অনেকানেক নিরপরাধ ব্যক্তিকেও নিহত করিয়া থাকেন

এবং একজন পুরুষ নিহত হইলে তাহার পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্র প্রভৃতি নিহত হইয়া থাকে; অতএব অন্যে অপকার করিলেও রাজার সম্যক্-রূপে বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসাধু ব্যক্তিও কোন সময়ে সাধুর চরিত্র লাভ করে এবং অসাধু হইতে সাধু-সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; অতএব সমূলে সংহার কর্ত্তব্য নহে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম; হিংসা না করিলেও অন্যান্য কার্য্য-বশত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়, ইহা নিশ্চয় বাক্য।

উদ্বেজন অর্থাৎ সর্ব্বস্ব অপহরণাদি ভয় প্রদর্শন, বন্ধন, বিরূপ-করণ ও বধ দণ্ড-দ্বারা দস্যুগণের ভার্য্যা প্রভৃতিকে পুরোহিত সমাজে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। দস্যুগণ যখন পুরোহিতের নিকটে শরণাগত হইয়া 'ব্রহ্মন্! আমরা পুনরায় এরূপ পাপ-কর্ম্ম করিব না' এই কথা বলিবে, তখন তাহাদিগকে বিসর্জ্জন করা বিহিত, ইহাই বিধাতার শাসন। দণ্ড ও অজিনধারি মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী যদি গর্হিত কার্য্য করেন, তবে তাঁহারও শাসন অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুতর ব্যক্তিরাও যদি শাসন-কর্ত্তার সন্নিধানে পুনঃ পুন অপরাধ করেন, তবে তাঁহাদিগকে দস্যুগণের ন্যায় বধ-দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, যে যে নিয়মে প্রজা সকলকে শাসন করিতে পারা যায়, সেই সমুদয় নিয়ম যাবৎ কাল লঙ্ঘিত না হয়, তাহাই তাবৎ ধর্ম্ম-রূপে উক্ত হইয়া থাকে। বধ-দণ্ড না করিয়া রাজা সকলকেই পরাভূত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণ সুশাস্ত হইয়া থাকিবে। মৃদুস্বভাব, সত্য-নিষ্ঠ, অল্প দ্রোহকারী এবং অবমন্যু ব্যক্তিগণ অপরাধী হইলে পূর্ব্বে তাহাদিগকে ধিক্কার-দ্বারা দণ্ড করা বিহিত ছিল। অনন্তর, তাহাদিগকে বাক্দণ্ড-দ্বারা শাসন করা ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিয়ৎকাল পরে উক্ত অপরাধিগণের সর্ব্বস্ব-হরণ-রূপ দণ্ড প্রচলিত হয়; সম্প্রতি কলিযুগের প্রারম্ভে বধ-দণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি হত হইলেও অপরে ভীত হয় না; অতএব দস্যু-পক্ষীয় সকল ব্যক্তিই বধার্হ। শুনিয়াছি, দস্যু ব্যক্তি মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃ-লোকের মধ্যে কাহারও আত্মীয় নহে; অতএব দস্যু-বধে তদীয় ভার্য্যাদির বধ হয় না; যেহেতু তাহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। যে অজ্ঞ ব্যক্তি শ্মশান হইতে শবের অলঙ্কার এবং পিশাচোপহত মানব হইতে দেবতার শপথ-পূর্ব্বক বস্ত্রাদি আহরণ করে, সেই হত-বুদ্ধি ব্যক্তি-বর্গের প্রতি সদাচার নির্দ্দেশ করিতে কে সমর্থ হইতে পারে?

সত্যবান্ বলিলেন, অহিংসা-দ্বারা অসাধুগণকে সাধু করিতে যদি সামর্থ্য না হয়, তবে কোনও যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দস্যুগণের বিনাশ-সাধন কর্ত্তব্য; যেহেতু পাপিষ্ঠগণ যজ্ঞিয় পশু হইয়া স্বর্গ-গমন করিয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে; অতএব বধার্হ ব্যক্তিগণকেও যজ্ঞ-মধ্যে প্রবেশিত করিয়া তাহাদিগের উপকার করা উচিত। নৃপতিগণ লোক-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ পরম তপস্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাদৃশ চরিত্র হইয়াও 'আমার রাজ্যে দস্যু আছে' ইহা জানিলে তাদৃশ দস্যু হইতে লজ্জিত হয়েন। ভয়-প্রদর্শন করিলেই প্রজাগণ সাধু হয়, নৃপতিগণ ইচ্ছানুসারে দুষ্কৃতশালি প্রজাদিগকে হনন করেন না। যজ্ঞে প্রয়োজন হইলে সুকৃত-দ্বারা তাহাদিগকে প্রচুর-রূপে শাসন করিয়া থাকেন। রাজা সদাচার করিলে প্রজাগণ তদনুসারে সদাচার অবলম্বন করে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরাও তদনুসারে চলিয়া থাকে। লোক এইরূপে উত্তরোত্তর শ্রেয়োলাভ করে, মানবগণ গুরুতর লোকের অনুবর্ত্তনে সতত নিরত হইয়া থাকে। যে রাজা নিজ চিত্তকে সমাহিত না করিয়া অপরকে শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই বিষয়েন্দ্রিয়ের বশীভূত নৃপতিকে প্রজাগণ উপহাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দম্ভ ও মোহ-বশত নৃপতির প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র অনুচিত ব্যবহার করে, যে কোন উপায়-দ্বারা তাহাকে শাসন

করা উচিত, তাহা হইলে সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। যিনি দুষ্কৃত কর্ম্মশালি ব্যক্তিকে সম্যক্ শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, অগ্রে তাঁহার আত্মনিয়মন কর্ত্তব্য। অনন্তর, পুত্র সহোদর প্রভৃতিকে সুমহৎ দণ্ড-দ্বারা শাসিত করা উচিত। যে রাজ্যে পাপকারী নীচ-লোক সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত না হয়, অবশ্যই তথায় পাপের বৃদ্ধি এবং ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে। কারুণ্যশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ইহাই অনুশাসন করিয়াছেন।

হে তাত! নিতান্ত করুণা-বশত প্রজাগণের প্রতি আশ্বাস প্রদাতা পিতামহগণ-কর্ত্তৃক আমি এইরূপ অনুশিষ্ট হইয়াছিলাম। সত্যযুগে রাজা এই প্রথম কল্প শাসন অর্থাৎ অহিংসাময় দণ্ড-দ্বারা ভূমণ্ডল বশীভূত করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে পাদোন-ধর্ম্ম-দ্বারা প্রজাশাসন হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম এবং কলিযুগে এক পাদ-ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে। ধিক্-দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড, আদান দণ্ড এবং বধ দণ্ড, যুগ-ক্রমে প্রজাগণের প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কলিযুগ উপস্থিত হইলে কালবিশেষে রাজার দুশ্চরিত দ্বারা ধর্ম্মের ষোড়শ অংশের এক অংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।

হে সত্যবন্! যদি অহিংসাময় প্রথম-কল্প দণ্ড বিধান-দ্বারা ধর্ম্ম সঙ্কর হয়, তবে পরমায়ু, শক্তি ও কাল নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক রাজা দণ্ড আদেশ করিবেন। সত্যের নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হেতু ইহলোকে সুমহৎ ধর্ম্ম-ফল যে পরিত্যাগ করিতে নাই, জীবগণের প্রতি অনুকম্পার নিমিত্ত স্বায়ম্ভুব মনু তাহা কহিয়াছেন।

দ্যুমৎসেন সত্যবৎ বাক্যে ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমগ্র ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং ধর্ম্ম এই ষড়্‌গুণ সমূহের হেতুভূত যে যোগ-ধর্ম্ম জীবগণের সমন্ধে অবিরোধে যে প্রকারে উভয়-ভাগী অর্থাৎ গার্হস্থ্য এবং সন্ন্যাস এই উভয়ে উপযোগী হয়, আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন। গার্হস্থ্যে পঞ্চসুনা অনিবার্য্য, যোগ-ধর্ম্মে সমস্ত বিষয় সর্ব্ব প্রকারে পরিত্যাজ্য, উক্ত ধর্ম্ম-দ্বয় এক-কার্য্যার্থ প্রবৃত্ত হইলেও অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি ন্যায়োপার্জ্জিত ধন-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠ, অতিথি-প্রিয়, শ্রাদ্ধকারী এবং সত্যবাদী হইলে বিমুক্ত হইবে। আর যোগীজন প্রাণায়াম-দ্বারা পাপ দহন, ধারণা-দ্বারা কিল্বিষ নাশ, প্রত্যাহার-দ্বারা সঙ্গপরিহার এবং ধ্যান-দ্বারা জীবত্বাদি গুণগণকে পরিবর্জ্জন করিবেন; অতএব উক্ত উভয় ধর্ম্ম তুল্যার্থ হইলেও উহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়?

ভীষ্ম বলিলেন, হে পার্থ! গার্হস্থ্য ও যোগ-ধর্ম্ম উভয়ই মহা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ও অত্যন্ত দুশ্চর, উভয়েই মহৎফল আছে এবং উভয় ধর্ম্মই সাধুগণের আচরিত, এক্ষণে আমি তোমার নিকট উক্ত উভয় ধর্ম্মের প্রামাণ্য বর্ণন করিতেছি, তুমি এক-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর, ধর্ম্ম-বিষয়ে সংশয় ছেদ হইবে। হে যুধিষ্ঠির! প্রাচীনেরা এবিষয়ে কপিল এবং গোর সংবাদ সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর।

পুরাকালে নহুষ নৃপতি নিত্য নিশ্চল পুরাতন বেদবিধি বিলোকন-পূর্ব্বক গৃহাগত অতিথির নিমিত্ত গো হনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি; অদীন-স্বভাব সত্ত্বগুণাবলম্বী, সংযম-নিরত নিয়তাহার, জ্ঞানবান্ কপিল হননার্থ পুরস্কৃতা সেই গোকে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি অকুতোভয়া সত্য-সংশ্রয়া অশিথিলা উত্তমা নৈষ্ঠিকী-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন—এজন্য সেই গোকে দর্শন করিয়া একবার 'হা বেদ' এই কথা বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্যুম-রশ্মি ঋষি যোগবলে সেই গো-শরীরে প্রবেশ করিয়া কপিল মুনিকে কহিলেন, কি আশ্চর্য্য!! বেদ সমুদয় যদি গর্হিত-রূপে সম্মত হয়, তবে অন্য কোন্ হিংসা শূন্য ধর্ম্ম লোকের অভিমত হইবে? সন্তোষ-সমন্বিত শ্রুতি-বলে

বিজ্ঞান-দর্শী তপস্বিগণ ঋষি-প্রকটিত বেদ-বাক্য সমুদয়কে নিত্য-বিজ্ঞানময় পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া মান্য করেন; অতএব বেদ-বাক্যের একটিমাত্র অক্ষরকে অপ্রমাণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যিনি ফলাশা-হীন, দোষ-বিহীন, বীতরাগ এবং অবাপ্ত সকল কামত্ব-নিবন্ধন সর্ব্ব প্রকারে নিরারম্ভ সেই পরমেশ্বরের বাক্য বেদ সমুদয়ে কোন ব্যক্তির কি উক্তি করিবার শক্তি আছে?

কপিল কহিলেন, আমি বেদ সকলের নিন্দা করি নাই এবং কোন বিষয়ে কিছুমাত্র বিষম-বাক্য বলিতেও ইচ্ছা করি নাই, পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমিগণের কর্ম্ম সকল এক প্রয়োজনক, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। সন্ন্যাসী কি বানপ্রস্থ, গৃহস্থ কি ব্রহ্মচারী, সকলেই পরম-পদ লাভ করিয়া থাকেন। আশ্রম-চতুষ্টয় দ্বারাই আত্মাকে পাওয়া যায়; এই নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারিটি আশ্রম দেবযান পথ রূপে প্রথিত আছে। এই আশ্রম চতুষ্টয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এবং বলাবলের বিষয় উক্ত হইয়াছে যে, সন্ন্যাসী মোক্ষ লাভ করেন, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, গৃহস্থ ব্যক্তি স্বর্গ-লোকে গমন করিয়া থাকেন, আর ব্রহ্মচারী ঋষিলোকে বাস করেন। এইরূপ জানিয়া স্বর্গাদিপ্রদ যজ্ঞাদি কর্ম্ম আরম্ভ করিবে, ইহাই বৈদিক মত এবং বেদের প্রকরণান্তরে কর্ম্ম না করিবারও বিধি আছে, এরূপ নৈষ্ঠিকী শ্রুতিও শ্রবণ-গোচর হইয়া থাকে অর্থাৎ সন্ন্যাসই সকলের পরম মোক্ষ-সাধন। যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু পরিত্যাগ করেন, তিনি পরব্রহ্মকে জানিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। কর্ম্ম না করিলে কোন দোষ হয় না; কিন্তু যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে হিংসাদি জন্য বহু দোষ হইয়া থাকে। শাস্ত্র যখন এইরূপ হইল, তখন কর্ম্ম-ত্যাগ ও কর্ম্ম অনুষ্ঠানের বলাবল নিতান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়; যেহেতু উভয়ত্রই নিন্দা এবং প্রশংসার তুল্যতা আছে। আগম-শাস্ত্র সমুদয় ব্যতীত যাহা কিছু হিংসা-শাস্ত্র, তাহা যদি প্রত্যক্ষ হয় এবং তুমি তাহা দর্শন করিয়া থাক, তবে তাহাই বল।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, 'স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে' সতত এই শ্রুতি শ্রবণ করা যায়। প্রথমত ফল কল্পনা করিয়া তদনন্তর যজ্ঞ বিস্তৃত হইয়া থাকে। অজ, অশ্ব, মেষ, গো ও পক্ষিগণ এবং গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি সকল প্রাণীর অন্ন, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে; অতএব যে যাহার অন্ন, তদ্ভক্ষণে কোন দোষ নাই। প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে অন্ন নিরূপিত হইয়া থাকে; পশুগণ ও ধান্য সকল যজ্ঞের অঙ্গ, ইহাও শ্রুতি-মধ্যে বিহিত আছে। প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত পশুগণকে যজ্ঞের সহিত সৃজন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা দেবগণকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। উল্লিখিত পশুগণ গ্রাম্য ও আরণ্যভেদে প্রত্যেকে সপ্তবিধ, তাহারা পরস্পর শ্রেষ্ঠ; গো, অজ, মনুষ্য, অশ্ব, মেষ, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই সাতটি গ্রাম্য, আর সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, অশ্ব, মহিষ, ভল্লূক ও বানর, এই সাতটি আরণ্য-রূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যজ্ঞে বিনিযুক্ত ভূতাগ্নকে মহর্ষিগণ উত্তম সংজ্ঞক কহিয়া থাকেন এবং ইহা পূর্ব্ব ও পূর্ব্বতর পণ্ডিতগণ-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছে। কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনার শক্তি অনুসারে মুক্তির উপায় করিতে অভিলাষী না হয়? সকলেই স্বকীয় সামর্থ্য অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও ওষধি-সকল স্বর্গ-কামনা করিয়া থাকে, স্বর্গ ব্যতীত সুখ নাই। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, বীরুৎ, আজ্য, পয়, দধি, হবি, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা এবং কাল এই দ্বাদশ; ঋক্, যজু, সাম ও যজমান এই যোড়শ আর অগ্নি-স্বরূপ গৃহপতি সপ্তদশ রূপে কথিত হয়েন। এই সপ্ত দশটি যজ্ঞের অঙ্গ, যজ্ঞই লোক-স্থিতির মূল, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আজ্য, দধি, দুগ্ধ, শকৃৎ আমিক্ষা, ত্বক্, পুচ্ছ-লোম, শৃঙ্গ ও পাদ-দ্বারা গো যজ্ঞ-সম্ভার সম্পাদন করিয়া থাকে। সমস্ত বস্তুর মধ্যে যজ্ঞের নিমিত্ত প্রত্যেকে

যাহা যাহা বিহিত হয়, তৎ সমুদয় একত্রিত হইয়া সদক্ষিণ ঋত্বিকৃগণের সহিত যজ্ঞকে বহন করে। পূর্ব্বোক্ত সমুদয় সামগ্রীর সংহার করিলে যজ্ঞ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। 'যজ্ঞার্থই সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে' এই যথার্থ শ্রুতি শ্রবণ গোচর হয়। প্রাচীনতর মানবগণ এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন; তাঁহারা কাহারও হিংসা করিতেন না, ফল কামনা করিয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না এবং কাহারও দ্রোহ করিতেন না। 'যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য' এইরূপ জ্ঞান-বশত ফল কামনা না করিয়া যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহার যজ্ঞে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গ সমুদয় এবং যজ্ঞোক্ত যূপকাষ্ঠ প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক যথাবিধি স্ব স্ব কার্য্যে পরস্পরের উপকার করে। যাহাতে বেদ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমি সেই ঋষি-প্রণীত আম্নায় বাক্য দর্শন করিতেছি; ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ-বাক্য দর্শন নিবন্ধন বিদ্বান্‌গণও সেই বেদ-বাক্য অবলোকন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হয় এবং ব্রাহ্মণেই যজ্ঞ অর্পিত হইয়া থাকে, সমস্ত জগৎ যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং যজ্ঞও সতত সমস্ত জগৎকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ওঁকারই বেদের মূল, অতএব প্রণবোচ্চারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। নমঃ, স্বাহা, স্বধা, বষট্, যথা-শক্তিকৃত ইত্যাদি মন্ত্র যাহার ভবনে প্রয়োগ হয়, ত্রিভুবন-মধ্যে তাহারই পরলোক ভয় নাই; বেদ সমুদয় এবং সিদ্ধ মহর্ষিগণ এ বিষয়ে ইহাই কহিয়া থাকেন। ঋক্, যজু, সাম এবং সাম-পূরক অক্ষর হায়ি হাবু প্রভৃতি শব্দ এই সমুদয় বিধি প্রযুক্ত হইয়া যাঁহাতে বসতি করে, তিনিই দ্বিজপদ বাচ্য হয়েন।

হে দ্বিজ! অগ্ন্যাধান সোমপান এবং ইতর মহাযজ্ঞ-দ্বারা যাহা হয়, তাহা ত আপনি জানেন? অতএব বিচার না করিয়া যজন ও যাজন করা উচিত। স্বর্গপ্রদ জ্যোতিষ্টোমাদি অনুষ্ঠান-দ্বারা যিনি যজ্ঞ করেন, পরলোকে তাঁহার সুমহৎ স্বর্গ-ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা যজ্ঞ না করে, তাহাদিগের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। যাঁহারা বেদগত অর্থবাদ জানেন, সেই অর্থবাদের উভয় ফল সামর্থ্যই এ বিষয়ের প্রমাণ, ইহাও তাঁহাদিগের অবিদিত নহে।

গোকাপিলীয়ে সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৭॥

কপিল কহিলেন, সবিশেষ অবস্থায় অবস্থিত যম-নিয়মাদি-সমন্বিত যতিগণ দৃশ্যত্ব-রূপে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত কর্ম্ম-ফল অবলোকন করত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, সমস্ত লোক-মধ্যে ইহাঁদিগের সংকল্প কখন মিথ্যা হয় না। যাঁহারা শীতোষ্ণাদি-জনিত হর্ষ-বিষাদ-শূন্য, যাঁহারা কাহাকেও নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ করেন না, জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়ায় বাসনা-নিমিত্ত সমস্ত পাপ হইতে যাঁহারা বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই স্বভাব-সিদ্ধ শুচি এবং আগন্তুক দোষ-বিহীন যতিগণ পরম সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন। অপবর্গ এবং সন্ন্যাস-বিষয় বুদ্ধি-মধ্যে যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মাভিলাষী ব্রহ্মভূত যতিগণ ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের শোক নাই এবং রজোগুণ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিমিত্ত নিত্যসিদ্ধ সনাতন লোক নির্ম্মিত আছে; পরম-গতি লাভ করিয়া তাঁহাদিগের আর গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে প্রয়োজন কি?

স্যূমরশ্মি বলিলেন, ইহাই যদি পরম উৎকর্ষ এবং ইহাই যদি চরম-গতি হইল, তথাপি গৃহস্থগণকে আশ্রয় না করিলে অন্য আশ্রম নির্ব্বাহ হয় না। যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জন্তুগণ জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ গার্হস্থ্য আশ্রমকে অবলম্বন করিয়া অন্য আশ্রম সমুদয় বর্ত্তমান রহে। গৃহস্থই যজ্ঞ করিয়া থাকে, গৃহস্থই তপস্যা করে, সুখার্থী হইয়া যাহা কিছু চেষ্টা করা যায়, গার্হস্থ্যই তাহার মূল। প্রাণিমাত্রেই অপত্যোৎপাদনাদি-দ্বারা

যে সর্ব্বতোভাবে সুখী হয়, গার্হস্থ্য আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রমে কোন প্রকারে সেই সন্তানোৎপাদন সম্ভব হয় না। বাহ্য ওষধি ধান্যাদি এবং শৈলজ ওষধি সোমলতা প্রভৃতি যাহা কিছু দেখা যায়, প্রাণ সেই ওষধি-স্বরূপ; যেহেতু অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যের নিকটে উপস্থিত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতেই প্রজাগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব ওষধি-স্বরূপ প্রাণ হইতে অন্য কোন বাহ্য-পদার্থ যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন গার্হস্থ্য আশ্রমই বিশ্বের উৎপত্তির নিমিত্ত; গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে মোক্ষ হয় না, কোন্ ব্যক্তির এ কথা সত্য হইতে পারে? শ্রদ্ধা-হীন, প্রজ্ঞা-বিহীন, সূক্ষ্ম-দর্শন-বিবর্জ্জিত, প্রতিষ্ঠা-শূন্য, অলস, শ্রান্ত এবং নিজ কর্ম্ম-দ্বারা সন্তাপ-সমন্বিত, কাণত্বাদি দোষ জন্য গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অশক্ত অপণ্ডিতগণই প্রব্রজ্যা-ধর্ম্মে শমগুণের আতিশয্য দর্শন করিয়া থাকে। ত্রৈলোক্যের হিতের হেতু এই নিত্য-নিশ্চল মর্য্যাদা রহিয়াছে যে, ভগবান্ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আজন্ম পূজনীয়। প্রমাণান্তরের অগম্য স্বর্গাদি এবং ঐহিক কর্ম্ম-ফল সিদ্ধি বিষয়ে যে সমস্ত মন্ত্র আছে, তাহারা গর্ত্তাধানের পূর্ব্ব হইতেই দ্বিজাতিগণে অবস্থান করে সংশয় নাই।

মৃত-দেহ দাহ, পুনর্দেহ প্রাপ্তি, মরণোত্তর শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, বৈতরণী কালে গো দান, আদ্য-শ্রাদ্ধ সময়ে বৃষোৎসর্গ এবং পিণ্ড সকলের জল-মজ্জন, এই সমুদয় মন্ত্র-মূলক; জ্যোতির্ম্ময় কুশশায়ী ক্রব্যাৎ ও পিতৃগণ মৃতের সম্বন্ধে উক্ত মন্ত্র সকল সম্মত বলিয়া থাকেন এবং বেদ সমুদয় যখন এই সকল মন্ত্রের কারণতা ঘোষণা করিতেছে, আর মানবগণ যখন পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে, তখন কোন্ ব্যক্তির কি প্রকারে মোক্ষ হইতে পারে? মন্ত্র সকল শরীর-হীন মুক্ত পুরুষের উপকারের নিমিত্ত নহে; অতএব তাদৃশ অশরীরতা লক্ষণ মোক্ষ নাই। বেদ-বাক্যের যাহাতে সম্যক্ রূপে জ্ঞান হয় না, তাহা সত্যের ন্যায় আভাসমান মিথ্যা-ধর্ম্ম; সম্পত্তি-বিহীন, অলস, পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সেই মিথ্যা-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বেদ-শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাপ-দ্বারা আহৃত বা আকৃষ্ট হয়েন না, বরঞ্চ তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞিয় পশুগণের সহিত ঊর্দ্ধ লোকে গমন করেন এবং তিনি স্বয়ং সর্ব্বকাম-দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অন্যকে তর্পিত করিয়া থাকেন। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-সমুচ্চিত উপাসনা-রূপ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়, সুতরাং তাহা গার্হস্থ্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদোক্ত কর্ম্মে অনাদর, শঠতা বা মায়া-দ্বারা পুরুষ সুমহৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, বেদবিৎ ব্রাহ্মণই বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন।

কপিল কহিলেন, দর্শপৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্মাস্য যজ্ঞ সকল বুদ্ধিমান্ মানবের চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত হইয়াছে; অতএব উক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে সনাতন ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, হিংসাকর পশু-বধাদি কার্য্যে কোন ধর্ম্ম নাই। যাঁহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহারাই ধৈর্য্যশীল, সুতরাং তাঁহারাই রাগাদি-দোষ-বিহীন ব্রহ্মজ্ঞ শব্দে বাচ্য হয়েন। সেই সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার-দ্বারা অমৃতাভিলাষি দেবর্ষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধন করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মভূত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী গুণাভিলাষি দেবগণও সেই নির্গুণ পুরুষের পদলাভে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। বাহু, বাক্য, উদর ও উপস্থ, এই চারিটি দ্বারের ন্যায় যাঁহাকে আবরণ করিয়া রাখে; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই চারিটি যাঁহার ভোগ-সাধন সুখ-স্বরূপ, মনুষ্য গুরূপদেশ বশত সেই শরীরান্তঃস্থিত সর্ব্বময় পুরুষকে বিরাট্, সূত্র, অন্তর্যামি ও শুদ্ধ চৈতন্য, এই চারি প্রকারে অবগত হয়েন। যিনি তাঁহাকে জানিতে অভিলাষ করেন, তিনি বাহু-যুগল, বাক্য-সকল, উদর এবং

উপস্থকে উত্তম রূপে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন। ধীমান্ মানব অক্ষক্রীড়া করিবে না, অন্যের বিত্ত আদান করিবে না, যাহার সহিত যৌন-সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে যাজন করিবে না, ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকেও প্রহার করিবে না; যিনি এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহার কর চরণ সুন্দর রূপে রক্ষিত হয়।

আক্রোশ করিতে ইচ্ছা করিবে না, বৃথা কথা কহিবে না, খলতা এবং লোকের অপবাদ পরিত্যাগ করিবে; যিনি সত্যব্রত, মিতভাষী এবং প্রমাদহীন, তাঁহার বাক্যরূপ দ্বার সুন্দর রূপে রক্ষিত হইয়া থাকে।

অনশন অবলম্বন করিবে না এবং অধিক ভোজনও করিবে না, অলোলুপ হইয়া সাধুগণের সহিত মিলিত হইবে, ইহলোকে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিন্মাত্র আহার করিবে; যিনি এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহার জাঠর দ্বারের উত্তম রূপে রক্ষা হইয়া থাকে।

যজ্ঞ-সম্বন্ধবতী পত্নীর সহিত বিভক্ত হইবে না, যথাবিধি পরিণীতা পত্নী-সত্ত্বে অন্য পত্নীর পাণি গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রথম পরিণীতা, পত্নীকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বিষয়ে বিভাগবতী করিবে না এবং ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে পত্নীকে আহ্বান করিবে না, আপনাতে ভার্য্যাব্রত অর্থাৎ পরস্ত্রী-বর্জ্জন ব্রত ধারণ করিবে; যিনি এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহার উপস্থ দ্বার রক্ষা হইয়া থাকে।

যে মনীষি মানবের উপস্থ, উদর, বাহু এবং বাক্য এই দ্বার-চতুষ্টয় সম্যক্-রূপে রক্ষিত হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণপদ বাচ্য হয়েন আর যাহার পূর্ব্বোক্ত দ্বার সমুদয় রক্ষিত হয় নাই, তাহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল হয়; তাদৃশ ব্যক্তির তপস্যায় প্রয়োজন কি? যজ্ঞেই বা প্রয়োজন কি এবং ধৈর্য্যেই বা কি প্রয়োজন? যাঁহার উত্তরীয় বসন নাই, যিনি আস্তরণ-শূন্য স্থানে বাহু উপধান করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, সেই শমগুণাবলম্বি ব্যক্তিকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি মননশীল হইয়া একাকী সুখ বা দুঃখের অনুশীলন না করিয়া সুখ দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে রত রহেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং বিকৃতি অর্থাৎ দ্বৈত, যিনি এই সমুদয় জানিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের গতিজ্ঞ, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সর্ব্বভূত হইতে যাঁহার ভয় নাই এবং যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের ভয় হয় না, যিনি সর্ব্বভূতের আত্মভূত, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। দান ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতিরেকে মনুষ্য ব্রাহ্মণ্য কি তাহা জানিতে পারে না, মূঢ় লোক তৎ সমুদয় না জানিয়া স্বর্গ-কামনা করিয়া থাকে। যে সদাচার আশ্রয় করিয়া সংশ্রিত আশ্রম সকলের স্বীয় কর্ম্মের সহিত তপস্যা অর্থাৎ বেদান্ত শ্রবণাদি স্বরূপ আলোচনা সংসারের মুল অজ্ঞানকে দাহ করে, সেই অনাদি, মুমুক্ষুগণের নিত্য অনুষ্ঠেয়, সত্য ফলক এবং ধর্ম্ম-মধ্যে গ্রথিত সদাচার আচরণ করিতে অশক্ত, মানবগণ প্রত্যক্ষ ফল যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি-সংজ্ঞক পরমৈশ্বর্য্য-সমন্বিত অবিনাশি কর্ম্ম সমুদয়কে অনৈকান্তিক ও নিষ্ফল অবলোকন করে। আচারই নিরাপদ্কর্ম্ম, তাহাতে প্রমাদ নাই এবং কাম ক্রোধাদির আক্রমণ নাই। ইহলোকে যজ্ঞাদি কার্য্য নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, যদিও তাহা জ্ঞাত হয়, তথাপি একান্ত দুষ্কর, যদিচ তাহার অনুষ্ঠান করা যায়, তথাপি পরিণামে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই তুমি আলোচনা করিতেছ।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ভগবন্! 'কর্ম্ম কর, অথবা ত্যাগ কর' এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষ-দ্বয়ের উপদেশ-প্রদ বেদ-বাক্যের প্রামাণ্য যে প্রকারে সিদ্ধ হয় এবং যে প্রকারে ত্যাগ সফল হইয়া থাকে, এই দুইটি পথই বেদ-মধ্যে ব্যক্ত আছে; অতএব

আপনি তাহার যাথার্থ্য আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, আপনারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়-ভূত যোগমার্গে অবস্থিত হইয়া এই জীবদ্দেহে প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। আপনারা কর্ম্মঠ হইয়া যাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ইহলোকে সেই সুখাদির অনুভব-স্বরূপ প্রত্যক্ষ কি আছে?

স্যূমরশ্মি বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি স্যূমরশ্মি, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই গো-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছি, শ্রেয়স্কাম হইয়া সরলভাবে প্রত্যুত্তর করিতেছি, নতুবা স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য কহিতেছি না। আমার এই ঘোরতর সংশয় রহিয়াছে, ভগবান্ তাহা অপনোদন করুন। আপনারা সৎপথে অবস্থান করত এই শরীরে যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন, ইহাতে আপনারা যেরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রত্যক্ষতম পদার্থ কি আছে? প্রধান তর্ক বেদ-বিরোধি লোকায়ত, আর্হত, সৌগত এবং কাপালিক প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যথাবৎ আগম শব্দের অর্থ আমার অবগত হইয়াছে। বেদ বাক্য এবং বেদার্থ নির্ণায়ক পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং তর্ক শাস্ত্র সকলকেও আগম বলা যায়, অতএব আশ্রম-ধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া এই সমস্ত আগম শাস্ত্রের উপাসনা করিলে ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। আগমের নিশ্চয়-নিবন্ধন গতাগতি দিব্যভোগ প্রাপ্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-রূপা সিদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়। এক নৌকাতে নিবদ্ধ অন্য নৌকা যেমন বন্ধনের সহিত নদী প্রবাহে ভ্রিয়মাণ হইয়া কোন ব্যক্তিকে পরপারে উত্তীর্ণ করিতে পারে না, হে বিপ্র! তদ্রূপ আমরা কর্ম্ম-নৌকায় নিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম-বাসনা বন্ধন-বশত জন্ম জরা মৃত্যু প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম, অতএব ভগবন্! আমি আপনকার শরণাপন্ন শিষ্য হইতেছি, আপনি আমাকে এই প্রত্যক্ষতম পদার্থ জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করুন।

এই সংসারে কোন পুরুষই ত্যাগশালী নহে, কেহই সন্তুষ্ট নহে, কোন ব্যক্তিই শোক-হীন নহে, কোন মানবই রোগ হীন নহে, কেহই চিকীর্ষা-শূন্য নহে, কোন জনই সঙ্গ-বিমুখ নহে এবং যাহার পারিপাট্য নাই, এমন পুরুষই নাই। আপনারাও আমাদিগের ন্যায় হৃষ্ট হয়েন এবং শোক করিয়া থাকেন, আর আপনাদিগেরও ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদয় সমস্ত জীবের সহিত সমান; অতএব আমি সুখাভিলাষি সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের সুখ অনুভব করিয়াছি। সম্প্রতি সুখের নির্ণয় করিতে হইলে অপচয়-বিহীন সুখ কি আছে? আপনি তাহা আমাকে উপদেশ করুন।

কপিল কহিলেন, বৈদিক শাস্ত্র সমুদয় প্রবৃত্তি সমস্তের মধ্যে যে মোক্ষ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেয়, সেই মোক্ষের অনুষ্ঠান যাহাতে আছে, তাহাই অপচয়-হীন সুখের আলম্বন। যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসরণ করে, তাহার শমদমাদি অনুষ্ঠান হেতু উৎপন্ন জ্ঞান সমস্ত-সংসার বিনাশ করিয়া থাকে। জ্ঞান ব্যতিরেকে যে বৈদিক-কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই প্রবৃত্তিই জন্ম-মরণ-প্রবাহ রূপ যাতনা-দ্বারা প্রজাগণকে পীড়িত করে। আপনারা জ্ঞানী এবং সর্ব্বতোভাবে নিরাময়; অতএব আপনাদিগের মধ্যে কেহ কি কখন ঐকাত্ম্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন? কোন কোন বিতণ্ডাবাদি জনগণ প্রকৃত-রূপে শাস্ত্র-মর্ম্ম বোধ না করিয়া কাম ও দ্বেষে অভিভূততা-নিবন্ধন অহঙ্কারের বশীভূত হইয়াছে। শাস্ত্র-দস্যুগণ শাস্ত্র সকলের যাথাতথ্য না জানিয়া স্বগত সজাতীয় এবং বিজাতীয় এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-শূন্য ব্রহ্ম বস্তুর অপলাপ করত শমদমাদি সাধনে ঔদাসীন্য অবলম্বন-পূর্ব্বক দম্ভ ও মোহের বশতাপন্ন হইয়াছে। তথাবিধ মানবগণ কেবল ফলাভাব বিলোকন করে, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদয় আত্ম সংবেদ্য বোধ করিয়া অন্যে যোজনা করে না; সেই তমোগুণ-প্রধান দেহিদিগের

তমই পরম অবলম্বন। যে জন্তুর যেরূপ প্রকৃতি সে তাদৃশ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হয়, তাহার কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, দম্ভ, মিথ্যা, মদ প্রভৃতি প্রকৃতি সম্ভুত গুণগণ নিয়তই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত-বাক্যে নিরত যতিগণ যাঁহারা পরম গতি কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধ্যান-পূর্ব্বক এই সকল আলোচনা করিয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিবেন।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মের প্রাশস্ত্য এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অপ্রাশস্ত্য কীর্ত্তন করিয়াছি, শাস্ত্রের অর্থ না জানিলে বাক্যের বিলাসে প্রবৃত্তি হয় না। ন্যায়ানুগত যে কোন ব্যবহার তাহাই শাস্ত্র এবং যাহা অন্যায়ানুগত তাহাই অশাস্ত্র, এইরূপ শ্রুতি শ্রুতি-গোচর হইয়া থাকে। শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন প্রবৃত্তি হয় না, ইহা নিশ্চয় আছে, বেদ-শাস্ত্র হইতে যাহা বিভিন্ন তাহাই অশাস্ত্র ইহা শ্রুতি-মধ্যে প্রতিপন্ন রহিয়াছে। অবিজ্ঞান-বশত হত-প্রজ্ঞ হীন-বুদ্ধি তমোবৃত অনেকানেক ব্যক্তিগণ যাহারা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ পদার্থকেই মান্য করিয়া থাকে, তাহারা কেবল ইহলোকই অবলোকন করে, তাহারা কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম প্রভৃতি শাস্ত্র দোষ সমুদয় দর্শন করে না। অন্যান্য অবৈদিক মত অবলম্বন করিয়া লোকায়ত নাস্তিকেরা যেমন শোক করিয়া থাকে, আমরা তাদৃশ মত আশ্রয় করিলে তাহাদিগের ন্যায় শোক-ভাজন হইব। শীতোষ্ণাদি স্পর্শ পশু, পামর, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেরই পক্ষে সমান। আমরা আত্মার অনুভব করিতে না পারিয়া স্বরূপ-নিষ্ঠা-বিহীন, হীন বিষয়ে বুদ্ধি-সম্পন্ন, সুতরাং অজ্ঞানাবৃত হইয়া আছি। আপনি সিদ্ধান্ত বিষয়ে সর্ব্ব প্রকারে ঊহাপোহ কুশল হইয়া অনন্ত বাক্য প্রকাশ করায় একমাত্র সুখার্থি বর্ণ ও আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রবৃত্তি বিষয়ে আমাদিগের চিত্তকে শান্তিসলিলে অভিষিক্ত করিলেন। একমাত্র যোগযুক্ত সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য চিত্ত-বিজয়ী ব্যক্তি শরীরমাত্র আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিতে এবং বেদ-বাক্য অবলম্বন-পূর্ব্বক 'মোক্ষ আছে' একথা বলিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন, তাঁহারই 'মোক্ষ আছে' এই কথা উল্লেখ করা উচিত। যে ব্যক্তি নীতি-শাস্ত্র অতিক্রম করিয়াছে, সকল লোকেই যাহার নিন্দা করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে কুটুম্বগণ সংশ্রিত কর্ম্ম করা অতিদুষ্কর।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, অপত্যোৎপাদন এবং সরল ব্যবহার, এই সমুদয় করিয়াও যদি কাহারও মোক্ষ না হয়, তবে সেই কর্ত্তা ও কার্য্যকে ধিক্ এবং তাদৃশ শ্রমও নিরর্থক। যদি বেদ-বাক্য অমান্য করিয়া কেহ উক্ত কর্ম্ম সমুদয় না করে, তবে তাহার নাস্তিকতা প্রকাশ পায়, অতএব ভগবন্! আমি আপনার নিকট হইতে এই মোক্ষ বিষয়ের বিস্তারিত বৃত্তান্ত অবিলম্বে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন, আমি আপনার সন্নিহিত হইয়াছি, আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন। ব্রহ্মন্! আপনি মোক্ষের বিষয় যে প্রকার জানেন, আমি তদ্রূপ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।

গোকাপিলীয়ে অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৬৮॥

কপিল বলিলেন, বেদ সমুদয়ই সমস্ত লোকের ধর্ম্ম শিক্ষার প্রমাণ; অতএব বেদ-বাক্য অমান্য করা কাহারও উচিত নহে। বেদ-বাক্য সমুদয় দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম কর্ম্মোপাসনা কাণ্ড, দ্বিতীয় জ্ঞান কাণ্ড, এই দ্বিবিধ কাণ্ডই বিদিত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি কর্ম্মোপাসনা কাণ্ডে নিপুণ হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে জানিতে অধিকারী হয়েন। গর্ভাধানাদি বৈদিক সংস্কার দ্বারা যে শরীর শুদ্ধ হয়, তাদৃশ বিশুদ্ধ শরীর ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-বিদ্যার যোগ্য পাত্র হইয়া থাকেন। মোক্ষোপযোগি চিত্ত-শুদ্ধি-রূপ কর্ম্ম-ফলের সীমা নাই, ইহা প্রত্যক্ষ দেখ। এই ফল অনুমান বা ঐতিহ্য প্রমাণ দ্বারা জ্ঞেয় নহে,

ইহা ইহলোক সাক্ষিক প্রত্যক্ষ ফল। ধন সংগ্রহ-শূন্য, অসুক্ত, রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, নিষ্কাম জনগণ ধর্ম্ম-বোধে যজ্ঞ করিয়া থাকেন; সৎপাত্রে দান করিলেই ধন সকলের সার্থকতা হয়। যাঁহারা কখন পাপকর্ম্ম আশ্রয় করেন নাই, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়ত নিরত রহেন; যাঁহাদিগের মনঃ-সংকল্প সম্যক্ রূপে সিদ্ধ হইয়াছে, বিশুদ্ধ জ্ঞানে নিশ্চয় হইয়াছে; যাঁহাদিগের ক্রোধ, অসূয়া, অহঙ্কার ও মৎসরতা নাই; জ্ঞানের উপায় শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে যাঁহাদিগের নিষ্ঠা আছে; জন্ম, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই তিনটিই যাঁহাদিগের পবিত্র, যাঁহারা সমস্ত ভূতের হিতানুষ্ঠানে রত, তাঁহারাই সৎপাত্র; তাঁহাদিগকে ধন দান করিলেই ধনের সার্থকতা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে জনকাদি নৃপতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অনেকানেক ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ হইয়াও স্বীয় কর্ম্মে সমাদর করত যথাবিধানে যোগের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সরলতা-সম্পন্ন, সন্তুষ্ট ও জ্ঞান-নিষ্ঠ ছিলেন; ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম-ফল সত্য সঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ হইত। তাঁহারা শুচি এবং নিরুপাধিক পরব্রহ্মে শ্রদ্ধধান ছিলেন; তাঁহারা প্রথমত চিত্তশুদ্ধি করিয়া ব্রতাচরণ করত কৃচ্ছ্রকালে এবং দুর্গমস্থলেও সকলে সংহত হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন। পুরাকালে তাঁহারা যে, সকলে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাহাই তাঁহাদিগের পরম সুখ ছিল। তাঁহাদিগের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক ছিল না; তাঁহারা সত্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একান্ত তেজস্বী হইয়াছিলেন; বিষয়-বোধ-বিধায়িনী বুদ্ধি-দ্বারা অনুরুদ্ধ হইতেন না; ধর্ম্ম-ছল, বঞ্চনা প্রভৃতি জানিতেন না; তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া অহিংসা-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, কদাচ তাঁহাদিগের কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত ছিল না; যেহেতু যাঁহারা তাদৃশ বিধানে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই; দুর্ব্বল, অশক্ত, ব্যক্তিবর্গের নিমিত্তই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, ইহাই শ্রবণ করিয়াছি।

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ-যাজী প্রাচীন বিপ্রগণ যাঁহারা বেদ-ত্রয়ের অনুশীলন করত বৃদ্ধ হইয়াছেন, পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন এবং অহরহ যজ্ঞ যাজন করত আশা-বন্ধন বিমোচন করিয়াছেন, সেই জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ এবং বেদোক্ত কর্ম্ম সকল আগমানুসারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের কাম ক্রোধ বশীভূত হইয়াছে, যাঁহারা দুশ্চর কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আগম সকল যথাকালে এবং সঙ্কল্প সমুদয় যথাক্রমে ফলিত হয়। যাঁহারা স্বকীয় কর্ম্ম-দ্বারা বিখ্যাত এবং স্বভাবত বিশুদ্ধ-চিত্ত, সেই সরল, শম-নিরত, স্বীয় কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠাতা যতিগণের সমস্ত কর্ম্মই অনন্ত-ব্রহ্মে অর্পিত হইয়া থাকে; আমাদিগের শাশ্বতী শ্রুতি ইহা প্রতিপাদন করিতেছে। তাদৃশ অদীন-স্বভাব দুশ্চর কর্ম্মশীল স্বকর্ম্ম-দ্বারা সম্পূর্ণ-কাম মানবগণের তপস্যাই অবিদ্যা-নিবর্ত্তনে সক্ষম হয়।

যে সদাচার সাধুগণের আপদ্ধর্ম্মাচার হইতে বিভিন্ন, সাবধানতা-সমন্বিত এবং কাম ক্রোধাদি-দ্বারা অনভিভূত, যাহাতে পূর্ব্বকালে সর্ব্ববর্ণের সমস্ত জাতির মধ্যে অপূজ্য জনের পূজন এবং পূজ্য ব্যক্তির অপূজন প্রভৃতি কোন ব্যতিক্রম ছিল না, ব্রাহ্মণগণ কহেন, সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত ব্যক্তিগণ-কর্তৃক একমাত্র সেই সদাচার চতুর্ব্বিধ-রূপে বিভক্ত হইয়া আশ্রম চতুষ্টয় নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই অদ্ভুত পুরাতন শাশ্বত নিশ্চল সদাচারকে যথাবিধি অবলম্বন-পূর্ব্বক সাধুগণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে যাঁহারা উক্তবিধ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের মোক্ষ হইয়া থাকে। কেহ কেহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক বনবাসী হয়েন, কেহ বা ব্রহ্ম-

চারী হইয়া গার্হস্থ্য অবলম্বন করত পরিশেষে অরণ্য আশ্রয় করেন। উক্ত সদাচার-সম্পন্ন দ্বিজাতি-গণ মুক্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় শরীর ধারণ করত গগণ-মণ্ডলে স্বস্থানস্থিত তারকা ও নক্ষত্র নিকরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ বৈরাগ্য-বশত বেদ-বিহিত অনন্ত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ যদি পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করেন, তবে তাঁহারা প্রারব্ধ কর্ম্ম-জনিত যোনি প্রবেশ নিমিত্ত পাপ ফল দুঃখাদি-দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। যিনি এইরূপে ব্রহ্ম-চর্য্য করত শুশ্রূষু হইয়া আত্ম নিশ্চয় করিয়াছেন এবং যোগযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-প্রতিকৃতি-মাত্র অর্থাৎ কাষ্ঠ গজের ন্যায় নাম-ধারি মাত্র; এইরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মই পুরুষের নাম প্রকাশ করে। যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা ত্বং পদার্থে সাক্ষাৎকার এবং তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ জ্ঞান-দ্বারা সমস্ত বস্তুকেই অনন্ত ঈশ্বরময় জ্ঞান করেন, ইহাই আমাদিগের শাশ্বতী শ্রুতি। বাসনা-বিহীন বিশুদ্ধ স্বভাব মোক্ষাভিলাষি মানবগণের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষু-প্তাভিমানি বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ অপেক্ষা চতুর্থ অর্থাৎ পরমাত্ম-বিষয়িনী যে উপনিষদ্-বিদ্যা তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম সমন্ধে সাধারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধি-স্বরূপ ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম মাত্রেই সাধারণ। শুদ্ধ ও নিরুদ্ধ-চিত্ত ব্রাহ্মণগণ তুরীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। সন্তোষ-মুল ত্যাগশালী পুরুষকে জ্ঞানের অধিষ্ঠান বলা যায়; যাহাতে অপবর্গ-প্রদা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার-রূপা নিত্যবৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই সম্প্রদায় পরম্পরা প্রচলিত যতিধর্ম্ম। উক্ত ধর্ম্ম আশ্রমান্তর ধর্ম্ম সংমিশ্রই হউক অথবা নাই হউক, বৈরাগ্য অনু-সারে আরাধিত হয়। মঙ্গলের হেতু পরম পুরুষের সন্নিধানে যে সমস্ত মানব গমন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তিও অবসন্ন হয়েন না, শুচি ব্যক্তি ব্রহ্মপদ কামনা করত সংসার হইতে মুক্ত হয়েন।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহারা উপলব্ধ ধন-দ্বারা বিষয় সম্ভোগ, দান, যজ্ঞ ও অধ্যয়ন করে এবং যাহারা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করে, পরলোকে তাহা-দিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বর্গ বিজয়ী হয়? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট এবিষয় যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, সমস্ত পরিগ্রহই শুভ এবং গুণ-সম্পন্ন; কিন্তু ত্যাগ করিলে যে সুখ হয়, তাহা পরি-গ্রহ-কর্ত্তা অনুভব করিতে পারে না। ত্যাগশীল ব্যক্তি বহুতর দৃষ্ট সুখ লাভ করেন, ইহা তুমিও অনুভব করিতেছ।

স্যুমরশ্মি কহিলেন, আপনারা গৃহস্থ হইয়াও জ্ঞান-নিষ্ঠ; কর্ম্মকাণ্ড বিষয়েও নিশ্চয় করিয়া-ছেন; কিন্তু আশ্রম মাত্রেরই নিষ্পত্তি কালে একমাত্র মোক্ষ ফল উক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্মের তুল্য-প্রাধান্য অথবা প্রধান ও নিকৃষ্টভাবে কোন বিশেষ দেখা যায় না; অতএব আপনি এবিষয়ে যথা-ন্যায়ে আমার নিকটে যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, কর্ম্ম-দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম শরীর শো-ধন হইয়া থাকে। জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, কর্ম্ম-সমু-দয়-দ্বারা চিত্ত-দোষ বিদূরিত হইলে ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ প্রীতি জ্ঞানেই অবস্থান করিয়া থাকে। সর্ব্বভুতে দয়ারূপ আনৃশংস্য, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য-কথন, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা, তিতিক্ষা এবং কর্ম্ম হইতে উপরতি, ইহারাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়; জ্ঞানিগণ এই সমুদয় উপায়-দ্বারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্বান্ ব্যক্তি মনে মনে এইরূপ কর্ম্ম-নিশ্চয় বোধ করিবেন; সর্ব্বতোভাবে শান্ত-স্বভাব বিশুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞান-নিষ্ঠ এবং সন্তোষ-সমন্বিত বিপ্রগণ যে গতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকেই পরম-গতি বলে। যাহাতে পরম-গতির লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, সেই বেদ সকল বেদিতব্য কর্ম্ম ব্রহ্ম স্বরূপ; কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও যিনি নিরহঙ্কার রূপে দৃষ্ট হয়েন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই বেদজ্ঞ

কহেন; তদতিরিক্ত মানব ভস্ত্রা নামক চর্ম্ম কোষ স্বরূপ; অর্থাৎ তাহারা কেবল শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বেদবিৎ ব্যক্তিগণ জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয়ই জানেন, বেদ মধ্যেই সমুদয় জ্ঞেয় বিষয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত সমস্ত বিষয়েরই নিষ্পত্তি বেদ-মধ্যে বিহিত হইয়াছে। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতীতি কালে বর্ত্তমান থাকে এবং বাধকালে ইহার অভাব হয় অর্থাৎ জ্ঞানবান্ মানবগণের নিকট প্রতীয়মান জগৎ মায়া নগরের ন্যায় অসৎ এবং অজ্ঞানিগণের সন্নিধানে ইহা বাস্তবিক নিতান্ত অসৎ হইলেও বজ্র-পঞ্জরের ন্যায় দৃঢ়তর হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে এই পরিদৃশ্যমান বিষয় সমুদয়ই সৎ ও অসৎ এবং নির্ব্বিশেষ সবিশেষ লয়স্থান সকলশাস্ত্রেই এই নিষ্পত্তি নিরূপিত হইয়াছে। ক্ষেত্র আরাম গৃহ পশু পত্নী পুত্র শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইলে নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় সম্যক্‌-রূপে আত্ম দর্শন হইয়া থাকে, ইহা বেদ বাক্য-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। মানবগণের যে শত আনন্দ মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের তাহা এক আনন্দ ইত্যাদি ক্রমে উত্তরোত্তর শত গুণে বর্দ্ধমান ব্রহ্মানন্দে অকামহত শ্রোত্রিয়ের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ-স্বরূপ সন্তোষ অপবর্গে অনুগত ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি অবাধিত সত্য-স্বরূপ অধিষ্ঠানত্ব-নিবন্ধন, যিনি মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রপঞ্চাত্মক, যিনি সকলের আত্ম-স্বরূপে বিদিত এবং স্থাবর জঙ্গম দেহ তাদাত্ম্য-নিবন্ধন বেদিতব্য, যিনি দুঃখ-সংস্রব-বিবর্জ্জিত সুখ-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মঙ্গলময় এবং যাঁহা হইতে অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই অপরিণামি পরব্রহ্ম। তেজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিজয়ে সামর্থ্য, ক্ষমা অর্থাৎ অপকারি ব্যক্তিতেও ক্রোধের অনুৎপত্তি, শান্তি অর্থাৎ নিষ্কামত্ব-নিবন্ধন সমস্ত কর্ত্তব্য হইতে উপরতি, এই ত্রিতয় শুভ এবং অনাময় অর্থাৎ দুঃখ বিবর্জ্জিত সুখ প্রাপ্তির হেতু, যাঁহারা বুদ্ধি-দ্বারা দর্শন করেন, সেই বুদ্ধি-নেত্র ব্যক্তিগণ উল্লিখিত তেজ, ক্ষমা ও শান্তি-দ্বারা অজ্ঞানের অপনোদন হইলে আকাশের ন্যায় অসঙ্গ অকৃত্রিম যে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ব্রহ্মবিৎ হইতে অভিন্ন সেই পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

গোকাপিলীয়ে একোন সপ্তত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৬৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতপিতামহ! বেদ সমুদয়ে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ বিষয় কীর্ত্তিত আছে, তন্মধ্যে কোন্ বিষয়ের লাভ উৎকৃষ্ট, আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, পুরাকালে কুণ্ডধার প্রীতি-পূর্ব্বক ভক্তের নিমিত্ত যে উপকার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সেই পুরাতন ইতিহাসটি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। কোন নির্দ্ধন ব্রাহ্মণ ফল-কামনা-বশত 'ধর্ম্ম করিব' এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। অনন্তর, ধর্ম্ম ও অর্থ-সাধ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত অর্থাভিলাষী হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক দেবতাদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেব-পূজা করিয়াও কাঙ্ক্ষিত ধন প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর, তিনি চিন্তা করিলেন যে, মানবগণ-কর্তৃক জড়ীকৃত হয় নাই, এমন কোন্ দেবতা আছেন, যিনি অবিলম্বে আমার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন।

ব্রাহ্মণ প্রশান্ত-চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবগণের অনুচর কুণ্ডধার নামক জলধরকে নিজ নিকটে অবস্থিত দেখিলেন। সেই মহাবাহু কুণ্ডধারকে দর্শনমাত্র তাঁহার ভক্তি জন্মিল, ভাবিলেন, ইনিই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন; যেহেতু ইহাঁর আকৃতি শ্রেয়ো বিধায়িনী বোধ হইতেছে। ইহা ভাবিয়া তিনি একাকী সেই দেবের সন্নিকৃষ্ট হইয়া বলিলেন, ইনিই আমাকে অবি-

লয়ে প্রভুত ধন দান করিবেন। অনন্তর, ব্রাহ্মণ বহুবিধ মাল্য, গন্ধ ও ধূপ প্রভৃতি নানা প্রকার পূজোপহার-দ্বারা জলধরকে পূজা করিলেন। অল্প কাল-মধ্যে জলধর পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের উপকার বিষয়ে একান্ত নিরত হইয়া এই কথা বলিলেন যে, ব্রহ্ম-হত্যাকারী, সুরাপায়ী, চৌর এবং ভগ্নব্রত ব্যক্তির নিষ্কৃতির বিষয় সাধুগণ-কর্তৃক বিহিত হইয়াছে; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন ক্রমেই নিষ্কৃতি নাই। আশার তনয় ধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ এবং নিকৃতিরও লোভ নামক সন্তান আছে; কিন্তু কৃতঘ্ন লোক পুত্র লাভের অধিকারী হয় না।

অনন্তর, সেই ব্রাহ্মণ তৎকালে কুশ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত ভূত বিলোকন করিলেন। তপস্যা ইন্দ্রিয়-বিজয় ও ভক্তি বশত ভোগ বিবর্জ্জিত সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্রাহ্মণ রজনীতে কুণ্ডধারের প্রতি ভক্তির নিদর্শন দেখিতে পাইলেন। হে যুধিষ্ঠির! তিনি তৎকালে 'মহানুভাব মহাদ্যুতি মাণিভদ্র তথায় থাকিয়া দেবাজ্ঞা বশত যাচক সকলকে ফল বিতরণ করিতেছেন' ইহা অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই দেবগণ শুভ কর্ম্মকারী ব্যক্তি বর্গকে রাজ্য ও ধন সকল প্রদান করিতেছেন এবং অশুভ কর্ম্মকারিগণ হইতে পূর্ব্ব প্রদত্ত রাজ্য প্রভৃতি প্রত্যাহরণ করিতেছেন। হে ভরত-কুলতিলক! অনন্তর, মহাদ্যুতি কুণ্ডধার যক্ষগণের সমক্ষে দেবতাদিগের সমীপে ভূমিতলে পতিত হইলেন। দেবগণের বচনানুসারে মহামনা মাণিভদ্র ভূমিতলে পতিত কুণ্ডধারকে কহিলেন, কুণ্ডধার! তুমি কি কামনা করিতেছ?

কুণ্ডধার কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ আমার প্রতি একান্ত ভক্তি-সমন্বিত হইয়াছেন; অতএব দেবগণ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তবে ইহাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করেন, ইহাই আমি কামনা করি এবং তাহা সিদ্ধ হইলে আমি সুখী হই।

অনন্তর, মাণিভদ্র দেবগণের বচনানুসারে মহাদ্যুতি কুণ্ডধারকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। মাণিভদ্র কহিলেন, হে কুণ্ডধার! উত্থিত হও, উত্থিত হও, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি কৃতকৃত্য এবং সুখী হও; এই বিপ্র যদি ধনার্থী হইয়া থাকেন, তবে ইহাঁকে ধন প্রদান কর। এই ব্রাহ্মণ তোমার সখা; অতএব ইনি যত ধন প্রার্থনা করেন, তাহা অসংখ্য হইলেও দেবগণের আদেশে আমি ইহাঁকে তাহা প্রদান করিব। হে যুধিষ্ঠির! কুণ্ডধার 'মনুষ্য জীবন অতি চঞ্চল এবং অস্থির' বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপস্যার নিমিত্ত মনোযোগী হইলেন।

কুণ্ডধার বলিলেন, হে ধনপ্রদ! আমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ধন প্রার্থনা করি নাই, আমি অনুগত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছি; অতএব অন্যবিধ কোন কামনা করিতেছি, রত্ন-পূর্ণা পৃথিবী অথবা প্রভূততম রত্ন-সঞ্চয় ভক্তের নিমিত্ত আমি অভিলাষ করি না। ইনি ধার্ম্মিক হয়েন, ইহাই আমার অভিলাষ; ইহাঁর বুদ্ধি ধর্ম্মে রত হউক, ইনি ধর্ম্মকে উপজীব্য করিয়া জীবিতকাল যাপন করুন এবং ইনি ধর্ম্মকেই প্রধান জ্ঞান করিয়া ধার্ম্মিক হউন, আমার এই অনুগ্রহ সফল হউক।

মাণিভদ্র কহিলেন, রাজ্য এবং বিবিধ সুখই ধর্ম্মের ফল; অতএব ইনি কায়-ক্লেশ-বিবর্জ্জিত হইয়া সতত সেই সমুদয় ফল উপভোগ করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহাযশা কুণ্ডধার বারম্বার ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন; কেন না, নিষ্কাম ধর্ম্মই কাম ও অর্থ হইতে শ্রেয়ান্। অনন্তর, দেবগণ সেই কুণ্ডধারের প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। মাণিভদ্র কহিলেন, কুণ্ডধার! সমস্ত দেবগণ তোমার প্রতি এবং এই ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, এই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাত্মা হইবেন এবং ইহাঁর মতি ধর্ম্মেই অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করিবে। হে

অনন্তর, জলধর অন্য ব্যক্তির একান্ত দুর্লভ মনের

অভিলষিত বর লাভ করিয়া প্রীত ও কৃতকার্য্য হইলেন, দ্বিজসত্তমও নিজ পার্শ্ব সমীপে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম চীর বসন সকল বিলোকন করিয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি যখন ধর্ম্ম জ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞ হইবে? অতএব আমি ধর্ম্ম-দ্বারা জীবন যাপন করিবার কারণ বন গমন করি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! সেই দ্বিজবর নির্ব্বেদ ও দেবতাদিগের প্রসাদ বশত তৎকালে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দেবতা এবং অতিথিগণের অবশিষ্ট ফল-মূলাদি ভোজন করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম বিষয়ে দৃঢ়তর হইল। তিনি কিয়ৎকাল পরে ফল মূল ভোজন পরিত্যাগ করিয়া পর্ণাহারী হইলেন। তদনন্তর, পত্র পরিহার-পূর্ব্বক জলাহার হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে বায়ুভক্ষ্য হইয়া বহু বর্ষ যাপন করিলেন, তথাপি তাঁহার জীবন ক্ষয় না হওয়ায় তাহা অতি অদ্ভুত বোধ হইল। দীর্ঘকাল ধর্ম্মে শ্রদ্ধধান এবং উগ্র তপস্যায় বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার দিব্য দৃষ্টি জন্মিল। তৎকালে তাঁহার ঈদৃশ বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইল যে, তিনি বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে 'আমি তুষ্ট হইয়া যদি কাহাকেও ধন দান করি, তাহা হইলেও আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না' অনন্তর, তিনি প্রসন্ন-বদনে পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন। যাহা তিনি কেবল অভিজ্ঞান করিয়া থাকেন, সিদ্ধ হইয়া ভূয়োভূয় তাহাই চিন্তা করিলেন, আমি তুষ্ট হইয়া যদি যে কোন ব্যক্তিকে রাজ্য দান করি, সে অবিলম্বে রাজা হয়, আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। হে ভারত! সেই ব্রাহ্মণের তপস্যা যোগ বশত সৌহৃদ্য-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কুণ্ডধার তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন।

অনন্তর, দ্বিজবর সহসা কুণ্ডধারকে সমাগত দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত যথাবিধি পূজা করিলেন। তৎকালে কুণ্ডধার কহিলেন, হে দ্বিজবর! তোমার উত্তম দিব্য চক্ষু হইয়াছে; অতএব তুমি এই চক্ষু-দ্বারা নৃপতিগণের গতি এবং লোক সকল বিলোকন কর। ব্রাহ্মণ তখন কুণ্ডধারের কথানুসারে দূর হইতে দিব্য নেত্র দ্বারা সহস্র সহস্র নরপতিকে নিরয়ে নিমগ্ন দেখিতে পাইলেন।

কুণ্ডধার বলিলেন, তুমি ইচ্ছানুসারে আমাকে পূজা করিয়া যদি দুঃখ লাভ করিতেছ, তবে আমি তোমার কি করিলাম!! তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহই বা কি হইল? দেখ দেখ, তুমি পুনর্ব্বার বিশেষ রূপে বিলোকন কর, মনুষ্য কি নিমিত্ত অভিলষিত বস্তু কামনা করে? স্বর্গ-দ্বার সকলেরই নিমিত্ত সংরুদ্ধ রহিয়াছে, বিশেষত মনুষ্যের তথায় প্রবেশের অধিকার নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, সেই ব্রাহ্মণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, নিদ্রা, তন্দ্রা এবং আলস্যকে আবরণ করিয়া কতকগুলি পুরুষ অবস্থান করিতেছে, দেখিতে পাইলেন। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, এই সকল লোক-দ্বারা স্বর্গ-দ্বার সংরুদ্ধ রহিয়াছে; যেহেতু মনুষ্য হইতেই দেবতাদিগের ভয় হইয়া থাকে। উল্লিখিত দ্বার-রোধকগণ দেব-বাক্যানুসারে সর্ব্ব প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করে; দেবগণ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইলে কোন ব্যক্তি ধার্ম্মিক হয় না, এক্ষণে তুমি তপস্যা-দ্বারা রাজ্য ও ধন দান করিতে সমর্থ হইয়াছ।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, সেই ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ অবনত-মস্তকে কুণ্ডধারের পদতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, আপনি আমার প্রতি মহান্ অনুগ্রহ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমি কাম ও লোভের অনুবন্ধ বশত আপনার স্নেহ না জানিয়া যে অসূয়া করিয়াছি, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। কুণ্ডধার সেই দ্বিজবরকে 'আমি

ক্ষমা করিয়াছি ' এই কথা বলিয়া বাহু-যুগল-দ্বারা আলিঙ্গন করত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণও তৎকালে কুণ্ডধারের প্রসাদে তপস্যা-দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি আকাশ পথে গমন সংকল্পিত বিষয় সিদ্ধি এবং ধর্ম্মশক্তি ও যোগ হইতে যে পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎ সমুদয়ই লাভ করিয়াছিলেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, সাধুজন, যক্ষ, মানুষ ও চারণগণ ইহলোকে ধার্ম্মিকগণকেই সৎকার করিয়া থাকেন। ধনাঢ্য এবং ভোগাভিলাষি জনগণকে কেহ কখন ভক্তি সহকৃত সৎকার করে না। তোমার বুদ্ধি যখন ধর্ম্মে রত হইয়াছে, তখন দেবগণ তোমার প্রতি অবশ্যই সুপ্রসন্ন আছেন, ধনে সুখের লেশ-মাত্র ; ধর্ম্মেই পরম সুখ হইয়া থাকে।

কুণ্ডধারোপাখ্যানে সপ্তত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৭০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বহুবিধ যজ্ঞ ও তপস্যার ফল চিত্ত-শুদ্ধি অথবা ঈশ্বর প্রীতি ; অতএব ধর্ম্মের নিমিত্ত অথবা স্বর্গ ফলের নিমিত্ত বিনিযুক্ত যজ্ঞ কি প্রকার?

ভীষ্ম কহিলেন, যজ্ঞের নিমিত্ত উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের পুরাবৃত্ত যাহা নারদ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমি তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিতেছি।

নারদ কহিলেন, ধর্ম্ম-প্রধান বিদর্ভ-রাজ্যে উঞ্ছবৃত্তি নামক জ্ঞানবান্ কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যজ্ঞ-রূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে পূজা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমাহিত হয়েন। তৎকালে শ্যামাধান্য ভক্ষণীয় ছিল। সূর্য্যপর্ণী এবং সুবর্চ্চলা শাক স্বভাবত তিক্ত ও বিরস হইলেও তাঁহার তপস্যা প্রভাবে স্বাদু হইয়াছিল। হে শত্রুতাপন! তিনি অরণ্য মধ্যে সর্ব্বভূতের অহিংসা-দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া ফল-মূল-দ্বারা স্বর্গসাধন যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুষ্কর মালিনী নামে তাঁহার এক সাধ্বী ভার্য্যা ছিলেন। তিনি অনবরত ব্রতানুষ্ঠান-দ্বারা অতি কৃশাঙ্গী হইয়াছিলেন ; পতি হিংসাময় যজ্ঞ করিতেছেন, জানিয়া তিনি যজ্ঞের কোন আনুকূল্য না করায় স্বামি-কর্ত্তৃক যজ্ঞ-পত্নী রূপে যজ্ঞস্থানে আনীতা হয়েন, পত্নী তখন পতির শাপ ভয়ে নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া তদীয় স্বভারের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। স্বয়ং গলিত ময়ূর-পিচ্ছ-দ্বারা তাঁহার বস্ত্র বিস্তারিত ছিল, যজ্ঞ-কামনা না থাকিলেও পতির অনুশাসন বশত তিনি তৎকালে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; সদ্বংশ সম্ভব হইয়া যদি কেহ পত্নীকে অনাদর করিয়া স্বয়ং যজ্ঞ করে, তবে সে অধার্ম্মিক হয়, এই জন্য তিনি সপত্নীক হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই বনের সন্নিহিত সহবাসিক নামে এক মৃগ ছিল। সে সেই উঞ্ছবৃত্তির সমীপস্থ হইয়া বলিল, তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ, মন্ত্র এবং অঙ্গহীন হইয়া যদি এই যজ্ঞ বিকৃত হয়, তবে তুমি আমাকে হুতাশনে প্রক্ষেপ করত আনন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন কর।

অনন্তর, সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রী সেই যজ্ঞে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ' আমার নিমিত্ত এই পশুকে হুতাশন-মধ্যে হোম কর ' এই কথা বলিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ঋষি তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, ' আমি সহবাসিকে নিহত করিতে পারিব না ' সাবিত্রী এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলেন, সুতরাং নিবৃত্তা হইয়া যজ্ঞীয় পাবক-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বোধ হয় যেন যজ্ঞে কোন বিঘ্ন আছে কি না, তাহা দিদৃক্ষু হইয়া তিনি রসাতলে প্রবেশ করিলেন। মৃগ তখন পুনর্ব্বার সেই বদ্ধাঞ্জলি সত্য-সংজ্ঞক উঞ্ছবৃত্তি ঋষির নিকটে আপনাকে হুতাশনে প্রক্ষেপিত করিতে প্রার্থনা করিল। সত্য ঋষি মৃগের শরীর-স্পর্শ-পূর্ব্বক তাহাকে গমন করিতে আদেশ করিলেন। হরিণ তাঁহার আদেশানুসারে অষ্ট পদ গমন করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং কহিল, হে সত্য! তোমার

মঙ্গল হউক, তুমি আমাকে হিংসা কর, আমি হত হইয়া সদ্গতি লাভ করিব। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি রমণীয় অপ্সরাসকল এবং মহানুভাব গন্ধর্ব্বগণের বিচিত্র বিমান সমুদয় অবলোকন কর।

অনন্তর, সত্যসংজ্ঞক ঋষি 'আমার ঈদৃশ সুখ হউক' এইরূপ স্পৃহয়ালু-নয়নে পশুগণের সহিত যজমানের স্বর্গ-গতির বিষয় বহু ক্ষণ বিলোকন করিয়া এবং মৃগকে স্বর্গার্থি বিবেচনা করত 'হিংসা করিলেই স্বর্গ বাস হয়' ইহা নিশ্চয় করিলেন। ধর্ম্ম কোন কারণ বশত বহু বর্ষ কাল মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া সেই বনে বাস করিয়াছিলেন। তিনি তাহারই নিষ্কৃতি করিবার কারণ আত্মাকে মৃগত্ব হইতে মোচিত করিলেন, নতুবা হিংসা কখন যজ্ঞের সমীচীন বিধি নহে। 'পশু হনন করিয়া স্বর্গ লাভ করিব' ঋষির এইরূপ অভিপ্রায়-দ্বারা সুমহৎ তপস্যার সম্যক্ উচ্ছেদ হইল; অতএব হিংসা কদাচ যজ্ঞবিষয়ে হিতকারিণী নহে।

অনন্তর, ভগবান্ ধর্ম্ম স্বয়ং সেই ঋষিকে যজ্ঞ যাজন করাইলেন, ঋষিও তপস্যা-দ্বারা হিংসাময় যজ্ঞে অনভিলাষিণী পুষ্কর-ধারিণী পত্নীর সহিত পরম সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। অহিংসাময় ধর্ম্মই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ, হিংসা-ধর্ম্ম স্বর্গপ্রদরূপে হিতকর মাত্র। ব্রহ্ম-বাদিগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, আমি তোমার নিকট সেই সত্য-ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

যজ্ঞনিন্দায় একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায়॥ ২৭১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কি প্রকারে পাপাত্মা হয়? কিরূপে ধর্ম্ম আচরণ করে? কিজন্য নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং কি প্রকারেই বা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরত-কুলতিলক! সমস্ত ধর্ম্মই তোমার বিদিত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল মর্য্যাদার নিমিত্ত তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ; অতএব নির্ব্বেদের সহিত মোক্ষ, পাপ ও ধর্ম্মের বিষয় আমূলত শ্রবণ কর। শব্দাদি বিষয় পঞ্চকের অর্থ বিজ্ঞাত হইয়া মানব ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; সেই বিষয় সমুদয় প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কাম অথবা দ্বেষ জন্মে। অনন্তর, মনুষ্য বিষয়ের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া মহৎ কর্ম্ম আরম্ভ করে এবং অভিলষিত রূপ ও গন্ধ সকলের পুনঃপুন সেবন করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহের প্রাদুর্ভাব হয়। যে ব্যক্তি লোভ-মোহে অভিভূত এবং রাগ-দ্বেষে সমাসক্ত হইয়াছে, তাহার বুদ্ধি ধর্ম্মে প্রবেশ করে না; সে ছল-পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে; কপটতাচরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে ও কপটতা-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনে অভিরুচি করিয়া থাকে। হে কুরু-নন্দন! কপটতা-দ্বারা ধনোপার্জ্জন সিদ্ধ হইতে থাকিলে তাহাতেই বুদ্ধি নিবেশ করে; পণ্ডিত ও সুহৃদ্গণ নিবারণ করিলেও পিত্রাদি দ্রোহ-রূপ পাপাচরণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; আহার এবং ব্যবহার বিষয়ে ত্যক্তলজ্জ হইলে সুখী হয়; এবম্বিধ ন্যায়ানুগত বিধিবোধিত উত্তর করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

হে ভারত! তাদৃশ মানবের রাগ-মোহ-জনিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ অধর্ম্ম বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকে। সে নিয়ত পরানিষ্ট চিন্তা করে; যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, তাদৃশ কথা কহে এবং পরানিষ্ট করিয়া থাকে। সাধুগণ সেই অধর্ম্ম-প্রবৃত্ত মানবের দোষ দর্শন করেন, আর তাহাদিগের সমান চরিত্র পাপাচার মানবগণ তাদৃশ ব্যক্তি-বর্গের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধন করিয়া থাকে; এবম্বিধ পাপাচার ব্যক্তি যখন ইহলোকে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তখন পরলোকে তাহার সুখ কোথায়? এপর্য্যন্ত যাহা কহিলাম, তাহা পাপাত্মার লক্ষণ

জানিবে, সম্প্রতি ধর্ম্মাত্মার লক্ষণ কহিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর।

যিনি অন্যের হিতকর কার্য্যকে ধর্ম্ম জ্ঞান করেন, তিনি কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েন এবং কল্যাণ-কর ধর্ম্ম-দ্বারা অভিলষিত গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন। যিনি প্রজ্ঞা দ্বারা প্রথমতই পূর্ব্বোক্ত দোষ সমুদয় অবলোকন করেন এবং যিনি সুখ দুঃখ বিবেচনা-চতুর হইয়া সাধুগণের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার সাধু-সমাচার এবং অভ্যাস-নিবন্ধন প্রজ্ঞা বৃদ্ধি ও ধর্ম্মে রতি হয় এবং তিনি ধর্ম্মকেই উপজীব্য করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকেন। অনন্তর, তিনি ধর্ম্মত ধন উপার্জ্জন করিতে মনোনিবেশ করেন এবং যাহাতে গুণ সমুদয় অবলোকন করেন, তাহারই মূল সেচন করিতে থাকেন; এবম্বিধ ব্যবহার-দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয়েন এবং সাধু মিত্র লাভ করেন। তিনি মিত্র ও ধন লাভ-নিবন্ধন ইহলোকে এবং পরলোকে আনন্দিত হয়েন।

হে ভারত! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়ে মনুষ্য যে সঙ্কল্প সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাকেই পণ্ডিতেরা ধর্ম্মের ফল বলিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! তাদৃশ মানব ধর্ম্মফল লাভ করিয়া হৃষ্ট হয়েন না, তিনি তৃপ্ত না হইয়া জ্ঞাননেত্র-দ্বারা বৈরাগ্য লাভ করেন। প্রজ্ঞাচক্ষু মানব যৎকালে কামে এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে অনুরক্ত হয়েন, তৎকালে তাঁহার চিত্তকে চিন্তা-বশম্বদ করেন না। তিনি কাম হইতে বিমুক্ত হয়েন, কিন্তু ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করেন না। তিনি লোক সকলকে ক্ষয়শীল দেখিয়া ধর্ম্মফল স্বর্গাদির পরিত্যাগ বিষয়ে সযত্ন হয়েন। অনন্তর, তিনি উপায় অনুসারে মোক্ষের নিমিত্ত অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অল্পে অল্পে নির্ব্বেদ লাভ করেন এবং পাপকর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইরূপে মানব ধর্ম্মাত্মা হয়েন এবং পরম মোক্ষ লাভ করেন।

হে তাত ভারত! তুমি পাপ, ধর্ম্ম, মোক্ষ ও নির্ব্বেদের বিষয় যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে এই ত তৎ সমুদয় তোমার নিকট কহিলাম। অত-এব হে যুধিষ্ঠির! তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবে। হে কৌন্তেয়! যাঁহারা ধর্ম্মপথে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হয়।

চতুঃ প্রাশ্নিকে দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৭২ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! আপনি উপায় অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ হয়, অনুপায়-দ্বারা মুক্তি হয় না, ইহাই কহিলেন; কিন্তু সেই উপায় কি, তাহা আমি যথা-ন্যায়ে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে অনঘ মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি নিপুণ-ভাবে নিয়ত যে উপায়-দ্বারা মোক্ষের অন্বেষণ করিয়া থাক, তোমাতেই তাহার নিদর্শন সমুচিত হইতেছে, অর্থাৎ মোক্ষের উপায় বিষয়ে নিজ বুদ্ধিই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ঘট নির্ম্মাণকালে যে বুদ্ধি হয়, ঘট উৎপন্ন হইলে তাহা থাকে না, অর্থাৎ সাধ্য বিষয়ে চিকীর্ষা-বুদ্ধি জন্মে; কিন্তু সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্ম বিষয়ে আবরণের অপগম হইলে জ্ঞানমাত্র অবস্থিত রহে; অতএব মোক্ষ ধর্ম্ম বিষয়ে আলো-কের ন্যায় বস্তুতত্ত্বের অভিব্যঞ্জক শমদমাদি নিবৃত্তি ধর্ম্ম সত্ত্বে অন্য কোন প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম কারণ হয় না। যাগাদি কর্ম্ম নিষ্কাম পুরুষের চিত্ত-শুদ্ধি করিয়া নিবৃত্তি-ধর্ম্মের হেতুমাত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্ব সমুদ্র-গামী পথ কখন পশ্চিম সমুদ্রে গমন করে না; অত-এব মোক্ষের পথ একমাত্র, তাহাই তুমি আমার নিকট বিস্তার ক্রমে শ্রবণ কর।

ধীর পুরুষ ক্ষমা-দ্বারা ক্রোধের উচ্ছেদ করিবেন, সঙ্কল্প বর্জ্জন-নিবন্ধন কাম পরিহার করিবেন এবং আলস্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাত্ত্বিক ধর্ম্ম ভগবদ্-ধ্যানাদি নিবন্ধন নিদ্রার উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হই-

বেন; সাবধানতা-দ্বারা লোকাপবাদ ভয় রক্ষা করিবেন; 'ত্বং' পদার্থের অনুশীলন-দ্বারা শ্বাস-নিরোধ করিবেন এবং ধৈর্য্য-দ্বারা ইচ্ছা, দ্বেষ ও বনিতাভিলাষ নিবৃত্ত রাখিবেন; তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি তত্ত্বাভ্যাস-দ্বারা ভ্রম, সংমোহ এবং অনেক কোটিক সংশয় পরিবর্জ্জন করিবেন; আর জ্ঞানাভ্যাস-দ্বারা নিদ্রা ও প্রতিভা অর্থাৎ অনমুসন্ধান ও অন্যানুসন্ধান পরিবর্জ্জন করিবেন; দাহাদির অনুৎপাদক হিত, জীর্ণ ও পরিমিত ভোজনাদি-দ্বারা শ্লেষ্ম অজীর্ণ প্রভৃতি উপদ্রব এবং জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি রোগ সমুদয়কে জয় করিবেন; সন্তোষ-হেতু লোভ ও মোহ এবং তত্ত্ব দর্শন অর্থাৎ বিষয় সকলের অনর্থকর রূপ দর্শন-নিবন্ধন বিষয় সমুদয়কে জয় করিবেন; করুণা-বশত অধর্ম্ম এবং পরিপালন-দ্বারা ধর্ম্মকে জয় করিবেন। উত্তর কাল-দ্বারা আশা জয় করিবেন এবং অভিলাষ বর্জ্জন করিয়া অর্থ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

ধীর ব্যক্তি বিষয়ের অনিত্যতা নিমিত্ত স্নেহ, বায়ুনিগ্রহ-দ্বারা ক্ষুধা, কারুণ্য-দ্বারা নিজ চিত্ত সমুন্নতি, পরিতোষ-বশত তৃষ্ণা, উদ্যোগ-দ্বারা আলস্য এবং শ্রুতিতে বিশ্বাস-বশত বিপরীত তর্কের জয় করিবেন। মৌনাবলম্বন-দ্বারা বহুভাষণ এবং শৌর্য্য-দ্বারা ভয় পরিত্যাগ করিবেন; বুদ্ধি-দ্বারা বাক্য ও মনকে সংযত করিবেন; জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থ বোধ-দ্বারা সেই বুদ্ধির সংযম করিবেন। জ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থকে আত্ম বোধ-দ্বারা অর্থাৎ 'এই আত্মা ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান-দ্বারা সংযত করিবেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে পরম চৈতন্য প্রকাশ-দ্বারা নিয়মিত করিবেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমুদয়কে মনো-মধ্যে মনকে বুদ্ধি-মধ্যে বুদ্ধিকে ত্বং পদার্থে ত্বং পদার্থকে ব্রহ্মাকার বৃত্তি-মধ্যে এবং সেই বৃত্তিকে বিশুদ্ধ আত্মাতে ক্রমে ক্রমে বিলীন করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিবেন। কবিগণ যে পঞ্চ যোগ দোষ জানেন, তাহার সমুচ্ছেদ করিয়া প্রশান্ত ও পবিত্র-কর্ম্মা মানবের ইহা অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

যোগ-সাধনার্থ যত-বাক্য হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চ দোষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমাত্ম-সেবা করিবে; ধ্যান, অধ্যয়ন, দান, সত্য-কথন, লজ্জা, সরলতা ক্ষমা, শৌচ, আহার শুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-সংযম এই সমুদয়-দ্বারা তেজ বৃদ্ধি ও পাপ হানি হইয়া থাকে। যিনি উক্ত বিধ আচরণ করেন, তাঁহার সংকল্প সমুদয় সিদ্ধ হয় এবং বিজ্ঞানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই নিষ্পাপ তেজস্বী লঘুভোজী এবং জিতেন্দ্রিয় মানব কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত অভিলাষ করিবেন। বেদান্ত শ্রবণাদি অভ্যাস-নিবন্ধন অমূঢ়ত্ব; বৈরাগ্য-বশত অসঙ্গিত্ব, সন্তোষ এবং ক্ষমাতে দৃঢ়তা জন্য কাম ক্রোধ বিবর্জ্জন, পরিপূর্ণ কামতা হেতু অদৈন্য, দর্প ও অহঙ্কার রাহিত্য, নির্ভয়ত্ব-নিবন্ধন অনুদ্বেগ এবং নিয়ত কোন নির্দ্দিষ্ট নিকেতনে অনবস্থিতি, ইহাই মোক্ষের পথ; এই পথ প্রসন্ন, নির্ম্মল এবং পবিত্র; আর কামত অথবা অকামত কায়-মন-বাক্যের নিয়মনকেও মোক্ষ-মার্গ বলা যায়। মোক্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত পুরুষের নিষ্কাম যোগ অবশ্য কর্ত্তব্য।

মৌনাচারানুবর্ণনে ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৭৩॥

ভীষ্ম কহিলেন, অসিত দেবল ও নারদের সংবাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে প্রাচীনেরা এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ মানবগণের মধ্যে প্রধানতম বৃদ্ধ দেবলকে সুখাসীন জানিয়া নারদ জীবগণের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং

প্রলয়কালে কাহাতে গিয়া লীন হয়, আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন।

অসিত বলিলেন, পরমাত্মা নিখিল প্রাণিগণের বুদ্ধি বাসনা-দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্মোদ্ভব সময়ে যে আকাশাদি হইতে জরায়ুজ প্রভৃতি জীব-জাতের সৃজন করেন, ভূত-চিন্তক মণীষিগণ তাহাদিগকেই পঞ্চ মহাভূত কহিয়া থাকেন। অধর্ম্মে রত, অধর্ম্ম-ত্যাগেচ্ছু, ধর্ম্মারম্ভী এবং ধর্ম্মে রত, কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যসংজ্ঞক চতুর্যুগাত্মক কাল বুদ্ধি-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পঞ্চ মহাভূত হইতে জীব সমুদয়কে সৃজন করেন। এই কাল, বুদ্ধি ও পঞ্চ মহাভূত, চেতন-স্বরূপ ঈশ্বর এবং অচেতন প্রকৃতি এই সমুদয় হইতে বিভিন্ন অন্য কোন বস্তু আছে, যাহারা এই কথা বলে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অলীক, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে নারদ! এই পঞ্চ মহাভূতকে নিত্য, নিশ্চল ও স্থিরতর জ্ঞান কর, ইহারা সুমহৎ তেজোরাশি-স্বরূপ; কাল স্বভাবত ইহাদিগের ষষ্ঠ-রূপে উক্ত হয়।

অন্তরীক্ষ, জল, পৃথিবী, পবন ও পাবক এই পঞ্চ ভূত হইতে পৃথক্ অন্য কোন পদার্থই ছিল না, তাহাতে সংশয় নাই। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত হইতে অন্য কিছুই নাই, ইহা যাহারা কহে, তাহারা কোন অনুকূল প্রমাণ বা যুক্তি অবলম্বন করে না, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। সমস্ত কার্য্যে অনুগত উক্ত পঞ্চভূত ও কাল যাহার কার্য্য, তাহাকেই অসৎ শব্দ বাচ্য জ্ঞান কর। পঞ্চ মহাভূত কাল অর্থাৎ জীব, ভাবনা-পূর্ব্বক সংস্কার ও অজ্ঞান এই অষ্টভূত অনাদি ও অখণ্ড-রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; ইহারাই স্থাবর জঙ্গম ভূত সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান। স্থাবর জঙ্গম জীব-নিচয় উক্ত অষ্ট ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত ভূত সমুদয়কে অবলম্বন করিয়া জন্তু পঞ্চধা হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। জন্তুদিগের দেহ ভূমিময়, শ্রোত্র আকাশময়, চক্ষু তেজোময়, বেগ বায়ুময় এবং শোণিত সকল জলময় হইয়া থাকে। নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় শব্দ প্রভৃতি জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ; ইহা কবিগণ কহিয়া থাকেন। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও রসন এই পঞ্চ গুণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে যুক্তি অনুসারে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি করে। রূপ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ গুণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়-দ্বার, পঞ্চ প্রকারে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ-কর্ত্তৃক রূপ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও শব্দ এই ইন্দ্রিয় গুণ সমুদয় জ্ঞাত হয় না; কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা ঐ সকল গুণ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়সংঘাত হইতে চিত্ত শ্রেষ্ঠ, চিত্ত হইতে মন উৎকৃষ্ট, মন হইতে বুদ্ধি বিশিষ্ট এবং বুদ্ধি হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ পরম উৎকৃষ্ট। জীব প্রথমত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের সামান্যত জ্ঞান করে, পরে মনের দ্বারা তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান্ মানব ইন্দ্রিয়-দ্বারা অবগত বিষয় সমুদয়কে নিশ্চয় করিয়া থাকেন। অধ্যাত্মচিন্তক মহর্ষিগণ চিত্ত, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই আটটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহেন; পাণি, পাদ, পায়ু, মেহন ও মুখ এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহিয়া থাকেন, ইহা শ্রবণ কর। জল্পনা ও আহার সাধনের জন্য মুখকে ইন্দ্রিয় বলা যায়। পদদ্বয় গমনেন্দ্রিয়, কর যুগল কর্ম্ম করণার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পায়ু ও উপস্থ পুরীষ মুত্র ও কামিক উৎসর্গের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-রূপে উক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বল ষষ্ঠ-রূপে গৃহীত হয়; জ্ঞান, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় গুণ সমুদয় আগমানুসারে আমা-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইল।

ইন্দ্রিয়গণ শ্রম-বশত যখন স্বকীয় কর্ম্ম হইতে উপরত হয়, তৎকালে ইন্দ্রিয় সকলের সম্যক্-রূপে পরিত্যাগ-নিবন্ধন মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়গণের উপরম হইলেও মন যদি উপরত না হইয়া বিষয় সেবন করে, তবে তাহাকেই স্বপ্ন

দর্শন কহে, ইহা জানিবে। জাগ্রৎ সময়ে প্রসিদ্ধ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভোগ-প্রদ কর্ম্ম-যুক্ত কর্ম্মোদ্ভাবক ভাব সমুদয় স্বপ্ন কালেও প্রকাশিত হইয়া থাকে। আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও পরম বৈরাগ্য এই সমুদয় সাত্ত্বিকী বৃত্তি; সত্ত্বগুণাবলম্বি পুরুষের স্মৃতি বাসনা নিমিত্তীভূত সেই আনন্দাদি ভাব সমুদয়কে স্বপ্ন সময়ে আশ্রয় করে, অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরুষ জাগ্রদ্বাসনা হেতুভূত আনন্দ প্রভৃতিকে স্বপ্নকালেও স্মরণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মগতি অনুসারিণী বাসনা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীবগণের মধ্যে যে কোন জীবে জাগ্রদবস্থায় যে ভাবে সংশ্রিত থাকে, স্বপ্নকালেও সেই ভাব স্মরণ করাইয়া দেয় অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় কৃত কর্ম্মের সংস্কার-জনিত বাসনা প্রভাবে স্বপ্নকালেও উক্ত ভাব সকল সমালোচিত হয়; অতএব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই তুল্য ভাব কিন্তু, সুষুপ্তিতে মনের অভাব হেতু সমস্ত কল্পনার অভাব হয়, সুতরাং সেই অপুনরাবৃত্তি-স্বভাব নিত্য সুষুপ্তিকেই মুক্তি বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বলাত্মক প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, আর সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ, এই সপ্তদশকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তা জীব শরীরে অবস্থিতি করেন; অথবা শরীরিদিগের উল্লিখিত গুণ সমুদয় শরীরের সহিত সংশ্রিত হয়, শরীরের বিয়োগ হইলে উহারা সশরীর থাকে না; পক্ষান্তরে এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ পঞ্চ ভূতের সমষ্টিমাত্র; ইহাতে একমাত্র অনুভব এবং ভোক্তাশরীরের সহিত পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ গুণ অবস্থিতি করে। উক্ত ঊনবিংশ গুণ জাঠরানলের সহিত বিংশতি সংখ্যক হইয়া পাঞ্চ ভৌতিক দেহে আশ্রিত রহে। এই বিংশতি গুণ হইতে অতিরিক্ত একবিংশতিতম কোন মহান্ পদার্থ প্রাণের সহিত এই শরীরকে ধারণ করে এবং তাঁহারই প্রভাবে দেহ-নাশ হইয়া থাকে। যেমন ঘট-নাশ বিষয়ে মুদ্গর নিমিত্তমাত্র পুরুষই ঘটভেদ করিয়া থাকে; তদ্রূপ দেহ-ধারণে বা দেহ-নাশে বায়ু নিমিত্তমাত্র মহান্ই তাহার কর্ত্তৃ-পদ বাচ্য। ঘটাদি বাহ্য পদার্থ যেমন উৎপন্ন হইয়া কিয়ৎকালানন্তর বিনষ্ট হয় তদ্রূপ জীব পুণ্য পাপের অবসান হইলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে পুনর্ব্বার সঞ্চিত পুণ্য পাপ-দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম সম্ভব-শরীরে প্রবেশ করে। মানব যেমন শীর্ণ গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করে, তদ্রূপ জীব কাল-প্রেরিত হইয়া অবিদ্যাকাম-কর্ম্মদ্বারা দেহান্তর নিষ্পাদন করত এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া থাকে। কৃতনিশ্চয় প্রাজ্ঞগণ দেহ সম্বন্ধ মরণাদি বিষয়ে অনুতাপ করেন না, দেহ ও পুত্রাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ না থাকিলেও ভ্রান্তি-বশত সম্বন্ধ দর্শি অজ্ঞজনগণ মরণাদি-নিবন্ধন অনুতাপ করিয়া থাকে। এই জীব কাহারও নহে এবং ইহারও কেহ নাই; জীব নিয়ত শরীরে সুখ দুঃখ ভোগ করত একাকী অবস্থান করে। জীবের জন্ম মৃত্যু নাই; কালক্রমে তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা কর্ম্ম ফল বিনষ্ট হইলে দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। জীব পুণ্যপাপময় দেহ যাপন করত কর্ম্মক্ষয়-নিবন্ধন দেহ ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার ব্রহ্মভাব লাভ করেন। পুণ্য পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত সাংখ্য জ্ঞান বিহিত হইয়া থাকে; অতএব পুণ্য পাপ ক্ষয় হইলে পণ্ডিতেরা জীবের ব্রহ্মভাবে পরম গতি অবলোকন করেন।

নারদাসিত সংবাদে চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৭৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমরা একান্ত পাপশীল এবং নিষ্ঠুর; যেহেতু অর্থের নিমিত্ত পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও সুহৃৎ সকলের সংহার করিয়াছি। অর্থ হইতে যে তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে,

আমরা তাহার বশম্বদ হইয়া পাপ কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে কি প্রকারে সেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিব ?

ভীষ্ম কহিলেন, প্রাচীনেরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যের নিকটে বিদেহরাজ-কর্ত্তৃক কথিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। বিদেহরাজ কহিয়াছিলেন, আমার কিছুই নাই, ইহাতেই আমি পরম সুখে জীবন যাপন করিতেছি ; সমস্ত মিথিলা নগর দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ বিষয় সমুদয় বিবেকিগণের নিরতিশয় দুঃখ স্বরূপ, সমৃদ্ধি-শূন্যতা সতত অবিচক্ষণ জনগণকে মোহিত করিয়া থাকে। ইহলোকে যাহা কিছু কাম সুখ আছে, অথবা যে কিছু দিব্য মহৎ সুখ দেখা যায়, তাহা তৃষ্ণাক্ষয় জন্য সুখের ষোড়শাংশের একাংশ যোগ্য নহে। কালক্রমে বর্দ্ধমান গোর শৃঙ্গ যেমন বৃদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ বর্দ্ধিষ্ণু বিত্তের সহিত তৃষ্ণারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে কোন সময় যে কোন বস্তুতে মমত্ব জন্মে, তাহার নাশ পরিতাপের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

কামের অনুরোধ কর্ত্তব্য নহে, কামে রতিই দুঃখের মূল ; ধর্ম্ম ও অর্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহা উপভোগ করা উচিত, আর কামনা সকল উপস্থিত হইলে তাহাদিগের বিসর্জ্জন করা বিধেয় ; বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আপনার সহিত সমান উপমা ধারণ করিবেন এবং তিনি কৃতকৃত্য ও বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগে সযত্ন হইবেন। তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয়, ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করত প্রশান্ত ও নিরাময় হইবেন। দুর্ম্মতি জনগণের যাহা একান্ত দুস্ত্যজ, পুরুষ জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণিগণের প্রাণান্তিক রোগ-স্বরূপ সেই তৃষ্ণাকে যিনি পরিত্যাগ করেন, তিনিই সুখভাগী হয়েন। ধর্ম্মাত্মা মানব নিজ চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় নিরাময় দর্শন করত ইহ পরলোকে পরম সুখে কীর্ত্তি লাভ করেন।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ মাণ্ডব্য বিদেহ-রাজের উক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইলেন এবং তাঁহার বাক্যের সমাদর করিয়া মোক্ষ পথ অবলম্বন করিলেন।

মাণ্ডব্য জনক সংবাদে পঞ্চ সপ্তত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৭৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই সর্ব্বভূত ভয়াবহ সময় অতীত হইতে থাকিলে কিরূপ শ্রেয় আশ্রয় করা বিধেয়, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন !!

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এবিষয়ে প্রাচীনেরা পিতা পুত্রের সংবাদ-সম্বলিত যে পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। হে পৃথা-তনয় ! বেদাধ্যয়ন নিরত কোন ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবী পুত্র ছিল। মোক্ষ-ধর্ম্ম ব্যাখ্যান-নিপুণ লোক-তত্ত্ব বিচক্ষণ সেই পুত্র বেদ-বিহিত কার্য্য নিরত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পুত্র কহিল, হে তাত ! মানবগণের পরমায়ু আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব ধীর পুরুষ কোন্ বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবেন, আপনি ফল-সম্বন্ধ অতিক্রম না করিয়া আনুপূর্ব্বিক আমার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া আমি ধর্ম্মাচরণে সমর্থ হইব।

পিতা কহিলেন, বৎস ! ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-দ্বারা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া পিতৃলোকের পাবনার্থ পুত্র কামনা করিবেক। অনন্তর, বিধানানুসারে বহ্নি স্থাপন-পূর্ব্বক যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করত বন-গমন করিয়া মৌনব্রতী হইতে অভিলাষী হইবে।

পুত্র কহিলেন, পিতঃ ! লোক সকল এইরূপ সর্ব্বতোভাবে তাড়িত ও পরিবারিত থাকিলে এবং অমোঘা সকল অবিরত পতিত হইলেও আপনি নির্ব্বিকার চিত্ত ধীরের ন্যায় কি বলিতেছেন ?

পিতা কহিলেন, লোক সকল কিরূপে তাড়িত ও কাহা-কর্ত্তৃক পরিবারিত রহিয়াছে এবং অমোঘাই

বা কি, যাহা পতিত হইতেছে? তুমি কি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ?

পুত্র বলিল, লোক সকল মৃত্যু-দ্বারা তাড়িত ও জরা-দ্বারা পরিবারিত রহিয়াছে এবং পরমায়ু হরণার্থ অহোরাত্র সকল যাতায়াত করিতেছে; অতএব তাহা আপনি কি নিমিত্ত জানিতে পারিতেছেন না? যখন আমি জানিতেছি, যদিও মৃত্যু এখানে উপস্থিত নাই; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে প্রাণিগণকে আক্রমণ করিতেছে, তখন আমি জ্ঞানাবরণে অনাবৃত থাকিয়া কি প্রকার ব্যবহার করত কাল যাপন করিব? প্রতিরজনী প্রভাত হইলেই পরমায়ু যখন ক্ষীণ হইতেছে, তখন স্বল্প সলিলস্থিত মীনের ন্যায় কোন্ মানব সুখ লাভে সমর্থ হইবে? মনুষ্য পুষ্প-চয়নের ন্যায় কাম্য-কর্ম্ম সমুদায় সম্ভোগ করিবার জন্য নির্বিষ্টচিত্ত হইলে তাহার কামনা পূর্ণ না হইতেই মৃত্যু তাহার অভিমুখীন হয়। কল্য যাহা করিতে হইবে, অদ্যই তাহা করা উচিত, অপরাহ্লের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন কর্ত্তব্য। মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হউক, বা না হউক, তজ্জন্য মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করিতে অপেক্ষা করে না। শ্রেয়ঃ-সাধন কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহা কিছু আছে, অদ্যই তাহা সম্পন্ন করা বিধেয়; এই সুদীর্ঘ সময় যেন তোমাকে অতিক্রম না করে, অদ্য কাহার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইবে; তাহা কে বলিতে পারে? কার্য্য সকল সম্পূর্ণ না হইতেই মৃত্যু মানবকে আকর্ষণ করে। মনুষ্য যৌবনকালেই ধর্ম্মশীল হইবে; যেহেতু জীবিত কালের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে ইহলোকে এবং পরলোকে পরম প্রীতি হইয়া থাকে।

মোহ সমাবিষ্ট মানবগণ পুত্র কলত্র প্রভৃতির নিমিত্ত সযত্ন হইয়া কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কার্য্য করত তাহাদিগের সন্তোষ সম্পাদন করে; কিন্তু শার্দ্দুল যেমন সুপ্ত-মৃগকে গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করে, তদ্রূপ মৃত্যু সেই পুত্রবান্ পশু-সম্পন্ন সংসারাবিষ্ট-মানস মানবকে আকর্ষণ করত গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম-ভোগে পরিতৃপ্ত হয় নাই এবং পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে অধিক কি আত্মাকেও বঞ্চনা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, শার্দ্দুলের মেষ-শাবক ধারণের ন্যায় মৃত্যু তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করে। 'এই কার্য্য করিয়াছি ইহা করিতে হইবে এবং অপরাপর কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হয় নাই' এইরূপ বাসনা সুখে সমাসক্ত ব্যক্তিকে কৃতান্ত কবলিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষেত্র আপণ ও ভবনে আসক্ত থাকিয়া কৃত কর্ম্ম সকলের ফল-ভোগ করে নাই, তাহাকেও মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। দুর্ব্বল কি বলবান্, সাহসী কি ভয়শীল, মূর্খ কি বুদ্ধিমান্ বিপশ্চিৎ কামনার বিষয় সমুদয় লাভ না করিতেই মৃত্যু তাহাদিগকে আদান করত গমন করে। জরা, মরণ, ব্যাধি ও বিবিধ কারণ-জনিত দুঃসহ দুঃখ সকল যখন দেহে অনুস্যূত রহিয়াছে, তখন আপনি কি প্রকারে স্বস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? দেহিগণ জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মরণ তাহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত অনুসরণ করে; অতএব স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি উৎপত্তিমন্ত পদার্থমাত্রই জরা মৃত্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে। ব্যাধিরূপা মৃত্যু-সেনা জরা আগমন করিলে একমাত্র সত্য ব্যতীত কেহই কখন তাহাকে বল-পূর্ব্বক নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না; যেহেতু সত্যেই অমরণরূপ অমৃত নিয়ত আশ্রিত রহিয়াছে।

গ্রাম-মধ্যে বাস করিবার কারণ লোকের যে অনুরাগ হইয়া থাকে, তাহা মৃত্যু-মুখ-সদৃশ এবং যাহা অরণ্য বলিয়া বিখ্যাত, তাহাই ইন্দ্রিয়গণের বিজনস্থান, এইরূপ শ্রুতি আছে। গ্রাম-মধ্যে বসতি করিবার অনুরাগই বন্ধনরজ্জু-স্বরূপ, সুকৃতশালি জনগণ তাহা ছেদন করিয়া গমন করেন, দুষ্কৃতি পুরুষেরা তাহা বিমোচন করিতে সমর্থ নহে; কায়মনো-বাক্যে যিনি কখন প্রাণি হিংসা না করেন, তিনি জীবিত বিঘাতক হিংস্র জন্তু এবং অর্থ মোষক চৌরগণ-দ্বারা হিংসিত হয়েন না; অতএব সত্য-

ব্রতাচারী, সত্য-পরায়ণ, যোগ-নিষ্ঠ, দান্ত ও সত্য-সেবা-নিরত মানব সত্য-দ্বারা অন্তককে জয় করিবেন। অমৃত ও মৃত্যু এই দুইটিই দেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে মনুষ্য মোহ-বশত মৃত্যুর বশীভূত হয় এবং সত্য-দ্বারা অমৃত লাভ করে; অতএব আমি অহিংসা-নিরত, কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সম দুঃখ সুখ, সত্যার্থী ও কুশলী হইয়া অমর্ত্যের ন্যায় মৃত্যুকে পরিহার করিব, উত্তরায়ন কালে নিবৃত্তি পথ অভ্যাস-রূপ শান্তি যজ্ঞে রত থাকিয়া উপনিষৎ সকলের অর্থ চিন্তন-রূপ ব্রহ্ম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত মননশীল ও দান্ত হইয়া প্রণব জপ-রূপ বাক্‌যজ্ঞ পরব্রহ্মের মনন রূপ মনোযজ্ঞ এবং স্নান, শৌচ ও গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি কর্ম্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। মাদৃশ প্রাজ্ঞ জন পিশাচের নিষ্ফল ক্ষেত্র যজ্ঞের ন্যায়, হিংসাসাধ্য পশু-যজ্ঞ-দ্বারা কি প্রকারে যাগ করিতে অগ্রসর হইবে?

হে তাত! আমি অপুত্র হইয়াও আত্মাতে আত্মা-দ্বারা আত্মজ রূপে উৎপন্ন ও আত্ম-নিষ্ঠ হইব; পুত্র আমার উদ্ধার ভার গ্রহণ করিবে না। যাহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও যোগ এই পাঁচটি সতত পরব্রহ্মে প্রণিহিত হয়, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন; অতএব তাদৃশ মানবের অনুকরণে অগ্রসর হইব। বিদ্যার সমান চক্ষু, বিদ্যার তুল্য বল, রাগের সদৃশ দুঃখ এবং ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। একাকিতা, সমতা, সত্যতা, সচ্চরিত্রতা, মর্য্যাদা, দণ্ড-বিধান অর্থাৎ কায় মনো বাক্য-দ্বারা হিংসা পরিহার, সরলতা এবং ক্রিয়া সকল হইতে উপরতি, এই সমুদয় যাদৃশ ধন ব্রাহ্মণের পক্ষে তাদৃশ ধন আর কিছুই নহে।

ব্রহ্মন্! আপনাকে যখন কালকবলে পতিত হইতে হইবে তখন আপনার আর ধন বন্ধু-জন ও পুত্র কলত্রে প্রয়োজন কি? অন্তঃকরণ-নিষ্ঠ আত্মাকে উপলব্ধ করিতে অভিলাষ করুন, আপনার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! পিতা, পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তুমিও সত্য-ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর।

পিতা-পুত্র সংবাদে ষট্‌সপ্তত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৭৬॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মনুষ্য কি রূপ সংস্বভাব, কি প্রকার আচরণ, কীদৃশ জ্ঞান এবং কাহাকে অবলম্বন করিলে নিশ্চল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন?

ভীষ্ম কহিলেন, মোক্ষ-ধর্ম্ম নিরত পথ্য পরিমিত ও পবিত্র অন্নাদি-ভোজী জিতেন্দ্রিয় মানব নিশ্চল নির্ব্বিশেষ পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিবেকী ব্যক্তি নিজ নিকেতন হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক লাভালাভে রাগ দ্বেষ-বিহীন ও মননশীল হইয়া উপস্থিত কাম্য বস্তু নিচয়ে নিরপেক্ষ হওত প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন; নয়ন, মন ও বচন-দ্বারা কাহাকেও দূষিত করিবেন না এবং কাহারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দোষ কাহারও নিকটে উল্লেখ করিবেন না; সমস্ত জীবের মধ্যে কাহারও হিংসা করিবেন না; সূর্য্যের ন্যায়, এক দিবসমাত্র একস্থানে বিচরণ করিবেন; এই মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না; লোক-নিন্দা সহ্য করিবেন; কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন না; লোকে তাঁহার আক্রোশ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রিয় বাক্য বলিবেন এবং আক্রুষ্ট হইয়াও অনুকূল কথা কহিবেন; জন-সমাজে অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিবেন না; বিপদাপন্ন না হইলে পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া কাহারও গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না; মূঢ়গণ তাঁহার শরীরে ধূলি দান ও ধিক্‌কার প্রদান করিলেও তিনি অচপল এবং স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া তাহাদিগকে বাঙমাত্র-দ্বারাও অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না; তিনি দয়াবান্ হইবেন এবং জিঘাংসুজনের প্রতি ক্রূরতা করিবেন না; নির্ভয় এবং আত্মশ্লাঘা-বিহীন হইবেন অর্থাৎ

'আমি ধন্য' এরূপ আত্মশ্লাঘা করিবেন না; মৌন-ব্রতাবলম্বী চতুর্থাশ্রমী যখন গৃহস্থগণের গৃহ ধূম-শূন্য, মুষল-শব্দ বিরহিত, অঙ্গার-বিবর্জ্জিত, গৃহস্থগণকে কৃত-ভোজন ও পরিবেষণ-পাত্র-হস্ত জনগণের গমনা-গমন রহিত হইয়াছে দেখিবেন, তৎকালে ভিক্ষা-লাভে অভিলাষ করিবেন; উদর-পূর্ত্তি করিয়া আহার লাভে অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রাণ ধারণার্থ যাহা কিছু ভোজ্য দ্রব্য আবশ্যক, তাহাই ভোজন করি-বেন; ভোজ্য দ্রব্যের অভাবে কাহারও হিংসা করি-বেন না এবং লাভ হইলেও হৃষ্ট হইবেন না; সক-লের যোগ্য স্রক্-চন্দনাদি সাধারণ লাভে উৎসুক হইবেন না এবং একান্ত পূজিত হইয়াও ভোজন করিবেন না; যেহেতু সম্মান-সহকারে অন্নাদি লাভ-কে তাদৃশ ব্যক্তিরা নিন্দা করিয়া থাকেন। অন্নের পর্য্যুষিতত্বাদি দোষের ঘোষণা করিবেন না এবং কোন গুণ থাকিলেও তাহার প্রশংসা করিবেন না; নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন আকাঙ্ক্ষা করি-বেন; শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য অথবা, গুহা এই সকলের অন্যতরের মধ্যে অন্যের অজ্ঞাতসারে গমন করিয়া উল্লিখিত স্থান সকলের অন্যতমের মধ্যে বাস করিবেন; অচল অর্থাৎ উৎক্রান্তি গতি-দ্বারা গতি-শূন্য এবং কূটস্থ হইয়া অর্থাৎ কূটের ন্যায় নির্ব্বিকার-ভাবে অবস্থান করিয়া যোগের অনু-রোধে ও সঙ্গ-ত্যাগ বিষয়ে সমদর্শী হইবেন; দয়া-দ্বেষাদি দ্বারা সুকৃত বা দুষ্কৃত উভয়ের মধ্যে কাহা-কেও কামনা করিবেন না।

যিনি নিত্য-তৃপ্ত, নিতান্ত সন্তুষ্ট, প্রসন্ন-বদন এবং যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইয়াছে; যিনি নির্ভয়, জপ-পরায়ণ ও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত রূপে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন; যিনি বারম্বার জীবগণের সংসারে যাতায়াত দর্শন করত নিস্পৃহ ও সমদর্শী হইয়া ফল মূলাদি উপ-যোগ-পূর্ব্বক জীবন যাপন করত স্বভাবত প্রশান্ত-চিত্ত, লঘু-ভোজী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাক্যের বেগ, মনের ক্রোধ বেগ ও হিংসা-বেগ, উদর-বেগ এবং উপস্থ-বেগ এই সমুদয় বেগ সহ্য করেন, তিনিই তপস্বী, লোক-নিন্দা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতে পারে না। প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যবর্ত্তী ও সমদর্শী হইয়া অবস্থান করা পরিব্রাজক আশ্রমের পরম পবিত্র পথ।

মহানুভাব পরিব্রাজক সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয় দমন ও সকলের সঙ্গ পরিহার করত পূর্ব্বাশ্রমের বসতি স্থানে বিচরণ ও আপ্ত জনের সহিত আলাপ না করিয়া সকলের প্রিয়-দর্শন হইয়া গৃহ-বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধ্যান-নিষ্ঠ হইবেন; বানপ্রস্থ ও গৃহস্থের গৃহে কদাচ বাস করিবেন না; তাঁহার ভিক্ষাদি লাভে ইচ্ছা আছে লোকে এরূপ না জানিতে পারে এই প্রকারে ভিক্ষা লাভ অভিলাষ করিবেন, কদাচ প্রহৃষ্ট হই-বেন না। জ্ঞানিগণের নিমিত্ত ইহাই মোক্ষ-ধর্ম্ম আর অজ্ঞানিগণের এ পথে পদার্পণ করা শ্রমমাত্র; হারিত-মুনি পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে এই সমুদয় মোক্ষ-সাধক বিষয় কহিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান-পূর্ব্বক গৃহ হইতে গমন করত সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তিনি অনন্তকালের জন্য সত্য-কাম ও সত্য-সঙ্কল্প হইয়া থাকেন।

হারিত-গীতায় সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৭৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! লোকে আমা-দিগকে ধন্য ধন্য বলিয়া থাকে; কিন্তু আমাদিগের তুল্য দুঃখিততর পুরুষ ইহলোকে আর কেহই নহে। হে কুরুসত্তম! আমরা ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ হইতে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এবং লোকে সম্মানিত হইয়াও যে দুঃখ-ভাগী হইলাম, সেই দুঃখ-বিনাশী সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কবে গ্রহণ করিব? এই সংসারে শরীর ধারণই দুঃখকর। পিতামহ! শংসিত-ব্রত মুনি-গণ পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় বিমুক্ত, যুক্তি-বিরোধি সংসার-বর্দ্ধক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়,

স্বপ্ন এই পঞ্চ যোগ-দোষ-বিহীন এবং শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয় ও সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় হইতে বিযুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না। হে পরন্তপ! তদ্রূপ আমরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করত দুঃখ-মোচন করিব?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! দুঃখ অনন্ত নহে, দুঃখের অন্তকর মোক্ষ অবশ্যই আছে; এই সংসারে সমস্ত বিষয়েরই পরিচ্ছেদ রহিয়াছে, পুনর্জ্জন্মও প্রসিদ্ধ আছে, জগতে কিছুই অচল নাই; অতএব রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির অবশ্যই অন্ত হইবে। রাজন্! রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিকে মোক্ষের প্রতিবন্ধ বিবেচনা করিও না, তোমরা ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব ঐশ্বর্য্যাদির সঙ্গ সত্ত্বেও শমদমাদি সাধন-দ্বারা কালক্রমে মোক্ষ লাভ করিবে। নরনাথ! এই জীব সতত সুখ দুঃখের ঈশ্বর নহে; যেহেতু সেই সুখ দুঃখ সমুত্থিত রাগ-দ্বেষময় অজ্ঞান-দ্বারাই জীব স্বয়ং আবৃত হইয়া থাকে। যেমন অঞ্জনময় সমীরণ মনঃশিলা-সম্বন্ধীয় রক্ত ও পীতবর্ণ রজো মধ্যে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক তৎ সদৃশ বর্ণ ধারণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল সমুদয় সুরঞ্জিত করত জনগণের নয়ন-গোচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞানাবৃত অর্থাৎ অবিদ্যোপাধি সমষ্টি জীব স্বয়ং বিবর্ণ হইয়াও অর্থাৎ রাগাদি রাহিত্য নিবন্ধন দোষ-স্পর্শী না হইয়াও দেহ-সম্বন্ধ বশত দেহ ধর্ম্ম গৌরত্ব, কাণত্ব, খঞ্জত্ব, সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি কর্ম্ম ফল নিবহ-দ্বারা রঞ্জিত, সুতরাং বর্ণবান্ হইয়া দেহ-সমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। জীব যখন অজ্ঞান-প্রভব অন্ধকারকে জ্ঞান-দ্বারা নিরাস করেন, তৎ কালে সৎ-স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন।

মুনিগণ সেই পরব্রহ্মকে অযত্ন সাধ্য অর্থাৎ কর্ম্ম-দ্বারা অপ্রাপ্য কহিয়া থাকেন, পরব্রহ্মকে কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হইবার উপায় থাকিলে তাঁহাতে অনিত্যত্ব সংঘটিত হয়; যেহেতু যাহা কর্ম্মজ, তাহাই উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য হইয়া থাকে। যাহাতে বিদ্বজ্জনের অনুভবই প্রমাণ, সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা অমরগণের ন্যায় তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; এই জন্যই মহর্ষিগণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে বিরত হয়েন না। উদ্যোগি পুরুষের অবশ্যই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব তুমিও উদ্যোগী হও।

রাজন্! পুরাকালে বৃত্রাসুর দেবগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত, সুতরাং রাজ্য-হীন ও ঐশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া একাকী বিপক্ষ-ব্যূহ মধ্যে অবস্থান করত নৈষ্ঠিকী-বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক শোক-শূন্য মানসে এ বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভারত! পূর্ব্বকালে শুক্রাচার্য্য ঐশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট বৃত্রাসুরকে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, হে দানব! সম্প্রতি তুমি পরাজিত হইয়াছ, তথাপি তোমার অন্তঃকরণে কোন ব্যথা নাই, ইহার কারণ কি?

বৃত্র বলিলেন, আমি অবাধিত সত্য-বাক্য এবং ধ্যান মননের আলোচনা-দ্বারা জীবগণের সংসারে গতি ও মুক্তির বিষয় নিঃসংশয় রূপে অবগত হইয়া শোকে বা হর্ষে নিমগ্ন হই নাই। জীবগণ পুণ্য পাপাখ্য ধর্ম্ম লক্ষণ কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, প্রেরিত হইয়া কেহ কেহ অবশ হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়, কেহ কেহ বা স্বর্গ গমন করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত জীবই পরিতুষ্ট রহে, ইহা মনীষিগণ কহিয়া থাকেন। সেই কাল প্রেরিত জীবগণ স্বর্গে বা নরকে পরিমিত কাল যাপন করিয়া অবশিষ্ট কালে পুনঃপুন সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। কামপাশ-বদ্ধ জীবগণ সহস্র সহস্র তির্য্যক্-যোনি লাভ এবং নরকে গমন-পূর্ব্বক অবশ হইয়া নির্গত হয়। আমি অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া জীবগণের এইরূপে সংসারে গতাগতির বিষয় অবগত হইতেছি এবং যাহার যে প্রকার কর্ম্ম তাহার ফল লাভও সেই রূপ হইয়া থাকে; এই শাস্ত্র-নিদর্শনও জানিতেছি। জীবগণ পূর্ব্বকৃত প্রিয়, দ্বেষ্য, সুখ ও দুঃখ আচরণ করত কেহ তির্য্যক্-যোনি প্রাপ্ত হয়, কেহ নরকে গমন করে, কেহ মনুষ্য জীবন

লাভ করিয়া থাকে, কেহ বা দৈব-দেহ ধারণ করে, লোকমাত্রই কালকৃত নিয়মে নিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত গতি সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবগণ জন্ম ও মৃত্যুর পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

শুক্র এইরূপে কাল-সংখ্যানুসারে গণিত সৃষ্টি ও স্থিতি বিষয়ক ভাষমাণ সেই বৃত্র অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ঈদৃশ জ্ঞানবান্ হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য বোধ করত তাহার বুদ্ধি পরীক্ষার নিমিত্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, কহিলেন, তাত! তুমি বুদ্ধিমান্, অতএব কি নিমিত্ত এই সমস্ত অনর্থক বাক্য কহিতেছ?

বৃত্র বলিলেন, পূর্ব্বে আমি জয় লুব্ধ হইয়া যে, সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহা আপনকার এবং অন্যান্য মনীষিগণের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। আমি নিজ বীর্য্য-বলে বিবিধ গন্ধ ও রসের আশ্রয় ভূত সকলের বিমর্দ্দন করত ত্রিলোক আক্রমণ-পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। আমি জ্বালামালা-পরিবৃত অন্তরীক্ষচর ও নিয়ত নির্ভয় থাকিয়া সর্ব্বভূতেরই অজেয় ছিলাম। ভগবন্! তপস্যা-দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল এবং নিজ কর্ম্ম-দ্বারা তাহা নষ্ট হইল; অতএব আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করত তজ্জন্য শোক করি না। পূর্ব্বে আমি মহানুভব মহেন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিলে তাঁহার সাহায্যার্থ সমাগত সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্ব জীবের লয়-নিকেতন, সর্ব্বান্তর্যামী হরিকে নয়ন-গোচর করি। সেই ভূত সকলের মেলনকারী পূর্ণ পুরুষ, যিনি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-পরিশূন্য বলিয়া অনন্ত, শুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, মুঞ্জবৎ পীত-কেশ ও পিঙ্গল-বর্ণ শ্মশ্রু-সম্পন্ন এবং যিনি সর্ব্বভূত-পিতামহ বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, প্রসঙ্গ ক্রমে সেই পরব্রহ্মের দর্শন-স্বরূপ তপস্যার অবশিষ্ট ফল এক্ষণেও কিছু বিদ্যমান আছে। ভগবন্! সেই তপোবল অবলম্বন করিয়া আমি কর্ম্মের ফল জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছি। মহৎ ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম কোন্ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এই সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্য কি প্রকারে নিবৃত্ত হয়? কি কারণে জীবগণ জীবন ধারণ করে এবং কি হেতু বা কর্ম্ম চেষ্টা করিয়া থাকে? জীব কি প্রকারে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করে? হে বিপ্রবর! কিরূপ কর্ম্ম অথবা, কি প্রকার জ্ঞান-দ্বারা সেই পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করুন?

হে পুরুষ-প্রবর নরনাথ! বৃত্র-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎকালে শুক্রাচার্য্য যাহা প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, তুমি সহোদরগণের সহিত অনন্য-মানসে শ্রবণ কর।

বৃত্র-গীতায় অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায়॥ ২৭৮॥

শুক্র কহিলেন, হে তাত দানব-সত্তম! আকাশের সহিত পৃথ্বীতল যাঁহার বাহু-মধ্যে অবস্থান করিতেছে, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবানকে নমস্কার করি। যাঁহার মস্তক অনন্ত মোক্ষ স্থান, সেই সর্ব্বব্যাপী দেবের পরম মাহাত্ম্য তোমার নিকট কহিতেছি।

বৃত্র ও শুক্র এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে বিষ্ণুর অনুগ্রহে ধর্ম্মাত্মা মহামুনি সনৎ-কুমার তাঁহাদিগের সংশয়াপনোদনের নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজন্! মুনিবর উপনীত হইবামাত্র অসুরেন্দ্র ও উশনা-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মুনি উপবিষ্ট হইলে শুক্র তাঁহাকে কহিলেন, আপনি এই দানবেন্দ্রের নিকটে ভগবান্ বিষ্ণুর পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর, সনৎকুমার এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীশক্তি সম্পন্ন দানবেন্দ্র-সমীপে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-সংযুক্ত মহার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন। কহিলেন, দৈত্যরাজ! বিষ্ণুর এই সমুদয় পরম মাহাত্ম্য বিষয় শ্রবণ কর। হে শক্রতাপন! সমস্ত জগৎ বিষ্ণুকে অবল-

ম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। হে মহাবাহো! এই বিষ্ণুই স্থাবর জঙ্গম জীব-সমুদয় সৃজন করেন, ইনি কালক্রমে জীবগণকে আকর্ষণ করেন এবং কালক্রমে পুনর্ব্বার সৃজন করিয়া থাকেন; সকলেই ইহাঁতে বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং ইহাঁ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মানব তপস্যা বা যজ্ঞ-দ্বারা ইহাঁকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে এবং ইন্দ্রিয় সমুদয়ের সংযম-দ্বারাও ইহাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহাকে জানিতে অভিলাষ করেন, অথবা শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে অবলোকন করেন, সেই নিষ্ঠাবান্ মানব উল্লিখিত আভ্যন্তর ও বাহ্য কর্ম্ম-সমন্বিত বুদ্ধি-দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি করত দেহাভিমান পরিত্যাগ বশত আত্ম-লোক লাভ-পূর্ব্বক মোক্ষ ফল উপভোগ করিয়া থাকেন। সুবর্ণকার যেমন আত্মকৃত সুমহৎ প্রযত্ন-দ্বারা বারম্বার অগ্নি-মধ্যে প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক স্বর্ণাদি শোধন করে, তদ্রূপ জীব শত শত জন্মে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-দ্বারা চিত্ত-শোধন করিয়া থাকে; কেহ বা এক জন্মেই সুমহৎ প্রযত্ন-সহকারে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করে; কেহ কেহ যেমন অবলীলা-ক্রমে নিজ গাত্র হইতে অল্পমাত্র মালিন্য-মার্জ্জন করে, পুত্র কলত্র প্রভৃতির প্রতি অনুরাগের উচ্ছেদ তাদৃশ নহে, ইহাতে বহুতর যত্ন আবশ্যক করে। অল্প মাল্য-দ্বারা বাসিত তিল বা সর্ষপ যেমন স্বকীয় গন্ধ পরিত্যাগ করে না, সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শনও তদ্রূপ; তিল ও সর্ষপ বহু কুসুম-দ্বারা পুনঃ-পুন সুবাসিত হইলে স্বকীয় গন্ধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যেমন পুষ্প-গন্ধে অধিষ্ঠান করে, তদ্রূপ শত শত জন্মে সত্ত্বাদি গুণ-যোজিত পুত্র-কলত্রাদি পরিবার-বর্গের সংসর্গ জন্য দোষ যোগাভ্যাস-জনিত যত্ন ও বুদ্ধি-দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে দানব! কর্ম্ম বশত অনুরক্ত অথবা বিরক্ত জীব সমুদয় যে প্রকার বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর। জীবগণ যে প্রকারে কর্ম্ম চেষ্টা করে এবং যাহাতে অবস্থিত রহে, তাহা আমি আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি, এক্ষণে তুমি এক-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।

যাঁহার আদি নাই এবং অন্ত নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিতি করিতেছেন, যিনি জীবগণের পাপ হরণ করেন বলিয়া 'হরি' এই নামে কীর্ত্তিত হয়েন, সেই উপাধি সম্পন্ন নারায়ণ স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদয়ের সৃজন করিয়া থাকেন। তিনিই সর্ব্বভূতে সংঘাত ও জীব-রূপে অবস্থিত রহেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-স্বরূপ হইয়া ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা সমস্ত জগতের জ্ঞান করিয়া থাকেন। হে দৈত্য-রাজ! ভূমণ্ডল তাঁহার চরণ-দ্বয়, দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, দশ দিক্ তাঁহার বাহু এবং আকাশ তাঁহার শ্রোত্র জানিবে। সূর্য্য তাঁহারই তেজে তেজোময় হইয়াছে, তাঁহার মন চন্দ্রমাতে স্থিরতর রহিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধি নিয়ত জ্ঞানগতা অর্থাৎ বৃত্তিরূপ জ্ঞানাকার হইয়া আছে, সলিল সকল তাঁহার রসনা হইয়াছে। হে দানব-সত্তম! গ্রহগণ তাঁহার ভ্রূ-যুগলের সন্নিহিত রহিয়াছে, নক্ষত্র-মণ্ডল তাঁহার নেত্র হইয়াছে। হে দানব! ভূতল তাঁহার পদ-দ্বয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে; সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়কে নারায়ণ-স্বরূপ জ্ঞান কর। হে তাত! তিনিই আশ্রম সমুদয় ও জপাদি কর্ম্ম সকলের ফল, ইহা ধীরগণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই অব্যয় পরম পুরুষই নৈষ্কর্ম্ম্য সন্ন্যাসের ফল মোক্ষ-স্বরূপ। মন্ত্র সকল যাঁহার লোম সমুদয় এবং প্রণব যাঁহার বাক্য, বহুতর বর্ণ ও আশ্রম সমুদয় যাঁহার আশ্রয়, যাঁহার অনন্ত সুখ এবং যিনি হৃদয়ে সমাশ্রিত ধর্ম্ম-স্বরূপ, সেই পরব্রহ্মই আত্ম দর্শন-রূপ পরম ধর্ম্ম ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার ফল-স্বরূপ, এবং তিনিই কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ। সেই পরমাত্মাই মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও প্রবর্ত্তনা বাক্য-সমন্বিত, হোতা উদ্গাতা প্রস্তোতা প্রতি হর্ত্তা প্রভৃতি ষোড়শ ঋত্বিক্-দ্বারা সম্পাদনীয় ক্রতু-স্বরূপ;

তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পুরন্দর, অশ্বিনী-কুমার, মিত্রাবরুণ, যম ও কুবের-স্বরূপ। উল্লিখিত ঋত্বিক্‌গণ পৃথক্ দর্শন হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্র হইতে মহেন্দ্র বিভিন্ন এবং বৈশ্বানর হইতে অগ্নি স্বতন্ত্র ইত্যাদি-রূপে কর্ম্মের বিভিন্নতা-বশত পৃথক্ দর্শন করিলেও সেই একমাত্র মহান্ আত্মার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদিগের একতা অবলোকন করিয়া থাকেন; এই সমস্ত জগৎ সেই একমাত্র দেবের আয়ত্তে রহিয়াছে জানিবে।

হে দৈত্যরাজ! ধীরগণ কহেন, তিনি নানা ভূতে অধিষ্ঠান করিলেও এই জীব তাঁহাকে একমাত্র অবলোকন করেন; অনন্তর, জীবই বিজ্ঞান-বশত ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়েন। হে দৈত্যেন্দ্র! জগতের লয় ও উদয়কে কল্প কহে, কোন কোন জীবগণ সেই সহস্র কোটি কল্প পরিমিত কাল অবস্থান করে, কেহ বা স্থাবর হইয়া থাকে, কেহ বা জঙ্গম হইয়া বিচরণ করে; প্রজা সৃষ্টি পরিমাণ বক্ষ্যমাণ বিধ বাপী সহস্র শোষণের ন্যায় অনন্ত। পঞ্চাশৎ যোজন বিস্তৃত এবং পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ ক্রোশ পরিমিত, গভীরতা-বশত দুরবগাহ সহস্র সহস্র বাপী সকল প্রত্যেকে যোজন পরিমাণে প্রবৃদ্ধ হইতে থাকিলে, যদি প্রতি দিন একবার মাত্র কেশাগ্র-দ্বারা তাহা হইতে এক বিন্দুমাত্র সলিল উদ্ধৃত হয়, আর এবম্বিধ নিয়মে এক এক বাপীর সলিল-শোষণ ক্রমে বহু সহস্র দীর্ঘিকার উচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকে, তবে জ্ঞান ব্যতিরেকে সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে। একের মুক্তি-দ্বারা একের সৃষ্টি নাশ হইলেও অনন্ত জীব বর্ত্তমান রহে; অতএব কোন ক্রমেই সংসারের উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণের রঞ্জকত্ব স্বচ্ছত্ব ও মলিনত্বের সহিত সাম্য-বশত রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ-বর্ণ কল্পিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত গুণত্রয়ের ভাগ-ভেদ-দ্বারা জীবের শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, ধূম্র ও কৃষ্ণ এই ষড়্‌বিধ বর্ণ হয়, গুণত্রয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়া অবস্থান করে না; তন্মধ্যে যাহাতে তমোগুণের আধিক্য সত্ত্বগুণের ন্যূনত্ব এবং রজোগুণের সমতা থাকে, তাহাতে কৃষ্ণ-বর্ণ হয়; সত্ত্ব ও রজোগুণের বৈপরীত্যে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের সমতা এবং রজোগুণের ন্যূনতা হইলে ধূম্র-বর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে রজোগুণের আধিক্য এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের ন্যূনতা ও সমতা-দ্বারা নীল-বর্ণ হইয়া থাকে। সত্ত্ব ও তমোগুণের বৈপরীত্যে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের সমতা এবং তমোগুণের ন্যূনতা-দ্বারা লোক সকলের সহ্যতর রক্ত-বর্ণ উৎপন্ন হয়, আর সত্ত্বগুণের আধিক্য এবং রজ ও তমোগুণের ন্যূনতা ও সমতা হইলে সর্ব্বলোক-সুখকর পীত-বর্ণ হইয়া থাকে। সত্ত্বাধিক্যে রজোগুণের সমতা এবং তমোগুণের ন্যূনতা হইলে একান্ত সুখ-কর শুক্ল-বর্ণ উৎপন্ন হয়।

হে দানবেন্দ্র! স্থাবরাদি সৃষ্টি ক্রমে কৃষ্ণ-বর্ণ হইতে কৌমার সৃষ্টি পর্য্যন্ত ক্রমশ যে শুক্ল-বর্ণ হয়, তাহাই রাগ দ্বেষ রাহিত্য-নিবন্ধন নির্ম্মল, সুতরাং শোক-হীন এবং প্রবৃত্তি নামক শ্রম-বিহীন সেই বর্ণই সিদ্ধির উপযোগী হইয়া থাকে। হে দৈত্য! জীব সহস্র সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধি লাভ করে। হে অসুরেন্দ্র! সুররাজ পুরন্দর শুভ-দর্শন শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মানুভবাত্মিকা যে শুভ গতির বিষয় কহিয়াছেন, অর্থাৎ 'এই ব্রহ্মকে আমি দর্শন করিলাম' ইত্যাদি বাক্য যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের প্রমাণ-স্বরূপ। সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যানুসারে প্রজাগণের বর্ণ-বিহিত গতি হইয়া থাকে, প্রজাদিগের বর্ণও কাল-কৃত অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্যুগাত্মক জীব-কর্ত্তৃক বিহিত; জীবের পূর্ব্ব জন্মান্তরীণ সংস্কার-বশত যাদৃশ সত্ত্বাদির আবির্ভাব হয়, তাদৃশী গতি হইয়া থাকে। হে দৈত্যরাজ! সোপানারোহণ-ক্রমে ইহলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষবার জীবের ঊর্দ্ধ গতি, তদনুসারে তৎ তৎ পদে অবস্থিতি এবং তৎ তৎ পদ হইতে অধোগতি হইয়া থাকে, ইহা বিবেচনা

করিবে, স্থাবরত্ব-প্রাপক কৃষ্ণ-বর্ণের নিকৃষ্ট গতি হয়; যেহেতু সেই জনিষ্যমাণ স্থাবর পদার্থ নরক-প্রদ কর্ম্মে সংসক্ত হইয়া থাকে, অতএব সে নরকে নিমগ্ন হয়, বহু কল্প কাল তাহার দুর্গতি জনগণের সহিত অবস্থিতি হইয়া থাকে ; ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। এইরূপে জীব স্থাবর শরীরে কাল যাপন করত পরিশেষে তির্য্যক্-যোনি লাভ করিয়া থাকে। জীব সেই তির্য্যক্-যোনি লাভ-পূর্ব্বক শীত বাতাদি প্রপীড়িত হইয়া যুগক্ষয়ে সর্ব্বতোভাবে মৃত্যু-ভয় দর্শন করত প্রাক্তন পুণ্যোদয়-বশত বিবেক-দ্বারা ব্যাপ্ত-চিত্ত হইয়া উল্লিখিত শরীরে অবস্থিতি করে। কৃষ্ণ ও হরিত-বর্ণ কেবল ভোগ-ভূমি ; অতএব ইহাতে ভোগ-দ্বারা যাহার কলুষরাশি ক্ষয় হয়, দৈবাৎ তাহার প্রাচীন পুণ্যোদয় হইলে জীবের চিত্ত বিবেক-দ্বারা সংবৃত হইয়া থাকে। জীব যখন সত্ত্বগুণ-যুক্ত হয়, তৎকালে নিজ বুদ্ধি-দ্বারা তমোগুণ-প্রবৃত্ত সমুদয়কে দূরীকরণ করত শ্রেয়ঃ সাধন কার্য্যে সযত্ন হইয়া থাকে, তৎকালে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইলে কামাদির অভিমানি দেব-ভাব লাভ করে, আর সত্ত্বগুণের অপকর্ষ হইলে তির্য্যক্-যোনি হইতে পুনর্ব্বার তির্য্যক্-যোনি প্রাপ্ত হয়, অথবা মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে। জীব তখন মনুষ্য-লোকে কল্প পরিমিত কাল-যাপন-পূর্ব্বক বিধি নিষেধরূপ নিগড়-নিবহ-দ্বারা ক্লিশ্যমান হইয়া তপস্যার উপচয় করত শত শত কল্প অতীত হইলে দেব-ভাব লাভ করিয়া থাকে। হে দৈত্যরাজ! জীব দেবত্ব লাভ করিয়াও সহস্র সহস্র কল্প বিচরণ করত অবস্থান করে; দেবলোকেও জীব বিষয় বিয়োগ-বিহীন হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পকৃত পুণ্য-পাপের ফল-ভোগ করিয়া থাকে।

অনন্তর, দশ সহস্র জন্মের পর মনুষ্য ভোগ-প্রদ কর্ম্ম এবং অন্যান্য জন্ম হইতে মুক্তি লাভ করে; অতএব স্বর্গও ক্ষয়-শীল ইহা বিবেচনা করিবে। জীব দেবলোকে নিরন্তর বিহার করিয়া থাকে; অনন্তর, তথা হইতে প্রচ্যুত হইয়া মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয় ; দেবগণ মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যগণও দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি নামক অষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয় শত শত কল্প মনুষ্য-দেহে অবস্থান করত পরিশেষে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর, সেই জীব কালক্রমে সঙ্কল্প-কৃত লয়োদয় প্রবাহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বাপেকৃষ্ট কৃষ্ণ-বর্ণে অর্থাৎ তল-ভাগের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা নীচতম স্থাবর শরীরে অবস্থিতি করে। হে অসুর-প্রবীর! এই জীবলোক যে প্রকারে বিমুক্ত হয়, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। একের অনেকধাভাবকে ব্যূহ কহে, মুমুক্ষু জীব সেই সপ্তশত দৈব-ব্যূহ আশ্রয়-পূর্ব্বক রক্ত-বর্ণ, পীত-বর্ণ, পরিশেষে শুক্লবর্ণ হইয়া ক্রমশ অর্চ্চনীয় অষ্টলোকে বিচরণ করেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন ও বুদ্ধি-রূপে সপ্তধাভূতা বুদ্ধির সেই সেই ইন্দ্রিয় বৃত্তি ভেদে শত সহস্র ব্যূহ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শম দমাদি সাত্ত্বিক গুণাধিষ্ঠিত দৈব-ব্যূহ অবলম্বন করিয়া প্রথমত যে রক্ত-বর্ণ হয়, তাহাই শম দমাদির অভিমানিদেবতা-স্বরূপ, সুতরাং তাহা নিরতিশয় শমদমাদি-সমন্বিত হইয়া থাকে।

অনন্তর, পীত বর্ণ দেব-শরীর হইয়া পরিশেষে শুক্ল বর্ণ কৌমার মূর্ত্তি হইয়া থাকে, এই মূর্ত্তি বালকের ন্যায় রাগ-দ্বেষ-শূন্য হয়। অনন্তর, সপ্তগুণাত্ম-স্বরূপ লোক সমুদয় লব্ধ হয়, ক্রমশ ধূম্রাদি-মার্গ প্রাপ্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চনীয় চন্দ্রলোক হইতে অর্চ্চনীয়তর অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্য ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর, যোগ-ফলভূত জ্ঞানৈকপ্রাপ্য অর্চ্চ্যতম লোক সমুদয় লব্ধ হয়। হে মহানুভাব দৈত্যরাজ! পূর্ণ-প্রকাশ আত্মজ্ঞগণ পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্ট লোক এবং অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি-ভেদে বিভিন্ন ষষ্টি সমধিক যে শত সংখ্যক লোক আছে, তৎ সমুদয়কে মনের দ্বারাই বিশেষ-রূপে রুদ্ধ করিয়া রাখেন, অর্থাৎ মূঢ়-দৃষ্টি-দ্বারা লোক সকল বিভিন্ন ভাবে

বিলোকিত হইলেও জ্ঞানিগণের মনে তাহা এক-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সংজ্ঞক লোকত্রয় সংক্ষেপত যদি মনোমাত্র-দ্বারা রুদ্ধ হয়, তবে শুক্ল বর্ণের তাহাই পরম গতি, অর্থাৎ ঈদৃশ অবস্থায় শ্রুতি প্রতিপাদ্য মঙ্গলময় দ্বৈত-বিহীন পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। জীব এক-মাত্র ভোগের আয়তন দেহ-ধারণ-পূর্ব্বক শত কল্প পরিমিত কাল ইহ দেহে বসতি করিয়া থাকে, যোগৈশ্বর্য্য-দ্বারা উপস্থাপিত দিব্য ভোগ সমুদয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ যোগী যোগ-বলের তার-তম্যানুসারে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য সংজ্ঞক ঐশ্বর্য্য তারতম্য-সমন্বিত ক্রমমুক্তিস্থান-সকলে বসতি করিয়া থাকেন। যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার-দ্বারা জীবন্মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন নাই অথচ যাঁহার রাগাদি দোষ বিনষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষ যোগ সিদ্ধ হইয়াও ব্রহ্ম ও আত্মাতে ঐক্য জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন ক্রম-মুক্তি ভাজন হইয়া থাকেন; আর যে ব্যক্তি সম্যক্-রূপে যোগানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, সে পরোক্ষত্ব-রূপে নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ-লোকে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য-বশত পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রাদি পঞ্চক এবং মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধক শত কল্প ব্যাপিয়া যাবৎ পূর্ব্বারব্ধ কর্ম্ম-ক্ষয় না হয়, তাবৎ কাল বসতি করে। শুদ্ধ-কর্ম্মা সাধু-যোগী যদি যোগ সিদ্ধির পূর্ব্বে উপরত হয়েন, তবে ভুবর্লোক অথবা স্বর্গ-লোকে গমন করেন। অনন্তর, তথা হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করত মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কুল শীল ও বিদ্যা-বুদ্ধি-সমন্বিত হইয়া সকল লোকের পূজনীয় হয়েন। অবশেষে সেই অসম্পন্ন যোগী মানুষ জন্ম হইতে নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বাভ্যাস-বশত ক্রমশ উত্তরোত্তর যোগ ভূমিকায় আরোহণ করেন, তিনি সমাধি এবং সমাধি ভঙ্গ কালে প্রভাব সম্পন্ন থাকিয়া সপ্তবার লোক সকলে পর্য্যটন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রথম ভূমিতে আরূঢ়-যোগী যদি মৃত হয়েন, তবে তিনি স্বর্গ লাভ করত তথা হইতে প্রচ্যুত হইয়া সার্ব্বভৌম রাজপদবী লাভ করেন, সার্ব্বভৌম পদবী লাভ-দ্বারা তাঁহার ভূলোক-বিজয় হইয়া থাকে। এইরূপে উত্তরোত্তর যোগ-কলা-বৃদ্ধি অনুসারে উত্তরোত্তর লোক সমুদয় জয় হয়; পরিশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াও জীব পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করিয়া থাকে, আর যদি ধ্যেয় বস্তুর সহিত আত্মার অভেদ প্রতীতি জন্মে, তবে প্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত জীবের মুক্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কৃতাত্মা মানবগণ প্রজাপতির প্রলয় কালে তাঁহার সহিত পরম পদে প্রবেশ করেন।

পক্ষান্তরে যোগিজন ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গ-লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্য-লোক কিম্বা, মন ও বুদ্ধির সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সাতটিকে বোধ-দ্বারা বাধিত করিয়া জীব-লোকে শোক মোহ-বিহীন হইয়া অবস্থিতি করেন তিনি পৃথিব্যাদি সপ্ত লোক অথবা, বুদ্ধি প্রভৃতি সপ্ত ইন্দ্রিয়কে দুঃখ-স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া দেহান্তে অপরিণামি অনন্ত, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ-শূন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম-পদ লাভ করেন। কেহ কেহ সেই পদকে মহাদে-বের কৈলাস কহেন, কেহ বা তাহাকে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ বলেন, কোন কোন সম্প্রদায় উহাকে ব্রহ্মার ব্রহ্ম-লোক কহিয়া থাকেন, কোন কোন ভক্তগণ তাহাকে অনন্ত দেবের ধাম-রূপে কীর্ত্তন করেন, সাঙ্খ্যমতা-বলম্বি মনীষিগণ উহাকে জীবের পরম নির্বৃতি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনানুগত কোবিদ বর্গ উহাকে দ্যোত-মান চিন্মাত্র সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের ধাম-স্বরূপে নির্ণয় করিয়া থাকেন।

সংহার কালে যাঁহারা জ্ঞানানল-দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর সমুদয়কে সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত করিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রজাগণ নিয়ত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, আর চেষ্টাত্মক ইন্দ্রিয়গণ এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে অর্ব্বাচীন প্রকৃতি প্রভৃতিও পরিদগ্ধ-দেহ হইয়া সংহার কালে অর্থাৎ জীবের মোক্ষ

সময়ে পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। প্রলয় কাল আসন্নতর হইলে যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের কর্ম্ম-ফল সমুদয় ভোগ না হওয়ায় পূর্ব্ব কল্পার্জ্জিত স্বকীয় কর্ম্ম-ফল সকল প্রত্যাসন্ন হইয়া থাকে; যেহেতু সমস্ত কল্পেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সাদৃশ্য বিদ্যমান রহে, আর প্রলয় কালে যাহা-দিগের কর্ম্ম-ফল ভোগ নিঃশেষিত হয়, তাহাদিগের স্বর্গবাস সমাপ্ত হইলে পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ হইয়া থাকে; যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে শত কল্পেও কৃত-কর্ম্মের ক্ষয় হয় না।

যাঁহারা ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ-লোক হইতে প্রচ্যুত হইবার সামর্থ্য ধারণ করেন, অন্যান্য জীবগণ তাঁহাদিগের তুল্য-বল হইয়া ক্রমশ তদীয় গতি প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাদিগের ন্যায় পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এক কল্পেই যখন বারম্বার ঊর্দ্ধগতি এবং অধোগতি হইয়া থাকে, তখন সংসার-ভীরুজনের তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি যাবৎকাল প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া তাহা ভোগ করেন, তাবৎকাল তাঁহার অঙ্গে ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রজাগণ এবং পরা ও অপরা বিদ্যা বিদ্যমান রহে। অনন্তর, তিনি যোগ-সংশো-ধিত-চিত্ত হইলে অর্থাৎ ধারণা ধ্যান-সমাধি-স্বরূপ সংযম অনুষ্ঠান করিলে এই আকাশাদি পঞ্চ মহা-ভূতকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জ্ঞান করেন; ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশুদ্ধ কৈবল্য অবধি সমস্ত জগৎ দূরবর্ত্তী নহে। যিনি বিশুদ্ধ মানসে শ্রবণ মনন ধ্যানাভ্যাস-দ্বারা শুদ্ধ চিন্মাত্র বস্তুকে জানিতে অভি-লাষ করেন, তিনিই দ্বৈতজাল দূরীকরণ-পূর্ব্বক সেই বিশুদ্ধ পরম-গতি প্রাপ্ত হয়েন; পরিশেষে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে অক্ষয় মোক্ষ পদ লাভ করেন। তৎকালে অবিদ্যা প্রভৃতির ব্যবধান বশত যে শা-শ্বত পরব্রহ্ম অন্যের নিতান্ত অপ্রাপ্য, তাঁহাকে তিনি কণ্ঠগত কণক-ভূষণের ন্যায় অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। হে মহাবল দৈত্যরাজ! এই ত আমি তোমার নিকট নারায়ণের প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম।

বৃত্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাতে যখন জগৎ মনোমাত্র-রূপে অবস্থিত হইল, তখন আর আমার কিছুমাত্র বিষাদ নাই এবং আপনার কথিত-বাক্যার্থ আমি বিশেষ-রূপে আলো-চনা করিলাম। হে মহানুভাব! আমি আপনকার বাক্য শ্রবণ করিয়া এক্ষণে দুরদৃষ্ট বিরহিত এবং শোক মোহ-বিহীন হইলাম। মহর্ষে! এই ত মহা-দ্যুতি অন্তবিহীন বিষ্ণুর চক্রের ন্যায় অনন্তবীর্য্য আবর্ণিত হইল; তাহাই তাঁহার সনাতন স্থান যাহাতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই মহানুভাব বিষ্ণুই পুরুষোত্তম, তাঁহাতেই এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তী-তনয়! দৈত্যরাজ বৃত্র এইরূপ কহিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিলেন এবং তিনি আত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! পুরাকালে সনৎকুমার বৃত্রের নিকটে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই ভগবান্ জনার্দ্দনই সেই দেব?

ভীষ্ম বলিলেন, মুল অধিষ্ঠানের ন্যায় নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যবান্ চিদাত্মা স্বকীয় তেজঃ-পুঞ্জে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সত্য-সঙ্কল্পাদি গুণ-সমন্বিত মানসে নানাবিধ কার্য্য কারণ-স্বরূপ বৃক্ষ-বীজ প্রভৃতি সৃজন করেন। সেই মুলাধিষ্ঠানে অবস্থিত চিন্ময়-পুরুষের অষ্টমাংশে এই মুর্ত্তিমান্ মাধব উৎপন্ন হইয়াছেন—ইহা নিশ্চয় জ্ঞান কর। এই বুদ্ধিমান্ কেশব মুলাধিষ্ঠানের অষ্টমাংশে উৎ-পন্ন হইয়া সেই অষ্টমাংশ-দ্বারাই ত্রিভুবন উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, যিনি ইহাঁর পরবর্ত্তী হইয়া সমষ্টি কার্য্য-স্বরূপে প্রতিপন্ন হয়েন, তিনি অস্মদাদির শরীরাপেক্ষা নিত্য হইয়াও কল্পান্তকালে লয় প্রাপ্ত

হয়েন, আর যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয়োদয়ের বীজভূত, সেই অন্তর্যামী ভগবান্ প্রলয়কালে সলিল-রাশি-মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন অর্থাৎ সলিল-স্বরূপে নিরূপিত অখণ্ড একমাত্র রস-স্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়েন। বিধাতা শুদ্ধ-চিত্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ বিনির্ম্মুক্ত হইলে সেই শাশ্বত সমষ্টিরূপ পরব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব চতুর্ম্মুখ-প্রভৃতি চেতন-মাত্রের একমাত্র পরব্রহ্মই লয় স্থান। সেই অন্তবিহীন পরমাত্মা কার্য্য-কারণভূত সমস্ত পদার্থকে নিজ সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান-দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি সনাতন অর্থাৎ সতত একরূপ হইয়াও মায়োপাধি-বিশিষ্ট এই পরিদৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণ-রূপে সমস্ত লোকে সঞ্চরণ করিতেছেন। সেই দেব এতাদৃশ হইয়াও অস্মদাদির ন্যায় উপাধি ধর্ম্ম-দ্বারা নিরুদ্ধ নহেন; সুতরাং তিনি অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অহঙ্কার-স্বরূপ হইয়া জগৎ সৃজন করেন এবং তিনিই সমস্ত বস্তুর আধার বলিয়া মহাত্মা হয়েন। বীজ-মধ্যে তরু এবং ফল-মধ্যে বীজ-পুঞ্জের অবস্থিতির ন্যায় এই বিচিত্র নির্ম্মাণ বিশ্ব সেই পরমাত্মাতে অবস্থান করিতেছে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পরমার্থজ্ঞ পিতামহ! বৃত্র বোধ হয়, আত্মার গতি অবলোকন করিয়াছিলেন, তিনি সেই আত্ম-গতি দর্শন-জনিত শুভ-নিবন্ধন সুখিত হইয়া কদাচ শোক প্রকাশ করেন নাই। হে অনঘ পিতামহ! শুক্ল-বর্ণ ও বিশুদ্ধ বংশোদ্ভব সাধ্য-সংজ্ঞক দেবযোনি তির্য্যক্-যোনি-রূপ নিরয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আর তাহাতে আবর্ত্তিত হয়েন না। হে পৃথ্বীনাথ! পীতবর্ণে অথবা রক্তবর্ণে বর্ত্তমান মানব তামস কর্ম্ম-দ্বারা আবৃত হইয়া তির্য্যক্-যোনি লাভ করিয়া থাকে। আমরা পীতবর্ণ হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবল রজঃ-প্রধান রক্ত-বর্ণে অবস্থান করত কখন সুখ কখন দুঃখ কখন বা অসুখে কালযাপন করত নীল-বর্ণ মানুষ-যোনি অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্টতম কৃষ্ণ-বর্ণ তির্য্যক্-যোনির মধ্যে কিরূপ গতি লাভ করিব বলিতে পারি না?

ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দনগণ! তোমরা বিশুদ্ধ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ এবং সকলেই তীব্রতর ব্রত ধারণ করিয়া আছ; অতএব অতঃপর তোমরা দেবলোক সকলে বিহার করিয়া পুনর্ব্বার মানব জন্ম লাভ করিবে। প্রজাগণের প্রলয় কালে তোমরা দেবলোকে অনায়াসে সুখভোগ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধগণের মধ্যে গণনীয় হইবে; তোমাদিগের ভয় নাই, সকলে শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হও।

বৃত্র-গীতায় একোনাশীত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭৯ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! অমিত তেজা বৃত্রের ধর্ম্মিষ্ঠতা অতি আশ্চর্য্য !! তাঁহার যেমন অনন্যসাধারণ বিজ্ঞান, ভগবানের প্রতি ভক্তিও তাদৃশী ছিল। হে তাত! অসীম মহিম ভগবানের তত্ত্ব একান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়, বৃত্র তাঁহার সেই তত্ত্ব কি প্রকারে বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন? আপনি বৃত্র বিষয়ক যে অস্খলিত বাক্য বলিলেন, তাহাতে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে; কিন্তু বৃত্র বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং তিনি কখন বধার্হ হইতে পারেন না, অথচ আপনার বাক্যানুসারে তাঁহার বধ হইয়াছে বিবেচনা হয়, এই অন্যতর কোটি নিশ্চায়ক বিজ্ঞানাভাব-বশত পুনর্ব্বার আমার জিজ্ঞাসা-বৃত্তির উদ্রেক হইতেছে। হে পুরুষ-প্রবর! বৃত্র ধর্ম্মিষ্ঠ, বিষ্ণুভক্ত এবং বেদান্ত-বাক্যার্থ বিচার বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ; অতএব কি প্রকারে তিনি বাসব-কর্ত্তৃক বিনিহত হইয়াছিলেন? ইহাই আমার সংশয় হইতেছে; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট এই বিষয় কীর্ত্তন করুন। হে ভরত-প্রবর পিতামহ! বৃত্র যে রূপে বাসব-কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হয়েন এবং যে প্রকারে তাঁহাদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল, আপনি তাহা বিস্তার-

ক্রমে বর্ণন করুন, এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, পুরাকালে দেবরাজ দেবগণের সহিত রথারোহণ-পূর্ব্বক গমন করত পুরোভাগে অবস্থিত পর্ব্বতোপম বৃত্র দৈত্যকে দর্শন করিলেন। হে অরিদমন! বৃত্র তখন উর্দ্ধে পঞ্চশত যোজন উন্নত এবং বিস্তারে ত্রিশত যোজন আয়ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; বৃত্রের ত্রৈলোক্য-দুর্জ্জয় তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া দেবগণ নিতান্ত ত্রস্ত হইলেন এবং কোন ক্রমে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। রাজন্! বৃত্রের সেই বিপর্য্যয় রূপ বিলোকন করিয়া ভয়-বশত তৎকালে বাসবের সহসা উরুস্তম্ভ জন্মিল। অনন্তর, দেবাসুরগণের সেই সমর সমুপস্থিত হইলে, সুমহান্ সিংহনাদ ও রণ-বাদ্য-ধ্বনি হইতে লাগিল। হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! দেবেন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া বৃত্রের অন্তঃকরণে সম্ভ্রম, ভয় বা আস্থা হয় নাই। অনন্তর, সুররাজ শক্র ও মহানুভাব বৃত্রের ত্রিলোক-ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হইল। অসি, পট্টিশ, শূল, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, বিবিধ শিলা, মহাশব্দ-সমন্বিত কার্ম্মুক, বহুবিধ দিব্য শস্ত্র, অগ্নি ও উল্কা-সমূহ-দ্বারা দেবাসুর সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সমুদয় জগৎ সমাকুল হইতে লাগিল।

হে ভরত-প্রবর মহারাজ! প্রজাপতি প্রভৃতি সমুদয় সুরগণ এবং মহাভাগ ঋষি সকল সেই সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ আগমন করিলেন। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। অনন্তর, ধার্ম্মিক-প্রবর বৃত্র পাষাণ বর্ষণ-দ্বারা অবিলম্বে অন্তরীক্ষতল আবরণ করত দেবেন্দ্রকে সমাকীর্ণ করিলেন। তখন দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বতোভাবে শরবর্ষণ-দ্বারা সমরে বৃত্র-প্রেরিত অশ্ম-বর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে কুরুবর! মহামায়াবী মহাবল বৃত্র মায়া-যুদ্ধ-দ্বারা দেবেন্দ্রকে সর্ব্বতোভাবে মোহিত করিলেন। শতক্রতু বৃত্র-কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইলে তাঁহার মোহ জন্মিল, তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ রথন্তর সাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে দৈত্য-দানব-নিসূদন দেবরাজ! তুমি সমস্ত দেবগণের শ্রেষ্ঠ এবং ত্রিলোকের বল-বিশিষ্ট; অতএব কি জন্য বিষণ্ণ হইতেছ? এই জগৎপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ভগবান্ সোমদেব এবং সমুদয় মহর্ষিগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন অতএব হে সুরাধিপ শক্র! তুমি প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় মুগ্ধ হইও না; সমরে সাধু-বুদ্ধি সমাশ্রয় করিয়া শত্রুগণকে সংহার কর। হে সুরপতে! এই সর্ব্বলোক-নমস্কৃত লোক-গুরু ভগবান্ ত্রিলোচন তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; অতএব তুমি মোহ পরিহার কর। হে শক্র! এই সমস্ত বৃহস্পতি প্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ জয়ের নিমিত্ত তোমাকে দিব্য স্তব-দ্বারা স্তুতি করিতেছেন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহানুভাব বশিষ্ঠ এইরূপে বাসবের চৈতন্য সম্পাদন করিলে, প্রবল পরাক্রান্ত সুররাজের পরাক্রম অতীব বর্দ্ধিত হইল। অনন্তর, ভগবান্ পাকশাসন বুদ্ধি স্থৈর্য্য বিধান-পূর্ব্বক সুমহৎ যোগ-যুক্ত হইয়া বৃত্র-কৃত মায়া বিদূরিত করিলেন। অঙ্গিরার পুত্র শ্রীমান্ সুরাচার্য্য এবং পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিগণ বৃত্রের বিক্রম বিলোকন-পূর্ব্বক লোক সকলের হিত কামনা-হেতু মহেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া তাহার বিনাশার্থ প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর, জগৎপতি মহেশ্বরের তেজ ঘোরতর জ্বর-রূপ ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দৈত্যপতি বৃত্রের গাত্রে প্রবেশ করিল আর লোক-সংরক্ষণে নিরত সর্ব্বলোক-পূজিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজের বজ্র-মধ্যে সমাবেশ করিলেন। পরিশেষে ধীশক্তি-সম্পন্ন বৃহস্পতি, মহাতেজা বশিষ্ঠ এবং সেই সমস্ত মহর্ষিগণ লোক-পূজিত বরদাতা বাসবের সন্নিহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে এই কথা বলিলেন যে, হে দেবেশ! তুমি বৃত্রকে সংহার কর।

মহেশ্বর কহিলেন, হে শক্র! এই বৃত্র স্বয়ং প্রবল

অথচ সুমহৎ বল-সমূহে সমাবৃত হইয়াছে, এ ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র-গামী এবং নানা প্রকার মায়া-জাল বিস্তার করিতে পারে, এ জন্য বিখ্যাত আছে, অতএব হে সুরেশ্বর! তুমি যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক এই ত্রিলোক-দুর্জ্জয় দানব-শ্রেষ্ঠকে সংহার কর, অবজ্ঞা করিও না। হে অমররাধিপ! এই বৃত্র বলের নিমিত্ত ষষ্টি সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছিল, ব্রহ্মাও ইহাকে যোগিগণের মধ্যে মহত্ত্ব, মহামায়ত্ব, মহাবলত্ব ও উৎকৃষ্ট তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত বর প্রদান করিয়াছিলেন। হে বাসব! এই মদীয় তেজ অবিলম্বে তোমার শরীরে সমাবেশ করিতেছে, তুমি এই তেজে তেজস্বী হইয়া বজ্র-দ্বারা এই দানবকে সংহার কর।

দেবরাজ কহিলেন, হে সুর-শ্রেষ্ঠ ভগবন্! আপনার প্রসাদে আপনকার সাক্ষাতেই আমি এই দুরাসদ দানবকে বজ্র দ্বারা নিহত করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, মহাসুর বৃত্রের শরীরে শৈবজ্বর আবিষ্ট হইলে দেবতা ও ঋষিগণের সুমহান্ হর্ষ-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর, সহস্র সহস্র মহাস্বন-সম্পন্ন শঙ্খ, দুন্দুভি, মুরজ ও ডিণ্ডিম বাদ্য-ধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত অসুরগণের এক কালে স্মৃতি লোপ হইয়া গেল, ক্ষণকালের মধ্যে প্রবল মায়ার বিনাশ হইল। দেবতা ও ঋষিগণ শক্রের শরীরে শৈবতেজ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে জানিয়া প্রসংশা বাক্যে তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সংগ্রাম সময়ে মহানুভাব মহেন্দ্র রথারোহণ-পূর্ব্বক ঋষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইলে, তাঁহার রূপ একান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

বৃত্র বধে অশীত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮০ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! বৃত্রাসুর সর্ব্বতোভাবে জ্বরাবিষ্ট হইলে তাহার শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। তাহার আস্যদেশ ঘোরতর প্রজ্বলিত হওয়ায় নিতান্ত বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সুমহান্ গাত্র-কম্প ও শ্বাস হইতে লাগিল; তীব্রতর রোম হর্ষ এবং দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হইল। তাহার মুখ-মণ্ডল হইতে অশিব-সঙ্কাশা সুদারুণা মহাঘোর-রূপা শিবা নিষ্ক্রমণ করিল, হে ভারত! তাহাই তাহার স্মৃতিশক্তি ছিল। প্রজ্বলিত ও প্রদীপ্ত উল্কা সকল তাহার পার্শ্বদ্বয় পরিবেষ্টন করিল। গৃধ্র, কঙ্ক ও বলাকা সকল বৃত্রের উপরিভাগে সঙ্গত হইয়া চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করত দারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর, দেবগণ-কর্ত্তৃক আপ্যায়িত আহব-মধ্যে সুররাজ সেই রথে অবস্থান করত করে বজ্র ধারণ-পূর্ব্বক বৃত্র দৈত্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে সেই তীব্রজ্বর-সমন্বিত মহাসুর অমানুষ নিনাদ ও জৃম্ভণ করিতে লাগিল। বৃত্র বিজৃম্ভণ করিতে থাকিলে সুররাজ তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, সেই কালাগ্নি-সদৃশ সুমহৎ তেজোময় বজ্র অবিলম্বে মহাকায় বৃত্রাসুরকে নিপাতিত করিল।

হে ভারত! অনন্তর, বৃত্রকে নিহত দর্শনে চতুর্দ্দিকে দেবগণের হর্ষ-ধ্বনি পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইল। দানবারি দেবরাজ বিষ্ণু-যুক্ত বজ্র-দ্বারা বৃত্রকে নিহত করিয়া মহাযশস্বী হইয়া সুরপুরে প্রবেশ করিলেন। হে কুরুনন্দন! অনন্তর, বৃত্রের শরীর হইতে লোক-ভয়াবহা রৌদ্র-রূপা মহাঘোরা ব্রহ্মহত্যা বিনিঃসৃত হইল। হে ধর্ম্মজ্ঞ ভরত-সত্তম! তাহার দশন সকল অতি করাল, আকার ভয়ঙ্কর ও বিকৃত, বর্ণ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল, কেশ-কলাপ প্রকীর্ণ এবং নেত্রদ্বয় ঘোরতর। হে রাজেন্দ্র! কৃত্যার ন্যায় কপাল-মালিনী চীরবল্কল-বাসিনী রুধিরার্দ্রা তাদৃশ ভয়াবহ রূপ-ধারিণী সেই কামিনী নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র বজ্রধরকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। হে কুরু-নন্দন! কিয়ৎকালানন্তর বৃত্রহন্তা বাসব লোক সকলের হিত-কামনা-হেতু স্বর্গাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে

সেই ব্রহ্মহত্যা মহাতেজস্বি শক্রকে নিঃসৃত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল এবং তদবধি দেবেন্দ্রের শরীরে সংলগ্ন হইয়া রহিল। দেবরাজ সেই ব্রহ্মহত্যা-কৃত ভয় সমুৎপন্ন হইলে নলিনীর মৃণাল-মধ্যে অবস্থান করত বহু বর্ষ কাল বাস করিয়াছিলেন। হে কৌরব! ব্রহ্ম-হত্যাও যত্ন-পূর্ব্বক অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া রহিল, তখন তিনি নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। দেবেন্দ্র তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত নিতান্ত যত্ন করিলেন, কিন্তু, কোন ক্রমেই সেই ব্রহ্ম-হত্যা হইতে নিস্তীর্ণ হইতে পরিলেন না। হে ভরতকুল-চূড়ামণে! পরিশেষে সুররাজ সেই ব্রহ্ম-হত্যা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত থাকিয়া পিতামহের নিকট গমন-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হে ভরত-সত্তম! ব্রহ্মা তখন সুররাজকে ব্রহ্ম-হত্যা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! তৎকালে পিতামহ সেই ব্রহ্ম-হত্যাকে মধুর-স্বরে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি এই ত্রিদশাধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রিয়-কার্য্য সাধন কর। তোমার কোন্ কামনা সিদ্ধ করিব বল, এক্ষণে তুমি কি অভিলাষ করিতেছ?

ব্রহ্ম-হত্যা বলিলেন, হে দেব! আপনি ত্রিলোক-পূজিত এবং ত্রৈলোক্য-কর্ত্তা, আপনি যখন প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমার সকল অভিলাষই পূর্ণ হইয়াছে, ইহাই আমি বিবেচনা করিতেছি। সম্প্রতি আমি কোথায় বাস করিব, আপনি তদ্বিষয়ে কোন উপায় বিধান করুন; আপনি লোক-রক্ষার নিমিত্ত এই সুমহতী মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। হে সর্ব্ব-লোকেশ্বর সর্ব্বলোক-নিয়ামক ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি যখন প্রীত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই আমি সুররাজ হইতে অন্তর্দ্ধান করিব, অতএব এক্ষণে আমার বাস-স্থান সন্ধান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, প্রজাপতি তৎকালে সেই ব্রহ্ম-হত্যাকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলেন এবং তিনি উপায়-পূর্ব্বক শক্রের শরীর হইতে তাহাকে বিদূরিত করিলেন। অনন্তর, মহানুভাব স্বয়ম্ভু অগ্নিকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনকার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি, অতএব হে অনিন্দিত! হে দেব! আমার যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তাহা আদেশ করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, অদ্য আমি ইন্দ্রের বিমুক্তির নিমিত্ত এই ব্রহ্ম-হত্যাকে বহুধা বিভক্ত করিব; অতএব তুমি ইহার চতুর্ভাগের এক অংশ গ্রহণ কর।

অগ্নি বলিলেন, হে লোক-পূজিত প্রভো ব্রহ্মন্! ইহা হইতে আমার কি প্রকারে মুক্তি হইবে, তাহা আপনি চিন্তা করুন; আমি ইহাই প্রকৃত রূপে বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি?

ব্রহ্মা বলিলেন, হে হব্যবাহ বহ্নে! যে মানব মোহ-বশত তোমাকে জ্বলন্ত দেখিয়াও বীজাঞ্জলি ও সোমরসাদি-দ্বারা তর্পিত না করিবে, এই ব্রহ্ম-হত্যা অচিরাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বসতি করিবে; অতএব তোমার মানসজ্বর বিদূরিত হউক।

ভীষ্ম কহিলেন, হব্য কব্য ভোক্তা ভগবান্ অগ্নি এইরূপ উক্ত হইয়া পিতামহের তদ্বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম-হত্যার অংশ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। মহারাজ! অনন্তর পিতামহ বৃক্ষ ওষধি ও তৃণগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! বৃক্ষ ওষধি ও তৃণগণ যথাতথ-রূপে পূর্ব্ববৎ উক্ত হইবামাত্র বহ্নির ন্যায় ব্যথিত হইয়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিল যে, হে লোক-পিতামহ! আমরা ব্রহ্ম-হত্যা হইতে কতকালে মুক্ত হইব? আমরা ত দৈব-কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া রহিয়াছি, অতএব পুনরায় আমাদিগকে নিহত করা আপনকার উচিত নহে। হে দেব! আমরা শীত, বর্ষা, বায়ুবেগ, বহ্নি ও ছেদ ভেদ

সতত সহ্য করিয়া থাকি। হে ত্রিলোকেশ! সম্প্রতি আপনার শাসন-বশত এই ব্রহ্ম হত্যাকে গ্রহণ করিব; কিন্তু, আপনি আমাদিগের ইহা হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে যে মানব মোহ-বশত তোমাদিগের ছেদ অথবা ভেদ করিবে, এই ব্রহ্ম হত্যা তাহারই অনুগতা হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণগণ মহানুভাব ব্রহ্মা-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া অবিলম্বে স্ব-স্ব স্থানে গমন করিল। হে ভারত! তদনন্তর, লোক-পিতামহ প্রজাপতি অপ্সরোগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, এই বরাঙ্গনা ব্রহ্ম বধ্যা বাসব হইতে বিনিঃসৃতা হইয়াছেন; অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা ইহার অংশ গ্রহণ কর।

অপ্সরোগণ কহিলেন, হে দেবেশ পিতামহ! আপনার শাসনানুসারে আমরা ইহারে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম; কিন্তু, ইহা হইতে যাহাতে আমাদিগের নিষ্কৃতি হয়, আপনি তাহা চিন্তা করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, যে ব্যক্তি রজস্বলা রমণীতে মৈথুন আচরণ করিবে, এই ব্রহ্ম-বধ্যা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সংক্রান্ত হইবে; অতএব তোমাদিগের মানস-জ্বর বিদূরিত হউক।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরত-প্রবর! অপ্সরোগণ 'তাহাই হউক' হৃষ্ট-চিত্তে এই কথা বলিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন-পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ত্রিলোক কর্ত্তা মহাতপা প্রজাপতি পুনরায় সলিল সকলকে স্মরণ করিলেন, স্মরণ করিবামাত্র তাহারা আসিয়া উপনীত হইল। রাজন্! তাহারা অপরিমিত তেজঃ-সম্পন্ন প্রজাপতির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই কথা বলিল, হে দেব অরিন্দম! এই ত আমরা আপনার শাসনানুসারে সন্নিহিত হইয়াছি, অতএব হে প্রভো লোকেশ! আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, এই মহাভয়া ব্রহ্ম-হত্যা বৃত্র হইতে পুরন্দরের কলেবরে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে তোমরা ইহার অংশ গ্রহণ কর।

সলিল সকল বলিল, হে প্রভো লোকেশ! আপনি আমাদিগকে যাহা কহিতেছেন, তাহাই হউক; কিন্তু, সময়ানুসারে আমরা ইহা হইতে যাহাতে মুক্ত হই, আপনার সেই উপায় চিন্তা করা উচিত হইতেছে। হে দেবেশ! তুমিই সমস্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন, তোমাভিন্ন অন্য কোন্ জনকে প্রসন্ন করিব যে, আমাদিগকে কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধৃত করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন, যে মানব মুগ্ধচিত্ত হইয়া অল্প বিবেচনা করত তোমাদিগের উপরি শ্লেষ্ম, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে, এই ব্রহ্ম হত্যা অবিলম্বে তাহাকে আশ্রয় করিবে এবং তাহাতেই নিবসতি করিতে থাকিবে; এইরূপে তোমাদিগের তাহা হইতে মুক্তি হইবে, ইহা আমি তোমাদিগের নিকট যথার্থ কহিতেছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর, ব্রহ্ম হত্যা দেবরাজকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রজাপতির শাসনানুসারে উল্লিখিত বাসস্থল সকলে গমন করিল। হে জননাথ! এইরূপে ব্রহ্ম-বধ্যা পুরন্দরের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল; তিনি পিতামহের প্রসাদে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ করেন। মহারাজ! শুনিয়াছি, দেবরাজ ব্রহ্ম-হত্যা-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞ-দ্বারা তাহা হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হে মহীপতে! সুররাজ সহস্র বার শত্রু সকলকে সংহার করত শ্রী সম্পন্ন হইয়া অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। হে পৃথাতনয়! বৃত্রাসুরের রুধির হইতে শিখণ্ড নামক কুক্কুট সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বিশেষত দীক্ষিত তপোধনগণের অভক্ষ্য।

হে কুরু-নন্দন! তুমিও সর্ব্বাবস্থায় এই সমস্ত দ্বিজাতিগণের প্রিয় কার্য্য সাধন কর, ইহাঁরাই ভূমণ্ডলে দেবতা-রূপে প্রথিত আছেন। হে কুরুকুল-

ধুরন্ধর! এইরূপে অমিত-তেজস্বী সুররাজ সূক্ষ্ম বুদ্ধি-বশত উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক মহাসুর বৃত্রকে নিহত করিয়াছিলেন। হে কুন্তী-নন্দন! তুমিও অমিত্রহন্তা দেবরাজ আখণ্ডলের ন্যায় অখণ্ড ভূমণ্ডলে অপরাজিত থাকিবে। যাহারা প্রতি পর্ব্বে এই দিব্য দেবেন্দ্র কথা বিপ্রবর্গ-মধ্যে কীর্ত্তন করিবে, তাহাদিগকে কদাচ পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে তাত! এই ত তোমার নিকট সুররাজের বৃত্রাসুর ঘটিত অতি অদ্ভুত সুমহৎ কর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর?

বৃত্র-বধে একাশীত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮১ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! বৃত্র বধ-নিবন্ধন এ বিষয়ে আমার এই বিবক্ষা হইতেছে যে, আপনি কহিলেন, বৃত্র জ্বর-মোহিত হইয়া বাসব-কর্তৃক বজ্র-দ্বারা নিহত হয়েন, অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই জ্বর কি প্রকারে কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল? সেই জ্বরোৎপত্তি বিষয় আমি প্রকৃত-রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম কহিলেন; হে ভারত! এই লোক-বিখ্যাত জ্বরের সম্ভব বিষয় শ্রবণ কর, ইহা যে প্রকার, তাহা বিস্তার ক্রমে কহিতেছি। মহারাজ! পুরাকালে সুমেরু শৈলের ত্রৈলোক্য-পূজিত সর্ব্ব রত্ন-বিভূষিত এবং সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিত জ্যোতিষ্ক নামে এক শৃঙ্গ ছিল। হে ভারত! সর্ব্বলোক-মধ্যে সেই শৃঙ্গই অপ্রমেয় এবং অধর্ষণীয়, দেবদেব হেম-বিভূষিত পর্য্যঙ্কের ন্যায় সেই শৈলতটে উপবিষ্ট থাকিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। শৈলরাজ-দুহিতা নিয়ত তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়া শোভা পাইতেছিলেন, আর মহানুভাব দেবগণ, অপরিমিত তেজঃ-সম্পন্ন বসুগণ, ভিষগ্বর মহাত্মা অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, যক্ষাধিপতি কৈলাস-বাসি গুহ্যকগণ-পরিবৃত শ্রীমান্ কুবের এবং মহামুনি উশনা, সেই মহাত্মার উপাসনা করিতেছিলেন। সনৎকুমার-প্রভৃতি মহর্ষিগণ, অঙ্গিরা-প্রমুখ দেবর্ষি-বৃন্দ, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত এবং অনেকানেক অপ্সরোগণ তথায় সমাগত হইলেন। তৎকালে বিবিধ গন্ধবহ সুখ-স্পর্শ শুচি ও শিবকর সমীরণ বহিতে লাগিল, তরুগণ সর্ব্বর্ত্তু-কুসুম-সম্পন্ন হইয়া পুষ্পভরে সুশোভিত হইল। হে ভারত! বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধগণ এবং তপোধনগণ দেবদেব পশুপতিকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! নানা রূপধর ভূতগণ, মহারৌদ্র রাক্ষসগণ, মহাবল পিশাচগণ এবং দেবদেবের বহু-রূপ ও নানা প্রহরণধারি হৃষ্টচিত্ত অনুচরগণ অনল-সদৃশ রূপ ধারণ করত তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। ভগবান্ নন্দী নিজ তেজে দীপ্যমান হইয়া প্রজ্বলিত শূল ধারণ করত দেবদেবের অনুমতি ক্রমে তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন। হে কুরুনন্দন! সর্ব্বতীর্থ-জলোদ্ভবা সরিদ্বরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই দেবের উপাসনা করিতেছিলেন। সেই মহাতেজা ভগবান্ মহাদেব এইরূপে দেবর্ষি ও দেবগণ-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে পূজ্যমান হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

কিয়ৎকালানন্তর, দক্ষনামা প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত বিধান-দ্বারা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্রাদি দেবতা সকলে সমবেত হইয়া তৎকালে তাঁহার যজ্ঞে গমন করিতে অভিলাষী হয়েন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সেই মহানুভাব দেবগণ দেবদেবের অনুমতি ক্রমে অর্ক ও অনল সম প্রভা-সমন্বিত বিমান দ্বারা গঙ্গা-দ্বারে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে সাধ্বী শৈলরাজ-সুতা সুরগণকে প্রস্থিত দেখিয়া নিজ পতি দেবদেব পশুপতিকে এই কথা বলিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞতম ভগবন্! এই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কোথায় গমন করিতেছেন, তাহা আপনি প্রকৃত রূপে প্রকাশ করুন, আমার অতিশয় সংশয় হইয়াছে।

মহেশ্বর কহিলেন, হে মহাভাগে! দক্ষনামা প্রজা-

পতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেবগণ সেই যজ্ঞে গমন করিতেছেন।

শর্ব্বাণী বলিলেন, হে দেব! আপনি কি জন্য এ যজ্ঞে গমন করিলেন না এবং কোন্ প্রতিষেধ অনুসারে আপনার তথায় যাত্রা রহিত হইতেছে?

মহেশ্বর কহিলেন, মহাভাগে! পূর্ব্বকাল হইতে দেবগণ যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ কল্পিত হয় নাই। হে বরবর্ণিনি! পূর্ব্বতন অনুষ্ঠান পদ্ধতি ক্রমে সুরগণ ধর্ম্মত আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না।

ভবানী বলিলেন, ভগবন্! আপনি গুণগণ-দ্বারা সর্ব্বভূত-মধ্যে প্রভাবাতিশয়-সম্পন্ন, তেজ, যশ ও শ্রী-সম্পত্তি দ্বারা সকলেরই অজয্য এবং অধৃষ্য, অতএব হে অনঘ মহাভাগ! আপনার এই যজ্ঞভাগ প্রতিষেধ-বশত আমার অতিশয় দুঃখোদয় হইয়াছে এবং সর্ব্ব শরীরে বেপথু হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! দেবী দেবদেব পতি পশুপতিকে এইরূপ কহিয়া দহ্যমান অন্তঃকরণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, ভগবান্ দেবীর হৃদয়গত চিকীর্ষিত মত বিজ্ঞাত হইয়া নন্দিকে 'তুমি অবস্থিতি কর' এইরূপ আদেশ করিলেন। পরিশেষে সেই সর্ব্বযোগেশ্বরেশ্বর মহাতেজা পিণাকপাণি দেবদেব যোগবল অবলম্বন-পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর অনুচরগণ-দ্বারা সহসা সেই যজ্ঞকে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। রাজন্! ভূতগণ মধ্যে কেহ কেহ সুদারুণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ বিকট-রূপে হাস্য করিতে লাগিল, অপরে সেই যজ্ঞ স্থলে রুধির-প্রবাহ-দ্বারা হব্যবাহকে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। কোন কোন বিকৃতানন প্রমথগণ যজ্ঞিয় যুপ সমুদয় উৎপাটন-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিল, অন্যে আস্য-দ্বারা পরিচারক সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। রাজন্! অনন্তর, সেই যজ্ঞ সর্ব্বতোভাবে বধ্যমান হইয়া তৎকালে মৃগরূপ ধারণ করত আকাশাভিমুখে গমন করিল। নিগ্রহানিগ্রহ-সমর্থ শূলপাণি সেই যজ্ঞকে মৃগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক গমন করিতে বিজ্ঞাত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত তাহার অনুসরণ করিলেন। তদনন্তর, সেই অমিত-তেজস্বি সুরেশের রোষ-বশত ললাটপট্ট হইতে ঘোরতর স্বেদ-বিন্দু প্রসূত হইল। সেই স্বেদ-বিন্দু ভূতলে পতিত হইবামাত্র তৎকালে কালানল-সদৃশ সুমহান্ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। হে পুরুষ-প্রবর! তখন সেই অগ্নি হইতে এক ভীষণ পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিল, সে অতিমাত্র হ্রস্ব-কলেবর, তাহার নয়নদ্বয় রক্ত-বর্ণ, শ্মশ্রু পিঙ্গল, কেশ সকল ঊর্দ্ধ বিস্তৃত এবং শ্যেন ও উলূকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ রোমশ। সেই রক্তবাসা কৃষ্ণ-বর্ণ প্রবল পরাক্রান্ত করাল পুরুষ অনলের তৃণরাশি দাহের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সুরগণ ও ঋষিগণের প্রতি ধাবিত হইয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল; দেবগণ তাহা হইতে ভীত হইয়া দশদিকে প্রধাবিত হইলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ মহারাজ! তদানীং সেই পুরুষের বিচরণে পৃথিবী অতীব বিচলিত হইল এবং সমস্ত জগৎ হাহাকার করিতে লাগিল—দেখিয়া প্রজাপতি পিতামহ মহাদেবের নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো সর্ব্বদেবেশ্বর! দেবতারা সকলেই তোমাকে যজ্ঞ ভাগ প্রদান করিবেন; অতএব তুমি ক্রোধ প্রতিসংহার কর। হে পরন্তপ! হে মহাদেব! এই সমুদয় সুরগণ ও ঋষিগণ তোমার ক্রোধ-বশত কোন ক্রমে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ নহেন। হে বিবুধ-শ্রেষ্ঠ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে পুরুষ তোমার স্বেদ-বিন্দু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ লোক মধ্যে জ্বরনাম ধারণ করত বিখ্যাতি লাভ করিবে। হে প্রভো! তোমার এই একীভূত তেজঃ-পুঞ্জ ধারণে সমস্ত বসুন্ধরাও সমর্থ নহে; অতএব ইহাকে বহু প্রকারে বিভক্ত কর। দেবদেব প্রজাপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত এবং তাঁহার যজ্ঞ ভাগ প্রকল্পিত হইলে, তিনি অমিত-তেজঃ-সম্পন্ন

সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ ব্রহ্মাকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলেন, তখন পিণাকপাণি মহাদেব প্রজাপতি প্রদত্ত যথাবিহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি সহ উৎসাহ লাভ করিলেন এবং সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সদাশিব সর্ব্বভূতের শান্তির নিমিত্ত প্রাগুক্ত জ্বরকে বহু প্রকারে বিভক্ত করিতে লাগিলেন। বৎস! তিনি যে জীবে যে প্রকারে জ্বর স্থাপন করিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! মাতঙ্গগণের শিরস্তাপ, শৈল সকলের শিলাজতু, সলিল সমুদয়ে শৈবাল, ভুজঙ্গগণের নির্ম্মোক, সৌরভেয় সকলের খুররোগ, পৃথিবীর ঊষরত্ব, পশুমাত্রের দৃষ্টি অবরোধ, অশ্বগণের গলরন্ধ্রগত মাংস খণ্ড, ময়ূর সকলের শিখোদ্‌ভেদ এবং কোকিলের নেত্ররোগ জ্বর-রূপে সেই মহানুভাব-কর্ত্তৃক উক্ত হইল; আর মেষ জাতীয় পশু মাত্রের পিত্তভেদ জ্বর-স্বরূপে নির্ণীত হইল, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। শুক পক্ষিগণের হিক্কা ও শার্দ্দূল সকলের পরিশ্রমই জ্বর রূপে উক্ত হইয়াছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ ভারত! এই জ্বর মানবগণের জন্ম মরণ এবং জন্ম মরণের মধ্যকালে নিয়তই মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করে। মহেশ্বরের তেজঃ-স্বরূপ এই সুদারুণ সর্ব্বনিয়ন্তা জ্বর সমস্ত প্রাণীর নমস্ত এবং মাননীয়। ধার্ম্মিক-প্রবর বৃত্র এই জ্বরাক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভিত হইলে দেবরাজ তাঁহার প্রতি বজ্র বর্ষণ করিয়াছিলেন। হে ভারত! পুরন্দর-প্রেরিত বজ্র বৃত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহা বিদারণ করিয়াছিল। মহাযোগী মহাসুর বৃত্র বজ্র-দ্বারা বিদারিত হইয়া অমিত-তেজা বিষ্ণুর পরম ধামে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বিষ্ণু-ভক্তি-দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল; অতএব বৃত্র সংগ্রামে নিহত হইয়া বিষ্ণুর স্থান লাভ করিয়াছিলেন। হে পুত্র! এই ত তোমার নিকট বৃত্র সংক্রান্ত সুমহৎ জ্বরের বিস্তারিত বিষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য কোন্ বিষয় কীর্ত্তন করিব? যিনি অদীন-চিত্ত ও সুসমাহিত হইয়া এই জ্বরোৎপত্তি বিষয় সতত পাঠ করেন, তিনি বিমুক্ত রোগ, একান্ত সুখী এবং প্রমোদান্বিত হইয়া মনোভিলষিত কাম সমুদয় লাভ করিয়া থাকেন।

জ্বরোৎপত্তি কথনে দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কি প্রকারে বিনষ্ট হইয়াছিল? দেবী ক্রোধ করিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া সর্ব্বময় মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েন, পরিশেষে দক্ষ পুনরায় তাঁহার প্রসাদে কি প্রকারে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমি বিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি, অতএব আপনি তাহা যথাতথ রূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরাকালে হিমালয় শৈলের উপরিভাগে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ-সমাকীর্ণ বিবিধ তরুলতা-পরিবৃত ঋষি ও সিদ্ধগণ-নিষেবিত পবিত্র গঙ্গা-দ্বারদেশে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষচর লোক সকল ঋষিবৃন্দ-পরিবেষ্টিত ধার্ম্মিক-প্রবর প্রজাপতি দক্ষের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং হাহা হুহু নামক গন্ধর্ব্ব, তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু, বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ ও মরুদ্‌গণ-প্রভৃতি যজ্ঞভাগি দেবতা সকলেই দেবরাজের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। উষ্মপা, সোমপা, ধূমপা, আজ্যপা প্রভৃতি ঋষিগণ ও পিতৃগণ ব্রহ্মার সহিত সমাগত হইয়াছিলেন। এই সমুদয় এবং অন্যান্য অনেকানেক প্রাণিগণ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ জীব সকল আহূত হইয়া তথায় উপনীত হইয়াছিল; নিমন্ত্রিত দেবগণ নিজ নিজ পত্নীর সহিত বিমান মধ্যে অবস্থান করত

দীপ্যমান হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিয়াছিলেন। দধীচি তাঁহাদিগকে দর্শন করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যে যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রদেব সমর্চ্চিত না হয়েন, তাহা যজ্ঞ বা ধর্ম্ম নহে; কালের কি বিপর্য্যয় গতি! সকলেরই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!! এই মহাযজ্ঞে মহাঘোরতর প্রাণি নাশ সন্নিহিত হইয়াছে, মোহ-বশত কেহই তাহা অবলোকন বা মনন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

মহাযোগী দধীচি এই কথা বলিয়া ধ্যান স্তিমিত-লোচনে বিলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি ভগবান্ মহাদেব ও বরদাত্রী ভগবতী দেবীকে দর্শন করিলেন এবং মহাত্মা নারদ সেই দেবীর সমীপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। যোগীশ্বর মহর্ষি যোগবলে এই সমুদয় বিলোকন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, ভাবিলেন, এই যজ্ঞে যখন ভগবান্ শঙ্কর নিমন্ত্রিত হয়েন নাই, তখন দেবতারা সকলেই একমন্ত্রণা-পরতন্ত্র হইয়াছেন; অতএব ইহাঁদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিতি করা আমার উচিত হইতেছে। দধীচি মনে মনে ইহাই নিশ্চয় করত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই কথা বলিলেন যে, পূর্ব্বে আমি কখন মিথ্যা কথা কহি নাই এবং কদাচ কহিব না; দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে সত্য কথাই কহিতেছি, অপূজ্য জনের পূজা করিলে এবং পূজ্য ব্যক্তির পূজা না করিলে মনুষ্য নর হত্যার সদৃশ পাপভাজন হয়। জগৎপতি বিশ্বস্রষ্টা যজ্ঞ-ভোক্তা সর্ব্বেশ্বর পশুপতি এই অধ্বরে আগমন করিতেছেন, অবলোকন কর।

দক্ষ কহিলেন, একাদশ সংখ্যা পরিগণিত যে সমস্ত শূলহস্ত জটাজুটধারি রুদ্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা আমার অবিদিত নহেন কিন্তু, আমি মহেশ্বরকে বিশেষ রূপে বিজ্ঞাত হইতে পারি নাই।

দধীচি কহিলেন, মহেশ্বর যখন এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েন নাই, তখন আমার বোধ হইতেছে, দেবতারা সকলেই এই মন্ত্রণা করিয়া ঐক্যবন্ধন করিয়াছেন; যাহা হউক, দক্ষের এই বৃহৎ যজ্ঞ কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবে না।

দক্ষ কহিলেন, আমি এই সুবর্ণ-পাত্রে বিধি ও মন্ত্রপূত সমস্ত হবি স্থাপন পূর্ব্বক যজ্ঞাধিপতি অপ্রতিম বিষ্ণুর উদ্দেশে সমর্পণ করিলাম। এই সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞপতি বিষ্ণু যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকারী; অতএব তদুদ্দেশে আহুতি প্রদান করাই বিহিত।

দেবী বলিলেন, আমি কি প্রকার দান, নিয়ম বা, তপস্যা করিব, যদ্দ্বারা আমার অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ পতি সম্প্রতি যজ্ঞের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ লাভ করিবেন।

নিত্য-সন্তুষ্ট ভগবান্ নিজ পত্নীকে ক্ষুব্ধচিত্তে এই রূপ কহিতে শুনিয়া বলিলেন, হে কৃশোদরাঙ্গি মখেশে দেবি! তুমি কি আমার মহিমা বিস্মৃত হইয়াছ? তোমার এরূপ উক্তি কি যুক্তিসঙ্গত হয়? হে বিশাল-লোচনে! আমি জানি, ধ্যান-হীন অসৎ ব্যক্তিরাই আমাকে জানে না; সবাসব দেবগণ এবং লোকত্রয় ত্বদ্বিসৃষ্ট মোহ-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিমূঢ় হইয়াছে। প্রস্তোতা সাধু সকল অধ্বরে আমাকে স্তুতি করিয়া থাকেন; সামগ ব্রাহ্মণগণ রথন্তর সাম-রূপে আমার মহিমা গান করেন; ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ আমার যজন করিয়া থাকেন এবং যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যুগণ আমার উদ্দেশে যজ্ঞভাগ সম্প্রদান করিতে তৎপর হইয়া থাকেন।

দেবী বলিলেন, নিতান্ত প্রাকৃত পুরুষ সকলও স্ত্রীজন-সন্নিধানে আপনার প্রশংসা ও গর্ব্ব করিয়া থাকে, সংশয় নাই।

ভগবান্ কহিলেন, হে তনুমধ্যমে বরারোহে বরবর্ণিনি দেবেশি! আমি আপনার প্রশংসা করিতেছি না, সম্প্রতি যাহাকে সৃজন করিতেছি, অবলোকন কর। ভগবান্ প্রাণাধিক প্রিয়তমা পত্নী উমাকে এই কথা বলিয়া নিজ বক্ত্র হইতে জ্বালামালা-সমাকুল শরীর-সম্পন্ন নানাবিধ ভুজরূপ আয়ুধধারী ঘোরতর প্রহর্ষণ এক অদ্ভুত ভুতের সৃষ্টি করিলেন।

সেই ভূত সমুদ্ভূত হইবামাত্র ভগবানের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে 'কি আজ্ঞা করিতেছেন?' এই বাক্য উচ্চারণ করিলে মহেশ্বর তাহাকে 'দক্ষের যজ্ঞ বিধ্বংস কর' ইহাই আদেশ করিলেন।

অনন্তর, মহাদেবের বক্ত্র-বিমুক্ত সিংহ-সম বিক্রান্ত সেই বীর একাকী দেবীর ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত অবলীলা ক্রমে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিল। মহা-ভীমা মহেশ্বরী মহাকালী মন্যু-বশত মহাদেবের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক তদীয় চরণে প্রণাম করিয়া আত্ম কর্ম্ম সাক্ষিত্ব সাধন বিষয়ে তাঁহার সহিত অনু-গামিনী হইলেন। শৌর্য্য বিষয়ে আত্ম-সদৃশ বল ও রূপ সমন্বিত সেই ভগবান্ মহেশ্বরই ক্রোধ-স্বরূপ প্রতিরূপ ধারণ করিলেন। অনন্ত বল ও বীর্য্য-সম্পন্ন অশেষ পৌরুষাধার মহেশ্বর দেবীর মন্যু মার্জ্জনার্থ বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি নিজ রোমকূপ সমুদয় হইতে রৌম্য নামক গণেশ্বরগণের সৃজন করিলেন।

অনন্তর, সেই রুদ্র-তুল্য বীর্য্য ও পরাক্রমশালী রৌদ্রগণ দক্ষ-যজ্ঞ জিঘাংসার্থ অবিলম্বে নিষ্ক্রান্ত হইল। শত সহস্র ভীমরূপ মহাকায় গণ-সকল কিলকিলা শব্দে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। যজ্ঞস্থলে তাহাদিগের সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সুরগণ বিত্রস্ত হই-লেন; পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ এবং ধরামণ্ডল কম্পিত হইল; সমীরণ বিঘূর্ণিত এবং সমুদ্র উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল; হুতাশন নিস্তেজ ও প্রভাকর নিষ্প্রভ হইলেন; গ্রহনক্ষত্র ও চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশ হীন হইয়া রহিল; দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ অপ্রকাশিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন হইলে শঙ্করের অনিমন্ত্রণে অপমানিত রুদ্রগণ, সকলকে নির্দ্দগ্ধ ও প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ ঘোরতর উগ্ররূপ ধারণ করত যজ্ঞযূপ সমুদয় উৎপাটন করিল, কেহ কেহ যজ্ঞ-স্থলস্থ লোক সকলকে প্রমর্দ্দন, কেহ বা বিমর্দ্দন করিতে লাগিল। সমীরণ-সম বেগ-সম্পন্ন মনোজব গণ-সকল ধাবিত হইয়া যজ্ঞপাত্র সমুদয় ও দিব্য আভরণ সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল। উল্লিখিত যজ্ঞ-ভাজন ও আভরণ সকল বিশীর্ণ হইয়া গগনমণ্ডল-স্থিত নক্ষত্র নিকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। দিব্য অন্ন, পানীয় ও ভক্ষ্য দ্রব্য সকলের পর্ব্বতো-পম রাশি সমুদয় তথা ঘৃত ও পায়স-রূপ কর্দ্দমযুক্ত, দধিমণ্ড-রূপ সলিল-সম্পন্ন, খণ্ড ও শর্করা-স্বরূপ বালুকা-সংযুক্ত জ্বলিত যড়্‌রসশালি গুড়কুল্যা মনো-রমা দিব্য ক্ষীর নদী সমুদয় প্রবাহিত হইতেছে বিলোকিত হইল। রুদ্র কোপ-বশত কালাগ্নি-সদৃশ মহাকায় গণ-সকল বহুবিধ মাংস, বিবিধ ভক্ষ্য, সুমধুর পানীয়, দিব্য লেহ্য ও চূষ্য দ্রব্য সমুদয়কে নানাবিধ বদনে ভোজন করিতে লাগিল; কেহ কেহ প্রাগুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য সমুদয়কে বিলুপ্ত, কেহ বা আ-ক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল। বিবিধাকার গণ-সকল সুর-সৈন্য সমুদয়কে সর্ব্বতোভাবে বিভীষিকা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিক্ষুব্ধ করিল এবং সুর-যোষিৎ সমুদয়কে নিক্ষেপ করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। রুদ্রকর্ম্মা বীরভদ্র রুদ্র-ক্রোধ-বশত সমস্ত দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রযত্ন-পূর্ব্বক সুরক্ষিত সেই যজ্ঞকে অচিরাৎ ভস্মসাৎ করিলেন এবং যজ্ঞের মস্তক চ্ছেদন-পূর্ব্বক প্রীতি লাভ করত সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর ভৈরব নিনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং প্রজাপতি দক্ষ সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, 'আপনি কে? ইহাই কীর্ত্তন করুন।'

বীরভদ্র বলিলেন, আমি রুদ্রদেব নহি, ইনিও দেবী নহেন এবং আমরা এস্থানে ভোজন করিবার নিমিত্ত আসি নাই। দেবী ক্রোধ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া সর্ব্বাত্মা মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি বিপ্রেন্দ্রগণকে দর্শন করিবার জন্য অথবা কৌতূহল-বশত এস্থানে আগমন করি নাই, তোমার যজ্ঞ বিঘাতার্থেই উপস্থিত হইয়াছি, ইহা নিশ্চয় জ্ঞান কর। আমি রুদ্র-কোপ হইতে সমুদ্ভূত বীর-

ভদ্র নামে বিখ্যাত, আর ইনি দেবীর ক্রোধ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আমরা উভয়ে দেবদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। হে বিপ্রেন্দ্র! সম্প্রতি তুমি দেবদেব উমাপতির শরণাগত হও; মহাদেবের ক্রোধও বরং ভাল, অন্য হইতে বর লাভও কোন কার্য্যকর নহে।

ধার্ম্মিক-প্রবর প্রজাপতি দক্ষ বীরভদ্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বরকে প্রণিপাত করত স্তুতি-বচন-দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দক্ষ কহিলেন, "আমি দক্ষ-প্রজাপতি, সম্প্রতি নিত্য, নিশ্চল, অব্যয়, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, মহানুভাব মহাদেব দেব ঈশানের শরণাপন্ন হইতেছি।" যে যজ্ঞে সমাহৃত যজ্ঞিয় দ্রব্যগণ-দ্বারা সমস্ত দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ সমাহূত হইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা মহেশ্বর নিমন্ত্রিত হয়েন নাই; অতএব মহাদেবী ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সেই যজ্ঞস্থলে নিজ গণ-সকলকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞস্থল প্রদীপ্ত দ্বিজগণ পলায়িত এবং রৌদ্রতর দীপ্ত অনল তারাগণ-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে পরিচারকগণ শূল-দ্বারা নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, গণ-সকল নিখাত যূপ সমুদয় উৎপাটন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পরিচারক সকলকে ইতস্তত তাড়না করিতে আরম্ভ করিলে, আমিষ লুব্ধ গৃধ্রগণ সর্ব্বতোভাবে উড্ডীন হইলে তাহাদিগের পক্ষ-বায়ু-দ্বারা সমস্ত লোক বিকম্পিত এবং শত শত শিবাগণ নিনাদ করিতে থাকিলে, যক্ষ গন্ধর্ব্ব পিশাচ উরগ ও রাক্ষসগণ-দ্বারা যজ্ঞভূমি আকীর্ণ হইলে অমিত্র-বিজয়ী বহু-দৃষ্টি দেবদেবেশ্বর মহাদেব প্রযত্ন সহকারে বক্ত্র দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ু নিরোধ-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি বিস্তার করত সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে সমুত্থিত হইলেন। দেবদেব তৎকালে সম্বর্ত্তক-সদৃশ. সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করত সহাস্য আস্যে দক্ষকে কহিলেন, বল, তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? অনন্তর, দেব-গুরু যজ্ঞাধ্যায় শ্রবণ করাইলে প্রজাপতি দক্ষ ভীত, শঙ্কিত বিত্রস্ত হইয়া সবাষ্প-বদনে ও বাষ্পকলুষিত-লোচনে কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই দেবদেবকে কহিতে লাগিলেন।

দক্ষ বলিলেন, ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, অথবা আমি যদি আপনকার প্রিয়-পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকি, কিম্বা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যদি আপনি বর দান করেন, তবে আমি দীর্ঘকালে বহু প্রযত্নে যে সমস্ত যজ্ঞ-সম্ভার সঞ্চয় করিয়াছিলাম, যাহা আপনকার অনুমতি-ক্রমে দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, অশিত, নাশিত, চূর্ণীকৃত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে, আমার যজ্ঞ-সাধন সেই সমস্ত বস্তু যেন মিথ্যা না হয়, আমি এই বর প্রার্থনা করি।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ দেব বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন প্রজানাথ রবি-নেত্র হর ভগবান্ হর 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলেন। অনন্তর, দক্ষ মহাদেব হইতে বর লাভ-পূর্ব্বক জানু-দ্বয় অবনীতে স্থাপন করত অষ্টোত্তর সহস্র নাম দ্বারা বৃষভধ্বজকে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশে ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮৩ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, অনঘ পিতামহ! প্রজাপতি দক্ষ যে সমস্ত নামধেয় দ্বারা দেবদেবের স্তুতি করিয়াছিলেন, আপনি তৎ সমুদয় কীর্ত্তন করুন, আমার তত্তাবৎ নাম শ্রবণে নিতান্ত শ্রদ্ধা হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেবের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য নাম সমুদয় শ্রবণ কর।

দক্ষ বলিলেন, হে জগন্নির্ম্মাণ-ক্রীড়া-পরায়ণ দেবারি-বল-সূদন দেবেশ! তুমি ইন্দ্রিয়গণ ও বুদ্ধির বল বিশেষ রূপে স্তব্ধ করিয়া থাক, তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বাণ-প্রভৃতি দানবগণের পূজিত, তুমি সহস্রাক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ অথচ অস্মদাদি হইতে

বিলক্ষণ ব্যবহিত বিষয় বোধ কর বলিয়া বিরূপাক্ষ; তুমি সোম, সূর্য্য ও হুতাশন-রূপ নেত্রত্রয় ধারণ কর এই জন্য ত্রিলোচন হইয়াছ; তুমি যক্ষাধিপতি কুবেরের প্রতি প্রীতি করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! সমস্ত দিগ্বিভাগেই তোমার কর চরণের সান্নিধ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সকল দিকেই তোমার নেত্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে, সর্ব্বত্র তোমার শ্রোত্র বিস্তারিত রহিয়াছে; তুমি লোক-মধ্যে সমস্ত বস্তু আবরণ-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ এবং পাণিকর্ণ এই সপ্তবিধ নিজ গণ হইতে অভিন্ন, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শতোদর, শতাবর্ত্ত এবং শত-জিহ্ব-রূপে বিশ্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ-পরায়ণ মুনিগণ তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সূর্য্যোপাসনা-পরায়ণ মানবগণ তোমাকেই সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিত জানিয়া উপাসনা করেন। মুনিগণ তোমাকেই ব্রহ্মা ও শতক্রতু জ্ঞান করেন এবং তোমাকেই সর্ব্বোপাধিগম্য ঊর্দ্ধগত আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বোধ করিয়া থাকেন।

হে সমুদ্র ও আকাশ-সন্নিভ মহামূর্ত্তে! তোমার ভূমি, বারি, বায়ু, বহ্নি, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান-স্বরূপ অষ্ট মূর্ত্তি-মধ্যে গোষ্ঠে গো-সকলের ন্যায় সমস্ত দেবতারাই অধিবাস করিতেছেন। তোমার এই শরীরে সোম, অগ্নি, আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতিকে বিলোকন করিতেছি। তুমিই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া অসৎ এবং সৎ পদার্থের কারণ স্বরূপ, তুমিই কার্য্য ক্রিয়া ও করণ-স্বরূপ, তুমিই উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। তুমি বর-দাতা, ভব, সর্ব্ব ও রুদ্রদেব, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্ধক দানব-ঘাতী পশুপতি, তোমাকে নিয়ত নমস্কার। তুমি ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি; তুমি শাস্ত্র, আচার্য্য ও ধ্যান-রূপ লোচনত্রয় ধারণ কর, এজন্য ত্র্যম্বক এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ নেত্র-ত্রিতয় প্রকটন করিয়াছ, এজন্য ত্রিনেত্র, তুমিই ত্রিপুর দানবকে সংহার করিয়াছ বলিয়া ত্রিপুরঘ্ন, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্ব-সংহার-সক্ষম বলিয়া চণ্ড নাম ধারণ করিয়াছ, আপনাতে সমস্ত জগৎ ধারণ করিতে সমর্থ বলিয়া কুণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছ; তুমি ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ, অথচ ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছ; তুমি সকলের শাসনকর্ত্তা বলিয়া দণ্ডি নামে অভিহিত হইয়া থাক; তুমি সরল অথচ বক্র; তুমি দণ্ডধর অথচ পরিব্রাজক, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঊর্দ্ধ দংষ্ট্র এবং ঊর্দ্ধ কেশ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশুদ্ধ অথচ জগৎ রূপে বিস্তৃত; তুমি বিলোহিত, ধূম্রবর্ণ, অথচ নীলগ্রীব, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিরূপ অথচ তোমার প্রতিরূপ কেহই নাই এবং তুমি শিব-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সূর্য্যমণ্ডল-স্বরূপ এবং সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তি পরমেশ্বর ও সূর্য্য-সন্নিভ পতাকাশালী, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধনুর্দ্ধারী, শত্রুদমন, দণ্ডধর ও পর্ণচীর-পটধারী, তোমাকে নমস্কার। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্য-কবচ, হিরণ্য দ্বারা কৃতচূড় এবং হিরণ্যপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান; তুমি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বভক্ষ্য এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি হোতা অথচ মন্ত্র স্বরূপ এবং তুমি শুক্লবর্ণ ধ্বজ-পতাকাশালী, তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত জগতের নাভিস্থানীয়, কার্য্যকারণ প্রপঞ্চ স্বরূপ এবং সমস্ত আবরণের আবরক, তোমাকে নমস্কার। তুমি কৃশনাস, কৃশাঙ্গ, কৃশ, অথচ সংহৃষ্ট তোমাকে নমস্কার। তুমি কিলকিলা শব্দ বিশেষ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি শয়মান, শয়িত, অথচ উত্থিত; তুমি অবস্থিত অথচ ধাবমান; মুণ্ড অথচ জটিল, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুখ বাদ্য করত নর্ত্তনশীল, নদীজাত পদ্ম-পুষ্পোপহার-লুব্ধ এবং গীত-বাদিত্রশালী, তোমাকে নমস্কার। তুমি

সর্ব্বাপেক্ষা বয়োধিক বলিয়া জ্যেষ্ঠ এবং গুণাধিক বলিয়া শ্রেষ্ঠ; তুমি বলাভিমানী দেবেন্দ্রের প্রমথনকারী; তুমি কালের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, তুমি মহাপ্রলয় এবং অবান্তর প্রলয়-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভয়ঙ্কর দুন্দুভি বাদ্যের ন্যায় হাস্য করিয়া থাক; তুমি অনশনাদি ব্রত ধারণ কর; তুমি উগ্ররূপ দশ-বাহু, তোমাকে নিয়ত নমস্কার। তুমি কপালপাণি এবং চিতাভস্ম-প্রিয় তোমাকে নমস্কার। তুমি নির্ভয় অথচ ভয়ঙ্কর এবং শমদমাদি ব্রত ধারণ-দ্বারা তোমাকে জানিতে পারা যায়; এজন্য তুমি ভীমব্রতধর নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিকৃত-বক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, দংষ্ট্রী; তুমি পক্ক ও আম মাংস-লুব্ধ এবং তুম্বী-নির্ম্মিত বীণা-প্রিয় তোমাকে নমস্কার।

তুমি বৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মহিত, ধর্ম্ম-বৃদ্ধিকারী এবং ধর্ম্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি বাতাদি রূপে নিত্যগমনশীল, নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের সংহার কর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও বরদাতা তোমাকে নমস্কার। তুমি উৎকৃষ্ট মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্র ধারণ করিয়া থাক; তুমি লোকের অভিলষিত বর অপেক্ষা অধিকতর বর দান কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি অনুরক্ত অথচ বিরক্ত; তুমি ধ্যানকর্ত্তা এবং অক্ষিমালী; তুমি কারণ রূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত এবং কার্য্যরূপে ব্যাবৃত্ত; তুমি ছায়া-স্বরূপ অথচ আতপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অঘোর অথচ ঘোররূপ; তুমি সমস্ত ভয়ঙ্কর পদার্থ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর; তুমি শিব, শান্ত এবং শান্ততম, তোমাকে নমস্কার। তুমি একপাদ অথচ বহু-নেত্র এবং একশীর্ষ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রলুব্ধ ও সম্বিভাগপ্রিয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বর্ণকার, লৌহকার ও তক্ষাদি কর্ম্মকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা, সিতাঙ্গ ও নিত্য শান্ত, তোমাকে নমস্কার। তুমি শত্রু সকলের শাসনের নিমিত্ত ভয়ঙ্কর ঘণ্টা ধারণ করিয়া থাক অথচ তুমি স্বয়ং ঘণ্টানাদ-স্বরূপ এবং নাদ-হেতুর অভাব-সত্ত্বেও তুমি নাদ-বিশিষ্ট অর্থাৎ অনাহত ধ্বনি-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগবলে এককালে সহস্র ঘণ্টা নিনাদ করিতে সমর্থ; তুমি ঘণ্টামালা-প্রিয়, তোমার প্রাণবায়ুই ঘণ্টার ন্যায় শব্দ হেতু, এজন্য তুমি প্রাণঘণ্ট; তুমি সুপ্রসিদ্ধ গন্ধ এবং কলকল ধ্বনি-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

তুমি ক্রোধবর্ণ হুঙ্কারের শান্তি-স্বরূপ, পৃথিব্যাদি লোক হইতে অতীত পরম শান্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ; তুমি তুরীয় শান্ত পরব্রহ্ম; তুমি ক্রোধ-বর্জ্জিত হুঙ্কারপ্রিয়; তুমি শান্ত এবং পরম শান্ত, শৈল ও বৃক্ষ সকল তোমার আলয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ প্রভৃতির অবদান-গত মাংস ভক্ষণে শৃগাল-সদৃশ লুব্ধ; তুমি যজ্ঞ-ভোক্তৃত্ব রূপে পাপমোচক, তোমাকেই অবলম্বন করিয়া লোক সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে; তুমিই যজ্ঞ ও যজমান-স্বরূপ; তুমি ব্রাহ্মণ ও অগ্নির মুখে আহুতি লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋত্বিগাদি রূপে যজ্ঞ-নির্ব্বাহকর্ত্তা, জিতেন্দ্রিয়, সত্ত্বময় ও রজোময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি তট, তটিনী এবং তটিনীপতি সমুদ্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্নদাতা, অন্নপতি এবং অন্নভোক্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্র-শীর্ষ ও সহস্র-চরণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্র শূল উদ্যত করিয়া অবস্থান কর এবং তুমি সহস্র নয়ন; তুমি বালার্ক-সদৃশ বর্ণ ধারণ কর ও বালকের রূপ ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি বালক অনুচরগণের রক্ষাকর্ত্তা, বালক্রীড়নক-স্বরূপ; তুমি বৃদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ এবং ক্ষোভণ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি তরঙ্গাঙ্কিত-কেশ ও মুঞ্জ-সদৃশ কেশ ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি ষট্‌কর্ম্ম পরিতুষ্ট এবং যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিকর্ম্ম নিরত তোমাকে নমস্কার। তুমি বর্ণ ও আশ্রম সকলের পৃথক্ পৃথক্

কর্ম্ম সমুদয়ের বিধিবৎ নিবর্ত্তক; তুমি যুদ্ধ, ঘোষ ও কলকল-ধ্বনি-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি শ্বেত ও পিঙ্গল নেত্র, কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তলোচন; তুমি জিতশ্বাস, আয়ুধ-স্বরূপ বিদারণ রূপ এবং কৃশ, তোমাকে নমস্কার। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে তোমারই কথা কথনীয় হইয়া থাকে; তুমি নিরীশ্বর-বাদি সাংখ্য এবং সেশ্বরবাদি পাতঞ্জল; তুমি বেদান্ত-বিচার ও নিদিধ্যাসন যোগের প্রবর্ত্তক, তোমাকে নমস্কার। তুমি কখন রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাক, কখন বা, বিরথ হইয়া পর্যাটন কর; জল, অনল, বায়ু ও আকাশ, এই চতুষ্পথেই তোমার রথের গতি অব্যাহত হইয়া থাকে; তুমি কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় ধারণ কর এবং ব্যাল যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার।

হে ঈশান! হে বজ্রবৎ-কঠিন শরীর! হে পিঙ্গল-কেশ! তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোচন, অম্বিকা-নাথ; তুমি কার্য্য ও কারণ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কাম-স্বরূপ, কাম-দাতা ও কাম-হন্তা, তৃপ্তা-তৃপ্ত-বিচারী; তুমি সর্ব্ব-স্বরূপ, সর্ব্বদ, সর্ব্বস্ব এবং সন্ধ্যারাগ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে মহাবাহু মহাসত্ত্ব মহাবল মহাদ্যুতে মহামেঘচয়প্রখ্য মহা-কাল! তুমি স্থূল, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বল্কলাজিনধারী, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রদীপ্ত সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় জটাবিশিষ্ট, বল্কল ও অজিন-বসন ধারণ কর। হে সহস্র সূর্য্যপ্রতিম তপোনিরত! তোমাকে নমস্কার। লোক-ব্যামোহক শত শত আবর্ত্ত-বিশিষ্ট গঙ্গাজল দ্বারা তোমার মূর্দ্ধজ সকল আর্দ্র হইয়াছে; তুমি চন্দ্রকে পুনঃপুন আবর্ত্তিত কর, যুগ সকল ও মেঘ সমুদয়কে বারম্বার আবর্ত্তন করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্ন স্বরূপ, অন্নপালক, অন্নদাতা, অন্নভোক্তা, অন্নস্রষ্টা, অন্নপক্তা, পক্কভুক্, পবন ও অনল; তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। হে দেবদেবেশ! তুমিই চতুর্ব্বিধ ভূত-গ্রাম; তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের স্রষ্টা এবং প্রতিহর্ত্তা। হে ব্রহ্মবিদ্বর! ব্রহ্মজ্ঞগণ তোমাকেই ব্রহ্ম কহিয়া থাকেন; তুমি মনের পরম যোনি, আকাশ, বায়ু ও জ্যোতির আশ্রয়, ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই ঋক্, সাম এবং ওঙ্কার-স্বরূপে কীর্ত্তন করেন।

হে সুরশ্রেষ্ঠ! সামগাণকারি ব্রহ্মবাদিগণ তোমা-কেই হায়ি হায়ি, হুবাহায়ি হুবাহায়ি প্রভৃতি সাম-গাণ-পূরক স্তোভ বাক্য কহিয়া থাকেন; তুমি যজুর্ম্ময়, ঋগ্বেদময় ও আহুতিময়, বেদ এবং উপ-নিষৎ-সমূহ প্রোক্ত স্তুতি-সমুদয় তোমাকেই কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সঙ্কর বর্ণ; তুমিই মেঘমণ্ডল, বিদ্যুৎ এবং সজল ও নির্জ্জল ঘন গর্জ্জন-স্বরূপ; তুমিই সংবৎসর, ঋতু মাস, মাসার্দ্ধ, যুগ, নিমেষ ও কাষ্ঠা-স্বরূপ; তুমি গ্রহ ও নক্ষত্র-স্বরূপ। তুমি বৃক্ষগণের বরিষ্ঠ, শৈল সমুদয়ের শিখর, মৃগগণের মধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষি-গণের মধ্যে তার্ক্ষ্য ও ভোগিগণের মধ্যে অনন্ত। তুমি সাগর সকলের মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্র-সমুদয়ের মধ্যে ধনু, অস্ত্র সকলের মধ্যে বজ্র এবং ব্রত-সমুদয়ের মধ্যে সত্য। তুমিই দ্বেষ, ইচ্ছা, রাগ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ, জয় ও পরাজয়-স্বরূপ। তুমি গদা, শর, শরাসন ও খট্বাঙ্গধারী এবং ঝর্ঝর বাদ্য ধারণ করিয়া থাক। তুমি ছেত্তা, ভেত্তা, প্রহর্ত্তা, নেতা ও মন্তাপিতা রূপে শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হই-য়াছ। তুমি অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, যম, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, এই দশ বিধ লক্ষণ-সম্পন্ন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম স্বরূপ। তুমি গঙ্গা, সাগর সমুদয়, সরিৎ সকল, পল্বল ও সরোবর। তুমি লতা, বল্লী, তৃণ, ওষধী, পশু, পক্ষী ও মৃগ-স্বরূপ। তুমি দ্রব্য ও কর্ম্ম-সমুদয়ের সমারম্ভ ও পুষ্প-ফল-প্রদ কাল স্বরূপ; তুমি বেদ-সমুদয়ের আদি ও অন্ত; তুমি গায়ত্রী এবং ওঙ্কার। তুমি হরিত, রোহিত, নীল, কৃষ্ণ, রক্ত, অরুণ, কপিল, পিঙ্গল, কপোত ও মেচক

এই দশ বিধ বর্ণ-স্বরূপ। তুমি বর্ণহীন অথচ সুবর্ণ, বর্ণকার এবং উপমা-শূন্য। তুমি সুবর্ণ-নামা ও সুবর্ণ-প্রিয়; তুমি ইন্দ্র, যম, বরুণ, ধনদ, অনল, উপরাগ, চিত্রভানু, স্বর্ভানু ও ভানু-স্বরূপ। তুমি হোম-সাধন হুতাশন, হোতা, হোম্য, হুত এবং প্রভু; তুমি ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র বিদিত ব্রহ্ম ও যজুর্ব্বেদ-মধ্যস্থিত শতরুদ্রিয়। তুমি পবিত্র পদার্থ সকলের মধ্যে নিরতিশয় পবিত্র এবং নিখিল মঙ্গলের মঙ্গল। তুমি গিরিবৎ অচেতন দেহকে সচেতন কর, এই নিমিত্ত গিরিক ও হিণ্ডুক অর্থাৎ চিদাভাস নামে কীর্ত্তিত হইয়াছ। তুমি উপাধি-বিশিষ্ট হইয়া নাশবান্ হইয়া থাক, এজন্য বৃক্ষ-স্বরূপ এবং শুদ্ধ-স্বরূপে জীবিত থাক, কদাচ বিনষ্ট হও না, এই নিমিত্ত জীব স্বরূপ। তুমি পূর্ণ অথচ গলিত হও, এই জন্য দেহ-স্বরূপ। তুমি প্রাণ-স্বরূপ এবং সত্ত্ব, রজ, তম ও অপ্রমদ অর্থাৎ প্রমাদ-বিহীন, ঊর্দ্ধ-রেতা। তুমি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান-বায়ু-স্বরূপ। তুমি উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুত ও জৃম্ভিত; তুমি লোহিত ও অন্তর্গত দৃষ্টি ধারণ কর; তুমি মহাবক্র এবং মহোদর। তুমি সূচী-সদৃশ রোম ও পিঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রু ধারণ কর; তুমি ঊর্দ্ধকেশ এবং অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি গীতবাদিত্র-তত্ত্বজ্ঞ ও গীত-বাদ্য-প্রিয়। তুমি মৎস্যরূপে জলচর, সংসার-নদী-জলে বিচরণ কর, এ নিমিত্ত বাসনাজাল-বদ্ধ। তুমি দুর্দ্ধর, কেলিকল, কলি, অকাল, অতিকাল, দুষ্কাল এবং কাল-স্বরূপ। তুমি মৃত্যু ও ছেদন-সাধন ক্ষুর-স্বরূপ, অথচ ছেদন-যোগ্য; তুমি সকলের মিত্র ও বিপক্ষ-বূ্যহের ক্ষয়-কর। তুমি মেঘকাল, মহাদংষ্ট্র, সম্বর্ত্তক, বলাহক। তুমি প্রকাশবান্, এ নিমিত্ত ঘণ্ট অথচ মায়াবৃতত্ব রূপে প্রচ্ছন্ন প্রকাশ, এজন্য অঘণ্ট। তুমি মানবগণের কর্ম্মফল ঘটনা কর, এই হেতু ঘটী এবং ঘণ্টা ধারণ করিয়া থাক, এজন্য ঘণ্টী। তুমি স্থাবর জঙ্গম জীবগণের সহিত ক্রীড়া কর, এই হেতু চরুচেলী ও সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট, এই জন্য মিলীমিলী নাম ধারণ করিয়াছ। তুমি ব্রহ্ম এবং বহ্নি-জায়া স্বাহা; তুমি দণ্ডী, মুণ্ড ও ত্রিদণ্ডধারী পরমহংস। তুমি চতুর্যুগ, চতুর্ব্বেদ ও চতুর্হোত্র-প্রবর্ত্তক। তুমি আশ্রম-চতুষ্টয়ের নায়ক ও বর্ণ-চতুষ্টয়-সম্পাদক। তুমি নিয়ত অক্ষপ্রিয়, ধূর্ত্তগণাধ্যক্ষ ও গণাধিপ। তুমি রক্তবর্ণ মাল্য ও বসন ধারণ কর, গিরিশ ও কষায়-প্রিয়। তুমি ক্ষুদ্র, শিল্পী ও শিল্পিগণের শ্রেষ্ঠ অথচ সর্ব্ব শিল্প-প্রবর্ত্তক। তুমি ভগনেত্রাঙ্কুশ, চণ্ড ও সূর্য্যদন্ত-বিনাশন। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার, নমস্কার ও নমস্কারের প্রতিরূপ নমোনমঃ স্বরূপ। তুমি গূঢ়ব্রত, গুহ্যতপা, প্রণব ও তারকাময়। তুমি আদিকর্ত্তা, এ জন্য ধাতা, ভৌতিক-স্রষ্টা, এই নিমিত্ত বিধাতা, সকল বস্তু একত্র করিয়া স্থাপন কর, এই হেতু সন্ধাতা, অদৃষ্ট কর্ম্মের বিধান কর, এ নিমিত্ত বি-ধাতা, সকলের অধিষ্ঠানভূত এ জন্য কারণাত্মা এবং তোমার কোন আধার নাই, এই জন্য অধর। তুমি ব্রহ্মা, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, আর্য্যব, ভূতাত্মা, ভূতকৃৎ, ভূত এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের উদ্ভব-কর্ত্তা। তুমি ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক ও ধ্রুবলোক। তুমি জিতেন্দ্রিয়, অতএব মহেশ্বর; তুমি দাক্ষিত অথচ অদাক্ষিত, ক্ষান্ত, দুর্দ্দান্ত ও অদান্ত-নাশন। তুমি চন্দ্রের আবর্ত্তনকারি মাস, যুগের আবর্ত্তনকারি কল্প ও সৃষ্টি-হেতু প্রলয়-স্বরূপ। তুমি কামিনীর অভিলাষ কাম, পুত্রবীজ-ভূত রেতের অংশ বিন্দু-স্বরূপ। তুমি সূক্ষ্ম অথচ স্থূল; তুমি কর্ণিকার-পুষ্পমালা-প্রিয়। তুমি আনন্দ-জনন আনন-সমন্বিত অথচ ভয়ঙ্কর মুখ ধারণ কর। তুমি সুমুখ অথচ দুর্ম্মুখ ও মুখ-বিহীন হইয়া থাক। তুমি চতুর্ম্মুখ, বহু মুখ ও সমর সময়ে অগ্নিমুখ হও। তুমি হিরণ্যগর্ভ ও পক্ষীর ন্যায় অসঙ্গ। তুমি মহোরগপতি ও বিশ্বব্যাপী বিরাট্। তুমি অধর্ম্ম হন্তা, মহাপার্শ্ব, চণ্ডধার ও গণাধিপ। তুমি কৃষ্ণাবতারে গোপ-বালকগণের সহিত ক্রীড়াকালে গো-সদৃশ শব্দ

করিতে এজন্য গোনর্দ্দ; গো সকলকে বিষজল হইতে সম্যক্ রূপে উদ্ধার কর, এই হেতু গো-প্রতার; গো-বৃষেশ্বর নন্দীই তোমার বাহন। তুমি ত্রৈলোক্য-গোপ্তা গোবিন্দ। তুমি ইন্দ্রিয়গণের দ্বার-স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমি শ্রেষ্ঠ, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প ও কম্প-স্বরূপ। তুমি মৃত্যু-রূপে দুর্ব্বারণ ও দুষ্ট বিষের হন্তা, এজন্য দুর্ব্বিষহ। তুমি সমরে দুঃসহ এবং তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, এজন্য তুমি দুরতিক্রম; তোমাকে কেহ ভীষিত করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য তুমি দুর্দ্ধর্ষ; তোমাকে কেহ কম্পিত করিতে সমর্থ নহে, এজন্য তুমি দুষ্প্রকম্প; লোকে অতিদুঃখেও তোমার মহিমার সীমায় প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য তুমি দুর্ব্বিশ; কেহ তোমাকে জয় করিতে সমর্থ নহে, এজন্য দুর্জ্জয় অথচ তুমি স্বয়ং জয়রূপী ধর্ম্ম-রাজ। তুমি শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ, এজন্য শশ; তুমিই শশাঙ্ক ও শমন; তুমিই শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, জ্বর-প্রভৃতি ব্যাধি ও আধি ধারণ করিয়া থাক। তুমি আধি ব্যাধি-স্বরূপ অথচ আধি-ব্যাধি-হন্তা। তুমি মদীয় যজ্ঞ-মৃগের ব্যাধ-স্বরূপ। তুমি ব্যাধি-সকলের আগম ও অপগম-স্বরূপ। তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ এবং পুণ্ডরীক বনালয়। তুমি দণ্ডধার, ত্রিনেত্র, উগ্রদণ্ড ও অণ্ডনাশন। তুমি বিষাগ্রপায়ী, সুরশ্রেষ্ঠ, সোমপা ও মরুৎপতি।

হে দেব জগন্নাথ! তুমি অমৃতপায়ী দেবগণেশ্বর, বিষাগ্নিপায়ী মৃত্যুঞ্জয়, ক্ষীরপা ও সোমপায়ী। তুমি আপন্ন জনগণের ত্রাতা; তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মারও রক্ষাকর্ত্তা। তুমি হিরণ্য-রেতা পুরুষ; তুমিই স্ত্রী, পুমান্ ও নপুংসক; তুমি বালক, যুবা, স্থবির ও জীর্ণদংষ্ট্র; তুমি নাগেন্দ্র ও শক্র; তুমি বিশ্ব-সৃজনকারী, বিশ্বকর্ত্তা এবং বিশ্বসংহর্ত্তা; তুমি বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণের বরণীয়। তুমি পালন ও পোষণ-দ্বারা বিশ্ব ধারণ কর, এজন্য তোমার নাম বিশ্ববাহ। তুমি বিশ্বরূপ, তেজস্বী ও বিশ্বতোমুখ; চন্দ্র ও আদিত্য তোমার চক্ষুর্দ্বয়; তুমিই সকলের হৃদয়-স্বরূপ ও পিতামহ; তুমিই মহাসাগর; তুমিই বর্ণরূপা সরস্বতী এবং বৈরাগ্য বল-স্বরূপ; তুমিই অনল ও অনিল-স্বরূপ, সমুদয় অহোরাত্র-স্বরূপ; তোমা-ব্যতিরেকে ব্রহ্মাদি ইন্দ্র পর্য্যন্ত কেহই নিমেষ ও উন্মেষ কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ নহে।

হে শিব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও পুরাণবিৎ ঋষিগণ যথার্থ রূপে তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তোমার যে সমস্ত সূক্ষ্ম মূর্ত্তি আছে, তাহা আমার দর্শনগোচর হয় নাই; সম্প্রতি পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি নিয়ত আমার রক্ষা ও পরিত্রাণ কর। হে অনঘ! আমি তোমার রক্ষণীয়, অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগ-বান্, সুতরাং ভক্তের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাক; আমি নিয়ত তোমার অনুরক্ত ভক্ত, অতএব আমাকে রক্ষা কর। যিনি সহস্র সহস্র পুরুষকে অজ্ঞান-দ্বারা অভিভূত করিয়া জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃ-ভাব-শূন্য হইয়া কাম-সমুদয়ের অবসান হইলে একাকী অবস্থিতি করেন, তিনি নিয়ত আমার রক্ষা বিধান করুন। জিতনিদ্র, জিতশ্বাস, সত্ত্বস্থ এবং সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণ যে জ্যোতিঃস্বরূপকে অবলোকন করেন, সেই যোগাত্মা পুরুষকে নম-স্কার। যিনি জটিল ও দণ্ডধারী, যাঁহার শরীর লম্ব উদর-দ্বারা অলঙ্কৃত ও কমণ্ডলুই যাঁহার তূণ-স্বরূপ অর্থাৎ কমণ্ডলু-জল-দ্বারা যিনি যক্ষ রাক্ষস-প্রভৃতির বিনাশ সাধন করেন, সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্ম-স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কেশ-মণ্ডল-মধ্যে জীমূতগণ, সর্ব্বাঙ্গ-সন্ধি-মধ্যে সরিৎ সমুদয় এবং কুক্ষি-মধ্যে সমুদ্র-চতুষ্টয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই তোয়াত্মাকে নমস্কার। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে ভূত-সমু-দয়কে নিজ উদরস্থ করিয়া যিনি জল-মধ্যস্থ হইয়া শয়ান রহেন, আমি সেই সলিলশায়ীর শরণাপন্ন হই। যিনি রজনীতে রাহুর মুখ-মধ্যে প্রবেশ

করিয়া চন্দ্রমণ্ডলকে এবং যিনি স্বয়ং স্বর্ভানু হইয়া ভানুকে গ্রাস করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। যে সমস্ত অত্যন্ত শিশু সৃষ্টি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং যে সমুদয় দেবগণ ও পিতৃগণ যজ্ঞে যথাবিধি ভাগ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার; তাঁহারা স্বধা ও স্বাহা মন্ত্র-দ্বারা প্রদত্ত হব্যকব্য লাভ করিয়া হর্ষাবিষ্ট হউন। যে সমস্ত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ অর্থাৎ জীব সমুদয় দেহিদিগের দেহ-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা নিয়ত আমাকে রক্ষা করুন এবং আমাকে আপ্যায়িত করুন। যাঁহারা দেহস্থ হইয়াও রোদন করেন না, অথচ দেহিগণকে রোদন করাইয়া থাকেন, স্বয়ং হৃষ্ট না হইয়াও দেহিদিগের হর্ষ প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে নিয়ত নমস্কার করি। যাঁহারা সরিৎ, সমুদ্র, শৈল, গুহা, তরুমূল, গোষ্ঠ, কান্তার, গহন, চতুষ্পথ, রথ্যা, চত্বর, তট, হস্তি-অশ্ব-রথশালা, জীর্ণোদ্যান-নিকেতন, পঞ্চভূত, দিক্ ও বিদিক্ সমুদয় এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যগত হইয়াও চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডল-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যাঁহারা রসাতলের মধ্যগত হইয়াও ঈশ্বরের নিমিত্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বারম্বার নমস্কার করি। যাঁহাদিগের সংখ্যা নাই, প্রমাণ নাই এবং কোন প্রকার রূপ নাই, সেই অসংখ্যেয় রুদ্রগণকে নিয়ত নমস্কার করি।

ভূতনাথ! তুমি সমস্ত ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহর্ত্তা; তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বভূতপতি, এই হেতু তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। তুমি অন্তর্যামী এবং অন্তরাত্মা বলিয়া ইতর দেবতার ন্যায় ব্যবহিত বা, পৃথক্‌ভূত নহ, এজন্য তোমার মদীয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ বিহিত হয় নাই। লোকে বিবিধ দক্ষিণ যজ্ঞ-দ্বারা তোমারই যজন করিয়া থাকে এবং তুমিই সকলের কর্ত্তা, এই নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হও নাই। হে দেব! অথবা আমি তোমার সূক্ষ্ম মায়ায় মোহিত হইয়াছিলাম, সেই কারণেই তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। হে ভব! আমি ভবদীয় ভক্ত, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার কল্যাণ হউক। হে দেব! আমার বুদ্ধি, মন ও হৃদয় তোমাতেই সমর্পিত আছে।

প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে মহাদেবের স্তুতি করিয়া বিরত হইলেন, ভগবানও নিতান্ত প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার দক্ষকে কহিলেন, হে সুব্রত দক্ষ! এই স্তুতি-দ্বারা আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি; অধিক উক্তিতে প্রয়োজন কি? তুমি আমার সন্নিহিত হইবে। হে প্রজাপতে! তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে।

অনন্তর, লোকাধিপতি বাক্যবেত্তা মহাদেব দক্ষকে যুক্তিযুক্ত আশ্বাস-বাক্যে বলিলেন, হে দক্ষ! তুমি এই যজ্ঞ-বিঘ্ন জন্য দৈন্য অবলম্বন করিও না; যেহেতু ভাবি কার্য্য একান্ত অপ্রতিকার্য্য। আমি পূর্ব্ব-কল্পে তোমার যজ্ঞ বিধ্বংস করিয়াছিলাম, সুতরাং সকল কল্পেরই সমান-রূপতা-বশত এবারও তোমার যজ্ঞহর হইলাম। হে সুব্রত! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বর দান করিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর এবং প্রসন্ন-বদন হইয়া একাগ্র-চিত্তে তদ্বিষয় শ্রবণ কর। আমি ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন বেদ, সাঙ্খ্যযোগ ও যুক্তি-শাস্ত্র অর্থাৎ তর্ক হইতে উদ্ধার-পূর্ব্বক দেব-দানবগণের দুশ্চর বিপুল তপস্যা করিয়াছিলাম, যাহা ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য, যোগ ও তর্ক-দ্বারা অনধিগত, উপনিষৎ সমূহে প্রকাশিত, ফলকালে মঙ্গল স্বরূপ, সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম সকলের অধিকৃত মোক্ষ-হেতু, বহুকাল-সাধ্য, অপ্রকাশ, অপ্রাজ্ঞ-কর্ম্মঠগণ-কর্ত্তৃক নিন্দিত, বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম-সকলের বিপরীত, কোন কোন গ্রন্থ-বিশেষে যাহা বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের সদৃশ বলিয়া বর্ণিত এবং যাহা সিদ্ধান্তজ্ঞ পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক নিশ্চিত ও পরমহংস-পরিব্রাজকগণ-কর্ত্তৃক আচরিত হইয়া থাকে; হে দক্ষ! আমি পুরাকালে সেই শুভপ্রদ পাশুপত-

ব্রত উৎপাদন করিয়াছিলাম; উক্ত ব্রত আচরণ করিলে পুষ্কল ফল লাভ হয়। হে মহাভাগ! তোমার সেই পাশুপতব্রতের ফল লাভ হউক, তুমি মানস-জ্বর পরিত্যাগ কর। অমিতবিক্রম মহাদেব দক্ষকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই পত্নী ও অনুচর-গণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

যিনি দক্ষপ্রোক্ত এই স্তোত্র কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করেন, তিনি কিঞ্চিন্মাত্র অশুভ প্রাপ্ত হয়েন না, দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত দেবগণের মধ্যে ভগবান্ মহাদেব যেমন বরিষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদয় স্তোত্রের মধ্যে এই স্তোত্র উৎকৃষ্ট, সুতরাং ইহা বেদ-বাক্য-তুল্য; ইহাতে বেদ-সকলের অর্দ্ধভাগ এবং পুরাণ-সমুদয়ের অর্দ্ধভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, কাম্য বিষয় ও ধন কামনা করেন এবং যাঁহারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যত্ন ও ভক্তি-পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবেন। ইহা শ্রবণ করিলে ব্যাধিত, দুঃখিত, দীন, চোরগ্রস্ত, ভয়-পীড়িত অথবা রাজ-কার্য্যার্থ অভিযুক্ত ব্যক্তি মহৎ ভয় হইতে মুক্ত হয়। মনুষ্য এই স্তোত্র কর্ণগোচর করিলে এই দেহেই প্রমথগণের সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তেজস্বী, যশস্বী ও নিষ্পাপ হয়। যাহার গৃহে এই স্তোত্র পঠিত হয়, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত ও বিনায়কগণ কদাচ তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করেন না। যে কামিনী ভবের প্রতি ভক্তি-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিণী হইয়া এই স্তোত্র শ্রবণ করেন, তিনি পিতৃকুলে এবং মাতৃকুলে দেবতার ন্যায় পূজনীয়া হইয়া থাকেন। যে মানব সমাহিত হইয়া সমস্ত স্তোত্র শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সমুদয় কার্য্য বারম্বার সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এই স্তোত্রের কীর্ত্তন-নিবন্ধন মানবগণের মনে যাহা চিন্তিত অথবা বাক্য দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয় সম্পন্ন হয়। যে মানব দম-নিয়ম-নিরত হইয়া মহাদেব, দেবী ভগ-বতী, কার্ত্তিকেয় ও নন্দীশ্বরের সুবিহিত পূজা সম্পা-দন করত যথা-ক্রমে এই স্তোত্রোক্ত নাম গ্রহণ করেন, তিনি অভিলষিত অর্থ, কাম ও ভোগ্যবস্তু সমুদয় লাভ করেন এবং পরলোকে গমন করত স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন, কদাচ তির্য্যক্-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন না; পরাশর-তনয় ভগবান্ ব্যাস ইহা কহিয়াছেন।

দক্ষপ্রোক্ত শিবসহস্রনামস্তোত্রে চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৮৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পুরুষের আত্মাতে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে অধ্যাত্ম কহে, সুতরাং দৃশ্যবস্তু-বিবেকার্থ শাস্ত্রই অধ্যাত্ম, সেই অধ্যাত্মের স্বরূপ কি এবং যাহা হইতে সেই অধ্যাত্ম-শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন?

ভীষ্ম বলিলেন, বৎস! পূর্ব্বে অধ্যাত্ম বিষয় বার-ম্বার উক্ত হইয়াছে, তথাপি তুমি যখন আমার নিকটে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়াছ, তখন সংক্ষেপত সেই সর্ব্ব-জ্ঞান-প্রদ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের হেতুভূত অধ্যাত্ম-বিষয় তোমাকে বিস্পষ্ট রূপে কহিতেছি, তুমি তাহার এই বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি, এই পঞ্চ মহাভূত, জরায়ুজ-প্রভৃতি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। হে ভরতপ্রবর! স্থূল এবং সূক্ষ্ম-শরীর সেই পঞ্চ ভূতের কার্য্য, বুদ্ধি-প্রভৃতি ভৌতিক গুণ-সমুদয় পরম কারণ আত্মাতে সতত লীন হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীবগণ আত্মার সন্নিধান হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাতে লীন হয়। সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন আত্মা হইতে যেমন জীবের উৎপত্তি এবং তাদৃশ আত্মাতেই লয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ মহাসাগরে তরঙ্গমালার ন্যায় মহাভূত সমু-দয়েরও উদয় এবং লয় হয়। কূর্ম্ম যেমন আপন অঙ্গ সকল প্রসারণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা অবলীলা-ক্রমে সঙ্কোচ করে, তদ্রূপ আকাশাদি স্থূলভূত

হইতে ক্ষুদ্রতর জীব সমুদয় অনায়াসে উদ্ভূত হয়। শরীর-মধ্যে যে শব্দ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আকাশের অংশ, শরীরের যাহা কঠিন অংশ, তাহা পৃথিবীর গুণ, প্রাণ-সকল বায়ুর অংশ, রুধিরাদি আর্দ্র-ভাগ জলের অংশ এবং গৌরাদি রূপ তেজের অংশ-স্বরূপ উক্ত হইয়া থাকে; অতএব স্থাবর জঙ্গম জীবমাত্রই পঞ্চভূতময়, ইহারা প্রলয় কালে ভূতস্রষ্টা পিতামহের দেহে বিলীন হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ভূতকর্ত্তা অহঙ্কার দেহ-সমুদয়ে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির যেরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং দেহ-মধ্যস্থিত যে সমস্ত কার্য্য তিনি বিলোকন করেন, তাহা শ্রবণ কর।

শব্দ, শ্রোত্র এবং ইন্দ্রিয় সমুদয় আকাশ-যোনিজ; রস, স্নেহ ও জিহ্বা জলের গুণ হইতে উৎপন্ন; রূপ, চক্ষু ও বিপাক এই ত্রিবিধ পদার্থ জ্যোতি রূপে উক্ত হইয়া থাকে। ঘ্রেয়, ঘ্রাণ ও শরীর ইহারা ভূমির গুণ; প্রাণ, স্পর্শ এবং চেষ্টা বায়ুর গুণ বলিয়া বিহিত হইয়াছে। রাজন্! এই ত পঞ্চভৌতিক গুণ-সমুদয় ব্যাখ্যাত হইল। হে ভারত! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ, অতীত, অনাগত এবং ভবিষ্যৎ কাল স্ব স্ব বিষয় স্বরূপ নিশ্চয় রূপা কর্ম্ম বুদ্ধি অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ-বোধ, ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শজ্ঞান, দর্শনেন্দ্রিয়ের রূপ প্রত্যক্ষ, রসনেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গন্ধ আঘ্রাণ-রূপ কার্য্য-সকলের পরিজ্ঞান বিষয়ে আর 'এই বস্তু এইরূপ বটে কি না' এবম্বিধ সংশয়াত্মক মনোবৃত্তি মধ্যে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েন।

হে ভারত! পদযুগলের তলভাগের ঊর্দ্ধ হইতে মস্তকের নিম্নদেশ-পর্য্যন্ত যাহা বিলোকন করিতেছ, এই সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে বুদ্ধি অবস্থান করিতেছে। মানবদেহে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, মন তাহাদিগের মধ্যে ষষ্ঠ রূপে উক্ত হয় এবং ধীরগণ বুদ্ধিকে উহাদিগের মধ্যে সপ্তমী বলিয়া গণনা করেন, আর ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব উল্লিখিত ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে অষ্টম স্বরূপে গণনীয় হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় সমুদয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে কার্য্য-বিভাগ-দ্বারা অন্বেষণ করা উচিত। তম, সত্ত্ব এবং রজোগুণ ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তাকে আশ্রয় করিলে ভাবরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। চক্ষুর দৃশ্য বিষয়ে আলোচনা-দ্বারা মন সংশয় করে, বুদ্ধি তাহা নিশ্চয় করিয়া থাকে, ক্ষেত্রজ্ঞ সকল বিষয়ের সাক্ষী রূপে অভিহিত হয়েন। হে ভারত! তম, সত্ত্ব ও রজোগুণ এবং কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চবিধ গুণ-দ্বারা বুদ্ধি বিষয়-সমুদয়ে পুনঃপুন প্রেরিত হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয় সমুদয় এবং তমঃ-প্রভৃতি গুণগণও বুদ্ধি-স্বরূপ। মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণ যখন বুদ্ধি-রূপে গণনীয় হইল, তখন বুদ্ধির অভাবে গুণ-সমুদয়ের কার্য্য কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না।

বুদ্ধি যাহার দ্বারা দর্শন করে, তাহাই চক্ষু; যদ্দ্বারা শ্রবণ করে, তাহা শ্রোত্র নামে উক্ত হয়; যাহা-দ্বারা আঘ্রাণ করে, তাহা নাসিকা; যদ্দ্বারা রস সকলের আস্বাদন করে, তাহা রসনা এবং যাহা-দ্বারা স্পর্শজ্ঞান করে, তাহা স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্ রূপে অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধি বারম্বার বিকৃতি-ভাব লাভ করে। বুদ্ধি যৎকালে কোন বিষয় প্রার্থনা করে, তখন তাহার নাম মন হইয়া থাকে। পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে বুদ্ধির অধিষ্ঠান হইয়া থাকে; অবয়ব দোষে অবয়বী যেমন দূষিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল দুষ্ট হইলে বুদ্ধিও দূষিতা হইয়া থাকে। সাক্ষিভূত পুরুষে আধ্যাসিক-সম্বন্ধে বর্ত্তমানা বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ভাবত্রয়ে অবস্থিতি করে, তাদৃশী বুদ্ধি কদাচিৎ প্রীতি লাভ করে, কখন বা, শোক ভোগ করিয়া থাকে এবং কোন কোন সময়ে সুখ বা, দুঃখ কিছুতেই লিপ্ত হয় না; সেই ভাবময়ী বুদ্ধি সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করত অবস্থান করিয়া থাকে। তরঙ্গ-মালা-সমাকুল সরিৎপতি সাগর যেমন বেলাভূমি অনতিক্রম করিয়া অবস্থান

করে, তদ্রূপ এতাদৃশী ভাবভূমিগতা-বুদ্ধি ভাবস্বরূপ মনোমধ্যেই বর্ত্তমান রহে। উৎপদ্যমান রজোগুণ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে।

প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ, শান্তচিত্ততা-প্রভৃতি সাত্ত্বিকগুণ-সমুদয় পুরুষ-শরীরে কথঞ্চিৎ সংসক্ত হইয়া থাকে। দাহ, শোক, সন্তাপ, মূর্ত্তি ও ক্ষমা-রাহিত্য-প্রভৃতি রজোগুণের চিহ্ন সকল কদাচিৎ কারণ-বশত কখন বা, অকারণ-বশত দৃশ্য হয়। অবিদ্যা, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমাদ, স্বপ্ন, তন্দ্রা-প্রভৃতি বিবিধ তামসগুণ কথঞ্চিৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহা শরীরে বা, মানসে প্রীতিসংযুক্ত হয়, তাহাতেই সাত্ত্বিক-ভাব বর্ত্তমান রহে, ইহাই অবলোকন করিবে, আর যাহা দুঃখ-সংশ্লিষ্টতা-বশত আত্মার অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, তাহাই রজোগুণের কার্য্য; অতএব তদ্বিষয়ক কোন কার্য্য আরম্ভ না করিয়া কেবল তাহার চিন্তা করিবে, আর যাহা কায় মনে মোহ-সংমিশ্র, অথচ তর্ক ও জ্ঞানের অগোচর, তাহাকেই তমোগুণ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। এই ত বুদ্ধিগত যাবৎ বিষয় ব্যাখ্যাত হইল, ইহাই বোধ করিয়া লোক বুদ্ধ হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন আর বুদ্ধের লক্ষণ কি আছে?

সম্প্রতি সূক্ষ্মতম সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের কত দূর প্রভেদ, তাহা অবগত হও; এতদুভয়ের একজন গুণ-সমুদয় সৃজন করেন, অন্য জন তদ্বিষয়ে বিরত রহেন। তাঁহারা উভয়ে স্বভাবত পৃথগ্‌ভূত হইলেও সর্ব্বদা সম্প্রযুক্ত হইয়া থাকেন; মৎস্য যেমন জল হইতে ভিন্ন হইয়াও সতত সলিলে সম্প্রযুক্ত রহে, সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞও তদ্রূপ। সত্ত্বাদি গুণ-সকল আত্মাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহে; কিন্তু, আত্মা সর্ব্বতোভাবে গুণগণকে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। গুণ সংসর্গী মূঢ় মানব আত্মার সহিত গুণ-সমুদয়ের গুণ গুণিভাবে সংসর্গ আছে, ইহা জ্ঞান করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা নহে; আত্মা আপনাতে গুণ-সমুদয়ের তাদাত্ম্য অধ্যাস না করিয়া কেবল তাহাদিগের পরিদর্শন করেন মাত্র। বুদ্ধি সত্ত্বের আশ্রয় অর্থাৎ উপাদন কারণ নাই, কেবল সত্ত্বাদি গুণের কার্য্য-দ্বারা তাহার চেতনা-সত্ত্ব অধ্যস্ত হইয়া থাকে; কারণভূত গুণ-সমুদয় সৃজন করে, ইহা মহদাদি কার্য্য-দ্বারা অনুমিত হয়। কোন ব্যক্তি কোন কালেই গুণ-সমুদয়কে বিদিত হইতে সমর্থ নহে। বুদ্ধিসত্ত্বই গুণগণের সৃজন করে, ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার সাক্ষিমাত্র; অতএব সেই সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের এবম্বিধ সম্প্রযোগ অনাদি সিদ্ধ। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা প্রদীপের কার্য্য অর্থাৎ আবরণ ভঙ্গ করে; অচেতন অথচ অজ্ঞান-বিশিষ্ট জনগণ ইন্দ্রিয়-সকলকে প্রদীপের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। যে মানব ইহাকেই স্বভাব জ্ঞান করিয়া বুদ্ধি-চালনা-দ্বারা কাল যাপন করেন, তাঁহার শোক, হর্ষ কিছুই নাই এবং তিনি মৎসরতা-বিহীন হইয়া থাকেন। ঊর্ণনাভি যেমন সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধিসত্ত্ব যে গুণ-সমুদয় সৃজন করে, তাহা স্বভাব-সিদ্ধ; অতএব গুণগণকে তন্তুর ন্যায় জ্ঞান করা বিধেয়। গুণ-সকল প্রধ্বস্ত হইলে আর নিবৃত্ত হয় না, ঘট-কপালের ন্যায় নিবৃত্ত গুণ-সমুদয়ের প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম অবয়ব-দ্বারা উপলব্ধ হয় না। প্রত্যক্ষ-দ্বারা পরোক্ষ-পদার্থের অবরোধ না হওয়ায় যেমন অনুমান-দ্বারা সেই পদার্থ সিদ্ধ হয়, কেহ কেহ তদ্রূপে প্রবৃত্তির সমর্থন করে, অপরে তাহাকেই নিবৃত্তি কহিয়া থাকে। এইরূপে এই বুদ্ধি ও চিন্তাময় দৃঢ়তর হৃদয়গ্রন্থি বিমোচন-পূর্ব্বক শোক-হীন এবং সংশয়-বিহীন হইয়া পরম সুখে অবস্থান করা বিধেয়।

মানবগণ এই মোহপূর্ণ সংসার-তরঙ্গিণী মধ্যে পতিত হইয়া ক্লেশরাশি ভোগ করে। অনভিজ্ঞ জনেরা অগাধ-সলিলে নিমগ্ন হইলে যদ্রূপ হয়, জীবও বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া তদ্রূপ হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিৎ বিদ্বান্ ধীরগণ সংসার-সলিলের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া কদাচ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন না;

একমাত্র জ্ঞানই তাঁহাদিগের পরম প্লব-স্বরূপ। অবিদ্বান্ জনের যাদৃশ সুমহৎ ভয় হইয়া থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের তাদৃশ ভয় হয় না। বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ জনগণের যে রূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, বিদ্বান্-গণের পরস্পর তাদৃশ প্রভেদ নাই, সকৃৎ বিভাত ব্রহ্মলোক বিদ্বান্দিগের পক্ষে তুল্য, মোক্ষ বিষয়ে প্রত্যয়াবৃত্তিকৃত তারতম্য নাই। জ্ঞানীলোক অজ্ঞান দশায় পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ করিলেও জ্ঞানোদয় হইলে তাঁহার সেই পুরাকৃত পাপ সমুদয় নষ্ট হয়, তিনি যাহা করেন এবং যাহা দূষিত করেন, তদুভয়ই তাঁহার অপ্রিয় নহে।

পাঞ্চ ভৌতিক বর্ণনে পঞ্চাশীত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৮৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ একান্ত দুঃখ ও মৃত্যু হইতে সতত ত্রস্ত হইয়া থাকে, অতএব আমাদিগের উক্ত উভয় ভয় যাহাতে না হয়, আপনি তাহার উপায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন?

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভারত! প্রাচীনেরা এবিষয়ে নারদ এবং সমঙ্গের সম্বাদ সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস বলিয়া থাকেন। নারদ কহিলেন, হে সমঙ্গ! অপরে নতশিরা হইয়া প্রণাম করে তুমি বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ভূতল সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিতেছ এবং বাহু-দ্বয়-দ্বারা যেন ভবনদী সন্তরণ করিতেছ, তুমি নিয়ত হৃষ্টচিত্ত এবং বিশোকবৎ বিলোকিত হইতেছ। তোমার অল্পমাত্র উদ্বেগ লক্ষিত হয় না। তুমি নিত্যতৃপ্ত ও স্বস্থ থাকিয়া বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছ।

সমঙ্গ বলিলেন, হে মানদ! আমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অবিদ্যমানতা বিশেষরূপে জানি, এই জন্য বিমনা নহি। আমি লোক মধ্যে কার্য্য সকলের উপক্রম কার্য্যের ফলোদয় এবং ফল সকলের বিচিত্রতা বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছি, একন্য বিমনা নহি। হে নারদ! মূর্খ ও অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ ধন-দারাদিশূন্যলোক সকলও গ্রন্থবন্ত ও ধনবন্ত হইয়া থাকে; অন্ধ এবং উন্মত্ত মনুষ্যেরাও জীবিত রহে এবং আমরা নিরারম্ভ হইয়াও জীবিত রহিয়াছি বিলোকন কর। অরোগদেহ দেবগণ বলবান ও দুর্ব্বলসকল পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম-দ্বারাই জীবিত রহে, অতএব আমরা নিরারম্ভ হইয়াও যখন জীবিত রহিয়াছি, তখন আমাদিগকে তুমি সভাজন কর। সহস্র সহস্র পরিবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জীবিত রহিয়াছে এবং শত শত পরিবার সমন্বিত জনগণও জীবন ধারণ করিতেছে, অপরে গুরুতর শোক ভার ধারণ-দ্বারাও প্রাণ ধারণ করিয়া আছে এবং আমরাও জীবিত আছি বিলোকন কর।

হে নারদ! শোকের মূল অজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন যখন আমরা শোকাকুল নহি, তখন আমাদিগের আত্মাতে ব্রাহ্মণাদির অধ্যাস-প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং যজ্ঞাদি লৌকিক কার্য্যে প্রয়োজন কি? সুখ দুঃখের যখন অবসান আছে, তখন তাহারা আর আমাদিগকে ধর্ষণ করিতে পারিবে না। যে নিমিত্ত মানবগণ প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সেই প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয় সকলের মোহাদি রাহিত্যরূপ প্রসন্নতার মূলকারণ, প্রজ্ঞার অভাবেই ইন্দ্রিয়গণ মুগ্ধ এবং শোকাকুল হইয়া থাকে; অতএব মূঢ়েন্দ্রিয় মানবের প্রজ্ঞা লাভ হয় না। মূঢ় লোক যে অহঙ্কার করিয়া থাকে, তাহাই তাহার মোহস্বরূপ; মূঢ় মানবের ইহলোকও নাই এবং পরলোকও নাই, দুঃখ সকল সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না এবং নিয়ত সুখ লাভেরও সংঘটনা হইয়া উঠে না। মাদৃশ দেহাভিমান-শূন্য মানব কদাচ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান সংসারস্বরূপ সংজ্বর স্বীকার করেন না, অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সমুদয় অথবা সুখের অনুরোধে বাধ্য হয়েন না এবং অভ্যাগত দুঃখের চিন্তা করেন না; অতএব ভোগ্য বিষয়াদির চিন্তা না করাই বিজ্বরত্বের কারণ। যোগযুক্ত সমাহিত মানব সুখ-স্পৃহা বা অনাগত

লাভের অভিনন্দন করেন না; তিনি বিপুল বিত্ত লাভ হইলেও হৃষ্ট নহেন এবং বিত্ত নাশ হইলেও বিষণ্ণ হয়েন না। বন্ধুগণ, বিত্ত, কৌলীন্য, শাস্ত্র-দর্শন, মন্ত্র অথবা পরাক্রম ইহারা কেহই মানবগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে; মানবগণ শমদমাদি সদাচার-দ্বারাই পরলোকে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। অযুক্ত জনের বিজ্ঞান নাই এবং যোগ ব্যতিরেকেও সুখ লাভ হয় না, প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়গণের স্তম্ভন সামর্থ্য ও দুঃখ পরিহার এতদুভয়ই সুখোদয়ের হেতু। প্রিয় পদার্থ হইতে হর্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, হর্ষ হইতে দর্পের বৃদ্ধি হয়, দর্পই নরকের নিমিত্ত হইয়া থাকে, অতএব আমি উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। ইহলোকে যাবৎ দেহপাত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত মোহ কর শোক ভয় ও গর্ব্ব-প্রভৃতিকে সুখ দুঃখের সাক্ষিস্বরূপ অবলোকন করিয়া থাকি। আমি অর্থ ও কাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৃষ্ণা ও মোহ বিসর্জ্জন করত বিশোক এবং বিজ্বর হইয়া এই মহীমণ্ডলে বিচরণ করি। আমার মৃত্যু হইতে, অধর্ম্ম হইতে অথবা লোভাদি কোন বিষয় হইতে পীতামৃত ব্যক্তির ন্যায় ইহলোকে বা পরলোকে কোন ভয় নাই। হে ব্রহ্মন্ নারদ! আমি সুমহৎ অক্ষয় তপস্যা করিয়া ইহাই জানিয়াছি তজ্জন্য দেহ-স্বভাব বশত সমাগত শীতোষ্ণাদি জনিত শোক আমাকে পীড়ন করিতে সমর্থ নহে।

সমঙ্গ নারদ সংবাদে ষড়শীত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৮৬॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি তার্কিক পাশুপত সাংখ্য পাতঞ্জল-প্রভৃতি যুক্তি প্রধান শাস্ত্র সকলের যাথার্থ্য জানে না, সুতরাং সতত সংশয়িত চিত্ত এবং আত্ম-দর্শনার্থ শমদমাদির অনুষ্ঠান করে নাই, তাহার পক্ষে শ্রেয় কি, ইহাই আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, ঈশ্বর পরম গুরু, অতএব তাঁহাতে চিত্ত প্রণিধান, বৃদ্ধ আচার্য্যগণের সতত পর্য্যুপাসনা এবং সমস্ত শাস্ত্রেই মোক্ষের প্রতিপাদন আছে, এজন্য গুরু-মুখ হইতে তৎসমুদয় শ্রবণ এতৎত্রিতয়ই ঐকান্তিক শ্রেয়োরূপে উক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা এবিষয়ে দেবর্ষি নারদ ও গালবের সংবাদ সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। শ্রেয়স্কাম গালব, মোহক্লম-বিহীন জ্ঞানতৃপ্ত জিতেন্দ্রিয় সংযত-চিত্ত বিপ্রবর নারদকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! ইহলোকে পুরুষ যে সমুদয় গুণগণ-দ্বারা সর্ব্ব সম্মত হইয়া থাকে, আপনাতে সেই সমুদয় গুণ স্থিরতররূপে লক্ষিত হইতেছে; অতএব আপনি পরম জ্ঞানী, আমরা চিরকাল বিমূঢ় থাকিয়া আত্ম-যাথার্থ্য কিছুই জানি না, সুতরাং আমাদিগের সংশয়চ্ছেদ করিতে আপনিই উপযুক্ত হইতেছেন। অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের সহিত অবিশেষে যাহাতে জ্ঞান-সাধনে প্রবৃত্তি হয় এবং আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে সমর্থ নহি, অতএব তাহা কীর্ত্তন করা আপনকার উচিত হইতেছে। ভগবন্! যাহার অনুষ্ঠান জন্য শ্রম নাই, সেই জ্ঞান সাধন শাস্ত্র সকলই পৃথক্ পৃথক্ আচার প্রচার করিয়া থাকে; সেই সমুদয় শাস্ত্র 'ইহাই শ্রেয়, ইহাই শ্রেয়' এইরূপ উপদেশ-দ্বারা মানবগণকে প্রবোধিত করে। সেই প্রবোধিত মানবগণকে বিবিধ পথে প্রস্থিত এবং আমরা যেমন স্বশাস্ত্রে পরিতুষ্ট তাহারাও তদ্রূপ স্ব-স্বশাস্ত্র-দ্বারা পরিতুষ্ট দর্শনে সন্দিহান হইয়া প্রশস্ততর শ্রেয় কি ইহা আমরা নিশ্চয় করিতে সমর্থ নহি। শাস্ত্র সকলের মত যদি এক হয়, তবে শ্রেয় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু বহুবিধ শাস্ত্রের মত বহুবিধ বলিয়া শ্রেয় অতি নিগূঢ়ভাবে প্রবেশিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমার বোধ হয়, শ্রেয় নানা শঙ্কাকুল, অতএব আপনি তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন; আমি আপনার সন্নিহিত শিষ্য আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।

নারদ বলিলেন, বৎস গালব! শাস্ত্র চতুর্ব্বিধ, তন্মধ্যে 'ধর্ম্ম নাই' এই এক বেদ বহির্ভূত শাস্ত্র, দ্বিতীয় শাক্যসিংহাদি কল্পিত চৈত্য বন্দনাদিরূপ ধর্ম্ম-শাস্ত্র, তৃতীয় 'বেদোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে' চতুর্থ 'ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত বস্তুমাত্র আছে আর কিছুই নাই' এই সমুদয় শাস্ত্র সংকল্পানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি যাহাকে শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই শ্রেয়, তুমি গুরুগণের নিকট তৎসমুদয় অধিগত হইয়া আলোচনা কর। সেই সমুদয় শাস্ত্রের নানাবিধ আত্ম-জ্ঞানের উপায়ভূত ধর্ম্ম সকলের সংকীর্ত্তন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বিলোকন করিবে। শাস্ত্র সকলকে স্থূল দৃষ্টি-দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে অভিপ্রেত ধর্ম্ম আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সূক্ষ্ম-দর্শি-ধীরগণ সরলভাবে দর্শন করত শাস্ত্র সমুদয়ের পরমগতি বিলোকন করিয়া থাকেন। যাহা পরম নিঃশ্রেয়ঃস্বরূপ ও নিঃসংশয়াত্মক এবং যাহা সর্ব্বভূতের অভয়-দাতাদিগের অনুগ্রহ ও হিংস্র মানবগণের নিগ্রহ-স্বরূপ এবং যাহা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ এই ত্রিবর্গের সংগ্রহকর, মনীষিগণ তাহাকেই শ্রেয় কহেন। পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি সতত পুণ্যশীলতা এবং সাধুগণের সহিত সমুদাচার ইহাই নিঃসংশয় শ্রেয়। সর্ব্বভূতের প্রতি মৃদু-ব্যবহার, ব্যবহার বিষয়ে সরলতা এবং মধুর বাক্য ইহাই নিঃসংশয় শ্রেয়। দেবতা পিতৃলোক ও অতিথি সকলের তৃপ্তি-সাধন, অন্নদান ও ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ না করাই নিঃসংশয় শ্রেয়। সত্য বচনই শ্রেয়, সত্য-জ্ঞান অতি দুষ্কর, যাহা ভূতগণের নিতান্ত হিতকর, আমি সেই সত্যের বিষয় বলিতেছি।

অহঙ্কার-পরিহার, প্রমাদ নিগ্রহ, সন্তোষ ও একাকী ধর্ম্মাচরণ সর্ব্বোত্তম শ্রেয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্থে জিজ্ঞাসা ইহা নিঃসংশয় শ্রেয়ঃস্বরূপ। শ্রেয়স্কাম মানব কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের কদাচ নিরতিশয় সেবা করিবেন না এবং রজনীতে বিচরণ, দিবসে নিদ্রা, আলস্য, পৈশুন্য, মদ, অতিরিক্ত আহার ও নিতান্ত অল্প আহার পরিত্যাগ করিবেন। অন্যের নিন্দা-দ্বারা আপনার উৎকর্ষ চেষ্টা করিবে না, নিজগুণ-দ্বারা আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জন হইতে উৎকর্ষ লাভ করিতে যত্নবান হইবে, নীচ হইতে উৎকর্ষ কামনা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। নির্গুণ মানবগণই আপনাকে প্রভূত সম্মান-ভাজন জ্ঞান করত আত্ম-গুণ এবং আত্ম ঐশ্বর্য্য খ্যাপন-পূর্ব্বক অন্যান্য গুণবান্ জনগণের দোষোল্লেখ-দ্বারা নিন্দা করিয়া থাকে। যাহারা কদাচ শিক্ষালাভ করে নাই, তাহারা আত্মাভিমানে দর্পিত হইয়া মহাজনগণ হইতে আপনাকে নিরতিশয় গুণবান্ জ্ঞান করে; আর গুণ-সম্পন্ন বিপশ্চিৎ ব্যক্তি কাহারও নিন্দা না করিয়া এবং আপনার উৎকর্ষ বর্ণনে বিরত থাকিয়া সুমহৎ যশোলাভ করিয়া থাকেন। কুসুম-সমূহের সুরভি-গন্ধবহ শুচি সমীরণ কোন প্রকার বচনের উল্লেখ না করিয়াই প্রবহমান হইয়া থাকে এবং বিমল ভানু কোন প্রকার বাক্য না বলিয়াই অম্বরতল মধ্যে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত আত্মোৎকর্ষ খ্যাপনাদি দোষ সমুদয়কে মেধা-দ্বারা আলোচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং উক্ত দোষ সমুদয়ের উল্লেখ না করেন, তাঁহারা লোক মধ্যে যশস্বী হইয়া থাকেন।

মূর্খ লোক কেবল আত্ম-প্রশংসা-দ্বারা লোকমধ্যে প্রদীপ্ত হয় না, আর কৃতবিদ্য ব্যক্তি গর্ত্ত মধ্যে পিহিত থাকিলেও প্রকাশিত হইয়া থাকে। উচ্চৈঃস্বরে অসারভাবে উচ্চারিত শব্দও শান্ত হইয়া যায়, কিন্তু সুভাষিত মৃদুভাবে উচ্চারিত হইলেও অবশ্যই লোকমধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিভাকর যেমন সূর্য্যকান্তমণি সংযোগ-বশত আপন অগ্নিরূপ প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ গর্ব্বিত মূঢ়গণের অসারময় বহুভাষণ অন্তরাত্মার ক্ষুদ্রতমত্ব প্রকটন করিয়া থাকে। এই সকল কারণ-বশত কল্যাণকামুক মানবগণ নানাশাস্ত্র জ্ঞান-

জনিত প্রজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, জীবগণের যত কিছু লাভ হউক না কেন, আমার বিবেচনায় প্রজ্ঞা-লাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

জিজ্ঞাসিত না হইলে কাহাকেও কোন কথা বলা উচিত নহে এবং অন্যায়-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান অবিধেয়, জ্ঞানবান্ মানব মেধাবী হইয়াও জড়ের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিবেন, অতএব স্বধর্ম্ম নিরত বদান্য ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু লোক সকলের সমীপে বাস করিতে ইচ্ছা করিবে। যে স্থানে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সঙ্কর হয়, শ্রেয়োর্থী মানব তথায় কোন প্রকারে বাস করিবেন না। কোন মনুষ্য ইহলোকে কোন কার্য্য না করিয়াও যথালব্ধ বস্তু লাভ-দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কেহ বা পুণ্যবানের সংসর্গে থাকিয়া বিমল-পুণ্য উপভোগ করে, কেহ বা পাপাত্মার সঙ্গ-বশত পাপভোগ করিয়া থাকে। জল, অনল ও চন্দ্রকিরণ স্পর্শমাত্রেই যেমন শীত উষ্ণাদি জনিত সুখ দুঃখের অনুভব হয়, সৎ ও অসৎ সংসর্গজন্য পাপ ও পুণ্যের স্পর্শ তদ্রূপই বিলোকন করা যায়।

যাঁহারা অদনীয় সামগ্রীর রসাস্বাদন না করিয়া অর্থাৎ ইহা মধুর ইহা তিক্ত এরূপ আলোচনা না করিয়া কেবল গর্ত্ত পূরণার্থই ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বিঘসাশী, আর যাহারা ভক্ষ্য দ্রব্যের পরীক্ষা-পূর্ব্বক রসাস্বাদ করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশের বশীভূত বিবেচনা কর; অতএব ইন্দ্রিয়-পোষক মানবগণের কখনই সংসার হইতে উপরতির সম্ভাবনা নাই।

যে স্থানে প্রমাণ জন্য জ্ঞান জিজ্ঞাসু জনগণ অসৎকার-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেও ব্রাহ্মণ তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন করেন, বুদ্ধিমান্ মানব সে স্থান পরিত্যাগ করিবেন, আর যে স্থানে শিষ্য এবং উপাধ্যায়ের ব্যবহার সুসমাহিত ও যথাবৎ শাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে? যে দেশে আত্ম সম্মানাকাঙ্ক্ষি মানবগণ বিপশ্চিৎ সকলের আকাশস্থ বস্তুর-ন্যায় নিরবলম্বন অর্থাৎ অবিদ্যমান দোষের কীর্ত্তন করে, তথায় কোন্ পণ্ডিত বাস করিতে অভিলাষ করেন? যে দেশে লুব্ধ জনগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম বন্ধন সমুদয় প্রায়ই আকুলিত হয়, প্রদীপ্ত চেলাঞ্চলের ন্যায় সেই দেশকে পরিত্যাগ না করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? যে দেশে মানবগণ বিমৎসর ও নিঃশঙ্ক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করেন, সেই পুণ্যশীল সাধু-সেবিত দেশে বসতি করা বিধেয়। যে দেশে মানবগণ অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্ম আচরণ করে, বুদ্ধিমান্ মানব কদাচ তথায় বাস করিবেন না; যেহেতু তদ্দেশবাসি মনুষ্য সকলেই পাপকারী। যে স্থানে পাপকর্ম্ম-দ্বারা জীবিতেচ্ছু হইয়া জনগণ বসতি করিয়া থাকে, সসর্প গৃহ-সদৃশ সেই প্রদেশ হইতে অবিলম্বে ধাবিত হওয়া বিধেয়।

যে কর্ম্ম-দ্বারা পূর্ব্ব বাসনা সম্বদ্ধ হইয়া তীব্রতর দুঃখ গ্রস্ত হইতে না হয়, যিনি আপনার পুনর্জ্জন্ম কামনা না করেন, প্রথম হইতেই তাঁহার প্রকৃষ্টরূপে ঈদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে রাজা এবং রাজ-পুরুষগণ কুটুম্বিগণের অগ্রে ভোজন করেন, বুদ্ধিমান্ মানব সে রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন। যে রাজ্যে যজন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত সনাতন ধর্ম্ম নিরত শ্রোত্রিয় সকল অগ্রে ভোজন করেন, সেই রাজ্যে বাস করা বিধেয়। যে দেশে স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার মন্ত্র সমুদয় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া নিরন্তর বর্ত্তমান রহে, তথায় কোন প্রকার বিচার না করিয়াও বসতি করিবে। জীবিকার জন্য আকর্ষিত ব্রাহ্মণগণকে যে স্থানে অশুচি দেখিবে, সে রাজ্য সন্নিহিত হইলেও বিষ বিমিশ্রিত অন্নের ন্যায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে রাজ্যে প্রীয়মান মানবগণ অযাচিত হইয়া দান করেন, জিত-চিত্ত ব্যক্তি কৃত-কৃত্য ও স্বস্থ-চিত্ত হইয়া তথায় বাস করিবেন। যে রাজ্যে অবিনীত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দণ্ডবিধান এবং কৃত-বুদ্ধি জনগণের প্রতি সৎকার হইয়া থাকে, সেই পুণ্যশীল সাধু-সেবিত স্থানে বিচরণ ও বসতি

করা বিধেয়। যাহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকে এবং যাহারা সাধু সকলের প্রতি দুষ্ট ব্যবহার করে, সেই অবিনীত লুব্ধ লোকের প্রতি সুমহৎ দণ্ড ধারণ কর্ত্তব্য। যে প্রদেশে রাজা ধর্ম্ম নিরত হইয়া ধর্ম্মত রাজ্য-পালন করেন এবং বিষয়াভিলাষ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সর্ব্ব সম্পত্তিশালী হয়েন, তথায় কোন বিচার না করিয়া বাস করা বিধেয়। যে সকল রাজারা তাদৃশ চরিত্র, তাঁহারা স্বদেশবাসি প্রজাগণকে কল্যাণ প্রদান করিয়া অবিলম্বে উন্নতিশালী করেন। হে তাত! তুমি জিজ্ঞাসা করায় এই ত আমি তোমার নিকট শ্রেয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; আত্মার শ্রেয় প্রাধান্যত কীর্ত্তন করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। এইরূপে জীবিকার উদ্দেশে যিনি সমাহিত-চিত্ত হইবেন, তাঁহার স্বধর্ম্ম-দ্বারাই ইহলোকে বহুল শ্রেয় ব্যক্ত হইবে।

শ্রেয়োবাচিকে সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৮৭।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মদ্বিধ নৃপতি পৃথিবীপালনে নিযুক্ত থাকিয়া কি প্রকারে মোক্ষধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন এবং নিয়ত কীদৃশ গুণ-সমন্বিত হইলে সঙ্গপাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, এবিষয়ে প্রশ্নকর্ত্তা সগরের প্রতি অরিষ্টনেমির কথিত পুরাতন ইতিহাসটি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সগর বলিলেন, ব্রহ্মন্! কীদৃশ পরম কল্যাণকর কর্ম্ম করিয়া লোক ইহলোকে সুখভোগ করে এবং কি প্রকারে শোকাকুল ও ক্ষুব্ধ না হয়, ইহাই আমি অবগত হইতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎকোবিদগণের অগ্রগণ্য অরিষ্টনেমি সগর-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া উপদেশ-যোগ্যতা বিবেচনা করত এই সদুত্তর প্রদান করিলেন। ইহলোকে মোক্ষ সুখই প্রকৃত সুখ, ধনধান্য-সমাকুল, পুত্র ও পশুকুল-পালনে প্রসক্ত মূঢ় মানব তাহা অবগত হইতে পারে না। বিষয়াসক্ত-চিত্ত এবং অশান্ত-মন সেই অজ্ঞগণের অজ্ঞানরোগের চিকিৎসা করিতে সমর্থ নহে। যে মূঢ় মানব স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াছে, সে কদাচ মোক্ষপথের পথিক হইতে পারে না। সম্প্রতি স্নেহজন্য যে সমস্ত পাশ উৎপন্ন হয়, তাহা কহিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া আমার নিকটে তৎসমুদয় শ্রবণ কর; বিজ্ঞানবান্ মানবই তৎ শ্রবণে সমর্থ।

কালক্রমে পুত্রগণকে যৌবন-সীমায় অবতীর্ণ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করত যখন তাহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ জানিবে, তখনই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যথাসুখে ধর্ম্মাচরণ করিবে। প্রতিপালিতা পুত্রবৎসলা পুত্রবতী ভার্য্যাকে প্রাচীনা জানিয়া যথাকালে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদার্থের অন্বেষণে সযত্ন হও। ইন্দ্রিয়গণদ্বারা ইন্দ্রিয়-বিষয় সমুদয় যথাবিধি অনুভব করিয়া সাপত্য অথবা, নিরপত্যই হও, সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যথাসুখে বিচরণ কর। যদৃচ্ছালব্ধ বিষয় লাভে রাগ-দ্বেষ-বিহীন হইয়া বিষয় লাভ জন্য ঔৎসুক্য বিসর্জ্জন করত সংসার-বিমুক্ত হইয়া যথাসুখে বিচরণ কর। এই ত আমি তোমার নিকট মোক্ষের বিষয় সংক্ষেপত কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর উহা বিস্তারক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ইহলোকে যে সমস্ত মানব স্নেহ-বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী হইয়া বিচরণ করেন, আর যে সকল মনুষ্যের চিত্ত বিষয়ে আসক্ত, তাহারাই বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। পিপীলিকা-প্রভৃতি কীটগণও আহার সংগ্রহ করে, কিন্তু তাহারাও বিনষ্ট হয়; অতএব লোক-মধ্যে যাহারা বিষয়ে অনাসক্ত, তাহারাই সুখী এবং যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহারাই বিনাশী। তোমার যদি মোক্ষাভিলাষ হইয়া থাকে, তবে 'ইহারা আমা ব্যতিরেকে কিপ্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে' স্বজন বিষয়ে এইরূপ চিন্তা কর্ত্তব্য

নহে। জীব স্বয়ংই উৎপন্ন হয়, স্বয়ংই বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং স্বয়ংই সুখ দুঃখ ভোগ করে ও মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হয়। মনুষ্য পিতা মাতা-কর্ত্তৃক সংগৃহীত অথবা, নিজ উপার্জ্জিত অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহলোকে এমন বিষয় নাই, যাহা পূর্ব্ব জন্মে কৃত হয় নাই। জীবমাত্রই স্বকীয় কর্ম্ম-দ্বারা রক্ষিত হইয়া পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মফলের বিভাজক বিধাতা-কর্ত্তৃক বিহিত ভক্ষ্য লাভ করত পৃথিবী লোকের প্রতি ধাবিত হয়। মনুষ্য যখন মৃৎপিণ্ড-ভূত এবং সতত পরতন্ত্র, তখন সে স্বয়ং অদৃঢ়-স্বরূপ হইয়া কি প্রকারে স্বজনগণের ভরণ-পোষণের কারণ হইবে? তুমি সুমহৎ যত্ন করিলেও যখন তোমার সমক্ষে মৃত্যু তোমার স্বজনগণকে সংহার করিতেছে, তখন তোমার আত্ম-বোধ করা বিধেয় হইতেছে। স্বজনগণের জীবদ্দশায় তুমি তাহাদিগের ভরণ-পোষণে নিযুক্ত থাক, কিন্তু সেই ভরণ-পোষণ সমাপ্ত না হইতেই তুমি স্বয়ং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শমন-ভবনের আতিথ্য গ্রহণ করিবে; তুমি যখন মৃত হইয়া স্বজনকে সুখিত বা, দুঃখিত, কিছুই জানিতে পারিবে না, তখন তোমার এইরূপ বিবেচনা করা উচিত যে, 'আমিও লোকান্তরস্থ হইলে আমার পুত্রগণ আমাকে জানিতে পারিবে না, সুতরাং তাহারা আমার কোন উপকার করিবে না' তুমি জীবিত সত্ত্বে অথবা, মৃত হইলে যখন তোমার পুত্রাদির মধ্যে কোন আত্মীয় জন নিজ জরাদি রোগ ভোগ করিবে, অথচ তুমি তাহা দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে না; এইরূপ অন্যেও তোমার রোগাদি দূরীকরণে সমর্থ নহে, ইহা অবগত হইয়া তোমার আত্মহিত অনুষ্ঠান করা বিহিত হয়। ইহলোকে কে কাহার নিমিত্ত নিশ্চিত আছে, ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া মোক্ষ বিষয়ে মনোনিবেশ কর এবং পুনর্ব্বার ধারণা কর।

যে মানব ক্ষুৎ, পিপাসা, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি জয় করিয়াছেন, তিনিই সত্ত্বগুণাধিক্যশালী মুক্ত পুরুষ। যে নর দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসেবা ও মৃগয়া বিষয়ে মোহ-বশত সতত প্রমত্ত না হয়েন অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃতি-পূর্ব্বক তাহাতে অভিনিবিষ্ট না হয়েন, তিনিই মুক্ত পুরুষ। 'প্রতিদিবস কতই ভোজন করিতে হইবে এবং প্রতি রজনীতে কতই বা, ভোজন করিব' এইরূপে যে পুরুষ ভোগ বিষয়ে খেদ প্রকাশ করেন, তাঁহাকেই দোষদর্শী বলা যায়। যিনি সাবধান হইয়া পুনঃপুন স্ত্রী-সঙ্গ জন্য আপনার জন্ম হয়, ইহা আলোচনা করেন, তাঁহাকেই যথাবৎ মুক্ত পুরুষ বলিতে হয়। যিনি জীবগণের জন্ম, মরণ ও জীবনের ক্লেশ যথার্থ রূপে জানেন, ইহলোকে তিনিই মুক্ত পুরুষ। সহস্র কোটি শকটে যে ধান্য বহন করা যায়, তাহা এবং পুরুষের আহার পরিমিত ধান্যকে যিনি সমান ভাবে অবলোকন করেন, আর প্রাসাদে ও মঞ্চে যাঁহার সম-জ্ঞান, তিনি মুক্ত হয়েন। যিনি লোক-সকলকে মৃত্যু-কর্ত্তৃক তাড়িত, ব্যাধি-সমূহ-দ্বারা পীড়িত এবং জীবিকাভাবে কর্ষিত বিলোকন করেন, তিনি মুক্ত হয়েন। যিনি লোক সকলকে মৃত্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়াও পীড়িত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট থাকেন এবং যিনি অল্প লাভেও সন্তুষ্ট হয়েন, ইহলোকে তিনিই মুক্ত পুরুষ। 'জাঠর অগ্নি-ভোক্তা এবং ভোজ্য অন্নই সোম-স্বরূপ, এই সমস্ত জগৎ তদুভয়াত্মক, কিন্তু আমি তদুভয় হইতে ভিন্ন' ইহা যিনি অবলোকন করেন এবং যিনি সুখ দুঃখাদি অদ্ভুত মায়িকভাব-সমূহ-দ্বারা সংস্পৃষ্ট না হয়েন, তিনিই মুক্ত পুরুষ। পর্য্যঙ্ক-শয্যা ও ভূমিতল যাঁহার পক্ষে সমান এবং শালিধান্য ও কদন্ন যাঁহার তুল্য, তিনিই মুক্ত পুরুষ। ক্ষৌম বসন ও কুশচীর, কৌশেয় বস্ত্র ও বল্কল এবং কম্বল ও চর্ম্মে যাঁহার সমান জ্ঞান, তিনিই মুক্ত পুরুষ। যিনি পঞ্চভূত হইতে সমুদ্ভূত লোক-সকলকে আত্ম-সম অবলোকন করেন এবং অবলোকন করিয়া তাহাদিগের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহলোকে তিনিই মুক্ত পুরুষ।

যাঁহার সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, ইচ্ছা দ্বেষ এবং ভয় ও উদ্বেগে সমান জ্ঞান থাকে, তিনিই সর্ব্বতোভাবে মুক্ত পুরুষ। যিনি রক্ত, মূত্র, পুরীষ-প্রভৃতি দূষিত পদার্থের আধার এই শরীরে বহুল দোষ দর্শন করেন, তিনিই বিমুক্ত হয়েন। যিনি জরা দ্বারা শরীরে বলীপলিত-সংযোগ, কৃশতা, বৈবর্ণ্য ও কুব্জত্ব অবলোকন করেন, তিনি মুক্ত হয়েন। যিনি কালক্রমে স্বকীয় দেহে পুরুষত্বের হানি, দর্শন-শক্তির উপরতি, বধিরতা এবং দৌর্বল্য দর্শন করেন, তিনি মুক্ত হয়েন। যিনি ঋষিগণ, দেবগণ ও দৈত্য-গণকে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিতে অবলোকন করেন, তিনি মুক্ত হয়েন। প্রসিদ্ধ প্রভাব-সমন্বিত সহস্র সহস্র পার্থিবেন্দ্রগণও যে পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়া-ছেন, ইহা যিনি বিবেচনা করেন, তিনি মুক্ত হয়েন। যিনি ইহলোকে অর্থ সকল দুর্লভ ক্লেশকদম্বই সুলভ এবং কুটুম্বগণের নিমিত্ত দুঃখ দর্শন করেন, তিনি মুক্ত হয়েন। ইহলোকে অপত্যগণের বৈগুণ্য এবং লোক সমুদয়ের মধ্যে অধিকাংশই বিগুণ ইহা বিলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি মোক্ষের অভিনন্দন না করেন? যে মানব শাস্ত্রত ও লোকত জ্ঞান লাভ করত মনুষ্য-জন্মকে অসার জ্ঞান করেন, তিনিই সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হয়েন।

গার্হস্থ্যে অথবা মোক্ষ বিষয়ে যদি তোমার বুদ্ধি বিহ্বল না হইয়া থাকে, তবে আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমুক্তবৎ ব্যবহার কর। পৃথিবীপতি সগর অরিষ্টনেমির উক্ত বাক্য সম্যক্ রূপে শ্রবণ করিয়া অদ্বেষ্টৃত্ব-প্রভৃতি জ্ঞানজ-গুণগণ সমন্বিত হইয়া প্রজা সকলকে পালন করিয়াছিলেন।

সগরারিষ্টনেমিসম্বাদে অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৮৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাত কুরু-পিতামহ! আ-মার হৃদয়ে বহুকাল অবধি এই বক্ষ্যমাণ কৌতু-হল বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আপনার নিকট হইতে আমি তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মহামতি দেবর্ষি উশনা সুরগণের অপ্রিয় কার্য্যে নিরত হইয়া কি জন্য অসুর সকলের নিয়ত প্রিয়কর ছিলেন এবং কি নিমিত্ত অপরিমিত তেজঃশালি দেবগণের তেজঃক্ষয় করিয়াছিলেন? দানবেরাই বা কি জন্য সুরসত্তমগণের সহিত সতত বদ্ধবৈর ছিলেন? অমরদ্যুতি উশনা কি নিমিত্ত শুক্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি কি প্রকারে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তৎসমুদয় কীর্ত্তন করুন। পিতামহ! সেই তেজস্বী শুক্র কি কারণে নভোমণ্ডলের মধ্যভাগ দিয়া গমন করেন না, এই সমুদয় বিষয় বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি।

ভীষ্ম বলিলেন, হে অনঘ। আমি যে প্রকারে নিজ বুদ্ধি অনুসারে ইহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কহিতেছি। রাজন্! তুমি অবহিত হইয়া এই সমুদয় বিষয় যথাতথ রূপে শ্রবণ কর। এই দৃঢ়ব্রত ভৃগু-বংশোদ্ভব মাননীয় মুনি কোন কারণ-বশত বিবুধগণের অপ্রিয়কর হইয়াছিলেন, এবিষয়ে এই ইতিহাস আছে যে, দানবগণ দেবতা-দিগের পীড়ন করিয়া ভৃগু-পত্নীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে অবস্থান করিত। দেবগণ তথায় প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ না হইয়া সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ হৃষীকেশের শরণাপন্ন হয়েন। অনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শন চক্রধারা-দ্বারা ভৃগু-পত্নীর শিরশ্ছেদন করেন; পরিশেষে হতাবশিষ্ট অসুরগণ তদীয় পুত্র ভার্গবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুক্র মাতৃ-বধ জন্য খিন্ন হইয়া অসুরগণকে অভয় প্রদান করত দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

অনন্তর, জগন্নিয়ন্তা পাকশাসন ইন্দ্র এবং তদীয় ধনাধ্যক্ষ যক্ষ ও রক্ষোগণের অধিপতি ধনদ কুবের বিরোধ ভঞ্জনার্থ শুক্রের সন্নিহিত হয়েন।

যোগ-সিদ্ধ মহামুনি শুক্র ধনাধিপতির শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক যোগ-বলে তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া তাঁহার সমস্ত ধন হরণ করেন। ধন সমুদয় হৃত হইলে ধনপতি কোন ক্রমেই সুস্থ থাকিতে পারিলেন না; তিনি দৈন্যদশাপন্ন এবং সম্বিগ্ন হইয়া সুরসত্তম শিবের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক প্রিয়-দর্শন বহু-রূপ অপরিমিত তেজঃশালী দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্রদেবের সন্নিহিত হইয়া নিবেদন করিলেন, যোগাত্মা ভার্গব যোগবলে মদীয় শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমাকে রুদ্ধ করিয়া আমার সমস্ত ধন হরণ করিয়াছেন, সেই মহাতপস্বী উশনা যোগ-বলে সমস্ত বিত্ত নিজ আয়ত্ত করিয়া আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। রাজন্! মহাযোগী মহেশ্বর, ধনাধিপতির এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে শূল গ্রহণ-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি সেই পরমাস্ত্র গ্রহণ করিয়া 'কোথায় সে, কোথায় সে' বারম্বার ইহাই কহিতে লাগিলেন, উশনা তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূর হইতে তাঁহার দর্শন গোচর হইলেন।

যোগসিদ্ধ শুক্র মহাযোগী মহাত্মা রুদ্রদেবের রোষের বিষয় জানিতে পারিয়া 'তাঁহার নিকটে গমন করি অথবা, এস্থান হইতে প্রস্থান করি কিম্বা, এই স্থানেই অবস্থিতি করি' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, যোগসিদ্ধ উশনা উগ্র তপস্যা-দ্বারা মহানুভাব মহেশ্বরকে চিন্তা করিয়া 'আমি শূলের উপরি অবস্থান করিলে মহাদেব আর আমার প্রতি শূল-প্রয়োগ করিতে পারিবেন না' ইহা নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক শৈব শূলের অগ্রভাগে অব-স্থিতি করিলেন। বিজ্ঞানরূপ তপঃসিদ্ধ শুক্র শূলস্থ হইয়াছেন, দেবেশ মহেশ্বর ইহা বিজ্ঞাত হইয়া পাণি-দ্বারা সেই শূলকে নামিত করিলেন। উগ্রা-য়ুধ মহাদেব অপরিমিত প্রভাব-সম্পন্ন পাণি-দ্বারা শূলকে শরাসন-রূপে নামিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম পিণাক হইয়াছিল। অনন্তর, উমা-পতি রুদ্রদেব ভার্গবকে পাণি-মধ্যগত বিলোকন করত হস্ত-দ্বারা ধারণ করিয়া মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক তন্মধ্যে তাঁহাকে প্রক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা ভৃগু-নন্দন উশনা মহেশ্বরের উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, অন্নাদির ন্যায় জীর্ণ হইলেন না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! মহাদ্যুতি ভৃগু-নন্দন, ধীমান্ দেবদেবের জঠর-মধ্যে কি নিমিত্ত বিচরণ করিয়াছিলেন এবং তথায় কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, পুরাকালে মহাব্রত মহাদেব স্থাণুর ন্যায় জল-মধ্যে অবস্থান করত তপস্যা করি-য়াছিলেন; সেই তপস্যায় তাঁহার অযুত অর্ব্বুদ বৎ-সর অতীত হয়। অনন্তর, তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়া মহাহ্রদ হইতে উত্থিত হয়েন; মহাদেব মহাহ্রদ হইতে উত্থিত হইলে দেবশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। অবিনাশী ব্রহ্মা শিবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে তপোবৃদ্ধি ও কুশলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃষভধ্বজও 'উত্তম রূপে তপশ্চর্য্যা হইয়াছে' এইরূপ উত্তর করিলেন। সতত সত্যধর্ম্মরত অচিন্ত্য-স্বভাব মহামতি শঙ্কর তপস্যা-সংযোগে শুক্রও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, বিলোকন করিলেন। মহারাজ! মহাযোগী বীর্য্য-বান্ শঙ্কর সেই তপোরূপ ধন-দ্বারা সম্পন্ন হইয়া ত্রিভুবন-মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, যোগাত্মা পিনাকপাণি ধ্যানযোগে সমাবিষ্ট হই-লেন, উশনাও উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার উদর-মধ্যে নিলীন রহিলেন। মহাযোগী ভার্গব ভর্গের উদর হইতে নিষ্ক্রমণকাঙ্ক্ষমাণ হইয়া উদরে থাকিয়াই সেই দেবদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। অনন্তর, জঠর-মধ্যবর্ত্তী মহামুনি উশনা বিনয় বচনে বলিলেন, হে অরিন্দম! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শুক্র পুনঃপুন এইরূপ কহিতে থাকিলে মহাদেব

তাঁহাকে বলিলেন 'আমার শিশ্নদ্বার দিয়া তুমি মুক্ত হও' ত্রিদশেশ্বর মহাদেব এই কথা বলিয়া ইন্দ্রিয়দ্বার সমুদয় রোধ করত শিশ্নদ্বার শুক্র-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পিহিত থাকায় তাহা দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, উশনা তেজ-দ্বারা দহ্যমান হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, শিশ্নদ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম শুক্র হইল এবং শিশ্ন-নির্গমন নিমিত্ত তিনি অস্মদাদির ন্যায় নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে গমন করিতে সমর্থ নহেন। মহাদেব সেই তেজঃপুঞ্জে সমুজ্জ্বল শুক্রকে নিষ্ক্রান্ত দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া কর-দ্বারা শূল উদ্যত করত অবস্থিত রহিলেন। পতি পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া দেবী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, শঙ্কর শঙ্করী-কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে শুক্র দেবীর পুত্রত্ব লাভ করিলেন।

দেবী বলিলেন, হে দেব! শুক্র যখন আমার পুত্র হইল, তখন ইহাকে হিংসা করা তোমার উচিত নহে; তোমার উদর হইতে কেহ নিঃসৃত হইলে কদাচ বিনষ্ট হইবে না। রাজন্! অনন্তর, ভগবান্ ভব ভগবতীর প্রতি প্রীত হইয়া সহাস্যবদনে বারম্বার এই কথা বলিলেন, 'এক্ষণে এ, যে স্থানে ইচ্ছা গমন করুক' পরিশেষে মহামুনি ধীমান্ ভার্গব, বরদাতা মহাদেব এবং জগন্মাতা উমাদেবীকে প্রণতি করিয়া যথাভিলষিত দেশে গমন করিলেন। হে তাত ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে এই ত তোমার নিকট সেই মহানুভাব ভার্গবের চরিত কথিত হইল।

ভব ভার্গব সমাগমে একোননবত্যধিক
দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৮৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহাবাহু পিতামহ! অতঃপর যাহা শ্রেয়স্কর, আপনি তাহাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন; আপনার অমৃত-তুল্য বচন শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইতেছে না। হে পুরুষসত্তম! মনুষ্য কোন্ শুভকর্ম্ম করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে পরম শ্রেয় লাভ করে, আপনি তাহাই বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, এবিষয়ে পুরাকালে মহাযশস্বী জনক নৃপতি মহাত্মা পরাশরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 'ইহলোকে অথচ পরলোকে সমস্ত ভূতের যাহা শ্রেয়স্কর হয় এবং যাহা সকলেরই জ্ঞেয় বিষয়, আপনি আমার নিকট তাহাই বর্ণন করুন।' রাজর্ষি জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিধানবেত্তা, তপোবল-সমন্বিত, মননশীল পরাশর নৃপতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে কামনা করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পরাশর কহিলেন, উপার্জ্জিত ধর্ম্মই ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রেয়ান্; মনীষিগণ যাহা কহেন, তাহাতে বোধ হয় যে, ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতম বস্তু আর কিছুই নাই। হে নৃপসত্তম! মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ করিয়া স্বর্গলোকে বাস করে, দেহিগণের যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম বিধিই ধর্ম্মময়। গার্হস্থ্য-প্রভৃতি আশ্রমস্থ সজ্জনগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া ইহলোকে স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া থাকেন। হে তাত! ইহলোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় চতুর্ব্বিধ বিহিত হয়; ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, বাহুজের কর গ্রহণ, বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্য এবং শূদ্রের ভৃতিবেতন। মর্ত্ত্যগণ যে স্থানে অবস্থান করে, জীবিকাও যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হয়। প্রাণিগণ বহুবিধ ক্রমে পুণ্য-পাপকর কর্ম্ম করিয়া পঞ্চভূতে বিভক্ত অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের নানাবিধ গতি হইয়া থাকে। পাপিদিগের তির্য্যক্ যোনি, পুণ্যবান্গণের স্বর্গবাস, পাপপুণ্যের সাম্য থাকিলে মনুষ্য-জন্ম এবং তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পাপ-পুণ্যের উচ্ছেদ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। তাম্রময় পাত্র যেমন দ্রবীভূত সুবর্ণ বা রজত রসে নিষিক্ত হইলে সৌবর্ণ কিম্বা রাজতবৎ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ জীব পূর্ব্বকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া জন্মপরিগ্রহ

করে। বীজ-ব্যতিরেকে কোন বস্তুই জন্মে না; গ্রীষ্ম-কালে যে বীজ পাংশুচ্ছন্ন থাকায় অদৃষ্ট থাকে, বর্ষাকালে তাহা অঙ্কুরোৎপাদন-দ্বারা অনুমিত হয়। এইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট কারণ-দ্বয়-দ্বারা সুখাদি জন্মে; অতএব পূর্ব্বজন্মে কোন সুকৃত না করিলে জীব ইহ জন্মে সুখ লাভে সমর্থ হয় না, সুতরাং সুকৃত-দ্বারাই দেহাধিপত্য অথবা দেহক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য সুখরাশি সম্ভোগ করে।

হে তাত! দেবতাদিগের কোন পুণ্য ও পাপের লক্ষণ বিলোকিত হয় না, তদ্বিষয়ে অনুমান ও সাধন নহে। দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ স্বভাবতই সংসিদ্ধ, বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবতই তাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন কারণান্তর নাই। মানবগণ পরলোকে গমন করিলে ইহলোকে কৃতকর্ম্ম সমুদয় সতত স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সেই সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হইলে পুণ্য, পাপ, নীতি ও অনীতি-দ্বারা প্রতিপাদিত চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া থাকে। 'পুণ্য-কর্ম্ম-দ্বারা পবিত্র হয়' ইত্যাদি বেদাশ্রয় শব্দ লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় হইয়াছে। হে বৎস! মনের শান্তির নিমিত্ত লোকায়ত-শাস্ত্র-প্রণেতা প্রাচীনতর বৃহস্পতি-প্রভৃতির এরূপ অনুশাসন নহে। চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা মনুষ্য চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম যাদৃশ-ভাবে করিয়া থাকে, তাদৃশ-ভাবেই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। রাজন্! মানব কদাচিৎ নিরন্তর দুঃখ লাভ করে, কখন বা সুখ দুঃখ উভয়ই মিশ্রিত-ভাবে ভোগ করিয়া থাকে; কল্যাণকর কর্ম্মই হউক অথবা পাপ-কর্ম্মই হউক তজ্জন্য পুণ্য-পাপাত্মক অপূর্ব্বের ভোগ-ব্যতিরেকে কদাচ বিনাশ হয় না। হে তাত! সংসারে মগ্নপ্রায় মানব দুঃখ সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইলে তাহার সুকৃত, পক্ষপাত-পরি-শূন্য হইয়া দুষ্কৃতের অবিরোধে অবস্থান করে।

হে মনুজাধিপ! পুরুষ দুঃখক্ষয় করিয়া সুকৃত-কর্ম্মের সেবা করে এবং সুকৃত-ক্ষয়ের অনন্তর দুষ্কৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহা প্রণিধান করিবে। দম, ক্ষমা, ধৃতি, তেজ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, অব্যসনিতা ও দক্ষতা এই দশটি সুখাবহ অর্থাৎ পুণ্য-পাপের সমুচ্ছেদ-জনিত সুখ বহন করিয়া থাকে। মনুষ্য যাবজ্জীবন সুখ বা দুঃখোপভোগে আসক্ত হইবে না; বিচক্ষণ মানব নিয়ত ব্রহ্ম-দর্শন-হেতু সমাধি করিতে প্রযত্ন হইবেন। মনুষ্য অপরের সুকৃত অথবা দুষ্কৃত ভোগ করে না, স্বয়ং যাদৃশ কর্ম্ম করে, তাদৃশ ফল ভোগ করিয়া থাকে। সুখ ও দুঃখের হেতু পুণ্য ও পাপকে তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা আত্মাতে প্রবিলাপিত করিয়া পুরুষ জ্ঞানবর্ত্ম-দ্বারা গমন করত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়েন, আর যে জন পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, পশু, গৃহ, ধন ও আরাম-প্রভৃতিতে সঙ্গত হয়, সে অন্য পথে গমন করে,—সে স্বর্গ বা অপবর্গ বিষয়ে কোন উপকার করে না। অন্যের যে কার্য্য দেখিয়া নিন্দা করিতে হয়, স্বয়ং সেই নিন্দনীয় কর্ম্ম করিবে না; যোগী জন যদি দোষদর্শী হয়েন, তবে অবশ্যই তাঁহাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে। রাজন্! ক্ষত্রিয় হইয়া ভীরু, ব্রাহ্মণ হইয়া সর্ব্বভক্ষ্য, বৈশ্য হইয়া কৃষি-বাণিজ্য কার্য্যে নিশ্চেষ্ট, হীনবর্ণ শূদ্র হইয়া অলস, বিদ্বান্ হইয়া অসদ্বৃত্ত, কুলীন হইয়া বৃত্তিহীন, বেদজ্ঞ হইয়া সত্য হইতে বিভ্রষ্ট, স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র, যোগী হইয়া বিষয়ানুরাগী, আত্ম নিমিত্ত পাচক, মূর্খ বক্তা, নৃপহীন রাষ্ট্র এবং যে রাজা বেদবিহিত যোগাভ্যাস-বিহীন হইয়াও প্রজা-গণের প্রতি স্নেহ-হীন, তাহারা সকলেই শোচনীয় হইয়া থাকে।

পরাশর-গীতায় নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৯০।

পরাশর কহিলেন, যে মানব মনোময় শরীরকে রথ ও ইন্দ্রিয় বিষয় শব্দ স্পর্শাদি সমুদয়কে হয়রূপে জ্ঞান করিয়া জ্ঞান-সম্ভূত রশ্মি অর্থাৎ চিৎপ্রতিভা-

দ্বারা চালনা করত বিষয় সমুদয়কে চিন্ময়-রূপে অবলোকন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। হে ক্ষাত্র-সংস্কার-সম্পন্ন মহারাজ! যাহার মন কোন অবলম্বন আশ্রয় না করিয়া অবস্থান করে, সেই বৃত্তি-বিহীন ব্যক্তির ঈশ্বর-প্রণিধান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক সমাধি-দ্বারা অবস্থান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষীণকর্ম্মা ব্রহ্মবিৎ সাধু আচার্য্য-প্রসাদ-লব্ধ সেই প্রণিধান প্রাপ্ত হইয়া নির্বৃত হয়েন, তাদৃশ প্রণিধান পরস্পর সদৃশ ব্যক্তি হইতে উপলব্ধ হয় না। হে মনুজেশ্বর! দুর্লভ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া বিষয় সেবা-দ্বারা তাহার বিনাশ করা বিধেয় নহে, পুণ্য-কর্ম্ম-দ্বারা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ভূমি লাভার্থ প্রযত্ন করা মনুষ্য-মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে কল্পিত কৃষ্ণ, ধূম্র, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল এই ষড়্বিধ বর্ণ হইতে যে ব্যক্তি পরিভ্রষ্ট অর্থাৎ উচ্চ বর্ণ হইতে নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সে কদাচ সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয় না, আর যিনি উচ্চ বর্ণ লাভ করিয়া রাজস কর্ম্মের সেবা না করেন, তিনিই সম্মানভাজন হয়েন; অতএব মনুষ্য পুণ্য-কর্ম্ম-দ্বারাই উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া থাকেন, আর পাপ-কর্ম্ম-দ্বারা দুর্লভ বর্ণোৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিয়া অনেকে আত্মাকে নানা নরকে নিমগ্ন করে।

মনুষ্য অজ্ঞান-দ্বারা উপার্জ্জিত দুঃখকে তপস্যা-দ্বারা অপনোদন করিবেন, জ্ঞানকৃত পাপকর্ম্ম কেবল পাপ ফলই প্রসব করিয়া থাকে; অতএব পরিণামে দুঃখই যাহার ফলরূপে উদিত হয়, তাদৃশ পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ বিধেয় নহে। পাপানুবন্ধ কর্ম্ম যদি মহাফল প্রসব করে, তথাচ শুচি ব্যক্তি যেমন চণ্ডালকে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ মেধাবী মানব সেই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বিরত রহিবেন। পাপ-কর্ম্মের ফল কুৎসিত কষ্ট-মাত্র বিলোকিত হইয়া থাকে; পাপ-বশত বিপরীত-দৃষ্টি মানব দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। ইহলোকে যে মূঢ় মানবের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য-সঞ্চার না হয়, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাহার নিরতিশয় নরক যন্ত্রণা জন্য তাপ জন্মিয়া থাকে। স্বতঃ-শুদ্ধ বস্ত্র যদি বিপরীত রাগ-দ্বারা রঞ্জিত হয়, তবে তাহা সময়ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণ-বর্ণ ভল্লাতকাদি-দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র কদাচ পরিশুদ্ধ হয় না, অতএব হে মানবেন্দ্র! আমার মত এই যে, প্রযত্ন-দ্বারা কোন পাপ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, আর কোন পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ সুদূরপরাহত, ইহাই তুমি বিবেচনা করিবে। যে ব্যক্তি জ্ঞান-পূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়া পরিশেষে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পাপ পুণ্য উভয়েরই ফল পৃথক্ রূপে ভোগ করিয়া থাকে, জ্ঞানকৃত পাপ কোন ক্রমেই বিনষ্ট হয় না।

মনুষ্য অজ্ঞান-বশত যদি হিংসা করে, তবে বেদ-শাস্ত্রানুসারিণী অহিংসা-দ্বারা তাহার পাপ শান্তি হয়; ব্রহ্মবাদিগণ ইহাই কহিয়া থাকেন, এইরূপে জ্ঞান-পূর্ব্বক কৃত পাপ অহিংসা-দ্বারা উপশান্ত হয় না, বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ স্মৃতিকার ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণগণের ইহাই অভিপ্রেত। কামত অথবা অকামত কৃত-কর্ম্ম অল্পই হউক বা, অধিকই হউক, ভোগ ব্যতিরেকে তাহা কদাচ বিনষ্ট হয় না; পরন্তু আমি দেখিতেছি, কৃতকর্ম্ম যাহা বিদ্যমান রহে, তাহা পুণ্যকর্ম্ম রূপে প্রকাশিত হইলে পাপ-দ্বারা কদাচ আবৃত হয় না। ইহলোকে সূক্ষ্ম কর্ম্ম সমুদয় ‘ইহা এইরূপ করিবে’ এবম্বিধ পরামর্শ-পূর্ব্বক অথবা, ‘ইহা এইরূপ কর্ত্তব্য’ এতাদৃশ নিশ্চয়-পূর্ব্বক স্থূল সূক্ষ্ম তারতম্যানুসারে সুখ দুঃখাদি ফল প্রসব করিয়া থাকে; অব্যভিচারি নরকাবহ কর্ম্মের ফল অল্প হইলেও তাহা সেবিত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! উগ্রকর্ম্ম-দ্বারা অজ্ঞান-পূর্ব্বক কৃতকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে, জ্ঞান-পূর্ব্বক কৃতকর্ম্ম যেমন অবশ্যই ফল প্রসব করে, অজ্ঞান-কৃতকর্ম্মও তদ্রূপ। দেবতা

ও মুনিগণ-কর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, ধর্ম্মাত্মা মানব সেই সমুদয় কর্ম্মের আচরণ অথবা তাহা শ্রবণ করিয়া নিন্দা করিবেন না; যেহেতু অলৌকিক কর্ম্ম কদাচ মানবগণের অনুষ্ঠেয় নহে। রাজন্! আপনি যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ, মনে মনে তাহা অনুশীলন করিয়া যিনি শুভকর্ম্ম করেন, তিনিই কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন।

রাজন্! নূতন কপালে সমর্পিত সলিল যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই সলিল সম্বন্ধ-বশত কপালও গলিত হইয়া যায়, আর নবেতরে অর্থাৎ পরিপক্ক কপালে ন্যস্ত সলিল অনায়াসে অবস্থান করে। সজল পাত্রে অন্য জল সেচন করিলে পাত্রস্থ সলিল যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইহলোকে বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম সমুদয় সমই হউক আর বিষমই হউক, পাত্রানুসারে পবিত্রতম হইয়া থাকে। পাপ-পুণ্যে যাঁহার ঔদাসীন্য আছে, তাদৃশ তেজস্বি পুরুষকে কর্ম্ম কখন হিংসা করিতে পারে না, নিস্তেজা মানবই পাপ-দ্বারা পরাভূত হইয়া থাকে।

শত্রু সকল উন্নত হইলেও তাহাদিগকে জয় করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রজাগণের সম্যক্‌রূপে পালন করা একান্ত বিধেয়, বহুবিধ যজ্ঞ-দ্বারা অগ্নি চয়ন নিতান্ত অনুষ্ঠেয়, বয়ঃপরিণামে অথবা মধ্য বয়সে সংসারে বিরক্ত হইয়া অরণ্য আশ্রয়-পূর্ব্বক অবস্থান করা উচিত। হে নরেন্দ্র! দমান্বিত পুরুষ ধর্ম্ম-শীল হইয়া জীবগণকে আপনার ন্যায় দর্শন করিবেন এবং তিনি আপনার শক্তি অনুসারে সত্য ও সদাচার-দ্বারা অনায়াসে গুরুতর ব্যক্তিবর্গকে সম্মান করিতে সযত্ন থাকিবেন।

পরাশর-গীতায় একনবত্যধিক দ্বিশত-তম অধ্যায়। ২৯১।

পরাশর বলিলেন, ইহলোকে কে কাহার উপকার করে, কে কাহারে প্রদান করিয়া থাকে, এই প্রাণী আপনার তৃপ্তি নিমিত্তই আপনি সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, পর প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত কেহ কোন কর্ম্ম করে না। "মাতাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান কর, পিতাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান কর" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য-বশত দেববৎ আরাধিত পিতা মাতা অবশ্যই পুত্রের উপকার করেন, এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে অনুপকারি মাতা পিতা-কেও লোকে পরিত্যাগ করে, ইহা যখন দৃষ্ট হই-তেছে, তখন কেহই কাহারও কোন উপকার করে না, নিশ্চয় বোধ হয়। মনুষ্য গৌরব-বশত পিতা মাতাকে যে আরাধনা করে, তাহা তাহারই ঐহিক বা, পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত, পিতা মাতার হিতের নিমিত্ত নহে। সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহ-হীন হয়, তবে তাহাকেও যখন মনুষ্য পরিত্যাগ করে, তখন অন্য সামান্যজনের কথা কি? বিশিষ্ট ব্যক্তির বিশিষ্ট হইতে দান ও প্রতিগ্রহ তুল্য, সম্প্রদাতা ব্রাহ্মণের দান প্রাগুক্ত উভয় হইতেও পুণ্যতর। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন ন্যায়ত পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রযত্ন-পূর্ব্বক তাহা ধর্ম্মার্থ রক্ষা করা কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্রীয় নিশ্চয়। ধর্ম্মার্থী মানব নৃশংস কর্ম্ম-দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবে না, শক্তি অনুসারে সকল কার্য্য সাধন করিবে, ধন সম্পত্তি স্মরণ করিবে না। নির্ধন মানব সংযত হইয়া শক্তি অনুসারে ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে যদি শীতল অথবা অনল সন্তাপিত জল প্রদান করে, তবে সে অন্নদানের ফল ভোগ করিয়া থাকে।

ফল, মূল ও পত্র-দ্বারা মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়া রন্তিদেব ইহলোকেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীপতি শৈব্যও সেইরূপ ফলপত্র দ্বারা সূর্য্য-দেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ফলে পরম স্থান লাভ করেন। মনুষ্য দেবতা, অতিথি, পুত্র, পিতৃগণ ও আত্মার নিকট ঋণবান্ হয়, অতএব তাহা হইতে অঋণী হইবে। স্বশাখোক্ত বেদাধ্যয়ন-দ্বারা মহর্ষিগণ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম-দ্বারা দেবগণ হইতে, শ্রাদ্ধ ও দান-দ্বারা পিতৃলোক হইতে, অর্চ্চনা-দ্বারা

অতিথিগণ হইতে, বেদশাস্ত্রময়ী শ্রবণ মননাদি বাণী, পঞ্চ যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন এবং জীবের প্রতি দয়া-দ্বারা আত্মা হইতে এবং জাতকর্ম্ম-প্রভৃতি কার্য্য যথাবৎ নির্ব্বাহ-দ্বারা পুত্রগণ হইতে অনৃণ হইবে। মুনিগণ নির্ধন হইয়াও প্রযত্ন-বশত সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা হুতবহে সম্যক্‌রূপে আহুতি প্রদান-দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে মহাবাহো! ঋচীক-তনয় ঋক্‌মন্ত্র-দ্বারা যজ্ঞভাগি দেবতাগণকে স্তব করিয়া বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উশনা দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; তিনি দেবী ভগবতীকে স্তুতি করিয়া যশস্বী হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন। অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান্, জমদগ্নি-নন্দন রাম, বুদ্ধিমান্ তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, হরিশ্রবা, কুণ্ডধার ও শ্রুতশ্রবা এই সমস্ত মহর্ষিগণ সমাহিত হইয়া ঋক্-মন্ত্র-দ্বারা ধীমান্ বিষ্ণুকে স্তুতি করিয়া তাঁহার প্রসাদে তপস্তা-দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুকে স্তুতি করিয়া অপূজ্য জনগণও পূজ্য হইয়াছেন; অতএব ইহলোকে জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়া কেহ যেন আপনার উন্নতি কামনা না করে। ধর্ম্মত যে সকল অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহাই সত্য, আর অধর্ম্মত যাহা অর্জ্জিত হয় তাহাই নিন্দিত; অতএব ধনাকাঙ্ক্ষা-দ্বারা ইহলোকে কেহ যেন নিত্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করে। যে ধর্ম্মাত্মা আহিতাগ্নি, তিনি পুণ্যবান্‌গণের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

হে প্রভো রাজেন্দ্র! বেদ-সমুদয় দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়, এই অগ্নিত্রয়ে অবস্থান করেন। যাঁহার ক্রিয়া বিনষ্ট না হয়, সেই বিপ্রও আহিতাগ্নি হয়েন। অনাহিতাগ্নিত্ব এবং নিষ্ক্রিয় অগ্নিহোত্র কদাচ শ্রেয়স্কর নহে। হে নরশ্রেষ্ঠ! অগ্নিই আত্মা, অগ্নিই মাতা ও জনয়িতা পিতা এবং অগ্নিই গুরু; অতএব যথাতথরূপে অগ্নি সকলের পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। যিনি অভিমান পরিহার-পূর্ব্বক বৃদ্ধগণের সেবা করেন, সেই কামহীন বিদ্বান্ মানব দয়ার্দ্র-দৃষ্টি-দ্বারা সমস্ত জীবকে দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি আয়াস-শূন্য, ধর্ম্ম-পরায়ণ ও হিংসা-বিহীন হয়েন, সেই আর্য্য ব্যক্তিই ইহলোকে সাধুগণ-কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

পরাশর-গীতায় দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৯২॥

পরাশর বলিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণ ত্রিতয় হইতে হীনবর্ণ শূদ্রের বৃত্তিই শোভনা; যেহেতু শূদ্রের নির্দ্দিষ্ট সেবাবৃত্তি প্রীতি-সহকারে উপনীত হইয়া সেবক সকলকে সতত ধর্ম্মিষ্ঠ করিয়া থাকে। শূদ্রের যদি পিতৃ-পিতামহাদি ক্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি না থাকে, তথাচ সে ত্রৈবর্ণিক সেবা ব্যতিরিক্ত বৃত্ত্যন্তর অন্বেষণ করিবে না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয়ের শুশ্রূষা করিতেই নিযুক্ত হইবে। সকল অবস্থাতেই সতত ধর্ম্মদর্শি সাধুগণের সহিত সংসর্গই শোভা পায়, অসৎ সংসর্গ কদাচ কর্ত্তব্য নহে, ইহাই আমার বিবেচনা হয়। উদয়াচল-স্থিত মণি-কাঞ্চন প্রভৃতি যেমন সূর্য্যের সন্নিকর্ষ-দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ সৎ সংসর্গ দ্বারা হীনবর্ণ শূদ্রও জ্ঞান লাভ করত প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণ বসন যাদৃশ বর্ণ-দ্বারা রঞ্জিত হয়, তাহার রূপও তাদৃশ হইয়া থাকে, ইহাই তুমি আমার নিকট হইতে অবগত হও; অতএব গুণ সমুদয়েই অনুরক্ত হইবে, কদাচ দোষে অনুরাগ করিবে না, ইহলোকে মানবগণের চঞ্চল জীবন একান্ত অনিত্য। বিচক্ষণ মানব সুখে অথবা দুঃখে যে কোন অবস্থায় অবস্থান করুন, তিনি যদি শুভকার্য্য সঞ্চয় করেন, তবে অবশ্যই ইহলোকে কল্যাণ-ভাজন হয়েন। ধর্ম্ম হইতে বহির্ভূত কর্ম্ম যদি মহাফল প্রদান করে, তথাপি মেধাবী মানব তাহার সেবা করিবেন না; যেহেতু ইহলোকে তাদৃশ কর্ম্ম হিতকর বলিয়া উক্ত নহে। প্রজাগণের পালন বিষয়ে ঔদাসীন্য-সম্পন্ন

যে নৃপতি অন্যের সহস্র গো হরণ করিয়া দান করিয়া থাকেন, তিনি নামমাত্র ফলভাগী তস্কর হয়েন।

স্বয়ম্ভু অগ্রে সর্ব্বলোক-সৎকৃত ধাতাকে সৃজন করেন। ধাতা লোক সকলের ধারণে রত পর্জ্জন্য-দেব নামক পুত্রের উৎপাদন করেন। বৈশ্যজাতি তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া জীবিকার জন্য কৃষি-বাণিজ্য ও পশুপালনাদি করিয়া থাকে। রাজন্যগণ প্রজা-পালন করিবেন এবং বিত্তশাঠ্য-বিবর্জ্জিত দম্ভহীন দ্বিজাতিগণ হব্যকব্য-প্রয়োগ-নিপুণ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। শূদ্র সকল নির্ম্মার্জ্জন অর্থাৎ ভূমিশুদ্ধি-প্রভৃতি কার্য্য করিবে; এইরূপে সকলে স্বকর্ম্ম সাধন করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। হে রাজেন্দ্র! ধর্ম্ম প্রনষ্ট না হইলে প্রজা সকল সুখিত হয়, তাহা-দিগের সুখ-হেতু সুরলোকে দেবতা সকল প্রহৃষ্ট হয়েন; অতএব যে নৃপতি স্বধর্ম্ম-দ্বারা প্রজাপালন করেন, যে বিপ্র বেদাধ্যয়ন করেন, যে বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্য পশুপালনাদি-দ্বারা ধনার্জ্জনে রত রহে এবং যে শূদ্র সতত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ত্রিবর্ণ শুশ্রূ-ষায় নিযুক্ত থাকে, তাহারা লোক-সমাজে সম্মানিত হয়। হে মনুজেন্দ্র! ইহার অন্যথা করিলে মনুষ্য স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়। প্রাণ-সন্তাপ-পূর্ব্বক ন্যায়োপার্জ্জিত বিংশতি বরাটিকা দান করিলেও মহাফল হইয়া থাকে, আর অন্যায়ে অর্জ্জিত সহস্র ধন দান করিলেও কোন ফল হয় না। হে নরনাথ! যিনি ব্রাহ্মণগণকে সৎকার-পূর্ব্বক যাদৃশ দান করেন, তিনি নিয়ত তাদৃশ উর্জ্জস্বল ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দাতা স্বয়ং পাত্রের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত যে দান করেন, পণ্ডিতগণ সেই দানকে অভিষ্টুত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত কহেন, আর প্রার্থনা করিলে যে দান করা যায়, তাহাকে মধ্যম দান কহিয়া থাকেন এবং অবজ্ঞা অথবা অশ্রদ্ধা-দ্বারা যে দান করা যায়, সত্যবাদি মুনিগণ তাহাকেই অধম দান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সংসার-সাগরে নিমগ্নপ্রায় মানব বিবিধ উপায়-দ্বারা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবে, আর সংসার-পাশ হইতে যে প্রকারে বিমুক্ত হইতে পারা যায়, মানব-মাত্রেরই তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। বিপ্র ইন্দ্রিয় দমন-দ্বারা এবং ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিজয়-দ্বারা শোভিত হয়েন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র সতত কার্য্য-নৈপুণ্য প্রকাশ-দ্বারা শোভা পায়

পরাশর-গীতায় ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ॥ ২৯৩ ॥

পরাশর কহিলেন, ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ-প্রাপ্ত, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধজয়-লব্ধ, বৈশ্যের ন্যায়োপার্জ্জিত এবং শূদ্রের শুশ্রূষা-দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ নিতান্ত অল্প হই-লেও প্রশংসিত এবং ধর্ম্মার্থে তাহা বিনিযুক্ত হইলে মহাফল-জনক হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয়ের নিয়ত শুশ্রূষু ব্যক্তিকেই শূদ্র বলা যায়। বৃত্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ধর্ম্ম আচরণ করিলে পতিত হয়েন না; কিন্তু শূদ্রের ধর্ম্ম অব-লম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়েন। স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীবিকা লাভে অসমর্থ শূদ্রের পক্ষে বাণিজ্য পশুপালন ও চিত্র-লেখন-প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ বিহিত হয়; যেহেতু উক্ত কার্য্য সকল সেবার মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক রঙ্গস্থলে অবতরণ, রূপোপজীবন অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবধান-পূর্ব্বক চর্ম্মময় আকার-দ্বারা রাজা ও অমাত্যগণের আচরণ প্রদর্শন, মদ্য মাংস বিক্রয়-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, লৌহ ও চর্ম্ম বিক্রয়, এই সমুদয় গর্হিত কর্ম্ম যাহার পূর্ব্ব পুরু-ষেরা কখন করে নাই, তাহার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, আর যাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ উক্ত বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, অধস্তন কোন পুরুষ যদি তাহা পরি-ত্যাগ করে, তবে তাহার সুমহান্ ধর্ম্ম হইয়া থাকে, এইরূপ শ্রুতি আছে। ইহলোকে প্রভূত অন্ন-

বস্ত্রাদি লাভ-পূর্ব্বক মদোন্মত্ত মানস হইয়া লোক যে পাপাচরণ করে, তাদৃশ গর্হিত কার্য্য বৃদ্ধগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও মানবগণের সর্ব্বতোভাবে অনঙ্গীকার্য্যরূপে উক্ত হইয়া থাকে। পুরাণ-প্রবন্ধে শ্রুত হয় যে, প্রজাগণ ধিগ্‌দণ্ড রাজার শাসনানুসারে জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং ন্যায়-ধর্ম্মানুযায়ি বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। রাজন্! ইহলোকে মানবগণের ধর্ম্মই সর্ব্ব সময়ে প্রশস্ত হয়; ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম বৃদ্ধ নরগণ কেবল গুণগণেরই সেবা করিয়া থাকেন।

হে তাত জননাথ! কাম ক্রোধ-প্রভৃতি অসুর-স্বভাব বৈরিগণ সেই ধর্ম্মকে অবমাননা করিত। তৎকালে তাহারা ক্রমশ বিশেষরূপে বর্দ্ধমান হইতে থাকিলে প্রজাগণ তাহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল; তখন প্রজাগণের ধর্ম্ম-নাশন দর্প সমুদ্ভূত হইতে আরম্ভ করিল, দর্প-বশত অভিমান এবং তদনন্তর তাহাদিগের ক্রোধ জন্মিল। ক্রমে ক্রমে ক্রোধাভিভূত প্রজাগণের চরিত্র লজ্জাকর হইয়া উঠিল। রাজন্! অনন্তর, তাহাদিগের লজ্জা নষ্ট হইল, পরিশেষে মোহ জন্মিল। তৎকালে প্রজাগণ মোহাবিষ্ট হইয়া অবমর্দ্দন-দ্বারা যথাসুখে বৃদ্ধি লাভ করত পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের তত্ত্বাবধান করিতে বিরত হইল। নৃপতি ধিগ্‌দণ্ড সেই সমস্ত সমুদ্ধত প্রজাগণের শাসন করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন তাহারা ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিয়া দেব-স্বভাব শমদম-প্রভৃতির সম্মুখীন হইল। ইত্যবসরে পূর্ব্বোল্লিখিত দেবগণ মায়া-বশত বহুরূপধারি নিত্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা গুণাধিক বীরবর দেবেশ্বর শিবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা শিব-সাক্ষাৎকার জন্য তেজোবৃদ্ধি লাভ করিয়া এক বাণ-দ্বারা সেই দানব-স্বভাব গগন-গত ক্রোধ-প্রভৃতি প্রজাগণকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-শরীরের সহিত ক্ষিতি-তলে পাতিত করিলেন। উক্ত কাম-ক্রোধাদি দানবগণের ভীম-পরাক্রম ভয়ঙ্কর মহামোহ নামে যে অধিপতি ছিল, সে দেবতাদিগের পক্ষে ভয়ানক হওয়ায় শূলপাণি-কর্ত্তৃক হত হইল। মহামোহ হত হইলে মানবগণ স্ব স্ব-ভাব লাভ করিল এবং পূর্ব্ববৎ বেদ ও শাস্ত্র-সমুদয় প্রাপ্ত হইল। আদি সৃষ্টি-কালে মরীচি-প্রভৃতি মহর্ষিগণ একমাত্র বেদনিষ্ঠ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর যেমন জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন, তদানীং মানবগণের অন্তঃকরণ তদ্রূপ অনাদি সদ্বাসনা-বশত একমাত্র বেদনিষ্ঠ হইয়াছিল।

অনন্তর, সপ্তর্ষিগণ বেদ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের রাজ্য-রূপ বশিত্ব-বিষয়ে হৃদয়াকাশময় স্বর্গলোক-স্বরূপ চৈতন্য-দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের বসতি প্রবর্ত্তক চিদাত্মাকে অভিসিক্ত করিয়া মানবগণের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর, সপ্তর্ষিগণ অপেক্ষা ঊর্দ্ধলোকস্থিত অবয়বোপচয়-বিরহিত বিপৃথু নামক পার্থিব অর্থাৎ শিরোদেশে সহস্র-দল কমলাধিষ্ঠিত পরমাত্মা এবং যোগবিঘ্ন ষট্‌চক্রাধিপতি গণেশাদি রূপ বিনাশি ক্ষত্রিয়গণ পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডল-স্বরূপ শরীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত পূর্ব্বতর বৃদ্ধগণ মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয় হইতেও আসুর-ভাব অপসৃত হইল না, সুতরাং ভীম-বিক্রম পার্থিবগণ সেই আসুর-ভাবেই আসুর-কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যে সমস্ত মানব নিতান্ত মূর্খ তাহারা আসুর-ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আসুর-কার্য্য সকল স্থাপন করিতেছে এবং অদ্যাপি আসুর-ভাব ভজনা করিতেছে, প্রকৃত ভাব লাভ করিতে পারে নাই, অতএব হে রাজন্! আমি শাস্ত্রানুশীলন-পূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি, আসুর-ভাব নিবৃত্তির নিমিত্ত আত্ম-জ্ঞান-সম্পাদনে যত্নবান্ হইয়া হিংসাত্মক কর্ম্ম পরিত্যাগ করা মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিচক্ষণ মানব সংকর কার্য্য-দ্বারা ধনের উপায় করিবে না, ন্যায়পথে জলাঞ্জলি দিয়া যিনি ধর্ম্মার্থ ধনোপার্জ্জন করেন, সে ধন তাঁহার কল্যাণ-কর হয় না। তুমি এবম্বিধ সদ্গুণ-সম্পন্ন, দান্ত, বন্ধু-

প্রিয় ক্ষত্রিয়, অতএব প্রজা, ভৃত্য ও পুত্রগণকে স্বধর্ম্ম-দ্বারা প্রতিপালন কর। ইষ্ট এবং অনিষ্ট সংযোগে যে বৈর ও সৌহার্দ্দ হয়, বহুসহস্র জাতিতে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অতএব গুণ সমুদয়েই অনুরক্ত হইবে, কোন মতে দোষ-সমূহে অনুরাগ প্রকাশ করিবে না; যেহেতু নির্গুণ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও যদি কদাচ আপনার কোন গুণের কথা শ্রবণ করে, তবে সে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়। মহারাজ! মানবগণে যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, মনুষ্য-রহিত প্রদেশে অন্যান্য ভূত সকলেও তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই আছে। ধর্ম্মশীল বিদ্বান্ মানব অন্নার্থীই হউন, অথবা অনীহই হউন, সতত সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া জীবগণের অহিংসা-দ্বারা জন-সমাজে বিচরণ করিবেন। তাঁহার মন যখন বাসনা-বিহীন ও নিরহঙ্কার বা নির্গতা-জ্ঞান হইবে, তখন তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

পরাশর-গীতায় চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৯৪॥

পরাশর কহিলেন, হে তাত! এই ত গৃহস্থের ধর্ম্মবিধি কীর্ত্তিত হইল, সম্প্রতি তপস্যার বিধি কহিতেছি আমার প্রমুখাৎ শ্রবণ কর। হে নরবর! রাজস ও তামস-ভাবের সঙ্গ জন্য প্রায়ই গৃহস্থের মমত্ব জন্মে। মনুষ্য গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিলে তাহার গো-প্রভৃতি পশু সমুদয়, ক্ষেত্র, ধন, পত্নী, পুত্র ও ভৃত্য-প্রভৃতি হইয়া থাকে। এইরূপে সংসারাশ্রমে প্রবৃত্ত মানব নিত্য নিত্য নিজ সম্পত্তির সমুন্নতি ও নিত্যতা অবলোকন করিতে থাকিলে ক্রমশ তাহার রাগদ্বেষের বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইতে থাকে। হে নরনাথ! মনুষ্য বিষয়াসক্ত হইয়া রাগ-দ্বেষ-দ্বারা অভিভূত হইলে মোহ-জনিত রতি তাহাকে আশ্রয় করে। রতি-পরায়ণ মানবমাত্রেই আত্মাকে ভোগশীল এবং কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া অনুরাগ-বশত গ্রাম্য-সুখ ব্যতিরিক্ত অন্য লাভকে লাভ বলিয়াই জ্ঞান করে না। অনন্তর, মানব বিষয়-সঙ্গ-বশত লোভাভিভূত বুদ্ধি হইয়া কুটুম্ব ও দাস দাসী-প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, পরিশেষে তাহাদিগেরই প্রতিপালনের নিমিত্ত কুসীদ ব্যাপার-দ্বারা ধন বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হয়। মানব সন্তান-সন্ততির প্রতি সস্নেহ হইয়া যে কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া জ্ঞান আছে, অর্থের নিমিত্ত তাদৃশ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু সেই অর্থ বিনষ্ট হইলে অনুতাপ করিয়া থাকে। অনন্তর, অভিমান-সম্পন্ন হইয়া যাহাতে আপনার পরাজয় না হয়, তদ্বিষয়ে সতত অবহিত মানব কি প্রকারে 'আমি সুখ ভোগ করিব' ঈদৃশ চিন্তায় নিমগ্ন হয়, পরিশেষে ভোগাভিলাষে আসক্ত হইয়া বিনাশ-মুখে পতিত হইয়া থাকে।

মানব যে সকল পত্নী-প্রভৃতি পরিবার-বর্গ-দ্বারা ভোগবান্ হইব মনে করে, সেই সমস্ত পরিজন-দ্বারাই বিনষ্ট হয়। যে সমস্ত ফল প্রত্যাশা-পরিবর্জ্জিত শাশ্বত ব্রহ্মবাদি মানবগণ নিষিদ্ধ কাম্য কর্ম্ম পরিহার করত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদেরই সুখ লাভ হইয়া থাকে। রাজন্! মনুষ্য স্নেহায়তন স্ত্রী পুত্র-প্রভৃতির বিনাশ, ধন নাশ এবং আধি-ব্যাধি প্রতাপ-বশত নির্ব্বেদ লাভ করে। মহারাজ! সেই নির্ব্বেদ-নিবন্ধন আত্ম-বোধ হয়; আত্ম বোধ-দ্বারা শাস্ত্র-দর্শন হইয়া থাকে, শাস্ত্রার্থ দর্শন-দ্বারা মনুষ্য তপস্যাকেই শ্রেয়স্কররূপে জ্ঞান করিয়া থাকে। হে মনুজেন্দ্র! সারাসারময় বিবেক-বিশিষ্ট মানব অতিদুর্লভ; যে ব্যক্তি পত্নী হইতে যে সুখ জন্মে, তন্নিমিত্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে দোষ দর্শন করে, সেই তপস্যা করিতে সমর্থ হয়। হে তাত! জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত ব্যক্তির স্বর্গমার্গ-প্রবর্ত্তক তপোনিয়ম সাধারণ, দম দয়া দানাদি হীন হীনবর্ণাদিরও তাহাতে অধিকার আছে।

হে পার্থিব! পূর্ব্বকালে যজমানাবস্থায় প্রজাপতি

কোন কোন প্রদেশে ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রতপরায়ণ হইয়া তপস্যা-দ্বারা প্রজাগণের সৃজন করিয়াছিলেন। হে তাত! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, মারুত, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, মরুদ্গণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্বগণ তদ্ভিন্ন সুরপুরবাসি সিদ্ধগণ এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্বর্গবাসিসকল তপস্যা-দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আদিত্য-প্রভৃতি সকলেই যজমান হইয়া নিজ নিজ পদ প্রাপক কর্ম্ম সকল সাধন করিয়া তৎ তৎ পদ লাভ করিয়াছেন। পুরাকালে সৃষ্টি প্রারম্ভে প্রজাপতি তপস্যা-দ্বারা যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারা ভূলোক ও সুরলোক উভয়ত্রই বিচরণ করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যলোকে যে সমস্ত নৃপতি ও অন্যান্য গৃহমেধিগণ মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ সদ্বংশে জন্ম তপস্যার ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কৌশিক বসন, মনোহর আভরণ, বিচিত্র আসন, বাহন ও যান তৎ সমুদয়ই তপস্যার ফল। মনের অনুকূল সহস্র সহস্র রূপবতী প্রমদা ও প্রাসাদপৃষ্ঠে বসতি, তৎসমুদয় তপস্যার ফল। উৎকৃষ্ট শয্যা, বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্য এবং অভিপ্রেত বিষয় সমুদয়ের সিদ্ধি শুভকর্ম্মশীল মানবগণেরই সংঘটিত হইয়া থাকে।

হে শত্রুতাপন! তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ত্রৈলোক্য-মধ্যে এরূপ বস্তু কিছুই নাই; কৃতকৃত্যতা-বিহীন মানবগণের উপভোগ পরিত্যাগ অর্থাৎ বৈরাগ্যই তপস্যার ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নৃপসত্তম! মানব সুখিত অথবা, দুঃখিতই হউক, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্র-পরিদর্শন-পূর্ব্বক লোভ পরিত্যাগ করিবে। অসন্তোষ কেবল অসুখেরই নিমিত্ত, লোভ-বশত ইন্দ্রিয় সকলের সম্যক্ রূপে ভ্রম জন্মিয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয়-ভ্রান্তিনিবন্ধন লুব্ধ জনের প্রজ্ঞা অভ্যাস-বর্জ্জিতা বিদ্যার ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য যখন নষ্ট বুদ্ধি হয়, তখন তাহার ন্যায়-দৃষ্টি থাকে না অর্থাৎ তৎকালে সে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না; অতএব সুখের অবসান উপস্থিত হইলে পুরুষ উগ্রতর তপস্যা করিবে। যাহা ইষ্ট তাহাই সুখ, ইহা প্রাচীনগণ কহিয়া থাকেন, আর যাহা দ্বেষ্য তাহাই দুঃখ নামে অভিহিত হয়। তপস্যা করিলে সুখ, না করিলে দুঃখ হয়; অতএব কৃতাকৃত তপস্যার যাদৃশ ফল হইয়া থাকে, তাহা বিলোকন কর।

নরগণ নিষ্কল্মষ তপস্যা করিলে নিয়ত শুভদর্শন ও বিষয় সমুদয় উপভোগ করেন এবং জন-সমাজে বিখ্যাত হয়েন, আর ফলার্থী মানব অপ্রিয়, অবমাননা ও বহুবিধ দুঃখ লাভ করত তপস্যার ফল পরিহার-পূর্ব্বক বিষয়ময় ফল প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম, তপস্যা ও দান বিষয়ে যথাকাল-কর্ত্তব্যতা সত্ত্বেও তাহা না করিয়া অবিহিত কার্য্যে চিকীর্ষা জন্মে, নিত্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্মকালে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্ত হইয়া অন্য কর্ম্ম করে, সে তাদৃশ পাপাচরণ করিয়া নিরয়ে নিমগ্ন হয়। হে নরোত্তম! যে মানব সুখ অথবা, দুঃখ সত্ত্বেও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়েন, তাঁহাকেই শাস্ত্রদর্শী বলা যায়। হে নরনাথ! যাবৎ কাল মধ্যে শরাসন-গুণচ্যুত সায়ক ধরাতলে পতিত হয়, তাবৎ কালমাত্র রসন, দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়-সম্বন্ধ-নিবন্ধন অনুরাগ হইয়া থাকে। অনন্তর, ইন্দ্রিয় জন্য সুখের অবসান হইলে মানবের তীব্রতর বেদনা জন্মে; অতএব মূঢ়গণ অনুত্তম মোক্ষ-সুখের প্রশংসা করে না, সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে কেন? বিষয়াসঙ্গ তীব্র বেদনাকর-হেতু বিবেকিমাত্রেরই মোক্ষ ফলের নিমিত্ত শমদমাদি সাধনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বিবেকী মানব ধর্ম্মানুসারে অবস্থান করায় কাম ও অর্থ তাঁহাকে অভিভব করিতে সমর্থ হয় না।

গৃহস্থগণ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে সম্প্রাপ্ত অযত্নসিদ্ধ বিষয় সমুদয় সেবা করিতে বিরত হইবে না; যেহেতু তাহাতে ফল-বিসম্বাদ-দর্শন-দ্বারা পুরুষপ্রযত্নের দৌর্ব্বল্য বিলোকিত হয়, ধর্ম্ম বিষয়ে পুরুষ-

কারের প্রবলতা দেখা যায়; অতএব প্রযত্ন-দ্বারা প্রাপ্ত বিষয় সম্ভোগই স্বধর্ম্ম, ইহা আমার বিবেচনা হয়। মাননীয় সৎকুল-সম্ভূত নিয়ত শাস্ত্রদর্শী মানবগণ যে কার্য্য করেন, ধর্ম্মবিযুক্ত মূঢ়চিত্ত মনুষ্যগণ কদাচ তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের ক্রিয়মাণ কর্ম্ম যখন বিনষ্ট হইয়া থাকে, তখন তাহাদিগের ইহলোকে তপস্যা ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কিছুই নাই। মহারাজ! অতএব মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার জন্য নৈপুণ্য-দ্বারা হব্যকব্য আহরণার্থ স্বধর্ম্মে অবস্থান করত স্থিরবুদ্ধি হইবেন। যেমন নদ নদী সকল সাগরে গিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ সমস্ত আশ্রমস্থ মানবগণ গৃহস্থকে অবলম্বন করত স্থিতি করিয়া থাকে।

পরাশরগীতায় পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৯৫॥

জনক বলিলেন, মহর্ষে! কৃষ্ণ, ধূম্র, নীল, রক্ত, পীত ও শ্বেত এই ষড়্‌বিধ বর্ণের মধ্যে কি প্রকারে স্বাভাবিক বর্ণাপেক্ষা কোন কোন বর্ণের আধিক্য জন্মে, ইহাই আমি জানিতে অভিলাষ করি; অতএব হে বক্তৃবর! আপনি তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণের অপত্য সত্ত্বগুণ-নিষ্ঠই হইয়া থাকে। শ্রুতি আছে যে, মনুষ্য পুত্ররূপে স্বয়ং উৎপন্ন হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্রিয়াদি বিশেষ জাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ইহার কারণ কি?

পরাশর কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ, যে যাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, সে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে, কিন্তু তপস্যার অপকর্ষ-দ্বারা বিশেষ জাতি গ্রহণ হয়। পবিত্র ক্ষেত্র এবং পবিত্র বীজ হইতে যাহার সম্ভব, সে অবশ্যই পবিত্র হয়। ক্ষেত্র ও বীজের অন্যতরের হীনত্ব-নিবন্ধন তদুৎপন্ন মানব অপকৃষ্টরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে, ইহা সম্ভব বটে। রাজন্! ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিগণ ইহাই জানেন যে, লোকস্রষ্টা প্রজাপতির মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে মানবগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হে তাত! তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপতির মুখজ, ক্ষত্রিয়গণ বাহুজ, বৈশ্যগণ উরুজ এবং পরিচারক শূদ্র সকল পাদজ বলিয়া স্মৃত হয়। হে পুরুষপ্রবর! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়েরই উৎপত্তির বিষয় নির্ণীত আছে, ইহা হইতে অতিরিক্ত অন্য যে সকল জাতি আছে, তাহারা সঙ্করজ। হে নরাধিপ! উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর অনুলোম ও বিলোম পরিগ্রহ হইতে ক্ষত্রিয়, অতিরথ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কস, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডাল জাতি জন্ম গ্রহণ করে।

জনক বলিলেন, হে মুনিসত্তম! একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক উৎপাদিত মানবগণের কিপ্রকারে গোত্রানুসারে নানাত্ব হইয়া থাকে? ইহলোকে বহুবিধ গোত্র বিলোকিত হয়, ইহার কারণ কি? মুনিগণ স্বযোনিতে যে সমস্ত সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, কিন্তু যে কোন যোনিতে যে সমুদয় সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে হইল? যাঁহারা বিশুদ্ধ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পবিত্র, আর বিরুদ্ধ যোনিতে যাহারা জন্মে, তাহারাই অপকৃষ্ট। কাক্ষীবান্-কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভে উৎপাদিত পুত্রগণ কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন?

পরাশর বলিলেন, রাজন্! তপস্যা-দ্বারা যাঁহারা আত্মচিন্তন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের অপকৃষ্ট জন্ম-দ্বারা যে উৎপত্তি হয়, ইহা কদাচ গ্রাহ্য নহে। হে নৃপতে! মুনিগণ যে কোন যোনিতে পুত্র উৎপাদন-পূর্ব্বক স্বকীয় তপোবল-দ্বারা তাঁহাদিগের ঋষিত্ব বিধান করিয়াছেন। হে বিদেহরাজ! পূর্ব্বে আমার পিতামহ, কাশ্যপগোত্রজাত ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ প্রভৃতি মুনিগণ, যবক্রীত, বক্তৃবর দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দত্ত, দ্রুপদ ও মাৎস্যপ্রমুখ মানবগণ তপস্যা

আশ্রয়-নিবন্ধন স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমুদয় বেদবিৎ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় বিজয় ও তপস্যা-দ্বারা ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে পার্থিব! প্রথমত চারিটি মূলগোত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; অঙ্গিরা, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু ইহাঁরাই উক্ত মূলগোত্র চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক আর অন্যান্য গোত্র সমুদয় কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন অর্থাৎ পরমাত্মাতে কর্ম্ম জন্যই বর্ণাশ্রমগোত্র কল্পনা হইয়াছে। তপস্যা-দ্বারা সেই সমস্ত গোত্রের যে সমুদয় নামধেয় কল্পিত হয়, সাধুগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সমুদ্দিষ্ট বরণ বিবাহপ্রভৃতি শ্রৌত স্মার্ত্ত ব্যবহার অবলম্বন করিয়া গোত্র সকলের বিভিন্ন নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে।

জনক বলিলেন, ভগবন্! আপনি অগ্রে আমার নিকট বর্ণগণের বিশেষ ধর্ম্ম সমুদয় কীর্ত্তন করুন, পরিশেষে সামান্য ধর্ম্ম সকলের বিবরণ বর্ণন করিবেন, আপনি সকল বিষয়েরই বর্ণন করিতে বিশেষ পারদর্শী।

পরাশর বলিলেন, হে নরপাল! প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপনা বিপ্রবর্গের বিশেষ ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনই শোভন ধর্ম্ম, কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের মুখ্যধর্ম্ম, আর দ্বিজগণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। হে তাত নরাধিপ! এই ত বর্ণ সকলের বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইল, এক্ষণে আমার প্রমুখাৎ বিস্তারক্রমে সাধারণ ধর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ কর। রাজন্! আনৃশংস্য, অহিংসা, অপ্রমাদ, সম্বিভাগ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথেয়, সত্য, ক্রোধ-রাহিত্য, সন্তোষ, শৌচ, নিয়ত অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা, এই ত্রয়োদশ ধর্ম্ম সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রম সাধারণ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণ ত্রিতয়ই দ্বিজাতি-পদবাচ্য, অতএব হে নরবর! উল্লিখিত ত্রয়োদশ ধর্ম্মে তাঁহাদিগের সকলেরই সমান অধিকার আছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্বকর্ম্ম-নিরত সাধু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যেমন উন্নত হয়, তদ্রূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা পতিত হইয়া থাকে। শূদ্র জাতির কোন সংস্কার নাই, সুতরাং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা তাহার পাতিত্যের সম্ভাবনা নাই। বেদবিহিত ধর্ম্মে তাহার অধিকার না থাকায় পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশবিধ ধর্ম্মপালনে শূদ্রের পক্ষে নিষেধ বিধি কিছুই বিহিত নাই। হে মহারাজ বৈদেহ! বেদজ্ঞান-সম্পন্ন বিপ্রগণ শূদ্রকে ব্রহ্মার সদৃশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-তুল্য কহিয়া থাকেন; কিন্তু আমি শূদ্রকে সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষত্রিয়-বর্ণ বিষ্ণু-স্বরূপ বিলোকন করিয়া থাকি। প্রজাপতি ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণু ক্ষত্রিয়বর্ণ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; অতএব শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জন্মের অনন্তর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া বিদেহ কৈবল্য লাভ করে, ইহা বৈদিক মত, আর আমার মতে শূদ্র ক্ষত্রিয় জন্মের পরেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শূদ্রগণ সাধুলোকের আচরিত দম, দয়া, দান-প্রভৃতির অনুষ্ঠান করত কাম-ক্রোধাদি দোষ সমুদয় উচ্ছেদ করিতে অভিলাষ করিয়া মন্ত্রপাঠ বর্জ্জনপূর্ব্বক যদি পৌষ্টিকী ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করে, তবে তজ্জন্য দূষিত হয় না। ইতর জনগণ যে যেরূপ সদাচার অবলম্বন করে, সে সেইরূপ সুখ লাভ করিয়া ইহ পরলোকে প্রমোদ প্রাপ্ত হয়।

জনক বলিলেন, হে মহামুনে! কোন্ কর্ম্ম এবং কোন্ জাতি এই শূদ্রকে দূষিত করে অর্থাৎ নিতান্ত হীন করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে; অতএব আমার নিকট আপনকার তদ্বিষয়ক ব্যাখ্যা করা উপযুক্ত হইতেছে।

পরাশর কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্ম এবং জাতি উভয়ই দোষকারক সংশয়ই নাই; অতএব তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শ্রবণ কর। জাতি এবং কর্ম্ম দ্বারা যে কর্ম্ম দূষিত হয়, পুরুষ কদাচ তাহা আচরণ করে না, আর যে পুরুষ জাতি-দ্বারা দূষিত হয়, সে পাপকর কর্ম্ম করিতে বিরত হইয়া থাকে। জাতি অনুসারে প্রধান পুরুষ যদি নিন্দিত কর্ম্ম

করে, তবে সেই কর্ম্মই তাহাকে দূষিত করে; অতএব কর্ম্ম কদাচ শোভন নহে।

জনক বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ইহলোকে কোন্ কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম্য, যাহা সতত অনুষ্ঠিত হইলেও ভূত সকলকে হিংসা করা হয় না।

পরাশর বলিলেন, মহারাজ! যে সমস্ত অহিংস্র কর্ম্ম মানবকে সর্ব্বদা রক্ষা করে, তদ্বিষয়ে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এক্ষণে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। পরিব্রাজক ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক অগ্নিস্পর্শ করিয়া যাঁহারা উদাসীন হইয়াছেন, তাঁহারা বিজ্বর হইয়া যথাক্রমে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা নামক যোগ-ভূমিতে আরোহণ করত নিঃশ্রেয়স কর্ম্ম পথ অবলোকন করেন। সেই সমস্ত শ্রদ্ধাবান্, বিনয়ান্বিত, দম-পরায়ণ, অতিশয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবগণ সর্ব্বকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া যে স্থানে জরা নাই, তথায় গমন করিয়া থাকেন। রাজন্! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল এই জীবলোকে সম্যক্ রূপে ধর্ম্ম-কার্য্য সমুদয় সম্পাদন করিলে, সত্য-বাক্য কহিলে এবং দারুণ অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে স্বর্গে গমন করেন, এবিষয়ে কোন বিচার করা উচিত নহে

পরাশরগীতায় ষণ্নবত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায়॥ ২৯৬॥

পরাশর কহিলেন, রাজন্! ভক্তি-হীন ব্যক্তিগণের পিতা, সখা-সকল, গুরুগণ ও পত্নী-প্রভৃতি সেবার ফল দান করিতে সমর্থ হয়েন না, যাহারা অনন্যভক্ত হইয়া প্রিয়-বচন কহিয়া থাকে, সকলেই তাহাদিগের হিতকর ও বশীভূত হয়। মানবগণের পিতাই পরম দেবতা, পণ্ডিতেরা পিতাকে মাতা হইতেও বিশেষ গৌরবশালী বলিয়া থাকেন, আর পিতা হইতে জ্ঞান লাভ-হেতু তাঁহাকেই পরম উৎকৃষ্ট বলা যায়; যেহেতু মানবগণ জ্ঞান লাভ-বশত ইন্দ্রিয় বিষয় জয় করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যে নৃপ-নন্দন রণাঙ্গনে আহত হইয়া শরাগ্নি-সংস্তরে শয়ন করত দগ্ধ হয়েন, তিনি অমরগণেরও একান্ত দুর্ল্লভ লোক সমুদয় লাভ করত অনায়াসে স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। রাজন্! সংগ্রামে শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র, রোদন-পরায়ণ, পরাঙ্মুখ, রথ-বাজি কবচাদি-বিহীন, অনুদ্যোগী, রোগী, যাচমান, বালক ও বৃদ্ধকে কোনক্রমে হিংসা করা বিধেয় নহে, আর যে ক্ষত্রিয়-নন্দন সমরে রথ, তুরঙ্গ, কবচাদি সংযুক্ত উদ্যুক্ত এবং নিজ তুল্য হইবেন, নৃপতি তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। স্ব-সদৃশ অথবা বিশিষ্ট হইতে বধই শ্রেয়ান্, ইহাই নিশ্চয় আছে; নিতান্ত হীন, কাতর ও কৃপণ হইতে বধ অতি গর্হিত। হে নরনাথ! পাপাত্মা পাপাচার ও নিতান্ত হীন ব্যক্তি হইতে যে বধ হয়, তাহাই পাপকর ও নরকের নিমিত্ত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। রাজন্! মৃত্যুর বশীভূত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ এবং যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, তাহাকে মৃত্যু-মুখ হইতে আকর্ষণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। মাতৃগণ-কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ অভ্যঙ্গ-কর্ম্ম এবং হিংসাময় সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া বিধেয়, পরের পরমায়ু-দ্বারা আপনার আয়ু দূষিত করিতে কেহ যেন ইচ্ছা না করে। হে তাত! বিনাশাকাঙ্ক্ষী গৃহস্থগণ যদি কোন তীর্থে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তবে তাঁহাদিগের সেই নিধনই পরম শোভন। পরমায়ু ক্ষয় হইলেই মনুষ্য পঞ্চত্ব লাভ করে, যদৃচ্ছা মরণ-দ্বারা কাহারও অকারণ পঞ্চত্ব হয়, কাহারও বা অজ্ঞানমাত্রের অপনয়-দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ ফল তীর্থ মরণাদি কারণ-বশত সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেহ লাভ করিয়া জল-প্রবেশাদি-দ্বারা সেই দেহের পঞ্চত্বসাধন করে, সেই দেহত্যাগী মানব পুনর্ব্বার যাতনা ভোগার্থ তদ্রূপ শরীর প্রাপ্ত হয়, পবিত্র-ক্ষেত্র তীর্থাদি মধ্যেও যদি কাহারও অবৈধ-ভাবে মৃত্যু হয়, তবে সে মোক্ষপথের পথিক হইয়াও কুৎসিত কার্য্য-বশত এক দেহ হইতে দেহান্তর লাভ করিয়া

থাকে, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় কারণ আর কিছুই নাই। দেহিগণের সেই যাতনা-দেহ মোক্ষ-যোগ্য রুদ্র-পিশাচ মধ্যে আত্ম-হত্যা-জনিত পাপ নির্হরণার্থ যাতনা ভোগের নিমিত্ত অবস্থান করে। অধ্যাত্ম-চিন্তক বিদ্বান্গণ এই ত্বগাবৃত শরীরকে শিরা, স্নায়ু ও অস্থি-সংঘাত-সমন্বিত, বীভৎস ও অপবিত্র মল-মূত্রাদি সকুল, পঞ্চভূত দশ ইন্দ্রিয় ও বাসনাময় বিষয় সমুদয়ের আয়তন কহিয়া থাকেন। সেই শরীর সৌন্দর্য্যাদি গুণ-বিহীন হইয়াও পূর্ব্ব বাসনা-বশত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। যাতনা-দেহ সকলের আরম্ভক ভূতগণ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে শরীরি-কর্ত্তৃক পরি-ত্যক্ত শরীর গত-চেতন, সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া থাকে।

হে বিদেহরাজ! এই শরীর যে যে স্থানে মৃত হয়, কর্ম্ম-যোগ-বশত পুনরায় সেই সেই স্থানে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু যে শরীর পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হয়, কর্ম্মফল ভোগার্থ পুনর্ব্বার উৎপন্ন-দেহ তৎ সজাতীয়রূপে দৃষ্ট হয় না। হে নৃপতে! যাবৎ কাল পাপক্ষয় না হয় ভূতাত্মা রুদ্র পিশাচ তাবৎ স্ব-স্বরূপে আবি-র্ভূত হয় না; সুমহান্ অম্বুধরের ন্যায় আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করে। পরিশেষে উপাধি-জনিত কলুষতা পরিত্যক্ত হইলে আয়তন প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

মন হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন উৎকৃষ্ট। রাজন্! যে সমুদয় নানাবিধ জীব আছে, জঙ্গম-জীবগণ তদপেক্ষা বরিষ্ঠ, আর জঙ্গম জীবগণের মধ্যে দ্বিপদ মানবগণই পরম উৎকৃষ্ট এবং দ্বিপদগণের মধ্যে দ্বিজ সকলই সম্যক্ শ্রেষ্ঠ। হে রাজেন্দ্র! দ্বিজগণের মধ্যে প্রজ্ঞাবন্ত ব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট, প্রাজ্ঞগণের মধ্যে যোগিগণ এবং যোগি-গণের মধ্যে যোগৈশ্বর্য্য-কৃত দর্পহীন মানবগণ গরিষ্ঠ হয়েন। মানবগণের মরণ জন্মেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহা নিশ্চয় আছে, লোক সকল গুণানুসারে ক্ষয়শীল কর্ম্ম সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। রাজন্! সূর্য্যদেব উত্তর দিকে গমন করিলে পবিত্র নক্ষত্রে এবং পবিত্র মুহূর্ত্তে যিনি নিধন লাভ করেন, সেই পুণ্যবান্ মানব ব্রহ্মলোক গমনে অধিকারী হয়েন, তিনি কোন ব্যক্তিকে ক্লেশ প্রদান না করিয়া দুষ্কৃত ক্ষালন-পূর্ব্বক আত্মশক্তি অনুসারে কর্ম্ম করত কালকৃত মৃত্যু-দ্বারা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিষ ভক্ষণ, উদ্বন্ধন, দাহ, দস্যু-হস্ত হইতে বধ এবং দংষ্ট্রি পশুগণ হইতে যে মৃত্যু হয়, তাহাকে প্রাকৃত মৃত্যু বলা যায়। পুণ্যশীল মানবগণ আধি ব্যাধি-সমূহে পীড়িত হইয়াও এতাদৃশ বহুবিধ ও অন্যান্য দুর্মরণ কামনা করেন না।

হে নরপাল! যাঁহারা উত্তরায়ণে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, সেই পুণ্যবান্ মানবগণের প্রাণ-সকল সূর্য্য-মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, মধ্য-বিধ পুণ্যশালি মানবগণের প্রাণ-সমুদয় মনুষ্য-লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আর দুষ্কৃতশালি লোক সকলের প্রাণ-সমুদয় অধোলোকে গমন করে। রাজন্! মনুষ্য যে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত ও প্রেরিত হইয়া নিতান্ত দারুণ ঘোরতর কর্ম্ম সমুদয় করিয়া থাকে, পুরুষের সেই অজ্ঞান-তুল্য শত্রু আর কেহই নহে; অতএব অজ্ঞানই একমাত্র বৈরি, দ্বিতীয় শত্রু কেহই নাই। হে রাজনন্দন! যাহার প্রবো-ধের জন্য শ্রুতি ও ধর্ম্মের অনুসারে লোক বৃদ্ধগণের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই অজ্ঞানরূপ শত্রু প্রযত্ন-সাধ্য প্রজ্ঞা-শর দ্বারা উন্মথিত হইলেই নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্ম-কাম মানব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, তপস্যা-দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ ও যথা-শক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া নিজ বংশ স্থাপন করত মোক্ষার্থী হইয়া বন গমন করিবেন।

হে তাত! মনুষ্য উপভোগ-হীন আত্মাকে কদাচ অবসন্ন করিবে না, চণ্ডাল-গৃহে জন্ম হইলেও মানব-জীবনকে সর্ব্বথা শোভন জ্ঞান করিবে। হে জগতী-পতে! আত্মা যাহা প্রাপ্ত হইয়া শুভ লক্ষণ-যুক্ত কর্ম্ম নিবহ-দ্বারা আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ

হয়েন, মনুষ্য-জীবন সেই প্রথম যোনি। মানবগণ শ্রুতিপ্রামাণ্য দর্শন-নিবন্ধন 'কি প্রকারে এই যোনি হইতে প্রচ্যুত না হই' ইহা ভাবিয়াই সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। যে মানব নিতান্ত দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া অন্যের দ্বেষ করে, সেই ধর্ম্মাবমন্তা কামাত্মা পুরুষ কাম-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া থাকে। হে তাত! আর যিনি বিরক্ত হইয়া বিষয় সমুদয়ের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ না করিয়া প্রীতি-পুরস্কৃত-নয়নে স্নেহ-সম্বর্দ্ধনীয় দীপের ন্যায় জীবগণকে বিলোকন করেন এবং সান্ত্বনা-বাক্য অন্ন দান ও প্রিয় বচন-দ্বারা সকলের সম-দুঃখসুখ হয়েন, তিনি পরলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। হে ভূপতে! সরস্বতী, নৈমিষ-ক্ষেত্র, পুষ্কর অথবা, পৃথিবী মধ্যে কুরুক্ষেত্র-প্রভৃতি যে সমুদয় পবিত্র ক্ষেত্র আছে, তথায় দান, বিষয়াসঙ্গ পরিত্যাগ, শান্তমূর্ত্তি ধারণ, সলিল বা, তপস্যা-দ্বারা শরীর-শোধন কর্ত্তব্য। গৃহ-মধ্যে যাহাদিগের প্রাণ বহির্গত হয়, তাহাদিগের সেই দেহ দাহ করাই প্রশস্ত, সুতরাং মৃত দেহকে যান-দ্বারা শ্মশানে লইয়া গিয়া শৌচ বিধি-দ্বারা দাহ করা কর্ত্তব্য। ইষ্টি, পুষ্টি, যজন, যাজন, দান ও পুণ্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান এবং শক্তি অনুসারে পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা কিছু বিহিত হয়, মানব আত্মার নিমিত্তই তৎসমুদয় করিয়া থাকে। হে নর-নাথ! অক্লিষ্টকর্ম্মা মানবের কল্যাণের নিমিত্তই ধর্ম্ম-শাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ এবং বেদ সমুদয় বিহিত হইয়াছে।

ভীষ্ম বলিলেন, মহারাজ! মহানুভাব পরাশর মুনি পুরাকালে কল্যাণের নিমিত্ত বিদেহ-রাজের নিকট এই সমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পরাশর-গীতায় সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৯৭॥

ভীষ্ম বলিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্ম্ম বিষয়ে কৃতনিশ্চয় মহাত্মা পরাশরকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।

জনক বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রেয়ঃসাধন কি, গতি কি, কোন্ কর্ম্ম করিলে তাহা বিনষ্ট না হয় এবং কোথায় গমন করিলে মনুষ্যকে সংসারে পুনরায় আসিতে হয় না, হে মহামতে! আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

পরাশর কহিলেন, শ্রেয়ঃসাধন যত কিছু আছে, অসঙ্গই তৎসমুদয়ের মূল, জ্ঞানই পরম গতি, আচরিত তপস্যা এবং সৎপাত্রে দানের ফল কদাচ বিনষ্ট হয় না। মনুষ্য অধর্ম্মময় পাশ ছেদন-পূর্ব্বক যখন ধর্ম্ম-কার্য্যে অনুরক্ত হয়েন, তখন তিনি সর্ব্বভূতে অভয় দান করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। যিনি সহস্র সহস্র গো ও শত শত অশ্ব দান করেন এবং সর্ব্বভূতে অভয় দান করেন, অভয় চিরকাল তাঁহার সর্ব্বদিকে অবস্থান করে, অর্থাৎ তাঁহার কখন কোন ব্যক্তি হইতে ভয় হয় না। বুদ্ধিমান্ মানব বিষয় মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, আর দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি অসৎ বিষয়েই আসক্ত হইয়া থাকে। পয় যেমন পুষ্কর-পর্ণে সংশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ অধর্ম্ম কখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপ সমুদয় অপ্রাজ্ঞ জনকেই জতু-কাষ্ঠের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া থাকে। অধর্ম্ম কখন ফল-দানাত্মিকা ক্রিয়াপেক্ষী হইয়া কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না, কর্ত্তৃত্বাভিমানী মানব যথাকালে অধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। আত্ম-প্রত্যয়-দর্শি কৃতাত্মা মানবগণ কদাচ কর্ম্ম-ফল-দ্বারা ক্লিষ্ট হয়েন না; বুদ্ধি, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে প্রমত্ত হইয়া যে ব্যক্তি নিজ দুশ্চেষ্টিত বুঝিতে না পারে, সে শুভাশুভ বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইয়া সুমহৎ ভয় প্রাপ্ত হয়। যিনি সতত সম্যক্ রূপে বীত-রাগ ও জিতক্রোধ হয়েন, তিনি বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়াও পাপযুক্ত হয়েন না। যিনি বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া মর্য্যাদারূপ নদীতে ধর্ম্ম-সেতু বন্ধন করেন, তিনি কোন মতেই অবসন্ন হয়েন না, বরঞ্চ

তাঁহার তপোবৃদ্ধি দিন দিন পরিপুষ্টি লাভ করে। হে রাজ-শ্রেষ্ঠ! বিশুদ্ধ মণি যেমন নিয়মানুসারে সৌর-তেজ গ্রহণ করে, তদ্রূপ জীব যোগ-দ্বারা ব্রহ্ম-ভাব লাভ করিয়া থাকে। তিল সকলের স্নেহ যেমন পৃথক্ পৃথক্ পুষ্প-সংশ্রয়-বশত অতিরমণীয় হয়, তদ্রূপ আত্মধ্যান-পরায়ণ মানবগণের পুনঃপুন বাসনাভ্যাস-নিবন্ধন সত্ত্বগুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

মনুষ্য যখন সুরপুরে বাস করিতে অভিলাষ করে, তখন পত্নী-পুত্র-প্রভৃতি পরিবারবর্গ অতুল-সম্পত্তি ও বিবিধ সৎক্রিয়া সকল এবং নিজ পদ পরিত্যাগ করিয়া থাকে; তৎকালে তাহার বুদ্ধি শব্দ-স্পর্শ-প্রভৃতি বিষয় সমুদয় হইতে বিভিন্ন হয়। রাজন্! যে মানবের বুদ্ধি বিষয়ে বিলিপ্ত হয়, সে কদাচ আত্ম-হিত বুঝিতে সমর্থ হয় না; মৎস্য যেমন বড়িশগর্ভ আমিষ-দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাদৃশ মানবও সর্ব্বভাবানুগত মানস-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতের ন্যায় পত্নী পুত্র পশ্বাদি সমুদয় পরস্পর উপকারক হইয়াও কদলী-গর্ভবৎ নিঃসার; নৌকা যেমন সলিল-মধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ ইহাও বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে ধর্ম্মের সময় কিছু নিশ্চয় নাই এবং ' মনুষ্য ধর্ম্ম করে নাই ' বলিয়া মৃত্যু তাহার জন্য প্রতীক্ষা করে না। মনুষ্য যখন মৃত্যু-মুখেই পতিত রহিয়াছে, তখন তাহার নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করাই শোভা পায়। অন্ধ যেমন অভ্যাস-বশত নিজ গৃহে গমন করে, তদ্রূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অগোচর-পথে অভ্যাস-বশত গুরূক্ত যুক্তি-দ্বারা গমন করিয়া থাকেন।

জন্মের নিমিত্ত মরণ এবং মরণাশ্রিত জন্ম উক্ত হইয়াছে; অবিদ্বান্ মানব মোক্ষধর্ম্মে বদ্ধ হইয়া চক্রবৎ ভ্রমণ করিয়া থাকে, আর যিনি জ্ঞানপথে প্রয়াণ করেন, তিনি ইহ পরলোকে সুখী হয়েন। অগ্নিহোত্র-প্রভৃতি বিস্তার কর্ম্ম সমুদয় ক্লেশকরমাত্র, আর ত্যাগরূপ সংক্ষেপ কর্ম্মই সুখাবহ। যজ্ঞাদি বিস্তার কর্ম্ম-দ্বারা আত্মার কোন ফল লাভ হয় না, পণ্ডিতেরা বিষয় ত্যাগকেই আত্মার হিতকর বলিয়া জ্ঞান করেন। মৃণাল যেমন স্ব-শরীরে সক্ত কর্দ্দমকে আশু পরিত্যাগ করে, পুরুষের শরীর তদ্রূপ মন-কর্ত্তৃক অবিলম্বে পরিত্যক্ত হয়। মন আত্মাকে যোগ-বিষয়ে উৎসুক করে, পরে সেই আত্মা যোগী হইয়া মনকে পরম-পদে প্রবিলাপিত করেন। মন যখন যোগসিদ্ধ হয়, তখন সে সেই সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য আত্মাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পরার্থে প্রবর্ত্তমান হইয়া তদীয় কার্য্যকে স্বকীয় কার্য্য বলিয়া অভিমান করে, ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংসক্ত সেই মানব যোগরূপ স্বকার্য্য হইতে সর্ব্বতোভাবে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যোগ-ভ্রষ্ট মানব অধোলোকে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়, আর প্রাজ্ঞ অথবা তদিতর লোকের আত্মা সুকৃত-কর্ম্ম-দ্বারা স্বর্গ গমন করত ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। পক্ক মৃণ্ময়-পাত্রে দ্রব দ্রব্য জলাদি যেমন ক্ষরিত হয় না, তদ্রূপ যে শরীর-দ্বারা সতত তপস্যা আলোচনা করা যায়, সেই লিঙ্গ-শরীর ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, কোন স্থান হইতে বিচ্যুত হয় না। যে শরীর আলোকের ন্যায় সমস্ত বিষয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার কখন বিষয়-ভোগ হয় না, সংশয় নাই; আর যে শরীর ভোগ ত্যাগ করে, সেই ভোগ করিতে সমর্থ হয়। শিশ্নোদর-পরায়ণ জন্মান্ধ মানব যেমন নীহার-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পথ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আবৃতাত্মা জীব অনাবৃত স্ব-স্বরূপকে জানিতে পারে না। বণিক্ যেমন সমুদ্র-যাত্রা-দ্বারা মূল-ধনানুসারে ধন লাভ করে, তদ্রূপ এই সংসার-সাগরে কর্ম্ম-বিজ্ঞানানুসারে জীবের গতি হইয়া থাকে। পন্নগ যেমন পবনকে গ্রাস করে, তদ্রূপ এই অহোরাত্রময় জীব-লোকে মৃত্যু জরারূপে সঞ্চরণ করত জীবগণকে গ্রাস করিয়া থাকে।

জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কৃতকর্ম্ম সমুদয় ভোগ করিয়া থাকে, প্রিয় বা, অপ্রিয় যাহা কিছু

আছে, কেহ তাহা না করিলে লাভ করিতে পারে না। মনুষ্য শয়ানই থাকুক, গমনই করুক, উপবিষ্টই হউক অথবা, বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকুক, শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় সততই তাহার সন্নিহিত হয়। কোন রূপে সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার আর তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না ; কিন্তু তাহার পক্ষে মহার্ণবে বিনিপাতই দুর্লভ বলিয়া বিবেচিত হয়। মহার্ণব-মধ্যে কর্ণধারের অভিপ্রায়ানুসারে তন্তু-দ্বারা তরণী যেমন চালিত হয়, তদ্রূপ মনের ভাবনাভিনিবেশ-দ্বারা শরীর চালিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের সর্ব্বভাগে সরিৎ সমুদয় যেমন সঙ্গত হয়, তদ্রূপ যোগ-বশত মন আদ্যা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সৈকত-সদন যেমন সলিল-মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বহুবিধ স্নেহ-পাশ-দ্বারা সংসক্ত-মানস অজ্ঞান-বশ মানব-সকল বিষণ্ণ হইয়া থাকে। দেহনিষ্ঠ নাম ও রূপকে আত্ম-ধর্ম্মরূপে মন্যমান দেহী যদি জ্ঞান-পথে প্রয়াণ করে, তবে তাহার ইহলোকে এবং পরলোকে পরম সুখ লাভ হয়। অগ্নিহোত্র-প্রভৃতি বিস্তর কর্ম্ম সকল কেবল ক্লেশকর, সংক্ষিপ্ত-সন্ন্যাস ধর্ম্মই একান্ত সুখাবহ, যজ্ঞাদি বিস্তার কর্ম্ম দ্বারা আত্মার কোন উপকার হয় না ; অতএব তাহা কেবল পরার্থ, পণ্ডিতেরা বৈরাগ্যকেই আত্ম-হিতকর বলিয়া জ্ঞান করেন।

সঙ্কল্প-জনিত মিত্রবর্গ কারণাত্মক জ্ঞাতিগণ ভার্য্যা পুত্র ও দাস দাসী সকল কেবল নিজ অর্থ উপভোগ করে। পিতা বা মাতা কাহারও পারলৌকিক হিত করিতে পারেন না। যে মানব দানকেই স্বর্গমার্গ গমনের পাথেয় করেন, তিনি স্বকীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া থাকেন। মাতা, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্রজন দেহক্ষয়-নিদানভূত-শ্বাস মুদ্রারেখা বিশেষ ; সুতরাং স্বর্ণের ন্যায়, স্বীয় অদৃষ্টই অভ্যুদয়ের হেতু। জীব নিজ পূর্ব্ব-জন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় প্রাপ্ত হইলে অন্তরাত্মা কর্ম্ম ফল দান করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি চালনা করেন। যিনি উদ্যোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক সহায় সকল সংগ্রহ করেন, তাঁহার কোন কার্য্য কদাচ অবসন্ন হয় না, কিরণ সমুদয় যেমন সূর্য্যকে কখন পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ একাগ্র-চিত্ত যোগযুক্ত শূর ধীর ও বিপশ্চিৎ ব্যক্তিকে শ্রী কখন পরিত্যাগ করেন না। অনিন্দনীয়-স্বভাব-সম্পন্ন মানব আস্তিক্য ও ব্যবসায়-বশত উপায় ও গর্ব্ব হীনতা-হেতু বুদ্ধি-দ্বারা যে কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা কখন অবসন্ন হয় না। জীবগণ পূর্ব্বজন্মে যত্ন-পূর্ব্বক যে সমুদয় শুভাশুভ কর্ম্ম করে, জননী-জঠরে প্রবেশ অবধি সেই সমস্ত স্বকীয় শুভাশুভ কর্ম্ম-নিবহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর সমীরণ যেমন করপত্র-বিদারিত দারুচূর্ণ সমুদয়কে স্থানান্তরিত করে, তদ্রূপ অপরিহার্য্য মৃত্যুও কাল-ক্রমে জীব সমুদয়কে বিনাশ-মুখে নিক্ষেপ করেন ; অতএব যদৃচ্ছালব্ধ অন্নাদি-দ্বারা জীবন ধারণ-পূর্ব্বক সকলেরই মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য আত্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম-দ্বারা পূর্ব্বজন্ম কর্ম্ম-সম্ভূত স্ব-কুলানুসারি সৌন্দর্য্য ও পরিগ্রহ সন্ততি-প্রভৃতি সদ্বংশ-সম্ভূতি এবং দ্রব্য সমৃদ্ধি-সঞ্চয় লাভ করিয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! পণ্ডিত-প্রবর পরাশর ধর্ম্মবিজ্ঞাণের অগ্রগণ্য জনককে যাথাতথ্যরূপে ইহা কহিলে তিনি তৎ সমুদয় শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

পরাশর-গীতায় অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়॥ ২৯৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোক মধ্যে বিদ্বান্ মানবগণ সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে আপনার মত কি ?

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে আমি তোমার নিকটে হংস ও সাধ্যগণের সম্বাদ-সম্বলিত পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। জন্ম-রহিত শাশ্বত প্রজাপতি সুবর্ণময় হংস হইয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন

করেন অনন্তর, তিনি সিদ্ধগণের সন্নিধানে গমন করেন।

সাধ্যগণ শকুনি-শ্রেষ্ঠ হংসকে সন্নিহিত হইতে দেখিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! আমরা দেবতাদিগের অন্তর্গত সাধ্যগণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মোক্ষবিৎ; অতএব মোক্ষধর্ম্ম কি? ইহাই তোমার নিকট আমাদিগের প্রশ্ন হইতেছে। হে মহাত্মন্ পতত্রিন্! আমরা শুনিয়াছি, তুমি ধীরবাদী পণ্ডিত, তোমার সুখ্যাতিরূপ সাধু-শব্দ সর্ব্বত্র বিশ্রুত হইয়া থাকে; অতএব তুমি কাহাকে শ্রেষ্ঠতম বিবেচনা কর এবং তোমার মন কোন্ বিষয়ে রত হয়? হে বিহঙ্গবর! কার্য্য সকলের মধ্যে যে একটি কার্য্যকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান কর, তাহাই আমাদিগকে উপদেশ দেও। হে বিহগেন্দ্র! ইহলোকে পুরুষ যাহা করিলে সমস্ত বন্ধন হইতে অবিলম্বে বিমুক্ত হয়, আমাদিগের তাহাই কর্ত্তব্য।

হংস বলিলেন, হে অমৃতপায়ি দেবগণ! আমি ইহাই শুনিয়াছি যে, স্বধর্ম্মাচরণ, বাহেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, যথার্থ-ভাষণ ও চিত্ত-বিজয় করা বিধেয়; হৃদয়-গ্রন্থি রাগ প্রভৃতিকে বিমোচন পূর্ব্বক হর্ষ ও বিষাদকে বশীভূত করা উচিত। কাহারও মর্ম্মচ্ছেদী ও নিষ্ঠুর-ভাষী হওয়া উচিত নহে। নীচলোক হইতে শাস্ত্র রহস্য আদান করা অবিহিত, লোকের যে কথা-দ্বারা অপরে উদ্বিগ্ন হয়, সেই অকল্যাণকর নরক-বিধায়ক বাক্য-প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বাক্য-স্বরূপ সায়ক সকল বদন হইতে বহির্গত হয়, লোক যদ্দ্বারা আহত হইয়া অহোরাত্র শোকার্ত্ত হইয়া থাকে, সেই বাক্য-শর সমুদয় অন্যের মর্ম্মস্থল ভিন্ন অন্য স্থানে পতিত হয় না; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তির তাদৃশ বাক্য-বাণ সমুদয় অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। অন্যে যদি সেই ধীর ব্যক্তিকে অতিবাদ বাণ-দ্বারা অতিশয় বিদ্ধ করে, তবে তাঁহার শান্তিরস অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যিনি অন্য-কর্ত্তৃক ক্রুধ্যমান হইয়াও তাহার প্রতি রোষ প্রকাশ না করিয়া বরং হৃষ্ট হয়েন, তিনি অপরের সুকৃত গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি অধিক্ষেপকারী অভিনিবেশ-বশত অপ্রিয় প্রজ্বলিত ক্রোধের নিগ্রহ করেন, সেই অদুষ্ট-চেতা, অসূয়া-শূন্য, মুদিত মানব অন্যের সুকৃত আদান করিয়া থাকেন। কেহ আমার প্রতি আ-ক্রোশ প্রকাশ করিলে আমি তাহাকে কিছুই বলি না এবং আমাকে কেহ তাড়না করিলে আমি নিয়ত তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি, এইরূপ আচরণই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু আর্য্যগণ সত্য, সরলতা, আনৃশংস্য এবং ক্ষমাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। বেদাধি-গমের ফল সত্য, সত্যের ফল দম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ, দমের ফল মোক্ষ, ইহা সকল শাস্ত্রে অনু-শিষ্ট হইয়াছে। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, বিধিৎসা, উদর ও উপস্থ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মিষ্ঠ মুনি বলিয়া বোধ করি। ক্রোধী পুরুষ অপেক্ষা ক্রোধ-হীন পুরুষ, ক্ষমা-গুণ বিরহিত ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষমাবান্ ব্যক্তি, কুকর্ম্মশীল মানুষ অপেক্ষা সদাচার মানুষ এবং জ্ঞান-হীন লোক অপেক্ষা জ্ঞানবান্ লোকেরাই প্রশংসিত হইয়া থাকেন। কেহ যদি অন্য-কর্ত্তৃক আক্রুশ্যমান হইয়াও তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে সেই তিতিক্ষু ব্যক্তির মন্যু আক্রোশ-কারী পুরুষকে দগ্ধ করে, আর তিতিক্ষু ব্যক্তিও আক্রোশকারীর সুকৃত লাভ করিয়া থাকেন। কেহ যদি অন্য-কর্ত্তৃক অতিশয় নিন্দিত হইয়া ধৈর্য্য অব-লম্বন-পূর্ব্বক তাহাকে প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্য-প্রয়োগ না করেন, অথবা আহত হইয়া হননকারীকে প্রতি-হনন না করেন এবং ‘সেই হননকর্ত্তার পাপ হউক’ এইরূপ ইচ্ছাও না করেন, তাহা হইলে তিনি ইহ-লোকেই নিয়ত দেবগণের স্পৃহনীয় হইয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি আপনার সমকক্ষ অথবা আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট অব-মানিত হইলে, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না

করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। আমার অধ্যয়ন সমাপ্তি হইলেও আমি সতত আচার্য্যের উপাসনা করিয়া থাকি, কোন বিষয়ে আমার তৃষ্ণা বা রোষ বর্দ্ধিত হয় না। আমি লিপ্সমান হইয়া অধর্ম্ম-পথে পদার্পণ করি না এবং আমি বিষয় বাসনায় দেবতাদিগের নিকট কোন প্রার্থনাও করি না। কেহ আমাকে অভিশাপ করিলে আমি তাহাকে প্রতিশাপ না করিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়া থাকি; কেন না, ইহলোকে দমই মুক্তি-দ্বার, ইহা আমি নিশ্চয় বোধ করিয়াছি।

হে সাধ্যগণ! আমি তোমাদের নিকট এই মহৎ গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম, অতঃপর তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্য জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। সুধী সকল ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কাল প্রতীক্ষা করত নিষ্পাপ হইয়া ঘননির্মুক্ত সুধাংশুর ন্যায় সিদ্ধি লাভ করেন। যিনি সকলের অর্চ্চনীয়, তিনি ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া থাকেন; আর সকলেই যাঁহাকে সুপ্রসন্ন-বাক্য কহে, সেই সংযতাত্মা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তিরা মনুষ্যের দোষ প্রকাশ করিতে যেরূপ ইচ্ছুক হয়, তদ্রূপ তাহাদের কল্যাণকর গুণগ্রাম ব্যক্ত করিতে বাসনা করে না। যাঁহার বাক্য, মন, সর্ব্বতোভাবে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত ও সতত সাবহিত, তিনি বেদ, তপস্যা ও ত্যাগ এই সমস্ত প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্বান্ ব্যক্তি অবোধগণ-কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট বা অবমানিত হইলে অবোধ বলিয়া তাহাদিগের নিন্দা করিবেন না, অনুরোধ-বশত অপ্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসা করিবেন না এবং সমকক্ষ লোকেরও হিংসা করিবেন না। পণ্ডিতেরা পীযুষবৎ পরকৃত অবমাননায় সন্তুষ্ট হইয়া সুখে শয়ন করিয়া থাকেন; কিন্তু অবমানকারী অসন্তুষ্ট থাকিয়া শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ক্রোধী ব্যক্তি যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও হবনাদি যাহা কিছু কর্ম্ম করে, সূর্য্যসুত শমন তাহার সেই সমস্ত কর্ম্ম হরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং ক্রোধীদিগের শ্রম সকল বিফল হইয়া যায়।

হে সুরোত্তমগণ! যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটি দ্বার সুন্দররূপে রক্ষিত হয়, তিনিই ধার্ম্মিক। যিনি যত্ন-সহকারে সত্য, সরলতা, দম, আনৃশংস্য, ধৃতি ও তিতিক্ষা এই সকলের সেবা করেন এবং যিনি পরবিত্ত বাসনা না করিয়া নির্জ্জনে নিরন্তর বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই ঊর্দ্ধ গতি লাভ করিয়া থাকেন। গো বৎস যেমন মাতৃ-স্তন চতুষ্টয়ের অনুগামী হয়, তদ্রূপ আমি এই সকল সত্যাদির অনুসরণ করিয়া থাকি; কেন না, কুত্রাপি সত্য অপেক্ষা অতিশয় পবিত্রকর আর কিছুই নাই, ইহা আমি বিশেষ বিদিত আছি। সমুদ্র সেতু নৌকার ন্যায় স্বর্গের সোপান সত্য, আমি সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করত মনুষ্য ও দেবগণকে এই কথা বলিয়া থাকি। পুরুষ যাদৃশ লোকের সহবাস করে, যাদৃশ লোকের উপাসনা করে এবং যেরূপ হইবার অভিলাষ করে, সেইরূপই হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ লোকের সেবা করেন, তিনি তাঁহার বশীভূত হয়েন। বস্ত্র যেমন বর্ণের বশতাপন্ন হয়, তদ্রূপ কেহ সাধু তপস্বীর সেবা করিলে সেই তপস্বীর বশবর্ত্তী হয় এবং অসৎ তস্করের সেবা করিলে সেই তস্করের অধীন হয়। সুরগণ সাধুদিগেরই সহিত সর্ব্বদা সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, বিনাশি বলিয়া মনুষ্য-ভোগ দেখিতেও ইচ্ছা করেন না; কেন না, সুধাংশু ও সমীরণের সমভাব সতত সম্ভবে না, ভোগ-বশত ইহাদিগেরও উপচয় ও অপচয় হইয়া থাকে। অতএব যিনি সমস্ত বিষয়ের উচ্চাবচ অবগত হয়েন, তিনি সকলই জানিতে পারেন। অন্তর্যামী পুরুষ রাগ-দ্বেষশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিলে সন্মার্গস্থিত সেই অন্তর্যামী পুরুষ-কর্ত্তৃকই দেবগণ তৃপ্ত হয়েন। যাহারা নিরন্তর শিশ্ন ও উদর কার্য্যে নিরত থাকে, যাহারা সর্ব্বদা চৌর্য্যবৃত্তি করে এবং যাহারা নিত্য পরুষ-

বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা প্রায়শ্চিত্তাদি-দ্বারা নিষ্পাপ হইলে দেবগণ তাহাদিগকে নিষ্পাপ জানিয়াও দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি, সর্ব্বভুক ও দুষ্কৃত-কর্ম্মকারী নর-কর্ত্তৃক দেবগণ কখনই পরিতুষ্ট হয়েন না। পরন্তু যাহারা সত্যব্রত, কৃতজ্ঞ ও ধার্ম্মিক, দেবগণ তাহাদিগেরই সহিত সমভাগে সুখ সেবা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, অসত্য বাক্য না কহিয়া মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ, ইহা প্রথম কল্প। দ্বিতীয় কল্প যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই বলিবে। তৃতীয় কল্প ধর্ম্ম-বাক্য কহা উচিত। চতুর্থ কল্প প্রিয়-বাক্য বলা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ।

সাধ্যগণ বলিলেন, এই লোক কাহার দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে? কি হেতু প্রকাশ পায় না? কি কারণে মিত্রতা পরিত্যাগ করে? কি নিমিত্তই বা স্বর্গ প্রাপ্ত না হয়?

হংস কহিলেন, এই লোক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়াছে, মাৎসর্য্য-বশত প্রকাশ পায় না; লোভ-হেতু মিত্রতা পরিত্যাগ করে, সংসর্গ-নিবন্ধন স্বর্গে গমন করে না।

সাধ্য সকল কহিলেন, ব্রাহ্মণ বর্গের মধ্যে একাকী থাকিয়া কোন্ ব্যক্তি রমণ করেন? কোন্ ব্যক্তিই বা একাকী হইয়াও অনেকের সহিত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন? ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ এবং কোন্ ব্যক্তি কলহানভিজ্ঞ?

হংস বলিলেন, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি প্রাজ্ঞ, তিনিই একাকী রমণ করিয়া থাকেন, প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিই একাকী অনেকের সহিত আনন্দ অনুভব করেন। ইহাঁদের মধ্যে যিনি প্রাজ্ঞ, তিনি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ এবং যিনি প্রাজ্ঞ, তিনিই কলহানভিজ্ঞ।

সাধ্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের দেবত্ব কি? সাধুত্ব কাহাকে বলে? ইহাদের অসাধুত্ব এবং মনুষ্যত্বই বা কিরূপ উক্ত হইয়াছে?

হংস কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের স্বাধ্যায় দেবত্ব, ব্রতকে সাধুত্ব কহে। ইহাদের পরীবাদ অসাধুত্ব এবং মৃত্যুকে মনুষ্যত্ব কহে।

ভীষ্ম কহিলেন, সাধ্য সকলের এই সংবাদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; স্থূল ও সুক্ষ্ম শরীর হইতে শুভাশুভ কর্ম্ম সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সত্তামাত্রকে সত্য কহে।

হংস-গীতায় নবনবত্যধিক দ্বিশততম
অধ্যায়॥ ২৯৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, সকল বিষয়ই আপনার বিদিত আছে, অতএব হে কুরু-সত্তম! সাঙ্খ্য ও যোগ শাস্ত্রের বিশেষ কি, আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করা আপনার উচিত হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে শত্রু-কর্ষণ! সাঙ্খ্য-মতাবলম্বী মানবগণ সাঙ্খ্য শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যোগ-শাস্ত্রাবলম্বী দ্বিজাতি মণীষিগণ যোগ শাস্ত্রের প্রশংসা করত স্বপক্ষোদ্ভাবন জন্য যোগ শাস্ত্রকে প্রধান বলিয়া থাকেন এবং অনীশ্বর বাদীরা 'কিরূপে মুক্ত হইবে' এই বলিয়া তদ্বিষয়ে মহতী যুক্তি সম্যক্ রূপে নির্দ্দেশ করেন। সাঙ্খ্য-মতাবলম্বী দ্বিজাতিগণও এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, যে ব্যক্তি ইহলোকে সমস্ত গতি অবগত হইয়া বিষয় ভোগে বিরত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই স্বদেহ বিনষ্টের পর বিস্পষ্টরূপে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ সাঙ্খ্য-মতানুসারী পণ্ডিতেরা সাঙ্খ্যকে মোক্ষ দর্শন কহেন। হে যুধিষ্ঠির! উভয় পক্ষে বলবৎ যুক্তি বিদ্যমান থাকিলেও যে পক্ষ আপনার সম্মত, তদ্বিষয়েই যুক্তি গ্রাহ্য হয় এবং স্ব-স্বপক্ষে স্বীয় স্বীয় মতানুসারীর বাক্য হিতকর হয়;

যেহেতু আপন আপন সম্প্রদায় ভুক্ত শিষ্টদিগের মত ভবাদৃশ সাধু লোকেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে তাত! যোগ-মতানুযায়ী ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কারণ বলেন এবং সাঙ্খ্যেরা শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণকে কারণ কহেন, এই উভয় মতই যথার্থ বলিয়া আমার সম্মত হইতেছে। রাজন্! সাধু-সম্মত এই উভয় মতই যথা শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে অনঘ! শৌচাচার, সর্ব্বভূতে দয়া ও অহিংসা-প্রভৃতি ব্রত-সমূহের অনুষ্ঠান এই সমস্ত উভয় মতেই ঐক্য আছে, পরন্তু উভয়ের দর্শন সমান নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রত, শৌচ, দয়া এবং এই সকলের ফল যদি উভয় মতেই সমান, তবে উভয়ের দর্শন কি নিমিত্ত পৃথক্ হইল? তাহা আমার নিকট বিস্তার করিয়া বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মনুষ্য যোগবলে রাগ, মোহ, স্নেহ, কাম, ক্রোধ-প্রভৃতি এই পাঁচটি দোষ ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করে। যেমন বৃহৎ মৎস্য জাল ছেদ করিয়া পুনর্ব্বার সলিল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগিগণ যোগবলে নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। যেমন বলবান্ মৃগগণ বাগুরা ছেদন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হয়, তদ্রূপ যোগি সকল সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমল-পদ প্রাপ্ত হয়। রাজন্! বলবন্ত যোগীরাই লোভজ-বন্ধন সকল ছেদন করিয়া মঙ্গলকর বিমল-মার্গে গমন করেন। হে কুন্তী-সুত রাজেন্দ্র! যেমন দুর্ব্বল মৃগগণ পাশবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয় এবং বলহীন মীন সকল জালবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্রূপ অতিশয় দুর্ব্বল যোগী সকল যোগবল ব্যতিরেকে কামাদির বশীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে শত্রু-তাপন! যেমন দুর্ব্বল শকুন সকল সূক্ষ্ম-জালে সংলগ্ন হইয়া বিপদ্গ্রস্ত হয়, পরন্তু বলবান্ পক্ষিরা মুক্তি লাভ করে, তদ্রূপ দুর্ব্বল যোগীরা কর্ম্মজ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, আর বলবন্ত যোগীরা অনায়াসে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! যেমন অতি দুর্ব্বল অল্পমাত্র অনল স্থূল ইন্ধন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দুর্ব্বল যোগীরা গুরুতর যোগ-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যখন সেই অল্পমাত্র দুর্ব্বল অনল সমীরণ-সংযোগে পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ হয়, তখন সেই বহ্নি সমস্ত পৃথিবীকেই দগ্ধ করে, এইরূপ অভ্যাস-বশত জাতবল দীপ্ত-তেজা যোগীরাও অন্তকালীন আদিত্যের ন্যায় সমগ্র জগৎ সর্ব্বতোভাবে শোষণ করিতে পারেন।

হে রাজন্! যেমন বলহীন নর স্রোতো-দ্বারা হৃত হয়, তদ্রূপ দুর্ব্বল যোগীও অবশ হইয়া বিষয়-কর্ত্তৃক হৃত হইয়া থাকে। আর যেমন, বলবান্ বারণ মহাস্রোতকেও তুচ্ছ বোধ করিয়া অনায়াসে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যোগীরাও যোগবল লাভ করিয়া প্রবল বিষয় সকল সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। হে পার্থ! যোগবলশালী যোগী সকল যোগ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূত সকলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন। রাজন্! যম, অন্তক এবং ভীম-বিক্রম মৃত্যু ইহাঁরা সকলে ক্রুদ্ধ হইয়াও অমিত-তেজা যোগীর নিকট প্রভু হইতে পারে না। যোগী-পুরুষ যোগ-বল প্রাপ্ত হইয়া আপন শরীর বহু সহস্রভাগে বিভক্ত করত তাহাদিগের সহিত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কোন যোগী বিষয় ভোগে লিপ্ত হইয়া স্বীয় তেজ-সংক্ষেপকারী সূর্য্যের ন্যায়, শরীর সংক্ষেপ করত পুনর্ব্বার উগ্রতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েন। রাজন্! বন্ধন-ছেদনে সমর্থ বলবান্ যোগী ব্যক্তি আপনার মুক্তি বিষয়ে আপনিই প্রভু হইয়া থাকেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

হে ভারত! আমি তোমার নিকট যোগ প্রাপ্ত এই বল সকল বলিলাম, নিদর্শন জন্য পুনর্ব্বার সূক্ষ্মরূপে সমস্ত বলিব। হে বিভো! আত্মার

সমাধি ও ধারণা বিষয়ে আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন অপ্রমত্ত ও সাবধান ধন্বী লক্ষ্যকে নিহত করে, তদ্রূপ যুক্ত-যোগী অর্থাৎ যোগসিদ্ধ পুরুষ নিশ্চয়ই সর্ব্বতোরূপে মুক্তি লাভ করেন। যেমন প্রশান্ত-চিত্ত কর্ম্মাসক্ত পুরুষ মস্তক-স্থিত জলপূর্ণ-পাত্রে নিশ্চলরূপে মনঃসমাধান করিয়া সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত যুক্ত-যোগী আত্মাকে নিশ্চল ও ভাস্করের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া থাকেন। হে কুন্তী-নন্দন! যেমন কর্ণধার সমাহিত হইয়া মহার্ণবগত নৌকাকে সত্বর স্বীয় গৃহে আনয়ন করে, তদ্রূপ তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি যোগ-যুক্ত হইয়া আত্ম-সমাধান করত এই দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্গম স্থান প্রাপ্ত হয়েন। সারথি যেমন অতিশয় সাবধান হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল যোগ করত ধনুর্দ্ধারী পুরুষকে অভিলষিত প্রদেশে অবি-লম্বে লইয়া যায় এবং শর যেমন শরাসন-চ্যুত হইয়া সত্বর লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগিজন ধারণা-বিষয়ে সমধিক সমাহিত হইয়া শীঘ্র পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। যে যোগী জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট করিয়া অচলভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া পুণ্যবান্ জনগণের অজর-পদ প্রাপ্ত হয়েন। হে মনুজেন্দ্র! অমিত-বিক্রম-সম্পন্ন যে যোগী মহাব্রতে সমাহিত হইয়া নাভি, কণ্ঠ, মস্তক, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব, চক্ষু ও কর্ণ-প্রভৃতি এই সকল স্থানে বুদ্ধি-দ্বারা জীবাত্মার দৃঢ়তর সংযোগ করিতে পারেন, তিনি অবিনাশি-রূপে ভাসমান শুভাশুভ কর্ম্ম সকল শীঘ্র দগ্ধ করিয়া উত্তম যোগ অবলম্বন করত যদৃচ্ছাক্রমে মুক্ত হয়েন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! যোগিগণ কীদৃশ আহার ও কোন্ কোন্ বিষয় জয় করিয়া ঈদৃশ বল প্রাপ্ত হয়েন, আমার নিকট তাহা আপনার কীর্ত্তন করা উচিত হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে অরিদমন! যে যোগী স্নেহ-দ্রব্য বর্জ্জন-পূর্ব্বক তিল কল্কের কণা ও রূক্ষ যাবক ভক্ষণ করিয়া দীর্ঘকাল একাহারে অবস্থিতি করেন, সেই বিশুদ্ধচিত্ত যোগিবর বল প্রাপ্ত হয়েন। আর যিনি দিবস, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর ব্যাপিয়া ক্ষীর-মিশ্রিত জল পান করিয়া থাকেন, তিনি বল প্রাপ্ত হয়েন। হে মনুজেশ্বর! যোগিগণ নিত্য অখণ্ড মাংসও পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া বল লাভ করিয়া থাকেন। হে নৃপ-সত্তম! বিগত-স্পৃহ প্রজ্ঞাবন্ত মহাত্মা যোগিগণ কাম, ক্রোধ, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, পৌরুষ, বিষয়, দুর্জ্জয় অরতি, ঘোরতর তৃষ্ণা, স্পর্শ, নিদ্রা ও দুর্জ্জয় তন্দ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধ্যান অর্থাৎ ধ্যেয়াকার প্রত্যয় প্রবাহ এবং অধ্যয়ন অর্থাৎ প্রণব জপরূপ সম্পত্তি-যুক্ত হইয়া জ্ঞান-দ্বারা জীবাত্মাকে প্রকাশিত করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বিপশ্চিৎ বিপ্রগণের এই মহান্ পথ অতীব দুর্গম; যেমন সর্প ও সরীসৃপ-সমূহে সমাকুল, বারি-হীন বিল-সম, বহু কণ্টকাকীর্ণ, ভক্ষ্য দ্রব্য-বিহীন, দাব-দগ্ধ তরুনিকরে পরিব্যাপ্ত, তস্করাচ্ছন্ন দুর্গম ভয়ঙ্কর অরণ্য মধ্যে কোন যুবা কুশলী হইয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ এই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের মহাপথে কেহই গমন করিতে পারে না। যদি কোন দ্বিজ যোগ-মার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক কুশলে গমন করত তাহা হইতে উপরত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অতিশয় দোষভাগী হইয়া থাকে।

হে মহীপাল! কৃতাত্মা পুরুষই নিশিত ক্ষুরধারার ন্যায় যোগ-ধারণায় সুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়েন; পরন্তু অকৃতাত্মা ব্যক্তি কখনই তাহাতে তাদৃশ সুখে অবস্থিতি করিতে পারে না। রাজন্! যেমন অর্ণবস্থিত পুরুষ নেতৃ-হীন নৌকা-দ্বারা পার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ ধারণা নষ্ট হইলে তদ্দ্বারা পুরু-ষের কখনই শুভগতি লাভ হয় না। হে কুন্তী-নন্দন! যিনি যোগ-ধারণায় যথাবিধি অবস্থান করিতে পা-রেন, তিনিই জন্ম, মরণ, সুখ ও দুঃখ বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন; ইহা নানাবিধ যোগ-শাস্ত্রে নির্ণীত ও কথিত হইয়াছে। পরন্তু যাহা যোগের

ফল, তাহা দ্বিজাতিগণে নিশ্চিত-রূপে বিদ্যমান আছে।

হে মহাত্মন্! সেই যোগের ফল পরব্রহ্ম-স্বরূপ; মহাত্মা যোগিগণ সেই যোগ-বলে লোকেশ ব্রহ্মা, বরদাতা-বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, কার্ত্তিকেয়, মহানুভাব কপিল-প্রভৃতি ব্রহ্ম-পুত্রগণ, যোগ-বিঘ্নকর তম ও রজ, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক বিশুদ্ধসত্ত্ব, পরমা-প্রকৃতি, বরুণ-পত্নী সিদ্ধদেবী, তেজঃ ও ধৈর্য্য এই সকলের মধ্যে ইচ্ছামত প্রবেশ করিতে পারেন অর্থাৎ ইহা-দিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন, আর তারাগণ-বেষ্টিত তারাধিপ চন্দ্র, বিশ্বদেব, উরগগণ, পিতৃগণ, সকানন শৈল, সমুদ্র, সরিৎ, মেঘ, নাগ, পর্ব্বত, যক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, স্ত্রী, পুরুষ ও দিক্ এই সকলের মধ্যে যখন যাহার রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন সেই রূপই ধারণ করিতে পারেন, আর অচিরাৎ মুক্ত হয়েন। রাজন্! মহাবীর্য্য-সম্পন্ন পরমাত্মার জগৎ-কর্তৃত্বাদি নিরূপণ-স্বরূপ যে সকল কথার প্রসঙ্গ হয়, তাহাই আমি শুভ বিবেচনা করিয়া থাকি; যেহেতু ঈশ্বর-পরায়ণ যোগিগণ পরমাত্ম বিষয় প্রসঙ্গ করত সর্ব্বাধিক হইয়া সঙ্কল্পমাত্রে সমস্ত মর্ত্ত্যলোকের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন।

যোগ-বিধানে ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩০০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নরপাল! আপনি শিষ্য-হিতৈষী হইয়া শিষ্ট-সম্মত শিষ্য জিজ্ঞাসিত এই যোগমার্গ শিষ্যের নিকট সম্যক্ রূপে ন্যায়-মত বর্ণন করিলেন। পরন্তু সম্প্রতি সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের বিধি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমার নিকট বিস্তার করিয়া বলুন, ত্রিলোক মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায়ই আপনি জানেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মনুজেন্দ্র! কপিল-প্রভৃতি যতীন্দ্রগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে কোন প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হয় না, যাহাতে বহুবিধ গুণ বিদ্যমান আছে এবং যাহাতে সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়, আত্মবিৎ সাঙ্খ্য-মতাবলম্বি মানবদিগের সেই সূক্ষ্ম-তত্ত্ব তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। রাজন্! মোক্ষোপযোগি সাত্ত্বিকভাব-দ্বারা বশীকৃত চিত্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন সাঙ্খ্য-মতাবলম্বীরা মনুষ্য, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, তির্য্যক্গামী পিতৃলোক, নাগ, বিহগ, মারুত, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, অসুর, বিশ্বদেব, যোগী, প্রজাপতি ও ব্রহ্মা ইহাঁদিগের সদোষ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব দোষ-যুক্ত দুর্জ্জয় বিষয় সকল, ইহলোকে পরমায়ুকাল, সুখের পরম-তত্ত্ব, সতত বিষয়াভিলাষী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্তিকালে উৎপন্ন দুঃখ সমস্ত, তির্য্যক্গামী ও নরকগামী লোক সকলের ক্লেশ, স্বর্গীয় দোষ গুণ, বৈদিক, বেদবাদ, জ্ঞান-যোগ ও সাঙ্খ্য জ্ঞান এই সকলের দোষ গুণ জ্ঞান-দ্বারা বাধ করিয়া এবং আনন্দ, প্রীতি, উদ্বেগ, প্রাকাশ্য, পুণ্যশীলতা, সন্তোষ, শ্রদ্দধানত্ব, আর্জ্জব, দানশীলতা ও ঐশ্বর্য্য-প্রভৃতি দশ গুণ-যুক্ত সত্ত্ব, অনশন, অকার্পণ্য, সুখ, দুঃখ, সেবা, ভেদ, পৌরুষ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য এই নব গুণ-যুক্ত রজ, তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্য এই অষ্ট গুণ-যুক্ত তম, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র এই সপ্ত গুণ-সমন্বিত বুদ্ধি, শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসনা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় সহ ষড্রূপ মন, বিয়ৎ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ গুণ নভ, সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ এই চতুর্গুণ বুদ্ধি, অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপরীত প্রতিপত্তি এই ত্রিগুণাত্মক তম, প্রবৃত্তি ও দুঃখরূপ দ্বিগুণ রজ, প্রকাশাত্মক এক গুণ সত্ত্ব এই সকল এবং প্রলয় অর্থাৎ প্রাকৃত লয় ও প্রেক্ষণ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সমালোচন কালে মোক্ষ-মার্গ যথার্থরূপে অবগত হইয়া নভোমণ্ডল-গত, অতিশয় সূক্ষ্ম সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় মঙ্গলকর পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর রূপগুণ-সংযুক্ত দর্শনেন্দ্রিয়, গন্ধ-গুণ-যুক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শব্দগুণ-সংযুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয়,

রসগুণ-সমন্বিত রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শগুণ-যুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়, আকাশাশ্রিত বায়ু, তমো-যুক্ত মোহ, অর্থাশ্রিত লোভ, বিক্রমে অর্থাৎ পাদবিক্ষেপে আসক্ত বিষ্ণু, বল অর্থাৎ হস্তেন্দ্রিয়াসক্ত শক্র, কোষ্ঠাসক্ত অনল, সলিলে সমাসক্ত সিদ্ধদেবী, তেজঃ সমাশ্রিত অপ, বায্বাশ্রিত তেজঃ, আকাশাশ্রিত বায়ু, মহত্তত্ত্ব-সংযুক্ত আকাশ, বুদ্ধি সমাশ্রিত মহৎ, তমঃ-সংসক্ত বুদ্ধি, রজঃ সমাশ্রিত তমঃ, সত্ত্বাশ্রিত রজঃ, আত্মা অর্থাৎ জীবাশ্রিত সত্ত্ব, ঈশ্বর নারায়ণ দেবে সমাসক্ত আত্মা, মোক্ষে সমাসক্ত নারায়ণদেব, স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত মোক্ষ, ষোড়শ গুণ-দ্বারা আবৃত সত্ত্বগুণ-যুক্ত লিঙ্গ-দেহ, লিঙ্গ-দেহাশ্রিত স্বভাব অর্থাৎ প্রাক্তন-কর্ম্ম ও চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, নিষ্পাপ উদাসীন অদ্বিতীয় আত্মা, বিষয়-বাসনাবান্ ব্যক্তিদিগের দ্বিতীয় কর্ম্ম, আত্মাশ্রিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ, শ্রুত্যনুসারে মোক্ষের দুর্লভত্ব, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান-প্রভৃতি পঞ্চ প্রাণ এবং অধঃ ও প্রবাহ এইরূপে সপ্তধা বিহিত সপ্ত বায়ু, প্রজাপতি, ঋষি, বহুবিধ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমার্গ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, সুরর্ষি, সূর্য্য-সন্নিভ অন্যান্য মহান্ ব্রহ্মর্ষি, উক্ত ঋষিগণের কাল-বশত ঐশ্বর্য্য-চ্যুতি, মহাভূত সকলের বিনাশ, পাপাচারিদিগের অশুভগতি, শমন-সদনগামী লোক সকলের বৈতরণী পার জন্য দুঃখ, জীববর্গের বিচিত্র যোনি ভ্রমণ এবং শোণিতোদক-ভাজন অশুভকর জঠর-মধ্যে বাস, জীবের শ্লেষ্ম মূত্র পুরীষ-পূর্ণ, তীব্র গন্ধ সমন্বিত, প্রভূত শুক্র-শোণিত-সংযুক্ত, মজ্জা ও স্নায়ু-দ্বারা পরিবৃত, শত শিরায় সমাকীর্ণ অশুচি নব-দ্বার যুক্ত পুর-মধ্যে অবস্থান এবং তাহাতে বিবিধ সম্বন্ধ, রমণীয় বস্তুতে আসক্তচিত্ত তামস ও সাত্ত্বিক জন্তুগণের কুৎসিত কর্ম্ম, আত্মতত্ত্ববিৎ সাঙ্খ্য সকলের গর্হিত আচরণ, চন্দ্র ও সূর্য্যের ঘোরতর উপরাগ, তারাগণের পতন, নক্ষত্র সকলের বিপর্য্যয়, দম্পতীদিগের বিরহ ও দীনতা, প্রাণিগণের পরস্পর অশুভ ভক্ষণ, বাল্যকালে মোহ ও দেহের পতন, রাগ ও মোহ উপস্থিত হইলে কোন্ পুরুষে সত্ত্ব আশ্রিত হয়, সহস্র লোকের মধ্যে কোন্ নর মোক্ষ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, শ্রুতি অনুসারে মোক্ষের দুর্লভত্ব, অলব্ধ বস্তুতে বহুমান, লব্ধ বস্তুতে ঔদাসীন্য, বিষয় সকলের দৌরাত্ম্য অর্থাৎ বন্ধনকারিত্বরূপ দোষ, গতাসুদিগের সুন্দর দেহ, জন্তু সকলের গৃহবাস-রূপ দুঃখ, ব্রহ্মঘ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের সুদারুণ গতি, সুরাপানে আসক্ত ও গুরুদার-রত দুরাত্মা ব্রাহ্মণগণের অশুভ গতি, যে সকল মানব জননীর অনুবর্ত্তী না হয় এবং যাহারা দেবতা স্থানে বাস না করে, সেই অশুভ-কর্ম্মকারী মানবগণের গতি, তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণি সকলের পৃথক্ পৃথক্ গতি, বিচিত্র বেদবাদ, ঋতুপরিবর্ত্তন, সম্বৎসর, মাস, পক্ষ ও দিবসের ক্ষয়, চন্দ্র, সমুদ্র, ধন, ইহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি, সম্বন্ধ, যুগ, শৈল, সরিৎ, বর্ণ এই সকলের পুনঃপুন ক্ষয়, জন্ম, জরা, মৃত্যু, দেহ দোষ, দেহের দুঃখ, দেহ-বিনষ্টকারি ব্যক্তিদিগের দুঃখ, সর্ব্বজীবস্থিত আত্ম-দোষ, স্বকীয় দেহ হইতে উত্থিত অশুভ গন্ধ এই সমস্ত যথাতথরূপে অবগত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অমিত-বিক্রম! স্বীয় শরীর হইতে উত্থিত কোন্ কোন্ গুলি দোষরূপে দর্শন করিতেছেন, আমার এই সংশয় সকল যথাবৎ বর্ণন করা আপনার কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম বলিলেন, হে শত্রু-নাশন! মোক্ষ-মার্গবিৎ কপিল-প্রণীত সাঙ্খ্য-মতাবলম্বী মনীষিগণ দেহ-মধ্যে স্থিত যে সমস্তকে দোষ বলিয়া থাকেন, আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পাঁচটিকে দোষ বলিয়া থাকেন, উক্ত দোষ সমস্ত সকল শরীরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজন্! মনীষিগণ ক্ষমা-দ্বারা দোষ, সঙ্কল্প-পরিত্যাগ-দ্বারা কাম, সত্ত্ব সেবা-দ্বারা নিদ্রা, অপ্রমাদ-দ্বারা ভয় এবং অল্প আহার-দ্বারা শ্বাসের ছেদন করিয়া থাকেন।

হে নরপাল! মহাপ্রাজ্ঞ সাঙ্খ্য-মতাবলম্বীরা সাঙ্খ্য সম্মত মহান্ ব্যাপক জ্ঞান-যোগে গুণ-শত-দ্বারা গুণ সকল দোষ শত-দ্বারা দোষ সকল ও বিবিধ হেতু শত দ্বারা নানাবিধ হেতু সকল যথাতথরূপে অবগত হইয়া সলিল-ফেণ-সদৃশ, বিষ্ণু-মায়ায় আবৃত, বিচিত্র ভিত্তি-সদৃশ নল তৃণের ন্যায় অন্তঃসার-বিহীন, অন্ধকারাবৃত বিল-সম, বর্ষ বুদ্বুদ-তুল্য, সুখ-হীন, বিনষ্ট প্রায় বিনাশানন্তর অবশ এই লোক সকল দর্শন করত পঙ্ক-মগ্ন অবশ মাতঙ্গের ন্যায় তমো নিমগ্ন রজ ও প্রজাকৃত স্নেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেহস্থিত রজ ও তমোগুণ-সম্ভূত তাদৃশ অশুভ-গন্ধ ও সত্ত্ব-গুণ-সম্ভূত স্পর্শজ পুণ্য-গন্ধ সমস্ত জ্ঞান শস্ত্র-দ্বারা সত্বর ছেদন করিয়া যাহার দুঃখরূপ সলিল, চিন্তা ও শোকরূপ ভয়ঙ্কর হ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ মহাগ্রাহ, ভয়রূপ মহাসর্প, তমোরূপ কূর্ম্ম, রজোরূপ মীন, প্রজ্ঞারূপ তরী, স্নেহরূপ পঙ্ক, জ্ঞানরূপ দ্বীপ, কর্ম্মরূপ অগাধ, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ প্রবল বেগ, নানারস-সম আকর, নানাপ্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ সমীরণ, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহা আবর্ত্ত, তীক্ষ্ণ ব্যাধিরূপ মহাহস্তী, অস্থিরূপ সংঘট্ট, শ্লেষ্মরূপ ফেণ, দানরূপ মুক্তার আকর শুক্তি, শোণিত-হ্রদরূপ বিদ্রুম, হাস্য ও রোদনরূপ নির্ঘোষ এবং যাহা জরা-দ্বারা দুর্গম, বহুবিধ জ্ঞান-দ্বারা সুদুস্তর, রোদন অশ্রু ও মলরূপ যাহার ক্ষার এবং যাহার সঙ্গ ত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, লোকোৎপত্তিরূপ জল-বেগ, বান্ধব ও পুত্ররূপ পত্তন, অহিংসা ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণ-ত্যাগরূপ মহান্ ঊর্ম্মি, বেদান্ত-গমনরূপ দ্বীপ এবং যাহাতে মোক্ষ-বিষয় অতিশয় দুর্লভ, এতাদৃশ বাড়-বানল সমন্বিত সকল ভূতের দয়ারূপ সমুদ্র জ্ঞান-যোগ-দ্বারা পার হইয়া থাকেন।

হে কুন্তী-নন্দন! সাঙ্খ্যেরা এইরূপ আলোচনা-দ্বারা দুস্তর জন্মযুক্ত স্থূল শরীর বিস্মৃত হইয়া, হৃদয়-রূপ বিমল আকাশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তথায় যেরূপ মুখ-সংযোগে অন্তশ্ছিদ্র মৃণাল দণ্ড-দ্বারা আকর্ষিত সলিল অন্তর-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ ভুবন-বিহারী ভাস্কর আত্মাতে প্রণিহিত মনো-দ্বারা সেই সুকৃতিমান্ সাঙ্খ্যগণের অন্তর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবন-গত বিষয় সকল প্রকৃষ্টরূপে অবগত করাইলে তাঁহারা সেই বিষয় সকল প্রাপ্ত হয়েন। হে ভারত! তথায় প্রবহ বায়ু সেই বীতরাগ বীর্য্যবান্ তপোধন যতী-সিদ্ধ সাঙ্খ্যগণকে গ্রহণ করেন। অনন্তর, শুভলোক-গামী সূক্ষ্ম সুশীতল সুগন্ধি সুখ-স্পর্শ মরুত-শ্রেষ্ঠ সেই প্রবহ বায়ু তাঁহাদিগকে আকাশের পরম-গতি অর্থাৎ হৃদয়রূপ আকাশে লইয়া যান। হে লোকেশ! এইরূপে ক্রমশ আকাশ হইতে রজোগুণের রজো হইতে সত্ত্বের পরম-গতি এবং সত্ত্ব হইতে পরমাত্মা প্রভু নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে সর্ব্বভূতের আবাস স্থান নির্ম্মল সেই সাঙ্খ্যগণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতকল্প হয়েন, সুতরাং তাঁহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। হে পার্থ! সত্য ও সরলতা-সম্পন্ন সর্ব্বভূতে দয়াবন্ত ভেদ-জ্ঞান রহিত মহাত্মাদিগের সেই পরম-গতি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অনঘ! স্থিরব্রত সাঙ্খ্যগণ ষড়্‌গুণ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন পরমাত্মা-স্বরূপ পরম মোক্ষ-ধাম প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের জন্ম মরণাদি স্মরণ ও মোক্ষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকে কি না? আর মোক্ষ-প্রতিপাদক শ্রুতিতে মোক্ষ বিষয়ক এই দ্বিবিধ মহান্ দোষ দৃষ্ট হইতেছে যে, কোন কোন যতি মোক্ষধর্ম্মের প্রশংসা করত মোক্ষ-মার্গে প্রবৃত্ত হয়েন, কেহ বা কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা করত প্রবৃত্তি-মার্গে প্রবৃত্ত হয়েন; আমারও সেই প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম প্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু মোক্ষ-মার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের জ্ঞান-শ্রেষ্ঠ ইহাও যুক্তি-সঙ্গত। অতএব হে কৌরবেন্দ্র! এবিষয়ে যাহা যথার্থ তাহা যথাবৎ বর্ণন করিতে আপনিই উপযুক্ত; ভবাদৃশ পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না।

ভীষ্ম বলিলেন, হে তাত ভরত-শ্রেষ্ঠ! তুমি যুক্তি-সঙ্গত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ইহা অতিশয় সঙ্কট; যদিও এই প্রশ্নে পণ্ডিতদিগেরও মোহ উপস্থিত হয়, তথাপি কপিলোক্ত সাঙ্খ্য-মতাবলম্বী মহাত্মাগণ যাহা পরম তত্ত্ব বলিয়া জানেন, তাহাই তোমার নিকট বিস্তার-পূর্ব্বক বলিতেছি শ্রবণ কর। রাজন্! প্রাণিগণের স্বদেহস্থিত ইন্দ্রিয়-সমুহ-দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারা যায়, সুতরাং সেই ইন্দ্রিয় সকল আত্ম-জ্ঞানের হেতুভূত বলিয়া বোধ হইতেছে; কেন না, সূক্ষ্ম চিদাত্মা সেই ইন্দ্রিয়গণের সহিতই অন্তর্ব্বাহ্য বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ আত্ম-বিরহিত হইলে কাষ্ঠ ও কুড্যপ্রায় অচেতন হইয়া মহার্ণবস্থিত সলিল-বিহীন ফেনার ন্যায় বিনষ্ট হয়। হে শত্রুতাপন! দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়ের সহিত সুপ্ত হইলে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম অন্তরাত্মা নভোমণ্ডলবর্ত্তী সমীরণের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। হে ভারত! জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও সেই সূক্ষ্ম অন্তরাত্মা যথাক্রমে রূপ ও স্পর্শ বিষয় সকল দর্শন এবং স্পর্শন করিয়া থাকেন। এই স্বপ্নাবস্থায় স্ব স্ব স্থানস্থিত ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বিষ-বিহীন বিষধরের ন্যায় আত্মাতে বিলীন হয় হে পার্থ! উক্ত অবস্থায় অন্তরাত্মা স্ব স্ব স্থানস্থিত ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি সমস্ত এবং ধর্ম্মাদি সত্ত্বগুণ, প্রবৃত্তি প্রভৃতি রজোগুণ, অপ্রবৃত্ত্যাদি তমোগুণ, অধ্যবসায়াদি বুদ্ধিগুণ, সংকল্পাদি মনোগুণ, শ্রোত্রাদি নভোগুণ, স্পর্শাদি বায়ুগুণ, স্নেহজ-প্রভৃতি তেজোগুণ, রসাদি সলিল-গুণ ও গন্ধাদি পার্থিব-গুণ আক্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। হে

অন্তরাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবস্থিত উক্তানুক্ত সত্ত্বাদি গুণ সমস্ত মায়া-গুণ-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া জীবকে আক্রমণ করেন, তদনুসারে শুভাশুভ কর্ম্ম সকলও জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। পরে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব কার্য্যোপাধি ইন্দ্রিয় ও কারণোপাধি প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া অবার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! ক্ষেত্রজ্ঞ জীব মায়াতীত অনাময় একমাত্র নির্গুণ পরমাত্মা নারায়ণে প্রবিষ্ট হইলে পুণ্য পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, সুতরাং তাঁহার আর পুনারারৃত্তি হয় না। হে তাত! সমাধি ভঙ্গ হইলে আত্মাতে বিলীন অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়া থাকে। পরে অল্পকালেই বর্ত্তমান দেহের পতন হইলে গুণার্থি মোক্ষাভিলাষী যুক্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন যোগিগণ বিদেহ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

রাজন্! মহাপ্রাজ্ঞ সাঙ্খ্যগণ এই জ্ঞান-দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন, অতএব কোন জ্ঞানই ইহার সমান নহে। হে কুন্তী-নন্দন! আমার বিবেচনায় এই সাঙ্খ্য-জ্ঞানই অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষর অচঞ্চল সনাতন পূর্ণ-ব্রহ্ম-স্বরূপ; অতএব ইহাতে তোমার আর সংশয় নাই। মনীষিগণ যাঁহাকে অদ্বৈত, উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস রহিত, নিত্য, অখণ্ড, জগৎ কর্ত্তা কূটস্থ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন; যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ ক্রিয়া সকল উৎপন্ন হয়; ঋষিগণ সকল শাস্ত্রে যাঁহাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন; সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান সাধু বিপ্র ও দেবগণ সেই ব্রাহ্মণদিগের পরম হিতকারী অচ্যুত অনন্ত দেবকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। বিষয়-জ্ঞান-সম্পন্ন বিপ্র সকল মায়িক গুণ-দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন এবং অমিত দর্শন সাঙ্খ্য ও যোগসিদ্ধ যোগিগণ তাঁহাকে জগৎ কারণ বলিয়া স্তব করেন। আর শ্রুতিতে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, সাঙ্খ্য সেই অমূর্ত্ত শুদ্ধ চিন্মাত্র পরব্রহ্মের মূর্ত্তি এবং ঘটাদি বিষয়ক যাবতীয় বিষয় জ্ঞানই তাঁহার জ্ঞান।

রাজন্! এই পৃথিবী মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক যে দ্বিবিধ প্রাণী আছে, তন্মধ্যে জঙ্গমই শ্রেষ্ঠ। হে মহাত্মন্! অতি বিস্তৃত বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, পুরাণ, ইতিহাস, শিষ্টজন-সেবিত অর্থ শাস্ত্র এবং ইহলোকে

যে সমস্ত উচ্চ নীচ বিবিধ জ্ঞান দৃষ্ট হয়, তৎ সমস্তই এই সাঙ্খ্য-জ্ঞানের অন্তর্গত। রাজন্! শম, বল, সূক্ষ্মজ্ঞান, তপস্যা ও সুখ এই সমস্ত সাঙ্খ্য-জ্ঞান মধ্যে যথাবৎ বিহিত হইয়াছে।

হে পার্থ! কিঞ্চিৎ বৈকল্য-বশত সেই সাঙ্খ্য-জ্ঞানের উদয় না হইলে সাঙ্খ্যেরা সুরলোকে গমন-পূর্ব্বক তথায় সতত সুখে বাস করিয়া সুরগণের প্রতি আধিপত্য করত কৃতার্থ হইয়া ভোগাবসানে যত্ন-শীল বিপ্রকুলে পুনরায় পতিত হয়েন। সাঙ্খ্যেরা দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেবলোক-বাসি দেবগণের ন্যায় তাঁহারা দেবলোকে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশ মহা-পূজ্য শিষ্টজন-সেবিত সাঙ্খ্য-জ্ঞানে অধিকতর অনু-রক্ত হইয়া থাকেন। রাজন্! কখনই তাঁহারা তির্য্যক্ গতি, অধোগতি বা পাপাত্মাদিগের অধিবাস প্রাপ্ত হয়েন না; কেন না যে দ্বিজাতিরা একমাত্র জ্ঞানে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই প্রাধান্য লাভ করেন। যে মহাত্মা মহার্ণব-সদৃশ বিশাল, কমনীয়, অপ্রমেয়, পুরাতন পরম পবিত্র সমগ্র সাঙ্খ্য-জ্ঞান ধারণ অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই নারায়ণ পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন। হে নরদেব! আমি তোমার নিকট এই তত্ত্ব যথাবৎ বর্ণন করিলাম; সেই জগদন্তর্যামী নারায়ণ সৃষ্টিকালে এই পুরাতন বিশ্ব সৃজন করেন এবং সংহারকালে পুনরায় এই জগৎ সংহার করেন। অবশেষে নিজ দেহস্থিত বিয়দাদি কার্য্যজাত আত্ম-সাৎ করত কারণ সলিলে শয়ন করিয়া থাকেন।

সাঙ্খ্য-যোগ-কথনে একাধিক ত্রিশততম
অধ্যায় ॥ ৩০১ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শত্রু-নাশন! যাহা হইতে জীবের পুনরাবৃত্তি রহিত হয়, যাহা হইতে জীবের পুনরাবৃত্তি সম্ভূত হয় এবং অক্ষর ও ক্ষররূপে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কি? হে মহাবাহো কুরু-নন্দন! সেই অক্ষর ও ক্ষর উভয়ের প্রভেদ যথা-তথরূপে জানিবার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-তেছি; যেহেতু বেদ-পারগ বিপ্র, মহাভাগ ঋষি ও মহাত্মা যতিগণ আপনাকে জ্ঞাননিধি বলিয়া থাকেন। হে কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ! আপনার পরমায়ু দিবসের অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; কেন না, ভগবান্ ভাস্কর দক্ষিণায়ন হইতে প্রত্যাগত হইলেই আপনি পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন। আপনি কুরু-বংশের প্রদীপ এবং জ্ঞান দীপ-দ্বারা সতত প্র-কাশিত। অতএব আপনি পরমধাম গমন করিলে আমরা কাহার নিকট এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিব? হে রাজেন্দ্র! তজ্জন্য আপনার নিকট এই সকল বিষয় শুনিবার ইচ্ছা করিতেছি, ইহলোকে ঈদৃশ পীযূষময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতেছি না।

ভীষ্ম কহিলেন, এবিষয়ে করাল-জনকের সংবাদ সম্বলিত বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে করাল নামা মহারাজ জনক সূর্য্য-সম দ্যুতিশালী, অধ্যাত্ম বিদ্যায় কুশল, আধ্যাত্মিক অনুভব ও নিশ্চয় সমন্বিত, সমাসীন ঋষি-শ্রেষ্ঠ মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠকে অভিবাদন পুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে সুন্দর অক্ষর-সমন্বিত বিনীত কুতর্ক রহিত মধুর বাক্যে মোক্ষ-সম্বন্ধি পরম জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভগবন্! যাহা হইতে মনীষিদিগের পুনরাবৃত্তি নিবারিত হয়, যাহাতে এই জগৎ লীন হওয়ায় ক্ষররূপে উক্ত হইয়াছে এবং যাহাকে অক্ষর কহে, সেই সংসার-মোচক আনন্দ-স্বরূপ নির্দ্বন্দ্ব সনাতন পরব্রহ্মের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহা আমার নিকট বিস্তার করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পৃথিবী-পাল! এই জগৎ যে-রূপে নষ্ট হয় এবং কোন কালেই যাহা বিনষ্ট না হয়, সেই ক্ষর ও অক্ষর বিশেষরূপে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। দেব পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র সংবৎসরে এক যুগ হয়, চতুর্যুগে এক কল্প ও দশ শত কল্পে ব্রহ্মার দিন এবং এই পরিমাণে তাঁহার রাত্রি হইয়া

থাকে। হে রাজন্! সেই ব্রহ্মার অন্ত হইলে অমূর্ত্তাত্মা শম্ভূ পরমেশ্বর অনন্ত-কর্ম্মা মহাভূত মূর্ত্তিমান্ বিশ্বরূপ অগ্রজ হিরণ্যগর্ভকে সৃজন করেন, তাঁহাতেই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার নিত্য স্বতঃসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল বিদ্যমান আছে, সর্ব্বনিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময়, অবিনাশী, সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বগ্রাহী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশিরা, সর্ব্বানন, সর্ব্বশ্রোতা সেই হিরণ্য-গর্ভ লোক মধ্যে সকল বস্তু আবরণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হিরণ্য-গর্ভ বেদ-শাস্ত্রে সূত্রাত্মা ও বুদ্ধি-সমষ্টি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যোগ-শাস্ত্রে ইহাঁকে সৃষ্টির প্রথম কার্য্য মহান্ বিরিঞ্চি ও অজ বলিয়া থাকেন। সাঙ্খ্য-শাস্ত্রে ইহা নানা নামে বিখ্যাত, বহু শরীর-ধারী, বহুরূপী, বিশ্বাত্মা, একমাত্র অক্ষর বলিয়া পঠিত হইয়াছেন। সেই অক্ষর স্বয়ং বহুরূপ হইয়া লোকত্রয় সৃজন করত তাহা আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, অতএব বহুরূপ-নিবন্ধন লোকে তাঁহাকে বিশ্বরূপ কহিয়া থাকে। এই মহাতেজা বিশ্বরূপ সূত্রাত্মা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া আপনি আপনাকে সৃজন করিয়া অহঙ্কার ও অহঙ্কারাভিমানী বিরাটের সৃষ্টি করেন। পণ্ডিতগণ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত-ভাবাপন্ন সেই বিশ্বরূপকে বিদ্যা সৃষ্টি ও মহান্ কহিয়া থাকেন এবং অহঙ্কারকে অবিদ্যা সৃষ্টি কহেন। একমাত্র ঈশ্বর বিষয়ে উপাসনা ও জ্ঞান-সম্বন্ধে যে বিধি এবং অবিধি দুই উৎপন্ন হইয়াছে; শ্রুতি-শাস্ত্রার্থ-চিন্তক ব্যক্তিরা তদুভয়কে বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

হে পার্থিব! অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের যে সৃষ্টি হয়, তাহা তৃতীয় সৃষ্টি এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-প্রভৃতি অহঙ্কারসমূহের বিকার চতুর্থ সৃষ্টি বলিয়া বোধ করুন। হে রাজেন্দ্র! আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই দশ-বর্গ যুগপৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব সার্থক এই ভৌতিক সৃষ্টি পঞ্চম, ইহা অবগত হউন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ-প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের সহিত যুগপৎ সম্ভূত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকল শরীরেই বিদ্যমান আছে, তত্ত্বদর্শি ব্রাহ্মণগণ ইহা যথার্থরূপে অবগত হইয়া শরীরের প্রতি শোক করেন না। হে নরেন্দ্র! ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, ত্রিলোক মধ্যে সকল জীবেই এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব দেহরূপে কথিত হইয়াছে। দেব, দানব, মনুষ্য, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ভূত, মহোরগ, চারণ, পিশাচ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পূতি, কৃমি, মূষিক, কুক্কুর, শ্বপাক, ব্যাধ, চাণ্ডাল, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দ্দূল, গো ও বৃক্ষ-প্রভৃতি যাবতীয় মূর্ত্তিময় প্রাণীমাত্রেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাণিগণের জল, ভূমি ও আকাশ ভিন্ন আর স্থান নাই, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তও শুনিতে পাওয়া যায়।

হে তাত! হিরণ্য-গর্ভ-প্রভৃতি ব্যক্তাত্মক সমস্ত বস্তুই অহরহ বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভূতাত্মা পাঞ্চভৌতিক দেহ ক্ষররূপে উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা শুদ্ধ চিন্ময় প্রত্যগাত্মাকে অক্ষর কহেন এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তাখ্য মোহাত্মক জগৎকে ক্ষর বলিয়া থাকেন। হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি আপনাকে পূর্ব্বেই ক্ষরের দৃষ্টান্তভূত নিত্য মহান্ ও অগ্রজ হিরণ্য-গর্ভের বিবরণ বলিয়াছি। বিষ্ণু নিস্তত্ত্ব হইয়াও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন এবং তিনি যাবতীয় তত্ত্বের আশ্রয়, তজ্জন্য মনীষিগণ ইহাঁকেও তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। চতুর্ব্বিংশতিতম অব্যক্ত মূল প্রকৃতি মর্ত্ত্যরূপে সংহত হইয়া ব্যক্ত অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগতের সৃষ্টি করত সেই মূর্ত্তিমান্ জগতের অধিষ্ঠাতা হয়েন; পরন্তু পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ অমূর্ত্ত ও অসংহত, সুতরাং তিনি জগতের অধিষ্ঠাতা নহেন। সেই অব্যক্ত মূল প্রকৃতিই চিৎ

শক্তি সম্পন্ন হইয়া সকল বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করেন; আর সর্গ ও প্রলয়-ধর্ম্মিণী সেই প্রকৃতির সহকারে সেই নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য স্বভাবত মূর্ত্তি-হীন হইয়াও মূর্ত্তিমান্, নির্গুণ হইয়াও গুণবান্ এবং অগোচর হইয়াও সর্গ ও প্রলয়রূপে সকলের গোচর হইয়া থাকেন। এইরূপে সর্গ ও প্রলয়বিৎ এই মহান্ আত্মা হিরণ্য-গর্ভ প্রকৃতি সংযোগে বিকৃত ও মূঢ় হইয়া "আমি" এইরূপ অভিমান করেন এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ-যুক্ত হইয়া ইহলোকে অজ্ঞজনের সেবা ও স্বীয় অজ্ঞতা-নিবন্ধন সমস্ত যোনিতে লীন হয়েন। আর সহবাস-নিবন্ধন বিনাশী হইয়া "আমি অন্য নহি" এইরূপ অভিমান করেন এবং "আমি অমুকের পুত্র ও অমুক জাতীয়" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণাদি গুণের অনুবর্ত্তী হয়েন। তমোগুণ-দ্বারা ক্রোধাদি তামস ভাব, রজোগুণ-দ্বারা প্রবৃত্ত্যাদি রাজস ভাব এবং সত্ত্বগুণ-দ্বারা প্রকাশাদি সাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্ত হয়েন। স্বচ্ছতা, রঞ্জকতা ও মলিনতা-নিবন্ধন পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজ ও তম হইতে ক্রমশ শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ এই ত্রিবিধ রূপ, আর ইহলোকে যে সমস্ত রূপ বিদ্যমান আছে, তৎ সমুদায়ই প্রকৃতি-কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে। তামসেরা নরক-লোকে গমন করেন; রাজসেরা মনুষ্য-লোকে গমন করেন এবং সাত্ত্বিকেরা সুখভাগী হইয়া সুরলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা কেবল পাপ-কর্ম্ম করে, তাহারা তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা পাপ ও পুণ্য উভয় কর্ম্ম করে, তাহারা মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা একমাত্র পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহারা দেব যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চবিংশতিতম এই অক্ষর পুরুষ অজ্ঞান-বশত এইরূপে অব্যক্ত প্রকৃতির বশীভূত হইয়া মনীষিগণ-কর্ত্তৃক ক্ষররূপে উক্ত হয়েন এবং তিনি জ্ঞান-দ্বারা সতত অক্ষররূপে প্রকাশিত হয়েন।

বশিষ্ঠ করাল-জনক সম্বাদে দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩০২॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে সেই অক্ষর পুরুষ প্রকৃতি সংযোগাধীন অজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া এক দেহ হইতে নানা দেহ ধারণ করেন এবং সত্ত্বাদি গুণের সামর্থ্য-বশত সেই সত্ত্বাদিগুণ-সহযোগে কখন তির্য্যক্ যোনি কখন বা দেব-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। আর মনুষ্য-লোক হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে মনুষ্যলোক তথা হইতে অনন্ত নরক লোক প্রাপ্ত হয়েন। যেমন কোষকার কীট অতিশয় সূক্ষ্ম সূত্ররূপ গুণ-দ্বারা আপনি আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ এই নির্গুণ অক্ষর পুরুষ সত্ত্বাদি মায়া-গুণ-দ্বারা নিত্য আবদ্ধ হইয়া থাকেন। পরে সেই সুখ দুঃখ-বিহীন অক্ষর পুরুষ ইহলোকে তির্য্যক্-প্রভৃতি তত্তৎ যোনিতে উৎপন্ন হইয়া শিরো-রোগ, অক্ষি-রোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ, জলোদর, তৃষারোগ, জ্বর, গণ্ড, বিসূচিকা, শ্বিত্র-কুষ্ঠ, অগ্নি-দগ্ধ, শ্বাশ, কাশ ও অপস্মার-প্রভৃতি এই সকল রোগে দুঃখ ভোগ করেন। আর শরীরি মধ্যে যে সমস্ত অন্যান্য প্রাকৃত নানাবিধ সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়, ইনি সেই সমস্ত দ্বন্দ্ব আপনি গ্রহণ করিয়া "আমি দুঃখী, আমি রোগী" এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। কখন তির্য্যক্-যোনি, কখন বা দেব-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া অভিমান-বশত তত্তৎ যোনি সম্ভূত সুকৃত সমস্ত অনুভব করেন। আর মূঢ়তা-বশত অভিমানী হইয়া নিয়মানুসারে শুক্ল বস্ত্র পরিধান, বস্ত্র চতুষ্টয় ধারণ, নিত্য অধোদেশে শয়ন, মণ্ডুকের ন্যায় শয়ন, বীরাসনে উপবেশন, চীর-ধারণ, শূন্য দেশে শয়ন ও অবস্থান, ইষ্টক, প্রস্তর, কণ্টক প্রস্তর, ভস্ম প্রস্তর, ভূমি, শয্যাতল, বীর স্থান, সলিল, পঙ্ক ও ফলক-প্রভৃতি বিবিধ শয্যায় শয়ন, ফল বাসনায় মুঞ্জ মেখলা ধারণ ও বস্ত্র পরিত্যাগ, ক্ষৌম, কৃষ্ণাজিন ও শণ নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, সিংহ-চর্ম্ম, পট্টবাস, ভূর্জ্জত্বচ, ও কণ্টক বস্ত্র-ধারণ, পট্টসূত্রজ বস্ত্র, চীর বসন ও অন্যান্য বহুবিধ বস্ত্র পরিধান, বিচিত্র রত্ন ধারণ,

নানাবিধ ভোজন, একরাত্রান্তরে ভোজন, এককালিক ভোজন, দিবসের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টমকালে ভোজন; ষষ্ঠাহ, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ ও দ্বাদশাহানন্তর ভোজন, এক মাস উপবাস, ফল, মুল, বায়ু, জল, তিলকল্ক, দধি, গোময়, গো-মুত্র, শাক, পুষ্প, শৈবাল, আম দ্রব্য, শীর্ণপর্ণ ও প্রকীর্ণ ফল ভক্ষণ, সিদ্ধি কামনায় বিবিধ কৃচ্ছ্র, নানাবিধ ব্রত-চিহ্ন ও বিধি-পূর্ব্বক চান্দ্রায়ণ সেবন, চতুরাশ্রম-বিহিত ও অবিহিত পথ, বিবিধ পাষণ্ড পথ, পাশুপত অর্থাৎ পশুপতি সম্মত পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত দীক্ষা যোগ, বিবিক্ত শিলা ছায়া, প্রস্রবণ, নির্জ্জন অরণ্য, পুলিন, পুণ্য-জনক দেবস্থান, সরোবর, শৈল, গৃহ-সদৃশ গুহা, গূঢ় জপ্যমন্ত্র, বিবিধ ব্রত, নানাবিধ নিয়ম, তপস্যা, বিবিধাকার যজ্ঞ, বিধি, বাণিজ্য ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ব্যবসায় অবলম্বন এবং দীন, অন্ধ ও কৃপণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ ধন দান প্রভৃতি এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। সেই অক্ষর আত্মা এইরূপে প্রকৃতি সংযোগে শরীর ধারণ করিয়া অজ্ঞতা-বশত সত্ত্ব. রজ ও তম এই ত্রিবিধ-গুণ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ "আমাতে বিদ্যমান আছে" এই বলিয়া অভিমান করেন।

রাজন্! স্বধাকার, বষট্কার, স্বাহাকার, নমস্কার, যাজন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, যজন, অধ্যয়ন, জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাদ ও সংগ্রাম-মধ্যে শুভাশুভ যাহা কিছু কার্য্য এই সকলকেই মনীষিগণ ক্রিয়াপথ কহিয়া থাকেন। ক্রীড়াভিলাষিণী প্রকৃতি সৃষ্টি ও সংহার করেন। যেমন দিবাকর দিবসের প্রারম্ভে স্বকীয় কিরণ-জাল বিস্তার-পূর্ব্বক দিবসান্তে তাহা উপসংহার করিয়া একাকী অবস্থান করেন, তদ্রূপ আত্মা সৃষ্টিকালে সত্ত্বাদিগুণ সকল বিস্তার করিয়া প্রলয়কালে তাহা আত্মসাৎ করত একাকী অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই ত্রিগুণাধিপতি আত্মা এইরূপে বারম্বার কল্পিতরূপ, বয়, বর্ণ, কার্য্য ও সত্ত্বাদি নানাবিধ হৃদয়-প্রিয় এতাদৃশ গুণ সমস্ত ক্রীড়ার্থ জ্ঞান করেন এবং কর্ম্মমার্গে অনুরক্ত হইয়া সর্গ ও প্রলয়ধর্ম্মিণী এই প্রকৃতিকে বিকৃত করত ত্রিগুণাত্মক কার্য্যজাত সম্পাদন করিয়া থাকেন। আর তিনি কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া লোক সকলকে "এই কর্ম্মের এই গুণ এই ফল এবং ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ জ্ঞান প্রদান করেন।

হে বিভো! প্রকৃতি এই সমগ্র জগৎ রজ ও তমোগুণ-দ্বারা আচ্ছাদন করত অন্ধীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এই নিমিত্ত সুখ দুঃখরূপ সেই দ্বন্দ্ব সকল নিত্য আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! এই দ্বন্দ্ব সকল আমার বলিয়া বোধ করিলে ইহা ইহলোক বা পরলোক সর্ব্বত্রই জীবের অনুধাবন করিয়া থাকে, অতএব এই দ্বন্দ্ব হইতে নিস্তার পাইবার উপায় করা জীবের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেন না, আত্মা অজ্ঞতা-নিবন্ধন এইরূপ মনে করেন যে, "আমি দেবলোক-গামী হইয়া দ্বন্দ্ব ও সুকৃত সমস্ত ভোগ করিব এবং ইহলোকেও শুভাশুভ ফল সকল ভোগ করিব।" ইহলোকে সতত সুখের উপায়ভুত সুকৃত কার্য্য করা কর্ত্তব্য, কেন না, ইহা একবার করিতে পারিলে জন্মে জন্মে যাবজ্জীবন আমার সুখ হইবে। আর যদ্যপি আমি ইহলোকে দুষ্কৃত কর্ম্ম করি, তাহা হইলে আমাকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব মহদ্দুঃখের কারণ, মনুষ্যই নিরয়ে নিমগ্ন হয়, আবার কালক্রমে নিরয় হইতেও মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে পুনরায় মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব হইতে পর্য্যায়ক্রমে নরক গমন করিয়া থাকে। যিনি নিরাত্মা অথচ চেতনত্বাদি আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া নিত্য এইরূপ জ্ঞান করেন, তিনি দেব, মনুষ্য ও নরকলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। জীব নিরন্তর মমতায় আবৃত হইয়া অনন্ত সৃষ্টিকাল সেই মমতা বিশিষ্ট মর্ত্ত্যদেহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যিনি শুভাশুভ ফলাত্মক এতাদৃশ কর্ম্ম করেন, তিনি ত্রিলোকে শরীরী হইয়া এইরূপ ফল লাভ করেন।

প্রকৃতি শুভাশুভ ফল-জনক কর্ম্ম করেন এবং তিনি ত্রিলোক মধ্যে ইচ্ছামত গমন করিয়া সেই কর্ম্ম সকল গ্রাস করেন। অতএব তির্য্যক্-যোনি, দেব-যোনি ও মনুষ্য-যোনি এই স্থানত্রয় প্রাকৃত বলিয়া জানিবে।

সাংখ্যেরা কহেন যে, প্রকৃতি অলিঙ্গ অর্থাৎ অনুমেয়; যেমন মহদাদি কার্য্য-দ্বারা প্রকৃতির অনুমান হয়, তদ্রূপ আভাস চৈতন্য-দ্বারা পৌরুষ-লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষের অনুমাপক দেহাদিতে অনুগত চৈতন্যের অনুমান হইয়া থাকে। নির্ব্বিকার প্রকৃতি সাধক সেই পুরুষ কর্ম্মানুসারে লিঙ্গান্তর অর্থাৎ পুর্য্যষ্টক গর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়া ব্রণ-দ্বার ইন্দ্রিয়-বর্গে অধিষ্ঠান করত এই স্থূল শরীরে অভিমান করেন এবং এই স্থূল-দেহে শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় গুণের সহিত গুণ-সমূহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পুরুষ ইন্দ্রিয়-বিহীন ও ব্রণ-শূন্য হইয়াও "আমি এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি, এই ইন্দ্রিয়গণ আমার এবং আমি ব্রণবান্" এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি অজ্ঞতা-নিবন্ধন অলিঙ্গ হইয়াও আত্মাকে লিঙ্গ অর্থাৎ পুর্য্যষ্টক, অমর হইয়াও আত্মাকে মরণধর্ম্মী, বুদ্ধি হইতে পৃথক্ হইয়া আত্মাকে বুদ্ধিমান্, অতত্ত্ব অর্থাৎ অবস্তু দেহাদিকে আত্মতত্ত্ব, কাহারো হন্তা না হইয়া আত্মাকে হন্তা, অচর হইয়া আত্মাকে গমনশীল, অক্ষেত্র হইয়া আত্মাকে ক্ষেত্র, অসর্গ হইয়া আত্মাকে সর্গ, অতপা হইয়া আত্মাকে তপস্বী, অগতি অর্থাৎ গতাগতি-বিহীন হইয়া আত্মার গতি, সংসার-বিহীন হইয়া আত্মাকে সংসারী, অভয় হইয়া আত্মার ভয় এবং অক্ষর হইয়া আত্মা ক্ষর এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

বশিষ্ঠ-করাল-জনক সংবাদে ত্র্যধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩০৩॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! পুরুষ এইরূপে প্রকৃতি সংসর্গাধীন স্বীয় অজ্ঞতা ও অজ্ঞ জনের পরিচর্য্যাবশত অবসানে পতনশীল কোটি সহস্র সৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন এবং চিৎকলা-সহযোগে দেব, মনুষ্য ও তির্য্যক্-যোনিতেও মরণশীল নানা স্থান প্রাপ্ত হয়েন। পুরুষ এইরূপে প্রকৃতি সংযোগে মূঢ় হইয়া চন্দ্রমার ন্যায় পুনর্ব্বার সেই সহস্র ভূত-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিদাভাস-সহ মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এই পঞ্চদশ কলা-যোনি, সোম অর্থাৎ চিদাত্মা ষোড়শ কলা, সেই যোনিভূত পঞ্চদশ কলা ও সোমরূপ চিদাত্মা ষোড়শ কলার প্রভা নিত্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। পুরুষ অবিদ্যাবলে বুদ্ধি শূন্য হইয়া যোনি-ভূত সেই পঞ্চদশ কলাতে পুনঃ পুনঃ নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর, অন্যান্য ভূত সকল সেই জায়মান পুরুষের ধাম অর্থাৎ আনন্দরূপ ষোড়শ কলা অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। পরন্তু অতিশয় সূক্ষ্ম সেই ষোড়শ কলাকে সোম অর্থাৎ চিদাত্মারূপে অবগত হইবে, চিদাত্মা ইন্দ্রিয়গণের রক্ষিত নহেন, কিন্তু তিনিই সত্তা ও স্ফূর্ত্তি প্রদান-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পালন করিয়া থাকেন।

হে নৃপ-সত্তম! ষোড়শ কলা প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণ বলিয়া তদ্ব্যতিরেকে প্রাণিগণ কোন ক্রমেই জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, কেন না সেই ষোড়শ কলাই প্রাণিগণের সৃষ্টি কার্য্যের প্রকৃতি রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা কহেন যে, কার্য্যরূপা প্রকৃতির ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। যিনি সেই ষোড়শ কলাতে অর্থাৎ অব্যক্ত সংজ্ঞক প্রাকৃত দেহে মমতা করেন, সেই পঞ্চবিংশতিতম মহাত্মা পুরুষ বিমল বিশুদ্ধ চিন্ময় পরব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া সেই দেহে বারংবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, কদাচ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। ক্রমশ তিনি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জনগণের পরিচর্য্যা করিয়া শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হইয়া থাকেন।

হে পার্থিব! তিনি অসঙ্গ শুদ্ধাত্মা হইয়া "এই দেহ আমার" এইরূপ মনে করিলে অশুদ্ধ হয়েন এবং জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞজনের সেবা করিলে অজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর প্রতিকূল-জ্ঞান-বিহীন হইয়াও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিচর্য্যা অনুসারে ত্রিগুণান্বিত হইয়া থাকেন।

বশিষ্ঠ-করাল-জনক সম্বাদে চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায় ॥৩০৪॥

জনক কহিলেন, হে ভগবন্! যেমন লোকে স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ ইষ্ট, শাস্ত্রে অক্ষর ও ক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ তদ্রূপ উক্ত হইয়াছে; আর ইহলোকে যেমন পুরুষ ব্যতিরেকে স্ত্রী গর্ভ-ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ পুরুষও স্ত্রী ব্যতিরেকে আকৃতি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় না। অতএব সকল যোনিতেই পরস্পরের সম্বন্ধ ও পরস্পরের গুণ সংশ্রয়াধীন এইরূপে রূপ সকল নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরন্তু রতি নিমিত্ত ঋতুকালে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধ ও গুণ সংশ্রয়-বশত যেরূপে আকার উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছি। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! পিতা মাতার যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, তৎ সমস্তই বিভাগক্রমে সন্তানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, বেদ ও শাস্ত্র-মধ্যে কথিত আছে যে, অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এই তিনটি পিতা হইতে এবং ত্বক্, মাংস ও শোণিত এই তিনটি মাতা হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা জানি এবং শ্রবণ করিয়াছি; অতএব ইহা অবশ্যই প্রামাণ্য বলিয়া বোধ করিতে হইবে। কেন না, বেদ এবং শাস্ত্র-মধ্যে যাহা প্রমাণরূপে পঠিত হয়, তাহা এবং বেদ ও শাস্ত্র এই উভয়ই সনাতন প্রমাণ। পুরুষ প্রকৃতির জাড্যগুণ বোধ করিয়া দুঃখ অবলম্বন করেন এবং প্রকৃতি পুরুষের আনন্দাদি গুণগ্রাম বোধ করিয়া চৈতন্য অবলম্বন করেন। এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর গুণ-বোধ ও গুণ-সংশ্রয় করত উভয়ে নিত্য মিলিত হইয়াছে। অতএব হে ভগবন্! আমি দেখিতেছি যে, ইহাতে মোক্ষধর্ম্ম কোন মতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যদ্যপি অপর কোন মোক্ষ বিষয়ক নিদর্শন থাকে, তবে তাহা আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন; আপনি সতত প্রত্যক্ষদর্শী আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আমরা মোক্ষকামী, সুতরাং যাহা অনাময়, অদেহ, অজর, অতীন্দ্রিয়, ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত ও নিত্য তাহাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে নর-রাজ! আপনি বেদ ও শাস্ত্রের যে এই নিদর্শন বলিলেন এবং মনে মনে যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঐ রূপই বটে; পরন্তু আপনি বেদ এবং শাস্ত্র উভয়ের গ্রন্থই অভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যথাবৎ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যিনি বেদ এবং শাস্ত্রের গ্রন্থ অভ্যাসে অনুরক্ত হইয়া তাহার তত্ত্ব যথাবৎ গ্রহণ করিতে না পারেন, তাঁহার গ্রন্থ অভ্যাস বিফল। যিনি গ্রন্থের অর্থ অবগত হইতে না পারেন, তিনি কেবল গ্রন্থের ভার বহন করিয়া থাকেন। আর যিনি গ্রন্থের অর্থ যথার্থরূপে জানিতে পারেন, তাঁহার অভ্যাস বিফল হয় না। তাদৃশ অর্থবিৎ ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক গ্রন্থের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইলে, জিজ্ঞাসুজন যেরূপে তাহা বুঝিতে পারেন, তাঁহার তাহাকে সেইরূপ উপদেশ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থূল-বুদ্ধি পণ্ডিত-সভা-মধ্যে গ্রন্থের অর্থ কহিতে না পারে, সেই মন্দ-বুদ্ধি কিরূপে নিশ্চয় করিয়া গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিবে? যখন আত্ম-জ্ঞানীরাও যথাতথরূপে গ্রন্থের নিশ্চয় মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উপহাস প্রাপ্ত হয়, তখন অজ্ঞানীরা যে হাস্যাস্পদ হইবে, তাহার আর সংশয় নাই। অতএব, হে রাজেন্দ্র! সাংখ্য, যোগ ও মাহত্ম্য আত্ম-জ্ঞানীগণে ইহা যেমন যথাতথরূপে দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যোগীরা যাহা অনুভব করেন, সাংখ্যেরা তাহারই অনুগমন করিয়া

থাকেন ; অতএব যিনি যোগ এবং সাঙ্খ্য উভয়কেই এক জ্ঞান করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্।

হে তাত! ত্বক্, মাংস, শোণিত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয় সমুদায় স্ত্রী পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং স্ত্রী পুরুষের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ হইতে শরীর সম্পাদিত হয়, এই যে কথা পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, দ্রব্য হইতে দ্রব্য, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়, দেহ হইতে দেহ ও বীজ হইতে বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিরিন্দ্রিয়, বীজ-শক্তি শূন্য, নির্দ্রব্য, অদেহী, নির্গুণ মহাত্মা পুরুষ হইতে কিরূপে গুণ সকল উৎপন্ন হইবে? গুণ সকল গুণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব গুণ সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই লীন হয়। ত্বক্, মাংস, শোণিত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ু এই আটটি শুক্র-দ্বারা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব এই সকল প্রাকৃতিক বলিয়া জানিবেন। পুমান্ জীব, অপুমান্ বিয়দাদি পঞ্চ এবং প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমাতা এই লিঙ্গত্রয় প্রাকৃত। বিশুদ্ধ চিন্মাত্র লিঙ্গী ; প্রাকৃত, পুমান্ বা অপুমান্ কিছুই নহেন। যেমন, ঋতু সকল ফল এবং পুষ্পদ্বারা নিয়ত মূর্ত্তিমানরূপে অনুভূত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি অলিঙ্গ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ-লিঙ্গ মহদাদি কার্য্য-দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে অলিঙ্গ পুরুষও অনুমান-দ্বারা অনুভূত হয়। হে তাত! পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, লিঙ্গ মধ্যে নিয়তাত্মা, উৎপত্তি বিনাশ-রহিত, অনন্ত, সর্ব্বদর্শী, নিরাময় পুরুষ কেবল দেহাদি গুণ-সমূহে অধ্যাস-বশত গুণরূপে উক্ত হইয়াছেন। যিনি গুণবান্ তাঁহাতেই সংযোগাদি গুণ সকল বিদ্যমান থাকে, নির্গুণ আত্মাতে কোনরূপে উক্ত গুণ-সকল বিদ্যমান থাকিতে পারে না ; অতএব গুণদর্শী জনেরাই ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারেন। যখন কোন পুরুষ প্রাকৃত কামাদি গুণ সকল জয় করিবেন, তখন তিনি দেহাদিতে আত্ম-ভাবরূপ ভ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম পুরুষ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইবেন। সাঙ্খ্য এবং যোগীরা যাঁহাকে বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত, অবুদ্ধ-জড় অহঙ্কারাদির পরিহার জন্য বুধ্যমান, মহাপ্রাজ্ঞ, অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান গুণাতীত, গুণ-সম্বন্ধ রহিত, অন্তর্যামী, নিত্য সর্ব্ব কার্য্যের নিয়ন্তা, প্রকৃতি ও মহদাদি গুণ অপেক্ষা পঞ্চবিংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সাঙ্খ্য ও যোগমার্গে কুশল উচ্চাভিলাষী পণ্ডিতেরাই তাঁহাকে জানিতে পারেন। বাল্যাদি অবস্থা ও জন্ম ভয়ে ভীরু জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যখন প্রমাতা জীবকে যথাতথরূপে জানিতে পারিবেন, তখন তাঁহাদের জীব জ্ঞানের সমকালে ব্রহ্ম জ্ঞান উদিত হইবে।

হে অরি দমন! জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-জ্ঞানকে শাস্ত্র সম্মত, সম্যক্ ও পৃথক্ বলিয়া থাকেন এবং অজ্ঞানীরা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞানকে অশাস্ত্র, অসম্যক্ ও পৃথক্ বলিয়া থাকে। ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের নিদর্শন পরস্পর এইরূপ উক্ত হইয়াছে, পরন্তু পণ্ডিতেরা একমাত্র অবিনাশী পুরুষকে অক্ষর ও নানারূপ বিনাশীকে ক্ষর বলিয়া থাকেন। যখন, পুরুষ রজ্জু সর্পের ন্যায় ভ্রমাত্মক পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি ষড়্বিংশ আত্মার সাক্ষাৎকার করত, আত্মার একত্ব শাস্ত্র-সম্মত এবং নানাত্ব অশাস্ত্র ইহা বিশেষরূপে বিদিত হয়েন। তত্ত্ব জন্য এবং নিস্তত্ত্ব অজন্য উভয়ের নিদর্শন পৃথক্, পরন্তু মনীষিগণ পঞ্চবিংশতি সর্গকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পঞ্চবিংশাতিরিক্ত ষড়্বিংশ নিস্তত্ত্ব, আর পঞ্চবিংশত্যাত্মক সর্গের প্রত্যেক পাঁচটি পাঁচটি বর্গ বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই সত্য।

বশিষ্ঠ-করাল-জনক সম্বাদে পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩০৫॥

জনক কহিলেন, হে ঋষি-সত্তম! আপনি অনিত্য ক্ষর ও নিত্য অক্ষরের নানাত্ব ও একত্বরূপ যে দৃষ্টান্ত-দ্বয় প্রদর্শন করিলেন, তন্মধ্যে একত্বে বন্ধ ও মোক্ষ-বিষয়ক ব্যবস্থার অনুপপত্তি এবং নানাত্বে আত্ম নাশের প্রসঙ্গ. এতাদৃশ সংশয় আমি উভয় পক্ষেই অবলোকন করিতেছি। হে অনঘ! আমি স্থূল-বুদ্ধি-বশত অজ্ঞ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বুধ্যমান জীবাত্মার তত্ত্ব নিশ্চয়রূপে অবগত হইতে পারিতেছি না; আর আপনি ক্ষর ও অক্ষরের নানাত্ব একত্বরূপ যে কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, বুদ্ধির অস্থিরতা-নিবন্ধন তাহাও আমি নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে ভগবন্! পূর্ব্বোক্ত নানাত্ব, একত্ব, বুদ্ধ জ্ঞাতা, অপ্রতিবুদ্ধ প্রধানাদি, বুধ্যমান জীব, নিত্য অক্ষর, অনিত্য ক্ষর, বস্তু-তত্ত্ব বিবেক সাঙ্খ্য, চিত্তবৃত্তি নিরোধ-যোগ, পৃথক্ ভেদ ও অপৃথক্ অভেদ, এই সকল পুনরায় যথা-তথরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! আপনি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত আপনাকে বিশেষ করিয়া কহিব; সম্প্রতি আপনি আমার নিকট যোগ-কৃত্য পৃথক্‌রূপে শ্রবণ করুন। যোগিগণের যোগ অবশ্য কর্ত্তব্য, যোগরূপ ধ্যানই তাঁহাদিগের পরম বল; বিদ্যাবিৎ ব্যক্তিরা সেই ধ্যান চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম ভেদে দুই প্রকার কহিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে প্রাণায়াম সগুণ বিষয়ে ও চিত্তের একাগ্রতা নির্গুণ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। হে নরাধিপ! ভোজন, মূত্র ও পুরীষোৎসর্গ এই কাল ত্রয় ব্যতিরেকে পুরুষ অলস-শূন্য হইয়া সকল সময়েই যোগানুষ্ঠান করিবে। মতিমান্ মনুষ্যগণ শব্দাদি বিষয় সকল হইতে অন্তঃকরণ সহ ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করত শুচি হইয়া পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য নাশাপুটে বায়ু আকর্ষণ-পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর বায়ু-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাটে, ললাট হইতে ভ্রূ মধ্যে, ভ্রূ মধ্য হইতে নেত্রে, নেত্র হইতে নাশামূলে, নাশামূল হইতে জিহ্বায়, জিহ্বা হইতে কণ্ঠকূপে, কণ্ঠকূপ হইতে হৃদয় মধ্যে, হৃদয় হইতে নাভিদেশে, নাভিদেশ হইতে মেঢ্রে, মেঢ্র হইতে পুনরায় হৃদয়ে, হৃদয় হইতে গুহ্যে, গুহ্য হইতে ঊরুমূলে, ঊরু হইতে জানুমধ্যে, জানু হইতে চিতিমূলে. চিতিমূল হইতে জঙ্ঘায়. জঙ্ঘা হইতে গুল্‌ফে এবং গুল্‌ফ হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠে বায়ুর আকর্ষণ ও ধ্যান ধারণা-সমাধি এবং প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-জ্ঞান, এই দ্বাবিংশতি প্রকার প্রাণায়াম-দ্বারা মনীষিগণ যাঁহাকে সর্ব্ব শরীরে অবস্থিত ও অজর বলিয়া থাকেন, সেই চতু-র্বিংশতি তত্ত্বাতিরিক্ত জীবকে দ্বাবিংশতি প্রকারে প্রেরণ করিবে। রাজন্! আমরা এইরূপ শুনি-য়াছি যে, সেই দ্বাবিংশতি প্রকার প্রেরণ দ্বারাই আত্মাকে সতত জানিতে পারা যায় এবং ইহা নিশ্চয় আছে যে, যাঁহার চিত্ত কামাদি-দ্বারা কখন আহত হয় নাই, তাঁহারই এই যোগ-রূপ ব্রত অনু-ষ্ঠেয়, এতাদৃশ জন ভিন্ন অপরের অনুষ্ঠেয় নহে। যোগাচারী পুরুষ অল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্ব প্রকার সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশার প্রথম ও শেষ ভাগে আত্মাতে মনঃসংযোগ করিবে।

হে মিথিলেশ্বর! যিনি মনো-দ্বারা ইন্দ্রিয়-বর্গ স্থিরীকৃত করিয়া বুদ্ধি-দ্বারা চিত্ত স্থির করত পাষা-ণের ন্যায় নিশ্চল, স্থাণু-প্রায় অকম্প ও গিরিবৎ অবিচল হইতে পারেন, বিধি ও বিধানবিৎ বুধগণ তাঁহাকেই যোগী বলিয়া থাকেন। আর যিনি সমাধি সময়ে শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন, দর্শন ও স্পর্শন-প্রভৃতি বিষয় জ্ঞান এবং অন্য বিষয়ক মনন ও অভিমান-শূন্য হইয়া কাষ্ঠপ্রায় কোন বিষয় বোধ না করেন, মনীষিগণ তাঁহাকে বিশুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন যোগী বলিয়া থাকেন। যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে প্রজ্বলিত প্রদীপ ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্‌গতি-বিহীন হইয়া অবি-চলিত রূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সমাধিস্থ পুরুষ

সমাধি সময়ে বুদ্ধি-প্রভৃতি অন্তঃকরণ ধর্ম্ম-রহিত হইয়া নিশ্চল ভাবে প্রকাশিত হয়েন। হে তাত! যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়স্থ অন্তরাত্মার 'অহং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি মাদৃশ জনগণ-কর্ত্তৃক অভিহিত হয় না, সমাধি সময়ে সমাধিস্থ পুরুষ সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পান। তৎকালে বিধূম পাবক, রশ্মিমান্ সূর্য্য ও আকাশস্থ বৈদ্যুতাগ্নির ন্যায়, আত্মা যোগিজনের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যখন মহাত্মা ধৃতিমান্ মনীষি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেই অযোনি অমৃত স্বরূপ পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে সূক্ষ্মতর মহত্তর, পরম-তত্ত্ব সর্ব্বভূতে বিদ্যমান ও সকলের অগোচর এই কথা কহিয়া থাকেন। হে তাত! জ্ঞানরূপ দ্রবিণ-সম্পন্ন মানব মনোময় দীপ-দ্বারা মহান্ তমোগুণের পরপারে অবস্থিত ঈশ্বরাতিরিক্ত ভূরাদি ভুবনের কর্ত্তা, সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন। সর্ব্বজ্ঞ বেদ-পারগ বিপ্রগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, সেই নির্ম্মল তমো-বিহীন বাক্য মনের অগোচর নিরুপাধি-ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে তিনি সংসার-পাশ-ছেদন করেন।

হে রাজন্! আমি যাহা বলিলাম, ইহাকেই যোগ কহে, ইহা ভিন্ন যোগের লক্ষণ আর কিছুই নাই। এই যোগ-বলেই মহাত্মা যোগিগণ সর্ব্বদর্শী অজর সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাত! আমি আপনার নিকট এই পর্য্যন্ত যোগ জ্ঞান যথাবৎ বর্ণন করিলাম; পরন্তু, যাহা-দ্বারা ভ্রম সকল দূরীকৃত হইয়া পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হয়, সেই সাঙ্খ্য জ্ঞান পুনরায় আপনাকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে রাজ-সত্তম! আমরা শুনিয়াছি, যে প্রকৃতিবাদী আত্মদর্শী সাঙ্খ্যেরা প্রথমাপ্রকৃতিকে অব্যক্ত কহেন এবং তাহা হইতেই দ্বিতীয় মহৎ, মহৎ হইতে তৃতীয় অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, এই কথা কহিয়া থাকেন। অব্যক্ত অবধি পঞ্চ তন্মাত্র পর্য্যন্ত এই আটটিকে প্রকৃতি এবং অন্তঃকরণ-সহ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত এই ষোলটিকে বিকার কহে। ইহার মধ্যে বিয়দাদি পঞ্চভূত বিশেষরূপে এবং অবশিষ্ট একাদশটি স্বীয় স্বীয় বিষয় শব্দাদির প্রকাশক বলিয়া ইহারা ইন্দ্রিয়রূপে উক্ত হইয়াছে। নিয়ত সাঙ্খ্য-পথানুরত মনীষি বিধি বিধানবিৎ বুধগণ সাঙ্খ্য-মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের এই পর্য্যন্তই বিচার করিয়াছেন। হে নৃপ-সত্তম! যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু তাহাতেই লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টি কালে প্রাণিগণ অন্তরাত্মা হইতে অনুলোম ক্রমে উৎপন্ন হইয়া প্রতিলোমে লীন হয়। এইরূপে গুণ সমস্ত সাগর-সম্ভূত ঊর্ম্মি-মালার ন্যায় নিয়ত গুণেতেই উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! সর্গ প্রলয় কেবল এই মাত্র নহে, পরন্তু প্রকৃতি প্রভৃতিরও উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়কালে পুরুষের একত্ব ও সৃষ্টিকালে তাঁহার নানাত্ব হয়, জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা এইরূপই বিদিত আছেন। অব্যক্ত প্রকৃতিই এই একত্ব ও নানাত্বের নিদর্শন, অতএব যিনি প্রকৃতির অর্থ প্রকৃতরূপে অবগত হয়েন, তিনিই একত্ব ও নানাত্বের কারণ বুঝিতে পারেন।

হে রাজেন্দ্র! চিদাত্মা প্রসবাত্মিকা প্রকৃতিকে বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতিই ক্ষেত্ররূপে উক্ত হইয়াছে, মহাত্মা পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ তাহাতেই অধিষ্ঠান করেন বলিয়া যোগিগণ পুরুষকে অধিষ্ঠাতা কহিয়া থাকেন। আমরা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, ক্ষেত্র সকলের অধিষ্ঠান নিবন্ধন পুরুষ অধিষ্ঠাতা হয়েন এবং তিনি অব্যক্ত প্রকৃতিকে ক্ষেত্র-জ্ঞান করেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। আর শাস্ত্রে ইহা কথিত আছে যে, যখন পুরুষ প্রাকৃতিক পুর্য্যষ্টক ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি পরস্পর পৃথক্‌রূপে উক্ত হয়। অব্যক্ত ক্ষেত্র, পঞ্চবিংশতি-

তম পুরুষ জ্ঞাতা, অতএব জ্ঞান ও জ্ঞেয় পরস্পর পৃথক্; ইহার মধ্যে অব্যক্ত জ্ঞান ও পঞ্চবিংশতি পুরুষ জ্ঞেয়রূপে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে অব্যক্তকে ক্ষেত্র, সত্ত্ব, অর্থাৎ বুদ্ধি ও ঈশ্বর বলিয়া থাকে; আর সেই পঞ্চবিংশ পুরুষকে ঈশ্বরাতিরিক্ত, নিত্য অপরোক্ষ ও তত্ত্ব অর্থাৎ অনারোপিত স্বরূপ কহিয়া থাকে। রাজন্! সাঙ্খ্য দর্শন এইমাত্র, এই দর্শন অনুসারে সাঙ্খ্যেরা স্থূল সূক্ষ্মক্রমে চিদাত্মাতে যে জগৎ প্রপঞ্চ প্রলীন হয়, তাহা সাক্ষাৎকার করেন এবং প্রকৃতিকে জগৎ কারণ কহেন। আর তাঁহারা প্রকৃতিসহ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের যথাবৎ পরিসংখ্যা করিয়া পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে নিস্তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। পঞ্চবিংশতিতম বুধ্যমান জীব অপ্রবুদ্ধ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া আত্ম সাক্ষাৎ করিতে পারিলে তিনি কেবল শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন।

হে রাজন্! আমি তোমার নিকট এই পর্য্যন্ত সম্যক্-দর্শন যথাবৎ বর্ণন করিলাম, লোকে ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিলে অবশ্যই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারকেই সম্যক্-দর্শন কহে; রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অব্রহ্ম দর্শন ভ্রান্তি দর্শন, তাহা সম্যক্ দর্শন নহে। যেমন নির্গুণ পুরুষ হইতে বিভিন্ন মহদাদি ব্যবহারিক প্রথানুসারে দৃশ্যত্ব-নিবন্ধন প্রত্যক্ষরূপে পরিগণিত হয়, তদ্রূপ নির্গুণ পুরুষেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মদর্শী বিদেহ মুক্ত পুরুষদিগের পুনরাবৃত্তি নিবারিত হয়, আর সদেহ-মুক্তদিগের অক্ষরত্ব-নিবন্ধন সত্য কাম ও সত্য সংকল্পাদি ঐশ্বর্য্য, সমাধিকালীন নিরুপাধিক সুখ ও অব্যয়-ভাব লাভ হইয়া থাকে। হে অরি-দমন! যাঁহারা একমাত্র পরমাত্ম দর্শন ভিন্ন নানা বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা সম্যক্‌দর্শী হইতে পারেন না; প্রত্যুত তাঁহারা পুনঃপুন শরীর ধারণ করত ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন; আর যাঁহারা অর্থ সহ এই বাক্যজাত বিশেষরূপে অবগত হইবেন, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা-বশত শরীরের বশবর্ত্তী হইবেন না। রাজন্! অব্যক্ত সর্ব্ব ও পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ অসর্ব্বরূপে উক্ত হইয়াছেন; অতএব যাঁহারা এই অসর্ব্ব পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের আর সংসার দুঃখ ভোগ হয় না।

বশিষ্ঠ-করাল-জনক সংবাদে ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩০৬॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে নৃপ-সত্তম! আমি আপনার নিকট এই পর্য্যন্ত সাঙ্খ্য দর্শন বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি পুনরায় বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পণ্ডিতেরা সর্গ ও প্রলয়-ধর্ম্ম-যুক্ত অব্যক্তকে অবিদ্যা এবং সর্গ ও প্রলয়-ধর্ম্ম-শূন্য পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে বিদ্যা বলিয়া থাকেন। হে তাত! আর ঋষিগণ সাঙ্খ্য শাস্ত্রের সম্যক্ নিদর্শন-স্বরূপ পরস্পরের বিদ্যা যেরূপ কহিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি শ্রবণ করুন। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়, বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিদ্যা বিশেষ অর্থাৎ বিষয়াদি পঞ্চ স্থূল-ভূত, বিশেষের বিদ্যা মন, মনের বিদ্যা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ ভূতের বিদ্যা অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব মহদাদি তত্ত্ব সকলের বিদ্যা, অব্যক্ত পরমেশ্বরী প্রকৃতি, এই বিদ্যা সর্ব্বজনের জ্ঞেয়, অতএব ইহাতে পরম-বিধি উক্ত হইয়াছে; অব্যক্তের পরম বিদ্যা পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ। হে পার্থিব! সর্ব্ব জ্ঞানের জ্ঞেয়, সর্ব্ব অব্যক্ত ইহা কথিত হইয়াছে; আর অব্যক্ত জ্ঞান, পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ জ্ঞেয় এবং অব্যক্ত জ্ঞান, পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ জ্ঞাতা, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

হে রাজন্! আমি বিদ্যা ও অবিদ্যা যথাতথরূপে আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; পরন্তু পূর্ব্বে ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ

করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ করুন। অনাদি নিবন্ধন প্রকৃতি ও জীব উভয়েই অক্ষররূপে উক্ত হইয়াছে, আর, ভূত-সহ বিজ্ঞানঘন আত্মারও নাশ হয়, এই শ্রুতি হেতু প্রকৃতি ও জীব উভয়েই ক্ষররূপে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার যাদৃশ জ্ঞান তদনুসারে আমি ইহার কারণ যথাতথরূপে বলিতেছি। ব্রহ্ম-দর্শী বিপ্রগণ এই প্রকৃতি ও জীব উভয়কেই অনাদি নিধন, ঈশ্বর ও তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং সর্গ ও প্রলয়-ধর্ম্ম-বশত মহদাদি গুণ-সমুহের সৃষ্টি নিমিত্ত পুনঃপুন বিকৃত এই অব্যক্তকে অক্ষর বলিয়া থাকেন। আর পরস্পর অধিষ্ঠান-বশত পঞ্চবিং-শতি চিদাভাস জীব ও মহদাদি গুণ সমুহের উৎপত্তি স্থান বলিয়া ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন; সুতরাং জীবকেও অক্ষর বলিতে হইবে। হে তাত! যখন, যোগিগণ অব্যক্ত আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মে গুণ সকল বিলীন করেন, তখন সেই গুণের সহিত পঞ্চবিংশতিতম পুরুষও লীন হয়েন। যেমন মহদাদি গুণ সকল প্রকৃতিতে লীন হইলে, তৎকালে যখন কেবল একমাত্র প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ, পঞ্চবিংশ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষও স্বীয় উৎপত্তি স্থান ষড়্বিংশ পরব্রহ্মে লীন হইলে তৎকালে এক-মাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন। হে বিদেহ-রাজ! যখন পঞ্চবিংশ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ নির্গুণ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, তখন মহদাদি গুণ-সম্বলিত অব্যক্ত প্রকৃতি ও দেহাশ্রিত প্রত্যেক শ্রোত্রাদি-গুণ-সমুহে অবিদ্য-মান-বশত ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞও ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু আমরা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষেত্র-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি জ্ঞান-শূন্য হইলেই স্বভাবত নির্গুণ হয়েন। হে রাজন্! এই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বভাবত ক্ষর হইয়াও নির্ব্বিকল্প সমাধি সময়ে যখন গুণবতী প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বোধ করেন, তখন আপনার নির্গুণত্ব বুঝিতে পারেন। আর যখন ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানবান্ হইয়া "আমি অন্য এবং প্রকৃতি আমা হইতে ভিন্ন" এইরূপ বোধ করেন, তখন প্রকৃতি পরিত্যাগ জন্য তিনি কেবল বিশুদ্ধ-রূপে অবস্থিতি করেন। হে রাজেন্দ্র! প্রকৃতি পরি-ত্যক্ত হইলেই এই ক্ষেত্রজ্ঞ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ সংজ্ঞা ও মিশ্র ভাব পরিত্যাগ করেন; কেন না, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতির সহিতই মিশ্রিত হইয়া থাকেন। পরন্তু যখন ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাকৃত গুণ-সমুহকে ঘৃণাস্পদ বলিয়া বোধ করেন, তখন তিনি পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। প্রত্যুত তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় যে, "আমি কি করিলাম? মৎস্য যেমন অজ্ঞান বশত বাগুরার অনুবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ আমি ইহ-লোকে এই কালরূপ প্রাকৃত দেহের অনুবর্ত্তী হই-তেছি? মৎস্য যেমন সলিলকে ইহাই আমার জীবন, এইরূপ জ্ঞান করিয়া এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদের অনুবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ আমিও মোহ-বশত এক দেহ হইতে দেহান্তরের অনুবর্ত্তী হইতেছি। অপিচ, মৎস্য যেমন অজ্ঞান-নিবন্ধন সলিল হইতে আত্মাকে পৃথক্ বোধ করে না, তদ্রূপ আমিও অজ্ঞানাধীন আত্মাকে পুত্রাদি হইতে পৃথক্ বোধ করিতেছি না। অতএব আমি অজ্ঞ আমাকে ধিক্! কেন না, আমি মোহ-বশত বিপদ্গ্রস্ত এই দেহের বারংবার অনুবর্ত্তী হইতেছি। আমি যে সে হই না কেন, এই সংসারে ইনিই আমার সখা; ইহাঁর সহিত আমার যোগ্যতা আছে, ইহাঁর সহিত আমি সমতা ও একত্ব লাভ করিয়াছি এবং ইহাঁর সহিত আমি আপনার সাদৃশ্য দেখিতেছি। ইনি নিষ্কপট, আমি এইরূপ; কেননা অজ্ঞান-বশত আমি এই জড় স্বভাব প্রকৃ-তির সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি নিঃসঙ্গ হইয়াও সসঙ্গ প্রকৃতির সহিত এই কাল-স্বরূপ দেহে অবস্থান করিতেছি এবং এই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া এই দেহ যে কাল-স্বরূপ তাহা জানিতে পারিতেছি না। উত্তম দেব, মধ্যম মনুষ্য ও অধম তির্য্যক্‌রূপে বিকৃত সেই প্রকৃতিতে আমি কিরূপে অবস্থান করি; ইনি

এইরূপ, সম্প্রতি ইহাঁর সহিত আমার সহবাস হইলে কখনই আমি আত্মাকে জানিতে পারিব না; অতএব বঞ্চনা-পূর্ব্বক কালরূপ এই প্রকৃতির সহবাস পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি যে নির্ব্বিকার হইয়াও বিকার-স্বভাব প্রকৃতি-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কোন অপরাধ নাই, আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে। আমি যখন অজ্ঞান-বশত বাহ্য বিষয় ভোগ করিবার অভিলাষে এই প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়াছি; তখন সুতরাং অমূর্ত্ত হইয়াও আমাকে নানা মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে হইতেছে। যদিও আমি অমূর্ত্ত, তথাপি প্রাকৃত মমতানুসারে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ইহলোকে তত্তৎ যোনিতে নিপতিত হইয়াছি। আমি স্বভাবত নির্ম্মম হইলেও তত্তৎ যোনিতে বর্ত্তমান থাকাতে আমার চিত্ত মমতা-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় আমার কত যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা অবক্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রকৃতিতে আর আমার প্রয়োজন নাই, যেহেতু এই প্রকৃতি অহঙ্কার-দ্বারা আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম সকল আবরণ করত বহু শরীরে বিভক্ত করিয়া বারংবার আমাকে সংসারে নিযুক্ত করিতেছে। যে মমতা অহঙ্কার-দ্বারা নিয়ত আত্মার বুদ্ধত্বাদি ধর্ম্ম আবরণ করে, তাহা এই প্রকৃতিতে বিদ্যমান্ থাকুক, আমি যে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি; অতএব আমি প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাময় নির্দ্বন্দ্ব পরমাত্মাকে আশ্রয় করিব। এই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে অবশ্যই আমার মঙ্গল হইবে, অতএব ইহাঁর সহিত সমতা লাভ করিব; কদাচ জড়-স্বভাবা প্রকৃতির সহিত সংসর্গ করিব না। যে পঞ্চবিংশ পুরুষ এইরূপে অনাময় পরমাত্মাকে বুঝিতে পারিবেন, তিনি পরমাত্ম-বোধ হেতু ক্ষরকে পরিত্যাগ করিয়া অক্ষরত্ব লাভ করিবেন। হে মৈথিল! অব্যক্ত ও ব্যক্তধর্ম্মা সগুণ ও নির্গুণ ইহার মধ্যে যিনি অব্যক্তের ও আদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

রাজন্! ক্ষর ও অক্ষরের শ্রুতি বিহিত অনুভবযুক্ত জ্ঞান-সম্পন্ন সূক্ষ্ম নিঃসন্দিগ্ধ নির্দ্দোষ এই নিদর্শন আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; পুনরায় যথাশ্রুত সেই বিষয় আপনাকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শাস্ত্র-দ্বয়ের অনুভব অনুসারে সাঙ্খ্য ও যোগ উভয়ই সৎ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; পরন্তু সাঙ্খ্যোক্ত যে শাস্ত্র তাহাই যোগ-দর্শন ইহা নিশ্চয় জানিবেন। হে অবনী-পাল! আমি শিষ্য সকলের হিত-কামনায় তাহাদিগের নিকট প্রবোধনকর এই সাঙ্খ্য-জ্ঞান বিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছি। বিদ্বান্ পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে বৃহৎ ও ধীমান্ শিষ্যগণের আশু-সিদ্ধিপ্রদ কহিয়া থাকেন; অতএব যোগীরা বেদ এবং এই শাস্ত্রে বহুতর সমাদর করেন। হে নরাধিপ! সাঙ্খ্যেরা সাঙ্খ্য শাস্ত্রে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের যাহা পরম-তত্ত্ব তাহাই যথাবৎ বর্ণন করিয়াছেন। সাঙ্খ্যেরা কহেন, যে লোকে অজ্ঞান-বশত নিত্য প্রবুদ্ধ পরমাত্মা ও জীবের একত্ব স্বরূপত জানিতে না পারিয়া উভয়ের ভেদ-কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক যোগে জীব ব্রহ্মের একত্ব অনুভূত হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ-করাল-জনক সংবাদে সপ্তাধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩০৭॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! অনন্তর, বুদ্ধ পরমাত্মা ও সত্ত্বাদি গুণ সকলের বিধি কর্ত্তা অবুদ্ধ জীবের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। পরমাত্মা মায়া-দ্বারা আপনাকে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, বিরাট, সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীরূপে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই সকল রূপ যথার্থ বলিয়া বোধ করেন। তৎকালে বুধ্যমান জীব "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এইরূপ অভিমান অনুসারে সত্ত্বাদি গুণ সকল ধারণ

করত সৃষ্ট্যাদির কর্তৃত্বরূপে বিকৃত হইয়া বুদ্ধ পর-ব্রহ্মকে প্রকৃতরূপে বোধ করিতে পারেন না।

হে জননাথ! জীব ইহলোকে ক্রীড়ার্থ বারংবার বিকৃত হইয়া থাকেন এবং কার্য্যসহ অজ্ঞান অর্থাৎ "এই ঘট, আমি আপনাকে জানিনা" এই প্রকার অবিদ্যা কার্য্য ঘটাদির এবং আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের অনুভব করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বুধ্যমান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাত! অব্যক্ত অচেতন বলিয়া কোন্ বস্তু সগুণ, কোন্ বস্তু নির্গুণ, তাহা কোন প্রকারে বোধ করিতে সমর্থ হয়েন না; তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে অপ্রতিবুদ্ধ বলিয়া থাকেন। শ্রুতিতে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, অব্যক্ত প্রকৃতি যদিও পঞ্চবিংশ বুধ্যমান জীব সসঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন, তথাপি অসঙ্গ ষড়্‌বিংশ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না। পুরুষ অস্ফুট অবিকারী হইলেও সসঙ্গত্ব-নিবন্ধন লোকে তাঁহাকে মূঢ় বলিয়া থাকে; আর মহাত্মা পঞ্চবিংশ পুরুষ কার্য্যসহ অজ্ঞান অর্থাৎ "এই ঘট, আমি আপনাকে জানি না" এইরূপ অবিদ্যা কার্য্য ঘটাদির এবং আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের অনুভব করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বুধ্যমান কহিয়া থাকে। তজ্জন্য ইনি পরমাত্মাকে বোধ করিতে পারেন না; পরন্তু কেবল চৈতন্য-স্বরূপ নির্ম্মল বুদ্ধ অপ্রমেয় সনাতন ষড়্‌বিংশ পরমাত্মা সতত চতুর্ব্বিংশ অব্যক্ত ও পঞ্চবিংশ পুরুষকে বোধ করিতে সক্ষম হয়েন। হে তাত! যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থে নিয়ত স্ব-স্বরূপে অনুগত থাকেন, সেই কেবল সৎমাত্রই ষড়্‌বিংশ শব্দে উক্ত হইয়াছেন; অতএব মনীষিগণ এই সজীব শরীরস্থ সেই ষড়্‌বিংশকে অব্যক্ত ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করেন। বুধ্যমান জীব যখন আপনাকে 'আমি অন্য' এইরূপ জ্ঞান করেন, তখন কেবল সৎ-স্বরূপ ষড়্‌বিংশ, পঞ্চবিংশ পুরুষ ও চতুর্ব্বিংশ অব্যক্ত-প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করেন না। এই জীব যখন অব্যক্ত প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।

হে রাজ-শার্দ্দূল! সেই ব্রহ্ম-বিষয়িণী বিদ্যার উদয় হইলে জীব ষড়্‌বিংশ-ধর্ম্ম বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্গ ও প্রলয়-ধর্ম্মিণী প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যিনি নির্গুণ হইয়া সগুণ অচেতন-প্রকৃতিকে জানিতে পারেন, তিনি ষড়্‌বিংশ হয়েন; অতএব অব্যক্ত-প্রকৃতির সাক্ষাৎকার হইলেই জীব ষড়্‌বিংশ হইয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, জীব উপাধি-ত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া ষড়্‌বিংশের সহিত মিলিত হইলে অজর ও অমর, অনারোপিতরূপ, নিত্য অপরোক্ষ পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়েন। হে মানদ! ষড়্‌বিংশ পরমাত্মা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শরীরাদি তত্ত্ব-সমূহের আশ্রয় হইলেও তত্ত্বরূপে পরিগৃহীত হইবেন না; কেননা মনীষিগণ পঞ্চবিংশ পর্য্যন্তই তত্ত্ব কহিয়া থাকেন। হে তাত! কার্য্য ও কারণরূপ উপাধি-বিহীন জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মে কার্য্য-ভূত মহদাদি তত্ত্ব সকল কদাচ বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কেন না ইনি স্বকীয় তত্ত্ব বুদ্ধত্ব লক্ষণ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ বৃত্তিও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। জীবের অন্তঃকরণ-বৃত্তি সতত ষড়্‌বিংশাকারে পরিণত হইলে, তিনি অজর ও অমর হইয়া বল-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই কেবল ষড়্‌বিংশের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়েন। জীব প্রবোধ-স্বরূপ ষড়্‌বিংশ পরব্রহ্ম-কর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও অজ্ঞানবশত সেই পরব্রহ্মকে জানিতে না পারায়, সেই অজ্ঞান অনুসারে নানাত্ব অর্থাৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়; ইহা সাঙ্খ্য ও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। আর জ্বরাত্মক জীব, যখন চৈতন্য-যুক্ত হইয়া আপনাকে "অহং" ইত্যাকারে বোধ না করেন, তখনই তাঁহার একত্ব হইয়া থাকে। হে মিথিলাধিপতি নরেন্দ্র! সুখাদি সংসর্গী অহঙ্কারাভিমানী জীব, যখন জ্ঞানের অগোচর সেই ষড়্‌বিংশের সহিত

সমতা লাভ করেন; তখনই তিনি নিঃসঙ্গ হয়েন। পরন্তু যখন জীব, অজ নিঃসঙ্গ সর্ব্বব্যাপী ষড়্বিংশকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষরূপে তাঁহাকে বোধ করিতে পারেন, তখনই তিনি অব্যক্ত-প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইরূপে ষড়্‌বিংশ বোধ হইলে, সুতরাং তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অসার বলিয়া বোধ হয়।

হে অনঘ! শ্রুতি বিহিত অনুভব অনুসারে আমি আপনার নিকট অপ্রতিবুদ্ধ, ক্ষর বুধ্যমান ও অক্ষর বুদ্ধ ঈশ্বরের বিষয় যথাবৎ বর্ণন করিলাম, পরন্তু এইরূপ শাস্ত্রানুসারে নানাত্ব ও একত্বের বিবরণ অনুভব করিবেন। যেমন উড়ুম্বরের সহিত মশকের এবং মৎস্যের সহিত সলিলের পরস্পর বিভিন্নতা উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির সহিত পুরুষের পার্থক্য ও নানাত্ব একত্ব অবগত হইবেন। পরন্তু সাঙ্খ্য শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারিলেই তাঁহার মুক্তি এবং তৎকালেই একত্ব ব্যবহৃত হয়, নতুবা তাঁহার নিয়ত নানাত্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবিগণ কহেন যে, এই পঞ্চবিংশ পুরুষের দেহ-মধ্যে যে চৈতন্য-স্বরূপ ষড়্‌বিংশ বিদ্যমান রহিয়াছেন; অব্যক্ত অজ্ঞান ও অজ্ঞানের বিষয় মহদাদি হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিতে হইবে। আর এইরূপ নিশ্চয় আছে যে, অজ্ঞান নাশ হইলেই সেই ষড়্‌বিংশ পরমাত্মা মুক্ত হয়েন, নতুবা তাঁহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই চিদাত্মা জীব ইহলোকে ক্ষেত্রের সহিত একীভূত হইয়া ক্ষেত্র ধর্ম্মা হয়েন এবং শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ-ধর্ম্মা, মুক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিমুক্ত-ধর্ম্মা, বিয়োগ-ধর্ম্মি সহযোগে বিমুক্তাত্মা, বিমোক্ষি সংসর্গে বিমোক্ষ, শুচি-কর্ম্মা সহবাসে শুচি, বিমলাত্মার সহিত একত্রিত হইয়া বিমলাত্মা, কেবল সম্বলিত হইয়া কেবলাত্মা ও স্বতন্ত্র সংযোগে স্বতন্ত্র হইয়া স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই যথার্থ তত্ত্ব যথাবৎ বর্ণন করিলাম; আপনি মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া বিশুদ্ধ আদ্য সনাতন পরব্রহ্ম-স্বরূপ এই অর্থ পরিগ্রহ করুন। রাজন্! বেদ-মার্গে শ্রদ্ধাহীন প্রাণিগণ প্রণত হইলে প্রবোধ জন্য তাহাদিগকে এবং তত্ত্ব রস-পিপাসু ব্যক্তিগণকে আপনি জ্ঞানের কারণ পরম তত্ত্ব প্রদান করিবেন; কিন্তু অনৃতাত্মা, শঠ, ক্লীব, কুটিল-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও পর-পীড়ক ব্যক্তিদিগকে ইহা কদাচ প্রদান করিবেন না। পরন্তু যাদৃশ জনগণকে ইহা অবশ্য দেয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে নরেন্দ্র! যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, গুণবান্, নিয়ত পরাপবাদ হইতে বিরত, বিশুদ্ধ যোগ ব্রত, পণ্ডিত, ক্রিয়াবান্, ক্ষমাশালী, লোক-হিতৈষী, পুণ্যশীল, বিধিপ্রিয়, বিবাদ-বিহীন, বিজ্ঞ, হিতকারী জনে ক্ষমাবান্ শম ও দম-গুণে আশক্ত তাঁহাদিগকেই এই বিশুদ্ধ পরম তত্ত্ব প্রদান করিবেন, এতাদৃশ গুণ-শূন্য লোক সকলকে ইহা দান করিবেন না। কেন না, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, যিনি নির্গুণ অপাত্রে এই পরম তত্ত্ব দান করেন, তিনি কখনই শ্রেয়ো লাভে সমর্থ হয়েন না; অতএব হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি কোন ব্রত-বিহীন ব্যক্তি আপনাকে এই রত্ন-পরিপূর্ণা পৃথিবী প্রদান করেন, তথাপি তাঁহাকে ইহা দান করিবেন না, জিতেন্দ্রিয় জনকেই দান করিবেন। হে মহারাজ করাল! অদ্য আপনি আমার নিকট যে এই উৎপত্তি-স্থিতি-বিহীন শোক-শূন্য পরম পবিত্র অক্ষর পরব্রহ্মের বিষয় শ্রবণ করিলেন, তাহাতে আপনার আর কিছুমাত্র ভয় নাই; আপনি তত্ত্ব-জ্ঞান বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া জন্ম-মরণ-শূন্য নিরাময় ভয়-বিহীন শিবদ অপরিসীম সেই পরব্রহ্ম সন্দর্শন করত মোহ ও বিষয় সকল পরিত্যাগ করুন।

হে নরাধিপ! যেমন অদ্য আপনি আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া আমার নিকট এই সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, তদ্রূপ আমি অতি যত্ন-সহকারে

সেই উগ্রচেতা হিরণ্য-গর্ভ সনাতন ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এই পরব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। হে নরেন্দ্র! যেমন অদ্য আপনি আমাকে মোক্ষবিৎ ব্যক্তিদিগের পরম-পদ এই মহৎজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিয়া আমার নিকট হইতে লাভ করিলেন, তদ্রূপ আমি সেই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহারাজ পাণ্ডু-নন্দন! পঞ্চবিংশ জীবের যাহা হইতে পুনরাবৃত্তি নিবারিত হয়, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের বচনানুসারে আমি সেই অক্ষর পরব্রহ্মের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। রাজন্! বুধ্যমান জীব অজরামর অক্ষর পরব্রহ্মের তত্ত্ব যথাবৎ অবগত হইয়া চরম-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে তাত! দেবর্ষি নারদের নিকট আমি এই নিঃশ্রেয়সকর পরম জ্ঞান যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা অবিকল তোমাকে কহিলাম। মহাত্মা বশিষ্ঠ প্রথমতএই সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মা হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তদনন্তর ঋষি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ হইতে দেবর্ষি নারদ ও নারদ হইতে আমি প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে কহিলাম। হে কৌরবেন্দ্র! তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া আর শোক করিও না। রাজন্! যিনি ক্ষর ও অক্ষর প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারেন, তাঁহার কুত্রাপি ভয় থাকে না; আর যিনি ইহা প্রকৃতরূপে বুঝিতে না পারেন, তাঁহার সর্ব্বত্রই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। হে ভারত! জীব অজ্ঞান-নিবন্ধন মূঢ় ও বারংবার বিপন্ন হইয়া জীবনান্তে মরণ শীল সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ করিয়া থাকেন। যদ্যপি কালক্রমে শুদ্ধ হইয়া সেই অজ্ঞান-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন; তাহা হইলে ক্রমশ তির্য্যক্ হইতে মনুষ্য ও মনুষ্য হইতে সুর লোকে সুখ ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন।

হে রাজন্! ভয়ঙ্কর অজ্ঞান সাগরের অগাধ অর্থাৎ গভীরতা অব্যক্ত-প্রকৃতি, প্রাণিগণ অহরহ সেই অব্যক্তরূপ অগাধে নিমগ্ন হইয়া থাকে। যখন তুমি অব্যক্তরূপ সেই অগাধ হইতে উত্তীর্ণ হইলে, তখন সুতরাং রজ ও তমোগুণ হইতে বিরত হইবে।

বশিষ্ঠ-করাল-জনক সম্বাদে অষ্টাধিক
ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩০৮ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, বসুমান্ নামে কোন এক জনক-নন্দন মৃগয়ার্থ বিজন-বন মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে বিপ্র-প্রধান ভৃগু-পুত্র ঋষিকে দেখিতে পাইলেন, অনন্তর বসুমান্ ঋষি-শ্রেষ্ঠ উপবিষ্ট সেই মুনিকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করত মুনির আদেশানুসারে তথায় উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবন্! অনিত্য দেহে বাসনা-বিশিষ্ট ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে কোন্ কার্য্য শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন। সেই মহাত্মা মহাতপা ভৃগু নন্দন জনক-পুত্র বসুমান্ কর্ত্তৃক এইরূপে সৎকৃত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে শ্রেয়স্কর এই বাক্য সকল কহিতে লাগিলেন।

ঋষি কহিলেন, হে জনক-নন্দন! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ইহলোক বা পরলোকে মনের অপ্রতিকূল কার্য্য সকল করিবে এবং প্রাণিগণের প্রতিকূল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। হে তাত! সাধু পুরুষ সকলের ধর্ম্ম হিতকারী, ধর্ম্ম তাঁহাদিগের আশ্রয় এবং ধর্ম্ম হইতেই চরাচর-সহ লোক-ত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। হে মধুর-রসাভিলাষিন্! তোমার কি কামনায় বিতৃষ্ণা ঘটে না? হে দুর্বুদ্ধে! তুমি কেবল মধু দেখিতেছ, মধুর পতন অনুধাবন করিয়া দেখিতেছ না?

জ্ঞান-ফলার্থী মানব যেমন জ্ঞানের পরিচয় করিবেন, তদ্রূপ ধর্ম্ম-ফলার্থী পুরুষও ধর্ম্মের পরিচয় করিবেন। ধর্ম্ম-কাম অসাধু লোকদিগের বিশুদ্ধ

কর্ম্ম করা অতি দুষ্কর; কিন্তু ধর্ম্ম-কাম সাধু সকলের দুষ্কর কর্ম্মও সুকর হইয়া থাকে। সাধুলোক বনে থাকিয়া গ্রাম্য লোকের ন্যায় গ্রাম্য-সুখ ভোগ করিতে পারেন এবং গ্রামে থাকিয়াও বনবাসীদিগের ন্যায় বন্য-সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। হে জনক-নন্দন! তুমি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের দোষ গুণ বিচার-পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা কর। রাজন্! তুমি নিত্য বহু দান করিবে, সাধু সকলের অসূয়া করিবে না এবং দেশ-কাল অনুসারে ব্রত ও শৌচ-দ্বারা সংস্কৃত প্রার্থনা করিবে। শুভবিধি-দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত ফল প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তুমি ক্রোধ-বিহীন হইয়া পাত্র বিশেষে দান করিবে; দান করিয়া কদাচ অনুতাপ বা তাহার প্রশংসা করিবে না। যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ, অনৃশংস, শুচি, দান্ত, সত্যবাদী, সরলতা-সম্পন্ন, বিশুদ্ধ যোনি-সম্ভূত এবং বিশুদ্ধ কর্ম্মশালী তিনিই পাত্র; সংস্কৃত ও অনন্য-পূর্ব্বা পত্নীই পুত্রোৎপত্তি স্থান, এই জন্য তিনিই এই স্থলে যোনি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন এবং ঋক্, যজু ও সাম এই ত্রিবেদজ্ঞ ও ষট্‌কর্ম্মশালী বিপ্রই পাত্ররূপে উক্ত হইয়াছেন। দেশ কাল দৃষ্টে পাত্র ও কর্ম্ম বিশেষে তত্তৎ লোকের প্রতি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইয়া থাকে। পুরুষ যেমন ক্রীড়াবসানে ক্রমে ক্রমে গাত্র হইতে ধূলি সকল মার্জ্জন করে, তদ্রূপ শরীর হইতে দুষ্কৃত সকল বহুযত্নে নিঃসারিত করিবে। যেমন, পুরুষের বিরেচন্যনন্তর ঘৃত পান ঔষধের ন্যায় হিতকারী হয়, তদ্রূপ দানাদি-দ্বারা নিষ্পাপ পুরুষের ধর্ম্ম পরলোকে সুখকর হইয়া থাকে। চিত্ত শুভ ও অশুভরূপে সকল প্রাণিতেই বিদ্যমান থাকে; পুরুষ সর্ব্বদা অশুভ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া শুভ-কার্য্যে সংযোজিত করিবে। সকলে সর্ব্বদা স্বীয় স্বীয় কার্য্যেরই প্রশংসা করিয়া থাকে; অতএব তোমার যাহাতে স্বধর্ম্মে অনুরাগ থাকে, নিয়ত প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবে। হে অধৃতাত্মন্! তুমি ধৈর্য্য-ধারণ কর। হে দুর্বুদ্ধে! তুমি বুদ্ধিমান্ হও, তুমি অতিশয় অপ্রশান্ত ও অজ্ঞ; অতএব প্রশান্ত হইয়া প্রাজ্ঞের ন্যায় আচরণ কর। ধৈর্য্যশালী পুরুষ নিজ তেজ-বলে যে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের উপায় প্রাপ্ত হয়েন, সেই মঙ্গলের মূলই পরম ধৈর্য্য। রাজর্ষি মহাভিষ সেই ধৈর্য্যচ্যুত হওয়াতেই স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন, আর যযাতি ক্ষীণ-পুণ্য হইয়াও ধৈর্য্য-বলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন। অতএব হে রাজন্! তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক তপস্বী ধর্ম্মশীল পণ্ডিতদিগের সেবা করিলে অবশ্যই বিপুল বুদ্ধি ও অভিলষিত শ্রেয় লাভ করিবে।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! সৎ স্বভাব-সম্পন্ন জনক-নন্দন বসুমান সেই ভৃগু-পুত্র মুনির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণ-বৃত্তি কামাদি হইতে নিবৃত্ত করত ধর্ম্ম-মার্গে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

জনকানুশাসনে নবাধিক ত্রিশততম
অধ্যায়॥ ৩০৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, যাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম, সর্ব্ব প্রকার সংশয়, জন্ম, মৃত্যু, পুণ্য ও পাপ হইতে বিমুক্ত এবং মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বদা ভয় শূন্য, অবিনাশী, অক্ষর, অব্যয়, স্বভাবত নির্দ্দোষ ও নিয়ত আয়াস-শূন্য, তাহাই আপনার বর্ণন করা উচিত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! দেবরাতের পুত্র প্রশ্নবিৎ-প্রবর মহাযশা মহারাজ জনক ঋষি-শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই জনকের সম্বাদ সম্বলিত যাজ্ঞবল্ক্যের পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট কহিতেছি।

জনক কহিলেন, হে বিপ্রর্ষি! আমি আপনার একান্ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, অতএব আপনি আমাকে ইন্দ্রিয় সংখ্যা কত, প্রকৃতি পরিমাণ কত, অব্যক্ত কি? অব্যক্ত হইতে পৃথক্ নির্গুণ পরব্রহ্ম কি? এই সকল এবং উৎপত্তি, ধ্বংস ও কালের সংখ্যা বিস্তার

করিয়া বলুন। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি অজ্ঞ আপনি জ্ঞানময়-রত্ন-স্বরূপ, অতএব আমি আপনার নিকট এই সকল বিষয় নিঃসংশয়রূপে শুনিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে অবনীপাল! সাঙ্খ্য এবং যোগ-মধ্যে যে সকল জ্ঞান বিহিত আছে, তন্মধ্যে কিছুই আপনার অবিদিত নাই, তথাপি যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন এ বিষয় আপনাকে বলা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে সেই বিষয় প্রকৃতরূপে বলিতে হয়, ইহা ঋষিদিগের সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ করুন। অধ্যাত্ম-চিন্তক সাঙ্খ্যেরা অব্যক্ত, মহান্, অহংকার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও অনল এই আটটিকে প্রকৃতি এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও মেঢ্র এই গুলিকে বিকার কহেন, আর মহৎ প্রভৃতি সাতটিকে ব্যক্ত বলিয়া থাকেন।

হে রাজেন্দ্র! পঞ্চ মহাভূত-মধ্যে শব্দাদি দশটি বিশেষ নামে বিখ্যাত আছে, আর শ্রোত্র-প্রভৃতি পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় সবিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে মৈথিল! তুমি এবং অধ্যাত্ম-গতি-চিন্তক তত্ত্ব-বুদ্ধি-বিশারদ অন্য পণ্ডিতগণ, মনকে ষোড়শ বিকার বলিয়া থাকেন।

হে পার্থিব! ভূত-চিন্তক সাঙ্খ্যেরা অব্যক্ত হইতে সমুদ্ভূত মহান্ আত্মাকে প্রথম সর্গ ও প্রধান বলেন এবং মহৎ হইতে উৎপন্ন অহংকারকে বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সর্গ, অহংকার-সম্ভূত ভূত-গুণাত্মক মনকে আহংকারিক তৃতীয় সর্গ, মন হইতে সমুত্থিত পঞ্চ মহাভূতকে মানসিক চতুর্থ সর্গ, শব্দাদি পাঁচটিকে ভৌতিক পঞ্চম সর্গ, শ্রোত্র-প্রভৃতি পাঁচটিকে বহু চিন্তাত্মক মানসিক ষষ্ঠ সর্গ, শ্রোত্রাদি হইতে অধস্তন উৎপন্ন বাগাদি ইন্দ্রিয় সমুদয় সপ্তম সর্গ, ঋজু-বৃত্তি ঊর্দ্ধ-প্রবাহ-সম্পন্ন প্রাণ এবং তির্য্যক্-প্রবাহ-সম্পন্ন সমান, উদান, ব্যান, এই কয়েকটি অষ্টম সর্গ এবং ঋজু-বৃত্তি অধঃ-প্রবাহ-সম্পন্ন অপান ও তির্য্যক্-প্রবাহ-সম্পন্ন সমান, উদান, ব্যান, এই গুলিকে নবম সর্গ কহিয়া থাকেন।

মহারাজ! শ্রুতি বিহিত নিদর্শন অনুসারে আমি আপনার নিকট এই নববিধ সর্গ ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথাবৎ বর্ণন করিলাম; অতঃপর মহাত্মগণ এই গুণ সর্গের যে রূপ কাল সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সম্বাদে দশাধিক
ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১০।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে নর-শ্রেষ্ঠ! আমি অব্যক্ত প্রকৃতির কাল সংখ্যা কহিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! অব্যক্ত প্রকৃতির দশ সহস্র কল্পে দিবা ও সেই পরিমাণে তাঁহার রাত্রি হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রতিবুদ্ধ পরমাত্মা সর্ব্বাগ্রে সকল প্রাণির জীবন-স্বরূপ অন্ন অর্থাৎ অন্নময় সূক্ষ্ম মন সৃজন করেন, অবশেষে হিরণ্য অণ্ড হইতে সমুদ্ভূত ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া থাকেন। রাজন্! সেই ব্রহ্মাই সর্ব্বভূতের মূর্ত্তি, এইরূপ আমরা শ্রবণ করিয়াছি। অনন্তর, সেই মহামুনি প্রজাপতি ব্রহ্মা সম্বৎসর কাল অণ্ড-মধ্যে বাস করত বৎসরান্তে তাহা হইতে বহির্ভূত হইয়া পৃথিবী, স্বর্গ ও ঊর্দ্ধ এই সকলের সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে সেই প্রভু ব্রহ্মা পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যভাগে আকাশের সৃষ্টি করিলেন।

রাজন্! বেদ-মধ্যে পৃথিবী ও স্বর্গের বিষয় একরূপই নিরূপিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-চিন্তক বেদ বেদাঙ্গ-পারগ বিপ্রগণ ব্রহ্মারও সার্দ্ধসপ্ত সহস্র কল্প দিন সংখ্যা ও সেই পরিমাণে রাত্রি সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। হে রাজ-সত্তম! মহান্ ঋষি ব্রহ্মা মহাভূতের উপাদানভূত দেবতাত্মক অহঙ্কারের

সৃষ্টি করিয়া, ভৌতিক দেহ সকলের উৎপত্তির প্রাক্-কালে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার নামক এই চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন; ইহাঁরাই পিতৃলোক মহা-ভূত সকলের পিতা, এইরূপ আমরা শ্রবণ করিয়াছি। অপিচ আমরা এইরূপ শ্রুত আছি যে, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় সহিত ইন্দ্রিয়গণ পিতৃলোক মহা-ভূতদিগের পুত্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন এবং চরা-চর.লোক সকল সেই মহাভূত-সমূহ-দ্বারা সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। রাজন্! পরমেষ্ঠী অহংকার পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, অনল ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল সৃজন করিয়াছেন। আহংকারিক তৃতীয় সর্গকারী এই অহংকারেরও পঞ্চ সহস্র কল্প দিন সংখ্যা এবং সেই পরিমাণে রাত্রি সংখ্যা উক্ত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটির নাম বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শব্দাদি বিশেষ সকল অহরহ ভূত সকলকে আবিষ্ট করে, পরস্পর পর-স্পরের হিতৈষী হইয়া পরস্পরকে স্পৃহা করে, পর-স্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম করে এবং রূপাদি গুণ-সমূহ-দ্বারা পরস্পর বধ্যমান হইয়া তির্য্যক্-যোনি প্রবেশ করত ইহলোকেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহাদের তিন সহস্র কল্প দিন সংখ্যা ও সেই পরিমাণে রাত্রি সংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে। হে নরাধিপ! মনেরও তিন সহস্র কল্প দিনপরিমাণ ও তিন সহস্র কল্প রাত্রিপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজন্! মনই ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করেন, মন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্য নাই। দেখ, চক্ষু মন-সহযোগেই রূপ সকল দেখিতে পায়, মন-সহযোগ না থাকিলে কদাচ তাহা দেখিতে পায় না; কেন না মন ব্যাকুল হইলে রূপাদি বিষয় সকল চক্ষুর অভিমুখীন হইলেও চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, আর ইন্দ্রিয়গণই স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, এইরূপ যে লোকে কহে, তাহা অমূলক; যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ কোনক্রমেই স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় না, কেবল মনই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! মন উপরত হইলে ইন্দ্রিয়বর্গের উপরম হয় এবং মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রাধান্য ও প্রভাব বর্দ্ধন করিয়া থাকেন; অতএব মনই ইন্দ্রিয়-সমূহের ঈশ্বর, ইহা উক্ত হইয়াছে। হে মহাযশস্বিন্! ইহলোকে সমস্ত ভূত বিংশতি প্রকার ইহা কথিত হইল।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে একাদশাধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১১॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে এই তত্ত্ব সকলের সর্গ সংখ্যা ও কাল সংখ্যা আনু-পূর্ব্বিক বলিলাম, অনন্তর অনাদি-নিধন অক্ষর নিত্য ব্রহ্মা যে রূপে জন্তু সকলের পুনঃপুন সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, সেই সংহার আপনাকে আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে মহীপাল! ভগবান্ অব্যক্ত ব্রহ্মা নিশাকালে স্বপ্ন-দর্শন করত প্রাণি-গণের পরমায়ু দিনের ক্ষয় কাল উপস্থিত জানিয়া সংহারার্থ অহংকারাভিমানী মহারুদ্রকে প্রেরণ করেন।

তদনন্তর, সেই মহারুদ্র অব্যক্ত ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত অনল-সম দ্যুতিশালী শত সহস্রাংশু সূর্য্যের মূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় শরীর দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করত নিজ তেজ-দ্বারা তৎ-ক্ষণাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিজাত দগ্ধ করিয়া থাকেন। রাজন্! যে সূর্য্যের প্রকাশমাত্রেই কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ-সমা ভূমি ও স্থাণু জঙ্গম-প্রভৃতি সমুদয় বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অমিত-বলশালী সূর্য্য সমুদয় জগৎ দগ্ধ করিয়া বলবত্তর প্রভূত সলিল-দ্বারা সত্বর সেই সমগ্র ভস্মী-ভূতা বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করেন। হে রাজেন্দ্র! পরে কালানল সেই সমস্ত সলিল শুষ্ক করিয়া স্বয়ং প্রজ্ব-লিত হইতে থাকেন। তাহার পর অপরিমিত বল-

শালী ভগবান্ বায়ু স্বীয় শরীর অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশে বিচরণ করত প্রাণিগণের উত্তাপ-জনক জাজ্বল্যমান সপ্তশিখ সেই বিভাবসুকে ভক্ষণ করেন। পরে ক্রমশ আকাশ বায়ুকে, মন আকাশকে, ভূতাত্মা প্রজাপতি অহংকার মনকে, বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ মহান্ অহংকারকে এবং অণিমাদি শক্তি-সম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় অব্যয় সর্ব্বগ্রাহী সর্ব্বগ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশিরা সর্ব্বানন সর্ব্বশ্রোতা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের বুদ্ধি-প্রবর্ত্তক অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বমাত্র অনন্ত মহাত্মা ঈশ্বর সেই অনুপম মহাত্মা মহান্ ও বিশ্বকে গ্রাস করিয়া থাকেন। পরে, এইরূপে সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইয়া অক্ষয় অব্যয় অব্রণ অনঘ বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের সৃষ্টি-কর্ত্তা সেই ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। হে রাজেন্দ্র! আমি আপনার নিকট এই সংহারের বিষয় যথাবৎ বর্ণন করিলাম; অনন্তর অধ্যাত্ম্য, অধিভূত ও অধি দৈবের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১২।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজন্! তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ পাদ-দ্বয়কে অধ্যাত্ম্য, গন্তব্য অধিভূত ও তাহাতে বিষ্ণুকে অধিদৈব বলিয়া থাকেন। তত্ত্বার্থদর্শি পণ্ডিতেরা পায়ুকে অধ্যাত্ম্য বিসর্গ অধিভূত ও তথায় মিত্রকে অধিদৈব বলেন। যোগদর্শিরা উপস্থকে অধ্যাত্ম্য, আনন্দকে অধিভূত এবং প্রজাপতিকে অধিদৈব বলেন। সন্ধ্যানদর্শি সকল হস্ত-দ্বয়কে অধ্যাত্ম্য, কর্ত্তব্যকে অধিভূত ও তদ্বিষয়ে ইন্দ্রকে অধিদৈব বলেন। যোগ-নিদর্শী মানবগণ বাক্যকে অধ্যাত্ম্য, বক্তব্য অধিভূত ও তদ্বিষয়ে অনলকে অধিদৈব বলেন। যথাশ্রুতি নিদর্শী পণ্ডিতেরা চক্ষুকে অধ্যাত্ম্য, রূপকে অধিভূত ও সূর্য্যকে অধিদৈব বলিয়া থাকেন। শ্রুতি-বিহিত অনুভবশালী মনুষ্য সকল শ্রোত্রকে অধ্যাত্ম্য, শব্দ অধিভূত ও দিক্ সকলকে অধিদৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শ্রুতি-বিহিত নিদর্শনশালী মনীষিগণ জিহ্বাকে অধ্যাত্ম্য, রসকে অধিভূত ও তাহাতে সলিলকে অধিদৈব বলেন। শ্রুতি বিহিত নিদর্শনশালী পণ্ডিতগণ ঘ্রাণকে অধ্যাত্ম্য, গন্ধকে অধিভূত ও পৃথিবীকে অধিদৈব বলেন। তত্ত্ব-বুদ্ধি-বিশারদ বিপ্রগণ ত্বক্‌কে অধ্যাত্ম্য, স্পর্শ অধিভূত ও পবনকে অধিদৈব বলেন। যথা শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ মনকে অধ্যাত্ম্য, মন্তব্য, অধিভূত ও চন্দ্রমাকে অধিদৈব বলেন। তত্ত্ব-নিদর্শনশালী বিদ্বানগণ অহঙ্কারকে অধ্যাত্ম্য, অভিমানকে অধিভূত ও ইহাতে বুদ্ধিকে অধিদৈব বলেন। যথার্থদর্শী পণ্ডিতগণ বুদ্ধিকে অধ্যাত্ম্য, বোদ্ধব্য অধিভূত ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে অধিদৈব বলিয়া থাকেন।

হে তত্ত্ববিৎ মহারাজ! সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন কালেই ভূতপ্রপঞ্চ অনুসারে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিভূতি আমি আপনাকে যথাতথ রূপে প্রদর্শন করিলাম। রাজন্! প্রকৃতি স্বচ্ছন্দ মত ক্রীড়ার্থ আত্ম কামনায় শত সহস্র প্রকারে গুণ সকল বিকৃত করিয়া থাকেন। যেমন মর্ত্ত্যবাসী মানবেরা এক দীপ হইতে সহস্র দীপ প্রজ্বালিত করেন, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণসমূহ বহুভাগে বিকৃত করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, ধৈর্য্য, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রাকাশ্য, সুখ, শুদ্ধত্ব, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্দধানতা, অকার্পণ্য, অসংরম্ভ, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, আনৃণ্য, মার্দ্দব, লজ্জা, অচপলতা, শৌচ, আর্জ্জব, আচার অচঞ্চলতা, অসম্ভ্রম চিত্ততা, পরকৃত ইষ্ট, অনিষ্ট ও বিয়োগের অবিকম্পনা, দান-দ্বারা আত্ম গ্রহণ, অস্পৃহতা, পরোপকারিতা এবং সর্ব্বভূতে দয়া, এই সকল সত্ত্বের গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সঙ্ঘাত, রূপ, সৌন্দর্য্য, বিগ্রহ, অত্যাগিত্ব, অকারুণ্য, সুখ দুঃখ সেবন, পরাপবাদে রতি, বিবাদ সেবন, অহঙ্কার, অসৎকার, চিন্তা, বৈরোপ-সেবা, পরিতাপ, পর

বিত্ত-হরণ, লজ্জা-নাশ, অনার্জ্জব, ভেদ, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও অতিবাদ এই সকল গুলি রজো-গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর মোহ, অপ্রকাশ, তামিস্র, অন্ধ তামিস্র, মরণ, ক্রোধ, ভক্ষণাদিতে অভিরুচি, ভোজনে অপর্য্যাপ্তি, পানে অতৃপ্তি, বিহার শয়ন ও আসনে গন্ধবাস, দিবা-স্বপ্ন অতিবাদ ও প্রমাদে রতি, অজ্ঞাত নৃত্য, গীত ও বাদিত্র সকলে শ্রদ্ধধানতা ও ধর্ম্ম-বিশেষে দ্বেষ প্রকাশ এই সকল গুলি তামস-গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১৩॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি প্রধানের গুণ; এই সকল গুণ সতত সমুদায় জগতের নিমিত্ত কারণরূপে অবস্থিতি করে। ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি-সম্পন্ন অব্যক্তরূপ প্রধান এই ত্রিবিধ গুণ-দ্বারা প্রত্যগাত্মা পরমাত্মাকে শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটি কোটি প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। অধ্যাত্ম-চিন্তক পণ্ডিতেরা কহেন যে, ইহলোকে সত্ত্ব গুণাবলম্বী মানবগণ উত্তম স্থান, রজো গুণাবলম্বী মনুষ্যেরা মধ্যম স্থান ও তমো গুণাবলম্বী পুরুষেরা অধম স্থান লাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে যিনি কেবল পুণ্য কর্ম্ম করেন, তিনি ঊর্দ্ধগতি অর্থাৎ স্বর্গ-লোক, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয় কর্ম্ম করেন, তিনি মধ্যমগতি অর্থাৎ মনুষ্য-লোক এবং যিনি কেবলমাত্র অধর্ম্মরূপ পাপ কার্য্য করেন, তিনি অধোগতি লাভ করিয়া থাকেন।

হে নরাধিপ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের পরস্পর মিলন ও দ্বন্দ্ব আমার নিকট যথাতথরূপে শ্রবণ করুন। সত্ত্ব গুণের রজ, রজ গুণের তম, তম গুণের সত্ত্ব এবং সত্ত্ব গুণের সমতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অব্যক্ত ব্রহ্ম সত্ত্ব-সংযুক্ত হইয়া দেবলোক, রজ ও সত্ত্ব-যুক্ত হইয়া মনুষ্য-লোক, রজ ও তম-যুক্ত হইয়া তির্য্যক্-যোনি এবং সত্ত্ব, রজ, তম গুণ যুক্ত হইয়া মনুষ্য-লোক, প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর তত্ত্বজ্ঞ পুণ্য ও পাপ-বিহীন মহাত্মগণ শাশ্বত অব্যয় অক্ষয় অমৃত পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানিদিগের জন্ম উৎকৃষ্ট এবং তাঁহাদিগের স্থান অক্ষয়, অচ্যুত, অতীন্দ্রিয়, নিরবয়ব ও জন্ম মৃত্যু তম-বিহীন।

হে নরনাথ! আপনি আমাকে যে পরম-ধামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই স্থান অব্যক্ত ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে, মানবগণ সেই অব্যক্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সেই স্থান অনায়াসে লাভ করিতে পারেন; পরন্তু সেই ব্রহ্মের প্রকৃতি সংসর্গ হইলেই লোকে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ পুরুষ বলিয়া থাকে। হে পার্থিব! প্রকৃতি অচেতন, পরন্তু ব্রহ্মের অধিষ্ঠানেই তিনি সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন।

জনক কহিলেন, হে মহামতি ঋষিবর! প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদিনিধন, অমূর্ত্ত, অচল, অবিচলিত-দোষ গুণ-সম্পন্ন ও অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু কি নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি অচেতন ও পুরুষ সচেতন ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল? হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি সমুদায় মোক্ষধর্ম্মই উপাসনা করিয়াছেন; অতএব আমি আপনার নিকট সমস্ত মোক্ষধর্ম্ম প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে সত্তম! করস্থিত আমলকের ন্যায় আপনার সমস্তই বিদিত আছে, অতএব আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, কেবলত্ব, বিনাভাব, দেহাশ্রিত-দৈবত এই সকল এবং উৎক্রান্ত বিপৎগ্রস্ত দেহীদিগের স্থান, কালক্রমে তাহারা যে স্থান প্রাপ্ত হয় সেই স্থান, সাঙ্খ্য-জ্ঞান, পৃথগ্‌যোগ ও মৃত্যু সূচক তত্ত্ব এই সকল বিস্তার-পূর্ব্বক আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১৪॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে তাত! নির্গুণকে সগুণ ও সগুণকে নির্গুণ করা যে দুঃসাধ্য, তাহা প্রকৃতরূপে

আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা মুনিগণ এইরূপ কহেন যে, যাহাতে গুণের সংসর্গ আছে, সেই বস্তুই গুণবান্; যাহাতে গুণ সংসর্গ নাই, সে বস্তু গুণবান্ নহে। অব্যক্ত প্রধান গুণবান্ বলিয়া তিনি গুণ সকল পরিহার করিতে অক্ষম হয়েন এবং স্বভাবত অজ্ঞ বলিয়া সততই সেই গুণ সকল ভোগ করিয়া থাকেন। অব্যক্তের বস্তু জ্ঞান না থাকায় তিনি অজ্ঞরূপে পরিগণিত হয়েন, কিন্তু পুরুষ স্বভাবতই জ্ঞানবান্, কেন না তিনি 'আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহই নাই' নিত্য এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। রাজন্! এই কারণেই অব্যক্ত অচেতন হয়েন, কিন্তু ক্ষরত্ব, অক্ষরত্ব ও নিত্যত্ব-নিবন্ধন তাঁহার ভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে। তিনি অজ্ঞান-বশত বারংবার আত্মাকে গুণ-যুক্ত করিয়া থাকেন, সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মজ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মা মুক্তি লাভে সমর্থ হয়েন না। অপিচ, আত্মা প্রাকৃত মহদাদি তত্ত্ব সকলের কর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন মুক্ত হইতে না পারিয়া তত্ত্ব-ধর্ম্মা বলিয়া উক্ত হয়েন। এইরূপে তিনি সর্গ সকলের কর্ত্তৃত্ব হেতু সর্গ-ধর্ম্মা, যোগ-কর্ত্তৃত্ব হেতু যোগ-ধর্ম্মা, প্রকৃতি অর্থাৎ প্রজা-পুঞ্জের কর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন প্রকৃতি-ধর্ম্মা, বীজ সকলের কর্ত্তৃত্ব হেতু বীজ-ধর্ম্মা এবং শমদমাদি গুণ সমুহের সৃষ্টি ও প্রলয় কর্ত্তৃত্ব হেতু গুণ-ধর্ম্মা বলিয়া উক্ত হয়েন। আত্মা মিথ্যাভিমান-বশত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন; পরন্তু আমরা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, অধ্যাত্মজ্ঞ অজর সিদ্ধ যতি সকল সাক্ষিত্ব, অনন্যত্ব ও অভিমানিতা-বশত আত্মাকে কেবল, অনিত্য, নিত্য অব্যক্ত ও ব্যক্ত বলিয়া জানেন। পরন্তু সর্ব্বভুতে দয়াবান্ কেবল জ্ঞান-নিরত নিরীশ্বর বাদী সাঙ্খ্যেরা অব্যক্তের একত্ব ও পুরুষের নানাত্ব বলিয়া থাকেন। আর তাঁহারা বহুতর দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুরুষ ও প্রকৃতির এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করেন যে, যেমন মুঞ্জের অভ্যন্তরস্থ ইষীকা সকল মুঞ্জ হইতে পৃথক্, উডুম্বরের উদরস্থ মশক সকল উডুম্বর হইতে পৃথক্, সলিলাভ্যন্তরস্থ মৎস্য সকল সলিল হইতে স্বতন্ত্র, উখার-গর্ভস্থিত অনল উখা হইতে পৃথক্, উদকাভ্যন্তরবর্ত্তী পুষ্কর উদক হইতে পৃথক্, তদ্রূপ প্রকৃতির অন্তরস্থিত পুরুষকেও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করিবেন।

রাজন্! প্রাকৃত পুরুষেরা এই সকলের সহবাস ও নিত্য নিবাস যথাতথরূপে জানিতে পারে না। যাঁহারা ইহার অন্যথা বিবেচনা করেন, তাঁহারা সম্যক্‌দর্শী হইতে সক্ষম হয়েন না, প্রত্যুত তাঁহারা স্পষ্টই পুনঃপুন ঘোরতর নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

হে রাজন্! আমি যে এই অনুত্তম সাঙ্খ্য দর্শন পরিসংখ্যা করিয়া আপনাকে কহিলাম, সাঙ্খ্যেরা এইরূপ পরিসংখ্যা করিয়াই কেবলতা লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু যাঁহারা সাঙ্খ্যাতিরিক্ত অন্য তত্ত্ব বিষয় আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত এই নিদর্শন কহিলাম; অতঃপর যোগানুদর্শন প্রকৃতরূপে বলিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে পঞ্চদশাধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১৫॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে নৃপ-সত্তম! আমি আপনাকে যথাশ্রুত ও যথাদৃষ্ট সাঙ্খ্য জ্ঞান যথাতথরূপে কহিলাম; অনন্তর যোগ-জ্ঞান প্রকৃতরূপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। সাঙ্খ্য-জ্ঞানের সমান জ্ঞান ও যোগ-বলের তুল্য বল আর নাই এবং সাঙ্খ্য ও যোগ উভয়েরই অনুষ্ঠান এক ও উভয়েই অবিনাশী ইহা উক্ত হইয়াছে। হে রাজন্! যে সকল মানব মূঢ় তাহারাই এই সাঙ্খ্য ও যোগকে পৃথক্ পৃথক্ বোধ করে; কিন্তু নিশ্চয় হেতু আমরা উভয়কে এক বলিয়া জানি। যোগীরা যোগ-দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করেন, সাঙ্খ্যেরাও জ্ঞান-দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন; অতএব যিনি সাঙ্খ্য

ও যোগ উভয়কেই একরূপ জ্ঞান করেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ। হে অরিন্দমন! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, যত প্রকার যোগ আছে, সকল যোগেই প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণকে অবলম্বন করিতে হয়, যোগিগণ এইরূপ যোগানুষ্ঠান করিয়া সেই যোগ-যুক্ত দেহে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। তাত! যোগিদিগের স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলেও তাঁহারা শারীরিক সুখ সকল পুর্য্যষ্টক সূক্ষ্ম শরীরে সংস্থাপন করিয়া যোগবলে সমস্ত লোক বিচরণ করিয়া থাকেন। হে নৃপ-সত্তম! মনীষিগণ বেদ-মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগই কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা ভিন্ন ইতর যোগের বিষয় কহেন নাই। কিন্তু যোগীরা সকল প্রকার যোগের মধ্যে শাস্ত্র সম্মত সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ যোগই উত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হে পার্থিব! প্রাণ-বায়ুর নিগ্রহ-পূর্ব্বক মনের ধারণ এবং চিত্তের একাগ্রতা-পূর্ব্বক প্রাণায়ামরূপ যে দ্বিবিধ যোগ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাণায়ামকে সগুণ ও ধারণাকে নির্গুণ বলিয়া জানিবেন।

হে মৈথিল! বায়ুর মোচন স্থান অদৃশ্য হইলে যদ্যপি তৎকালে প্রাণ-বায়ু মুক্ত হয়, তাহা হইলে বায়ুর প্রাবল্য হইয়া উঠে; অতএব তৎকালে বায়ু রেচন করিবে না। নিশার প্রথম, মধ্য ও শেষ-ভাগে দ্বাদশ প্রকারে আত্মাকে প্রেরণ করিতে হয়; অতএব যিনি শান্ত, দান্ত, সন্ন্যাসী, আত্মারাম ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই নিশ্চয় এইরূপে আত্মাকে দ্বাদশ প্রকারে নিয়োগ করিবেন। আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদি দোষ সকল নিরাস করত বিক্ষেপ এবং লয়কে সংহার করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে মনোমধ্যে নিবেশ করিবেন। পরে মন অহংকারে, অহংকার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে সংস্থাপন করিবেন। হে রাজন্! যোগীরা এইরূপে ক্রমশ অন্তঃকরণাদি সকলকে পরস্পরে বিলীন করিয়া অবশেষে কেবল শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, নিত্য, অনন্ত, কূটস্থ, অভেদ্য, অজর, অমর, শাশ্বত, অব্যয় ও ঈশান ব্রহ্মকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন। মহারাজ! প্রসাদের চিহ্ন যেমন প্রসন্ন পুরুষ পরিতৃপ্ত হইয়া সুখে শয়ন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ করুন। মনীষিগণ সমাধিস্থ পুরুষের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে তৈল-পরিপূরিত প্রদীপ নিশ্চল ও ঊর্দ্ধ-শিখ হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সমাধিস্থ পুরুষ সমাধি সময়ে নিশ্চল-ভাবে অবস্থিতি করেন। যেমন বলাহক-বৃন্দ বারি বিন্দু-দ্বারা পাষাণকে আহত করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তদ্রূপ সমাধি-যুক্ত পুরুষকেও বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা সমাধি হইতে অনুমাত্র সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি, পুরুষ সমাধি-যুক্ত হইলে শঙ্খ-দুন্দুভি-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র ও সঙ্গীত শব্দেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় না; সমাধি-যুক্ত পুরুষের এইরূপ নিদর্শন নির্দ্দিষ্ট আছে। অপিচ, যেমন কোন পুরুষ তৈল-পরিপূরিত পাত্র পাণি-দ্বয়ে গ্রহণ-পূর্ব্বক সোপানে আরোহণ করত অসি-পাণি পুরুষ-কর্ত্তৃক তর্জ্জিত ও তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইলেও সংযত-চিত্ত হইয়া পাত্র হইতে বিন্দু-মাত্র তৈল বিসর্জ্জন করে না, তদ্রূপ সমাধিস্থ পুরুষও উৎকৃষ্ট-মার্গে গমন করত কাহা-কর্ত্তৃক তর্জ্জিত ও ভয়-প্রদর্শিত হইলেও একাগ্র-চিত্ত হইয়া সমাধি পরিত্যাগ করেন না। যে মুনি ইন্দ্রিয়-বর্গের বহির্মুখাকার বৃত্তির অবরোধ-পূর্ব্বক অন্তঃকরণকে অচল করিয়া সমাধি অবলম্বন করেন, তাঁহাতেই এরূপ যোগ লক্ষণ সকল লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজন্! আর এইরূপ নিত্য শ্রুতি নিরূপিত আছে যে, এতাদৃশ লক্ষণান্বিত মনুষ্যই সমাধি-যুক্ত হইয়া মহত্তত্ত্ব ও তমো-মধ্যে অবস্থিত অনল সদৃশ অব্যয় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া, এই দর্শন বলে অচেতন দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দীর্ঘকালে কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! অন্য আর যোগের লক্ষণ কি কহিব, আমি যাহা কহিলাম,

সর্ব্ব প্রকার যোগের মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট যোগ; মনীষিগণ এই যোগ বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১৬॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজন্! হঠ যোগাচারী যোগিগণ অন্তকালে যে যে স্থান দিয়া প্রাণ-বায়ু নিঃসরণ করত যে যে রূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন, সেই সমস্ত আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমরা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, যোগীরা পাদ দ্বারা প্রাণ-বায়ু পরিত্যাগ করিলে বসুলোক, জানু-দ্বারা প্রাণ-ত্যাগ করিলে সাধ্যলোক, পায়ু-দ্বারা ত্যাগ করিলে মৈত্রলোক, জঘন-দ্বারা পরিত্যাগ করিলে পৃথিবী-লোক, উরু-দ্বারা ত্যাগ করিলে ব্রহ্মলোক, পার্শ্ব-দ্বারা পরিত্যাগ করিলে বায়ুলোক, নাসা-দ্বারা ত্যাগ করিলে চন্দ্রলোক, বাহু-দ্বারা বিসর্জ্জন করিলে ইন্দ্র-লোক, বক্ষঃ-দ্বারা ত্যাগ করিলে রুদ্রলোক, গ্রীবা-দ্বারা পরিত্যাগ করিলে উৎকৃষ্ট নরলোক, মুখ-দ্বারা ত্যাগ করিলে বিশ্বদেবলোক, শ্রোত্র-দ্বারা ত্যাগ করিলে দশদিক্‌লোক, ঘ্রাণ-দ্বারা ত্যাগ করিলে গন্ধবহ-বায়ুলোক, নেত্র-দ্বারা ত্যাগ করিলে অগ্নি-লোক, ভ্রূ-দ্বারা ত্যাগ করিলে অশ্বিদেব-লোক, ললাট দ্বারা ত্যাগ করিলে পিতৃলোক এবং মস্তক দ্বারা ত্যাগ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে মিথিলেশ্বর! আমি ক্রমান্বয়ে এই সকল উৎ-ক্রমণ স্থান আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; অনন্তর, সম্বৎসর-মধ্যে মরণশীল শরীরি সকলের মনীষিগণ-কর্ত্তৃক বিহিত অরিষ্ট সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! যে ব্যক্তি দৃষ্ট-পূর্ব্বা অরুন্ধতী ও ধ্রুব নক্ষত্রকে কোন ক্রমে দেখিতে না পায় এবং পূর্ণচন্দ্র ও দীপকে দক্ষিণভাগে খণ্ডাভাস রূপে দর্শন করে, সে সম্বৎসরমাত্র জীবিত থাকে। রাজন্! যাহারা অন্যের নয়ন-তারা-মধ্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে না পায়, তাহারাও সম্বৎসরকাল জীবন-ধারণ করে। অতিতেজস্বী ব্যক্তির নিস্তেজস্কতা প্রজ্ঞাবন্ত জনগণের অপ্রজ্ঞতা এবং প্রকৃতির বিক্রিয়াপত্তি অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তির দাতৃত্ব-শক্তি ষন্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুর লক্ষণ। যাহারা দেবতা সকলকে অবজ্ঞা করে এবং ব্রাহ্মণ সকলের সহিত বিরোধ করিতে থাকে, আর যাহাদিগের কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ, বা কপিশ বর্ণ হইয়া যায়, ছয় মাসের মধ্যে তাহাদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহারা সোম ও সূর্য্য মণ্ডলকে ঊর্ণনাভের চক্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র অবলোকন করে, সপ্ত রাত্র মধ্যে তাহাদিগের মৃত্যু হয়। যে মানব দেবমন্দিরে থাকিয়া সুরভি গন্ধকে শব গন্ধের ন্যায় আঘ্রাণ করে, সপ্ত রাত্র মধ্যে সে মৃত্যুভাগী হয়। কর্ণ ও নাসিকার নম্রতা, দন্ত ও দৃষ্টির বিরাগিতা, সংজ্ঞা লোপ এবং নিরূষ্মত্ব সদ্য মৃত্যুর নিদর্শন। হে নরনাথ! অকস্মাৎ যাহার বাম-নয়ন হইতে অশ্রু ক্ষরণ অথবা মস্তক হইতে ধূম উদ্গত হয়, সদ্য তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ মানব এতাবৎ অরিষ্ট সমুদয় বিদিত হইয়া দিবা যামিনী আত্মাকে পরমাত্মাতে যোজিত করিবেন। যে সময়ে প্রেতত্ব হইবে, তৎকালের প্রতীক্ষা করত যদি যোগিজনের মরণ ইষ্ট না হয়, তবে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করা উচিত। হে নরনাথ! মনুষ্য সমস্ত গন্ধ ও সকল রস ধারণ করিবে, অন্তরাত্মা, আত্মনিষ্ঠ হইলে মনুষ্য মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হয়। হে নরবর! অন্তঃকরণ আত্ম-নিষ্ঠ হইলে যোগীজন তদ্দ্বারা যোগসহযোগে মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনি অকৃত-বুদ্ধি ব্যক্তি-বর্গের দুষ্প্রাপ্য, অক্ষয় পুনরাবৃত্তি-রহিত কল্যাণকর শাশ্বত অচল লোক সকল লাভ করত তথায় গমন করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১৭॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে নরনাথ! তুমি যে অব্যক্ত ঘটিত পরম পদার্থের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এই সেই পরম-গুহ্য প্রশ্নের উত্তর কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে মিথিলাধিপতে! আমি আর্যবিধি অনুসারে অবনত হইয়া বিচরণ করত যে প্রকারে আদিত্য হইতে শুক্ল যজুর্ব্বেদ সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছি শ্রবণ কর। হে অনঘ! আমি সুমহৎ তপস্যা-দ্বারা তপন-দেবের সেবা করিয়াছিলাম, অনন্তর, তিনি আমার তপস্যা-দ্বারা প্রীত হইয়া বলিলেন, বিপ্রর্ষে! তোমার অভিলষিত যে দুর্লভ বর থাকে. প্রার্থনা কর, আমি প্রীতচিত্ত হইয়া তাহা প্রদান করিব, আমার প্রসন্নতা অন্যের পক্ষে একান্ত দুর্লভ।

অনন্তর, আমি অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া সূর্য্যদেবকে কহিলাম, ভগবন্! আমি অস্মদাদির উপযুক্ত যজুর্ব্বেদ সমুদয় অবিলম্বে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি। পরিশেষে ভগবান্ ভাস্কর আমাকে কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব, বাগ্‌দেবী সরস্বতী তোমার শরীরে প্রবেশ করিবেন। অনন্তর, ভগবান্ সূর্য্যদেব আমারে কহিলেন, তুমি আপন আস্য বিবৃত কর, আমি তাঁহার আদেশানুসারে আস্য বিস্তার করিলে সরস্বতী তন্মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। অনন্তর, আমি বিশেষরূপে দহ্যমান হইয়া মহাত্মা ভাস্করের অজ্ঞাতসারে অমর্ষ-বশত সলিল-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভগবান্ ভাস্কর আমাকে দহ্যমান দেখিয়া বলিলেন, "তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহ সহ্য কর, পরে শীতল হইবে।" অনন্তর, ভগবান্ ভাস্কর আমারে শীতল হইতে দেখিয়া কহিলেন, হে দ্বিজ! অখিল আদ্যন্ত বেদ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। হে দ্বিজবর! তুমি সমস্ত শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়ন করিবে, উহা প্রণয়নের অবসান হইলে তোমার বুদ্ধিশক্তি মোক্ষপথের অনুবর্ত্তিনী হইবে। সাংখ্যযোগে তোমার যে অভীষ্ট-পদ প্রার্থনীয় আছে, তাহা প্রাপ্ত হইবে, ভগবান্ এতাবৎ মন্ত্র কহিয়া অস্তগত হইলেন।

সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আমি গৃহে আগমন করিয়া সম্যক্ হৃষ্ট হইয়া দেবী সরস্বতীকে চিন্তা করিলাম। অনন্তর, স্বরব্যঞ্জন-ভূষিতা অতিশুভঙ্করী সরস্বতীদেবী ওঁকারকে অগ্রসর করিয়া আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূতা হইলেন।

অনন্তর, আমি উপবিষ্ট ও সূর্য্য-নিষ্ঠ হইয়া দেবী সরস্বতী ও তপনদেবকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলাম। পরিশেষে পরমহর্ষে রহস্য-সংগ্রহ ও পরিশিষ্টের সহিত সমস্ত শতপথ ব্রাহ্মণ স্বয়ং আবির্ভূত হইল। মহারাজ! মহানুভাব মাতুল সশিষ্য বৈশম্পায়নের প্রিয়-কার্য্য সাধন জন্য শত সংখ্যক শিষ্যকে উক্ত শতপথ অধ্যয়ন করাইয়া গভস্তিগণ সহ সূর্য্যের ন্যায় আমি শিষ্য সকলের সহিত তোমার মহানুভাব পিতার যজ্ঞ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তৎকালে দেবলের সাক্ষাতে আমার মাতুলের বেদ-দক্ষিণার্থ মহান্-বিমর্দ্দ উপস্থিত হইলে, আমি উভয়কে সম্মত করিয়া দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ লইতে অঙ্গীকার করিলাম। অনন্তর, সুমন্তু, পৈল, জৈমিনি, তোমার পিতা এবং অন্যান্য মুনিগণ আমার সম্মান করিলেন। হে অনঘ! আমি আদিত্য হইতে পঞ্চদশ যজুর্ম্মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং রোম-হর্ষণ-দ্বারা সমস্ত পুরাণ অবধারণ করিয়াছিলাম। হে নরাধিপ! এই বীজ ও দেবী সরস্বতীকে পুরস্কৃত করিয়া সূর্য্যদেবের প্রভাবে এই অপূর্ব্ব শতপথ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হই এবং তাঁহার প্রভাবে ইহা সম্পন্ন করিয়াছি; যে পথ আমার অভিলষিত ছিল, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, শিষ্যগণকে সংগ্রহের সহিত সমস্ত শতপথ অধ্যয়ন করাইয়াছি, শিষ্যেরা সকলেই পবিত্র ও পরম-হর্ষিত হইয়াছেন। এই পঞ্চদশ শাখা-সমন্বিত ভাস্করোপদিষ্ট বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি

স্বেচ্ছানুসারে সেই বেদ্য পুরুষের চিন্তা করিয়া থাকি। রাজন্! বেদান্ত-জ্ঞান-কোবিদ বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব এই শাস্ত্র মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতির হিতকর সত্য কি আছে এবং ইহার মধ্যে অনুত্তম বেদ্য বস্তুই বা কি, ইহা চিন্তা করত আমার নিকটে আসিয়া তদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজন্! অনন্তর, তিনি আমার নিকটে বেদের চতুর্ব্বিংশতিটি প্রশ্ন করেন এবং পরিশেষে নিম্ন লিখিত আন্বিক্ষিকী বিদ্যা অর্থাৎ যুক্তি-দ্বারা আলোচনা শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় পঞ্চবিংশতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! সেই প্রশ্ন সকল এই, বিশ্ব, অবিশ্ব, অশ্ব, অশ্ব, মিত্র, বরুণ, জ্ঞান, জ্ঞেয়. জ্ঞ, অজ্ঞ, ক, তপা, অতপা, সূর্য্যাদ, সূর্য্য, বিদ্যা, অবিদ্যা, বেদ্য, অবেদ্য, অব্যক্ত, চল, অচল এবং অক্ষয় ও ক্ষয়শীল পদার্থ কি আছে? ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রশ্ন। মহারাজ! অনন্তর, আমি গন্ধর্ব্ব-সত্তম রাজা বিশ্বাবসুকে কহিলাম, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যথাক্রমে অত্যুৎকৃষ্ট অর্থবিশিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান কর, আমি ইহার উত্তর চিন্তা করি। গন্ধর্ব্ব আমার বাক্যে সম্মত হইয়া মৌনাবলম্বন করত অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর, আমি পুনরায় মনে মনে সরস্বতীদেবীকে ধ্যান করিলাম, মহারাজ! ধ্যান করিবামাত্র দধি হইতে ঘৃতের ন্যায় সেই প্রশ্নের উত্তর আমার অন্তঃকরণ হইতে উদ্ধৃত হইল। আমি পরমোৎকৃষ্ট আন্বিক্ষিকী শাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উপনিষৎ ও পরিশিষ্ট শাস্ত্র মনে মনে মন্থন করিলাম। হে রাজ-শার্দ্দূল! বার্ত্তা-শাস্ত্র দণ্ডনীতি ও আন্বিক্ষিকী এই ত্রিতয়ের অতিরিক্ত চতুর্থী মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী সাম্পরায়িকী বিদ্যা যাহা পঞ্চবিংশ অর্থাৎ শারীর আত্মাকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং যাহা তোমার নিকট ইতাগ্রে কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাও বিশ্বাবসুর নিকটে কহিয়াছিলাম। রাজন্! তদানীং আমি গন্ধর্ব্ব-রাজ বিশ্বাবসুকে কহিলাম, তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর কহিতেছি শ্রবণ কর। হে গন্ধর্ব্বেন্দ্র! তুমি যে বিশ্বাবিশ্ব বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছ, তন্মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎকালে ভয়ঙ্করী পরাবিদ্যা অব্যক্তকে বিশ্ব বলিয়া জানিবে। আর গুণ কর্তৃত্ব নিবন্ধন ত্রিগুণাত্মক নিষ্কল পুরুষকে অবিশ্ব জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ যিনি পুত্র হইতেও প্রেয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রেয়, অন্য সমস্ত বস্তু হইতে অন্তরতর এবং যিনি আত্মরূপে সর্ব্বান্তর. তিনিই অবিশ্ব-শব্দ প্রতিপাদ্য আর তদরিক্ত বস্তুমাত্রকে বিশ্ব বলা যায়। অশ্বাশ্ব পদের বাচ্য মিথুন অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ ইহাই বিদিত হইয়া থাকে। স্ত্রীরূপা প্রকৃতিকে অব্যক্ত ও যাহার প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সেই নির্গুণকে পুরুষ কহে, এইরূপ প্রাচীন বিপশ্চিৎগণ প্রকাশাত্মক পুরুষকে মিত্র এবং সলিল সকল এই সমুদয় জগৎ সৃজনের কারণ হেতু প্রকৃতিকে বারুণ অর্থাৎ বরুণ দেবতারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর প্রকাশ-মাত্রের জগজ্জন্মাদির কারণ হওয়া সম্ভব হয় না, সুতরাং জগজ্জন্মাদির উপযোগি যে জ্ঞান তাহা মায়াবৃত্তি, অতএব পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই জ্ঞান-রূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং জ্ঞেয়-স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা নিষ্কল অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে। জ্ঞ এবং অজ্ঞ শব্দের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর ও জীব, যেহেতু কার্য্যোপাধিকে জীব আর কারণোপাধিকে ঈশ্বর বলা যায়। কার্য্য কারণ উপাধি-যোগে ব্রহ্মকে জীব ও ঈশ্বর বলা যায়, সেই উপাধি হীন হইলেই তিনি নিষ্কল-শব্দে উক্ত হয়েন। ক, তপা ও অতপা কোন্ ব্যক্তি ইহা যে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তদ্বিষয়ে কহিতেছি শ্রবণ কর। ক শব্দে আনন্দ, তপা প্রকৃতি এবং অতপা নিষ্কল ব্রহ্ম স্মৃত হয়েন, ইহা প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন। যে অজ্ঞান পুরুষার্থ প্রতিবন্ধ করে, তাহাই অবেদ্য আর আত্মাই বেদ্যরূপে উক্ত হয়েন,

অপিচ তুমি যে চলাচল উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছ, তাহাও আমার নিকট শ্রবণ কর। লয় ও সৃষ্টির কারণ প্রকৃতিকে পণ্ডিতেরা চলা কহেন, যেহেতু প্রকৃতি বিক্রিয়মাণা হইয়া জগতের লয় ও উদয় করিয়া থাকেন, এই জন্য তাঁহার নাম চলা আর পুরুষ বিক্রিয়মাণ না হইয়া জগতের লয় এবং সৃষ্টি করেন, এজন্য নিশ্চল-শব্দে স্মৃত হয়েন, যদ্যপি শাস্ত্রানুসারে ইতাগ্রে প্রকৃতিকে অবেদ্য এবং পুরুষকে বেদ্যরূপে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি বস্তু-স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রকৃতির দৃশ্যত্ব নিবন্ধন উহাই বেদ্য আর অদৃশ্যত্ব-নিবন্ধন পুরুষ অবেদ্য। প্রকৃতি জড় এজন্য যেমন আপনাকে জানিতে সমর্থ নহে, তদ্রূপ নিষ্কল আত্মাও স্বপ্রকাশে বৃত্তি বিরোধ হেতু নিজ আত্মাকে জানিতে পারেন না, এই কারণে প্রকৃতি ও আত্মা উভয়েই অজ অনাদি ও অক্ষয়, পরিণামি নিত্যতার ব্যবহারাপেক্ষা হেতু প্রকৃতি নিত্য আর পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ। পণ্ডিতেরা অধ্যাত্ম শাস্ত্র নিশ্চয়-নিবন্ধন প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অজ ও নিত্য কহিয়া থাকেন। প্রজননে অর্থাৎ নিত্য সৃষ্টি বিষয়ে অক্ষয়ত্ব হেতু পণ্ডিতেরা জন্ম-বিহীন পুরুষকে অব্যয় কহেন এবং এই অব্যয় পুরুষকে তাঁহারা অক্ষয়ও কহিয়া থাকেন, যেহেতু জায়মান ঘট-পটাদি পদার্থের ন্যায় ইহাঁর ক্ষয় হয় না। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের ক্ষয়-বত্তাহেতু অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোক-নিবহে সত্ত্বাদি গুণের সত্ত্বাসন্দিগ্ধতা-নিবন্ধন এবং আদ্য প্রলয়কালে গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থায় গুণ কার্য্য-সমূহের ক্ষয় অবশ্য হয় এজন্য প্রকৃতিকে অক্ষয় বলিয়া পণ্ডিতেরা পুরুষকেও অক্ষয় কহিয়া থাকেন। এই ত তোমার নিকট মোক্ষ-সাধনের উপায়ভূত আন্বিক্ষিকী বিদ্যার বিষয় বর্ণন করিলাম, হে বিশ্বাবসো! ঋক্, যজুঃ, সামরূপ বেদ-ত্রয়কে যুক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া গুরুর নিকটে গমন-পূর্ব্বক যত্ন-সহকারে সমুদয় বেদ নিত্যকর্ম্ম-বিষয়ে বিশেষরূপে বিজ্ঞেয়। হে গন্ধর্ব্ব-সত্তম! এই আকাশাদি-ভূতসমুদয় যে অধিষ্ঠান হইতে উৎপন্ন হইয়া যাহাতে লীন হয়, সেই বেদার্থ-প্রতিপাদ্য বেদ্য আত্মাকে যাহারা না জানে এবং কেহ যদি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ সমুদয় অধ্যয়ন করে, অথচ বেদ বেদ্য আত্মাকে জানিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহারা বেদভারবহমাত্র। হে গন্ধর্ব্ব-সত্তম! যে ব্যক্তি ঘৃতার্থী হইয়া খরীক্ষীর মন্থন করে, সে সেই ক্ষীর-মধ্যে কেবল বিষ্ঠা দর্শন করিয়া থাকে। শুদ্ধ ঘৃত বা বিশুদ্ধ মণ্ড বিলোকন করে না, তদ্রূপ যে বেদবিৎ ব্যক্তি অবেদ্য প্রকৃতি ও বেদ্য ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ না করে, সেই মূঢ়মতি মানব কেবল জ্ঞান ভারবহ বলিয়া স্মৃত হয়। যে দর্শন-দ্বারা জীবের পুনঃপুন জন্ম নিধন না হইতে পারে, প্রকৃতি এবং পরমাত্মাকে তৎপর অন্তরাত্মা-দ্বারা তাদৃশভাবে নিয়ত দর্শন করা বিধেয়। ইহলোকে অজস্র জন্ম-নিধনের বিষয় চিন্তা করিয়া ক্ষয়শীল কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অক্ষয় যোগ-ধর্ম্ম আশ্রয় করা উচিত। হে কাশ্যপ! ত্বং পদার্থের প্রতিপাদ্য ব্যক্তি প্রতিদিন যদি আত্মাকে অবলোকন করে, তবে সে বাক্য জন্য জ্ঞান-দ্বারা কেবলীভূত ও অবিদ্যাবিমুক্ত হইয়া তৎ পদার্থের প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। শাশ্বত ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং পঞ্চবিংশক জীব স্বতন্ত্র, ইহা মূঢ়গণ সম্ভাবনা করিয়া থাকে, কিন্তু বেদান্তনিষ্ঠ সাধুগণ উক্ত উভয়কে অভিন্নরূপে অবলোকন করেন। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল-মতাবলম্বি মানবগণ জীব ও ঈশ্বরের অভেদ দর্শন অভিনন্দন করেন না এমন নহে, জন্ম মৃত্যু ভয়ের উদ্বেগ বিশিষ্ট পরমতত্ত্বান্বেষি সাংখ্য মতাবলম্বিগণ স্পষ্টরূপে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ কহেন, আর যোগাচারি পণ্ডিতেরা মোক্ষ সময়ে জীব যখন সর্ব্ব ক্লেশ শূন্য হয় তখন নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রে লীন হইয়া থাকে, এইরূপে উভয়ের অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিশ্বাবসু কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-সত্তম! আপনি জীব-তত্ত্বের বিষয় যাহা কহিলেন, অর্থাৎ জীব অচ্যুত এবং পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু জীবের ঈশ্বরত্ব একান্ত দুর্ব্বচ. যদিও এই বিষয় আমি অনেকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি. তথাপি আমার আপনকার প্রতি একান্ত বিশ্বাস থাকায় আপনাকে বিস্তারক্রমে এই বিষয় বর্ণন করিতে অনুরোধ করিতেছি, আপনি ইহা কীর্ত্তন করিবার উপযুক্ত পাত্র। জৈগীষব্য, অসিত দেবল, বিপ্রর্ষি পরাশর, ধীমান্ বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুকদেব, গৌতম, আর্ষ্টিসেন, মহাত্মা গর্গ, নারদ, আসুরি, ধীমান্ পুলস্ত্য, সনৎকুমার, মহানুভাব শুক্র, কশ্যপ এবং আমার পিতার প্রমুখাৎ পূর্ব্বে আমি এই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম। তদনন্তর, রুদ্র, ধীমান্ বিশ্বরূপ, দেবগণ, পিতৃগণ ও দৈত্যগণের নিকট হইতে এই নিত্য বেদ্য বিষয় আমি জ্ঞাত হইয়াছি, ইহাকেই সকলে নিত্য বস্তু কহিয়া থাকেন। অতএব হে ব্রাহ্মণ! আমি আপনকার বুদ্ধি-দ্বারা স্থিরীকৃত এই তত্ত্ব বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি শাস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রগল্ভ এবং অতিশয় বুদ্ধিমান্. আপনকার কিছুই অবিদিত নাই, আপনি শ্রুতি সকলের আশ্রয় রূপে স্মৃত হইয়াছেন। হে ব্রাহ্মণ! দেবলোকে এবং পিতৃলোকে ইহাই কথিত হয় যে, ব্রহ্মলোকগত মহর্ষিগণই তত্ত্ব বিষয় কহিয়া থাকেন। তাপদাতা আদিত্য নিত্য আপনার উপদেষ্টা, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি সমস্ত সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বিশেষত যোগ-শাস্ত্রও জানিয়াছেন, আপনি চরাচর জ্ঞান গোচর করত নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আমি আপনার নিকট মণ্ডময় ঘৃতের ন্যায় নিরতিশয় স্বাদময় তত্ত্ব-জ্ঞান বিষয় শ্রবণ করিতে কামনা করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব সত্তম! আমি বিবেচনা করি, তুমি সমস্ত শাস্ত্রই অবগত হইয়াছ, এক্ষণে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তদ্বিষয় আমি যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ কর। হে গন্ধর্ব্ব-রাজ! পুরুষ অবুধ্যমানা অর্থাৎ জড়া প্রকৃতিকে প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষকে প্রকাশ করিতে পারে না; সাংখ্য ও যোগমতাবলম্বি তত্ত্বজ্ঞগণ শ্রুতি দর্শনানুসারে এই পুরুষের প্রতিরোধ-নিবন্ধন অর্থাৎ প্রকৃতিতে চিৎ-প্রতিবিম্ব হেতু প্রকৃতিকে প্রধান কহিয়া থাকেন। ভূতাত্মা এক হইয়াও ভূতে ভূতে অবস্থান করিয়া আছেন, তিনি এক হইয়াও জলে প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বহুধা দৃষ্ট হয়েন, চিৎ-প্রতিবিম্বিতা বুদ্ধিই আমি এই প্রত্যয়ের বিষয়। হে অনঘ! চিদাভাস হইতে স্বতন্ত্র সাক্ষী জাগ্রদাদি অবস্থায় অথবা প্রকৃতি পুরুষের বিবেককালে বিকার বিশিষ্ট অব্যক্ত ও আত্মাকে অবলোকন করে, আর সুষুপ্তি দশায় অথবা নির্ব্বিকল্পক-সমাধি সময়ে পরমাত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে, অতএব সাক্ষী যৎকালে সাক্ষ্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট রহে, তৎকালে জীব এবং সাক্ষ্য-বিযুক্ত হইলেই আত্মরূপে প্রকাশিত হয়েন। যে ব্যক্তি আত্মাকে অবলোকন করত তাঁহার সহিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছুই দর্শন করিতে সমর্থ নহেন। আত্মা এই অভিমান করেন যে, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য আর কেহই নাই। জ্ঞানদর্শি মনুজগণ প্রকৃতিকে আত্মভাবে গ্রহণ করেন না। মৎস্য জলেই অনুগত হইয়া থাকে, তাহার তাদৃশ প্রবৃত্তি হেতু সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, মৎস্য জলে থাকিয়া যেরূপ প্রকাশ পায়, আত্মাও অব্যক্ত-দ্বারা আবৃত থাকিয়া তদ্রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নিয়ত সহবাস ও সাভিমান-বশত জীব সস্নেহ হয়, যাবৎকাল পর্য্যন্ত জীব পরমাত্মার সহিত অভেদ না হয়, তাবৎকাল সংসারে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! আমি চিদাত্মা অন্য, আর এই বিষয়াদি আত্ম-ভিন্ন পদার্থ অন্য, জীব যখন এইরূপ জ্ঞান করে, তখন

সে কেবলীভূত হইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করে। হে রাজন্য! জীব স্বতন্ত্র ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র, কিন্তু পরমাত্মার জীবে অধিষ্ঠান হেতু সাধুগণ উভয়কে একভাবে অনুভব করিয়া থাকেন।

হে কাশ্যপ! জন্ম মৃত্যু ভয়ে ভীত যোগ ও সাংখ্য মতাবলম্বি মনীষিগণ জীবকে অবিনাশী বলিয়া অভিনন্দন করেন না; তাঁহারা শুচি ও আত্ম-পরায়ণ হইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করেন। আত্মা যখন বিশুদ্ধ হয়েন, তখন পরমাত্ম দর্শনে সমর্থ হয়েন, তখন তিনি সর্ব্ববিৎ ও জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া পুনর্ব্বার আর জন্ম লাভ করেন না। হে অনঘ! এই ত আমি শ্রুতি নিদর্শনানুসারে অপ্রতিবুদ্ধ প্রকৃতি বুধ্যমান জীব ও বুদ্ধ-ব্রহ্মতত্ত্ব যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। হে কাশ্যপ! যে ব্যক্তি দ্রষ্টা ও তদিতর বস্তুকে দর্শন না করে, মোক্ষ বিষয়ে হিতকর ও দৃক্ দৃশ্যের অন্যত্ব নির্ব্বিকল্পভাবে না দেখে সেই সাক্ষ্য-নির্ম্মুক্ত ও সাক্ষিরূপ চিদাভাস জগৎ কারণ এবং মহদাদি কার্য্য বিলোকন করিতে সমর্থ হয়।

বিশ্বাবসু কহিলেন, হে বিভো! আপনি সত্য শুভকর ও মোক্ষ-সাধনের উপায়ভূত সম্যক্ ব্রহ্মতত্ত্ব যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন, অতএব আপনার নিয়ত অক্ষয় মঙ্গল হৌক্ এবং আপনার মন সতত যুক্ত থাকুক।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, সেই মহাত্মা এইরূপ কহিলে আমি তাঁহাকে পরম পরিতোষের সহিত দর্শন করিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সৌন্দর্য্য সম্পন্ন শরীর ধারণ করত স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিলেন। হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মলোকে খেচর সমীপে ভূমণ্ডলে ও রসাতলে যাঁহারা মোক্ষপথ অবলম্বন করিয়া বাস করেন, তিনি তাঁহাদের নিকট এই মোক্ষসাধন শাস্ত্র প্রদর্শন করিলেন। সাংখ্য মতাবলম্বি মানবগণ যেমন সাংখ্য-ধর্ম্মে রত, তদ্রূপ পাতঞ্জল মতাবলম্বি মনুষ্য সকল যোগ-ধর্ম্মে অনুরক্ত, তদতিরিক্ত যে সমস্ত মনুজগণ মোক্ষ কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

হে রাজ-শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র! 'জ্ঞান হেতু মোক্ষ হইয়া থাকে, অজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় না।' পণ্ডিতেরা ইহাই কহিয়া থাকেন, অতএব যে জ্ঞান-দ্বারা আত্মাকে জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, যথার্থরূপে সেই জ্ঞানের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা নীচ জাতি শূদ্র হইতেও জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রদ্দধান ব্যক্তির তদ্বিষয়ে নিয়ত শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির নিকট জন্ম মৃত্যু প্রবেশ করিতে পারে না। সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, যেহেতু ব্রহ্মা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সকলেই নিয়ত 'ব্রহ্ম' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, অতএব আমি ব্রহ্ম-বুদ্ধি-বশত তত্ত্ব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়, সুতরাং এই দৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্ম। ব্রহ্মার আস্য হইতে ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, বাহু-দ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় সকল প্রসূত হইয়াছেন, নাভিতে বৈশ্য সমুদয় প্রসূত হয়, আর পাদ-যুগল হইতে শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব সকল বর্ণকেই অন্য প্রকার বিবেচনা করা বিধেয় নহে। রাজন্! এই সকল বর্ণ অজ্ঞান-বশত যে প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদনুসারে কর্ম্ম-যোনি ভজনা করে এবং ইহারা জ্ঞান হীন হইয়া ঘোরতর অজ্ঞান-বশত প্রাকৃত যোনি-জালে পতিত হয়। অতএব সর্ব্ব বর্ণ গত জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমি তোমাকে কহিয়াছি।

হে নরেন্দ্র! যিনি জ্ঞান-নিষ্ঠ তিনিই ব্রাহ্মণ, অতএব যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জ্ঞান অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারই নিমিত্ত এই মোক্ষ শাস্ত্র নিত্য সিদ্ধ, ইহাই প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। রাজন্! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমি যথার্থরূপে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলাম, অতএব এক্ষণে বিশোক হও এবং জ্ঞানালোচনায় পারদর্শী হও, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছিলে, সম্প্রতি তোমার নিয়ত স্বস্তি হউক।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজা মিথিলাধিপতি তৎকালে ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য-কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রীতিমান্ হইলেন। প্রদক্ষিণানন্তর মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গমন করিলে দেবরাত-তনয় মোক্ষবিৎ নরপতি তৎকালে ব্রাহ্মণগণকে কোটি গো, সুবর্ণ ও অঞ্জলিপূর্ণ রত্ন প্রদান করিলেন। মিথিলাধিপতি তদানীং পুত্রকে বিদেহ-রাজ্য প্রদান-পূর্ব্বক যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! তিনি প্রাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করত সাংখ্য-জ্ঞান ও সমস্ত যোগ শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি অনন্ত অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ পরিশূন্য ইহা মনোমধ্যে নিশ্চয় করিয়া নিয়ত একমাত্র পরমাত্ম-তত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ সত্যাসত্য ও জন্ম মৃত্যু সকলই মিথ্যা, ইহা নিশ্চয় করিলেন। হে নরাধিপ! সাংখ্য ও যোগ মতাবলম্বি মানবগণ স্ব স্ব শাস্ত্র কৃত লক্ষণ অনুসারে এই ধর্ম্মাদিকে ব্যক্ত এবং বুদ্ধিপ্রভৃতিকে অব্যক্ত-ভাবে নিয়ত অবলোকন করেন। পণ্ডিতেরা কহেন, ইষ্টানিষ্ট-বিমুক্ত পরাৎপর ব্রহ্ম যিনি স্থাণুর ন্যায় নিয়ত অচল ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই শুচি, অতএব তুমিও তাঁহাকে জানিয়া শুচি হও। হে নরবর! যাহা দান করা যায়, যাহা লাভ করা যায়, যাহা দান করিতে অনুমত হয়, যাহা দান করে এবং যাহা প্রতিগ্রহ করে, সেই দীয়মান গবাদি সমুদয়ই আত্মা; সেই একমাত্র আত্মা হইতে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? তুমি সতত এই প্রকার জ্ঞান কর অন্যথা চিন্তা করিও না। যে ব্যক্তি সগুণ বা নির্গুণ প্রকৃতিকে জানিতে সমর্থ নহে, সেই বিপশ্চিৎ মানবের তীর্থ সেবা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। হে কুরু-নন্দন! স্বশাখোক্ত বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হয় না; মনুষ্য পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই সকলের পূজনীয় হয়েন এবং ক্রমশ মহত্তত্ত্বের স্থান অহঙ্কার ও অহঙ্কারের ও পরতর স্থান সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত শাস্ত্র-পরায়ণ মানবগণ অব্যক্ত হইতে পরম শ্রেষ্ঠ জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত কার্য্য কারণ ভাবে সদসৎ নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা পরম পদ লাভে সমর্থ হয়েন। রাজন্! পূর্ব্বে আমি রাজর্ষি জনকের নিকট হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞ সকল শ্রেষ্ঠ নহে। জ্ঞান-দ্বারা জীব জন্মনিধন-স্বরূপ দুর্গ উত্তীর্ণ হয়, যজ্ঞ-দ্বারা তাহা কদাচ পার হইতে পারে না।

রাজন্! জ্ঞানবিৎ মানবগণ ভৌতিক জন্ম-নিধনকেই দুর্গ কহেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই দুর্গ নহে। মনুষ্য যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রত-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে পতিত হয়, অতএব শুচি হইয়া পরাৎপর বিমোক্ষ বিমল পবিত্র পরব্রহ্মের উপাসনা কর। হে পার্থিব! ক্ষেত্রজ্ঞান-পূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞান-যজ্ঞের উপাসনা করিলে জ্ঞানী হইবে। উপনিষৎ পাঠে যে উপকার হয়, পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক্য, নৃপতি জনকের সেই উপকার করিয়াছিলেন। তিনি যে শাশ্বত অব্যয় পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি শুভ, অমৃত ও শোক বিবর্জ্জিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন।

যাজ্ঞবল্ক্য জনক সংবাদে অষ্টাদশাধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১৮॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য মহৎ ঐশ্বর্য্য বিপুল-বিত্ত অথবা দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে? সুমহৎ তপস্যা, কর্ম্ম, কিম্বা শাস্ত্র-জ্ঞান অথবা রসায়ন প্রয়োগ, ইহার মধ্যে কি করিলে জরা মরণ প্রাপ্ত না হয়?

ভীষ্ম বলিলেন, প্রাচীনেরা এবিষয়ে পঞ্চশিখ নামক কোন ভিক্ষুর সহিত জনকের যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাসটিকে উদাহরণ দিয়া

থাকেন। বিদেহ-বংশীয় জনক রাজা ধর্ম্মার্থ সংশয়-চ্ছেদি বেদবিত্তম মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তপস্যা, বুদ্ধি, কর্ম্ম বা শাস্ত্র জ্ঞান এই সকলের মধ্যে কাহার দ্বারা মনুষ্য জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? অপরোক্ষবিৎ মহর্ষি বিদেহরাজ-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, জন্ম মরণের নিবৃত্তি নাই এবং কোন প্রকারে যে তাহার নিবৃত্তি হয় না, ইহাও নহে। দিবা রাত্রি ও মাস সকলের নিবৃত্তি হয় না, যিনি অনিত্য হইয়াও চিরকালের নিমিত্ত নিত্য পথ অবলম্বন করেন, অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ-নিষ্ঠ হয়েন, তিনিই জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ। সর্ব্বভূতের সমুচ্ছেদ যেন সতত স্রোতে ভাসমান হইতেছে, প্লব-বিহীন কাল-সাগরে যাহাকে ভাসমান দেখা যায়, সেই নিমগ্ন হয়, জরা-মৃত্যুরূপ মহাগ্রাহ-দ্বারা গৃহীত হইয়া কেহ প্রত্যাগত হয় না। কাল-সাগরে ভাসমান মানবের কেহই আত্মীয় নাই এবং সে কাহারও আত্মীয় নহে, পত্নী ও অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত মিলন পথিক-জনের সহিত মিলনের ন্যায় অচিরকাল স্থায়িমাত্র। জীব পূর্ব্বে কখন কাহারও সহিত অত্যন্ত সহবাস লাভ করে নাই, যখন যাহার সহিত মিলিত হয় তখনই তৎকর্ত্তৃক রোদন সহ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বায়ুবেগে যেমন মেঘ সমুদয় চালিত হয়, তদ্রূপ কাল-বশত যাহারা গমন করে, তাহারা আর প্রত্যাগত হয় না। জরা মৃত্যু বৃকের ন্যায় ভূতগণকে ভক্ষণ করে, বলবান্ কি দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র বা মহৎ কাহারও জরা মৃত্যুর নিকট হইতে নিস্তার নাই। ঈদৃশ অনিত্য ভূতগণের মধ্যে নিত্য-ভূত ভূতাত্মা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব ভূত সকল জন্ম গ্রহণ করিলে লোকে কেনই বা হৃষ্ট হয়, আর মৃত হইলে কেনই বা সন্তাপ করিয়া থাকে? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি আমি কে, কোথায় যাইব, আমি কার, কোথায় ছিলাম, কি হেতু কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিব, ইহা কি আলোচনা করিয়া থাক? স্বর্গ ও নরকের দ্রষ্টা অন্য কে আছে? অতএব আগম সমুদয় অতিক্রম না করিয়া দান ও যজন করা বিধেয়।

পঞ্চশিখ জনক-সংবাদে একোনবিংশ-
ত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩১৯॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কুরুরাজর্ষি-সত্তম! কোন্ ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া বুদ্ধির বিলয়াস্পদ মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। হে পিতামহ! এই স্থূল শরীর ও লিঙ্গ শরীর যে প্রকারে পরিত্যক্ত হয় এবং মোক্ষের পরমতত্ত্ব কি, আপনি আমাকে তাহাই বলুন?

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভারত! এবিষয়ে সুলভা ও জনকের সংবাদ সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাসকে প্রাচীনেরা দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। পুরাকালে মিথিলা দেশে সন্ন্যাস-ফলদর্শী জনক নামে কোন ভূপতি ছিলেন, তিনি ধর্ম্ম ধ্বজ বলিয়া বিখ্যাত আছেন। তিনি মোক্ষ-শাস্ত্র বেদ এবং স্বকীয় দণ্ড-নীতি শাস্ত্রে বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রিয় সমুদয় সমাধান করত এই পৃথিবী শাসন করেন। হে নরনাথ! প্রাজ্ঞ পুরুষগণ সেই বেদবিদ্ ভূপতির সাধু-বৃত্ততা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার সেই চরিত্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। সেই সত্যযুগে যোগ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারিণী সুলভা নামে ভিক্ষুকী একাকিনী এই মহীতলে বিচরণ করিতেন। তিনি এই সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করত যে যে স্থানে উপনীত হয়েন, সেই স্থানেই ত্রিদণ্ডিগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন, ভূমণ্ডলের মধ্যে মিথিলেশ্বরই মোক্ষধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠ। তিনি এই অতিসূক্ষ্ম কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সত্য কি না, এই সংশয় করত জনক-রাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সংকল্প করিলেন। তৎকালে সেই অনিন্দিতাঙ্গী যোগবলে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক অনুত্তম রূপ-ধারণ করিলেন। সেই কমল-

লোচনা সুভ্রু শীঘ্রগামি অস্ত্রের ন্যায় গতি অবলম্বন করত চক্ষুর্নিমেষমাত্রে বিদেহ রাজধানীতে গমন করিলেন। তিনি বহুল জন-সঙ্কুল পরম রমণীয় মিথিলা নগরে উপনীত হইয়া ভৈক্ষ্যচর্য্যা ছলে মিথিলেশ্বরকে দর্শন করিলেন। রাজা তাঁহার নিরতিশয় সৌকুমার্য্য-সমন্বিত শরীর সন্দর্শনে মনে মনে 'ইনি কে, কাহার কন্যা, কোথা হইতে আসিলেন!!' ইহা চিন্তা করত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর, নৃপতি তাঁহার স্বাগত জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া পাদ-প্রক্ষালণ, পূজা ও উত্তম অন্ন দান দ্বারা তৃপ্তি করিলেন। ভিক্ষুকী সুলভা ভোজন করিয়া প্রীতিমতী হইয়া মিথিলাধিপতি মুক্ত কি না, তদ্বিষয়েসংশয় করত সমস্ত ভাষ্যবিৎ অর্থাৎ সুত্রার্থজ্ঞ ঋষিগণের মধ্যে মন্ত্রি-মণ্ডলে পরিবৃত রাজাকে মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যোগজ্ঞা সুলভা জনককে মোক্ষধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমত নিজ নেত্র রশ্মি দ্বারা তাঁহার নেত্র রশ্মি সংযত করত নিজ বুদ্ধি-দ্বারা নৃপতির বুদ্ধি মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত করিলেন। হে নৃপবর! রাজা জনকও আপনার অজেয়ত্ব অভিমানে গর্ব্ব করত সুলভার আশয়ের অভিভব করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অভিপ্রায় নিজ অভিপ্রায়-দ্বারা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সহিত সমভাবে এক দেহে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা রাজ-চিহ্ন ছত্রাদি এবং সুলভাও যতি-চিহ্ন ত্রিদণ্ড-প্রভৃতি পরিহার করায় অর্থাৎ উভয়ে স্থূল দেহের চিহ্ন সমুদয় পরিত্যাগ করিলে সেই একমাত্র অধিষ্ঠানে এই কথোপকথন হইয়াছিল শ্রবণ কর।

জনক কহিলেন, ভগবতি! আপনকার এই আচরণ কোথায় হইল, আপনি কাহার কন্যা, কোন স্থান হইতে আগমন করিতেছেন, এক্ষণে কোথায় গমন করিবেন? মহীপতি জনক সুলভাকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, শাস্ত্র-জ্ঞান, বয়ঃক্রম অথবা জাতিতে সদ্ভাব হয় না, অতএব আমার নিকটে যখন সমাগম হইয়াছে, তখন এই সকল বিষয়ের উত্তর জানা উচিত। আমি রাজা হইয়াও ছত্রাদি রাজ-চিহ্ন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছি, ইহা যথার্থরূপে বিদিত হউক। আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার নিকটে মাননীয়া হইয়াছেন, পূর্ব্বে আমি যাঁহা হইতে এই বৈশেষিক জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং আমি ভিন্ন অন্য কেহ যাহার বক্তা নাই, সেই মোক্ষ হেতু আমার নিকট শ্রবণ করুন। পরাশরের সগোত্র মহাত্মা বৃদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চশিখের আমি প্রিয় শিষ্য, সাংখ্য-জ্ঞান, যোগ ও রাজবিধি এই ত্রিবিধ মোক্ষধর্ম্মের পথে আমি সঞ্চরণ করত সংশয়াপনোদন করিয়াছি। সেই পঞ্চশিখ শাস্ত্র-দৃষ্ট পথে পরিভ্রমণ করত প্রতি বৎসর চারি মাস কাল আমার নিকটে পরম সুখে বাস করিতেন। সেই সাংখ্য-জ্ঞানী সুদৃষ্টার্থ গুরু প্রমুখাৎ আমি ত্রিবিধ মোক্ষ হেতু শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু রাজ্য হইতে বিচলিত হই নাই। আমি সেই গুরূপদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক মুক্তরাগ হইয়া একাকী পরম পদে অবস্থান করত নিখিল-বৃত্তি-সম্পন্ন ত্রিবিধ মোক্ষ সংহিতা আচরণ করিয়া থাকি। বৈরাগ্যই এই মোক্ষ-সাধনের উপায়, জ্ঞান হেতু বৈরাগ্য জন্মে এবং বৈরাগ্য-দ্বারা পুরুষ মুক্ত হয়। জ্ঞান-দ্বারা মনোনাশ হেতু যোগাভ্যাস হইয়া থাকে; যোগাভ্যাস-দ্বারা আত্ম জ্ঞান লাভ হয়, আত্ম জ্ঞানই জীবের সুখ দুঃখাদি মোক্ষের হেতু, আর যদ্দ্বারা মৃত্যু জয় করিতে পারা যায়, তাহাকেই সিদ্ধি কহে। আমি সঙ্গ হীন এবং মোহ বিহীন হইয়া ইহলোকে বিচরণ করত সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত সেই পরমা-বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। জল-দ্বারা আপ্লাবিত, সুতরাং মৃদু মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্র যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে, মানবগণের কর্ম্ম তদ্রূপ বীজ স্থানীয় হইয়া পুনর্জ্জন্মের অবতারণ করিয়া থাকে। যে কোন

কপালে উত্তাপিত বীজ যেমন অঙ্কুরের হেতু হইয়াও অঙ্কুর জননে অসামর্থ্য নিবন্ধন উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ভিক্ষু পঞ্চশিখাচার্য্য আমার বুদ্ধিকে বাসনা বীজ-শূন্য করিয়াছেন, সুতরাং তাহা বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আমার বুদ্ধি শত্রুবধাদি অনর্থে বা, বনিতা সঙ্গ বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করে না, যেহেতু রোষ ও রাগের ব্যর্থতা নিমিত্ত কোন বিষয়েই অনুরক্ত নহে। যদি কোন ব্যক্তি আমার দক্ষিণ-বাহু চন্দন-দ্বারা সিক্ত করে, আর কোন জন বাম অস্ত্র-দ্বারা আমার বাম বাহু ছেদন করে, সে উভয় ব্যক্তিই আমার নিকট সমান। তদবধি আমি সুখী সিদ্ধার্থ লোষ্ট পাষাণ সুবর্ণে সমদর্শী, মুক্ত-সঙ্গ ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিগণের সহিত নির্ব্বিশেষ হইয়াও রাজ্য কার্য্য করিতেছি। কোন কোন মোক্ষবিত্তম মনীষিগণ মোক্ষ বিষয়ে ত্রিবিধ নিষ্ঠা দৃষ্টি করিয়াছেন, লোকোত্তর-জ্ঞান ও কর্ম্ম সকলের এককালে পরিত্যাগকে কেহ কেহ মোক্ষের উপায় কহিয়া থাকেন, কোন কোন মোক্ষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত জ্ঞান-নিষ্ঠাকেই মোক্ষের সাধন কহেন, আর কোন কোন সূক্ষ্মদর্শি যতিগণ কর্ম্ম-নিষ্ঠাকেই মোক্ষের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু মহানুভাব পঞ্চশিখ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-কৃত উপকারের নিরপেক্ষ কেবল জ্ঞানকেই মোক্ষের কারণ কহিয়াছেন, সুতরাং ইহা তৃতীয়া নিষ্ঠা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ এবং স্নেহ এই সকলের মধ্যে গৃহস্থ ব্যক্তির যদি যম নিয়মাদি থাকে, তবে তিনি সন্ন্যাসি তুল্য, আর সন্ন্যাসী যদি কাম, দ্বেষ, দম্ভবান্ হয়েন, তবে তিনি গৃহস্থ-সদৃশ। যদি জ্ঞান-দ্বারাই মোক্ষ হয়, তবে ত্রিদণ্ডাদি ধারণে প্রয়োজন কি? পরিগ্রহের যদি তুল্য কারণতা হয়, তবে ছত্রাদি ধারণ মোক্ষের প্রতিবন্ধক নহে অর্থাৎ জ্ঞান-দ্বারাই মোক্ষ হয়, ইহা যখন সিদ্ধ হইল, তখন ত্রিদণ্ড ধারণ ও ছত্র ধারণ উভয়ই সমান। এই জগতে যে যে কারণ দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, স্বার্থ পরিগ্রহ বিষয়ে সকলেই সেই কারণ অবলম্বন করিয়া থাকে, প্রয়োজনের অল্পতা কিম্বা বাহুল্য বন্ধ মোক্ষের হেতু হয় না, কিন্তু তাহাতে আসক্তি ও অনাসক্তিই বন্ধ মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য আশ্রমে দোষ দর্শন করত আশ্রমান্তরে গমন করে, সে এক আশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য আশ্রম অবলম্বন করায় সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হয় না। নিগ্রহ ও অনুগ্রহ-স্বরূপ আধিপত্য যখন তুল্য হইতেছে, তখন রাজাদিগের সহিত ভিক্ষুক সকলকে সমান-জ্ঞান করিতে হইবে, অতএব ভিক্ষুকেরা যদি নৃপতিগণের তুল্য হইলেন, তবে কি কারণে মুক্ত হইবেন? আর জ্ঞান দ্বারা কেবল সত্তোই যদি আধিপত্য হয়, তবে এই দেহে থাকিয়াই উভয়েই সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। কাষায় বসন পরিধান মস্তক-মুণ্ডন ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ-প্রভৃতি আশ্রম পরিচায়ক যে সমুদয় চিহ্ন আছে, আমার বিবেচনায় তৎসমুদয় কেবল উৎপথ-স্বরূপ মাত্র, মোক্ষের নিমিত্ত নহে। আশ্রম পরিচায়ক চিহ্ন থাকিলেও জ্ঞানই যদি অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির কারণ হয়, তবে দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ নিরর্থকমাত্র। অথবা দুঃখ শৈথিল্য দর্শন করিয়া যদি আশ্রম পরিচায়ক চিহ্ন ধারণে প্রবৃত্তি হয়, তবে সমান প্রয়োজন-নিবন্ধন ছত্রাদি ধারণ করিতে প্রবৃত্তি না হইবে কেন? অকিঞ্চনতা থাকিলেই মোক্ষ হয় না এবং কিঞ্চনতা হেতু বন্ধ ঘটে না, জীব অকিঞ্চন হউক বা কিঞ্চনই হউক, জ্ঞান দ্বারাই মুক্ত হইয়া থাকে, অতএব বন্ধনের আয়তন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও রাজ্য পরিগ্রহ সত্ত্বেও আমাকে অবন্ধ্য-পদে অবস্থিত জানিবে। আমি এই জগতে মোক্ষ-রূপ পাষাণ-শাণিত ত্যাগ রূপ অসি-দ্বারা স্নেহায়তন বন্ধন-স্বরূপ রাজৈশ্বর্য্যময় পাশ ছেদন করিয়াছি, অতএব সঙ্গবান্ ব্যক্তি বদ্ধ হয় এবং ত্যাগশীল মানবই মুক্ত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুকি! আমি প্রাগুক্ত প্রকারে মুক্ত হইয়াছি, সম্প্রতি তোমার প্রতি আস্থা হইয়াছে, তোমার রূপ যোগানুষ্ঠানের অনুরূপ নহে, তাহা কহিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। তোমার সৌকুমার্য্য সৌন্দর্য্য সুশ্রী শরীর ও যৌবন সময় এই সমস্তই আছে, অথচ যোগ-প্রভাবও রহিয়াছে, সৌকুমার্য্য প্রভৃতি এবং যোগানুষ্ঠান পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমুদয় তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, এজন্য আমার সংশয় হইতেছে, তুমি যোগসিদ্ধা ব্রাহ্মণী অথবা যক্ষ বা রাক্ষস-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ? তোমার ত্রিদণ্ড ধারণের চেষ্টা একান্ত অসদৃশ; যেহেতু তাহাতে শরীর শোষণাদির আবশ্যকতা আছে, কিন্তু তোমার তাহা নাই। 'এই ব্যক্তি মুক্ত কি না' এই সংশয়-বশত তুমি রূপাদি-দ্বারা আমাকে অভিভুত করিতে উদ্যোগ করিতেছ, কিন্তু কাম সমাযুক্ত যোগিজনের ত্রিদণ্ড ধারণ বিহিত নহে, তুমিও এই আশ্রম পরিচায়ক চিহ্ন রক্ষা কর না আর মুক্ত ব্যক্তির কোন বিষয় গোপন করাও উচিত হয় না। আমার শরীরে প্রবেশ করত অর্থাৎ স্বভাবত আমার পূর্ব্ব শরীর আশ্রয় করায় তোমার যে ব্যতিক্রম অর্থাৎ ব্যভিচার ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। আমার রাজ্যে বা রাজধানী মধ্যে কাহার সাহায্যে তুমি প্রবেশ করিলে এবং কাহার নিকট হইতে আসিয়া আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে? তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী, আমি ক্ষত্রিয়; অতএব আমাদিগের একত্র যোগ হইতে পারে না, সুতরাং বর্ণসঙ্কর করিও না। তুমি মোক্ষধর্ম্মে অবস্থান করিতেছ, আমি গৃহস্থ আশ্রমে বসতি করিতেছি, অতএব এই আশ্রম সঙ্করও দ্বিতীয়ত তোমার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইতেছে। তুমি আমার সগোত্রা বা অসমানগোত্রা তাহা আমি জানি না, তুমিও আমাকে জান না, কিন্তু যদি তুমি সগোত্রের শরীরে আবেশ করিয়া থাক, তবে তৃতীয়ত তোমার গোত্র-সঙ্কর দোষ ঘটিতেছে। পক্ষান্তরে যদি তোমার পতি জীবিত থাকেন এবং জীবিত থাকিয়া কোন প্রদেশে বাস করেন, তবে পরভার্য্যা অগম্যা, সুতরাং চতুর্থত ধর্ম্ম শঙ্কর উপস্থিত হইতেছে; অতএব তুমি সন্ন্যাসিনীর বেশে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের নিমিত্ত যদি আগমন করিয়া থাক, তবে গোত্রাদি না জানিয়া অগ্রে আমার শরীরে প্রবেশ করা তোমার উচিত হয় নাই।

পক্ষান্তরে তুমি কার্য্যাপেক্ষিণী হইয়া অবিজ্ঞান অথবা মিথ্যা-জ্ঞান বশত প্রথমত এই সকল অকার্য্য করিতেছ, ইহা অতিশয় অবিহিত। দ্বিতীয়ত তুমি নিজ দোষে কোন পুরুষের প্রতি যদি স্বাধীনতা প্রকাশ কর, তবে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, এজন্য তোমার যাহা কিছু শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাহাও নিরর্থক হইতেছে। তৃতীয়ত তুমি প্রকাশে নির্গত হইয়াছ, ইহাতেও তোমার প্রীতি বিঘাতক দুষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তুমি জয়াভিলাষিণী হইয়া কেবল আমাকেই জয় করিতে অভিসন্ধি করিয়াছ, এমন নহে, আমার এই পরিষৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত পণ্ডিতগণকেও জয় করিতে তোমার অভিলাষ আছে। মৎপক্ষে প্রতিঘাত এবং স্বপক্ষের উদ্ভাবনার্থ তুমি এই পূজ্যাগারে প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ। তুমি পরের উৎকর্ষ অসহিষ্ণুতারূপ অমর্ষ-জনিত যোগ সমৃদ্ধিমোহে মোহিত হইয়া বিষ ও অমৃতের ঐক্যের ন্যায় পুনর্ব্বার যোগ অর্থাৎ পরবুদ্ধির সহিত নিজ বুদ্ধির সম্বন্ধ বিধান করিতেছ। স্ত্রী পুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া উভয়ে যদি মিলিত হয়, তবে তাহাদিগের মিলন অমৃত সমান হইয়া থাকে, আর অনুরক্ত দম্পতীর যে অমিলন তাহা বিষোপম দোষরূপে পরিণত হয়, অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, সাধু-জ্ঞান কর, সন্ন্যাসি শাস্ত্র পালন কর।

'আমি মুক্ত কি না' ইহা জানিবার জন্য তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে আমার নিকটে তোমার এই সমস্ত অভিপ্রায় গোপন করা উচিত

নহে। তুমি যদি স্বকার্য্য অথবা অন্য কোন মহীপতির কার্য্য-বশত এরূপ করিয়া থাক, তবে বেশান্তর পরিগ্রহ করত আমার নিকট এপ্রকার সত্য গোপন করা তোমার একান্ত অনুচিত। নৃপতির নিকটে মিথ্যা-বেশে গমন করিবে না, ব্রাহ্মণের সন্নিধানে ছদ্ম-বেশে উপনীত হইবে না এবং পতিব্রতা বনিতার সমীপে কপটাচারে প্রবেশ করিবে না; যাহারা এই সকল ব্যক্তির নিকটে মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারা হত হয়। মহীপালগণের বল ঐশ্বর্য্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বল বেদ এবং অবলাগণের রূপ, যৌবন, সৌভাগ্যই অনুত্তম বল-স্বরূপ; অতএব ইহাঁরা এই সমুদয় বল-দ্বারা বলবন্ত, সুতরাং যে ব্যক্তি স্বার্থ অভিলাষ করে, তাহার সরলভাবে ইহাঁদিগের নিকট গমন করা বিধেয়, ইহাঁদিগের সমীপে কপটতা করিলে কপটাচারীর বিনাশ হইয়া থাকে। তুমি যখন কপটাচারিণী হইয়াছ, তখন তোমার জাতি, শাস্ত্র-জ্ঞান, চরিত্র, অভিপ্রায়, আত্ম-স্বভাব এবং আগমন প্রয়োজন যথার্থরূপে বর্ণনা করা উচিত হইতেছে।

ভীষ্ম বলিলেন, সুলভা নরেন্দ্র-কর্ত্তৃক এই সমস্ত অসুখকর অযুক্ত ও অসমঞ্জস বাক্য-দ্বারা প্রত্যাদিষ্টা হইয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, পরন্তু নৃপতির বাক্য অবসান হইলে সেই চারুদর্শনা চারুতর বাক্য বলিতে উপক্রম করিলেন।

সুলভা কহিলেন, রাজন্! গুরুতর অক্ষর সংযুক্তত্ব-প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ নববিধ বাক্য দোষ এবং বক্ষ্যমাণ কামাদি নববিধ বুদ্ধি দোষ-বিহীন অতএব অষ্টাদশ গুণান্বিত সঙ্গতার্থ সূক্ষ্ম বাক্য আর পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষে গুণ-দোষ সংখ্যা, সংখ্যাত গুণ-দোষ সকলের বলাবল বিচার, বিনির্ণয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত এবং অনুষ্ঠান এই পঞ্চ বিষয় সমুচ্চিত হইয়া বাক্য অর্থাৎ শব্দাখ্য প্রমাণরূপে অভিহিত হয়। পদ বাক্য পদার্থ ও বাক্যার্থ এই চতুর্ব্বিধ ভেদ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মাদির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ শ্রবণ কর।

জ্ঞেয় পদার্থ সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলে জ্ঞান যখন বিভিন্ন হয় এবং বুদ্ধি যাহাতে নানাবিধ সংশয় করে, তাহাকেই সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় বাক্য কহে। কোন বিষয়ের অভিপ্রায় করিয়া দোষ ও গুণ সমুদয়ের বিভাগ অনুসারে বলাবল বিচার করাকে সাংখ্য বলিয়া অবধারণ কর, আর সংখ্যাত গুণ-দোষ সকলের মধ্যে ইহা পূর্ব্বে বক্তব্য ইহা পশ্চাৎ বিবক্ষিত এতাদৃশ বলাবল বিচারকে বাক্যবিৎ ব্যক্তিগণ ক্রম যোগ কহিয়া থাকেন। ধর্ম্ম কামার্থ মোক্ষ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক্যার্থ বিচারণার অবসান 'ইহাই সেই বাক্য' এইরূপ নিশ্চয়কে নির্ণয় কহে। হে নরপতে! ইচ্ছা দ্বেষ সমুদ্ভব দুঃখ-দ্বারা যে বিষয়ে উৎকর্ষ জন্মে অর্থাৎ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহা অবশ্য ত্যাজ্য, এই কর্ত্তব্যতা ও অসহ্যতা বিষয়ে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাহারই নাম প্রয়োজন। হে জনাধিপ! যথাক্রমে কথিত এই সূক্ষ্মাদি এক অর্থে পর্য্যাসিত হইয়া পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত বাক্য হয়, অতএব আমার বাক্যানুসারে তাহা নিশ্চয় কর।

আমি প্রাঞ্জল ও প্রসিদ্ধ অর্থ-সমন্বিত শ্লাঘ্য বিশেষণ সংযুক্ত অথচ সংক্ষিপ্ত শ্লেষাদি অষ্ট-গুণান্বিত অসন্দিগ্ধ পরমোৎকৃষ্ট কথা বলিব, যে সকল বাক্য কহিব তাহাতে গুরুতর অক্ষর নাই, অশ্লীল অমঙ্গল ও ঘৃণাকর শব্দ নাই, তাহা অনৃত, অসংস্কৃত অথবা ধর্ম্ম, কাম, অর্থ এই ত্রিবর্গের বিরুদ্ধ নহে। তাহাতে অসঙ্গত পদ নাই, ছন্দ ও ব্যাকরণ দোষযুক্ত শব্দ নাই, ক্লিষ্ট শব্দ অর্থাৎ বহুকষ্টে যাহার অর্থ বোধ হয় তাদৃশ পদ নাই, পদান্তরের অধ্যাহার করিতে হয় এতাদৃশ শব্দ নাই, লক্ষণা করিয়া যাহার অর্থ বোধ করিতে হয়, তদ্রূপ কোন পদ নাই এবং তাহা নিষ্প্রয়োজন ও যুক্তিহীন নহে।

আমি কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, দৈন্য, দর্প, দয়া, লজ্জা এবং অভিমান-বশতঃ কোন কথা বলিব না। রাজন্! বক্তা, শ্রোতা ও বাক্য যখন বিবক্ষা সময়ে অব্যগ্রভাবে সমান হয়, তখন বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বক্তব্য-কালে বক্তা যদি শ্রোতাকে অবজ্ঞা করে এবং স্বপ্রয়োজনীয় বিষয়কে পর প্রয়োজনরূপে প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে বাক্য অঙ্কুরিত হয় না। আর যে মানব স্বার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরার্থ প্রকটন করে, তাহাতে শঙ্কা জন্মে এবং তাদৃশ বাক্যও দোষ-বিশিষ্ট হয়।

রাজন্! যে বক্তা, আপনি ও শ্রোতা এই উভয়ের অবিরুদ্ধ বাক্য প্রকাশ করেন, তিনি সাধারণ নহেন। অতএব অবিক্ষিপ্ত চিত্ত ও একাগ্র হইয়া বাক্য সম্পত্তি সম্পন্ন অর্থ-সমন্বিত এই বাক্য শ্রবণ করা তোমার উচিত হইতেছে। মহারাজ! তুমি যে আমাকে 'তুমি কে কাহার কন্যা কোথা হইতে আসিতেছ' এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার উত্তর এই বাক্য একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। রাজন্! যেমন জতু ও কাষ্ঠ, পাংশু ও জলবিন্দু সকল সংশ্লিষ্ট হয়, ইহলোকে প্রাণিগণের সম্ভবও তদ্রূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় নানারূপ হইয়া জতু কাষ্ঠের ন্যায় আত্মাতে সংশ্লিষ্ট হয়। শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্নই হউক, অথবা সংহতই হউক, উহাদিগকে 'তুমি কে, বল' একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না, ইহা নিশ্চয় আছে এবং উহাদিগের পরস্পর আত্ম-পর জ্ঞান নাই। চক্ষু নিজরূপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে, শ্রবণেন্দ্রিয় আপনি আপনাকে জানিতে পারে না, ইহারা পরস্পর ব্যভিচার-দ্বারা বর্ত্তমান রহে না, অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়াও জল মিশ্রিত ধূলির ন্যায় পরস্পরকে জানিতে পারে না, অর্থাৎ সূর্য্য যেমন ঘটপটাদি বাহ্য বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ চক্ষুঃ কর্ণ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ দেহাশ্রিত হইয়াও আপনাকে বা অন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহারা অন্য বাহ্য গুণ অর্থাৎ আলোকাদির অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহাও আমার নিকট শ্রবণ কর।

রূপ চক্ষু ও আলোক এই ত্রিতয় দর্শন-জ্ঞানের সহকারী কারণ হইয়া থাকে, দর্শন-জ্ঞানের যেরূপ কারণ শ্রবণাদি জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ে তদ্রূপ সহকারিতা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে মন একটি বিশেষ গুণ; জীব যদ্দ্বারা সদসৎ বিচার করে, তাহাকেই মন কহে। পঞ্চ ভূত পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশের অতিরিক্ত বুদ্ধিকে দ্বাদশ গুণ বলা যায়, সংশয়াত্মক বোদ্ধব্য বিষয়ে জীব যদ্দ্বারা নিশ্চয় করে, তাহাকে বুদ্ধি কহে। সেই বুদ্ধি-মধ্যে সত্ত্ব নামে আর একটি গুণ আছে, তাহাকে বুদ্ধির উপাদান বলা যায়। রজ ও তমো গুণের অত্যন্ত অভিভব হইলে সত্ত্ব গুণের মধ্যতা এবং কিঞ্চিৎ অভিভব হইলে মহত্ত্ব হয়, জন্তু মহাসত্ত্ব অথবা অল্প-সত্ত্ব ইহা যদ্দ্বারা অনুমান করা যায়, তাহাকেই সত্ত্ব কহে। 'এই ব্যক্তি আমার অথবা আমার নহে' জীব যে সত্ত্ব-দ্বারা এইরূপ জ্ঞান করে, তাহাকে অহঙ্কার নামে চতুর্দ্দশ গুণ কহা যায়। রাজন্! অহঙ্কারে অপর একটি পঞ্চদশ গুণ স্মৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পঞ্চ-প্রাণ আকাশাদি পঞ্চ-ভূত পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ-কলার সমগ্রতা যাহা বাসনাত্মক জগৎরূপে অহঙ্কারে অবস্থিতি করে, তাহাকেই পঞ্চদশ গুণ বলা যায়। সেই বাসনাতে তাহার উপাদান-স্বরূপ ত্রিগুণাত্মক সংঘাতের ন্যায় জগদঙ্কুর বীজ-ভূত অবিদ্যা-সংজ্ঞক ষোড়শ গুণ বর্ত্তমান আছে, মায়া ও তৎ প্রকাশ এই গুণ-দ্বয় তাহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব মায়াকে সপ্তদশ ও তৎ প্রকাশকে অষ্টাদশ গুণরূপে গণ্য করিতে হইবে। আর সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, লাভ, হানি ও প্রিয়, অপ্রিয় এই দ্বন্দ্ব যোগ একোনবিংশ গুণ-স্বরূপে স্মৃত হইয়াছে. এই সমস্ত সুখ দুঃখাদি প্রকৃতির কার্য্য আর একোনবিংশতির উর্দ্ধতন কালনামক অপর একটি গুণ আছে, ইহাতে

ভূত সকলের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, ইহাকে বিংশতি দ্বারা সংখ্যাত জ্ঞান কর। এই বিংশতি সংখ্যক সংঘাত এবং দেহারম্ভক অংশ ব্যতিরিক্ত পঞ্চ মহাভূত, তদ্ভিন্ন সৎ ও অসৎভাবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রকাশক গুণ-দ্বয় সমুদয়ে সপ্তবিংশতি সংখ্যক গুণ, আর বিধি অর্থাৎ বাসনা বীজভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুক্র অর্থাৎ বাসনার উদ্বোধক সংস্কার ও বল অর্থাৎ বাসনা বিষয় প্রাপ্তির অনুকূল যত্ন এই ত্রিতয়ের সহিত মিলিত হইয়া উল্লিখিত সপ্তবিংশতি সংখ্যক গুণ সম্প্রতি ত্রিংশৎ সংখ্যা-দ্বারা সংখ্যাত হইতেছে। এই সমগ্র গুণ যাহাতে বর্ত্তমান রহে, তাহাকে শরীর বলা যায়। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যমতাবলম্বী বিপশ্চিৎ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিকে এই ত্রিংশৎ গুণের উপাদানরূপে দর্শন করেন, আর স্থূলদর্শী কণাদ-প্রভৃতি ব্যক্ত অর্থাৎ পরমাণু-প্রভৃতিকে উল্লিখিত গুণ সমুদয়ের উপাদানরূপে অবলোকন করেন। অব্যক্তই হউক, অথবা ব্যক্ত পরমাণু প্রভৃতিই হউক, কিম্বা চার্ব্বাক মতানুসারে চতুর্ব্বিধ পরমাণুই হউক, অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিবর্গের তৎসমস্তই অবিরুদ্ধ, যেহেতু মাদৃশ অধ্যাত্ম-চিন্তা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রকৃতিকেই সর্ব্বভূতের উপাদানরূপে বিলোকন করেন; এই যে অপরিস্ফুটা প্রকৃতি প্রাগুক্ত ত্রিশৎ সংখ্যক-কলা রূপে দৃশ্যত্ব লাভ করিয়াছে হে রাজেন্দ্র! আমি তুমি এবং অন্যান্য যে সকল শরীরী আছেন, সকলেই সেই ত্রিশৎ কলাত্মিকা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ, অর্থাৎ প্রতি শরীরে অবস্থিত আত্মা, অতএব আমাদিগের সকলেরই তন্মাত্রত্ব সিদ্ধ আছে। বিন্দু-ন্যাস-প্রভৃতি অবস্থা অর্থাৎ রেতঃ সেকাদি, শুক্র শোণিত সংযোগ বশত হইয়া থাকে; যাহার মিশ্রণ দ্বারা কলন অর্থাৎ শুক্র শোণিতের পরস্পর সংঘটন জন্মে। সেই কলন হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি হয়, বুদ্বুদ হইতে পেশী জন্মে, পেশী হইতে অঙ্গসকল উৎপন্ন হয় এবং অঙ্গ হইতে নখ ও রোম সকল নির্গত হইয়া থাকে।

হে মিথিলা-রাজ! নবম মাস সম্পূর্ণ হইলে জঠরস্থ জন্তুর স্ত্রী অথবা, পুরুষের চিহ্ন অনুসারে নাম রূপ জন্মে। জাতমাত্রে রক্তবর্ণ নখ ও অঙ্গুলি-সমন্বিত যে কৌমাররূপ প্রকাশ পায়, তাহার রূপান্তর দ্বারা উপলব্ধি হয় না। কৌমাররূপ হইতে যৌবন এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি ক্রমে যে সমুদয়রূপ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপসকল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সর্ব্বভূত মধ্যে রূপাদি প্রকাশিকা পরিণামবতী-কলা সকলের প্রতিক্ষণেই রূপ বিপর্য্যয় হইতেছে, কিন্তু সূক্ষ্মতা-বশত তাহা লক্ষ্য হয় না। রাজন্! দীপ-শিখার গতির ন্যায় প্রত্যেক অবস্থায় রূপ সমুদয়ের উদয় ও লয় হইতেছে, কিন্তু তাহা বিভাবিত হয় না; উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন নিরন্তর ধাবমান হয়, তদ্রূপ এতাদৃশ প্রভাবসমন্বিত সমস্ত লোক যখন ধাবিত হইতেছে, তখন কে কোথা হইতে আসিতেছে বা, আসিতেছে না, ইহা কাহার বা, কাহার নয়, কোথা হইতে জন্মে, অথবা জন্ম গ্রহণ করে না, তাহার নিশ্চয় কি? ইহলোকে ভূত সকলের স্বকীয় অবয়বের সহিত কি সম্বন্ধ আছে? আপনার অবয়বের সহিত যখন আপনার সম্বন্ধ নাই, তখন তুমি যে আমাকে 'তুমি কে কাহার, কোথা হইতে আসিতেছ' ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা নিতান্ত অযুক্ত। লৌহ সম্বন্ধ-বশত সূর্য্যকান্ত মণি হইতে এবং পরস্পর সংঘর্ষণ-নিবন্ধন দারু হইতে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কলা সমুদয় হইতে জন্তুগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তুমি আত্ম-দেহে আপনি যেমন নিষ্কল আত্মাকে অবলোকন করিতেছ, তেমনি অন্য দেহে কি সেই আত্মাকে দেখিতে পাও না? যদি আপনাতে ও আত্মভিন্নে সমতা নিশ্চয় কর, তবে আমাকে 'তুমি কে, কাহার' ইত্যাদি প্রশ্ন কি নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে?

হে মিথিলানাথ! 'ইহা আমার এবং ইহা আমার নহে' যে ব্যক্তি এই দ্বন্দ্ব সকল হইতে বিমুক্ত হই-

য়াছে, তাদৃশ ব্যক্তির 'তুমি কে, কাহার' ইত্যাদি জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? যে মহীপাল শত্রু মিত্র উদাসীন বিজয় ও সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে বিহিত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাতে মুক্ত লক্ষণ কি আছে? ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ এই ত্রিবর্গ অসংকীর্ণ ভাবে তিন, আর ধর্ম্মার্থ ধর্ম্ম, কাম ও কামার্থ ধর্ম্ম কাম সংকীর্ণ ভাবে উভয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া তিন এবং ধর্ম্মার্থ কাম এই ত্রিতয় পরস্পর সংকীর্ণ ভাবে এক, এইরূপে সকল কর্ম্মে সপ্ত প্রকারে ব্যক্ত ত্রিবর্গকে যে জানে না, অথচ যে ত্রিবর্গের সহিত সঙ্গবান্ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে মুক্ত লক্ষণ কি আছে? প্রিয়, অপ্রিয়, দুর্ব্বল ও বলবান্ ব্যক্তিতে যাহার সমদৃষ্টি নাই, তাহাতে মুক্ত লক্ষণ কি আছে? রাজন্! অপথ্যভোজী রোগীর ঔষধ সেবনের ন্যায় তুমি যোগ-যুক্ত না হইয়াও যে মোক্ষ-বিষয়ে অভিমান করিতেছ, সেই অভিমান নিবারণ করা তোমার সুহৃদ্গণের উচিত হইতেছে।

হে অরিন্দম! সঙ্গ স্থান পত্নী-প্রভৃতিকে চিন্তা করিয়া আপনিই আপনাতে অবলোকন করিবে, ইহা ভিন্ন মুক্ত লক্ষণ অন্য আর কি হইতে পারে? মোক্ষ অবলম্বন করিয়া যে মানব অবস্থিতি করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে এই সমুদয় ও অন্যান্য সূক্ষ্মতর যে সমস্ত সঙ্গ-স্থান আছে, তথা শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদন এই চতুরঙ্গ-সমন্বিত যে সঙ্গ স্থান সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।

যিনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলকে এক-চ্ছত্র করিয়া শাসন করেন, একমাত্র তিনিই রাজা এবং তিনিই একাকী পুর-মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। সেই পুর-মধ্যে যাহাতে তিনি অবস্থিতি করেন, তাদৃশ একমাত্র তাঁহার গৃহ থাকে, রাত্রিকালে রাজা যাহাতে শয়ন করেন, গৃহ-মধ্যে তাদৃশ একমাত্র শয্যা রহে। সেই শয্যার অর্দ্ধাংশ তাঁহার পত্নীর অধিকৃত, এবম্বিধ প্রসঙ্গ ক্রমে নৃপতি ফলভাগী হয়েন, এইরূপে তিনি ভোজ্য বিষয় ভোজন আচ্ছাদন পরিমেয় গুণ সমুদয় এবং নিগ্রহানুগ্রহ সমস্ত বিষয়েই সতত পরতন্ত্র, তাঁহাকে স্বল্প বিষয়েও সম্যক্ আসক্ত হইতে হয়, সন্ধি বিগ্রহ সম্বন্ধে নৃপতির স্বতন্ত্রতা কোথায়? পত্নীগণের সন্নিধানে ক্রীড়া ও বিহারকালে নৃপতির নিয়তই অধীনতা আছে, মন্ত্রণা-কার্য্যে এবং মন্ত্রি-সমাজে তাঁহার স্বতন্ত্রতা কই? যখন তিনি সকলের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন তাঁহার স্বাধীনতা হয় বটে, কিন্তু তৎকালে সকলে তাঁহাকে অবশ করিয়া দেয়। রাজা শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যার্থি জনগণ তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না, শয়ন করিতে অনুজ্ঞাত কিম্বা সুপ্ত হইয়াও কার্য্য-বশত তাঁহাকে উত্থিত হইতে হয়, অতএব তিনি তদ্বিষয়েও স্ববশ নহেন। স্নান করুন, লাভ করুন, পান করুন, ভোজন করুন, অগ্নিতে হোম করুন, পূজা করুন, আদেশ করুন, শ্রবণ করুন, ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা অপর লোকে রাজাকে বিবশ করে, যাচক মানবগণ সতত নৃপতির নিকট গিয়া অর্থ প্রার্থনা করে, নৃপতি বিত্ত রক্ষক হইয়া মহাজনগণকে দান করিতে উৎসাহবান্ হয়েন না। দান করিলে তাঁহার ধনাগার ক্ষয় হয়, না করিলে লোকে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে, ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার নিকটে বৈরাগ্য কারক দোষ সকল উপস্থিত হয়, প্রাজ্ঞ শূর এবং বিত্ত-সম্পন্ন জনগণ এক স্থানে থাকিলে নৃপতি তাহাদিগকে শঙ্কা করেন। নিত্য যাহারা নৃপতির উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট হইতে ভয় সম্ভাবনা না থাকিলেও রাজাকে ভীত হইতে হয়। রাজন্! আমি যাহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, তাহারা নৃপতির দোষ দিয়া থাকে, অতএব আশ্রিত জনগণ হইতে রাজার যাদৃশ ভয় উপস্থিত হয়, তাহা অবলোকন কর।

হে জনক-রাজ! নিজ নিজ গৃহে সকল লোকেই রাজা, সকলেই নিজ নিজ গৃহে গৃহী, সকলেই নিজ নিজ গৃহে নিগ্রহানিগ্রহ করত নৃপতিগণের তুল্য

হইয়া থাকেন। নৃপতির স্ত্রী, পুত্র, শরীর, ধনাগার, মিত্রসকল ও ধন-সঞ্চয় অন্যের সহিত সাধারণ অর্থাৎ অপরের পত্নী পুত্র প্রভৃতির প্রতি যাদৃশ মমতা আছে, নৃপতিরও তাহাদিগের প্রতি তাদৃশ প্রীতি হইয়া থাকে। 'দেশ নষ্ট হইল, নগর দগ্ধ হইল, প্রধান কুঞ্জর বিনষ্ট হইল' ইত্যাদি লোক সাধারণ বিষয়ে নৃপতি মিথ্যা-জ্ঞান দ্বারা তাপিত হয়েন। ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয় হইতে সমুদ্ভব মানসিক দুঃখ এবং শিরোরোগাদি পীড়া হইতে সাধারণ জনগণের ন্যায় নরপতিও কদাচ মুক্ত হয়েন না। রাজা সুখ দুঃখাদি দ্বারা উপহত এবং সর্ব্বতোভাবে শঙ্কিত হইয়া নিশা যাপন করত বহুবিঘ্ন-সমন্বিত রাজ্যভোগ করিয়া থাকেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি অল্প সুখকর নিরতিশয় দুঃখ-জনক সারহীন তৃণাগ্নি-জ্বলন-তুল্য ফেণ বুদ্বুদ-সন্নিভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়? রাজন্! 'আমার এই নগর, আমার এই রাজ্য, আমার সৈন্য, আমার ধনাগার ও আমারই সমুদয়' তুমি এই প্রকার জ্ঞান করিয়া থাক, কিন্তু এই সকল বিষয় কাহারও নহে। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাজ্য, কোষ, দণ্ড ও মহীপতি এই সপ্তাঙ্গ-সমন্বিত রাজ্য আমার হস্তে বর্ত্তমান ত্রিদণ্ডের তুল্য। অন্যোন্য গুণ-যুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কে কাহা হইতে অধিক গুণ-বান্ হইতে পারে? তৎ তৎকালে সেই সেই অঙ্গকে উৎকৃষ্ট হইতে দেখা যায়, যদ্দারা যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহারই প্রাধান্য হইয়া থাকে। হে নৃপোত্তম! সপ্তাঙ্গ সমবেত রাজ্য স্বতন্ত্র এবং বৃদ্ধি ক্ষয় স্থানাখ্য নীতি শাস্ত্রোক্ত উদয় ত্রয় স্বতন্ত্র, এই দশবর্গ মিলিত হইয়া রাজার ন্যায় রাজ্যভোগ করে। যে রাজা মহোৎসাহ-সম্পন্ন এবং ক্ষাত্রধর্ম্মে অনুরক্ত রহেন, তিনি দশভাগ লাভ দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন, অন্য নৃপতি দশাংশের ন্যূনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অসাধারণ রাজা কেহই নাই এবং অরাজক রাজ্যও নাই, রাজ্য না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না এবং ধর্ম্ম না থাকিলে মোক্ষ সুখ হয় না। যাহা কিছু পবিত্র ও পরমধর্ম্ম তাহা রাজা ও রাজ্যের ধর্ম্ম। যিনি পৃথিবী দক্ষিণা-দান করেন, সেই নৃপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয়েন।

হে মিথিলা-রাজ! আমি রাজাদিগের এই সমুদয় দুঃখকর কর্ম্ম শত সহস্র বার কীর্ত্তন করিতে পারি। আমার যখন স্বদেহে সঙ্গ নাই, তখন পর পরিগ্রহ কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি যখন এতাদৃশী যোগিনী হইয়াছি, তখন আমাকে তোমার শরীর সঙ্গ-বশত ঈদৃশ বাক্য বলা উচিত হয় নাই। রাজন্! তুমি পঞ্চশিখ প্রমুখাৎ সমস্ত মোক্ষবিষয় শ্রবণ করিয়াছ,—শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসন, যম, নিয়ম ও ব্রহ্মে একাত্মভাব বিদিত হইয়াছ, সুতরাং তুমি কাম-ক্রোধ-প্রভৃতির পরাজয় করিয়া যখন মুক্ত-সঙ্গ হইয়া রহিয়াছ, তখন তোমার ছত্র চামর-প্রভৃতি রাজ-চিহ্ন ধারণে প্রয়োজন কি? আমার বোধ হয় তুমি যে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার জ্ঞান হয় নাই, অথবা দম্ভ-বশত শাস্ত্র জ্ঞান করিয়াছ, কিম্বা শাস্ত্র-সদৃশ শাস্ত্রাভাস শ্রবণ করিয়া থাকিবে। তুমি যদি এই সমুদয় নামমাত্র লৌকিক-সম্পত্তি লাভে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাক, তবে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় তুমিও সর্ব্ব সঙ্গ অবরোধ-দ্বারা বদ্ধ হইয়াছ। আমি বুদ্ধি সত্ত্ব-দ্বারা যে তোমাতে প্রবেশ করিয়াছি, যদি তুমি সর্ব্বতোভাবেই মুক্ত হইয়াছ, তবে সেই সত্ত্ব প্রবেশ দ্বারা তোমার কি অপকার হইয়াছে? যতিগণের শূন্যাগারে বসতি করাই নিয়ম আছে, অতএব আমি তোমার বোধ-শূন্য বুদ্ধি-সত্ত্বে আবেশ করিয়া কাহার নিকট কি দোষ করিয়াছি? হে নিষ্পাপ নরাধিপ! আমি তোমাকে পাণি-যুগল, বাহু-দ্বয়, চরণ, উরু অথবা অন্য কোন অবয়ব-দ্বারা স্পর্শ করি নাই। তুমি মহাকুল প্রসূত লজ্জাশীল এবং দীর্ঘদর্শী, অতএব আমরা পরস্পর যাহা কিছু সদসৎ ব্যবহার করিয়াছি, এই সভা-মধ্যে তাহা তোমার ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ

ইহাঁরা গুরু এবং মান্য, তুমিও সকলের মান্য, অতএব পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই প্রকার গৌরব করিয়াছ, সুতরাং বক্তব্য বা অবক্তব্য বিষয় বিশেষ রূপে বিবেচনা না করিয়া স্ত্রী পুরুষের সহবাস বিষয় সভা-মধ্যে তোমার প্রকাশ করা অনুচিত। হে মিথিলা-রাজ! পদ্ম-পত্রস্থ জল যেমন তাহাকে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ আমি তোমাকে স্পর্শ না করিয়াই তোমাতে অবস্থান করিতেছি। আমি স্পর্শ না করিলেও যদি তুমি স্পর্শ-জ্ঞান করিয়া থাক, তবে এই ভিক্ষুকী-কর্তৃক তোমার বীজ-হীন-জ্ঞান কি প্রকারে উৎপাদিত হইল? তুমি গার্হস্থ্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং দুর্জ্ঞেয় মোক্ষ বিষয় না জানিয়া উভয়ের অন্তরালে বার্ত্তামাত্রে অভিজ্ঞ হইয়া রহিয়াছ, বাস্তবিক মুক্ত নহ। মুক্ত ব্যক্তির মুক্তের সহিত এবং চিদাত্মার প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইলে অর্থাৎ আত্মার প্রকৃতি সহযোগে বর্ণ সঙ্কর হয় না। বর্ণ ও আশ্রম সকল পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও যে ব্যক্তি তাহা অপৃথক্‌ভাবে অবলোকন করে, তাহার শরীর ভিন্ন ও আত্মা ভিন্ন, ইহা যখন আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন আমার বুদ্ধি-সত্ত্ব অন্যত্র বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা কি? করতলের এক দেশে যদি কোন পাত্র থাকে, সেই পাত্রে দুগ্ধ এবং দুগ্ধে মক্ষিকা থাকে, তবে আশ্রিত ও আশ্রয় যোগে পৃথক্ত্ব অনুসারে সকলে আশ্রিত রহে, কিন্তু পাত্রে দুগ্ধভাব থাকে না, দুগ্ধও মক্ষিকা নহে, অতএব স্বয়ং পরাশ্রয় ভাব সমুদয় প্রাপ্ত হয়, আশ্রম সকলের বিভিন্নতা ও বর্ণ সকলের স্বতন্ত্রতাহেতু এবং পরস্পর পৃথক্ত্ব নিমিত্ত তোমার কথিত বর্ণসঙ্কর কি প্রকারে হইতে পারে? আমি জাতি অনুসারে তোমা অপেক্ষা বর্ণোৎকৃষ্টা নহি এবং বৈশ্যা অথবা শূদ্রা নহি, রাজন্! আমি তোমার সবর্ণা, শুদ্ধ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি এবং আপন চরিত্রকে অপবিত্র করি নাই; প্রধান নামক রাজর্ষির নাম বোধ হয় তোমার শ্রবণ-গোচর হইয়া থাকিবে, আমি তাঁহার বংশে সমুৎপন্না, আমার নাম সুলভা, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের সত্রকালে দ্রোণ, শত শৃঙ্গ ও চক্র-দ্বার নামক পর্ব্বত ত্রয় দেবরাজের দ্বারা ইষ্টিকা স্থানে নিবেশিত হইয়াছিল, আমি তাদৃশ মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মৎসদৃশ পতি প্রাপ্ত না হওয়ায়, মোক্ষধর্ম্মে শিক্ষা লাভ-পূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। আমি কপট-সন্ন্যাসিনী পরস্বাপহারিণী অথবা ধর্ম্ম-সঙ্করকারিণী নহি, কেবল স্বধর্ম্মে থাকিয়া ব্রত ধারণ করিয়া আছি। হে জননাথ! আমি আপন প্রতিজ্ঞা বিষয়ে অস্থিরা নহি, কোন বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া কোন কথার উল্লেখ করি না এবং বিবেচনা না করিয়াও তোমার নিকট আগমন করি নাই। আমি কুশলাভিলাষিণী হইয়া মোক্ষধর্ম্মে তোমার বুদ্ধি বিনিবিষ্ট হইয়াছে ইহা শ্রবণ-পূর্ব্বক মোক্ষধর্ম্ম জানিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। আমি স্বপক্ষ বা পরপক্ষের মধ্যে স্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া একথা বলিতেছি না, প্রত্যুত তোমারই হিতের নিমিত্ত কহিতেছি। যে ব্যক্তি মল্লের ন্যায় আত্ম-জয়ার্থ বাদশ্রম না করে, অথবা যিনি শান্তি-স্বরূপ পরব্রহ্মে উপশান্ত হয়েন, তিনি মুক্ত পুরুষ, ভিক্ষু ব্যক্তি যেমন নগরের শূন্য আগারে এক রাত্রিমাত্র বাস করে, তদ্রূপ আমি তোমার এই শরীরে এই শর্ব্বরী বাস করিব। হে মিথিলা রাজ! তুমি আমাকে মান প্রদান বাক্য ও আতিথ্য-দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছ, অতএব আমি স্বসদনে শয়ন করিয়া প্রসন্ন হইয়া কল্য গমন করিব।

ভীষ্ম বলিলেন, নৃপতি এই সমস্ত যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজন-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন, অর্থাৎ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ একান্তত দুর্লভ, সন্ন্যাসধর্ম্মই শ্রেয়ান্, অতএব সুলভার মতই সিদ্ধান্ত বাক্য জানিবে।

সুলভা-জনক সংবাদে বিংশত্যধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কুরুকুল-ধুরন্ধর পিতামহ! পুরাকালে বৈয়াসকি শুকদেব কি প্রকারে বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি. এই বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে, কার্য্য ও কারণে অনারোপিত-স্বরূপ ব্রহ্ম তত্ত্ব এবং জন্ম-বিহীন নারায়ণের যে সকল কার্য্য আপনি বুদ্ধি-দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, পিতা বেদব্যাস নিজ পুত্র শুকদেবকে প্রাকৃত চরিত্রে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সমস্ত স্বাধ্যায় অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহ-পরম্পরা পরিগৃহীত বেদভাগ অধ্যয়ন করাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন, হে পুত্র! তুমি ধর্ম্মের সেবা কর এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রখরতর হিমাতপ ক্ষুৎ-পিপাসা ও বায়ুকে নিয়ত জয় কর! সত্য, সরলতা, ক্রোধ রাহিত্য, অনসূয়া, দম, তপস্যা, অহিংসা ও অনৃশংসতাকে বিধিবৎ পরিপালন কর; সমস্ত অনার্জ্জব বিষয় পরিত্যাগ করত সত্যধর্ম্মে রত হইয়া থাক এবং দেবতা ও অতিথিগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, ভোজনকালে স্বাদু বা অস্বাদু বস্তুর বিবেচনা করিও না। হে বৎস! দেহ যখন ফেন-সদৃশ, জীব যখন পক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে, প্রিয়-সহবাস যখন অনিত্য হইতেছে, তখন তুমি পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত না হও কেন? কামাদি রিপু সকল অপ্রমত্ত জাগ্রত ও নিত্য উদ্যুক্ত হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে, তুমি বালক এজন্য তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।

দিবস সকল গণিত পরমায়ু ক্ষীণ ও জীবিতকাল গত হইতেছে দেখিয়া তুমি দেবতা বা গুরুর শরণাগত কেন না হইতেছ? নিতান্ত নাস্তিকেরা ইহলোক সম্বন্ধীয় মাংস শোণিত বৃদ্ধি কামনা করে, কিন্তু তাহারা পারলৌকিক কার্য্যে প্রসুপ্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত মূঢ় বুদ্ধি মানবগণ ধর্ম্মের অসূয়া করে, সেই অপথগামি জনগণের যাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারাও পীড়িত হয়। আর যে সমস্ত মহানুভাব মহাপ্রাণ নিত্য-সন্তুষ্ট শ্রুতি-পরায়ণ মানবগণ ধর্ম্মপথে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপাসনা কর এবং তাঁহাদিগকেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা কর। সেই ধর্ম্মদর্শি মনীষিগণের মত অবধারণ করিয়া উৎপথগামি-চিত্তকে পরম বুদ্ধি-দ্বারা নিয়মিত কর। চৈতন্য-শূন্য সর্ব্ব ভক্ষ্য জনগণ ইদানীন্তনী বুদ্ধি-দ্বারা 'পরদিন দূরে আছে' এই বিবেচনায় নির্ভয় হইয়া কর্ম্ম-ভূমিকে অবলোকন করে। ধর্ম্ম-স্বরূপ সোপান অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাতে আরোহণ কর, কোষকারের ন্যায় আত্মাকে বেষ্টন করত কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। নদীকুল-পীড়নকারি প্রবাহের ন্যায় মর্য্যাদা-ভেদকারী নাস্তিককে দণ্ডোদ্যত-কর পুরুষ-সদৃশ বিশ্বস্ত হইয়া বামদিকে রাখ। ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া কাম, ক্রোধ, মৃত্যু ও পঞ্চেন্দ্রিয় জল-সমন্বিতা নদীরূপ জন্ম দুর্গ সমুদয় সন্তরণ কর। লোক সকল যখন মৃত্যু দ্বারা আহত ও জরা-দ্বারা পরিপীড়িত হইতেছে, পরমায়ু হরণ-দ্বারা রাত্রি সকল যখন সফল হইয়া যাইতেছে, তখন ধর্ম্ম-স্বরূপ শ্রোত অবলম্বন করিয়া সন্তরণ কর। মৃত্যু যখন সুখোপবিষ্ট ও শয়ান মানবকে অন্বেষণ করিতেছে, তখন অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া মনুষ্য কি প্রকারে নির্বৃতি লাভ করিতে পারে? মনুষ্য অর্থ সঞ্চয় করত কাম ভোগে পরিতৃপ্ত না হইতেই ব্যাঘ্রী যেমন মেষ-শাবককে গ্রহণ করত হরণ করে, মৃত্যু তদ্রূপ মনুষ্যকে লইয়া যায়। অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে, অতএব ধর্ম্ম বুদ্ধিময় মহান্ প্রদীপের শিখা ক্রমশ উজ্জ্বল করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক তাহা ধারণ কর হে পুত্র! এই মনুষ্য জন্মে বহুল দেহ ধারণ করিয়া জীব কদাচিৎ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছ, অতএব তাহা পরিপালন

কর। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্রাহ্মণ দেহ কাম ভোগের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে না, ইহা ইহলোকে তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিবার নিমিত্ত এবং পরলোকে পরমোৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগের জন্য জন্মিয়া থাকে। বহু তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ হয়, অতএব তাহা লাভ করিয়া রতি-পরায়ণ হইয়া তাহাতে অবহেলা করা উচিত নহে। পিতৃ-পিতামহ পরম্পরা প্রচলিত বেদপাঠে তপস্যা করণে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া মোক্ষার্থী ও কুশল পরায়ণ হইয়া উক্ত বিষয়ে সর্ব্বদা সযত্ন হও। মানবগণের এই বয়োরূপ অশ্ব অব্যক্ত প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত কলা-সমূহ রূপ শরীর-সম্পন্ন সূক্ষ্ম-স্বভাব ক্ষণ-ত্রুটি ও নিমেষ রূপ রোমশ ছেদন যোগ্য শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ রূপ নেত্র-সমন্বিত এবং মাস-স্বরূপ অঙ্গ-বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। সেই বয়ঃ-স্বরূপ তুরঙ্গ, সর্ব্বদা উগ্রবেগে অদৃশ্যভাবে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া যদি তোমার চক্ষু অন্ধবৎ না হয়, তবে পরলোকের বিষয় শ্রবণ করিয়া তোমার মন ধর্ম্ম বিষয়ে রত হউক।

এই জগতে যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি স্বেচ্ছাচার করে এবং সতত আক্রোশ প্রকাশ করত অনিষ্ট প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহারা যমলোকে যাতনা শরীর ধারণ করত বহুতর অধর্ম্ম ক্রিয়া-দ্বারা ক্লেশ ভোগ করে। রাজা সতত ধর্ম্ম-পরায়ণ ও উত্তমাধম বর্ণ সকলের পালক হইয়া সুকৃতি সমুদয়ের প্রাপ্তব্য লোক সকল প্রাপ্ত হয়েন, তিনি বহুবিধ শুভ কর্ম্ম আচরণ করত নানা যোনি-সহস্রে অনুপগত নিরবদ্য মোক্ষ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব ইহলোকে পিতা মাতা-প্রভৃতি গুরুজনের বাক্য অবহেলা করে, সে উপরত হইলে নরকে ভীষণ শরীর কুকুর সকল অয়োমুখ বায়সগণ মহাবল গৃধ্র সকল ও অন্যান্য পক্ষি সমুদয় এবং রুধিরপায়ী কদর্য্য কীট-পুঞ্জ তাহাকে ভক্ষণ করে। স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রতাচরণ ও অপরিগ্রহ এই যে দশবিধ মর্য্যাদা-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বেচ্ছাচার-বশত যে পাপাত্মা সেই মর্য্যাদা অতিক্রম করে, সে শমন ভবন রূপ কাননে অবগাহন করত অতিশয় অসুখে অবস্থান করিয়া থাকে। যে মানব লোভ-বশত লোক প্রিয় অনৃত-বাক্য ব্যবহার করে এবং ছল-পূর্ব্বক বঞ্চনা চৌর্য্য-প্রভৃতি নীচ কার্য্যে রত হয়, সেই দুষ্কৃত-কর্ম্মা পাপাত্মা পরম নরকে গমন করিয়া অতিশয় অসুখ অনুভব করে, সেই দুরাত্মা উষ্ণ-সলিল-শালিনী বৈতরণী নামক মহানদীতে অবগাহন করত অসিপত্রবনে বিদীর্ণ-দেহ ও পরশুবনে শয়ান, সুতরাং নিতান্ত আর্ত্ত ও মহা-নিরয়ে নিপতিত হইয়া বসতি করে। তুমি ব্রহ্মাদির স্থান সকল বিলোকন করিয়া 'আমি ধন্য হইলাম' ইত্যাদি রূপে শ্লাঘা করিয়া থাক, কিন্তু পরম পদ নিরীক্ষণ কর না; জরা যে, অচিরকাল মধ্যেই আগমন করিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না; অতএব কেন নিশ্চিন্ত চিত্তে বসিয়া আছ? মোক্ষপথে প্রস্থান কর, সুখ-প্রমথনকারি অতি দারুণ মহৎ ভয় সমুত্থিত হইতেছে, সুতরাং মোক্ষ-সাধনে সংযত হও। মৃত হইলে যম-রাজের শাসন-বশত তৎসমীপে নীত হইবে, অতএব উত্তরকালের সুখের নিমিত্ত দারুণ কৃচ্ছ্র ব্রত-দ্বারা সরলতা-সাধনে প্রযত্ন কর। দুঃখানভিজ্ঞ নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ যম-রাজ মূল বান্ধবের সহিত তোমার জীবন হরণ করিবে, কেহ তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। যমের পুরঃসর পবন প্রবলরূপে প্রবহমান হইবে এবং সেই পবন একাকী তোমাকেই তাঁহার সন্নিহিত করিবে, অতএব যাহাতে পারলৌকিক হিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। তোমার প্রাণান্তকারী পবন যে প্রবহমান হইবে, এক্ষণে সে কোথায়? এবং তোমার মহাভয় উপস্থিত হইলে যে সকল দিক্ বিভ্রান্ত হইবে, তাহারাই বা কোথায়?

হে পুত্র! তুমি যখন সমাকুল হইয়া গমন করিবে,

তখন তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইবে, অতএব তুমি পরমোৎকৃষ্ট সমাধি অবলম্বন কর। প্রমাদ-কর্ম্ম বিশ্রুত-পুরাকৃত শুভাশুভ স্মরণ করত তুমি সন্তপ্ত হইবে না, কেবল আশ্রয়ণীয় সমাধি অবলম্বন কর। বল অঙ্গ ও রূপ-হারিণী জরা তোমার কলেবরকে বিশেষরূপে জর্জ্জরীভূত করিবে, অতএব কেবল সমাধি অবলম্বন কর। রোগ সকলকে সহায় করিয়া অন্তক বল-পূর্ব্বক জীবিত ক্ষয় সময়ে তোমার শরীর ভেদ করিবে, অতএব মহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান কর। মনুষ্য দেহ-গোচর ভয়ঙ্কর কামাদিরূপ বৃকগণ সর্ব্বতোভাবে ধাবমান হইবে, অতএব পুণ্যশীলনে সযত্ন হও। একাকী অন্ধকার অবলোকন করিবে এবং শৈল-শিখরে মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ হিরণ্ময় বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিবে, অতএব পুণ্যাচরণে সত্বর হও। হে পুত্র! কুসঙ্গ সমুদয় ও সুহৃৎসম আভাসমান শত্রুগণের দর্শনে তোমার মতি বিচলিত হইবে, অতএব যাহা পরম বস্তু তাহার অন্বেষণে নিযুক্ত হও। যে ধন রক্ষা করিতে রাজ-ভয় নাই এবং চৌর হইতে যাহার ভয় উপস্থিত হয় না, যে ধন মৃত মানবকেও পরিত্যাগ করে না, সেই ধন উপার্জ্জন কর। স্বকর্ম্ম-দ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন পরলোকে পরস্পরের নিকটে বিভক্ত না হয়, যাহার যে যৌতুক ধন পরলোকে তাহাই সে ভোগ করে। হে পুত্র! পরলোকে যে ধন উপজীব্য হয়, সেই ধন দান কর। যে ধনের ক্ষয় নাই এবং যাহা চিরকাল থাকে, তুমি স্বয়ং সেই ধন উপার্জ্জন কর। মহাজন ভুক্ত যবপিষ্ট বিকার যাবৎ পরিপাক না পায়, তাবৎকালের মধ্যে তুমি অবিলম্বে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য বিষয় সমুদয় ভোগ করিয়া মোক্ষ বিষয়ে যত্ন করিব, এতাদৃশ মনন করা উচিত নহে, ভোগ্য বিষয় ভোগ না হইতে হইতেই মৃত্যু ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

মনুষ্য যখন সঙ্কটে পতিত হইয়া একাকী পরলোকে প্রয়াণ করে, তৎকালে মাতা, পুত্র, বান্ধব এবং পরিচিত প্রিয়জন কেহই তাহার অনুগমন করে না। হে পুত্র! যাহা কিছু পুরাকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম থাকে, পরলোক-গমনশীল মানবের সহিত তাহাই কেবল গমন করে। শুভাশুভ কর্ম্ম-দ্বারা মানবের সঞ্চিত যে সমুদয় হিরণ্য ও রত্ন সঞ্চয় আছে, দেহ সংক্ষয় সময় তাহা কোন কার্য্য-সাধক হয় না। মানবগণের পরলোকে গমনকালে কৃতাকৃত কর্ম্মের সাক্ষী আত্মার সমান আর কেহই নাই। সাক্ষি চৈতন্য পরলোকে গমন করিলে মনুষ্য দেহ-শূন্য হয়, জ্ঞান নয়ন-দ্বারা হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিতে পারিলেই সমুদয় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অগ্নি, সূর্য্য ও সমীরণ ইহলোকে এই শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে, পরলোকে ইহারাই ধর্ম্ম-দর্শী সাক্ষী হয়। কাম-ক্রোধ-প্রভৃতি রিপুগণ প্রকাশ্য ও গূঢ়ভাবে যখন অহোরাত্র স্পর্শ করিতেছে, তখন তুমি কেবল স্বধর্ম্ম পালন কর। পরলোকের পথে অনেকানেক পরিপন্থি অর্থাৎ লৌহ-তুণ্ড পক্ষি ও বৃক-প্রভৃতি বিপক্ষ বিদ্যমান আছে এবং তাহা বিরূপ ও ভয়ঙ্কর দংশ মক্ষিকা-দ্বারা পরিপূর্ণ, অতএব স্বকর্ম্ম রক্ষায় সযত্ন হও, স্বকৃত কর্ম্ম পরলোকে গমন করিয়া থাকে; তাহারা তথায় পরস্পর বিভক্ত হয় না। ইহলোকে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, পরলোকে সেই কর্ম্ম জন্য ফলভোগ হইয়া থাকে। অপ্সরোগণ ও মহর্ষিগণ যে সুখ সম্ভোগ করেন, তদ্রূপ সুকৃতশালি মানবগণ বিমানে কামগামী হইয়া স্বকর্ম্ম জন্য ফলভোগ করিয়া থাকেন। পাপহীন কৃত বুদ্ধি ও শুদ্ধ-যোনিজ মানবগণ ইহলোকে যে সকল শুভ কর্ম্ম করেন, পরলোকে তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা গৃহস্থ-ধর্ম্ম সেতু দ্বারা কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ বৃহস্পতি লোকে, কেহ কেহ বা ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। আমি তোমাকে এইরূপ সহস্র

হইতেও অধিকতর উপদেশ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু, নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ ধর্ম্ম বুদ্ধি-হীন মানবগণকে মোহিত করিয়া রাখেন।

তোমার চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে, এক্ষণে পঞ্চবিংশতি বর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছ, বয়ঃক্রম অতীত হইতেছে, অতএব ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। প্রমাদ-গৃহবাসী অন্তক ইন্দ্রিয়-সেনা সকলকে যে পর্য্যন্ত অন্ধত্বাদি দোষ-নিবন্ধন স্ব-স্ববিষয়-ভোগ-হীন না করে, তাবৎকালাভ্যন্তরে দেহমাত্র-দ্বারা উদ্‌যুক্ত হইয়া ধর্ম্মপালনে সত্বর হও। তুমিই পশ্চাৎ গমন করিবে, তুমিই অগ্রে গমন করিবে, তুমি যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, তখন তোমার শরীরেই বা প্রয়োজন কি, পুত্রাদিতেই বা কি প্রয়োজন? ভয় উপস্থিত হইলে একাকী যখন পরলোকে গমন করিতে হয়, তৎকালে পরলোকের হিতকর কেবল ধর্ম্ম জ্ঞানকেই নিধির ন্যায় গোপন করিয়া অবলম্বন করিবে। যাহার কেহ নিবারক নাই, সেই অসঙ্গবান্ অন্তক বাল-বৃদ্ধ বয়স্যের সহিত মনুষ্যকে যখন অবশ্যই হরণ করে, তখন ধর্ম্মের আশ্রয় অবলম্বন কর।

হে পুত্র! আমি স্বীয় দর্শন ও অনুমান অনুসারে তোমার উপযুক্ত এই নিদর্শন কীর্ত্তন করিলাম, অতএব আমি যাহা বর্ণন করিলাম তুমি তাহা আচরণ কর। যিনি স্বকর্ম্ম-দ্বারা দেহের পুষ্টি-সাধন করেন এবং যে কোন ফলের প্রত্যাশায় দান করিয়া থাকেন, একমাত্র তিনিই অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান মোহাদি জন্য দুঃখাদির সহিত সংযুক্ত হয়েন। যিনি শুভ কার্য্য সকল সম্পাদন করেন, তাঁহার তত্ত্বমসি-প্রভৃতি বাক্য জন্য জ্ঞান অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, সর্ব্বজ্ঞত্বই মোক্ষাখ্য পরম পুরুষার্থ প্রদর্শন করে, অতএব কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে যাহা উপদেশ করা যায়, তাহাই সার্থক হয়, কৃতঘ্ন মানবকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিলে বিফল হইয়া যায়। গ্রাম-মধ্যে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া বাস করিবার যে অভিলাষ তাহাই বন্ধন রজ্জু, সুকৃত-শালি মানবগণ এই বন্ধন-রজ্জু ছেদন করিয়া গমন করেন, আর দুষ্কৃত কর্ম্মকারি মানব সকল তাহা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না।

হে পুত্র! তুমি যখন পরলোকে গমন করিবে, তখন তোমার ধন-সম্পত্তি, বন্ধু, বান্ধব ও পুত্র পৌত্রাদিতে প্রয়োজন কি? হৃদয়াকাশের মধ্যগত আত্মাকে অন্বেষণ কর, তোমার পিতামহ প্রপিতামহ-প্রভৃতি কোথায় গিয়াছেন? কল্য যাহা করিতে হইবে, অদ্য তাহা নির্ব্বাহ কর এবং অপরাহ্নে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্বাহ্নে সম্পাদন কর; মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হউক বা, না হউক, মৃত্যু তজ্জন্য প্রতীক্ষা করে না। মানব দেহ বিনষ্ট হইলে জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও বান্ধবগণ সেই মৃত শরীরের অনুগমন করত তাহা অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিবৃত্ত হয়, অতএব তুমি অনলস এবং বিশ্বস্তরূপে পরমপদ প্রেপ্সু হইয়া পাপ-বুদ্ধি নির্দ্দয় নাস্তিক লোক সকলকে পশ্চাৎ কর। লোক যখন কাল-কর্ত্তৃক এতাদৃশ নিপীড়িত ও সর্ব্বতোভাবে হত হইতেছে, তখন তুমি সুমহৎ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে ধর্ম্ম আচরণ কর।

যে মানব এইরূপে মোক্ষপথ দর্শনের উপায় সম্যক্‌রূপে অবগত হয়েন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বতোভাবে স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া পরলোকে সুখ সম্ভোগ করেন। দেহ নাশ হইলে মরণ হয় না, ইহা জানিয়া যাঁহারা শিষ্টজনগণের সমাদৃত পথে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাদিগের বিনাশ নাই। যিনি ধর্ম্মের বৃদ্ধি করেন, তিনিই পণ্ডিত, আর যে ব্যক্তি ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, সেই মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। প্রযোক্তা যে রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কর্ম্মপথে প্রযুক্ত স্বকীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ফল সেই রূপ লাভ করেন। হীন-কর্ম্মা মানব নিরয়গামী হয়, আর ধর্ম্ম-পারগ ব্যক্তি সুরপুরে গমন করিয়া

থাকেন। স্বর্গের সোপান-স্বরূপ দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া আত্মাকে তাদৃশ ভাবে সমাহিত করিবে, যাহাতে পুনর্ব্বার আর ভ্রষ্ট হইতে না হয়। যাহার বুদ্ধি স্বর্গ-মার্গানুসারিণী হইয়া ধর্ম্মকে অতিক্রম না করে, পুত্র পৌত্র-প্রভৃতির অশোচনীয় সেই মানবকে লোকে পুণ্য-কর্ম্মা কহিয়া থাকে। যাহার বুদ্ধি অবাধিত হইয়া নিশ্চয় অবলম্বন করে, স্বর্গে তাহার স্থানাভাব হয় না এবং তাহার মহৎ ভয় নাই। যাহারা তপোবনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই স্থানেই নিধন লাভ করিয়াছে, সেই কামভোগানভিজ্ঞ তাপসগণের ধর্ম্ম অতি অল্পতর, আর যিনি ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করত কায়-ক্লেশাদি-দ্বারা তপস্যাচরণ করেন, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্ত হয় না; সেই ফলই আমার বহুমত।

সহস্র সহস্র মাতা, পিতা, শত শত পত্নী, পুত্র, অনাগত ও অতীত হইতেছে, তাহারা কার এবং আমরাই বা কার? আমি একক, কেহ আমার নহে, আমিও অন্য কাহারও নহি, আমি যার এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না এবং আমার যে, তাহাকেও দেখিতে পাই না। তোমার দ্বারা তাহাদিগের কোন কার্য্য নাই এবং তাহাদিগের দ্বারা তোমারও কোন কার্য্য নাই; তাহারা স্বকৃত-কর্ম্ম-দ্বারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তুমিও স্বকার্য্য-দ্বারা গমন করিবে। ইহলোকে ধনবান্ ব্যক্তির স্বজন-সকল স্বজনের ন্যায় আচরণ করে, আর দরিদ্রগণ জীবিত-সত্ত্বেই তাহাদিগের স্বজন-সকল বিনষ্ট হয়। মনুষ্য প্রিয়তমা পত্নীর অনুরোধে অশুভ-কর্ম্ম সঞ্চয় করে, তজ্জন্যই ইহলোক এবং পরলোকে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র! জীবলোককে যখন স্বকর্ম্ম-দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেখিতেছ, তখন আমি যে সকল কথা বলিলাম, তুমি তদনুসারে আচরণ কর। এই সমুদয় আলোচনা করিয়া যিনি কর্ম্মভূমি অবলোকন করেন এবং যাঁহার পরলোকে সদ্গতি লাভের অভিলাষ থাকে, তাঁহার শুভ আচরণ কর্ত্তব্য। মাস ও ঋতু সকলের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তকারী স্বকর্ম্ম নিষ্পত্তি-ফলের সাক্ষী সূর্য্য-স্বরূপ অগ্নি এবং দিবারাত্ররূপ কাষ্ঠ-দ্বারা কাল ভূত সকলকে বল-পূর্ব্বক পাক করিতেছে। যে ধন কাহাকেও দান করা না যায় এবং যাহা ভোগ করা না হয়, সে ধনে প্রয়োজন কি? যাহা-দ্বারা বৈরি সকলকে বাধিত না করা যায়, তাদৃশ বলের আবশ্যক কি? যদ্দ্বারা ধর্ম্ম আচরণ না হয়, তাদৃশ শাস্ত্র জ্ঞানে কি প্রয়োজন এবং যদ্দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও বশী হওয়া না যায়, তাদৃশ আত্মাতেই কি আবশ্যক?

ভীষ্ম বলিলেন, দ্বৈপায়নোক্ত এই হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেব পিতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোক্ষোপদেশকের নিকটে গমন করিলেন।

চিত্ত শোধক অধ্যয়ন নামক একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২১॥

কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরু শুশ্রূষার বিষয় যদি আপনার বিদিত থাকে, তবে আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, মন অনর্থ-যুক্ত বুদ্ধি-দ্বারা পাপে নিবিষ্ট হয়, পরিশেষে নিজ কর্ম্মকে কলুষিত করিয়া মহাক্লেশে পতিত হইয়া থাকে। পাপ-কর্ম্মশীল দরিদ্র সকল এক দুর্ভিক্ষ নিবারিত না হইতেই অন্য দুর্ভিক্ষে, এক ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ না হইতেই অন্য ক্লেশে, এক ভয় উপশান্ত না হইতেই অন্য ভয়ে আবিষ্ট হয়; তাহারা মৃত অপেক্ষাও অধিকতর অপদার্থ। আর শ্রদ্ধাশীল, দান্ত, শুভকর্ম্মকারি, ধনবন্ত সকল এক উৎসব হইতে অন্য উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে এবং সুখ হইতে সুখান্তরে গমন করেন।

যে স্থল হিংস্র জন্তু ও হস্তি-প্রভৃতি-দ্বারা দুর্গম এবং যে স্থলে সর্প ও চৌর-ভয়াদি বিদ্যমান আছে, তথায় অন্যের কথা দূরে থাকুক, নাস্তিকেরাও হস্ত

প্রাপ্য প্রদেশে অগ্রসর হয় না। যাঁহারা দেবতা, অতিথি ও সাধু সকলকে প্রিয় জ্ঞান করেন এবং বদান্য হইয়া দক্ষিণা দান করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্ মানবগণের মঙ্গলাস্পদ-পথে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে পুলাক অর্থাৎ তুচ্ছ ধান্য ও পক্ষিগণের মধ্যে পুত্তাণ্ড অর্থাৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র পতঙ্গ বিশেষ যেমন গণনীয় নহে, তদ্রূপ যাহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে আস্থা নাই, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে গণনীয় নহে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, সে নিতান্ত শীঘ্র ধাবিত হইলেও কর্ম্ম তাহার অনুধাবন করে এবং কৃতকর্ম্মা মানব শয়ান থাকিলে কর্ম্ম তাহার সহিত শয়ন করে, অবস্থিত থাকিলে পাপ তাহার নিকটে অবস্থান করে, ধাবিত হইলেও তাহার সহিত ধাবমান হয়। যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সেই কৃত-কর্ম্মা ব্যক্তির ছায়ার ন্যায় পাপ তাহার সহবাস পরিত্যাগ করে না। যদ্দ্বারা যে প্রকারে যে যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কৃত হয়, উত্তরকালে জীব আত্ম-কর্ত্তৃক বিহিত তৎ তৎ কর্ম্ম নিত্য ভোগ করিয়া থাকে। সমান কর্ম্ম বিক্ষেপ বিধান ও পরিরক্ষা-সমন্বিত এই সমুদয়কে কাল সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিতেছে, ফল পুষ্প সমুদয় যেমন স্বীয় সময় অতিক্রম করে না, পুরাকৃত কর্ম্মও তদ্রূপ। মান, অবমান, লাভ, অলাভ, ক্ষয়, অক্ষয়, এই সমুদয় প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইতেছে, সকলেরই পদে পদে নিধন হইয়া থাকে।

জীব গর্ভ শয্যা গ্রহমাত্র পূর্ব্ব-দেহ সম্বন্ধীয় আত্ম কৃত সুখ দুঃখ ভোগ করে। বালক, যুবা অথবা বৃদ্ধ হইয়া যে শুভাশুভ কর্ম্ম করে, জন্মে জন্মে সেই সেই অবস্থায় সেই সেই শুভাশুভ ভোগ করিয়া থাকে। সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস যেমন আপন জননীর অনুসরণ করে, তদ্রূপ পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করিয়া থাকে। মলিন বস্ত্র যেমন বারি-দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ যাঁহারা উপবাস দ্বারা শরীর সন্তপ্ত করেন, তাঁহাদিগের দীর্ঘ ও অনন্ত সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে মহামতে! ধর্ম্মাচরণ-দ্বারা যাঁহাদিগের পাপ নির্দ্ধূত হইয়াছে, তাঁহাদিগের দীর্ঘকাল সেবিত তপস্যা-দ্বারা মনোরথ সকল সম্যক্-সিদ্ধ হইয়া থাকে। আকাশে পক্ষি সকলের এবং সলিল-মধ্যে মীন-কুলের পদ যেমন দৃষ্ট না হয়, পুণ্যকারি জনগণের গতি তদ্রূপ। অন্য কথা কীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, যেহেতু বহু বাক্য ব্যয় করিতে হইলে ব্যতিক্রম হইয়া উঠে, সার কথা এই যে আপনার অনুরূপ মনোহর হিত অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কাল-মুলিক দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩২২ ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! মহাতপা ধর্ম্মাত্মা শুকদেব কি প্রকারে বেদব্যাস হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন। তপোধন বেদব্যাস কোন্ পত্নীতে শুক-দেবের উৎপাদন করিয়াছিলেন? শুকদেবের জননী কে? এবং কি প্রকারে সেই মহাত্মার উৎকৃষ্ট জন্ম হইয়াছিল, আমি তাহা অবগত নহি। আর তিনি বালক হইলেও ইহলোকে যাহা অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্ভব হয় না, কি প্রকারে তাঁহার সেই সূক্ষ্ম জ্ঞানে মতি হইয়াছিল? হে মহামতে! ইহা আমি বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি; এই অনুত্তম অমৃত-তুল্য বিষয় শ্রবণ করত আমার কোন ক্রমেই তৃপ্তি হইতেছে না। অতএব হে পিতামহ! মহানুভাব শুকদেবের মাহাত্ম্য আত্ম যোগ ও বিজ্ঞানের বিষয় আপনি আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! ঋষিগণ বয়ঃক্রম সূচক বর্ষ, জরাদি-দ্বারা কেশ-কদম্বের পরিপক্কতা, বিত্ত অথবা বন্ধুগণ-দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন নাই; তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি গুরু-মুখ হইতে ষড়ঙ্গ-

সম্বলিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমাদিগের মতে তিনিই মহান্। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তৎ সমুদয়েরই মূল তপস্যা। ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সংযত করিলেই সেই তপস্যা হয়, অন্যথা কোন প্রকারেই তপস্যার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য ইন্দ্রিয়াসক্ত হইলে দোষভাগী হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই, আর সেই ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে তাত! সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল ইন্দ্রিয় সংযম-স্বরূপ যোগের একাংশেরও তুল্য নহে। এক্ষণে আমি অকৃতাত্মগণের দুর্জ্ঞেয় শুকদেবের জন্ম, যোগ-ফল ও উৎকৃষ্টগতির বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

পুরাকালে কর্ণিকার-বনে পরিবৃত সুমেরু শিখরে ভূতনাথ মহাদেব ভয়ঙ্কর ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিহার করিতেন। শৈলরাজ-সুতা ভগবতী ভবানীও তথায় অবস্থিতি করিতেন। তৎকালে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তথায় দিব্য তপস্যা করিয়াছিলেন। হে কুরু-সত্তম! যোগ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যাসদেব যোগ-বলে আত্মাতে আবেশ করত পুত্রের নিমিত্তই সেই তপস্যা করেন। রাজন্! 'অগ্নি, ভূমি, সলিল, সমীরণ ও অন্তরীক্ষের সমান আমার পুত্র ধৈর্য্যশালী হয়' তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। তিনি অতি গুরুতর তপস্যা অবলম্বন করত এইরূপ সঙ্কল্প ও যোগ-দ্বারা অকৃতাত্ম-মানবগণের দুষ্প্রাপ্য দেবেশ্বর-সন্নিধানে পূর্ব্বোক্ত গুণ-যুক্ত পুত্র লাভ নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি বহুরূপ-সম্পন্ন উমাপতি মহাদেবের আরাধনা করত শত বৎসর মারুতাহারী হইয়াছিলেন। সেই স্থানে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি সকল, লোকপালগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, দিবাকর, নিশাকর, বাসব ও বায়ুগণ, সাগর ও সরিৎ সমুদয়, অশ্বিনীকুমার-যুগল, দেবগন্ধর্ব্ব সকল, নারদ ও পর্ব্বত-মুনি, গন্ধর্ব্ব-রাজ বিশ্বাবসু, সিদ্ধ ও অপ্সরাসকল সেই দেবদেবের উপাসনা করিতেন। নিশানাথ যেমন চন্দ্রিকা-দ্বারা সুশোভিত হয়েন, সেই স্থানে রুদ্রদেব কর্ণিকার কুসুমময়ী মনোহারিণী মালা ধারণ করত তদ্রূপ শোভাসমন্বিত হইয়াছিলেন।

অমরণ-ধর্ম্মা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সেই দেব ও দেবর্ষি সঙ্কুল দিব্য রমণীয় কাননে পুত্রের নিমিত্ত পরম যোগ অবলম্বন করিয়া ছিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রাণ-বায়ু দুর্ব্বল হয় নাই এবং কোন প্রকার গ্লানি জন্মে নাই, তাঁহার তাদৃশভাব স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকের অতি অদ্ভুতবৎ প্রতীত হইয়াছিল। সেই যোগ যুক্ত অপরিমিত তেজঃশালি দ্বৈপায়নের তেজ-দ্বারা বহ্নি-শিখা-সদৃশ জটামণ্ডল প্রজ্বলিত দৃষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ মার্কণ্ডেয় এবিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তিনি আমার সমীপে সতত দেব চরিত সমুদয় বলিতেন। হে তাত! অদ্যাপি মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের তপস্যা-দ্বারা প্রদীপিত জটা সকল অগ্নিবর্ণরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে।

হে ভারত! তাঁহার এবম্বিধ ভক্তি ও তপস্যা-দ্বারা মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন তখন সহাস্য আস্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বৈপায়ন! তুমি যাদৃশ পুত্র কামনা করিতেছ, তোমার তাদৃশ পুত্র হইবে। অগ্নি, বায়ু, ভূমি, জল ও আকাশ যেমন স্বতঃশুদ্ধ, তোমার সুমহান্ সুত তদ্রূপ শুদ্ধ হইবে। তোমার পুত্র তদ্ভাবভাবী অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এতাদৃশ আশয়-বিশিষ্ট হইবে এবং কেবল ব্রহ্মভাবনামাত্র না করিয়া তদ্বুদ্ধি অর্থাৎ পরব্রহ্মেই নিশ্চয় বুদ্ধি নিবেশ করিবে, আর তদাত্মা অর্থাৎ তাঁহাতে চিত্ত-সমর্পণ করিবে এবং তদপাশ্রয় অর্থাৎ তাঁহাতেই স্থিরতর থাকিবে, আর নিজ তেজ-দ্বারা ত্রিলোক আবরণ করত যশোলাভ করিবে।

শুকোৎপত্তি বিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২৩॥

ভীষ্ম বলিলেন, সত্যবতী-নন্দন দেব দেব হইতে সেই উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়া অগ্নি উৎপাদনের অভিলাষে অরণী-যুগল গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। রাজন্! অনন্তর, ভগবান্ ঋষি স্বকীয় তেজঃ-প্রভাবে পরমরূপ-সম্পন্না ঘৃতাচী নামক অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই বন-মধ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব অপ্সরাকে দর্শন করিয়া সহসা কাম-মোহিত হইলেন। মহারাজ! সেই ঘৃতাচীও তৎকালে ব্যাসদেবকে কামাকুল-চিত্ত বিলোকন করত শুকী হইয়া তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তিনি সেই অপ্সরাকে রূপান্তর-দ্বারা সংবৃত দেখিয়া সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপি শরীরজ কামের অনুগত হইলেন। মহামুনি বেদব্যাস সুমহৎ ধৈর্য্য-দ্বারা হৃদয়স্থিত কাম-বেগ নিগ্রহ করিতে যত্ন করিয়া বিকৃত মনকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে কাম-ভাবের উদ্রেক হওয়ায় ঘৃতাচীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, অগ্নি উৎপাদনার্থ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক অতি প্রযত্নে কাম বেগ শান্ত করিতে উদ্যত হইলে অরণী মধ্যে সহসা তাঁহার শুক্রপাত হইল। দ্বিজ-সত্তম ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস অবিশঙ্কিত চিত্তে পূর্ব্ববৎ অরণী-মন্থন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই অরণী-মধ্যে শুকদেব জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। শুক্র মথ্যমান হইলে মহাতপা শুকদেব জন্ম গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত সেই মহাযোগী পরমর্ষি অরণী-গর্ভ-সম্ভূত শুক্রের রকার পরিত্যাগ করিয়া শুক নামে প্রথিত হইলেন। অধ্বর মধ্যে সমিদ্ধ হুতাশন হব্য বহন-করত যেমন সুশোভিত হয়েন, তদ্রূপ শুকদেব স্বকীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। হে কুরুকুল ধুরন্ধর! তিনি পিতার পরমোৎকৃষ্ট রূপ ও বর্ণ ধারণ করত তৎকালে নির্ধূম পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন।

হে জননাথ! সরিদ্বরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া সুমেরু-শৈলের উপরিভাগে আগমন করত নিজ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! মহানুভব শুকের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন পতিত হইল। গন্ধর্ব্বগণ পুনঃ পুন গাণ ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মহাস্বন-সমন্বিত দেব দুন্দুভি সকলের বাদ্য-ধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব-রাজ বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও নারদ এবং হাহা হূহূ নামক গন্ধর্ব্ব যুগল সেই শুকদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি লোকপাল সকল, দেবগণ, দেবর্ষি সমুদয় ও মহর্ষি-নিচয় তথায় সমাগত হইলেন। সমীরণ স্বর্গীয়-কুসুম সমুদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ আনন্দিত হইল। মহানুভাব মহাদ্যুতি মহাদেব দেবীর সহিত স্বয়ং প্রীতি-পূর্ব্বক বিধি অনুসারে সেই জাতমাত্র মুনি-পুত্রের উপনয়ন সংস্কার নির্ব্বাহ করত তাঁহাকে শিষ্য করিলেন। রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্য ও অদ্ভুত দর্শন কমণ্ডলু ও দেবাসন সমুদয় প্রদান করিলেন। হে ভরতকুল-তিলক! হংস, শতপত্র অর্থাৎ দার্ব্বাঘাট নামক পক্ষি-বিশেষ, সারস, শুক ও স্বর্ণ-চাতক-প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিহঙ্গমগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অনন্তর, মহাদ্যুতি অরণী-সম্ভব মেধাবী শুকদেব দিব্য জন্ম লাভ করিয়া সেই স্থানেই ব্রতচারী ও সমাহিত হইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! রহস্য ও সংগ্রহ সহ বেদসমুদয় যেমন তাঁহার পিতার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তিনি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র সমস্ত বেদ তাঁহার নিকটে উপনীত হইল। তিনি ধর্ম্ম চিন্তা করত বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদয়ের ভাষ্য বিদিত হইতে বাসনা করিয়া বৃহস্পতিকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিলেন। শুকদেব নিখিল রহস্য ও সংগ্রহ সহ বেদসমুদয় সমস্ত ইতিহাস ও রাজ-শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন-পূর্ব্বক গুরু দক্ষিণা দান করিয়া সমাবৃত্ত অর্থাৎ গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সেই মহামুনি ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া উগ্র তপস্যা

আরম্ভ করিলেন। মহাতপস্বী শুকদেব বাল্য-কালেই জ্ঞান ও তপস্যা হেতু দেবতা এবং ঋষি-গণের মন্ত্রণীয় ও মান্য হইলেন। হে নরাধিপ! মোক্ষধর্ম্মদর্শী সেই শুকদেবের মতি কোনরূপেই গার্হস্থ্য-মূলক আশ্রয়-ত্রয়ে অনুরক্ত হয় নাই।

শুকোৎপত্তি-বিষয়ক চতুর্ব্বিংশতাধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২৪॥

ভীষ্ম কহিলেন, শুকদেব মোক্ষধর্ম্মের উপাদেয়তা জ্ঞান করিয়া পিতার নিকটে গমন করিলেন, সেই শ্রেয়োভিলাষী মুনি বিনয়ান্বিত হইয়া পিতাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক বলিলেন, ভগবন্! আপনি মোক্ষধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে একান্ত কুশল, অতএব হে প্রভো! যে প্রকারে আমার মনের শান্তি-সম্ভব হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলি-লেন, হে পুত্র! তুমি আমার নিকটে মোক্ষ-শাস্ত্র ও বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর।

হে ভারত! ধার্ম্মিক প্রবর শুকদেব পিতার নিয়োগানুসারে নিখিল যোগ ও কপিল প্রোক্ত-শাস্ত্র সকল শিক্ষা করিলেন। ব্যাসদেব যখন ব্রহ্ম-তুল্য পরাক্রম-সম্পন্ন মোক্ষধর্ম্ম-বিশারদ পুত্রকে ব্রাহ্মী শ্রীযুক্ত জ্ঞান করিলেন, তখন তাঁহাকে কহি-লেন, ‘ তুমি মিথিলাধিপতি জনকের নিকটে গমন কর, তিনি তোমাকে নিখিল মোক্ষ-শাস্ত্রার্থ কহি-বেন।’

রাজন্! শুকদেব পিতার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক মোক্ষ-পরায়ণ জনকের নিকট ধর্ম্ম-নিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত মিথিলা নগরে গমন করিলেন। গমনকালে পিতা পুত্রকে এই কথা বলিলেন যে, তুমি অন্তরীক্ষচর প্রভাব-দ্বারা গমন করিও না, বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া মানুষগম্য পথে গমন কর। তুমি সুখান্বেষী না হইয়া সরলভাবে গমন করিবে, কোন বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিবে না; যেহেতু যাহারা বিশেষ অনুসন্ধিৎসু, তাহারাই বিষয়ে আসক্ত হয়। সেই যজমান নরাধিপতির নিকটে তুমি অহঙ্কার করিও না; তুমি তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তিনি তোমার সংশয়াপনোদন করিবেন। সেই মোক্ষশাস্ত্র-বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি আমার যজমান, অতএব তিনি যাহা বলিবেন, তুমি নিঃশঙ্কভাবে তাহাই করিবে।

ধর্ম্মাত্মা মুনি পিতা-কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া মিথিলা নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরীক্ষ-পথে গমন করিতে সমর্থ হইলেও পদ-ব্রজেই সসাগরা বসুন্ধরাকে অতিক্রম করিলেন। তিনি শৈল, সরিৎ, তীর্থ, সরোবর এবং বহুব্যাল-সমাকীর্ণ অটবী সকল অতিক্রম-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে ইলাবৃত-বর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবত-বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। সেই মহা-মুনি চীন হুন-প্রভৃতি জাতি বিশেষ-কর্ত্তৃক নিষে-বিত বিবিধ দেশ দর্শন করত এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশে আগমন করিলেন। নভশ্চরপতি তপন যেমন আকাশে বিচরণ করেন, তদ্রূপ তিনি পিতার বচ-নানুসারে সেই বিষয় চিন্তা করত অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ সমৃদ্ধিশালি গ্রাম ও নগর এবং বিচিত্র রত্ন সমুদয় তুচ্ছত্ব নিশ্চয়-বশত দেখিয়াও দেখিলেন না, পথে গমন করিতে করিতে রমণীয় উদ্যান, দেবালয় ও পবিত্র তীর্থ সকল অতি-ক্রম করিলেন। তিনি অচিরকাল মধ্যেই মহানু-ভাব ধর্ম্মরাজ জনক-কর্ত্তৃক রক্ষিত বিদেহ-রাজ্যে উপনীত হইলেন। তথায় বহুল অন্ন-রসাদি ভোজন-সামগ্রী সম্পূর্ণ গ্রাম সকল, সুসমৃদ্ধ পল্লী সমুদয় এবং বহুল গোকুল সঙ্কুল আভীর পল্লী সকল বিলোকন করত শালি ধান্য ও যবসতৃণ-সমন্বিত হংস সারস-সেবিত শত শত শোভাশালিনী কমলিনী-দ্বারা অলঙ্কৃত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জনগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত বিদেহ দেশ অতিক্রম-পূর্ব্বক রমণীয় ও সমৃদ্ধি-যুক্ত মিথি-লার উপবনে উপনীত হইলেন। মিথিলা-নগর

হস্তি, অশ্ব ও রথ-দ্বারা আকীর্ণ এবং নর নারী-সমূহে সমাকুল হইলেও সেই ইন্দ্রিয়বিজয়ী শুকদেব তাহা অনাদরের সহিত দর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, মনে মনে সেই জিজ্ঞাসা ভার বহন করত মোক্ষ-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই প্রসন্ন-চিত্ত আত্মারাম মিথিলা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজধানীর দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারপালগণ-দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যান-পরায়ণ ও যোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন; পরে তাহাদিগের বিদিত হইয়া রাজপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সমৃদ্ধ জন-সঙ্কুল রাজপথে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে নৃপ-নিকেতনের নিকটস্থ হইয়া নিঃশঙ্কভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। রাজ-নিকেতনে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ উগ্রবাক্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। শুকদেব তখন তথায় নিষ্ক্রোধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, আতপ-সন্তাপ পথ-শ্রান্তি ও ক্ষুধা পিপাসা শ্রম জন্য তিনি ক্লান্তি বা গ্লানি-যুক্ত হইলেন না এবং আতপ-তাপ হইতেও অপসৃত হইয়া অবস্থিতি করিলেন না।

দ্বারপালগণের মধ্যে এক ব্যক্তি শুকদেবকে মধ্যাহ্নকালীন আদিত্যের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া দুঃখিত হইল, পরে সেই দ্বারবান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি সম্মান ও অভিবাদন করিয়া রাজ-ভবনের প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশিত করিল। হে তাত! ছায়া এবং আতপে সম-জ্ঞান-সম্পন্ন ও সমদ্যুতিশালী শুকদেব সেই প্রথম কক্ষায় আসীন হইয়া মোক্ষ-চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে রাজ-মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি-পুটে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ-ভবনের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইলেন। তথায় অন্তঃপুর-সন্নিহিত রমণীয় জলাশয়-সমন্বিত পুষ্পিত পাদপোপশোভিত চৈত্ররথোপম সুবিস্তীর্ণ প্রমদা-বনে শুকদেবকে প্রবেশিত করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদানার্থ রমণীগণের প্রতি আদেশ-পূর্ব্বক মন্ত্রী তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর, সুচারু-বেশা, বিপুল নিতম্বা, প্রিয়দর্শনা, সূক্ষ্ম রক্তাম্বরধারিণী, তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষণা, আলাপ কুশলা, নৃত্যগীত নিপুণা, স্মিতপূর্ব্বভাষিণী, অপ্সরা-সদৃশ রূপশালিনী, কামাপচার কুশলা, ভাবজ্ঞা এবং সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অভিজ্ঞা পঞ্চাশৎ সংখ্যক তরুণী বার কামিনী তাঁহার নিকটে উপনীত হইল। তাহারা তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক পরম সম্মানের সহিত পূজা করিল এবং যথা সময়ে সমাহৃত সুস্বাদু অন্ন দান-দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি-বিধান করিল।

হে ভারত! তিনি ভোজন করিলে সেই বারনারীগণ একে একে তাঁহাকে রমণীয় প্রমদা-বন দর্শন করাইল। তাহারা হাস্যক্রীড়া ও গান করত সেই উদারপ্রকৃতি শুকদেবের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। শুদ্ধ-বুদ্ধি সন্দেহ শূন্য স্বকর্ম্মকারী জিত-ক্রোধ বশ্যেন্দ্রিয় অরণি-সম্ভূত শুকদেব তাহাতে হৃষ্ট বা কুপিত হইলেন না। সেই বারযোষিৎগণ তাঁহাকে দেবযোগ্য রত্ন ভূষিত বহুমূল্য আস্তরণ-সমন্বিত দিব্য শয্যা ও আসন প্রদান করিল। শুকদেব পাদ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা সমাধা করত মোক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি পূর্ব্ব রাত্রে ধ্যান-পরায়ণ থাকিয়া মধ্য রাত্রে যথান্যায়ে নিদ্রা যাপন করিলেন, অনন্তর মুহূর্ত্তকালের পর উত্থিত হইয়া শৌচ-কার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক রমণীগণে পরিবৃত থাকিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-নন্দন ধৈর্য্য হইতে অবিচ্যুত শুকদেব এবম্বিধ বিধি অনুসারে সেই রাজ-ভবনে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

শুককার্য্যবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিক
ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩২৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর, নৃপতি জনক মন্ত্রিগণের সহিত পুরোহিত এবং সমস্ত অন্তঃপুরবাসি জনগণকে পুরঃসর করিয়া বিবিধ রত্ন ও আসন সমভিব্যাহারে মস্তকে অর্ঘ্য গ্রহণ করত গুরুপুত্রের নিকটে উপনীত হইলেন। তিনি সেই পুরোহিত-কর্ত্তৃক গৃহীত পরম অর্চ্চিত বহু রত্ন বিভূষিত বহুমূল্য আস্তরণ সংস্তীর্ণ সর্ব্বতোভদ্র আসন হস্ত দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক গুরুপুত্র শুকদেবকে প্রদান করিলেন। পৃথিবীপতি জনক সেই আসনে উপবিষ্ট শুকদেবকে শাস্ত্রানুসারে পূজা করিলেন; প্রথমত পাদ্য পরে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক গো দান করিলেন। শুকদেবও যথাবিধি মন্ত্রানুসারে পূজা প্রতিগ্রহ করিলেন। দ্বিজসত্তম মহাতেজা শুকদেব নরপতি জনক হইতে পূজা প্রতিগ্রহ ও গো গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজাকে সম্মান করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! শুকদেব অনুচরগণের সহিত নৃপতির অনাময় জিজ্ঞাসা করিলে উদার প্রকৃতি রাজা কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া তৎ-কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া অনুচরবর্গের সহিত ভূতলে উপবেশন করিলেন। পরিশেষে নৃপতি ব্যাস-তনয়কে কুশল ও অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আমার পিতা আমাকে কহিয়াছেন যে, 'জনক নামে বিখ্যাত বিদেহরাজ আমার যজমান, তিনি মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যদি তোমার অন্তঃকরণে মোক্ষ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে, তবে অবিলম্বে তাঁহার নিকটে গমন কর। প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি বিষয়ে তোমার যে কোন সংশয় আছে, তিনি তাহা ছেদন করিবেন।' হে ধার্ম্মিক-প্রবর! এই কারণে আমি পিতার নিয়োগানুসারে মোক্ষ কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, অতএব আপনি আমার নিকট উক্ত বিষয় যথাবৎ বর্ণন করুন। ইহলোকে ব্রাহ্মণের কি কর্ত্তব্য, মোক্ষের বিষয় কি প্রকার এবং জ্ঞান অথবা তপস্যা-দ্বারা কি প্রকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

জনক বলিলেন, হে তাত! ইহলোকে জন্ম-প্রভৃতি ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রবণ কর, ব্রাহ্মণ উপনয়নের পর বেদ-পরায়ণ হইবেন, তপস্যা গুরু শুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা অসূয়া-শূন্য হইয়া দেবতা ও পিতৃলোকের নিকট অনৃণ হইবেন, নিয়ত বেদ অধ্যয়ন করত গুরু দক্ষিণা দান-পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, প্রত্যাগত হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করত স্বদার-নিরত হইয়া বাস করিবেন, কাহারও প্রতি অসূয়া করিবেন না এবং যথান্যায়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। পরিশেষে পুত্র ও পৌত্র উৎপাদনানন্তর পূর্ব্ব হুত অগ্নির অর্চ্চনা করত অতিথি-প্রিয় হইয়া বন-মধ্যে আশ্রমে বসতি করিবেন। সেই ধর্ম্মবিৎ ব্রাহ্মণ অরণ্য মধ্যে যথান্যায়ে আত্মাকে অগ্নি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সুখ দুঃখ-বিরহিত এবং বিরক্ত-চিত্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিতি করিবেন।

শুকদেব বলিলেন, হে জনাধিপ! সুখ দুঃখ বিহীন অন্তঃকরণে যদি শাশ্বত-জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রজ বুদ্ধি ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তবে কি গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম-ত্রয়ে অবশ্যই বাস করিতে হইবে? ইহাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি এই বিষয় আমার নিকট বেদার্থ অনুসারে কীর্ত্তন করুন।

জনক বলিলেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ লাভ হয় না এবং গুরূপদেশ ব্যতীত জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, গুরু-জ্ঞানরূপ নৌকা-দ্বারা শিষ্যকে সংসার পারে উত্তীর্ণ করেন, এই জন্য গুরুকে প্লাবয়িতা এবং জ্ঞানকে প্লব কহা যায়। জ্ঞান হইলে কৃতকৃত্য ও উত্তীর্ণ হইয়া তদুভয় পরিত্যাগ করিবে, লোক এবং কর্ম্ম সকলের উচ্ছেদ না হয়, এই নিমিত্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরিত আশ্রম চতুষ্টয়োক্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই ক্রম যোগানুসারে

বহুজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়। এই জীব সংসারে বহুবার জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক শোধিত বুদ্ধি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিলে প্রথম আশ্রমেই মোক্ষ-ভাজন হইতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই যাঁহার চিত্ত শুদ্ধি হয়, সেই কৃত-কৃত্য বিপশ্চিৎ ব্যক্তির অপর আশ্রম-ত্রয়ে প্রয়োজন কি? রাজস ও তামস দোষ সমুদয়কে নিয়তই পরিত্যাগ করিবে, আর সাত্ত্বিক-পথ আশ্রয়-পূর্ব্বক আপনিই আপনাকে অবলোকন করিবে। সর্ব্ব-ভূতে অনুগত আত্মাকে এবং আত্মাতে অনুগত সমস্ত ভূতগণকে দর্শন করত জল-মধ্যে হংসাদির ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিবে। যেমন কোন ভূচর জন্তু নিম্ন পর্ব্বত হইতে উচ্চ শৈলে আরোহণকালে নিম্ন স্থান অনুসরণ করিয়া যায়, পক্ষী সে রূপ গমন করে না, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আর জন্ম গ্রহণ করেন না, তিনি সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত এবং প্রশম প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন। হে তাত! এবিষয়ে পুরাকালে যযাতি নৃপতি কর্ত্তৃক কথিত গাথা যাহা মোক্ষ-শাস্ত্র বিশারদ দ্বিজগণ ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ কর।

চিন্মাত্র জ্যোতি একমাত্র হৃদয়াধিষ্ঠানে অবস্থান করেন, অন্যত্র তাঁহার আশ্রয় নাই এবং তাঁহার সকল জীবেই সমভাব, যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ংই তাঁহাকে দেখিতে পান। অন্য ব্যক্তি যাঁহা হইতে ভীত না হয় এবং যিনি অন্য হইতে ভীত না হয়েন, আর যাঁহার ইচ্ছা ও দ্বেষ নাই, তিনিই ব্রহ্মভাব লাভ করেন। যৎকালে জীব বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা সকল ভূতের প্রতি পাপ অভিপ্রায় না করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। মোহিনী ঈর্ষ্যা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কামনা ও মোহ পরিত্যাগ করত মনের সহিত আত্মাকে সংযোজিত করিলে ব্রহ্মভাব লাভ হয়। এই জীব যখন সর্ব্বভূতে শ্রাব্য ও দৃশ্য বিষয়ে সমতা-জ্ঞান করিয়া সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হয়েন, তখন ব্রহ্মভাব লাভ করেন। ইনি যখন স্তুতি ও নিন্দা, সুবর্ণ ও লৌহ, সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ, অর্থ ও অনর্থ, প্রিয় ও অপ্রিয়, জীবন ও মরণ, সমভাবে দর্শন করেন, তখন ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। কূর্ম্ম যেমন আপন অঙ্গ সকল প্রসারণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহার সংহার করে, ভিক্ষু ব্যক্তির মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে তদ্রূপ সংযত করা উচিত। অন্ধকারাবৃত গৃহ যেমন দীপ-দ্বারা দর্শন গোচর হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-দীপ দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

হে বুদ্ধিমৎ-প্রবর! তোমাতে এই সমুদয় ভাব অবলোকন করিতেছি, আমি যাহা কহিলাম, তদতিরিক্ত অন্য যাহা জানিতে হয়, তাহা তুমি যথার্থত জান। হে ব্রহ্মর্ষে! তুমি পিতৃ প্রসাদ এবং পিতৃ সমীপে শিক্ষা লাভ হেতু বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছ, ইহা আমার বিদিত হইয়াছে। হে মহামুনে! তাঁহারই প্রসাদে আমার এই দিব্য জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার তত্ত্ব জানিতেছি। আমা অপেক্ষা তোমার সমধিক বিজ্ঞান উৎকৃষ্ট গতি ও পরম ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। তোমার বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও তুমি বাল্যভাব, সংশয় অথবা অবিমোক্ষ জন্য ভয়-বশত তাহার গতি অবগত হইতে সমর্থ হও নাই। মাদৃশ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক সংশয়-চ্ছেদ হইলে তুমি বিশুদ্ধ ব্যবহার-দ্বারা হৃদয় গ্রন্থি সকল বিমোচন-পূর্ব্বক সেই পরম-গতি প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মন্! তোমার বিজ্ঞান জন্মিয়াছে, বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তুমি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু ব্যবসায় ব্যতিরেকে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে না। সুখ দুঃখে তোমার বিশেষ নাই, তোমার বুদ্ধি বিষয় লোলুপা নহে, নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণে

ঔৎসুক্য নাই এবং তাহা দর্শনাদি করিলেও অনুরাগ জন্মে না, বন্ধুগণের প্রতি তোমার কোন অনুবন্ধ নাই, ভয়-জনক বিষয়েও তোমার ভয় নাই।

হে মহাভাগ! আমি তোমাকে লোষ্ট, পাষাণ, কাঞ্চনে সমদর্শী দেখিতেছি। আমি এবং অন্য যে সকল মনীষিগণ আছেন, সকলেই তোমাকে সেই অক্ষয় ও অনাময় পরম-পথে আরোহণ করিয়া অবস্থিত অবলোকন করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! ইহলোকে ব্রাহ্মণের যাহা প্রয়োজন এবং মোক্ষস্বরূপও যে প্রকার তাহাতেই তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ, অন্য আর কি জিজ্ঞাসা আছে?

শুক-কার্য্যে যড়্‌বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২৬॥

ভীষ্ম কহিলেন, বিশুদ্ধ-বুদ্ধি শুকদেব রাজর্ষি জনকের এই বচন শ্রবণ-পূর্ব্বক আত্মনিশ্চয় করিয়া আপনি আপনাকে অবলম্বন এবং আপনি আপনাকে দর্শন করত কৃতকৃত্য, সুখী, শান্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া হিমালয় শৈলের উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে সমীরণের ন্যায় প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ সিদ্ধ-চারণ-সেবিত হিম-শৈল বিলোকন করিবার কারণ তথায় উত্তীর্ণ হইলেন। হিমালয় অপ্সরোগণে আকীর্ণ, সহস্র সহস্র কিন্নরগণের প্রশান্ত নিস্বন-দ্বারা নিনাদিত, ভৃঙ্গরাজ তরুনিকরে সুশোভিত, কারণ্ডব, খঞ্জন, বিচিত্র চকোর, শত শত কেকাধ্বনি-সমন্বিত চিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও পরম-হর্ষান্বিত কোকিল-কুল সমাকুল ছিল। পক্ষিরাজ গরুত্মান্ যাহাতে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছিলেন, ইন্দ্রাদি লোকপাল চতুষ্টয় ও ঋষিগণসহ দেবগণ লোকের হিত কামনাহেতু সতত তথায় সমাগত হইয়া থাকেন। মহানুভাব বিষ্ণু যে স্থানে পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পার্ব্বতীনন্দন কুমার দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া এক শক্তি নিক্ষেপ করেন। সেই শক্তি ত্রিভুবন অবজ্ঞা করিয়া ক্ষিতিতলে ন্যস্ত হইয়াছিল।

তৎকালে কার্ত্তিকেয় সেই স্থানে শক্তি নিক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন যে, ত্রিভুবন মধ্যে অন্য যে কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বলবান্ থাকে, আমা অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণ যাঁহার অধিক প্রিয় এবং ব্রাহ্মণাজ্ঞা পালন বিষয়ে যিনি অদ্বিতীয় বীর্য্যবান্ হইয়াছেন, তিনি এই শক্তি উত্তোলন অথবা চালন করুন। কার্ত্তিকেয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া ' কে এই শক্তি উত্তোলন করিবে ' ইহা ভাবিয়া সকল লোক ব্যথিত হইল। অনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু অসুর ও রাক্ষসগণের সহিত দেবতাদিগকে চঞ্চলেন্দ্রিয় ও সন্ত্রান্ত-চিত্ত দেখিলেন এবং তদ্বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করত কুমার যে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা না করিয়া তিনি সেই পাবকতনয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বিশুদ্ধাত্মা পুরুষোত্তম তখন সেই প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণ করিয়া বাম হস্ত-দ্বারা তাহা চালনা করিলেন। বলবান্ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক সেই শক্তি চালিত হইলে, শৈল, বন ও মহারণ্যসহ সমস্ত বসুন্ধরা কম্পিত হইল। ভগবান্ সেই শক্তি উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেও তৎকালে কেবল তাহাকে চালিত করিলেন এবং স্কন্দরাজের ধর্ষণা হয়, এই জন্য তাহা রক্ষা করিলেন।

ভগবান্ সেই শক্তিকে চালিত করিয়া প্রহ্লাদকে এই কথা বলিলেন যে, কুমারের বীর্য্য বিলোকন কর; অন্য কেহ এই শক্তি উত্তোলন করিতে সমর্থ নহে। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ভগবানের বাক্য বুঝিতে না পারিয়া শক্তি উত্তোলন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিল, কিন্তু বিচলিত করিতে পারিল না। সে তখন চীৎকার করিয়া শৈল-শিখরে মূর্চ্ছিত ও বিহ্বল হইয়া পতিত হইল। সেই স্থানে শৈল-রাজের পার্শ্বভাগে উত্তর দিকে গমন করিয়া বৃষধ্বজ মহাদেব অতিকঠোর

তপস্যা করিতেন, তাঁহার আশ্রম দীপ্যমান অনল-দ্বারা চতুর্দ্দিকে আকীর্ণ থাকিত। তাহার নাম আদিত্যপর্ব্বত, অকৃতপুণ্য জনগণ কদাচ তাহার অভিভব করিতে পারিত না। যক্ষ, রাক্ষস, দানবগণ তথায় গমন করিতে সমর্থ নহে, তাহার বিস্তার দশ-যোজন এবং তাহা অগ্নিজ্বালা-দ্বারা সমাবৃত ছিল। ধীমান্ মহাদেব তথায় দিব্য পরিমাণে সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান থাকিলে বীর্য্যবান্ ভগবান্ পাবক তাঁহার বিঘ্নসকল প্রশমন করত স্বয়ং অবস্থিতি করিতেন। মহাদেব দেবতাদিগকে সন্তাপ দান করত তথায় সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন।

পরাশরাত্মজ মহাতপা ব্যাসদেব সেই শৈল-রাজের পূর্ব্বদিক্ আশ্রয়-পূর্ব্বক বিবিক্ত পর্ব্বত-তটে শিষ্য সকলকে বেদ অধ্যাপনা করাইতেন। সুমন্তু, মহাভাগ বৈশম্পায়ন, মহাপ্রাজ্ঞ জৈমিনি এবং তপস্বি-প্রবর পৈল নামক শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত মহাতপা বেদব্যাস যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, আকাশ-মণ্ডলস্থিত দিবাকর-সদৃশ বিশুদ্ধাত্মা অরণী-সম্ভব শুকদেব পিতার সেই রমণীয় আশ্রম স্থান অবলোকন করিলেন।

অনন্তর ব্যাসদেব দিবাকর-সমপ্রভ, জলন্ত পাবক-তুল্য, বৃক্ষ শৈল ও বিষয়ে অনাসক্ত যোগ যুক্ত মহানুভাব পুত্রকে ধনুর্গুণচ্যুত বাণের ন্যায় আগমন করিতে দেখিলেন। সেই অরণী-সম্ভূত শুকদেব পিতার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণ-যুগল গ্রহণ করিলেন এবং সেই মহামুনি পিতৃ শিষ্য চতুষ্টয়ের সহিত যথোচিতরূপে সঙ্গত হইলেন। পরিশেষে জনক-রাজের সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল, পিতার নিকটে প্রীতচিত্ত হইয়া আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বীর্য্যবান্ পরাশর-তনয় মহামুনি বেদব্যাস হিমালয়ের উপরিভাগে শিষ্যগণ ও পুত্রকে এইরূপে অধ্যাপনা করত বসতি করেন।

অনন্তর, কোন সময়ে বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন শান্ত-চিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া তপস্যা করিতেন, তৎকালে সেই শিষ্য সকল কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরু ব্যাসদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

শিষ্যগণ কহিলেন, আপনি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা মহাতেজস্বী এবং যশস্বী হইয়াছি, এক্ষণে আমাদিগের একটি বিষয়ে অভিলাষ আছে, আপনাকে তজ্জন্য অনুগ্রহ করিতে হইবে। ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে বৎস সকল! আমাকে তোমাদের যে প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বল। রাজন্! শিষ্যগণ গুরুর এই কথা শ্রবণে হৃষ্ট-চিত্তে পুনরায় কৃতাঞ্জলি-পুটে অবনত মস্তকে গুরুকে প্রণাম করিয়া সকলে মিলিত হইয়া এই উৎকৃষ্ট কথা বলিলেন, হে মুনি-সত্তম! উপাধ্যায় যদি প্রীত হইয়াছেন, তবে আমরা ধন্য হইলাম। আপনি আমাদিগের প্রতি এই বর প্রদান করুন যে, ইহলোকে আপনার ষষ্ঠ শিষ্য আর খ্যাতি লাভ করিতে না পারে, আপনি এইরূপে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা সকলে মহর্ষির দত্ত এই বর আকাঙ্ক্ষা করি, আমরা চারিজন আপনার শিষ্য এবং গুরু-পুত্র পঞ্চম এই পাঁচজনমাত্রেই বেদ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহে, ইহাই আমাদিগের কাঙ্ক্ষিত বর।

বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পরলোকার্থ-চিন্তক পরাশরাত্মজ ধীমান্ ধর্ম্মাত্মা ব্যাসদেব শিষ্যগণের বচন শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম যুক্ত কল্যাণকর বাক্য বলিলেন। যিনি ব্রহ্মলোকে বাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি বেদ শুশ্রূষু ব্রাহ্মণকে বেদাধ্যয়ন করাইবেন, তোমাদিগের দ্বারা বেদের বহুল প্রচার হউক, তোমরা বেদ বিস্তার কর। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, ব্রত করে নাই এবং যাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় নাই, তাহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে না, এই

সমুদয় শিষ্য-গুণ যথার্থরূপে বিজ্ঞাতব্য। যাহার চরিত্র পরীক্ষিত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তিকে বিদ্যা দান কর্ত্তব্য নহে। যে রূপ অগ্নিতাপ, ছেদ ও ঘর্ষণ-দ্বারা স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ কুল শীল ও গুণাদি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক শিষ্যগণের পরীক্ষা করিবে। তোমরা শিষ্য সকলকে নিয়োগানর্হ মহাভয়-জনক বিষয়ে নিয়োগ করিবে না, সকলেই দুর্গম শাস্ত্র সাগর উত্তীর্ণ হউক, সকলেই কল্যাণের মুখ নিরীক্ষণ করুক। ব্রাহ্মণকে অগ্রে করিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইবে, বেদাধ্যয়ন অতি মহৎকার্য্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, দেবতাদিগের স্তুতির নিমিত্ত স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মা বেদ সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি মোহ-বশত বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, সে তজ্জন্য অবশ্যই পরাভূত হয় সংশয় নাই। যে ব্যক্তি অধর্ম্ম অনুসারে জিজ্ঞাসা করে এবং যে অধর্ম্মত উত্তর করে, তাহাদিগের মধ্যে অন্যতর বিদ্বেষ-ভাজন হয় এবং পরলোকে গমন করে। এই ত তোমাদের নিকটে বেদপাঠের বিধি সমুদয় কথিত হইল, শিষ্যগণের উপকার করিতে হইবে, ইহা যেন হৃদয়ে ধারণা থাকে।

শিষ্য শিক্ষা-বিষয়ে সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২৭॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহাতেজস্বী ব্যাসশিষ্যগণ গুরুর এই বাক্য শ্রবণে হৃষ্টমনে তৎকালে পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, ভগবান্ আমাদিগকে যাহা আদেশ করিলেন, তাহা বর্ত্তমান ও উত্তরকালের একান্ত হিতকর, তাহা আমাদিগের অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে নিহিত রহিল; আমরা এই আদেশানুসারে আচরণ করিব। সেই বাক্য-বিশারদ শিষ্যগণ একান্ত প্রীত-চিত্তে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া পুনরায় গুরুকে নিবেদন করিলেন যে, হে মহামুনে! যদি আপনার অভিমত হয়, তবে বেদ সমুদয়কে বিস্তারিত করিবার কারণ আমরা এস্থান হইতে মহীতলে গমন করিতে অভিলাষ করি। পরাশর-তনয় নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ ব্যাসদেব শিষ্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থ সহিত হিত-বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎসগণ! যদি তোমাদিগের বাঞ্ছা হইয়া থাকে, তবে ভূলোক অথবা দেবলোকে যেখানে ইচ্ছা হয় গমন কর, তোমরা সাবধান হইয়া থাকিবে; বেদে বহু ছল আছে, প্রমত্ত হইয়া যেন তাহা বিস্মৃত হইও না।

অনন্তর, তাঁহারা সত্যবাদি গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করত গমন করিলেন। সেই ঋষিগণ মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যাজন-কর্ম্ম করত চাতুর্হোত্র অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞ কর্ম্মের অভেদ দর্শনার্থ অগ্নিহোত্রাদি মন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করত ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক নিয়ত পূজ্যমান হইয়া পরম-হর্ষে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; যাজন ও অধ্যাপনা কার্য্য করত সমৃদ্ধিশালী ও লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইলেন।

শিষ্যগণ হিমশৈল হইতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে ধীমান্ দ্বৈপায়ন একমাত্র পুত্রের সহিত ধ্যান-পরায়ণ ও মৌনী হইয়া নির্জ্জনে আসীন রহিলেন। তৎকালে মহাতপা নারদ তাঁহাকে সেই আশ্রমে অবলোকন করিলেন এবং মধুরাক্ষর-বচনে বলিলেন।

নারদ কহিলেন, হে বশিষ্ঠ-বংশোদ্ভব ব্রহ্মর্ষে! আর বেদ-ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হয় না, তুমি একাকী কি চিন্তা করত ধ্যানপরায়ণ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া আছ? এই পর্ব্বত বেদ-ধ্বনি বিরহিত সুতরাং রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হওয়ায় রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভিত হইতেছে না। পূর্ব্বে যেমন ইহার শোভা ছিল, এক্ষণে সেরূপ নাই, ইহা দেবর্ষিগণ-সেবিত হইয়াও বেদ-ধ্বনি বিরহিত হও-

রায় নিবাস সকলের আলয়ের তুল্য হইয়াছে। মহাতেজস্বি ঋষিগণ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ বেদঘোষ বিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্যমান নাই।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে বেদবাদ বিচক্ষণ মহর্ষে! তুমি যাহা কহিলে তাহাই আমার মনের অনুকূল, তুমিই এই বিষয় বলিতে পার, তুমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বত্র কুতূহলী; ত্রিলোক-মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ই তোমার মনে আছে, অতএব হে বিপ্রর্ষে! আজ্ঞা কর, আমি তোমার কোন্ প্রিয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। হে ব্রহ্মর্ষে! আমাকে যে বিষয় অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা বল; শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক বিযুক্ত হওয়ায় আমার মন নিতান্ত হৃষ্ট নাই।

নারদ বলিলেন, বেদ সকলের অনাবৃত্তিই মল, অর্থাৎ দোষ, ব্রাহ্মণের ব্রত না করাই মল, বাহীক দেশ পৃথিবীর মল এবং স্ত্রীলোকের কৌতূহলই মল। অতএব তুমি বেদ-ধ্বনি দ্বারা রাক্ষস ভয়-জনিত তম অপসাদন করত ধীমান্ পুত্রের সহিত বেদ পাঠ কর।

ভীষ্ম বলিলেন, পরম-ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসদেব নারদের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত হৃষ্ট এবং বেদাভ্যাসে দৃঢ়ব্রত হইয়া 'তাহাই করিব' এই কথা বলিলেন। অনন্তর, তিনি শিক্ষার সহিত উচ্চৈঃস্বরে যেন লোক সকল পূরণ করত নিজ পুত্র শুকদেবের সহিত বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পিতা পুত্রে ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবিধ বাদ ও বেদ অভ্যাস করিতে থাকিলে সমুদ্রানিল দ্বারা সঞ্চালিত সমীরণ অতি প্রবল-বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর, 'সম্প্রতি অনধ্যায় অতএব বেদপাঠ হইতে নিবৃত্ত হও' এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব পুত্রকে নিবারণ করিলেন। শুকদেব নিবারিত হইবা-মাত্র কৌতূহল-সমন্বিত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! এই বায়ু কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইল? আপনি ইহার সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করুন?

ব্যাসদেব শুকের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বায়ু অনধ্যায়ের নিমিত্ত হইল কেন, তদ্বিষয়ে এই কথা বলিলেন, বৎস! তোমার দিব্য চক্ষু ব্যবহিত-পদার্থ দর্শন-নিবন্ধন যোগ সংস্কৃতভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, মনও স্বয়ং নির্ম্মল হইয়াছে; তুমি তমোগুণ ও রজোগুণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদির হেতুভূত শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতেছ। আদর্শতলে যেমন আপনার ছায়া দেখা যায়, তদ্রূপ তুমি আপনিই আপনাকে অবলোকন করিতেছ, অতএব আপনাতে বেদ সকলকে বিভাবিত করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি-দ্বারা চিন্তা কর, অর্থাৎ বায়ু কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা বিচার কর।

সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সন্নিহিত হইবার নিমিত্ত দেবযান ও পিতৃযান নামক দুইটি পথ আছে, সাত্ত্বিক উপাসকগণ পুনরাবৃত্তি রহিত প্রদেশে যে পথ-দ্বারা গমন করেন, তাহার নাম দেবযান, আর ধূমাদি পথ দ্বারা যে পুনরাবৃত্তি প্রদ স্থানে গমন করাযায়, তাহাকে তামস পিতৃযান কহে। পরলোকে গমনকালে এই দুইটিমাত্র পথ আছে, ইহা-দ্বারা দ্যুলোকে ও ভূলোকে জীবের গমনাগমন হইয়া থাকে। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে যে স্থানে বায়ু সকল গমন করে, সেই বায়ু সঞ্চরণ স্থান সপ্তবিধ, অতএব আনুপূর্ব্বিক সেই সপ্ত স্থানের বিষয় শ্রবণ কর।

দেহ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভেদ-নিবন্ধন শরীরেও পঞ্চবিধ বায়ু অবস্থিতি করে, শরীরকে অবলম্বন করিয়া যে সমুদয় ইন্দ্রিয় আছে এবং অধিদৈব সাধ্যগণকে অধিকার করিয়া যে সমস্ত মহাবল, মহাভূত আছে, তাহা হইতে সমান নামক দুর্জ্জয় বায়ুর উৎপত্তি হয়। সমান হইতে উদান, উদান হইতে ব্যান, ব্যান হইতে অপান এবং অপান হইতে প্রাণ উদ্ভূত হয়। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুতাপন প্রাণ অনপত্য অর্থাৎ প্রাণের কার্য্যান্তর নাই, উহাদিগের

পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম সকল যথাযথরূপে কহিতেছি। বায়ু প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা সকল সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাহ করে এবং প্রাণিগণের প্রাণনের কারণ বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়। আর যে বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ অভ্র সমুদয়কে প্রথম-পথে চালন করে, তাহাকে প্রবহ বায়ু বলা যায়। আকাশ-মধ্যে স্নেহগুণ-যুক্ত জল-বর্ষণকালে যে বায়ু স্নেহ ক্রমে বিদ্যুত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দ্যুতিশালী হয়, সেই শব্দকারী শ্বসন আবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু স্থানীয় হইয়া বহন করে, আর যে বায়ু সোমাদি ও জ্যোতিঃ-পদার্থের নিয়ত উদয় নির্ব্বাহ করে, মনীষিগণ যাহাকে শরীর-স্থিত উদান বায়ু কহিয়া থাকেন, যে বায়ু চতুঃ সমুদ্রের সলিল-ধারণ করিয়া আছে, যে বায়ু সলিল সমুদয় আকাশে উত্তোলন-পূর্ব্বক জীমূতগণকে দান করিবার উদ্দেশে আদান করে এবং সলিলের সহিত জীমূত সমুদয়কে সংযোজিত করত পর্জ্জন্যকে প্রদান করে, সেই সদাগতির নাম উদ্বহ; ইহা তৃতীয় বায়ু এবং অতিবৃহৎ। আর যে সমীরণ ঘন সমুদয়কে বহন করত বহু প্রকারে বিভিন্ন করে এবং বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, সেই বারিপূর্ণ ও বারিহীন সমীরণকে ঘনাঘন বলা যায়। মেঘ সমুদয় সংহত হইয়াও যদ্দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রক্ষিপ্ত হয়, পাট্যমান বেণুর ন্যায় শব্দায়মান সেই সমীরণ নদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, উক্ত বায়ু প্রজাপালনার্থ সংহত এবং গোস্তনবৎ রিক্ত হইয়াও মেঘত্ব অর্থাৎ সেচনকারিত্ব প্রাপ্ত হয়, নীর সকলের ন্যায় নষ্ট হয় না। যে বায়ু অন্তরীক্ষ-পথে ব্যোমযান সমুদয়কে বহন করে, সেই গিরি মর্দ্দন করিতে সমর্থ সুবহ সংজ্ঞক সমীরণ চতুর্থরূপে গণনীয় হয়। সংহত মেঘ সমুদয় যে বেগবান্ রুক্ষ ও নাগ সকলের প্রভঞ্জনকারী প্রভঞ্জন-কর্ত্তৃক রুগ্ন হইয়া বলাহক অর্থাৎ বল দ্বারা গমন করে, এই বুৎপত্তি লভ্য অভিধান প্রাপ্ত হয়, আর যাহা হইতে দারুণ উৎপাত ধূমকেতু ও সম্বর্ত্ত-মেঘ-প্রভৃতির সঞ্চার হইয়া থাকে এবং যাহা নভোমণ্ডলে সগর্জ্জিত মেঘ-বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, সেই বিবহ নামক মহাবেগবান্ বায়ু পঞ্চমরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহার বেগবলে দিব্য সলিল-সমুদয় অধঃপতিত না হইয়া আকাশ-পথে উপরিভাগে অবস্থান করে এবং আকাশ-গঙ্গার পবিত্র জল যাহাতে বিষ্টব্ধ হইয়া থাকে, দিবাকর সহস্ররশ্মি হইয়াও দূর হইতে যাহার প্রতিঘাতে এক রশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হইয়া বসুন্ধরাকে প্রকাশিত করেন, নিশাকর ক্ষীণ হইয়া যাহার বলে পুনরায় সম্পূর্ণ মণ্ডলাকারে আপ্যায়িত হয়েন। হে জাপক-প্রবর! সেই পরিবহ নামধেয় বায়ু ষষ্ঠরূপে সংখ্যাত হইয়া থাকে।

প্রলয়কালে যে বায়ু সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে, মৃত্যু ও বৈবস্বত অর্থাৎ চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত মরণ ও সূর্য্য-পুত্র যম এই উভয়ে যাহার পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন, হে অধ্যাত্ম-চিন্তা-পরায়ণ পুত্র! ধ্যানাভ্যাসে অনুরক্ত মানবদিগের নিমিত্ত যিনি অমৃতরূপে কল্পিত হয়েন, তুমি বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় সমুদয় হইতে উপরত বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা তাঁহাকে অবলোকন কর। দক্ষ প্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র বেগ-বশত যাহার সন্নিহিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ-পূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তে গমন করিয়াছে, যৎ-কর্ত্তৃক জীব উপসৃষ্ট হইয়া নিয়ত গমন করিতেছে, পুনর্ব্বার আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না, সেই পরাবহ নামক বায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের দুরতিক্রমণীয়। এইরূপে অদিতির অর্থাৎ খণ্ডন-শূন্য অদীনা পর-চিতির পুত্র পরম অদ্ভুত বায়ু সকল সর্ব্বত্র গমন ও সমস্ত বস্তু ধারণ করত সতত প্রবহমান হইতেছে। সেই প্রবহমান বায়ু-দ্বারা এই পর্ব্বতোত্তম যে সহসা কম্পিত হইল, ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

হে তাত! এই বেদ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাস-বাত, ইহা যখন বেগ-বশত সমীরিত হইয়া সহসা

উচ্চৈঃস্বরে অধীত হয়, তখন স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যথিত হইয়া থাকে। মূল পুরুষের নিশ্বাস সহসা উত্থিত হইয়া যদি কদাচিৎ জগৎ সংহার করে, এই হেতু সকলেই ব্যথিত হয়—এই নিমিত্ত বেদবিৎ ব্যক্তিগণ প্রবল বায়ু বহনকালে বেদ অধ্যয়ন করেন না; বেদরূপ বায়ু বেগসহ উচ্চার্য্যমাণ হইলে বাহ্য বায়ু ভয়-জনক হয়।

পরাশর-তনয় প্রভু ব্যাসদেব এই সকল বচন-বিন্যাস-পূর্ব্বক 'হে পুত্র! অধ্যয়ন কর' এই কথা বলিয়া তৎকালে আকাশ-গঙ্গাতে অবগাহনার্থ গমন করিলেন।

বায়ু বিশেষ-কথনে অষ্টাবিংশত্যধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ স্বাধ্যায় নিরত শুকদেবকে বেদার্থ সমুদয় জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষে শূন্য-পথে সমাগত হইলেন। শুকদেব দেবর্ষি নারদকে উপস্থিত দর্শনে অর্ঘ্য দান-পূর্ব্বক বেদোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহারে পূজা করিলেন। অনন্তর, নারদ প্রীত হইয়া প্রহৃষ্ট-চিত্তে বলিলেন, হে ধার্ম্মিক-প্রবর বৎস! তোমাকে কিরূপ কল্যাণ-দ্বারা সংযোজিত করিব বল। হে ভারত! শুকদেব নারদের বচন শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ইহলোকে যাহা হিতকর হয়, আপনি আমাকে সেই শ্রেয়ঃ-সম্পন্ন করুন।

নারদ বলিলেন, পুরাকালে আত্মানুশীলন-পরায়ণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ঋষিগণের নিকটে ভগবান্ সনৎকুমার এই কথা বলিয়াছিলেন যে, বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, সত্যের তুল্য তপস্যা নাই, রাগের সদৃশ দুঃখ নাই এবং ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। পাপ-কর্ম্ম হইতে সতত নিবৃত্তিই পুণ্যশীলতা, সদ্ব্যবহার ও সদাচারই অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেয়। অসুখকর মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হয়, সে মুগ্ধ হইয়া থাকে, বিষয়-সঙ্গ কদাচ দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হয় না, তাহা কেবল দুঃখেরই লক্ষণমাত্র। বিষয়াসক্ত মানবের বুদ্ধি মোহ-জালে জড়িত হইয়া বিচলিত হয়। যে মানব মোহ-জালে আবৃত রহে, সে ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে। যিনি কল্যাণ-কামনা করেন, তাঁহার সর্ব্ব প্রযত্নে কাম ও ক্রোধের নিগ্রহ করা বিধেয়; যেহেতু কাম ও ক্রোধ কল্যাণ বিঘাতার্থ উদ্যত হইয়া থাকে।

ক্রোধ হইতে নিয়ত তপস্যা রক্ষা করিবে, মৎসর হইতে শ্রী রক্ষা করিবে, মানাবমান হইতে বিদ্যা রক্ষা করিবে এবং প্রমাদ হইতে আত্মরক্ষা করিবে। আনৃশংস্যই পরম-ধর্ম্ম, ক্ষমা পরম বল, আত্ম-জ্ঞান পরম-জ্ঞান এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আর কিছুই নাই। সত্য-কথন শ্রেয়, সত্য অথচ হিত কথা বলিবে; যাহা ভূতগণের অত্যন্ত হিতকর, আমার মতে তাহাই সত্য। সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগী আশা-হীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া যিনি সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই বিদ্বান্ এবং তিনিই পণ্ডিত। ইহলোকে যিনি নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয় সমুদয়-দ্বারা ইন্দ্রিয়বিষয় সকল সম্ভোগ করেন এবং যিনি সর্ব্ব বিষয়ে অসঙ্গ, শান্ত-চিত্ত, নির্ব্বিকার ও সমাহিত হয়েন, অথচ আত্মভূত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান রহেন এবং দেহাদির সহিত তাদাত্ম্য রহিত হইয়া কেবল-স্বরূপ হয়েন, তিনি অচিরকাল মধ্যে বিমুক্ত হইয়া পরম-শ্রেয় প্রাপ্ত হয়েন।

হে মুনে! যাঁহার জীবগণের সহিত সতত দর্শন, স্পর্শ ও সম্ভাষণ না হয়, তিনি পরম শ্রেয় লাভ করেন। কোন জীবের হিংসা করিবে না, সকলেরই সহিত মিত্রতা আচরণ করিবে; এইমনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। চিত্ত-বিজয়ী আত্মজ্ঞ-জনের অকিঞ্চনতা, অচাপল্য, সন্তোষ ও নিরাশত্বই পরম শ্রেয়, ইহা প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন। হে তাত! পরিগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হও, ইহ পরলোকে নির্ভয়ভাবে

অশোক স্থানে অবস্থান কর। যাহাদিগের ভোগ্য বস্তু নাই, তাহারা শোক করে না; অতএব আপনার যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

হে প্রিয়-দর্শন! ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিলে তুমি পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। যিনি অজিত বিষয় জয় করিতে কামনা করেন, তাঁহাকে তপস্যা-নিরত, দান্ত, মৌনব্রতী, সংযত-চিত্ত ও সর্ব্ব সঙ্গ বিমুক্ত হওয়া বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ গুণ-সঙ্গে অনাসক্ত ও সতত একচর্য্যারত হয়েন, তিনি অচির কাল মধ্যে পরম সুখ লাভ করেন। দ্বন্দ্বারাম ভূতগণের মধ্যে যিনি একাকী মৌনী হইয়া ক্রীড়া করেন, তাঁহাকে প্রজ্ঞান-তৃপ্ত জ্ঞান করিবে। যিনি জ্ঞান-দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, তিনি কদাচ শোক করেন না। শুভকর্ম্ম-দ্বারা দেবত্ব লাভ হয়, শুভাশুভ মিশ্র কর্ম্ম-দ্বারা মনুষ্য জন্ম লব্ধ হইয়া থাকে, আর কেবল অশুভ কর্ম্ম-দ্বারা অধোজন্ম অর্থাৎ তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম হয়। এই সংসারে মৃত্যু ও জরা দুঃখ-দ্বারা জীব সতত পীড়িত হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা তুমি কেন অনুভব করিতেছ না? অহিত বিষয়ে হিতজ্ঞ অনিশ্চল বস্তুতে ধ্রুব জ্ঞান-সম্পন্ন এবং অনর্থ বিষয়ে অর্থজ্ঞ হইয়া তুমি কেন প্রবুদ্ধ হইতেছ না? কোষকার যেমন স্বছল আত্মজ তন্তু-দ্বারা বেষ্টিত আপনাকে মোহবশত জানিতে পারে না, তুমিও তদ্রূপ আপনাকে বেষ্টন করত জানিতে অসমর্থ হইতেছ।

এই সংসারে পরিগ্রহে কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু পরিগ্রহ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই দোষবান্ হইয়া থাকে, যেহেতু কোষকার কীট নিজ পরিগ্রহ-নিবন্ধন বদ্ধ হয়। সরোবরের পঙ্কার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বন্য গজ সকল যেমন বিশীর্ণ হয়, তদ্রূপ স্ত্রী, পুত্র, কুটুম্বগণে আসক্ত জীব অবসন্ন হইয়া থাকে। বিশাল জাল-দ্বারা আকৃষ্ট মৎস্য সকল স্থলে উদ্ধৃত হইয়া যেরূপ দুঃখিত হয়, স্নেহ-জাল-দ্বারা সমাকৃষ্ট জীবগণকে তদ্রূপ নিতান্ত দুঃখিত বিলোকন কর। কুটুম্ব, পুত্র, পত্নী, শরীর ও ধন-সঞ্চয়-প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, পরলোকে গমন করিলে তৎসমুদয় থাকিবে না, স্বকীয় সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মমাত্র স্থায়ী হইবে। সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া অবশ হইয়া যখন তোমাকে গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কেন অনর্থে প্রসক্ত হইয়া স্বকীয় প্রয়োজন অনুষ্ঠান করিতে বিরত রহিয়াছ? বিশ্রান্তি-বিহীন, আলম্বন-শূন্য, পাথেয়বর্জ্জিত, অদৈশিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম মার্গে তুমি একাকী কি প্রকারে গমন করিবে? তুমি প্রস্থিত হইলে কেহ তোমার পশ্চাৎ গমন করিবে না, তুমি গমন করিতে থাকিলে কেবল সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্ম সকল তোমার অনুগমন করিবে। বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচাচার ও বহু বিস্তর-জ্ঞান প্রয়োজনের অনুসরণ করে, কিন্তু যাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি বিমুক্ত হয়েন। গ্রামবাসি জনের অনুরাগই এই বন্ধন-রজ্জু, সুকৃতশালি মানবগণ এই বন্ধন-রজ্জুচ্ছেদন করিয়া গমন করেন, আর দুষ্কর্ম্মশীল ব্যক্তিরা তাহা ছেদন করিতে পারে না।

রূপ যাহার কুল, মন যাহার স্রোত, স্পর্শ যাহার দ্বীপ, রস যাহার আবর্ত্ত, গন্ধ যাহার পঙ্ক, শব্দ যাহার জল, ক্ষমা যাহার নৌকা চালন দণ্ড, ধর্ম্ম যাহার নৌকর্ষণ-রজ্জু, সেই সত্যময়ী স্বর্গমার্গ দুরাবহা ত্যাগরূপ বায়ু-পথগামিনী শীঘ্র ধাবিনী নৌতার্য্যা নদী উত্তীর্ণ হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর এবং সত্য ও অনৃত পরিহার কর, সত্যানৃত উভয় পরিত্যাগ করিয়া বদ্দারা ত্যাগ করিতেছ, তাহাকেও ত্যাগ কর। সঙ্কল্প-শূন্যতা হেতু ধর্ম্ম পরিহার কর এবং অলিপ্সা-নিবন্ধন অধর্ম্ম বর্জ্জন কর, বুদ্ধি দ্বারা সত্য ও অনৃত পরিত্যাগ কর এবং পরমার্থ নিশ্চয়-নিবন্ধন বুদ্ধিকে পরিত্যাগ কর। অস্থি স্থূণ স্নায়ু-যুত মাংস শোণিত লেপন চর্ম্মাবনদ্ধ দুর্গন্ধি মূত্র পুরীষপূর্ণ জরাশোক সমাবিষ্ট রোগায়-

তন আতুর রজোগুণ প্রধান এই অনিত্য ভূতাবাস শরীর পরিত্যাগ কর।

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব এবং মহৎ-তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি মহাভূতময় সেই পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চেন্দ্রিয় এবং সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণ-ত্রয় একীভূত হইয়া দেহত্যাগানন্তর পরলোক-গামী জীব অব্যক্ত-সংজ্ঞক সপ্তদশ রাশিরূপে নির্ণীত হয়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত-সংজ্ঞক শব্দ স্পর্শ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদয় ও মন্তব্য, বোদ্ধব্য এবং অহংকর্ত্তব্য সহ মিলিত হইয়া ব্যক্তাব্যক্তময় চতুর্ব্বিংশ গুণ হইয়া থাকে; যিনি এই সমস্ত গুণ-সংযুক্ত হয়েন, তাঁহার নাম পুরুষ। ত্রিবর্গ, সুখ, দুঃখ, জীবন ও মরণ এই সমুদয় যিনি যথার্থরূপে জানেন, তিনিই উৎপত্তি ও লয় কিরূপে হয়, তাহা জানিতে পারেন। জ্ঞাতব্য বিষয়ের যাহা কিছু জানিতে হয়, তাহা পারম্পর্য্যক্রমে জানা উচিত। ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, তৎ তৎ বিষয়কে ব্যক্ত বলা যায়, আর অতীন্দ্রিয় বিষয় সমুদয়কে অব্যক্ত বলিয়া জানিবে। দেহী নিয়ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা ধারাবাহিক ক্রমে তৃপ্ত হয়। লোকে আত্মাকে বিতত ও আত্মাতে লোক সকলকে বিতত বিলোকন করে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বভূত-দর্শি পরাবর দ্রষ্টার জ্ঞানমূলা শক্তি তাহা দর্শন করে না। অশুভ-কর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বভূতের সংযোগ সাধিত হয় না; জ্ঞান-দ্বারা যিনি বিবিধ মোহজ ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন, লোক মধ্যে বুদ্ধি প্রকাশ দ্বারা তৎ-কর্ত্তৃক লোকাচার হিংসিত হয় না। আত্মাতে অধিষ্ঠিত অনাদিনিধন অব্যয় জীবকে গোলোপায়বিৎ ভগবান্ অকর্ত্তা ও অমূর্ত্ত কহেন। যে জন্তু স্বকৃত কর্ম্ম-দ্বারা নিয়ত দুঃখিত হয়, সে দুঃখ প্রতিঘাতার্থ অনেক প্রকার জীবের হিংসা করে। অনন্তর, সে পুনরায় নূতন নূতন অন্যবিধ বহু কর্ম্ম আরম্ভ করে, আতুর ব্যক্তির অপথ্য ভোজনের ন্যায় সে পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা তাপিত হইয়া থাকে। মোহান্ধ মানব নিরন্তর দুঃখকর বিষয় সমুদয়ে সুখ জ্ঞান করে, সে সতত স্বকৃত কর্ম্ম-দ্বারা মন্থন যোগ্য বস্তুর ন্যায় মথিত ও বধ্য হইয়া থাকে। অনন্তর, সে কর্ম্ম সকলের উদয়-বশত ইহলোকে স্বকীয়-যোনিতে বদ্ধ হয় এবং বদ্ধ হইয়া বহু বেদনা সহ্য করত চক্রবৎ সংসারে পরিভ্রমণ করে। তুমি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া বন্ধন বিমুক্ত হইয়াছ, অতএব সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বজিৎ হইয়া ভাব বিবর্জ্জিত হও। তপোবল-বশত সংযম হেতুক দৃষ্টিমাত্র সমুৎপন্ন বন্ধকে অতিক্রম করিয়া অনেকেই বাধা-বিরহিত সুখোদয়-সমন্বিত সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শুক নারদ-সম্বাদে একোনত্রিংশদধিক
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩২৯॥

নারদ কহিলেন, মনুষ্য অশোক ও শোকনাশার্থ শান্তিকর ও শিব-স্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করে এবং সেই জ্ঞান লাভ করিয়া সুখী হয়। সহস্র সহস্র শোকের বিষয় ও শত শত ভয়-জনক ব্যাপার প্রতি দিন মূঢ় মানবে আবিষ্ট হয়, পণ্ডিতের নিকট তাহারা প্রবিষ্ট হইতে পারে না; অতএব অনিষ্ট নাশের নিমিত্ত আমার নিকট একটি ইতি-হাস শ্রবণ কর। বুদ্ধি যদি বশে থাকে, তবে শোক-নাশ হয়; স্বল্প বুদ্ধি মানবগণ অনিষ্ট সংযোগ ও ইষ্ট-বিয়োগ-বশত মানস দুঃখ-সমূহে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিষয় সমুদয় অতীত হইলে তাহাদিগের যে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা চিন্তা করিবে না। যে ব্যক্তি তাহাতে সমাদর করে, সে স্নেহ-বন্ধ হইতে বিমুক্ত হয় না। যে বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবে, তাহাতে দোষ-দর্শী হইবে, অনিষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ বিরক্ত হইবে। যে ব্যক্তি অতীত বিষয়ের অনুশোচনা করে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ কিছুই থাকে না; অতএব যাহা নাই, তাহাতে নিযুক্ত হইবে না, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে তাহা কখন প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। ভূত সকল গুণ সমুদয়ের সহিত

যেমন যুক্ত হয়, তেমনি বিযুক্ত হইয়া থাকে; সকল বিষয় এক ব্যক্তির শোকাস্পদ হয় না। যিনি মৃত বা অমুদ্দিষ্টরূপে অতীত ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা করেন, তিনি দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করত দ্বিবিধ অনর্থ প্রাপ্ত হয়েন। লোক মধ্যে বিস্তার বিলে.কন করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অশ্রু মোচন করেন না, সম্যক্-দর্শী মানবের কোন বিষয়েই অশ্রুপাত হয় না। শারীরিক বা মানসিক দুঃখের অভিঘাত উপস্থিত হইলে যাহাতে যত্ন করিতে পারা যায় না তদ্বিষয়ে চিন্তা করা অনুচিত। দুঃখের বিষয় চিন্তা না করাই দুঃখ বিনাশের মহৌষধ; দুঃখ চিন্তা করিলে দুঃখ দূর হয় না, বরঞ্চ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। প্রজ্ঞা-দ্বারা মানস দুঃখ এবং ঔষধ-দ্বারা দৈহিক দুঃখ দূর করিবে, বিজ্ঞানের ইহাই সামর্থ্য; অতএব বালকের সহিত সমান হইবে না। রূপ, যৌবন, জীবন, ধন-সঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস, এই সমুদয়ই অনিত্য; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। জনপদ সাধারণ যে দুঃখ হইয়া থাকে, একাকী তন্নিমিত্ত শোক করা বিধেয় নহে। যদি দুঃখের উপক্রম দৃষ্ট হয়, তবে তজ্জন্য শোক না করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিবে। এই জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকতর, সংশয় নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদয়ে মোহবশত স্নেহ প্রকাশই মরণ-তুল্য আশ্রয়।

যে মানব সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি নিরতিশয় সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, পণ্ডিতেরা তাঁহার জন্য শোক করেন না। অর্থ সকল ত্যাগ করিতে হইলে দুঃখ হয়, তাহা রক্ষা করিতেও সুখ নাই; অর্থ উপার্জ্জনেও অতিশয় দুঃখ সহ্য করিতে হয়, অতএব অর্থ নাশের বিষয় চিন্তা করিবে না। সাধারণ মনুষ্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিশেষ বিশেষ ধনের অবস্থা প্রাপ্ত-পূর্ব্বক তৃপ্ত না হইয়া বিধ্বংস লাভ করে, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। সমস্ত বিষয়েরই অবসানে অন্ত হইয়া থাকে, উন্নত হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলে বিয়োগ ঘটিয়া থাকে এবং জীবন হইলেই অবশ্য মরণ হয়। পিপাসার অন্ত নাই, তুষ্টিই পরম সুখ; অতএব পণ্ডিতেরা ইহলোকে সন্তোষকেই পরম ধন বিবেচনা করেন; গমনশীল বয়স নিমেষমাত্রও অবস্থান করে না, স্বকীয় শরীরই যখন অনিত্য হইতেছে, তখন কোন্ নিত্য বিষয়ের নিমিত্ত অনুশীলন করিবে? জ্ঞানিগণ সৎপথ আশ্রয়-পূর্ব্বক ভূত-সমুদয়ের সত্তার বিষয় অনুশীলন করিয়া পরম গতি দর্শন করত মনের অতীত বস্তুর নিমিত্ত শোক প্রকাশ করেন না।

মনুষ্য কামভোগে তৃপ্ত না হইয়া বিষয় সঞ্চয় করিতে থাকিলে ব্যাঘ্র যেমন মৃগাদিকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করে। যাহাতে দুঃখ বিমোচন হয়, তাদৃশ উপায় অবলোকন করিবে, অশোক হইয়া কার্য্যারম্ভ করিবে; মনুষ্য মুক্ত হইলেই দুঃখহীন হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে উপভোগ ভিন্ন আর কিছুই সুখ নাই; ধনি ব্যক্তিরও ধনের উপভোগ ব্যতীত অন্য কোন সুখ দেখা যায় না। ভূতগণের প্রথম সংযোগ বশত যেমন দুঃখ হয় না, তেমনি প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি সকলের বিপ্রযোগেও দুঃখ করিবে না। ধৈর্য্য-দ্বারা শিশ্ন ও উদর রক্ষা করিবে, চক্ষু-দ্বারা পাণি ও পাদ রক্ষা করিবে, মন-দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র রক্ষা করিবে এবং বিদ্যা-দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। পরিচিত বা অপরিচিত জনে প্রণয় প্রতিসংহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া যিনি বিচরণ করেন, তিনিই সুখী এবং তিনিই পণ্ডিত। যিনি আত্মাতে অনুরক্ত হইয়া নিরপেক্ষ ও নির্লোভ-ভাবে আসীন রহেন এবং আত্মাকে সহায় করিয়া বিচরণ করেন, তিনিই সুখী হয়েন।

শুকাভিপতনে ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩০।

নারদ বলিলেন, মনুষ্যের যখন সুখ দুঃখে বি-পর্য্যাস অর্থাৎ সুখে দুঃখ বুদ্ধি এবং দুঃখে সুখ বোধ হয়, তখন প্রজ্ঞা, সুনীতি অথবা পৌরুষ তাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। স্বভাব অনুসারে যত্ন করিবে, যে যত্ন করে সে অবসন্ন হয় না; প্রিয়তম শরীরকে জরামরণ রোগ হইতে উদ্ধার করিবে। দৃঢ়ধনুর্দ্ধরগণ-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত তীক্ষ্ণাগ্র শর সমূহের ন্যায় শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল শরীরকে রুগ্ন করে। পিপাসা-হেতু ব্যথিত ক্লিশ্যমান জীবি-তাভিলাষি অবশ মানবের বিনাশের নিমিত্ত শরীর অপকৃষ্ট হইয়া যায়। সরিৎ সকলের স্রোত যেমন নিয়ত প্রবাহিত হয়, কদাচ নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ দিবা রাত্রি সকল মানবগণের পরমায়ু গ্রহণ করত পুনঃপুন গমন করিতেছে। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বয়ের এই নিরতিশয় পৌর্ব্বাপর্য্য জাত জীবগণকে জরা-গ্রস্ত করিতেছে, নিমেষমাত্র অবস্থান করিতেছে না। এই অজর আদিত্য যে পুনঃপুন অস্তমিত ও উদিত হইতেছেন, ইনিই ভূত সকলের সুখ দুঃখ সমুদয় জীর্ণ করিতেছেন। রাত্রি সকল মানবগণের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অপরিশঙ্কিত ইষ্টানিষ্ট ভাব সমুদয় আদান-পূর্ব্বক অস্তগমন করিতেছে। পুরুষের কর্ম্মফল যদি পরাধীন না হয়, তবে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, কামনানুসারে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। সংযমশীল, দক্ষ ও মতিমান্ মানবগণ সর্ব্বধর্ম্ম-বিহীন, সুতরাং নিষ্ফল হইয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়, আর অপরে নির্গুণ, পুরুষাধম, মুর্খ এবং আশা-বিহীন হইয়াও সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করিতেছে, ইহাও দৃষ্ট হয়।

কোন ব্যক্তি নিয়ত জীব-হিংসা করিতে উদ্যত এবং লোকের বঞ্চনাতে অনুরক্ত থাকিয়া আপন সুখে কাল যাপন করিতেছে এবং কোন ব্যক্তি কোন চেষ্টা না করিয়া উপবিষ্ট থাকিলেও লক্ষ্মী তাহার নিকট উপস্থিত হইতেছেন, আর কোন মানব আপন কর্ম্মানুসারে প্রাপ্য অর্থও প্রাপ্ত হইতেছে না। পুরুষের স্বভাব অনুসারে অপরাধ অবলোকন কর; অন্যত্র সম্ভূত শুক্র অন্যত্র গমন করে, সেই শুক্র যোনিতে প্রযুক্ত হইলে গর্ভ হয়, কদাচ নাও হয়, উহার নিষ্পত্তি আম্র-মুকুলের ন্যায় উপলব্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন মানব পুত্র কামনা করত সতত সন্তান সম্ভাবনার নিমিত্ত সংযত থাকিলেও তাহাদিগের সন্তান হয় না, আর কেহ কেহ ক্রুদ্ধ আশীবিষ-সদৃশ গর্ভ হইতে উদ্বিগ্ন হইলেও তাহাদিগের আয়ুষ্মান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সন্তান-কাম মানবগণ দেব-পূজা ও তপস্যা করিয়া দীনভাবে দশ মাস যাপন করে, কিন্তু তাহাদিগের পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে কুলাঙ্গার হইয়া উঠে। অপরে পিতৃসঞ্চিত বিপুল ধনধান্য প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তু প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গলের সহিত সম্বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অভিপ্রায়ানুসারে মৈথুন-সমা-গম সময়ে গর্ভ উপদ্রবের ন্যায় আবিষ্ট হইয়া যোনি লাভ করে। প্রাণরোধ হইলে জীব তৎ-ক্ষণাৎ স্বর্গ নরকের বীজভূত মাংস-শ্লেষ্ম-সমন্বিত স্থূলশরীরান্তর প্রাপ্ত হয়, মরণানন্তর সদাই শরী-রান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে, দেহ বন্ধের বি-চ্ছেদ কখনই হয় না। সলিল-মধ্যে নৌকা নিমগ্ন হইতেছে দেখিয়া আরোহি জনগণের সাহায্য জন্য যেমন অন্য নৌকা আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পরিণামশীল শরীরকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া জীবের আশ্রয়ার্থ কর্ম্মফল তৎক্ষণাৎ দেহান্তর সংযোজনা করিয়া দেয়। সঙ্গতিক্রমে জঠরে ন্যস্ত অচেতন রেত বিন্দুকে কি প্রকার প্রযত্ন-দ্বারা জীবন্ত গর্ভ-রূপে তুমি বিলোকন করিতেছ? যে জঠর-মধ্যে ভক্ষিত অন্নপানাদি ভক্ষ্য দ্রব্য সমুদয় জীর্ণ হয়, সেই উদরে অন্নের ন্যায় গর্ভ জীর্ণ না হয় কেন? গর্ভে মূত্র ও পুরীষের গতি স্বভাবত নিরুদ্ধ থাকে; গর্ভ ধারণে বা মোচনে অচেতন কেহ কর্ত্তা নাই।

উদর হইতে জায়মান গর্ভ সকলের স্রাব হইয়া থাকে এবং সেই গর্ভস্রাব-নিবন্ধন অনেকের বিনাশও সংঘটিত হয়।

এই যোনি সম্বন্ধ নিবন্ধন যিনি বীজ মোচন করেন, তিনি পুত্র কন্যার অন্যতর যে কোন সন্তান লাভ করিয়া থাকেন এবং পুনরায় দ্বন্দ্বযোগে সংসক্ত হয়েন। অনাদিপ্রবাহসম্বন্ধ দেহের আয়ুঃক্ষয় হইতে থাকিলে গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থবিরতা, জরা, প্রাণরোধ ও নাশ, এই দশ দশার মধ্যে সপ্তমী দশা স্থবিরতা অর্থাৎ পুত্রদার কুটুম্ব ভরণাদি জন্য ব্যাকুলতা এবং নবমী দশা প্রাণ-রোধ এই উভয় দশা পঞ্চ ভূতেরাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আত্মার ইহার সহিত কোন সংশ্রব নাই। মানবগণের অভ্যুদয় বিষয়ে কোন উপায় নাই, ইহাতে সন্দেহ-বিরহ, যেহেতু ব্যাধকর্ত্তৃক ক্ষুদ্র-মৃগের ন্যায় ইহারা ব্যাধি-দ্বারা নিয়ত বিমথিত হইতেছে। ব্যাধি দ্বারা পীড়্যমান হইয়া যাহাকে বিপুলবিত্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, চিকিৎসকেরা সযত্ন হইয়াও তাহাদিগের সেই মনোবেদনা বিদূরিত করিতে পারে না। নিপুণ বৈদ্যগণ যাহারা চিকিৎসা-কার্য্যে দক্ষ হইয়া বিবিধ ঔষধ-সঞ্চয় করিয়া রাখে, ব্যাধ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত মৃগের ন্যায় তাহারাও ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহারা কষায় রস ও বিবিধ ঘৃত সেবন করিয়াও উৎকট নাগ-দ্বারা ভগ্ন তরুর ন্যায় জরা জীর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই অবনি-মণ্ডলে রোগার্ত্ত মৃগ, পক্ষি, শ্বাপদ ও দরিদ্র মানবগণকে কে চিকিৎসা করিয়া থাকে? ইহারা প্রায়ই পীড়িত হয় না। প্রবল পশুগণ যেমন দুর্ব্বল পশুদিগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ রোগ সকল ঘোরতর দুরাধর্ষ উগ্রতেজা নৃপতিগণকে আক্রমণ-পূর্ব্বক আদান করিয়া থাকে। এইরূপে বেদনা-বিমূঢ় মোহ-শোক-পরিপ্লুত লোক সকল স্রোত মধ্যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ন্যায় বলীয়ান্ কাল-কর্ত্তৃক হৃত হইতেছে। স্বভাব-নিগ্রহে নিযুক্ত শরীরিসকল বিপুল ধন, রাজ্য বা উগ্র তপস্যা-দ্বারা কদাচ স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। উপ্যানের ফল উদিত হইলে সকলেই সর্ব্বকামী হয়, মৃত বা জীর্ণ হয় না এবং অপ্রিয় দর্শন করে না। সকলেই লোকের উপর্য্যুপরি গমন করিতে কামনা করে এবং যথাশক্তি যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঘটনা হয় না; অপ্রমত্ত শঠ শূর ও বিক্রান্ত মানবগণ ঐশ্বর্য্য মদ-মত্ত ও মদ্য মদ-মত্ত মনুষ্য সকলকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করে। কোন কোন ব্যক্তির ক্লেশ সকল অসমীক্ষিত হইয়া নিবৃত্ত হয়, আর কোন কোন মানব প্রকৃতরূপে সমুদয় ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মফল ভোগ বিষয়ে সুমহৎ ফল বৈষম্য দেখা যায়, কেহ কেহ শিবিকা বহন করে, কেহ কেহ বা শিবিকায় আরোহণ করত গমন করিয়া থাকে। সমৃদ্ধিকাম মানবগণের মধ্যে যাহাদিগের রথ বাজি-প্রভৃতি অগ্রসর হয়, তাহারা স্বতন্ত্র। কোন কোন মানব শত স্ত্রী-সম্পন্ন, অথচ তাহাদিগের শত শত অন্যবিধ রমণীও বর্ত্তমান থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সংসর্গে যে সমস্ত জীব সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে মানবগণ একে একে যে স্থানে গমন করে, সে স্থান স্বতন্ত্র, ইহা অবলোকন কর, এ বিষয়ে মোহ করিও না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, সত্য ও অনৃত উভয়ই পরিহার কর; সত্য মিথ্যা উভয়ই পরিহার করিয়া যদ্দ্বারা ত্যাগ করিতেছ, তাহাকে ত্যাগ কর। হে ঋষিসত্তম! দেবগণ যদ্দ্বারা মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তোমার নিকট এই সেই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

পরম বুদ্ধিমান্ ধীর শুকদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার অনুশীলন করত নিশ্চয় লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, পুত্রদারাদি প্রতিপালনে মহান্ ক্লেশ এবং বিদ্যাভ্যাসে অতিশয় পরিশ্রম, অতএব অধিক ক্লেশ

নাই, অথচ মহোন্নতি হয়, এমন নিত্য স্থান কি আছে? অনন্তর, ধর্ম্মের পরাবরজ্ঞ শুকদেব মুহূর্ত্ত-কাল আপনার উপায় নিশ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিঃশ্রেয়-সম্বন্ধিনী পরম-গতিই নির্ণয় করিলেন, আমি যে প্রকারে পুনরায় যোনি-সঙ্কর সাগরে প্রত্যাবৃত্ত না হই, অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া কিরূপে সেই পরম-ধামে গমন করিব, যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, সর্ব্ব-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে সেই উপায় নিশ্চয় করত আমি সেই পরমভাব আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। যে স্থানে আমার আত্মা শান্তি লাভ করিবে এবং আমি যে স্থানে অক্ষয়, অব্যয় ও শাশ্বতভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব, সেই স্থানেই গমন করিব। যোগ ব্যতিরেকে সেই পরম-গতি প্রাপ্তি হইতে পারে না, আর বুদ্ধ ব্যক্তির কর্ম্ম-দ্বারা দেহ-বন্ধ কদাচ সাধিত হয় না। অতএব গেহ-স্বরূপ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগ অবলম্বন করত বায়ু-স্বরূপে তেজোময় দিবাকর-মণ্ডল-মধ্যে প্রবেশ করিব। এই সূর্য্য-মণ্ডল মেঘ-মণ্ডলের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং সোম যেমন সুরগণ-কর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া ভূতলে পতিত হয় এবং পুনরায় আকাশে অধিরোহণ করে, সূর্য্য তদ্রূপ নহে, চন্দ্র-মণ্ডল সতত ক্ষীণ হইয়া পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ হয়, এই-রূপ পুনঃ পুন হ্রাস বৃদ্ধি বিদিত হইয়া আমি তাহা আকাঙ্ক্ষা করি না। সূর্য্যদেব প্রখরকর-জাল-দ্বারা লোক সকলকে সন্তাপিত করেন এবং নিয়ত অক্ষয়-মণ্ডল থাকিয়া সর্ব্ব পদার্থ হইতে তেজ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই কারণে দীপ্ত তেজঃশালি আ-দিত্য-মণ্ডলে আমার গমন করিতে অভিরুচি হয়। এই কলেবর পরিহার-পূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমি সূর্য্য-সদনে বাস করিব। ঋষিগণের সহিত আমি অতি দুঃসহ সৌর-তেজে প্রবিষ্ট হইব, নগ, নাগ, পর্ব্বত, উর্ব্বী, দিক্, আকাশ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং লোক মধ্যে যে সমস্ত জীব আছে, সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি সূর্য্য-মণ্ডলে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই। ঋষিগণের সহিত সমস্ত সুরগণ আমার যোগ-বল অবলম্বন করুন।'

অনন্তর, শুকদেব লোক-বিখ্যাত মহর্ষি নারদের অনুজ্ঞা প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহা হইতে আজ্ঞা লাভ করিয়া পিতার নিকটে গমন করিলেন। শুকদেব মহানুভাব কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মুনিকে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া আপনার অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা ব্যাসদেব শুকের সেই কথা শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে পুত্র! তুমি এক্ষণে তাবৎকাল অবস্থান কর, যাবৎ তোমাকে দেখিয়া আমার নয়ন-দ্বয় প্রীত হয়। শুকদেব নিরপেক্ষ নিঃস্নেহ ও মুক্ত-সংশয় হইয়া মোক্ষের বিষয় নিয়ত চিন্তা করত গমন করিতে মনঃ সমাধান করিলেন। সেই মুনি-সত্তম পিতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিদ্ধ-সংঘনিষেবিত বিপুল কৈলাস-শৈলের উপরিভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

শুকাভিপতনে একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩১।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! দ্বৈপায়ন-তনয় শুকদেব শৈল-শেখরে আরোহণ-পূর্ব্বক নির্জ্জন তৃণ-বিবর্জ্জিত সমতল প্রদেশে উপবেশন করিলেন। সেই ক্রম যোগবিৎ ক্রমে ক্রমে পাদ-প্রভৃতি সমস্ত গাত্রে যথাশাস্ত্র বিধি অনুসারে বুদ্ধি ধারণ করিলেন।

অনন্তর, আদিত্যদেব অচিরোদিত না হইতে হইতে সেই বিদ্বান্ ব্যাস-নন্দন পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পাণি-পাদ আদান করত বিনীতবৎ উপবিষ্ট রহিলেন। ধীমান্ ব্যাস-তনয় যে স্থানে যোগ করিতে উপক্রম করিলেন, তথায় পক্ষি-সংঘাত, শব্দ বা, উৎকট দর্শন যোগ্য বিষয় কিছুই ছিল না। তিনি তখন সর্ব্ব-সঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত আত্মাকে দর্শন করিলেন, শুকদেব আত্ম-সাক্ষাৎকারানন্তর হাস্য

করিতে লাগিলেন। তিনি মোক্ষ-পথ প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার যোগাবলম্বন করিয়া মহাযোগেশ্বর হইয়া আকাশ অতিক্রমে উপক্রম করিলেন। অনন্তর, তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই পরমর্ষিকে স্বীয় যোগের বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন।

শুকদেব কহিলেন, হে তপোধন! আমি পথ নিরীক্ষণ করিলাম এবং সেই পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে মহাত্মাতে! আপনার স্বস্তি হউক, আপনকার প্রসাদে আমি অভিলষিত স্থানে গমন করিব।

ভীষ্ম বলিলেন, দ্বৈপায়নাত্মজ শুকদেব নারদের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যোগাবলম্বন করত আকাশে আবেশ করিলেন। শ্রীমান্ শুকদেব অন্তরীক্ষচর ও সুনিশ্চিত বায়ুভুত হইয়া কৈলাস-শৈলের উপরিভাগ হইতে উৎপতিত হইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। বিনতা-তনয়-সদৃশ দ্যুতি-সম্পন্ন মন ও মারুত সমবেগ-শালী সেই দ্বিজবর যখন আকাশ-পথে গমন করেন, তৎকালে সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর, পাবক ও প্রভাকর-সম প্রভা-সম্পন্ন সেই শুকদেব সর্ব্বাত্মতা নিশ্চয় দ্বারা লোক-ত্রয় চিন্তা করত দীর্ঘ-পথ আশ্রয় করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অব্যগ্র ও অকুতোভয় হইয়া এক-চিত্তে গমন করিতে থাকিলে, জঙ্গম জীবগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। দেবগণ যথাশক্তি যথা-ন্যায়ে তৎকালে তাঁহার পূজা করত দিব্য পুষ্প বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সম্যক্‌সিদ্ধ ঋষিগণও তাঁহাকে বিলোকন করত অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন। 'তপস্যা-দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছেন, এ ব্যক্তি কে? সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিদান-বশত স্বীয় শরীরের অধোভাগ অবলোকন না করিয়া আমাদিগের নেত্রের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছেন।' সিদ্ধগণ এইরূপ বিতর্ক করিতে থাকিলে ত্রিলোক বিশ্রুত পরম ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পূর্ব্বাভিমুখ ও বাগ্যত হইয়া ভাস্করের প্রতি দৃষ্টি সমর্পণ ও শব্দ-দ্বারা যেন অখিল আকাশমণ্ডল পরিপূরণ করত গমন করিতে লাগিলেন। রাজন্! পঞ্চচূড়া প্রভৃতি অপ্সরোগণ নিতান্ত উৎফুল্ল-নয়ন ও সম্ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া সহসা তাঁহাকে আকাশ-পথে গমন করিতে দেখিয়া নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং ভাবিল, এ কোন্ দেবতা উৎকৃষ্টগতি অবলম্বন-পূর্ব্বক নিস্পৃহ ও নিশ্চিত বিমুক্তের ন্যায় এস্থানে আগমন করিতেছেন!!

অনন্তর, উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরা যে স্থানে নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকে, শুকদেব সেই মলয়-পর্ব্বতের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উহারা সেই ব্রহ্মর্ষি-তনয়ের প্রভাব দর্শনে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল; বলিল, কি আশ্চর্য্য!! বেদাভ্যাস-রত ব্রাহ্মণে কি জ্ঞান সমাধান হইয়াছে? ইনি পিতৃ-শুশ্রূষা-দ্বারা অচিরকাল মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করত চন্দ্রের ন্যায় নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন; ইনি পিতৃ-ভক্ত দৃঢ় তপস্বী এবং পিতার প্রিয়তম-পুত্র, অতএব সেই অনন্য-চিত্ত পিতা-কর্ত্তৃক কি প্রকারে বিসর্জ্জিত হইয়াছেন?

পরম-ধর্ম্মজ্ঞ শুকদেব উর্ব্বশীর বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তদ্বচনে মনোযোগ করিয়া সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি তখন অন্তরীক্ষ-মণ্ডল, শৈল, বন ও মহারণ্য সহ মেদিনীতল, সরোবর ও সরিৎ সকল বিলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, চতুর্দ্দিক্ হইতে দেবতারা সবহুমান কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বৈপায়ন-তনয়কে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরম-ধর্ম্মজ্ঞ শুকদেব তৎকালে সেই দেবতা সকলকে এই কথা বলিলেন যে, পিতা যদি শুক বলিয়া আহ্বান করত আমার অনুগমন করেন, তবে আপনারা সকলেই সমাহিত থাকিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। আমার প্রতি স্নেহ-বশত আপনারা সকলে

এই বাক্য প্রতিপালন করুন। শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকানন দিক্ সমূহ সরিৎ সমুদ্র ও শৈলনিচয় চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল যে, হে বিপ্রবর! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহা স্বীকার করিলাম; মহর্ষি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সকলেই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

শুকাভিপতনে দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩৩২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, সুমহাতপা ব্রহ্মর্ষি শুকদেব এই প্রকার কহিয়া চতুর্ব্বিধ দোষ, অর্থাৎ মোক্ষপ্রতিবন্ধ ধর্ম্ম-জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য মদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধিমার্গে প্রস্থান করিলেন। ধীমান্ শুকদেব অষ্টবিধ তম, অর্থাৎ পুর্য্যষ্টক সংজ্ঞক লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চবিধ রজ, অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয় পঞ্চকে প্রবর্ত্তক বাসনাময় রজোগুণ পরিহার করিলেন। অনন্তর, সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধি-দ্বারা সমুদয় ত্যাগ করিয়া 'যদ্দ্বারা সমুদয় ত্যাগ করিতেছ তাহাকেও পরিত্যাগ কর' নারদের এই উপদেশ অনুসারে সত্ত্বগুণকেও পরিত্যাগ করিলেন, তাহা যেন অদ্ভুতবৎ প্রতীত হইল।

অনন্তর, তিনি প্রজ্বলিত বিধুম-পাবকের ন্যায় নিত্য, নির্গুণ, লিঙ্গ বর্জ্জিত, আদিত্যান্তর্যামি পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই মহাপুরুষের উপরম সময়ে জগতের দুর্ভাগ্য-সূচক উল্কাপাত, দিগ্দাহ ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল, তাহাও অদ্ভুতবৎ বোধ হইল। বৃক্ষের শাখা ও পর্ব্বতের শিখর সমুদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল। হিমালয়-শৈল নির্ঘাত শব্দ-দ্বারা যেন বিদীর্ণ হইল। সহস্রাংশু প্রকাশিত হইলেন না, পাবকও প্রজ্বলিত রহিলেন না; হ্রদ, নদী ও সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল। দেবরাজ বাসব রসবৎ ও সুগন্ধি বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; দিব্য গন্ধবহ শুচি সমীরণ প্রবহমাণ হইতে লাগিলেন।

হে ভারত! শুকদেব যখন হিমশৈল হইতে সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি উত্তরদিক্ অবলম্বন করিয়া হিমবান্ ও মেরু হইতে সমুদ্ভূত শ্বেত ও পীতবর্ণ সুবর্ণ ও রূপ্যময় তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাগে শত যোজন বিস্তীর্ণ মনোহর দিব্য প্রথম শৃঙ্গ-দ্বয়কে সংশ্লিষ্ট দেখিয়াছিলেন। তিনি অবিশঙ্কচিত্তে তথা হইতে উৎপতিত হইলে, সহসা সেই শৃঙ্গ-দ্বয় দ্বিধাকৃত দৃষ্ট হইল। হে মহারাজ! তাহা তৎকালে অদ্ভুতবৎ প্রতীত হইয়াছিল, তিনি সেই শৈল-শৃঙ্গ-দ্বয় হইতে সহসা বিনিঃসৃত হইয়াছিলেন। উক্ত গিরিরাজ তাঁহার গতির প্রতিঘাত করেন নাই। অনন্তর, আকাশমণ্ডলে দেবতা সকলের সুমহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। হে ভারত! শুকদেব অতিক্রান্ত ও শৈল-শৃঙ্গ দ্বিধাকৃত হইলে শৈলবাসি গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণের 'সাধু সাধু' এই শব্দ সর্ব্বত্র বিশ্রুত হইল। মহারাজ! সেই উৎপতন সময়ে শুকদেব দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষিগণ এবং যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধর নিকর কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়াছিলেন। অন্তরীক্ষ সর্ব্বতোভাবে দিব্য পুষ্প নিবহ-দ্বারা আকীর্ণ হইয়াছিল।

অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব উপরিভাগে গমন করত কুসুমিত তরুকানন-সমন্বিত রমণীয় মন্দাকিনী নদী অবলোকন করিলেন। ঐ নদীতে অপ্সরা সকল শূন্যাকারে শুকদেবকে দেখিয়া বিবসনা হইয়া ক্রীড়া করিতে অনুরক্ত ছিল। শুকদেবকে প্রক্রান্ত জানিয়া পিতা ব্যাসদেব স্নেহ-সমন্বিত হইয়া উত্তমাগতি অবলম্বন-পূর্ব্বক পুত্রের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। এদিকে শুকদেব বায়ুলোকের ঊর্দ্ধভাগে আকাশগতি আশ্রয়-পূর্ব্বক স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করত ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন। মহাতপা ব্যাসদেব অনাবিধ মহাযোগযুক্ত গতি অবলম্বন-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া নিমেষকাল মধ্যে যে স্থান হইতে শুক গমন করিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন, শুকদেব পর্ব্বত-শিখর দ্বিধাকৃত করিয়া

গমন করিয়াছেন, তৎকালে ঋষিগণ তাঁহার পুত্রের তৎকার্য্য তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর, পিতা উচ্চৈঃস্বরে 'শুক' এই দীর্ঘ শব্দ-দ্বারা লোকত্রয় অনুনাদিত করত ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ধর্ম্মাত্মা শুকদেব তখন সর্ব্বগত, সর্ব্বতোমুখ ও সর্ব্বাত্মা হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি 'ভোঃ' শব্দদ্বারা অনুনাদ করত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তদনন্তর, স্থাবর, জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ একাক্ষরনাম 'ভোঃ' এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করত প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। তদবধি অদ্যাপি গিরিগহ্বর মধ্যে উচ্চারিত পৃথক্ পৃথক্ শব্দানুসারে শুকের প্রতি সকলেই প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিয়া থাকে। শুকদেব তদানীং শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং পরম-পদ লাভ করিলেন।

ব্যাসদেব অপরিমিত তেজঃশালি তনয়ের সেই মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাকেই নিরন্তর চিন্তা করত শৈল-শিখরে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, মন্দাকিনী তীরে যে সমুদয় অপ্সরোগণ ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা সেই মুনিসত্তমকে অবলোকন করিয়া অতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইল, কেহ কেহ জল-মধ্যে বিলীন রহিল, কেহ বা গুল্মলতাদির অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, কেহ কেহ বা সত্বর হইয়া পরিধেয় বসন গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি নিজ পুত্রের সেই মুক্ততা এবং আপনার সক্ততা জানিয়া প্রীত ও লজ্জিত হইলেন। ইত্যবসরে দেবগন্ধর্ব্ব-পরিবৃত মহর্ষিগণ-পূজিত পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মহাদেব সেই পুত্রশোক-সন্তপ্ত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট হইতে অগ্নি, ভূমি, জল, বায়ু ও আকাশের সদৃশ বীর্য্যবান্ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার তাদৃশ লক্ষণসম্পন্ন পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং আমার প্রসাদে ব্রহ্ম-তেজোময় ও শুচি হইয়াছে। হে বিপ্রর্ষে! সে অজিতেন্দ্রিয় দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি তাহার নিমিত্ত কেন অনুশোচনা করিতেছ? যাবৎকাল পর্য্যন্ত পর্ব্বত সকল বর্ত্তমান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত সাগর সমুদয় বিদ্যমান রহিবে, তাবৎকাল পুত্রের সহিত তোমার কীর্ত্তি অক্ষয়া হইবে। হে মহামুনে! আমার প্রসাদে তুমি ইহলোকে সর্ব্বতোভাবে অনপায়িনী স্বপুত্রের সদৃশী ছায়া দেখিতে পাইবে।

হে ভারত! মহামুনি দ্বৈপায়ন স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া পুত্রের ছায়া দর্শন করত পরমহর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই ত সেই শুকদেবের জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে কথিত হইল। রাজন্! পুরাকালে দেবর্ষি নারদ এবং মহাযোগী ব্যাসদেব কথা প্রসঙ্গ-বশত আমার নিকট এই বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি শম-পরায়ণ হইয়া এই মোক্ষধর্ম্ম-সমন্বিত পবিত্র ইতিহাস ধারণা করেন, তিনি পরম পদ লাভে সমর্থ হয়েন।

শুকাভিপতনে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৩।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি সিদ্ধি আশ্রয় করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কোন্ দেবতাকে যজন করিবেন? কাহার প্রসাদে তাঁহার অনাবৃত্তি ফলক স্বর্গ এবং কিরূপে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হইবে? দৈব ও পিত্র্য কর্ম্মে কোন্ বিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিতে হইবে? মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে যাইতে হইবে? মোক্ষ কি প্রকার? স্বর্গে গমন করিয়া এমন কি কার্য্য করিবে, যদ্দ্বারা তথা হইতে আর বিচ্যুত হইতে হইবে না? দেবতাগণের

দেবতা কে ? পিতৃলোকগণের পিতা কে এবং তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর কে আছেন ? আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে অনঘ! তুমি প্রশ্নবিৎ হইয়া সম্প্রতি আমাকে যে গূঢ় প্রশ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, দেবানুগ্রহ ও জ্ঞানাগম ব্যতিরেকে ইহা শত বর্ষেও তর্ক দ্বারা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না; পরন্তু, হে শত্রুহন্ রাজন্! এই গহন আখ্যান তোমার নিকট আমার ব্যাখ্যা করা উচিত হইতেছে। প্রাচীনেরা এবিষয়ে নারদ ও নর নারায়ণ ঋষির সম্বাদ-সম্বলিত পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মহারাজ! পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্য-যুগে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ চতুর্ম্মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মজরূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, পিতা আমার নিকট এই বিষয় কহিয়াছিলেন যে, নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চতুর্ব্যূহ স্বয়ম্ভুভাবে আবির্ভূত হয়েন। তন্মধ্যে অব্যয় নর ও নারায়ণ বদরিকা-শ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শকটবৎ পর প্রেরণীয় মায়াময় শরীরে অবস্থিতি করত তপস্যা করিয়াছি-লেন। সেই লোক-প্রসিদ্ধ শরীর-স্বরূপ শকটকে অষ্টবিধ অবিদ্যা, চক্রবৎ বহন করিয়া থাকে; উহা পঞ্চভূতযুক্ত এবং মনোরম। যে শকটে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই আদি পুরুষ লোকনাথ নর নারায়ণ তপস্যা-দ্বারা কৃশ ও ধমনিসন্ততি-দ্বারা আবৃত হইয়া তেজোগুণে সুরগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা যাহাকে অনুগ্রহ করিতেন, তিনি তাঁহা-দিগের অনুমতি অনুসারে অন্তর্যামি-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিশ্চয়ই সেই দেব-দ্বয়কে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন। এই সময়ে মহামেরু-শৈলের শৃঙ্গ হইতে প্রচ্যুত হইয়া মহর্ষি নারদ গন্ধমাদন পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্তলোকে বিচরণ করিতেছিলেন।

রাজন্! আশুগামী দেবর্ষি সেই নর নারায়ণ ঋষির ব্রহ্ম-যজ্ঞাদি সময়ে সেই বদরিকাশ্রমে উপ-নীত হইলেন। দেবাসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগসহ সমস্তলোক যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই কি তাঁহার অধিষ্ঠান স্থান!! এই ভাবিয়া তাঁহার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি একমাত্র ছিল, সম্প্রতি তাহা ধর্ম্মের বংশ বিস্তারের নিমিত্ত চতু-র্ব্বিধ হইয়া ধর্ম্মাদি দ্বারা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হই-য়াছে। কি আশ্চর্য্য! নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরি এই সুর চতুষ্টয়-কর্ত্তৃক সম্প্রতি ধর্ম্ম অনুগৃহীত হই-য়াছেন! কৃষ্ণ ও হরি কোন কারণান্তর-নিবন্ধন ধর্ম্ম প্রধান হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আর ইহাঁরা উভয়ে তপোনিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁরা পরম তেজস্বী সর্ব্বভূতের পিতা এবং যশস্বি দেবতা, অত-এব ইহাঁদিগের আহ্নিক-ক্রিয়া কি আছে? এই দুই মহামতি কোন্ দেবতা এবং পিতৃলোকের মধ্যে কাহাকে পূজা করিবেন! মহর্ষি নারদ মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া নারায়ণের প্রতি ভক্তি-বশত তদানীং সহসা সেই দেব-দ্বয়ের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। নর নারায়ণ দৈব ও পিত্র্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নারদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দর্শনমাত্র শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন।

ভগবান্ নারদ-ঋষি অপূর্ব্ব বিধি বিস্তর ও মহৎ আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়া একান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রসন্ন অন্তঃকরণে মহাদেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন।

নারদ কহিলেন, হে দেব! সমস্ত পুরাণসহ সাঙ্গো-পাঙ্গ বেদ সমুদয়ের মধ্যে তুমি অজ নিত্য ধাতা ও অনুত্তম অমৃতরূপে সম্মত ও গীত হইতেছ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও এই সমস্ত জগৎ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গার্হস্থ্য-মূলক আশ্রম চতুষ্টয় নানামূর্ত্তি সমাশ্রিত তোমাকে অহরহ পূজা করিয়া থাকে। তুমি সমস্ত জগতের পিতা, মাতা ও শাশ্বত গুরু, সম্প্রতি তুমি কোন্ দেবতা এবং কোন্ পিতাকে

পূজা করিতেছ, ইহা আমি বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়াছি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই আত্ম-গুহ্য সনাতন বিষয় অবক্তব্য হইলেও তোমার ভক্তিমত্তা প্রযুক্ত বক্তব্য বোধে তোমার নিকট যথাতথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। যিনি দুর্লক্ষ্য, অবিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল এবং শাশ্বত, যিনি ইন্দ্রিয় সমুদয় ইন্দ্রিয়-বিষয় ভূত-নিচয় বিবর্জ্জিত, তিনিই জীবগণের অন্তরাত্মা ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে কথিত হয়েন; তিনিই ত্রিগুণাতীত পুরুষরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজ-সত্তম! তাঁহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত প্রাদুর্ভূত হয়েন; যিনি ব্যক্ত না থাকিয়াও ব্যক্ত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই অব্যয়া অর্থাৎ অপরিণামবর্তী প্রকৃতি। যে সত্তা স্বয়ং অব্যক্তা অথচ ঘট পটাদি ব্যক্ত পদার্থে সৎরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতি; তাঁহাকেই আমাদিগের উভয়ের উৎপত্তির কারণ জ্ঞান করিবে এবং যিনি সদসদাত্মক অর্থাৎ নিষ্কলভাবে সৎ অসৎ কার্য্য কারণ তৎকল্পনার অধিষ্ঠানত্ব নিবন্ধন তদাত্মক, তাঁহাকেই আমরা দৈব ও পিত্র্য কল্পনা করিয়া পূজা করি।

হে দ্বিজ! তাঁহা হইতে পরম দেব ও পরম পিতা অন্য কেহই নাই, তিনিই আমাদিগের আত্মা এই জন্য তাঁহাকে আমরা পূজা করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! তৎকর্ত্তৃক এই লোক-ভাবিনী মর্য্যাদা প্রথিত হইয়াছে, 'দৈব ও পিত্র্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য' ইহাই তাঁহার অনুশাসন। ব্রহ্মা, স্থাণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, বিবস্বান্, সোম, কর্দ্দম, ক্রোধ, অর্ব্বাক এবং ক্রীত এই একবিংশতি প্রজাপতি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইহাঁরা সকলেই সেই পরম দেবতার সনাতনী মর্য্যাদার সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহার উদ্দেশে দৈব ও পিত্র্যকর্ম্ম সতত কর্ত্তব্য—ইহা যথার্থ জানিয়া দ্বিজোত্তম সকল তাঁহা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। স্বর্গস্থ শরীরিগণও তাঁহাকে নমস্কার করেন এবং তাঁহারা তৎপ্রসাদে তদাদিষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় এই সপ্তদশ গুণ ও কর্ম্ম-বিহীন, তাঁহারা পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করত মুক্ত হইয়া থাকেন, ইহাই নিশ্চয় আছে। ব্রহ্মন্! মুক্ত মানবগণের গতি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অথচ নির্গুণরূপে কথিত হয়েন এবং জ্ঞান-যোগ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। আমরা উভয়ে তাঁহা হইতে প্রসূত হইয়াছি, এইরূপ জানিয়া সেই সনাতন আত্মাকে পূজা করিয়া থাকি। বেদ ও নানামত সমাশ্রিত আশ্রম সমুদয় ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করে এবং তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে সদ্গতি প্রদান করেন। ইহলোকে যাঁহারা তদ্ভাব ভাবিত হইয়া ঐকান্তিকী ভক্তি করেন, তাঁহারা পরিণামে তাঁহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে নারদ! এই ত গুহ্যতম বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল। হে বিপ্রর্ষে! আমার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি-বশত তুমি অনায়াসে ইহা শ্রবণ করিলে।

নারায়ণীয়ে চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩৩৪ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, দ্বিপদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি নারদ পুরুষোত্তম নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া লোক সকলের হিতের আশ্রয় দ্বিপদগণের বরিষ্ঠ নারায়ণকে বক্ষ্যমাণ বিধ বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নারদ কহিলেন, হে লোকনাথ! আপনি স্বয়ম্ভু হইয়াও যন্নিমিত্ত ধর্ম্মের ভবনে চতুর্ব্বিধরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই লোকহিতকর কার্য্য সাধন করুন। এক্ষণে আমি আপনকার আদ্যা প্রকৃতিকে দর্শনার্থ গমন করি, আমি সতত গুরুতর লোক সকলের পূজা করিয়া থাকি, পূর্ব্বে কখন অন্যের গূঢ় বিষয় প্রকাশ করি নাই, বেদ সমুদয় সুন্দররূপে অধ্যয়ন ও তপশ্চরণ করিয়াছি এবং কদাচ অনৃত

বাক্য প্রয়োগ করি নাই। পাণি, পাদ, উদর ও উপস্থ এই চতুষ্টয়কে শাস্ত্রানুসারে সংযত করিয়াছি। আমি সতত শত্রু মিত্রে সমদর্শী হইয়া সেই আদিদেবের নিকটে শরণাগত রহিয়াছি এবং অজস্র একান্তভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া থাকি। এই সমুদয় কার্য্য-দ্বারা পরিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়াও আমি কি নিমিত্ত অন্ত-বিহীন ঈশ্বরকে দর্শন করিতে অসমর্থ রহিয়াছি? নিত্য ধর্ম্ম-পালক নারায়ণ বিধাতৃ-তনয় নারদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যত্ন-পূর্ব্বক বিধিবৎ সম্মান করিয়া গমন করিতে কহিলেন।

অনন্তর, পরমেষ্ঠি নন্দন সেই পুরাণ ঋষি নারায়ণকে পূজা করত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক যোগ-যুক্ত হইয়া আকাশে উঠিলেন এবং সহসা সুমেরু-শৈলের উপরিভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই গিরি-শৃঙ্গে নির্জ্জন প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন, তথায় অবস্থিতি করত বায়ুকোণে অবলোকন করিতে করিতে পশ্চাদুক্ত অদ্ভুত পদার্থ দেখিতে পাইলেন। ক্ষীরোদধির উত্তরভাগে শ্বেতনামে বিখ্যাত যে বিশালদ্বীপ আছে, তাহা সুমেরু শৈলের মূল প্রদেশ হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন উচ্চ, ইহা কবিগণ কর্ত্তৃক নিশ্চিতরূপে উক্ত হইয়াছে। তথায় স্থূল শরীর সঙ্গ বিহীন শব্দাদি বিষয়-যোগ-শূন্য নিশ্চেষ্ট পরমাত্ম-ধ্যান-পরায়ণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রধান পুরুষগণ অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত এবং তেজস্বিত্ব-নিবন্ধন পাপকারি মানবগণের নয়ন-মোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বজ্রবৎ অস্থিযুক্ত শরীর-সম্পন্ন মানাপমানে সমান জ্ঞানবান্ দিব্যরূপশালী এবং যোগপ্রভাব-জনিত বলোপেত। তাঁহাদিগের মস্তক সকল ছত্রাকার, ধ্বনি মেঘ গর্জ্জন-সদৃশ, বৃষণ ও বাহু পীনত্ব রহিত, চরণ সকল শত শত শিরা ও রেখাযুক্ত। তাঁহারা ষষ্টিসংখ্যক শুক্লবর্ণ দন্ত অর্থাৎ জগৎরূপ চণক চর্ব্বন ক্ষম সম্বৎসর-সমন্বিত, অষ্ট দংষ্ট্রা অর্থাৎ দিক্ সকলের ন্যায় সকলের আশ্রয়ভূত, সূর্য্য-দ্বারা প্রকটীকৃত মাস, ঋতু, সম্বৎসরাত্মক মহাকালময় বিশ্ববস্তুকে পায়সের ন্যায় লেহন করিতেছেন। যাঁহা হইতে সমস্ত লোক উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিশ্ব যাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; বেদ সমুদয়, ধর্ম্ম সকল, শান্ত-স্বভাব মুনিগণ ও দেবতারা যাঁহার অযত্ন-সম্পাদিত, তাঁহারা ভক্তি-দ্বারা ধ্যান-বলে, সেই দেবকে হৃদয়-মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরত-সত্তম! সেই শ্বেতদ্বীপ নিবাসি পুরুষগণ কি প্রকারে নিরিন্দ্রিয়, নিরাহার, নিশ্চেষ্ট ও পরমাত্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের উত্তমগতি কি প্রকার? যে সমস্ত মানবগণ ইহলোক হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগের যে প্রকার লক্ষণ, শ্বেতদ্বীপবাসি পুরুষ সকলের লক্ষ্যও তদ্রূপ; অতএব এবিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি আমার সংশয় ছেদন করুন। আপনাতেই সমস্ত কথা আশ্রয় করিতেছে, আমরাও আপনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! এই বৃত্তান্ত অতি বিস্তীর্ণ, আমি আমার পিতৃ-সন্নিধানে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তোমার নিকট যাহা বলিতে হইবে, তাহা সকল কথার মধ্যে সাররূপে সম্মত হইয়াছে। পুরাকালে উপরিচর নামে পৃথিবীর অধিপতি এক নৃপতি ছিলেন। তিনি দেবরাজের সখা এবং নারায়ণের ভক্তরূপে বিখ্যাত। তিনি ধার্ম্মিক, নিয়ত পিতৃভক্ত ও অনলস থাকায় নারায়ণের বর-প্রভাবে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বভূতের অহিংসক সত্য-পরায়ণ নৃপতি প্রথমত পঞ্চরাত্র অর্থাৎ পঞ্চবিধ জ্ঞান বিধি অনুসারে সূর্য্য-মুখ-নিঃসৃত দেবেশ বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। অনন্তর, অবশিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করেন, পিতৃলোকের তর্পণানন্তর তদবশিষ্ট সামগ্রী-দ্বারা ব্রাহ্মণগণের

সম্বিভাগ করিয়া আশ্রিত জনগণকে আহার করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং শেষান্ন ভোজন করিতেন। তিনি আদি, মধ্য, অন্ত-বিহীন লোককর্ত্তা অবিনাশী দেব দেব জনার্দ্দনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে ভক্তিমান্ ছিলেন। সেই অমিত্রহন্তা নৃপতি নারায়ণের প্রতি অতিশয় ভক্তি করিতেন বলিয়া স্বয়ং দেবরাজ তাঁহাকে একাসনে উপবেশন করাইতেন। আত্ম রাজ্য, ধন, কলত্র ও বাহন-প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তিনি তৎসমুদয় ভগবানের উদ্দেশে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

রাজন্! তিনি সমাহিত হইয়া কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞিয় ক্রিয়া সমুদয় সাত্বতবিধি অনুসারে নির্ব্বাহ করিতেন। পঞ্চরাত্র অর্থাৎ পঞ্চবিধ জ্ঞান সম্পন্ন প্রধান প্রধান মহানুভাব ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকেতনে ভগবৎ প্রোক্ত উপহার উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী সমুদয় ভোজন করিতেন। সেই শত্রুঘাতী নৃপতি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে তাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হয় নাই এবং মনও কখন কোন দোষ-দ্বারা দুষ্ট হয় নাই। তিনি শরীর-দ্বারা অণুমাত্র পাপ কার্য্য করেন নাই, চিত্র শিখণ্ডি নামে যে সপ্তঋষি বিখ্যাত আছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া মহাগিরি সুমেরু-মধ্যে চতুর্ব্বেদ সম্মিত যে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সপ্ত আস্য-দ্বারা উদ্গীর্ণ হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট লোক-ধর্ম্মরূপে প্রথিত হইয়াছে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাতজন চিত্র শিখণ্ডি নামে মহৎ অহঙ্কার-প্রভৃতি মূর্ত্তিধারণ করত সপ্ত প্রকৃতিরূপে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু অষ্টম, ইনি মূল প্রকৃতি; ইহাঁরা লোক সকলকে ধারণ করিয়া আছেন এবং এই সমুদয় হইতে শাস্ত্র বিনিঃসৃত হইয়াছে। একাগ্র-চিত্ত দান্ত সংযমে রত বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যজ্ঞ সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ এই সমস্ত মুনিগণ 'ইহাই শ্রেয়, [illegible]ই ব্রহ্ম, ইহাই অনুত্তম হিতকর' মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া লোক সমুদয় ও শাস্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্রমধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পরে মোক্ষ বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে; দ্যুলোক ও ভূলোকে বিখ্যাত বিবিধ মর্য্যাদাও স্থাপিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত সৃষ্টলোক সমুদয় সেই সমস্ত ঋষিগণের সহিত দিব্য পরিমানে সহস্র সংবৎসর তপস্যা-দ্বারা সর্ব্বভূত সংযোগী নারায়ণ হরির আরাধনা করিয়া তৎকর্ত্তৃক অনুশাসিত হইয়াছিলেন। তদানীং লোক সকলের হিতকামনাহেতু সরস্বতীদেবী সেই সমুদয় ঋষিগণের অন্তঃকরণে প্রবেশ করেন।

অনন্তর, তপোবিৎ দ্বিজাতিগণ শব্দ, অর্থ ও হেতু বিষয়ে এই প্রথম সৃষ্টি জন্য মর্য্যাদা প্রবর্ত্তন করিলেন। যে স্থানে কারুণিক নারায়ণ অবস্থান করিতেছিলেন, প্রথমত ঋষিগণ তথায় ওঙ্কারস্বর পূজিত সেই শাস্ত্র শ্রবণ করাইলেন। অনন্তর, অনির্দ্দিষ্ট শরীরগামী অদৃশ্য পুরুষোত্তম ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া সেই সমুদয় ঋষিগণকে কহিলেন, সমস্ত লোকের ধর্ম্ম যাহা হইতে প্রবৃত্ত হয়, তাদৃশরূপে এই অত্যুৎকৃষ্ট শত সহস্র শ্লোক রচিত হইয়াছে। ইহা লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস বেদ-দ্বারা সেবিত হইবে। আমি প্রমাণানুসারে প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা ও ক্রোধ হইতে রুদ্রকে সৃজন করিয়াছি, তোমরা এবং প্রকৃতি সকল সূর্য্য, চন্দ্রমা, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি সমস্ত নক্ষত্রগণ তথা ভূতশব্দে যাহারা অভিহিত হয়, তৎসমুদয় ও ব্রহ্মবাদি-নিচয় যথাতথরূপে নিজ নিজ অধিকারে বর্ত্তমান থাকিবেন। প্রমাণানুসারে এই শাস্ত্রই সকলের উৎকৃষ্ট হইবে এবং আমার এই অনুশাসন সকলেরই প্রমাণ হইবে। স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিবেন। উশনা ও বৃহস্পতি যখন জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন তাঁহারা তোমাদিগের বুদ্ধি-দ্বারা উদ্ধৃত এই শাস্ত্রের প্রবক্তা হইবেন।

হে দ্বিজ-সত্তম সকল! স্বায়ম্ভুব মনু-প্রণীত ধর্ম্ম-

শাস্ত্র শুক্রাচার্য্য-কৃত এবং বৃহস্পতি বিহিত শাস্ত্র মর্ত্ত্য-লোক-মধ্যে প্রচারিত হইলে প্রজাপাল বসু বৃহস্পতির নিকট হইতে তোমাদিগের বিরচিত এই শাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। সেই সদভিপ্রায়শালী রাজা আমার ভক্ত হইবেন, তিনি লোক-মধ্যে উক্ত শাস্ত্রানুসারে সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবেন। সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা লোক-মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা অর্থ ও ধর্ম্ম-জনক এবং উৎকৃষ্ট রহস্যরূপে পরিগণিত হইবে। এই শাস্ত্র প্রবর্ত্তনহেতু তোমরা প্রজাবন্ত হইবে, প্রজাপাল বসু রাজা এই শাস্ত্র প্রভাবে মহান্ ও শ্রীসম্পন্ন হইবেন। উক্ত নৃপতি ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে এই সনাতন শাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে, এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অদৃশ্য পুরুষোত্তম এই মাত্র বাক্য বলিয়া সেই সমস্ত ঋষিগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোন অনির্দ্দিষ্ট দিকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, সর্ব্বলোকার্থ-চিন্তক সেই লোকপিতৃগণ উল্লিখিত ধর্ম্ম-যোনি সনাতন শাস্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথম কল্পিত যুগে অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি উৎপন্ন হইলে তাঁহার নিকটে সাঙ্গ উপনিষৎ শাস্ত্র স্থাপন করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সর্ব্বলোক ধারণ ক্ষম সপ্তর্ষিগণ তপস্যা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়া যথাভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

নারায়ণীয়ে পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩৩৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, মহাকল্প অতীত হইলে যখন অঙ্গিরার পুত্র উৎপন্ন হইয়া দেবতাদিগের পুরোহিত হইলেন, তৎকালে দেবগণ নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। রাজন্! বৃহৎ ব্রহ্ম ও মহৎ এই সমুদয় শব্দ এক পর্য্যায় বাচক, অতএব বৃহত্ত্ব, ব্রহ্মত্ব ও মহত্ত্বগুণ-সমন্বিত সেই পুত্রের নাম বৃহস্পতি হইয়াছিল। তিনি অচিরকাল মধ্যে অতিশয় বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। রাজা উপরিচর বসু তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকটে চিত্র শিখণ্ডিজ শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন। রাজা উপরিচর বসু প্রথমত দৈববিধি অনুসারে শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া আখণ্ডলের সুরলোক পালনের ন্যায় অখণ্ড ভূমণ্ডল পালন করিয়াছিলেন। সেই মহানুভাব নৃপতি অশ্বমেধ নামক সুমহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উপাধ্যায় বৃহস্পতি সেই অধ্বরে হোতৃ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কারণ বৃত হয়েন। প্রজাপতি-তনয় মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত এই তিনজন সদস্য হইয়াছিলেন।

অনন্তর, ধনুষাখ্য, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি ঋষি, মহর্ষি তাণ্ড্য, শান্তি ঋষি, মহাভাগ বেদশিরা, ঋষি-শ্রেষ্ঠ কপিল, শালিহোত্র পিতা, আদ্য, কঠ, তৈত্তিরি, বৈশম্পায়ন, পূর্ব্বজ কণ্ব ও বেদহোত্র এই ষোড়শ ঋষি সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েন। রাজন্! সেই মহাযজ্ঞে সমস্ত যজ্ঞ সম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল, উক্ত যজ্ঞে পশুহিংসা হয় নাই, রাজা যজমান হইয়া অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি অহিংস্র, শুচি, অক্ষুদ্র, নিরাশী হইয়া সর্ব্বকর্ম্মে সংস্তুত হইয়াছিলেন, আরণ্যক স্থানোদ্ভূতভাগ সমুদয় তাহাতে কল্পিত হইয়াছিল।

অনন্তর, পুরাতন দেবদেব ভগবান্ অন্য ব্যক্তির অদৃশ্য হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা-নিবন্ধন তাঁহাকেই স্বয়ং দর্শন দিলেন এবং স্বীয় যজ্ঞভাগ পুরোডাশ আঘ্রাণ-পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ হরিমেধা নারায়ণ অদৃশ্য হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করায় বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্রুক উদ্যত করিয়া বেগে ধাবিত হইলেন। তিনি স্রুকের দ্বারা আকাশে আঘাত করত রোষ-বশত অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন এবং উপরিচর রাজাকে বলিলেন, এই উত্থিত যজ্ঞভাগ আমার সাক্ষাতে স্বয়ং নারায়ণকে গ্রহণ করিতে হইবে সংশয় না[illegible]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এই যজ্ঞে উত্থিত যজ্ঞভাগ

সমুদয় সাক্ষাৎ সুরগণ-কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বভূত সংযোগী হরি কি নিমিত্ত দর্শন গোচর হইলেন না?

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর, ভূমিপাল উপরিচর বসু এবং অন্যান্য সদস্যগণ ক্রোধোদ্ধত মুনি বৃহস্পতিকে সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিলেন এবং সকলেই অসম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনার ক্রোধ করা উচিত নহে। আপনি যে রোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে।

হে বৃহস্পতে! যাঁহার যজ্ঞভাগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই দেব রোষণ নহেন; আপনি কিম্বা আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহি। তিনি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। অনন্তর, একত, দ্বিত, ত্রিত ও চিত্রশিখণ্ডিগণ কহিলেন, আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস-পুত্র-রূপে বিখ্যাত আছি; কোন সময়ে আমরা নিঃশ্রেয়স লাভের নিমিত্ত উত্তর দিকে গমন করি, তথায় সহস্র বর্ষ ক্লেশ সহ্য করিয়া উৎকৃষ্ট তপস্যা আচরণ-পূর্ব্বক সম্যক্ সমাহিত, কাষ্ঠভূত ও এক চরণে অবস্থিত ছিলাম। আমরা যে প্রদেশে সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহা ক্ষীরোদ সাগরের কূল-সন্নিহিত সুমেরুর উত্তর ভাগ। আমরা বরদাতা বরেণ্য দেবদেব সনাতন নারায়ণ দেবকে কি প্রকারে দর্শন করিব, কি উপায়ে নারায়ণ দেবকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইব, এইরূপ চিন্তা করত যখন ব্রত সমাপ্তি সময়ে স্নান করি, তৎকালে প্রহর্ষণকরী অশরীরিণী বাণী স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, হে বিপ্রগণ! তোমরা প্রসন্ন অন্তঃকরণে উত্তম রূপে তপস্যা করিয়াছ; তোমরা ভক্ত এবং কিরূপে নারায়ণকে দর্শন করিবে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়াছ; অতএব ক্ষীরোদধির উত্তর-ভাগে মহাপ্রভা-সমন্বিত শ্বেত-দ্বীপ আছে, তথায় চন্দ্রসমকান্তি-সম্পন্ন নারায়ণপরায়ণ মানবগণ একান্তভাবে পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তি করিয়া বসতি করেন; শ্বেতদ্বীপ নিবাসি পুরুষ সকল অনিন্দ্রিয়, নিরাহার, অনিস্পন্দ, ঐকান্তিক ভক্তিনিষ্ঠ এবং পরমাত্ম-ধ্যানপরায়ণ, তাঁহারা সনাতন দেব সহস্রার্চ্চি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অতএব হে মুনিগণ! তোমরা তথায় গমন কর, সেই স্থানে আমার স্বরূপ প্রকাশিত আছে।

অনন্তর, আমরা সেই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া যথাপ্রসিদ্ধ পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই দেশে গমন করিলাম। আমরা নারায়ণকে চিন্তা করত তাঁহার দর্শনেচ্ছা বশত শ্বেত মহাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইলে পর তিনি আমাদিগের নয়নগোচর হইলেন এবং নয়নগোচর হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় সমুদয় আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা আর সেই পুরুষকে অবলোকন করিতে পারিলাম না; কিন্তু, তাঁহার ক্ষণিক দর্শন-নিবন্ধন আমাদিগের বিজ্ঞান জন্মিল। যাহারা তপস্যা করে নাই, তাহারা সহসা তাঁহাকে দেখিতে পায় না, সুতরাং আমরা শত বর্ষ কাল তৎকালোচিত মহৎ তপস্যা করিয়া ব্রতাবসানে শুভাচার নরগণকে অবলোকন করিলাম। তাঁহারা সুধাংশু-সদৃশ শ্বেতবর্ণ, সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত, নিয়ত অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক উদঙ্মুখ ও কেহ কেহ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া জপ করিতেছেন। সেই মহাত্মগণ যে জপ করিতেছিলেন, তাহার নাম মানস জপ, তাদৃশ একাগ্র চিত্ততা-নিবন্ধন নারায়ণ প্রীতিমান্ হয়েন। হে মুনিবর! যুগক্ষয় সময় সূর্য্যের যে প্রকার প্রভা হয়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের তাদৃশী প্রভা ছিল। আমরা বিবেচনা করিলাম, সেই দ্বীপ কেবল তেজের আধার; সেই দ্বীপবাসি মানবগণের মধ্যে সকলেই মহাতেজা ছিলেন, কেহ কোন ব্যক্তি হইতে সমধিক তেজস্বী দৃষ্টিগোচর হয়েন নাই।

হে বৃহস্পতে! অনন্তর, আমরা পুনর্ব্বার যুগপৎ সমুদিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা নিরীক্ষণ করি-

লাম। পরে সেই সমস্ত মানবগণ একত্রিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দ্রুতবেগে তন্নিকটে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা সকলে 'নম' এইমাত্র কথা বলিতে লাগিলেন; আমরা কেবল 'নমোনম' এই বিপুল ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর, সেই মানবগণ সেই দেবের পূজার উপহার আহরণ করিলেন। আমরা তাঁহার তেজঃপ্রভাবে সহসা হৃতচিত্ত হইলাম; আমাদিগের চক্ষুর্জ্যোতি ও ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না, একমাত্র বিততরূপে উচ্চারিত শব্দ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক, হে বিশ্বভাবন! তোমাকে নমস্কার, হে হৃষীকেশ মহাপুরুষ! হে পূর্ব্বজ! তোমাকে নমস্কার।' শিক্ষাক্ষর-সমন্বিত এই শব্দমাত্র আমরা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে সর্ব্বগন্ধবহ শুচি সমীরণ, দিব্যপুষ্প সমুদয় ও কর্ম্মযোগ্য ওষধি সকল বহন করিতে লাগিল। সেই একান্ত নিষ্ঠা-সম্পন্ন, পঞ্চ কালজ্ঞ, পরম ভক্তিযুক্ত মানবগণ বাক্য মন কর্ম্ম-দ্বারা নারায়ণকে পূজা করিলেন। তাঁহারা যেরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলেন, বোধ হয় তদনুসারে নারায়ণের তথায় আবির্ভাব হইল; কিন্তু, আমরা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। হে আঙ্গিরস-প্রবর! সমীরণ সম্যক্ নিবৃত্ত ও পূজোপহার প্রতিপাদিত হইলে আমাদিগের চিত্ত চিন্তা-বশত ব্যাকুলিত হইল। সেই শুদ্ধযোনি সহস্র মানবের মধ্যে কেহই আমাদিগকে মন বা দর্শন-দ্বারা সম্মান করিলেন না। একভাবাপন্ন সুস্থ মুনিগণ ব্রহ্মত্বের অনুষ্ঠান করত আমাদিগের প্রতি কোন ভাব প্রকাশ করিলেন না। পরিশেষে আমরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও তপস্যা-দ্বারা কর্ষিত হইলে আকাশস্থ কোন অশরীরভূত আমাদিগকে পশ্চাদুক্ত বাক্য বলিলেন।

অদৃশ্য পুরুষ কহিলেন, এই যে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত শ্বেতবর্ণ পুরুষগণ দৃষ্ট হইলেন, এই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ দৃষ্ট হইলেই দেবেশ হরি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে মুনিগণ! তোমরা যে স্থান হইতে আসিয়াছিলে অবিলম্বে তথায় গমন কর; ভক্তিহীন মানব কোন ক্রমে সেই দেবকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। হে দ্বিজসত্তম সকল! বহুকালে তোমরা একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ হইলে প্রভামণ্ডল দ্বারা দুর্দ্দর্শ সেই ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব তোমাদিগের মহৎ কার্য্য করিতে হইবে। হে বিপ্রগণ! অতঃপর সত্যযুগ অতীত ও বিপর্য্যস্ত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভকালে সুর সকলের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমরা সহায় হইবে। অনন্তর, আমরা সেই অমৃতোপম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রসাদে অবিলম্বে অভিলষিত প্রদেশ প্রাপ্ত হইলাম। এইরূপ কঠোর তপস্যা ও হব্য কব্য প্রদান-দ্বারা আমরাই যখন সেই দেবকে দর্শন করিতে পারি নাই, তখন তুমি কি প্রকারে তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে? বিশ্বস্রষ্টা হব্যকব্য ভোক্তা মহৎ ভূত অনাদিনিধন অব্যক্ত নারায়ণ দেব দানবগণের পূজিত, সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে পুণ্যপুঞ্জ প্রয়োজন করে।

উদারমতি বৃহস্পতি এইরূপে একতের বাক্য ও দ্বিতের মতানুসারে সদস্যগণ কর্তৃক অনুনীত হইয়া যজ্ঞ সমাপ্তি এবং দেবতাদিগকে পূজা করিলেন। রাজা উপরিচর বসু যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি ব্রহ্মশাপ বশত স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ সতত ধর্ম্মবৎসল নরপতি ভূমির অন্তর্গত ও নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া নারায়ণ-মন্ত্র জপ করত নারায়ণের প্রসাদে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নারায়ণে নিষ্ঠা-নিবন্ধন মহীতল হইতে অচিরকাল মধ্যে ব্রহ্মলোকে গমন করত পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

নারায়ণীয়ে ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মা রাজা উপরিচর বসু যদি পরম ভাগবত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত তিনি স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন?

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভারত! এ বিষয়ে প্রাচীনেরা ঋষিগণ ও ত্রিদশগণের সম্বাদ সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন। দেবগণ দ্বিজোত্তম-সকলকে কহিয়াছিলেন যে, অজ-দ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে, অজ শব্দে ছাগ, অন্য পশু নহে, ইহাই বৈদিকী মর্য্যাদা জানিবে।

ঋষিগণ বলিলেন, 'যজ্ঞকালে বীজ-দ্বারা যাগ করিবে' ইহাই বৈদিকী শ্রুতি আছে। বীজ-সকলের নাম অজ, অতএব ছাগ হনন করা উচিত নহে। হে দেবগণ! যজ্ঞে পশু হনন সাধুগণের ধর্ম্ম নহে; এই সত্যযুগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব ইহাতে কি প্রকারে পশু হিংসা হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, এইরূপে দেবগণের সহিত ঋষি-গণের বিবাদ হইতে থাকিলে পথি-মধ্যে অন্তরীক্ষ-চর নৃপশ্রেষ্ঠ সমগ্র বল-বাহন-সম্পন্ন শ্রীমান্ উপরি-চর বসু সেই স্থানে উপনীত হইলেন। দ্বিজাতিগণ সেই আকাশগামী বসুকে সহসা গমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, 'ইনিই আমা-দিগের সংশয়াপনোদন করিবেন, এই মহাত্মা বসু বিধি-পূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছেন, ইনি দান-পতি-শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতহিত-প্রিয়, অতএব ইনি কি প্রকারে অন্যথা বাক্য বলিবেন?' বিবুধগণ ও ঋষি-গণ এইরূপ বিবেচনা করিয়া সহসা সেই বসুরাজের অন্তিকে আগমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! অজ অথবা ঔষধ এই অন্যতরের মধ্যে কোন্ বস্তু-দ্বারা যাগ করা কর্ত্তব্য? আপনি আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন; আপনার বাক্যই আমা-দিগের সকলের নিকট প্রমাণ-স্বরূপে সম্মত হইবে। উপরিচর বসু কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলি-লেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগের মধ্যে কা-হার কি মত, তাহা সত্য করিয়া প্রকাশ করুন।

ঋষিগণ বলিলেন, হে নরাধিপ! ধান্য-দ্বারা যাগ করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমাদিগের পক্ষ, আর দেব-গণের পশু দ্বারা যাগ করাই মত। অতএব হে রাজন্! এই পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে আপনার যাহা অভিমত হয়, তাহা আমাদিগের নিকটে প্রকটন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, উপরিচর বসু দেবগণের মত জানিয়া তৎ পক্ষ আশ্রয় করত ছাগ-দ্বারা যাগ করা কর্ত্তব্য, এই কথাই কহিলেন। অনন্তর, সূর্য্য-সম-তেজস্বি সমস্ত মুনিগণ কুপিত হইয়া দেবপক্ষ-পাতি বিমানস্থ বসুকে বলিলেন, রাজন্! তুমি যেহেতু সুরপক্ষ গ্রহণ করিলে এই কারণে স্বর্গ হইতে পতিত হও, আর অদ্য-প্রভৃতি তোমার আকাশগতি বিনষ্ট হইল। আমাদিগের শাপা-ভিঘাত-দ্বারা তুমি মহীতল ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে।

রাজন্! তৎকালে সেই মুহূর্ত্তেই উপরিচর রাজা অধঃপতিত হইয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু, নারায়ণের আজ্ঞা বশত স্মৃতিশক্তি পরিত্যাগ করি-লেন না। এ দিকে দেবগণ মিলিত হইয়া উক্ত উপরিচর বসুর শাপ বিমোক্ষণ বিষয়ে অব্যগ্র-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইহা উল্লিখিত নৃপতির সুকৃতের ফল। 'এই মহানুভাব নৃপতি আমাদিগের নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হইলেন; অতএব হে দেবগণ! আমাদিগের সকলে মিলিত হইয়া ইহাঁর প্রত্যুপকার কর্ত্তব্য।' দেবগণ এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া মনে মনে নিশ্চয় করত প্রহৃষ্ট-মানসে উপরিচর বসুকে কহিলেন, রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণ ও দেবগণের প্রতি ভক্তি করিয়া থাক; অতএব সুরাসুর গুরু হরি তোমার প্রতি যথেষ্ট প্রীতচিত্ত হইয়া শাপ বিমোচন করিবেন। হে নৃপবর! মহানুভাব ব্রাহ্মণগণের সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; তাঁহাদিগের তপোবলে অবশ্য তোমার উৎকৃষ্ট ফল ফলিবে। হে নৃপসত্তম! তুমি যখন সহসা আকাশ হইতে ভূতলে ভ্রষ্ট হইয়াছ, তখন

আমরা তোমার প্রতি একটি অনুগ্রহ করিব। হে নিষ্পাপ! তুমি শাপ-হেতু যাবৎ কাল ভূমির বিবরে বাস করিবে, তাবৎ কাল আমাদিগের অনুষ্ঠান নিবন্ধন সমাহিত বিপ্রগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞকালে সুন্দর-রূপে হুত বসুধারা প্রাপ্ত হইবে; গ্লানি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র! ভূবিবরে অবস্থিতি কালে তোমার ক্ষুধা পিপাসা হইবে না, বসুধারা পান-হেতু তুমি তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা আপ্যায়িত হইবে; আমাদিগের বরপ্রভাবে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। সেই সমুদয় দেবগণ রাজাকে এই প্রকার বর দান করিয়া স্ব-ভবনে গমন করিলেন এবং তপোধন ঋষিগণও স্ব-স্থানে প্রস্থিত হইলেন।

হে ভারত! অনন্তর, উপরিচর বসু বিশ্বক্সেন ভগবানের পূজা করিলেন এবং সতত নারায়ণ-মুখোচ্চারিত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তিনি ভূমি-বিবরে বাস করিয়াও পঞ্চকালে পঞ্চ যজ্ঞ-দ্বারা সুরপতি হরির পূজা করিতেন। অনন্তর, ভগবান্ নারায়ণ সেই অনন্যভক্ত, জিতচিত্ত, হরিপরায়ণ নরপতির ভক্তি-দ্বারা প্রীত হইলেন। বরদাতা ভগবান্ বিষ্ণু তৎকালে সন্নিহিত মহাবেগশালী বিহঙ্গবর প্রিয়পাত্র গরুড়কে বলিলেন, হে মহাভাগ খগেশ্বর! আমার বচনানুসারে অবলোকন কর। সংশিত-ব্রত ধর্ম্মাত্মা বসুনামা সম্রাট্ নৃপতি ব্রাহ্মণগণের প্রকোপ-বশত বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। হে খগবর! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন, অতএব তুমি আমার আজ্ঞানুসারে সেই ভূমি-বিবরে সংগুপ্ত নৃপতির নিকটে গমন কর। হে গরুত্মন্! তুমি সেই অধশ্চর নৃপবরকে অবিলম্বে নভশ্চর কর।

অনন্তর, মারুত-সদৃশ বেগবান্ গরুত্মান্ পক্ষদ্বয় বিক্ষেপ করত যে স্থানে সেই বসুরাজ বসতি করিতেছিলেন, সেই বসুধা-বিবরে প্রবেশ করিলেন। বিনতা-তনয় সহসা তাঁহাকে উত্তোলন-পূর্ব্বক অবিলম্বে আকাশে উত্থিত হইলেন এবং তথায় পরিত্যাগ করিলেন; সেই মুহূর্ত্তেই রাজা পুনরায় উপরিচর হইলেন এবং সেই নৃপবর সশরীরে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে কুন্তী-নন্দন! এইরূপে বাক্য-দোষ-নিবন্ধন সেই মহাত্মা বসু ব্রহ্ম শাপ-বশত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেবগণের আজ্ঞানুসারে তিনি কেবল পরম পুরুষ হরির আরাধনা করিয়া অচিরকাল মধ্যে দ্বিজ শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে নৃপবর! মানবগণ যে প্রকারে সম্ভূত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, মহর্ষি নারদ যে প্রকারে শ্বেত দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তোমার নিকট কহিতেছি এক-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।

নারায়ণীয়ে সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ॥ ৩৩৭ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, ভগবান্ মহর্ষি নারদ শ্বেত মহাদ্বীপে উপনীত হইয়া সেই শ্বেতবর্ণ চন্দ্রপ্রতিম মানবগণকে অবলোকন করিলেন ও অবনতশিরা হইয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা মনে মনে পূজিত হইয়া নারায়ণকে দর্শন করিতে ইচ্ছু হইয়া জপ-পরায়ণ এবং সমস্ত কৃচ্ছ্র সাধ্যব্রত করত অবস্থিত রহিলেন। সেই বিপ্রবর এক-চিত্ত সমাহিত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নির্গুণ অথচ গুণাত্মক বিশ্বাত্মাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

নারদ কহিলেন, হে দেবদেব! তুমি জীবগণের অন্তর্যামী তোমাকে নমস্কার, তুমি সর্ব্বব্যাপকত্ব-নিবন্ধন নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গত্বহেতু নির্গুণ, উদাসীন বোধ রূপ তজ্জন্য লোক সাক্ষী, দেহদ্বয় প্রকাশক জীব এনিমিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞ, শরীর ও জীবেশ হইতে অন্যান্য এই জন্য পুরুষোত্তম, দেশকাল ও বস্তুত পরিচ্ছেদ-শূন্য, এনিমিত্ত অনন্ত। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর

সমুদয় দগ্ধ কর, এইহেতু পুরুষ; সমষ্টি স্থূল শরীরাদি দাহক, এজন্য মহাপুরুষ; অন্নময়াদি পুরুষ মধ্যে উত্তম অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান অনন্ত ও আনন্দ-স্বরূপ এই নিমিত্ত পুরুষোত্তম; সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ, অতএব ত্রিগুণ, গুণ-ত্রয় সংঘাতরূপ এজন্য প্রধান। তুমি অমৃত অর্থাৎ সুধা-স্বরূপ এবং অমৃতাখ্য অর্থাৎ দেব-স্বরূপ; অনন্তাখ্য অর্থাৎ শেষ সর্প-স্বরূপ; তুমি অব্যাকৃতাত্মা এজন্য ব্যোম; অনাদি এইহেতু সনাতন; কার্য্য ও কারণরূপে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ঋতধাম অর্থাৎ সত্য প্রকাশ, আদি দেব নারায়ণ, কর্ম্মফলদাতা, এইহেতু বসুপ্রদ; তুমি দক্ষ-প্রভৃতি প্রজাপতি-স্বরূপ, মোক্ষোপদেশক সনকাদি সুপ্রজাপতি-স্বরূপ, অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতি-স্বরূপ। তুমি মহাপ্রজাপতি অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ-স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মাদি জীবরূপ পশুগণের পতি এজন্য ঊর্জ্জস্পতি; বাক্যের প্রবর্ত্তক এইহেতু বাচস্পতি। তুমি জগৎপতি অর্থাৎ ইন্দ্র-স্বরূপ, মনস্পতি অর্থাৎ সুত্রাত্মা, দিবস্পতি সূর্য্য-স্বরূপ, মরুৎপতি প্রাণবায়ু-স্বরূপ, সলিলপতি বরুণ-স্বরূপ, পৃথিবীপতি রাজা, দিক্‌পতি ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল-স্বরূপ; মহাপ্রলয়কালে জগতের আধার, এই নিমিত্ত পূর্ব্বনিবাস; অপ্রকাশ্য এজন্য গুহ্য; ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিয়াছ, এইহেতু ব্রহ্ম-পুরোহিত; ব্রাহ্মণ-শরীর সাধ্য যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদি-স্বরূপ এই নিমিত্ত ব্রহ্ম-কায়িক; মহারাজিক নামক দেবগণ বিশেষ এবং চতুর্ম্মহারাজিক, মহাভাস্বর, সপ্ত মহাভাগ অর্থাৎ সপ্ত সংখ্যক মহৎ যজ্ঞ ভাগ-স্বরূপ।

তুমি যমগণ এজন্য যাম্য; চিত্রগুপ্তাদিরূপ এজন্য মহাযাম্য; যম-পত্নীতে আসক্ত, এই নিমিত্ত সংজ্ঞা সংজ্ঞ; তুষিত এবং মহাতুষিত দেবগণ-স্বরূপ, মৃত্যু-স্বরূপ, এজন্য প্রমর্দ্দন; মৃত্যু সহায়তা-দ্বারা কল্পিত কামরোগাদি-স্বরূপ, এজন্য পরিনির্ম্মিত; তদন্য শম অর্থাৎ আরোগ্য-স্বরূপ, এইহেতু অপরিনির্ম্মিত; কামাদিগ্রস্ত এজন্য বশবর্ত্তী; শমাদিমান্ এইহেতু অপরিনিন্দিত; সর্ব্বজাতীয় রূপ সমুদয়ে অনন্ত, অতএব অপরিমিত; তুমি শাস্ত, এজন্য বশবর্ত্তী এবং শাস্তা এই নিমিত্ত অবশবর্ত্তী।

তুমি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ব্রহ্ম-যজ্ঞাদি মহাযজ্ঞ, যজ্ঞসম্ভব ঋত্বিগাদি, যজ্ঞ-যোনি বেদ, যজ্ঞ-গর্ভ অগ্নি এবং যজ্ঞহৃদয় অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা-স্বরূপ। তুমি যজ্ঞ স্তুত যজ্ঞ-ভাগহর, পঞ্চ যজ্ঞ এবং অহোরাত্র, মাস, ঋতু, অয়ন ও সম্বৎসর এই পঞ্চকাল কর্ত্তৃত্বরূপে যাঁহারা গীতাতে প্রসিদ্ধ আছেন, তুমি তাঁহাদিগের পতি, এজন্য পঞ্চকাল কর্ত্তৃপতি; পঞ্চরাত্র নামক আগমগম্য, এই নিমিত্ত তুমি পঞ্চরাত্রিক। তুমি অকুণ্ঠিত, এই নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ; কাহারও নিকট পরাজিত হও না, এজন্য অপরাজিত। তুমি মানসোপাধিক এই হেতু মানসিক এবং নামে নামে বিদিত এই নিমিত্ত নাম নামিক; তুমি ব্রহ্মারও প্রভু, অতএব পরস্বামী; তুমি বেদব্রত সমাপ্ত করিয়াছ, এই জন্য সুস্নাত।

তুমি ত্রিদণ্ডধারী, অতএব হংস ও পরমহংস; দণ্ডাদি হীন এজন্য মহাহংস। তুমি পরম-যাজ্ঞিক, সাংখ্য যোগ ও সাংখ্য মূর্ত্তি স্বরূপ। তুমি জীবমাত্রে শয়ান রহিয়াছ, এইহেতু অমৃতেশয়; হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছ, এই নিমিত্ত হিরণ্যেশয়; ইন্দ্রিয়ে শয়ন করিয়া আছ, এজন্য দেবেশয়; সমুদ্র সলিলে শয়ন করিয়া থাক, এই কারণে কুশেশয়; বেদমধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, এজন্য ব্রহ্মেশয়; ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছ, এইহেতু পদ্মেশয়। তুমি বিশ্ব-সংসারের ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বেশ্বর; ভক্তগণের পালনার্থ সর্ব্বদিকে তোমার সেনা সকল গমন করিতে সমর্থ এই নিমিত্ত তুমি বিশ্বক্‌সেন; জগতে সত্ত্বরূপে তোমার সম্বন্ধ রহিয়াছে, এজন্য তুমি জগদন্বয়; তুমি জগতের প্রকৃতি; অগ্নি তোমার আস্য-স্বরূপ; তুমিই বড়বামুখ অগ্নি-স্বরূপ; তুমিই আহুতি ও সারথি অগ্নি-স্বরূপ; তুমি বষট্‌কার, তুমি ওঁকার, তুমি তপ, তুমি মন, তুমি চন্দ্রমা, তুমি অবেক্ষণ-

দ্বারা সংস্কৃত যজ্ঞের হবিঃ-স্বরূপ। তুমি সূর্য্য, তুমি দিগ্‌গজ, তুমি দিগ্‌ভানু এবং তুমিই বিদিগ্‌ভানু।

তুমিই হয়শিরা, তুমি তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঠিত প্রথম ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র অর্থাৎ আদিত্য দৈবত জগৎ-কর্ত্তা এই নিমিত্ত প্রথম ত্রিসৌপর্ণ। তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলকে ধারণ করিয়া আছ, এইহেতু বর্ণধর; তুমি গার্হপত্য, দক্ষিণ আহবনীয় সভ্য ও আবসথ্য, এই পঞ্চাগ্নি-স্বরূপ; নাচিকেত নামক অগ্নিকে তিনবার যিনি চয়ন করিয়াছেন, তুমি সেই ত্রিনাচিকেত সংজ্ঞ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ নিধান বেদ-স্বরূপ। তুমি প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও জ্যেষ্ঠ সামগ নামক সামগান-স্বরূপ; তুমি সামগগণের ব্রত ধারণ করিয়াছ বলিয়া সামিক-ব্রত-ধর। তুমি অথর্ব্ব-শিরা নামক উপ-নিষদ্রূপ; সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ আগম প্রতিপাদ্য এই নিমিত্ত পঞ্চ মহা-কল্প। তুমি কোপাচার্য্য, বালিখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ ও অভগ্ন-বিচার। তুমি যুগাদি, যুগ-মধ্য, যুগনিধন, আখণ্ডল অর্থাৎ ইন্দ্র; প্রাচীনগর্ভ ও কৌশিক মুনি-স্বরূপ; তুমি বহু ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্তুত, এই নিমিত্ত পুরুষ্টুত। তুমি পুরুহূত, বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বরূপ, অনন্ত গতি, অনন্ত শরীর, অনন্ত, অনাদি, অমধ্য, অব্যক্ত মধ্য, অব্যক্ত নিধন, ব্রতাবাস, সমুদ্রাধিবাস, যশোবাস, তপোবাস, দমাবাস, লক্ষ্ম্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীবাস, সর্ব্বাবাস, বাসুদেব এবং সর্ব্বমনোরথপ্রদ এই নিমিত্ত সর্ব্বচ্ছন্দক।

তুমি রামাবতারে হনুমানকে বাহন করিয়াছিলে, এই জন্য হরিহর। তুমি হরিমেধ অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ-স্বরূপ; তুমি মহাযজ্ঞ ভাগহর, বরপ্রদ, সুখ-প্রদ, ধনপ্রদ, হরিমেধ অর্থাৎ হরিভক্ত, যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র, সর্ব্ব কৃচ্ছ্র, নিয়মধর, নিবৃত্তভ্রম, প্রবচন গত অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত ব্রহ্মচারী। তুমি পৃশ্নিগর্ভ-প্রবৃত্ত অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি, যিনি জন্মান্তরে অদিতিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিলে। তুমি প্রবৃত্ত বেদক্রিয়, অজ, সর্ব্বগতি, সর্ব্বদর্শী, অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্য শরীর অর্থাৎ বিরাট্‌মূর্ত্তিধারী, পবিত্র, মহা-পবিত্র, হিরণ্ময়, বৃহৎ অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্র্য, প্রজাসর্গকর, প্রজা-নিধনকর, মহামায়াধর, চিত্র-শিখণ্ডী, বরপ্রদ, পুরোডাশ ভাগহর, গতাধ্বর, ছিন্ন-তৃষ্ণ, ছিন্নসংশয়, সর্ব্বতোবৃত্ত, নিবৃত্তরূপ, ব্রাহ্মণরূপ, ব্রাহ্মণ-প্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি এবং বান্ধব। হে ভক্তবৎসল ব্রহ্মণ্যদেব! আমি তোমাকে দর্শন করিবার কারণ অভিলাষ করিতেছি, তুমি একান্ত দর্শন মোক্ষ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

নারায়ণীয়ে মহাপুরুষস্তবে অষ্টত্রিংশদধিক-
ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৩৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, বিশ্বরূপধারী ভগবান্ এইরূপে গুহ্য ও তথ্য নাম-নিবহ-দ্বারা স্তুত হইয়া, সেই মুনি-শ্রেষ্ঠ নারদকে দর্শন দিলেন। ভগবানের তদানীন্তন শরীর চন্দ্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ও চন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ বিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ অগ্নিবর্ণ এবং কিঞ্চিৎ নক্ষত্রাকৃতি; সেই সর্ব্বভূত সংযোগী প্রভু, কিঞ্চিৎ শুকপক্ষ-নিভ, কিঞ্চিৎ স্ফটিক-সন্নিভ, নীলাঞ্জন চয় প্রখ্য, ক্বচিৎ জাতরূপ সমপ্রভা-সম্পন্ন, কোন স্থানে প্রবালাঙ্কুরবর্ণ, কোন স্থানে বা শ্বেতবর্ণ, ক্বচিৎ সুবর্ণ বর্ণাভ, কোন অংশে বৈদূর্য্য-সদৃশ, কুত্রচিৎ নীল বৈদূর্য্য-সন্নিভ, কোন স্থানে ইন্দ্রনীল প্রভা-সমন্বিত, ক্বচিৎ ময়ূর-গ্রীবার বর্ণের ন্যায় আভাযুক্ত, কোন স্থানে বা মুক্তাহার নিভ; সনাতন নারায়ণ এই সমস্ত বহুবিধ বর্ণ ও রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ ভগবান্ সহস্র-নয়ন শত শীর্ষ, সহস্রপাৎ, সহস্রোদর এবং সহস্র বাহু, আর কখন তিনি অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই দেব নারায়ণ-মুখমণ্ডল হইতে ওঁকার এবং ওঁকার

সম্বন্ধবতী সাবিত্রী উদ্গিরণ করত এবং অন্যান্য মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ উচ্চারণ-পূর্ব্বক আরণ্যক মন্ত্র সকল গান করিতে লাগিলেন। সেই দেবেশ্বর হরি তৎকালে যজ্ঞপতির মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক বশী হইয়া হস্তদ্বারা বেদী কমণ্ডলু শুভ্রবর্ণ মণি সমুদয় উপানহ-যুগল কুশ সমূহ অজিন দণ্ডকাষ্ঠ ও জ্বলিত হুতাশন ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বিজ-সত্তম নারদ প্রসন্নচিত্ত ও সংযত বাক্য হইয়া সেই সুপ্রসন্ন পরমেশ্বরকে প্রণাম করত বন্দনা করিলেন। আদি দেব অব্যয় হরি তখন সেই নতশিরা নারদকে কহিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কামনা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐকান্তিক ব্যতিরেকে কেহই আমাকে দেখিতে পায় না, তুমি ঐকান্তিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্য আমার দর্শন লাভ করিলে। হে দ্বিজ! আমার এই উৎকৃষ্ট শরীর সমুদয় ধর্ম্মের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তুমি সতত তাহাদিগকে ভজনা কর, এক্ষণে যে স্থান হইতে আসিয়াছ, তথায় গমন কর। হে বিপ্র! সম্প্রতি তুমি আমার নিকট হইতে যে বর ইচ্ছা হয় তাহা প্রার্থনা কর, আমি অব্যয় হইয়াও এক্ষণে বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।

নারদ বলিলেন, হে দেব! আমি যখন ভগবান্‌কে দর্শন করিলাম, তখন অদ্য আমার তপস্যা যম ও নিয়মের ফল সদ্য প্রাপ্ত হইল। ভগবন্! তুমি বিশ্বদর্শী সিংহ-স্বরূপ সর্ব্বমূর্ত্তিময় মহান্ প্রভু সনাতন অতএব তোমাকে যখন দর্শন করিলাম, তখন ইহা অপেক্ষা আমার অতিরিক্ত বর আর কি আছে?

ভীষ্ম বলিলেন, ভগবান্ এইরূপে পরমেষ্ঠি পুত্র নারদকে দর্শন দিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে নারদ! তুমি গমন কর, বিলম্ব করিও না, এই সমস্ত অনিন্দ্রিয় অনাহার চন্দ্রবর্চ্চস ব্যক্তিগণ আমার ভক্ত, ইহাঁরা একাগ্র-চিত্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করিতেছেন; অতএব ইহাঁদিগের বিঘ্ন না হয়। এই সমুদয় মহাভাগগণ সিদ্ধ এবং ইহাঁরাই অগ্রে মোক্ষপথাবলম্বী হইয়াছেন, ইহাঁরা তম ও রজোগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত, সুতরাং আমাতে প্রবেশ করিবেন, সংশয় নাই। যিনি চক্ষু-দ্বারা দৃশ্য নহেন, স্পর্শদ্বারা স্পৃশ্য নহেন, গন্ধবৎ আঘ্রাণের বিষয় নহেন এবং রস-বিবর্জ্জিত সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণ ত্রয় তাঁহাকে ভজনা করে না; যিনি সর্ব্বগত সাক্ষিচৈতন্যরূপে লোকের আত্মা বলিয়া কথিত হয়েন, ভূত সকল এবং শরীর সমুদয় নষ্ট হইলে তিনি বিনষ্ট হয়েন না। জন্ম-বিহীন শাশ্বত, নিত্য, নির্গুণ, নিরংশ, নিষ্ক্রিয় পুরুষ, যিনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতেও অতীত পঞ্চবিংশক বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তিনি একমাত্র জ্ঞান-দৃশ্য, ইহাই কথিত হইয়া থাকে। ইহ সংসারে দ্বিজসত্তমগণ যাঁহাতে প্রবেশ করত মুক্ত হয়েন, সেই সনাতন বাসুদেবকে পরমাত্মা জানিবে।

হে নারদ! শুভাশুভ কর্ম্ম-সমুদয়ে যিনি কদাচ লিপ্ত হয়েন না, সেই দেবের মহিমা ও মাহাত্ম্য অবলোকন কর। সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিতয়কে গুণ কহে, ইহারা সকল শরীরে অবস্থিতি এবং বিচরণ করিয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব এই সমুদয় গুণ ভোগ করেন, কিন্তু গুণ সকল তাঁহাকে ভোগ করিতে পারে না। তিনি নির্গুণ অথচ গুণ-ভোগী এবং গুণ স্রষ্টা হইয়াও গুণাধিক।

হে দেবর্ষে! জগৎ প্রতিষ্ঠা পৃথিবী জল-মধ্যে বিলীন হয়, জল জ্যোতিতে লীন হইয়া থাকে; জ্যোতি বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হয়, বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া যায়, আকাশ মনে প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং পরম ভূত মন সেই অব্যক্তে প্রলীন হয়। হে ব্রহ্মন্! অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় পুরুষে বিলীন হইয়া রহে, সেই সনাতন পুরুষ হইতে পরতর আর কেহই

নাই। সেই একমাত্র শাশ্বত পুরুষ বাসুদেব ব্যতিরেকে এই জগতে স্থাবর জঙ্গম কোন পদার্থই নিত্য নাই। মহাবল বাসুদেব সর্ব্বভুতের আত্ম-ভূত। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভুত মিলিত হইয়া শরীর সংজ্ঞিত হয়। হে ব্রহ্মন্! যে ক্ষিপ্রকারী অদৃশ্য হইয়া সেই শরীরে আবিষ্ট হয়েন, তিনি বাস্তবিক উৎপন্ন না হইয়াও যেন উৎপন্ন হইয়া শরীর চেষ্টা নির্ব্বাহ করেন; ধাতু সঙ্ঘাত ব্যতিরেকে কদাচ শরীর উৎপন্ন হয় না। হে ব্রহ্মন্! জীব ব্যতিরেকে বায়ু সকল চেষ্টা করিতে পারে না। এই শরীরে যিনি প্রবিষ্ট হয়েন তিনিই জীব, ভগবানের ব্যূহ বিশেষ বিশ্ব বিধারক সঙ্কর্ষণ ও শেষ নামে সেই প্রভু সংখ্যাত হয়েন। যিনি স্বকীয় কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহা হইতে জীবন্মুক্তত্ব লাভ করেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত ভুত যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনি সমস্ত ভূতের মন, প্রদ্যুম্ন-নামে পঠিত হইয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ হইতে যিনি প্রসূত হয়েন, তিনিই কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য-স্বরূপ, আর প্রদ্যুম্ন হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সম্ভূত হয়; ইহাঁরই নাম অনিরুদ্ধ; ইনিই ঈশ্বর এবং সর্ব্বকার্য্যে ব্যক্ত হইয়া আছেন। হে রাজেন্দ্র! ভগবান্ বাসুদেব যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও নির্গুণ-স্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ জীব জানিবে। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হয়েন, ইহাঁকেই মন বলা যায়। প্রদ্যুম্ন হইতে যে অনিরুদ্ধ সম্ভুত হয়েন, তিনিই অহঙ্কার এবং তিনিই ঈশ্বর।

নারদ! আমা হইতেই স্থাবর জঙ্গমময় সমস্ত জগৎ ক্ষর, অক্ষর, সৎ ও অসৎ পদার্থ নিচয় সম্ভূত হয়। ইহলোকে আমার ভক্তগণ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া মুক্ত হয়; আমিই নিষ্ক্রিয় পঞ্চবিংশ পুরুষ ইহাই জানিবে। আমিই নির্গুণ নিষ্কল নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ; আমি রূপবান্ বলিয়া দৃশ্য হইতেছি, ইহা তুমি বিবেচনা করিও না। আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমাত্রে বিলীন হইতে পারি, আমিই জগতের গুরু এবং নিয়ন্তা।

হে নারদ! তুমি যে আমাকে দর্শন করিতেছ, ইহা আমারই সৃষ্টা মায়া; এইরূপে আমি সর্ব্বভূত গুণগণ-দ্বারা-সমন্বিত না হইলে তুমি আমাকে জানিতে সমর্থ হইতে না। হে নারদ! তোমার নিকট আমি এই মুর্ত্তি-চতুষ্টয়ের বিষয় সম্যক্ কীর্ত্তন করিলাম, আমিই কর্ত্তা, কার্য্য এবং কারণ, আমিই জীব, সংঘাত অর্থাৎ জড়বর্গ এবং আমাতেই জীব সমাহিত হয়। 'আমি জীবকে দর্শন করিলাম' তোমার এক্ষণে এরূপ বুদ্ধি না হউক, হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বত্রগামী এবং ভুত সকলের অন্তরাত্মা, ভুত সকলের শরীর নষ্ট হইলে আমি বিনষ্ট হই না। হে মুনে! সেই মোক্ষ-নিষ্ঠ মহাভাগ মানবগণ সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা তম ও রজোগুণ-নির্ম্মুক্ত হইয়া আমাতে প্রবিষ্ট হইবেন। সর্ব্বলোকের আদিভূত অনির্ব্বচীয় চতুরানন হিরণ্যগর্ভ সনাতন দেব ব্রহ্মা আমার বহু বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। রুদ্রদেব আমার ক্রোধ-বশত ললাট হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছেন। দেখ, এই একাদশ রুদ্র আমার দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন, দ্বাদশ আদিত্য আমার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন; অগ্রভাগে সুরোত্তম অষ্টবসু অবস্থান করিতেছেন; পশ্চাদ্ভাগে নাসত্য ও দস্র-নামক স্বর্বৈদ্য দ্বয়, সমুদয় প্রজাপতি ও সপ্ত ঋষিগণকে অবলোকন কর। বেদ সমুদয় ও শত শত যজ্ঞ অমৃত ও মহৌষধি সকল দর্শন কর; তপস্যা নিয়ম ও পৃথক্ পৃথক্ যম সমুদয় তথা অণিমাদি অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্যকে একত্র মুর্ত্তিমৎ অবলোকন কর। শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও ককুদ্মিনী পৃথিবী অর্থাৎ পর্ব্বতময় ককুদ-সমন্বিত মহী এবং বেদ-মাতা সরস্বতী দেবী আমাতে অবস্থিতি করিতেছেন, অবলোকন কর।

হে নারদ! জ্যোতি-শ্রেষ্ঠ অন্তরীক্ষচর ধ্রুব, অম্ভো-

ধর, সাগর-চতুষ্টয়, সরিৎ ও সরোবর সমুদয় এবং মূর্ত্তিমন্ত পিতৃগণকে নিরীক্ষণ কর। হে সত্তম! সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণ-ত্রয় মূর্ত্তি বিবর্জ্জিত হইয়া আমাতে অবস্থান করিতেছে, অবলোকন কর। হে মুনে! দেব-কার্য্য হইতে পিতৃ-কার্য্য উৎকৃষ্ট, একমাত্র আমিই দেবতা ও পিতৃগণের আদি পিতা; আমি পশ্চিমোত্তর সমুদ্রে হয়শিরা হইয়া শ্রদ্ধান্বিত সুন্দররূপে হুত হব্য কব্য পান করি। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃজন করি, তিনি মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া স্বয়ং যজ্ঞরূপধারী আমাকে যজন করিয়াছিলেন।

অনন্তর, আমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সমুদয় অত্যুৎকৃষ্ট বর প্রদান করি যে, সৃষ্টি প্রারম্ভে তুমি আমার পুত্র ও সমস্ত লোকের অধ্যক্ষ হইবে এবং অহঙ্কারের উৎপাদন করত বিধাতৃনামে বিখ্যাত হইবে; কোন ব্যক্তি তোমার নির্দ্দিষ্ট মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে পারিবে না। হে সংশিত ব্রত মহাভাগ তপোধন ব্রহ্মন্! বর প্রার্থি সুরাসুর ঋষিগণ ও পিতৃগণকে তুমি সতত বর প্রদান করিবে, তুমি বিবিধ ভূতগণের উপাস্য হইবে। হে ব্রহ্মন্! আমি সুর-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নিয়ত প্রাদুর্ভূত হইয়া পুত্রের ন্যায় তোমার অনুশাস্য ও নিযোজ্য হইব।

অপরিমিত তেজস্বী ব্রহ্মাকে এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেকবিধ মনোহর বর প্রদান-পূর্ব্বক আমি প্রীত হইয়া নিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। সর্ব্ব ধর্ম্মের পরম নিবৃত্তিই নির্ব্বাণরূপে স্মৃত হইয়াছে, অতএব নিবৃত্তি-নিষ্ঠ ও সর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বৃত হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে, ইহা সাঙ্খ্যশাস্ত্রে নিশ্চিত নিশ্চয় আচার্য্যগণ আদিত্যমণ্ডলস্থ বিদ্যা-সহায়বান্ সমাধিনিষ্ঠ কপিলকে কহিয়াছিলেন; এই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বেদ-মধ্যে বিশেষরূপে স্তুত হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আমি সেই যোগানুরক্ত হইয়া যোগ-শাস্ত্র সমুদয়ে কীর্ত্তিত হইয়াছি; আমি শাশ্বত হইয়াও এইরূপ ব্যক্তভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছি।

অনন্তর, সহস্র যুগের পর জগৎ সংহার করিব, চরাচর ভূত সমুদয়কে আমাতে অবস্থাপিত করিয়া একাকী মহাবিদ্যার সহিত বিহার করিব। পরিশেষে মহাবিদ্যা-দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন করিব। যিনি আমার চতুর্থী মূর্ত্তি তিনিই অব্যয় শেষকে সৃজন করিয়াছেন, সেই শেষকেই সঙ্কর্ষণ কহে, সঙ্কর্ষণই প্রদ্যুম্নের উৎপাদন করেন; প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। এইরূপে পুনঃপুন আমি সৃষ্টি করিতেছি; অনিরুদ্ধের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন; ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদয় জন্ম গ্রহণ করে। ইহলোকে আকাশে যেমন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে, তদ্রূপ কল্পাদিকালে পুনঃপুন এই সৃষ্টি হয় জানিবে। সূর্য্য অদৃষ্ট হইলে মহাবল কাল যেমন বল-পূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে আনয়ন করে, তদ্রূপ আমি সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাগর-মেখলা সত্ত্বগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্তা নষ্টপ্রায়া পৃথিবীকে বল পূর্ব্বক স্বস্থানে আনয়ন করিব এবং বল-গর্ব্বিত হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের সংহার করিব। অপিচ, পুনর্ব্বার আমি সুর-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নারসিংহ দেহ ধারণ করত যজ্ঞঘাতি দিতি-নন্দন হিরণ্যকশিপুকে হনন করিব। বিরোচনের পুত্র বলি নামে এক বলবান্ মহাসুর জন্ম গ্রহণ করিবে, সে দেবতা অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইয়া শক্রকে স্বরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিবে। তৎকর্ত্তৃক ত্রৈলোক্য অপহৃত ও শচীপতি পরাজিত হইলে, আমি অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দ্বাদশাদিত্যরূপে সম্ভূত হইব।

হে নারদ! অনন্তর, আমি অমিত তেজস্বি ইন্দ্রকে রাজ্য প্রদান-পূর্ব্বক দেবতাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিব। দাতৃ-শ্রেষ্ঠ বলি সমস্ত দেবতার অবধ্য, অতএব আমি তাহাকে পাতালতলে বসতি করাইব। আমি ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইব এবং তৎকালে সমৃদ্ধিশালি বলবাহন-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণকে উৎসাদন করিব। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সমুপস্থিত হইলে, আমি জগৎপতি দাশরথি রাম-

রূপে অবতীর্ণ হইব। হে দ্বিজ! প্রজাপতি-সুত একত ও দ্বিত ঋষি ত্রিতের প্রতি অত্যাচার করায় বিরূপ হইয়া বানর যোনি প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগের বংশে যে সকল ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রান্ত মহাবল মহাবীর্য্য বনবাসি বানর জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা আমার সুরকার্য্য সাধন বিষয়ে সহায় হইবে। অনন্তর, আমি পুলস্ত্য-কুলকলঙ্ক ঘোর রৌদ্রতর লোককণ্টক রাক্ষসপতি রাবণকে স্বগণসহ সংহার করিব। দ্বাপর ও কলির সন্ধির অবসান সময়ে কংসের নিমিত্ত মথুরায় আমার প্রাদুর্ভাব হইবে, তৎকালে আমি অনেকানেক দেবকণ্টক দানবগণকে সংহার করিয়া কুশস্থলী নামক দ্বারকাতে বসতি করিব। দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করত অদিতির অপ্রিয়কর নরক, ভৌম, মুরু ও পীঠ নামক দানবগণকে হনন করিব। প্রাগজ্যোতিষ-পুরবাসি বিবিধ ধনরত্ন-সমন্বিত দানবশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া রমণীয় রত্ন সমুদয় কুশস্থলীতে আনয়ন করিব।

অনন্তর, বাণ-রাজার প্রিয় ও হিতৈষী মহেশ্বর ও মহাসেন নামক নিত্য উদ্যুক্ত দৈত্য-দ্বয় যাহাদিগকে দেবতারাও নমস্কার করিবেন, আমি তাহাদিগকে পরাজিত করিব। তদনন্তর, বলির পুত্র সহস্র বাহু-সম্পন্ন বাণকে জয় করিয়া সৌভনিবাসি সমস্ত দানবগণের বধ সাধন করিব। হে দ্বিজবর! গার্গতেজে পরিবৃত কাল যবন নামে যে বিখ্যাত হইবে, আমিই তাহাকে নিহত করিব। সমস্ত রাজগণের বিরোধী জরাসন্ধ নামে যে বলবান্ অসুর গিরিব্রজে অতি প্রবৃদ্ধ ভূমিপাল হইবে, আমারই বুদ্ধি-কৌশলে সে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিবে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে আমি শিশুপালের বধ সাধন করিব। বসুধাতলে মহাবল-সম্পন্ন সমস্ত ভূপাল একত্র সমাগত হইলে একমাত্র বাসব-নন্দন ধনঞ্জয় আমার সহায় হইবেন। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে স্থাপিত করিব; এই সময়ে লোক সকল বলিবে যে, ' ঈশ্বর নর, নারায়ণ ঋষিরূপে লোককার্য্যার্থ উদ্যুক্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-কুল দহন করিতেছেন '। হে সত্তম! বসুমতীর অভিলষিত ভারাবতারণ করিয়া আত্ম-জ্ঞানানুসারে দ্বারকাস্থিত সমস্ত সাত্বতগণের ঘোরতর প্রলয় উৎপাদন করিব।

আমি মূর্ত্তি চতুষ্টয় ধারণ-পূর্ব্বক অপরিমেয় কর্ম্ম সমুদয় নির্ব্বাহ করিয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৎকৃত স্বকীয় লোক সকলে গমন করিব। হে দ্বিজবর! আমি হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ ও কল্কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইব। বেদ শ্রুতি যখন বিনষ্ট হইবে, তৎকালে আমি তাহা প্রত্যাহরণ করিব। প্রথমত সত্যযুগে আমি যে সমুদয় বেদ ও শ্রুতি নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে অথবা পুরাণ সমুদয়ের মধ্যে কোন কোন স্থানে শ্রুত হইয়া থাকে। আমার অনেকানেক উত্তম প্রাদুর্ভাব অতিক্রান্ত হইয়াছে, লোককার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মন্! তুমি মোক্ষ-নিষ্ঠা-সমন্বিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া এক্ষণে আমার যাদৃশ দর্শন লাভ করিলে, ব্রহ্মা আমার ঈদৃশ দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। হে সত্তম! তুমি ভক্তিমান্ এই জন্য তোমার নিকট পুরাতন ও ভবিষ্যৎ রহস্য সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, এইরূপে সেই ভগবান্ বিশ্বমূর্ত্তিধর অবিনাশী দেব এতাবন্মাত্র বচন বিন্যাস করিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। মহাতেজা নারদও ঈপ্সিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া নর নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। হে তাত! মহর্ষি নারদ যেরূপ দর্শন এবং যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ব্রহ্মার সদনে নারায়ণ-মুখোদ্গীত চতুর্ব্বেদ-সমন্বিত সাংখ্যযোগ-সম্বলিত পঞ্চরাত্র নামক এই মহোপনিষৎ শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, এই আশ্চর্য্যভূত ভগবন্মাহাত্ম্য কি ব্রহ্মা জানিতেন না? যেহেতু তিনি নার-

দের মুখে তাহা শ্রবণ করিলেন; ভগবান্ পিতামহ সেই দেবের অনন্তর প্রাদুর্ভূত, অতএব তিনি অপরিমিত তেজস্বি নারায়ণের প্রভাব কি নিমিত্ত জানিতেন না?

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! শত সহস্র মহাকল্প সৃষ্টি ও প্রলয় অতীত হইয়াছে। রাজন্! সৃষ্টি প্রারম্ভে প্রজাসর্গকর প্রভু প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হয়েন, অতএব তিনি দেবপ্রবর আত্ম প্রভব সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমাত্মাকে নারদ অপেক্ষা অধিকতররূপে জানিতেন। ব্রহ্ম-সদনে যে সমস্ত সিদ্ধগণ সমাগত হয়েন, নারদ তাঁহাদিগকেই সেই বেদ-সদৃশ পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। রাজন্! অনন্তর, সূর্য্যদেব সেই বিশুদ্ধ চিত্ত সিদ্ধগণের সন্নিধি হইতে উহা শ্রবণ করিয়া আত্মানুগামি বিশুদ্ধ বুদ্ধি ষট্ সহস্র সংখ্যক ঋষিগণকে তাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তাপদাতা ভাস্করের পুরোভাগে যে সমস্ত লোক নির্ম্মিত ছিল, সূর্য্যদেব তাহাদিগকেও উক্ত বিষয় কহিয়াছিলেন। হে তাত! সূর্য্যানুগামি মহানুভাব ঋষিগণ সুমেরুশৈলে সমাগত সুরগণকে এই উৎকৃষ্ট আখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, দেবগণের সন্নিধান হইতে দ্বিজবর মুনিসত্তম অসিত উক্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকটে কহিয়াছিলেন। হে তাত! আমার পিতা শান্তনু আমার নিকট ইহা কহেন।

হে ভারত! আমিও তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবতা অথবা মুনিগণ এই পুরাণ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মাকে পূজা করিয়া থাকেন। রাজন্! এই পরম্পরা প্রচলিত ঋষি প্রণীত আখ্যান যে ব্যক্তি বাসুদেবের ভক্ত নহে, তুমি তাহাকে কোন রূপে প্রদান করিবে না। রাজন্! তুমি আমার নিকট হইতে যে শত শত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদয়ের সাররূপে ইহা উদ্ধৃত হইল। রাজন্! সুরাসুরগণ যেমন সাগর মন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পুরাকালে বিপ্রগণ এই কথামৃত উদ্ধৃত করেন। যে মানব একান্ত সমাহিত ও মোক্ষপথারূঢ় হইয়া নিয়ত ইহা পঠন বা শ্রবণ করিবেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করত চন্দ্রপ্রভ নর দেহ ধারণ-পূর্ব্বক সহস্রার্চ্চি-সমন্বিত পরম দেবে প্রবিষ্ট হইবেন সংশয় নাই। আর্ত্ত ব্যক্তি আদ্যোপান্ত এই কথা শ্রবণ করিলে রোগ হইতে মুক্ত হয়, জিজ্ঞাসু মানব অভীষ্ট ফল লাভ করে, ভক্ত নিজ গন্তব্যগতি প্রাপ্ত হয়। রাজন্! তুমিও সতত পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে, তিনিই সমস্ত জগতের পিতা, মাতা এবং গুরু। হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! মহাবুদ্ধি জনার্দ্দন সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই উৎকৃষ্ট আখ্যান শ্রবণ করিয়া সকলেই নারায়ণ-পরায়ণ হইলেন। হে ভারত! 'সেই ভগবানেরই জয় হইল' সকলে জপপরায়ণ হইয়া নিয়ত এই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আমাদিগের গুরু মহামুনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নারায়ণ নাম উচ্চারণ করত পরম জপ্য-মন্ত্র জপ করিলেন। তিনি অন্তরীক্ষ হইতে অমৃতাশয় ক্ষীর সাগরে গমন-পূর্ব্বক দেবেশ্বরকে পূজা করত স্বীয় আশ্রমে পুনরায় আগমন করিতেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই নারদোক্ত উৎকৃষ্ট আখ্যান তোমার নিকট সমুদয়ই কীর্ত্তিত হইল; ইহা পরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বে পিতা আমাকে এই উপাখ্যান কহিয়াছিলেন।

সূত কহিলেন, বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত এই সমস্ত বিষয় কথিত হইল, জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া যথাবিধি আচরণ করিয়াছিলেন। হে নৈমিষারণ্য-বাসি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলেই তপস্যা ও ব্রতাচরণ করিয়াছেন, সকলেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখ্য বলিয়া শৌনকের মহাসত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, এক্ষণে সকলেই হোম এবং

যজ্ঞ-দ্বারা শাশ্বত পরমেশ্বরের পূজা করুন। এই পরম্পরা প্রচলিত আখ্যান পুরাকালে পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন।

নারায়ণীয়ে একোনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩৯।

শৌনক কহিলেন, হে সূত! সেই দেব সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর হইয়া কি প্রকারে যজ্ঞ করেন? তিনি বেদকর্ত্তা হইয়া কিপ্রকারে বেদ-বেদাঙ্গ-বেত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন? সেই ক্ষমাবান্ নিখিল সামর্থ্যবান্ ভগবান্ নিবৃত্তিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনিই আবার নিবৃত্তি-ধর্ম্মের বিধানও করেন এবং কিপ্রকারে দেবতাদিগকে প্রবৃত্তি-ধর্ম্মে ভাগার্হ করিয়াছেন, আর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উভয়ে কি প্রকারে তাঁহাতে অবস্থিত হইল? তুমি ধর্ম্ম-সংহিতা সকল শ্রবণ করিয়াছ, অতএব আমাদিগের এই গুহ্যতম নিত্য-সংশয় ছেদন কর।

সৌতি বলিলেন, হে শৌনকোত্তম! ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নকে রাজা জনমেজয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি এই পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। এই দেহিগণের অন্তরাত্মার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ জনমেজয় বৈশম্পায়নকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই সব্রহ্ম সসুরাসুর সমানব লোক সমুদয় অভ্যুদয়োক্ত ক্রিয়া সকলে সর্ব্বতোভাবে সংশক্ত আছেন দেখা যাইতেছে। আপনি বলিলেন, নির্ব্বাণ-মোক্ষই পরম সুখ; ইহলোকে পুণ্য-পাপ-বিবর্জ্জিত হইয়া যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই সেই সহস্রার্চ্চিষ অর্থাৎ অনন্ত চিদ্রূপ দেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন, ইহাই আমরা শ্রবণ করিয়াছি। এই পঞ্চ বিধ জ্ঞান প্রতিপাদ্য মোক্ষধর্ম্ম একান্ত দুরনুষ্ঠেয়, দেবতারা যাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হব্য কব্য ভোজী হইয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠান করা কত কঠিন ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, ব্রহ্মা, রুদ্র, বলারাতি দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্য, তারাপতি, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, আকাশ, স্বর্গ ও ভূলোক এবং অবশিষ্ট যে সমুদয় অসংখ্য দেবগণ আছেন, তাঁহারা আত্ম-পরিনির্ম্মিত প্রলয়ের অনভিজ্ঞ। এই হেতু যাঁহারা কাল পরিমাণ স্মৃতি ও প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা শাশ্বত অব্যয় ও অক্ষয় নিবৃত্তি-মার্গ আশ্রয় করেন নাই; ক্রিয়াবান্ মানবগণের কাল পরিমাণে মহান্ দোষ হয়। হে বিপ্র! মদীয় হৃদয়ে এই সংশয় শল্যের ন্যায় অর্পিত রহিয়াছে, তুমি ইতিহাস কথন-নিবন্ধন তাহা ছেদন কর, এবিষয়ে আমার অতিশয় কৌতুহল রহিয়াছে। হে দ্বিজবর! যজ্ঞকালে দেবগণ কেন ভাগহররূপে উক্ত হইয়াছেন? কি নিমিত্ত সুরগণ অধ্বরে পূজিত হয়েন? হে দ্বিজসত্তম! যজ্ঞস্থলে যাঁহারা ভাগ গ্রহণ করেন, তাঁহারা মহাযজ্ঞ-দ্বারা যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কাহাকে যজ্ঞ ভাগ প্রদান করিয়া থাকেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনেশ্বর! তুমি অতিগূঢ়তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যিনি তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও পুরাণ শ্রবণ করেন নাই, তিনি সহসা ইহার উত্তর করিতে সমর্থ নহেন। পুরাকালে আমিও এই বিষয় আমাদিগের গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। সিদ্ধ চারণ-সেবিত রমণীয় গিরি-গরিষ্ঠ সুমেরু শৈলের উপরিভাগে মহর্ষি বেদব্যাসের সুমন্ত, জৈমিনি, দৃঢ়ব্রত পৈল, আমি ও শুকদেব এই পাঁচজন শিষ্য ছিলাম, তিনি এই সমস্ত সমাগত দমান্বিত শৌচাচার-নিরত জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় পঞ্চ শিষ্যকে চতুর্ব্বেদ ও পঞ্চমবেদ মহাভারত অধ্যাপনা করিতেন। আমরা শিষ্যগণ বেদাভ্যাস করিতে থাকিলে, কদাচিৎ আমাদিগের সংশয়

হইয়াছিল, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমরাও গুরুর নিকট তাহাই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। অতএব হে ভারত! গুরু মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিব।

নিখিল অজ্ঞান-তমোহর পরাশর-তনয় শ্রীমান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে সত্তম সকল! আমি পরম দারুণ সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলাম, এই জন্য ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয় সমুদয় আমার অবিদিত নাই। আমি তপস্যা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছিলাম, সুতরাং নারায়ণ প্রসাদে ক্ষীরোদ সাগরের তট নিকটে আমার অভিলষিত এই ত্রৈকালিক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, অতএব তোমাদিগের সংশয়ের বিষয় যথান্যায়ে উত্তমরূপে কহিতেছি, তোমরা সকলে শ্রবণ কর। সৃষ্টি প্রারম্ভে যাহা ঘটিয়াছিল, আমি জ্ঞাননেত্র-দ্বারা তাহা দর্শন করিয়াছি।

সাংখ্য-যোগবিৎ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা কহেন, তিনি স্বীয় কর্ম্ম-দ্বারা মহাপুরুষ সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহা হইতে অব্যক্ত প্রসূত হয়, পণ্ডিতেরা ঐ অব্যক্তকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান করেন। অব্যক্ত ঈশ্বর হইতে লোক সৃষ্টির নিমিত্ত ব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছিল; লোকে তাঁহাকেই অনিরুদ্ধ ও মহান্ আত্মা কহিয়া থাকে। যিনি ব্যক্ত হইয়া পিতামহকে নির্ম্মাণ করেন, সেই সর্ব্বতেজোময়কেই অহঙ্কার বলা যায়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চবিধ পঞ্চ মহাভূত অহঙ্কার হইতে প্রসূত হয়। তিনি মহাভূত-সমুদয়কে সৃজন করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগের গুণ-সকলের নির্ম্মাণ করেন। ভূত-সমুদয় হইতে যাঁহারা মূর্ত্তিমন্ত-রূপে নিষ্পন্ন হয়েন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর।

মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মহাত্মা বশিষ্ঠ এবং স্বায়ম্ভুব মনু এই আট জনকে অষ্ট প্রকৃতি জানিবে; যেহেতু অষ্ট প্রকৃতিতে লোক-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক সকলের সিদ্ধির নিমিত্ত বেদবেদাঙ্গ-সংযুক্ত এবং যজ্ঞাঙ্গ-সমন্বিত যজ্ঞ-সমুদয় নির্ম্মাণ করেন। অষ্ট প্রকৃতি হইতে এই সমস্ত জগৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। রোষাত্মক রুদ্র জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি স্বয়ং আর দশ রুদ্রের সৃজন করেন; সমুদয়ে একাদশ রুদ্র বিকার পুরুষ-রূপে স্মৃত হয়েন। সেই সমস্ত রুদ্রগণ, প্রকৃতি ও দেবর্ষি-সকল উৎপন্ন হইয়া লোক সকলের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হয়েন; উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে পিতামহ! আপনি প্রভবিষ্ণু হইয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যাহাকে যে অধিকারে বর্ত্তমান থাকিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। আপনি যে অর্থ-চিন্তা-বিষয়ক অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাহঙ্কার-কর্ত্তা তাহা কিপ্রকারে পরিপালন করিবেন? অধিকার বিষয়ে কে চিন্তা করিবে এবং তাহার বল কিরূপ হইবে, আপনি তাহা আদেশ করুন। মহাদেব প্রজাপতি এইরূপ কথিত হইয়া সেই সমস্ত দেবগণকে বক্ষ্যমাণ বিধ কহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা আমার নিকট উত্তম বিজ্ঞাপন করিয়াছ, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা যেরূপ ভাবিয়াছ, আমারও তাদৃশী চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত লোকত্রয়কে কিরূপে ধারণ করা কর্ত্তব্য, তোমাদিগের ও আমার কিরূপে বল হানি না হয়, তদ্বিষয় জানিবার জন্য চল এস্থান হইতে গমন-পূর্ব্বক আমরা সকলেই সেই লোকসাক্ষী অব্যক্ত মহাপুরুষের শরণাপন্ন হই; তিনি আমাদিগের যাহা হিতকর হয়, তাহাই উপদেশ দিবেন।

অনন্তর, সেই লোকহিতৈষী ঋষিগণ ও বিবুধ-সকল ব্রহ্মার সহিত ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর-কূলে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা ব্রহ্মোক্ত-বেদ-কল্পিত তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

সেই সুদারুণ তপশ্চরণ মহানিয়ম নামে প্রথিত হইল। তাঁহারা ঊর্দ্ধদৃষ্টি ঊর্দ্ধবাহু ও একাগ্রচিত্ত হইলেন; সকলেই একপদে অবস্থান করত কাষ্ঠ-প্রায় সমাহিত হইয়া রহিলেন। এইরূপে তাঁহারা দেব-পরিমাণে সহস্র বর্ষ নিতান্ত দারুণ তপস্যা করিয়া বেদবেদাঙ্গ-ভূষিতা মধুরা বাণী শ্রবণ করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বিধাতৃপ্রমুখ দেবগণ! হে তপোধনগণ! তোমাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসানন্তর উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করাইতেছি; তোমাদিগের কার্য্য আমার বিজ্ঞাত হইয়াছে। উক্ত কার্য্য অতিবৃহৎ এবং লোকহিতকর, তোমাদিগের প্রাণ-বায়ুর পরিপুষ্টিকর প্রবৃত্তিযুক্ত উক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য। হে দেবগণ! আমার আরাধনা কামনা-হেতু তোমরা উত্তম তপস্যা করিয়াছ। হে মহাসত্ত্ব সকল! তোমরা এই তপস্যার মহৎ ফল ভোগ করিবে। এই লোকগুরু লোক-পিতামহ মহানুভাব বিধাতা এবং বিবুধবর তোমরা সকলে সমাহিত হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং সকলেই যজ্ঞেতে আমার নিত্য ভাগ কল্পনা কর যে, যে অধিকারে ঈশ্বর হইবে এবং তাহাতে যেরূপে শ্রেয় হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং বেদ-বিহিত বিধি অনুসারে বৈষ্ণব অধ্বর আহরণ করিলেন। সেই সত্রে ব্রহ্মা স্বয়ং নিত্য ভাগ কল্পনা করিলেন এবং দেবগণ ও দেবর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ স্থির করিতে লাগিলেন। সেই সত্যযুগ-ধর্ম্মবিশিষ্ট পরম সংকৃত ভাগ-সমুদয় আদিত্যবর্ণ তমোগুণের অতীত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্রগামী বরদ পুরুষ প্রভু ঈশান দেবের নিকট উপস্থিত হইল। অনন্তর, সেই অশরীর আকাশস্থ বরদাতা দেব মহেশ্বর সেই সমস্ত অবস্থিত অমরগণকে এই কথা বলিলেন যে, যিনি যে ভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই কল্পিত ভাগ-সকল তৎ তৎ রূপে আমার নিকটে উপনীত হইয়াছে, অতএব আমি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আবৃত্তি-লক্ষণ ফল প্রদান করিব। হে দেবগণ! তোমাদিগের সম্বন্ধে মৎ প্রসাদ-সমুদ্ভব এই লক্ষণ হইবে যে, তোমরা যুগে যুগে প্রভূত দক্ষিণা-সম্পন্ন যজ্ঞ-দ্বারা যজন করত প্রবৃত্তি-ফলভাগী হইবে। যে সমস্ত সুরগণ অথবা নরগণ সর্ব্বলোক-মধ্যে যজ্ঞ দ্বারা যজন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা তোমাদিগের নিমিত্ত বেদ-কল্পিত ভাগ সমুদয় কল্পনা করিবেন। এই মহাযজ্ঞে যিনি আমার যে প্রকার ভাগকল্পনা করিয়াছেন, আমি বেদসূত্রে তাঁহাকে তাদৃশ যজ্ঞ-ভাগার্হ করিয়াছি; অতএব তোমরা লোক-মধ্যে স্বাধিকারে অধিষ্ঠিত, যজ্ঞ-ভাগ-ফলোচিত এবং সর্ব্বার্থচিন্তক হইয়া লোক-সকলের উৎপাদন কর। যে সমস্ত ক্রিয়া প্রবৃত্তি-ফল-দ্বারা সংকৃত হইয়া প্রচারিত হইবে, সেই সমুদয় ক্রিয়া-দ্বারা তোমরা আপ্যায়িত ও বল-সম্পন্ন হইয়া লোক-সকলকে ধারণ করিবে। তোমাদিগের বিষয়ে আমার এই ভাবনা হইতেছে যে, তোমরা সমস্ত যজ্ঞে মানবগণ কর্ত্তৃক ভাবিত হইবে, পরে তোমরা আমাকে চিন্তা করিবে। এই নিমিত্ত বেদ-সমুদয় যজ্ঞ ও ওষধি-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে; ক্ষিতিতলে এই সমুদয় বেদ-প্রভৃতি সম্যক্ রূপে প্রযুক্ত হইলে দেবগণ প্রীতি লাভ করেন।

হে সুরশ্রেষ্ঠ সকল! যাবৎ কাল এই কল্প ক্ষয় না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত তোমাদিগের প্রবৃত্তি-গুণ কল্পিত নির্ম্মাণ মৎকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, অতএব তোমরা স্ব স্ব অধিকারে ঈশ্বর হইয়া লোকের হিত চিন্তা কর। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, এই সাত জন মানস হইতে নির্ম্মিত, ইহাঁরা বেদবিৎ ও প্রধান বেদাচার্য্য প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম-পরায়ণ প্রজাপতি-রূপে কল্পিত হইয়াছেন। ক্রিয়াবস্ত ব্যক্তিগণের এই সনাতন পথ ব্যক্ত হইয়াছে; সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন অনিরুদ্ধ লোকসর্গকর-রূপে উক্ত

হইয়াছেন। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সপ্তম ঋষিপ্রবর সনাতন ব্রহ্মার মানস-পুত্র-রূপে কথিত হয়েন। ইহাঁদিগের বিজ্ঞানোদয় স্বতঃ সম্ভূত; ইহাঁরা নিবৃত্তিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছেন। এই সাংখ্য-জ্ঞান-বিশারদ মুখ্য যোগবিদ্গণ ধর্ম্মশাস্ত্র-সকলের আচার্য্য ও মোক্ষ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। প্রথমত যে অব্যক্ত হইতে ত্রিগুণাত্মক মহৎ অহঙ্কার প্রসূত হইয়াছেন, তাঁহা হইতে যিনি পরতর তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে কল্পিত হইয়াছেন। সেই অহঙ্কার ক্রিয়াবান্ মানবগণের অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকের দুর্লভ পথ-স্বরূপ। যে জীব যে যে কর্ম্মে যে প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি-পথে সে সেই মহৎ ফল উপভোগ করে। এই লোকগুরু জগতের আদিকর্ত্তা প্রভাব-সম্পন্ন প্রজাপতি তোমাদিগের পিতা, মাতা এবং পিতামহ; ইনি মৎকর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া সর্ব্বভূতের বরপ্রদ হইবেন। ললাট হইতে সমুত্থিত যিনি রুদ্ররূপে ইহাঁর আত্মজ হইয়াছেন, ইনি ব্রহ্মার অনুশাসনে সর্ব্বভূত ধারণে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারে গমন করত যথাবিধি চিন্তা কর, সর্ব্বলোক-মধ্যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, বিলম্ব করিও না।

হে সুরোত্তমগণ! ইহ জন্মে পরমায়ুর কাল পরিমিত আছে, অতএব প্রাণিগণের কর্ম্ম ও গতির বিষয় নির্দ্দেশ কর। সম্প্রতি সকল কালের শ্রেষ্ঠ এই সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এই যুগে যজ্ঞিয় পশুগণ অহিংস্য থাকিবে, ইহার অন্যথা হইবে না। হে সুরগণ! এই সত্যযুগে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ চতুষ্পাৎ থাকিবে। অনন্তর, ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে বেদত্রয় বর্ত্তমান রহিবে, ধর্ম্মের চতুর্থ পাদ থাকিবে না। তদনন্তর, দ্বাপর নামে মিশ্রকাল আসিবে, সেই যুগে ধর্ম্ম দ্বিপদ-হীন হইবে। পরিশেষে তিষ্যনক্ষত্রে কলিযুগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম সর্ব্বত্র এক পাদে অবস্থান করিবেন।

লোকগুরু ভগবান্ এইরূপ কহিতে থাকিলে দেব ও দেবর্ষিগণ বলিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম যে কোন স্থানে গমন-পূর্ব্বক একপাদে অবস্থান করিলে তৎকালে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে সুরোত্তমগণ! কলিকালে যে স্থানে বেদ সকল যজ্ঞ সমুদয় তপস্যা সত্য ও দম অহিংসা-ধর্ম্ম-সংযুক্ত হইয়া প্রচারিত থাকিবে, তোমরা সেই স্থানে অবস্থান করিবে, তাহা হইলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ব্যাসদেব বলিলেন, ঋষিগণের সহিত দেবগণ ভগবৎ কর্ত্তৃক এইরূপে অনুশিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। সুরপুরবাসি ঋষিগণসহ দেবগণ গমন করিলে, একমাত্র ব্রহ্মা অনিরুদ্ধ তনুতে অধিষ্ঠিত সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিবার অভিলাষী হইয়া অবস্থিত রহিলেন। ভগবান্ কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড ধারণ এবং সাঙ্গ-বেদ সমুদয় আবৃত্তি করত সুমহৎ হয়-শিরা মূর্ত্তি প্রকটন-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। লোককর্ত্তা প্রভাবশালী প্রজাপতি সেই অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন অশ্বশিরা দেবকে দর্শন করিয়া লোক সকলের হিত-কামনাহেতু সেই বরদাতাকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান্ তখন বিধাতার সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে এই বক্ষ্যমাণ বাক্য শ্রবণ করাইলেন।

ভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি লোক সকলের কার্য্য ও গতি সমুদয় যথাবিধি চিন্তা কর, তুমি সমস্ত ভূতের বিধাতা, তুমিই জগতের গুরু এবং প্রভু, আমি তোমার প্রতি ভার-সমর্পণ করিয়া প্রকৃত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আছি। যৎকালে সুরকার্য্য তোমার অবিসহ্য হইবে, তখন আমি আত্ম-জ্ঞান ও উপায় অনুসারে প্রাদুর্ভূত হইব। হয় শিরা এই প্রকার কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন,

ব্রহ্মাও তৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে নিজ-লোকে গমন করিলেন। হে মহাভাগ! এইরূপে এই সনাতন পদ্মনাভ যজ্ঞ সকলের অগ্রহর এবং নিত্যকাল যজ্ঞধারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি অক্ষয়-ধর্ম্মশালিগণের গতিরূপ নিবৃত্তি-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছেন এবং লোক সকলের বিচিত্রতা করিয়া প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম সমুদয়ের বিধান করিয়াছেন। তিনিই আদি, তিনিই ধ্যেয়, তিনিই কর্ত্তা ও তিনিই কার্য্য; তিনি যুগান্তকালে লোক সকলকে কুক্ষিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রসুপ্ত হয়েন এবং যুগ প্রারম্ভে প্রবুদ্ধ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তোমরা সকলে সেই দেবকে নমস্কার কর, তিনি নির্গুণ মহাত্মা অজ বিশ্বরূপ এবং স্বর্গবাসি সকলের ধাম স্বরূপ। তিনি মহাভূতগণের অধিপতি রুদ্রগণের পতি, আদিত্য-পতি ও বসুগণের পতি। তিনি অশ্বিনী-কুমার যুগলের পতি, মরুদ্গণের পতি, বেদ যজ্ঞাদি পতি এবং বেদাঙ্গ পতি। তিনি নিয়ত সমুদ্রবাসী হরি এবং মুঞ্জকেশী, তিনি শান্ত সর্ব্বভূতের মোক্ষধর্ম্মানুভাষী, তিনি তপস্যা তেজ ও যশের পতি, বাক্যের পতি ও সরিৎপতি। তিনি কপর্দ্দী, বরাহ, একশৃঙ্গ, ধীমান্, বিবস্বান্, অশ্বশিরা, চতুর্মূর্ত্তিধারী, সতত গুহ্য, জ্ঞান-দৃশ্য, অক্ষর এবং ক্ষর-স্বরূপ। এই সর্ব্বত্র গমন-শীল অব্যয় দেব সঞ্চরণ করিতেছেন, ইনিই বিজ্ঞান-নয়ন-দ্বারা জ্ঞেয় পরব্রহ্ম, এইরূপে ইহাঁকে আমি পুরাকালে জ্ঞান-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। হে শিষ্যগণ! তোমরা জিজ্ঞাসা করায় যথার্থরূপে তৎসমুদয় কথিত হইল, এক্ষণে আমার বাক্য প্রতি-পালন কর, ঈশ্বর হরির সেবা কর, বেদধ্বনি-দ্বারা তাঁহার গান কর এবং যথাবিধি পূজা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ধীমান্ বেদব্যাস অস্ম-দাদি শিষ্য সকল এবং পরম-ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র শুকদেবকে এইরূপ বলিলেন। মহারাজ! উপাধ্যায় আমা-দিগের সহিত চতুর্ব্বেদোদ্গাত ঋক্-মন্ত্র-দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাজন্! পুরাকালে গুরু দ্বৈপায়ন আমাকে যাহা কহিয়াছি-লেন, তোমার জিজ্ঞাসানুসারে এই ত সেই সমুদয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব সমাহিত মতি হইয়া 'নমো ভগবতে' এই কথা বলিয়া এই বিষয় নিয়ত শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করে, সেই মতি-মান্ মানব বলরূপ-সমন্বিত এবং রোগ-হীন হয়। আতুর ব্যক্তি রোগ হইতে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। কামী কামনানুসারে কাম্য বিষয় লাভ করে এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদজ্ঞ, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য বিপুল লাভবান্ ও শূদ্র সুখী হইয়া থাকে। অপুত্র মানব পুত্র লাভ করে, কন্যা অভিলষিত পতি প্রাপ্ত হয়, লগ্ন-গর্ভা বিমুক্ত হয়, গর্ভিনী পুত্র প্রসব করে; বন্ধ্যা সমৃদ্ধি-শালী পুত্র পৌত্র প্রসব করিয়া থাকে, পথি মধ্যে ইহা যে পাঠ করে, সে নির্ব্বিঘ্নে পথ গমনে সমর্থ হয়। যিনি যাহা কামনা করেন, তিনি নিশ্চয় তাহা প্রাপ্ত হয়েন। এই মহর্ষির বিনিশ্চিত বচন এবং দেবর্ষি ও দেবগণের সমাগম-সমন্বিত মহাত্মা পুরু-ষোত্তমের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে ভক্তগণ পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

নারায়ণীয়ে চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম
অধ্যায় ॥ ৩৪০ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সশিষ্য বেদব্যাস যে সমস্ত বিবিধ নাম-দ্বারা মধুসূদনকে স্তুতি করিয়া-ছিলেন, আমি প্রজাপতি-পতি হরির সেই সমস্ত নামের নিরুক্ত অর্থাৎ নির্ব্বচন শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব যাহা শ্রবণ করিলে আমি নির্ম্মল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় পবিত্র হইব, আপনিই তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিবার উপযুক্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! প্রভাবশালী নারায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিজ সর্ব্বজ্ঞ-ত্বাদি গুণ ও জগৎ সৃষ্টি-প্রভৃতি কর্ম্ম জন্য নাম সমু-দয়ের নিরুক্ত যাহা কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন।

রাজন্! পরবীরহন্তা ধনঞ্জয় যে সমস্ত নাম-দ্বারা মহাত্মা নারায়ণকে কীর্ত্তন করেন, সেই সমুদয়ের নিরুক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভূত-ভব্যেশ ভগবন্! হে সর্ব্বভূত সৃক্ অব্যয়! হে লোকধাম জগন্নাথ! হে লোকাভয় প্রদ! হে দেব! মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক তোমার যে সমুদয় নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং বেদ ও পুরাণ-মধ্যে কর্ম্ম-বশত যে সকল নাম গুহ্য আছে, হে কেশব! আমি তোমার নিকট সেই সকল নামের নির্ব্বচন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো! তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহ এই সমস্ত নামের নিরুক্ত বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগ-শাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ-মধ্যে মহর্ষিগণ আমার বহুবিধ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন কোন নাম কর্ম্মজ সুতরাং গৌণ। অতএব হে অনঘ! তুমি প্রযত হইয়া মৎকর্ত্তৃক কথ্যমান সেই কর্ম্মজ নাম সকলের নিরুক্ত শ্রবণ কর।

হে তাত! পূর্ব্ব হইতে তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গরূপে স্মৃত হইয়াছ। বিশ্বাত্মা নির্গুণ অথচ গুণময় অতি-যশস্বী দেহিগণের অন্তরাত্মা সেই নারায়ণকে নমস্কার। যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেব যাঁহার ক্রোধ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন, তিনিই স্থাবর জঙ্গম সকলেরই উৎপত্তির কারণ। হে সাত্ত্বিক-প্রবর! প্রীতি, কাম্য, উদ্রেক, লঘুতা, সুখ, অকার্পণ্য, অসংরম্ভ, সন্তোষ, শ্রদ্ধধানতা, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, শৌচ, অক্রোধ, আর্জ্জব, সমতা, সত্য ও অনসূয়া এই অষ্টাদশ গুণকে সত্ত্ব কহে। আমার পরা প্রকৃতি এই অষ্টাদশগুণময়ী; এই প্রকৃতিই যোগবলে দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইনি ধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত কর্ম্ম-ফল-স্বরূপা, সত্যা অর্থাৎ অবাধিত চিন্মাত্র-স্বরূপা, অমরণ-ধর্ম্মশীলা, অজয্যা প্রকৃতিই লোক সকলের আত্মসংজ্ঞা-সমন্বিতা, সেই ধাতাদি-স্বরূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত সত্ত্ব হইতে সৃষ্টিপ্রলয়াদি বিক্রিয়া সমুদয় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তপস্যা যজ্ঞ যষ্টা পুরাণ পুরুষ বিরাট্, অনিরুদ্ধ রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহা হইতেই লোক সকলের উৎপত্তি ও লয় হয়। হে পদ্মনিভেক্ষণ! ব্রহ্মার রাত্রি অবসান হইলে সেই অমিত-তেজস্বি নারায়ণের প্রসাদে একটি পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; সেই পদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন, ব্রহ্মা তাঁহারই প্রসাদে জন্ম গ্রহণ করেন। দিবসের অবসানে সেই ক্রোধাবিষ্ট দেবের ললাট হইতে সংহারকারক রুদ্র নামক পুত্র উদ্ভূত হয়েন। এই দুই বিবুধবর ভগবানের প্রসাদ ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়েন এবং তদাদেশিত পথে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি ও সংহার করেন। সর্ব্ব-প্রাণীর বরপ্রদ ব্রহ্মা ও রুদ্র সৃষ্টি ও সংহার ব্যাপারে নিমিত্তমাত্র।

হে পাণ্ডবেয়! কপর্দ্দী, জটিল, মুণ্ড, শ্মশান-গৃহ-বাসী, উগ্রব্রতধর, পরম দারুণ যোগী, দক্ষ-যজ্ঞহর, ভগনেত্রহর রুদ্রকে যুগে যুগে নারায়ণ-স্বরূপ জ্ঞান করিবে। হে পৃথা-তনয়! সেই দেবদেব মহেশ্বর পূজ্যমান হইলে প্রভু নারায়ণ পূজিত হয়েন। হে পাণ্ডু নন্দন! আমি সমস্ত লোকের অন্তরাত্মা, অতএব আত্ম স্বরূপ রুদ্রকে অগ্রে পূজা করিয়া থাকি। বরদাতা ঈশ্বর শিবকে যদি আমি পূজা না করি, তবে আমার আত্মাকে কেহ পূজা করিবে না। লোক সকল মৎকৃত প্রমাণের অনুসরণ করিয়া থাকে, অতএব প্রমাণ সকলই পূজ্য এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে পূজা করি। যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে, সেই আমাকে জানে, যে তাঁহার অনুগত, সেই আমার অনুগত। হে কৌন্তেয়! রুদ্র এবং নারায়ণ দ্বিধাকৃত এক সত্ত্ব, সুতরাং সর্ব্বকার্য্যে ব্যক্তিস্থ হইয়া লোক-মধ্যে বিচরণ করেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! কোন ব্যক্তি আমাকে বর প্রদান

করিতে সমর্থ নহে, আমি মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া পুরাণ ঈশ্বর রুদ্রকে পুত্রের নিমিত্ত আপনিই আপনার আরাধনা করিয়াছিলাম। সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আত্ম-ভিন্ন অন্য কোন বিবুধকেই প্রণাম করেন না; এইহেতু আমি রুদ্রদেবকে ভজনা করি। ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্রসহ দেবগণ ও ঋষিগণ সুর-শ্রেষ্ঠ নারায়ণ হরিকে অর্চ্চনা করেন।

হে ভারত! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূতগণের অগ্রগণ্য বিষ্ণুই সকলের সেবনীয় এবং সতত পূজনীয়। হে কুন্তী-তনয়! হব্য-দাতা বিষ্ণুকে নমস্কার কর এবং শরণদ হরিকে নমস্কার কর, বরদাতা বিষ্ণুকে নমস্কার কর এবং হব্য কব্যভোক্তা ভগবান্‌কে প্রণাম কর। আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ জনগণই আমার ভক্ত, তন্মধ্যে যাঁহারা আত্ম-ভিন্ন অন্য দেবতার আরাধনা না করিয়া কেবল আমাতেই একান্ত নিষ্ঠ, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, সেই নিষ্কাম কর্ম্মকারি একান্ত ভক্তগণের আমিই আশ্রয়। অবশিষ্ট যে ত্রিবিধ ভক্ত আছে, তাহারা ফল কামনা করিয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের ধর্ম্ম চ্যুত হয়, এই জন্য তাহাদিগকে চ্যবন-ধর্ম্ম কহা যায়; আর যিনি প্রতিবুদ্ধ তিনিই শ্রেষ্ঠ। প্রবুদ্ধচর্য্য মানবগণ ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য নীলকণ্ঠ দেবগণকে সেবন করত আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। হে পার্থ! ভক্তের প্রতি আমার যে বিশেষ আছে, তোমার নিকট এই ত তাহা কীর্ত্তিত হইল। হে কৌন্তেয়! তুমি এবং আমি নর ও নারায়ণরূপে ভূভার অবতরণার্থ মানুষী-মূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। হে ভারত! আমি অধ্যাত্ম-যোগ জানি বলিয়া নিবৃত্তি লক্ষণ ও আভ্যুদয়িক ধর্ম্মরূপে স্মৃত হইয়াছি। একমাত্র নিত্য আমিই নরগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, এই জন্য আমার নাম নারায়ণ, অথবা জল সকলকে নার কহে, যেহেতু তাহারা নর হইতে প্রসূত, সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই নার সমুদয় আমার অয়ন ছিল; এই নিমিত্তই আমি নারায়ণ। আমি সূর্য্য-স্বরূপে কিরণ জাল-দ্বারা অখিল জগৎ আচ্ছন্ন করি এবং সমস্ত ভূত আমাতে অধিবাস করে, এই কারণে আমি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছি।

হে ভারত! আমি সর্ব্বভূতের গতি ও উৎপত্তির কারণ। হে পার্থ! দ্যুলোক ও ভূলোক মৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে, আমার কান্তিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যেহেতু আমার প্রভা-দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। হে ভারত! দিব্যাদিব্য সমস্ত প্রাণী অন্তকালে যাঁহাকে ইচ্ছা করে, আমিই সেই ব্রহ্ম। হে পার্থ! আমি ত্রিজগৎ আক্রমণ করিয়া আছি, এই নিমিত্ত বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছি। মানবগণ আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় দমন করত সিদ্ধি কামনা করে; এইহেতু দ্যুলোক, ভূলোক ও মধ্যলোকে আমাকে দামোদর কহে, অর্থাৎ দাম শব্দ দ্বারা দমন, এইরূপ অর্থ অভিহিত হয়, ইন্দ্রিয় দমনহেতু যাঁহা হইতে সর্গাদি লাভ হয়, তিনিই দামোদর। অন্ন, বেদ, জল ও অমৃত এই চতুষ্টয়কে প্রশ্নি কহে, এই সমুদয় সতত আমার উদরে বিদ্যমান রহিয়াছে; এই জন্য আমি প্রশ্নি-গর্ভ। ত্রিতকে কূপ-মধ্যে নিপাতিত দর্শনে 'হে প্রশ্নি গর্ভ! একত ও দ্বিত কর্ত্তৃক পাতিত ত্রিতকে রক্ষা কর' ঋষিগণ আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, অনন্তর, বিধাতৃ-তনয় ত্রিত 'প্রশ্নি-গর্ভ' এই নাম কীর্ত্তনহেতু কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। লোক সকলের তাপয়িতা তপন, অগ্নি এবং সোমের কিরণ সমুদয় যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা আমার কেশ-সংজ্ঞিত, এইহেতু সর্ব্বজ্ঞ দ্বিজ-সত্তমগণ আমাকে কেশব কহেন।

হে অর্জ্জুন! মহাত্মা উতথ্য-কর্ত্তৃক বৃহস্পতির পত্নীতে গর্ভ অর্পিত হইলে, দেবমায়া-বশত উতথ্য যখন অন্তর্হিত হইলেন, তৎকালে মহানুভাব বৃহস্পতি নিজ পত্নীর নিকটে উপস্থিত হয়েন। হে কৌন্তেয়! ঋষি-শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি মৈথুনের নিমিত্ত

পত্নীর সন্নিহিত হইলে, পঞ্চভূত-সমন্বিত গর্ভ কহিল, হে বরদ! আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে আগমন করিয়াছি, অতএব আপনি আমার অম্বাকে পীড়িত করিবেন না। বৃহস্পতি এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, আমি মৈথুনার্থ আগত হইয়া তোমা-কর্ত্তৃক যখন নিবারিত হইলাম, তখন তুমি আমার অভিসম্পাত-বশত অন্ধ হইবে, সংশয় নাই। ঋষি শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির শাপ-বশত সেই গর্ভ দীর্ঘতম প্রাপ্ত হইল, এই নিমিত্ত পুরাকালে সেই গর্ভ-সম্ভূত ঋষি দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সনাতন বেদ-চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া আনুপূর্ব্বিক বিধিক্রমে আমার এই গুহ্যতম কেশব নাম পুনঃ পুন প্রয়োগ করিয়াছিলেন; এই নাম কীর্ত্তন-নিবন্ধন তিনি চক্ষুষ্মান্ হয়েন এবং তজ্জন্য গোতম নামে খ্যাতি লাভ করেন।

হে অর্জ্জুন! এইরূপে আমার এই বরদ কেশব নাম প্রসিদ্ধ হয়, সমস্ত দেবগণ ও মহানুভাব ঋষিগণের তাপন এবং আপ্যায়ন-নিবন্ধন জাঠর অগ্নি অন্ন-স্বরূপ সোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক যোনিত্ব প্রাপ্ত হয়েন; তন্নিমিত্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ অগ্নি সোমময় হইয়াছে, বর্ত্তমান পুরাণেও অগ্নি এবং সোম এক-যোনি ও দেবগণ অগ্নিমুখ, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; এক যোনিত্ব প্রযুক্ত ইহাঁরা পরস্পর ভোক্তৃ ভোগ্য ভাব-সম্বলিত হইয়া লোক সকলকে ধারণ করিতেছেন।

নারায়ণীয়ে একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ॥৩৪১॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! অগ্নি ও সোম কি প্রকারে প্রথমত এক-যোনি হইয়াছিলেন, ইহাই আমার সংশয় হইতেছে; অতএব তুমি সেই সংশয় ছেদন কর।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! ভাল, আমি তোমার নিকট আত্ম-তেজে সমুদ্ভূত পুরাতন বিষয় বর্ণন করিতেছি, একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। প্রলয়কালে চতুর্যুগ সহস্রের অবসান অতিক্রান্ত এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূত অব্যক্তে প্রলীন, জগৎ অন্ধতমসাচ্ছন্ন, জ্যোতি, ধরণি ও বায়ু বিবর্জ্জিত এবং জলৈকার্ণব অর্থাৎ সলিলবৎ চৈতন্যমাত্র সমুদ্রসম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, আর একার্ণবের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বীয় মহিমায় অবস্থান করিলে, না রাত্রি, না দিবস, না প্রকৃতি, না শূন্য, না ব্যক্ত পরমাণু-প্রভৃতি না মায়া বিচিত্রিত অব্যক্ত, যখন কিছুই ছিল না; কেবল নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র ব্রহ্ম ব্যবস্থিত ছিলেন, এতাদৃশ অবস্থায় নারায়ণ গুণ ঐশ্বর্য্যাদির আশ্রয় অজর, অমর, অনিন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, অসম্ভব, সত্য, অহিংস্র, রত্নবৎ, ভাবরূপ, ললামভূত, বিবিধ প্রবৃত্তি বিশেষ, বৈরক্ষয়, মরণ, জরা ও মূর্ত্তি বিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকর্ত্তৃ, অনাদি তমঃ সন্নিধান হইতে চিদাত্মা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তিনিই অহং প্রত্যয় বিষয় অব্যয় হরি। এবিষয়ে শ্রুতি নিদর্শন এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না, সৎ ছিল না এবং অসৎও ছিল না, কেবল বিশ্বরূপ তম ছিল; সেই তমই বিশ্বরূপের রজনী, ভাষ্য মধ্যে এইরূপ অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই তমঃ সম্ভূত ব্রহ্ম-যোনি পুরুষ ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব হইলে সেই পুরুষ অর্থাৎ হরি প্রজাগণের সৃজন করিবার ইচ্ছা করত নেত্র যুগল হইতে অগ্নি ও সোমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর, ভূত সকলের উৎপত্তি হইলে ক্রমে ক্রমে প্রজাগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রূপে উৎপন্ন হইল। যিনি সোম, তিনিই ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্ম তিনিই ব্রাহ্মণ, যিনি অগ্নি তিনিই ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ বলবত্তর; লোক প্রত্যক্ষ গুণই ইহার কারণ, ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট জীব পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই। যিনি ব্রাহ্মণ-মুখে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দীপ্যমান অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত কহিতেছি, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক ভূত সর্গ নির্ব্বাহ হইয়াছে এবং তিনি ভূত সকলকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রৈলোক্য

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য প্রখ্যাপক মন্ত্রবাদও সিদ্ধ হইতেছে।

হে অগ্নে! তুমি যজ্ঞ সকলের হোতৃ স্বরূপ ঋত্বিক্; অতএব সমস্ত দেব, মনুষ্য ও জগতের হিতকর। এবিষয়ের প্রমাণ এই যে, হে অগ্নে! তুমি সমুদয় দেবতা মানব ও জগতের হিতকর, এইহেতু তুমি যজ্ঞ সমুদয়ের হোতা অর্থাৎ ঋত্বিক্-স্বরূপ। অগ্নিই যজ্ঞ সকলের হোতা, কর্ত্তা অর্থাৎ যজমান এবং সেই অগ্নিই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ব্যতিরেকে হোম হয় না, পুরুষ ব্যতিরেকে তপস্যা-সম্ভব নহে এবং হবি ও মন্ত্র সকলের সৎকার হয় না, আর অগ্নি ব্যতিরেকে দেবতা মনুষ্য ও ঋষিগণের সম্মান সম্ভবে না, এই নিমিত্ত তুমি হোতৃ-স্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছ। মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ঋত্বিক্ অধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, যেহেতু ব্রাহ্মণেরই যাজন বিহিত হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি হইলেও তাঁহাদিগের যাজন বিহিত নহে, অতএব ব্রাহ্মণগণ অগ্নিস্বরূপ হইয়া যজ্ঞ সমুদয় বহন করেন। সেই যজ্ঞ সকল দেবগণের তৃপ্তি-সাধন করে; দেবতারা যথাসময়ে বর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবী পালন করিয়া থাকেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে বিদ্বান, ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান করেন, তিনি সমিদ্ধ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। এইরূপে অগ্নিস্বরূপ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ অগ্নির উদ্ভাবন করেন, সর্ব্বব্যাপী অগ্নি বিষ্ণুরূপে সর্ব্ব শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবগণের প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন। অপিচ, এবিষয়ে সনৎকুমার কর্ত্তৃক গীত শ্লোক সকল এই যে, সকলের আদি ব্রহ্মা, পূর্ব্বে এই নিরবকৃত অর্থাৎ নির্জ্জঞ্জাল বিশ্ব সৃজন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মযোনি অমরগণ বেদধ্বনি দ্বারা স্বর্গে গমন করেন, ব্রাহ্মণগণের মতি, বাক্য, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা, তপস্যা ও বাক্যামৃত শৈক্য অর্থাৎ শিকের ন্যায় স্বর্গ ও মহীমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সত্য হইতে পরম-ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। মাতার সমান গুরু নাই, ইহ পরলোকে বিভূতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যাহাদিগের রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ বৃত্তিহীন হইয়া বাস করেন, তাহাদিগের উক্ষা অর্থাৎ বৃষভ অথবা বাহ সকল বহন করে না, গর্গর অর্থাৎ দধি, ইক্ষু ও তৈলাদি নিষ্পীড়ন যন্ত্র দধি প্রভৃতির সম্প্রদান বিষয়ে মথিত হয় না, সেই নৃপতিগণ অপহৃত অর্থাৎ কৃষি বর্জ্জিত হইয়া বিনষ্ট ও দস্যুপ্রায় হইয়া থাকে।

বেদ, পুরাণ এবং ইতিহাস প্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণগণ নারায়ণের মুখ হইতে উৎপন্ন হয়েন; তাঁহারাই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বকর্ত্তা এবং সর্ব্বসত্ত্ব-স্বরূপ। সেই বরপ্রদ দেবদেবের বাক্-সংযম-কালে ব্রাহ্মণেরাই প্রথমত প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং ব্রাহ্মণগণ হইতে অবশিষ্ট বর্ণ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে সুরাসুর সমুদয় হইতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণকে আমি যখন স্বয়ং উৎপাদন করিয়াছি, তখন ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক সুরাসুর মহর্ষি-প্রভৃতি স্থাপিত ও নিগৃহীত হইয়াছে। অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করায় গৌতমের শাপে দেবরাজ ইন্দ্র হরিশ্মশ্রু হইয়াছেন। কৌশিকের নিমিত্ত পুরন্দর মুষ্কহীন হইয়া মেষবৃষণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের গ্রহ-প্রতিষেধার্থ বজ্রোদ্যতকর পাকশাসনের বাহুযুগল চ্যবন-কর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়াছিল। যজ্ঞবিঘাত-হেতু জাতক্রোধ দক্ষ ভূয়োভূয় তপস্যা-দ্বারা আত্ম-সংযোজনা-পূর্ব্বক ত্রিপুরাসুর বধের নিমিত্ত রুদ্রদেবের ললাট হইতে নেত্রাকৃতি অন্য শক্তির উৎপাদন করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য দীক্ষার্থ সন্নিহিত রুদ্রের মস্তক হইতে জটা-সকল কর্ত্তন-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই নিক্ষিপ্ত জটা-সকল হইতে ভুজঙ্গগণ প্রাদুর্ভূত হয়; সেই ভুজঙ্গগণ-কর্ত্তৃক পীড্যমান হওয়ায় মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়াছে, আর পূর্ব্বকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণের হস্ত-দ্বারা গ্রহণ-হেতু রুদ্রদেব নীলকণ্ঠ হয়েন। অমৃতোৎপাদনার্থ পুরশ্চরণ করিবার কারণ অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সলিল সকলকে স্পর্শ করিলেও তাহারা প্রসন্ন হইল না, সুতরাং বৃহস্পতি

জলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি স্পর্শ করিলেও যখন তোমরা কলুষ রহিলে, কোন রূপে প্রসন্ন হইলে না, তন্নিমিত্ত অদ্য হইতে মৎস্য মকর কচ্ছপ-প্রভৃতি জল-জন্তু-সকল-দ্বারা কলুষ হও। বৃহস্পতি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিলে, তদবধি সলিল-সকল জল-জন্তুগণ-দ্বারা সংকীর্ণ হইল।

ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন; তিনি অসুরগণের ভাগিনেয় হইয়াও সুরগণকে প্রত্যক্ষ ও অসুরদিগকে পরোক্ষে ভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর, অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে পুরঃসর করিয়া নিজ ভগিনী বিশ্বরূপ-জননীর নিকটে গমনপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিল; বলিল, ভগিনি! তোমার এই পুত্র ত্বষ্টৃ-তনয় ত্রিশিরা বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়াছেন, ইনি দেবগণকে প্রত্যক্ষে এবং আমাদিগকে পরোক্ষে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত ত্রিদশগণ বর্দ্ধিত এবং আমরা ক্ষীণ হইতেছি, অতএব তুমি ইহাঁকে এবিষয়ে নিবারণ কর এবং যেরূপে ইনি আমাদিগের বশীভূত হয়েন, তাহার আদেশ কর।

অনন্তর, বিশ্বরূপের জননী নন্দনবনে উপনীত নিজ তনয়কে কহিলেন, বৎস! তুমি কেন পরপক্ষ বর্দ্ধন হইয়া মাতুল-পক্ষ বিনষ্ট করিতেছ? তোমার এরূপ করা উচিত নহে। বিশ্বরূপ জননীর বাক্য অনতিক্রমণীয়, ইহা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে পূজা করত হিরণ্যকশিপুর নিকটে গমন করিলেন। হিরণ্যগর্ভ-সম্ভূত বশিষ্ঠ হইতে হিরণ্যকশিপু শাপগ্রস্ত হইয়াছিল; সেই শাপ এই যে, যেহেতু তুমি অন্য হোতাকে বরণ করিয়াছ, তন্নিমিত্ত যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তুমি অপূর্ব্বসত্ত্ব হইতে নিধন প্রাপ্ত হইবে, সেই শাপ-নিবন্ধন হিরণ্যকশিপু বধ প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর, বিশ্বরূপ মাতৃ পক্ষ বর্দ্ধনার্থ ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিয়ম ভঙ্গার্থ দেবরাজ অনেকানেক সুন্দরী অপ্সরাকে নিযুক্ত করেন। সেই অপ্সরোগণকে দেখিয়া বিশ্বরূপের মন ক্ষুভিত হইল, অচিরকাল মধ্যে তিনি তাহাদের প্রতি আসক্ত হইলেন। অপ্সরোগণ তাঁহাকে অনুরক্ত জানিয়া বলিল, আমরা যে স্থান হইতে আসিয়াছি, তথায় গমন করি। বিশ্বরূপ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে? আমার সহবাস কর, শ্রেয় হইবে। অপ্সরোগণ তাঁহাকে বলিল, আমরা দেব-পত্নী অপ্সরা, বরদাতা দেবরাজ প্রভাবশালী ইন্দ্রকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছি। অনন্তর, বিশ্বরূপ তাহাদিগকে বলিলেন, অদ্যই ইন্দ্রাদি দেবগণের আর কোন প্রভাব থাকিবে না,—এই কথা বলিয়া তিনি মন্ত্র-জপ করিলেন; সেই মন্ত্র-দ্বারা ত্রিশিরা অতিশয় বর্দ্ধিত হইলেন। তিনি এক আস্য-দ্বারা সর্ব্বলোক-মধ্যে ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থলে যথাবৎ হুত সোম পান করিতে লাগিলেন। এক মুখে অন্ন গ্রহণ করিলেন এবং অন্য মুখ দ্বারা ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণকে ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন।

অনন্তর, ইন্দ্র তাঁহাকে বিশেষরূপে বর্দ্ধমান ও সোমপান-দ্বারা আপ্যায়িত সর্ব্বশরীর সন্দর্শনে দেবগণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন; তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, বিশ্বরূপ সমস্ত যজ্ঞে সুহুত সোম পান করিতেছে, আমরা সকলে যজ্ঞ ভাগ বিবর্জ্জিত হইয়াছি, অসুরগণ বর্দ্ধিত এবং আমরা ক্ষীণ হইতেছি; অতএব অতঃপর যাহাতে আমাদিগের শ্রেয় হয়, তাহা বিধান করা আপনার উচিত হইতেছে। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, ভৃগুবংশোদ্ভব মহর্ষি দধীচ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর এবং তিনি যে প্রকারে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহা বিধান কর। তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তদীয় অস্থি-দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ কর।

অনন্তর, ভগবান্ দধীচ ঋষি যে স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন

করিলেন; আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনকার তপস্যার কুশল? কোন বিঘ্ন নাই ত? দধীচ তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা সুখে আগমন করিয়াছেন? বলুন, কি করিতে হইবে? আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। তাঁহারা দধীচকে বলিলেন, লোক সকলের হিতের নিমিত্ত আপনকার শরীর পরিত্যাগ করা উচিত হইতেছে। অনন্তর, মহাযোগী দধীচ পূর্ব্ববৎ সমনস্ক এবং সুখ দুঃখে সম-জ্ঞান হইয়া আত্ম-সমাধান করত শরীর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আত্মা অপসৃত হইলে, ধাতা তদীয় অস্থি সংগ্রহ করিয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রাহ্মণাস্থি বিনির্ম্মিত অভেদ্য অনভিভবনীয় বিষ্ণু-প্রবিষ্ট বজ্র-দ্বারা বিশ্বরূপকে নিহত করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তক-ত্রয় ছেদন করিলে, তাহার গাত্র মথন-সম্ভব ত্বাষ্ট্রোৎপাদিত বৈরি বৃত্রকেও ইন্দ্র বধ করিলেন। সেই ব্রহ্মবধ্যা দ্বৈধীভূতা হইলে দেবরাজ ভয়-বশত দেবরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন; দেবরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সলিল-সম্ভবা শীতলা মানস-সরোবর-বাসিনী নলিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐশ্বর্য্যবলে অণুমাত্র হইয়া সেই নলিনীর মৃণাল-গ্রন্থি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

অনন্তর, ত্রৈলোক্যনাথ শচীপতি ব্রহ্মবধ্যা ভয়-বশত অনুদ্দিষ্ট হইলে জগৎ অনীশ্বর হইল। রজ এবং তমোগুণ দেবগণকে আক্রমণ করিয়া রহিল, মহর্ষিগণের মন্ত্র সকল নিষ্প্রভ হইল, রাক্ষসগণের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বেদ সকল উৎসন্ন হইয়া গেল, ইন্দ্র অভাবে লোক সকল দুর্ব্বল হওয়ায় অনায়াসে অভিভবনীয় হইল।

অনন্তর, দেবগণ ও ঋষিগণ আয়ুর পুত্র নহুষ নামক নৃপতিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নহুষ সর্ব্বভূত তেজোহর ললাটপট্টে জাজ্জল্যমান পঞ্চ শত জ্যোতিঃ-সমন্বিত হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, লোক-সকল প্রকৃতিস্থ হইল, সকলেই স্বস্থ ও হৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে নহুষ কহিলেন, শচী ব্যতীত শক্রোপভুক্ত সমস্ত বস্তুই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এই কথা বলিয়া শচীর সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে সুভগে! আমি দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র, অতএব তুমি আমাকে সেবা কর। শচী তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি স্বভাবত ধর্ম্মবৎসল বিশেষত চন্দ্রবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব পরপত্নীর পাতিব্রত্য নষ্ট করা তোমার উচিত নহে। নহুষ তাঁহাকে বলিলেন, আমি ইন্দ্রত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি, ইন্দ্রের রাজ্য ও ধন রত্ন অধিকার করিয়াছি; তুমি ইন্দ্রের উপভুক্তা অতএব তোমাকে উপভোগ করিলে আমার কোন অধর্ম্ম হইবে না। শচী তখন নহুষকে বলিলেন, আমার কোন অপরিসমাপ্ত ব্রত আছে, সেই ব্রত সমাপ্ত হইলে স্নান করিয়া কতিপয় দিনের মধ্যে তোমার নিকট গমন করিব। ইন্দ্রাণী এইরূপ কহিলে নহুষ তথা হইতে গমন করিলেন।

অনন্তর, নহুষ-ভয়ভীতা দুঃখ-শোকার্ত্তা শচী ভর্ত্তৃ দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া বৃহস্পতির নিকটে গমন করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে অতিশয় উদ্বিগ্না দর্শনে ধ্যানাবলম্বন-পূর্ব্বক ভর্ত্তৃ-কার্য্যে তৎপরা জানিয়া বলিলেন, এই পতিব্রত ও তপস্যা-সমন্বিত হইয়া বরদাত্রী দেবী উপশ্রুতিকে আহ্বান কর, তাহা হইলে তিনি তোমায় ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিয়া দিবেন। অনন্তর, শচী মহানিয়মবতী হইয়া বরদাত্রী দেবী উপশ্রুতিকে মন্ত্র-দ্বারা আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই উপশ্রুতি শচীর সমীপে আগমন করিলেন এবং বলিলেন, এই আমি তোমার আহ্বান অনুসারে নিকটে আসিয়াছি, কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? শচী তাঁহাকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ভগবতি! আপনি আমার পতিকে দেখাইয়া দিন, আপনি সত্য-স্বরূপা এবং পরম সত্যা। উপশ্রুতি তৎকালে শচীকে মানসসরোবরে

লইয়া গেলেন এবং তথায় মৃণাল-গ্রন্থিমধ্যে সূক্ষ্ম-ভাবে অবস্থিত ইন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন। ইন্দ্র নিজ পত্নীকে কৃশা ও মলিনা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়!! আমার একি দুঃখ উপস্থিত হইল! আমি অনুদ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও দুঃখার্ত্তা পত্নী আমার অন্বেষণ করিয়া অভিমুখে আগমন করিলেন!! ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, কেমন আছ? শচী ইন্দ্রকে বলিলেন, নহুষ আমাকে পত্নী করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে, আমি তাহার নিকটে কিয়ৎকালের জন্য অবসর লইয়াছি। ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নহুষের নিকটে গমন কর, তাহাকে বল যে, তুমি অপূর্ব্ব ঋষি-যুক্ত যানে আরোহণ করিয়া আমাকে উদ্বাহ কর। ইন্দ্রের নানাবিধ সুমহৎ বাহন-সমুদয় বিদ্যমান আছে, আমি আমার মনঃপ্রিয় সকল যানেই আরোহণ করিয়াছি, তুমি অন্য কোন নূতন যানে আরোহণ করিয়া আমার নিকটে আসিবে। ইন্দ্র এইরূপ কহিলে শচী হৃষ্টা হইয়া গমন করিলেন, ইন্দ্রও পুনরায় মৃণাল-গ্রন্থি-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

তদনন্তর, ইন্দ্রাণীকে অভ্যাগত দর্শনে নহুষ তাঁহাকে বলিলেন, তোমার সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে? শচী তখন শক্র যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। পরে নহুষ মহর্ষি-যুক্ত বাহনে অধিরূঢ় হইয়া শচীর সমীপে আসিতে লাগিলেন। অনন্তর, মৈত্রাবরুণি কুম্ভ-যোনি ঋষিবর অগস্ত্য দেখিলেন, নহুষ-কর্ত্তৃক সমস্ত মহর্ষিগণ ধিক্কৃত হইতেছেন, দেখিতে দেখিতে নহুষ তাঁহাকে পদ-দ্বারা স্পর্শ করিলেন।

অনন্তর, অগস্ত্য নহুষকে বলিলেন, রে অকার্য্য প্রবৃত্ত পাপাচার! তুই মহীতলে পতিত হ, যাবৎকাল ভূমি ও পর্ব্বত সকল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তুই সর্প হইয়া থাক্। নহুষ মহর্ষি বাক্যের সমকালেই সেই যান হইতে অধঃপতিত হইলেন; ত্রৈলোক্য পুনর্ব্বার ইন্দ্রশূন্য হইল। অনন্তর, দেবগণ ও ঋষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক অভিভূত ইন্দ্রকে পরিত্রাণ করা আপনকার উচিত হইতেছে। দেবতা ও ঋষিগণের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বরদাতা বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলিলেন, ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাহা হইলেই স্বপদ প্রাপ্ত হইবেন। দেব ও ঋষিগণ যখন ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না, তখন শচীকে কহিলেন, সুভগে! যাও ইন্দ্রকে আনয়ন কর। শচী পুনরায় সেই সরোবরের সন্নিধানে গমন করিলেন, ইন্দ্রও সেই সরোবর হইতে প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক বৃহস্পতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিমিত্ত অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ আহরণ করিলেন, সেই যজ্ঞে কৃষ্ণ-সারঙ্গ মেধ্য অশ্ব উৎসর্গ করিয়া তাহাকেই বাহন করত বৃহস্পতি সুরপতি ইন্দ্রকে স্বপদ প্রদান করিলেন। অনন্তর, সেই স্বর্গস্থ সুররাজ, দেব ও ঋষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং বনিতা, বহ্নি, বনস্পতি ও গো এই চারি স্থানে ব্রহ্মহত্যাকে বিভাগ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে ইন্দ্র ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়া বৈরি বধ করত স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুরাকালে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশ গঙ্গায় গমন করিয়া তাহা স্পর্শ করত ত্রিবিক্রম বিষ্ণু-কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়াছিলেন, ভরদ্বাজ পাণিতলে সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নারায়ণের বক্ষঃস্থলে তাড়না করায় তদবধি তাঁহার বক্ষঃস্থল চিহ্নযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগু-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অগ্নি সর্ব্বভক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অদিতি দেবগণের জন্য অন্ন পাক করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই অন্ন ভোজন করিয়া অসুরগণকে নিহত করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময় বুধ ব্রতাচরণ সমাপ্তি হইলে অদিতির নিকটে আগমন করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ‘দেবগণ অগ্রে এই অন্ন ভোজন করিবেন, অন্য কেহ তাহা ভোজন

করিতে পাইবে না ’ এই নিমিত্ত তিনি বুধকে ভিক্ষা দান করেন নাই। ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান-হেতু ব্রহ্ম-স্বরূপ বুধ রুষ্ট হইয়া অদিতিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, অদিতির উদরে ব্যথা হইবে। অণ্ড সংজ্ঞিত বিবস্বানের দ্বিতীয়বার জন্মকালে অণ্ডমাতা অদিতির সেই শাপ স্মরণ হয়, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধ দেব বিবস্বানের মার্ত্তণ্ড নাম হইয়াছিল।

দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি কশ্যপকে ত্রয়োদশ, ধর্ম্মকে দশ, মনুকে দশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করেন। চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি দুহিতা দান করেন, তাঁহারা সকলেই সমান ও নক্ষত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। সকলে সমান হইলেও চন্দ্রমা রোহিণীর প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ ছিলেন, তন্নিমিত্ত অবশিষ্ট পত্নীরা ঈর্ষাবতী হইয়া পিতার নিকটে গমন পূর্ব্বক এই বিষয় নিবেদন করিলেন যে, ভগবন্ ! আমরা সকলেই তুল্য-প্রভা হইলেও রজনীনাথ রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি করেন।

দক্ষ কহিলেন, ‘যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিবে’ দক্ষের এই শাপ-বশত যক্ষ্মা দ্বিজরাজ সোমের শরীরে প্রবেশ করিল ; চন্দ্রমা যক্ষ্মাবিষ্ট হইয়া দক্ষের নিকটে গমন করিলেন। দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার কর না, তৎকালে ঋষিগণ চন্দ্রকে বলিলেন, তুমি যক্ষ্ম-দ্বারা ক্ষীণ হইতেছ ; অতএব পশ্চিম দিকে সমুদ্র-সন্নিধানে হিরণ্য সরোবর নামক তীর্থ আছে, তথায় গমন করিয়া আত্মাকে অভিষিক্ত কর।

অনন্তর, সুধাকর সেই হিরণ্য সরোবরের তীর্থে আগমন করিলেন, আগমন করিয়া, তথায় আত্ম সেচন অর্থাৎ স্নান করিয়া আপনাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন, সোম সেই তীর্থে অবভাসিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তদবধি তাহা প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে ; দক্ষ শাপ নিমিত্ত অদ্যাপি চন্দ্রমা অমাবস্যার মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিয়া পৌর্ণমাসীমাত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন। মেঘলেখা প্রতিচ্ছন্ন শরীর যাহা প্রদর্শন করেন, তাহা মেঘ-সদৃশ বর্ণ হইয়াছে ; তাঁহার নির্ম্মল অংশ শশকলঙ্ক-রূপে প্রকাশিত আছে। স্থূল-শিরা মহর্ষি সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তর দিগ্বিভাগে তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি তপস্যা করিতে থাকিলে সর্ব্বগন্ধবহ পবিত্র সমীরণ বহন করত তাঁহার শরীর স্পর্শ করেন, তিনি তপস্যা-দ্বারা তাপিত শরীর ও কৃশ হইয়াছিলেন, সুতরাং বায়ু-দ্বারা উপবীজ্যমান হইয়া হৃদয়ে পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার সেই অনিল-ব্যজনকৃত পরিতোষের চিহ্ন-স্বরূপ বনস্পতি-সকল পুষ্প শোভা প্রদর্শন করিল। মহর্ষি সেই বনস্পতি সকলকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, সকল সময়ে তোমরা পুষ্পবন্ত হইবে না।

পুরাকালে নারায়ণ লোক সকলের হিতের নিমিত্ত বড়বামুখ নামক মহর্ষি হইয়াছিলেন, তিনি সুমেরু-শৈলে তপস্যা করত সমুদ্রকে আহ্বান করেন, কিন্তু সমুদ্র তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়াও তন্নিকটে উপনীত হইলেন না, তজ্জন্য তিনি অমর্ষিত হইয়া নিজ গাত্রের উষ্মতা-দ্বারা সমুদ্রকে স্তিমিত জল করিলেন; স্বেদ প্রস্যন্দন-নিবন্ধন সমুদ্রের সলিল লবণাক্ত হইল, তিনি সমুদ্রকে কহিলেন, তুমি অপেয় হইবে, তোমার জল বড়বামুখ-দ্বারা পীয়মান হইলে, মধুর হইবে। অতএব অদ্যাপি সেই সমুদ্রের সলিল তদনুবর্ত্তি বড়বামুখ-দ্বারা পীত হইতেছে।

রুদ্রদেব হিমালয় শৈলের দুহিতা উমাকে কামনা করেন, তৎকালে মহর্ষি ভৃগু ও হিমবানের নিকটে আগমন-পূর্ব্বক বলিলেন, আমাকে এই কন্যা দান কর। হিমালয় তাঁহাকে বলিলেন, রুদ্র ইহাঁর অভিলষিত বর। ভৃগু তাঁহাকে উত্তর করিলেন, কন্যা প্রার্থনা করায় তুমি যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন তুমি অতঃপর আর রত্ন সকলের

ভাজন হইবে না। অদ্য হইতে ঋষি বচনানুসারে তোমার এই প্রকার অবস্থা হইল, অতএব ব্রাহ্মণগণের এবম্বিধ বিস্তর মাহাত্ম্য আছে।

ক্ষত্রিয় জাতিও ব্রাহ্মণের প্রসাদে শাশ্বতী ও অব্যয়া পৃথিবীকে পত্নীভাবে ভজনা করেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তেজ মিলিত হইয়া অগ্নীষোমীয় ব্রহ্মরূপে বিখ্যাত হয়েন, তৎকর্ত্তৃক এই জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে, সূর্য্য ও চন্দ্রমা পরমেশ্বরের চক্ষু, অংশু সমুদয় তাঁহার কেশ-স্বরূপে স্মৃত হইয়াছে, চন্দ্র ও সূর্য্য জগৎকে প্রবুদ্ধ এবং তাপিত করত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; ইহাঁরা বোধন ও তাপনহেতু জগতের হর্ষণ হইয়াছেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! অগ্নি ও সোমকৃত এই সমস্ত কর্ম্ম-দ্বারা আমি হৃষীকেশ নামে বিখ্যাত হইয়াছি; তাহার কারণ এই যে, চন্দ্র ও সূর্য্য জগৎকে হৃষ্ট করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে হৃষী বলে, তাঁহারাই অংশু অর্থাৎ আমার কেশ এই জন্য আমার হৃষীকেশ নাম স্মৃত হইয়াছে। আমি লোক সকলের নিয়ন্তা এই নিমিত্ত ঈশান; বরদাতা এইহেতু বরদ ও স্রষ্টা এই জন্য লোকভাবন নামে অভিহিত হইয়া থাকি। আর, 'ইলোপহূতা সহদিবা' ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি, এই নিমিত্ত অথবা আমার বর্ণ হরিণ্মণি-তুল্য, তন্নিমিত্ত 'হরি' এই নামে স্মৃত হইয়া থাকি। আমি লোকসকলের শ্রেষ্ঠধাম এবং অবাধিত সত্য ঋত স্বরূপ এই নিমিত্ত বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক ঋতধামা নামে কীর্ত্তিত হই। পুরাকালে জলমগ্না গো অর্থাৎ ধরণীকে ধারণ করিয়াছিলাম, এই জন্য দেবগণ আমাকে গোবিন্দ নামে স্তুতি করিয়া থাকেন। অবয়ব-হীন নিষ্কল অর্থাৎ নিরংশকে শিপি বলে, সেই শিপিরূপে যে কোন বস্তু আবিষ্ট রহিয়াছে, এই জন্য আমাকে শিপিবিষ্ট নামে স্মরণ করিয়া থাকে। যাস্ক ঋষি অব্যগ্র হইয়া অনেকানেক যজ্ঞে আমাকে শিপিবিষ্ট নামে স্তুতি করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত আমি 'শিপিবিষ্ট' এই গুহ্য নাম ধারণ করিয়াছি। উদার ধীশক্তি-সমন্বিত যাস্ক ঋষি আমাকে শিপিবিষ্ট এই নাম-দ্বারা স্তুতি করিয়া, আমার প্রসাদে বেদহরণ সময়ে পাতালতলে অন্তর্হিত নিরুক্ত লাভ করিয়াছিলেন। আমি সর্ব্বভূতের ক্ষেত্রজ্ঞ, সুতরাং কদাচ জন্ম গ্রহণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিব না, তন্নিমিত্ত অজ নামে অভিহিত হইয়া থাকি। পূর্ব্বে আমি কদাচ ক্ষুদ্র অথবা অশ্লীল বাক্য বলি নাই; সত্যা ও পরম সত্যা ব্রহ্মসুতা সরস্বতী দেবী সতত আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! সৎ ও অসৎ উভয়ই আমার আত্মাতে আবেশিত আছে, আমার নাভিকমল হইতে উত্থিত পদ্মই ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান; ঋষিগণ আমাকেই সত্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

হে ধনঞ্জয়! পূর্ব্বে আমি কখন সত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হই নাই, সৎ ব্রহ্ম তৎ সত্তা মৎকর্ত্তৃকই বিহিত হইয়াছে, ইহা বিদিত হইবে; আমার পূর্ব্বকালীন সত্তা ইহ জন্মেও বিদ্যমান আছে। আমি নিষ্কাম কর্ম্ম-সংযুক্ত সত্ত্বত অর্থাৎ সত্ত্ব-দ্বারা পালন করিয়া থাকি, আমি অকল্মষ অর্থাৎ আমার কোন পাপ নাই, পঞ্চ রাত্রাদি জ্ঞান-দ্বারা আমি দৃষ্ট হইয়া থাকি; এজন্য ঋষিগণ আমাকে সাত্বত বলিয়া থাকেন। আমি মহান্ কার্ষ্ণায়স অর্থাৎ লাঙ্গল-ফাল-রূপী হইয়া মেদিনী কর্ষণ করিয়া থাকি এবং আমার কৃষ্ণবর্ণ, হে অর্জ্জুন! এই নিমিত্ত আমার নাম কৃষ্ণ। আমি জলের সহিত ভূমি, বায়ুর সহিত আকাশ এবং তেজের সহিত বায়ুকে সংশ্লেষিত করিয়াছি অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের কুণ্ঠা অর্থাৎ মেলন বিষয়ে অসামর্থ্য বিনষ্ট করিয়াছি, এই হেতু আমার নাম বৈকুণ্ঠ। পরম নির্ব্বাণই ব্রহ্ম, তিনিই পরমধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়া থাকেন; সেই ধর্ম্ম হইতে আমি পূর্ব্বে কখন বিচ্যুত হই নাই, তন্নিমিত্ত আমার নাম অচ্যুত। পৃথিবী ও আকাশ এই উভয়ই বিশ্বতোমুখ বলিয়া বিশ্রুত আছে; তদুভয়ের সম্যক্ রূপে ধারণার্থ বেদশব্দার্থ-

চিন্তক বেদবিদ্ ব্যক্তিগণ আমাকে যথার্থ রূপে অধোক্ষজ অর্থাৎ জগল্লয়স্থিতি ও জন্মস্থান বলিয়া থাকেন। ঋষিগণ যজ্ঞশালার একদেশে অধোক্ষজ নামে আমার স্তুতি করেন। মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পৃথক্ পদ-দ্বারা অধোক্ষজ এই শব্দ উচ্চারিত হয়; সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ ব্যতিরেকে অধোক্ষজ শব্দের প্রতিপাদ্য অন্য কেহই নাই। জন্তুগণের প্রাণ ধারণ ঘৃতই আমার অগ্নিরূপের অর্চ্চি, এই জন্য অব্যগ্র বেদজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক আমি ঘৃতার্চ্চি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই তিন কর্ম্মজ ধাতু বিখ্যাত আছে, এই তিনকেই সংঘাত কহে; ধাতু ত্রিতয়-দ্বারা জন্তু বিধৃত হইয়া রহিয়াছে ধাতু ক্ষীণ হইলে জন্তুর ক্ষয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে ত্রিধাতু কহিয়া থাকে।

হে ভারত! লোক-মধ্যে ভগবান্ ধর্ম্ম বৃষরূপে বিখ্যাত আছেন; নিঘণ্ট, অর্থাৎ নাম সংগ্রহ পদ ব্যাখ্যান বিষয়ে আমাকে উত্তম বৃষ জানিবে। কপি শব্দে বরাহ ও শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্ম শব্দে বৃষ উক্ত হয়, তন্নিমিত্ত প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে বৃষাকপি কহেন। সুরাসুরগণ কোন কালেই আমার আদি, মধ্য, অন্ত, কিছুই জানেন না, এই নিমিত্ত আমি অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত রূপে প্রগীত হইয়া থাকি; আমি লোকসাক্ষী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। হে ধনঞ্জয়! আমি শুচি ও শ্রবণীয় বিষয় সমুদয় শ্রবণ করিয়া থাকি, পাপ সকল গ্রহণ করি না, এই জন্য আমার নাম শুচিশ্রবাঃ। পুরাকালে আমি আনন্দবর্দ্ধন একশৃঙ্গ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক এই বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমি একশৃঙ্গ নামে অভিহিত হই। তদ্রূপ আমি বরাহ-দেহ ধারণ করিলে আমার শরীরের স্থানত্রয় অর্থাৎ স্কন্ধ, পোত্র অর্থাৎ শূকরমুখাগ্র ও দন্ত উচ্চ হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি ত্রিককুদ নামে বিখ্যাত হইয়াছি। সাংখ্য-জ্ঞান-চিন্তক মহর্ষিগণ যে বিরিঞ্চ বলিয়া থাকেন, আমিই চেতন-নিবন্ধন সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃত্বরূপে সেই প্রজাপতি, অতএব বিরিঞ্চি নামে অভিহিত হইয়া থাকি। নিশ্চিত নিশ্চয় সাংখ্যমতাবলম্বি আচার্য্যগণ আমাকে বিদ্যাসহায়-বিশিষ্ট আদিত্যস্থ সনাতন কপিল কহিয়া থাকেন। দ্যুতিমান্ হিরণ্যগর্ভরূপে যিনি এই বেদ-মধ্যে স্তুত হয়েন এবং যোগিগণ যাহাকে নিয়ত পূজা করেন, এই ভূলোকে আমি তদ্রূপে স্মৃত হইয়াছি। বেদবিৎ ব্যক্তিগণ আমাকেই একবিংশতি সহস্র সংখ্যক ঋগ্বেদ এবং সহস্র শাখা সমন্বিত সামবেদ কহিয়া থাকেন; মদীয় ভক্ত দুর্লভ বিপ্রগণ আরণ্যক বেদমন্ত্রে আমাকেই গান করেন। যে যজুর্ব্বেদে একাধিক শত শাখা বিদ্যমান রহিয়াছে, যজুর্ব্বেদবিৎ ব্যক্তিগণের নিকটে আমি সেই যজুঃ স্বরূপে স্মৃত হইয়া আছি। পঞ্চ কল্প-সমন্বিত অথর্ব্ববেদ যাহা অভিচারাদি ক্রিয়াদ্বারা পরিবৃংহিত রহিয়াছে; অথর্ব্ববিৎ বিপ্রগণ আমাকেই সেই অথর্ব্বরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। যে সমুদয় শাখাভেদ এবং শাখা সমুদয়ে যে কোন গান আছে আর স্বর ও বর্ণের যে সকল উচ্চারণ তৎ সমুদয় আমিই করিয়াছি জানিবে।

হে পার্থ! হয়শিরা-রূপে যিনি বরপ্রদ হইয়া সমুদিত হয়েন, আমিই তদ্রূপে উত্তরভাগে ক্রম ও অক্ষর বিভাগ বিজ্ঞাত হইয়া থাকি। আমার প্রসাদে বামদেবাদিষ্ট ধ্যানমার্গ-দ্বারা মহানুভাব পাঞ্চাল মুনি সেই সনাতন ভূত হইতে ক্রম অর্থাৎ পদ-দ্বয়ের বিভাগ ও অক্ষরবিভাগ বিজ্ঞাত হয়েন। বাভ্রব্য গোত্র পাঞ্চাল মুনি নারায়ণের নিকট হইতে বর লাভ-পূর্ব্বক অনুত্তম যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমত ক্রম-পারগ-রূপে বিখ্যাত হয়েন। কণ্ডরীক-কুলোৎপন্ন গালব এবং প্রতাপবান্ নরপতি ব্রহ্মদত্ত অক্ষর-বিভাগ ও পদ-বিভাগ প্রণয়ন-পূর্ব্বক শিক্ষাশাস্ত্র নির্ম্মাণ করত জন্ম-মরণ-জনিত দুঃখ পুনঃপুন স্মরণ করিয়া সপ্ত-জন্মে মুখ,ত্ব-নিবন্ধন যোগ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হে কুরু-শার্দ্দূল কুন্তী-নন্দন! পুরাকালে আমি কোন কারণ-বশত ধর্ম্মের পুত্ররূপে প্রথিত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত ঋষিগণ আমাকে ধর্ম্মজ বলিয়া স্মরণ করেন। পূর্ব্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্ম যানে আরূঢ় হইয়া নর ও নারায়ণ অবিনাশি তপঃসাধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল, হে ভারত! সেই যজ্ঞে দক্ষ রুদ্রের ভাগ কল্পনা করে নাই, তন্নিমিত্ত দেবদেব রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দধীচির বচনানুসারে দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করেন। তিনি ক্রোধ-বশত মুহুর্মুহু প্রজ্বলিত শূলের সৃষ্টি করিলেন, সেই শূল সবিস্তর দক্ষযজ্ঞ ভস্মসাৎ করিয়া বদরিকাশ্রমে আমাদিগের সন্নিধানে আগমন করিল। হে পার্থ! সেই শূল মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল, নারায়ণের কেশ সকল সেই শূল তেজে আচ্ছন্ন হওয়ায় মুঞ্জবর্ণ হইয়াছিল, এই জন্য আমি মুঞ্জকেশ নাম ধারণ করিয়াছি।

অনন্তর, সেই শূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কার-দ্বারা পরাজিত ও আহত হইয়া শঙ্করের করে গমন করিল। শূল শিবের করস্থ হইলে রুদ্রদেব সেই তপস্যান্বিত নর, নারায়ণ ঋষি-দ্বয়ের নিকট ধাবিত হইলেন। রুদ্রদেব উড্ডীন হইয়া আগমন করিলে বিশ্বাত্মা নারায়ণ কর-দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ নারায়ণের কর সম্বন্ধ-নিবন্ধন রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হওয়ায় তদবধি তিনি শিতিকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর, নর রুদ্রের বিনাশার্থ ইষীকা উত্তোলন করিলেন এবং অবিলম্বে মন্ত্রপূত করায় তাহা অতিমহান্ পরশু হইল। সেই পরশু সহসা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র খণ্ড হইয়া গেল; পরশু খণ্ডনহেতু তদবধি আমি খণ্ড-পরশু নামে প্রসিদ্ধ হইলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃষ্ণিবংশ-নন্দন জনার্দ্দন! তদানীং এই ত্রৈলোক্যশমন সংগ্রামে কে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, রুদ্র ও নারায়ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হইল। যজ্ঞকালে পাবক শুভ্র ও সুন্দররূপে হুত হবি গ্রহণ করিল না; আত্মজ্ঞ ঋষিগণের সন্নিধানে বেদ সমুদয় প্রতিভাত হইল না। তৎকালে রজ ও তমোগুণ বেদ সকলে সমাবিষ্ট হইল। বসুধা কম্পিত এবং আকাশমণ্ডল বিভিন্ন হইয়া গেল, তেজঃ পদার্থ সকল নিষ্প্রভ এবং ব্রহ্মা আসনচ্যুত হইলেন; সমুদ্র শুষ্ক ও হিমবান্ বিশীর্ণ হইতে লাগিলেন। হে পাণ্ডুনন্দন! এইরূপে সেই দুর্নিমিত্ত সমুৎপন্ন হইলে, যে প্রদেশে সংগ্রাম হইতেছিল, মহানুভাব ঋষিগণ ও দেবগণে পরিবৃত প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় অবিলম্বে আগমন করিলেন। নিরুক্ত প্রদেশগত চতুরানন তখন অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া রুদ্রকে এই কথা বলিলেন যে, 'লোক সকলের মঙ্গল হউক' হে বিশ্বেশ্বর! জগতের হিত-কামনাহেতু অস্ত্র সকল পরিত্যাগ কর। যাঁহাকে অক্ষর অব্যক্ত ঈশ্বর লোকভাজন কূটস্থ কর্ত্তা নির্দ্বন্দ্ব এবং অকর্ত্তা বলিয়া সকলে জানে, তাঁহারই ব্যক্তভাব-নিবন্ধন এই শুভামূর্ত্তি; ইনি ধর্ম্মের বংশ বর্দ্ধনার্থ নর, নারায়ণরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহাঁরা মহৎ তপস্যা-সমন্বিত মহাব্রত এবং সমস্ত সুরগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি কোন কারণ-বশত সেই নারায়ণের প্রসাদ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। হে তাত! তুমি নিত্য হইয়াও পূর্ব্বসর্গে তাঁহার ক্রোধ হইতে জন্মিয়াছ। সম্প্রতি সুরগণ মহর্ষিগণ ও আমার সহিত এই বরদাতা দেবকে অবিলম্বে প্রসন্ন কর, বিলম্ব করিও না, লোক সকলের শান্তি হউক। ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে রুদ্রদেব ক্রোধানল পরিত্যাগ করত সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত দেব নারায়ণকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন এবং বরদাতা আদিকর্ত্তা বরণীয় প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন।

অনন্তর, ক্রোধ-বিজয়ী জিতেন্দ্রিয় বরদ দেব নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া সেই স্থানে রুদ্রের সহিত সঙ্গত হইলেন। জগদীশ্বর হরি ঋষিগণ বিবুধবর্গ ও ব্রহ্মা

কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পূজিত হইয়া দেবেশ্বর ঈশানকে বলিলেন, যিনি তোমাকে জানেন, তিনি আমাকে জানেন, যিনি তোমার নিকটে আছেন, তিনিই আমার সন্নিহিত, আমাদিগের উভয়ের কোন প্রভেদ নাই; অতএব তোমার বুদ্ধি অন্যথা না হউক। অদ্য হইতে এই শূল-চিহ্ন আমার শ্রীবৎস চিহ্ন হউক এবং তুমিও আমার পাণি-দ্বারা অঙ্কিত হইয়া অদ্য

শ্রীভগবান্ কহিলেন, নর, নারায়ণ, ঋষি তৎকালে রুদ্রের সহিত অতুল সখ্য এবং এইরূপে পরস্পর কৃত লক্ষণ উৎপাদন করিয়া দেবগণকে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অব্যগ্র-চিত্তে তপস্যা করিয়াছিলেন। হে পার্থ! এই ত তোমার নিকটে সমরে নারায়ণের জয় কথিত হইল এবং গোপনীয় নাম সমুদয় নিরুক্ত সকল যাহা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তিত হইল। হে কুন্তী-তনয়! আমি এবম্বিধ বহুবিধরূপে ভূলোক ব্রহ্মলোক এবং শাশ্বত গোলোকে বিচরণ করিয়া থাকি! যুদ্ধস্থলে আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়া তুমি সুমহৎ জয়লাভ করিয়াছ। হে কৌন্তেয়! সম্প্রতি উপস্থিত যুদ্ধে যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব কপর্দ্দী রুদ্র ইহা অবগত হইবে; ইনিই ক্রোধজ কাল, ইহা পূর্ব্বে আমি তোমাকে কহিয়াছি। তুমি যে সকল শত্রুকে সংহার করিয়াছ, তাহারা সেই কাল-কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিল। তুমি সংযত হইয়া সেই অপ্রমেয় প্রভাব দেবদেব উমাপতি বিশ্বেশ্বর অক্ষর হরকে নমস্কার কর।

হে ধনঞ্জয়! পূর্ব্বে তোমার নিকটে পুনঃপুন যাঁহাকে ক্রোধজ বলিয়াছি, তুমি যাহা শ্রবণ করিলে এই সমস্ত প্রভাব প্রথমত তাঁহাতেই বিদ্যমান আছে।

নারায়ণীয়ে দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪২।

শৌনক বলিলেন, হে সূত-নন্দন! তুমি যে সুমহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ইহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত মুনিগণ অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। হে সৌতে! নারায়ণ কথা যেরূপ ফল প্রদান করেন, সর্ব্ব আশ্রমে গমন সমস্ত তীর্থে অবগাহন তাদৃশ ফলপ্রদ নহে। এই সর্ব্বপাপ প্রমোচনী নারায়ণাশ্রয়া পুণ্যতমা আদি কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের শরীর পবিত্র হইল। সর্ব্বলোক নমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার সহিত সমস্ত সুরগণ ও মহর্ষিগণের অদর্শনীয়। হে সূত-তনয়! নারদ যে নারায়ণ হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, সেই দেবের অনুমোদিত, তিনি অনিরুদ্ধ শরীরে অবস্থিত জগন্নাথকে দর্শন করিয়াছিলেন; তথাচ দেব-সত্তম নর, নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার যে ধাবিত হয়েন, তাহার কারণ তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সূত কহিলেন, হে শৌনক! পরিক্ষিৎ-তনয় নরপতি জনমেজয়ের সেই যজ্ঞকালে বিধিবিহিত কার্য্য সকলের অবসর হইলে রাজেন্দ্র জনমেজয় পিতামহের পিতামহ বেদনিধি নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভগবানের বাক্য ধ্যান করত অতঃপর কি করিয়াছিলেন? তিনি বদরিকাশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক নর, নারায়ণ ঋষির নিকটে উপনীত হইয়া কত কাল বাস করিলেন এবং কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন? হে তপোনিধে! শত সহস্র শ্লোক নিবদ্ধ বিস্তর ভারতাখ্যান হইতে বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ড-দ্বারা অত্যুত্তম জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন-পূর্ব্বক দধি হইতে নবনীত, মলয় শৈল হইতে চন্দন, বেদ-সমুদয় হইতে আরণ্যক-বিভাগ এবং ওষধি হইতে অমৃতের ন্যায় এই নারায়ণ-কথাশ্রয় বাক্যামৃত আপনা-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। হে দ্বিজসত্তম! সেই ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মভূত ও ঈশ্বর।

কি আশ্চর্য্য !! নারায়ণের তেজ কি দুর্দ্ধর্ষ ! প্রলয়-কালে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং স্থাবরজঙ্গম যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদয় যাঁহাতে আবিষ্ট হয় বোধ হয়, ইহলোকে বা স্বর্গলোকে তাঁহা হইতে পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। নারায়ণ-কথা যে প্রকার ফলদাত্রী, সমস্ত আশ্রমে গমন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন তাদৃশ ফলপ্রদ নহে। বিশ্বেশ্বর নারায়ণের এই সর্ব্বপাপ-প্রনাশিনী আদি কথা শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আমরা সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইলাম। মদীয় পূজ্য পিতামহ ধনঞ্জয় সেই সংগ্রামে বাসুদেব-সহায় হইয়া যে, অতিশয় জয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কিছু বিচিত্র কার্য্য করেন নাই। আমার বোধ হয়, ত্রৈলোক্য-মধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য ছিল না। ত্রৈলোক্যনাথ নারায়ণ যখন তাঁহার সহায় ছিলেন, তখন তিনি সকলই সহ্য করিতে পারিতেন। ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্ব পিতামহগণ সকলেই ধন্য ছিলেন; যেহেতু জনার্দ্দন তাঁহাদিগের হিত ও মঙ্গল চিন্তা করিতেন। লোক-পূজিত ভগবান্‌কে তপস্যা-দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায়; কিন্তু, তাঁহারা সেই শ্রীবৎস-চিহ্ন-বিভূষিত হরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। পরমেষ্ঠি-পুত্র নারদ তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর ধন্য; যিনি শ্বেতদ্বীপে গমন-পূর্ব্বক স্বয়ং হরিকে দর্শন করিয়াছেন, সেই অবিনাশী নারদ ঋষিকে অল্প-তেজস্বী জ্ঞান করি না। তিনি তৎকালে যে অনিরুদ্ধ-শরীরে অবস্থিত হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাস্তরূপ দর্শন দেবপ্রসাদের অনুগত।

হে মুনে! নারদ পুনর্ব্বার নর নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যে বদরিকাশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? পরমেষ্ঠি-তনয় নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক নর নারায়ণ ঋষির নিকটে কতকাল বাস করিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? আর মহানুভাব নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাগত হইলে, মহাত্মা নর নারায়ণ ঋষিরাই বা তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন, এই সমুদয় যথাতত্ত্বরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করিতে আপনিই উপযুক্ত হইতেছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যাঁহার প্রসাদে আমি এই নারায়ণ কথা কীর্ত্তন করিব, সেই অপরিমিত তেজঃ-সম্পন্ন ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। মহারাজ! নারদ শ্বেত মহাদ্বীপে গমন-পূর্ব্বক অবিনাশী নারায়ণকে দর্শন-পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বেগবলে সুমেরু-শৈলে গমন করিয়াছিলেন। পরমাত্মা হরি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ভার হৃদয়ে বহন করত পরিশেষে তাঁহার সুমহৎ ভয় হইয়াছিল; আমি দূর-পথ গমন করিয়া কুশলী হইয়া পুনরায় এস্থানে যে আগমন করিয়াছি, ইহাই পরম মঙ্গল। অনন্তর, তিনি সুমেরু হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন, তথা হইতে বিশাল বদরীবন লক্ষ্য করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। অনন্তর, তিনি পুরাতন ঋষি-সত্তম নর নারায়ণকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা আত্ম নিষ্ঠ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বলোক প্রকাশক প্রভাকর অপেক্ষাও সমধিক তেজঃ-সম্পন্ন শ্রীবৎস-লক্ষণ সমন্বিত পূজনীয় এবং জটাজূট মণ্ডিত। তাঁহাদিগের ভুজ-দ্বয় হংসাঙ্কিত, চরণ-দ্বয় চক্র লক্ষণ-সমন্বিত, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বাহুযুগল আজানু-লম্বিত। তাঁহারা মুষ্ক চতুষ্ক-সমন্বিত, ষষ্টিসংখ্যক দন্তযুক্ত, অষ্টভুজ-সম্বলিত, মেঘ-সমূহ-সদৃশ নিস্বন-সম্পন্ন। তাঁহাদিগের আস্য অতি সুন্দর, ললাট অতি বিস্তীর্ণ, ভ্রূ হনু ও নাসিকা একান্ত সুশ্রী। সেই দেব-দ্বয়ের মস্তক আতপত্র সদৃশ, এবম্বিধ লক্ষণ-সম্পন্ন সেই ঋষি-দ্বয় মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। নারদ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট এবং তদুভয়-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইলেন, তাঁহারা স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ সেই পুরুষোত্তমদিগকে নিরীক্ষণ

করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্বেতদ্বীপে সর্ব্বভূত নমস্কৃত যে সমস্ত সভাস্থ ঋষিগণকে দর্শন করিয়াছি, এই ঋষি-দ্বয় তাদৃশ। নারদ মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করত পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, সেই তপস্যা যশ ও তেজের আশ্রয় শম দমান্বিত নর নারায়ণ ঋষি পূর্ব্বাহ্নিক বিধি সমাপন করিয়া পশ্চাৎ অব্যগ্র হইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য-দ্বারা নারদকে পূজা করিলেন। রাজন্! তাঁহারা আসনে উপবেশন করিয়া আতিথ্য ও আহ্নিক-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলে সেই স্থান আজ্যাহুতি-দ্বারা মহাজ্বালান্বিত অগ্নিত্রয় সুশোভিত যজ্ঞবাটের ন্যায় বিরাজিত হইল। অনন্তর, নারদ তথায় আতিথ্য লাভ-পূর্ব্বক বিশ্রান্ত সুখস্থিত ও সুখোপবিষ্ট হইলে নারায়ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

নর নারায়ণ কহিলেন, এক্ষণে তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের পরম-প্রকৃতি দর্শন করিলে?

নারদ বলিলেন, বিশ্বরূপধর অবিনশ্বর শ্রীমান্ পুরুষকে আমি দর্শন করিয়াছি, দেবগণ ও ঋষিগণ সহ সমস্ত লোক তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। সম্প্রতি তোমাদিগকে দর্শন করত সেই সনাতন পুরুষকেই অবলোকন করিতেছি, সেই অব্যক্তরূপসম্পন্ন হরি যে সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত তোমরাও ব্যক্তরূপধারণ করত সেই সমস্ত লক্ষণ-দ্বারা বিরাজিত হইয়াছ। আমি তথায় সেই পরম দেবের পার্শ্বভাগে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি, পরমাত্মার নিকট বিদায় লইয়া এক্ষণে এইস্থানে আসিয়াছি। ত্রিলোক-মধ্যে ধর্ম্ম-নন্দন তোমরা দুইজন ব্যতিরেকে যশ তেজ ও শ্রী দ্বারা কে তাঁহার সদৃশ হইতে পারে? ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিত সমস্ত ধর্ম্মই তিনি আমাকে কহিয়াছেন, ইহলোকে যে প্রকারে তাঁহার যে সমুদয় প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহাও বলিয়াছেন। তথায় পঞ্চেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলেই ভক্ত ও প্রতিবুদ্ধ এবং সতত সেই পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া থাকেন; তিনিও তাঁহাদিগের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন। ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুরক্ত এবং দ্বিজগণকে প্রিয়-জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনি সতত ভাগবতপ্রিয় সেই পরমাত্মা পূজ্যমান হইলেই প্রীত হইয়া থাকেন। বিশ্বভুক্ সর্ব্বগ ভক্তবৎসল দেব মাধব অতিশয় বল ও দ্যুতিশালী, তিনিই কর্ত্তা কারণ ও কার্য্য-স্বরূপ। সেই মহাযশা সকলের হেতু, সকলের আজ্ঞাপয়িতা এবং তত্ত্ব-স্বরূপ। তিনি শ্বেতদ্বীপে আত্মাকে তপোযুক্ত করিয়া স্বপ্রভা-দ্বারা অবভাসিত পরম জ্যোতিঃ-স্বরূপে সর্ব্বত্র বিখ্যাত রহিয়াছেন।

সেই বিশ্ব-বিধাতা ত্রিলোক-মধ্যে শান্তি-বিধান করিয়াছেন। এই শুভবুদ্ধি-দ্বারা তিনি নৈষ্ঠিকব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন; সেই দেবেশ যখন দুশ্চর তপশ্চরণ করেন, তখন তপন তাঁহাকে তাপ দেয় না, সুধাকর তাঁহার নিকটে বিরাজমান হয় না এবং সমীরণ বহন করে না। বিশ্বকর্ত্তা নারায়ণ ভূমিতলে অষ্ট অঙ্গুলি উন্নত বেদী স্থাপন করিয়া উত্তরাভিমুখ ও উর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সাঙ্গবেদ সমুদয় আবৃত্তি করত দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ঋষিগণ স্বয়ং পশুপতি ও অবশিষ্ট সুরশ্রেষ্ঠ সকল দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ, নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ সতত যে সমস্ত বিধি-যুক্ত হব্য কব্য প্রদান করেন, তৎসমুদয় সেই দেবের চরণ-যুগলে উপস্থিত হয়। অব্যভিচরিত বুদ্ধিশালি ঐকান্তিক ভক্তি-নিষ্ঠ মানবগণ যে সমুদয় কার্য্য করেন, নারায়ণ তৎসমুদয় নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জ্ঞান-প্রদীপ্ত মহাত্মগণ ভিন্ন ত্রিলোক-মধ্যে অন্য কেহ তাঁহার প্রিয়তর নাই, এই জন্য আমি তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি-যুক্ত হইয়াছি। সেই পরমাত্মার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আমি এস্থানে আগমন করিয়াছি, আমি যে সমুদয় কহিলাম, ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং আমাকে

তাহা কহিয়াছেন। আমি পরমাত্ম-পরায়ণ হইয়া নিয়ত তোমাদিগের সহিত অবস্থিতি করিব।

নারায়ণীয়ে ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৪৩॥

নর ও নারায়ণ কহিলেন, হে দেবর্ষে! তুমি ধন্য ও অনুগৃহীত; যেহেতু স্বয়ং নারায়ণকে দর্শন করিয়াছ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং পদ্মযোনিও তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। হে নারদ! অব্যক্ত-যোনি ভগবান্ পুরুষোত্তম দুর্দর্শ, এই কথা তুমি আমাদিগকে যথার্থ কহিয়াছ।

হে দ্বিজোত্তম! লোক-মধ্যে তাঁহার ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহ প্রিয়তম নাই, এই নিমিত্ত স্বয়ং আত্মদর্শন দিয়াছেন। হে বিপ্রবর! পরমাত্মা যে স্থানে তপস্যা করেন, আমরা ব্যতীত অন্য কেহ সেই স্থান প্রাপ্ত হয় না। সহস্র সূর্য্যের যাদৃশী দীপ্তি তিনি যে স্থানে বিরাজ করেন, সেই স্থানেরও স্বয়ং তাদৃশী শোভা হইয়া থাকে। হে ক্ষমান্বিত বিপ্রবর! সেই বিশ্ব-বিধাতা বিশ্বেশ্বর দেব হইতে ক্ষমা উৎপন্ন হয়, যে ক্ষমা-দ্বারা বসুন্ধরা সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই সর্ব্বভূত-হিতৈষি নারায়ণ হইতে রস উদ্ভূত হইয়াছে, সলিল সকল সেই রসের সহিত মিলিত ও দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। রূপ-গুণাত্মক তেজ তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত, যদ্দারা সূর্য্য-সংযুক্ত হইয়া লোকমধ্যে বিরাজ করিতেছে। সেই পুরুষোত্তম দেব হইতে স্পর্শ উৎপন্ন হয়, যাহার সংযোগে এই বায়ু লোক সকলে বহন করিতেছে। সেই সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু হইতে শব্দ উত্থিত হইয়াছে, আকাশ যাহার সহিত সংযুক্ত হয় এবং তন্নিমিত্ত অসংবৃত হইয়া থাকে। সেই দেব হইতে সর্ব্বভূতস্থিত মন উদ্ভূত হয়, যে মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া চন্দ্রমা প্রকাশ গুণ ধারণ করিয়াছে। যাহাতে হব্য কব্য ভোক্তা ভগবান্ বিদ্যা-সহায় হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই ভূতোৎপাদক নিত্য স্থানের নাম বেদ। হে দ্বিজ-সত্তম! লোকে যাঁহারা পুণ্য পাপ-বিবর্জ্জিত ও নিষ্কলুষ কল্যাণ-পথে গমনশীল সেই সমস্ত ব্যক্তি বর্গের সম্বন্ধে সমস্ত লোক-মধ্যে তমোহন্তা আদিত্যই দ্বার-স্বরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। দ্বারদেশে প্রবেশকালে আদিত্য-কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয় বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে কখন দেখিতে পায় না। তাঁহারা পরমাণু-স্বরূপ হইয়া, সেই দেবে প্রবেশ করেন; তাঁহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনিরুদ্ধ শরীরে অবস্থিত রহেন।

অনন্তর, মনঃ-স্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নদেহে প্রবিষ্ট হয়েন, তদনন্তর, প্রদ্যুম্নদেহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভাগবত ও সাংখ্যযোগাবলম্বি বিপ্রবরেরা জীবস্বরূপ সঙ্কর্ষণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পরিশেষে সেই ত্রৈগুণ্যহীন দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ নির্গুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাতে ঝটিতি প্রবেশ করেন; তাঁহাকেই যথার্থরূপে সর্ব্বাবাস বাসুদেব ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান করিবে। যাঁহারা সমাহিত-চিত্ত নিয়ত সংযতেন্দ্রিয় এবং একান্ত ভাবাপন্ন তাঁহারাই বাসুদেবে প্রবেশ করেন। হে দ্বিজোত্তম! আমরাও ধর্ম্মের ভবনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রমণীয় বদরিকাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক উগ্র তপস্যা অবলম্বন করিয়াছি। হে দ্বিজ! সুরগণের প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থ ত্রিলোকমধ্যে নারায়ণের যে সমুদয় প্রাদুর্ভাব হইবে, তাঁহাদিগের স্বস্তি হউক। হে দ্বিজোত্তম তপোধন! আমরা পূর্ব্ববৎ স্বকীয় বিধিযুক্ত এবং সর্ব্ব-কৃচ্ছ্র সর্ব্বোত্তম সম্যক্ ব্রত অবলম্বন করত শ্বেতদ্বীপে তোমাকে অবলোকন করিয়াছি। তুমি ভগবানের নিকটে সমাগত হইয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাও জানিয়াছি। সচরাচর ত্রৈলোক্য-মধ্যে যে কোন শুভাশুভ হইবে, হইয়াছে এবং হইতেছে, তৎসমুদয় আমাদিগের অবিদিত নাই। হে মহামুনে! দেবদেব নারায়ণ সমস্ত বিষয়ই তোমাকে কহিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারদ কৃতাঞ্জলি-পুটে নর

নারায়ণের এই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নর নারায়ণের আশ্রমে দেব পরিমাণে সহস্রবর্ষকাল বাস করত বহুবিধ নারায়ণ মন্ত্র বিধিবৎ জপ করিলেন। মহাতেজা ভগবান্ নারদ ঋষি সেই পরম দেব ও নর নারায়ণকে সর্ব্বতোভাবে অর্চনা করত তাঁহাদিগের আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নারায়ণীয়ে চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কিয়ৎকালানন্তর, পরমেষ্ঠি-তনয় নারদ যথাবিধি দৈব-কৃত্য করিয়া, তাহার পর পিত্র্য কার্য্য করিলেন। অনন্তর, জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মজ সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ নর তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! তুমি এই কল্পিত দৈব ও পিত্র্য-কার্য্যে কাহাকে পূজা করিতেছ? হে মতিমৎ-প্রবর! তুমি এ কি কর্ম্ম করিতেছ এবং ইহার কি রূপ ফল-কামনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট যথাশাস্ত্র কীর্ত্তন কর।

নারদ কহিলেন, দৈবকর্ম্ম কর্ত্তব্য ইহা পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছিলে, পরম দেব সনাতন পরমাত্মা পরম পূজ্য, তন্নিমিত্ত আমি তৎপরায়ণ হইয়া অবিনাশী বাসুদেবকে সতত পূজা করিয়া থাকি। সেই নারায়ণ হইতে পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসূত হইয়াছেন, পরমেষ্ঠী হরি প্রীত হইয়া মদীয় পিতার উৎপাদন করিয়াছেন; আমি তাঁহার প্রথম সঙ্কল্পজ পুত্র। হে সাধো! নারায়ণের পূজা-বিধি সমাপ্ত হইলে আমি পিতৃগণকে পূজা করি; সেই জগৎ-পতি ভগবান্ পিতা, মাতা ও পিতামহ, অতএব তিনিই পিতৃযজ্ঞে নিরত পূজিত হয়েন। পিতৃগণের বেদ শ্রবণ প্রনষ্ট হইলে তাঁহারা পুত্রগণ হইতে তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবগণ অগ্নিষ্বাত্তাদি পুত্র-সকলকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগের বহুকাল ব্যাপিত হওয়ায় বেদশ্রুতি প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা পুত্রগণের নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। এই নিমিত্ত মন্ত্রদাতা অগ্নিষ্বাত্তপ্রভৃতি পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুরগণের ইহা বিদিত আছে এবং আপনারা আত্মবিৎ, সুতরাং আপনাদিগেরও অবিদিত নাই যে, পুত্রগণ ও পিতৃগণ পরস্পর পূজা করিয়াছিলেন। পৃথিবীতলে প্রথমত কুশ-সমূহ আস্তরণ-পূর্ব্বক পিণ্ডত্রয় স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এস্থলে এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, পুরাকালে পিতৃগণ কি প্রকারে পিণ্ডসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন?

নর নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পূর্ব্বকালে নারায়ণ বরাহ-দেহ ধারণ-পূর্ব্বক নষ্টপ্রায়া সাগর-মেখলা এই বসুন্ধরাকে আশু উদ্ধার করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম গোবিন্দ ধরণীকে স্বস্থানে স্থাপন করিবার নিমিত্ত লোক-কার্য্যার্থ উদ্যুক্ত হইলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলযুক্ত কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়াছিল। ভাস্কর মধ্যদেশে গমন করিলে যখন তাঁহার আহ্নিক-ক্রিয়ার কাল উপস্থিত হইল তখন তিনি দংষ্ট্রাবিলগ্ন পিণ্ডত্রয় সহসা নিঃসারণ করিয়া ভূতলে কুশাস্তরণ-পূর্ব্বক তদুপরি স্থাপন করিলেন। তিনি সেই পিণ্ডত্রয়ে আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া যথাবিধি পিতৃ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। সেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন দেবেশ বিধি-পূর্ব্বক পিণ্ডত্রয় কল্পনা করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আত্ম-গাত্রোষ্ম-সম্ভূত স্নেহ-গর্ভ তিল-দ্বারা পিণ্ড প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক প্রদান করিলেন এবং মর্য্যাদা স্থাপনার্থ এই কথা বলিলেন।

বৃষাকপি কহিলেন, আমি স্বয়ং লোককর্ত্তা হইয়া পিতৃগণকে সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছি; পিতৃ-কার্য্যবিধি চিন্তা করিতে করিতে আমার দংষ্ট্রা দ্বয় হইতে এই পিণ্ডত্রয় নির্গত হইয়া দক্ষিণ দিকে ধরণীতে আশ্রিত রহিয়াছে; বিষ্ণুর শালগ্রাম মূর্ত্তির ন্যায় ইহারা পিতৃমূর্ত্তি সম্পন্ন হইল। পিতৃগণ মূর্ত্তি-

বিহীন হইয়া মৎকর্তৃক সৃষ্ট এই পিণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করত লোকে সনাতন রূপে প্রথিত হউন। আমিই এই পিণ্ডত্রয়-মধ্যে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ-রূপে অবস্থিত রহিলাম জানিবে। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, অন্য কোন্ ব্যক্তিই বা আমার পূজ্য আছে? লোক-মধ্যে আমার পিতা কে? আমিই পিতামহ ও প্রপিতামহ; আমিই এবিষয়ে কারণ। হে বিপ্র! দেবদেব বৃষাকপি এই কথা বলিয়া বরাহ পর্ব্বতে বিস্তর পিণ্ড প্রদান-পূর্ব্বক আপনাকে পূজা করত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মন্! পিণ্ডসংজ্ঞিত পিতৃগণ যে সতত পূজিত হইয়া থাকেন, বৃষাকপির বচনই তাহার মর্য্যাদার কারণ। যাঁহারা বাক্য, মন, কর্ম্ম-দ্বারা পিতৃগণ, দেবগণ, গুরু, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ, বসুধা ও মাতাকে পূজা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুকেই পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রাণীর শরীরগামী সেই ভগবান্ সকলেরই অন্তর্গত, তিনি সর্ব্বভূতে সমান, সুখ দুঃখের ঈশ্বর, মহান্ নারায়ণ মহাত্মা এবং সর্ব্বাত্মা ইহা শ্রুত আছে।

নারায়ণীয়ে পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৪৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারদ নর নারায়ণ-কর্তৃক কীর্ত্তিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নারায়ণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ হইয়া একান্তিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নর নারায়ণের আশ্রমে সহস্র বর্ষ বাস করিয়া ভগবানের আখ্যান শ্রবণ ও অবিনাশী নারায়ণকে দর্শন-পূর্ব্বক যে স্থানে তাঁহার স্বকীয় আশ্রম ছিল, অবিলম্বে সেই হিমালয়ে গমন করিলেন। বিখ্যাত তাপস নর নারায়ণ ঋষি-দ্বয়ও সেই রমণীয় আশ্রমে উৎকৃষ্ট তপস্যা করিতে লাগিলেন।

হে নৃপ-সত্তম! তুমি পাণ্ডব-কুল-ধুরন্ধর এবং অপরিমিত পরাক্রান্ত, অদ্য এই আদি কথা শ্রবণ করিয়া তোমার আত্মা পবিত্র হইল। যে ব্যক্তি অবিনাশী বিষ্ণুকে বাক্য, মন, কর্ম্ম-দ্বারা বিদ্বেষ করে, তাহার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। যে ব্যক্তি বিবুধ-শ্রেষ্ঠ নারায়ণ হরিকে বিদ্বেষ করে, তাহার পিতৃলোক-সকল নিত্যকাল নরকে নিমগ্ন রহে। হে পুরুষ-প্রবর! কোন লোকের আত্মা কি দ্বেষ্য হইতে পারে? বিষ্ণুকেই সকলের আত্মা জানিবে, ইহাই শাস্ত্র মর্য্যাদা। হে তাত! গন্ধবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস যিনি আমাদিগের গুরু, তিনিই এই অব্যয় পরম মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন। হে নিষ্পাপ! আমি তাঁহা হইতে শ্রবণ করিয়া এই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে নর-নাথ! নারদ সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণ হইতে এই সরহস্য সসংগ্রহ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে নৃপ-বর! পূর্ব্বে হরিগীতা-মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিধি অনুসারে এই মহান্ ধর্ম্ম তোমার নিকট কথিত হইয়াছিল। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব-কেই নারায়ণ জানিবে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা-কর্ত্তা হইতে পারে? এবং সেই অনন্ত শক্তিমান্ ব্যতিরেকে কে, নানাবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়? তুমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তদনুসারে তোমার মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহ হউক, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়া যথার্থধর্ম্ম শ্রবণ করিলে।

সৌতি কহিলেন, নৃপ-সত্তম জনমেজয় এই মহৎ আখ্যান শ্রবণানন্তর যজ্ঞ সমাপ্তির নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। নৈমিষারণ্যবাসি শৌন-কাদি ঋষিগণের নিকটে জিজ্ঞাসিত হইয়া এই ত আমি নারায়ণের আখ্যান কহিলাম। পুরাকালে নারদ যাহা দেবগুরুর নিকটে নিবেদন করিয়াছি-লেন, ঋষিগণ ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃষ্ণ এবং ভীষ্ম শ্রবণ করিতে থাকিলে, তাহাই কীর্ত্তিত হইয়াছিল। জনগণ ও ভুবনের পতি, পৃথুধরণিধর, শ্রুতি ও নিয়-মের আধার, শম-পরায়ণ, যম-নিয়ম নিষ্ঠ, সেই পরমর্ষি, দ্বিজবরগণের সহিত তোমার আশ্রয় হউন।

অমরগণের হিতকর, অসুরবধকারী, সুমহৎ তপস্যার আধার, যশো-ভাজন, মধুকৈটভ-হন্তা, সত্যধর্ম্মজ্ঞগণের গতিদাতা, অভয়দাতা, যজ্ঞভাগ হর সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন। যিনি ত্রিগুণ-সম্পন্ন অথচ গুণহীন, যিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই মুর্ত্তি চতুষ্টয় ধারণ করিয়াছেন, যিনি খাতাদি পূর্ত্তকর্ম্ম ও অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকর্ম্মের ফলভাগ গ্রহণ করেন। সেই নিত্য অপরাজিত অতি বলশালী ভগবান্ সুকৃতশালি ঋষিগণের আত্মগামিনীগতি বিধান করুন। সেই লোকসাক্ষী জন্ম-বিহীন পুরাণ পুরুষ রবিবর্ণ অখিলগতি ঈশ্বরকে একচিত্ত হইয়া প্রণাম কর; যেহেতু সলিলোদ্ভব অর্থাৎ সলিলের উৎপত্তির কারণ, শেষশায়ী নারায়ণও সেই বাসুদেবের নিকটে প্রণত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি লোক সকলের উৎপত্তির কারণ, অমৃত ধাম সূক্ষ্ম অচল পরম-পদ নিরুদ্ধ-চিত্ত সাংখ্য যোগিগণ এই সনাতন নারায়ণকে বুদ্ধি মধ্যে উদার রূপে ধারণ করিয়া আছেন।

নারায়ণীয়ে ষট্‌চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৬।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী পরমাত্মার মাহাত্ম্য এবং তাঁহার ধর্ম্মের গৃহে নর নারায়ণ-স্বরূপে জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। মহাবরাহ সৃষ্টিহেতু পুরাতনী পিণ্ডোৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে যে প্রকারে যাদৃশ ধর্ম্ম কল্পিত হইয়াছিল, হে অনঘ! আপনকার কথিত তৎসমুদয় বৃত্তান্ত আমাদিগের শ্রুতি-গোচর হইল। পূর্ব্বে আপনি যে উত্তর পূর্ব্ব মহাসাগরের সমীপে হব্য কব্য ভোক্তা হরির সুমহৎ হয়-শিরোরূপে অবতরণ কহিয়াছেন, ভগবান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। হে ধীমন্! লোক-ধারণকারী হরি কি নিমিত্ত সেই মহাপ্রভাব-সমন্বিত অদ্ভুতরূপ উৎপাদন করিয়াছিলেন? হে মুনে! সেই অপরিমিত তেজঃ-সম্পন্ন বিবুধ-প্রবর পবিত্রতম অদ্ভুত অশ্বশিরাকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা কি করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের এই পুরাণ-জ্ঞান সংশয়িত হইতেছে। হে উত্তম-মতে! ভগবান্ কি জন্য মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলেন? পবিত্র কথা কীর্ত্তনকারি জনগণের মধ্যে আপনিই আমাদিগকে পবিত্র করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস রাজা জনমেজয়ের নিকটে যাহা কহিয়াছিলেন, সেই বেদতুল্য পুরাণ সকল আমি তোমার সমীপে কীর্ত্তন করিব। রাজা জনমেজয় ভগবানের অশ্বশিরামূর্ত্তি শ্রবণে সংশয়াপন্ন হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে সত্তম! ব্রহ্মা যে হয়শিরোধর দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই মুর্ত্তি কি নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাই আপনি আমার নিকট প্রকটন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে নরনাথ! এই জগতে যে কোন দেহ সত্ত্ব বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় ঈশ্বরসঙ্কল্পমাত্র পঞ্চভূত-দ্বারা আবিষ্ট। সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণের নিকটে ঈশ্বরই জগৎ স্রষ্টা, তিনি ভূত সকলের অন্তরাত্মা বরদাতা সগুণ অথচ নির্গুণ। নৃপ-সত্তম! ভূত সকলের আত্যন্তিক প্রলয়ের বিষয় শ্রবণ কর। পুরাকালে একার্ণব সময়ে ধরণী সলিলমধ্যে, জল জ্যোতিতে, জ্যোতি অনিলে, অনিল আকাশে এবং আকাশ মনে বিলীন হইলে, মন মহত্তত্ত্বে সংলীন এবং মহত্তত্ত্ব অব্যক্ততা অর্থাৎ গুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অব্যক্ত পুরুষে এবং পুরুষ পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকিলে, সমুদয় তমোময় হওয়ায় বিশেষ বিজ্ঞান সমুদয় বিলুপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং কিছুই প্রজ্ঞাত ছিল না। তমঃসন্নিধান হইতে জগৎ কারণ পরব্যোমাখ্য ব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত হয়েন, তমই অধিষ্ঠানমাত্র প্রপঞ্চাত্মক। ব্রহ্মই বৈরাজ শরীর আশ্রয় করত বিশ্ব নাম ধারণ

করিয়াছেন, তাঁহাকে অনিরুদ্ধ বলা যায় এবং তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা প্রধান কহিয়া থাকেন। হে নৃপ-সত্তম! সেই প্রধানকেই অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক জানিবে। বিদ্যা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রাকার চিত্তবৃত্তিসহায়বান্ ভগবান্ বিশ্বক্সেন হরি জগতের বিবিধ বিচিত্র-রচনা সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করত যোগ-নিদ্রা অবলম্বন করিয়া সলিল-মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টি-কার্য্য অর্থাৎ আমি প্রজা-রূপে বহু হইব, ইহা চিন্তা করিতে করিতে আত্মগুণ মহান্‌কে স্মরণ করিলেন, সেই মহান্ হইতে অহঙ্কার জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তিনিই চতুর্মুখ হিরণ্য-গর্ভ সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, তিনি তৎকালে অনিরুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র পত্র পদ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে উপবিষ্ট রহিলেন, তিনি দ্যুতিমান্ পদ্ম-নিভেক্ষণ ও সনাতন। সেই আশ্চর্য্য-প্রতিম প্রভু ব্রহ্মা প্রথমত জলময় লোক সকল নিরীক্ষণ করিলেন।

অনন্তর, সেই সত্ত্ববর্ত্তী অনাদিনিধন অচ্যুত ভগবান্ পরমেষ্ঠী ভূতগণের সৃজন করত সূর্য্য-কিরণসম প্রভা-সম্পন্ন পদ্মের পত্রে অর্থাৎ অখণ্ড একদেশে প্রথমত নারায়ণ-বিরচিত গুণ-প্রধান জলবিন্দু-দ্বয় দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে একটি জলবিন্দু মধুর ন্যায় আভা ও মনোহর প্রভা-সমন্বিত, তাহা তৎকালে নারায়ণের আজ্ঞানুসারে তামস মধুনামে জন্ম গ্রহণ করিল; অপর বিন্দু কঠিন এজন্য রজোগুণপ্রধান কৈটভরূপে উৎপন্ন হইল। সেই তম ও রজোগুণান্বিত বলবান্ গদাহস্ত পদ্মনালানুসারি শ্রেষ্ঠতর মধু ও কৈটভ জন্ম গ্রহণমাত্র সর্ব্বতোভাবে ধাবিত হইল। তাহারা চারু-বিগ্রহ ও বেদ চতুষ্টয় সৃজনকর্ত্তা অমিত প্রভা-সমন্বিত ব্রহ্মাকে অরবিন্দ-মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পাইল। অনন্তর, সেই বিগ্রহ-বিশিষ্ট অসুরশ্রেষ্ঠেরা বেদ সমুদয় দর্শন করত ব্রহ্মার সাক্ষাতেই সহসা তাহা গ্রহণ করিল। পরিশেষে সেই দুই দানব-শ্রেষ্ঠ সনাতন বেদ সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক সলিল সম্পূর্ণ মহোদধি মধ্যে অবিলম্বে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। বেদ সমুদয় অপহৃত হইলে ব্রহ্মা মোহাবিষ্ট হইলেন, তিনি বেদ-বিহীন হইয়া ঈশ্বরকে এই কথা বলিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, বেদ সকল আমার পরম চক্ষু, বেদ সকল আমার পরম বল, বেদ সমুদয় আমার পরম ধাম, বেদ সকলই আমার পরম তপস্যা। দানব-দ্বয় এই স্থান হইতে বল-পূর্ব্বক আমার বেদ সকল হরণ করিয়াছে, বেদ ব্যতিরেকে লোক সকল আমার অন্ধকার বোধ হইতেছে। বেদ ব্যতিরেকে আমি কি প্রকারে লোক সকলের সৃষ্টি করি!! হায়! বেদ বিনাশ নিমিত্ত আমার মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইল। আমার হৃদয় তীব্র শোক সমাবিষ্ট এবং নিতান্ত দুঃখিত হইল, আমি শোকার্ণবে মগ্ন হইলাম, এক্ষণে কে আমাকে ইহা হইতে উদ্ধার করিবে? বিনষ্ট বেদ সমুদয়কে কে আনয়ন করিবে! আমি কাহার প্রিয় হইব!! হে নৃপ-সত্তম! হে বুদ্ধিমৎ-প্রবর! ব্রহ্মা এবম্বিধ বিলাপ করিতে থাকিলে, নারায়ণের স্তোত্রের নিমিত্ত তাঁহার বুদ্ধির উদয় হইল। অনন্তর, প্রজাপতি প্রাঞ্জলি হইয়া পরম জপ্যমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্রহ্ম হৃদয়! তোমাকে নমস্কার; তুমি আমার পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তুমি সর্ব্বলোকের আদি, ভুবন-শ্রেষ্ঠ, সাংখ্যযোগের আশ্রয়, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ তোমাকে নমস্কার। হে অচিন্ত্য! তুমি ব্যক্ত জগৎ এবং অব্যক্ত পরমাণু-প্রভৃতি সৃজন কর, ক্ষেমকর-পথে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছ। হে অযোনিজ! তুমি বিশ্বভুক্ তুমিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। হে লোক-ধাম! তুমি স্বয়ম্ভু আমি তোমার প্রসাদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমত তোমা হইতে আমার দ্বিজগণ সৎকৃত মানস জন্ম হয় এবং দ্বিতীয়ত পুরাতন চাক্ষুষ জন্ম হইয়াছিল, তোমার প্রসাদে তৃতীয়ত আমার সুমহৎ বাচিক জন্ম লাভ হয়। হে বিভো! তোমা হইতে

আমার শ্রবণজ চতুর্থ জন্ম ঘটে, তোমা হইতে আমার পরম নাসত্য জন্ম পঞ্চমরূপে কথিত হইয়া থাকে, তোমা হইতেই আমার অণ্ডজ ষষ্ঠ জন্ম বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। হে প্রভো! আমার সর্ব্ব-প্রাণি বুদ্ধি বাসনার উদ্বোধকারক এই বর্ত্তমান পদ্ম-জন্ম সপ্তম-জন্মরূপে প্রথিত হইয়াছে, প্রতি সর্গেই আমি তোমার ত্রিগুণ বর্জ্জিত পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমিই প্রথমত প্রধান গুণ-কল্পিত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময় শরীর ধারণ করিয়াছ; তুমিই ঈশ্বর-স্বভাব এবং স্বয়ম্ভুর কর্ম্ম বন্ধন বিধান করিয়াছ। আমি বেদরূপ চক্ষুঃসম্পন্ন, সুতরাং কালবিজয়ী হইয়াও তোমা-কর্ত্তৃক বিনি-র্ম্মিত হইয়াছি। সম্প্রতি আমার সেই চক্ষুঃ-স্বরূপ বেদ সমুদয় হৃত হইয়াছে, সুতরাং আমি অন্ধ হইয়াছি, অতএব তুমি জাগরিত হও এবং আমার চক্ষু দানকর, আমি তোমার প্রিয় এবং তুমিও আমার প্রিয়।

সর্ব্বতোমুখ পুরুষ ভগবান্ এইরূপে তৎকালে স্তুত হইয়া নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তখন বেদ-কার্য্যার্থ উদ্যত হইয়া ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ-দ্বারা দ্বিতীয় শরীর আশ্রয় করিলেন। প্রভু তৎকালে সুনাসিকা-সমন্বিত শরীর-দ্বারা চন্দ্রপ্রভ হইয়া শুভ্র-বর্ণ হয়শিরারূপে বেদ-সকলের আশ্রয় হইলেন। নক্ষত্র ও তারকা-সমন্বিত আকাশ-মণ্ডল তাঁহার মস্তক হইল, সূর্য্যকর-সমপ্রভা-সম্পন্ন তদীয় কেশ-সমুদয় অতিশয় দীর্ঘ হইল। আকাশ ও পাতাল তাঁহার কর্ণ-যুগল এবং ভূতধারিণী ধরণী তাঁহার ললাট হইলেন, গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার কটি-দ্বয়, মহোদধি তাঁহার ভ্রূ-যুগল, সোম ও সূর্য্য তাঁহার নয়ন-দ্বয় এবং সন্ধ্যা তাঁহার নাসিকা হইল। ওঁকার-দ্বারা তাঁহার সংস্কার হইল এবং বিদ্যুৎ তাঁহার জিহ্বারূপে নির্ম্মিত হইল। রাজন্! সোমপায়ী পিতৃগণ তাঁহার দন্তরূপে বিখ্যাত হইল, গোলোক ও ব্রহ্মলোক সেই মহাত্মার ওষ্ঠ এবং অধররূপে প্রকাশিত হইল। মহারাজ! গুণ-প্রধানা কাল রাত্রি তাঁহার গ্রীবা হইল; সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বেশ্বর নানামূর্ত্তি-দ্বারা আবৃত এই হয়শিরা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি পরম যোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া শিক্ষা-সম্বন্ধীয় স্বর সমাশ্রয় করত উদ্গীথ-স্বর সৃজন করি-লেন। সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধ সেই প্রতিধ্বনি সমন্বিত স্বর রসাতল মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া সর্ব্বভূতের হিত-কর হইল।

অনন্তর, সেই অসুর-দ্বয় বেদ সমুদয়কে সময় নিয়ন্ত্রিত করিয়া রসাতলে নিক্ষেপ করত যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল। রাজন্! ইত্যবসরে হয়শিরোধর হরি রসাতলে গমন করিয়া নিখিল বেদ সমুদয় গ্রহণ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে পুনরায় তাহা প্রদান-পূর্ব্বক স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। উত্তর পূর্ব্ব মহোদধির তট নিকটে বেদ সমুদয়ের আশ্রয় হয়শির মূর্ত্তি স্থাপন কারণ বেদ সকলের উদ্ধারার্থই অশ্বশিরা হইয়াছিলেন।

অনন্তর, দানবশ্রেষ্ঠ মধু ও কৈটভ কিছুই দেখিতে না পাইয়া বেগ-সহকারে পুনরায় তথায় আগমন করিল এবং যে স্থানে বেদ সমুদয়কে নিঃক্ষিপ্ত করি-য়াছিল, তাহা শূন্য দেখিল। পরিশেষে সেই বল-বত্তর অসুর-দ্বয় অতিশয় বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক অবি-লম্বে রসাতল হইতে উত্থিত হইল এবং তৎকালে সেই চন্দ্র-সম বিশুদ্ধ আত্মা-সমন্বিত অনিরুদ্ধ শরীরে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন আদি পুরুষকে নিরীক্ষণ করিল। সেই অপরিমিত বিক্রমশালী নিষ্কলুষ সত্ত্ব-সম্পন্ন রুচির-প্রভ ভগবান্ আত্ম-প্রমাণ রচিত সলিলোপরি-কল্পিত জ্বালামালা-সমাবৃত নাগ ভোগাঢ্য শয়নে পুনরায় নিদ্রাযোগ প্রাপ্ত হই-য়াছিলেন। সেই দানবেন্দ্র-দ্বয় তাঁহাকে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল এবং রজ ও তমোগুণে সমাবিষ্ট হইয়া বলিল, এই সেই শ্বেত

পুরুষ নিদ্রাগত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এই ব্যক্তিই রসাতল হইতে বেদ আহরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। এব্যক্তি কে, কাহার পুত্র, কি নিমিত্ত ভোগ-শয্যায় শয়ান রহিয়াছে? দৈত্য-দ্বয় এই সকল বাক্য উচ্চারণ করত নারায়ণকে প্রবোধিত করিল। পুরুষোত্তম বিবুদ্ধ হইয়া সেই অসুরেন্দ্র-দ্বয়কে যুদ্ধার্থি বিবেচনা করত নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন।

অনন্তর, তাহাদিগের সহিত নারায়ণের যুদ্ধ হইল, সেই মধু ও কৈটভের শরীর রজ ও তমোগুণ দ্বারা আবিষ্ট ছিল। মধুসূদন ব্রহ্মার সম্মান করত তাহাদিগকে নিহত করিলেন। পুরুষোত্তম অবিলম্বে তাহাদিগের বিনাশ ও বেদাহরণ-দ্বারা ব্রহ্মার শোকাপনোদন করিলেন। অনন্তর, বেদ সংকৃত ব্রহ্মা হরি-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তৎকালে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত লোক নির্ম্মাণ করিলেন। দেবদেব হরি পিতামহকে লোক নির্ম্মাণকারিণী উৎকৃষ্ট মতি প্রদান করিয়া যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। নারায়ণ হয়শীর্ষ শরীর ধারণ-পূর্ব্বক সেই দানব-দ্বয়কে নিহত করত পুনরায় প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থ পূর্ব্ব বিগ্রহ গ্রহণ করিলেন। মহাভাগ হরি এই প্রকারে অশ্বশিরা হইয়াছিলেন, বরদাতা ঈশ্বরের এই পুরাণরূপ প্রসিদ্ধ আছে। যে ব্যক্তি পরব্রহ্মের এই মাহাত্ম্য শ্রবণ অথবা ধারণ করে, তাহার অধ্যয়ন কদাচ বিনষ্ট হয় না। পঞ্চাল মুনি উগ্র তপস্যা-দ্বারা হয়শিরোধর দেবকে আরাধনা করিয়া দেবাদেশিত পথে গতি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই বেদ-তুল্য পুরাণ হয়শিরার আখ্যান এই ত তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল। ভগবান্ নারায়ণ কোন কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে যে যে মূর্ত্তি ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আপনিই আপনাতে সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। ইনিই বেদ সমুদয়ের আশ্রয়, এই শ্রীমান্ তপস্যার নিধি, ইনিই সাংখ্য-যোগ, পরমব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমান্, হরি। বেদ সমুদয় নারায়ণ-পর, যজ্ঞ সকল নারায়ণাত্মক, তপস্যা নিচয় নারায়ণাশ্রয়, গতি সমুদয় নারায়ণ-পর, সত্য নারায়ণ নিষ্ঠ, ঋত অর্থাৎ পরম সত্য নারায়ণাত্মক, পুনরাবৃত্তি দুর্লভ ধর্ম্ম নারায়ণ-পর, প্রবৃত্তি-লক্ষণধর্ম্মও নারায়ণাত্মক, শ্রেষ্ঠতম গন্ধ যাহা ভূমিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাও নারায়ণাত্মক। রাজন্! জলের গুণ রস সমুদয় নারায়ণময়, জ্যোতি সকলের পরম রূপ নারায়ণ-স্বরূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শও নারায়ণ-স্বরূপে স্মৃত হইয়াছে, আকাশসম্ভব শব্দও নারায়ণাত্মক। অব্যক্তগুণ-লক্ষণ মন তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কাল ও জ্যোতিঃসকলের অয়ন নারায়ণ-পরায়ণ। কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী দেবতা নারায়ণ-পরায়ণা এবং সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র নারায়ণাত্মক। পুরুষ, প্রকৃতি, স্বভাব, কর্ম্ম এবং দৈব এই সমস্ত বিশ্বের কারণ; অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, পৃথক্ বিধ কারণ, বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব এই পঞ্চ কারণরূপে সখ্যাত, হরি এই পঞ্চ কারণেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। একমাত্র সর্ব্ব-শক্তিমান্ মহাযোগী হরিই ব্রহ্ম; সেই কেশব লোক সকলের সহিত ব্রহ্মাদি দেবগণ মহানুভাব ঋষিসকল সাঙ্খ্যমতাবলম্বি যোগিগণ ও আত্মজ্ঞ যতিসমুদয়ের মনোভিলষিত বিষয় বিশেষ রূপে জানেন; কিন্তু, ইহাঁরা তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সমস্ত লোক-মধ্যে যে কোন ব্যক্তি দৈব ও পিত্র্য কর্ম্ম করে, দান করে এবং সুমহৎ তপস্যা করে, বিষ্ণুই তৎসমুদয়ের আশ্রয়। তিনি ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত এবং সর্ব্বভূতের আবাস, এই নিমিত্ত বাসুদেব নামে অভিহিত হয়েন।

এই নারায়ণ পরম নিত্য মহর্ষি মহাবিভূতি ও গুণ-বর্জ্জিত অথচ কাল যেমন ঋতুর সহিত সংপ্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ ইনিও কার্য্য-বশত অবিলম্বে গুণগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহলোকে

এই মহাত্মার গতি কেহই প্রাপ্ত হয়েন না এবং ইহাঁর অগতিও কেহ অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। যে সমুদয় জ্ঞানময় মহর্ষিগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহারাই সেই গুণাধিক নিত্য পুরুষকে নিরীক্ষণ করেন।

নারায়ণীয়ে সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৪৭॥

জনমেজয় বলিলেন, কি আশ্চর্য্য॥ ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত মুমুক্ষু মানবগণের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং তিনি স্বয়ং বিধিবিহিত পূজা গ্রহণ করেন। ইহলোকে যাঁহাদিগের বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহারা পুণ্যপাপ-বিবর্জ্জিত তাঁহাদিগের পরম্পরা প্রাপ্ত গতি অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় আপনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা চতুর্থী গতি অর্থাৎ অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া বাসুদেবাখ্য পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়েন। একান্তি পুরুষ অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তগণ পরম পদ লাভ করেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই একান্তধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং নারায়ণের প্রিয়তম; যেহেতু একান্তিগণ গতিত্রয় অনিরুদ্ধ-প্রভৃতির উপাসনা করিয়াই অব্যয় হরিকে প্রাপ্ত হয়েন। যে সমুদয় বিপ্রগণ সযত্ন হইয়া বিধি-পূর্ব্বক উপনিষদের সহিত বেদ পাঠ করেন এবং যাঁহারা যতিধর্ম্ম-সমন্বিত তাঁহাদিগের অপেক্ষা একান্তি মানবগণের গতি উৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে। কোন্ দেব অথবা কোন্ ঋষি-কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে? একান্তিগণের আচরণ কিরূপ এবং কোন্ সময়ে তাহা উৎপাদিত হইয়াছিল? হে বিভো! আমার এই সংশয় ছেদন করুন, এ বিষয়ে আমার অতিশয় কৌতুহল হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সংগ্রামস্থলে কুরুপাণ্ডব-সৈন্য সকল উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন যখন অন্যমনস্ক হইলেন, তখন স্বয়ং ভগবান্ যাহা কহিয়াছিলেন, সেই অগতি ও গতির বিষয় পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছি; এই ধর্ম্ম অতিগহন এবং অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি মানবগণের একান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়। পুরাকালে আদিযুগে এই ধর্ম্ম সামবেদের সহিত সমভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, স্বয়ং ঈশ্বর নারায়ণ ইহা ধারণ করিয়া আছেন। মহারাজ! এই ধর্ম্মের নিমিত্ত পার্থ ঋষিগণ-মধ্যে কৃষ্ণ ও ভীষ্ম শ্রবণ করিতে থাকিলে মহাভাগ নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে নৃপসত্তম! আমার গুরুও এই বিষয় কহিয়াছিলেন; তৎকালে নারদ তাঁহাদিগকে যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

হে পৃথ্বীপাল ভারত! যৎকালে নারায়ণের মুখ হইতে ব্রহ্মার মানস জন্ম হইয়াছিল, তদানীং স্বয়ং নারায়ণ উক্ত ধর্ম্ম-দ্বারা দৈব ও পিত্র্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন; ফেনপ ঋষিগণ সেই ধর্ম্ম লাভ করেন। ফেনপ ঋষিগণ হইতে বৈখানস মুনিগণ এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। বৈখানস মুনিগণের সকাশ হইতে সোম উক্ত ধর্ম্ম লাভ করিলে পরিশেষে তাহা অন্তর্হিত হয়। রাজন্! যৎকালে ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্ম হইয়াছিল, তখন পিতামহ সোমের সন্নিধি হইতে উক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। মহারাজ! নারায়ণস্বরূপ ব্রহ্মা রুদ্রকে সেই ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন; অনন্তর, সত্যযুগে রুদ্র যখন যোগাবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি বালিখিল্য ঋষিগণকে এই ধর্ম্ম প্রদান করেন; পরিশেষে সেই রুদ্রদেবের মায়া-দ্বারা পুনর্ব্বার উক্ত ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। রাজন্! যৎকালে ব্রহ্মার সুমহৎ বাচিক নামক তৃতীয় জন্ম হইয়াছিল, তখন এই ধর্ম্ম স্বয়ং নারায়ণ হইতে সম্ভূত হয়; সুপর্ণ নামক ঋষি পুরুষোত্তমের সন্নিধান হইতে উল্লিখিত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত তপস্যা দম ও নিয়মদ্বারা প্রত্যহ তিনবার এই অনুত্তম ধর্ম্ম আবৃত্তি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহা ত্রিসৌপর্ণ-ব্রতরূপে কথিত হইয়া থাকে। এই দুশ্চর ব্রত ঋগ্বেদ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। হে নরবর! জগৎপ্রাণ বায়ু

সুপর্ণ হইতে এই সনাতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বিঘসাশী ঋষিগণ বায়ুর নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিগণের সন্নিধান হইতে মহোদধি এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করেন; পরিশেষে নারায়ণে সমাহিত হইয়া এই ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যৎকালে মহাত্মা ব্রহ্মার শ্রবণজ অর্থাৎ অনাহত-ধ্বনিরূপা সৃষ্টি হয়, তৎকালে যাহা ঘটিয়াছিল, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

দেবদেব নারায়ণ হরি স্বয়ং জগৎ সৃজন করিতে কামনা করিয়া বিশ্ব নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত কোন পুরুষকে চিন্তা করিলেন। অনন্তর, তিনি চিন্তা করিতে থাকিলে তদীয় কর্ণ-দ্বয় হইতে প্রজা-সৃষ্টিকর পুরুষ ব্রহ্মা সৃত হইলেন। তখন জগৎপতি নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি মুখ এবং পদ হইতে সমস্ত প্রজা সৃজন কর। হে সুব্রত! আমি তোমার বল, তেজ এবং শ্রেয় বিধান করিব, তুমি আমার নিকট হইতে সাত্বত নামক ধর্ম্ম গ্রহণ কর এবং সেই সাত্বত ধর্ম্ম-দ্বারা বিনির্ম্মিত সত্যযুগকে যথাবিধি স্থাপিত কর।

অনন্তর, ব্রহ্মা সেই দেবেশ্বর হরিকে নমস্কার করিয়া তন্নিকট হইতে রহস্য ও সংগ্রহ সহ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি অপরিমিত-তেজঃশালি ব্রহ্মাকে আরণ্যক উপনিষৎ সহ নারায়ণ-মুখোদ্ভূত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া 'তুমি যুগ-ধর্ম্ম সকলের কর্ত্তা' এই কথা বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নামক তমোগুণের অতীত অব্যক্তরূপে যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর, লোকপিতামহ বরদাতা ব্রহ্মা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত লোক সৃজন করিলেন। তদানীং প্রথমত, শুভ সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইল; সেই যুগে সাত্বতধর্ম্ম সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিল। লোক বিধাতা ব্রহ্মা সেই আদ্যধর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত দেবেশ্বর নারায়ণকে পূজা করিলেন। অনন্তর, লোক-সকলের হিতকামনা-বশত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত তৎকালে ব্রহ্মা তাহা স্বারোচিষ মনুকে অধ্যয়ন করাইলেন। হে রাজন্! সর্ব্বলোকপতি স্বারোচিষ মনু অব্যগ্র হইয়া নিজ পুত্র শঙ্খপদকে উক্ত ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। হে ভারত! শঙ্খপদও নিজ আত্মজ ঔরস পুত্র দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে তাহা অধ্যাপনা করিলেন। অনন্তর, ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার উক্ত ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল।

হে পার্থিব-প্রবর! পুরাকালে প্রজাপতি নাসত্য জন্মে স্বয়ং হরি অরবিন্দ-লোচন দেব নারায়ণ ব্রহ্মার সাক্ষাতে উক্ত সাত্বতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজন্! তাঁহা হইতে ভগবান্ সনৎকুমার প্রথম ইহা অধ্যয়ন করেন। হে কুরু-পুঙ্গব! সত্যযুগের প্রারম্ভে প্রজাপতি বীরণ সনৎকুমারের সন্নিধান হইতে এই সাত্বতধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বীরণ ইহা অধ্যয়ন করিয়া রৈভ্যমুনিকে প্রদান করেন, রৈভ্য শুদ্ধ সুব্রত সুমেধা দিক্‌পাল ধার্ম্মিক কুক্ষি-নামক নিজ পুত্রকে উক্ত ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর, নারায়ণ-মুখোদ্ভব এই ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হয়। ব্রহ্মার অণ্ডজ জন্মে নারায়ণ মুখ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধর্ম্ম পুনরায় হরিযোনি প্রজাপতির অন্তঃকরণে প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্মা যথাবিধি প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, রাজন্! পরে তিনি বর্হিষদ নামক মুনিগণকে ইহা অধ্যয়ন করান্। বর্হিষদ মুনিগণ হইতে সামবেদের পারদর্শী জ্যেষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ বিপ্র ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম জ্যেষ্ঠ সামব্রত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ হইতে অবিকম্পন নৃপতির নিকটে এই ধর্ম্ম সংক্রান্ত হইয়াছিল। রাজন্! পরিশেষে ভগবান্ হরির এই ধর্ম্ম অন্তর্ধান করিয়াছিল। মহারাজ! পদ্ম হইতে প্রজাপতির এই যে সপ্তম জন্ম হইয়াছে, ইহাতে যুগ প্রারম্ভে লোক-বিধাতা বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রজাপতির নিকট স্বয়ং নারায়ণ এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনন্তর, পিতামহ পূর্ব্বকালে দক্ষকে এই ধর্ম্ম প্রদান করেন। হে নৃপবর! দক্ষ নিজ জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র

সবিতার অগ্রজ আদিত্যকে ইহা দান করিয়াছিলেন; তাঁহা হইতে বিবস্বান্ ইহা গ্রহণ করেন। অনন্তর, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ নিজ পুত্র বৈবস্বত মনুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। মনু লোক সকলের পালনার্থ আত্ম-তনয় ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করেন। রাজন্! ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক কথিত হইয়া এই ধর্ম্ম সমস্ত লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। কল্পান্তকালে পুনরায় ইহা নারায়ণের নিকটস্থ হইবে।

হে নৃপোত্তম! যতিগণের যাদৃশ ধর্ম্ম তাহা পূর্ব্বে হরিগীতা-মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিধি অনুসারে আমি তোমার নিকটে কহিয়াছি। হে নৃপ! নারদ এই রহস্য ও সংগ্রহ-সমন্বিত ধর্ম্ম সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণ সন্নিধান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজন্! এইরূপে এই মহান্ ধর্ম্ম আদ্য ও নিত্য, ভক্তি-বিহীন মানবগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং দুষ্কর, সাত্বত-মতাবলম্বি মনুজগণ সতত ইহা ধারণ করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-জ্ঞান পূর্ব্বক সুপ্রযুক্ত কর্ম্ম এবং অহিংসা ধর্ম্ম-যুক্ত এই ধর্ম্ম জ্ঞান হইলে জগদীশ্বর হরি প্রীত হয়েন। তিনি কখন একব্যূহ কদাচিৎ দ্বিব্যূহ কচিৎ ত্রিব্যূহ কখন বা চতুর্ব্যূহে বিভক্তরূপে দৃশ্য হইয়া থাকেন। হরিই ক্ষেত্রজ্ঞ, নির্ম্মম, নিষ্কল এবং পঞ্চভূতের গুণ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বভূত-মধ্যে জীবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজন্! নারায়ণ শ্রবণাদি পঞ্চইন্দ্রিয়ের পরিচালক মন অর্থাৎ অহঙ্কার-স্বরূপে প্রথিত আছেন। এই ধীমান্ হরিই লোক সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ইনিই লোক সকলের প্রবর্ত্তক ও অন্তর্যামী; ইনি অকর্ত্তা অথচ কর্ত্তা, ইনি কার্য্য এবং ইনিই কারণ। রাজন্! এই অবিনাশী পুরুষ যেরূপ ইচ্ছা করেন, তদ্রূপই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে নৃপ-সত্তম! এই ত আমি গুরুর প্রসাদে তোমার নিকটে অবিশুদ্ধ বুদ্ধি মানবগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিষ্কাম ভক্তগণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। হে নৃপবর! নিষ্কাম ভক্ত একান্ত দুর্লভ। হে কুরু-নন্দন! যদি তাদৃশ অহিংসক আত্মজ্ঞ সর্ব্বভূত হিতেরত নিষ্কাম ভক্তগণ-কর্ত্তৃক জগৎ আকীর্ণ হইত, তবে সত্যযুগ সততই বর্ত্তমান থাকিত এবং কাম্য কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়া যাইত। হে নরনাথ! মদীয় গুরু দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসদেব ঋষিগণের সন্নিধানে কৃষ্ণ ও ভীষ্ম শ্রবণ করিতে থাকিলে, ধর্ম্মরাজের নিকটে এই প্রকার ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে মহাতপা নারদ ইহা কহিয়াছিলেন, নারায়ণ-পরায়ণ নিষ্কাম ভক্তগণ যে স্থানে গমন করিয়া থাকেন, সেই শ্বেতবর্ণ চন্দ্রপ্রভ অচ্যুত দেবই পরম ব্রহ্ম।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞানিগণ-কর্ত্তৃক এবম্বিধ বহুবিধ ধর্ম্ম নিষেবিত হইয়াছিল, কিন্তু অন্য বিপ্রগণ নানানিয়মে অবস্থান করত কি নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করেন না?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভরতবংশাবতংস মহারাজ! জীবগণের মধ্যে সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী ভেদে ত্রিবিধ প্রকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। হে কুরু-বংশধর পুরুষ-প্রবর! দেহ যুক্ত জীবগণের মধ্যে সাত্ত্বিক পুরুষ-শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই মোক্ষের নিমিত্ত নিশ্চিত হয়েন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জনগণের মধ্যে সাত্ত্বিক মানবই ব্রহ্ম-বিত্তম পুরুষকে বিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। মোক্ষ নারায়ণ-নিষ্ঠ, এই নিমিত্ত মুমুক্ষু মানব সাত্ত্বিক বলিয়া স্মৃত হয়েন, একান্ত ভক্তি-সমন্বিত নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তি সতত পুরুষোত্তমকে চিন্তা করত মনের অভিলষিত লাভ করেন। যে সমস্ত মোক্ষধর্ম্মাবলম্বি মনীষিগণ যতিব্রত অবলম্বন করেন, হরিই সেই বিচ্ছিন্ন-তৃষ্ণ ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। মধুসূদন কৃপা-পূর্ব্বক যাহাকে জন্ম মরণাদি দুঃখ ভাজন অবলোকন করেন, তিনিই মোক্ষ বিষয়ে নিশ্চিত এবং তাঁহাকেই সাত্ত্বিক জানিবে। একান্ত ভক্ত-কর্ত্তৃক সেবিত ধর্ম্ম সাংখ্যযোগের সহিত সমান, এজন্য নারায়ণাত্মক মোক্ষ-বিষয়ে সাত্ত্বিক মানব

পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। যে পুরুষের প্রতি নারায়ণের কৃপা দৃষ্টি হয়, তিনি প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। রাজন্! আত্ম ইচ্ছায় কেহ প্রতিবুদ্ধ হয় না। হে নরনাথ! রাজসী ও তামসী এই উভয় ব্যামিশ্র অর্থাৎ দোষ-যুক্ত প্রকৃতি বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে, তৎস্বরূপে জায়মান প্রবৃত্তি লক্ষণ সমন্বিত পুরুষের প্রতি স্বয়ং নারায়ণ নিরীক্ষণ করেন না। রজ ও তমোগুণ-দ্বারা যাহার মানস পরিপ্লুত হয়, সেই জায়মান মানবকে লোক-পিতামহ প্রজাপতি প্রবৃত্তি-মার্গে নিযোজিত করেন। হে নৃপ-সত্তম! দেবতা ও ঋষিগণ সম্পূর্ণ সত্ত্বস্থ। যাঁহারা সূক্ষ্ম সত্ত্ব বিহীন তাঁহাদিগকে বৈকারিক বলা যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৈকারিক পুরুষ কি প্রকারে পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়, আপনি যাহা দেখিয়াছেন এবং তাহাদিগের যে প্রকার প্রবৃত্তি যথাক্রমে তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! বৈকারিক অহঙ্কার অর্থাৎ পঞ্চবিংশ জীব অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা অজ্ঞেয় অনারোপিত রূপ-যুক্ত অধিষ্ঠানমাত্র অকার, উকার, মকার এই অক্ষর-ত্রয় সংযুক্ত এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন। সমুচ্চিত সাংখ্য, আত্মানাত্ম বিবেক, চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ, জীব ব্রহ্মের অভেদপর তত্ত্বমসি-প্রভৃতি বাক্য জন্য আরণ্যক বেদ এবং ভক্তি-মার্গরূপ পঞ্চরাত্র এই সমুদয় এক হইয়াও পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ-স্বরূপ; অতএব নারায়ণ-নিষ্ঠ এই একান্তি অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তগণের ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। রাজন্! সমুদ্র হইতে প্রসৃত জল-সমূহ যেমন পুনরায় সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই জ্ঞান-স্বরূপ মহাজলধি নারায়ণে পুনরায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে কুরু-নন্দন! এই ত তোমার নিকটে সাত্ত্বতধর্ম্ম কথিত হইল, হে ভারত! যদি তুমি সমর্থ হও, তবে যথা-বিধি ইহা আচরণ কর। মহাভাগ নারদ আমার গুরুর নিকটে এইরূপে গৃহবাসি কাষায়ধারি যতি-গণের অবিনাশিনী একান্ত-গতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব প্রসন্ন হইয়া ধীমান্ ধর্ম্ম-পুত্রের নিকটে ইহা কহিয়াছিলেন, সেই গুরুদেব হইতে প্রচারিত সেই ধর্ম্ম এই ত আমি তোমার সমীপে কীর্ত্তন করিলাম। হে পার্থিব-সত্তম! এই ধর্ম্ম অতি দুষ্কর, তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া যেরূপ মোহিত হইলে, অন্য ব্যক্তিগণও এতৎ শ্রবণে তদ্রূপ বিমোহিত হয়েন। মহারাজ! কৃষ্ণই লোক সকলের পালন ও মোহন করেন, তিনিই সকলের সংহারকারক এবং কারণ-স্বরূপ।

একান্তিভাবে অষ্টচত্বারিংশদধিক
ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৮।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মর্ষে! সাঙ্খ্যযোগ পঞ্চ-রাত্র এবং বেদের আরণ্যকভাগ এই সমুদয় জ্ঞানকাণ্ড লোক-মধ্যে প্রচারিত আছে। হে মুনে! এই সমুদয় জ্ঞানকাণ্ড কি একনিষ্ঠ অথবা পৃথক্ নিষ্ঠ? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি যথাক্রমে ইহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবতী দ্বীপমধ্যে আত্ম-যোগ-নিবন্ধন পরাশর হইতে অতিশয় উদার যে পরমোৎকৃষ্ট বহুজ্ঞ তনয়কে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞান-তমোহর পরমর্ষিকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পিতামহের আদিভূত নারায়ণের অংশ এবং হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য-যুক্ত বেদ সমুদয়ের মহানিধান মহর্ষি দ্বৈপায়ন কহিয়া থাকেন, তাঁহাকে নারায়ণ হইতে গণনা করিয়া ষষ্ঠ অবতার জ্ঞান করিবে। আদিকালে উদার-তেজা মহৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণ বেদ সমুদয়ের মহানিধান পুরাণ জন্ম-বিহীন সেই মহানুভাব ব্যাসদেবকে পুত্রার্থ সৃজন করিয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, হে দ্বিজ-সত্তম! পূর্ব্বে আপনিই ব্যাসদেবের উৎপত্তির বিষয় কহিয়াছিলেন যে,

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর এবং পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মুনি; সম্প্রতি আপনিই আবার তাঁহাকে নারায়ণের পুত্র কহিতেছেন, অতএব অপরিমিত তেজঃ-সম্পন্ন ব্যাসদেবের কি উহা পূর্ব্ব জন্ম? হে মহামতে! ব্যাসদেবের নারায়ণ হইতে যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদার্থ সমুদয় বিদিত হইতে বাঞ্ছিত, ধর্ম্মিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, তপোনিধি, মদীয় গুরু, যখন হিম-শৈল-শেখরে বসতি করেন, তৎকালে সেই ধীমান্, ভারতাখ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তপঃশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। সুমন্ত, জৈমিনি, সুদৃঢ়ব্রত পৈল এবং আমি তাঁহার চতুর্থ শিষ্য, আর ব্যাস-তনয় শুকদেব এই পঞ্চ প্রধান শিষ্য-কর্ত্তৃক ব্যাসদেব সতত পরিবৃত হইয়া হিমালয় শৈলে ভূতগণ পরিবৃত ভূতপতির ন্যায় বিরাজিত থাকিতেন। আমরা সাঙ্গবেদ সমুদয় আবৃত্তি এবং ভারতের অর্থ সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করত সেই একচিত্ত দান্ত গুরুকে সংযত হইয়া সেবা করিতাম।

অনন্তর, কোন কথাপ্রসঙ্গ-বশত আমরা সেই দ্বিজবরকে বেদার্থ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ হইতে তদীয় জন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম, তত্ত্ববিৎ ব্যাসদেব প্রথমত বেদার্থ ও ভারতের অর্থ কীর্ত্তন করিয়া নারায়ণ হইতে এই জন্মবার্ত্তা বলিতে উপক্রম করিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন, হে বিপ্রগণ! আদিকালে সমুদ্ভূত এই ঋষি-প্রণীত উত্তম আখ্যান যাহা মদীয় তপস্যা-দ্বারা অধিগত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। প্রজাপতির পদ্ম-সম্ভব সপ্তম জন্মে প্রজা সৃজন প্রারব্ধ হইলে, শুভাশুভ-বিবর্জ্জিত অপরিমিত প্রভাশালী মহাযোগী নারায়ণ প্রথমত নাভি হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলে, নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি প্রজা সৃষ্টি সামর্থ্য-সম্পন্ন হইয়া আমার নাভি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব জড় ও পণ্ডিত-সমন্বিত বিবিধ প্রজা সৃজন কর। প্রজাপতি নারায়ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, বিমুখ ও চিন্তা ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া বরদাতা ঈশ্বর দীপ্যমান হরিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি, প্রজা সৃজন করিতে আমার কি শক্তি আছে? হে দেব! আমি প্রজ্ঞাবান নহি, অতএব অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য তুমি তাহা বিধান কর।

অনন্তর, বুদ্ধিমৎ-প্রবর দেবেশ্বর ভগবান্ প্রজাপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ চিন্তা করিতে থাকিলে, মূর্ত্তিমতী বুদ্ধি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালি নারায়ণের নিকটে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। অবিনাশী নারায়ণ তখন সেই ঐশ্বর্য্য-যোগাবলম্বিনী, গতিশালিনী সতী বুদ্ধিকে এই কথা বলিলেন যে, তুমি লোক সৃষ্টি সম্পাদনার্থ প্রজাপতির অন্তঃকরণে প্রবেশ কর।

অনন্তর, ঈশ্বরের আদেশানুসারে বুদ্ধি অবিলম্বে ব্রহ্মার অন্তরে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণ যখন ব্রহ্মাকে বুদ্ধি-সংযুক্ত নিরীক্ষণ করিলেন, তৎকালে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এই সমুদয় বিবিধ প্রজা সৃজন কর। ব্রহ্মা তখন তদীয় আজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলেন, ভগবান্ এইরূপ আদেশ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দেব নামক স্বস্থানে গমন করিলেন। তথায় পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া একভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার অন্যবিধ বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইল।

এদিকে পরমেষ্ঠি প্রজাপতি-কর্ত্তৃক এই সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইল, এই তপস্বিনী বসুমতী দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে সমাকুলা, সুতরাং অতিশয় ভারাক্রান্ত হইলেন। ভূমণ্ডল মধ্যে অনেকানেক দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণ বলবান্ হইবে এবং

তাহারা তপোযুক্ত হইয়া উত্তমবর লাভ করিবে, তাহারা বরদান-দ্বারা দর্পিত হইয়া অবশ্যই দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণকে বাধিত করিবে, তৎকালে বসুমতীর ভারাবতরণ করা আমার ন্যায্য হইবে। অনন্তর, বসুধাতলে যথাক্রমে নানাবিধ অবতার-কর্ত্তৃক পাপাচারগণের নিগ্রহ এবং সাধু সকলের পালন-দ্বারা এই দুঃখিনী মেদিনী বিধৃতা হইবে। আমি পাতালস্থ ভোগিরূপে এই বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি, আমি ইহাকে ধারণ করিয়া আছি; এই নিমিত্ত ইনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অতএব আমি জন্ম পরিগ্রহ-পূর্ব্বক এই পৃথিবীর পরিত্রাণ করিব। ভগবান্ মধুসূদন এবম্বিধ চিন্তা করিয়া প্রাদুর্ভাব বিষয়ে নানারূপ রূপ সৃজন করিলেন। বরাহ, নর-সিংহ, বামন ও মানব এই সমস্ত মূর্ত্তি দ্বারা আমি দুর্ব্বিনীত দানবগণকে নিহত করিব।

অনন্তর, জগৎ-স্রষ্টা হরি 'ভোঃ' শব্দ দ্বারা অনুনাদ করত বাক্য উচ্চারণ করিলেন, সেই বাক্য হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া সারস্বত ও অপান্তরতমা নামে ভূত, ভব্য, ভবিষ্যজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, বাক্-সম্ভব, সুত প্রাদুর্ভূত হইল। দেবাদিদেব অবিনাশী হরি সেই নত-বদন তনয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মতিমৎ-প্রবর! তুমি বেদাখ্যান শ্রবণ করিবে। হে মুনে! আমি যেরূপ আজ্ঞা করিলাম, তদনুসারে তুমি মদীয় বচন প্রতিপালন কর। তিনি ভগবা-নের আজ্ঞানুসারে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বেদ সমুদয়ের বিভাগ করিলেন। ভগবান্ হরি তাঁহার তৎকর্ম্ম ও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত তপস্যা এবং যম নিয়ম-দ্বারা নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, হে পুত্র! হে ব্রহ্মন্! তুমি সমস্ত মন্বন্তরে এইরূপ অচল ও অপ্রধৃষ্য হইয়া নিত্যকাল এবম্বিধ বেদ প্রবর্ত্তক হইবে। পুনরায় কলিযুগের প্রারম্ভে ভরতবংশে কৌরব নামক মহানুভব নৃপতিগণ ভূমণ্ডলে প্রথিত হইবেন।

হে দ্বিজ-সত্তম! তোমা হইতে প্রসূত সেই সমস্ত কৌরবগণের পরস্পর বিনাশার্থ তোমা ভিন্ন সকলে-রই বংশ বিচ্ছিন্ন হইবে। তৎকালে তুমি তপস্যা-ন্বিত হইয়া বেদ সকলকে বহু প্রকারে বিভিন্ন করিবে, কলিযুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ হইবে, তুমি বিবিধ ধর্ম্মের কর্ত্তা ও জ্ঞান-প্রবর্ত্তক হইবে এবং তপো-যুক্ত হইয়াও রাগ-বিমুক্ত হইবে না। মহেশ্বর প্রসাদে বীত-রাগ পরমাত্মা তোমার পুত্র হইবেন, এ কথার অন্যথা হইবে না। বিপ্রগণ যাঁহাকে পিতামহের মানস পুত্র বশিষ্ঠ কহেন, যিনি উত্তম বুদ্ধি-সমন্বিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তপোনিধান, যাঁহার প্রভা প্রভাকরকে অতিক্রম করে, তদীয় বংশে পরাশর নামক মহাপ্রভাব মহর্ষি জন্ম পরিগ্রহ করি-বেন, সেই বেদনিধি বরিষ্ঠ মহাতপা তপোনিধি তোমার পিতা হইবেন। তুমি সেই মহর্ষি হইতে কন্যাকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্র হইবে। তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়ের সংশয় ছেদন করিবে। হে মুনে! পূর্ব্বে যে সহস্র যুগ অতীত হইয়াছে, তুমি তপস্যান্বিত হইয়া মদুদ্দিষ্ট তৎসমুদয় যুগধর্ম্ম দর্শন করিবে এবং অনাদিনিধন আমাকে অনুক্ষণ চিন্তন-নিবন্ধন পুনরায় অনেক যুগ সহস্র বিলোকন করিতে সমর্থ হইবে, আমার এ কথা অন্যথা হইবে না।

হে বৎস! তুমি অতুল সত্ত্ব-সম্পন্ন এবং অতিশয় বিখ্যাত হইবে। সূর্য্য-পুত্র শনৈশ্চর সুমহান্ মনু হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমিই আমার প্রসাদে মন্বাদিগণের অগ্রগণ্য হইবে, সংশয় নাই। লোক মধ্যে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় আমা-রই বিচেষ্টিত, অন্য ব্যক্তি অন্যবিধ চিন্তা করে, কিন্তু, আমি স্বচ্ছন্দে সমুদয় বিধান করিয়া থাকি। ঈশ্বর অপান্তরতম সারস্বত ঋষিকে এবম্বিধ বাক্য বলিয়া 'গমন কর' এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই হরিমেধা দেবের প্রসাদে এবং তদীয় আজ্ঞা অনু-সারে সেই আমি অপান্তরতমানামে জন্ম গ্রহণ

করিয়াছিলাম। পুনরায় আমি বশিষ্ঠ-কুলের আনন্দ-বর্দ্ধন হইয়া জন্ম গ্রহণ করত বিখ্যাত হইয়াছি। এই ত সেই নারায়ণ প্রসাদে নারায়ণের অংশে আমার যে জন্ম হইয়াছিল, তাহা কথিত হইল। হে মতিমৎ প্রবরগণ! পুরাকালে আমি পরম সমাধির সহিত নিরতিশয় দারুণ তপস্যা করিয়াছিলাম। হে বৎস সকল! তোমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে ভক্তগণের প্রতি স্নেহ-বশত এই ত আমার পূর্ব্ব জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম বৃত্তান্ত সকল তোমাদিগের নিকট কথিত হইল।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে অস্মদ্গুরু অক্লিষ্ট-চিত্ত ব্যাসদেবের জন্ম বৃত্তান্ত আপনকার নিকট কথিত হইল, অতঃপর শ্রবণ করুন।

হে রাজর্ষে! সাংখ্যযোগ পঞ্চরাত্র বেদ সমুদয় ও পাশুপত মত, এই সমস্ত জ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র নানামত সমন্বিত জ্ঞান করিবেন। সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল, তিনি পরমর্ষিরূপে উক্ত হয়েন, পুরাতন হিরণ্যগর্ভ যোগশাস্ত্রবেত্তা অন্য কেহ নহে। অপান্তরতমা বেদাচার্য্যরূপে কীর্ত্তিত হয়েন, ইহলোকে কেহ কেহ তাঁহাকে প্রাচীনগর্ভ ঋষি কহিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-সুত উমাপতি, ভূতপতি, শ্রীকণ্ঠ, শিব অব্যগ্র হইয়া এই পাশুপত জ্ঞানশাস্ত্র কহিয়াছিলেন। হে নৃপবর! ভগবান্ স্বয়ং সমস্ত পঞ্চরাত্রবেত্তা, এই সমুদয় জ্ঞানশাস্ত্র মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে, আগম ও অনুভব অনুসারে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী পরমাত্মাই শাস্ত্র সকলের পরম তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত। হে নরনাথ! মোহাচ্ছন্ন মানবগণ নারায়ণকে ঈদৃশভাবে বিদিত হইতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ সেই নারায়ণ ঋষিকেই শাস্ত্র সমুদয়ের তাৎপর্য্য বিষয় কহেন, শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য অন্য কেহ নাই, ইহা আমারও অভিমত। নিঃসংশয় পুরুষগণে নারায়ণ নিয়ত অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আর সংশয়-সমন্বিত কুতার্কিক মানবগণে তিনি অধিষ্ঠান করেন না। রাজন্! যাঁহারা পঞ্চরাত্রবিৎ ক্রম-পরায়ণ এবং নিষ্কাম ধর্ম্মনিষ্ঠ তাঁহারাই নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। রাজন্! সাংখ্য যোগশাস্ত্র এবং নিখিল বেদ শ্রুতিপ্রতিপাদনহেতু আদ্যন্ত-শূন্য, সুতরাং সনাতন, সমস্ত ঋষিগণ-কর্ত্তৃক নিরুক্ত হইয়াছে যে, পুরাণ পুরুষ নারায়ণই এই দৃশ্যমান সমস্ত বিশ্বস্বরূপ। বেদ-বিহিত যে কোন শুভাশুভ কর্ম্ম সর্ব্বলোকে অর্থাৎ দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষ ও সলিল রাশি মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা সেই পরমর্ষি নারায়ণ হইতেই হইয়া থাকে, জানিতে হইবে।

নারায়ণীয়ে দ্বৈপায়নোৎপত্তি বিষয়ক
একোনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম
অধ্যায় ॥ ৩৪৯ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! পুরুষ অনেক অথবা একই? শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে এবং যোনিই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলে ব্যবহার কালে বহু পুরুষ বিলোকিত হয়, উক্ত মতাবলম্বিগণ এক-পুরুষ-বাদ অঙ্গীকার করেন না। বহু পুরুষের একযোনি, যে প্রকারে উক্ত হয় এবং বিশ্বময় এক পুরুষ যে সর্ব্বগুণাধিক হয়েন, তাহা বিদিতাত্ম-তত্ত্ব, তপোযুক্ত দান্ত বন্দনীয় গুরু মহর্ষি ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি। মহারাজ! এই পুরুষ সুক্ত সমস্ত বেদ মধ্যে সত্য, পরম সত্য, ঋষি প্রবর ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক চিন্তিতরূপে বিখ্যাত। হে ভারত! কপিল-প্রভৃতি ঋষিগণ অধ্যাত্ম-চিন্তা আশ্রয়-পূর্ব্বক সামান্য ও বিশেষ বিধি অনুসারে অনেকানেক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাসদেব সংক্ষেপে যে একপুরুষবাদ কহিয়াছেন, আমি সেই অমিত তেজস্বি ঋষির প্রসাদে তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। হে নরনাথ! প্রাচীনেরা এবিষয়ে ব্রহ্মার সহিত ত্রিলোচনের সম্বাদ-সম্বলিত এই পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন।

মহারাজ! ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে সুবর্ণ সম প্রভা-সমন্বিত বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত এক উৎকৃষ্ট পর্ব্বত আছে, প্রজাপতি বৈরাজ-সদন হইতে নিত্য তথায় গমন-পূর্ব্বক একাকী অধ্যাত্মগতি চিন্তা করত সেই শৈলে অবস্থিতি করিতেন। একদা ধীমান্ চতুরানন আসীন আছেন, ইত্যবসরে তদীয় ললাট-প্রভব পুত্র মহাযোগী ত্রিলোচন শিব আকাশ-পথে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিলেন। তিনি অবিলম্বে আকাশ হইতে সেই শৈল-শিখরে প্রজাপতির পুরোভাগে নিপতিত হইলেন এবং প্রীত হইয়া তাঁহার পদ-দ্বয় বন্দনা করিলেন। চরণোপরি পতিত দেখিয়া তখন একাকী ভগবান্ প্রজাপতি বামহস্ত-দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন এবং চিরকালের পর সমাগত পুত্রকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

পিতামহ বলিলেন, হে মহাবল বৎস! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ, তোমার বেদাধ্যয়ন এবং তপস্যার সতত কুশল ত? তুমি নিয়ত উগ্র তপস্যা করিয়া থাক, এই নিমিত্ত পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

রুদ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার স্বাধ্যায় তপস্যা ও সমস্ত জগতের মঙ্গল, বৈরাজ-ভবনে আমি বহুকাল আপনাকে দর্শন করিয়াছিলাম, এইহেতু আপনার পাদ-সেবিত এই পর্ব্বতে আসিয়াছি, আপনি এই একান্ত-নির্জ্জন প্রদেশে আগমন করায় আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে। হে পিতামহ! এই নির্জ্জনে আগমনের কারণও সামান্য হইবে বোধ হয় না। কিন্তু, আপনার সদন অতি উৎকৃষ্ট, ক্ষুধা-পিপাসা-বিবর্জ্জিত, অমিতপ্রভ ঋষিগণ ও সুরাসুর সমুদয়ের অধ্যুষিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ-কর্ত্তৃক সতত নিষেবিত, অতএব তাদৃশ নিকেতন বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক আপনি একাকী কি নিমিত্ত এই গিরিবরে আগমন করিয়াছেন?

ব্রহ্মা বলিলেন, আমি এই বৈজয়ন্ত গিরিবরে সতত অবস্থান করি, এস্থানে একান্ত-চিত্তে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিয়া থাকি।

রুদ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ম্ভু হইয়া বহু পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অপর অনেকে সৃষ্ট হইতেছে, আর বিরাট পুরুষ একমাত্র, অতএব আপনি একমাত্র যে পুরুষোত্তমকে চিন্তা করিতেছেন তিনি কে? আমার এই সংশয়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন, এবিষয়ে অতিশয় কৌতুহল হইয়াছে।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পুত্র! তুমি যে সকল পুরুষের বিষয় কহিলে, তাহারা অনেক, আর আমি যাঁহাকে চিন্তা করি, তিনি এই সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া আছেন, সুতরাং দৃশ্য নহেন। সেই একমাত্র পুরুষই সমস্ত পুরুষের অধিষ্ঠান এবং তিনিই বহু পুরুষের যোনি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। সেই বিশ্বব্যাপী কারণ-স্বরূপ, সূত্রাত্মা সনাতন পুরুষে নির্গুণ পুরুষেরা প্রবেশ করিয়া থাকে।

নারায়ণীয়ে পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম
অধ্যায়॥ ৩৫০॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পুত্র! এই পুরুষ পূর্ণত্ব-প্রযুক্ত যে প্রকারে পুরুষ শব্দ বাচ্য, আদ্যন্ত-শূন্য এজন্য শাশ্বত, অপরিণামিত্ব প্রযুক্ত অব্যয়, অবয়ব-হীন এই নিমিত্ত অক্ষর, বাক্য মনের অগোচর বলিয়া অপ্রমেয় এবং সকলের উপাদানহেতু যে প্রকারে সর্ব্বগরূপে উক্ত হয়েন, তাহা শ্রবণ কর। হে সত্তম! তুমি, আমি অথবা অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সহিত সগুণ অথবা শম দমাদি হীন নির্গুণ মূঢ়গণ কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। এই বিশ্বাত্মা একমাত্র জ্ঞান-দৃশ্য অর্থাৎ চিন্মাত্র-দ্বারাই সেই স্বয়ং প্রকাশকে দর্শন করা যায়। তিনি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর বিরহিত হইয়াও সর্ব্বশরীরে বসতি করিতেছেন এবং শরীর মধ্যে বাস করিয়াও কর্ম্ম-দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। তিনি আমার অন্তরাত্মা, তোমার অন্তরাত্মা এবং

অন্য যে সমস্ত দেহ আছে, তৎসমুদয়েরও অন্তরাত্মা। তিনি সকলের সাক্ষী, কেহ কখন তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি বিশ্ব-মূর্দ্ধা, বিশ্ব-ভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্ব-নয়ন এবং বিশ্ব-নাসিক; তিনি একাকী স্বৈরচারী হইয়া সর্ব্ব শরীরে যথাসুখে বিচরণ করিতেছেন। সেই যোগাত্মা ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীর সকল এবং শুভাশুভ বীজ এই সমুদয় জানেন, এই নিমিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞ নামে উক্ত হয়েন। ভূতগণের মধ্যে তাঁহার অগতি ও গতির বিষয় সাংখ্য বিধি ও যোগ-দ্বারা যথাক্রমে কেহই জানিতে পারে না। আমি তাঁহার গতি চিন্তা করিতেছি; কিন্তু, উত্তরা-গতি জানিতে পারি নাই, তাঁহার অগতি ও গতি সত্ত্বেও বাস্তবিক তাহা নাই। এই নিমিত্ত জ্ঞেয় নহেন, আত্মাতে গতি আছে, ইহাইমাত্র জানিতে হইবে। তিনি এক এবং মহান্, একমাত্র তিনিই পুরুষরূপে স্মৃত হয়েন; সেই একমাত্র সনাতন পুরু-ষই মহাপুরুষ শব্দের প্রতিপাদ্য। এক অগ্নি বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হয়, সূর্য্য এক এবং তপস্যার যোনি একমাত্র, এক বায়ু লোক-মধ্যে বহু প্রকারে বহন করে এবং সলিল সকলের যোনি মহোদধি একমাত্র। বিশ্বরূপ নির্গুণ পুরুষ এক, সেই নির্গুণ পুরুষে সমুদয় আবিষ্ট হয়। গুণময় অর্থাৎ দেহে-ন্দ্রিয়াদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া তন্নিবন্ধন শুভাশুভ কার্য্য সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্যানৃত অর্থাৎ জীবাখ্য অক্ষর ও প্রধান অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্যকে বর্জ্জন করিলে নির্গুণত্ব লাভ হইয়া থাকে। সেই নির্গুণকে মনের অগোচর সত্তামাত্রের সুক্ষ্ম-রূপভূত অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব-পর-পর্য্যায় অর্থাৎ বিরাট, সূত্রাত্মা, অন্তর্যামী ও শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ জানিয়া যিনি স্থূল সূক্ষ্ম প্রবিলাপন ক্রমে নিত্য সমাধি অনুষ্ঠান করেন, সেই অত্যন্ত শান্ত-সাধক পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন। কোন কোন যোগমতাবলম্বি পণ্ডিতগণ এইরূপ যোগমার্গ-দ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। অপর জ্ঞান-চিন্তক অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বি মনীষিগণ প্রত্য-গাত্মাকে একাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। পরমাত্মা নিয়তই নির্গুণ, তিনিই নারায়ণ ও সর্ব্বাত্মা পুরুষ জানিবে; পদ্মপত্র যেমন জলের সহিত লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মফল-দ্বারা লিপ্ত নহেন। অপর, যিনি কর্ম্মাত্মা জীব, তিনিই বন্ধ ও মোক্ষ দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকেন; তিনিই পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয়, এই সপ্ত-দশ রাশির সহিত সংযুক্ত হয়েন। এইরূপ বহুবিধ পুরুষের বিষয় তোমার নিকট যথাক্রমে কীর্ত্তন করিলাম, সোপাধিক আত্মা জীব কর্ম্মভেদে দেব তির্য্যক্ নরাদিরূপে বহুবিধ হয়েন। যে চৈতন্য জ্যোতি সমস্ত লোকের প্রকাশক, তিনি পরম বেদ্য বোদ্ধা, বোধনীয়, ঈশ্বর এবং জীব তিনিই মন্তা ও মন্তব্য, তিনিই ভোক্তা এবং ভোজনীয়, তিনিই ঘ্রাতা এবং ঘ্রেয়, তিনিই স্পার্শিতা ও স্পর্শনীয়, তিনি দ্রষ্টা অথচ দ্রষ্টব্য, তিনিই শ্রাবিতা এবং শ্রাবণীয়, তিনিই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, তিনিই সগুণ অথচ নির্গুণ।

হে তাত! পূর্ব্বে যিনি প্রধান নামে উক্ত হই-য়াছেন, যিনি মহৎ তত্ত্বের প্রসূতি, তিনিও এই চৈতন্য জ্যোতি হইতে পৃথক্ নহেন; যেহেতু তিনি নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস-হীন, শাশ্বত অর্থাৎ অনাদি, অব্যয় অর্থাৎ অপরিণামী। যিনি ধাতার আদ্য বিধান মহত্তত্ত্বের উৎপাদন করেন, বিপ্রগণ তাঁহাকে অনি-রুদ্ধ কহেন। লোক-মধ্যে যাহা আশীর্যুক্ত সাধু বৈদিক কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারই, ইহা চিন্তা করিবে। সমস্ত দেবগণ এবং সাধু-শান্ত মুনি-গণ তাঁহাকে যজ্ঞ-ভাগ প্রদান-পূর্ব্বক যজন করিয়া থাকেন। আমি প্রজাগণের আদি ঈশ্বর ব্রহ্মা, তাঁহা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, আর তুমি আমা হইতে প্রসূত হইয়াছ।

হে পুত্র! আমা হইতে স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ এবং রহস্যসহ বেদ সমুদয় প্রসূত হইয়াছে, অতএব

যিনি আমার আরাধ্য তাঁহাকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবগণেরও আরাধনা করা কর্ত্তব্য। সেই পুরুষ বাসুদেবাদিরূপে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছেন; ভগবান্ এইরূপে স্বরূপাভিন্ন জ্ঞান-দ্বারা প্রতিবোধিত হয়েন। হে পুত্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই ত সেই সাংখ্য-জ্ঞান ও যোগশাস্ত্রের বর্ণনানুসারে নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার নিকট কথিত হইল।

নারায়ণীয়ে একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ-কর্ত্তৃক মোক্ষধর্ম্মাশ্রিত পবিত্র ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইল, এক্ষণে আপনি আশ্রমিগণের প্রশস্ততর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভরতসত্তম! সমস্ত আশ্রমে বিহিত ধর্ম্মই স্বর্গসাধন, সত্যফলপ্রদ এবং বহুতর সুমহৎ যজ্ঞ ও দান যাহার দ্বার-স্বরূপ সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া ইহলোকে বিফল হয় না। সমস্ত আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষ আছে, তন্মধ্যে যাঁহার যাহাতে অভিরুচি হয়, তিনি তদ্দ্বারাই কৃতকৃত্য হইয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন না। হে নরবর! পুরাকালে মহর্ষি নারদের সহিত সুররাজ শক্রের যে কথা হইয়াছিল, তুমি আমার প্রমুখাৎ তাহা শ্রবণ কর। রাজন্! ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত সিদ্ধ মহর্ষি নারদ অব্যাহত-গতি বায়ুর ন্যায় ক্রমশ লোক-সকল পর্য্যটন করেন। তিনি কদাচিৎ মহাধনুর্দ্ধর সুররাজের সদনে গমন করিলেন, গমন করিয়া মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তদীয় সন্নিহিত হইলেন। তিনি উপবিষ্ট ও বিশ্রান্ত হইলে শচীপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনঘ মহর্ষে! আপনি কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছেন? আপনি যখন সিদ্ধ এবং জাতকৌতুহল হইয়া সাক্ষীর ন্যায় সতত সচরাচর ত্রৈলোক্য বিচরণ করিয়া থাকেন, হে দেবর্ষে! তখন লোকমধ্যে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনা-কর্ত্তৃক শ্রুত, অনুভূত অথবা দৃষ্ট যাহা কিছু আশ্চর্য্য থাকে, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

রাজন্! বক্তৃবর নারদ সেই সুখাসীন সন্নিহিত সুরেন্দ্রকে যে বিপুল কথা বলিয়াছিলেন; দ্বিজসত্তম নারদ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যে প্রকারে যে কল্পে তাঁহাকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫২॥

ভীষ্ম বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নামক উৎকৃষ্ট নগরে অত্রি গোত্রে প্রিয়-দর্শন ও সমাহিত কোন বিপ্র ছিলেন। তিনি বেদের পথ অবগত হইয়া সংশয় ছেদ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মরত, জিতক্রোধ, নিত্য-তৃপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি তপঃ স্বাধ্যায়-নিরত সত্যবাদী ও সজ্জন-সম্মত ছিলেন। তিনি ন্যায়প্রাপ্ত বিত্ত-দ্বারা জীবিকা যাপন করিতেন। তিনি জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-সঙ্কুল পুত্র-দারাদি-সমন্বিত সুবিখ্যাত মহৎ বংশে বিশিষ্ট-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেন। রাজন্! তিনি বহুল পুত্র দর্শনে বিপুল কর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং কুল-ধর্ম্মের আশ্রিত হইয়া ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ রহিলেন। অনন্তর, তিনি বেদোক্ত স্বধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম এবং শিষ্টগণের আচরিত ধর্ম্ম এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম মনে মনে চিন্তা করিয়া কি করিলে আমার শুভ হয়, কি করিলাম এবং কোন্ ধর্ম্ম আমার পরম অবলম্বন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে নিরন্ত খিন্ন হইতে লাগিলেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। তিনি পরম ধর্ম্ম অবলম্বন করত এইরূপ খিদ্যমান হইলে কোন সময়ে এক সমাহিত অতিথি ব্রাহ্মণ তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। তিনি অতিথির সমুচিত সৎকার-দ্বারা

তাঁহার সম্মাননা করিলেন এবং অতিথি বিশ্রান্ত ও সুখোপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫৩॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে অনঘ! আমি তোমার বচন-মাধুর্য্য-দ্বারা বদ্ধ হইয়াছি, তুমিও আমার মিত্র হইয়াছ; অতএব আমি কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। হে বিপ্রবর! আমি পুত্রোৎপাদন পর্য্যন্ত গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছি, এক্ষণে কোন্ পরম ধর্ম্ম অবলম্বন করিব? হে দ্বিজ! আমি কোন্ পথ আশ্রয় করিব? আমি আত্মাকে আশ্রয় করত আত্মজ্ঞানার্থ একাকীই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, বিষয়-পাশ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার পুত্র-ফলাশ্রিত বয়ঃক্রম যাবৎকাল অতীত হইয়াছে, তাবৎ আমি পারলৌকিক পাথেয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই সংসারের পরপারে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় আমার এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে যে, সংসার সাগর-তরণক্ষম ধর্ম্মময়ী তরণী কোথায় পাইব? দেবাদি জীবমাত্রকেই সংযুজ্যমান ও পীড্যমান শ্রবণে এবং প্রজাগণের উপরি যমরাজের ধ্বজদণ্ড-সদৃশ রোগসন্ততি প্রকীর্য্যমাণ দর্শনে আমার মন বিষয়-ভোগে অনুরক্ত নহে এবং পরিব্রাজক-সকলকে পর গৃহে অন্ন প্রার্থনা করিতে দেখিয়া যতিধর্ম্মেও আমার মন অনুরক্ত হয় না। অতএব হে অতিথে! তুমি বুদ্ধিবলের আশ্রয় ধর্ম্ম-দ্বারা এই দোলায়মান ব্যক্তিকে ধর্ম্মে নিযুক্ত কর।

ভীষ্ম বলিলেন, প্রাজ্ঞ অতিথি সেই ধর্ম্ম-ভাষী ব্রাহ্মণের বচন শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।

অতিথি বলিলেন, আমিও এ বিষয়ে মুগ্ধ রহিয়াছি, আমারও এই মনোরথ, বহু দ্বার ত্রিপিষ্টপ প্রাপ্তি বিষয়ে আমি সম্যক্ নিশ্চয় করিতে পারি নাই। কোন কোন ব্রাহ্মণ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেহ কেহ বা যজ্ঞফলের উৎকর্ষ কহেন, কেহ কেহ বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহ কেহ বা গার্হস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, কেহ রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, কেহ বা আত্মবল অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, কেহ কেহ গুরুধর্ম্ম অবলম্বনের প্রশংসা করেন, কেহ কেহ বা বাক্যসংযম-কেই উৎকৃষ্ট বলেন। কেহ কেহ পিতা মাতার শুশ্রূষা করত স্বর্গগত হইয়াছেন, কেহ কেহ বা অহিংসা ও সত্য কথন-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়া সুরপুরগামী হইয়াছেন, কেহ কেহ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করত সিদ্ধ হইয়া স্বর্গমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। কোন কোন বুদ্ধিমান মানব বেদব্রত-পরায়ণ অধ্যয়নে অনুরক্ত তুষ্টচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বর্গে গমন-পূর্ব্বক সুখভোগ করিতেছেন, অপরে সরলতা সমন্বিত হইয়াও স্বর্গ গমন করিয়াছেন। কোন কোন সরল মানব অনার্জ্জব জনগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও শুদ্ধ-চিত্তে নাকপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বায়ু-দ্বারা মেঘলেখা যেরূপ ব্যাকুলা হয়, তদ্রূপ লোকে এই প্রকার বহুবিধ অনাবৃত ধর্ম্ম-দ্বারা আমারও মতি সম্যক্ রূপে ভ্রান্তি ভোগ করিতেছে।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে চতুষ্পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫৪॥

অতিথি বলিলেন, হে বিপ্র! আমার গুরু আমাকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে আমি যথা-ক্রমে তোমাকে কহিতেছি, তুমি তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে যেস্থলে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই নৈমিষ-ক্ষেত্রে গোমতী-তীরে হস্তিনা নামক নগর আছে। হে দ্বিজবর! সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; যে যজ্ঞে নৃপ-সত্তম

মান্ধাতা ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। সেই স্থানে মহাত্মা পদ্মনাভ নামক পদ্ম এইরূপে বিখ্যাত মহান্ চক্ষুঃশ্রবা মহানাগ বাস করিয়া আছেন। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা এই ত্রিবিধ পথে অবস্থিত থাকিয়া বাক্য, মন, কর্ম্ম-দ্বারা জীবগণকে প্রসন্ন করেন; সাম, ভেদ, দান ও দণ্ড-দ্বারা চতুর্ব্বিধ বিষমস্থ ও সমস্থ চক্ষু ধ্যান-বলে ধারণ করিয়া আছেন। তুমি তাঁহার নিকটে গমন-পূর্ব্বক যথা-বিধি কাঙ্ক্ষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পার; তিনি তোমাকে পরমধর্ম্ম মিথ্যা প্রদর্শন করিবেন না। সেই নাগ, সকলেরই আতিথ্য করেন; তিনি বুদ্ধি ও শাস্ত্রবিশারদ, অনুপমগুণ-সমূহ-সমন্বিত এবং সমস্ত অভীপ্সিত-সম্পন্ন; তিনি স্বভাবত সলিলবৎ নির্ম্মল, নিত্য অধ্যয়ন-নিরত, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও অত্যুত্তম চরিত্র-সংযুক্ত; তিনি যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, অসূয়া-শূন্য, শীলবান্ ও সংযতেন্দ্রিয়; তিনি শেষান্ন-ভোজী, অনুকূল-বচন-সম্পন্ন, হিত, আর্জ্জব ও উৎকৃষ্ট বিষয়ে কৃতাকৃতজ্ঞ, অবৈরকারী, ভূতহিতে নিযুক্ত এবং গঙ্গার হ্রদ জল-স্বরূপ বিশুদ্ধ সদ্বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫৫॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, অতিভারাক্রান্ত মানবের ভারাবতরণের ন্যায় আপনার এই অতিশয় আশ্বাসকর সুমহৎ বাক্য শ্রবণ করিলাম। পথশ্রান্ত ব্যক্তির শয়ন, স্থান-ক্লান্ত ব্যক্তির আসন, তৃষিত ব্যক্তির পানীয়, ক্ষুধার্ত্ত জনের ভোজন, অতিথির সময়ে ঈপ্সিত অন্নপ্রাপ্তি, বৃদ্ধ ব্যক্তির কালক্রমে আত্ম অভিলষিত পুত্র লাভ এবং মনে মনে চিন্তিত প্রীতিস্নিগ্ধ জনের দর্শনের ন্যায় আপনার কথিত বাক্য আমাকে অতিশয় আহ্লাদিত করিতেছে। প্রজ্ঞান-বচন-হেতু আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, তাহা আমি আকাশে দত্ত দৃষ্টির ন্যায় দর্শন ও বিবেচনা করিতেছি; আপনি আমাকে যে প্রকার বলিলেন, আমি তাহা অবশ্যই করিব। হে সাধো! আপনি এই রজনী আমার সহিত একত্র বাস করুন, প্রভাতে আশ্বস্ত ও সুখোষিত হইয়া যথা-স্থানে গমন করিবেন। এক্ষণে এই ভগবান্ সূর্য্য হীন-রশ্মি ও অবাঙ্মুখ হইয়াছেন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে শত্রুসূদন! অনন্তর, সেই অতিথি, ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক কৃতাতিথ্য হইয়া তাঁহার সহিত সেই রাত্রি বাস করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়ে মোক্ষধর্ম্ম কথোপকথন করিতে থাকিলে সমস্ত রজনী দিবসের ন্যায় পরম সুখে অতীত হইল। অনন্তর, প্রভাতকালে সেই অতিথি স্বকার্য্য-সাধনাকাঙ্ক্ষী উক্ত ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক যথাশক্তি পূজিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে উল্লিখিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্য কার্য্য নিশ্চয় করত স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বকালে এক-নিশ্চয় অবলম্বন করিয়া অতিথির উপদিষ্ট ভুজগেন্দ্র-ভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে ষট্পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫৬॥

ভীষ্ম বলিলেন, উক্ত ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবর সকল অতিক্রম-পূর্ব্বক গমন করত কোন মুনির নিকটে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ সেই অতিথির কথিত নাগেন্দ্রের কথা উক্ত মুনিকে যথা-ন্যায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নিকট তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেই অর্থবিৎ বিপ্র যথা-ন্যায়ে নাগ-নিকেতনে গমন-পূর্ব্বক 'ভোঃ শব্দ-দ্বারা সমলঙ্কৃত, আমি আসিয়াছি' এই কথা বলিলেন। পতিব্রতা ধর্ম্ম-বৎসলা পরমরূপবতী নাগপত্নী তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ধর্ম্মবৎসলা নাগ-বনিতা সেই সমাগত ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা

করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া 'কি করিব?' এই কথা বলিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, ভদ্রে! আমি আপনকার সুমধুর পবিত্র বাক্য শ্রবণে বিশ্রান্ত এবং সৎকৃত হইয়াছি, এক্ষণে সর্ব্বোত্তম নাগেন্দ্র দেবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি। তাঁহার দর্শন লাভই আমার পরম কার্য্য এবং তাহাই আমার একান্ত অভিলষিত, এই নিমিত্তই আমি অদ্য পন্নগালয়ে আগমন করিয়াছি।

নাগপত্নী বলিলেন, হে বিপ্র! আমার স্বামী এক মাসের নিমিত্ত সূর্য্যের রথ বহন করিবার কারণ গমন করিয়াছেন, আপনি সাত কিম্বা আট দিবসের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিবেন, সংশয় নাই। আমার পতির প্রবাসের কারণ আপনকার বিদিত হউক, কিন্তু, আপনার অন্য কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, দেবি পতিব্রতে! আমি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এস্থানে আসিয়াছি, অতএব তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করত এই মহাবনে অবস্থিতি করিব। তিনি আগমন করিলে আমি যে এস্থানে আসিয়াছি, আপনি অব্যগ্রভাবে তাঁহাকে আবেদন করিবেন; সময়ানুসারে তাঁহাকে আমার নিকটে গমন করিতে কহিবেন। আমি উক্ত সময় প্রতীক্ষা করত পরিমিতাহার স্বীকার-পূর্ব্বক এই গোমতী নদীর পবিত্র পুলিনে বাস করিব।

অনন্তর, সেই বিপ্রবর নাগ-ভার্য্যাকে পুনঃপুন এই কথা নিবেদন করিয়া গোমতী নদীর পুলিন-প্রদেশে প্রয়াণ করিলেন।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫৭॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরবর! অনন্তর, সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ নিরাহারে বসতি করিতে থাকিলে নাগরাজের বান্ধব ভুজঙ্গগণ দুঃখিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা ও বান্ধব সকল মিলিত এবং একত্রিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকটে গমন করিল। তাহারা সেই নির্জ্জন নদীতটে নিয়তব্রত, নিরাহার, জপপরায়ণ ব্রাহ্মণকে সমাসীন দেখিল। তাহারা সকলে সেই অতিথি ব্রাহ্মণের নিকটে সমাগত হইয়া বারম্বার তাঁহার অর্চ্চনা করত এই অসন্দিগ্ধ বাক্য বলিল। হে ধর্ম্মবৎসল তপোধন! ছয় দিবস হইল আপনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু আহারের কথা কিছুই বলিতেছেন না। আপনি আমাদিগের নিকটে আসিয়াছেন, আমরাও আপনকার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছি; অতিথি-সৎকার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য, যেহেতু আমরা সকলেই সেই নাগেন্দ্রের কুটুম্ব। হে দ্বিজসত্তম! ফল, মূল, পত্র অথবা পয় কিম্বা আহারের নিমিত্ত অন্ন ভোজন করা আপনার উচিত হইতেছে। আপনি আহার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই বনে বসতি করায় ধর্ম্ম-সঙ্কর বশত এই সমস্ত বালক ও বৃদ্ধগণ পীড়িত হইতেছেন। আমাদিগের বংশে কেহ ব্রহ্মহত্যাকারী পুত্র জাত অথবা মৃত হয় নাই এবং দেবতা, অতিথি ও বন্ধুগণ অভুক্তসত্ত্বে কেহ পূর্ব্বে ভোজন করে নাই।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, তোমাদিগের উপদেশ-দ্বারাই আমার আহার করা হইল, নাগের আগমনের অষ্ট রাত্রি অপেক্ষা করিতেছি; অষ্ট রাত্র অতিক্রান্ত হইলে যদি পন্নগবর আগমন না করেন, তবে আমি আহার করিব, তাঁহার নিমিত্তই এই ব্রত ধারণ করিয়াছি। তোমরা সন্তাপ করিও না, যে স্থান হইতে আসিয়াছ, তথায় গমন কর; আমি নাগের আগমন জন্য যে ব্রত করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ করা তোমাদিগের উচিত নহে। হে নরনাথ! ভুজঙ্গগণ সেই ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক সম্যক্ রূপে অনুজ্ঞাত, সুতরাং অকৃতকার্য্য হইয়া স্ব-ভবনে গমন করিল।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫৮॥

ভীষ্ম বলিলেন, অনন্তর, বহুকাল পূর্ণ হইলে ভুজঙ্গম বিভাকরের অনুজ্ঞা লাভ-পূর্ব্বক কৃতকর্ম্মা হইয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তদীয় ভার্য্যা পাদপ্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উপনীতা হইলেন। সেই সাধ্বী সন্নিহিতা হইলে পন্নগ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে কল্যাণি! হে সুশ্রোণি! স্ত্রীবুদ্ধিপ্রযুক্ত তুমি আমার বিয়োগে অকৃতার্থ ধর্ম্মসেতু-কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যুক্তিযুক্ত বিধি অনুসারে দেবতা ও অতিথি পূজন কার্য্যে শৈথিল্য কর নাই ত?

নাগ-ভার্য্যা বলিলেন, শিষ্যগণের গুরু শুশ্রূষা, বিপ্রগণের বেদ ধারণ, ভৃত্যগণের স্বামি-বচন প্রতি-পালন, রাজার প্রজাপালন, আর ইহলোকে সর্ব্ব-ভূতের পরিত্রাণ করাকে ক্ষত্রধর্ম্ম বলা যায়। বৈশ্য-গণের আতিথ্য-সমন্বিত যজ্ঞ নির্ব্বাহ, বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা শূদ্রের কর্ম্ম। হে না গেন্দ্র! সর্ব্বভূত-হিতৈষিতা, নিয়তাহারতা ও নিত্য ব্রতাচরণ যথাক্রমে গৃহস্থধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয়-সকলের ধর্ম্মসম্বন্ধ বশত বিশেষরূপে ধর্ম্ম হইয়া থাকে। আমি কার, কোথা হইতে আসিয়াছি আমি কে এবং আমারই বা কে? মোক্ষাশ্রমে এই প্রকার নিয়ত প্রয়োজন জ্ঞান হয়। হে নাগরাজ ভার্য্যার পতিব্রতই পরম ধর্ম্ম, তোমার উপদেশানু-সারে আমি তাহা যথার্থরূপে জানি; অতএব ধর্ম্ম-নিরত তুমি সত্ত্বে আমি ধর্ম্ম জানিয়া কি প্রকারে সৎপথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিপথে পদার্পণ করিব? হে মহাভাগ! দেবতার সম্বন্ধে ধর্ম্মাচরণ পরিত্যক্ত হয় নাই এবং অতিথি সকলের সৎকার বিষয়ে আমি অনলস হইয়া নিত্যনিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য সাত আট দিন হইল এখানে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তাঁহার যে কি প্রয়োজন তাহা আমাকে বলেন না; তিনি কেবল তোমাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। সেই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ গোমতী তীরে বেদ আবৃত্তি করত তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। হে নাগেন্দ্র! এই ব্রাহ্মণ আমাকে সত্য করিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরাজ আ-গমন করিলে তুমি আমার নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করিবে। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহা শ্রবণ করিয়া তথায় তোমার গমন করা উচিত। হে দর্শনশ্রব! তাঁহাকে দর্শন দেওয়া তোমার উচিত হইতেছে।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে একোনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৫৯॥

নাগ বলিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি ব্রাহ্মণরূপে যাঁহাকে দেখিয়াছ, তিনি কে? কেবল মনুষ্য জাতি ব্রাহ্মণ অথবা কোন দেবতা? হে যশস্বিনি! মানুষ হইয়া কে আমাকে দিদৃক্ষু হইতে সমর্থ হয়? এবং দর্শনার্থ অভিলাষী হইয়া কে এরূপ আজ্ঞা-সূচক বাক্য বলিতে পারে? হে ভাবিনি! সুরাসুর ও মহর্ষিগণের মধ্যে সুরভি-গন্ধবহ বলবান্ নাগগণই মহাবীর্য্যশালী, বন্দনীয় ও বরদ, আমরাও তাঁহা-দিগের অনুযায়ী, আমরা মানবগণের নিরীক্ষ্য নহি, ইহাই আমার বিবেচনা হয়।

নাগ-ভার্য্যা বলিলেন, হে পবনাশন! তাঁহার যে রূপ সরলতা তদ্দ্বারা জানিয়াছি, তিনি দেব নহেন, তিনি ভক্তিমান্ অথচ অতি রোষণ-স্বভাব ব্রাহ্মণ। তিনি জলার্থী চাতকের ন্যায় কার্য্যান্তরাকাঙ্ক্ষী, বর্ষণ-প্রিয় চাতকপক্ষী যেমন বর্ষণ কামনা করে, তদ্রূপ তিনি তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তোমার দর্শন ব্যতিরেকে তিনি অন্য কোন বিঘ্নই গণনা করেন না; তুল্য-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কেহ কাহারও উপাসনা করে না। এই নিমিত্ত সহজ রোষ পরিহার-পূর্ব্বক তাঁহাকে তোমার দর্শন দান উচিত হইতেছে। তাঁহার আশাচ্ছেদ করিয়া একণে তোমার আত্মাকে দগ্ধ করা বিহিত নহে, যাহারা আশা করিয়া নিকটে আসিয়া থাকে, তাহাদিগের অশ্রুমার্জ্জন না করিলে রাজাই হউন, অথবা রাজ-পুত্রই হউন, অবশ্যই তাঁহাকে ভ্রূণহত্যা

পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌনাবলম্বন-দ্বারা জ্ঞান ফল প্রাপ্তি, দান-দ্বারা মহৎযশ এবং সত্য বাক্য-দ্বারা ইহলোকে বাগ্মিতা লাভ করিয়া মনুষ্য পরলোকে পূজনীয় হইয়া থাকে। ভূমি দান-দ্বারা আশ্রমবাসি ঋষিগণের গন্তব্য স্থান লাভ হয়, ন্যায্য বিষয় প্রতিপাদন-দ্বারা অবশ্যই ফল-ভোগ হইয়া থাকে। অভিপ্রেত অসংশ্লিষ্ট আত্ম-হিতকর কর্ম্ম করিয়া কেহ নরকে নিমগ্ন হয় না, ইহা ধর্ম্মজ্ঞ মানবগণ কহিয়া থাকেন।

নাগ বলিলেন, হে পতিব্রতে! অভিমানহেতু আমার অহঙ্কার নহে, জাতি দোষ-বশত সুমহান্ অহঙ্কার ছিল। কিন্তু, আমার সেই সঙ্কল্প জন্য রোষ এক্ষণে তোমার বাক্য-স্বরূপ অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইল। হে সাধ্বি! আমি রোষ-বশত সমধিক তম দর্শন করি নাই, ভুজঙ্গগণ তদ্বিষয়ের বিশেষ বক্তব্য বলিতে পারেন। ইন্দ্রের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী প্রতাপশালী, দশগ্রীব রোষের বশীভূত হইয়া সমরে রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। অন্তঃপুর স্থিত বৎস পরশুরাম-কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ধর্ষণ ও রোষ-সমন্বিত কার্ত্তবীর্য্য সুতসকল হত হয়। ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী মহাবল কার্ত্তবীর্য্য রোষবশত সংগ্রামে জমদগ্নি-তনয় রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। অতএব তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি তপস্যার পরিপন্থী এবং শ্রেয়ঃ সমুদয়ের বিনিপাতক রোষের নিগ্রহ করিলাম। হে বিশাললোচনে! তুমি যখন আমার অনপায়িনী ও গুণশালিনী ভার্য্যা, তখন আমি আপনাকেও বিশেষরূপে প্রশংসা করি। এই আমি সেই স্থানে চলিলাম, যে স্থানে সেই ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সকল কথা বলিয়াছেন, তিনি কৃতকার্য্য হইয়া প্রয়াণ করিবেন।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৬০।

ভীষ্ম বলিলেন, নাগরাজ মনে মনে সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য চিন্তা ও বিচার করত তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। হে নরেশ্বর! স্বভাবত ধর্ম্মবৎসল, সেই মতিমান্ নাগরাজ ব্রাহ্মণের নিকটে গমন করিয়া এই মধুর-বাক্য বলিলেন। হে ক্ষমাশীল! আমি তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি, তুমি রোষ প্রকাশ করিও না, তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছ? তোমার প্রয়োজন কি? হে দ্বিজ! আমি সম্মুখে আসিয়া স্নেহ-বশত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি জনমানব-শূন্য গোমতী-তীরে কাহার উপাসনা করিতেছ?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি ধর্ম্মারণ্য, দ্বিজ শ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ নাগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি, তাঁহার নিকটে আমার প্রয়োজন আছে। তিনি এস্থানে নাই, তদীয় স্বজনের নিকটে ইহা শ্রবণ করিয়া কৃষক যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ আমি তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আমি যোগ-যুক্ত ও নিরাময় থাকিয়া তাঁহার অক্লেশ করণ ও স্বস্তির নিমিত্ত বেদ আবৃত্তি করিতেছি।

নাগ বলিলেন, অহো!! তুমি কি শুভ-চরিত্র সাধু, কি সজ্জনবৎসল, হে মহাভাগ! তোমার চরিত্রের কথা কি বলিব, তুমি আমার প্রতি অতিশয় স্নেহদৃষ্টি করিতেছ। হে বিপ্রর্ষে! আমি সেই নাগ, তুমি আমাকে যেরূপ জান, আমি তদ্রূপ, তুমি ইচ্ছানুসারে আজ্ঞা কর, আমি তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্য সাধন করিব? তুমি এস্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা আমি স্বজন-মুখে শ্রবণ করিয়াছি। হে দ্বিজ! এই নিমিত্ত আমি স্বয়ং তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। তুমি যখন এখানে আসিয়াছ, তখন অদ্য কৃতকার্য্য হইয়া যাইবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি বিশ্বস্ত হইয়া আমাকে অভিলষিত বিষয়ে নিয়োগ কর। তুমি নিজ বিশেষ গুণ-দ্বারা আমাদিগকে ক্রয় করিয়াছ, যেহেতু তুমি আত্ম-হিত

পরিত্যাগ করিয়া আমার শুভানুধ্যায়ী হইয়াছ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে মহাভাগ ভুজঙ্গম! আমি তোমার দর্শনার্থ লালস হইয়া আসিয়াছি, আমি অর্থানভিজ্ঞ, অতএব তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি। আমি আত্মা অর্থাৎ জীবের বিশ্রাম স্থান অন্বেষণ করত আত্মস্থ অর্থাৎ বিষয় সমুদয় হইতে উপরত হইয়া চলচ্চিত্ত-মধ্যে বাসার্থি মহাপ্রাজ্ঞ আত্মাকে উপাসনা করিতেছি। আমি অনুরক্ত বা বিরক্ত নহি। তুমি যশোগর্ভ গভস্তি-সমন্বিত শশাঙ্ককর-সদৃশ স্পর্শ-সুখকর হৃদয়-গ্রাহি আত্ম প্রকাশিত আত্মগুণগণ-দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছ। অতএব হে অনিলাশন! আমার অন্তঃকরণে যে প্রশ্ন উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি উত্তর দান-দ্বারা তাহা চ্ছেদন কর, পরে প্রয়োজনের বিষয় বলিব, তাহা তোমার শ্রবণ করা উচিত।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৬১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, তুমি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যদেবের একচক্র-রথ বহন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া থাক, তাহাতে যদি কোন আশ্চর্য্য বিষয় বিলোকিত হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার নিকট প্রকটন কর।

নাগ বলিলেন, ভগবান্ ভাস্কর অনেক আশ্চর্য্যের আস্পদ, ত্রৈলোক্যস্থিত ভূতগণ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হয়। বিহঙ্গমগণ যেমন শাখা সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করে, তদ্রূপ যাঁহার সহস্র রশ্মি সমাশ্রয়-পূর্ব্বক দেবগণসহ সিদ্ধ মুনিসকল বসতি করিতেছেন; সূর্য্য-রশ্মি সমাশ্রিত সুমহান্ সমীরণ যাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হইয়া অম্বরতলে বিজৃম্ভিত হয়েন, তাহাতে ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? হে বিপ্রর্ষে! প্রজাগণের হিতকামনাহেতু সেই সমীরণকে পুরোহিতাদিরূপে বিভক্ত করিয়া যিনি বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? যাঁহার মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মহান্ আত্মা পরম তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সকল লোক নিরীক্ষণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? যিনি অষ্টমাসকাল পবিত্র কিরণ-জাল-দ্বারা প্রোক্ষিত পয় পুনরায় কালক্রমে প্রত্যাহরণ করেন, অতঃপর আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার তেজ বিশেষে স্বয়ং আত্মা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যাঁহার কারণ এই সচরাচরা বসুন্ধরা বীজ ধারণ করিয়া আছে, যাঁহাতে মহাবাহু শাশ্বত অনাদিনিধন দেব পুরুষোত্তম বিরাজ করিতেছেন, হে বিপ্র! অতঃপর আর আশ্চর্য্য কি আছে? বিমল অম্বর-তলে অম্বর-মনির আশ্রয়-বশত আমি যে আশ্চর্য্য সকলেরও আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।

পুরাকালে মধ্যাহ্ন সময়ে ভগবান্ ভাস্কর লোক সকলকে তাপিত করিতে থাকিলে, আদিত্যান্তর-তুল্য তেজস্বী অন্য কোন ব্যক্তি দৃষ্টি-গোচর হইলেন। তিনি স্বকীয় তেজ ও কান্তি দ্বারা সমস্ত লোককে উদ্ভাষিত করিয়া যেন গগনমণ্ডলকে বিপাটন করত আদিত্য-মণ্ডলের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। যে জ্যোতিতে আহুতি হুত হইয়াছে, তাদৃশ জ্যোতিকে নিজ তেজঃপুঞ্জ ও মরীচি-মালা-দ্বারা আবরণ করত তিনি অনির্দ্দেশ্য-রূপে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় সমাগত হইলেন। তাঁহার আগমনমাত্র ভগবান্ বিবস্বান তাঁহাকে কর-যুগল প্রদান করিলেন, তিনিও প্রতিপূজনার্থ দক্ষিণ হস্ত দান করিলেন।

অনন্তর, তিনি গগনভেদ করিয়া রশ্মি-মণ্ডল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই তেজ আদিত্যের সহিত সঙ্গত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে একত্রিত হইল। তৎকালে সেই উভয়ের তেজ একত্রিত হইলে, আমাদিগের সংশয় জন্মিল যে, রথস্থ ও আগন্তুক এই উভয়ের মধ্যে সূর্য্য কে? আমাদিগের এইরূপ সন্দেহ হইলে,

দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আকাশে আক্রমণ করত অপর ভাস্কর-সদৃশ যিনি গমন করিলেন, ইনি কে?

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৬২॥

সূর্য্য বলিলেন, ইনি অনিল-সখ অগ্নিদেব অথবা অসুর বা পন্নগ নহেন, এই মুনি উঞ্ছবৃত্তি-ব্রতে সিদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ইনি ফল মূল আহার ও শীর্ণপর্ণ ভক্ষণ করত বারিভক্ষ ও বায়ুভক্ষ হইয়া সমাধিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বিপ্র সংহিতা পাঠ-দ্বারা ভগবান্ ভবকে সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বর্গ-দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করত স্বর্গধামে গমন করিলেন। ইহাঁর কোন সঙ্গতি বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ইনি নিয়ত উঞ্ছবৃত্তি ও শিলাচার পরিপ্রাপ্ত বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; এই বিপ্র সতত সর্ব্বভূত-হিতকর কার্য্যে নিরত থাকিতেন। উত্তমগতি প্রাপ্ত ভূতগণের উপরি দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগগণ প্রভুত্ব করিতে সমর্থ নহেন। হে দ্বিজ! সেই সূর্য্য-মণ্ডলে মৎকর্ত্তৃক এবম্বিধ আশ্চর্য্য অবলোকিত হইয়াছিল। ব্রহ্মন্! যে মনুষ্য ইচ্ছানুসারে সম্যক্-সিদ্ধ হইয়া এই সিদ্ধ স্থানে গমন করেন, তিনি সূর্য্যের সহিত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৬৩॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে ভুজঙ্গম! আশ্চর্য্য বটে, ইহাতে সন্দেহ নাই, আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি; যথার্থ কথা দ্বারা তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে। হে সাধো ভুজগ-সত্তম! তোমার স্বস্তি হউক, আমি গমন করি; সম্প্রেষণ ও নিয়োজন-দ্বারা আমি তোমার স্মরণীয় হইলাম।

নাগ বলিলেন, হে দ্বিজ! তুমি মনোগত কার্য্য কীর্ত্তন না করিয়া এক্ষণে কোথায় প্রস্থান করিতেছ? তুমি যে জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর। হে সুব্রত দ্বিজবর! পৃষ্ট অথবা অস্পৃষ্ট বিষয় স্নেহ-বশত মৎকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইলে, তুমি আমাকে আমন্ত্রণ করিবে, পরে আমি অনুজ্ঞা করিলে, তুমি যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে। হে বিপ্রর্ষে! তুমি প্রণয়বান্ হইয়া এস্থানে আমাকে একক দেখিয়া বৃক্ষমূলে সমাগত ব্যক্তির ন্যায় ত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা উচিত নহে। হে নিষ্পাপ বিপ্রবর! আমি তোমার প্রতি ভক্তিমান্ তুমিও আমার প্রতি অনুরক্ত সংশয় নাই, এই সমস্ত লোক তোমারই অনুগত, অতএব আমি মিত্র সত্ত্বে তোমার চিন্তা কি?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে বিদিতাত্ম-তত্ত্ব মহাপ্রাজ্ঞ ভুজঙ্গম! দেবগণ তোমা-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা যথাতথরূপে অতিরিক্ত হয়েন নাই, তুমিও যে, আমিও সে এবং আমিও যে, তুমিও সে, তুমি যে আদিত্যান্তর্বর্ত্তী পুরুষের কথা কহিয়াছ, তুমি আমি ও আকাশাদি ভূত সমুদয় সকলেই সতত তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছি। হে নাগরাজ! আমার পুণ্য-সঞ্চয় বিষয়ে সংশয় ছিল। হে সাধো! এক্ষণে আমি তোমার উপদেশানুসারে পরমার্থ-সাধন উঞ্ছব্রত আচরণ করিব; ইহাই উৎকৃষ্ট সাধন আমার নিশ্চয় হইল। হে সাধো! সম্প্রতি আমি তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক, হে ভুজঙ্গম! আমি কৃতার্থ হইলাম।

উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়॥ ৩৬৪॥

ভীষ্ম বলিলেন, মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণ কৃত-নিশ্চয় হইয়া নাগরাজকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক দীক্ষাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ দীক্ষা ক্ষৌর ও প্রায়শ্চিত্তাদি-পূর্ব্বক উঞ্ছব্রত অবলম্বন করিতে অভিলাষী হইয়া ভৃগুবংশোদ্ভব